“বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।”

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc

kabirul.dmc@gmail.com

দ্বিতীয় বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭০ ]                [ প্রথম সংখ্যা—রথযাত্রা
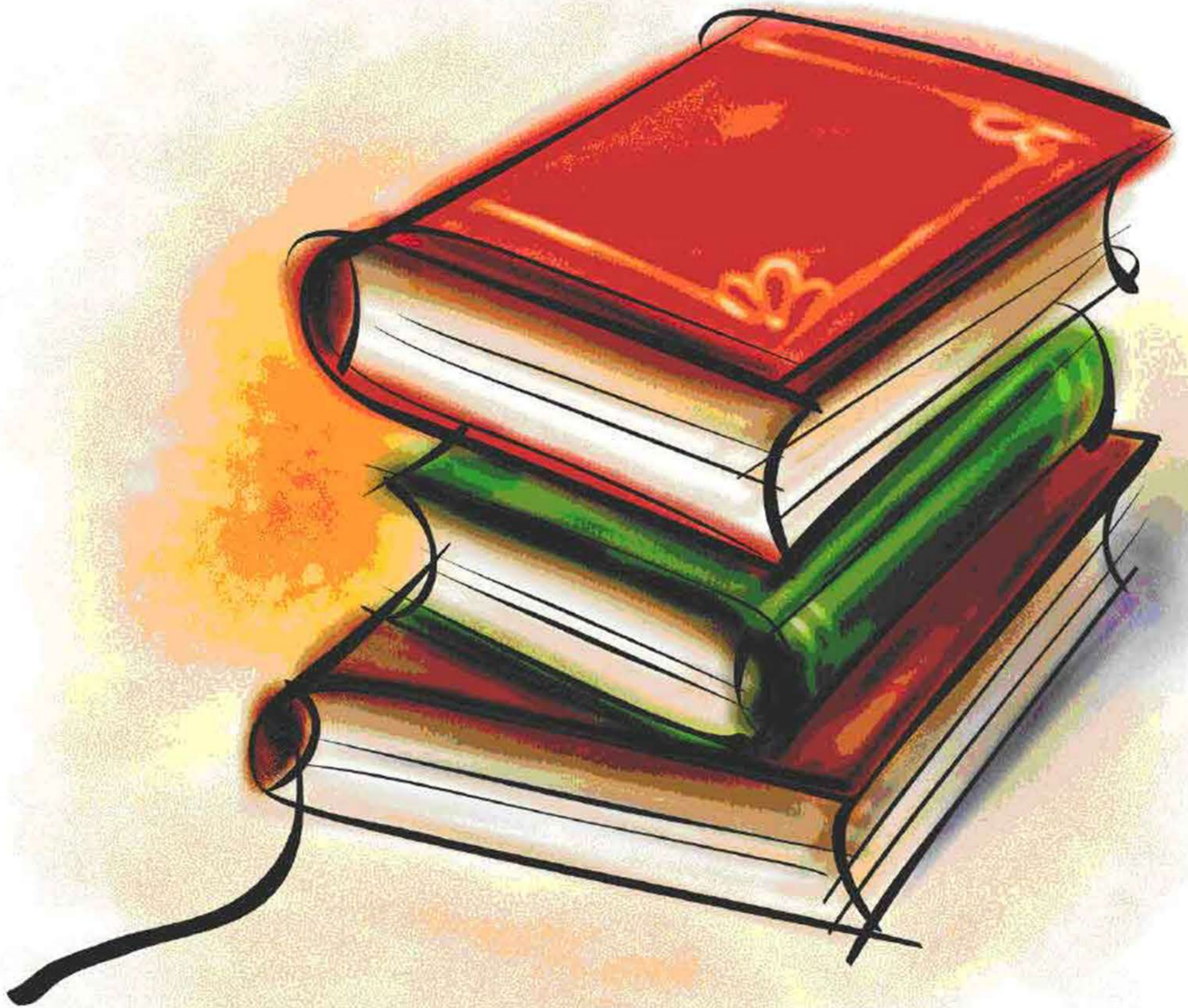
শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

# আর্য্যশাস্ত্র

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ ]                [ প্রতি সংখ্যা ১'৫০

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭০।

# নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫.০০। প্রতি সংখ্যা—১.৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২.০০, বাৎসরিক ২০.০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়, বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, আলমবাজার,
কলিকাতা- ৩৫

## শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত
## নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য—সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—৮৫নং ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী, উড়িষ্যা।

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

# বাধূল-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীযুক্তভূতেশচন্দ্র তর্কস্মৃতিতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

নিত্যকর্মবিধিবর্ণনম্।

বাধূলং মুনিমাসীনমভিগম্য মহর্ষয়ঃ।
প্রতিপূজ্য যথান্যায়মিদং বচনমব্রুবন্ ॥১
ভগবন্ ব্রাহ্মণাদীনামাচারং বদ তত্ত্বতঃ।
তচ্ছ্রুত্বা মুনিশার্দূলস্তানৃষীন্ প্রাহ ধর্মবিৎ ॥২
ব্রাহ্মান্মুহূর্তাদারভ্য ত্রিকালে বিহিতং তথা।
নিত্য-নৈমিত্তিকঞ্চৈব প্রবক্ষ্যামি যথামতি ॥৩
ব্রাহ্মে মুহূর্তে সংপ্রাপ্তে ত্যক্তনিদ্রঃ প্রসন্নধীঃ।
প্রক্ষাল্য পাদাবাচম্য হরিসংকীর্ত্তনং চরেৎ ॥৪
ব্রাহ্মে মুহূর্তে নিদ্রাঞ্চ কুরুতে সর্বদা তু যঃ।
অশুচিং তং বিজানীয়াদনর্হঃ সর্বকর্মসু ॥৫
নক্ষত্রজ্যোতিরারভ্য সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
প্রাতঃসন্ধ্যেতি তাং প্রাহুঃ শ্রুতয়ো মুনিসত্তমাঃ ॥৬
প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্ধাস্তমিতভাস্করাম্ ॥৭
দিবা সন্ধ্যাসু কর্ণস্থো ব্রহ্মসূত্র উদঙ্মুখঃ।
কুর্য্যান্মূত্র-পুরীষে তু রাত্রৌ চেদ্দক্ষিণামুখঃ ॥৮
অবগুণ্ঠিতসর্বাঙ্গস্তৃণৈরাচ্ছাদ্য মেদিনীম্।
ঘ্রাণাস্যে বাসসাচ্ছাদ্য মল-মূত্রং ত্যজেদ্ বুধঃ ॥৯
অপ্রাবৃত্য শিরো যস্তু বিণ্মূত্রং সৃজতি দ্বিজঃ।
তচ্ছিরঃ শতধা ভূয়াদিতি বেদাঃ শপন্তি তম্ ॥১০
উত্থায় বামহস্তেন গৃহীত্বা চোর্ধ্বমেহনম্।
শৌচদেশমথাভ্যেত্য কুর্য্যাচ্ছৌচং মৃদম্বুভিঃ ॥১১
অরত্নিমাত্রমুৎসৃজ্য কুর্য্যাচ্ছৌচমনুদ্ধৃতে।
পশ্চাত্তচ্ছোধয়েত্তীর্থমন্যথা ন শুচির্ভবেৎ ॥১২

**নিত্যকর্মের বিধান বর্ণনা করা হইতেছে।**

বাধূল-মুনি আসনে সমাসীন রহিয়াছেন, এমন সময় মহর্ষিগণ তথায় উপস্থিত হইয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া এই বাক্য বলিয়াছিলেন, হে ভগবন্! ব্রাহ্মণাদি বর্ণসকলের আচার তত্ত্বানুসারে আপনি বলুন। মহর্ষিগণের এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মবিৎ মুনি-শার্দ্দূল বাধূল সেই ঋষিগণকে বলিলেন,—ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া ত্রিকালে বিহিত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম যথামতি আমি বলিব। ব্রাহ্ম- মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইলে প্রসন্নচিত্তে নিদ্রাত্যাগ করিয়া পাদদ্বয় প্রক্ষালন করত (শৌচকর্ম শেষ করত) আচমন করিয়া হরিসংকীর্ত্তন করিবে।১-৪

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে যে ব্যক্তি নিদ্রিত থাকে এবং যে সর্ব্বদা নিদ্রিত থাকিতে ভালবাসে, তাহাকে অশুচি বলিয়া জানিবে—সে সমস্ত বৈধকর্ম্মের অযোগ্য হইয়া থাকে। নক্ষত্রের জ্যোতিঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সূর্য্যের উদয় পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃসন্ধ্যা করিবে। এই কালকেই প্রাতঃসন্ধ্যার কাল বলিয়া শ্রুতি ও মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়াছেন।৫-৬

প্রাতঃকালের সন্ধ্যা রাত্রিশেষে সনক্ষত্রা উপাসনা করিবে এবং পশ্চিমা সন্ধ্যা অর্থাৎ সায়ংকালের সন্ধ্যা সাদিত্যা অর্থাৎ সূর্য্যের অর্দ্ধ-অস্তমিত কালে উপাসনা করিবে।৭

দিনে ও সন্ধ্যাকালে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিতে হইলে যজ্ঞোপবীত কর্ণে স্থাপন করিয়া উত্তরমুখ হইয়া মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে আর রাত্রিতে করিতে হইলে দক্ষিণমুখ হইয়া তাহা করিবে।৮

জ্ঞানীব্যক্তি সমস্ত অঙ্গ অবগুণ্ঠিত করিয়া ক্ষিতিতল

বিট্ছৌচং প্রথমং কুর্য্যান্মূত্রশৌচং ততঃপরম্।
পাদশৌচং ততঃ কুর্য্যাৎ করশৌচং ততঃ পরম্ ॥১৩
পঞ্চধা লিঙ্গশৌচং স্যাদ্ গুদশৌচং ত্রিবেষ্টিতম্।
পাদয়োর্লিঙ্গবচ্ছৌচং হস্তয়োস্তু চতুর্গুণম্ ॥১৪
এতচ্ছৌচং গৃহস্থানাং দ্বিগুণং ব্রহ্মচারিণাম্।
ত্রিগুণং তু বনস্থানাং যতীনাং তু চতুর্গুণম্ ॥১৫
যদ্দিবা বিহিতং শৌচং তদর্ধং নিশি কীর্তিতম্।
তদর্ধমাতুরপ্রোক্তমাতুরস্যার্ধমধ্বনি ॥১৬
বিণ্মূত্রকরণাৎ পূর্বমাদদ্যান্ মৃত্তিকাং তদা।
অদদানস্তু তাং পশ্চাৎ সবাসা জলমাবিশেৎ ॥১৭

আর্দ্রামলমাত্রাস্তু গ্রাসা ইন্দুব্রতে স্মৃতাঃ।
তথৈবাহুতয়ঃ সর্বাঃ শৌচার্থে যাশ্চ মৃত্তিকাঃ ॥১৮
শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥১৯
শৌচে যত্নঃ সদা কার্য্যস্তন্মূলো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
শৌচাচারবিহীনস্য সমস্তা নিষ্ফলা ক্রিয়াঃ ॥২০
অন্তর্জানু শুচৌ দেশ উপবিষ্ট উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্ বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপস্পৃশেৎ ॥২১
গোকর্ণাকৃতিহস্তেন মাষমগ্নজলং পিবেৎ।
তন্ন্যূনমধিকং পীত্বা সুরাপানসমং ভবেৎ ॥২২

তৃণসমূহ দ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক নাসিকা ও মুখ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করত মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। যে দ্বিজ মস্তক আচ্ছাদন না করিয়া মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহার শির শতধা হইবে। এইরূপে বেদ তাহাকে অভিশাপ করেন।৯-১০

মলমূত্র-ত্যাগ শেষ করিয়া উঠিয়া বামহাতে লিঙ্গ ঊর্দ্ধদিকে ধরিয়া পরে শৌচ করিবার স্থানে উপস্থিত হইয়া মৃত্তিকা ও জলদ্বারা শৌচ করিবে। কনিষ্ঠাঙ্গুলী-ভিন্ন বদ্ধমুষ্টি হস্তকে অর্থাৎ কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগ পর্য্যন্ত (দৈর্ঘ্য) পরিমাণের নাম অরত্নি। অনুদ্ধৃত জলে অরত্নিমাত্র স্থান ত্যাগ করিয়া শৌচ করিবে অর্থাৎ অরত্নি-পরিমাণ দূরে বসিয়া শৌচ করিবে। পরে তীর্থ অর্থাৎ অরত্নিমাত্র সেইস্থান জল দ্বারা শোধন করিবে, অন্যথা সেই ব্যক্তি শুচি হইবে না।১১-১২

প্রথমে পুরীষের শৌচ আচরণ করিবে, তাহার পর মূত্রের শৌচ আচরণ করিবে। তৎপরে পাদশৌচ করিবে, পশ্চাৎ কর শৌচ করিবে। লিঙ্গে শৌচ পাঁচবার করিবে, গুহ্যদ্বারে তিনবার, পাদদ্বয়ে লিঙ্গের মত শৌচ ও হস্তদ্বয়ে লিঙ্গ-শৌচের চারিগুণ শৌচ করিবে।১৩-১৪

এই শৌচ গৃহস্থের পক্ষে বলা হইল। ব্রহ্মচারিগণের পক্ষে ইহার দ্বিগুণ শৌচ, বানপ্রস্থাশ্রমিগণের পক্ষে তিনগুণ শৌচ এবং যতিগণের পক্ষে ইহার চারিগুণ শৌচ জানিবে।১৫

দিনের বেলায় শৌচ করার যে বিধান বলা হইল, রাত্রিতে তাহার অর্দ্ধেক করিলেই হইবে। আতুর ব্যক্তির পক্ষে তাহারও অর্দ্ধেক শৌচ বিহিত এবং আতুরের শৌচেরও অর্দ্ধেক শৌচ পথিমধ্যে চলিতে পারে।১৬

মূত্র-পুরীষোৎসর্গের পূর্ব্বেই শৌচার্থ মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। তখন সেই মৃত্তিকা গ্রহণ না করিলে মূত্র-পুরীষ ত্যাগ করিয়া পরে স্নানার্থ বস্ত্রসহিত জলে প্রবেশ করিবে।১৭

ইন্দুব্রত অর্থাৎ চান্দ্রায়ণ ব্রতে সুপক্ক আমলকী ফলের তুল্য গ্রাস বিহিত; সমস্ত আহুতিও সেই পরিমাণেই বিহিত। সুতরাং শৌচার্থে যে মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে, তাহাও সেই পরিমাণ গ্রহণ করিবে।১৮

শৌচ দুই প্রকার উক্ত আছে—বাহ্যশৌচ ও আভ্যন্তরশৌচ। মৃত্তিকা ও জল দ্বারা যে শৌচ করার বিধান, তাহা বাহ্যশৌচ এবং যাহা দ্বারা ভাবের শুদ্ধি হয়, তাহাই আভ্যন্তর শৌচ বলিয়া জানিবে।১৯

শৌচকার্য্যে সর্ব্বদাই যত্ন করিবে। দ্বিজ শৌচমূল বলিয়া বিশ্রুত। শৌচ ও আচারবিহীন দ্বিজের সমস্ত ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়। উত্তরমুখ বা পূর্ব্বমুখে পবিত্রস্থানে উপবেশন করিয়া অন্তর্জানু অর্থাৎজানুর মধ্যবর্ত্তী স্থানে হস্তদ্বয় রাখিয়া ব্রাহ্মতীর্থ দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশকে ব্রাহ্মতীর্থ বলে) নিত্য আচমন করিবে।২০-২১

গোকর্ণাকৃতি হস্ত দ্বারা (অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা বিস্তার করিলে মধ্যস্থিত স্থানকে গোকর্ণ বলা হয়) একটি

সংহতাঙ্গুলিনা তোয়ং গৃহীত্বা পাণিনা দ্বিজঃ।
মুক্তাঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠে তু শিষ্টেনাচমনং ভবেৎ ॥২৩
উপবিশ্য শুচৌ দেশে প্রাঙ্‌মুখো ব্রহ্মসূত্রধৃৎ।
বদ্ধচূড়ঃ কুশকরো দ্বিজঃ শুচিরুপস্পৃশেৎ ॥২৪
অপ্সু প্রাপ্তাসু হৃদয়ং ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধতামিয়াৎ।
রাজন্যঃ কণ্ঠ-তালুস্পৃগ্‌ বৈশ্যঃ শূদ্রস্তথা স্ত্রিয়ঃ ॥২৫
সপবিত্রেণ হস্তেন কুর্য্যাদাচমনক্রিয়াম্।
নোচ্ছিষ্টং তৎপবিত্রং তু ভুক্তোচ্ছিষ্টং তু বর্জয়েৎ ॥২৬
কুশহস্তঃ পিবেত্তোয়ং কুশহস্তঃ সদাচমেৎ।
সগ্রন্থিকুশহস্তস্তু ন কদাচিদুপস্পৃশেৎ ॥২৭
প্রভাসাদীনি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে সন্তীতি মনুরব্রবীৎ ॥২৮

মাষকলাই মগ্ন হয় এরূপ পরিমাণ জল পান করিবে। তাহার ন্যূন বা অধিক জলপান করিলে তাহা সুরাপানের সমান হইবে।২২

দ্বিজব্যক্তি অঙ্গুলিসমূহ সংহত অর্থাৎ মিলিত করিয়া হাতে জলগ্রহণপূর্বক পরে অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠাঙ্গুলিকে মুক্ত করত শিষ্টগণের বিধান অনুসারে আচমন করিবে। ব্রহ্মসূত্রধারী দ্বিজ পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া পবিত্রস্থানে উপবেশন পূর্বক শিখাবন্ধন ও কুশধারণ করত শুচি হইয়া আচমন করিবে।২৩-২৪

আচমনের জল পান করার পর হৃদয় পর্য্যন্ত গেলেই ব্রাহ্মণ পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সেই জল কণ্ঠগত হইলে ক্ষত্রিয়, তালুগত হইলেই বৈশ্য, শূদ্র ও স্ত্রীলোকগণ শুদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। পবিত্র (কুশ) যুক্তহস্ত দ্বারা আচমন-ক্রিয়া করিবে; তজ্জন্য সেই পবিত্র উচ্ছিষ্ট হয় না। কিন্তু ভোজন করার পর সেই পবিত্র উচ্ছিষ্ট হয়, তখন তাহা বর্জ্জন করিবে।২৫-২৬

কুশহস্ত হইয়া জলপান করিবে এবং কুশহস্ত হইয়া সর্ব্বদা আচমন করিবে। কিন্তু গ্রন্থিযুক্ত কুশ হাতে নিয়া কখনও আচমন করিবে না। বিপ্রের দক্ষিণকর্ণে প্রভাসাদি তীর্থসমূহ এবং গঙ্গাদি নদীসমূহ আছেন—ইহা মনু বলিয়াছেন।২৭-২৮

প্রাঙ্‌মুখোদঙ্‌মুখো বাপি সমাচম্য বিশুধ্যতি।
পশ্চিমে পুনরাচম্য যাম্যাং স্নানেন শুধ্যতি ।২৯
আর্দ্রবাসা জলে কুর্য্যাৎ তর্পণাচমনং জপম্।
শুষ্কবাসাঃ স্থলে কুর্য্যাত্তর্পণাচমনং জপম্ ॥৩০
আম্রেক্ষুখণ্ড-তাম্বূলচর্বণে সোমপানকে।
বিষ্ণুঙ্ঘ্রিতোয়পানে চ নাদ্যন্তাচমনং ভবেৎ ॥৩১
বিষ্ণুপাদোদ্ভবং তীর্থং পীত্বা ন ক্ষালয়েৎ করম্।
ক্ষালয়েদ্ যদি মোহেন পঞ্চপাতকমাপ্নুয়াৎ ॥৩২
উপবসেদ্দিনে যস্তু দন্তধাবনকৃন্নরঃ।
স ঘোরং নরকং যাতি ব্যাঘ্রভক্ষশ্চতুর্যুগম্ ॥৩৩
প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ মুখং চাদ্ভিঃ সমাহিতঃ।
আচম্য প্রাঙ্‌মুখঃ পশ্চাদ্দন্তধাবনমাচরেৎ ॥৩৪

পূর্ব্বমুখ অথবা উত্তরমুখ হইয়া বিধান অনুসারে আচমন করিলে শুদ্ধ হওয়া যায়। কিন্তু পশ্চিমমুখ বা দক্ষিণমুখ হইয়া আচমন করিলে পুনঃ অশুদ্ধ হইবে। তজ্জন্য আবার স্নান করিয়া শুদ্ধ হওয়া যায়।২৯

স্নানের পর ভিজা কাপড়ে তর্পণ, আচমন ও জপ করিতে হইলে জলে থাকিয়া তাহা করিবে, আর শুষ্কবস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ, আচমন বা জপ করিতে হইলে জল হইতে উঠিয়া স্থলে থাকিয়া তাহা করিবে।৩০

আম, ইক্ষুখণ্ড বা তাম্বূল চর্ব্বণ করিলে অথবা সোমরস পান করিলে কিংবা বিষ্ণুপাদোদক পান করিলে তাহার আদি বা অন্তে আচমন করিতে হয় না। বিষ্ণুপাদোদ্ভূত তীর্থজল পান করিয়া হস্ত-প্রক্ষালন করিবে না। যদি মোহবশতঃ তখন হস্ত-প্রক্ষালন করা হয়, তাহা হইলে পঞ্চপাতকসদৃশ পাপ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি উপবাস দিনে দন্তধাবন করে, সে ঘোর-নরকে পতিত হয় এবং চারিযুগ পর্য্যন্ত সে ব্যাঘ্রভক্ষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করে।৩১-৩৩

প্রথমে জল দ্বারা হস্ত, পদ ও মুখ প্রক্ষালনপূর্বক পূর্ব্বমুখে সমাহিত হইয়া আচমন করত পরে দন্তধাবন করিবে।৩৪

দন্তধাবন-কার্য্যে দন্তকাষ্ঠ গ্রহণ করত—"আয়ুর্ব্বলং

আয়ুর্বলং যশোবর্চঃ প্রজাঃ পশু-বসূনি চ।
ব্রহ্ম প্রজ্ঞাঞ্চ মেধাঞ্চ ত্বং নো দেহি বনস্পতে ॥৩৫
যস্তু গণ্ডূষসময়ে তর্জন্যা বক্ত্র শোধনম্।
কুর্ব্বীত যদি মূঢ়াত্মা নরকে পততি দ্বিজঃ ॥৩৬
অলাভে দন্তকাষ্ঠানাং প্রতিষিদ্ধদিনেষ্বপি।
অপাং ষোড়শগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥৩৭
প্রতিপৎপর্ব্বষষ্ঠীষু নবমী দ্বাদশী তথা।
দন্তানাং কাষ্ঠসংযোগো দহত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥৩৮
সুরয়া লিপ্তদেহেঽপি প্রায়শ্চিত্তীয়তে দ্বিজঃ।
প্রাতরভ্যক্তদেহস্য নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥৩৯
তৈলাভ্যঙ্গং মহারাজ ব্রাহ্মণানাং করোতি যঃ।
স স্নাতোঽব্দশতং সাঙ্গং গঙ্গায়াং নাত্র সংশয়ঃ ॥৪০
দ্রব্যান্তরযুতং তৈলং ন কদাচন দুষ্যতি।
তৈলমাজ্যেন সংসিক্তং গ্রহণেঽপি ন দুষ্যতি ॥৪১

যশোবর্চ্চঃ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে তাহা দ্বারা দন্তধাবন করিবে। উল্লিখিত মন্ত্রের অর্থ নিম্নরূপ—হে বনস্পতে! তুমি আমাদিগকে আয়ুঃ, বল, যশ, তেজ, প্রজা, পশু, ধন, ব্রহ্মপ্রজ্ঞা ও মেধা দান কর।৩৫

মূঢ়াত্মা দ্বিজ মুখ-প্রক্ষালন-সময়ে যদি তর্জ্জনী দ্বারা মুখশোধন করে, তবে সে নরকে পতিত হয়। যদি কোন-দিন দন্তকাষ্ঠলাভ না হয়, সেইদিনে এবং দন্তধাবনের শাস্ত্রীয় নিষিদ্ধ দিনেও ষোড়শগণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখশোধন করিবে।৩৬-৩৭

প্রতিপদ, ষষ্ঠী নবমী ও দ্বাদশীতিথিতে এবং পর্ব্বদিনে ( অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তিতিথিকে পর্ব্বদিন বলা হয় ) দন্তে কাষ্ঠ-সংযোগ করিলে সাতপুরুষ পর্য্যন্ত কুল দগ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই সকল তিথিতে কাষ্ঠ-দ্বারা দন্তধাবন করিবে না।৩৮

সুরাদ্বারা দেহ-লেপন করিলে দ্বিজ প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারে, কিন্তু প্রাতঃকালে যে দ্বিজ তৈলাভ্যঙ্গ করে, তাহার নিষ্কৃতির কোন বিধান নাই। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রাতঃকালে তৈলাভ্যঙ্গ করে, সে একশত বৎসর গঙ্গায় সাঙ্গ স্নান করিবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই।৪০

ছায়ামন্ত্য-শ্বপাকানাং স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ।
চত্বারিংশৎপদাদূর্দ্ধং ছায়াদোষো ন বিদ্যতে ॥৪২
অস্পৃশ্যস্পর্শনে চৈব ত্রয়োদশনিমজ্জনম্।
আচম্য প্রযতঃ পশ্চাৎ স্নানং বিধিবদাচরেৎ ॥৪৩
জ্বরাভিভূতা যা নারী রজসা চ পরিপ্লুতা।
কথং তস্যা ভবেচ্ছৌচং শুধ্যতে কেন কর্ম্মণা ॥৪৪
চতুর্থেঽহনি সংপ্রাপ্তে স্পৃশেদন্যা তু তাং স্ত্রিয়ম্।
সা সচৈলাবগাহ্যাপঃ স্নাত্বা স্নাত্বা পুনঃ স্পৃশেৎ ॥৪৫
দশ দ্বাদশকৃত্বো বা হ্যাচামেচ্চ পুনঃ পুনঃ।
অন্তে চ বাসসাং ত্যাগস্ততঃ শুদ্ধা ভবেত্তু সা ॥৪৬
দদ্যাচ্ছক্ত্যা ততো দানং পুণ্যাহেন বিশুধ্যতি।
আর্ত্তবাভিপ্লুতে নার্য্যৌ সম্ভাষেতাং মিথো যদি ॥৪৭
উপবাসং তয়োরাহুরশুদ্ধৌ শুদ্ধিকারণম্।
শাবে চ সূতকে চৈব হ্যন্তরা চেদ্ ঋতুর্ভবেৎ ॥৪৮

তৈলাভ্যঙ্গে তিলের তৈলমাত্রই নিষিদ্ধ, দ্রব্যান্তর-সংযুক্ত তৈল কখনও দোষের নয়। ঘৃতের সহিত মিশ্রিত তৈল-গ্রহণেও দোষ হয় না।৪১

অন্ত্যজ ও চণ্ডালের ছায়া স্পর্শ করিয়া স্নান করিবে; চল্লিশপদ হইতে অধিক দূরে থাকিলে সেখানে ছায়া স্পর্শ-দোষ হয় না।৪২

অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে জলে নামিয়া তেরবার ডুব দিয়া আচমন করত সংযত হইয়া পরে বিধি অনুসারে স্নান করিবে।৪৩

যে নারী রজস্বলা হইয়া জ্বররোগে অভিভূতা হইয়াছে, তাহার শৌচ কিরূপে হইবে এবং কি কর্ম্ম দ্বারা সে শুদ্ধা হইতে পারে? ৪৪

রজোদর্শন-দিন হইতে চতুর্থদিনে অন্যকোন নারী সেই নারীকে স্পর্শ করিবে। স্পর্শের পর সেই নারী পরিহিত বস্ত্রসহ জলে অবগাহন-স্নান করিয়া পুনরায় স্নান করত জ্বরাভিভূতা সেই নারীকে পুনঃ স্পর্শ করিবে।৪৫

জ্বরাভিভূতা সেই নারী দশবার বা দ্বাদশবার পুনঃ পুনঃ আচমন করিবে এবং শেষে তদীয় পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করিবে। তাহার পরে সেই নারী শুদ্ধা

অস্নাত্বা ভোজনং কুর্য্যাদ্ ভুক্ত্বা চোপবসেদহঃ।
উৎসবে বাসুদেবস্য যঃ স্নাতি স্পর্শশঙ্কয়া ॥৪৯
স্বর্গস্থাঃ পিতরস্তস্য পতন্তি নরকে ক্ষণাৎ।
অস্পৃশ্যস্পর্শনে বান্তৌ অশ্রুপাতে ক্ষুতে ভগে ॥৫০
স্নানং নৈমিত্তিকং জ্ঞেয়ং দেবর্ষি-পিতৃবর্জিতম্।
স্বর্ধুন্যম্ভঃসমানি স্যুঃ সর্বাণ্যম্ভাংসি ভূতলে ॥৫১
কূপস্থান্যপি সোমার্কগ্রহণে নাত্র সংশয়ঃ।
অশ্রোত্রিয়ঃ শ্রোত্রিয়ো বা অপাত্রং পাত্রমেব বা ॥৫২
বিপ্রব্রুবো বা বিপ্রো বা গ্রহণে দানমর্হতি।
সর্বং ভূমিসমং দানং সর্বো ব্রহ্মসমো দ্বিজঃ ॥৫৩
সর্বং গঙ্গাসমং তোয়ং গ্রহণে চন্দ্র-সূর্য্যয়োঃ।
প্রাতরাচমনং কৃত্বা শৌচং কৃত্বা যথাবিধি ॥৫৪
দন্তশৌচং ততঃ কৃত্বা প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
দ্বৌ হস্তৌ যুগ্মতঃ কৃত্বা পূরয়েদুদকাঞ্জলিম্ ॥৫৫
গোশৃঙ্গমাত্রমুদ্ধৃত্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ।
যেন তীর্থেন গৃহ্ণীয়াৎ তেন দদ্যাজ্জলাঞ্জলিম্ ॥৫৬
অন্যতীর্থেন গৃহ্ণীয়াত্তত্তোয়ং রুধিরং ভবেৎ।
পূর্বাশাভিমুখো দেবানুত্তরাভিমুখস্ত্বৃষীন্ ॥৫৭
পিতৄংস্তু দক্ষিণাস্যস্তু জলমধ্যে তু তর্পয়েৎ।
স্নানার্থমভিগচ্ছন্তং দেবাঃ পিতৃগণৈঃ সহ ॥৫৮
বায়ুভূতাস্তু গচ্ছন্তি তৃষার্তাঃ সলিলার্থিনঃ।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্ বস্ত্রমকৃত্বা পিতৃতর্পণম্ ॥৫৯
নিরাশাস্তে নিবর্তন্তে বস্ত্রনিষ্পীড়নে কৃতে।
তস্মান্ন পীড়য়েদ্ বস্ত্রং যে কে চ ইতি মন্ত্রতঃ ॥৬০

হইবে। রজোমতী দুই স্ত্রী যদি পরস্পর সম্ভাষণ করে, তবে তাহারা শক্তি অনুসারে পুণ্যাহে কিছু দান করিবে, তাহাতেই তাহারা শুদ্ধ হইবে।৪৬-৪৭

উল্লিখিত রজোমতী দুই স্ত্রীর অশুদ্ধি-বিষয়ে উপবাসকেই শুদ্ধির কারণ বলেন। মরণাশৌচ বা জননাশৌচ উপস্থিত হইলে তন্মধ্যে যদি ঋতু হয়, তবে সে নারী স্নান না করিয়াই ভোজন করিবে, এবং ভোজন করিয়া পরে একদিন উপবাস করিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উৎসবে গমন করিয়া স্পর্শ-আশঙ্কায় যে স্নান করে, তাহার স্বর্গস্থ পিতৃগণ তৎক্ষণাৎ নরকে পতিত হন। অস্পৃশ্য স্পর্শ করিলে, বমি করিলে, অশ্রুপাত হইলে, হাঁচি হইলে ও গুহ্যস্থানের স্পর্শ ঘটিলে দেবতা, ঋষি ও পিতৃবর্জ্জিত নৈমিত্তিক-স্নান করিবে। চন্দ্রগ্রহণ এবং সূর্য্যগ্রহণকালে পৃথিবীতে সমস্ত জল (কূপস্থ জল ও) গঙ্গাজলের তুল্য হয়,—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। গ্রহণকালে শ্রোত্রিয় বা অশ্রোত্রিয়, পাত্র অথবা অপাত্র, বিপ্র বা বিপ্রব্রুব (নিন্দ্য-ব্রাহ্মণ) সকলকেই দান করা যাইতে পারে। চন্দ্রগ্রহণ বা সূর্য্যগ্রহণকালে সমস্ত দান ভূমিদানের তুল্য হয় এবং সকল দ্বিজই ব্রহ্মতুল্য হইয়া থাকেন এবং সমস্ত জল গঙ্গাজলসদৃশ হয়। প্রাতঃকালে মল-মূত্র ত্যাগের পর যথাবিধি শৌচ করিয়া আচমনপূর্বক দন্তশৌচ করত তৎপরে প্রাতঃস্নান করিবে। দুই হস্ত যুগ্মভাবে অঞ্জলি করিয়া জল দ্বারা তাহা পূর্ণ করিবে।৪৮-৫৪

গোশৃঙ্গ পরিমাণ উচ্চে হস্ত উঠাইয়া জলের মধ্যেই সেই জল ক্ষেপণ করিবে। যে তীর্থ দ্বারা জলগ্রহণ করিবে, সেই তীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি দান করিবে।৫৫

অন্য তীর্থ দ্বারা জলাঞ্জলি গ্রহণ করিলে সেই জল রুধির-তুল্য হইবে। পূর্ব্বদিক্ অভিমুখী হইয়া দেবতাগণের, উত্তরদিকে মুখ করিয়া ঋষিগণের এবং দক্ষিণমুখ হইয়া জলমধ্যে পিতৃগণের তর্পণ করিবে। স্নানের জন্য যিনি গমন করিয়াছেন, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া পিতৃগণের সহিত তৃষ্ণার্ত্ত দেবতাগণ জলার্থী হইয়া বায়ুভূত অবস্থায় অনুগমন করেন। সেইহেতু পিতৃতর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র কখনও নিঙড়াইবে না।৫৬-৫৭

পিতৃতর্পণ না করিয়া স্নান বস্ত্র নিঙড়াইলে পিতৃগণের সহিত দেবতাগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। সেইহেতু তর্পণ না করিয়া স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে না। পরে "যে কে চ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা বস্ত্র চারিগুণ করত নিষ্পীড়নপূর্বক জল হইতে উঠিয়া বাম-প্রকোষ্ঠে বস্ত্র রাখিয়া দুইবার আচমন করিলে শুচি হইবে।৬০-৬১

বস্ত্রং চতুর্গুণীকৃত্য নিষ্পীড্য চ জলাদ্ বহিঃ।
বামপ্রকোষ্ঠে নিক্ষিপ্য দ্বিরাচম্য শুচির্ভবেৎ ॥৬১
মনুষ্যতর্পণে চৈব স্নানবস্ত্রনিপীড়নে।
নিবীতী তু ভবেদ্ বিপ্রস্তথা মূত্র-পুরীষয়োঃ ॥৬২
নদীষু দেবখাতেষু গিরিপ্রস্রবণেষু চ।
স্নানং প্রতিদিনং কুর্য্যাৎ সর্বকর্মপ্রসিদ্ধয়ে ॥৬৩
পরকীয়নিপানেষু ন স্নায়াদ্ বৈ কদাচন।
নিপানকর্ত্তুঃ স্নাত্বা তু দুষ্কৃতাংশেন লিপ্যতে ॥৬৪
অন্যায়োপাত্তবিত্তস্য পতিতস্য চ বার্দ্ধুষেঃ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥৬৫
অন্ত্যজৈঃ খাতিতাঃ কূপাস্তটাকা বাপ্য এব চ।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥৬৬
পরকীয়নিপানেষু যদি স্নায়াৎ কথঞ্চন।
সপ্তপিণ্ডান্ সমুদ্ধৃত্য তত্র স্নানং সমাচরেৎ ॥৬৭

লালা-স্বেদসমাকীর্ণঃ শয়নাদুত্থিতঃ পুমান্।
অশুচিং তং বিজানীয়াদনর্হঃ সর্বকর্মসু ॥৬৮
স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
স্নানাচারবিহীনস্য সর্বাঃ স্যুর্নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥৬৯
উষস্যুষসি যৎ স্নানং সন্ধ্যায়ামুদিতেঽপি বা।
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্ ॥৭০
স্নানবস্ত্রেণ যঃ কুর্য্যাদ্দেহস্য পরিমার্জনম্।
শুনালীঢ়ং ভবেদ্ গাত্রং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥৭১
উষঃকালে ভানুবারে যো নরঃ স্নানমাচরেৎ।
মাঘস্নানসহস্রাণি গঙ্গা-যমুনসঙ্গমে ॥৭২
জন্মর্ক্ষে বৈধৃতৌ পুণ্যে ব্যতীপাতে চ সংক্রমে।
অমায়াঞ্চ নদীস্নানং কুলকোটিং সমুদ্ধরেৎ ॥৭৩
অকৃত্যমপি কুর্বাণো ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
কদাচিন্নারকং দুঃখং প্রাতঃস্নায়ী ন পশ্যতি ॥৭৪

মনুষ্য তর্পণ করার সময়ে এবং স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন-কালে ও মূত্রপুরীষোৎসর্গকালে বিপ্র নিবীতী অর্থাৎ যজ্ঞোপবীতকে মালার ন্যায় কণ্ঠলম্বিত করিবে। দেবখাত নদীসমূহে ও গিরিপ্রস্রবণ নদীসমূহে দৈব ও পৈত্র্য সকল কার্য্যসিদ্ধির জন্য প্রতিদিন স্নান করিবে।৬২-৬৩

পরকীয় জলাশয়সমূহে কখনও স্নান করিবে না। পরকীয় জলাশয়ে স্নান করিলে জলাশয়-কর্ত্তার কৃত পাপের দ্বারা লিপ্ত হইতে হয়। অন্যায়ভাবে বিত্তোপার্জ্জনকারী, পতিত ও বার্দ্ধুষি অর্থাৎ বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর) ব্যক্তির জলাশয়ে স্নান বা জলপান করিয়া পাপনাশের জন্য প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিবে। ৬৪-৬৫

অন্ত্যজ ব্যক্তি কর্ত্তৃক যদি কূপ, তড়াগ বা পুকুর খনন করা হয়, তবে সেই জলে স্নান ও সেই জল পান করিলে কোন প্রায়শ্চিত্ত নাই। পরকীয় জলাশয়ে যদি কখনও স্নান করিতে হয়, তবে সেই জলাশয় হইতে সাতটি মৃৎপিণ্ড উদ্ধার করিয়া পরে তাহাতে স্নান করিবে।৬৬-৬৭

যে পুরুষ শয়ন হইতে উঠিয়াছে, তাহার দেহ লালা ও ক্লেদে সমাকীর্ণ থাকে, এজন্য তাহাকে অশুচি বলিয়া জানিবে। সে সকল কর্ম্মেই অনর্হ হইয়া থাকে।৬৮

সমস্ত ক্রিয়াই স্নানমূল অর্থাৎ স্নান করিয়া পরে ক্রিয়া করিতে হয়। সন্ধ্যোপাসনাও স্নান করিয়া করিতে হয়। সুতরাং স্নানাচারবিহীন ব্যক্তির সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়।৬৯

উষাকালে বা তৎসমীপবর্ত্তীকালে, সন্ধ্যা-সময়ে বা সূর্য্য উদিত হইলে যে স্নান করা হয়, তাহা মহাপাতক-নাশক প্রাজাপত্য-ব্রতের সমান জানিবে।৭০

যে ব্যক্তি স্নান করিয়া পরিহিত স্নানবস্ত্র দ্বারা দেহের পরিমার্জ্জন করে, কুকুরে গাত্র চাটিলে যেরূপ অশুদ্ধ হয়—তাহার গাত্রও সেইরূপ অশুদ্ধ হয়, পুনরায় স্নান করিলে সেই গাত্র শুদ্ধ হইবে।৭১

যে ব্যক্তি রবিবারে উষাকালে স্নান করে, তাহার সেই স্নান গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্নান ও মাঘমাসে সহস্রস্নানের সমান হয়। জন্মনক্ষত্রে, বৈধৃতি-যোগে, পুণ্যাহে, ব্যতীপাত-যোগে, সংক্রান্তিতে ও অমাবস্যায় নদীতে স্নান করিলে কোটিকুল উদ্ধার প্রাপ্ত হয়।৭২-৭৩

অবিহিত কার্য্য করিয়াও এবং যেখানে সেখানে

বিনা স্নানেন যো ভুঙ্‌ক্তে স মলাশী ন সংশয়ঃ।
অস্নাতাশী মলং ভুঙ্‌ক্তে হ্যজপঃ পূয়শোণিতম্ ॥৭৫
আহুতাশী কৃমিং ভুঙ্‌ক্তে হ্যদাতা বিষমশ্নুতে।
সংকল্পসূক্তপঠনং মার্জনং চাঘমর্ষণম্ ॥৭৬
দেবর্ষিতর্পণঞ্চৈব স্নানং পঞ্চাঙ্গমিষ্যতে।
হিরণ্যশৃঙ্গমিত্যুক্ত্বা জলং সমবগাহয়েৎ ॥৭৭
সুমিত্রা ইত্যুদাহৃত্য স্বাত্মানমভিষেচয়েৎ।
দুর্মিত্রা ইত্যুদাহৃত্য মৃৎস্থানে জলমুৎসৃজেৎ ॥৭৮
যোঽস্মান্ দ্বেষ্টীত্যুদাহৃত্য তথা তত্র জলং ক্ষিপেৎ।
যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্ম ইতি পুনস্তত্র জলং ক্ষিপেৎ ॥৭৯
এবং ত্রিমৃর্ত্তিকাস্নানে জলমঞ্জলিনোৎসৃজেৎ।
নমোঽগ্নয়েতি মন্ত্রেণ নমস্কুর্য্যাজ্জলং ততঃ ॥৮০
যদপামিত্যমেধ্যাংশং নিরস্যেদ্দক্ষিণে জলম্।
অত্যশনাদিতি দ্বাভ্যাং ত্রিরালোড্য তু পাণিনা ॥৮১
চতুরস্রং তীর্থপীঠং পাণিনোল্লিখ্য বারিষু।
নন্দিনীত্যাদি নামানি বদ্ধাঞ্জলিপুটো ভবেৎ ॥৮২
আবাহয়ামি ত্বাং দেবি স্নানার্থমিহ সুন্দরি।
এহি গঙ্গে নমস্তভ্যং সর্বতীর্থসমন্বিতে ॥৮৩
ইমং মে গঙ্গ ইত্যুক্ত্বা পুণ্যতীর্থানি চ স্মরেৎ।
আপো অস্মানিতি ঋচমুক্ত্বা মজ্জনমাচরেৎ ॥৮৪
আপো হি ষ্ঠাদিভির্মন্ত্রৈরভিপ্রোক্ষ্য চ বারিভিঃ।
ততো নারায়ণং স্মৃত্বা প্রজপেদঘমর্ষণম্ ॥৮৫
অঘমর্ষণসূক্তস্য ঋষিরেবাঘমর্ষণঃ।
ছন্দোঽনুষ্টুপ্ তথা দেবো ভাববৃত্তোঽধিদেবতা ॥৮৬
ত্রিবারমষ্টবারং বা নিমজ্জ্যান্তর্জ্জলে জপেৎ।
এবম্ভূতস্য মন্ত্রেণ পুনঃ প্রোক্ষণমাচরেৎ ॥৮৭
আর্দ্রং জ্বলতি মন্ত্রেণ প্রাশয়েন্মন্ত্রিতং জলম্।
অকার্য্যকার্য্যমন্ত্রং তু পুনর্মজ্জন্ জলে জপেৎ ॥৮৮

ভোজন করিয়াও প্রাতঃস্নানকারী ব্যক্তি কখনও নরক সম্বন্ধীয় দুঃখ অনুভব করে না।৭৪

স্নান না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে মল ভোজন করে—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। যে অস্নাত অবস্থায় ভোজন করে, সে মল ভোজন করে। জপ না করিয়া যে ভোজন করে, সে রক্ত ও পুঁয ভোজন করে। হোম না করিয়া ভোজন করিলে কৃমি ভোজন করা হয় এবং দান না করিয়া ভোজন করিলে তাহা বিষ-ভোজনের তুল্য হয়। সঙ্কল্প ও সঙ্কল্পসূক্তপাঠ, মার্জ্জন, অঘমর্ষণ, দেবতা ও ঋষিগণের তর্পণ—স্নানের এই পাঁচটি অঙ্গ জানিবে। "হিরণ্যশৃঙ্গং" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া জলে সম্যক্ অবগাহন করিবে। "সুমিত্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বীয় মস্তকে অভিষেক করিবে। "দুর্মিত্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত মৃত্তিকা-স্থানে জল দিবে। "যোঽস্মান্ দ্বেষ্টি" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া সেইরূপে মৃত্তিকা-স্থানে জল প্রক্ষেপ "যঞ্চ বয়ং দ্বিষ্ম" ইত্যাদি মন্ত্র পড়িয়া পুনরায় সেইস্থানে জল দিবে। এইরূপে মৃত্তিকা-স্থানে অঞ্জলি দ্বারা তিনবার জল দিবে। তৎপরে "নমোঽগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জলকে নমস্কার করিবে।৭৫-৮০

"যদপাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণদিকে জলনিক্ষেপ-পূর্ব্বক অমেধ্যাংশ নিরসন করিবে। "অত্যশনাৎ" ইত্যাদি দুইটি ঋক্‌মন্ত্রে দক্ষিণহস্তের দ্বারা তিনবার আলোড়ন করিয়া সেই জলের মধ্যেই হস্ত দ্বারা চতুরস্র তীর্থপীঠ উল্লেখ করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া "নন্দিনী" ইত্যাদি নামসমূহ পাঠ করিবে।৮১-৮২

"আবাহয়ামি ত্বাং দেবি" ইত্যাদি মন্ত্রে তীর্থ আবাহন করিবে। মন্ত্রের অর্থ—"হে দেবি! হে সুন্দরি! আমি স্নানের জন্য তোমাকে এখানে আবাহন করিতেছি। হে সর্ব্বতীর্থ সমন্বিতে গঙ্গে! তুমি এখানে এস। তোমাকে প্রণাম করি"।৮৩

"ইমং মে গঙ্গে" ইত্যাদি মন্ত্র বলিয়া পুণ্যতীর্থসমূহে স্মরণ করিবে। পরে "আপো অস্মান্" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র পাঠ করিয়া অবগাহন করিবে।৮৪

'আপো হি ষ্ঠা'দি মন্ত্রসমূহ পাঠ করত জল দ্বারা অভিপ্রোক্ষণ করিয়া তৎপরে নারায়ণকে স্মরণপূর্ব্বক অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিবে।৮৫

অঘমর্ষণ-সূক্তের অঘমর্ষণই ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ এবং ভাববৃত্ত ইহার দেবতা জানিবে। সেই

তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ মজ্জেদপ্সু পুনঃ পুনঃ।
গায়ত্রী বৈষ্ণবী হ্যেষা বিষ্ণোঃ সংস্মরণায় বৈ ॥৮৯
প্রতিগৃহ্যাপ্রতিগ্রাহ্যং ভুক্ত্বা চাভক্ষ্যভক্ষণম্।
তদ্বিষ্ণোরিত্যপাং মধ্য সকৃজ্জপ্ত্বা বিশুধ্যতি ॥৯০
উত্তীর্য্য চ দ্বিরাচম্য দেবাদিস্তর্পয়েত্ততঃ।
ঊর্জং বহন্তীরিতি চ তৃপ্যতেতি স্থলে ক্ষিপেৎ ॥৯১
স্নানবস্ত্রেণ হস্তেন যো দ্বিজোঽঙ্গং প্রমার্জতি।
ন ভবতি তৎস্নানং পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥৯২
মার্জয়েদ্ বস্ত্রশেষেণ নোত্তরীয়েণ বা শিরঃ।
ন চ নির্ধুনুয়াৎ কেশান্ ন তিষ্ঠন্ পরিমার্জয়েৎ ॥৯৩
স্নানং কৃত্বাদ্রবস্ত্রস্তু ঊর্ধ্বমুত্তারয়েদ্ দ্বিজঃ।
স্নানবস্ত্রমধস্তাচ্চেৎ পুনঃ স্নানেন শুধ্যতি ॥৯৪

জলে তিনবার বা আটবার মজ্জনস্নান করিবে ও অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করার পর পুনরায় মন্ত্রদ্বারা প্রোক্ষণ করিবে।৮৬-৮৭

আর্দ্রদ্রব্যও মন্ত্রদ্বারা প্রজ্বলিত হয়, সুতরাং মন্ত্রপাঠ-করা (অভিমন্ত্রিত) জল পান করাইবে। কিন্তু "অকার্য্যকার্য্য" মন্ত্র পুনরায় মজ্জনস্নান করিয়া জলে জপ করিবে। "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জলে পুনঃ পুনঃ মজ্জন-স্নান করিবে, কারণ, বৈষ্ণবী গায়ত্রী বিষ্ণুর স্মরণ করার জন্যই ইহা বলা হইয়াছে। প্রতিগ্রহ করার অযোগ্য এরূপ দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া এবং অভক্ষ্যদ্রব্য ভক্ষণ করিয়া "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র জলে একবার জপ করিয়া স্নান করিলে শুদ্ধ হইতে পারে।৮৮-৯০

তৎপরে জল হইতে উঠিয়া দুইবার আচমন করিয়া দেবাদি সকলের তর্পণ করিবে। পরে "ঊর্জ্জং বহন্তী" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ ও "তৃপ্যত" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া স্থলে জল নিক্ষেপ করিবে।৯১

যে দ্বিজ স্নান বস্ত্রের দ্বারা বা হস্ত দ্বারা অঙ্গ মার্জ্জন করে, তাহার সেইরূপে আবার স্নান করিতে হয় পুনরায় স্নানের দ্বারা সে শুদ্ধ হয়। দ্বিজ বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা বা উত্তরীয় দ্বারা শিরোমার্জ্জন করিবে না। কেশগুলিকে কখনও ধুনন করিবে না এবং দাঁড়াইয়া কখনও শিরঃ পরিমার্জ্জন করিবে না।৯২-৯৪

প্রাতঃসন্ধ্যামুপাসীত বস্ত্রসংশোধপূর্বিকাম্।
উপাস্য মধ্যমাং সন্ধ্যাং বস্ত্রনিষ্পীড়নং পরম্ ॥৯৫
স্নানমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সন্ধ্যোপাসনমেব চ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন স্নানং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥৯৬
প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি ॥৯৭
অন্তরাচ্ছাদ্য কৌপীনং বাসসী পরিধায় চ।
উত্তরীয়ং সমাদদ্যাৎ তদ্বিনা নাচরেৎ ক্রিয়াঃ ॥৯৮
যজ্ঞোপবীতবদ্ধার্য্যমুত্তরীয়ং সদা দ্বিজৈঃ।
বন্দনে তর্পণে চৈব কট্যামেব চ ধারয়েৎ ॥৯৯
মুখজানামূর্ধ্বপুণ্ড্রং তিলকং বাহুজন্মনাম্।
পাদাকারমূরুজানাং ত্রিপুণ্ড্রং পাদজন্মনাম্ ॥১০০

দ্বিজ স্নান করিয়া আর্দ্র বস্ত্র উপর দিকে উঠাইয়া খুলিবে। যদি স্নানবস্ত্র অধোদিকে নিয়া খোলা হয়, তবে পুনঃ স্নানের দ্বারা সে শুদ্ধ হইবে। বস্ত্রের সংশোধনপূর্ব্বক প্রাতঃসন্ধ্যা উপাসনা করিবে। পরে মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যা করিয়া বস্ত্র নিষ্পীড়ন করিবে।৯৫-৯৬

সমস্ত ক্রিয়াই স্নানমূল অর্থাৎ স্নান করিয়া পরে করিতে হয়। সন্ধ্যোপাসনাও স্নান করিয়া করিতে হয়। সেইহেতু আলস্য পরিত্যাগ করিয়া বিশেষ যত্ন-সহকারে স্নান করিয়া যে বিপ্র প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রাতঃস্নান করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরমব্রহ্ম লাভ করিতে পারে। ৯৭-৯৮

গুপ্তস্থান আচ্ছাদন করিয়া কৌপীন ও বস্ত্রযুগ পরিধান করত উত্তরীয় গ্রহণ করিবে। উত্তরীয় গ্রহণ না করিয়া কোন বৈধক্রিয়া করিবে না। দ্বিজগণ সর্ব্বদা যজ্ঞোপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ করিবে; বন্দন ও তর্পণ করার সময়ে তাহারা উত্তরীয় কটিতে ধারণ করিবে।৯৯

ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে এবং ক্ষত্রিয়গণ তিলক করিবে, বৈশ্যগণ পদাকার-চিহ্ন করিবে এবং শূদ্রগণ ত্রিপুণ্ড্র করিবে।১০০

ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রঃ পরমীশিতারং
বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদি স্থিতং
পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্ ॥১০১
মহোপনিষদি প্রোক্তমূর্ধ্বপুণ্ড্রং পরং শুভম্।
ধৃতোধ্বপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী
নারায়ণং সাংখ্যযোগাধিগম্যম্।
জ্ঞাত্বা বিমুচ্যেত নরঃ সমস্তৈঃ
সংশয়পাশৈরিহ চৈতি বিষ্ণুম্ ॥১০২
অথর্বশিরসি প্রোক্তমূর্ধ্বপুণ্ড্রবিধিং দ্বিজাঃ।
প্রবক্ষ্যামি হিতার্থং বো ভবপাপপ্রণাশনম্ ॥১০৩
হরেঃ পদাকৃতিং রম্যমাত্মনশ্চ হিতায় বৈ।
মধ্যে চ্ছিন্দমূর্ধ্বপুণ্ড্রং যো ধারয়তি সর্ব্বদা ॥১০৪
স পরস্য প্রিয়ো নিত্যং পুণ্যভাক্ মুক্তিভাগ্ভবেৎ।
চতুরঙ্গুলমূর্ধ্বাগ্রং দ্ব্যঙ্গুলং বিস্তৃতং মৃদা ॥১০৫
দ্বিজঃ পুণ্ড্রমৃজুং সৌম্যং সান্তরালং তু ধারয়েৎ।
উর্ধ্বগত্যাং তু যস্যেচ্ছা তস্যোর্ধ্বপুণ্ড্রমুচ্যতে ॥১০৬
উর্ধ্বগত্যাং তু দেবত্বং স প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।
পর্বতাগ্রে নদীতীরে বিষ্ণুক্ষেত্রে বিশেষতঃ ॥১০৭
সিন্ধুতীরেহথ বল্মীকে তুলসীমূলমাশ্রিতে।
মৃদ এতাস্তু সংগ্রাহ্যা বর্জ্যাশ্চান্যাশ্চ মৃত্তিকাঃ ॥১০৮
শ্যামং শান্তিকরং প্রোক্তং রক্তং বশ্যকরং ভবেৎ।
শ্রীকরং পীতমিত্যাহুর্মোক্ষদং শ্বেতমুচ্যতে ॥১০৯
অঙ্গুষ্ঠপুষ্টিদঃ প্রোক্তো মধ্যমা পুষ্করী ভবেৎ।
অনামিকান্নদা নিত্যং তর্জনী মুক্তি-ভুক্তিদা ॥১১০
অভিষিক্তং তু যচ্চূর্ণং বিষ্ণুবিম্বে তু যো নরঃ।
হারিদ্রং ধারয়েন্নিত্যং সোহশ্বমেধফলং লভেৎ ॥১১১

যে মহাত্মা উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিয়া পরম পরাৎপর, মহৎ হইতেও যিনি মহৎ সেই পরমেশ্বর বিষ্ণুকে ধ্যান করেন, স্বর ও মন্ত্রের সহিত সেই ভগবান্ সর্ব্বদা তাহার হৃদয়ে অবস্থিত থাকেন।১০১

মহোপনিষদে বলা হইয়াছে—উর্দ্ধপুণ্ড্র পরম-শুভজনক। উর্দ্ধপুণ্ড্র যিনি ধারণ করেন এবং চক্র (তিলক) যিনি ধারণ করেন, সে ব্যক্তি সাংখ্যযোগাধিগম্য নারাণকে জানিয়া এ সংসারে সকল সংসার-পাশ হইতে মুক্ত হন এবং পরে বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হন।১০২

হে দ্বিজগণ! অথর্ব্ববেদের শিরোভাগে উর্দ্ধপুণ্ড্র-বিধি বলা হইয়াছে। আজ আপনাদের হিতের জন্য সংসার-কলুষনাশন সেই উর্দ্ধপুণ্ড্র-বিধি আমি বলিতেছি। শ্রীহরির চরণের আকৃতি মনোহর এবং মধ্যস্থল ছেদন করা উর্দ্ধপুণ্ড্র যিনি সর্ব্বদা আত্মহিতের নিমিত্ত ধারণ করেন, তিনি সর্ব্বদা শক্রর ও প্রিয় হইয়া থাকেন এবং পুণ্য ও মুক্তিভাগী হন। মৃত্তিকা দ্বারা চারি অঙ্গুলি দীর্ঘ ও দুই অঙ্গুলি বিস্তৃত সরল, সৌম্য ও সমান্তরাল উর্দ্ধপুণ্ড্র দ্বিজ ধারণ করিবেন। যাহার উর্দ্ধগতিতে ইচ্ছা আছে, তাহার সম্বন্ধে উর্দ্ধপুণ্ড্র বলা হইয়াছে। উর্দ্ধগতিতে গমন করিলে সে দেবত্ব প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সংশয় নাই। পর্ব্বতের অগ্রভাগে, নদীর তীরে এবং বিশেষতঃ বিষ্ণুক্ষেত্রে, সিন্ধুনদের তীরে, উইপোকার ঢিপিতে ও তুলসী বৃক্ষের মূলদেশে যে মৃত্তিকা থাকে, এই সকল মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে। অন্য মৃত্তিকা বর্জ্জন করিবে।১০৫-৮

শ্যামবর্ণ উর্দ্ধপুণ্ড্র শান্তিকর বলিয়া কথিত হইয়াছে। রক্তবর্ণ উর্দ্ধপুণ্ড্র বশ্যকর হইবে। পীতবর্ণ উর্দ্ধপুণ্ড্রকে শ্রীকর বলিয়াছেন এবং শ্বেতবর্ণ উর্দ্ধপুণ্ড্রকে মোক্ষদ বলা হইয়াছে।১০৯

উর্দ্ধপুণ্ড্র করার সময়ে অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি পুষ্টিদ, মধ্যমাঙ্গুলি পুষ্করী, অনামিকাঙ্গুলি সর্ব্বদাই অন্নদা ও তর্জ্জনী অঙ্গুলি ভোগ ও মোক্ষদা হইয়া থাকে। বিষ্ণুবিম্বে যে চূর্ণ অভিষেক করা হইয়াছে, সেই হারিদ্র চূর্ণ যে ব্যক্তি ধারণ করেন, তিনি নিত্য অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফলতুল্য ফল লাভ করেন।১১০-১১

সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উদয় হওয়ার কিছু পূর্ব্বে এবং পশ্চিমদিকে অস্তগমনের কিছু পূর্ব্বে যে বিপ্রগণ সন্ধ্যোপাসনা করে না, তাহারা ব্রাহ্মণ বলিয়া কিরূপে পরিচিত হইতে পারে? এই পৃথিবীতে দুষ্কর্ম্মকারী যতগুলি দ্বিজাতি আছে, তাহাদিগের পবিত্রতার জন্য

অনাগতাং তু যে পূর্বাং অনতীতাং তু পশ্চিমাম্।
সন্ধ্যাং নোপাসতে বিপ্রাঃ কথং তে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥১১২

যাবন্তোঽস্যাং পৃথিব্যাং তু বিকর্মস্থা দ্বিজাতয়ঃ।
তেষাং হি পাবনার্থায় সন্ধ্যা সৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ॥১১৩

গায়ত্রী নাম পূর্বাহ্নে সাবিত্রী মধ্যমে দিনে।
সরস্বতী চ সায়াহ্নে সৈব সন্ধ্যা ত্রিধা স্মৃতা ॥১১৪

প্রতিগ্রহাদন্নদোষাৎ পাতকাদুপপাতকাৎ।
গায়ত্রী প্রোচ্যতে তস্মাদ্ গায়ন্তং ত্রায়তে যতঃ ॥১১৫

সবিতৃদ্যোতনাচ্চৈব সাবিত্রী পরিকীর্তিতা।
জগতঃ প্রসবিত্রী চ সা বাগ্‌রূপত্বাৎ সরস্বতী ॥১১৬

আপো হি ষ্ঠেত্যৃচা কুর্য্যান্মার্জনং তু কুশোদকৈঃ।
প্রতিপ্রণবসংযুক্তং ক্ষিপেদ্ বারি পদে পদে ॥১১৭

বিপ্রুষোঽষ্টৌ ক্ষিপেদূর্ধ্বমধো যস্য ক্ষয়ায় চ।
সংবৎসরকৃতং পাপং মার্জনান্তে বিনশ্যতি ॥১১৮

রজস্তমো-মোহজাতান্ জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিজান্।
বাঙ্-মনঃ-কায়জান্ দোষান্নবৈতান্ নবভির্দহেৎ ॥১১৯

নবপ্রণবযুক্তেন হ্যাপো হি ষ্ঠেত্যৃচেন চ।
সংবৎসরকৃতং পাপং মার্জনান্তে বিনশ্যতি ॥১২০

ঋগন্তে মার্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ।
ঋচস্যান্তেঽথবা কুর্য্যাচ্ছিষ্টানাং মতমীদৃশম্ ॥১২১

পশ্চাদুভাভ্যাং হস্তাভ্যাং পরিষিচ্য যথাক্রমম্।
সূর্যশ্চেতি জলং পীত্বা দধিক্রাব্ণেতি মার্জয়েৎ ॥১২২

পশ্চাদুভাভ্যাং হস্তাভ্যাং হ্যাদায়াপঃ সমাহিতঃ।
রবেরভিমুখস্তিষ্ঠন্ তার-ব্যাহৃতিপূর্বয়া ॥১২৩

গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্র্যাথ নিক্ষিপেদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
তিষ্ঠন্ পাদৌ সমৌ কৃত্বা জলেনাঞ্জলিপূরণম্ ॥১২৪

গোশৃঙ্গমাত্রমুৎসৃজ্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ।
সায়ংকালে তু যো বিপ্রো জলে ত্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ॥১২৫

ভগবান্ স্বয়ম্ভু সন্ধ্যা সৃষ্টি করিয়াছেন। যে দেবী পূর্বাহ্নে গায়ত্রী-নাম, মধ্যাহ্নে সাবিত্রী-নাম এবং সায়াহ্নে সরস্বতী-নাম ধারণ করিয়া উপাসিতা হন, ত্রিধা বিভক্তা হইয়াও তিনিই সন্ধ্যানামে কথিতা হন।১১২-১৪

সন্ধ্যামন্ত্রজপকারী ব্যক্তিকে অসৎপ্রতিগ্রহ-জন্য দোষ হইতে, অন্নদোষ হইতে এবং উপপাতকতুল্য পাতক হইতে যেহেতু ত্রাণ করেন, সেইহেতু ইহার নাম গায়ত্রী হইয়াছে।১১৫

এই দেবী হইতে সূর্য্যদেবের প্রকাশ হয় বলিয়া ইহার নাম সাবিত্রী হইয়াছে এবং এই জগতের প্রসবিত্রী দেবী বাক্যস্বরূপ বলিয়া ইহার নাম সরস্বতী হইয়াছে।১১৬

"আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রদ্বারা কুশের জলে মার্জ্জন, করিবে। প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রে প্রণব সংযোগ করিয়া মন্ত্রের প্রতিপাদেই জল নিক্ষেপ করিবে।১১৭

মার্জ্জন করার সময়ে পাপক্ষয়ের নিমিত্ত আটটি গোলাকার জলবিন্দু ঊর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ করিবে এবং অধোদিকে তাদৃশ জলবিন্দু ক্ষেপণ করিবে। এইরূপে মার্জ্জন করার পর সংবৎসর পর্য্যন্ত যে পাপ করা হইয়াছে তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১১৮

রজোগুণ, তমোগুণ ও মোহ হইতে জাত দোষ-. সকল, জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তিজাত দোষসকল এবং বাক্য, মন ও শরীর হইতে জাত দোষসকল—এই নয়টি দোষ মার্জ্জনের নয়টি মন্ত্র দ্বারা দগ্ধ হয়।১১৯

মার্জ্জনের "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি নয়টি ঋকমন্ত্রে নয়টি প্রণব সংযুক্ত করিয়া মার্জ্জন করিলে সংবৎসরব্যাপি-কৃত পাপ বিনষ্ট হয়।১২০

প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রের অন্তে বা প্রত্যেক ঋক্‌মন্ত্রের পাদের অন্তে সমাহিত হইয়া মার্জ্জন করিবে অথবা তিনটি ঋকের অন্তে মার্জ্জন করিবে—শিষ্টব্যক্তিগণের এই প্রকার মত।১২১

পরে উভয় হস্ত দ্বারা যথাক্রমে পরিষেচন করিয়া "সূর্য্যশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা জলপানপূর্বক "দধিক্রাব্ণ ইত্যাদি মন্ত্রে মার্জ্জন করিবে।১২২

পরে সমাহিত হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা জলগ্রহণ করত সূর্য্যের অভিমুখে দাঁড়াইয়া সপ্রণব

স মূঢ়ো নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্।
যত্র সন্ধ্যা প্রকুর্বীত তত্রৈব জপমাচরেৎ ॥১২৬
অন্যত্র তু জপং কুর্বন্ পুনঃ সন্ধ্যাং সমাচরেৎ।
বেদোদিতানাং নিত্যানাং কর্মণাং সমতিক্রমে ॥১২৭
স্নাতকব্রতলোপে চ দিনমেকমভোজনম্।
অর্ঘ্যপ্রদানতঃ পূর্বমুদয়াস্তময়ে সতি ॥১২৮
গায়ত্র্যষ্টশতং জপ্যং প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজাতিভিঃ।
তত্র প্রাতরতিক্রামেদুপবাসোঽহরুচ্যতে ॥১২৯
তথা সায়মতিক্রামেদ্ রাত্রিং চোপবসেদ্ দ্বিজঃ।
যদগ্যকচ্ছং বৃত্রহন্ প্রাতরর্ঘ্যমনুস্মৃতঃ ॥১৩০
উচ্ছেদভীতিমধ্যাহ্নে প্রায়শ্চিত্তার্ঘ্যমুচ্যতে।
ন তস্যেতি চ সায়াহ্নে ততোঽর্ঘ্যমুপসংহরেৎ ॥১৩১

সূতকে মৃতকে বাপি সন্ধ্যাকর্ম ন সন্ত্যজেৎ।
মনসোচ্চারয়েন্মন্ত্রান্ প্রাণায়ামমৃতে দ্বিজঃ ॥১৩২
প্রণবেন তু সংযুক্তা ব্যাহৃতীঃ সপ্ত নিত্যশঃ।
সাবিত্রীং শিরসা সার্ধং মনসা ত্রিঃ পঠেদ্ দ্বিজঃ ॥১৩৩
দেবার্চনে জপে হোমে স্বাধ্যায়ে শ্রাদ্ধকর্মণি।
স্নানে দানে তথা ধ্যানে প্রাণায়ামাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ ॥১৩৪
আদাবন্তে চ গায়ত্র্যা প্রাণায়ামাস্ত্রয়স্ত্রয়ঃ।
সন্ধ্যায়ামর্ঘ্যদানে চ প্রাণায়ামাঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥১৩৫
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু তথৈব চ কনিষ্ঠয়া।
প্রাণায়ামস্তু কর্তব্যো মধ্যমাং তর্জনীং বিনা ॥১৩৬
তর্জনীং মধ্যমাং স্পৃষ্ট্বা জপন্ শূদ্রসমো ভবেৎ।
কৃত্বোত্তানৌ করৌ প্রাতঃ সায়ং চাধোমুখৌ করৌ॥১৩৭

মহাব্যাহৃতিপূর্বক গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি জল নিঃক্ষেপ করিবে এবং দাঁড়াইয়া উভয় পাদ সমান করিয়া জলদ্বারা অঞ্জলি পূরণ করিবে। গোশৃঙ্গ-পরিমাণ উচ্চ হইতে জলের মধ্যেই জল নিঃক্ষেপ করিবে। সায়ংকালে যে বিপ্র জলে অর্ঘ্য নিঃক্ষেপ করে, সেই মূঢ় ব্যক্তি প্রলয়কাল পর্যন্ত নরকে বাস করে। যখন সন্ধ্যা করিবে, তখনই জপ করিবে। ১২৩-১২৬

অন্যসময়ে জপ করিলে পুনরায় সন্ধ্যার আচরণ করিবে। বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে না পারিলে এবং স্নাতক-ব্রতের লোপ ঘটিলে একদিন উপবাস করিবে। অর্ঘ্যপ্রদানের পূর্বে যদি সূর্য্য উদয় বা অস্ত হয়, তবে দ্বিজাতিগণ একশত আটবার গায়ত্রীজপরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহাতে যদি প্রাতঃকাল অতিক্রান্ত হয়, তবে দিনে উপবাস করিবে এবং সেইরূপে যদি সায়ংকাল অতিক্রান্ত হয়, তবে দ্বিজ ব্যক্তি রাত্রিতে উপবাস করিবে। প্রাতঃকালে "যদগ্যকচ্ছং বৃত্রহন্" ইত্যাদি মন্ত্রে, অর্ঘ্যদান করণীয়, মধ্যাহ্নকালে "উচ্ছেদভীতি" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে—তাহাই প্রায়শ্চিত্ত (সময় অতিক্রান্ত জনিত পাপক্ষালন নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্তার্থ) মন্ত্র বলিয়া জানিবে। আর সায়াহ্নে অর্ঘ্যদান করিতে হইলে "ন তস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। তাহার পর অর্ঘ্যের উপসংহার করিবে।১২৭-৩১

সূতকাশৌচ বা মরণাশৌচে সন্ধ্যাকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। সন্ধ্যাকর্ম্মে দ্বিজব্যক্তি প্রাণায়াম ছাড়া সন্ধ্যার অন্যান্য মন্ত্রসমূহ মনে মনে উচ্চারণ করিবে। দ্বিজব্যক্তি প্রতিদিন সপ্তব্যাহৃতি ও প্রণব সংযুক্ত করিয়া গায়ত্রীশিরোমন্ত্রের সহিত সাবিত্রীমন্ত্র মনে মনে তিনবার পাঠ করিবে।১৩২-৩৩

দেবপূজা, জপ, হোম, বেদপাঠ, শ্রাদ্ধকর্ম্ম, স্নান, দান ও ধ্যান এই সকল কর্ম্মে তিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে।১৩৪

গায়ত্রীজপের আদিতে ও অন্তে তিনবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে এবং সন্ধ্যাকার্য্যে ও অর্ঘ্যদান-কালে একবার করিয়া প্রাণায়াম করিবে। তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি পরিত্যাগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা প্রাণায়াম করিবে।১৩৫-৩৬

তর্জ্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করিয়া জপ করিলে শূদ্রতুল্য হইবে। প্রাতঃকালে হস্তদ্বয় উত্তান করিয়া এবং সায়ংকালে হস্তদ্বয় অধোমুখ করিয়া জপ করিবে।১৩৭

মধ্যে স্কন্ধ-ভুজাভ্যাং তু জপ এবমুদাহৃতঃ।
অধোহস্তং তু পৈশাচং মধ্যহস্তং তু রাক্ষসম্ ॥১৩৮
বদ্ধহস্তং তু গান্ধর্বমূর্ধ্বহস্তং তু দৈবতম্।
প্রদক্ষিণে প্রণামে চ পূজায়াং হবনে জপে ॥১৩৯
ন কণ্ঠাবৃতবস্ত্রঃ স্যাদ্দর্শনে গুরু-দেবয়োঃ।
দর্ভহীনা চ যা সন্ধ্যা যচ্চ দানং বিনোদকম্ ॥১৪০
অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎসর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ।
জপস্য গণনাং প্রাহুঃ পদ্মাক্ষৈর্ভক্তিবর্ধনম্।১৪১
জপেত্তু তুলসীকাষ্ঠৈঃ ফলমক্ষয়মশ্নুতে।
অচ্ছিন্নপাদা গায়ত্রী ব্রহ্মহত্যাং প্রযচ্ছতি ॥১৪২
ছিন্নপাদা তু গায়ত্রী ব্রহ্মহত্যাঃ ব্যপোহতি।
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ শতমষ্টোত্তরং জপেৎ ॥১৪৩
বানপ্রস্থো যতিশ্চৈব জপেদষ্টসহস্রকম্।
প্রস্থধান্যং চতুঃষষ্টেরাহুতেঃ পরিকীর্তিতম্ ॥১৪৪

তিলানাং তু তদর্ধং স্যাত্তদর্ধং স্যাদ্ঘৃতস্য চ।
আত্মারূঢ়োঽপ্সু মজ্জেদ্ বা বদেদ্ বা
পতিতাদিভিঃ ॥১৪৫
অথবা যোষিতং গচ্ছেদনৃতৌ কামমোহিতঃ।
বদন্ত্যেষু নিমিত্তেষু কেচিদগ্নিবিনাশনম্ ১৪৬॥
আপস্তম্বস্য তন্নেষ্টমাত্মারূঢ়ঃ সদা শুচিঃ।
যস্য ভার্য্যা বিদূরস্থা পতিতা বা রজস্বলা ১৪৭॥
অনিষ্টা প্রতিকূলা বা তস্যাঃ প্রতিনিধৌ ক্রিয়া।
অন্যে কুশময়ীং পত্নীং কৃত্বা তু প্রতিরূপিকাম্ ১৪৮॥
কেচিচ্ছরময়ীং পত্নীং নিত্যকর্মণি কারয়েৎ।
হোমার্থং গোঘৃতং গ্রাহ্যং তদলাভে তু মাহিষম্ ১৪৯॥
আজং বা তদলাভে তু সাক্ষাৎ তৈলং গ্রহিষ্যতে।
যঃ শূদ্রাদধিগম্যার্থমগ্নিহোত্রং করোতি চেৎ ১৫০॥
দাতা তৎফলমাপ্নোতি কর্ত্তা তু নরকং ব্রজেৎ।
ঋত্বিজস্তে হি শূদ্রাঃ স্যুর্ব্রহ্মবাদিষু গর্হিতাঃ ১৫১॥

স্কন্ধ ও ভুজদ্বয়ের মধ্যে হস্তদ্বয় রাখিয়া জপ করিতে হয়—এরূপই জপের বিধান আছে। অধোহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা পৈশাচ জপ এবং মধ্যহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা রাক্ষস জপ। বদ্ধহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা গান্ধর্ব্ব জপ এবং ঊর্দ্ধহস্ত হইয়া যে জপ, তাহা দৈবত জপ বলিয়া জানিবে। প্রদক্ষিণ, প্রণাম, পূজা, হোম ও জপ করার সময়ে এবং দেবতা ও গুরুর দর্শন-সময়ে কণ্ঠদেশ বস্ত্রদ্বারা আবৃত করিবে না। কুশ ছাড়া যে সন্ধ্যা, জল ছাড়া যে দান এবং সংখ্যা না রাখিয়া যে জপ করা হয়, তৎ সমস্তই নিষ্ফল হয়। পদ্মাক্ষের দ্বারা জপের গণনা করিলে ভক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় মণীষিগণ এরূপ বলেন।১৩৮-৪১

তুলসীকাষ্ঠের মালাদ্বারা জপ করিলে অক্ষয়ফল-ভোগ হয়। পাদচ্ছেদ না করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ হয়।১৪২

পাদচ্ছেদ করিয়া গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ নষ্ট হয়। গৃহস্থ ও ব্রহ্মচারী একশত আটবার জপ করিবে এবং বানপ্রস্থাবলম্বী ব্যক্তি ও যতি ব্যক্তি অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিবে। চৌষট্টি আহুতি দিতে হইলে একপ্রস্থ পরিমাণ ধান্য লইতে হইবে।

কিন্তু তিল সম্বন্ধে তাহার অর্দ্ধেক হইবে এবং ঘৃত সম্বন্ধে তাহারও অর্দ্ধেক হইবে। আত্মারূঢ় ব্যক্তি পতিতাদির সহিত কথা বলিলে অথবা কামমোহিত হইয়া অনৃতুতে স্ত্রী-সংসর্গ করিলে এবং এই সকল নিমিত্ত ঘটিলে জলে অবগাহন-স্নান করিবেন। কেহ কেহ বলেন, তখন অগ্নি বিনাশ হইবে। কিন্তু আপস্তম্বের মতে তাহা হয় না, কারণ আত্মারূঢ় ব্যক্তি সর্ব্বদাই শুচি থাকেন। যাহার ভার্য্যা দূরে অবস্থিতা আছে অথবা পতিতা হইয়াছে এবং রজস্বলা অনিষ্টা বা প্রতিকূলা হইয়াছে, তাদৃশ স্ত্রীর পক্ষে প্রতিনিধিতে কার্য্য করিতে হয়। অন্যেরা বলেন, এতাদৃশস্থলে স্ত্রীর প্রতিরূপিকা কুশময়ী পত্নী করিয়া কার্য্য করিবে। ১৪৪-৪৮

কেহ কেহ বলেন, এতাদৃশস্থলে নিত্যকর্ম্মেতে শরময়ী পত্নী নির্ম্মাণ করাইবে। হোমের জন্য গব্য-ঘৃত গ্রহণ করিবে; তাহা সংগ্রহ করিতে না পারিলে মাহিষ্য-ঘৃত অথবা আজ-(ছাগ) ঘৃত গ্রহণ করিবে। তাহাও সংগ্রহ না হইলে সাক্ষাৎ তৈল গ্রহণ করিবেন। যদি কোন দ্বিজ শূদ্রের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া

মেরু-মন্দরতুল্যানি বাজপেয়শতানি চ।
কন্যাকোটিপ্রদানঞ্চ সমং সাময়িকাহুতেঃ ॥১৫২
কৃতদারো ন বৈ তিষ্ঠেৎ ক্ষণমপ্যগ্নিনা বিনা।
তিষ্ঠেত চেদ্ দ্বিজো ব্রাহ্মং ত্যক্ত্বা তু পতিতো ভবেৎ ১৫৩॥
সমিধাত্মসমারূঢ়ো দ্বিকালমহুতস্তথা।
ধারণাগ্নিশ্চতুর্বারং স বহ্নির্লৌকিকো ভবেৎ ১৫৪॥
আরোপিতাগ্নেঃ সমিধস্তু নাশে
সীমাদিলঙ্ঘে চ পরাগ্নিবেশাৎ।
আয়শ্চ মন্ত্রেণ চতুর্গৃহীত্বা
তেনৈব মন্ত্রেণ সকৃজ্জুহোতি ১৫৫॥
ব্রহ্মযজ্ঞে জপেৎ সূক্তং পৌরুষং চিন্তয়ন্ হরিম্।
স সর্বান্ জপতে বেদান্ সাঙ্গোপাঙ্গবিধানতঃ ॥১৫৬
বেদাক্ষরাণি যাবন্তি নিযুঞ্জ্যাদর্থকারণাৎ।
তাবতীং ব্রহ্মহত্যাং বৈ বেদবিক্রয্যপ্নুয়াৎ ॥১৫৭
প্রখ্যাপনং প্রাধ্যয়নং প্রশ্নপূর্বং প্রতিগ্রহঃ।
যাজনাধ্যাপনে বাদঃ ষড়্বিধো বেদবিক্রয়ঃ ১৫৮॥
আরবারে চ শৌক্রে চ মন্বাদিষু যুগাদিষু।
নাহরেত্তুলসীপত্রং মধ্যাহ্নাৎ পরতস্ততঃ ॥১৫৯
সংক্রান্ত্যাং পক্ষয়োরন্তে দ্বাদশ্যাং নিশি-সন্ধ্যয়োঃ।
তুলসীং যে বিচিন্বন্তি তে কৃন্তন্তি হরেঃ শিরঃ ১৬০॥
তীর্থে পাপং ন কুর্বীত ন কুর্য্যাচ্চ প্রতিগ্রহম্।
দুর্জ্জরং পাতকং তীর্থে দুর্জ্জরশ্চ প্রতিগ্রহঃ ১৬১॥
ঋতামৃতাভ্যাং জীবেন মৃতেন প্রমৃতেন বা।
সত্যানৃতাভ্যামপি বা ন শ্ববৃত্ত্যা কথঞ্চন ॥১৬২
যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্যৈব শোচিতব্যে প্রহৃষ্যতি।
ন জানাতি কিলাত্মানং বিষ্ঠাকূপে নিপাতিতম্ ১৬৩॥
তৃণং বা যদি বা কাষ্ঠং মূলং বা যদি বা ফলম্।
অনাপৃষ্ট্বৈব গৃহ্ণীয়াদ্ধস্তচ্ছেদনমর্হতি ॥১৬৪

অগ্নিহোত্রযাগ করে, তবে অর্থদানকারী শূদ্র সেই যাগের ফল লাভ করে এবং যাগকর্ত্তা দ্বিজ নরকে গমন করে—যেহেতু যাগকারী সেই ঋত্বিক্‌গণ শূদ্রতুল্য এবং ব্রহ্মবাদি-বিপ্রগণের মধ্যে তাহারা নিন্দিত হন। সুমেরুপর্ব্বত বা মন্দর পর্ব্বতের তুল্য দান করিলে যে ফল হয়, সাময়িক আহুতিপ্রদানেও সেইরূপ ফল হয়। শত বাজপেয় যজ্ঞ করিলে বা কোটি কন্যাদান করিলে যে ফল হয়, সাময়িক আহুতি প্রদান করিলেও সেইরূপ ফল হয়।১৪৯-১৫২

দ্বিজ দারগ্রহণ করার পর ক্ষণমাত্রও অগ্নিহীন হইয়া থাকিবে না। বেদ পরিত্যাগ করিয়া যদি দ্বিজ ক্ষণমাত্রও থাকে, তবে সে পতিত হয়।১৫৩

সমিধ্ দ্বারা যে অগ্নি আত্মসমারূঢ় ও দুইকাল যাহাতে হোম করা হয় না এবং চারিবার ধারণ করা হইয়াছে যে অগ্নি, তাহাকে লৌকিক অগ্নি বলা হয়।১৫৪

অগ্নিস্থাপন করার পর তাহার সমিধ্ নাশপ্রাপ্ত হইলে এবং সীমাদি লঙ্ঘন করিলে বা পরাগ্নিবেশ (কুণ্ড) হইতে "অয়াশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে চারিবার গ্রহণ করিয়া সেই মন্ত্র দ্বারাই একবার হোম করিবে।১৫৫

ব্রহ্মযজ্ঞে মনে মনে হরিকে চিন্তা করত পুরুষসূক্ত জপ করিবে। এরূপ করিলে সে বিধি অনুসারে সাঙ্গোপাঙ্গ সকল বেদ জপ করার ফললাভ করিবে। অর্থের নিমিত্ত যতগুলি বেদাক্ষর নিয়োগ করিবে, বেদ-বিক্রেয়ী ব্যক্তি ততগুলি ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপ প্রাপ্ত হইবে।১৫৬-৫৭

প্রখ্যাপন অর্থাৎ প্রচার করা, প্রাধ্যয়ন (প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন), প্রশ্নপূর্ব্বক প্রতিগ্রহ, যাজন, অধ্যাপন ও বাদ এই ছয় প্রকার বেদবিক্রয় জানিবে।১৫৮

মঙ্গলবার ও শুক্রবারে, মন্বাদি ও যুগাদিতে তুলসীপত্র আহরণ করিবে না, এবং মধ্যাহ্নের পরে তুলসীপত্র আহরণ করিবে না। সংক্রান্তি, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও দ্বাদশীতিথিতে এবং রাত্রি ও সন্ধ্যাকালে যাহারা তুলসীপত্র চয়ন করে, তাহারা হরির শিরশ্ছেদনতুল্য পাপ সঞ্চয় করে।১৫৯-৬০

তীর্থক্ষেত্রে কখনও পাপ করিবে না এবং তীর্থক্ষেত্রে কখনও প্রতিগ্রহ করিবে না। কারণ তীর্থে পাপ করিলে তাহা দুস্তর ও প্রতিগ্রহ করিলে তাহা দুর্জ্জর হইয়া যায়।১৬১

ঋত ও অমৃত দ্বারা জীবনধারণ করিবে অথবা

বানস্পত্যং মূল-ফলং দার্বগ্ন্যর্থং তৃণানি চ।
তৃণঞ্চ গোভ্যো গ্রাসার্থমস্তেয়ং মনুরব্রবীৎ ॥১৬৫
ভ্রূণ হত্যাং বাধুষিঞ্চ তুলায়াং সমতোলয়ন্।
প্রতিষ্ঠদ্ভ্রূণহা কোট্যাং বাধুষিং সমকম্পত ॥১৬৬
অযাচিতাহৃতং গ্রাহ্যমপি দুষ্কৃতকর্ম্মণঃ।
অন্যত্র কুলটা-ষণ্ড-পতিতেভ্যঃস্তথা দ্বিষঃ।
মহাপাতকিনশ্চৌরাদম্বষ্ঠাদ্ভিষজস্তথা।
মৃগয়োঃ পিশুনাচ্চৈব নাদদ্যাদাহৃতং দ্বিজঃ ॥১৬৭
কুলটা-ষণ্ড-পতিত-বৈরিভ্যঃ কাকিণীমপি।
উদ্যতামপি গৃহ্লীয়াদাপদ্যপি কদা চ ন ॥১৬৮
পরার্থে তিলহোতারং পরার্থে মন্ত্রজাপিনম্।
মাতাপিত্রোরপোষ্টারং দৃষ্ট্বা চক্ষুর্নিমীলয়েৎ ॥১৬৯

কুক্কুট-শ্বান-মর্জারান্ পোষয়ন্তি দিনত্রয়ম্।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং মৃতঃ শ্বা চাভিজায়তে ॥১৭০
পরহিংসারতাঃ ক্রূরাঃ পরদারপরায়ণাঃ।
পরদ্রব্যাপহারিণশ্চণ্ডালা যে চ নির্দ্দয়াঃ ॥১৭১
নগরে পট্টণে বাপি দ্বাদশাব্দন্তু যো বসেৎ।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥১৭২
রাজাশ্রয়েণ যো মর্ত্ত্যো দ্বাদশাব্দং বসেদ্ যদি
জীবন্নেব ভবেচ্ছূদ্রো নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৭৩
অনৃতাৎ স্বসমুৎকর্ষো রাজগামি চ পৈশুনম্।
গুরোশ্চালীকনির্বন্ধঃ সমানি ব্রহ্মহত্যয়া ॥১৭৪
যস্মিন্ দেশে যদা কালে যন্মুহূর্ত্তে চ যদ্দিনে।
হানির্বৃদ্ধির্যশোলাভঃ তত্তথা ন তদন্যথা ॥১৭৫

মরণতুল্য কষ্টভোগ করিয়াও জীবনধারণ করিবে অথবা সত্য-মিথ্যামিশ্রভাবে জীবনধারণ করিবে তথাপি শ্ববৃত্তি অর্থাৎ দাসত্ববৃত্তিদ্বারা কখনও জীবনধারণ করিবে না। যে ব্যক্তি রাজার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া শোচ্য বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ করে, সে জানে না যে নিজেকে বিষ্ঠাকূপে নিপাতিত করিয়াছে।১৬২-৬৩

পরের স্বত্ববিশিষ্ট কোন জিনিষ—তাহা তৃণই হোক্ বা কাষ্ঠই হোক্, মূল বা ফল যাহাই হোক্—জিজ্ঞাসা না করিয়া গ্রহণ করিলেই তাহার হস্ত ছেদন করিতে হয়। বৃক্ষের ফলমূল, অগ্নির জন্য তৃণ-কাষ্ঠ, গরুর ঘাসের জন্য তৃণ না বলিয়া গ্রহণ করিলেও তাহা চুরি হয় না—ইহা মনু বলিয়াছেন।১৬৪ ৬৫

ভ্রূণহত্যাপাপ ও বাধুষি অর্থাৎ বৃদ্ধিজীবী (সুদখোর) এই উভয়কে তুলাদণ্ডে সমভাবে ওজন করিলে ভ্রূণহত্যাপাপ কোটিগুণ হইয়া বাধুষির সমান হইতে পারে।১৬৬

কোন দুষ্কৃতকারী ব্যক্তির নিকট হইতে অযাচিতভাবে কোন বস্তু আসিলে তাহা গ্রহণ করিবে। কিন্তু কুলটা, ষণ্ড (ক্লীব) ও পতিতের নিকট হইতে বা শত্রুর নিকট হইতে কোন বস্তু অযাচিতভাবে আসিলে গ্রহণ করিবে না। দ্বিজ মহাপাতকী, চোর, অম্বষ্ঠ, ভিষক্, ব্যাধ ও খল ইহাদের নিকট হইতে আহৃত কোন বস্তু কখনও গ্রহণ করিবে না। স্বয়ং দান করিতে ইচ্ছা করিলেও কুলটা, ষণ্ড, পতিত ও শত্রুর নিকট হইতে আপৎকালেও কদাচ কাকিণী (পাঁচগণ্ডা কড়ি) পরিমাণও গ্রহণ করিবে না। যে পরের জন্য তিলহোম করে এবং পরের জন্য মন্ত্রজপ করে কিন্তু মাতাপিতাকে পোষণ করে না, তাহাকে দেখিয়া চক্ষু নিমীলিত করিবে।১৬৭-৬৯

যে দ্বিজ মুরগী, কুকুর ও বিড়াল তিনদিন পোষণ করে, সে ইহজন্মে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং মৃত্যুর পর কুকুরযোনিতে জন্মলাভ করে।১৭০

যাহারা পরের হিংসায় রত, ক্রূর, পরের স্ত্রীতে আসক্ত, পরদ্রব্যাপহরণকারী ও নির্দ্দয় তাহাদের চাণ্ডাল বলিয়াই জানিবে। কোন নগরে (শহরে) বা বন্দরে যিনি বারবছর বসবাস করেন, তিনি জীবিতাবস্থায় বংশের সহিত শীঘ্রই শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন।১৭১-৭২

যে মানুষ বারবছর পর্য্যন্ত রাজাশ্রয়ে বাস করেন; তিনি জীবিতাবস্থায় শূদ্রতুল্য হইয়া থাকেন—এ বিষয়ে আর বিচার করিবার কিছু নাই। মিথ্যা আচরণে যাহার সমুৎকর্ষ ঘটিয়াছে, যাহার নৃশংসতা রাজগামিনী এবং গুরুজনের নিকটে যিনি অলীক নির্ব্বন্ধ প্রকাশ করেন, তাহার পাপ ব্রহ্মহত্যা-পাপের সমান জানিবে। ১৭৩-৭৪

যে দেশে, যে কালে, যে মুহূর্ত্তে যেদিনে যাহার

অজ্ঞাত্বা ধর্মশাস্ত্রাণি প্রায়শ্চিত্তং বদন্তি যে।
তৎপাপং শতধা ভূত্বা তদ্বক্তৄ্মধিগচ্ছতি ॥১৭৬
চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি যদ্ ব্রূয়ুর্বেদপারগাঃ।
স ধর্ম ইতি বিজ্ঞেয়ো নেতরস্তু সহস্রশঃ ॥১৭৭
যে পঠন্তি দ্বিজা বেদং পঞ্চযজ্ঞরতাশ্চ যে।
ত্রৈলোক্যং তারয়ন্ত্যেতে পঞ্চেন্দ্রিয়রতা অপি ॥১৭৮
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্ময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণশ্চানধীয়ানস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ ॥১৭৯
সংবৎসরেণ পততি পতিতেন সহাচরন্।
যাজনাধ্যাপনাদীনাং ন তু শয্যাসনাশনাৎ ॥১৮০
সর্বে ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি সম্প্রাপ্তে তু কলৌ যুগে।
নানুতিষ্ঠন্তি বেদোক্তং পাষণ্ডোপহতা জনাঃ ॥১৮১
ষষ্ঠ্যষ্টমী হরিদিনং দ্বাদশী চ চতুর্দশী।
পর্বদ্বয়ঞ্চ সংক্রান্তিঃ শ্রাদ্ধাহো জন্মতারকাঃ ॥১৮২
শ্রবণব্রতকালশ্চ বিশেষদিবসাস্তথা।
এতে কালা নিষিদ্ধাঃ স্যুর্ভদ্রে মৈথুনকর্মণি ॥১৮৩
কৃতে সম্ভাষ্য পততি ত্রেতায়াং দর্শনেন তু।
দ্বাপরে ত্বন্নমাদায় কলৌ পততি কর্মণা ॥১৮২
চতুর্দশ্যষ্টমী চৈব হ্যামাবাস্যা তু পূর্ণিমা।
সর্বাণ্যেতানি বিপ্রেন্দ্রা রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥১৮৫
অর্থার্থী যানি কর্মাণি করোতি কৃপণো জনঃ।
তান্যেব যদি ধর্মার্থং কুর্বন্ কো দুঃখভাগ্ ভবেৎ॥১৮৬
চৈত্যবৃক্ষং চিতাধূমং চাণ্ডালং বেদবিক্রয়ম্।
অজ্ঞানাৎ স্পৃশতে যস্তু সচৈলো জলমাবিশেৎ ॥১৮৭

যেরূপ হানি, বৃদ্ধি ও যশোলাভ নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহার সেইরূপই হয়, তাহার কখনও অন্যথা হয় না।১৭৫

ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধান না জানিয়া যাহারা প্রায়শ্চিত্তের বিধান বলেন, প্রায়শ্চিত্তকারীর সেই পাপ শতগুণ বর্দ্ধিত হইয়া প্রায়শ্চিত্ত-প্রবক্তার মুখে আসিয়া উপস্থিত হয় অর্থাৎ তাদৃশ পাপভাগী হয়। তিনজন বা চারিজন বেদপারগ ব্রাহ্মণ একমত হইয়া যাহা বলেন, তাহাই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রানভিজ্ঞ সহস্রব্যক্তি তদ্‌বিপরীত বলিলেও তাহা ধর্ম্ম নয়।১৭৬-৭৭

যে দ্বিজগণ নিত্য বেদপাঠ করেন এবং যাঁহারা ব্রহ্মযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ এই পঞ্চ যজ্ঞে নিরত থাকেন, তাঁহারা চক্ষুরাদি পঞ্চেন্দ্রিয়-রত হইয়াও ত্রিলোকতারণ করেন।১৭৮

কাষ্ঠনির্মিত হস্তী ও চর্ম্মনির্মিত মৃগ যেরূপ নামধারকমাত্র হইয়া থাকে, হস্তী বা মৃগের কাজ সে কিছুই করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ নিত্য বেদ অধ্যয়ন করেন না, তিনিও ব্রাহ্মণনামধারকমাত্রই হইয়া থাকেন, ব্রাহ্মণের কার্য্য তিনি করিতে পারেন না।১৭৯

যে ব্যক্তি অজ্ঞানতঃ পতিতের সহিত সংবৎসর পর্য্যন্ত এক শয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, এক পঙ্‌ক্তিতে ভোজনরূপ লঘুসংসর্গের আচরণ করেন, তিনিও পতিত হন। যাজনাধ্যাপনাদি গুরুতর সংসর্গের জ্ঞানতঃ একবার আচরণেই কিন্তু পাতিত্য হয়, সংবৎসর পর্য্যন্ত আচরণ করিতে হয় না।১৮০

কলিযুগ আসিয়া উপস্থিত হইলে সকল বর্ণই বেদের কথা বলিবে, কিন্তু পাষণ্ডোপহত ব্যক্তিগণ কেহই বেদোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না।১৮১

ষষ্ঠী, অষ্টমী, একাদশী, দ্বাদশী ও চতুর্দ্দশীতিথি, অমাবস্যা ও পূর্ণিমা এই পর্বদ্বয়, সংক্রান্তি, শ্রাদ্ধদিন, জন্মনক্ষত্র ও শ্রবণানক্ষত্রযুক্তব্রতকাল এবং বিশেষ উৎসবদিন, এই সকল কাল শুভ মৈথুনকর্ম্মে নিষিদ্ধ জানিবে।১৮২-৮৩

সত্যযুগে পাপীর সহিত সম্ভাষণ করিয়া পতিত হয়, ত্রেতাযুগে পাপীর দর্শনের দ্বারা পতিত হয়। দ্বাপরযুগে পাপীর অন্নগ্রহণ করিয়া এবং কলিযুগে পাপকর্ম্মের দ্বারা পতিত হয়।১৮৪

হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা রবিবার এবং সংক্রান্তি—ইহাদিগকে পর্ব্ব বলিয়া জানিবে। কৃপণ ব্যক্তি অর্থার্থী হইয়া যে সকল কর্ম্ম করে, সেই সকল কর্ম্ম যদি ধর্ম্মের জন্যই করা হয়, তবে দুঃখভাগী কে হইবে।১৮৫-৮৬

চৈত্যবৃক্ষ, চিতাধূম, চণ্ডাল ও বেদবিক্রয়কারীকে অজ্ঞানতঃ যিনি স্পর্শ করেন, তিনি স্নান করিবার জন্য সবস্ত্র জলে প্রবেশ করিবেন। ইক্ষুদণ্ড, জল, ফল, মূল,

ইক্ষূনপঃ ফলং মূলং তাম্বুলং পয় ঔষধম্
বিক্রয়িত্বাপি কর্ত্তব্যা স্নানদানাদিকা ক্রিয়া ॥১৮৮
শ্রুতি-স্মৃতী মমৈবাজ্ঞা যস্তামুল্লঙ্ঘ্য বর্ততে।
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্রোহী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ ১৮৯
বিষ্ণুনা তু পুরা গীতমেবং তত্তু ময়েরিতম্।
শ্রুতি-স্মৃতী তু বিপ্রাণাং চক্ষুষী দ্বে বিনির্মিতে ॥১৯০
কাণস্তত্রৈকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীর্তিতঃ।
চর্মখণ্ডনভক্ষাণাং শুনাঘ্রাতমরোচকম্ ॥১৯১
পাপপূরিতদেহানাং ধর্মশাস্ত্রমরোচকম্।
অহেরিব ঋণাদ্ভীতঃ সম্মানান্মরণাদিব ॥১৯২
কুণপাদিব চ স্ত্রীভ্যঃ তং দেবা ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
শান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্॥১৯৩
তমগ্র্যং ব্রাহ্মণং মন্যে শেষাঃ শূদ্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণস্য চ দেহোঽয়ং নোপভোগায় কল্পতে ॥১৯৪
ইহ ক্লেশায় মহতে প্রেত্যানন্তসুখায় চ।
দর্শে তিলোদকং দদ্যাচ্ছুষ্কবাসা জলাদ্ বহিঃ ॥১৯৫
আর্দ্রবস্ত্রো যদি তদা নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ।
শিলাতলে পটে পত্রে রোমস্থানেষু কুত্রচিৎ ॥১৯৬
তে তিলাঃ কৃমিতুল্যাঃ স্যুস্তত্তোয়ং রুধিরং ভবেৎ।
অঙ্গুষ্ঠোদরমূলে তু তিলান্নিক্ষিপ্য তর্পয়েৎ।
তে তিলা মেরুতুল্যাঃ স্যুস্তত্তোয়ং সাগরোপমম্ ॥১৯৭
পানীয়মপ্যত্র তিলৈর্বিমিশ্রং
দদ্যাৎ পিতৃভ্যঃ প্রযতো মনুষ্যঃ।
শ্রাদ্ধং কৃতং তেন সমা সহস্রং
রহস্যমেতৎ পিতরো বদন্তি ॥১৯৮
মাসিকে চ সপিণ্ডে চ প্রতি সংবৎসরে তথা।
ব্যর্থং ভবতি তচ্ছ্রাদ্ধং বাসুদেবং বিনা কৃতম্ ॥১৯৯

তাম্বুল, দুগ্ধ ও ঔষধ এই সমস্ত জিনিষ বিক্রয় করিয়াও স্নান-দানাদি ক্রিয়া করিবে।১৮৭-৮৮

শ্রুতি ও স্মৃতির বিধান—আমার আজ্ঞা বলিয়া জানিবে। যিনি এই শ্রুতি ও স্মৃতিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া কর্ম্মান্তরে বর্ত্তমান থাকেন, তিনি আমার ভক্ত হইলেও আজ্ঞাচ্ছেদকারী ও আমার প্রতি দ্রোহী হন; তিনি বৈষ্ণব নন।১৮৯

শ্রুতি ও স্মৃতি বিপ্রগণের দুইটি চক্ষুস্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে। পুরাকালে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের এরূপই মত—তাহা বলিলাম।১৯০

চক্ষুস্বরূপ শ্রুতি ও স্মৃতি এই দুইটির মধ্যে একটি হীন হইলে তাহাকে কাণ এবং দুইটিই হীন হইলে তাহাকে অন্ধ বলিয়া জানিবে। চর্ম্মখণ্ড-ভক্ষণকারী কুকুরের আঘ্রাত দ্রব্য যেরূপ গ্রহণের অযোগ্য, পাপপূর্ণ দেহধারী ব্যক্তিগণও সেইরূপ ধর্ম্মশাস্ত্রগ্রহণের অযোগ্য। ঋণকে যে সাপের মত ভয় করে, সম্মানকে যে মরণের মত ভয় করে এবং স্ত্রীগণকে যে পূতিগন্ধময় দ্রব্যের মত ভয় করে, দেবতাগণ তাহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবেন। শান্ত, তপস্যাজনিত ক্লেশসহনে ক্ষম, জিতক্রোধ, জিতাত্মা ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করি। ইহা ছাড়া অন্য ব্রাহ্মণকে শূদ্রতুল্য জানিবে। কারণ, ব্রাহ্মণের দেহ উপভোগের জন্য কল্পিত হয় নাই।১৯১-৯৪

ইহলোকে ব্রাহ্মণের দেহ মহৎক্লেশভোগের নিমিত্ত এবং পরলোকে অনন্তসুখের নিমিত্ত জানিবে। অমাবস্যা তিথিতে জল হইতে উঠিয়া শুষ্ক বস্ত্র পরিধান করিয়া তিলতর্পণ করিবে।১৯৫

অমাবস্যা তিথিতে ভিজা কাপড় পরিয়া যদি তিল-তর্পণ করা যায়, তবে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। শিলাতলে, পটে, পত্রে বা লোমযুক্ত কোন স্থানে তর্পণের তিল রাখিলে সেই তিলসমূহ কৃমি তুল্য হয়; তাহা দ্বারা তর্পণ করিলে তর্পণের জল রুধিরতুল্য হইবে। অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলদেশে উদরাংশে তিল রাখিয়া তর্পণ করিবে, (কারণ) সেই তিল মেরুতুল্য হয় এবং সেইতিলযুক্ত জল সাগরজলের তুল্য হয়।১৯৬-১৯৭

মনুষ্য তর্পণকালে সংযত হইয়া তিলের সহিত মিশ্রিত পানীয় জল পিতৃগণের উদ্দেশ্যে দান করিবে, তাহা দ্বারা সহস্র বৎসর শ্রাদ্ধ করার ফলের সমান ফল লাভ

জপস্তপঃ শ্রাদ্ধকর্ম স্বাধ্যায়াদিকমেব চ।
ব্যর্থং ভবতি তৎসর্বমূর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥২০০
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরদিনে ন দ্বিজান্ ভোজয়েদ্ যদি।
তচ্ছ্রাদ্ধমাসুরং লোকে প্রবদন্তি বিপশ্চিতঃ ॥২০১
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরদিনে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ যদি।
দেবাশ্চ পিতরস্তুষ্টাঃ কর্তুঃ কুর্বন্তি সম্পদঃ ॥২০২
শ্রাদ্ধে পাকমুপক্রম্য নান্দীশ্রাদ্ধং বিবাহকে।
ব্রতং চরতি সঙ্কল্পে সূতকং তু ন দোষকৃৎ ॥২০৩
শ্রাদ্ধে তু বিকিরং দত্ত্বা নাচামেন্মতিবিভ্রমাৎ।
পিতরস্তস্য ষণ্মাসং চাণ্ডালোচ্ছিষ্টভোজনাঃ ॥২০৪
সহোদরাণাং পুত্রাণাং পিতুরেকদিনে তথা।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণং বর্জ্যং ক্ষুরকর্ম তথৈব চ ॥২০৫

বিধুরঞ্চ যতিং চৈব সগোত্রং ব্রহ্মচারিণম্।
দেবার্থে বরয়েদ্ বিদ্বান্ ন পিত্রর্থে কদাচন ॥২০৬
বাসাংসি বাসসী বাসো যো দদাতি পিতুর্দিনে।
তন্তুসংখ্যাতবর্ষেণ দেবলোকে মহীয়তে ॥২০৭
অভিসর্জ্জনহীনং তু যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
তদন্নং মাংসসদৃশং তদ্ রসং সুরয়া সমম্ ॥২০৮
উদক্যায়াঃ পতিং তাবৎ সূতিকায়াঃ পতিং তথা।
ভাণ্ডস্পর্শনপর্য্যন্তং পৈতৃকে বর্জয়েৎ সুধীঃ ॥২০৯
বিভক্তা ভ্রাতরঃ সর্বে স্ব-স্বার্জিতধনাঃ শনৈঃ।
দর্শাব্দিকং তথা পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পৃথক্ পৃথক্ ॥২১০

---

করিবে। তিলতর্পণের এই রহস্য পিতৃগণ বলিয়াছেন। মাসিকশ্রাদ্ধে, সপিণ্ডীকরণে এবং প্রতিসংবৎসর-কর্ত্তব্য সাংবৎসরিকশ্রাদ্ধে বাসুদেবের পূজা না করিয়া যদি কার্য্য করা হয়, তবে সেই শ্রাদ্ধ বিফল হয়।১৯৮-৯৯

উর্দ্ধপুণ্ড্র না করিয়া যদি জপ, তপস্যা, শ্রাদ্ধকর্ম্ম বা বেদপাঠাদি বিহিত কর্ম্ম করা যায়, তবে সেই সমস্ত কর্ম্মই ব্যর্থ হয়।২০০

শ্রাদ্ধ করিয়া পরদিন যদি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান না হয়, তবে সেই শ্রাদ্ধ ইহলোকে আসুর অর্থাৎ অসুরভোগ্য হইয়া থাকে—বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ এরূপ বলেন। শ্রাদ্ধ করিয়া পরদিন যদি ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করান যায়, তবে দেবতাগণ ও পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া শ্রাদ্ধকর্ত্তার সম্পদ বৃদ্ধি করিয়া থাকেন।২০১-২০২

শ্রাদ্ধকর্ম্মে শ্রাদ্ধের পাক আরম্ভ হইলে, বিবাহকার্য্যে নান্দীশ্রাদ্ধ হইলে এবং ব্রতাচরণ-বিষয়ে ব্রতের সঙ্কল্প হইয়া গেলেই কার্য্য আরম্ভ করা হইল। কার্য্য আরম্ভ হইলে পর অশৌচ উৎপন্ন হইলেও তাহাতে দোষ হইবে না; তখন সেই কার্য্য করা যাইতে পারে। শ্রাদ্ধে বিকির দান করিয়া অশুচি আশঙ্কায় আচমন করিবে না। বুদ্ধিবিভ্রমবশতঃ তখন আচমন করিলে তাহার পিতৃগণ ছয়মাস চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া থাকে। সহোদর পুত্রগণের ও পিতার একদিনে শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ বর্জ্জন করিবে এবং একদিনে ইহাদের ক্ষুরকর্ম্মও বর্জ্জন করিবে।২০৩-৫

দুরবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে যতি, সগোত্র ও ব্রহ্মচারীকে জ্ঞানীব্যক্তি দেবতার্থে বরণ করিতে পারেন, কিন্তু পিত্রর্থে কখনও ইহাদিগকে বরণ করিবেন না। যে ব্যক্তি পিতৃ-শ্রাদ্ধ দিনে তিনখানা, দুইখানা বা একখানা বস্ত্র দান করেন, তিনি বস্ত্রে যে পরিমাণ সূত্রসংখ্যা আছে তত বৎসর দেবলোকে পূজিত হন।২০৬-৭

যে ব্যক্তি দানহীন শ্রাদ্ধ করে, তদীয় অন্ন মাংসসদৃশ হয় এবং রস মদ্যতুল্য হইয়া থাকে। সুধীব্যক্তি পিতৃ-শ্রাদ্ধে রজোমতী স্ত্রীর পতিকে এবং নবপ্রসূতা স্ত্রীর পতিকে ভাণ্ডস্পর্শ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করিবে।২০৮-৯

বিভক্ত ভ্রাতৃগণ সকলেই ধীরে ধীরে নিজ নিজ ধন অর্জ্জন করিয়া দর্শশ্রাদ্ধ এবং মাতাপিতার আব্দিক শ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে করিবে।২১০

সন্ন্যাসী, বহুভোজনকারী, বৈদ্য, বানপ্রস্থাশ্রমী, অজাত-সন্তানবিশিষ্ট ব্যক্তি ও বেদহীনব্যক্তি দান এবং শ্রাদ্ধ বর্জ্জন করিবে। স্নান, দান, জপ, হোম, বেদপাঠ, পিতৃকর্ম্ম ও দেবতার আরাধনা করার সময়ে ত্যাজ্য—দোষ থাকে না।২১১-১২

সন্ন্যাসী বহুভক্ষাশ্চ বৈদ্যো বৈখানসস্তথা।
গর্ভবান্ বেদহীনশ্চ দানং শ্রাদ্ধঞ্চ বর্জয়েৎ ॥২১১
স্নানে দানে জপে হোমে স্বাধ্যায়ে পিতৃকর্মণি।
দেবতারাধনে চৈব ত্যাজ্যদোষো ন বিদ্যতে ॥২১২
প্রত্যাব্দিকে শতং জপ্যং মাসিকে স্যাৎ দ্বিষট্‌শতম্।
সপিণ্ডে ত্রিসহস্রং স্যাচ্ছ্রাদ্ধে ত্রিংশসহস্রকম্ ॥২১৩
মাসিকে পক্ষমেকং স্যাদাব্দিকে চ তদর্দ্ধকম্।
একোদ্দিষ্টে বৎসরং স্যাৎ ষণ্মাসং তু সপিণ্ডনে ॥২১৪
মহালয়ে ত্রিরাত্রং স্যাচ্ছ্রাদ্ধে ত্বাকালিকং ভবেৎ।
শ্রাদ্ধান্নং তিলহোমঞ্চ দূরযাত্রাং প্রতিগ্রহম্ ॥২১৫
সিন্ধুস্নানং গয়াশ্রাদ্ধং বচনং শবধারণম্।
পর্বতারোহণং চৈব গর্ভকর্তা তু বর্জয়েৎ ॥২১৬
গর্ভকর্তা তু যো বিপ্রো ষণ্মাসাভ্যন্তরে যদি।
শ্রাদ্ধান্নাদীনি কুর্বাণো ক্ষিপ্রমেব বিনশ্যতি ॥২১৭
মধ্যন্দিনে দৃঢ়াঙ্গো যঃ স্নানং ত্যক্ত্বার্চয়েদ্ধরিম্।
বৈশ্বদেবঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ স গুল্মব্যাধিপীড়িতঃ ॥২১৮
পিতরস্তত্র মোদন্তে গীয়ন্তে চ পিতামহাঃ।
প্রপিতামহাশ্চ নৃত্যন্তি শ্রোত্রিয়ে গৃহমাগতে ॥২১৯
দেশান্তরে দুরন্নানাং প্রায়শ্চিত্তদ্বয়ং স্মৃতম্।
সমুদ্রগানদীস্নানং শিষ্টাগারেষু ভোজনম্ ॥২২০
অনাচারস্য বিপ্রস্য পতিতান্নং যতেস্তথা।
শূদ্রান্নং বিধবান্নঞ্চ শ্বমাংসসদৃশং ভবেৎ ॥২২১
যো মোহাদথবালস্যাৎ কৃত্বা শ্রীকেশবার্চনম্।
অনৃতং মদ্যগন্ধঞ্চ দিবাস্বাপঞ্চ মৈথুনম্।
পুনাতি বৃষলস্যান্নং সায়ং সন্ধ্যা বহির্জলে ॥২২৩
স্নানং সন্ধ্যাং জপং হোমং স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্।
দেবতারাধনং চৈব বৈশ্বদেবং যথাবিধি।
ন কুর্য্যাদ্ যদি মোহেন স চণ্ডালো ন সংশয়ঃ ॥২২৪
ইতি বাধূলস্মৃতিঃ সমাপ্তা ॥

---

প্রত্যাব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে শত গায়ত্রী জপ করিবে। মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে বারশত জপ, সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে তিনহাজার জপ এবং আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে ত্রিশহাজার গায়ত্রী জপ করিবে। মাসিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একপক্ষ অশৌচ হয়, আব্দিক শ্রাদ্ধে ভোজনদ্বারা তাহার অর্দ্ধেক আটদিন, একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে একবৎসর এবং সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধে ভোজনদ্বারা ছয়মাস অশৌচ হয়। মহালয় শ্রাদ্ধে ভোজনে তিনরাত্রি ও আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করিলে আকালিক অশৌচ হয়। গর্ভিণী স্ত্রীর পতি শ্রাদ্ধের অন্ন, তিলহোম, দূরদেশে যাত্রা, প্রতিগ্রহ, সমুদ্র-স্নান, গয়াশ্রাদ্ধ, মুণ্ডন, শববহন ও পর্ব্বতারোহণ—এ সকল কর্ম্ম বর্জ্জন করিবে।২১৩-২১৬

গর্ভিণীপতি (ব্রাহ্মণ) যদি ছয়মাস গর্ভমধ্যে শ্রাদ্ধে অন্ন-ভোজনাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম করে, তবে শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। দৃঢ়াঙ্গ (সুস্থ) ব্রাহ্মণ মধ্যাহ্নে স্নান না করিয়া যদি হরির অর্চ্চনা করে এবং বৈশ্বদেব-বলিকার্য্য করে, তবে সে গুল্মব্যাধি দ্বারা প্রপীড়িত হয়।২১৭-১৮

বেদাধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ গৃহে আসিলে তখন পিতৃগণ আনন্দিত হন, পিতামহগণ গান করিতে থাকেন এবং প্রপিতামহগণ নৃত্য করিতে থাকেন। দেশান্তরে দুষ্ট অন্নভোজনকারীর দুইটি প্রায়শ্চিত্ত জানিবে; তন্মধ্যে একটি সমুদ্রগা (গঙ্গাদি) নদীতে স্নান, অপরটি শিষ্টব্যক্তির গৃহে উপস্থিত হইয়া শিষ্টের প্রসাদ ভোজন।২১৯-২০

অনাচারী বিপ্রের অন্ন, পতিত ব্যক্তির অন্ন, যতির অন্ন, শূদ্রের অন্ন এবং বিধবার অন্ন কুকুরের মাংসের তুল্য জানিবে। যে ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ অথবা আলস্যবশতঃ কেশবের অর্চ্চনা না করিয়া ভোজন করে, সে নরকে গমন করে, পরে কুকুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।২২১-২২

বাহিরে জলে নিত্য সায়ংসন্ধ্যা করিলে মিথ্যা বলা, মদের গন্ধ গ্রহণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও বৃষলের অন্নভোজন করার পাপ হইতে পবিত্র হয়। নিত্য স্নান, সন্ধ্যা, জপ, হোম, বেদাধ্যয়ন, পিতৃতর্পণ দেবতার আরাধনা ও বিধি অনুসারে বৈশ্বদেবকার্য্য যদি মোহবশতঃ কোন ব্রাহ্মণ না করে, তবে সে চণ্ডাল হয়—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।২২৩-২৪

এই বাধূল-স্মৃতির বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত।
ওঁ বাগ্‌দেবতায়ৈ নমঃ।

শ্রীভূতেশচন্দ্র তর্ক-স্মৃতি-তীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত-বাধূল-স্মৃতি সমাপ্ত

# বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীযুক্তমাধবচন্দ্র-পঞ্চতর্কতীর্থকৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

# বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ

**শ্রীমাধবচন্দ্রপঞ্চতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতা**

## প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ পঞ্চসংস্কারপ্রতিপাদনবর্ণনম্।

অম্বরীষস্তু তং গত্বা হারীতস্যাশ্রমং নৃপঃ।
ববন্দে তং মহাত্মানং বালার্কসদৃশপ্রভম্ ॥১

সংস্পৃষ্টঃ কুশলস্তেন পূজিতঃ পরমাসনে।
উপবিষ্টস্ততো বিপ্রমুবাচ নৃপনন্দনঃ ॥২

ভগবন্! সর্বধর্ম্মজ্ঞ! তত্ত্ব-বেদবিদাম্বর!
পৃচ্ছামি ত্বাং মহাভাগ! পরমং ধর্মমব্যয়ম্ ॥৩

ব্রূহি বর্ণাশ্রমাণাস্তু নিত্যনৈমিত্তিকক্রিয়াঃ।
কর্তব্যা মুনিশার্দূল! নারীণাঞ্চ নৃপস্য চ ॥৪

স্বরূপং জীব-পরয়োঃ কথং মোক্ষপথস্য চ।
তৎপ্রাপ্তে সাধনং ব্রহ্মন্! বক্তুমর্হসি সুব্রত ॥৫

এবমুক্তস্তু বিপ্রর্ষিস্তেন রাজর্ষিণা তদা।
উবাচ পরমপ্রীত্যা নমস্কৃত্য জনার্দনম্ ॥৬

হারীত উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি সর্বং বেদোপবৃংহিতম্
যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্বং পৃচ্ছতো মম ভূপতে ॥৭

তদ্‌ব্রবীমি পরং ধর্মং শৃণুষ্বৈকাগ্রমানসঃ।
সর্বেষামেব দেবানামনাদিঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৮

ঈশ্বরস্তু স এবান্যে জগতো বিভুরব্যয়ঃ।
নারায়ণো বাসুদেবো বিষ্ণুর্ব্রহ্মাত্মনো হরিঃ ॥৯

স্রষ্টা ধাতা বিধাতা চ স এব পরমেশ্বরঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ সবিতা গুণধৃঙ্ নির্গুণোঽব্যয়ঃ ॥১০

---

## প্রথম অধ্যায়

মহারাজ অযোধ্যাধিপতি পরমবৈষ্ণব রাজর্ষি অম্বরীষ মহর্ষি হারীতের আশ্রমে গমন করত বালসূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহাত্মা মহর্ষিকে বন্দনা করিলেন।১

মহর্ষি রাজর্ষির কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া বসিতে উত্তম আসন দান করিলে রাজা তৎপ্রদত্ত আসনে উপবিষ্ট হইয়া মহর্ষিকে বলিলেন, ভগবন্! আপনি সমস্ত ধর্ম্মে অভিজ্ঞ এবং ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ মানবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। হে মহাভাগ! অবিনাশী শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছি।২-৩

সমস্ত বর্ণ ও সমস্ত আশ্রমের নিত্য-নৈমিত্তিকাদি যে সব অনুষ্ঠান কর্ত্তব্যরূপে বিহিত আছে, তাহা এবং নারীধর্ম্ম ও রাজধর্ম্মসমূহের স্বরূপ, জীবাত্মা ও পরমাত্মার মোক্ষপথের স্বরূপ (পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একীভাবই জীবের মোক্ষ) এবং ঐ মুক্তিপথের সাধন-প্রণালী আপনি সানুগ্রহে তৎসমস্ত আমায় বলুন।৪-৫

রাজর্ষি অম্বরীষ ব্রহ্মর্ষির নিকট ইহা জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মর্ষি হারীত অতি প্রফুল্লমনে শ্রীভগবান্ জনার্দনকে প্রণাম করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।৬

### নারায়ণ-স্বরূপ নির্ণয়।

হারীত বলিলেন—বেদে যাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে, তৎসমস্তই বলিতেছি,—আপনি শ্রবণ করুন। ইহা আমি পূর্ব্বে ব্রহ্মার নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতেছি।৭

মদুক্ত শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আপনি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। অনাদি পুরুষোত্তম শ্রীহরিই সমস্ত দেবগণের আদি। অন্যে তাঁহাকে ঈশ্বর বলেন। তিনি অবিনাশী জগৎ-প্রভু। ইনিই নারায়ণ, ইনি বাসুদেব, ইনি বিষ্ণু,

পরমাত্মা পরংব্রহ্ম পরংজ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
ইন্দ্রঃ প্রজাপতিঃ সূর্য্যঃ শিবো বহ্নিঃ সনাতনঃ ॥১১
সর্ব্বাত্মকঃ সর্বসুহৃৎ সর্বভৃদ্‌ভূতভাবনঃ।
যমী চ ভগবান্ কৃষ্ণো মুকুন্দোঽনন্ত এব চ ॥১২
যজ্ঞো যজ্ঞোপতির্যজ্বা ব্রহ্মণ্যো ব্রহ্মণঃ পতিঃ।
স এব পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীশো নাথোঽধিপো মহান্ ॥১৩
সহস্রমূর্দ্ধা বিশ্বাত্মা সহস্রকরপাদবান্।
যদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥১৪
চতুর্ভিঃ শোভনোপায়ৈঃ সাধ্যোঽয়ং সুমহাত্মনঃ।
তুরীয়পদয়োর্ভক্ত্যা সসিদ্ধোঽয়মুদাহৃতঃ ॥১৫

তৎ স্বীকুর্বন্তি বিদ্বাংসঃ স্বস্বরূপতয়া সদা।
নৈসর্গিকং হি সর্বেষাং দাস্যমেব হরেঃ সদা ॥১৬
স্বাম্যং পরস্বরূপং স্যাদ্দাস্যং জীবস্য সর্বদা।
প্রকৃত্যা ত্বাত্মনো রূপং স্বাম্যং দাস্যমিতি স্থিতঃ ॥১৭
দাস্যমেব পরং ধনং দাস্যমেব পরং হিতম্।
দাস্যেনৈব ভবেন্মুক্তিরন্যথা নিরয়ং ভবেৎ ॥১৮
বিষ্ণোর্দাস্যং পরা ভক্তির্যেষাং তু ন ভবেৎ ক্বচিৎ।
তেষামেব হি সংস্পৃষ্টং নিরয়ং ব্রহ্মণা নৃপ ॥১৯
নারায়ণস্য দাসা যে ন ভবন্তি নরাধমাঃ।
জীবন্ত এব চাণ্ডালা ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥২০

---

ব্রহ্মস্বরূপ হরিও ইনিই। ইনি জগৎস্রষ্টা, জগৎবিধারক, জগৎপালক। ইনিই পরমেশ্বর। ইনি নির্গুণ অর্থাৎ গুণাতীত হইয়াও জগৎপালনাদি জন্য যখন স্বেচ্ছায় গুণাবলম্বনে সগুণ হন, তখন ইঁহাকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। তিনি অব্যয়, তিনিই জগতের সবিতা ( স্রষ্টা )। ইনিই জগৎপ্রকাশক। ইনি অবিনাশী, নিত্য চিন্ময়স্বরূপ পরমাত্মা। ইনিই পরমব্রহ্ম, পরম জ্যোতিঃ, আবার হিরণ্যগর্ভ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ইনি ইন্দ্র, ইনি প্রজাপতি, ইনি সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য, ইনি শিব, ইনি বহ্নি এবং ইনিই নিত্য পরমপুরুষ।৮-১১

সমস্তের স্বরূপ অন্তরাত্মা ইনি। ইনিই সকলের বন্ধু, সমস্ত জগৎ ইনিই ধারণ করিয়া আছেন। সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের উৎপাদক ইনিই। ইনি সংযমের অবতার স্বয়ং যম। ইনিই শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ, ইনি অনন্ত এবং ইনিই পরম সুখদায়ক মুকুন্দ।১২

ইনি যজ্ঞ, ইনি যজ্ঞপুরুষ, ইনিই যাজক ( ঋত্বিক ), ইনি ব্রহ্মণ্যদেব, ইনি ব্রহ্মারও পতি, ইনি বাসুদেব, ইনি পুণ্ডরীকাক্ষ, ইনি লক্ষ্মীপতি, ইনি জগতের নাথ, ইনি অধীশ্বর ও ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।১৩

ইঁহার সহস্র মস্তক, ইনি বিশ্বস্বরূপ, ইঁহার সহস্র হস্ত ও সহস্র চরণ, যে স্থানে যাইলে আর জন্মমৃত্যু হয় না, তাহাই হইল শ্রীহরির সেই পরমপাবন ধাম।১৪

স্বামিত্ব, সখ্য, দাস্য ও আত্মনিবেদন এই চারিটী শ্রেষ্ঠ সাধনোপায় দ্বারা সেই পরমাত্মা শ্রীহরিকে পাওয়া যায়। তুরীয় অবস্থাই ইঁহার নির্গুণ অবস্থা। উহা নিত্য চিন্ময়। ঐ চিন্ময়পাদদ্বয়ের প্রতি পরমভক্তি দ্বারা তাঁহাকে নির্বিশেষভাবে পাওয়া যায়। ( এই শ্লোকে স্বরূপ-অর্থেই পাদ-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বৈষ্ণব-মতে নির্গুণ অবস্থাতেও চিন্ময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থাকে —সাধকের ধ্যানের জন্য )।১৫

## চতুর্বিধ উপায়ের স্বরূপ বর্ণন।

জ্ঞানবান্ মহাপুরুষগণ স্ব-স্বরূপভাবে তাঁহাকে লাভ করেন। সাধারণতঃ সকলের দাস্যই স্বাভাবিক সাধনোপায়। স্বামিত্বই পরম শ্রেষ্ঠ স্বরূপ। কিন্তু জীবের ( সাধকের ) দাস্যই স্বভাবতঃ সাধ্যস্বরূপ হইয়া থাকে। স্বাম্য ও দাস্যের এই পরিস্থিতি।১৬-১৭

বস্তুতঃ স্ব-স্বরূপভাব, স্ব-স্বামিভাব ও দাস্য এই ত্রিবিধই সাধনোপায় দেখা যায়। তন্মধ্যে ( সুগম ) দাস্যই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম। দাস্যই অত্যন্ত হিতকর। দাস্যভাবের দ্বারা মুক্তি পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহার অভাবে সাধকের নরকগতি হয়।১৮

শ্রীবিষ্ণুর দাস্যভাবই পরাভক্তি—যাহা প্রায়শঃ কোথায়ও হয় না। হে রাজন্! ঐ দাস্যরূপ পরাভক্তির সম্পর্ক না থাকিলে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক তাহার নরকবাস বিহিত আছে।১৯

যাহারা শ্রীভগবান্ নারায়ণের দাস হয় না, তাহারা

তস্মাদ্দাসং পরাং ভক্তিমালম্ব্য নৃপসত্তম।
নিত্যং নৈমিত্তিকং সর্বং কুর্য্যাৎ প্রীত্যৈ হরেঃ সদা ॥২১
তস্য স্বরূপং রূপঞ্চ গুণাংশ্চাপি বিভূতয়ঃ।
জ্ঞাত্বা সমর্চ্চয়েদ্ বিষ্ণুং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ ॥২২
তমেব মনসা ধ্যায়েদ্ বাচা সঙ্কীর্ত্তয়েৎ প্রভুম্।
জপেচ্চ জুহুয়াত্তক্তো তদ্বানেকবিলক্ষণঃ ॥২৩
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণং দাস্যলক্ষণম্।
তন্নামকরণঞ্চৈব বৈষ্ণবত্তদিহোচ্যতে ॥২৪
অবৈষ্ণবাশ্চ যে বিপ্রা হর্ষদাস্তে নরাধমাঃ।
তেষাং তু নরকে বাসঃ কল্পকোটিশতৈরপি ॥২৫
তদাদিবর্ষসঞ্চারী মন্ত্ররত্নার্থতত্ত্ববিৎ।
বৈষ্ণবঃ স জগৎপূজ্যো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥২৬
অচক্রধারী যো বিপ্রো বহুবেদশ্রুতোঽপি বা।
স জীবন্নেব চণ্ডালো মৃতো নিরয়মাপ্নুয়াৎ ॥২৭
তস্মাত্তে হরিসংস্কারাঃ কর্ত্তব্যা ধর্মকাঙ্ক্ষিণাম্।
অয়মেব পরো ধর্ম্মঃ প্রধানং সর্বকর্ম্মণাম্ ॥২৮

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃত্যাং বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে
পঞ্চসংস্কারপ্রতিপাদনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

নরাধম এবং তাহারা জীবিত অবস্থাতেই চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়—সন্দেহ নাই।২০

অতএব হে নৃপশ্রেষ্ঠ! দাস্যরূপে পরাভক্তিকে আশ্রয় করিয়া শ্রীহরির প্রীতির জন্য সর্ব্বদা নিত্য-নৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবে।২১

সেই পরমাত্মা শ্রীহরির সচ্চিদানন্দরূপ তাঁহার স্বরূপ, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম বনমালাদি শোভিত রূপ বা আকৃতি এবং অকৃত্রিম প্রেম, ভক্তোদ্ধার-জন্য রূপধারণ, কৃপা প্রভৃতি গুণ এবং নিমেষেই বহু ধেনুর সৃষ্টি, উদরমধ্যে বিশ্বরূপ দর্শন প্রভৃতি বিভূতিসমূহ জানিয়া অনলস-ভাবে যাবজ্জীবন শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে।২২

মনে মনে সর্ব্বদা তাঁহার রূপ-গুণ-স্বরূপাদির চিন্তা করিবে। বাক্যের দ্বারা সর্ব্বদা ঐ জগৎপ্রভুর নামগুণের কীর্ত্তন করিবে। সর্ব্বদা তাঁহার স্থূল বা সূক্ষ্ম নাম জপ করিবে এবং তাঁহার হোম করিবে। অন্য সমস্ত ত্যাগ করিয়া তন্মাত্র-পরায়ণ হইবে।২৩

## দাস্যের লক্ষণ।

স্বহৃদয়ে শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্ন ধারণ, কপালে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রকাদি ধারণই দাস্যভাবের লক্ষণ। শ্রীভগবানের নামে পুত্রাদির নামকরণই বৈষ্ণবের লক্ষণ।২৪

যে সমস্ত ব্রাহ্মণ এতাদৃশ বৈষ্ণব নহেন, সেই নরাধমগণ (বেশের দ্বারা মাত্র) হর্ষদান করেন মাত্র। কল্পকোটিকাল সেই বেশধারীমাত্রদের নরকবাস হইয়া থাকে। মন্ত্ররত্নের যথার্থ অর্থতত্ত্বজ্ঞ জগৎপূজ্য যে বৈষ্ণবগণ প্রভবাদি আদিবর্ষ (?) বিচরণ করেন, তিনিই দেহান্তে শ্রীবিষ্ণুর সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমপদ প্রাপ্ত হন।২৫-২৬

যিনি শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্ন ধারণ করেন না, তিনি বহু-বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জীবিত অবস্থাতেই চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন এবং মরণান্তে নরকগতি লাভ করেন অতএব ধর্ম্মলাভেচ্ছুগণের হরিপ্রাপ্তিবিষয়ে চিত্ত-সংস্কার জনক অনুষ্ঠানগুলি আচরণ করা উচিত। সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম।২৭-২৮

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিতে বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে পঞ্চসংস্কারপ্রতিপাদননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত

# দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

অথপুণ্ড্র সংস্কারবর্ণনম্

অম্বরীষ উবাচ।

ভগবন্! বৈষ্ণবাঃ পঞ্চ সংস্কারাঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্।
প্রধানমিতি যচ্চোক্তং সর্ব্বৈরেব মহর্ষিভিঃ ॥১
তদ্বিধানং মমাচক্ষ্ব বিস্তরেণৈব সুব্রত।

হারীত উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি নির্ম্মলা বৈষ্ণবাঃ ক্রিয়াঃ ॥২
যদুক্তং ব্রহ্মণা পূর্বং বসিষ্ঠাদ্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
সংস্কারাণাং তু সর্বেষামাদ্যং চক্রাদিধারণম্ ॥৩
তৎকর্তব্যং হি সর্বেষাং বিধীনাং বৈ দ্বিজন্মনাম্।
আচার্য্যং সংশ্রয়েৎ পূর্বমনঘং বৈষ্ণবং দ্বিজম্ ॥৪
শুদ্ধসত্ত্বগুণোপেতং নবেজ্যাকর্মকারণম্।
সৎসম্প্রদায়সংযুক্তং মন্ত্ররত্নার্থকোবিদম্ ॥৫
জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্নং বেদবেদাঙ্গপারগম্।
শাসিতারং সদাচার্য্যৈঃ সর্বধর্মবিদাং বরম্ ॥৬
মহাভাগতং বিপ্রং সদাচারনিষেবণম্।
আলোক্য সর্বশাস্ত্রাণি পুরাণানি চ বৈষ্ণবাঃ ।৭
তদর্থমাচরেদ্ যস্তু স আচার্য্য উদাহৃতঃ।
আস্তিক্যমানসং সদ্ভিরুপেতং ধর্মবৎসলম্ ॥৮
শ্রদ্দধানং সদাচারং গুরুশুশ্রূষতৎপরম্।
সংবৎসরং পরীক্ষ্যার্থে তং শিষ্যং শাসয়েদ্ গুরুঃ ॥৯
তস্মাদৌ পঞ্চ সংস্কারান্ কুর্য্যাৎ সম্যগ্ বিধানতঃ।
প্রাতঃ স্নাত্বা শুচৌ দেশে পূজয়িত্বা জনার্দনম্ ॥১০
স্নানং শিষ্যং সমানীয় তেনৈব সহ দেশিকঃ।
স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈর্গব্যৈশ্চক্রাদীনর্চ্চয়েত্ততঃ ॥১১

# দ্বিতীয় অধ্যায়

**অথ পুণ্ড্র-সংস্কার-বর্ণনম্।**

অম্বরীষ বলিলেন—হে ভগবন্! বিষ্ণুভক্তদিগের পঞ্চবিধ সংস্কারই সর্ব্বকর্ম্মের প্রধান—এই সমস্ত কথা মহর্ষিগণ যাহা বলিয়াছেন, হে সুব্রত! তাহার বিধান বিস্তারপূর্ব্বক আমাকে বলুন।১

হারীত বলিলেন—হে রাজন্! বৈষ্ণবদিগের নির্ম্মল ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি পূর্ব্বে ব্রহ্মা এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি বৈষ্ণবগণ যাহা বলিয়াছেন, তাহা বলিতেছি—আপনি শ্রবণ করুন।২

সমস্ত সংস্কারকর্ম্মের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ চক্রাদিচিহ্নধারণ। সমস্ত (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণদিগের যথাবিধি উহা কর্ত্তব্য। সেজন্য পূর্ব্বে একজন নিষ্পাপ বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণকে আচার্য্যরূপে আশ্রয় করা উচিত।৩-৪

তিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও নববিধ যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা হইবেন। শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ের সহিত তিনি যুক্ত থাকিবেন। শ্রেষ্ঠমন্ত্রসমূহের অর্থজ্ঞানে সুপণ্ডিত; জ্ঞান-বৈরাগ্যসম্পন্ন, চারিটি বেদ ও ছয়টী বেদাঙ্গে পারদর্শী, সদ্ আচার্য্যের নিয়ন্ত্রণদ্বারা সুশাসিত, সকল ধর্ম্মের তাৎপর্য্যবেত্তা, মহাভাগবত অর্থাৎ তাদৃশ-লক্ষণান্বিত শ্রীভগবদ্‌ভক্তদের প্রধান, সদাচারসেবী সেই আচার্য্যকে গুরুরূপে আশ্রয় করিবে।৫-৭

সমস্ত শাস্ত্র ও পুরাণসমূহ আলোচনা করিয়া তাহার তাৎপর্য্য অনুসারে যিনি স্বয়ং অনুষ্ঠান করেন, তাহাকেই আচার্য্য বলা হয়।৮

এতাদৃশ গুরু আস্তিক্যভাব-সমন্বিতচিত্ত, ধর্ম্মানুরক্ত, সজ্জনগণ কর্তৃক সমাদৃত, শ্রদ্ধাশীল, সদাচার-পরায়ণ, গুরুশুশ্রূষাতৎপর শিষ্যকে পরীক্ষার জন্য সংবৎসর নিজশাসনে রাখিবেন।৯

প্রথমতঃ যথাবিধি তাদৃশ শিষ্যের পঞ্চসংস্কার গুরুই সম্পন্ন করিবেন। গুরু প্রাতঃকালে স্নানপূর্বক পবিত্র-স্থানে বসিয়া শ্রীভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করত স্নানপূত-শিষ্যকে আনিয়া তাহার সহিত পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত দ্বারা চক্রাদিকে স্নান করাইবেন এবং তাহার পর তাহাদিগকে পূজা করিবেন।১০-১১

পুষ্পৈর্ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি।
তত্তৎপ্রকাশকৈর্ম্মন্ত্রৈরর্চ্চয়েৎ পুরতো হরেঃ ॥১২
অগ্নৌ হোমং প্রকুর্ব্বীত ইধ্মাধানাদিপূর্বকম্।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্ ॥১৩
আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ হুত্বা চাষ্টোত্তরং শতম্।
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা জুহুয়াৎ প্রযতো গুরুঃ ॥১৪
পশ্চাদগ্নৌ বিনিক্ষিপ্য চক্রাদ্যায়ুধপঞ্চকম্।
পূজয়িত্বা সহস্রারং ধ্যাত্বা তদ্‌বহ্নিমণ্ডলে ॥১৫
ষড়ক্ষরেণ জুহুয়াদাজ্যং বিংশতিসংখ্যয়া।
সর্বৈশ্চ হেতিমন্ত্রৈশ্চ একৈকাজ্যাহুতিং ক্রমাৎ ॥১৬
ততঃ প্রদক্ষিণং কৃত্বা স শিষ্যো বহ্নিমাত্মবান্।
নমস্কৃত্য ততো বিষ্ণুং জপ্ত্বা মন্ত্রবরং শুভম্ ॥১৭
প্রাঙ্‌মুখং তু সামাসীনং শিষ্যমেকাগ্রচেতসম্।
প্রতপেচ্চক্র-শঙ্খৌ দ্বৌ হেতিভির্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥১৮

দক্ষিণে তু ভুজে চক্রং বামাংশে শঙ্খমেব চ।
গদাঞ্চ ভালমধ্যে তু হৃদয়ে নন্দকং তদা ॥১৯
মস্তকে তু তথা শার্ঙ্গমঙ্কয়েদ্ বিমলং তদা।
পশ্চাৎ প্রক্ষাল্য তোয়েন পুনঃ পূজাং সমাচরেৎ ॥২০
হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
এবং তাপক্রিয়াঃ কার্য্যা বৈষ্ণব্যঃ কল্মষাপহাঃ ॥২১
প্রধানং বৈষ্ণবং তেষাং তাপসংস্কারমুত্তমম্।
তাপসংস্কারমাত্রেণ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২২
কেচিত্তু চক্র-শঙ্খৌ দ্বৌ প্রতপ্তৌ বাহুমূলয়োঃ।
ধারয়ন্তি মহাত্মানশ্চক্রমেকং তু চাপরে ॥২৩
বৈষ্ণবানাং তু হেতীনাং প্রধানং চক্রমুচ্যতে।
তেনৈব বাহুমূলে তু প্রতপ্তেনাঙ্কয়েদ্ বুধঃ ॥২৪
জাতপুত্রে পিতা স্নাত্বা হোমং কৃত্বা বিধানতঃ।
তেনাগ্নিনৈব সন্তপ্তচক্রেণ ভুজমূলয়োঃ ॥২৫

পুষ্প, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা ইষ্টতত্ত্ব-প্রকাশক তৎতন্মন্ত্রের অবলম্বনে সম্মুখভাগে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। যজ্ঞকাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া তাহার দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করত তাহাতে হোম করিবে। পুরুষসূক্ত দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন ও ঘৃত দ্বারা মূলমন্ত্র-সাহায্যে অষ্টোত্তরশত হোম করিবে। গুরুদেব বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা সংযতচিত্তে হোম করিবেন।১২-১৪

পরে চক্রাদি পঞ্চ আয়ুধচিহ্নগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। সহস্রারস্থিত ইষ্টকে ধ্যান করত ঐ বহ্নিমণ্ডলে ষড়ক্ষর মন্ত্র ("ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা") দ্বারা বিংশতিসংখ্যক হোম করিবে। সর্বত্র "চক্রাদ্যায়ুধ" ইত্যাদি মূলমন্ত্র দ্বারা এক একটী ঘৃতাহুতি দিবে।১৫-১৬

পরে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিয়া আত্মবান্ শিষ্যসহিত সেই গুরু শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করত মঙ্গলময় মন্ত্র জপ করিয়া পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট একাগ্রচিত্ত শিষ্যকে শস্ত্রমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শিষ্যের দক্ষিণবাহুতে হোমাগ্নি-প্রতপ্ত চক্র, বামবাহুমূলে প্রতপ্ত শঙ্খ-চিহ্ন, ললাটমধ্যে গদাচিহ্ন, স্বহৃদয়ে বাসুদেবের খড়্‌গচিহ্ন ও মস্তকে নির্ম্মলভাবে বিষ্ণুধনুর চিহ্ন অঙ্কন করিবেন। পরে জল দ্বারা সমস্ত প্রক্ষালিত করিয়া পুনরায় পূজা করিবে।১৯-২০

হোম সমাপন করিয়া বিষ্ণুভক্তদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপভাবে বৈষ্ণবগণের সর্ব্বপাপহারী তাপসংস্কারক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।২১

বৈষ্ণবদের সংস্কারগুলির মধ্যে তাপসংস্কারকার্য্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাপসংস্কারমাত্রেই শ্রেষ্ঠ সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে।২২

কোন কোন মহাত্মা প্রতপ্ত শঙ্খ ও চক্রচিহ্ন দুইটী দুইবাহুমূলে ধারণ করিয়া থাকেন, কেহ বা চক্রচিহ্নই বহুমূলে ধারণ করেন।২৩

বৈষ্ণবদের আয়ুধমধ্যে চক্রই প্রধান। সুতরাং সেই প্রতপ্ত চক্রচিহ্নই বৈষ্ণবগণ বাহুমূলে অঙ্কিত করেন।২৪

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে জাতকর্ম্ম-সংস্কার-সময়ে পিতা স্নান করিয়া যথাবিধি হোম করত ঐ হোমাগ্নি দ্বারা

অঙ্কয়িত্বা শিশোঃ পশ্চান্নাম কুর্য্যাচ্চ বৈষ্ণবম্।
পশ্চাৎ সর্ব্বাণি কর্মাণি কুর্বীতাস্য বিধানতঃ॥২৬
অঙ্কয়িত্বা ন চক্রেণ যৎকিঞ্চিৎ কর্ম সঞ্চরেৎ।
তৎসর্বং যাতি বৈকল্যমিষ্টাপূর্তাদিকং নৃপ॥২৭
কারয়েন্ মন্ত্রদীক্ষায়াং চক্রাদ্যাঃ পঞ্চহেতয়ঃ।
চক্রং বৈ কর্ম সিধ্যর্থং জাতকর্মণি ধারয়েৎ॥২৮
অচক্রধারী বিপ্রস্তু সর্বকর্মসু গর্হিতঃ।
অবৈষ্ণবঃ সমাপন্নো নরকং চাধিগচ্ছতি॥২৯
চক্রাদি চিহ্নরহিতং প্রাকৃতং কলুষান্বিতম্।
অবৈষ্ণবস্তু তং দূরাৎ শ্বপাকমিব সন্ত্যজেৎ॥৩০
অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ শ্বপাকাদধমঃ স্মৃতঃ।
অশ্রদ্ধেয়ো হ্যপাঙ্‌ক্তেয়ো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥৩১
অবৈষ্ণবস্তু যো বিপ্রঃ সর্বধর্মযুতোঽপি বা।
স পাষণ্ডেতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকর্মসু নার্হতি॥৩২

সন্তপ্ত চক্রের চিহ্ন শিশুর বাহুমূলদ্বয়ে অঙ্কিত করিয়া পরে শ্রীবিষ্ণুবিষয়ক নামকরণ করিবে। পরে বিধানুসারে ঐ শিশুর অবশিষ্ট কর্ম্মসমূহ সম্পন্ন করিবে।২৫-২৬

হে রাজন্! চক্রচিহ্ন অঙ্কিত না করিয়া অন্য যাহা কিছু কর্ম্ম সম্পাদন করা হউক না কেন, তৎসমস্ত ইষ্টপূর্ত্তাদি কর্ম্ম বিফল হইবে। মন্ত্রদীক্ষাতে পঞ্চ অস্ত্রচিহ্নসংস্কার-কর্ম্ম করিবে। কর্ম্মসাধনের জন্য জাতকর্ম্মে চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে।২৭-২৮

চক্রচিহ্ন ধারণ না করিলে সেই ব্রাহ্মণ সমস্ত কর্ম্মে নিন্দনীয় এবং তিনি অবৈষ্ণব হইয়া নরকগতি লাভ করিবে। চক্রাদিচিহ্নশূন্য পাপান্বিত সেই ইতর সাধারণ অবৈষ্ণবকে চণ্ডালের ন্যায় সমস্ত কর্ম্মেই পরিত্যাগ করিবে।২৯-৩০

যে অবৈষ্ণব, সে চণ্ডাল হইতেও অধম, সে অশ্রদ্ধেয়, তাহার সহিত পঙ্‌ক্তিভোজন নিষিদ্ধ এবং সে রৌরবনরকে গমন করিবে।৩১

যে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব নহে, সে সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ হইলেও পাষণ্ড। সর্ব্বকর্ম্মেই সে অনধিকারী।৩২

তস্মাচ্চক্রং বিধানেন তপ্তং বৈ ধারয়েদ্ দ্বিজঃ।
সর্বাশ্রমেষু বসতাং স্ত্রীণাঞ্চ শ্রুতিচোদনাৎ॥৩৩
অনায়ুধাসো অসুরা অদেবা ইতি বৈ শ্রুতিঃ।
চক্রেণ তামপবপ ইত্যৃচা সমুদাহৃতম্॥৩৪
অপেত্থমঙ্কমিত্যুক্তং বপেতি শ্রবণং তদা॥
তস্মাদ্ বৈ তপ্তচক্রস্য চাঙ্কনং মুনিভিঃ শ্রুতম্।
পবিত্রং বিততং ব্রাহ্মং প্রভোর্গাত্রে তু ধারিতম্॥৩৫
শ্রুত্যৈব চাঙ্কয়েদ্ গাত্রে তদ্‌ব্রহ্মসমবাপ্তয়ে।
যত্তে পবিত্রমর্চ্চিষ্যমগ্নেবিততমন্তরা॥৩৬
ব্রহ্মেতি নিহিতং নৈব ব্রহ্মণঃ শ্রুতিবৃংহিতম্।
পবিত্রমিতি চৈবাগ্নিরগ্নির্বৈ চক্রমুচ্যতে॥৩৭
অগ্নিরেব সহস্রারঃ সহস্রা নেমিরুচ্যতে।
নেমিতপ্ততনুঃ সূর্য্যো ব্রহ্মণা সমতাং ব্রজন্॥৩৮
যত্তে পবিত্রমর্চ্চিষ্যমগ্নেস্তু বৈ সুনিহিতঃ।
দক্ষিণে তু ভুজে বিপ্রো বিভৃয়াদ্ বৈ সুদর্শনম্॥৩৯

অতএব বিধান অনুসারে (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণ প্রতপ্ত চক্র ধারণ করিবেন। সমস্ত আশ্রমনিবাসী ব্যক্তিদের স্ত্রীদেরও শ্রুতির বিধি অনুসারে তপ্তচক্রধারণ বিধেয়।৩৩

"অনায়ুধাসো অসুরা অদেবা" ইত্যাদিই শ্রুতিবাক্য। শ্রুতির অর্থ এইরূপ—যাহারা শ্রীভগবানের চক্রাদি আয়ুধচিহ্ন ধারণ করে না, তাহারা অসুর, তাহারা দ্যোতনস্বভাব দেবতা নহে অর্থাৎ তামসিক-বৃত্তি। "চক্রেণ তামপবপ" ইত্যাদি ঋগ্‌বাক্যই উদাহরণ। শ্রুতির তাৎপর্য্য—চক্রাদি আয়ুধের অঙ্কনদ্বারাই সেই তামসবৃত্তি ছেদন বা অপনয়ন কর।৩৪

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট অপ-শব্দের অর্থই অঙ্কন কর। এইজন্যই পরে শ্রুতি বপ-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব স্বশরীরে তপ্তচক্রের অঙ্কন (চিহ্নধারণ) মুনিগণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। পবিত্র, বিস্তৃত (সুস্পষ্ট), ব্রহ্ম-জ্যোতিঃপূর্ণ ঐ চিহ্ন প্রভুর (শ্রীকৃষ্ণের) অঙ্গেও চিহ্নিত আছে। শ্রুতির বিধি অনুসারেই ব্রহ্মস্বরূপপ্রাপ্তির জন্য

সব্যে তু শঙ্খং বিভৃয়াদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ
ইত্যাদি শ্রুতিভিঃ প্রোক্তং বিষ্ণোশ্চক্রস্য ধারণম্॥৪০
পুরাণেষ্বিতিহাসেষু সাত্বিকেষু স্মৃতিষ্বপি।
শঙ্খচক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণং নৃপ ॥৪১
যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ বিপ্রঃ পিতৃণাং তস্য দুর্গতিঃ।
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ ॥৪২
রহিতঃ সর্বধর্মেভ্যশ্চ্যুতো নরকমাপ্নুয়াৎ।
রুদ্রার্চনং ত্রিপুণ্ড্রস্য ধারণং যত্র দৃশ্যতে ॥৪৩
তচ্ছূদ্রাণাং বিধিঃ প্রোক্তো ন দ্বিজানাং কদাচন।
প্রতিলোমানুলোমানাং দুর্গাগণস্তুভৈরবাঃ ॥৪৪
পূজনীয়া যথার্হেন বিল্ব-চন্দনধারিণঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানি বিদ্যাধরগণস্তদা ॥৪৫
চণ্ডালানামর্চনীয়া মদ্য-মাংসনিষেবিনাম্।
স্ববর্ণবিহিতং ধর্মমেবং জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ ॥৪৬
রুদ্রার্চ্চনাদ্ ব্রাহ্মণস্তু শূদ্রেণ সমতাং ব্রজেৎ।
যক্ষ-ভূতার্চ্চনাৎ সদ্যশ্চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ ॥৪৭
ন ভস্ম ধারয়েদ্ বিপ্রঃ পরমাপদ্‌গতোঽপি বা।
মোহাদ্ বা বিভৃয়াদ্ যস্তু স সুরাপো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৪৮
তির্য্যক্ পুণ্ড্রধরং বিপ্রং পট্টাম্বরধরং তথা।
শ্বপাক ইববীক্ষেত ন সম্ভাষেত কুত্রচিৎ ॥
তস্মাদ্ দ্বিজাতিভির্ধার্য্যমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধানতঃ ॥৪৯
মৃদা শুভ্রেণ সততং সান্তরালং মনোহরম্।
স্নাত্বা শুদ্ধোঽপি পূর্বাহ্নে বিষ্ণুমভ্যর্চ্য দেশিকঃ ॥৫০

অঙ্গে ঐ আয়ুধচিহ্ন ধারণ করিবে। হে অগ্নে! তোমার মধ্যে যে সুবিস্তৃত (ব্রহ্ম) তেজ, উহাই পরম পবিত্র। ব্রহ্ম জগতের আধেয় পদার্থরূপে কোথাও নিহিত নাই, পরন্তু ব্রহ্মের মধ্যেই সমস্ত নিহিত,—ইহাই বেদের সারকথা। "অগ্নির্বৈ চক্রমুচ্যতে" (অগ্নিই চক্রস্বরূপ) এই শ্রুতিবাক্য অনুসারে ঐ চক্র অগ্নিতুল্য পবিত্র। শিরস্থিত সহস্রদল পদ্মই অগ্নিস্বরূপ. উহাই চক্র, দলগুলিই চক্রের নেমিস্বরূপ, ঐ নেমিগুলি তপ্ত হইলেই উহা সূর্য্যস্বরূপ হয়। সুতরাং ঐ চক্রই ব্রহ্মের সহিত তুল্যতাপ্রাপ্ত সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপ। হে চক্র! অগ্নির যে পবিত্র তেজ, তাহাই তোমাতে সুন্দররূপে নিহিত আছে। এইজন্য দক্ষিণ বাহুতেই ব্রাহ্মণ সুদর্শন চক্র (চিহ্ন) ধারণ করিবে। বাম বাহুতে শঙ্খচিহ্ন ধারণ করিবে—ব্রহ্মজ্ঞগণ ইহাই জানেন। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসকল দ্বারা বেশ জানা যাইতেছে—শ্রীবিষ্ণুর চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে।৩৫-৪০

(শাস্ত্রসকল কেহ সাত্বিক, কেহ রাজসিক ও কেহ তামসিক।) তন্মধ্যে সাত্বিক পুরাণসকলে, রামায়ণাদি ইতিহাসে ও স্মৃতিশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে—শঙ্খ, চক্র, ঊর্দ্ধপুণ্ড্র প্রভৃতিশূন্য ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবেন, তাহার পিতৃলোকের দুর্গতিই হইয়া থাকে। সুতরাং শ্রীহরির শঙ্খ-চক্র-ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি প্রিয়তমচিহ্নশূন্য ব্যক্তি সর্ব্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া নরকে গমন করে।

রুদ্রের অর্চ্চন ও ত্রিপুণ্ড্রের ধারণমাত্র যে স্থানে দেখা যায়, তাহা শূদ্রের কর্ত্তব্য বিধি বলিয়া উল্লিখিত আছে, কখনও উহা ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য বিধি নহে। ভূত, প্রেত ও রুদ্র প্রভৃতি দুর্গার গণ ও তত্তুল্য ভীষণ দেবগণ প্রতিলোম ও অনুলোম জাতিদেরই পূজনীয়। যথাযোগ্য বিল্বপত্র ও চন্দনধারী, যক্ষ-রাক্ষস ও ভূতগণ এবং বিদ্যাধরগণ মদ্যমাংসভোজী চাণ্ডালদেরই পূজনীয়। এইরূপ স্ববর্ণবিহিত ধর্ম্মতত্ত্ব জানিয়া (বৈষ্ণবগণ) তাহার আচরণ করিবে ৪১-৪৬

ব্রাহ্মণ রুদ্রের অর্চ্চনা করিলে শূদ্রতুল্য হইয়া থাকে। (রুদ্র শিবের গণবাচক শব্দ, শিব নহেন) এবং যক্ষ ও ভূতগণের অর্চ্চনাদ্বারা তৎক্ষণাৎ চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইতে হয়। অত্যন্ত আপদ্‌গ্রস্ত হইয়াও (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণ ভস্ম ধারণ করিবে না; অজ্ঞানবশতঃ বৈষ্ণব ভস্মধারণ করিলে সে নিশ্চয়ই মদ্যপায়ীতুল্য পাপী হয়।৪৭-৪৮

তির্য্যকপুণ্ড্রধারী এবং পট্ট-বস্ত্রধারী (বৈষ্ণব) ব্রাহ্মণকে চণ্ডালের ন্যায় দেখিবে, তাহার সহিত সম্ভাষণ করিবে না। অতএব বৈষ্ণব-দ্বিজাতিগণ যথাবিধি ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে।৪৯

ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে শুভ্রমৃত্তিকা দ্বারা রেখা অঙ্কন করিবে। গুরু স্নান করত বিশুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাহ্নে শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিবেন।৫০

স্নাতং শিষ্যং সমাহূয় হোমং কুর্বীত পূর্ববৎ।
পরোমাত্রেতি সূক্তেন পায়সং মধুমিশ্রিতম্ ॥৫১
হুত্বাহথ মূলমন্ত্রেণ শতমষ্টোত্তরং ঘৃতম্।
স্থণ্ডিলে তু ততঃ পশ্চান্মণ্ডলানি যদা ক্রমাৎ ॥৫২
দিক্ষ্বষ্ট মধ্যে চত্বারি বিন্যসেৎ পুরতো হরেঃ।
বিলিখেত্তত্র পুণ্ড্রাদি বিস্তারায়ামভেদতঃ ॥৫৩
তেষ্বর্চয়েত্ততো ধীমান্ কেশবাদীননুক্রমাৎ।
তত্র তত্র চ তন্মূর্তিং ধ্যাত্বা মন্ত্রৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৪
গন্ধ-পুষ্পাদি সকলং মন্ত্রেণৈবার্চয়েদ্ গুরুম্।
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য স শিষ্যঃ প্রণমেত্তথা ॥৫৫
তদ্বাহৌ নিক্ষিপেচ্ছিষ্যঃ কেশবাদীননুক্রমাৎ।
হৃদি বিন্যস্য পুণ্ড্রাণি গুরূক্তানি স বৈষ্ণবঃ ৫৬
শুভ্রেণৈব মৃদা পশ্চাদ্ বিভৃয়াৎ সুসমাহিতঃ
ত্রিসন্ধ্যাসু মৃদা বিপ্রো যাগকালে বিশেষতঃ ॥৫৭

তৎপরে সুস্নাত শিষ্যকে আহ্বান করত পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে "পরোমাত্রা" ইত্যাদি সূক্তদ্বারা মধুমিশ্রিত পায়সের হোম করিবেন। অনন্তর মূলমন্ত্র (ওঁ বিষ্ণবে স্বাহা) দ্বারা অষ্টোত্তরশত ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। তারপর যথাক্রমে স্থণ্ডিলে মণ্ডল অঙ্কিত করিবেন।৫১ ৫২

তারপর অষ্টদিকের মধ্যে শ্রীহরির সম্মুখে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম এই চারিটি আয়ুধচিহ্ন মণ্ডলে অঙ্কিত করিবেন এবং তথায় দৈর্ঘ্য ও বিস্তারভেদে পুণ্ড্রাদি অঙ্কনপূর্ব্বক নির্ম্মলবুদ্ধি শ্রীগুরু তাহাতে যথাক্রমে কেশবাদিকে পূজা করিবেন। সেই সেই আয়ুধে কেশবাদিকে ধ্যান করত তৎতৎ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবেন।৫৩-৫৪

পরে শিষ্য গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীগুরুকে পূজা করিবে। শ্রীগুরুকে প্রদক্ষিণ করত প্রণাম করিবে। শিষ্য বাহুতে কেশবাদিকে স্থাপন করিবে। পরে বিষ্ণুভক্ত সেই শিষ্য গুরূপদেশক্রমে হৃদয়ে পুণ্ড্র-বিন্যাস করিবে।৫৫-৫৬

শুভ্রমৃত্তিকা দ্বারা ঐ বৈষ্ণব-শিষ্য একাগ্রচিত্তে ত্রিসন্ধ্যাকালে পুণ্ড্রাদি ধারণ করিবে। বিশেষতঃ, যাগাদি সময়ে অবশ্যই করিবে।৫৭

শ্রাদ্ধে দানে তথা হোমে স্বাধ্যায়ে পিতৃতর্পণে।
শ্রদ্ধালুরূর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বিভৃয়াদ্ দ্বিজসত্তমঃ ॥৫৮
শ্রাদ্ধো হোমস্তথা দানং স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্।
ভস্মীভবতি তৎসর্বমূর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥৫৯
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রং বিনা যস্তু শ্রাদ্ধং কুর্বীত স দ্বিজঃ।
সর্বং তদ্রাক্ষসৈর্নীতং নরকং চাধিগচ্ছতি ॥৬০
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীনস্তু যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়েদ্ দ্বিজম্।
অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিণ্মূত্রং নাত্র সংশয়ঃ ॥৬১
তস্মাত্তু সততং ধার্য্যমূর্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজন্মনা।
ধারয়েন্ন তির্য্যক্ পুণ্ড্রমাপদ্যপি কদাচন ॥৬২
তির্য্যক্পুণ্ড্রধরং বিপ্রং চণ্ডালমিব সন্ত্যজেৎ।
সোঽনর্হঃ সর্বকৃত্যেষু সর্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥৬৩
ঊর্ধ্বপুণ্ড্রবিহীনঃ সন্ সন্ধ্যাকর্ম্ম সমাচরেৎ।
সর্বং তদ্রাক্ষসৈর্নীতং নরকঞ্চ স গচ্ছতি ॥৬৪

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব শ্রাদ্ধকালে, দানসময়ে, হোমকালে, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ ও জপ) ও পিতৃতর্পণসময়ে, শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ করিবেন।৫৮

ঊর্দ্ধপুণ্ড্র বিনা শ্রাদ্ধ, হোম, দান, স্বাধ্যায় (জপ ও বেদপাঠ) এবং পিতৃতর্পণ সমস্তই ভস্মীভূত (অর্থাৎ নিষ্ফল) হয়।৫৯

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রব্যতীত বৈষ্ণব-দ্বিজ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য) যদি শ্রাদ্ধাদি করে, তৎসমস্তই রাক্ষসে গ্রহণ করে এবং কর্ত্তা নরকে গমন করে।৬০

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণভোজন করায়, ঐ শ্রাদ্ধকর্তার পিতৃগণ বিষ্ঠা-মূত্র ভোজন করেন —এবিষয়ে সন্দেহ নাই অর্থাৎ ঐ শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য বিষ্ঠা-মূত্র তুল্য অপবিত্র হয়।৬১

অতএব বৈষ্ণব-দ্বিজাতিগণ সতত ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। বিপদ্কালেও কখনও বৈষ্ণবগণ বক্রভাবে ত্রিপুণ্ড্রক ধারণ করিবে না।৬২

তির্য্যক্পুণ্ড্রধারী বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে চণ্ডালের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। (যেহেতু) সে যে-কোনও দৈব ও পৈত্রকার্য্যে উপযোগী ও অধিকারী নহে; সমস্তলোকেই সে

যদি স্যাত্তু মনুষ্যাণামূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রবিবর্জিতম্।
দ্রষ্টব্যং নৈব তৎকিঞ্চিৎ শ্মশানমিব তদ্ভবেৎ ॥৬৫
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং মৃদা শুভ্রং ললাটে যস্য দৃশ্যতে।
চণ্ডালোঽপি হি শুদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৬৬
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রস্য মধ্যে তু ললাটে সুমনোহরে।
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনো রমতে তত্র বৈ হরিঃ ॥৬৭
নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং শ্রিয়ঞ্চৈব ব্যপোহতি ॥৬৮
অথেদমূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রন্তু যঃ করোতি দ্বিজাধমঃ।
কল্পকোটি সহস্রাণি রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৬৯
তস্মাদ্রাগান্বিতং পুণ্ড্রং ধরেদ্ বিষ্ণুপদাকৃতি।
ললাটাদিষু চাঙ্গেষু সর্ব্বকর্ম্মসু বৈষ্ণবঃ ॥৭০
নাসিকামূলমারভ্য ললাটান্তেষু বিন্যসেৎ।
অঙ্গুলদ্বয়মাত্রস্তু মধ্যচ্ছিদ্রং প্রকল্পয়েৎ ॥৭১
পার্শ্বে চাঙ্গুলমাত্রন্তু বিন্যসেদ্ দ্বিজসত্তমঃ।
পুণ্ড্রাণামন্তরালে তু হারিদ্রাং ধারয়েচ্ছ্রিয়ম্ ॥৭২
ললাটে পৃষ্ঠয়োঃ কণ্ঠে ভুজয়োরুভয়োরপি।
চতুরঙ্গুলমাত্রন্তু বিভৃয়াদায়তং দ্বিজঃ ॥৭৩
উরস্যষ্টাঙ্গুলং ধার্য্যং ভুজয়োরায়তং তদা।
উদরে পার্শ্বয়োর্নিত্যমায়তন্তু দশাঙ্গুলম্ ॥৭৪
কেশবাদি নমোঽন্তৈশ্চ প্রণবাদ্যৈরনুক্রমাৎ।
ললাটে কেশবং রূপং কুক্ষৌ নারায়ণং ন্যসেৎ ॥৭৫
বক্ষঃস্থলে মাধবঞ্চ গোবিন্দং কণ্ঠদেশতঃ।
বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে বাহৌ চ মধুসূদনম্ ॥৭৬
ত্রিবিক্রমন্তু বাহ্বংশে বামনং বামপার্শ্বতঃ।
শ্রীধরং বামবাহৌ তু হৃষীকেশং তদা ভুজে ॥৭৭
পৃষ্ঠে চ পদ্মনাভন্তু গ্রীবে দামোদরং তদা।
তৎপ্রক্ষালনতোয়েন বাসুদেবেতি মূর্ধনি ॥৭৮

নিন্দিত। ঊর্দ্ধপুণ্ড্রবিহীন হইয়া যিনি সন্ধ্যা ও কোনও অধ্যাত্ম কর্ম্ম করেন, তৎসমস্তই রাক্ষসে গ্রহণ করে এবং কর্ত্তার নরকগতি হয়।৬৩ ৬৪

যদি কোনও বৈষ্ণবমনুষ্যের কপাল ঊর্দ্ধপুণ্ড্রশূন্য হয়, তাহা কখনও দর্শন করিবে না, ঐ ললাট শ্মশানের তুল্য অপবিত্র। যাহার ললাটে মৃন্ময় শুভ্র ঊর্দ্ধপুণ্ড্র দেখা যায়, সে ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও পবিত্রচিত্ত; এবং সে অন্তে বিষ্ণুলোকে গিয়া পূজিত হয়।৬৫-৬৬

ললাটস্থিত সুমনোহর ঊর্দ্ধপুণ্ড্রের মধ্যে লক্ষ্মীর সহিত স্বয়ং শ্রীহরি সানন্দে রমণ করেন। যে দ্বিজাধম ঊর্দ্ধপুণ্ড্র নিরন্তরাল অর্থাৎ ফাঁক না করিয়া অঙ্কিত করে, ঐ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্থিত লক্ষ্মী ও শ্রীহরিকে সে দূরে তাড়াইয়া দেয়।৬৭-৬৮

আরও তাদৃশ ঊর্দ্ধপুণ্ড্রনির্ম্মাণকারী দ্বিজাধম সহস্র সহস্র কল্পকোটিকাল রৌরবনরকে অবস্থান করে। অতএব শ্রদ্ধা ও অনুরাগের সহিত সমস্ত সন্ধ্যাদি কর্ম্মে বৈষ্ণবগণ ললাটাদি সমস্ত অঙ্গে বিষ্ণুপদাকৃতি পুণ্ড্র (চিহ্ন) ধারণ করিবে।৬৯-৭০

নাসিকার মূলদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ললাট পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানে অঙ্গুলিদ্বয়পরিমিত মধ্যভাগে ছিদ্র করিয়া পুণ্ড্র বিন্যাস করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ দ্বিজাতিগণ পার্শ্বে অঙ্গুলপরিমিত পুণ্ড্র অঙ্কিত করিবে। পুণ্ড্রের মধ্যভাগে হরিদ্রাভ শ্রী অঙ্কিত করিবে।৭১-৭২

ললাটে, পৃষ্ঠপার্শ্বদ্বয়ে, কণ্ঠে, উভয় বাহুতে চতুরঙ্গুল-পরিমিত দীর্ঘপুণ্ড্র ধারণ করিবে। বক্ষঃস্থলে অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত এবং বাহুতেও তৎপরিমিত পুণ্ড্র হইবে। উদরে ও পার্শ্বদ্বয়ে সর্ব্বদাই দশাঙ্গুল-পরিমিত পুণ্ড্র ধারণ করিবে।৭৩-৭৪

ওঙ্কারপূর্ব্বক আদিতে কেশবাদি ও অন্তে নমঃ দিয়া পুণ্ড্রক অঙ্কন করিবে অর্থাৎ "ওঁ কেশবায় নমঃ" ইত্যাদিক্রমে অঙ্কিত করিবে। ললাটে কেশব ও উদরে নারায়ণমন্ত্রদ্বারা পুণ্ড্র বিন্যাস করিবে। বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠদেশে গোবিন্দ, দক্ষিণপার্শ্বে বিষ্ণু, দক্ষিণবাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণবাহুমূলে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, বামবাহুমূলে হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, গ্রীবায় দামোদর প্রভৃতি বাসুদেব-মন্ত্রে তৎ প্রক্ষালনজল দ্বারা উত্তমাঙ্গে পুণ্ড্রক অঙ্কিত করিবে। তৎতৎস্থানে তৎতদ্দেবতা-মূর্ত্তি

কেশবস্তু সুবর্ণাভঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
শুক্লাম্বরধরঃ সৌম্যো মুক্তাভরণভূষিতঃ ॥৭৯
নারায়ণো ঘনশ্যামঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিভৃৎ।
পীতবাসা মণিময়ৈর্ভূষণৈরুপশোভিতঃ ॥৮০
মাধবশ্চোৎপলপ্রখ্যশ্চক্র-শার্ঙ্গ-গদাসিভৃৎ।
চিত্রমাল্যাম্বরধরঃ পুণ্ডরীকনিভেক্ষণঃ ॥৮১
গোবিন্দঃ শশিবর্ণঃ স্যাৎ পদ্ম-শঙ্খ-গদাসিভৃৎ।
রক্তারবিন্দপাদাব্জস্তপ্তকাঞ্চনভূষণঃ ॥৮২
গৌরবর্ণো ভবেদ্ বিষ্ণুশ্চক্র-শঙ্খ-হলাসিভৃৎ।
ক্ষৌমাম্বরধরঃ স্রগ্বী কেয়ূরাঙ্গদভূষিতঃ ॥৮৩
অরবিন্দনিভঃ শ্রীমান্ মধুজিৎ কমলাসনঃ।
চক্রং শার্ঙ্গঞ্চ মুসলং পদ্মং দোর্ভির্বিভর্ত্ত্যসৌ ॥৮৪
ত্রিবিক্রমো রক্তবর্ণঃ শঙ্খ-চক্র-গদাসিভৃৎ।
কিরীট-হার-কেয়ূর-কুণ্ডলৈশ্চ বিরাজিতঃ ॥৮৫
বামনঃ কুন্দবর্ণঃ স্যাৎ পুণ্ডরীকায়তেক্ষণঃ।
দোর্ভির্বজ্রং গদাং চক্রং পদ্মং হৈমং বিভর্ত্ত্যসৌ ॥৮৬
শ্রীধরঃ পুণ্ডরীকাখ্যশ্চক্রশার্ঙ্গী চ পদ্মধৃক্।
রক্তারবিন্দনয়নো মুক্তাদামবিভূষিতঃ ॥৮৭
বিদ্যুদ্ বর্ণো হৃষীকেশশ্চক্র-শার্ঙ্গ-হলাসিভৃৎ।
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ পুণ্ডরীকাবতংসকঃ ॥৮৮
ইন্দ্রনীলনিভশ্চক্র-শঙ্খ-পদ্ম-গদাধরঃ।
পদ্মনাভঃ পীতবাসাশ্চিত্রমাল্যানুলেপনঃ ॥
দামোদরঃ সার্বভৌমঃ পদ্ম-শার্ঙ্গাসি-শঙ্খভৃৎ ॥৮৯
পীতবাসা বিশালাক্ষো নানারত্নবিভূষিতঃ।
এবং পুণ্ড্রাণি সততং ধারয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৯০
পুণ্ড্রসংস্কার ইত্যেবং শিষ্যেনাপি চ কারয়েৎ
মন্ত্রশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৯১

ইতি পুণ্ড্রসংস্কারো দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ ॥

অঙ্কিত করিবে অর্থাৎ তৎতন্মন্ত্রে তৎতৎচিহ্নের অঙ্কনই তৎতদ্দেবতার অঙ্কন।৭৫-৭৮

কেশব সুবর্ণকান্তিতুল্য, শঙ্খচক্রগদাধারী, শুক্লবসনবিশিষ্ট, সৌম্যাকৃতি, মুক্তাভরণভূষিত।৭৯

নারায়ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী, পীতবসন, মণিময় ভূষণ দ্বারা সুশোভিত। মাধব নীলপদ্মতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু, গদা ও খড়্গধারী, বিচিত্রমাল্য ও বস্ত্রবিভূষিত এবং শ্বেতপদ্মতুল্য নয়নদ্বয় বিশিষ্ট।৮০-৮১

গোবিন্দ চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ, পদ্ম শঙ্খ, গদা ও খড়্গধারী, রক্তপদ্মতুল্য শ্রীপাদপদ্ম, তপ্তসুবর্ণ-কান্তি-ভূষণে বিভূষিত। বিষ্ণু গৌরবর্ণ, চক্র, শঙ্খ, হল ও খড়্গধারী, ক্ষৌমবস্ত্র-পরিহিত, মাল্যভূষিত কেয়ূর ও অঙ্গদ (বালা) অলঙ্কৃত। পদ্মতুল্য সৌন্দর্য্যযুক্ত, কমলাসন-সংস্থিত, মধু-দৈত্যহারী, বাহুসমূহে চক্র, ধনু, মুষল ও পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন।৮২-৮৪

ত্রিবিক্রম রক্তবর্ণ,শঙ্খ, চক্র, গদা ও খড়্গধারী,কিরীট (মুকুট), হার, কেয়ূর ও কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত।৮৫

বামন কুন্দপুষ্পসদৃশবর্ণবিশিষ্ট, পুণ্ডরীকের ন্যায় বিস্তৃত চক্ষুর্দ্বয় এবং বাহুসমূহ দ্বারা গদা, চক্র ও সুবর্ণপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন।৮৬

শ্রীধর পুণ্ডরীকতুল্যবর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু ও পদ্মধারী, রক্তপদ্মের ন্যায় নয়নযুক্ত ও মুক্তামালা-বিভূষিত। হৃষীকেশ বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, ধনু, হল ও অসিধারী, রক্তবর্ণমাল্যে বিভূষিত, পদ্মশ্রেণী তাঁহার অলঙ্কার।৮৮

পদ্মনাভ পীতবাস, বিচিত্রমাল্য ও নানা অনুলেপন-যুক্ত, ইন্দ্রনীলমণিতুল্য বর্ণবিশিষ্ট, চক্র, শঙ্খ, গদা ও পদ্মধারী। আর দামোদর সর্ব্বভূমির অধীশ্বররূপে বর্ণিত (অর্থাৎ বৃহৎকার), পদ্ম, ধনু, খড়্গ ও শঙ্খধারী। দামোদর পীতবাসা, বিশালনয়নদ্বয়, নানারত্নে বিভূষিত। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে পুণ্ড্রসকল ধারণ করিবেন।৮৯-৯০

শিষ্যগণও এইরূপে পুণ্ড্রসংস্কার করিবে। অবশিষ্ট মন্ত্রসকল সমাপ্ত করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। ইহাই পুণ্ড্রসংস্কার।৯১

পুণ্ড্রসংস্কার সমাপ্ত।

অথ বৈষ্ণবানাং নামসংস্কারবর্ণনম্‌।
তৃতীয়ং নাম সংস্কারং কুর্ব্বীত শুভবাসরে ।৯২
স্নাত্বা সংপূজ্য দেবেশং গন্ধ-পুষ্পাদিভির্গুরূন্‌।
নামাধিদৈবতং পশ্চাৎ পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্‌ ॥৯৩
দ্বাদশৈব তু মাসাস্তু কেশবাদ্যৈরধিষ্ঠিতাঃ।
আরভ্য মার্গশীর্ষং তু যদা সঙ্খ্যা দ্বিজোত্তমঃ ॥৯৪
যস্মিন্মাসি ভবেদ্দীক্ষা তন্মূর্ত্তেনামচোদিতম্‌।
নৃসিংহ-রাম-কৃষ্ণাখ্যং দাসনাম প্রকল্পয়েৎ ॥৯৫
শক্ত্যা দশাবতারাণাং বর্জয়েন্নাম বৈষ্ণবঃ।
নাম দদ্যাৎ প্রযত্নেন বৈষ্ণবং পাপনাশনম্‌ ॥৯৬
যস্য বৈ বৈষ্ণবং নাম নাস্তি চেত্তু দ্বিজন্মনঃ।
অনামিকঃ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকর্মসু গর্হিতঃ ॥৯৭
চক্রস্য ধারণং যস্য জাতকর্মণি সম্ভবেৎ।
তত্র বৈ মাসনামাপি দদ্যাদ্‌ বিপ্রো বিধানতঃ।
ধ্যাত্বা সমর্চয়েন্নাম মূর্তিমন্ত্রেণ দেশিকঃ ॥৯৮
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ।
প্রদক্ষিণমনুব্রজ্য ভক্ত্যা সম্যক্‌ প্রণম্য চ ॥৯৯
তন্মন্ত্রং মূলমন্ত্রং বা জপেৎ সহস্রসঙ্খ্যয়া।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত শতমষ্টোত্তরং হবিঃ ॥১০০
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ জুহুয়াৎ সর্পিষা তদা।
নাম দদ্যাৎ ততঃ শিষ্যং মন্ত্রতোয়ে সমাপ্লুতম্‌ ॥১০১
ততঃ পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
বৈষ্ণবান্‌ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্দক্ষিণাদ্যৈশ্চ তোষয়েৎ ॥১০২
এবং হি নাম সংস্কারং কুর্বীত দ্বিজসত্তমঃ।
গুণযোগেন চান্যানি বিষ্ণোর্নামানি লৌকিকে ॥১০৩
বিশিষ্টং বৈষ্ণবং নাম সর্বকর্মসু চোদিতম্‌।
হরেঃ পরং পিতুর্নাম যো দদাত্যপরং সুতম্‌ ॥১০৪

## বৈষ্ণবদিগের নামসংস্কার বর্ণনা।

মঙ্গলময় দিনে নামকরণরূপ তৃতীয় সংস্কার করিবে। স্নান করিয়া দেবেশ ও গুরুদিগকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজাপূর্ব্বক সংযতচিত্তে নামের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে পরে পূজা করিবে ।৯২-৯৩

বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসই কেশব প্রভৃতি দ্বারা অধিষ্ঠিত অর্থাৎ কেশবাদি সেই সেই মাসের অধিদেবতা। মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাস হইতে আরম্ভ করিয়া যে মাসে দীক্ষা হইবে, সেই মাসের অধিদেবতা (কেশবাদির অন্যতম) নৃসিংহ, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি নাম দাসান্ত করিয়া কল্পনা করিবে। বৈষ্ণবগণ নামকরণে যথাশক্তি দশ অবতারের নাম ত্যাগ করিবে*। বিষ্ণুবিষয়ক যে কোনও নাম যত্নপূর্ব্বক দান করিবে, কারণ তাহাই পাপনাশক ।৯৪-৯৬

যে বৈষ্ণবের বিষ্ণুবিষয়ক নাম নাই, তিনি অনামিক অর্থাৎ নামশূন্যরূপে প্রসিদ্ধ এবং সমস্ত কর্ম্মেই তিনি নিন্দনীয় ।৯৭

জাতকর্ম্ম অনুষ্ঠানে যাহার চক্রচিহ্নের ধারণ সম্ভব হয়, সেই সময়ে যথাবিধি মাসের নামও কল্পনা করিবে। গুরুনামের মূর্ত্তিকে (তৎ তৎ দেবতাকে) ধ্যান করত তৎতৎ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে ।৯৮

ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল সমর্পণ করিবে। প্রদক্ষিণ করত ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিয়া তাঁহার ঐ মন্ত্র অথবা মূলমন্ত্র সহস্রসংখ্যক জপ করিবে। পরে ঘৃত দ্বারা অষ্টোত্তরশতসংখ্যক হোম করিবে। বৈষ্ণবগণ বেদমন্ত্রোচ্চারণ করিয়া ঘৃত দ্বারা হোম করিবে। পরে মন্ত্ররূপ জল দ্বারা সিক্ত করিয়া শিষ্যকে নামদান করিবেন ।৯৯-১০১

তারপর পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হোম শেষ করিবে এবং বিষ্ণুভক্তদিগকে ভোজন করাইবে। পরে দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে ।১০২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণ এইরূপে নামসংস্কার করিবে এবং লৌকিক কার্য্যেও গুণাধিকার অনুসারে বিষ্ণুর অন্য নামও দান করিবে ।১০৩

বিষ্ণুসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট নাম সমস্ত কর্ম্মেই প্রশস্ত। পিতার নামও শ্রীহরিসম্বন্ধীয় রাখিবে এবং অপরাপর পুত্রকেও শ্রীহরির নামদান করিবে ।১০৪

*এই স্থলে অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়,—বৈষ্ণবগণ নামকরণসংস্কারে শক্তির দশাবতারগণের নাম (কালী, তারা প্রভৃতি) বর্জ্জন করিবে।

অতিরোচনকং দিব্যং তৃতীয়ং শ্রুতিচোদিতম্।
তস্মাদ্ভগবতো নাম সর্বেষু মুনিভিঃ স্মৃতম্ ॥১০৫

ইতি নামসংস্কারস্তৃতীয়ঃ।

অথ বৈষ্ণবানাং মন্ত্রসংস্কারবর্ণনম্।

এবং তৃতীয়সংস্কারং কৃত্বা বৈ বৈদিকোত্তমঃ।
চতুর্থমন্ত্রসংস্কারং কুর্বীত দ্বিজসত্তমঃ ॥১০৬

প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়েদ্ জগতাং পতিম্।
অষ্টোত্তরসহস্রং তু মন্ত্ররত্নং জপেদ্ গুরুঃ ॥১০৭

স্নাতং শিষ্যং সমাহূয় সুবেশং সমলঙ্কৃতম্।
আদায় কলশং রম্যং পবিত্রোদকপূরিতম্ ॥১০৮

পঞ্চত্বক্‌পল্লবযুতং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্।
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তং মন্ত্রেণৈবাভিমন্ত্রয়েৎ ॥১০৯

সম্মার্জয়েৎ ততঃ শিষ্যং তজ্জলেন কুশৈঃ শুভৈঃ।
সূক্তৈশ্চ বিষ্ণুদেবত্যৈঃ পাবমানৈস্তথৈব চ ॥১১০

অষ্টোত্তরশতং পশ্চান্ মন্ত্ররত্নেন মার্জয়েৎ।
অভিষিচ্য ততো মূর্দ্ধ্নি শুক্লবস্ত্রধরং শুচিম্ ॥১১১

স্বলংকৃতং সমাচান্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রধরং তদা।
পবিত্রহস্তং পদ্মাক্ষমালয়া সমলঙ্কৃতম্ ॥১১২

নিবেশ্য দক্ষিণে স্বস্য আসনে কুশনির্মিতে।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন পুরতোঽগ্নিং প্রকল্পয়েৎ ॥১১৩

পৌরুষেণ তু সূক্তেন শ্রীসূক্তেন তথৈব চ।
মধ্বাজ্যমিশ্রিতং রম্যং পায়সং জুহুয়াদ্‌গুরুঃ ॥১১৪

অষ্টোত্তরশতং পশ্চাদাজ্যং মন্ত্রদ্বয়েন চ।
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াচ্চরুং ঘৃতবিমিশ্রিতম্ ॥১১৫

কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংস্তথৈবচ।
একৈকামাহুতিং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥১১৬

ততঃ প্রদক্ষিনং কৃত্বা নমস্কৃত্বা জনার্দনম্।
আচার্যঃ স্বগুরং নত্বা জপেদ্‌গুরুপরম্পরাম্ ॥১১৭

মাতরং সর্বজগতাং প্রপদ্যেত শ্রিয়ং ততঃ।
ত্বং মাতা সর্বলোকানাং সর্বলোকেশ্বরপ্রিয়ে ॥১১৮

---

এই অলৌকিক বিষ্ণুনাম অত্যন্ত প্রিয়কর এবং শ্রুতিনির্দিষ্ট। অতএব সমস্ত মুনিগণ শ্রীভগবানের নামকেই সর্ব্বকর্ম্মে যোগ্যরূপে নির্দিষ্ট করিয়াছেন।১০৫

বেদজ্ঞশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবগণের মন্ত্রসংস্কার বর্ণিত হইতেছে। ব্রাহ্মণসত্তম বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বোক্তরূপে তৃতীয় সংস্কার অর্থাৎ নামসংস্কার শেষ করিয়া চতুর্থ-সংস্কাররূপ মন্ত্রসংস্কার করিবেন। প্রাতঃকালে স্নান করিয়া যথাবিধি জগৎপতি শ্রীহরিকে পূজা করিবেন। গুরু ঐ শ্রেষ্ঠমন্ত্রটী অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবেন।১০৬-৭

কৃতস্নান, নির্ম্মলবেশধারী, চক্রাদি চিহ্নদ্বারা অলঙ্কৃত শিষ্যকে আহ্বান করিয়া পবিত্রজলপূর্ণ মনোহর পঞ্চপল্লবযুক্ত পঞ্চরত্নসমন্বিত মঙ্গলদ্রব্যভূষিত কলস (কুম্ভ) মন্ত্রপূর্ব্বক অভিমন্ত্রিত করিবেন। তারপর শুভকুশযুক্ত জলের দ্বারা শিষ্যকে মার্জ্জিত করিবেন। (শিষ্যের মাথায় কুশ দিয়া ঐ জলের ছিটা দিবেন) মার্জ্জনের মন্ত্র—বিষ্ণুসূক্ত, পুরুষসূক্ত বা পাবমানী সূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক মন্ত্ররত্ন দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার অভিষিক্ত করিবেন। ঐরূপে অভিষিক্ত করিয়া শিরোদেশে পবিত্র শুক্ল-বস্ত্রধারী, পবিত্র, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রান্বিত, চক্রাদি চিহ্নদ্বারা অলঙ্কৃত, পদ্মনির্ম্মিত জপমালা দ্বারা পবিত্রহস্ত শিষ্যকে নিজের আসনের দক্ষিণদিকে কুশনির্ম্মিত আসনে বসাইয়া সম্মুখে স্বগৃহ্যোক্ত বিধানে (নিজের বেদ অনুসারে—লাটায়ন, সাংখ্যায়ন, গোভিল, কাত্যায়ন প্রভৃতি গৃহ্য-সূত্রের নিয়মানুসারে) অগ্নিস্থাপন করিবেন। ১০৮-১৩

গুরু পুরুষসূক্ত এবং শ্রীসূক্ত দ্বারা মধু ও ঘৃতমিশ্রিত পায়স দ্বারা হোম করিবেন। ঐ মন্ত্রদ্বয়ের দ্বারা অষ্টোত্তর-শতসংখ্যক ঘৃতাহুতি দান করিবেন। পরে মূলমন্ত্র দ্বারা গুরু কেশবাদির উদ্দেশ্যে ঘৃতযুক্ত চরু হোম করিবেন এবং নিত্যমুক্তদিগের উদ্দেশ্যে এক একটি আহুতি দিয়া হোম শেষ করিবেন। তারপর প্রদক্ষিণ করিয়া জনার্দ্দনকে প্রণাম করত আচার্য্য স্বীয় গুরুকে প্রণাম করিয়া গুরুপরম্পরার নাম উচ্চারণপূর্ব্বক প্রণাম

অপরাধশতৈর্জুষ্টং নমস্তেন মম চ্যুতম্।
এবং প্রপদ্য লক্ষ্মীং তাং শ্রিয়ং সদ্‌গুরুভাবতঃ ॥১১৯
নিত্যযুক্তং তয়া দেব্যা বাৎসল্যাদি গুণান্বিতম্।
শরণ্যং সর্বলোকানাং প্রপদ্যে তং সনাতনম্ ॥
নারায়ণ দয়াসিন্ধো বাৎসল্যগুণসাগর ॥১২০
এনং রক্ষ জগন্নাথ বহুজন্মাপরাধিনম্।
ইত্যাচার্য্যেণ সন্দিষ্টঃ প্রপদ্যেত জনার্দনম্ ॥১২১
প্রপদ্যেত ততঃ শিষ্যো গুরুমেব দয়ানিধিম্।
গুরো ত্বমেব মে দেবস্ত্বমেব পরমা গতিঃ ॥১২২
ত্বমেব পরমো ধর্মস্ত্বমেব পরমং তপঃ।
ইতি প্রপন্নমাচার্য্যো নিবেশ্য পুরতো হরেঃ ॥১২৩
প্রাগগ্রেষু সমাসীনং দর্ভেষু সুসমাহিতঃ।
স্বাচার্য্যং পুরতো ধ্যাত্বা নমস্কৃত্বাথ ভক্তিমান্ ॥১২৪
গুরোঃ পরম্পরাং জপ্ত্বা হৃদি ধ্যাত্বা জনার্দনম্।
কৃপয়া বীক্ষিতং শিষ্যং দক্ষিণং জ্ঞানদক্ষিণম্ ॥১২৫
নিক্ষিপ্য হস্তং শিরসি বামং হৃদি চ বিন্যসেৎ।
পাদৌ গৃহীত্বা শিষ্যস্তু গুরোঃ প্রযতমানসঃ ॥১২৬
ভো ! গুরো ! ব্রূহি মন্ত্রং মে ব্রূয়াদিতি দয়ানিধে !
অধ্যাপয়েত্ততস্তস্মৈ মন্ত্ররত্নং শুভাহ্বয়ম্ ॥১২৭
সন্ন্যাসঞ্চ সমুদ্রঞ্চ সর্ষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্।
সার্থমধ্যাপয়েচ্ছিষ্যং প্রযতং শরণাগতম্ ॥১২৮
অষ্টাক্ষরং দ্বাদশার্ণং ষট্‌কুক্ষীং বৈষ্ণবীং তদা।
রাম-কৃষ্ণ-নৃসিংহাখ্যান্ মন্ত্রান্ তস্মৈ
নিবেদয়েৎ (?) ॥১২৯
ন্যাসে বাপ্যর্চনে বাপি মন্ত্রমেকান্তিনং শ্রয়েৎ।
অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নরকং ব্রজেৎ ॥১৩০
অবৈষ্ণবাদ্ গুরোর্মন্ত্রং যঃ পঠেদ্ বৈষ্ণবো দ্বিজঃ।
কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাত্মনা ॥১৩১
অচক্রধারিণং যস্তু মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ গুরুঃ।
রৌরবং নরকং প্রাপ্য চাণ্ডালীং যোনিমাপ্নুয়াৎ ॥১৩২

---

করিবে। পরে সমস্ত জগতের মাতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইয়া বলিবে—হে লক্ষ্মীদেবী! তুমি সর্ব্বজগতের মাতা, সর্ব্বজগদাধিপতির প্রিয়া। আমি শত শত অপরাধ-পরিপূর্ণ এবং বিধিচ্যুত, তাই তোমাকে প্রণাম করিতেছি। এইরূপে সদ্‌গুরুভাবে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর শরণাপন্ন হইবে।১১৩-১৯

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত নিত্যমিলিত বাৎসল্যাদি গুণান্বিত সর্ব্বলোকের আশ্রয় সনাতন শ্রীশ্রীবিষ্ণুর শরণাপন্ন হইতেছি—এইরূপ বলিবে। আরও বলিবে—হে নারায়ণ! দয়ার সাগর! বাৎসল্য-গুণের সিন্ধু, হে জগন্নাথ! বহুজন্মের অপরাধী এই শিষ্যকে রক্ষা কর। এইরূপে আচার্য্য দ্বারা অভিমন্ত্রিত হইয়া জনার্দ্দন ভগবান্ বিষ্ণুর চরণাশ্রয় করিবে।১২০-২১

তারপর দয়ানিধি শ্রীগুরুর চরণাশ্রয় করিবে। বলিবে—হে গুরো! তুমিই আমার দেবতা, তুমিই একমাত্র পরমা গতি, তুমিই আমার পরম ধর্ম্ম, তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ তপস্যা। এইরূপে শ্রীহরির সম্মুখে শরণাপন্ন শিষ্যকে রাখিবে। প্রাগগ্র কুশাসনে একাগ্রচিত্তে উপবিষ্ট ভক্তিমান্ শিষ্য গুরুকে ধ্যান করত প্রণাম করিবে।১২২-২৪

গুরুপরম্পরার নাম পাঠ করিয়া স্বহৃদয়ে ভগবান্ জনার্দ্দনকে ধ্যানপূর্ব্বক কৃপা করিয়া গুরু শিষ্যকে সন্দর্শন করত জ্ঞানে উদার ও সরল দক্ষিণহস্ত শিষ্যের মস্তকে সংস্থাপনপূর্ব্বক বামহস্ত শিষ্যের হৃদয়ে রাখিবে। শিষ্য তখন শ্রীগুরুর পাদগ্রহণপূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে বলিবে—হে গুরো! দয়ানিধে! আমাকে মন্ত্র বলুন। তখন গুরু শিষ্যকে শুভ মন্ত্ররত্ন অধ্যয়ন করাইবেন।১২৫-২৭

সায়ংকালে গুরু শরণাগত বিশুদ্ধ শিষ্যকে মুদ্রা, ঋষি, ছন্দ ও অধিদেবতাসহ সন্ন্যাসবিধি মন্ত্রের অধ্যাপনা করাইবেন (শিক্ষা দিবেন)। দ্বাদশদলসহ অষ্টাক্ষর ষট্‌কুক্ষী (?) রাম, কৃষ্ণ ও নৃসিংহবিষয়ক বৈষ্ণবমন্ত্র শিষ্যকে দান করিবেন।১২৮-২৯

বর্ণন্যাসে বা পূজায় একান্তভাবে ঐ মন্ত্রকে আশ্রয় করিবে। অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রদ্বারা নরকে গতি হয়। যে বৈষ্ণব দ্বিজ অবৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে

তস্মাদ্দীক্ষাবিধানেন শিষ্যং ভক্তিসমন্বিতম্।
মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ বিদ্বান্ বৈষ্ণবং পাপনাশনম্ ॥১৩৩
অনধীত্য দ্বয়ং মন্ত্রং যোঽন্যবৈষ্ণবমুত্তমম্।
অধীত্য মন্ত্রসংসিদ্ধিং ন প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥১৩৪
জাতকর্ম্মণি বা চৌলে তদা মৌঞ্জীনিবন্ধনে।
চক্রস্য ধারণং যত্র ভবেত্তস্য তু তত্র বৈ ॥১৩৫
উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং গৃহ্যোক্তবিধিনা ততঃ।
অধ্যাপয়েচ্চ সাবিত্রং ততো মন্ত্রং দ্বয়ং শুভম্ ॥১৩৬
প্রাপ্তমন্ত্রস্ততঃ শিষ্যঃ পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়া গুরুম্।
গো-ভূ-হিরণ্য-রত্নাদ্যৈর্বাসোভির্ভূষণৈরপি ॥১৩৭
সদ্বক্তা শাসয়েচ্ছিষ্যমাচার্য্যঃ সংশিতব্রতঃ।
স্বরূপং সাধনং সাধ্যং মন্ত্রেণাস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥১৩৮
দ্বয়েন বৃত্তিযাথাত্ম্যং সম্যগস্মৈ নিবেদয়েৎ।
আচার্য্যাধীনবৃত্তিস্তু সংযতস্তু বসেৎ সদা ॥১৩৯
কর্ম্মণা মনসা বাচা হরিমেব ভজেৎ সুধীঃ।
যাবচ্চ তীরপাতস্তু দ্বয়মাবর্ত্তয়েৎ সদা ॥১৪০
এবং হি বিধিনা সম্যঙ্মন্ত্রসংস্কারসংস্কৃতঃ ॥১৪১

ইতি মন্ত্রসংস্কারশ্চতুর্থঃ ॥

## অথ পঞ্চসংস্কারবিধিবর্ণনম্।

মন্ত্রার্থতত্ত্ববিদ্বৃষং যাগতন্ত্রে নিযোজয়েৎ।
পূর্ব্বাহ্ণে পূজয়েদ্দেবং তস্য প্রিয়তরং শুভঃ ॥১৪২
মন্ত্ররত্নবিধানেন গন্ধ-পুষ্পাদিভির্গুরুঃ।
অর্চয়িত্বাচ্যুতং ভক্ত্যা হোমং পূর্ববদাচরেৎ ॥১৪৩
সর্ব্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্।
আজ্যং মন্ত্রেণ হোতব্যং শতমষ্টোত্তরং তদা ॥১৪৪
শক্ত্যা চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ সর্ব্বৈর্হোমং সমাচরেৎ।
একৈকমাহুতিং হুত্বা সর্বাবরণদেবতা ॥১৪৫

---

গৃহীত মন্ত্র পাঠ করেন ( জপ করেন ), তিনি সহস্র সহস্র কোটিকল্পকাল নরকে বাস করেন।১৩০-৩১

চক্রচিহ্নহীন শিষ্যকে যে গুরু মন্ত্রদীক্ষা দেন, তিনি রৌরবনরক ভোগ করিবার পর চাণ্ডালের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।১৩২

অতএব যথাযথ দীক্ষার বিধান অনুসারে তত্ত্বজ্ঞ গুরু ভক্তিযুক্ত শিষ্যকে পাপনাশক বৈষ্ণবমন্ত্র শিক্ষা দিবেন। যুগলমন্ত্র মন্ত্র শিক্ষা না করিয়া যদি অন্য উত্তম বৈষ্ণবমন্ত্রও শিক্ষা করেন, তাহা হইলে সে মন্ত্রের সিদ্ধিলাভ হইবে না—ইহাতে সন্দেহ নাই ১৩৩-৩৪

জাতকর্ম্মে, চূড়াকরণে কিংবা উপনয়নে যে স্থানে চক্রচিহ্নের ধারণ হয়, সেখানেই গুরু শিষ্যকে উপনয়নাদি দিয়া স্ব-স্বগৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে গায়ত্রী শিক্ষা দিবেন এবং পরে মঙ্গলময় যুগলমন্ত্র শিক্ষা দিবেন।১৩৫-৩৬

শিষ্য মন্ত্রলাভ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীগুরুকে গো, ভূমি, স্বর্ণ, রত্ন, বস্ত্র ও ভূষণাদি দ্বারা পূজা করিবেন। শ্রেষ্ঠ উপদেশক আচার্য্য সংযতচিত্তে শিষ্যকে শাসন করিবেন। মন্ত্রের স্বরূপ, সাধনবিধি ও সাধ্য দেবতা প্রভৃতি মন্ত্রার্থ শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন।১৩৭-৩৮

যুগলমন্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যা সম্যগ্রূপে শিষ্যকে বলিবেন। শিষ্যও আচার্য্যের অধীনে জীবিকানির্ব্বাহ-পূর্ব্বক সংযত হইয়া বাস করিবে। বিশুদ্ধবুদ্ধি শিষ্য কায়মনোবাক্যে শ্রীহরির ভজনই করিবে। শরীরপাত পর্য্যন্ত যথাবিধি সম্যগ্রূপে ঐ যুগলমন্ত্রই জপ করিবে। এইরূপে যথাবিধি মন্ত্র সংস্কার দ্বারা শিষ্য সংস্কৃত হইবে।১৩৯-৪০

মন্ত্রসংস্কারনামক চতুর্থ সংস্কার বর্ণিত হইল।

## পঞ্চ সংস্কারবিধি বর্ণনা।

যাগতন্ত্রে মন্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ বিদ্বান্‌কেই নিযুক্ত করিবে। মঙ্গলময় গুরু তাহার প্রিয়তর দেবতাকে পূর্ব্বাহ্ণেই পূজা করিবেন। গুরুদেব মন্ত্ররত্নবিধি অনুসারে ভক্তিপূর্ব্বক গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া পূর্ব্ববৎ হোম করিবেন।১৪২-৪৩

সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত উচ্চারণপূর্ব্বক ঘৃতমিশ্রিত পায়স দ্বারা ঘৃতসহযোগে স্বাহান্ত মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবেন।১৪৪

শক্তি অনুসারে সমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারাই হোম সম্পন্ন করিবে। সমস্ত আবরণ দেবতার উদ্দেশ্যে এক একটি আহুতি দিবে। তাহাতে আদিতে প্রণব, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম এবং অন্তে স্বাহা শব্দযোগ করিয়া ঐ মন্ত্র

প্রণবাদিচতুর্থ্যন্তৈস্তেষাং বৈ নামভির্যজেৎ ।
হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্তদা ॥১৪৬
মন্ত্ররত্নেন তদ্বিম্বং পুষ্পাঞ্জলিশতং যজেৎ ।
প্রণম্য ভক্ত্যা দেবেশং জপ্ত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥১৪৭
আহূয় প্রণতং শিষ্যং তদ্বিম্বং দর্শয়েদ্ গুরুঃ ।
কৃপয়াথ ততস্তস্মৈ দদ্যাদ্ বিম্বং হরেগু‌র্রুঃ ॥১৪৮
এনং রক্ষ জগন্নাথ ! কেবলং কৃপয়া তব ।
অর্চনং যৎকৃতং তেন বিভো ! স্বীকর্ত্তুমর্হসি ॥১৪৯
এবং লব্ধ্বা গুরোর্বিম্বং পূজয়েত্তং প্রযত্নতঃ ।
হিরণ্য-বস্ত্রাভরণ-যান-শয্যাসনাদিভিঃ ॥১৫০
ততঃ প্রভৃতি দেবেশমর্চ্চয়েদ্ বিধিনা সদা ।
শ্রৌত-স্মার্ত্তাগমোক্তানাং জ্ঞাত্বান্যতমমচ্যুতম্ ॥১৫১

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃত্যাং বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে
পঞ্চসংস্কারবিধানং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ।

দ্বারা আহুতি দিবে। হোম শেষ করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে।১৪৫-৪৬

মন্ত্ররত্ন দ্বারা শতপুষ্পাঞ্জলি দিয়া দেবতার ( প্রতীক ) তাঁকে পূজা করিবে। অনন্তর ভক্তিসহকারে দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীহরিকে প্রণাম করিয়া ঐ শ্রেষ্ঠ মন্ত্রের জপ করিবে।১৪৭

পরে প্রণত শিষ্যকে আহ্বান করত দেবতার ঐ ( প্রতিমা ) মুর্ত্তিকে দেখাইবে। অশেষ কৃপা করত গুরু শ্রীহরির ঐ মুর্ত্তিকে শিষ্যহস্তে দান করিবে।১৪৮

'হে জগন্নাথ! এই শিষ্যকে রক্ষা কর'—ইহা বলিয়াই শিষ্যকে ঐ মূর্ত্তি দান করিবে। গুরু আরও বলিবেন—কেবলমাত্র তোমার কৃপাতেই তোমার যে পূজা করিলাম, হে বিভো! উহা তুমি গ্রহণ কর।১৪৯

ঐ শ্রীহরির মূর্ত্তি যত্নপূর্ব্বক পূজা করিবে। তৎসহ শ্রীগুরুর একটী প্রতিবিম্ব ( ফটো ) নিয়া যত্নপূর্ব্বক স্বর্ণ, বস্ত্র, আভরণ, যান, শয্যা ও আসনাদি দ্বারা পূজা করিবে।১৫০

সেই হইতে দেবপতি শ্রীহরিকে শ্রুতি, স্মৃতি এবং তন্ত্রোক্ত বিধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ জানিয়া যথাবিধি সর্ব্বদা পূজা করিবে।১৫১

বৃদ্ধহারীতোক্ত-স্মৃতিতে বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে পঞ্চ-সংস্কারবিধাননামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

# তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

## অথ ভগবন্মন্ত্রবিধানবর্ণনম্

অম্বরীষ উবাচ

ভগবন্ সর্বমন্ত্রাণাং বিধানং মম সুব্রত।
ব্রূহি সর্ব্বমশেষেণ প্রয়োগং সার্থসংস্কৃতম্ ॥১

হারীত উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রযোগমনুত্তমম্।
যথোক্তং বিষ্ণুনা পূর্বং ব্রহ্মণা পরমাত্মনা ॥২
সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং প্রথমং গুহ্যমুত্তমম্।
মন্ত্ররত্নং নৃপশ্রেষ্ঠ! সদ্যো মুক্তিফলপ্রদম্ ॥৩
সর্বৈশ্বর্য্যপ্রদং পথ্যং সর্বেষাং সর্বকামদম্।
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ পরিতুষ্টো ভবেদ্ধরিঃ ॥৪
দেশকালাদিনিয়মমরি-মিত্রাদিশোধনম্।
স্বরবর্ণাদিদোষশ্চ পৌরশ্চরণকং ন তু ॥৫
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাস্তথেতরাঃ
তস্যাধিকারিণঃ সর্বে সত্ত্ব-শীল-গুণা যদি ॥৬
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়কাঃ।
ভক্ত্যা পরময়াবিষ্টা যুক্তাস্তস্যাধিকারিণঃ ॥৭
পঞ্চবিংশাক্ষরো মন্ত্রঃ পদৈঃ ষড়্‌ভিঃ সমন্বিতঃ।
বাক্যদ্বয়ং পরং জ্ঞেয়ং মন্ত্ররত্নমনুত্তমম্ ॥৮
যদাশ্রয়তি বিদ্যাদিঃ সংস্থিতা জগতাং পতিম্।
তয়া বিদ্যাঽনপায়িন্যা সংযুতঃ পরমঃ পুমান্ ॥৯
নারায়ণোঽচ্যুতঃ শ্রীমান্ বাৎসল্যগুণসাগরঃ।
নাথঃ সুশীলঃ সুলভঃ সর্বজ্ঞঃ শক্তিমান্ পরঃ ॥১০
আপদ্বন্ধুঃ সদা মিত্রং পরিপূর্ণমনোরথঃ।
দয়াসুধাব্ধিঃ সবিতা বীর্যবান্ দ্যুতিমান্ বিভুঃ ॥১১

# তৃতীয় অধ্যায়

## ভগবানের মন্ত্রের বিধি বর্ণন।

রাজর্ষি অম্বরীষ বলিলেন—হে ভগবন্! হে সুব্রত! সমস্ত মন্ত্রের বিধান, প্রয়োগ ও অর্থের দ্বারা সুসংস্কৃত সমগ্রবিধি আমাকে বলুন।১

হারীত বলিলেন,—হে রাজন্! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্রযোগ আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন—যাহা পূর্ব্বে পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মা ও বিষ্ণু বলিয়াছেন।২

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সমস্ত মন্ত্রের আদিভূত গোপনীয় শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররত্নই সদ্যঃ মুক্তিফলপ্রদ, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যফলপ্রদ অর্থাৎ সমস্ত ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিজন্য আনন্দের তুল্য আনন্দপ্রদ, অত্যন্ত হিতকর, সকলের সর্ব্বাভিলাষপূরক—যাহার উচ্চারণমাত্রেই শ্রীহরি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন।৩-৪

ইহাতে দেশকালাদি নিয়ম নাই। মন্ত্রের অরি-মিত্রাদি বিচার করিয়া শুদ্ধ করিতে হয় না, স্বরবর্ণাদি-দোষ নাই, পুরশ্চরণ দ্বারা মন্ত্রচৈতন্য করিতে হয় না।৫

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণসম্পন্ন ও সদাচার দ্বারা চরিত্রবান্ হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, স্ত্রী, শূদ্র কিম্বা ইতর শূদ্র যে কেহ হউন, সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। পঞ্চ-সংস্কারসম্পন্ন, শ্রদ্ধাশীল, অসূয়াশূন্য ও পরমা ভক্তি দ্বারা আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তিমাত্রেই ইহার অধিকারী। ৬-৭

এখন মন্ত্ররত্নের স্বরূপ বলিতেছেন—এই মন্ত্ররত্ন পঞ্চবিংশ অক্ষর দ্বারা ঘটিত, ছয়টী পদ দ্বারা সমন্বিত, দুইটী বাক্যে সম্পূর্ণ।৮

যে আদিবিদ্যা আশ্রয় করিলে জগৎপতিতে সংস্থিত হওয়া যায়, সেই অবিনাশী তত্ত্ববিদ্যাময় পরমপুরুষ, নারায়ণ, অচ্যুত, শ্রীমান্, বাৎসল্যগুণের সাগর, সকলের নাথ, সুশীল, সুলভ অর্থাৎ সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, বিপদে বন্ধু, সর্ব্বদাই মিত্র (পরমোপকারী), আপ্তকাম, দয়ার সুধাসমুদ্র সদৃশ, সর্ব্বপ্রকাশক, শক্তিশালী, তেজস্বী, সর্ব্বপ্রভু ও সকলের আশ্রয় শ্রীহরির শ্রীচরণ আমার পরম মঙ্গলের জন্য আশ্রয়

প্রপদ্যে চরণৌ তস্য শরণং শ্রেয়সে মম।
শ্রীমতে বিষ্ণবে নিত্যং সর্বাবস্থাসু সর্বদা ॥১২
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ কৈঙ্কর্যং করবাণ্যহম্।
এবমর্থং বিদিত্বৈব পশ্চান্মন্ত্রং প্রয়োজয়েৎ ॥১৩
নারায়ণো মহাশব্দো গায়ত্রী চ পরা শুভা।
স্বয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ দেবতা সমুদাহৃতঃ ॥১৪
করয়োঃ স্থলয়োরাদ্যমক্ষরং বিন্যসেদ্ দ্বিজঃ।
শেষাক্ষরাণি দেয়ানি চতুর্বিংশতিপর্বসু ॥১৫
ষট্‌পদৈরঙ্গুলিন্যাসমঙ্গেষু চ যথাক্রমম্।
ষড়ঙ্গং ষট্‌পদৈঃ কৃত্বা মন্ত্রার্থৈশ্চ যথাক্রমম্ ॥১৬
মূর্ধ্নি ভালে নেত্র-নাসাশ্রবণেষু তথাননে।
ভুজয়োর্হৃৎপ্রদেশে চ স্তনয়োর্নাভিমণ্ডলে ॥১৭
পৃষ্ঠে চ জঘনে কট্যোরূর্বোর্জান্বোশ্চ পাদয়োঃ।
পঞ্চবিংশাক্ষরাণ্যস্য ক্রমেণাঙ্গেষু বিন্যসেৎ ॥১৮

করিতেছি। সমস্ত অবস্থাতেই সর্ব্বদা নিত্যস্বরূপ শ্রীমান্ অর্থাৎ লক্ষ্মীসহ নিত্যমিলিত শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করি। মমতাশূন্য হইয়া অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কৈঙ্কর্য (দাসত্ব) করিতেছি। এইরূপ মনোবৃত্তি-সম্পন্ন হইয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে।৯-১৩

## নারায়ণ-মন্ত্রবিধি।

প্রথমে নারায়ণ, পরে মহা-শব্দ, পরে নারায়ণ-গায়ত্রী, এবং তাহার পরে শ্রীমান্ নারায়ণো দেবতা ইহা স্বশরীরে বিন্যাস করিবে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ দুইহস্তে আদ্য অক্ষরের বিন্যাস করিবে। দুই হস্তের চতুর্বিংশতিসংখ্যক অঙ্গুলিপর্ব্বে অবশিষ্ট অক্ষরগুলির বিন্যাস করিবে। মন্ত্রস্থ ষট্‌পদের দ্বারা স্বশরীরে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। ষড়ঙ্গন্যাস করিয়া মন্ত্রাক্ষর দ্বারা যথাক্রমে নিজ অঙ্গে বর্ণন্যাস করিবে।১৪-১৬

মস্তকে, ললাটে, নেত্রদ্বয়ে, নাসিকাদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, এবং আননে বাহুদ্বয়ে ও হৃদয়ে স্তনদ্বয়ে ও নাভিমণ্ডলে, পৃষ্ঠে, জঘনে, কটিদেশে, ঊরুদেশে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে যথাক্রমে মন্ত্রের পঞ্চবিংশতি অক্ষর বিন্যস্ত করিবে—ইহাই বর্ণন্যাস।১৭-১৮

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেৎ।
ইন্দীবরদলশ্যামং কোটিসূর্য্যাগ্নিবর্চ্চসম্ ॥১৯
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং সর্বাভরণভূষিতম্।
পদ্মাসনস্থং দেবেশং পুণ্ডরীকনিভেক্ষণম্ ॥২০
রক্তারবিন্দসদৃশদিব্যহস্তপদাঙ্কিতম্।
মাণিক্যমুকুটোপেতং নীলকুন্তলশীর্ষজম্ ॥২১
শ্রীবৎসকৌস্তুভোরস্কং বনমালাবিরাজিতম্।
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গং দিব্যপুষ্পাবতংসকম্ ॥২২
হার-কুণ্ডল-কেয়ূর-নূপুরাদিবিরাজিতম্।
কটকৈরঙ্গুরীয়ৈশ্চ পীতবস্ত্রেণ শোভিতম্ ॥২৩
শঙ্খ-পদ্ম-গদা-চক্রপাণিং পুরুষোত্তমম্।
বামাঙ্কে চিন্তয়েত্তস্য দেবীং কমললোচনাম্ ॥২৪
তরুণীং সুকুমারাঙ্গীং সর্বলক্ষণশোভিতাম্।
দুকূলবস্ত্রসংযুক্তাং সর্বাভরণভূষিতাম্ ॥২৫

এইরূপে ন্যাসবিধি সমাপ্ত করিয়া পরে ধ্যান করিবে। নীলপদ্মদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কোটি কোটি সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় তেজস্বী, চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, সমস্ত আভরণ দ্বারা বিভূষিত, পদ্মাসনস্থিত, দেবগণের অধিপতি, পুণ্ডরীকের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট, রক্তপদ্মতুল্য রক্তবর্ণ ও অলৌকিক হস্তপদ-সুশোভিত, মাণিক্যময়মুকুটধারী, নীলবর্ণ-কেশপাশ শোভিতমস্তক, শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভ-মণিশোভিতবক্ষ, বনমালা-ভূষিত, মনোহর চন্দন দ্বারা লিপ্ত শরীর, মনোরম পুষ্পমাল্যময় শিরোভূষণযুক্ত, হার, কুণ্ডল, কেয়ূর ও নূপুরাদি-সুশোভিত, কটক, অঙ্গুরীয়ক ও পীতবস্ত্র দ্বারা সমলঙ্কৃত, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী পুরুষোত্তমকে চিন্তা করিবে।১৯-২৩

আর তাঁহার বাম অঙ্কে (ক্রোড়দেশে) কমললোচনা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে চিন্তা করিবে। তিনি যুবতী, অতি সুকোমল অঙ্গবিশিষ্টা, সর্ব্ব-সুলক্ষণযুক্তা, পট্টবসনান্বিতা, সমস্ত আভরণে অলঙ্কৃতা, তপ্তকাঞ্চনবর্ণা, স্থূল ও উন্নতস্তনী, রত্নময়কুণ্ডল ও নীলবর্ণকুন্তলশোভিতা, মনোরম সুগন্ধি চন্দন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ প্রলিপ্ত, মনোহর পুষ্প দ্বারা তাঁহার

তপ্তকাঞ্চনসঙ্কাশাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ।
রত্নকুণ্ডলসংযুক্তাং নীল-কুণ্ডলশীর্ষজাম্ ॥২৬
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গীং দিব্যপুষ্পাবতংসকম্ ।
মাতুলুঙ্গঞ্চ রক্তাব্জং দর্পণং বরদং তথা ॥২৭
দেবীঞ্চ বিভ্রতীং দোর্ভিশ্চিন্তয়েদিষ্টদাং সদা ।
এবং ধ্যাত্বা পরং নিত্যমর্চয়েদচ্যুতং দ্বিজঃ ॥২৮
যথাত্মনি তথা দেবে জ্ঞানকর্ম সমাচরেৎ ।
অর্চয়েদুপচারৈশ্চ মনসা বা জনার্দনম্ ॥২৯
আবাহনাসনে পাদ্যমর্ঘ্যমাচমনীয়কম্ ।
স্নানং বস্ত্রোপবীতে চ ভূষণং গন্ধমেব চ ॥৩০
পুষ্পং ধূপং তথা দীপং নৈবেদ্যঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ।
নমস্কারঞ্চ তাম্বূলং পুষ্পমালা নিবেদয়েৎ ॥৩১
নমস্কৃত্বা গুরুং পশ্চাজ্জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ।
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু শতমষ্টোত্তরং তথা ॥৩২
ধ্যায়ন্ বৈ মনসা দেবং জপেদেকাগ্রমানসঃ ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি সমাসীনঃ কুশাসনে ॥৩৩
ত্রিসন্ধ্যাসু জপেদ্দেবং সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
আদাবন্তে জপস্যাস্য প্রাণায়ামান্ সমাচরেৎ ॥৩৪
পূরকঃ কুম্ভকো রেচ্যঃ প্রাণায়ামস্ত্রিলক্ষণঃ ।
বামেন পূরয়েদ্ বায়ুং বাহ্যং নাসা জপন্মনুম্ ॥৩৫
উভাভ্যাং ধারণং বায়োঃ কুম্ভকং সমুদাহৃতম্ ।
তদ্রেচনং দক্ষিণেন রেচনং সমুদাহৃতম্ ॥৩৬
পর্যাবৃত্ত্যা পুনশ্চৈবং প্রাণায়ামত্রয়ং ক্রমাৎ ।
পূরকে কুম্ভকে চৈব রেচকে চ বিশেষতঃ ॥৩৭
অষ্টাবিংশতিবারং তু জপেন্ মন্ত্রং সমাহিতঃ ।
উত্তমং মুনিভিঃ প্রোক্তং প্রাণায়ামং নৃপোত্তম ।৩৮
জপন্ দ্বাদশবারং তু উত্তমং তৎপ্রকীর্তিতম্ ।
ষড্‌বারস্তু কনীয়ঃ স্যাত্রিবারমধমং স্মৃতম্ ।৩৯
মনসৈবার্চ্চয়েদ্দেবং পশ্চাদর্থং বিচিন্তয়েৎ ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পশ্চান্ন্যাসং সমাচরেৎ ॥৪০
স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরঃ কৃত্বা সন্ধ্যাদিকর্ম চ ।
ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রদেহশ্চ পবিত্রকর এব চ ॥৪১

শিরোদেশ অলঙ্কৃত, মাতুলুঙ্গ—( দাড়িম পুষ্প ) রক্তপদ্ম-পুষ্পধারিণী, দর্পণ ও বরদমুদ্রা-ধারিণী, সর্ব্বাভীষ্টদায়িনী—দেবীকে এইরূপে চিন্তা করিবে ।২৪-২৭

এইরূপে বামাঙ্কস্থিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীকে চিন্তা করিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। নিজের শরীরের ন্যায় দেব-শরীরেও অঙ্গন্যাস-করন্যাসাদি জ্ঞানজনক কর্ম্মাবলীর অনুষ্ঠান করিবে ।২৮-২৯

কিম্বা মনে মনে সমস্ত উপচার দ্বারা শ্রীশ্রীজনার্দ্দনকে পূজা করিবে। আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয় জল, স্নান, বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত, ভূষণ, চন্দন, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য দিবে। অনন্তর প্রদক্ষিণ করিবে। পরে প্রণাম করিয়া তাম্বুলদান ও পুষ্পমাল্য নিবেদন করিবে ।৩০-৩১

গুরুগণকে প্রণাম করিয়া পরে একাগ্রচিত্তে মন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশত জপ করিয়া মনে মনে দেবতাকে ধ্যান করিবে ।৩২

পরে পূর্ব্বমুখে বা উত্তরমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে জপ করিবে। তিন সন্ধ্যাতে দেবতার জপ করিবে। তাহাতে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবে। জপের আদিতে ও অন্তে প্রাণায়াম করিবে ।৩৩-৩৪

প্রাণায়াম ত্রিবিধ অঙ্গযুক্ত—পূরক, কুম্ভক ও রেচক। বামনাসিকা দ্বারা বাহ্যবায়ুর পূরণ (পূরক), উভয় নাসিকা দ্বারা বায়ুর বিধারণ—ইহাকেই কুম্ভক বলে এবং দক্ষিণনাসাপুট দ্বারা বায়ুর পরিত্যাগ করিবে—ইহাকে রেচক বলে ।৩৫-৩৬

পুনরায় উক্তক্রমের আবৃত্তি করিয়া তিনটী প্রাণায়াম করিবে। একবার পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা একটি প্রাণায়াম। এইরূপে তিনটী প্রাণায়াম করিতে হইবে। এইরূপে অষ্টাবিংশতিবার সমাহিতচিত্তে জপ করিবে। হে নৃপোত্তম! এইরূপ প্রাণায়াম-সমন্বিত জপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জপ ।৩৭-৩৮

দ্বাদশবার জপই শ্রেষ্ঠ; ছয়বার তদপেক্ষা নিকৃষ্ট; তিনবার অধম জপ। মনে মনেই দেবতাকে পূজা করিবে। পরে তদর্থ চিন্তা করিবে। তিনটী প্রাণায়াম

ধৃত্বা পদ্মাক্ষমালাঞ্চ সন্নিধাবাসনে স্থিতঃ।
ভূতশুদ্ধিবিধানঞ্চ কৃত্বা মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ ॥৪২
অষ্টাক্ষরস্য মন্ত্রস্য গুরুর্নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
ছন্দশ্চ দৈবী গায়ত্রী পরমাত্মা চ দেবতা।
জপশ্চাষ্টাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্বপাপপ্রনাশনঃ ॥৪৩
সর্বদুঃখহরঃ শ্রীমান্ সর্বকামফলপ্রদঃ।
সর্বদেবাত্মকো মন্ত্রস্ততো মোক্ষপ্রদো নৃণাম্ ॥৪৪
ঋচো যজূংষি সামানি তথৈবাথর্বণানি চ।
সর্বমষ্টাক্ষরান্তস্থং তচ্চান্যদপি বাঙ্ময়ম্ ॥৪৫
সর্বার্থো বেদগর্ভস্থো বেদাশ্চাষ্টাক্ষরে স্থিতাঃ।
অষ্টাক্ষরস্তু প্রণবে অকারে প্রণবঃ স্থিতঃ ॥৪৬
ইহ লৌকিকমৈশ্বর্য্যং স্বর্গাদ্যং পারলৌকিকম্।
কৈবল্যং ভগবত্ত্বঞ্চ মন্ত্রোঽয়ং সাধয়িষ্যতি ॥৪৭
সকৃদুচ্চারণান্নৃণাং চতুর্বর্গফলপ্রদম্।
স্বরূপং সাধনং প্রাপ্যং দদাতি হি সমঞ্জসা ॥৪৮
মহাপাপং চাতিপাপং বিদ্যতে বোপপাপকম্।
জপাদস্য মনোরাশু প্রনশ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥৪৯
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
সকৃদষ্টাক্ষরং জপ্ত্বা লভন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫০
গবাময়ুতদানস্য পৃথিব্যা মণ্ডলস্য চ।
কন্যাশতসহস্রস্য গজাশ্বানাং তথৈব চ ॥৫১
দানস্য যৎফলং নৃণাং সৎপাত্রে নৃপনন্দন।
শতবারং মনুং জপ্ত্বা তৎফলং সর্বমাপ্নুয়াৎ ॥৫২
সার্থং সমুদ্রং সন্ন্যাসং সর্ষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্।
অষ্টাক্ষরমনুং জপ্ত্বা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫৩
পদত্রয়াত্মকং মন্ত্রং চতুর্থ্যা সহিতং তদা।
স্বরূপসাধনোপেয়মিতি গত্বা জপেদ্ বুধঃ ॥৫৪
প্রণবেন স্বরূপং স্যাৎ সাধনং মনসা তথা।
সংবিভক্ত্যা চতুর্থ্যাত্র পুরুষার্থো ভবেন্মনোঃ ॥৫৫

---

করিয়া পরে ন্যাসাদি করিবে। স্নানান্তে পবিত্র শুভ্রবেশ ধারণ করিয়া কুশহস্তে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণপূর্ব্বক সন্ধ্যাদি কর্ম্ম সমাপন করিবে।৩৯-৪১

পদ্মের জপমালা ধারণ করত দেবতার সন্নিধানে আসনে উপবিষ্ট হইয়া ভূতশুদ্ধিবিধানে মন্ত্রপ্রয়োগ করিবে। অষ্টাক্ষর ( ওঁ নমো নারায়ণায় ) মন্ত্রের গুরু নারায়ণ, ছন্দ দৈবীগায়ত্রী এবং পরমাত্মা দেবতা। এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র সর্ব্ববিধপাপনাশক।৪২-৪৩

সমস্ত দুঃখহারী, শ্রীদায়ক, সর্ব্বাভিলাষপ্রদ ও সর্ব্বদেবময় এইমন্ত্র মনুষ্যদের মুক্তিদায়ক। ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ববেদ সমস্তই ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র; অন্য বাঙ্ময় মন্ত্রও ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্রে নিবিষ্ট।৪৪-৪৫

বেদ দ্বারাই সমস্ত বিষয় প্রকাশিত, ঐ বেদ এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রমধ্যে সন্নিবিষ্ট। অষ্টাক্ষর মন্ত্রও প্রণবমধ্যে নিবিষ্ট। প্রণব অকারমধ্যে ব্যবস্থিত।৪৬

এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সমস্ত লৌকিক ঐশ্বর্য্য, স্বর্গাদি পারলৌকিক ঐশ্বর্য্য, এমন কি কৈবল্য ও ভগবৎতত্ত্বও সুসাধিত হইয়া থাকে।৪৭

একবার উচ্চারণমাত্রেই এই মন্ত্র চতুর্বর্গফল দান করেন এবং শীঘ্রই দেবস্বরূপ ও সমস্ত সাধনতত্ত্বই দান করেন।৪৮

এই মন্ত্রের জপ দ্বারা মহাপাপ, অতিপাপ, কিম্বা উপপাতক সমস্তই মন হইতে বিনষ্ট হয়—ইহাতে সংশয় নাই। একবার এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের জপ করিলেই সহস্র সহস্র অশ্বমেধ-যজ্ঞ, শত শত রাজসূয়যজ্ঞের ফল হইয়া থাকে।৪৯-৫০

অযুতসংখ্যক ধেনুদান, সমগ্র পৃথিবীমণ্ডলদান, সৎপাত্রে শতসহস্র কন্যাদান এবং সহস্র সহস্র গজ ও অশ্বদান করিলে মনুষ্যের যে ফল হয়, হে নৃপনন্দন! শতসংখ্যক এই মন্ত্র জপ করিলে তৎসমস্ত ফলই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৫১-৫২

অর্থ ও মুদ্রাসহিত সন্ন্যাসভাবে ঋষি, ছন্দ ও দেবতার জ্ঞানপূর্ব্বক অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিলেই সে ভক্ত বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে।৫৩

"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রে তিনটী পদ। নারায়ণ-পদে চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত করিয়া উক্ত সম্পূর্ণ

অকারশ্চাপ্যুকারশ্চ মকারশ্চেতি তত্ত্বতঃ।
তান্যেকধা সমভবৎ তদ্ ওঁ ইত্যেতদুচ্যতে ॥৫৬
তস্মাদ্ ওঁ ইতি প্রণবো বিজ্ঞেয়ঃ সাক্ষরাত্মকঃ।
বেদত্রয়াত্মকং জ্ঞেয়ং ভূর্ভুর্বঃস্বরিতীতি বৈ ॥৫৭
অকারস্তু ভবেদ্ বিষ্ণুস্তদৃগ্বেদ উদাহৃতঃ।
উকারস্তু ভবেল্লক্ষ্মীর্যজুর্বেদাত্মকো মহান্ ॥৫৮
মকারস্তু ভবেজ্জীবস্তয়োর্দাস উদাহৃত।
পঞ্চবিংশাক্ষরঃ সাক্ষাৎ সামবেদস্বরূপবান্ ॥৫৯
পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষঃ পঞ্চবিংশ আত্মেতি শ্রুতেঃ।
আত্মা পঞ্চবিংশঃ স্যাদিতি মমাত্মানং সংস্মরেৎ ॥৬০
ইত্যোপনিষদং হ্যর্থং বিদিত্বা স্বং নিবেদয়েৎ।
অবধারণমন্যে তু মধ্যমানং বদন্তি হি ॥৬১
তদেবাগ্নিস্তদায়ুস্তৎসূর্য্যস্তদপি চন্দ্রমাঃ।
ইত্যেবং ধারণশ্রুতেরেবমেবোপবৃংহিতম্ ॥৬২

ওঁকারেণৈব শ্রীশব্দঃ প্রোচ্যতে মুনিসত্তমঃ।
ন্যায়েন গুণসিদ্ধিস্তু তস্যৈব শ্রীপতের্বরো ॥৬৩
শ্রীরস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নীতি বৈ শ্রুতিঃ।
কল্যাণগুণসিদ্ধিস্তু লক্ষ্মীভর্তুশ্চ নেতরা ॥৬৪
সামানাধিকরণ্যত্বাৎ কারণত্বং তদোচ্যতে।
অকার এব সর্বেষামক্ষরাণাং হি কারণম্ ॥৬৫
অকারো বৈ সর্বা বাগিত্যাদি শ্রুতিবচস্তথা।
স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানো নানাবহুবিধোঽভবৎ ॥৬৬
কারণত্বং তথৈবাস্য বিষ্ণোর্বৈ জগতাং পতেঃ।
তস্মাৎ স্রষ্টা চ দাতা চ বিধাতা জগতাং হরিঃ ॥৬৭
রক্ষিতা জীবলোকস্য গুণবানেব সর্বগঃ।
অনন্যা বিষ্ণুনা লক্ষ্মীর্ভাস্করেণ প্রভা যথা ॥৬৮
লক্ষ্মীমনুপগামিনীমিতি শ্রুতিবচো মহৎ।
তস্মাদকারো বৈ বিষ্ণুঃ শ্রীশ এব জগৎপতিঃ ॥৬৯

অষ্টাক্ষর মন্ত্র দেবস্বরূপ ও সাধনবিধি-সংযোগে পণ্ডিত বৈষ্ণবগণ জপ করিবেন।৫৪

প্রণব (ওঁকার) দ্বারা মন্ত্রের স্বরূপ জানা যায়। সাধন মানসিক ব্যাপার। অন্তে চতুর্থীবিভক্তি দ্বারা মন্ত্রের পুরুষার্থ (সিদ্ধি) নিশ্চয় হয়।৫৫

অকার, উকার ও মকার একত্র যুক্ত হইয়া 'ওঁ' (প্রণব) সৃষ্ট হইয়াছে। অতএব "ওঁ" এই অক্ষরাত্মক প্রণবমন্ত্র বেদত্রয়স্বরূপ এবং ভূর্ভুর্বঃস্বঃপদের প্রতীক ত্রিলোকাত্মক। অকার বিষ্ণুবাচক—উহাই ঋগ্বেদস্বরূপ, উকার লক্ষ্মীর (মহাশক্তির) বাচক—ইনি যজুর্বেদস্বরূপ, "ম"কার জীববাচক—অকার ও উকারের দাস। পঞ্চবিংশাক্ষর মন্ত্র সাক্ষাৎ সামবেদস্বরূপ।৫৬-৫৭

"পঞ্চবিংশোঽয়ং পুরুষঃ", "পঞ্চবিংশ আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা জানা যায়। পঞ্চবিংশস্বরূপ আত্মা বা আমি; আত্মাকে বা আমাকে স্মরণ করিবে।৫৯-৬০

শ্রৌত বা শ্রুতিগম্য এই অর্থ জানিয়া নিজেকে নিবেদন করিবে অর্থাৎ নিজেকে তৎস্বরূপে স্থির করিবে। কেহ কেহ বলেন, মধ্যমাক্ষরের অবধারণই আত্মতত্ত্ববোধক। উহাই অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, এবং উহাই চন্দ্রমা—এইরূপেই শ্রুত্যর্থের নিশ্চয় করিবে। ইহা দ্বারাই মন্ত্রশক্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে।৬১-৬২

## লক্ষ্মী ও নারায়ণের অভেদনির্ণয়।

ওঙ্কারের দ্বারাই শ্রীশব্দ উল্লিখিত হইয়া থাকে। শ্রীর সহিত সম্মিলন দ্বারাই শ্রীপতির তাদৃশ গুণসকল সমন্বিত হয়। এইজন্যই তিনি শ্রেষ্ঠ। "শ্রীরস্যেশানা জগতো বিষ্ণুপত্নী" ইত্যাদি শ্রুতি। ইঁহার শ্রী—বিষ্ণুর শক্তি লক্ষ্মীই জগন্নিয়ন্ত্রী, তিনিই বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী, লক্ষ্মীভর্ত্তা বিষ্ণুর কল্যাণময় গুণাবলীর সিদ্ধি ইঁহার জন্যই হইয়া থাকে, অন্য কোনরূপে নহে।৬৩-৬৪

বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ সমান বিভক্তি দ্বারা জানা যায়, ইনিই জগৎকারণ। অকারই সমস্ত অক্ষরের মূলকারণ অর্থাৎ অকার হইতেই সকলের উৎপত্তি।৬৫

অকারই সমস্ত বাগ্ বা বাক্য। "অকারো বৈ সর্বা বাগ্" ইত্যাদি শ্রুতি ইহাই জানাইতেছেন। অকারই তাল্বাদি নানাস্থানের স্পর্শদ্বারা এবং উষ্মা দ্বারা অর্থাৎ উচ্চারণ বিষয়ে বায়ুপ্রধান শক্তি দ্বারা অভিব্যক্ত হয় বলিয়া বহুবিধরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।৬৬

লক্ষ্মীপতিত্বং তস্যৈব নান্যস্যেতি সুনিশ্চিতম্ ।
নিত্যৈবৈষা জগন্মাতা হরেঃ শ্রীরনপায়িনী ॥৭০
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবৈষা জগন্ময়ী ।
তস্মাদকারো বৈ বিষ্ণুর্লক্ষ্মীভর্ত্তা জগৎপতিঃ ॥৭১
তস্মিংশ্চতুর্থীযুক্তত্বাৎ ত্রিপদস্য চ সংগ্রহঃ ।
অকারপ্রথমা তস্মাচ্চতুর্থ্যাং সংগ্রহং ন তু ॥৭২
তচ্চ শ্রুতিবিরোধত্বান্ন যুক্তমিতি চোদিতম্ ।
মহসে ব্রহ্মণে ত্বা বৈ ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত ॥৭৩
পরস্য চাত্মানং তস্মাদ্ভেদস্তত্র সুনিশ্চিতঃ ॥৭৪
ত্বমস্মাকং তপস্যৈব শ্রুত্যুক্তমপি পার্থিব ।
তৌ শাশ্বতৌ বিষচিতাবিয়ন্তাবিতি বৈ তথা ॥৭৫
গৃভিম্ন দয়া প্রাগেব বাত্মা ন
অসোঽহয়মর্ত্তো মর্ত্ত্যেন নয়নেত্যেব যোনিতা ॥৭৬
ইত্যাদি শ্রুতয়ো ভেদং বদন্তি পর-জীবয়োঃ ।
দাস্যমেবাত্মনাং বিষ্ণোঃ স্বরূপং পরমাত্মনঃ ॥৭৭
সাম্যং লক্ষ্মীবরপ্রোক্তং দেবাদীনাং তথাত্মনাম্ ।
অনন্যশেষরূপো বৈ জীবস্তস্য জগৎপতেঃ ॥৭৮
দাস্যং স্বরূপং সর্বেষামাত্মনাং সততং হরেঃ ।
ভগবচ্ছেষমাত্মানমন্যথা যঃ প্রপদ্যতে ॥৭৯
স চৈব হি মহাপাপী চণ্ডালঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ।
তস্মান্মকারবাচ্যোঽহসৌ পঞ্চবিংশাত্মকঃ পুমান্ ॥৮০
অকারবাচ্যস্যেশস্য দাস এবাভিধীয়তে ।
অনুজ্ঞানাশ্রয়ো নিত্যো নির্বিকারোঽব্যয়ঃ সদা ।

এই জন্যই জগৎপতি বিষ্ণুতে সর্ব্বকারণত্ব উপচরিত হইয়া থাকে। তখন শ্রীহরি জগতের স্রষ্টা, দাতা ও বিধাতারূপে জ্ঞানবিষয় হন।৬৭

এই বিষ্ণু সর্ব্বগুণবান্, সর্ব্বব্যাপী ও জীবলোকের রক্ষক। যেমন সূর্য্যরশ্মি সূর্য্যের সহিত অভিন্ন, তদ্রূপ লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুর সহিত অভিন্ন।৬৮

শ্রীসূক্ত বলেন, "লক্ষ্মীমনুপ-গামিনীম্"। এই মহৎ শ্রুতিবাক্য অভেদ প্রতিপন্ন করেন। অতএব অকারই শ্রীবিষ্ণু, তিনিই লক্ষ্মীপতি ও জগৎপতি। শ্রীবিষ্ণুই লক্ষ্মীপতি, অন্য কেহ নহেন ইহা সুনিশ্চিত। ইনি অবিনাশিনী বিষ্ণুশক্তি চিরনিত্যা। ইনি জগন্মাতা। যেমন বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী, তদ্রূপ এই জগন্ময়ী মহাশক্তি লক্ষ্মীদেবীও সর্ব্বব্যাপিনী। অতএব অকারের অর্থ—লক্ষ্মীভর্ত্তা জগৎপতি শ্রীবিষ্ণু। উহাতে চতুর্থীবিভক্তি যুক্ত করিলেই তিন পদের সংগ্রহ হয়। অকারই প্রথম, সুতরাং চতুর্থী দ্বারা তাহার সংগ্রহ হয় না।৬৯-৭২

ঐ অর্থ যদি শ্রুতিবিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে উহা যুক্তিযুক্ত হইত না। "মহসে ব্রহ্মণে ত্বা বৈ ওম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য প্রণবের পরমাত্মবাচকত্ব বলিয়াছেন! সুতরাং প্রণবের মুখ্য অর্থই পরমাত্মা।৭৩

### জীবের স্বরূপ।

সুতরাং সিদ্ধান্তে পরমাত্মা ও জীবের ভেদই সুনিশ্চিত। (কারণ পরমাত্মস্বরূপ প্রণব উপাস্য এবং জীব উপাসক, কাজেই উপাস্য ও উপাসক ভিন্ন পদার্থ)।৭৪

হে রাজন্! "তুমি আমাদের তপস্যাই" এইরূপ শ্রুতিবচনে নির্দ্দেশ থাকিলেও তাহারা (উপাস্য ও উপাসক) দুইটাই জ্ঞানসম্পন্ন ও নিত্য পরিমিতদেহসম্পন্ন।৭৫

"গৃভিম্ন দয়া প্রাগেব বাত্মা ন বিশ্বভৃৎ, অসোঽহয়মর্ত্তো মর্ত্ত্যেন নয়েনেত্যেব যোনিতা" ইত্যাদি শ্রুতি পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ (পার্থক্য) নির্দ্দেশ করিয়াছেন পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর দাস্যই জীবের স্বরূপ।৭৬-৭৭

দেবাদির ও জীবের সাম্য লক্ষ্মীপতি বলিয়াছেন। জীবগণ জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর অনন্যশেষস্বরূপ। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুব্যতীত জীবের উৎপত্তি হইত না, পৃথক্ অঙ্গ অসম্ভব হইত।৭৮

সর্ব্বদা শ্রীহরির দাস্যই সকল জীবের স্বরূপ। তাহা না হইলে যে জীব শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অঙ্গরূপে নিজেকে প্রাপ্ত হয় (মনে করে), সে মহাপাপী চণ্ডাল—ইহাতে সংশয় নাই। অতএব পঞ্চবিংশ অক্ষরাত্মক মন্ত্রময় মহাপুরুষ শ্রীবিষ্ণু প্রণবের অন্তর্গত মকারের বোধ্য। মকার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকেই বুঝিতে হইবে।৭৯-৮০

দেহেন্দ্রিয়াৎ পরো জ্ঞাতা কর্ত্তা ভোক্তা সনাতনঃ ॥৮১
মকারবাচ্যো জীবোঽসৌ দাস এব হরেঃ সদা।
শ্রীশস্যাকারবাচ্যস্য বিষ্ণোরস্য জগৎপতেঃ ॥৮২
স্ব-স্বামিনোরুকারেণ হ্যবধারণমুচ্যতে।
স জীবঃ স্যাদতঃ স্বামী সর্বদা নৃপসত্তম ॥৮৩
অনয়োর্নান্যথেত্যুক্তমুকারেণ মহর্ষিভিঃ।
ইত্যেবং প্রণবস্যার্থং প্রণবস্য পদস্য তু ॥৮৪
আত্মনশ্চ স্বরূপত্বাদ্ বিজ্ঞেয়মৃষিসত্তমৈঃ।
সর্বেষামেব মন্ত্রাণাং কারণং প্রণবঃ স্মৃতঃ ॥৮৫
তস্মাদ্ ব্যাহৃতয়ো জাতাস্তাভ্যো বেদত্রয়ং তথা।
ভূরিত্যেব হি ঋগ্বেদো ভুবরিতি যজুস্তথা ॥৮৬
স্বরিতি সামবেদঃ স্যাৎ প্রণবো ভূর্ভুবঃস্বুবঃ।
ভূর্বিষ্ণুশ্চ তদা লক্ষ্মীর্ভুব ইত্যভিধীয়তে ॥৮৭
তয়োঃ স্বরিতি জীবস্তু স্বুব ইত্যভিধীয়তে।
অগ্নির্বায়ুস্তথা সূর্য্যস্তেভ্য এব হি জজ্ঞিরে ॥৮৮

অকারের বোধ্য শ্রীভগবান্ অচ্যুতের দাসই জীব—ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বলা হইল। সর্ব্বজ্ঞানের আশ্রয়, নিত্য, নির্ব্বিকার, অবিনাশী, ইন্দ্রিয়বেদ্য-বিষয়ের অতীত, সকলের জ্ঞাতা, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বভোক্তা ও সর্ব্বদা বিদ্যমান শ্রীহরির দাসই জীবসমূহ।৮১

মকারার্থস্বরূপ জীবগণ অকারার্থস্বরূপ লক্ষ্মীপতি জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর দাস। উকার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সহিত জীবগণের স্ব-স্বামিভাবসম্বন্ধই অবধারণ করিতে হইবে—ইহা বলা হইল। জীবগণ সর্ব্বপ্রভু নারায়ণের ভৃত্য। তিনিই স্বামী। মহর্ষিগণ উকারের উক্ত অর্থের অন্যরূপ ( ব্যাখ্যা ) করেন না। এইরূপে প্রণবাক্ষরের ও প্রণবপদের অর্থ নির্ণীত হইয়াছে।৮২-৮৪

## প্রণবের সর্ব-কারণত্ব নির্ণয়।

প্রণবই আত্মস্বরূপ—ইহা ঋষিশ্রেষ্ঠগণ জানিয়াই ঐ অর্থ করিয়াছেন। সমস্ত মন্ত্রেরই মূল উপাদান-কারণে প্রণব। অতএব ঐ প্রণব হইতেই ভূর্ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি ব্যাহৃতিসকল উৎপন্ন হইয়াছে, এবং বেদত্রয় প্রণব হইতেই উৎপন্ন। 'ভূঃ' বলিলে ঋগ্‌বেদ, 'ভুবঃ' বলিলে যজুর্বেদ বুঝিবে এবং 'স্বঃ' বলিলে সামবেদ বুঝিবে। সুতরাং প্রণবই ভূর্ভুবঃ স্বঃস্বরূপ। 'ভূঃ' বিষ্ণুবাচক শব্দ, 'ভুবঃ' লক্ষ্মীবাচক শব্দ এবং 'স্বঃ' জীববাচক শব্দ। এইজন্য জীবকে স্বুবঃ বলা হয়। অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য্য ভূর্ভুবঃ ও স্বঃ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছেন।৮৫-৮৮

য এতা ব্যাহৃতীর্হুত্বা সর্বং বেদং জুহোতি বৈ।
প্রসঙ্গাত্মহিতং চেদং মন্ত্রশেষমুদীর্য্যতে ॥৮৯
অস্বাতন্ত্র্যাত্তু জীবানামধীনং পরমাত্মনঃ।
নমসা প্রোচ্যতে তস্মাদহন্তা-মমতাঽপি তম্ ॥৯০
স্বরূপাদিত্রিবর্গস্য সংসিদ্ধির্নতু সৈব হি।
নমসা রহিতং সর্বং বিফলং সম্প্রকীর্ত্তিতম্ ॥৯১
নমসৈব হি সংসিদ্ধির্ভবেদত্র ন সংশয়ঃ।
পুরতঃ পৃষ্ঠতশ্চৈব পার্শ্বতশ্চাবশেষতঃ ॥৯২
নমসৈবেক্ষতে রাজন্! ত্রিবর্গঃ সর্বদেহিনাম্।
মকারেণ স্বতন্ত্রঃ স্যান্নরকস্তং নিষিধ্যতি ॥৯৩
তস্মাচ্চ নম ইত্যত্র স্বাতন্ত্র্যমপনোদতি।
দ্ব্যক্ষরস্তু ভবেন্মৃত্যুস্ত্র্যক্ষরস্তু হি শাশ্বতম্ ॥৯৪
মমেতি দ্ব্যক্ষরং মৃত্যুর্ন মমেতি তু শাশ্বতম্।
ন মমেতি চ সর্বত্র স্বাতন্ত্ররহিতায় বৈ ॥৯৫
যুজ্যতে মুনিভিঃ সম্যক্ সর্বকর্মসু পার্থিব!
তস্মাত্তু নমসা যুক্তা মন্ত্রাঃ সর্বে চ পার্থিব ॥৯৬

যে ব্যক্তি ব্যাহৃতিসকল দ্বারা আহুতি দেয়, সে সমস্ত বেদ দ্বারাই আহুতি সম্পাদন করে। প্রসঙ্গতঃ আত্মহিতকর এই সমস্ত মন্ত্র ও তদঙ্গসকল বলা হইল।৮৯

## নমস্ শব্দার্থ নির্ণয়।

জীবের স্বাতন্ত্র্য না থাকায় তাহারা পরমাত্মার অধীন। নমস্ শব্দ দ্বারা অহন্তা ( অহংভাব ) এবং মমতা ( 'আমার' এই ভাব ) ( 'আমি' ও 'আমার' ইত্যাদি অহংমূলক শব্দ ) উল্লিখিত হইল। ( অর্থাৎ নমস্ শব্দের উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে দ্রব্যাদিদানের বিধি নমঃ দানার্থক শব্দ। ঐ নমস্ শব্দের দ্বারা অহন্তা ও মমতাও দেবতাকে নিবেদিত হয়—ইহাই ঋষির অভিপ্রায়।

সর্বসিদ্ধিপ্রদা নৃণাং ভবন্ত্যত্র ন সংশয়ঃ।
নমসা রহিতা যে তু ন তু মুক্তিপ্রদা নৃণাম্ ॥৯৭
তস্মাত্তু নমসৈবৈষাং পারতন্ত্র্যত্বমীশিতুঃ।
পারতন্ত্র্যাল্লভেৎ সিদ্ধিং স্বাতন্ত্র্যান্নাশমেষ্যতি ॥৯৮
দাস্যমেব হি জীবানাং প্রোচ্যতে নমসৈব তু।
নমসা রহিতং লোকে কিঞ্চিদত্র ন বিদ্যতে ॥৯৯
নমো দেবেভ্যো নম ইতি যেষামীশে তথা মনঃ।
হৃতশ্চেদেনো নমসা আবিবাক্যেতি বৈ শ্রুতিঃ ॥১০০
ক্ষয়ে রকারঃ সম্প্রোক্তো নকারস্তং নিষিধ্যতি।
তস্মাত্তু নর ইত্যত্র নিত্যত্বেনোচ্যতে জনঃ ॥১০১

আরও দেবতাকে শুধু প্রণাম দ্বারাও অহন্তা ও মমতা লুপ্ত হয়)। নমস্ শব্দের দ্বারা অহন্তা ও মমতা পরিত্যক্ত হইলে দেবতার স্বরূপ, সাধন ও সন্ন্যাস এই ত্রিবর্গের সিদ্ধি হয়। স্বয়ং সিদ্ধি হয় না। নমস্‌শব্দশূন্য সমস্ত কর্ম্মই বিফল। নমস্ শব্দ দ্বারা অর্থাৎ প্রণাম দ্বারাই সম্মুখে, পৃষ্ঠদেশে, পার্শ্বদেশে অশেষভাবে প্রণাম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। এবিষয়ে সন্দেহ নাই।৯১-৯২

নমস্‌শব্দনির্দ্দিষ্ট প্রণাম দ্বারাই সকল জীবের ত্রিবর্গলাভ হয়। স্বতন্ত্রভাবে কেবল মকার দ্বারাই নরক নিবারিত হয়। অতএব 'নম' বলিলে স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ মমতা বিনষ্ট হয়। ( তাৎপর্য্য এই—'ন মম' এই শব্দটীকেই সংক্ষেপে "নম" বলা হয়। সুতরাং নম-কথা দ্বারাই অহন্তা বা মমতার বিসর্জ্জন হইয়া থাকে )।৯৩-৯৪

"মম" এই দ্ব্যক্ষর শব্দটাই মৃত্যুকারণ (অবিদ্যাবর্দ্ধক)। কিন্তু "ন মম" এই ত্র্যক্ষর শব্দটি চিরনিত্য ( সুখবর্দ্ধক )। কারণ, মমতা-নাশের দ্বারাই-অবিদ্যা নাশ হয়; সুতরাং উহা নিত্য।৯৫

হে রাজন! মুনিগণ কর্তৃক সমস্ত কর্মে সম্যগ্‌রূপে তাহা প্রযুক্ত হইয়াছে। হে রাজন্! এই জন্যই সকল মন্ত্রই নমস্ শব্দ দ্বারা সমন্বিত। ঐ নমস্‌শব্দযুক্ত মন্ত্রগুলিই মনুষ্যের সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ—ইহাতে সংশয় নাই। নমস্‌শব্দহীন যে মন্ত্র, তাহা মনুষ্যগণের মুক্তির কারণ হয় না। অতএব নমস্ শব্দ দ্বারাই মন্ত্রের ঈশ্বর-পরতন্ত্রতা ব্যবস্থিত হইয়াছে। পরতন্ত্রতা দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হয়,

নারা ইতি সমূহত্বে বাহুল্যত্বাজ্জনস্য চ।
তেষাময়নমাবাসস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১০২
মহাভূতান্যহঙ্কারো মহদব্যক্তমেব চ।
অণ্ডং তদন্তর্গতা যে লোকাঃ সর্বে চতুর্দশ ॥১০৩
চতুর্বিধশরীরাণি কালঃ কর্মেতি বা জগৎ।
প্রবাহরূপেণৈবৈষাং নারত্বেনোচ্যতে বুধৈঃ ॥১০৪
তেষামপি নিবাসত্বান্নারায়ণ ইতীরিতঃ।
অন্তর্বহিশ্চ জগতো ধাতা স চ সনাতনঃ ॥১০৫
স্রষ্টা নিয়ন্তা শরণং বিধাতা ভূতভাবনঃ।
মাতা পিতা সখা ভ্রাতা নিবাসশ্চ সুহৃদ্‌গতিঃ ॥১০৬

স্বাতন্ত্র্য দ্বারা বিনাশ প্রাপ্তি হয়। নমস্ শব্দ দ্বারাই জীবের ভগবদ্দাস্য বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। নমস্‌শব্দ-শূন্য হইলে জগতে কোনও কর্ম্মই হয় না।৯৬-৯৯

"দেবেভ্যো নমঃ" এই বাক্যে নমস্ শব্দ যেমন দেবতা সম্বন্ধে ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ "মনঃ" সম্বন্ধেও প্রযুক্ত হয়। কারণ নমঃ শব্দ দ্বারা অবিদ্যা-পাপ বিদূরিত হয়। "আবিবাক্যেতি" শ্রুতি দ্বারা ইহা প্রমাণিত।১০০

## নারায়ণ শব্দার্থ নির্ণয়।

"নম" এই শব্দে ক্ষয়ার্থক "র" শব্দ ব্যবহৃত অর্থাৎ "র"এর অর্থ ক্ষয়। "ন" শব্দ দ্বারা তাহার নিষেধ করা হইয়াছে। সুতরাং "নর" শব্দ অক্ষয় বা নিত্য অর্থ-প্রকাশক—ইহাই লোকে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।১০১

"নারা" শব্দার্থ নির্ব্বাচন করিতেছেন,—"নরাণাং সমূহো নারঃ" এই অর্থে "নার" শব্দের অর্থ বহু নর; "তেষাময়নম্ আবাসঃ" অর্থাৎ নরসমূহের আবাসস্থানই "নারায়ণ" শব্দের অর্থ।১০২

ক্ষিত্যাদি পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব, ও অব্যক্ত ( প্রকৃতি ) তদন্তর্গত অণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশভুবন। জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ শরীর, কাল ও কর্ম্মাত্মক জগৎ। ইহারা প্রবাহরূপেই পণ্ডিতগণ কর্তৃক নার-শব্দ দ্বারা অভিহিত হইয়া থাকে।১০৩-৪

তৎসমস্তেরই আবাস বা আশ্রয়স্থান বলিয়া তিনি "নারায়ণ"। ইনিই অন্তরে ও বাহিরে সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও পরিপোষক, ইনি সনাতন।১০৫

যোনৌ শ্রিয়ঃ শ্রীপরমস্তেন নারায়ণঃ স্মৃতঃ।
নরাণাং সর্বজগতাময়নং শরণং হরিঃ ॥১০৭
তস্মান্নারায়ণ ইতি মুনিভিঃ সম্প্রকীর্ত্যতে।
সর্বেষু দেশকালেষু সর্বাবস্থাসু সর্বদা ॥১০৮
তস্যৈব কিঙ্করোঽস্মীতি চতুর্থী পরমাত্মনঃ।
ভগবৎপরিচর্য্যৈব জীবানাং ফলমুচ্যতে ॥১০৯
তদ্‌বিনা কিং শরীরেণ যাতনাস্য জনস্য তু।
যস্মিন্‌ শরীরে জীবানাং ন দাস্যং পরমাত্মনঃ ॥১১০
তদেব নিরয়ং প্রোক্তং সর্বদুঃখফলং ভবেৎ।
দাস্যমেব ফলং বিষ্ণোর্দাস্যমেব পরং সুখম্‌ ॥১১১
দাস্যমেব হরের্মোক্ষং দাস্যমেব পরং তপঃ।
ব্রহ্মাদ্যাঃ সকলা দেবা বশিষ্ঠাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥
কাঙ্ক্ষন্তঃ পরমং দাস্যং বিষ্ণোরেব যজন্তি তম্‌ ॥১১২
তস্মাচ্চতুর্থ্যা মন্ত্রস্য প্রধানং দাস্যমুচ্যতে।
ন দাস্যবৃত্তির্জীবানাং নাশহেতুঃ পরস্য হি ॥১১৩

ইত্থং সঞ্চিন্ত্য মন্ত্রার্থং জপেন্মন্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
অবিদিত্বা মনোরর্থং জপেৎ প্রযতমানসঃ ॥১১৪
ন সংসিদ্ধিমবাপ্নোতি স্বরূপঞ্চ ন বিন্দতি।
সংসারঞ্চ সমুদ্রঞ্চ সর্ষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্‌ ॥১১৫
সার্দ্ধং সযজ্ঞং সদ্ধ্যানং মন্ত্রমেব প্রপূজয়েৎ।
নারায়ণার্ষং গায়ত্রী দৈবী চন্দ্রোঽধিদেবতা ॥১১৬
পরমাত্মা চ লক্ষ্মীশো বিষ্ণুরেবাচ্যুতো হরিঃ।
প্রণবস্তু ভবেদ্‌ বীজং চতুর্থী শক্তিরুচ্যতে ॥১১৭
ক্রুদ্ধোল্কায় মহোল্কায় বিষ্ণূল্কায় তথৈব চ।
জাল্কায় সহস্রোল্কায় পঞ্চাঙ্গো ন্যাস উচ্যতে ॥১১৮
হৃন্মূর্দ্ধ্নোশ্চ শিখায়াঞ্চ কবচো নেত্রয়োর্ন্যসেৎ।
পঞ্চাঙ্গন্যাসমিত্যুক্তং সর্বমন্ত্রেষু বৈষ্ণবৈঃ ॥১১৯
যদা ত্রয়েণ কুর্বীত ষড়ঙ্গং তু যথাক্রমম্‌।
মূর্দ্ধ্যাননে চ হৃদয়ে ভুজয়োর্জঘনে তথা ॥১২০

ইনি সর্ব্বজগতের স্রষ্টা, ইনিই সকলের নিয়ন্তা (পরিচালক), ইনিই সকলের আশ্রয়, ইনি বিধাতা, ইনিই প্রাণিদের উৎপাদক। ইনি মাতা, পিতা, সখা, ভ্রাতা ও নিবাসস্থান, ইনিই সুহৃৎ, ইনিই জীবের গতি। যোনি অর্থাৎ মূলকারণ অর্থে শ্রীশব্দের প্রয়োগ। সেই শ্রীই যাহার পরম অর্থাৎ অভিন্ন শক্তি, তিনিই নারায়ণ বলিয়া বিখ্যাত ও কথিত। শ্রীহরিই সকল লোকের ও সমস্ত জগতের অয়ন অর্থাৎ, শরণ,—এই জন্য তাঁহাকে মুনিগণ সর্ব্বদেশে সর্ব্ব কালে সর্ব্ব অবস্থাতেই সর্ব্বদা নারায়ণ বলিয়াছেন।১০৬-৮

চতুর্বিধরূপে ঐ পরমাত্মা শ্রীহরির কিঙ্কর আমি—এই ভাবে শ্রীভগবানের পরিচর্য্যাই জীবের কাম্যফল। জীবের যে শরীরে পরমাত্মা শ্রীহরির দাসত্ব হয় না, সেই শরীরের দ্বারা লোকের কেবল যাতনাই হইয়া থাকে।১০৮-১০

যে শরীরের দ্বারা শ্রীহরির দাসত্ব নিষ্পন্ন হয় না, সেই শরীরই নরক। সমস্ত দুঃখলাভই তাহার ফল। দাসত্বই একমাত্র ফল, দাস্যই পরম সুখ। শ্রীহরির দাস্যই মুক্তি, দাস্যই পরম তপস্যা। ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ পরম দাস্যকামনা করিয়াই শ্রীহরির পূজাদি করেন।১১১-১২

সুতরাং মন্ত্রের চতুর্থী বিভক্তির অর্থই প্রধানতঃ দাস্য। পরমাত্মা শ্রীহরির দাস্যবৃত্তি-শূন্যতাই জীবের নাশের কারণ। এই মন্ত্রার্থ চিন্তা করিয়াই অনলসভাবে মন্ত্রজপ করিবে। মন্ত্রের অর্থ না জানিয়া বিশুদ্ধ মনে জপ করিলেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে না, স্বরূপ লাভও হইবে না। ঋষি ছন্দ ও দেবতাজ্ঞানসহ মুদ্রার সহিত কৃত সংসার; যজ্ঞের (নাম যজ্ঞের) সহ সধ্যান মন্ত্রকেই পূজা করিবে। (জপই প্রধান পূজা)। নারায়ণের আর্য গায়ত্রীই দেবতা, চন্দ্র অধিদেবতা। লক্ষ্মীপতি অচ্যুত, শ্রীবিষ্ণু হরিই পরমাত্মা, প্রণবই বীজ, চতুর্থীবিভক্তির অর্থ ই শক্তি।১১৩-১৭

ক্রুদ্ধোল্কায়, মহোল্কায়, বিষ্ণূল্কায়, জাল্কায় ও সহস্রোল্কায় এই পঞ্চাঙ্গ ন্যাস। হৃদয়ে, মস্তকে, শিখাতে ও নেত্রদ্বয়ে কবচ ন্যাস করিবে। বৈষ্ণবগণ সমস্তমন্ত্রেই এই পঞ্চাঙ্গন্যাসের বিধান করিয়াছেন।১১৮-১৯

"ওঁ নমো নারায়ণায়" এই ত্রিপদ নারায়ণমন্ত্রের দ্বারা

পৃষ্ঠে চ জান্বোঃ পদয়োর্মন্ত্রার্ণানি যদা ন্যসেৎ।
অষ্টাক্ষরাণ্যষ্টদিক্ষু ক্রমেণ তদনন্তরম্ ॥১২১
নাসিকায়াং তথাক্ষ্ণোশ্চ শ্রোত্রয়োরাননে তথা।
কণ্ঠে চ স্তনয়োর্নাভৌ গুহ্যে চ তদনন্তরম্ ॥১২২
অচক্রায় বিচক্রায় সুচক্রায় তথৈব চ।
জ্বালা-মহাসুচক্রায় ত্রৈলোক্যায় তদনন্তরম্ ॥১২৩
আধারকালচক্রায় দশদিক্ষু যথাক্রমম্।
স্বাহান্তং প্রণবাদ্যন্তং ন্যসেচ্চক্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥১২৪
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ।
হৃদয়ে প্রতিমায়াং বা জলে সবিতৃমণ্ডলে ॥১২৫
বহ্নৌ চ স্থণ্ডিলে বাঽপি চিন্তয়েদ্ বিষ্ণুমব্যয়ম্।
বালার্ককোটিসঙ্কাশং পীতবস্ত্রং চতুর্ভুজম্ ॥১২৬
পদ্মপত্রবিশালাক্ষং সর্বাভরণভূষিতম্।
চক্রমব্জং গদাং শঙ্খং চতুর্দোর্ভির্ধৃতং তথা ॥১২৭
শ্রী-ভূমিসহিতং দেবমাসীনং পরমাসনে।
তত্র চাধারশক্ত্যাদ্যৈর্ধর্মাদ্যৈঃ সূরিভির্ধৃতৈঃ ॥১২৮

দিব্যরত্নময়ে পীঠে পঙ্কজেঽষ্টদলে শুভে।
তৎকর্ণিকোপরিতলে তপ্তকাঞ্চনসন্নিভে ॥১২৯
দেবীভ্যাং সহিতং তস্মিন্নাসীনং পঙ্কজাসনে।
চিন্তয়েদ্দক্ষিণে পার্শ্বে লক্ষ্মীং কাঞ্চনসন্নিভাম্ ॥১৩০
পদ্মহস্তবিশালাক্ষীং দুকূলবসনাং শুভাম্।
বামে দূর্বাদলশ্যামাং বিচিত্রাম্বরভূষিতাম্ ॥১৩১
চিন্তয়েদ্ ধরণীং দেবীং নীলোৎপলধরাং শুভাম্।
মহিষ্যশ্চাদলাগ্রেষু চিন্তয়েদ্ ধৃতচামরাঃ ॥১৩২
এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং জপেৎপ্রযতমানসঃ।
স্নাতঃ শুক্লাম্বরধরঃ কৃতকৃত্যো যথাবিধি ॥১৩৩
ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রদেহশ্চ পবিত্রকর এব চ।
শুচিঃ কৃষ্ণাজিনাসীনঃ প্রাণায়ামী চ ন্যাসকৃৎ ॥১৩৪
শঙ্খ-চক্র-গদা-খড়্গ-শার্ঙ্গ-পদ্মান্যনুক্রমাৎ।
তার্ক্ষ্যঞ্চ বনমালাঞ্চ মুদ্রা অষ্ট প্রপূজয়েৎ ॥১৩৫
পশ্চাদ্ ধ্যাত্বা জগন্নাথং মনসৈবার্চয়েদ্ বিভুম্।
গন্ধ-পুষ্পাদিসকলং মন্ত্রেণৈব নিবেদয়েৎ ॥১৩৬

যথাক্রমে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, বাহুদ্বয়ে, জঘনে, পৃষ্ঠে, জানুদ্বয়ে ও পাদদ্বয়ে মন্ত্রগুলির ষড়ঙ্গ বিন্যাস করিবে। তারপর অষ্টদিকে ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্রের বিন্যাস করিবে। পরে নাসিকাতে, নেত্রদ্বয়ে, শ্রোত্রদ্বয়ে, মুখে, কণ্ঠে, স্তনদ্বয়ে, নাভিতে ও গুহ্যদেশে মন্ত্রন্যাস করিবে। তৎপর আয়ুধ ন্যাস করিবে। যথা—অচক্র, বিচক্র, সুচক্র, জ্বালামহাসুচক্র ত্রৈলোক্যেও মন্ত্রন্যাস করিবে।১২০-২৩

পরে আধারকালচক্রে ক্রমে দশদিকে প্রণবাদি স্বাহান্তমন্ত্রে বৈষ্ণব চক্রন্যাস করিবে। এইরূপে ন্যাসবিধি সমাপ্ত করিয় পরে ধ্যান করিবে। স্বহৃদয়ে অথবা প্রতিমাতে, জলে কিংবা সূর্য্যমণ্ডলে, বহ্নিতে কিংবা স্থণ্ডিলে সর্ব্বব্যাপী অবিনাশী বিষ্ণুকে চিন্তা করিবে। তিনি কোটি কোটি বালসূর্য্যসদৃশ, পীতবস্ত্রধারী, চতুর্ভুজ, পদ্মপত্রের ন্যায় বিশাল নয়নবিশিষ্ট, সর্ব্ব আভরণে বিভূষিত, এবং চতুর্বাহু দ্বারা চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন।১২৪-২৭

লক্ষ্মী ও ভূমিসহ নিত্যযুক্ত, শ্রেষ্ঠ আসনে উপবিষ্ট, আধারশক্তি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ বিদ্বদ্মণ্ডলী দ্বারা ধৃত দিব্যরত্নময় পীঠে মঙ্গলময় অষ্টদল পদ্মোপরি উপবিষ্ট, তৎকর্ণিকার উপরে তপ্তকাঞ্চনতুল্য পদ্মাসনে দেবীদ্বয় সহ উপবিষ্ট শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। তার দক্ষিণ পার্শ্বে কাঞ্চনবর্ণতুল্য লক্ষ্মীদেবীকেও চিন্তা করিবে। ১২৮-৩০

এবং তাঁহার বামপার্শ্বে পদ্মহস্তা, বিশালনয়না, দুকূলবসনা, দূর্ব্বাদলশ্যামা, বিচিত্রবস্ত্র ও বসনভূষিতা, নীলোৎপলধারিণী ধরণীদেবীকে চিন্তা করিবে। আসন-পদ্মে অষ্টদলে চামরধৃতা মহিষীগণকে চিন্তা করিবে। স্নানান্তে শুক্লাম্বরধারী হইয়া নিত্যকৃত্য সমাপনপূর্ব্বক উল্লিখিত ধ্যানান্তে একাগ্রচিত্তে নিত্যই শ্রীহরির অর্থাৎ তন্মন্ত্রের জপ করিবে।১৩১-৩৩

উর্দ্ধপুণ্ড্র হস্তে কুশধারণ করত শুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণসার-চর্ম্মে উপবিষ্ট হওত, প্রাণায়ামপূর্ব্বক যথাবিধি ন্যাস করিবে এবং পরে শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ, ধনু, পদ্ম গরুড় ও বনমালা এই অষ্টসংখ্যক মুদ্রাকে পূজা করিবে।১৩৪-৩৫

অনেনাভ্যর্চিতো বিষ্ণুঃ প্রীতো ভবতি তৎক্ষণাৎ।
অযুতং বা সহস্রং বা ত্রিসন্ধ্যাসু জপেন্মনুম্॥
বিষ্ণোঃ সমানরূপেণ শাশ্বতং পদমাপ্নুয়াৎ॥১৩৭
আয়ুষ্কামা জপেন্নিত্যং ষণ্মাসং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
অযুতং তু জপেন্মন্ত্রং সহস্রং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্॥১৩৮
আয়ুর্নিরাময়ং সম্পত্তবেদ্ বর্ষশতাধিকম্।
বিদ্যাকামী জপেদ্ বর্ষং ত্রিসন্ধ্যাস্বযুতং মনুম্॥১৩৯
জুহুয়াদ্ বিমলৈঃ পুষ্পৈঃ সহস্রং নিযতেন্দ্রিয়ঃ।
অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং ভবেদ্ ব্যাসসমো দ্বিজঃ॥১৪
বিবাহার্থী জপেন্নিত্যমেবং বর্ষচতুষ্টয়ম্॥১৪১
রাজহোমী সহস্রং তু লভেৎ কন্যাং সুশোভিতাম্।
সম্পৎকামী জপেন্নিত্যং ত্র্যযুতং বৎসরত্রয়ম্॥১৪২

পরে আবার ধ্যান করিয়া মানসোপচারে প্রভু জগন্নাথকে পূজা করিবে। সমস্ত গন্ধপুষ্পাদি ঐ মন্ত্র দ্বারাই নিবেদন করিবে।১৩৬

## শ্রীশ্রীনারায়ণের পূজার ফল।

এইভাবে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ তিনি প্রীত হইবেন। ত্রিসন্ধ্যায় অযুতসংখ্যক বা সহস্রসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে। ইহার দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর তুল্য হইয়া পরম শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে।১৩৭

দীর্ঘায়ুষ্কামী সন্ন্যাস পর্য্যন্ত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্যই অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে ও সহস্রসংখ্যক ঘৃতাহুতি দান করিবে।১৩৮

ইহাতে শতবর্ষেরও অধিক নীরোগ দীর্ঘায়ু হইবে ও সম্পৎলাভ করিবে। বিদ্যাকামী ত্রিসন্ধ্যায় সংবৎসর পর্য্যন্ত অযুতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।১৩৯

এবং সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নির্ম্মল পুষ্প দ্বারা সহস্র হোম করিবে। তাহা হইলে ব্যাস সমান হইয়া ব্রাহ্মণ অষ্টাদশ বিদ্যায় পারদর্শী হইবে।১৪০

বিবাহার্থী ব্যক্তি বর্ষচতুষ্টয় পর্য্যন্ত প্রত্যহই ঐ মন্ত্র জপ করিবে এবং লাজ (খই) দ্বারা সহস্র হোম করিবে তাহা হইলে স্বালঙ্কৃতা উত্তমা কন্যা লাভ করিবে এবং

পদ্মৈর্বা পদ্মপত্রৈর্বা তথা হোমী শ্রিয়ং লভেৎ।
ভূকামী তু জপেন্নিত্যং বৎসরং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ॥১৪৩
দূর্বাভির্জুহুয়াত্তদ্বল্লভেদ্ভুমিমভীপ্সিতম্।
রাজ্যকামী জপেন্নিত্যং ষড়ব্দং ত্র্যযুতং তথা॥১৪৪
সহস্রং জুহুয়ান্ নিত্যং পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্।
চক্রবর্তী ভবেৎ সদ্যঃ পদ্মা ভর্ত্তুঃ প্রসাদতঃ॥১৪৫
দ্বাদশাব্দং জপেদ্দেবং সততং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
আত্মহোমী তু যো নিত্যমিন্দ্রত্বং লভতে নরঃ॥১৪৬
লক্ষং জপেচ্চ যো নিত্যং ত্রিংশদ্‌বর্ষং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
ব্রহ্মত্বং বা শিবত্বং বা সমাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥১৪৭

সম্পৎকামী ব্যক্তি তিনবৎসরব্যাপী প্রত্যহ জপ করিয়া তিন অযুত সংখ্যক (৩০ হাজার) জপ করিবে। পদ্ম বা পদ্মপত্রের দ্বারা হোম করিলে সম্পৎলাভ করা যায়। ভূমিলাভেচ্ছু ব্যক্তি বৎসরকাল সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্যই জপ করিবে। দূর্ব্বা দ্বারা হোম করিলে অভীষ্ট ভূমিলাভ হইবে। রাজ্যকামী ব্যক্তি ছয়বৎসর পর্য্যন্ত নিত্য ত্রিশ হাজার জপ করিবে। নিত্যই ঘৃতমিশ্রিত পরমান্ন দ্বারা সহস্র হোম করিলে শ্রীশ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহে শীঘ্রই চক্রবর্ত্তী (সম্রাট্) হইবে। দ্বাদশ বৎসর পর্য্যন্ত পরমাত্মার ঐ মন্ত্র বিজিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্যই জপ করিলে মনুষ্য ইন্দ্রত্ব লাভ করিতে পারে।১৪১-৪৬

ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত জিতেন্দ্রিয় হইয়া লক্ষ জপ করিলে ব্রহ্মত্ব বা শিবত্ব লাভ করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে যাবজ্জীবন নিত্যই অযুত-সংখ্যক জপ করিবে এবং বহ্নিতে সহস্র বা শতসংখ্যক ঘৃতমিশ্রিত চরু দ্বারা কিম্বা ঘৃতমিশ্রিত শর্করাযুক্ত তিলের দ্বারা কিম্বা পদ্মের দ্বারা অথবা বিল্বপত্র দ্বারা অথবা অশ্বত্থ-সমিধ্ দ্বারা কিম্বা সরস তুলসীদল দ্বারা হোম করিবে ও প্রত্যহ সনাতন শ্রীবিষ্ণুর তৎতন্মন্ত্রে পূজা করিবে, সে ব্যক্তি সত্বর গরুড় বা অনন্তের

যাবজ্জীবং তু যো নিত্যমযুতং সুসমাহিতঃ।
সহস্রং বা শতং বাপি হোতব্যং বহ্নিমণ্ডলে ॥১৪৮
আজ্যেন চরুণা বাপি তিলৈর্বা শর্করান্বিতৈঃ।
পদ্মৈর্বিল্বপত্রৈর্বা সমিদ্ভিঃ পিপ্পলস্য বা।
কোমলৈস্তুলসীপত্রৈরর্চয়িত্বা সনাতনম্ ॥১৪৯
অনন্তবিহগেশানাং ক্ষিপ্রমন্যতমো ভবেৎ।
কিমত্র বহুনোক্তেন সর্বসিদ্ধিপ্রদো নৃণাম্ ॥১৫০
শ্রীমদষ্টাক্ষরো মন্ত্রো নিত্যপ্রিয়তমো হরেঃ।
অসীনো বা শয়ানো বা তিষ্ঠন্ বা যত্র কুত্রচিৎ ॥১৫১
জপেদষ্টাক্ষরং মন্ত্রং তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি।
সংস্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ ॥১৫২
অভিতঃ সর্বদেবানাং যো জপেৎ সততং মনুম্।
ব্রহ্মঘ্নো বা কৃতঘ্নো বা মহাপাপযুতোঽপি বা ॥১৫৩
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারং দৃষ্ট্যা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারো যথা ভাগবতোত্তমাঃ ॥১৫৪

অন্যতম হইবে—সন্দেহ নাই। অধিক কি, ঐ মন্ত্র মনুষ্যের সর্ব্ব-সিদ্ধিপ্রদ।১৪৭-৫০

শ্রীহরির ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয়তম। উপবেশন করিয়াই হউক, শয়ান থাকিয়াই হউক, যাইতে যাইতেই হউক, দণ্ডায়মান থাকিয়াই হউক, যে স্থানেই হউক ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে শ্রীবিষ্ণু জাপকের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। জপকারীর সর্ব্বতীর্থে স্নানজনিত ফল হয় এবং তাহার সমস্ত যজ্ঞেই দীক্ষিত হওয়ার ফল লাভ হয়।১৫১-৫২

শ্রীহরি বা শ্রীশিব বা শ্রীদুর্গা, কালী প্রভৃতি যে কোন দেবতার সমীপে সতত যদি ঐ অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র জপ করা যায়, তবে ব্রহ্মহত্যাকারী বা কৃতঘ্ন বা মহাপাপ যুক্ত হইলেও সে তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। ঐ অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্রের জাপক ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ভাগবত হইয়া দেবতা, অসুর ও মনুষ্যের সহিত সমগ্র জগৎকে পবিত্র করে। যে ব্যক্তি ঐ অষ্টাক্ষর মন্ত্রের জপকারীকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে

পুনন্তি সকলং লোকং সদেবাসুরমানুষম্।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারং প্রণমেদ্ যস্তু ভক্তিতঃ ॥১৫৫
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
অচিন্ত্যমেতন্মাহাত্ম্যং মনোরস্য জগৎপতেঃ ॥১৫৬
নহি বক্তুং ময়া শক্যং ব্রহ্মাদিত্রিদশৈরপি।
অথ বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং দ্বাদশার্ণস্য পার্থিব ॥১৫৭
যস্যোচ্চারণমাত্রেণ দ্বাদশাব্দফলং লভেৎ।
নমো ভগবতে নিত্যং বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে ॥১৫৮
প্রণবেন সমাযুক্তং দ্বাদশার্ণমনুং জপেৎ।
পূর্ববৎ প্রণবস্যার্থং নমসশ্চ মহামনোঃ ॥১৫৯
ঐশ্বর্যঞ্চ তথা বীর্য্যং তেজঃ শক্তিরনুত্তমা।
জ্ঞানং বলং যদেতেষাং ষণ্ণাং ভগবদীরিতঃ ॥১৬০
এভির্গুণৈঃ পূর্ববাক্যঃ স এব ভগবান্ হরিঃ।
নিত্যা চ যা ভগবতী প্রোচ্যতে মুনিসত্তমৈঃ ॥১৬১

পূজিত হয়। জগৎপতি শ্রীবিষ্ণুর এই অষ্টাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য অচিন্তনীয়।১৫৫-৫৬

আমি কিম্বা ব্রহ্মাদি দেবগণ কেহই ঐ মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলিতে সক্ষম নই। হে রাজন্! এখন দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের মাহাত্ম্য বলিতেছি।১৫৭

সেই মন্ত্রের উচ্চারণমাত্রেই দ্বাদশবর্ষব্যাপী জপেরই ফল হয়। ভগবান্ বাসুদেব শার্ঙ্গীকে নিত্য প্রণাম করি। ইহাতে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র বলা হইল, যথা—ওঁ "ভগবতে বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে" নমঃ।১৫৮

আদিতে প্রণব (ওঙ্কার) সংযুক্ত করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে অর্থাৎ "ওঁ ভগবতে বাসুদেবায় শার্ঙ্গিণে", ইহাই মন্ত্র। প্রণবের ও নমস্ শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ।১৫৯

সমগ্র ঐশ্বর্য্য (অনিমাদি), বীর্য্য, তেজঃ, অনুত্তম শক্তি, সমগ্র জ্ঞান ও বল এই ছয়টী গুণ শ্রীভগবৎ শক্তি। এই ছয়টী গুণ দ্বারা সিদ্ধবাক্ যিনি, তিনিই সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি। (ঐ ছয়টি গুণকেই "ভগ" বলে)। মুনিশ্রেষ্ঠগণ যে ভগবতী শক্তিকে নিত্যা বলিয়াছেন

ঐশ্বর্যরূপা সা দেবী সুভগা কমলালয়া।
ঐশ্বরী সর্বজগতাং বিষ্ণুপত্নী সনাতনী ॥১৬২
তস্যাঃ পতিত্বাদীশস্য ভগবানিতি চোচ্যতে।
তস্মাত্তু ভগবান্ শ্রীমানেকার্থো মুনিভিঃ স্মৃতঃ ॥১৬৩
ভগবানিতি শব্দোঽয়ং তথা পুরুষ ইত্যপি।
নিরুপাধৌ চ বর্তেত বাসুদেবেঽখিলাত্মনি ॥১৬৪
বক্ষ্যন্তি কেচিদ্ভগবান্ জ্ঞানবানিতি সত্তমাঃ।
তদ্বাসুদেবেনোক্তং স্যাৎ সামান্যত্বাত্ততোঽন্যথা ॥১৬৫
তস্মাৎ কল্যাণগুণবান্ শ্রীমান্ যোঽসৌ জগৎপতিঃ।
স এব ভগবান্ বিষ্ণুর্বাসুদেবঃ সনাতনঃ ॥১৬৬
ভগবতে শ্রীমতে চেত্যেকার্থে হি প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
গুণবান্ ভগবানেব সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশকৃৎ ॥১৬৭
দ্বৌ দ্বৌ গুণাবধিষ্ঠায় সর্বাদ্যমকরোৎ প্রভুঃ।
প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সঙ্কর্ষণ ইতীরিতঃ ॥১৬৮

তিনিই ঐশ্বর্য্যরূপা সুভগা, তিনিই কমলালয়া, সমস্ত জগতের নিয়ন্ত্রী, তিনিই সনাতনী বিষ্ণুপত্নী ।১৬০-৬২

তাঁহার স্বামী বলিয়া তাঁহাকে (স্বামীকে) ভগবান্ বলা হয়। এই জন্যই মুনিগণ মিলিতার্থ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে শ্রীমান্ ভগবান্ বলিয়াছেন ।১৬৩

সর্ব্ব জগতের আত্মা নিরুপাধি বাসুদেবকে "পুরুষ" "ভগবান্" ইত্যাদি বলা হয়। কেহ তাঁহাকে ভগবান্ বলেন, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জ্ঞানবান্ বলেন। শ্রীর সহিত মিলিতহেতু পরমাত্মা বাসুদেবের ঐ ঐ নাম বাসুদেবই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অন্যথা তাদৃশ নাম হইত না ।১৬৪ ৬৫

অতএব সর্ব্বকল্যাণময়গুণযুক্ত যে জগৎপতি শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর সহিত মিলিত হইয়া আছেন, তিনিই ভগবান্ বিষ্ণু এবং তিনিই সনাতন বাসুদেব ।১৬৬

পণ্ডিতগণ এইজন্যই বিষ্ণুবাচক "ভগবান্" ও "শ্রীমান্" এই শব্দদ্বয়কে একার্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন। তাদৃশ গুণবিশিষ্ট ভগবান্ই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী ।১৬৭

শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর দুই দুইটী গুণ আশ্রয় করিয়াই প্রভু সনাতন শ্রীবিষ্ণু সৃষ্টি-স্থিত্যাদি লীলা করেন।

ভগবান্ বাসুদেবোঽসৌ সৃষ্ট্যাদ্যমকরোৎ স্বয়ম্।
ঐশ্বর্য্য-বীর্য্যবান্ সর্গে প্রদ্যুম্নঃ পর্য্যপদ্যত ॥১৬৯
তেজঃ শক্তিং সমাবিশ্য অনিরুদ্ধো হ্যপালয়েৎ।
বলজ্ঞানে তথা দ্বে তু সঙ্কর্ষণো হ্যধিষ্ঠিতঃ ॥১৭০
অকরোদ্ভগবানেব সংহারং জগতঃ পুনঃ।
এবং ষড়্গুণপূর্ণত্বাৎ পতিত্বাত্ত্বপি চ শ্রিয়ঃ ॥১৭১
সর্গাদেঃ কারণত্বাচ্চ ভগবানিতি চোচ্যতে।
সর্বত্রাসৌ সমস্তঞ্চ বসত্যত্রেতি বৈ যতঃ ॥১৭২
ততঃ স বাসুদেবেতি বিদ্বদ্ভিঃ পরিগদ্যতে।
চতুর্থী পূর্ববদ্ বিদ্যাৎ কৈঙ্কর্য্যার্থং মহাত্মনঃ ॥১৭৩
এবং জ্ঞাত্বা মনোরর্থং দ্বাদশার্ণস্য চক্রিণঃ।
সংসিদ্ধিং পরমাপ্নোতি সম্যগাবর্ত্য চেতসা ॥১৭৪
গত্বা গত্বা নিবর্তন্তে সর্বক্রতুফলৈরপি।
তদ্‌গত্বা ন নিবর্তন্তে দ্বাদশাক্ষরচিন্তকাঃ ॥১৭৫

তিনিই তখন প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ এবং সঙ্কর্ষণনামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ভগবান্ বাসুদেব স্বয়ং সৃষ্ট্যাদিকার্য্য করেন। সৃষ্টিকালে ঐশ্বর্য্য ও বীর্য্যবান্ হইয়া প্রদ্যুম্নভাব প্রাপ্ত হন। তাঁহার তেজঃশক্তি আশ্রয় করিয়া অনিরুদ্ধরূপে জগৎ পালন করেন। বল ও জ্ঞানশক্তি আশ্রয় করিয়া সঙ্কর্ষণনাম ধারণ করত শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই জগতের সংহারকার্য্য সম্পন্ন করেন। শ্রীর স্বামিহেতু পূর্ব্বোক্ত ছয়টী গুণ দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া স্বয়ং-পরমাত্মা বিষ্ণু সৃষ্ট্যাদির কারণ ও ভগবান্রূপে অভিহিত হন। এই শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বত্র সমস্ত বস্তুতে বাস করেন। এইজন্য বিদ্বান্‌গণ তাঁহাকে বাসুদেব বলিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত অর্থজ্ঞান অনুসারেই চতুর্থী বিভক্তির অর্থই মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুর দাসত্ব অর্থাৎ দাসত্ব অর্থ প্রকাশের জন্যই চতুর্থীবিভক্তি দেওয়া হইয়াছে ।১৬৮-৭৩

শ্রীভগবান্ চক্রধারীর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রের এইরূপ অর্থ জানিয়া এবং চিত্তে ঐরূপ অর্থ পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তিত বা অবধারণ করিয়া পরম সংসিদ্ধি অর্থাৎ মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।১৭৪

দ্বাদশার্ণং সকৃজ্জপ্ত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে।
ব্রহ্মহত্যাদিপাপানি তৎসংসর্গকৃতানি চ ॥১৭৬
দ্বাদশার্ণং মনোর্জপ্তু র্দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্।
সর্বসৌভাগ্যসুখদং পুত্র-পৌত্রাভিবর্দ্ধনম্ ॥১৭৭
সর্বকামপ্রদং নৃণামায়ুরারোগ্যবর্দ্ধনম্।
দেবত্বমমরেশত্বং শিব-ব্রহ্মত্বমেব চ ॥১৭৮
দ্বাদশার্ণমনুং জপ্ত্বা সমাপ্নোতি ন সংশয়ঃ।
দুরাচারোঽপি সর্বাশী কৃতঘ্নো নাস্তিকোঽপি বা ॥১৭৯
দ্বাদশার্ণমনুং জপ্ত্বা বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
প্রজাপতিঃ কশ্যপশ্চ মনুঃ স্বায়ম্ভুবস্তথা ॥১৮০
সপ্তর্ষয়ো ধ্রুবশ্চৈতে ঋষয়স্তস্য কীর্তিতাঃ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপোঽত্রিশ্চ বিশ্বামিত্রশ্চ গৌতমঃ ॥১৮১
জমদগ্নির্ভরদ্বাজস্ত্বেতে সপ্ত মহর্ষয়ঃ।
ভগবান্ বাসুদেবো বৈ দেবতাস্য প্রকীর্তিতঃ ॥১৮২
ছন্দশ্চ পরমাদৈবী গায়ত্রী সমুদাহৃতা।
সাধকানাং সদা রাজন্ কামধেনুরিতীরিতঃ ॥১৮৩
দশাঙ্গুলীষু তলয়োর্দ্বাদশার্ণানি বিন্যসেৎ।
পদৈশ্চতুর্ভিরঙ্গেষু বিন্যসেত্তদনন্তরম্ ॥১৮৪
চতুরঙ্গেষু বিন্যস্য মন্ত্রেণোত্তরয়োর্দ্বয়োঃ।
মূর্দ্ধ্যাস্য-নেত্রয়োর্নাসা-কর্ণয়োর্ভুজয়োস্তথা ॥
হৃদি কুক্ষৌ তথা গুহ্যে উর্বোর্জান্বোশ্চ পাদয়োঃ ॥১৮৫
মন্ত্রার্ণানি তু বিন্যস্য ক্রমেণৈব নৃপোত্তম।
অচক্রায় বিচক্রায় সুচক্রায় তথৈব চ ॥১৮৬
তথা ত্রৈলোক্যচক্রায় মহাচক্রায় বৈ তথা।
অসুরান্তকচক্রায় স্বাহান্তং প্রণবাদিকম্ ॥১৮৭
হৃদয়াদিষড়ঙ্গেষু যথাশাস্ত্রং প্রযোজয়েৎ।
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে সমাসীনং শ্রিয়া সহ ॥১৮৮

সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইয়াও জীব প্রতি মরণান্তে আবার জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু এই দ্বাদশাক্ষরের অর্থ চিন্তা-পরায়ণ সাধকের মরণান্তে আর জন্ম হয় না। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র একবার জপ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। এমন কি, ব্রহ্মহত্যাদিজন্য-পাপ ও তৎসংসর্গজন্যপাপ এতৎ সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়। অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রই জপকারীর হৃদয়স্থিত সমস্ত পাপ ধ্বংস করে। আরও, সমস্তসৌভাগ্যসুখদায়ক, পুত্রপৌত্রাদি-বর্দ্ধক, সর্ব্বাভিলষিত বস্তুদাতা, ঐ মন্ত্রজপকারী মনুষ্যদের আয়ু বর্দ্ধন ও আরোগ্য প্রদান করে। আরও ঐ দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলে দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব এবং ব্রহ্মত্বও প্রাপ্ত হওয়া যায়—ইহাতে সন্দেহ নাই। নিতান্ত দুরাচার হইলেও অভক্ষ্য-ভক্ষ্যসমস্ত ভক্ষণ করিলে, কৃতঘ্ন হইলে কিম্বা নাস্তিক হইলেও মাত্র দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিলেই সেই জাপক শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। প্রজাপতি ব্রহ্মা, কশ্যপ, সায়ম্ভুব মনু, সপ্তর্ষিগণ, ধ্রুব এবং অন্যান্য ঋষিগণ ইহা বলিয়াছেন। বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গৌতম জমদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্ত মহর্ষিগণও ইহা বলিয়াছেন। উক্ত মন্ত্রের দেবতা ভগবান্ বাসুদেব। দৈবী গায়ত্রী ছন্দ—ইহা বলা হইয়াছে। হে রাজন্! ঐ মন্ত্রটী সাধকদের কামধেনুসদৃশ—ইহা উক্ত হইয়াছে।১৭৫-৮৩

হস্ততলের দ্বাদশ অঙ্গুলিতে উহার দ্বাদশ অক্ষরের বিন্যাস করিবে। তারপর চারিটী পদ সর্ব্বাঙ্গে বিন্যস্ত করিবে। মন্ত্রের শেষের দুইটী পদ চারিটী অঙ্গে বিন্যস্ত করিবে। হে নৃপোত্তম! শেষে মস্তকে, মুখে, নেত্রদ্বয়ে, নাসাদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, ভুজদ্বয়ে, হৃদয়ে, উদরে, গুহ্যদেশে, উরুদ্বয়ে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে মন্ত্রাক্ষরসমূহ যথাক্রমে বিন্যস্ত করিবে।১৮৪-৮৫

পরে প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে অচক্রায়, বিচক্রায়, সুচক্রায়, ত্রৈলোক্যচক্রায়, মহাচক্রায় ও অসুরান্তকচক্রায় এইরূপে হৃদয়াদি ষড়ঙ্গে যথাশাস্ত্র আয়ুধবিন্যাস করিবে। পরে শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিবে। যথা—তিনি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত ক্ষীরসমুদ্রের মধ্যে শেষপর্য্যঙ্কে (অনন্তশয্যায়) উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার বর্ণ জলপূর্ণমেঘতুল্য নীল, তিনি

নীলজীমূতসঙ্কাশং তপ্তকাঞ্চনভূষণম্ ।
পীতাম্বরধরং দেবং রক্তাব্জদললোচনম্ ॥১৮৯
দীর্ঘৈশ্চতুর্ভির্দোর্ভিশ্চ সর্বাভরণভূষিতৈঃ ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শার্ঙ্গান্ বিভ্রাণং পরমেশ্বরম্ ॥১৯০
নানাকুসুমসম্বদ্ধনীলকুন্তলশীর্ষজম্ ।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং বনমালাবিভূষিতম্ ॥১৯১
সমাশ্লিষ্টং শ্রিয়া দিব্যা পদ্ময়া পদ্মহস্তয়া ।
স্তূয়মানং বিমানস্থৈর্দেব-গন্ধর্ব-কিন্নরৈঃ ॥১৯২
মুনিভিঃ সনকাদ্যৈশ্চ সেবিতঞ্চ সুরর্ষিভিঃ ।
এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥১৯৩
অর্চ্চয়িত্বা হৃষীকেশং সুগন্ধকুসুমৈঃ সদা ।
শালগ্রামাদিকস্থিতমর্চ্যমমুং জপেদ্ বুধঃ ॥১৯৪
জপিত্বা দশসাহস্রং যাবজ্জীবং সমাহিতঃ ।
বৈষ্ণবং পদমাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্ ॥১৯৫

তপ্তস্বর্ণালঙ্কারভূষিত, পীতাম্বরধারী, দীপ্তিমান্ রক্তপদ্ম-দলের ন্যায় তাঁহার নয়নদ্বয়, সুদীর্ঘ আজানুলম্বিত সর্ব্বাভরণভূষিত চতুর্ভুজধারী, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও ধনুর্ধারী,—এইরূপে পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে।১৮৬ ৯০

তাঁহার মস্তক নানা কুসুমসংযুক্ত ও নীলবর্ণ-কুণ্ডলযুক্ত, বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি, বনমালাশোভিত তাঁহার কণ্ঠ। পদ্মহস্তা শ্রীপদ্মা (লক্ষ্মী) দ্বারা আলিঙ্গিত তাঁহার দেহ। বিমানস্থ দেব, গন্ধর্ব ও কিন্নরগণ তাঁহার স্তব করিতেছেন। সনকাদি মুনিগণ ও দেবর্ষিগণ তাঁহার সেবা করিতেছেন—এইরূপ চিন্তা করিবে। পূর্বোক্তরূপে শ্রীহরির ধ্যানান্তে সমাহিতরূপে নিত্যই ঐ মন্ত্র জপ করিবে।১৯১-৯৩

সর্ব্বদা সুগন্ধ কুসুম দ্বারা সনাতন হৃষীকেশের পূজা করিয়া শালগ্রামাদি প্রতীকস্থিত নারায়ণকে পূজা করিয়া অর্চ্চনীয় সেই নারায়ণের মন্ত্র জপ করিবে।১৯৪

যাবজ্জীবন একাগ্রমনে প্রত্যহ দশ সহস্র জপ করিলে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে, আর পুনরায় জন্ম হইবে না। দীর্ঘায়ুষ্কামী ব্যক্তি সংবৎসরকাল পর্য্যন্ত

আয়ুষ্কামী জপেন্নিত্যং বৎসরং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ।
সংখ্যা দ্বাদশসাহস্রং হোমং তিলসহস্রকম্ ॥১৯৬
লভেতায়ুঃ শতসমা দুঃখরোগবিবর্জিতম্ ।
বিবাহকামী ষণ্মাসং জপেন্নিত্যং জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৯৭
আজ্যহোমী সহস্রন্তু লভেৎ কন্যাং সুলক্ষণাম্ ।
সম্পৎকামী জপেন্নিত্যং বৎসরন্তু সহস্রশঃ ॥১৯৮
সাজ্যৈশ্চ ব্রীহিভির্হোমৈঃ সহস্রং শ্রিয়মাপ্নুয়াৎ ।
রাজ্যমিন্দ্রপদং বাপি শিবত্বং ব্রহ্মতামপি ॥১৯৯
বহুকালং বিল্বপত্রৈঃ কমলৈর্বা জপেন্মনুম্ ।
জুহুয়াচ্চ জপেন্নিত্যং তত্তৎ প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥২০০
যং যং কাময়তে চিত্তে তত্র তত্র নৃপোত্তম !
জুহুয়ান্মালতীপুষ্পৈরযুতং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২০১
তাং তাং সিদ্ধিমবাপ্নোতি পদং চাপ্নোতি বৈষ্ণবম্ ।
দ্বাদশার্ণেন মনুনা পক্ষে পক্ষে দ্বিজোত্তমঃ ॥২০২

জিতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য দ্বাদশ সহস্র জপ করিবে এবং তিল দ্বারা সহস্র হোম করিবে।১৯৫-৯৬

ইহার দ্বারা দুঃখরোগশূন্য হইয়া শতবৎসর আয়ুঃ লাভ করিবে। আর বিবাহকামী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া ষণ্মাসকাল নিত্যই জপ করিবে এবং ঘৃতের দ্বারা সহস্রসংখ্যক হোম করিবে, তাহাতে সে সুলক্ষণা কন্যা লাভ করিবে। সম্পৎকামী ব্যক্তি সংবৎসরকাল প্রত্যহ সহস্র জপ করিবে এবং ঘৃতমিশ্রিত ব্রীহি দ্বারা সহস্র হোম করিবে, তাহাতে শ্রী ( লক্ষ্মী ) লাভ হইবে। রাজ্য, ইন্দ্রত্ব, শিবত্ব বা ব্রহ্মত্ব ও লাভ হইতে পারে।১৯৭-৯৯

বহুকালব্যাপী ঐ মন্ত্রের জপান্তে বিল্বপত্র বা পদ্মের দ্বারা নিত্যই হোম করিলে রাজ্যাদি লাভ হইতে পারে। মনে যে যে কামনা জন্মে, তাহার পূরণের জন্য জিতেন্দ্রিয় হইয়া মালতীপুষ্পদ্বারা হোম করিলে তাহাতে সেই সেই অভিপ্রেত সিদ্ধি লাভ হইবে। এবং অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে। দ্বাদশ অক্ষর মন্ত্র দ্বারা পক্ষে পক্ষে ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবগণ তাদৃশ হোম করিবেন, তাহাতেই সিদ্ধিলাভ হইবে। দ্বাদশীতে কোমল ( সরস ) তুলসীদল দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর

ভগবৎসন্নিধৌ বাপি তুলসী কাননেঽপি বা।
সমাহিতমনা জপ্ত্বা ষড়র্ণং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।।২৩০
তিলহোমাযুতং কৃত্বা সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
এবং বিষ্ণুমনোঃ প্রোক্তং বিধানং নৃপসত্তম ।।২৩১
বিধানৈরধুনাঽমুষ্য মন্ত্রস্যাপি ব্রবীমি তে।
ষড়ক্ষরং দাশরথেস্তারক-ব্রহ্ম কথ্যতে ।।২৩২
সর্বৈশ্বর্যপ্রদং নৃণাং সর্বকামফলপ্রদম্।
এতমেব পরং মন্ত্রং ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবতাঃ ।।২৩৩
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো মুক্ত্বা জপ্ত্বা ভবাম্বুধৌ।
এতন্মন্ত্রমগস্ত্যস্তু জপ্ত্বা রুদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ ।।২৩৪
ব্রহ্মত্বং কাশ্যপো জপ্ত্বা কৌশিকস্ত্বমরেশতাম্।
কার্ত্তিকেয়ো মনুত্বঞ্চ ইন্দ্রার্কৌ গিরি-নারদৌ ।।২৩৫
বালখিল্যাদিমুনয়ো দেবতাত্বং প্রপেদিরে।
এষ বৈ সর্বলোকানামৈশ্বর্য্যস্যৈব কারণম্ ।।২৩৬

শ্রীভগবানের নিকট বা তুলসীকাননে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া অযুতসংখ্যক সতিলাজ্য হোম করিলে মানব সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রের এইরূপ বিধান বলিলাম। এক্ষণে ভগবান্ দাশরথির ষড়ক্ষর মন্ত্রের যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফল বলিতেছি। শ্রীবিষ্ণুর এই ষড়ক্ষর মন্ত্র "তারক ব্রহ্ম" বলিয়া কথিত হইয়াছে।২৩০-৩১

এই মন্ত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ এবং সর্ব্বাভিলাষপ্রদাতা। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ ও মহাত্মগণ এই পরম মন্ত্র জপ করিয়া ভবসমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য এই মন্ত্র জপ করিয়া রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কাশ্যপ এই মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। কৌশিক দেবরাজ-ইন্দ্রপদ লাভ করেন এবং কার্ত্তিক মনুত্ব এবং গিরি ও নারদ ইন্দ্রত্ব ও সূর্য্যত্ব লাভ করেন।২৩৩-৩৫

বালখিল্যাদি মুনিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রই সর্ব্বলোকের ঐশ্বর্য্যলাভের মূল কারণ। এই মন্ত্র জপ করিয়াই রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। ইহার প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন।২৩৬-৩৭

ইমমেব জপেন্মন্ত্রং রুদ্রস্ত্রিপুরঘাতকঃ।
ব্রহ্মহত্যাদি নির্মুক্তঃ পূজ্যমানোঽভবৎ সুরৈঃ ।।২৩৭
অদ্যাপি কাশ্যাং রুদ্রস্তু সর্বেষাং ত্যক্তজীবিনাম্।
দিশত্যেতন্মহামন্ত্রং তারকব্রহ্মনামকম্ ।।২৩৮
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব এব দিবং গতাঃ।
শ্রীরামায় নমো হ্যেষ তারকব্রহ্মনামকঃ ।।২৩৯
নাম্নাং বিষ্ণোঃ সহস্রাণাং তুল্য এব মহামনুঃ।
অনন্তো ভগবন্মন্ত্রো নানেব তু সমাঃ কৃতাঃ।
শ্রিয়ো রমণসামর্থ্যাৎ সৌকর্য্যগুণগৌরবাৎ ।।২৪০
শ্রীরাম ইতি নামেদং তস্য বিষ্ণোঃ প্রকীর্তিতম্।
রময়া নিত্যযুক্তত্বাদ্ রাম ইত্যভিধীয়তে ।।২৪১
রকারমৈশ্বর্য্যবীজং মকারস্তেন সংযুতঃ।
অবধারণযোগেন রামেত্যস্মান্মনোঃ স্মৃতঃ ।।২৪২
শক্তিঃ শ্রীরুচ্যতে রাজন্! সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা।
শ্রিয়ো মনোরমো যোঽসৌ স রাম ইতি বিশ্রুতঃ।।১৪৩

এখনও স্বয়ং রুদ্র কাশী ধামে মৃতমানবের কর্ণে তারকব্রহ্মনামক এই মন্ত্রই দান করিয়া থাকেন।২৩৮

কাশীতে মৃত জীবগণ রুদ্রের মুখনিঃসৃত এই মন্ত্ররূপ তারকব্রহ্ম-নাম শুনিয়াই স্বর্গে গমন করে। এই তারক-ব্রহ্মনামক মন্ত্র হইল—'শ্রীরামায় নমঃ'।২৩৯

## রামমন্ত্র-বিধি।

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য—এই মহামন্ত্র। ভগবানের অনন্ত মন্ত্র নানাভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহার গুণ অর্থাৎ ফল সর্বত্র সমান। শ্রীর রমণসামর্থ্যহেতু সৌকর্য্যগুণের গুরুত্বনিবন্ধন "শ্রীরাম" এই নাম শ্রীবিষ্ণুরই নামরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। রমার (লক্ষ্মীর) সহিত নিত্যযুক্তত্বহেতু তাঁহাকে রাম বলা হয়।২৪০-৪১

"র"কার ঐশ্বর্য্যবীজ, "ম"কার তাহার সহিত সংযুক্ত। দুই মিলিত হইয়া "রাম" এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।২৪২

"শ্রী"শব্দের অর্থ শক্তি। উহা সকল অভীষ্ট ফলদাতা। শ্রীর (লক্ষ্মীর) মনোরম (প্রিয়) যিনি, তিনি 'রাম'নামে বিখ্যাত।২৪৩

তস্মাদেতন্মহামন্ত্রং সর্বসিদ্ধিপ্রদং নৃপ !।
সকৃদুচ্চারণেনাস্য হরিস্তত্র প্রসীদতি ॥২১৬
ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাশ্চ মুনয়শ্চ জপন্তি হি।
ছন্দস্তু তস্য গায়ত্রী দেবতা বিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥২১৭
স্যাদোম্বীজং নমঃ শক্তির্মনোরস্য প্রকীর্তিতম্।
ত্রিভিঃ পদৈঃ ষড়ঙ্গেষু যথাসংখ্যং সুবিন্যসেৎ ॥২১৮
অঙ্গুলীষ্বপি চাঙ্গেষু মন্ত্রার্ণানি যথাক্রমাৎ।
মূর্দ্ধ্যাস্যে হৃদয়ে বাহ্বোঃ পৃষ্ঠে গুহ্যে যথাক্রমম্ ॥২১৯
বিন্যস্য চক্রন্যাসঞ্চ পশ্চাদ্ধ্যানেষু তন্ময়ম্।
প্রণবেনোন্মুখীকৃত্য হৃৎপঙ্কজমধোমুখম্ ॥২২০
বিকাশয়েচ্চ মন্ত্রেণ বিমলং তস্য কেশরম্।
তস্যোপরি চ বহ্ন্যর্ক-সোমবিম্বানি চিন্তয়েৎ ॥২২১
তত্র রত্নময়ং পীঠং তন্মধ্যেঽষ্টদলাম্বুজম্।
তস্মিন্ কোটিশশাঙ্কাভং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্ ॥২২২
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং যুবানং পদ্মলোচনম্।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যং নীলভ্রূলতিকালকম্ ॥২২৩
শ্লক্ষ্ণনাসং রক্তগণ্ডং বিম্বিতোজ্জ্বলকুণ্ডলম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারণং দোর্ভিরুজ্জ্বলৈঃ ॥২২৪
কেয়ূরাঙ্গদ-হারাদ্যৈর্ভূষণৈশ্চন্দনৈরপি।
অলঙ্কৃতং গন্ধ-পুষ্পৈ রক্তহস্তাঙ্ঘ্রিপঙ্কজম্ ॥২২৫
মুক্তাফলাভদন্তালিং বনমালাবিভূষিতম্।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং দিব্যপীতাম্বরং হরিম্ ॥২২৬
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং পদ্ময়া পদ্মহস্তয়া।
সমাশ্লিষ্টমমুং দেবং ধ্যাত্বা বিষ্ণুময়ো ভবেৎ ॥২২৭
মনসেবোপচারাণি কৃত্বা মন্ত্রং জপেত্ততঃ।
ত্রিসন্ধ্যাসু জপেন্নিত্যং সহস্রং সাষ্টকং দ্বিজঃ ॥২১৮
বিষ্ণোর্লোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিবর্জিতম্।
পূর্ববজ্জপহোমাদ্যং কৃত্বা সিদ্ধিং নরো লভেৎ ॥২২৯

মন্ত্রের শরণাপন্ন হইয়া যথাবিধি ঐ ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।২১৫

অতএব এই মহামন্ত্র সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদাতা। হে রাজন্! ইহাকে একবার মাত্র উচ্চারণ করিলেই শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন।২১৬

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি ঋষিগণ এই মন্ত্র জপ করেন। এই মন্ত্রের ছন্দঃ গায়ত্রী এবং দেবতা শ্রীবিষ্ণু। এই মন্ত্রের বীজ "ওঁ" (প্রণব), "নমঃ" শক্তি। মন্ত্রস্থ উক্ত তিন পদের দ্বারা যথাক্রমে ষড়ঙ্গে ন্যাস করিবে। ২১৭-২১৮

অঙ্গুলীসমূহে ও সর্ব্বাঙ্গে যথাক্রমে মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, বাহুদ্বয়ে, পৃষ্ঠে ও গুহ্যদেশে মন্ত্রাক্ষরের বিন্যাস করিবে। অঙ্গন্যাস করিয়া চক্রন্যাস করিবে। পরে ধ্যানে তন্ময় হইবে অধোমুখ হৃৎপদ্মকে প্রণবের দ্বারা ঊর্দ্ধমুখ করিয়া ঐ মন্ত্রের দ্বারা বিমল কেশর ও দলগুলিকে বিকশিত করিবে। তাহার উপর সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নিবিম্ব চিন্তা করিবে।২১৯-২১

তাহাতে রত্নময় পীঠ আছে, তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্ম, তাহাতে কোটিচন্দ্রতুল্য সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত ভগবান্ আছেন। তিনি চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট যুবক, পদ্মের ন্যায় তাঁহার বিস্তৃত নয়নদ্বয়, কোটি কন্দর্প (মদন) তুল্য লাবণ্য-বিশিষ্ট, নীলবর্ণ ভ্রূলতা, অলক (চূর্ণ কুন্তল) যুক্ত, নাসিকাদ্বয় কোমল, গণ্ডস্থল রক্তবর্ণ, তৎপ্রতিবিম্বযুক্ত উজ্জ্বল কুণ্ডল এবং সমুজ্জ্বল বাহুদ্বারা শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধরিয়া আছেন।২২২-২৪

কেয়ূর, অঙ্গদ (বালা), হার প্রভৃতি ভূষণ দ্বারা এবং চন্দন ও গন্ধপুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত, রক্তবর্ণ হস্ত ও পাদপদ্ম, মুক্তাফলের ন্যায় দন্তশ্রেণী, বনমালা দ্বারা বিভূষিত, বক্ষে শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি শোভিত দিব্যপীতাম্বরধারী শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে।২২৫-২৬

তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সদৃশ বর্ণ, পদ্মহস্তা লক্ষ্মী দ্বারা আলিঙ্গিত দেহ এই দীপ্তিমান্ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিলে বিষ্ণুময় হইবে।২২৭

মানসোপচারে পূজা করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ প্রত্যহ তিন সন্ধ্যা অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে। তাহা হইলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবে, পুনরায় জন্ম হইবে না। পূর্ব্বোক্ত নিয়মে জপ-হোমাদি করিলে মানব সিদ্ধিলাভ করিবে।২২৮-২৯

ভগবৎসন্নিধৌ বাপি তুলসী কাননেঽপি বা।
সমাহিতমনা জপ্‌ত্বা ষড়র্ণং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥২৩০
তিলহোমাযুতং কৃত্বা সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
এবং বিষ্ণুমনোঃ প্রোক্তং বিধানং নৃপসত্তম ॥২৩১
বিধানৈরধুনাঽমুষ্য মন্ত্রস্যাপি ব্রবীমি তে।
ষড়ক্ষরং দাশরথেস্তারক-ব্রহ্ম কথ্যতে ॥২৩২
সর্বৈশ্বর্যপ্রদং নৃণাং সর্বকামফলপ্রদম্।
এতমেব পরং মন্ত্রং ব্রহ্মরুদ্রাদিদেবতাঃ ॥২৩৩
ঋষয়শ্চ মহাত্মানো মুক্ত্বা জপ্‌ত্বা ভবাম্বুধৌ।
এতন্মন্ত্রমগস্ত্যস্তু জপ্‌ত্বা রুদ্রত্বমাপ্নুয়াৎ ॥২৩৪
ব্রহ্মত্বং কাশ্যপো জপ্‌ত্বা কৌশিকস্ত্বমরেশতাম্।
কার্ত্তিকেয়ো মনুত্বঞ্চ ইন্দ্রার্কৌ গিরি-নারদৌ ॥২৩৫
বালখিল্যাদিমুনয়ো দেবতাত্বং প্রপেদিরে।
এষ বৈ সর্বলোকানামৈশ্বর্য্যস্যৈব কারণম্ ॥২৩৬

শ্রীভগবানের নিকট বা তুলসীকাননে সংযতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রচিত্তে ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া অযুতসংখ্যক সতিলাজ্য হোম করিলে মানব সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! আমি শ্রীবিষ্ণু মন্ত্রের এইরূপ বিধান বলিলাম। এক্ষণে ভগবান্ দাশরথির ষড়ক্ষর মন্ত্রের যথাবিধি অনুষ্ঠানের ফল বলিতেছি। শ্রীবিষ্ণুর এই ষড়ক্ষর মন্ত্র "তারক ব্রহ্ম" বলিয়া কথিত হইয়াছে।২৩০-৩১

এই মন্ত্র সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদ এবং সর্ব্বাভিলাষপ্রদাতা। ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবগণ, ঋষিগণ ও মহাত্মগণ এই পরম মন্ত্র জপ করিয়া ভবসমুদ্র হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। মহর্ষি অগস্ত্য এই মন্ত্র জপ করিয়া রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কাশ্যপ এই মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। কৌশিক দেবরাজ-ইন্দ্রপদ লাভ করেন এবং কার্ত্তিক মনুত্ব এবং গিরি ও নারদ ইন্দ্রত্ব ও সূর্য্যত্ব লাভ করেন।২৩৩-৩৫

বালখিল্যাদি মুনিগণ দেবত্ব প্রাপ্ত হন। এই মন্ত্রই সর্ব্বলোকের ঐশ্বর্য্যলাভের মূল কারণ। এই মন্ত্র জপ করিয়াই রুদ্র ত্রিপুরাসুরকে বিনাশ করেন। ইহার প্রভাবে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন।২৩৬-৩৭

ইমমেব জপেন্মন্ত্রং রুদ্রস্ত্রিপুরঘাতকঃ।
ব্রহ্মহত্যাদি নির্মুক্তঃ পূজ্যমানোঽভবৎ সুরৈঃ ॥২৩৭
অদ্যাপি কাশ্যাং রুদ্রস্তু সর্বেষাং ত্যক্তজীবিনাম্।
দিশত্যেতন্মহামন্ত্রং তারকব্রহ্মনামকম্ ॥২৩৮
তস্য শ্রবণমাত্রেণ সর্ব এব দিবং গতাঃ।
শ্রীরামায় নমো হ্যেষ তারকব্রহ্মনামকঃ ॥২৩৯
নাম্নাং বিষ্ণোঃ সহস্রাণাং তুল্য এব মহামনুঃ।
অনন্তো ভগবন্মন্ত্রো নানেব তু সমাঃ কৃতাঃ।
শ্রিয়ো রমণসামর্থ্যাৎ সৌকর্য্যগুণগৌরবাৎ ॥২৪০
শ্রীরাম ইতি নামেদং তস্য বিষ্ণোঃ প্রকীর্তিতম্।
রময়া নিত্যযুক্তত্বাদ্ রাম ইত্যভিধীয়তে ॥২৪১
রকারমৈশ্বর্য্যবীজং মকারস্তেন সংযুতঃ।
অবধারণযোগেন রামেত্যস্মান্মনোঃ স্মৃতঃ ॥২৪২
শক্তিঃ শ্রীরুচ্যতে রাজন্! সর্ব্বাভীষ্টফলপ্রদা।
শ্রিয়ো মনোরমো যোঽসৌ স রাম ইতি বিশ্রুতঃ॥১৪৩

এখনও স্বয়ং রুদ্র কাশী ধামে মৃতমানবের কর্ণে তারকব্রহ্মনামক এই মন্ত্রই দান করিয়া থাকেন।২৩৮

কাশীতে মৃত জীবগণ রুদ্রের মুখনিঃসৃত এই মন্ত্ররূপ তারকব্রহ্ম-নাম শুনিয়াই স্বর্গে গমন করে। এই তারক-ব্রহ্মনামক মন্ত্র হইল—'শ্রীরামায় নমঃ'।২৩৯

## রামমন্ত্র-বিধি।

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনামের তুল্য—এই মহামন্ত্র। ভগবানের অনন্ত মন্ত্র নানাভাবে প্রকাশিত হইলেও তাহার গুণ অর্থাৎ ফল সর্বত্র সমান। শ্রীর রমণসামর্থ্যহেতু সৌকর্য্যগুণের গুরুত্বনিবন্ধন "শ্রীরাম" এই নাম শ্রীবিষ্ণুরই নামরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। রমার (লক্ষ্মীর) সহিত নিত্যযুক্তত্বহেতু তাঁহাকে রাম বলা হয়।২৪০-৪১

"র"কার ঐশ্বর্য্যবীজ, "ম"কার তাহার সহিত সংযুক্ত। দুই মিলিত হইয়া "রাম" এই মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।২৪২

"শ্রী"শব্দের অর্থ শক্তি। উহা সকল অভীষ্ট ফলদাতা। শ্রীর (লক্ষ্মীর) মনোরম (প্রিয়) যিনি, তিনি 'রাম'নামে বিখ্যাত।২৪৩

চতুর্থ্যা নমসশ্চৈব সোঽর্থঃ পূর্ব্ববদেব হি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ অগস্ত্যাদ্যা মহর্ষয়ঃ ॥২৪৪
ছন্দশ্চ পরমা দেবী গায়ত্রী সমুদাহৃতা।
শ্রীরামো দেবতা প্রোক্তঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্যপ্রদো হরিঃ ॥২৪৫
অঙ্গুলীষ্বপি চাঙ্গেষু ন্যাসকর্মাদ্যবীজতঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যাস্যে হৃদয়ে পৃষ্ঠে গুহ্যে চরণয়োস্তথা ॥২৪৬
বৈষ্ণবাচ্চ গুরোঃ পঞ্চসংস্কারবিধিপূর্ব্বকম্।
অধীত্য মন্ত্রং বিধিনা পশ্চাদ্দেবং জপেদ্ বুধঃ ॥২৪৭
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাস্তথেতরাঃ।
মন্ত্রাধিকারিণঃ সর্ব্বে হ্যনন্যশরণা যদি ॥২৪৮
স্নানাদি কৃতকৃত্যঃ সন্নূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রঃ পবিত্রধৃক্।
কৃষ্ণাজিনে সমাসীনঃ প্রাণায়ামী চ ন্যাসকৃৎ ॥২৪৯
ধ্যায়েৎ কমলপত্রাক্ষং জানকীসহিতং হরিম্।
নৈব ধ্যানং প্রকুর্ব্বীত বিগ্রহে সতি শার্ঙ্গিণঃ ॥২৫০

চন্দনাগুরুকর্পূরবাসিতে রত্নমণ্ডপে।
বিতানৈঃ পুষ্পমালাদ্যৈর্ধূপৈর্দিব্যৈর্বিরাজিতে ॥২৫১
তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষস্য ছায়ায়াং পরমাসনে।
নানারত্নময়ে দিব্যে সৌবর্ণে সুমনোহরে ॥২৫২
তস্মিন্ বালার্কসঙ্কাশে পঙ্কজেঽষ্টদলে শুভে।
বীরাসনে সমাসীনং বামাঙ্কাশ্রিতসীতয়া ॥২৫৩
সুস্নিগ্ধ-শাদ্বলশ্যামং কোটিবৈশ্বানরপ্রভম্।
যুবানং পদ্মপত্রাক্ষং কনকাম্বরশোভিতম্ ॥২৫৪
সিংহস্কন্ধানুরূপাংসং কম্বুগ্রীবং মহাহনুম্।
পীনবৃত্তায়তস্নিগ্ধমহাবাহুচতুষ্টয়ম্ ॥২৫৫
বিশালবক্ষসং রক্তহস্তপাদতলং শুভম্।
বন্ধুকস্মিতমুক্তাভ-দন্তোষ্ঠদ্বয়শোভিতম্ ॥২৫৬
পূর্ণচন্দ্রাননং স্নিগ্ধং ভ্রূযুগং ঘননাসিকম্।
রম্ভোরুদ্বয়মানীলকুন্তলং সিতচন্দনম্ ॥২৫৭

"শ্রীরামায়" এই চতুর্থীবিভক্তির অর্থ ও নমস্ শব্দের অর্থ পূর্ব্ববৎ। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র ও অগস্ত্য প্রভৃতি মহর্ষিগণ হইলেন—এই মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ—দেবী গায়ত্রী ও শ্রীরামচন্দ্র দেবতা। তিনি সর্ব্ব ঐশ্বর্য্য প্রদতা শ্রীহরি। ঐ মন্ত্রের আদ্য বীজদ্বারা অঙ্গুলীসমূহে, অন্যান্য অঙ্গে, মস্তকে, মুখে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, গুহ্যদেশে ও পাদদ্বয়ে মন্ত্র ন্যাস করিবে।২৪৪ ৪৬

বৈষ্ণবগুরুর নিকট হইতে পঞ্চসংস্কারবিধিসহ যথাবিধি মন্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ভক্তগণ পরে জপ করিবে। অনন্যশরণ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ, স্ত্রীগণ, এবং শূদ্রগণ ও অন্যান্য সকলেই এই মন্ত্রের অধিকারী। ২৪৭-৪৮

স্নানাদি কার্য্য সমাপ্ত করিয়া কৃতকৃত্য অর্থাৎ পবিত্র হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করত পবিত্র কৃষ্ণাজিনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক ন্যাস করিবে।২৪৯

পরে কমলনয়না, জানকীর সহিত শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে। শ্রীভগবানের মূর্ত্তি থাকিলে অনুরূপ ধ্যানের প্রয়োজন নাই।২৫০

পরে নিম্নলিখিতরূপে শ্রীরামচন্দ্রকে চিন্তা করিবে। চন্দন-অগুরু-কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত একটী রত্নমণ্ডপ। তাহাতে পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত, দিব্যধূপাদি দ্বারা সুগন্ধীকৃত একটী চন্দ্রাতপ। ঐ রত্নমণ্ডপমধ্যে কল্পবৃক্ষ। ঐ কল্পবৃক্ষের ছায়াতে সুবর্ণ ও নানা মণিরত্ন নির্ম্মিত পরমশ্রেষ্ঠ দিব্য আসনে বালসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ অষ্টদল পদ্মের উপর বীরাসনে উপবিষ্ট, সুস্নিগ্ধ নূতন ঘাসের ন্যায় শ্যামবর্ণ, কোটিকোটি অগ্নি-তুল্য প্রভাবিশিষ্ট পদ্মপত্রের ন্যায় নয়নদ্বয়-শোভিত, কনকোজ্জ্বল বস্ত্র দ্বারা সুশোভিত যুবক শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যমান। তাঁহার বামক্রোড়ে সীতা সমাশ্রিতা। শ্রীরাম চন্দ্রের বাহুমূল সিংহের স্কন্ধের ন্যায় স্থূল, শঙ্খের ন্যায় ত্রিরেখাযুক্ত গ্রীবা, হনু ( কপোলের প্রান্তভাগ ) দেশ মহান্, বাহু চতুষ্টয়—স্থূল, গোলাকার, সুদীর্ঘ ও স্নিগ্ধ, বিশাল বক্ষঃস্থল, হস্ত ও পাদতল রক্তবর্ণ, দন্ত ও ওষ্ঠদ্বয় মুক্তার ন্যায় শুভ্র ও উজ্জ্বল। বন্ধুক পুষ্পের মত মনোরম হাস্য এবং মুক্তার ন্যায় শুভ্র দন্তের দ্বারা শোভিত ওষ্ঠদ্বয়, পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল, ভ্রূদ্বয় সুমনোহর, ঘননাসিকা, উরুদ্বয় রামরম্ভার ন্যায় সুন্দর। কুন্তলগুচ্ছ নীলবর্ণ। সর্ব্বাঙ্গে শ্বেতচন্দনের অনুলেপন, নবোদিত সূর্য্যমণ্ডলের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন কুণ্ডল দ্বারা শোভমান, হার-কেয়ূর-কটক ও অঙ্গুরীয়কাদি ভূষণে দ্বারা

তরুণাদিত্যসঙ্কাশকুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্।
হার-কেয়ূর-কটকৈরঙ্গুলীয়ৈশ্চ ভূষণৈঃ ॥২৫৮
শ্রীবৎস-কৌস্তুভাভ্যাঞ্চ বৈজয়ন্ত্যা বিভূষিতম্।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং কস্তুরীতিলকাঞ্চিতম্ ॥২৫৯
শঙ্খ-চক্র-ধনুর্বাণান্ বিভ্রাণং দোর্ভিরায়তৈঃ।
বামাঙ্কে সুস্থিতাং দেবীং তপ্তকাঞ্চনসন্নিভাম্ ॥২৬০
পদ্মাক্ষীং পদ্মবদনাং নীলকুন্তলশীর্ষজাম্।
আরূঢ়যৌবনাং নিত্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥২৬১
দুকূলবস্ত্রসম্বীতাং ভূষণৈরুপশোভিতাম্।
ভজ তাং কামদাং পদ্মহস্তাং সীতাং বিচিন্তয়েৎ ॥২৬২
লক্ষ্মণং পশ্চিমে ভাগে ধৃতচ্ছত্রং মহাবলম্।
পার্শ্বে ভরত-শত্রুঘ্নৌ বালব্যজনপাণিনৌ ॥২৬৩
অগ্রতস্তু হনুমন্তং বদ্ধাঞ্জলিপুটং তথা।
সুগ্রীবং জাম্ববন্তঞ্চ সুষেণঞ্চ বিভীষণম্ ॥২৬৪
নীলং নলঞ্চাঙ্গদঞ্চ ঋষভং দিক্ষু পূজয়েৎ।
বশিষ্ঠো বামদেবশ্চ জাবালিরথ কশ্যপঃ ॥২৬৫
মার্কণ্ডেয়শ্চ মৌদ্গল্যস্তথা পর্বত-নারদৌ।
দ্বিতীয়াবরণং প্রোক্তং রামস্য পরমাত্মনঃ ॥২৬৬
ধৃষ্টির্জয়ন্তো বিজয়ঃ সুরাষ্ট্রো রাষ্ট্রবর্দ্ধনঃ।
অলকো ধর্মপালশ্চ সুমন্তশ্চাষ্টমন্ত্রিণঃ ॥২৬৭
তৃতীয়াবরণং তস্য তত্র চন্দ্রাদি দেবতাঃ।
কুমুদাদ্যাশ্চ চণ্ডাদ্যা বিমানে চান্তরীয়কাঃ ॥২৬৮
এবং ধ্যাত্বা জগন্নাথং পূজয়েন্মনসাঽপি বা।
ষট্ সহস্রং জপেন্মন্ত্রং জুহুয়াচ্চ সহস্রকম্ ॥২৬৯
জুহুয়াচ্চরুণা বাপি শতং পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ ॥২৭০
তদ্দেহপতনে তস্য সারূপ্যং পরমে পদে।
বিদ্যা স্ত্রী রাজ্যবিত্তাদ্যং যং যং কাময়তে হৃদি ॥২৭১
অন্যং দেবং নমস্কৃত্য সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
বিনা বৈ বৈষ্ণবং মন্ত্রমন্যমন্ত্রান্ বিসর্জয়েৎ ॥২৭২
তমেব পূজয়েদ্ রামং তন্মন্ত্রং বৈ জপেৎ সদা।
অন্যথা নাশমাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ॥২৭৩

বিভূষিত, শ্রীবৎস, কৌস্তুভমণি এবং বৈজয়ন্তী মালা-দ্বারা ভূষিত দেহ, হরিচন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত সর্ব্বাঙ্গ, কস্তুরী-তিলকভূষিত দীর্ঘ বাহুচতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া আছেন। বাম অঙ্কে তপ্তকাঞ্চনতুল্যা দেবী সুস্থিতা, তাঁহার নয়ন পদ্মতুল্য, মুখ কমলদলের ন্যায়, নীলবর্ণ কেশপাশ দ্বারা মস্তক সুশোভিতা, ইনি যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, ইনি অবিনাশিনী, নিত্যা, স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত, তিনি দুকূলবস্ত্র পরিহিতা, নানা ভূষণে সুশোভিতা, এইরূপ অভিমত ফলদায়িনী পদ্মহস্তা সীতাকে চিন্তা করিবে। শ্রীরামচন্দ্রের পৃষ্ঠদেশে ছত্রধারী মহাবলপরাক্রান্ত লক্ষ্মণ, উভয় পার্শ্বে ভরত ও শত্রুঘ্ন চামরব্যজনধারী, সম্মুখে কৃতাঞ্জলি পুটে হনুমান্ শোভমান, চারিদিকে সুগ্রীব, জম্ববান্, সুষেণ, বিভীষণ, নীল, নল, অঙ্গদ, ও ঋষভ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত এতাদৃশ রামচন্দ্রকে পূজা করিবে। পরমাত্মস্বরূপ শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় আবরণস্বরূপ বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, মার্কণ্ডেয়, মৌদ্গল্য, পর্ব্বত ও নারদ এই মহর্ষিগণ রহিয়াছেন। আর ধৃষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, সুরাষ্ট্র, রাষ্ট্রবর্দ্ধন, অলক, ধর্ম্মপাল ও সুমন্ত এই আটজন মন্ত্রী ও দ্বিতীয় আবরণ মধ্যে শোভমান। তৃতীয়াবরণে চন্দ্রাদি দেবতাগণ, কুমুদাদি ও চণ্ডাদি। বিমানে ও অন্তরীক্ষমণ্ডলে শ্রীরামচন্দ্র ইহাদের সহিত শোভমান।২৬৭-৬৮

শ্রীজগন্নাথ রামচন্দ্রকে এইরূপে ধ্যান করিয়া মনে মনে মানসোপচারে পূজা করিবে। পরে ছয় হাজার মন্ত্র জপ করিবে এবং সহস্র হোম করিবে।২৬৯

চরু দ্বারা হোম করিয়া শতসংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। এইরূপে দেবাধিপতি শ্রীরামচন্দ্রকে যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূজাদি করিলে দেহপতনের পর তাঁহার সারূপ্য লাভ করত পরমপদে স্থিত হইবে। বিদ্যা, স্ত্রী, রাজ্য ও বিত্ত প্রভৃতি যাহা যাহা হৃদয়ের বাসনা, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে।২৭০-৭১

অন্য দেবতাকে নমস্কারাদি করিলে সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণব মন্ত্র ব্যতীত অন্য মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। শ্রীরামচন্দ্রকেই সর্ব্বদা পূজা করিবে। তাঁহার মন্ত্রই

অদ্বিতীয়ং যদা মন্ত্রং তারকং ব্রহ্মনামকম্।
জপিত্বা সিদ্ধিবাপ্নোতি অন্যথা নাশমাপ্নুয়াৎ ॥২৭৪
সাবিত্রীমন্ত্ররত্নঞ্চ তথা মন্ত্রদ্বয়ং শুভম্।
সর্বমন্ত্রং জপেৎ পূর্বং সংসিদ্ধ্যর্থং জপেৎ সদা ॥২৭৫
অজপ্যৈতাম্মহামন্ত্রান্ন তু সংসিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তস্মাচ্ছক্ত্যা জপিত্বৈতান্ পশ্চান্মন্ত্রং প্রযোজয়েৎ॥২৭
বিদ্যা-স্ত্রী-বিত্ত-রাজ্যাদি-রূপারোগ্য-জয়ার্থিনঃ।
পুষ্পাজ্য-বিল্ব-রক্তাব্জ-জাতিদূর্বাঙ্কুরৈস্তথা ॥২৭৭
আরক্তকরবীরৈশ্চ হুত্বা সিদ্ধিমবাপ্নুয়ুঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি তিলহোমেন বৈষ্ণবঃ ॥২৭৮
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা।
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ ষণ্মাসং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৭৯
জাবজ্জীবং জপেদ্ যস্তু ভক্ত্যা রামমনুস্মরন্।
সদারপুত্রঃ সগণপ্রেত্য স্বর্গে মহীয়তে ॥২৮০

সর্ব্বদা জপ করিবে। অন্যথা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।২৭২-৭৩

তারকব্রহ্মনামক এই মন্ত্র অদ্বিতীয়। তাহা জপ করিলে সিদ্ধি লাভ হইবে। অন্যথায় বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।২৭৪

সাবিত্রীমন্ত্ররত্ন ও ঐ মন্ত্রদ্বয় অতিশয় শুভ। সকল মন্ত্র জপের পূর্ব্বে সিদ্ধিলাভের জন্য সাবিত্রীজপ করিবে। এই মহামন্ত্র জপ না করিলে সিদ্ধিলাভ হয় না। এতএব যথাশক্তি এই সাবিত্রীমন্ত্র জপ করিয়া পরে মহামন্ত্রের প্রয়োগ করিবে।২৭৪ ৭৬

বিদ্যা, স্ত্রী, বিত্ত, রাজ্যাদি, রূপ, আরোগ্য ও জয়ার্থী ব্যক্তিগণ পুষ্প, ঘৃত, বিল্ব, রক্তপদ্ম, জাতিপুষ্প, দূর্বাঙ্কুর ও রক্তকরবীর দ্বারা হোম করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। কিন্তু বৈষ্ণবগণ তিলহোম দ্বারা সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করে।২৭৭-৭৮

ছয় মাসকাল সায়ং ও প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর সহস্র কিম্বা অষ্টোত্তর শতসংখ্যক হোম করিবে ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে। যে ব্যক্তি সভক্তি শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করত যাবজ্জীবন তন্মন্ত্র জপ করে, সে মৃত্যুর পর

বষট্‌কারযুক্তং স্বাহান্তং রামাস্ত্রং সম্প্রকীর্তিতম্।
সর্বাপৎসু জপেন্মন্ত্রং রামং ধ্যাত্বা মহাবলম্ ॥২৮১
চৌরাগ্নিশত্রুসম্বাধে তথা রাগময়েষু চ।
তোয়-বাত-গ্রহাদিভ্যো ভয়েষু চ সভক্তিকম্ ॥২৮২
শঙ্খ-চক্র-ধনু-র্বাণপাণিনং সুমহাবলম্।
লক্ষ্মণানুচরং রামং ধ্যাত্বা রাক্ষসনাশনম্ ॥২৮৩
সহস্রন্তু জপেন্মন্ত্রং সর্বাপদ্‌ভ্যো বিমুচ্যতে।
সূর্য্যোদয়ে যথা নাশমুপৈতি ধ্বান্তমাশু বৈ ॥২৮৪
তথৈব রামস্মরণাদ্ বিনাশং যান্ত্যপদ্রবাঃ।
এবং শ্রীরামমন্ত্রস্য বিধানং জ্ঞায়তে নৃপ! ॥২৮৫
বিধানং কৃষ্ণমন্ত্রস্য বক্ষ্যামি শৃণু পার্থিব।
শ্রীকৃষ্ণায় নমো হ্যেষ মন্ত্রঃ সর্বার্থসাধকঃ ॥২৮৬
কৃষ্ণেতি মঙ্গলং নাম যস্য বাচি প্রবর্ত্ততে।
ভস্মীভবন্তি রাজেন্দ্র! মহাপাতককোটয়ঃ ॥২৮৭

স্ত্রী-পুত্রের সহিত সগণ (সপরিবার) স্বর্গে পূজিত হয়।২৭৯-৮০

স্বাহান্ত বষট্‌কারযুক্ত মন্ত্র অস্ত্রতুল্য বলা হইয়াছে। মহাবলশালী শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া ঐ মন্ত্র জপ করিলে সমস্ত বিপদ্ হইতে মুক্ত হইবে।২৮১

চৌর, অগ্নি ও শত্রুর উৎপীড়ন হইলে কিম্বা রোগাদির ভয় উপস্থিত হইলে কিম্বা জল, বাত্যা ও গ্রহাদি জনিত ভয় হইলে ভক্তিপূর্বক শঙ্খ, চক্র, ধনু ও বাণধারী, লক্ষ্মণরূপ অনুচরবিশিষ্ট ও রাক্ষস-বিনাশক শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া তাঁহার মন্ত্র জপ করিবে। ঐ মন্ত্র সহস্রসংখ্যক জপ করিলে সমস্ত বিপদ হইতে মুক্ত হইবে। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকাররাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ শ্রীরামচন্দ্রের স্মরণ দ্বারাই সমস্ত উপদ্রব বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপ শ্রীরামচন্দ্রের মন্ত্রের বিধান জানিবে।২৮২-৮৫

## শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের বিধি

এখন শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রের বিধান বলিতেছি, শ্রবণ করুন। নমঃ” এই মন্ত্র সর্বার্থসাধক। “কৃষ্ণ” এই

সকৃৎ কৃষ্ণেতি যো ব্রূয়াদ্ ভক্ত্যা বাপি চ মানবঃ।
পাপকোটিবিনির্মুক্তো বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥২৮৮
অশ্বমেধসহস্রাণি রাজসূয়শতানি চ।
ভক্ত্যা কৃষ্ণমনুং জপ্ত্বা সমাপ্নোতি ন সংশয়ঃ ॥২৮৯
গবাঞ্চ কন্যাকানাঞ্চ গ্রামাণাঞ্চাযুতানি চ।
দত্ত্বা গোদাবরী কৃষ্ণা যমুনা চ সরস্বতী ॥২৯০
কাবেরী চন্দ্রভাগাদি স্নানং কৃষ্ণেতি যোঽসমম্।
কৃষ্ণেতি পঞ্চকৃজ্জপ্ত্বা সর্বতীর্থফলং লভেৎ ॥২৯১
কোটিজন্মার্জিতং পাপং জ্ঞানতোঽজ্ঞানতঃ কৃতম্।
ভক্ত্যা কৃষ্ণমনুং জপ্ত্বা দহ্যতে তুলরাশিবৎ ॥২৯২
অগম্যাগমনাৎ পাপাদভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণাৎ।
সকৃৎ কৃষ্ণমনুং জপ্ত্বা মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৯৩

কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
উভয়োঃ সঙ্গতির্যত্র তদ ব্রহ্মেত্যভিধীয়তে ॥২৯৪
ণকারশ্চ ষকারশ্চ বলপ্রাণাবুভৌ স্মৃতৌ।
আত্মন্যেতৌ সমাযুক্তৌ জগতোঽস্যাপি কৃষ্ণতঃ ॥২৯৫
তস্মাৎ কৃষ্ণেতি মন্ত্রোঽয়ং বাচকঃ পরমাত্মনঃ।
কৃষ্ণেতি পরমো মন্ত্রঃ সর্ববেদাধিকঃ স্মৃতঃ ॥২৯৬
শ্রিয়ঃ সতঃ প্রাণপদাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইতি বৈ স্মৃতঃ।
এবমর্থং বিদিত্বৈষ পশ্চান্মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥২৯৭
সর্বকামপ্রদত্বাচ্চ বীজং কান্দর্পমুচ্যতে।
নিত্যানপায়া শ্রীশক্তির্মনোরস্য প্রযুজ্যতে ॥২৯৮
দেবর্ষিনারদস্তস্য গায়ত্রী চ্ছন্দ উচ্যতে।
দেবতা রুক্মিণীভর্ত্তা কৃষ্ণঃ সর্বফলপ্রদঃ ॥২৯৯

মঙ্গলময় নাম যাহার জিহ্বায় সর্বদা থাকে, হে রাজেন্দ্র! তাহার কোটি কোটি মহাপাপ ভস্মীভূত হয়।২৮৬-৮৭

যে মানব ভক্তি বা অভক্তিপূর্ব্বক একবার শ্রীকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করে, সে কোটি কোটি পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করে।২৮৮

ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিলে সহস্র সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ও শত শত রাজসূয় যজ্ঞের ফললাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। বহু গোদান, বহু কন্যা-দান ও অযুতসংখ্যক গ্রামদান করিলে যে ফল হয়, গোদাবরী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, চন্দ্রভাগা প্রভৃতি নদীতে স্নান করিলে যে ফল হয়, তাহা একবার-মাত্র কৃষ্ণনাম জপের তুল্য নহে। পাঁচবার কৃষ্ণ নাম জপ করিলে সমস্ত তীর্থের ফল লাভ হয়।২৮৯-৯১

ভক্তিপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম জপ করিলে জ্ঞানতঃ অথবা অজ্ঞানতঃ উপার্জ্জিত কোটিজন্মের পাপ তুলা রাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়। একবারমাত্র কৃষ্ণনাম জপ করিলে অগম্যা গমন ও অভক্ষ্যভক্ষণ জনিত সমস্তই পাপ নষ্ট হইয়া যায়। কৃষ্ণ এই নামের অন্তর্বর্ত্তী "কৃ" শব্দ ভূবাচক। "ণ"কার নির্বৃত্তি (মোক্ষ) বাচক। এই উভয়ে মিলিত হইয়া উচ্চারিত হইলে মোক্ষ লাভ হয়। যাঁহা হইতে মোক্ষ লাভ হয়, তিনিই কৃষ্ণ—এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতেই মোক্ষ হয়" যতো বা ইমানি…জায়তে, তৎব্রহ্ম" এই শ্রুতি বাক্য অনুসারে জানা যায়—কৃষ্ণই ব্রহ্মস্বরূপ।২৯৪

'ণ'কার ও 'ষ'কার এই দুইটি শব্দ বল ও প্রাণ এই উভয়ার্থবোধক। উহা আত্মাতেই মিলিত আছে, সুতরাং কৃষ্ণ হইতেই বল ও প্রাণের অভ্যুদয় হয়। অতএব কৃষ্ণই পরমাত্মা। এই মন্ত্র পরমাত্মার বোধক। কৃষ্ণ এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র সমস্ত বেদ হইতেও অধিক ফলপ্রদ।২৯২-৯৬

নিত্য "শ্রী"পদ, "ণ"কার ও "ষ"কারের অর্থ বল ও প্রাণ—পদ হইতেই শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র আবির্ভূত হইয়াছে—এই অর্থ জানিয়া পণ্ডিতগণ ঐ মন্ত্র জপ করিবেন।২৯৭

এই মন্ত্র সর্বাভিলাষপ্রদাতা—এজন্য ইহা কামবীজ। সেইজন্য "ক্লীং" ইহাকে কামবীজ বলা হয়। এই নিত্যা ও অবিনাশিনী শ্রীই এই মন্ত্রের শক্তি। নারদ এই মন্ত্রের ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ এবং সর্ব্বফলপ্রদ রুক্মিণীভর্ত্তা শ্রীকৃষ্ণই এই মন্ত্রের দেবতা।২৯৮-৯৯

বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক স্নান ও বস্ত্রাদি ধারণ দ্বারা শুদ্ধ হইয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্রক ধারণপূর্ব্বক মঙ্গলময় তুলসীকানন-যুক্ত স্থানে পূর্ব্বমুখ হইয়া কুশাসনে অথবা কৃষ্ণসারচর্ম্মে উপবেশন

পূর্ববদ্ বিধিনা মন্ত্রং গৃহীত্বা বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ।
স্নানবস্ত্রাদিভিঃ শুদ্ধঃ কৃত্যং কৃত্বোর্দ্ধপুণ্ড্রধৃৎ ॥৩০০
তুলসীকাননে রম্যে দেশে বা প্রাঙ্‌মুখঃ শুভে।
কুশে কৃষ্ণাজিনে বাপি পুষ্পে বা শুভবাসরে ॥৩০১
সমাসীনস্তু কুর্বীত প্রাণায়ামাংশ্চ পূর্ববৎ।
আদিবীজেন কুর্বীত ষড়ঙ্গেষু যথাক্রমম্ ॥৩০২
অঙ্গুলীষ্বপি তেনৈব ন্যাসকর্ম সমাচরেৎ।
মুখে বাহ্বোশ্চ হৃদয়ে ধ্বজে জান্বোশ্চ পাদয়োঃ ॥৩০৩
বিন্যস্য মন্ত্রবর্ণানি চক্রং ন্যাসং ততঃ কৃতম্।
পূর্বজন্মময়াদীনি স্মরেদাভরণানি চ ॥৩০৪
বিচিত্র-শুভপর্য্যঙ্কে দিব্যকল্পতরোরধঃ।
সুগন্ধপুষ্পসঙ্কীর্ণে সর্বতঃ সুবিচিত্রিতে ॥৩০৫
তস্মিন্ দেব্যা সমাসীনং রুক্মিণ্যা রুক্মবর্ণয়া।
নীলোৎপলাভং কন্দর্পলাবণ্যং পদ্মলোচনম্ ॥৩০৬

করত পবিত্র শুভদিনে পূর্ব্ববৎ প্রাণায়াম করিবে। আদিবীজ (প্রণব) দ্বারা যথাক্রমে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে। অঙ্গুলীসমূহেও ন্যাসকর্ম্ম করিবে। মুখে, বাহুদ্বয়ে, হৃদয়ে, ধ্বজে, জানুদ্বয়ে, পাদদ্বয়ে, মন্ত্রাক্ষরের বিন্যাস করত পরে চক্রন্যাস করিবে। পূর্ব্ববৎ মন্ত্রবর্ণসকল এবং আভরণসকল স্মরণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণকে নিম্নোক্তরূপে চিন্তা করিবে। ৩০০-৪

দিব্য কল্পতরুর নিম্নে, সুগন্ধকুসুম পরিব্যাপ্ত মঙ্গলময় বিচিত্র পর্য্যঙ্কে স্বর্ণবর্ণা দেবী রুক্মিণীর সহিত উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিবে। নীলোৎপলের ন্যায় তাঁহার বর্ণ, কন্দর্পের ন্যায় লাবণ্য, পদ্মের ন্যায় নয়নদ্বয়, চন্দ্রের ন্যায় মুখ, জবাকুসুমে ন্যায় রক্তবর্ণ হস্ত ও পাদপদ্মদ্বয়, কেশপাশ নীলবর্ণ ও কুঞ্চিত, কপোলদ্বয় মনোরম, নাসিকাটী সুন্দর, পক্কবিম্ব ফলের ন্যায় রক্তবর্ণ ওষ্ঠ, সুন্দর ভ্রূদ্বয়, সুন্দর দন্তসমূহ দ্বারা (তিনি) শোভমান, তাঁহার বাহুমূল উন্নত, হস্তদ্বয় দীর্ঘ (আজানুলম্বিত), বক্ষঃস্থল স্থূল। তিনি অবিনাশী ও নিত্য, তাঁহার পাদনখগুলি নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রের ন্যায়,

চন্দ্রাননং জবাপুষ্পরক্তহস্ত-পদাম্বুজম্।
নীলকুঞ্চিতকেশঞ্চ সুকপোলং সুনাসিকম্ ॥৩০৭
সুভ্রূযুগং সুবিম্বোষ্ঠং সুদন্তালিবিরাজিতম্।
উন্নতাংসং দীর্ঘবাহুং পীনবক্ষসমব্যয়ম্ ॥৩০৮
নিরঙ্কচন্দ্রনখরং সর্বলক্ষণলক্ষিতম্।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোদ্ভাসং বনমালামহোরসম্ ॥৩০৯
পীতাম্বরং ভূষণাঢ্যং বালার্কাভং সুকুণ্ডলম্।
হার-কেয়ূর-কটকৈরঙ্গুলীয়ৈশ্চ শোভিতম্ ॥৩১০
মৌক্তিকাঞ্চিতনাসাগ্রং কস্তূরী-তিলকাঞ্চিতম্।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং সদৈবারূঢ়যৌবনম্ ॥৩১১
মন্দারপারিজাতাদি কুসুমৈঃ কবরীকৃতম্।
অনর্ঘ্যমুক্তাহারৈশ্চ তুলসীবনমালয়া ॥৩১২
চক্র-শঙ্খসমেতাভ্যামূর্দ্ববাহুভ্যাং বিরাজিতম্।
ইতরাভ্যাং তথা দেবীং সমাশ্লিষ্টং নিরন্তরম্ ॥৩১৩

উজ্জ্বল ও সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তুভমণি দ্বারা উজ্জ্বল এবং বনমালা-সুশোভিত, তিনি পীতাম্বর, নানা ভূষণে বিভূষিত, বালসূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, মনোরম কুণ্ডলধারী, হার, কেয়ুর, অঙ্গুরীয়ক, কটক প্রভৃতি অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত, তাঁহার নাসাগ্রে মুক্তা দোদুল্যমান, কস্তুরীর তিলক শোভিত, হরিচন্দন দ্বারা তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ পরিলিপ্ত, সর্ব্বদাই তিনি যৌবনান্বিত, মন্দার-পারিজাত প্রভৃতি দেবপুষ্প দ্বারা তাঁহার মস্তক অলঙ্কৃত, মহামূল্য মুক্তাহার দ্বারা তিনি শোভমান, তুলসী ও বনমালা দ্বারা দেহ শোভিত চক্র ও শঙ্খযুক্ত বাহুদ্বয় উর্দ্ধভাবে শোভিত, অন্য দুইটী বাহু নিরন্তর দেবীকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছে, অলঙ্কৃতা সত্যাদি মহিষীদ্বারা (তিনি) পরিবেষ্টিত। কালিন্দী, সত্যভামা, মিত্রবিন্দা, সত্যবিৎ, সুনন্দা সুশীলা, সুলক্ষণা জাম্ববতী, ইঁহারা পরমাত্মস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের মহিষী (শক্তি) বলিয়া কথিত আছে। এইরূপ সহস্র সহস্র রাজকন্যা দ্বারা (তিনি) সুসেবিত—যেন নিধিদ্বারা পরিবেষ্টিত তারকরাজ চন্দ্র রহিয়াছেন। এইরূপে শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া ও নিত্য পূজান্তে তন্মন্ত্র

অলঙ্কৃতাভিঃ সত্যাদিমহিষীভিঃ সমাবৃতম্ ।
কালিন্দী সত্যভামা চ মিত্রবিন্দা চ সত্যবিৎ ॥৩১৪
সুনন্দা চ সুশীলা চ জাম্ববতী সুলক্ষণা ।
এতা মহিষ্যঃ সংপ্রোক্তাঃ কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ॥৩১৫
তাভিশ্চ রাজকন্যানাং সহস্রৈঃ পরিসেবিতম্ ।
তারকাবৃত্তরাজেব শোভিতং নিধিভির্বৃতম্ ॥৩১৬
এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যমর্চ্চয়িত্বা জপেন্মনুম্ ।
শালগ্রামে চ তুলসীবনে বা স্থণ্ডিলে হৃদি ॥৩১৭
স্মৃত্বা জপেৎ ত্রিসন্ধ্যাসু ষট্‌সহস্রং মনুং দ্বিজঃ ।
বিষ্ণুতুল্যবপুঃ শ্রীমান্ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৩১৮
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি ইহলোকে পরত্র চ ।
বিদ্যার্থী বেণুগায়ন্তং জপেদ্ ধ্যায়ন্ ঋতুত্রয়ম্ ॥৩১৯
জুহুয়াৎ কুসুমৈঃ শুভ্রৈর্বিদ্যাসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ।
আয়ুষ্কামী তু পূর্বাহ্ণে বৎসরান্ হ্যযুতং জপেৎ ॥৩২০
ধ্যায়েচ্ছিশুতনুং কৃষ্ণং তিলৈর্হুত্বায়ুরাপ্নুয়াৎ ।
কন্যার্থী তু জপেৎ সায়ং ষোড়শং ত্র্যযুতং হরিম্ ॥৩২১

ধ্যাত্বা সহস্রং জুহুয়াল্লাজৈর্মধুবিমিশ্রিতৈঃ ।
স্ত্রিয়ং লভেৎ স্বাভিমতাং রূপৌদার্য্যবতীং সতীম্ ॥৩২২
সম্পৎকামী জপেন্নিত্যং মধ্যাহ্নে তু ঋতুত্রয়ম্ ।
দ্বারকায়াং সুধর্মায়াং রত্নসিংহাসনে স্থিতম্ ॥৩২৩
শঙ্খাদিনিধিভী রাজকুলৈরপি সুসেবিতম্ ।
হারাদিভূষণৈর্যুক্তং শঙ্খাদ্যায়ুধধারিণম্ ॥৩২৪
ধ্যাত্বা সংপূজ্য হোমঞ্চ জপশ্চাযুতসংখ্যয়া ।
অব্জ-বিল্বদলৈর্বাঽপি হোমং মধুবিমিশ্রিতম্ ॥৩২৫
শাশ্বতীং শ্রিয়মাপ্নোতি কুবেরসদৃশো ভবেৎ ।
রূপ-লাবণ্যকামী তু রাসমণ্ডলমধ্যগম্ ॥৩২৬
ধ্যায়ংস্ত্রিমাসমযুতং জপ্ত্বা লাবণ্যবান্ ভবেৎ ।
এবং কৃষ্ণমনোরস্য মাহাত্ম্যং পরিকীর্তিতম্ ॥৩২৭
অনন্তান্ ভগবন্মন্ত্রান্ বক্তুং শক্যং ন তে ময়া ।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং তুরগাননম্ ॥৩২৮
ক্রমেণৈব তু বক্ষ্যামি যথাবচ্ছৃণু পার্থিব ! ।
হুঙ্কারং প্রথমং বীজমাদ্যং বারাহমুচ্যতে ॥৩২৯

জপ করিবে। শালগ্রামে বা তুলসীবনে বা স্থণ্ডিলে অথবা স্বহৃদয়ে অবস্থিত শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া ব্রাহ্মণ ত্রিসন্ধ্যায় ছয়হাজার মন্ত্র জপ করিবে, তাহাতে বিষ্ণুর তুল্য শ্রীমান্ শরীর ধারণ করিয়া সে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে।৩০৭-১৮

বিদ্যার্থী বেণু বাজাইতে বাজাইতে তিন ঋতুতেই শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া জপ করিলে ইহলোক ও পরলোকে সর্বসিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।৩১৯

শ্বেতপুষ্পের দ্বারা হোম করিলে বিদ্যাবিষয়ে সিদ্ধি-লাভ হয়। আয়ুষ্কামী ব্যক্তি একবৎসর পর্য্যন্ত পূর্বাহ্ণে অযুত জপ করিবে। সতিল আজ্য দ্বারা শিশুতনু শ্রীকৃষ্ণকে হোম করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ হয়। কন্যা-প্রার্থী ব্যক্তি সন্ধ্যায় ষোড়শাধিক অযুতত্রয় শ্রীহরির জপ করিবে।৩২০-২১

শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া মধুমিশ্রিত লাজের ( খই ) দ্বারা সহস্র হোম করিবে। তাহা হইলে অভিমত সৌন্দর্য্য ও ঔদার্য্যগুণযুক্ত স্ত্রীলাভ হইবে। সম্পৎকামী ব্যক্তি তিন ঋতুতেই মধ্যাহ্নে প্রত্যহই জপ করিবে। দ্বারকাতে দেবসভাতে রত্নসিংহাসনে অবস্থিত, রাজসমূহ কর্তৃক শঙ্খাদিনিধি দ্বারা সুসেবিত, হারাদি ভূষণ দ্বারা বিভূষিত, শঙ্খাদি আয়ুধধারী শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া পূজা করত হোম করিবে এবং অযুতসংখ্যক জপ করিবে। পদ্ম বা বিল্বপত্র দ্বারা মধুমিশ্রিত ঘৃতসহযোগে হোম করিবে।৩২২-২৫

ইহাতে স্থির শাশ্বত লক্ষ্মী লাভ করিয়া কুবেরতুল্য হইবে। রূপলাবণ্যকামী ব্যক্তি রাসমণ্ডলমধ্যস্থিত শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া তিনমাসকাল অযুতসংখ্যক জপ করিলে লাবণ্যযুক্ত হইবে। এইরূপ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইল।৩২৬-২৭

### বরাহভগবানের মন্ত্রবিধি

।বানের মন্ত্র অনন্ত। আমি তাহা বলিতে

পশ্চাত্তু ধরণীবীজং লক্ষ্মীবীজং ততঃ পরম্।
ত্রীন্ বীজানাদিতঃ কৃত্বা পশ্চান্মন্ত্রপ্রযোজনম্ ॥৩৩০
ওঁ নমো ভগবতে পশ্চাদ্ বরাহরূপায় ভূর্ভুবঃ।
স্বঃ পতয়েতি ভূপতিত্বং মে দেহীতি
তদাপ্যায়স্বেতি ॥৩৩১
অঙ্গুলীষু যথাঙ্গেষু বাজেনাদ্যেন বৈ ক্রমাৎ।
তথা সন্ন্যাসবদ্‌ভূত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥৩৩২
বৃহত্তনুং বৃহদ্‌গ্রীবং বৃহদ্দংষ্ট্রং সুশোভনম্।
সমস্তবেদ-বেদাঙ্গসাঙ্গোপাঙ্গযুতং হরিম্ ॥৩৩৩
রজতাদ্রিসমপ্রখ্যং শতবাহুং শতেক্ষণম্।
উদ্‌ধৃত্য দংষ্ট্রয়া ভূমিঞ্চ সমালিঙ্গ্য ভুজৈর্মুদা ॥৩৩৪
ব্রহ্মাদিত্রিদশৈঃ সর্বৈঃ সনকাদ্যৈর্মুনীশ্বরঃ।
স্তূয়মানং সমস্তাচ্চ গীয়মানঞ্চ কিন্নরৈঃ ॥৩৩৫
এবং ধ্যাত্বা হরিং নিত্যং প্রাতরষ্টোত্তরং শতম্।
জপ্ত্বা লভেচ্চ ভূপত্যং ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ ॥৩৩৬
নমো যজ্ঞবরাহায় ইত্যষ্টাক্ষরকো মনুঃ।
উক্তবীজত্রয়ং পূর্বং কৃত্বা মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥৩৩৭
মূলমন্ত্রমিদং প্রাহুর্বারাহং মুনিপুঙ্গবাঃ।
এতমেব পরং মন্ত্রং জপ্ত্বা ভূমিপতির্ভবেৎ ॥৩৩৮
নিত্যমষ্টসহস্রং তু জপেদ্ বিষ্ণুং বিচিন্তয়ন্।
কমলৈর্বিল্বপত্রৈর্বা জুহুয়াচ্চ দশাংশকম্ ॥৩৩৯
এবং সংবৎসরং জপ্ত্বা সার্বভৌমো ভবেদ্ ধ্রুবম্।
রাজ্যং কৃত্বা চ ধর্মেণ পশ্চাদ্ বিষ্ণুপদং ব্রজেৎ ॥৩৪০
বিধানং নারসিংহস্য মনোর্বক্ষ্যামি সুব্রত!।
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জ্বলন্তং সর্বতোমুখম্ ॥৩৪১
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যোর্মৃত্যুং নমাম্যহম্।
আর্ষং ব্রহ্মাঽনুষ্টুপ্‌চ্ছন্দো দেবতা চ নৃকেসরী ॥৩৪২

বরাহরূপী ভগবানের, নরসিংহরূপী ভগবানের, বামনরূপী ভগবানের ও অশ্বমুখধারী ভগবানের মন্ত্রও আছে। ক্রমে সবই আমি যথাবৎ বলিতেছি—হে রাজন্! আপনি শ্রবণ করুন। আদ্য বরাহবীজ "হুঁ"কার। পরে পৃথ্বীবীজ তারপর লক্ষ্মীবীজ এই তিনটী বীজ পূর্ব্বে সংলগ্ন করিয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে। মন্ত্রটীর আকার —"ওঁ নমো ভগবতে পশ্চাদ্‌বরাহরূপায় ভূর্ভুবংস্বঃ পতয়েতি ভূপতিত্বং মে দেহীতি তদাপ্যায়স্বে"তি। অঙ্গুলীসমূহে এবং অঙ্গে আদ্য বীজের (হুং) দ্বারা ন্যাস করিয়া অর্থাৎ আদ্য বীজমন্ত্র দ্বারা অঙ্গন্যাস ও করন্যাস করিয়া মন হইতে সমস্ত কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরে ধ্যান করিবে।৩২৮-৩২

বৃহৎশরীর, বৃহদ্‌গ্রীবাযুক্ত, বৃহদ্দন্ত, অতি সুশোভন-মূর্ত্তি, সাঙ্গোপাঙ্গ সমস্ত বেদ-বেদাঙ্গযুক্ত বরাহরূপী শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। রজত-পর্ব্বতের ন্যায় তাহার রূপ, তাঁহার শত বাহু, শত চক্ষুঃ, দন্তের দ্বারা পৃথিবী উত্তোলিত করিয়া তিনি আনন্দে বাহু দ্বারা আলিঙ্গন-পূর্ব্বক বর্ত্তমান।৩৩৩-৩৪

ব্রহ্মাদি দেবগণ ও সনকাদি সমস্ত মুনিশ্রেষ্ঠগণ, চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে স্তব করিতেছেন। কিন্নরগণ তাঁহার গান করিতেছে। এইরূপে প্রত্যহ শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া প্রাতঃকালে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। এইরূপে জপ করিলে ভূপতিত্ব লাভ হয় এবং দেহান্তে বিষ্ণুধামে গমন করে।৩৩৫-৩৬

"নমো যজ্ঞবরাহায়" এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র বরাহরূপী শ্রীভগবানের, পণ্ডিতগণ পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত বীজ তিনটী সংযুক্ত করিয়া এই মন্ত্র জপ করিবেন।৩৩৭

মুনিশ্রেষ্ঠগণ ইহাকে বরাহ মূলমন্ত্র বলিয়াছেন। এই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিলে ভূপতি হওয়া যায়। শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তাপূর্বক এই পরম মন্ত্র জপ করিয়া এবং পদ্ম বা বিল্বপত্র দ্বারা জপ-সংখ্যার দশাংশ হোম করিবে।৩৩৮-৩৯

এইরূপে সংবৎসর জপ ও হোম করিলে নিশ্চয়ই সার্ব্বভৌম হইতে পারে। ধর্ম্মানুসারে সাম্রাজ্য পালন করিয়া অন্তে বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে।৩৪০

## নারসিংহ মন্ত্রবিধি।

এখন নরসিংহ-মন্ত্রের বিধান বলিতেছি, শ্রবণ কর। উগ্র, বীর, দীপ্যমান শরীর, সর্ব্বতোমুখ, ভীষণাকার, মৃত্যুবিনাশক মঙ্গলময় মহাবিষ্ণু নৃসিংহকে প্রণাম করি।

চতুশ্চতুশ্চ ষট্ ষট্ চ ষট্ চতুশ্চ যথাক্রমম্।
শিরো-ললাট-নেত্রেষু মুখ-বাহ্বঙ্ঘ্রি সন্ধিষু ॥৩৪৩
সাগ্রেষু কুক্ষৌ হৃদয়ে গলে পার্শ্বদয়েঽপি চ।
অপরাঙ্গে ককুদি চ ন্যসেদ্ বর্ণানমুক্রমাৎ ॥৩৪৪
বায়োর্দশাক্ষরং যত্তু হুঙ্কারং বা জপেৎ সকৃৎ।
বিন্দুনা সহিতং যত্তু নৃসিংহবীজমুচ্যতে ॥৩৪৫
অঙ্গুলীষু তথাঙ্গেষু ন্যাসং তেনৈব চোদিতম্।
তদ্বীজমাদিতঃ কৃত্বা মন্ত্রং পশ্চাৎ প্রয়োজয়েৎ ॥৩৪৬

ওঁ নমো ভগগবতে বাসুদেবায় নমো নরসিংহায় জ্বালামালিনেদীর্ঘদংষ্ট্রায়াগ্নিনেত্রায় সর্বরক্ষোঘ্নায় সর্বভূতবিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইতি জ্বালামালিপাতালনৃসিংহায় নমঃ॥ বীজেনৈবন্যাসঃ। আং হ্রীং ক্ষৌং ক্রোং হুং ফট্ অস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষিঃ পঙ্ক্তিশ্ছন্দো নৃসিংহো দেবতা নৃসিংহাস্ত্রমিদং বীজেনৈব ন্যাসঃ।

শ্রীকারপূর্বো নৃসিংহো দ্বির্জয়াদুপরিস্থিতঃ
ত্রিংসপ্তকৃত্বো জপ্তুঃ স্যান্মহাভয়নিবারণম্ ॥৩৪৭
অস্য ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ প্রহ্লাদশ্চ মহর্ষয়ঃ।
তথৈব জগতিচ্ছন্দো দেবতা চ নৃকেসরী ॥
ন্যাসং বীজেন কুর্বীত ততো ধ্যানং নৃপোত্তম ! ॥৩৪৮
মাণিক্যাদ্রিসমপ্রভং নিজরুচা সন্ত্রস্তরক্ষোগণং
জানুন্যস্তকরাম্বুজস্ত্রিনয়নং রত্নোল্লসদ্ভূষণম্।
বাহুভ্যাং ধৃতশঙ্খচক্রমনিশং দংষ্ট্রোল্লসৎস্বাননং
জ্বালাজিহ্বমুদগ্রকেশনিচয়ং বন্দে নৃসিংহং প্রভুম্ ॥৩৪৯
উদ্যৎকোটিরবিপ্রভং নরহরিং কোটিক্ষপেশোজ্জ্বলং
দংষ্ট্রাভিঃ সুমুখোজ্জ্বলং নখমুখৈর্দীর্ঘৈরনেকৈর্ভুজৈঃ।
নির্ভিন্নাসুরনায়কস্তু শশভৃৎ-সূর্য্যাগ্নিনেত্রত্রয়ং
বিদ্যুদ্‌জিহ্বসটাকলাপভয়দং বহ্নিং বহন্তং ভজে ॥৩৫০
কোপাদালোলজিহ্বং বিবৃতনিজমুখং সোমসূর্য্যাগ্নিনেত্রং
পাদাদ্ আনাভিরক্তং প্রসভমুপরি সংভিন্ন-
দৈত্যেন্দ্রগাত্রম্।

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, নৃসিংহ দেবতা। পরে ন্যাস করিবে। যথা—মস্তক, ললাট, নেত্র, মুখ, বাহু, পাদ ও পাদসন্ধি, উদর, হৃদয় গলদেশ, পার্শ্বদ্বয়, অন্যান্য অঙ্গ, ককুদ্ প্রভৃতি অঙ্গে মন্ত্রের বর্ণগুলি যথাক্রমে প্রতি অঙ্গে চারি চারি বার, ছয় ছয় বার ও ছয় চারিবার করিয়া বিন্যস্ত করিবে।৩৪১-৪৪

নৃসিংহ-মন্ত্রের আকার—বায়ুর মন্ত্রের দশটী অক্ষর, বা হুঙ্কার একবার জপ করিবে। বিন্দুর সহিত মিলিত যে বীজ, তাহাকে নৃসিংহবীজ জানিবে।৩৪৫

ঐ মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুলীসমূহে ও অঙ্গসমূহে ন্যাস করিবে। প্রথমে ঐ বীজ সংযুক্ত করিয়া পরে মন্ত্রের প্রয়োগ করিবে।৩৪৬

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় নমো নরসিংহায় জ্বালামালিনে দীর্ঘদংষ্ট্রায় অগ্নিনেত্রায় সর্ব্বরক্ষোঘ্নায় সর্ব্বভূত-বিনাশায় দহ দহ পচ পচ রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা ইতি জ্বালামালিপাতালনৃসিংহায় নমঃ"—এই বীজের দ্বারাই ন্যাস করিবে। "আং হ্রীং ক্ষৌং ক্রোং হুং ফট্"—ইহাই মন্ত্র। এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ, নৃসিংহ দেবতা—ইহা নৃসিংহের অস্ত্রস্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত বীজের দ্বারাই ন্যাস করিবে। প্রথমে দুইবার জয় জয়, পরে শ্রীনৃসিংহ অর্থাৎ "জয় জয় শ্রীনৃসিংহ" এই মন্ত্র একুশবার জপ করিলে মহাভয় বিদূরিত হয়। ইহা মহাভয় নিবারক মন্ত্র।৩৪৭

এই মন্ত্রের ঋষি ব্রহ্মা, রুদ্র ও প্রহ্লাদ। জগতী ছন্দ, নৃসিংহ দেবতা। বীজের দ্বারা ন্যাস করিয়া পরে ধ্যান করিবে।৩৪৮

ধ্যানের অর্থ—মাণিক্যময় পর্ব্বতের তুল্য কান্তি নিজের শারীর-প্রভা দ্বারা রাক্ষসগণ ভীত হইয়াছে। (তিনি) জানুতে হস্ত বিন্যস্ত করিয়া আছেন। তাঁহার তিনটি নেত্র। রত্নময় ভূষণে (তাঁহার) শরীর শোভিত, বাহুদ্বয় দ্বারা (তিনি) শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়া আছেন, দন্তপঙ্‌ক্তি দ্বারা নিজ মুখ সুশোভিত, দীপ্তিসমূহ দ্বারা কেশগুলি উজ্জ্বল ও ভীষণদর্শন হইয়াছে—এইরূপ প্রভু নৃসিংহদেবকে বন্দনা করি।৩৪৯

যাঁহার রূপ উদীয়মান কোটি কোটি সূর্য্যের তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, কোটি কোটি চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল দন্ত

চক্রং শঙ্খং সপাশাঙ্কুশ-মুসল-গদা-শার্ঙ্গ-বাণান্ বহন্তম্
ভীমং তীক্ষ্ণাগ্রদংষ্ট্রং মণিময়বিবিধাকল্পমীড়ে
নৃসিংহম্ ॥৩৫১

মহাভয়েম্বিদং ধ্যানং সৌম্যমভ্যুদয়েষু চ।
সৌবর্ণং মণ্ডপান্তস্থং পদ্মং ধ্যায়েৎ সকেসরম্ ॥৩৫২
পঞ্চাস্যবদনং ভীমং সোম-সূর্য্যাগ্নিলোচনম্।
তরুণাদিত্যসঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৩৫৩
উপেয়ন্যাসং সুমুখং তীক্ষ্ণদংষ্ট্রবিবাজিতম্।
ব্যাত্তাস্য মরুণোষ্ঠঞ্চ ভীষণৈর্নয়নৈর্যুতম্ ॥৩৫৪
সিংহস্কন্ধানুরূপাংসং বৃত্তায়তচতুর্ভুজম্।
জপাসমাণ্ডিগ্র-হস্তাঙ্ঘ্রিং পদ্মাসনসুসংস্থিতম্ ॥৩৫৫
শ্রীবৎস-কৌস্তভোরস্কং বনমালাবিরাজিতম্।
কেয়ূরাঙ্গদ-হারাঢ্যং নূপুরাভ্যাং বিরাজিতম্ ॥৩৫৬

চক্র-শঙ্খাভয়-বরচতুর্হস্তং বিভুং স্মরেৎ।
বামাঙ্কে সংস্থিতাং লক্ষ্মীং সুন্দরীং ভূষণান্বিতাম্ ॥৩৫৭
দিব্যচন্দনলিপ্তাঙ্গীং দিব্যপুষ্পোপশোভিতাম্।
গৃহীতপদ্মযুগল-মাতুলিঙ্গকরাং চলাম্ ॥৩৫৮
এবং দেবীং নৃসিংহস্য বামাঙ্কোপরিসংস্থিতাম্।
ধ্যাত্বা জপেজ্জপং নিত্যং পূজয়েচ্চ যথাবিধি ॥৩৫৯
ক্ষ্রৌং হ্রীং শ্রীং নৃসিংহায় নমঃ ॥
ইমং লক্ষ্মীনৃসিংহস্য জপেৎ সর্ব্বার্থদং মনুম্।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা জপেৎ সন্ধ্যাসু বাগ্‌যতঃ ॥৩৬০
অখণ্ডবিল্বপত্রৈশ্চ জুহুয়াদাজ্যমিশ্রিতৈঃ।
সর্বসিদ্ধিমবাপ্নোতি ষণ্মাসং প্রযতো ভবেৎ ॥৩৬১
দেবত্বমমরেশত্বং গন্ধর্বত্বং তথা নৃপ!।
প্রাপ্নুবন্তি নরাঃ সর্বে স্বর্গ-মোক্ষঞ্চ দুর্লভম্ ॥৩৬২

দ্বারা (যাহার) মুখখানি অতি উজ্জ্বল হইয়াছে, নখ, মুখ ও অনেক সুদীর্ঘ বাহুদ্বারা (যিনি) অসুরপতি হিরণ্যকশিপুর বক্ষ বিদীর্ণ করিতেছেন, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য (যাহার) তিনটি নয়ন, বিদ্যুতের শিখার ন্যায় জটাসমূহ দ্বারা (যিনি) ভয়দান করিতেছেন, বহ্নির ন্যায় (যিনি) তেজ ধারণ করিতেছেন, এতাদৃশ নৃসিংহদেবকে ভজনা করি।৩৫০

ক্রোধের জন্য (তাঁহার) জিহ্বা বাহিরে লক্ লক্ করিতেছে, তাঁহার মুখ বিবৃত, তাঁহার তিনটী নেত্র যেন চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, চরণ হইতে নাভি পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ, বলপূর্ব্বক দেহোপরি বসিয়া তিনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর গাত্র বিদীর্ণ করিতেছেন, তিনি শঙ্খ, চক্র, পাশ, অঙ্কুশ, মুসল, গদা, ধনুঃ ও বাণ ধারণ করিতেছেন, তাঁহার দন্তের অগ্রভাগ তীক্ষ্ণ এবং ভীষণ, তিনি মণিময় বিবিধভূষণধারী নৃসিংহদেবকে স্তব করি।৩৫১

মহাভয় উপস্থিত হইলে এবং অভ্যুদয়-সময়েও এই সৌম্যরূপের ধ্যান করিবে। মণ্ডপের অন্তঃস্থিত সুবর্ণময় কেশরের সহিত পদ্মের ধ্যান করিবে।৩৫২

তদুপরি পঞ্চবদন, ভীষণাকৃতি, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় নয়নত্রয়, বালসূর্য্যের তুল্য রূপবিশিষ্ট দুইটি কুণ্ডল দ্বারা সুশোভিত, তীক্ষ্ণদন্ত-শোভিত সুন্দরমুখ, বিবৃতবদন, অরুণবর্ণ ওষ্ঠ, ভীষণনয়নযুক্ত, সিংহের স্কন্ধের ন্যায় বাহুমূল, সুগোল দীর্ঘ চারিটী বাহু, জবাকুসুমের ন্যায় রক্তবর্ণ হস্ত ও পাদ, পদ্মাসনে সমুপবিষ্ট, বক্ষঃস্থল শ্রীবৎসচিহ্ন ও কৌস্তভমণি দ্বারা সুশোভিত, বন-মালালঙ্কৃত, কেয়ূর, অঙ্গদ ও হারাদি দ্বারা সমৃদ্ধ (শোভিত) দেহ, পাদদ্বয়ে নূপুর, চক্র-শঙ্খ-বর ও অভয় দ্বারা চারিটী হস্ত সুশোভিত প্রভু নৃসিংহদেবকে স্মরণ করিবে। তাঁহার বামক্রোড়দেশে সুন্দরী সর্ব্বভূষণে বিভূষিতা লক্ষ্মীদেবী অবস্থিত আছেন। তাঁহার (লক্ষ্মীদেবীর) অঙ্গ দিব্যচন্দন দ্বারা অনুলিপ্ত, দিব্যপুষ্পসমূহ দ্বারা সুশোভিত, হস্তে পদ্ম ধারণ করিয়া আছেন চপলাঙ্গী শ্রীনৃসিংহদেবের বামাঙ্কে সংস্থিত লক্ষ্মীদেবীকে চিন্তা করিয়া প্রত্যহ মন্ত্র জপ করিবে এবং যথাবিধি পূজা করিবে।৩৫৩-৫৯

"ক্ষ্রৌং হ্রীং শ্রীং নৃসিংহায় নমঃ"—লক্ষ্মীনৃসিংহের এই সর্ব্বার্থদায়ি মন্ত্র জপ করিবে অথবা বাক্ সংযম করিয়া অর্থাৎ মৌনী হইয়া প্রতি সন্ধ্যায় অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে।৩৬০

ঘৃতমিশ্রিত অখণ্ড বিল্বপত্র দ্বারা ছয়মাস পর্য্যন্ত সংযত-চিত্তে প্রত্যহ হোম করিলে সর্ব্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।৩৬১

যং যং কাময়তে চিত্তে তং তমেবাপ্নুয়াদ্ ধ্রুবম্ ।
ব্রহ্মর্ষী তত্র গায়ত্রী নরসিংহশ্চ দেবতা ॥৩৬৩
তদেব বীজং শক্তিঃ শ্রীমনোরস্য বিধীয়তে ।
ন্যাসমধ্যেন বীজেন চার্চনং তুলসীদলৈঃ ॥৩৬৪
পুর্ব্বোক্তবিধিনা পীঠে পুজয়িত্বা সমাহিতঃ ।
পরিতঃ পুজয়েদ্ দিক্ষু গরুড়ং শঙ্করং তথা ॥৩৬৫
শেষঞ্চ পদ্মযোনিঞ্চ শ্রিয়ং মায়াং ধৃতিং তথা ।
পুষ্টিং সমর্চ্চয়েদ্দিক্ষু ততো লোকেশ্বরান্ যজেৎ ॥৩৬৬
মহাভাগবতং দৈত্যনাশকং দেবমগ্রতঃ ।
এবং সম্পূজ্য দেবেশং নারসিংহং সনাতনম্ ॥৩৬৭
তৎপদং সমবাপ্নোতি মুদিতঃ সজনৈঃ সহ ।
কর্পূরধবলং দেবং দিব্যকুণ্ডলভূষিতম্ ॥৩৬৮
কিরীট-কেয়ূরধরং পীতাম্বরধরং প্রভুম্ ।
পদ্মাসনস্থং দেবেশং চন্দ্রমণ্ডলমধ্যগম্ ॥৩৬৯
সূর্য্যকোটিপ্রতীকাশং পূর্ণচন্দ্রনিভাননম্ ।
মেখলাজিনদণ্ডাদিধারণং বটুরূপিণম্ ॥৩৭০
কলধৌতময়ং পাত্রং দধানং বসুপূজিতম্ ।
পীযুষকলশং বামে দধানং দ্বিভুজং হরিম্ ॥৩৭১
সনকাদ্যৈঃ স্তূয়মানং সর্বদেবৈরুপাসিতম্ ।
এবং ধ্যাত্বা জপেন্নিত্যং স্বাসনে চ সমাহিতঃ ॥৩৭২
বিষ্ণবে বামনায়েতি প্রণবাদিনমোহন্তকঃ ।
ইন্দ্রার্ষঞ্চ বিরাট্ছন্দো দেবতা বামনঃ স্বয়ম্ ॥৩৭৩
সুধাবীজং সুদীর্ঘস্ত বীজমাদ্যন্ত বামনম্ ।
তেনৈব তু ষড়ঙ্গাদ্যং ন্যাসং কুর্ব্বীত বৈষ্ণবঃ ॥৩৭৪

হে রাজন্! এই মন্ত্র জপদ্বারা দেবত্ব, ইন্দ্রত্ব ও গন্ধর্বত্ব পর্য্যন্ত লাভ করা যায়। অধিক কি, স্বর্গ ও দুর্লভমোক্ষও লাভ করিতে পারে।৩৬২

যাহা যাহা মনে অভিলাষ হয়, তৎসমস্তই নিশ্চয় লাভ করা যায়। এই মন্ত্রেরও ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, নরসিংহ দেবতা।৩৬৩

এই মন্ত্রেরও পূর্ব্বোক্ত বীজ, পূর্ব্বোক্ত শক্তি বর্ণিত আছে। ঐ বীজের দ্বারা ন্যাস করিবে এবং তুলসী-দল দ্বারা পূজা করিবে।৩৬৪

পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে সমাহিত হইয়া পীঠপূজা করিবে। পরে চারিদিকে গরুড়, শঙ্কর, অনন্ত, পদ্মযোনি ব্রহ্মা, শ্রী, মায়া, ধৃতি ও পুষ্টিকে পূজা করিবে। পরে দিক্‌পালগণের পূজা করিবে।৩৬৫-৬৬

অগ্রে মহাভাগবত-দৈত্যনাশক-দেব-বিষ্ণুকে পূজা করিবে। এইরূপে সনাতন দেবশ্রেষ্ঠ নরসিংহকে পূজা করিলে স্বজনের সহিত সানন্দচিত্তে ঐ পদ প্রাপ্ত হইবে।

## বামন মন্ত্র।

নিম্নোক্তরূপে বামন দেবকে ধ্যান করিবে। যথা—তিনি কর্পূরের ন্যায় ধবলবর্ণ, দীপ্তিবিশিষ্ট, দিব্যকুণ্ডল দ্বারা অলঙ্কৃত, কিরীট-কেয়ূরধারী, পীতাম্বর, প্রভু, পদ্মাসনস্থিত, দেবশ্রেষ্ঠ, চন্দ্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত, কোটি-সূর্য্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন, মুখখানি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, ব্রাহ্মণবালকদেহধারী, মেখলা অজিন ও দণ্ড ধারণ করিয়া আছেন, সুবর্ণময় পাত্র ( কমণ্ডলু ) ধারী, ধন দ্বারা পূজিত, বামহস্তে অমৃতময় কলস, দ্বিভুজ হরিকে চিন্তা করিবে এবং নিজের আসনে উপবিষ্ট হইয়া একচিত্তে ঐরূপ ধ্যান করিয়া জপ করিবে। আরও চিন্তা করিবে—সনকাদি ঋষিগণ তাঁহাকে স্তব করিতেছেন, এবং সমস্ত দেবগণ তাঁহার উপাসনা করিতেছেন।৩৬৭-৭২

আদিতে 'প্রণব' ও অন্তে 'নমঃ'যুক্ত বিষ্ণবে বামনায় অর্থাৎ "ওঁ বিষ্ণবে বামনায় নমঃ" এই দশাক্ষর বামন মন্ত্র। ইহার ঋষি ইন্দ্র, বিরাট্ ছন্দঃ এবং স্বয়ং বামন এই মন্ত্রের দেবতা।৩৭৩

সুদীর্ঘ সুধাবীজ ও আদ্যবীজ ( প্রণব ) বামন-বীজ। এই বীজের দ্বারা বৈষ্ণবগণ ষড়ঙ্গ ও করন্যাস করিবে। দধিমিশ্রিত অন্ন ও পায়সের দ্বারা প্রত্যহ হোম করিবে। গৃহস্থ দৈনন্দিন উপাসনার অগ্নিতে অষ্টোত্তর শত হোম করিবে।৩৭৪-৭৫

ইহাতে শীঘ্রই কুবেরতুল্য সম্পদযুক্ত হইবে—সন্দেহ নাই। "ওঁ নমো বিষ্ণবে পতয়ে মহাবলায় স্বাহা"—ইহাই বামনমন্ত্র।৩৭৬

দধ্যন্নং পায়সং বাঽপি জুহুয়াৎ প্রত্যহং দ্বিজঃ।
ঔপাসনাগ্নৌ জুহুয়াদষ্টোত্তরশতং গৃহী ॥৩৭৫
কুবেরসদৃশঃ শ্রীমান্ ভবেৎ সদ্যো ন সংশয়ঃ।
ওঁ নমো বিষ্ণবে পতয়ে মহাবলায় স্বাহা ॥৩৭৬

ইতি বামনমন্ত্রঃ—

স্মৃত্বা ত্রৈবিক্রমং রূপং জপেন্মন্ত্রমনন্যধীঃ ॥৩৭৭
মুক্তো বন্ধাদ্ভবেৎ সদ্যো নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হ্রীং শ্রীং শ্রীবামনায় নম ইতি মূলমন্ত্রঃ।
ব্রহ্মার্ষং চৈব গায়ত্রী দেবতা চ ত্রিবিক্রমঃ।
ন্যাসং বীজেন জপ্ত্বাষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥৩৭৮
ইতি বামনমন্ত্রস্য জপাদন্নপতির্ভবেৎ।
উদ্গীথপ্রণবোদ্গীথ সর্ববাগীশ্বরেশ্বর ! ॥৩৭৯
সর্ববেদময়াচিন্ত্য ! সর্বং বোধয় মে পিতঃ !।
হুং ঐং হয়গ্রীবায় নমঃ ॥
ব্রহ্মার্ষং চৈব গায়ত্রী হয়গ্রীবোঽস্য দেবতা।
ন্যাসং বীজেন কৃত্বাঽথ পশ্চাদ্ধ্যানং সমাচরেৎ ॥৩৮০
শরচ্ছশাঙ্কপ্রভমশ্ববক্ত্রং মুক্তাময়ৈরাভরণৈরুপেতম্
রথাঙ্গশঙ্খাঞ্চিতবাহুযুগ্মং জানুদ্বয়ন্যস্তকরং ভজামঃ॥৩৮১
শঙ্খাভঃ শঙ্খচক্রে করসরসিজয়োঃ পুস্তকং চান্যহস্তে
বিভ্রদ্‌ব্যাখ্যানমুদ্রাং লসদিতরকরো মণ্ডলস্থঃ সুধাংশোঃ।
আসীনঃ পুণ্ডরীকে তুরগবরশিরাঃ পূরুষো মে পুরাণঃ
শ্রীমানজ্ঞানহারী মনসি নিবসতামৃগ্-যজুঃ-সামরূপঃ ॥৩৮২

ত্রিপদধারী বামনরূপ স্মরণ করিয়া একাগ্রচিত্তে ঐ মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে শীঘ্রই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—সন্দেহ নাই। এবিষয়ে অন্য বিচার কর্ত্তব্য নহে। "হ্রীং শ্রীং বামনায় নমঃ" ইহাই মূলমন্ত্র। ইহার ঋষি ব্রহ্মা, গায়ত্রী ছন্দ, ত্রিবিক্রম দেবতা। বীজমন্ত্রের দ্বারা ন্যাস করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র জপ করিবে। ৩৭৭-৭৮

এইরূপে বামনমন্ত্রের জপ করিলে অন্নপতি হইবে। করজোড়ে—প্রার্থনা করিবে

"উদ্গীথ ! প্রণবোদ্গীথ ! সর্ববাগীশ্বরেশ্বর !
সর্ব্ববেদময়াচিন্ত্য ! সর্ব্বং বোধয় মে পিতঃ !"

## "হয়গ্রীব বিষ্ণুমন্ত্র"

"হুঁ ঐঁ হয়গ্রীবায় নমঃ"

এই মন্ত্রেরও ব্রহ্মা ঋষি, গায়ত্রী ছন্দ, হয়গ্রীব দেবতা। বীজমন্ত্রের দ্বারা ন্যাস করিয়া পরে ধ্যান করিবে। ৩৭৯-৮০

শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় কান্তি, অশ্বের মুখের ন্যায় মুখ, মুক্তাময় আভরণ দ্বারা ভূষিত, দুই হস্তে চক্র ও শঙ্খ শোভমান, জানুদ্বয়ে হস্ত বিন্যস্ত আছে—এইরূপ (হয়গ্রীব) দেবকে আমরা ভজনা করি।৩৮১

শঙ্খের ন্যায় শুভ্রবর্ণ দেহ, করপদ্মদ্বয়ে শঙ্খ ও চক্র, অন্য হস্তে পুস্তক, অপর কর ব্যাখ্যান-মুদ্রা দ্বারা সুশোভিত, চন্দ্রমণ্ডলস্থিত, পদ্মে সমাসীন, শ্রেষ্ঠ অশ্বের মস্তকের ন্যায় শিরোমণ্ডল, পুরাণপুরুষ, ঋক্, যজুঃ ও সামবেদস্বরূপ শ্রীমান্ দেবকে যাঁহারা মনে মনে চিন্তা করেন, তাহাদের অজ্ঞান বিনষ্ট হয়।৩৮২

এইরূপে নৃসিংহ দেবকে ধ্যান করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া তিনবেলা সন্ধ্যোপাসন-সময়ে মন্ত্র জপ করিবে। ইহাতে সকল বেদার্থতত্ত্বে জ্ঞানসম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই।৩৮৩

অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ ছয়মাস পর্য্যন্ত ঐরূপ জপ করিয়া শুভ্র তণ্ডুলমিশ্রিত ঘৃতের দ্বারা হোম করিলে সর্ব্ববিদ্যাতে সিদ্ধিলাভ হইবে—সন্দেহ নাই। অষ্টাদশ বিদ্যাতেই বৃহস্পতি তুল্য পারদর্শী হইবে।৩৮৪-৮৫

## সুদর্শন-মন্ত্র

"সহস্রারং হুঁ ফট্" ইহাই সুদর্শনদেবের মূলমন্ত্র। অহির্বুধ্ন ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দ, সুদর্শন দেবতা। অচক্রায়, বিচক্রায়, সুচক্রায়, বিচক্রায়, সুচক্রায়, জ্বালাচক্রায় এই ক্রমে উক্তমন্ত্রে ষড়ঙ্গন্যাস করিবে।৩৮৬-৮৭

এবং ধ্যাত্বা জপেন্মন্ত্রং সন্ধ্যাসু বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৮৩
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরন্তু বা।
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈবং সাজ্যৈঃ শুভ্রৈঃ সতণ্ডুলৈঃ ॥৩৮৪
বিদ্যাসিদ্ধিমবাপ্নোতি ষণ্মাসং দ্বিজসত্তমঃ।
অষ্টাদশানাং বিদ্যানাং বৃহস্পতিসমো ভবেৎ ॥৩৮৫
সহস্রারং হুং ফড়িত্যেবং মূলং সৌদর্শনং মনুম্।
অহির্বুধ্ন্যোঽনুষ্টুভোঽস্য দেবতা চ সুদর্শনম্ ॥৩৮৬
অচক্রায় বিচক্রায় সুচক্রায় তথৈব চ।
বিচক্রায় সুচক্রায় জ্বালাচক্রায় বৈ ক্রমাৎ ॥৩৮৭
ষড়ঙ্গেষু চ বিন্যস্য পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেৎ।
নমশ্চক্রায় স্বাহেতি দশদিক্ষু যথাক্রমম্ ॥৩৮৮
চক্রেণ সহ বধ্নামীত্যুক্ত্যা প্রতিদিশেত্ততঃ।
ত্রৈলোক্যং রক্ষ রক্ষ হুং ফট্ স্বাহা ইতিবৈক্রমাৎ॥৩৮৯
অগ্নিপ্রাকারমন্ত্রোঽয়ং সর্বরক্ষাকরঃ পরঃ।
ওঁ মূর্ধ্নি স ভ্রূমধ্যে হংমুখে স্রাহমধীত্যতঃ।
রং গুহ্যে হং তু জান্বোশ্চ ফট্ পদদ্বয়সন্ধিষু ॥৩৯০
কল্পান্তার্কপ্রকাশং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তম্।
রক্তাক্ষং পিঙ্গকেশং রিপুকুলভয়দং ভীমদংষ্ট্রাজহাসম্।
শঙ্খং চক্রং গদাব্জং পৃথুতরমুষলং চাপপাশাঙ্কুশাঢ্যম্
বিভ্রাণং দোর্ভিরাদ্যং মনসি মুররিপুং ভাবয়েচ্চক্রসংজ্ঞম্ ॥৩৯১
ওং নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় হুং ফট্।
ইতি ষোড়শাক্ষরমিতি সুদর্শনবিধানম্ ॥৩৯২

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টধর্মশাস্ত্রে ভগবন্মন্ত্রবিধানং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

অনন্তর ধ্যান করিবে। "নমশ্চক্রায় স্বাহা" এই মন্ত্রে দশদিকে বন্ধন করিবে। "চক্রেণ সহ বধ্নামি" ইহা বলিয়া এবং "ওঁ ত্রৈলোক্যং রক্ষ রক্ষ হুঁ ফট্ স্বাহা" বলিয়া আত্মরক্ষা করিবে। ইহা অগ্নিপ্রাকারস্বরূপ সর্ব্বরক্ষাকর শ্রেষ্ঠমন্ত্র। "ওঁ" বলিয়া মস্তকে, "স" বলিয়া ভ্রূমধ্যে, "হুঁ" বলিয়া মুখে, "রং" গুহ্যে, "হং" জানুদ্বয়ে, 'ফট্' বলিয়া পদদ্বয়ে ও পাদসন্ধিতে ন্যাস করিবে।৩৮৮-৩৯০

প্রলয়কালীন সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী স্বীয় তেজ দ্বারা সমস্ত ত্রিভুবনকে পরিপূর্ণ করিতেছেন, (তিনি) রক্তচক্ষু, (তাঁহার) কেশগুচ্ছ পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট, শত্রুসমূহের ভয়দায়ক, ভীষণদন্তোৎপন্ন হাস্যযুক্ত, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, স্থূলতর মুষল, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশধারী হস্তযুক্ত, মুররিপু চক্রনামক শ্রেষ্ঠ সুদর্শনদেবকে মনে মনে ভাবনা করিবে।৩৯১

"ওঁ নমো ভগবতে মহাসুদর্শনায় হুঁ ফট্" সুদর্শনের এই ষোড়শাক্ষর মন্ত্র এবং পূজাবিধি উল্লিখিত হইল।

বৃদ্ধহারীতস্মৃতিতে বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে ভগবান্ বিষ্ণুরমন্ত্রবিধাননামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

## চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

### অথ প্রাপ্তকালে ভগবৎসমারাধনবিধিঃ।

হারীত উবাচ।

অথ বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
প্রত্যূষে সহসোত্থায় সম্যগাচম্য বারিণা ॥১
আত্মানং দেহমীশঞ্চ চিন্তয়েৎ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানানন্দময়ো নিত্যো নিবিকারো নিরাময়ঃ ॥২
দেহেন্দ্রিয়াৎ পরঃ সাক্ষাৎ পঞ্চবিংশাত্মকো হ্যহম্।
অস্মিন্ দেশে বসাম্যদ্য শেষভূতো হি শার্ঙ্গিণঃ ॥৩
শুক্র-শোণিতসম্ভূতে জরা-রোগাদ্যুপদ্রবে।
মেদো-রক্তাস্থি-মাংসাদিদেহদ্রব্যসমাকুলে ॥৪
মল-মূত্র-বসা-পঙ্কে নানাদুঃখসমাকুলে।
তাপত্রয়মহাবহ্নি-দহ্যমানেঽনিশং ভৃশম্ ॥৫
ইষণাত্রয়কৃষ্ণাহিবাধ্যমানে দুরত্যয়ে।
ক্লিশ্যামি পাপভূয়িষ্ঠে কারাগৃহনিভেঽশুভে ॥৬
বহুজন্ম-বহুক্লেশগর্ভবাসাদি দুঃখিতে।
বসামি সর্বদোষাণামালয়ে দুঃখভাজনে ॥৭
অস্মাদ্ বিমোক্ষণায়ৈব চিন্তয়িষ্যামি কেশবম্।
বৈকুণ্ঠে পরমব্যোম্নি দুগ্ধাব্ধৌ বৈষ্ণবে পদে ॥৮
অনন্তভোগি-পর্য্যঙ্কে সমাসীনং শ্রিয়া সহ।
ইন্দ্রনীলনিভং শ্যামং চক্র-শঙ্খ-গদাধরম্ ॥৯
পীতাম্বরধরং দেবং পদ্মপত্রায়তেক্ষণম্।
শ্রীবৎস-কৌস্তুভোরস্কং সর্বাভরণভূষিতম্ ॥১০
চিন্তয়িত্বা নমস্কৃত্বা কীর্তয়েদ্দিব্যনামভিঃ।
সঙ্কীর্ত্য নামসাহস্রং নমস্কৃত্বা গুরূনপি ॥১১

## চতুর্থ অধ্যায়

### প্রাপ্তকালে ভগবৎসমারাধন-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

হারীত বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! শ্রীবিষ্ণুর আরাধন-বিধি বলিতেছি। প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া জলের দ্বারা আচমন করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া আত্মা, স্বদেহ ও শ্রীভগবান্ ঈশ্বরকে চিন্তা করিবে। তিনি জ্ঞান ও আনন্দময়, নিত্য, নির্ব্বিকার নিরাময়দেহ, ইন্দ্রিয়ের অতীত, সাক্ষাৎ পঞ্চবিংশতত্ত্বাত্মক ভগবান্ অর্থাৎ মহদহঙ্কারাদি চতুর্বিংশতত্ত্বাত্মক সৃষ্ট পদার্থ, ভগবান্ ইহার অতীত পঞ্চবিংশতত্ত্বস্বরূপ চিন্ময় আত্মা। আমি আজ এই দেশে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর অঙ্গভূত হইয়া বাস করিতেছি।১-৩

আমি শুক্র ও শোণিত হইতে উৎপন্ন হইয়া জরা ও রোগাদি উপদ্রব দ্বারা উপদ্রুত, মেদঃ, রক্ত, অস্থি, মাংসাদি দেহোপকরণ-দ্রব্য দ্বারা ভারাক্রান্ত, মল-মূত্র-বসারূপপঙ্কমধ্যে নিমগ্ন নানাদুঃখদ্বারা ব্যথিতচিত্তে দিবানিশি তাপত্রয়রূপ মহাবহ্নি দ্বারা অত্যন্ত দগ্ধ হইতে হইতে পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণাদি ইষণত্রয় রূপ দুনিবার কৃষ্ণসর্প (কেউটে সাপ) দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া অশুভ-কারাগার তুল্য পাপবহুল দেহমধ্যে বাস করিতেছি। এই দেহ বহুজন্ম, বহুক্লেশ, গর্ভবাস প্রভৃতি দুঃখসঙ্কুল, সমস্ত দোষের আলয় ও অত্যন্ত দুঃখভাজন।৪-৭

এই দেহ হইতে সম্পূর্ণভাবে বিমুক্তির জন্য কেশবকে চিন্তা করি। পরমব্যোম বৈকুণ্ঠে দুগ্ধসমুদ্রে বৈষ্ণবপদে অনন্তফণামুক্ত শেষপর্য্যঙ্কে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-দেবীর সহিত তিনি উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার বর্ণ ইন্দ্রনীলমণিতুল্য শ্যামল, তিনি শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী।৮-৯

পরিধানে পীতাম্বর, পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘ তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়, তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি দ্বারা সুশোভিত, তিনি সমস্ত আভরণে অলঙ্কৃত। এইরূপ চিন্তা করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক দিব্যনামসমূহ অবলম্বনে তাঁহার নামকীর্ত্তন করিবে। এইরূপে সহস্র নামকীর্ত্তন করিবে এবং পরে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিবে।৯-১১

তুলসীকানন ও গরুকে স্পর্শপূর্ব্বক একমনে বহির্গত হইয়া গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী নির্জ্জন পবিত্র

তুলসীং কাঞ্চনং গাঞ্চ সংস্পৃশ্যাথ সমাহিতঃ।
দূরাদ্ বহির্বিনিক্রম্য শুচৌ দেশে চ নির্জনে ॥১২
কর্ণস্থব্রহ্মসূত্রস্তু শিরঃ প্রাবৃত্য বাসসা।
কুর্য্যান্মূত্রপুরীষে চ ষ্ঠীবনোচ্ছ্বাসবর্জিতঃ ॥১৩
অহন্যুদঙ্মুখো রাত্রৌ দক্ষিণাভিমুখস্তথা।
সমাহিতমনা মৌনী বিণ্মূত্রে বিসৃজেত্ততঃ ॥১৪
উত্থায়াতন্দ্রিতঃ শৌচং কুর্য্যাদভ্যুদ্ধৃতৈর্জলৈঃ।
গন্ধলেপক্ষয়করং যথাসঙ্খ্যং মৃদা শুচিঃ ॥১৫
অর্দ্ধপ্রসৃতিমাত্রাং তু মৃদং দদ্যাদ্ যথোক্তবৎ।
ষড়পানে ত্রি লিঙ্গে তু সব্যহস্তে তথা দশ ॥১৬
উভয়োঃ সপ্ত দদ্যাচ্চ ত্রিস্ত্রিস্ত্রিস্তু পাদয়োঃ।
আজঙ্ঘাম্মণিবন্ধাত্তু প্রক্ষাল্য শুভবারিণা ॥১৭
উপবিষ্টঃ শুচৌ দেশে অন্তর্জানুকরস্তথা।
পবিত্রপাণিরাচামেৎ প্রকৃতিস্থঃ স বারিণা ॥১৮
ত্রিঃ প্রাশ্যাঙ্গুষ্ঠমূলেন দ্বিধোন্মৃজ্য কপোলকৌ।
মধ্যমাঙ্গুলিভিঃ পশ্চাদ্ দ্বিরোষ্ঠৌ মৃজয়েত্তথা ॥১৯
নাসিকৌষ্ঠান্তরং পশ্চাৎ সর্বাঙ্গুলিভিরেব চ।
পাদৌ হস্তৌ শিরশ্চৈব জলৈঃ সম্মার্জয়েত্ততঃ ॥২০
অঙ্গুষ্ঠ-তর্জনীভ্যাং তু স্পৃশেদ্ দ্বৌ নাসিকাপুটৌ।
অঙ্গুষ্ঠানামিকাভ্যাস্তু চক্ষুঃ-শ্রোত্রে জলৈঃ স্পৃশেৎ ॥২১
কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠনাভিঞ্চ তলেন হৃদয়ন্ততঃ।
সর্বাঙ্গুলিভিঃ শিরসি বাহুমূলে তথৈব চ ॥
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ যথাসঙ্খ্যমুপস্পৃশেৎ ॥২২
দ্বিরাচমেত্তু সর্বত্র বিণ্মূত্রোৎসর্জনে ত্রয়ম্।
সামান্যমেতৎ সর্বেষাং শৌচং তু দ্বিগুণোদিতম্ ॥২৩
আচম্যাতঃপরং মৌনী দন্তান্ কাষ্ঠেন শোধয়েৎ।
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখো বাপি কষায়ং তিক্তকণ্টকম্ ॥২৪

স্থানে যজ্ঞসূত্র কর্ণে সংস্থাপন করত বস্ত্র দ্বারা মস্তক আচ্ছাদিত করিয়া থুথুফেলা ও দীর্ঘশ্বাস প্রভৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে।১২-১৩

দিনে উত্তরমুখ হইয়া এবং রাত্রে দক্ষিণমুখ হইয়া একমনে মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিবে। উঠিয়া অনলসভাবে উদ্ধৃত জলের দ্বারা শৌচ করিবে। যে পর্য্যন্ত হস্তের দুর্গন্ধ ক্ষয় না হয়, তাবৎকাল মৃত্তিকা দ্বারা হস্ত শৌচ করিবে।১৪-১৫

অর্দ্ধপ্রসৃতি পরিমাণে (অর্দ্ধকোষ) মৃত্তিকা হস্তে দিবে। অপান (গুহ্য) দেশে ছয়বার, লিঙ্গে তিনবার, বামহস্তে দশবার, উভয় হস্তে শতবার এবং দুই পাদে তিন তিনবার মৃত্তিকা লেপন করিবে। জঙ্ঘা হইতে মণিবন্ধ (কনুই) পর্য্যন্ত পবিত্র জলের দ্বারা প্রক্ষালন করিবে।১৬-১৭

পবিত্রস্থানে উপবিষ্ট হইয়া হস্তদ্বয় জানুমধ্যে রাখিয়া পবিত্র হস্তে প্রকৃতিস্থ মনে জল দ্বারা আচমন করিবে। আচমনের বিধি বলিতেছেন—তিনবার জলপান করিয়া অঙ্গুষ্ঠমূলের দ্বারা দুইবার কপোল মার্জ্জন করিবে। পরে মধ্যমাঙ্গুলিসহ তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা ওষ্ঠ মার্জ্জন করিবে। পরে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা নাসিকাছিদ্র ও অন্য ওষ্ঠ স্পর্শ করিবে এবং জলের দ্বারা পাদদ্বয়, হস্তদ্বয় ও মস্তক মার্জ্জন, পরে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা দুইটি নাসাছিদ্র স্পর্শ করিবে। এইরূপে জল দ্বারা অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা যোগে চক্ষুঃ ও শ্রোত্রদ্বয় স্পর্শ করিবে এবং কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নাভি, এবং সর্ব্বাঙ্গুলির তলদেশদ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। সর্ব্বাঙ্গুলি দ্বারা শিরোদেশ ও বাহুমূল দুইটিকে স্পর্শ করিবে। তৎতৎস্পর্শ-সময়ে কেশব প্রভৃতির নাম করিবে।১৮-২২

সর্ব্বত্র বৈধকর্ম্মে দুইবার আচমন করিবে। কিন্তু বিষ্ঠা ও মূত্রত্যাগের পর শুচি হওয়ার জন্য তিনবার আচমন করিবে। এই সর্ব্বসাধারণ কর্ম্মজন্য সাধারণ-শৌচে দুইবার আচমন করিতে হইবে। আচমন করত মৌনী হইয়া দন্তকাষ্ঠ দ্বারা দন্তশুদ্ধি করিবে। পূর্ব্বমুখ বা উত্তরমুখ হইয়া কষায়, তিক্তরস, কণ্টক-কাষ্ঠ দ্বারা দন্তমার্জ্জন করিবে।২৩-২৪

কনিষ্ঠাঙ্গুলি-পরিমিত স্থূল ও দ্বাদশাঙ্গুল দীর্ঘ দন্তকাষ্ঠ

কনিষ্ঠাগ্রমিতস্থূলং দ্বাদশাঙ্গুলমায়তম্ ।
পর্বাধঃকৃতকূর্চ্চেন তেন দন্তান্নিকর্ষয়েৎ ॥২৫
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্বক্ত্রং সংশোধয়েদ্ দ্বিজঃ ।
মুখং সম্মার্জয়িত্বাঽথ পশ্চাদাচমনং চরেৎ ॥
পবিত্রপাণিরাচম্য পশ্চাৎ স্নানং সমাচরেৎ ॥২৬
নদ্যাং তড়াগে খাতে বা তথা প্রস্রবণে জলে ।
তুলসীমৃত্তিকাং ধাত্রীমুপলিপ্য কলেবরে ॥২৭
অভিমন্ত্র্য জলং পশ্চান্মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ ।
নিমজ্জ্য তুলসীমিশ্রং জলং সম্প্রাশয়েত্ততঃ ॥২৮
আচম্য মার্জনং কুর্য্যাৎ কুশৈঃ সতুলসীদলৈঃ ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন আপো হি ষ্ঠাদিভিস্তথা ॥২৯
নিমজ্জ্যাপ্সু জলে পশ্চাত্রিবারমঘমর্ষণম্ ।
উত্থায় পুনরাচম্য পশ্চাদপ্সু নিমজ্জ্য বৈ ॥৩০
মন্ত্ররত্নং ত্রিবারং তু জপন্ ধ্যায়ন্ সনাতনম্ ।
পিবেদুত্থায় তেনৈব ত্রিবারমভিমন্ত্রিতম্ ॥৩১

আচম্য তর্পয়েদ্দেবান্ পিতৄনপি বিধানতঃ
নিষ্পীড্য কূলে বস্ত্রং তু পুনরাচমনং চরেৎ ॥৩২
ধৌতবস্ত্রং সোত্তরীয়ং সকৌপীনং ধরেৎ স্থিতম্ ।
নিবদ্ধশিখকচ্ছস্তু দ্বিরাচম্য যথাবিধি ॥৩৩
ধারয়েদূর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাণি মৃদা শুভ্রাণি বৈষ্ণবঃ ।
শ্রীকৃষ্ণতুলসীদলমৃদা বাঽপি প্রযত্নতঃ ॥৩৪
মন্ত্রৈরেবাভিমন্ত্র্যাথ ললাটাদিষু ধারয়েৎ ।
নাসিকামূলমারভ্য বিভৃয়াচ্ছ্রীপদাকৃতি ॥৩৫
সান্তরালং ভবেৎ পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং তু বা তথা ।
ললাটাদি তথা পশ্চাদ্ গ্রীবান্তং কেশবাদিভিঃ ॥৩৬
নাম্নাং দ্বাদশভির্মূর্দ্ধ্নি বাসুদেবং তলাম্বুনা ।
পবিত্রপাণিঃ শুদ্ধাত্মা সন্ধ্যাং কুর্য্যাৎ সমাহিতঃ ॥৩৭
প্রাদেশমাত্রৌ কৌশেয়ৌ সাগ্রৌ মূলযুতৌ তথা ।
অন্তর্গর্ভৌ সুবিমলৌ পবিত্রং কারয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৩৮

অঙ্গুলীপর্ব্বের নিম্নে রাখিয়া কিংবা পশুলোমের তূলিকা দ্বারাও দন্তঘর্ষণ করিবে ।২৫

পরে দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে। রুগ্ন ব্যক্তির কাষ্ঠদ্বারা দন্তঘর্ষণ নিষিদ্ধ, সেস্থলে মাত্র দ্বাদশগণ্ডূষ জল দ্বারাও মুখশুদ্ধি হইতে পারে। মুখশুদ্ধির পর আচমন করিবে। পবিত্র হস্তে আচমন করিয়া পরে স্নান করিবে ।২৬

নদীজলে, সরোবরে বা খাতজলে কিংবা স্রোতোজলে তুলসীসংযুক্ত মৃত্তিকা ও আমলকী-রস শরীরে প্রলিপ্ত করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা জলকে অভিমন্ত্রিত করত ঐ জলে স্নান করিবে। পরে বৈষ্ণবগণ তুলসীমিশ্রিত জল পান করিবে ।২৭-২৮

স্নানানন্তর উক্তরূপে আচমন করিয়া তুলসীদলযুক্ত কুশের দ্বারা পুরুষসূক্ত ও আপো হি ষ্ঠাদি মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মার্জ্জন করিবে। স্নান করিবার পর তিনবার অঘমর্ষণমন্ত্র জপ করিয়া ডুব দিবে এবং উঠিয়া পুনরায় আচমন করত পুনর্বার স্নান করিবে ।২৯-৩০

স্নানের পর উঠিয়া সনাতন শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র জপ ও ধ্যান করিতে করিতে ঐ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তিনবার জলপান করিবে। পরে আচমন করত দেবতাদিগকে ও পিতৃগণকে যথাবিধি তর্পণ করিয়া তীরে বস্ত্র নিঙ্ড়াইয়া পুনরায় আচমন করিবে ।৩১-৩২

কৌপীনসহ উত্তরীয় ও ধৌতবস্ত্র ধারণ করত শিখা ও কচ্ছ বন্ধনপূর্বক আসীন হইয়া দুইবার যথাবিধি আচমন করিবে। পরে বৈষ্ণবগণ শুভ্র মৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে কিংবা শ্রীকৃষ্ণতুলসী-মূলের মৃত্তিকা দ্বারাও যত্নসহকারে তিলকধারণ করিতে পারে ।৩৩-৩৪

তৎ তৎ মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাট প্রভৃতি স্থানে তিলক অঙ্কিত করিবে। নাসিকা-মূল হইতে আরম্ভ করিয়া পদচিহ্নাকৃতি তিলক ধারণ করিতে হইবে। পুণ্ড্রের মধ্যস্থান ফাঁকযুক্ত হইবে কিংবা কেবল দণ্ডাকৃতিও হইতে পারে। কেশবাদির নাম উচ্চারণপূর্বক ললাট আদি গ্রীবা পর্য্যন্ত তিলক ধারণ করিবে ।৩৫-৩৬

দ্বাদশ নামের দ্বারা মস্তকে, হস্ততলস্থিত জলের দ্বারা বাসুদেব-স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিবে। পরে

দেবার্চনে জপে হোমে কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্ম্যং পবিত্রকম্।
ইতরে বর্ত্তুলগ্রন্থিরেবং ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥৩৯
পথি দর্ভাশ্রিতা দর্ভা যে দর্ভা যজ্ঞভূমিষু।
স্তরণাসনপিণ্ডেষু ব্রহ্মযজ্ঞে চ তর্পণে ॥৪০
পানে ভোজনকালে চ ধৃতান্ দর্ভান্ বিসর্জয়েৎ।
সপবিত্রকরেণৈব আচামেৎ প্রযতো দ্বিজঃ ॥৪১
আচান্তস্য শুচিঃ পাণির্যথাপাণিস্তথা কুশঃ।
সন্ধ্যাচমনকালে তু ধৃতং ন পরিবর্জয়েৎ ॥৪২
অপ্রসূতাঃ স্মৃতা দর্ভাঃ প্রসূতাস্ত কুশাঃ স্মৃতাঃ।
সমূলাস্ত কুশা জ্ঞেয়াশ্ছিন্নাগ্রাস্তৃণসংজ্ঞিতাঃ ॥৪৩
কুশোদকেন যৎকণ্ঠং নিত্যং সংশোধয়েদ্ দ্বিজঃ।
ন পর্য্যুষন্তি পাপানি ব্রহ্মকূর্চং দিনে দিনে ॥৪৪
কুশাসনং সদা পূতং জপহোমার্চ্চনাদিষু।
কেশেনৈব কৃতং কর্ম সর্বমানন্তমশ্নুতে ॥৪৫
তস্মাৎ কুশপবিত্রেণ সন্ধ্যাং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি।
স্বগৃহোক্তবিধানেন সন্ধ্যোপাস্তিং সমাচরেৎ ॥৪৬
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং রবিমণ্ডলমধ্যগম্।
গায়ত্র্যাহর্ঘ্যং প্রদদ্যাচ্চ জপং কুর্বীত ভক্তিমান্ ॥৪৭
সূর্য্যস্যাভিমুখো জপ্ত্বা সাবিত্রীং নিয়তাত্মবান্।
উপস্থানং ততঃ কৃত্বা নমস্কুর্য্যাত্ততো হরিম্ ॥৪৮
নমো ব্রহ্মণ ইত্যাদি জপিত্বাহথ বিসর্জয়েৎ।
ততঃ সন্তর্পয়েদ্ বিষ্ণুং মন্ত্ররত্নেন মন্ত্রবিৎ ॥৪৯
শতবারং সহস্রং বা তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং পশ্চাত্তর্পয়েচ্চ যথাবিধি ॥৫০
অনন্তদীপারেখাদিদেবতানামনুক্রমাৎ।

পবিত্রহস্তে শুদ্ধচিত্তে একাগ্রমনে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। অগ্র ও মূলযুক্ত প্রাদেশ ( বিঘৎ ) পরিমিত কুশের দ্বারা অন্তর্গর্ভ পবিত্র রচনা করিবে।৩৭-৩৮

দেবপূজায়, জপে ও হোমে ব্রাহ্মণগণ ব্রাহ্ম ( দীর্ঘ ) পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে। অন্যে বর্ত্তুল ( গোল ) পবিত্র নির্ম্মাণ করিবে। পথে পতিত কুশ, কুশের মধ্যস্থিত কুশ, যজ্ঞভূমিতে উৎপন্ন কুশ, আস্তরণ, আসন ও পিণ্ডে ব্যবহৃত কুশ, ব্রহ্মযজ্ঞে ও তর্পণে ব্যবহৃত কুশ এবং পান ও ভোজনকালে ব্যবহৃত কুশ পরিত্যাগ করিবে। ব্রাহ্মণ পবিত্র হস্তে নিয়া বিশুদ্ধমনেই আচমন করিবে। আচমন করিলেই যদ্রূপ হস্ত পবিত্র হয়, তদ্রূপ কুশও পবিত্র হয়। সন্ধ্যাকালে ও আচমনকালে ধৃত কুশ পরিত্যাগ করিবে না।৩৯-৪২

যে কুশ হইতে অন্য কুশ জন্মে না, তাহাকে দর্ভ বলে, কুশান্তর উৎপন্ন হইলে তাহাকে কুশ বলা হয়। মূলের সহিত যাহা, তাহাকে কুশ বলিয়া জানিবে, মূলশূন্য হইলে তাহা মাত্র তৃণ-পদবাচ্য। কুশোদক দ্বারা যে ব্রাহ্মণ প্রত্যহ কণ্ঠ শোধন করে, তাহার পাপসকল বাসী হয় না ( অর্থাৎ জমা :থাকে না, ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ), এইরূপ প্রতিদিন ব্রহ্মকূর্চ অর্থাৎ কুশগুচ্ছসহকারে অঘমর্ষণ দ্বারা মস্তকে জলক্ষেপণ করিলে পাপ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। জপ, হোম ও পূজাদিকার্য্যে কুশাসন সর্বদাই পবিত্র। কুশের দ্বারা যে কার্য্য করা যায়, তাহা অনন্তফল দান করে। অতএব কুশনির্ম্মিত পবিত্রদ্বারা যথাবিধি সন্ধ্যা করিবে, নিজ শাখার গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে সন্ধ্যোপসনা করিবে।৪৩-৪৬

ভক্তিমান্ ব্যক্তি সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত নারায়ণকে ধ্যান করত গায়ত্রীমন্ত্রের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। সংযতচিত্তে সূর্য্যাভিমুখে গায়ত্রী জপ করিয়া উপাসনান্তে শ্রীহরিকে প্রণাম করিবে। ৪৭-৪৮

"ব্রহ্মণে নমঃ" ইত্যাদি বলিয়া গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে। পরে মন্ত্রতত্ত্ববিৎ মন্ত্ররত্ন দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে তৃপ্ত করিবে। পরে তুলসী মিশ্রিত জলের দ্বারা শতবার বা সহস্রবার শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণকে যথাবিধি পরিতৃপ্ত করিবে।৪৯-৫০

অনন্ত-দীপা-রেখাদি (?) দেবতার অনুক্রম অনুসারে এক এক অঞ্জলি জল দিয়া আচমন করিবে। শ্রীপতি বিষ্ণুর আরাধনার জন্য পুষ্প সঞ্চয় করিবে।৫১

একৈকমঞ্জলিং দত্ত্বা পশ্চাদাচমনং চরেৎ।
শ্রীশস্যারাধনার্থং বৈ কুর্য্যাৎ পুষ্পস্য সঞ্চয়ম্ ॥৫১
তুলসী-বিল্বপত্রাণি দূর্বাং কৌশেয়মেব চ।
বিষ্ণুক্রান্তং মরুবকং কেশাম্বুদদলং তথা ॥৫২
উশীরং জাতিকুসুমং কুন্দঞ্চৈব কুরণ্টকম্।
শমীং চম্পাং কদম্বঞ্চ চূতপুষ্পং চ মাধবীম্ ॥৫৩
পিপ্পলস্য প্রবালানি জাম্ববং পাটলং তথা।
আস্ফোটং কুটজং লোধ্রং কর্ণিকারঞ্চ কিংশুকম্ ॥৫
নীপার্জুনে শিংশপঞ্চ শ্বেতকিংশুকনামকম্।
জম্বীরং মাতুলিঙ্গঞ্চ যূথিকারচয়ং তথা ॥৫৫
পুন্নাগং বকুলং নাগকেশরাশোকমল্লিকাঃ।
শতপত্রঞ্চ হারিদ্রং করবীরং প্রিয়ঙ্গু চ ॥৫৬
নীলোৎপলং তূৎপলঞ্চ নন্দাবর্ত্তঞ্চ কৈতকম্।
ঘটজং স্থলপদ্মঞ্চ সর্বাণি জলদানি চ ॥৫৭
তৎকালসম্ভবং পুষ্পং গৃহীত্বাঽথ গৃহং বিশেৎ।
বিতানাদিযুতে দিব্যধূপ-দীপৈর্বিরাজিতে ॥৫৮
চন্দনাগুরুকস্তূরী কর্পূরামোদবাসিতে।
বিচিত্ররত্নবল্যাঢ্যে মণ্ডপে রত্নপীঠকে ॥৫৯
বিস্তীর্ণপুষ্পপর্য্যঙ্কে দেব্যা সহিতমচ্যুতম্।
সন্নিধাবাসনে স্থিত্বা কুশে পদ্মাসনে স্থিতঃ ॥৬০
প্রাণায়ামবিধানেন ভূতশুদ্ধিং বিধায় চ।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পশ্চাদ্ধ্যানং যথোক্তবৎ ॥৬১
পরব্যোম্নি স্থিতং দেবং লক্ষ্মীনারায়ণং বিভুম্।
পরাভিঃ শক্তিভির্যুক্তং ভূলীলাবিমলাদিভিঃ ॥৬২
অনন্ত-বিহগাধীশ-সৈন্যাদ্যৈঃ সুরসত্তমৈঃ।
চণ্ডাদ্যৈঃ কুমুদাদ্যৈশ্চ লোকপালৈশ্চ সেবিতম্ ॥৬৩
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং নানারত্নবিভূষণম্।
বামাঙ্কস্থশ্রিয়া যুক্তং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্ ॥৬৪
মন্ত্ররত্নবিধানেন ন্যাসমুদ্রাদিকর্মকৃৎ।
পঞ্চোপনিষদং ন্যাসং কুর্য্যাৎ সর্বত্র কর্মসু ॥৬৫
ওমীশায় নমঃ পরায়েতি পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ।
ওঁ যাং নমঃ পরায়েতি ততঃ পুরুষাত্মনে নমঃ ॥৬৬

তুলসী, বিল্বপত্র, দূর্ব্বা, কুশনির্ম্মিত পবিত্র, বিষ্ণুক্রান্ত, মরুবক, কেশাম্বুদের পত্র, উশীর, জাতিপুষ্প, কুন্দ, কুরণ্টক, শমী, চম্পা, কদম্ব, চূতপুষ্প, মাধবীলতার পুষ্প, পিপ্পলবৃক্ষের (অশ্বত্থের) নবপত্র, রক্তবর্ণ জম্বু, আস্ফোট, কূটজ, লোধ্র, কর্ণিকার, কিংশুক, নীপ, অর্জ্জুন, শিংশপা, শ্বেতকিংশুক, জাম্বীর, মাতুলিঙ্গ, যূথিকা, পুন্নাগ, বকুল, নাগকেশর, অশোক, মল্লিকা, পদ্ম, হরিদ্রা- বর্ণের করবী, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, সাধারণ পদ্ম, নন্দ্যাবর্ত্ত, কেতক, ঘটজ, স্থলপদ্ম ও বর্ষাকালোৎপন্ন সমস্ত পুষ্প গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রবেশ করিবে। লতাদিসংযুক্ত, দিব্য দূপ ও দীপ যেস্থানে বিদ্যমান এবং চন্দন, অগুরু, কস্তুরী ও কর্পূরাদির সুগন্ধ দ্বারা সুরভিত ও বিচিত্র রত্নসমূহ দ্বারা যেস্থান সমৃদ্ধ সেই রত্নপীঠময় মণ্ডপের মধ্যে বিস্তীর্ণপুষ্পময় পর্য্যঙ্কে দেবীর সহিত একাসনে মিলিত অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুকে নিকটবর্ত্তী কুশময় আসনে পদ্মাসনে অবস্থিত হইয়া পূজা করিবে।৫২-৬৭

প্রাণায়াম-বিধান দ্বারা ভূতশুদ্ধি করিয়া তিনটী প্রাণায়াম করত পূর্ববৎ বিধিতে ধ্যান করিবে।৬১

পরমাকাশে অবস্থিত ভূলীলা (?) ও বিমলাদি পরা-শক্তিসহ মিলিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদেবকে ধ্যান করিবে। অনন্ত ও পক্ষিরাজ গরুড় প্রভৃতি সৈন্য, দেবশ্রেষ্ঠগণ, চণ্ড প্রভৃতি ও কুমুদ প্রভৃতি দিগ্‌হস্তী এবং লোকপালগণ দ্বারা সেবিত, চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, নানারত্ন দ্বারা ভূষিত, বামাঙ্কস্থিতা লক্ষ্মীদ্বারা মিলিত, শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মধারী শ্রীশ্রীনারায়ণকে চিন্তা করিবে।৬২-৬৪

মন্ত্ররত্নের দ্বারা যথাবিধি ন্যাস মুদ্রাদি কর্ম্ম করিবে। সমস্ত কর্ম্মেই পঞ্চসংখ্যক ঔপনিষদ্ ন্যাস করিবে। যথা—ওঁ ঈশায় নমঃ, পরায় নমঃ, পরমেষ্ঠ্যাত্মনে নমঃ, ওঁ যাং পরায় নমঃ ওঁ পুরুষাত্মনে নমঃ, ওঁ রাং পরায় নমঃ, বিশ্বাত্মনে নমঃ, ওঁ বাং পরায় নমঃ, স্বনিবৃত্ত্যাত্মনে নমঃ, ওঁ লাং পরায় নমঃ, সর্ব্বাত্মনে নমঃ—এই সব মন্ত্র মস্তক, নাসাগ্র, হৃদয়, গুহ্যদেশ ও পাদদেশে বিন্যস্ত

ওঁ রাং নমঃ পরায়েতি ততো বিশ্বাত্মনে নমঃ।
ওঁ বাং নমঃ পরায়েতি স্বনিবৃত্ত্যাত্মনে নমঃ ॥৬৭
ওঁ লাং নমঃ পরায়েতি ততঃ সর্বাত্মনে নমঃ।
শিরোনাসাগ্রহৃদয়গুহ্যপাদেষু বিন্যসেৎ ॥৬৮
যথাক্রমেণ তন্মন্ত্রান্ পঞ্চাঙ্গেষু ক্রমান্ ন্যসেৎ।
তন্মুদ্রয়া তদাবাহ্য দদ্যাদাসনমেব চ ॥৬৯
পাদ্যার্ঘ্যাচমন-স্নানপাত্রাণি স্থাপ্য পূজয়েৎ।
পূরয়িত্বা শুভজলং পাত্রেষু কুসুমৈর্যুতম্ ॥৭০
দ্রব্যাণি নিক্ষিপেৎ তেষু মঙ্গলানি যথাক্রমাৎ।
উশীরং চন্দনং কুষ্ঠং পাদ্যপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ ॥৭১
বিষ্ণুক্রান্তঞ্চ দূর্ব্বাঞ্চ কৌশেয়ান্ তিলসর্ষপান্।
অক্ষতাংশ্চ ফলং পুষ্পমর্ঘ্যপাত্রে বিনিক্ষিপেৎ ॥৭২
জাতীফলঞ্চ কর্পূরমেলাঞ্চাচমনীয়কে।
মকরন্দং প্রবালঞ্চ রত্নং সৌবর্ণমেব চ ॥৭৩
তানি দদ্যাৎ স্নানপাত্রে ধাত্রীং সুরতরুং তথা।
দ্রব্যাণামপ্যলাভে তু তুলসীপত্রমেব চ ॥৭৪
চন্দনং বা সুবর্ণং বা কৌশেয়ং বা বিনিক্ষিপেৎ।
দর্শয়েৎ সুরভের্মুদ্রাং পূজয়েৎ কুসুমব্রজৈঃ ॥৭৫
অভিমন্ত্র্য চ মন্ত্রেণ ধূপদীপৈর্নিবেদয়েৎ।
অনন্তরং চোদ্ধরণ্যা দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং তথা ॥৭৬
তৎপাত্রক্ষালনং কৃত্বা তথা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ।
সৌবর্ণানি চ রৌপ্যাণি তাম্রকাংস্যানি যোজয়েৎ ॥৭৭
পাত্রাণামপ্যলাভে তু শঙ্খমেকং বিশিষ্যতে।
শঙ্খোদকং সদা পূতমতিপ্রিয়তরং হরেঃ ॥৭৮
উদ্ধরিণ্যা জলং দদ্যাম্নাপ্সু শঙ্খং নিমজ্জয়েৎ।
অষ্টাক্ষরেণ মনুনা মন্ত্ররত্নেন বা যজেৎ ॥৭৯
পাদ্যার্ঘ্যাচমনং দত্ত্বা মধুপর্কং নিবেদয়েৎ।
পুনরাচমনং দত্ত্বা পাদপীঠং নিবেদয়েৎ ॥৮০
দন্তধাবনগণ্ডূষদর্পণালোচনং তথা।
নিবেদ্যাভ্যঞ্জনং তৈলেনোদ্বর্ত্তং কেশরঞ্জনম্ ॥৮১
সুখোষ্ণিতজলৈঃ স্নানং পুনরুদ্বর্তনং চরেৎ।
কুঙ্কুমেন হরিদ্রেণ চন্দনেন সুগন্ধিনা ॥৮২

---

করিবে। ঐ মন্ত্রগুলি যথাক্রমে পঞ্চ অঙ্গে বিন্যাস করিবে। সেই সেই মুদ্রাসংযোগে ন্যাস করিতে হইবে। তৎ তৎ মুদ্রায় আবাহন করত আসনাদি উপচার দান করিবে।৬৫-৬৯

পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, স্নানীয় পাত্র স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবে। পুষ্পযুক্ত পাত্র নির্ম্মল ও পবিত্র জলদ্বারা পূর্ণ করিয়া উশীর, চন্দন, কুড় পাদ্যপাত্রে মাঙ্গল্য-দ্রব্য নিক্ষেপ করিবে।৬৮-৭১

আর বিষ্ণুক্রান্ত, দূর্ব্বা, কুশ নির্ম্মিত পবিত্রাদি, তিল, সর্ষপ, অক্ষত ( আতপ তণ্ডুল ), ফল ও পুষ্প অর্ঘ্যপাত্রে দিবে।৭২

এবং জাতীফল, কর্পূর ও এলাইচ আচমনীয় জলের পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। মকরন্দ, প্রবাল ( মণি ), সুবর্ণ, আমলকী ও দেবপুষ্প স্নানীয় পাত্রে নিক্ষেপ করিবে। কোনও দ্রব্যের অলাভ হইলে তৎস্থানে তুলসীপত্র দিবে।৭৩-৭৪

অথবা চন্দন কিংবা সুবর্ণ বা কুশনির্ম্মিত পবিত্র তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। পরে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কুসুমগুচ্ছ দ্বারা পূজা করিবে।৭৫

মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া ধূপ-দীপাদি দ্বারা পূজা বিধেয়। উদ্ধরণী অর্থাৎ কুশীর দ্বারা পাদ্যাদি দান করিবে। সেই পাত্র প্রক্ষালিত করিয়া পরে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৭৬

সুবর্ণপাত্র কিংবা রৌপ্যপাত্র, তাম্র-পাত্র বা কাংস্য-পাত্রও দিতে পারে। কোনও পাত্র না পাওয়া গেলে একটী শঙ্খ সেই স্থানে ব্যবহার করিবে। শঙ্খজল অতি পবিত্র এবং শ্রীহরির অতিপ্রিয়।৭৭-৭৮

কুশীর দ্বারা শঙ্খমধ্যে জল দিবে। শঙ্খকে জলমধ্যে ডুবাইবে না। অষ্টাক্ষর মন্ত্র বা মন্ত্ররত্ন দ্বারাই পূজা করিবে।৭৯

পাদ্য, অর্ঘ্য ও আচমনীয় দিয়া পরে মধুপর্ক দিবে। পুনরাচমনীয় জল দিয়া পাদপীঠ নিবেদন করিবে।৮০

দন্তধাবন-কাষ্ঠ, গণ্ডূষজল, দর্পণ নিবেদন করিয়া

উদ্বর্ত্য গন্ধতোয়েন স্নাপয়েচ্চ পুনস্ততঃ।
স্নানপাত্রোদকং পশ্চাদাদায় কুসুমৈঃ সহ ॥৮৩
পৌরুষেণ তু সূক্তেন স্নাপয়েৎ কমলাপতিম্।
মার্জয়েচ্ছুভবস্ত্রেণ দীপৈর্নীরাজয়েত্তথা ॥৮৪
বস্ত্রঞ্চোপবীতঞ্চ দদ্যাদাভরণানি চ।
কস্তূরীতিলকং গন্ধং পুষ্পাণি সুরভীণি চ।
অঙ্কে নিবেশ্য দেবস্য লক্ষ্মীং সম্পূজয়েত্তথা ॥৮৫
পার্শ্বয়োরর্দ্ধধরণী মহিষ্যঃ পতিতাস্তথা।
বিমলোৎকর্ষণীত্যাপঃ পূর্বমেব প্রকীর্তিতাঃ ॥৮৬
চণ্ডাদি দ্বারপালাংশ্চ কুমুদাদীংস্তথার্চয়েৎ।
বাসুদেবঃ সীরপাণিঃ প্রদ্যুম্নশ্চ উষাপতিঃ।
দিক্ষু কোণেষু তৎপত্ন্যো লক্ষ্মীরেব রতী উষা ॥৮৭
দ্বিতীয়াবরণং পশ্চাৎ-কেশবাদ্যাঃ সশক্তয়ঃ।
সঙ্কর্ষণাদয়ঃ পশ্চান্মৎস্য-কূর্মাদয়স্তথা ॥৮৮
শ্রী র্লক্ষ্মীঃ কমলা পদ্মা পদ্মিনী কমলালয়া।
রমা বৃষাকপের্ধন্যা বৃত্তির্যজ্ঞান্তদেবতা ॥৮৯
শক্তয়ঃ কেশবাদীনাং সংপ্রোক্তাঃ পরমে পদে।
হিরণ্যা হরণী সত্যা নিত্যানন্দা ত্রয়ী সুখা ॥৯০
সুগন্ধা সুন্দরী বিদ্যা সুশীলা চ সুলক্ষণা।
সঙ্কর্ষণাদিমূর্ত্তীনাং শক্তয়ঃ সমুদাহৃতাঃ ॥৯১
বেদা বেদবতী ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ সুখালয়া।
ভার্গবী চ তদা সীতা রেবতী রুক্মিণী প্রভা ॥৯২
মৎস্য-কূর্মাদিমূর্ত্তীনাং শক্তয়ঃ সম্প্রকীর্তিতাঃ।
এবং সশক্তয়ঃ পূজ্যাঃ কেশবাদ্যাঃ সুরেশ্বরাঃ ॥৯৩
পশ্চাৎ সশক্তয়ঃ পূজ্যাশ্চক্র-শঙ্খাদি হেতয়ঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং শার্ঙ্গঞ্চ মুষলং হলম্ ॥৯৪
বাণঞ্চ খড়্গ-খেটঞ্চ ছুরিকা-দিব্যহেতয়ঃ।
ভদ্রা সৌম্যা তথা মায়া জয়া চ বিজয়া শিবা ॥৯৫

---

তৈলের দ্বারা উৎবর্ত্তন, কেশপরিপাটির দ্রব্য, গন্ধতৈল, স্নানের জন্য ঈষদুষ্ণজল, পুনরায় উদ্বর্ত্তন দান করিবে। কুঙ্কুম, হরিদ্রা, চন্দন ও সুগন্ধিদ্রব্য দ্বারা পুনরায় উদ্বর্ত্তন করিয়াসুগন্ধ জলের দ্বারা পুনরায় স্নান করাইবে। পুষ্পসংযুক্ত স্নানপাত্রের জল আনিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা কমলাপতিকে স্নান করাইবে। পবিত্র বস্ত্র দ্বারা পরে গাত্রমার্জ্জন করিয়া দীপাবলি দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৮১-৮৪

পরে শুষ্ক বস্ত্র, উপবীত ও অন্যান্য আভরণসকল কস্তুরীর তিলক, সুরভিচন্দন, সুগন্ধিপুষ্প দান করিবে। পরে শ্রীবিষ্ণুদেবের ক্রোড়দেশে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীকে বসাইয়া পূজা করিবে।৮৫

দুই পার্শ্বে ধরণী মহিষীগণ পতিত আছেন, উৎকর্ষণী মন্ত্রে নির্ম্মল জল দিবে। পরে চণ্ড আদি দ্বারপালগণকে ও কুমুদাদি দিক্‌হস্তীদিগকে পূজা করিবে। বাসুদেব, হলধর, প্রদ্যুম্ন, উষাপতি, অনিরুদ্ধ, চতুর্দ্দিকে ও কোণে তাঁহাদের পত্নীগণকে, লক্ষ্মীকে, রতিকে ও উষাকে পূজা করিবে।৮৬-৮৭

পরে দ্বিতীয় আবরণে সশক্তি কেশব প্রভৃতি, পরে সঙ্কর্ষণাদি, মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারগণ এবং শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্মা, পদ্মিনী কমলালয়া, রমা, বৃষাকপি, ধন্যা, বৃত্তি, যজ্ঞদেবতা প্রভৃতি কেশবাদির শক্তি। ইঁহারা পরমপদে থাকেন। হিরণ্যা, হরণী, সত্যা, নিত্যানন্দা, ত্রয়ী, সুখা, সুগন্ধা সুন্দরী, বিদ্যা, সুশীলা, সুলক্ষণা—ইঁহারা সঙ্কর্ষণ প্রভৃতির শক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে।৮৯-৯১

বেদা, বেদবতী, ধাত্রী, মহালক্ষ্মী, সুখালয়া, ভার্গবী, সীতা, রেবতী, রুক্মিণী, প্রভা—ইঁহারা মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের শক্তিগণ। এইরূপে সশক্তি কেশব প্রভৃতি সুরেশ্বরগণকে পূজা করিবে।৯২

পরে শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধসমূহকে সশক্তি পূজা করিবে। আয়ুধ যথা—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনু, মুষল, হল, বাণ, খড়্গ, খেটক, ছুরিকা—ইঁহারা দিব্য আয়ুধ।৯৩-৯৪

ভদ্রা, সৌম্যা, মায়া, জয়া, বিজয়া, শিবা, সুমঙ্গলা, সুনন্দা, হিতা, রম্যা, সুরক্ষিণী—ইঁহারা দিব্য আয়ুধগণের নিত্যশক্তি। ইঁহাদিগকে পূজা করিবে।৯৫-৯৬

সুমঙ্গলা সুনন্দা চ হিতা রম্যা সুরক্ষিণী।
শক্তয়ো দিব্যহেতীনাং পূজনীয়াঃ সনাতনাঃ ॥৯৬
বহির্লোকেশ্বরাঃ পূজ্যাঃ সাধ্যাশ্চ সমরুদ্‌গণাঃ।
এবমাবরণং সর্বমর্চ্চয়েৎ পরমাত্মনঃ ॥
পুনরর্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা ধূপ-দীপৈর্নিবেদয়েৎ ॥৯৭
প্রাগুদীচ্যাঞ্চ সদৃশং নাগরাজং তথাপরে।
পুরতো বৈনতেয়ঞ্চ পূজয়েচ্ছক্তিভিঃ সহ ॥৯৮
সেনাপতেঃ সূত্রবতীং নাগরাজস্য বারুণীম্।
ভদ্রাঞ্চলাং তথা যস্য পূজয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৯৯
গুগ্‌গুলুং মহিষাক্ষীঞ্চ সালনির্য্যাসমেব চ।
অগুরুং দেবদারুঞ্চ উশীরং শ্রীফলং তথা ॥১০০
হ্রীবেরং চন্দনং মুস্তা দশাঙ্গং ধূপমুচ্যতে।
গবাজ্যেন চ সংযোজ্যং দদ্যাদ্ ধূপং সুবাসিতম্ ॥১০১
কার্পাসমার্কং ক্ষৌমঞ্চ শাল্মলীক্ষীরকোদ্ভবম্।
অম্ভোজং কৌটজং কাশ-তূলিকাহষ্টাঙ্গমুচ্যতে ॥১০২

বহির্লোকেশ্বর সাধ্যগণ ও মরুদ্‌গণ—ইঁহারা পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতা, ইঁহাদিগকে পূজা করিবে। তাহাকে পুনরায় পাদ্য অর্ঘ্য প্রভৃতি দিয়া ধূপদীপাদি নিবেদন করিবে।৯৭

পূর্ব্বদিকে ও উত্তরদিকে নাগরাজ এবং তত্তুল্য অপর দেবগণ, সম্মুখে বিনতানন্দন গরুড়কে সশক্তি পূজা করিবে।৯৮

সেনাপতির শক্তি সূত্রবতী, নাগরাজের শক্তি বারুণী, ভদ্রা ও চলা শক্তিকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ পূজা করিবে। সুবাসিত ধূপ দান করিবে। যথা—গুগ্‌গুলু, মহিষাক্ষী, সালনির্য্যাস, অগুরু, দেবদারু, উশীর (বেণামূল), শ্রীফল, হ্রীবের (বালানামক সুগন্ধি দ্রব্য) চন্দন ও মুস্তা ইহারা দশাঙ্গধূপের উপকরণ। গব্যঘৃতের দ্বারা সংযুক্ত করিয়া একত্র মিশ্রিত করিলে সুগন্ধিধূপ হইবে, ইহাই দশাঙ্গ ধূপ। কার্পাসক্ষীর, অর্কক্ষীর, পট্টক্ষীর, শাল্মলীক্ষীর, পদ্ম, গিরিমল্লিকাসম্ভূত কাশ ও তূলিকামিশ্রিত দ্রব্যই অষ্টাঙ্গ ধূপ।৯৯-১০২

গবাজ্যং তিলতৈলং বা কুসুমৈশ্চ সুবাসিতম্।
সংযোজ্য বহ্নিনা দীপং ভক্ত্যা বিষ্ণোর্নিবেদয়েৎ ॥১০৩
নৈবেদ্যং শুভদ্রব্যান্নং পায়সাপূপসংযুতম্।
ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পানকৈর্ব্যঞ্জনৈঃ সহ ॥১০৪
গবাজ্যঞ্চ দধি ক্ষীরং শর্করাঞ্চ নিবেদয়েৎ।
শুদ্ধং হবিষ্যং হৃদ্যঞ্চ সুরুচ্যং বৈ নিবেদয়েৎ ॥১০৫
যচ্ছাস্ত্রেষু নিষিদ্ধং তু তৎপ্রযত্নেন বর্জয়েৎ।
কোদ্রবং চৌলকং লুব্ধং যাবনান্নং তথা সিতম্ ॥১০৬
নিষ্পাবঞ্চ মসূরঞ্চ তুচ্ছধান্যানি সর্ব্বশঃ।
ভুক্তং পর্য্যুষিতং রুক্ষং যজ্ঞে কর্মণি বর্জয়েৎ ॥১০৭
বর্জয়েদারনালঞ্চ মদ্য-মাংসসমানি চ।
নির্য্যাসান্ বর্জয়েৎ সর্ব্বান্ বিনা হিঙ্গু চ গুগ্‌গুলুম্ ॥১০৮
ছত্রাকং মূলকং শিগ্রুং করঞ্জং লশুনং তথা।
কুষ্মাণ্ডদলঞ্চ পিণ্যাকং শ্বেতবৃন্তাকমেব চ ॥১০৯
আত্রঞ্চ নালিকাশাকং নালিকের্য্যাখ্যমেব চ।

গোঘৃত, তিলতৈল, সুগন্ধিপুষ্প সংযুক্ত করিয়া বহ্নি প্রজ্বালিত দীপ শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে।১০৩

পরে নৈবেদ্য দিবে। পায়স-পিষ্টকযুক্ত, নানাভক্ষ্যভোজ্য-সমন্বিত, বহুফলসংযুক্ত, নানাপানীয় দ্রব্য ও ব্যঞ্জনসমৃদ্ধ মঙ্গলময় বিশুদ্ধ মনোহর, অন্ন নিবেদন করিবে। গোঘৃত, দধি, ক্ষীর, শর্করা, বিশুদ্ধঘৃতপক্ব মনোহর রুচিপ্রদ দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক নিবেদন করিবে।১০৪-৫

শাস্ত্রনিষিদ্ধ অন্নাদি যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। কোদ্রবধান্যের অন্ন, চৌলক অন্ন, ব্যাধের অন্ন অথবা অন্যের লোভযুক্ত অন্ন, যবনসংস্পৃষ্ট অন্ন, মসূর, তুচ্ছ অর্থাৎ পচা, দুর্গন্ধ প্রভৃতি ধান্যের অন্ন, আহারের অবশিষ্ট, পর্য্যুষিত, রুক্ষ এই সমস্ত অন্নাদি যজ্ঞকর্ম্মে দেবতার ভোগে বর্জ্জন করিবে।১০৬-৭

কাঁজি, মদ্য, মাংস ও তত্তুল্য অপবিত্র বস্তু, সর্ব্বরকমের নির্য্যাস দেবতার ভোগে বর্জ্জন করিবে; কেবল হিং, গুগ্‌গুলু দিতে পারে। কিন্তু ছত্রাক, মূলক, শিগ্রু, করঞ্জ, লশুন, কুষ্মাণ্ডদল, পিণ্যাক, শুভ্রবেগুন,

( পীলুং ) বিলঞ্চ শণপুষ্পঞ্চ ভূস্তৃণং ভৌতিকং তথা ॥১১০

কোশাতকীং বিম্বফলং মদ্য-মাংসসমানি চ।
অভক্ষ্যাণ্যপ্যশেষাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্ম্মণি ॥১১১

কালিঙ্গং কতকং বিল্বফলং জম্বুফলং তথা।
বংশাঙ্কুরমলাবুঞ্চ তাল-হিন্তালকে ফলে ॥১১২

অশ্বত্থং প্লক্ষ-নীপঞ্চ বটমারগ্বধং তথা।
কলম্বিকা চ নিগুণ্ডি-মুণ্ডি-বার্ত্তাকুমেব চ ॥১১৩

ঊষরং লবণঞ্চৈব শ্বেতঞ্চ বৃহতীফলম্।
নখচর্ম্মাতকঞ্চৈব চিঞ্চিলঞ্চেতি যত্নতঃ ॥১১৪

বিজ্ঞেয়ানি চ ভক্ষ্যাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্ম্মণি।
শ্লেষ্মাতকঞ্চ বিড্জানি প্রত্যক্ষলবণং তথা ॥১১৫

অনির্দর্শাহগোক্ষীরমবৎসায়াস্তথাবিকাম্।
ওষ্ট্রমেকশফঞ্চৈব পশূনাং বিড্ভুজামপি ॥১১৬

অতিদীর্ণং তথা তক্রং করনির্ম্মথিতং দধি।
তাম্রেণ সংযুতং গব্যং ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্ ॥১১৭

ঘৃতং লবণসংযুক্তং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
সূপান্নঞ্চ গুড়ান্নঞ্চ শর্করামধুসংযুতম্ ॥১১৮

মরীচিমিশ্রং দধ্যন্নং পায়সান্নং ফলৈঃ সহ।
তুলসীদলসম্মিশ্রং জলৈঃ সম্প্রোক্ষ্য বাগ্যতঃ ॥১১৯

অষ্টাবিংশতিবারন্তু মূলমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্।
মুদ্রাঞ্চ সৌরভেয়ীং তাং দর্শয়েন্মন্ত্রমুচ্চরন্ ॥১২০

সুধাব্ধিমমৃতং বীজং চিন্তয়ন্ পরমাত্মনঃ।
দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং পশ্চাদ্দশবারং সমাহিতঃ ॥১২১

আপোশনক্রিয়া পূর্ব্বমন্নমস্মৈ নিবেদয়েৎ।
শতবারং জপেন্মন্ত্রং ঘণ্টাশব্দং নিনাদয়ন্ ॥১২২

জপেৎ পীযূষদৈবত্যান্মন্ত্রানেকাগ্রচেতসঃ।
হরের্ভুক্তবতঃ পশ্চাদ্দদ্যাদ্ বারি সুবাসিতম্ ॥১২৩

আম্র, নালিকাশাক, নালিকেরী (?), বিল শণপুষ্প, ভূস্তৃণ, কোশাতকী, বিম্বফল ( তেলকুঁচা ), মদ্য-মাংসাদি এই সমস্ত অশেষ দ্রব্য দেবতার অভক্ষ্য, যজ্ঞকর্মে ইহাদের পরিত্যাগ করিবে।১০৮-১১

কালিঙ্গ, কতক, বিল্বফল, জম্বুফল, বংশাঙ্কুর, অলাবু, ( লাউ ) তাল, হিন্তাল, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, বট, কদম্ব, সোন্দাল, কলমীশাক, নিগুণ্ডী, মুণ্ডি, বার্ত্তাকু, ঊষর, লবণ, শ্বেতবৃহতী, নখচর্ম্মাতক ও চিঞ্চিল এইগুলি যত্নপূর্ব্বক দেবতাকে দান করিবে। ইহাদিগকে দেবতার ভক্ষ্য জানিবে। কিন্তু শ্লেষ্মাতক, বিড্জ এবং প্রত্যক্ষলবণ যজ্ঞকর্ম্মে পরিত্যাগ করিবে। প্রসবের পর যে গাভীর দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই, তাহার দুগ্ধ অপেয়। মৃতবৎসা ধেনুর দুগ্ধ, মেষী-দুগ্ধ, উষ্ট্রদুগ্ধ, একক্ষুরযুক্ত পশুর ( অশ্বাদি ) দুগ্ধ, ও বিষ্ঠাভোজী পশুর দুগ্ধ, অতিশয় বাসী ও পরিপক্ব ঘোল, হস্ত দ্বারা মথিত দধি, তাম্র সংযুক্ত গোদুগ্ধ, ও লবণমিশ্রিত গোদুগ্ধ এবং লবণসংযুক্ত ঘৃত যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিবে। সূপ ( ডাইল ) মিশ্রিত অন্ন, গুড়মিশ্রিত অন্ন, শর্করা ও মধুসংযুক্ত অন্ন, মরীচি ও দধিসংযুক্ত অন্ন, পায়সান্ন ও নানা ফল তুলসীদল মিশ্রিত করিয়া জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করত বাগ্যত হইয়া দেবতাকে দান করিবে।১১২-১৯

আঠারবার মূলমন্ত্রের দ্বারা তত্তৎ অন্ন অভিমন্ত্রিত করিয়া ও ধেনুমুদ্রান্ত সমস্ত মুদ্রা দেখাইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করত পরমাত্মার সুধাসমুদ্র ও অমৃতবীজ চিন্তা করিয়া দশবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সমাহিত মনে "আপোশান" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে নিবেদন করিবে। পরে শতবার মন্ত্র জপ করিবে ও ঘণ্টাধ্বনি করিবে।১২০-২২

পরে একাগ্রচিত্তে সুধাদৈবত মন্ত্র জপ করিবে। পরে শ্রীহরির ভোজন চিন্তা করিয়া সুবাসিত জল প্রদানানন্তর ঐ প্রসাদী অন্ন নিজে ভোজন করিবে। সুগন্ধি জলের দ্বারা আচমনীয় দান করিয়া পুরুষসূক্ত দ্বারা পুনরায় পূজা বিধেয়।১২৩-২৪

শ্রীবিষ্ণুকে যে সমস্ত দ্রব্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার চারিভাগের একভাগ ক্রমে সুরশ্রেষ্ঠগণকে নিবেদন করিবে পরে অনন্ত, গরুড় ও সেনাপতি দিগকে নিবেদন করিবে। তীর্থযুক্ত হব্য পৃথক্ পাত্রে দান করিবে। জল দ্বারাই সকলকে

পশ্চাদাচমনং দদ্যাজ্জলৈর্গন্ধমিবিশ্রিতৈঃ।
অভ্যর্চা পৌরুষস্যাস্য সূক্তস্য সুরসত্তমান্ ॥১২৪
বিষ্ণু পিতচতুর্ভাগং ক্রমাদ্ধব্যস্য চার্পয়েৎ।
অনন্ত-তার্ক্ষ্য-সেনেশপবিত্রাণাং নিবেদয়েৎ ॥১২৫
তীর্থেন সহিতং হব্যং পৃথক্ পাত্রেষু নিক্ষিপেৎ।
সর্বেষাং বারিপূর্বেণ পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলিঞ্চরেৎ ॥১২৬
নীরাজনং ততো দত্বা তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ।
প্রণমেচ্চ ততো ভক্ত্যা রম্যৈঃ স্তোত্রৈঃ
শুভাহ্বয়ৈঃ ॥১২৭
প্রসার্য্য বাহূ পাদৌ চ বদ্ধেনাঞ্জলিনা সহ।
স্তবন্ স্তুতিভিরেবং তু প্রণামো দীর্ঘ উচ্যতে ॥১২৮
নত্বা দীর্ঘপ্রণামৈশ্চ স্তুত্বা স্তুতিভিরেব চ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥১২৯
সূক্তৈশ্চ বিষ্ণুদৈবত্যৈর্নামভিঃ শার্ঙ্গিণস্তথা।
ততঃ শুভাসনে স্থিত্বা জপেন্মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥১৩০
ন্যাসমুদ্রাদিপূর্বেণ ধ্যায়ন্ বৈ কমলেক্ষণম্।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা ॥১৩১
জপ্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যাদ্ যথাশক্ত্যা চ মন্ত্রতঃ।
নমেদ্ যোগেন দেবেশং হৃদিস্থং কমলেক্ষণম্ ॥১৩২
মনসি বাঽর্চয়িত্বাস্মিন্ সমাধৌ বিরমেৎ সুধী।
প্রাতরৌপাসনং কৃত্বা তত্র হোমং সমাচরেৎ ॥১৩৩
আজ্যেন চরুণা বাঽপি সমিদ্ভির্বা চ যজ্ঞিয়ৈঃ।
তণ্ডুলৈর্ঘৃতমিশ্রৈর্বা বিল্বপত্রৈরথাপি বা ॥১৩৪
তিলৈর্বা কুসুমৈর্বাঽপি যবৈর্মিশ্রিতৈরেব বা।
যজ্ঞরূপং হরিং ধ্যাত্বা সর্বং বেদময়ং বিভুম্ ॥১৩৫
দিব্যাভরণসম্পন্নং শঙ্খ-চক্র-গদাধরম্।
বরদং পুণ্ডরীকাক্ষং বামাঙ্কস্থশ্রিয়ং হরিম্ ॥১৩৬
যজ্ঞস্বরূপিণং বহ্নৌ ধ্যায়ন্ মন্ত্রদ্বয়েন চ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈরেকৈকেনাহুতিং তথা ॥১৩৭
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ সূক্তৈর্বিষ্ণুপ্রকাশকৈঃ।

নিবেদন করিবে। পরে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া আরাত্রিক করত তাম্বূল নিবেদন করিবে। অনন্তর ভক্তিপূর্ব্বক শুভ মনোহর স্তোত্রসমূহ দ্বারা স্তব করিতে করিতে প্রণাম করিবে।১২৩-১২৭

বাহুদ্বয় ও পাদদ্বয় প্রসারিত করিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া স্তবমন্ত্রের দ্বারা স্তুতি করিতে করিতে যে প্রণাম, তাহাই দীর্ঘ প্রণাম।১২৮

এই দীর্ঘ প্রণাম দ্বারা প্রণত হইয়া নানা মনোহর স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া বৈষ্ণবমন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক শ্রীমূর্তিতে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।১২৯

বিষ্ণুদৈবতসূক্ত সহকারে শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ পূর্বক স্থির শুভ আসনে উপবিষ্ট হইয়া শ্রীবিষ্ণুর অনুত্তম মন্ত্র জপ করিবে।১৩০

ন্যাস-মুদ্রাদিপূর্ব্বক পদ্মনয়ন শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তরসহস্র অথবা অষ্টোত্তরশতসংখ্যক মন্ত্র জপ করিবে।১৩১

জপের পর যথাশক্তি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক পুষ্পাঞ্জলি দিবে। মনঃসংযোগপূর্ব্বক হৃদয়স্থিত দেবাধিদেব কমললোচন শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিবে।১৩২

অথবা মনে মনে মানসোপচার দ্বারা পূজা করিয়া স্থিরবুদ্ধিব্যক্তি সমাধি অবলম্বনে বিষয়বিরত হইবে। পরে প্রাতরুপাসনা শেষ করিয়া সেই 'ঔপাসন' অগ্নিতে হোম করিবে। কেবল ঘৃত বা চরু অথবা যজ্ঞিয় সমিধ্, কিংবা ঘৃতমিশ্রিত তণ্ডুল অথবা ঘৃতমিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা হোম করিবে।১৩৩-১৩৪

কিম্বা ঘৃতাক্ত তিল অথবা পুষ্প কিম্বা ঘৃতমিশ্রিত যবের দ্বারা শ্রীহরিকে যজ্ঞরূপ ধ্যান করত হোম করিবে, কারণ, সর্ব্বজগৎপ্রভু শ্রীহরিই সর্ব্ববেদময়। দিব্য আভরণযুক্ত, শঙ্খ-চক্র-গদাধারী, বরদায়ক, বামক্রোড় স্থিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী-সমভিব্যাহৃত পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে।১৩৫-৩৬

মন্ত্রদ্বয় দ্বারা যজ্ঞস্বরূপ শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া সমস্ত বৈষ্ণবমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বহ্নিতে এক একটি আহুতি দিবে।১৩৭

বৈকুণ্ঠপার্ষদং সর্বং হুত্বা চৈব ততো বলিম্ ॥১৩৮
ক্ষিপেচ্চতুর্বিধান্ ভূতানুদ্দিশ্য চ ততো ভুবি।
আচম্য পূজয়েৎ পশ্চাত্তদীয়ান্ সুসমাহিতঃ ॥১৩৯
তেভ্যঃ প্রণম্য ভক্ত্যাঽথ সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
বেদমধ্যাপয়েচ্ছক্ত্যা ধর্মশাস্ত্রঞ্চ সংহিতাঃ ॥১৪০
সাত্বিকানি পুরাণানি সেতিহাসানি বৈষ্ণবঃ।
সর্ব্বোপনিষদামর্থং সদ্ভিঃ সহ বিচিন্তয়েৎ ॥১৪১
যোগ-ক্ষেমার্থবৃদ্ধিঞ্চ কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা যথার্হতঃ।
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা বর্ণা যথাক্রমম্ ॥১৪২
আদ্যাস্ত্রয়ো দ্বিজাঃ প্রোক্তাস্তেষাং বৈ মন্ত্রসৎক্রিয়াঃ
সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ ॥১৪৩
তেষাং সঙ্করযোগাশ্চ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
বিপ্রান্মূর্ধাভিষিক্তস্তু ক্ষত্রিয়ায়ামজায়ত ॥১৪৪
বৈশ্যায়াস্তু তথাম্বষ্ঠো নিষাদঃ শূদ্রয়া তথা।
রাজন্যাদ্ বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু মাহিষ্যোগ্রৌ তু
তৌ স্মৃতৌ ॥১৪৫
শূদ্র্যাং বৈশ্যাৎ তু করণঃ স্থিরৈর্বা তেঽনুলোমজাঃ।
বিপ্রায়াং ক্ষত্রিয়াৎ সূতঃ বৈশ্যাদ্ বৈদেহিকস্তথা ॥১৪৬
চণ্ডালস্তু তথা শূদ্রাৎ সর্বকর্মসু গর্হিতঃ।
মাগধঃ ক্ষত্রিয়ায়াং বৈ বৈশ্যাৎ ক্ষত্তা তু শূদ্রতঃ॥১৪৭
শূদ্রাদয়োগবং বৈশ্যা জনয়ামাস বৈ সুতম্।
রথকারঃ করণ্যাস্তু মাহিষ্যেণ প্রজায়তে ॥১৪৮

কেশবাদি নামযুক্ত শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রকাশক সূক্ত দ্বারা শ্রীহরির সমস্ত পার্ষদগণকে আহুতি দিয়া পরে ভূতবলি প্রদান করিবে।১৩৮

চতুর্বিধ ভূতগণকে অর্থাৎ জরায়ুজ, অণ্ডজ,স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ—এই চতুর্বিধ প্রাণিগণকে উদ্দেশ্য করিয়া মৃত্তিকায় বলি প্রদান করিবে। পরে আচমন করত একাগ্রচিত্তে তাঁহার পূজা করিবে।১৩৯

ভক্তি সহকারে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া পিতৃ-দেবতাদিগকে প্রণাম করত শিষ্যদিগকে যথাশক্তি বেদ ও অন্যান্য সংহিতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইবে।১৪০

অতঃপর বৈষ্ণব পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারতাদি ইতিহাসসকল যত্নপূর্ব্বক পড়াইবে এবং সজ্জনগণের সহিত যথাসম্ভব সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্যার্থ আলোচনা ও চিন্তা করিবে।১৪১

পরে যথাশক্তি ও প্রয়োজন অনুসারে অপ্রাপ্তধনের প্রাপ্তি ও প্রাপ্তধনের পরিরক্ষা-নামক যোগক্ষেম এবং ধনবৃদ্ধিবিষয়ে ব্যবস্থা করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণেরই যথাবিধি যোগক্ষেমাদি কর্ত্তব্য।১৪২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণসম্ভূত ব্যক্তিগণই দ্বিজ-শব্দে অভিহিত। ইহাদেরই কার্য্যানুষ্ঠান বিধেয়। তুল্যবর্ণ ব্যক্তির ঔরসে তুল্যবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে সজাতীয় বলে।১৪৩

অসবর্ণা স্ত্রীতে প্রতিলোম ও অনুলোম-জাতির মিশ্রণজন্য উৎপন্ন সন্তান সঙ্করজাতি বলিয়া খ্যাত। ব্রাহ্মণের ঔরসে ও ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে জন্মগ্রহণ করে, তাহাকে "মূর্দ্ধাভিষিক্ত" বলা হয়।১৪৪

ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান "অম্বষ্ঠ" নামে প্রসিদ্ধ। ব্রাহ্মণের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে উৎপন্ন "নিষাদ" জাতি নামে প্রসিদ্ধ হইবে। আর ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত "মাহিষ্য" হইবে। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে জাত "উগ্র" জাতি বলিয়া প্রসিদ্ধ—ইহারাই স্থানে স্থানে "আগুরি" বলিয়া খ্যাত।১৪৫

বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে "করণ" জাতির উৎপত্তি। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান "সূত" জাতি নামে প্রসিদ্ধ। বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান বৈদেহিক হইবে।১৪৬

শূদ্রের ঔরসে ও ব্রাহ্মণীর গর্ভে জাত সন্তান "চণ্ডাল" নামে প্রসিদ্ধ হইবে। ইহারা সমস্ত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মে নিন্দনীয়। বৈশ্যের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে "মাগধ" জাতির উৎপত্তি ও শূদ্রের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে 'ক্ষত্তা' জাতির উৎপত্তি।১৪৭

অসৎসন্ততয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমানুলোমজাঃ।
প্রতিলোমাসু বা জাতা গর্হিতাঃ সর্বকর্মণাম্ ॥১৪৯
এতেষাং ব্রাহ্মণাদ্যাশ্চ ষট্ কর্মসু নিয়োজিতাঃ।
ত্রিকর্মসু ক্ষত্র-বিশাবেকস্মিন্ শূদ্রযোনিজঃ ॥১৫০
প্রতিগ্রহঞ্চ বৃত্ত্যর্থং ব্রাহ্মণস্তু সমাচরেৎ।
অসদেবাসতাং প্রোক্তং নিষিদ্ধং তদ্‌বিবর্জয়েৎ ॥১৫১
পাষণ্ডাঃ পতিতাঃ পাপাস্তথৈব প্রতিলোমজাঃ।
কুলটাশ্চ বিকর্মস্থা অসতঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥১৫২
লবণং তিল-কার্পাসং চর্ম্ম চ ত্রপু-সীসকম্।
আয়সং মধু মাংসঞ্চ বিষমন্নং ঘৃতং রুজম্ ॥১৫৩
কিল্বিষং গজমুষ্ট্রঞ্চ সর্ষপং জলমেব চ।
তৃণং কাষ্টঞ্চ কুষ্মাণ্ডং শিংশপাঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥১৫৪
মহিষীং গর্দভঞ্চৈব বাজিনঞ্চ তথাবিকম্ ॥
দাসীমজাং যানবৃক্ষান্ পঞ্চানডুহং তুলাম্ ॥১৫৫
এবমাদ্যমসদ্ দ্রব্যং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
ধান্যং বাসাংসি ভূমিঞ্চ সুবর্ণং রত্নমেব চ ॥১৫৬
পুষ্পাণি ফলমূলাদ্যং সদ্‌দ্রব্যং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
সর্বত্র পরিগৃহ্লীয়াদ্ ভূমিং ধান্যং ফলাদিকম্ ॥১৫৭
ভূমিং যস্তু প্রগৃহ্লাতি ভূমিং যস্তু প্রযচ্ছতি।
তাবুভৌ পুণ্যকর্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ ॥১৫৮
ধান্যং করোতি দাতারং প্রগৃহীতারমেব চ।
ধান্যং নৃপবরশ্রেষ্ঠ! ইহলোকে পরত্র চ ॥১৫৯
তস্মাদ্ধান্যং ধরিত্রীঞ্চ প্রতিগৃহ্লীত সর্বতঃ।
কুসুম্ভধান্য এব স্যাৎ কুসুম্ভধান্যবান্ নৃপ ॥১৬০
শীলোঞ্ছেনাপি বা জীবেচ্ছ্রেয়ানেষাং পরো বরঃ।
জীবেদ্ যাযাবরেণৈব বিপ্রঃ সর্বত্র সর্বদা ॥১৬১

শূদ্রের ঔরসে ও বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান "অয়োগব" জাতি। মাহিষ্য ঔরসে ও করণী স্ত্রীর গর্ভে জাত সন্তান "রথকার" জাতি।১৪৮

প্রতিলোম ও অনুলোম জাতির সম্বন্ধ দ্বারা যে সন্তানের উৎপত্তি হয়, তাহারা অসৎসন্তান। প্রতিলোম-জাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন সন্তান সমস্তকর্ম্মে অনধিকারী ও নিন্দনীয়।১৪৯

এই জাতীয় লোকদের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দ্বিজগণ ষট্‌কর্ম্মে (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ) নিযুক্ত হওয়ার যোগ্য। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা যাজন, অধ্যয়ন ও দান এই ত্রিবিধ কর্ম্মে উপযুক্ত এবং শূদ্রগণ মাত্র একটী কর্ম্মে অর্থাৎ দান-ক্রিয়ায় অধিকারী। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বীয় বৃত্তির জন্য সৎপ্রতিগ্রহ গ্রহণ করিবে। অসৎব্যক্তিগণের প্রদত্ত দান অসৎ বলিয়া কথিত, সেইহেতু উক্ত দান নিষিদ্ধ এবং তাহা বর্জন করিবে।১৫০-৫১

পাষণ্ড, পতিত, পাপিষ্ঠ, প্রতিলোম-সংসর্গ-জাত সন্তানগণ, কুলটা এবং বিরুদ্ধ, নিন্দনীয়, নিষিদ্ধ-কর্ম্মকারী সন্তানগণ অসৎরূপে কীর্ত্তিত।১৫২

লবণ, তিল, কার্পাস, চর্ম্ম, রাং, দস্তা, সীসা, লৌহ, মধু, মাংসজাত দ্রব্য, বিষ ও তন্মিশ্রিত অন্ন, ঘৃত, পাপকর্ম্ম, গজ, উষ্ট্র, সর্ষপ, জল, তৃণ, কাষ্ঠ, কুষ্মাণ্ড ও শংশপা বর্জন করিবে।১৫৪

মহিষী, গর্দ্দভ, অশ্ব, মেষ, দাসী, ছাগী, যানবৃক্ষ, ষাঁড়, ও তুলা এই অসৎ দ্রব্যগুলি যত্নপূর্ব্বক পণ্যে পরিত্যাগ করিবে। ধান্য, বস্ত্র, ভূমি, সুবর্ণ, রত্ন, পুষ্প, ফল ও মূল এই দ্রব্যগুলি সৎদ্রব্য বলিয়া মুনিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভূমি, ধান্য ও ফলাদি সমস্ত স্থানেই প্রতিগ্রহ করিবে। যে ব্যক্তি ভূমিদান করে, কিম্বা যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, তাহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মকারী, উভয়েই স্বর্গে গমন করিয়া থাকে। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ধান্যের দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই ধান্য বৃদ্ধি হয়। ইহলোকে ও পরলোকে উভয়েই ধান্য লাভ করিয়া থাকে।১৫৫-৫৯

অতএব সর্ব্বস্থান হইতেই ধান্য ও ভূমিদান গ্রহণ করিবে। কুসুম্ভধান্য-দানকারী ব্যক্তি কুসুম্ভধান্যবান্ হইয়া থাকে।১৬০

ব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানেই শীলবৃত্তি বা উঞ্ছবৃত্তি দ্বারাই জীবনধারণ করিবে,—ইহাই শ্রেষ্ঠবৃত্তি। ইঁহারা যাযাবর-ভাবেই কাল অতিবাহিত করিবেন।১৬১

বর্জয়িত্বৈব পাষণ্ডান্ পতিতাংশ্চান্যদৈবিকান্।
কৃষিণা বাঽপি জীবেত সতাং চানুমতেন বা ॥১৬২
ন বাহয়েদনড়ুহং ক্ষুধার্ত্তং শ্রান্তমেব চ।
তস্য পুংস্ত্বমহিত্বৈব বাহয়েদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥১৬৩
কর্ম্মলোপমকুর্ব্বন্ বৈ কৃষিং কুর্ব্বীত বৈ দ্বিজঃ।
হরেঃ পূজাং যথাকালং কৃষিলোপে সমাচরেৎ ॥১৬৪
ন ব্রাহ্মং সন্ত্যজেদ্ বিপ্রস্তথা যজ্ঞাদিকর্ম চ।
আপদ্যপি ন কুর্বীত সেবাং বাণিজ্যমেব চ ॥১৬৫
অসৎপ্রতিগ্রহং স্তেয়ং তথা ধর্ম্মস্য বিক্রয়ম্।
অন্যায়োপার্জ্জিতং দ্রব্যমাপদ্যপি বিবর্জয়েৎ ॥১৬৬
ভৃতকাধ্যাপনং চৈব সদাসৎকর্ম্মভাবনম্।
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য যদ্দত্তমসতামপি ॥১৬৭
মহাভাগবত স্পর্শাৎ তৎ সদিত্যুচ্যতে বুধৈঃ।
তাপাদীন্ পঞ্চ সংস্কারাংস্তথাকারৈস্ত্রিভির্যুতঃ ॥১৬৮

পাষণ্ডদের বৃত্তি, পতিতদের বৃত্তি এবং দৈবিক (গণক) বৃত্তি পরিত্যাগ করিবে। অথবা সজ্জনের অনুমতি নিয়া কৃষিকর্ম্ম দ্বারাও জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারে।১৬২

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কৃষিকর্ম্ম করিলে ক্ষুধার্ত্ত বা শ্রান্ত বৃষের দ্বারা হলকর্ষণ করিবে না এবং ঐ বৃষের পুংস্ত্ব নষ্ট না করিয়াই হলকর্ষণে নিযুক্ত করিবে।১৬৩

স্বীয় ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মের লোপ বা ক্ষতি না করিয়াই ব্রাহ্মণ হলকর্ষণ করিবে। কৃষিকর্ম্মের লোপ বা ক্ষতি হইলেও যথাসময়ে শ্রীহরির পূজা করিবে।১৬৪

যে কোন অবস্থাতে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণোচিত ক্রিয়াকর্ম্ম কিম্বা যজ্ঞাদি ত্যাগ করিবে না। বিপদ্কালেও বাণিজ্য বা শূদ্রোচিত সেবাকর্ম্ম করিবে না।১৬৫

বিপদ্কালেও অসৎপ্রতিগ্রহ, স্বর্ণচৌর্য্য, ধর্ম্মবিক্রয় (ধর্ম্মবিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন) ও নিষিদ্ধ অন্যায়কর্ম্ম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন ব্রাহ্মণ ত্যাগ করিবে।১৬৬

ভৃতকাধ্যাপন (বেতনস্বরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়া অধ্যাপনা) ও সর্ব্বদা অসৎকর্ম্মের চিন্তা পরিত্যাগ করিবে। শ্রীবাসুদেবের প্রীতির জন্য অসদব্যক্তির দান গ্রহণ করিতেও পারে।১৬৭

হরেরনন্যশরণো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ।
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানাং তামসানাং দিবৌকসাম্ ॥১৬৯
তেষাং যৎপ্রীতয়ে দত্তং তথা যদ্যপি বর্জয়েৎ।
বুদ্ধ-রুদ্রৌ তথা বায়ু দুর্গাগণ-সুভৈরবাঃ ॥১৭০
যমঃ স্কন্দো নৈঋর্তশ্চ তামসা দেবতাঃ স্মৃতাঃ।
এবং বিশুদ্ধিং দ্রব্যস্য জ্ঞাত্বা গৃহ্ণীত সত্তমঃ ॥১৭১
কৃষিস্তু সর্ব্ববর্ণানাং সামান্যো ধর্ম উচ্যতে।
প্রতিগ্রহস্তু বিপ্রাণাং রাজ্ঞাং ক্ষ্মাপালনং তথা ॥১৭২
কুসীদঞ্চৈব বাণিজ্যং বিশামেব প্রকীর্ত্তিতম্।
সেবাবৃত্তিস্তু শূদ্রাণাং কৃষির্বা সম্প্রকীর্ত্তিতা ॥১৭৩
অশক্তস্তু ভবেদ্ রাজা পৃথিব্যাঃ পরিপালনে।
জীবেদ্‌বাঽপি বিশাং বৃত্ত্যা শূদ্রাণাং বা যথাসুখম্ ॥১৭৪
কৃষির্ভৃতিঃ পাশুপাল্যং সর্বেষাং ন নিষিধ্যতে।
স্তেয়ং পরস্ত্রীহরণং হিংসা কুহক-কৌশিকে ॥১৭৫

মহাভাগবতব্যক্তির স্পর্শ হইলে পণ্ডিতগণ "তৎ সৎ" এই বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনটী অকার অর্থাৎ অ, উ ও ম এই তিনটী অকারাদি অক্ষর অর্থাৎ "প্রণব" উচ্চারণ দ্বারা অবিদ্যাদি পঞ্চক্লেশ ও তজ্জন্য সংস্কার অপনীত করিবে।১৬৮

যে ব্যক্তি শ্রীহরির অনন্যশরণ, তিনিই মহাভাগবত বলিয়া কথিত। যক্ষ, রাক্ষস ও তামসিক প্রাণির প্রীতির জন্য যে দান, তাহাও ত্যাগ করিবে। বুদ্ধ, রুদ্র, বায়ু, দুর্গা-গণ, ভৈরবগণ, যম, কার্ত্তিকেয়, রাক্ষস —ইহারা তামসিক দেবতা। সদ্‌ব্যক্তি এই সমস্ত জানিয়া দ্রব্যের শুদ্ধি বিবেচনাপূর্ব্বক বিশুদ্ধ দ্রব্য গ্রহণ করিবে।১৬৯-৭১

সমস্ত বর্ণেরই সাধারণ ধর্ম্ম কৃষিকর্ম্ম। ব্রাহ্মণগণের প্রতিগ্রহ, পৃথিবী-পালন ও বৈশ্যদিগের সুদগ্রহণ এবং বাণিজ্য করণ—ইহা বিশেষ ধর্ম্ম। শূদ্রদের ধর্ম্মই চতুর্বর্ণের সেবা এবং কৃষিকর্ম্ম।১৭২-৭৩

।লনে অসমর্থ রাজা বৈশ্য বৃত্তিদ্বারা কিম্বা সুখকর শূদ্রবৃত্তি দ্বারা বৃত্তিনির্বাহ করিবে। কৃষি, বৃত্তিগ্রহণ ও পশুপালন এইগুলি সর্ব্বজাতির পক্ষেই

স্ত্রী-মদ্য-মাংস-লবণ বিক্রয়ং পতিতং স্মৃতম্।
অপকৃষ্টনিকৃষ্টানাং জীবিতং শিল্পকর্মভিঃ ॥১৭৬
হীনস্তু প্রতিলোমানামহীনমনুলোমিনাম্।
চর্ম-বৈণববস্ত্রাণাং হিংসা কর্ম চ নেজনম্ ॥১৭৭
গাণিক্যং ( মাণিক্যং ) বপনাগ্নিঞ্চ
মদ্য-মাংসক্রিয়া তথা।
সারথ্যং বাহকানাঞ্চ রথানাং ভূভৃতামপি ॥১৭৮
এবমাদি নিষিদ্ধং যৎ প্রাতিলোম্যং যদুচ্যতে।
যৎ সৌম্যশিল্পং লোকেঽস্মিন্ সৌম্যং তদনু-
লোমকম্ ॥১৭৯
মৃদ্দারু-শৈল-লোহানাং শিল্পং সৌম্যমিহোচ্যতে।
ন্যায়েন পালয়েদ্ রাজা পৃথিবীং শাস্ত্রমার্গতঃ ॥১৮০

স্বরাষ্ট্রকৃতধর্মস্য সদা ষড়্ভাগসিদ্ধয়ে।
রাজ্ঞাং রাষ্ট্রকৃতং পাপমিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥১৮১
তস্মাদপাপসংযুক্তাং যথা সংরক্ষয়েদ্ভুবম্।
অগ্নিদং গরদঞ্চোরং হিংস্রং দুর্বৃত্তমেব চ ॥১৮২
ধূর্তং পতিতমিত্যাদীন্ হন্যাদেবাবিচারয়ন্।
অঙ্কয়িত্বা শ্বপাদেন গর্দভে চাধিরোহ্য বৈ ॥১৮৩
প্রবাসয়েৎ স্বরাষ্ট্রাত্তু ব্রাহ্মণং পতিতং নৃপঃ।
কুলটাং কামচারেণ গর্ভঘ্নীং ভর্তৃহিংসকাম্ ॥১৮৪
নিকৃত্তকর্ণ-নাসোষ্ঠীং কৃত্বা নারীং প্রবাসয়েৎ।
ন্যায়েন দণ্ডনং রাজ্ঞঃ স্বর্গকীর্তিবিবর্ধনম্ ॥১৮৫
অদণ্ড্যান্ দণ্ডয়ন্ রাজা তথা দণ্ড্যানদণ্ডয়ন্।
অযশো মহদাপ্নোতি নরকং চাধিগচ্ছতি ॥১৮৬

অনিষিদ্ধ। স্বর্ণচৌর্য্য, পরস্ত্রীহরণ, হিংসা এবং স্ত্রী, মদ্য, মাংস ও লবণবিক্রয়—পাতিত্যজনক কার্য্য। শিল্পকর্ম্ম দ্বারা যে জীবিকাসম্পাদন, তাহা অপকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট বৃত্তি।১৭৪-৭৬

চর্ম্ম, বংশ ( বেণু ) ও বস্ত্রের প্রক্ষালনাদি ও হিংসাদি প্রতিলোম-জাতির হীনকর্ম্ম কিন্তু অনুলোমজ-জাতির হীনকর্ম্ম নহে।১৭৭

গণিকা-কর্ম্ম ( পক্ষান্তরে মাণিক্য-কর্ম্ম ), কেশবপন, অগ্নিকর্ম্ম, মদ্য ও মাংসসম্বন্ধীয় ক্রিয়া, রাজগণের রথের সারথ্যক্রিয়া, বাহকত্ব প্রভৃতি প্রতিলোম-জাতির নিষিদ্ধ কর্ম্ম।১৭৮

বিহিত ( অনিন্দনীয় ) শিল্পকার্য্য—ইহলোকে যাহা সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত, তাহা অনুলোম-জাতির বিধেয়।১৭৯

মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর ও লৌহের শিল্পই সৌম্য-শিল্পরূপে বিখ্যাত। রাজা নীতি ও ধর্ম্মানুসারে শাস্ত্র সঙ্গতভাবে পৃথিবীপালন করিবেন।১৮০

স্বীয়রাষ্ট্রকৃত ধর্ম্মের ছয়ভাগের একভাগ রাজার প্রাপ্য, তিনি তাহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিবেন। রাজাদের রাষ্ট্রকৃত পাপেরও তাহাই ব্যবস্থা। ইহা ধর্ম্মবেত্তাগণ বলিয়াছেন।১৮১

সেইজন্য পৃথিবী যাহাতে পাপরহিত হয়, সেইরূপে রাজা তাহাকে রক্ষা করিবেন। মনুষ্যের হননোদ্দেশ্যে অগ্নিদানকারী ও বিষদানকারী এবং চৌর, হিংস্র, দুর্বৃত্ত, ধূর্ত্ত ও মহাপাপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে বিনা বিচারেই হত্যা করিবেন। অথবা কুক্কুরের চরণচিহ্নেচিহ্নিত করিয়া গর্দ্দভের পৃষ্ঠে চড়াইয়া নিজ রাজ্য হইতে পতিত ব্রাহ্মণকে অপসারিত করিবেন। ইচ্ছানুসারে কামবৃত্তি-পরায়ণা কুলটাকে কিম্বা যে নারী গর্ভপাত কারিণী ও যে পত্নী স্বামীকে হিংসা করে, সেই নারী ও পত্নীকে কর্ণ, নাসিকা ও ওষ্ঠ ছেদন করিয়া বিদেশে বিতাড়িত করিবেন। যে রাজা নীতি-ধর্ম্ম অনুসারে দণ্ডবিধান করেন, তাঁহার স্বর্গলাভ ও কীর্ত্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।১৮২-৮৫

দণ্ডার্হব্যক্তিকে যে রাজা দণ্ডদান না করেন এবং দণ্ডের অযোগ্য ( অনপরাধী ) ব্যক্তিকে যে রাজা দণ্ড-দান করেন, তাঁহার মহা অযশ লাভ হয় এবং নরকগতি হইয়া থাকে।১৮৬

দণ্ড সাধারণতঃ চতুর্ব্বিধ, যথা—দিগ্‌দণ্ড ( প্রবাস ), বাগ্‌দণ্ড ( তিরস্কার ), ধনদণ্ড ( জরিমানা ) এবং বধ দণ্ড। অপরাধের লঘুত্ব ও গুরুত্ব অনুসারে উক্ত নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের

দিগ্‌দণ্ডস্ত্বথ বাগ্‌দণ্ডো ধনদণ্ডো বধস্তথা।
জ্ঞাত্বাঽপরাধং দেশঞ্চ জনং কালমদোঽপি বা ॥১৮৭
বয়ঃ কর্ম্ম চ বিত্তঞ্চ দণ্ডং ন্যায়েন পাতয়েৎ।
নিশ্চিত্য শাস্ত্রমার্গেণ বিদ্বদ্‌ভিঃ সহ পার্থিবঃ ॥১৮৮
গুরূণাং তু গুরুং দণ্ডং পাপানাঞ্চ লঘোর্ল্লঘুম্।
ব্যবহারান্ স্বয়ং পশ্যন্ কুর্য্যাৎ সর্ব্বৈর্ব্বতোঽন্বহম্॥১৮৯
মিথ্যাপবাদশুদ্ধ্যর্থং পঞ্চ দিব্যানি কল্পয়েৎ।
জ্ঞাত্বা শুদ্ধেষু দিব্যেষু শুদ্ধান্ বৈ মানয়েত্তথা ॥১৯০
তন্মিথ্যাশংসিনং দুষ্টং জিহ্বাচ্ছেদেন দণ্ডয়েৎ।
পরদ্রব্যাদিহরণং পরদারাভিমর্ষণম্ ॥১৯১
যঃ কুর্য্যাৎ তু বলাৎ তস্য হস্তচ্ছেদঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
যো গচ্ছেৎ পরদারাংস্তু বলাৎ কামাচ্চ বানরঃ ॥১৯২

সর্বস্বহরণং কৃত্বা লিঙ্গচ্ছেদঞ্চ দাপয়েৎ।
দহেৎ কটাগ্নিনা দেহং গুরুস্ত্রীগামিনং তদা ॥১৯৩
ব্রহ্মঘ্নঞ্চ সুরাপং বা গোস্ত্রীবালনিষূদনম্।
দেব-বিপ্রস্বহর্ত্তারং শূলমারোপয়েন্নরম্ ॥১৯৪
দৈবতং ব্রাহ্মণং গাঞ্চ পিতৃ-মাতৃ-গুরূংস্তথা।
পাদেন তাড়য়েদ্ যস্তু তস্য তচ্ছেদনং স্মৃতম্ ॥১৯৫
তেষামুপরি হস্তং তু দোষ্ণোশ্ছেদস্তু কামতঃ।
প্রত্যেকং দণ্ডনং কুর্য্যাদ্ দুর্ব্বৃত্তস্য পরস্ত্রিয়াম্ ॥১৯৬
চুম্বনে তালুবিচ্ছেদো দৌ হস্তৌ পরিরম্ভণে।
হস্তস্যাঙ্গুলিবিচ্ছেদঃ কেশাদিগ্রহণে স্ত্রিয়ঃ ॥১৯৭
দাহয়েত্তপ্ততৈলেন হস্তমুষ্ট্যা চ তাড়নম্।
সুরতং যাচমানস্য জিহ্বাচ্ছেদঞ্চ কামতঃ ॥১৯৮

---

মধ্যে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া যে কোনও দণ্ড বিধান করিবেন।১৮৭

অপরাধীর বয়স, কর্ম্ম ও ধনসম্পদ অনুসারে যথাবিধি দণ্ডদান করিবেন। রাজা বিদ্বান্‌দের সহিত শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্থির করিয়া দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন।১৮৮

পাপ গুরু হইলে গুরুতর দণ্ড দিবেন, লঘু হইলে লঘু দণ্ডের বিধান করিবেন। সদস্যদিগের মন্ত্রণা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট ব্যবহারগুলি রাজা স্বয়ং বিচারপূর্ব্বক প্রতিদিন তাহা পরিচালনা করিবেন।১৮৯

মিথ্যা অপবাদের শুদ্ধি-জন্য অগ্নি, জল, ভৃগু (?) প্রভৃতি পঞ্চবিধ দিব্য কল্পনা করিবেন। ঐ দিব্য দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে—নিশ্চয় হইলে সেই বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিকে সম্মানিত করিবেন।১৯০

মিথ্যা বলিয়াছে—প্রমাণিত হইলে সেই দুষ্টকে জিহ্বাচ্ছেদন করিয়া দণ্ডদান করিবেন। অন্যের দ্রব্য অপহরণ করিলে বা পরস্ত্রীকে ধর্ষণ করিলে বলপূর্ব্বক সেই দুষ্টের হস্তচ্ছেদন করিয়া দিবেন। বলপূর্ব্বক কিংবা কামবশতঃ পরস্ত্রীগমন করিলে তাহার সর্ব্বস্বহরণ করত লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন এবং গুরুস্ত্রীগামী ব্যক্তিকে উৎকট অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবেন।১৯১-৯৩

ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপানকারী, গো, স্ত্রী ও বালক-হত্যাকারী কিংবা দেবতার ও ব্রাহ্মণের ধন অপহরণকারী ব্যক্তিকে শূলে চড়াইয়া দিবে।১৯৪

যে ব্যক্তি দেবতাকে, ব্রাহ্মণকে বা গরুকে, কিংবা পিতা, মাতা বা গুরুদিগকে পায়ের দ্বারা আঘাত করে, তাহার সেই পা ছেদন করিয়া দিবেন আর তাঁহাদের উপর হস্তাঘাত করিলে বাহুদ্বয় ছেদন করিয়া দিবেন। সেই সব দুর্ব্বৃত্তদিগের প্রত্যেকেই দণ্ডদান করিবেন। পরস্ত্রীকে চুম্বন করিলে তালুদেশ ছেদন করিবেন। আলিঙ্গন করিলে উভয় হস্ত ছেদন করিবেন। স্ত্রীদের কেশাদি গ্রহণ করিলে হস্তদ্বয়ের অঙ্গুলিচ্ছেদন করিয়া দিবেন।১৯৫-৯৭

হস্তমুষ্টির দ্বারা তাড়ন করিলে তপ্ত তৈলে দগ্ধ করিবেন। সুরতক্রিয়া প্রার্থনা করিলে যথেচ্ছভাবে জিহ্বাচ্ছেদন করিবেন।১৯৮

ইঙ্গিতের দ্বারা কাম প্রার্থনা করিলে তালু দগ্ধ করিয়া দিবেন। চক্ষুর দ্বারা ইসারা করিলে চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া দিবেন।১৯৯

যাহারা মানকূট বা তুলাকূট প্রভৃতি কূটসাক্ষ্য দেয়, তাহাদের বৃত্তি অনুসারে সহস্র স্বর্ণ দণ্ডদান করিবেন। যে কোনও পাপে শরীরে দণ্ডদান

কামেঙ্গিতেষু সর্বত্র তাম্রোশ্চ দহনং স্মৃতম্।
দৃষ্ট্বা মুহুঃ প্রেরণে তু নেত্রয়োঃ স্ফোটনং চরেৎ ॥১৯৯
মানকূটং তুলাকূটং কূটসাক্ষ্যকৃতাং নৃণাম্।
সহস্রং দাপয়েদ্দণ্ডং বৃত্ত্যা স্বস্থাপনায়নে ॥২০০
তেষু কেষু চ পাপেষু শরীরে দণ্ডনং স্মৃতম্।
তেষু তেষ্বঙ্কনেনৈব অক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ॥২০১
পাপান্যেবাঙ্কয়িত্বাহস্য মুণ্ডয়িত্বা শিরোরুহান্।
সর্বস্বহরণং কৃত্বা রাষ্ট্রাৎ সম্যক্ প্রবাসয়েৎ ॥২০২
অবৈষ্ণবং বিকর্মস্থং হরিবাসরভোজনম্।
ব্রাহ্মণং গার্দভং যানমারোপ্যৈব বিবাসয়েৎ ॥২০৩
ন্যায়েন পালয়েদ্ রাজা ধর্মান্ ষড়্ভাগমাহরেৎ।
ত্রিভাগমাহরেদ্ধান্যাদ্ধনাৎ ষড়্ভাগমেব চ ॥২০৪
গো-ভূ-হিরণ্য-বাসোভির্ধান্য-রত্ন-বিভূষণৈঃ।
পূজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা পোষয়েচ্চ বিশেষতঃ ॥২০৫

বিম্বানি স্থাপয়েদ্ বিষ্ণোর্গ্রামেষু নগরেষু চ।
চৈত্যান্যায়তনান্যস্য রম্যাণ্যেব তু কারয়েৎ ॥২০৬
বস্ত্র-পুষ্পোপহারৌঘং ভূ-ধেন্বাদি সমর্পয়েৎ।
ইতরেষাং সুরাণাঞ্চ বৈদিকানাং জনেশ্বরঃ ॥২০৭
ধর্মতঃ কারয়েদ্ যশ্চ চৈত্যান্যায়তনানি তু।
বাপী-কূপ-তড়াগাদি ফল-পুষ্প-বনানি চ ॥২০৮
কুর্বীত সুবিশালানি পূর্বকান্যপি পালয়েৎ।
ফলিতং পুষ্পিতং বাহপি বনং ছিন্দ্যাত্তু যো নরঃ ॥২০৯
তড়াগসেতুং যো ভিন্দ্যাৎ তং শূলেনাসুরোহয়েৎ।
অগ্নিদং গরদং গোঘ্নং বালস্ত্রীগুরুঘাতিনম্ ॥২১০
ভগিনীং মাতরং পুত্রীং গুরুদারান্ স্নুষামপি।
সাধ্বীং তপস্বিনীং বাহপি গচ্ছন্তমতিপাপিনম্ ॥২১১

করিবেন—সেই সেই অঙ্গ অঙ্কিত করিয়া দিবেন তাহাতে ব্রাহ্মণ নিষ্পাপ হইয়া গমন করিবে। রাজা পাপের মাত্রা অনুসারে সেই অঙ্গ অঙ্কিত করাইয়া এবং কেশমুণ্ডন করাইয়া সর্ব্বস্ব গ্রহণপূর্ব্বক নিজ রাষ্ট্র হইতে সেই পাপীকে বিতাড়িত করিবেন। বিষ্ণুবিদ্বেষী, বিরুদ্ধ ও অবৈধকর্ম্মকারী, হরিবাসরে ভোজন-পরায়ণ ( একাদশী তিথিতে অন্নভোজনকারী ) ব্রাহ্মণকে গর্দ্দভের যানে চড়াইয়া নিজ দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবেন।২০০১-৩

রাজা যথাশাস্ত্র ক্ষাত্রধর্মসকল পালন করিবেন এবং ষড়্ভাগৈকভাগ কর আদায় করিবেন। ধান্য হইতে তিনভাগের একভাগ আহরণ করিবেন এবং ধন হইতে ষড়্ভাগের একভাগ আহরণ করিবেন।২০৪

ধেনু, ভূমি, স্বর্ণ, বস্ত্রাদি, ধান্য, রত্ন ও অন্যান্য বিভূষণ দ্বারা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে পোষণ এবং পূজা করিবেন। গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিবেন এবং মনোহর বিষ্ণুমন্দির ও উপাসনা-স্থান নির্ম্মাণ করিবেন।২০৫-৬

রাজা ধন, পুষ্পাদি পূজোপচারসমূহ, ভূমি, ধেনু প্রভৃতি ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। অন্য বেদোক্ত দেবতাদেরও ধর্ম্ম অনুসারে বিচিত্র মন্দির ও উপাসনা-স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। দীর্ঘিকা, কূপ, সরোবর, ফল ও পুষ্পের বন বৃহদাকারে নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। এবং পূর্ব্বকৃত ঐ সব রক্ষা করিবেন। ফলিত বা পুষ্পিত বৃক্ষ বা বন যে ব্যক্তি ছেদন করিবে, কিংবা জলাশয়ের উপরিস্থ সেতুকে যে ভাঙ্গিয়া দিবে, তাহাকে শূলে চড়াইবেন। হত্যার জন্য অগ্নিদাতা ও বিষদাতা, গোহত্যাকারী, বালক, স্ত্রী ও গুরুজনের হত্যাকারী ব্যক্তিকেও শূলে চড়াইবেন।২০৭-১০

ভগিনী, জননী, কন্যা, গুরুস্ত্রী, পুত্রবধূ, পতিব্রতা ও তপস্বিনী দীনা রমণীতে অভিগমন করিলে সেই অতিপাপযুক্ত ব্যক্তিকে বা হিংসাপর মন্ত্র যে প্রয়োগ করে, রাজা তাহাকে উৎকট অগ্নিদ্বারা দগ্ধ করাইবেন। যদি রাজা দুর্বৃত্তদিগকে দণ্ডদান না করেন, তবে তাহাদের সেই পাপ রাজাতে সংক্রামিত হয়, তাহার ফলে রাজা নিরয়গামী হন। সুতরাং দণ্ডার্হকে রাজা

হিংস্রযন্ত্রপ্রযোক্তারং দাহয়েদ্ বৈ কটাগ্নিনা।
অদণ্ডয়িত্বা দুর্ব্বৃত্তান্ তৎপাপং পৃথিবীপতিঃ ॥২১২
সম্প্রাপ্য নিরয়ং গচ্ছেত্তস্মাত্তান্ দণ্ডয়েত্তথা।
যঃ সবর্ণাশ্রমং হিত্বা স্বচ্ছন্দেন তু তর্পয়েৎ ॥২১৩
তং দণ্ডয়েদ্ বর্ষশতং নাশয়েত্তদ্ বিদেশতঃ।
সর্বেষ্বেতেষু পাপেষু ধনদণ্ডং প্রযোজয়েৎ ॥২১৪
পিতেব পালয়েদ্ ভৃত্যান্ প্রজাশ্চ পৃথিবীপতিঃ।
প্রজাসংরক্ষণার্থায় সংগ্রামং কারয়েন্নৃপঃ ॥২১৫
তস্মিন্ মৃত্যুর্ভবেচ্ছ্রেয়ো রাজ্ঞঃ সংগ্রামমূর্দ্ধনি।
মৃতেন লভতে স্বর্গং জিতেন পৃথিবী শ্রিয়ম্ ॥২১৬
যশঃ-কীর্ত্তিবিবৃদ্ধ্যর্থং ধর্মসংগ্রামমাচরেৎ।
মুক্তশীর্ষং মুক্তবস্ত্রং ত্যক্তহেতিং পলায়িতম্ ॥২১৭
ন হন্যাদ্ বন্দিনং রাজা যুদ্ধে প্রেক্ষণকৃজ্জনান্।
ভগ্নে স্বসৈন্যপুঞ্জে চ সংগ্রামে বিনিবর্তিনঃ ॥২১৮

পদে পদে সমগ্রস্য যজ্ঞস্য ফলমশ্নুতে।
নাতঃপরতরো ধর্মো নৃপাণাং বলশালিনাম্ ॥২১৯
যুদ্ধলব্ধা মহীশস্য দীয়তে নৃপসত্তমৈঃ।
জিত্বা শত্রুমহীং লব্ধ্বা লব্ধাং যত্নেন পালয়েৎ ॥২২০
পালিতাং বর্ধয়েন্নিত্যং বৃদ্ধাং পাত্রে বিনিক্ষিপেৎ।
পাত্রমিত্যুচ্যতে বিপ্রস্তপোবিদ্যাসমন্বিতঃ ॥২২১
ন বিদ্যয়া কেবলয়া তপসা বাঽপি পাত্রতা।
শ্রুতমধ্যয়নং শীলং তপ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২২২
ঈশ্বরস্যাত্মনশ্চাপি জ্ঞানং বিদ্যেতি চোচ্যতে।
তথাবিধেষু পাত্রেষু দত্ত্বা ভূমিং ধনং নৃপঃ ॥২২৩
শাসনং কারয়েৎ সম্যক্ স্বহস্তলিখিতাদিভিঃ।
উপজীব্যোপসর্পেচ্চ রম্যে দেশে নৃপোত্তমঃ ॥২২৪
দুর্গাণি তত্র কুর্বীত জনকস্যাত্মগুপ্তয়ে।
তত্রকর্মসু নিষ্ণাতান্ কুশলান্ ধর্মনিষ্ঠিতান্ ॥২২৫

---

যথাযথ দণ্ডদান করিবেন। যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে চলিতে থাকে, রাজা তাহাকে শতবর্ষ পর্য্যন্ত দণ্ডদান করিবেন। বিদেশবর্ত্তী তাহার ধনাদিও নষ্ট করিবেন। এই সমস্ত পাপে ধন দণ্ড ( জরিমানা ) করিবেন।২১১-১৪

ভূপতি পিতার ন্যায় প্রজাগণকে এবং ভৃত্যগণকে পালন করিবেন। প্রজাদের রক্ষার জন্য রাজা বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিবেন। স্বরাজ্য-রক্ষার জন্য যুদ্ধে যদি রাজার মৃত্যুও হয়, তাহাও মঙ্গলজনক। যুদ্ধভূমিতে মৃত্যু হইলে রাজার স্বর্গলাভ হয়, আর জয়লাভ করিলে ভোগ করেন।২১৫-১৬

রাজা যশঃ ও কীর্ত্তিবৃদ্ধির জন্য ধর্ম্মযুদ্ধ করিবেন। রাজমুকুটত্যক্ত কবচাদিভূষণরহিত, অস্ত্রশূন্য, পলায়ন-পরায়ণ বা বন্দীভূত রাজাকে হত্যা করিবেন না। যুদ্ধদর্শনকারী লোকদিগকেও হত্যা করিবেন না। যে রাজা সংগ্রাম হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরাজিত স্বসৈন্যদের লইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাঁহাকেও হত্যা করিবেন না।২১৭-১৮

এইরূপ ধর্ম্মযুদ্ধে রাজা পদে পদে সমগ্র অশ্বমেধাদি যজ্ঞের ফললাভ করিয়া থাকেন। শক্তিমান্ রাজাদের ইহার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর কিছুই নাই।২১৯

শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ রাজারা যুদ্ধলব্ধ নরপতির দ্রব্যাদি দান করিবেন। শত্রুজয় করিয়া লব্ধ পৃথিবী রাজা যথাশাস্ত্র পালন করিবেন।২২০

পৃথিবী রক্ষা করিতে করিতে ধনসম্পত্তি বৃদ্ধি করিবেন। বর্দ্ধিত ধনাদি সৎপাত্রে দান করিবেন। তপস্যা ও বিদ্যাযুক্ত ব্রাহ্মণই সৎপাত্র বলিয়া অভিহিত। কেবল বিদ্যা বা কেবল তপস্যা দ্বারা সৎপাত্রনির্ণয় হইবে না। শাস্ত্রজ্ঞান, বেদাদি অধ্যয়ন ও সৎচরিত্রতার সমবায়কেই পণ্ডিতগণ তপস্যা বলিয়া থাকেন।২২১-২২

ঈশ্বরসম্বন্ধীয় ও আত্মসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানকেই বিদ্যা বলা হইয়া থাকে। তাদৃশ বিদ্যা ও তপস্যাসমন্বিত সৎ-পাত্রকে ভূমি ও ধন দান করিয়া রাজা স্বহস্তলিখিত শাসনাদি দ্বারা পৃথিবী শাসন করিবেন। রাজশ্রেষ্ঠগণ আশ্রিতগণকে সুরম্যস্থানে বসবাস করাইবেন। তাহাদের পিতৃপুরুষের ও নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য দুর্গনির্ম্মাণ করিয়া দিবেন এবং রাজা সেই দুর্গ রক্ষার জন্য

সত্য-শৌচযুতান্ শুদ্ধানধ্যক্ষান্ স্থাপয়েন্নৃপঃ।
অশীতিভাগো বৃদ্ধিঃ স্যান্মাসি মাসি সবন্ধকে ॥২২৬
অবন্ধকে স্যাদ্ দ্বিগুণং যথা তৎকালমাত্রকম্।
লেখয়েত্তদৃণং সম্যক্ সমা-মাসাদিকল্পনৈঃ ॥২২৭
দেয়ং সবৃদ্ধ্যা ধনিনে পুরুষৈস্ত্রিভিরেব তৎ।
নির্ধনস্তু শনৈর্দদ্যাদ্ যথাকালং যথোদয়ম্ ॥২২৮
ঔদ্ধত্যাদ্ বা বলাদ্ বা তু ন দদ্যাদ্ধনিনে ঋণম্।
দণ্ডয়িত্বৈব তং রাজা ধনিনে দাপয়েদৃণম্ ॥২২৯
ছিন্নে দগ্ধেঽথবা পত্রে সাক্ষিভিঃ পরিকল্পয়েৎ।
বস্ত্র-ধান্য-হিরণ্যানাং চতু-স্ত্রি-দ্বিগুণাদিভিঃ ॥২৩০
ন সন্তি সাক্ষিণস্তত্র দেশ-কালান্তরাদিভিঃ।
শোধয়িত্বা তু দিব্যেন দাপয়েদ্ধনিনে ঋণম্ ॥২৩১
মধ্যস্থস্থাপিতং দ্রব্যং বর্ধতে ন ততঃ পরম্।
কৃতে প্রতিগ্রহে চাধৌ পূর্বো বৈ বলবত্তরঃ ॥২৩২
অবধির্দ্বিবিধং প্রোক্তং ভোগ্যং গোপ্যং তথৈব চ।
ক্ষেত্রারামাদিকং ভোগ্যং গোপ্যং দ্রব্যমুপস্করম্ ॥২৩৩
গোপ্যাধিভোগ্যে নো বৃদ্ধিঃ সোপস্কারে তথাপি তে।
নষ্টং দেয়ং বিনষ্টঞ্চ দ্রব্যং রাজকৃতাদৃতে ॥২৩৪
উপস্থিতস্য ভোক্তব্যমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ।
প্রয়োজনে সতি ধনং কুলান্যস্যাধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৩৫
তৎকালকৃতমূল্যে বা তত্র তিষ্ঠেদবৃদ্ধিকম্।
বিনা ধারণকাদ্ বাপি বিক্রীণীতমসাক্ষিকম্ ॥২৩৬
তং বনস্থমনাখ্যায় ধান্যমস্য ন দীয়তে।
তদা যদধিকং দ্রবং প্রতিদেয়ং তথৈব চ ॥২৩৭
ন দাপ্যোঽপহৃতং ত্যক্তরাজদৈবিক-তস্করৈঃ।
ন প্রদদ্যাত্তু তন্মোহাৎ স দণ্ড্যশ্চোরবত্তদা ॥২৩৮
দদীত স্বেচ্ছয়া দণ্ডং দাপয়েদ্ বাপি সোদরম্।
যচিতাস্বাহিতন্যায়ান্নিক্ষেপাদিষ্বয়ং বিধিঃ ॥২৩৯

---

কর্ম্মনিপুণ, অভিজ্ঞ, ধর্ম্মে পরিনিশ্চিতবুদ্ধি, সত্য-শৌচযুক্ত, ও পবিত্র অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিবেন। বন্ধক দিয়া টাকা ঋণ করিলে প্রতিমাসে অশীতিভাগ সুদ হইবে। বন্ধক না দিয়া ধার করিলে দ্বিগুণ সুদ হইবে। ঋণগ্রহণেরকালের পরিমাণ অনুসারেই সুদ দিতে হইবে। বৎসর মাসাদি কাল নিরূপণ করিয়া দলিল করিবে। সুদসহ ঋণের টাকা তিনপুরুষেও উত্তমর্ণকে ( ধনিকে ) দিবে। দরিদ্র অধমর্ণ ধীরে ধীরে যথাসময়ে নিজের ধনাগমকে অপেক্ষা করিয়া ঋণশোধ করিবে।২২৩-২৮

যদি ঋণগ্রাহী ঔদ্ধত্যবশত কিংবা বলপূর্ব্বক উত্তমর্ণের ঋণশোধ না করে, তবে রাজা তাহাকে দণ্ডিত করিয়া ধনিক উত্তমর্ণের ঋণ শোধ করাইয়া দিবেন।২২৯

দলিল ছিন্ন হইলে কিংবা দগ্ধ হইয়া গেলে সাক্ষি-ব্যবস্থা করিবেন। বস্ত্র, ধান্য ও স্বর্ণের চারিগুণ, তিনগুণ বা দ্বিগুণ ( দণ্ডস্বরূপ ) দিতে হইবে।২৩০

যদি তাদৃশ সাক্ষীও না পাওয়া যায়, তবে দেশ, কাল ও অন্যান্য বিষয়নির্ণয়দ্বারা দিব্য শপথক্রমে অধমর্ণ দ্বারা উত্তমর্ণ ধনিকের ঋণ পরিশোধ করাইবে।২৩১

মধ্যস্থ রাখিয়া দ্রব্যাদি দিলে তাহার সুদ হইবে না। তথাপি তারপর সুদ গ্রহণ করিলে পূর্ববাক্যই বলবান্ থাকিবে। অবধি ( বন্ধক ) দ্বিবিধ—ভোগ্য ও গোপ্য। ভূমি, উপবন, উদ্যান প্রভৃতিকে ভোগ্য বলা হয়। কোনও ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিকে গোপ্য বলা হয়।২৩২-৩৩

গোপ্য বা ভোগ্য বন্ধকস্থলে সুদ হইবে না। ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদিস্থলেও তাদৃশ ব্যবস্থা। রাজকৃত ব্যতীত বন্ধকীভূত দ্রব্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে বা কিয়দংশও নষ্ট হইলে তাহা সমস্তই ফেরৎ দিতে হইবে। যাহা বর্ত্তমান থাকে তাহাই ভোগ করিবে। ইহার বিপরীতে বন্ধকাভূত দ্রব্যের অপহরণকারী চোর বলিয়া গণ্য হইবে। প্রয়োজন হইলে অন্যের নিকট বন্ধকী দ্রব্য ও ধন পাইবে।২৩৪-৩৫

তৎসময়োপযোগি মূল্য দিবে, কিন্তু সুদ পাইবে না। ধারণক ব্যতীত সাক্ষি না রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারে।২৩৬

বনস্থিত ব্যক্তিকে না বলিয়া তাহার ধান্য নিলে তাহা দিতে হইবে না। কিন্তু বেশী দ্রব্য নিলে তাহা ফেরৎ দিতে হইবে। গচ্ছিত বা ন্যস্ত দ্রব্য রাজা কর্ত্তৃক, দৈবকর্ত্তৃক বা চৌরকর্ত্তৃক অপহৃত বা নষ্ট হইলে তাহা দিতে হইবে

সুরা-কাম-দ্যূতকৃতং বৃথাদানং তথৈব চ।
দণ্ড-শুল্কাসুশিষ্টঞ্চ পুত্রো দদ্যান্ন পৈতৃকম্ ॥২৪০
পিতরি প্রোষিতে প্রেতে ব্যসনাভিপ্লুতেঽপি বা।
পুত্র-পৌত্রৈর্ঋণং দেয়ং নিহ্নুতে সাক্ষিচোদিতম্॥২৪১
রিকৃথগ্রাহী ঋণং দদ্যাদ্ যোষিদ্‌গ্রাহস্তথৈব চ।
পুত্রো ন স্বাশ্রিতদ্রব্যঃ পুত্রহীনস্তু রিকৃথিনঃ ॥২৪২
প্রাতিভাব্যমৃণং সাক্ষ্যং দেয়ং তস্মৈ যথোচিতম্।
দীয়তে স্যাৎ প্রতিভুবা ধনিনে তু ঋণং যথা ॥২৪৩
দ্বিগুণং তৎ প্রদাতব্যং দণ্ডং রাজ্ঞে চ তৎ সমম্।
পুত্রাদিভির্ন দাতব্যং প্রাতিভাব্যমৃণং স্ত্রিয়াম্ ॥২৪৪
প্রতিপন্নং স্ত্রিয়া দেয়ং পত্যা চৈব হি যৎ কৃতম্।
স্বয়ং কৃতং তু যদৃণং নান্যস্ত্রী দাতুমর্হতি ॥২৪৫
পিতুঃ স্বকং ধনং পুত্রা বিভজেয়ুঃ সুনির্ণীতম্।
মাতৃকঞ্চেদ্ দুহিতরস্তদভাবে তু তৎসুতঃ ॥২৪৬
ভগিন্যশ্চ প্রমুদিতাঃ পৈতৃকাদাহরেদ্ধনাৎ।
ন স্ত্রীধনং তু দায়াদা বিভজেয়ুরনাপদি ॥২৪৭
পিতৃ-মাতৃ-সুতা-ভ্রাতৃ-পত্যপত্যাদ্যুপাগতম্।
আধিবেতনিকাদ্যঞ্চ স্ত্রীধনং পরিকীর্তিতম্ ॥২৪৮
অপুত্রযোষিতশ্চৈব ভর্তব্যাঃ সাধুবৃত্তয়ঃ।
নির্বাস্যা ব্যভিচারিণ্যঃ প্রতিকূলাস্তথৈব চ ॥২৪৯
নৈব ভাগং বনস্থানং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
পাষণ্ড-পতিতানাঞ্চ ন চাবৈদিককর্মণাম্ ॥২৫০
বিভক্তেষ্বনুজো জাতঃ সবর্ণো যদি ভাগভাক্।
অবিভক্তপিতৃকাণাং পিতৃব্যাদ্ ভাগকল্পনা ॥২৫১

না। কিন্তু যদি অসদভিপ্রায়ে তদ্দ্রব্য ফিরাইয়া না দেয়, তবে রাজা তাহাকে চৌরবৎ দণ্ডদান করিবেন। নিজের ইচ্ছানুসারে দণ্ডদান করিবেন কিংবা সোদরাদি দ্বারা দণ্ডদান করাইবেন। বন্ধকীভূত দ্রব্যের ন্যায় গচ্ছিত দ্রব্যেরও ইহাই নিয়ম।২৩৭-৩৯

মদ্য, কাম, দ্যূতক্রীড়া, বৃথাদান বা জরিমানাদির জন্য পিতৃকৃত ঋণ পুত্র দিবে না, পিতা ( উল্লিখিত কর্ম ছাড়া সংসারপ্রতিপালনাদির জন্য ) ঋণ করিয়া প্রবাসী হইলে অথবা মৃত হইলে কিংবা কোনও বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হইলে পুত্র-পৌত্রাদি সেই ঋণ শোধ করিবে। ঋণের কথা গোপন করিলে সাক্ষী দ্বারা উহা নির্ণীত হইবে।২৪০-৪১

ধনগ্রাহী ব্যক্তিই ঋণশোধ করিবে। স্ত্রীকে যে গ্রহণ করিবে, স্ত্রীকৃত ঋণ সেই শোধ করিবে। দ্রব্যাশ্রয়ী পুত্রাদি সে ঋণের জন্য দায়ী নহে। পুত্র না থাকিলে ঐ ধন ও সম্পদের ভোক্তাই সে ঋণের জন্য দায়ী থাকিবে।২৪২

জামিন রাখিয়া যে ঋণ করা যায়, সেই সাক্ষিস্বরূপ জামিনদারই সেই ঋণ পরিশোধ করিবে—ঋণগ্রাহী না দিলেই এই ব্যবস্থা। ঋণগ্রাহীকে ( অবশ্য ) ঋণশোধের জন্য দায়ী হইতে হইবে।২৪৩

স্ত্রীবিষয়ে জামিন রাখিয়া যে ঋণ করা যায়, তাহা না দেওয়া হইলে তাহার দণ্ডস্বরূপ দ্বিগুণ বা তত্তুল্য ধন রাজাকে দিতে হইবে; পুত্রাদি ঐ ঋণের জন্য দায়ী নহে, পুত্রাদিকে তাহা দিতে হইবে না।২৪৪

স্ত্রীকর্তৃক স্বীকৃত ঋণ কিংবা পতিকৃত ঋণ কিংবা স্বয়ংকৃত যে ঋণ, তাহা অন্য স্ত্রীকে দিতে হইবে না। পুত্রগণ সুনির্ণীত পিতৃধন বিভাগ করিবে। মাতৃধন তৎ-কন্যাগণ বিভাগ করিয়া লইবে। কন্যা না থাকিলে পুত্রগণ বিভাগ করিবে।২৪৫-২৪৬

পিতার ধন পুত্রের ন্যায় কন্যাগণও আনন্দিতমনে বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিবে। অত্যন্ত বিপৎকালব্যতীত স্ত্রীধন জ্ঞাতিগণ বিভাগ করিবেন না।২৪৭

পিতা, মাতা, কন্যা, ভ্রাতা, পতি বা পুত্রগণের নিকট হইতে যৌতুকাদিরূপে প্রাপ্ত কিংবা বেতন-স্বরূপ লভ্য যে ধনাদি স্ত্রী লাভ করেন, তাহা স্ত্রীধন বলিয়া কীর্তিত হয়। পুত্রহীনা সচ্চরিত্রা স্ত্রীগণকে অবশ্যই ভরণপোষণ করিবে। ব্যভিচারিণী ও প্রতিকূলাচারিণী স্ত্রীগণকে নির্বাসন দিবে।২৪৮-৪৯

বাণপ্রস্থী, সন্ন্যাসী কিংবা ব্রহ্মচারী, পাষণ্ড, দুর্বৃত্ত, পতিত ও বেদাদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্মকারী ব্যক্তিগণ পিতার ধনের ভাগ ( অংশ ) পাইবে না।২৫০

দ্বৈমাতৃণাং মাতৃতশ্চ কল্পয়েদ্ বা সমোঽপি বা।
বিভক্তস্যাস্য পুত্রস্য পত্নী দুহিতরস্তথা ॥২৫২
পিতরৌ ভ্রাতরশ্চৈব তৎসুতাশ্চ সপিণ্ডিনঃ।
সম্বন্ধি-বান্ধবাশ্চৈব ক্রমাদ্ বৈ রিকৃথভাগিনঃ ॥২৫৩
সীম্নোঽপবাদে ক্ষেত্রেষু সামন্তাঃ স্থবিরাদয়ঃ।
গোপাঃ সীমাকৃষাণাঞ্চ সর্বে ভবনগোচরাঃ ॥২৫৪
নয়েয়ুরেতে সীমানং স্থূণাঙ্গার-তুষ-দ্রুমৈঃ।
ন তু বল্মীক-নিম্নাস্থি-চৈত্যাদ্যৈরুপশোভিতাঃ ॥২৫৫
ঔরসো দত্তকশ্চৈব ক্রীতঃ কৃত্রিম এব চ।
ক্ষেত্রজঃ কানিকশ্চৈব দৌহিত্রঃ সপ্তমঃ স্মৃতঃ ॥২৫৬
পিণ্ডদশ্চ পরশ্চৈষাং পূর্বাভাবে পরঃ পরঃ।
পুত্রঃ পৌত্রশ্চ তৎপুত্রঃ পুত্রিকাপুত্র এব চ ॥২৫৭
পুত্রী চ ভ্রাতরশ্চৈব পিণ্ডদাঃ স্যুর্যথাক্রমাৎ।
এবং ধর্মেণ নৃপতিঃ শাসয়েৎ সর্বদা প্রজাঃ ॥২৫৮
যদুক্তং মনুনা ধর্মং ব্যবহারপদং প্রতি।
বিলোক্য তঞ্চ বিদ্বদ্ভির্বীতরাগৈর্বিমৎসরৈঃ ॥২৫৯
বিমৃশ্য ধর্মবিদ্ভিশ্চ বিমলৈঃ পাপভীরুভিঃ।
ধর্মেণৈব সদা রাজা শাসয়েৎ পৃথিবীং স্বকাম্ ॥২৬০
বিপরীতাং দণ্ডয়েদ্ বৈ যাবদ্দর্পোপনাশনম্।
সভ্যা অপি চ দণ্ড্যা বৈ শাস্ত্রমার্গবিরোধিনঃ ॥২৬১
রাজধর্মোঽয়মিত্যেবং প্রসঙ্গাৎ কথিতো ময়া।
কাত্যায়নেন মনুনা যাজ্ঞবল্ক্যেন ধীমতা ॥২৬২
নারদেন চ সম্প্রোক্তং বিস্তরাদিদমেব হি।
তস্মান্ময়া বিস্তরেণ নোক্তমত্র নৃপোত্তম ॥২৬৩

---

ধনভাগের পর যদি সবর্ণজাত অনুজ জন্মে, তাহা হইলে সেও ধনের অংশ পাইবে। পিতা প্রভৃতি অবিভক্ত থাকিলে পিতৃব্যের নিকট হইতে ধনের ভাগ হইবে।২৫১

দুই মায়ের সন্তান হইলে মাতা হইতে ভাগ হইবে অথবা তুল্যাংশ হইবে। পুত্রের ধনসম্পত্তি বিভক্ত হইলে যথাক্রমে পত্নী, দুহিতাগণ, পিতা, মাতা, ভ্রাতাগণ, ভ্রাতুষ্পুত্র ও সপিণ্ডগণ, এমন কি সম্বন্ধি-বান্ধবেরা পর্য্যন্ত পূর্ব-পূর্বাভাবে যথাক্রমে ঐ ধনের ভাগী হইবে।২৫২-৫৩

জমির সীমা নিয়া বিবাদ হইলে রাজকর্ম্মচারী ও নিরপেক্ষ বৃদ্ধগণ, গোপালক কিংবা সীমাস্থানবর্ত্তী কৃষকেরা ও সীমার নিকটে যাহাদের বাড়ী আছে—তাহারা সকলে মিলিত হইয়া সীমা নির্দ্ধারণ করত স্তম্ভ, অঙ্গার, তুষ দ্বারা বা বৃক্ষাদি-রোপণ দ্বারা সীমা নির্ধারণ করিবে। কিন্তু বল্মীক, নিম্নাস্থি ও চৈত্যবৃক্ষের দ্বারা সীমা রক্ষা করিবে না।২৫৪-৫৫

ঔরসপুত্র, দত্তকপুত্র, ক্রীতপুত্র, কৃত্রিম (পালিত)-পুত্র, ক্ষেত্রজপুত্র, কানীনপুত্র (কন্যার অবিবাহিত পুত্র) ও দৌহিত্র ইহারা মৃতের সম্পত্তির অধিকারী। অন্যে যদি অন্নদ্বারা প্রতিপালিত হয়, সেও ধনাংশভাগী হইবে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব অধিকারীর অভাব হইলেই ঐ ধন পর পর অধিকারীর প্রাপ্য হইবে। পুত্র, পৌত্র, পৌত্রের পুত্র, পুত্রিকাপুত্র, কন্যা ও ভ্রাতাগণ ইহারাই যথাক্রমে পিণ্ডদানের অধিকারী। রাজা এইরূপে ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে শাসন করিবেন।২৫৬-৫৮

মহর্ষি মনু রাজধর্ম্মবিচারাদি বিষয়ে যাহা বলিয়াছেন, ক্রোধ ও অসূয়া ত্যাগ করত পাপভীরু বিমলচিত্ত ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্বান্‌গণ তাহা চিন্তা করিয়া সেই ধর্ম্মানুসারেই রাজাকে পৃথিবীশাসনে নিযুক্ত করিবেন।২৫৯-৬০

অহঙ্কার বিনষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত বিপরীত পথগামীকে দণ্ডদান করিবেন। শাস্ত্রীয় পথের বিরোধী সভ্যগণও দণ্ডনীয় হইবেন।২৬১

প্রসঙ্গক্রমে রাজধর্ম্ম বলিলাম। ইহা পূর্ব্বে মহর্ষি কাত্যায়ন, মহর্ষি মনু, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য ও দেবর্ষি নারদ

পরং ভাগবতং ধর্ম্মং বিস্তরেণ ব্রবীমি তে।

বিষ্ণোরভ্যর্চ্চনং যত্তু নিত্যং নৈমিত্তিকং নৃপ ॥২৬৪

যদাহ ভগবান্ ধাতুস্তেন স্বায়ম্ভুবস্য চ।

নারদস্য চ মে সম্যক্ তদদ্য কথয়ামি তে ॥২৬৫

* * *

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে প্রাপ্তকাল-ভগবৎসমারাধনবিধির্নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

সম্যগ্‌রূপে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছেন। সুতরাং এখানে আমি আর বিস্তৃত করিলাম না।২৬২-৬৩

হে রাজন্! শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা, নিত্য-নৈমিত্তিকাদি পূজা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ ভাগবতধর্ম্মই আমি বিস্তৃতরূপে বলিতেছি। ভগবান্ ব্রহ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নারদ যাহা সম্যগ্‌রূপে সবিস্তারে বলিয়াছেন, তাহাই অদ্য আমি তোমাকে বলিতেছি।২৬৪-৬৫

বৃদ্ধহারীতস্মৃতিনামক বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে যথাসময়ে শ্রীভগবানের আরাধনাবিধিনামক চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

## পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ ভগবতোনিত্য-নৈমিত্তিকসমারাধনবিধিঃ

অম্বরীষ উবাচ।

ভগবন্। ব্রহ্মণা যৎ তু সম্প্রোক্তং স্বাত্মনোঃ পুরা

তৎসর্বং পরমং ধর্মং বক্তুমর্হসি মেঽনঘ ॥১

হারীত উবাচ।

স্বর্গাদৌ লোককর্তাঽসৌ ভগবান্ পদ্মসম্ভবঃ।

মন্বাদিপ্রমুখান্ বিপ্রান্ সস্‌জে ধর্মগুপ্তয়ে ॥২

মনুর্ভৃগুর্বশিষ্ঠশ্চ মরীচির্দক্ষ এব চ।

অঙ্গিরাঃ পুলহশ্চৈব পুলস্ত্যোঽত্রির্মহাতপাঃ ॥৩

বেদান্তপারগাস্তে চ তং প্রণম্য জগদ্‌গুরুম্।

ভগবন্! পরমং ধমং ভববন্ধাপনুত্তয়ে ॥৪

বদ সর্বমশেষেণ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ম্।

ইত্যুক্তঃ স দ্বিজৈঃ সোঽপি ব্রহ্মা নত্বা জনার্দনম্ ॥৫

বেদান্তগোচরং ধর্মং তেষাং বক্তুং প্রচক্রমে।

সর্বেষামেব লোকানাং স্রষ্টা ধাতা জনার্দনঃ ॥৬

## পঞ্চম অধ্যায়

### অতঃপর শ্রীভগবানের নিত্য ও নৈমিত্তিক সমারাধনবিধি কথিত হইতেছে

রাজর্ষি অম্বরীষ বলিতেছেন—হে ভগবন্! মহর্ষি মনুর পূর্বে ভগবান্ ব্রহ্মা যে সমস্ত ধর্ম্মবিধি বলিয়াছিলেন, আপনি সেই সমস্ত পরমধর্ম্মবিধি আমাকে বলুন।১

হারীত বলিলেন—কমলোদ্ভব ভগবান্ ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির প্রথমে ধর্ম্মরক্ষার জন্য মনু প্রভৃতি বিপ্রদিগকে সৃষ্টি করেন। মনু, ভৃগু, বশিষ্ঠ, মরীচি, দক্ষ, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি মহাতপস্বী মহর্ষিগণ বেদান্তশাস্ত্রের পারগামী। সেই মহাতপা ব্রাহ্মণগণ জগৎগুরু ব্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্! আমরা সংসারবন্ধন-চ্ছেদনজন্য সমস্ত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করিতেছি। এই কথা বলিলে ভগবান্ ব্রহ্মা জনার্দ্দনকে প্রণাম করিয়া বেদান্তবেদ্য ধর্ম্মশাস্ত্র তাঁহাদিগকে বলিতে আরম্ভ করিলেন। কারণ, সেই জনার্দ্দনই সমস্ত জগতের স্রষ্টা ও বিধাতা।২-৬

সর্ববেদান্ততত্ত্বার্থ-সর্বযজ্ঞময়ঃ প্রভুঃ।
যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরিত্যত্র প্রত্যক্ষং শ্রূয়তে শ্রুতিঃ ॥৭
ইজ্যতে যৎ সমুদ্দিশ্য পরমো ধর্ম উচ্যতে।
ভগবন্তমনুদ্দিশ্য হূয়তে যত্র কুত্র বৈ ॥৮
তত্র হিংসাফলং পাপং ভবেদত্র বিগর্হিতম্।
তস্মাৎ সর্বস্য যজ্ঞস্য ভোক্তারং পুরুষং হরিম্ ॥৯
ধ্যাত্বৈব জুহুয়াত্তস্মৈ হব্যং দীপ্তে হুতাশনে।
মুখমগ্নির্ভগবতো বিষ্ণোঃ সর্বগতস্য বৈ ॥১০
তস্মিন্নেব যজন্নিত্যমুত্তমং মুনিসত্তমাঃ।
যজেদ্ বিপ্রমুখে শক্ত্যা জলং মন্ত্রং ফলাদিকম্ ॥১১
প্রীতয়ে বাসুদেবস্য সর্বভূতনিবাসিনঃ।
তমেব চার্চয়েন্নিত্যং নমস্কুর্য্যাত্তমেব হি ॥১২
ধ্যাত্বা জপেত্তমেবেশং তমেব ধ্যাপয়েদ্‌ধৃদি।
তন্নামৈব প্রগাতব্যং বাচা বক্তব্যমেব চ ॥১৩

সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্যার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ও প্রভু, সর্বযজ্ঞময় শ্রুতি প্রত্যক্ষতঃ বলেন—"যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" অর্থাৎ যজ্ঞই বিষ্ণুস্বরূপ।৭

যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞ করা হয়, তিনিই পরম ধর্ম্মস্বরূপ। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়াই সর্বত্র হোম করা হয়।৮

তথায় হিংসা-ফল পাপ অত্যন্ত গর্হিত অর্থাৎ নিন্দিত। অতত্রব সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা পরমপুরুষ শ্রীহরি।৯

তাঁহাকে ধ্যান করিয়াই প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিবে। অগ্নিই সর্বগত বিষ্ণুর মুখস্বরূপ। প্রত্যহ তাঁহাকেই পূজাদি উপাসনা করিবে। হে মুনি-শ্রেষ্ঠগণ! তাহাই শ্রেষ্ঠ। জল, অন্ন, ফল প্রভৃতি যথাশক্তি ব্রাহ্মণমুখেই সর্বভূতনিবাসী বাসুদেবের প্রীতির জন্য দান করিবে। সেই বাসুদেবকেই পূজা করিবে এবং তাঁহাকেই নমস্কার করিবে।১০-১১

তাঁহাকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই অর্থাৎ তাঁহার নামই জপ করিবে। সেই পরমেশ্বরকে হৃদয়ে ধ্যান করিবে। সদা তাঁহারই নাম গান করিবে। বাক্যের দ্বারা তাঁহার কথাই সদা বলিবে।১২-১৩

ব্রতোপবাসনিয়মান্ তমুদ্দিশ্যৈব কারয়েৎ।
তৎসমর্পিতভোগঃ স্যাদন্নপানাদিভক্ষণৈঃ ॥১৪
মতিঃ স্বার্থঃ সদারেষু নেতরত্র কদাচন।
ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি যজ্ঞেষু বিধিনা বিনা ॥১৫
সোঽহং দাসো ভগবতো মম স্বামী জনার্দনঃ।
এবং বৃত্তির্ভবেদস্মিন্ স্বধর্মঃ পরমো মতঃ ॥১৬
এষ নিষ্কণ্টকঃ পন্থাস্তস্য বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
অন্যস্তু কুপথং জ্ঞেয়ং নিরয়প্রাপ্তিহেতুকম্ ॥১৭
ভগবন্তমনুদ্দিশ্য যঃ কর্ম কুরুতে নরঃ।
সপাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥১৮
যো হি বিষ্ণুং পরিত্যজ্য সর্বলোকেশ্বরং হরিম্।
ইতরানর্চতে মোহাৎ স লোকায়তিকঃ স্মৃতঃ ॥১৯
উক্তধর্মং পরিত্যজ্য যো হ্যধর্মে চ বর্ততে।
পতিতঃ স তু বিজ্ঞেয়ঃ সর্বধর্মবহিষ্কৃতঃ ॥২০

সমস্ত উপবাস, ব্রত-নিয়মাদি তাঁহার উদ্দেশ্যেই অনুষ্ঠান করিবে। অন্ন ও পানীয় প্রভৃতি সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য তাঁহাকেই সমর্পণ করিয়া পরে ভোগ করিবে।১৪

নিজের স্ত্রীতেই সর্বদা অনুরক্ত থাকিবে। কখনও পরদারাদি অন্যত্র আসক্ত হইবে না বা বুদ্ধি করিবে না। বিধি ব্যতীত অবৈধভাবে যজ্ঞাদিতেও হিংসা করিবে না।১৫

আমি শ্রীভগবানের দাস, আমার প্রভুই জনার্দ্দন—এইরূপে শ্রীভগবানে মনোবৃত্তি নিশ্চয় করিবে, তাহাই পরম ধর্ম্ম।১৬

পরমপদস্বরূপ শ্রীবিষ্ণুই ভবপারের নিষ্কণ্টক গন্তব্য পথ। অন্য সমস্তই নরকের হেতুস্বরূপ কুপথ জানিবে।১৭

শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে উদ্দেশ্য না করিয়া মনুষ্য যে সমস্ত কর্ম্মের আচরণ করে, তাহা সমস্তই পাষণ্ড কর্ম্ম, সমস্ত লোকেই তাহা নিন্দনীয়।১৮

যে ব্যক্তি সর্বলোকেশ্বর শ্রীহরি বিষ্ণুকে পরিত্যাগ করিয়া মোহবশতঃ অন্য দেবতাকে অর্চ্চনা করে, তাহাকে নাস্তিক বৌদ্ধ বলিয়া জানিবে।১৯

যঃ কর্ম্ম কুরুতে বিপ্রো বিনা বিষ্ণ্বর্চনং ক্বচিৎ।
ব্রাহ্মণ্যাদ্ ভ্রশ্যতে সদ্যশ্চণ্ডালত্বং স গচ্ছতি ॥২১
ব্রাহ্মণো বৈষ্ণবো বিপ্রো গুরুরগ্র্যশ্চ বেদবিৎ।
পর্য্যায়েণ চ বিদ্যেত নামানি ক্ষ্মাসুরস্য হি ॥২২
তস্মাদবৈষ্ণবত্বেন বিপ্রত্বাদ্ ভ্রশ্যতে হি সঃ।
অর্চয়িত্বাঽপি গোবিন্দমিতরানর্চয়েৎ পৃথক্ ॥২৩
অবৈষ্ণবত্বং তস্যাপি মিশ্রভক্ত্যা ভবেদ্ ধ্রুবম্।
ভোক্তারং সর্বযজ্ঞানাং সর্বলোকেশ্বরং হরিম্ ॥২৪
জ্ঞাত্বা তৎপ্রীতয়ে সর্বান্ জুহুয়াৎ সততং হরিম্।
দানং তপশ্চ যজ্ঞশ্চ ত্রিবিধং কর্মকীর্তিতম্ ॥২৫
তৎসর্বং ভগবৎপ্রীত্যৈ কুর্বীত সুসমাহিতঃ।
তস্মাত্তু বৈষ্ণবা বিপ্রাঃ পূজনীয়া যথা হরিঃ ॥২৬
যে তু বৈ হেতুকং বাক্যমাশ্রিত্যৈব স্ববাগ্বলাৎ।
বৈষ্ণবং প্রতিষিধ্যন্তি তে লোকায়তিকাঃ স্মৃতাঃ ॥২৭
যে যত্তু বৈষ্ণবং লিঙ্গং ধৃত্বা চ তমসাবৃতঃ।
ত্যজেচ্চেদ্ বৈষ্ণবং ধর্ম্মং সোঽপি পাষণ্ডতাং ব্রজেৎ ॥২৮
তস্মাত্তু বৈষ্ণবো ভূত্বা বৈদিকীং বৃত্তিমাশ্রিতঃ।
কুর্বীত ভগবৎপ্রীত্যৈ কুর্য্যাদ্ যজ্ঞাদিকর্মবৎ ॥২৯
তদ্‌বিশিষ্টমিতিপ্রোক্তং সামান্যমিতরং স্মৃতম্।
ফলহীনা ভবেৎ সা তু সামান্যা বৈদিকী ক্রিয়া ॥৩০
তোয়বর্জিতবাপীব নিরর্থো ভবতি ধ্রুবম্।
নৈসর্গিকস্তু জীবানাং দাস্যং বিষ্ণোঃ সনাতনম্ ॥৩১
তদ্বিনা বর্ত্ততে মোহাদাত্মচারঃ সনাতনাৎ।
তস্মাত্তু ভগবদ্দাস্যমাত্মনাং শ্রুতিচোদিতম্ ॥৩২
দাস্যং বিনা কৃতং যত্তু তদেব কলুষং ভবেৎ।
বিশিষ্টং পরমং ধর্ম্মং দাস্যং ভগবতো হরেঃ ॥৩৩

কথিত পরম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাকে পতিত জানিবে, সে সমস্ত ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত।২০

বিষ্ণুপূজা না করিয়া ব্রাহ্মণ যাহা কিছু করে, তাহার দ্বারাই সে ব্রহ্মণ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ গুরু, তিনিই বেদজ্ঞ, ভূদেব ব্রাহ্মণের নাম পর্য্যায়ক্রমে রহিয়াছে। (তাঁহারাই পৃথিবীর দেবতা)। অতএব বিষ্ণুভক্ত বা বৈষ্ণব না হওয়ার দোষেই সে ব্রাহ্মণত্ব হইতে বিচ্যুত হয়। শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়াও পৃথগ্‌ভাবে অন্য দেবতার পূজা করিবে।২১-২৩

অন্য দেবতার পূজা করিলেও মিশ্রভক্তিবশতঃ তাঁহার অবৈষ্ণবত্ব দোষ নিশ্চয়ই থাকিবে। সুতরাং সমস্তযজ্ঞের ভোক্তা সর্বলোকেশ্বর শ্রীহরিকে জানিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য সর্বদাই শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ, দান তপস্যা এই ত্রিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।২৪-২৫

অতএব শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য অতি একাগ্রচিত্তে সমস্ত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণ শ্রীহরিকে সর্বদা অর্চ্চনা করিবে।২৬

যাহারা তামসিক কারণ দর্শাইয়া নিজের বাক্‌শক্তির প্রাবল্যে বৈষ্ণবতার প্রতিষেধ করে, তাহাদিগকে নাস্তিক বৌদ্ধ বলিয়া জানিবে।২৭

যে ব্যক্তি বৈষ্ণবের চিহ্ন ধারণ করিয়া অজ্ঞানতাবশতঃ বৈষ্ণবধর্ম্ম ত্যাগ করে, তাহাকে পাষণ্ড বলিয়া জানিবে। অতএব বৈষ্ণব হইয়া বেদবিহিত-ব্যবহারসম্পন্ন হওতঃ শ্রীভগবানের প্রীতির জন্য যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।২৮-২৯

উক্তরূপে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে তাদৃশ কর্ম্মই বিশিষ্ট কর্ম্মরূপে গণ্য হইবে। অন্য কর্ম্মকে সামান্য বলিয়া জানিবে। সামান্যভাবে অনুষ্ঠিত বৈদিক কর্ম্মকে ফলশূন্য জানিবে। জলশূন্য দীর্ঘিকার ন্যায় সেই কর্ম্মানুষ্ঠাতা ব্যক্তি নিশ্চয়ই ফলহীন হইয়া থাকে। শ্রীবিষ্ণুর দাসত্বই জীবের নিত্য স্বভাবসিদ্ধ।৩০-৩১

সেই সনাতন বিষ্ণুর দাস্যবিনা অজ্ঞানবশতঃ যে স্বেচ্ছামত আচরণ করে, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছাচারী। অতএব শ্রীভগবানের দাস্যই শ্রুতিবিহিত, তাহাই আত্মহিতকর।৩২

শ্রীভগবানের দাস্যবিনা যাহা কিছু করা যায়,

ঋষয় ঊচুঃ।

কথং দাস্যং হি তদ্বৃত্তিঃ কথং নৈসর্গিকং নৃণাম্।
তৎসর্বং ব্রূহি যত্নেন লোকানুগ্রহকাম্যয়া ॥৩৪

ব্রহ্মোবাচ

সুদর্শনোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিধারণং দাস্যমুচ্যতে।
তদ্বিধির্বৈদিকী যা চ তদাজ্ঞা চোদিতা ক্রিয়া ॥৩৫
তত্রাপ্যারাধনত্বেন কৃতা পাপস্য নাশিনী।
নিরূপণত্বাদ্ দাসস্য ধার্য্যং চক্রং মহাত্মনে ॥৩৬
অঙ্গত্বাৎ সর্বধর্মাণাং বৈষ্ণবত্বাচ্চ ধর্মতঃ।
কর্ম কুর্য্যাদ্ভগবতস্তস্মৈ রাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥৩৭
বিধিনৈব প্রতপ্তেন চক্রেণ বাঙ্কয়েদ্ ভুজে।
তথৈব বিভূয়াদ্ভালে পুণ্ড্রং শুভ্রতরং মৃদা ॥৩৮
বিভূয়াদুপবীতন্তু সব্যস্কন্ধে বিধানতঃ।
কণ্ঠে পদ্মাক্ষমালাঞ্চ কৌশেয়ং দক্ষিণে করে ॥৩৯
উভে চিহ্নে বিনা বিপ্রো ন ভবেদ্ধি কথঞ্চন।
ন লভেৎ কর্মণাং সিদ্ধিং বৈদিকানাং বিশেষতঃ ॥৪০
আশ্রমাণাং চতুর্ণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ শ্রুতিচোদনাৎ।
অঙ্কয়েচ্চক্র-শঙ্খাভ্যাং প্রতপ্তাভ্যাং বিধানতঃ ॥৪১
একৈকমুপবীতন্তু যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
গৃহিণাঞ্চ বনস্থানামুপবীতদ্বয়ং স্মৃতম্ ॥৪২
সোত্তরীয়ং ত্রয়ং বাঽপি বিভূয়াচ্ছুভতন্তুনা।
ত্রয়মূর্ধ্বং দ্বয়ং তন্তু তন্তুত্রয়মধোবৃতম্ ॥৪৩
ত্রিবৃচ্চ গ্রন্থিনৈকেন উপবীতমিহোচ্যতে।
অর্ক-কার্পাস-কৌশেয়-ক্ষৌম-শণময়ানি চ ॥৪৪
তন্তূনি চোপবীতানাং যোজ্যানি মুনিসত্তমাঃ।
সর্বেষামপ্যলাভে তু কুর্য্যাৎ কুশময়ং দ্বিজঃ ॥৪৫
ঐনেয়মুত্তরীয়ং স্যাদ্ বনস্থব্রহ্মচারিণাম্।
শুক্ল-কাষায়বসনে গৃহস্থস্য যতেঃ ক্রমাৎ ॥৪৬

তৎসমস্তই পাপ। শ্রীভগবান্ হরির দাস্যই বিশিষ্ট শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ঋষিগণ বলিলেন, জীব কিরূপে দাস্য এবং দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিবে? মানুষের তাহাই যে স্বভাবসিদ্ধ, ইহাই বা কিরূপে হয়? লোকের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া এতৎসমস্ত আপনি যথাযথ বলুন।৩৩-৩৪

ব্রহ্মা বলিলেন, চক্রচিহ্ন ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিধারণই দাস্যের লক্ষণ। তাহার বিধি বেদানুমোদিত এবং তাঁহার আদেশপালনই তাহার ক্রিয়া—ইহা বেদনির্দ্দিষ্ট। তদ্বিষয়ে যে সব কার্য্য করা হয়, তাহাই তাঁহার আরাধনরূপে গণ্য এবং তাহা সকলপাপনাশক। বেদে দাস্যই নিরূপিত আছে বলিয়া সেই মহাত্মা পরমাত্মা বিষ্ণুর চক্রচিহ্নই সকলের ধারণীয়।৩৫-৩৬

সকল ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া এবং বৈষ্ণবগণের ধর্ম্ম বলিয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য সমস্ত কর্ম্মের করিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্মরণ করিবে।৩৭

বিধি অনুসারে প্রতপ্ত চক্রদ্বারা বাহু অঙ্কিত করিবে। সেইরূপ ললাটে শুভ্রপুণ্ড্র ধারণ করিবে। বিধান অনুসারে বামস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবে এবং গলদেশে পদ্মবীজের মালা ও দক্ষিণহস্তে কুশময় পবিত্র ধারণ করিবে।৩৮-৩৯

ললাটে ও বাহুতে এই উভয়স্থানে দ্বিবিধ বৈষ্ণবচিহ্ন ধারণ ব্যতীত ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না এবং কোন অধ্যাত্মকর্ম্মে বিশেষতঃ বৈদিক কর্ম্মে সিদ্ধিলাভ হয় না। বেদের নির্দ্দেশ-হেতু ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমবাসিদের ও স্ত্রীদিগের যথাবিধি প্রতপ্ত চক্র ও শঙ্খচিহ্ন ধারণ করণীয়।৪০-৪১

যতি ও ব্রহ্মচারিদের এক একটি উপবীত অর্থাৎ ত্রিদণ্ডীযুক্ত যজ্ঞোপবীত ধারণ বিহিত এবং গৃহস্থ ও বানপ্রস্থিদের দুইটি করিয়া উপবীত (ত্রিদণ্ডী) ধারণ বিহিত আছে। পবিত্র সূত্র দ্বারা নির্ম্মিত উপবীত (ত্রিদণ্ডী) উত্তরীয় সহ তিনটিও ধারণ করিতে পারে। প্রথম তিনটি করিয়া সূত্র (ত্রিগুণিত সূত্র দ্বারা) দিয়া এক একটি ত্রিদণ্ডী হইবে। কিন্তু তিনটি ত্রিদণ্ডীর পর দ্বিগুণিত সূত্র দ্বারা দ্বিদণ্ডী হইবে।৪২-৪৩

ত্রিরাবৃত্ত (তিন পেচ্, গ্রন্থি) দ্বারা নির্ম্মিত এক একটি উপবীত-সংজ্ঞা হইবে। আকন্দ, কার্পাস, কৌশেয়, পট্ট ও শণ দ্বারা সূত্র নির্ম্মিত হইবে।৪৪

উক্তালাভে তু সর্বেষাং কুশ-চীরং বিশিষ্যতে।
মৌঞ্জী বৈ মেখলা দণ্ডং পালাশং ব্রহ্মচারিণঃ ॥৪৭
ত্রয়স্তু বৈষ্ণবা দণ্ডা যতেঃ কাষায়-বাসসী।
কুশ-চীরং বল্কলং বা বনস্থস্য বিধীয়তে ॥৪৮
কটীসূত্রঞ্চ কৌপীনং মহচ্চ শুক্লবাসসা।
কুণ্ডকে চাঙ্গুলীয়ানি গৃহস্থস্য বিধীয়তে ॥৪৯
মুণ্ডিনৌ সূক্ষ্মশিখিনৌ যত্যন্তেবাসিনাবুভৌ।
বানপ্রস্থো যতির্বা স্যাৎ সদা বৈ শ্মশ্রু-রোমধৃৎ ॥৫০
সুকেশী সুশিখো বা স্যাদ্ গৃহস্থঃ সৌম্যবেষবান্।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ উভৌ ভিক্ষাশনৌ স্মৃতৌ ॥৫১
শাক-মূল-ফলাশী স্যাদ্ বনস্থঃ সততং দ্বিজঃ।
কুসূল-কুম্ভধান্যো বা ত্র্যাহিকো বা ভবেদ্ গৃহী ॥৫২

প্রতিগৃহেণ সৌম্যেন জীবেদ্ যাযাবরস্তু বা।
যস্ত্বেকং দণ্ডমালম্ব্য ধর্মং ব্রাহ্মং পরিত্যজেৎ ॥৫৩
বিকর্ম্মস্থো ভবেদ্ বিপ্রঃ স যাতি নরকং ধ্রুবম্।
শিখা-যজ্ঞোপবীতাদি ব্রহ্মকর্ম যতিস্ত্যজেৎ ॥৫৪
সজীবং ন চ চাণ্ডালো মৃতঃ শ্বানোঽভিজয়তে।
স্বরূপেণৈব ধর্মস্য ত্যাগো হানির্ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৫৫
কর্মণাং ফলসন্ত্যাগঃ সন্ন্যাসঃ স উদাহৃতঃ।
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কৃত্যং কর্ম সমাচরেৎ ॥৫৬
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ স মুনিঃ সাত্ত্বিকঃ স্মৃতঃ।
তুষ্ট্যর্থং বাসুদেবস্য ধর্মং বৈ যঃ সমাচরেৎ ॥৫৭
স যোগী পরমেকান্তং হরেঃ প্রিয়তমো ভবেৎ।
মোহাদ্দাস্যং বিনা বিষ্ণোঃ কিঞ্চিৎ কর্ম সমাচরেৎ॥৫৮

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! উপর্য্যুক্ত বৃক্ষের ত্বগ্ দ্বারা যথাযথভাবে নির্ম্মিত সূত্র উপবীতকার্য্যে ব্যবহার করিবে। উক্ত বৃক্ষের একটিও যদি না পাওয়া যায়, তবে কুশের সূত্র দ্বারাও উপবীত নির্ম্মাণ করিয়া ধারণ করিবে।৪৫

বনবাসি-ব্রহ্মচারিদের পক্ষে মৃগচর্ম্ম দ্বারা উত্তরীয়-নির্ম্মাণ বিধেয়। গৃহস্থদের পক্ষে শুক্লবর্ণ বসন ও যতিদের পক্ষে কাষায়বর্ণ বসন ধারণীয়।৪৬

উপর্য্যুক্ত বস্ত্র না পাইলে সকলেরই কুশ ও চীরবস্ত্রধারণ কর্ত্তব্য, তাহাই শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মচারিগণ মুঞ্জময় মেখলা ও পলাশবৃক্ষের দণ্ড ধারণ করিবে।৪৭

অন্য তিন আশ্রমের ব্যক্তিগণ বংশদণ্ড ধারণ করিবে। যতিগণ কাষায়বস্ত্র ও কাষায় উত্তরীয় ধারণ করিবে। বনবাসি-বানপ্রস্থিদের কুশ, চীর অথবা বল্কলধারণ কর্ত্তব্য। গৃহিগণ শুক্লবর্ণ বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত বৃহৎ কটিসূত্র ও কৌপীন এবং কুণ্ডল ও অঙ্গুরীয়ক ধারণ করিবে।৪৮-৪৯

যতি ও তাহার শিষ্যগণ উভয়েই মুণ্ডিতশিরা ও সূক্ষ্মশিখাযুক্ত হইবে। বানপ্রস্থী ও যতিগণ সর্ব্বদা শ্মশ্রুধারী ও রোমধারী হইয়া থাকিবে।৫০

গৃহস্থগণ সুন্দরকেশযুক্ত ও সুন্দরশিখাযুক্ত হইবে এবং সৌম্যবেশ ধারণ করিবে। যতি ও ব্রহ্মচারিগণ ভিক্ষান্ন দ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।৫১

বানপ্রস্থী দ্বিজগণ নিত্য শাক, মূল ও ফলভোজী হইবে। তিনদিন অন্তর কুসূল (ধানের গোলা) গৃহী বা কুম্ভ হইতে ধান্য গ্রহণপূর্বক তাহার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিবে। যাযাবরগণ (প্রব্রজ্যাপরায়ণগণ) সৌম্যভাবে প্রতিগৃহের ভিক্ষান্ন দ্বারা বাঁচিয়া থাকিবে। একটি দণ্ড গ্রহণ করত যে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে, সে যাযাবর বা দণ্ডী সন্ন্যাসী।৫২-৫৩

যে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে নিশ্চয়ই নিরয়গামী হইবে। সন্ন্যাসিরা শিখা ও যজ্ঞোপবীতাদি গৃহস্থোচিত ব্রাহ্মকর্ম্ম ত্যাগ করিবেন।৫৪

জীবিত অবস্থাতে চাণ্ডালগণও মৃতকুক্কুরবৎ (ঘৃণ্য) হইয়া যায় না। স্বরূপেই ধর্ম্মত্যাগ হানিজনক হইয়া থাকে।৫৫

কর্ম্মফল-ত্যাগের নামই সন্ন্যাস। কর্ম্মফলকে আশ্রয় না করিয়াই কর্ত্তব্যবোধে করণীয় কার্য্য করিবে। যে ব্যক্তি বাসুদেবের সন্তোষের জন্যই ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে-ই যথার্থ সন্ন্যাসী, সে-ই যথার্থ যোগী, সে-ই সাত্ত্বিক মুনি বলিয়া কথিত হইয়াছে।৫৬-৫৭

সে-ই শ্রেষ্ঠ যোগী, সে-ই শ্রীহরির নিতান্ত প্রিয়তম। আর যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ শ্রীবিষ্ণুর দাস্যভাব ত্যাগ করিয়া কোনও কর্ম্ম আচরণ করে, সে তাহার সম্যক্ ফল

ন তস্য ফলমাপ্নোতি তামসীং গতিমশ্নুতে।
হিত্বা যজ্ঞোপবীতন্তু হিত্বা চক্রস্য ধারণম্ ॥৫৯
হিত্বা শিখোর্ধ্বপুণ্ড্রে চ বিপ্রত্বাদ্ ভ্রশ্যতে ধ্রুবম্।
পঞ্চসংস্কারপুর্বেণ মন্ত্রমধ্যাপয়েদ্ গুরুঃ ॥৬০
সংস্কারাঃ পঞ্চ কর্তব্যাঃ পারমৈকান্ত্যসিদ্ধয়ে।
প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাদুপাকর্ম হ্যনুত্তমম্ ॥৬১
সর্ববেদব্রতং কৃত্বা তত্র সম্পূজয়েদ্ধরিম্।
দদ্যাদত্রোপবীতানি বিষ্ণবে পরমাত্মনে ॥৬২
ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ দত্ত্বাহথ বিভৃয়াৎ স্বয়মেব চ।
তদগ্নৌ পূজ্য সন্তর্প্য চক্রেণৈবাঙ্কয়েদ্ ভুজে ॥৬৩
এবং প্রাত্যাহ্নিকং ধার্য্যমুপবীতং সুদর্শনম্।
পুণ্ড্রাস্তু প্রতিসন্ধ্যন্তু নিত্যমেব চ ধারয়েৎ ॥৬৪
দ্বারবত্যুদ্ভবং গোপীচন্দনং বেঙ্কটোদ্ভবম্।
সান্তরালং প্রকুর্বীত পুণ্ড্রং হরিপদাকৃতি ॥৬৫

প্রাপ্ত হয় না, অধিকন্তু তমোময় নরকগতি লাভ করে যে যজ্ঞোপবীত, শ্রীবিষ্ণুর চক্রচিহ্ন, শিখা ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ত্যাগ করিয়া বাস করে, সে নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণত্ব হইতে ভ্রষ্ট হয়। গুরু পুর্ব্বোক্ত পঞ্চসংস্কারযুক্ত শিষ্যকে মন্ত্র দান করিবেন।৫৮-৬০

সংসারপারের উপযুক্ত সিদ্ধিলাভের জন্য পঞ্চবিধ সংস্কার করিবে এবং প্রতিবর্ষে বৈদিক নিয়মে উপাকর্ম অর্থাৎ সংস্কারপূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিবে।৬১

বেদব্রত সমাপন করিয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে এবং পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে উপবীত দান করিবে। ব্রাহ্মণদিগকেও উপবীত দান করিয়া স্বয়ং ধারণ করিবে। তারপর অগ্নিতে হোম করত এবং তর্পণ করিয়া চক্র দ্বারা বাহু অঙ্কিত করিবে।৬২-৬৩

এইরূপ প্রতিদিন আহ্নিকের সময়ে চক্রচিহ্ন ও উপবীত ধারণপূর্বকই আহ্নিক করিবে। প্রতিসন্ধ্যায় নিত্যই পুণ্ড্র (তিলক) ধারণ করিবে।৬৪

দ্বারকার মৃত্তিকা কিংবা গোপীচন্দন অথবা বেঙ্কট হইতে উৎপন্ন মৃত্তিকা দ্বারা পুণ্ড্র ধারণ করিবে। পুণ্ড্র হরির চরণের আকৃতি হইবে এবং মধ্যে ফাঁক থাকিবে।

শ্রাদ্ধকালে বিশেষেণ কর্ত্তা ভোক্তা চ ধারয়েৎ।
অর্থং পঞ্চকতত্ত্বজ্ঞঃ পঞ্চসংস্কারদীক্ষিতঃ ॥৬৬
মহাভাগবতো বিপ্রঃ সততং পূজয়েদ্ধরিম্।
নারায়ণং পরং ব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং সদা ॥৬৭
তস্য ভুক্তাবশেষন্তু পাবনং মুনিসত্তমাঃ।
হরিভুক্তোহপি তং দদ্যাৎ পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্ ॥৬৮
তদেব জুহুয়াদ্ বহ্নৌ ভুঞ্জীয়াত্তু তদেব হি।
হরেরনর্পিতং যত্তু দেবানামর্পিতঞ্চ যৎ ॥৬৯
মদ্য-মাংসসমং প্রোক্তং তদ্‌ভুঞ্জীয়ান্ন কদাচন।
হরেঃ পাদজলং প্রাশ্যং নিত্যং নান্যদ্দিবৌকসাম্ ॥৭০
সুরাণামিতরেষাং তু ফল-পুষ্প-জলাদিকম্।
নির্মাল্যমশুভং প্রোক্তমস্পৃশ্যং হি কদাচন ॥৭১
বিধির্হ্যেষ দ্বিজাতীনাং নেতরেষাং কদাচন।
শিবার্চনং ত্রিপুণ্ড্রঞ্চ শূদ্রাণাং তু বিধীয়তে ॥৭২

বিশেষ করিয়া শ্রাদ্ধসময়ে কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয়েই পুণ্ড্রধারী হইবে। পঞ্চতত্ত্বের অর্থজ্ঞানসম্পন্ন ও পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত মহাভাগবত ব্রাহ্মণই সর্ব্বদা শ্রীহরির পূজা করিবে। কারণ, নারায়ণই পরম ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণদের একমাত্র দেবতা।৬৫-৬৭

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! শ্রীহরির ভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যই অতিশয় পবিত্র। পিতৃগণকে ও অন্যান্য দেবতাগণকে ঐ হরিভুক্তাবশিষ্ট দ্রব্যই দান করিবে।৬৮

ঐ ভুক্তাবশিষ্টই অগ্নিতে হোম করিবে এবং স্বয়ং উহাই ভোজন করিবে। শ্রীহরিকে যে বস্তু দেওয়া হয় নাই, অন্য দেবতাকে অর্পিত হইলেও তাহা মদ্য ও মাংসতুল্য অপবিত্র জানিবে, তাহা কখনও ভোজন করিবে না। শ্রীহরির চরণামৃত (জল) নিত্যই পান করিবে—অন্য দেবতার নহে।৬৯-৭০

অন্য দেবোদ্দেশে দত্ত ফল-পুষ্প-জলাদি সমস্ত নির্ম্মাল্যই অশুভ কথিত হইয়াছে, কিন্তু কখনও তাহা অস্পৃশ্য নহে (ভাবাশুদ্ধিবশতঃ অন্য দেবতাকে হরি হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্নচিন্তনকারী ব্যক্তির পক্ষেই এই সমস্ত বিধি)।৭১

তদ্বিধানামিদং যে চ বিপ্রাঃ শিবপরায়ণাঃ।
তে বৈ দেবলকা জ্ঞেয়া সর্ব্বকর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ ॥৭৩
বৈখানসাস্তু যে বিপ্রাঃ হরিপূজনতৎপরাঃ।
ন তে দেবলকা জ্ঞেয়া হরিপাদাব্জসংশ্রয়াৎ ॥৭৪
নাপহৃত্য হরের্দ্রব্যং গ্রামার্চনপরো ভবেৎ।
ভক্ত্যা সংপূজ্যদেবেশং নাসৌ দেবলকঃ স্মৃতঃ ॥৭৫
ভক্ত্যা যোঽপ্যর্চয়েদ্দেবং গ্রামার্চং হরিমব্যয়ম্।
প্রসাদতীর্থস্বীকারান্নাসৌ দেবলকঃ স্মৃতঃ ॥৭৬
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিধারণং স্মরণং হরেঃ।
তন্নামকীর্তনঞ্চৈব তৎপাদাম্বুনিষেবণম্ ॥৭৭
তৎপাদবন্দনঞ্চৈব তন্নিবেদিতভোজনম্।
একাদশ্যুপবাসশ্চ তুলস্যৈবার্চনং হরেঃ ॥৭৮
তদীয়ানামর্চনঞ্চ ভক্তির্নববিধা স্মৃতা।
এতৈর্নববিধৈর্যুক্তো বৈষ্ণবঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৭৯
এতৈর্গুণৈর্বিহীনস্তু ন তু বিপ্রো ন বৈষ্ণবঃ।
কর্ম্মণা মনসা বাচা ন প্রমাদ্যেজ্জনার্দনম্ ॥৮০
ভক্তিঃ সা সাত্ত্বিকী জ্ঞেয়া ভবেদব্যভিচারিণী।
নান্যং দেবং নমস্কুর্য্যান্নান্যং দেবং প্রপূজয়েৎ ॥৮১
নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যদায়তনং বিশেৎ।
ন ত্রিপুণ্ড্রং তথা কুর্য্যাৎ পট্যাকারং জগত্রয়ম্ ॥৮২
যতির্যস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্তে তস্য ভুঙ্‌ক্তে হরিঃ স্বয়ম্।
হরির্যস্য গৃহে ভুঙ্‌ক্তে তস্য ভুঙ্‌ক্তে জগত্রয়ম্ ॥৮৩
মহাভাগবতো বিপ্রঃ সততং পূজয়েদ্ধরিম্।
পঞ্চকল্পবিধানেন নিমিত্তেষু বিশেষতঃ ॥৮৪

উপরি উক্ত সমস্ত বিধি দ্বিজাতিদের পক্ষেই জানিবে—অন্য জাতির পক্ষে কখনও নহে। শূদ্রদের শিবপূজা ও ত্রিপুণ্ড্রধারণ বিধেয়।৭২

শূদ্রবিধি হেতু ব্রাহ্মণগণ যাহারা শিবপূজা-পরায়ণ হইবে, তাহাদিগকে দেবল বলিয়া জানিবে, তাহারা সমস্ত অধ্যাত্ম-কর্ম্ম হইতে বহির্ভূত।৭৩

যে ব্রাহ্মণগণ হরিপূজা তৎপর, তাহারা মুনির ন্যায় বৈখানস (শ্রেষ্ঠ) ব্রাহ্মণ। শ্রীহরির চরণ পদ্মকে আশ্রয় করিয়াছে বলিয়া তাহারা দেবল নহে জানিবে।৭৪

শ্রীহরির পূজার কোনও দ্রব্য অপহরণ না করিয়া তাঁহার গ্রাম্যপূজা-পরায়ণ হইবে। ভক্তিপূর্ব্বক ঐ দেবপ্রধান বিষ্ণুর পূজা করিলে সে দেবল-দোষদুষ্ট হইবে না অর্থাৎ গ্রামযাজী-জন্য দোষ হইবে না।৭৫

ভক্তি-সহকারে যিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত অবিনাশী শ্রীহরিকে পূজা করেন, শ্রীহরির প্রসাদ অন্নাদি ও তীর্থ জলাদি পান-ভোজন করিলেও তিনি দেবল-দোষদুষ্ট নহেন—গ্রামযাজিত্ব-নিবন্ধন তাহার পাতিত্ব-দোষ হইবে না।৭৬

শঙ্খ, চক্র ও উৰ্দ্ধপুণ্ড্রাদি ধারণ, বিষ্ণুর স্মরণ, তাঁহার নামকীর্ত্তন, তাঁহার চরণামৃত পান, তাঁহার পাদবন্দন, তাঁহার নিবেদিত অন্নের ভোজন, একাদশী তিথিতে উপবাস, তুলসী দ্বারা শ্রীহরির পূজা এবং তাঁহাদের পূজা এই নববিধ কর্ম্মই ভক্তিবর্দ্ধক বলিয়া ইহাদিগকে ভক্তি বলা হইয়াছে। যিনি এই নববিধ কর্ম্মময় ভক্তি দ্বারা যুক্ত, তাঁহাকেই যথার্থ বৈষ্ণব বলা হয়। যে উক্ত নববিধ কার্য্য অনুষ্ঠান করে না, সে বিপ্র এবং বৈষ্ণব নহে। কর্ম্ম, মন ও বাক্যের দ্বারা জনার্দ্দনের পূজা হইতে অনবহিত হইবে না।৭৭-৮০

তাদৃশী ভক্তিই সাত্ত্বিকী ভক্তি, উহাই অব্যাভিচারিণী হরিভক্তি। বৈষ্ণব অন্য দেবতাকে অন্যদেবতাবোধে পূজা করিবে না। কিংবা প্রণামও করিবে না।৮১

অন্যদেবতাবোধে তাঁহার প্রসাদও ভোজন করিবে না, অন্যদেবতাবোধে অন্যমন্দিরে প্রবেশও করিবে না। মধ্যে ফাঁক না থাকে এরূপভাবে বা অবিধিপূর্ব্বক ত্রিপুণ্ড্র করিবে না।৮২

যতি যাহার গৃহে ভোজন করেন, তাঁহার গৃহে শ্রীহরি স্বয়ংই ভোজন করেন, অর্থাৎ যতির ভোজন শ্রীহরির ভোজনতুল্য। শ্রীহরি যাহার গৃহে ভোজন করেন, ত্রিভুবনের সমস্তই তাঁহার গৃহে ভোজন করিয়া থাকেন। শ্রীহরির ভোজন ত্রিভুবনবাসির ভোজনতুল্য। সুতরাং একজন যতির ভোজন দ্বারা সমস্ত ত্রিভুবনবাসির ভোজন হইয়া থাকে।৮৩

অপ্স্বগ্নৌ হৃদয়ে সূর্য্যে স্থণ্ডিলে প্রতিমাসু চ।
ষট্ চ তেষু হরেঃ পূজা নিত্যমেব বিধীয়তে ॥৮৫
স্নানকালে তু সংপ্রাপ্তে নদ্যাং পুণ্যজলে শুভে।
ধ্যাত্বা নারায়ণং দেবং নাগপর্য্যঙ্কশয়িনম্ ॥৮৬
দ্বাদশার্ণেন মনুনা যোঽর্চয়িত্বাঽক্ষতাদিভিঃ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥৮৭
এতদপ্যর্চনং প্রোক্তং ব্রাহ্মণস্য জগৎপতেঃ।
হোমকালে তু সততং পরিস্তীর্য্যানলং শুভম্ ॥৮৮
যজ্ঞরূপং মহাত্মানং চিন্তয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
সাঙ্গত্রয়ীময়শুভ্রদিব্যাঙ্গোপাঙ্গশোভিতম্ ॥৮৯
সর্বলক্ষণসম্পন্নং শুদ্ধজাম্বূনদপ্রদম্।
যুবানং পুণ্ডরীকাক্ষং শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধরম্ ॥৯০
সর্বযজ্ঞময়ং ধ্যায়েদ্ বামাঙ্কাশ্রিতপদ্ময়া।
সম্পূজ্য চাক্ষতৈরেব পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ ৯১
প্রাণাগ্নিহোত্রসময়ে সম্যগাচম্য বারিণা।
কুশাসনে সমাসীনঃ প্রাগ্ বা প্রত্যঙ্মুখোঽপি বা ॥৯২
মন্ত্রেণোদ্বুধ্য হৃদয়পঙ্কজং কেশরান্বিতম্।
তস্মিন্ বহ্ন্যর্ক-শীতাংশুবিম্বান্যনুবিচিন্তয়েৎ ॥৯৩
সর্বাক্ষরময়ং দিব্যরত্নপীঠং তদুত্তরে।
তন্মধ্যেঽষ্টদলং পদ্মং ধ্যায়েৎ কল্পতরোরধঃ ॥৯৪
বীরাসনে সমাসীনং তস্মিন্নীশং বিচিন্তয়েৎ।
স্নিগ্ধদূর্বাদলশ্যামং সুন্দরং ভূষণৈর্যুতম্ ॥৯৫
পীতাম্বরং যুবানঞ্চ চন্দনস্রগ্বিভূষিতম্।
শরৎপদ্মাসনং রত্নপদ্মাভাঙ্ঘ্রিকরদ্বয়ম্ ॥৯৬
স্নিগ্ধবর্ণং মহাবাহুং বিশালোরস্কমব্যয়ম্।
চক্র-শঙ্খ-গদা-বাণপাণিং রঘুবরং হরিম্ ॥৯৭
জানকীলক্ষ্মণোপেতং মনসৈবার্চয়েদ্ বিভুম্।
মন্ত্রদ্বয়েনার্চয়িত্বা জপ্ত্বা চৈব ষড়ক্ষরম্ ॥৯৮

মহাভাগবত ব্রাহ্মণ সর্ব্বদাই পঞ্চকল্প-বিধান অনুসারেই শ্রীহরির পূজা করিবেন, বিশেষতঃ পার্বণাদি নিমিত্ত উপলক্ষ্যে পঞ্চকল্পবিধানে তাঁহার পূজা করিবেন। জলে, অগ্নিতে, হৃদয়ে, সূর্য্যমণ্ডলে, স্থণ্ডিলে অথবা প্রতিমাতে এই ছয়প্রকার প্রতীকে শ্রীহরির পূজা বিধেয়। স্নানসময় উপস্থিত হইলে নদীতে বা পবিত্র ও শুভগঙ্গাদিজলে অনন্তশায়ি-ভগবান্ নারায়ণকে ধ্যান করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র (ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়") উচ্চারণপূর্ব্বক অক্ষত (আতপ তণ্ডুল) প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে এবং ঐ মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করত পরে সেই জলে স্নান করিবে।৮৪-৮৭

ব্রাহ্মণ শ্রীভগবান্ জগৎপতি শ্রীহরির হোম-সময়েও শুভমন্ত্রপূত হোমাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া উক্তরূপে পূজা করিবে।৮৮

তখন মহাত্মা পুরুষোত্তমকে যজ্ঞরূপ মনে করিয়া ষড়ঙ্গবেদময়, শুভ্র, দিব্যাঙ্গ ও শোভিত পুরাণাদি উপাঙ্গ দ্বারা, সর্ব্বসুলক্ষণ সম্পন্ন, নির্ম্মলস্বর্ণতুল্য কান্তিবিশিষ্ট, যুবক, শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধারী পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরিকে ধ্যান করিবে। আরও মনে করিবে—বাম অঙ্কে স্থিতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী দ্বারা সর্ব্ব যজ্ঞময় ভগবান্ সুশোভিত। পরে অক্ষতাদি দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিয়া হোম আরম্ভ করিবে।৮৯-৯১

প্রাণাগ্নিহোত্রকালে (ভোজনকালে) জলের দ্বারা যথাবিধি আচমন করিয়া পূর্ব্বমুখে বা পশ্চিমমুখে কুশাসনে উপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রের দ্বারা কেশরান্বিত হৃদয়পদ্মকে উদ্বুদ্ধ করত অর্থাৎ ঊর্দ্ধমুখে বিকশিত করত ঐ পদ্মে বহ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যবিম্ব চিন্তা করিবে।৯২-৯৩

তাহাতে সমস্ত বর্ণময় দিব্য মনোহর পীঠ (দেবতার আসন) বর্ত্তমান আছে। তন্মধ্যে কল্পবৃক্ষের নিম্নে অষ্টদল পদ্ম চিন্তা করিবে।৯৪

ঐ পদ্মমধ্যে বীরাসনে উপবিষ্ট, স্নিগ্ধদূর্ব্বাদলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, নানা ভূষণ দ্বারা অলঙ্কৃত, সুন্দর, পীতাম্বরধারী, যুবক, সচন্দনমাল্যবিভূষিত, শারদপদ্মাসনে সমাসীন, চরণ ও কর যুগল রত্নময় পদ্মের সৌন্দর্য্যে শোভিত, স্নিগ্ধবর্ণ, মহাবাহু, বিশালবক্ষঃস্থল, অবিনশ্বর, চক্র, শঙ্খ, গদা ও বাণধারী রঘুবর শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে। আরও

পশ্চাদ্ বৈ জুহুয়াৎ পঞ্চ প্রাণানভ্যর্চ্য তং পুনঃ।
ধ্যায়ন্ বৈ মনসা বিষ্ণুং সুখং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ॥৯৯
এবং হৃদ্যর্চনং বিষ্ণোরুক্তমং মুনিসত্তমাঃ।
অত্যন্তাভিমতা বিষ্ণোর্হৃৎপূজা পরমাত্মনঃ॥১০০
সন্ধ্যাকালে তু সম্প্রাপ্তে রবিমণ্ডলমধ্যগম্।
হিরণ্যগর্ভং পুরুষং হিরণ্যবপুষং হরিম্॥১০১
শ্রীবৎ-কৌস্তুভোরস্কং বৈজয়ন্তীবিরাজিতম্।
শঙ্খ-চক্রাদিভির্যুক্তং ভূষিতৈর্দোর্ভিরায়তৈঃ॥১০২
শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং মুক্তাহারবিভূষিতম্।
ধ্যাত্বা সমর্চয়েদ্দেবং কুসুমৈরক্ষতৈরপি॥১০৩
প্রণবেণ চ সাবিত্র্যা পশ্চাৎ সূক্তং নিবেদয়েৎ।
ধ্যায়ন্নেবং জপেদ্ বিষ্ণুং গায়ত্রীং ভক্তিসংযুতঃ॥১০৪

ভাবিবে—জানকী ও লক্ষ্মণ তাঁহার সহিত যুক্ত আছেন। মনে মনে এই রূপটি চিন্তা করিয়া মনে মনেই পূজা করিবে। যুগলমন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহার "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" এই ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে। পরে পঞ্চপ্রাণকে অর্চ্চনা করিয়া মনে মনে শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিতে করিতে বাগ্‌যত হইয়া সুখে ভোজন করিবে।৯৫-৯৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! এইরূপে হৃদয়মধ্যে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। হৃদয়মধ্যে পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর এইরূপ পূজা অত্যন্ত অভিমত ও আদৃত। সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইলে সূর্য্যমণ্ডলমধ্যস্থিত সুবর্ণময়-শরীর হিরণ্যগর্ভ পুরুষ শ্রীহরিকে প্রথম চিন্তা করিবে।১০০-১

আরও ভাবিবে—তাঁহার বক্ষঃস্থল শ্রীবৎস ও কৌস্তুভমণি দ্বারা সুশোভিত, তিনি বৈজয়ন্তী মালা দ্বারা অলঙ্কৃত, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, সুদীর্ঘবাহুচতুষ্টয় দ্বারা সুশোভিত, শুক্লাম্বরধারী, তাঁহার দেহ মুক্তাহারে বিভূষিত,—এইরূপে শ্রীহরি বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া আতপ তণ্ডুল ও পুষ্প প্রভৃতির দ্বারা পূজা করিবে।১০২-৩

পরে প্রণবসংযুক্ত গায়ত্রী জপের সহিত বিষ্ণুসূক্ত পাঠ করিবে। এইরূপে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান ও জপ-পূজাদির পর ভক্তিযুক্তচিত্তে প্রণবসংযুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে।১০৪

তয়ৈবাভ্যর্চ্চ গোবিন্দং নমস্কৃত্বা বিসর্জয়েৎ।
এবমভ্যর্চয়েদ্দেবং ত্রিসন্ধ্যাসু তথা হরিম্॥১০৫
বৈশ্বদেবাবসানে তু পুরস্তাদ্ বৈ বিভাবসোঃ।
উপলিপ্য স্থণ্ডিলে তু জুহুয়াদ্ভক্তিকর্ম তৎ॥১০৬
ধ্যাত্বা সর্বগতং বিষ্ণুং ঘনশ্যামং সুলোচনম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিতোরস্কং তুলসীবনমালিনম্॥১০৭
পীতাম্বরধরং দেবং রত্নকুণ্ডলশোভিতম্।
হরিচন্দনলিপ্তাঙ্গং পুণ্ডরীকায়তেক্ষণম্॥১০৮
মৌক্তিকাঞ্চিতনাসাগ্রং জগন্মোহনবিগ্রহম্।
গোপীজনৈঃ পরিবৃতং বেণুং গায়ন্তমচ্যুতম্॥১০৯
ধ্যাত্বা কৃষ্ণং জগন্নাথং পূজয়িত্বা যথাবিধি।
জুহুয়াদ্ধরিচক্রং তদ্দেবানুদ্দিশ্য সত্তমাঃ॥১১০

ঐ গায়ত্রী দ্বারা গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিয়া নমস্কার পূর্ব্বক গায়ত্রী বিসর্জ্জন করিবে। এইরূপে তিন সন্ধ্যায় দেব শ্রীহরিকে পূজা করিবে।১০৫

অগ্নি প্রজ্বালনের পূর্বে বৈশ্বদেব-কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া স্থান লেপন করতঃ স্থণ্ডিলে ভক্তিজনক হোমকর্ম্ম সমাধা করিবে।১০৬

পরে মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সুলোচন, কৌস্তুভমণি উদ্‌ভাসিত-বক্ষঃ, তুলসী ও বনমালাধারী, পীতাম্বর, রত্নময়-কুণ্ডলশোভিত, সর্বাঙ্গ হরিচন্দনে অনুলিপ্ত, পুণ্ডরীকের ন্যায় সুদীর্ঘ নয়নযুগল, নাসাগ্রে মুক্তামালা, জগতের মোহজনক শরীরধারী, গোপীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত, বংশীবাদন-পরায়ণ, অচ্যুত, জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিয়া যথাবিধি পূজা সমাপনপূর্ব্বক হোম করিবে। দেবতার উদ্দেশ্যে চক্রচিহ্ন ধারণ করিবে। পরে কৃষ্ণমন্ত্র জপ করিয়া মনে মনে শ্রীহরিকে অর্চ্চনাপূর্ব্বক পুনরায় আচমন করত শুদ্ধ হইয়া প্রণামান্তে অগ্নিবিসর্জ্জন করিবে।১০৭-১১

উক্তরূপে স্থণ্ডিলে যথাবিধি ত্রিসন্ধ্যায় শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। বিশেষরূপে প্রতিমাতে পূজা শ্রেষ্ঠ।১১২

সুবর্ণ কিংবা রজতাদি, প্রস্তর কিংবা কাষ্ঠ প্রভৃতির দ্বারা সুন্দর সর্বাবয়বযুক্ত শ্রীহরির প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ

জপ্ত্বা কৃষ্ণমনুং পশ্চাদভ্যর্চ্য মনসা হরিম্।
আচম্য প্রযতো ভূত্বা নমস্কৃত্য বিসর্জয়েৎ ॥১১১
স্থণ্ডিলেঽভ্যর্চনং বিষ্ণোরেবং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ।
ত্রিসন্ধ্যাস্বর্চয়েদ্ বিষ্ণুং প্রতিমাসু বিশেষতঃ ॥১১২
সুবর্ণ রজতাদ্যৈর্বা শিলা-দার্বাদিনাঽপি বা।
কৃত্বা বিম্বং হরেঃ সম্যক্ সর্বাবয়বশোভিতম্ ॥১১৩
সর্বলক্ষণসম্পন্নং সর্বায়ুধসমন্বিতম্।
ততোঽধিবাসনং কুর্য্যাত্রিরাত্রং শুদ্ধবারিষু ॥১১৪
তত্রার্চয়েদ্ বিধানেন জপ-হোমাদিকর্মভিঃ।
স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈর্গব্যৈস্তদা মন্ত্রজলৈরপি ॥১১৫
যজ্ঞবেদ্যাং সমারোপ্য পূজয়েত্তত্র দীক্ষিতঃ।
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তৈঃ পূর্ণকুম্ভৈঃ সমন্বিতঃ ॥১১৬
শরাবৈর্দ্রব্যসম্পূর্ণৈঃ পতাকৈস্তোরণাদিভিঃ।
কুম্ভেষু বাসুদেবাদীন্ সুরান্ সম্পূজয়েৎ ক্রমাৎ ॥১১৭
বাসুদেবো হয়গ্রীবস্তথা সঙ্কর্ষণো বিভুঃ।
মহাবরাহঃ প্রদ্যুম্নো নারসিংহস্তথৈব চ ॥১১৮
অনিরুদ্ধো বামনশ্চ পূজনীয়া যথাক্রমাৎ।
তস্য পূর্ণশরাবেষু লোকেশানর্চয়েত্ততঃ ॥১১৯
মধ্যে তু বারুণং কুম্ভং পঞ্চরত্নসমন্বিতম্।
পূজয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধ্যাত্বাঽস্মিন্ জলশায়িনম্ ॥১২০
ততঃ সম্পূজয়েদ্দেবং ধান্যোপরি নিধায় চ ॥১২১
ব্যাঘ্রচর্ম্ম সমাস্তীর্য্য তস্মিন্ কৌশেয়বাসসি।
নিবেদ্য পূজয়েদ্ বিম্বং মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ ॥১২২
তোরণেষু চতুর্দিক্ষু চণ্ডাদীনর্চয়েৎ তদা।
কুমুদাদি সুরান্ দিক্ষু তথা ধর্মাদি দেবতাঃ ॥১২৩
সম্পূজ্য বিধিনা তস্মিন্ পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ।
আগ্নেয়ং কল্পয়েৎ কুণ্ডং মেখলাদ্যুপশোভিতম্ ॥১২৪
অশ্বত্থাদ্ বা শমীগর্ভাদাহৃত্যাগ্নৌ বিনিক্ষিপেৎ।
বৈষ্ণবস্য গৃহাদ্ বাঽপি সমানীয়ানলং দ্বিজঃ ॥১২৫
গৃহ্যোক্তবিধিনৈবাত্র প্রতিষ্ঠাপ্য হুতাশনম্।
ইধ্মাধানাদি পর্য্যন্তং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥১২৬
পায়সেন গবাজ্যেন তিলৈর্ব্রীহিভিরেব চ।

করিবে। ঐ মূর্ত্তি সর্ব্বসুলক্ষণসম্পন্ন হইবে এবং সকল আয়ুধ দ্বারা সুশোভিত হইবে। তারপর তিনদিন শুদ্ধজল দ্বারা অধিবাস করিয়া জপ-হোমাদি কর্ম্মসহকারে যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবে। ঐ মূর্ত্তিকে পঞ্চগব্য ও পঞ্চামৃত প্রভৃতির দ্বারা তৎতৎ মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক শুদ্ধ জলের দ্বারা স্নান করাইয়া যজ্ঞবেদীতে বসাইবে এবং বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ব্যক্তি তাঁহার পূজা করিবে। মঙ্গলদ্রব্যযুক্ত পূর্ণকুম্ভ সজ্জিত থাকিবে। ধান্যাদিদ্রব্যপূর্ণ শরাব, বিচিত্র পতাকা ও তোরণাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া ঐ সকল কুম্ভে বাসুদেব প্রভৃতি দেবতাকে যথাক্রমে যথাবিধি পূজা করিবে। বাসুদেব, হয়গ্রীব, সঙ্কর্ষণ, মহাবরাহ, প্রদ্যুম্ন, নারসিংহ, অনিরুদ্ধ ও বামন ইঁহাদিগকে শস্যপূর্ণ শরাবাদিতে যথাক্রমে পূজা করিবে। পরে ভগবান্ সর্বলোকেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।১১৩-১৯

বেদীর মধ্যস্থানে পঞ্চরত্নযুক্ত বারুণ-কুম্ভ স্থাপন করিবে। তাহাতে জলশায়ি-শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে।১২০

ধান্যশরাবের উপর দেবতাকে পূজা করিবে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম আস্তীর্ণ করিয়া তাহাতে কৌষেয়বসন বিন্যস্ত করত তাহাতে ঐ বিষ্ণুমূর্ত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবে। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ মূলমন্ত্র দ্বারাই শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১২১-২২

চারিদিক্‌স্থিত তোরণে চণ্ড প্রভৃতি দেবতার অর্চ্চনা করিবে। কুমুদ প্রভৃতি সুরগজের এবং ধর্ম্ম প্রভৃতি দেবতার পূজা করিবে। যথাবিধি পূজা করিয়া পরে হোম করিবে।১২৩

অগ্নিদেবতার পূজা ও হোমজন্য মেখলাদি দ্বারা শোভিত কুণ্ড নির্ম্মাণ করিবে। অশ্বত্থবৃক্ষ হইতে কিংবা শমীবৃক্ষের মধ্য হইতে অগ্নি চয়ন (সংগ্রহ) করিয়া ঐ কুণ্ডে বিন্যস্ত করিবে অথবা ব্রাহ্মণবৈষ্ণবের গৃহ হইতেও অগ্নি আনিতে পারে। গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে ঐ অগ্নি যথাবিধি প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক ইধ্ম (কাষ্ঠ)

চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ পায়সং জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥১২৭
হিরণ্যগর্ভসূক্তেন শ্রীসূক্তেন তথৈব চ।
অহং রুদ্রেভিরিতি চ সূক্তেন প্রত্যৃচং
ব্রীহিভিস্তথা ॥১২৯
অগ্নিং নরো দীধিতিভিঃ সূক্তেন প্রত্যৃচং তথা।
সমিদ্ভিঃ পিপ্পলী রৌদ্রৈর্হোতব্যং মুনিসত্তমাঃ ॥১৩০
অষ্টোত্তরং সহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা।
হোতব্যমাজ্যং পশ্চাত্তু তথা মন্ত্রচতুষ্টয়ম্ ॥১৩১
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হোমং পায়সেন ঘৃতেন বা।
সমাপ্য হোমং হবিষঃ শেষং তস্মৈ নিবেদয়েৎ ॥
চতুর্মন্ত্রাংশ্চতুর্বেদাংশ্চতুর্দিক্ষু জপেত্ততঃ ॥১৩২
তত্র জাগরণং কুর্য্যাদ্ গীত-বাদিত্র-নর্তকৈঃ।
রজন্যাং তু ব্যতীতায়াং স্নাত্বা নদ্যাং বিধানতঃ ॥১৩৩

আধানাদি সংস্কারকর্ম্ম পর্য্যন্ত সমাপন করত পরে হোম আরম্ভ করিবে।১২৪-২৬

পায়সের দ্বারা ও গোঘৃতযুক্ত তিল ও ব্রীহি দ্বারা চারিটি বৈষ্ণবসূক্ত (পুরুষসূক্ত) মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক পায়স হোম করিবে। হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত দ্বারা ও শ্রীসূক্ত দ্বারা এবং "অহং রুদ্রেভিঃ" ইত্যাদি দেবীসূক্ত দ্বারা গব্যঘৃত যোগে হোম করিবে।১২৭-২৮

"ত্বমগ্নে" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রে তিনবার করিয়া হোম করিবে। "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিমন্ত্রে ব্রীহি যোগে হোম করিবে।১১৯

হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ! "অগ্নিং নরো দীধিতিভিঃ" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রের উচ্চারণে অশ্বত্থ ও বিল্ব-সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে।১৩০

অষ্টোত্তর সহস্র বা অষ্টোত্তর শত আজ্যহোম করিবে। পরে মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা ঘৃত কিম্বা পায়স দিয়া শ্রীবিষ্ণুর পার্ষদগণের হোম করিবে। হোম সমাপ্ত করিয়া অবশিষ্ট ঘৃতাদি শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে। পরে চারিদিকে চারিটি মন্ত্র ও চতুর্বেদ পাঠ করিবে।১৩১-৩২

সেই রাত্রি গীত, বাদ্য ও নৃত্য প্রভৃতি দ্বারা উৎসব

বৈকুণ্ঠতর্পণং কুর্য্যাদৃত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈ সহঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবান্ বাগ্‌যতা ভবনং বিশেৎ ॥১৩৪
আচম্য পূর্ববৎ পূজাং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ।
জুহুয়াদ্ ব্রাহ্মণঃ স্তবৈ্যঃ সূক্তৈশ্চ ঘৃতপায়সম্ ॥১৩৫
পৌরুষেণ তু সূক্তেন শ্রীসূক্তেন তথৈব চ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা কর্মশেষং সমাপয়েৎ ॥১৩৬
নয়নোন্মীলনং কুর্য্যাৎ সুমুহূর্তেন বৈষ্ণবঃ।
মহাভাগবতঃ শ্রেষ্ঠঃ সূক্ষ্মহেমশলাকয়া ॥১৩৭
দ্বয়েনৈব প্রকুর্বীত নয়নোন্মীলনং হরেঃ।
নিবেশ্য ভদ্রপীঠে তু স্নাপয়েৎ সুসমাহিতঃ ॥১৩৮
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্ঋত্বিজঃ কলশোদকৈঃ।
ততস্তন্মধ্যমং কুম্ভমাদায় দ্বিজসত্তমঃ ॥১৩৯
স্নাপয়েন্মন্ত্ররত্নেন শতবারং সমাহিতঃ।
সৌবর্ণেন চ তাম্রেণ শঙ্খেন রজতেন বা ॥১৪০

করিয়া অতিবাহিত করিবে। রজনী অতীত হইলে যথাবিধি নদীতে স্নান করত শ্রীবিষ্ণুর তর্পণ করিবে। পুরোহিত ব্রাহ্মণদের সহিত দেবতর্পণ ও পিতৃতর্পণ সমাপ্ত করিয়া বাগ্‌যত হইয়া স্বভবনে প্রবেশ করিবে। পূর্ববৎ আচমন করিয়া যথাবিধি ব্রহ্মার হোম করিবে। স্তবোপযোগি সূক্তমন্ত্র দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্নযোগে হোম করিবে।১৩৪-৩৫

পুরুষ সূক্ত ও শ্রীসূক্ত দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পরিষদ্‌গণের হোম করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। মহাভাগবত বৈষ্ণবগণ সূক্ষ্ম স্বর্ণ-শলাকা দ্বারা শুভমুহূর্ত্তে শ্রীবিষ্ণুর প্রতিবিম্বের নয়ন উন্মীলিত করিবে (ইহাই চক্ষুর্দান নামে প্রসিদ্ধ)। দুইটি পদার্থ দিয়াই শ্রীহরির নয়নোন্মীলন হইতে পারে। পরে মঙ্গলময় পীঠে (আসনে) সংস্থাপিত করিয়া একাগ্রচিত্তে স্নান করাইবে।১৩৬-৩৮

ঋত্বিকগণ পুরুষসূক্তাদি সমস্ত বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা বেদীর মধ্যস্থিত কুম্ভ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ কলসের জল দিয়া শ্রেষ্ঠমন্ত্ররত্ন উচ্চারণপূর্ব্বক একাগ্রমনে শতবার স্নান করাইবে। সুবর্ণপাত্র বা তাম্রপাত্র অথবা শঙ্খ বা রজতপাত্রস্থ জল দ্বারা কিংবা পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য অথবা তুলসীমিশ্রিত জলদ্বারা স্নান করাইয়া

স্নাপ্য পঞ্চামৃতৈর্গব্যৈরুদ্ধৃত্য শুভচন্দনৈঃ।
মন্ত্রেণ স্নাপয়িত্বা চ তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥১৪১
বাসোভির্ভূষণৈঃ সম্যগলঙ্কৃত্য চ বৈষ্ণবঃ।
উপচারৈঃ সমভ্যর্চ্য পশ্চান্নীরাজয়েত্তদা ॥১৪২
অলঙ্কৃতে শুভে গেহে পীঠে সংস্থাপয়েদ্ধরিম্।
সূক্তেনোত্তানপাদস্য দৃঢ়ং স্থাপ্য সুখাসনে ॥১৪৩
অষ্টোত্তরশতং বারং শুভমন্ত্রচতুষ্টয়াৎ।
ধ্যাত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দদ্যান্মহাভাগবতোত্তমঃ ॥১৪৪
নত্বা গুরূন্ পরং ধাম্নি স্থিতং দেবং সনাতনম্।
ধ্যাত্বৈব মন্ত্ররত্নেন তস্মিন্ বিম্বে নিবেশয়েৎ ॥১৪৫
অর্চয়িত্বোপচারৈস্তু মঙ্গলানি নিবেদয়েৎ।
দর্পণং কপিলাং কন্যাং শঙ্খং দূর্বাক্ষতান্ পয়ঃ ॥১৪৬
সৌবর্ণমাজ্যং লাজাংশ্চ মধু-সর্ষপমঞ্জনম্।
এবং ত্রয়োদশে মাসি মঙ্গলানি নিবেদয়েৎ ॥১৪৭

তথৈব দশ মুদ্রাশ্চ মন্ত্রেণৈব সমীক্ষয়েৎ।
তদ্বিম্বমূর্ত্তিং মন্ত্রেণ পশ্চাদ্দশশতানি তু ॥১৪৮
পুষ্পাণি দদ্যাদ্ভক্ত্যা চ জপেচ্চ সুসমাহিতঃ।
সতিলৈস্তণ্ডুলৈঃ শুভ্রৈর্জুহুয়াচ্চ দ্বিজোত্তমঃ ॥১৪৯
আশিষো বাচনং কৃত্বা দীপৈর্নীরাজয়েত্তদা।
ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ॥১৫০
আচার্য্যং মৃত্বিজশ্চাপি বিশেষেণ সমর্চয়েৎ।
তদগ্নিং সংগ্রহেন্নিত্যং হোমার্থং পরমাত্মনঃ ॥১৫১
ত্রিরাত্রমুৎসবং তত্র কুর্য্যাচ্ছক্ত্যা যতাত্মবান্।
বৈষ্ণবৈঃ পাপশান্ত্যর্থং তত্র পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ ॥১৫২
আজ্যেন চরুণা বাঽপি হোমং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ।
প্রত্যহং ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ বৈষ্ণবান্ ঘৃতপায়সম্॥১৫৩
তন্মূর্তিপ্রীতয়ে শক্ত্যা দদ্যাদ্ বাসাংসি দক্ষিণাঃ।
কুর্য্যাদবভৃথেষ্টিঞ্চ মহাভাগবতৈঃ সহ ॥১৫৪

নানাবিধ বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা সুসজ্জিত করিবে। পরে বিবিধ উপচার দ্বারা পূজা করিয়া আরাত্রিক করিবে।১৩৯-৪২

পরে সুশোভিত গৃহের (মন্দিরের) পীঠাসনে শ্রীবিষ্ণুর সূক্তমন্ত্রের দ্বারা সুখাসনে শ্রীহরিকে সংস্থাপিত করিবে।১৪৩

অনন্তর মহাভাগবত বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ শুভ মন্ত্রচতুষ্টয় অষ্টোত্তর শতবার জপ করত ধ্যান করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরম ধামে সংস্থিত সনাতন দীপ্তিময় শ্রীবিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া সেই প্রতিমূর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে।১৪৪-৪৫

নানাবিধ উপচারে পূজা করিয়া মঙ্গল দ্রব্যসকল দেবতাকে দান করিবে। দেবতাকে দর্পণ, কপিলা কন্যা, শঙ্খ, দূর্ব্বা, অক্ষত, দুগ্ধ, পানীয় জল, সুবর্ণপাত্রস্থ ঘৃত, খই, মধু, সর্ষপ ও কজ্জল প্রভৃতি মাঙ্গল্যদ্রব্য ত্রয়োদশ মাসে শ্রীহরিকে নিবেদন করিবে।১৪৬-৪৭

উক্তরূপে যথাযথ মন্ত্রে দশবিধ মুদ্রা ঐ প্রতিমূর্ত্তিকে প্রদর্শন করাইবে। যথাযথ মন্ত্রে সভক্তি সহস্রসংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে ভক্তিপূর্বক একাগ্রচিত্তে জপ করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সতিল শুভ্রবর্ণ তণ্ডুল দ্বারা হোম করিবে।১৪৮-৪৯

হোমান্তে শান্ত্যাশীর্বাদ-বাক্যের পর দীপ দ্বারা আরাত্রিক-কার্য্য সমাপন করিবে। তারপর ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করত তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।১৫০

আচার্য্যকে ও ঋত্বিক্‌গণকে বিশেষরূপে সম্মানিত করিয়া তৃপ্ত করিবে। পরমাত্মা শ্রীহরির প্রাত্যহিক হোমের জন্য ঐ অগ্নি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।১৫১

সংযতচিত্ত বৈষ্ণব যথাশক্তি ত্রিরাত্র উৎসব করিয়া পাপক্ষালনের জন্য বৈষ্ণবগণের সহিত মূর্ত্তিতে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।১৫২

বৈষ্ণবগণ ঘৃতের দ্বারা কিংবা চরুর দ্বারা হোম করিবে। প্রতিদিন বৈষ্ণবদিগকে ঘৃতমিশ্রিত পায়সান্ন দ্বারা ভোজন করাইবে।১৫৩

ঐ মূর্ত্তিময় শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য যথাশক্তি বস্ত্রাদি দক্ষিণা দিবে ও মহাভাগবত বৈষ্ণবদের সহিত অবভৃথ যাগ করিবে।১৫৪

সহস্রনামভির্বিষ্ণোঃ সূক্তৈর্বিষ্ণুপ্রকাশকৈঃ।
নদ্যামবভৃথং কৃত্বা তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ ॥১৫৫
অস্য বামেতি সূক্তেন পায়সং মধুসংযুতম্।
আজ্যেন মূলমন্ত্রেণ সহস্রং জুহুয়াত্তদা ॥১৫৬
আশিষো বাচনং কৃত্বা ভোজয়েদ্ দ্বিজসত্তমান্।
এবং সংস্থাপয়েদ্দেবমর্চয়েদ্ বিধিনা তদা ॥১৫৭
গৃহার্চায়াং স্থাপনে তু লঘুতন্ত্রং সমাচরেৎ।
অধিবাস-নৈবেদ্যাদিমন্ত্রমত্র বিবর্জয়েৎ ॥১৫৮
একত্র পঞ্চগব্যেষু বিনিক্ষিপ্য পরেঽহনি।
পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপয়িত্বা পশ্চাদুদ্বর্তনাদিকম্ ॥১৫৯
আদায় কলশং শুদ্ধং পবিত্রোদকপূরিতম্।
নিক্ষিপ্য পঞ্চরত্নানি সুবর্ণতুলসীদলম্ ॥১৬০
চন্দনাক্ষতদূর্বাশ্চ তিলান্ ধাত্রীশ্চ সর্ষপম্।
অভিমন্ত্র্য কুশৈঃ পশ্চান্মন্ত্ররত্নেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬১
শতবারং সহস্রং বা মন্ত্রৈণৈবাভিষেচয়েৎ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্গায়ত্র্যা বৈষ্ণবেন চ ॥১৬২
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ সর্বৈর্মন্ত্রৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
স্নাপ্য বস্ত্রৈর্ভূষণৈশ্চ শুভে ধান্যে নিবেশয়েৎ ॥১৬৩
স্থণ্ডিলেঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানাদি পূর্ববৎ।
হোমং কুর্য্যাদ্ গবাজ্যেন পায়সান্নেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬৪
কর্ত্তুরৌপাসনাগ্নৌ তু হোমমত্র বিশিষ্যতে।
প্রত্যৃচং বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্জুহুয়াদ্ ঘৃতপায়সম্ ॥১৬৫
অসৎবামেতি সূক্তেন গবাজ্যং জুহুয়াত্ততঃ।
মন্ত্ররত্নেন জুহুয়াদষ্টোত্তরসহস্রকম্ ॥১৬৬
তদ্বিম্বমূর্তিমন্ত্রেণ তিলহোমং তথৈব চ।
অবিজ্ঞাতস্তু তন্মন্ত্রং মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ ॥১৬৭
যজেচ্ছ্রী ভদ্রপ্রকাশৈশ্চ গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হোমং কৃত্বা হোমং সমাপয়েৎ ॥১৬৮

শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম দ্বারা ও মাহাত্ম্য-প্রকাশক সূক্তগুলি দ্বারা নদীজলে অবভৃথ-স্নান করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ করিবে।১৫৫

"অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত পড়িয়া মূলমন্ত্র উচ্চারণ-পূর্বক ঘৃত দ্বারা ও মধুসংযুক্ত পায়স দ্বারা সহস্র হোম করিবে।১৫৬

পরে শান্ত্যাশীর্বাদ করিয়া বৈষ্ণব ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপে যথাবিধি দেবতার পূজা ও প্রতিষ্ঠা করিবে।১৫৭

নিত্য গৃহ পূজাতে ও নিত্য দেবমূর্তি স্থাপনে স্বল্প আড়ম্বরাদি ও সংক্ষিপ্ত বিধির ব্যবহার করিবে। নিত্যপূজায় অধিবাস ও নৈবেদ্যাদি উপচারের তত্তৎ মন্ত্র পরিত্যাগ করিবে। পঞ্চগব্যের দ্রব্যগুলি একসঙ্গে মিলিত করিয়া পরদিন পঞ্চামৃত সহযোগে স্নান করাইয়া পরে উদ্বর্ত্তনাদি দান করিবে।১৫৮-৫৯

পবিত্রজলপূর্ণ শুদ্ধ কলস গ্রহণ করত তাহাতে পঞ্চরত্ন নিক্ষেপ করিয়া পরে তাহাতে সুবর্ণ ও তুলসীদল প্রদান করিবে।১৬০

বৈষ্ণব সচন্দন আতপতণ্ডুল, দূর্বা, তিল, আমলকী, সর্ষপ দিয়া কুশের দ্বারা ঐ জল অভিমন্ত্রিত করিয়া মন্ত্ররত্ন দ্বারা শতবার বা সহস্রবার দেবতাকে অভিষেক করিবে। তাহাতে সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক সূক্ত ও বিষ্ণুগায়ত্রীর প্রয়োগ করিবে।১৬১-৬২

কেশবাদি নাম উচ্চারণপূর্বক সমস্ত বিষ্ণুবিষয়ক মন্ত্র দ্বারা স্নান করাইয়া নানাবিধ বস্ত্র ও ভূষণ দ্বারা সুশোভিত করত ধান্যসমন্বিত পাত্রে সংস্থাপিত করিবে।১৬৩

স্থণ্ডিলে অগ্নিস্থাপন পূর্বক পূর্ববৎ ক্রমে কাষ্ঠাদির আধান করিবে অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, ঘৃত ও অন্যান্য দ্রব্যের সঞ্চয় করিবে। বৈষ্ণবগণ তখন গব্যঘৃতের দ্বারা ও পায়সান্ন দ্বারা হোম করিবে।১৬৪

নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠায়ি ব্যক্তির প্রত্যহ উপাসনা অগ্নিতে হোম করা বিধেয়। বৈষ্ণবসূক্তের প্রতিমন্ত্রে ঘৃতমিশ্রিত পায়স দ্বারা হোম করিবে।১৬৫

"অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা মন্ত্ররত্ন উচ্চারণপূর্বক গব্যঘৃতের দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র হোম করিবে। প্রতিমূর্ত্তির নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক ঘৃতযুক্ত তিলের দ্বারা হোম করিবে। ঐ মন্ত্র না জানা থাকিলে মূলমন্ত্র দ্বারাও হোম কর্ত্তব্য।১৬৬-৬৭

নয়নোন্মীলনং কৃত্বা সৌবর্ণেন কুশেন বা।
নিবেশ্যাবাহয়েৎ পীঠে মন্ত্ররত্নেন বৈষ্ণবঃ ॥১৬৯
মন্ত্রেণৈবার্চনং কৃত্বা পশ্চাৎ পুষ্পাঞ্জলিং যজেৎ।
তস্মিন্ বিম্বে তু তন্মূর্তিং ধ্যাত্বা নিয়তমানসঃ ॥১৭০
অষ্টোত্তরসহস্রন্তু দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ণবঃ ॥১৭১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পায়সান্নং ঘৃতান্বিতম্।
শক্ত্যা চ দক্ষিণাং দত্ত্বা বিশেষেণার্চয়েদ্ গুরুম্ ॥১৭২
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা আশীর্ভিরভিবাদয়েৎ।
প্রদক্ষিণ-নমস্কারান্ কুর্বীতাত্র পুনঃ পুনঃ ॥১৭৩
প্রসীদ মম নাথেতি ভক্ত্যা সম্প্রার্থয়েদ্ বিভুম্।
দীপ্তৈর্নীরাজয়েৎ পশ্চাচ্ছক্ত্যা তেন সমাহিতঃ ॥১৭৪
হুতশেষং হবিঃ প্রাশ্য জপ্ত্বা মন্ত্রমনুত্তমম্
ধ্যায়ন্ কমলপত্রাক্ষং ভূমৌ স্বপ্যাৎ কুশোত্তরম্ ॥১৭৫

এবং গৃহার্চাবিম্বস্থ বিষ্ণুং সংস্থাপ্য বৈষ্ণবঃ।
অর্চয়েদ্ বিধিনা নিত্যং যাবদ্দেহনিপাতনম্ ॥১৭৬
শালগ্রামশিলায়াস্তু পূজনং পরমাত্মনঃ।
কোটিকোটিগুণাধিক্যং ভবেদত্র ন সংশয়ঃ ॥১৭৭
ন জপো নাধিবাসশ্চ ন চ সংস্থাপনক্রিয়া।
শালগ্রামার্চনে বিষ্ণুস্তস্মিন্ সন্নিহিতস্তথা ॥১৭৮
মূর্তীনান্তু হরেস্তস্য যস্যাং প্রীতিরনুত্তমা।
তস্যামেব তু তাং ধ্যাত্বা পূজয়েৎ তদ্বিধানতঃ ॥১৭৯
মূর্ত্যন্তরমবিম্বে তু ন যষ্টব্যং তদেব তৎ।
শালগ্রামশিলায়াস্তু যষ্টব্যা ইষ্টমূর্তয়ঃ ॥১৮০
অর্চনং বন্দনং দানং প্রণামং দর্শনং নৃণাম্।
শালগ্রামশিলায়াস্তু সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥১৮১
সস্নাতঃ সর্বতীর্থেষু সর্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
যো বহেচ্ছিরসা নিত্যং শালগ্রামশিলাজলম্ ॥১৮২

সৌন্দর্য্য প্রকাশক ভ্রূভঙ্গীসহকারে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পরিষদ্‌গণের হোম করিয়া হোম সমাপ্ত করিবে।১৬৮

বৈষ্ণব স্বর্ণ-শলাকা দ্বারা কিংবা কুশের দ্বারা নয়ন উন্মীলিত ( চক্ষুর্দান ) করিয়া পীঠে সংস্থাপনপূর্বক মন্ত্ররত্ন উচ্চারণ করত আবাহন করিবে।১৬৯

মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। সংযতচিত্তে সেই প্রতিমূর্ত্তিতে সেই দেবতার ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।১৭০

বৈষ্ণবপ্রধান যাজ্ঞিক সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত উচ্চারণপূর্বক পুষ্পসমূহ দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ঘৃতসমন্বিত পায়স ব্রাহ্মণ-ভোজনে দান করিবে। যথাশক্তি তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। পরে শ্রীগুরুদেবকে বিশিষ্টরূপে পূজা করিবে।১৭১-৭২

সহস্রনাম দ্বারা শ্রীহরির স্তব করিয়া প্রণাম করিবে। পরে প্রদক্ষিণান্তে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করিবে। "হে নাথ! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন" এই কথা ভক্তি-সহকারে প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিবে। পরে তিনি যথা শক্তি সমাহিত হইয়া প্রদীপ্ত দীপাবলি দ্বারা আরাত্রিক করিবে। হুতশেষ ঘৃত ভোজনের পর দেবতার শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিয়া ঐ পদ্মলোচন শ্রীহরিকে চিন্তা করিতে করিতে ভূমিতে কুশ-শয্যায় শয়ন করিবে।১৭৩-৭৫

বৈষ্ণব এইরূপে গৃহদেবতার প্রতিমাতে শ্রীবিষ্ণুকে সংস্থাপিত করিয়া দেহপাতের পূর্ব পর্য্যন্ত প্রত্যহ যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে।১৭৬

শালগ্রাম-শিলাতে পরমাত্মা শ্রীহরির এইরূপে পূজা কোটিকোটিগুণে শ্রেষ্ঠ,—ইহাতে সন্দেহ নাই। শালগ্রামে শ্রীবিষ্ণুর পূজায় তাদৃশ অধিবাস, জপ ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন নাই। শালগ্রামে শ্রীবিষ্ণু নিত্যই সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্রীহরির মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে যে মূর্ত্তিতে সমধিক প্রীতি হয়, সেই মূর্ত্তিতেই শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করত যথাবিধি পূজা করিবে।১৭৭-৭৯

অনভিপ্রেত মূর্ত্তিতে বা অসুন্দর প্রতিবিম্বে পূজা করিবে না। কিন্তু শালগ্রাম-শিলাতে স্বীয় ইষ্টদেব-দেবীর পূজা অবশ্যই বিধেয়।১৮০

শালগ্রাম শিলাতে স্বীয় ইষ্ট দেব দেবীর ও ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা, বন্দনা, দান, প্রণাম, দর্শন, মনুষ্যের কোটি কোটি গুণ ফলদায়ক সন্দেহ নাই।১৮১

অসত্যকথনং হিংসামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণম্ ।
শালগ্রামজলং পীত্বা সর্বং দহতি তৎক্ষণাৎ ॥১৮৩
দ্বিজানামেব নান্যেষাং শালগ্রামশিলার্চনম্ ।
বালকৃষ্ণবপুর্দেবং পূজয়েত্তদ্ দ্বিজঃ সদা ॥১৮৪
পঠেদ্ বাঽপ্যর্চয়েদ্ বিষ্ণুং বিশিষ্টঃ শূদ্রযোনিজঃ ।
স্থণ্ডিলে হৃদয়ে বাঽপি পূজয়েত্তদ্ দ্বিজঃ সদা ॥১৮৫
বারাহং নারসিংহঞ্চ হয়গ্রীবঞ্চ বামনম্ ।
ব্রাহ্মণঃ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং যজ্ঞমূর্তিঞ্চ কেবলম্ ॥১৮৬
ক্ষত্রিয়ঃ পূজয়েদ্ রামং কেশবং মধুসূদনম্ ।
নারায়ণং বাসুদেবমনন্তঞ্চ জনার্দনম্ ॥১৮৭
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ গোবিন্দঞ্চাচ্যুতং হরিম্ ।
সঙ্কর্ষণং তথা কৃষ্ণং বৈশ্যঃ সংপূজয়েত্তদা ॥১৮৮
বালং গোপালবেষং বা পূজয়েচ্ছূদ্রযোনিজঃ ।
সর্বএব হি সংপূজ্যা বিপ্রেণ মুনিসত্তমাঃ ॥১৮৯
সর্বেঽপি ভগবন্মন্ত্রা জপ্তব্যাঃ সর্বসিদ্ধিদাঃ ।
তস্মাদ্ দ্বিজোত্তমঃ পূজ্যঃ সর্বেষাং ভূতিমিচ্ছতাম্ ॥১৯০
পঞ্চ সংস্কারসম্পন্নো মন্ত্ররত্নার্থকোবিদঃ ।
শালগ্রামশিলায়াং তু পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ।
পূজিতস্তুলসীপত্রৈর্দদ্যাদ্ধি সকলং হরিঃ ॥১৯১
যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে বিপ্রঃ শালগ্রামশিলাগ্রতঃ ।
পিতৃণাং তত্র তৃপ্তিঃ স্যাদ্ গয়াশ্রাদ্ধাদনন্তরম্ ॥১৯২
জপ্তং হুতং তথা দানং বন্দনঞ্চ ততঃ ক্রিয়া ।
শালগ্রামসমীপে তু সর্বং কোটিগুণং ভবেৎ ॥১৯৩
ধ্যাত্বা কমলপত্রাক্ষং শালগ্রামশিলোপরি ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥১৯৪

যে ব্যক্তি শালগ্রাম-শিলার চরণামৃত মস্তকে ধারণ করে, সে সমস্ত তীর্থে স্নান-জন্য ফল ও সমস্ত যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ কার্য্যের ফল লাভ করে।১৮২

শালগ্রাম-শিলার স্নানাদি জল যে পান করে, তাহার অসত্য-কথন, হিংসা, অভক্ষ্যভক্ষণজনিত সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়।১৮৩

দ্বিজাতিদেরই কেবল শালগ্রামশিলা-পূজার অধিকার, অন্য কোনও বর্ণের শালগ্রামশিলা-পূজার অধিকার নাই। সুতরাং দ্বিজগণই সর্বদা বালকৃষ্ণ-শরীর ভগবান্ নারায়ণকে শালগ্রাম-শিলায় পূজা করিবে।১৮৪

বিশিষ্ট ( সাত্ত্বিক ) শূদ্রবংশে জাত ব্যক্তি বিষ্ণু-বিষয়ক ভাগবতাদি পাঠ ও শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। কিন্তু শালগ্রাম-শিলায় স্থণ্ডিলে বা স্বহৃদয়ে কেবল দ্বিজগণই শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১৮৫

ব্রাহ্মণগণ বরাহ-মূর্ত্তি, নারসিংহ মূর্ত্তি, হয়গ্রীব-মূর্ত্তি ও বামন-মূর্ত্তিতে যজ্ঞমূর্ত্তি ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১৮৬

ক্ষত্রিয় শ্রীরামচন্দ্র, কেশব, শ্রীমধুসূদন, নারায়ণ, বাসুদেব, অনন্ত ও জনার্দনকে পূজা করিবে।১৮৭

বৈশ্যগণ প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, গোবিন্দ, অচ্যুত, শ্রীহরি, সঙ্কর্ষণ ও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে। শূদ্রগণ বালগোপাল-বেশধারী ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিবে। সমস্ত মূর্ত্তির পূজা ব্রাহ্মণ দ্বারাই করাইতে হইবে।১৮৮-৮৯

সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধিকামী ব্যক্তিগণ ভগবদ্বিষয়ক সমস্ত মন্ত্রগুলি ব্রাহ্মণ দ্বারাই জপ করাইবে। ( ইহা কাম্যকর্ম্ম-বিষয়ে। অকামবিষয়ে নিজেই জপ করিবে )। সুতরাং উন্নতিকামী সকল ব্যক্তিরই বিশেষভাবে ব্রাহ্মণগণ পূজনীয়। পঞ্চসংস্কারসম্পন্ন মন্ত্ররত্নের অর্থতত্ত্ববিৎ ব্রাহ্মণ শালগ্রাম-শিলাতে ভগবান্ পুরুষোত্তমের পূজা করিবে। তুলসীপত্রাদি দ্বারা শ্রীহরি পূজিত হইয়া সকল বাঞ্ছিত ফল দান করিয়া থাকেন। ১৯০-৯১

যে ব্যক্তি গয়াশ্রাদ্ধের পর অর্থাৎ বার্ষিক শ্রাদ্ধে শালগ্রাম শিলাকে সমীপে রাখিয়া শ্রাদ্ধ করিলে, ঐ শ্রাদ্ধে পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে।১৯২

শালগ্রাম-শিলার সমীপে যাহা জপ, হোম, দান ও বন্দনা যাহা কিছু করা যায়, তাহার কোটিগুণ ফল হইয়া থাকে। শালগ্রাম-শিলাতে কমলদললোচন পুরুষোত্তম শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া পুরুষসূক্ত-মন্ত্র দ্বারা তাঁহার স্নান-পূজাদি করিবে। অনুষ্টুভ-সূক্তের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দ, জগৎকারণ পুরুষ শ্রীবিষ্ণু দেবতা এবং নারায়ণ ঋষি জানিবে।১৯৩-৯৫

অনুষ্টুভস্য সূক্তস্য ত্রিষ্টুপ্ছন্দোঽস্য দেবতা।
পুরুষো যো জগদ্বীজমৃষির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১৯৫
প্রথমাং বিন্যসেদ্ বামে দ্বিতীয়াং দক্ষিণে করে।
তৃতীয়াং বামপাদে তু চতুর্থীং দক্ষিণে তথা ॥১৯৬
পঞ্চমীং বামজানৌ তু ষষ্ঠীং বৈ দক্ষিণে তথা।
সপ্তমীং বামকট্যাং তু হ্যষ্টমীং দক্ষিণেঽপি চ ॥১৯৭
নবমীং নাভিদেশে তু দশমীং হৃদি বিন্যসেৎ।
একাদশীং কণ্ঠদেশে দ্বাদশীং বামবাহুকে ॥১৯৮
ত্রয়োদশীং দক্ষিণে তু স্বাস্যদেশে চতুর্দশীম্।
অক্ষ্ণোঃ পঞ্চদশীং মূর্ধ্নি ষোড়শীঞ্চৈব বিন্যসেৎ ॥১৯৯
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্যা পশ্চাদ্ ধ্যানং সমাচরেৎ।
সহস্রার্কপ্রতীকাশং কন্দর্পাযুতসন্নিভম্ ॥২০০
যুবানং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্বাভরণভূষিতম্।
পীনবৃত্তায়তৈর্দোর্ভিশ্চতুর্ভির্ভূষণান্বিতৈঃ ॥২০১

চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং বিভ্রাণং পীতবাসসম্।
শুক্লপুষ্পানুলেপঞ্চ রক্তহস্তপদাম্বুজম্ ॥২০২
সুস্নিগ্ধনীলকুটিলকুন্তলৈরুপশোভিতম্।
শ্রিয়া ভূম্যা সমাশ্লিষ্টপার্শ্বং ধ্যাত্বা সমর্চয়েৎ ॥২০৩
যথাত্মনি তথা দেবে ন্যাসকর্ম্ম সমাচরেৎ।
আদ্যয়াবাহনং বিষ্ণোরাসনঞ্চ দ্বিতীয়য়া ॥২০৪
তৃতীয়য়া চ তৎপাদ্যং চতুর্থ্যার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
পঞ্চম্যাচমনীয়ং তু দাতব্যঞ্চ ততঃ ক্রমাৎ ॥২০৫
ষষ্ঠ্যা স্নানন্তু সপ্তম্যা বস্ত্রমপ্যুপবীতকম্।
অষ্টম্যা চৈব গন্ধন্তু নবম্যাথ সুপুষ্পকম্ ॥২০৬
দশম্যা ধূপকঞ্চৈবমেকাদশ্যা চ দীপকম্।
দ্বাদশ্যা চ ত্রয়োদশ্যা চরুং দিব্যং নিবেদয়েৎ ॥২০৭
চতুর্দশ্যা নমস্কারং পঞ্চদশ্যা প্রদক্ষিণম্।
ষোড়শ্যা শয়নং দত্ত্বা শেষকর্ম্ম সমাচরেৎ ॥২০৮

প্রথম ঋক্‌কে বামকরে বিন্যস্ত করিবে. দ্বিতীয় ঋক্‌কে দক্ষিণকরে, তৃতীয় ঋক্‌কে বামপাদে, চতুর্থ ঋক্‌কে দক্ষিণপাদে, পঞ্চম ঋক্‌কে বাম জানুতে, ষষ্ঠী ঋক্‌কে দক্ষিণজানুতে, সপ্তম ঋক্‌কে বামকটিতে, অষ্টম ঋক্‌কে দক্ষিণকটিতে, নবম ঋক্‌কে নাভিতে, দশম ঋক্‌কে হৃদয়ে, একাদশ ঋক্‌কে কণ্ঠদেশে, দ্বাদশ ঋক্‌কে বামবাহুতে, ত্রয়োদশ ঋক্‌কে দক্ষিণবাহুতে, চতুর্দ্দশ ঋক্‌কে মুখে, পঞ্চদশ ঋক্‌কে চক্ষুর্দ্বয়ে এবং ষোড়শ ঋক্‌কে মস্তকে বিন্যস্ত করিবে।১৯৬-৯৯

এইরূপে যথাবিধি ন্যাস সমাপ্ত করিয়া ধ্যান করিবে। যথা—ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু সহস্রসূর্য্যতুল্য তেজোমণ্ডল মণ্ডিত, অযুত কন্দর্পতুল্য সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট, যুবক, পুণ্ডরীকদলের ন্যায় নয়নদ্বয়, সমস্ত আভরণে অলঙ্কৃত, স্থূল, গোলাকার, সুদীর্ঘ ভূষণান্বিত চতুর্বাহু দ্বারা চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ ধারণ করিয়া আছেন, পরিধানে পীতবর্ণ বসন, সর্বাঙ্গে শুক্লবর্ণ পুষ্প শোভমান, হস্ত ও পাদসমূহ রক্তবর্ণ, সুস্নিগ্ধ নীলবর্ণকুঞ্চিত কেশসমূহ দ্বারা সুশোভিত, লক্ষ্মী ও ধরণীদেবী দ্বারা পার্শ্বদ্বয় আলিঙ্গিত শ্রীবিষ্ণুকে এইরূপ ধ্যান করিয়া পূজা করিবে।২০০-৩

নিজের শরীরে যেমন মন্ত্রন্যাস করিবে, তদ্রূপ দেবতার শরীরেও করিতে হইবে। আদ্য ঋকের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর আবাহন করিবে। দ্বিতীয় ঋকের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে আসন দান করিবে। তৃতীয় ঋকের দ্বারা পাদ্যজল দিবে। চতুর্থ ঋকের দ্বারা অর্ঘ্য প্রদান করিবে। পঞ্চম ঋকের দ্বারা আচমনীয় জল দিবে।২০৪-৫

ষষ্ঠ ঋকের দ্বারা স্নানীয় জল দিবে। সপ্তম ঋকের দ্বারা বস্ত্র ও উপবীত দান করিবে। অষ্টম ঋকের দ্বারা গন্ধ ( চন্দন ) দান করিবে। নবম ঋকের দ্বারা সুরভি পুষ্প দিবে। দশম ঋকের দ্বারা ধূপ, একাদশ ঋকের দীপ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ ঋকের দ্বারা সুন্দর চরু দান করিবে। চতুর্দ্দশ ঋকের দ্বারা প্রণাম, পঞ্চদশ ঋকের দ্বারা প্রদক্ষিণ ও ষোড়শ ঋকের দ্বারা শয্যাদান করিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে।২০৬-৮

স্নানবস্ত্রোপবীতেষু চরৌ চাচমনং চরেৎ।
হুত্বা ষোড়শভির্মন্ত্রৈঃ ষোড়শাজ্যাহুতীঃ ক্রমাৎ ॥২০৯
অথবাজ্যেন হোতব্যমৃগ্‌ভিঃ পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ।
তচ্চ সর্বং জপেৎ সদ্যঃ পৌরুষং সূক্তমুত্তমম্ ॥২১০
কৃত্বা মাধ্যাহ্নিকস্নানমূর্দ্ধপুণ্ড্রধরস্ততঃ।
নিত্যং সন্ধ্যামুপাস্যাথ রবিমণ্ডলমধ্যগম্ ॥২১১
হরিং ধ্যায়ন্নগদঃ স্যাদেনসঃ শুচিরিত্যচা।
সাবিত্রীঞ্চ জপেত্তিষ্ঠন্ প্রাণানায়ম্য পূর্বতঃ ॥২১২
সৌরেণ চানুবাকেন উপস্থানজপং তথা।
আত্মানঞ্চ পরীক্ষ্যাথ দর্ভান্তরপুটাঞ্জলিম্ ॥২১৩
দক্ষিণাঙ্কে তু বিন্যস্য জপযজ্ঞাপ্তয়ে বুধঃ।
সব্যাহৃতিং সপ্রণবাং গায়ত্রীং তু জপেত্তদা ॥২১৪
শক্ত্যা চ চতুরো বেদান্ পুরাণং বৈষ্ণবং জপেৎ।
চরিতং রঘুনাথস্য গীতাং ভগবতো হরেঃ ॥২১৫
ধ্যায়ন্ বৈ পুণ্ডরীকাক্ষং জপ্ত্বা বাঽপ উপস্পৃশেৎ।
পূর্ববত্তর্পয়েদ্দেবং বৈকুণ্ঠপার্ষদং তথা ॥২১৬
দেবানৃষীন্ পিতৃংশ্চৈব তর্পয়িত্বা তিলোদকৈঃ।
নিষ্পীড্য বস্ত্রমাচম্য গৃহমাবিশ্য পূর্ববৎ ॥২১৭
পূজয়িত্বাঽচ্যুতং ভক্ত্যা পৌরুষেণ বিধানতঃ।
দৈবং ভূতং পৈতৃকঞ্চ মানুষঞ্চ বিধানতঃ ॥২১৮
প্রীতয়ে সর্বযজ্ঞস্য ভোক্তুর্বিষ্ণোর্যজেত্ততঃ।
বৈকুণ্ঠং বৈষ্ণবং হোমং পূর্ববজ্জুহুয়াত্তদা ॥২১৯
চতুর্বিধেভ্যো ভূতেভ্যো বলিং পশ্চাদ্ বিনিক্ষিপেৎ।
দ্বারি গোদোহমাত্রন্তু তিষ্ঠেদতিথিবাঞ্ছয়া ॥২২০
ভোজয়েচ্চাগতান্ কালে ফল-মূলোদনাদিভিঃ।
মহাভাগবতান্ বিপ্রান্ বিশেষেণৈব পূজয়েৎ ॥২২১
মধুপর্কপ্রদানেন পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ।
গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ তাম্বূলৈ র্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ ॥২২২

স্নানীয় বস্ত্র, উপবীত এবং চরুদানের পর আচমনীয় জল দান করিবে। পরে ষোড়শ সূক্ত মন্ত্র দ্বারা পর পর ষোলটী ঘৃতাহুতি দান করিবে।২০৯

অথবা ঘৃতাহুতি দানের পর সূক্ত মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পুরুষসূক্ত-মন্ত্র অবলম্বন করিয়াই উপর্য্যুক্ত সমস্ত পূজা জপাদি করিবে।২১০

পরে মাধ্যাহ্নিক স্নান করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। পরে সূর্য্যমণ্ডলসংস্থিত সন্ধ্যা (গায়ত্রী) দেবীর উপাসনা করিবে।২১১

পরে শ্রীহরিকে ধ্যান করিয়া নীরোগ হইবে এবং সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পবিত্র হইবে। যথাযথ প্রাণায়ামপূর্বক মন্ত্র দ্বারা দণ্ডায়মান হইয়া গায়ত্রী জপ করিবে।২১২

হস্তে কুশপুঞ্জ গ্রহণ করিয়া সূর্য্য অনুবাক মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যোপস্থান করিবে ও নিজেকে পাপমোচন বিষয়ে পরীক্ষা করিবে।২১৩

জপযজ্ঞের সম্পূর্ণ ফলপ্রাপ্তির জন্য পণ্ডিতগণ দক্ষিণ-ক্রোড়ে হস্ত স্থাপনপূর্বক সব্যাহৃতি সপ্রণব গায়ত্রী জপ করিবে।২১৪

শক্তি অনুসারে চারিটি বেদ ও বিষ্ণুপুরাণ পাঠ করিবে। শ্রীরামচরিত (রামায়ণ) এবং গীতাও পাঠ করিবে। পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করতঃ জপ করিয়া জলের দ্বারা আচমন করিবে এবং পূর্ববৎ শ্রীবিষ্ণুর পরিষদ্‌গণের তর্পণ করিবে।২১৫-১৬

দেবতাদিগকে ঋষিদিগকে ও পিতৃগণকে তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা তর্পণ করত বস্ত্র নিষ্পীড়নপূর্বক গৃহে প্রবেশ করিবে।২১৭

পুরুষ সূক্ত দ্বারা ভক্তি সহকারে অচ্যুতকে যথাবিধি পূজা করিয়া দৈব, ভূত, পৈতৃক ও মানুষবলি প্রদানের পর সর্বযজ্ঞের ভোক্তা যজ্ঞপুরুষ ভগবান্ বিষ্ণুর প্রীতির জন্য শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। পরে পূর্ববৎ শ্রীবিষ্ণুর হোম করিবে।২১৮-১৯

চতুর্বিধ প্রাণিকে বলি প্রদান করিবার পর ভবন-দ্বারে গোদোহন-পরিমিত-সময়ে অতিথিলাভের আশায় অপেক্ষা করিবে। যথাকালে সমাগত অতিথি ও ব্রাহ্মণ-দিগকে ফল-মূল ও অন্নাদি দ্বারা ভোজন করাইবে। মহাভাগবত-ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে বিশিষ্টরূপে পূজাদি দ্বারা সমাদর করিবে।২২০-২১

ব্রহ্মাসনে নিবেশ্যৈব পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়াছন্বিতঃ।
সকৃৎ সংপূজিতে বিপ্রে মহাভাগবতোত্তমম্ ॥২২৪
কোটিজন্মার্জিতাৎ পুণ্যাদ্ ভ্রশ্যতে নাত্র সংশয়ঃ।
গৃহে তস্য ন চাশ্নাতি শতবর্ষাণি কেশবঃ ॥২২৫
মুখং হি সর্বদেবানাং মহাভাগবতোত্তমঃ।
তস্মিন্ সম্পূজিতে বিপ্রে পূজিতং স্যাজ্জগত্রয়ম্ ॥২২৬
অর্থপঞ্চকতত্ত্বজ্ঞঃ পঞ্চসংস্কারসংস্কৃতঃ।
নবভক্তিসমাযুক্তো মহাভাগবতঃ স্মৃতঃ ॥২২৭
কালে সমাগতে তস্মিন্ পূজিতে মধুসূদনঃ।
ক্ষণাদেব প্রসন্নঃ স্যাদীপ্সিতানি প্রযচ্ছতি ॥২২৮
মহাভাগবতানাঞ্চ পিবেৎ পাদোদকং তু যঃ।
শিরসা বা শ্রয়েদ্ভক্ত্যা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২২৯

মহাভাগবতোত্তম ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মাসনে বসাইয়া পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, তাম্বুল প্রভৃতি দান করত শ্রদ্ধা পূর্বক পূজা করিবে। মহাভাগত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে একবার পূজা করিলে ষষ্ঠী সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীবিষ্ণু পূজিত হইয়া থাকেন অর্থাৎ ষাট্ হাজার বৎসর শ্রীবিষ্ণুপূজার ফল একটি মহাভাগবতের একবার পূজার দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ মহাভাগবতোত্তম ব্যক্তিকে পূজা করে না, সে কোটিজন্ম দ্বারা উপার্জ্জিত পুণ্য হইতে ভ্রষ্ট হয়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু তাহার গৃহে শতবর্ষ পর্য্যন্ত কেশব শ্রীবিষ্ণু ভোজন করেন না অর্থাৎ পূজাদি গ্রহণ করেন না।২২২-২৫

মহাভাগবতোত্তম বৈষ্ণবব্রাহ্মণ সমস্ত দেবগণের মুখস্বরূপ। সেই ব্রাহ্মণের পূজা করিলে ত্রিভুবনের পূজা করা হয়।২২৬

পঞ্চতত্ত্বের তাৎপর্য্যবেত্তা, পঞ্চসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত ও অর্চ্চন-বন্দনাদি নববিধভক্তি যুক্ত ব্যক্তিই মহাভাগবত বলিয়া প্রসিদ্ধ।২২৭

যথাকালে ঐ মহাভাগবত মহাত্মা উপস্থিত হইলে এবং পূজিত হইলে তৎক্ষণাৎ শ্রীমধুসূদন প্রসন্ন হইয়া অভিপ্রেত দ্রব্য দান করিয়া থাকেন।২২৮

যস্মিন্ কস্মিন্ হি বসতি মহাভাগবতোত্তমে।
অপ্যেকরাত্রমথবা তদ্দেশস্তীর্থসম্মিতঃ ॥২৩০
ভোজয়িত্বা মহাভাগান্ বৈষ্ণবানতিথীনপি।
ততো বাল-সুহৃদ্‌বৃদ্ধান্ বান্ধবাংশ্চ সমাগতান্ ॥২৩১
ভোজয়িত্বা যথাশক্ত্যা যথাকালং জিতক্ষুধঃ।
ভিক্ষাং দদ্যাৎ প্রযত্নেন যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ॥২৩২
শূদ্রো বা প্রতিলোমো বা পথিশ্রান্তঃ ক্ষুধাতুরঃ।
ভোজয়েত্তং প্রযত্নেন গৃহমভ্যাগতো যদি ॥২৩৩
পাষণ্ডঃ পতিতো বাঽপি ক্ষুধার্তো গৃহমাগতঃ।
নৈব দদ্যাৎ স্বপক্কান্নমামমেব প্রদাপয়েৎ ॥২৩৪
স্বশক্ত্যা তর্পয়িত্বৈবমতিথীনাগতান্ গৃহে।
সম্যঙ্‌নিবেদিতং বিষ্ণোঃ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥২৩৫

যে ব্যক্তি মহাভাগবত মহাত্মার পাদোদক পান করে অথবা মস্তকে ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করে, সে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়।২২৯

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যে কোনও স্থানেই বাস করুন না কেন, একরাত্র বাস করিলেই সেই স্থান তীর্থ-সদৃশ পুণ্যময় হইয়া থাকে।২৩০

মহাভাগ বৈষ্ণব অতিথিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে বালক, বন্ধু ও বৃদ্ধদিগকে এবং সমাগত আত্মীয়-বান্ধবদিগকে যথাশক্তি ভোজন করাইয়া স্বীয় ক্ষুধাকে জয় করিবে।২৩১

পরে সযত্নে যতি ও ব্রহ্মচারিদিগকে ভিক্ষাদান করিবে। শূদ্র বা প্রতিলোমজাতি (অন্ত্যজশূদ্র) পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়া অতিথিরূপে গৃহে উপস্থিত হইলে যত্নপূর্বক তাহাদিগকে ভোজন করাইবে। ২৩২-৩৩

পাষণ্ড বা পতিতব্যক্তি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া গৃহে উপস্থিত হইলে পক্কান্ন দিবে না—অপক্ক তণ্ডুলাদিই তাহাদিগকে দান করিবে।২৩৪

গৃহাগত অতিথিগণকে শক্তি অনুসারে ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক্ নিবেদিত অন্ন স্বয়ং বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে।২৩৫

প্রক্ষাল্য পাদৌ হস্তৌ চ সম্যগাচম্য বারিণা।
বিষ্ণোরভিমুখং পীঠে হেমদিগ্ধে কুশোত্তরে ॥২৩৬
প্রাগ্ বা প্রত্যঙ্মুখো বাহপি জান্বোরন্তঃকরঃ শুচিঃ।
উদঙ্মুখো বা পৈত্র্যে তু সমাসীতাভিপূজিতঃ ॥২৩৭
বংশতালাদিপত্রৈস্তু কৃতং বসনমশ্ম চ।
কপালমিষ্টকং বাপি বর্ণং তৃণময়ং তথা ॥২৩৮
চর্মাসনং শুষ্ককাষ্ঠং খলং পর্য্যঙ্কমেব চ।
নিষিদ্ধধাতুপীঠঞ্চ দান্তমস্থিময়ঞ্চ যৎ ॥২৩৯
দগ্ধং পরাবিতং তালমায়সঞ্চ বিবর্জয়েৎ।
বিভীতকং তিন্দুকঞ্চ করঞ্জং ব্যাধিঘাতকম্ ॥২৪০
ভল্লাতকং কপিত্থঞ্চ হিন্তালং শিগ্রুমেব চ।
নিষিদ্ধতরবো হ্যেতে সর্বকর্মসু গর্হিতাঃ ॥২৪১
শুদ্ধদারুময়ে পীঠে সমাসীনে কুশোত্তরে।
পীঠে ত্বলাভে সৌম্যে স্যাৎ কেবলং কুশবিষ্টরম্ ॥২৪২

চতুরস্রং ত্রিকোণং বা বর্তুলঞ্চার্দ্ধচন্দ্রকম্।
বর্ণানামানুপূর্বেণ মণ্ডলানি যথাক্রমাৎ ॥২৪৩
স্বলঙ্কৃতে মণ্ডলেঽস্মিন্ বিমলং ভাজনং ন্যসেৎ।
স্বর্ণং রৌপ্যঞ্চ কাংস্যং বা পর্ণং বা শাস্ত্রচোদিতম্ ॥২৪৪
চতুঃষষ্টিপলং কাংস্যং তদর্দ্ধং পাদমেব বা।
গৃহিণামেব ভোজ্যং স্যাৎ ততো হীনস্তু বর্জয়েৎ ॥২৪৫
পলাশ-পদ্মপত্রে তু গৃহী যত্নেন বর্জয়েৎ।
যতীনাঞ্চ বনস্থানাং পিতৃণাঞ্চ শুভপ্রদম্ ॥২৪৬
বটাশ্বত্থার্কপর্ণানি কুম্ভী-তিন্দুকয়োস্তথা।
এরণ্ড-তাল-বিল্বেষু কোবিদার-করঞ্জকে ॥২৪৭
ভল্লাতকাশ্বপর্ণানাং পর্ণানি পরিবর্জয়েৎ।
মোচাগর্ভপলাশঞ্চ বর্জয়েত্তু সর্বদা ॥২৪৮
মধুকং কুটজং ব্রাহ্ম-জম্বু-প্লক্ষ-মুডুম্বরম্।
মাতুলুঙ্গং পনসঞ্চ মোচাচর্মদলানি চ ॥২৪৯

হস্ত ও পাদ প্রক্ষালিত করিয়া জলের দ্বারা যথাবিধি আচমন করত শ্রীবিষ্ণুর সম্মুখে স্বর্ণাদি-যুক্ত পীঠাসনে বা কুশাসনে উপবেশন করিবে।২৩৬

পূর্বমুখে বা পশ্চিমমুখে জানুর মধ্যে হস্ত রাখিয়া পবিত্র হইয়া বসিবে। কিংবা পিতৃকার্য্য করিতে হইলে উত্তরমুখে শুদ্ধভাবে বসিবে।২৩৭

বংশপত্র বা তালপত্র দ্বারা নির্ম্মিত আসন কিংবা প্রস্তরময় আসন, অস্থি বা ইষ্টকনির্ম্মিত আসন, তৃণময় বর্ণযুক্ত আসন চর্ম্মাসন, শুষ্ক কাষ্ঠাসন, অনিষ্টজনক কুটিল আসন, খট্টাসন, লৌহাদি নিষিদ্ধধাতুনির্ম্মিত আসন, দন্তনির্ম্মিত আসন, অস্থিনির্ম্মিত আসন, দগ্ধ আসন, অন্যের আসন, তালের আসন, লৌহের আসন এই সব পরিত্যাগ করিবে।২৩৮-৩৯

শুদ্ধকাষ্ঠাসন ব্যবহার করিবে। কিন্তু বহেড়া, গাব, করঞ্জ, ভেলাগাছ কপিত্থ (কদ্‌বেল), হিন্তাল, শিগ্রু (সজিনা) এই বৃক্ষগুলি ব্যবহারে নিষিদ্ধ।২৪০

ইহারা সমস্ত কর্ম্মেই নিন্দনীয়। ইহাদের আসন নিষিদ্ধ। এতদ ভিন্ন শুদ্ধ কাষ্ঠাসনে কুশাসন পাতিয়া বসিবে। সুন্দর শুভ কাষ্ঠাসন পাওয়া না গেলে কেবল কুশাসনেই বসিবে।২৪১-৪২

পরে খাদ্য পাত্র বিন্যাসের জন্য চতুষ্কোণ বা ত্রিকোণ, কিম্বা বর্তুল (গোল) বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, রূপে মণ্ডল করিবে। ঐ মণ্ডল ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ অনুসারে যথাক্রমে চতুষ্কোণাদি হইবে।২৪৩

সুন্দর মণ্ডল নির্ম্মাণ করিয়া জলাদি দ্বারা সুশোভিত করিয়া তদুপরি নির্ম্মল খাদ্য পাত্র বিন্যস্ত করিবে। ঐ পাত্র স্বর্ণ, বা রৌপ্য, বা কাংস্য নির্ম্মিত কিম্বা শাস্ত্র বিহিত ক্রীত পাত্র হইবে। কাংস্যপাত্র হইলে চতুঃষষ্টি পল পরিমিত বা তাহার অর্দ্ধপরিমিতি কিংবা তৎ চতুর্থাংশ পরিমিত হইবে। গৃহস্থদের এতৎ পরিমিত পূর্বোক্ত খাদ্য পাত্র হইবে। ইহার ন্যূন পরিমিত কাংস্যপাত্র কিংবা ভগ্ন-কাংস্যপাত্র ভোজনে নিষিদ্ধ। ২৪৪-৪৫

পলাশ পত্র কিংবা পদ্মপত্র গৃহস্থ সযত্নে পরিত্যাগ করিবেন। যতি ও বনবাসীদের ও পিতৃগণের তৎতৎ পত্র শুভ প্রদ।২৪৬

পালাক্যবর্ণং শ্রীপর্ণং শুভানীমানি ভোজনে।
যথাকালোপপন্নে তু ভোজনে ঘৃতসংস্কৃতে ॥২৫০
পত্ন্যাদিভির্দত্তবস্তু বাসুদেবাপিতে শুভে।
গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ সংপ্রোক্ষ্য শুভবারিণা ॥২৫১
ঋত-সত্যাভ্যামিতি চ মন্ত্রাভ্যাং পরিষেচয়েৎ।
অন্নরূপং বিরাজং সংধ্যাত্বা মন্ত্রং জপেদ্ বুধঃ ॥২৫২
ধ্যাত্বা হৃৎপঙ্কজে বিষ্ণুং সুধাংশুসদৃশদ্যুতিম্।
শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মপাণিং বৈ দিব্যভূষণম্ ॥২৫৩
মনসৈবার্চয়িত্বাহথ মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ।
পাদোদকং হরেঃ পুণ্যং তুলসীদলমিশ্রিতম্ ॥২৫৪
অমৃতোপস্তরণমসীতি মন্ত্রেণ প্রাশয়েৎ।
উদ্দিশ্যৈব হরিং প্রাণান্ জুহুয়াৎ সঘৃতং হবিঃ ॥২৫৫
অন্নলাভে তু হোতব্যং শাক-মূল-ফলাদিভিঃ।
পঞ্চপ্রাণাদ্যাহুতয়োমন্ত্রৈস্তৈর্জুহুয়াদ্দ্বিজঃ ॥২৫৬
শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্ঠেতি মন্ত্রেণ চ যথাক্রমাৎ।
তর্জনী-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈঃ প্রাণায়েতি যজেদ্দ্বিজঃ ॥২৫৭
মধ্যমানামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানায়েত্যনন্তরম্।
কনিষ্ঠানামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানায়েত্যাহুতিং ততঃ ॥২৫৮
কনিষ্ঠ-তর্জন্যঙ্গুষ্ঠৈরুদানায়েতি বৈ যজেৎ।
সমানায়েতি জুহুয়াৎ সর্বৈরঙ্গুলিভির্দ্বিজঃ ॥২৫৯
অয়মগ্নির্বৈশ্বানররিত্যাত্মানমনন্তরম্।
শতমষ্টোত্তরং মন্ত্রং মনসৈব জপেত্ততঃ ॥২৬০
ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং ভুঞ্জীয়াৎ তু যথাসুখম্।
বক্ত্রাদপাতয়ন্ গ্রাসং চিন্তয়ন্ মধুসূদনম্ ॥২৬১

---

বট, অশ্বত্থ ও আকন্দ—ইহাদের পত্র, গাবের পাতা, পাটলিবৃক্ষের পত্র, এরণ্ডপত্র (ভেরেণ্ডা), তালপত্র ও বিল্বপত্র, রক্তকাঞ্চনবৃক্ষের পত্র, করঞ্জপত্র, বহেড়া ও অশ্বপর্ণ—ইহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক ভোজনাদিতে পরিত্যাগ করিবে। কলাগাছের অভ্যন্তরস্থ পত্রও সর্ব্বদাই ত্যাগ করিবে। যষ্টিমধু বা মহুয়ার ফল, কুটজ, ব্রাহ্মী, জম্বু (জাম), প্লক্ষ (অশ্বত্থ), উদুম্বর (যজ্ঞডুম্বর) মাতুলুঙ্গ, (টাবা লেবু, দাড়িম্ব) কাঠাল, রম্ভা, চর্ম্মদল (ভূর্জপত্র), পালাক্যবর্ণ ও বিল্বপত্র এইগুলি ভোজনে শুভ। যথাকালে ঘৃতসংযুক্ত খাদ্যদ্রব্য উপস্থাপিত হইলে পত্নী প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত ও দত্ত খাদ্যবস্তু পবিত্রভাবে ভগবান্ বাসুদেবকে অর্পিত করিয়া গায়ত্রী ও মূলমন্ত্র-সহকারে পবিত্র জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ঋত ও সত্য ইত্যাদি মন্ত্র দুইটির দ্বারা অভিষিক্ত করত অন্নরূপ বিরাট্ পুরুষকে ভাবনা করিয়া খাদ্যদ্রব্যে মন্ত্র জপ করিবে।২৪৭-৫২

হৃদয়পদ্মে চন্দ্রতুল্য দ্যুতিমান্ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী দিব্যভূষণান্বিত শ্রীবিষ্ণুকে মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক বিষ্ণু-ভক্তগণ মানসোপচারে পূজা করিয়া "অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে তুলসীদলমিশ্রিত শ্রীহরির পাদোদক পান করিবে। শ্রীহরির উদ্দেশ্যে সঘৃত খাদ্যদ্রব্য দ্বারা "প্রাণাগ্নি"-হোত্র সম্পাদন করিবে।২৫৩-৫৫

অন্ন ভোক্তার সম্মুখে উপস্থিত হইলেই শাক, মূল ও ফলাদি দ্বারা সেই সেই মন্ত্রপূর্বক শ্রীহরির উদ্দেশ্যে পঞ্চপ্রাণের আহুতি সম্পাদন করিবে।২৫৬

দ্বিজ "শ্রদ্ধায়াং প্রাণে নিবিষ্ঠেতি" মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে প্রথম তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "প্রাণায় স্বাহা" মন্ত্রে খাদ্যদ্রব্যের আহুতি দিবে। (খাদ্যদ্রব্যকেই হবিঃ বলা হইয়াছে। কারণ, ভোজন অগ্নিহোত্রস্বরূপ)। পরে মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ-সহযোগে "অপানায় স্বাহা" মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি দান করিবে। পরে কনিষ্ঠা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "ব্যানায় স্বাহা" মন্ত্রে প্রাণে হোম করিবে। কনিষ্ঠ, তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা "উদানায় স্বাহা" বলিয়া আহুতি দিবে এবং অবশেষে "সমানায় স্বাহা" মন্ত্রে সমস্ত অঙ্গুলি দ্বারা প্রাণাগ্নিহোত্র সমাপন করিবে। এই উদরস্থ অগ্নিই বৈশ্বানর-সম্বন্ধী—ইহা চিন্তা করিয়া সমস্ত খাদ্যরূপ হবিঃদ্বারা ধীরে ধীরে নিজেকে হোম করিবে। মনে মনেই অষ্টোত্তর শত মন্ত্র জপ করিবে।২৫৭-৬০

এই ক্রমে শ্রীশ্রীনারায়ণকে ধ্যান করিতে করিতে

নাসনারূঢ়পাদস্তু ন বেষ্টিতশিরাস্তথা।
ন স্কন্দয়ন্ ন চ হসন্ বহির্নাপ্যবলোকয়ন্ ॥২৬২
নাত্মীয়ান্ প্রলপন্ জল্পন্ বহির্জানুকরো ন চ।
ন পাদারোপিতকরঃ পৃথিব্যামপি বা ন চ॥২৬৩
ন প্রসারিতপাদশ্চ নোৎসঙ্গকৃতভাজনঃ।
নাশ্নীয়াদ্ভার্য্যয়া সার্ধং ন পুত্রৈর্বাঽপি বিহ্বলঃ ॥২৬৪
ন শয়ানো নাতিসঙ্গো ন বিমুক্তশিরোরুহঃ।
অন্নং বৃথা ন বিকিরন্ নিষ্ঠিবন্ নাতিকাঙ্ক্ষয়া ॥২৬৫
নাতিশব্দেন ভুঞ্জীত ন বস্ত্রার্থোপবেষ্টিতঃ।
প্রগৃহ্য পাত্রং হস্তেন ভুঞ্জীয়াৎ পৈতৃকং যদি ॥২৬৬
চষকে পুটকে বাঽপি পিবেত্তোয়ং দ্বিজোত্তমঃ।
তক্রং বাঽপ্যথ বা ক্ষীরং পানকং বাঽপি
ভোজনে ॥২৬৭

বক্ত্রেণ সান্তর্ধানেন দত্তমন্যেন বা পিবেৎ।
গ্রাসশেষং ন চাশ্নীয়াৎ পীতশেষং পিবেন্ন তু ॥২৬৮
শাক-মূল-ফলাদীনি দন্তচ্ছিন্নং ন খাদয়েৎ।
উদ্ধৃত্য বামহস্তেন তোয়ং বক্ত্রেণ যঃ পিবেৎ ॥২৬৯
স সুরাং বৈ পিবেদ্ ব্যক্তাং সদ্যঃ পতিত রৌরবে।
শব্দেনাপোশনে পীত্বা শব্দেন দধিপায়সে ॥২৭০
শব্দেনান্নরসং ক্ষীরং পীত্বৈব পতিতো ভবেৎ।
প্রত্যক্ষলবণং শুক্তং ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্ ॥২৭১
দধিহস্তেন মথিতং সুরাপানসমং স্মৃতম্।
আরনালরসং তদ্বৎ তদ্‌বৈবানার্পিতং হরেঃ ॥২৭২
আসনেন তু পাত্রেণ নৈব দদ্যাদ্ ঘৃতাদিকম্।
নোচ্ছিষ্টং ঘৃতমাদদ্যাৎ পৈতৃকে ভোজনে বিনা ॥২৭৩

সুখে সমস্ত ভোজনদ্রব্য দ্বারা আহুতি সম্পন্ন করিবে। শ্রীমধুসূদনকে চিন্তা করিতে করিতেই সমস্ত ভোজন করিবে—যাহাতে মুখ গহ্বর হইতে একটি গ্রাসও পতিত না হয়। আসনে পাদমাত্র দিয়া (অরোপণ করিয়া) এবং মস্তকে বস্ত্র বেষ্টন করিয়া মূত্র, পুরীষ ও রেতঃনিঃসরণ না হয় এমনভাবে হাসিতে হাসিতে এবং বাহিরে ইতস্ততঃ চাহিতে চাহিতে খাইবে না।২৬১-৬২

আত্মীয়দের সহিত গল্প করিতে করিতে, অসম্বন্ধভাবে বহু কথা বলিতে বলিতে, হাটুর মধ্য হইতে হাত বাহির করিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া বা পায়ে হাত রাখিয়া এবং মাটিতেও হাত রাখিয়া ভোজন করিবে না।২৬৩

পাদ ছড়াইয়া দিয়া, ক্রোড়ে খাদ্যপাত্র রাখিয়া এবং ভার্য্যার সহিত বা পুত্রের সহিত বিহ্বলচিত্তে ভোজন করিবে না।২৬৪

শয়ন করিয়া, বহু লোকের সঙ্গে থাকিয়া, কেশ মুক্ত করিয়া, অকারণ অন্ন ছড়াইতে ছড়াইতে, হাঁচি দিতে দিতে, অত্যন্ত লোলুপ হইয়া, অত্যন্ত শব্দ করিতে করিতে এবং বস্ত্রাদি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া ভোজন করিবে না। যদি ঐ অন্ন পৈতৃক হয়, তাহা হইলে হস্তের দ্বারা ভোজনপাত্র ধারণ করত ভোজন করিবে।২৬৫-৬৬

কোনও পবিত্র পান পাত্রে বা পত্রের পাত্রে (ঠোঙ্গায়) ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ জল পান করিবে এবং ভোজনসময়ে ঘোল বা দুগ্ধ বা পানীয় দ্রব্য পান করিবে।২৬৭

মুখে সংলগ্ন করিয়াই জলপান করিবে। উঁচু করিয়াও পান করা যায়। অন্যের দেওয়া জল পান করা যাইতে পারে। ভোজনের অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) অন্ন ভোজন করিবে না কিংবা পানের অবশিষ্ট জল পান করিবে না।২৬৮

দন্ত দ্বারা ছিন্ন শাক, মূল ও ফলাদি আহার করিবে না। কেবল বামহস্ত দ্বারা জলপাত্র তুলিয়া মুখের দ্বারা যে জল পান করে, তাহার প্রকাশ্যভাবে তাহা সুরাপান-তুল্য হয় এবং সে ব্যক্তি সদ্যঃই রৌরবনরকে পতিত হয়। শব্দ করিয়া জলপান, অন্নসূপাদি ভোজন, দধি ও পায়স ভোজন এবং দুগ্ধাদি পান করিলে সেই ব্যক্তি সদ্যঃই পতিত হয়। প্রত্যক্ষ লবণ (লবণ মাখিয়া), লবণসংযুক্ত শুক্ত অর্থাৎ অম্লরসযুক্ত দ্রব্য, লবণসংযুক্ত দুগ্ধ, হস্ত দ্বারা মথিত দধি ভুক্ত হইলে সুরাপানতুল্য হইয়া থাকে। শ্রীহরির অনিবেদিত দ্রব্য ও আরনাল (কাঁজি) সুরাসম জানিবে।২৭২

তথৈব তু পুরোডাশং পৃষদাজ্যঞ্চ মাক্ষিকম্ ।
পানীয়ং পায়সং ক্ষীরং ঘৃতং লবণমেব চ ॥২৭৪
হস্তদত্তং ন গৃহ্ণীয়াত্তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ।
অপূপং পায়সং মাংসং যাবকং কৃসরং মধু ॥২৭৫
কেবলং যো বৃথাঽশ্নাতি তেন ভুক্তং সুরাসমম্ ।
করঞ্জং মূলকং শিগ্রু লশুনং তিলপিষ্টকম্ ॥২৭৬
তলাস্থি শ্বেতবৃন্তাকং সুরাপানসমং স্মৃতম্ ।
অন্যচ্চ ফলমূলাদ্যং ভক্ষ্যং পানাদিকঞ্চ যৎ ॥২৭৭
স্রক্‌চন্দনাদি তাম্বূলং যো ভুঙ্‌ক্তে হর্য্যনর্পিতম্ ।
কল্পকোটিসহস্রাণি রেতোবিণ্মূত্রভুগ্‌ ভবেৎ ॥২৭৮
তস্মাৎ সর্বং সুবিমলং হরিভুক্তং যথোক্তবৎ ।
স পবিত্রেণ যো ভুঙ্‌ক্তে সর্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥২৭৯
ধ্যায়ন্ নারায়ণং দেবং বাগ্‌যতঃ প্রযতাত্মবান্ ।
ভুক্ত্বা বানতিতৃপ্ত্যৈব প্রাশয়েদম্বু নির্মলম্ ॥২৮০
অমৃতাপিধানমসীতি মন্ত্রেণ কুশপাণিনা ।
কিঞ্চিদন্নমুপাদায় পীতশেষেণ বারিণা ॥২৮১
পৈতৃকেণ তু তীর্থেন ভূমৌ দদ্যাত্তদর্থিনাম্ ।
রৌরবে নরকে ঘোরে বসতাং ক্ষুৎপিপাসয়া ॥২৮২
তেষামন্নং সোদকঞ্চ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতু ।
ইতি দত্ত্বোদকং তেষাং তস্মিন্নেবাসনে স্থিতঃ ॥২৮৩
প্রক্ষাল্য হস্তৌ পাদৌ চ বক্ত্রং সংশোধ্য বারিভিঃ ।
দ্বিরাচম্য বিধানেন মন্ত্রেণ প্রাশয়েজ্জলম্ ॥২৮৪
পীত্বা মন্ত্রজলং পশ্চাদাচম্য হৃদয়াম্বুজে ।
রামমিন্দীবরশ্যামং চক্র-শঙ্খ-ধনুর্ধরম্ ॥২৮৫
সমাসীনঃ সুখাসনে বেদমধ্যাপয়েত্ততঃ ।
সচ্ছিষ্যান্ যাংস্তু শাস্ত্রং বা স্নেহাদ্ বা ধর্মসংহিতাম্॥২৮৬
ইতিহাস-পুরাণং বা কথয়েচ্ছৃণুয়াচ্চ বা ।
রবাবস্তং গতে সন্ধ্যাং বহিঃ কুর্বীত পূর্ববৎ ॥২৮৭

আসনস্থ পাত্র দ্বারা ঘৃতাদি পরিবেষণ করিবে না। উচ্ছিষ্টপাত্রে ঘৃতাদি দিবে না। কেবল পৈতৃক-ভোজনাদিতে (শ্রাদ্ধাদিতে) দিতে পারিবে।২৭৩

যজ্ঞের পুরোডাশ ( পিষ্টক ), হোমান্ত ঘৃত, মধু, জল, দুগ্ধ, পায়স, ঘৃত ও লবণ হস্তের দ্বারা দিলে গ্রহণ করিবে না—কারণ, তাহা গোমাংসভক্ষণতুল্য হইবে।২৭৪

যে ব্যক্তি পিষ্টক, পায়স, মাংস, যাবক, মধু, কৃষরান্ন ( খিচুড়ী ) ও মধু বিনা-কারণে শুধু শুধু ভোজন করে, তাহার সুরাতুল্য ভোজন হয়।২৭৫

করঞ্জ, মূলা, সজিনা, রশুন, তিলের পিষ্টক ও সাদা বেগুন সুরাপানতুল্য জানিবে। অন্যান্য যে সব ফল-মূলাদি, ভক্ষ্য ও পানীয় দ্রব্য, স্রক্‌চন্দনাদি ও তাম্বুল শ্রীহরিকে নিবেদন না করিয়া যে ভোজন করে, সে সহস্র-কোটিকল্পকাল শুক্র-বিষ্ঠা-মূত্রভোজী হইয়া বাস করে।২৭৬-৭৮

সেইহেতু শ্রীহরিকর্ত্তৃক ভুক্ত সুনির্মল পান বা অন্য ভোজ্য বস্তু যে ব্যক্তি পবিত্র হইয়া ভোজন করে, দ্বারা সমস্ত যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে।২৭৯

বাগ্‌যত হইয়া সংযতচিত্তে শ্রীশ্রীনারায়ণদেবকে ধ্যান করিয়া ভোজন করত অতিতৃপ্তিলাভের পূর্বেই ভোজন ত্যাগ করিয়া নির্ম্মল জল পান করিবে। "অমৃতাপিধানমসি স্বাহা" এই মন্ত্রে কুশহস্তে জল পান করিয়া পাত্র ত্যাগ করত কিছু ভুক্তাবশিষ্ট অন্ন গ্রহণ করিয়া তদন্নপ্রার্থী কাক-কুকুরাদি জীবকে পিতৃতীর্থ দ্বারা ভূমিতে দান করিবে। ঘোর রৌরবনরকবাসী জীবগণের ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তির জন্য "তেষামন্নমুদকঞ্চ অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতু" এই মন্ত্রে আসনে থাকিয়াই ঐ অন্ন ও ঐ জল দান করিবে। পরে জল দ্বারা মুখ শোধন করিয়া অর্থাৎ আচমন করত হস্ত ও পদ প্রক্ষালিত করিয়া যথাবিধি দুইবার আচমনপূর্বক শুদ্ধ হইয়া মন্ত্র উচ্চারণ করত জলপান করিবে।২৮২-৮৪

মন্ত্রপূর্বক জলপান করিয়া পুনরায় আচমন করত হৃদয়পদ্মমধ্যে ইন্দীবর শ্যামল শঙ্খ-চক্র-ধনুর্ধারী যুবক পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিয়া তন্মন্ত্র জপ করিবে।২৮৫

পরে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া বেদের অধ্যাপনা

বহিঃসন্ধ্যা শতগুণং গোষ্ঠে শতগুণং তথা।
গঙ্গাজলে সহস্রং স্যাদনন্তং বিষ্ণুসন্নিধৌ ॥২৮৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং জপ্ত্বা জপ্যং সমাহিতঃ।
পূর্ব্ববৎ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥২৮৯
অষ্টাক্ষরবিধানেন নিবেশ্যৈবং সমাহিতঃ।
সায়মৌপাসনং হুত্বা বৈষ্ণবং হোমমাচরেৎ ॥২৯০
ধ্যাত্বা যজ্ঞময়ং বিষ্ণুং মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্।
তিল-ব্রীহ্যাজ্য-চরুভিস্তৈরেকেনাপি বা যজেৎ ॥২৯১
বৈশ্বদেবং ভূতবলিং হুত্বা দত্ত্বা চ আচমেৎ।
শয্যায়াং বিন্যসেদ্দেবং পর্য্যঙ্কে সমলঙ্কৃতে ॥২৯২
সবিতানে গন্ধ-পুষ্প-ধূপৈরামোদিতে শুভে।
শায়য়িত্বা চ দেবেশং দেবীভ্যাং সহিতং হরিম্ ॥২৯৩
হিরণ্যগর্ভসূক্তেন নাসদাসীদনেন চ।
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিং পশ্চাদুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ ॥২৯৪
শ্রিয়ে জাত ইত্যচৈব ধ্রুবসূক্তেন চ দ্বিজঃ।
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা পশ্চাদর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ ॥২৯৫
সুবাসসা যবনিকাং বিন্যস্যাথ সমাহিতঃ।
দ্বাদশার্ণং মহামন্ত্রং জপেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥২৯৬
অস্ত্রৈশ্চ শঙ্খ-চক্রাদ্যৈর্দিক্ষু রক্ষাং সুবিন্যসেৎ।
স্তোত্রৈঃ স্তুত্বা নমস্কৃত্বা পুনঃ পুনরনন্তরম্ ॥২৯৭
বৈষ্ণবৈশ্চ সুহৃদ্ভিশ্চ ভুঞ্জীয়াদর্পিতং হরেঃ।
আচম্যাগ্নিমুপস্পৃশ্য সমাসীনস্তু বাগ্‌যতঃ ॥২৯৮
ধ্যায়ন্ হৃদি শুভং মন্ত্রং জপেদষ্টোত্তরং শতম্।
শেষাহিশায়িনং দেবং মনসৈবার্চয়েত্ততঃ ॥২৯৯

করিবে। কিংবা স্নেহবশতঃ সৎশিষ্যদিগকে তদভিপ্রেত শাস্ত্র বা ধর্ম্মসংহিতা, ইতিহাস ও পুরাণাদি পড়াইবে কিংবা শ্রবণ করাইবে। পরে সূর্য্য অস্তমিত হইলে বাহিরে আসিয়া সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিবে; পূর্বোক্ত বিধিতেই উহার অনুষ্ঠান করিবে।২৮৬-৮৭

বাহিরে অনুষ্ঠিত সন্ধ্যা শতগুণফলদাত্রী, গোষ্ঠে শতগুণ, গঙ্গাজলে কৃত সন্ধ্যা সহস্রগুণ এবং শ্রীবিষ্ণু-সন্নিধানে কৃত সন্ধ্যা অনন্তগুণ ফল প্রদান করে।২৮৮

সায়ংকালীন সন্ধ্যা সমাপ্ত করিয়া জপ্য মন্ত্রের জপ সমাধা পূর্বক পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।২৮৯

অষ্টাক্ষর মন্ত্রের নিয়মানুসারে হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুকে স্থাপন করত সমাহিতচিত্তে সায়ংকালে উপাসন অগ্নিতে নিত্য হোমপূর্বক শ্রীবিষ্ণুর হোম করিবে।২৯০

যজ্ঞময় শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া অষ্টোত্তর শত অষ্টাক্ষর-মন্ত্র জপ করত তিল, ধান্য, ঘৃত ও চরু দ্বারা অথবা ইহার যে কোনও একটি দ্বারা হোম করিবে।২৯১

হোমাবসানে বৈশ্বদেব-ভূতবলি দিয়া আচমন করিবে। সুশোভিত পর্য্যঙ্কস্থিত শয্যায় দেব শ্রীবিষ্ণুকে সংস্থাপিত করিবে।২৯২

চন্দ্রাতপযুক্ত গন্ধ, পুষ্প ও ধূপ দ্বারা সুগন্ধীকৃত শুভ আসনে দেবী লক্ষ্মীর সহিত দেবেশ শ্রীহরিকে শয়ন করাইয়া হিরণ্যগর্ভ-সূক্ত দ্বারা এবং "নাসদাসীন্ন সদাসীৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা স্নান ও পুষ্পাঞ্জলি দিয়া উপচার-সমূহের দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিবে। ২৯৩-৯৪

ব্রাহ্মণ "শ্রিয়ে জাত" এই মন্ত্র দ্বারা এবং ধ্রুবসূক্ত দ্বারা দীপ দিয়া আরাত্রিক করত পরে অর্ঘ্য প্রদান করিবে।২৯৫

সুন্দর বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত একাগ্রচিত্তে "দ্বাদশার্ণ" মহামন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। শঙ্খ, চক্র প্রভৃতি অস্ত্রসমূহ দ্বারা রক্ষিত দেবতাকে চিন্তা করিবে। পুনঃ পুনঃ নানাবিধ স্তোত্র দ্বারা প্রণাম করিবে।২৯৬-৯৭

বিষ্ণুভক্ত সুহৃদ্‌বর্গের সহিত শ্রীহরির নিবেদিত প্রসাদদ্রব্য ভক্ষণ পূর্বক আচমন করত মুখ প্রক্ষালনান্তে বাগ্‌যত হইয়া উপবেশন করিবে।২৯৮

হৃদয়মধ্যে মঙ্গলময় মন্ত্র চিন্তা করিতে করিতে অষ্টোত্তর শত জপ করিবে। তারপর অনন্ত-শয্যায় শায়িত শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে মানসোপচার দ্বারাই পূজা করিবে।২৯৯

শয়ীত শুভশয্যায়াং বিমলে শুভমণ্ডলে।
ঋতৌ গচ্ছেদ্ধর্ম্মপত্নীং বিনা পঞ্চসু পর্বসু ॥৩০০
পুত্রার্থী চেত্তু যুগ্মাসু স্ত্রীকামী বিষমাসু চ।
ন শ্রাদ্ধদিবসে চৈব নোপবাসদিনে তথা ॥৩০১
নাশুচির্মলিনো বাঽপি ন চৈব মলিনাং তথা।
ন ক্রুদ্ধাং ন চ ক্রুদ্ধঃ সন্ ন রোগী ন চ রোগিণীম্ ॥৩০২
ন গচ্ছেৎ ক্রূরদিবসে মঘা-মূলদ্বয়োরপি।
ব্রাহ্মেতি মুহূর্তে উত্থায় আচামেৎ প্রযতাত্মবান্ ॥৩০৩
যতী চ ব্রহ্মচারী চ বনস্থো বিধবা তথা।
অজিনে কম্বলে বাঽপি ভূমৌ স্বপ্যাৎ কুশোত্তরে ॥৩০৪
ধ্যায়ন্তঃ পদ্মনাভং তু শয়ীরন্ বিজিতেন্দ্রিয়াঃ।
অর্পয়েদ্ বাঽর্চয়েদ্ বিষ্ণুং ত্রিকালং শ্রদ্ধয়াঽন্বিতাঃ॥৩০৫
আচরেয়ুঃ পরং ধর্ম্মং যথাবৃত্ত্যনুসারতঃ।
প্রাতঃ কৃষ্ণং জগন্নাথং কীর্তয়েৎ পুণ্যনামভিঃ ॥৩০৬

নির্ম্মল মঙ্গলজনক স্থানে শুভশয্যায় শয়ন করিবে। পাঁচটি পর্বকাল-ব্যতীত ঋতুকালেই স্বীয় স্ত্রীগমন করিবে। পুত্রকামী ব্যক্তি যুগ্মদিনে এবং কন্যাপ্রার্থী ব্যক্তি অযুগ্মদিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে। শ্রাদ্ধদিনে এবং উপবাস-দিনে স্ত্রী-সহবাস করিবে না।৩০০-১

অশুচি অবস্থায় স্ত্রীসংসর্গ করিবে না। নিজে মলিন থাকিয়া মলিনা স্ত্রীতে কিংবা নিজে ক্রুদ্ধ অবস্থায় ক্রুদ্ধভাবাপন্না স্ত্রীতে এবং নিজে রোগী থাকিয়া রোগিণী স্ত্রীতে উপগত হইবে না।৩০২

মঘা-নক্ষত্রে, মূলা-নক্ষত্রে, শনি ও মঙ্গলবারে, কিংবা ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে স্ত্রীসঙ্গ করিবে না। সহবাসের পর উঠিয়া আচমন করত শুদ্ধদেহে থাকিবে।৩০৩

যতী, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থী ও বিধবা চর্ম্মে, কম্বলে, কুশে বা ভূমিতে শয়ন করিবে। পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া শয়ন করিবে। তিনসন্ধ্যাতেই শ্রীবিষ্ণুকে খাদ্য প্রদান করিবে এবং তিনসন্ধ্যাতেই শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করিবে।৩০৪-৫

বিত্ত অনুসারে পরম ধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। পবিত্র নামসমূহ দ্বারা প্রাতঃকালে জগন্নাথ শ্রীকৃষ্ণকে কীর্ত্তন

শৌচাদিকন্তু যৎ কর্ম পূর্বোক্তং সর্বমাচরেৎ।
নৈমিত্তিকবিশেষেণ পূজয়েৎ পতিমব্যয়ম্ ॥৩০৭
তত্তৎকালে তু তন্মূর্তের্রচনং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
প্রসুপ্তে পদ্মনাভে তু নিত্যং মাসচতুষ্টয়ম্ ॥৩০৮
দ্রোণ্যাং দোলায়ামপি বা ভক্ত্যা সংপূজয়েদ্ বিভুম্।
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে শয়নং রময়া সহ ॥৩০৯
নীলজীমূতসঙ্কাশং সর্বালঙ্কারসুন্দরম্।
কৌস্তুভোদ্ভাসিততনুং বৈজয়ন্ত্যা বিরাজিতম্ ॥৩১০
লক্ষ্মীঘনকুচস্পর্শশুভোরস্কং সুবর্চসম্।
ধ্যাত্বৈবং পদ্মনাভন্তু দ্বাদশার্ণেন নিত্যশঃ।৩১১
পূজয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈস্ত্রিসন্ধ্যাস্বপি বৈষ্ণবঃ।
নিবেদ্য পায়সান্নং তু দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৩১২
সহস্রং শতবারং বা স্বয়ং মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ।
দ্বাদশার্ণমনুশ্চৈব জপ্ত্বাজ্যেন তিলৈশ্চ বা ॥৩১৩

করিবে। শৌচাদি কার্য্য পূর্বোক্ত নিয়ম অনুসারেই সুসম্পন্ন করিবে। নৈমিত্তিক-ব্যাপার উপস্থিত হইলে অবিনাশী জগৎপতিকে পূজা করিবে।৩০৬-৭

সেই সেই সময়ে সেই সেই বিহিত মূর্ত্তির পূজা করিতে হইবে—ইহা মুনিগণের নির্দ্দেশ। নিদ্রিত হইলে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুর শয়ন অবস্থায় চারিমাস শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত ক্ষীর-সমুদ্রে অনন্তশয্যায় শয়ান শ্রীহরিকে ভক্তিপূর্বক জলদ্রোণীতে (ডোঙ্গায়) বা দোলাতে পূজা করিবে। জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ব অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, সুন্দরদেহ, কৌস্তুভমণি দ্বারা উদ্ভাসিত শরীর, বৈজয়ন্তীমালা দ্বারা সুশোভিত, লক্ষ্মীদেবীর ঘন স্তনদ্বয়-স্পর্শ দ্বারা আহ্লাদিত বক্ষঃস্থল, অতীব তেজঃসম্পন্ন পদ্মনাভ শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া তাঁহার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রে তিনসন্ধ্যাতেই বৈষ্ণবব্যক্তি গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে পায়সান্ন নিবেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৩০৮-৩১২

সহস্রবার অথবা শতবার সুধী বৈষ্ণব অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর এই দুইটি মন্ত্র জপ করিবে। মন্ত্রদ্বয়ের সম্যক্ উচ্চারণপূর্বক অনুচ্চৈঃস্বরে জপ করিয়া ঘৃতসংযুক্ত তিল

কেবলং চরুণা বাঽপি জুহুয়াৎ প্রতিবাসরম্।
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী সর্বভোগবিবর্জিতঃ ॥৩১৪
বার্ষিকাংশ্চতুরো মাসানেবমভ্যর্চ্চ্য কেশবম্।
বোধয়িত্বাঽথ কার্তিক্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাণ্যনেকশঃ॥৩১৫
সাজ্যৈস্তিলৈঃ পায়সেন মধুনা চ সহস্রশঃ।
মূলমন্ত্রেণ জুহুয়াৎ সূক্তেশ্চাবভৃথং ততঃ ॥৩১৬
সহস্রনামভিঃ কৃত্বা দদ্যাদ্দর্পণমেব চ।
গৃহং গত্বাঽথ দেবেশং পূজয়িত্বা যথাবিধি ।৩১৭
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
শুক্লপক্ষে নভোমাসি দ্বাদশ্যাং বৈষ্ণবঃ শুচিঃ ॥৩১৮
পবিত্রারোপণং কুর্য্যান্নাভিমাত্রায়তং ন্যসেৎ।
তথা বক্ষসি পর্য্যন্তং সহস্রং তান্তবং স্মৃতম্ ॥৩১৯
কুশগ্রন্থিসহস্রস্তু পাদান্তঃ বিন্যসেত্ততঃ।
সৌবর্ণীং রাজতীং মালাং শতগ্রন্থিযুতাং ন্যসেৎ ॥৩২০

বা শুধু চরু দ্বারা প্রতিদিন হোম করিবে। সমস্ত ভোজ্যবস্তু ত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন করিবে ও ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্বক অবস্থান করিবে।৩১৩-১৪

প্রতিবর্ষে শয়নের চারিমাস এইরূপে কেশব শ্রীবিষ্ণুকে অর্চ্চনা করিয়া কার্ত্তিক মাসে প্রবুদ্ধ হইলে বহু পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। ঘৃতমিশ্রিত তিল কিংবা পায়স অথবা মধুর দ্বারা মূলমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সহস্র হোম করিবে। পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা অবভৃথ-স্নান করিবে।৩১৫-১৬

স্নানের পর গৃহে গমন করত সহস্রনাম সহকারে দর্পণাদি দান করিয়া দেবপতি শ্রীবিষ্ণুকে যথাবিধি পূজা করিবে।৩১৭

বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান দ্বারা সন্তুষ্ট করিবে। বৈষ্ণব পবিত্র হইয়া শুক্লপক্ষে ভাদ্রমাসে দ্বাদশীতিথিতে নাভিমাত্র দীর্ঘ পবিত্রারোপণ করিবে। সেই পবিত্র বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত লম্বা এবং সহস্রতন্তুময় হইবে ও সহস্রসংখ্যক কুশগ্রন্থি যুক্ত হইবে। ঐ পবিত্র বক্ষস্থল হইতে পাদ পর্য্যন্ত বিন্যাস করিবে। সুবর্ণ বা রজত-মালা শতগ্রন্থিযুক্ত করিয়া বিন্যাস করিবে।৩১৮-২০

মৃণালতান্তবং পশ্চাৎ পুষ্পমালাং ততঃ পরম্।
শতমৌক্তিকহারাণি নানারত্নময়ান্যপি ॥৩২১
উপোষ্যৈকাদশীং তত্র রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ।
অভ্যর্চ্চয়েজ্জগন্নাথং গন্ধ-পুষ্প-ফলাদিভিঃ ॥৩২২
নীত্বা রাত্রিং নর্তনাদ্যৈঃ প্রভাতে বিমলে নদীম্।
গত্বা স্নাত্বা চ বিধিনা তর্পয়িত্বেশমর্চয়েৎ ॥৩২৩
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ (মন্ত্রৈঃ) সূক্তের্মধ্বাজ্য-তিল-পায়সৈঃ।
হুত্বা দত্ত্বা দশার্ণেন সহস্রং জুহুয়াত্ততঃ ॥৩২৪
পশ্চাদারোপয়েদ্ বিষ্ণোঃ পবিত্রাণি শুভানি বৈ।
পরস্ব সোম ইতি চ জপন্ সূক্তং সুপাবনম্ ॥৩২৫
নিবেদয়েৎ পবিত্রাণি তথা বিষ্ণোর্যথাক্রমাৎ।
মন্দিরং কুশযোক্ত্রেণ বেষ্টয়ন্ পরমাত্মনঃ ॥৩২৬
বিতানপুষ্পমালাদ্যৈরলঙ্কৃত্য চ সর্বতঃ।
সহস্রং দ্বাদশর্ণেন ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ ॥৩২৭

মৃণালতন্তু-গ্রথিত পুষ্পমাল্য ও নানারত্নময় শত মুক্তাহার দান করিবে। একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণপূর্বক গন্ধ-পুষ্প ফলাদি দ্বারা জগন্নাথ শ্রীহরিকে পূজা করিবে। নৃত্যগীতাদি দ্বারা ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে নদীতে গিয়া বিমল জলে স্নান করত যথাবিধি ভগবান্‌কে তর্পণ ও পূজা করিবে।৩২১-২৩

সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত দ্বারা মধু, ঘৃত, তিল ও পায়স দিয়া দশাক্ষর মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক সহস্র হোম করিবে। পরে শ্রীবিষ্ণুর শুভ পবিত্র আরোপ করিবে।৩২৪-২৫

"পবস্ব সোমং" ইত্যাদি সুপাবন সূক্ত জপ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পবিত্র নিবেদন করত কুশময়রজ্জু দ্বারা পরমাত্মা শ্রীহরির মন্দির বেষ্টন করিবে।৩২৬

চন্দ্রাতপ ও পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা মন্দির অলঙ্কৃত করিয়া ভক্তিপূর্বক দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র সহস্রবার জপ করত পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে উপনিষদুক্ত পঞ্চসূক্ত ও "ত্বয়াহন্ পীতমিজ্যা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া স্বয়ং পারণ করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ যথাশক্তি তিন দিন উৎসব করিবেন।৩২৭-২৯

অথোপনিষদুক্তানি পঞ্চ সূক্তান্যনুক্রমাৎ।
ত্বয়াহন্ পীতমিজ্যাদি জপন্ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৩২৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং কুর্বীত পারণম্।
শক্ত্যা বা চোৎসবং কুর্য্যাত্রিরাত্রং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩২৯
প্রত্যব্দমেবং কুর্বীত পবিত্রারোপণং হরেঃ।
ক্রতুকোটিসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥৩৩০
তত্র দুর্ভিক্ষ-রোগাদিভয়ং নাস্তি কদাচন।
সংপ্রাপ্তে কার্তিকে মাসে সায়াহ্নে পূজয়েদ্ধরিম্ ॥৩৩১
হৃদ্যৈঃ পুষ্পৈশ্চ জাতীভিঃ কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
অর্চয়েদ্ বিষ্ণুং গায়ত্র্যাঽনুবাকৈর্বৈষ্ণবৈরপি ॥২৩২
পাবমান্যৈশ্চ তন্মাসং ভক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং ন্যসেৎ।
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা ॥৩৩৩
অষ্টাবিংশতিং বা শক্ত্যা দদ্যাদ্দীপান্ সুপালিকান্।
সুবাসিতেন তৈলেন গবাজ্যেনাথবা হরেঃ ॥৩৩৪
অষ্টোত্তরশতং নিত্যং তিলহোমং সমাচরেৎ।
মনুনা বৈষ্ণবেনাপি গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৩৩৫
হুত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা তাভ্যামেব তদা বিভোঃ।
হবিষ্যং মোদকং শুদ্ধং নক্তং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥৩৩৬
তৈলং শুক্তং তথা মাংসং নিষ্প্যাবাম্মাক্ষিকং তথা।
চণকানপি মাষাংশ্চ বর্জয়েৎ কার্তিকেঽহনি ॥৩৩৭
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ নিত্যং দানাদিশক্তয়ঃ।
অন্তে চ ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ॥৩৩৮
এবং সংপূজ্য দেবশং কার্ত্তিকে ক্রতুকোটিভিঃ।
পুণ্যং প্রাপ্যানঘো ভূত্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩৩৯
দশমীমিশ্রিতাং ত্যক্ত্বা বেলায়ামরুণোদয়ে।
উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং দ্বাদশীং বাঽপি বৈষ্ণবঃ ॥৩৪০
স্নাত্বামলক্যা নদ্যাং তু বিধানেন হরিং যজেৎ।
সুগন্ধকুসুমৈঃ শুভ্রৈরুপচারৈশ্চ সর্বশঃ ॥৩৪১
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাৎ পুরাণং সংহিতাং পঠেৎ।
জাগরেঽস্মিন্নশক্তশ্চেদ্দর্ভানাস্তীর্য্য বৈষ্ণবঃ ॥৩৪২
পুরতো বাসুদেবস্য ভূমৌ স্বপ্যাৎ সমাহিতঃ।
ততঃ প্রভাতসময়ে তুলসীমিশ্রিতৈর্জলৈঃ ॥৩৪৩

এইরূপে প্রতিবর্ষেই শ্রীহরির পবিত্র আরোপণ করিবে। তাহাতে সহস্রকোটি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে —সন্দেহ নাই।৩৩০

যে স্থানে পবিত্রারোপণ হয়, তথায় কখনও দুর্ভিক্ষ রোগাদির ভয় থাকে না। কার্ত্তিকমাস উপস্থিত হইলে সায়াহ্নে শ্রীহরির পূজা করিবে।৩৩১

নানাবিধ সুগন্ধি মনোরম পুষ্প, জাতিপুষ্প, কোমল তুলসীদল দ্বারা এবং গায়ত্রী ও অন্যান্য বেদবাক্য সহকারে বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।৩৩২

পাবমানীসূক্ত দ্বারা ভক্তি-সহকারে মাসব্যাপী পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শত অথবা যথাশক্তি অষ্টাবিংশতিসংখ্যক সুরক্ষিত দীপ সুবাসিত তৈল বা গোঘৃত যোগে প্রজ্বালিত করত শ্রীহরিকে দান করিবে।৩৩৩-৩৪

প্রত্যহ অষ্টোত্তর শত তিলহোম করিবে। বিষ্ণু গায়ত্রী ও বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারাই উহা সম্পাদন করিবে। হোম করিয়া ঐ দ্বিবিধ মন্ত্র দ্বারা বিভুকে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিবে বাগ্‌যত হইয়া রাত্রিতে হবিষ্য ভোজন করিবে অথবা পবিত্র মোদক ভক্ষণ করিবে।৩৩৫-৩৬

কার্ত্তিকমাসে তৈল, শুক্ত, মাংস, তণ্ডুল-কণা (ক্ষুদ্ বা আগড়া), বরবটী, মধু, মাষ ও ছোলা পরিত্যাগ করিবে। কার্ত্তিকমাসে যথাশক্তি দানাদি সহকারে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দান করত ব্রাহ্মণদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।৩৩৭-৩৮

কার্ত্তিকমাসে উক্তরূপে দেবেশ শ্রীবিষ্ণুকে কোটি-যজ্ঞফলদায়ক দ্রব্যাদি দ্বারা বিধিমতে পূজা করিলে সেই পুণ্যফলে নিষ্পাপ হইয়া বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হইয়া থাকে। বৈষ্ণবগণ অরুণোদয়-বেলাতেও দশমী মিশ্রিত একাদশী ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ একাদশীতে বা দ্বাদশীতেও উপবাস করিয়া আমলকীপিষ্টরস গাত্রে ম্রক্ষণপূর্বক নদীতে যথাবিধি স্নান করত শ্রীহরির পূজা করিবে। ঐ পূজাতে শুভ্র সুগন্ধ-কুসুম ও নানাবিধ উপচার ব্যবহার করিবে।৩৩৯-৪১

ঐ রাত্রিতে জাগরণ করিবে এবং পুরাণ ও

স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবেশং তুলস্যা মূলমন্ত্রতঃ।
দ্বয়েন বা বিষ্ণুসূক্তৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলীংস্ততঃ ॥৩৪৪
তথৈব জুহুয়াদাজ্যং মন্ত্রেণৈব শতং ততঃ।
পায়সান্নং নিবেদ্যেশং ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৩৪৫
ধ্যায়ন্ কমলপত্রাক্ষং স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ।
অহঃশেষং সমানীয় পুরাণং বাচয়ন্ বুধঃ ॥৩৪৬
সায়াহ্নে সমনুপ্রাপ্তে দোলায়াং পূজয়েদ্ধরিম্।
অভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ভক্ষ্যৈর্নানাবিধৈরপি ॥৩৪৭
ব্রাহ্মণস্য তু সূক্তৈশ্চ শনৈর্দোলাং প্রচালয়েৎ।
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং গীতবাদ্যৈঃ প্রবন্ধকৈঃ ॥৩৪৮
এবং সংপূজয়েদ্দেবং তস্যাং নিশি সমাহিতঃ।
মধ্যাহ্নে পূজয়েদ্ বিষ্ণুং বৈষ্ণবেন সমাহিতঃ ॥৩৪৯
চম্পকৈঃ শতপত্রৈশ্চ করবীরৈঃ সিতৈরপি।
বৈষ্ণবেনৈব মন্ত্রেণ পূজয়েৎ কমলাপতিম্ ॥৩৫০
ন করীন্দ্রেতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হরেঃ।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং দদ্যাৎ পুষ্পাণি ভক্তিতঃ ॥৩৫১
তথৈব হোমং কুর্বীত তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা।
সুদধ্যন্নং ফলযুতং নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৩৫২
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
মন্দবারে তু সায়াহ্নে তাবৎসম্যগুপোষিতঃ ॥৩৫৩
তিলৈঃ স্নাত্বা বিধানেন সন্তর্প্য চ সনাতনম্।
নৃসিংহবপুষং দেবং পূজয়েত্তদ্বিধানতঃ ॥৩৫৪
মন্ত্ররাজেন গায়ত্র্যা মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ।
অখণ্ডবিল্বপত্রৈশ্চ জাতিকুন্দৈশ্চ যূথিকৈঃ ॥৩৫৫
ছন্নঃ পঞ্চোশনা শান্ত্যা ত্বমগ্নে! দ্যুভিরীতি চ।
দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ভক্ত্যা মন্ত্রেণৈব শতং যথা ॥৩৫৬
আভ্যামেবানুবাকাভ্যাং প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং বিল্বপত্রৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ ॥৩৫৭

ধর্ম্মসংহিতা পাঠ করিবে। জাগরণে একান্ত অসমর্থ হইলে বৈষ্ণবগণ কুশ আস্তীর্ণ করিয়া বাসুদেবের সমীপে ভূমিতে একাগ্রমনে নিদ্রা যাইবে। পরে প্রাতঃকালে তুলসীজলের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর মূলমন্ত্রের দ্বারা তর্পণ করত বিষ্ণুভক্ত কিংবা উক্ত দ্বিবিধ মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারাই শতবার ঘৃতাহুতি দান করিবে। পরে পায়সান্ন নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে।৩৪২-৩৪৫

কমলদলের ন্যায় নয়নবিশিষ্ট শ্রীহরিকে ধ্যান করিতে করিতে বাগ্যত হইয়া নিজে ভোজন করিবে। দিনের শেষভাগ পুরাণপাঠ দ্বারা অতিবাহিত করিবে।৩৪৬

সায়াহ্নে দোলাতে গন্ধপুষ্প প্রভৃতির দ্বারা এবং বহুবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা শ্রীহরির পূজা করিবে।৩৪৭

ব্রাহ্মণভক্ত দ্বারা ধীরে ধীরে দোলাকে চালাইবে ও ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি পাঠ ও গীতবাদ্যাদি দ্বারা কাল অতিবাহিত করিবে।৩৪৮

এইরূপে শ্রীভগবানের পূজা দ্বারা ঐ রাত্রি অতিবাহিত করিবে। পরদিন মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা সমাহিত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। ঐ পূজায় চম্পক, পদ্ম, করবীর ও অন্যান্য শুভ্রপুষ্প ব্যবহার করিবে। শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র দ্বারা কমলাপতি শ্রীহরির পূজা সম্পন্ন করিবে।৩৫০

"ন করীন্দ্র" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা শ্রীহরির পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে ভক্তিপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করত অষ্টোত্তর শত পুষ্প দান করিবে।৩৫১

উৎকৃষ্ট দধ্যন্ন ও ফলাদি নিবেদন করিয়া তন্মন্ত্র সহকারে তিল বা ব্রীহি দ্বারা হোম করিবে।৩৫২

দীপমালা দ্বারা আরাত্রিক করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। শনিবারে যথাযথ উপবাস করিয়া সায়াহ্নে তিলের দ্বারা স্নানপূর্বক যথাবিধি সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে তর্পণ করিয়া বিধি অনুসারে নৃসিংহদেবকে পূজা করিবে। মন্ত্ররাজ দ্বারা এবং গায়ত্রী দ্বারা অথবা মূলমন্ত্র দ্বারা অখণ্ড বিল্বপত্র এবং জাতি, কুন্দ ও যূথিকাপুষ্প দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।৩৩৫-৫৫

"পঞ্চোশনা" শান্তি দ্বারা আবৃত বা সংযুক্ত হইয়া "ত্বমগ্নে! দ্যুভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারাও শতবার পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। ঐ বেদমন্ত্র দুইটির প্রতিমন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দান করিবে। তন্মন্ত্র দ্বারা ঘৃতসংযুক্ত বিল্বপত্র দিয়া অষ্টোত্তর শত হোম করিবে।৩৫৬-৫৭

দ্বিতীয় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩৭০ ] [ দ্বিতীয় সংখ্যা—শায়নীযাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ ] [ প্রতি সংখ্যা ১·৫০

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই ভাদ্র, ১৩৭০।

# নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫·০০। প্রতি সংখ্যা—১·৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র প্রতি সংখ্যা—সডাক ২·০০, বাৎসরিক ২০·০০। গ্রাহক মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। কোন কারণে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইলে উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে। ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্ব্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপনে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

## শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত নানাভাষাময়ী মাসিক ধর্মপত্রাবলি—

১। **প্রণবপারিজাত** নামক সংস্কৃতভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রখ্যাত পণ্ডিতবর্গের রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসীতারামবৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড কলিকাতা—৩৫।

২। **দেবযান** নামক বহুজনসমাদৃত বঙ্গভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক—৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র। ভাদ্র মাস হইতে বর্ষ আরম্ভ। প্রাপ্তিস্থান—দেবযান কার্য্যালয়, পোঃ—মগরা, হুগলী।

৩। **আর্য্যনারী**—বঙ্গভাষাময়ী (কেবল মায়েদের জন্য) মাসিক ধর্মপত্রিকা। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ দুই টাকা মাত্র প্রাপ্তিস্থান—৯৪নং শান্তি রাম রাস্তা, বালী, হাওড়া।

৪। **জয়গুরু** নামক বঙ্গভাষাময় পাক্ষিক মিলন পত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ তিন টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—জয়গুরু কার্য্যালয়, ৯৪ নং শান্তিরাম রাস্তা, বালী, হাওড়া

৫। **দি মাদার** নামধেয় ইংরাজীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। বার্ষিক মূল্য সডাক ৮৲ আট টাকা মাত্র। প্রাপ্তিস্থান—পি ১৯, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা—১০।

৬। **পরমানন্দ** নামক হিন্দীভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—৮৫নং ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭।

৭। **জয়জগন্নাথ** নামক উড়িয়া ভাষাময় মাসিক ধর্মপত্র। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীনীলাচল আশ্রম, চটকপর্বত, পোঃ স্বর্গদ্বার, পুরী,

৮। **আর্য্যশাস্ত্র**—

বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
মধু-শর্করাসংযুক্তানপূপান্ মোদকাংস্তথা ॥৩৫৮
মণ্ডকান্ বিবিধান্ ভক্ষ্যান্ সূপান্নং মধুমিশ্রিতম্।
সুবাসিতং পানকঞ্চ নৃসিংহায় সমর্পয়েৎ ॥৩৫৯
নৃত্যং গীতং তথা বাদ্যং কুর্বীত পুরতো হরেঃ।
ভোজয়েচ্চ ততো বিপ্রান্ নব সপ্তাথ পঞ্চ বা ॥৩৬০
হর্য্যর্পিতহবিষ্যান্নং ভুঞ্জীয়াদ্ বাগ্‌যতঃ স্বয়ম্।
ধ্যায়েন্নৃসিংহং মনসা ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৬১
এবং শনিদিনে দেবমভ্যর্চ্য নরকেসরিম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি সোঽশ্বমেধাযুতং লভেৎ ॥৩৬২
ষষ্টিবর্ষসহস্রং স পূজাং প্রাপ্নোতি কেশবঃ।
কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য বৈকুণ্ঠপুরমাপ্নুয়াৎ ॥৩৬৩
প্রায়শ্চিত্তমিদং গুহ্যং পাতকেষু মহৎস্বপি।
অপুত্রো লভতে পুত্রমধনো ধনমাপ্নুয়াৎ ॥৩৬৪
পক্ষে পক্ষে পৌর্ণমাস্যামুদিতেঽস্মিন্ নিশাকরে।
স্নাত্বা সংপূজয়েদ্ বিষ্ণুং বামনং দেবমব্যয়ম্ ॥৩৬৫
সমাসীনং মহাত্মানং তস্মিন্ পূর্ণেন্দুমণ্ডলে।
সন্তর্পয়েচ্ছুভজলৈঃ কুসুমাক্ষতমিশ্রিতৈঃ ॥৩৬৬
তত্র মূলেন মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্।
তুলসীকুন্দকুসুমৈরথ পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ ॥৩৬৭
ত্বং সোম ইতি সূক্তেন প্রত্যৃচা কুসুমৈর্যজেৎ।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত পায়সান্নং সশর্করা ॥৩৬৮
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং সূক্তেন প্রত্যৃচং তথা।
অগ্নি সোমানুবাকেন সমিদ্ভিঃ পিপ্পলৈর্যজেৎ ॥৩৬৯
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা নমস্কৃত্বা জনার্দনম্।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পায়সান্নেন শক্তিতঃ ॥৩৭০
স্বয়ং ভুক্ত্বা হবিঃশেষং শয়ীত নিয়তেন্দ্রিয়ঃ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং পৌর্ণমাস্যাং জনার্দনম্ ॥৩৭১

শ্রীবিষ্ণুর পরিষদ্‌গণের হোম করিয়া হোমকর্ম্ম সমাপন করিবে। পরে মধু-চিনিসংযুক্ত পিষ্টক, মোদক, মণ্ডক প্রভৃতি বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, সূপ-সহকৃত অন্ন, মধু-মিশ্রিত ভক্ষ্যদ্রব্য ও সুবাসিত পানীয় নৃসিংহদেবকে নিবেদন করিবে। ৩৫৮-৫৯

শ্রীহরির সমীপে নৃত্য-গীত-বাদ্যাদি করিবে। পরে নয়জন বা সাতজন বা পাঁচজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। ৩৬০

শ্রীহরিকে নিবেদন করত হবিষ্যান্ন বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে। মনে মনে নৃসিংহদেবকে চিন্তা করিতে করিতে জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। ৩৬১

উক্তরূপে শনিবারে শ্রীনৃসিংহদেবকে পূজা করিয়া মানুষ সমস্ত অভীষ্ট-বস্তু লাভ করিতে পারে এবং সে ব্যক্তি অযুতসংখ্যক অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করে। ৩৬২

অধিকন্তু সে ষাট্‌হাজারবৎসরব্যাপী কেশব-পূজার ফল লাভ করে ও কোটিবংশ উদ্ধার করিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করে। ৩৬৩

ইহা গুরুপাপসমূহেরও গুহ্য প্রায়শ্চিত্ত এবং ইহাতে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র ও নির্ধন ব্যক্তি ধনলাভ করে। প্রতিপক্ষে পৌর্ণমাসীতিথিতে সূর্য্য বা চন্দ্র উদিত হইলে স্নান করিয়া বামনরূপী অবিনাশী শ্রীবিষ্ণুকে সম্যক্ পূজা করিবে। ৩৬৪-৬৫

পূর্ণচন্দ্রমণ্ডলে উপবিষ্ট মহাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে চিন্তা করিয়া পবিত্র জলের দ্বারা পুষ্প ও অক্ষত মিশ্রিত করিয়া তর্পণ করিবে। ৩৬৬

মূলমন্ত্রের দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে। তুলসী, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা অঞ্জলি প্রদান করিবে। ৩৬৭

"ত্বং সোম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা প্রতিবেদমন্ত্রে পুষ্প দিয়া পূজা করিবে। পরে শর্করা-সমন্বিত পায়সান্ন দ্বারা হোম করিবে। ৩৬৮

বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা ও অষ্টোত্তর শতবার বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা প্রতিমন্ত্রে অগ্নীষোমাত্মক বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অশ্বত্থ-বৃক্ষের সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। ৩৬৯

শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম দ্বারা ভগবান্ জনার্দ্দনকে স্তব করিয়া প্রণাম করত যথাশক্তি পায়সান্ন দ্বারা বৈষ্ণব-ভোজন করাইবে। ৩৭০

সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
মঘায়ামপি পূর্বাহ্ণে স্নাত্বা কৃষ্ণং জলৈর্দ্বিজঃ ॥৩৭২
সন্তর্প্য মূলমন্ত্রেণ তিলমিশ্রিতবারিভিঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৃন্ দেবানর্চয়েদচ্যুতং ততঃ ॥৩৭৩
কৃষ্ণৈশ্চ তুলসীপত্রৈঃ কেতকৈঃ কামলৈরপি।
শোণিতৈঃ করবীরৈশ্চ জবা-কুটজ-পাটলৈঃ ॥৩৭৪
অস্য বামেতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হরেঃ।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং কৃষ্ণং শ্রীতুলসীদলৈঃ ॥৩৭৫
তথৈব জুহুয়াদগ্নৌ তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ সশর্করৈঃ।
আজ্যেন পৌরুষং সূক্তং প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ ততঃ ॥৩৭৬
নারায়ণানুবাকেন উপস্থায় জনার্দনম্।
সুসংযাবৈঃ সৌহৃদৈশ্চ শাল্যন্নং বিনিবেদয়েৎ ॥৩৭৭
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ।
তস্যাং রাত্রৌ জপেন্মন্ত্রমযুতং হরিসন্নিধৌ ॥৩৭৮

বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ দত্ত্বা পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
পুরতো বাসুদেবস্য ভূমৌ স্বপ্যাৎ কুশোত্তরে ॥৩৭৯
এবং সংপূজ্য দেবেশং মঘায়াং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
উদ্ধৃত্য বংশজান্ সর্বান্ বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮০
ব্যতীপাতে তু সংপ্রাপ্তে হয়গ্রীবং জনার্দনম্।
পুষ্পৈশ্চ করবীরৈশ্চ পুণ্ডরীকৈঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥৩৮১
যোরযাত্যনুবাকেন প্রত্যৃচং বৈ যজেদ্ বুধঃ।
মন্ত্রেণ চ শতং দত্ত্বা পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ ॥৩৮২
যবৈশ্চ তণ্ডুলৈর্বাঽপি তিলৈঃ পুষ্পৈরমাপি বা।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩৮৩
অভ্ভুদেকাদ্যষ্টসূক্তৈঃ প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্।
শেষং নিবেদ্য হরয়ে সংপ্রাশ্যাচমনং চরেৎ ॥৩৮৪
সহস্রশীর্ষসূক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্।
শাল্যোদনং সূপযুতং বিবিধৈশ্চ ফলৈরপি ॥৩৮৫

অবশিষ্ট হবিঃ প্রভৃতি নিজে ভোজন করিয়া সংযতচিত্তে শয়ন করিবে। এইরূপ পৌর্ণমাসীতে দেবেশ শ্রীজনার্দনকে পূজা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে। মঘানক্ষত্রে পূর্বাহ্ণে জলের দ্বারা স্নান করিয়া শ্রীবিষ্ণুর মূলমন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের তর্পণ করত তিলমিশ্রিত জলের দ্বারা পিতৃগণের ও দেবগণের তর্পণপূর্বক শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।৩৭১-৭৩

কৃষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র এবং কেতক, পদ্ম, রক্তবর্ণ করবীর, জবা, কুটজ ও পাটলপুষ্প দ্বারা "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত উচ্চারণপূর্বক এবং শ্রীহরির মন্ত্রে একশত আটবার শ্রীকৃষ্ণকে অঞ্জলি প্রদান করিবে।৩৭৪-৭৫

পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে শর্করামিশ্রিত কৃষ্ণতিলসহ ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দান করিবে। নারায়ণসূক্ত দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া বন্ধুদের সঙ্গে নিবেদিত সংযাব অর্থাৎ শিণার (সিন্নি) সহিত শাল্যন্ন ভোজন করিবে। পূর্বে বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া পরে নিজে বাগ্‌যত হইয়া ভোজন্ করিবে। ঐ রাত্রিতে শ্রীহরির সমীপে থাকিয়া অযুতসংখ্যক শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র জপ করিবে। পরে বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিয়া শ্রীশ্রীবাসুদেবের সম্মুখে ভূমিতে কুশশয্যায় শয়ন করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে মঘানক্ষত্রে দেবাদিদেব শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া স্বীয় পূর্বপুরুষসকলকে উদ্ধার করত বিষ্ণুপদ লাভ করিবে।৩৭৬-৮০

ব্যতীপাত-যোগে হয়গ্রীবনামক জনার্দ্দনকে করবীর ও পদ্ম পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। "যোরয়ী" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পূজা করত ঐ মন্ত্র দ্বারা শত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া হোম করিবে।৩৮১-৮২

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যব কিংবা তণ্ডুল অথবা তিল ও পুষ্পের সহিত ঘৃত দ্বারা হোম করিবে।৩৮৩

"অভ্ভুদেকাদি" অষ্টসংখ্যক সূক্ত দ্বারা প্রতিমন্ত্রে চরু দিয়া হোম করিবে। অবশিষ্ট চরু শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া স্বয়ং ভোজন করত আচমন করিবে।৩৮৪

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া শাল্যন্ন, সূপ (দাইল), বিবিধ ফল গোঘৃত সংযুক্ত করিয়া ভোগনিবেদন করিবে। পরে প্রদীপাদি দ্বারা আরাত্রিক করিবে। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া

গবাজ্যেন যুতং দত্ত্বা দীপৈর্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৩৮৬
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
হবিষ্যস্তু স্বয়ং ভুক্ত্বা ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৮৭
এবং সংপূজ্য দেবেশং ব্যতীপাতে সনাতনম্।
দশবর্ষসহস্রস্য পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ ॥৩৮৮
গ্রহণে রবিসংক্রান্তৌ বরাহবপুষং হরিম্।
কুমুদৈরুজ্জ্বলৈঃ পদ্মৈস্তুলসীভিঃ কুরন্দকৈঃ ॥৩৮৯
অর্চয়েদ্ ভূধরং দেবং তন্মন্ত্রেণৈব বৈষ্ণবঃ।
দূরাদিহেতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং দ্বিজঃ ॥৩৯০
মন্ত্রেণ চ সহস্রং তু শতং বাঽপি যজেত্তদা।
তিলৈশ্চ জুহুয়াত্তদ্বৎ সূক্তেন প্রত্যৃচং ঘৃতম্ ॥৩৯১
সূপান্নং কৃসরান্নঞ্চ ভক্ষ্যাপূপান্ ঘৃতপ্লুতান্।
নৈবেদ্যং বিনিবেদ্যেশে ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৩৯২
এবং সংপূজ্য দেবেশং সংক্রান্তৌ গ্রহণে হরিম্।
কল্পকোটিসহস্রাণি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৩৯৩

দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। নিজে হবিষ্যান্ন ভোজন করত সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। ব্যতীপাতযোগে উক্তরূপে সনাতন শ্রীহরিকে পূজা করিলে দশসহস্রবৎসরব্যাপী পূজা-জন্য ফল প্রাপ্ত হইবে। চন্দ্র ও সূর্য্যের গ্রহণে, রবিসংক্রান্তিতে, বরাহ-শরীরধারী শ্রীহরিকে সুন্দর, সরস ( অশুষ্ক ) কুমুদ, পদ্ম, তুলসী, কুরন্দক পুষ্প দ্বারা তত্তৎ বিষ্ণুমন্ত্রে বৈষ্ণবগণ ভূধরদেবকে পূজা করিয়া "দূরাদিহ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৩৮৫-৯০

বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা সহস্র বা শতবার শ্রীহরিকে পূজা করিবে। বিষ্ণুসূক্ত উচ্চারণপূর্বক ঘৃতসংযুক্ত তিলের দ্বারা প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে।৩৯১

সূপান্ন, খেচুড়ি, সুভক্ষ্য পিষ্টক ঘৃতপ্লুত করিয়া ও নিবেদনযোগ্য দ্রব্য শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে।৩৯২

এইরূপে রবিসংক্রান্তি ও গ্রহণে শ্রীহরিকে পূজা করিলে সহস্রকোটি কল্পকাল বিষ্ণুলোকে থাকিয়া সে সম্মানিত হইবে।৩৯৩

বৈশাখে পূজয়েদ্ রামং কাকুৎস্থং পুরুষোত্তমম্।
সীতালক্ষ্মণসংযুক্তং মধ্যাহ্নে পূজয়েদ্ বিভুম্ ॥৩৯৪
পুন্নাগ-কেতকী-পদ্মৈরুৎপলৈঃ করবীরকৈঃ।
চাম্পেয়ৈর্বকুলৈঃ পূজাং ষড়র্ণে নৈব কারয়েৎ ॥৩৯৫
জাতয়ে বাতিসূক্তেন কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
সংক্ষেপেণ শতশ্লোক্যাং প্রতিশ্লোকং যজেত্ততঃ ॥৩৯৬
পুষ্পাঞ্জলিং সহস্রং তু মন্ত্রেণৈব যজেত্ততঃ।
ত্বমগ্ন ইতি সূক্তেন পায়সং জুহুয়াদৃচা ॥৩৯৭
পশ্চান্মন্ত্রেণাজ্যহোমো নৈবেদ্যং পায়সং ঘৃতম্।
কদলীফলং শর্করা চ পানকঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥৩৯৮
পঞ্চ সপ্ত ত্রয়ো বাঽপি পূজনীয়া দ্বিজোত্তমাঃ।
সুহৃদ্যৈরন্নপানাদ্যৈর্গো-হিরণ্যাদিদক্ষিণৈঃ ॥৩৯৯
হবিষ্যান্নং স্বয়ং ভুক্ত্বা পঠেদ্ রামায়ণং নরঃ।
এবং সংপূজ্য বিধিবদ্ রাঘবং জানকীযুতম্ ॥৪০০
ভুক্ত্বা ভোগান্ মনোরম্যান্ বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।

বৈশাখমাসে মধ্যাহ্নে সীতা ও লক্ষ্মণসহ বিভু কাকুৎস্থ পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিবে। ষড়ক্ষর মন্ত্র ( "ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" ) দ্বারা বৈশাখমাসে পুন্নাগ, কেতকী, পদ্ম, উৎপল ( নীলপদ্ম ), করবীর, চম্পা ও বকুলপুষ্প দিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে।৩৯৪-৯৫

"জাতয়ে বাতিসূক্তেন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পূজান্তে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। সংক্ষেপে শতশ্লোকী ( তদাত্মক গীতা ) প্রতি শ্লোক দিয়া পূজা করিবে। অনন্তরর বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে এবং "ত্বমগ্নে" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পায়স হোম করিবে।৩৯৬-৯৭

পরে বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া ঘৃতহোম করত পায়স, ঘৃত, কদলীফল, চিনি ও পানীয় দ্রব্য দান করিবে। পাঁচজন বা সাতজন কিংবা অগত্যা তিনজন ব্রাহ্মণোত্তম বৈষ্ণবকে গো-সুবর্ণাদি দক্ষিণা-সহকৃত মনোরম হৃদ্য অন্ন-পানাদি দ্বারা ভোজন করাইয়া সম্মানিত করিবে। অবশেষে নিজে হবিষ্যান্ন ভোজন করিয়া রামায়ণ পাঠ করিবে। এইরূপে যথাবিধি জানকীসহ শ্রীরামচন্দ্রকে

লক্ষ্মীনারায়ণং দেবং ভার্গবে বাসবে নিশি ॥৪০১
অখণ্ডবিল্বপত্রৈশ্চ তুলসীকোমলৈর্দলৈঃ।
অর্চয়েন্মন্ত্ররত্নেন বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সহ ॥৪০২
চন্দনং কুঙ্কুমোপেতং কস্তুর্য্যা চ সমর্চয়েৎ।
শ্রীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ॥৪০৩
মন্ত্রদ্বয়েন পুষ্পাণাং সহস্রঞ্চ নিবেদয়েৎ।
ত্বমগ্ন ইতি সূক্তেন প্রত্যৃচং কুসুমাদ্ যজেৎ ॥৪০৪
অখণ্ডবিল্বপত্রৈর্বা পদ্মপত্রৈর্ঘৃতেন বা।
শ্রীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ ততঃ ॥৪০৫
অগ্নিং ন বেত্তি সূক্তেন তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা।
মন্ত্ররত্নেন জুহুয়াৎ সুগন্ধকুসুমৈঃ শতম্ ॥৪০৬
মণ্ডকান্ ক্ষীরসংযুক্তান্ পায়সান্নং সশর্করম্
শাল্যন্নং পৃষদাজ্যঞ্চ ভক্ত্যাস্মৈ বিনিবেদয়েৎ ॥৪০৭
অভ্যর্চ্য বিপ্রমিথুনান্ বাসোঽলঙ্কার-ভূষণৈঃ।
ভোজয়িত্বা যথাশক্ত্যা পশ্চাদ্ভুঞ্জীত বাগ্যতঃ ॥৪০৮
মন্বন্তরশতং বিষ্ণুং দুগ্ধাব্ধৌ হেমপঙ্কজৈঃ।
সংপূজ্য যদবাপ্নোতি তৎফলং ভৃগুবাসরে ॥৪০৯
এবং সংপূজ্যমানস্তু তস্মিন্নহনি বৈষ্ণবৈঃ।
লক্ষ্ম্যা সহ হরিঃ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষং তৎক্ষণাদ্ভবেৎ॥৪১০
কৃষ্ণাষ্টম্যাং চতুর্দশ্যাং সায়ংসন্ধ্যাসমাগমে।
গোপালপুরুষং কৃষ্ণমর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়াঽন্বিতঃ।
মল্লিকা-মালতী-কুন্দ-যূথি-কূটজ-কেতকৈঃ ॥৪১১
লোধ্র-নীপার্জুনৈর্নাগৈঃ কর্ণিকারৈঃ কদম্বকৈঃ।
কোবিদারৈঃ করবীরৈর্বিল্বৈরাস্ফোটকৈরপি ॥৪১২
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
যে ত্রিংশতীতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪১৩
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্.
শ্রীকৃষ্ণায় নম ইতি সূক্তেনাষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪১৪

বৈশাখ মাসে পূজা করিলে মনোরম বিবিধ ভোগ্যবস্তু ভোগ করিয়া বিষ্ণুলোকে সম্মানিত হওয়া যায়। শুক্রবার দিবানিশি অখণ্ড বিল্বপত্র ও তুলসীর সরস পত্র দ্বারা মন্ত্ররত্ন উচ্চারণপূর্বক বামাঙ্কস্থিত লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিত্যমিলিত লক্ষ্মীনারায়ণকে পূজা করিবে। কুঙ্কুমযুক্ত চন্দনের দ্বারা ও কস্তুরী দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিয়া শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্র দিয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৩৯৮-৪০৩

এবং ঐ মন্ত্র দুইটি দ্বারা সহস্র পুষ্প সহকারে পূজা করিবে। "ত্বমগ্নে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রতি মন্ত্রে পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। অখণ্ড বিল্বপত্র দিয়া কিংবা পদ্মদলের দ্বারা শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে। "অগ্নিং ন বা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ও পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা তিল কিংবা ব্রীহিযুক্ত সুগন্ধ পুষ্প এক শত আহুতি দিবে।৪০৫-৬

ক্ষীরসংযুক্ত দ্রব্য, পিষ্টক, চিনিসংযুক্ত পায়সান্ন, শাল্যন্ন ও গব্যঘৃত ভক্তিপূর্বক শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে।৪০৭

কোনও ব্রাহ্মণদম্পতিকে বস্ত্র, বিবিধ অলঙ্কার ও ভূষণাদি দ্বারা যথাশক্তি পূজা করত ভোজন করাইয়া স্বয়ং বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে।৪০৮

দুগ্ধসমুদ্রে শয়ান শ্রীবিষ্ণুকে শতমন্বন্তরকাল পর্য্যন্ত স্বর্ণপদ্ম দ্বারা পূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, শুক্রবারে যথোক্তরূপে যথাবিধি পূজা করিলে সেই ফল পাওয়া যায়। পূর্বোক্ত প্রকারে যথাবিধি পূজা করিলে সেই দিনেই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত মিলিত শ্রীহরিকে বৈষ্ণবগণ প্রত্যক্ষদর্শন করিতে পারেন।৪০৯-১০

কৃষ্ণাষ্টমী বা কৃষ্ণচতুর্দ্দশী দিবসে সায়ংসন্ধ্যা-সময়ে শ্রদ্ধা পূর্বক গোপালপুরুষবেশী পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে মল্লিকা, মালতী, কুন্দ, যূথিকা, কূটজ কেতক, কুর্চি, লোধ্র, কদম্ব, অর্জ্জুন, নাগকেশর, কর্ণিকার ( সোন্দাল ), কেয়াফুল, করবীর ও বিল্বপত্র দ্বারা পুরুষোত্তম "বিষ্ণবে পরমাত্মনে নমঃ" এই দশাক্ষরমন্ত্রে পূজা করিয়া "যে ত্রিংশতী" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৪১১-১৩

"শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা তুলসীপত্র দিয়া প্রতিমন্ত্রে অষ্টোত্তর শত পূজা করিবে। পূজান্তে

পূজয়িত্বাহথ হোমস্তু তিলৈঃ কৃষ্ণৈর্ঘৃতান্বিতৈঃ।
প্রত্যৃচং বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্জুহুয়াৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৪১৫
সমিদ্ভিঃ পিপ্পলৈশ্চাপি মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ চরুং পশ্চাদ্ ঘৃতপ্লুতম্ ॥৪১৬
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পৃষদাজ্যং শতং তথা।
গুড়োদনং সর্পিষাক্তং ভক্ষ্যাণি বিবিধানি চ ॥৪১৭
ক্ষীরান্নং শর্করোপেতং নৈবেদ্যঞ্চ সমর্পয়েৎ।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ স্বয়ং ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥৪১৮
এবমভ্যর্চ্য গোবিন্দং কৃষ্ণাষ্টম্যাং বিধানতঃ।
সর্বপাপবিনির্মুক্তো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৪১৯
দ্বয়োরপ্যনয়োঃ শ্রীশং কূর্মরূপং সমর্চ্চয়েৎ
সসাগরাং মহীং সর্বাং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪২০
অর্চয়েন্মূলমন্ত্রেণ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
অর্চয়িত্বা বিধানেন হবিষ্যং ব্যঞ্জনৈর্যুতম্ ॥৪২১
সুদীর্ঘযন্ত্রজান্ (?) সূপ-ঘৃতমিশ্রান্ নিবেদয়েৎ।
অহং পূর্বেতি সূক্তেন কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪২২
সহস্রং মূলমন্ত্রেণ পূজয়েত্তুলসীদলৈঃ।
তিলমিশ্রৈশ্চ পৃথুকৈর্জুহুয়াদ্ধব্যবাহনে ॥৪২৩
প্রযদ্ব ইতি সূক্তাভ্যাং নাসদাসীত্যনেন চ।
মন্ত্রেণাজ্যং সহস্রন্তু জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৪২৪
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ ভক্ত্যা বিশেষেণার্চ্চয়েদ্ গুরুম্।
কৌর্মে তু শতবর্ষস্তু সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ ॥৪২৫
অত্রাপ্যর্চনমত্রেণ তৎফলং সমবাপ্নুয়াৎ।
মধুশুক্লপ্রতিপদি কেশবং পূজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৪২৬
স্নাত্বা মধ্যাহ্নসময়ে করবীরৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
অগ্নিমীল ইত্যাদ্যেন প্রত্যৃচং কুসুমৈর্যজেৎ ॥৪২৭
মন্ত্ররত্নেন বাহভ্যর্চ্য চরু-পায়সহোমকৃৎ।
ঈলে দ্যাবেতি সূক্তেন যদিন্দ্রাগ্নীত্যনেন চ ॥৪২৮
বিষ্ণুসূক্তৈশ্চ জুহুয়াদ্ গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া।
অপূপান্ কটকাকারান্ শাল্যন্নং ঘৃতসংযুতম্ ॥৪২৯

বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা ঘৃতমিশ্রিত কৃষ্ণতিল দিয়া প্রতি মন্ত্রে হোম করিবে। অশ্বত্থ-সমিধের দ্বারা যথোক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শত হোম করিবে এবং কেশবাদি নাম উচ্চারণপূর্বক পশ্চাৎ ঘৃতপ্লুত চরু সমর্পণ করিবে। বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা দধিমিশ্রিত ঘৃত, ঘৃতপ্লুত গুড়োদন ও বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, চিনিসংযুক্ত দুগ্ধান্ন ও বহুবিধ নৈবেদ্য অর্পণ করিবে। বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইয়া স্বয়ং বাগ্‌যত হইয়া ভোজন করিবে।৪১৪-১৮

শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীদিনে এইরূপ বিধানে যথাবিধি শ্রীশ্রীগোবিন্দকে অর্চ্চনা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করা যায়।৪১৯

পুরুষসূক্ত ও শ্রীসূক্তমন্ত্রে কূর্ম্মরূপী লক্ষ্মীপতি শ্রীহরিকে পূজা করিবে। তাহাতে সসাগরা সমগ্র পৃথিবী লাভ করিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।৪২০

গন্ধ-পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা মূলমন্ত্রে যথাবিধি পূজা করিয়া ব্যঞ্জনযুক্ত হবিষ্য, সুদীর্ঘযন্ত্র হইতে উৎপন্ন সূপ ও ঘৃতমিশ্রিত অধিক পক্ক মিষ্টান্ন নিবেদন করিবে। পরে "অহং পূর্ব্ব" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৪২১-৪২২

মূলমন্ত্রের দ্বারা সহস্র তুলসীপত্রে পূজা করিয়া তিলমিশ্রিত পৃথুক অর্থাৎ চিপিটক দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। "প্রযদ্ব" ইত্যাদি সূক্ত দুইটি দ্বারা ও "নাসদাসীৎ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ সহস্র হোম করিবে। ভক্তিপূর্বক বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। শ্রীগুরুকে বিশেষভাবে পূজা করিবে। শতবৎসর কূর্ম্মরূপী শ্রীভগবানকে পূজা করিলে যে ফল পাওয়া যায়, পূর্বোক্ত বিধানে পূজা করিলে তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। বসন্তের শুক্ল প্রতিপদ্ তিথিতে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কেশবকে পূজা করিবেন। স্নান করিয়া মধ্যাহ্নসময়ে সুগন্ধি-করবীর-পুষ্প দ্বারা "অগ্নিমীলে পুরোহিত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রতি মন্ত্রে শ্রীবিষ্ণুপূজা করিবে।৪২৩-২৭

ঐরূপে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিয়া চরু ও পায়সান্ন-যোগে "ঈলে দ্যাবা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা, "যদিন্দ্রাগ্নী"

ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ।
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শক্ত্যা দক্ষিণাভিঃ
প্রপূজয়েৎ ॥৪৩০
সাগ্রং সংবৎসরং তত্র সম্যক্ সংপূজয়েদ্ধরিম্।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধাযুতং লভেৎ ॥৪৩১
তস্মিন্নবম্যাং শুক্লে তু নক্ষত্রেঽদিতিদৈবতে।
তত্র জাতো জগন্নাথো রাঘবঃ পুরুষোত্তমঃ ॥৪৩২
তস্মিন্নুপোষ্য মধ্যাহ্নে স্নাত্বা সন্ধ্যাং বিধানতঃ।
তর্পয়িত্বা পিতৄন্ দেবানর্চয়েদ্ রাঘবং হরিম্ ॥৪৩৩
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ গন্ধমাল্যানুলেপনৈঃ।
অভ্যর্চ্য জগতামীশং জপেন্মন্ত্রং সমাহিতঃ ॥
শান্তিং শাস্ত্রং পুরাণঞ্চ নাম্নাং বিষ্ণোঃ সহস্রকম্ ॥৪৩৪
পাবমানৈর্বিষ্ণুসূক্তৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
রামায়ণশতশ্লোক্যা দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ণবঃ ॥৪৩৫
সশর্করং পায়সান্নং কপিলাঘৃতসংযুতম্।
রম্ভাফলং পানকঞ্চ নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৪৩৬
পীতানি নাগপর্ণানি স্নিগ্ধপূগীফলানি চ।
কর্পূরেণ চ সংযুক্তং তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ ॥৪৩৭
দীপাম্নীরাজয়েদ্ভক্ত্যা নমস্কৃত্য পুনঃ পুনঃ।
প্রীতয়ে রঘুনাথস্য কুর্য্যাদ্দানানি শক্তিতঃ ॥৪৩৮
ষড়ক্ষরেণ সাহস্রং তিলৈর্বা পায়সেন বা।
কমলৈর্বিল্বপত্রৈর্বা ঘৃতেন জুহুয়াত্ততঃ ॥৪৩৯
অস্য বামেতি সূক্তেন সামিদ্ভিঃ পিপ্পলস্য তু।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥৪৪০
রাত্রৌ জাগরণং কুর্য্যাদ্ দ্বি-ত্রিযামং সমর্চয়েৎ।
প্রভাতে বিমলে চাপি ততো ভরতজন্মনি ॥৪৪১
তৃতীয়েঽহনি মধ্যাহ্নে সৌমিত্রের্জন্মবাসরে।
সানুজং জগতামীশমর্চয়েৎ পূর্ববদ্ দ্বিজঃ ॥৪৪২

ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বিষ্ণুগায়ত্রী ও পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম করিবে। পরে পিষ্টক, শালিধান্যের অন্ন ঘৃতসংযুক্ত করিয়া এবং বিবিধ ফল, নানা সুস্বাদু ভক্ষ্য ও ভোজ্যদ্রব্য শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিবে। ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়া যথাশক্তি দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে।৪২৮-৩০

পূর্ণ সংবৎসর পর্য্যন্ত শ্রীহরিকে সম্যগ্ভাবে পূজা করিবে। তাহা হইলে সমস্ত অভিলষিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইবে এবং অযুতসংখ্যক অশ্বমেধ-যজ্ঞের ফল লাভ করিবে। যে মধু (চৈত্র) মাসের শুক্ল নবমীতে অদিতি-দৈবত অর্থাৎ পুনর্বসু-নক্ষত্রে পুরুষোত্তম জগন্নাথ রঘুপতি রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন, সেইদিনে যথাযথ উপবাস করিয়া মধ্যাহ্নে স্নান করত যথাবিধি পিতৃগণের তর্পণ ও দেবতাদিগের পূজাপূর্বক শ্রীহরি রামচন্দ্রকে পূজা করিবে।৪৩১-৩৩

ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা এবং গন্ধ, পুষ্পমাল্যাদি অনুলেপন-দ্রব্য দ্বারা জগতের অধীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিয়া একাগ্র মনে তন্মন্ত্রের জপ করিবে। পরে শান্তি পাঠ করিয়া অন্য শাস্ত্র, পুরাণ ও শ্রীবিষ্ণুর সহস্রনাম পাঠ করিবে। পরে পাবমানী সূক্ত ও পুরুষসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। অনন্তর বৈষ্ণবভক্ত শতশ্লোকী রামায়ণ দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে নানাবিধ পুষ্প দান করিবে। চিনিসংযুক্ত পায়সান্ন কপিলধেনুর দুগ্ধজাত-ঘৃত মিশ্রিত করিয়া দান করিবে। রম্ভাফল ও পানীয় দ্রব্য এবং নানাবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করিবে।৪৩৪-৩৬

পীতবর্ণ নাগকেশর-পত্র, সুন্দর সুপারিফল ও কর্পূর সংযুক্ত তাম্বুল দান করিবে। ভক্তিপূর্বক দীপাবলী দ্বারা আরাত্রিক করিয়া প্রণাম করিবে। রঘুনাথ শ্রীরামচন্দ্রের প্রীতির জন্য যথাশক্তি নানাবিধ দানীয় দ্রব্য প্রদান করিবে।৪৩৭-৩৮

ষড়ক্ষর মন্ত্রে তিল বা পায়সান্নের দ্বারা পদ্ম বা বিল্বপত্র দিয়া ঘৃত-সহযোগে হোম করিবে। "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্তে অশ্বত্থ-সমিধ্ দ্বারা শ্রীহরির পার্ষদগণকে হোম করিয়া হোমশেষ ( পূর্ণহোম ) সমাপন করিবে। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া দ্বিপ্রহর বা তৃতীয় প্রহরে পূজা করিবে। নির্ম্মল প্রভাতকালে ভরতের জন্মসময়ে ও তৃতীয় দিন মধ্যাহ্নে লক্ষ্মণের জন্মদিনে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত বিধিতে জগদীশ্বর সানুজ শ্রীরামচন্দ্রকে পূজা করিবে।৪৩৯-৪২

পূজাং পুষ্পাঞ্জলিং হোমং জপং ব্রাহ্মণভোজনম্ ।
অবিচ্ছিন্নং তথা কুর্য্যাদগ্নিহোত্রং ত্রিবাসসম্ ॥৪৪৩
এবং ত্রিরাত্রং কুর্বীত রাঘবাণাং বিধানতঃ ।
মহোৎসবং জন্মভেষু প্রত্যব্দং চৈত্রমাসিকে ॥৪৪৪
চতুর্থেঽহ্নি তথা নদ্যাং কুর্য্যাদবভৃথং দ্বিজঃ ।
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ রামনামভিরেব চ ॥৪৪৫
চরিতং রঘুনাথস্য জপন্নবভৃথং চরেৎ ।
দেবান্ পিতৃংশ্চ সন্তর্প্য গৃহং গত্বাঽর্চ্চয়েৎ প্রভুম্ ॥৪৪৬
কুর্য্যাদবভৃথেষ্টিঞ্চ চরুণা পায়সেন বা ।
অস্য বামেতি সূক্তেন পরোমাত্রেত্যনেন চ ॥৪৪৭
প্রত্যৃচং জুহুয়াৎ পশ্চান্মন্ত্রেণ শতসংখ্যয়া ।
হুত্বা সমাপ্য হোমন্তু শেষং সম্প্রাশয়েচ্চরুম্ ॥৪৪৮
আচম্য পূজয়েদ্দেবং বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ।
স্বয়ং ভুঞ্জীত তদ্‌রাত্রাবধঃশায়ী সমাহিতঃ ॥৪৪৯

পূজা, পুষ্পাঞ্জলি, হোম, জপ, ব্রাহ্মণ-ভোজনাদি ও অগ্নিহোত্রক্রিয়া তিনদিন পর্য্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসবে যথাবিধি প্রতিবৎসর চৈত্রমাসে জন্মনক্ষত্রযুক্ত জন্ম তিথিতে তিনদিন মহোৎসব করিবে।৪৪৩-৪৪

চতুর্থদিনে নদীতে যজ্ঞান্ত-সাধ্য অবভৃথ-স্নান করিবে। পরে বৈষ্ণবসূক্তাদি বেদমন্ত্র দ্বারা এবং রামনামকীর্ত্তন দ্বারা রঘুনাথের চরিত্র পাঠ করত অবভৃথস্নান করিবে।

দেবতা ও পিতৃগণকে সন্তর্পিত করিয়া গৃহে গমন-পূর্বক পুনঃ জগৎপ্রভুর পূজা করিবে। "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা এবং "পরোমাত্রা" ইত্যাদি বেদমন্ত্রের দ্বারা চরু বা পায়সান্ন দিয়া অবভৃথ যাগ করিবে।৪৪৫-৪৭

উক্ত সূক্তাদির প্রতিমন্ত্র দিয়া শতসংখ্যক হোমান্তে হোম সমাপন করিয়া অবশিষ্ট চরু ভোজন করিবে। আচমন করিয়া দেবপূজা সমাপন করত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে এবং পরে স্বয়ং ভোজন করিয়া ঐ রাত্রিতে সংযতচিত্তে অধঃশায়ী হইয়া থাকিবে। ৪৪৮-৪৯

এবং দ্বাদশভিঃ পূজ্যশ্চৈত্রে নাবমিকে তথা ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি শ্বেতদ্বীপনিবাসিনম্ ॥৪৫০
সংপূজয়েদবাপ্নোতি তদেবাত্র সমশ্নুতে ।
যজ্ঞাযুতশতং লব্ধ্বা বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥৪৫১
তস্যৈব পৌর্ণমাস্যাঞ্চ শীতাংশোরুদয়ে তথা ।
স্নাত্বা সংপূজয়েদ্দেবং মাধবং রময়া সহ ॥৪৫২
শুদ্ধজাম্বূনদপ্রখ্যং কন্দর্পশতসন্নিভম্ ।
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনং বিমলে হেমপঙ্কজে ॥৪৫৩
চন্দনেন সুগন্ধেন করবীরাব্জ-পঙ্কজৈঃ ।
কর্পূর-কুঙ্কুমোপেতচন্দনেন চ পূজয়েৎ ॥৪৫৪
তন্মন্ত্র-মন্ত্ররত্নাভ্যাং মাধবং বিধিনা যজেৎ ।
মণ্ডকান্ ক্ষীরসংযুক্তান্ শাল্যন্নং ঘৃতসংযুতম্ ॥৪৫৫
কৃষ্ণরম্ভাফলৈর্জুষ্টং নৈবেদ্যং বিনিবেদয়েৎ ।
অস জীবস্ব ইত্যাদি ষট্ সূক্তৈঃ কুসুমৈর্যজেৎ ॥৪৫৬

এইরূপে চৈত্রমাসের শুক্লনবমী হইতে দ্বাদশদিন রামচন্দ্রের পূজা করিবে। শ্বেতদ্বীপবাসী দেবকে ষাট্ হাজার বৎসর পূজা করিলে যে ফল হয়, ইহা করিলে সেই ফল ঐ দ্বাদশদিনেই প্রাপ্ত হইবে এবং শত অযুত সংখ্যক যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানিত হইবে।৪৫০-৫১

ঐরূপভাবে ঐ পৌর্ণমাসীতে চন্দ্রের উদয়কালে স্নান করিয়া লক্ষ্মীসহ সমাসীন মাধবকে ( বিষ্ণুকে ) পূজা করিবে।৪৫২

উজ্জ্বল স্বর্ণপদ্মের উপরে লক্ষ্মীদেবীর সহিত একত্র উপবিষ্ট অত্যুজ্জ্বল বিশুদ্ধস্বর্ণবর্ণ, শতকন্দর্প ( মদন )-তুল্যকান্তিবিশিষ্ট শ্রীহরিকে সুগন্ধ চন্দনাম্বুলিপ্ত করবীর, পদ্ম, উৎপল, কর্পূর ও কুঙ্কুমমিশ্রিত চন্দন দ্বারা পূজা করিবে।৪৫৩-৫৪

বিষ্ণুমন্ত্র ও পূর্বোক্ত মন্ত্ররত্ন দ্বারা যথাবিধি বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পরে ক্ষীরসংযুক্ত মণ্ডক, ঘৃতযুক্ত শালি-তণ্ডুলের অন্ন, কৃষ্ণবর্ণ রম্ভা ও নানাবিধ ফল-রচিত নৈবেদ্য নিবেদন করিবে। "অস্য জীবস্য" ইত্যাদি ছয়টি সূক্ত দ্বারা ফুল দিয়া পূজা করিবে।৪৫৫-৫৬

মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
সংপূজ্য হোমং কুর্বীত সাজ্যেন চরুণা ততঃ ॥৪৫৭
বিহীভোতোরিত্যেতেন সূক্তেন প্রত্যৃচং দ্বিজঃ।
কমলৈর্বিল্বপত্রৈর্বা মন্ত্রেণাষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪৫৮
হুত্বাহথ পৌরুষং সূক্তং শ্রীসূক্তং জুহুয়াদ্ দ্বিজঃ।
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা বৈষ্ণবান্ যোজয়েত্ততঃ ॥৪৫৯
হুতশেষং স্বয়ং ভুক্ত্বা ভূমৌ স্বপ্যাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং মাধব্যাং মধুসূদনঃ ॥৪৬০
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হরিসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
বৈশাখ্যাং পৌর্ণমাস্যান্তু মধ্যাহ্নে পুরুষোত্তমম্ ॥৪৬১
অর্চ্চয়েদ্ রক্তকমলৈরুৎপলৈঃ পাটলৈরপি।
হ্রীবের-করবীরৈশ্চ গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৪৬২
দধ্যন্নং ফলসংযুক্তং পায়সঞ্চ নিবেদয়েৎ।
প্রত্যৃচং চেদ্দিবং সূক্তৈঃ প্রত্যৃচং জুহুয়াত্ততঃ ॥৪৬৩

বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতসংখ্যক সরস তুলসী পত্র দিয়া পূজা করিয়া ঘৃতমিশ্রিত চরুর দ্বারা হোম করিবে।৪৫৭

"বিহীভোতো" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ব্রাহ্মণ প্রতি মন্ত্রে পদ্ম বা বিল্বপত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। পরে পুরুষসূক্ত বা শ্রীসূক্ত দ্বারা হোম করিবে।৪৫৮

শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম দ্বারা স্তব করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। নিজে হুতাবশিষ্ট ভোজন করিয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে। বৈশাখমাসে দেবদেব শ্রীমধুসূদনকে উক্তরূপে পূজা করিয়া সাধক সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া শ্রীহরির সাযুজ্য লাভ করে।৪৫৯-৬০

বৈশাখমাসের পূর্ণিমা-তিথিতে মধ্যাহ্নে পুরুষোত্তম শ্রীবিষ্ণুকে রক্তপদ্ম, উৎপল, পাটলপুষ্প, জবা ও করবী পুষ্পদ্বারা বিষ্ণুগায়ত্রী যোগে পূজা করিবে। পরে দধিমিশ্রিত অন্ন, নানা ফল ও পায়সান্ন নিবেদন করিবে এবং ঐ পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্রে হোম করিবে।৪৬১-৬৩

"সৌরাষ্ট্রে" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা দীপাবলি সাহায্যে আরাত্রিক করিবে। যথাশক্তি ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া শ্রীগুরুর পূজা করিবে।৪৬৪

সৌরাষ্ট্রে দ্রেতি সূক্তেন দীপৈর্নীরজয়েত্ততঃ।
শক্ত্যা বিপ্রান্ ভোজয়িত্বা পূজয়েদ্দেশিকং তথা॥৪৬৪
তস্মিন্ সম্পূজিতো দেবঃ প্রত্যক্ষস্তৎক্ষণাদ্ভবেৎ।
শয়নে ভোজয়েদ্ বিষ্ণুং পূজয়েচ্ছ্রদ্ধয়াহন্বিতঃ ॥৪৬৫
কুশ-প্রসূন-দূর্বাগ্র-পুণ্ডরীক-কদম্বকৈঃ।
মূলমন্ত্রেণ শ্রীবিষ্ণুং গায়ত্র্যা চ সমর্চ্চয়েৎ ॥৪৬৬
সত্যেনোত্তমসূক্তেন ঋষিঃ পুষ্পাঞ্জলিং যজেৎ।
মন্ত্রেণাষ্টোত্তরশতং তুলসীপল্লবৈস্তথা ॥৪৬৭
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত বিষ্ণুসূক্তৈঃ সুপায়সম্।
মন্ত্ররত্নেন জুহুয়াদাজ্যমষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪৬৮
সশর্করং পায়সান্নমপূপং বিনিবেদয়েৎ।
বিশ্বজিতেতি সূক্তেন কুর্য্যান্নীরাজনং ততঃ ॥৪৬৯
ভোজয়েদ্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ পূজয়েচ্চ বিশেষতঃ।
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়মেধাযুতং লভেৎ ॥৪৭০

পূর্বোক্তরূপে শ্রীমধুসূদনদেবকে পূজা করিলে তিনি প্রত্যক্ষ হইয়া দর্শন দিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর শয়নকালে শ্রদ্ধা সমন্বিত হইয়া তাঁহার পূজা করত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।৪৬৫

মূলমন্ত্র দ্বারা কুশ, পুষ্প, দূর্বা ও পদ্মসমূহ দ্বারা গায়ত্রী মন্ত্রসহকারে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। "সত্যেন" ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ সূক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। এবং অষ্টোত্তর শতসংখ্যক তুলসী পত্র দিয়া বিষ্ণুমন্ত্রে পূজা করিবে।৪৬৬-৬৭

পুরুষসূক্ত দ্বারা পায়সান্নে হোম করিবে এবং মন্ত্ররত্ন দ্বারা অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। চিনি সংযুক্ত পায়সান্ন ও পিষ্টক নিবেদন করিবে। তারপর "বিশ্বজিতা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৪৬৮-৬৯

বিশেষভাবে পূজা করত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। তাহাতে সর্বাভীষ্ট লাভ করিয়া অযুত অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে।৪৭০

রোহিণীনক্ষত্রের অধিপতি ব্রহ্মা। ব্রহ্মার অন্য নাম প্রজাপতি। সুতরাং প্রজাপতির নক্ষত্র রোহিণী নক্ষত্র। অতএব প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্ত শব্দের অর্থ রোহিণী-

প্রাজাপত্যর্ক্ষসংযুক্ত্যা নভঃকৃষ্ণাষ্টমী যদা
নভবস্যৈব ভবেৎ সা তু জয়ন্তী পরিকীর্তিতা ॥৪৭১
তস্যাং জাতো জগন্নাথঃ কেশবঃ কংসমর্দনঃ।
তস্মিন্নুপোষ্য বিধিবৎ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৪৭২
অষ্টমী-রোহিণীযোগো মুহূর্তে বা দিবানিশম্।
মুখ্যকাল ইতি খ্যাতস্তত্র জাতঃ স্বয়ং হরিঃ।
মাসদ্বয়ং যদ্যলাভে যোগে তস্মিন্ দিবানিশি ॥৪৭৩
নবমীরোহিণীযোগঃ কর্তব্যো বৈষ্ণবৈর্দ্বিজৈঃ।
রাত্রিযোগস্তু বলবান্ তস্যাং জাতো জনার্দনঃ ॥৪৭৪
তিলেন বৈ ভবান্তে চ পারণা যত্র চোচ্যতে।
যামত্রয়বিযুক্তায়াং প্রাতরেব হি পারণা ॥৪৭৫
পূর্বেদ্যুর্নিয়মং কুর্য্যাদ্দন্তধাবনপূর্বকম্।
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়েৎ কৃষ্ণমব্যয়ম্ ॥৪৭৬
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ বালকৃষ্ণতনুং হরিম্।
সুকৃষ্ণতুলসীপত্রৈরর্চয়েচ্ছ্রদ্ধয়াহন্বিতঃ ॥৪৭৭
দুগ্ধং ক্ষীরং শর্করাঞ্চ নবনীতং নিবেদয়েৎ।
সহস্রমযুতং বাহপি জপেন্মন্ত্রং ষড়ক্ষরম্ ॥৪৭৮
গবাজ্যং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ কৃষ্ণমন্ত্রেণ পায়সম্।
সহস্রং শতবারং বা প্রত্যৃচং বিষ্ণুসূক্তকৈঃ ॥৪৭৯
হুত্বা সুগন্ধিপুষ্পাণি তৈরেব চ সমর্চয়েৎ।
সহস্রনাম্নাং গীতানাং পঠনং গুরুপূজনম্ ॥৪৮০
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা হুতশেষং সকৃৎ স্বয়ম্।
ভুক্ত্বা কুশোত্তরে স্বপ্যাদ্ভুমৌ নিয়মবান্ শুচিঃ ॥৪৮১
পরেহহ্ন্যুপোষ্য বিধিবৎ স্নাত্বা নদ্যাং বিধানতঃ।
তর্পয়িত্বা জগন্নাথং পিতৄন্ দেবাংশ্চ তর্পয়েৎ ॥৪৮২
পূর্ববৎ পূজয়িত্বেশং জপহোমাদিকং চরেৎ ॥৪৮৩

নক্ষত্র-সংযুক্তা, ঐ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দেহ পরিগ্রহ হয়। কাজেই ঐ তিথি কৃষ্ণজয়ন্তীনামে বিখ্যাত।৪৭১

ঐ তিথিতে কংসনাশন ভগবান্ জগন্নাথ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া ঐ দিন যথাবিধি উপবাস করিলে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়।৪৭২

দিবারাত্রিতে যে মুহূর্তে রোহিণীসংযুক্ত অষ্টমী লাভ হয়, তাহাই মুখ্যকাল; তখনই শ্রীভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন। সৌর শ্রাবণ ও ভাদ্র এই দুইমাসেও রোহিণী-যুক্ত অষ্টমী প্রাপ্ত না হইলে চান্দ্রভাদ্রের রাত্রিতে যখনই যোগ হইবে, তখনই ভগবান্ জন্মগ্রহণ করেন।৪৭৩

বৈষ্ণবব্রাহ্মণগণ রোহিণীনক্ষত্রযুক্ত নবমীতেই উপবাস করিবে। রাত্রিতে সংযোগ হইলে তাহাই বলবান্ শ্রেষ্ঠ যোগ, কারণ ভগবান্ রাত্রিতেই রোহিণী-যুক্ত তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৪৭৪

উপবাসের পর তিলের দ্বারা পারণের বিধি যেস্থলে বিহিত আছে, সেস্থলে রাত্রির তিনপ্রহর অতীত হইলে অর্থাৎ প্রাতঃকালেই ঐ পারণের বিধি জানিবে।৪৭৫

উপবাসের পূর্বদিন সংযম করিয়া দন্তধাবন করত প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নানপূর্বক অবিনাশী নিত্যস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিবে। ষড়ক্ষর মন্ত্র দ্বারা বাল-কৃষ্ণশরীরধারী শ্রীহরিকে সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ তুলসীপত্র দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করিবে।৪৭৬-৭৭

দুগ্ধ, ক্ষীর, চিনি ও নবনীত নিবেদন করিবে। সহস্র বা দশসহস্র ষড়ক্ষর মন্ত্র জপ করিবে।৪৭৮

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র দ্বারা গব্যঘৃতসংযুক্ত পায়স অগ্নিতে আহুতি দিবে। পুরুষসূক্তের প্রতিমন্ত্র দিয়া সহস্র অথবা শতবার আহুতি দিবে।৪৭৯

সুগন্ধি-পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিয়া ঐ সুগন্ধি-পুষ্পই আহুতি দিবে। বিষ্ণুর সহস্রনাম ও গীতা পাঠ করিবে গুরুপূজা করিবে।৪৮০

যথাশক্তি বৈষ্ণব-ভোজন করাইয়া হবনের অবশিষ্ট স্বয়ং একবার ভোজন করিয়া সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ভূমিতে কুশশয্যায় পবিত্রভাবে শয়ন করিবে।৪৮১

পরদিন উপবাস করিয়া নদীতে যথাবিধি স্নান করত শ্রীশ্রীজগন্নাথের পূজা ও তর্পণ করিয়া পিতৃগণ ও দেবতাগণকে তর্পণ করিবে।৪৮২

পূর্বোক্ত নিয়মে দেবদেবকে পূজা করিয়া জপ ও হোমাদি কর্ম্মসমূহ করিবে। অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ঐ পূজাদি ব্যাপারে কথা দ্বারাও অর্চ্চিত বা সম্মানিত

অবৈষ্ণবং দ্বিজং তস্মিন্ বাঙ্মাত্রেণাপি নার্চ্চয়েৎ।
পুরাণাদিপ্রপাঠেন রাত্রৌ জাগরণং চরেৎ ॥৪৮৪
শীতাংশাবুদিতে স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরঃ শুচিঃ।
নবো নবো ভবতীত্যচাহর্ঘ্যং বিনিবেদয়েৎ ॥৪৮৫
অর্চয়েন্মাতুরুৎসঙ্গে স্থিতং কৃষ্ণং সনাতনম্।
তুলসীগন্ধপুষ্পৈশ্চ কস্তুরীচন্দ্রচন্দনৈঃ ॥৪৮৬
ষড়ক্ষরেণ মন্ত্রেণ ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ধরিম্।
বসুদেবং নন্দগোপং বলভদ্রঞ্চ রোহিণীম্ ॥৪৮৭
যশোদাঞ্চ সুভদ্রাঞ্চ মায়াং দিক্ষু প্রপূজয়েৎ।
প্রহ্লাদাদীন্ বৈষ্ণবাংশ্চ তথা লোকেশ্বরানপি ॥৪৮৮
ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ সমর্পয়েৎ।
অনূনমিতি সূক্তেন ভক্ত্যা নীরাজনং তথা ॥৪৮৯
শন্ন ইত্যাদি সূক্তৈশ্চ দদ্যাৎ পুষ্পাণি বৈষ্ণবঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৪৯০

করিবে না। রাত্রিতে জাগরণ করিয়া পুরাণাদি পাঠ করত কাল অতিবাহিত করিবে।৪৮৩-৮৪

চন্দ্র উদিত হইলে স্নান করিয়া পবিত্র শুক্লবস্ত্র ধারণ করত পবিত্র হইয়া "নবো নবো ভবতি" ইত্যাদি বেদ মন্ত্রের দ্বারা অর্ঘ্যদান করিবে।৪৮৫

মাতা দেবকীর অঙ্কে সংস্থিত ভগবান্ সনাতন শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তা করিয়া তুলসী, গন্ধপুষ্প, কস্তুরী, কর্পূর ও চন্দন প্রভৃতি দ্বারা ভক্তিপূর্বক ষড়ক্ষর মন্ত্রে শ্রীহরিকে পূজা করিবে। ঐ সঙ্গে বসুদেব, নন্দগোপ, বলরাম, রোহিণী, যশোদা, সুভদ্রা ও মায়া চতুর্দ্দিকে অবস্থিত আছেন এইরূপ চিন্তা করিয়া পূজা করিবে। আরও প্রহ্লাদাদি বৈষ্ণবগণকে ও লোকপালদিগকে পূজা করিয়া ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও তাম্বুল প্রদান করিবে। "অনূনং" ইত্যাদি সূক্ত-মন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে আরাত্রিক করিবে।৪৮৬-৮৯

"শন্নঃ" ইত্যাদি সূক্ত মন্ত্র দ্বারা বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পুষ্পদান করিবে। এবং দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা ভগবান্ পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে।৪৯০

সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা শয্যায়াং বিনিবেশয়েৎ।
গীতং নৃত্যঞ্চ বাদ্যঞ্চ যথাশক্ত্যা চ কারয়েৎ ॥৪৯১
ততঃ প্রভাতসময়ে সন্ধ্যামন্বাস্য বৈষ্ণবঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ তুলসীচন্দনাদিভিঃ ॥৪৯২
সম্পূজ্য বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
মন্ত্রেণ জুহুয়াদাজ্যং সহস্রং হব্যবাহনে ॥৪৯৩
মমাগ্র ইতি সূক্তাভ্যাং জুহুয়াৎ পায়সং ততঃ।
পরো মাত্রেতি সূক্তেন চরুং তিলবিমিশ্রিতম্ ॥৪৯৪
সর্বৈশ্চ ভগবন্মন্ত্রৈরেকৈকামাহুতিং যজেৎ।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ তথা সঙ্কর্ষণাদিভিঃ ॥৪৯৫
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
ততো মঙ্গলবাদিত্রৈর্যানৈর্যোক্তৈশ্চ চামরৈঃ ॥৪৯৬
লাজৈর্হরিদ্রাচূর্ণৈশ্চ গন্ধৈঃ পুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
মুদা বিকীরয়ন্ সর্বে বাল-বৃদ্ধাশ্চ মধ্যমাঃ ॥৪৯৭

সহস্রনামের দ্বারা স্তব করিয়া তাহাকে শয্যাতে শয়ন করাইবে। যথাশক্তি নৃত্য গীত ও বাদ্য করাইবে। তারপর বৈষ্ণব প্রভাতকালে সন্ধ্যোপাসনা করত দশাক্ষর মন্ত্রে তুলসী-চন্দনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে যথোক্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে সহস্র ঘৃতাহুতি দান করিবে।৪৯১-৯৩

"মমাগ্রে" ইত্যাদি সূক্ত দুইটি দ্বারা পায়সান্নের হোম করিবে। "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা তিলমিশ্রিত চরুসহযোগে শ্রীভগবানের মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক এক একটি আহুতি দান করিবে। কেশবাদি নামদ্বারা ও সঙ্কর্ষণাদি নামদ্বারা বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌বর্গের হোম করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করিবে। তারপর মঙ্গলগায়ক, যান, চামর, বাহন, লাজ ( খৈ ), হরিদ্রাচূর্ণ, গন্ধ সুগন্ধিপুষ্প সানন্দে বিকীর্ণ করিতে করিতে শ্রীহরিকে নিয়া বালক, বৃদ্ধ, মধ্যবয়স্ক, পতিদিগের সহিত নারীগণ এবং সুবাসিনী রমণীসকলকে পাল্কীতে আরোহণ করাইয়া কর্দ্দমশূন্য মনোরম নদীতে অথবা মনোহর তড়াগে কিংবা হিংস্র জলজন্তু, শৈবাল ও জলৌকাদি শূন্য জলাশয়ে গমন করিবে। তথায় পবিত্র

নার্য্যশ্চ রমণৈঃ সার্দ্ধং সুবাসিন্যশ্চ যোষিতঃ।
আরোপ্য শিবিকায়াস্তু দেবকীনন্দনং হরিম্ ॥৪৯৮
অকর্দমাং নদীং রম্যাং তড়াগং বা মনোহরম্।
গচ্ছেয়ুর্গ্রাহ-শৈবাল-জলৌকাদিবিবর্জ্জিতম্ ॥৪৯৯
কুর্য্যাদবভৃথং তত্র পাবমান্যৈঃ পবিত্রকৈঃ।
বিষ্ণুসূক্তৈশ্চ সুস্নাত্বা দেবান্ পিতৃংশ্চ তর্পয়েৎ ॥৫০০
বিচিত্রাণি চ ভক্ষ্যাণি দত্ত্বাত্তত্র শুভান্বিতঃ।
গৃহং গত্বা তথৈবেশং পূর্ববৎ পূজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৫০১
ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
হিরণ্য-বস্ত্রাভরণৈরাচার্য্যং পূজয়েত্তু সঃ ॥৫০২
স্বয়ঞ্চ পারণং কুর্য্যাৎ পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ।
সায়াহ্নে সমনুপ্রাপ্তে দোলায়ামর্চয়েদ্ধরিম্ ॥৫০৩
চতুঃস্তম্ভাং চতুর্ধামবিতানাদ্যৈরলঙ্কৃতাম্।
ধূপৈর্দীপৈশ্চৈব রম্যাং দোলাং সম্পূজয়েদ্ দ্বিজঃ॥৫০৪
স্তম্ভেষু বেদান্ মন্ত্রাংশ্চ ধামস্বভ্যর্চ্য কচ্ছপম্।
পাদেষ্বাশাগজান্ পীঠে সপ্তচ্ছন্দাংসি চান্তরে ॥৫০৫
প্রণবঞ্চাতপত্রে তু শেষং কেতৌ খগেশ্বরম্।
ইতিহাস-পুরাণানি সর্বতঃ পরিপূজয়েৎ ॥৫০৬
তস্যাং নিবেশ্য দোলায়াং বাসুদেবং শ্রিয়ঃ পতিম্।
উপচারৈরর্চয়িত্বা শনৈর্দোলাঞ্চ দোলয়েৎ ॥৫০৭
বেদাদ্যৈর্ব্রহ্মণস্পত্যৈঃ সূক্তৈরঙ্গৈর্দ্বিজোত্তমঃ।
সামগানৈঃ প্রবন্ধৈশ্চ গায়ন্ কৃষ্ণং জগদ্গুরুম্ ॥৫০৮
সুবাসিন্যো দোলয়িত্বা বৈষ্ণবান্ পূজয়েত্ততঃ।
এবং সংপূজ্য দেবেশং পাপৈর্মুক্তো হরিং
ব্রজেৎ ॥৫০৯
দোলায়াং দর্শনং বিষ্ণোর্মহাপাতকনাশনম্।
কোটিযাগানুজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৫১০
শিব-ব্রহ্মাদয়ো দেবা নারদাদ্যা মহর্ষয়ঃ।
দোলায়াং দর্শনার্থং বৈ প্রয়াস্ত্যনুচরৈঃ সহ ॥৫১১
গন্ধর্বাপ্সরসঃ সর্বা বিমানস্থাঃ সকিন্নরাঃ।
গায়ন্তি সামগানৈশ্চ দোলায়ামর্চিতং হরিম্ ॥৫১২

---

দ্বারা পাবমানী সূক্ত ও অন্যান্য সূক্তমন্ত্র দ্বারা উত্তমরূপে অবভৃথ-স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃপুরুষকে তর্পণ করিবে।৪৯৫-৫০০

তারপর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্মণ নানা বিচিত্র ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিয়া গৃহে গিয়া পূর্বোক্ত বিধিমতে শ্রীহরিকে পূজা করিবে।৫০১

তারপর ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। সুবর্ণ, বস্ত্র ও আভরণাদির দ্বারা আচার্য্যকে পূজা করিবে।৫০২

নিজে পুত্র পৌত্রাদির সহিত পারণ করিবে। সায়াহ্নকাল উপস্থিত হইলে দোলাতে আরোহণ করাইয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে।৫০৩

ঐ দোলাটি চারিটি স্তম্ভ বিশিষ্ট চন্দ্রাতপাদি দ্বারা সুশোভিত চারিটি গৃহযুক্ত হইবে। ঐ মনোহর দোলাকেও ধূপ দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে।৫০৪

দোলার স্তম্ভে বেদ ও মন্ত্রদিগকে গৃহে কচ্ছপ-রূপধারী বিষ্ণুকে পূজা করিবে। পায়াগুলিতে দিগ্‌গজ-দিগকে ও পীঠে সপ্তসংখ্যক ছন্দঃকে ও অন্তিমশয্যায় প্রণবকে, ছত্রে অনন্তদেবকে এবং পতাকাতে খগপতি গরুড়কে পূজা করিবে এবং চারিপার্শ্বে ইতিহাস ও পুরাণসমূহকে পূজা করিবে।৪৯৪-৫০৬

ঐ দোলাতে লক্ষ্মীপতি বাসুদেবকে সংস্থাপিত করিয়া নানাবিধ উপচার দ্বারা পূজা করত ধীরে ধীরে দোলাকে দোল দিবে।৫০৭

ব্রাহ্মণোত্তম ব্রহ্মণস্পত্য সূক্ত, বেদ ও বেদাঙ্গ দ্বারা এবং সামগান ও নানারূপ তালমানাদি কার্য্যদ্বারা জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণের গান করিবে। সুবাসিনী রমণীগণ দোলাকে দোল দিবে। পরে বৈষ্ণবদিগকে ভোজনাদি দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপে দেবেশ্বরকে পূজা করিলে সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীহরিকে লাভ করিবে। দোলাতে শ্রীবিষ্ণুর দর্শনই মহাপাপ বিনষ্ট করে ও কোটিকোটি যজ্ঞের ফল লাভ করে,—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫০৮-১০

শিব ও ব্রহ্মাদি দেবগণ, নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণ

গবাজ্যসংযুতৈর্দীপৈর্ভক্ত্যা নীরাজনং চরেৎ।
মরুত্ত্ব ইন্দ্রসূক্তেন মঙ্গলাশীভিরেব চ ॥৫১৩
তাম্বূল-ফলপুষ্পাদ্যৈর্বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
আশিষো বাচনং কৃত্বা নমস্কৃত্বা বিসর্জয়েৎ ॥৫১৪
এবং সংপূজ্য দেবেশং জয়ন্ত্যাং মধুসূদনম্।
সর্বাংল্লোকান্ জপেত্ত্বাশু যাতি বিষ্ণোঃ
পরং পদম্ ॥৫১৫
মাসি ভাদ্রপদে শুক্লে দ্বাদশ্যাং বিষ্ণুদৈবতে।
আদিত্যামুদভূদ্ বিষ্ণুরুপেন্দ্রো বামনোঽব্যয়ঃ ॥৫১৬
তস্যাং স্নানোপবাসাদ্যমক্ষয্যং পরিকীর্তিতম্।
শ্রীকৃষ্ণজন্মবৎ সর্বং কুর্য্যাদত্রাপি বৈষ্ণবঃ ॥৫১৭
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ ॥৫১৮

মাঘমাসে তু সপ্তম্যা মুদিতে চৈব ভাস্করে।
স্নাত্বা নদ্যাং বিধানেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥৫১৯
রক্তৈশ্চ করবীরৈশ্চ কুমুদেন্দীবরাদিভিঃ।
মন্ত্ররত্নেনার্চয়িত্বা পায়সান্নং নিবেদয়েৎ ॥৫২০
যতশ্চ গোপা ইত্যাদি দশ সূক্তান্যনুক্রমাৎ।
পুষ্পাণি দদ্যাদ্ভক্ত্যা বৈ প্রত্যৃচং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৫২১
সহস্রং শতবারং বা মন্ত্রেণাপি যজেত্ততঃ।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত তিলৈঃ কৃষ্ণৈঃ সশর্করৈঃ ॥৫২২
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ মন্ত্রৈরত্নেন মন্ত্রবিৎ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা শেষং কর্ম্ম সমাচরেৎ ॥৫২৩
নীরাজনং ততো দদ্যাদয়ং গৌরিত্যনেন তু।
ইতি বা ইতি সূক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্ ॥৫২৪

দোলাতে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিবার জন্য অনুচরের সহিত গমন করেন।৫১১

গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণ সমস্ত কিন্নরগণ-সহ বিমানচারী হইয়া সামগান দ্বারা দোলাতে পূজিত শ্রীহরিকে প্রমুদিত করেন।৫১২

গব্যঘৃতের দ্বারা প্রজ্বালিত দীপাবলি দিয়া শ্রীহরিকে আরাত্রিক করিবে। তখন "মরুত্ত্ব" এই ইন্দ্রসূক্ত পাঠ এবং মঙ্গলময় আশীর্বচন-পাঠ দ্বারা নীরাজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে।৫১৩

পরে তাম্বুল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা বৈষ্ণবদিগকে পূজা ও ভোজন করাইয়া আশীর্বচন দ্বারা নমস্কারপূর্বক বিদায় দিবে।৫১৪

এইরূপে জয়ন্তী উপলক্ষ্যে দেবদেব শ্রীমধুসূদনকে তৎকালে পূজা করিলে শীঘ্র সমস্তলোক জয় কারক শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে গমন করিতে পারা যায়।৫১৫

ভাদ্রমাসে শুক্লদ্বাদশীতে বিষ্ণুদৈবত ও অদিতি-দৈবত পুনর্বসু-নক্ষত্রে উপেন্দ্র সনাতন বামনদেব আবির্ভূত হন (ঐদিনে শ্রীহরির পার্শ্বপরিবর্ত্তন হয়। সেইজন্য ঐ দিনে বামনদেবের পূজা প্রশস্ত)। ঐ দিনে স্নান ও উপবাসাদি কর্ম্ম অক্ষয়ফলদায়ক বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনের ন্যায় ঐদিনেও সমস্ত পূজাদি কর্ম্ম সম্পন্ন করিবেন।৫১৬-১৭

ইহাতে সর্বাভিলাষ সিদ্ধ হইয়া বিষ্ণুর সাযুজ্য লাভ করিবে। মাঘমাসের সপ্তমীতিথিতে সূর্য্যোদয় হইলে নদীতে স্নান করিয়া পুরুষোত্তম হরিকে যথাবিধি পূজা করিবে।৫১৮-১৯

রক্ত-করবী, কুমুদ (নলিনী), ইন্দীবর (পদ্ম) প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া শ্রীহরিকে পূজা করত পায়সান্ন নিবেদন করিবে।৫২০

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ভক্তিসহকারে "যতশ্চ গোপা" ইত্যাদি দশসংখ্যক সূক্তগুলি পাঠ করিয়া যথাক্রমে প্রতিমন্ত্রে পুষ্পদান করিবে।৫২১

সহস্রবার বা শতবার ঐ মন্ত্র দ্বারা পূজা করিবে। পরে শর্করা-সমন্বিত কৃষ্ণতিলের দ্বারা হোম করিবে। মন্ত্রতত্ত্বার্থবিৎ বৈষ্ণবগণ মন্ত্ররত্ন ও বেদোক্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌গণকে আহুতি দিয়া অবশিষ্ট কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবে। পরে "অয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নীরাজন (আরাত্রিক) করিবে। "ইতি বা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা জনার্দ্দন শ্রীহরিকে উপস্থান করিবে।৫২২-২৪

সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
গুরুং সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা ভুঞ্জীত তদ্ধবিঃ সকৃৎ ॥৫২৫
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী জপেদ্ রাত্রৌ সমাহিতঃ।
এবং সম্পূজ্য দেবেশং তস্মিন্নহনি বৈষ্ণবঃ ॥৫২৬
ত্রিকোটিকুলমুদ্ধৃত্য বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ।
দ্বাদশ্যামপি তস্যাং বৈ যজ্ঞবারাহমচ্যুতম্ ॥৫২৭
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পুষ্পয়েৎ প্রযতাত্মবান্।
মহিষাখ্যং ঘৃতাক্তং বৈ ধূপং দদ্যাৎ প্রযত্নতঃ ॥৫২৮
দদ্যাদষ্টাঙ্গদীপঞ্চ গবাজ্যেন চ বৈষ্ণবঃ।
স শর্করাজ্যং সূপান্নং মোদকান্ সুকৃসরং তথা ॥৫২৯
ইক্ষুদণ্ডানি রম্যাণি ফলানি চ নিবেদয়েৎ।
প্র তে মহীতি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাণি ভক্তিমান্॥৫৩০
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈশ্চরুণা পায়সেন বা।
মধুসূক্তেন হোতব্যং গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৫৩১
আজ্যেন বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ ত্রিশতং ত্রিভিরেব তু।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥৫৩২

পরে সহস্রনাম দ্বারা স্তব করিয়া বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। ভক্তিপূর্বক শ্রীগুরুকে পূজা করিয়া ঐ হোমাবশিষ্ট হবিঃ একবার স্বয়ং ভোজন করিবে।৫২৫

ঐ রাত্রিতে ব্রহ্মচর্য্য-নিয়মে ভূমিশায়ী হইয়া একাগ্রমনে কাল অতিবাহিত করিবে। এইরূপে দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া ঐ দিনেই ত্রিকোটিকুল উদ্ধার পূর্বক বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হইবে। ঐ দ্বাদশীতিথিতে ও যজ্ঞবরাহ অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুকে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা সংযতচিত্তে পূজা করিবে। মাহিষ-ঘৃতপ্লুত ধূপ যত্নপূর্বক দান করিবে।৫২৬-২৮

গব্যঘৃত দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া অষ্টাঙ্গদীপ দান করিবে। পরে চিনি ও ঘৃতযুক্ত সুপান্ন, মোদক খিচুড়ি, ইক্ষুদণ্ড ও মনোহর ফলসকল নিবেদন করিবে। "প্র তে মহী" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পসকল দান করিবে।৫২৯-৩০

সমস্ত বিষ্ণুভক্ত দ্বারা চরু বা পায়স দিয়া বিষ্ণুগায়ত্রী সহকারে মধুসংযুক্ত করিয়া হোম করিবে। বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা ঘৃতযোগে শ্রীবিষ্ণুর তিনশত তিনজন পরিষদকে হোম করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করিবে।৫৩১-৩২

ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ ভক্ত্যা গুরুং চাপি প্রপূজয়েৎ।
সর্বযজ্ঞেষু যৎপুণ্যং সর্বদানেষু যৎফলম্ ॥৫৩৩
তৎফলং লভতে মর্ত্যো বিষ্ণুসাযুজ্যমাপ্নুয়াৎ।
কোদণ্ডস্থে দিনকরে তস্মিন্ মাসি নিরন্তরম্ ॥৫৩৪
অরুণোদয়বেলায়াং প্রাতঃস্নানং সমাচরেৎ।
তর্পয়িত্বা বিধানেন কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ ॥৫৩৫
নারায়ণং জগন্নাথমর্চ্চয়েদ্ বিধিবদ্ দ্বিজঃ।
পৌরুষেণ বিধানেন মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ ॥৫৩৬
শতপত্রৈশ্চ জাতীভিস্তুলসী-বিল্ব-পুষ্করৈঃ।
গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি ॥৫৩৭
পায়সান্নং শর্করান্নং মুদ্‌গান্নং সঘৃতং হবিঃ।
সুবাসিতঞ্চ দধ্যন্নমপূপান্ মধুমিশ্রিতান্ ॥৫৩৮
মোদকান্ পৃথুকান্ লাজান্ সক্তুভিশ্চকানপি।
বিবিধানি চ ভক্ষ্যাণি ফলানি চ নিবেদয়েৎ ॥৫৩৯
বেদপরায়ণেনৈব মাসমেকং নিরন্তরম্।
ঋচাং দশসহস্রাণি ঋচাং পঞ্চশতানি চ ॥৫৪০

ভক্তি-সহকারে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে এবং শ্রীগুরুকে পূজা করিবে। সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের যে পুণ্য হয়, সমস্ত দান করিলে যে ফল হয়, মনুষ্য এইরূপ পূজার দ্বারা সেই সমস্ত ফল লাভ করিতে পারে এবং অন্তে শ্রীবিষ্ণুর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়।৫৩৩-৩৪

অরুণোদয়-সময়ে প্রাতঃস্নান করিয়া একাগ্রমনে যথাবিধি পিতৃপুরুষের তর্পণ করত মানুষ কৃতকৃত্য হইতে পারে।৫৩৫

জগন্নাথ নারায়ণকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিবে। পুরুষসূক্ত বা মূলমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিতে হইবে। পদ্ম, জাতি, তুলসী, বিল্বদল, কমল, গন্ধপুষ্প, ধূপ, দীপ ও বিবিধ নৈবেদ্যযোগে পূজা করিবে।৫৩৬-৩৭

পায়সান্ন, শর্করাযুক্ত অন্ন, মুদ্‌গ অন্ন, ঘৃত, সুবাসিত দধ্যন্ন, মধুমিশ্রিত পিষ্টক, মোদক, চিপিটক, খই, সক্তু (ছাতু), ছোলা বিবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য ও নানাবিধ ফল নিবেদন

ঋচামশীতিপাদশ্চ পারায়ণং প্রকীর্তিতম্।
বেদপারায়ণেনৈব প্রত্যহং কুসুমৈর্যজেৎ ॥৫৪১
রাত্রৌ হোমং প্রকুর্বীত তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা।
সর্ববেদেষ্বশক্তস্তু হোমকর্মণি বৈষ্ণবঃ ॥৫৪২
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈর্বা প্রত্যহং জুহুয়াদ্ বুধঃ।
যজুষাঽপি তথা সাম্নাং শক্ত্যা পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ॥৫৪৩
অশক্তো যস্তু বেদেন প্রতিবাসরমচ্যুতম্।
মূলমন্ত্রেণ সাহস্রং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং দ্বিজঃ।৫৪৪
তৈনৈব জুহুয়াদ্ভক্ত্যা সহস্রং বহ্নিমণ্ডলে।
অথবা রঘুনাথস্য চরিত্রেণ মহাত্মনঃ ॥৫৪৫
প্রতিশ্লোকেন পুষ্পাণি দদ্যান্মাসং নিরন্তরম্।
অধঃশায়ী ব্রহ্মচারী সকৃদ্ভোজী ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥৫৪৬
মাসান্তে তু বিশেষেণ পূজয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ দ্বিজান্।
এবমভ্যর্চ্য গোবিন্দং ধনুর্মাসে নিরন্তরম্ ॥৫৪৭
দিনে দিনে বৈষ্ণবেষ্ট্যা ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
যং যং কাময়তে চিত্তে তং তমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥৫৪৮
মহদ্ভিঃ পাতকৈর্মুক্তো বিষ্ণুলোকে মহীয়তে।
ততো মাস্যুদিতে ভানৌ মাসমেকং নিরন্তরম্ ॥৫৪৯
স্নাত্বা নদ্যাং তড়াগে বা তর্পয়েৎ পতিমচ্যুতম্।
অর্চয়েন্মাধবং নিত্যং তন্মন্ত্রেণৈব তত্র বৈ ॥৫৫০
মন্ত্ররত্নেন বা নিত্যং মাধবী-চূত-চম্পকৈঃ।
মণ্ডকানি বিচিত্রাণি শর্করাজ্যযুতানি চ ॥৫৫১
শাল্যন্নং দধিসংযুক্তং মোদকাংশ্চ নিবেদয়েৎ।
বৈষ্ণবৈঃ পাবমানৈশ্চ কুর্য্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৫৫২
তিলৈশ্চ জুহুয়াদ্ বহ্নৌ মধু-শর্করমিশ্রিতৈঃ।
প্রত্যহং পুরুষসূক্তেন শ্রীসূক্তেনাপি বৈষ্ণবঃ ॥৫৫৩
সহস্রং মূলমন্ত্রেণ তন্মন্ত্রেণাপি বৈ দ্বিজঃ।
সহস্রং বা শতং বাঽপি শক্ত্যা চ জুহুয়াদ্ বুধঃ ॥৫৫৪

করিবে। একমাসব্যাপী বেদপারায়ণ (সমগ্র পাঠ) দ্বারা দশসহস্র ও পঞ্চশত ঋক্‌মন্ত্র জপ করিবে। ঋকের অশীতি-পাদ (অংশ): পাঠের নাম পরায়ণ। বেদপারায়ণে প্রতিমন্ত্রে পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে হইবে।৫৩৮-৪১

সমস্ত বেদ-পারায়ণের দ্বারা হোমে অসমর্থ হইলে তিল বা ব্রীহি দ্বারা রাত্রিতে হোম করিবে।৫৪২

বিষ্ণুবিষয়ক বেদমন্ত্রের পাঠ দ্বারা প্রত্যহ হোম করিবে। যজুর্বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা কিংবা সামবেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৫৪৩

যে ব্রাহ্মণ বেদপরায়ণ দ্বারা হোমে অশক্ত, সে প্রতিদিন অচ্যুত ভগবান্‌কে মূলমন্ত্র-সহকারে সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৫৪৪

সেই মূলমন্ত্র দ্বারা ভক্তি-সহকারে বহ্নিতে সহস্র আহুতি দিবে অথবা মহাত্মা রঘুনাথের চরিত্র পাঠ করিয়া মাসব্যাপী নিরন্তর প্রতিশ্লোকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং তৎকাল পর্য্যন্ত ভূমিশায়ী হইবে। ব্রহ্মচর্য্য ব্রতের নিয়ম অবলম্বনপূর্বক একবারমাত্র ভোজনশীল হইবে। মাস পূর্ণ হইলে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষরূপে পূজা করিবে। এইরূপে শ্রীগোবিন্দদেবকে যথাবিধি পূজা করিয়া পৌষমাসে নিরন্তরভাবে প্রতিদিন বিষ্ণুযাগের দ্বারা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। তাহাতে মনে যাহা যাহা অভিলাষ হইবে, তৎসমস্তই প্রাপ্ত হইবে। ইহাতে মহাপাপসমূহ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গিয়া সম্মানিত হইবে। পরবর্ত্তিমাসের আরম্ভে সূর্য্য উদিত হইলে প্রতিদিন নিরন্তর নদীতে বা বৃহৎ জলাশয়ে স্নান করিয়া অচ্যুত ভগবান্ জগৎপতিকে তর্পণ করিবে। মাধব শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিদিন তথায় বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারাই পূজা করিবে।৫৪৫-৫০

ঐ শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা প্রতিদিন মাধবীলতা, আম্রমুকুল ও চম্পকপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। নানাবিধ বিচিত্র খাদ্যসমূহ, শর্করা ও ঘৃতমিশ্রিত, দধিযুক্ত শাল্যন্ন মোদক নিবেদন করিবে। তারপর পুরুষসূক্ত ও পাবমানী সূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৫৫১-৫২

বৈষ্ণব পুরুষসূক্ত ও শ্রীসূক্তের প্রতিমন্ত্রে মধু ও শর্করাসংযুক্ত তিলের দ্বারা বহ্নিতে হোম করিবে।৫৫৩

ব্রাহ্মণ মূলমন্ত্র কিংবা পূর্বোক্ত সূক্তমন্ত্র দ্বারা যথাশক্তি সহস্রসংখ্যক অথবা শতসংখ্যক আহুতি দান করিবে। পরে "যজ্ঞে যজ্ঞে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দীপাবলি দিয়া

যজ্ঞে যজ্ঞমিতি ঋচা দীপান্নীরাজয়েত্ততঃ।
রাত্রৌ দোলার্চনং কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবৈর্দ্বিজসত্তমৈঃ ॥৫৫৫
মাসান্তে ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ বাসোঽলঙ্কার-ভূষণৈঃ।
এবং সম্পূজিতে তস্মিন্ প্রসন্নোঽভূজ্জনার্দনঃ ॥৫৫৬
দদাতি স্বপদং দিব্যং যোগিগম্যং সনাতনম্।
ফাল্গুন্যাং পৌর্ণমাস্যাং বৈ উদিতে চ নিশাকরে ॥৫৫৭
উপোষ্য বিধিবদ্ভক্তিং পূজয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
তিলৈশ্চ করবীরৈশ্চ কর্ণিকারৈশ্চ পাটলৈঃ ॥৫৫৮
কুন্দসহস্রকুসুমৈর্যজেৎ তং কমলাপতিম্।
বিষ্ণুসূক্তৈঃ প্রত্যচঞ্চ চরুণাঽজ্যেন মন্ত্রতঃ ॥৫৫৯
ব্রহ্মা দেবানামনেন দীপান্নীরাজয়েত্ততঃ।
প্রসন্নো নিত্যমনেন উপস্থায় সনাতনম্।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা ভুঞ্জীয়াদ্ বাগযতঃ স্বয়ম্ ॥৫৬০
এবং সম্পূজ্য দেবেশং তস্যাং রাত্রৌ সনাতনম্।
ষষ্টিবর্ষসহস্রস্য পূজামাপ্নোত্যসংশয়ঃ ॥৫৬১
এবং সম্পূজয়েদ্ বিষ্ণুং নিমিত্তেষু বিশেষতঃ।
যথাকালং যথাবর্ণং যথাশক্ত্যা যথাবলম্ ॥৫৬২
যথোক্তপুষ্পালাভে তু তলস্যা বৈ সমর্চ্চয়েৎ।
নৈবেদ্যস্যাপ্যলাভে তু হবিষ্যং বা নিবেদয়েৎ ॥৫৬৩
সূক্তানি বৈষ্ণবান্যেব সূক্তালাভে যথা জপেৎ।
একেন বা পৌরুষেণ সূক্তেন জুহুয়াত্তথা ॥৫৬৪
সর্বত্রাঽজ্যং প্রশস্তং স্যাদ্ধোমদ্রব্যাণ্যলাভতঃ।
মন্ত্রালাভে মূলমন্ত্রং সর্বতন্ত্রেষু যো যজেৎ ॥৫৬৫

নীরাজন (আরত্রিক) করিবে। রাত্রিতে ব্রাহ্মণোত্তম বৈষ্ণবগণ দোলারূঢ় শ্রীভগবান্‌কে পূজা করিবেন। ৫৫৪-৫৫

মাস পূর্ণ হইলে বস্ত্র, অলঙ্কার ও নানা বিভূষণ দ্বারা ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিয়া ভোজন করাইবে। এইরূপে যথাবিধি পূজা করিলে জনার্দ্দন প্রসন্ন হইয়া অলৌকিক যোগিজনলভ্য সনাতন বিষ্ণুপদ দান করেন। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ফাল্গুনমাসীয় পূর্ণিমাতিথিতে উপবাস করিয়া চন্দ্র উদিত হইলে ভক্তিযুক্তচিত্তে শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। তিল, করবীর, কর্ণিকার ও পাটল পুষ্প দ্বারা এবং সহস্রসংখ্যক কুন্দকুসুম দ্বারা কমলাপতিকে পূজা করিবে। বিষ্ণুভক্তের (পুরুষসূক্ত) প্রতি মন্ত্রে চরু ও ঘৃতের দ্বারা হোম করিবে।৫৫৬-৫৯

পরে "ব্রহ্মা দেবানাং" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা দীপমালা দিয়া আরাত্রিক করিবে। প্রসন্নচিত্তে নিত্যই উক্তরূপে সনাতন শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা করিয়া যথাশক্তি বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। পরে বাক্‌যত হইয়া স্বয়ং ভোজন করিবে।৫৬০

সেই রাত্রিতে পূর্বোক্ত বিধিতে দেবদেব সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিয়া ষাট হাজার বৎসরব্যাপী পূজার ফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৬১

তত্তৎ নিমিত্ত উপস্থিত হইলে পূর্বোক্ত নিয়মে যথাকালে যথাশক্তি শারীরিক বল অনুসারে বর্ণ (জাতি) অনুযায়ী বিশেষভাবে পূজা করিবে।৫৬২

যথোক্ত পুষ্প না পাইলে মাত্র তুলসীদলের দ্বারাই পূজা করিবে। নৈবেদ্য না পাইলে হবিষ্যান্নই নিবেদন করিবে।৫৬৩

সমগ্র সূক্ত অর্থাৎ বিষ্ণুসূক্ত না পাইলে যথাবিধি জপ করিবে। একটিমাত্র পুরুষসূক্ত দ্বারা হোম করিবে।৫৬৪

হোমের তৎতৎ দ্রব্যের অলাভ হইলে সর্ব্বত্রই মাত্র ঘৃতের দ্বারাই হোম করিবে; ঘৃতই প্রশস্ত। তৎতৎ বেদাদি মন্ত্রের অপ্রাপ্তি ঘটিলে যিনিই যেভাবে পূজা করুন, সমস্ত শাস্ত্রে মূলমন্ত্রই প্রশস্ত—তাহার দ্বারাই পূজাদি করিবে।৫৬৫

সর্বত্র "তদ্ বিষ্ণো" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা উপাসনা (পূজাদি) শ্রেষ্ঠ। "শ্রিয়ে জাতা" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা নীরাজন (আরাত্রিক) শ্রেষ্ঠ।৫৬৬

উপস্থানস্তু সর্বত্র তদ্বিষ্ণোরিতি বা ঋচা।
নীরাজনস্তু সর্বত্র শ্রিয়ে জাতেত্যনেন বা ॥৫৬৬
তত্তৎকালোচিতং সর্বং মনসা বাঽপি পূজয়েৎ।
তুলসীমিশ্রিতং তোয়ং ভক্ত্যা বাঽপি সমর্পয়েৎ ॥৫৬৭

তত্তৎ কালযোগ্য পূজাদি অসম্ভব হইলে মনে মনে অর্থাৎ মানসোপচারেই সমস্ত পূজা করিবে। ভক্তি-পূর্বক তুলসীযুক্ত জল দান করিবে।৫৬৭

সর্বেষ্বেষু নিমিত্তেষু মহাভাগবতোত্তমান্।
সম্পূজ্য পরিপূর্ণত্বমাপ্নোত্যত্র ন সংশয়ঃ ॥৫৬৮

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌবিশিষ্টপরমধর্মশাস্ত্রে ভগবন্নিত্য-নৈমিত্তিকসমারাধনবিধির্নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

এই সমস্ত নৈমিত্তিক পূজাদিতে মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিয়া ভোজনাদি করাইলে অঙ্গহীন হইলেও সমস্ত সম্পূর্ণ হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই।৫৬৮

বৃদ্ধহারীতনামক স্মৃতিতে বিশিষ্টপরমধর্ম্মস্মৃতিশাস্ত্রে শ্রীভগবানের নিত্য-নৈমিত্তিক সমারাধন-বিধিবর্ণন-নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

## ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

### অথ মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণম্

### তত্র প্রথমং ভগবতো যাত্রোৎসববর্ণনম্

হারীত উবাচ।

মহোৎসববিধিং কুর্য্যাদ্দেবস্য পরমাত্মনঃ ॥১
গ্রামার্চায়াঃ প্রকুর্বীত যথোক্তবিধিনা নৃপ।
যাত্রোৎসবে কৃতে বিষ্ণোঃ শ্রুতি-স্মৃত্যুক্তমার্গতঃ ॥২
অনাবৃষ্ট্যগ্নি-দুর্ভিক্ষভয়ং নাস্ত্যত্র কিঞ্চন।
বারিজং বাতজং বাহগ্নি-সর্প-বিদ্যুদ্-দ্বিষৎকৃতম্ ॥৩
মহারোগ-গ্রহৈশ্চৈবং যদ্ভয়ং গ্রামবাসিনাম্।
কৃতে মহোৎসবে তত্র ভয়ং নাস্তি ন সংশয়ঃ ॥৪
তস্য দাসা ভবিষ্যন্তি নানাজনপদেশ্বরাঃ।
সার্বভৌমো ভবেদ্ রাজা ভক্ত্যা কৃত্বা মহোৎসবম্ ॥৫

নবাহ্নিকঞ্চ সপ্তাহং পঞ্চাহং প্রত্যহং তথা।
সংবৎসরে ঋতৌ মাসি পক্ষে কুর্য্যাৎ ক্রমেণ তু ॥৬
তস্মিন্নাদৌ শুভদিনে স্বস্তিবাচনপূর্বকম্।
অঙ্কুরার্পণমাদৌ তু গরুত্মৎকেতুমুচ্ছ্রয়েৎ ॥৭
যাশ্চ ষড়িত্যোষধয়ঃ কেতুকো বেদ ইত্যপি।
অশ্বত্থাখ্যশমীগর্ভশুভামরণিমাহরেৎ ॥৮
নির্মথিতেতি সূক্তেন তথৈবাসীদমীতি চ।
আভ্যাঞ্চ প্রত্যচং তস্মিন্নিধ্মাধানাদি পূর্ববৎ ॥৯
চর্বাজ্যৈরথমন্নীতি উপস্থায়ার্চয়েত্তথা ॥১০
দীক্ষিতঃ স ভবেত্তাবদাচার্য্যো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বেদ-বেদাঙ্গবিচ্ছ্রৌত-স্মার্তকর্ম বিধানবৎ ॥১১

---

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ-বিধি।

### প্রথম শ্রীভগবানের যাত্রোৎসব বর্ণন।

হারীত বলিলেন—পরমাত্মা দেবদেব সনাতনের মহোৎসব করিবে। যথোক্ত বিধি অনুসারে গ্রামস্থিত প্রতিমার উৎসব করিবে।১

শ্রীবিষ্ণুর যাত্রোৎসব শ্রুতি-স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট বিধি অনুসারেই করিবে। ঐ উৎসব করিলে অনাবৃষ্টি, অগ্ন্যুৎপাত ও দুর্ভিক্ষ-ভয় থাকে না কিংবা জল বায়ু-প্রকোপ জন্য অথবা অগ্নি, সর্প, বিদ্যুৎ বা শত্রুজনিত কোনও ভয় থাকে না।২-৩

মহোৎসব করিলে গ্রামবাসিদের কুষ্ঠাদি মহারোগ ও ভীষণদুর্গ্রহ-সম্ভূত ভয়সকল থাকে না—ইহাতে সংশয় নাই।৪

ভক্তিপূর্বক ঐ মহোৎসব করিলে নানা জনপদ গ্রামের প্রভুগণও তাহার দাস হইয়া থাকে এবং উৎসবকারী ব্যক্তি সার্বভৌম রাজা হইতে পারে।৫

নয়দিনব্যাপী, সপ্তাহব্যাপী, পাঁচদিনব্যাপী প্রত্যহ, সংবৎসরে, ঋতুতে, মাসে ও পক্ষে ক্রমানুসারে উহা করিবে।৬

প্রথমতঃ শুভদিনে স্বস্তিবাচনপূর্বক আদিতে অঙ্কুরার্পণ ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া গরুড়চিহ্নিত পতাকা উত্তোলন করিবে।৭

"যাশ্চ ষড়্" ইত্যাদি মন্ত্রে ওষধি আহরণ এবং "কেতুকো বেদ" ইত্যাদি মন্ত্রে অশ্বত্থনামক শুভ শমীগর্ভ আরণি সংগ্রহ করিবে।৮

নির্মথিতা" এবং "আসীদমীতি" ইত্যাদি সূক্ত দুইটি দ্বারা প্রতিমন্ত্রে পূর্বোক্ত নিয়মে ইধ্মাধান (যজ্ঞকাষ্ঠ-সংগ্রহ) করিবে।৯

ঘৃতমিশ্রিত চরু দ্বারা "অথমন্নীতি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উপস্থান (উপাসনা) করিয়া পূজা করিবে। যাহা দ্বারা উৎসব পরিপূর্ণ হইতে পারে—এইরূপ অগ্নিসংগ্রহ করিবে। বেদ-বেদাঙ্গবেত্তা শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্মবিধি-নিপুণ জিতেন্দ্রিয় আচার্য্য উৎসবকর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন।১০-১১

মহাভাগবতো বিপ্রস্তান্ত্রিকঃ সর্বকর্ম্মসু।
লৌকিকে বা প্রকুর্বীত মথিতাগ্নির্ন চেদ্ যদি ॥১২
আভ্যামেব চ সূক্তাভ্যামগ্নৌ দেবং যজেদ্ বুধঃ।
প্রাতঃ স্মার্তবিধানেন ধৌতবস্ত্রোর্ধ্বপুণ্ড্রধৃৎ॥১৩
ঋত্বিগ্ ভির্ব্রাহ্মণৈর্দান্তৈর্যাগভূমিং বিশেদ্ গুরুঃ।
দেবালয়স্য মধ্যে তু বেদীং রম্যাং প্রকল্পয়েৎ ॥১৪
অঙ্কুরার্পণপাত্রৈশ্চ ভদ্রকুম্ভৈরলঙ্কৃতাম্।
বিতান-কুসুমাদ্যুক্তাং কৃত্বা তত্র সুখাসনে ॥১৫
মহোৎসবার্হং বিম্বঞ্চ নিবেশ্যাস্মিন্ প্রপূজয়েৎ।
শ্রীভূনিলাদিসংযুক্তং নিত্যৈঃ পরিজনৈর্বৃতম্ ॥১৬
মন্ত্ররত্নবিধানেন পূজয়িত্বা জগদ্গুরুম্।
ইমে বিপ্রস্যেত্যাদিভিস্ত্রিভিঃ সূক্তৈশ্চ পূজয়েৎ ॥১৭
সুরভীণি চ পুষ্পাণি প্রত্যৃচং বিনিবেদয়েৎ।
চতুর্দিক্ষু চ চত্বারো ব্রাহ্মণা মন্ত্রবিত্তমাঃ ॥১৮
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং রাঘবং মনুম্।
ঈশান্যাদিষু চত্বারো বিষ্ণুমন্ত্রান্ বিদিক্ষু চ ॥১৯
বেদ্যা দক্ষিণতঃ কুম্ভং লক্ষণাঢ্যঞ্চ তত্র তু।
হুতাশনং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানাদিকং চরেৎ ॥২০
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈশ্চরুং তিলবিমিশ্রিতম্।
প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ মধ্বাজ্য-গুড়মিশ্রিতম্ ॥২১
আজ্যং শ্রী-ভূমিসূক্তাভ্যাং ত্বং সোম ইতি পায়সম্
পূর্বোক্তৈর্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈস্তিলৈর্ব্রীহিভিরেব বা ॥২২
প্রত্যেকং জুহুয়াৎ পশ্চাদষ্টোত্তরশতং ক্রমাৎ।
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥২৩

অরণিমন্থনজন্য অগ্নি সংগৃহীত না হইলে লৌকিক অগ্নি দ্বারা কার্য্য করিবে। মহাভাগবত, তান্ত্রিক, (শাস্ত্রবিধি পরায়ণ), সর্বকর্ম্মে নিপুণ ব্রাহ্মণ লৌকিক অগ্নি সংগ্রহ করিয়া কার্য্য করিবে।১২

উক্ত সূক্ত দুইটি দ্বারা বিদ্বান্ যাজ্ঞিক প্রাতঃকালে স্নানপূর্বক ধৌত বস্ত্র ও উর্দ্ধপুণ্ড্রধারী হইয়া স্মার্ত্ত বিধিতেই অগ্নিতে যজ্ঞ করিবেন।১৩

দমগুণান্বিত (বাহ্যেন্দ্রিয়ের দমনকারী) ঋত্বিগ্-ব্রাহ্মণদের সহিত গুরু (আচার্য্য) যজ্ঞভূমিতে প্রবেশ করিবেন। দেবালয়ের মধ্যস্থানে মনোহর বেদী নির্ম্মাণ করিবে।১৪

অঙ্কুরার্পণ-পাত্র ও মঙ্গলকুম্ভাদি দ্বারা সুশোভিত চন্দ্রাতপ পুষ্পসমূহ দ্বারা সজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে সুখাসনে মহোৎসবের যোগ্য বিম্ব (প্রতিমা) সংস্থাপন পূর্বক যথাবিধি তাঁহার পূজা করিবে। সৌন্দর্য্য ও অলঙ্কারাদি দ্বারা সংযুক্ত, সর্বদা পরিজন-পরিবৃত জগদ্গুরুকে মন্ত্ররত্ন দ্বারা যথাবিধি পূজা করত "ইমে বিপ্রস্য" ইত্যাদি তিনটি সূক্ত দ্বারা পূজা করিবে।১৫-১৭

ঐ সূক্তের প্রতিমন্ত্রে সুগন্ধি পুষ্পসকল নিবেদন করিবে। চারিদিকে চারিজন মন্ত্রবিদ্ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ থাকিবেন। ঈশানাদি কোণে যজ্ঞবরাহ-মন্ত্র, নরসিংহ-মন্ত্র, বামনমন্ত্র ও রঘুপতি-মন্ত্র নিবেশিত করিয়া পূজা করিবে। অন্তরাল বিদিগ্ (?) কোণচতুষ্টয়ে চারিজন ঋত্বিক্ বিষ্ণুমন্ত্রকে পূজা করিবেন।১৮-১৯

বেদীর দক্ষিণদিকে সিন্দুর, দধি ও অক্ষত প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত সুলক্ষণযুক্ত কুম্ভ সংস্থাপন করিবে। অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইধ্মাধানাদি (কাষ্ঠসংগ্রহাদি) কর্ম্ম সুসম্পন্ন করিবে।২০

সমস্ত বৈষ্ণবসূক্ত সহকারে প্রতিমন্ত্রে মধু, ঘৃত, তিল ও গুড়মিশ্রিত চরু অগ্নিতে আহুতি দিবে।২১

শ্রীসূক্ত ও ভূমিসূক্ত দ্বারা ঘৃত দিবে। "ত্বং সোম" ইত্যাদি মন্ত্রে পায়স দিবে। পূর্বোক্ত বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা প্রতিমন্ত্রে তিল কিংবা ব্রীহিযোগে হোম করিয়া পরে যথাক্রমে অষ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পরিষদ্গণের উদ্দেশে হোম করিয়া হোমের শেষকর্ম্ম সমাপন করিবে।২২-২৩

সুন্দর দধ্যন্ন, ফল ও পানীয় নিবেদন করিবে। অনন্তর তাম্বুল দান করিয়া ঋত্বিক্গণকেও পূজা করিবে।২৪

তারপর পতাকা ও ছত্রযুক্ত রথ আনয়নপূর্বক শ্রেষ্ঠলক্ষণান্বিত বহনোপযোগী শ্বেতবর্ণ অশ্ব তাহাতে সংযোজন করত বস্ত্র, পুষ্প, মণি ও স্বর্ণ দ্বারা

সুদধ্যন্নং ফলযুতং পানকঞ্চ নিবেদয়েৎ।
তাম্বূলঞ্চ সমর্প্যাথ ঋত্বিজশ্চাপি পূজয়েৎ ॥২৪
ততঃ স্যন্দনমানীয় পতাকাচ্ছত্রসংযুতম্।
শ্বেতৈঃ সলক্ষণৈরূহ্যযানমশ্বৈঃ প্রকল্পিতৈঃ ॥২৫
বস্ত্র-পুষ্প-মণি-স্বর্ণভূষিতং তত্র চিত্রিতম্।
তস্মিন্ মৃদুতর-শ্লক্ষ্ণ-পর্য্যঙ্কং স্থাপ্য দেশিকঃ ॥২৬
তস্মিন্নিবেশ্য দেবেশং দেবীভ্যাং সহিতং হরিম্।
অর্চ্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধূপ-দীপাদিভিস্তথা ॥২৭
রথচক্রেষু বেদাংশ্চ ধর্মাদীনপি পূজয়েৎ।
আধারশক্তিমাধারে ঈষাদণ্ডে পুরাণকম্ ॥২৮
ছন্দাংসি কূবরে সপ্ত পর্য্যঙ্কে ভুজগাধিপম্।
হয়েষু চতুরো মন্ত্রান্ যোক্ত্রেম্বঙ্গানি ষট্ চ বৈ ॥২৯
ধ্বজে পতাকরাজানং ছত্রেঽনন্তং স্বরাণি তু।
তালবৃন্তে চামরে চ অক্ষরাণি চ পূজয়েৎ ॥৩০
অভ্যর্চ্চ্যৈবং রথং দিব্যং পশ্চাৎ সংপূজয়েদ্ধরিম্।
দিক্পালাবরণাংশ্চৈবমর্চয়েদ্দিক্ষু সর্বতঃ ॥৩১

ভূষিত করিয়া বিচিত্ররূপে সাজাইবে। তন্মধ্যে গুরুদেব অতি কোমল ও মৃদু একখানি পর্য্যঙ্ক সংস্থাপন করিয়া তাহাতে দেবী লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহিত মিলিত শ্রীহরিকে সংস্থাপিত করত গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপাদি দ্বারা পূজা করিবে।২৫-২৭

রথচক্রে বেদসকলকে ও ধর্ম্মাদিকে পূজা করিবে। আধারে আধার-শক্তি প্রভৃতির, মধ্যস্থ দণ্ডে পুরাণসমূহের, রথের অঙ্গে সপ্ত ছন্দের, পর্য্যঙ্কে অনন্তদেবের, অশ্বসমূহে, চারিটি মন্ত্রের এবং অশ্বের গলবেষ্টনীতে ছয়টী বেদাঙ্গের পূজা করিবে।২৮-২৯

ধ্বজে পতাকরাজকে পূজা করিবে। ছত্রে অনন্তকে ও স্বরসমূহকে পূজা করিবে। তালবৃন্তে ও চামরে অক্ষর-সমূহের পূজা করিবে।৩০

এইরূপে দিব্য রথকে পূজা করিয়া পরে শ্রীহরিকে পূজা করিবে। সর্বদিকে দিক্পালগণকে ও আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে।৩১

জীমূতস্যেতি সূক্তেন তত্র পুষ্পাঞ্জলিং চরেৎ।
মরুত্বানিন্দ্রেতি সূক্তেন কৃত্বা নীরাজনং ততঃ ॥৩২
বনস্পতীতি সূক্তেন বাদয়েৎ পটহাদিকম্।
গীতৈর্নৃত্যৈশ্চ বাদিত্রৈঃ পুণ্যস্তোত্রৈর্মনোহরৈঃ ॥৩৩
হয়ৈর্গজৈঃ স্যন্দনৈশ্চ পরিতস্তর্পয়েৎ প্রভুম্।
ঋত্বিজঃ পুরতো বেদানঙ্গানি চ জপেত্তদা ॥৩৪
গায়েৎ সামানি ভক্ত্যা বৈ পুরতঃ পার্শ্বতো হরেঃ।
কুঙ্কুমৈঃ কুসুমৈর্লাজৈর্বিকিরন্ বৈ সমন্ততঃ ॥৩৫
স্বলঙ্কৃতেষু বিধিষু পর্য্যটন্ সেবয়েৎ প্রভুম্।
গৃহদ্বারেষু মার্গেষু ভক্ষ্যৈরিক্ষুভিরেব চ ॥৩৬
কুসুমৈর্ধূপ-দীপৈশ্চ তাম্বূলৈশ্চাপি সেবয়েৎ ॥
এবং নিষেব্য দেবেশং পুনর্গেহং নিবেশয়েৎ ॥৩৭
তমভি প্রগায়তেতি জপন্ সূক্তং নিবেশয়েৎ।
প্রসন্নাজমিত্যনেন দীপান্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৩৮
পীঠে নিবেশ্য দেবেশমুপচারান্ সমর্পয়েৎ।
বয়মুপেত্য ধ্যায়েম আশিষো বাচনং চরেৎ ॥৩৯

জীমূতস্যেত্যাদি সূক্ত দ্বারা ঐ পূজায় পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। "মরুত্বান্ ইন্দ্র" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৩২

"বনস্পতি" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পটহ ( ঢক্কা ) প্রভৃতি বাজাইবে। গীত-নৃত্য-বাদ্যাদি দ্বারা, পবিত্র মনোহর স্তবাদি দ্বারা এবং হস্তী, অশ্ব ও রথাদি দ্বারা প্রভুকে পরিতুষ্ট করিবে। ঋত্বিগ্‌গণের সম্মুখে বেদ ও ছয়টী বেদাঙ্গের অধ্যয়ন করিবে।৩৩-৩৪

ভক্তি সহকারে শ্রীহরির সম্মুখে ও পার্শ্বে সামগান করিবে। চারিদিকে কুঙ্কুম, পুষ্প ও খই বিকীর্ণ করিবে।৩৫

যথাবিধি গৃহদ্বার ও পথগুলি সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত করা হইলে প্রভু জগন্নাথকে রথারোহণে ভ্রমণ করাইয়া সেবা করিবে। ইক্ষু প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা এবং কুসুম, ধূপ, দীপ ও তাম্বুল প্রভৃতি দ্বারা সেবা করিবে। এইরূপ ভাবে দেবদেবকে সেবা করিয়া পুনরায় তাঁহাকে গৃহে সংস্থাপিত করিবে।৩৬-৩৭

অনেন বিধিনা কুর্য্যাদুৎসবং প্রতিবাসরম্।
জপৈর্হোমৈস্তথা দানৈর্বিপ্রাণাং ভোজনৈরপি ॥৪০
সমাপ্তে চোৎসবে বিষ্ণোঃ কুর্য্যাদবভৃথং শুভম্।
নদীং খাতং তড়াগং বা দেবেন সহিতো ব্রজেৎ ॥৪১
স্যন্দনাদিষু যানেষু স্থিতা নার্য্যঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
পুরুষাশ্চ হরিদ্রাশ্চ চূর্ণাদীন্ বিকিরন্মিথঃ ॥৪২
কুর্য্যাদবভৃথং তত্র বিশিষ্টৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
বাসুদেবোৎসবৈঃ স্নানমশ্বমেধফলং লভেৎ ॥৪৩
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবাদীন্ প্রবিশ্য হরিমন্দিরম্।
যজেতাবভৃথেষ্টিঞ্চ অস্য বামেতি সূক্ততঃ ॥৪৪
চরুমাজ্যং তিলৈর্বাপি অনুবাকৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
এবং হুত্বাবভৃথেষ্টিং বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৪৫

গুরুঞ্চ ঋত্বিজশ্চৈব পূজয়েদ্ ভক্তিতস্ততঃ।
পিবাসোমেত্যধ্যায়েন কুর্য্যাৎ স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ॥৪৬
ইচ্ছন্তি ত্বেত্যে ধ্যানেন প্রত্যৃচঞ্চ দ্বয়েন চ।
অষ্টোত্তরশতং জুহুয়াৎ কুসুমৈরেব বৈষ্ণবঃ ॥৪৭
হিরণ্যগর্ভসূক্তেন তথৈবাজ্যং দ্বিজোত্তমঃ।
পুনরেব তু হোতব্যং হুত্বা বৈকুণ্ঠপার্ষদম্ ॥৪৮
হোমশেষং সমাপ্যাথ বৈষ্ণবান্ ভোজয়েদপি।
সর্ব্বযজ্ঞসমাপ্তৌ তু পুষ্পযাগং সমাচরেৎ ॥৪৯
সর্ব্বং সম্পূর্ণতামেতি পরিতুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
এবং মহোৎসবং কুর্য্যাৎ প্রত্যব্দং পরমাত্মনঃ ॥৫০
অথ নিত্যোৎসবে পূজা হোমশ্চাত্র বিধীয়তে।
শিবিকায়াং নিবেশ্যেশং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥৫১

"তমভি প্রগায়ত" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র পাঠ করিয়া গৃহে প্রবেশ করাইবে। "প্রসন্নাজং" ইত্যাদি মন্ত্রে দীপ দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৩৮

আসনে সংস্থাপিত করিয়া দেবাদিদেবকে পূজার উপচারসমূহ প্রদান করিবে। "বয়মুপেত্য ধ্যায়েম" অর্থাৎ "আমরা সমীপে আসিয়া আপনার ধ্যান করিতেছি" ইহা বলিয়া আশীর্বাদ প্রার্থনা করিবে।৩৯

উক্ত বিধি অনুসারে প্রতিদিন উৎসব করিবে। ঐ উৎসব জপ, হোম, দান ও ব্রাহ্মণ-ভোজন প্রভৃতি দ্বারাই সুসম্পন্ন করিবে। উৎসব সমাপ্ত হইলে মঙ্গলময় অবভৃথ স্নান করিবে। দেবতার সহিত নদীতে, ক্ষুদ্র কিংবা বৃহৎ জলাশয়ে গমন করিবে।৪০-৪১

রমণীগণ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত হইয়া ঐ স্নানোদ্দেশ্যে রথাদি যানে আরোহণ করিয়া গমন করিবে। পুরুষগণ হরিদ্রা-চূর্ণ প্রভৃতি ছড়াইতে ছড়াইতে যাইবে।৪২

বিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণের সহিত অবভৃথ-স্নান করিবে। শ্রীশ্রীবাসুদেবের উৎসবে অবভৃথ-স্নান করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।৪৩

স্নান করিয়া দেবতাদিগকে তর্পণ করত শ্রীহরির মন্দিরে প্রবেশপূর্বক "অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা অবভৃথ যাগ করিবে।৪৪

বৈষ্ণবগণ তাদৃশ বিহিত বেদমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ঘৃত তিল বা চরু দ্বারা অবভৃথ-যাগ সম্পন্ন করিয়া বৈষ্ণব-ভোজন করাইবে।৪৫

গুরু ও ঋত্বিক্‌গণকে ভক্তিপূর্বক নিজেই পূজা করিবে। "পিবা সোম" ইত্যাদি অধ্যায় দ্বারা শ্রীহরির স্বস্ত্যয়ন করিবে।৪৬

"ইচ্ছন্তি ত্বেথ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ধ্যান করিয়া প্রতিমন্ত্রে এবং দুইটি করিয়া মন্ত্র দ্বারা কুসুম দিয়াই বৈষ্ণবগণ হোম করিবে।৪৭

দ্বিজোত্তম হিরণ্যগর্ভ সূক্ত দ্বারা হোম করিবে। পুনরায় বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌গণের হোম করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। সকল যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পুষ্পযাগ অনুষ্ঠান করিবে।৪৮-৪৯

শ্রীশ্রীজনার্দ্দন সন্তুষ্ট হইলে সমস্ত কর্ম্ম সম্পূর্ণ হয়। উক্তবিধিতে প্রতিবৎসর পরমাত্মা শ্রীহরির উৎসব করিবে।৫০

এইরূপ নিত্য উৎসবেও যথাবিধি পূজা ও হোমের বিধান আছে। পাল্কিতে (দোলায়) আরোহণ করাইয়া যথাবিধি পূজা করিবে। চামর, অন্য বাদ্যাদি, ভৃঙ্গার, তালবৃন্ত, অনেক দীপ মালা, দূর্বাগ্র, কুসুম ও অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে। ফল ও মোদকাদিধারিণী

তত্র চামর-বাদিত্র-ভৃঙ্গারৈস্তালবৃন্তকৈঃ।
দীপিকাভিরনেকাভির্দূর্বাগ্রকুসুমাক্ষতৈঃ ॥৫২
ফল-মোদকহস্তাভির্নারীভিঃ সমলঙ্কৃতম্।
দেবস্যায়তনং রম্যং ত্রিঃ প্রদক্ষিণমাচরেৎ ॥৫৩
তত্তন্মন্ত্রান্ জপেদ্দিক্ষু সর্বাসু দ্বিজপুঙ্গবাঃ।
বলিঞ্চ নিক্ষিপেত্তাসু দেবানুদ্দিশ্য পূর্বতঃ ॥৫৪
প্রাচীং বিশ্বজিতে সূক্তমগ্নে তব অনন্তরম্।
যাম্যে পরে ইমাং সম্ভ মোষুণস্তু তদনন্তরম্ ॥৫৫
যচ্ছিদ্ধেতি প্রতীচ্যান্তু বিহিহোত্যেত্যনন্তরম্।
স সোম ইতি সৌম্যাস্তু কদ্রুদ্রায়েত্যনন্তরম্ ॥৫৬
প্রজাপতিং তথা চোর্দ্ধমধশ্চ পৃথিবীং ক্ষিপেৎ।
এবং দিক্ষু বলিং দত্ত্বা পরিণীয় জনার্দনম্ ॥৫৭
স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিশ্চ ভবনং সম্প্রবেশয়েৎ।
পীঠে নিবেশ্য দেবেশং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥৫৮
বিহিসোতাদি সূক্তেন দদ্যাৎ পুষ্পাণি শার্ঙ্গিণে।
নীরাজনং ততো দদ্যাদ্ ধ্রুবসূক্তেন বৈষ্ণবঃ ॥৫৯
শায়য়িত্বা চ শয্যায়াং দদ্যাৎ পুষ্পাণি মন্ত্রতঃ।
ইমং মহেতি সূক্তাভ্যাং পূজয়েৎ বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥৬০
সৌদর্শনেন মন্ত্রেণ রক্ষাং কুর্য্যাৎ সমন্ততঃ ॥৬১
এবং নিত্যোৎসবং কুর্য্যাদ্ রাত্রৌ চাহনি সর্বদা।
গুরূণামন্ত্যদিবসে ভগবজ্জন্মবাসরে ॥৬২
কার্তিক্যাং শ্রাবণে বাঽপি কুর্য্যাদিষ্টিঞ্চ বৈষ্ণবীম্।
উপোষ্য পূর্বদিবসে দীক্ষিতঃ সুসমাহিতঃ ॥৬৩
স্বস্তিবাচনপূর্বেণ কারয়েদঙ্কুরার্পণম্।
নদ্যাং স্নাত্বা চ ঋত্বিগ্‌ভিশ্চতুর্ভির্বেদপারগৈঃ ॥৬৪
পৌরুষেণ বিধানেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্।
গন্ধৈর্নানাবিধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ ॥৬৫

নারীগণের দ্বারা সুশোভিতদেবতার অতি মনোহর মন্দির তিনবার প্রদক্ষিণ করিবে।৫১-৫৩

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণ সমস্তদিকে সেই সেই মন্ত্র পাঠ করিবে। প্রথমে দেবতাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলি (উপহার) নিক্ষেপ করিবে।৫৪

পূর্বদিকে বিশ্বজিৎ যজ্ঞোক্ত সূক্ত পাঠ করিয়া পরে "অগ্নেতব" ইত্যাদি পাঠ করিবে। দক্ষিণদিকে "পরে ইমাং সম্ভ" মন্ত্র অনন্তর "মোষুণস্তু" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।৫৫

পশ্চিমদিকে "যচ্ছিদ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্র এবং পরে "বিহিহোতি" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। উত্তরদিকে "স সোম" ইত্যাদি মন্ত্র পরে "কদ্রুদ্রায়" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।৫৬

উর্দ্ধদিকে প্রজাপতিকে এবং অধোদিকে পৃথিবীকে দিবে। এইরূপে তৎতৎ মন্ত্রে সমস্তদিকে বলিপ্রদান করত ভগবান্ জনার্দ্দনের বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া প্রভৃত স্তবের দ্বারা শ্রীহরিকে স্বগৃহে প্রবেশ করাইবে। আসনে সংস্থাপিত করিয়া যথাবিধি দেবাদি-দেবকে পূজা করত "বিহিসোতাদি" সূক্ত দ্বারা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ধ্রুবসূক্ত দ্বারা বৈষ্ণবগণ দেবতার নীরাজন (আরাত্রিক) করিবে।৫৭-৫৯

পরে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া "ইমং মহেতি" সূক্তমন্ত্র দুইটি দ্বারা পুষ্পযোগে সনাতন বিষ্ণুকে পূজা করিবে।৬০

সৌদর্শন-মন্ত্র দ্বারা চারিদিকে দেবতার রক্ষা করিবে। এইরূপে দিবা ও রাত্রিতে সকল সময়ে দেবতার নিত্যোৎসব করিবে। গুরুজনের মৃত্যুদিনে, শ্রীভগবানের জন্মদিনে, কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় ও শ্রাবণী পূর্ণিমায় বিষ্ণুযাগ করিবে। উহাতে পূর্বদিনে উপবাসী থাকিয়া দীক্ষিত হইয়া সমাহিত মনে যাগকর্ম্ম করিবে।৬১-৬৩

স্বস্তিবাচনপূর্বক অঙ্কুরার্পণ করিবে। নদীতে স্নান করিয়া চারিজন বেদপারগ ঋত্বিক্ দ্বারা পুরুষসূক্তবিধি অনুসারে পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে। নানাবিধ গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, ধূপ ও দীপমালা নিবেদন করত নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যদ্রব্য ও তাম্বুল দ্বারা পূজা করিবে সূক্তপাঠ করিয়া অর্ঘ্যাদি উপচার দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিবে। অধ্যায় ও মণ্ডল (নির্দ্দিষ্টসংখ্যক

ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ তাম্বুলাদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
অর্ঘ্যাদ্যৈরুপচারৈস্তু সূক্তান্তে পূজয়েদ্ধরিম্ ॥৬৬
অধ্যায়ান্তে মণ্ডলান্তে চ নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি।
পূজয়িত্বা হরিং ভক্ত্যা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্তথা ॥৬৭
আজ্যেন চরুণা বাঽপি তিলৈঃ পদ্মৈরথাপি বা।
সমিদ্ভির্বিল্বপত্রৈর্বা হোমং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ ॥৬৮
যজ্ঞরূপং হরিং ধ্যায়ন্ প্রত্যৃচং বেদসংহিতাম্।
হোমঃ সমাপ্যতে যাবত্তাবদ্ বৈ দীক্ষিতো ভবেৎ ॥৬৯
জুহুয়াদ্ বৈ গার্হপত্যো সোঽগ্নিমভ্যর্চ্য ভূপতে।
অগ্নিরক্ষণমপ্যুক্তং যাবদিষ্টিঃ সমাপ্যতে ॥৭০
বিশিষ্টান্ বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ ভোজয়েৎ প্রতিবাসরম্।
ঋত্বিজশ্চ পাঠেত্তাবচ্চতুর্মন্ত্রান্ সমাহিতঃ ॥৭১
যজেদবভৃথেষ্টিঞ্চ পাবমান্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ।
অন্তে সংপূজয়েদ্ বিপ্রান্ বাসোঽলঙ্কার-ভূষণৈঃ ॥৭২
ঋত্বিজশ্চ গুরুঞ্চৈব পূজয়েচ্চ বিশেষতঃ।
এবমিষ্টিস্তু যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৭৩
ক্রতূনাং দশকোটীনাং ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
যস্মিন্ দেশে বৈষ্ণবেষ্ট্যা অজিতো মধুসূদনঃ ॥৭৪
দুর্ভিক্ষরোগাগ্নিভয়ং তস্মিন্ নাস্তি ন সংশয়ঃ।
অশক্তঃ সর্বদেবেন কর্ত্তুমিষ্টিঞ্চ বৈষ্ণবীম্ ॥৭৫
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্জুহুয়াৎ প্রত্যৃচং হবিঃ।
তৈরেব পুষ্পাঞ্জলিঞ্চ কুর্যাদিষ্ট্যাঃ প্রপূর্ত্তয়ে ॥৭৬
অথবা মূলমন্ত্রং তু লক্ষং জপ্ত্বা হুতাশনে
অযুতং জুহুয়াত্তদ্বৎপুষ্পাণি চ সনাতনে ॥৭৭
ইষ্টিঃ সম্পূর্ণতাং যাতি সর্ববেদাঃ সদক্ষিণাঃ।
এবমিষ্টিং প্রকুর্বীত প্রত্যব্দং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৭৮
তুষ্ট্যর্থং বাসুদেবস্য বংশস্যোজ্জীবনায় চ।
বৃদ্ধ্যর্থমপি লোকস্য দেবতানাং হিতায় চ ॥৭৯

বেদমন্ত্রকে মণ্ডল বলা হয়) পাঠপূর্বক বিবিধ নৈবেদ্য নিবেদন করত শ্রীহরিকে পূজা করিয়া বৈষ্ণব-ভোজন করাইবে।৬২-৬৭

বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ঘৃত, চরু, তিল, পদ্ম, বিল্বপত্র কিংবা সমিধ্ দ্বারা হোম করিবে। যজ্ঞরূপ শ্রীহরিকে ধ্যান করত বেদের সংহিতা-ভাগের প্রতিমন্ত্রে যে পর্য্যন্ত না হোম সমাপ্ত হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দ্বিজকে দীক্ষিত বলা হয়।৬৮-৬৯

হে ভূপতে! গার্হপত্যাগ্নির আহ্বান ও অর্চ্চনা করিয়া তাহাতে হোম করিবে। যাগ-সমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত "অগ্নিরক্ষা" বিহিত আছে।৭০

প্রতিদিন বিশিষ্ট বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। ঋত্বিক্‌গণও সমাহিত মনে চারিটী মন্ত্র পাঠ করিবেন।৭১

পাবমানীসূক্ত সহকারে বৈষ্ণবগণ দ্বারা অবভৃথ-যাগ করিবে। যাগান্তে বস্ত্র, অলঙ্কার ও বিভূষণ দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিবে।৭২

ঋত্বিক্‌গণকে ও গুরুকে বিশেষভাবে পূজা করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পূর্বোক্ত বিধানে বিষ্ণুযাগ করিলে দশকোটি যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। যে দেশে বিষ্ণুযাগের দ্বারা শ্রীমধুসূদন পূজিত হন, সেই দেশে দুর্ভিক্ষ, অগ্নি ভয় বা রোগ ভয় থাকে না—ইহাতে সংশয় নাই। সমস্ত দেবগণ দ্বারা বিষ্ণুযাগ করিতে অসমর্থ হইলে সমস্ত বিষ্ণুসূক্তের প্রতিমন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। ঐ যজ্ঞ প্রপূরণজন্য ঐ বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৭৩-৭৬

অথবা বিষ্ণুর মূলমন্ত্র লক্ষবার জপ করিয়া অগ্নিতে অযুত সংখ্যক আহুতি দিবে এবং শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। এইরূপ করিলে বিষ্ণুযাগ সম্পূর্ণ হইবে, সমস্ত বেদ দক্ষিণা সহ পরিতুষ্ট হইবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ প্রতিবৎসর এইরূপ বিধিতে বিষ্ণুযাগ সম্পন্ন করিবে। বাসুদেবের সন্তোষ বিধান, বংশের সুসংবৃদ্ধি, লোক সকলের অভ্যুদয় এবং দেবতাগণের হিতের জন্য ইহা করিবে।৭৭-৭৯

যাগকালে পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা অন্য বন্ধুগণ যদি মৃত্যুমুখে পতিত হন, তবে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কিরূপে উহা সম্পন্ন

পিতা বা যদি বা মাতা ভ্রাতা বাঽন্যে সুহৃজ্জনাঃ।
যদি পঞ্চত্বমাপন্নাঃ কথং কুর্য্যাদ্ দ্বিজোত্তমাঃ ॥৮০
কনিষ্ঠবর্জমেবাত্র বপনং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
স্নাত্বাচম্য বিধানেন কারয়েৎ পূজনং হরেঃ ॥৮১
রোদনং বর্জয়িত্বৈব গোময়েন শুচিস্থলম্।
বিলিপ্য মণ্ডলে তত্র ধান্যস্যোপর্য্যুলূখলম্ ॥৮২
কলশাংস্তু চতুর্দিক্ষু তণ্ডুলোপরি নিক্ষিপেৎ।
হিরণ্য-পঞ্চগব্যানি পঞ্চত্বক্‌পল্লবান্ ন্যসেৎ ॥৮৩
বাসসা তন্তুনা বাঽপি বেষ্টয়েৎ ত্রিঃ প্রদক্ষিণম্।
উলুখলে বাসুদেবং কলসেষু ক্রমেণ চ ॥৮৪
প্রদ্যুম্নমনিরুদ্ধঞ্চ সঙ্কর্ষণমধোক্ষজম্।
সম্পূজ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ভক্ত্যা ভক্ষ্যং নিবেদয়েৎ ॥৮৫
অভ্যর্চ্য মুষলং পুষ্পৈর্গায়ত্র্যা প্রণবেন চ।
হরিদ্রামবহন্যাত্তু পরোমাত্রেতি বৈ জপন্ ॥৮৬

ভগবন্মন্দিরে বিষ্ণুং হরিদ্রাদ্যৈঃ প্রপূজয়েৎ।
পিতুঃ শরীরং বিধিবৎ স্নাপয়েৎ কলসোদকৈঃ ॥৮৭
তিলৈশ্চ পঞ্চগব্যৈশ্চ গায়ত্র্যা বৈষ্ণবেন চ।
উদ্বর্ত্য সর্বকর্মণেতি স্নাপয়েৎ পিতরং সুতঃ ॥৮৮
নারায়ণানুবাকেন চৈবং স্নাপ্য ততঃ পিতুঃ।
ধৌতবস্ত্রঞ্চ সংবেষ্ট্য ভূষণৈর্ভূষয়েত্ততঃ ॥৮৯
গন্ধ-মাল্যৈরলঙ্কৃত্য শুচৌ দেশে কুশোত্তরে।
তিলোপরি বিধায়ৈনং বস্ত্রং হিত্বাঽন্যতঃ সুতম্ ॥৯০
ধারয়েদুত্তরীয়ে দ্বে যাবৎকর্ম সমাপ্যতে।
হুত্বৈবোপাসনং তস্য আর্দ্রযজ্ঞীয়কাষ্ঠকৈঃ ॥৯১
শিবিকাং কারয়িত্বাঽথ বস্ত্র-মূল্যাদিভিঃ শুভম্।
তস্মিন্নিবেশ্য তং প্রেতং বাহকান্ বরয়েত্ততঃ ॥৯২
স্ববর্ণ বৈষ্ণবানেব পূজয়েৎ স্বর্ণদক্ষিণৈঃ।
বহেয়ুস্তেঽপি ভক্ত্যা তং পঠন্ বিষ্ণুস্তবান্ মুদা ॥৯৩

---

করিবে? ইহার উত্তরে বলা হয়—কনিষ্ঠভিন্ন অন্য সকলেই মস্তকাদি মুণ্ডন করিবে। স্নান করিয়া আচমন করত যথাবিধি শ্রীহরির পূজা করাইবে। রত্নসমূহাদি দ্বারা উহাতে শ্রাদ্ধাদি মঙ্গল কার্য্যসমূহ সম্পন্ন করিবে।৮০-৮১

রোদন করিবে না। গোময় দ্বারা স্থান পবিত্র করত তাহাতে মণ্ডল করিয়া ঐ মণ্ডলে ধান্যের উপর উলূখল (উদূখল) স্থাপন করত চারিদিকে তণ্ডুলের উপর কলস স্থাপন করিবে। সুবর্ণ, পঞ্চগব্য, ত্বক্‌যুক্ত পঞ্চপল্লব ঐ কলসে সংস্থাপন করিবে। বস্ত্র বা সূত্রদ্বারা তিনবার প্রদক্ষিণাকারে ঐ কলস বেষ্টন করিবে। উলূখলে বাসুদেবকে এবং কলসগুলিতে যথাক্রমে প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ ও অধোক্ষজ বিষ্ণুকে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা সভক্তি পূজা করিবে। পরে ভক্তি সহকারে নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে।৮২-৮৫

উদূখলমুষলকে গায়ত্রী ও প্রণবযোগে পুষ্পদ্বারা পূজা করিয়া "পরো মাত্রা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে হরিদ্রা সহযোগে অবঘাত করিবে।৮৬

শ্রীভগবানের মন্দিরে হরিদ্রা প্রভৃতির দ্বারা শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। যথাবিধি ঐ কলসের জল দ্বারা পিতার শরীরকে স্নান করাইবে।৮৭

পুত্র বিষ্ণুগায়ত্রী সহযোগে তিল ও পঞ্চগব্য দ্বারা উদ্‌বর্ত্তন (অনুলেপন) করিয়া "সর্বকর্ম্মণা" ইত্যাদি মন্ত্রে পিতাকে স্নান করাইবে।৮৮

নারায়ণ অনুবাক্ (তদধ্যায়োক্ত বেদমন্ত্র) দ্বারা পিতার স্নান সমাপন করিয়া ধৌত বস্ত্র দ্বারা বেষ্টন করত নানা বিভূষণে বিভূষিত করিবে।৮৮

গন্ধমাল্য দ্বারা সুশোভিত করিয়া পবিত্রস্থানে কুশোপরি তিলের উপর রাখিয়া পুত্র পরিহিত বস্ত্র ত্যাগ করত পৃথক্ বস্ত্র ও উত্তরীয়যুগ্ম ধারণ করিবে—যে পর্য্যন্ত অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত না হয়। আর্দ্র যজ্ঞকাষ্ঠ দ্বারা তাহার 'উপাসনাগ্নি'তে অন্ত্য আহুতি প্রদানপূর্বক বস্ত্রমূল্যাদি দ্বারা সুন্দর একখানি দোলামঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে শবদেহ স্থাপনের জন্য বাহকদিগকে নিযুক্ত করিবে। স্বীয় বর্ণ (জাতি) বাহকদিগকে স্বর্ণাদি দক্ষিণা দ্বারা সম্মানিত করিয়া বহন করাইবে। ঐ সঙ্গে সানন্দে বিষ্ণুস্তব পড়িতে পড়িতে গমন করিবে। বৈষ্ণবগণ গীত, বাদ্য ও নৃত্য করিতে

হরিদ্রা-লাজ-পুষ্পাণি বিকিরন্ বৈষ্ণবা মুদা।
বাদিত্র-নৃত্য-গীতাদ্যৈর্ব্রজেয়ুঃ কীর্ত্তয়ন্ হরিম্।
হুতাগ্নিমগ্রতঃ কৃত্বা গচ্ছেয়ুস্তস্য বান্ধবাঃ ॥৯৪
বাহকানামলাভে তু শকটে গো-বৃষান্বিতে।
নিবেশ্য শিবিকাং রম্যাং ব্রজয়ুর্নগরাদ্ বহিঃ ॥৯৫
দক্ষিণেন মৃতং শূদ্রং পূরদ্বারেণ নির্হরেৎ।
পশ্চিমোত্তর-পূর্ব্বেষু যথাসঙ্খ্যং দ্বিজাতয়ঃ ॥৯৬
প্রাগ্ দ্বারং সর্ব্ববর্ণানাং ন নিষিদ্ধং কদাচন।
গত্বা শুভতরং দেশং রম্যং শুভজলান্বিতম্ ॥৯৭
যজ্ঞবৃক্ষসমাকীর্ণমমেধ্যাদিবিবর্জ্জিতম্।
খাতয়েত্তত্র কুণ্ডং তু নিম্নং হস্তত্রয়ং তদা।
দ্বাভ্যাং ত্রিভির্বা বিস্তারং চতুরায়তমেব চ ॥৯৮

ততঃ সম্মার্জনং কৃত্বা গোময়ান্বিতবারিণা
সম্প্রোক্ষ্য যজ্ঞিয়ৈঃ কাষ্ঠৈঃ স্থিতিং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥৯৯
আস্তীর্য্য দক্ষিণামেবমেণাজিনমনুত্তমম্।
তস্মিন্নাস্তীর্য্য দর্ভাংস্তু বিকীর্য্য চ তিলাংস্তথা ॥১০০
তস্মিন্নিবেশ্য তং প্রেতং ঘৃতাক্তং নববস্ত্রকম্।
ঈষদ্ধৌতং নবং শ্বেতং সদশং যন্ন ধারিতম্ ॥১০১
অহতং তদ্বিজানীয়াদ্দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি।
পরিষিচ্য চিতিং পশ্চাদাপোহস্মানিতীত্যৃচা ॥১০২
পরিস্তীর্য্য শুভৈর্দর্ভৈরপসব্যেন সব্যতঃ।
উরস্যগ্নিং নিধায়াস্য পাত্রাসাদানমাচরেৎ ॥১০৩
প্রোক্ষণং চমসাজ্যেন চরুমিধ্ম-স্রুবৌ তথা।
আসাদ্যোক্তবিধানেন ইধ্মাধানান্তমাচরেৎ ॥১০৪

করিতে হরিসংকীর্ত্তন সহকারে হরিদ্রাসংযুক্ত খই ও পুষ্প ছড়াইতে ছড়াইতে গমন করিবে এবং বান্ধবগণ ঐ শবযাত্রার পূর্বে আহুত অগ্নি অগ্রে অগ্রে লইয়া গমন করিবে।৯০-৯৪

মৃতের শিবিকা-বাহক না পাওয়া গেলে গো বা বৃষের শকটে ঐ শিবিকা সংস্থাপিত করিয়া ঐ রমণীয় শিবিকা নগরের বাহিরে লইয়া যাইবে।৯৫

শূদ্রের শবদেহ পুরদ্বারের দক্ষিণদিক্ হইতে বাহির করিবে। দ্বিজাতিদের শব ব্রাহ্মণাদিক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিঃসারণ করিবে।৯৬

সমস্ত বর্ণেরই শব পূর্ব্বদ্বার দিয়া নিঃসারিত করিতে পারিবে—ইহাতে নিষেধ নাই। ঐভাবে শব নিঃসারিত করিয়া পবিত্রজলসমন্বিত মঙ্গলময় রমণীয় স্থানে যাইবে। ঐ স্থান যজ্ঞবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত হইবে, অপবিত্র কোনও পদার্থ থাকিবে না। তথায় গিয়া তিনহাত নীচু একটি গর্ত্ত (কুণ্ড) খনন করাইবে; তাহা প্রস্থে দুই হাত বা তিন হাত, দৈর্ঘ্যে চারি হাত হইবে। তারপর গোময়-যুক্ত জলের দ্বারা ঐ কুণ্ড (গর্ত্ত) মার্জ্জন করিবে। পরে প্রোক্ষণ সমাপ্ত হইলে উহাতে যথাবিধি যজ্ঞীয় কাষ্ঠ সংস্থাপিত করিবে।৯৭-৯৯

পরে শ্রেষ্ঠকৃষ্ণসারের চর্ম্ম দক্ষিণাভিমুখে আস্তীর্ণ করত তাহাতে কুশ পাতিয়া তিল বিকীর্ণ করিবে ঐ কুণ্ডে শবদেহকে সংস্থাপিত করিবে। পূর্বে শবকে ঘৃত মাখাইয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করাইয়া দিবে। ঐ বস্ত্র ঈষদ্ ধৌত, নূতন, শুভ্রবর্ণ, দশাসমন্বিত ও অব্যবহৃত হইবে। তাদৃশ গুণ-সমন্বিত বস্ত্রকেই "অহত" বলে। দৈবকর্ম্মে ও পিতৃকর্ম্মে উহা প্রশস্ত। পরে "আপোহস্মান্" ইত্যাদি বেদবাক্য দ্বারা ঐ চিতাকে পরিষিক্ত করিয়া অপসব্য-ক্রমে অর্থৎ প্রাচীনাবীতী হইয়া শবের বামদিক হইতে অচ্ছিন্ন শুভ কুশ আস্তৃত করত বক্ষঃস্থলে অগ্নিদানপূর্বক যজ্ঞোপযোগি-পাত্রসমূহের আসাদন (সংস্থাপন) করিবে।১০০-৩

চমস্ (আহুতিদানের হাতা) দ্বারা ঘৃত প্রোক্ষণ করত চরু, ইধ্ম ও স্রুব সংস্থাপিত (সংগ্রহ) করিবে। পূর্বোক্ত নিয়মে ইধ্মাধান-কর্ম্ম সমাপন করিবে।১০৪

স্ববেদ ও স্বশাখোক্ত গৃহ্যসূত্র বিহিত নিয়মে সম্পূর্ণ-রূপে সমস্ত হোম করত পরে উপবীতী হইয়া ঘৃতযুক্ত হব্য হবন করিবে। (নিজের শরীর দিয়া আহুতি দেওয়া হয় বলিয়া ইহাকেই অন্ত্যাহুতি বলা হয়।) "সোমানং" ইত্যাদি প্রতি মন্ত্রে ঘৃত দ্বারা চরুর অন্ন সংযুক্ত করিয়া "তং মহেন্দ্র" ইত্যাদি সূক্তের প্রতিমন্ত্র দিয়া আহুতি দিবে।১০৫-৬

স গৃহ্যোক্তবিধানেন হুত্বা সর্বমশেষতঃ।
পশ্চাদাজ্যযুতং হব্যং জুহুয়াদুপবীতবান্ ॥ ১০৫
সোমানমিত্যোদনেন প্রত্যৃচং তত আজ্যতঃ।
তং মহেন্দ্রেতি সূক্তেন হুত্বা প্রত্যৃচমেব চ ॥১০৬
এষ ইত্যনুবাকাভ্যাং পৃষদাজ্যং যজেত্ততঃ।
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্ ॥১০৭
তিলৈশ্চ জুহুয়াৎ পাদমষ্টাবিংশতিমেব বা।
একৈকামাহুতিং পশ্চাদ্ বৈকুণ্ঠপার্ষদং যজেৎ ॥১০৮
ব্রহ্মমেধ ইতি প্রোক্তং মুনিভির্ব্রহ্মতৎপরৈঃ।
মহাভাগবতানাং বৈ কর্তব্যমিদমুত্তমম্ ॥১০৯
কেশবাপিতসর্বাঙ্গং শশিভং মঙ্গলাদ্বয়ম্।
ন বৃথা দাপয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রহ্মমেধবিধিং বিনা ॥১১০
পরমাবগতেনাপি কর্তব্যং হি দ্বিজন্মনঃ।
দ্রব্যালাভেঽপি হোতব্যং যজ্ঞিয়ৈশ্চ প্রসূনকৈঃ ॥১১১
শূদ্রস্যাপি বিশিষ্টস্য পরমৈকান্তিনস্তথা।
স্বাহাকারঞ্চ বেদঞ্চ হিত্বা পুষ্পৈর্যজেচ্ছুভৈঃ ॥১১২
তূষ্ণীমদ্ভিঃ পরিষিচ্য পরিস্তার্য্য কুশৈস্তিলৈঃ।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ তথা সঙ্কর্ষণাদিভিঃ ॥১১৩
মৎস্য-কূর্ম্মাদিভিশ্চৈব বেদার্থোক্তপ্রবন্ধকৈঃ।
নমোঽন্তমেব জুহুয়াৎ স্বাহাকারং বিবর্জয়েৎ ॥১১৪
অমন্ত্রকং প্রকুর্বীত শূদ্রঃ সর্বমশেষতঃ।
দগ্ধ্বা শরীরং বিধিবদ্ বৈষ্ণবস্য মহাত্মনঃ ॥১১৫
যন্মরণং তদবভৃথমিতি মত্বা বিচক্ষণঃ।
স্নানার্থং পুণ্যসলিলং ব্রজেদ্ভাগবতৈঃ সহ ॥১১৬
অনুলিপ্য ঘৃতং সর্বং গোময়ং বা তিলৈঃ সহ।
দূর্বাদ্যৈরক্ষতৈর্লাজৈঃ স্নানং কুর্বীত মঙ্গলম্ ॥১১
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন তস্য পুত্রাঃ স্বগোত্রজাঃ।
পিণ্ডোদকপ্রদানাদ্যৈঃ সর্বমপ্যৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥১১৮

'এষ' এই অনুবাক (বেদের অংশবিশেষ) দুইটি দ্বারা দধি সমন্বিত ঘৃত যোগে যাগ করিবে। সমস্ত বিষ্ণু মন্ত্র দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে অষ্টোত্তর শত তিলের দ্বারা আহুতি দিবে। পরে অষ্টাবিংশতিসংখ্যক বা এক শতের চাতুর্থাংশ আহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পারিষদ্ গণকে এক একটি আহুতি দিয়া তাহাদের যাজন করিবে।১০৭-৮

ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিগণ ইহাকে "ব্রহ্মমেধ" বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। মহাভাগবতদিগের ইহাই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। যিনি কেশবকে সর্বাঙ্গ দান করিয়াছেন, চন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মলকান্তি, দ্বিবিধ মঙ্গলযুক্ত শরীরকে বৃথা অর্থাৎ ব্রহ্মমেধ-বিধিব্যতীত অনিয়মে অগ্নিতে দান করিবে না। বিশেষরূপে অন্ত্যাহুতির বিধি অবগত হইয়া তাহা কর্ত্তব্য। হোমীয় দ্রব্য পাওয়া না গেলে যজ্ঞীয় পুষ্পাদির দ্বারা হোম করিবে। বিশিষ্ট একান্ত ভক্ত শূদ্রেরও "স্বাহা" ও বেদমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলময় যজ্ঞীয় পুষ্পের দ্বারাই আহুতি দান বিধেয়।১০৯-১২

বিনা মন্ত্রে স্নানাদি অভিষেক সম্পন্ন করিয়া কুশ ও তিল আস্তরণ করিবে পরে কেশবাদি ও সঙ্কর্ষণাদি নামের দ্বারা এবং মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারসমূহের নাম উচ্চারণ করত বেদবিহিত ব্যাপারগুলি অনুষ্ঠানপূর্বক অন্তে "নমঃ" শব্দ যোগ করিয়াই হোম করিবে, তাহাতে "স্বাহা" পদ পরিত্যাগ করিবে।১১৩-১৪

শূদ্র বিনা মন্ত্রেই সমস্ত কার্য্য সুসম্পন্ন করিবে। মহাত্মা বৈষ্ণবের মৃত্যুতে শবদেহের যে যথাবিধি দাহ করা হয়, তাহাই অবভৃথ (যজ্ঞ), বিচক্ষণ ব্যক্তি ইহা চিন্তা করিয়া স্নানের জন্য ভগবদ্‌ভক্তদের সহিত পবিত্র জলাশয়ে গমন করিবে।১১৫-১৬

সর্বাঙ্গ ঘৃত দ্বারা বা গোময়ের দ্বারা লিপ্ত করত তিল, দূর্ব্বা, অক্ষত ও লাজের সহিত স্নান করিবে। ঐ স্নানই মঙ্গলপ্রদ।১১৭

নিজ বেদ ও শাখার গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে মৃতের পুত্রগণ কিংবা স্বগোত্রসম্ভূতগণ পিণ্ড ও জলদানাদি সমস্ত ঊর্দ্ধদেহিক কার্য্য সম্পন্ন করত অনলস হইয়া বৈষ্ণবদের সহিত যথাশাস্ত্র যথাবিধি সামান্য ও বিশেষ ধর্ম্মবিধি অনুসারে বিশিষ্ট ধর্ম্মবিহিত নারায়ণ-বলি (যাগ) করিবে। উহাতে পূর্বদিনে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ

নির্বর্ত্য বিধিনা ধর্ম্মং সামান্যেনাবশেষতঃ।
বিশিষ্টং পরমং ধর্ম্মং নারায়ণবলিং ততঃ ॥১১৯
প্রকুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবৈঃ সার্দ্ধং যথাশাস্ত্রমতন্দ্রিতঃ।
নিমন্ত্রয়েত্তু পূর্বেদ্যুর্ব্রাহ্মণান্ বৈষ্ণবান্ শুভান্ ॥১২০
চতুর্বিংশতিসংখ্যাকান্ মহাভাগবতোত্তমঃ।
কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য চতুর্বিংশতিবৈষ্ণবান্ ॥১২১
রাত্রৌ নিমন্ত্র্য সম্পূজ্য তৈঃ সার্দ্ধং বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রাতরুত্থায় তৈর্গত্বা নদীং পুণ্যজলান্বিতাম্ ॥১২২
ধাত্রীফলানুলিপ্তাঙ্গো নিমজ্জ্য বিমলে জলে।
জপন্ বৈ বৈষ্ণবান্ সূক্তান্ স্নানং
কুর্বীত বৈ দ্বিজঃ ॥১২৩
বৈকুণ্ঠতর্পণং কুর্য্যাৎ কুসুমৈঃ সতিলাক্ষতৈঃ।
গৃহং গত্বাঽর্চয়েদ্দেবং সর্বাবরণসংযুতম্ ॥১২৪
সুগন্ধপুষ্পৈর্বিবিধৈর্গন্ধৈর্ধূপৈশ্চ দীপকৈঃ।
নৈবেদ্যৈর্ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ ফলৈর্নীরাজনৈরপি ॥১২৫
অর্চয়িত্বা বিধানেন মূলমন্ত্রেণ বৈষ্ণবঃ।
পুরতোঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানং সমাচরেৎ ॥১২৬

চরুং সশর্করাজ্যন্তু জুহুয়াদ্ বহ্নিমণ্ডলে।
প্রত্যৃচং বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ কেশবাদ্যৈশ্চ নামভিঃ ॥১২৭
হুত্বাঽথ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
গবাজ্যেনৈব জুহুয়াচ্চতুর্ভির্বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥১২৮
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ।
অগ্নেরুত্তরভাগেণ গোময়েনানুলিপ্য চ ॥১২৯
আস্তীর্য্য দর্ভান্ প্রাগগ্রান্ চতুর্বিংশতিসংখ্যয়া।
উদক্প্রাবণিকেনৈব কেশবাদিক্রমেণ তু ॥১৩০
অভ্যর্চ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈস্তত্তন্মন্ত্রৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
মধ্বাজ্য-তিলমিশ্রেণ চরুণা পায়সেন বা ॥১৩১
কুশেষু তেষু দদ্যাত্তু পিণ্ডান্ তীর্থং বিধানতঃ।
স্বাহাকারেণ মনসা কেশবাদীন্ ক্রমেণ বৈ ॥১৩২
দত্ত্বা পিণ্ডান্ সমভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাক্ষতোদকৈঃ।
নিত্যমভ্যর্চ্য মুক্তেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যস্তথৈব চ ॥১৩৩
দদ্যাৎ পিণ্ডত্রয়ং চৈব তেষাং দক্ষিণতঃ ক্রমাৎ।
বিষ্ণোর্নুকেতি সূক্তেন উপস্থানজপং তথা ॥১৩৪

করিবে। মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ চতুর্বিংশতিসংখ্যক কেশবাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া চতুর্বিংশতিসংখ্যক বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিবে।১১৮-২১

রাত্রিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পূজা সমাপনান্তে তাহাদের সহিত জিতেন্দ্রিয় হইয়া রাত্রি যাপনপূর্বক প্রাতঃকালে উঠিয়া তাহাদের সহিত পবিত্রজলা নদীতে গমন করত আমলকীফলের রসের দ্বারা সর্বাঙ্গ অনুলিপ্ত করিয়া ঐ নির্ম্মল জলে বিষ্ণুসূক্ত পড়িতে পড়িতে স্নান করিবে—ইহা ব্রাহ্মণের বিধি।১২২-২৩

পুষ্প ও সতিল অক্ষত দ্বারা বৈকুণ্ঠবাসিদের তর্পণ করত গৃহে গমন করিয়া সমস্ত আবরণ-দেবতা-সংযুক্ত সনাতনদেবকে সুগন্ধ পুষ্প, বিবিধ গন্ধদ্রব্য, ধূপ, দীপমালা, নৈবেদ্য, বিবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্য ও নানাবিধ ফলের দ্বারা পূজা করিবে এবং আরাত্রিক দিবে। বৈষ্ণব যথাবিধি পূজা সমাপন করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বালিত করত ইধ্মাধান করিবে অর্থাৎ যজ্ঞীয় কাষ্ঠ দান করিবে।১২৪-২৬

চরু ও শর্করাযুক্ত ঘৃত বহ্নিতে আহুতি দিবে। বৈষ্ণবসূক্তের প্রতিমন্ত্রে কেশবাদির নাম উচ্চারণপূর্বক আহুতি দিবে।১২৭

পরে বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে গোঘৃতযোগে অষ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। পরে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌গণকে চারিটি আহুতি দিয়া হোমের অবশিষ্ট কর্ম্ম সমাপ্ত করিবে।১২৮

অগ্নির উত্তরদিকে গোময় লেপনপূর্বক পূর্বাগ্র করিয়া চতুর্বিংশতিসংখ্যক কুশ আস্তীর্ণ করত কেশব প্রভৃতি নামের ক্রমানুসারে জলপ্রবণ অর্থাৎ জলযুক্ত গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। তত্তৎ মন্ত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই অর্চ্চনা করিবে। পরে মধু, ঘৃত ও তিলমিশ্রিত চরু অথবা পায়স দ্বারা ঐ কুশের উপর তীর্থে পিণ্ডদানের বিধান অনুসারে পিণ্ডদান করিবে। মনে মনে কেশবাদি নামের ক্রমে 'স্বাহা' পদ উচ্চারণ পূর্বক পিণ্ড দান করিয়া গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত ও উদক দ্বারা

প্রদক্ষিণং নমস্কারং কৃত্বা ভক্ত্যাঽথ বৈষ্ণবঃ।
পিণ্ডাংস্তু সলিলে দত্ত্বা স্নাত্বা সংপূজ্য কেশবম্ ॥১৩৫
ব্রহ্মাণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাৎ পাদপ্রক্ষালনাদিভিঃ।
অর্ঘ্যাদ্যৈর্গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্বাসোঽলঙ্কার ভূষণৈঃ ॥১৩৬
কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্।
সম্পূজ্য বিধিবদ্ভক্ত্যা মহাভাগবতোত্তমান্ ॥১৩৭
পায়সং সগুড়ং সাজ্যং শুদ্ধান্নং পানকৈঃ ফলৈঃ।
সম্ভোজ্য বিপ্রানাচান্তান্ প্রণিপত্য বিসর্জয়েৎ ॥১৩৮
হবিষ্যঞ্চ সকৃদ্ভুক্ত্বা ভূমৌ দদ্যাৎ কুশোত্তরে।
অয়ং নারায়ণবলির্মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥১৩৯
স্বর্গস্থানাঞ্চ সর্বেষাং কর্তব্যো বৈষ্ণবোত্তমৈঃ।
অলাভেষু তু বিপ্রেষু বৈষ্ণবেষ্বপ্যশক্তিতঃ ॥১৪০
সর্বং কৃত্বা বিধানেন জপ-হোমার্চনাদিকম্।
কেশবাদীন্ সমুদ্দিশ্য নিত্যান্ মুক্তাংশ্চ বৈষ্ণবান্ ॥১৪১

একং বা ভোজয়েদ্ বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমম্।
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্মং বিশিষ্টাদ্যৈর্যমাচরেৎ ॥১৪২
বৈষ্ণবং পরমং ধর্মং মহাভাগবতোত্তমম্।
তস্মিন্ সম্পূজিতে বিপ্রে সর্বং সম্পূজিতং ভবেৎ॥১৪৩
তস্মাদ্ভাগবতশ্রেষ্ঠমেকং বাঽপি সুপূজয়েৎ।
হরিশ্চ দেবতাশ্চৈব পিতরশ্চ মহর্ষয়ঃ ॥১৪৪
তস্মিন্ সম্পূজিতে বিপ্রে তুষ্যন্ত্যেব ন সংশয়ঃ।
অর্চনং মন্ত্রপঠনং ধ্যানং হোমশ্চ বন্দনম্ ॥১৪৫
মন্ত্রার্থচিন্তনং যোগো বৈষ্ণবানাঞ্চ পূজনম্।
প্রসাদতীর্থসেবা চ নবেজ্যাকর্ম উচ্যতে।
পঞ্চসংস্কারসম্পন্নো নবেজ্যাকর্মকারকঃ ॥১৪৬
আকারত্রয়সম্পন্নো মহাভাগবতোত্তমঃ।
শ্রাদ্ধানামপ্যলাভে তু একং নারায়ণং বলিম্ ॥১৪৭

নিত্য মুক্ত বৈষ্ণবদিগকে অর্চ্চনা পূর্বক তাহাদের দক্ষিণদিক্ ক্রমে তিনটি পিণ্ড দান করিবে। এবং "বিষ্ণোর্নুক" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা উপস্থানজপ করিবে। পরে বৈষ্ণব ভক্তি সহকারে প্রদক্ষিণান্তে নমস্কার করিয়া এবং পিণ্ড জলে দিয়া স্নান করত কেশবকে পূজা করিবে।১২৯-৩৫

পরে পাদপ্রক্ষালনাদি পূর্বক ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে। অর্ঘ্য, গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি ও অলঙ্কার-বস্ত্র-বিভূষণাদি দ্বারা কেশব প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পূজা করিয়া নিত্যমুক্ত বৈষ্ণবদিগকে পূজা করত যথাবিধি ভক্তি-পূর্বক মহাভাগবতশ্রেষ্ঠদিগকে পায়স, গুড়, ঘৃতযুক্ত পবিত্র অন্ন, পানীয় ও নানাবিধ ফল ভোজন করাইয়া কৃতাচমন ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম করত বিসর্জ্জন করিবে। ১৩৬-৩৮।

একবার হবিষ্য ভোজন করিয়া ভূমিতে কুশের উপর বালদান করিবে। ইহাই "নারায়ণ-বলি" নামে মুনিগণ কর্তৃক প্রখ্যাত। যদি বৈষ্ণবব্রাহ্মণ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে সামর্থ্য না থাকিলেও স্বর্গস্থিত সমস্ত পিতৃগণের উক্তরূপে পিণ্ডাদি দান বৈষ্ণবদের কর্ত্তব্য। যথাবিধি জপ-হোম পূজা প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়া সমাপ্ত করিয়া কেশবাদিকে উদ্দেশ্য করিয়া নিত্যমুক্ত বৈষ্ণব-দিগকে অথবা মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে। বিশিষ্ট বিদ্বান্দিগের কথিত শ্রুতি-স্মৃত্যাদি বিহিত ধর্ম্ম উক্তরূপে অনুষ্ঠান করিবে।১৩৯-৪২

মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপ্রীতিই পরম ধর্ম্ম। বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা করা হইলেই সমস্ত জগৎ পূজিত হইয়া থাকে।১৪৩

সুতরাং একজন মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা করিবে। সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা করা হইলে শ্রীহরি, সমস্ত দেবতা, পিতৃগণ ও মহর্ষিগণ সন্তুষ্ট হন—ইহাতে সংশয় নাই। পূজা, মন্ত্রপাঠ, ধ্যান, হোম, বন্দন, মন্ত্রার্থচিন্তন, যোগ, বৈষ্ণবদের পূজা ও প্রসাদতীর্থ-সেবা অর্থাৎ যে তীর্থসেবায় শ্রীভগবান প্রসন্ন হন এই নয়টাই যাগকর্ম্মরূপে বিহিত আছে। উক্ত নবযাগকারী ব্যক্তিই পঞ্চসংস্কার কর্ম্ম সম্পন্ন হন।১৪৪-৪৬

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদিযুক্ত, শ্রীহরির শঙ্খ-চক্র-গদাদি চিহ্নধারী সুবেশবান্ মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিধিবিহিত শ্রাদ্ধাদিতে অসমর্থ হইল পরম ভক্তি সহকারে একটি

কুর্বীত পয়য়া ভক্ত্যা বৈকুণ্ঠপদমাপ্নুয়াৎ।
নিত্যঞ্চ প্রতিমাসঞ্চ পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ ॥১৪৮
সোদকুম্ভং প্রদদ্যাত্তু যাবদিষ্ট্যাস্তিকং দ্বিজঃ
প্রত্যব্দং পার্বণশ্রাদ্ধং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি ॥১৪৯
অর্চয়িত্বাঽচ্যুতং ভক্ত্যা পশ্চাৎ কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ।
বৈষ্ণবানেব বিপ্রাংস্তু সর্বকর্ম্মসু যোজয়েৎ ॥১৫০
সর্বত্রাবৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ পতিতানিব সন্ত্যজেৎ।
শঙ্খ-চক্রবিহীনাস্তু দেবতান্তরপূজকৈঃ ॥
দ্বাদশীবিমুখা বিপ্রাঃ শৈবাশ্চাবৈষ্ণবাঃ স্মৃতাঃ ॥১৫১
অবৈষ্ণবানাং সংসর্গাৎ পূজনাদ্ বন্দনাদপি।
যজনাধ্যাপনাৎ সদ্যো বৈষ্ণবত্বাচ্চ্যুতো ভবেৎ ॥১৫২
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্মং নাতিক্রম্যাচরেৎ সদা।
স্বশাখোক্তবিধানেন বৈকুণ্ঠার্চনপূর্বকম্ ॥১৫৩
কর্তৃত্বফলসঙ্গিত্বে পরিত্যজ সমাচরেৎ।
ধর্ম্মস্য কর্তা ভোক্তা চ পরমাত্মা সনাতনঃ ॥১৫৪
অধর্ম্মং মনসা বাচা কর্মণাঽপি ত্যজেৎ সদা।
অকৃত্যকরণাদ্ বিপ্রঃ কৃত্যস্যাকরণাদপি ॥১৫৫
অনিগ্রহাচ্চেন্দ্রিয়াণাং সদ্যঃ পতনমৃচ্ছতি।
অনিশং মনসা যস্তু পাপমেবাভিচিন্তয়েৎ ॥১৫৬
কল্পকোটিসহস্রাণি নিরয়ং বৈ স গচ্ছতি।
যস্তু বাচা বদেৎ পাপমসত্যকথনাদিকম্ ॥১৫৭
কল্পাযুতসহস্রাণি তির্য্যগ্ যোনিষু জায়তে।
যস্ত্বঘং কুরুতে নিত্যং চাপল্যাৎ করণাদিভিঃ ॥১৫৮
যুগকোটিসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ।
দান্তঃ শুচিস্তপস্বী চ সত্য-বাগ্ বিজিতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৫৯
স সাগ্নিকঃ শমযুতঃ সুরযোনিষু জায়তে।
যস্ত্বর্থকামনিরতঃ সদা বিষয়চাপলঃ ॥১৬০

"নারায়ণ বলি" দিলে বৈকুণ্ঠপদপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। নিত্যই প্রতিমাসে পিতামাতার শ্রাদ্ধ যথাবিধি করিবে। যে পর্য্যন্ত ঐ যাগক্রিয়া সুসম্পন্ন না হয় সেইপর্য্যন্ত শ্রাদ্ধে জলপূর্ণ কুম্ভ দান করিবে। প্রতিবর্ষে পিতা-মাতার মৃততিথিতে পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে বর্ত্তমানে এই রীতি নাই।১৪৭-১৪৯

প্রথমে শ্রীবিষ্ণুকে ভক্তিপূর্বক পূজা করিয়া পরে যথাবিধি শ্রাদ্ধ করিবে। বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণদিগকেই সমস্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিবে।১৫০

সমস্ত কর্ম্মে অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগকে পতিতের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। শঙ্খ-চক্রাদিচিহ্নশূন্য মুখ্যতঃ অন্য দেবতার পূজক, দ্বাদশীবিমুখ ব্রাহ্মণগণ ও শিবোপাসকগণকে "অবৈষ্ণব" বলা হয়।১৫১

অবৈষ্ণবদের সংসর্গ, তাহাদের পূজা, বন্দন, ভজন ও অধ্যাপনাদি দ্বারা তৎক্ষণাৎ বৈষ্ণবত্ব হইতে বিচ্যুত হইতে হয়।১৫২

শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কোনও কর্ম্ম করিবে না। স্বিজশাখার বিহিত বিধান অনুসারেই শ্রীবিষ্ণুর পূজাপূর্বক কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্বক সমস্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। পরমাত্মা সনাতন শ্রীবিষ্ণুই সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মের কর্ত্তা ও ভোক্তা। মনের দ্বারা, বাক্যের দ্বারা কিংবা কর্ম্মের দ্বারাও অধর্ম্ম বা নিষিদ্ধ কর্ম্ম সদা পরিত্যাগ করিবে। অকার্য্য করিলে ও কর্ত্তব্যকর্ম্ম না করিলে এবং ইন্দ্রিয়গণকে নিগৃহীত বা সংযত না করিলে মানব সদ্যঃই ধর্ম্ম হইতে পতিত হয়। যে ব্যক্তি দিবানিশি মনে মনে পাপবিষয় চিন্তা করে, সে সহস্রকোটিকল্পকাল নরকে বাস করে। যে ব্যক্তি বাক্যের দ্বারা অসত্য কথনাদি পাপকার্য্যের আচরণ করে, সে অযুতসহস্রকল্পকাল তির্য্যগ্ যোনি অর্থাৎ পশুজন্ম গ্রহণ করে। আর যে ব্যক্তি চঞ্চলতা-হেতু ইন্দ্রিয় দ্বারা পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, সে সহস্রকোটিযুগ বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া অন্তরিন্দ্রিয় অর্থাৎ মন নিগ্রহপূর্ব্বক পবিত্রচিত্তে তপস্যা সহকারে সত্যবাক্ হয়, সেই সাত্ত্বিক ব্যক্তি শমগুণান্বিত বলিয়া দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যে ব্যক্তি অর্থ ও কামে আসক্ত হইয়া সর্বদা বিষয়ানুসন্ধানে চঞ্চলচিত্ত, সেই রাজসিক ব্যক্তি মনুষ্য যোণিতে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেণ। আর যে ব্যক্তি ক্রোধশীল, সর্বদা অনবহিত, অহঙ্কারী, নাস্তিক অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন, বিপরীতভাবী ও

স রাজসো মনুষ্যেষু ভূয়োভূয়োঽভিজায়তে।
ক্রোধী প্রমাদবান্ দৃপ্তো নাস্তিকো বিপরীতবাক্ ॥১৬১
নিদ্রালুস্তামসো যাতি বহুশো মৃগপক্ষিতাম্।
মহাপাপঞ্চাতিপাপং পাতকঞ্চোপপাতকম্ ॥
প্রাসঙ্গিকং নরঃ কৃত্বা নরকান্ যাতি দারুণান্ ॥১৬২
তামিস্রমন্ধতামিস্রং মহারৌরব-রৌরবৌ।
সঙ্ঘাতঃ কালসূত্রঞ্চ পূয়-শোণিত-কর্দমম্ ।১৬৩
কুম্ভীপাকং লৌহশঙ্কুস্তথা বিণ্মূত্রসাগরঃ।
তপ্তায়সাস্ত্রয়ো ঘোরাস্তপ্তায়সময়ং গৃহম্ ॥১৬৪
শয্যা তপ্তায়সময়ী পানকঞ্চাগ্নিসন্নিভম্।
শূল-মুদ্গরসঙ্ঘাতং কাক-কঙ্কোলদংশিতম্ ॥১৬৫
সিংহ-ব্যাঘ্র-মহানাগ-ভীকরং সম্প্রতাপনম্।
ক্রিমিরাশিমহাজ্বালাং তথা বিণ্মূত্রভোজনম্ ॥১৬৬
অসিপত্রবনং ঘোরং তপাঙ্গারময়ী নদী।
সঞ্জীবনং মহাঘোরমিত্যাদ্যা নবকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৬৭

মহাপাতকজৈর্ঘোরৈরুপপাতকজৈরপি।
ব্রজতীমান্ মহাঘোরান্ দুর্বৃত্তৈরন্বিতশ্চ যঃ ॥১৬৮
প্রায়শ্চিত্তমপৈত্যেনো যদকার্য্যকৃতং মহৎ।
কামতস্তু কৃতং যস্তু মরণাৎ সিদ্ধিমৃচ্ছতি ॥১৬৯
ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং বিপ্রস্বর্ণস্য হরণম্।
গুরুদারাভিগমনং তৎসযোগশ্চ পঞ্চমঃ।
সংলাপাৎ স্পর্শনাদ্ বাসাদেকশয্যাসনাশনাৎ ॥১৭০
সৌহার্দাদ্ বীক্ষণাদ্দানাত্তেনৈব সমতাং ব্রজেৎ।
গুর্বাক্ষেপস্ত্রয়ীনিন্দা সুহৃদাং বধ এব চ ॥১৭১
ব্রহ্মহত্যাসমং জ্ঞেয়মধীতস্য চ নাশনম্।
যাগস্থং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং বিশিষ্টং শূদ্রমেব চ ॥১৭২
শরণাগতং স্বামিনঞ্চ পিতরং ভ্রাতরং গুরুম্।
পুত্রং তপস্বিনং শিষ্যং ভার্য্যাং তেষাঞ্চ সর্বতঃ ॥১৭৩
অন্তর্বত্নীং স্ত্রিয়ং গাশ্চ তথাত্রেয়ীং রজস্বলাঃ।
দেবতাপ্রতিমাং সাধ্বীং বালাংশ্চৈব তপস্বিনীম্ ॥১৭৪

নিদ্রালু—সেই তামসিক ব্যক্তি বহুবার পশু-পক্ষি হইয়া মহাপাতক, অতিপাতক, সামান্যপাতক, ও উপপাতক কর্ম্মসমূহ প্রাসঙ্গিকভাবে অনুষ্ঠান করত দারুণ নরক-গতি লাভকরে।১৫৫-৬২

তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরব, মহারৌরব, সঙ্ঘাত, কালসূত্র, পূয ও শোণিতের কর্দ্দম, কুম্ভীপাক, লৌহশঙ্কু, বিষ্ঠা ও মূত্রের সাগর, ভীষণ তিনটি তপ্তায়স নরক, তপ্ত আয়সময় গৃহ, তপ্ত আয়সময়ী শয্যা, অগ্নিতুল্য পানীয়, যে নরকে শূল ও মুদ্গরসমূহ দ্বারা আঘাত দেওয়া হয়, যে নরকে কাক এবং কঙ্কোল প্রভৃতি দংশন করে, সিংহ, ব্যাঘ্র মহাসর্প হইতে যে স্থান সর্বদা ভীত, সম্যক্ সন্তাপময় যে স্থানে ক্রিমিসমূহ দ্বারা মহাজ্বালা ভোগ হয়, বিষ্ঠা ও মূত্র ভোজন, ভীষণ অসিপত্রবন, তপ্ত অঙ্গারময়ী নদী সঞ্জাবন প্রভৃতি মহাভীষণ নরক বলিয়া কথিত হয়। যে ব্যক্তি দুরাচাররত, সে ব্যক্তি ভীষণ মহাপাতক ও উপপাতকজ পাপের দ্বারা আক্রান্ত হেতু এই সকল মহাভয়ঙ্কর নরকে গমন করে। অকার্য্যজনিত পাপসমূহ প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নষ্ট হয়। কিন্তু ইচ্ছাপূর্বক বা অভিসন্ধিপূর্বক পাপকার্য্য করিলে তাহা মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অপনীত।১৬৫-৬৯।

ব্রহ্মহত্যা, মদ্যপান, ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ, গুরুপত্নী-গমন ও তাহাদের সংসর্গকরণ—এই পঞ্চবিধ মহাপাপ। পাপীর সহিত সংলাপ, স্পর্শ, একত্রবাস, একশয্যায় শয়ন, এক আসনে উপবেশন, সৌহার্দ্দিকরণ, অন্যোন্যদৃষ্টি, এবং দান এইগুলির দ্বারা সংসর্গ হয় এবং তাহা দ্বারা নিষ্পাপ ব্যক্তিও পাপীর তুল্য পাপবান্ হইয়া থাকে। গুরুনিন্দা, বেদাদি শাস্ত্রনিন্দা ও বন্ধুবধ, অধীত বেদাদি শাস্ত্রের নাশ অর্থাৎ ভ্রম এইগুলি ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপজনক জানিবে। যাগকার্য্যে নিযুক্ত ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বিশিষ্ট শূদ্র, শরণাগত, প্রভু, পিতা, ভ্রাতা, গুরুজন, পুত্র, তপস্বিব্যক্তি, শিষ্য বা তাহাদের সর্বপ্রকারভার্য্যা, গর্ভবতী স্ত্রী, গরু, ঋতুমতী, রজস্বলা, পতিব্রতা নারী, বালিকা ও তপস্বিনী ইহাদিগকে হত্যা করিলে ও করাইলে এবং

ঘাতয়িত্বা সমাপ্নোতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥১৭৪
জৈহ্ম্যমাত্মস্তবং ক্রূরং নিষিদ্ধানাঞ্চ ভক্ষণম্ ॥১৭৫
রজস্বলামুখাস্বাদঃ পঞ্চযজ্ঞাদিবর্জনম্ ।
অনৃতং কূটসাক্ষী চ মহাযন্ত্রপ্রবর্তনম্ ॥১৭৫
আকর্ষণাদি ষট্‌কর্ম লাক্ষা-লবণবিক্রয়ঃ ।
পাষাণ্ড-কল্ক-কুহক-বেদবাহ্যবিধিক্রিয়া ॥১৭৭
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানামর্চনং বন্দনং তথা ।
বক্ত্রে নৈবাম্বুপানঞ্চ সুরাপ-স্ত্রীনিষেবণম্ ॥১৭৮
গবাং নিষ্পীড়নং ক্ষীরং তাম্রস্থং গব্যমেব চ ;
পাত্রান্তরগতং যত্তু নারিকেলফলাম্বু চ ॥১৭৯
তাল-হিন্তাল-মাধূকফলানাং রসমেব চ ।
খরোষ্ট্র-মানুষীক্ষীরং সুরাপানসমানি বৈ ॥১৮০
মানকূটং তুলাকূটং নিক্ষেপহরণানি চ ।
ভূ-রত্ন-নারীহরণং রসান্নস্তেয়মেব চ ॥১৮১
গুড়-কার্পাস-লবণ-তিলকান্ সামিষাম্বু চ ।
কুপ্য-বস্ত্রে চ হত্বা চ লোহানাং হরণং তথা ॥১৮২
বিষাগ্নিদাহনং চৈব স্বর্ণস্তেয়সম্মিতম্ ।
সখী ভার্য্যা কুমারী চ সগোত্রা শরণাগতা ॥১৮৩
সাধ্বী প্রব্রজিতা রাজ্ঞী নিক্ষিপ্তা চ রজস্বলা ।
বর্ণোত্তমা তথা শিষ্যা ভার্যা ভ্রাতৃ-পিতৃব্যয়োঃ ॥১৮৪
মাতামহী পিতামহী পিতুর্মাতুশ্চ সোদরাঃ ।
অন্যা ভ্রাতৃব্যদুহিতা মাতুলানী পিতৃষ্বসা ॥১৮৫
জননী ভগিনী ধাত্রী দুহিতাচার্য্যভামিনী ।
স্নূষাচার্য্যসুতা চৈব তৎপত্নী সুমহাতপাঃ ॥১৮৬
মাতুঃ সপত্নী সার্বভৌমী দীক্ষিতা চৈব ভামিনী ।
কপিলা মহিষী ধেনুর্দেবতাপ্রতিমা তথা ॥১৮৭
আসামন্যতমাং গচ্ছেদ্ গুরুতল্পগ উচ্যতে ।
মহাপাতকিনামত্র তৎসংযোগিন এব চ ॥১৮৮

দেবতার প্রতিমা ভঙ্গ করিলে ও করাইলে ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই ।১৭০-৭৪

কুটিলতা, নিজের প্রশংসা, ক্রূরতা, নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণ, রজস্বলা নারীর মুখচুম্বন, পঞ্চমহাযজ্ঞের পরিত্যাগ, মিথ্যা ভাষণ, মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান, মহাযন্ত্রের প্রবর্ত্তন, আকর্ষণাদি তন্ত্রোক্ত ষট্‌কর্ম্ম, লাক্ষা ( গালা ) ও লবণাদির বিক্রয়, পাষণ্ডোচিত পাপাচরণ, কুহক ( ইন্দ্রজাল ) কর্ম্মের অনুষ্ঠান, বেদবহির্ভূত নিষিদ্ধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান, যক্ষ-রাক্ষস ও ভূতপ্রেতের পূজা এবং বন্দনাদি, মুখের দ্বারা অর্থাৎ উপুড় হইয়া জলপান, মদ্যপায়ীর স্ত্রীসম্ভোগ, গরুকে প্রহারাদি ক্লেশদান, তাম্রপাত্রস্থিত গোদুগ্ধ বা দধি-ঘৃতাদি পান, নারিকেল ফলের গর্ভস্থিত জলকে পাত্রান্তর করিয়া পান, তাল, হিন্তাল বা মধুকফলের রসপান, এবং গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও মানুষীর দুগ্ধ পান ( ঔষধাতিরিক্ত ) সুরাপানতুল্য ।১৭৫-৮০

কূট (মিথ্যা) পরিমিত দ্রব ও ন্যূন ওজনের বাটখারা ব্যবহার, গ্যস্ত ধন, ভূমি, নারী ও রত্ন, রস, অন্ন, গুড়, কার্পাস, লবণ, তিল, ধন, কুপ্য—স্বর্ণ ও রজত ব্যতীত অন্যবিধ ধাতু, বস্ত্র, লৌহের অপহরণ, সামিষ জলপান বিষ ও অগ্নিতে দাহকরণ, এগুলি স্বর্ণস্তেয় জন্য পাপের তুল্য । ভার্য্যার সখী, কুমারী, সমানগোত্রা, রজস্বলা, বর্ণশ্রেষ্ঠা, শিষ্যা, ভ্রাতার বা পিতৃব্যের ভার্য্যা, মাতামহী, পিতামহী, পিতৃষ্বসা, মাতৃষ্বসা, অন্য মাতুলকন্যা, মাতুলানী, জননী ( বিমাতা ), ভগিনী, ধাত্রী ( প্রতিপালিকা মাতা ) কন্যা, আচর্য্যের স্ত্রী, পুত্রবধূ, আচার্য্যকন্যা, আচার্য্যপত্নী, কঠোর তপস্বিনী, মায়ের সপত্নী ( সতিন ), সার্বভৌম রাজার পত্নী, দীক্ষিতা স্ত্রী, কপিলা ধেনু, মহিষী, দেবতার প্রতিমা—ইহাদের যে অভিগমন করে, তাহাকে গুরুতল্পগামী বলা হইয়াছে ।১৮১-৮৮

মহাপাতকীদের অথবা তাহার সংসর্গকারিদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই । উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া বা অগ্নিপ্রবিষ্ট হইয়া মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত ।১৮৯

হীনবর্ণাস্ত্রী গমন, ভ্রূণহত্যা, স্বামির হিংসা এগুলি স্ত্রী ও পুরুষের বিশেষ পাতিত্যজনক পাপ । স্ত্রী, শূদ্র, বৈশ্য বা ক্ষত্রিয়ের হত্যা, গোবধ, বালকবধ, ফল-পুষ্প সমন্বিত বৃক্ষের ছেদন, ঔষধবৃক্ষের হিংসা, বাপী, কূপ ও

প্রায়শ্চিত্তং নাস্তি তেষাং ভৃগ্বগ্নিপতনং স্মৃতম্ ॥১৮৯
হীনবর্ণাভিগমনং গর্ভস্থং ভর্তৃহিংসনম্ ।
বিশেষপতনীয়ানি স্ত্রীণাং পুংসাঞ্চ যানি তু ।
স্ত্রী-শূদ্র-বিট্-ক্ষত্রবধো গোবালহননং তথা ॥১৯০
ফল-পুষ্প-দ্রুমাণাং হি চৌষধীনাঞ্চ হিংসনম্ ।
বাপী-কূপ-তড়াগানাং ধ্বংসনং গ্রামঘাতকম্ ॥১৯১
অভিচারাদিকং কর্ম্ম শস্যধ্বংসনমেব চ ।
উদ্যানারামহননং প্রপাবিধ্বংসনং তথা ॥১৯২
মাতাপিতৃ-সুতত্যাগো দারত্যাগস্তথৈব চ ।
স্বাধ্যায়াগ্নি-গুরুত্যাগস্তথা ধর্ম্মস্য বিক্রয়ঃ ॥১৯৩
কন্যায়া বিক্রয়শ্চৈব স্বাধ্যায়-মদ্যবিক্রয়ঃ ।
পরস্ত্রীগমনঞ্চৈব পরদ্রব্যাপহারণম্ ॥১৯৪
তথা পুংসোঽভিগমনং পশূনাং গমনং তথা ।
বৃষ-ক্ষুদ্রপশূনাঞ্চ পুংস্ত্ববিধ্বংসনং তথা ॥১৯৫
কন্যায়া দূষণঞ্চৈব গবাং যোনিনিপীড়নম্ ।
মানুষাণাং পশূনাঞ্চ নাসাদ্যঙ্গবিভেদনম্ ।
গ্রামান্ত্যজস্ত্রীগমনং বিজ্ঞেয়মনুপাতকম্ ॥১৯৬
নিত্য-নৈমিত্তিকশ্রাদ্ধবর্জনং পশুহিংসনম্ ॥১৯৭
মৃগ-পক্ষি-মহাসর্প-যাদসাং হননক্রিয়া ।
সাধারণস্ত্রীগমনং পত্ন্যন্যে মৈথুনং তথা ॥১৯৮
পারবিত্তং পারদার্য্যং নিন্দিতার্থোপজীবনম্ ।
তথৈবানাশ্রমে বাসো দেবদ্রব্যোপজীবনম্ ॥১৯৯
পয়ো-দধি-তিলানাঞ্চ বিক্রয়ং লবণক্রয়ম্ ।
শাক-মূল-ফলস্তেয়মতিবৃদ্ধ্যুপজীবনম্ ॥২০০
নিমন্ত্রিতাতিক্রমণং দুষ্প্রতিগ্রহমেব চ ।
ঋণানামপ্রদানত্বং সন্ধ্যাকালাতিবর্তনম্ ॥২০১
বৃথৈবাত্মপরিত্যাগঃ সংগ্রামেষু পলায়িতা ।
দুর্ভোজনং দুরালাপং স্বধর্ম্মস্য চ কীর্তনম্ ॥২০২
পরেষাং দোষবচনং পরদারনিরীক্ষণম্ ।
নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ স্বাশ্রমাচারবর্জনম্ ॥২০৩
অসচ্ছাস্ত্রাভিগমনং ব্যসনাস্যাত্মবিক্রয়ঃ ।
ব্রাত্যতাত্মার্থবচনমেকৈকমুপপাতকম্ ॥২০৪

---

তড়াগের বিনাশ, গ্রামনাশ, অভিচার-কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ধান্যাদি শস্যের বিনাশ, উদ্যান ও উপবনের বিনাশসাধন, পানীয়শালা বিধ্বংসীকরণ, মাতা, পিতা বা পুত্র-ত্যাগ, স্ত্রীপরিত্যাগ, স্বাধ্যায় ( জপ বা বেদপাঠ ) পরিত্যাগ, গৃহীত অগ্নির পরিত্যাগ, গুরুত্যাগ, ধর্ম্মের বিক্রয়, কন্যাবিক্রয়, স্বাধ্যায় ও মদ্যবিক্রয়, পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যের অপহরণ, পুংমৈথুন, পশুমৈথুন, বৃষের বা ছোট ছোট পশুদের পুংস্ত্বের ( অণ্ডকোষের ) ছেদন, কন্যাদূষণ ( অপবাদাদি ), গরুর যোনির নিপীড়ন, মানুষের বা পশুর নাসিকাদি অঙ্গভেদ, গ্রামের অন্ত্যজস্ত্রীগমন—এগুলি অনুপাতক বলিয়া গণ্য ।১৯০-৯৬

নিত্য ও নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধের পরিত্যাগ, পশুর হিংসা, মৃগ, পক্ষী, মহাসর্প ও জল জন্তুদের হত্যা, সাধারণ স্ত্রী-গমন, পত্নীর যোনিভিন্ন অন্য স্থানে ( মুখাদিতে ) মৈথুন, পরবিত্তে ও পরদারে আসক্তি, নিন্দিত অর্থের দ্বারা জীবিকানির্বাহ, অনাশ্রম অবস্থায় থাকা, দেবতার দ্রব্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ, দুগ্ধ-দধি ও তিল প্রভৃতির বিক্রয়, লবণ বিক্রয়, শাক-মূল ও ফলের অপহরণ, ক্রূরকর্ম্ম দ্বারা জীবিকানির্বাহ, নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া তাহার উল্লঙ্ঘন, অত্যন্ত অসৎপ্রতিগ্রহ, ঋণের পরিশোধ না করা, সন্ধ্যোপাসনার কাল অতিবাহিত করা, নিজের সঙ্কটময় কার্য্যে বৃথা আসক্তি, সংগ্রামে পলায়ন, অসদ্বস্তু ভোজন, অসৎ আলাপ, নিজের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকর্ম্মের উদ্‌ঘোষণ, অন্যের দোষকীর্ত্তন, পরের স্ত্রীকে অসৎ অভিপ্রায়ে নিরীক্ষণ, নাস্তিকতা, গৃহীত ব্রতের লোপ, স্বাশ্রমবিহিত কার্য্যের পরিত্যাগ, অসৎ শাস্ত্রের প্রতি অনুরাগ, ব্যসনাসক্তি, আত্ম-বিক্রয়, ব্রাত্যতা ও নিজের আত্মপ্রশংসা—ইহাদের এক একটিই উপপাতক ।১৯৭-২০৪

জ্বালানী কাষ্ঠের জন্য বৃক্ষচ্ছেদন, ক্রিমিকীটাদি হিংসা, ভাবদুষ্ট, কালদুষ্ট ও ক্রিয়াদুষ্ট বস্তুর ভক্ষণ, মৃত্তিকা, চর্ম্ম, তৃণ, কাষ্ঠ ও জলের অপহরণ, অত্যধিক ভোজন, মিথ্যা বিষয়ে চঞ্চলতা, দিবানিদ্রা, অসৎ সংলাপ, অসৎ বাক্যপ্রয়োগ, পরকীয় অন্নভোজন, দিবামৈথুন, রজস্বলা, প্রসবিনী নারী, ও পরস্ত্রীকে দর্শন,

ইন্ধনার্থং দ্রুমচ্ছেদঃ ক্রিমি-কীটাদিহিংসনম্।
ভাবদুষ্টং কালদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টঞ্চ ভক্ষণম্ ॥২০৫
মৃচ্চর্ম্ম-তৃণ-কাষ্ঠাম্বুস্তেয়মত্যশনং তথা।
অনৃতং বিষয়চাপল্যং দিবাস্বপ্নমসৎকথা ॥২০৬
তচ্ছ্রাবণং পরান্নঞ্চ দিবামৈথুনমেব চ।
রজস্বলাসূতিকাঞ্চ পরস্ত্রীমভিদর্শনম্ ॥২০৭
উপবাসদিনে শ্রাদ্ধে দিবা পর্বণি মৈথুনম্।
শূদ্রপ্রেষ্যং হীনসখ্যমুচ্ছিষ্টস্পর্শনাদিকম্ ॥২০৮
স্ত্রীভির্হাস্য-কাম-জল্প-মুক্তকেশ্যাদিবীক্ষণম্।
মহাপাপং পাতকঞ্চ অনুপাতকমেব চ ॥২০৯
উপপাপং প্রকীর্ণঞ্চ পঞ্চধা তত্র কীর্তিতম্।
মহাপাতকতুল্যানি পাপান্যুক্তানি যানি তু ॥২১০
তানি পাতকসংজ্ঞানি তন্ন্যূনমনুপাতকম্।
উপপাপং ততো ন্যূনং ততো হীনং প্রকীর্ণকম্ ॥২১১

উপবাস দিনে ও শ্রাদ্ধদিনে, দিবাতে এবং পর্বকালে মৈথুন, শূদ্রের ভৃত্যোচিত কর্ম্ম করা, হীনব্যক্তিদের সহিত মিত্রতা, উচ্ছিষ্টের স্পর্শন, স্ত্রীলোকের সহিত হাস্য-রসালাপ ও স্বেচ্ছায় তাহাদের সহিত গল্প করা, মুক্তকেশী স্ত্রীলোক-দর্শন ইত্যাদি যে সমস্ত দোষ, তাহা প্রকীর্ণপাতক বলিয়া কথিত—জানিবে।২০৫-৯

মহাপাতক, (সাধারণ) পাতক, অনুপাতক, উপপাতক ও প্রকীর্ণ পাতক এই পঞ্চবিধ পাতক। মহাপাতকতুল্য যে সমস্ত পাপ কথিত হইয়াছে, তাহাই পাতক নামে অভিহিত। তদপেক্ষা ন্যূন পাপসমূহকে অনুপাতক বলা হয়। তদপেক্ষাও ন্যূন পাপগুলি উপপাতক নামে কীর্ত্তিত। তদপেক্ষা লঘুতর পাপগুলিকে প্রকীর্ণ পাপ নামে বলা হয়। পাপীদের সংসর্গে কি জাতীয় পাপ হয়, তাহাও প্রসঙ্গ ক্রমে বলা হইয়াছে। তাহাদের বিশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলা হইতেছে। ২১০-১২

যে পাপীর সঙ্গে একত্র বাস করে, তাহারও ঐ পাপবান্ ব্যক্তির ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত নিমিত্তক ব্রতাদি আচরণ করিতে হইবে। যে পাপীর সংসর্গ করে, সেই

সংসর্গস্তু তথা তেষাং প্রসঙ্গাৎ সম্প্রকীর্তিতম্।
ক্রমেণ বক্ষ্যতে তেষাং প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥২১২
যো যেন সংবসেৎ তেষাং তস্যৈব ব্রতমাচরেৎ।
সংসর্গিণস্তু সংসর্গস্তৎসংসর্গস্তথৈব চ ॥২১৩
চতুর্থস্য ন দোষস্তু পতত্যেষু যথাক্রমম্।
প্রকীর্ণকাদিদোষাণাং প্রাসঙ্গিকমবিদ্যতে ॥২১৪
স্বল্পত্বাৎ পাতনাভাবাত্তৎসংসর্গান্ন দুষ্যতি।
স্নানাচ্চ শুদ্ধির্দোষস্য সংসর্গাৎ পতিতং বিনা ॥২১৫
সাবিত্র্যা বাঽপি শুধ্যেত কর্তুরেব ব্রতক্রিয়া।
কৃতে পাপে যস্য পুংসঃ পশ্চাত্তাপোঽনুজায়তে ॥২১৬
প্রায়শ্চিত্তন্তু তস্যৈব কর্তব্যং নেতরস্য তু।
জাতানুতাপস্য ভবেৎ প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্ ॥২১৭
নানুতাপস্য পুংসস্তু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে।
নাশ্বমেধফলেনাপি নানুতাপী বিশুধ্যতে ॥২১৮

সংসর্গীও পাপী, তাহার সংসর্গও পাপের হেতু। সুতরাং তাহারও সংসর্গ পরিত্যাজ্য কারণ তাহাও পাপজনক। তবে চতুর্থসংসর্গে পাপ জন্মে না যেহেতু তাহা পাপহেতু নহে—উহা নির্দ্দোষ। পাপাচারী ও তৎসংসর্গকারী ১ম, ২য় ও ৩য়সংসর্গ পর্য্যন্ত যথাক্রমে পতিত হইবে। প্রকীর্ণপাপের অনুষ্ঠাতার সংসর্গে পাতিত্য দোষ হয় না।২১৩-১৪

প্রকীর্ণপাপ স্বল্পদোষজনক এবং তাহাতে পাতিত্য জন্মে না বলিয়া ঐ পাপের সংসর্গ দোষহেতু নহে। উহা স্বল্প দোষজনক বলিয়া উহার সংসর্গে স্নান দ্বারাই শুদ্ধি হইবে। কিন্তু পতিতের সংসর্গজনিত দোষের শুদ্ধি স্নানের দ্বারা হয় না।২১৫

পতিত সংসর্গজন্য পাপের শুদ্ধি সাবিত্রী (গায়ত্রী) জপের দ্বারা হয়। কিন্তু পাপাচারী স্বয়ং যথাবিধি চান্দ্রায়ণাদি ব্রতাচরণ করিবে। পাপকর্ত্তারই ব্রতাচরণ বিধেয়, অন্যের নহে। পাপকার্য্য আচরণ করিবার পর যে ব্যক্তির অনুতাপ হয়, তাহাকেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। অনুতাপব্যতীত প্রায়শ্চিত্ত শুদ্ধিজনক হয় না।

তস্মাজ্জাতানুতাপস্য প্রায়শ্চিত্তং বিশুধ্যতে।
চরেদকামতঃ কৃত্বা পতনীয়ং মহৎ পুমান্ ॥২১৯
ন কামতশ্চরেদ্ধর্ম্মং ভৃগ্বগ্নিপতনং বিনা।
যঃ কামতো মহাপাপং নরঃ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন ॥২২০
ন তস্য শুদ্ধির্নির্দিষ্টা ভৃগ্বগ্নিপতনং বিনা।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মণা পূর্ব্বং মনুনা চ মহর্ষিভিঃ ॥২২১
পাতকেষু সর্বত্র কামতো দ্বিগুণং ব্রতম্।
কামতঃ পতনীয়েষু মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥২২২
হয়মেধায় ন শুদ্ধিঃ সার্বভৌমস্য ভূপতেঃ।
কামতস্ত্বনুপাপেষু লোকেন ব্যবহার্য্যতা ॥২২৩
মহৎসু চাতিপাপেষু প্রদীপ্তজ্বলনং বিশেৎ।
প্রায়শ্চিত্তৈরপৈত্যেনো যদকামকৃতং ভবেৎ ॥২২৪

কামতো ব্যবহারস্তু বচনাদিহ জায়তে।
ইতি যোগেশ্বরেণোক্তমুপপাপেষু তত্র তৎ ॥২২৫
তস্মাদকামতঃ পাপং প্রায়শ্চিত্তেন শুধ্যতি।
তেষাং ক্রমেণ বক্ষ্যামি প্রায়শ্চিত্তং বিশুদ্ধয়ে ॥২২৬
শিরঃ-কপাল-ধ্বজবান্ ভিক্ষাশী কর্ম বেদয়ন্।
ব্রহ্মা দ্বাদশাব্দানি পুণ্যতীর্থে সমাবিশেৎ ॥২২৭
প্রয়াগে সেতুবন্ধাদিপুণ্যক্ষেত্রেষু পাপকৃৎ।
তত্র বর্ষাদি বিজ্ঞাপ্য স্ব-স্বকল্পমশেষতঃ ॥২২৮
তত্রস্থৈর্ব্রাহ্মণৈরেবানুজ্ঞাতো ব্রতমাচরেৎ।
চত্বারো ব্রাহ্মণাঃ শিষ্টাঃ পর্ষদিত্যভিধীয়তে ॥২২৯
তৈরুক্তমাচরেদ্ধর্ম্মমেকো বাহধ্যাত্মবিত্তমঃ।
জটী বল্কলবাসাশ্চ বহিরেব সমাবিশন্ ॥২৩০

অনুতপ্ত ব্যক্তিরই যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে। অনুতপ্ত না হইলে সে ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হয় নাই, তাহার প্রায়শ্চিত্ত নাই। অনুতাপ না জন্মিলে অশ্বমেধযজ্ঞের ফললাভের দ্বারাও তাহার শুদ্ধি হয় না। সেইজন্য যাহার হৃদয়ে অনুতাপ জাগে, তাহারই প্রায়শ্চিত্ত দারা শুদ্ধি হয়। অনিচ্ছায় পাতিত্যের যোগ্য মহাপাপ আচরণ করিলে যথোক্ত ব্রতাচরণ দ্বারাই শুদ্ধি হয়। স্বেচ্ছায় পাতিত্যযোগ্য মহাপাপাদি আচরণ করিলে তাহার শুদ্ধির জন্য ধর্ম্মাচরণ নির্দ্দিষ্ট নাই। উচ্চস্থান হইতে পতন ও অগ্নিপ্রবেশাদি বিনা তাহার অন্য শুদ্ধি নাই। যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে একবার, দুইবার বা ততোধিকবার কোনও মহাপাপের কার্য্য করে, তাহার শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত নির্দিষ্ট হয় নাই। তাহার শুদ্ধির জন্য ভৃগুপতন অর্থাৎ পর্বতের অত্যুচ্চস্থান হইতে লম্ফপ্রদান, অগ্নিপ্রবেশ ও প্রায়োপবেশনাদিই বিহিত। পূর্বে ব্রহ্মা, মহর্ষি মনু ও অন্যান্য মহর্ষিগণ এইরূপ ব্যবস্থারই বিধান দিয়াছেন। স্বেচ্ছাকৃত সমস্ত পাপাচরণের বিষয়েই দ্বিগুণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। পাতিত্যযোগ্যপাপ স্বেচ্ছায় আচরণ করিলে মৃত্যু দ্বারাও শুদ্ধি হইবে।২১৬-২২

সার্বভৌম রাজার (সম্রাটের) স্বেচ্ছাকৃত অনুপাতকাদি আচরণের দ্বারা যে পাপ হয়, তাহা অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা শুদ্ধি হয়। কিন্তু তিনি লোকে ব্যবহারযোগ্যতা লাভ করিবেন না—অব্যবহার্য্যই থাকিবেন। মহাপাপ বা অতিপাপ করিলে প্রদীপ্ত বহ্নিমধ্যেই প্রবেশ করিবে। অনিচ্ছাকৃত অনুষ্ঠিত পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা ক্ষয় হয় স্বেচ্ছায় পাপাচরণ করিলে প্রায়শ্চিত্তের পর যে ব্যবহার্য্যতার উল্লেখ আছে—তাহা বাচনিক, ইহা যোগেশ্বর কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিধি উপপাতক সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে। স্বেচ্ছানুষ্ঠানকারী মহাপাপাচারীর শুদ্ধির ব্যবস্থা নাই।২২৩-২৫

সুতরাং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা অনিচ্ছাকৃত পাপেরই ক্ষয় হয়, তাদৃশ পাপানুষ্ঠানকারীই প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা শুদ্ধ হয়। তাহাদের শুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-বিধি যথাক্রমে বলা হইতেছে। মস্তকে ও কপালে পতাকাধারী এবং ভিক্ষা-ভোজী হইয়া স্বীয় পাপকর্ম্ম সকলকে ঘোষণা করিতে করিতে ব্রহ্মহত্যাকারী দ্বাদশবর্ষ পুণ্যতীর্থে বাস করিবে। প্রয়াগে বা সেতুবন্ধ প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে পাপকারী ব্যক্তি সেই সেই স্থানের ব্রাহ্মণাদির অনুমতি নিয়া স্বীয় পাপযোগ্য কাল সম্পূর্ণভাবে পরিজ্ঞাত হইয়া যথাবিধি কৃচ্ছ্রাদি ব্রত আচরণ করিবে। চারিজন শিষ্ট ব্রাহ্মণ-সমষ্টিই "পর্ষদ্" নামে অভিহিত।২২৮-২৯

স্নানং ত্রিষবণং কুর্বন্ ক্ষিতিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
একভুক্তেন নক্তেন ফলৈরনশনেন চ ॥২৩১
সমাপয়েৎ কর্মফলং যথাকালং যথাবলম্।
রামমিন্দীবরশ্যামং পৌলস্ত্যঘ্নমকল্মষম্ ॥২৩২
ধ্যাত্বা ষড়ক্ষরং মন্ত্রং নিত্যং তাবদহর্নিশম্।
এবং দ্বাদশবর্ষাণি পুণ্যতীর্থে সমাচরন্ ॥২৩৩
মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়াস্তপসা বীতকল্মষঃ।
চরিতব্রত আয়াতে যবসং গোষু দাপয়েৎ ॥২৩৪
তৈস্তস্য চ সুসংস্কারাঃ কর্তব্যা বান্ধবৈর্জনৈঃ।
বিপ্রমুখ্যায় গাং দত্ত্বা ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥২৩৫
প্রারব্ধব্রতমধ্যে তু যদি পঞ্চত্বমাপ্নুয়াৎ।
বিশুদ্ধিস্তস্য বিজ্ঞেয়া শুভাং গতিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৬
অসংস্কৃতস্তু গোষু স্যাৎ পুনরেব ব্রতং চরেৎ।
অশক্তস্তু ব্রতে দদ্যাদ্ গোসহস্রং দ্বিজন্মনাম্ ॥২৩৭
পাত্রে ধনং বা পর্য্যাপ্তং দত্ত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ।
ব্রহ্মহত্যাসমেষ্বেবং কামতো ব্রতমাচরেৎ ॥২৩৮
অকামতশ্চরেদ্ধর্মং পাপং মনসি চোচ্যতে।
আজ্ঞাপয়িতাঽনুমন্তাঽনুগ্রাহকস্তথৈব চ ॥২৩৯
উপেক্ষিতাঽশক্তিমাংশ্চেৎ পাদোনং ব্রতমাচরেৎ।
কামতস্তু চরেৎ পূর্ণং তত্রাপি দ্বিগুণং গুরৌ ॥২৪০
অন্তর্বত্ন্যাং তথাত্রেয্যাং তথৈব ব্রতমাচরেৎ।
আচার্য্যে চ বনস্থে চ মাতাপিত্রোর্গুরৌ তথা ॥২৪১
তপস্বিনি ব্রহ্মবিদি দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ
যাবৎ স্বক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং বিশিষ্টং শূদ্রমেব চ ॥২৪২

তাঁহাদের উপদেশ অনুসারেই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। অথবা জটাধারী বল্কলপরিধায়ী ভবনের বাহিরে (আশ্রমাদিতে) বাসকারী একজন আধ্যাত্মতত্ত্ববিদ যে উপদেশ দিবেন, তাহাই অনুষ্ঠেয়।৩০

তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী ত্রিষবণস্নান করত ভূমিশায়ী হইয়া জিতেন্দ্রিয়ভাবে অবস্থানপূর্বক একাহারী, নক্তব্রতী, ফলভোজী কিংবা অনাহারী হইয়া যথাশক্তি ভোগের দ্বারা যথাকালে কর্ম্মফল সমাপন করিবে। তৎসহ ষড়ক্ষর রামমন্ত্র দিবানিশি নিত্যই জপ করিবে ও ইন্দীবরের ন্যায় শ্যামবর্ণ রাবণবংশনাশক অপাপবিদ্ধ শ্রীরামচন্দ্রকে ধ্যান করিবে। এইরূপে দ্বাদশবৎসর পুণ্যতীর্থে বাস করিয়া তত্তৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে তপস্যা দ্বারা বিগতপাপ হইয়া ব্রহ্মহত্যা-পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ব্রতানুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে গরুকে গ্রাস (ঘাস) দান করিবে।২৩১-৩৪

তারপর বান্ধবগণ তাহার (গরুর) গাত্রমার্জ্জনাদি সংস্কার করিবে। পরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে সেই গো দান করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে।২৩৫

ব্রত আরম্ভ করিয়া মধ্যে যদি ব্রতী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলেই বিগত পাপ হইয়া বিশুদ্ধ হইবে, এবং তাহাতেই তাহার শুভগতি লাভ হইবে। যদি গরু গ্রাসগ্রহণ না করে বা অন্য কারণে গরু যথাবিধি সংকৃত না হয়, তবে পাপক্ষয় হয় নাই জানিয়া পুনরায় আদি হইতে ঐ ব্রত আচরণ করিবে। কিংবা তাদৃশ ব্রতাচরণে অসমর্থ হইলে সহস্র গো ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অথবা সৎপাত্রে প্রভূত ধনদান করিলেও বিগতপাপ হইয়া শুদ্ধ হইবে। স্বেচ্ছায় ব্রহ্মহত্যাতুল্য পাপাচরণ করিলেও এতাদৃশ ব্রতানুষ্ঠাণের বিধি আছে।২৩৬-৩৮

অনিচ্ছায় তাদৃশ পাপ অনুষ্ঠিত হইলেই প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ঐ পাপ মানস বলিয়া জানিবে। পাপকর্ম্মের আদেশদাতা, অনুমোদনকারী, সাহায্যকারী ও অনাসক্ত দর্শক সকলেই পাপভাগী। তাহারা তাদৃশ ব্রতাচরণে অসমর্থ হইলে একচতুর্থাংশ ন্যূন করিয়া ঐ ব্রত আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় পাপাচরণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিতে হইবে। ইহাতেও গুরুপাপে দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে।২৩৯-৪০

গর্ভবতী বা রজস্বলা বিষয়েও তাদৃশ ব্রতাচরণের বিধি। আচার্য্য, বনবাসী, মাতা, পিতা, গুরু, তপস্বী বা ব্রহ্মবিদের হত্যায় দ্বিগুণভাবে তাদৃশ ব্রতের অনুষ্ঠান

কপিলাং গর্ভিণীং গাঞ্চ হত্বা পূর্ণব্রতং চরেৎ।
অকামতস্তু তেষর্ধং মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতম্ ॥২৪৩
বিধেঃ প্রাথমিকাদস্মাদ্ দ্বিতীয়ে দ্বিগুণং চরেৎ।
তৃতীয়ে ত্রিগুণং প্রোক্তং চতুর্থে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥২৪৪
চতুর্ণামাশ্রমাণাঞ্চ শৌচবৎ সাধনং চরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তান্তরং মধ্যে কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ ॥২৪৫
গো-ব্রাহ্মণপরিত্রাণমশ্বমেধাবভৃথং তথা।
ইয়ং বিশুদ্ধিরুদিতা প্রহৃত্যা কামতো দ্বিজান্ ॥২৪৬
অগ্নিপ্রপতনং কেচিদিচ্ছন্তি মুনিসত্তমাঃ।
লোমভ্যঃ স্বাহেত্যাদি মন্ত্রৈর্হুত্বা পৃথক্ পৃথক্ ॥২৪৭
অবাক্‌শিরাঃ প্রবিশ্যাগ্নৌ দগ্ধঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
অকামতঃ সুরাং পীত্বা মদ্যং বাঽপি দ্বিজোত্তমঃ ॥২৪৮
পূর্ববদ্ দ্বাদশাব্দানি চরেদ্ ব্রতমচিহ্নিতম্।
জপিত্বা দশসাহস্রং ত্রিসন্ধ্যাসু নিরন্তরম্ ॥২৪৯
দ্বাদশাব্দং মনুং জপ্ত্বা ততঃ শুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
যানি কানি চ পাপানি সুরাপানসমানি তু ॥২৫০
অকামতশ্চরেদর্ধং কামতঃ পূর্ণমাচরেৎ।
সর্বত্র পাতনীয়েষু চরিত্বা ব্রতমুক্তবৎ ॥২৫১
পুনঃ সংস্কারমর্হন্তি ত্রয়শ্চৈব দ্বিজাতয়ঃ।
অজ্ঞানাত্তু সুরাং পীত্বা রেতোবিণ্মূত্রমেব চ ॥২৫২
মানুষীক্ষীরপানেন পুনঃ সংস্কারমর্হতি।
ইত্যুক্তং মনুনা পূর্বমন্যৈশ্চাপি মহর্ষিভিঃ ॥২৫৩
করঞ্জং লশুনং শিগ্রু মূলকং গ্রামশূকরম্।
ছত্রাকং কুক্কুটাণ্ডঞ্চ কাকং পিণ্যাকং লশুনং তথা॥২৫৪

করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, বিশিষ্ট শূদ্র, কপিলা ধেনু বা গর্ভিণী ধেনুকে হত্যা করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে। অনিচ্ছায় হত্যাকাণ্ড সাধিত হইলে ঐ ব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিবে—ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন। প্রথমবার পাপ করিলে একবার যথাবিধি ব্রত পালনীয়। দ্বিতীয়বার পাপ করিলে উক্ত বিধির দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। তৃতীয়বার পাপ করিলে উহার তিনগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চতুর্থবার পাপ করিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা তাহার আর নিষ্কৃতি নাই।২৪১-৪৪

চারি আশ্রমেরই দৈনন্দিন শৌচের ন্যায় পাপক্ষয়-মাত্র সাধন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। দীর্ঘকাল সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত-মধ্যে অন্য পাপ করিলে তন্মধ্যে অন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে—ইহা কোন কোন পণ্ডিতগণের অভিমত।২৪৫

গো ও ব্রাহ্মণের রক্ষা, অশ্বমেধযজ্ঞান্তে অবভৃথ-স্নান —ইহারা পাপের শুদ্ধি কারক বলিয়া কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণবধাদি করিলে অগ্নিপ্রবেশ, ভৃগুপতনাদি দ্বারা মৃত্যুই তাহার প্রায়শ্চিত্ত—ইহা মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়াছেন। "লোমভ্যঃ স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে হোম করিয়া অধোমস্তকে অগ্নিতে প্রবেশ করত দগ্ধ হইলেই মনুষ্য শুদ্ধ হইবে। অনিচ্ছায় সুরা বা মদ্যপান করিলে ব্রাহ্মণ পূর্বের ন্যায় দ্বাদশবৎসর অচিহ্নিতভাবে ব্রতাচরণ করিবে এবং তিনসন্ধ্যায় প্রত্যহ দশহাজার গায়ত্রী জপ করিবে। দ্বাদশবৎসর ঐ মন্ত্র জপ করিলে পাপী পাপমুক্ত হইবে। যে কোনও সুরাপানতুল্য পাপ অনিচ্ছায় অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ব ব্রতের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে; স্বেচ্ছায় করিলেই সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিতে হইবে। পাতিত্যযোগ্য পাপে সর্বত্র পূর্বোক্ত ব্রতপালন করিয়া পুনরায় ত্রিবিধ দ্বিজাতিগণ উপনয়ন-সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইবে। অজ্ঞানতঃ সুরা, রেতঃ, বিষ্ঠা, মূত্র কিংবা মনুষ্যের দুগ্ধ পান করিয়া পুনরায় সংস্কার গ্রহণ করিবে—মহর্ষি মনু ও অন্যান্য মহর্ষিগণ ইহা বলিয়াছেন।২৪৬-৫৩

করঞ্জ, রশুন, শিগ্রু অর্থাৎ সজিনা, মূলক, গ্রাম্য শূকর, মাকালফল, কুক্কুটডিম্ব, কাক, তিলকল্ক, হিঙ্গু, গৃধ্র, উষ্ট্র, মনুষ্য মাংস, গর্দ্দভ, গর্দ্দভের দুগ্ধজাত ঘোল, মহিষ মাংস, মকরের মাংস, ভল্লুক ও বানরের মাংস, নিষ্পীড়িত গোদুগ্ধ অর্থাৎ দুগ্ধ বিকৃত করিয়া ছানা নির্ম্মাণ; আরনাল (কাঁজি), মূষিক, মার্জ্জার, শ্বেতবার্ত্তাকু, কুম্ভার, নিম্বদল, রাক্ষসের মাংস, ভেক, শৃগাল ও ব্যাঘ্রমাংস এইরূপ নিষিদ্ধ

গৃধ্রমুষ্ট্রং নৃমাংসঞ্চ খরং তত্তক্রমেব চ।
মাহিষং মাকরং মাংসমূক্ষং বানরমেব চ ॥২৫৫
নিষ্পাডিতঞ্চ গোক্ষীরমারনালঞ্চ মূষকম্।
মার্জারং শ্বেতবৃন্তাকং কুষ্মা-নিম্বদলং তথা ॥২৫৬
ক্রব্যাদঞ্চ তথা ভেকং শৃগালং ব্যাঘ্রমেব চ।
এবমাদিনিষিদ্ধাংস্তু ভক্ষয়িত্বা তু কামতঃ ॥২৫৭
চরেদ্ ব্রতং তথা পূর্ণং পাদোনং পাদকামতঃ।
নারিকেলরসং পীত্বা বায়ুনা তাড়িতং দ্বিজঃ ॥২৫৮
জগ্ধ্বা তাল-পলাশং বা করনির্ম্মথিতং দধি।
তাম্রপাত্রগতং গব্যং ক্ষীরঞ্চ লবণান্বিতম্ ॥২৫৯
করাগ্রেণৈব যদ্দত্তং ঘৃতং লবণমম্বু চ।
সূতকান্নঞ্চ শূদ্রান্নং কদর্য্যাদ্যন্নমেব চ ॥২৬০
শ্বস্পৃষ্টং সূতিকাস্পৃষ্টমুদক্যা দৃষ্টমেব চ।
পাষণ্ড-ভণ্ড-চণ্ডাল-বৃষলীপতিবীক্ষিতম্ ॥২৬১
দত্তাবশিষ্টং যক্ষাণাং ভূতানাং রক্ষসাং তথা।
উদ্ধৃত্য বামহস্তেন বক্ত্রেণৈব পিবেদপঃ ॥২৬২
যচ্চান্নমাদ্যৈকোদ্দিষ্টমুচ্ছিষ্টমগুরোরপি।
হরেরনর্পিতং ভুক্ত্বা ন ভুক্ত্বা দেবতার্পিতম্ ॥২৬৩
কামতস্তু চরেদ্ ব্রতং চরেদ্ বেদমকামতঃ।
অকামতঃ সকৃজ্জগ্ধ্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥২৬৪
ম্লেচ্ছ-চণ্ডাল-পতিত-পাষণ্ডান্নমকামতঃ।
উদক্যা সহ ভুক্ত্বা চ চরেদর্দ্ধব্রতং দ্বিজঃ ॥২৬৫
চণ্ডালকূপভাণ্ডস্থং মদ্যভাণ্ডস্থমেব চ।
পীত্বা সমাচরেৎ পাপং কামতোঽর্দ্ধং সমাচরেৎ ॥২৬৬
মদ্যগন্ধং সমাঘ্রায় কামতো ব্রতমাচরেৎ।
অকামতস্তু নিষ্ঠিব্য চরেদাচমনং দ্বিজঃ ॥২৬৭
অভিমন্ত্র্য জলং প্রাশ্য সাবিত্র্যা চ সমন্বিতম্।
বৃথামাংসাশনং চৈব ভাবদুষ্টাদিভক্ষণে ॥২৬৮
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপি বা।
কামতস্তু চরেৎ পাদমভ্যাসে পূর্ণমাচরেৎ ॥২৬৯
কামতস্তু সুরাং পীত্বা সততং চাগ্নিসন্নিভম্।
গোমূত্রমম্বু বা পীত্বা মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছতি ॥২৭০

বস্তু জ্ঞানত ভক্ষণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিবে। অজ্ঞানতঃ ভক্ষণ করিলে এক চতুর্থাংশ ন্যূন ব্রত আচরণ করিবে। বায়ু তাড়িত (অন্যপাত্রস্থ) নারিকেল জলপান, তাল ও পলাশ দগ্ধ করণ, হস্তমথিত দধি, তাম্রপাত্রস্থিত গোদুগ্ধ বা লবণসংযুক্ত দুগ্ধ, হস্ত দ্বারা প্রদত্ত লবণ বা জল, অশুচি (রজস্বলা বা প্রসূতি) নারীর অন্ন, শূদ্রের অন্ন, কদর্য্য (দুর্গন্ধাদির দ্বারা বিকৃত) অন্ন, কুক্কুরস্পৃষ্ট অন্ন, অশুচি নারী, রজস্বলা নারী, পাষণ্ড, ভণ্ডধর্ম্মী, চণ্ডাল ও বৃষলীপতির দৃষ্ট অন্ন (পিতৃগৃহে অবিবাহিত কন্যা রজস্বলা হইলে তাহাকে বৃষলী বলে। তাহাকে যে বিবাহ করে সেই বৃষলী পতি), যক্ষ, রাক্ষস ও ভূতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্যাবশিষ্ট, বামহস্ত দ্বারা উদ্ধৃত দ্রব্য, উপুড় হইয়া মুখের দ্বারা জলপান, আদ্যৈকোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধীয় অন্ন, গুরু ভিন্ন অন্নের উচ্ছিষ্ট অন্ন ও শ্রীহরিকে যে অন্ন নিবেদ করা হয়নি—সেই অন্ন ভোজন, দেবোদ্দেশে নিবেদিত অন্নের অভোজন—ইহাদের অন্যতমের স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠানে ব্রতাচরণ করিবে। অনিচ্ছায় অনুষ্ঠান করিলে বেদাধ্যয়ন বা জপ করিবে। অনভিলাষী হইয়া একবার ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণব্রত আচরণ করিবে। অনিচ্ছায় ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল, পতিত ও পাষণ্ড ব্যক্তির অন্ন এবং রজস্বলা নারীর সহিত একত্র ভোজন করিলে ব্রাহ্মণ অর্দ্ধ ব্রতাচরণ করিবে। চণ্ডালের কূপ বা ভাণ্ডস্থিত জল কিংবা মদ্যভাণ্ডস্থিত জল স্বেচ্ছায় পান করিলে ঐ ব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিবে।২৫৪-৬৬

স্বেচ্ছায় মদ্যের গন্ধ অঘ্রাণ করিলে ব্রতাচরণ করিবে, অনিচ্ছায় আঘ্রাত হইলে আচমন দ্বারাই শুদ্ধ হইবে।২৬৭

বৃথা মাংসভোজনে ও ভাবদুষ্ট বস্তুর ভোজনে গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া জলপান করিবে। তাহা স্বেচ্ছায় করিলে কৃচ্ছ্র সান্তপন অথবা কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ ব্রতের এক চতুর্থাংশ আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ ঐ কার্য্য করিলে উক্ত ব্রত সম্পূর্ণ পালন করিবে।২৬৭-৬৯

স্বেচ্ছায় সুরাপান করিলে অগ্নিতুল্য উষ্ণ বা তাদৃশ গোমূত্র বা তাদৃশ জল পান করিয়া মৃত্যু হইলে শুদ্ধ হইবে।২৭০

সুরায়াঃ প্রতিষেধস্তু দ্বিজানামেব কীর্তিতঃ।
বিশিষ্টস্যাপি শূদ্রস্য কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ ॥২৭১
অনৃতং মদ্য-মাংসঞ্চ পরস্ত্রী-স্বাপহারণম্।
বিশিষ্টস্যাপি শূদ্রস্য পাতিত্যং মনুরব্রবীৎ ॥২৭২
সুরা বৈ মলমন্নাদেঃ পাপাদ্ বৈ মলমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মণ-রাজন্যৌ বৈশ্যশ্চ ন সুরাং পিবেৎ ॥২৭৩

চকারাদ্ বিশিষ্টস্য শূদ্রাস্যাপি পূর্ববচনাদ্ যত্তু রাজন্য-বৈশ্যয়োর্গবাজ্যাদি মদ্যস্যাপ্রতিষেধস্তন্ন মতং স্যাৎ, ন চ নিষিদ্ধাদীনাং সতাং মতঞ্চ। বিশিষ্টশূদ্রস্যাপি মদ্য-মাংসনিষিদ্ধত্বাৎ। ইজ্যাধ্যয়নাদিশ্রৌত-স্মার্তকর্মার্হস্য। ক্ষত্রবিশিষ্টস্যাপি তদ্বদ্ বৈশ্যস্য চ প্রতিষেধান্ ন তু প্রায়শ্চিত্তাল্পত্বপ্রতিপাদনপরাণ্যেব, ন ত্বপ্রতিষিদ্ধ-পরাণি। ব্রাহ্মণস্য মরণান্তিকমুপদিষ্টং রাজন্য-বৈশ্য-বিশিষ্টশূদ্রাণাম্ পূর্ণ-পাদোনার্দ্ধোনব্রতচর্য্যা উক্তা। সুরায়াস্তু সর্বেষাং দ্বিজানাং মরণান্তিকমেব, শূদ্রস্য গোসহস্রদানং বা পরিপূর্ণব্রতং বাচরিতব্যম্ ন তু মরণান্তিকম্।

অগ্নিবর্ণাং সুরাং পীত্বা সুরায়াস্তু দ্বিজাতয়ঃ।
মরণাচ্ছুদ্ধিমৃচ্ছন্তি শূদ্রস্তু ব্রতমাচরেৎ ॥২৭৪
রাজন্য-বৈশ্যৌ তু মদ্যং পীত্বা চরেতাং ব্রতমেব চ।
শূদ্রস্ত্বর্থঞ্চরেৎ তদ্বদ্ ব্রাহ্মণো মরণাচ্ছুচিঃ ॥২৭৫
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচান্নং মদ্যং মাংসং সুরাসমম্।
নাত্তব্যমেব বিপ্রেণ ভুক্ত্বা তু জ্বলনং বিশেৎ ॥২৭৬
মদ্যং বাঽপি সুরাং বাঽপি যঃ পিবেদ্ ব্রাহ্মণাধমঃ।
অগ্নিবর্ণন্তু গোমূত্রং পিবেদঞ্জলিপঞ্চকম্ ॥২৭৭
মরণাচ্ছুদ্ধিমাপ্নোতি জীবেদ্ যদি বিশুধ্যতি।
মদ্যস্য প্রতিসিধ্যর্থং ঘৃতং ক্ষীরমথাম্বু বা ॥২৭৮
প্রাশয়িত্বাঽগ্নিবর্ণন্তু তদ্বত্তাং শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
দত্ত্বা সুবর্ণং বিপ্রায় গাঞ্চ দত্ত্বা বিশুধ্যতি ॥২৭৯
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রজাতীনাং সুবর্ণে তু যথাক্রমম্।
পাদোনমর্দ্ধং পাদং বা চরেদ্ ব্রতং যথোক্তবৎ ॥২৮০
সমেষ্বর্ধং প্রকুর্বীত কামতঃ পূর্ণমাচরেৎ।
কামতঃ স্বর্ণহারী তু রাজ্ঞে মুসলমর্পয়েৎ ॥২৮১

---

কেবল ব্রাহ্মণেরই সুরাপান নিষেধ। কোনও কোনও পণ্ডিত বলেন, বিশিষ্ট শূদ্রের পক্ষে ঐ নিষেধপ্রযোজ্য। মিথ্যা, মদ্য, মাংস, পরস্ত্রী ও পরস্বের অপহরণ বিশিষ্ট শূদ্রের পক্ষেও পাতিত্যজনক,—ইহা মনু বলিয়াছেন। সুরা অন্নাদির মল, পাপ হইতেই মল হয়—ইহা বলা হইয়াছে। অতএব ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিবে না।২৭১-৭৩

বচনে 'বৈশ্যশ্চ' এই চকার আছে বলিয়া এবং পূর্ববচনে মদ্যপান, বিশিষ্ট শূদ্রেরও পাতিত্যজনক বলা হইয়াছে বলিয়া সুরাপান বিশিষ্ট শূদ্রেরও পক্ষে নিষিদ্ধ। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গোঘৃত প্রভৃতি ও মদ্য নিষিদ্ধ নহে—এই যে বলা হইয়াছে, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। নিষিদ্ধ বস্তুর ব্যবহার সাধুদেরও অভিমত নহে। বিশিষ্ট শূদ্রদেরও মদ্য-মাংস নিষিদ্ধ আছে। যিনি যাগ ও অধ্যয়নাদি শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্য তিনিই বিশিষ্ট শূদ্র বলিয়া আখ্যাত। সুতরাং তাঁহারও সুরাপান নিষিদ্ধ। এইরূপ বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় ও বিশিষ্ট বৈশ্যেরও সুরাপান নিষিদ্ধ। সেই সব বচন অল্প প্রায়শ্চিত্তবোধক —ইহাও বলা যায় না। অনিষিদ্ধ তাৎপর্য্যপরও নহে। তবে সুরাপানে ব্রাহ্মণের মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত উপদিষ্ট আছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও বিশিষ্টশূদ্রদের পূর্ণ হইতে এক চতুর্থাংশ ন্যূন ও অর্দ্ধাংশ ন্যূন ব্রতাচরণের বিধান উক্ত হইয়াছে। সুরাপানে সমস্ত ব্রাহ্মণেরই মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত। কিন্তু শূদ্রের সহস্র গোদান কিংবা সম্পূর্ণ ব্রতাচরণের বিধি মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত নহে—ইহাই ভেদ। কিন্তু শূদ্রের সুরাপান বিহিতও নহে, নির্দোষও নহে, ন্যূনাতিরেক মাত্র। দ্বিজাতিগণ সুরাপান করিলে অগ্নিবর্ণ অর্থাৎ অত্যন্ত উত্তপ্ত অগ্নিতুল্য সুরাপান করিয়া মৃত্যুবরণ করত পাপমুক্ত হয়—এতাদৃশ প্রায়শ্চিত্তই ঋষিসম্মত। কিন্তু শূদ্র

স্বকর্ম খ্যাপয়ংশ্চৈব হতো মুক্তোঽপি বা শুচিঃ।
রাজ্ঞা যদি বিমুক্তং স্যাৎ পূর্ববদ্ ব্রতমাচরেৎ ॥২৮২
আত্মতুল্যসুবর্ণং বা দদ্যাদ্ বিপ্রস্য তুষ্টিকৃৎ।
তৎসমব্যতিরিক্তেষু পাদমেব চরেদ্ ব্রতম্ ॥২৮৩
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা কুর্য্যাদল্পেষু সর্বশঃ।
দ্রব্যপ্রত্যর্পণং কর্তুস্তন্মূল্যদ্রব্যমেব বা ॥২৮৪
ব্রতং সমাচরেৎ কৃত্বা যথা পরিষদীরিতম্।
বলাচ্চৌর্য্যেণ বা স্নেহাদ্ ব্যবহারাদিনাঽপি বা ॥২৮৫
সমাহরতি যদ্ দ্রব্যং তৎসর্বং স্তেয়মুচ্যতে।
দেশং কালং বয়ঃ শক্তিং পাপঞ্চাবেক্ষ্য সর্বতঃ ॥২৮৬
প্রায়শ্চিত্তং প্রদাতব্যং ধর্মবিদ্ভির্মনীষিভিঃ।
ভগিনীং মাতরং পুত্রীং স্নুষামাচার্য্যযোষিতম্ ॥২৮৭
অকামতঃ সকৃদ্ গত্বা চরেৎ পূর্ণব্রতং নরঃ।
পশ্চিমাভিমুখাং গঙ্গাং কলিন্দ্যা সহ সঙ্গতাম্ ॥২৮৮
প্লক্ষপ্রস্রবণং পুণ্যং দ্বারকাং সেতুমেব বা।
চন্দ্রপুষ্করণীং বাঽপি বেণী সাগরসঙ্গমম্ ॥২৮৯
গোদাবর্য্যাঃ শবর্য্যা বা গত্বা তত্রাচরেদ্ ব্রতম্।
পূর্ববৎ দ্বাদশাব্দানি চরেদ্ ব্রতমনুত্তমম্ ॥২৯০
কৃষ্ণায় নম ইত্যেষ মন্ত্রঃ সর্বাঘনাশনঃ।
ইমমেব জপন্মন্ত্রং ধ্যাত্বা হৃদি সনাতনম্ ।২৯১
ত্রিসন্ধ্যাস্বযুতং ভক্ত্যা নিত্যং দ্বাদশবৎসরম্।
চান্দ্রায়ণৈঃ পরাকৈর্বা কৃচ্ছ্রৈর্বা শময়েৎ সমাঃ ॥২৯২
জীবে ক্ষীণেঽথবা পুণ্যকামী মণ্ডপপাটলৈঃ।
নিবসিত্বা বহির্গ্রামাৎ ক্ষিতিশায়ী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥২৯৩
মনঃসন্তাপকরণমুদ্বহেচ্ছোকমন্ততঃ।
সদা কৃষ্ণং হরিং ধ্যায়ন্ জপন্ মন্ত্রমনুত্তমম্ ॥২৯৪
দ্বাদশাব্দাদ্ বিমুচ্যেত পাপাদস্মাত্তপো বলাৎ।
ভগিন্যাদিষু যোষিৎসু যো গচ্ছেৎ কামতো নরঃ ॥২৯৫

সুরাপান করিলে সে শুদ্ধির জন্য ব্রতাচরণ করিবে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সুরাপান করিলে ব্রতাচরণ করিবে, তদ্রূপ শূদ্রও সুরাপান করিলে ব্রতাচরণই করিবে। কিন্তু মাত্র ব্রাহ্মণ মৃত্যু দ্বারাই শুদ্ধ হইবে। যক্ষ, রাক্ষস ও পিশাচের অন্ন, মদ্য ও মাংস সুরাতুল্য। ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিবে না, করিলে অগ্নিপ্রবেশই বিধেয়।২৭৪-৭৬

মদ্যই হউক বা সুরাই হউক যে ব্রাহ্মণ তাহা পান করে, সে পাঁচ অঞ্জলি অগ্নিবর্ণ গোমূত্র পান করিবে।২৭৭

মৃত্যুতেই সে শুদ্ধিলাভ করিবে। যদিও বাঁচিয়া থাকে, তবে বিশুদ্ধ হইয়াই বাঁচিয়া থাকিবে। মদ্য নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া তাহার শুদ্ধির জন্য ঘৃত বা দুগ্ধ অথবা জল অগ্নির ন্যায় উত্তপ্ত করিয়া তাহা পান করাইলে শুদ্ধিলাভ করিবে। পরে ব্রাহ্মণকে সুবর্ণদান ও গোদান করিয়া সে পূর্ণ বিশুদ্ধ হইবে।২৭৮-৭৯

ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতিদের সুবর্ণস্তেয় জন্য পাপ-ক্ষয়ের নিমিত্ত যথাক্রমে যথোক্ত ব্রতের একচতুর্থাংশ ন্যূন, অর্দ্ধ ও একপাদ ব্রতাচরণের বিধি আছে।২৮০

অজ্ঞানতঃ স্বর্ণাপহরণে যথোক্ত ব্রতের অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। জ্ঞানতঃ অপহরণ করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে। জ্ঞানতঃ সুবর্ণচৌর্য্যজন্য পাপের ক্ষয়নিমিত্ত ক্ষত্রিয়কে মুসল ( শূল ) দিবে।২৮১

নিজের পাপকর্ম্ম প্রখ্যাপন করিতে করিতে তাদৃশ দণ্ডগ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিলে বা নিহত হইলেই শুদ্ধ হইবে। ক্ষত্রিয় যদি তাহাতে বাঁচিয়া থাকে, তাহা হইলে পূর্বোক্ত ব্রত আচরণ করিবে।২৮২

অথবা ব্রাহ্মণের সন্তোষবিধানের জন্য স্বীয় ওজন পরিমিত সুবর্ণ তাহাকে দান করিবে। স্বকীয়তুল্য ভিন্ন স্থলে একচতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।২৮৩

অল্প পাপে সর্বতোভাবে চান্দ্রায়ণ-ব্রত বা পরাক-ব্রত আচরণ করিবে। চৌর্য্যদ্রব্য প্রত্যর্পণ করিয়া বা তত্তুল্য মূল্যবান্ দ্রব্যান্তর দিয়াও শুদ্ধিলাভ হইতে পারে। অথবা সভাসদ্‌ব্যক্তিগণ যাহা ব্যবস্থা করিয়া বলিবেন, তাদৃশ ব্রতই আচরণ করিবে। বলপূর্বক বা বীরত্ব প্রকাশ করিয়া অথবা স্নেহবশতঃ কিংবা দুর্ব্যবহারাদি দ্বারা যে দ্রব্য দ্রব্যস্বামীর অনভিমতে সংগ্রহ করা যায়, তৎ সমস্তই অপহৃতদ্রব্যের অন্তর্গত। দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি এবং পাপের পরিমাণ সর্বপ্রকারে বিচার কবিয়া ধর্ম্মজ্ঞ মনীষিগণ প্রায়শ্চিত্তের

প্রতপ্তায়সময়েন সমাশ্লিষ্য হুতাশনে।
শায়য়িত্বা সুমহদ্বহ্নৌ দগ্ধঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৯৬
এতাসু মতিদুষ্টাসু কামতো বহুশো ব্রজেৎ।
এবমগ্নিং বিশেদ্ধীমান্ পাপং বিজ্ঞাপ্য পর্ষদি ॥২৯৭
অকামতঃ সকৃদ্ গত্বা চরেদর্দ্ধব্রতং নরঃ।
অভ্যাসে তু চরেৎ পূর্ণং কামতঃ সকৃদেব বা ॥২৯৮
কামতোঽভ্যাসবিষয়ে তত্রাপি মরণান্তিকম্।
সমেম্বর্থং প্রকুর্বীত সকৃদেব হ্যকামতঃ ॥২৯৯
কামতস্তু চরেৎ পূর্ণমভ্যাসে মরণান্তিকম্।
অকামতো বাঽভ্যাসে তু পূর্ণমেব ব্রতং চরেৎ ॥৩০০
অন্যাস্বপি চ নারীষু সকৃদ্ গত্বাঽপ্যকামতঃ।
পাদমেবাচরেদ্ বিদ্বানভ্যাসে ত্বর্দ্ধমাচরেৎ ॥৩০১
সাধারণাসু সর্বাসু চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
কামতো দ্বিগুণং তাসু অভ্যাসে ব্রতমাচরেৎ ॥৩০২
স্বদারাস্বাস্যগমনে পুংসি তির্য্যক্ষু কামতঃ।
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা প্রাজাপত্যমথাপি বা।
উদক্যাং সূতিকাং গত্বা চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্ ॥ ৩০৩
চান্দ্রায়ণং তথান্যাসু কামতো দ্বিগুণং চরেৎ।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দশ্যাং দিবা পর্বণি মৈথুনম্ ॥৩০৪
কৃত্বা সচৈলং স্নাত্বা চ বারুণিভিশ্চ মার্জয়েৎ।
চণ্ডালীং পুংশ্চলীং ম্লেচ্ছাং পাষণ্ডীং পতিতামপি ॥৩০৫
রজকীং বরুড়ীং ব্যাধাং সর্বা গ্রামাস্ত্যজাঃ স্ত্রিয়ঃ।
অকামতঃ সকৃদ্ গত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্ ॥৩০৬
অভ্যাসে তু ব্রতং পূর্ণং তাভিশ্চ সহ ভোজনে।
কামতস্তু সকৃদ্ গত্বা ভুক্ত্বা ত্বর্দ্ধব্রতং চরেৎ ॥৩০৭

ব্যবস্থা দিবেন। ভগিনী, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ ও আচার্য্যপত্নীকে অজ্ঞানতঃ একবারমাত্র অভিগমন করিলে সম্পূর্ণ ব্রতের আচরণ করিবে। যমুনার সহিত মিলিত পশ্চিমমুখাভিগামিনী গঙ্গা, প্লক্ষনদী, দ্বারকা, সেতুবন্ধ, চন্দ্র-পুষ্করিণী, ত্রিবেণী, গঙ্গাসাগরসঙ্গম, গোদাবরী বা শবরীতে গিয়া দ্বাদশবৎসরব্যাপী বাস করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে ব্রতাচরণ করিবে।২৮৪-৯০

তৎকালে "কৃষ্ণায় নমঃ" এই সর্বপাপনাশন মন্ত্র হৃদয়মধ্যে সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে ধ্যান করিতে করিতে জপ করিবে।২৯১

ত্রিসন্ধ্যাকালে ভক্তিপূর্বক দ্বাদশবৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ অযুতসংখ্যক জপ করত কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ বা পরাকব্রত অনুষ্ঠান পূর্বক বৎসরগুলি অতিবাহিত করিবে।২৯২

জীবন ক্ষয় হইতে থাকিলে কিংবা পাপশুদ্ধি দ্বারা পুণ্যকামী ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়ভাবে ভূমিশায়ী হইয়া গ্রামের বাহিরে বাস করিবে। মনের সন্তাপদায়ক শোক সর্বদাই পোষণ করিবে। সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার ঐ শ্রেষ্ঠ মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ করিয়া দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হইলে স্বীয় তপস্যাবলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। ভগিনী প্রভৃতিতে বা আচার্য্যপত্নীতে স্বেচ্ছায় গমন করিলে সন্তপ্ত তপ্তলৌহমূর্ত্তিকে আলিঙ্গনপূর্বক বহ্নিতে শয়ন করিয়া দগ্ধ হইলে শুদ্ধ হইবে।২৯৩-৯৬

দুষ্টমতি হইয়া পূর্বোক্ত যে কোনও নারীতে স্বেচ্ছায় বহুবার গমন করিলে স্বীয় পাপকার্য্য পরিষদের সকলকে জানাইয়া অগ্নিপ্রবেশ করিবে। অনিচ্ছায় একবারমাত্র গমন করিলে মনুষ্য ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ গমন করিলে সম্পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে। আর স্বেচ্ছায় একবার মাত্র পাপ করিলেও সম্পূর্ণ ব্রতের আচরণ করিবে, স্বেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ তাদৃশ পাপ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। অনিচ্ছায় একবার মাত্র উক্ত পাপ করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। স্বেচ্ছায় একবার মাত্র পাপ করিলে সম্পূর্ণ ব্রতের আচরণ করিবে। পুনঃ পুনঃ করিলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। অন্য কোনও নারীতে অনিচ্ছায় একবার মাত্র উপগত হইলে যথোক্ত ব্রতের একচতুর্থাংশ প্রায়শ্চিত্ত আর পুনঃ পুনঃ উপগত হইলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত হইবে।২৯৭-৩০১

সাধারণ সমস্ত নারীতে উপগত হইলে চান্দ্রায়ণ ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় পুনঃ পুনঃ সাধার

তত্র ভূয়শ্চরেৎ পূর্ণমভ্যাসে মরণান্তিকম্
যো যেন সংবসেদেষাং তৎপাপং সোঽপি তৎসমঃ॥৩০৮
সংলাপ-স্পর্শনাদেব শয্যাশনাসনাদিভিঃ।
তদ্বদেবাচরেৎ সর্বং ব্রতং দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥৩০৯
অকামতশ্চরেদর্দ্ধং ষণ্মাসাৎ পাদমাচরেৎ।
মাসত্রয়ে দ্বিবর্ষং স্যান্মাসমাত্রে তু বৎসরম্ ॥৩১০
কামতো দ্বিগুণং তত্র চরেদব্দাদিকং ব্রতম্।
ঊর্দ্ধন্তু বৎসরাৎ পূর্ণং দ্বৈগুণ্যাদ্যমতঃ ক্রমাৎ ॥৩১১
কামতো বৎসারাদূর্দ্ধং দ্বিগুণব্রতমাচরেৎ।
ঊর্দ্ধং দ্বিবর্ষাত্তস্যাপি মরণান্তিকমুচ্যতে ॥৩১২
যজনাধ্যাপনাদ্দানাৎ পানাচ্চ সহ ভোজনাৎ।
সদ্য এব পতত্যস্মিন্ পতিতেন সহাচরন্ ॥৩১৩
তত্রাপ্যকামতস্ত্বর্দ্ধং কামতঃ পূর্ণমাচরেৎ।
ষণ্মাসে বৎসরেঽপ্যত্র দ্বিগুণং ত্রিগুণং স্মৃতম্ ॥৪১১
ঊর্দ্ধে তু নিষ্কৃতির্ন স্যাদ্ ভৃগ্বগ্নিপতনং বিনা।
দ্বিতীয়স্য তৃতীয়স্য নেষ্যতে মরণান্তিকম্ ॥৩১৫
অর্দ্ধং পাদং সমুদ্দিষ্টং কামতঃ দ্বিগুণং তথা।
ব্রহ্মকূর্চোপবাসেন চতুর্থস্য বিনিষ্কৃতিঃ ॥৩১৬
পঞ্চমস্য ন দোষঃ স্যাদিতি ধর্ম্মবিদো বিদুঃ।
অন্যেষামপি সংসর্গাৎ প্রায়শ্চিত্তং প্রকল্পয়েৎ ॥৩১৭
পতনীয়েষু নারীণাং মরণান্তিকমুচ্যতে।
অকামতশ্চরেদর্দ্ধব্রতং পৃথু যথোদিতম্ ॥৩১৮
ব্যভিচারে তু সর্বত্র কামতো মরণাচ্ছুচিঃ।
অকামতশ্চরেৎ পূর্ণং প্রাতিলোম্যং গতা সতী ॥৩১৯
অর্দ্ধমেবাহঽনুলোম্যেষু তথৈব ভ্রূণহাদিষু।
যতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ গত্বা স্ত্রিয়মকামতঃ ॥৩১৮
গুরুতল্পগমুদ্দিষ্টং পূর্ণমর্থং সমাচরেৎ।
নামতো ব্রহ্মচারী তু পূর্ণমেবাচরেদ্ ব্রতম্ ॥৩১৯

স্ত্রীতে উপগত হইলে ঐ ব্রতের দ্বিগুণ আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় নিজের স্ত্রীরও যোনিভিন্ন মুখাদিতে মৈথুন করিলে, পুংমৈথুন কিংবা পশুমৈথুন করিলে চান্দ্রায়ণ, পরাক বা প্রাজাপত্য-ব্রতের আচরণ করিবে। রজস্বলা বা প্রসবান্তে অশুচি নারীতে উপগত হইলে সান্তপন ব্রতের আচরণ করিবে।৩০২-৩

স্বেচ্ছায় অন্য স্ত্রীতে উপগত হইলে দ্বিগুণ চান্দ্রায়ণ করিবে। অষ্টমী, চতুর্দ্দশী, দিবা কিংবা পর্বদিনে মৈথুন করিলে সবস্ত্র স্নান করিয়া মন্ত্রাদি দ্বারা লিঙ্গ মার্জ্জন করিবে। চাণ্ডালী, দুশ্চরিত্রা, ম্লেচ্ছা, পাষণ্ডী, পতিতা, রজকী, বরুড়ী ( জাতিবিশেষ ) ও ব্যাধরমণী এই সমস্ত গ্রামবাসিনীকে অন্ত্যজ স্ত্রী বলিয়া জানিবে। অনিচ্ছাবশতঃ একবার মাত্র ইহাদিগের উপগমনে চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে।৩০৪-৬

পুনঃ পুনঃ এই সকলে উপগত হইলেও তাহাদের সহিত একত্র ভোজন করিলে সম্পূর্ণ চন্দ্রায়ণ-ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় একবার মাত্র উপগত হইলে ও ভোজন করিলে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যে স্থানে একাধিকবারের জন্য পূর্ণ ব্রতাচরণের বিধি তথায় পুনঃ পুনঃ স্বেচ্ছাকৃত তদনুষ্ঠানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। ইহাদের একজনের সহিত যে বাস করে, সেও পাপীর তুল্যই পাপযুক্ত হয়।৩০৭-৮

যে ব্যক্তি পাপীর সহিত সংলাপ, স্পর্শ, একশয্যায় শয়ন, একত্র ভোজন ও এক আসনে উপবেশন করে, এইসকলের দ্বারা পাপ সংক্রমণের ফলে সেই ব্যক্তিও পাপীর তুল্য পাপযুক্ত হয়। তাহার ক্ষয়ের জন্য পূর্বোক্ত দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের আচরণ করিতে হইবে।৩০৯

অনিচ্ছায় তাদৃশ স্ত্রীতে উপগত হইয়া ছয়মাস পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিলে দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতের একচতুর্থাংশ অর্থাৎ তিনবৎসরব্যাপী তাদৃশ ব্রতের আচরণ করিবে। তিনমাস পর্য্যন্ত ঐরূপ স্ত্রীতে উপগমন করিয়া অতিবাহিত করিলে দুই বৎসরকাল তাদৃশ ব্রতাচরণ করিবে। একমাসকাল উপগত হইলে একবৎসর তাদৃশ ব্রতের আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় করিলে অব্দাদি ব্রতের দ্বিগুণ করিবে। একবৎসরেরবেশী তাদৃশ স্ত্রীতে উপগত হইলে পূর্ণ ব্রতাচরণ করিবে আর পুনঃ পুনঃ আচরণের ফলে অভ্যাস জন্মাইলে দ্বিগুণাদি বুঝিবে।৩১০-১১

অর্দ্ধমেবানুলোম্যেষু তথৈব ভ্রূণহাদিষু।
মতিশ্চ ব্রহ্মচারী চ গত্বা স্ত্রিয়মকামতঃ ॥৩২০

গু ং সমাচরেৎ
নামতো ব্রহ্মচারী তু পূর্ণমেবাচরেদ্ ব্রতম্ ॥৩২১

যতেস্তু মরণাচ্ছুদ্ধিঃ শিশ্নঃ স্যাৎ কৃন্তনেন বা।
তয়োস্তু রেতঃস্খলনে কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৩২২

জপ্ত্বা সহস্রং গায়ত্র্যা গৃহস্থঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
দ্বিসহস্রং বনস্থস্তু জপেদ্ রেতোনিপাতনে ॥৩২৩

তত্রাপি কামতস্তেষাং দ্বিগুণ-ত্রিগুণাদিকম্।
পরিব্রাজনকামস্তু নয়নোৎপাটনং তথা ॥৩২৪

এবং সমাচরেদ্ধীমান্ প্রায়শ্চিত্তমতন্দ্রিতঃ।
প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণঃ পাপেষু নিরতঃ সদা ॥৩২৫

কল্পাযুতশতং গত্বা নরকং প্রতিপদ্যতে।
ধৃত্বা গোচর্মমাত্রস্তু সমমেকং নিরন্তরম্ ॥৩২৬

পঞ্চগব্যং পিবন্ গোঘ্নো গুরুগামী বিশুধ্যতি।
গোমূত্রেণৈব চ স্নাত্বা পীত্বা চাচম্য বারিভিঃ ॥৩২৭

বিষ্ণোঃ সহস্রনামানি জপেন্নিত্যং সমাহিতঃ।
শয়ীত গোব্রজে রাত্রৌ গবাং হিতমনুস্মরন্ ॥৩২৮

ব্যাঘ্রাদিভির্গৃহীতাং গাং পঙ্কে নিপতিতাং তথা।
স চরেদথবা প্রাণান্ তদর্থং বৈ পরিত্যজেৎ ॥৩২৯

তেনৈব হি বিশুদ্ধঃ স্যাদসম্পূর্ণব্রতোঽপি বা।
ব্রতান্তে গোপ্রদো ভূত্বা ততঃ শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৩০

গোস্বামিনে চ গাং দত্ত্বা পশ্চাদেবং ব্রতং চরেৎ।
দদ্যাৎ ত্রিরাত্রমুপোষ্য বৃষমেকঞ্চ গা দশ ॥৩৩১

যোক্ত্রে চ গৃহদাহাদ্যৈর্বন্ধনৈর্বা হতা যদি।
মতিপূর্বেণ গাং হত্বা চরেৎ ত্রৈবার্ষিকং ব্রতম্ ॥৩৩২

দ্বিবর্ষং পূর্ববদ্ বাঽপি চর্মণার্দ্রেণ বাসসা।
কপিলাং গর্ভিণীং বাঽপি বৃষং হত্বা চ কামতঃ ॥৩৩৩

স্বেচ্ছায় একবৎসরের বেশী তাদৃশ পাপাচরণ করিলে দ্বিগুণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে। দুইবৎসরের বেশী হইলে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বুঝিবে। যজন, অধ্যাপনা, দানগ্রহণ, তদ্দত্ত পানীয় জলাদির পান, একত্র ভোজন ও তদন্ন-ভোজন তৎক্ষণাৎ পাতিত্যজনক পতিতের সহিত ব্যবহারাদি ক্রিয়াও তৎক্ষণাৎ পাতিত্যের হেতু, তাহাতে অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মে অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত, স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের ফলে পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত। ছয়মাস বা বৎসরব্যাপী কর্ম্মের ফলে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ প্রায়শ্চিত্তের বিধি। ইহার ঊর্দ্ধ কালকৃত কর্ম্মের উচ্চস্থান হইতে পতন বা অগ্নিপ্রবেশ ব্যতীত নিষ্কৃতি বা প্রায়শ্চিত্ত নাই। দ্বিতীয় বা তৃতীয়-সংসর্গে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত অভিপ্রেত নহে।৩১২-১৫

অনিচ্ছাকৃত কর্ম্মের অর্দ্ধ-প্রায়শ্চিত্ত বা পাদ-প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত। চতুর্থ-সংসর্গে ব্রহ্মকূর্চ্চ অর্থাৎ কুশজলমিশ্রিত পঞ্চগব্য পানপূর্বক উপবাস দ্বারাই শুদ্ধি জানিবে। পঞ্চম-সংসর্গের কিছুমাত্র দোষ নাই—ইহা ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়াছেন। অন্যবিধপাতকের সংসর্গ হেতু প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। নারীদিগের পাতিত্যযোগ্য পাপানুষ্ঠানে মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত বিহিত। অনিচ্ছায় পাপানুষ্ঠিত হইলে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ব্রতের বহু আচরণ করিবে। স্বেচ্ছায় ব্যভিচার করিলে নারীদের মরণেই শুদ্ধি। প্রতিলোম-জাতিতে স্বেচ্ছায় উপগতা হইলে পূর্ণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। অনুলোম-জাতিতে উপগতা হইলে নারীগণ যথোক্তব্রতের অর্দ্ধ আচরণ করিলেই শুচি হইবে এবং ভ্রূণ-হত্যাতেও তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। যতি কিংবা ব্রহ্মচারী অনিচ্ছায় কোন স্ত্রীতে উপগত হইলে গুরুতল্পগামিদের ব্রতই ( প্রায়শ্চিত্তই ) বিহিত, তাহারা সম্পূর্ণ বা অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে। ব্রহ্মচারীনামে প্রসিদ্ধ হইলে সম্পূর্ণ ব্রতই অনুষ্ঠান করিবে। যতি ঐরূপ উপগত হইলে মরণেই তাহার শুদ্ধি হইবে। কিংবা লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া সে শুদ্ধিলাভ করিবে। বীর্য্যপতনে গৃহস্থগণ সহস্র গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। বানপ্রস্থী বীর্য্যপতনে দুই সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে। সেইস্থলে যদি স্বেচ্ছায় শুক্রপাত করে, তবে দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ জপাদি করিতে হইবে। পরিব্রাজকগণের চক্ষু উৎপাটনেই শুদ্ধিলাভ হয় জানিবে। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি অনলসভাবে পূর্বোক্ত বিধিতে প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবেন। প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া পাপকর্ম্মে নিরত থাকিলে শত অযুতসংখ্যক কল্পকাল

ব্রতং দ্বাদশবর্ষাণি চরেদ্ ব্রহ্মব্রতোদিতম্ ।
আচার্য্য-দেব-বিপ্রাণাং হত্বা চ দ্বিগুণং চরেৎ ॥৩৩৪
হোমধেনুং প্রসূতাঞ্চ দানে চ সমলঙ্কৃতাম্ ।
উপভুক্তাং বৃষেণাপি তাঞ্চ দ্বাদশবার্ষিকম্ ॥৩৩৫
নিষ্পীড়নং বাঽপি তেষু দীপেদ্বল্লমতন্দ্রিতঃ ।
শরণাগত-বাল-স্ত্রীঘাতুকৈঃ সংবসেন্ন তু ॥৩৩৬
চীর্ণব্রতানপি চরন্ কৃতঘ্নানপি সর্বদা ।
অগ্নিদাং গরদাং চণ্ডীং ভর্তৃঘ্নীং লোকঘাতিনীম্ ॥৩৩৭
হিংস্রয়ংস্তু বিধানস্ত্রীং হত্বা পাপং ন গচ্ছতি ।
গুরুং বা বাল-বৃদ্ধান্ বা শ্রোত্রিয়ং বা বহুশ্রুতম্ ॥৩৩৮
আততায়িনমায়াস্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ।
নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন ॥৩৩৯
প্রখ্যাতদোষঃ কুর্বীত পরিত্যক্তং যথোদিতম্ ।
অনভিখ্যাতদোষস্তু রহস্যব্রতমাচরেৎ ॥৩৪০
কণ্ঠমাত্রজলে স্থিত্বা রামমন্ত্রং সমাহিতঃ ।
জপেদ্ বা দশসাহস্রং ব্রহ্মহা শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥৩৪১
সুরাপঃ স্বর্ণহারী তু জপেদষ্টাক্ষরং তথা ।
লক্ষং জপ্ত্বা কৃষ্ণমন্ত্রং মুচ্যতে গুরুতল্পগঃ ॥৩৪২
উপোষ্যান্তর্জলে স্থিত্বা বাসুদেবমনুং শুভম্ ।
জপেদ্ দ্বাদশসাহস্রং গোঘ্নঃ প্রযতমানসঃ ॥৩৪৩

নরকে বাস করিতে হয়। বৎসরকাল নিরন্তর গোচর্ম্ম পরিধানপূর্বক গোহত্যাকারী পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিতে পারে। গুরুতল্পগামীদেরও তাদৃশ প্রায়শ্চিত্ত। গোহত্যাকারী ব্যক্তি গোমূত্র দ্বারা স্নান করত গোমূত্র পান করিয়া জলের দ্বারা আচমন করিবে এবং প্রতিদিন সমাহিত মনে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম পাঠ করত রাত্রিতে গরুর মঙ্গলচিন্তা করিতে করিতে গোষ্ঠে শয়ন করিবে। ব্যাঘ্রাদি দ্বারা গরু ধৃত হইলে কিংবা গরু পঙ্কে নিপতিত হইলে তজ্জন্য ব্রতাচরণ করিবে, তাহার উদ্ধারকল্পে প্রাণকেও পরিত্যাগ করিবে।৩১৬-২৯

তাহার দ্বারা সেই ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে, এইরূপ যে ব্যক্তির ব্রত অসম্পূর্ণ আছে, সেই ব্যক্তিও ব্রতের অবসানে গো দান করিয়া শুদ্ধি লাভ করিবে। গরুর মালিককে গো দান করিয়া পরে উক্ত ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। তিনদিন উপবাস করিয়া একটি বৃষ ও দশটি গরু দান করিবে। হলবন্ধনরজ্জুদ্বারা, গৃহদাহাদি দ্বারা বা শকটাদিতে নিযুক্ত অবস্থায় কোনও গরু যদি নিহত হয়, তবে গোহত্যা মনে করিয়া ত্রৈবার্ষিক ব্রতের অনুষ্ঠান করত প্রায়শ্চিত্ত করিবে। দুই বর্ষবয়স্ক বৃষকে জ্ঞানপূর্বক হত্যা করিলে অথবা কপিলা বা গর্ভিণী গরুকে হত্যা করিলে আর্দ্রবস্ত্র বা চর্ম্ম দ্বারা আবৃত দেহে পূর্বোক্ত বিধিমতে দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে।৩৩১-৩৩

ঐরূপ পাপক্ষয়ের জন্য ব্রহ্মহত্যাকারীর মত দ্বাদশবর্ষসাধ্য ব্রত পালন করিবে। আচার্য্য, দেবতুল্য কোন ব্যক্তি (কিংবা দেবপ্রতিমা ভঙ্গ করিলে) এবং অন্য ব্রাহ্মণকে হত্যা করিলে ঐ ব্রতের দ্বিগুণ আচরণ করিবে। হোমধেনু বা প্রসূতা গো কিংবা দানের জন্য সমলঙ্কৃত বা বৃষের দ্বারা উপভুক্ত গোরুর বধে ঐরূপ দ্বাদশবার্ষিক ব্রত করিবে। অথবা তাদৃশ গরুকে উৎপীড়ন করিলে দোষের অল্পতাহেতু অনলসভাবে ব্রতাচরণ করিবে। শরণাগত,বালক ও নারীর হত্যাকারীর সহিত একত্র অবস্থান করিবে না।৩৩৪-৩৬

এইরূপ সঙ্কল্পিত ব্রতভঙ্গকারী এবং কৃতঘ্নগণকে সর্বদা পরিত্যাগ করিবে। অগ্নিদাহকারিণী, বিষদানকারিণী, অত্যন্ত কোপন-স্বভাবা, স্বামীহত্যাকারিণী, লোকহত্যাকারিণী স্ত্রীকে হিংসা করিলে কিংবা ব্যাভিচাররতা গুরুপাপকারিণী স্ত্রীকে হত্যা করিলেও পাপ হইবে না। গুরু, বালক, বৃদ্ধ, সৎকুলসম্ভূত শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ কিংবা বহুশাস্ত্রে পারদর্শীই হউন, যদি তিনি আততায়ীরূপে হিংসাজনক কার্য্য করিবার জন্য আগত হন, তাঁহাকে বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ হত্যা করিবে। এইরূপ আততায়ীর বধে বধকর্ত্তার কোনও পাপাদি দোষ হইবে না। দোষকীর্ত্তনাদি দ্বারা পাপকারীর দোষ প্রখ্যাপন করিয়া যথাশাস্ত্র তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যাহার দোষ কীর্ত্তিত না হয়, সে একান্তে যথোক্ত ব্রত আচরণ করিবে। অথবা ব্রহ্মহত্যাকারী কণ্ঠপরিমিত জলে অবস্থানপূর্বক সমাহিত মনে দশহাজার রামমন্ত্র জপ

অসংখ্যানি চ পাপানি অনুক্তান্যপি যানি চ।
চিত্তস্থো ভগবান্ কৃষ্ণঃ সর্বং হরতি তৎক্ষণাৎ ॥৩৪৪
একাদশ্যুপবাসস্য ফলং প্রাপ্নোতি মানবঃ।
আষাঢ়াদিচতুর্মাসে কৃতে ভুক্ত্বা জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥৩৪৫
দুগ্ধাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে শয়ানং কমলাপতিম্।
ধ্যাত্বা সমর্চয়েন্নিত্যং মহদ্ভির্মুচ্যতে হ্যঘৈঃ ॥৩৪৬
ইতি রহস্যপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্ ॥

অথ মহাপাপাদিপ্রায়শ্চিত্তবর্ণনম্ ॥

রজস্বলাং সূতিকাঞ্চ চণ্ডালং পতিতং তথা।
পাষণ্ডিনং বিকর্মস্থং শৈবং স্পৃষ্ট্বা২প্যকামতঃ ॥৩৪৭
গোময়েনানুলিপ্তাঙ্গঃ সবাসা জলমাবিশেৎ।
গায়ত্র্যষ্টশতং জপ্ত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥৩৪৮
স্পৃষ্ট্বা তু কামতঃ স্নাত্বা চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্।
শ্বপচং পতিতং স্পৃষ্ট্বা গোপালব্যজনাদৃতম্ ॥৩৪৯
বিড্বরাহং শুনং কাকং গর্দভং যূপমেব চ।
মদ্যং মাংসং তথৈবোষ্ট্রং বিণ্মূত্রং দশমেব চ ॥৩৫০
করকং জলফেনঞ্চ বৃক্ষনির্য্যাসমেব চ।
কলঞ্জং লশুনঞ্চানুগচ্ছতি স্বস্য শুদ্ধয়ে ॥৩৫১
সচৈলমেকবাহ্যাপঃ সাবিত্রীং ত্রিশতং জপেৎ।
তৎস্পৃষ্ট-স্পৃষ্টিনৌ স্পৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ ॥৩৫২
ঊর্ধ্বমাচমনং প্রোক্তং ধর্মবিদ্ভিরকল্মষৈঃ।
উচ্ছিষ্টকেশ-ভস্মাস্থি-কপালং মলমেব চ ॥৩৫৩
স্নানার্দ্রধরণীঞ্চৈব স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ।
প্রক্ষাল্য পাদৌ সংক্রম্য তথৈবাচম্য বারিণা ॥৩৫৪
মন্ত্রসম্মার্জিতজলং স্পৃষ্ট্বা তাঞ্চ বিশুধ্যতি।
বিশিষ্টানাঞ্চ বিপ্রাণাং গুরূণাং ব্রতশালিনাম্ ॥৩৫৫

---

করিলে শুদ্ধ হইবে। সুরাপায়ী, স্বর্ণাপহারী অথবা গুরুতল্পগামী ব্যক্তি অষ্টাক্ষর কৃষ্ণমন্ত্র লক্ষবার জপ করিলে শুদ্ধ হইবে। গো হত্যাকারী বিশুদ্ধমনে উপবাস করত জলমধ্যে অবস্থানপূর্বক মঙ্গলময় বাসুদেব-মন্ত্র দ্বাদশহাজার সংখ্যক জপ করিবে।৩৩৭-৪৩

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ চিত্তস্থ হইলে অর্থাৎ একাগ্রমনে ধ্যানাদি দ্বারা চিত্ত তাঁহাতে অভিনিবিষ্ট হইলে তিনি চিত্তগত অসংখ্য পাপরাশি যাহা বলা হয় নাই, সেই সমস্ত পাপসমূহ তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া দেন।৩৪৪

একাদশীতে যথাবিধি উপবাসের ফল মানব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আষাঢ়াদি চারিমাসে জিতেন্দ্রিয় হইয়া আহারের অনন্তরও দুগ্ধসমুদ্রে অনন্তপর্য্যঙ্কে শয়ান কমলাপতিকে ধ্যান করত নিত্যপূজা করিলে মহাপাপ হইতেও মুক্ত হওয়া যায়।৩৪৫-৪৬

রহস্যপ্রায়শ্চিত্তবিধিবর্ণন সমাপ্ত।

## অথ মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণম্

রজস্বলা, সূতিকা (প্রসবের অন্তে অশুচি নারী), চণ্ডাল, পতিত, পাষণ্ডী, বিরুদ্ধকর্ম্মকারী ও শৈবকে অনিচ্ছায় স্পর্শ করিয়া গোময় দ্বারা শরীর লেপন করত সবস্ত্রে জলে প্রবেশ পূর্বক স্নান করিলে শুদ্ধ হইবে। এবং অষ্টশতসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিয়া ঘৃত ভোজন করিলে বিশুদ্ধ হইবে। স্বেচ্ছায় উহাদিগকে স্পর্শ করিলে সান্তপন ব্রতের আচরণ করিবে। গোলোমের ব্যজনকারী চণ্ডাল ও পতিতকে স্পর্শ করিলে কিংবা বিষ্ঠাভোজী বরাহ, কুকুর, কাক, গর্দ্দভ, যূপকাষ্ঠ, মদ্য, মাংস, উষ্ট্র, বিষ্ঠা, মূত্র, বরফ, জলের ফেনা, বৃক্ষের আটা, কলঞ্জ (মাদকপর্য্যুসিত আমানী) ও লশুন ভোজনাদি নিমিত্ত ঘটিলে শুদ্ধির জন্য একবস্ত্র হইয়া জলে প্রবেশপূর্বক স্নান করত তিনশত গায়ত্রী জপ করিবে। ইহাদের স্পৃষ্টব্যক্তিকে কিংবা স্পর্শকারীকেও স্পর্শ করিলে সবস্ত্রে জলে স্নান করিবে এবং স্নানানন্তর আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে নিষ্পাপ ধর্ম্মজ্ঞগণ এইরূপ বলেন। উচ্ছিষ্ট ব্যক্তি, কেশ, ভস্ম, অস্থি, কপাল মল এবং স্নানজলের দ্বারা ভিজা মাটি স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে। পরে পাদপ্রক্ষালন করিয়া ও জলের দ্বারা আচমন করিলে শুদ্ধ হইবে।৩৪৭-৫৪

বিনীততরাণামুচ্ছিষ্টং স্পৃষ্ট্বা স্নানং সমাচরেৎ।
শৈবানাং পতিতানাঞ্চ বাহ্যানাং ত্যক্তকর্মণাম্ ॥৩৫৬
উচ্ছিষ্টস্পর্শনং কৃত্বা চরেচ্চান্দ্রায়ণব্রতম্।
উচ্ছিষ্টেন স্বয়ং চান্যমুচ্ছিষ্টং যদ্যকামতঃ ॥৩৫৭
স্পৃষ্ট্বা সচৈলং স্নাত্বা চ সাবিত্র্যষ্টশতং জপেৎ।
কামতশ্চাচরেৎ কৃচ্ছ্রং ব্রহ্মকূর্চ্চং দ্বিজোত্তমঃ ॥৩৫৮
রাজানঞ্চ বিশং শূদ্রং চরেচ্চান্দ্রায়ণং দ্বিজঃ।
তৌ চ স্নাত্বা চরেৎ কৃচ্ছ্রং গাং বা দদ্যাৎ পয়স্বিনীম্ ॥৩৫৯
উচ্ছিষ্টিনং স্পৃশন্ শূদ্রমুচ্ছিষ্টং শ্বানমেব চ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য চরেৎ সান্তপনব্রতম্ ॥৩৬০
তত্রাপি কামতঃ স্পৃষ্ট্বা পরাকদ্বয়মাচরেৎ।
পঞ্চগব্যং পিবেচ্ছূদ্রঃ স্নাত্বা নদ্যাং বিধানতঃ ॥৩৬১
চণ্ডালং পতিতং মদ্যং সূতিকাঞ্চ রজস্বলাম্।
উচ্ছিষ্টেন তু সংস্পৃষ্টঃ পরাকত্রয়মাচরেৎ ॥৩৬২
উচ্ছিষ্টেন চিরং কালমুষিত্বা স্নানমাচরেৎ।
উচ্ছিষ্টাশৌচমরণে চরেদব্দং দ্বিজাতয়ঃ ॥৩৬৩
রজস্বলা সূতিকা বা পঞ্চত্বং যদি চেদ্ গতা।
পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা পাবমান্যৈর্দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩৬৪
প্রত্যৃচং কলশৈঃ স্নাপ্য সপবিত্রৈর্জলৈঃ শুভৈঃ।
শুভ্রবস্ত্রেণ সংবেষ্ট্য দাহং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ ॥৩৬৫
চণ্ডালাৎ ব্রাহ্মণাৎ সর্পাৎ ক্রব্যাদাদুদকাদিভিঃ
হতানামপি কুর্বীত পূর্ববদ্ দ্বিজপুঙ্গবঃ ॥৩৬৬
তত্রাপি কামতঃ কুর্য্যাৎ ষড়ব্দং তস্য বান্ধবাঃ।
বিষাদ্যৈর্ঘনশস্ত্রাদ্যৈরাত্মানং যদি ঘাতয়েৎ ॥৩৬৭
গোশতং বিপ্রমুখ্যেভ্যো দদ্যাদেকং বৃষং তথা।
নারায়ণবলিং কৃত্বা সর্বমপ্যৌর্ধ্বদেহিকম্ ॥৩৬৮
রজস্বলা তু যা নারী স্পৃষ্ট্বা চান্যাং রজস্বলাম্।
চণ্ডালং পতিতং বাঽপি শুনং গর্দভমেব চ ॥৩৬৯
তাবৎ তিষ্ঠেন্নিরাহারা চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্।

মন্ত্রের দ্বারা সম্যক্ মার্জ্জিত জলকে স্পর্শ করিয়া পূর্বোক্ত দ্রব্যস্পর্শকারী শুদ্ধ হইবে। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, গুরু, ব্রতপরায়ণ কিংবা অত্যন্ত বিনীত লোকেরও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিলে স্নান করিবে। শৈব (কাপালিক), পতিত, ধর্ম্মবাহ্য ও সন্ধ্যাদি কৃত্যকর্ম্মত্যাগকারী ব্যক্তিদের উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে। অনিচ্ছায় উচ্ছিষ্টব্যক্তি যদি অন্য উচ্ছিষ্টব্যক্তিকে স্পর্শ করে, তবে তাহারা সবস্ত্র স্নান করিয়া অষ্টশতসংখ্যক গায়ত্রী জপ করিবে। স্বেচ্ছায় স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণোত্তম শুদ্ধিকামী হইয়া ব্রহ্মকূর্চ্চনামক কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।৩৫৫-৫৮

ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্টহস্তে ক্ষত্রিয় রাজা, বৈশ্য বা শূদ্রকে স্পর্শ করিলে চান্দ্রায়ণ করিবেন। তাহারা উভয়ে স্নান করত কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণব্রতের পর দুগ্ধবতী ধেনু দান করিবেন।৩৫৯

উচ্ছিষ্টশূদ্র বা কুকুরকে স্পর্শ করিলে পরিহিতবস্ত্রের সহিত জল প্রবেশ করত স্নান করিয়া সান্তপনব্রতের আচরণ করিবে।৩৬০

স্বেচ্ছায় ঐ শূদ্রাদিকে স্পর্শ করিলে দুইটি পরাক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। শূদ্র পঞ্চগব্য পান করত যথাবিধি নদীতে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।৩৬১

উচ্ছিষ্টব্যক্তি চণ্ডাল, পতিত, মদ্য, সূতিকা ও রজস্বলাকে স্পর্শ করিলে তিনটি পরাকব্রতের আচরণ করিবে। উচ্ছিষ্টহস্তে দীর্ঘকাল থাকিলে স্নান বিধেয়। উচ্ছিষ্ট ও অশৌচ অবস্থায় মৃত্যু হইলে বার্ষিক ব্রতের আচরণ করিবে।৩৬২-৬৩

রজস্বলা বা প্রসবান্ত অশৌচবিশিষ্টা নারী যদি মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তবে পঞ্চগব্যের দ্বারা ঐ মৃত নারীকে স্নান করাইয়া পাবমানীসূক্তের প্রতিমন্ত্রে কলস দ্বারা কুশসমন্বিত পবিত্র জল দ্বারা স্নান করাইয়া শুভ্রবস্ত্র বেষ্টন করত যথাবিধি দাহ করিবে।৩৬৪-৬৫

চণ্ডাল, ব্রাহ্মণ, সর্প, রাক্ষসাদি দস্যু বা জলমগ্নাদি দ্বারা নিহত ব্যক্তিকে পূর্বোক্ত নিয়মে স্নানাদি করাইয়া অনন্তর দাহ করিবে।৩৬৬

বিষ প্রভৃতি ও তীব্র শস্ত্রাদি দ্বারা যে ব্যক্তি স্বেচ্ছা

স্পৃষ্ট্বাঽপ্যকামতঃ স্নাত্বা পঞ্চগব্যৈঃ শুভৈর্জলৈঃ ॥৩৭
চাতুর্বর্ণ্যস্য গেহেষু চণ্ডালঃ পতিতোঽপি বা।
অন্তর্বর্ত্তী ভবেৎ সা চেৎ কথং স্যাত্তত্র নিষ্কৃতিঃ ॥৩৭১
তদ্ গৃহস্তু পরিত্যজ্য দগ্ধ্বা বাঽন্যত্র সংস্থিতঃ।
সংসর্গোক্তপ্রকারেণ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩৭২
পৃথক্ পৃথক্ প্রকুর্বীরন্ সর্বগৃহনিবাসিনঃ।
দারাঃ পুত্রাশ্চ সুহৃদঃ প্রায়শ্চিত্তং যথোদিতম্ ॥৩৭৩
সভর্তৃকাণাং নারীণাং বপনন্তু বিবর্জয়েৎ।
সর্বান্ কেশান্ সমুদ্ধৃত্য চ্ছেদয়েদঙ্গুলিত্রয়ম্ ॥৩৭৪
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
প্রায়শ্চিত্তে তু সম্পূর্ণে কৃত্বা সান্তপনং ব্রতম্ ॥৩৭৫
ব্রহ্মকূর্চোপবাসং বা বিশুধ্যন্তি তদেনসঃ।
অর্বাক্ সংবৎসরাধাত্তু গৃহদাহং ন চোদিতম্ ॥৩৭৬

যদ্গৃহে পাতকোৎপত্তিস্তত্র যত্নেন দাহয়েৎ।
ত্যজেদ্ বা সন্নিকৃষ্টাচ্চ শুদ্ধিশ্চৈবাত্মনস্ততঃ ॥৩৭৭
সম্বন্ধাচ্চৈব সংসর্গাত্তুল্যমেব নৃণামঘম্।
তস্মাৎ সংসর্গসম্বন্ধান্ পতিতেষু বিবর্জয়েৎ ॥৩৭৮
চণ্ডালপতিতাদীনাং তোয়ং যস্তু পিবেন্নরঃ।
পরাকং কামতঃ কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মকূর্চ্চমকামতঃ ॥৩৭৯
অভ্যাসে তু ষড়ব্দং স্যাচ্চান্দ্রায়ণমকামতঃ।
চাণ্ডালানাং তড়াগে বা নদীনাং তীর্থ এব বা ॥৩৮০
স্নাত্বা পীত্বা জলং বিপ্রঃ প্রাজাপত্যমকামতঃ।
কামতস্তু পরাকং বা চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৩৮১
অভ্যাসে তু ব্রতং পূর্ণং ষড়ব্দং স্যাদকামতঃ।
সর্বেষাং প্রতিলোমানাং পীত্বা সান্তপনং চরেৎ ॥৩৮২
চান্দ্রায়ণং পরাকং বা ত্র্যব্দং বাঽপি যথাক্রমম্।
ভোজনে গমনেঽপ্যেবং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩৮৩

---

নিজেকে হত্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির বান্ধবগণ ষড়্বর্ষ যাবৎ ব্রতানুষ্ঠান করিবে এবং শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকে শতসংখ্যক ধেনু ও একটি বৃষ দান করিবে। পরে নারায়ণ-বলি (যাগ) করিয়া সমস্ত ঔর্দ্ধদৈহিক শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করিবে। রজস্বলা নারী অন্য রজস্বলা নারীকে স্বেচ্ছায় স্পর্শ করিলে অথবা চণ্ডাল, পতিত, কুকুর কিংবা গর্দ্দভকে স্পর্শ করিলে নিরাহারে থাকিয়া সান্তপনব্রতের আচরণ করিবে; আর অনিচ্ছায় স্পর্শ করিলে তড়াগাদির পবিত্র জলে স্নান করিয়া পঞ্চগব্যপানে শুদ্ধ হইবে। চাতুর্বর্ণ্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের গৃহে চণ্ডাল বা পতিতনারী উপভুক্তা হইয়া যদি গর্ভিণী হয়, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত কিরূপ হইবে?৩৬৭-৭১

সেই গৃহ পরিত্যাগপূর্বক তাহা দগ্ধ করিয়া অন্যত্র বাস করিবে এবং তাদৃশ সংসর্গ-প্রকরণোক্ত প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে। গৃহবাসী সকলব্যক্তিই—স্ত্রী, পুত্র, বন্ধুগণ সকলেই পৃথক্ পৃথক্ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।৩৭২-৭৩

সধবা স্ত্রীদের সর্বমুণ্ডন নিষিদ্ধ। তাহাদের সমস্ত কেশ একত্র ধরিয়া তাহার অগ্রভাগ হইতে তিন অঙ্গুলি কেশ ছেদন করিবে।৩৭৪

যদি মুণ্ডন না করিয়া সমস্ত কেশই রক্ষা করিতে ইচ্ছা করে, তবে দ্বিগুণ ব্রতাচরণ করিবে। যথোক্ত প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণরূপে অনুষ্ঠান করিয়া সান্তপনব্রত আচরণ করিবে। কিংবা ব্রহ্মকূর্চ্চ পানদ্বারা উপবাস করিলে পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। সংবৎসরের অর্দ্ধাংশের পূর্বে গৃহদাহ শাস্ত্রবিহিত নহে।৩৭৫-৭৬

যে গৃহে তাদৃশ পাপ অনুষ্ঠিত হয়, সেই গৃহ সযত্নে দগ্ধই করিবে এবং তৎসন্নিহিত গৃহও ত্যাগ করিবে। তাহা হইলে স্বীয় সংসর্গ-পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। পাপকারীর পাপ যাদৃশ, তাহার সম্বন্ধ বা সংসর্গ দ্বারাও তাদৃশ পাপ হইয়া থাকে। অতএব পতিত ব্যক্তির সর্বরকম সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিবে।৩৭৭-৭৮

চণ্ডাল বা পতিত প্রভৃতি ব্যক্তির জল স্বেচ্ছায় পান করিলে পরাকব্রতের এবং অনিচ্ছায় করিলে ব্রহ্মকূর্চ্চের অনুষ্ঠান করিবে।৩৭৯

পুনঃ পুনঃ করিলে ষাড়্বার্ষিক ব্রত করিবে। তাহা অনিচ্ছায় করিলে চান্দ্রায়ণ করিবে। চাণ্ডালজাতি-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত জলাশয়ে বা তৎস্বামিক নদীর ঘাটে স্নান করিয়া ব্রাহ্মণ সেই জল পান করিলে অনিচ্ছাকৃতভাবে

চাণ্ডাল-পতিতাদীনাং গৃহেম্বন্নমপি দ্বিজঃ।
ভুক্ত্বাঽব্দমাচরেৎ কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমকামতঃ ॥৩৮৪
চাণ্ডালবাটিকায়াস্তু সুপ্ত্বা ভুক্ত্বাঽপ্যকামতঃ।
চরেৎ সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৩৮৫
চণ্ডালবাটিকায়াস্তু মৃতস্যাব্দং বিশোধনম্।
স্নাপনং পঞ্চগব্যৈশ্চ পাবমান্যৈঃ শুভৈর্জলৈঃ ॥৩৮৬
শূদ্রান্নং সূতিকান্নং বা শুনা স্পৃষ্টঞ্চ কামতঃ।
ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং কৃচ্ছ্রং পরাকং বা সমাচরেৎ ॥৩৮৭
জলং পীত্বা তয়োর্বিপ্রঃ পঞ্চগব্যং পিবেদ্ ত্র্যহম্।
চণ্ডালঃ পতিতো বাঽপি যস্মিন্ গেহে সমাবিশেৎ।
ত্যক্ত্বা মৃন্ময়ভাণ্ডানি গোভিঃ সংক্রময়েৎ ত্র্যহম্ ॥৩৮৮
মাসাদূর্দ্ধং দশাহস্তু দ্বিমাসং পক্ষমেব বা।
ষণ্মাসাত্তু তথা মাসং গবাং বৃন্দং নিবেশয়েৎ ॥৩৮৯

ঊর্দ্ধস্তু দহনং প্রোক্তং লাঙ্গুলেন চ খাতনম্।
ব্রহ্মকূর্চ্চং তথা কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণমথাপি বা ॥৩৯০
অতিকৃচ্ছ্রং পরাকঞ্চ ত্র্যব্দং বাঽপি সমাচরেৎ।
ষড়ব্দমূর্দ্ধং ষণ্মাসাৎ প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩৯১
বৎসরাদূর্দ্ধং সম্পূর্ণং ব্রতমেবাচরেদ্ বুধঃ।
অমেধ্য-শব-চণ্ডাল-মদ্য-মাংসাদিদূষিতাৎ ॥৩৯২
কূপাদুদ্ধৃত্য কলশৈঃ সহস্রং রেচয়েজ্জলম্।
নিক্ষিপ্য পঞ্চগব্যানি বারুণৈরপি মন্ত্রয়েৎ ॥৩৯৩
তড়াগস্যাপি শুধ্যর্থং গোভিঃ সংক্রাময়েজ্জলম্।
ধান্যস্তু ক্ষালনাচ্ছুদ্ধির্বাহুল্যং প্রোক্ষণাদপি ॥৩৯৪
রসানাস্তু পরিত্যাগশ্চাণ্ডালাদিপ্রদূষণাৎ।
প্রাসাদদেবহর্ম্ম্যাণাং চণ্ডালপতিতাদিষু ॥৩৯৫

---

প্রাজাপত্য করিবে এবং স্বেচ্ছায় করিলে পরাক বা চান্দ্রায়ণব্রতের আচরণ করিবে।৩৮০-৮১

অনিচ্ছায় বা অজ্ঞাতসারে পুনঃ পুনঃ করিলে ষাড়্‌-বার্ষিক ব্রত সম্পূর্ণ করিবে। সমস্ত প্রতিলোম-জাতির জলাশয়াদিতে স্নান করিয়া সেই জল পান করিলে সান্তপনব্রতের আচরণ করিবে। কিংবা চান্দ্রায়ণ, পরাকব্রত বা ত্রৈবার্ষিকব্রত যথাক্রমে কবিবে। তাহাদের অন্নভোজনে এবং স্ত্রীগমনেও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। চাণ্ডাল কিংবা পতিত প্রভৃতির গৃহে ব্রাহ্মণ অজ্ঞানতঃ অন্নভোজন করিলে এক বৎসর কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ করিবে। চাণ্ডালের গৃহে অনিচ্ছায় শায়িত বা নিদ্রিত হইলে সান্তপন বা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ করিবে।৩৮২-৮৬

চাণ্ডালের বাড়ীতে যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়, তাহাকে পঞ্চগব্য দ্বারা এবং পাবমানীসূক্ত দ্বারা পবিত্র জলে স্নান করাইয়া দাহাদি করিলে তাহার বিশুদ্ধি হইবে। শূদ্রান্ন বা সূতিকাশৌচবিশিষ্টা নারীর অন্ন স্বেচ্ছায় ভোজন করিলে অথবা ভোজনান্তর কুক্কুরস্পৃষ্ট হইলে কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ কিংবা পরাকব্রত করিবে।৩৮৭

চাণ্ডাল ও পতিতব্যক্তির জল পান করিলে ব্রাহ্মণ তিনদিন শুধু মাত্র পঞ্চগব্য পান করিবে। চাণ্ডাল বা পতিতব্যক্তি যে গৃহে প্রবেশ করে, সেই গৃহের মৃন্ময় ভাণ্ডগুলি পরিত্যাগ করিয়া ঐ গৃহে তিনদিন গো-চারণ করাইবে। কিংবা একমাস দশদিন, দুই মাস, আড়াই মাস, ছয়মাস বা ততোধিক একমাস অর্থাৎ সাতমাস গোসমূহকে ঐ গৃহে সংস্থাপিত করিবে।৩৮৮-৮৯

অতঃপর ঐ গৃহ দাহ করিবে এবং লাঙ্গলের দ্বারা (ভিত্তি) উৎখাত (চাষ) করিবে। তারপর ব্রহ্মকূর্চ্চ, কৃচ্ছ্র-চান্দ্রায়ণ বা পরাকব্রত আচরণ করিবে।৩৯০

অতিকৃচ্ছ্র বা তিনবৎসরব্যাপী পরাকব্রতের আচরণ করিবে। ছয় বৎসর ছয় মাস প্রায়শ্চিত্ত করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে একবৎসরের অধিক (১॥ বৎসর) কাল সম্পূর্ণ ব্রত আচরণ করিবে। অপবিত্র বস্তু, শব, চণ্ডাল ও মদ্য মাংসাদি দ্বারা কূপাদি জলাশয়ের জল দূষিত হইলে ঐ কূপাদি হইতে সহস্র কলস জল উত্তোলিত করিয়া ফেলিয়া দিবে এবং তাহাতে পঞ্চগব্য নিঃক্ষেপ করত বারুণ-মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহা শোধিত করিবে।৩৯১-৯৩

শবাদি দ্বারা অশুচি জলাশয়ের শুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত

অন্তঃপ্রবিষ্টেষু তদা শুদ্ধিঃ স্যাৎ কেন কর্মণা।
গোভিঃ সংক্রমণং কৃত্বা গোমূত্রেণৈব লেপয়েৎ ॥৩৯৬
পুণ্যাহং বাচয়িত্বাঽথ তত্তোয়ৈর্দর্ভসংযুতৈঃ।
সম্প্রোক্ষ্য সর্বতঃ পশ্চাদেবং মহাভিষেচয়েৎ ॥৩৯৭
পঞ্চামৃতৈঃ পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বাঽথ বৈষ্ণবঃ।
প্রত্যৃচং পাবমান্যৈশ্চ বৈষ্ণবৈশ্চাভিষেচয়েৎ ॥৩৯৮
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরং তু বা।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ স্নাপ্য পুষ্পাঞ্জলিং তথা ॥৩৯৯
শ্রীসূক্তেন তদা দিব্যৈর্দত্ত্বান্নীরাজনং ততঃ।
অবৈষ্ণবস্পর্শনেঽপি এবং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ।
ভিন্নে বিম্বে তথা দগ্ধে পরিত্যজ্যৈব তং গৃহে ॥৪০০

বৈদেহীং বৈষ্ণবীমিষ্ট্বা পুনঃ স্থাপনমাচরেৎ।
চোরাদ্যপহৃতৈর্নষ্টে বাসুদেবং যজেচ্চরুম্ ॥৪০১
স্থানান্তরগতে বিম্বে পুনঃ স্থাপনমাচরেৎ।
তোয়াধিবাসনং বেদ্যামধিরোহণমেব চ ॥৪০২
নয়নোন্মীলনং দীক্ষাং বর্জয়িত্বাঽন্যমাচরেৎ।
পঞ্চগব্যৈঃ স্নাপয়িত্বা পঞ্চত্বক্‌পল্লবাঙ্কিতৈঃ ॥৪০৩
মঙ্গলদ্রব্যসংযুক্তৈরদ্ভিঃ সমাভিষেচয়েৎ।
সূক্তেশ্চ ব্রহ্মণস্পত্যৈ রবিগৈর্বৈষ্ণবীস্তথা ॥৪০৪
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা শঙ্খেন স্নাপয়েদ্ বুধঃ।
ধ্রুবসূক্তমৃচং স্মৃত্বা জপন্ সংস্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৪০৫

জল উত্তোলনাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের পর গরুসমূহকে ঐ জলে অবতরণ করাইবে। তাদৃশরূপে ধান্য অশুচি হইলে প্রক্ষালনের দ্বারাই তাহার শুদ্ধি হইবে। রাশিকৃত ধান্য হইলে জলপ্রোক্ষণেই শুদ্ধ হইবে। চণ্ডালাদি দ্বারা পক্ব অন্নরসাদি দুষ্ট হইলে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। চণ্ডাল বা পতিতব্যক্তির প্রবেশাদি দ্বারা প্রাসাদ বা দেবমন্দির অপবিত্র হইলে কিরূপে তাহাকে শুদ্ধ করা যায়—এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, তন্মধ্যে রক্ষিত গরুগণের মূত্রদ্বারা সমস্ত অভ্যন্তরভাগ অবলিপ্ত হইলেই শুদ্ধ হইবে। পুণ্যাহাদি বাচনের পর কুশের দ্বারা জল প্রোক্ষণ করত চারিদিকে ঐ কুশজল অভিমন্ত্রিত করিয়া ছিটাইয়া দিবে,—এইরূপে পরে মহাভিষেক করাইবে। ৩৯৪-৯৭

পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া বৈষ্ণবগণ পাবমানীসূক্তের প্রতিমন্ত্র দ্বারা মন্দিরাদি অভিষিক্ত করিবে। চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর সহস্র অথবা অষ্টোত্তর শতবার তাদৃশভাবে স্নান করাইয়া পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৩৯৬-৯৭

শ্রীসুক্তের অলৌকিক মন্ত্র দ্বারা আরাত্রিক করিবে। অবৈষ্ণবের স্পর্শ হইলে বৈষ্ণবগণ উক্তরূপ সংস্কার করিবে। ভগ্ন কিংবা দগ্ধ হইলে উহা পরিত্যাগ করত সেই গৃহে অন্য শ্রীরামপ্রিয়া সীতার মূর্ত্তি যজ্ঞাদি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিবে। চৌরাদি মূর্ত্তি অপহরণ করিলে কিংবা কোনও রূপে মূর্ত্তি নষ্ট হইলে পূজাদির পর চরু দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর হোম করিবে।৪০০ ১

প্রতিমূর্ত্তি অন্যস্থানে অপসারিত হইল পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিবে। ঐ প্রতিষ্ঠায় জলাদির অধিবাস, বেদীতে যথাবিধি আরোহণ সংস্কার, নয়ন উন্মীলন ও দীক্ষা ভিন্ন অন্য সমস্তই করিতে হইবে। পঞ্চগব্য দ্বারা মূর্ত্তিকে স্নান করাইয়া পঞ্চপল্লব-সংযুক্ত মঙ্গল-দ্রব্যান্বিত ঘট-জলের দ্বারা মূর্ত্তিকে অভিষিক্ত করিবে। ব্রহ্মণস্পত্য-সূক্ত, সূর্য্যসূক্ত, এবং চারিটি বৈষ্ণবমন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অষ্টোত্তর শতবার অভিষিক্ত করিবে এবং শঙ্খজলের দ্বারা বিষ্ণুগায়ত্রী সহকারে স্নান করাইবে। ধ্রুবসূক্তমন্ত্রের ধ্যান সহকারে জপ করত শ্রীহরিকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিবে।৪০২-৫

তারপর ব্রাহ্মণ ঐ মূর্ত্তির মন্ত্র দ্বারা কিংবা মূলমন্ত্র দ্বারা দেবতাকে বা মন্ত্রকে স্মরণ করিতে করিতে সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দিবে। পরে আবরণ-দেবতার সহিত শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।৪০৬-৭

"ইন্দ্রসোমং সোমপতেঃ" ইত্যাদি সর্বশ্রেষ্ঠ সূক্তমন্ত্র ভক্তিপূর্বক জপ করিতে করিতে অন্য দেবতাদের সহিত শ্রীবিষ্ণুর আরাত্রিক করিবে।৪০৮

প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম করত ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে।

ততস্তন্মূর্তিমন্ত্রেণ মূলমন্ত্রেণ বা দ্বিজঃ।
দদ্যাৎ পুষ্পসহস্রাণি দেবতাং স মনুং স্মরন্ ॥৪০৬
পশ্চাৎ সাবরণং বিষ্ণোরর্চয়িত্বা বিধানতঃ ॥৪০৭
ইন্দ্রসোমং সোমপতেরিতি সূক্তমনুত্তমম্।
জপন্ ভক্ত্যাঽথ দেবৈস্তু দদ্যান্নীরাজনং দ্বিজঃ ॥৪০৮
প্রদক্ষিণং নমস্কারং কৃত্বা বিপ্রাংস্তু ভোজয়েৎ
অবৈষ্ণবেন বিপ্রেণ শূদ্রেণৈবাচিতে হরৌ ॥৪০৯
সহস্রমভিষেকঞ্চ পুষ্পাঞ্জলিসহস্রকম্।
মহাভাগবতো বিপ্রঃ কুর্য্যান্মন্ত্রদ্বয়েন চ ॥৪১০
দেবতোত্তরসম্পর্কং বিনা স্বাহরণং হরৌ।
অবৈষ্ণবানাং মন্ত্রাণাং পকান্নস্য নিবেদনে ॥৪১১
কৃত্বা নারায়ণীমিষ্টিং পুনং সংস্কারমাচরেৎ।
দেশান্তরগতে বিম্বে চিরকালমনর্চিতে ॥৪১২
অধিবাসাদিকং সর্বং পূর্ববদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
বিষ্ণোরুৎসবমধ্যে তু বিদ্যুৎস্তনিতসম্ভবে ॥৪১৩
রথে বিম্বে ধ্বজে ভগ্নে বিম্বে চ পতিতে ভুবি।
গ্রামদাহেঽশ্মবর্ষে চ গুরাবৃত্বিজি বৈ মৃতে ॥৪১৪

নালঙ্কৃতেষু বিধিষু পরিণীতে জনার্দনে।
অবৈদিকক্রিয়োপেতে জপ-হোমাদিবর্জিতে ॥৪১৫
কুর্বীত মহতীং শান্তিং বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
অগ্নিনাশে তু তন্মধ্যে পুনরাদানমাচরেৎ ॥৪১৬
কুর্বীত বৈনতেয়েষ্টিং বৈষ্বক্সেনীমথাপি বা।
শ্ব-শূকরাদিসম্পর্কে পবিত্রেষ্টিং সমাচরেৎ ॥৪১৭
বৈষ্ণবেষ্টিং প্রকুর্বীত পষাণ্ডাদিপ্রদূষিতে।
অক্ষস্য সংপ্লবে বিষ্ণোর্যত্র যত্র চ সঙ্করম্ ॥৪১৮
তত্র তত্র যজেদিষ্টিং পাবমানীং দ্বিজোত্তমঃ।
স্বাপচারৈস্তথাঽন্যৈর্বা মুচ্যতে সর্বকিল্বিষৈঃ ॥৪১৯
অবৈষ্ণবেন বিপ্রেণ স্থাপিতে মধুসূদনে।
তদ্‌রাষ্ট্রং বা ভূপতির্বা বিনাশমুপযাস্যতি ॥৪২০
কুর্বীত বাসুদেবেষ্টিং সর্বপাপং প্রশাময়েৎ।
মহাভাগবতেনৈব পুনঃ সংস্কারমাচরেৎ ॥৪২১
সেনেশ-বৈনতেয়াদিনিত্যানাঞ্চ দিবৌকসাম্।
মুক্তানামপি পূজার্থং বিম্বানি স্থাপয়েদ্ যদি ॥৪২২

অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণ কিংবা শূদ্র শ্রীহরিকে পূজা করিলে সহস্র-বার অভিষেক এবং সহস্র পুষ্পাঞ্জলি দিবে। উক্ত মন্ত্রদ্বয় সহকারে মহাভাগবত ব্রাহ্মণ উহা করিবেন। ৪০৯-১০

দেবতার সহিত সম্বন্ধ-ব্যতীত অর্থাৎ ভক্ত ব্যতীত অন্য কেহ শ্রীহরির দ্রব্য সংগ্রহ করিলে এবং অবৈষ্ণব-মন্ত্র দ্বারা পকান্নের নিবেদন করিলে নারায়ণ-যাগ করিয়া পুনরায় সংস্কারসাধন করিবে। প্রতিমূর্ত্তি স্থানান্তরে নীত হইলে কিংবা দীর্ঘকাল তাঁহার পূজা না হইলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অধিবাসাদি সমস্ত কর্ম্মই পূর্বোক্ত বিধানে করিবে। শ্রীবিষ্ণুর উৎসবকালমধ্যে বিদ্যুদ্‌গর্জ্জন হইলে রথ, প্রতিমূর্ত্তি বা পতাকা ভগ্ন হইলে, প্রতিমূর্ত্তি ভূমিতে পড়িয়া গেলে, গ্রামদাহ হইলে, প্রচুর শিলাবৃষ্টি হইতে থাকিলে, গুরু বা পুরোহিতের মৃত্যু হইলে, যথাবিধি জনার্দ্দনকে অলঙ্কৃত না করিয়া পরিণয়ন করিলে কিংবা জপ-হোমাদি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান না করিলে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি মহতী শান্তির ব্যবস্থা করিবে। তন্মধ্যে অগ্নির বিনাশ হইলে পুনরায় অগ্নিগ্রহণ করিবে। বৈনতেয়যাগ অথবা বিষ্বক্‌সেন যাগ করিবে। কুকুর কিংবা শূকর দ্বারা স্পর্শাদি সম্বন্ধ হইলে পবিত্র যাগ করিবে। পাষণ্ডাদির স্পর্শ দ্বারা দূষিত হইলে বিষ্ণুযাগ করিবে, শ্রীবিষ্ণুর কোনও রূপ স্পর্শাদি দোষ বা অপবিত্রতা উপস্থিত হইলে কিংবা এক সময়ে বহু অপবিত্রজনক কার্য্য অনুষ্ঠিত হইলে পাবমানীযাগ করিবে। তাহার দ্বারা যে কোনও রূপ অপচার বা অপবিত্রতা হইতে মুক্তহইবে। অবৈষ্ণব ব্যক্তি শ্রীমধুসূদনকে স্থাপিত করিলে, সেই রাষ্ট্র বা সেই রাষ্ট্রের ভূপতি বিনাশ প্রাপ্ত হয়।৪২০

তখন বাসুদেব যাগ করিবে। তাহার দ্বারাই সমস্ত পাপ প্রশমিত হইবে। মহাভাগবত ব্রাহ্মণ দ্বারা পুনঃ সংস্কার আচরণ করিবে।৪২১

স নিবেশ্যৈকরাত্রন্তু গব্যৈঃ স্নাপ্যাঽথ দেশিকঃ।
সর্ববৈষ্ণবসূক্তৈশ্চ তদ্গায়ত্র্যা সহস্রকম্ ॥৪২৩
শঙ্খেনৈবাভিষিচ্যাথ (ক) ভগবৎপুরতো ন্যসেৎ।
স্থণ্ডিলেঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য যজেচ্চ পুরতো হরেঃ ॥৪২৪
অস্য বামেতি সূক্তেন পায়সং মধুমিশ্রিতম্।
অষ্টোত্তরশতং পশ্চাদাজ্যং মন্ত্রচতুষ্টয়াৎ ॥৪২৫
সুপর্ণ-তার্ক্ষ্যসূক্তাভ্যাং পৃষদাজ্যং যজেত্ততঃ।
তিলৈর্ব্যাহৃতিভির্হুত্বা পশ্চাদষ্টোত্তরং শতম্ ॥৪২৬
বৈকুণ্ঠপার্ষদৈশ্চৈব হোমশেষং সমাপয়েৎ।
অহমস্মীতি সূক্তেন পীঠে সংস্থাপয়েদ্ বুধঃ ॥৪২৭
প্রণবাদি চতুর্থ্যন্তনামভিস্তৎপ্রকাশকৈঃ।
আবাহ্য পূজয়িত্বাঽথ দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৪২৮
দ্বাদশার্ণেন মনুনা সহস্রমথবা শতম্।
সোমরুদ্রেতি সূক্তেন দীপৈর্নীরাজয়েত্ততঃ ॥৪২৯
ভোজয়িত্বা ততো বিপ্রান্ গুরুং সম্যক্ প্রপূজয়েৎ।
মৎস্য-কূর্মাদিমূর্ত্তীনামেবং সংস্থাপনং চরেৎ ॥৪৩০
তত্তৎপ্রকাশকৈর্মন্ত্রৈর্জপহোমাদিকং চরেৎ।
সহস্রনামভির্দ্দ্যাৎ পুষ্পাণি সুরভীণি চ ॥৪৩১
বাপী-কূপ-তড়াগানাং তরূণাং স্থাপনে তথা।
বারুণীভিশ্চ সৌম্যৈশ্চ জপহোমাদিকং চরেৎ ॥৪৩২
তরূণাং স্থাপনে গোপকৃষ্ণং মাতরমেব চ।
তাভ্যামেব তু মন্ত্রাভ্যাং সহস্রং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥৪৩৩
বৈনতেয়াঙ্কিতং স্তম্ভং মধ্যে সংস্থাপয়েদ্ বুধঃ।
অবৈষ্ণবান্বয়ে জাতঃ কৃত্বেষ্টিং বৈষ্ণবীং দ্বিজঃ ॥৪৩৪
বৈষ্ণবৈঃ পঞ্চসংস্কারৈঃ সংস্কৃতো বৈষ্ণবো ভবেৎ।
দেবতান্তরশেষস্য ভোজনে স্পর্শনে তথা ॥৪৩৫
অনর্চিতে পদ্মনাভে তস্যানর্পিতভোজনে।
অবৈষ্ণবানাং বিপ্রাণাং পূজনে বন্দনে তথা ॥৪৩৬

দেবসেনাপতি ও বৈনতেয়াদি নিত্যদেবগণের কিংবা মুক্তপুরুষদের পূজার জন্য যদি প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে প্রতিষ্ঠার পর একদিন পঞ্চগব্য দ্বারা স্নান করাইয়া সমস্ত বিষ্ণুসূক্ত এবং সহস্র বিষ্ণুগায়ত্রী সহকারে শঙ্খজলের দ্বারা অভিষেক করিয়া শ্রীভগবানের সমীপে স্থণ্ডিলে অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করত যাগ করিবে।

"অস্য বাম" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার মধুমিশ্রিত পায়স আহুতি দিবে। পরে মন্ত্রচতুষ্টয় দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে, এবং সুপর্ণ ও তার্ক্ষ্য সূক্তদ্বয় দ্বারা দধিমিশ্রিত ঘৃতাহুতিপূর্বক যাগ করিবে। ব্যাহৃতিত্রয় দ্বারা সতিল হোম করত পরে বৈকুণ্ঠের পারিষদগণকে অষ্টোত্তর শতবার আহুতি দিয়া হোমের অবশিষ্টাঙ্গ সম্পন্ন করিবে। "অহমস্মি" এই সূক্ত দ্বারা মূর্ত্তিকে আসনে সংস্থাপিত করিবে।৪২২-৪২৭

ওঙ্কারাদি চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নামসমূহ দ্বারা ও বিষ্ণুর অর্থপ্রকাশক নামের দ্বারা আবাহন করত পূজা করিয়া পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে।৪২৮

দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা সহস্র কিংবা শতবার "সোমরুদ্র" ইত্যাদি সূক্ত উচ্চারণপূর্বক দীপমালার দ্বারা আরাত্রিক করিবে।৪২৯

পরে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া সম্যগ্‌রূপে শ্রীগুরুর পূজা করিবে। মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি বৈষ্ণবমূর্ত্তিরও এইরূপ ভাবেই প্রতিষ্ঠা করিবে।৪৩০

তত্তৎ নামপ্রকাশক মন্ত্র দ্বারা জপ-হোমাদি করিবে। সহস্রনাম উচ্চারণপূর্বক সুগন্ধি-পুষ্প দান করিবে।৪৩১

বৃহৎ জলাশয়, কূপ, তড়াগ (হ্রদ) কিংবা বৃক্ষ-প্রতিষ্ঠাতেও বারুণী ও সৌম্য (সোম্যদেবতা) মন্ত্র দ্বারা জপ-হোমাদি সম্পন্ন করিবে।৪৩২

বৃক্ষপ্রতিষ্ঠায় গোপকৃষ্ণ ও গোপমাতাকে তদীয় মন্ত্রদ্বয় সহকারে সহস্র ঘৃতাহুতি দিবে।৪৩৩

গরুড়-নামাঙ্কিত স্তম্ভ মধ্যস্থানে স্থাপিত করিবে। অবৈষ্ণবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিষ্ণুযাগ করিতে হইলে বৈষ্ণবোক্ত ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি পঞ্চসংস্কার দ্বারা সংস্কৃত হইয়া বৈষ্ণব হইবে। অন্যদেবতার ভুক্তাবশেষ (প্রসাদ) ভোজন ও স্পর্শন করিলে শ্রীবিষ্ণুর অনিবেদিত বস্তুর

(ক) কুম্ভৈনৈবাভিষিচ্যাথ—পা

যাজনেঽধ্যাপনে দানে শ্রাদ্ধে চৈষাঞ্চ ভোজনে।
অনর্চিতে ভাগবতে হরিবাসরভোজনে ॥৪৩৭
প্রায়শ্চিত্তং প্রকুর্ব্বীত বৈয্যূহীমিষ্টিমুত্তমাম্।
পশ্চাদ্ভাগবতানাঞ্চ পিবেৎ পাদজলং শুভম্ ॥৪৩৮
এতৎসমস্তপাপানাং প্রায়শ্চিত্তং মনীষিভিঃ।
নির্ণীতং ভগবদ্ভক্তপাদামৃতনিষেবণম্ ॥৪৩৯
অঙ্গীকৃতং মহাভাগৈর্মহাভাগবতৈর্দ্বিজৈঃ।
সর্ব্বাপচারৈর্মুচ্যেত পরাং গতিঞ্চ বিন্দতি ॥৪৪০
প্রায়শ্চিত্তে তথা চীর্ণে মহাভাগবতাদ্ দ্বিজাৎ।
বৈষ্ণবৈঃ পঞ্চসংস্কারৈঃ সংস্কৃতো হরিমর্চয়েৎ ॥৪৪১

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ মহাপাপাদি-প্রায়শ্চিত্ত-
প্রকরণং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

ভোজন করিলে অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পূজা-বন্দনাদি, যাজন বা অধ্যাপনা করিলে, তাঁহাদিগকে দান বা তাঁহাদের শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে পূজা না করিলে এবং হরিবাসরদিনে ভোজন করিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। ঐ প্রায়শ্চিত্তে বৈয্যূহী নামক বৈষ্ণব-যাগ করিবে। পরে মহাভাগবত ব্রাহ্মণের শুভ পাদোদক পান করিবে। মনীষিগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ণয় করিয়া বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তগণের পাদোদক-পানই সমস্ত পাপের বিনাশক। মহাভাগ মহাভাগবত ব্রাহ্মণগণ বলিয়াছেন, মহাভাগবতের পাদোদক-সেবা দ্বারা উক্ত সমস্ত অন্যায়াচরণজনিত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায় এবং পরম গতি লাভ হয় ।৪৩৪-৪৪০

শাস্ত্রবিহিত যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠিত হইলে পরে মহাভাগবত ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা বৈষ্ণবোক্ত পঞ্চসংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শ্রীহরিকে পূজা করিবে ।৪৪১

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিতে মহাপাপাদি প্রায়শ্চিত্তপ্ররণনামক
ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

## সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

## নানাবিধোৎসববিধানম্

অম্বরীষ উবাচ।

ভগবন্! ভবতা প্রোক্তা বিষ্ণোরারাধনক্রিয়া।
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্যানামসতাং দণ্ডমেব চ ॥১

অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি শাশ্বতীং বৃত্তিমুত্তমাম্।
ইষ্টীনাঞ্চ বিধানানি বিশেষাংশ্চোৎসবান্ হরেঃ ॥২

হারীত উবাচ।

শৃণু রাজন্! প্রবক্ষ্যামি সর্বং নিরবশেষতঃ।
ইষ্টীনাঞ্চ বিধানঞ্চ হরেরুৎসবকর্মণাম্ ॥৩

নারায়ণী বাসুদেবী গারুড়ী বৈষ্ণবী তথা।
বৈয়্যূহী বৈভবী পাদ্মী পবিত্রী পাবমানিকা ॥৪

সৌদর্শিনী চ সেনেশী আনন্তী চ শুভাহ্বয়া।
মহাভাগবতীত্যেতাঃ সর্বপাপহরাঃ শুভাঃ ॥৫

প্রায়শ্চিত্তার্থমপি বা ভোগার্থং বা সমাচরেৎ।
পূর্বং বিঘনসে বিষ্ণুঃ প্রোক্তবান্ বিঘনসা ভৃগোঃ ॥৬

প্রোক্তং মমেরিতং তেন ভৃগুণা দিব্যমুত্তমম্।
গুহ্যং তৎসর্ববেদেষু নিশ্চিতং তে ব্রবীম্যহম্ ॥৭

অগ্নির্বৈ দেবানামব মে বিষ্ণুরীশ্বরঃ।
তদন্তরেণ বৈ সর্বা দেবতা ইতি হ শ্রুতিঃ ॥৮

নিবসন্তি পুরোডাশমগ্নৌ বৈষ্ণবমব্যয়ম্।
দেবাশ্চ ঋষয়ঃ সর্বে যোগিনঃ সনকাদয়ঃ ॥৯

অগ্নৌ যদ্ধূয়তে হব্যং বিষ্ণবে পরমাত্মনে।
তদগ্নৌ বৈষ্ণবং প্রোক্তং সর্বদেবোপজীবনম্ ॥১০

এতদেব হি কুর্বন্তি সদা নিত্যা অপীশ্বরাঃ।
বিমুক্তা অপি ভোগার্থমেতমেব মুমুক্ষবঃ ॥১১

## সপ্তম অধ্যায়

অম্বরীষ বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনবিধির বর্ণনা করিলেন এবং অকৃত-প্রায়শ্চিত্ত অসাধুদের দণ্ডবিধানও বলিলেন।১

এখন আমি নিত্য উত্তম ব্যবহারাবলি, ইষ্টি (যাগ)-সমূহ এবং শ্রীহরির বিশেষ বিশেষ উৎসবগুলির বিষয় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি।২

হারীত বলিলেন, হে রাজন্! সমস্তই সম্পূর্ণভাবে বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ইষ্টি (যাগ) সমূহের বিধান ও শ্রীহরির উৎসববিষয়ে সমস্তই বলিব।৩

শ্রীহরির ইষ্টি বহুবিধ, যথা—"নারায়ণী", "বাসুদেবী", "গারুড়ী", "বৈষ্ণবী", "বৈয়্যূহী", "বৈভবী", "পাদ্মী", "পবিত্রী", "পাবমানিকা", "সৌদর্শিনী", সেনেশী", "আনন্তী", "শুভাহ্বয়া" ও "মহাভাগবতী" এই চতুর্দ্দশ-প্রকার ইষ্টি (যাগ)সমূহ মাহাপাপবিনাশক ও মঙ্গলময়।৪-৫

প্রায়শ্চিত্তের জন্য অথবা দেবতার ভোগের জন্য এগুলির অনুষ্ঠান করিবে। পূর্বে বিষ্ণু স্বয়ং বিঘনস্‌কে এই যাগসমূহ বলেন, বিঘনস্ ভৃগুকে বলেন।৬

ভৃগু দিব্য উত্তম যাগগুলির বিষয় যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমি শুনিয়াছি। ইহা সমস্ত বেদেরই রহস্য,—গোপনীয় বিষয়; তোমাকে নিশ্চিত ভাবে আমি বলিতেছি।৭

"অগ্নির্বৈ দেবানাম্ অব মে বিষ্ণুরীশ্বরঃ, তদন্তরেণ বৈ সর্বা দেবতা'—ইহা শ্রুতিবাক্য। অবিনাশী সনাতন বিষ্ণুসম্বন্ধীয় যাগে পুরোডাশ (পিষ্টক) দেওয়া বিধি-হেতু দেবগণ, ঋষিগণ ও সনকাদি সমস্ত যোগিগণ অগ্নিতে বাস করেন। পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া অগ্নিতে যে হব্য দেওয়া হয়, তাহা বৈষ্ণব এবং সর্বদেবগণের উপজীবিকা—ইহা কথিত আছে।৮-১০

ঈশ্বরগণ সর্বদা নিত্য এবং বিমুক্ত হইলেও ভোগের জন্যই ইহা করিয়া থাকেন। মুমুক্ষুগণও ভোগের জন্য এইরূপ করেন।১১

এতদেব পরং প্রীতিঃ সশ্রিয়ঃ পরমাত্মনঃ।
এতদ্বিনা ন তুষ্যেত ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ॥১২
যজ্ঞার্থমেব সংসৃষ্টমাত্মবর্গং চতুর্বিধম্।
যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্তু তদেষাং কর্মবন্ধনম্ ॥১৩
বহ্নির্জিহ্বা ভগবতো বেদা অঙ্গাঃ সদাঽধ্বরে।
অস্থীনি সমিধঃ প্রোক্তা রোমা দর্ভাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৪
স্বাহাকারঃ শিরঃ প্রোক্তং প্রাণা এব হবীংষি চ।
সর্ববেদক্রিয়া ভোগা মন্ত্রাঃ পত্ন্যঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৫
এবং যজ্ঞবপুর্বিষ্ণুর্বিদিত্বৈনং হুতাশনে।
জুহুয়াদ্ বৈ পুরোডাশং অজ্ঞাত্বৈবমৃপতেদথ ॥১৬
যজ্ঞো যজ্ঞপতির্যজ্বা যজ্ঞাঙ্গো যজ্ঞবাহনঃ।
যজ্ঞভৃদ্ যজ্ঞকৃদ্ যজ্ঞী যজ্ঞভুগ্ যজ্ঞসাধনঃ ॥১৭
যজ্ঞাস্তকৃদ্ যজ্ঞগুহ্যমন্নমন্নাদ এব চ।
তস্মাদেনং বিদিত্বৈবং যজ্ঞং যজ্ঞেন পূজয়েৎ ॥১৮

ইহাই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীমিলিত শ্রীহরির পরম প্রীতিদায়ক। এই যাগ বিনা ভগবান্ পুরুষোত্তম অন্য কিছুতেই তুষ্ট নহেন। যজ্ঞের জন্যই চতুর্বিধ আত্মবর্গ সংসৃষ্ট। যজ্ঞকর্ম্ম-ব্যতীত উহা অনুষ্ঠিত হইলে ঐ কর্ম্মই বন্ধনের হেতু হয়।১২-১৩

শ্রীভগবানের জিহ্বাই বহ্নি যজ্ঞে সমস্ত বেদগণই সর্বদা তাঁহার অঙ্গস্বরূপ। সমিধ্গুলি অস্থিবৃন্দ এবং দর্ভসমূহ তাঁহার রোমাবলী।১৪

"স্বাহা" বাক্যই তাঁহার মস্তক, হবিঃসকল প্রাণ, সমস্ত বেদোক্ত ক্রিয়াই তাঁহার ভোগ এবং মন্ত্রই তাঁহার পত্নীগণ জানিবে।১৫

এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু যজ্ঞশরীর—ইহা জানিয়া অগ্নিতে পুরোডাশাদি হব্য আহুতি দিবে। এই স্বরূপতত্ত্ব না জানিলে পতিত হইবে।১৬

যজ্ঞ, যজ্ঞপতি, যাজ্ঞিক, যজ্ঞাঙ্গ, যজ্ঞবাহন, যজ্ঞ-পোষক, যজ্ঞধারী, যজ্ঞকর্ত্তা, যজ্ঞী, যজ্ঞভুক্, যজ্ঞের সাধন, [অ]ন্তকারী, যজ্ঞরহস্য, অন্ন এবং অন্নভোক্তা এই সমস্তের তাৎপর্য্য-তত্ত্ব জানিয়া যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞকে অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।১৭-১৮

কোঽয়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কথং স্যাৎ পরতঃ শুচিঃ।
দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথা পরে ॥১৯
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ সদা কুর্বন্তি যোগিনঃ ॥২০
হরের্ভোগতয়া কুর্য্যান্ন সাধনতয়া ক্বচিৎ।
সাধনং ভগবান্ বিষ্ণুঃ সাধ্যাঃ স্যুর্বৈদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১
শেষভূতশ্চ জীবস্য তদ্দাস্যৈকফলাঃ ক্রিয়াঃ।
শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং কর্ম তদ্দাস্যং পরিকীর্তিতম্ ॥২২
নৈসর্গিকং তথা কুর্য্যাত্তদ্দাস্যৈকং নিকীর্তিতম্।
বৈদিকেনৈব মার্গেণ পূজয়েৎ পরমেশ্বরম্ ॥২৩
অন্যথা নরকং যাতি কল্পকোটিশতত্রয়ম্।
তস্মাচ্ছ্রুত্যুক্তমার্গেণ যজেদ্ বিষ্ণুং হি বৈষ্ণবঃ ॥২৪
অর্চায়ামর্চয়েৎ পুষ্পৈরগ্নৌ চ জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ধ্যায়েত্তু মনসা বাচা জপেন্মন্ত্রান্ সুবৈদিকান্ ॥২৫

যজ্ঞহীনব্যক্তির ইহলোক বা পরলোক কিসের? কিরূপেই বা পরত্র তাঁহারা পবিত্র হইয়া সুখী হইবে। ঘৃত, সমিধ্ প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা যে যজ্ঞ হয়, তাহা দ্রব্যযজ্ঞ, শুধু জপই জপযজ্ঞ এবং যোগসাধনই যোগযজ্ঞ।১৯

যোগিগণ বেদপাঠ ও জপাদি দ্বারা স্বাধ্যায়-যজ্ঞ করেন এবং জ্ঞানানুশীলন দ্বারা জ্ঞানযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।২০

যজ্ঞই শ্রীহরির ভোগ—ইহা স্থির করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে। কখনও নিজের সাধনরূপে যজ্ঞানুষ্ঠান করিবে না। শ্রীভগবান্ বিষ্ণুই সাধন, বেদোক্ত ক্রিয়াগুলি সাধ্য। যাহার শ্রীহরির দাস্যই একমাত্র ফল—তাদৃশ ক্রিয়ানুষ্ঠানগুলি জীবের অঙ্গস্বরূপ (অবশ্য অনুষ্ঠেয়)। শ্রুতি ও স্মৃতিনির্দ্দিষ্ট ক্রিয়াগুলিই তাঁহার দাস্য (দাস্যত্ব-হেতু)। শ্রীহরির দাস্যই জীবের স্বাভাবিক—ইহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। বেদোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানরূপ সাধনপথেই পরমেশ্বরকে পূজা করিবে।২১-২৩

তাহা না হইলে ত্রিশতকোটিকল্পকালব্যাপী নরক ভোগ হয়। অতএব বেদোক্ত সাধনমার্গেই বৈষ্ণবগণ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।২৪

এবং বিদিত্বা সৎকর্ম ভোগার্থং পরমাত্মনঃ।
কুর্বীত পরমৈকান্তী পত্যুঃ পত্নী যথা প্রিয়া ॥২৬
ইদং প্রসঙ্গেনোক্তং স্যাদ্ বিধানং তদ্ ব্রবীমি তে।
পূর্বপক্ষদশম্যাস্তু স্নাত্বা সম্পূজ্য কেশবম্ ॥২৭
স্বস্তিবাচনপূর্বেণ কুর্য্যাদত্রাঙ্কুরার্পণম্।
হরিং নারায়ণেষ্ট্যর্থমিতি সঙ্কল্প্য পূজয়েৎ ॥২৮
বিষ্ণুপ্রকাশকৈরাজ্যং ভূসূক্তাভ্যাং শতং ততঃ।
মন্ত্রেণ চৈব বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হুত্বা সমাপয়েৎ ॥২৯
অযুতং তু জপেন্মন্ত্রং হোমঞ্চাষ্টোত্তরং শতম্।
শেষং নিবেদ্য দেবায় ভুঞ্জীয়াৎ স্বয়মেব চ ॥৩০
ততো মৌনী জপেন্মন্ত্রং শয়ীত পুরতো হরেঃ।
প্রভাতে চ নদীং গত্বা স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবতাঃ ॥৩১

পুষ্প দ্বারাই শ্রীহরির প্রতিমাতে পূজা করিবে এবং অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দান করিবে। মন দিয়া ধ্যান করিবে এবং বাক্য ও মন দিয়া বেদোক্ত মন্ত্রগুলির জপ করিবে।২৫

এইরূপ তত্ত্বার্থ অবগত হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরির ভোগের জন্যই পরম একান্তচিত্তে সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। তাহাতে সৎকর্ম্ম দ্বারা পত্নী যেরূপ পতির প্রিয়া হয়, তদ্রূপ সাধক শ্রীভগবানের প্রিয় হইবে।২৬

প্রসঙ্গক্রমে এই তত্ত্বার্থগুলি বিবৃত হইল। এখন ঐ সব বিধানগুলি তোমাকে বলিতেছি। পূর্বপক্ষের দশমী তিথিতে স্নান করিয়া ভগবান্ কেশবকে পূজা করত স্বস্তিবাচনপূর্বক অঙ্কুরার্পণ করিবে। শ্রীহরি নারায়ণের তুষ্টির জন্যই সঙ্কল্প করিয়া পূজা করিবে।২৭-২৮

শ্রীবিষ্ণু-প্রকাশক মন্ত্র দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। ভূসূক্ত দুইটি দ্বারা শতবার আহুতি দিবে। শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা বৈকুণ্ঠের পারিষদ্গণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিয়া হোম সমাপন করিবে। অযুতসংখ্যক শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র জপ করিবে। অষ্টোত্তর শত হোম করিবে। হোম ও পূজার অবশিষ্ট ভাগ দেবতাকে নিবেদন করিয়া পরে নিজে ভোজন করিবে।২৯-৩০

তারপর শ্রীভগবান্ শ্রীহরির সমীপে মৌনী হইয়া

সন্ধ্যামন্বাস্য চাগত্য স্বগেহে সমলঙ্কৃতে।
বেদ্যাং সংপূজ্য দেবেশং মন্ত্ররত্নবিধানতঃ ॥৩২
সপ্তাবরণসংযুক্তং মহিষীভিঃ সমন্বিতম্।
অভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধূপ-দীপ-নিবেদনৈঃ ॥৩৩
অর্চয়িত্বা বিধানেন কুণ্ডং দক্ষিণভাগতঃ।
বিস্তারয়াম নিম্নেশ্চ হস্তমাত্রং ত্রিমেখলম্ ॥৩৪
তত্র বহ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য ইধ্মাধানান্তমাচরেৎ।
ওঙ্কারঃ স্যাৎ পরং ব্রহ্ম সর্বমন্ত্রেষু নায়কঃ ॥৩৫
ত্র্যক্ষরং তত্ত্রয়াণাঞ্চ বেদানাং বীজমুচ্যতে।
অজায়ন্ত ঋচঃ পূর্বমকারাদ্ বিষ্ণুবাচকাৎ ॥৩৬
শ্রীবাচকাদুকারাত্তু যজূংষি তদনন্তরম্।
অজায়ন্ত তয়োঃ সঙ্গাৎ সামান্যন্যান্যনেকশঃ ॥৩৭

মন্ত্র জপ করিতে করিতে শয়ন করিবে। প্রভাতকালে নদীতে গিয়া স্নানান্তর দেবগণকে তর্পণ দ্বারা তৃপ্ত করত সন্ধ্যোপাসনপূর্বক সুশোভিত স্বগৃহে আসিয়া বেদীতে দেবদেব নারায়ণকে মন্ত্ররত্ন-বিধান অনুসারে পূজা করিবে।৩১-৩২

সপ্ত আবরণ-দেবতাযুক্ত এবং মহিষীগণ-সমন্বিত দেব সনাতন বিষ্ণুকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ প্রভৃতি উপচার দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া কুণ্ডের দক্ষিণ অংশে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ও গভীরতায় হস্তমাত্র মেখলান্বিত বহ্নিস্থাপন-যোগ্যস্থানে বহ্নি স্থাপন করত যথাবিধি ইধ্মাধান-কার্য্য করিবে। সমস্ত মন্ত্রের নায়ক ওঙ্কারই পরম ব্রহ্ম। (ওঙ্কার ভিন্ন কোনও মন্ত্র নাই, তাই নায়ক বলা হইল)। অ উ ম—এই ত্র্যক্ষর ঋক্, যজু ও সাম এই তিন বেদেরই বীজ (মূল)। বিষ্ণু বাচক অকার হইতে ঋগ্‌বেদগুলি উৎপন্ন হইয়াছে। ৩৫-৩৬

তারপর শ্রীবাচক উকার হইতে যজুর্বেদ উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ দুইয়ের সংসর্গে অনেক অঙ্গোপাঙ্গ-শাস্ত্রসহ সামবেদ উৎপন্ন হয়। ঐ দুইয়ের দাস মকার সমস্ত বর্ণ ও সমস্ত প্রাণিদের উৎপত্তিকারণ। পণ্ডিতগণ বলেন, অকার মূলতঃ সমস্তই।৩৭-৩৮

তয়োর্দাসো মকারেণ প্রোচ্যতে সর্বদেহিনঃ।
কারণং সর্ববর্ণানামকারঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৮
অকারো বৈ চ সর্বা বাক্ সৈষা স্পর্শোষ্মভিঃ সদা।
বহ্বী সা বজ্যমানাঽপি নানারূপা ইতি শ্রুতিঃ ॥৩৯
অকার এব লুপ্যন্তি সর্বমন্ত্রাক্ষরাণি হি।
অকারো বাসুদেবঃ স্যাত্তস্মিন্ সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥৪০
মন্ত্রো হি বীজং সর্বত্র ক্রিয়া তচ্ছক্তিরুচ্যতে।
মন্ত্র-তন্ত্রসমাযুক্তো যজ্ঞ ইত্যভিধীয়তে ॥৪১
মন্ত্রঃ পুমান্ ক্রিয়া স্ত্রী চ তদুক্তং মিথুনং স্মৃতম্।
তস্মাদ্ যজূংষি তন্ত্রাণি ঋচো মন্ত্রাণি চাধ্বরে ॥৪২
মন্ত্রক্রিয়াজুষ্টমেব মিথুনং যজ্ঞ উচ্যতে।
মন্ত্র-তন্ত্রাংশমেতে ঋগ্-যজুষী যজ্ঞকর্মণি ॥৪৩
উদ্গীতং তু ভবেৎ সাম তস্মাত্তদ্ বৈষ্ণবং ত্রয়ম্।
ঋগ্ভিরেব তমুদ্দিশ্য পুরোডাশং যজেদ্ বুধঃ ॥৪৪

অকারই সমস্ত বাক্য বা শব্দ। "অকারো বৈ চ সর্বা বাক্" ইহা শ্রুতির প্রমাণ। ঐ অকাররূপ বাক্যই স্পর্শ ও উষ্ম প্রভৃতি বর্ণরূপে বহ্নিতে অভিব্যক্ত হইয়া নানারূপ ধারণ করিয়াছে। (কণ্ঠ-তাল্বাদি স্থানে আঘাত প্রাপ্ত হইলে তত্তৎ স্থানে তেজঃ উৎপন্ন হয়। এইজন্য বহ্নি বলা হইল।) ইহা শ্রুতিদেবীর অভিমত।৩৯

সমস্ত মন্ত্র বা অক্ষর অকারেই অন্তে লুপ্ত হয়, অকারই বাসুদেব। তাঁহাতেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত। সর্বত্র মন্ত্রই বীজ অর্থাৎ মূল উপাদান, তদনুযায়ী ক্রিয়া (অনুষ্ঠান) তাহার শক্তি। মন্ত্র তন্ত্র অর্থাৎ ক্রিয়া-সংযুক্তই যজ্ঞ—ইহা অভিহিত হইয়াছে। মন্ত্রই পুরুষ (চৈতন্যস্বরূপ), তাঁর ক্রিয়াই স্ত্রী (প্রকৃতি, শক্তি), উহাদের মিথুন হইতেই বেদ, তন্ত্রসমূহ, ঋক্ ও যজ্ঞ-কর্ম্মাদির মন্ত্রসমূহ উদ্ভূত হয়।৪০-৪২

ক্রিয়াযুক্ত মন্ত্রের মিথুনকেই যজ্ঞ বলা হইয়াছে যজ্ঞকর্ম ঋক্ ও যজুর্বেদ হইতে মন্ত্র এবং তন্ত্রাংশ উদ্ভূত হইয়াছে। উচ্চৈঃস্বরে গান করা হয় বলিয়া তাই উদ্গীত বা উদ্গীথ, তাহা সামনামে আখ্যাত এবং উহাকেই বৈষ্ণব বেদ বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ

তাভিরেব তু পুষ্পাণি দদ্যাৎ কর্মসু শার্ঙ্গিণে।
ইন্দ্রাগ্নি-বরুণাদীনি নামান্যুক্তানি তত্র তু।
জ্ঞেয়ানি বিষ্ণোস্তান্যত্র নান্যেষাং স্যুঃ কথঞ্চন ॥৪৫
অকারে রূঢ় ইত্যগ্নিমিন্দ্রত্বং বর ঈশ্বরে।
আত্মনাং প্রসবে সূর্য্যঃ সৌম্যত্বাৎ সাম ইত্যতঃ ॥৪৬
বায়ুঃ স্যাজ্জীবতঃ প্রাণাদ্ বরুণঃ সর্বজীবনঃ।
মিত্রঃ স্যাৎ সর্বমিত্রত্বাদাত্মৈকত্বাদ্ বৃহস্পতিঃ ॥৪৭
রোগনাশো ভবেদ্ রুদ্রো যমঃ স্যাত্তু নিয়ামকঃ।
হিরণ্যত্বমিতি প্রোক্তং নেতি প্রাপ্যত্বমুচ্যতে ॥৪৮
নিত্যসত্বাদ্ধিরণ্যঃ স্যাত্তদ্গর্ভত্বাদ্ধিরণ্ময়ঃ।
হিরণ্যগর্ভ ইত্যুক্তঃ সত্বগর্ভো জনার্দ্দনঃ ॥৪৯
হিরণ্ময়ঃ স ভূতেভ্যো দদৃশে ইতি বৈ শ্রুতিঃ।
সর্বান্ স ত্রাতি সবিতা পিতা চ পিতৃ-তৎপিতা ॥৫০
স্বর্ভূর্ভুব ইতি প্রোক্তো বেদবেদ্যেতি চোচ্যতে।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া যজ্ঞে পুরোডাশাদি হব্য দ্বারা যজনা করেন। ঐ বেদমন্ত্র দ্বারাই যজ্ঞাদিকর্ম্মে পুষ্পদানের বিধি। ঐ যজ্ঞকর্ম্ম নিষ্পাদন জন্যই ইন্দ্র, অগ্নি ও বরুণাদি নাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। ঐ নামগুলি বিষ্ণুরই নাম, কোনও রূপে অন্যের নহে।৪৩-৪৫

অকারেই প্রসিদ্ধ বলিয়া অগ্নি নাম হইয়াছে। যাগনিয়ন্ত্রণেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইন্দ্র নাম হইয়াছে। জগতের প্রসব (চৈতন্য-সম্পাদন) জন্যই সূর্য্য নাম হইয়াছে। অতি সৌম্য বলিয়া সাম নাম হইয়াছে।৪৬

প্রাণিদের প্রাণস্বরূপ বলিয়া বায়ু নাম হইয়াছে। সকলের জীবন বলিয়া বরুণ নাম হইয়াছে। (জলই জীবন, তৎপতিই বরুণ) সকলের মিত্র বলিয়া মিত্র নাম হইয়াছে। (সূর্য্যের অন্য নাম মিত্র)। সকলের আত্মাই বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার বৃহস্পতি নাম হইয়াছে।৪৭

রোগ নাশ করেন বলিয়া তাঁহার নাম রুদ্র। সর্ব-নিয়ামক বলিয়া যম নাম হইয়াছে। হিরণ্য (সুবর্ণ) হেতু বলিয়া নহে, তিনি সকল জীবেরই শেষ প্রাপ্য ও নিত্য বিদ্যমান বলিয়া তিনিই হিরণ্য; তদভ্যন্তরস্থহেতু

যস্য ছন্দাংসি চাঙ্গানি স সুপর্ণমিহোচ্যতে ॥৫১
অত্রাঙ্গং বর্ণমিত্যুক্তং ছন্দোময়মুদাহৃতম্ ।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ ॥৫২
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব ছন্দাংস্যেতান্যনুক্রমাৎ ।
এতানি যস্য চাঙ্গানি স সুপর্ণ ইহোচ্যতে ॥৫৩
যস্মাজ্জাতাস্ত্রয়ো বেদা জাতবেদাঃ স উচ্যতে ।
পবমানঃ পাবয়িত্বা শিবঃ স্যাৎ সর্বদা শুভাৎ ॥৫৪
সুজনৈঃ সেব্যতে যস্তু অতো বৈ শম্ভুরিত্যজঃ ।
সব্যান্যস্যৈব নামানি বৈদিকানি বিবেচনাৎ ॥৫৫
পুংনামানি যানি বিষ্ণোঃ স্ত্রী নামানি শ্রিয়স্তথা ।
পরস্য বৈদিকাঃ শব্দাঃ সমাকৃষ্যেতরেষ্বপি ॥৫৬

ব্যবহ্রিয়ন্তে সততং লোকবেদানুসারতঃ ।
ন তু নারায়ণাদীনি নামান্যন্যস্য কর্হিচিৎ ॥৫৭
এতন্নাম্নাং গতির্বিষ্ণুরেক এব প্রচক্ষতে ।
শব্দব্রহ্মত্রয়ী সর্বং বৈষ্ণবং তদিহোচ্যতে ॥৫৮
দেবতান্তরশঙ্কা তু ন কর্তব্যা হি বৈদিকৈঃ ।
বষট্‌কৃতং যদ্ বেদেন তদত্যন্তপ্রিয়ং হরেঃ ॥৫৯
স্বাহা-স্বধাভ্যাং নমসা হুতং তদ্বৈষ্ণবং স্মৃতম্ ।
সমিদাজ্যৈর্যা আহুতীর্যে বেদেনৈব জুহ্বতি ।
যো মনসা সবর ইত্যুচাং প্রোক্তঃ সদাহধ্বরে ॥৬০
বেদেনৈব হরিং তস্মাদ্ যজেত দ্বিজসত্তমঃ ।
প্রসঙ্গাদেব মুক্তং স্যাদ্ বিধানং তদ্ ব্রবীমি তে ॥৬১

(হিরণ্ময় কোষের মধ্যবর্তি) বলিয়া সত্বময় জনার্দ্দনকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয় ।৪৮-৪৯

"হিরণ্ময়ঃ স ভূতেভ্যো দদৃশে" ইহা শ্রুতিবাক্য। তাহার অর্থ সমস্ত প্রাণিগণ তাঁহাকে হিরণ্ময় রূপেই দেখিয়া থাকে। সকলকে ত্রাণ করেন বলিয়া তিনি সবিতা। পিতা পিতামহেরও প্রতিপালক বলিয়া তিনি পিতা। সমস্ত বেদ দ্বারা তাঁহাকেই জানিতে হয়, এইজন্য তিনি ভূঃ, তিনি ভুবঃ, তিনিই স্বঃ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। সমস্ত বেদগুলি যাঁহার অঙ্গ, তিনিই সুপর্ণ নামে অভিহিত। অঙ্গকেই বর্ণ বলা হয়, এইজন্যই উহা ছন্দোময়। ছন্দ সপ্তবিধ। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্‌ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী—এই সপ্তবিধ ছন্দ তাঁহার অঙ্গ বলিয়া তিনি সুপর্ণ নামে খ্যাত। তাঁহা হইতেই সমস্ত বেদ উৎপন্ন বলিয়া তাঁহাকে জাতবেদা বলা হয়। সকলকে পবিত্র করেন বলিয়া তিনি পবমান। সর্বদা জীবের মঙ্গল করেন বলিয়া তাঁহাকেই শিব বলা হয় ।৫০-৫৪

সজ্জনগণ তাঁহাকে সর্বদা সেবা-পূজাদি করেন বলিয়া ঐ পরব্রহ্ম জনার্দ্দনের শম্ভু নাম হইয়াছে। অন্য যে সমস্ত নামে সেবিত হন, তৎসমস্ত বৈদিকার্থ বিবেচনাপূর্বক ব্যবহৃত হয়। পুরুষবাচক যত নাম আছে, তৎসমস্তই বিষ্ণুর নাম। স্ত্রীবাচক যত নাম আছে তৎসমস্তই শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর নাম। অন্য সমস্ত বৈদিক শব্দগুলি তাঁহারই নাম.—এইগুলি বেদ হইতেই চয়ন করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে ।৫৫-৫৬

লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহার অনুসারেই নামগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নারায়ণ প্রভৃতি সমস্ত নামসমূহ কখনও অন্যের নহে। ঐ সমস্ত নামের একমাত্র লক্ষ্য ও গতিই শ্রীশ্রীবিষ্ণু,—ইহা বলা হইয়াছে। শব্দ-ব্রহ্মময় সমস্ত বেদবিদ্যাগুলিই শ্রীবিষ্ণু হইতেই সমুদ্ভূত—ইহা নির্ণীত হইয়াছে। ঐ সমস্ত নাম বা ইহাদের কোনও একটি নাম অন্য দেবতার—এরূপ আশঙ্কা করা বেদপ্রিয় ব্রাহ্মণের উচিত নহে। বেদে যে বষট্‌কার দ্বারা দ্রব্যদানের বিধি আছে, ঐ বষট্‌কার সনাতন শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় ।৫৭-৫৯

"স্বাহা" "স্বধা" ও "নমস্" শব্দ দ্বারা যে দান বা হোম করা হয়, উহা বিষ্ণুপ্রিয়কর। সমিধ্ ও ঘৃত দ্বারা যে সব আহুতি দেওয়া হয়, কিংবা বেদমন্ত্র দ্বারা যে সব অন্য আহুতি দেওয়া হয়, "যো মনসা সবর" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা যজ্ঞে যে সব আহুতি দেওয়ার বিধান আছে, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ যাজ্ঞিক ঐ সমস্ত বেদমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকেই যজ্ঞে তৃপ্ত করিয়া থাকেন ।৬০

প্রসঙ্গক্রমে মুক্তদেরও বিধি তোমাকে বলিতেছি। ঋগ্‌বেদ সংহিতাতে দশটি মণ্ডলে যথাক্রমে যজ্ঞের বিধান

ঋগ্বেদসংহিতায়াস্তু মণ্ডলানি দশ ক্রমাৎ।
একৈকমিষ্ট্যা হোতব্যং চরুণা পায়সেন বা ॥৬২
ঘৃতেন বা তিলৈর্বাঽপি বিল্বপত্রৈরথাপি বা।
অগ্নিমীল ইতি পূর্ব্বং মণ্ডলং প্রত্যৃচং যজেৎ ॥৬৩
পুষ্পাণি চ তথা দদ্যাৎ সুগন্ধীনি জনার্দনে।
বিষ্ণুসূক্তৈর্হবির্হুত্বা চতুর্মন্ত্রৈঃ শতং যজেৎ ॥৬৪
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েন্নিত্যমগ্নিঞ্চাপি সুসংগ্রহেৎ।
উপোষিতো দীক্ষিতশ্চ যাবদিষ্টিঃ সমাপ্যতে ॥৬৫
অন্তে চাবভৃথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ পূর্ব্ববৎ।
আচার্য্যং ব্রাহ্মণাংশ্চাপি দক্ষিণাভিঃ প্রপূজয়েৎ ॥৬৬
ইমাং নারায়ণেষ্টিঞ্চ সকৃদ্ বাঽপি যজেত্তু যঃ।
অনধীতবেদশ্চেষ্টিমযুতং মূলমন্ত্রতঃ ॥৬৭
হোমং পুষ্পাঞ্জলিং বাঽপি তথৈবাযুতমাচরেৎ।
পূজয়িত্বা ততো বিপ্রানিষ্ট্যাঃ সম্যক্‌ফলো ভবেৎ ॥৬৮

বলা আছে। উহার এক একটি যজ্ঞ-বিধানে চরু, পায়স, ঘৃত তিল বা বিল্বপত্র দ্বারা "অগ্নি মীলে" ইত্যাদি বেদমন্ত্রসহকারে প্রথম প্রতিমন্ত্রে পূজা করিবে।৬১-৬৩

এবং সুগন্ধি পুষ্পসকল জনার্দ্দনকে দান করিবে। বিষ্ণুসূক্তসমূহ দ্বারা ঘৃতাহুতি দিয়া চারিটি বেদোক্ত বিষ্ণুমন্ত্রে শতবার আহুতি দিবে। বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে, ঐ অগ্নিকেও সুরক্ষিত করিবে। উপবাসপূর্ব্বক দীক্ষিত ব্যক্তি যজ্ঞসমাপ্তি পর্য্যন্ত অগ্নি রক্ষা করিবে। যজ্ঞাবসানে অবভৃথ-যাগ ও পুষ্পযাগ পূর্ব্ববিধিমতেই করিতে হইবে এবং আচার্য্য ও ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দ্বারা পূজা করিবে।৬৪-৬৬

এইগুলি এবং নারায়ণ-যাগের অনুষ্ঠান যিনি একবারও করেন, বেদ অধ্যয়ন না করিয়া মূলমন্ত্র দ্বারা অযুতসংখ্যক হোম বা পুষ্পাঞ্জলি, অযুতসংখ্যক পূর্ব্বোক্ত কার্য্য করিলে এবং ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিলে যজ্ঞসমূহের সম্যগ্‌রূপে সম্পূর্ণ ফললাভ হইবে।৬৭-৭৮

পুরুষসূক্ত ও চারিটি মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শত

অবাক্যপৌরুষং সূক্তমষ্টোত্তরশতং চরুম্।
হুত্বা চতুর্ভির্মন্ত্রৈশ্চ লভেদিষ্টিং ন সংশয়ঃ ॥৬৯

অথ বাসুদেবেষ্টিরুচ্যতে।

একাদশ্যাং কৃষ্ণপক্ষে সমুপোষ্য জনার্দনম্।
সমর্চ্চয়েদ্ বিধানেন রাত্রৌ জাগরণান্বিতঃ ॥৭০
দ্বাদশ্যাং প্রাতরুত্থায় স্নায়ান্নদ্যাং তিলৈঃ সহ।
দ্বাদশার্ণেন মনুনা সিঞ্চেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥৭১
অভিমন্ত্র্য জলং পশ্চাত্তুলসীমিশ্রিতং পিবেৎ।
সর্ব্বকর্মস্বভিহিত এতদেবাঘমর্ষণঃ ॥৭২
তত্তৎকর্মণি তন্মন্ত্রং যো জপেদঘমর্ষণে।
স্নাত্বা সন্তর্প্য দেবর্ষীন্ কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ ॥৭৩
গৃহং গত্বাঽর্চয়েদ্দেবং বাসুদেবং সনাতনম্।
দ্বাদশার্ণবিধানেন কস্তুরীচন্দনাদিভিঃ ॥৭৪

চরু-হোম করিলে সম্পূর্ণ যজ্ঞের ফললাভ হইবে সন্দেহ নাই।৬৯

এখন "বাসুদেব-যাগ" কথিত হইতেছে।

কৃষ্ণপক্ষে একাদশীতে উপবাস করিয়া রাত্রিতে জাগরণপূর্ব্বক যথাবিধি জনার্দ্দনকে পূজা করিবে।৭০

প্রাতে গাত্রোত্থানপূর্ব্বক নদীতে সতিল স্নান করিবে। দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তর শতবার অভিষিক্ত হইবে। পরে ঐ মন্ত্রে জলকে অভিমন্ত্রিত করিয়া তুলসীমিশ্রিত ঐ জল পান করিবে। সমস্ত কর্মে ইহাই অঘমর্ষণরূপে অভিহিত হইয়াছে। অঘমর্ষণ-বিষয়ে সেই সেই কর্ম্মে সেই সেই মন্ত্র জপ করিবে এবং স্নানান্তে সমাহিতচিত্তে দেবতা ও ঋষিদিগকে তর্পণ করত কৃতকৃত্য হইয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক সনাতন বাসুদেবদেবকে পূজা করিবে। দ্বাদশার্ণমন্ত্রের বিধি অনুসারে কস্তুরী, চন্দন প্রভৃতি দ্বারা জাতি, কেতক, কুন্দ প্রভৃতি পুষ্প দ্বারা সুন্দর কৃষ্ণতুলসীপত্রে লক্ষ্মীর সহিত সুধাসমুদ্রে অনন্ত-শয্যায় শয়ান শ্রীহরিকে ধ্যান করত পূজা করিবে। ধ্যানের রূপ, যথা—ইন্দীবর (পদ্ম) দলের ন্যায় শ্যামবর্ণ, শঙ্খ-চক্র

জাতি-কেতক-কুন্দাদ্যৈঃ সুকৃষ্ণতুলসীদলৈঃ।
সুধাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে সমাসীনং শ্রিয়া সহ ॥৭৫
ইন্দীবরদলশ্যামং চক্র-শঙ্খ-গদাধরম্।
সর্বাভরণসম্পন্নং সদা যৌবনমচ্যুতম্ ॥৭৬
অনন্তং বিহগাধীশং শৌনকাদ্যৈরুপাসিতম্।
ত্রিদশেন্দ্রৈর্বিমানস্থৈর্ব্রহ্ম-রুদ্রাদিভিস্তথা ॥৭৭
স্তূয়মানং হরিং ধ্যাত্বা অর্চয়েৎ প্রযতাত্মবান্।
সর্বমাবরণং পশ্চাদর্চ্চয়েৎ কুসুমাদিভিঃ ॥৭৮
প্রথমং মহিষীসঙ্ঘং লক্ষ্মী-ভূম্যৌ সনীলয়া।
অনন্তরঞ্চ গরুড়-ধর্মসেনাদিভিস্তথা ॥৭৯
ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান-বৈরাগ্যাঃ পূজনীয়া যথাক্রমম্।
সনন্দনশ্চ সনকঃ সনৎকুমারঃ সনাতনঃ ॥৮০
ঔড়ুশ্চ সোমঃ কপিলঃ পঞ্চমো নারদস্তথা।
ভৃগুর্বিঘনসোঽত্রিশ্চ মরীচিঃ কশ্যপোঽঙ্গিরাঃ ॥৮১
পুলহঃ স্বায়ম্ভুবো দাল্‌ভ্যো বসিষ্ঠাদ্যাস্ততঃ ক্রমাৎ।
বসিষ্ঠো বামদেবশ্চ হারীতশ্চ পরাশরঃ ॥৮২
ব্যাসঃ শুকশ্চ প্রহ্লাদঃ শৌনকো জনকস্তথা।
মার্কণ্ডেয়ো ধ্রুবশ্চৈব পুণ্ডরীকশ্চ মারুতঃ ॥৮৩
রুক্মাঙ্গদঃ শিবো ব্রহ্মা পূজনীয়া যথাক্রমম্।
তথা লোকেশ্বরাঃ পূজ্যাঃ শঙ্খচক্রাদিহেতয়ঃ ॥৮৪
বেদাশ্চ সাঙ্গাঃ স্মৃতয়ঃ পুরাণং ধর্মসংহিতাঃ।
রাশয়ো গ্রহনক্ষত্রাঃ পূজনীয়াঃ সমন্ততঃ ॥৮৫
এবং সম্পূজ্য দেবেশমগ্ন্যাধানাদিপূর্বকম্।
দ্বিতীয়ং মণ্ডলমৃচা জুহুয়াৎ সঘৃতং চরুম্ ॥৮৬
ধ্যাত্বা বহ্নৌ বাসুদেবং দদ্যাৎ পুষ্পাণি তত্র তু।
বৈষ্ণবাংশ্চ যজেত্তত্রাবভৃথং পুষ্পযাগকম্ ॥৮৭
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদন্তে গুরুঞ্চাপি প্রপূজয়েৎ।
ইমাঞ্চ বাসুদেবেষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৮৮

গদাধারী, সমস্ত অলঙ্কারে ভূষিত, অক্ষুণ্ণ যৌবন, অচ্যুত ও অনন্তদেব এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে চিন্তা করিবে শৌনকাদি তাঁহাকে উপাসনা করিতেছে। ব্রহ্মা, রুদ্র দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রভৃতি বিমানস্থিত হইয়া সর্বদা তাঁহাকে স্তব করিতেছেন—সংযতচিত্তে ভগবানকে ধ্যান করিয়া পূজা করিবে। পরে পুষ্পাদি দ্বারা সমস্ত আবরণ দেবতার পূজা করিবে। প্রথম মহিষীসমূহ, পরে নীলার সহিত লক্ষ্মী ও ভূমি দেবী, অনন্তর গরুড় ও ধর্মসেন প্রভৃতির সহিত ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে যথাক্রমে পূজা করিবে। সনন্দন, সনক, সনৎকুমার, সনাতন, ঔড়ু, সোম, কপিল, নারদ, ভৃগু, বিঘনস, অত্রি, মরীচি, কশ্যপ, অঙ্গিরা, পুলহ, স্বায়ম্ভুব ও দাল্‌ভ্য। তারপর বসিষ্ঠাদি, যথা—বসিষ্ঠ, বামদেব, হারীত, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, প্রহ্লাদ, শৌনক, জনক, মার্কণ্ডেয়, ধ্রুব, পুণ্ডরীক, মারুত, রুক্মাঙ্গদ, শিব ও ব্রহ্মা—ইঁহাদিগকে যথাক্রমে পূজা করিবে। তারপর শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্রধারী লোকেশ্বরগণকে পূজা করিবে। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ষড়ঙ্গের সহিত বেদ, স্মৃতি পুরাণ, ধর্ম্মসংহিতা, রাশি গ্রহ-নক্ষত্রাদিকে পূজা করিবে। পূর্বোক্তরূপে দেবেশ্বরকে পূজা করিয়া অগ্ন্যাধান (যথাবিধি হোমাগ্নি সংস্থাপন) করত দ্বিতীয় মণ্ডলস্থিত ঋক্-মন্ত্রগুলি দ্বারা চরুহোম নিষ্পন্ন করিবে। ঐ বহ্নিতে বাসুদেবের ধ্যান করত পুষ্পসকল দান করিবে। বৈষ্ণবদিগকে পূজা করিবে, পরে অবভৃথ ও পুষ্পযাগ করিবে। ৭৪-৮৭

যাগাবসানে ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করাইবে এবং শ্রীগুরুর পূজা করিবে। যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ এই বাসুদেব-যাগের অনুষ্ঠান করে, সে কোটি কোটি কুল উদ্ধার করত স্বয়ং পরম পদ প্রাপ্ত হয়। কিংবা বাসুদেবের মন্ত্র দ্বারা ঐ বহ্নিতে অযুতসংখ্যক আহুতি দিবে। দেবদেব শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিমন্ত্রে পুষ্প দান করিবে। ইহাতে বাসুদেব যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে। ৮৮-৯০

হে রাজর্ষি! এখন তোমাকে বিষ্ণুযাগের বিধি বলিতেছি। শ্রবণানক্ষত্রে পূর্বাহ্ণে পূর্বোক্ত নিয়মানুসারে যাগকর্ম্মের আরম্ভ করিবে। পূর্বদিন উপবাস করিয়া রাত্রি জাগরণপূর্বক শ্রীহরিকে পূজা করিবে। প্রভাতে পূর্ববৎ যথাবিধি স্নান করিয়া জগৎপতির তর্পণ করিবে। পরমাকাশে অবস্থিত শ্রীহরিকে ষড়ক্ষর মন্ত্রের বিধি

কুলকোটিং সমুদ্ধৃত্য স গচ্ছেৎ পরমং পদম্।
অথবা বাসুদেবস্য মন্ত্রেণৈব দ্বিজোত্তমঃ ॥৮৯
জুহুয়াদযুতং বহ্নৌ বৈষ্ণবৈঃ প্রত্যৃচং তথা।
পুষ্পাণি দত্ত্বা দেবেশে সম্যগিষ্ট্যা লভেৎ ফলম্ ॥৯০
অথ বক্ষ্যামি রাজর্ষে! বৈষ্ণবেষ্ট্যা বিধিং ততঃ।
শ্রবণর্ক্ষে তু পূর্বাহ্নে পূর্ববচ্চ সমারভেৎ ॥৯১
উপোষ্য পূর্বদিবসে পূজয়েজ্জাগরে হরিম্।
প্রভাতে পূর্ববৎ স্নাত্বা তর্পয়েজ্জগতাং পতিম্ ॥৯২
ষড়ক্ষরবিধানেন পরমে ব্যোম্নি স্থিতং হরিম্।
বহ্ন্যর্ক-হেমবিম্বাদ্যৈর্যোগপীঠসুসংস্থিতম্ ॥৯৩
চতুর্ভুজং সুন্দরাঙ্গং সর্বাভরণভূষিতম্।
চক্র-শঙ্খ-গদা-শার্ঙ্গান্ বিভ্রাণং দোর্ভিরায়তৈঃ ॥৯৪
বামাঙ্কস্থশ্রিয়া সার্দ্ধং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
নৈবেদ্যৈশ্চ ফলৈর্ভক্ষ্যৈর্দিব্যৈর্ভোজ্যৈঃ সুপানকৈঃ॥৯৫
অর্চয়েদ্দেবদেবেশং সর্বাভরণসংযুতম্।
শ্রীর্লক্ষ্মীঃ কমলা পদ্মা সীতা সত্যা চ রুক্মিণী ॥৯৬
সাবিত্রী পরিতঃ পূজ্যা ততস্তু তে বলাদয়ঃ।
অনন্ত-তার্ক্ষ্য-দেবেশ-সত্য-ধর্ম-দমাঃ শমাঃ ॥৮৭
বুদ্ধিশ্চ পূজনীয়াস্তে দিক্ষু সর্বাস্বনুক্রমাৎ।
ততো লোকেশ্বরাঃ পূজ্যাস্ততশ্চক্রাদিহেতয়ঃ ॥৯৮
মহাভাগবতাঃ পূজ্যাঃ হোমকর্ম সমাচরেৎ।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্ ॥৯৯
ব্যাপকা মন্ত্ররত্নঞ্চ চতুর্মন্ত্রা উদাহৃতাঃ।
তৈরপ্যষ্টোত্তরশতং পৃথক্ পৃথগতো যজেৎ ॥১০০
তৃতীয়মণ্ডলং পশ্চাজ্জুহুয়াৎ প্রত্যৃচং ততঃ।
তথা পুষ্পৈশ্চ সম্পূজ্য কুর্য্যাদবভৃথং ততঃ ॥১০১
সমাপ্য পুষ্পযোগেন বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ।
এবং কর্তুমশক্তশ্চেদ্ বৈষ্ণবীং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥১০২
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পুষ্পাঞ্জল্যযুতং চরেৎ।
ত্রিসহস্রং চরুং হুত্বা বৈষ্ণবেষ্ট্যাঃ ফলং লভেৎ ॥১০৩
ইমাং তু বৈষ্ণবীমিষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ত্রিকোটিকুলমুদ্ধৃত্য যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্ ॥১০৪

অনুসারেই পূজা করিবে। চিন্তা করিবে—বহ্নি, সূর্য্য ও স্বর্ণবিম্ব প্রভৃতি দ্বারা সুশোভিত যোগপীঠে অবস্থিত, তাহাতে চতুর্ভুজ, সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট, সমস্ত অলঙ্কার দ্বারা অলঙ্কৃত, বিস্তৃত সুদীর্ঘ বাহুসমূহ দ্বারা চক্র, শঙ্খ, গদা ও ধনু ধারণ করিয়াছেন, তাঁর বাম অঙ্গে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী শোভমানা—এরূপ লক্ষ্মীযুক্ত সর্বাভরণভূষিত দেবদেব নারায়ণকে গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত প্রভৃতি নৈবেদ্য, প্রচুর ফল, বিবিধ ভক্ষ্য, ভোজ্যদ্রব্য ও সুস্বাদু পানীয় দ্বারা পূজা করিবে।৯১-৯৬

শ্রী, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্মা, সীতা, সত্যা, রুক্মিণী ও সাবিত্রী—ইঁহারা দেবাদিদেবের চতুর্দ্দিকে অবস্থিত, ইহাঁদিগকেও পূজা করিবে। তারপর বলরাম প্রভৃতিকে পূজা করিবে। অনন্ত, গরুড়, দেবপতি, সত্য, ধর্ম্ম, শম, দম ও বুদ্ধি ইহাঁরা যথাক্রমে সমস্তদিকে অবস্থিত। ইহাঁদিগকে এবং লোকপালসমূহকে পূজা করিবে, পরে চক্রাদি অস্ত্রসমূহের পূজা করিবে। অতঃপর মহাভাগবতদিগকে পূজা করিবে। অনন্তর হোমকর্ম্ম আরম্ভ করিবে। চারিটি বিষ্ণুসূক্তের প্রতিমন্ত্রে চরু দ্বারা হোম করিবে।৯৭-৯৯

মন্ত্ররত্ন ও চতুর্বিধ মন্ত্র অত্যন্ত ব্যাপক কথিত হইয়াছে, অতএব সেই সব মন্ত্রদ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অষ্টোত্তর-শত আহুতি দিবে। পরে তৃতীয় মণ্ডলের প্রতিমন্ত্রে আহুতি দান করিবে। তারপর পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করত অবভৃথ ও পুষ্পযাগ সমাপনপূর্বক বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। এইরূপ বিধিতে বৈষ্ণবী ইষ্টি অর্থাৎ বিষ্ণুযাগ করিতে অসমর্থ হইলে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা অযুত সংখ্যক পুষ্পাঞ্জলি দিবে এবং চরু দ্বারা তিনহাজার আহুতি দিবে, তাহা হইলেই বিষ্ণুযাগের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইবে।১০০-৩

যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বিষ্ণুযাগ করিবে, সে তিনকোটি কুলের উদ্ধার সাধনকরত শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করিতে পারিবে।১০৩

বৈষ্ণবগণ বৃত্তিভঙ্গজনিত মহাপাপে কিংবা দেব-কার্য্যের শান্তির জন্য এই প্রায়শ্চিত্ত অনুষ্ঠান করিবে।১০৫

প্রায়শ্চিত্তমিদং কুর্য্যাদ্ বৃত্তিভঙ্গেষু বৈষ্ণবঃ।
শান্ত্যর্থং দেবকার্য্যেষু পাপেষু চ মহৎস্বপি ॥১০৫

অথ বৈয্যূহী ইষ্টিরুচ্যতে।

শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং সংক্রান্তৌ গ্রহণেঽপি বা।
উপোষ্য বিধিবদ্ বিষ্ণুং পূজয়িত্বা বিধানতঃ ॥১০৬
অভ্যর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পৈঃ কেশবাদীন্ পৃথক্ পৃথক্।
সঙ্কর্ষণাদীনপি চ পূজয়েৎ প্রযতাত্মবান্ ॥১০৭
তত্তন্মূর্তিং পৃথগ্ ধ্যাত্বা পৃথগেব সমর্চয়েৎ।
কেশবস্তু সুবর্ণাভঃ শ্যামো নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১০৮
মাধবঃ স্যাদুৎপলাভো গোবিন্দঃ শশিসন্নিভঃ।
গৌরবর্ণস্তথা বিষ্ণুঃ শোণো মধুজিদব্যয়ঃ ॥১০৯
ত্রিবিক্রমোঽগ্নিসঙ্কাশো বামনঃ স্ফটিকপ্রভঃ।
শ্রীধরস্তু হরিদ্রাভো হৃষীকেশোঽংশুমান্ যথা ॥১১০
পদ্মনাভো ঘনশ্যামো হৈমো দামোদরঃ প্রভুঃ।
সঙ্কর্ষণস্তু মুক্তাভো বাসুদেবো ঘনদ্যুতিঃ ॥১১১
প্রদ্যুম্নো রক্তবর্ণঃ স্যাদনিরুদ্ধো যথোৎপলম্।
অধোক্ষজঃ শাদ্বলাভো রক্তাঙ্গঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১১২
নৃসিংহো মণিবর্ণঃ স্যাদচ্যুতোঽর্কঃ সমপ্রভঃ।
জনার্দনঃ কুন্দবর্ণ উপেন্দ্রো বিদ্রুমদ্যুতিঃ ॥১১৩
হরির্বৈ সূর্য্যসঙ্কাশঃ কৃষ্ণো ভিন্নাঞ্জনদ্যুতিঃ।
আয়ুধানি ব্রুবে চৈষাং দক্ষিণাধঃ করাদিতঃ ॥১১৪
পদ্মং শঙ্খং গদাচক্রং গদাং দধাতি কেশবঃ।
শঙ্খং পদ্মং গদাং চক্রং ধত্তে নারায়ণোঽব্যয়ঃ ॥১১৫
মাধবস্তু গদাং চক্রং শঙ্খং পদ্মং বিভর্ত্তি চ।
চক্রং গদাং তথা পদ্মং শঙ্খং গোবিন্দ এব চ ॥১১৬
গদাং পদ্মং গদাশঙ্খং চক্রং বিষ্ণুর্বিভর্ত্তি হি।
চক্রং শঙ্খং তথা পদ্মং গদাঞ্চ মধুসূদনঃ ১১৭
পদ্মং গদাং তথা চক্রং শঙ্খং চৈব ত্রিবিক্রমঃ।
শঙ্খং চক্রং গদাং পদ্মং বামনো বিভৃয়াত্তথা ॥১১৮
পদ্মং চক্রং গদাং শঙ্খং শ্রীধরঃ শ্রীপতির্দধৎ।

এখন বৈয্যূহী ইষ্টি কথিত হইতেছে।

শুক্লপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে, সংক্রান্তি বা গ্রহণে উপবাস করিয়া যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।১০৬

কেশবাদিকে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পরে সংযতচিত্তে সঙ্কর্ষণাদিকেও পূজা করিবে।১১৭

পৃথক্ পৃথগ্ভাবে সেই সেই মূর্ত্তির ধ্যান করত পৃথক্ পৃথগ্ভাবেইপূজা করিবে। তাঁহাদের রূপ :—কেশব সুবর্ণের ন্যায় কান্তিসম্পন্ন, অনশ্বর নারায়ণ শ্যামবর্ণ, মাধব নীলপদ্মসদৃশ কান্তিবিশিষ্ট, গোবিন্দ চন্দ্রতুল্যবর্ণ, বিষ্ণু গৌরবর্ণ, মধুজিৎ রক্তবর্ণ, ত্রিবিক্রম অগ্নিতুল্যকান্তি, বামন স্ফটিকের প্রভার ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র, শ্রীধর হরিদ্রার ন্যায় কান্তি-বিশিষ্ট, হৃষীকেশ সূর্য্যতুল্য, পদ্মনাভ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় গাঢ় শ্যামবর্ণ, প্রভু দামোদর স্বর্ণকান্তি, সঙ্কর্ষণ মুক্তাদামতুল্য, বাসুদেব মেঘতুল্য শ্যামল, প্রদ্যুম্ন রক্তবর্ণ, অনিরুদ্ধ নীলপদ্মসদৃশ, অধোক্ষজ নূতন ঘাসের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, পুরুষোত্তম রক্তবর্ণ অঙ্গ বিশিষ্ট, নৃসিংহ মণির তুল্যকান্তিসম্পন্ন, অচ্যুত সূর্য্যতুল্য, জনার্দন কুন্দপুষ্প-সদৃশ, উপেন্দ্র বিদ্রুমমণিতুল্য, শ্রীহরি সূর্য্য-তুল্য কৃষ্ণ মর্দ্দিত অঞ্জন-তুল্য ঘনকৃষ্ণবর্ণ, এখন ইঁহাদের অস্ত্রসমূহও ইঁহাদের দক্ষিণদিকের নিম্ন কর হইতে বর্ণিত হইতেছে। কেশব পদ্ম, শঙ্খ, গদা-চক্র অর্থাৎ বৃহৎ চক্র ও গদা ধারণ করেন। সনাতন নারায়ণ শঙ্খ, পদ্ম, গদা ও চক্র ধারণ করেন। মাধব গদা, চক্র, শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন এবং গোবিন্দ চক্র, গদা, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন।১০৯-১৬

বিষ্ণু গদা, পদ্ম, গদাশঙ্খ অর্থাৎ বৃহৎ শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন। মধুসূদন চক্র, শঙ্খ, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন। বামন শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম ধারণ করেন এবং ত্রিবিক্রম পদ্ম, গদা, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন। শ্রীপতি পদ্ম, চক্র, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন। শ্রীধরও শ্রীপতির তুল্য অস্ত্রধারী। হৃষীকেশ গদা, চক্র, পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করেন এবং পদ্মনাভ শঙ্খ, পদ্ম, চক্র ও গদা ধারণ করেন। দামোদর পদ্ম, শঙ্খ, গদা ও চক্র ধারণ করেন। বাসুদেব গদা, শঙ্খ, চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন। সঙ্কর্ষণ গদা, শঙ্খ, পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন। প্রদ্যুম্ন চক্র, শঙ্খ, গদা ও

গদাং চক্রং হৃষীকেশঃ পদ্মং শঙ্খং বিভর্ত্তি হি ॥১১৯
পদ্মনাভস্তথা শঙ্খং পদ্মং চক্রং ধত্তে
দামোদরস্তথা ॥১২০
সঙ্কর্ষণো গদাং শঙ্খং পদ্মং চক্রং দধাতি হি।
বাসুদেবো গদাং শঙ্খং চক্রং পদ্মং বিভর্ত্তি হি ॥১২১
চক্রং শঙ্খং গদাং পদ্মং প্রদ্যুম্নো বিভৃয়াত্তথা।
অনিরুদ্ধস্তথা চক্রং শঙ্খং গদাঞ্চ পঙ্কজম্ ॥১২২
চক্রং পদ্মং তথা শঙ্খং গদাঞ্চ পুরুষোত্তমঃ।
পদ্মং গদাং তথা শঙ্খং চক্রং চাধোক্ষজো হরিঃ ॥১২৩
চক্রং পদ্মং গদাং শঙ্খং নরসিংহো বিভর্ত্তি হি।
অচ্যুতশ্চ গদাং পদ্মং চক্রং শঙ্খং বিভর্ত্তি হি ॥১২৪
জনার্দনস্তথা পদ্মং শঙ্খং চক্রং গদাং ধরেৎ।
উপেন্দ্রস্তু তথা শঙ্খং গদাং চক্রঞ্চ পঙ্কজম্ ॥১২৫
হরিস্তু শঙ্খং চক্রঞ্চ পদ্মং চৈব গদাং ধরেৎ।
শঙ্খং গদাং পঙ্কজঞ্চ চক্রং কৃষ্ণো বিভর্ত্তি হি ॥১২৬
এবং চতুর্বিংশতিস্তু মূর্ত্তীর্ধ্যাত্বা সমর্চয়েৎ।
তত্তদ্ বিম্বেষু বা রাজন্! শালগ্রামশিলাসু বা ॥১২৭

গন্ধৈঃ পুষ্পৈশ্চ তাম্বুলৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ।
ফলৈশ্চ ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ পানীয়ৈঃ
শর্করান্বিতৈঃ ॥১২৮
নামভিস্তৈশ্চতুর্থ্যন্তৈর্মূলমন্ত্রেণ বা যজেৎ।
দেবানাবরণীয়াংশ্চ পূজয়েৎ পরিতঃ ক্রমাৎ ॥১২৯
যং হেত্বাহতিসূক্তেন কুর্য্যান্নীরাজনং শুভম্।
পুরতোঽগ্নিং প্রতিষ্ঠাপ্য স্বগৃহ্যোক্তবিধানতঃ ॥
মণ্ডলেন চতুর্থেন প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্ ॥১৩০
পুষ্পৈঃ সম্পূজয়েদ্ভক্ত্যা কুর্য্যাদবভৃথং নরঃ।
ইমাং বৈয়ূহিকীমিষ্টিং সম্যক্ প্রাহুর্মহর্ষয়ঃ ॥১৩১
প্রায়শ্চিত্তমিদং প্রোক্তং পাতকেষু মহৎস্বপি।
অনপ্স্বপি চ বিম্বানাং শান্ত্যর্থং বা সমাচরেৎ ॥১৩২
প্রায়শ্চিত্তং বিশিষ্টং স্যাদেয়ং প্রত্যৃচং কর্ম্মসু।
অনধীতঃ কথং কুর্য্যাদ্ বৈয়ূহীং বৈষ্ণবীং দ্বিজঃ ॥১৩৩
প্রত্যেকং শতমষ্টৌ চ মন্ত্রৈস্তেষাং যজেদ্ বুধঃ।
সর্বত্রাবভৃথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ বৈষ্ণবঃ ॥১৩৪

পদ্ম ধারণ করেন। অনিরুদ্ধ চক্র, গদা, শঙ্খ ও পদ্ম ধারণ করেন। পুরুষোত্তম চক্র, পদ্ম, শঙ্খ ও গদা ধারণ করেন। অধোক্ষজ—হরি পদ্ম, গদা, শঙ্খ ও চক্র ধারণ করেন। নরসিংহ চক্র, পদ্ম, গদা ও শঙ্খ ধারণ করেন। অচ্যুত গদা, পদ্ম, চক্র ও শঙ্খ ধারণ করেন। জনার্দ্দন পদ্ম, শঙ্খ, চক্র ও গদা ধারণ করেন। উপেন্দ্র শঙ্খ, গদা, চক্র ও পদ্ম ধারণ করেন। শ্রীহরি শঙ্খ, চক্র, পদ্ম ও গদা ধারণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণ শঙ্খ, গদা, পদ্ম ও চক্র ধারণ করেন।১১৭-২৬

এই চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তিকে যথাযথ ধ্যান করত সেই সেই মূর্তিতে যথাবিধি পূজা করিবে কিংবা সেই সেই মূর্ত্তির নাম করিয়া শালগ্রামেও সকলের পূজা হইতে পারে।১২৭

গন্ধ, পুষ্প, তাম্বূল, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্যাদি নিবেদন করত এবং বিবিধ ফল, নানা ভক্ষ্য-ভোজ্য ও চিনিসংযুক্ত পানীয় জল দ্বারা চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত নাম উচ্চারণপূর্বক অথবা তত্তৎ মূলমন্ত্র দ্বারা সকলের পূজা করিবে। দেবতাদের পূজা করত তত্তৎ আবরণ দেবতার ও যথা-ক্রমে পূজা করিবে। "যং হেত্বাহতি" ইত্যাদি সূক্তদ্বারা মঙ্গলময় আরাত্রিক করিবে। সম্মুখে বহ্নিস্থাপনপূর্বক স্ব-শাখার গৃহ্যসূত্রোক্ত বিধি অনুসারে তদ্-মণ্ডলস্থিত প্রতি মন্ত্রের দ্বারা চতুর্থীবিভক্ত্যন্ত করিয়া চরুহোম করিবে। ভক্তিসহকারে বহুবিধ পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। তারপর অবভৃথ-স্নান করিবে। মহর্ষিগণ ইহাকেই বৈয়ূহিক যাগ বলিয়াছেন।১২৮-১৩১

মহাপাতক হইলেও ইহাই তাহার প্রায়শ্চিত্তরূপে কথিত হইয়াছে। শান্তির জন্য জল-ব্যতীত অন্যস্থানেও প্রতিমূর্ত্তির পূজানুষ্ঠান হইতে পারে।১৩২

প্রতিমন্ত্রে আহুতি দিলেই বিশিষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন না করিয়া কিরূপে শ্রীবিষ্ণুর বৈয়ূহী ইষ্টি (যাগ) করিবে।১৩৩

প্রতিমন্ত্রে একশত আটটি করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে

দ্বয়েন মূলমন্ত্রেণ কুর্বীত সুসমাহিতঃ।
বৈষ্ণবান্ ভোজয়েদ্ভক্ত্যা কর্মান্তে সত্ত্বসিদ্ধয়ে ॥১৩৫
চতুর্বিংশতিসংখ্যান্ বৈ মহাভাগবতান্ দ্বিজান্।
একং বা ভোজয়েদ্ বিপ্রং মহাভাগবতোত্তমম্ ॥
সর্বং সম্পূর্ণতমেতি তস্মিন্ সংপূজিতে বিভো ॥১৩৬
যঃ করোতি শুভামিষ্টিং বৈয়ূহীং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
অনন্তস্যাচ্যুতানাঞ্চ বিশিষ্টোঽন্যতমো ভবেৎ ॥১৩৭
বৈভবীমথ বক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
পাবনীং সর্বলোকানাং সর্বকমপ্রদাং শুভাম্ ॥১৩৮
ভগবজ্জন্মদিবসে বারে সূর্য্যসুতস্য বা।
স্বজন্মর্ক্ষেঽপি বা কুর্য্যাদ্ বৈভবীং মঙ্গলাহ্বয়াম্ ॥১৩৯
পূর্বেঽহ্ন্যভ্যুদয়ং কুর্য্যাদঙ্কুরার্পণপূর্বকম্।
উপোষ্য পূজয়েদ্ বিষ্ণুমগ্ন্যাধানং সমাচরেৎ ॥১৩৯
স্নাত্বা পরেঽহ্নি বিধিনা সন্তর্প্য পিতৃদেবতাঃ।
বিশিষ্টৈর্ব্রাহ্মণৈঃ সার্দ্ধমর্চয়িত্বা জনার্দনম্ ॥১৪০

হোম করিবে। সর্বত্রই অবভৃথ-যাগ ও পুষ্পযাগ করিবে। একাগ্রচিত্তে দুইটি মূলমন্ত্র দ্বারা যাগ করিবে। যাগের অন্তে সিদ্ধির জন্য ভক্তিপূর্বক বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। চব্বিশজন মহাভাগবত বৈষ্ণবকে ভোজন করাইবে, অথবা একজনও শ্রেষ্ঠ মহাভাগবত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইতে হইবে। সেই মহাভাগবতোত্তম ব্রাহ্মণকে সম্যক্ পূজা দ্বারা সন্তুস্ট করা হইলে সমস্তই সম্পূর্ণ হইবে। যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীভগবান্ অনন্তদেবের 'অচ্যুত' প্রভৃতি নামাবলম্বনে এই শুভ বৈয়ূহী ইষ্টি (যাগ) সম্পাদন করে, সে ঐ 'অচ্যুত' প্রভৃতির অন্যতমরূপে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিবে।১৩৪-৩৭

এখন সর্বপাপবিনাশিনী বৈভবী (ইষ্টি) যাগ বলিতেছি। ইহা সকলের অত্যন্ত পবিত্রতাবিধায়ক এবং সর্বাভিলাষ-সম্পাদক। শ্রীভগবানের জন্মদিনে কিংবা শনিবারে অথবা নিজের জন্মনক্ষত্রে এই সর্বমঙ্গল-কারিণী বৈভবী-ইষ্টি করিবে। পূর্বদিনে অঙ্কুরার্পণপূর্বক অভ্যুদয় করিবে। উপবাসী থাকিয়া শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করত যথাযথ বহ্নিস্থাপন করিবে।১৩৮-৪০

মৎস্যং কূর্মঞ্চ বরাহং নরসিংহঞ্চ বামনম্।
শ্রীরামং বলভদ্রঞ্চ কৃষ্ণং কল্কিনমব্যয়ম্ ॥১৪১
হয়গ্রীবং জগদ্‌যোনিং পূজয়েদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
নার্চয়েদ্ভার্গবং বুদ্ধং সর্বত্রাপি চ কর্মসু ॥১৪২
কুশগ্রন্থিষু বিম্বেষু শালগ্রামশিলাসু বা।
অর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈঃ প্রাগুদক্‌প্রবণেন চ ॥১৪৩
পৃথক্ পৃথক্ চ নৈবেদ্যং বিবিধং বৈ সমর্পয়েৎ।
মোদকান্ পৃথুকান্ সক্তূনপূপান্ পায়সাংস্তথা ॥১৪৪
হবিষ্যমন্নমুদ্‌গান্নং মণ্ডকান্ মধুসংযুতান্।
দধ্যন্নঞ্চ গুড়ান্নঞ্চ ভক্ত্যা তেভ্যো নিবেদয়েৎ ॥১৪৫
কর্পূরসংযুতং দিব্যং তাম্বূলঞ্চ নিবেদয়েৎ।
ইমা বিশ্বেতি সূক্তেন দদ্যান্নীরাজনং তথা ॥১৪৬
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা ভক্ত্যা চ প্রণমেদ্ বুধঃ।
ইধ্মাধানাদিপর্য্যন্তং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ ॥১৪৭
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈর্হুত্বা পূর্বং শুভং হবিঃ।
পঞ্চমং মণ্ডলং পশ্চাৎ প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ দ্বিজঃ ॥১৪৮

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পরদিন স্নান করিয়া যথাবিধি পিতৃগণ ও দেবগণকে তর্পণ দ্বারা সন্তুস্ট করত বিশিষ্ট বিশিষ্ট ব্রাহ্মণদের সহিত জনার্দনকে পূজাপূর্বক মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নরসিংহ বামন, শ্রীরাম, বলভদ্র, শ্রীকৃষ্ণ, সনাতন কল্কী এবং জগৎকারণ হয়গ্রীবকে পূজা করিবে, কিন্তু ভার্গব ও বুদ্ধকে কখনও কোন কর্ম্মের উপলক্ষ্যে পূজা করিবে না। কুশগ্রন্থি দ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া অথবা শালগ্রাম-শিলাতে পূর্বমুখী বা উত্তরমুখী হইয়া গন্ধ-পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে। পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে বিবিধ নৈবেদ্য দান করিবে। মোদক অর্থাৎ মুড়কী, চিড়া, খই, ছাতু, পিষ্টক, পায়স, হবিষ্যোক্ত দ্রব্যের অন্ন, মুদ্গ-মিশ্রিত অন্ন, মধুযুক্ত মণ্ডক, দধ্যন্ন ও গুড়ান্ন ভক্তিপূর্বক প্রদান করিবে। কর্পূরসংযুক্ত সুন্দর তাম্বূল দিবে। "ইমা বিশ্বা" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা আরাত্রিক করিবে।১৪১-৪৭

পরে শ্রীবিষ্ণুর সহস্র নাম সহকারে স্তব করত ভক্তি-পূর্বক প্রণাম করিবে। ইধ্মাধানাদি (সমিধ্ আহরণাদি) কার্য্য শেষ করত হোম করিবে। পূর্বে বিষ্ণুসূক্ত দ্বারাই

ইমাস্তু বৈভবীমিষ্টিং কুর্য্যাদ্ বিষ্ণুপরায়ণঃ।
অকৃত্বা বৈভবীমন্ত্রং যোঽধ্যাপয়তি দেশিকঃ ॥১৪৯
রৌরবং নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥১৫০
হোমং বিনা স শূদ্রাণাং কুর্য্যাৎ সর্বমশেষতঃ ॥১৫১
মন্ত্রৈর্বা জুহুয়াদাজ্যং তত্তন্মূর্তিপ্রকাশকৈঃ।
পূজয়িত্বা দ্বিজবরান্ পশ্চান্মন্ত্রং প্রদাপয়েৎ ॥১৫২
অশক্তো যস্তু বেদেন কর্তুমিষ্টিং দ্বিজোত্তমঃ।
তত্তন্মূর্তিময়ৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্ ॥১৫৩
হুত্বা চরুং ঘৃতযুতং সম্যগিষ্ট্যা ফলং লভেৎ।
বৈষ্ণবত্বাচ্যুতস্যাপি কারয়েদিষ্টিমুত্তমাম্ ॥১৫৪
উদ্দিশ্য বৈষ্ণবান্ স্ব-স্ব-পিতৄনপি চ বৈষ্ণবঃ।
যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবীমিষ্টিং ভক্ত্যা পরময়া যুতঃ ॥১৫৫
বৈষ্ণবত্বং কুলং সর্বং লভেত স ন সংশয়ঃ।
অত ঊর্ধ্বং প্রবক্ষ্যামি আনন্তীমঘনাশিনীম্ ॥১৫৬
পৌর্ণমাস্যাং প্রকুর্বীত পূর্বোক্তবিধিনা নৃপ!
আদানং পূর্ববৎ কৃত্বা অঙ্কুরার্পণপূর্বকম্ ॥১৫৭
উপোষ্যাভ্যর্চয়েদ্দেবমনন্তং পুরুষোত্তমম্।
সহস্রশীর্ষং বিশ্বেশং সহস্রকরলোচনম্ ॥১৫৮
সহস্রকিরণং শ্রীশং সদৈবাশ্রিতবৎসলম্।
পৌরুষেণ বিধানেন পূজয়েৎ পুরুষোত্তমম্ ॥১৫৯
গন্ধ-পুষ্পৈশ্চ ধূপৈশ্চ দীপৈশ্চাপি নিবেদনৈঃ।
পূজয়িত্বা জগন্নাথং পশ্চাদাবরণং যজেৎ ॥১৬০
পার্শ্বয়োশ্চ শ্রিয়ং ভূমিং নীলাঞ্চ শুভলোচনাম্।
হিরণ্যবর্ণা হরিণী জাতবেদা হিরণ্ময়ী ॥১৬১
চন্দ্রা সূর্য্যা চ দুর্ধর্ষা গন্ধদ্বারা মহেশ্বরী।
নিত্যপুষ্টা সহস্রাক্ষী মহালক্ষ্মী সনাতনী ॥১৬২
পূজনীয়া সমস্তাশ্চ গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
সংকর্ষণস্তথাঽনন্তঃ শেষো ভূধর এব চ ॥১৬৩

সমস্ত হোম করিয়া ব্রাহ্মণ পরে পঞ্চম-মণ্ডলোক্ত মন্ত্রের প্রতিমন্ত্রে আহুতি দিবে। বিষ্ণু-পরায়ণ বৈষ্ণব এই বৈভবী (ইষ্টি) যাগ করিবে। যে গুরু বৈভবীমন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান না করিয়া শিষ্যকে অন্য যাগের উপদেশ দেন, প্রলয়কালপর্য্যন্ত তিনি রৌরব-নরকে বাস করেন। শূদ্র হোম-ব্যতীত অন্য সমস্তই সম্পূর্ণভাবে অনুষ্ঠান করিবে।১৪৮-৫১

তত্তদ্ মূর্ত্তিপ্রকাশক (সম্বন্ধীয়) মন্ত্রের দ্বারা শুধু ঘৃতাহুতি দিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠদিগকে পূজা করিয়া পরে মন্ত্রদান করিবে।১৫২

যে ব্যক্তি যথোক্ত বেদবিধি অনুসারে তাদৃশ যজ্ঞ করিতে অসমর্থ, সে সেই সেই মূর্ত্তিবিষয়ক মন্ত্রসমূহ দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অষ্টোত্তর শত আহুতি দিবে। পরে হোমান্তে ঘৃতযুক্ত চরুদ্বারা হোম করিলে যজ্ঞোক্ত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হইবে। বৈষ্ণব বলিয়া অচ্যুতেরও যথাযথ যাগ করিবে।১৫৩-৫৪

যে বৈষ্ণব পরম ভক্তি সহকারে নিজের বৈষ্ণব পিতৃ-পিতামহদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বৈষ্ণবী ইষ্টি (বিষ্ণুযাগ) করিবে, তাহার সমস্ত বংশই বৈষ্ণবত্ব লাভ করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। এখন আমি সর্বপাপনাশিনী আনন্তী ইষ্টির বিষয় বলিতেছি।১৫৫-৫৬

হে রাজন্! পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পূর্ণিমাতেই যাগ করিতে হইবে। যথাবিধি অঙ্কুরার্পণপূর্বক যাগের দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিবে।১৫৭

উপবাসী থাকিয়া অনন্ত পুরুষোত্তমকে পূজা করিবে। সহস্রমস্তক, সহস্রকর, সহস্রনয়ন, সহস্রচরণ ও সর্বদা আশ্রিতবৎসল লক্ষ্মীপতি বিশ্বেশ্বর পুরুষোত্তমকে পুরুষ-সূক্তোক্ত বিধানে পূজা করিবে।১৫৮-৫৯

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ও দীপাদি নিবেদনপূর্বক জগন্নাথকে যথাবিধি পূজা করিয়া আবরণ-দেবতার পূজা করিবে। পার্শ্বস্থিত লক্ষ্মী, ভূমি ও শুভনয়না নীলা দেবীকে পূজা করিবে। হিরণ্যবর্ণা, হরিণী, জাতবেদা, হিরণ্ময়ী, চন্দ্রা, সূর্য্যা, দুর্ধর্ষা, গন্ধদ্বারা, মহেশ্বরী, নিত্যপুষ্টা, সহস্রাক্ষী, মহালক্ষ্মী ও সনাতনী এই সমস্ত দেবীকেও গন্ধ-পুষ্প এবং অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিবে। সঙ্কর্ষণ, অনন্ত, শেষ, ভূধর, লক্ষ্মণ, নাগরাজ, বলভদ্র, হলায়ুধ এবং তাঁহাদের প্রাণাদি শক্তিকেও যথাযথ পূজা করিবে।১৬০-৬৪

লক্ষণো নাগরাজশ্চ বলভদ্রো হলায়ুধঃ।
তচ্ছক্তয়ঃ পূজনীয়াঃ প্রাণাদিষু যথাক্রমম্ ॥১৬৪
রেবতী বারুণী কান্তিরৈশ্বর্য্যা চ ইলা তথা।
ভদ্রা সুমঙ্গলা গৌরী শক্তয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥১৬৫
অস্ত্রান্ লোকেশ্বরান্ পূজ্য পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ।
পশ্চাত্তু মণ্ডলং ষষ্ঠং প্রত্যৃচং জুহুয়াচ্চরুম্ ॥১৬৬
পুষ্পাণি চ তথা দত্ত্বা কুর্য্যাদবভৃথাদিকম্।
অশক্তশ্চেন্নৃসূক্তেন শতমষ্টোত্তরং চরুম্ ॥১৬৭
ইষ্টেৰেষ্ট্যাঃ ফলং সম্যগাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ।
আনন্তীয়ামিমামিষ্টিং বৈকুণ্ঠপদমাপ্নুয়াৎ ॥১৬৮
ন দাস্যমীশস্য ভবেদ্ যস্য দাস্যং নৃণামসৎ।
তত্র কুর্য্যাদিমামিষ্টিং দাস্যৈকফলসিদ্ধয়ে ॥১৬৯
অধুনা বৈনতেয়েষ্টিং বক্ষ্যামি নৃপসত্তম।
পঞ্চম্যাং ভানুবারে বা কস্মিংশ্চিচ্ছুভবাসরে ॥১৭০
উপোষ্য পূর্ববৎ সর্বং কুর্য্যাদভ্যুদয়াদিকম্।
স্নাত্বাঽর্চয়িত্বা দেবেশং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥১৭১
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনং বৈকুণ্ঠভবনে শুভে।
সর্বমন্ত্রময়ে দিব্যে বাঙ্ময়ে পরমাসনে ॥১৭২
মন্ত্রস্বরৈরক্ষরৈশ্চ সাঙ্গৈর্বেদৈঃ সমন্বিতঃ।
তারেণ সহ সাবিত্র্যা সংস্তীর্ণে শুভবর্চসি ॥১৭৩
ঐশ্বর্য্যা চ সমাসীনং সহস্রার্কসমদ্যুতিম্।
চতুর্ভুজমুদারাঙ্গং কন্দর্পশতসন্নিভম্ ॥
যুবানং পদ্মপত্রাক্ষং চক্র-শঙ্খ-গদাঙ্গিনম্ ॥১৭৪
বৈষ্ণব্যা চৈব গায়ত্র্যা পূজয়েদ্ধরিমব্যয়ম্।
শ্রিয়ং দেবীং নিত্যপুষ্টাং সুভগাঞ্চ সুলক্ষণাম্ ॥১৭৫
ঐরাবতীং বেদবতীং সুকেশীঞ্চ সুমঙ্গলাম্।
অর্চয়েৎ পরিতো দেবীঃ সুরূপা নিত্যযৌবনাঃ ॥১৭৬
ততঃ সমর্চয়েত্তার্ক্ষ্যং গরুড়ং বিনতাসুতম্।
সুপর্ণঞ্চ চতুর্দিক্ষু বিদিক্ষু শক্তয়স্তথা ॥১৭৭
শ্রুতি-স্মৃতীতিহাসাশ্চ পুরাণানীতি শক্তয়ঃ।
অস্ত্রাদীনীশ্বরান্ পশ্চাদর্চয়েৎ কুসুমাক্ষতৈঃ ॥১৭৮

উঁহাদের শক্তির নাম যথা—রেবতী, বারুণী, কান্তি, ঐশ্বর্য্যা, ইলা, ভদ্রা, সুমঙ্গলা ও গৌরী। ইহা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।১৬৫

অস্ত্রসমূহকে ও লোকপালদিগকে পূজা করিয়া পরে হোম করিবে। পরে ষষ্ঠমণ্ডলের প্রতিমন্ত্রে চরু-হোম করিবে।১৬৬

পরে পুষ্পসকল দান করিয়া অবভৃথ-যাগাদি করিবে। অসমর্থ হইলে নৃ-সূক্ত দ্বারা অষ্টোত্তরশত চরু হোম করিবে।১৬৭

ইহাতেই যাগের সম্পূর্ণ ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হইবে—সন্দেহ নাই। এই অনন্ত-সম্বন্ধীয় যাগের দ্বারা বৈকুণ্ঠ-পদ লাভ হয়।১৬৮

যে ব্যক্তির ভগবানের দাস্য সম্পূর্ণ লাভ হয় নাই, সে ইহার ফলে সম্পূর্ণ দাস্য প্রাপ্ত হইবে। দাস্যফল সিদ্ধির জন্য এই ইষ্টিই করিবে।১৬৯

হে রাজন্! এখন বৈনতেয় ইষ্টির বিধান বলিতেছি। পঞ্চমীতে রবিবারে বা কোনও শুভদিনে ঐ ইষ্টি করিতে হয়।১৭০

উপবাসী হইয়া পূর্বোক্তক্রমে অভ্যুদয়াদি করিতে হইবে। স্নান করিয়া গন্ধ-পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা শুভ বৈকুণ্ঠভবনে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত একত্র মন্ত্রময় দিব্য বাঙ্ময় আসনে উপবিষ্ট, মন্ত্রস্বর ও মন্ত্রাক্ষর এবং ষড়ঙ্গবেদের সহিত সমন্বিত, প্রণবের সহিত গায়ত্রীর তেজোময় আস্তরণে ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত উপবিষ্ট, সহস্র সূর্য্যতুল্য প্রভাসম্পন্ন, নিত্যযুবক, পদ্মপত্রের ন্যায় দীর্ঘ নয়ন, শঙ্খ, চক্র ও গদা যাঁর অঙ্গে শোভমান—এরূপ সনাতন শ্রীহরিকে বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা পূজা করিবে। তাঁহার চারিদিকে নিত্যযৌবনবতী সুরূপা দেবীগণ বর্ত্তমান; তাঁহাদিগের নাম—শ্রীদেবী, নিত্যপুষ্টা, সুলক্ষণা, সুভগা, ঐরাবতী, বেদবতী, সুকেশী, সুমঙ্গলা। ইঁহাদিগকেও পূজা করিবে।১৭১-৭৬

তারপর বিনতানন্দন তার্ক্ষ্য গরুড়কে পূজা করিবে।

ধূপং দীপঞ্চ নৈবেদ্যং তাম্বূলঞ্চ সমর্চয়েৎ।
অগ্নং হিতে চার্ঘীতি দদ্যান্নীরাজনং শুভম্ ॥১৭৯
প্রদক্ষিণং নমস্কারং কৃত্বা হোমং সমাচরেৎ।
বসিষ্ঠেন চ সংদৃষ্টং সপ্তমং মণ্ডলং হুনেৎ ॥১৮০
পুষ্পাণি চ ততো দত্ত্বা কুর্য্যাদবভৃথাদিকম্।
রথ-যানাদিভঙ্গে চ বাহনধ্বংসনে তথা ॥১৮১
অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টে কুর্যাদিষ্টিমিমাং শুভাম্।
অরিষ্টে চোপপাপেষু শান্ত্যর্থমপি বা যজেৎ ॥১৮২
ইষ্ট্যাহনয়া পূজিতেশে রোগ-সর্পাগ্নিভীঃ শমেৎ।
বৈনতেয়সমো ভূত্বা ভবেদনুচরো হরেঃ ॥১৮৩
বৈষ্বক্সেনীং ততো বক্ষ্যে সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং পূর্ববৎ পূজয়েদ্ধরিম্ ॥১৮৪
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রাভ্যামুপচারৈঃ সমর্চয়েৎ।
বিষ্বক্সেনঞ্চ সেনেশং সেনান্ পঞ্চ চমূপতিম্ ॥১৮৫
অর্চয়িত্বা চতুর্দিক্ষু শক্তয়শ্চ বিদিক্ষু চ।
ত্রয়ীং সূত্রবতীং সৌম্যাং সাবিত্রীং চার্চয়েদ্ দ্বিজঃ ॥
অস্ত্রান্ (দিগীশান্) দীপাংশ্চ সম্পূজ্য হোমং পশ্চাৎ সমাচরেৎ ॥১৮৬
কৃত্বেধ্মাধানপর্যন্তমষ্টমং মণ্ডলং যজেৎ ॥১৮৭
পায়সেনাথ পুষ্পাণি দদ্যাৎ প্রযতমানসঃ।
অন্তে চাবভৃথেষ্টিঞ্চ প্রসূনযজনং তথা ॥১৮৮
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েচ্ছক্ত্যা দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ।
অশক্তো যস্তু বেদেন কর্তুমিষ্টিঞ্চ বৈষ্ণবঃ ॥১৮৯
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রাভ্যাং সহস্রং জুহুয়াচ্চরুম্।
কৃত্বা পুষ্পাঞ্জলিঞ্চাপি সম্যগিষ্টিং লভেন্নরঃ ॥১৯০
বৈষ্বক্সেনীমিমাং হুত্বা বিষ্বক্সেনসমো ভবেৎ।
প্রভূতধন-ধান্যাঢ্যমৈশ্বর্য্যং চৈব বিন্দতি ॥১৯০
যক্ষ-রাক্ষস-ভূতানাং তামসানাং দিবৌকসাম্।
অভ্যর্চনে তদ্দোষস্য বিশুদ্ধ্যর্থমিদং যজেৎ ॥১৯১

---

চতুর্দ্দিকে সান্তরাল দিকে (কোণসমূহে) সুপর্ণকে, শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণ প্রভৃতি শক্তিগুলিকে এবং শঙ্খচক্রাদি অস্ত্রসমূহ ও ঈশ্বরবৃন্দকে পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি ও তাম্বূল দ্বারা পূজা করিবে। "অগ্নং হি তে চার্ঘীতি" বেদমন্ত্র দ্বারা আরাত্রিক করিবে। পরে প্রদক্ষিণ ও নমস্কার করিয়া হোমের অনুষ্ঠান করিবে। বসিষ্ঠ ঋষি কর্তৃক সম্যক্ দৃষ্ট সপ্তম মণ্ডলোক্ত বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করিবে।১৭৭-৮০

তারপর পুষ্পাদি দিয়া অবভৃথযাগাদি সম্পন্ন করিবে। রথ ভঙ্গ হইলে কিংবা বাহন বিধ্বস্ত হইলে অবৈদিক ক্রিয়া অর্থাৎ বেদবিহিত ভিন্ন ইচ্ছামত কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইলে এই মঙ্গলময় বৈনতেয় যাগ করিতে হয়। কিংবা গৃহস্থের কোনও রিষ্টি উপস্থিত হইলে অথবা উপপাতক জন্মিলে তাহার শান্তির জন্যও এই যাগ করিবে।১৮১-৮২

এই যাগসমভিব্যাহারে দেবতা শ্রীহরিকে পূজা করা হইলে রোগ, সর্প ও অগ্নিজন্য ভয় প্রশমিত হয়। গরুড়ের তুল্য হইয়া শ্রীহরির অনুচর হইয়া থাকে।১৮৩

এখন সর্বপাপবিনাশক "বিষ্বক্সেন" যাগের বিধি বর্ণনা করিতেছি। শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া পূর্বোক্ত নিয়মে শ্রীহরিকে পূজা করিবে।১৮৪

"তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা নানা উপচারে পূজা করিবে। বিষ্বক্সেন, সেনাপতি, সৈন্যসমূহ ও পঞ্চ সৈন্যাধ্যক্ষকে পূজা করিয়া চতুর্দিকে ও সান্তরাল দিকে অবস্থিত শক্তিগণকে পূজা করিবে। পরে পূজক ব্রাহ্মণ বেদ, সূক্তবতী ও পরমসৌম্যা গায়ত্রীকে পূজা করিবে। অস্ত্রসমূহ, দিক্‌পতিসকল ও প্রজ্জ্বলিত দীপগুলিকে পূজা করিয়া পরে হোম করিবে।১৮৫-৮৬

ইধ্মাধান পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অষ্টম মণ্ডল দ্বারা পায়স দিয়া হোম করিবে। পরে একাগ্রচিত্তে পুষ্পসকল দান করিবে। অবসানে অবভৃথযাগ ও নানা পুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।১৮৭-৮৮

শক্তি অনুসারে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে। পরে দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবে। যে বৈষ্ণব যথোক্ত বেদমন্ত্র দ্বারা যথাযথ যাগ সম্পন্ন করিতে অসমর্থ, সে 'তদ্‌বিষ্ণোঃ' ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা সহস্রবার চরু যোগে আহুতি দিবে। অনন্তর পুষ্পাঞ্জলি দিলে যথোক্ত যজ্ঞের সম্পূর্ণ ফললাভে সমর্থ হইবে।১৮৯-৯০

সৌদর্শনীং প্রবক্ষ্যামি সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
ব্যতীপাতে বৈধৃতৌ বা সমুপোষ্যার্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৯৩
অখণ্ডবিল্বপত্রৈর্বা কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ।
অর্চয়িত্বা হৃষীকেশং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥১৯৪
পশ্চাৎ সমর্চনীয়াঃ স্যুঃ শ্রী-ভূ-নীলাদিমাতরঃ।
সুদর্শনসহস্রারং পবিত্রং ব্রহ্মণস্পতিম্ ॥১৯৫
সহস্রার্কং শতোদ্দামং লোকদ্বারং হিরণ্ময়ম্।
অভ্যর্চয়েৎ ক্রমাদ্দিক্ষু তথা শক্তীঃ সমর্চয়েৎ ॥১৯৬
অনিষ্টধ্বংসিনী মায়া লজ্জা পুষ্টিঃ সরস্বতী।
প্রকৃতীর্জগদাধারা কামধুক্ চাষ্টশক্তয়ঃ ॥১৯৭
তথা তাংশ্চৈব লোকেশাঃ পূজ্যা দিক্ষু যথাক্রমাৎ।
অভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্নৈবেদ্যৈর্বিবিধৈরপি ॥১৯৮
ঋগ্বেদোক্তস্য সূক্তেন ততো নীরাজনং হরেঃ।
নবমং মণ্ডলং পশ্চাদ্ধোতব্যং চরুণা নৃপ ॥১৯৯
আজ্যেন বা তিলৈর্বাঽপি বিল্বৈর্বাঽপি সরোরুহৈঃ।
হুত্বা পুষ্পাঞ্জলিং দত্ত্বা কুর্য্যাদবভৃথাদিকম্ ॥২০০
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্ গুরুঞ্চাপি সমর্চয়েৎ।
উদ্বাহ্য বৈষ্ণবীং কন্যাং যাচিত্বা বৈষ্ণবীং তথা ॥২০১
হুত্বা বা বৈষ্ণবেনৈব তথৈবাদিত্যভুজ্যপি।
অন্যলিঙ্গধৃতো চাপি কুর্য্যাদিষ্টিমিমাং দ্বিজঃ ॥২০২
সৌদর্শনেন মন্ত্রেণ সহস্রং জুহুয়াচ্চরুম্।
পুষ্পাণি দত্ত্বা সাহস্রং সম্যগিষ্ট্যাঃ ফলং লভেৎ ॥২০৩
অথ ভাগবতীমিষ্টিং প্রবক্ষ্যামি নৃপোত্তম।
উপোষ্যৈকাদশীং শুদ্ধাং দ্বাদশ্যাং পূর্ববদ্ধরিম্ ॥২০৪
অর্চয়িত্বা বিধানেন গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
পৌরুষেণ তু সূক্তেন শ্রীমদষ্টাক্ষরেণ বা ॥২০৫
অর্চয়েজ্জগতামীশং সর্বাভরণসংযুতম্।
ততো ভাগবতান্ সর্বানর্চয়েৎপরিতো দ্বিজঃ ॥২০৬

এই বিষ্বক্সেনযাগের অনুষ্ঠান করিলে বিষ্বক্সেনতুল্য হইবে। তখন প্রভূত ধনধান্যাদি ও বিপুল ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারিবে।১৯১

যক্ষ, রাক্ষস, ভূতের এবং তমোময় দেবগণের অর্চ্চন-জন্য দোষের শান্তির নিমিত্ত এই যাগের অনুষ্ঠান করিবে।১৯২

এখন সর্বপাপনাশিনী "সৌদর্শিনী" ইষ্টির বিধি বলিতেছি। ব্যতীপাত বা বৈধৃতিযোগে উপবাস করিয়া শ্রীহরির পূজা করিবে।১৯৩

গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা অখণ্ড বিল্বপত্রসকল ও সরস তুলসীপত্র দ্বারা হৃষীকেশের পূজা করিয়া পরে ভূমি, লক্ষ্মী ও নীলাদি মাতৃগণকে পূজা করিবে। পূর্বাদিদিকে ও বিদিকে যথাক্রমে সুদর্শন, সহস্রার, পবিত্র, ব্রহ্মণস্পতি, সহস্রার্ক, শতোদ্দাম, লোকদ্বার ও হিরণ্ময়কে পূজা করিবে। তৎসহ শক্তিসকলকে পূজা করিবে। অনিষ্টধ্বংসিনী মায়া, লজ্জা, পুষ্টি, সরস্বতী, প্রকৃতি, জগদাধারা ও কামধুক্—এই অষ্টসংখ্যক শক্তিগণকে পূজা করিয়া দিক্সমূহে যথাক্রমে লোকপালগণকে পূজা করিবে। গন্ধ-পুষ্প ও বিবিধ নৈবেদ্যাদি দ্বারা পূজা করিয়া ঋগ্বেদোক্ত সূক্তের দ্বারা শ্রীহরির নীরাজন করিবে। হে রাজন্! পরে নবম-মণ্ডলোক্ত মন্ত্রসমূহযোগে চরু দ্বারা হোম করিবে। ঘৃত বা সঘৃত তিল অথবা সঘৃত বিল্বপত্র কিংবা সঘৃত পদ্ম দ্বারা হোম করত পুষ্পাঞ্জলি দিয়া অবভৃথাদিযাগ করিবে। পরে ব্রাহ্মণভোজন করাইবে এবং শ্রীগুরুকে পূজা করিবে। অতঃপর প্রার্থনা করিয়া বৈষ্ণবী কন্যাকে বিবাহ করিবে।১৯৪-২০১

সূর্য্যোদয়ে ভোজন করিলে কিংবা বৈষ্ণবভিন্ন অন্যের চিহ্ন ধারণ করিলে ব্রাহ্মণগণ এই যাগ করিবে।২০২

সুদর্শনসম্বন্ধীয় মন্ত্রের দ্বারা সহস্রবার চরু-হোম করিবে এবং সহস্র পুষ্প দ্বারা পূজা করিলে যথোক্ত যাগের সম্পূর্ণ ফল লাভ হইবে।২০৩

এখন 'ভাগবতী' ইষ্টিবিধি বলিতেছি। হে রাজশ্রেষ্ঠ! তুমি শ্রবণ কর। শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে শ্রীহরিকে পূর্ববৎ পূজা করিবে।২০৪

যথাবিধি গন্ধ, পুষ্প অক্ষতাদি দ্বারা পূজা করিয়া

পুষ্পৈর্বা তুলসীপত্রৈঃ সলিলৈরক্ষতৈরপি।
প্রহ্লাদং নারদঞ্চৈব পুণ্ডরীকং বিভীষণম্ ॥২০৭
রুক্মাঙ্গদং তৎসুতঞ্চ হনুমন্তং শিবং ভৃগুম্।
বসিষ্ঠং বামদেবঞ্চ ব্যাসং শৌনকমেব চ ॥২০৮
মার্কণ্ডেয়ং চাম্বরীষং দত্তাত্রেয়ং পরাশরম্।
রুক্ম-দাল্‌ভ্যৌ কশ্যপঞ্চ হারীতঞ্চাত্রিমেব চ ॥২০৯
ভরদ্বাজং বলিং ভীষ্মমুদ্ধবাক্রূর-পুষ্করান্।
গুহং সূতঞ্চ বাল্মীকং স্বায়ম্ভুবমনুং ধ্রুবম্ ॥২১০
বৈণঞ্চ রোমশঞ্চৈব মাতঙ্গং শবরীং তথা।
সনন্দনঞ্চ সনকং বিঘনঞ্চ সনাতনম্ ॥২১১
বোঢ়ুং পঞ্চশিখঞ্চৈব গজেন্দ্রঞ্চ জটায়ুষম্।
সুশীলাং ত্রিজটাং গৌরীং শুভাং সন্ধ্যাবলিং তথা ॥২১২
অনসূয়াং দ্রৌপদীঞ্চ যশোদাং দেবকীং তথা।
সুভদ্রাঞ্চৈব গোপীশ্চ শুভা নন্দব্রজে স্থিতাঃ ॥২১৩
নন্দঞ্চ বাসুদেবঞ্চ দিলীপং দশরথং তথা।
কৌসল্যাঞ্চৈব জনককন্যামপি চ বৈষ্ণবান্ ॥২১৪
অর্চয়েদ্ গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈর্ধূপৈর্দীপৈর্নিবেদনৈঃ।
তাম্বূলৈর্ভক্ষ্য-ভোজ্যৈশ্চ দীপৈর্নীরাজনৈরপি ॥২১৫
অহং ভুবেতি সূক্তেন দদ্যান্নীরাজনং হরেঃ।
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত অগ্ন্যাধানাদিপূর্ববৎ ॥২১৬
দশমং মণ্ডলং সর্বং প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ধবিঃ।
তিলমিশ্রেণ সাজ্যেন চরুণা গোঘৃতেন বা ॥২১৭
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈশ্চতুর্ভিশ্চাষ্টোত্তরং শতম্।
নামভিশ্চ চতুর্থ্যন্তৈস্তান্ সর্বান্ বৈষ্ণবান্ যজেৎ ॥২১৮
পুষ্পৈরিষ্ট্বা চাবভৃথং প্রসূনেষ্টিঞ্চ কারয়েৎ।
হোমং কর্তুমশক্তশ্চেদ্ বেদেন নৃপনন্দন ॥২১৯
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ সাহস্রং বা পৃথক্ পৃথক্।
ইমাং ভগবতীমিষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥২২০
অনন্ত-গরুড়াদীনাময়মন্যতমো ভবেৎ।
পাবমানৈর্যদা ঋগ্‌ভিরিজ্যতে মধুসূদনঃ ॥২২১
তত্ত্বাবমানী মুনিভিঃ প্রোচ্যতে মধুসূদনঃ ॥২২২
যদা তু দ্বাদশী শুক্লা ভৃগুবাসরসংযুতা।

---

পুরুষসূক্ত দ্বারা কিংবা অষ্টাক্ষর শ্রীবিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা সর্বাভরণভূষিত জগদীশ্বরকে পূজা করিবে। পরে চতুর্দিকৃস্থিত সমস্ত ভগবদ্ভক্তদিগকে পূজা করিবে। ২০৫-৬

পুষ্প, তুলসীপত্র, জল অথবা অক্ষতের দ্বারাও প্রহ্লাদ, নারদ, পুণ্ডরীক, বিভীষণ, রুক্মাঙ্গদ, তৎপুত্র, হনুমান্, শিব, ভৃগু, বসিষ্ঠ, বামদেব, ব্যাস, শৌনক, মার্কণ্ডেয়, অম্বরীষ, দত্তাত্রেয়, পরাশর, রুক্ম, দাল্‌ভ্য, কশ্যপ, হারীত, অত্রি, ভরদ্বাজ, বলি, ভীষ্ম, উদ্ধব, অক্রূর, পুষ্কর, গুহ, সূত, বাল্মীক, স্বায়ম্ভুব মনু, ধ্রুব, বেণ-পুত্র পৃথু, রোমশ, মাতঙ্গ, শবরী, সনন্দন, সনক, বিঘন, সনাতন, বোঢ়ু, পঞ্চশিখ, গজেন্দ্র, জটায়ু, সুশীল, ত্রিজটা, গৌরী, শুভা, সন্ধ্যাবলি, অনসূয়া, দ্রৌপদী, যশোদা, দেবকী, সুভদ্রা, গোপী, নন্দের ব্রজস্থিত শুভাঙ্গিনী গোপীগণ, নন্দ, বাসুদেব, দিলীপ, দশরথ, কৌশল্যা, জনকতনয়া সীতা ও অন্যান্য বৈষ্ণবদিগকে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বিবিধ নৈবেদ্য, তাম্বূল ও নানাবিধ ভক্ষ্য-ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা পূজা করিয়া দীপের দ্বারা আরাত্রিক করিবে।২০৭-১৫

"অহং ভুবা" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরির নীরাজন করিবে। পরে বহ্নিস্থাপনাদি পূর্বক শ্রীহরির হোম করিবে। দশমমণ্ডলোক্ত প্রতিমন্ত্রে তিলমিশ্রিত ঘৃত, চরু কিংবা গব্যঘৃতের দ্বারা হোম করিবে।২১৬-১৭

সমস্ত বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা কিংবা চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশতসংখ্যক হোম করিবে। ঐ হোমে চতুর্থী-বিভক্ত্যন্ত বিষ্ণুনামসমূহ উচ্চারণপূর্বক স্বাহান্ত হোম করিতে হইবে।২১৮

পুষ্পসমূহ দ্বারা পূজা করিয়া অবভৃথযাগ ও পুষ্পযাগ করিবে। বেদোক্ত সমস্তবিধি অনুসারে হোম করিতে অসমর্থ হইলে চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সহস্র আহুতি দিবে। এই 'ভাগবতী' ইষ্টি (যাগ) যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান করেন, তিনি অনন্ত ও গরুড়াদির অন্যতম একজন হইবেন। পাবমানী ঋকৃসমূহ দ্বারা

তস্যামেব প্রকুর্বীত পাদ্মীমিষ্টিং দ্বিজোত্তমঃ।
মহাপ্রীতিকরং বিষ্ণো সদ্যোমুক্তিপ্রদায়কম্ ॥২২৩
তস্যাং কৃতায়ামিষ্ট্যাং তু লক্ষ্মীভর্ত্তা জনার্দনঃ।
প্রত্যক্ষো হি ভবেত্তত্র সর্বকামফলপ্রদঃ ॥২২৪
শ্রীধরং পূজয়েত্তত্র তন্মন্ত্রেণৈব বৈষ্ণবঃ।
সুবর্ণমণ্ডপে দিব্যে নানারত্নপ্রদীপিতে ॥২২৫
উদয়াদিত্যসঙ্কাশে হিরণ্যে পঙ্কজে শুভে।
লক্ষ্ম্যা সহ সমাসীনং কোটিশীতাংশুসন্নিভম্ ॥২২৬
চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্মপাণিনং শ্রীধরং বিভুম্।
পীতাম্বরধরং বিষ্ণুং বনমালাবিরাজিতম্ ॥২২৭
অর্চয়েজ্জগতামীশং সর্বাভরণভূষিতম্।
পদ্মাং পদ্মালয়াং লক্ষ্মীং কমলাং পদ্মসম্ভবাম্ ॥২২৮
পদ্মমাল্যাং পদ্মহস্তাং পদ্মনাভীং সনাতনীম্।
প্রাগাদিষু তথা দিক্ষু পূজয়েৎ কুসুমাদিভিঃ ॥২২৯

অস্ত্রাদীনীশ্বরান্ পূজাং নমস্কুর্বীত ভক্তিতঃ।
ততো নীরাজনং দত্ত্বা শ্রীসূক্তেন তু বৈষ্ণবঃ ॥২৩০
পুরতো জুহুয়াদগ্নৌ পায়সং ঘৃতমিশ্রিতম্।
তন্মন্ত্রেণৈব সাহস্রং সূক্তাভ্যাং সকৃদেব হি ॥২৩১
হুত্বা মন্ত্রেণ সাহস্রং দদ্যাৎ পুষ্পাণি শার্ঙ্গিণে।
বৈষ্ণবং বিপ্রমিথুনং পূজয়েদ্ভোজয়েত্তথা ॥২৩২
ইমাং পাদ্মীং শুভামিষ্টিং যঃ কুর্য্যাদ্ বৈষ্ণবোত্তমঃ।
প্রভূতধনধান্যাঢ্যো মহাশ্রিয়মবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৩
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি।
লক্ষ্মা যুক্তো জগন্নাথঃ প্রত্যক্ষঃ সমভূদ্ধরিঃ ॥২৩৪
দদাতি সকলান্ কামানিহ লোকে পরত্র চ।
পুণ্যৈঃ পবিত্রদৈবত্যৈরিজ্যতে যত্র কেশবঃ ॥২৩৫
তাং পবিত্রেষ্টিমিত্যাহুঃ সর্বপাপপ্রণাশিনীম্।
যত্তে পবিত্রমিত্যাদি ঋগ্‌ভির্যত্র যজেদ্ দ্বিজঃ ॥২৩৬

শ্রীমধুসূদনের যাগ করিবে। তত্ত্বার্থজ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়া ঋষিগণ তাঁহাকে মধুসূদন বলেন।২১৯-২২

যখন শুক্লপক্ষের দ্বাদশী শুক্রবারযুক্তা হয়, সেই সময়ে ব্রাহ্মণোত্তম 'পদ্মা'নামক যাগ করিবেন। ইহা শ্রীবিষ্ণুর অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ, সদ্যঃমুক্তিদাতা।২২৩

এই পদ্মাযাগ করিলে লক্ষ্মীপতি জনার্দন স্বয়ং প্রত্যক্ষ হইয়া সমস্ত অভিলাষ পূরণ করেন।২২৪

তখন শ্রীধরের মন্ত্রানুসারে শ্রীধরকে পূজা করিবে। নানারত্নময় সুবর্ণনির্মিত মনোহর মণ্ডপে পূজা করিবে। ঐ মণ্ডপে উদয়কালীন সূর্য্যের তুল্য প্রভাবিশিষ্ট, কোটিচন্দ্রতুল্য কান্তিযুক্ত, লক্ষ্মীর সহিত সুবর্ণময় পদ্মোপরি একাসনে উপবিষ্ট, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী প্রভু শ্রীধর এবং পীতাম্বরধারী, বনমালা-সুশোভিত, সমস্ত বিভূষণে অলঙ্কৃত, জগতের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। পদ্মা, পদ্মালয়া, লক্ষ্মী, কমলা, পদ্মসম্ভবা, পদ্মমালী, পদ্মহস্তা, পদ্মনাভিযুক্তা সনাতনী শক্তিদিগকে পূর্বাদি দিক্‌সমূহে পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিবে।২২৫-২৯

শ্রীবিষ্ণুর শঙ্খ-চক্রাদি অস্ত্রসমূহকে ও ঈশ্বরদিগকে পূজা করত ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে। তারপর বৈষ্ণবগণ শ্রীসূক্ত দ্বারা নীরাজন করিবে।২৩০

শ্রীবিষ্ণুর মন্ত্র দ্বারাই শ্রীবিষ্ণুর সমীপে অগ্নিতে ঘৃতমিশ্রিত পায়স সহস্রবার এবং বিষ্ণুসূক্ত দুইটি দ্বারা একবার হোম করিবে।২৩১

মন্ত্রদ্বারা যথাবিধি হোম করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে সহস্র পুষ্পদান করিবে। পরে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণদম্পতীকে পূজা করত ভোজন করাইবে।২৩২

যে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ পাদ্মী ইষ্টি (যাগ) করিবে, সে প্রভূত ধনধান্য দ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া মহান্ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইবে।২৩৩

সে সমস্ত অভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হয়, অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং লক্ষ্মীর সহিত মিলিত জগন্নাথ শ্রীহরিকে প্রত্যক্ষ দর্শন করে।২৩৪

যে স্থানে পবিত্র দৈবত ও পবিত্র বস্তু দ্বারা শ্রীশ্রীকেশব পূজিত হন, সেস্থলে তিনি পূজককে ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত অভিলষিত বস্তু দান করেন।২৩৫

প্রায়শ্চিত্তার্থং সহসা শান্ত্যর্থং বা সমাচরেৎ ।
এবং বিধানমিষ্টীনাং সম্যগুক্তং মহর্ষিভিঃ ॥২৩৭
বৈদিকেনৈব বিধিনা যথাশক্ত্যা সমাচরেৎ ।
অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥২৩৮
ক্ষীরাব্ধৌ শেষপর্য্যঙ্কে বুধ্যমানে সনাতনে ।
অত্রোৎসবং প্রকুর্বীত পঞ্চরাত্রং নিরন্তরম্ ॥২৩৯
নদ্যাশ্চ পুষ্করিণ্যা বা তীরে রম্যতলে শুচৌ ।
মণ্ডপং তত্র কুর্বীত চতুর্ভিস্তোরণৈর্যুতম্ ॥২৪০
বিতান-পুষ্পমালাদি পতাকা-ধ্বজশোভিতম্ ।
অঙ্কুরার্পণপূর্বেণ যজ্ঞবেদীঞ্চ কল্পয়েৎ ॥২৪১
ঋত্বিগ্‌ভিঃ সার্দ্ধমাচার্য্যো দীক্ষিতো মঙ্গলস্বনৈঃ ।
রথমারোপ্য দেবেশং ছত্র-চামরসংযুতম্ ॥২৪২
পঠন্ বৈ শাকুনান্ মন্ত্রান্ যজ্ঞশালাং প্রবেশয়েৎ
স্বস্তিবাচনপূর্বেণ কুর্য্যাৎ কৌতুকবন্ধনম্ ॥২৪৩

পূর্ণকুম্ভান্ শস্যযুতান্ পালিকাঃ পরিতঃ ক্ষিপেৎ ।
অভ্যর্চ্য গন্ধ-পুষ্পাদ্যৈঃ পশ্চাদাবরণং যজেৎ ॥২৪৪
বাসুদেবমনন্তঞ্চ সত্যং যজ্ঞং তথাঽচ্যুতম্ ।
মহেন্দ্রং শ্রীপতিং বিশ্বং পূর্ণকুম্ভেষু পূজয়েৎ ॥২৪৫
পালিকাঃ সদ্দিগীশাংশ্চ দীপিকাস্বথ হেতয়ঃ ।
তোরণেষু চ চণ্ডাদ্যাঃ পূজনীয়া যথাক্রমাৎ ॥২৪৬
বেদ্যাশ্চ দক্ষিণে ভাগে কুণ্ডং কুর্য্যাৎ সলক্ষণম্ ।
নিক্ষিপ্যাগ্নিং বিধানেন ইধ্মাধানন্তমাচরেৎ ॥২৪৭
আচার্য্যোপাসনাগ্নৌ বা লৌকিকে বা নৃপোত্তমে ।
আধানং পূর্ববৎ কৃত্বা পশ্চাৎ কর্ম সমাচরেৎ ॥২৪৮
প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানেন পূজয়িত্বা সনাতনম্ ।
প্রত্যৃচং পাবমানীভির্জুহুয়াৎ পায়সং শুভম্ ॥২৪৯
বৈষ্ণবৈরনুবাকৈশ্চ মন্ত্রৈঃ শক্ত্যা পৃথক্ পৃথক্ ।
চতুর্ভির্ব্যাপকৈশ্চান্যৈঃ প্রত্যেকং জুহুয়াদ্ ঘৃতম্ ॥২৫০

"যজ্ঞে পবিত্রং" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা যে পূজা করা হয়, তাহা সর্বপাপবিনাশিনী পবিত্রেষ্টি বলিয়া আখ্যাত। প্রায়শ্চিত্তের জন্য অথবা আশু শান্তির জন্য এই যাগের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপে মহর্ষিগণ ইষ্টি ( যাগ )-সকলের বিধি যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন ।২৩৬-৩৭

বেদোক্ত বিধি অনুসারেই যথাশক্তি এই সকল যাগের অনুষ্ঠান করিবে। বেদবিধিশূন্য ক্রিয়ার অনুষ্ঠান যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে ।২৩৮

ক্ষীরসমুদ্রে অনন্তশয্যায় সনাতন শ্রীহরি প্রবুদ্ধ হইলে পঞ্চরাত্রি পর্য্যাপ্ত নিরন্তর উৎসব করিবে ।২৩৯

নদী বা পুষ্করিণীর তীরে মনোহর পবিত্রস্থানে চারিটি তোরণ ( বহির্দ্বার ) যুক্ত মণ্ডপ নির্ম্মাণ করিবে। চন্দ্রাতপ, পুষ্পমালাসমূহ, পতাকা ও ধ্বজ দ্বারা সুশোভিত যজ্ঞবেদী নির্ম্মাণ করিবে। পূর্বে অঙ্কুরার্পণ-কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইবে ।২৪১

ঋত্বিগ্‌গণের সহিত মঙ্গলধ্বনিপূর্বক দীক্ষিত আচার্য্য দেবশ্রেষ্ঠ শ্রীকেশবকে রথে আরোহণ করাইয়া ছত্র-চামরাদি সংযুক্তভাবে অমঙ্গলনাশক মন্ত্রগুলি পড়িতে পড়িতে যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করাইবে। স্বস্তিবাচনপূর্বক কৌতুকবন্ধন করিবে। গৃহরক্ষক বালিকাগণ ধান্যাদি-শস্যসমন্বিত পূর্ণকুম্ভদিগকে চারিদিকে বিন্যস্ত করিবে। গন্ধ-পুষ্প প্রভৃতি দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিয়া পরে আবরণ-দেবতার পূজা করিবে ।২৪৩-৪৪

তারপর বাসুদেব, অনন্ত, সত্য, যজ্ঞ, অচ্যুত, মহেন্দ্র, শ্রীপতি ও বিশ্বকে পূর্ণকুম্ভসমূহ মধ্যে পূজা করিবে ।২৪৫

রক্ষিণীগণ, দিক্‌পালগণসমূহ, প্রদীপ ও অস্ত্রসমূহকে এবং তোরণসমূহে চণ্ডাদিকে যথাক্রমে পূজা করিবে ।২৪৬

বেদীর দক্ষিণদিকে শুভলক্ষণান্বিত একটি কুণ্ড করিবে। তাহাতে যথাবিধি অগ্নিস্থাপনপূর্বক ইধ্মাধান পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে ।২৪৭

হে রাজন্! আচার্য্যের নিত্য উপাসনাগ্নিতে কিংবা বৈদিক বা লৌকিক অগ্নিতে পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে অগ্ন্যাধান করত পরে হোমকর্ম্ম আরম্ভ করিবে ।২৪৮

প্রাতঃকালে যথাবিধি স্নান করত সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া পাবমানী সূক্তের প্রতিমন্ত্রে পায়স দ্বারা হোম করিবে ।২৪৯

বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাচরেৎ।
তাভিরেব চ পুষ্পাণি দদ্যাচ্চ জগতাম্পতেঃ ॥২৫১
উদ্‌বোধয়িত্বা শয়নে দেবদেবং জনার্দনম্।
পশ্চাৎ সর্বমিদং কুর্য্যাদুৎসবার্থং দ্বিজোত্তমঃ ॥২৫২
অথ নাবং সুবিস্তীর্ণং কৃত্বা তস্মিন্ জলে শুভে।
পুষ্প-মণ্ডপচিহ্নাদি সমাস্তীর্ণসমন্বিতাম্ ॥২৫৩
সুতোরণবিতানাঢ্যাং পতাকাধ্বজশোভিতাম্।
তস্মিন্ কনকপর্য্যঙ্কে নিবেশ্য কমলাপতিম্ ॥২৫৪
অর্চয়িত্বা বিধানেন লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং সনাতনম্।
পুষ্পাঞ্জলিশতং তত্র মন্ত্ররত্নেন কারয়েৎ ॥২৫৫
শ্রী-পৌরুষাভ্যাং সূক্তাভ্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ।
পরিতঃ শক্তয়ঃ পূজ্যাস্তথাবরণদেবতাঃ ॥২৫৬
দীপৈর্নীরাজনং কৃত্বা বলিং দদ্যাৎ সমন্ততঃ।
নৌভিঃ সমস্তাদ্ বহুভির্গীতবাদিত্রসংযুতম্ ॥২৫৭
দীপিকাভিরনেকাভিস্তোত্রৈরপি মনোরমৈঃ।
প্লাবয়ন্তো জগন্নাথং তত্র তত্র জলাশয়ে ॥২৫৮
ফলৈর্ভক্ষৈশ্চ তাম্বূলৈঃ কলসৈর্দধিমিশ্রিতৈঃ।
কুঙ্কুমৈঃ কুসুমৈর্লাজৈর্বিকিরন্তঃ পরস্পরম্ ॥২৫৯
গানৈর্বেদৈঃ পুরাণৈশ্চ সেবেত নিশি কেশবম্।
ঋত্বিজো বারুণান্ সূক্তান্ জপেয়ুস্তত্র ভক্তিতঃ ॥২৬০
জপেচ্চ ভগবন্মন্ত্রান্ শান্তিপাঠং চরেত্তথা।
এবং সংসেব্য বহুধা রাত্রাবস্মিন্ জলাশয়ে ॥২৬১
প্রদেবত্রেতি সূক্তেন যজ্ঞশালাং প্রবেশয়েৎ।
তত্র নীরজনং দত্বা কুর্য্যাদর্ঘ্যাদিপূজনম্ ॥২৬২
ধৃতব্রতেতি সূক্তেন তত্র নীরাজনং দ্বিজঃ ॥২৬৩
স্নাত্বা পূর্ববদভ্যর্চ্য হুত্বা পুষ্পাঞ্জলিং তথা।
আশিষো বাচনং কৃত্বা ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ শুভান্ ॥২৬৪

বিষ্ণুসূক্ত ও অনুবাক্ (বেদের প্রকরণ অধ্যায় বিশেষ) মন্ত্রের দ্বারা যথাশক্তি পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ও চারিটি ব্যাপক মন্ত্র এবং অন্যান্য মন্ত্র দ্বারাও প্রতিমন্ত্রে ঘৃতাহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পারিষদগণের হোম করিয়া হোমকর্ম্ম সমাপ্ত করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ দ্বারাই জগৎপতিকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে।২৫০-৫১

অনন্ত-শয্যা হইতে দেবদেব সনাতন জনার্দ্দন শ্রীবিষ্ণুকে প্রবুদ্ধ করিয়া পরে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উৎসবের জন্য সমস্ত কর্ম্ম করিবে।২৫২

পরে সেই জলে সুবিস্তীর্ণ একখানি নৌকা করিয়া পুষ্পমণ্ডপের চিহ্নাদি আস্তরণযুক্ত করিয়া তাহাকে সুন্দর তোরণ ও চন্দ্রাতপ দ্বারা সুসমৃদ্ধ ও পতাকা-ধ্বজাদি দ্বারা সুশোভিত করত তন্মধ্যে স্বর্ণপর্য্যঙ্কে (পালঙ্ক) লক্ষ্মীপতিকে সংস্থাপিত করত যথাবিধি শ্রী শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত উপবিষ্ট সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে পূজাপূর্বক মন্ত্ররত্ন দ্বারা শত পুষ্পাঞ্জলি দিবে।২৫৩-৫৫

তারপর শ্রীপুরুষসূক্ত ও বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। চতুর্দ্দিকস্থিত শক্তিসমূহকে ও আবরণ দেবতাকে পূজা করিবে।২৫৬

দীপমালা দ্বারা আরাত্রিক করত চারিদিকে বলি প্রদান করিবে। (বলি—পশুঘাত নহে, পূজোপহার নৈবেদ্য)। পরে বহু গীত-বাদিত্রসহ অনেক দীপ নৌকা-যোগে মালাসমন্বিত করিয়া বহু মনোরম স্তব পাঠ করিতে করিতে সেই জলাশয়ে জগন্নাথকে প্লাবিত করিবে। নানাবিধ ভক্ষ্যফল, তাম্বুল, দধিমিশ্রিত কলস, কুঙ্কুম, ফুল খইসমূহ দ্বারা চারিদিক বিকীর্ণ করিবে।২৫৭-৫৯

নানাবিধ গান, বেদপাঠ, পুরাণপাঠ দ্বারা সেই রাত্রি কেশবকে সেবা করিবে। ঋত্বিগ্‌গণ ভক্তি-সহকারে তথায় বারুণ-সূক্ত জপ (পাঠ) করিবে।২৬০

শ্রীভগবান্ সম্বন্ধীয় মন্ত্রপাঠ করিবে। পরে শান্তি-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে। এইরূপ বহুপ্রকারে সেই জলাশয়ে ঐ রাত্রিতে শ্রীভগবানের সেবা করিয়া "প্রদেবত্রেতি" সূক্ত পাঠ করিতে করিতে যজ্ঞশালাতে প্রবেশ করিবে। যজ্ঞশালাতে শ্রীবিষ্ণুর আরাত্রিক করত অর্ঘ্যাদি দ্বারা পূজা করিবে। "ধৃতব্রত" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ব্রাহ্মণ আরাত্রিক করিবে।২৬১-৬৩

পরে স্নানপূর্বক পূর্ববৎ পূজা করিয়া হোম করত

শায়য়িত্বাঽথ দেবেশং ভুঞ্জীয়াদ্ বাগ্‌যতঃ স্বয়ম্ ।
এবং প্রতিদিনং কুর্য্যাদুৎসবং পঞ্চবাসরম্ ॥২৬৫
অন্তে চাবভৃথেষ্টিঞ্চ পুষ্পযাগঞ্চ কারয়েৎ ।
আচার্য্যমৃত্বিজো বিপ্রান্ পূজয়েদ্দক্ষিণাদিভিঃ ॥২৬৬
এবং ক্ষীরাব্ধিযজনং প্রত্যব্দং কারয়েন্নৃপ ।
স্বসম্যগর্থবৃদ্ধ্যর্থং ভোগায় কমলাপতেঃ ॥২৬৭
বৃদ্ধ্যর্থমপি রাষ্ট্রস্য শত্রূণাং নাশনায় চ ।
সর্বধর্মবিবৃদ্ধ্যর্থং ক্ষীরাব্ধিযজনং চরেৎ ।
তত্র দুর্ভিক্ষ-রোগাগ্নি-পাপবাধা ন সন্তি হি ॥২৬৮
গাবঃ পূর্ণাদুঘা নিত্যং বহুলস্য ফলাধরাঃ ।
পুষ্পিতাঃ ফলিতা বৃক্ষা নার্য্যো ভর্তৃপরায়ণাঃ ॥২৬৯
আয়ুষ্মন্তশ্চ শিশবো জায়তে ভক্তিরচ্যুতে ।
যঃ করোতি বিধানেন যজনং জলশায়িনঃ ॥২৭০
ক্রতুকোটিফলং তত্র প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ।
যস্ত্বিদং শৃণুয়ান্নিত্যং ক্ষীরাব্ধিযজনং হরেঃ ॥২৭১
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি বিষ্ণুলোকশ্চ বিন্দতি ।
পুষ্পিতে তু রসালে তু তত্রাপ্যুৎসবমাত্মনঃ ॥২৭২
ত্রিবাসরং প্রকুর্বীত দোলানামমহোৎসবম্ ।
উপোষিতঃ সংযতাত্মা দীক্ষিতো মাধবং হরিম্ ॥২৭৩
ছত্র-চামর-বাদিত্রৈঃ পতাকৈঃ শিবিকাং শুভাম্ ।
আরোপ্যালঙ্কৃতং বিষ্ণুং স্বয়ঞ্চ সমলঙ্কৃতঃ ॥২৭৪
হরিদ্রাং বিকিরন্তো বৈ গায়ন্তঃ পরমেশ্বরম্ ।
গচ্ছেয়ুরাত্রুমং প্রাতর্নরনারীজনৈঃ সহ ॥২৭৫
তত্রাম্রবৃক্ষচ্ছায়ায়াং বেদ্যাং সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ।
চূতপুষ্পৈঃ সুগন্ধীভির্মাধবীভিশ্চ যূথিকৈঃ ॥২৭৬
মরীচিমিশ্রং দধ্যন্নং মোদকঞ্চ সমর্পয়েৎ ।
শষ্কুল্যাদীনি ভক্ষ্যাণি পানকঞ্চ নিবেদয়েৎ ॥২৭৭
সকর্পূরঞ্চ তাম্বুলং পূগীফলসমন্বিতম্ ।
সর্বমাবরণং পূজ্যং হোমং পশ্চাৎ সমাচরেৎ ॥২৭৮
কৃত্বেধ্মানাদিপর্য্যন্তং বিষ্ণুসূক্তৈশ্চরুং যজেৎ ।

পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। পরে আশীর্বচনের অনন্তর ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে।২৬৪

পরে দেবদেব সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে শয়ন করাইয়া বাসক্‌সংযমপূর্বক স্বয়ং ভোজন করিবে। পাঁচদিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন এইরূপ উৎসব করিবে।২৬৫

যাগাবসানে অবভৃথযাগ ও পুষ্পযাগ করিবে এবং দক্ষিণা দ্বারা আচার্য্য, ঋত্বিক্‌গণ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে পূজা ও তৃপ্ত করিবে।২৬৬

এইরূপে প্রতিবৎসরই ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান বাসুদেবের যাগ পূজাদি করিবে। ইহা নিজের অর্থবৃদ্ধির কারণ এবং শ্রীশ্রীকমলাপতির ভোগ সম্পাদক।২৬৭

রাষ্ট্রের বৃদ্ধি ও কল্যাণের নিমিত্ত, শত্রুদের বিনাশ ও স্বীয় ধর্মবৃদ্ধির জন্য ক্ষীরসমুদ্রে শয়ান বাসুদেবের যাগ এইরূপে করিবে। ইহাতে দুর্ভিক্ষ, রোগাদি ও অগ্নির ভয় এবং পাপের বাধা থাকিবে না।২৬৮

আরও নিত্যই ধেনুগণ প্রচুর পরিমাণে পূর্ণ দুগ্ধ দান করিবে। বৃক্ষগুলি পুষ্পিত ও ফলিত হইবে। নারীগণ স্বামি-পরায়ণা ( পতিব্রতা ) হইবে।২৬৯

শিশুগণ দীর্ঘায়ু হইবে ( অকালমৃত্যু থাকিবে না ) এবং শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইবে। যে ব্যক্তি যথাবিধি জলশায়ী শ্রীবিষ্ণুর যাগ করিবে, সে পূর্বোক্ত ফল লাভ করিবে।২৭০

কোটিকোটি যজ্ঞের ফললাভ করিবে সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি ক্ষীরসমুদ্রশায়ী শ্রীহরির পূর্বোক্ত যাগবিধি শ্রবণ করিবে, সেও সর্বাভিলষিত বস্তু প্রাপ্ত হইবে এবং অন্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিবে—সন্দেহ নাই। আম্রবৃক্ষ পুষ্পিত হইলে অর্থাৎ বসন্তকালে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর উক্ত উৎসব করিবে।২৭১-৭২

তিনবৎসর পর্য্যন্ত এই দোলানামক মহোৎসব করিবে। উপবাসী থাকিয়া সংযতমনে দীক্ষিত হইয়া মাধব শ্রীহরিকে নৃত্যগীত-বাদ্যাদিসহ পতাকা-সুশোভিত ছত্র-চামরসমন্বিত মঙ্গলময় শিবিকাতে ( দোলাতে ) আরোহণ করাইয়া শ্রীবিষ্ণুকে নানালঙ্কারে সুশোভিত করিবে এবং নিজেও ভূষিত হইয়া হরিদ্রা বিকীরণ করিতে করিতে শ্রীশ্রীপরমেশ্বরের সঙ্কীর্তন করিতে করিতে প্রাতে বহু নরনারীগণ সহ কোনও আম্রবৃক্ষদর্শন-

মাধবেনৈব মন্থুনা শর্করাসংযুতান্ তিলান্ ॥২৭৯
সহস্রং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ ভক্ত্যা বৈষ্ণবসত্তমঃ।
বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হুত্বা হোমশেষং সমাপয়েৎ ॥২৮০
প্রত্যৃচং পাবমানীভির্দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং হরেঃ।
অথ দোলাং শুভাকারাং বদ্ধাস্মিন্ সমলঙ্কৃতাম্ ॥২৮১
বজ্র-বৈদূর্য্য-মাণিক্য-মুক্তা-বিদ্রুমভূষিতাম্।
তস্যাং নিবেশ্য দেবেশং লক্ষ্ম্যা সার্দ্ধং প্রপূজয়েৎ ॥২৮২
গন্ধৈঃ পুষ্পৈর্ধূপ-দীপৈঃ ফলৈর্ভক্ষ্যৈর্নিবেদনৈঃ।
কুসুমাক্ষত-দূর্বাগ্র-তিল-সর্পির্মধূদকম্ ॥২৮৩
সর্ষপাণি চ নিক্ষিপ্য অষ্টাঙ্গার্ঘ্যং নিবেদয়েৎ।
পাদেষু চতুরো বেদান্ মন্ত্রাণ্যোক্তেষু চান্তরে ॥২৮৪
নাগরাজঞ্চ দোলায়াং পীঠে সর্বস্বরৈরপি।
ব্যজনৈর্বৈনতেয়ঞ্চ সাবিত্রীং চামরে তথা ॥২৮৫
দ্বি নিশামর্চয়েদ্দিক্ষু উর্ধ্বং ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ।
অধস্তাচ্চণ্ডিকাং রুদ্রং ক্ষেত্রপাল-বিনায়কৌ ॥২৮৬
বিতানে চন্দ্র-সূর্য্যৌ চ নক্ষত্রাণি গ্রহাংস্তথা।
বেদাংশ্চ সেতিহাসাংশ্চ পুরাণং দেবতাগণাঃ ॥২৮৭
ভূধরাঃ সাগরাঃ সর্বে পূজনীয়া সমন্ততঃ।
এবং সম্পূজ্য দোলায়াং লক্ষ্ম্যা সহ জনার্দনম্ ॥২৮৮
দোলয়েচ্চ ততো দোলাং চতুর্বেদৈশ্চতুর্দিনম্।
সূক্তৈশ্চ ব্রহ্মণোঽপত্যৈঃ সামগানৈঃ প্রবন্ধকৈঃ ॥২৮৯
নামভিঃ কীর্তয়ন্ দেবমেব মন্দং প্রদোলয়েৎ।
স্ত্রিয়ঃ স্বলঙ্কৃতাঃ সর্বা গায়ন্তী বিভুমচ্যুতম্ ॥২৯০
চরিতং রঘুনাথস্য কৃষ্ণস্য চরিতং তথা।
দোলয়েয়ুর্মুদা ভক্ত্যা দোলায়াং পরমেশ্বরম্ ॥২৯১
দোলায়া দর্শনং বিষ্ণোর্মহাপাতকনাশনম্।

স্থান পর্য্যন্ত গমন করিবে। সেই আম্রবৃক্ষের ছায়ায় বেদীতে শ্রীহরিকে পূজা করিবে। সুগন্ধি আম্রমুকুল, যুথিকা ও মাধবী লতার ফুলের দ্বারা পূজা করিবে। মরীচিমিশ্রিত দধ্যন্ন ও মোদক দান করিবে। শষ্কুলী অর্থাৎ পিষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় দান করিবে। কর্পূরসংযুক্ত তাম্বুল ও সুপারি-ফল নিবেদন করিবে। সমস্ত আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া হোম করিবে। ইধ্মাধানাদি পর্য্যন্ত কার্য্য সমাপ্ত করিয়া বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা চরুহোম করিবে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুমন্ত্রে শর্করাসংযুক্ত তিলের দ্বারা ভক্তিপূর্বক সহস্রবার অগ্নিতে আহুতি দিবে। এইরূপে শ্রীবিষ্ণু ও তাঁহার পার্ষদগণের হোম করিয়া হোমকর্ম সমাপন করিবে।২৭৩-৮০

পাবমানী সূক্তের প্রতিমন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পুষ্পাঞ্জলি দান করিবে। তারপর সুদৃশ্যা সুভূষিতা দোলাকে হীরক, বৈদূর্য্য, মাণিক্য, মুক্তা ও বিদ্রুম প্রভৃতি মণি দ্বারা সুসজ্জিত করিয়া তন্মধ্যে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীর সহিত শ্রীশ্রীবিষ্ণুকে সংস্থাপিত করত পূজা করিবে।২৮১-৮২

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য নিবেদন করিবে। পুষ্প, আতপতণ্ডুল, দূর্বাগ্র, তিল, ঘৃত, মধুমিশ্রিত জল এবং সর্ষপ নিক্ষেপ করিয়া অষ্টাঙ্গ অর্ঘ্য নিবেদন করিবে। দোলার চারিপাদে চারি বেদের পূজা করিবে। শয্যায় মন্ত্রগুলির পূজা করিবে। দোলাতে নাগরাজ বাসুকিকে পূজা করিবে। পাদপীঠে সমস্ত স্বরের পূজা করিবে। ব্যজনে বৈনতেয় গরুড়ের পূজা করিবে। চামরে সাবিত্রীর পূজা করিবে।২৮৩-৮৫

দিক্‌সমূহে দুইবার নিশাকে পূজা করিবে। ঊর্দ্ধদিকে ব্রহ্মাকে ও বৃহস্পতিকে পূজা করিবে। এবং নিম্নদিকে চণ্ডিকা, রুদ্র, ক্ষেত্রপাল ও বিনায়ককে পূজা করিবে। চন্দ্রাতপে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ও গ্রহগণের পূজা করিবে। চারিদিকে বেদসমূহ, ইতিহাস, পুরাণ ও অন্যান্য দেবগণকে পূজা করিবে। পর্বতসমূহ ও সমস্ত সাগরকেও চারিদিকে যত্নপূর্বক পূজা করিবে। দোলাতে এইরূপে পূজা করিয়া পরে লক্ষ্মীর সহিত মিলিত জনার্দ্দনকে পূজা করত পৃথক্ পৃথক্ চতুর্বেদ-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক চারিদিন দোলায় দোল দিবে। ঐ দোলের সময় "ব্রহ্মণোঽপত্যৈঃ" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা সামবেদ গান করিতে করিতে

ভক্তিপ্রসাদনং নৃণাং জন্ম-মৃত্যুনিকৃন্তনম্ ॥২৯২
দেবাঃ সর্বে বিমানস্থা দোলায়ামর্চিতং হরিম্।
দর্শয়ন্তি ততঃ পুণ্যং দোলানামোৎসবং হরেঃ ॥২৯৩
ভক্ত্যা নীরাজনং দদ্যাৎ শ্রীসূক্তেনৈব বৈষ্ণবঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাদ্দক্ষিণাভিশ্চ তোষয়েৎ॥২৯৪
এবং ত্রিবাসরং কুর্য্যাদুৎসবং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
প্রদ্যুম্নমেবং কুর্বীত তত্তৎকালে তু বৈষ্ণবঃ ॥২৯৫
শ্রৌতেনৈব চ মার্গেণ জপ-হোমপুরঃসরম্।
উৎসবং বাসুদেবস্য মহাশক্ত্যা সমাচরেৎ ॥২৯৬
যত্র যত্রোৎসবং বিষ্ণোঃ কর্তুমিচ্ছতি বৈষ্ণবঃ।
হোমং কুর্য্যাত্তত্র মন্ত্রৈস্তথা বিষ্ণুপ্রকাশকৈঃ ॥২৯৭
অতো দেবেতি সূক্তেন তথা বিষ্ণোর্নুকেন চ।
পরো মাত্রেতি সূক্তাভ্যাং পৌরুষেণ চ বৈষ্ণবঃ ॥২৯৮
নারায়ণানুবাকেন শ্রীসূক্তেনাপি বৈষ্ণবঃ।
প্রত্যৃচং জুহুয়াদ্ বহ্নৌ চরুণা পায়সেন বা ॥২৯৯

এবং শ্রীবিষ্ণুর সমস্ত নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ধীরে ধীরে দোল দিবে। অবিনাশী সনাতন প্রভুর নামগান করিতে করিতে স্বালঙ্কৃতা স্ত্রীলোকগণ রঘুনাথ ও শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র গান করিবে এবং সানন্দে ভক্তি সহকারে দোলাতে পরমেশ্বর ভগবান্‌কে দোল দিবে।২৮৬-৯১

দোলাতে শ্রীভগবান্ বিষ্ণুকে দর্শন করিলে মহাপাপ বিনষ্ট হয় এবং তাঁহার দর্শনে মনুষ্যদের ভক্তিবৃদ্ধি হইয়া চিত্ত প্রসন্ন হয় ও জন্মমৃত্যু নিবৃত্ত হয়।২৯২

দেবগণ বিমানে অবস্থিত হইয়া দোলাতে পূজিত শ্রীহরিকে দর্শন করেন। এইজন্যই শ্রীহরির দোলা-নামক মহোৎসব অত্যন্ত পুণ্যজনক।২৯৩

তখন বৈষ্ণব ভক্তিপূর্বক শ্রীসূক্ত দ্বারা শ্রীভগবানের নীরাজন করিবে। পরে ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দ্বারা তাঁহাদিগকেও সন্তুষ্ট করিবে।২৯৪

তিনদিন পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত নিয়মে উৎসব করিবে। বৈষ্ণবগণ সেই সময়ে প্রদ্যুম্নকেও পূজা করিবে। শক্তি অনুসারে বেদোক্তমার্গে নামকীর্ত্তন ও জপ-হোমাদি পূর্বক শ্রীশ্রীবাসুদেবের উৎসব করিবে।২৯৫-৯৬

চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
আজ্যহোমং প্রকুর্বীত গায়ত্র্যা বিষ্ণুসংজ্ঞয়া ॥৩০০
বৈকুণ্ঠপার্ষদং হুত্বা শেষং পূর্ববদাচরেৎ।
অনাদিষ্টেষু সর্বেষু কুর্য্যাদেবং বিধানতঃ ॥৩০১
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ সর্বং সম্পূর্ণতাং ব্রজেৎ।
অথবা মন্ত্ররত্নেন সহস্রং প্রতিবাসরম্ ॥ ৩০২
হুত্বা পুষ্পাণি দত্ত্বা চ শেষং পূর্ববদাচরেৎ।
হোমং বিনা ন কর্তব্যমুৎসবং পরমাত্মনঃ ॥৩০৩
জপ-হোমবিহীনস্তু ন গৃহ্লাতি জনার্দনঃ।
তস্মাচ্ছ্রৌতং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোরারাধনং নৃপ ॥৩০৪
অশ্বযুক্‌কৃষ্ণপক্ষে তু সম্যগভ্যুদিতে রবৌ।
আদর্শাৎ সপ্তরাত্রস্তু পূজয়েৎ প্রভুমব্যয়ম্ ॥৩০৫
স্নাত্বা নদ্যাং বিধানেন কৃতকৃত্যঃ সমাহিতঃ।
গৃহীত্বা জলকুম্ভস্তু বারুণান্ প্রবরান্ ব্রজেৎ ॥৩০৬

বৈষ্ণব যখন যখন শ্রীশ্রীবাসুদেবের উৎসব করিতে ইচ্ছা করিবে, তখন তখনই বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-প্রকাশক মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে।২৯৭

সুতরাং "দেবেতিসূক্ত" "বিষ্ণোর্নুক" সূক্ত "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত, পুরুষ-সূক্ত, নারায়ণের অনুবাকের দ্বারা এবং শ্রীসূক্ত দ্বারা প্রতিমন্ত্রে চরু ও পায়স দিয়া বহ্নিতে হোম করিবে।২৯৮-৯৯

চারিটি বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পৃথগ্‌ভাবে অষ্টোত্তরশত আহুতি দিবে এবং বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা ঘৃতাহুতি দিবে। বৈকুণ্ঠের পরিষদ্‌বর্গের হোম করিয়া পূর্বোক্ত বিধানে হোম সমাপ্ত করিবে। যে স্থানে পৃথক্ কোনও বিধান করা হয় নাই, তথায় উক্ত নিয়মানুসারেই কার্য্য করিবে। পরে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে। তাহাতেই সমস্ত পরিপূর্ণ হইবে। কিংবা মন্ত্ররত্ন দ্বারা প্রতিদিন সহস্র হোম করত পুষ্পাঞ্জলি দিবে। অবশিষ্ট কার্য্য পূর্বোক্ত বিধানেই করিবে। হোম-বিনা পরমেশ্বরের কোনও উৎসব করিবে না।৩০০-৩

পঞ্চত্বক্‌পল্লবান্ পুষ্পাণ্যভিমন্ত্র্য বিনিক্ষিপেৎ ।
সৌরভেয়ীং তথা মুদ্রাং দর্শয়িত্বা চ পূজয়েৎ ॥৩০৭
ত্রিবারং বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ শঙ্খেনৈবাভিষেচয়েৎ ।
পূজয়িত্বা বিধানেন গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ ॥৩০৮
অপূপান্ পায়সং শক্তূন্ কৃসরঞ্চ নিবেদয়েৎ ।
মন্ত্রৈরষ্টোত্তরশতং দত্ত্বা পুষ্পাণি চক্রিণঃ ॥৩০৯
পশ্চাদ্ধোমং প্রকুর্বীত সাজ্যেন চরুণা ততঃ ।
কস্য বা নৈতি সূক্তেন বৈষ্ণবৈরপি বৈষ্ণবঃ ॥৩১০
হুত্বা তু মন্ত্ররত্নেন ঘৃতমষ্টোত্তরং শতম্ ।
বৈকুণ্ঠং পার্ষদং হুত্বা বৈষ্ণবান্ ভোজয়েত্ততঃ ॥৩১১
সকৃদ্ভোজনসংযুক্তঃ ক্ষিতিশায়ী ভবেন্নিশি ।
সায়াহ্নেঽপি সমভ্যর্চ্য জাতীপুষ্পৈঃ সুগন্ধিভিঃ ॥৩১২
বহুভির্দীপদণ্ডৈশ্চ সেবেরন্ পুরবাসিনঃ ।
এবং মহোৎসবং কৃত্বা ধনধান্যযুতো ভবেৎ ॥৩১৩

তত্তৎকালোচিতং বিষ্ণোরুৎসবং পরমাত্মনঃ ।
দ্রব্যহীনোঽপিকুর্বীত পত্র-পুষ্পৈঃ ফলাদিভিঃ ॥৩১৪
সমিদ্ভির্বিল্বপত্রৈর্বা হোমং কুর্বীত বৈষ্ণবঃ
সন্তর্পয়েচ্চ বিপ্রাংস্ত কোমলৈস্তুলসীদলৈঃ ॥৩১৫
ভক্ত্যা বৈ দেবদেবেশঃ পরিতুষ্টো ভবেদ্ ধ্রুবম্ ।
আস্তিক্যঃ শ্রদ্দধানশ্চ-বিযুক্ত-মদমৎসরঃ ॥৩১৬
পূজয়িত্বা জগন্নাথং যাজ্জীবমতন্দ্রিতঃ ।
ইহ ভুক্ত্বা মনোরম্যান্ ভোগান্ সর্বান্
যথেপ্সিতান্ ॥৩১৭
সুখেন দেহমুৎসৃজ্য জীর্ণত্বচমিবোরগঃ ।
স্থূল-সূক্ষ্মাত্মিকাঞ্চেমাং বিহায় প্রকৃতিং দ্রুতম্ ॥৩১৮
সারূপ্যমীশ্বরস্যাশু গত্বা তু স্বজনৈঃ সহ ।
দিব্যঃ বিমানমারুহ্য বৈকুণ্ঠং নাম ভাস্করম্ ॥৩১৯
দিব্যাপ্সরোগণৈর্যুক্তো দিব্যভূষণভূষিতঃ ।

জপ ও হোম-ব্যতীত জনার্দ্দন কিছুই গ্রহণ করেন না। এইজন্য হে রাজন্! শ্রুত্যুক্ত বিধান অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা-বিধি বলিতেছি।৩০৪

আশ্বিনমাসের কৃষ্ণপক্ষে (অপর পক্ষে) সূর্য্য সম্যক্ উদিত হইলে অমাবস্যা হইতে সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত অবিনাশী সনাতন প্রভু শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে।৩০৫

নদাতে যথাবিধি স্নান করত কৃতার্থ হইয়া সমাহিত মনে জলপূর্ণ কলসী লইয়া পশ্চিমদিকে গমন করিবে। পঞ্চসংখ্যক তত্তৎ ত্বক্‌যুক্ত পল্লব ও পুষ্প অভিমন্ত্রিত করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে এবং ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া তাহাতে পূজা করিবে।৩০৬-৭

বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা তিনবার শঙ্খজলে অভিষেক করিবে গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা যথাবিধি পূজা করিয়া পিষ্টক, পায়স, ছাতু ও খিচুড়ি নিবেদন করিবে। বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার শ্রীবিষ্ণুকে পুষ্পদান করিবে। তারপর ঘৃতযুক্ত চরু দ্বারা হোম করিবে। "কস্য বা ন" ইত্যাদি সূক্ত ও বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা বৈষ্ণবগণ হোম করিবে।৩০৮-১০

এইরূপে মন্ত্ররত্ন দ্বারা অষ্টোত্তরশতবার আহুতি দিয়া বৈকুণ্ঠের অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু এবং তাঁহার পরিষদ্‌গণের উদ্দেশ্যে হোম করত বৈষ্ণবদিগকে ভোজন করাইবে। একবার মাত্র ভোজন করিয়া রাত্রিতে ভূমিশায়ী হইয়া থাকিবে। সায়ংকালেও সুগন্ধি জাতিপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া পুরবাসিগণ বহু দীপদণ্ড দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর সেবা করিবে। এই উৎসব দ্বারা ধনধান্যযুক্ত হইতে পারিবে।৩১১-১৩

শ্রীবিষ্ণুর পূজার যোগ্য দ্রব্যাদি না থাকিলেও পত্র, পুষ্প ও ফলাদি দ্বারা পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর তত্তৎ কালোচিত উৎসব করিবে।৩১৪

সমিধ্ (যজ্ঞকাষ্ঠ) ও বিল্বপত্র দ্বারা বৈষ্ণবগণ হোম করিবে। সরস তুলসীপত্র দ্বারা পূজা করিয়া ব্রাহ্মণ-দিগকে ভোজনাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিবে।৩১৫

ভক্তি দ্বারাই দেবাদিদেব নিশ্চয়ই পরিতুষ্ট হইবেন শ্রীভগবানে বিশ্বাসসম্পন্ন, আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন, শ্রদ্ধালু, অহঙ্কার ও মাৎসর্য্যহীন ব্যক্তি যাবজ্জীবন অনলসভাবে ভক্তি-সহকারে শ্রীশ্রীজগন্নাথ শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া ইহকালে যথাভিপ্রেত সমস্ত মনোরম বিষয় ভোগ করিয়া সর্প যেমন অনায়াসে সুখে নিজের জীর্ণ খোলস্ ত্যাগ

স্তূয়মানঃ সুরগণৈর্গীয়মানশ্চ কিন্নরৈঃ ॥৩২০
ব্রহ্মলোকমতিক্রম্য গত্বা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডপম্ ।
বিষ্ণুচক্রেণ বৈ ভিত্বা সর্বানাবরণান্ ঘনান্ ॥৩২১
অতীত্য বীরজামাশু সর্ববেদস্রবাং নদীম্ ।
অভ্যুদ্‌গচ্ছস্তিরব্যগ্রৈঃ পূজ্যমানঃ সুরোত্তমৈঃ ॥৩২২
সম্প্রাপ্য পরমং ধাম যোগিগম্যং সনাতনম্ ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥৩২৩
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং ধাম সদা পশ্যন্তি যোগিনঃ ।
শীতাংশুকোটিসঙ্কাশৈঃ সর্বৈশ্চ ভবনৈর্যুতম্ ॥৩২৪
আরূঢ়যৌবনৈর্দিব্যৈঃ পুংভিঃ স্ত্রীভিশ্চ সঙ্কুলম্ ।
সর্বলক্ষণসম্পন্নৈর্দিব্যভূষণভূষিতৈঃ ॥৩২৫
অক্ষরং পরমং ব্যোম যস্মিন্ দেবা অধিষ্ঠিতাঃ ।
ইরাবসী ধেনুমতী ব্যস্তভ্লাসূয়বাসিনী ॥৩২৬

যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ সাহযোধ্যাদেবপূজিতা ।
অনন্তব্যূহলোকৈশ্চ তথা তুল্যশুভাবহৈঃ ॥৩২৭
সর্ববেদময়ং তত্র মণ্ডপং সুমনোহরম্ ।
সহস্রস্থূণসদসি ধ্রুবে রম্যোত্তরে শুভে ॥৩২৮
তস্মিন্ মনোরমে পীঠে ধর্মাদ্যৈঃ সূরিভির্বৃতে ।
সহাসীনং কমলয়া দৃষ্ট্বা দেবং সনাতনম্ ॥৩২৯
স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিশ্চ প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ ।
প্রহর্ষপুলকো ভূত্বা তেন চালিঙ্গিতঃ ক্রমাৎ ॥৩৩০
পূজিতঃ সকলৈর্ভোগৈঃ শ্রিয়া চাপি প্রপূজিতঃ ।
অনন্তবিহগেশাদ্যৈরর্চিতঃ সর্বদৈবতৈঃ ॥৩৩১
তেষামন্যতমো ভূত্বা মোদতে তত্র দেববৎ ।
এষু কেষু চ লোকেষু তিষ্ঠতে কমলাপতিঃ ॥৩৩২

---

করে, তদ্রূপ অনায়াসে সুখে দেহত্যাগ করিয়া স্থূল, সূক্ষ্ম ও মানসিক প্রকৃতিকে শীঘ্র পরিত্যাগপূর্বক অতিসত্বর স্বজনগণের সহিত ঈশ্বরের সারূপ্য লাভ করত দিব্য-বিমানে আরোহণ করিয়া তেজোময় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকে ।৩১৬-১৯

দিব্য অপ্সরাগণের সহিত মিলিয়া দিব্য আভরণসমূহ দ্বারা বিভূষিত হইয়া যখন সে যাইবে, তখন দেবগণ তাহাকে স্তব করিতে থাকিবেন এবং কিন্নরগণ তাহার প্রশংসা-গান করিতে থাকিবে ।৩২০

ব্রহ্মলোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপে গমন করিবে। পরে বিষ্ণুচক্র দ্বারা সমস্ত ঘন আবরণ ভেদ করত বিরজানামক সর্ববেদপ্রসবিনী নদীকে অতিক্রম করিয়া অভ্যর্থনা করিতে সমাগত অব্যগ্রচিত্ত সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া যোগিলভ্য সনাতন পরমধামে প্রবেশ করিবে। যে স্থানে গমন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না, বিষ্ণুর সেই পরমধামে গমন করিবে ।৩২১-২৩

যোগিগণ শ্রীবিষ্ণুর সেই পরমধাম জ্ঞাননেত্রে সর্বদা দর্শন করেন। সেই ধাম কোটিচন্দ্রতুল্য ও সমস্ত ধামসমন্বিত ।৩২৪

যুবতী স্ত্রীগণ ও যুবক পুরুষসমূহ সেই ধামে নিত্য পরিব্যাপ্ত। সেই স্ত্রী ও পুরুষগণ সর্বসুলক্ষণসম্পন্ন ও তাঁহাদের অঙ্গ দিব্যভূষণে বিভূষিত ।৩২৫

যাহাতে দেবগণ সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকেন, সেই পরমাকাশ অবিনাশী। যে স্থানে ইরাবসী, ধেনুমতী, ব্যস্তভ্লা ও অসূয়বাসিনী এবং ভূরিশৃঙ্গ গোসমূহ রহিয়াছে, সেই দেবপূজিতা অযোধ্যা। সেই স্থান অনন্তব্যূহস্থিতলোক কর্তৃক ও তুল্যশুভাবহলোক কর্তৃক সদা পূজিত ।৩২৬

সেই স্থানে সর্ববেদময়, অতীব মনোহর একটি মণ্ডপ আছে। সহস্রস্তম্ভযুক্ত, নিত্য, অতীব রমণীয় মঙ্গলময় সেই মণ্ডপে মনোরম পাদপীঠ আছে। তাহা ধর্মাদি দেবগণ কর্তৃক পরিবৃত। শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত একাসনে উপবিষ্ট সনাতন দেব শ্রীবিষ্ণুকে তথায় উপবিষ্ট দেখিয়া বহু স্তবস্তুতির দ্বারা স্তব করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করত অত্যন্ত আনন্দসহকারে পুলকিত শরীরে সেই শ্রীবিষ্ণু কর্তৃক আলিঙ্গিত, সমস্ত ভোগ্যদ্রব্য দ্বারা পূজিতা শ্রীলক্ষ্মদেবী কর্তৃক সমাদৃত এবং অনন্ত-গরুড়াদি ও সমস্ত দেবগণ কর্তৃক অর্চ্চিত হইয়া তথায় তাহাদের একজন অন্যতমরূপে দেববৎ আনন্দ লাভ করিবে। এই সমস্তের কোন কোনও লোকে কমলাপতি অবস্থান করেন। সেই সেই লোকে দেবদেবের নিত্যদাস হইয়া সর্বদা

তেষু তেষ্বপি দেবস্য নিত্যদাসো ভবেৎ সদা।
দাসবৎ পুত্রবত্তস্য মিত্রবদ্ বন্ধুবৎ সদা ॥৩৩৩
অশ্নুতে সকলান্ কামান্ সহ তেন বিপশ্চিতা।
ইমান্ লোকান্ কামভোগঃ কামরূপ্যনুসঞ্চরন্ ॥৩৩৪
সর্বদা দূরবিধ্বস্তদুঃখাবেশলবাংশকঃ।
গুণানুভবজপ্রীত্যা কুর্য্যাদ্দানমশেষতঃ ॥৩৩৫
ইমমেব পরং মোক্ষং বিদুঃ পরমযোগিনঃ।
কাঙ্ক্ষন্তি পরমং দাসা মুক্তমেকং মহর্ষয়ঃ ॥৩৩৬
হরের্দাস্যৈকপরমাং ভক্তিমালম্ব্য মানবঃ।
ইহৈব মুক্তো রাজর্ষে! সর্বকর্মনিবন্ধনৈঃ ॥৩৩৭

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টপরমধর্মশাস্ত্রে
নানাবিধোৎসববিধানং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥

থাকিবে। দাস, পুত্র, মিত্র কিংবা বন্ধুর ন্যায় তথায় অবস্থান করিবে।৩২৭-৩৩

এবং সেইস্থানে বিদ্বান্‌দিগের সহিত সর্ববিষয়ভোগ করিবে। ইচ্ছামত ভোগ করত কামরূপী হইয়া স্বেচ্ছায় বিচরণ করিতে করিতে এই লোকে বাস করিবে।৩৩৪

এস্থানে বিন্দুমাত্রও দুঃখের আবেশ নাই—তাহা সুদূরেই বিধ্বস্ত। সদ্‌গুণের অনুভূতি জন্য আনন্দের সহিত প্রচুর দান করিবে। পরমযোগিগণের ইহাই পরম মুক্তি বলিয়া জানিবে। শ্রীবিষ্ণুর দাসগণ ও মহর্ষিগণ এই পরমমুক্ত স্থান কামনা করেন।৩৩৫-৩৬

হে রাজর্ষে! মানব পরম ভক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীহরির একমাত্র দাস্যকে পরমাশ্রয় করত সমস্ত সৎকর্ম্মের ফলস্বরূপ এই পরম মুক্ত স্থানে বাস করেন। ৩৩৭

বৃদ্ধহারীতনির্ম্মিত-বিশিষ্ট-পরম-ধর্ম্মশাস্ত্রে নানাবিধ উৎসববিধাননামক
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

## অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ বিষ্ণুপূজাবিধিঃ

হারীত উবাচ।

অথ বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! বিষ্ণুপূজাবিধিং পরম্ ॥১

শ্রৌতং মহর্ষিভিঃ প্রোক্তং বসিষ্ঠাদ্যৈঃ পুরাতনৈঃ।

বৈখানসৈশ্চ ভৃগ্বাদ্যৈঃ সনকাদ্যৈশ্চ যোগিভিঃ ॥২

বৈষ্ণবৈর্বৈদিকৈঃ পূর্বৈর্যদ্যদাচরিতং পুরা।

তত্তে বক্ষ্যামি রাজেন্দ্র! মহাপ্রিয়তমং হরেঃ ॥৩

ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় সম্যগাচম্য বারিণা।

ধ্যাত্বা হৃৎপঙ্কজে বিষ্ণুং পূজয়েন্মনসৈব তু ॥৪

তং প্রত্যেবেতি সূক্তেন বোধয়েৎ কমলাপতিম্।

বনস্পতেতি সূক্তেন তূর্য্যঘোষং নিনাদয়েৎ ॥৫

কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং বিষ্ণোরতোদেবেত্যনেন তু।

তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রাভ্যাং ত্রিঃ প্রণম্যাচরেত্ততঃ ॥৬

কৃতশৌচস্তথাচান্তো দন্তধাবনপূর্বকম্।

স্নানং কুর্য্যাদ্ বিধানেন ধাত্রী-শ্রীতুলসীযুতম্ ॥৭

নারায়ণানুবাকেন কৃত্বা তত্রাঘমর্ষণম্।

কৃতকৃত্যঃ শুচির্ভূত্বা তর্পয়িত্বা চ পূর্ববৎ ॥৮

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রদেহশ্চ পবিত্রকর এব চ।

প্রবিশ্য মন্দিরং বিষ্ণোঃ সম্মার্জন্যা বিশোধয়েৎ ॥৯

বাস্তোষ্পতেতি বৈ সূক্তং জপন্ সম্মার্জয়েদ্ গৃহম্

আগাব ইতি সূক্তেন গোময়েনানুলেপয়েৎ।

আনো ভদ্রেতি সূক্তেন রঙ্গবল্লিঞ্চ নিক্ষিপেৎ ॥১০

ততঃ কলশমাদায় জপন্ বৈ শাকুনীর্ঋচঃ।

গত্বা জলাশয়ং রম্যং নির্মলং শুচিপাণ্ডুরম্ ॥১১

ইমং মে গঙ্গেতি ঋচা জলং ভক্ত্যাঽভিমন্ত্রয়েৎ।

## অষ্টম অধ্যায়

### অনন্তর বিষ্ণুপূজাবিধি।

হারীত বলিলেন—হে রাজেন্দ্র! এখন সর্বশ্রেষ্ঠ শ্রীবিষ্ণুর পূজা-বিধি বলিতেছি। বসিষ্ঠ প্রভৃতি পুরাতন ঋষিগণ, ভৃগু প্রভৃতি বৈখানস (যতিগণ) ও সনকাদি যোগিগণ ইহা শ্রুতিবাক্য অনুসারে নির্ণয় করিয়াছেন। বেদবিধিতে শ্রদ্ধাশীল প্রাচীন বৈষ্ণবগণ পূর্বে যাহা আচরণ করিয়াছেন, হে রাজশ্রেষ্ঠ! শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় সেই সমস্ত বিধান তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।১-৩

ব্রাহ্মমুহূর্তে গাত্রোত্থানপূর্বক জলের দ্বারা যথাবিধি আচমন করত সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে হৃৎপদ্মে ধ্যান করিয়া অনন্যমনে মানস-পূজা করিবে।৪

"তং প্রত্যেবেতি" সূক্তমন্ত্র দ্বারা কমলাপতি শ্রীহরিকে শয্যা হইতে উঠাইবে। "বনস্পতি" সূক্ত দ্বারা বাদ্যাদি যন্ত্রের উচ্চ ধ্বনি করিবে।৫

"অতো দেব" ইত্যাদি সূক্তমন্ত্র দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিবে। পরে "তদ্ বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় দ্বারা তিনবার প্রণাম করত শৌচাদি ক্রিয়া করিবে। শৌচ সমাপ্ত করিয়া আচমনান্তে দন্তধাবন করত যথাবিধি আমলকী ও তুলসীসংযুক্ত জলের দ্বারা স্নান করিবে।৬-৭

নারায়ণের অনুবাক (বেদের কতিপয় শ্লোক) দ্বারা অঘমর্ষণ করত কৃতার্থ হইয়া পবিত্রমনে পূর্ববৎ দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে।৮

পরে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র (তিলক) ধারণ করত কুশহস্তে শ্রীবিষ্ণুর মন্দিরে প্রবেশ করত সম্মার্জ্জনী (ঝাঁটা) দ্বারা মন্দির বিশোধিত করিবে অর্থাৎ ঝাঁট্ দিবে।৯

"বাস্তোষ্পতেতি" সূক্ত দ্বারা গৃহ সম্মার্জিত করিবে (ঝাঁট্ দিয়া ময়লা-শূন্য করিবে)। পরে "আগাব" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা গোময়লিপ্ত করিবে। "আনোভদ্রেতি" সূক্ত দ্বারা হরিদ্রাদি রঙে গৃহ চিত্রিত করিবে।১০

তারপর কলস নিয়া জল আনিবার জন্য "শাকুনি" মন্ত্র পড়িতে পড়িতে পবিত্র, নির্ম্মল, মনোহর ও শুভ্রবর্ণ জলাশয়ে যাইবে।১১

পরে শ্রদ্ধাসহকারে "ইমং মে গঙ্গেতি" বেদমন্ত্র দ্বারা

আপো অস্মানিতি ঋচা কলসং ক্ষালয়েদ্ দ্বিজঃ ॥১২
সমুদ্রজ্যেষ্ঠমন্ত্রেণ গৃহ্লীয়াৎপ্রযতো জলম্ ।
উতস্মৈনং বস্তুভিরিতি বস্ত্রেণাছাদ্য বৈষ্ণবঃ ॥১৩
প্রসম্রাজেতি সূক্তং বৈ জপন্ সম্প্রবিশেদ্ গৃহম্ ।
ধান্যোপরি তথা কুম্ভং ন্যসেদ্দক্ষিণতো হরেঃ ॥১৪
ইমং মে বরুণেত্যৃচা মঙ্গলদ্রব্যসংযুতম্ ।
অঞ্জন্তি মিত্রত্বেতি সূক্তেন কুর্য্যাৎ পুষ্পস্য সঞ্চয়ম্ ॥১৫
অর্বাঞ্চি সুভগে দ্বাভ্যাং গন্ধাংশ্চ পেষয়েত্তথা ।
বাগ্‌যতঃ প্রযতো ভূত্বা শ্রীসূক্তেনৈব বৈষ্ণবঃ ॥
বিশ্বানিন ইতি ঋচা দীপং দদ্যাৎ সুদীপিতম্ ॥১৬
তত্তৎপাত্রেষু সলিলং দত্ত্বা গন্ধাংস্তু নিক্ষিপেৎ ।
শন্নো দেব্যা চ সলিলং গায়ত্র্যা চ কুশাংস্তথা ॥১৭
আয়নেতি চ পুষ্পাণি যবোঽসীতি ঋচাঽক্ষতান্ ।
গন্ধদ্বারেতি বৈ গন্ধানোষধ্যা তিল-সর্ষপান্ ॥১৮

কাণ্ডাৎ কাণ্ডেতি দূর্বাগ্রান্ সহিরণ্যেতি রত্নকম্ ।
হিরণ্যরূপেতি ঋচা হিরণ্যং নিক্ষিপেত্তথা ॥১৯
এবং দ্রব্যাণি নিক্ষিপ্য তুলস্যা চ সমর্পয়েৎ ।
সবিতুশ্চেত্যাদি ঋচা দদ্যাদর্ঘ্যোদকং হরেঃ ॥২০
শ্রিয়েতি পাদেতি ঋচা দদ্যাৎ পাদজলং তথা ।
ভদ্রন্তে হস্তেত্যনেন হস্তপ্রক্ষালনং চরেৎ ॥২১
বয়ঃ সুপর্ণেতি ঋচা মুখসম্মার্জনং তথা ।
আপো অস্মানিতি ঋচা বক্ত্রগণ্ডূষমেব চ ॥২২
হিরণ্যদন্তেত্যনেন দন্তকাষ্ঠং নিবেদয়েৎ ।
বৃহস্পতে প্রথমেতি জিহ্বালেখনমেব চ ॥২৩
আপয়িত্বা উ ভেষজীরিতি গণ্ডূষমাচরেৎ ।
আপো হি ষ্ঠা ইত্যনেন কুর্য্যাদাচমনীয়কম্ ॥২৪
মূর্দ্ধামব ইত্যনেন তৈলাভ্যঙ্গং সমাচরেৎ ।
মূর্দ্ধানন্দীব ইত্যনেন গন্ধান্ কেশেষু লেপয়েৎ ॥২৫

জল অভিমন্ত্রিত করিবে। "আপো অস্মান্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কলস প্রক্ষালন করিবে।১২

অনন্তর প্রযত হইয়া "সমুদ্র জ্যেষ্ঠ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল গ্রহণ করিবে। "উতস্মৈনং বস্তুভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্র দ্বারা ঐ জল আচ্ছাদিত করিবে।১৩

পরে "প্রসম্রাজং" ইত্যাদি সূক্ত পড়িতে পড়িতে গৃহে প্রবেশ করিবে। শ্রীহরির দক্ষিণভাগে ধান্যোপরি ঐ জলকুম্ভ সংস্থাপিত করিবে।১৪

"ইমং মে বরুণ" ইত্যাদি বেদমন্ত্র দ্বারা মঙ্গলদ্রব্য সংযুক্তভাবে "অঞ্জন্তি ত্বেতি" সূক্তমন্ত্র জপ করিতে করিতে পুষ্পচয়ন করিবে।১৫

"অর্ব্বাঞ্চি সুভগে" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি পাঠ করিয়া চন্দনঘর্ষণ করিবে এবং বাক্‌সংযমপূর্বক শুদ্ধমনে শ্রীসূক্তমন্ত্রসমূহ এবং "বিশ্বানি ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রদীপ প্রজ্জ্বালিত করিয়া দিবে।১৬

সেই সেই পাত্রে জল দিয়া তাহাতে ঘর্ষিত চন্দন সংস্থাপিত করিবে। "শন্নো দেব্যা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জল এবং গায়ত্রী দ্বারা কুশ দিবে।১৭

"আয়ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুষ্প "যবোঽসীত্যাদি" মন্ত্র দ্বারা অক্ষত দিবে। "গন্ধদ্বারা" ইত্যাদি মন্ত্রে চন্দন এবং "নৌষধি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তিল ও সর্ষপ দিবে।১৮

"কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দূর্বাগ্র ও "সহিরণ্য" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রত্ন দিবে। "হিরণ্যরূপা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তাহাতে সুবর্ণখণ্ড নিক্ষেপ করিবে। এইরূপে অর্ঘ্যোক্ত সমস্ত দ্রব্য একটি পাত্রে নিক্ষেপ করত তুলসী দ্বারা উহা নিবেদন করিবে। "সবিতুশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে অর্ঘ্য ও জল দান করিবে।১৯-২০

"শ্রিয়া" ইত্যাদি ও "পাদ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা পাদ্যজল দিবে। "ভদ্রন্তে হস্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন করিবে।২১

"বয়ঃ সুপর্ণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখসম্মার্জ্জন করিবে। "আপোঽস্মান্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখগণ্ডূষ দিবে।২২

"হিরণ্যদন্ত" ইত্যাদি মন্ত্রে দন্তকাষ্ঠ নিবেদন করিবে। "বৃহস্পতে প্রথম" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা জিহ্বা-লেখন অর্থাৎ জিভছোলা দান করিবে।২৩

তদ্বিয়স্তস্থৌ কেশবন্তে কেশান্ বৈ ক্ষালয়েৎ পুনঃ।
শ্রিয়ে পৃশ্ন ইতি ঋচা তদ্বর্চোদ্বর্তনাদিকম্ ॥২৬
আপোয়স্বঃ প্রথমমিতি সূক্তেনাভ্যঙ্গসূচনম্।
কৃত্বাঽদঃ স্নাপয়েৎ সূক্তৈর্বৈষ্ণবৈর্গন্ধবারিণা ॥২৭
ততঃ পঞ্চামৃতৈর্গ ব্যৈঃ স্নাপয়েত্তৎপ্রকাশকৈঃ।
আপ্যায়স্বেত্যৃচা ক্ষীরং দধি-ক্রাবেন্তি বৈ দধি ॥২৮
ঘৃতমামিক্ষেতি ঘৃতং মধুবাতেতি বৈ মধু।
তত্তে বয়ং যথা গোভিরিত্যৃচেক্ষুরসং শুভম্ ॥২৯
এভিঃ পঞ্চামৃতৈঃ স্নাপ্য চন্দনঞ্চ নিবেদয়েৎ।
শ্রীসূক্ত-পুরুষসূক্তাভ্যাং পুনঃ সংস্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥৩০
বনস্পতেতি সূক্তেন কুর্য্যাদ্ ঘোষসমন্বিতম্।
শ্রিয়ে জাত ইতি ঋচা দদ্যান্নীরাজনং ততঃ ॥৩১
যুবা সুবাসেতি ঋচা বস্ত্রেণাঙ্গং প্রমার্জয়েৎ।
প্রসেনানেতি মন্ত্রেণ বস্ত্রং সংবেষ্টয়েত্ততঃ ॥৩২
যুবং বস্ত্রাণিতি ঋচা উত্তরীয়ং তথৈব চ।
সর্বত্রাচমনং দদ্যাচ্ছন্নো দেবীত্যৃচা চ তু ॥৩৩
উপবীতং ততো দদ্যাদ্ ব্রাহ্মণানিতি বৈ ঋচা।
ঋতস্য তন্তুবিততে দদ্যাৎ কুশপবিত্রকম্ ॥৩৪
পশ্চাদাচমনং দদ্যাদ্ ভূষণৈর্ভূষয়েদ্ধরিম্।
বিশ্বাজিৎসূক্তেন দদ্যাদ্ ভূষণানি শুভানি বৈ ॥৩৫
হিরণ্যকেশেতি ঋচা কেশান্ সংশোধয়েত্তথা।
সুপুষ্পৈঃ কবরীং দদ্যাদ্ বিহিসোতেত্যনেন বৈ ॥৩৬
কৃপায়মিন্দ্র তে রথ ইত্যৃচা তিলকং শুভম্।
গন্ধঞ্চ লেপয়েদ্ গাত্রে গন্ধদ্বারেতি বৈ ঋচা ॥৩৭

"আপয়িত্বা উ ভেষজী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গণ্ডূষ দিবে। "আপো হিষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় দান করিবে।২৪

"মূর্দ্ধামব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা তৈলভ্রক্ষণের জন্য তৈল দান করিবে। "মূর্দ্ধানন্দীব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশসমূহে লেপনার্থ গন্ধ দান করিবে।২৫

"তদ্বিয়স্তস্থৌ কেশবন্তে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশ-প্রক্ষালনার্থ জল দিবে। "শ্রিয়ে পৃশ্ন" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "তদ্‌বর্চ্চো" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উদ্বর্ত্তনাদি (গাত্র লেপনার্থ তৈল-হরিদ্রাদি) দান করিবে।২৬

"আপোযস্বঃ প্রথমম্" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা অভ্যঙ্গের অর্থাৎ তৈলমর্দ্দনের ব্যবস্থা করিবে। এই সমস্ত (পূর্বোক্ত) ক্রিয়াগুলি সমাপ্ত করিয়া বিষ্ণুসূক্তসমূহ দ্বারা সুগন্ধ জলে স্নান করাইবে। তারপর পঞ্চামৃত ও পঞ্চগব্য দ্বারা বিষ্ণুমন্ত্রসমূহে তাঁহাকে স্নান করাইবে। "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ, "দধিক্রাবন্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দধি, "ঘৃতমামিক্ষা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃত, "মধুবাতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধু ও "তত্তে বয়ং যথা গোভি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পবিত্র ইক্ষুরস দান করিবে।২৭-২৯

এই সমস্ত মিলিত পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া শ্রীসূক্ত ও পুরুষসূক্ত দ্বারা চন্দন নিবেদন করত পুনরায় শ্রীহরিকে পূজাপীঠে সংস্থাপিত করিবে। "বনস্পতেতি" সূক্তমন্ত্র দিয়া বাদ্যাদি সহকারে "শ্রিয়ে জাতঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক নীরাজন করিবে। "যুবা সুবাসা" ইত্যাদি মন্ত্রে বস্ত্র দিয়া অঙ্গমার্জ্জন করিবে। "প্রসেনানেতি" মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র দ্বারা সংবেষ্টন করিবে।৩০-৩২

"যুবং বস্ত্রাণি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র ও উত্তরীয় দান করিবে। বস্ত্রাদি দানের পর "শন্নো দেবী" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সর্বত্র আচমন দান করিবে।৩৩

"ব্রাহ্মণান্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উপবীত দান করিবে। পরে "ঋতস্য তন্তুবিততে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশ নির্ম্মিত পবিত্র দিবে।৩৪

পরে আচমনীয় দান করিবে এবং নানা ভূষণ দ্বারা শ্রীহরিকে বিভূষিত করিবে। "বিশ্বজিৎ" সূক্ত দ্বারা নানা সুশোভন ভূষণ দান করিবে।৩৫

"হিরণ্যকেশ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেশ শুষ্ক করিবে। সুন্দর সুন্দর পুষ্পসমূহ দ্বারা "বিহিসীত" ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে কবরী (খোপা) নির্ম্মাণ করিয়া দিবে।৩৬

"কৃপায়মিন্দ্র তে রথ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শুভ তিলক দান করিবে। "গন্ধদ্বারা" ইত্যাদি মন্ত্রে গাত্রে গন্ধ বিলেপন করিয়া দিবে।৩৭

ত্রাতারমিন্দ্র ইতৃচ্যা পুষ্পমালাং সমর্পয়েৎ।
চক্ষুষঃ পিতেতি ঋচা চক্ষুষোরঞ্জনং শুভম্ ॥৩৮
সহস্রশীর্ষেতি ঋচা কিরীটং শিরসি ক্ষিপেৎ।
ঋক্‌সামাভ্যামিতি শ্রোত্রে কুণ্ডলে মা করেঽর্পয়েৎ॥৩৯
দমুনসৌ অপস ইতি কেয়ূরাদিবিভূষণম্।
অশ্বেতি যস্যেতি ঋচা হারাণি বিমলানি চ ॥৪০
হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যামিতৃচা চাঙ্গুলিয়কম্।
অস্য ত্রিপূর্ণমধুনা সূর্য্যাকে বিন্যসেচ্ছুভে ॥৪১
ইদন্ত্বদুত্তর ইতি কটিসূত্রং সুরোচিষম্।
স্বস্তিদা বিশস্পতিরিত্যায়ুধানি সমর্পয়েৎ ॥৪২
ত্যৌর্নয় ইন্দ্রেতি দদ্যাচ্ছত্রং সুবিমলং তথা।
সোমঃ পবর্ততেত্যৃচা চামরং হৈমমুত্তমম্ ॥৪৩
সোমাপূষণেত্যৃচা তালবৃন্তৌ সবর্চসৌ।
রূপং রূপমিতি ঋচা দদ্যাদাদর্শনং শুভম্ ॥৪৪
ইন্দ্রমেব ধীষণেতি ঋচাসনে বিনিবেশয়েৎ।
ইহৈবাস্তমেতি ঋচা দদ্যাচ্চ কুশবিষ্টরম্ ॥৪৫
আপ্‌স্বন্তরিতি ঋচা পাদ্যং দদ্যাচ্চ ভক্তিতঃ।
গৌরীর্মিমায় সূক্তেন অর্ঘ্যং হস্তে নিবেদয়েৎ ॥৪৬
নতমংহো ন দুরিতমিত্যাচমনং সমর্পয়েৎ।
পিবাসোমমিত্যনেন মধুপর্কঞ্চ প্রাশয়েৎ ॥৪৭
অপ্‌স্বগ্নে সধিষ্টয়েতি পুনরাচমনং চরেৎ।
অর্চন্তস্ত্বাহবামহেত্যক্ষতৈরর্চয়েচ্ছুভৈঃ ॥৪৮
তণ্ডুলাঃ সহরিদ্রাস্তু অক্ষতা ইতি কীর্তিতাঃ।
বিষ্ণোর্নুকমিতি সূক্তেন ধূপং দদ্যাদ্ ঘৃতান্বিতম্ ॥৪৯
ভাবামিতেতি সূক্তেন দীপান্নীরাজয়েচ্ছুভান্।
ইদন্তে পাত্রমিতি চ ভাজনং বিন্যসেচ্ছুভম্ ॥৫০
তস্মা অরং গমাম বেতি পাত্রপ্রক্ষালনং চরেৎ।
অস্মিন্ পদে পরমেতচ্ছিবাংসমিতি
গবাজ্যেনাভিপূরয়েৎ।

"ত্রাতারমিন্দ্র" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পুষ্পমাল্য দান করিবে। "চক্ষুষঃ পিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা চক্ষুতে কজ্জল দান করিবে।৩৮

"সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তকে কিরীট পরিধান করাইবে। ঋক্ ও সামমন্ত্র দ্বারা হস্তে না দিয়া শ্রবণে কুণ্ডল দান করিবে।৩৯

"দমুনসৌ অপস" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কেয়ূরাদি ভূষণ দান করিবে। "আশ্বেতে যস্য" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নির্ম্মল হার দিবে।৪০

"হস্তাভ্যাং দশশাখাভ্যাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক দান করিবে। "অস্য ত্রিপূর্ণমধুনা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গুলীতে অঙ্গুরীয়ক সংস্থাপিত করিয়া দিবে।৪১

"ইন্দ্রস্ত্বদুত্তর" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সুন্দর উজ্জ্বল কটিসূত্র দান করিবে। "স্বস্তিদা বিশস্পতি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধসকল দান করিবে।৪২

"ত্যৌর্নয় ইন্দ্র" ইত্যাদি মন্ত্রে সুনির্ম্মল ছত্র দান করিবে। "সোমঃ পবতে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্বর্ণময় উত্তম চামর দান করিবে।৪৩

"সোমাপূষণ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সুন্দর সুশোভিত তালবৃন্ত অর্থাৎ তালপাতার পাখা দান করিবে। "রূপং রূপং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শুভ আদর্শ (দর্পণ) দান করিবে।

"ইন্দ্রমেব ধীষণা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আসনে সংস্থাপিত করিবে। "ইহৈবাস্তমেতি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা কুশের আসন দান করিবে।৪২-৪৫

"আপ্‌স্বন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক পাদ্যজল দান করিবে। "গৌরীর্মিমায়" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে।৪৬

"নতমংহো ন দুরিতং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় জল দিবে। "পিবাসোমং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মধুপর্ক ভোজন করাইবে।৪৭

"অপ্‌স্বগ্নে সধিষ্টয়া" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা পুনরাচমনীয় দান করিবে। "অর্চন্তস্ত্বাহবামহে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অক্ষত দিয়া পূজা করিবে।৪৮

হরিদ্রাযুক্ত তণ্ডুলই অক্ষত বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। "বিষ্ণোর্নুকং" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ঘৃতসংযুক্ত ধূপ দান করিবে।৪৯

"ভাবামিত" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা দীপমালা দিয়া

পিতুং নুস্তোষমিতি সূক্তেন দদ্যাদন্নাদিকং হবিঃ ॥৫১
তদস্যানিকমিতি ঋচা সহিরণ্যং ঘৃতং তথা।
অস্মিন্ রায় বতয় ইতি দদ্যাদাপোশনে ঘৃতম্ ॥৫২
ততঃ প্রাণাদ্যাহুতয়ো হোতব্যাঃ পরমাত্মনি
অগ্নে বিবস্বদুষস ইতি পঞ্চভিশ্চ যথাক্রমম্ ॥৫৩
সমুদ্রা দূর্মীতি সূক্তেন ঘৃতধারাঃ সমাচরেৎ।
পরো মাত্রেতি সূক্তেন ভোজয়েৎ সশ্রিয়ং হরিম্ ॥৫৪
তুভ্যং হিন্বান ইত্যনেন বয়ঃ সর্বং নিবেদয়েৎ।
ইন্দ্র পীবেত্যনেন দদ্যাদাপোশনং পুনঃ ॥৫৫
প্রত আশ্বিনি পবমানেত্যৃচা হস্তপ্রক্ষালনং চরেৎ।
সরস্বতীং দেবয়ন্ত ইতি তিসৃভির্গণ্ডূষমেব চ ॥৫৬
বৃষ্টিং দিবীশঃ তদ্ধারেতি দদ্যাদাচমনং ততঃ।
শিশুং জিজ্ঞাগ্নিনমিতি ঋচা মুখ-হস্তৌ চ মার্জয়েৎ ॥৫৭
দক্ষিণাবতামিতি ঋচা দদ্যাত্তাম্বূলমুত্তমম্।
স্বাদুঃ পবস্বেতি ঋচা দদ্যাদাচমনং পুনঃ।
আহয়ং গৌরিতি সূক্তাভ্যাং দদ্যাৎ পুষ্পাঞ্জলিং ততঃ ॥৫৮
দীপৈর্নীরাজয়েৎ পশ্চাদ্ ঘৃতসূক্তেন বৈষ্ণবঃ।
যত ইন্দ্রেত্যাদি ষড়্ভির্দিক্ষু রক্ষাং প্রদাপয়েৎ ॥৫৯
যজ্ঞো দেবানামিতি সূক্তেন উপস্থানজপং চরেৎ।
তদ্বিষ্ণোরিতি চ দ্বাভ্যাং প্রণমেচ্চৈব ভক্তিতঃ ॥৬০
গৌরীমিমায়েতি ঋচা দদ্যাদাচমনং ততঃ।
সহস্রনামভিঃ স্তুত্বা পশ্চাদ্ধোমং সমাচরেৎ ॥৬১
প্রাতরৌপাসনং হুত্বা তস্মিন্নগ্নৌ জনার্দনম্।
ধ্যাত্বা সংপূজ্য জুহুয়াদ্ বৈষ্ণবৈঃ প্রত্যৃচং হবিঃ ॥৬২

নীরাজন করিবে। "ইদন্তে পাত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দেবতাকে তৈজসপাত্র দান করিবে।৫০

"তস্মা অরং গমাম বো" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা পাদ প্রক্ষালন করাইলে "অস্মিন্ পদে পরং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গব্য ঘৃত দ্বারা পূর্ণ করিয়া "পিতুং নস্তোষ" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা অন্নাদি হব্য প্রদান করিবে।৫১

"তদস্যানিকম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সুবর্ণ সহিত ঘৃত দান করিবে। "তস্মিন্ রায়বতয়" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ভোজনের পূর্ববর্ত্তী জলাস্তরণ ও ঘৃত দান করিবে।৫২

তারপর পরমাত্মাতে প্রাণাদি পঞ্চাহুতি দান করিবে। 'অগ্নে বিবস্বদুষসঃ' ইত্যাদি পাঁচটি মন্ত্রে যথাক্রমে প্রাণাদি পঞ্চককে আহুতি দিতে হইবে।৫৩

"সমুদ্রা দূর্ম্মী" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা ঘৃতধারা দান করিবে। "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা সলক্ষ্মী শ্রীহরিকে ভোজন করাইবে।৫৪

"তুভ্যং হিন্বান" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা সমস্ত দ্রব্য নিবেদন করিবে। "ইন্দ্র পীব" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা পুনরায় আপোশন ( ভোজনান্তে পিধানাস্তরণ ) দান করিবে।৫৫

"প্রত আশ্বিনি পবমান" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হস্ত প্রক্ষালন দিবে। "সরস্বতীং দেবয়ন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গণ্ডূষ দান করিবে।৫৬

"বৃষ্টিং দিবীশঃ তদ্ধারা" ইত্যাদি দ্বারা আচমনীয় দিবে। "শিশুং জিজ্ঞাগ্নিনম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মুখ ও হস্তদ্বয় মার্জ্জন করাইবে।৫৭

"দক্ষিণাবতাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা উত্তম তাম্বুল দিবে। "স্বাদুঃ পবস্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় দিবে। "আহয়ং গৌঃ" ইত্যাদি সূক্তদ্বয় দ্বারা পুষ্পাঞ্জলি দিবে।৫৮

পরে বৈষ্ণববর ঘৃতসূক্ত দ্বারা দীপমালা দিয়া নারাজন করিবে। "যত ইন্দ্র" ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্র দ্বারা চতুর্দ্দিকে রক্ষা প্রদান করিবে।৫৯

"যজ্ঞো দেবানাম্" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা উপস্থান জপ অনুষ্ঠান করিবে। পরে "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি দুইটি মন্ত্র দ্বারা ভক্তিপূর্বক প্রণাম করিবে।৬০

"গৌরীর্মিমায়" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা আচমনীয় দিবে। পরে সহস্র নাম দ্বারা স্তব করিয়া হোমকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।৬১

প্রাতঃকালীন উপাসনা-কালে হোম করিয়া সেই অগ্নিতে ভগবান্ জনার্দ্দনকে ধ্যান ও পূজা করিয়া প্রতি-মন্ত্রে বৈষ্ণবগণ ঘৃতাহুতি দিবে।৬২

শ্রী-ভূসূক্তাভ্যামপি চ হুত্বা ঘৃতযুতং হবিঃ।
যাভিঃ সোমো মোদতেত্যনেন মাতৃভ্যাং
জুহুয়াদ্ধবিঃ ॥৬৩
কিংস্বিদ্বনমিতি ঋচা অন্নং তং জুহুয়াদ্ধবিঃ।
সুপর্ণং বিপ্রা ইতি ঋচা সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥৬৪
চমূষচ্ছ্যেন ইতি চ সেনেশায়াপি হূয়তাম্।
পবিত্রন্ত ইতি দ্বাভ্যাঞ্চক্রায়ামিততেজসে ॥৬৫
স্বাদুষং স ইতি ঋচা হেতিভ্যো জুহুয়াদ্ধবিঃ।
ইন্দ্রশ্রেষ্ঠানিতীন্দ্রায় অগ্নিমূর্ধেতি পাবকম্ ॥৬৬
যমায় সোমেতি যমং নৈঋ্‌র্তং মোষুণেত্যৃচা।
যচ্চিদ্ধিতেতি বরুণং বায়বায়াহীতি মারুতম্ ॥
দ্রবিণোদা দদাতু নাদ্রবিণাগ্যাশামেব চ ॥৬৭
ত্র্যম্বকমিত্যৃচা রুদ্রমানঃ প্রজাং প্রজাপতিম্।
যজ্ঞেনেত্যৃচা সাধ্যেভ্যো মরুতো যদ্ধবেতি চ ॥৬৮

যো নঃ সপত্নেতি ঋচা বসু-রুদ্রেভ্য এব চ।
বিশ্বেদেবাশ্চ তিসৃভির্যে দেবা স ঋচা তথা ॥৬৯
সর্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো জুহুয়াদন্নমুত্তমম্।
নাসত্যাভ্যামিতি ঋচা অশ্বি-চ্ছন্দোভ্য এব চ ॥৭০
সোমা পূষেণেতি ঋচা সূর্য্যাচন্দ্রমসোস্তথা।
সংমিদ্যুদবসূক্তেন বৈষ্ণবেভ্যস্তথা পুনঃ ॥৭১
ততঃ স্বিষ্টকৃতং হুত্বাভুক্তেভ্যশ্চ বলিং ক্ষিপেৎ।
নমো মহদ্‌ভ্য ইত্যৃচা বলিং ভুবি বিনিক্ষিপেৎ ॥৭২
আচম্য বারিণা পশ্চান্মন্ত্রযাগং সমাচরেৎ।
এতচ্ছ্রৌতং নৃপশ্রেষ্ঠ! মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতম্ ॥৭৩
সম্যগুক্তং ময়া তেঽদ্য নিশ্চিতং মতমুত্তমম্।
এতৎপ্রিয়তমং বিষ্ণোঃ শ্রিয়ো নাথস্য সর্বদা ॥৭৪

শ্রীসূক্ত ও ভূসূক্ত দ্বারা ঘৃতসংযুক্ত হবনীয় দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া "যাভিঃ সোমো মোদত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ এই দ্বিবিধ মাতৃকাবর্ণের দ্বারা হোম করিবে। "কিং স্বিৎ বনম্" ইত্যাদি মন্ত্রে সেই অন্ন-যুক্ত হবি দ্বারা হোম করিবে। "সুপর্ণ বিপ্রা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মহাত্মা গরুড়কে এবং "চমূষচ্ছ্যেন" এই মন্ত্র দ্বারা সেনেশকে হোম করিবে। "পবিত্রন্ত" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা অপরিমিত তেজঃসম্পন্ন সুদর্শন চক্রের উদ্দেশ্যে আহুতি দিবে।৬৩-৬৫

"স্বাদুষং স" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অন্য অস্ত্রসমূহকে আহুতি দান করিবে। "ইন্দ্রশ্রেষ্ঠান্" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং "অগ্নিমূর্দ্ধা" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিদেবের উদ্দেশ্যে হোম করিবে।৬৬

"যমায় সোমেতি" মন্ত্র দ্বারা যমকে এবং "মোষুণা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা নৈঋ্‌র্তকে হোম প্রদান করিবে। "যচ্চিদ্ধিতা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বরুণকে এবং "বায়বায়াহি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বায়ুকে হোম প্রদান করিবে। "দ্রবিণোদা দদাতু, নাদ্রবিণাদি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দিক্ সমূহের উদ্দেশ্যে হোম করিবে।৬৭

"ত্র্যম্বক" মন্ত্রে রুদ্রের এবং "আনঃ প্রজাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা প্রজাপতির উদ্দেশ্যে হোম করিবে। "যজ্ঞেন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সাধ্যগণকে এবং "যদ্ধবা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা মরুদ্‌গণকে হোম প্রদান করিবে।৬৮

"যো নঃ সপত্ন" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বসু ও রুদ্রগণের উদ্দেশ্যে হোম করিবে। "বিশ্বে দেবাঃ স চ" ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র দ্বারা এবং "যে দেবা স" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সমস্ত দেবগণের উদ্দেশ্যে উত্তম অন্ন আহুতি দিবে। "নাসত্যাভ্যাম্" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অশ্বি ও ছন্দোগণকে আহুতি প্রদান করিবে।৬৯-৭০

"সোম পূষা" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা সূর্য্য ও চন্দ্রকে আহুতি দিবে। "সংসমিদ্যুদব" সূক্ত দ্বারা বৈষ্ণবগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিবে। তারপর "স্বিষ্টিকৃৎ" হোম করিয়া অভুক্ত প্রাণিদিগের উদ্দেশ্যে বলি (খাদ্যদ্রব্য) নিক্ষেপ করিবে। "নমো মরুদ্‌ভ্যঃ" এই মন্ত্র দ্বারা [ভূমি]তে বলি (খাদ্যদ্রব্য) নিক্ষেপ করিবে।৭১-৭২

পরে জলের দ্বারা আচমন করিয়া মন্ত্রযাগের অনুষ্ঠান করিবে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! মুনিগণ কর্তৃক ইহাই শ্রুত্যুক্ত বিধিরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।৭৩

শ্রৌতেনৈব হরিং দেবমর্চয়ন্তি মনীষিণঃ।
শ্রৌত-স্মার্ত্তাগমৈর্বিষ্ণোস্ত্রিবিধং পূজনং স্মৃতম্ ॥৭৫
এতচ্ছ্রৌতং ততঃ স্মার্তং পৌরুষেণ চ যৎ স্মৃতম্।
মন্ত্রৈরষ্টাক্ষরাদ্যৈস্তু তদ্দিব্যাগম মুচ্যতে ॥৭৬
শ্রৌতমেব বিশিষ্টং স্যাত্তেষাং নৃপবরোত্তম।
শ্রৌতমেব তথা বিপ্রাঃ প্রকুর্বন্তি জনার্দনে ॥৭৭
যজন্তি কেচিত্রিতয়ৈস্ত্রিসন্ধ্যাসু চ দেশিকাঃ।
যজন্তি কেচিত্রিতয়ন্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭৮
শুশ্রূষা চ তথা নামকীর্তনং শূদ্রজন্মনঃ।
অপি বা পরমেকান্তি বালকৃষ্ণপুর্হরিম্ ॥৭৯
স্ত্রীণামপ্যর্চনীয়ঃ স্যাৎ স্ববর্ণস্যানুরূপতঃ।
মন্ত্ররত্নেন বৈ পূজ্যো হিত্বা শ্রৌতং বিধানতঃ ॥৮০
এবমভ্যর্চ্চনং বিষ্ণোর্মুনিভিঃ সম্প্রকীর্তিতম্।
শ্রৌত-স্মার্তাগমোক্তাশ্চ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥৮১
প্রায়শ্চিত্তমকৃত্যানাং দণ্ডমপ্যাততায়িনাম্।
অধুনা সম্প্রবক্ষ্যামি বৃত্তিমৈকান্তিলক্ষণাম্ ॥৮২
নারীণামপি কর্তব্যা অহন্যহনি শাশ্বতী।
উত্থায় পশ্চিমে যামে ভর্ত্তুঃ পূর্বমতন্দ্রিতাঃ ॥৮৩
কৃত্বা শৌচং বিধানেন দন্তধাবনমাচরেৎ।
কৃত্বাঽথ মঙ্গলস্নানং ধৃত্বা শুক্লাম্বরং তথা ॥৮৪
আচম্য ধারয়েদূর্ধ্বপুণ্ড্রং শুভ্রং মৃদৈব তু।
চন্দনেনাপি কস্তূর্য্যাঃ কুঙ্কুমেনাপি বাঽসতি ॥৮৫
জপ্ত্বা মন্ত্রং গুরুং পশ্চাদভিনন্দ্য চ বৈষ্ণবান্।
নমস্কৃত্বা জগন্নাথং জপ্ত্বা চ শরণাগতিম্ ॥৮৬
আত্মানং সমলঙ্কৃত্য চিন্তয়েন্মধুসূদনম্।
গৃহভাণ্ডাদিকং সর্বং বাগ্যতা নিয়তেন্দ্রিয়াঃ ॥৮৭

---

আমি আজ তোমাকে সুনিশ্চিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ বিধিগুলি যথাযথ বলিলাম। ইহা সর্বদা লক্ষ্মীপতি শ্রীবিষ্ণুর অত্যধিক প্রিয়তম বলিয়া জানিবে।৭৪

মনীষিগণ শ্রুত্যুক্ত বিধি অনুসারেই পরম দেব শ্রীহরির পূজা করিয়া থাকেন। শ্রীবিষ্ণুর পূজা শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্র এই ত্রিবিধশাস্ত্রসম্মত জানিবে।৭৫

মদুক্ত বিধিসমূহ শ্রুত্যুক্ত বিধি। তারপর পুরুষাকার দ্বারা যাহা সাধ্য তাহাই স্মৃত্যুক্ত বিধি। অষ্টাক্ষরাদি মন্ত্র দ্বারা যে পূজা সাধ্য, তাহাই দিব্যাগম বিধি—ইহা কথিত আছে। হে রাজশ্রেষ্ঠ! এই বিধিসমূহের মধ্যে শ্রুত্যুক্ত বিধিই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণগণ শ্রৌত বিধি অনুসারেই জনার্দ্দনের পূজাদি করিয়া থাকেন।৭৬-৭৭

কোনও কোনও উপদেশক গুরুগণ তিনসন্ধ্যায় ত্রিবিধ বিধি অনুসারেই পূজা করেন। আর কোনও কোনও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রিবর্ণের দ্বিজগণও ত্রিবিধ-বিধিকথিত পূজাই করিয়া থাকেন।৭৮

শূদ্রকুলোৎপন্ন লোকেরা ত্রিবর্ণের শুশ্রূষা ও নাম-কীর্ত্তনই করিবে কিংবা তাঁহারা ঐকান্তিক ভাবে বালকৃষ্ণ-শরীরধারী শ্রীহরিকে পূজা করিতে পারে।৭৯

স্ত্রীলোকেরাও নিজ নিজ বর্ণবিহিত দেবপূজা করিবে। শ্রুত্যুক্ত বিধি পরিত্যাগ করত তাহারা যে কোনও পূর্বোক্ত মন্ত্ররত্ন দ্বারা দেবপূজা করিতে পারিবে। মুনিগণ শ্রীবিষ্ণুর পূজাবিধি এইরূপই কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও তন্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াগুলি মদুক্ত বিধি অনুসারেই অনুষ্ঠান করিবে।৮০-৮১

অকৃতপ্রায়শ্চিত্ত আততায়িগণও দণ্ডনীয়। এখন একান্তভাবে সকলের ব্যবহার-বিধি বলিতেছি, শ্রবণ কর।৮২

প্রতিদিন নারীগণেরও এই নিত্যক্রিয়া কর্তব্য। তাহারা অনলসভাবে রাত্রির শেষপ্রহরে স্বামীর পূর্বে গাত্রোত্থান করত যথাবিধি শৌচক্রিয়া সমাপনপূর্বক দন্তধাবন করিবে। পরে পবিত্রজলে স্নান করত পবিত্র ধৌত শুক্ল বস্ত্র পরিধান করিবে, অনন্তর আচমন করত শুভ্রমৃত্তিকা দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে; তদভাবে চন্দন, কস্তুরী কিংবা কুঙ্কুম দ্বারাও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিতে পারে। পরে গুরুদত্ত মন্ত্র জপ করিবে। গুরুকে ও বৈষ্ণবগণকে অভিবাদন করিবে। শ্রীশ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিবে। পরে শরণাগতি মন্ত্র পাঠ করিবে।৮৩-৮৬

নিজেকে সজ্জিত ও সুশোভিত করিয়া শ্রীমধুসূদনের

সংশোধয়েৎ প্রতিদিনং যজ্ঞতার্থং পরমাত্মনঃ।
মার্জয়িত্বা গৃহং পশ্চাদ্ গোময়েনানুলিপ্য চ ॥৮৮
রঙ্গবল্ল্যাদিভিঃ পশ্চাদলঙ্কৃত্য সমন্ততঃ।
চতুর্বিধানাং ভাণ্ডানাং ক্ষালনন্তু সমাচরেৎ ॥৮৯
পাচকানি বহিষ্ঠানি জলস্থানয়নানি চ।
স্থাপনানি জলার্থং বা চতুর্বিধমুদাহৃতম্ ॥৯০
পৃথক্ পৃথগুদঞ্চানি তেষু তেষ্বপি বিন্যসেৎ।
নান্যোন্যং সঙ্করং কুর্য্যাদ্ ভাণ্ডানাং সর্বকর্মসু ॥৯১
তানি তানি স্পৃশেৎ পাণিং প্রক্ষাল্যৈব পুনঃ পুনঃ।
সম্যক্ প্রক্ষাল্য ভাণ্ডানি দাহয়েদ্ যজ্ঞিয়ৈস্তৃণৈঃ ॥৯২
পুনঃ প্রক্ষাল্য সন্তপ্য পশ্চাৎ পচনমাচরেৎ।
রসভাণ্ডানি সর্বাণি ক্ষালয়েদুষ্ণবারিণা ॥৯৩

চিন্তা করিবে। পরে সংযতবাক্ হইয়া পরমাত্মা শ্রীহরির যজ্ঞসম্পাদনের জন্য সংযত ইন্দ্রিয়ে প্রতিদিন গৃহস্থিত ভাণ্ড প্রভৃতি পরিমার্জ্জনাদি দ্বারা বিশুদ্ধ রাখিবে। পরে গৃহ প্রমার্জ্জন করত গোময় দ্বারা অনুলিপ্ত করিয়া চারিদিকে নানাবর্ণের গুণ্ডিকাদি দ্বারা গৃহ অলঙ্কৃত করিবে এবং চতুর্বিধ কার্য্যোপযোগী ভাণ্ডসমূহ প্রক্ষালন করিবে।৮৭-৮৯

পাকক্রিয়া-যোগ্য পাত্র, যজ্ঞসাধনার্থ পাত্র, জল আনয়নের যোগ্য পাত্র ও জলের জন্য রক্ষণীয় পাত্র—এই চতুর্বিধ পাত্র বলিয়া কথিত আছে।৯০

পৃথক্ পৃথগ্ভাবে সেই সেই কার্য্যের ব্যবহার-যোগ্য পাত্রগুলিকে সেই সেই স্থানে সংরক্ষণ করিবে। ভিন্ন কার্য্যোপযোগী পাত্রকে অন্যস্থানে মিলিত করিয়া রাখিবে না। এইরূপভাবে সমস্ত কর্ম্মেই পাত্ররক্ষার ব্যবস্থা জানিবে। সেই সেই ভাণ্ড হস্তস্পৃষ্ট হইলেই পুনরায় প্রক্ষালনপূর্বক যজ্ঞীয় কাষ্ঠের অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করত শুদ্ধ করিবে।৯১-৯২

পুনরায় ভাণ্ড প্রক্ষালন করত পরে পাকক্রিয়া আরম্ভ করিবে। উষ্ণজলের দ্বারাই তিক্ত, স্বাদু প্রভৃতি রসময় দ্রব্যের পাত্রগুলিকে প্রক্ষালিত করিবে।৯৩

চতুর্ভিঃ পঞ্চভির্ধ্যাত্বা স্রুক্-স্রুবৌ ক্ষালয়েত্তদা।
বহির্ন নিষ্ক্রাময়ীত পাচকানি গৃহান্তিকাৎ ॥৯৪
তাভিরেব তু দত্বাত্তু ভুঞ্জীত হি কথঞ্চন।
দত্ত্বা পাত্রান্তরে দদ্যাৎ কাংস্যে বা মৃন্ময়েঽপি বা ॥৯৫
পুটে পর্ণময়ে বাঽপি দদ্যাদত্র তু বৈষ্ণবে।
স্রুবং দারুময়ং কাংস্যং কুর্বীতায়োময়ং ন তু ॥৯৬
ন দদ্যাদারনালস্য ঘটং তস্মিন্ মহাবনে।
আরনালস্য যৎ কুম্ভং ত্যজেন্মদ্যঘটং যথা ॥৯৭
আরনালং কারশাকং করঞ্জং তিলপিষ্টকম্।
লশুনং মূলকং শিগ্রুং ছত্রং কোশাতকীফলম্।
অলাবুঞ্চান্ত্রং শাকঞ্চ করনির্মথিতং দধি ॥৯৮
বিম্বং বিড্জঞ্চ নির্য্যাসং পীলুং শ্লেষ্মাতকং ফলম্।

স্রুক্, স্রুব ও দর্বী প্রভৃতিকে চারবার বা পাঁচবার অগ্নিসন্তপ্ত করিয়া প্রক্ষালিত করিবে। যিনি পাক করিবেন, তিনি গৃহমধ্য হইতে বাহিরে বহির্গত হইবেন না।৯৪

ঐরূপে বিশুদ্ধ দর্বী প্রভৃতি দ্বারা পরিবেশন করিবে, তারপর ভোজন করিবে। কাংস্য বা মৃন্ময়-পাত্রে ভোজন-জন্য অন্নাদি দিবে।৯৫

বৈষ্ণবদিগকে পত্রনির্ম্মিত পাত্রে অন্ন দিবে। স্রুব (হাতা) কাষ্ঠ বা কাংস্য দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, কখনও লৌহ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে না।৯৬

সেই যজ্ঞস্থানে বনে কাঁজির ঘট দিবে না। কাঁজির ঘট মদ্যঘটের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। আরনাল (কাঁজি), কারশাক (কালশাক), করঞ্জ (করমচা), তিলের পিষ্টক, লশুন, মূলা, সজিনা, শল্‌ফা (শাক), কোশাতকী (ঝিঙা), অলাবু (লাউ), শাক, হস্তমথিত দধি, তেলাকুচা ফল, পুরীষময়স্থানোৎপন্ন দ্রব্য ও তাহার রস, পীলু (তালের মাখি), শ্লেষ্মাতক ফল (চালতা), আরগ্বধ (সোন্দালু, সোনাল বলিয়া প্রসিদ্ধ), নির্গুণ্ডী (নিসিন্দা), কালিঙ্গ (তরমুজ), নালিকা (নাল), নারিকেরী শাক, সাদা বেগুন, উষ্ট্র, মেষ ও মানুষীর দুগ্ধ, মৃতবৎসা ধেনুর দুগ্ধ, যে ধেনুর প্রসবাশৌচ-দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই,

আরগ্বধঞ্চ নিগু'ণ্ডীং কালিঙ্গং নালিকাং তথা ॥৯৯

নালিকের্য্যাখ্যশাকঞ্চ শ্বেতবৃন্তাকমেব চ।
উষ্ট্রাবি-মানুষীক্ষীরমবৎসানির্দশাহগোঃ ॥১০০

এতান্যকামতঃ স্পৃষ্ট্বা সবাসা জলমাবিশেৎ।
মত্যা জগ্ধ্বা ব্রতং কুর্য্যাম্মৃর্জং জগ্ধ্বা পতেদধঃ ॥১০১

কেশানাং রঞ্জনার্থং বা ন স্পৃশেদারনালকম্।
চন্দনং ঘনসারং বা মকরন্দমথাপি বা ॥১০২

মাষ-মুদ্গাদিচূর্ণং বা তক্রং জাম্বীরমেব বা।
তিন্তিড়ীঞ্চ কলায়ং বা কেশরঞ্জনমাচরেৎ ॥১০৩

ঊর্দ্ধং মাসাৎ ত্যজেৎ সর্বং মৃদ্ভাণ্ডং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ন ত্যজেল্লোহভাণ্ডানি তাপয়েচ্ছ হুতাশনে ॥১০৪

দারূণাং সন্ত্যজেদ্ বাঽপি তক্ষণং বা সমাচরেৎ।
অশ্মনামশ্মভির্ধ্যাত্বা গোবালৈর্ঘর্ষয়েত্তথা ॥১০৫

সূতকে মৃতকে বাঽপি শুনাদিস্পর্শনে তথা।
স্পর্শনে বাঽপ্যভক্ষ্যাণাং সদ্য এব পরিত্যজেৎ ॥১০৬

সম্প্রোক্ষ্যাদ্ভিঃ শুচৌ দেশে ধান্যং সংশোধয়েদ্ বুধঃ।
অবহন্যাচ্ছুভতরং গায়ন্তি মধুসূদনম্ ॥১০৭

সংশোধ্য তণ্ডুলান্ পশ্চাদদ্ভিঃ সংক্ষালয়েত্ত্রিভিঃ।
অন্তস্ত্রিবারং বস্ত্রেণ শোধয়িত্বা ঘটান্তরে ॥১০৮

কুশেনৈব পবিত্রেণ তণ্ডুলান্ নির্বপেচ্ছুভান্।
অন্তর্ধায় কুশং তত্র মন্ত্ররত্নমনুস্মরন্ ॥১০৯

পাচয়েৎ সপবিত্রেণ বাগ্যতো নিযতেন্দ্রিয়ঃ।
উপবিশ্য শুভে কুণ্ডে বহ্নিং প্রজ্জ্বালয়েত্ততঃ ॥১১০

অবৈষ্ণবস্য শূদ্রস্য পতিতস্য তথৈব চ।
পাষণ্ডস্যাপ্যশুদ্ধস্য গৃহেষ্বাগ্নিং বিবর্জয়েৎ ॥১১১

সম্প্রোক্ষ্য মন্ত্ররত্নেন বহ্নিং কুশজলৈস্ত্রিভিঃ।
যজ্ঞিয়ৈর্বিমলৈঃ কাষ্ঠৈর্ব্যজনেন প্রদীপয়েৎ ॥১১২

---

সেই ধেনুর দুগ্ধ—অজ্ঞানতঃ এইসমস্ত দ্রব্য ভোজনেচ্ছু হইয়া স্পর্শ করিলেও সবস্ত্র জলপ্রবেশ করিবে অর্থাৎ পরিহিত বস্ত্রের সহিত স্নান করিবে। জ্ঞানতঃ ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত পালন করিবে। বলপূর্বক ভোজন করিলে অধঃপতিত হইবে। কেশ রঞ্জিত করিতেও কাঁজি স্পর্শ করিবে না। চন্দন, কর্পূর কিংবা মধু কেশরঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহার করিবে না।৯৭-১০২

মাষ, মুদ্গ প্রভৃতি চূর্ণ, ঘোল, জাম্বীর (লেবু), তিন্তিড়ী (তেঁতুল) বা কলায় ইহাদিগকে কেশরঞ্জন-কার্য্যে ব্যবহার করিবে।১০৩

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ একমাসের ঊর্দ্ধে ব্যবহৃত মৃৎপাত্রসকল পরিত্যাগ করিবে। কিন্তু লৌহপাত্র দীর্ঘদিন ব্যবহৃত হইলেও পরিত্যাগ কবিতে হইবে না—কেবল অগ্নিতে সন্তপ্ত করিয়া নিলেই শুদ্ধ হইবে।১০৪

কাষ্ঠনির্ম্মিত পাত্র দীর্ঘ ব্যবহারের পর পরিত্যাগ করিবে কিংবা তক্ষণ দ্বারা (চাঁছিয়া) শুদ্ধ করিবে। প্রস্তরপাত্র প্রস্তরঘর্ষণ দ্বারা সন্তপ্ত করিবে এবং গোপুচ্ছ দ্বারা ঘর্ষণ করিবে।১০৫

জননাশৌচে, মরণাশৌচে, কুক্কুরাদি স্পর্শে কিংবা পলাণ্ডু প্রভৃতি অভক্ষ্যদ্রব্যের স্পর্শন ঘটিলে তৎক্ষণাৎ পাত্র পরিত্যাগ করিবে। (এইরূপে গৃহের পাত্রগুলির সংশোধন করত যজ্ঞের জন্য তাহাতে হবিঃ অর্থাৎ (ঘৃতাদি হবনীয় সংরক্ষণ করিবে)।১০৬

রাশিকৃত ধান্য অশুদ্ধ হইলে পবিত্রস্থানে জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করত শুদ্ধ করিবে। ভালভাবে অবঘাত (তুষমোচনের জন্য উদূখলাদিতে আঘাত) করিবে এবং শ্রীমধুসূদনের মঙ্গলময় নামগান করিবে।১০৭

তণ্ডুলগুলি পূর্বোক্ত প্রকারে শুদ্ধ করিয়া জলের দ্বারা তিনবার প্রক্ষালিত করিবে। বস্ত্র দ্বারা তিনবার জল ছাকিয়া শুদ্ধ করিয়া অন্য পাত্রে ঘটাদিতে রাখিবে।১০৮

পবিত্রভাবে কুশনির্ম্মিত পবিত্র দ্বারা তণ্ডুলকে জল-প্রোক্ষণ করিবে। তথায় কুশ ফেলিয়া দিয়া মন্ত্ররত্ন জপ করিতে করিতে বাক্‌সংযমপূর্বক সংযতচিত্তে পবিত্রভাবে পাক করিবে। তারপর উপবিষ্ট হইয়া শুভ কুণ্ডে হোমের বহ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবে।১০৯-১০

অবৈষ্ণব, শূদ্র, পতিত, পাষণ্ড (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যজ্ঞানহীন) অথবা অপবিত্র লোকের গৃহস্থিত অগ্নি পরিত্যাগ করিবে। মন্ত্ররত্ন দ্বারা তিনবার কুশজলের প্রোক্ষণ দিয়া

সাস্তর্ধানমুখেনাপি ধমন্বিত্বা প্রদীপয়েৎ।
পালাশৈর্খাদিরৈর্বৈল্বৈর্গোশকৃৎপিটকৈরপি ॥১১৩
অন্যৈর্বা যজ্ঞিয়ৈঃ কাষ্ঠৈস্তৃণৈর্বা যজ্ঞিয়ৈঃ শুভৈঃ।
বর্জয়েন্মদ্যদিগ্ধানি তথা বৈভীতকানি চ ॥১১৪
আরগ্বধানি শিগ্রূণি তথা নৈগুণ্ডিকানি চ।
নৈপানি চ কপিত্থানি কার্পাসৈরণ্ডকানি চ ॥১১৫
অমেধ্যানি সকীটানি দৌর্গন্ধানি তথৈব চ।
অসদ্বাহানি চৈত্যানি কাক-খট্বাসননানি চ ॥১১৬
দেবালয়ানি যৌপ্যাণি তথোপকরণানি চ।
মহিষোষ্ট্র-খরাদীনাং কারীষ-পীটকানি চ ॥১১৭
অন্যানাং পাকশেষাণি বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্মণি।
প্রদীপ্যাগ্নিং ততোঽন্নাদ্যং পচ্যাস্নিযতমানসঃ ॥১১৮
চিন্তয়ন্ পরমাত্মানং জপন্মন্ত্রদ্বয়ং তথা।
শুদ্ধং হৃদ্যং তথা রুচ্যং পশ্চাদভ্যন্তরং শুভম্ ॥১১৯
নিষিদ্ধানি চ শাকানি ফলমূলানি বর্জয়েৎ।
অতিরুক্ষঞ্চাতিদুষ্টমতিরক্তঞ্চ বর্জয়েৎ ॥১২০
ভাবদুষ্টং ক্রিয়াদুষ্টং কালদুষ্টং তথৈব চ।
সংসর্গদুষ্টমপি চ বর্জয়েদ্ যজ্ঞকর্ম্মণি ॥১২১
রূপতো গন্ধতো বাঽপি যচ্চাভক্ষ্যৈঃ সমম্ভবেৎ।
ভাবদুষ্টঞ্চ সংপ্রোক্তং মুনিভির্ধর্ম্মপারগৈঃ ॥১২২
আরনালঞ্চ মদ্যঞ্চ করনির্মথিতং দধি।
হস্তদত্তঞ্চ লবণং ক্ষীরং ঘৃতং পয়াংসি চ ॥১২৩
হস্তেনোদ্ধৃত্য যত্তোয়ং পীতং বক্ত্রেণ বৈকদা।
শব্দেন পীতং ভুক্তঞ্চ গব্যং তাম্রেণ সংযুতম্ ॥১২৪
ক্ষীরঞ্চ লবণোন্মিশ্রং ক্রিয়াদুষ্টমিহোচ্যতে।
একাদশ্যাং তু যচ্চান্নং যচ্চান্নং রাহুদর্শনে।
সূতকে মৃতকে চান্নং শুষ্কং পর্য্যুষিতং তথা ॥১২৫
নদীস্বসমুদ্রগাসু সিংহ-কর্কটয়োর্জলম্ ॥১২৬

বহ্নি প্রজ্জালিত করিবে। নির্ম্মল যজ্ঞীয়কাষ্ঠে তালবৃন্তাদি নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা বাতাস করিয়া যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিতে হয়।১১১-১২

অথবা মুখ ঢাকিয়া ফুৎকার দ্বারাও প্রজ্জ্বালিত করিতে পারে। পলাশকাষ্ঠ, খদিরকাষ্ঠ, বিল্ববৃক্ষের কাষ্ঠ, গোময়-প্রস্তুত ঘুঁটে অন্য কোনও যজ্ঞীয় কাষ্ঠ অথবা যজ্ঞীয় পবিত্র তৃণের দ্বারাও যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিবে। কিন্তু মদ্যাদি সংস্পৃষ্ট কাষ্ঠ কিংবা বয়ড়া-বৃক্ষের কাষ্ঠ ত্যাগ করিবে।১১৩-১৪

আরগ্বধ ( সোন্দালের কাষ্ঠ ), সজিনা-বৃক্ষের কাষ্ঠ, নিসিন্দা-কাষ্ঠ, কদম্ব-কাষ্ঠ, কয়েদবেলের কাষ্ঠ, কার্পাস-বৃক্ষের কাষ্ঠ এবং কীটযুক্ত ও দুর্গন্ধ কাষ্ঠ, অসদ্ব্যক্তি কর্ত্তৃক বাহিত কাষ্ঠ, চৈত্যবৃক্ষের কাষ্ঠ, কাক ও খট্বার আসনগুলি, দেবালয়ের কাষ্ঠ, যূপকাষ্ঠ, বাসভবনাদির কাষ্ঠোপকরণ, মহিষ, উষ্ট্র ও গর্দ্দভের পুরীষপিষ্টক অর্থাৎ ঘুঁটে এবং অন্যের পাকাবশিষ্ট কাষ্ঠ যজ্ঞকার্য্যে পরিত্যাগ করিবে। কাষ্ঠ দ্বারা যথাবিধি অগ্নি প্রজ্জ্বালিত করিয়া সংযতচিত্তে তাহাতে অন্নাদি পাক করিবে।১১৫-১৮

যুগলমন্ত্র জপ করিতে করিতে এবং পরমাত্মাকে চিন্তা করিতে করিতে শুদ্ধ, মনোরম ও রুচিকর দ্রব্য পাক করিবে। ঐ পাক অভ্যন্তরস্থানেই করিবে, ( বাহিরে নহে)। নিষিদ্ধ শাক ও ফলমূল পরিত্যাগ করিবে। অত্যন্ত রুক্ষ, অত্যন্ত দোষযুক্ত ও অত্যন্ত রক্তদ্রব্যকে পরিত্যাগ করিবে।১১৯-২০

যজ্ঞকার্য্যে ভাবদুষ্ট, ক্রিয়াদুষ্ট, কালদুষ্ট ও সংসর্গদুষ্ট দ্রব্য পরিত্যাগ করিবে। স্বরূপতঃ বা গন্ধ হেতু যে সমস্ত দ্রব্য অভক্ষ্যের তুল্য হয়, ধর্ম্মপারগামী মুনিগণ তাহাকে ভাবদুষ্ট বলিয়াছেন।১২১-২২

আরনাল ( কাঁজি ), মদ্য, হস্তমথিত দধি, হাতের দ্বারা দেওয়া লবণ, দুগ্ধ, ঘৃত ও জল, হস্ত দ্বারা তুলিয়া মুখের দ্বারা যে জল পান করা যায় (জলাশয়াদি হইতে দুই হাতে বা এক হাতে জল তুলিয়া কোশ করিয়া যে জলপান)—তাহা, শব্দ করিয়া যে জলাদি পান ও অন্নাদি ভোজন করা হয়—তাহা, তাম্রপাত্রে যে গব্যক্ষীরাদি পান—তাহা ও লবণমিশ্রিত দুগ্ধ—এই সমস্ত দ্রব্য ক্রিয়াদুষ্ট বলিয়া কথিত। একাদশীতে, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণে ও জননমরণাশৌচ যে অন্ন ভোজন করা যায় কিংবা যে অন্ন শুষ্ক বা পর্য্যুষিত ( বাসী )—তাহা, প্রসবের অশৌচ

নিঃশেষজলবাপ্যাদৌ যৎপ্রবিষ্টং নবোদকম্ ।
নাতীতপঞ্চরাত্রং তৎকালদুষ্টমিহোচ্যতে ॥১২৭
শৈব-পাষণ্ড-পতিতৈর্বিকর্মস্থৈর্নিরীশ্বরৈঃ ।
অবৈষ্ণবৈর্দ্বিজৈঃ শূদ্রৈর্হরিবাসরভোক্তৃভিঃ ॥১২৮
শ্ব-কাক-সূকরোষ্ট্রাদ্যৈরুদক্যা-সূতিকাদিভিঃ ।
পুংশ্চলীভিশ্চ নারীভির্বৃষলীপতিভিস্তথা ॥১২৯
দৃষ্টং স্পৃষ্টঞ্চ দত্তঞ্চ ভুক্তশেষং তথৈব চ ।
অভক্ষ্যাণাঞ্চ সংযুক্তং সংসর্গদুষ্টমুচ্যতে ॥১৩০
বিম্বং শিগ্রুঞ্চ কালিঙ্গং তিলপিষ্টঞ্চ মূলকম্ ।
কোশাতকীমলাবুঞ্চ তথা কট্‌ফলমেব চ ॥১৩১
শালিকা-নালিকেত্যাদি জাতিদুষ্টমিহোচ্যতে ।
এবং সর্বাণ্যভক্ষ্যাণি তৎসঙ্গান্যপি সংত্যজেৎ ॥১৩২
তথৈবাভক্ষ্যভোক্তৄণাং হরিবাসরভোজিনাম্ ।
লোকায়তিকবিপ্রাণাং দেবতান্তরসেবিনাম্ ॥১৩৩
অবৈষ্ণবানামপি চ সংসর্গং দূরতস্ত্যজেৎ ॥১৩৪
পকান্নাদ্যং যথা পকং বাগ্‌যতো নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ।
সম্মার্জয়েচ্ছুভতরং বারিণা বাসসৈব চ ॥১৩৫
করকৈরপিধায়াথ চক্রেণৈবাঙ্কয়েত্ততঃ ।
গন্ধেন বা হরিদ্রেণ জলেনাপ্যথ বা লিখেৎ ॥১৩৬
সুদর্শনং পাঞ্চজন্যং ভাণ্ডানাং যজ্ঞযোগিনাম্ ।
কুশোত্তরে শুচৌ দেশে বিন্যস্য কুশবারিণা ॥১৩৭
সংপ্রোক্ষ্য মন্ত্ররত্নেন বস্ত্রেণাচ্ছাদয়েত্ততঃ ।
ক্ষালয়িত্বাঽথ দেবস্য ভাজনানি শুভৈর্জলৈঃ ॥১৩৮
অভিপূর্য্যং ততো দদ্যাদ্ভোজয়েচ্চ বিশেষতঃ ;
ভোজয়েদাগতান্ কালে সখি-সম্বন্ধি-বান্ধবান্ ॥১৩৯
বালান্ বৃদ্ধান্ ভোজয়িত্বা ভর্তারং ভোজয়েত্ততঃ ।
স্বয়ং হৃষ্টা ততোঽশ্নীয়াদ্ভর্তুর্ভুক্তাবশেষিতম্ ॥১৪০

অনুত্তীর্ণ গরুর দুগ্ধ, ষষ্ঠী তিথিতে তৈল, সমুদ্রগামী নহে এমন যে নদীর জল শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে পান করা যায়—তাহা ও বিশুষ্ক নিঃশেষিত জলাশয়ে পতিত যে নূতন জল—তাহা আনয়নের দিন হইতে পঞ্চরাত্রি অতীত না হইলে পান বা ভোজনযোগ্য নহে ; সেই অভক্ষ্য অন্ন ও সেই অপেয় জল কালদুষ্ট বলিয়া গণ্য ।১২৩-২৭

শৈব (কাপালিকাদি), পাষণ্ড (ধর্ম্মজ্ঞানহীন), পতিত, অসৎকর্ম্মকারী, ঈশ্বরে অবিশ্বাসী, অবৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ বা শূদ্র কিংবা হরিবাসরে ভোক্তা, কুকুর, কাক, শূকর, উষ্ট্র প্রভৃতি, রজস্বলা নারী, পুংশ্চলী ও বৃষলীপতি-নারী যে অন্নাদি দর্শন বা স্পর্শন করে কিংবা পরিবেশন করে—তাহা, ভুক্তাবশিষ্ট অন্নাদি এবং অভক্ষ্যদ্রব্যসংযুক্ত অন্নাদিই সংসর্গ-দুষ্ট বলিয়া কথিত। তেলাকুচা ফল, সজিনা, তরমুজ, তিলনির্ম্মিত পিষ্টকাদি, মুলা, ঝিঙা, লাউ, কটুফল, শালিকা, নালিকা ইত্যাদি জাতিদুষ্ট দ্রব্য। এইরূপ অভক্ষ্য দ্রব্য ও তাহার সংস্পৃষ্ট দ্রব্যগুলিও পরিত্যাগ করিবে ।১২৮-৩২

সেইরূপ, অভক্ষ্যভোজী, হরিবাসরে ভোজনশীল, বৌদ্ধব্রাহ্মণের ও অন্য দেবতার সেবাপরায়ণ এবং অবৈষ্ণবদিগের সংস্পৃষ্ট অন্নাদিও দূর হইতে পরিত্যাগ করিবে ।১৩৩-৩৪

সম্যগ্‌ভাবে অন্নাদি বাক্‌সংযমপূর্বক সংযতেন্দ্রিয় হইয়া জল বা বস্ত্রের দ্বারা সুন্দররূপে স্থান পরিমার্জ্জিত করিয়া প্রস্তরাদি পাত্রের দ্বারা ঐ অন্ন আচ্ছাদন করিবে। পরে নিজের অঙ্গ চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত করিয়া গন্ধ (চন্দন), হরিদ্রা বা জলের দ্বারা স্থান সংশোধনপূর্বক সুদর্শন, পাঞ্চজন্য ও যজ্ঞোপযোগী পাত্রদিগকে পবিত্রস্থানে কুশের উপর রাখিবে এবং কুশজলের দ্বারা মন্ত্রোচ্চারণ-পূর্বক সংপ্রোক্ষণ করত বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া দেব-পূজাদির ঐ পাত্রগুলিকে পবিত্র জল দ্বারা প্রক্ষালন করত পূর্ণ করিয়া রাখিয়া পরে ভোজনসময়ে সমাগত আত্মীয়, সখা, বন্ধুপরিচিত সম্বন্ধবিশিষ্ট এবং বালক ও বৃদ্ধদিগকে ভোজন করাইবে। পরে স্বয়ং নিজ স্বামীকে ভোজন করাইবে। অতঃপর আনন্দিত মনে স্বামীর ভুক্তাবশিষ্ট খাদ্যবস্তু ভোজন করিবে ।১৩৫-৪০

পৈশাচিক (সদাচারত্যাগী যথেচ্ছব্যবহারসম্পন্ন) ব্যক্তি, যক্ষ ও শাক্তচিহ্নধারীমাত্রদিগের, দ্বাদশীতে

পৈশাচিকানাং যক্ষাণাং শাক্তানাং লিঙ্গধারিণাম্।
দ্বাদশীবিমুখানাঞ্চ সংলাপাদি বিবর্জয়েৎ ॥১৪১
শৈব-বৌদ্ধ-স্কান্দ-শাক্তস্থানানি ন বিশেৎ ক্বচিৎ।
বর্জয়েত্তৎসমীপস্থং জল-পুষ্প-ফলাদি চ ॥১৪২
ন নিরীক্ষেত দেবানামুৎসবাদি কদাচন।
স্তুতিং বাঽপ্যন্যদেবানাং ন কুর্যাচ্ছৃণুয়ান্ন চ ॥১৪৩
কামপ্রসঙ্গসংলাপান্ পরিহাসাদি বর্জয়েৎ।
অন্যচিহ্নাঙ্কিতং বস্ত্রং ভূষণাসন-ভাজনম্ ॥১৪৪
বৃক্ষং পশুং কূপগৃহান্ ভাণ্ডং চৈব বিবর্জয়েৎ।
অন্যালয়ে হরিং দৃষ্ট্বা দেবতান্তরসংসদি ॥১৪৫
নার্চয়েন্ন প্রণমেচ্চ তীর্থসেবাং বিবর্জয়েৎ।
অবৈষ্ণবস্য হস্তাত্তু দিব্যদেশাদুপাগতম্ ॥১৪৬
হরেঃ প্রসাদ-তীর্থাদ্যং যত্নেন পরিবর্জয়েৎ।
আকারত্রয়সম্পন্নো নবজ্যাকর্ম্মণা স্থিতঃ ॥১৪৭
বিষ্ণোরনন্যশেষত্বং তথৈবানন্যসাধনম্।
তথৈবানন্যভোগ্যত্বমাকারত্রয়মুচ্যতে ॥১৪৮
অর্চনং মন্ত্রপঠনং ধ্যানং হোমশ্চ বন্দনম্।
স্তুতির্যোগঃ সমাধিশ্চ তথা মন্ত্রার্থচিন্তনম্।
এবং নববিধা প্রোক্তা চেজ্যা বৈষ্ণবসত্তমৈঃ ॥১৪৯
প্রাপ্যস্য ব্রহ্মণো রূপং প্রাপ্যঞ্চ প্রত্যগাত্মনঃ ॥১৫০
প্রাপ্ত্যুপায়ং ফলঞ্চৈব তথা প্রাপ্তিবিরোধি চ।
জ্ঞাতব্যমেতদর্থস্য পঞ্চকং মন্ত্রবিত্তমৈঃ ॥১৫১
জগতঃ করণত্বঞ্চ তথা স্বামিত্বমেব চ।
শ্রীশত্বং সদ্গুরুত্বঞ্চ ব্রহ্মণো রূপমুচ্যতে ॥১৫২
দেহেন্দ্রিয়াদিভ্যোঽন্যত্বং নিত্যত্বাদিগুণৌঘতা।
শ্রীহরের্দাস্যধর্মত্বং স্বরূপং প্রত্যগাত্মনঃ ॥১৫৩
উপায়াধ্যবসায়েন তক্ত্বা কর্মৌঘমাত্মনঃ।
হরেঃ কৃপাবলম্বিত্বং প্রাপ্ত্যুপায়মিহোচ্যতে ॥১৫৪

যথাকালে পারণবিমুখ ও ব্রাহ্মণভোজনবিমুখ ব্যক্তিদের সহিত আলাপও পরিত্যাগ করিবে।১৪১

শৈব, বৌদ্ধ, শাক্ত ও কার্ত্তিকেয়ের উপাসনাকারিদের স্থানে (মন্দিরাদিতে) প্রবেশও করিবে না। তৎসমীপস্থিত জল, পুষ্প বা ফলাদি পরিত্যাগ করিবে।১৪২

অন্য দেবতার উৎসবাদি কখনও দেখিবে না। অন্য দেবতার স্তব করিবে না কিংবা সাগ্রহে শুনিবে না। কথাপ্রসঙ্গেও অন্য দেবতাসম্বন্ধীয় সংলাপ ও পরিহাসাদি পরিত্যাগ করিবে। অন্যচিহ্ন দ্বারা অঙ্কিত বস্ত্র, ভূষণ, আসন ও পাত্র পরিত্যাগ করিবে। অন্যচিহ্নযুক্ত বৃক্ষ, পশু, কূপগৃহ বা ভাণ্ডও ত্যাগ করিবে। অন্য গৃহে অন্য দেবতাগণের মধ্যে শ্রীহরিকে দেখিলেও পূজা করিবে না বা প্রণাম করিবে না। অন্য তীর্থের সেবাও ত্যাগ করিবে। মনোরম পবিত্র স্থান হইতে সমাগত হইলেও অবৈষ্ণবের হস্তদত্ত শ্রীহরির প্রসাদ বা জলাদি যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে। আকারত্রয়সম্পন্ন হইয়া নব যজ্ঞকর্ম্মে নিযুক্ত রহিবে।১৪৩-৪৭

শ্রীবিষ্ণুর চিন্তনাদি দ্বারা সর্বদা শ্রীবিষ্ণুরই অঙ্গস্বরূপে অবস্থান, একমাত্র শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই সাধন এবং শ্রীবিষ্ণুই একমাত্র সেব্য এই ত্রিবিধকে আকারত্রয় বলা হইয়াছে।১৪৮

পূজা, মন্ত্রপাঠ, ধ্যান, হোম, বন্দন, স্তবস্তুতি, তাঁহাতে মিলিত থাকা, সমাধি এবং মন্ত্রার্থ চিন্তা এই নয়প্রকার কার্য্যকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ ইজ্যা বলিয়াছেন।১৪৯

মন্ত্রবেত্তা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ একমাত্র প্রাপ্য ব্রহ্মের স্বরূপ ও রূপ, একমাত্র প্রাপ্য পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর প্রাপ্তির উপায়, তৎপ্রাপ্তির ফল এবং প্রাপ্তির বিরোধি-বস্তুসকল এই পঞ্চবিধ বিষয়ই জ্ঞাতব্য—ইহা বলা হইয়াছে। জগতের কারণ ও প্রভু তিনি, তিনিই লক্ষ্মীপতি, তিনিই গুরু—ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। তিনি দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে ভিন্ন, নিত্যত্বাদি গুণসমূহের আধার শ্রীহরির দাস্যই একমাত্র ধর্ম্ম—ইহাই প্রত্যগাত্মা শ্রীহরির স্বরূপ। নিজের চেষ্টা ও উৎসাহ দ্বারা উপায় কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্বক—নিজের পুরুষকার-কর্ম্মগুলিকে ত্যাগ করিয়া মাত্র শ্রীহরির কৃপাই একমাত্র অবলম্বনীয়। এইরূপে তৎকৃপাই হইল তৎপ্রাপ্তির উপায়।১৫০-৫৪

সর্বৈশ্বর্য্যফলং ত্যক্ত্বা শব্দাদিবিষয়ানপি।
দাস্যৈকসুখসঙ্গিত্বং বিষ্ণোঃ ফলমিহোচ্যতে ॥১৫৫
তজ্জনস্যাপরাধিত্বং শব্দাদিষ্বনুরক্ততা।
কৃত্যস্য চ পরিত্যাগো হ্যকৃত্যকরণং তথা ॥১৫৬
দ্বাদশীবিমুখত্বঞ্চ বিরোধি স্যাৎ ফলস্য হি।
অর্থপঞ্চকমেতদ্ধি জ্ঞাতব্যং স্যান্মুমুক্ষুভিঃ ॥১৫৭
বিহিতং সকলং কর্ম বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
নিবোধ তন্নৃপশ্রেষ্ঠ! ভোগার্থং পরমাত্মনঃ ॥১৫৮
বৃত্ত্যাখ্যস্য তরোরস্য সুদৃঢ়ং মূলমুচ্যতে।
ত্যাগেন চৈব ধর্ম্মস্য নিষিদ্ধাচরণেন চ ॥১৫৯
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিজ্ঞঃ পতত্যেব ন সংশয়
জ্যোতিষ্টোমাদয়ঃ সর্বে যজ্ঞা বেদেষু কীর্তিতাঃ ॥১৬০
পুণ্যব্রতাঃ পুরাণোক্তা দানা নৈমিত্তিকাদিষু।
বিষ্ণোর্ভোগতয়া সর্বাঃ কর্তব্যা বৈষ্ণবোত্তমৈঃ ॥১৬১
যস্তূপায়তয়া কৃত্যং নিত্য-নৈমিত্তিকাদিকম্।
সৎকৃত্যং কুরুতে বিষ্ণোর্বৈষ্ণবঃ স উদীরিতঃ ॥১৬২
বিষ্ণোরজ্ঞতয়া যস্তু সৎকৃত্যং কুরুতে বুধঃ।
স একান্তীতি মুনিভিঃ প্রোচ্যতে বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥১৬৩
যস্তু ভোগতয়া বিষ্ণোঃ সৎকৃত্যং কুরুতে সদা।
স ভবেৎ পরমৈকান্তী মহাভাগবতোত্তমঃ ॥১৬৪
বর্জনীয়মকৃত্যন্তু সর্বেষাং করণৈস্ত্রিভিঃ।
অকামতস্তু যৎপ্রাপ্তং প্রায়শ্চিত্তাদ্ বিনশ্যতি ॥১৬৫
অকৃত্যং বৈষ্ণবৈঃ পাপবুধ্যা শাস্ত্রবিরোধিতঃ
একান্তি পরমৈকান্তি রুচ্যাভাবাচ্চ সন্ত্যজেৎ ॥১৬৬

সমস্ত ঐশ্বর্য্যফল ত্যাগ করত রূপ-রস-গন্ধাদি পঞ্চবিষয় পরিত্যাগপূর্বক শ্রীহরির দাস্যই একমাত্র সহায়—এই বোধই ফল।১৫৫

দাস্যে হীনত্ববুদ্ধিই অপরাধ। শব্দাদি বিষয়ে অনুরাগ ও কর্ত্তব্যকর্ম্মের পরিত্যাগ, অকর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান, দ্বাদশীতে যথাকালে পারণে ও ব্রাহ্মণভোজনে বিমুখতা এগুলি ফলপ্রাপ্তির বিরোধী ও অপরাধজনক। মুমুক্ষুগণ এই পাঁচটি বিষয় নিশ্চয়ই জানিবেন।১৫৬-৫৭

শ্রীবিষ্ণুর আরাধন ও তদুপযোগি-বিধিবিহিত সমস্ত কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। হে নৃপশ্রেষ্ঠ! ইহাই পরমাত্মা শ্রীহরির ভোগসম্পাদক বলিয়া জানিবে।১৫৮

সদাচার-রূপ বৃক্ষের ইহাই সুদৃঢ় মূল। এই বিহিত সদাচার পরিত্যাগ করিলে, নিষিদ্ধবিষয়ের অনুষ্ঠান করিলে এবং শ্রীগুরুর আদেশ উল্লঙ্ঘন করিলে পতিত হইবে সন্দেহ নাই।১৫৯

জ্যোতিষ্টোমাদি সকলই যজ্ঞ—ইহা বেদে কীর্ত্তিত হইয়াছে। পুরাণোক্ত পুণ্যময় ব্রতগুলি এবং নৈমিত্তিক অর্থাৎ গ্রহণ-সংক্রান্তি-যুগাদ্যা প্রভৃতি পুণ্য তিথ্যাদিতে দান—ইহারা সমস্তই শ্রীবিষ্ণুর' ভোগের উপকরণ রূপে বিহিত হইয়াছে। বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠগণ এতৎসমস্তের অনুষ্ঠান করিবেন।১৬০-৬১

শ্রীবিষ্ণুর প্রাপ্তির উপায়রূপে পূর্বকথিত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ত্তব্য এবং শ্রীবিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত সদাচারোক্ত শুভকর্ম্মগুলি যিনি অনুষ্ঠান করেন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।১৬২

শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ না জানিয়া যিনি বিহিত সদাচার-কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান করেন, মুণিগণ তাঁহাকে একান্ত বৈষ্ণবোত্তম বলিয়াছেন।১৬৩

আর যিনি শ্রীবিষ্ণুর ভোগের জন্য এইরূপ জানিয়া সর্বদা সদাচার-কর্ম্মগুলির যথাযথ অনুষ্ঠান করেন, তিনি পরম ঐকান্তি ভক্ত—তিনি মহাভাগবতোত্তম বলিয়া প্রসিদ্ধ। সকলেই কায়মনোবাক্যে ত্রিবিধভাবেই নিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগ করিবে। অনিচ্ছায় যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া যায়, তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধেয়। প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাই তাহা নষ্ট হইয়া যায়।১৬৪-১৬?

যে বৈষ্ণব পাপ মনে করিয়াও আপাততঃ প্রিয় বলিয়া শাস্ত্রবিরুদ্ধ অকার্য্য অনুষ্ঠান করে, সে একান্তি বা পরমৈকান্তি হইলেও তাহাকে পরিত্যাগ করিবে। যে নিকৃষ্ট বৈষ্ণব শ্রুত্যুক্ত ও স্মৃত্যুক্ত ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠান করে, তাহাকে পাষণ্ডী বলিয়া জানিবে। সর্ব্বলোকেই সে নিন্দনীয়। নিষিদ্ধ অকার্য্য অনুষ্ঠান করিলে, বিহিত

শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্মং যস্ত্যজেদ্ বৈষ্ণবাধমঃ।
স পাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ সর্বলোকেষু গর্হিতঃ ॥১৬৭
অকৃত্যকরণাদ্ বাঽপি কৃত্যস্যাকরণাদপি।
দ্বাদশীবিমুখত্বেন পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥১৬৮
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সৎকৃত্যং সর্বদা চরেৎ।
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিষ্ণোর্মুক্তোঽপি বিনিবধ্যতে ॥১৬৯
সমস্তযজ্ঞভোক্তারং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং সনাতনম্।
দৈবং পৈত্রং তথা যজ্ঞং কুর্য্যান্ন তু পরিত্যজেৎ ॥১৭০
ত্রিদণ্ডমবলম্বন্তে যতয়ো যে মহাধিয়ঃ।
তেষামপি হি কর্তব্যং সৎকৃত্যমিতরেষু কিম্ ॥১৭১
ব্রহ্ম ব্রহ্মা ব্রাহ্মণাশ্চ ত্রিতয়ং ব্রাহ্মমুচ্যতে।
তস্মাদ্ ব্রাহ্মেণ বিধিনা পরং ব্রহ্মাণমর্চয়েৎ ॥১৭২
তস্মাত্তু যজ্ঞভোক্তারমজ্ঞাত্বা বিষ্ণুমব্যয়ম্
বেদোদিতং যঃ কুরুতে স লোকায়তিকঃ স্মৃতঃ ॥১৭৩
যস্তু বেদোদিতং ধর্মং ত্যক্ত্বা বিষ্ণুং সমর্চয়েৎ।
স পাষণ্ডমাপন্নো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥১৭৪
বেদাঃ প্রাণা ভগবতো বাসুদেবস্য সর্বদা।
তদুক্তকর্মাকুর্বাণঃ প্রাণহর্তা ভবেদ্ধরেঃ ॥১৭৫
বিষ্ণোরারাধনাদ্ বেদং বিনা যস্ত্বন্যকর্মাণি।
প্রযুঞ্জীত বিমূঢ়াত্মা বেদহন্তা ন সংশয়ঃ ॥১৭৬
বৎসং মাতা লেঢ়ি যথা তথা লেঢ়ি স মাতরম্।
শ্রুতং বিষ্ণোঃ প্রিয়ং জ্ঞাত্বা বিষ্ণুং বেদেন বৈ যজেৎ ॥১৭৭
তস্মাদ্ বেদস্য বিষ্ণোশ্চ সংযোগো যস্তু দৃশ্যতে।
স এব পরমো ধর্মো বৈষ্ণবানাং যথা নৃপ ॥১৭৮
কশ্চিৎ পুরা নৃপশ্রেষ্ঠ! কাশ্যপো ব্রাহ্মণোত্তমঃ।
শাণ্ডিল্য ইতি বিখ্যাতঃ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥১৭৯

কর্ত্তব্য কার্য্য না করিলে এবং দ্বাদশীতে যথাকালে পারণ হইতে বিমুখ হইলে সে পতিত হইবে সন্দেহ নাই।১৬৬-৬৮

অতএব সর্বপ্রযত্নেই শাস্ত্রবিহিত সৎকার্য্য অনুষ্ঠান করিবে। শ্রীবিষ্ণুর শাস্ত্রমুখের আদেশ যে লঙ্ঘন করিবে, সে মুক্তকোটিতে প্রবিষ্ট হইলেও তাহাকে বদ্ধ বলিয়া জানিবে।১৬৯

সনাতন শ্রীবিষ্ণুকে সমস্ত যজ্ঞকর্ম্মের ভোক্তা জানিয়া দৈবকার্য্য, পৈত্রকার্য্য ও যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিবে, কিছুই পরিত্যাগ করিবে না।১৭০

যে সমস্ত তীক্ষ্ণতর মহাবুদ্ধিসম্পন্ন যতি ( সন্ন্যাসী ) ত্রিদণ্ড গ্রহণ করেন, তাঁহাদেরও শাস্ত্রবিহিত সদাচার অবশ্য পালনীয়। অন্য সাধারণের বিষয় কি বলিব? তাহারা ত পালন করিবেই।১৭১

ব্রহ্ম ( সচ্চিদানন্দস্বরূপ ), ব্রহ্মা ( প্রজাপতি ) ও ব্রাহ্মণগণ এই তিনজনকেই ব্রাহ্ম বলা হয়। এতএব ব্রাহ্ম-বিধি অনুসারেই পরব্রহ্মকে পূজা করিবে।১৭২

সনাতন নিত্য শ্রীবিষ্ণুকে সমস্ত যজ্ঞের ভোক্তা না জানিয়া বেদোক্ত কার্য্যগুলি যে অনুষ্ঠান করে, তাহাকে লোকায়তিক ( বৌদ্ধ ) বলা হইয়াছে। যে ব্যক্তি বেদোক্ত ধর্ম্মকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুকে যথেচ্ছ বিধিতে পূজা করে, সে পাষণ্ডধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় ও তাহার নরকলাভ হয়।১৭৩-৭৪

বেদই শ্রীভগবান্ বাসুদেবের প্রাণ, যে ব্যক্তি সেই বেদোক্ত কর্ম্মসমূহের আচরণ করে না, তাহাকে ভগবান্ শ্রীহরির প্রাণহন্তা বলিয়া জানিবে।১৭৫

যে ব্যক্তি বেদ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর আরাধনা ভিন্ন অন্য কর্ম্মে নিরত হয়, সে-ই বিমূঢ়চিত্ত বেদহন্তা— ইহাতে সন্দেহ নাই।১৭৬

গো-মাতা যেমন বৎসের গাত্র লেহন করে ( চাটে ), তদ্রূপ বিষ্ণু শ্রুতিকে লেহন করেন। বেদ বিষ্ণুর প্রিয় জানিয়া বেদবিধি অনুসারেই শ্রীবিষ্ণুর পূজা ও যাগাদি করিবে।১৭৭

হে রাজন্! বিষ্ণু ও বেদের তাদৃশ সম্বন্ধ যিনি যথার্থ জানেন, তাঁহাকে বৈষ্ণবদের মধ্যে পরম ধর্ম্মজ্ঞ বলিয়া জানিবে।১৭৮

পূর্বকালে কশ্যপবংশসম্ভূত শাণ্ডিল্যনামে প্রসিদ্ধ একজন সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি

স তু ধর্মপ্রসঙ্গেন বিষ্ণোরারাধনং প্রতি ।
অবৈদিকেন বিধিনা কৃতবান্ ধর্মসংহিতাম্ ॥১৮০
অবলম্ব্য মতং তস্য কেচিদত্র মহর্ষয়ঃ ।
অবৈদিকেন মার্গেণ পূজয়ন্তি স্ম কেশবম্ ॥১৮১
অশাস্ত্রবিহিতং ধর্মং সর্বে কুর্বন্তি মানবাঃ ।
স্বাহা-স্বধা-বষট্কারবর্জিতং স্যান্ মহীতলম্ ॥১৮২
ততঃ ক্রুদ্ধো জগন্নাথঃ শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ।
ইদমাহ মুনিশ্রেষ্ঠং শাণ্ডিল্যমমিতৌজসম্ ॥১৮৩
দুর্বুদ্ধে ! মামকং ধর্মং পরমং বৈদিকং মহৎ ।
অবৈদিকক্রিয়াজুষ্টং প্রাগল্‌ভ্যাৎ কৃতবানসি ॥১৮৪
যস্মাদবৈদিকং ধর্মং প্রবর্তয়সি মাং দ্বিজ ।
তস্মাদবৈদিকং লোকং নিরয়ং গচ্ছ দারুণম্ ॥১৮৫
তদ্বাক্যাদেব দেবস্য শাণ্ডিল্যোঽভূদ্ভয়াকুলঃ ।
স্তবন্ প্রাহ জগন্নাথং প্রণিপত্য পুনঃ পুনঃ ॥১৮৬

ত্রাহি ত্রাহি হি লোকেশ ! মাং বিভো ! সাপরাধিনম্
ততঃ স কৃপয়া বিষ্ণুর্ভগবান্ ভূতভাবনঃ ॥১৮৭
দিব্যবর্ষশতং বিপ্র ! ভুক্ত্বা নরকযাতনাম্ ।
উৎপৎস্যসে ভৃগোর্বংশে জামদগ্নিরিতীরিতঃ ॥১৮৮
তত্রারাধ্য পুনর্মাং তু বৈদিকেনৈব ধর্মতঃ ।
গচ্ছ তস্মিন্ মুনিশ্রেষ্ঠ ! মম লোকং সুনির্মলম্ ॥১৮৯
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ বিষ্ণুস্তত্রৈবান্তরধীয়ত ।
শাণ্ডিল্যো নিরয়ং প্রাপ্য পুনরুৎপদ্য ভূতলে ॥১৯০
বেদোক্তবিধিনা বিষ্ণুমর্চয়িত্বা সনাতনম্ ।
বিশুদ্ধভাবাৎ সম্প্রাপ্য তদ্ধাম পরমং হরেঃ ॥১৯১
তস্মাদবৈদিকং ধর্মং দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ।
বৈদিকেনৈব বিধিনা ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥১৯২
শ্রৌতেন বিধিনা চক্রং ধৃত্বা বৈ বাহুমূলয়োঃ ।
ধৃতোর্ধ্বপুণ্ড্রঃ শুদ্ধাত্মা বিধিনৈবার্চয়েদ্ধরিম্ ॥১৯৩

ধর্ম্মকার্য্য প্রসঙ্গে বেদভিন্ন অন্য বিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর আরাধন-বিষয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন ।১৭৯-৮০

কোনও কোনও মহর্ষিগণ তাহার মত অবলম্বন করিয়া বেদভিন্ন অন্য বিধি অনুসারে কেশবকে পূজা করিয়াছিলেন ।১৮১

সকল মানবগণ ক্রমে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্বক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিল । পৃথিবীবাসী সকলেই স্বাহা, স্বধা ও বষট্কার ত্যাগ করিল ।১৮২

তারপর শঙ্খ-চক্র-গদাধারী শ্রীশ্রীজগন্নাথ শ্রীহরি ক্রুদ্ধ হইয়া অপরিমিত তেজঃশক্তিসম্পন্ন মুনিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্যকে বলিলেন, হে দুর্বুদ্ধিসম্পন্ন ! আমার বেদোক্ত ধর্ম্মকর্ম্ম অতি মহান্—পরম শ্রেষ্ঠ । তুমি বেদবিধিকে অবলম্বন না করিয়া ঔদ্ধত্যবশতঃ অবৈদিক ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছ । হে ব্রাহ্মণ ! যেহেতু অবৈদিক ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতেছ, সেই জন্যই অবৈদিক-লোক—ভীষণ নরকে তুমি গমন কর ।১৮৩-৮৫

সেই দেব-জগন্নাথের কথাতেই শাণ্ডিল্য অতিশয় ভয়বিহ্বল হইলেন । তিনি পুনঃ পুনঃ শ্রীশ্রীজগন্নাথকে প্রণাম করিয়া স্তব করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, হে জগৎপতে ! বিভো ! আমি অপরাধ করিয়াছি । অপরাধী আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর । তারপর ভূত-ভাবন শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন, হে ব্রাহ্মণ ! দিব্যপরিমাণের শতবর্ষ নরক-যাতনা ভোগ করিয়া ভৃগুর বংশে জমদগ্নিরূপে উৎপন্ন হইবে । সেই সময়ে পুনরায় যথোক্ত বেদবিধি অনুসারেই আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করত আমার নির্ম্মললোকে গমন করিবে ।১৮৬-৮৯

ইহা বলিয়া শ্রীভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন । শাণ্ডিল্য নরক-ভোগ করিয়া পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করত বেদোক্ত বিধি অবলম্বনেই সনাতন শ্রীশ্রীবিষ্ণুর পূজা করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে শ্রীহরির পরম ধামে গমন করেন ।১৯০-৯১

সুতরাং বেদবিধি-শূন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে । বেদোক্ত বিধি অনুসারেই ভক্তিপূর্বক শ্রীহরির পূজাদি সম্পাদন করিবে ।১৯২

বেদোক্ত বিধি অনুসারেই বাহুমূলে চক্রচিহ্ন ধারণ করিয়া ঊর্দ্ধপুণ্ড্রান্বিত হইয়া বিশুদ্ধমনে যথাবিধি শ্রীহরির পূজা করিবে ।১৯৩

কর্মণা মনসা বাচা ন প্রমাদ্যেৎ সনাতনাৎ।
ন প্রমাদ্যেৎ পরং ধর্মাৎ শ্রুতি-স্মৃত্যুক্তগৌরবাৎ॥১৯৪
সুশীলস্তু পরং ধর্মং নারীণাং নৃপসত্তম।
শীলভঙ্গেন নারীণাং যমলোকঃ সুদারুণঃ॥১৯৫
মৃতে জীবতি বা পত্যৌ যা নান্যমুপগচ্ছতি।
সৈব কীর্তিমবাপ্নোতি মোদতে রময়া সহ॥১৯৬
পতিং যা নাতিচরতি মনো-বাক্-কায়-কর্মভিঃ।
সা ভর্তৃলোকমাপ্নোতি যথৈবারুন্ধতী তথা॥১৯৭
আর্তার্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়তে যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা॥১৯৮
যা স্ত্রী মৃতং পরিষ্বজ্য দগ্ধা চেদ্ধব্যবাহনে।
সা ভর্তৃলোকমাপ্নোতি হরিণা কমলা যথা॥১৯৯

ব্রহ্মঘ্নং বা সুরাপং বা কৃতঘ্নং বাঽপি মানবম্।
যমাদায় মৃতা নারী তং ভর্তারং পুনাতি হি॥২০০
সাধ্বীনামিহ নারীণামগ্নিপ্রপতনাদৃতে।
নান্যো ধর্মোঽস্তি বিজ্ঞেয়ো মৃতে ভর্তরি কুত্রচিৎ॥২০১
বৈষ্ণবং পতিমাদায় যা দগ্ধা হব্যবাহনে।
সা বৈষ্ণবপদং যাতি যত্র গচ্ছন্তি যোগিনঃ॥২০২
মৃতে ভর্তরি যা নারী ভবেদ্ যদি রজস্বলা।
চিতাগ্নিসংগ্রহে তাবৎ স্নাত্বা তস্মিন্ প্রবেশয়েৎ॥২০৩
গর্ভিণী নানুগন্তব্যা মৃতং ভর্তারমব্যয়া।
ব্রহ্মচর্য্যব্রতং কুর্য্যাদ্ যাবজ্জীবমতন্দ্রিতা॥২০৪
কেশরঞ্জন-তাম্বূল-গন্ধ-পুষ্পাদিসেবনম্।
ভূপতিং রঙ্গবস্ত্রঞ্চ কাংস্যপাত্রে চ ভোজনম্॥২০৫

কায়মনোবাক্যে সনাতন বেদবিধি হইতে বিচ্যুত হইবে না। শ্রুতি-স্মৃত্যুক্ত শ্রেষ্ঠ গৌরবময় ধর্মপথ হইতে স্খলিত হইবে না।১৯৪

হে নৃপশ্রেষ্ঠ! সচ্চরিত্র হইয়া সদাচারপরায়ণ হওয়াই নারীগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। চরিত্রহীন হইলে নারীগণ দারুণ যন্ত্রণাময় যমলোকে গমন করে।১৯৫

পতির জীবিত অথবা মৃত অবস্থায় যে স্ত্রী অন্য পুরুষে উপগত না হয়, সেই নারীই মহতী কীর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অন্তে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীর সহিত একত্রে আনন্দ ভোগ করে।১৯৬

মন, বাক্য ও শরীরের দ্বারা যে নারী স্বামীর ব্যভিচার করে না অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে যে নারী সর্বদা স্বামীর অনুবর্ত্তন করে, সেই নারী অরুন্ধতীর ন্যায় পতিলোক প্রাপ্ত হয়।১৯৭

স্বামী পীড়িত বা দুঃখিত হইলে যে স্ত্রী নিজেকে পীড়িত বা দুঃখিত বলিয়া অনুভব করে, স্বামী আনন্দিত থাকিলে যে স্ত্রী আনন্দিতা থাকে, স্বামী বিদেশে গমন করিলে যে স্ত্রী মলিনবেশধারিণী ও কৃশাঙ্গী হয় এবং স্বামী মরিয়া গেলে যে নারী সহমৃতা হইয়া প্রাণবিসর্জ্জন দেয়, সেই নারীকেই পতিব্রতা বলিয়া জানিবে।১৯৮

যে স্ত্রী মৃত স্বামীর শব আলিঙ্গনপূর্বক ঐ চিতার অগ্নিতে দেহবিসর্জ্জন দেয়, সেই নারী—শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা লক্ষ্মী যেমন আনন্দানুভব করেন, তদ্রূপ পতিলোক প্রাপ্ত হইয়া আনন্দানুভব করে।১৯৯

স্বামী ব্রহ্মহত্যাকারী, সুরাপানকারী বা কৃতঘ্ন হইলেও যে নারী সেই মৃত স্বামীকে অবলম্বনপূর্বক দেহত্যাগ করে, সেই নারী স্বামীকে পবিত্র করে।২০০

স্বামী পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে সাধ্বীনারীদের অগ্নিতে প্রবেশ ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্ম নাই। স্বামী বৈষ্ণব হইলে ঐ বৈষ্ণব মৃতপতিকে অবলম্বন করিয়া যে নারী চিতার অগ্নিতে দেহত্যাগ করে, সেই নারী—যে স্থানে মাত্র যোগিগণ যাইতে সমর্থ সেই বিষ্ণুলোকে গমন করে।২০১-২

স্বামীর মৃত্যু হইলে পত্নী যদি রজস্বলা হয়, তবে স্নানপূর্বক পতির চিতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ করিবে।২০৩

স্বামীর মৃত্যুকালে পত্নী যদি গর্ভবতী থাকে, তবে মৃত স্বামীর অনুগমন করিবে না, যাবজ্জীবন অনলসভাবে ব্রহ্মচর্য্যব্রত প্রতিপালন করিবে।২০৪

সেই নারী রঞ্জনদ্রব্যাদি দ্বারা কেশের পরিপাটী, তাম্বূলভক্ষণ, গন্ধপুষ্পাদির ব্যবহার, বিভূষণধারণ, রঞ্জিতবস্ত্র পরিধান, কাংস্যপাত্রে ভোজন, দিনে

দ্বিবারভোজনঞ্চাক্ষোরঞ্জনং বর্জয়েৎ সদা।
স্নাত্বা শুক্লাম্বরধরা জিতক্রোধা জিতেন্দ্রিয়া ॥২০৬
ন কল্কা কুহকা সাধ্বী তন্দ্রালস্যবিবর্জিতা।
সুনির্মলা শুভাচারা নিত্যং সম্পূজয়েদ্ধরিম্ ॥২০৭
ক্ষিতিশায়ী ভবেদ্ রাত্রৌ শুচৌ দেশে কুশোত্তরে
ধ্যানযোগপরা নিত্যং সত্যং সঙ্গব্যবস্থিতা ॥২০৮
তপশ্চরণসংযুক্তা যাবজ্জীবং সমাচরেৎ।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা ভবেদ্ যদি রজস্বলা ॥২০৯
সভর্তৃকা সতী বাঽপি পাণিপূরান্নভোজনম্।
একবারং সমশ্নীয়াদ্ রজসা চ পরিপ্লুতা ॥২১০
এবং সুনিযতাহারা সম্যগ্ ব্রতপরায়ণা।
ভর্ত্রা সহ সমাপ্নোতি বৈকুণ্ঠপদমব্যয়ম্ ॥২১১

দগ্ধব্যা সাঽগ্নিহোত্রেণ ভর্ত্তুঃ পূর্বমৃতা তু যা।
স্বাংশমগ্নিং সমাদায় ভর্ত্তা পূর্ববদাচরেৎ ॥২১২
কৃত্বা কুশময়ীং পত্নীং যাবজ্জীবমতন্দ্রিতঃ।
জুহুয়াদগ্নিহোত্রং তু পঞ্চযজ্ঞাদিকং তথা ॥২১৩
অথচ প্রব্রজেদ্ বিদ্বান্ কন্যাং বাঽপি সমুদ্বহেৎ।
প্রব্রজামপি কুর্বীত কর্ম বেদোদিতং মহৎ ॥২১৪
আত্মন্যগ্নিং সমারোপ্য জুহুয়াদাত্মবান্ সদা।
মনসা বা প্রকুর্বীত নিত্য-নৈমিত্তিকক্রিয়াঃ ॥২১৫
গৃহস্থো বা বনস্থো বা যতির্বাঽপি ভবেদ্ দ্বিজঃ।
অনাশ্রমী ন তিষ্ঠেত যাবজ্জীবং দ্বিজোত্তমঃ ॥২১৬
বর্ণাশ্রমেষু সর্বেষাং পূজনীয়ো জনার্দনঃ।
ন ব্যাপকেন মন্ত্রেণ সদৈব চ মহীপতে ॥২১৭

দুইবার অন্নভোজন, চক্ষুতে কজ্জলাদি ধারণ সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে। স্নান করিয়া শুক্লবস্ত্র পরিধানপূর্বক ক্রোধ পরিত্যাগ (জয়) করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া থাকিবে।২০৫-৬

সেই বিধবা নারী কখনও পাপাচরণ করিবে না এবং কোন মায়ায় বশীভূত হইবে না, তন্দ্রা ও আলস্যশূন্য হইবে, নির্ম্মলচিত্ত ও মঙ্গলময় সদাচারসম্পন্ন হইয়া থাকিবে এবং নিত্যই শ্রীহরির পূজাপরায়ণা হইবে।২০৭

রাত্রিতে পবিত্রস্থানে কুশশয্যায় ভূমিতে শয়ন করিবে। নিত্যই শ্রীভগবানের ধ্যান করিবে, যোগপরায়ণা হইবে এবং সজ্জন (সাধু) সংসর্গে অবস্থান করিবে।২০৮

যাবজ্জীবন তপস্যার অনুষ্ঠান করিবে। যদি তন্মধ্যে রজস্বলা হয়, তবে অনাহারেই থাকিবে। সধবা নারী স্বামীর জীবিত অবস্থাতেও হস্তপূর্ণ করিয়া গ্রামান্ন ভোজন করিবে না এবং রজস্বলা অবস্থাতে একবারই ভোজন করিবে।২০৯-১০

এইরূপ সুসংযতাহারে যথাযথ ব্রতাচরণপরায়ণা হইয়া থাকিলে স্বামীর সহিত সনাতন বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হইবে।২১১

স্বামীর পূর্বে স্ত্রীর মৃত্যু হইলে অগ্নিহোত্রের অগ্নির কিয়দংশ নিয়া সেই অগ্নিতে মৃতার দাহ করিবে। পরে স্বামী পূর্ববৎ অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্ম্ম করিবে।২১২

তখন স্বামী কুশময়ী পত্নী নির্ম্মাণ করিয়া যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূর্ববৎ অগ্নিহোত্রাদির হবনাদি অনুষ্ঠান করিবে এবং পঞ্চমহাযজ্ঞাদিরও আচরণ করিবে।২১৩

অথবা নিত্যাগ্নিহোত্রী গৃহস্থ জ্ঞানবান্ হইলে স্ত্রীর মৃত্যুর পর প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিবে। তাদৃশ জ্ঞানোদয় না হইলে ধর্ম্মরক্ষার জন্য দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু প্রব্রজ্যাগ্রহণই বেদোক্ত মহৎ কর্ম্ম।২১৪

স্বীয় আত্মাতে অগ্নির কল্পনা আরোপ করিয়া আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি সর্বদাই অগ্নিহোত্র হোম করিবে। তখন মানসিক চিন্তা দ্বারা নিত্যনৈমিত্তিক সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। গৃহস্থই হউন, বানপ্রস্থীই হউন কিংবা সন্ন্যাসীই (চতুর্থাশ্রমীই) হউন, যে কোনও একটি আশ্রমের অন্তর্গত হইতেই হইবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাবজ্জীবন কখনও অনাশ্রমী থাকিবে না।২১৫-১৬

বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকিয়াই ভগবান্ জনার্দ্দনকে পূজা করিবে। ইহাই সকলের কর্ত্তব্য। বিস্তৃত মন্ত্রাবলী অবলম্বন করিয়াই সকলে যাবজ্জীবন পূজাদি করিবে।২১৭

ব্যাপকানাঞ্চ সর্বেষাং জ্যায়ানষ্টাক্ষরো মনুঃ।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তা তু সাক্ষান্নারায়ণঃ স্বয়ম্ ॥২১৮
ন্যাসঞ্চ সমুদ্রেঞ্চ সঋষি-চ্ছন্দোঽধিদৈবতম্।
সদীক্ষাবিধি-সধ্যানং সার্থং মন্ত্রমুদাহৃতম্ ॥২১৯
স্নাত্বা শুদ্ধঃ প্রসন্নাত্মা কৃতকৃত্যো জনার্দনম্।
মনসাঽপ্যর্চয়িত্বা বা জপেন্মন্ত্রং সদা বুধঃ ॥২২০
দান-প্রতিগ্রহৌ যাগং স্বাধ্যায়ং পিতৃতর্পণম্।
পিতৃক্রিয়াষ্টাক্ষরস্য জপ্তা কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥২২১
ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রদেহশ্চ চক্রাঙ্কিতভুজস্তথা।
অষ্টাক্ষরং জপন্নিত্যং পুণাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥২২২
জপেদ্ ভোগতয়া মন্ত্রং সততং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ন সাধনতয়া জপ্যং কর্তব্যং বিষ্ণুতৎপরৈঃ ॥২২৩
অষ্টোত্তরসহস্রং বা শতমষ্টোত্তরন্তু বা।
ত্রিসন্ধ্যাসু জপেন্মন্ত্রং তদর্থমনুচিন্তয়ন্ ॥২২৪
উপোষ্য পূর্বদিবসে নদ্যাং স্নাত্বা বিধানতঃ।
আচার্য্যং সংশ্রয়েৎ পূর্বং মহাভাগবতং দ্বিজঃ ॥২২৫
আচার্য্যো বিষ্ণুমভ্যর্চ্য পবিত্রং চাপি পূজয়েৎ।
পুরতো বাসুদেবস্য ইধ্মাধানান্তমাচরেৎ ॥২২৬
প্রজপেঽস্য সূক্তেন পবিত্রন্তে বতেত্যৃচা।
পবমানস্য আদ্যেন ঋগ্‌ভিশ্চতসৃভিঃ ক্রমাৎ ॥২২৭
আজ্যং হুত্বা ততশ্চক্রং তদগ্নৌ প্রতপেদ্ গুরুঃ।
চরণং পবিত্রমিতি যজুষা তচ্চক্রেণাঙ্কয়েদ্ভুজম্ ॥২২৮
বামাং সম্প্রতপেৎ পশ্চাত্তাঞ্চ জন্যেন দেশিকঃ ॥২২৯
অগ্নির্মন্বেতি যজুষা তদ্ধোমাগ্নৌ প্রতপ্য বৈ।
ততস্তু পার্থিবৈঃ ঋগ্‌ভির্হুত্বা পুণ্ড্রাণি ধারয়েৎ ॥২৩০
অতো দেবেতি সূক্তেন বিষ্ণোর্নুকমনেন চ।
পূজয়েদ্ দ্বাদশভির্বৈ কেশবাদীননুক্রমাৎ ॥২৩১
কুশগ্রন্থিষু সংপূজ্য জুহুয়াত্তাভিরেব তু।
হুত্বাঽথ চরুণা সম্যঙ্ মৃদা শুভ্রেণ দেশিকঃ ॥২৩২

ব্যাপক মন্ত্রসমূহের মধ্যে অষ্টাক্ষর মন্ত্রই শ্রেষ্ঠ ভগবান্ স্বয়ং নারায়ণই অষ্টাক্ষর মন্ত্রজপ করেন মুদ্রাদি ও সম্যক্ ন্যাসাদি যুক্ত, ঋষি, ছন্দ ও দেবতা-জ্ঞান-সমন্বিত যে মন্ত্র, তাহাই সার্থ মন্ত্র, তাহাই দীক্ষাবিধি, তাহাই ধ্যান অর্থাৎ ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, মুদ্রা ও ন্যাসজ্ঞান-সমন্বিত মন্ত্রই জপ্তব্য।২১৮-১৯

স্নানান্তে বিশুদ্ধশরীর হইয়া প্রসন্নমনে কৃতার্থবোধে মনে মনেও জনার্দ্দনকে পূজা করিয়া বিদ্বান্ (যতি বা বানপ্রস্থী) মন্ত্রজপ করিবে।২২০

যে ব্যক্তি অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে দান, প্রতিগ্রহ, যাগ, স্বাধ্যায়, পিতৃতর্পণ ও পিতৃশ্রাদ্ধাদি অনলসভাবে অনুষ্ঠান করিবে।২২১

দেহে ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি পঞ্চসংস্কার-চিহ্ন ধারণ করিয়া হস্তে চক্রচিহ্ন ধারণপূর্বক যে নিত্যই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে ত্রিভুবন পবিত্র করে।২২২

বৈষ্ণবোত্তম সর্বদা শ্রীভগবানের ভোগরূপেই মন্ত্র জপ করিবে। বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তি সাধনরূপে কখনও মন্ত্রজপ করিবে না। অষ্টোত্তরশত বা অষ্টোত্তরসহস্র মন্ত্র প্রতিদিন তিনসন্ধ্যাতেই জপ করিবে এবং তৎসহ মন্ত্রার্থও সর্বদা চিন্তা করিবে। মন্ত্রার্থচিন্তা-সহকৃত জপই কর্ত্তব্য। পূর্বদিনে উপবাস করিয়া নদীতে যথাবিধি স্নান করত ব্রাহ্মণ প্রথমেই মহাভাগবত আচার্য্যকে আশ্রয় করিবে। আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া পবিত্রকেও পূজা করিবেন। শ্রীবাসুদেবের সমীপে ইধ্মাধানাদি যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবেন।২২৩-২৬

"প্রজপেঽস্য" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা, "পবিত্রন্তে বত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা এবং "পবমানস্য আদ্যেন" ইত্যাদি চারিটি বেদমন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে ঘৃত ও চরু আহুতি দিয়া গুরু সেই অগ্নিতে চক্র প্রতপ্ত করত "চরণং পবিত্রং" ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ প্রতপ্ত চক্র দ্বারা বাহু অঙ্কিত করিবেন।২২৭-২৮

অনন্তর গুরু চক্রাদি (হেতি) অস্ত্র প্রতপ্ত করিয়া বামভুজও অঙ্কিত করিবেন। সেই হোমাগ্নিতে "অগ্নির্মন্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অস্ত্র প্রতপ্ত করিয়া পার্থিব মন্ত্রসমূহ দ্বারা হোম করত পুণ্ড্রাদি ধারণ করিবে।২২৯-৩০

"অতো দেব" ইত্যাদি সূক্ত, "বিষ্ণোর্নুকম্" ইত্যাদি

ললাটাদিষু চাঙ্গেষু ঋগ্‌ভিস্তাভিঃ ক্রমেণ বৈ।
নামভিঃ কেশবাদ্যৈশ্চ সচ্ছিদ্রাণ্যেব ধারয়েৎ ॥২৩৩
শ্রিয়ে জাত ইতি ঋচা কুঙ্কমঙ্কেষু ধারয়েৎ।
পরমাত্রেতি সূক্তেন উপস্থায় জনার্দনম্ ॥২৩৪
হোমশেষং সমাপ্যাথ মূর্ত্ত্যুদ্বাপনমাচরেৎ।
এবং পুণ্ড্রক্রিয়াং কৃত্বা নাম দদ্যাত্ততঃ পরম্ ॥২৩৫
প্রবঃ পান্তমিতি সূক্তেন নামমূর্তিং সমর্চয়েৎ।
গবাজ্যং প্রত্যৃচং হুত্বা নাম দদ্যাচ্চ বৈষ্ণবম্ ॥২৩৬
অভিপ্রিয়াণীতি সূক্তেনোপস্থায় জনার্দনম্।
প্রদক্ষিণ-নমস্কারৌ কৃত্বা শেষং সমাচরেৎ ॥২৩৭
মন্ত্রদীক্ষাবিধানস্তু শ্রৌতং মুনিভিরীরিতম্।
নৈব হিতা ভবেদ্দীক্ষা ন পৃথক্তেন বক্ষ্যতে ॥২৩৮

অদিক্ষিতো ভবেদ্ যস্তু মন্ত্রং বৈষ্ণবমুত্তমম্।
অর্চনং বাঽপি কুরুতে ন সংসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৩৯
নাদীক্ষিতঃ প্রকুর্বীত বিষ্ণোরারাধনক্রিয়াম্।
শ্রৌতং বা যদি বা স্মার্ত্তং দিব্যাগমমথাপি বা ॥২৪০
তস্মাদুক্তপ্রকারেণ দীক্ষিতো হরিমর্চ্চয়েৎ।
পূর্বেহহ্ন্যুপোষ্য গুরুণা নদ্যাং স্নাত্বা কৃতক্রিয়ঃ ॥২৪১
আচার্য্যঃ পূজয়েদ্ বিষ্ণুং গন্ধ-পুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
ঈশান্যাদি চতুর্দিক্ষু সংস্থাপ্য কলসান্ শুভান্ ॥২৪২
তেষু গব্যানি নিক্ষিপ্য চতুর্মূর্তীন্ সমর্চয়েৎ।
বারাহং নারসিংহঞ্চ বামনং কৃষ্ণমেব চ ॥২৪৩
তদ্বিষ্ণোরিতি চ দ্বাভ্যাং বারাহং পূজয়েত্ততঃ।
প্রতদ্বিষ্ণু ইতি ঋচা নারসিংহমনাময়ম্ ॥২৪৪

মন্ত্র ও দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা যথাক্রমে কেশবাদি দ্বাদশনামের পূজা করিবে। কুশগ্রন্থিতে পূজা করিয়া ঐ কুশগ্রন্থি দ্বারা হোম করিবে। পরে যথাযথভাবে চরু দ্বারা হোম করত শুভ্র মৃত্তিকায় গুরু সেই সেই বেদমন্ত্রে ললাটাদি অঙ্গে কেশবাদি নাম দ্বারা সচ্ছিদ্র পুণ্ড্রই (তিলক) ধারণ করাইবেন।২৩১-৩৩

"শ্রিয়ে জাত" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ললাটে কুঙ্কুম ধারণ করাইবেন। "পরো মাত্রা" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা জনার্দনকে পূর্বে পূজা করিয়া হোমশেষ সমাপ্ত করত মূর্ত্তির উদ্বাপন (মুণ্ডন) করিবেন। এইরূপভাবে পুণ্ড্রধারণক্রিয়া করিয়া পরে নামকরণ করিবেন।২৩৪-২৩৫

"প্রবঃ পান্তং" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা নামমূর্ত্তিকে পূজা করিবে। সূক্তের প্রতিমন্ত্রে গব্যঘৃত দ্বারা হোম করিয়া বিষ্ণুসম্বন্ধীয় নামকরণ করিবে।২৩৬

"অভিপ্রিয়াণি" ইত্যাদি সূক্ত দ্বারা জনার্দ্দনের উপাসনা করিয়া প্রদক্ষিণ ও নমস্কারান্তে অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে।২৩৭

মুনিগণ শ্রুত্যুক্ত মন্ত্রদীক্ষার বিধান করিয়াছেন। দীক্ষার পৃথগ্‌বিধান ও অন্য দীক্ষা হিতকর নহে। এজন্য পৃথগ্‌ভাবে আর বলা হইল না।২৩৮

যে ব্যক্তি অদীক্ষিত অবস্থায় উত্তম বিষ্ণুমন্ত্র-বিধানে পূজাদি করে, সে ঐ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। অদীক্ষিত ব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর আরাধনাদি কার্য্য করিবে না। শ্রুত্যুক্ত বিধানে, স্মৃত্যুক্ত বিধানে অথবা তন্ত্রোক্ত বিধানে কোনও আরাধনা অদীক্ষিতের ফলপ্রসূ নহে। ২৩৯-৪০

অতএব পূর্বোক্ত প্রকারে দীক্ষিত হইয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিবে। পূর্বদিনে উপবাস করিয়া গুরু কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া নদীতে যথাবিধি স্নানপূর্বক নিত্যক্রিয়া সম্পন্ন করিলে ঈশানাদি চতুর্দ্দিকে মঙ্গলময় কুম্ভ (কলস) সংস্থাপিত করিয়া গন্ধ, পুষ্প ও অক্ষতাদি দ্বারা আচার্য্য শ্রীবিষ্ণুপূজা করিবেন।২৪১-৪২

তন্মধ্যে গব্য-দুগ্ধাদি নিক্ষেপ করত বরাহ, নরসিংহ, বামন ও কৃষ্ণ এই চতুর্বিধ বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা করিবে। "তদ্‌বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দুইটি দ্বারা বরাহদেবকে পূজা করিবে। পরে "প্রতদ্‌বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দুঃখশোকাদির অতীত "নরসিংহ" নামক বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা করিবে।২৪৩-৪৪

ন তে বিষ্ণোরিত্যনেন বামনং পূজয়েত্তথা।
বষট্‌তে বিষ্ণব ইতি কৃষ্ণং সংপূজয়েদ্ দ্বিজঃ ॥২৪৫
সংপূজ্যাবরণং সর্বং গন্ধ-পুষ্পৈর্বিধানতঃ।
প্রতিষ্ঠাপ্য ততো বহ্নিমিধ্মাধানান্তমাচরেৎ।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈঃ সূক্তৈঃ পায়সং মধুমিশ্রিতম্ ॥২৪৬
হুত্বাজ্যং জুহুয়াৎ পশ্চাচ্ছ্রীসূক্তেন সমাহিতঃ।
অগ্নিমীল ইত্যনুবাকেন সাবিত্র্যা বৈষ্ণবেন চ ॥২৪৭
সর্বৈশ্চ বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ পৃথগষ্টোত্তরং শতম্।
হুত্বা বেদসমাপ্তিঞ্চ জুহুয়াদ্দেশিকোত্তমঃ ॥২৪৮
ততো ভদ্রাসনে শিষ্যমুপবিশ্যাভিষেচয়েৎ।
চতুর্ভির্বৈষ্ণবৈর্মন্ত্রৈঃ সূক্তৈস্তৎকলসোদকৈঃ ॥২৪৯
ঋত্বিগ্‌ভির্ব্রাহ্মণৈঃ শিষ্যমভিষিচ্যাহথ দেশিকঃ।
কৌপীনং কটিসূত্রঞ্চ তথা বস্ত্রঞ্চ ধারয়েৎ ॥২৫০

ঊর্ধ্বপুণ্ড্রাণি পদ্মাক্ষ-তুলসীমালিকেহপি চ।
কুশোত্তরে সমাসীনমাচান্তং বিনয়ান্বিতম্ ॥২৫১
অধ্যাপয়েদ্ বৈষ্ণবানি সূক্তানি বিমলানি চ।
ব্যাপকান্ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রানন্যাংশ্চাপি বিধানতঃ ॥২৫২
তদর্থ-ন্যাস-মুদ্রাদি ঋষি-চ্ছন্দোধিদৈবতম্।
তস্মিন্নিবেশ্য সদ্‌বৃত্তৌ শাসয়েচ্ছাসনাচ্ছ্রুতেঃ ॥২৫৩
শাসিতো গুরুণা শিষ্যঃ সদ্‌বৃত্তৌ সৎপথে স্থিতঃ।
অর্চয়েৎ পরমৈকান্ত্যসিদ্ধয়ে হরিমব্যয়ম্ ॥২৫৪
আচার্য্যাৎ সমনুপ্রাপ্তং বিগ্রহং সুমনোহরম্।
লব্ধ্বাহথ বিধিনা বিষ্ণোঃ পূজয়েত্তদনুজ্ঞয়া ॥২৫৫
পূর্বেহহ্নি পূর্ববৎ পূজ্যঃ শ্রৌতেনৈবোপচারকৈঃ।
তাভিরেব চ হুত্বাহথ ঋগ্‌ভিরাজ্যং তথা ক্রমাৎ ॥২৫৬

"ন তে বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বামনদেবকে পূজা করিবে। "বষট্‌ তে বিষ্ণবে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির পূজা করিবে।২৪৫

পরে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা যথাবিধি সমস্ত আবরণ-দেবতার পূজা করিয়া যথাবিধি "বহ্নি" প্রতিষ্ঠিত বা প্রজ্বালিত করত ইধ্মাধানান্ত সমস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। চতুর্বিধ বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা মধুমিশ্রিত পায়স হোম করিয়া পরে সমাহিত মনে শ্রীসূক্ত "অগ্নিমীলে" ইত্যাদি বেদমন্ত্র এবং বিষ্ণুগায়ত্রী দ্বারা ঘৃতের হোম করিবে।২৪৬ ৪৭

সমস্ত বিষ্ণুমন্ত্র দিয়া পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে অষ্টোত্তর-শত আহুতি দিবে। পরে শ্রেষ্ঠ বেদবিদ্ গুরু বেদ-সমাপ্তির আহুতি দিবেন।২৪৮

তারপর শ্রেষ্ঠ আসনে বসাইয়া শিষ্যকে গুরু অভিষেক করিবেন। চতুর্বিধ বিষ্ণুমন্ত্র এবং বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা ঐ কলসের জলে শিষ্যকে অভিষিক্ত করিতে হইবে।২৪৯

গুরু ঋত্বিগ্‌ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শিষ্যকে অভিষিক্ত করিয়া কৌপীন, কটিসূত্র ও বস্ত্র ধারণ করাইবেন।২৫০

ঊর্দ্ধপুণ্ড্রগুলি, পদ্মাক্ষমালা ও তুলসীমালা ধারণ করাইবেন। পরে কুশাসনে উপবিষ্ট আচমনকারী বিনয়াবনত শিষ্যকে গুরু বিমল বৈষ্ণবসূক্তগুলি (বেদমন্ত্র-সমূহ) শিক্ষা দিবেন। বিস্তৃত বৈষ্ণবমন্ত্রগুলি ও অন্যান্য মন্ত্রগুলি যথাবিধি শিক্ষা দিবেন।২৫১-৫২

তাহার অঙ্গীভূত ন্যাস, মুদ্রা প্রভৃতি ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা ঐ মন্ত্রে সন্নিবেশিত করিয়া শ্রুত্যুক্ত সদাচারাদি অনুশাসন দ্বারা শিষ্যকে সৎপথে শাসিত করিবেন। শিষ্য গুরু দ্বারা শাসিত হইয়া সদাচারে ও সৎপথে অবস্থান পূর্বক পরমৈকান্তিসিদ্ধি (লাভ) জন্য সনাতন শ্রীহরিকে পূজা করিবে।২৫৩-৫৪

আচার্য্যের নিকট হইতে অতিমনোহর দেববিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার অনুমতি অনুসারে যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে।২৫৫

পূর্বদিনে শ্রুত্যুক্ত উপচারসমূহ দ্বারা শ্রীহরিকে পূজা করিবে। পূর্বোক্ত বিষ্ণুমন্ত্র বিষ্ণুসূক্ত প্রভৃতি ও বেদমন্ত্রসমূহ দ্বারা যথাক্রমে ঘৃতাহুতি দান করিবে। বেদবিদ্ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ গুরু শয্যা(?)সূক্ত ও মন্ত্রসমূহ দ্বারা অগ্নিতে আহুতি দিয়া সেই সমস্ত বেদোক্ত মন্ত্রগুলি

শয্যা-সূক্তান্তমাজ্যেন হুত্বাঽগ্নিং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
অধ্যাপয়িত্বা তান্ মন্ত্রান্ বৈদিকান্
বৈদিকোত্তমঃ ॥২৫৭
পূজাবিধানং ত্রিবিধং তস্মৈ হোমান্তমাবিশেৎ।
স্নান-তর্পণ-হোমার্চা জপাদ্যা বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥২৫৮
বৈশিষ্ট্যেণ গুরোজ্জ্ঞাত্বা শক্ত্যা সর্বং সমাচরেৎ।
পরমাপদ্‌গতো বাঽপি ন ভুঞ্জীত হরের্দিনে ॥২৫৯
ন তির্য্যগ্ধারয়েৎ পুণ্ড্রং নান্যং দেবং প্রপূজয়েৎ।
বৈষ্ণবঃ পুরুষো যস্তু শিব-ব্রহ্মাদিদৈবতান্ ॥২৬০
প্রণমেতার্চয়েদ্ বাঽপি বিষ্ঠায়াং জায়তে ক্রিমিঃ।
রজস্তমোঽভিভূতানাং দেবতানাং নিরীক্ষণাৎ ॥২৬১
পূজনাদ্ বন্দনাদ্ বাঽপি বৈষ্ণবো যাত্যধোগতিম্।
শুদ্ধসত্ত্বময়ো বিষ্ণুঃ পূজনীয়ো জগৎপতিঃ ॥২৬২
অনর্চনীয়া রুদ্রাদ্যা বিষ্ণোরাবরণং বিনা।
যস্তু স্বাত্মেশ্বরং বিষ্ণুমতীত্যান্যং যজেত হি ॥২৬৩

স্বাত্মেশ্বরায় হরয়ে চ্যবতে নাত্র সংশয়ঃ।
যজ্ঞাধ্যয়নকালে তু নমস্যানি বষট্‌কৃতা ॥২৬৪
তানি বৈ যজ্ঞিয়ান্যত্র যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরব্যয়ঃ।
তস্যৈবাঽবরণং প্রোক্তং যজ্ঞাধ্যয়নকর্মসু ॥২৬৫.
স্তুবন্তি বেদাস্তস্যাত্র গুণ-রূপবিভূতয়ঃ।
তস্মাদাবরণং হিত্বা যে যজন্তি পরান্ সুরান্ ॥২৬৬
তে যান্তি নিরয়ং ঘোরং কল্পকোটিশতানি বৈ।
রুদ্রঃ কালী গণেশশ্চ কুষ্মাণ্ডা ভৈরবাদয়ঃ ॥২৬৭
মদ্য-মাংসাশিনশ্চান্যে তামসাঃ পরিকীর্তিতাঃ।
শুদ্ধানামপি দেবানাং যা স্বতন্ত্রাঽর্চ্চনা ক্রিয়া ॥২৬৮
সা দুর্গতিং নয়ত্যেব বৈষ্ণবং বীতকল্মষম্।
অর্চয়িত্বা জগন্নাথং বৈষ্ণবঃ পুরুষোত্তমম্ ॥২৬৯
তদাবরণরূপেণ যজেদ্দেবান্ সমন্ততঃ।
অন্যথা নরকং যাতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥২৭০

শিক্ষা দিবেন। পূজার বিধি ত্রিবিধ। প্রতি বিধিতে অন্তে হোমকর্ম্ম আচরণ করিবে। স্নান, তর্পণ, হোম, পূজা ও জপ এই বিবিধ ক্রিয়া সমন্বিতই বিধি।২৫৭-৫৮

শ্রীগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ সমস্ত জানিয়া শক্তি অনুসারে সমস্তই অনুষ্ঠান করিবে। অত্যন্ত বিপন্ন হইলে ও হরিবাসরে অর্থাৎ একাদশীদিনে কিছু ভোজন করিবে না।২৫৯

বক্রভাবে পুণ্ড্র ধারণ করিবে না। শ্রীবিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে পূজা করিবে না। যিনি যথার্থ বৈষ্ণব পুরুষ, তিনি শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাকে প্রণাম বা পূজা করিলে কিংবা রজোগুণ বা তমোগুণে অভিভূত দেবতাকে দর্শন করিলে বিষ্ঠাতে ক্রিমি হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। তাহাদের পূজা ও বন্দন করিলে বৈষ্ণব অধোগতি প্রাপ্ত হয়। জগৎপতি বিষ্ণুই শুদ্ধ সত্ত্বময়, তাঁহাকেই পূজা করিবে।২৬০-৬২

রুদ্র প্রভৃতি দেবগণ পূজার যোগ্য নহেন। তবে শ্রীবিষ্ণুর আবরণ দেবতার অন্তর্গত রুদ্রাদির পূজা করা যায়। তদ্ব্যতীত রুদ্রাদিকে পূজা করিবে না। যে ব্যক্তি নিজের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে অতিক্রম করিয়া অন্য দেবতার পূজাদি করে, সে নিজের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অনুগ্রহ হইতে বিচ্যুত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞ ও অধ্যয়নসময়ে বষট্‌কারের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুকেই প্রণাম করিবে। সেই প্রণামাদি যজ্ঞের অঙ্গভূত।২৬৩-৬৪

যজ্ঞই সনাতন শ্রীবিষ্ণু। "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুরব্যয়" ইহা শ্রুতির প্রমাণ। যজ্ঞ ও অধ্যয়নাদি কালে তাঁরই আবরণ-দেবতারূপে তাঁহাদের উল্লেখ আছে।২৬৫

বেদ শ্রীবিষ্ণুরই গুণ, রূপ ও বিভূতিরূপে রুদ্রাদির প্রশংসা ও স্তব করেন। অতএব আবরণদেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা অন্য দেবতাকে পূজা করে, তাহারা শতকল্পকোটিকাল নরকভোগ করিয়া থাকে। রুদ্র, কালী, গণেশ, কুষ্মাণ্ড ভৈরব প্রভৃতি এবং যে সমস্ত অন্য দেবতা মদ্যমাংসাশী, তাহারা তামস দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় অন্য দেবতাদেরও যে স্বতন্ত্র পূজাদি কার্য্য, তাহাও নিষ্পাপ বৈষ্ণবদিগকে দুর্গতি প্রদান করে। বৈষ্ণব পুরুষোত্তম জগন্নাথকে পূজা করিয়া তাঁহার আবরণরূপে অন্য দেবতার পূজা করিবেন।

বাসুদেবং জগন্নাথমর্চয়িত্বৈব মানবঃ
প্রাপ্নোতি মহদৈশ্বর্য্যং ব্রহ্মেন্দ্রত্বাদিকং ক্ষণাৎ ॥২৭১
মনসাঽপি জলেনাপি জগন্নাথং জনার্দনম্ ।
সম্প্রাপ্নোত্যমলাং সিদ্ধিং জগৎসর্বং সমর্চ্চিতম্ ॥২৭২
হৃষীকেশং ত্রয়ীনাথং লক্ষ্মীশং সর্বদং হরিম্ ।
তং বিনা পুণ্ডরীকাক্ষং কোঽর্চয়েদিতরান্ সুরান্ ॥২৭৩
নারায়ণং পরিত্যজ্য যোঽন্যং দেবমুপাসতে
স্বপতিং নৃপতিং হিত্বা যথা স্ত্রী পুরুষাধমম্ ॥২৭৪
বিষ্ণোর্নিবেদিতং হব্যং দেবেভ্যো জুহুয়াত্তথা ।
পিতৃভ্যশ্চৈব তদ্দদ্যাৎ সর্বমানন্ত্যমশ্নুতে ॥২৭৫
নির্মাল্যমিতরেষাং তু যদন্নাদ্যং দিবৌকসাম্ ।
উপভুজ্য নরো যাতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥২৭৬

তাহা না হইলে স্বতন্ত্রভাবে অন্য দেবতার পূজাদি করিলে প্রলয়কাল পর্য্যন্ত সে নরকগতি লাভ করে। ২৬৭-৭০

মানব জগন্নাথ বাসুদেবকেই পূজা করিয়া মহৎ ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, এমন কি ব্রহ্মত্ব, ইন্দ্রত্ব প্রভৃতিও মুহূর্ত্তমধ্যে সে লাভ করিতে পারে।২৭১

মনে মনে অথবা জলের দ্বারাও জগন্নাথ জনার্দ্দনকে পূজা করিলে নির্ম্মল সিদ্ধি লাভ করিতে পারা যায়। তাহাতেই সমস্ত জগৎপূজিত ও তৃপ্ত হইয়া থাকে।২৭২

হৃষীকেশ (সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিপতি অর্থাৎ নিয়ন্তা), বেদের অধীশ্বর লক্ষ্মীপতি, সর্বাভীষ্টদায়ী পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীহরি ব্যতীত অন্য দেবতাকে কে পূজা করে? ২৭৩

শ্রীশ্রীনারায়ণকে পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অন্য দেবতার উপাসনা করে, স্ত্রী যেমন নিজের নৃপতি-স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য অধম (ঘৃণিত) পুরুষকে ভজনা করে, তদ্রূপ তাহার গতি হয়।২৭৪

শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া হব্যাদি অন্যের উদ্দেশ্যে হোম করিবে। তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুর নিবেদিত দ্রব্যই পিতৃগণকে (শ্রাদ্ধাদিতে) দান করিবে, তাহাতেই অনন্ত ফল ভোগ করিতে পারিবে।২৭৫

নৈবেদ্যভোজনং বিষ্ণোস্তৎপাদাম্বুনিষেবণম্
তুলসীখাদনং নৃণাং পাপিনামপি মুক্তিদম্ ॥২৭৭
একাদশ্যুপবাসশ্চ শঙ্খ-চক্রাদিধারণম্ ।
তুলস্যাঃ পূজনং বিষ্ণোস্ত্রিতয়ং বৈষ্ণবং স্মৃতম্ ॥২৭৮
অবৈষ্ণবঃ স্যাদ্ যো বিপ্রো বহুশাস্ত্রে শ্রুতোঽপি বা
স জীবন্নেব চণ্ডালো মৃতঃ শ্বানোঽভিজায়তে ॥২৭৯
ক্রতুসাহস্রিণং বাঽপি লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্
চণ্ডালমিব নেক্ষেত বর্জয়েৎ সর্বকর্মসু ॥২৮০
ভগবদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ ।
চণ্ডালোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন তু পূজ্যো হ্যবৈষ্ণবঃ॥২৮১
শঙ্খ-চক্রোর্ধ্বপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণাধমম্ ।
পূজয়িষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধে সর্বকর্মাস্য নিষ্ফলম্ ॥২৮২

অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য বা নিবেদিত অন্নাদি প্রসাদও ভোজন করিয়া মনুষ্য ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ অর্জন করে—ইহাতে সংশয় নাই।২৭৬

শ্রীবিষ্ণুর নৈবেদ্যভোজন, তাঁহার চরণামৃতপান কিংবা তুলসীভোজন পাপিষ্ঠ মনুষ্যদেরও মুক্তিদাতা। বৈধ একাদশীতে উপবাস, শঙ্খচক্রাদি চিহ্নধারণ ও তুলসীর পূজা এই তিনটিই বৈষ্ণবত্ব বলিয়া কথিত আছে।২৭৭-৭৮

যে ব্রাহ্মণ প্রকৃত অবৈষ্ণব, বহুশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হইলেও জীবিত অবস্থাতেই তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া জানিবে। সে দেহান্তে কুকুর হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২৭৯

সহস্রসংখ্যক যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইলেও অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে জগতের সকলে চণ্ডালের তুল্যও সন্দর্শন করে না। সমস্ত বৈধ কর্ম্মেই তাহাকে পরিত্যাগ করিবে।২৮০

শ্রীভগবানের প্রতি বিমলভক্তিরূপ প্রদীপ্ত অগ্নি দ্বারা যাহার অন্ত্যজাতিতে জন্মজন্য সমস্ত পাপ দগ্ধ হইয়াছে, সেই চণ্ডালও পণ্ডিতদের নিকট মাননীয় ও প্রশংসনীয়, কিন্তু অবৈষ্ণব কখনও সম্মাননীয় নহে।২৮১

শঙ্খচক্রচিহ্ন ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি শূন্য নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে সম্মানিত করে, তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হয়।২৮২

তির্য্যক্ পুণ্ড্রধরং বিপ্রং যঃ শ্রাদ্ধে ভোজয়িষ্যতি।
পিতরস্তস্য যান্ত্যেব কালসূত্রং সুদারুণম্ ॥২৮৩
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধরং বিপ্রং চক্রাঙ্কিতভুজং তথা।
পূজয়িষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধে গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥২৮৪
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদ্যৈরন্বিতং বৈষ্ণবং দ্বিজম্।
ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ যস্তু দৈবে পিত্র্যে চ কর্ম্মণি ॥২৮৫
কল্পকোটিসহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ।
যাস্যন্তি পিতরস্তস্য বিষ্ণুলোকং সুনির্ম্মলম্ ॥২৮৬
ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধরং বিপ্রং তপ্তচক্রাঙ্কিতাংসকম্।
শ্রাদ্ধে সম্পূজয়েদদ্ যস্তু গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥২৮৭
তপ্তচক্রেণ বিধিনা বাহুমূলেন লাঞ্ছিতঃ।
পুনাতি সকলং লোকং নারায়ণ ইবাঘভিৎ ॥২৮৮
অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা শঙ্খচক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধৃৎ।
ব্রাহ্মণঃ সর্বলোকেষু পূজ্যমানো হরির্যথা ॥২৮৯
দুরাশী বা দুরাচারী শঙ্খচক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধৃৎ।
নৃণাং হন্তি সমস্তাঘং তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥২৯০
চক্রাঙ্কিতস্য বিপ্রস্য পাদপ্রক্ষালিতং জলম্।
পুনাতি সকলং লোকং যথা ত্রিপথগা নদী ॥২৯১
তিস্রঃ কোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানি ভুবনত্রয়ে।
চক্রাঙ্কিতস্য বিপ্রস্য পাদে তিষ্ঠন্ত্যসংশয়ঃ ॥২৯২
চক্রাঙ্কিতস্য বিপ্রস্য পাদপ্রক্ষালিতং জলম্।
পীত্বা পাতকসাহস্রৈর্মুচ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥২৯৩
শ্রাদ্ধে দানে ব্রতে যজ্ঞে বিবাহে চোপনায়নে।
চক্রাঙ্কিতং বিপ্রমেব পূজয়েদিতরান্ন তু ॥২৯৪
বিষ্ণুচক্রাঙ্কিতো বিপ্রো ভুঞ্জানোঽপি যতস্ততঃ।
ন লিপ্যতে স পাপেন তমসৈব প্রভাকরঃ ॥২৯৫
চক্রাঙ্কিতভুজো বিপ্রঃ পঙ্‌ক্তিমধ্যে তু ভুঞ্জতে।
পুনাতি সকলাং পঙ্‌ক্তিং গঙ্গেবোত্তরবাহিনী ॥২৯৬

বক্র পুণ্ড্র (তিলক) ধারী ব্রাহ্মণকে যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধে ভোজন করায়, তাহার পিতৃগণ দারুণ কালসূত্র-নামক নরকে গমন করেন।২৮৩

ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী ও চক্রচিহ্নিত ভুজযুগলবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে যিনি শ্রাদ্ধে ভোজন করান, তাঁহার অযুতসংখ্যক গয়াশ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়।২৮৪

যিনি দৈব ও পিতৃকার্য্যে শঙ্খ-চক্র-চিহ্নযুক্ত ও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্র প্রভৃতি শোভিত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণকে ভক্তিপূর্বক পূজা করেন, তাঁহার পিতৃগণ সহস্রকোটিকল্পকাল কিংবা শতকোটি কল্পকাল সুনির্ম্মল অপাপবিদ্ধ বিষ্ণুলোকে বাস করেন। ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী ও তপ্তচক্রচিহ্নিত বাহুযুগলবিশিষ্ট ব্রাহ্মণকে যিনি শ্রাদ্ধে বিশেষভাবে পূজা করেন, তাঁহার অযুত গয়াশ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়।২৮৫-৮৭

যাঁহার বাহুমূল যথাবিধি তপ্তচক্র দ্বারা অঙ্কিত, সেই ব্রাহ্মণ শ্রীভগবান্ নারায়ণসদৃশ সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া সমস্ত লোককে পবিত্র করেন।২৮৮

শঙ্খ, চক্র ও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদি যুক্ত ব্রাহ্মণ বিদ্বান্ হউন বা মূর্খই হউন, শ্রীহরিসদৃশ তিনি সর্বলোকে পূজ্যমান হইবেন।২৮৯

দুরাশাযুক্ত বা দুরাচারী হইয়া শঙ্খ-চক্র-চিহ্নিত ও ঊর্দ্ধ্বপুণ্ড্রধারী হইলে সূর্য্যোদয়ে অন্ধকাররাশির ন্যায় তাহার সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।২৯০

চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালিত জলও প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় সকল লোককে পবিত্র করে। ত্রিভুবনে সাড়ে তিনকোটি তীর্থ বিদ্যমান। কিন্তু চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের চরণে ঐ সমস্ত তীর্থ বর্ত্তমান—ইহাতে সংশয় নাই। চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণের পাদপ্রক্ষালিত জল পান করিয়া সহস্রসংখ্যক পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়—এবিষয়ে সন্দেহ নাই।২৯১-৯৩

শ্রাদ্ধ, দান, ব্রত, যজ্ঞ, বিবাহ কিংবা উপনয়নে চক্রচিহ্নিত ব্রাহ্মণকেই পূজা অর্থাৎ সম্মান করিবে, অন্যকে করিবে না। শ্রীবিষ্ণুর সুদর্শন-চক্রের চিহ্নযুক্ত ব্রাহ্মণ যেখানে সেখানে ভোজন করিলেও সূর্য্য যেমন অন্ধকার দ্বারা স্পৃষ্ট হন না, তদ্রূপ সে ব্যক্তি ঐ সমস্ত ভোজনজনিত পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।২৯৪-৯৫

চক্রচিহ্নিত ভুজদ্বয়বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি পঙ্‌ক্তিমধ্যে ভোজন করেন, উত্তরবাহিনী গঙ্গার ন্যায় তিনি সকল পঙ্‌ক্তিকেই পবিত্র করেন।২৯৬

চক্রাঙ্কিতভুজং বিপ্রং যো ভূম্যামভিবাদয়েৎ।
ললাটে পাংশুসংখ্যানি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥২৯৭
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা বৈষ্ণবঃ পুমান্।
অর্চয়িত্বেতরান্ দেবান্ নিরয়ং যাস্ত্যসংশয়ম্ ॥২৯৮
বিষ্ণোরাবরণং হিত্বা পূজয়িত্বেতরান্ সুরান্।
বৈষ্ণবঃ পুরুষো যাতি কালসূত্রমধোমুখঃ ॥২৯৯
মহাপাপী মহাপাপৈরন্বিতো যদি বৈষ্ণবঃ।
মন্বাদিধর্মশাস্ত্রোক্তং প্রায়শ্চিত্তং সমাচরেৎ ॥৩০০
প্রায়শ্চিত্তবিশেষং তু পশ্চাৎ কুর্বীত বৈষ্ণবঃ।
বৈয়াসিকীং বৈষ্ণবীঞ্চ পবিত্রীঞ্চ সমাচরেৎ ॥৩০১
বৈষ্ণবানাস্তু বিপ্রাণাং পশ্চাৎ পাদজলং পিবেৎ।
বৃত্তৌ ন পরিপূর্ণোঽপ্যথ কর্মস্বধিকৃতো ভবেৎ ॥৩০২

মন্ত্ররত্নার্থবিচ্ছান্ত-নবেজ্যাকর্মসংযুতঃ।
দ্বাদশীনিয়তো বিপ্রঃ স এব পুরুষোত্তমঃ ॥৩০৩
কিমত্র বহুনোক্তেন সারং বক্ষ্যামি তে নৃপ।
একাদশ্যুপবাসশ্চ শঙ্খ-চক্রাদি ধারণম্ ॥৩০৪
তদীয়ানাং পূজনঞ্চ বৈষ্ণবং ত্রিতয়ং স্মৃতম্।
পুণ্যাদ্ বিষ্ণুদিনাদন্যন্নোপোষ্যং বৈষ্ণবৈঃ সদা ॥৩০৫
তথা ভাগবতাদন্যো নার্চনীয়ো হি কুত্রচিৎ।
ভগবন্তমনুদ্দিশ্য ন দদ্যান্ন যজেৎ ক্বচিৎ ॥৩০৬
নাবৈষ্ণবান্নং ভুঞ্জীত দদ্যান্নাবৈষ্ণবায় চ।
নার্চয়েদিতরান্ দেবান্ন তির্য্যগ্ধারয়েত্তথা ॥৩০৭
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত বসেন্নাবৈষ্ণবৈঃ সহ।
অষ্টাক্ষরস্য জপ্তারং শঙ্খ-চক্রধরং দ্বিজঃ ॥৩০৮

যাঁহার বাহুযুগল চক্রচিহ্নিত, সেই ব্রাহ্মণকে যিনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া অভিবাদন করেন, তাহার ললাটে যতসংখ্যক ধূলি সংলগ্ন হয়, তৎপরিমিত কাল তিনি বিষ্ণুলোকে থাকিয়া সম্মানিত হন।২৯৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র হইলেও বৈষ্ণবব্যক্তি বিষ্ণুভিন্ন অন্য দেবতাকে (স্বতন্ত্রভাবে) পূজা করিলে নরকে গমন করে—ইহাতে সন্দেহ নাই।২৯৮

শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেবতাকে পূজা করিলে বৈষ্ণব ব্যক্তি অধোমুখ হইয়া কালসূত্র-নরকে বাস করেন।২৯৯

যদি বৈষ্ণব মহাপাপকর্ম্মের দ্বারা যুক্ত হইয়া মহাপাপী হয়, সে মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রবিহিত প্রায়শ্চিত্ত করিবে।৩০০

বৈষ্ণব পরে বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। বৈয়াসিকী ও বৈষ্ণবী ও পবিত্রীনামক ইষ্টির অনুষ্ঠান করিবে।৩০১

বৈষ্ণব পরে ব্রাহ্মণদের চরণামৃত পান করিবে। তাহা হইলে সদাচার ও সদ্ব্যবহারে যোগ্য না হইলেও বৈধকর্ম্মে অধিকারী হইবে।৩০২

যিনি মন্ত্ররত্ন জানিতে ইচ্ছুক, নয়টি যজ্ঞকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা এবং দ্বাদশীনিরত অর্থাৎ যথাকালে দ্বাদশীর পারণ করেন, সেই ব্রাহ্মণই পুরুষোত্তম বলিয়া জানিবে। হে রাজন্। অধিক আর কি বলিব, সারভূত বিষয় বলিতেছি। একাদশীতে বৈধ উপবাস, শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নধারণ ও ঐ চিহ্নধারিদের পূজা-সম্মান—এই ত্রিবিধ কার্য্যই বৈষ্ণবত্বসূচক। বৈষ্ণব পবিত্র বিষ্ণুদিন বা বিষ্ণু-তিথিভিন্ন অন্যদিনে উপবাস করিবে না।৩০৩-৫

এবং ভাগবত বা ভগবদ্‌বিষ্ণুভক্ত-ব্যতীত অন্যকে কখনও অর্চ্চনা করিবে না। শ্রীভগবান্ শ্রীহরিকে উদ্দেশ্য না করিয়া দান বা যাগ-পূজাদি কখনও করিবে না।৩০৬

অবৈষ্ণবস্বামিক অন্ন বা অবৈষ্ণব-দত্ত অন্ন ভোজন করিবে না। অবৈষ্ণবকে কখনও কিছু দান করিবে না। বিষ্ণু ভিন্ন অন্য দেবতাকে পৃথক্ মনে পূজা করিবে না। কিংবা বক্রপুণ্ড্রাদি ধারণ করিবে না।৩০৭

একাদশীতে ভোজন ও অবৈষ্ণবের সহিত বসবাস করিবে না। অষ্টাক্ষর বিষ্ণুমন্ত্র যিনি জপ করেন—তাদৃশ শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নধারী ব্রাহ্মণকে যে ব্রাহ্মণ অবজ্ঞা করে সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়। ব্রাহ্মণ, ধেনু, তুলসী ও দ্বাদশীকে পূজা বা সম্মান না করিলে বৈষ্ণব দুর্গতি প্রাপ্ত হয়, তাহার নরকগতি হয়। ব্রাহ্মণ ধেনু ও বৈষ্ণবগণই শ্রীবিষ্ণুর প্রধান শরীর।৩০৮-১০

অবমত্য বিমূঢ়াত্মা সদ্যশ্চণ্ডালতাং ব্রজেৎ।
বৈষ্ণবং ব্রাহ্মণং গাঞ্চ তুলসীং দ্বাদশীং তথা ॥৩০৯
অনর্চয়িত্বা মূঢ়াত্মা নিরয়ং দুর্গতিং ব্রজেৎ।
বিষ্ণোঃ প্রধানতনবো বিপ্রা গাবশ্চ বৈষ্ণবঃ ॥৩১০
শক্ত্যা সংপূজ্য তানেব যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
একাদশ্যুপবাসশ্চ দ্বাদশ্যাং বিপ্রপূজনম্ ॥৩১১
নিত্যমামলকস্নানং পাপিনামপি মুক্তিদম্।
পক্ষে পক্ষে হরিদিনে চক্রাঙ্কিতভুজে নৃপ ॥৩১২
সংপূজ্যমানে বিপ্রেন্দ্রে হরিস্তেষাং প্রসীদতি।
অভাবে বৈষ্ণবে বিপ্রে সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে ॥৩১৩
তদ্বৎসম্পূজয়েদ্ গাবং তুলসীং বাঽপি বৈষ্ণবঃ।
অগ্নিহোত্রন্তু জুহুয়াৎ সায়ং প্রাতর্দ্বিজোত্তমঃ ॥৩১৪
পঞ্চযজ্ঞাংশ্চ কুর্ব্বীত বৈষ্ণবান্ বিষ্ণুমর্চয়েৎ।
তদপি তং বৈ ভুঞ্জীত পিবেত্তৎ পাদবারি বৈ ॥৩১৫
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।
পূজয়েদ্ বৈষ্ণবং বিপ্রং দ্বাদশ্যামপি বৈষ্ণবঃ ॥৩১৬

বিষ্ণোঃ প্রসাদতুলসীং তীর্থং বাঽপি দ্বিজোত্তমঃ।
উপবাসদিনে বাঽপি প্রাশয়েদবিচারয়ন্ ॥৩১৭
উপবাসদিনে যস্তু তীর্থং বা তুলসীদলম্।
ন প্রাশয়েদ্ বিমূঢ়াত্মা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥৩১৮
হর্য্যপিতন্তু যচ্চান্নং তীর্থং বা পিতৃকর্ম্মণি।
দদ্যাৎ পিতৃণাং যদ্‌ভক্ষ্যং গয়াশ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥৩১৯
হরের্নিবেদিতং ভক্ত্যা যো দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
পিতরস্তস্য যান্ত্যেব তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥৩২০
তীর্থং বা তুলসীপত্রং যো দদ্যাৎ পিতৃদৈবতম্।
আ কল্পকোটি পিতরঃ পরিতৃপ্তা ন সংশয়ঃ ॥৩২১
যঃ শ্রাদ্ধকালে মূঢ়াত্মা পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্।
ন দদাতি হরের্ভুক্তং তস্য বৈ নারকী গতিঃ ॥৩২২
হর্য্যপিতন্তু যচ্চান্নং যচ্চ পাদোদকং হরেঃ।
তুলসীং বা পিতৃণাঞ্চ দত্ত্বা শ্রাদ্ধাযুতং লভেৎ ॥৩২৩
সর্বযজ্ঞময়ং বিষ্ণুং মত্বাদেবং জনার্দনম্।
আমন্ত্র্য বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমতন্দ্রিতঃ ॥৩২৪

তাঁহাদিগকে যথাশক্তি পূজা করিলে শ্রীবিষ্ণুর পরম-পদে গতি হয়। হে রাজন্! পক্ষে পক্ষে শ্রীহরিবাসরে (একাদশীতে) একাদশীর উপবাস, দ্বাদশীতে ব্রাহ্মণ-ভোজন, নিত্যই আমলকী দ্বারা স্নান পাপীদেরও মুক্তিপ্রদ। চক্রচিহ্নিত বাহুযুগলবিশিষ্ট ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠকে পূজা করিলে শ্রীহরি তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। তাদৃশ চিহ্নযুক্ত ব্রাহ্মণকে যদি হরিবাসর-দিনে না পাওয়া যায়, তবে যে কোনও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের পূজাদি করিলেও তিনি (শ্রীহরি) প্রসন্ন হইবেন।৩১১-১৩

তদ্রূপ বৈষ্ণব ধেনু ও তুলসীকেও পূজা করিবে। ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে নিত্য অগ্নিহোত্র-হোম করিবেন।৩১৪

পঞ্চ মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। বৈষ্ণবদিগকে ও শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবে। শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিবে এবং শ্রীবিষ্ণুর চরণামৃত পান করিবে। শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয়পক্ষেই একাদশীর বৈধ উপবাসের দিন ভোজন করিবে না। দ্বাদশীতে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণকে ভোজনাদি দ্বারা পূজা করিবে।৩১৫-১৬

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উপবাস দিনে বিষ্ণুর প্রসাদী তুলসী অথবা তীর্থজল অবিচারপূর্বক গ্রহণ করিবে।৩১৭

উপবাসদিনে যে বিমূঢ় চিত্ত বৈষ্ণব তুলসীদল বা তীর্থজল ভোজন করে না, সে রৌরবনরকে গমন করে। শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া সেই অন্ন বা তীর্থজল পিতৃকর্ম্মে ব্যবহার করিবে। ভক্তিপূর্বক শ্রীহরিকে নিবেদন করিয়া সেই অন্ন যিনি শ্রাদ্ধকার্য্যে পিতৃপুরুষের ভক্ষ্যরূপে দান করেন, তাঁহার অযুত গয়াশ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়। পিতৃগণও ঐ অন্ন ভক্ষণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদে প্রবেশ করেন। তীর্থজল বা তুলসীদল শ্রাদ্ধে পিতৃদেবকে যিনি দান করেন, পিতৃগণ কোটিকল্পকাল পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকেন সন্দেহ নাই।৩১৮-২১

যে মূঢ়াত্মা শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণকে অথবা দেবগণকে শ্রীহরির ভুক্তদ্রব্য দান করেন না, তাহার নরকে গতি

প্রত্যব্দং পার্বণশ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ পিত্রোর্ম্মৃতেঽহনি।
অন্যথা বৈষ্ণবো যাতি ব্রহ্মহত্যাং ন সংশয়ঃ ॥৩২৫
অমায়াং কৃষ্ণপক্ষে চ পিত্র্যে বাঽভ্যুদয়ে তথা।
কুর্য্যাৎ শ্রাদ্ধং বিধানেন বিষ্ণোরাজ্ঞামনুস্মরন্ ॥৩২৬
ন কুর্য্যাৎ যো বিধানেন পিতৃযজ্ঞং নরাধমঃ।
আজ্ঞাতিক্রমণাদ্ বিষ্ণোঃ পতত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩২৭
শঙ্খ-চক্রোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হরেঃ।
অন্বিতান্ ব্রাহ্মণানেব পূজয়েৎ সর্বকর্মসু ॥৩২৮
অশ্রাদ্ধিনোঽপ্যযজ্ঞস্য কর্মত্যাগিন এব চ।
বেদস্যাপ্যনধীতস্য সংসর্গং দূরতস্ত্যজেৎ ॥৩২৯
পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্বীত নৈকাদশ্যাং দ্বিজোত্তমঃ।
দ্বাদশ্যান্তৎ প্রকুর্বীত নোপবাসদিনে ক্বচিৎ ॥৩৩০
বিষ্ণোর্জন্মদিনে বাঽপি গুরূণাঞ্চ মৃতেঽহনি।
বৈষ্ণবেষ্টিং প্রকুর্বীত বৈদিকং বৈষ্ণবোত্তমঃ ॥৩৩১
অগম্যাগমনং হিংসামভক্ষ্যাণাঞ্চ ভক্ষণম্।
অসত্যকথনং স্তেয়ং মনসাঽপি বিবর্জয়েৎ ॥৩৩২
তপ্তচক্রাঙ্কনং বিষ্ণোরেকাদশ্যামুপোষণম্।
ধৃতোর্দ্ধ্বপুণ্ড্রদেহত্বং তন্মাত্রাণাং পরিগ্রহম্ ॥৩৩৩
নিত্যামামলকস্নানং দেবতান্তরবর্জনম্।
ধ্যানং মন্ত্রং জপো হোমস্তুলস্যাঃ পূজনং হরেঃ ॥৩৩৪
প্রসাদস্তীর্থদেবা চ তদীয়ানাঞ্চ পূজনম্।
শ্রবণং কীর্তনং সেবা সৎকৃত্যকরণং তথা।
অসৎকৃত্যপরিত্যাগো বিষয়ান্তরবর্জনম্ ॥৩৩৬
দানং দমস্তপঃ শৌচমার্জবং ক্ষান্তিরেব চ।

হয়। শ্রীহরির নিবেদিত অন্ন এবং শ্রীহরির পাদোদক অথবা তুলসীদল পিতৃগণকে দান করিলে অযুত শ্রাদ্ধজন্য ফললাভ হয়।৩২২-২৩

বিষ্ণুই—সর্বযজ্ঞময় ইহা মনে করিয়া জনার্দ্দনদেবকে ও বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণগণকে আমন্ত্রণ করিয়া অনলসভাবে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিবে।৩২৪

প্রতিবৎসর পিতামাতার মৃত্যুদিনেই পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে। তাহা না হইলে বৈষ্ণবকে ব্রহ্মহত্যাজনিত পাপভাগী হইতে হয়—ইহাতে সংশয় নাই।৩২৫

অমাবস্যাতে এবং কৃষ্ণপক্ষে পিতৃকৃত্যে অথবা আভ্যুদয়িকে যথাবিধি শ্রীবিষ্ণুর আদেশ স্মরণ করিয়াই শ্রাদ্ধ করিবে।৩২৬

যে নিকৃষ্টচিত্ত ব্যক্তি যথাবিধি পিতৃযজ্ঞ করে না, সে শ্রীবিষ্ণুর আদেশ লঙ্ঘন করত পতিত হয়—সন্দেহ নাই। শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্ন দ্বারা ভূষিত ও ঊর্দ্ধপুণ্ড্রাদি যুক্ত ব্রাহ্মণদিগকেই সমস্ত বৈধকর্ম্মে পূজাদি দ্বারা সম্মানিত করিবে।৩২৭-২৮

যে শ্রাদ্ধ বা যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, নিত্য বৈধকর্ম্ম যে ত্যাগ করিয়াছে এবং যে বেদ অধ্যয়ন করে নাই, তাহার সংসর্গ দূর হইতেই ত্যাগ করিবে।৩২৯

ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ কেহই একাদশীর দিনে মাতাপিতার শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশীর কর্ত্তব্য শ্রাদ্ধ দ্বাদশীতেই করিবে। উপবাসদিনে কখনও শ্রাদ্ধ করিবে না। শ্রীবিষ্ণুর জন্মদিনে এবং পিতা, মাতা প্রভৃতি গুরুগণের মৃত্যুতিথিতেও (পার্বণ) শ্রাদ্ধ করিবে না।৩৩০-৩১

বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠব্যক্তি বেদবিহিত বৈষ্ণব ইষ্টি (বিষ্ণুযাগ) করিবে। অগম্যাগমন, হিংসা, অভক্ষ্যবস্তুর ভক্ষণ, অসত্যকথন ও চৌর্য্য—এ সমস্ত মনে মনেও চিন্তা করিবে না।৩৩২

সন্তপ্ত বিষ্ণুচক্রের চিহ্নধারণ, একাদশীতে উপবাস, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রযুক্ত দেহধারণ, বিষ্ণুমন্ত্রের গ্রহণ, নিত্য আমলকী-রস দ্বারা স্নান, শ্রীবিষ্ণুভিন্ন অন্যদেবতাবর্জ্জন, ধ্যান, মন্ত্রজপ, হোম, শ্রীহরি ও তুলসীর পূজা, শ্রীহরির প্রসাদগ্রহণ, তীর্থসেবা, তীর্থস্থিত শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহসমূহের পূজা, যোগক্ষেমের অন্য উপায় পরিত্যাগ, মন্ত্রের লক্ষ্যার্থ চিন্তন, শ্রীবিষ্ণুর নাম ও লীলা শ্রবণ, নামাদি কীর্ত্তন, সেবা, সদাচারাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান, নিষিদ্ধ ও অসৎ-কার্য্যের পরিত্যাগ, অন্য বিষয়চিন্তা বর্জ্জন, দান, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, তপস্যা, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, অন্যের অনিষ্ট না করা, সৎসংসর্গ এইগুলি পরম ঐকান্তির হেতু।৩৩৩-৩৭

যে পরম ঐকান্তি তিনিই যথার্থ বৈষ্ণবপদবাচ্য, অন্যে

আনৃশংস্যং সতাং সঙ্গঃ পারমৈকান্ত্যহেতবঃ ॥৩৩৭
বৈষ্ণবঃ পরমৈকান্তী নেতরো বৈষ্ণবঃ স্মৃতঃ।
নাবৈষ্ণবো ব্রজেন্মুক্তিং বহুশাস্ত্রশ্রুতোঽপি বা ॥৩৩৮
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
এতত্তে কথিতং রাজন্ পারমৈকান্ত্যসিদ্ধিদম্ ॥৩৩৯
বৈশিষ্টং বৈষ্ণবং ধর্ম্মশাস্ত্রং বেদোপবৃংহিতম্।
বিষ্বক্সেনায় ধাত্রে চ সম্প্রোক্তং পরমাত্মনা ॥৩৪০
বিষ্বক্সেনায় সম্প্রোক্তমেতদ্ বিঘনসে পুরা।
ভৃগোঃ প্রোক্তং বিঘনসা ভৃগুণা চ মহর্ষিণা ॥৩৪১
ভৃগুণা চ (বৈবস্বত) মনোঃ প্রোক্তং মনুনা চ মমেরিতম্।
মনুস্তু ধর্মশাস্ত্রস্তু সামান্যেনোক্তবান্ স্বয়ম্ ॥৩৪২
তদেব হি ময়া রাজন্! বৈশিষ্ট্যেণ তবেরিতম্।
বিশিষ্টং পরমং ধর্ম্মশাস্ত্রং বৈষ্ণবমুত্তমম্ ॥৩৪৩

য ইদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা কথয়েদ্ বা সমাহিতঃ।
পারমৈকান্ত্যসংসিদ্ধিং প্রাপ্নোত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩৪৪
সর্বপাপবিনির্মুক্তো যাতি বিষ্ণোঃ পরং পদম্।
যস্ত্বিদং শৃণুয়াদ্ভক্ত্যা নিত্যং বিষ্ণোশ্চ সন্নিধৌ ॥৩৪৫
অশ্বমেধসহস্রস্য ফলং প্রাপ্নোত্যসংশয়ঃ।
হারীতমেতচ্ছাস্ত্রস্তু পরমাং ধর্মসংহিতাম্ ॥৩৪৬
আলোক্য পূজয়ন্ বিষ্ণুং পারমৈকান্ত্যমশ্নুতে।
এতচ্ছ্রুত্বাম্বরীষস্তু হারীতোক্তং নৃপোত্তমঃ ॥৩৪৭
ববন্দে পরয়া ভক্ত্যা তমৃষিং বৈষ্ণবোত্তমঃ।
ত্বমেব পরমো ধর্ম্মস্ত্বমেব পরমং তপঃ ॥৩৪৮
ত্বদঙ্ঘ্রি যুগলং প্রাপ্য সর্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াম্।
মহামুনিমিতি স্তুত্বা রাজর্ষিঃ স মহাতপাঃ ॥৩৪৯
প্রাপ্তবান্ পরমৈকান্ত্যং তৎপ্রসাদাৎ সুসিদ্ধিদম্।
বৈশিষ্ট্যং পারমৈকান্ত্যমেতচ্ছাস্ত্রং মমাব্যয়ম্ ॥৩৫০

প্রকৃত বৈষ্ণব নয়। অবৈষ্ণব ব্যক্তি বহুশাস্ত্র জ্ঞানসম্পন্ন হইলেও মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না।৩৩৮

বৈষ্ণব নিকৃষ্ট জাতিতে উৎপন্ন হইলেও শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। হে রাজন্! ইহাই প্রকৃত ঐকান্ত্যসিদ্ধির ও পরপারের বিষয়রূপে কথিত আছে। বৈষ্ণবধর্ম্মশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য বেদবিহিত এবং বেদ দ্বারা পূর্ণতা প্রাপ্ত—ভগবান্ পরমাত্মা ধাতা বিস্বক্সেনকে ইহা বলিয়াছিলেন।৩৩৯-৪০

পূর্বে বিস্বক্সেন বিঘনসকে ইহা বলিয়াছিলেন। বিঘনস্ মহর্ষি ভৃগুকে বলেন। মহর্ষি ভৃগুও মহর্ষি মনুকে ইহা বলেন। মহর্ষি মনু আমাকে বলিয়াছেন। মহর্ষি মনু নিজেই সর্বসাধারণের জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র বর্ণন করেন।৩৪১-৪২

হে রাজন্! আমি তাহাই বিশেষরূপে তোমাকে বলিলাম। বিশিষ্ট পরম ধর্ম্মশাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবশাস্ত্র।৩৪৩

যে ব্যক্তি ইহা ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করিবে কিংবা সমাহিত হইয়া বর্ণন করিবে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ ঐকান্ত্যসিদ্ধি লাভ করিবে—সংশয় নাই। সেই ব্যক্তিই সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি ইহা শ্রীবিষ্ণুর সমীপে নিত্য ভক্তিপূর্বক শ্রবণ করে, সে ব্যক্তি সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করত যে পূজা করে, সে অত্যন্ত ঐকান্ত্যভাব প্রাপ্ত হয়। নৃপোত্তম অম্বরীষ ভগবান্ মহর্ষি হারীতের নিকট হইতে ইহা শ্রবণ করিয়া ঐ বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অম্বরীষ পরম ভক্তিসহকারে মহর্ষিকে প্রণাম করত বলিলেন, আপনিই শ্রেষ্ঠধর্ম্মস্বরূপ, আপনিই পরমতপঃস্বরূপ। আপনার পাদপদ্মদ্বয়ের অনুগ্রহ লাভ করিয়া আমি সমস্ত বিষয়ে সিদ্ধি (পূর্ণতা) লাভ করিলাম। এইরূপে সেই মহাতপস্বী রাজর্ষি মহামুনিকে স্তব করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সমস্ত বিষয়ের সিদ্ধিদাতা পরম ঐকান্ত্যভাব প্রাপ্ত হইলেন। আমার এই বৈষ্ণবশাস্ত্র অব্যয় সনাতন, পরম ঐকান্ত্যভাবের বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শক।৩৪৪-৪৮

ভরদ্বাজাদি সমস্ত ঋষিগণ, জনকাদি রাজর্ষিগণ,

ভারদ্বাজাদয়ঃ সর্বে নৃপাশ্চ জনকাদয়ঃ।
যোগিনঃ সনকাদ্যাশ্চ নারদাদ্যাঃ সুরর্ষয়ঃ ॥৩৫১

বসিষ্ঠাদ্যা বৈষ্ণবাশ্চ বিষ্বক্‌সেনাদয়ঃ সুরাঃ।
এতচ্ছাস্ত্রানুসারেণ পূজয়ামাসুরচ্যুতম্ ॥৩৫২

সনকাদি যোগিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, বসিষ্ঠাদি বৈষ্ণবগণ ও বিস্বক্‌সেনাদি দেবগণ সকলেই এই বৈষ্ণবশাস্ত্র অনুসারেই অচ্যুত শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিয়া থাকেন।৩৪৯-৫২

এই পরম বৈষ্ণবশাস্ত্র সমস্তই বেদবিহিত সর্বশ্রেষ্ঠ বিধান—ইহা জানিয়া পরম ঐকান্ত্যভাবপ্রাপ্ত সমস্ত

পরমং বৈদিকং শাস্ত্রমেতদ্ বৈষ্ণবমুত্তমম্।
জ্ঞাত্বৈব পরমৈকান্তা পূজয়েদ্ বিষ্ণুমীশ্বরম্ ॥৩৫৩।

*　　*　　*

ইতি বৃদ্ধহারীতস্মৃতৌ বিশিষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে বৃত্যধিকারো নাম অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

বৈষ্ণবগণ ভগবান্ সর্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুকে পূজা করিবেন।৩৫৩

মহর্ষি বৃদ্ধহারীতবর্ণিত স্মৃতিতে বিশিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রে পূজাবিধি ব্যবহার ও অধিকারনিরূপণনামক অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

বৃদ্ধহারীতসংহিতা সমাপ্ত হইল।

পণ্ডিত শ্রীমাধবচন্দ্রপঞ্চতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

বৃদ্ধহারীত-স্মৃতিঃ সমাপ্তা ॥

ওঁ তৎসদ্ ব্রহ্মার্পণমস্তু।

# লোহিত-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

# লোহিত-স্মৃতিঃ

## পণ্ডিত শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

### বিবাহাগ্নৌস্মার্ত্তকর্ম্মবিধানম্

লোহিতং সর্ববেদান্ততত্ত্বজ্ঞং ন্যায়বিত্তমাঃ।
সামান্যজ্ঞানসঞ্জাতসংশয়াঃ সর্ববস্তুষু ॥১
বিশেষং পরিপপ্রচ্ছুর্ভার্য্যা-পুত্র-ধনাদিষু।
স্মার্ত্তং কর্ম্ম বিবাহাগ্নৌ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী ॥২
ইত্যত্র বিদ্যমানোঽগ্নিশব্দোঽয়ং সংশয়াস্পদম্।
প্রধানলাজহোমাগ্নির্বিবাহাগ্নিরিতি স্মৃতঃ ॥৩
সোঽয়ং নিত্যত্বধার্য্যত্ববিহিতো হি যতো মতঃ।
বিবাহ-পচনাগ্নিশ্চেৎ প্রকৃতে ন সমঞ্জসঃ ॥৪
তস্যোত্তরত্র কার্য্যেষু বিনিয়োগৈকশূন্যতঃ।
প্রধানহোমাগ্নৌ তত্র পুনঃ সংশয় ঐককঃ ॥৫
আদ্যাগ্নৌ বা দ্বিতীয়াগ্নৌ তৃতীয়াদ্যনলেঽপি বা।
অথ বা স্যাচ্চতুর্থাগ্নৌ পঞ্চমাগ্নৌ ন চেত্তথা ॥৬
সর্বত্রৈবাবিশেষেণ কুর্বীত প্রত্যহং গৃহী।
এবং পুনস্তথা পশ্চাৎ ক্ষত্রিয়াদ্যনলেষু বা ॥৭
কেন দ্রব্যেণ ভূয়শ্চ কথং মন্ত্রাশ্চ কে পুনঃ।
ইত্যেবং সংশয়ে জাতে নিশ্চয়ং বচ্মি বোঽদ্য তু ॥৮

**বিবাহকালীন অগ্নিতে স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়ার বিধান।**

ন্যায়-মীমাংসাদি শাস্ত্রে বিদ্বত্তম হইয়াও সাধারণধর্ম্ম দর্শনজন্য ভার্য্যা, পুত্র, ধন প্রভৃতি সর্ববস্তুবিষয়ক শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাসমূহে সংশয়ান্বিত হইয়া সর্ববেদান্ততত্ত্বজ্ঞ মহর্ষি লোহিতের নিকট উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণগণ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গৃহী প্রত্যহ বিবাহাগ্নিতে স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে' এই বিধিবাক্যের অন্তর্গত 'অগ্নি'শব্দটি সংশয়াস্পদ; কারণ যে অগ্নিতে লাজহোমরূপ প্রধান কর্ম্ম করা হয়, উহাকে বিবাহাগ্নিরূপে ঋষিগণ স্মরণ করিয়াছেন।১-৩

যেহেতু এই বিবাহাগ্নির নিত্যত্ব ও ধার্য্যত্ব অর্থাৎ রক্ষণীয়ত্ব শাস্ত্রে বিহিত আছে, সেইহেতু প্রধানলাজ-হোমাগ্নিই বিবাহাগ্নি; বিবাহে পাকাগ্নিকে বিবাহাগ্নি বলিলে প্রকৃতস্থলে অসামঞ্জস্য হয়। কারণ, উত্তরকালীন স্মার্ত্তকর্ম্মে উহার কোন বিনিয়োগের ব্যবস্থা শাস্ত্রে বলা হয় নাই।৪

প্রধানলাজহোমাগ্নির বিষয়েও এইরূপ সংশয় হয়—প্রথমাগ্নিতে (প্রথমবিবাহের), অথবা দ্বিতীয় বিবাহের অগ্নিতে, কিংবা তৃতীয়বিবাহাগ্নিতে, অথবা চতুর্থ-বিবাহাগ্নিতে অথবা পঞ্চমবিবাহাগ্নিতে গৃহী অবিশেষে প্রত্যহ স্মার্ত্তকর্ম্ম করিবে, অথবা পূর্বোক্ত অগ্নিগুলির মধ্যে কোন্ বিশেষ অগ্নিতে করিবে? অথবা ক্ষত্রিয়া নারীর বিবাহাগ্নিতে স্মার্ত্তকর্ম করিবে? করিলেও কোন্ দ্রব্যের দ্বারা কোন্ কোন্ মন্ত্রপাঠ করত করিবে?—এইরূপ সংশয়সমূহ উৎপন্ন হইলে আমি (লোহিতমুনি) তাহার সমাধান তোমাদিগকে বলিতেছি, শ্রবণ কর।৫-৮

বহুভার্য্যস্যৌপাসনাদৌ বিশেষঃ

ব্রহ্মচর্য্যনিবৃত্তিঃ সা যস্যাঃ সমুদপদ্যত।
ধর্ম্মপত্নী সৈব লোকে কথিতা তৎসমা চ সা ॥৯
ভর্ত্তুরর্দ্ধশরীরা চ সর্বধর্ম্মসমাশ্রয়া।
তদ্বিবাহসমুদ্ভূতো বহ্নির্নিখিলকর্ম্মণাম্ ॥১০
মন্ত্রপূতো বেদজন্যঃ সর্বযাগৈকসাধকঃ।
স এব হি প্রধানাগ্নির্ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ॥১১
দ্বিতীয়াদ্যগ্নয়ঃ শিষ্টা দুর্বলাস্তৎসমা ন তু।
ন তু বৈদিককৃত্যস্য তূষ্ণীকা এব কেবলম্ ॥১২
ধর্মপত্নীবীতিহোত্রে স্মার্ত্তং কর্ম্মাখিলং চরেৎ।
দ্বিতীয়াপত্ন্যগ্নিষু চেৎ তূষ্ণীকং কৃৎস্নকর্ম্ম তৎ ॥১৩
বেদোক্ত-মন্ত্রতন্ত্রাণি ন ভবেয়ুঃ কদাচন।
প্রত্যগ্নাবপি যত্নেন সায়ং প্রাতঃ সমাহিতঃ ॥১৪
বেদোক্তমন্ত্রৈরখিলৈঃ কুর্য্যাদৌপাসনং বুধঃ।
রাজন্যাদ্যবলাগ্নীনাং নিত্যমৌপাসনং তু তৎ ॥১৫
ব্রাহ্মণেন তু কর্ত্তব্যং ব্রীহিভির্ন তু তণ্ডুলৈঃ।
শূদ্রকন্যৌপাসনস্তু ব্রাহ্মণেন বিপশ্চিতা ॥১৬
যবৈরমন্ত্রকং নিত্যং কর্ত্তব্যমিতি কাশ্যপঃ।
পঞ্চপত্ন্যো ব্রাহ্মণস্য স্বজাতৌ ধর্ম্মতো মতাঃ ॥১৭
রাজন্য-বৈশ্যয়োশ্চাপি স্বজাতাবেব বৈ তথা।
ত্রৈবর্ণিকানাং সততং ধর্মপত্নীধনঞ্জয়ম্ ॥১৮
প্রাথম্যেন পুরস্কৃত্য বৈদিকানি প্রচালয়েৎ।
পিতৃশ্রাদ্ধেষু সর্বেষু প্রথমেষ্বেব পঞ্চসু ॥১৯
তদগ্নৌ করণং কুর্য্যাদ্ বিশেষোঽয়মথোচ্যতে।
ধর্ম্মপত্ন্যনলে কুর্য্যান্ মন্ত্রবত্তদ্বিধানতঃ।
চতুর্ষ্বন্যেষ্বমন্ত্রেণ হুনেদিতি মনোর্মতম্ ॥২০
এবং পিতুশ্চ মরণে প্রথমাগ্নৌ সুতেন বৈ ॥২১

যে নারীর পাণিগ্রহণের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতের পরসমাপ্তি হয়, তাহাকে ধর্ম্মপত্নী বলে। ধর্ম্মপত্নী ধর্ম্মতুল্যা, স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং সমস্ত ধর্ম্মকর্ম্মের আশ্রয়। তাহার বিবাহ হইতে উৎপন্ন যে অগ্নি, উহা বেদমন্ত্রের দ্বারা পবিত্র। বেদ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় উহা সকল স্মার্ত্তকর্ম্মের এবং সকলপ্রকার যাগযজ্ঞের সাধক। মহাত্মা ব্রাহ্মণের পক্ষে উহাই প্রধান অগ্নি।৯-১১

ব্রাহ্মণী হইলেও দ্বিতীয়াদি পত্নীর বিবাহজন্য অগ্নিসমূহ ধর্ম্মপত্নীর বিবাহজাত অগ্নি হইতে দুর্বল, উহার সমান নহে। এজন্য উহাদের দ্বারা কোন বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা চলিবে না, কিন্তু কেবল অমন্ত্রক স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে।১২

কিন্তু ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে সমন্ত্রক সকল বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করা চলিবে। দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিতে অমন্ত্রক সকল স্মার্ত্তকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান চলিবে, কিন্তু উহাতে বেদমন্ত্রোচ্চারণপূর্বক কখনও কোন কর্ম্ম করা চলিবে না। প্রত্যগ্নিতে অর্থাৎ প্রধানাগ্নি বা ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে ব্রাহ্মণ সযত্নে প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে বেদোক্ত মন্ত্রে ঔপাসনকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। ক্ষত্রিয়া পত্নীর অগ্নিতে ঔপাসন কর্ম্মের অনুষ্ঠান নিত্যই করা যাইবে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ কখনই উহাতে তণ্ডুলের দ্বারা ঔপাসনকর্ম্ম করিবে না, ব্রীহির (ধান্যবিশেষের) দ্বারাই করিবে। কিন্তু শূদ্রা কন্যার বিবাহজাত অগ্নিতে ব্রাহ্মণ যবের দ্বারা অমন্ত্রক ঔপাসনকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে—ইহা মহর্ষি কাশ্যপের মত। ব্রাহ্মণ নিজ জাতি হইতে পাচটি পর্য্যন্ত পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। এরূপ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও নিজ জাতি হইতে পাচটি পত্নী গ্রহণ করিতে পারিবে। ত্রৈবর্ণিকগণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ) সর্বদা ধর্ম্মপত্নীর বিবাহজাত অগ্নিতেই সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে।১৩-১৮

বৈদিক কর্ম্মগুলি প্রথমা পত্নীর পুরস্কারে কর্ত্তব্য। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধে প্রথম হইতে পাঁচটি পত্নীর অগ্নিতে অগ্নৌকরণের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে; উহার মধ্যে বিশেষ এই যে, ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে সমন্ত্রক এবং অন্য চারপত্নীর অগ্নিতে অমন্ত্রক অগ্নৌকরণ করিবে—ইহা মনুর মত।১৯-২০

এইরূপ পিতার মরণে পুত্র প্রথমাগ্নিতে সমস্ত মন্ত্র -শপূর্বক সকল আহুতি প্রদান করত পশ্চাৎ

সর্বা আহুতয়ঃ কার্য্যাস্তন্মন্ত্রৈরখিলৈরপি ॥২১
পশ্চাদ্‌দ্বিতীয়াদ্যনলে তূষ্ণীকং তাঃ স্রুবাহুতীঃ।
কুর্য্যাদেব সমন্ত্রাস্তে তত্র স্যুঃ সর্বথৈব হি ॥২২
সর্বে মন্ত্রাশ্চ ধর্ম্মাশ্চ ক্রিয়াস্তন্ত্রাণি সূরিভিঃ।
ধর্ম্মপত্ন্যনলেষ্বেব কর্ত্তব্যত্বেন চোদিতাঃ ॥২৩
ক্ষত্রিয়াদ্যবলাবহ্নিবিশেষা যেঽস্য তেঽভবন্।
তান্ সর্বান্ দীপ্যমানেঽস্মিন্ ক্রমাৎ তূষ্ণীং তু নির্বপেৎ ॥২৪
সর্বেষ্বগ্নিষু তস্মাদ্ বৈ যাবজ্জীবং বিধানতঃ।
স্মার্ত্তকর্ম্মাণি কুর্বীত চৌপাসনমুখান্যপি ॥২৫
স্বজাতিবহ্নিষু সদা তদৌপাসনমাত্রকম্ ॥২৬
আন্তং সমন্ত্রকং নিত্যং স্থালীপাকং তথৈব চ।
সর্বং শ্রাদ্ধাদিকং শিষ্টং যদ্বা নৈমিত্তিকং ভবেৎ ॥২৭
তত্র সর্বত্র সততং প্রথমাগ্নৌ সমন্ত্রকম্।
ইতরাগ্নিষ্বমন্ত্রং স্যাদ্ বৈশ্বদেবং যথারুচি ॥২৮

দ্বিতীয়াদি অগ্নিতে তূষ্ণীম্ভাবে অর্থাৎ মৌন হইয়া স্রুবের দ্বারা পূর্বোক্ত সকল আহুতি প্রদান করিবে। কিন্তু সমন্ত্রক আহুতি কেবল প্রথমাগ্নিতেই হইবে।২১-২২

কারণ, পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, সকল মন্ত্র, ধর্ম্ম, ক্রিয়া-কর্ম্ম এবং তান্ত্রিক অনুষ্ঠান সকলই ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতেই কর্ত্তব্যরূপে বিহিত হইয়াছে।২৩

ক্ষত্রিয়া কন্যার বিবাহ হইতে যে সকল অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, দীপ্যমান সেই সকল অগ্নিতে তূষ্ণীম্ভাবে যথাক্রমে সকল আহুতি দিবে।২৪

সুতরাং দ্বিজগণ যাবজ্জীবন সকল অগ্নিতেই ঔপাসন-প্রমুখ সকল স্মার্ত্তকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে।২৫

তবে স্বজাতীয় পত্নীর অগ্নিতে ঔপাসনকর্ম্ম, স্থালীপাক, অবশিষ্ট শ্রাদ্ধকর্ম্মাদি আন্তকর্ম এবং সকল নৈমিত্তিক কর্ম্মেরই সমন্ত্রক অনুষ্ঠান করা চলিবে। সেস্থলে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রথমাগ্নিতেই সমন্ত্রক এবং দ্বিতীয়াদি অগ্নিতে অমন্ত্রকভাবেই কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। কেবল বলিবৈশ্বদেব-কর্ম্মের বেলাতেই যথারুচি সমন্ত্রক বা অমন্ত্রক করা চলিবে।২৬-২৮

ধর্ম্মপত্নী পত্নীগণের মধ্যে সর্বোত্তমা, সুতরাং তাহার

সর্বোত্তমা ধর্ম্মপত্নী তদগ্নিশ্চ তথাবিধঃ।
তৎপ্রাধান্যেন কুর্বীত কর্ম্ম চৌপাসনং সদা ॥২৯
ক্রমেণেতরকর্ম্মাণি ন ব্যত্যাসনে তচ্চরেৎ।
পৃথঙ্‌নিত্যং তথাকর্ত্তুমশক্তশ্চেদ্ বিচক্ষণঃ ॥৩০

অনেকাগ্নিসংসর্গঃ

সর্বেষামপি বহ্নীনাং সংসর্গং বিধিনাচরেৎ।
সংসর্গে তু কৃতে হোমে চৈকো বহ্নিস্ততো ভবেৎ ॥৩১
ততো হোমে কৃতে তাবন্মাত্রেণৈব সমন্ত্রকম্।
সর্বত্রাপি কৃতং সম্যগ্ ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥৩২
ধর্ম্মপত্নীবীতিহোত্রে প্রধানেঽস্মিন্ যথাবিধি।
ক্রমেণৈব স্থাপয়িত্বা হুত্বা মন্ত্রৈঃ স্তবৈরপি ॥৩৩
যোজয়েত্তেন বিধিনা নান্যবহ্নৌ কদাচন।
প্রাধান্যেন প্রধানাগ্নিং কৃত্বা তস্মিন্ পরান্ শুচীন্ ॥৩৪

অগ্নিও সর্বোত্তম; এজন্য তাহাতেই প্রধানরূপে ঔপাসনাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যদি কেহ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে সকল অগ্নিতে নিত্যই কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অসমর্থ হয়, তবে প্রধানাগ্নিতেই যথাক্রমে অন্যান্য অগ্নিতে প্রদেয় আহুতিগুলিও প্রদান করিবে কিন্তু কখনও ব্যতিক্রমে আহুতি দিবে না।২৯-৩০

## অনেক অগ্নির একত্র সম্মেলন।

বিধি অনুসারে সকল পত্নীর অগ্নিসমূহের মিশ্রণ করিবে। ঐরূপে একটিই অগ্নি প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই অগ্নিতে সমন্ত্রক হোম করিলে সকল অগ্নিতেই হোম করা হইবে—ইহাতে সংশয় নাই।৩১-৩২

যথাবিধি ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে যথাক্রমে অপর পত্নী-গণের অগ্নি স্থাপন করিয়া মন্ত্র ও স্তুতি দ্বারা বিধিপূর্বক সংযোজন করিবে; কিন্তু কখনই অন্য পত্নীর অগ্নিতে ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিকে সংযোজিত করিবে না। ধর্ম্মপত্নীর অগ্নির প্রাধান্যবশতঃ তাহাতে যোজিত সকল অগ্নি মিলিয়া উহাও প্রধানাগ্নিতেই পরিণত হইবে; ধার্ম্মিক দ্বিজ তখন ঐ অগ্নিতে বিধিপূর্বক চরুর দ্বারা হোম করিবে। যদি মোহবশতঃ কেহ দ্বিতীয়াদি পত্নীর

যোজয়েৎ সমিতৌত্যস্তু চরুধর্ম্মেণ ধর্ম্মবিৎ।
কদাচিন্মোহিতো যো বা দ্বিতীয়াগ্ন্যনলেষু চেৎ ॥৩৫
সংসর্গং কুরুতে মূঢ়ঃ প্রধানমিতরাস্তু বা।
সর্বে নষ্টা হ্যগ্নয়স্তে লৌকিকত্বং ভজন্তি হি ॥৩৬
তদ্দোষশমনায়াথ পুনরগ্নিং যথাবিধি।
প্রতিষ্ঠাপ্যাখিলৈর্দারৈরুপবিশ্য যথাক্রমম্ ॥৩৭
প্রধানহোমং কুর্বীত লাজহোমঞ্চ পূর্ববৎ।
পত্নীসংখ্যাবিধানেন পশ্চাত্তৎসিদ্ধিরীরিতা ॥৩৮
অন্যথা দোষমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শ্রৌতাগ্নৌ বিদ্যমানে স্বায়তনে তু তদাশ্রয়ম্ ॥৩৯
সায়ংপ্রাতর্হোমকালে ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সদৈব হি।
সীমোল্লঙ্ঘনমাত্রেণ সদ্যোঽগ্নির্লৌকিকো ভবে ॥৪০
তদধীনো ততো বহ্নিস্তথা তস্মাৎ প্রযত্নতঃ।
তাং ধর্ম্মপত্নীং তৎসীম্নঃ তৎকালোল্লঙ্ঘনং যথা ॥৪১
ন করোত্যেব সা যত্নাত্তথা যত্নেন বোধয়েৎ।
কদাচিদ্ যদি সা মোহাদবশাদ্ দুঃখপীড়নৈঃ ॥৪২
সীমান্তরং প্রবিষ্টা স্যাৎ পুনঃ সন্ধ্যানমাচরেৎ।
অপস্মারাদিনা সা চেদভিভূতাবশা ভবেৎ ॥৪৩
নিরোধয়েদ্ গৃহেম্বেব নো চেদগ্নিস্তু লৌকিকঃ।

॥জ্যেষ্ঠাদি পত্নীনাং তৎসুতানাঞ্চ জ্যৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যবিচারঃ॥

ধর্ম্মপত্নী বয়োন্যূনা দ্বিতীয়া বয়সাধিকা ॥৪৪
ধর্ম্মপত্নেব সততং জৈষ্ঠ্যমর্হতি কর্ম্মসু।
বয়োধিকা দ্বিতীয়া সা সদা কানিষ্ঠভাগিনী ॥৪৫
ভবেদেবেতি নিখিলাঃ প্রাহুস্তে ব্রহ্মবাদিনঃ।
দ্বিতীয়াদিসুতো জ্যেষ্ঠো বয়সা কর্মশীলতঃ ॥৪৬
অধিকোঽপ্যাহিতাগ্নির্বা জাতপুত্রো বহুশ্রুতঃ।
ন জ্যেষ্ঠপত্নীতনয়ান্মৌঞ্জীবিরহিতাদপি ॥৪৭
ন সমো ধর্ম্মতঃ প্রোক্তঃ সোঽয়মেবৌরসঃ পরঃ।
আত্মজশ্চাপি কথিতো দ্বিতীয়াদি সুতাস্তু তে ॥৪৮
কামজা ইতি হি প্রোক্তাঃ শ্রুতি-স্মৃত্যর্থদর্শিভিঃ।
এতেনৈব প্রকথিতাস্তৃতীয়া তুর্য্যকাদয়ঃ।
জ্যৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যধর্ম্মেষু ন্যূনাধিক্যেষ্বপি স্ফুটম্ ॥৪৯
ধর্ম্মপত্নীসুতেনৈব স দত্তো ভিন্নগোত্রজঃ ॥৫০

আগ্নতে ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিকে স্থাপন করে, তবে সকল আগ্নই নষ্ট হইবে এবং উহা লৌকিক অগ্নিতে পরিণত হইবে। উক্ত দোষ প্রশমনের নিমিত্ত সকল পত্নীর সহিত যথাক্রমে উপবেশন করত পুনরায় অগ্নিস্থাপন করিয়া প্রধান হোম ও লাজহোম করিবে। পত্নীর সংখ্যানুসারে উহার অনুষ্ঠান করিলেই পুনরায় শ্রৌত অগ্নি সিদ্ধ হইবে, নতুবা মহাদোষ হইবে—ইহাতে বিচারের অবকাশ নাই। গৃহে শ্রৌতাগ্নি বিদ্যমান থাকিলে প্রতিদিন সায়ংকালে ও প্রাতঃকালে ধর্ম্মপত্নীর সহিত হোম করিবার সময় যদি তৎকর্ত্তৃক অগ্নির সীমা উল্লঙ্ঘিত হয়, তবে সেই শ্রৌতাগ্নি তৎক্ষণাৎ লৌকিকাগ্নিতে পরিণত হয়।৩৫-৪০

যেহেতু শ্রৌতাগ্নি সীমার অধীন, সেইহেতু যাহাতে যথাকালে হোমের সময় উপস্থিত থাকে এবং অগ্নির সীমা উল্লঙ্ঘন না করে, সে বিষয়ে সযত্নে তাহকে বুঝাইয়া অবহিত রাখিবে। যদি কখনও মোহবশতঃ ধর্ম্মপত্নী দুঃখপীড়িত হইয়া অগ্নিসীমাকে লঙ্ঘন করিয়া সীমান্তরে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাকে সঙ্গে লইয়া পুনরায় অগ্নিস্থাপন করিবে; যদি অপস্মারাদি রোগের দ্বারা অভিভূত হইয়া অগ্নিসীমা উল্লঙ্ঘন করত বাহিরে যাইবার আশঙ্কা উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে গৃহাভ্যন্তরে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে; নতুবা শ্রৌতাগ্নি লৌকিকাগ্নিতে পরিণত হইবে। ধর্ম্মপত্নী যদি বয়সে কনিষ্ঠাও হয় এবং অন্য পত্নী যদি বয়সে জ্যেষ্ঠাও হয়, তথাপি ধর্ম্মপত্নীরই জ্যেষ্ঠত্ব ও অপর পত্নীগণের কনিষ্ঠত্ব সূচিত হইবে—ইহা সকল বেদবাদী ঋষিই বলিয়াছেন। যদি দ্বিতীয়াদি পত্নীর গর্ভজাত পুত্র বয়সে, কর্ম্মে ও আচরণে অধিক হয় এবং আহিতাগ্নি, পুত্রবান্ ও বহুশাস্ত্রজ্ঞও হয়, তথাপি ধর্ম্মত সে ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত অনুপনীত পুত্রেরও সমান হইবে না; এজন্য

তুর্য্যভাগীতি কথিতো ন দ্বিতীয়াদিসূনুনা।
বিশেষোঽত্রাপি ভূয়শ্চ পালকো যদ্যকিঞ্চনঃ ॥৫১
মহাচারিত্রবন্ধুত্ব-শুশ্রূষাদ্যনুবর্ত্তনৈঃ।
শ্রীমদ্ভ্যামিতি তুষ্টাভ্যাং পিতৃভ্যাং প্রীতিপূর্বকম্ ॥৫২
কৃপয়া দত্তপুত্রঃ শ্রী-ভূমি-ক্ষেত্রাদি ভাগ্যবান্।
বহুলো জাতপুত্রশ্চ শনৈঃ কালেন বৈ তদা ॥৫৩
বৃদ্ধিং তাং পরমাং প্রাপ্তস্তৎসূনোশ্চ ততঃ পরম্।
তুল্যো ভাগঃ প্রকথিতো ন বিবাদঃ কদাত্র বৈ ॥৫৪
তত্রাপি জ্যৈষ্ঠ-কানিষ্ঠ্যে মাতৃজাত্মজহেতুতঃ।
বিবদন্ চাত্র সঃ পাপী রাষ্ট্রাৎ সদ্যঃ স এব হি ॥৫৫
নির্বাস্যস্তাড়নীয়শ্চ রাজ্ঞা বৈ ধর্ম্মভীরুণা।
তন সর্বদত্তানাং পুত্রাণাময়মেব বৈ ॥৫৬
ন্যায়ঃ প্রকথিতঃ সদ্ভিরেবং সত্যত্র কেবলম্।
এবং হি নিশ্চয়ো জ্ঞেয়ঃ যো বা লোকে ত্বকিঞ্চনঃ ৫৭
পরশ্রিয়ং সমুদ্বীক্ষ্য মহিমানঞ্চ পূজ্যতাম্।
তৎসাম্যপ্রাপ্তয়েঽতীব কালমুদ্বীক্ষ্য কেবলম্ ॥৫৮
পরাপুত্রত্বদুঃখজ্ঞো ভূত্বা পশ্চাৎ স্বয়ং শনৈঃ।
যুবাভ্যাং তনয়ং স্বীয়ং প্রদাস্যামীতি তৌ তরাম্ ॥৫৯
সম্প্রার্থ্য যত্নাৎ সম্বোধ্য সমাশ্রিত্য চ বন্ধুভিঃ।
মিত্রৈরাপ্তৈর্বোধয়িত্বা তদীয়ৈর্জ্ঞাতিসজ্জনৈঃ ॥৬০
স্বপুত্রং প্রদদেত্তাভ্যাং অপুত্রাভ্যাং তাদিচ্ছয়া।
সোঽয়মেব সুতঃ প্রোক্তস্তুর্য্যভাগৌরসেন বৈ ॥৬১

তাহাকেই ঔরসপুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও আত্মজ বলা হইয়াছে। শ্রুতি ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ দ্বিতীয়াদি পত্নীর পুত্রগণকে কামজ পুত্র বলিয়াছেন। ইহার দ্বারা তৃতীয়া, চতুর্থী প্রভৃতি পত্নীগণের পুত্রদেরও জ্যেষ্ঠত্ব, কনিষ্ঠত্ব এবং ন্যূনাধিক্যের ব্যবস্থা বুঝিতে হইবে।৪১-৪৯

ভিন্নগোত্র হইতে আগত দত্তক ঔরসপুত্রলব্ধ পিতৃধনের চতুর্থভাগ প্রাপ্ত হইবে—এইরূপ যে ব্যবস্থা আছে, তাহা ধর্ম্মপত্নীপুত্ররূপ ঔরসপুত্র সম্বন্ধেই বুঝিতে হইবে, দ্বিতীয়াদি পত্নীর পুত্রসম্বন্ধে নহে। তবে এখানেও একটি বিশেষ ব্যবস্থা আছে, যেমন—দত্তকের পালক পিতা যদি অকিঞ্চন অর্থাৎ দরিদ্র হন, কিন্তু স্বকীয় মহান্ চরিত্র, বন্ধুত্ব, শুশ্রূষা ও অনুবর্ত্তন প্রভৃতি গুণের দ্বারা কোন ধনী বহুপুত্র দম্পতিকে বশীভূত করেন এবং সেই দম্পতি তাহার উপর অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া নিজের কোন একটি ( মধ্যম ) পুত্র তাহাকে প্রদান করেন এবং তাহার পর দত্তকের সেই পালক ভাগ্যবশতঃ বহু ভূমি, ক্ষেত্রাদি প্রাপ্ত হইয়া প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হন এবং ধীরে ধীরে কালে ঔরসপুত্র লাভ করেন ও পরম সমৃদ্ধ হন, তবে সেইস্থলে সেই দত্তকপুত্র পিতৃধনে ঔরসপুত্রের সমান ভাগ প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে বিবাদের কোনরূপ অবকাশ নাই। ৫০-৫৪

সেস্থলেও যদি দত্তকপুত্রের অপেক্ষা ঔরসপুত্রের মাতৃজত্ব ও পিতৃজত্বহেতু জ্যেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া ঔরসপুত্র পিতৃধনে অধিক ভাগ পাইবার জন্য বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে ধর্ম্মভীরু রাজা সেই ঔরসপুত্রকে শাসন করিবেন এবং রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। এজন্য সাধুগণ সকল দত্তকপুত্র সম্বন্ধেই এই ন্যায় ব্যবস্থিত করিয়াছেন। স্থলবিশেষে ব্যবস্থার ভেদ হইবে, যেমন—যেস্থলে অকিঞ্চন এবং বহুপুত্রের পিতা অন্য কোন অপুত্রক পুরুষের ধন, ঐশ্বর্য্য, মহিমা, সমাজে পূজনীয়তা প্রভৃতি দর্শনে ধন ঐশ্বর্য্যাদিতে তাহার সমতাপ্রাপ্তির নিমিত্ত অতীব উদ্বেগে কালের প্রতীক্ষা করিয়া থাকে এবং যখন দেখে যে, তাহার ( অপুত্রক ধনীর ) কোন পুত্র হইল না, তখন তাহার অপুত্রকত্ব-নিবন্ধন দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করত ধীরে ধীরে সেই ধনী ও মানী দম্পতির নিকট নিজপুত্রদানের প্রার্থনা করেন এবং তাহাদিগকে নিজে বুঝাইয়া ও তাহাদের জ্ঞাতি, বন্ধু, মিত্র ও গুরুজনের দ্বারা বুঝাইয়া সম্মত করত নিজপুত্র তাহাদিগকে প্রদান করেন, সেস্থলে ঐ দত্তকপুত্র পরবর্ত্তীকালে ঔরসপুত্রের চতুর্থভাগ পিতৃধন প্রাপ্ত হইবে।৫৫-৬১

পশ্চাজ্জাতেন ধর্ম্মেণ হেয়ো দত্তস্ততো যতঃ।
ভবত্যেব চ সর্বত্র ন চেদ্দত্তঃ পুনর্যদি ॥৬২
বিদ্যা-শ্রী-ধন-ভাগ্যৈস্তু সমো বাঽভ্যধিকোঽথ বা।
ভ্রাতা সগোত্রস্তৎকামরহিতঃ পুষ্কলাত্মবান্ ॥৬৩
অপুত্রপ্রার্থনাপূর্বং দানধর্মৈকবর্ত্মনা।
পুত্রং জনানাং পুরতো গ্রাহয়ামাস কেবলম্ ॥৬৪
শপথৈরতুলৈর্ঘোরৈ রাজবন্ধ্বাদিজল্পিতৈঃ।
সপুত্রস্তেন তুলিতো রিকৃথদ্রব্যক্ষয়াদিষু ॥৬৫
অধিকোঽপি কদাচিৎ স্যাদৌরসান্ন তু তৎকৃতৌ।
পৈতৃকে তু স এব স্যাজ্জ্যেষ্ঠোঽয়ং বয়সা তরাম্ ॥৬৬
ন্যূনোঽপি তাদৃশো দত্তঃ সমোঽভ্যধিক এব বা।
কানিষ্ঠ্যমেব লভতে ন তু জ্যৈষ্ঠ্যং কথঞ্চন ॥৬৭
প্রেতকৃত্যৈকভিন্নেষু বিভাগাদিষু তাদৃশঃ।
ঔরসেন সমঃ প্রোক্তঃ তাদৃশো যদি বা পুনঃ ॥৬৮

যশ্চাধিপো গ্রাম-ভূমি-জনতা-ধন-শেবধেঃ।
স এবার্হতি সর্বস্বপ্রদানাদিষু কেবলম্ ॥৬৯
স্বামিত্বঞ্চ তদাধিক্যং তৎকর্তৃত্বং তদীশতাম্।
ন্যূনত্বং দত্তমাত্রেণ লভতে কিল কেবলম্ ॥৭০
কিং তু তজ্জন্মজনকক্রিয়াভিঃ পূর্ব্বসংবিদৈঃ।
গ্রাহকস্যাবশ্যকত্বানাবশ্যত্বমুখৈঃ পরৈঃ ॥৭১
কৃতৈশ্চরিত্রৈঃ সুস্পষ্টং প্রভবেৎ স্বয়মেব বৈ।
বিদ্বদ্দত্তসুতোপায়সম্পাদিতমহাধনে ॥৭২
কিমৌরসস্য সমতা তুর্য্যতা বেতি বৈ জগুঃ।
তত্রাব্রুবন্ ধর্ম্মপরা মহান্তো ব্রহ্মবাদিনঃ ॥৭৩
দত্তঃ স্বপ্রার্থনাপূর্ব্বপ্রাপ্তপুত্রত্ববান্যদি।
ভিন্নগোত্রঃ পুনশ্চাপি তুর্য্যভাক্ তু স এব হি।
ঔরসেন সমো নায়ং স্বয়মেবাগতো যতঃ ॥৭৪

কারণ ঐ পুত্র ঔরসপুত্র অপেক্ষা সর্বত্র সর্বদাই হেয় কিন্তু যদি বিদ্যা, শ্রী, ধন ও ভাগ্যে অধিক এমন দম্পতি কর্ত্তৃক দত্তক প্রদত্ত হয়, তবে সে ঔরসপুত্রের সমান অথবা উহা হইতে অধিকও হইতে পারে। বিদ্যা, শ্রী, ধন ও ভাগ্যে অধিকই হউক অথবা সমানই হউক, সগোত্র ভ্রাতা যদি ধনাদি কামনার বশীভূত না হইয়া অপুত্রকত্বমাত্র-নিবন্ধন পুত্রের প্রার্থনা করে, তবে তাহাকে (ধনাদির ভাগদানে বৈষম্য না করার জন্য) শপথ করাইয়া এবং রাজা বা রাজপুরুষ, জ্ঞাতি, বন্ধু ও অন্যজনসমক্ষে দানধর্ম্মবুদ্ধিতে পুত্র প্রদান করিবে। তাহা হইলে ঐ দত্তকপুত্র প্রতিশ্রুতি অনুসারে পিতৃধনে ঔরসপুত্রের সমান বা অধিকভাগও পাইতে পারে। কিন্তু পৈতৃককর্ম্মে সে ঔরসপুত্রের সমান বা অধিক অধিকার পাইবে না; কারণ পৈতৃককৃত্যে ঔরসপুত্রই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে।৬২-৬৬

দত্তকপুত্র বয়সে ঔরসপুত্র অপেক্ষা ন্যূন অর্থাৎ অল্প, সমান অথবা অধিকই হউক না কেন, ঔরসপুত্র সর্বাবস্থাতেই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইবে। প্রেতকৃত্য ভিন্ন ধনবিভাগাদি স্থলে পূর্বোক্তাবস্থাভেদে সে ঔরসপুত্র অপেক্ষা সমান বা অধিকও হইতে পারে।৬৭-৬৮

যে ব্যক্তি প্রভৃত গ্রাম, ভূমি, জনতা, ধন ও নিধির অধিকারী, সে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সর্বস্ব দান করিতে পারে, তাহাতে তাহার পুণ্য ও যশঃ বৃদ্ধিই পাইবে; কিন্তু তাহার স্বামিত্ব, কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব যতই থাকুক না কেন, পুত্র প্রদান করা মাত্র সে ন্যূনতা প্রাপ্ত হইবে।৬৯-৭০

কিন্তু দাতার বংশমর্য্যাদা, কর্ম্ম, পূর্বখ্যাতি প্রভৃতি বিদ্যমান থাকিলে এবং গ্রাহকের পুত্রগ্রহণের আবশ্যকতা ও দাতার পুত্রদানের অনাবশ্যকতা এবং কুল, শীল প্রভৃতিতে গ্রাহক হইতে দত্তক দম্পতি উচ্চ হইলে দত্তক স্বয়ংই গ্রাহক পিতার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। কিন্তু যেস্থলে বিদ্বান্ কর্ত্তৃক দত্ত-পুত্রের দ্বারা বহু ধন-সম্পত্তি গ্রাহক পিতা লাভ করে, সেস্থলে দত্তক ঔরস-পুত্রের সমান বা চতুর্থ ভাগ পাইবে। ইহাতে সংশয় উপস্থিত হইতে পারে। এরূপ স্থলে মহাত্মা বেদবাদীগণ এই রূপনির্ণয় করিয়াছেন—দত্তক যদি ভিন্ন গোত্রের হয় এবং নিজে প্রার্থনাপূর্বক গ্রাহকের পুত্রত্ব লাভ করে, তবে সেইরূপ দত্তক পরবর্ত্তীকালে জাত ঔরসপুত্রের চতুর্থ ভাগ প্রাপ্ত হইবে। যেহেতু এই দত্তক স্বয়ং আগত, সেইহেতু সে ঔরসপুত্রের সমান হইবে না।৭১-৭৪

দ্বিতীয় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৭০ ] [ তৃতীয় সংখ্যা—দক্ষিণপাশ্চিয়া যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

## শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মুল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মুল্য সডাক ১৫'০০ ] [ প্রতি সংখ্যা ১'৫০

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত। ১৫ই আশ্বিন, ১৩৭০।

# নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫.০০। প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নয়া পয়সা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র সডাক প্রতি সংখ্যা ২.০০, বাৎসরিক ২০.০০। গ্রাহক-মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। পরমাসের প্রথম সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। কোন কারণে পত্রিকা প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইলে উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন এক মাস পূর্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা-পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

পালকপ্রার্থনাধিক্যং যা চ সা শপথাদিভিঃ ॥৭৫
প্রদানশপথপ্রোক্তি-মর্য্যাদাবাক্য-সূক্তিভিঃ।
স্বগোত্রসংগৃহীতো যঃ প্রত্যাসন্নোঽতিসুন্দরঃ ॥৭৬
কাপেয়রহিতঃ সূনুস্তৎসমত্বেন কল্পিতঃ।
বিদ্বদ্দত্তসুতোপায়সম্পাদিতমহাধনে ॥৭৭
বিভাগেচ্ছা পালকৌরসস্য জাতা তদা কিল।
সম্পাদকেচ্ছনিয়তাং সাম্যাংশশ্চ বিধীরিতঃ ॥৭৮
অত্রৌরসঃ প্রকথিতঃ ধর্ম্মপত্নীসমুদ্ভবঃ।
দ্বিতীয়াদিসুতাঃ সর্বে সূনু-পুত্রাদিশব্দিতাঃ ॥৭৯
ভবন্ত্যেবাত্র সততমৌরসত্বং ন তেষু তু।
এতাদৃশীয়ং মর্য্যাদা ধর্ম্মপত্নীস্থিতৌ তদা ॥৮০
দ্বিতীয়াদিসমুদ্ভূতপুত্রাণামিতি নির্ণয়ঃ।
ধর্ম্মপত্ন্যাং তু নষ্টায়াং পশ্চাৎ স্যাদ্ যা বিবাহিতা ॥৮১
সা চাপি ধর্ম্মপত্নীত্বং প্রাপ্নোত্যেবাচিরাৎ খলু।
তস্যামপি চ নষ্টায়াং পুনর্যা স্যাদ্ বিবাহিতা ॥৮২
কুলে সমানে সা চাপি ধর্ম্মপত্নীত্বমর্হতি।
জ্যেষ্ঠায়াং বিদ্যমানায়াং যা দ্বিতীয়া বিবাহিতা ॥৮৩
পুত্রার্থং সাপি কালে চ পুত্রিণী চেত্তথা ভবেৎ।
তথা ন চেদ্ ভোগিনী স্যাদ্ আপ্নোতি পুরুষপ্রসূঃ ॥৮৪
যত্নেন ধর্ম্মপত্নীত্বমনবাপ্যং সুনির্ম্মলম্।
বহুকালসুতাভাবাদ্ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয়য়োঃ ॥৮৫
পুত্রসংগ্রহণে জাতে দ্বিতীয়া পুত্রিণী যদি।
তদাপি তনয়ঃ সোঽয়মৌরসো ন ভবেদপি ॥৮৬
আত্মজত্বং দত্তপুত্রে অঙ্গাদঙ্গেতি মন্ত্রতঃ।
যতো নিক্ষিপ্তবান্ তাতঃ পরসঞ্জাতবিগ্রহে ॥৮৭
ততো দ্বিতীয়াসম্ভূতঃ তনয়স্তাদৃশো ন তু।
কিং স্বয়ং কামজঃ কোঽপি সুতপুত্রাদিবাচ্যতা ॥৮৮

আর যদি পালকপিতা স্বয়ংই পুত্র প্রার্থনা করেন এবং "পুত্রের ধনবিভাগাদি বিষয়ে কোন বৈষম্য করিব না" এইরূপ শপথ করেন এবং দাতাও যদি ঐরূপ সর্ত্তে পুত্র প্রদান করিতে অঙ্গীকৃত হ'ন এবং পুত্র যদি সগোত্র মধ্য হইতে সংগৃহীত ও রূপে-গুণে সুন্দর হয়, তবে ঐ কাপেয়রহিত দত্তক ঔরসপুত্রের সমানাংশভাগী হইবে। যদি বিদ্বান্ কর্ত্তৃক দত্ত পুত্রের দ্বারা গ্রাহক মহাধনী হ'ন, তবে সেই ধনে পালকের ঔরসপুত্রের বিভাগেচ্ছার উদয় হইলে সকলে সমবেত হইয়া দত্তককে সমান অংশ প্রদান করিবে।৭৫-৭৮

এখানে ঔরসপুত্র বলিতে ধর্ম্মপত্নীর পুত্রকেই বুঝিতে হইবে। যদি ধর্ম্মপত্নীর পুত্র বর্ত্তমান থাকে, তবে দ্বিতীয়াদি পত্নীর পুত্রগণের 'সূনু', 'পুত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত হইবার যোগ্যতা থাকিলেও তাহাদিগকে ঔরস পুত্র বলা যাইবে না—ইহাই শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত। ধর্ম্মপত্নী মৃতা হইলে যে পত্নীকে গ্রহণ করা হইবে, তাহাকেও অচিরাৎ ধর্ম্মপত্নী-শব্দে অভিহিত করা চলিবে। যদি দ্বিতীয়া পত্নীরও মৃত্যু হয়, তবে স্বজাতীয়া ও সমানকুলমর্য্যাদাসম্পন্না তৃতীয়া পত্নীও ধর্ম্মপত্নীত্ব লাভ করিবে। জ্যেষ্ঠা পত্নী বিদ্যমান থাকিতে তাহার পুত্র না থাকায় যদি পুত্রের নিমিত্ত পুনরায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করা হয় এবং সেই দ্বিতীয়া পুত্রবতী হয়, তবে সেও ধর্ম্মপত্নীত্ব প্রাপ্ত হইবে; কিন্তু পুত্র যদি না হয়, তবে তাহার 'ভোগিনী' সংজ্ঞা হইবে। দুর্ল্লভ ও সুনির্ম্মল ধর্ম্মপত্নীত্বরূপ যে ধর্ম্ম, উহা দ্বিতীয়াদি পত্নী পুত্রসন্তান প্রসব করিলেই লাভ করিতে পারিবে, নতুবা নহে।৭৯-৮৪

জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্নী উভয়েই দীর্ঘকাল পুত্রপ্রসব না করিলে যদি জ্যেষ্ঠা দত্তক গ্রহণ করার পর দ্বিতীয়া পত্নী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রকেও ঔরসপুত্র বলা যাইবে না।৮৫-৮৬

কারণ, গ্রাহক পিতা পরশরীরোৎপন্ন হইলেও দত্তকপুত্রে যেহেতু 'অঙ্গাদঙ্গেত্যাদি' মন্ত্রের দ্বারা আত্মজত্ব অর্পণ করিয়াছেন, সেইহেতু দ্বিতীয়াদি পত্নীর গর্ভজাত হইলেও তাহাকে ঔরস বলা যাইবে না। কিন্তু সে সুতপুত্রাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত হইলেও কামজ পুত্রই হইবে।৮৭-৮৮

তস্মিন্ তিষ্ঠতি বাঢ়ং সা নৌরসত্বং প্রতিষ্ঠতি।
আত্মজত্বঞ্চ মুখ্যেন গৌণত্বেনাখিলং তু তৎ ॥৮৯
প্রতিষ্ঠত্যেব কিং তেন নৌরসেন সমো ভবেৎ।
জেষ্ঠাদ্বিতীয়য়োরারাৎ পিত্রা পুত্রঃ কৃতঃ পরঃ ॥৯০
উপনীতস্ততো জেষ্ঠা মৃতা তস্যাঃ ক্রিয়াঞ্চ সঃ।
অকরোদ্দত্তপুত্রস্তু ততঃ কালেন সা পরা ॥৯১
পুত্রং প্রাসূত সোঽয়ং চেদ্দত্তোঽন্যকুলজোঽপি সন্।
তৎসমাংশী ভবেদেব নাত্রকার্য্যা বিচারণা ॥৯২
জ্যেষ্ঠাদ্বিতীয়য়োরারাত্তাতেন চ স্বীকৃতঃ সুতঃ।
সগোত্রো বাঽসগোত্রো বা কৃতমৌঞ্জ্যাদিসৎক্রিয়ঃ ॥৯৩
মৃতা দ্বিতীয়া তস্যাস্তু চকার প্রেতকৃত্যকম্।
দত্তোঽয়ং স্বেন ধর্ম্মেন মৃতায়া মাতুরেব হি ॥৯৪
পশ্চাৎ কালেন সা জ্যেষ্ঠা প্রাসূত যদি পুত্রকম্।
সোঽপিপুত্রোঽপি তেনৈব তুল্য ইত্যেব সূরিভিঃ ॥৯৫
কথিতো হি মহাভাগৈস্তস্মাৎ কর্ম্ম তথাবিধম্।
তাদৃক্কর্ম্মকরো মুখ্যো ভবত্যেব তু তাদৃশম্ ॥৯৬
কর্ম্ম সদ্ভিঃ প্রকথিতং তৎকর্ত্তা দুর্বলোঽপ্যয়ম্।
প্রবলঃ সদ্য এব স্যাদৌরসেন সমোঽপ্যতঃ ॥৯৭
এবং সত্যত্র ভূয়শ্চ নিশ্চয়ং বচ্মি চৈককম্।
দত্তপুত্রাদত্তপুত্রসন্নিধানে পিতৃক্রিয়া ॥৯৮
অদত্তপুত্রেণৈব স্যাৎ কর্ত্তব্যাঽন্যেন নৈব হি।

ধর্ম্মপত্ন্যাঃ প্রাবল্যম্

জ্যেষ্ঠপত্ন্যেব সা পত্নী ধর্ম্মপত্ন্যপি সা পরা ॥৯৯
মুখ্যো বৈদিককৃত্যানাং নান্যা তৎসদৃশী ভবেৎ।
ধর্ম্মপত্নীসমুদ্ভূত ঔরসশ্চাত্মজশ্চ সঃ ॥১০০
বংশোদ্ধরণকর্ত্তৃত্বসর্বধর্ম্মসমাশ্রয়ঃ।
ন তৎসমঃ পরস্তাত্তু তদন্যে কামজাঃ স্মৃতাঃ ॥১০১
সর্বে ধর্ম্মা ধর্ম্মপত্ন্যাঃ সকাশাৎ সম্ভবন্তি হি।
পাকযজ্ঞাঃ সপ্ত তেঽপি হবির্যজ্ঞাস্তথৈব চ ॥১০২

ধর্ম্মপত্নীর দত্তকপুত্রও যদি থাকে, তবে দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত পুত্রে ঔরসত্ব ও আত্মজত্ব মুখ্যরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে না; গৌণভাবে আত্মজত্ব ও ঔরসত্ব তাহাতে অবস্থান করিলেও সেই পুত্র ঔরসপুত্রের তুল্য হইবে না। (পুত্রহীনা) জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্নীর সন্নিধানে যদি পতি দত্তক গ্রহণ করিয়া দত্তকের উপনয়ন-সংস্কার করে এবং তাহার জ্যেষ্ঠা পত্নীর মৃত্যু হওয়ায় ঐ দত্তক তাহার শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করে, তবে দ্বিতীয়া পত্নী পুত্রপ্রসব করিলেও অন্যকুলোৎপন্ন ঐ দত্তকও পিতৃধনে ঐ পুত্রের সমান অংশভাগী হইবে—এবিষয়ে অন্য কোন বিচার করা কর্ত্তব্য নহে।৮৯-৯২

(পুত্রহীনা) জ্যেষ্ঠা ও দ্বিতীয়া পত্নীর বর্ত্তমানে পতি যদি সগোত্র বা অসগোত্র কোন পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করে এবং তাহার উপনয়ন-সংস্কার করে এবং পরে দ্বিতীয়া পত্নীর মৃত্যু হইলে তাহার প্রেতকৃত্যাদি অনুষ্ঠান করে, তবে জ্যেষ্ঠা পত্নী তখন পুত্র প্রসব করিলেও দত্তক পিতৃধনে সেই পুত্রের তুল্য অংশভাগী হইবে—ইহাই বিদ্বান্‌গণের সিদ্ধান্ত।৯৩-৯৫

ইহাতে কর্ম্মেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। যে পুত্র মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি অনুষ্ঠান করিবে, তাহারই মুখ্যত্ব সূচিত হইবে। এজন্য দত্তক ঔরসপুত্র হইতে দুর্বল হইলেও পিতৃধনে তাহার শুধু শ্রাদ্ধাদি কৃত্যানুষ্ঠানপ্রযুক্ত ঔরসতুল্যতাই সিদ্ধ হইবে।৯৬-৯৭

ঐরূপ হইলেও এখানে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যেস্থলে দত্তকপুত্র ও ঔরসপুত্র উভয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, সেস্থলে পৈতৃককর্ম্মে ঔরসপুত্রেরই মুখ্য অধিকার, দত্তকের নহে।

**ধর্ম্মপত্নীর শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন।**

যিনি জ্যেষ্ঠপত্নী, তিনিই ধর্ম্মপত্নী, তিনিই বৈদিক কর্ম্মে মুখ্যাধিকারিণী; অন্য পত্নী কোন অবস্থাতেই তৎসদৃশী নহেন। ধর্ম্মপত্নীর গর্ভজাত পুত্রই ঔরস ও আত্মজ পুত্র এবং সে-ই বংশোদ্ধারকারী ও সকল ধর্ম্মের আশ্রয়; অন্য পত্নীর পুত্রগণ কামজ পুত্র হওয়ায় কখনও তাহার তুল্য নহে।৯৮-১০১

সকল ধর্ম্মই ধর্ম্মপত্নীর নিকট হইতেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সাতপ্রকার পাকযজ্ঞ, হবির্যজ্ঞ, সপ্ত সোমসংস্থা,

সোমসংস্থাঃসপ্তসংস্থাঃ নিত্যনৈমিত্তিকাঃ সবাঃ।
সহস্রসংখ্যাঃ কাম্যাশ্চ যজ্ঞেষ্টিপশুকাদয়ঃ ॥১০৩
অহীনাঃ ক্রতবশ্চাপি সত্রান্তে বিবিধাঃ পুনঃ।
ধর্ম্মপত্ন্যনলাজ্জাতাস্তেষামৌপাসনস্য তু ॥১০৪
প্রথমঃ কথিতঃ সদ্ভিঃ মুখং প্রবর উত্তমঃ।
তৎসমো বিদ্যতে ভূমৌ মূলভূতশ্চ কারণম্ ॥১০৫
তাদৃশস্যাস্য করণং ধর্ম্মপত্ন্যেব মুখ্যভূঃ।
তদধীনা বহ্নয়ঃ স্যুস্তস্মাৎ সা সন্ধ্যয়োর্দ্বয়োঃ ॥১০৬
সীমাসন্ধিপ্রদেশেষু ন গচ্ছেদেব সর্বথা।
নদীপাথঃ পরং পারং ন গচ্ছেদেব সর্বথা ॥১০৭
যদি মোহেন সা গচ্ছেদ্ বহ্নয়ঃ সদ্য এব বৈ।
লৌকিকত্বং প্রাপ্নুবন্তি তস্মাত্তু সরিতং নদীম্ ॥১০৮
মহানদীমল্পনদীং যত্নান্নাতিক্রমেত বৈ।
নদ্যুত্তরণমাত্রেণ ধর্ম্মপত্ন্যা বিশেষতঃ ॥১০৯
পত্নীমাত্রস্য সামান্যাৎ সজাতেরপি কেবলম্।
পক্ষবন্তো বহ্নয়স্তে প্রদবন্ত্যাশু তৎক্ষণাৎ ॥১১০

তস্মাদত্যল্পসলিলকুল্যাগোষ্পদমাত্রকাঃ।
সরিৎস্নানায় গন্তব্যা ন ভবেত্তু তথা কিল ॥১১১
যদি মোহেন সা পত্নী অত্যল্পসলিলামপি।
কুল্যারূপামতিস্বল্পবিশালাং পাদমাত্রতঃ ॥১১২
সুসন্তরেয়াং (?) হেলার্থং লঙ্ঘয়েচ্চ তু সর্বদা।
স্রবন্ত্যা অপি তাদৃশ্যাঃ পরে পারেঽতিবাল্যতঃ ॥১১৩
অপ্যেকপাদং পূর্বং বা নিক্ষিপেত্তাবতৈব হি।
পুনঃসন্ধানমিত্যুক্তং বহ্নেরস্যেতি তজ্জ্ঞগুঃ ॥১১৪
ধর্ম্মপত্ন্যতিরিক্তানাং তাদৃশো নিয়মো ন হি।
সংসর্গহোমাৎ পরতঃ পত্নীনামিতি নিশ্চয়ঃ ॥১১৫
সংসর্গহোমো যাবত্তু ন কৃতঃ স্যাত্তদা পুনঃ।
তাবত্তু তাসাং সাগ্নীনামবনায়ামেব বৈ ॥১১৬
নিয়মঃ কথিতঃ সদ্ভিঃ সংসর্গাৎ পরতঃ পুনঃ।
এতাদৃশস্তু নিয়মস্ত্বত্যন্তাবশ্যকো ন তু ॥১১৭
তস্মাদ্ দ্বিতীয়াদি ভার্য্যা বিশেষাণাঞ্চ সানিশম্।
শরণং বিশ্রামস্থানং সর্ববৈদিককর্ম্মণঃ ॥১১৮

নিত্য ও নৈমিত্তিক যজ্ঞসমূহ, সহস্রসংখ্যক কাম্য যাগ, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যজ্ঞ, অহীন ক্রতুসমূহ, বিবিধ প্রকার সত্রযাগ প্রভৃতি ধর্ম্মপত্নীর বিবাহাগ্নিতেই সম্পাদিত হয়। উত্তম প্রবরকে যেমন মুখ্য বলা হয় এবং এজন্য গোত্রতুল্য, তেমনই ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিই ঔপাসনকর্ম্মের মুখ্য অধিষ্ঠান। এজন্য ঐ অগ্নির কারণীভূতা ধর্ম্মপত্নীকেও ধর্ম্মের মুখ্য কারণ বলা হয়। এজন্য ধর্ম্মপত্নী অগ্নিরক্ষার নিমিত্ত কখনও উভয় সন্ধ্যায় অগ্নির সীমাসন্ধিস্থলে গমন করিবে না এবং নদীজলে অথবা নদীর পরপারে যাইবে না।১০২-৭

যদি মোহবশতঃ ধর্ম্মপত্নী ঐ সকল স্থানে গমন করে, তবে শ্রৌতাগ্নি তৎক্ষণাৎ লৌকিকাগ্নিতে পরিণত হইবে। এজন্য ধর্মপত্নী কখনও ক্ষুদ্র নদীই হউক আর মহানদীই হউক, তাহা অতিক্রম করিবে না। যদি সে ঐরূপ করে, তাহা হইলে পত্নীমাত্রের সাদৃশ্য ও সজাতীয়ত্বাবশতঃ অগ্নিসমূহ পক্ষবিশিষ্ট হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে উড়িয়া যান।১০৮-১০

যদি মোহবশতঃ ধর্ম্মপত্নী অল্পজলা বা বহুজলা নদী বা কুল্যা (প্রণালী) অতিক্রম করে অথবা বিশাল নদীতে একপাদমাত্র স্থানেও সন্তরণ করে কিংবা হেলাপূর্বক স্রোতস্বতী নদী উল্লঙ্ঘন করিয়া পরপারে যায় বা উহার মধ্যে একপাদনিক্ষেপ করে, তবে পুনরায় তাহার পতিকে অগ্নির আধান করিতে হইবে। ধর্ম্মপত্নীভিন্ন অপর পত্নীগণের সম্বন্ধে ঐরূপ নিষেধ নাই। তবে সকল পত্নীর অগ্নিসমূহ ধর্ম্মপত্নীর অগ্নিতে সংসৃষ্ট করা হইলে তাহাদের সম্বন্ধেও ঐ নিষেধগুলি প্রযোজ্য হইবে।১১১-১৫

যে পর্য্যন্ত সংসর্গহোম করা না হয়, সেই পর্য্যন্ত ঐ সাগ্নিকের জন্য নিয়মগুলি অগ্নিরক্ষার জন্য বিহিত হইয়াছে; সংসর্গহোম করা হইলে পর ঐ নিয়মসমূহের পালন অত্যাবশ্যক নহে।১১৬-১৭

সুতরাং ধর্ম্মপত্নী দ্বিতীয়াদি পত্নীগণের পক্ষেও সর্বদাই পরম শরণ এবং সকল বৈদিক কর্মের বিশ্রামস্থল।১১৮

যদি ধর্ম্মপত্নী সমীচীনা (সজাতীয়া), সতী ও

যদি সা স্যাৎ সমীচীনা ধর্ম্মপত্নী সতী শিবা।
তয়া সমুত্তারিতাঃ স্যুঃ সর্বাভার্য্যাঃ পরাস্তু যাঃ ॥১১৯
যদি সা স্যাদপ্রগল্‌ভা কর্ম্মজ্ঞা কর্ম্মনাশনী।
ধর্ম্মস্য সিদ্ধির্ন স্যাদিত্যেবং ধর্ম্মমানসম্ ॥১২০
অথাপি তস্য যো বহ্নিঃ সদা রক্ষ্যশ্চ সূক্ষ্মতঃ।
স হি প্রধানো ধর্ম্মস্য মুখ্যশ্চৌপাসনঃ শিবঃ ॥১২১
তস্মিন্নেবৌপাসনেঽন্যবহ্ন্যয়ঃ শাস্ত্রবর্ত্মনা।
সংযোজ্যাস্তদভাবে তু দ্বিতীয়াদ্যনলেঽল্পকে ॥১২২
স্থালীপাকং পিতৃশ্রাদ্ধমাধানং সোম এব বা।
কর্ত্তুং ন শক্যতেঽতীব কৃতং যদ্যকৃতং ভবেৎ ॥১২৩
প্রথমায়াং ধর্ম্মপত্ন্যাং দূরগায়াং কদাচন।
প্রাপ্তেষু শ্রাদ্ধকৃত্যেষু সদ্যঃ সন্ধানকর্ম্ম তৎ ॥১২৪
কৃত্বা তস্মিন্ বাতিহোত্রে তানি কর্ম্মাণি চাচরেৎ।
দ্বিতীয়াদ্যনলেষ্বেবং বিদ্যমানেষু চেৎ পুনঃ ॥১২৫
অমন্ত্রকেণ হোতব্যং অন্যথা কর্ম্ম নশ্যতি।
কঞ্চিৎ কালং ধর্ম্মপত্নী স্বধর্ম্মেণ স্থিতা ততঃ ॥১২৬

চিত্তব্যামোহরুক্‌ক্রোধাঽপস্মারাদিকুবুদ্ধিভিঃ।
ভর্ত্তারমপি সংলঙ্ঘ্য ভ্রষ্টা তুচ্ছাতিচারিণী ॥১২৭
যাতা যদি তদা তস্যাস্তমগ্নিং ধার্য্যধর্ম্মতঃ।
বিদ্যমানং সমিন্নিষ্ঠমথবাত্মনি সংস্থিতম্ ॥১২৮
তত্তৎকালেষু সংপ্রাপ্তশ্রাদ্ধেষু চ তথা পুনঃ।
পিত্রোশ্চ মাতামহয়োর্দর্শাদিষু চ কৃৎস্নশঃ ॥১২৯
নিত্যনৈমিত্তিকেষ্বেবং স্থালীপাকেষু মন্ত্রতঃ।
হুত্বাজ্যং ব্যাহৃতিভির্বৈ সর্বচিত্তপ্রপূর্বকম্ ॥১৩০
তস্মিন্নেব প্রধানাগ্নৌ তানি কর্ম্মাণি চাচরেৎ।
অতিদুষ্টেতি যাবৎ সা ত্যজ্যতে মন্ত্রসংস্কৃতা ॥১৩১
তেনৈব বহ্নিনা দাহং প্রাপ্যতে ঘটতাড়নাৎ।
তাবত্তস্মিন্ পাবকে তু তদ্ভর্ত্তা পিতুরাব্দিকম্ ॥১৩২
স্থালীপাকং তথাধানং যচ্চান্যদপি বৈদিকম্।
সংপ্রাপ্তমখিলং কুর্য্যাদ্ বিবাহো যদি বা পুনঃ ॥১৩৩
ঘটপ্রহরণাভাবে কর্ত্তব্যত্বেন নিশ্চিতঃ।
তস্মিন্ বহ্নৌ বিদ্যমানে সমিধ্যাত্মনি বা সদা ॥১৩৪

মঙ্গলময়ী হ'ন, তবে তাঁহার দ্বারাই অপর পত্নীগণও উদ্ধার প্রাপ্ত হইবেন।১১৯

যদি ধর্ম্মপত্নী অপ্রগল্‌ভা, কর্ম্মে অজ্ঞা এবং কর্ম্মনাশিনী হ'ন, তবে গৃহীর ধর্ম্ম সিদ্ধ হয় না; কিন্তু তাহা হইলেও তাহার অগ্নিকে সযত্নে রক্ষা করিবে; কারণ, ঐ অগ্নিই ঔপাসনাদি সকল কর্ম্মে মুখ্য ও মঙ্গলময়।১২০-২১

সেই ঔপাসন অগ্নিতেই শাস্ত্রবিধি অনুসারে অন্য অগ্নিগুলি সংযোজিত করিবে; কারণ, দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিতে স্থালীপাক, পিতৃশ্রাদ্ধ, আধান, সোমযাগ প্রভৃতি কিছুই করা যাইবে না, করিলেও উহারা অকৃতই থাকিবে।১২২-২৩

ধর্ম্মপত্নী যদি কখনও কোন কারণে দূরে গমন করেন এবং সেই সময় শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ নূতন অগ্নির আধান করত সেই অগ্নিতে শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পাদন করিবে; অথবা দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিতেও অমন্ত্রক উহার অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপত্নী যদি কিছুকাল সাধ্বীভাবে অবস্থান করত (কামাদির দ্বারা) চিত্তের ব্যামোহ, রোগ, ক্রোধ, অপস্মার অথবা কুবুদ্ধিবশে ভ্রষ্টা হইয়া পতিকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, তবে সেই বিদ্যমান অগ্নিকে সমিধাহুতি দ্বারা সযত্নে রক্ষা করিবে; পিতা-পিতামহাদির শ্রাদ্ধাদিকাল ও নিত্য-নৈমিত্তিকাদি যজ্ঞকর্ম্ম উপস্থিত হইলে প্রথমে ব্যাহৃতি হোম করত ঐকর্ম্মগুলি পত্নীবিহীন হইয়াই অনুষ্ঠান করিবে; কারণ মন্ত্রসংস্কৃতা হইলেও অতিদুষ্টা নারীকে পরিত্যাগই বিধেয় এবং এইরূপ অবস্থায় পত্নীহীন হইয়াও কর্ম্মানুষ্ঠান করা চলিবে।১২৪-৩১

পরিত্যক্তা সেই ধর্ম্মপত্নীর মৃত্যু হইলে ঘটতাড়না-পূর্বক সেই অগ্নির দ্বারাই তাহার দাহ করা চলিবে। তাহার মৃত্যুর পূর্বপর্য্যন্ত সেই অগ্নিতে স্থালীপাক, আধান

বিদ্যমানং মন্ত্রমুখাৎ পুনঃ সন্ধ্যায় বা ততঃ।
তস্মিন্ বহ্নৌ বিবাহোঽয়ং দ্বিতীয়ো মন্ত্রপূর্বকঃ ॥১৩৫
কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতো ন চেদ্বানন্তরং পুনঃ।
তস্মিন্নেব চ সংসর্গহোমং কুর্য্যাদ্ যথাবিধি ॥১৩৬
কিমর্থমেবমিতি চেৎ সা ভ্রষ্টাপি তদুদ্ভবঃ।
বহ্নিঃ শিবো ন সন্ত্যাজ্য আত্মগাম্যেব বৈ যতঃ ॥১৩৭
সোঽয়মেব প্রধানোঽগ্নিঃ যজমানস্য কেবলম্।
গার্হস্থ্যদায়কঃ শ্রীমান্ ব্রহ্মচর্য্যনিবারকঃ ॥১৩৮
প্রবলস্তেন কথিতস্তস্মিন্ সতি ততঃ শিবে।
মুখ্যাগ্নাবাত্মনি পরে তমনাদৃত্য কেবলম্ ॥১৩৯
বহ্নিং গার্হস্থ্যদং দিব্যং পত্নীপ্রদ্বেষতো জড়ঃ।
যদা পত্নী গতা ভ্রষ্টা তদা সোঽপি বিভাবসুঃ ॥১৪০
নষ্ট এবেতি নিশ্চিত্য দুর্বুদ্ধ্যা শাস্ত্রবর্ত্ম তৎ।
অজ্ঞাত্বৈব জড়ো জাড্যং প্রাপ্য দুষ্টধিয়া বৃথা ॥১৪১

দ্বিতীয়াগ্নিমুখাদ্ যদ্‌যৎ কর্ম্ম ভ্রান্ত্যা করোতি চেৎ।
ব্যর্থমেব ভবেন্নূনং ফলদং ন ভবেদপি ॥১৪২
শ্রদ্ধাদিত্যাগদোষায় পাত্রমেব ভবেদ্ধ্রুবম্।
সতি তস্মিন্ প্রধানাগ্নৌ বাত্মন্যত্রাশুশুক্ষণৌ ॥১৪৩
দ্বিতীয়াদ্যনলে লৌকিকত্বেনৈব সমে স্থিতে।
অমন্ত্রেণৈব হোতব্যে সমন্ত্রেণ কৃতং তু চেৎ ॥১৪৪
ব্যত্যয়েন কৃতং তচ্চ তূষ্ণীং ন প্রভবিষ্যতি।
পিত্রোঃ শ্রাদ্ধে তথা ব্যর্থে জাতে তৎপরমেব বৈ॥১৪৫
সদ্যশ্চণ্ডালতা সা স্যাদনিবার্য্যা সুরৈরপি।
পুনর্মোহেন তস্মিন্ বৈ দ্বিতীয়াদ্যনলেঽল্পকে ॥১৪৬
প্রাধান্যেনৈব নিশ্চিত্য তানি কর্ম্মাণি মোহতঃ।
কৃতানি চেদ্ বৈদিকানি কা বা তস্য গতির্ভবেৎ ॥১৪৭
আদাবেকাং গতিং কৃত্বা পূর্বাগ্নেঃ শাস্ত্রবর্ত্মনা।
স্বাকারং বা ন চেত্ত্যাগং পশ্চাৎ কুর্য্যাৎ সবাদিকম্॥১৪৮

এবং অন্যান্য কালপ্রাপ্ত বৈদিক কর্ম্মগুলি অবশ্যই অনুষ্ঠান করিবে। ভ্রষ্টা ধর্ম্মপত্নীর মৃত্যুর পর যদি ঐ অগ্নিতে শবদাহ ও ঘটপ্রহরণ করা না হইয়া থাকে এবং পুনরায় যদি বিবাহ কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত হয়, তবে উক্ত ধর্ম্ম পত্নীর অগ্নিতেই পুনরায় বিবাহ হইতে পারিবে অথবা আত্মাতে নিত্য-বর্ত্তমান অগ্নিকে মন্ত্র দ্বারা প্রজ্বালিত করিয়া কিংবা পুনরায় অগ্ন্যাধান করিয়া সেই অগ্নিতে মন্ত্রপূর্বক বিবাহ হইতে পারিবে।১৩২-৩৫

বিবাহ যদি কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত না হয়, তবে ঐ প্রধানাগ্নিতেই যথাবিধি সংসর্গ-হোম করিবে।১৩৬

"এ কিরূপ বিধি"? এইরূপ আশঙ্কার নিরসনকল্পে বলা হইতেছে—পরবর্ত্তীকালে ভ্রষ্টা হইলেও বিবাহকালে ভ্রষ্টা না থাকায় তৎকালগৃহীত অগ্নি—পত্নী ভ্রষ্টা হইলেও বিশুদ্ধ ও মঙ্গলময় থাকিবে। যেহেতু ঐ অগ্নি নির্দ্দোষ আত্মাতে বর্ত্তমান, সেইহেতু উহা পরিত্যাজ্য নহে এবং শ্রীমান্, গার্হস্থ্য-সম্পাদক ও ব্রহ্মচর্য্য-নিবারক ঐ অগ্নিই প্রধান এবং অপর অগ্নিসমূহ হইতে প্রবল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ গার্হস্থ্য-সম্পাদক দিব্য মুখ্য অগ্নি বর্ত্তমান থাকিতে কেবল পত্নীর প্রতি বিদ্বেষবশতঃ "ধর্ম্মপত্নী যখন ভ্রষ্টা হইয়াছে, সুতরাং তাহার অগ্নিও নষ্ট হইয়াছে" এইরূপ নিশ্চয় করত শাস্ত্রবিধির অজ্ঞতা-বশতঃ বুদ্ধির জড়তাপ্রযুক্ত দুর্ব্বুদ্ধিসম্পন্ন কোন ব্যক্তি যদি উক্ত অগ্নিকে অবহেলা করিয়া দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিতে কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে, তাহার সেই কর্ম্ম ব্যর্থ হওয়ায় ফলদায়ক হইবে না এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন হওয়ায় অবশ্য সে দোষভাজন হইবে। উক্ত প্রধানাগ্নি বর্ত্তমান থাকিতে যদি আত্মনিষ্ঠ অগ্নিতে অথবা দ্বিতীয়াদি পত্নীর লৌকিকাগ্নিতুল্য অমন্ত্রক হোতব্য অগ্নিতে মন্ত্র-পূর্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করে, তবে বিপরীতভাবে কৃত কর্ম্ম তূষ্ণীম্ভাবেও প্রভাববিস্তার করিবে না এবং সেজন্য ঐ পিত্রাদি শ্রাদ্ধকর্ম্ম ব্যর্থ হইবে এবং তাহার ফলে সে তৎক্ষণাৎ দেবতাগণেরও অপ্রতীকার্য্য চাণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইবে। এখানে এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে—পুনরায় যদি ঐ ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্বিতীয়াদি পত্নীর অপ্রধান অগ্নিকে প্রধানাগ্নি মনে করিয়া উহাতেই সকল বৈদিক কর্ম্ম নির্বাহ করে, তাহা হইলে তাহার কি গতি হইবে? ইহার উত্তরে কোন কোন বেদজ্ঞ আচার্য্য বলেন—যে অগ্নিকে পূর্বে

ইত্যেবং কেচন প্রাহুরাচার্য্যা ব্রহ্মবাদিনঃ।
বস্তুতস্তত্র নিষ্কর্ষং প্রবদামি সুখায় বৈ ॥১৪৯
আত্মস্থং বৈদিকাগ্নিং তং ভ্রষ্টায়ৈ ন কদাচন।
দাতুং বৈ শক্যতে তূষ্ণীং দত্তশ্চেদাশুশুক্ষণিঃ ॥১৫০
তাদৃশায়ৈ শপত্যেনং ঘটধ্বংসাৎ পরং ক্রুধা।
সপ্রাণাং পতিতাং ভার্য্যাং সমুদ্দিশ্যৈব পাবকম্ ॥১৫১
শুদ্ধমাত্মৈকশরণং বুদ্ধিপূর্বং কথং শুচিম্।
দাতুমিচ্ছত্যয়ং মূঢ়ঃ মামিত্যেবং সুদুঃখিতঃ ॥১৫২
ভবত্যয়ং বায়ুসখা তস্মাত্তাং ঘটতাড়নে।
লৌকিকেন দহেদ্ বৈশ্বানরেণৈব ন চান্যতঃ ॥১৫৩
পশ্চাৎ পূর্বোত্থিতে বহ্নৌ স্বাত্মন্যেব স্থিতে শিবে।
দ্বিতীয়াসম্ভবং বহ্নিং সংসৃজ্য বিধিবত্ততঃ ॥১৫৪
তস্মিন্নেবানলে সর্বং কর্ম্মজাতং তু বৈদিকম্।
কুর্য্যাদেব বিধানেন ন চেদ্দোষো মহান্ ভবেৎ ॥১৫৫

দুশ্চারিত্র্যাৎ পূর্বমেব সমুদ্ভূতঃ সুতঃ শুভঃ।
নির্দ্দোষ এব স্বীকার্য্যঃ সৈব ত্যাজ্যা মনীষিভিঃ ॥১৫৬
তদূর্দ্ধং চেৎ সমুদ্ভূতঃ তস্যা গর্ভাৎ তু শাবকঃ।
সতাং গ্রাহ্যস্তু ন ভবেদিতি বেদান্তশাসনম্ ॥১৫৭
ঘটপ্রহারাৎ পরতঃ তৎপ্রকৃত্যা চ তাং ততঃ।
দগ্ধ্বা শ্রাদ্ধং চ নির্বর্ত্ত্য সকৃদেব স্বয়ং ততঃ ॥১৫৮
শুদ্ধো ভবেন্নচেত্তূষ্ণীং স্থিতেঽস্মিন্ বৈ তথা কিল।
শ্রৌত-স্মার্ত্তাদিকৃত্যানাং নাধিকারী ভবেদয়ম্ ॥১৫৯
ভ্রষ্টায়াং পতিতায়াং বা স্বৈরিণ্যাং যদি দৈবতঃ।
জাতায়ামপি তৎপত্ন্যাং ত্যাগং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ ॥১৬০
শাস্ত্রমার্গেণ বিধিনা তমগ্নিং পরিগৃহ্য বৈ।
ত্যক্ত্বা তাং বিধিনা পশ্চাদ্ ভূয়ো ধর্ম্মার্থমেব বৈ ॥১৬১
আহরেদ্ বিধিবদ্দারান্ অগ্নীংশ্চৈবাবিলম্বয়ন্।
পঞ্চাগ্নয়ো ব্রাহ্মণস্য পঞ্চ দারাশ্চ শাস্ত্রতঃ ॥১৬২

---

ধর্ম্মপত্নীর বিবাহের সময় শাস্ত্রানুসারে সংস্থাপিত করা হইয়াছে, হয় উহাকে স্বীকার করিতে হইবে নতুবা উহাকে ত্যাগ করত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে। ১৩৭-৪৮

বস্তুতঃ এখানে যাহা নিষ্কৃষ্ট (সুমীমাংসিত) সিদ্ধান্ত হইবে, তাহাই সকলের কল্যাণের জন্য বলিতেছি, আত্মস্থ বৈদিকাগ্নি ভ্রষ্টা নারীর শবদাহের জন্য তূষ্ণীম্ভাবেও কখনও দিবে না। অগ্নিপ্রদান করিলেও ঐ ঘটধ্বংসের (যে ঘটে অগ্নি রাখা হয়, ঐ ঘটের ধ্বংসের) অনন্তর উক্ত ভ্রষ্টা পত্নী ও তাহার জীবিত পতিকে অগ্নি শাপ প্রদান করেন এবং "পরম পবিত্র আমাকে কেন বুদ্ধিপূর্বক ঐ ভ্রষ্টার শবদেহে প্রদান করা হইল"—এই বলিয়া অগ্নি অত্যন্ত দুঃখিত হ'ন। সুতরাং ভ্রষ্টা-নারীর শবকে ঐ অগ্নিতে দাহ না করিয়া লৌকিক অগ্নিতেই দাহ করিবে।১৪৯-৫৩

পরে পূর্বোত্থিত ঐ অগ্নিতে দ্বিতীয়াদি পত্নীর অগ্নিকে সংসৃষ্ট করিয়া ঐ সংসৃষ্ট অগ্নিতেই বিধিপূর্বক সকল বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে, নতুবা মহান্ দোষ উৎপন্ন হইবে।১৫৪-৫৫

পত্নী দুশ্চরিত্রা হইবার পূর্বে যে পুত্র জন্মিয়াছে, সে পুত্র শুদ্ধ হওয়ায় তাহাকে গ্রহণ করিয়া ভ্রষ্টা-মাত্রকেই পরিত্যাগ করিবে।১৫৬

ভ্রষ্টা হইবার পর যদি ঐ পত্নীর কোন পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে ঐ পুত্র গ্রাহ্য হইবে না—ইহাই বেদান্তের অনুশাসন।১৫৭

ঘটপ্রহারের পর সেই স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই ভ্রষ্টা নারীকে দাহ করত একবারমাত্র উহার শ্রাদ্ধ করিয়া পতি শুদ্ধিলাভ করিবে; কিন্তু যদি শ্রাদ্ধাদি কিছুই না করিয়া তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে, তবে ঐ দ্বিজ শ্রৌত ও স্মার্ত্তকর্ম্মে অধিকারী হইবে না।১৫৮-৫৯

যদি দুরদৃষ্টবশতঃ ধর্ম্মপত্নী ভ্রষ্টা, পতিতা বা স্বেচ্ছাচারিণী হয়, তবে আলস্য না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে পরিত্যাগ করিবে; কিন্তু উহার অগ্নিকে বিধিপূর্বক রক্ষা করত ধর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত পুনরায় বিবাহ করিবে এবং অবিলম্বে অগ্নিও গ্রহণ করিবে। ১৬০-৬১

ব্রাহ্মণ শাস্ত্রবিধি অনুসারে স্বজাতীয় পাঁচটি পত্নী

স্বজাতৌ বিহিতাঃ সন্তিস্তেষু দারেষু ধর্ম্মতঃ।
ঋতুগাম্যেব তু ভবেত্তাদৃশেন হি কর্মণা ॥১৬৩
অয়ং ভবেদ্ ব্রহ্মচারী সদা নিত্যবিশেষণঃ।
প্রজার্থং মৈথুনং কুর্বন্ তাভিঃ সম্প্রার্থয়ন্নতি ॥১৬৪
পুনঃ কুর্বংস্তথা নাপি চ্যবতে ব্রহ্মচর্য্যতঃ।
ব্রহ্মচর্য্যৈকসংসিদ্ধিঃ পত্নীপঞ্চকসংস্থিতৌ ॥১৬৫
সিধ্যতে ব্রাহ্মণস্যৈব ঋতুকালাভিগামিতঃ।
স্ত্রীকামপূর্ত্তিকরণাদ্ ব্রহ্মচর্য্যং কদাচন ॥১৬৬
ক্ষয়মাপ্নোতি নৈবেতি তে প্রাহুর্ব্রহ্মবাদিনঃ।
পত্নীনাং করণং প্রোক্তং পঞ্চানাং স্যাৎ কৃতে যুগে ॥১৬৭
চাতুর্বর্ণ্যবিবাহোঽপি মাংসেন শ্রাদ্ধসৎক্রিয়া।
অশ্বালম্ভো গবালম্ভো ভার্য্যান্তরপরিগ্রহঃ ॥১৬৮
দেবরাদিসুতোৎপত্তির্বিধবাগর্ভধারণম্।
এবমাদীনি চান্যানি কর্ম্মাণি ন কলৌ ক্ষিতৌ ॥১৬৯

## ॥ দ্বাদশবিধপুত্রাঃ ॥

প্রশস্তানীতি নোচুর্হি তথা দ্বাদশপুত্রকান্।
তত্রাদৌ ক্ষেত্রজো দুষ্টঃ স্বপত্ন্যামন্যসম্ভবঃ ॥১৭০
সগোত্রেণেতরেণাপি তাবুভৌ শাস্ত্রনিন্দিতৌ।
স্বস্মিন্ ব্যাধ্যাদিনা গ্রস্তে সতি সান্যেন সঙ্গতা ॥১৭১
যেন কেনচিদজ্ঞাতা গর্ভং ধৃত্বা রহস্যতি।
প্রসূতে যং সুতং সোঽয়ং সুতো গূঢ়জনামকঃ ॥১৭২
পিতৃমাত্রেণ সংজ্ঞাতজননো ব্যভিচারজঃ।
পিতৃণাং সর্বনরকপ্রদঃ পাপালয়ঃ খলঃ ॥১৭৩
বন্ধবন্ধুপ্রভেদেন দ্বিবিধোঽয়ঞ্চ কথ্যতে।
যা বিবাহাৎ পূর্বমেব জারসঙ্গতিতঃ কিল ॥১৭৪
গর্ভে ধৃতেঽথ তচ্চিহ্নৈর্জ্ঞাত্বা সত্বরমেব বৈ।
বিবাহিতাৎ পিতৃভ্যাং হি দত্ত্বা বৈ যস্য কস্যচিৎ ॥১৭৫
অকীর্ত্ত্যৈকভয়াৎ সদ্যঃ সা প্রসূতে তু যং সুতম্।
কানীন ইতি বিখ্যাতঃ পুনশ্চায়ং তথা পরঃ ॥১৭৬
প্রকারান্তরতঃ প্রোক্তঃ সুতে কন্যৈব যং সুতম্।
সোঽয়ং তথাবিধশ্চাপি প্রথিতস্তেন দুর্জ্জনিঃ ॥১৭৭

গ্রহণ করিতে পারিবে। ঋতুকালে পত্নীগণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রার্থিত হইয়া গৃহস্থ যদি পত্নীতে গমন করে, তবে গৃহস্থ ব্রহ্মচর্য্য হইতে চ্যুত হয় না; কারণ, পুত্রোৎপাদনের জন্য প্রার্থিত হইয়া ঋতুকালমাত্রে পত্নীগণের মাত্র কামনা-পূর্ত্তির জন্য পুনঃ পুনঃ অভিগমন করিলেও উহাতে গৃহস্থের ব্রহ্মচর্য্যের হানি হয় না—ইহা ব্রহ্মবাদীগণ বলিয়াছেন। স্বজাতীয় পাঁচটি পর্য্যন্ত পত্নীগ্রহণের কথা যাহা বলা হইয়াছে, উহা সত্যযুগের জন্যই বিহিত বুঝিতে হইবে।১৬২-৬৬

কারণ চতুর্বর্ণের স্ত্রীগ্রহণ, মাংসের দ্বারা শ্রাদ্ধ, অশ্বালম্ভ (অশ্বমেধ-যজ্ঞ), গবালম্ভ (গোমেধ-যজ্ঞ), দ্বিতীয়ভার্য্যা-গ্রহণ (প্রথমপত্নীর জীবিতাবস্থায়), দেবরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন, বিধবার গর্ভধারণ অর্থাৎ বিধবার বিবাহ এই সকল কর্ম্মই কলিযুগের জন্য নিষিদ্ধ হইয়াছে। ১৬৭-৬৯

## দ্বাদশবিধ নিন্দিত পুত্র

ঐ কর্ম্মগুলি যেমন কলিযুগে নিন্দনীয়, তেমনই বক্ষ্যমাণ দ্বাদশপ্রকার পুত্রও সর্বদাই নিন্দনীয়। প্রথম দুষ্টপুত্র হইতেছে ক্ষেত্রজ-পুত্র; নিজের পত্নীতে অন্যের দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকেই ক্ষেত্রজ পুত্র বলে।১৭০

এই ক্ষেত্রজ-পুত্র আবার সগোত্র ও অসগোত্রজনক-ভেদে দুই প্রকার। পতি ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় স্ত্রী গোপনে অন্যের সহিত সঙ্গতা হইলে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, উহাকে গূঢ়জ পুত্র বলে।১৭১-৭২

পতির জ্ঞাতসারে অন্যের সহিত ব্যভিচারের দ্বারা পত্নীতে উৎপন্ন পুত্রকে ব্যভিচারজ পুত্র বলে। ঐ পাপিষ্ঠ খলপুত্র পিতৃপুরুষগণের নরকপ্রাপ্তির কারণ। এই ব্যভিচারজ পুত্র আবার বন্ধু (পিসতুত ও মাসতুত ভাই প্রভৃতি) ও অবন্ধুজনকভেদে দ্বিবিধ। যে নারী বিবাহের পূর্বেই জারসঙ্গবশতঃ গর্ভধারণ

তন্মাতা পতিতা পশ্চাদ্ যস্য কস্য বিবাহিতা।
কুলঘ্ন্যসচ্চরিত্রা সা গুহ্যপাপাতিনিন্দিতা ॥১৭৮

তুচ্ছেন যেন কেনাপি ভর্তৃরূপেণ সঙ্গতা।
তজ্জায়াপতিভাবঞ্চ পশ্যতাং ধারয়ন্ত্যপি ॥১৭৯

প্রসূতে তং সুতং চাপি স্বীকৃত্য চ ততঃ পুনঃ।
পালয়ন্ত্যপি নির্দুষ্টপুত্রবৎ পৃথিবীতলে ॥১৮০

সাধ্বীষু চ সতীষ্বেবাহং কাচিদিতি বাদিনী।
স্বসুতানাং সৎকুলেষু বহুকালে গতে শনৈঃ ॥১৮১

দূরদেশস্থিতৈর্বন্ধুজাতৈঃ সম্বন্ধ্যমায়য়া।
বিদ্যমানাতিচপলা তেন পুত্রেণ সৎকুলান্ ॥১৮২

মহাত্মানো নাশয়ন্তী তৎপুত্রস্তাদৃশো হ্যয়ম্।
কানীনস্তুপরঃ পাপী নিন্দিতো ব্রাহ্মণোত্তমৈঃ ॥১৮৩

অক্ষতায়াং ক্ষতায়াঞ্চ জাতৌ সুদুর্ভগৌ মতৌ।
তৌ চাপি নিন্দিতৌ পাপৌ পুত্রবাহ্যৌ
প্রকীর্ত্তিতৌ॥১৮৪

অকীর্ত্তিকারকৌ বন্ধুজনানাং দূষিতৌ খলৌ।
অতিনৈচ্যং গতৌ হেয়ৌ ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রদূষিতৌ ॥১৮৫

পিতৃদোষৈকজননৌ ন যোগ্যৌ যস্য কস্যচিৎ।

দত্তস্যৌরসসমভাগঃ।

দত্তঃ পিতৃভ্যাং দত্তাখ্যঃ সাপেক্ষাভ্যাঞ্চ সদ্বিধঃ।
তথৈব নিরপেক্ষাভ্যাং তত্রাদ্যস্তু তুরীয়ভাক্।
ততো যো নিরপেক্ষাভ্যাং সকাশাৎ পালকস্য বৈ॥১৮৬

সোঽয়ং বৈ সমভাগী স্যাৎ পশ্চাজ্জাতৌরসেন বৈ।
দম্পত্যোরেব তদ্দানেঽধিকারস্তৎপ্রতিগ্রহে ॥১৮৭

দম্পত্যোরেব নান্যস্য যতের্বা ব্রহ্মচারিণঃ।
অকলত্রস্থ-তৎসামীপ্যমকলত্রস্য চ বা তথা ॥১৮৮

করিয়াছে, বিবাহের পর গর্ভলক্ষণদর্শনে তাহা জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে তাহার পিতামাতার নিকট অথবা অন্য কাহারও নিকট অকীর্ত্তির ভয়ে প্রদান করিলে তদবস্থায় সেই নারীর গর্ভজাত সন্তানকে কানীন-পুত্র বলে। এইরূপ কন্যাবস্থায় অন্যপ্রকারে অর্থাৎ দেবতা প্রভৃতির দ্বারা উৎপন্ন পুত্রকেও কানীনপুত্র বলে; ঐ পুত্র ইহলোকে 'দুর্জনি' বলিয়া খ্যাত হয়।১৭৪-৭৭

ঐ কানীন পুত্রের জননীও পরে অন্য কাহারও সহিত বিবাহিতা হইলে পতিতাই হইবে। বাহিরে সচ্চরিত্রার মত অবস্থান করিয়া গুহ্যপাপকারিণী কুলঘ্নী এবং অতিনিন্দিতা কোন নারী যদি অতিতুচ্ছ যে কোন একটি পুরুষের সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীভাবে বাস করত কোন পুত্র প্রসব করে এবং তাহাকেই নিজ পুত্র বলিয়া স্বীকার করত নির্দোষ পুত্রবৎ পালন করিয়া বহু দিন পরে দূরদেশস্থিত আত্মীয়স্বজনের সহিত পুত্রের দ্বারা সম্বন্ধ স্থাপন করত অতিচপলা হইয়াও সাধ্বীর মত অবস্থান করে, সেই নারী ঐ পুত্রের দ্বারা সমস্ত কুলকে নাশ করিয়া থাকে। পূর্বোক্ত কানীন পুত্রও ঐপুত্রতুল্য পাপী—ব্রাহ্মণোত্তমগণের দ্বারা অতিনিন্দিত।১৭৮-৮৩

অতিবাল্যে বিবাহিতা নারী ক্ষতযোনি অথবা অক্ষতযোনি অবস্থায় অন্যপুরুষের সংসর্গে যে দ্বিবিধ পুত্র প্রসব করে, ঐ পুত্রদ্বয় পাপিষ্ঠ, নিন্দিত ও পুত্রবাহ্য হইবে। উহারা আত্মীয়স্বজনের অকীর্ত্তিকারী, দূষিত, খল, অতিনীচ, হেয়, ধর্ম্মশাস্ত্রদৃষ্টিতে দোষযুক্ত এবং পিতার দোষমাত্রেরই উৎপাদনকারী হইবে; এজন্য উহারা পুত্রনামের যোগ্য নহে। সাপেক্ষ (অর্থাকাঙ্ক্ষাদি প্রযুক্ত) দম্পতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত যে দত্তক, সে পালক-পিতার ধনে ঔরসপুত্রের চতুর্থভাগ এবং নিরপেক্ষ দম্পতি কর্ত্তৃক প্রদত্ত দত্তক ঔরসপুত্রের সমান ভাগ পাইবে। জীবিত দম্পতিরই পুত্রের দান বা প্রতিগ্রহে অধিকার।১৮৪-৮৭

দম্পতিরই দত্তকপুত্রগ্রহণে বা দানে অধিকার আছে; অন্যের নহে। যতি (সন্ন্যাসী), ব্রহ্মচারী, অবিবাহিত স্নাতক, বিবাহিত হইয়া স্ত্রীসান্নিধ্যশূন্য, বিধবা, বানপ্রস্থ, অশুচি (জাতাশৌচী), অনুপনীত, মৃতাশৌচী এবং ব্রতস্থ ইহাদের পুত্রদানে বা পুত্রগ্রহণে অধিকার নাই। যদি ইহারা কখনও কোন পুত্র দান বা গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ পুত্র বিক্রীত পুত্র বলিয়া গণ্য হইবে।

বিধবায়া নাধিকারঃ প্রদানগ্রহণেঽপি বা।
বানপ্রস্থস্যাশুচের্বানুপনীতেঃ কদাচন ॥১৮৯
তদ্বৎসূতকিনশ্চাপি ব্রতিনো নাধিকারতা।
বিক্রীতঃ কথিতশ্চৈবং পিতৃভ্যাং তাদৃশৈরপি ॥১৯০
নির্বাহকেণ জ্যেষ্ঠেন পিতৃব্যেন তথৈব চ।
পিতামহেন তৎপত্ন্যা তথা মাতামহেন চ ॥১৯১
স্বয়ং ক্রীতশ্চ কথিতঃ পুত্রঃ কৃত্রিমসংজ্ঞিকঃ।
স্বয়ংদত্তস্তু দত্তাত্মা স্বপোষণপরঃ খলঃ ।১৯২
সহোঢ়জস্তথাপ্যন্যপুত্রঃ শাস্ত্রৈকনিন্দিতঃ।
গর্ভে বিম্নোন্যঙ্গহেতুঃ পিতৃণাং নরকপ্রদঃ ॥১৯৩
স কানীনঃ পুনরপি সগোত্রেণ সমুদ্ভবঃ।
অতিপাপী স চণ্ডালাদধিকোঽস্পৃশ্য এব সঃ ॥১৯৪
স্মরণীয়ো ন বাচ্যোঽয়ং বংশমজ্জনকারকঃ।
অপুত্রেণ পরক্ষেত্রে নিয়োগোৎপাদিতঃ সুতঃ ॥১৯৫
উভয়োরপ্যসৌ রিকৃথী পিণ্ডদাতা চ ধর্ম্মতঃ।
হৈন্যন্যঙ্গৈকনিলয়ঃ পুত্রোঽয়ং কশ্চন স্মৃতঃ ॥১৯৬

ঐরূপ অনধিকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত পুত্রকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, পিতামহী এবং মাতামহ সকলেই বিক্রীত কৃত্রিমপুত্র বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। স্বীয় ভরণপোষণের নিমিত্ত যে পুত্র স্বয়ং নিজেকে পুত্ররূপে বিক্রয় করে, সেই সহোঢ়জ খলপুত্র শাস্ত্রমাত্র-নিন্দিত, বংশের নীচতা সম্পাদক অর্থাৎ অমর্য্যাদাকর এবং পিতৃপুরুষগণের নরকপ্রদ ।১৮৮-৯৩

পূর্বোক্ত কানীন পুত্র যদি সগোত্রের দ্বারা উৎপাদিত হয়, তবে সেই কানীন পুত্র অতি পাপিষ্ঠ এবং চণ্ডাল হইতে অধিক অস্পৃশ্য; বংশের নিমজ্জন-কারী ঐ পুত্রের স্মরণ ও উহার সহিত বাক্যালাপও নিষিদ্ধ। অপুত্রক কর্তৃক পরক্ষেত্রে নিয়োগের দ্বারা উৎপাদিত যে পুত্র, সে অপুত্রক ও ক্ষেত্রী উভয়েরই ধর্ম্মতঃ পিণ্ডদাতা ও ধনভাগী হইবে; কিন্তু ঐ পুত্র উভয়েরই কুলের হীনতা সম্পাদন করিবে ।১৯৪-৯৬

পিতৃভ্যাং যঃ সমুৎসৃষ্টো মহাদোষসমুদ্ভবঃ।
গ্রাহকেণ স্বীকৃতো যঃ সোঽপবিদ্ধ ইতীরিতঃ ॥১৯৭
ত এতে নিখিলাঃ পুত্রাঃ সূত্রকারৈর্মহাত্মভিঃ।
দুঃখাদনঙ্গীকৃতাঃ স্যুঃ মহান্যায়ৈকসম্ভবাঃ ॥১৯৮
চরমস্ত্বপবিদ্ধস্তু কৃতাকৃত ইতীরিতঃ।
তস্মাদ্ দ্বাবেব তৌ প্রোক্তৌ তনয়ৌ শাস্ত্রবিশ্রুতৌ ॥১৯৯
নরকোত্তারকৌ সদ্যো জন্মনৈব ন কর্ম্মণা।
আত্মজশ্চাপি দৌহিত্রঃ সমানৌ পৈতৃকেঽনিশম্ ॥২০০
কদাচিদধিকশ্চাপি দৌহিত্রস্তনয়াদতি।
দৌহিত্রাত্তনয়স্তদ্বদধিকঃ কেষু কর্ম্মসু ॥২০১
ঔরসো ধর্ম্মপত্নীজস্তৎসমঃ পুত্রিকাসুতঃ।
পুত্রভাবো যস্য বা স্যাৎ কাদাচিৎকেন কারণাৎ ॥২০২
পুত্রসংগ্রহণং সদ্যঃ কর্তুমাশু ন শক্যতে।
চিরকালপ্রতীক্ষাদৌ তৎপিত্রোঃ কামপূরণম্ ॥২০৩

মহাদোষসমুদ্ভূত জানিয়া দম্পতি যদি অন্যকে স্বপুত্র দান করে, তবে অন্য কর্তৃক গৃহীত ঐ পুত্র 'অপবিদ্ধ' নামে অভিহিত হইবে।১৯৭

পূর্বোক্ত সকলপ্রকার পুত্রকেই সূত্রকার মহর্ষিগণ— অতিদুঃখেও পুত্ররূপে অঙ্গীকারের অযোগ্য বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে যে চরম অপবিদ্ধ, উহাকে 'কৃতাকৃত' বলা হইয়াছে অর্থাৎ পুত্র হইলেও অপুত্রবৎ বলা হইয়াছে। এজন্য আত্মজ ও দৌহিত্র এই দুইপুত্রকেই শাস্ত্রকারগণ পুত্র বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। এই দুই পুত্র জন্মমাত্রই পিতৃপুরুষগণকে নরক হইতে উদ্ধার করে; কোন কর্মসম্পাদনের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ইহারাই পৈতৃককর্ম্মে সমান অধিকারী। কোন কোন কর্ম্মে পুত্র হইতেও দৌহিত্র অধিক, আবার কোন কোন কর্ম্মে দৌহিত্র হইতেও পুত্র অধিক হইয়া থাকে। ধর্ম্মপত্নীর পুত্রকেই ঔরসপুত্র বলা হইয়াছে। পুত্রিকাপুত্র ঔরসপুত্রের তুল্য, কেননা 'কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমার পুত্র হইবে' এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়াই কন্যাকে প্রদান করা হইয়াছে।১৯৮-২০২

তৎপ্রার্থিতপ্রদানস্য শপথোক্ত্যাদিকস্ততঃ।
জনানাং পুরতো হোমঃ পশ্চাচ্ছপথবাচনম্ ॥২০৪
তস্যৈতস্য তু কৃৎস্নস্য তত্তৎকালে শনৈঃ শনৈঃ।
অত্যন্তদুঃখং স্মৃক্রু্রমনুভূয় সভার্য্যকঃ ॥২০৫
তং সংগৃহ্য বিধানেন জাতকর্মাদিকঞ্চ তৎ।
কৃত্বোৎসবো ননু ভূয়স্তস্য মৌঞ্জ্যাদিষু স্বয়ম্ ॥২০৬
পশ্চাজ্জাতে ধর্ম্মপত্ন্যাং তনয়ে বা তদৈব বৈ।
দ্বিতীয়ায়াং তৃতীয়ায়াং স্বকীয়োৎপত্তিমাত্রতঃ ॥২০৭
পূর্বকালগৃহীতং তং কুমারং শুদ্ধচেতসম্।
অপি তূষ্ণীং দ্বেষ্টি কিল তস্মাদন্যসুতং হঠাৎ ॥২০৮
সংগৃহ্য চোভয়ত্রাপি ভ্রষ্টং কৃত্বা স্বয়ং ততঃ।
অত্যন্তপাতকাবাস-মিথ্যাবাক্যবিশেষবান্ ॥২০৯
সমুদ্দিশ্য দিবারাত্রং প্রলপন্ দুর্মনাঃ পরম্।
রাজাজ্ঞাপাত্রভূতৈশ্চ সজ্জনৈরতিদূষিতঃ ॥২১০
সংলঙ্ঘ্য মিত্রবাক্যানি বন্ধুবাক্যানি ভূরিশঃ।
তৃণীকুর্বন্ দুষ্টবাক্যসহস্রেণায়মল্পকঃ ॥২১১
তুচ্ছো দূষ্যঃ প্রভবতি তন্মধ্যে চ পুনঃ পুনঃ।
তাড়িতো ধিক্‌কৃতো রাজকীয়ৈঃ পুম্ভিঃ প্রদূষিতঃ ॥২১২
হেয়ভূতশ্চ ভবতি তস্মাৎ পুত্রস্য সংগ্রহম্।
প্রকুর্বন্ত্যেব বিদ্বাংসঃ পুত্রাভাবে তু মুখ্যতঃ ॥২১৩
দৌহিত্রে সতি সোঽয়ং স্যাৎ পুত্রতুল্যস্ততোঽধিকঃ।
ন তস্য হোমঃ কর্ত্তব্যো গ্রহণং ন চ মন্ত্রতঃ ॥২১৪
ক্রিয়াঃ কাশ্চিন্ন সন্ত্যত্র জাতকর্ম্মাদিকাঃ পরাঃ।
তনয়োৎপত্তিসময়ে স্বর্ণদানাদিকং পরম্ ॥২১৫
যদ্যত্তদেতদখিলং যত্নসাধ্যং ন বিদ্যতে।
স বা নূনং কৃতে কিঞ্চিৎ পুনরপ্যতিবার্দ্ধকে ॥২১৬
অস্যৈব পুরতো দৈবাৎ পুত্রে জাতেঽথবা তদা।
জাতং তমেনং দৌহিত্রো মাতুলো মম সম্প্রতি ॥২১৭

দত্তকগ্রহণ সহসা করিবে না। বহুকাল প্রতীক্ষা করিয়াও যদি পুত্র না জন্মে, তখন দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবে। কারণ, দাতা গ্রহীতাকে শপথ করাইয়া পুত্র দিবেন এবং গ্রহীতাকেও সর্বসমক্ষে হোম ও পরে 'স্বকীয়ধনভাগে কোন বৈষম্য করা হইবে না' এইরূপ শপথ করিয়াই পুত্রগ্রহণ করিতে হইবে। এই প্রকার নানারূপ দুঃখকর ব্যাপার থাকায় দীর্ঘকাল পুত্রাভাবজনিত দুঃখভোগ করিয়া তবে পত্নীর সহিত বিধিপূর্বক পুত্রগ্রহণ করিবে। পুত্রগ্রহণ করিয়া উহার জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়নাদি সংস্কার করিবে।২০৩-৬

দেখিতে পাওয়া যায়—ঐরূপভাবে যথারীতি পুত্রগ্রহণ করিলেও পরবর্ত্তীকালে নিজের ধর্ম্মপত্নী অথবা দ্বিতীয়াদি পত্নীর গর্ভে স্বকীয় পুত্র উৎপন্ন হইলে ঐ গ্রাহক-পিতাই দত্তকপুত্রকে আত্মজ-সন্তান হইতে পৃথক্ মনে করিয়া হঠাৎ মনে মনে দ্বেষ করিতে আরম্ভ করে।২০৭-৮

সেইহেতু গৃহীত অন্যপুত্রকে জনককুল ও গ্রহীতৃকুল হইতে ভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং নরকবাসী ও মিথ্যাবাদীরূপে পরিচিত হয়। সেই পুত্রকে উদ্দেশ্য করিয়া ঐ দুর্ম্মনাঃ দিবারাত্র প্রলাপোক্তি করে। অনেক সময় এরূপ দেখা যায় যে, তাহার ঐরূপ মনোবৃত্তি-দর্শনে সজ্জনগণ, রাজপুরুষবৃন্দ, মিত্র ও বন্ধুগণ তাহাকে বুঝাইলে এবং নিন্দা করিলেও সে সকলের কথা তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ দত্তকপুত্রের প্রতি দুর্বাক্য ও দুর্ব্যবহার প্রয়োগ করিয়া থাকে এবং তাহার ফলে সেই ব্যক্তি রাজকীয় পুরুষগণের দ্বারা লাঞ্ছিত ও ধিক্কৃত হইয়া অবস্থান করে।২০৯-১২

এজন্য বিদ্বান্‌গণ কোনরূপ পুত্রজন্মিবার সম্ভাবনা না থাকিলেই দত্তকগ্রহণ করিবে। দৌহিত্র পুত্রতুল্য বা পুত্র হইতেও অধিক হওয়ায় তাহার গ্রহণে মন্ত্র প্রয়োজনীয় নহে, হোমও প্রয়োজনীয় নহে।২১৩-১৪

দৌহিত্রের দ্বারা মাতামহাদির পিণ্ডদান যেমন নির্বাহিত হয়, তেমনই অনেক ব্যয়ও করিতে হয় না, যেমন জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়া ও স্বর্ণদানাদির ব্যয় মাতামহকে করিতে হয় না।২১৫

এই দৌহিত্র বর্ত্তমানে অতিবার্দ্ধক্যে যদি মাতামহের কোনও পুত্র জন্মে, তথাপি কোন অনর্থের সম্ভাবনা নাই; কারণ, ঐ দৌহিত্র 'আমার একটি মাতুল হইয়াছে'

সঞ্জাত ইতি সন্তোষপূর্ব্বকং তোষয়িষ্যতি।
তয়োশ্চিত্তং স্ববন্ধূনাং পশ্চাজ্জাতোঽপ্যয়ং
শিশুঃ ॥২১৮
সঞ্জাতমাত্রঃ পরমঃ সর্বপ্রাণেন সন্ততম্।
প্রপালয়তি স্বপ্রাণাধিকতো মানয়ন্নতি ॥২১৯
মানিতঃ পালিতঃ সম্যক্ তেনৈবং সতি সোঽপ্যতি।
প্রীত্যৈব সততং পশ্যন্ প্রতিষ্ঠত্যেব সর্বদা ॥২২০
তস্মাদ্ দৌহিত্রতুলিতো নাস্তি পুত্রো জগৎত্রয়ে।
দৌহিত্রে সতি পুত্রপ্রতিগ্রহাভাবঃ।
দৌহিত্রোৎপত্তিমাত্রেণ তৎকুলদ্বয়সম্ভবাঃ ॥২২১
উত্তারিতাঃ সদ্য ইব ভবেয়ুর্নাত্র সংশয়ঃ।
তামভ্যনুজ্ঞাং ভার্য্যায়াঃ পুত্রসংগ্রহহেতবে ॥২২২
ন দদ্যাৎ সতি দৌহিত্রে ম্রিয়মাণঃ স্বয়ংপতিঃ।
আপন্নিবারকঃ সোঽয়ং আপৎসাপুত্রশূন্যতা ॥২২৩
এক এব ভবেন্নূনং দুহিতাতনয়োঽখিলৈঃ।
দৌহিত্রে সতি পুত্রস্য গ্রহণং ন সমাচরেৎ ॥২২৪

অজাতপুত্রস্তেনৈব পুত্র্যয়ং ধর্ম্মতো মতঃ।
অবিভক্তো জ্ঞাতিভির্যস্তুপুত্রো দৈবযোগতঃ ॥২২৫
মৃতশ্চেত্তস্য তে সর্বে তন্মুখেনৈব তৎক্রিয়াঃ।
মন্ত্রৈঃ কারয়িতব্যাঃ স্যুরন্যথা পাপভাগিনঃ ॥২২৬
জ্ঞাতয়ঃ প্রভবন্ত্যেব তৎক্রিয়ামাত্রতোঽস্য বৈ।
তদ্দ্রব্যভাকৃত্বং ন ভবেদবিভক্তা যতস্তু তে ॥২২৭
বিভক্তাস্তে খলু তদা ভবেয়ুর্যদি তেন বৈ।
পূর্বং মৃতে ন চেত্তেষাং জ্ঞাতীনাং তু ন কিঞ্চন ॥২২৮
লেশমাত্রং হি কিমপি ধর্ম্মতো ন ভবেদ্ ধ্রুবম্।
দ্রব্যং মৃতস্য যদ্বা তৎসর্বং পুত্রীসুতস্য বৈ ॥২২৯
স্বীয়মেব ভবেন্নূনং তস্মাজ্জাতেঽখিলা ভুবি।
দৌহিত্রে ভগ্নমনসঃ নষ্টকামা গতশ্রিয়ঃ ॥২৩০
ভবন্তি কিল ভূয়োঽপি কেচিদ্দুষ্টজনাস্তরাম্।
পরদ্রব্যাপহর্ত্তারো নিত্যচৌর্য্যৈকবৃত্তয়ঃ ॥২৩১
কথং জ্ঞাতের্বিভক্তস্য ধনং তুষ্ণীং দুরাশয়াঃ।
কদা কেন বরিষ্যাম ইতি চিন্তাসমন্বিতাঃ ॥২৩২

জানিয়া আনন্দিতচিত্তে মাতুল ও মাতামহের চিত্তকে তোষিত করিবে।২১৬-১৮

পরবর্ত্তীকালে উৎপন্ন হইলেও ঐ শিশু জন্মিবামাত্রই নিজ জ্ঞাতিগণেরও আনন্দবর্দ্ধন করিবে এবং সকলের প্রাণাধিক হইয়া সকলকে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শনপূর্বক পালন করিবে। এইরূপে ঐ পুত্র কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পালিত হইয়া বৃদ্ধপিতাও (দৌহিত্রের মাতামহ) সর্বদা অত্যন্ত আনন্দ ও প্রতিষ্ঠালাভ করিবেন।২১৯-২০

## দৌহিত্র বর্ত্তমানে পুত্র-প্রতিগ্রহে নিষিদ্ধ

সুতরাং ত্রিভুবনে দৌহিত্রতুল্য কোন পুত্র নাই। দৌহিত্রের উৎপত্তিমাত্রই পিতৃকুল ও মাতৃকুল উভয় কুলই উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়—ইহাতে সংশয় নাই। সুতরাং দৌহিত্র বর্ত্তমান থাকিতে মুমূর্ষু পতি ও পত্নীকে দত্তক-পুত্রগ্রহণে অনুমতি দিবেন না; কারণ দৌহিত্রই আপদ্ হইতে উদ্ধার করে এবং আপৎকালে পুত্রশূন্যতা পূরণ করে। সুতরাং দৌহিত্র বর্ত্তমানে দত্তকগ্রহণ বিধেয় নহে।২২১-২৪

অপুত্রক ব্যক্তি দৌহিত্রের দ্বারাই পুত্রবান্ হয়। জ্ঞাতিগণের সহিত অবিভক্ত কোন অপুত্রক পুরুষের যদি দৈববশে মৃত্যু হয়, তবে জ্ঞাতিগণ মুখ্যাধিকারী ক্রমে তাহার ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য মন্ত্রপাঠপূর্বক সম্পাদন করিবেন, না করিলে পাপভাগী হইবেন; কারণ ঔর্দ্ধদেহিক কৃত্য সম্পাদনের দ্বারাই জ্ঞাতিগণের জ্ঞাতিত্ব সিদ্ধ হয়; কিন্তু যেহেতু তাঁহারা অবিভক্ত, সেইহেতু তাঁহারা ধনাদির অংশভাগী হইবেন না।২২৫-২৭

আর যদি জ্ঞাতিগণ তাহার সহিত বিভক্ত হ'ন, তবে মৃত্যুর পূর্বে বা পরে জাতিগণ কেহই তাহার কিঞ্চিন্মাত্র বস্তুরও স্বত্বলাভ করিবেন না; কারণ তাহার দৌহিত্র থাকিলে সে-ই ধর্ম্মতঃ তাহার সকল ধনের অধিকারী হইবে। এজন্য দৌহিত্র জন্মিলে জ্ঞাতিগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া জ্ঞাতিধনে হতাশ হইয়া থাকেন।২২৮-৩০

অনৃতানি চ বাক্যানি প্রলপন্তস্ততস্ততঃ।
সতাং প্রদ্বেষিণোঽতীব বর্ত্তন্তে পাপিনো জড়াঃ ॥২৩৩
তান্নিত্যং ধার্ম্মিকো রাজা বিচার্য্য শঠবুদ্ধিকান্।
ধর্ম্মেণ চারমুখতঃ তথা ব্যাভাষণাদিনা ॥২৩৪
তেষাং পরেষাং বিদুষাং ধর্ম্মজ্ঞানাং মিথোক্তিতঃ।
বিচারসূক্ষ্ময়া বুদ্ধ্যা সমালোচ্য ততঃ পরম্ ॥২৩৫
স্বীকৃত্য দণ্ডয়িত্বা চ ছীৎকৃত্য চ তদা তদা।
রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েদ্ দুষ্টান্ সতঃ সম্যক্ প্রপূজয়েৎ॥২৩৬
দান-মানাদিনা নিত্যং তেনাস্য সুমহাত্মনঃ।
ভূতির্যশো ভগশ্চায়ুর্বর্দ্ধন্তেঽহরহমঞ্জসা ॥২৩৭
অপুত্রধনমাত্রে স্যুর্জ্ঞাতয়ো নিত্যমেব বৈ।
দৌহিত্রাজননে যত্নাদ্ধর্ত্তুং গন্তা ভবন্তি বৈ।২৩৮
দৌহিত্রজননে সদ্যো নষ্টকামাস্তথা পুনঃ।
অনিশং নিত্যদুঃখাশ্চ কশ্মলং প্রাপ্নুবন্তি চ ॥২৩৯
শ্বশ্রূ-শ্বশুরয়োঃ পিত্রোঃ পত্যভাবে ততঃ পুনঃ।
অভ্যনুজ্ঞাপ্রদানেঽস্যা অপুত্রিন্যা বিপদ্যপি ॥২৪০
সঙ্গচ্ছতে কদাচিত্তু পুণ্যগ্রহণ কর্ম্মণঃ।
অধিকারো মনুপ্রোক্ত আপৎ সা পুত্রশূন্যতা ॥২৪১
আপন্নিবারকঃ সোঽয়ং দৌহিত্রস্তস্য চোদিতঃ।
বিধবা বা পিতৃভ্রাতৃকৃতা পুত্রগ্রহে তু যা ॥২৪২
অভ্যনুজ্ঞা জ্ঞাতিমতাং চেদ্ বন্ধূনাঞ্চ গ্রামিণাম্।
জনানামপি শিষ্যাণাং শ্রোতৄণামপি কৃৎস্নশঃ ॥২৪৩
যুক্তস্বৈনেককণ্ঠ্যাচ্চেত্তথাস্ত্বিতি মনোর্মতম্।
তদা তু গ্রহণং জ্ঞাতের্নান্যস্য তু কথঞ্চন ॥২৪৪

কিন্তু কোন কোন পরদ্রব্যাপহারী নিত্যচৌর্য্যপরায়ণ এমন দুষ্টজ্ঞাতিও থাকে, যাহারা দুরাশয়তাপ্রযুক্ত কখন কিভাবে কাহার দ্বারা ঐ অপুত্রক জ্ঞাতির ধন লাভ করিবে—এই চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া সর্বদাই নানারূপ মিথ্যা ও প্রলাপবাক্য বলিতে থাকে এবং তজ্জন্য সেই জড়বুদ্ধি পাপিষ্ঠগণ সজ্জনগণের দ্বেষের পাত্র হয়। ধার্মিক রাজা গুপ্তচরের মুখ হইতে ইহাদের দুষ্টবুদ্ধি ও মিথ্যা-প্রলাপাদি ভাষণ অবগত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ বিদ্বান্‌গণের দ্বারা তাহাদের দুষ্টকর্মের বিচার করত দণ্ডদানপূর্বক রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন এবং সজ্জনগণকে সর্বদাই পূজিত ও সম্মানিত করিবেন—ইহাতে সেই মহাত্মা রাজার নিত্যই যশঃ, ঐশ্বর্য্য ও আয়ু বর্দ্ধিত হইবে। দৌহিত্র না থাকিলে অপুত্রকের ধনে জ্ঞাতিগণ অধিকারী হইবে। কিন্তু দৌহিত্র জন্মিলে জ্ঞাতিগণ ভগ্নমনোরথ হইয়া নিত্যই দুঃখপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। পতি না থাকিলে (ধনবতী) পুত্রহীনা (বিধবা নারী) আপৎকালে শ্বশুর, শাশুড়ী ও পিতামাতার অনুমতিক্রমে দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে পারে; কারণ পুত্রশূন্যতা একটি মহতী আপৎ—ইহা মনু বলিয়াছেন। এজন্য দৌহিত্রকে আপন্নিবারক পুত্র বলা হইয়াছে। পিতা ও ভ্রাতার অনুমতি থাকিলেও বিধবা তখনই পুত্র গ্রহণে অধিকারিণী হইবে, যখন জ্ঞাতি, বন্ধু, গ্রামবাসী জন, শিষ্য ও উপস্থিত শ্রোতৃবর্গ সকলেই একবাক্যে তাহার পুত্রগ্রহণে সম্মতি দিবে; তখন জ্ঞাতিপুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে, অন্য কাহারও পুত্র গ্রহণ করিতে পারিবে না; অন্যথা বিধবার দত্তকপুত্র গ্রহণ করা চলিবে না।২৩১-৪৪

অপুত্রক দম্পতি পুত্রগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে নিজের জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার একটিমাত্র পুত্রকেই দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে; কিন্তু পিতার একমাত্র পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা চলিবে না।২৪৫-৪৬

এইরূপ কাহারও জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ পুত্র কিংবা পঙ্গু, মূক, চিররোগী, অন্ধ, বধির, ক্লীব ও শ্বিত্রী (শ্বেতকুষ্ঠী) এই সকল পুত্রকে কখনও দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে না, গ্রহণ করিলেও পুত্রগ্রহণ ব্যর্থই হইবে। কারণ, ঔরসপুত্রও যদি পঙ্গু, মূক, জড় প্রভৃতি হইয়া জন্মগ্রহণ করে, তবে তাহাদেরও পিতৃধনে অধিকার হইবে না, কেবল ভোজন-পানাদি দ্বারাই তাহারা ভরণীয় হইবে। যেহেতু বেদমন্ত্রের দ্বারা বৈদিক কর্ম্মের অধিকার-প্রাপ্তিই পিতৃধনের অধিকারপ্রাপ্তির কারণ, সেইহেতু ঐরূপ পুত্রের উৎপত্তি পিতৃপুরুষগণের কোন অদৃষ্টসাধন করিবে না; সুতরাং উহারা নিষ্প্রয়োজনীয় হওয়ায়

কদাচিদপি পুত্রস্য গ্রহণে সমুপস্থিতে।
অপুত্রিণোস্তদা ভ্রাতৃমধ্যে জ্যেষ্ঠান্ত্যয়োঃ কিল ॥২৪৫
একস্য গ্রহণং কার্য্যং ধর্ম্মতো যস্য কস্য বা।
গ্রহণং ত্বেকপুত্রস্য সর্বেষামপ্যসম্মতম্ ॥২৪৬
ন জ্যেষ্ঠস্য কনিষ্ঠস্য পঙ্গোর্মূকস্যারোগিণঃ।
অন্ধস্য বধিরস্যাপি ক্লীবস্য শ্বিত্রিণোঽপি বা ॥২৪৭
গ্রহণং নৈব কুর্বীত কুর্য্যাদ্ যদি বৃথৈব সঃ।
ঔরসৈরপি তৈঃ পুত্রৈঃ পঙ্গু-মূকাদিভির্জড়ৈঃ ॥২৪৮
নিরংশৈর্বেদমন্ত্রেকেনাধিকারনিদানতঃ।
নিষ্প্রয়োজনকৈস্তৈশ্ছের্নামমাত্রৈকভাজনৈঃ ॥২৪৯
ভরণীয়ৈরন্নপানপ্রদানমুখতস্তরাম্।
প্রয়োজনং কিমপ্যস্তি তদুৎপন্নৈঃ কথঞ্চন ॥২৫০
বর্গত্রয়াৎ পরং তেষাং মূকাদ্যৌরসসন্ততৌ।
ভবেদ্ ব্রাহ্মণ্যপৌষ্কল্যং তৎপূর্বং তস্য খর্বতা ॥২৫১
মন্ত্রাদ্যুচ্চারণাভাবাত্তৎক্রিয়ানাঞ্চ লোপতঃ।
তথা তাবৎ প্রকথিতং ধর্ম্মজ্ঞৈস্তৈর্মহাত্মভিঃ ॥২৫২
জ্ঞাতিমত্যা কৃতা বন্ধু-সামন্তজনসম্মতা।
সা চেদ্ভর্তৃকৃতানুজ্ঞা পুত্রগ্রহণহেতবে ॥২৫৩
ফলত্যেবেতি ধর্ম্মজ্ঞা ন চেত্তু ন তু সিধ্যতি।
জ্ঞাতিমত্যা কৃতা যত্তু পুত্রসংগ্রহণাদিকম্ ॥২৫৪
ধরাদানক্রয়াদ্যেবং বৈশ্বস্তং তত্তু সিধ্যতি।
সর্বজ্ঞাতিমতং যত্তদ্দানং বিশ্বস্তয়া কৃতম্ ॥২৫৫
ধরাং ধরাকৃতং চেত্তু সিধ্যত্যত্র ন চেন্ন তু।
দানকালনিষিদ্ধং যদ্দানং ধারং রহঃ কৃতম্ ॥২৫৬
দেশান্তরকৃতং চাপি ন সিধ্যত্যেব সর্বথা।
রণ্ডান্যদেশরচিতভূমিদানং মহাত্মভিঃ ॥২৫৭
তচ্চৌর্য্যকৃত্যমিত্যেব নিশ্চিতং শাস্ত্রবর্ত্মনা।
অপুত্রপুত্রগ্রহণং দৌহিত্রাজননে ভবেৎ ॥২৫৮
দৌহিত্রজননাদূর্দ্ধং তদপ্রামাণিকং ভবেৎ।
যাবন্নৃণাং বিভক্তানাং দৌহিত্রোৎপত্তিযোগ্যতা ॥২৫৯
তাবত্তু তস্য স্বীকারে যোগ্যতাপি ন জায়তে।
জাতেন্দ্রিয়াণাং দৌর্বল্যে দৌহিত্রে সতি সঙ্কটে ॥২৬০
অবসাদস্যসন্দেহে পুত্রগ্রহণমিষ্যতে ॥
একস্য পঞ্চষেষ্বস্য গ্রহণং জ্যেষ্ঠ-খর্বয়োঃ ॥২৬১
বিহিতো যস্য কস্যাপি মধ্য একস্য সংগ্রহঃ।
ন তত্র জ্যৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যনিয়মো মনুনা স্মৃতঃ ॥২৬২

উহাদের পিতৃধনে ভরণপোষণের অতিরিক্ত কোন স্বত্ব থাকিবে না।২৪৭-৫০

মূকাদি ঔরসপুত্রগণের ত্রিবর্গ অতীত হইবার পর পূর্ণব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে, তৎপূর্ব পর্য্যন্ত তাহাদের খর্বতা অর্থাৎ জাতিব্রাহ্মণ্যমাত্র থাকিবে। তাহাদের মন্ত্রাদি উচ্চারণ করিবার সামর্থ্য না থাকায় বৈদিকাদি ক্রিয়ার লোপ হওয়াতেও ধর্ম্মজ্ঞ মহাত্মগণ তাহাদের জন্য ঐরূপ ব্যবস্থা দিয়াছেন।২৫১-৫২

জ্ঞাতি, বন্ধু, সামন্ত রাজপুরুষ এবং স্বামীর যদি অনুমতি থাকে, তবেই নারীর দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ হইবে, নতুবা নহে। জ্ঞাতিগণের অনুমতিক্রমে দত্তকগ্রহণ করিলেও (ধনিনী) নারী বিশ্বস্ততা-সহকারে ভূমিদান ও ভূমিক্রয়াদি করিলেই উহা সিদ্ধ হইবে, নতুবা নহে। ঐ নারী যদি গোপনে বা দেশান্তরে ধরাদান বা অন্য নিষিদ্ধদানাদি করে, তবে ঐ দান সিদ্ধ হইবে না। বিধবা যদি অন্যদেশে অবস্থান করত ভূমিদান করে, তবে উহা চৌর্য্যকার্য্য বলিয়া গণ্য হইবে—ইহা শাস্ত্রকার মহর্ষিগণের সিদ্ধান্ত। অপুত্রক দৌহিত্র না থাকিলেই পুত্রগ্রহণ করিবে, নতুবা দৌহিত্র জন্মিলেই ঐ দত্তকগ্রহণ অসিদ্ধ হইবে। যে পর্য্যন্ত দৌহিত্র জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে, সে পর্য্যন্ত দত্তকগ্রহণে অধিকারই জন্মিবে না। বার্দ্ধক্যবশতঃ ইন্দ্রিয়সমূহ দুর্বল হইলে এবং দৌহিত্র সঙ্কটাপন্ন হইলে এবং নিজের প্রাণসংশয় উপস্থিত হইলে দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবে। জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ ভ্রাতার পাঁচ ছয়টি পুত্র থাকিলে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্র পরিত্যাগ করত মধ্যবর্ত্তী যে কোন একটিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে, মধ্যবর্ত্তী পুত্রসমূহের মধ্যে আর জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বিচারের প্রয়োজন নাই।২৫৩-৬২

গ্রহণং ত্রিষু মধ্যস্য ত্রয়াণাং পঞ্চসু স্মৃতম্।
ত্রয়াণাং ষট্সু সর্বো বা জ্যেষ্ঠো বা নিয়মো ন হি॥২৬৩
ত্রিষু পঞ্চসু ষট্স্বেবং ভ্রাতৃষ্বাদ্যান্ত্যয়োশ্চ ন।
মধ্য একস্ত্রয়শ্চত্বারঃ স্যুরত্রেতি বৈ জগুঃ॥২৬৪
সংগ্রাহ্যেষ্বাদ্য একঃ স্যাদ্ গ্রাহ্যো জ্যেষ্ঠো দ্বিতীয়কঃ।
তৃতীয়ো বা বিধানেন ন দ্বৌ সর্বাত্মনা স্মৃতৌ॥২৬৫
আদ্যান্ত্যাবেব সন্ত্যাজ্যৌ বহুভ্রাতৃষু তৎসুতৌ।
মধ্যে জ্যেষ্ঠদ্বিতীয়াদিনিয়মো নেতি চোচিরে॥২৬৬
যদি মোহাজ্জেষ্ঠপুত্রো দত্তঃ স্যাচ্চেত্ততঃ স্বয়ম্।
কৃতমৌঞ্জীবিবাহোঽপি জনকস্য সুতো ভবেৎ॥২৬৭
ন পালকক্রিয়াযোগ্যো ন গৃহ্লীয়াদতস্ত্বিমম্।
যঃ কৃতো দত্তহোমস্য তূষ্ণীকং স্যান্ন সংশয়ঃ॥২৬৮
দত্তোঽয়ং বালিশো ভ্রষ্টো গ্রাহকস্য সুতো ন তু।
জনকস্য সুতঃ সোঽয়ং ইত্যুক্তে তং প্রবচ্ম্যপি॥২৬৯
ন কর্ম্মযোগ্যস্তস্যাপি কিং তু তূষ্ণীং ততঃ পরম্।
ক্রয়ক্রীতদ্রব্যসমঃ তৃণকাষ্ঠমৃদাদিভিঃ॥২৭০
তুলিতো ন ক্রিয়াযোগ্যো যতস্ত্যক্তশ্চ তেন বৈ।
অনেকজায়াসঞ্জাতপুত্রানেকস্য চেদপি॥২৭১
জায়ানামগ্রজস্ত্যাজ্যঃ কনিষ্ঠোঽপি তথৈব হি।
জ্যেষ্ঠান্ত্যয়োস্ত যে মধ্যাঃ সঞ্জাতাস্তনয়াস্ত তে॥২৭২
গ্রাহ্যাস্তত্র বিশেষেণ জৈষ্ঠ্য-কানিষ্ঠ্যসম্ভবঃ।
নিয়মো নেতি তত্র স্যাদিতি সর্বমতং তরাম্।২৭৩

## একপুত্রস্য স্বীকরণনিষেধঃ।

যদ্যেকপুত্রো দত্তশ্চেদাত্মানং গ্রাহকং ততম্।
মাতৃদ্বয়ং তৎক্ষণেন নরকে পাতয়িষ্যতি॥২৭৪
উভয়োস্তাতয়োশ্চাপি জনন্যোরপি কর্ম্মণি।
নাধিকারী ভবেত্তস্মাদুভয়ভ্রষ্ট ঈরিতঃ॥২৭৫

তিনটি পুত্রের মধ্যে মধ্যমটি, পাঁচটি ছয়টি পুত্রের মধ্যে মধ্যবর্ত্তী তিনটি পুত্র দত্তকগ্রহণের যোগ্য হইবে; উহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠের নিয়ম নাই।২৬৩

যদি কাহারও তিনটি, পাঁচটি বা ছয়টি ভ্রাতা থাকে এবং জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপুত্রক বা একপুত্রক হ'ন, তবে সেস্থলে মধ্যম ভ্রাতাগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠের মধ্যম পুত্রগণের প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে।২৬৪-৬৫

বহু ভ্রাতার বহু পুত্র থাকিলেও তাহাদেরও জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করত মধ্যবর্ত্তী পুত্রগণের জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্ব বিচার না করিয়া যে কোন একটিকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে।২৬৬

যদি মোহবশতঃ কাহারও জ্যেষ্ঠপুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করা হয়, তবে তাহার উপনয়ন ও বিবাহাদি সম্পাদন করা হইলেও ঐ দত্তকে জনকেরই স্বত্ব থাকিবে। পালকপিতার কৃত্যে ঐ দত্তকে অধিকারর থাকিবে:না। এজন্য উহাকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিবে না, করিলেও মন্ত্রহীন দত্তকগ্রহণের ন্যায় তাহা বৃথাই হইবে।২৬৭-৬৮

'এই মূর্খ দত্তক ভ্রষ্ট, সুতরাং সে গ্রাহকের পুত্র নয়, জনকেরই পুত্র'—তাহাকে এইরূপ বলিলে সেস্থলে আমি ইহাই বলিব—ঐ পুত্র গ্রাহকের কর্ম্মেও যেমন অধিকারী নয়, তেমনই জনকের কৃত্যেও অধিকারী নহে। সে অর্থের বিনিময়ে ক্রীতকাষ্ঠাদি দ্রব্যের সহিত তুলিত হইবার যোগ্য; কেননা, সে পিতৃকুলকেও পরিত্যাগ করিয়াছে। যেস্থলে অনেক পত্নী থাকায় অনেক পুত্রও উৎপন্ন হইয়া থাকে, সেস্থলে পত্নীগণের প্রত্যেকেরই জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ পুত্রকে পরিত্যাগ করত মধ্যবর্ত্তী পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ বিচার না করিয়া কোন একটিকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিবে।২৬৯-৭৩

## একপুত্রস্থলে দত্তকগ্রহণ নিষেধ

যদি দম্পতির একমাত্র পুত্র স্বেচ্ছায় নিজেকে কাহারও নিকট (ধনাদি লোভে) অর্পণ করে, তবে সে উভয় কুলকেই নরকে পাতিত করে; সে উভয় পিতা

প্রদানসময়ে স্বস্য সন্তু ভ্রাতৃষু তৎপরম্ ।
নষ্টেষু তেষু চেদবশিষ্টো যদি ভবেদয়ম্ ॥২৭৬
উভয়োঃ কর্ম্মকর্ত্তা স্যাত্তদা তদ্রিকৃথভাগ্যপি ।
একপুত্রোঽহমিত্যেবং বদন্ দত্তশ্চ সাম্প্রতম্ ॥২৭৭
সভায়াং ব্যবহারেষু বহিষ্কার্য্যো বিচক্ষণৈঃ ।
বিধবাসংগৃহীতোঽহমিতি জল্পন্ সভাসু চেৎ ॥২৭৮
চপেটিকাপ্রদানেন ধিক্কার্য্যঃ সত্য এব বৈ ।
বিধুরেণ প্রদত্তোঽস্মি দূরভার্য্যেণ বৈ তদা ২৭৯
তথৈব সংগৃহীতোঽহং বদন্নেবং তু নির্ভয়ম্ ।
স দূরীকরণীয়ঃ স্যাচ্চোরবত্তু বিশেষতঃ ॥২৮০
বর্ণিনা যতিনাপৎসু দত্তোঽহং মাতৃমাত্রতঃ ।
পিতৃমাত্রেণ দত্তোঽস্মি সংগৃহীতোঽহমিত্যপি ॥২৮১
সদ্ভিঃ সভাসু বিবদন্ দুশ্চরিত্রঃ পরস্বহৃৎ ।
নির্লজ্জয়া ন্যঙ্গহীনঃ সজ্জনাকৃতিমাবহন্ ॥২৮২

পূর্বোত্তরবিরুদ্ধং তদ্বিবদন্প্রলপন্নপি ।
তস্য তৎপ্রতিবাক্যেষু যো বৈ তং নিগ্রহং শনৈঃ॥২৮৩
বিরোধান্বিবিধান্ সম্যক্ সংগৃহ্যৈব ততঃ পুনঃ ।
প্রদূষয়েত্তিরস্কৃত্য দেশাদুচ্চাটয়েদপি ॥২৮৪
দুষ্টনিগ্রহমাত্রেণ তদ্দেশস্য মহীপতেঃ ।
তত্রত্যানাঞ্চ সর্বেষাং সর্বশ্রেয়ো মহদ্ভবেৎ ॥২৮৫
জ্যেষ্ঠোঽহমেকতনয়ঃ পিতৃভ্যাং পুনরেব বৈ ।
দত্তোঽন্যাভ্যামিতি চ বৈ বিবদন্ পররিকৃথকে ॥২৮৬
পুত্রত্বহেতুনা সোঽয়ং প্রসিদ্ধস্তস্করো মতঃ ।
কুতস্তথেতি সন্দেহে তচ্চ সম্যঙ্ নিরূপ্যতে ॥২৮৭
ন দানার্হো জ্যেষ্ঠ পুত্রঃ কদাচিদপি বা ভবেৎ ।
তত্রাপি চৈকঃ সুতরাং তৎক্রিয়ানধিকার্য্যপি ॥২৮৮
এবমেব পরে চাপি তনয়াঃ পরিরিকৃথকে ।
বিব্যদমতিকুর্বন্তো দৌহিত্রাদিষু তাসু চ ॥২৮৯

ও উভয় মাতারই ঔর্দ্ধদেহিক কর্ম্মে অনধিকারী হইয়া উভয় লোক হইতেই ভ্রষ্ট হইবে ।২৭৪-৭৫

প্রদানসময়ে দত্তকের অনেক ভ্রাতা বিদ্যমান থাকিলেও যদি তাহাদের মৃত্যু হওয়ায় একমাত্র দত্তকই পুত্ররূপে অবশিষ্ট থাকে, তবে সেই দত্তক জনক ও পালক উভয়েরই পিণ্ড ও ধনে অধিকারী হইবে। সভাতে দাঁড়াইয়া নির্লজ্জভাবে যদি কোন দত্তক বলে—'আমি পিতার একমাত্র পুত্র হইয়াও এখন দত্তক হইয়াছি', তবে বিচক্ষণগণ তাহার সহিত সর্বপ্রকার ব্যবহার বর্জ্জন করিবেন। 'বিধবার দ্বারা আমি দত্তকরূপে গৃহীত হইয়াছি'—যে পুত্র সভাতে এই কথা বলিবে, তাহাকে চপেটাঘাত প্রদান করত ধিক্কার দিয়া বহিষ্কৃত করিবে। 'পত্নীশূন্য ব্যক্তি কর্ত্তৃক অথবা দূরভার্য্যা ব্যক্তি কর্ত্তৃক আমি প্রদত্ত হইয়াছি'। ইহা যে বলিবে, তাহাকে চৌরবৎ বর্জ্জন করিবে ।২৭৬-৮০

'আমি আপৎকালে যতিকর্ত্তৃক, ব্রহ্মচারিকর্ত্তৃক, কেবল পিতৃকর্ত্তৃক অথবা কেবল মাতৃকর্ত্তৃক দত্ত ও সংগৃহীত'—এই কথা সভাতে যে সজ্জনাকৃতিধারী নির্লজ্জ, ন্যঙ্গহীন, দুশ্চরিত্র, পরস্বাপহারী বলিবে এবং পূর্বোত্তরবিরুদ্ধ বহু প্রলাপোক্তি করিবে; তাহাকে যে ব্যক্তি সমস্ত বিরোধ স্বীকার করাইয়া ধীরে ধীরে নিগ্রহ করত দেশ হইতে উচ্চাটিত করিবে, সে সেই দেশের রাজা ও তদ্দেশস্থ প্রজাগণের শ্রেয়স্কারী হইবে ।২৮১-৮৫

'পিতার জ্যেষ্ঠ ও একমাত্র পুত্র আমি পিতামাতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছি' এই বলিয়া যে পরধনপ্রাপ্তির জন্য বিবাদ করে, তাহাকে প্রসিদ্ধ তস্কর বলিয়া জানিবে। কেন—তাহা বলিতেছি ।২৮৬-৮৭

জ্যেষ্ঠপুত্র কখনও দানযোগ্য নহে, তদুপরি একমাত্র পুত্র হইলে তো কোন কথাই নাই; সুতরাং সে পালকপিতার ক্রিয়ায় অনধিকারী হওয়ায় তাঁহার ধনেও অনধিকারী ।২৮৮

এইরূপ, বিভক্ত মাতামহের দৌহিত্র বর্ত্তমান থাকিতে প্রদত্ত কন্যাগণ বিধবা হইয়া অবস্থান করিলে যদি মাতামহের (দৌহিত্রপক্ষে) কোন সপিণ্ড আসিয়া 'আমি সগোত্র মাতৃদত্ত দত্তক, আমিই এই ধনের অধিকারী; তোমরা ভিন্নগোত্র; সুতরাং আমার

তনয়াসু বিভক্তানাং প্রত্তাসু বিধবাসু চ।
দত্তপুত্রোঽহমস্মীতি সপিণ্ডোঽহং সগোত্র্যতি ॥২৯০
সম্বন্ধো ভবতাং কো বা ভিন্নগোত্রিধনেঽতি বৈ।
প্রলপন্তঃ কেন দত্ত ইত্যুক্তেনির্ভয়ান্বিতাঃ ॥২৯১
নির্লজ্জা মাতৃদত্তাঃ স্মঃ বিশ্বস্তাঃ স্বাকৃতাঃ স্বরাঃ!
অভ্যনুজ্ঞাকৃতস্বীকারা বৈ তদ্ভর্ত্তৃবাক্যতঃ ॥২৯২
বয়ং তদৃগোত্রসম্ভূতা অস্মাকং তদ্ধনং মহৎ।
ন্যায়েন নিখিলং স্যাদ্ধি সুতাদৌহিত্রয়োঃ কথম্ ॥২৯৩
স্থিতয়োঃ পরগোত্রত্বে তদ্ধনং তু ভবিষ্যতি।
ইতি শাস্ত্রবিরুদ্ধানি বাক্যান্যন্যানি বা পুনঃ ॥২৯৪
সভাসু বৈ প্রলপতোঃ সদ্যো দেশাৎ প্রবাসয়েৎ।
পুত্রভিন্নাদন্ধ্রযোত্রদত্তসাহস্রকাত্তরাম্ ॥২৯৫
অধিকো দুহিতাসূনুঃ সর্ব্বশাস্ত্রৈস্তথেদিতঃ।
কৃতস্তথেতি চোক্তে তু প্রবদামি চ তৎস্ফুটম্ ॥২৯৬

**দৌহিত্রপ্রশংসা।**

দুহিতৃতনয়ো লোকে সর্বেষাং সর্বকর্ম্মসু।
নিত্যং মাতামহাদীনাং তৎপত্নীনাং চ পুত্রবৎ ॥২৯৭
করোতি হি স্বপিতৃভিঃসমত্বেন সমন্ত্রতঃ।
দর্শাদীন্যপি নিত্যানি তথা নৈমিত্তিকান্যপি ॥২৯৮
সর্ব্বশ্রাদ্ধানি কাম্যানি মাসিশ্রাদ্ধাদিকান্যপি।
শ্রাদ্ধপ্রতিনিধিত্বেন ক্রিয়মাণেষু কর্ম্মসু ॥২৯৯
তর্পণেষ্বপি সর্ব্বেষু নিত্যস্নানাদিকর্ম্মসু।
পিতৃবর্গসমত্বেন বর্গং মাতামহস্য বৈ ॥৩০০
মাতৃবর্গেণ তুলিতং তৎপত্নীনাং ত্রিকং তথা।
কো বা সপিণ্ডো যজতে কো বা ভ্রাতা চ তৎসমঃ॥৩০১
তৎসুতঃ তস্য পৌত্রো বা কদাচিত্তস্য কর্ম্মণি।
কৃতে কার্য্যবশাৎ পশ্চাৎ প্রতিসম্বৎসরং ততঃ ॥৩০২
লৌকিকাগ্নৌ শ্রাদ্ধমাত্রং তদ্দিনে স্বাগতে তদা।
শ্রাদ্ধমাত্রন্ত তৎপত্ন্যাঃ অপি তূষ্ণীংকরোতিহি॥৩০৩
অকৃতে বা তস্য দোষঃ শাস্ত্রতো নাস্তি কেবলম্।
মৃতাদ্বিশেষলাভশ্চেদস্য তেন তু পশ্যতাম্ ॥৩০৪

পালকপিতার ধনে তোমাদের কোন অধিকার নাই' এইরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা সুতা ও দৌহিত্রকেও নির্লজ্জভাবে ও নির্ভয়ে বলে, তাহাকে সত্বরই দেশ হইতে নির্বাসিত করিবে। ঔরসপুত্র ছাড়া সগোত্র সহস্র দত্তক হইতেও দৌহিত্র শ্রেষ্ঠ—ইহা সর্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত। কেন—তাহা সুস্পষ্টভাবে বলিতেছি।২৮৯-৯৬

**দৌহিত্র-প্রশংসা।**

দৌহিত্রই জগতে মাতামহাদি ও তাঁহাদের পত্নীগণের নিজপিতৃবর্গের ন্যায় সকলের শ্রাদ্ধাদি কৃত্য সম্পাদন করিয়া থাকে। দর্শাদি শ্রাদ্ধ, নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্যশ্রাদ্ধ, মাসিকশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল শ্রাদ্ধই দৌহিত্র করিয়া থাকে। এইরূপে নৈমিত্তিক ও নিত্য স্নানাঙ্গতর্পণেও দৌহিত্র পিতৃবর্গের সহিত মাতৃবর্গের তিলজল তর্পণ করিয়া থাকে। কে এমন জ্ঞাতি বা ভ্রাতা আছে, যে জ্ঞাতি বা ভ্রাতার জন্য ঐরূপ করে? সুতরাং তাহারা কেহই দৌহিত্রের সমান নহে। সগোত্র জ্ঞাতি বা ভ্রাতার পুত্রপৌত্রগণ যদি তাহার কর্ম্ম করে এবং প্রতিবৎসর লৌকিকাগ্নিতে মৃততিথিতে তাহার ও তৎপত্নীর শ্রাদ্ধমাত্র করিলেও করিতে পারে। কিন্তু যদি না করে, তবে তাহার শাস্ত্রতঃ কোন দোষ হইবে না। যদি তাহার মৃত্যুতে ধনাদির বিশেষ লাভ হয়, তাহা হইলে হয়ত স্বেচ্ছায় তাহার কৃত্যগুলি করিতেও পারে অথবা লোকনিন্দার ভয়েও করিতে পারে।২৯৭-৩০৪

কিন্তু দৌহিত্রের বেলায় এরূপ নহে, কারণ দৌহিত্রই পুত্রহীন মাতামহাদির শ্রাদ্ধাদি মুখ্যকার্য্যে অধিকারী; সুতরাং অন্য মুখ্যকর্ত্তা করুক না করুক, তাহাকে মাতামহের সকল কৃত্য যথাশাস্ত্র করিতেই হইবে। মাতামহাদির ঔরসপুত্র মাতুলাদির ন্যায় সেও শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমন্ত্রক অথবা তূষ্ণীম্ভাবেও ঐ উপাসনাদি কৃত্যগুলি—অর্থসঙ্গতি তেমন না থাকিলেও যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে।৩০৫-৮

সতাং চিত্তসমাধানকার্য্যায় কিল তত্তথা।
অকীর্ত্তিভীত্যা ন প্রীত্যা তথাস্য করণং পরম্ ॥৩০৫
দৌহিত্রমাত্রস্য তু চেল্লোকে সর্বত্র কেবলম্।
তৎকর্ম্মণ্যকৃতেঽনেন মুখ্যকর্ত্রা কৃতেঽপি চ ॥৩০৬
সর্বশাস্ত্রোক্তমার্গেণ যথা পুত্রস্য সন্ততম্।
সর্বশ্রাদ্ধৈককরণমৌপাসনশুচৌ হিতঃ ॥৩০৭
তথাস্যাপি স্মৃতং তূষ্ণীং তদীয়দ্রবিণাদিকে।
স্বল্পে কস্মিন্নভাবেঽপি কিঞ্চিদ্বা বিহিতেন বৈ ॥৩০৮
তদীয়সর্বশ্রাদ্ধানি গয়াতীর্থাষ্টকাদিষু।
নান্দী-দধি-ঘৃতারণ্যকক্ষেষ্বিভতৃণাদিষু ॥৩০৯
তান্যজস্রেব বিধিনা তৎপত্নীরপি তৎসমম্।
বর্ত্ততে রাজতে তস্মাদপি কিঞ্চিদ্ধনং বিনা ॥৩১০
তমজানন্নপি তদা শাস্ত্রমর্য্যাদয়া বশাৎ।
তৎকিং বেত্যবিচার্যৈব তাদৃশানেন কঃ সমঃ ॥৩১১
কর্ম্মকর্ত্তা প্রকথিতো নৈতেনান্যো মহীতলে।
তুলিতস্তনয়ঃ সদ্ভির্বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ ॥৩১২

নাস্তি সূনোঃ শতগুণো দৌহিত্রো গয়নামকঃ।
খঙ্গপাত্রং তিলাদর্ভাস্তথা নৈপালকম্বলঃ ॥৩১৩
গোধুমাঃ কণ্টকিফলং মাষা মুদ্গা যবা জলম্।
গব্যং তদ্রজতং গাঙ্গং শিবনির্ম্মাল্যমচ্যুতম্ ॥৩১৪
কুতপঃ শ্রোত্রিয়ো বীরো ভ্রূণো ব্রহ্ম সনাতনম্।
উপমারহিতাঃ সর্বে ত এতে পিতৃবল্লভাঃ ॥৩১৫
পুত্রদত্তাচ্ছতগুণা বিনাপ্যঞ্জলয়ো নৃণাম্।
তদ্দৌহিত্রেণ সন্ত্যক্তা অক্ষয্যাঃ প্রীতিকারকাঃ ॥৩১৬
মৃতানাং কথিতাঃ সদ্ভির্নিত্য-নৈমিত্তিকাদিষু।
ততঃ প্রত্যব্দভিন্নেষু সর্বশ্রাদ্ধেষু সন্ততম্ ॥৩১৭
স্বপিতুর্বর্গসাম্যেন জননীপিতৃবর্গকে।
স্বামাতৃবর্গসাম্যেন তন্মাতৃত্রয়কস্য চ ॥৩১৮
সমর্চন প্রকুরুতে দৌহিত্রোঽয়ং সুতাধিকঃ।
কশ্চিদ্ গীতঃ প্রসিদ্ধোঽত্র তাল্ভ্যপত্ন্যা পুরা স্ফুটঃ ॥৩১৯
সপত্নীতনয়ং দৃষ্ট্বা বিবাদে ভনয়ং প্রতি।
অয়ং তবানুজো মহ্যং হ্যঞ্জলিদো হি তর্পণে ॥৩২০

এইরূপ মাতামহাদি ও তৎপত্নীগণের গয়াশ্রাদ্ধ, অষ্টকাশ্রাদ্ধ, নান্দীশ্রাদ্ধ, দধিশ্রাদ্ধ প্রভৃতি সকল শ্রাদ্ধই মাতামহাদির নিকট কিঞ্চিৎ ধনাদি প্রাপ্তির আশা না থাকিলেও করিবে; শাস্ত্রমর্য্যাদা অনুসারে অবিচারিত-চিত্তে কোন লাভ বা ক্ষতির চিন্তা না করিয়াই তাহাকে এইসকল ক্রিয়া করিতে হইবে। সুতরাং দৌহিত্রের সহিত কাহার তুলনা হইতে পারে?৩০৯-১১

সাধুগণ পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, দৌহিত্রের সমান পৈতৃক-কর্ম্মকর্ত্তা পৃথিবীতে কেহ অন্য নাই। পুত্রেরও শতগুণ অধিক দৌহিত্র গয়াসুরস্থানীয় *। খড়্গপাত্র, তিল, দর্ভ (কুশ), নেপালদেশোদ্ভূত কম্বল, গোধূম, কণ্টকিফল (কাঁটাল), মাষ, মুগ, যব, জল, গব্য দুগ্ধ, রজত, ঘৃত প্রভৃতি, অচ্যুত শিবনির্ম্মাল্য, গঙ্গাজল, কুতপ (মুহূর্ত্তকালবিশেষ), শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, বীর, ভ্রূণ, সনাতন ব্রহ্ম এই সকল বস্তুই পিতৃগণের পরমবল্লভ অর্থাৎ পরমতৃপ্তিকারকত্ব-হেতু আলম্বন। জলাঞ্জলি ব্যতিরেকে পুত্রপ্রদত্ত সকল শ্রাদ্ধীয় বস্তু অপেক্ষা নিত্যনৈমিত্তিকাদি শ্রাদ্ধে দৌহিত্রপ্রদত্ত বস্তু অধিক অক্ষয়ফলপ্রদ ও পিতৃগণের অধিক তৃপ্তিকারক—ইহা সাধুগণ বলিয়াছেন।৩১২-১৬

সুতরাং প্রতি সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ ভিন্ন সকল শ্রাদ্ধেই পুত্রাধিক দৌহিত্র পিতৃপক্ষের তিনপুরুষের সহিত মাতৃপক্ষের তিনপুরুষের এই ছয়পুরুষের শ্রাদ্ধ করিবে এবং স্বমাতৃবর্গের সহিত তাহার মাতৃবর্গত্রয়ের শ্রাদ্ধ করিবে। এইরূপ একটি আখ্যায়িকা আছে। একসময়ে তাল্ভ্য ঋষির পত্নী সপত্নীপুত্রের সহিত বিবদমান নিজের পুত্রকে বলিয়াছিলেন, "বৎস! কলহ করিও না। তোমার অনুজ ভ্রাতা এই বৎস আমার মৃত্যুর পর আমার খুব বেশী উপকার করিলে তর্পণের সময় দুই অঞ্জলি জল দিতে পারে; ব্রহ্মযজ্ঞে বা দর্শাদি শ্রাদ্ধে ইহার দ্বারা আমার কোনই উপকৃত হইবার আশা নাই; কিন্তু তোমার যে ভাগিনেয় আছে, সে তাহার

* গয়াতীর্থে পিণ্ডদান করিলে যেমন পিতৃকুল মুক্তিলাভ করিয়া আনন্দিত হ'ন, সেইরূপ দৌহিত্র কর্তৃক শ্রাদ্ধে পিণ্ড প্রদত্ত হইলে পিতৃগণ প্রেতত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হ'ন। সেইজন্য শাস্ত্রকার দৌহিত্রকে 'গয়াসুর' আখ্যা দিয়াছেন। ইহা দৌহিত্র-প্রশস্তি।

ব্রহ্মযজ্ঞেন দর্শাদিশ্রাদ্ধেষু তু ন কিঞ্চন।
ভাগিনেয়স্তু তে বৎস বৎসোহয়ং সর্বকর্ম্মসু ॥৩২১
পৈতৃকেষু প্রসক্তেষু স্বমাতৃকুলসাম্যতঃ।
মদ্বর্গস্য সমগ্রস্য ত্র্যঞ্জলিদো হি কোহত্র মে ॥৩২২
আবয়োঃ প্রবরঃ প্রোক্তঃ কো বা ত্বং বদ মে স্ফুটম্।
ইতি মাতুর্বচঃ শ্রুত্বা বৎসস্তু সুমহান্ ঋষিঃ।
সপত্নীতনয়াত্তস্যা দৌহিত্রমধিকং তরাম্ ॥৩২৩
শাস্ত্রবিন্মন্যতে নূনং সমালোচ্য স্বচেতসা ॥৩২৪

## ॥ দৌহিত্রত্রৈবিধ্যম্ ॥

তন্মাতামহগোত্রৈকঃ দৌহিত্রোহন্যস্ততঃ পরঃ।
নির্দ্দোষস্ত্রিবিধো জ্ঞেয়স্তমেনং প্রবদামি চ ॥৩২৫
কন্যাপ্রদানসময়ে তেন মাতামহেন বৈ।
প্রোক্ত এবং যদি তদা সোহয়মাদ্যোহয়মীরিতঃ ॥৩২৬
অপুত্রোহহং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩২৭
এবং দ্বিতীয়ো বিজ্ঞেয়ঃ কালেহস্মিন্নেব কেবলম্।
ভঙ্গ্যন্তরেণ চেৎ প্রোক্তঃ দৌহিত্রঃ কোহপি কথ্যতে ॥৩২৮
অপুত্রাহহং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যাং ভবানপি।
পুত্রার্থী চেদিহোৎপন্নঃ স নৌ পুত্রো ভবিষ্যতি ॥৩২৯
অস্য গোত্রদ্বয়ং জ্ঞেয়ং তদ্বংশস্য ততঃ পরম্।
গোত্রদ্বয়ঞ্চ সংগ্রাহ্যং বিবাহাদিষু কর্ম্মসু ॥৩৩০
এতাদৃগভিসন্ধ্যেকরহিতেন যদি ত্বসৌ।
কন্যকায়াঃ প্রদত্তায়াস্তনয়ো দুহিতুঃ পুনঃ ॥৩৩১
তাতগোত্র্যেব বিজ্ঞেয় এবং স ত্রিবিধো মতঃ।
ত্রিবিধোহপি সমো জ্ঞেয়ো দৌহিত্রোহয়মকল্মষঃ॥৩৩২
বর্গদ্বয়োদ্ধারকশ্চ সর্ববর্ণৈকসম্মতঃ।
তমেবং বীক্ষ্য দৌহিত্রং বিভক্তজ্ঞাতিসঞ্জয়ঃ ॥৩৩৩
বর্দ্ধমানং শ্রিয়া দীপ্ত্যা বর্চসা ভ্রাজকৌজসা।
যশসা কান্তি-দাক্ষিণ্য-সৌজন্যাদিগুণাদিভিঃ।

পিতৃকুলের সহিত তাহার মাতৃকুলান্তর্গত আমাদের সকলকে তিন তিন অঞ্জলি জল তর্পণের সময় প্রদান করিবে। এখন তুমিই বিচার করিয়া বল—আমাদের এই দুই পুত্রের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ?" মাতার এই বাক্য শ্রবণ করত বৎসঋষি বিমাতার পুত্র অপেক্ষা দৌহিত্রকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিলেন। শাস্ত্রবিদ্‌গণও বিচারপূর্বক দৌহিত্রকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।৩১৭-২৪

## দৌহিত্র তিনপ্রকার।

মাতামহগোত্রীয়, উভয়গোত্রীয় এবং নির্দ্দোষভেদে দৌহিত্র তিনপ্রকার—ইহাই বিস্তার করিয়া বলিতেছি। মাতামহ জামাতাকে কন্যাপ্রদানের সময়ে যেস্থলে বলেন, "আমি পুত্রহীন তোমাকে সালঙ্কারা কন্যা প্রদান করিতেছি। ইহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার পুত্র হইবে", সেইস্থলে উৎপন্ন দৌহিত্র মাতামহগোত্রীয় হইবে। যেস্থলে মাতামহ জামাতাকে "পুত্রহীন আমি তোমাকে কন্যাসম্প্রদান করিতেছি; তুমিও পুত্রার্থী সুতরাং এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমাদের উভয়ের পুত্র হইবে" এই সর্ত্তে কন্যাসম্প্রদান করেন, সেস্থলে ঐ কন্যাগর্ভজাত পুত্র উভয়গোত্রীয় দৌহিত্র হইবে এবং ঐ দৌহিত্রের বিবাহও উভয় গোত্র স্বীকার করিয়াই সম্পাদন করিতে হইবে।৩২৫-৩০

পূর্বোক্ত কোনপ্রকার সর্ত্ত আরোপ না করিয়াই যেস্থলে মাতামহ কন্যাসম্প্রদান করিবেন, সেইস্থলে উক্ত কন্যাগর্ভজাত পুত্র তৃতীয়প্রকার দৌহিত্র বলিয়া অভিহিত হইবে।৩৩১

এইরূপ দৌহিত্র পিতৃগোত্রীয়ই থাকিবে। এইভাবে বিভক্ত তিনপ্রকার দৌহিত্রই নিষ্পাপ বুঝিতে হইবে। এই তিনপ্রকার দৌহিত্রই পিতৃবর্গ ও মাতৃবর্গ উভয়েরই উদ্ধার করিয়া থাকে। ইহা সর্ববর্ণেই সমান। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, শ্রী, দীপ্তি, বর্চ্চঃ, ওজঃ প্রভৃতিতে বর্দ্ধমান এই দৌহিত্রকে দেখিয়া মাতামহের জ্ঞাতিগণ তাহার যশঃ, দাক্ষিণ্য, কান্তি, সৌজন্য প্রভৃতি গুণদর্শনে অতিশয় ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া মোহবশতঃ তাহার প্রতি বিনা কারণেই প্রকুপিত হইয়া নানাবিধ অনিষ্ট করিবার চেষ্টা করে।৩৩২-৩৪

নিষ্কারণং বৃথা মোহাৎ প্রকুপ্যতি হি কেবলম্ ॥৩৩৪
প্রতিগ্রহো বা হোমো বা দৌহিত্রস্য বিধীয়তে।
জননাদেব দৌহিত্রস্তৎকুলদ্বয়তারকঃ ॥৩৩৫
রৌরবাৎ সর্বকৃত্যানাং পিতৃণামতিতৃপ্তিকৃৎ।
নিবারকো দুর্গতেশ্চ তারকস্তনয়ঃ স চ ॥৩৩৬
দ্রব্যাভাবে ক্রিয়াভাবে মন্ত্রাভাবে তথৈব চ ॥৩৩৭
বিপ্রাভাবে ধনাভাবে শক্ত্যভাবেঽথবা পুনঃ।
সর্বাভাবেঽপি যত্নেন দৌহিত্রস্য সুমেধসঃ ॥৩৩৮
শ্রোত্রিয়স্যাস্য তজ্জগ্ধিমাত্রেণৈব চ তৎক্ষণাৎ।
পিতৃণাং নিত্যতৃপ্তিঃ স্যাদক্ষয্যা নাত্র সংশয়ঃ ॥৩৩৯
তচ্ছ্রাদ্ধদেবতানাং বা শ্রাদ্ধকর্তুরথাপি বা।
দৌহিত্র ইতি বিজ্ঞেয়ঃ কর্তৃণামস্য বা পুনঃ ॥৩৪০
অমাদিকানাং শ্রাদ্ধানাং প্রকৃতিত্বেন কেবলম্।
প্রোক্তানাং পুনরন্যেষাং মনুভাটস্য তৎপরম্ ॥৩৪১
যুগাদ্যানাং তথা পশ্চান্মহালয়াক্ষয়স্য চ।
অষ্টকান্বষ্টকানাঞ্চ দ্বাদশানাং তথৈব চ ॥৩৪২
গজচ্ছায়া-তীর্থ-দধি-ঘৃতানামেকমেব বৈ।
উপায়ঃ কথিতঃ সদ্ভির্দৌহিত্রস্যাস্য ভোজনম্ ॥৩৪৩
লব্ধদ্রব্যেণ লঘুনা যেন কেন যথা তথা।
সর্বাভাবে তস্য ভুক্তিমাত্রেণৈব পরং কৃতম্ ॥৩৪৪
সম্যগ্ভবতি নাস্ত্যত্র সংশয়স্ত্বণুমাত্রকঃ।
প্রত্যব্দমাত্রমেকং তদ্বিধ্যুক্তেন পরং স্মৃতম্ ॥৩৪৫
কর্তব্যত্বেন বিদ্বদ্ভির্নিশ্চিতং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
অন্নেনৈব দক্ষিণয়া হোমেন ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥৩৪৬
অগ্নৌ করণতো বাপি পিণ্ডদানেন ধর্মতঃ।
তদঙ্গতর্পণেনৈবং পিত্রোঃ প্রত্যব্দমেককম্ ॥৩৪৭
অত্যন্তাবশ্যকত্বেন কর্তব্যত্বেন চোদিতম্।
অত্যন্তাপদি চ ত্যাজ্যং ন ভবেদেব সর্বদা ॥৩৪৮

## ॥ প্রাত্যব্দিকাকরণে প্রত্যবায়ঃ ॥

যদি ত্যক্তং ভবেদেতং তৎক্ষণাদেব কেবলম্।
পতিতঃ স্যান্ন সন্দেহস্তস্মাত্তত্তু বিধানতঃ ॥৩৪৯

কিছু দান করিতে হইলে দৌহিত্রই প্রতিগ্রহের উপযুক্ত পাত্র; কারণ, সে জন্মিবামাত্রই রৌরবনামক নরক হইতে উভয়কুলের তারক হয় এবং নরকাদি দুর্গতির নিবারক উৎকৃষ্ট সেই তনয় পিতৃপুরুষগণের সকল পারলৌকিক কৃত্যে অতিশয় তৃপ্তির কারণ হয়।৩৩৫-৩৬

যদি দ্রব্য না থাকে, ক্রিয়া, মন্ত্র, বিপ্র, ধন ও শক্তির অভাব হইলে অথবা সমস্ত বিষয়ে অভাব হইলে একমাত্র সুমেধাঃ শ্রোত্রিয় দৌহিত্রকে তৃপ্তিসহকারে ভোজন করাইলেই পিতৃগণের অক্ষয় তৃপ্তি হইয়া থাকে সন্দেহ নাই। দৌহিত্র শ্রাদ্ধের দেবতাগণের, শ্রাদ্ধকর্তৃগণের বা শ্রাদ্ধকর্তারই জানিবে।৩৩৭-৪০

অমাবস্যাশ্রাদ্ধ, মন্বন্তরাদি শ্রাদ্ধ, যুগাদ্যাশ্রাদ্ধ, মহালয়াক্ষয়নিমিত্তকশ্রাদ্ধ, দ্বাদশ অষ্টকা ও অন্বষ্টকাশ্রাদ্ধ, গজচ্ছায়াযোগ ও তীর্থনিমিত্তক শ্রাদ্ধ, দধি ও ঘৃতশ্রাদ্ধ এই সকল শ্রাদ্ধের প্রকৃতিরূপে দৌহিত্রকে গ্রহণ করা যাইতে পারে; সুতরাং দৌহিত্রের ভোজনে ঐ সকল শ্রাদ্ধেরই ফল হইবে।৩৪১-৪৩

যদি দ্রব্য অল্পও লব্ধ হয়, তাহা দ্বারাই যে কোন প্রকারে দৌহিত্রকে ভোজন করাইলেই শ্রাদ্ধফল সম্পূর্ণ হইবে—ইহাতে সন্দেহের অনুমাত্র অবকাশ নাই। একমাত্র প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধই অন্নের দ্বারা ব্রাহ্মণের সহায়তায় হোমাদি অঙ্গসহকারে বিধিপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। অন্য শ্রাদ্ধ দৌহিত্র বর্তমানে না করিলেও চলিতে পারে—ইহা বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন।৩৪৪-৪৬

অগ্নৌকরণের দ্বারা, অথবা পিণ্ডদানের দ্বারা কিংবা অন্ততঃ তদঙ্গতর্পণের দ্বারাও প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। উহা অবশ্যই অনুষ্ঠেয়। আপৎকালেও উহাকে পরিত্যাগ করা চলিবে না—ইহাই শাস্ত্রবিধি ৩৪৭-৪৮

## প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধ অকরণজনিত প্রত্যবায়।

যদি কোন কারণবশতঃ উহা না করা হয়, তবে

সর্বপ্রাণেন কুর্য্যাদ্ বৈ ব্রাহ্মণ্যস্থাস্য সিদ্ধয়ে।
যদ্দলভ্যং বস্তু তস্য প্রাপ্তয়ে মাস-পক্ষয়োঃ ॥৩৫০
পূর্বমেব যতন্ বাঢ়ং যেন কেন প্রকারতঃ।
তৎসম্পাদ্য প্রযত্নেন গোপয়েত্তস্য কর্ম্মণঃ ॥৩৫১
জলানি তণ্ডুলা মাষা মুদ্গাঃ শাকদ্বয়ং কৃতম্।
পত্রাণি দক্ষিণাং শক্ত্যা পাত্রাণ্যেতানি বাড়বাঃ ॥৩৫২
মন্ত্রজ্ঞাঃ শ্রাদ্ধকার্য্যায় দশ প্রোক্তা মনীষিভিঃ।
এতেষামেকলোপেঽপি ন শ্রাদ্ধং সুকৃতং ভবেৎ ॥৩৫৩
জলাভাবে কিমপি তন্ন সিধ্যত্যেব সর্বদা।
তানি যত্র সমৃদ্ধানি তত্র শ্রাদ্ধং হি সিধ্যতি ॥৩৫৪
তথৈব তণ্ডুলাভাবে ন প্রত্যব্দকথা ভবেৎ।
তণ্ডুলাশ্চ হিরণ্যঞ্চ প্রধানদ্রব্যমুচ্যতে ॥৩৫৫
কার্য্যমাত্রস্য কৃৎস্নস্য কিমুত শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ।
তদ্দ্বয়ং প্রথমং যত্নাৎ সংগৃহ্লাতি প্রযত্নতঃ ॥৩৫৬

তৎক্ষণাৎ তাহার পাতিত্যদোষ হইবে সন্দেহ নাই। সুতরাং অন্ততঃ ব্রাহ্মণ্যরক্ষার জন্যও প্রাণপণযত্নে প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে। এজন্য প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধে যে সকল বস্তু দুর্লভ, তাহা পূর্বেই যে কোন প্রকারে সযত্নে সংগ্রহ করিয়া গোপনে গৃহে রাখিবে।৩৪৯-৫১

জল, তণ্ডুল, মাষ, মুগ, শাকদ্বয়, পত্র, যথাশক্তি দক্ষিণা, দক্ষিণাপাত্র, বাড়ব ( অগ্নি ) এবং মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-সমূহ—এই দশটি শ্রাদ্ধের পরম সাধন বলিয়া মনীষিগণ বলিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে একটিরও অভাবে শ্রাদ্ধ সুষ্ঠুরূপে সম্পন্ন হয় না।৩৫২-৫৩

বিশুদ্ধ জলের অভাবে কোন কর্ম্মই সিদ্ধ হয় না, বিশেষতঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মে জল প্রশস্ত। এইরূপ তণ্ডুলাভাবে প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধের কথাই উঠিতে পারে না; কারণ তণ্ডুল ও সুবর্ণ ঐ শ্রাদ্ধের প্রধান দ্রব্যরূপে উক্ত হইয়াছে।৩৫৪-৫৫

শ্রাদ্ধের কথা আর কি বলিব, সকল কার্য্যের জন্যই তণ্ডুল ও সুবর্ণ এই দুইটি বস্তু কর্মকর্ত্তা সযত্নে সংগ্রহ করিয়া থাকে।৩৫৬

তৎকর্ত্তব্যং যত্র কুত্র মৃতেঽহন্যেব নান্যতঃ।
তদভাবে লোপ এব ভবেদেব তু তৎপুনঃ ॥৩৫৭
মুদ্গাভাবে মাষমাত্রৈঃ কর্ত্তুং সূপায় শক্যতে।
মাষাভাবে ত্বঙ্গলোপো ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৫৮
মহাপদি কদাচিত্তু তেন লোপেন তৎপুনঃ।
শক্যতে হি তথা কর্ত্তুং ন ত্যাজ্যং তত্তু তেন বৈ॥৩৫৯
এষা হি চোদনাপ্রোক্তা সুমহাচার্য্যবর্ত্মনা।
শাকাঃ শাকৌ তথা শাকঃ পৃথক্‌ত্বেন মনীষিভিঃ ॥৩৬০
কীকটাদিষু তচ্ছূন্যে ন ত্যাজ্যং শ্রাদ্ধকর্ম্ম তৎ।
পয়ো-দধি-ঘৃত-ক্ষীর-সূপ-ভক্ষ্যাদিসম্ভবে ॥৩৬১
শাকাভাবে বিশেষেণ বাধকং ন ভবেদিতি।
লৌকিকানাং বৈদিকানাঞ্চ মহদুক্তির্মহত্তরা ॥৩৬২
লৌকিকোক্তির্বৈদিকোক্তিঃ স্বীকার্য্যে বৈদিকেঽপি চ।
ভবিষ্যতি কদাচিত্তু চাপৎকল্পং তদুচ্যতে ॥৩৬৩

যখনই শ্রাদ্ধ করিবে, মৃততিথিতেই করিবে; নতুবা উহা লোপ পাইবে এবং পুনরায় মৃততিথিতেই উহা করিতে হইবে।৩৫৭

মুগের অভাবে মাত্র মাষের দ্বারাই সূপ ( ঝোল ) তৈয়ার করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে; কিন্তু মাষেরও অভাব হইলে কার্য্য লোপ পাইবে সন্দেহ নাই।৩৫৮

মহা আপদ উপস্থিত হওয়ায় যদি কার্য্যের লোপ হয়, তবে পুনরায় ( কৃষ্ণৈকাদশী বা অমাবস্যাতে ) উহার অনুষ্ঠান করিবে, কখনও ত্যাগ করিবে না—ইহা মহাচার্য্যগণের বিধান। কীকটাদি শাকের মধ্যে একটি, দুইটি বা তিনটি শাকের দ্বারা যথাসম্ভব শ্রাদ্ধ করিবে, তথাপি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে না। তবে পয়ঃ ( দুগ্ধ ), দধি, ঘৃত, ক্ষীর, সূপ ( ঝোল ) প্রভৃতি ভক্ষ্যদ্রব্যের সংগ্রহ সম্ভব হইলে শাক না থাকিলেও বাধা হইবে না—ইহা লৌকিক ও বৈদিক সকল মহাত্মগণেরই উক্তি।৩৫৯-৬২

আপৎকল্পে বৈদিকোক্তির মত লৌকিকোক্তিও বৈদিক কর্ম্মে গ্রহণীয়া।৩৬৩

**॥ শ্রাদ্ধদ্রব্যাভাবে অনুকল্পঃ ॥**

ঘৃতস্য দুর্লভে জাতে কদাচিৎ সঙ্কটে স্বয়ে।
দেশনাশে রাষ্ট্রনাশে মহাবর্ষাদিদুর্ঘটে ॥৩৬৪
তৈলং প্রতিনিধিস্তস্য দুর্লভে তস্য চাগতে।
তস্য প্রতিনিধিস্ত্যাজ্যো দুর্লভে তু দ্বয়োরপি ॥৩৬৫
পয়ঃ প্রতিনিধিঃ প্রোক্তং তস্য প্রতিনিধির্দধি।
সর্বেষামপি চৈতেষাং দুর্লভে কিং পুনস্ত্বিতি ॥৩৬৬
পরং চিন্তয়তাং তত্র মহাদেবঃ প্রজাপতিঃ।
স্বয়মাগত্য চোবাচ সর্বলোকহিতায় বৈ ॥৩৬৭
পিষ্টং জলেন সংযোজ্য লোড়য়িত্বা বিশেষতঃ।
তেন পিষ্টজলেনৈব হোমকার্য্যাদিকং চরেৎ ॥৩৬৮
লব্ধেন মধুনা বাপি সর্বকার্য্যাণি সাধয়েৎ।
ফল-পত্রাদিসুদ্রব্যৈরন্নেন চ তদা কিল ॥৩৬৯
শ্রাদ্ধাদীন্যপি কার্য্যাণি ন ত্যাজ্যানি মনীষিভিঃ।
মাসপ্রযত্নদুর্লভ্যে তদা কুর্য্যাদ্ যথা তথা ॥৩৭০
শ্রেষ্ঠানাং ভুক্তিপত্রাণাং দুর্লভে সতি তৎপরম্।
শ্রাদ্ধকার্য্যায় মৃৎপাত্রং কথিতং যত্তু তেন তৎ ॥৩৭১
সংলব্ধং কথিতং শ্রীমন্ তেন তৎসাধয়েত্তরাম্।
আপৎসু পত্রালাভে তু লভ্যতে যত্তু তেন তৎ ॥৩৭২
সাধয়েদিতি সর্বেষাং সম্মতিঃ পরমা স্মৃতা।
বিপ্রাভাবে তু সর্বত্র দর্ভমুষ্টিষু তৎপিতৄন্ ॥৩৭৩
সুরানপি বিধানেন মন্ত্রৈরাবাহ্য ভূতলে।
কৃত্বা তাং নিখিলামর্চ্চাং অগ্নৌকরণমেব চ ॥৩৭৪
অন্নত্যাগঞ্চ তৎকৃত্বা সর্বং তৎপরিষেচনম্।
আপোশনাদিকাঃ কৃত্বা মন্ত্রমাত্রেণ চাহুতীঃ ॥৩৭৫
পঞ্চাপি জপ্ত্বা বিধিনা চাভিশ্রবণমেব চ।
উত্তরাপোশনং কৃত্বা মন্ত্রৈঃ পূর্ববদেব বৈ ॥৩৭৬
পিণ্ডপ্রদানং নির্বর্ত্ত্য তৎসর্বং সলিলে ক্ষিপেৎ।
তচ্ছেষঞ্চ ততো ভুক্ত্বা তর্পণঞ্চ পরেঽহনি ॥৩৭৭
কুর্য্যাদেব বিধানেন দক্ষিণাং তাং ততঃ পরম্।

**শ্রাদ্ধদ্রব্য অভাবে অনুকল্প।**

দেশনাশ, রাষ্ট্রনাশ অথবা মহাবর্ষাদি সঙ্কট উপস্থিত হইলে যদি ঘৃত দুর্ল্লভ হয়, তবে তৈল তাহার প্রতিনিধি হইবে। তৈল দুর্ল্লভ হইলে তাহার আর প্রতিনিধি দিবে না ; অথবা ঘৃত ও তৈল উভয়ের দুর্ল্লভতায় পয়ঃ (দুগ্ধ) প্রতিনিধিরূপে দেয়। দুগ্ধের প্রতিনিধি দধি। এসমস্ত আপৎকল্পেই বুঝিতে হইবে। এইরূপে আপৎকালীন প্রতিনিধি সম্বন্ধে ঋষিগণ যখন চিন্তা করিতেছিলেন, তখন সকল লোকের হিতের জন্য প্রজাপতি মহাদেব স্বয়ং আসিয়া বলিলেন,—জলের সহিত পিষ্ট (চূর্ণিত) তণ্ডুলাদি গুলিয়া উহার দ্বারাই আপৎকালে হোমাদি কর্ম করিবে।৩৬৪-৬৮

অন্য দ্রব্যের অভাবে মধুর দ্বারাই সকল কর্ম করিবে। ফল, পত্রাদি সুদ্রব্য এবং অন্নের দ্বারা শ্রাদ্ধাদি কর্ম করিবে, তথাপি পরিত্যাগ করিবে না। একমাস পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও যদি শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যসমূহ পাওয়া না যায়, তবে যেমন তেমন করিয়াই শ্রাদ্ধ করিবে।৩৬৯-৭০

শ্রাদ্ধকার্য্যের জন্য শ্রেষ্ঠ ভোজনপাত্রের অভাব হইলে মৃৎপাত্রেও শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিবে। মৃৎপাত্র সুলভ বলিয়াই উহার কথা বলা হইয়াছে। আপৎকালে তাহাও যদি দুর্ল্লভ হয়, তবে যে কোন পাত্রে শ্রাদ্ধকার্য্য করিবে—ইহাতে সমস্ত শাস্ত্রকারগণেরই বিশেষ সম্মতি আছে। ব্রাহ্মণের অভাবে দর্ভময় (কুশনির্মিত) ব্রাহ্মণে পিতৃগণকে ও দেবতাগণকে মন্ত্রের দ্বারা ভূতলে আহ্বান করত তাঁহাদের অর্চ্চনা, অগ্নৌকরণ, অন্নত্যাগ প্রভৃতি কর্ম্ম করিয়া পরে পরিষেচন করিবে, অনন্তর আপোশন করত মন্ত্রদ্বারা পাঁচটি আহুতি প্রদান করিয়া বিধিপূর্বক অভিশ্রবণ ও উত্তরাপোশন করিবে। তৎপর মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডপ্রদান করত পিণ্ডগুলি জলে নিক্ষেপ করিয়া অন্নশেষ ভোজন করিবে এবং পরদিন তর্পণ করিয়া যে কোন ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে—ইহাই শ্রৌত বিধি।৩৭১-৭৮

পাত্রসমূহের প্রাপ্তি নিজের ইচ্ছাধীন নহে। এজন্য অন্ততঃ তিনদিন পূর্ব্বে ঐগুলি নিজের অধীনে আনিবার

যস্মৈ কস্মৈচিদ্ বিপ্রায় দদ্যাদিতি হি সা শ্রুতিঃ ॥৩৭৮
অস্বাধীনানি পাত্রাণি পরেষাং পূর্বমেব বৈ।
ত্রিদিনাদেব স্বাধীনা সা কৃত্বা তৈস্ততঃ পরম্ ॥৩৭৯
তৈঃ শ্রাদ্ধং তু ততঃ কুর্য্যাৎ সদ্যো লব্ধ্বাঽথবাপদি।
যথা কথঞ্চিৎ কুর্য্যাচ্চ তেন চাপি বিধানতঃ ॥৩৮০
কৃতমেব ভবেন্নূনং নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
মৃৎপাত্রাণি তু চেত্তানি পাত্রাভাবেঽথবা পুনঃ ॥৩৮১
কবলং কবলং হস্তে যাবদ্ দ্বাত্রিংশদাহুতীঃ।
প্রাণায়েত্যাদিভিঃ সর্বৈঃ ষড়াবৃত্যা ততঃ পুনঃ ॥৩৮২
তুরীয়পঞ্চমাভ্যাঞ্চ সপ্তমাবৃত্তিকর্ম্মণি।
পূরয়িত্বাবৃত্তিভেদং তাং বৃত্তিং তত্র কর্ম্মণি ॥৩৮৩
শ্রাদ্ধাখ্যে কারয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণানামনাপদি।
এবং কৃত্বা সদ্য এব সর্বভ্রষ্টো ভবেদপি ॥৩৮৪
বেদহন্তা শাস্ত্রহন্তা মর্য্যাদামারকশ্চ সঃ।
পিতৃঘ্নো বিপ্রহন্তা চ ভবেদেব ন সংশয়ঃ ॥৩৮৫
আপৎকল্পোক্তমর্য্যাদাঃ শাস্ত্রাণি বিবিধান্যতি।
অনাপৎস্থ ন গৃহ্লীয়াদ্ গৃহ্লন্ তানি পতেদধঃ ॥৩৮৬

চেষ্টা করিবে এবং তাহার দ্বারা শ্রাদ্ধকর্ম্ম সম্পাদন করিবে। অথবা আপৎকালে সদ্যোলব্ধ পাত্রসমূহ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন করিবে, তথাপি পরিত্যাগ করিবে না। সেই পত্রগুলি যদি মৃৎপাত্রও হয়, তাহা হইলে তদ্দারা কার্য্য সম্পাদন করিবে, ইহাতে কোনও বিচার করিবে না।৩৭৯-৮১

মৃৎপাত্রেরও অভাব হইলে ব্রাহ্মণগণের প্রত্যেকের হাতে হাতে দ্বাত্রিংশৎ (বত্রিশ) গ্রাস অন্ন দিবে; তন্মধ্যে পঞ্চপ্রাণের প্রত্যেকের নামে ছয়বার করিয়া গ্রাস প্রদান করিবে এবং চতুর্থ ও পঞ্চমপ্রাণের নামে সাতবার গ্রাস দিবে। এইরূপে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের হাতে বত্রিশ গ্রাস অন্ন দিবে—এ সমস্তই আপৎকালীন ব্যবস্থা। অনাপৎকালে ঐরূপ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা সর্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইবে। ঐরূপ ব্যক্তি—বেদহন্তা, শাস্ত্রহন্তা, মর্য্যাদা-নাশক, পিতৃঘ্ন, বিপ্রহন্তা প্রভৃতি নামে অভিহিত ব্যক্তি-সকলের ন্যায় পাপে লিপ্ত হইবে।৩৮২-৮৫

যেন কেন প্রকারেণ পিত্রোঃ শ্রাদ্ধং বিধানতঃ।
অন্নেনৈব প্রকুর্বীত নান্যেন তু কদাচন ॥৩৮৭
তদন্নমতিশুদ্ধং যদ্ যোগ্যং তচ্ছ্রাদ্ধকর্ম্মণি।
অতিশুদ্ধত্বমন্নস্য সদ্দ্রব্যেণৈব কেবলম্ ॥৩৮৮
সম্পাদিতস্য ভবতি নাসদ্দ্রব্যেণ তদ্ভবেৎ।
ন্যায়ার্জ্জিতস্য দ্রব্যস্য সত্ত্বং প্রকথিতং বুধৈঃ ॥৩৮৯
তদন্যায়ার্জ্জিতং দ্রব্যমসদিত্যেব সূরিভিঃ।
কথিতং সৎকর্ম্মজালাযোগ্যং নিরয়ভীতিদম্ ॥৩৯০
তৎসদ্দ্রব্যং ব্রাহ্মণস্য যাজনাধ্যাপনাদিভিঃ।
সম্প্রাপ্তং যদ্বিশেষেণ স্বীয়োর্বীসম্ভবঞ্চ যৎ ॥৩৯১
ধান্যাদিকং শাক-মূল-শলাটু-ফল-মূলকম্।
ন্যায়ার্জ্জিতমিতি প্রোক্তং যোগ্যং সৎকর্ম্মণাং সদা॥৩৯২
মহাদানাদিসম্প্রাপ্তং গজদানাদিনাগতম্।
কুমাধ্যস্থ্যাদিনাপ্রাপ্তং গ্রামসামান্যযাজিকম্ ॥৩৯৩
শৌদ্রং সৌতং রাথকারং তাক্ষং ত্বাষ্ট্রং তথৈণিকম্।
মালাকারীয়মাম্বষ্ঠং তান্তুবায়ঞ্চ সৌচিকম্ ॥৩৯৪

আপৎকালবিহিত শাস্ত্রীয় ব্যবস্থাসমূহ অনাপৎ-কালে কখনও গ্রহণ করিবে না, করিলে পতিত হইবে। যে কোন প্রকারেই হউক অন্নের দ্বারাই পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে, অন্য দ্রব্যে নহে।৩৮৬-৮৭

অতিবিশুদ্ধ সেই অন্ন শ্রাদ্ধকর্ম্মের যোগ্য বলা হইয়াছে। ঐ অন্নসমূহের অতিবিশুদ্ধি সদ্দ্রব্যের দ্বারাই সম্পন্ন হয়, অসদ্দ্রব্যের দ্বারা নহে। ন্যায়ার্জ্জিত (শাস্ত্রবিহিত উপায়ে লব্ধ) দ্রব্যকেই পণ্ডিতগণ সদ্দ্রব্য বলিয়াছেন; আর অন্যায়োপার্জ্জিত দ্রব্যকে অসদ্দ্রব্য বলিয়াছেন। অসদ্দ্রব্য সর্ববিহিত কর্ম্মের অযোগ্য এবং নরকভীতিপ্রদ।৩৮৮-৯০

যাজন, অধ্যাপনাদি দ্বারা যে ধন উপার্জন করা যায়, বিশেষতঃ স্বীয় ভূমিজাত দ্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে সদ্দ্রব্য। ধান্যাদি, শাক, মূল, শলাটু, ফল প্রভৃতিকে ন্যায়ার্জ্জিত দ্রব্য ও সকল কর্ম্মের যোগ্য বলা হইয়াছে।৩৯১-৯২

কৌলকং সৌচিকং নাটং শৈলুষং ভারতং তথা ।
পামরং জাল্মকং গাধং চাণ্ডালং যাবনং তথা ॥৩৯৫
ম্লেচ্ছং হৌনং কৌঙ্কনং বা ভৃতকাধ্যাপনাদিভিঃ ।
আত্মশ্রাদ্ধাদিসম্প্রাপ্তং স্বামিদ্রোহাদিনাগতম্ ॥৩৯৬
চৌর্য্যানৃতসমুদ্ভূতং দুষ্টযাজনসঙ্গতম্ ।
অহীনক্রতুসংলব্ধং কন্যকাবিক্রয়োত্থিতম্ ॥৩৯৭
নিক্ষেপ-বার্দ্ধুষ্যাগতং যদন্যচ্ছাস্ত্রনিন্দিতম্ ।
তদেতদখিলং দ্রব্যমসমীচীনমুচ্যতে ॥৩৯৮
সমীচীনং তদেব স্যাৎ সচ্ছ্রোত্রিয়মুখাগতম্ ।
একবিংশতিসংখ্যকক্রতুদক্ষিণয়া তথা ॥৩৯৯
প্রীতিদত্তং শ্রাদ্ধকালমহসম্ভাবনাদিতঃ ।
সম্প্রাপ্তং যাচ্ঞয়া প্রাপ্তং শনকৈঃ শনকৈরপি ॥৪০০
খলভব্যসুতোৎপত্তিপুরাণস্মৃতিপাঠকৈঃ ।
পঠন্তৈরপি তৎপ্রীত্যা সম্প্রাপ্তমবশাত্তদা ॥৪০১
দক্ষিণাদানরূপেণ সদস্যাদিমুখেন চ ।
সোমপ্রবাকাদিমুখাদুৎসবাদিমুখেন চ ॥৪০২
সম্প্রাপ্তমবশাদ্দৈবাৎ সম্প্রাপ্তং ন্যায়বর্ত্মনা ।
মধুপর্কাদিরূপেণ সমাগতমনীশ্বরাৎ ॥৪০৩
যচ্চান্যদখিলং ভূয়ঃ সদ্দ্রব্যমিতি তদ্বিদুঃ ।
অসদ্দ্রব্যকৃতং শ্রাদ্ধং পিতৃণাং নিরয়প্রদম্ ॥৪০৪
ততোঽল্পেনাপি সদ্দ্রব্যসমানীতৈকবস্তুভিঃ ।
স্বপত্নীহস্তরচিতপাকৈরত্যন্তপাবনৈঃ ॥৪০৫
ভাবশুদ্ধেন মনসা তাদৃশেনেন্ধনেন তৎ ।
নির্বর্ত্ত্যমেকং প্রত্যব্দং মন্ত্রপূতঞ্চ তাতয়োঃ ॥৪০৬

## শ্রাদ্ধে পাককর্ত্তারঃ ।

তত্রাদৌ পাককর্ত্র্যেকা ধর্ম্মপত্নী তথাপরাঃ ।
কুলপত্ন্যোঽনন্যজাতিসম্ভবাঃ স্যুঃ প্রজাবতী ॥৪০৭
মাতরো জ্ঞাতিপত্ন্যশ্চ পিতৃস্বস্রাদিকাঃ পরাঃ
ভার্য্যাঃ স্বসারঃ শ্বশ্রবশ্চ মাতুলান্যস্তথৈব চ ॥৪০৮
অত্যারাদ্ বন্ধুপত্ন্যশ্চ গুরুপত্ন্যস্তথাবিধাঃ ।
আনুকূল্যেন নির্দ্দিষ্টাঃ সর্বাভাবে স্বয়ং বরঃ ॥৪০৯

---

মহাদানাদি, গজদানাদি, কুমাধ্যস্থ্য, ভাবেপ্রাপ্ত, গ্রাম-সামান্য (যাজনলব্ধ), শূদ্র, সুত, রথকার, তক্ষা ( সূত্রধর ), ত্বষ্ট্রা ( সূত্রধরী ), ঐণিক ( ব্যাধ ), মালাকার, অম্বষ্ঠ, তন্তুবায়, সৌচিক, কৌলক, নাট, শৈলূষ, ভারত, পামর, জাল্ম, গাধ, চণ্ডাল, যবন, ম্লেচ্ছ, হূণ, কুঙ্কণ, ভৃত-কাধ্যাপনা, আত্মশ্রাদ্ধ, স্বামিদ্রোহ, চৌর্য্য, মিথ্যাভাষণ, দুষ্ট যাজনকর্ম, অহীনক্রতু, কন্যা-বিক্রয়, গচ্ছিত দ্রব্য, কুসীদ এবং অন্য সকলপ্রকার শাস্ত্রনিন্দিত উপায় হইতে প্রাপ্ত দ্রব্যসমূহকে অসমীচীন দ্রব্য বলা হইয়াছে ।৩৯৩-৯৮

তাহাকেই সমীচীন দ্রব্য বলা হইয়াছে, যাহা শ্রোত্রিয়ের মুখ হইতে আগত এবং একবিংশতিপ্রকার যজ্ঞদক্ষিণা হইতে প্রাপ্ত ।৩৯৯

প্রীতির দান, শ্রাদ্ধকালীন উৎসবসম্পদ, অল্প অল্প করিয়া যাচ্ঞা, খল বা সাধুগণের পুত্রোৎপত্তি উৎসবে পুরাণ ও স্মৃতিপাঠক, পাঠকের পাঠ শ্রবণে প্রীতিপ্রযুক্ত প্রাপ্ত ধন, সদস্যাদির দক্ষিণা, দানরূপে প্রাপ্ত দক্ষিণা, সোমযজ্ঞমুখ, উৎসবাদি মুখ ন্যায়পথে দৈব-বশে হঠাৎ প্রাপ্ত, মধুপর্কাদিরূপে ও রাজা ভিন্ন অন্য সৎপাত্র হইতে প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রপ্রশস্ত দ্রব্যসমূহকেই সদ্দ্রব্য বলে। অসদ্দ্রব্যের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণের নরকগতি হয় ; এজন্য অল্প হইলেও সমানীত দ্রব্য পবিত্র কাষ্ঠে নিজপত্নীর দ্বারা পাক করাইয়া মন্ত্রপূত অত্যন্ত পবিত্র সেই অন্নের দ্বারা ভাবশুদ্ধ মনে পিতৃগণের প্রাত্যব্দিক শ্রাদ্ধ করিবে ।৪০০-৬

## শ্রাদ্ধে পাককর্ত্তা ।

শ্রাদ্ধান্নের পাকে নিজ ধর্ম্মপত্নীই মুখ্যাধিকারিণী, তাঁহার অভাবে স্বজাতীয়া পুত্রবতী জ্ঞাতিপত্নীও পাকে অধিকারিণী হইবে ।৪০৭

এইরূপ মাতৃগণ, জ্ঞাতিপত্নী, পিতৃস্বসা (পিসী) প্রভৃতি দ্বিতীয়াদি পত্নী, ভগিনী, শ্বশ্রূ, মাতুলানী, অতি-নিকটবর্ত্তিনী বন্ধুপত্নী ও গুরুপত্নীগণ ইহাদের সকলেরই শ্রাদ্ধান্নপাকে অধিকার আছে। এই সকল অধিকারীর অভাবে শ্রাদ্ধকর্ত্তা স্বয়ংই শ্রেষ্ঠ অধিকারী ।৪০৮-৯

পাককর্ম্মণি সম্প্রোক্তঃ সৎস্থ দারেষু তৎপুরঃ।
ন তৎকর্ম্মণি নির্দ্দিষ্টো যজমানোঽপি তত্র চ ॥৪১০
যদি কর্ত্তা ব্রহ্মচারী তদা পাকং প্রযত্নতঃ।
ন কুর্য্যাদেব বিধিনা তস্য পাকে কদাচন ॥৪১১
অধিকারোঽস্তি ধর্ম্মেণ বনস্থস্য যতেরপি।
ব্রহ্মচারী যতির্বাপি যস্মিন্ দেশে যদা তদা ॥৪১২
পচনং কুরুতে মোহাত্তদ্রাষ্টং তৎক্ষণাৎ পরম্।
শ্রিয়াদিরহিতং সর্বদেব-বেদ-সুর-দ্বিজৈঃ ॥৪১৩
তীর্থৈঃ পুণ্যৈঃ পবিত্রৈশ্চ সপ্ততন্তুমুখাদিভিঃ।
প্রবর্জ্জিতং বিশেষেণ ভবেদূরীকৃতং তথা ॥৪১৪
নষ্টং ভ্রষ্টং প্রভগ্নঞ্চ ভ্রান্তনষ্টমৃগদ্বিজম্।
নির্মানুষ্যং শুষ্কজলমা শতাব্দাদ্ভবিষ্যতি ॥৪১৫
পাকভিন্নানি কার্য্যাণি সর্বাণ্যেবাবিশেষতঃ।
গুরোর্নিত্যং ব্রহ্মচারী কর্ত্তুং শক্নোতি সন্ততম্ ॥৪১৬
বিনা পাকং তমেকং তু কার্য্যাণ্যন্যানি যানি বা।
তদুক্তানি প্রকুর্বীত যতিশ্চাপি তথৈব হি ॥৪১৭

কিন্তু পত্নী বর্ত্তমান থাকিতে ও শ্রাদ্ধগৃহে উপস্থিত থাকিতে যজমানের শ্রাদ্ধপাকে অধিকার নাই।৪১০

যদি শ্রাদ্ধকর্ত্তা ব্রহ্মচারী হয়, তবে সে স্বয়ং পাক করিবে না, কারণ তাহার পাকে অধিকার নাই।৪১১

যতি, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী ইহাদের কাহারও শ্রাদ্ধপাকে অধিকার নাই। যতি, বানপ্রস্থ ও ব্রহ্মচারী মোহবশতঃ যে দেশে যখন শ্রাদ্ধান্ন পাক করিবে, সেই সকল দেশ তখন হইতে একশত বৎসরের মধ্যে সর্বৈশ্বর্য্যশূন্য, সর্ববেদ ও সর্বদেবশূন্য হইবে; সপ্ততন্তুপ্রমুখ পুণ্যতীর্থ সেই দেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে এবং সেই দেশ মৃগ-পক্ষিশূন্য, মানবশূন্য, জলশূন্য হইয়া নষ্ট-ভ্রষ্ট হইবে।৪১২-১৫

ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধপাক ভিন্ন গুরুর অন্য সকল কার্য্যই করিতে পারিবে এবং সন্ন্যাসীও পাকভিন্ন গুরুসেবার নিমিত্ত অন্যান্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।৪১৬-১৭

যতি বা ব্রহ্মচারী যে ভূমিতে পাক করে, সেই ভূমি দগ্ধা ও প্রণষ্টা হইয়া ভয়ে কম্পিতা হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই।৪১৮

বর্ণিনা যতিনা পাকে কৃতা ভূমিস্তথা তরাম্।
ভীতা দগ্ধা প্রণষ্টা চ কম্পিতা স্যান্ন সংশয়ঃ ॥৪১৮
তস্মাত্তু যদি বর্ণী স্যাচ্ছ্রাদ্ধকর্ত্তা তদা কিল।
তন্মাতা তস্য ভগিনী যাশ্চ কাশ্চন তাস্তু বৈ ॥৪১৯
বন্ধুপত্ন্যো মিত্রপত্ন্যো গুরুপত্ন্যাদিকাঃ স্মৃতাঃ।
পাককর্ত্র্যো নরাঃ স্বীয়াঃ কীর্ত্তিতা ন স্বয়ং কদা॥৪২০
সর্বশ্রাদ্ধেষু সর্বত্র রণ্ডাপাকো বিশেষতঃ।
গর্হিতঃ স্যাত্তথা বন্ধ্যাপাকোঽপি পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৪২১
স্বসা মাতা তথা শ্বশ্রূর্মাতুলানী সুতা পিতা।
পিতৃব্যপত্নী বা ভার্য্যা ভগিনী বা তথাবিধা ॥৪২২
কর্ত্রীণাং তু পুরোক্তানামভাবে বিধবা অপি।
এতা গ্রাহ্যাঃ পাককার্য্যে শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সঙ্কটে ॥৪২৩
জ্ঞাতিভার্য্যাশ্চ নিখিলাঃ প্রত্যাসন্নাস্তথাবিধাঃ।
সপিণ্ডভার্য্যাঃ সাধ্ব্যশ্চেদ্ গ্রাহ্যা এবেতি শণ্ডিলঃ॥৪২৪
শ্রাদ্ধপাকক্রিয়ায়াস্তাঃ প্রাহ শ্রীমানসৌ মহান্।
পুত্রিণীনাং ন রণ্ডাত্বং নিখিলৈর্নিশ্চিতং পুরা ॥৪২৫

এজন্য ব্রহ্মচারী যদি শ্রাদ্ধকর্ত্তা হয়, তবে তাহার মাতা, ভগিনী, বন্ধুপত্নী, মিত্রপত্নী এবং গুরুপত্নীগণের কেহ অথবা ঐরূপ কোন পুরুষ শ্রাদ্ধান্ন পাক করিবে; কিন্তু কদাচ স্বয়ং পাক করিবে না।৪১৯-২০

সকল শ্রাদ্ধেই রণ্ডা অর্থাৎ বিধবা এবং বন্ধ্যানারীর পাক অত্যন্ত গর্হিত। তবে ভগিনী, মাতা, শাশুড়ী, মাতুলানী, পিতা, পিতৃব্য-পত্নী, ভার্য্যা এবং জ্ঞাতিভগিনী প্রভৃতি সকলেরই অভাব হইলে সঙ্কটকালে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী শ্রাদ্ধকর্ত্তা হইলে বিধবার পাকও শ্রাদ্ধে গ্রহণীয়।৪২১-২৩

শণ্ডিল মুনি বলিয়াছেন,—গৃহে উপস্থিত থাকিলে সাধ্বী জ্ঞাতিপত্নী ও সপিণ্ডপত্নীগণও শ্রাদ্ধান্ন পাক করিতে পারিবে।৪২৪

শণ্ডিল মুনি আরও বলিয়াছেন,—শ্রাদ্ধপাকে পুত্রবতী বিধবাকে বিধবা মনে করিবে না, এবং একবার পুত্র হইয়া মরিয়া গেলেও সেই নারীকে বন্ধ্যা মনে করিবে

বন্ধ্যাত্বং জাতপুত্রাণাং ন কদাচন বিদ্যতে।
কন্যকানুপনীতানাং ন কর্ম্মার্হত্বমূচিরে ॥৪২৬

**॥ মৃতকার্য্যে কর্ত্তুরনুকল্পনিষেধঃ ॥**

সতি কর্ত্রন্তরে ভূয়ো ন চেত্তেষাং তু কর্ত্তৃতা।
অস্ত্যেবেতি তদা প্রাহ মৃতকার্য্যে বিশেষতঃ ॥৪২৭
স্বধানিনয়নাদেব মন্ত্রকার্য্যাখিলামতা।
অথবা তদ্ ব্রতঃ কক্ষান্তরনিষ্ঠস্তু কশ্চন ॥৪২৮
তৎকার্য্যমখিলং কুর্য্যাত্তেন তৎসুকৃতং ভবেৎ।
বিনৈব বরণং তূষ্ণীং কর্ত্তুঃ স্বস্য স্বয়ং যদি ॥৪২৯
তৎকর্ত্তব্যত্বেন কুর্য্যাৎ কর্ম্ম তৎ স্যান্নিরর্থকম্।
যস্য কস্যাপি নষ্টস্য দূরে কর্ত্তরি সংস্থিতে ॥৪৩০

**॥ কর্ত্তৃব্রতস্যাধিকারঃ ॥**

তৎকর্ত্তব্যত্বেন নান্যঃ কর্ম্ম কুর্য্যাত্তথা যদি।
পুনঃ করণমিত্যেব নিশ্চিতং ত্বাদিতো যথা ॥৪৩১
অতদ্ব্রতকৃতং কর্ম্মাকৃতমেবেতি সূরিভিঃ।
যতঃ সুনিশ্চিতং তদ্ধি করণং পুনরর্হতি ॥৪৩২
তাদৃশেষ্বেব কৃত্যেষু রণ্ডানাং পাককর্ত্তৃতা।
ন তদ্ভিন্নেষু পিত্র্যেষু চৈবং সতি যদাহবশাৎ ॥৪৩৩
মোহাত্তৎকৃতপাকেন কৃতং শ্রাদ্ধং তদা পুনঃ।
পরেহহন্যেব কুর্বীত স্নুষাপাকেন তৎসুতঃ ॥৪৩৪
জ্ঞাতাজ্ঞাতেতি রণ্ডে দ্বে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টে পরে তথা।
পতিং জানাতি যা জ্ঞাতা প্রথমা সা প্রকীর্ত্তিতা ॥৪৩৫
তত্রাজ্ঞাতেতি যা সেয়ং ন জানাতি পতিং স্বকম্।
অত্যন্তপাপা সা জ্ঞাতা যস্যাঃ স্পর্শাৎ পরং তদা ॥৪৩৬
সুখদোষেণ মরণং তদ্ভর্ত্তা প্রতিপদ্যতে।
সা স্পৃষ্টেতি হি বিখ্যাতা হ্যলব্ধ্বা তদ্রতিং পরাম্ ॥৪৩৭
রজসোহপ্যশ্নুতে ঘোরং বৈধব্যং পাপজং মহৎ।
সাহস্পৃষ্টেতি সমাখ্যাতাস্তা এতাঃ পূর্বজন্মনি ॥৪৩৮

না, কিন্তু কন্যা বা অনুপনীত পুরুষ শ্রাদ্ধপাকে কদাচ অধিকারী হইবে না।৪২৫-২৬

## মৃতের কার্য্যে কর্ত্তার অনুকল্প নিষেধ।

মৃতের কার্য্যে মুখ্যকর্ত্তা ভিন্ন অন্য অধিকারিগণ থাকিলেও মৃত্যের কার্য্যে তাহাদের কর্ত্তৃত্ব নাই—এই কথা শাস্ত্রকার বিশেষরূপে বলিয়াছেন। মন্ত্রকার্য্যের অখিল প্রীতি স্বধানিনয়ন অর্থাৎ স্বধাশব্দপ্রযোজ্য শ্রাদ্ধ হইতেই জন্মে। অথবা শ্রাদ্ধকর্ত্তা যদি তৎকার্য্য না করেন, তবে শ্রাদ্ধের অন্যতম নিকট অধিকারীই তাহার প্রতিনিধিরূপে শ্রাদ্ধ করিবে। তাহা হইলেই অখিল শ্রাদ্ধকার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। যে কোনও মৃতের শ্রাদ্ধকর্ত্তা দূরে থাকিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তা কর্ত্তৃক বৃত না হইয়া কর্ত্তব্যরূপে কিছু না বলিয়া স্বয়ং যদি কেহ শ্রাদ্ধ করে, তবে ঐ শ্রাদ্ধ নিষ্ফল হইবে।৪২৭-৩০

## শ্রাদ্ধাধিকারিকর্ত্তৃকব্রতের তৎকর্ম্মে অধিকার।

তৎকর্ত্তৃক সাক্ষাদ্ভাবে বৃত না হইয়া স্বীয় কর্ত্তব্যরূপে কেহই শ্রাদ্ধ করিবে না, করিলে ঐ শ্রাদ্ধ পণ্ড হইবে এবং প্রথম হইতে পুনরায় উহার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। অবৃত পুরুষ কর্ত্তৃক কৃত শ্রাদ্ধ অকৃতই হইয়া থাকে—ইহা বিদ্বদ্গণের সুনিশ্চিত অভিমত; সুতরাং ঐরূপ স্থলে পুনরায় শ্রাদ্ধানুষ্ঠান কর্ত্তব্য।৪৩১-৩২

এইরূপ যেস্থলে মুখ্য পাককর্ত্তার অভাব হইবে, সেই-স্থলেই পুত্রবতী বিধবাদির পাকে অধিকার, অন্য স্থলে নহে। যদি মোহবশতঃ অন্যস্থলেও বিধবাদি শ্রাদ্ধান্ন পাক করে, তবে ঐ শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ায় পরদিন পুনরায় পুত্রবধূর পকান্নে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করিবে।৪৩৩-৩৪

জ্ঞাতা, অজ্ঞাতা, স্পৃষ্টা ও অস্পৃষ্টাভেদে রণ্ডা (বিধবা) চারি প্রকার। যে নারীর (অতিবাল্যে) পতির মৃত্যু হইলেও তাঁহার কথা স্মরণ আছে, তাহাকেই জ্ঞাতা রণ্ডা বলে। কিন্তু যাহার পতির কথা একটুও স্মরণ নাই, তাহাকেই অজ্ঞাতা বিধবা বলে। এই রণ্ডা অধিক পাপীয়সী। যে নারী স্পর্শ সুখ প্রদান করিলেও পতির মৃত্যুর কারণ হয়, তাহাকে স্পৃষ্টা বলে। যে নারী ঋতুমতী হইয়াও পতিসহবাস-লাভের পূর্বেই বৈধব্য প্রাপ্ত হয়, তাহাকেই অস্পৃষ্টা রণ্ডা বলে। ইহারা সকলেই পূর্ব পূর্ব জন্মকৃত মহাপাপের ফলেই ঐরূপ বৈধব্য প্রাপ্ত হয়।৪৩৫-৩৮

নগ্নশ্রাদ্ধে নবশ্রাদ্ধে লোষ্ট্রব্রাহ্মণভোজনে।
আদ্যশ্রাদ্ধে চ ভোক্তারঃ প্রত্যক্ষান্নং বিনা শুচিম্॥৪৩৯
ক্রমেণৈব মহাপাপাঃ সপ্তানাং জন্মনাং পুরা।
অগ্নৌ প্রথমতঃ কৃত্বা হোমরূপেণ কর্ম্ম তৎ ॥৪৪০
সমাপ্য বিধিবদ্ ভূয়ো যথা সঙ্কল্পপূর্ব্বকম্।
সম্যগ্ বিপ্রমুখেনাপি তাদৃক্‌কর্ম্মচতুষ্টয়ম্ ॥৪৪১
প্রকর্ত্তব্যং প্রযত্নেন ন চেত্তু ব্রাহ্মণো বৃথা।
অধঃ পতেদেব তরাং নেহামুত্র চ নিষ্কৃতিঃ ॥৪৪২
তস্য ভোক্তুঃ প্রকথিতা তাদৃক্‌প্রেতক্রিয়াসু বৈ।
বিনাগ্নিমাদিতো বিপ্রমুখেন ক্রিয়মাণকে ॥৪৪৩
প্রাথম্যেনৈব তদ্ভোক্তুঃ পুলাকানাং তু সংখ্যয়া।
জ্ঞাতাদিরণ্ডাজন্মানি ভবেয়ুরিতি বৈ বিধিঃ ॥৪৪৪

**॥ বিধবানাং নিন্দা ॥**

শ্রীমান্ প্রজাপতিঃ প্রাহ সর্বলোকপিতামহঃ।
তাদৃশ্য এতাঃ সুক্রূরাঃ ক্রূরচিত্তা মহাজড়াঃ॥৪৪৫
দয়া-দাক্ষিণ্য-সৌভাগ্য-ক্ষান্তি-দান্তিবহিষ্কৃতাঃ।
ক্রূরাতিক্রূরসুক্রূরতমা ইতি জগৎত্রয়ে ॥৪৪৬
জন্মনৈব হি বিখ্যাতাস্তাদৃশীনাং সদা ক্ষয়ঃ।
পিতরৌ ভ্রাতরস্তজ্জাঃ পিতৃগেহে প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৪৪৭
পতিগেহে তু তত্তাতভ্রাতরস্তজ্জাস্তজ্জনাঃ।
অপ্যেবং সতি সর্বত্র ন স্বাতন্ত্র্যকথা সদা ॥৪৪৮
তাসাং প্রকথিতা সদ্ভিরেবং সতি পিতুর্গৃহে।
পিত্রোস্তু কৃপয়া পাল্যাস্তৎকোষ্ঠজনিতোঽস্বহম্ ॥৪৪৯
ভ্রাত্রাদীনামপি তথা তজ্জাতানাং তথৈব চ।
এতদ্ভিন্নেন কেনাপি সম্বন্ধেন ন চৈব হি ॥৪৫০
পরং তু তত্র লোকানাং পশ্যতাং তাস্তথাবিধাঃ।
অনাথা ইব ভান্ত্যেতা ন তু তৎকৃপয়া তরাম্ ॥৪৫১
এতাদৃশী লোকরীতিস্তত্র ভর্ত্তৃনিকেতনে।
অত্যন্তপারবশ্যং তৎ সুস্পষ্টং লোকবর্ত্মতঃ ॥৪৫২

---

নগ্নশ্রাদ্ধ (তন্নামক শ্রাদ্ধ বিশেষ), নবশ্রাদ্ধ, লোষ্ট্রব্রাহ্মণভোজন (যে ব্রাহ্মণের সর্ববস্তুতে লোষ্ট্রবদ্ উপেক্ষাবুদ্ধি আসিয়াছে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ, সেই ব্রাহ্মণের ভোজন। কারণ, উক্ত ব্রাহ্মণের কোন বিচারবুদ্ধি থাকে না, সেইজন্য তিনি যত্রতত্র আহারা-বিহারাদিতে নিযুক্ত থাকেন।) এবং আদ্যশ্রাদ্ধে যে সকল ব্রাহ্মণ অপবিত্র অন্ন প্রত্যক্ষভাবে ভোজন করিবে, তাহারা ক্রমশঃ সপ্ত জন্ম পর্য্যন্ত মহাপাপী হইয়া অবস্থান করিবে। ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে প্রথমতঃ অগ্নিতে তৎকর্ম্ম হোমরূপে সমাপ্ত করিয়া বিধিপূর্বক সঙ্কল্প করত সম্যক্‌রূপে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের দ্বারা ঐরূপ চারিটি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা ব্রাহ্মণ বৃথাই পতিত হইয়া ইহলোক ও পরলোকে নিষ্কৃতিশূন্য হইবে।৪৩৯-৪২

সেইরূপ প্রেতক্রিয়াসমূহে ভোজনকারী সেই বিপ্রেরও পূর্বোক্ত উপায়ে নিষ্কৃতি কথিত হইয়াছে। অগ্নি ভিন্ন ব্রাহ্মণমুখেই যেস্থলে শ্রাদ্ধকার্য্য হয়, সেস্থলে যে ব্রাহ্মণ প্রথম হইতেই ঐ শ্রাদ্ধপ্রদত্ত পুলাক (দগ্ধ অন্ন) সংখ্যাপূর্বক অর্থাৎ গণিয়া গণিয়া ভক্ষণ করে, সে জ্ঞাতাদি রণ্ডা হইয়া জন্মগ্রহণ করে—ইহাই শাস্ত্রবিধি।৪৪৩-৪৪

**বিধবাগণের নিন্দা**

সর্বলোকপিতামহ শ্রীমান্ প্রজাপতি বলিয়াছেন, পূর্বোক্ত রণ্ডাগণ অত্যন্ত ক্রূরচিত্তা, মহাজড়বুদ্ধিসম্পন্না, দয়াদাক্ষিণ্য, সৌভাগ্য, ক্ষমা ও দমাদিগুণশূন্যা হইয়া এই জগতে অত্যন্ত ক্রুরতমা বলিয়া ত্রিজগতে খ্যাত হইয়া হইয়া থাকে; জন্মাবধি ইহাদের সর্বদাই ক্ষয় অর্থাৎ অবহেলা থাকে। পিতৃগৃহে পিতা, মাতা, ভ্রাতৃগণ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণই ইহাদের রক্ষক এবং পতিগৃহে শ্বশুর, দেবর ও তাহাদের পুত্রপৌত্রগণই রক্ষক; ইহাদের স্বাতন্ত্র্যের কথা সাধুগণ স্বীকার করেন নাই। পিতৃগৃহে পিতামাতাই নিজকন্যাবোধে ইহাদিগকে পালন করিবেন। এইরূপ ভ্রাতাও ভ্রাতুষ্পুত্রগণও ভগিনী ও পিতৃষ্বসাবোধে ইহাদিগকে পালন করিবেন। কিন্তু আত্মীয় ভিন্ন অন্য কেহ ইহাদিগকে পিত্রাদি গৃহে অনাথা দুঃখিনীবোধে কৃপা পরবশ হইয়াও পালনে প্রবৃত্ত হইবেন না—ইহাই লোকরীতি। এইরূপ, পতিগৃহেও শ্বশুর, দেবর, দেবরপুত্র-গণের দ্বারা পালিত হইয়া তাহাদের সম্পূর্ণ অধীনা

গতানাং তত্র নির্লজ্জং পুরস্কারৈকবর্জনাৎ।
হৈন্যমাদৌ জায়তে হি শনৈঃ কালেন তৎপরম্ ॥৪৫৩
ভাগাংশাদিপ্রশ্নমূলকলহে ন নিকৃষ্টতা।
স্বয়মেবোৎপদ্যতে চ জাতে চৈবং বিশেষতঃ ॥৪৫৪
শাপ-রোদন-হুঙ্কার-ত্বঙ্কারাদিককশ্মলে।
সমুত্থিতে সঙ্কটেঽস্মিন্ মিথয়োঃ পশ্যতাং পুরঃ ॥৪৫৫
কিং কার্য্যমিতি তৈঃ প্রোক্তে তামেনাত্ত্বাশ্চ বীক্ষ্য বৈ
তৎপরং দীয়তে চেতি প্রতিজ্ঞাপ্য ততঃ পরম্ ॥৪৫৬
যচ্ছাস্ত্রেণৈব বিহিতং তাবন্মাত্রং তদা তদা।
অস্মাভির্দীয়তে চেতি নান্যৎকিমপি ক্ষুল্লকম্ ॥৪৫৭
ধর্মতোঽস্যাস্তু রণ্ডায়া মধ্যাহ্নেঽহ্নহমেব বৈ।
সার্দ্ধত্রিকরসম্পূর্ণাস্তণ্ডুলা লবণং সমিৎ ॥৪৫৮
বসনং ত্রিপণকক্রীতং ত্রিমাসানাং তথৈব চ।
এতাবদেব সাধ্বীনাং চোদিতং বিধবাশনম্ ॥৪৫৯
প্রদেয়ং শাস্ত্রমার্গেণ চৈতস্মাদধিকং ন হি।
ইত্যেবমুক্ত্বা বচনং তাবন্মাত্রে ততঃ পুনঃ ॥৪৬০
দত্তেঽথ নালমেতম্মে চেতি রোদনপূর্বকম্।
দ্বারে নিরুদ্ধে জ্ঞাতেস্তু তত্র সন্তস্তু কেচন ॥৪৬১
কিমেতদিতি তুষ্ণীকং সন্তুতং পশ্যতাং পুরঃ।
উভয়ৈঃ ক্রিয়তে চেতি হন্ত সম্প্রতি মাস্ত্বিতি ॥৪৬২
তৎকোষ্ঠপূরণে যাবত্তাবদ্দেয়মিতি ক্ব বা।
গচ্ছেদিয়মিতি প্রোক্ত্বা চৈতাবদ্ বৎসরস্য রাঃ ॥৪৬৩
দেয়া ভবদ্ভিরিত্যেবং ভূমিরূপেণ বা পুনঃ।
নিবন্ধদ্রব্যরূপেণ ধান্যরূপেণ বাথবা ॥৪৬৪
ভবেৎ কালেন নিষ্কর্ষ এবং সত্যত্র কেবলম্।
তস্যা নিকৃষ্টতা ঘোরা প্রসিদ্ধা জগতীতলে ॥৪৬৫
সিদ্ধাপি নাত্র বিষয়স্তস্মিন্ ভর্তৃকুলেঽহহম্।
সম্প্রাপ্তজীবনাংশায়া এবং যত্নেন কালতঃ ॥৪৬৬

হইয়াই ইহারা অবস্থান করিবে। পতিগৃহে অনাথা ও দুঃখিনী বুঝিলেও অন্য কেহ কৃপাপরবশ হইয়া ইহাদিগকে পালন করিতে অগ্রসর হইবে না; তাহা করিলে তাহাদের প্রশংসারূপ পুরস্কারলাভ না হইয়া কালক্রমে নিন্দা ও লোকসমাজে হীনতা প্রাপ্তি হইবে।৪৪৫-৫৩

ইহাদের পালক পুরুষগণ (দেবরাদি) সম্পত্তির ভাগ ও অংশবিষয়ে ইহাদের সহিত কলহে প্রবৃত্ত হইয়া নিজের নিকৃষ্টতা প্রদর্শন করিবে না। কিন্তু ইহাঁরা অর্থাভাবে স্বেচ্ছামত কিছু করিতে না পারিয়া স্বয়ংই মোহবশতঃ কলহসৃষ্টি করিয়া শাপ, রোদন, হুঙ্কার, ত্বঙ্কারাদি করত মহাসঙ্কটের সৃষ্টি করে, তবে দানধর্ম্মাদির জন্য কিছু অর্থপ্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়া সঙ্কটের অবসান করিবে এবং 'শাস্ত্রবিধি অনুসারে যাহা আমরা দিতে পারি, তাহাই দিতেছি' এই বলিয়া দানব্রতাদির জন্য মধ্যে মধ্যে কিছু ধনাদি দিবে।৪৫৪-৫৭

প্রত্যহ "মধ্যাহ্নে সার্দ্ধত্রিমুষ্টি তণ্ডুল, লবণ, সমিধ্ (পাককাষ্ঠ), ত্রিপণক্রীত (অল্পমূল্যের) বসন এবং তিনমাস পর্য্যন্ত ভরণপোষণের যোগ্য একসঙ্গে দেয় দ্রব্যসমূহ ইহাই সাধ্বী বিধবার প্রাপ্য বস্তু, ইহার অধিক নহে"—ইহা বলিলেও যদি তাহাতে সন্তুষ্টা না হইয়া প্রতিপাল্যা বিধবা নারী রোদনপূর্বক গৃহদ্বার নিরুদ্ধ করে, তবে জ্ঞাতিকুল হইতে সাধুগণকে আহ্বান করিয়া সকল কথা বলিবে। তখন কোন কোন সাধু জ্ঞাতিগণ এইরূপ পরামর্শ দিয়া থাকেন—"তোমরা ঐরূপ কলহ না করিয়া তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান কর (নতুবা লোকনিন্দা হইবে)। বিধবার গৃহ যাহাতে পূর্ণ হয়—এরূপ ধন (দান-ব্রতাদির জন্য) দাও; অথবা সে যদি কোথায়ও (পিত্রালয়াদিতে) যাইতে চায়, তবে তাহাকে একবৎসরের ভরণপোষণের উপযোগী ধনাদি দান করিয়া তথায় পাঠাইয়া দাও; অথবা ধান্য বা দ্রব্যরূপে বাৎসরিক কিছু প্রদান কর, কিংবা আজীবন ভরণপোষণের উপযোগী কিছু ভূমি দান কর। ইহাদের এইরূপ ঘোর নিকৃষ্টতা জগতে প্রসিদ্ধ। সুতরাং ইহাদের সহিত কলহ করিয়া কোন লাভ নাই"।৪৫৮-৬৫

ঐরূপ কোন ব্যবস্থা না করিলে ভর্ত্তৃকুলে বা পিতৃকুলে ভরণপোষণের কষ্ট অনুভব করিয়া যদি ঐ বিধবা অন্য গৃহে আশ্রয়গ্রহণ করে, তবে ভর্ত্তৃকুলে শ্বশুর

পশ্চান্নিবাসো ভবনে পরেষাং চেত্তবেদ্ যদি।
অযশো মহদেব স্যাদভ্রাত্রাদীনাং গৃহেষ্বপি ॥৪৬৭
তৎকলত্রাদি জনতাপ্রদ্বেষঃ পুনরেককঃ।
পরগেহনিবাসোত্থপ্রত্যবায়ো মহানপি ॥৪৬৮
জায়তে হি বিশেষণ বিশ্বস্তায়া ব্রতং তু সঃ।
সন্ত্যক্তপিতৃগেহায়া নিবাসো ভর্তৃমন্দিরে ॥৪৬৯
অন্বহং কৃচ্ছ্রফলদং জ্ঞাতিচিত্তানুবর্ত্তনাৎ।
স্বভর্তৃশয়নস্থানপালনান্বেষণাদিতঃ ॥৪৭০
ব্রহ্মচর্য্যং মহত্ত্বঞ্চ সৌজন্যমপি বর্ধতে।
তৎপুণ্যতীর্থনিখিলসর্বকৃচ্ছ্রব্রতান্যপি ॥৪৭১
প্রাপ্তান্যেব ভবন্ত্যস্যাস্তস্মাত্তত্রৈব ভক্তিতঃ।
যেন কেনাপ্যুপায়েন ভর্তৃজ্ঞাতিজনাশ্রয়ম্ ॥৪৭২

**॥ রণ্ডায়া অস্বাতন্ত্র্যম্ ॥**

কৃত্বা তত্রৈব নিবসেদ্দত্তাংশাপ্যনুস্মৃত্য তান্।
তত্রৈব মরণে চেত্তু গঙ্গাতীরমৃতৌ তু যা ॥৪৭৩
শ্রেয়সী কথিতা সদ্ভিস্তামাপ্নোতীহ তৎক্ষণাৎ।
তেষামনুস্মৃতির্নাম স্বসম্পাদিতবস্তুনাম্ ॥৪৭৪
সমর্পণং যত্র কুত্র ত্যক্ত্বা তত্রার্পণং জগুঃ।
দত্তাংশায়াস্তু রণ্ডায়া যানি বস্তূনি সন্তি বৈ ॥৪৭৫
ভূষণাচ্ছাদনাদীনি পাত্র-ধান্য-ধনান্যপি।
যেভ্যঃ কেভ্যঃ পরেভ্যো বা স্বেভ্যো বা দাতুমুত্তমঃ॥৪৭৬
অধিকারোঽস্তি সততং যথেচ্ছং শাস্ত্রবর্ত্মনা।
পিতৃ-ভ্রাতৃ-পতিপ্রাপ্তধরণী যদি সংস্থিতা ॥৪৭৭
তত্তৎকুলপ্রসূতানাং বিনানুজ্ঞাং তু তাং হঠাৎ।
ন দদ্যাদেব বিধিনাঽন্যস্মৈ স্বচ্ছন্দতো ননু ॥৪৭৮
স্বীয়ানামেব বস্তূনাং দানং শাস্ত্রৈকসম্মতম্।
সামান্যানাং ধনাদীনাং দানং শাস্ত্রৈকনিন্দিতম্ ॥৪৭৯
ন সামান্যং ধনং দেয়ং পরভোজ্যং বিবাদতঃ।
স্পষ্টেতরং ভাবদুষ্টং নিষিদ্ধং স্বৈঃ পরৈরপি ॥৪৮০
নিয়মোঽয়ং সর্বধর্মঃ পিতৃভ্রাতৃমতাং সতাম্।
পুত্রিণামপি দানেষু তদনুজ্ঞাং বিনা ক্বচিৎ ॥৪৮১

দেবরাদির এবং পিতৃকুলে ভ্রাতা-ভ্রাতুষ্পুত্রাদির মহা অযশঃ ঘোষিত হইবে; যেমন দেবরপত্নী বা ভ্রাতৃপত্নী প্রভৃতির প্রতি বিদ্বেষভাব বৃদ্ধি পাইবে, তেমনই পরগৃহবাস-নিমিত্তক মহাপাপও হইবে।৪৬৬-৬৮

এজন্য বিশ্বস্তা সাধ্বী বিধবা নারীর পক্ষে পিতৃগেহ পরিত্যাগ করিয়াও পতিগৃহে নিত্য বাস, জ্ঞাতিগণের চিত্তের অনুবর্ত্তিনী হইয়া অবস্থান, কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদির ফলপ্রদান করিয়া থাকে। ইহা ব্যতিরেকে পতির শয়নগৃহ, ব্যবহৃত দ্রব্য প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের দ্বারাও ব্রহ্মচর্য্য, মহত্ত্ব ও সৌজন্য প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং ইহার দ্বারাই ঐ বিধবা পুণ্যতীর্থসমূহের দর্শন এবং কৃচ্ছ্রব্রতসমূহের ফল লাভ করে; এজন্য যে কোন প্রকারে বিধবানারী পতির জ্ঞাতিগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ভক্তির সহিত ভর্ত্তৃগৃহে অবস্থান করত তাঁহাদের সেবাপরায়ণা হইয়া অবস্থান করিবে।৪৬৯-৭২

## বিধবার অস্বাতন্ত্র্য।

অধিকন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত অংশে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করত পতিগৃহেই মৃত্যুলাভ করিবে; তাহা হইলে তাহাতেই তাহার গঙ্গাতীরে মৃত্যুর সমান ফললাভ হইবে।৪৭৩

পতির জ্ঞাতি শ্বশুর দেবরাদির অনুসরণ করার অর্থ হইতেছে—স্বসম্পাদিত বস্তুসমূহ যেখানে সেখানে না রাখিয়া তাহাদের অভিপ্রেত স্থানে যথাবিধি সংরক্ষণ করা। স্বীয় অংশানুসারে বিধবাকে ভরণপোষণাদির জন্য যাহা কিছু দেওয়া হইবে, সেই সকল ভূষণ, আচ্ছাদন, পাত্র, ধান্য বস্তুগুলি যে কোন ব্যক্তিকে যথাশাস্ত্র দান সম্বন্ধে তাহার পূর্ণ অধিকার আছে। পিতা, ভ্রাতা ও পতির নিকট হইতে যদি বিধবা ভূমি প্রাপ্ত হয়, তবে সেই সেই কুলজাত পুরুষগণের অনুমতি ব্যতিরেকে বিধবা নিজের ইচ্ছামত তাহা কাহাকেও দিবে না।৪৭৪-৭৮

নিজের জিনিষ দান করাই শাস্ত্রসম্মত, সর্ব-সাধারণের অর্থাৎ যাহাতে অন্যেরও স্বত্ব আছে এরূপ জিনিষের দান শাস্ত্রনিন্দিত।৪৭৯

যে বস্তুটি সামান্য, যাহাতে অন্যেরও স্বত্ব আছে

কর্ত্তুং ন শক্যতেঽতীব ভূমিদানে তু কিং পুনঃ।
স্বতন্ত্রস্যাপি শক্তস্য পুংসঃ সম্পাদকস্য চ ॥৪৮২
সগোত্র-জ্ঞাতি-দায়াদ-সামন্তানুমতিঃ পরা।
অপেক্ষিতাধরাদানে হিরণ্যমুদকং তথা ॥৪৮৩
এবং সতি পুনর্নার্য্যা অধিকারস্তথাবিধে।
কথং ভবেদ্ভর্তৃপুত্রপৌত্রবত্যাঃ প্রদানকে ॥৪৮৪
বিশ্বস্তায়াঃ সনাথায়াস্তস্মিন্ দানেঽতিসঙ্কটে।
তত্রাপি সুতরাং দূরমনাথায়াস্তু কা কথা ॥৪৮৫
দানে তু তাদৃশে ধারে হ্যশক্যে যেন কেনচিৎ।
কর্তুং প্রযত্নশতকাদধিকারো ভবিষ্যতি ॥৪৮৬
কথং বেত্যত্র দেবেশো জানাত্যন্যেন চৈব হি।
অষ্টবর্ষা তু বিধবা বিবাহাৎ পরতো যদি ॥৪৮৭
চিত্যগ্নিসদৃশী প্রোক্তা প্রথমেয়ং স্মৃতাঽখলা।
রোহিণীবিধবাচেত্তু চিতিধূমসমানিশম্ ॥৪৮৮
অবীরেত্যুচ্যতে নাম্না মহাপাপৈকসম্ভবা।
গৌরীদশায়াং বৈধব্যমাপন্না তাপিতা স্মৃতা ॥৪৮৯
চিত্যুল্মূকৈব সা জ্ঞেয়া রজসোঽর্বাগিতীব চ।
পুরোদিতাভী রণ্ডাভিঃ সাকং ভূয়ঃ পরাহতাঃ ॥৪৯০
সন্তি তাশ্চ প্রবক্ষ্যামি স্পষ্টার্থং বৈ প্রসঙ্গতঃ।
দুর্ভাগা কুটিলা কাষ্ঠা চরমা চটুলা বশা ॥৪৯১
বীররণ্ডা কুণ্ডরণ্ডা বাধারণ্ডা তথা পরা।
দশানামপি চৈতাসাং দশমাব্দাৎ পরং তথা ॥৪৯২
ঐকাদশাব্দপ্রভৃতি বৈধব্যং ক্রমতো যদি।
রজসঃ পরতো ভূয়ো ভবেয়ুস্তানি শূন্যতঃ ॥৪৯৩

অথবা যাহার স্বত্ব সম্বন্ধে বিবাদ থাকায় অস্পষ্টস্বত্বক, যাহা ভাবদুষ্ট এবং নিজের লোক ও অন্য লোক যাহা দান করিতে নিষেধ করে—এমন বস্তু দানের অযোগ্য। দান সম্বন্ধে সকলের পক্ষেই এই নিয়মগুলি সমান। পিতৃমান্ ও ভ্রাতৃমান্ পুরুষের পক্ষে যেমন কোন বস্তুর দানে পিতার ও ভ্রাতার অনুমতি অপেক্ষণীয়, তেমনই পুত্রবান্ গৃহস্থের পক্ষেও পুত্রাদির বিনা অনুমতিতে ভূমিদান সঙ্গত নহে। এমন কি স্বয়ং অর্জ্জিত ভূমি, হিরণ্য ও জলাশয়াদি দানে সগোত্র, জ্ঞাতি, দায়াদ (পুত্র), সামন্তরাজা (রাজপুরুষ) প্রভৃতির অনুমতি অপেক্ষণীয় ৪৮০-৮৩

সুতরাং এইরূপ হইলে নারীকর্ত্তৃক দানে জ্ঞাতির অনুমতি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ কি আছে? যে নারীর পতি, পুত্র, পৌত্রাদি বর্ত্তমান এরূপ সনাথা বিশ্বস্তা নারীর সঙ্কটকালীন দানেও যখন পত্যাদির অনুমতির অপেক্ষা আছে, সেস্থলে অনাথা সম্বন্ধে আর কথা কি? যেরূপ ভূমিদান অন্যের পক্ষেও বিনানুমতিতে অসম্ভব, সেরূপ দানে অনাথা বিধবার অধিকার কেন হইবে না? এইরূপ প্রশ্ন কেমন করিয়া মানুষের উদিত হয়, তাহা শ্রীভগবান্ই বলিতে পারেন, অন্যে কি করিয়া জানিবে?

অষ্টবর্ষা নারী বিবাহের পরেই যদি বিধবা হয়, তবে চিতার অগ্নিসদৃশী সেই বিধবাকে অখলা বলে। রোহিণী অর্থাৎ নববর্ষা বিধবাকে নিরন্তর চিতার ধূমসদৃশী মহাপাপপ্রযুক্ত বৈধব্যপ্রাপ্তা অবীরা বলিয়া জানিবে। গৌরী দশাতে অর্থাৎ অষ্টমবর্ষে যে নারী বিধবা হইয়াছে, চিতার সদৃশ সেই বিধবাকে ঋতুমতী হইবার পূর্ব পর্য্যন্ত তাপিতা উল্মুক বলিয়া জানিবে। এইরূপ পরাহতা (নিকৃষ্টা?) অনেক রণ্ডা আছে, পূর্বোক্ত রণ্ডাগণের সহিত তাহাদের কথাও স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত প্রসঙ্গতঃ বলিতেছি। দুর্ভগা, কুটিলা, কাষ্ঠা, চরমা, চটুলা, বশা, বীররণ্ডা, কুণ্ডরণ্ডা, বাধারণ্ডা এবং পরারণ্ডা এই দশপ্রকার নাম—দশমবর্ষের পর হইতে একাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত যাহারা বিধবা হইবে—তাহাদের সম্বন্ধে বুঝিতে হইবে। রজোদর্শনের পর যাহারা বিধবা হইবে, তাহাদের ঐ সকল নাম না হইয়া তুচ্ছ অথবা অমঙ্গলবাচক নাম হইবে এবং বিধি অনুযায়ী কোন সন্নামক (মাঙ্গল্য) কর্ম্ম মাত্রে ইহাদের অধিকার থাকিবে না।৪৮৪-৯৪

তথাপি যদি ইহারা ভাগ্যবশতঃ ও সচ্চরিত্রতাবশতঃ নিবন্ধরূপে পিতা, ভ্রাতা অথবা বন্ধুজনের নিকট হইতে নিবন্ধরূপে কোন ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হয় এবং তাহা

নামান্যেতানি তুচ্ছানি চৈতাসাং কর্ম্মমাত্রকে।
সন্নামকে নাধিকারস্তথাপ্যাসাং বিধের্বশাৎ ॥৪৯৪
সদ্‌বৃত্তির্বসুধারূপা নিবন্ধাদিস্বরূপকা।
সংপ্রাপ্তা পিপিতুর্ভর্ত্তুর্বন্ধূনামথবা পুনঃ ॥৪৯৫
সকাশাত্তু তয়া পশ্চাৎ শ্রিয়ং সুমহতীং পরাম্॥
সম্প্রাপ্তা অপি যদ্যেতাঃ সততং পরতন্ত্রকাঃ ॥৪৯৬
স্বপাত্রস্থোর্ণকবলপ্রাশনেঽপ্যস্বতন্ত্রতঃ।
অত্যন্তশক্তিবিকলাঃ সর্বশাস্ত্রৈকবর্ত্মতঃ ॥৪৯৭
তথা হি তাসাং সর্বাসাং বনিতানাং মহৎকুলে।
সঞ্জাতানাং বিবাহস্য পশ্চাৎ সংবৎসরাৎ পরম্ ॥৪৯৮
কার্ত্তিক-গৌরীপূজায়াঃ তদ্দীপারাধনাৎ পরম্।
ত্রিযুদ্ধিমৃৎস্তম্ভমহানিকটে তদ্‌ব্রতে তদা ॥৪৯৯
মহাসুমঙ্গলীবৃন্দগীতবাক্যবিশেষতঃ।
প্রাপ্তায়া অপ্যনুজ্ঞায়াস্তৎপূর্ত্তিকরণায় বৈ ॥৫০০
নিত্যং ভুক্তিক্রিয়াকালে যাং কাঞ্চিদ্ যঞ্চ কঞ্চ বা।
দৃষ্ট্বা পৃষ্ট্বা ভোজনস্যাভ্যনুজ্ঞাং তদনন্তরম্ ॥৫০১
তয়া বা তেন বোক্তে বাঽভ্যনুজ্ঞানবিশেষকে।
সা ভুক্তিঃ ক্রিয়তে তস্মাদ্ বনিতামাত্রয়া ভুবি ॥৫০২
অভ্যনুজ্ঞানদেবান্তে প্রথমং স্যাদ্ গণাধিপঃ।
বর্ষত্রয়ং ততঃ পশ্চাদ্ গুহস্তার্ক্ষ্যোঽথ বা স্মৃতৌ ॥৫০৩
বিকল্পত্বেন নির্দিষ্টৌ পূর্বাকালবিনির্ণয়ঃ।
পুষ্পবন্তৌ চ নির্দিষ্টৌ পশ্চান্মোচেজ্জগদ্‌গুরু ॥৫০৪
উমা-মহেশ্বরৌ পশ্চাল্লক্ষ্মী-নারায়ণৌ ততঃ।
উভয়োরেতয়োঃ কালো দেবয়োঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৫০৫
ততোঽপি দ্বিগুণস্তস্মাদ্ বনিতামাত্রতঃ স্মৃতাঃ।
অষ্টাদশ স্যুর্বর্ষান্তা ভোজনে নিয়তাঃ সদা ॥৫০৬
অভ্যনুজ্ঞাব্রতস্যাস্য চৈতাবদিতি লেখনম্।
জাতং মমেতি কাশ্যপ্যাং কৃত্বা ভক্ত্যা ততঃ পরম্ ॥৫০৭
তাং দেবতাং নমস্কৃত্য পশ্চাদ্ভোজনমুচ্যতে।
অপি পাত্রগতে চান্নে হস্তেনাদাতুমপালম্ ॥৫০৮
বিনাভ্যনুজ্ঞাং তূষ্ণীকং ন যুক্তমিতি হি শ্রুতিঃ।
সুমঙ্গলীনাং ধর্মোঽয়ং মৃতে ভর্ত্তরি তদ্‌ব্রতে ॥৫০৯
তদ্দেবতেয়ং বিধবা তদধীনৈব সর্বদা।
ভবেত্তৈনৈবাস্বতন্ত্র্যা পরমাপ্যবশা ভবেৎ ॥৫১০

হইতে পরবর্ত্তীকালে যথেষ্ট ধন ও ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হয়, তথাপি ইহারা সততই পরতন্ত্র থাকিবে, এমন কি স্বপাত্রস্থ ক্ষুদ্রগ্রাসগ্রহণেও ইহাদের পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না—ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রসম্মত।৪৯৫-৯৭

মহৎকুলে জাত নারীগণ বিবাহের সংবৎসরের পর কার্ত্তিকমাসে দীপদান ও গৌরীপূজারূপ মহাব্রত ত্রিযুদ্ধিমৃৎস্তম্ভমহানিকটে অর্থাৎ যে মৃত্তিকা স্তম্ভকে লক্ষ্য করিয়া তিনবার অথবা বিজিগীষু, শত্রু ও মধ্যস্থ এই তিনটি ব্যক্তির যুদ্ধ হয় তাহার অত্যন্ত সন্নিধানে মহাসুমঙ্গলীগণের গীত ও বাদ্যসহকারে গ্রহণ করিবে এবং উহার পূর্ত্তির জন্য প্রতিদিন ভোজনের পূর্বে যে কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক দেখিবে, তাহার নিকট হইতেই অনুমতি গ্রহণ করিয়া পরে ভোজন করিবে। এইরূপ ব্রতকালে প্রথম বর্ষ তিনবৎসর গণেশ, পরবর্ত্তী বর্ষে তিন বৎসর কার্ত্তিক বা গরুড়, তৃতীয়বর্ষে তিনবৎসর চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহাদের উপাস্য দেবতা হইবেন। পরবর্তী তিন-বৎসর উমা-মহেশ্বর এবং পরবর্ত্তী ছয়বৎসর লক্ষ্মী-নারায়ণ তাঁহাদের উপাস্য দেবতা হইবেন। এইরূপে অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত ভোজনে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম রক্ষা করিবে। পরে "অদ্য হইতে আমার এই ব্রত সমাপ্ত হইল" এই বলিয়া নিজ দেবতাকে প্রণাম করত ভোজন করিবে। অন্ন পাত্রগত হইলেও অনুমতি ব্যতিরেকে তূষ্ণীম্ভাবে হস্তে অন্নগ্রহণ করিবে না—ইহাই সুমঙ্গলী নারীগণের আচরণ হইবে—শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন। পতির মৃত্যুর পর বিধবা হইয়াও তাহারা পূর্বোক্ত দেবতাগণেরই অধীনা ও অবশা থাকিবে; তাহাদের কখনও স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না।৪৯৮-৫১০

ব্রতকাল অতীত হইলে পতি-বাক্যানুসারে সুমঙ্গলী নারী অনেক স্বাতন্ত্র্য প্রাপ্ত হইতে পারে, কিন্তু বিবাহের পর কোন নারীরই পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য সম্ভব নয়

ব্রতকালে তাদৃশে তু ব্যতীতেঽস্যা মহত্ত্বকম্ ।
স্বাতন্ত্র্যং ভর্তৃবাক্যেন শনৈস্তন্মুখতো ভবেৎ ॥৫১১
এবং সত্যত্র জগতি বনিতানাং বিশেষতঃ ।
বিবাহাৎ পরতোঽত্যন্তমস্বাতন্ত্র্যং শ্রুতি-স্ফুটম্ ॥৫১২
স্বপাত্রগতভিস্সৈকগ্রহণাণুস্বতন্ত্রকম্ ।
অত্যন্তৈকপরাধীনমতো নারীজনস্য বৈ ॥৫১৩
তাদৃশস্য কথং দানেঽধিকারঃ স্বস্য বা পুনঃ ।
বস্তুনঃ স্থাবরাদের্বাঽভ্যনুজ্ঞাং তাং বিনৈব হি ॥৫১৪
জ্ঞাতীনামভ্যনুজ্ঞা চেদ্ জ্ঞাতিপ্রাপ্তক্ষিতেস্তথা ।
পিতৃপ্রাপ্তক্ষিতেস্তস্য হ্যত্যন্তাবশ্যকীতি নু ॥৫১৫
যুক্তত্বেনৈব গৃহ্ণন্তি লোকে সন্তঃ সুমেধসঃ ।
কৃতেঽপি তাদৃশে দানে কদাচিন্মূঢয়াপি হা ॥৫১৬
সমাগতো যতো মূলঃ স্থাবরো বনিতাস্পদম্ ।
যথা বা তদ্‌গতং ভূয়স্তথা কুর্য্যান্ন চেদ্ বৃথা ॥৫১৭
স্বগোত্রৈককৃতং ভূমিদানং স্যাদুত্তমোত্তমম্ ।
ভিন্নগোত্রকৃতং তত্তু তদর্দ্ধফলকং বিদুঃ ॥৫১৮

অন্ততঃ পতির অধীনতা তাহার সর্ব্বদাই থাকিবে—ইহা স্পষ্ট শ্রুতিবাক্য। সুতরাং যে নারীর স্বপাত্রস্থ অন্নগ্রহণ পর্য্যন্ত সামান্য স্বাতন্ত্র্য নাই, সেই নারীর আত্মীয়স্বজনের বিনানুমতিতে নিজ ধনাদি দানে কেমন করিয়া অধিকার থাকিবে? সুতরাং বিধবানারীর পিত্রাদি হইতে প্রাপ্ত ধনাদি দানে পিত্রাদির অনুমতি এবং পত্যাদি হইতে প্রাপ্ত ধনাদি দানে শ্বশুরাদির অনুমতি গ্রহণ করিয়াই দান করিবে—ইহাই সাধুগণের বিধান; নতুবা মোহবশতঃ বিনানুমতিতে দান করিলে উহা সিদ্ধ হইবে না এবং পুনরায় উহা মূলে অর্থাৎ পিত্রাদির নিকটই ফিরিয়া আসিবে অর্থাৎ তাঁহাদেরই স্বত্বাধীন হইবে; সুতরাং এরূপ বৃথা কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে না।৫১১-১৭

সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে ভূমিদান সর্বোত্তম, ভিন্নগোত্রে দান তাহার অর্দ্ধফলপ্রদ।৫১৮

সুতরাং সাধু, বিদ্বান্ আহিতাগ্নি স্বজন ভূমি ও

সৎসু সাধুষু তিষ্ঠৎসু স্বকীয়েষু জনেষু চেৎ ।
আহিতাগ্নিষু বিদ্বৎসু তদ্ধিরণ্যাধিকারিষু ॥৫১৯
বিধবানাহিতাগ্নীনাং জনানাং তাদৃশীং ধরাম্ ।
ন দদ্যাদেব সহসা দত্তাপ্যেষা কথঞ্চন ॥৫২০
ন সিধ্যত্যেব তেষাং সা পুরোডাশঃ শুনামিব ।
ভূরস্মাকমিদং মন্ত্রমাহিতাগ্নেঃ প্রতীষ্টিকে ॥৫২১
অধ্বর্য্যৌ সতি জপতি স্বীয়া সা ভূমিরুত্তমা ।
তদীয়পূর্বকোপাত্তা কথমন্যত্র গচ্ছতি ॥৫২২
গতা বিনা ন্যায়বর্ত্মদ্বারা তস্য তু সা ততঃ ।
বৃদ্ধিতা ন ভবত্যেব বৃদ্ধিদাত্র্যপি কেবলম্ ॥৫২৩
সদ্যস্ততঃ সর্ববংশমূলোন্মথনকারিণী ।
ভবেদেব ন সন্দেহো হরিপত্ন্যখিলাশ্রয়া ॥৫২৪
কালেন মহতা তস্মান্ন কুর্য্যাৎ কর্ম তাদৃশম্ ।
নারীনরো বা মেধাবী সমালোচ্য চিরং স্থিতাম্ ॥৫২৫
স্ববংশেঽস্যাধিকারঞ্চ তদাগমনকারণম্ ।
দেশং কালং যুক্তপাত্রং যুক্তং চাযুক্তমেব চ ॥৫২৬

হিরণ্যদানের যোগ্য অধিকারী ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান থাকিতে বিধবা অগ্ন্যাধান করেন নাই এরূপ জনকে ভূমি বা হিরণ্যদান করিবে না, করিলে ঐ দান অসিদ্ধ হইবে এবং ঐ দত্তবস্তু কুক্কুরস্পৃষ্ট পুরোডাশ তুল্য (যজ্ঞীয় পিষ্টক) হইবে। প্রত্যেক ইষ্টিতে আহিতাগ্নি যজমানের অধ্বর্য্যু (ঋত্বিক) 'ভূরস্মাকম্' ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাহারই পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত ভূমি অন্যত্র কিরূপে যাইবে? ৫১৯-২২

যদি ন্যায়পথে শাস্ত্রীয়বিধি অনুসারে প্রদত্ত হওয়ায় অন্যের স্বত্বাধীন হইলেও বৃদ্ধি প্রদাত্রী ঐ ভূমি গ্রহীতার সমৃদ্ধির কারণ হইবে না, অধিকন্তু সত্বই স্ববংশে গ্রহীতার মূলোচ্ছেদ করিবে। সুতরাং কোন নারী বা নর দীর্ঘকাল চিন্তা না করিয়া সগোত্র ভিন্ন ব্যক্তিকে চিরকালাগতা স্বকীয় ভূমি দান করিবে না।৫২৩-২৫

স্ববংশীয়গণের অধিকার, ভূমির প্রাপ্তির মূলকারণ, বিহিত কাল, যুক্ত বা অযুক্ত পাত্র—এই সকল শাস্ত্রে বিচার করিয়া পশ্চাৎ ধর্ম্ম আচরণ করিবে।

শাস্ত্রদৃষ্ট্যা সমালোচ্য পশ্চাদ্ধর্ম্মং সমাচরেৎ।
পুংসো নিত্যাধিকারঃ স্যাত্তদ্দ্বারা তনয়স্য বা ॥৫২৭
পিত্রোঃ শ্বশুরয়োর্ভর্ত্তুরনুজ্ঞানাৎস্ত্রিয়স্য তু।
পুংসঃ শতগুণন্যূনা বনিতা সা সভর্তৃকা ॥৫২৮
তৎসহস্রগুণন্যূনা বিশ্বস্তা নষ্টপুত্রিকা।
তৎসহস্রগুণন্যূনা রণ্ডা সর্ববিবর্জিতা ॥৫২৯
চিত্যগ্নিধূমকাষ্ঠোল্মুকসমানাহতিগর্হিতা।
সৈতাদৃশী চেতি বাক্যপ্রলাপনপরা খলা ॥৫৩০
সা রণ্ডা তত্র ভূদানং গ্রহদানঞ্চ নৈষ্কুটম্।
কুল্যাদানং কূপদানং বাপীদানঞ্চ গাহনম্ ॥৫৩১
ক্ষেত্রদানং বৃত্তিদানং সেতুদানঞ্চ বার্ষিকম্।
ঔদান্যং মাণ্ডপং সৌধং প্রাসাদং গৈহদং তদা ॥৫৩২
যদাকরোত্তথৈবাহং করিষ্যামীতি মামকম্।
বদন্ত্যেবং নির্ভয়েন নির্লজ্জং জনতাপুরঃ ॥৫৩৩
তস্মাদনুমতিং শ্বশ্রোর্জ্ঞাতীনাং চেত্তু মামকম্।
তুল্যৈবেতি পুনস্তজ্জমজ্জনানাং বিশেষতঃ ॥৫৩৪

আকাঙ্ক্ষানুমতিশ্চাথাধিকো মম তু সাম্প্রতম্।
সা জ্ঞাতীননুস্মৃত্য স্বান্ তৎসম্মত্যা চকার হি ॥৫৩৫
ইত্যুক্তে চেম্মামকানাং জনানাং পরয়া তত্তঃ।
সম্মত্যৈব করিষ্যামি পশ্যতাং তদ্বিরোধিনাম্ ॥৫৩৬
তন্নিরোধে কথং ত্বং বৈ করিষ্যসি নয়ো নতু।
ন যুক্তমেবং করণমিত্যুক্তে তত্র সজ্জনৈঃ ॥৫৩৭
পশ্যদ্ভিরখিলৈর্ভূয়ো মামকে ক্ষিতিমাত্রকে।
অহং বৈ প্রবরা কর্ত্রী সম্প্রাপ্তে ব্যবহারতঃ ॥৫৩৮
মন্নিরোধায় সম্বন্ধঃ কো বাস্ত্যেবমেব বৈ।
পূর্বোত্তরবিরুদ্ধানি বচনানি প্রভাষতঃ ॥৫৩৯
দুষ্টবুদ্ধের্দুর্মুখস্য জ্ঞাতেরস্যেতি বাদিনীম্।
হুঙ্কৃত্য দূষয়িত্বৈব ভর্ৎসয়িত্বা বিশেষতঃ ॥৫৪০
তৎসহায়ানধর্ম্মজ্ঞান্ পামরান্ ধর্মবিদ্বিষঃ।
দানপ্রতিগ্রহব্যাজান্ মর্য্যাদামাত্রদূষকান্ ॥৫৪১
ভ্রংশয়িত্বা বহিষ্কৃত্য নিরোধনমুখেন চ।
ধিক্কৃত্য বেদবিদুষস্তাড়য়িত্বাপ্যভীক্ষ্ণশঃ ॥৫৪২

ভূমির দান বা বিক্রয়ে পুরুষের নিত্যই অধিকার আছে, তদ্দ্বারা তাহার পুত্রাদিরও অধিকার থাকিবে; কিন্তু স্ত্রীলোকের অধিকার পিতা, মাতা, শ্বশুর, শ্বশ্রূ, এবং পতির অনুমতিক্রমেই জন্মিবে। পতিমতী নারী পুরুষ হইতে শতগুণ ন্যূনা, বিশ্বস্তা নষ্টপুত্রা নারী সহস্রগুণন্যূনা এবং বিধবা সর্ববর্জ্জিতা।৫২৬-২৯

চিতার অগ্নি, ধূম, কাষ্ঠ ও উল্মুকসদৃশী বিধবা ও অতিগর্হিতা। এইরূপ খল-প্রকৃতির রণ্ডাগণ প্রলাপবাক্যপরায়ণা হইয়া প্রায়শঃ জনসমক্ষে এইরূপ বলিয়া থাকে—"ভূদান, গ্রহদান, নিষ্কুট (গৃহোদ্যান), কুল্যা (প্রণালী), কূপ, বাপী (পুষ্করিণী), গহন (অরণ্য), ক্ষেত্র, বৃত্তি, সেতু, বার্ষিক (অর্থাৎ প্রতিবর্ষলভ্য কোন বৃত্তি) ওদন, মণ্ডপ, সৌধ (অট্টালিকা), প্রাসাদ, গৃহ প্রভৃতি দ্রব্যসমূহে যখন আমার স্বত্ব আছে, সুতরাং অন্যের ন্যায় আমিও এই সকল বস্তু দান করিব, আমার জ্ঞাতি, শ্বশুর, শাশুড়ী, তাঁহাদের আত্মীয়গণ বা আমার পিতৃ-কুলের আত্মীয়গণের অনুমতি আমার অনুমতি হইতে অধিক নহে; বরং আমার আকাঙ্ক্ষানুসারে আমার ইচ্ছাই অধিক হইবে; সুতরাং আমি আমার অনুকূল জনগণকে আমার বিরোধী জ্ঞাতিগণের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই আমার ইচ্ছামত আমার দ্রব্যসমূহ দান করিব, তোমার জ্ঞাতিগণ আমার কি করিবে? তোমাদের বিরোধ করা অন্যায়। হে সজ্জনবৃন্দ! আপনারা দেখুন, আমি আমার ভূম্যাদি দানে সর্বশ্রেষ্ঠা কর্ত্রী, অথচ পূর্বাপর বিরুদ্ধভাষী দুষ্টবুদ্ধি ও দুর্মুখ জ্ঞাতিগণ আমার কার্য্যে বিরোধ করিতে উদ্যত হইয়াছে" ॥৫৩০-৩৯

জ্ঞাতিগণের সমক্ষে উক্ত খলমতি বিধবা এইরূপ বলিলে বেদবিদ্গণ সম্মিলিত হইয়া তাহাকে হুঙ্কার ও ভর্ৎসনা করত তাহার সহায়ক অধর্ম্মজ্ঞ, পামর, ধর্ম্ম-বিদ্বেষী ও দানের প্রতিগ্রহচ্ছলে শাস্ত্রমর্য্যাদা-লঙ্ঘনকারী জনগণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য সেইস্থান হইতে ধিক্কারপূর্বক তাড়না করত বহিষ্কার করিবে এবং তাহাদের অপরাধানুসারে অন্যূন দ্বাদশসংখ্যক পণ গ্রহণ করিবেন

অপরাধানুগুণ্যেন দ্বাদশান্যূনকান্ পণান্।
তেভ্যঃ স্বীকৃত্য তাং গেহবর্ত্মাপণরসাদিকম্ ॥৫৪৩
স্থাবরং ন্যায়মার্গেণ দাপয়েৎ পৃথিবীপতিঃ।
তৎস্বামিনে যথাপূর্ব্বং তেন স্বর্গো জিতো ভবেৎ ॥৫৪৪
জীবানাংশৈকসংলব্ধভূমিকা যাতি দুর্মতিঃ।
অহো দেবরপুত্রেণ পুত্রিণীতি ততো ময়া ॥৫৪৫
প্রদীয়তেঽস্মৈ মত্তাতসংলব্ধা ধরণীতি বৈ।
সংলব্ধানামনাথানাং বিধবানাং কদাচন ॥৫৪৬
ন ভূদানেঽধিকারোঽস্তীত্যুক্ত্বা বাক্যং ততশ্চ তাম্।
দূরতঃ প্রেষয়েদ্ দুষ্টাং তদ্দত্তামপি তাং ধরাম্ ॥৫৪৭
তৎস্বামিনে দাপয়েচ্চ তেন ক্রতুফলং ভবেৎ।
পুত্রিণী সৈব সম্প্রাপ্তা যা প্রসূয়েত জীবিনঃ ॥৫৪৮
পুত্রান্ বা পুত্রিকা বাপি যস্যাঃ সাঽস্তি হ্যপুত্রিণী।
পুত্রসংগ্রহেণাপি ভর্ত্রা সাকঞ্চ পুত্রিণী ॥৫৪৯
বন্ধ্যাঽপি প্রভবেদেব শাস্ত্রেণ রচিতেন চেৎ।
অনেকবারং পুত্রস্য গ্রহণং শাস্ত্রনিন্দিতম্ ॥৫৫০
নষ্টেঽপি দত্তকতনয়ে ন পুনস্তচ্চরেদপি।
সংগৃহ্ণীয়াদেকমেব ন দ্বৌ ত্রীন্ চতুরোঽপি বা ॥৫৫১
অসকৃদ্ বা সকৃদ্ বাপি পুমান্ স্ত্রী বা পৃথঙ্ ন তু।
মিলিত্বৈবাহিতযত্নেন কুর্য্যাত্তদ্গ্রহণং মুদা ॥৫৫২
সহস্রদঃ সহস্রাঢ্যো ব্রহ্মনিষ্ঠোঽন্নদস্ত্বিতি।
বহুশিষ্য-ধন-জ্ঞাতি-গ্রাম-ভূমিবিশেষবান্ ॥৫৫৩
প্রথিতস্ত্বগ্নিচিন্নষ্টপুত্রো দৌহিত্রবানপি।
নষ্টভার্য্যো মিত্র-শিষ্য-জ্ঞাতিপ্রার্থনয়া তদা ॥৫৫৪
স্বীয়সন্ততিবিচ্ছিত্তৌ সর্বমত্যা বিধানতঃ।
সংগৃহ্ণীয়াজ্‌জ্ঞাতিপুত্রং দৌহিত্রস্য মতেন চেৎ ॥৫৫৫
অপি পত্নী তাদৃশস্য বিধবা নষ্টপুত্রকা।
কুল-শিষ্য-জ্ঞাতি-ধন-বন্ধু-গ্রামহিতায় চ ॥৫৫৬
তেষাং বাক্যেন দৌহিত্রমত্যা পুত্র্যাশ্চ তাদৃশে।
সঙ্কটে মহতি প্রাপ্তে প্রকুর্য্যাৎ পুত্রসংগ্রহম্ ॥৫৫৭
স পুত্রো দেবরসুতো ভবিতব্যো ন হীতরঃ।
পুত্রপ্রদশ্চ সর্বেষামমাত্যানাঞ্চ মধ্যমে ॥৫৫৮

এবং রাজা গৃহবৎ আপণাদি সমস্ত স্থাবর-বিষয় তাহার স্বামীকে প্রদান করিবেন, এইরূপ করিলে সেই পুণ্যবলে রাজা স্বর্গলাভ করিবেন।৫৪৩-৪৪

"অহো! দেবরের পুত্রের দ্বারাই আমি পুত্রবতী হইয়াছি; সুতরাং আমার পিতৃপ্রাপ্ত ভূমি হইলেও আমি ইহা তাহাকেই দিব" এইরূপ কথা যে বিধবা বলিবে, রাজা তাহাকে "অনাথা বিধবার ভূদানে কোন অধিকার নাই" একথা বলিয়া তাহাকে দূরদেশে নির্বাসিত করত ঐ ভূমি ভূমিস্বামীকে প্রদান করিবেন, তাহা হইলে রাজা যজ্ঞকৃত ফললাভ করিবেন। যে নারীর প্রসূত এক বা একাধিক পুত্র জীবিত আছে, তাহাকে পুত্রিণী নারী বলে। যাহার পুত্রিকাপুত্র আছে, সেও পুত্রিণী এবং অপুত্রা বন্ধ্যাও যদি পতির সহিত মিলিয়া শাস্ত্রানুসারে দত্তকপুত্র গ্রহণ করে, তবে তাহাকেও পুত্রিণী বলা যাইবে।৫৪৫-৪৯

বহুবার পুত্রগ্রহণ শাস্ত্রনিন্দিত। দত্তক পুত্রের মৃত্যু হইলেও দত্তকগ্রহণ করিবে না; একটি পুত্রই দত্তকরূপে গ্রহণীয়, দুই, তিন বা চারিটি নহে এবং যখনই দত্তকগ্রহণ করিবে, তখনই পতিপত্নী সম্মিলিতভাবেই করিবে। সহস্রপ্রার্থীকে যে দান করে, সহস্র লোকের মধ্যে যে আঢ্য (ধনী) বলিয়া প্রসিদ্ধ, যে বৈদিককর্ম্ম নিষ্ঠার সহিত অনুষ্ঠান করে, যে বহুলোককে অন্নদান করে, যাহার বহু শিষ্য, ধন, জ্ঞাতি, গ্রাম ও ভূমিবিশেষ আছে, —এইরূপ আহিতাগ্নি গৃহস্থ দ্বিজ যদি নষ্টপুত্র ও নষ্ট-ভার্য্যও হয়, তাহা হইলে দৌহিত্র থাকিতেও তাহার অনুমতিক্রমে মিত্র, শিষ্য ও জ্ঞাতিগণের প্রার্থনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া স্বীয়বংশনাশ আশঙ্কায় সকলের সম্মতি ও দৌহিত্রের ইচ্ছা অনুসারে জ্ঞাতির কোন পুত্রকে দত্তকরূপে গ্রহণ করিতে পারে।৫৫০-৫৫

এইরূপ পুরুষের নষ্টপুত্রা বিধবা পত্নীও কুল, শিষ্য, জ্ঞাতি, ধন, বন্ধু ও গ্রামীণ জনসমূহের হিতের নিমিত্ত কন্যা ও দৌহিত্রের অনুমতিক্রমে সঙ্কটকালে দত্তক গ্রহণ করিতে পারিবে।৫৫৬-৫৭

কিন্তু ঐরূপস্থলে দেবরের পুত্রই তাহার দত্তকরূপে

দেবরা এব বিখ্যাতা জ্ঞাতিভ্যো ন্যায়বর্ত্মনা।
দেবরেষ্বপি ভূয়শ্চ সর্বেষামন্ত্য এব চেৎ ॥৫৫৯
উত্তমঃ কথিতঃ সদ্ভির্মধ্যমস্য তু মধ্যমঃ।
জ্যেষ্ঠস্য তু সুতাঃ সর্বে চাধমাঃ পরিকীর্তিতাঃ ॥৫৬০
তদ্‌ভিন্না জ্ঞাতিপুত্রাশ্চেদধমাধমসংজ্ঞকাঃ।
এতেন খলু সর্বত্র দৌহিত্রে সতি সঙ্কটে ॥৫৬১
পুত্রস্যগ্রহণং দুষ্টং শাস্ত্রজালৈরশেষকৈঃ।
ইতি যত্তস্য দৌহিত্রামতং যদি তদা তরাম্ ॥৫৬২
ন কার্য্যমেব তস্মো চেন্মতেনাস্য মুদাদিনা।
সম্যক্ কর্ত্তুং শক্যতে হি তস্মিংশ্চেদ্ যদি দুঃখিতে ॥৫৬৩
সংগৃহীতঃ স তু শিশুঃ পুত্রত্বেন ন বর্ধতে।
তৎসম্মতিশ্চ পরমা নাস্ত্যস্তীতি ততঃ পরম্ ॥৫৬৪
কালেন মহতা পশ্চাৎ কল্প্যা ফলবলেন হি।
তাদৃশস্য চ তাদৃশ্যা বিধুরস্য বিপশ্চিতঃ ॥৫৬৫
তৎপত্ন্যা বিধবায়া বা স এষঃ পুত্রসংগ্রহঃ।
উভয়োরেতয়োরেব পৃথক্‌ত্বেন তথাবিধম্ ॥৫৬৬
সঙ্গচ্ছতে কর্ম কর্ত্তুং নৈতাভ্যাং ভিন্নয়োর্নন্বু।
সর্বথা শক্যতে কর্ত্তুং নান্যস্য তু কথঞ্চন ॥৫৬৭
অন্যায়া বিধবায়া বৈ সোঽয়ং পুত্রপরিগ্রহঃ।
উপমারহিতশ্রীকো মিথিলোৎপত্তিসন্নিভঃ ॥৫৬৮
এতাদৃক্‌পুত্রকরণে গুণা হ্যাবশ্যকাঃ স্মৃতাঃ।
তেঽত্যন্তদুর্লভা দিব্যা তে সন্তি যদি বৈ তদা ॥৫৬৯
কর্ম কর্ত্তুং তাদৃশং চালং যুক্তং শাস্ত্রসম্মতম্।
তে গুণাশ্চাপি সুব্যক্তং নিরূপন্তেঽধুনা ক্রমাৎ ॥৫৭০
বংশদ্বয়বিশুদ্ধত্বমত্যন্তাবশ্যকং স্মৃতম্।
সহস্রদক্ষিণাদত্বং সহস্রধনবত্ত্বকম্ ॥৫৭১
পণ্ডিতত্বং শতাধিক্যশিষ্যবত্ত্বং মহোন্নতম্।
মহাগ্রামাধিকারিত্বং ব্রহ্মনিষ্ঠত্বমপ্যতি ॥৫৭২
অন্নদত্বং ব্রহ্মবিত্বং শান্তি-দান্ত্যাদিপাত্রতা।
অগ্নিচিত্ত্বং ধরাধীশপূজ্যতা সর্বসম্মতা ॥৫৭৩
যস্যৈতে নিখিলা দিব্যাঃ সন্তি তস্যৈব তাদৃশে।
সময়ে কর্ম তৎকর্ত্তুং তৎকলত্রস্য শক্যতে ॥৫৭৪

---

গৃহীত হইবে, সকল জ্ঞাতির মধ্যে দেবরই পুত্রদাতারূপে প্রশস্ত। পুত্রদানে দেবরের মধ্যেও সর্বকনিষ্ঠ দেবরই উত্তম, মধ্যম দেবর মধ্যম এবং সর্বজ্যেষ্ঠ দেবর অধম অধিকারী। দেবরভিন্ন অন্য জ্ঞাতিগণের পুত্রগণ অধমাধম দত্তক হইবে। দৌহিত্র থাকিলে সঙ্কটকালেও পুত্রগ্রহণ সকল শাস্ত্রে নিন্দিত। যদি দৌহিত্রের অনুমতি না থাকে, তবে পুত্রগ্রহণ করিবে না; সুতরাং দৌহিত্রের সানন্দ সম্মতিতেই পুত্রগ্রহণ বিধেয়। পুত্রগ্রহণে দৌহিত্র যদি অসম্মত হয়, তবে উহা করিবে না; কারণ, ঐ দত্তকের পুত্রত্বই সিদ্ধ হইবে না। এজন্য দীর্ঘকাল দৌহিত্রের সম্মতি বা অসম্মতি পরীক্ষা করিয়া তাহার সম্মতি বুঝিলে উক্ত বিপত্নীক পুরুষ বা তাহার বিধবা পত্নীও এককভাবে দত্তকগ্রহণ করিতে পারিবে। এইরূপ পুরুষ ও নারীরই এককভাবে পুত্রগ্রহণ শাস্ত্রসম্মত, অন্যের নহে। অন্য বিপত্নীক পুরুষ বা বিধবা নারী ঐরূপভাবে দত্তকগ্রহণ করিবে না। মিথিলাপতিসদৃশ ধার্ম্মিক ও অতুলনীয় ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন পুরুষের ঐরূপ পুত্রগ্রহণে অধিকার জানিবে। এইরূপ পুত্রগ্রহণে যে সকল দিব্যগুণ থাকা অত্যাবশ্যক, তাহা অত্যন্ত দুর্লভ। যদি ঐ সকল শাস্ত্র সঙ্গত দিব্যগুণগুলি কাহারও মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত থাকে, তবে সে পুত্রগ্রহণ করিতে পারিবে। ঐ সকল গুণ কি, তাহা বলিতেছি। ৫৫৮-৭০

পিতৃ ও মাতৃকুলদ্বয়ের বিশুদ্ধতা, সহস্র দক্ষিণাদান-সামর্থ্য, সহস্রধনবত্তা, মহোন্নতচরিত্রতা, মহাগ্রামস্বামিত্ব, ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব, অন্নদাতৃত্ব, বেদবিত্ত্ব, শমদমপরায়ণতা, আহিতাগ্নিতা, ও ভূমিপতিপূজনীয়ত্ব—এই সকল গুণ যাহার থাকিবে, সেই এবং তাহার বিধবা পত্নীই পুত্রগ্রহণে অধিকারী হইবে—ইহা বিশ্বস্রষ্টার বিশেষ সূক্ষ্ম ব্যবস্থা ॥৫৭১-৭৫

বিধবায়াস্তাদৃশস্য বিধুরস্যেতি বিশ্বসৃট্।
পুত্রসংগ্রহণে শাস্ত্রং কল্পয়ামাস সূক্ষ্মতঃ ॥৫৭৫
অতিগুহ্যমিদং শাস্ত্রং সর্বসাধারণং ন তু।
তাদৃশানাং তু যা কাচিজ্জন্মান্তরতপঃফলাৎ ॥৫৭৬

## ॥ সমীচীনরণ্ডা ॥

মৃতে ভর্তরি তূষ্ণীকং সর্বং নিশ্চিত্য কেবলম্।
নশ্বরং দুঃখজনকমজ্ঞানাস্পদমধ্রুবম্ ॥৫৭৭
সদ্বাক্যেন বিনিশ্চিত্য কিমেতেন ভবেন্মুক্তিঃ ?
ক্ষান্তি-শান্তি-শমাদীনামালয়া সদ্‌গুণাশ্রয়া ॥৫৭৮
বেদান্তবাক্যশ্রবণং কুর্বন্তী মহতাং সতাম্।
বসন্তী নিকটে নিত্যং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥৫৭৯
কং খং ভূর্দ্যৌস্তথা বায়ুঃ পুষ্পবন্তৌ সুরাসুরান্।
বৃকং খরং খগং ছাগং পশ্যন্তী ব্রহ্মশাশ্বতম্ ॥৫৮০
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।
সর্বোপনিষদাং সারং সর্বোপনিষদীরিতম্ ॥৫৮১
ভেদং সর্বং পরিত্যজ্য সোঽহং ভাবনয়েব হি।
বিভাবয়ন্তী সততং স্বাত্মত্বেন সমন্ততঃ ॥৫৮২

সুখং দুঃখং ভবং ভাবং ভাবাভাবৌ তথৈব চ।
বিপত্তিমবিপত্তিঞ্চ দ্বন্দাদ্বন্দে লয়ালয়ৌ ॥৫৮৩
শক্রং মিত্রং তথানুষ্ণমুষ্ণং তেজস্তমস্তথা।
সিদ্ধান্তপূর্বপক্ষৌ চ ভেদরাহিত্যতোঽনিশম্ ॥৫৮৪
সমদৃষ্ট্যা প্রপশ্যন্তী পরত্বমপরত্বকম্।
কামং ক্রোধাদিকং চাপি রাগদ্বেষাদিকম্ পরম্ ॥৫৮৫
লাভালাভৌ চ সততং স্বাত্মন্যেব ব্যবস্থিতম্।
একমেবেতি মন্বানা দ্বিতীয়ং নেতি সূক্ষ্মতঃ ॥৫৮৬
মন্যমানা মহাভাগা মহতী ব্রহ্মবাদিনী।
জাতিং মানঞ্চ গর্বঞ্চ জন্ম-বর্ণাশ্রমাদিকম্ ॥৫৮৭
অহম্ভাবং স্বকীয়ত্বং ত্যক্ত্বা বিস্মৃত্য সত্বরম্।
কিমপ্যকাঙ্ক্ষমানৈব সর্ববস্তুষু কেবলম্ ॥৫৮৮
কামমিচ্ছামি নাত্যন্তাস্পৃহয়া যেন কেনচিৎ।
লব্ধেন প্রাণবৃত্তিং তং কুর্বতী চ সুসংস্থিতা ॥৫৮৯
নিত্যতুষ্টা নষ্টদুঃখা পূর্ণকামা চ সন্ততম্।
অদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণং পূর্ণাৎ পূর্ণং বহিস্তথা ॥৫৯০
অন্তঃ পূর্ণমধঃ পূর্ণমূর্দ্ধং পূর্ণঞ্চ তেন হি।
পরেণ ব্রহ্মণা তেন স্বয়ং তদ্‌ব্রহ্ম কিং ক-খৌ ॥৫৯১

---

এই অতিগুহ্যতম শাস্ত্রবিধি সাধারণের গোচরীভূত করিবে না, কেননা, উহা ঐরূপ বিশেষ অধিকারীর জন্যই বিহিত।৫৭৬

## সাধ্বী বিধবা

পতির মৃত্যু হইলে বিধবা নারী সাধুগণের ও বেদাদি-শাস্ত্রসমূহের উপদেশানুসারে দুঃখজনক, অজ্ঞানাস্পদ ও চঞ্চল জগৎকে নশ্বর নিশ্চয় করিয়া কি উপায়ে তাহা হইতে মুক্তি লাভ হইবেই—ইহা চিন্তা করিবে। ক্ষমা, শম ও দম প্রভৃতি সকল সদ্‌গুণের আশ্রয়স্থল হইয়া সজ্জনগণের মুখ হইতে বেদান্তবাক্যার্থ শ্রবণ করত জগতে অবস্থান করিবে এবং পৃথিবী, জল, চন্দ্র, সূর্য্য, সুর, অসুর, বৃক, গর্দ্দভ, ছাগ ও পক্ষী প্রভৃতি সকল বস্তুকে সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বোপনিষদের সারতত্ত্ব ব্রহ্মরূপে চিন্তা করত সকল-প্রকার ভেদ-ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া নিজেকে "আমিই সেই ব্রহ্ম" বলিয়া ভাবনা করিবে।৫৭৭-৫৮২

সুখ, দুঃখ, ভব অর্থাৎ উৎপত্তি, ভাব, অভাব, বিপত্তি, অবিপত্তি, দ্বন্দ্ব, অদ্বন্দ্ব, লয়, অলয়, শক্র, মিত্র, শীত, উষ্ণ, পরত্ব, অপরত্ব, সিদ্ধান্ত, পূর্বপক্ষ, কাম, ক্রোধাদি, রাগদ্বেষাদি, লাভ ও ক্ষতি ইত্যাদি সকলবিষয়ে ভেদবুদ্ধি-শূন্যা হইয়া সকলকেই আত্মস্বরূপ চিন্তা করত মহাভাগা, সাধ্বী, ব্রহ্মবাদিনী সেই বিধবা নারী জাতি, কুল, মান, গর্ব, জন্ম, বর্ণাশ্রম, অহঙ্কার প্রভৃতি বিস্মৃত হইয়া সর্বাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্বক মাত্র প্রাণধারণোপযোগি অন্নের দ্বারা শরীর ধারণ করত অবস্থান করিবে। নিত্যতুষ্টা, নষ্টদুঃখা ও পূর্ণকামা হইয়া 'অন্তঃ, বহিঃ ঊর্দ্ধ, অধঃ দশদিক্ একমাত্র ব্রহ্মরূপে আমিই পূর্ণরূপে অবস্থান করিতেছি, এই ব্রহ্ম ভিন্ন পরমার্থতঃ আর কোন বস্তু নাই'—এইরূপ ভাবনা করত শাস্ত্রার্থ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে রণ্ডাও সকলের বন্দনীয়া হইবে।৫৮৩-৯২

যে রণ্ডার কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, ইষ্ট-পর কোন

নেতঃ পরমহং তস্মিংশ্চেতি বুদ্ধিঃ পরা দৃঢ়া।
রণ্ডাপি সা সর্ববন্দ্যা সদা শাস্ত্রার্থতত্ত্ববিৎ ॥৫৯২
যস্যাঃ স্যাৎ কাঙ্ক্ষিতং বস্তু পরমিষ্টং মমেতি ন।
সৈবং সাক্ষাৎ পরং ব্রহ্ম সর্বং তস্যাঃ
প্রয়োজকম্ ॥৫৯৩
তচ্চর্য্যাজ্ঞাননিষ্ঠাভ্যাঃ সর্ববন্দ্যাঃ সদা জনৈঃ।
স্বীকার্য্যাঃ স্যুর্বিশেষেণ তস্যাং বুদ্ধিং তু মানুষাম্ ॥৫৯৪
ন কুর্য্যাদেব ধর্ম্মেণ সা ব্রহ্মৈব ন সংশয়ঃ।
ন যস্যাঃ স্বং পরং চেতি পরভাবোঽপ্যহংকৃতিঃ ॥৫৯৫
দেহে দুঃখ-সুখে ন স্তঃ সেয়মপ্রাকৃতা স্মৃতা।
সর্বপ্রাণিসমা দুঃখসুখতুল্যা নিরাকুলা ॥৫৯৬
নিরাশা নির্মমা সাধ্বা রণ্ডাঽপীয়ং বিশিষ্যতে।
দুর্ব্যাপারমকৃত্বৈব পরেষাং স্বহিতায় বৈ ॥৫৯৭
বৃত্তি-ক্ষেত্র-গৃহ-ক্ষৌণীবিষয়ে নিস্পৃহা চ যা।
সাপি রণ্ডা সমীচীনা প্রাকৃতাভিঃ সমা ন তু ॥৫৯৮
ইদং কৃত্যমিদং কার্য্যমিদং শাস্ত্রমিদং পরম্।
ইদং যুক্তমিদং ন্যায্যমিদং ধর্ম্ম্যং সনাতনম্ ॥৫৯৯
অপ্রদেয়ং দেয়মিদমবাচ্যং বাচ্যমেব চ।
অনুষ্ঠেয়ঞ্চ তদ্ভিন্নং ক্রেয়মক্রেয়মেব চ ॥৬০০
অশ্রাব্যং শ্রাব্যমিত্যেতজ্‌জ্ঞানং তস্য নিরীক্ষণম্।
অনুষ্ঠানং বিশেষণ যস্যাঃ স্যুঃ সাপ্যকালতঃ ॥৬০১
ইয়ং রণ্ডাপ্যরণ্ডেব জ্ঞাত্রী ধর্মপরা সতী।
সর্বজ্ঞাত্র্যপি যা নূনং দুর্বুদ্ধ্যা সততং কলিম্ ॥৬০২
স্বজনৈর্জ্ঞাতিভিঃ সদ্ভিঃ পিতৃভ্যাং বান্ধবৈঃ পরৈঃ।
কুর্বতী সততং পীড়াং তদ্দ্রব্যহরণেচ্ছয়া ॥৬০৩
দুর্ব্যাপারাদিনা তেষাং মৃত্যুঃ সা সার্বকালিকী।
তাদৃশীং ধার্মিকো রাজা স্বদেশাদন্যতো নয়েৎ ॥৬০৪
তৎকৃত্বা দুষ্ক্রিয়াঃ সর্বা মার্জয়িত্বাঽথ সৎক্রিয়াঃ।
কারয়েদেব বিধিনা সদ্ধর্মস্থাপনায় বৈ ॥৬০৫
অসৎক্রিয়ৈককর্তারসদ্বাক্যৈকবাদিনম্।
সদ্দূষকং দুষ্টকর্মবোধকং রাষ্ট্রতো নয়েৎ ॥৬০৬
নিষ্ঠীবন্তং সভামধ্যাৎ সভায়াং নির্ভয়েণ বৈ।
তাম্বূলচর্বণপরং বাক্যেনোদ্বাসয়েত্ততঃ ॥৬০৭
কল্যাণরাজসদসি রাগেণ যদি বা ক্ষুতন্।

ভেদবুদ্ধি নাই, তাহাকে সাক্ষাদ্‌ ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। ব্রহ্মজ্ঞান-চর্চ্চা দ্বারা ব্রহ্মনিষ্ঠা হওয়ায় সকলের বন্দনীয়া সেই বিধবা ব্রহ্মস্বরূপাই হ'ন সন্দেহ নাই, সুতরাং এইরূপ বিধবাতে মনুষ্যবুদ্ধি করিবে না। যাহার আত্মপর ভেদজ্ঞান নাই, অহঙ্কার এবং দেহের সুখ-দুঃখবোধ নাই—এইরূপ রণ্ডা অপ্রাকৃতা। সর্বপ্রাণিতে সমদৃষ্টিসম্পন্না, নিরাশা, নির্ম্মমা সাধ্বী রণ্ডা হইলেও সকলের চেয়ে বিলক্ষণা। যে রণ্ডা স্বহিতে বা পরহিতার্থে দুর্ব্যাপার করে না এবং সর্ববিষয়ে নিস্পৃহা, সেই রণ্ডাও সমীচীনা; সে প্রাকৃত রণ্ডার সহিত তুলনীয়া নহে।৫৯২-৯৮

ইহা কৃত্য অর্থাৎ পুণ্য, ইহা কার্য্য, ইহা শাস্ত্র, ইহা শ্রেষ্ঠ, ইহা যুক্ত, ইহা ন্যায়, ইহা ধর্ম্ম্য-সনাতন, ইহা অদেয়, ইহা দেয়, ইহা বাচ্য, ইহা অবাচ্য, ইহা অনুষ্ঠেয়, ইহা অননুষ্ঠেয়, ইহা ক্রেয়, ইহা অক্রেয়, ইহা শ্রাব্য, ইহা অশ্রাব্য—এইরূপ ভেদবুদ্ধি অপনীত হইয়া যাহার সাম্যদৃষ্টি উৎপন্ন হইয়াছে, সেই সর্বজ্ঞান-ময়ী ধর্ম্মপরায়ণা রণ্ডাকে অরণ্ডা বলিয়াই জানিবে। সর্বজ্ঞাত্রী হইয়াও যে বিধবা দুর্বুদ্ধিবশতঃ স্বজন, জ্ঞাতিবৃন্দ, সজ্জন, পিতামাতা এবং অন্যান্য বান্ধবগণের সহিত সর্বদাই কলহ করিয়া থাকে এবং দুষ্ট উপায়ে জ্ঞাতিগণের ধনাদি দ্রব্যহরণের ইচ্ছায় জ্ঞাতিগণের হৃদয়ে নানাপ্রকার পীড়া উৎপাদন করে, সেই বিধবা সর্বকালেই বন্ধুগণের পক্ষে মৃত্যুস্বরূপ—রাজা এইরূপ বিধবাকে দূরদেশে নির্বাসিত করিবেন।৫৯৯-৬০৪

অতঃপর সদ্ধর্ম্মস্থাপনের জন্য তাহার সকল দুষ্কর্ম্মকে মার্জ্জিত করিয়া সৎকার্য্যে পরিণত করিবেন ॥৬০৫

যে ব্যক্তি কেবল অসৎ কর্ম্মই করে, অসদ্‌বাক্যই বলে, সাধুসজ্জনগণের নিন্দা করে এবং শাস্ত্রদুষ্ট কর্ম্ম করিবার জন্য জনগণকে প্রেরণা দেয়, রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন ॥৬০৬

যে ব্যক্তি সভামধ্য হইতে উত্থিত হইয়া সভাতেই

অপানয়ন্ বা দুর্বুদ্ধিং তূষ্ণীকং হি ততস্তু তৎ।
সদ্য উত্থাপয়িত্বৈব তত্র দর্ভৈর্ভুবং দহেৎ ॥৬০৮

॥ সভায়ামেকস্মিন্ অন্যস্য পতনে ॥

সভানৃপতনে জাতে নিদ্রয়া যস্য কস্য বা ॥৬০৯
তদ্বস্ত্রং সহসাচ্ছিত্ত্বা বেষ্টয়িত্বা শিরোঽস্য বৈ।
বিসর্জয়িত্বা দূরেঽথ তং দূরীকৃত্য তৎপরম্ ॥৬১০
প্রহৃত্য পৃষ্ঠে হস্তেন তাং ভূমিঞ্চ ততঃ পরম্।
প্রোক্ষ্যোদ্ধৃত্যাথ তান্ পাংশূন্ বহির্গেহাদ্ বিসর্জয়েৎ ॥৬১১
মৃদন্তরেণ ভূয়শ্চ পূরয়েত্তাং ভুবং যথা।
ত্রিয়ম্বকেন মন্ত্রেণ হুনেদষ্টোত্তরং শতম্ ॥৬১২
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েৎ পশ্চাচ্ছক্ত্যা চিত্রান্নষড়্‌রসৈঃ।
আগামিসূতকং জ্ঞাত্বা গত্বা দেশান্তরং ত্বরন্ ॥৬১৩
লৌকিকং বৈদিকং তত্র নিত্যং নৈমিত্তিকং তু বা।
পরস্য স্বস্য বা কর্ম সম্প্রাপ্তং কুরুতে যদি ॥৬১৪
কারয়েদ্ বা বিশেষেণ যদ্‌যদেবাখিলং পরম্।
তৎসূতককৃতং নূনং ভবেদেব ন চান্যথা ॥৬১৫
কৃতস্য সূতকে যত্তু প্রায়শ্চিত্তমুদীরিতম্।
তথৈবেহাস্য কথিতং কর্মণো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬১৬
তাদৃশং তমিমং রাজা বলাদাহৃত্য সত্বরম্।
উত্তমেনৈব দণ্ডেন দণ্ডয়েদ্ধর্মসিদ্ধয়ে ॥৬১৭
পরপ্রয়োজনদশায়াং প্রাপ্তায়াং তু মৃষাচ্ছলাৎ।
চিরাদ্দেশান্তরগতসূতকং নেতি বৈ বদন্ ॥৬১৮
দাপ্যঃ শতপণান্ সদ্যঃ তৎসত্যং চেত্তু তৎপুনঃ।
ত্বয়েদং দুষ্টং দুষ্কৃতং কিং কৃতং তদ্ধঠাদ্ যথা ॥৬১৯
ন যুক্তমেবং করণং তদিদানীং সহিষ্ণুনা!
ত্বয়াদ্যৈতাবৎপর্য্যন্তকালস্থিতং বিগর্হিতম্ ॥৬২০
এবং জনানাং পুরতো লজ্জয়েত্তং বিগর্হয়েৎ।
সূতকী সন্ পরে দেশে শ্রাদ্ধভুক্ শুভকর্মণঃ ॥৬২১

---

নিষ্ঠীবন থুথু ইত্যাদি পরিত্যাগ করে এবং নির্লজ্জভাবে সভাতে বসিয়াই তাম্বূল চর্বণ করিতে থাকে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ ভর্ৎসনাবাক্যে সেই স্থান হইতে উঠাইয়া দিবে। সর্বকল্যাণকর রাজসভায় বসিয়া রাগবশতঃ (বুদ্ধিপূর্বক) যে ব্যক্তি হাঁচি দেয় এবং অধোবায়ু পরিত্যাগ করত চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তাহাকে তৎক্ষণাৎ সভা হইতে উঠাইয়া দিয়া সেই স্থান কুশাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে। সভার মধ্যে নিদ্রাবশতঃ পড়িয়া যাওয়ায় যদি কাহারও মস্তক কাটিয়া যায়, তবে যে কোন সভ্যের বস্ত্রাংশ ছিঁড়িয়া তাহার মস্তক বেষ্টনপূর্বক পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করত তাহাকে দূরে বিসর্জ্জন করিবে এবং তাহার পতনস্থান হইতে কিছু ধূলি গৃহের বাহিরে বিসর্জ্জন করত ঐ স্থান প্রোক্ষণ অর্থাৎ ধৌত করিবে এবং অন্য মৃত্তিকার দ্বারা সেই স্থান পূরণ করত "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা অষ্টোত্তরশত হোম করিবে এবং পশ্চাৎ ষড়্‌রস সহিতনানাপ্রকার অন্নদ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করাইবে। আগামী সূতকের (জন্মাশৌচ) আশঙ্কায় দেশান্তরে গমন করিয়া যদি লৌকিক, বৈদিক, নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহের অনুষ্ঠান করে অথবা অন্যের কর্ম অনুষ্ঠান করায়, তবে ঐ কর্মগুলি সূতকমধ্যে কৃত কর্মের তুল্যই হইবে; সুতরাং উহার প্রায়শ্চিত্তও সূতকমধ্যে কৃত কর্মের প্রায়শ্চিত্তের অনুরূপই হইবে – ইহা ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।৬০৭-১৬

রাজা ঐরূপ ব্রাহ্মণকে সত্বর বলপূর্বক আনয়ন করিয়া ধর্মসিদ্ধির জন্য উত্তম দণ্ড প্রদান করিবেন।৬১৭

অন্যের যাজনকার্য্যসিদ্ধির জন্য দূরদেশগত জ্ঞাতির জন্মাশৌচ জানিয়াও মিথ্যা ছলপূর্বক অস্বীকার করে এবং পরে যদি উহা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তবে তাহার নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ শতপণ গ্রহণ করিবেন এবং তাহাকে লজ্জিত করিবার জন্য সর্বসমক্ষে নিন্দা করিয়া বলিবেন—"তুমি হঠাৎ যে এইরূপ শাস্ত্রনিন্দিত কর্ম্ম করিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে করা উচিত হয় নাই, তবে প্রথমবার বলিয়া তোমাকে এই অল্প দণ্ডই প্রদান করিলাম। পরে এরূপ কখনও করিবে না, করিলে আরও অধিক দণ্ড দিব।" যে ব্রাহ্মণ সূতকাশৌচ গোপন করত অন্যদেশে গিয়া শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে এবং

আর্ত্বিজ্যং বৈদিকস্যাপি কুর্বন্তো বর্ততে তরাম্।
তমেনং বালিশং মূর্খং সদ্যো রাজা বিশেষতঃ ॥৬২২
গ্রাহয়িত্বা রোধয়িত্বা মাসং বা পক্ষমেব বা।
তমেবং পূর্ববৎ কৃত্বা লজ্জয়িত্বা ততঃ পুনঃ ॥৬২৩
তস্য স্বার্থধনং সম্যগ্ ধৃত্বা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ।
পত্ন্যাং রজস্বলায়াং যঃ শ্রাদ্ধং ভুঙ্‌ক্তেঽতিকামতঃ॥৬২৪
স্বাযোগ্যতাং লোপয়িত্বা জনানাং সোঽয়মল্পকঃ।
নিষ্কাসিতো ধিক্‌কৃতশ্চ মোচনীয়ঃ স্বকাদ্ গৃহাৎ ॥৬২৫
চতুর্বিংশতিপণান্ বাপি দাপ্যঃ সদ্যোঽথ বা ভবেৎ
অমন্ত্রনিপুণো মন্ত্রৈঃ কুগ্রামেষু দ্বিজন্মনাম্ ॥৬২৬
বসতাং কর্ম সম্যগ্ বঃ কারয়িষ্যামি সন্ততম্।
সংমন্ত্র্যেবং প্রতিজ্ঞাপ্য তথা কুর্বন্ন শাস্ত্রতঃ ॥৬২৭
ব্যামোহয়ন্ বাক্যজালৈর্নিত্যানুসরণাদিনা।
সেবয়া সঞ্চরন্নিত্যং শাস্ত্রমার্গং বিনাশয়ন্ ॥৬২৮
মন্ত্রক্রিয়াপরিজ্ঞানবিকলো নটবত্তরাম্।
তৎক্রিয়াভিনয়ান্ কুর্বন্ বৈদিকোঽহমিতি ব্রুবন্ ॥৬২৯
দুষ্টোঽয়মসতাং মুখ্যঃ সদ্দূষণপরঃ পুনঃ।
অজ্ঞাতশব্দার্থভয়রহিতঃ পামরো জড়ঃ ॥৬৩০
জ্ঞাতো বিপ্রমুখাদ্ রাজা সদ্যস্তং ভটর্ম্মনা।
আনায়য়িত্বা সন্তাড্য কিং কৃতঞ্চ ত্বয়ানিশম্ ॥৬৩১
বিধানং ব্রূহি পুরতো কর্মণাং বিপ্রসন্নিধৌ।
তূষ্ণীকং লোকবিপ্রস্ত্বং নাশয়িষ্যসি কেবলম্ ॥৬৩২
সর্বং বঃ কারয়িষ্যামীত্যুক্তিমাত্রেণ তান্ জড়ান্।
ব্যামোহয়িত্বা পাপাত্মন্ এবমুক্ত্বা পুনশ্চ তম্ ॥৬৩৩
কপোলয়োস্তাড়য়িত্বা তত্তদ্‌গ্রামনিবাসিনাম্।
কার্য্যায় কর্মজালস্য দক্ষমেকং নিযুজ্য চ।
পশ্চাত্তস্যাপি সর্বস্বং হৃত্বা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥৬৩৪
বিশ্বস্তামশিরঃস্নাতাং শিরঃস্নাতাং সুবাসিনীম্।
কদাচিদবশাদ্ দৃষ্ট্বা কুর্য্যাৎ সূর্য্যাবলোকনম্ ॥৬৩৫
শিরঃস্নানং পতেঃ পিত্রোঃ কৃৎস্নশ্রাদ্ধদিনেষু
তৎ ॥৬৩৬

ঋত্বিগ্‌রূপে যজমানের বৈদিক কর্ম্ম অনুষ্ঠান করায়, তবে রাজা সেই বালিশ (মূর্খ) ব্রাহ্মণকে বলপূর্বক আনাইয়া পনর দিন বা একমাস বন্দী করিয়া রাখিবেন এবং পূর্বের মত দণ্ড ও লজ্জা দান করিবেন।৬১৭-২৩

অনন্তর তাহার ঐ অসদুপায়ে অর্জ্জিত ধন বলপূর্বক গ্রহণ করত রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন। গৃহে পত্নী রজস্বলা হইলে তৎপ্রযুক্ত নিজের অযোগ্যতা গোপন করত যে ব্রাহ্মণ অতিলোভবশতঃ শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করে, সেই ক্ষুদ্রাশয় ব্রাহ্মণকে ধিক্কৃত করিয়া স্বগৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিবে অথবা তাহার নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ চতুর্বিংশতি (২৪) পণ আদায় করিবে। যে ব্রাহ্মণ বৈদিক কর্ম্ম ও মন্ত্রে নিপুণ নহে, অথচ নিজেকে বৈদিক মন্ত্র ও কর্ম্মে কুশল বলিয়া মিথ্যা পরিচয় প্রদান করত ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি মূর্খ দ্বিজগণ অধ্যুষিত গ্রামে গিয়া তাহাদিগকে বৈদিক কর্ম্ম করাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়া অর্থলোভে নটবৎ তাহাদের পশ্চাদ্‌গমনাদি দ্বারা ব্যামোহিত করে এবং বৈদিক কর্ম্মের অভিনয়মাত্র করত তাহাদিগকে প্রতারিত করিয়া অর্থগ্রহণ করে, তাহাকে শাস্ত্র মার্গবিনাশকারী মূর্খ ব্রাহ্মণ দুষ্টাগ্রগণ্য, সাধুগণের মার্গদূষণকারী, পামর ও জড়বুদ্ধি সম্পন্ন বলিয়া জানিবে।৬২৪-৩০

ব্রাহ্মণের মুখে শ্রবণমাত্র রাজা তাহাকে সৈন্য বা আরক্ষ দ্বারা ধরিয়া আনিয়া তাড়না করত বলিবেন—"তুমি ব্রাহ্মণ হইয়াও যে এইরূপ কুৎসিৎ কর্ম্ম করিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মণগণের সমক্ষে স্বীকার করিয়া বিবৃত কর। তুমি 'তোমার সকল বৈদিক কর্ম্ম করাইব' বলিয়া মূর্খ দ্বিজগণকে ব্যামোহিত করত নিঃশব্দে বৈদিক কর্মকাণ্ড ও ব্রাহ্মণ্য নাশ করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছ"। এইরূপে তাহাকে ভৎর্সিত ও লজ্জিত করিয়া দুই গণ্ডে চপেটাঘাত করিবে এবং সেই গ্রামবাসিগণের কর্মসমূহ নির্বাহের নিমিত্ত একজন দক্ষ বৈদিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া উহার অকর্মকারী ব্রাহ্মণের সর্বস্ব হরণ করত রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন।৬৩১-৩৪

শিরঃস্নাতা ও সুবাসিনী সাধ্বী (বিশ্বস্তা) নারীকে

পাকস্য হেতবে হি স্যান্ ন চেন্নাস্ত্যেব কিঞ্চ তৎ
প্রত্যব্দমাত্রে ভবতি তদভাবেঽপি কেবলম্ ॥৬৩৭
শিরঃস্নানং গ্রহণয়োঃ পূর্বং চাপ্যপরং পরম্।
দ্বিবারমপি যত্নেন তথা বন্ধুমৃতাবৃতৌ ॥৬৩৮
চতুর্থেঽহনি তত্ত্বর্থে নিয়মেন সমাসতঃ।
তথৈবাপূর্বতীর্থেষু চণ্ডালস্পর্শনাদিষু ॥৬৩৯
অভ্যঙ্গকালনৈয়ত্যমার্থিকং প্রভবেদ্ধি বৈ।
অধ্বরাদ্যন্তয়োরেবং নান্যত্রাসাং তু মাস্তকম্ ॥৬৪০

॥ সুবাসিনীনাং শিরঃস্নাননিষেধঃ ॥

সুমঙ্গলীনাং তৎস্নানং হরিদ্রাবর্জনেন চেৎ।
জলং শ্মশানগর্তস্থং সত্যং স্যাদ্ধরণীগতম্ ॥৬৪১
যদ্ব্যদ্ধৃতং ভাণ্ডগতং চণ্ডালচষকস্থিতম্।
তৎক্ষণাদেব ভবতি তদা তস্মাত্তথৈব হি ॥৬৪২

॥ হরিদ্রাস্নানবিধিঃ ॥

তথা স্নানং প্রকর্তব্যমজস্রং তদ্ধরিদ্রয়া।
অজস্রং বিহিতং স্নানং রাত্রৌ চেত্তজ্জলং পুনঃ ॥৬৪৩
দৈবাকীর্ত্যৈকচষকগতমেব ন সংশয়ঃ।
তাসামাকণ্ঠমেব স্যাদাস্যস্য ক্ষালনঞ্চ তৎ ॥৬৪৪
ভর্ত্রা স্নানং নিত্যমেব ন মধ্যাহ্নে বিধীয়তে।
ভর্তুঃ স্নানাৎ পরং প্রাতঃ হোমকার্য্যায় তচ্চ হি ॥৬৪৫
হোমাভাবে যথেচ্ছং স্যাৎ সঙ্গবে পাকহেতবে।
পাকাভাবেঽপি কালোঽয়ং সঙ্গবো বাথ তৎপরঃ ॥৬৪৬
মধ্যাহ্নো নাপরাহ্নঃ স্যাৎ সদা কুর্য্যাদ্ধরিদ্রয়া।
হরিদ্রালেপনে নিত্যং তর্জন্যা বিদিশাং দিশাম্ ॥৬৪৭
সর্বাসাং দেবপত্নীনাং তস্যাদানঞ্চ ধর্মতঃ।

অশিরঃস্নাতা (রজঃস্বলা) অবস্থায় হঠাৎ দর্শন করিলে অথবা অশিরঃস্নাতা (রজস্বলা) পর নারীকে শিরঃস্নাতা ও সুবাসিনী অবস্থায় হঠাৎ দর্শন করিলে শুদ্ধির জন্য সূর্য্য অবলোকন করিবে।৬৩৫

পতি বা পিতামাতার সাংবাৎসরিক শ্রাদ্ধতিথিতে শ্রাদ্ধান্ন পাক করিতে হইলে নারীকে শিরঃস্নান (আমস্তক অবগাহন) করিতে হইবে, অন্যদিনে বা শ্রাদ্ধান্ন পাকের প্রয়োজন না থাকিলে শিরঃস্নানের প্রয়োজন নাই। ৬৩৬-৩৭

ইহা ছাড়াও চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণের সময় ও মুক্তির পর দুইবার স্ত্রীলোকের শিরঃস্নান বিধেয়, এতদ্ভিন্ন জ্ঞাতির মৃত্যুতে, ঋতুদর্শনের চতুর্থদিনে, প্রথম তীর্থদর্শনে এবং চণ্ডালাদির স্পর্শ হইলে স্ত্রীলোকের শিরঃস্নান বিধেয়। এইরূপ সমস্ত শরীরে তৈলাভ্যঙ্গ করিলে এবং যজ্ঞের আদিতে ও অন্তে নারীর শিবঃস্নান কর্ত্তব্য; কিন্তু অন্য সময় মস্তক ডুবাইয়া স্নানের অত্যাবশ্যকতা নাই।৬৩৮-৪০

## সুবাসিনী নারীর শিরঃস্নান নিষেধ

সুমঙ্গলী (সধবা) নারী যদি হরিদ্রা-ব্যতিরেকে শিরঃস্নান করে, তবে তাহার শরীরের জল ধরণীতে পতিত হইয়া শ্মশানগর্ত্তস্থিত জলবৎ অশুদ্ধ হইবে। ভাণ্ডস্থিত বা কূপাদি উদ্ধৃত জল চণ্ডালপাত্রগত হইলে যেমন অপবিত্র হয়, উক্ত শিরঃস্নানের জলও সেইরূপ হইবে। ৬৪১-৪২

## হরিদ্রাস্নান বিধি

সুতরাং সুমঙ্গলী নারীকে যদি শিরঃস্নান করিতে হয়, তবে হরিদ্রা-সহকারেই করিবে, তাহা হইলে অজস্র স্নানেও দোষ হইবে না। কিন্তু হরিদ্রা-সহিত স্নানও যদি রাত্রিকালে করা হয়, তবে ঐ জলও দিবাকীর্ত্তির (চণ্ডালের) পাত্রস্থ জলের তুল্য অপবিত্র হইবে—ইহাতে সংশয় নাই; সুতরাং নারীগণের আকণ্ঠ স্নানই বিধেয়; মুখমণ্ডলমাত্র ধুইয়া ফেলিবে।৬৪৩-৪৪

স্বামীর সহিত স্ত্রী নিত্যই স্নান করিতে পারে। কিন্তু মধ্যহ্নকালে নহে; স্বামীর স্নানের পরেই হোমকার্য্য করার জন্য স্নান করিতে পারে।৬৪৫

হোমাভাবে যথেচ্ছকালে স্নান করিতে পারে, পাকের জন্য সঙ্গবকালে (কালবিশেষে), পাকের প্রয়োজন না থাকিলেও সঙ্গবে বা মধ্যাহ্নকালে নারী স্নান করিতে পারে, কিন্তু কখনই অপরাহ্নে স্নান করিবে না। সুমঙ্গলী

কর্তব্যত্বেন বিহিতং হরিদ্রায়া নিরন্তরম্ ॥৬৪৮
বিদিশাং দেবপত্নীনাং চতসৃণাং দিশামপি।
হরিদ্রাকল্কলেশাংস্তান্ অক্ষিপ্তেৎবাতিগর্বতঃ ॥৬৪৯
অজ্ঞানাজ্‌জ্ঞানতো বাপি নমস্কারপ্রপূর্বকম্।
যা স্নাতি বিধবা নূনং সত্যমেব ভবিষ্যতি ॥৬৫০
যা করোতি শিরঃস্নানং জীবভর্ত্রী সুমঙ্গলী।
পত্নিঘ্নী সা প্রকথিতা তথোক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥৬৫১
বিনাভ্যনুজ্ঞাং ভর্তুর্যা চৌপবস্তং করোতি বৈ।
ভর্তুরায়ুষ্যমশ্নাতি সৈষা পাপালয়া স্মৃতা ॥৬৫২

॥ পতিব্রতাধর্মঃ ॥

ভর্তুঃ শুশ্রূষণং নার্য্যাঃ পরমো ধর্ম উচ্যতে।
নৈতস্মাদধিকং ধর্মো নৈতস্মাদধিকো জপঃ ॥৬৫৩
নৈতস্মাদধিকং দানং নৈতস্মাদধিকং তপঃ।
নৈতস্মাদধিকং তীর্থং নৈতস্মাদধিকো দমঃ ॥৬৫৪
নৈতস্মাদধিকাঃ কৃচ্ছ্রা নৈতস্মাদধিকাঃ সবাঃ।
মুক্ত্বা তৎপতিশুশ্রূষাং তস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥৬৫৫
ধর্মং চরেৎ প্রযত্নেন সাধ্বা নারী পতিব্রতা।
নৈনমুচ্চৈঃ প্রভাষেত প্রিয়মেবাস্য যচ্চরেৎ ॥৬৫৬
অপ্যেনং কুপিতং রোষাৎ প্রতিকুপ্যেৎ কথঞ্চন।
কঠোরং নির্দয়ং ক্রূরং নিরনুক্রোশমক্ষমম্ ॥৬৫৭
তাড়য়ন্তমহোরাত্রং শপন্তমপি দুর্হৃদম্।
ন দূষয়েন্ন চাক্রোশেন্ন ক্রুধ্যেৎ প্রশপেদপি ॥৬৫৮
ছায়ানুবর্তিনী নিত্যং দুঃখিতে দুঃখিতা ভবেৎ।
সুখিতে সুখিতা তস্মিন্ হৃষ্টে হৃষ্টা স্থিতে স্থিতা ॥৬৫৯
শয়িতে শয়িতা সুপ্তে পশ্চাৎ সুপ্তা স্বয়ং ভবেৎ।
আহূতাঽহতিত্বরা গচ্ছেদপি কার্য্যং বিহায় চ ॥৬৬০
শতং সহস্রং গোপ্যং বা গুহ্যমাবশ্যকং তু বা।
তাম্বূলচর্বণং নিত্যমক্ষোরঞ্জনমেব চ ॥৬৬১

নারী সর্বদাই হরিদ্রাসহিতই স্নান করিবে। সর্বদা তর্জ্জনী দ্বারাই হরিদ্রালেপন করিবে, তাহা হইতে দিক্ ও বিদিক্স্থিত দেবপত্নীগণ উহা প্রাপ্ত হইবেন; এজন্যই তর্জ্জনী দ্বারা হরিদ্রালেপন বিধেয়।৬৪৬-৪৮

যে নারী অতিগর্ববশতঃ দিক্স্থিত চতুঃসংখ্যকা ও বিদিক্স্থিত চতুঃসংখ্যকা দেবপত্নীগণের উদ্দেশ্যে জ্ঞানত বা অজ্ঞানতঃ হরিদ্রাকল্ক (হলুদের খোসা) নিক্ষেপ না করিয়া নমস্কারপূর্বক স্নান করে, সে নারী নিশ্চিতই বিধবা হইবে।৬৪৯-৫০

পতি জীবিত থাকিতে যে নারী (হরিদ্রাশূন্য) শিরঃস্নান করে, সে পতিহত্যার পাপে লিপ্তা হয়—ইহা ব্রহ্মবাদিগণ বলিয়াছেন।৬৫১

পতির বিনানুমতিতে যে নারী উপবস্ত (নিরম্বু উপবাস) করে, সেই নারী পতির আয়ু হরণ করে; সুতরাং তাহাকে পাপিনী বলা হইয়াছে।৬৫২

## পতিব্রতার ধর্ম

অকপট হৃদয়ে পতির শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম; ইহা হইতে নারীর অধিক কোন ধর্ম্ম, জপ, দান, তপস্যা, তীর্থ, দম, কৃচ্ছ্রব্রত অথবা যাগযজ্ঞ নাই। এজন্য সাধ্বী পতিব্রতা নারী পতির শুশ্রূষা পরিত্যাগ করিয়া কোন ধর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে না। পতিব্রতা নারী উচ্চৈঃস্বরে পতির সহিত কথা বলিবে না, সর্বদাই তাঁহার প্রিয় আচরণ করিবে।৬৫৩-৫৬

পতি ক্রোধ করিলেও তাঁহার প্রতি ক্রোধ করিবে না। পতি যদি কঠোর, নির্দয়, ক্রূর, নিরনুক্রোশ ও ক্ষমাশূন্য হইয়া দিবারাত্র তাড়নও করে, তথাপি তাঁহার দোষকীর্ত্তন করিবে না, তাঁহার প্রতি ক্রোধ, আক্রোশ বা শাপ অর্পণ করিবে না।৬৫৭-৫৮

পতিব্রতা ছায়ার ন্যায় পতির অনুবর্ত্তিনী হইয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিতা, সুখে সুখিতা, হর্ষে হর্ষিতা এবং তাহার স্থিতিতে নিজেও স্থির হইয়া অবস্থান করিবে। পতির শয়নের পর শয়ন এবং পতির নিদ্রার পর স্বয়ং নিদ্রিতা হইবে। পতি আহ্বান করিলেই সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করত তাঁহার নিকট যাইবে।৬৫৯-৬০

প্রয়োজন বোধ করিলে অর্থাৎ প্রকাশে পতির অনিষ্টের সম্ভাবনা বুঝিলে শতসহস্র বিষয় বা দোষ

কুঙ্কুমং চাপি সিন্দূরং কজ্জলং কঞ্চুকং কচঃ।
কবরী চ প্রশস্তং স্যাৎ সুগন্ধং স্রকুসুমাদিকম্ ॥৬৬২
নিত্যমাবশ্যকং স্ত্রীণাং সতীনাং বিধিচোদনাৎ।
ভর্ত্তরি প্রোষিতে স্ত্রীণাং নালঙ্কারো বিধীয়তে ॥৬৬৩
পতিব্রতানাং ধর্ম্মোহয়ং তৎপুরোহলঙ্কৃতিঃ পরা।
অন্বহং নিশয়া স্নানং সিন্দুরং কুঙ্কুমং সুমম্ ॥৬৬৪
সুগন্ধদ্রব্য-সদ্বস্ত্র-কঞ্চুক-স্রককজ্জলাঃ।
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু সংসেব্যাস্তাভিরিত্যপি ॥৬৬৫
নিত্যভব্যায় স মুনিরুবাচ পুলহঃ পুরা।
ভৌমবারে শুক্রবারে নিমজ্জন্তীং ধরাজলে ॥৬৬৬
সপতিং বনিতাং সাধ্বীং দৃষ্ট্বা তদ্দোষশান্তয়ে।
পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে ॥৬৬৭
ত্বং মাং ভজস্ব ভদ্রাক্ষি যেন সৌখ্যং লভাম্যহম্।
ইতি মন্ত্রং শ্রিয়ো মূলং সমুচ্চার্য্যোদকেন বা ॥৬৬৮
নেত্রে প্রক্ষাল্য নোচেত্তু নবনীতেন মার্ষ্টি চ।
উদুত্যেন ততঃ সূর্য্যং প্রাঙ্মুখস্ত্ববলোকয়েৎ ॥৬৬৯
তথৈবমবশাদ্ দৃষ্ট্বা বিশ্বস্তাং রক্তদন্তকাম্।
তাম্বূলরঞ্জিতমুখীং সুগন্ধালিপ্তগাত্রকাম্ ॥৬৭০
স্বতন্ত্রাং বাতিহাসাং বা কাল্যোদ্বর্তিতবিগ্রহাম্।
বিচিত্রবস্ত্রাং বা তদ্বচ্ছ্লক্ষ্ণকায়াং সুচিত্রিতাম্ ॥৬৭১
অতিবৈদগ্ধ্যমাপন্নামত্যন্তোৎকটবাদিনীম্।
ক্ষুদ্রকণ্টকতচ্চিত্রক্রিয়মাণাঙ্গকাং পুনঃ ॥৬৭২
তদা তদা ভূষণাঢ্যাং বস্তনীলিতদুর্দ্দতীম্।
স্বর্ণাদিসূত্রখচিত-বিদ্রুমাচ্ছাক্ষমালিকাম্ ॥৬৭৩
ব্যূহাধিপত্যং কুর্বন্তীং দানমানাদিদুর্নয়ৈঃ।
পরদ্রব্যাণি স্বীয়ত্ববুদ্ধ্যৈব স্বজনৈঃ কলৌ ॥৬৭৪
গ্রাহয়ন্তাং ধর্ম্মমাত্রব্যাজেনৈব নিরন্তরম্।
সতোহপি ভ্রাময়ন্তীং তু সৎকুলৈকবিভীষিকাম্ ॥৬৭৫

অন্যের নিকট গোপন করিবে তাম্বূলচর্বণ, চক্ষুতে অঞ্জনদান, কুঙ্কুম, সিন্দুর, কজ্জল, কঞ্চুক (শরীরাবরণ), কচ (কেশ) প্রভৃতির ধারণ, প্রশংসনীয়ভাবে কবরী-বন্ধন, করবীতে সুগন্ধকুসুম ও মাল্য ধারণ, এই সকল শৃঙ্গারসাধনসমূহ শাস্ত্রবিহিত মনে করিয়া পতির সন্তোষের নিমিত্ত অবশ্যই সতী নারী রচনা করিবে। কিন্তু পতি প্রবাসে থাকিলে সতী নারী অলঙ্কারাদির দ্বারা শরীরকে শোভিত করিবে না—ইহাই সতীর ধর্ম্ম; কিন্তু পতি নিকটে থাকিলে তাঁহার সমক্ষে শরীরকে অলঙ্কৃত করিবে; প্রতিদিন রাত্রিতে স্নান করত সিন্দুর, কুঙ্কুম, কুসুম, সুগন্ধ দ্রব্য, বস্ত্র, কঞ্চুক, মাল্য, কজ্জল প্রভৃতির দ্বারা স্বীয়বেষ যথাসম্ভব সুন্দরভাবে রচনা করিয়া পতির সেবায় রত থাকিবে। পুরাকালে মহর্ষি পুলহ বলিয়াছেন—নিজের নিত্য মঙ্গলের জন্যই সতী নারীর ঐরূপ প্রসাধন করা উচিত।৬৬১-৬৫

ভৌমবারে (মঙ্গলবারে) বা শুক্রবারে পতির সহিত কোন নারীকে ধরাজলে (জলাশয়ে) স্নান করিতে দেখিয়া উক্ত দোষ প্রশমনের জন্য ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত 'পদ্মাননে পদ্ম উরু পদ্মাক্ষি পদ্মসম্ভবে। ত্বং মাং ভজস্ব ভদ্রাক্ষি যেন সৌখ্যং লভামাহম্' এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক জল বা নবনীতের দ্বারা নেত্রদ্বয় মার্জ্জন করত পূর্বমুখ হইয়া 'উদুত্যং জাতবেদসম্' ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্যকে অবলোকন করিবে।৬৬৬-৬৯

এইরূপ বিশ্বস্তা, রক্তদন্তিকা, তাম্বূলরঞ্জিতমুখী, সুগন্ধালিপ্তকায়া, বিচিত্রবস্ত্রপরিহিতা, সুকোমলতনু, বিচিত্র বেশসজ্জিতা, অতিবিদুষী, অত্যন্তোৎকটভাষিণী, ক্ষুদ্র কণ্টকের দ্বারা হস্তাদি অঙ্গে অঙ্কনকারিণী ভূষণ-ভূষিতা, নীলরঙের দ্বারা রঞ্জিত দুর্দ্দন্তবিশিষ্টা, স্বর্ণাদি সূত্রে গ্রথিত বিদ্রুমাদি খচিত অক্ষমালাধারিণী দান-মানাদি দুষ্টোপায়ে বহুলোকের উপর প্রভুত্বকারিণী স্বজনগণের দ্বারা নিজ দ্রব্য বলিয়া পরদ্রব্য হরণকারিণী, ধর্ম্মকর্ম্ম-ছলে অন্যের সহিত কলহকারিণী, সাধুগণেরও বিভ্রমোৎপাদিনী, সৎকুলের বিভীষিকা-স্বরূপিণী, দুষ্টচিত্তা প্রতারণাকারিণী ভণ্ডা রণ্ডাকে হঠাৎ দর্শন করিলে তিনবার প্রাণায়াম করত পাদ প্রক্ষালনপূর্বক সূর্য্যের উপাসনা করিয়া 'উদ্বয়ন্বয়তো' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণপূর্বক শ্রীহরির স্মরণ করিবে এবং ব্যাহৃতিত্রয় জপ করত 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্' ইত্যাদিমন্ত্র

স্বণ্ডাং তথাবিধাং দৃষ্ট্বা দুষ্টচিত্তাং প্রতারকাম্।
প্রাণায়ামত্রয়ং কৃত্বা পাদপ্রক্ষালনাৎ পরম্॥৬৭৬
উপস্থায় চ সপ্তাশ্বমুদ্বয়দ্বয়তো হরিম্।
সংস্মৃত্য ব্যাহৃতীর্জপ্ত্বা চেদং বিষ্ণুং সকৃজ্জপেৎ॥৬৭৭
রাজা চেত্তাদৃশীং শ্রুত্বা পৃষ্ট্বা বা সদ্য এব বৈ।
স্বদেশাদুদ্বসেন্নোচেচ্ছ্রেয়ো ভব্যং ন বিন্দতি॥৬৭৮
ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রমতপস্বিনম্।
কণ্ঠে বদ্ধা শিলাং গুর্বীং সিন্ধুমধ্যে বিনিক্ষিপেৎ॥৬৭৯
সত্যেঽপি নিত্যং দুর্মার্গগ্রাহকস্য দুরাত্মনঃ।
প্রাপ্তস্যাত্যন্তমিত্রত্বং শিক্ষা তেন হ্যভাষণম্॥৬৮০
দাসীপ্রাণহরো দণ্ডঃ শিরোমুণ্ডনমুচ্যতে।
রহস্যধেনুবালঘ্ন্যা গৃহদাহ্যাস্তথৈব চ॥৬৮১
বিষপ্রদায়া দণ্ডোঽয়ং ধর্মশাস্ত্রৈকনিশ্চিতঃ।
তচ্চূর্ণক্ষুদ্রপাষাণবহ্নিনা বপুর্দীপনম্॥৬৮২
মহাবাতে প্রচলতি রাত্রৌ দ্বেষেণ দাহিনঃ।
গ্রামং বীথীং গৃহং বাপি দণ্ডোঽয়ং দেবনির্মিতঃ॥৬৮৩
গ্রামাদ্ বহিঃ শিরশ্ছিত্ত্বা তরুশূলাধিরোহণম্।
সর্বশ্চতুর্থবর্ণাদিজনো পাপালয়োঽনিশম্॥৬৮৪
ধেনুচৌর্য্যং বাহচৌর্য্যং মেষচৌর্য্যং তথাবিধম্।
পুনরন্যানি চৌর্য্যাণি কুর্বন্নেব তদা তদা॥৬৮৫
অবশাৎ সংগৃহীতশ্চেদ্ বহুলোকাপকারকঃ।
সন্তাড্য তং ভ্রাময়িত্বা সর্বা বীথীঃ সমাকুলাঃ॥৬৮৬
ঘোষয়িত্বা বিশেষেণ যদ্‌যত্তত্তস্য সঞ্চিতম্।
শনৈঃ শনৈরুপায়েন সমাদায়াতিকৌশলাৎ॥৬৮৭
ত্বাং বয়ং সোচয়িষ্যাম ইত্যুক্ত্বা তৎকৃতাঃ পুরা।
যত্র তত্র ক্রিয়াস্তাস্তা জ্ঞাত্বা তন্মুখতঃ পুনঃ॥৬৮৮
চৌরান্তরাদি দুষ্টৌঘান্ বিজ্ঞায় তদনন্তরম্।
নিগলেন পুনঃ সম্যগ্ গ্রন্থয়িত্বা তদা তদা॥৬৮৯
তাড়য়িত্বা স্থাপয়িত্বা বন্ধয়িত্বাতিনিষ্ঠুরম্।
অখিলং তাবকং কৃত্যং সম্যগ্‌বদসি চেত্তদা॥৬৯০
নিশ্চয়াম্মোচয়িষ্যামো ন চেন্মুক্তিস্তু তেন হি।
ত্রিবারমেবং সংশোধ্য পশ্চাল্লব্ধানি তন্মুখাৎ॥৬৯১

সস্বর পাঠ করিবে। ঐরূপ বিধবা স্বদেশে বর্ত্তমানা আছে রাজা ইহা শ্রবণ করিলে পার্শ্ববর্ত্তী সজ্জনগণের নিকট হইতে জিজ্ঞাসা দ্বারা সত্যতা অবগত হইয়া তাহাকে স্বরাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবেন, নতুবা মঙ্গল হইবে না।৬৭০-৭৮

ধনবান্ যদি দাতা না হয়, দরিদ্র হইয়াও যদি তপস্বী না হয়, তবে রাজা তাহাদের কণ্ঠে গুরু শিলা বন্ধন করিয়া সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিবেন।৬৭৯

অনন্ত মিত্র সাজিয়া যে দুরাত্মা সজ্জনকে উন্মার্গগামী করে, তাহাকে শিক্ষা দিবার জন্য দেখা হইলেও কথা বলিবে না।৬৮০

দাসীর প্রাণহরণকারীর দণ্ড শিরোমুণ্ডন, গোপনে ধেনু ও বালঘাতিনী, গৃহদাহিনী এবং বিষদায়িনী নারীর দণ্ড হইতেছে—ক্ষুদ্রপাষাণজাত অগ্নির দ্বারা তাহার শরীর দগ্ধকরণ।৬৮১-৮২

যখন খুব ঝড় বহিতেছে, সেই সময় যদি কেহ দ্বেষবশতঃ কাহারও গৃহ, গ্রাম বা প্রশস্ত পথ পুড়াইয়া দেয়, তবে তাহাকে গ্রামের বাহিরে আনিয়া তাহার মুণ্ডচ্ছেদন করত বৃক্ষনির্ম্মিত শূলে তাহার শরীরটাকে বসাইয়া দিবে—ইহাই তাহার দণ্ড। শূদ্রবর্ণজাত পুরুষগণ প্রায়শঃই পাপাচরণ করে।৬৮৩-৮৬

ধেনু, বাহ (অশ্ব), মেষ ও অন্যান্য বস্তু যে চুরি করিয়া বহুলোকের অপকার করিয়াছে, তাহাকে বলপূর্বক আনাইয়া প্রথমে নগরের সকল পথ ঘুরাইবে এবং সকলের সমক্ষে তাহার সমস্ত কুকর্ম্মের কথা বলিবে এবং পরে 'যদি তুমি সকল সত্য কথা স্বীকার কর, তবে তোমাকে মুক্ত করিব' এই কথা বলিয়া তাহার মুখ দিয়া সকল অপরাধের কথা বলাইবে। তৎপর তাহাকে শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া তাড়ন, স্থাপন ও বন্ধন করিয়া তাহাকে বলিবে—"যদি তুমি তোমার সকল দুষ্কর্ম্মের কথা স্বেচ্ছায় বল, তবে তোমাকে ছাড়িয়া দিব"—এইভাবে তিনবার পর্য্যন্ত তাহার দ্বারা বলাইয়া যত দ্রব্যের চুরির কথা জানা যাইবে, সেই সকল বস্তু ধর্ম্মকার্য্যে নিয়োগ করত তাহার একটি হাত ও পা

দ্রব্যাণি ধর্মকৃত্যেষু যোজয়িত্বা ততশ্চ তম্ ।
করমেকং পাদমেকং খণ্ডয়িত্বা বিমোচয়েৎ ॥৬৯২
গজচোরং মহাঘোরে পল্বলে গজসংগ্রহে ।
পুরাকৃতে তাদৃশেঽস্মিন্ কৃতেঽন্যাপি ধনে তথা ॥৬৯৩
পাতয়িত্বা খনিত্বৈনং প্রচ্ছাদ্যস্তম্ভমূলকে ।
কাষ্ঠৈর্নিখাতৈঃ পৃথুলৈর্হন্যাদেবাবিচারয়ন্ ॥৬৯৪
এড়ূকত্রোটনে দক্ষং তৎকালে তমসি স্থিতে ।
নৈপুণ্যধাবনপরং গ্রহণায়াগতান্ জনান্ ॥৬৯৫
কৃতপ্রহারং খড়্গেন গৃহীতমবশাজ্জনৈঃ ।
চোরং সম্যস্তাড়য়িত্বা করৌ ছিত্বা প্রবাসয়েৎ ॥৬৯৬
যদি তেন হতঃ কোঽপি তস্মিন্ কালে বিশেষতঃ ।
হিংসিতাঃ স্যুঃ পরে ক্রৌর্য্যাদ্দণ্ডয়িত্বা প্রমাপয়েৎ॥৬৯৭
যদি চেদ্ ব্রাহ্মণো দুষ্টশ্চৌরস্তত্রাপি হিংসকঃ ।
তস্মিন্ কালে বিশেষেণ খণ্ডদণ্ডাদিভির্জনান্ ॥৬৯৮
গৃহীতোঽয়ং হতান্ কৃত্বা তমেনং নিগলেন বৈ ।
বন্ধয়িত্বা পীড়য়িত্বা শোধয়িত্বা তদা তদা ॥৬৯৯

সংবৎসরাৎ পরং যত্নাৎ কৃত্বৈবাক্ষতমব্রণম্ ।
সর্বাঙ্গবপনং কৃত্বা ঘোষয়িত্বা পুরে স্বকে ॥৭০০
গর্দভারোহণেনাথ রাষ্ট্রাদস্মাদ্ বিবর্জয়েৎ ।
সর্বেষ্বপি চ কার্য্যেষু চাতিক্রূরেষু কেবলম্ ॥৭০১
কৃতেষ্বপি তথা তেন ত্বক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ ।
স্ত্রীণাং ন হিংসা বিহিতা চাতিক্রূরেষু কর্মসু ॥৭০২
বালঘ্নীনাং তু রাগেণ পরেষাং স্বস্য বা পুনঃ ।
ক্ষুদ্রশূল-শিলা-বহ্নিবিগ্রহৈকপ্রদাহিতঃ ॥৭০৩
প্রপাতনং প্রকথিতং ব্রাহ্মণীনাং তু কেবলম্ ।
কেশানাং লুণ্ঠনং কৃত্বা ছিন্নং কৃত্বা যথাতথম্ ॥৭০৪
শ্ব-দণ্ড-ধ্বজ-শূলাপস্মার-চক্রাদিভিঃ সদা ।
গর্দভারোহণাদেব দেশাদুচ্চাটনং স্মৃতম্ ॥৭০৫
অজিতোঽস্মীতি বক্তারং জিতং ন্যায়েন শাস্ত্রতঃ ।
সভায়াং তং পরাজিত্য দূষয়িত্বা প্রবাসয়েৎ ॥৭০৬
দুষ্টং সতো দূষয়ন্তং স্বকার্য্যায়াস্মহং খলম্ ।
ত্যক্তকাপট্যকৌটিল্যান্মোহয়ন্তমভীক্ষ্ণশঃ ॥৭০৭

---

কাটিয়া ছাড়িয়া দিবে। গজসংগ্রহের মধ্য হইতে যে হস্তী চুরি করিয়াছে, তাহার পূর্বাপর চুরির কথা জানিয়া লইয়া বনের মধ্যে গর্ত্ত খননপূর্বক তাহার মধ্যে প্রস্তরস্তম্ভের মূলমধ্যে কাষ্ঠদণ্ড প্রবেশ করাইয়া তাহার দ্বারা আঘাত করিতে করিতে তাহাকে বধ করিবে—এই বিষয়ে কোন বিচার করিবে না।৬৯৩-৯৪

অন্তঃপ্রবিষ্ট কাষ্ঠ দেয়াল ভাঙ্গিতে দক্ষ কোন চোরকে অন্ধকারে ঐরূপ করিতে দেখিয়া বহুলোক যখন তাহাকে ধরিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে, তখন সে তাহাদিগকে খড়্গ দ্বারা পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতেছে, এরূপ চোর যদি জনগণের দ্বারা ধৃত হয়, তবে রাজা তাহাকে তাড়ন করত হস্তদ্বয় ছেদন করিয়া নির্বাসিত করিবেন। যদি ঐ চোর ঐ সময়ে কাহাকেও বধ করিয়া থাকে অথবা পরবর্ত্তীকালেও ক্রূরভাবশতঃ অনেক মানুষকে বধ করে, তবে তাহাকে মৃত্যুদণ্ড দিবে।৬৯৫-৯৭

যদি কোন দুষ্ট ব্রাহ্মণ চোর হয় এবং তাহাকে ধরিবারকালে খণ্ডদণ্ডাদির দ্বারা বহু লোককে বধ করে, তবে রাজা তাহাকে নিগড়াবদ্ধ করিয়া একবৎসরকাল তাহাকে পীড়ন ও শোধন করত অক্ষত, অব্রণ অবস্থায় তাহার সর্বাঙ্গ মুণ্ডন করিয়া গর্দ্দভে আরোহণ করাইবে এবং রাজপথে তাহার কুকর্ম্মের কথা সকলের সমক্ষে ঘোষণা করিয়া রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবে। যত ক্রূর কর্ম্মই ব্রাহ্মণ করুক না কেন তাহাকে অক্ষত অবস্থায় শাসন করিয়া ছাড়িয়া দিবে। এইরূপ অতি ক্রূর কর্ম করিলেও স্ত্রীলোকের প্রতি হিংসা বিহিত নহে।৬৯৮-৭০২

রাগবশতঃ নিজের বা অন্যের বালঘাতিনী নারীর দণ্ড—উত্তপ্ত শূল বা শিলাখণ্ডসমূহের মধ্যে তাহাকে ফেলিয়া দিবে, কিন্তু ঐরূপ নারী ব্রাহ্মণী হইলে তাহার কেশ ছিঁড়িয়া ও উপড়াইয়া ফেলিয়া কুকুর, দণ্ড, ধ্বজ, শূল, অপস্মার, চক্র প্রভৃতি চিহ্ন প্রদানপূর্বক গর্দ্দভে চড়াইয়া দেশ হইতে তাহাকে নির্বাসিত করিবে।৭০৩-৫

যে ব্রাহ্মণ ন্যায়তঃ ও শাস্ত্রতঃ পরাজিত হইয়াও নিজেকে অপরাজিত বলিয়া ঘোষণা করে, তাহাকে

ভেদয়ন্তং ভীষয়ন্তং হেতুবাক্যাদিভীষণৈঃ।
তৎসজ্জনাকারমাত্রং সজ্জনদ্বেষিণং তরাম্ ॥৭০৮
সৎক্রিয়াচরণব্যাজদুষ্টকার্য্যৈককারিণম্।
কাপেয়ং কর্কশং ক্রূরং সামান্যদ্রব্যহারিণম্ ॥৭০৯
গ্রামদ্রোহ-জনদ্রোহ-সর্বদ্রোহৈকলোলুপম্।
বিদ্যাবিহীনং পিশুনং পামরং পাপচেতসম্ ॥৭১০
যত্নেন রাজা নিশ্চিত্য কালেন মহতা শনৈঃ।
জনবাক্যেন মহতাং চর্য্যয়া ভাষণেন চ ॥৭১১
পূর্বোক্তান্ শিক্ষয়েৎ সম্যক্ সৎপথে বিনিবেশয়েৎ।
তস্যোপায়াংশ্চ বক্ষ্যামি স্পষ্টায় বিশদায় চ ॥৭১২
স্বামিনা স্বামিনং কার্য্যকালে তস্মিন্ সমাগতে।
বিবদন্তং সমত্বেন সদ্যঃ সম্যক্ প্রতাড়য়েৎ ॥৭১৩
অজ্ঞং সভায়াং বিদুষা সমত্বেনৈব নির্ভয়ম্।
বিবদন্তং ধরাধীশঃ সন্তাড্যোদ্বাসয়েদ্ বহিঃ ॥৭১৪
অশ্রোত্রিয়ং শ্রোত্রিয়েণ বিবদন্তং সভাস্বতি।
তূষ্ণীং বিনৈব মর্য্যাদা দমং কুর্য্যাত্তু হুঙ্কৃতেঃ ॥৭১৫
গ্রামে রাষ্ট্রে চ সর্বত্র প্রধান্যেন চিরাৎস্থিতান্।
মহাত্মনো মহাভাগান্ দুষ্টাঃ কেচন সঙ্ঘশঃ ॥৭১৬
মিলিত্বা তৎক্রিয়াঃ পৌর্বাপর্য্যমর্য্যাদয়া কৃতাঃ।
যত্নাদন্যথয়ন্তো বৈ নাস্মাকং সম্মতিঃ পরা ॥৭১৭
ইয়মিত্যেব যে দুষ্টাস্তান্ সদ্যো নির্দয়ং নৃপঃ।
একদা ভীষয়েচ্চেত্তু দণ্ডসংগ্রহণাৎ পরম্ ॥৭১৮

সভায় সর্বসমক্ষে পরাজিত করিয়া সে স্থান হইতে তাড়াইয়া দিবে।৭০৬

নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য যে দুষ্ট ও খল ব্যক্তি নিত্যই কপটতা ও কুটিলতাশূন্য সজ্জনগণকেও হেতুবাক্যাদির দ্বারা মোহিত, বিভেদিত ও সন্ত্রাসিত করে, সে সজ্জনের মত অভিনয় করিলেও বস্তুতঃ সজ্জনদ্বেষী। সৎকর্ম্মের আচরণের ছলে যে দুষ্টকর্ম্ম করে, যে কোপনস্বভাব, কর্কশপ্রকৃতি, ক্রূর এবং পরদ্রব্যাপহারী, গ্রামদ্রোহ, জনদ্রোহ প্রভৃতি সর্বপ্রকার দ্রোহকার্য্যে অত্যন্ত লোলুপ, বিদ্যাবিহীন, পিশুন অর্থাৎ খল,পামর ও পাপচেতাঃ, রাজা দীর্ঘকালব্যাপী চরমুখে তাহার কার্য্যকলাপ অবগত হইয়া জনগণের বাক্য, মহৎলোকের আচরণ এবং ভাষণের দ্বারা তাহাকে সৎশিক্ষা দিয়া সৎপথে ব্যবস্থাপিত করিবেন। স্পষ্টীকরণের নিমিত্ত আমি উহার উপায়সমূহ বিশদভাবে বলিব।৭০৭-১২

ভূম্যাদির স্বামী কার্য্যকালে ভূমিতে উপস্থিত হইলে ঐ ভূমির অপর স্বামী যদি 'এভূমি আমার, তোমার নহে' ইত্যাদি বলিয়া তাহার সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে রাজা সদ্যঃই তাহাকে প্রতাড়িত করিবেন অর্থাৎ উভয়ের স্বত্ব প্রমাণিত করিয়া বিবাদকারীকে দণ্ডিত করিবেন।৭১৩

কোন মূর্খ ব্রাহ্মণ যদি সভামধ্যে কোন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের সমজ্ঞানে নির্ভয়ে বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, তবে ধরাধীশ তাহাকে সন্তাড়িত করিয়া সেই দেশ হইতে নির্বাসিত করিবে।৭১৪

শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত মর্য্যাদা রক্ষা না করিয়া অশ্রোত্রিয় বিবাদে প্রবৃত্ত হইলে রাজা তাহাকে হুঙ্কার প্রদর্শনে দমন করিবে।৭১৫

গ্রামে ও রাষ্ট্রে সর্বত্রই যেসকল মহাভাগ্যবান্ মহাত্মা পুরুষ প্রাধান্য লাভ করিয়া বাস করিতেছেন, তাঁহাদের পুরুষপরম্পরাগত সেই মর্য্যাদা ও ক্রিয়াকলাপ-সমূহের নাশ বা হীনতা সম্পাদন করিবার জন্য কতকগুলি দুষ্ট লোক প্রবৃত্ত হইয়া থাকে—ইহা দেখা যায়। এইরূপ দুষ্ট প্রচেষ্টা সফল হউক—ইহাতে আমাদের মোটেই সম্মতি নাই।৭১৬-১৭

সুতরাং ঐরূপ দুষ্টলোকসমূহকে রাজা যুগপদ্ দণ্ডিত করত "পুনরায় এইরূপ করিতে চেষ্টা করিলে তোমাদিগকে কঠোর দণ্ড প্রদান করিব" এই বলিয়া ভয় দেখাইবেন।৭১৮

অনয়া নিখিলাশ্চাপি সদ্যঃ শান্তা ভবন্তি হি।
অনয়া নামভাবে তু লোকোহয়ং সুখমশ্নুতে ॥৭১৯
লোকো যদা সুখী রাজা তদা সর্বান্ মনোরথান্।
অবশ্যাদেব লভতে নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৭২০

ইতীদং কথিতং শাস্ত্রং লোহিতেন মহাত্মনা।
হিতায় সর্বলোকানাং সারমুদ্ধৃত্য শাস্ত্রতঃ ॥৭২১

লোহিত-স্মৃতিঃ সমাপ্তা।

উক্ত নীতির দ্বারা সকল লোক তৎক্ষণাৎ শান্ত অর্থাৎ ন্যায়দণ্ডের ভয়ে স্থিরচিত্ত হইয়া পাপকর্ম হইতে নিবৃত্ত হয়। ন্যায়দণ্ডের অভাবে সকল প্রজা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ন্যায় দণ্ড প্রচলিত থাকিলে প্রজাসমূহ সুখী হয়। প্রজা-সমূহ যদি সুখী হয়, তবে রাজাও নিজের সকল অভীষ্ট অনায়াসে লাভ করিবেন ইহাতে সন্দেহ নাই। সকল শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করতঃ সকল লোকের হিতের নিমিত্ত লোহিতমুনি এই শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। ৭১৯-২১

লোহিতস্মৃতি সমাপ্ত।

শ্রীনিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থ কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা
লোহিত-স্মৃতি সমাপ্তা।

# দাল্‌ভ্য-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতা।

# দালভ্য-স্মৃতিঃ

## শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি নবতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা

দালভ্যম্প্রতি ঋষীণাং ধর্ম্মবিষয়কঃ প্রশ্নঃ

কৃতাভিষেকং দালভ্যং স্বে আশ্রমে সমুপস্থিতম্।
পরিপৃচ্ছন্তি তত্ত্বজ্ঞমৃষয়ো বেদপারগাঃ ॥১
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকঞ্চ শুদ্ধির্জাতমৃতস্য চ।
আয়ুষ্যাণি চ তীর্থানি মাসশুদ্ধিস্তথৈব চ ॥২
শ্রাদ্ধকালঞ্চ ব্রহ্মঘ্ন-গোঘ্নচণ্ডালসঙ্করম্।
রসানাং পরিবেত্তা চ কথয়স্ব যথাযথম্ ॥৩
স্মৃতিসারং প্রবক্ষ্যামি যথা শঙ্খেন ভাষিতম্।
ইষ্টাপূর্ত্তবিধিশ্চৈব প্রায়শ্চিত্তবিধিস্তথা ॥৪
ইষ্টাপূর্ত্তৌ তু কর্ত্তব্যৌ ব্রাহ্মণেন প্রযত্নতঃ।
ইষ্টেন লভতে মোক্ষং পূর্ত্তে স্বর্গোঽভিধীয়তে ॥৫

যমুনাপুলিনে শিখিপুচ্ছধর!
শিশুভিঃ সখিভী রমমাণ হরে!
ব্রজবাসি-নৃমানসচোর! শঠ!
ব্রজ হে সততং মম চিত্তবনে॥

অভিষেক-কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া নিজ আশ্রমে তত্ত্বদর্শী মহর্ষি দালভ্য সমুপস্থিত রহিয়াছেন—এমন সময় বেদপারগ ঋষিগণ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহর্ষে, আপনি সমস্ত বস্তুর রসবেত্তা (তত্ত্ববিদ্), সুতরাং আপনি আমাদিগকে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের বিবেক, জন্মাশৌচ ও মৃতাশৌচ হইতে শুদ্ধি, আয়ুষ্কর তীর্থসমূহ, মাসশুদ্ধি, শ্রাদ্ধকাল, ব্রহ্মহত্যাকারী, গোহত্যাকারী ও চণ্ডালাদি সংস্পর্শে অশুদ্ধি—এই বিষয়গুলি যথাযথ উপদেশ করুন।১-৩

ঋষিগণের প্রশ্নবাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দালভ্য বলিলেন,—মহর্ষি শঙ্খ কর্ত্তৃক উক্ত স্মৃতিশাস্ত্রের সার-কথা আমি তোমাদিগকে বলিব; প্রথমেই ইষ্টাপূর্ত্তবিধি এবং প্রায়শ্চিত্তবিধি বিষয়ে বলিব।৪

ব্রাহ্মণ সযত্নে ইষ্ট ও পূর্ত্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে।

একাহমপি কৌন্তেয় ভূমিস্থমুদকং কুরু।
কুলানি তারয়েৎ সপ্ত যত্র গৌর্বিতৃষা ভবেৎ ॥৬
ভূমিদানেন যে লোকা গোদানেন চ কীর্ত্তিতাঃ।
তান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়ান্মর্ত্ত্যঃ পাদপানাং প্ররোহণে ॥৭
বাপী-কূপ-তড়াগানি দেবতায়তনানি চ।
পতিতান্যুদ্ধরেদ্ যস্তু স পূর্ত্তফলমশ্নুতে ॥৮
অগ্নিহোত্রং তপঃ সত্যং দেবানাং প্রতিপালনম্।
আতিথ্যং বৈশ্বদেবশ্চ ইষ্টমিত্যভিধীয়তে ॥৯
ইষ্টাপূর্ত্তৌ দ্বিজাতীনাং সামান্যৌ ধর্ম্মসাধকৌ।
অধিকারী ভবেচ্ছূদ্রঃ পূর্ত্তে ধর্ম্মে চ বৈদিকে ॥১০
যাবদস্থীনি গঙ্গায়াং তিষ্ঠন্তি পুরুষস্য চ।

কারণ ইষ্টকর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ এবং পূর্ত্ত কর্ম্মের দ্বারা স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।৫

(ধৌম্যমুনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন,—) হে কুন্তীনন্দন! তুমি (বৃহৎ জলাশয় খনন করিতে যদি অসমর্থও হও, তথাপি) একদিনও যেখানে জলপানে গাভীর তৃষ্ণানিবৃত্তি হইতে পারে, এমন ভূমিস্থ উদক (ক্ষুদ্র জলাশয়) নির্ম্মাণ কর; তাহাতে তোমার সপ্তকুল পর্য্যন্ত উদ্ধার পাইবে।৬

ভূমিদানে ও গো-দানে যে সকল লোকপ্রাপ্তির কথা কীর্ত্তিত আছে, মানুষ কেবল বৃক্ষরোপণ করিয়াই সেই সকল লোক প্রাপ্ত হইতে পারে।৭

যে ব্যক্তি নষ্ট দীর্ঘিকা, কূপ, তড়াগ এবং দেবমন্দিরের পুনরুদ্ধার করে, সে পূর্ত্তকর্ম্মের ফললাভ করে। অগ্নিহোত্র, তপস্যা, সত্যকথন, দেববিগ্রহের প্রতিপালন, অতিথিসৎকার এবং বলিবৈশ্বদেব-কর্ম্ম ইহাদিকে ইষ্ট-কর্ম্ম বলে।৮-৯

দ্বিজাতিগণের ইষ্ট ও পূর্ত্ত উভয়ই সমান ফলদায়ক। কিন্তু শূদ্রের পূর্ত্তকর্ম্মমাত্রেই অধিকার, ইষ্টে নহে, কারণ

তাবদ্ বর্ষসহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥১১
দেবানাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ জলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্ ।
অসংস্কৃতপ্রমীতানাং স্থলে দদ্যাজ্জলাঞ্জলীন্ ॥১২
কেশ-কীটক-শম্বুকমস্থিকণ্ঠকমেব চ ।
স্থলেষু চ ন দাতব্যং কদাচিদশুচির্ভবেৎ ॥১৩
বামহস্তে তিলান্ স্থাপ্য যস্তু তর্পয়তে পিতৃন্ ।
পিতরস্তর্পিতাস্তেন রুধিরেণ জলেন বা ॥১৪
এমেব ঋষীণাং তু দ্বৌ দ্বৌ তু সনকাদয়ঃ ।
অর্হন্তি পিতরস্ত্রীংস্ত্রীন্ স্ত্রিয়শ্চৈকৈকমঞ্জলিম্ ॥১৫
নাভিমাত্রে জলে স্থিত্বা সতিলং দক্ষিণামুখঃ ।
ত্রীংস্ত্রীনপোহঞ্জলীন্ দদ্যাদুচ্চৈরুচ্চতরং দ্বিজঃ ॥১৬
জলে চৈব জলং দেয়ং পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি ॥১৭
নোদকেষু চ পাত্রেষু নাশুদ্ধো নৈকপাণিনা ।
নোপতিষ্ঠতি তত্তোয়ং যদ্ভূম্যাং ন প্রদীয়তে ॥১৮
একদশাহে প্রেতস্য যস্য চোৎসৃজ্যতে বৃষঃ ।
মুচ্যতে প্রেতলোকাচ্চ স্বর্গলোকং স গচ্ছতি ॥১৯
এষ্টব্যা বহবঃ পুত্রা যদ্যেকোঽপি গয়াং ব্রজেৎ ।
যজেত বা অশ্বমেধং নীলং বা বৃষমুৎসৃজেৎ ॥২০
লোহিতো যস্তু বর্ণেন মুখে পুচ্ছে চ পাণ্ডুরঃ ।
শ্বেতঃ খুর-বিষাণাভ্যাং স নীলো বৃষ উচ্যতে ॥২১
প্রথমেঽহ্নি তৃতীয়ে চ পঞ্চমে সপ্তমে তথা ।
নবমৈকাদশে শ্রাদ্ধং তন্নবশ্রাদ্ধমুচ্যতে ॥২২
নবশ্রাদ্ধে ত্রিপক্ষে চ ষণ্মাসে মাসিকাব্দিকে ।
পতন্তি পিতরস্তস্য যো ভুঙ্‌ক্তে চাপদি দ্বিজঃ ॥২৩

ইষ্ট বৈদিক কর্ম্ম। যাবৎকাল পর্য্যন্ত ইষ্টাপূর্ত্তকর্মকারী ব্যক্তির অস্থি গঙ্গাতে অবস্থান করিবে, তাবৎ সহস্রবৎসর সে স্বর্গলোকে বাস করিবে।১০-১১

দেবতা ও পিতৃগণের তর্পণ সর্বদাই জলে করিবে; কিন্তু যে বালক অসংস্কৃত অবস্থায় মরিয়াছে, তাহার তর্পণ স্থলেই করিবে।১২

কেশ, কীট, শম্বুক ( শামুক ), অস্থি ও কন্টক এই-গুলিকে ভূমিতে ফেলিবে না, কারণ ( ঐগুলির স্পর্শে বা আঘাতে কাটিয়া গেলে রক্তক্ষরণপ্রযুক্ত ) অশুচি হইবার সম্ভাবনা আছে।১৩

বামহস্তে জল রাখিয়া যে ব্যক্তি পিতৃকুলের তর্পণ করে, সে রুধিরমিশ্রিত জল দ্বারা পিতৃগণের তর্পণ করিয়া থাকে ( বস্তুতঃ তাহা নিন্দিত তর্পণ )।১৪

তর্পণে ঋষিগণ এক অঞ্জলি, সনকাদি মহামুনিগণ দুই দুই অঞ্জলি এবং পিতৃগণ প্রত্যেকে তিন অঞ্জলি জল পাইবার যোগ্য; স্ত্রীলোক হইলে প্রত্যেককে এক এক অঞ্জলি জল দিবে। দ্বিজগণ নাভিমাত্র জলে দাঁড়াইয়া দক্ষিণমুখ হইয়া উচ্চ হইতে উচ্চতররূপে পিতৃগণকে তিন তিন অঞ্জলি জল প্রদান করিবে।১৫-১৬

জলাকাঙ্ক্ষী পিতৃগণের তর্পণ জলেই করিবে; স্থলে তর্পণ করিলে পিতৃগণের সমীপে উহা উপস্থিত হয় না। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে যে বস্ত্রনিষ্পাড়িত জল প্রদান করা হয়, তাহা ভূমিতে না দিয়া পাত্র বা জলে প্রদান করিবে না, অথবা অশুদ্ধ অবস্থায় কিংবা একহস্তে প্রদান করিবে না, তাহা করিলে উহা পিতৃগণের নিকট উপস্থিত হইবে না।১৭-১৮

মৃত্যুর দিন হইতে একাদশদিনে যে মৃতব্যক্তির শ্রাদ্ধে বৃষোৎসর্গ করা হয়, সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করে।১৯

যদি একজন পুত্রও গয়ায় যাইয়া পিণ্ডদান করে, অথবা অশ্বমেধযজ্ঞ করে কিংবা নীলবৃষ উৎসর্গ করে— এই আশায় বহু পুত্রের কামনা করিবে।২০

যে বৃষের শরীরের বর্ণ লোহিত ( রক্তবর্ণ ), মুখ ও পুচ্ছ পাণ্ডুরবর্ণ এবং খুর ও বিষাণ ( শিং ) শ্বেতবর্ণ, তাহাকেই নীলবৃষ বলে।২১

মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রথম দিন ( মৃত্যুর দিন ) এবং মৃত্যুর দিন হইতে তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম এবং একাদশ দিন এই ছয় দিনের ছয়টি শ্রাদ্ধকেই পারিভাষিক নবশ্রাদ্ধ বলে।২২

আপৎকালেও যে ব্রাহ্মণ নবশ্রাদ্ধ, ত্রিপাক্ষিক, মাসিক, ষাণ্মাসিক এবং প্রথমাব্দিক শ্রাদ্ধসমূহে ভোজন করে, তাহার পিতৃপুরুষগণ নরকে পতিত হ'ন।২৩

মাসিকানি দশ দ্বে স্যাদাদ্যন্তে হ্যর্ধমাসিকে।
ঊনষাণ্মাসিকোনাব্দে শ্রদ্ধাসংখ্যাস্তু ষোড়শ ॥২৪
মৃতেঽহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসং তু বৎসরম্।
প্রতিসংবৎসরং চৈবমাদ্যমেকাদশেঽহনি ॥২৫
যস্যৈতানি ন কুর্বীত একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি ॥২৬
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং যত্র যত্র প্রদীয়তে।
তত্র তত্র ত্রয়ং কুর্য্যাদেকস্তস্তু ক্ষয়েঽহনি ॥২৭
একোদ্দিষ্টং পরিত্যজ্য পার্বণং কুরুতে তু যঃ।
অকৃতং তদ্বিজানীয়াৎ স মাতৃ-পিতৃঘাতকঃ ॥২৮
নিত্যং নৈমিত্তিকং কার্য্যং নিত্যং তু পরিলঙ্ঘয়েৎ।
আদৌ নৈমিত্তিকং কুর্য্যাৎ পশ্চান্নিত্যং সমাচরেৎ ॥২৯
অমায়াং তু ক্ষয়ো যস্য প্রেতপক্ষেঽথবা যদি।
সপিণ্ডীকরণাদূর্দ্ধং তস্যোক্তঃ পার্বণো বিধিঃ ॥৩০

দ্বাদশমাসিক, ঊনষাণ্মাসিক, ঊনাব্দিক, আদ্যশ্রাদ্ধ ও অন্ত্য অর্থাৎ সপিণ্ডীকরণ—এই ষোড়শসংখ্যক শ্রাদ্ধ বলিয়া জানিবে।২৪

আদ্যশ্রাদ্ধ মৃত্যুর দিন হইতে একাদশ দিনে করিবে; কিন্তু মাসিক, বাৎসরিক এবং প্রতিসাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ-সমূহ প্রতিমাসে ও বৎসরান্তে মৃততিথিতেই করিবে।২৫

যে মৃতব্যক্তির উদ্দেশ্যে এই ষোড়শসংখ্যক একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করা হইবে না, অন্য শত শ্রাদ্ধ করিলেও তাহার পিশাচত্ব অর্থাৎ প্রেতত্ব স্থিরই থাকিবে।২৬

সপিণ্ডীকরণের পর যখনই কোন মহালয়া-গ্রহণাদি নিমিত্তক নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিবে, তখনই পার্বণবিধি অনুসারে ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধই করিবে; কিন্তু মৃততিথিতে (নিরগ্নিক) পুরুষ একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ না করিয়া পার্বণশ্রাদ্ধ করিলে তৎকৃত শ্রাদ্ধ পণ্ড তো হইবেই, অধিকন্তু সে পিতৃমাতৃহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে।২৭-২৮

নিত্য ও নৈমিত্তিক কার্য্য একদিনে প্রাপ্ত হইলে নিত্য কর্ম্ম না করিয়া নৈমিত্তিক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিবে, কারণ উহার দ্বারা নিত্যকর্ম্মও সিদ্ধ হইবে; পরদিন পুনরায় নিত্য কর্ম পূর্ববৎ করিবে।২৯

ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব প্রেতত্বং নৈব জায়তে।
একাদশদিনে পূর্ণে পার্বণং তু বিধীয়তে ॥৩১
যস্য সংবৎসরাদর্বাক্ সপিণ্ডীকরণং কৃতম্।
প্রতিমাসং তথা তস্য প্রতিসংবৎসরং তথা ॥৩২
তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজঃ।
নিত্যত্বাৎ কুলধর্ম্মাণাং পুংসাং চৈবায়ুষঃ ক্ষয়াৎ ॥৩৩
অস্থিরত্বাচ্ছরীরস্য দ্বাদশাহঃ প্রশস্যতে।
মাতুঃ সপিণ্ডীকরণং কথং কার্য্যং ভবেৎ সুতৈঃ ॥৩৪
পিতামহ্যা সহৈতস্যাঃ সপিণ্ডীকরণং স্মৃতম্।
পতিনৈকেন কর্ত্তব্যং সপিণ্ডীকরণং স্ত্রিয়ঃ ॥
সা মৃতাপি হি পত্যৈক্যং মাংস-মজ্জাস্থিভিঃ সহ ।৩৫
মাতুঃ প্রথমতঃ পিণ্ডং নির্বপেৎ পুত্রিকাসুতঃ ॥৩৬
দ্বিতীয়ং তু পিতুস্তস্যাস্তৃতীয়ং তু পিতুঃ পিতুঃ।
অথ চেন্মন্ত্রবিদ্‌যুক্তঃ শারীরৈঃ পঙ্‌ক্তিদূষকৈঃ ॥৩৭

অমাবস্যাতে অথবা প্রেতপক্ষে অর্থাৎ মহালয়পক্ষে (ভাদ্রীয় কৃষ্ণপক্ষে) যাহার মৃত্যু হইবে, সপিণ্ডীকরণের পর তাহার মৃত্যুতিথিতেও পার্বণবিধিক শ্রাদ্ধই করিবে। যে ব্যক্তি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে, সে মৃত্যুর পর প্রেত হইবে না; সুতরাং তাহার মৃত্যুর পর একাদশ দিনে পার্বণবিধিক শ্রাদ্ধই হইবে।৩০-৩১

যাহার মৃত্যুর পর একবৎসর পূর্ণ হইবার পূর্বেই অপকর্ষ-সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ করা হইয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যে দ্বিজগণ প্রথম বৎসরে প্রতিমাসে এবং পরে প্রতি-সংবৎসরে সোদকুম্ভ অন্ন প্রদান করিবে। বস্তুতঃ পক্ষে কুলপ্রাপ্ত ধর্মকর্মের নিত্যতাবশতঃ এবং আয়ুর কখন ক্ষয় হইবে—তাহার নিশ্চয়তা না থাকায় মৃত্যুর দিন হইতে দ্বাদশদিনে অর্থাৎ আদ্যশ্রাদ্ধের পরদিনেই (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে চতুর্দ্দশ ও বৈশ্যের পক্ষে সপ্তদশ দিনে) সপিণ্ডীকরণ শ্রাদ্ধ প্রশস্ত। মাতার সপিণ্ডীকরণ কিরূপে করিবে,—এই প্রশ্নের উত্তরে কেহ কেহ বলেন—পিতার জীবিতাবস্থায় পিতামহীর পিণ্ডের সহিত মাতার সপিণ্ডীকরণ করণীয়; বস্তুতঃ পতির পিণ্ডের সহিতই স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ বিধেয়, (এজন্য পিতার মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত মাতার সপিণ্ডীকরণ

অদূষ্যং তং যমঃ প্রাহ পঙ্ক্তিপাবন এব স।
অগ্নৌকরণশেষং তু পিতৃপাত্রেষু দাপয়েৎ।
পিতৃপাত্রং পিতৃণাঞ্চ ন দদ্যাদ্ বৈশ্বদেবিকে ॥৩৮
মৃন্ময়েষু চ পাত্রেষু শ্রাদ্ধে ভোজয়তে পিতন্ ॥৩৯
দাতুশ্চ নোপতিষ্টেত ভোক্তা চ নরকং ব্রজেৎ।
হস্তদত্তং তু যৎ স্নেহলবণব্যঞ্জনাদিকম্ ॥৪০
দাতুশ্চ নোপতিষ্ঠেত ভোক্তা ভুঞ্জীত কিল্বিষম্।
গণ্ডূষকরণাৎ পূর্ব্বং হস্তং প্রক্ষালয়েদ্ দ্বিজঃ ॥৪১
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ।
দ্বিস্ত্রিঃ পিবতি গণ্ডূষং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ ॥৪২
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ।
অর্দ্ধং পিবতি গণ্ডূষমর্দ্ধং ত্যজতি ভূমিষু ॥৪৩

প্রীণন্তি পিতরঃ সর্বে যে চান্যে ভূমিদেবতাঃ।
হস্তবাতাহতং ধূপং শ্রাদ্ধে যঃ সম্প্রদাস্যতি ॥৪৪
হতং দৈবঞ্চ পিত্র্যঞ্চ আত্মানং চোপপাতকৈঃ।
পবিত্রগ্রন্থিমুৎসৃজ্য নিক্ষিপেদ্ ভূমিমণ্ডলে ॥৪৫
প্রক্ষিপেদ্ভাজনে বিপ্রো ভ্রূণহত্যাং স বিন্দতি।
পিতা চ ম্রিয়তে যস্য জীবেত চ পিতামহঃ ॥৪৬
দ্বৌ পিণ্ডাবেকনামানাবেকস্মিন্ প্রপিতামহে।
পিতৃণাং ত্রীণি পূর্বাণাং ভোক্তা চ বমতে যদি ॥৪৭
তদ্দিনং চোপবাসশ্চ পুনঃ শ্রাদ্ধং পরেঽহনি।
জানুপাতং বহিঃ পাণিং হুঙ্কারং তর্জ্জনং বলিম্ ॥৪৮
হস্তাবলীঢ়নং কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধঘাতী প্রজায়তে।
পানীয়ং পিবতঃ পাত্রে মুখতো গলিতং যদি ॥৪৯

---

স্থগিত রাখিবে) কারণ, পত্নী মৃতা হইলেও সে পতির মাংস, অস্থি, মজ্জা প্রভৃতির সহিত একীভূতা হইয়া অবস্থান করে।৩২-৩৫

পুত্রিকাপুত্র ('এই কন্যার গর্ভজাত পুত্র আমার হইবে' এইরূপ অঙ্গীকার করাইয়া জামাতাকে কন্যা সম্প্রদান করিলে ঐ কন্যাগর্ভজাত পুত্রকে পুত্রিকাপুত্র বলে) প্রথমতঃ মাতার পিণ্ড প্রদান করিয়া পরে পিতা ও পিতামহেরও পিণ্ডদান করিবে। এইরূপ মন্ত্রতন্ত্র- বিশারদ পুত্রিকাপুত্র যদি পঙ্‌ক্তিদূষক (পতিতাদি) পুরুষের শরীরস্পৃষ্টও হয়, তথাপি সে অপবিত্র হইবে না; কারণ, সে পঙক্তিপাবন ব্রাহ্মণ—ইহা যম বলিয়াছেন। অগ্নৌকরণের (অগ্নিতে আহুতিবিশেষের) শেষ পিতৃপাত্রেই প্রদান করিবে; পিতৃপুরুষগণের পাত্রে বৈশ্বদেবাদির বলি প্রদান করিবে না।৩৬-৩৮

মৃন্ময় পাত্রে পিতৃগণের পিণ্ডাদি প্রদান করিলে পিণ্ডদাতা তো উপকৃত হয়ই না, অধিকন্তু পিণ্ডভোক্তাও নরকে গমন করে। এইরূপ হস্ত দ্বারা স্নেহদ্রব্য (তেল-ঘৃতাদি), লবণ, ব্যঞ্জন প্রভৃতি প্রদান করিলে দাতার কোন ফল হয় না। এবং ভোক্তাও পাপই ভক্ষণ করে গণ্ডূষ করিবার পূর্বে যে দ্বিজ হস্ত প্রক্ষালন করে, সে দৈব ও পৈত্র্য কর্ম্মকে তো নষ্ট করেই, অধিকন্তু নিজেও উপপাতকে লিপ্ত হয়। দৈব বা পিতৃকার্য্যে ভোজনের সময় যে ব্রাহ্মণ দুই তিনবার গণ্ডূষ করে সে ঐ দেব ও পিত্র্য কর্ম্মকে নাশ করিয়া নিজেও উপপাতক সঞ্চয় করে। সুতরাং পিতৃকার্য্যে ভোজনকারী ব্রাহ্মণ অর্দ্ধগণ্ডূষ পান করিয়া অপরার্দ্ধ ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে।৩৯-৪৩

ইহাতে পিতৃপুরুষগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং অন্যান্য ভূদেব ব্রাহ্মণগণও তৃপ্ত হ'ন। ধূপ জ্বালাইয়া হাত দিয়া নিবাইয়া শ্রাদ্ধে প্রদান করিলে ঐ পিত্র্য কর্ম্ম ও দৈব কর্ম্ম পণ্ড হয় এবং দাতাও উপপাতকী হয়। ভোজনের সময় যে ব্রাহ্মণ (শ্রাদ্ধান্ন সংপৃক্ত) পবিত্রগ্রন্থি (কুশগ্রন্থি) উন্মোচিত করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করে, সে ভ্রূণহত্যাপাপে লিপ্ত হয়।৪৪-৪৫

পিতামহ জীবিত থাকিতে যদি পিতার মৃত্যু হয়, তবে একনামেই (পিতার নামে) দুইটি পিণ্ড এবং প্রপিতামহ হইতে তিনপুরুষের তিনটি পিণ্ড প্রদান করিবে; কিন্তু ঐ শ্রাদ্ধে ভোক্তা ব্রাহ্মণ যদি ভোজনের সময় বমন করে, তবে ঐ শ্রাদ্ধ পণ্ড হওয়ায় সেই দিন উপবাস করিয়া পরদিন পুনরায় শ্রাদ্ধ করিবে।৪৬-৪৭

শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠাতা শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সময় যদি পাতিত

হসতে বদতে চৈব নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥৪৯
বর্বরীকুসুমং চৈব কেতকী-করবীরকম্ ।
জাতীদর্শনমাত্রেণ নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥৫০
তুলসীশতপত্রাণি ভৃঙ্গরাজস্তথৈব চ ।
মারুতং মোগরং চৈব পিতৃণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥৫১
কুলিত্থাশ্চণকাঢ়ক্যো মসূরা যাবনালকাঃ ।
নিষ্পাবা রাজমাষাশ্চ ঘ্নন্তি শ্রাদ্ধং পতত্যধঃ ॥৫২
শ্রাদ্ধে বৈ মৃন্ময়ং পাত্রং মৃত্তিকায়াশ্চ লেপনম্ ।
সাজ্যং ধূপং ঘৃতং চৈব নিরাশাঃ পিতরো গতাঃ ॥৫৩
ক্ষারস্য তু যল্লবণমুচ্ছিষ্টস্য তু যদ্ঘৃতম্ ।
মুখেন শ্রমিতং ভুঙ্‌ক্তে দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥৫৪
অঙ্গুল্যা দন্তধাবেন প্রত্যক্ষলবণেন চ ।
পূতিকাভক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ॥৫৫
শ্রাদ্ধং কৃত্বা পরশ্রাদ্ধে যস্তু ভুঞ্জীত লোলুপঃ ।
পতন্তি পিতরস্তস্য লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৫৬
শ্রাদ্ধং কৃত্বা তু যো বিপ্রো নৈব ভুঙ্‌ক্তে কদাচন ।
হব্যং দেবা ন গৃহ্লন্তি কব্যানি পিতরস্তথা ॥৫৭
পুনর্ভোজনমধ্বানং ভারাধ্যয়নমৈথুনম্ ।
দানং প্রতিগ্রহং হোমং শ্রাদ্ধভুগষ্ট বর্জ্জয়েৎ ॥৫৮
শ্রাদ্ধে নিযুক্তো ভুক্ত্বা চ ভোজয়িত্বাভিগম্য চ ।
ব্যবায়ী রেতসো গর্ত্তে মজ্জয়ত্যাত্মনঃ পিতৄন্ ॥৫৯
দেবপূর্বংভবেচ্ছ্রাদ্ধমদৈবং চাপি যদ্ভবেৎ ।
ব্রহ্মচারী ভবেদ্ ভুক্ত্বাঽভুক্ত্বা শ্রাদ্ধঞ্চ নৈত্যিকম্ ॥৬০
পিতৃপাত্রং সমুৎসৃজ্য পিণ্ডাংস্তত্র প্রদাপয়েৎ ॥৬১

জানুদ্বয়ের বহির্দেশে বাহুনিক্ষেপ, হুঙ্কার, তর্জ্জন-গর্জ্জন অথবা শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য হস্ত দ্বারা পীড়ন করে (চটকাইয়া ফেলে), তবে সে ঐ শ্রাদ্ধের পণ্ডতার কারণ হইবে। পানীয় পান করিবার সময় শ্রাদ্ধভোক্তার মুখ হইতে যদি উহা নির্গলিত হয় এবং ঐ সময় সে যদি হাসে বা কথা বলে, তবে তাহাকে দেখিয়া পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন।৪৮-৪৯

বর্বরী, কেতকী, করবীর এবং জাতিপুষ্প শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হইয়াছে দেখিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন।৫০

তুলসী, পদ্মপুষ্প, ভৃঙ্গরাজ (মাকা), মারুত এবং মোগর পিতৃগণকে দিলে অক্ষয়ফল হইয়া থাকে।৫১

কুলিত্থ (বিউলি কলাই), চণকের (ছোলার) আঢ়কী (আড়া), মসূর, যবের নাল (কাঠি), নিষ্পাব (শস্যবিশেষ), রাজমাষ (বরটী) এই সকল বস্তু শ্রাদ্ধে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদান করিলে শ্রাদ্ধ পণ্ড হয় এবং দাতা অধঃপতিত হয়।৫২

শ্রাদ্ধকালে মৃন্ময় পাত্র, (গোময়হীন) মৃত্তিকার দ্বারা লেপন, ঘৃতসহিত মৎস্য এবং মুদ্গসহিত মৎস্য দর্শন করিলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া প্রস্থান করেন।৫৩

ক্ষারবস্তু হইতে উদ্ভূত লবণ, উচ্ছিষ্ট দধি দুগ্ধাদি হইতে উৎপন্ন ঘৃত এবং মুখের দ্বারা শ্রমিত (মুখ হইতে বহির্গত) বস্তু ভোজন করিলে দ্বিজগণ চান্দ্রায়ণ করিবে। অঙ্গুলির দ্বারা দন্তধাবন এবং প্রত্যক্ষলবণ ও পুতিকা অর্থাৎ পুঁইশাক ভক্ষণ গোমাংসভক্ষণতুল্য।৫৪-৫৫

পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিয়া সেইদিন পরশ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃপুরুষগণ পিণ্ডোদক-ক্রিয়ার লোপবশতঃ নরকে পতিত হ'ন।৫৬

পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন যে ভোজন করে না, পিতৃগণ তদ্দত্ত কব্য এবং দেবগণ তদ্দত্ত হব্য গ্রহণ করেন না।৫৭

শ্রাদ্ধান্নভোজী দ্বিতীয়বার (রাত্রিতে) ভোজন, ভারবহন, অধ্যয়ন, মৈথুন, দান, প্রতিগ্রহ ও হোম—এই আটটি কর্ম্ম বর্জন করিবে।৫৮

শ্রাদ্ধে নিযুক্ত হইয়া, শ্রাদ্ধান্ন ভোজন করিয়া এবং ভোজন করাইয়া যে ব্যক্তি স্ত্রীতে উপগত হইয়া রেতঃস্খলন করে. সে তাহার পিতৃগণকেই গর্ত্তে পতিত করে। দৈব বা অদৈব যেরূপ শ্রাদ্ধই হউক, শ্রাদ্ধান্নভোজী (সেইদিন) ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে; নিত্যশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন না করিয়া পিতৃপাত্র (জলাদিতে) পরিত্যাগ করত সেইখানে পিণ্ডও নিক্ষেপ করিবে। মৃত পুরুষ বা নারী যদি পুত্রহীন বা পুত্রহীনা হয়, তবে তাহাদের শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্টবিধিকই করিবে, পার্বণবিধিক নহে।৫৯-৬২

অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ স্ত্রিয়ো বা পুরুষাস্তথা।
তেষাং শ্রাদ্ধস্তু কর্ত্তব্যমেকোদ্দিষ্টং ন পার্বণম্ ॥৬২
সূতকান্তরিতং শ্রাদ্ধং প্রমাদাদ্ গলিতং তথা।
তদ্দিনাদ্ দ্বাদশাহে বা কুর্য্যাৎ তন্মাসপর্বণি ॥৬৩
প্রত্যব্দং পার্বণেনৈব বিধিনা ক্ষেত্রজৌরসৌ।
কুর্য্যাতামিতরে কুর্য্যুরেকেদ্দিষ্টং সুতা দশ ॥৬৪
দ্বৌ দৈবে প্রাক্ত্রয়ঃ পিত্র্যে উদগেকৈকমেব বা।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকম্ ॥৬৫
বহূনামপি বন্ধুনামেকশ্চেৎ পুত্রবান্ ভবেৎ।
সর্বে তে তেন পুত্রেণ পুত্রিণো মনুরব্রবীৎ ॥৬৬
বহূনামেকভার্য্যাণামেকা চেৎ পুত্রিণো ভবেৎ।
সর্বাস্তাস্তেন পুত্রেণ পুত্রবত্য ইতি স্থিতিঃ ॥৬৭
অষ্টকাসু চ বৃদ্ধৌ চ প্রেতপক্ষে ক্ষয়েঽহনি।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং পৃথক্ কুর্য্যাদন্যত্র পতিনা সহ ॥৬৮

আন্বষ্টকঞ্চ পূর্বেদ্যুর্মাসি মাস্যথ পার্বণম্।
কাম্যমাভ্যুদয়মাষ্টম্যামেকোদ্দিষ্টমথাষ্টমম্ ॥৬৯
চতুর্থাদ্যেষু সাগ্নীনামগ্নৌ হোমো বিধীয়তে।
পিত্র্যিয়দ্বিজপাণৌ চ উত্তরেষু চতুর্ষ্বপি ॥৭০
যচ্চ পাণিতলে দত্তং যচ্চান্যদুপকল্পিতম্।
একীভাবেন ভোক্তব্যং পৃথগ্‌ভাবো ন বিদ্যতে ॥৭১
প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেকাং বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শাস্ত্রেণৈব হতা যে তু তেষাং তত্র প্রদীয়তে ॥৭২
মাসিকেঽব্দে তু সম্প্রাপ্তে অন্তরামৃতসূতকে।
বদন্তি শুদ্ধৌ তৎকার্য্যং দর্শো বাপি মনীষিণঃ ॥৭৩
শ্রাদ্ধেঽহনি সমুৎপন্নে মৃতস্যাবিদিতে দিনে।
একাদশ্যাং তু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণপক্ষে বিশেষতঃ ॥৭৪
সমত্বমাগতস্যাপি পিতুঃ শস্ত্রহতস্য চ।
একোদ্দিষ্টং সুতৈঃ কার্য্যং চতুর্দ্দশ্যাং মহালয়ে ॥৭৫

---

যদি অশৌচ বা প্রমাদবশতঃ শ্রাদ্ধ পতিত হয়, তবে শ্রাদ্ধতিথি হইতে দ্বাদশ দিবসে অথবা উহার পরবর্ত্তী পর্বতিথিতে (অমাবস্যায়) ঐ শ্রাদ্ধ করিবে।৬২

(সাগ্নিক) ক্ষেত্রজ ও ঔরসপুত্র পিতৃগণের সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ পার্বণবিধি অনুসারেই করিবে, কিন্তু অন্য দশবিধ পুত্র একোদ্দিষ্টবিধি অনুসারেই করিবে। দেবপক্ষে পূর্বমুখী দুই জন, পিতৃপক্ষে উত্তরমুখী তিন-জন ও মাতামহ-পক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে অথবা প্রত্যেক পক্ষে একজন করিয়া ব্রাহ্মণ কিংবা বৈশ্বদেব-যজ্ঞের মত তিনপক্ষেই একজন ব্রাহ্মণই স্থাপন করিবে।৬৪-৬৫

বহু সহোদর ভাইদের মধ্যে এক একজনও যদি পুত্রবান্ হয়, তবে সেই পুত্র দ্বারা সকল সহোদর ভাই পুত্রবান্ হয়—একথা মনু বলেন।৬৬

একজন পুরুষের বহু ভার্য্যার মধ্যে এক পত্নী যদি পুত্রবতী হয়, তবে তাহার দ্বারা সকলকেই পুত্রবতী বলা যাইবে। ৬৭

(কাম্য) অষ্টকাতে, বৃদ্ধিরকাল উপস্থিত হইলে ও প্রেতপক্ষে মাতার মৃততিথিতে (সামবেদীয়গণ) পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে, অন্যকালে পিতার সহিতই মাতার শ্রাদ্ধ করিবে।৬৮

মাংসাষ্টকা শাকাষ্টকা ও পূপাষ্টকা এই ত্রিবিধ অষ্টকাশ্রাদ্ধ, অপকর্ষশ্রাদ্ধ, মাসিক পার্ব্বণ, কাম্য শ্রাদ্ধ, আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, অষ্টমীতে বিহিত একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ—এই আট প্রকার শ্রাদ্ধের মধ্যে প্রথম চারিটি শ্রাদ্ধে অগ্নিতে অগ্নৌ করণহোম করিবে এবং পরবর্ত্তী চারিটি শ্রাদ্ধে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণের হস্তে করিবে। শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের হস্তে যাহা দেওয়া হইবে এবং যাহা তাহার উদ্দেশ্যেও দেওয়া হইবে—উভয়ই একত্র ভোজন করিবে, পৃথগভাবে নহে।৬৯-৭১

শস্ত্রাঘাতে যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের শ্রাদ্ধ চতুর্দ্দশী ভিন্ন তিথিতেই করণীয়।৭২

মাসিক ও আব্দিক শ্রাদ্ধ অশৌচবশতঃ পতিত হইলে অশৌচান্তে পরবর্তী দর্শে (অমাবস্যায়) অনুষ্ঠেয়—ইহা মনীষীগণের মত।৭৩

শ্রাদ্ধ কাল উপস্থিত হইলে, মৃত তিথি জানা না থাকিলে তন্মাসীয় কৃষ্ণৈকাদশী তিথিতেই শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য। ৭৪

মহালয়ে গয়াশ্রাদ্ধে মাতাপিত্রোঃ ক্ষয়েঽহনি।
কৃতোদ্বাহোঽপি কুর্বীত পিণ্ডদানং যথাবিধি ॥৭৬
একোদ্দিষ্টং দৈবহীনমেকার্ঘ্যৈকপবিত্রকম্।
আবাহনাগ্নৌকরণরহিতং ত্বপসব্যবৎ ॥৭৭
সঙ্কল্পং তু যদা কুর্য্যান্ন কুর্য্যাৎ পাত্রপূরণম্।
নাবাহনাগ্নৌকরণং পিণ্ডাংশ্চৈব ন দাপয়েৎ ॥৭৮
বিবাহ-ব্রত-বন্ধোর্ধ্বং বর্ষমব্দার্দ্ধমেব বা।
পিণ্ডান্ সপিণ্ডান্ নো দদ্যুর্ন কুর্য্যুস্তিলতর্পণম্ ॥৭৯
নিত্যশ্রাদ্ধমদৈবং স্যাদর্ঘ্যপিণ্ডবিবর্জ্জিতম্।
আমশ্রাদ্ধং তু নৈব স্যাচ্ছূদ্রঃ কুর্য্যাৎ সদৈব হি ॥৮০
অপত্নীকঃ প্রবাসী চ যস্য ভার্য্যা রজস্বলা।
আমশ্রাদ্ধো দ্বিজঃ কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ কুর্য্যাৎ সদৈব হি ॥৮১
যা সংখ্যা পক্কপাকস্য শুষ্কং তদ্দ্বিগুণং ভবেৎ।
চতুর্গুণং হিরণ্যং তু শ্রাদ্ধকর্ম্মণি সংস্থিতম্ ॥৮২
মাতুঃ শ্রাদ্ধং তু পূর্বং স্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্।
ততো মাতামহানাঞ্চ বৃদ্ধৌ শ্রাদ্ধত্রয়ং স্মৃতম্ ॥৮৩
দশকৃত্বা পিবেদাপো গায়ত্র্যা শ্রাদ্ধভুগ্ দ্বিজঃ।
ততঃ সন্ধ্যামুপাসীত হোমং চৈব যথাবিধি ॥৮৪
চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পারাকো মাসিকে মতঃ।
পক্ষত্রয়েঽতিকৃচ্ছ্রং স্যাৎ ষণ্মাসে কৃচ্ছ্র এব তু ॥৮৫
আব্দিকে পাদকৃচ্ছ্রং স্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে।
অত ঊর্দ্ধং ন দোষঃ স্যাচ্ছঙ্খস্য বচনং যথা ॥৮৬
শস্ত্রবিপ্রহতানাঞ্চ শৃঙ্গি-দংষ্ট্রি-সরীসৃপৈঃ।
আত্মনস্ত্যাগিনাং চৈব নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া ॥৮৭
গো-বিপ্র-নৃপহন্তৄণামঙ্কং চাত্মঘাতিনাম্।
পাষণ্ডমাশ্রিতানাঞ্চ নিবর্ত্তেতোদকক্রিয়া ॥৮৮
অগ্নিদাতা তথা চান্যে যে চান্যে পাশছেদকাঃ।
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুধ্যন্তি মনুরাহ প্রজাপতিঃ ॥৮৯

শস্ত্রাঘাতে মৃত পিতা যদি প্রেতত্ব হইতে দেবত্বও প্রাপ্ত হন, তথাপি মহালয়পক্ষে চতুর্দ্দশী তিথিতে তাঁহার একোদ্দিষ্ট বিধিক শ্রাদ্ধই কর্ত্তব্য।৭৫

বিবাহিত পুত্রও মহালয়পক্ষে, গয়াশ্রাদ্ধে এবং মাতাপিতার মৃততিথিতে একোদ্দিষ্টবিধি অনুসারেই পিণ্ডদান করিবে।৭৬

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ নাই, উহাতে একটি মাত্র পবিত্র হইবে এবং উহাতে অপসব্যবৎ আবাহনাগ্নিতে অগ্নৌকরণ করিবে না।৭৭

যখন একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের সঙ্কল্প করিবে তখন পাত্র পূরণ করিবে না, এবং আবাহনাগ্নিতে অগ্নৌকরণ-হোম ও পিণ্ডদান করিবে না।৭৮

বিবাহ, ব্রত ( উপনয়ন ) এবং বন্ধ অর্থাৎ মৌঞ্জীবন্ধন ব্যতিরেকে আব্দিক ও ষাণ্মাসিক শ্রাদ্ধে সপিণ্ডগণের পিণ্ডদান ও তিলতর্পণ করিবে না।৭৯

নিত্যশ্রাদ্ধে দেবপক্ষ অর্ঘ্যদান এবং পিণ্ডদান নাই আমান্নের দ্বারা নিত্য শ্রাদ্ধ করিবে না; কিন্তু শূদ্র সর্বদাই আমান্নের দ্বারাই শ্রাদ্ধ করিবে।৮০

অপত্নীক যে দ্বিজ প্রবাসে অবস্থান করেন এবং পত্নী যদি রজস্বলা হয়, তবে উক্তাবস্থায় সেও আমশ্রাদ্ধ করিবে; শূদ্র সর্বদাই আমশ্রাদ্ধ করিবে।৮১

শ্রাদ্ধকর্ম্মে পক্কান্নের দ্বিগুণ শুষ্কান্ন এবং চতুর্গুণ স্বুবর্ণ দক্ষিণারূপে দেয়।৮২

বৃদ্ধি শ্রাদ্ধে প্রথমে মাতার পরে পিতৃগণের এবং তৎপর মাতামহাদির পিণ্ডদান করিবে; এজন্য উহা ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ বলিয়া অভিহিত হয়।৮৩

শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণ দশবার গায়ত্রী পাঠপূর্বক জল পান করিয়া পরে যথাবিধি সন্ধ্যা হোম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে। নবশ্রাদ্ধে ভোজনে চান্দ্রায়ণ, মাসিকশ্রাদ্ধে ভোজনে পরাক, ত্রিপাক্ষিক শ্রাদ্ধে ভোজনে অতি-কৃচ্ছ্রব্রত এবং ষাণ্মাসিকে ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে। প্রথম বাৎসরিক শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে কৃচ্ছ্রব্রতের চতুর্থ ভাগ দ্বিতীয় সাংবৎসরিকে একদিন মাত্র কৃচ্ছ্রব্রত করিবে; ইহার পরবর্ত্তী শ্রাদ্ধ ভোজনে আর কোন দোষ হইবে না, ইহা শঙ্খ মুনির মত। শস্ত্র, বিপ্র, শৃঙ্গী, দংষ্ট্রী এবং সরীসৃপের ( সর্পের ) দ্বারা হত এবং আত্মহত্যাকারী ব্যক্তিগণের উদকক্রিয়া অর্থাৎ তর্পণাদি নিবৃত্ত হইবে।৮৪-৮৭

গো-ভূ-হিরণ্যহরণে স্ত্রীণাং ক্ষেত্র-গৃহেষু চ।
যমুদ্দিশ্য ত্যজেৎ প্রাণাংস্তমাহ ব্রহ্মঘাতকম্ ॥৯০
গোভির্হতং ততো বদ্ধং ব্রাহ্মণেন তু ঘাতিতম্।
তং স্পৃশন্তি চ যে বিপ্রা বোঢ়ারোঽগ্নিপ্রদায়কাঃ ॥৯১
উদ্যতা সহ যাবন্ত এককার্য্যেষ্ববস্থিতাঃ।
যদ্যেকো ঘাতয়েত্তত্র সর্বে তে ঘাতকাঃ স্মৃতাঃ ॥৯২
বহূনাং শস্ত্রঘাতানামেকশ্চেন্মর্ম্মভেদনম্।
সর্বে তে শুদ্ধিমিচ্ছন্তি স একো ব্রহ্মঘাতকঃ ॥৯৩
মহাপাতকিসংস্পর্শে স্নানমেব বিধীয়তে।
সংস্পৃষ্টস্তু তথা ভুঙ্‌ক্তে কৃচ্ছ্রসান্তপনং চরেৎ ॥৯৪
যস্য চাণ্ডালিসংযোগো ভবেৎ কিঞ্চিদকামতঃ।
তত্র সান্তপনং কৃত্বা প্রাজাপত্যদ্বয়ং চরেৎ ॥৯৫
কামতস্তু যদা কশ্চিচ্চণ্ডালীগমনং কৃতম্।
চান্দ্রায়ণেন শুদ্ধিঃ স্যাত্তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ং চরেৎ ॥৯৬
চণ্ডালোদকসংস্পর্শে স্নাত্বা বিপ্রো বিশুধ্যতি।
তেনৈবোচ্ছিষ্টসংস্পর্শে ত্রিরাত্রেণৈব শুধ্যতি ॥৯৭
অজ্ঞানতঃ স্নানমাত্রমন্যেভ্যোঽপি বিশেষতঃ।
অত ঊর্দ্ধং ন দোষঃ স্যান্মদিরাস্পর্শনে তথা ॥৯৮
অস্থিভেদং গবাং কৃত্বা লাঙ্গুল-শফচ্ছেদনম্।
পাতনং চৈব শৃঙ্গাণাং মাসার্দ্ধং যাবকং পিবেৎ ॥৯৯
যবসস্তাবদূড়ব্যো যাবদ্ রোহতি তদ্‌ব্রণঃ।
তদ্বর্ণাং দক্ষিণাং দদ্যাত্ততঃ পাপাৎ প্রমুচ্যতে ॥১০০
হলে বা শকটে চৈব দুর্বলং যো নিযোজয়েৎ।
প্রত্যবায়ে সমুৎপন্নে ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্ ॥১০১
প্রযত্নাদ্ বাপী-কূপেষু বৃক্ষচ্ছেদনিপাতনে।
গবাশনং কৃন্তয়িত্বা ততঃ প্রাপ্নোতি গোবধম্ ॥১০২
অতিবাহাতিদোহাভ্যাং নাসিকাভেদনেন তু।
নদী-পর্বতসংরোধে পাদোনং ব্রতমাচরেৎ ॥১০৩

যাহারা গৃহে অগ্নি প্রদান করে এবং যাহারা পাশচ্ছেদক, তাহারা তপ্তকৃচ্ছ্র আচরণ করিলে ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে,—ইহা প্রজাপতি মনু বলিয়াছেন।৮৯

গো, ভূমি, হিরণ্য, স্ত্রী, ক্ষেত্র ও গৃহ হরণ করিবার সময় উহাদিগকে রক্ষা করিতে গিয়া যে কেহই হত হউক না কেন, ঐ হত্যাকারী ব্রহ্ম হত্যার পাপে লিপ্ত হইবে। যে ব্রাহ্মণ গরুগণ কর্তৃক আহত কোন গরুকে বন্ধনপূর্বক বধ করিয়াছে, সেই ব্রাহ্মণ মরিলে তাহাকে যাহারা স্পর্শ করিবে, বহন করিবে ও দাহ করিবে এবং বহুলোক একত্রিত হইয়া তাহার দাহাদি কার্য্য করায়, যদিও মৃতব্যক্তি একাই হত্যাকারী তথাপি উহারা সকলেই ঘাতক হইবে।৯০-৯২

বহুলোক একত্রিত হইয়া ব্রাহ্মণকে শস্ত্রাঘাত করিলে উহাদের যে ব্যক্তি মর্ম্মে আঘাত করিবে, সেই ব্রহ্ম ঘাতক বলিয়া গণ্য হইবে আর অন্য ব্যক্তিগণ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিবে। মহাপাতকীর স্পর্শ মাত্রে স্নানের দ্বারা, উহার সংসর্গ করিলে ও উহার সহিত ভোজন করিলে কৃচ্ছ্র সান্তাপন ব্রতের দ্বারা শুদ্ধ হইবে। অজ্ঞানত চাণ্ডালীগমনে একটি সান্তপন ও দুই প্রজাপত্যের অনুষ্ঠান করিলে শুদ্ধ হইবে।৯৩-৯৫

কামতঃ যদি কেহ (ব্রাহ্মণ) চাণ্ডালী গমন করে, তবে চান্দ্রায়ণ ও তপ্তকৃচ্ছ্রদ্বয়ের অনুষ্ঠানে শুদ্ধ হইবে। ব্রাহ্মণ চাণ্ডালের জলস্পর্শে স্নানের দ্বারা এবং উহার উচ্ছিষ্ট সংস্পর্শে ত্রিরাত্রিতে শুদ্ধ হইবে।৯৬-৯৭

অজ্ঞানত অন্য অশুচি বস্তুর সংস্পর্শে স্নান মাত্রেই শুদ্ধ হইবে, এইরূপ অজ্ঞানত মদিরা (মদ্য) স্পর্শেও স্নানই বিধেয়। গরুর অস্থি ভাঙ্গিয়া ফেলিলে এবং লাঙ্গুল ও খুর চ্ছেদন করিলে এক মাস যাবৎ যাবক (যবের মণ্ড) পান করিবে এবং যতদিন পর্য্যন্ত উহার ক্ষতস্থান পূর্ণ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত উহার জন্য স্বয়ং ঘাস (যবস) কাটিয়া আনিবে, অবশেষে ঐ গরুর বর্ণের তুল্য বর্ণের স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু দ্রব্য দক্ষিণারূপে প্রদান করতঃ পাপ হইতে মুক্ত হইবে।৯৮-১০০

হল (লাঙ্গল) বা শকটে (গাড়ী) দুর্বল গরুকে নিযুক্ত করিলে গরু যদি মরিয়া যায়, তবে নিয়োগকর্ত্তা গোবধের পাপে লিপ্ত হইবে।১০১

যদি বুদ্ধি পূর্বক বৃক্ষাদি চ্ছেদন করিয়া কূপ বা

একা চেদ্ বহুভিঃ কৈশ্চিদ্দৈবাদ্ ব্যাপাদিতা যদি।
পাদং পাদঞ্চ হত্যায়াশ্চরেয়ুস্তে পৃথক্ পৃথক্ ॥১০৪
একপাদং চরেদ্ রোধে দ্বৌ পাদৌ বন্ধনে চরেৎ।
যোজনে চ ত্রয়ঃ পাদাশ্চরেৎ সর্বং নিপাতনে ॥১০৫
রোম্নাং তু প্রথমে পাদে দ্বিতীয়ে শ্মশ্রুবাপনম্।
পাদহীনে শিখাবর্জ্জং সশিখং তু নিপাতনে ॥১০৬
পাদে বস্ত্রদ্বয়ং দদ্যাৎ দ্বিপাদে কাংস্যভাজনম্।
পাদহীনে চ গাং দদ্যান্মিথুনে চ নিপাতনে ॥১০৭
কথঞ্চিদ্ বৃষভং হত্বা হোমধেনুং তথৈব চ।
অন্নং তু দ্বিগুণং কুর্য্যাদ্দক্ষিণা দ্বিগুণা ভবেৎ ॥১০৮
রাজা বা রাজমান্যো বা ব্রাহ্মণো বা বহুশ্রুতঃ।
অকৃত্বা বপনং তেষাং প্রায়শ্চিত্তং কথং ভবেৎ ॥১০৯
কেশানাং রক্ষণার্থায় দ্বিগুণং ব্রতমাচরেৎ।
দ্বিগুণে তু ব্রতে চীর্ণে দ্বিগুণা দক্ষিণা ভবেৎ ॥১১০
দ্বৌ মাসৌ পালয়েদ্ বৎসং দ্বৌ মাসৌ দ্বৌ স্তনৌ দুহেৎ।
দ্বৌ মাসৌ চৈকবেলায়াং শেষং কালং যথেচ্ছয়া ॥১১১
ঔষধং পথ্যমাহারো দদ্যাদ্ গো-ব্রাহ্মণেষু চ।
বৈকল্যতো বিপত্তৌ চ প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১১২
নিশিবন্ধবিরুদ্ধেষু ব্যাঘ্রসর্পহতেষু চ।
অগ্নি-বিদ্যুন্নিপাতেষু প্রায়শ্চিত্তং ন বিদ্যতে ॥১১৩
স্নেহাদ্ বা যদি বা লোভাদ্ভয়াদজ্ঞানতোঽপি বা।
বদন্ত্যনুগ্রহং যে বৈ তৎপাপং তেষু গচ্ছতি ॥১১৪
বলস্ত্বেন দশাহে তু প্রেতত্বং যদি গচ্ছতি।

---

পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলা হয়, অথবা গরুর ভক্ষ্য তৃণাদি যদি গোচরণ ভূমি হইতে কাটিয়া লওয়া হয়, তবে গোবধের পাপ হইবে।১০২

যদি গরুর দ্বারা অত্যধিক শকটাদি বহন করাইবার জন্য এবং নদী পর্বতাদি দুর্গমস্থান অতিক্রমণের জন্য উহার নাসিকায় ছিদ্র করা হয়, তবে পাদন্যূন (চারভাগের তিনভাগ) ব্রত (চান্দ্রায়ণ) অনুষ্ঠান করিবে।১০৩

বহু ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক একপ্রযত্নে যদি একটি গরুর মৃত্যু সংঘটিত হয়, তবে প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্রূপে পাদ পাদ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।১০৪

গরুকে অবরোধ করিলে একপাদ, বন্ধন করিলে দুই পাদ, শকটে যোজনা করিলে তিন পাদ এবং গোবধ করিলে পূর্ণ ব্রত (চান্দ্রায়ণ) করিবে।১০৫

পাদব্রতের আচরণে শরীরের রোমচ্ছেদন, দুই পাদ ব্রতে শ্মশ্রুবপন (দাড়ি কামান) এবং তিনপাদ ব্রতে শিখা-ব্যতিরেকে সকল রোমের বপন এবং পূর্ণব্রতে সশিখ মুণ্ডন করিবে।১০৬

পাদব্রতে দক্ষিণারূপে বস্ত্রদ্বয়, দুইপাদে কাংস্যপাত্র, তিনপাদে একটি গাভী এবং পূর্ণব্রতে গো-মিথুন (সবৎসা গাভী) দান করিবে।১০৭

কোনও প্রকারে যদি বৃষ বা হোমধেনুর বধ করা হয়, তবে উহার প্রায়শ্চিত্তে দ্বিগুণ অন্ন ও দ্বিগুণ দক্ষিণা দান করিবে।১০৮

রাজা, রাজমান্য পুরুষ অথবা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ ইহাদের যদি প্রায়শ্চিত্তকালে কেশবপন করা সম্ভব না হয়, তবে তাঁহারা দ্বিগুণ ব্রত অনুষ্ঠান করিয়া দ্বিগুণ দক্ষিণা প্রদান করিবেন।১০৯-১০

গাভী প্রসব করিলে দুইমাস পর্য্যন্ত উহাকে দোহন না করিয়া বৎস পালন করিবে, পরে (দুইমাস যাবৎ বৎস পান করিবার পর) উহার স্তনদ্বয় দোহন করিবে, তৎপর দুইমাস পর্য্যন্ত একবেলা দোহন করিবে, উহার পর যথেচ্ছভাবে দুইবেলাও দোহন করিতে পারিবে।১১১

গো ও ব্রাহ্মণকে ঔষধ ও পথ্য (সম্ভব হইলে বিনা মূল্যে) প্রদান করিবে; যদি তাহাতে উহার হঠাৎ মৃত্যুও হয়; তবে কোন পাপ হইবে না।১১২

রাত্রিকালে বন্ধনপ্রযুক্ত এবং দিনের বেলা চারণের সময় মুক্ত অবস্থায় যদি ব্যাঘ্র বা সর্পাদির দংশনে গোবধ হয়, তবে তাহাতে পাপ হইবে না। এইরূপে পূর্বাবস্থায় অগ্নিদাহে বা বজ্রপাতে গোবধ হইলেও কোন দোষ হইবে না।১১৩

(গোবধের) প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিবার সময় যদি কেহ স্নেহ, অর্থলোভ, ভয় বা অজ্ঞানবশতঃ অনুগ্রহ

সদ্য এব তু শুদ্ধিঃ স্যান্ন শৌচং নৈব সূতকম্ ॥১১৫
আদন্তজন্মনঃ সদ্য আচূড়ান্নৈশিকী স্মৃতা।
আব্রতাত্তু ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥১১৬
আচূড়াকরণাৎ সদ্যঃ প্রদানান্নৈশিকী স্মৃতা।
আবিবাহাৎ ত্রিরাত্রং স্যাদ্দশরাত্রমতঃ পরম্ ॥১১৭
অহস্ত্বদত্তকন্যাসু বালেষু চ বিশোধনম্।
গুর্বন্তেবাস্যনূচান-মাতুল-শ্রোত্রিয়েষু চ ॥১১৮
চতুর্থে দশরাত্রং স্যাৎ ষণ্ণিশাঃ পুংসি পঞ্চমে।
ষষ্ঠে চতুরহঃ প্রোক্তং সপ্তমে তু দিনত্রয়ম্ ॥১১৯
একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোহগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদজ্ঞস্তদ্ধীনো দশভির্দিনৈঃ ॥১২০

মন্ত্রকর্ম্মপরিভ্রংশাৎ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিনাম্।
নামধারকবিপ্রাণাং ভস্মান্তং সূতকং ভবেৎ ॥১২১
সম্পর্কাজ্জায়তে দোষো নাহন্যোদোষোহস্তি ব্রাহ্মণে।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন সম্পর্কং নৈব কারয়েৎ ১২২
আদাবারভ্য আশৌচং সংযোগো যস্য নাগ্নিষু।
আদাবন্তে চ বিজ্ঞেয়ং যস্য বৈতানি কো বিধিঃ ॥১২৩
শবসূতকমুৎপন্নং পশ্চাজ্জাতং ন সূতকম্।
শাবেন শুধ্যতি সূতিঃ সূত্যা শাবং ন শুধ্যতি ॥১২৪
জাতং জাতেন শুদ্ধং স্যান্মৃতকং মৃতকেন তু।
ন জাতে মৃতশুদ্ধিঃ স্যান্ন মৃতে জাতকং তথা ১২৫
মাতুরগ্রে প্রমীতিঃ স্যাদশুদ্ধৌ ম্রিয়তে পিতা।
পিতুঃ শেষেণ শুদ্ধিঃ স্যান্মাতুঃ কুর্য্যাত্তু পক্ষিণীম্ ॥১২৬

( লঘু প্রায়শ্চিত্ত বিধান ) করেন, তবে ঐ পাপ তাহাকেই আক্রমণ করিবে অর্থাৎ তাহাতে সংক্রামিত হইবে।১১৪

বলস্থপ্রযুক্ত অর্থাৎ রোগে ফুলিয়া যাওয়ায় জন্মের দশম দিনে যদি শিশুর মৃত্যু হয়, তবে কোন জননাশৌচ ও মৃতাশৌচ কিছুই হইবে না।১১৫

জন্মের পর দন্তোদ্‌গমের পূর্ব পর্য্যন্ত শিশুর মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ, চূড়াকরণের পূর্ব পর্য্যন্ত একরাত্রি, উপনয়নের পূর্ব পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং উহার পর মৃত্যুতে ( ব্রাহ্মণের ) দশরাত্র অশৌচ হইবে।১১৬

চূড়াকরণের পূর্বে কন্যার মৃত্যুতে সদ্যঃশৌচ হইবে এবং সম্প্রদানের পূর্বে ( অরক্ষণীয়া হইবার পূর্বে ) কন্যার মৃত্যুতে একরাত্রি এবং ( দ্বাদশবৎসরের পর ) বিবাহের পূর্ব পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র এবং বিবাহের পরে কন্যার মৃত্যু হইলে ভর্তৃকুলে ( ব্রাহ্মণের ) দশরাত্র অশৌচ হইবে।১১৭

অদত্তা কন্যা ও বালকের মৃত্যুতে একদিনে শুদ্ধি হইবে; এবং গুরু, অন্তেবাসী, ( ব্রহ্মচারী শিষ্য ) অনূচান ( বেদাধ্যায়ী ), মাতুল ও শ্রোত্রিয় ( বেদপারদর্শী ) ব্রাহ্মণগণের মৃত্যুতে এইরূপ একদিনে শুদ্ধি হইবে। ঊর্দ্ধতন চতুর্থপুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতির মৃত্যুতে দশরাত্রি, পঞ্চমপুরুষে ষড়্‌রাত্র, ষষ্ঠপুরুষে চারদিন এবং সপ্তমপুরুষে তিনদিন অশৌচ হইবে।১১৮-১৯

ব্রাহ্মণ যদি সাগ্নিক ও বেদজ্ঞ হয়, তবে ( নিকটতম জ্ঞাতির মৃত্যুতেও ) একদিনে, কেবল বেদজ্ঞ হইলে তিনদিনে, অগ্নি ও বেদ উভয়শূন্য হইলে দশ দিনে শুদ্ধ হইবে। বৈদিক মন্ত্র ও কর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্ট সান্ধ্যোপাসনাশূন্য নামমাত্র ব্রাহ্মণগণের ভস্মান্ত ( আমরণ ) অশৌচ থাকিবে অর্থাৎ তাহারা সর্বদাই অশুচি।১২০-২১

( অশুচি ও পাপীর ) সম্পর্ক হইতেই ব্রাহ্মণে দোষ ( অশুচিতা ) উৎপন্ন হয়, নতুবা ব্রাহ্মণ স্বভাবতঃ অশুচি নহে; সুতরাং সর্বপ্রকার প্রযত্নে ব্রাহ্মণ অশুচি ও পাপীর সংসর্গ পরিত্যাগ করিবে।১২২

যাহারা সাগ্নিক নহে, তাহাদের যদি একটি অশৌচের পূর্বার্দ্ধেই অপর অশৌচের উৎপত্তি হয় কিংবা এক অশৌচের অন্তিমার্দ্ধে অপর অশৌচ উৎপন্ন হয়, তবে সেরূপ অবস্থায় অশৌচের কিরূপ হইবে—তাহার ব্যবস্থা বলা হইতেছে।১২৩

শাবাশৌচ ( মৃতাশৌচ ) উৎপন্ন হইবার পর যদি সূতকাশৌচ ( জাতাশৌচ ) হয়, তবে শাবাশৌচের সহিত জাতাশৌচেরও অন্ত হইবে; কিন্তু জাতাশৌচকালের পূর্বার্দ্ধে বা পরার্দ্ধে যে কোন সময়েই মৃতাশৌচ হউক না কেন, জাতাশৌচের সহিত উহার অন্ত হইবে না।১২৪

পূর্বোৎপন্ন জাতাশৌচের দ্বারা পরবর্ত্তী জাতাশৌচের এবং পূর্ববর্ত্তী মৃতাশৌচের দ্বারা পরবর্ত্তী মৃতাশৌচের নাশ

স্রাবে মাতুস্ত্রিরাত্রং স্যাৎ সপিণ্ডাঃ শৌচবর্জ্জিতাঃ।
পাতে মাতুর্দশাহঃ স্যাৎ সপিণ্ডানাং দিনত্রয়ম্ ॥১২৭
আ চতুর্থাদ্ভবেৎ স্রাবঃ পাতঃ পঞ্চম-ষষ্ঠয়োঃ।
অত ঊর্দ্ধং প্রসূতিঃ স্যাৎ সূতকং তু যথোদিতম্ ॥১২৮
শিশোরভ্যুক্ষণং প্রোক্তং বালস্যাচমনং তথা।
রজস্বলায়াঃ সংস্পর্শে স্নানমেব কুমারকে ॥১২৯
আ চূড়াকরণাদ্ বাল আ দন্তাচ্চ শিশুঃ স্মৃতঃ।
কুমারকস্তু বিজ্ঞেয়ো যাবন্মৌঞ্জীনিবন্ধনাৎ ॥১৩০
বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞেষু ত্বন্তরামৃতসূতকে।
পূর্বসঙ্কল্পিতার্থানি ভোজ্যানি মনুরব্রবীৎ ॥১৩১
বিবাহ-চৌলোপনয়নে যস্য মাতা রজস্বলা।
তস্যাঃ শুদ্ধেঃ পরং কার্য্যং মাঙ্গল্যং মনুরব্রবীৎ ॥১৩২
একবিংশত্যহর্যজ্ঞে বিবাহে দশ বাসরাঃ।
পঞ্চাহশ্চোপনয়নে নান্দীশ্রাদ্ধং পুরো ভবেৎ ॥১৩৩
বিবাহ-ব্রত-যজ্ঞেষু অন্তরামৃতসূতকে।
প্রারব্ধে সূতকং ন স্যাদনারব্ধে তু সূতকম্ ॥১৩৪
প্রারম্ভো বরণং যজ্ঞে সঙ্কল্পো ব্রত-সত্রয়োঃ।
বিবাহে মাতৃপূর্বং স্যাচ্ছ্রাদ্ধে পাকপরিক্রিয়া ॥১৩৫
নিমন্ত্রিতা যদা বিপ্রে শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যুপস্থিতে।
বিধিনা চৈব তৎকার্য্যং নাশৌচং নৈব সূতকম্ ॥১৩৬
ভুঞ্জানেষু চ বিপ্রেষু সূতকং জায়তে যদি।
অন্যগেহোদকাচান্তাঃ সর্বে তে শুদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ॥১৩৭
দেশান্তরে মৃতঃ কশ্চিৎ সপিণ্ডঃ শ্রূয়তে যদি।
ন ত্রিরাত্রমহোরাত্রং সদ্যঃ স্নাত্বা বিশুধ্যতি ॥১৩৮

---

হইবে; কিন্তু জাতাশৌচের দ্বারা কখনও মৃতাশৌচের নিবৃত্তি হইবে না এবং পূর্বোৎপন্ন মৃতাশৌচের দ্বারা উহার পরার্দ্ধে পতিত জাতাশৌচের নাশ হইবে না।১২৫

মাতার যদি পূর্বে মৃত্যু হয় এবং উহার পরে অশৌচ-কালের মধ্যেই যদি পিতারও মৃত্যু হয়, তবে পিতার অশৌচের শেষেই শুদ্ধি হইবে। মাতার অশৌচ পক্ষিণী (দুইরাত্রি ও একদিন) ব্যাপিনী হইবে।১২৬

গর্ভস্রাব হইলে মাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। উহাতে সপিণ্ডগণের কোন অশৌচ হইবে না; কিন্তু গর্ভপাত হইলে মাতার দশরাত্র এবং সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।১২৭

চতুর্থ মাস পর্য্যন্ত গর্ভভ্রংশের নাম হইল স্রাব, পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসে গর্ভভ্রংশ হইলে উহাকে গর্ভপাত বলে এবং পঞ্চম ও ষষ্ঠমাসের পর উহাকে প্রসূতিই (প্রসবই) বলা হইবে।১২৮

যদি রজস্বলার সহিত স্পর্শ হয়, তবে শিশুর অভ্যুক্ষণে (পবিত্র জলের ছিটায়) বালকের আচমনে এবং কুমারের স্নানে শুদ্ধি হইবে।১২৯

জন্মের পর হইতে দন্তোদ্গমের পূর্ব পর্য্যন্ত 'শিশু,' দন্তোদ্গম হইতে চূড়াকরণের পূর্ব পর্য্যন্ত 'বালক', চূড়াকরণ হইতে উপনয়ন পর্য্যন্ত 'কুমার' বলিয়া বুঝিতে হইবে। বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞ মধ্যে যদি মৃত ও জাতাশৌচ হয়, তবে পূর্ব সঙ্কল্পিত বিষয়গুলি ভোগ করিতে পারিবে—ইহা মনু বলিয়াছেন।১৩০-৩১

বিবাহ, চূড়াকরণ ও উপনয়নের অব্যবহিত পূর্বে যদি পুত্রের মাতা রজস্বলা হয়। তবে তাহার শুদ্ধির পর মাঙ্গলিক কর্ম্মগুলির অনুষ্ঠান বিধেয়,—ইহা মনুর অভিমত। ঐরূপ অবস্থায় রজোদর্শনের দিন হইতে একবিংশতি দিনের পর যজ্ঞের, দশদিনের পর বিবাহের, পাঁচদিনের পর উপনয়নের, এবং পঞ্চমদিনের পর নান্দীশ্রাদ্ধের (আভ্যুদয়িক) অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।১৩২-৩৩

বিবাহ, ব্রত ও যজ্ঞের আরম্ভ হইয়া গেলে কর্ত্তার কোন অশৌচ হইবে না; কিন্তু আরম্ভ না হইয়া থাকিলে অশৌচ হইবে।১৩৪

যজ্ঞে বরণ, ব্রত ও যজ্ঞে সঙ্কল্প, বিবাহে নান্দীশ্রাদ্ধ এবং শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধান্নের পাকক্রিয়াকেই আরম্ভ বলিয়া জানিবে। শ্রাদ্ধকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য যদি ব্রাহ্মণকে বৃত করা হইয়া থাকে, তবে তাহার অশৌচ হইবে না; সে বিধিপূর্বক শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করিতে পারিবে।১৩৫-৩৬

ব্রাহ্মণগণের ভোজনের সময় যদি যজমানের অশৌচ হয়, তবে অন্য গৃহের জলে আচমন করিলে তাঁহারা শুদ্ধ হইবেন।১৩৭

দেশান্তরং তু বিজ্ঞেয়ং ষষ্টিযোজনমায়তম্।
চত্বারিংশদ্ বদন্ত্যন্যে ত্রিংশদন্যে বিপশ্চিতঃ ॥১৩৯
বাচো যত্র বিভিদ্যন্তে গিরির্বা ব্যবধায়কঃ।
মহানদ্যন্তরং যত্র তদ্দেশান্তরমুচ্যতে ॥১৪০
স্বগোত্রো বান্যগোত্রো বা যদি স্ত্রী যদি বা পুমান্।
প্রথমেঽহনি যো দদ্যাৎ স দশাহং সমাপয়েৎ ॥১৪১
নির্দশে গুরুপাতে চ কৃতে চৈবোর্দ্ধদেহিকে।
ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রমাশৌচং দশাহমকৃতক্রিয়ঃ ॥১৪২
আ ত্রিমাসাৎ ত্রিরাত্রং স্যাৎ ষণ্মাসে পক্ষিণী স্মৃতা।
অহঃ সংবৎসরাদর্বাক্ ততঃ স্নানং সমাচরেৎ ॥১৪৩
রাত্রাবেব সমুৎপন্নে মৃতে রজসি সূতকে।
পূর্বমেব দিনং গ্রাহ্যং যাবন্নোদয়তে রবিঃ ॥১৪৪

উদিতে তু যদা সূর্য্যে নারীণাং দৃশ্যতে রজঃ।
জননং বা বিপত্তির্বা যস্যাহস্তস্য শর্বরী ॥১৪৫
উষসঃ প্রাগ্রজঃ স্ত্রীণাং বিজ্ঞেয়ং দিনপূর্বকম্।
অর্দ্ধরাত্রাবধিঃ কালঃ সূতকাদৌ বিধীয়তে ॥১৪৬
রাত্রিং কৃত্বা ত্রিভাগাং তু দ্বৌ ভাগৌ পূর্ব এব তু।
উত্তরং তু পরং জ্ঞেয়ং যুজ্যতে রুধিরঃ স্মৃতঃ ॥১৪৭
রজস্বলা যদি স্নাতা পুনরেব রজস্বলা।
একাদশদিনাদর্বাগশুচিত্বং ন বিদ্যতে ॥১৪৮
রজস্বলায়াং প্রেতায়াং সংস্কারাদীনি নাচরেৎ।
ঊর্দ্ধং ত্রিরাত্রতঃ স্নাতাং শবধর্ম্মেণ দাহয়েৎ ॥১৪৯
যা মৃতা সূতকী নারী যা মৃতা চ রজস্বলা।
পূর্ববস্ত্রং পরিত্যজ্য শবধর্ম্মেণ দাহয়েৎ ॥১৫০

কোনও সপিণ্ড যদি দেশান্তরে প্রাণত্যাগ করে, তবে তাহা শ্রবণ করিলে সপিণ্ডগণের ত্রিরাত্রের স্থলে একরাত্রিই অশৌচ হইবে।১৩৮

কেহ বলেন—ষষ্টি যোজনের (২৪০ ক্রোশের) পরবর্ত্তী ভূমিই দেশান্তর, কেহ বা চল্লিশ যোজনের (১৬০ ক্রোশের) পরবর্ত্তী ভূমিকে, আবার কেহ বা ত্রিশ যোজনের (১২০ ক্রোশের) পরবর্ত্তী ভূমিকেই দেশান্তর বলিয়াছেন।১৩৯

যে দেশে ভিন্ন ভাষা অথবা যে দেশকে কোন পর্বত ব্যবহিত করিয়াছে কিংবা কোন মহানদীর দ্বারা যে দেশ বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকেই দেশান্তর বলিয়া বুঝিবে।১৪০

সগোত্রই হউক অথবা অসগোত্রই হউক মৃতের উদ্দেশ্যে প্রথম দিনে যে ব্যক্তি পিণ্ড দিবে, সেই ব্যক্তিই দশদিন পর্য্যন্ত তাহার পিণ্ড দিবে।১৪১

একটি অশৌচের দশদিন পর শ্রাদ্ধক্রিয়াসমাপ্তির অনন্তর যদি সপিণ্ডের মৃত্যু হয়, তবে শ্রাদ্ধকর্ত্তার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে, শ্রাদ্ধ করা হইয়া থাকিলে দশরাত্রই অশৌচ হইবে।১৪২

তিনমাস পর্য্যন্ত ত্রিরাত্র, চতুর্থমাস হইতে ষষ্ঠমাস পর্য্যন্ত পক্ষিণী (দুই রাত্রি ও একদিন), একবৎসর পর্য্যন্ত একরাত্রি এবং বৎসর অতীত হইবার পর স্নানমাত্রনাশ্য অশৌচ হইবে।১৪৩

রাত্রিতে সূতক, মৃতক বা নারীর রজোদর্শন হইলে পূর্বদিনেই উহারা পতিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। কিন্তু সূর্য্যোদয়ের পর যদি রজোদর্শন, সূতক বা মৃতক (মৃতাশৌচ) হয়, তবে পূর্বরাত্রি বা দিন অশৌচ কালরূপে গণিত না হইয়া সেইদিন ও সেই রাত্রিই অশৌচের আধার-কালরূপে গণ্য হইবে।১৪৪-৪৫

উষাকালে যদি স্ত্রীলোকের রজোদর্শন হয়, তবে পরদিনই রজোদর্শনের কালরূপে গণ্য হইবে। অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত কালই পূর্বদিনের মধ্যে অন্তর্ভূত হইবে। তাহার পরবর্ত্তী কাল নহে।১৪৬

অথবা রজোদর্শনে তিনভাগে বিভক্ত রাত্রির দুই ভাগকে পূর্ব দিনের মধ্যে এবং পরবর্ত্তী এক ভাগকে পরদিনের মধ্যে গ্রহণ করিবে।১৪৭

একবার রজস্বলা হইয়া উহার (চতুর্থ দিনের) পর যদি পুনরায় রজস্বলা হয়, তাহা হইলেও একাদশদিনের পর সেই নারীর আর অশুচিত্ব থাকিবে না। রজস্বলা অবস্থায় মৃত্যু হইলে শবসংস্কারাদি না করিয়া ত্রিরাত্রির পর শবকে স্নান করাইয়া দাহ করিবে।১৪৮-৪৯

যদি অশৌচ অবস্থায় অথবা রজস্বলা অবস্থায় কোন

অন্তরীক্ষে মৃতা যে বাহপ্যগ্নৌ চাপ্সু প্রসাদতঃ।
উদক্যাং সূতিকীং নারীং চরেচ্চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥১৫১
স্নাপয়েৎ পঞ্চগব্যেন মৃত্তিকাভিশ্চ লেপয়েৎ।
বংশপাত্রেণ তৎস্নানং ততঃ শুধ্যতি সূতিকা ॥১৫২
আতুরে স্নানমুৎপন্নে শতকৃত্বা হ্যনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যতি আতুরঃ ॥১৫৩
শুনা পুষ্পবতী স্পৃষ্ট্বা পুষ্পবত্যন্যথা তথা।
শেষাণ্যহান্যুপবসেৎ ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥১৫৪
অন্ত্যজৈঃ স্বীকৃতে তীর্থে তড়াগেষু নদীষু চ।
পিবেৎ পানীয়মজ্ঞানাৎ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥১৫৫
তড়াগ-কূপ-গর্ত্তে তু চণ্ডালাদিবিদূষিতে।
অপাং শতঘটোদ্ধারঃ পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৫৬

দারাগ্নিহোত্রসংযোগং কুরুতে যোঽগ্রজে স্থিতে।
পরিবেত্তা স বিজ্ঞেয়ঃ পরিবিত্তিস্তু পূর্বজঃ ॥১৫৭
পরিবিত্তিঃ পরিবেত্তা যা যা চ পরিবিন্দতি।
সর্বে তে নরকং যান্তি দাতৃযাজকপঞ্চমাঃ ॥১৫৮
পিতৃব্যপুত্রাঃ সাপত্নাঃ পরনারীসুতাশ্চ যে।
দারাগ্নিহোত্রধর্ম্মেণ ন দোষঃ পরিবেদনে ॥১৫৯
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যদাতিষ্ঠেদাধানং নৈব কারয়েৎ।
অনুজ্ঞাতস্তু কুর্বীত শঙ্খস্য বচনং যথা ॥১৬০
আমমাসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ পত্রসম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছভাণ্ডগতা যে বৈ আত্মভাণ্ডগতাঃ শুচিঃ ॥১৬১
পত্রচূর্ণেষু যত্তোয়ং গোরসেষু চ সংস্থিতম্।
ন দূষ্যং তদ্ভবেদ্ বারি ইত্যেবং মনুরব্রবীৎ ॥১৬২

নারীর মৃত্যু হয়, তবে তাহার পরিহিত বস্ত্র পরিত্যাগ করাইয়া তাহাকে দাহ করিবে।১৫০

যাহারা অন্তরীক্ষে, জলে বা অগ্নিতে মারা যায়, (ঐরূপ অপমৃত্যুজন্য পাপ হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য) তাহাদের উদ্দেশ্যে চান্দ্রায়ণত্রয়ের অনুষ্ঠান করিবে।১৫১

রজস্বলা অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে এমন মৃতা রজস্বলা নারীকে দাহের পূর্বে পঞ্চগব্যের দ্বারা স্নান করাইয়া মৃত্তিকালেপন করত বাঁশের পাতায় জল ঢালিয়া স্নান করাইবে।১৫২

অশৌচাদিবশতঃ রোগাদি প্রযুক্ত আতুর ব্যক্তির যদি স্নান করার প্রয়োজন হয়, তবে অন্য কোন (সপিণ্ড) ব্যক্তি শতবার স্নান করিয়া প্রত্যেকবার স্নানান্তে তাহাকে স্পর্শ করিলে ঐ আতুর শুদ্ধ হইবে।১৫৩

যদি কোন রজস্বলা নারী কুক্কুরের দ্বারা কিংবা অন্য কোন রজস্বলার দ্বারা স্পৃষ্টা হয়, তবে অশৌচের অবশিষ্ট কাল উপবাস করত ঘৃতপ্রাশন করিলে শুদ্ধ হইবে।১৫৪

যে তীর্থ (পবিত্র জল), পুষ্করিণী বা নদী অন্ত্যজগণের (চাণ্ডালাদির) দ্বারা অধিকৃত, তাহাদের জলস্পর্শ করিয়া দ্বিজগণ পঞ্চগব্যপানে বিশুদ্ধ হইবে।১৫৫

কূপ, পুষ্করিণী বা গর্ত্তে (ডোবায়) অবস্থিত জল চাণ্ডালাদির দ্বারা দূষিত হইলে উহা হইতে একশত ঘট জল তুলিয়া ফেলিয়া ও পঞ্চগব্য প্রদান করিলে তবে উহা শুদ্ধ হইবে।১৫৬

যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ সহোদর থাকিতে বিবাহ ও অগ্নিগ্রহণ করে, সে 'পরিবেত্তা' এবং জ্যেষ্ঠ সহোদর 'পরিবিত্তি' বলিয়া অভিহিত হইবে।১৫৭

পরিবিত্তি, পরিবেত্তা, উভয়ের পত্নী, কন্যাদাতা এবং যাজক অর্থাৎ পুরোহিত এই পাঁচজনই নরকে গমন করিবে।১৫৮

পিতৃব্যপুত্র, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং পিতার অসবর্ণা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ কনিষ্ঠ হইলেও তাহাদের বিবাহে পরিবেত্তৃত্বাদি দোষ হইবে না।১৫৯

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনুমতি প্রদান করিলে অগ্নির আধান করিতে পারিবে এবং তাহাতে উক্ত দোষ হইবে না। আমমাংস (অপক্ক মাংস), ঘৃত, ক্ষৌদ্র (মধু) এবং পত্র হইতে উৎপন্ন স্নেহদ্রব্য এই সকল চাণ্ডালপাত্রে অবস্থিত থাকিলেও নিজপাত্রে আনয়ন করিলেই শুদ্ধ হইবে।১৬০-৬১

পত্রচূর্ণের (চূর্ণবিশেষ) মধ্যে এবং গোদুগ্ধের মধ্যে অবস্থিত যে জল, তাহা কখনই অশুদ্ধ হইবে না—

সংগ্রামে হট্ট-মার্গে চ যাত্রা-দেবগৃহেষু চ।
মহোৎসাহে মহোৎপাতে স্পৃষ্টাস্পৃষ্টির্ন দুষ্ ১৬৩
দিবা কপিত্থছায়ায়াং রাত্রৌ দধিশমীষু চ।
ধাত্রীফলেষু সপ্তম্যামলক্ষ্মীর্বসতে সদা ॥১৬৪
শূর্পবাতো নখাদ্ বিন্দুঃ কেশ-বস্ত্র-ঘটোদকম্।
মার্জ্জনীরেণুসহিতং হন্তি পুণ্যং পুরাকৃতম্ ॥১৬৫

যত্র যত্র চ সঙ্কীর্ণং পশ্যেদাত্মানমাত্মনা
তত্র তত্র তিলৈর্হোমো গায়ত্র্যা বর্ত্তনং যথা ॥১৬৬
ইদং দাল্‌ভ্যকৃতং শাস্ত্রং শ্রাবয়িষ্যতি যো দ্বিজান্।
সর্বপাপবিশুদ্ধাত্মা পুণ্যলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৬৭

॥ ইতি শ্রীদাল্‌ভ্যপ্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রং সমাপ্তম্ ॥
॥ শুভমস্তু ॥

ইহা মনুর বচন। সংগ্রামে, হট্টে (হাটের মধ্যে), প্রশস্ত পথে, যাত্রায়, দেবগৃহে, মহোৎসাহে এবং মহোৎপাতে স্পর্শাস্পর্শ জন্য শুদ্ধি বা অশুদ্ধির বিচার করিবে না।১৬২-৬৩

দিনের বেলায় কপিত্থবৃক্ষের ছায়ায়, রাত্রিতে দধি ও শমীবৃক্ষে এবং সপ্তমীতিথিতে ধাত্রীফলে (আমলকীতে) অলক্ষ্মী বাস করে।১৬৪

শূর্পবাত (কুলোর হাওয়া), নখস্পৃষ্ট জলবিন্দু, কেশ, বস্ত্র ও ঘটের জল এবং মার্জ্জনীনিক্ষিপ্ত (ঝাঁটার) জল—ইহাদের স্পর্শ বা পানে পূর্বপুণ্য নষ্ট হয়।১৬৫

যখনই নিজের শরীরকে অশুদ্ধি বা পাপের দ্বারা আক্রান্ত মনে হইবে, তখনই গায়ত্রীমন্ত্রে তিলহোম করিলেই বিশুদ্ধ হইবে।১৬৬

মহর্ষি দাল্‌ভ্যকৃত এই শাস্ত্র যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে শ্রবণ করাইবে, সে সকল পাপ হইতে নির্মুক্ত হইয়া পুণ্যলোক প্রাপ্ত হইবে।১৬৭

মহর্ষি দাল্‌ভ্যকথিত ধর্ম্মশাস্ত্র সমাপ্ত।

পণ্ডিত শ্রীমন্মিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত দাল্‌ভ্য-স্মৃতির বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত

# কণ্ব-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্মিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত-

বঙ্গভাষানুবাদসহিতা।

# কণ্ব-স্মৃতিঃ

পণ্ডিত—শ্রীমন্মিবঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতা

কণ্বং নত্বা মহাভাগং মুনয়ো ব্রহ্মবিত্তমাঃ।
যুগভেদপ্রভেদেন সর্বধর্ম্মান্ সনাতনান্ ॥১
পপ্রচ্ছুরখিলজ্ঞপ্ত্যৈ লোকানাং হিতকাম্যয়া।
কণ্ব বেদবিদাং শ্রেষ্ঠ সর্বলোকহিতায় বৈ ॥২
সর্ববৈদিককৃত্যানাং মুখ্যামুখ্যগুণাগুণম্।
প্রবিভজ্য সমাসেন সুস্পষ্টং কথয়স্ব নঃ ॥৩
মুখ্যং কল্পমমুখ্যঞ্চ গৌণং কাম্যমিয়ত্তমঃ।
এবমেতত্তথা নো চেৎ সাধ্যা সাধ্যে চ তৎপরম্ ॥৪
চিত্তং সত্ত্বস্তত্র তত্র সংগ্রহেণানুবিস্তরম্।
সুস্পষ্টং সুলভং তুল্যযোগযোগ্যং তথা বদ ॥৫
ইতি পৃষ্টো ব্রহ্মনিষ্ঠ ইদং প্রোবাচ তান্ প্রতি।
পৃষ্টং ভবদ্ভিঃ পরমং রহস্যং স্বর্গসাধনম্ ॥৬
চিত্তশুদ্ধিকরং ব্রহ্মজ্ঞানকারণমস্য বৈ।
ন শক্যতেঽন্যৈরেতদ্ধি বক্তুং শ্রোতুঞ্চ কৈশ্চিদ্ধু ॥৭
অথাপি বঃ প্রবক্ষ্যামি ধর্মসারং শ্রুতীরিতম্।
মুখ্যামুখ্যে বিভজ্যৈব চিত্তপূর্বং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৮
ক্রিয়া কর্তা কারয়িতা কারণং তৎফলং হরিঃ।
সর্বমীশ্বরমেবেতি বুদ্ধির্যস্য সদা স্থিরা ॥৯
স এব কৃতকৃত্যো হি স তু জ্ঞানস্য ভাজনম্।
তৎকৃতস্য চ কার্য্যস্য বৈগুণ্যং নৈব জায়তে ॥১০
কদাচিদপি কেনাপি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
যৎকিঞ্চিদ্ বা কৃতং তেন পারমেশ্বরতুষ্টয়ে ॥১১
তদক্ষয়মমোঘং স্যাদ্ ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধকম্।
যথাশাস্ত্রকৃতঞ্চ স্যাদশাস্ত্রকৃতমপ্যলম্ ॥১২

বংশীবাদনবাদবাদনপটো! রাধালিসম্মোহন!
গোপীস্বান্তনিতান্তমোহনকরী যা মাধুরী মাধুরিন্!
সা ভূয়ান্মম মোহমোহনকরী মায়াপহারীশ্বরী
কৃষ্ণপ্রেমসুধাসুধারিসুতরী শ্রেয়স্করী শেষতঃ॥

মহর্ষি কণ্বের নিকট বেদবিত্তম মুনিগণ উপস্থিত হইয়া সকল মানুষের হিত-কামনায় সকলের অবগতির জন্য তাঁহাকে যুগভেদে সকল প্রকার সনাতন ধর্ম্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন,—'হে বেদবিদগ্রগণ্য মহর্ষি কণ্ব! আপনি কৃপা করিয়া সর্বলোকের হিতের জন্য মুখ্য ও গৌণ, সগুণ ও নির্গুণরূপে সকল বৈদিক কর্ম্মগুলির বিভাগ করত সংক্ষেপে ও সুস্পষ্টভাবে আমাদের নিকট বর্ণনা করুন। মুখ্য, অমুখ্য ও গৌণকল্পে কর্ম্ম কিরূপ হইবে? কাম্য কর্ম্ম কি? কত প্রকার কর্ম্ম আছে? এইরূপ হইলে কর্ম্ম করিবে; এইরূপ হইলে কর্ম্ম করিবে না। চিত্ত কিরূপে শুদ্ধ হইবে, কিরূপে হইবে না? কোন্ কর্ম্মের সহিত কোন্ কর্ম্মের তুল্যযোগ আছে এবং নাই। এই সকল বিষয় শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানের উপদেশ হইতে সঙ্কলনপূর্বক বিস্তারিতভাবে সহজবোধ্য করিয়া সুস্পষ্টরূপে আমাদিগকে উপদেশ করুন।১-৫

এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষি কণ্ব সেই মুনিগণের প্রতি বলিলেন,—আপনারা আমাকে এমন বিষয়সমূহ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, যাহা পরম গোপনীয়, স্বর্গসাধন, চিত্তশুদ্ধিকর এবং ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন। যাঁহারা বেদার্থবেত্তা নহেন, তাঁহারা এই সকল বিষয় যেমন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, তেমনই উপদেশও করিতে পারেন না। হে দ্বিজোত্তমগণ! এখন আমি আপনাদের নিকট বেদপ্রতিপাদ্য সারভূত ধর্ম্মসমূহ মুখ্য ও অমুখ্য-বিভাগক্রমে চিত্তশুদ্ধির উপায় সহ বর্ণনা করিব।৬-৮

ক্রিয়া, কর্ত্তা, কারয়িতা, কারণ এবং কর্ম্মের ফল এসকলই শ্রীভগবানের স্বরূপ—এইরূপ বুদ্ধি যাহার সর্বদা স্থির থাকে, সেই পুরুষই কৃতকৃত্য, সেই জ্ঞানের অধিকারী; তাহার কৃতকর্ম্মে কখনও বৈগুণ্য হয়

পরমেশ্বরতুষ্ট্যর্থকৃতং তস্মাত্তথা চরেৎ।
তস্মাদেবাণু সর্বত্র পরমেশ্বরতুষ্টয়ে ॥১৩
করিষ্যে কর্ম চেত্যুক্ত্বা সর্বকর্মাণ্যুপক্রমেৎ।
পরমেশ্বরশব্দং যে ত্যক্ত্বান্যং শব্দমুত্তমম্ ॥১৪
কর্মাদিষু প্রকুর্বন্তি তানি বৈগুণ্যমাপ্নুয়ুঃ।
সদ্য এব ন সন্দেহস্তস্মাত্তং তাদৃশং শিবম্ ॥১৫
পরমেশ্বরশব্দং যে কর্মাদিষু সমাহিতৈঃ।
প্রবদেদ্ বৈদিকৈঃ সিদ্ধির্ব্রহ্মশব্দং তথা সদা ॥১৬
শ্রীশব্দপূর্বকং নিত্যং তাবন্মাত্রেণ সা ক্রিয়া।
সম্যক্‌কৃতা দোষশূন্যা সর্বলক্ষণভূষিতা ॥১৭
সর্বাঙ্গোপাঙ্গসহিতা সর্বমন্ত্রকৃতা ভবেৎ।
দেশকালশ্চ বক্তব্যঃ কর্মাদৌ প্রত্যহং দ্বিজৈঃ ॥১৮
তত্র দেশাখিলানাঞ্চ মেরুদক্ষিণভাগগঃ।
ষট্‌পঞ্চাশৎপ্রভেদেন কথিতস্তং তথা বদেৎ ॥১৯

জম্বুদ্বীপং ভারতস্য বর্ষং ভারতখণ্ডকম্।
সর্বসাধারণং প্রোক্তমিদং সঙ্কল্পমাত্রকে ॥২০
যস্মিন্ দেশে স্থিতো মর্ত্যস্তং দেশং স্বগৃহাবধি।
সমুচ্চরেৎ পৈতৃকেষু নান্যত্রৈব বিদুর্বুধাঃ ॥২১
গণ্ডক্যা অপি গঙ্গায়া নর্মদায়াস্তথৈব চ।
গোদাবর্য্যাশ্চ কৃষ্ণায়াঃ কাবের্য্যাশ্চ ততঃ পরম্ ॥২২
তাম্রপর্ণ্যাশ্চ সেতোশ্চ মধ্যভাগে পঠেদ্ধি সঃ।
কালং পরার্ধং প্রথমং কল্পং মন্বন্তরং যুগম্ ॥২২
তৎপাদং সংবৎসরং মাসমৃতুং পক্ষং তিথিং ততঃ।
ক্রমাদ্ বারেণ সংযুক্তং সমুচ্চার্য্য চ তাদৃশে ॥২৪
সপ্তম্যন্তেন চ তিথৌ করিষ্যামীতি কর্মণঃ।
নামোচ্চার্য্য বদেদেবমেতৎ সঙ্কল্পমুচ্যতে ॥২৫
সংবৎসর ঋতুর্মাসো যুগঃ পক্ষাস্তিথিস্তথা।
ত এতে কালভেদাঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রগত্যা সমুদ্ভবাঃ ॥২৬

না এবং কেহ চেষ্টা করিয়াও তাহার কর্ম্মে বৈগুণ্য উৎপাদন করিতে পারে না—ইহাতে সন্দেহ নাই। ঐরূপ ব্যক্তি পরমেশ্বরের তুষ্টির নিমিত্ত যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, তাহাই অব্যর্থ ও অক্ষয় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ হইবে। যথাশাস্ত্র করা হউক বা না হউক, 'পরমেশ্বরের তুষ্টির জন্যই আমি অণুমাত্র কর্ম্মও অনুষ্ঠান করিব'—এইরূপ বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে সকল কর্ম্মই পূর্ণফলপ্রদ হইবে; এজন্য সর্বদাই পরমেশ্বরের তুষ্টির উদ্দেশ্যেই সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবে। যাহারা পরমেশ্বরের বাচক শব্দ ভিন্ন অন্য উত্তম শব্দও কর্ম্মসমূহে প্রয়োগ করে, তাহাদের সেই সকল কর্ম্মে বৈগুণ্য উৎপন্ন হয় সন্দেহ নাই। এজন্য যাহারা একাগ্রচিত্ত বৈদিকগণের দ্বারা কর্ম্মে পরমেশ্বরের বাচক শব্দের পূর্বে শ্রী-শব্দ যোগ করিয়া উচ্চারণ করায় অথবা ব্রহ্মশব্দ বা ব্রহ্মের বাচক 'ওঁ তৎসৎ' ইত্যাদি শব্দ পাঠ করায়, তাহাতে তাহাদের সেই কর্ম্ম সকল দোষশূন্য, সর্বলক্ষণ-সমন্বিত, সাঙ্গোপাঙ্গ ও সর্বমন্ত্রকৃত হইয়া সিদ্ধি প্রদান করে।১৪-১৭

দ্বিজগণ প্রত্যহ কর্ম্মের প্রথমেই (সঙ্কল্পবাক্যে) দেশ ও কাল উল্লেখ করিবে। মেরুর (সুমেরুর) দক্ষিণভাগে অবস্থিত ষট্‌পঞ্চাশৎসংখ্যক (ছাপ্পান্ন) ভূমিকেই দেশ বলে।৯-১৯

ভারতীয় মনুষ্যমাত্রই জম্বুদ্বীপ এবং উহার অন্তর্গত ভারতবর্ষের নাম উল্লেখ করিবে। পৈতৃক-কর্ম্মে নিজ গৃহ পর্য্যন্ত নিজের বাসভূমিরূপ (বঙ্গদেশ প্রভৃতি) দেশেরও উল্লেখ করিবে, অন্যকর্ম্মে নহে।২০-২১

তত্তদ্দেশস্থ গণ্ডকী, গঙ্গা, নর্ম্মদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, তাম্রপর্ণী, সেতুবন্ধ প্রভৃতির নাম সঙ্কল্পের মধ্যভাগে উল্লেখ করিবে।২২

কালের মধ্যে প্রথম পরার্দ্ধের, পরে কল্প, মন্বন্তর, যুগ, যুগপাদ, বৎসর, মাস, ঋতু, পক্ষ ও তিথির নামের সহিত বারের নাম যোগ করিয়া সপ্তমীবিভক্ত্যন্ত করিয়া পাঠ করিবে এবং উহার পর নিজের নাম-গোত্র উল্লেখপূর্বক 'করিষ্যামি' বলিয়া শেষ করিবে। ইহাকেই সঙ্কল্প বলে।২৩-২৫

চন্দ্রের গতি অনুসারেই বৎসর, ঋতু, মাস, যুগ, পক্ষ, তিথি প্রভৃতি কালসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে; (সুতরাং

যাবৎকলাশ্চন্দ্রমসঃ প্রথমা যাবদীরিতা।
বৃদ্ধি-ক্ষয়াভ্যাং তাবত্তু প্রথমেত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥২৭
এবং সর্বেঽপি তিথয়ো জ্ঞেয়াঃ পঞ্চদশাপি বৈ।
সুরপীতস্য চন্দ্রস্য কলাবৃদ্ধিক্ষয়ৌ স্মৃতৌ ॥২৮
ঘটিকাষষ্টিসাধ্যা হি প্রকৃত্যাথাপি তৎপরম্।
অতিবৃদ্ধি-ক্ষয়-সমগতিভেদৈস্তত্তদা তদা ॥২৯
যামার্ধ-যাম-ঘটিকা-দ্বি-ত্রি-পঞ্চক্ষণাদয়ঃ।
ব্যবস্থারহিতাশ্চ স্যুস্তিথ্যাদীনাং নিশাপতেঃ ॥৩০
তস্মাৎ সর্বেষু চান্দাদিকালভেদেষু চন্দ্রমাঃ।
এক এব ভবেৎ কর্তা নান্যঃ কশ্চন চোদিতঃ ॥৩১
সূর্য্যাদীনাং তু কর্তৃত্বমুপচারাৎ প্রকীর্তিতম্।
বস্তুতস্তচ্চ কর্তৃত্বং যাথার্থ্যাত্তু বিধোর্মতম্ ॥৩২
তস্মান্মানস্তু চান্দ্রোঽয়ং সর্ববৈদিককর্মসু।
পরিগ্রাহ্যো ভবেন্নূনং তেন মানেন বৈদিকঃ ॥৩৩

এখানে মনে রাখিতে হইবে—পূর্বোক্ত বৎসরাদি শব্দ চান্দ্র বৎসরাদিরই বাচক)।২৬

শুক্লপক্ষে বৃদ্ধিক্রমে এবং কৃষ্ণপক্ষে হ্রাসক্রমে চন্দ্রের প্রথম কলা যতক্ষণ অবস্থান করে, সেই কালকেই প্রথমা অর্থাৎ প্রতিপৎ তিথি—ইহা (জ্যোতির্বিদ্) পণ্ডিতগণ বলেন। এইভাবে এক এক কলার বৃদ্ধি ও হ্রাস ক্রমে দ্বিতীয়াদি তিথি হইতে পঞ্চদশী (পূর্ণিমা ও অমাবস্যা) পর্য্যন্ত তিথিসমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে। দেবগণ চন্দ্রের সুধা পান করেন বলিয়াই চন্দ্রের এইরূপ হ্রাস ও বৃদ্ধি হইয়া থাকে।২৭-২৮

ইহা ছাড়া অতিবৃদ্ধি, অতিক্ষয়, ও সমগতি ভেদে ঐ তিথিরূপ কালও আবার ষষ্টিসংখ্যক (ষাট) ঘটিকায় (দণ্ডে) বিভক্ত হইয়া যাম (প্রহর), যামার্দ্ধ (প্রহরার্দ্ধ), ঘটিকা, দুই, তিন, পঞ্চক্ষণ প্রভৃতি অনিয়মিত নানাভাগে চন্দ্রের কলাসমূহ গণিত হইয়া থাকে।২৯-৩০

সুতরাং বৎসরাদি সকল কালের একমাত্র কর্ত্তা চন্দ্র, অন্য কেহ নহে। সূর্য্যাদির কর্তৃত্ব স্বীকার করিয়া যে সৌরমাসাদির ব্যবহার হয়, উহা ঔপচারিক অর্থাৎ গৌণ, বস্তুতঃ ঐ সকল কালে চন্দ্রের কর্তৃত্বই যথার্থ—ইহা পণ্ডিতগণের মত।৩১-৩২

এইজন্য সকল বৈদিককর্মেই চান্দ্রমানানুসারেই কালকে গ্রহণ করিতে হইবে; কারণ, চান্দ্রমানানুসারেই বৈদিকত্ব সিদ্ধ হয়।৩৩

তস্মাৎ সর্বাণি কর্মাণি নিত্যনৈমিত্তিকান্যপি।
পৈতৃকাণ্যপি দৈবানি যানি কান্যখিলান্যপি ॥৩৪
ক্রান্তপ্রযুক্তানি বিনা চান্দ্রেণৈব সমাচরেৎ।
ক্রিয়মানেঽন্যথা তস্মিন্ যস্মিন্ কস্মিংশ্চ কর্মণি ॥৩৫
পক্ষ-মাসর্তুভেদঃ স্যাত্তস্মাৎ সঙ্কল্প এব সঃ।
অন্যথৈব ভবেন্নূনং তস্মাত্তৎকর্ম কেবলম্ ॥৩৬
অন্যথৈবং কৃতং স্যাদ্ধি তেন তত্তু বিনশ্যতি।
কালভেদকৃতং কর্ম তস্মাত্তন্ন তথাচরেৎ ॥৩৭
যুগাব্দ-মাসর্তু-পক্ষ-তিথয়স্তত্র মুখ্যতঃ।
চান্দ্রমানে সম্ভবন্তি কৃপ্তাশ্চ নিয়তাঃ পুনঃ ॥৩৮
যত্র তে কথিতাঃ সদ্ভিরন্যে হ্যনিয়তাঃ কিল।
ক্রান্তয়ো নিখিলা যে চ নিশ্চয়াগমবর্জিতাঃ ॥৩৯
তেষাং মাসত্বনামেদং মুখ্যতস্তু ন সম্ভবেৎ।
মাসাদিমধ্যান্তলক্ষ্মরাহিত্যেন তথোদিতম্ ॥৪০

সেইহেতু সংক্রান্তিকৃত্য-ব্যতিরেকে নিত্য, নৈমিত্তিক সকল কর্ম এবং পৈতৃক ও দৈব-কর্ম্ম চান্দ্র মাস, পক্ষ, ঋতু, তিথি প্রভৃতির অনুসারেই অনুষ্ঠান করিবে; নতুবা কালাত্যয় হইয়া কর্মসমূহ পণ্ড হইবে। সুতরাং চান্দ্রমান ভিন্ন অন্যমানে গণিত কালে কর্ম করিবে না।৩৪-৩৭

সাধুগণ বলিয়াছেন,—বেদাদি শাস্ত্রে যে যুগ, অব্দ, মাস, ঋতু, পক্ষ, তিথি প্রভৃতির উল্লেখ আছে, উহারা মুখ্যতঃ চান্দ্রমানেই সম্ভাবিত হয়; সৌর প্রভৃতি মানান্তরে সংক্রান্তিভিন্ন যে কালের গণনা আছে, উহা অনিয়ত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। সুতরাং সৌরমাসাদি মুখ্য মাসরূপে গণ্য হইতে পারে না, কেন না মাস শব্দের লক্ষণ উহাতে গমন করে না।৩৮-৪০

তথাহি তৎসম্যগেব প্রকৃতেঽপ্যনিরূপ্যতে।
ইন্দ্রাগ্নী হূয়তে যত্র মাসাদিঃ সংপ্রকীর্তিতঃ ॥৪১
অগ্নীষোমৌ স্থিতৌ মধ্যে সমাপ্তৌ পিতৃ-সোমকৌ
কিঞ্চ তন্মাসপর্যায়শব্দানাং তদনন্বয়াৎ ॥৪২
ন রাশয়ো মুখ্যমাসাস্তে হীমে কথিতাঃ শিবাঃ।
চৈত্রাদয়ো দ্বাদশাপি ন তু মেষাদয়স্ত তে ॥৪৩
মাসসামান্যশব্দাঃ স্যুস্তে চৈতেষু ভবন্তি হি।
তানপ্যুদাহরিষ্যামি স্পষ্টার্থং তত্র সাম্প্রতম্ ॥৪৪
দর্শান্তঃ পূর্ণিমামধ্য ঋত্বর্ধঃ প্রতিপন্মুখঃ।
ত্রিংশত্তিথিঃ পক্ষযুগং কৃৎস্নাব্দক্ষয়বৃদ্ধিকঃ ॥৪৫
মাসবাচকশব্দাঃ স্যুস্ত ইমে তত্র নো তরাম্।
সৌরমানে প্রবর্তন্তে মাসেষু কিল সর্বদা ॥৪৬
সর্বে মেষাদিশব্দাস্তে রাশীনামেব বাচকাঃ।
সমাসানাং মুখ্যতো বৈ গুণতশ্চেৎ কদাচন ॥৪৭
তদ্বাচকত্বকার্য্যায় ভবন্তি কিল তাবতা।
কথং তে মুখ্যমাসাঃ স্যুস্তদ্দ্বয়মৃতুরীরিতঃ ॥৪৮
তৎষট্কং বৎসরঃ প্রোক্তস্তস্মাদব্দমৃতুং ততঃ।
মাসং পক্ষং তিথিং চাপি মার্গেণানেন সন্ততম্ ॥৪৯
সম্যগালোচ্য সঙ্কল্পে ব্যত্যাসে ন ভবেদ্ যথা।
তথা সমুচ্চরেৎ সর্বাননূ্যনানতিরিক্ততঃ ॥৫০
তিথ্যাদীন্ যদি সঙ্কল্পে ব্যত্যাসেনোচ্চরেত্তদা।
পুনঃ কুর্য্যাত্তু তৎকর্ম নষ্টং তত্তেন তাবতা ॥৫১
স্নানদ্বয়ে নিত্যমেব সঙ্কল্পং সম্যগাচরেৎ।
কালাদীন্ প্রবদেচ্চাপি ত্বরন্ যদি তদা পুনঃ ॥৫২
সম্প্রাপ্তাস্মদ্দুরিতক্ষয়দ্বারেতি ততঃ পুনঃ।
পরমেশ্বরতুষ্ট্যর্থং করিষ্যামীতি বা বদেৎ ॥৫৩
করিষ্যে বেতি বা নিত্যং নিত্যকর্মসু কেবলম্।
অলমেতাবদেবেতি রহস্যং শ্রুতি চোদিতম্ ॥৫৪

মাস-শব্দের লক্ষণ কেন সৌরমাসাদিতে গমন করে না, তাহাই এস্থলে বলিতেছি। যে কালে ইন্দ্র ও অগ্নির হোম করা হয়, তাহাকেই মাসের আদি যে কালে অগ্নি ও সোমের ( চন্দ্র ) হোম করা হয়, তাহা মাস মধ্য এবং যে কালে পিতৃ-দেবতাগণ ও সোমের হোম করা হয়, তাহাকে মাসান্ত কাল বলা হয়। অধিকন্তু মাসের পর্য্যায়শব্দগুলিরও সৌরমাসে সমন্বয় হয় না, এইজন্য রাশিসমূহ মুখ্যমাসের কারণ হইবে না।৪১-৪২

মাসবিশেষের নামসমূহও মেষাদি ঘটিত না হইয়া চিত্রা প্রভৃতি নক্ষত্রঘটিত হওয়ায় মেষাদি রাশিগুলি মাসসামান্যের বাচক হইতে পারে না, এইজন্য মাসের পূর্ণ বিবরণ স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি।৪৩-৪৪

অমাবস্যার পরবর্ত্তী প্রতিপদ্ তিথি হইতে পূর্ণিমাকে মধ্যবর্ত্তী করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত যে দুই পক্ষের ত্রিশটি তিথি, যাহা প্রতিটি ঋতুর অর্দ্ধভাগ এবং যাহা সংবৎসর-ব্যাপী হ্রাস ও বৃদ্ধিক্রমে আবর্ত্তিত হইতেছে, উহা মাস-পদের বাচ্য কিন্তু সৌরমানের মাস নহে।৪৫-৪৬

মেষ, বৃষ প্রভৃতি শব্দগুলি মুখ্যতঃ সৌরমাসাধিষ্ঠিত রাশিগুলিরই বাচক। কখনও যদি গৌণী বৃত্তি অথবা লক্ষণার দ্বারা উহারা মাসকেও বুঝায়, তথাপি তাহাতে উহাদিগকে মাসের বাচক শব্দ বলা যাইতে পারে না।৪৭-৪৮

পূর্বোক্ত প্রকার মুখ্য চান্দ্রমাসদ্বয়ে একটি ঋতু, ছয় ঋতুতে এক বৎসর। এইভাবে বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতিকে চান্দ্রমানে গণনা করত উহাদের যাহাতে ব্যতিক্রম না হয় এবং ন্যূনাধিক্য না হয়—এইভাবে সঙ্কল্পবাক্য উচ্চারণ করিবে।৪৯-৫০

যদি সঙ্কল্পবাক্যে তিথি প্রভৃতির ক্রমভঙ্গ বা ন্যূনাধিক্য হয়, তবে কর্ম পণ্ড হইবে এবং উহার পুনরায় অনুষ্ঠান করিতে হইবে।৫১

প্রাতঃ ও মধ্যাহ্ন কালীন স্নানদ্বয়ে সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প করিবে এবং সঙ্কল্পে কালাদিরও উল্লেখ করিবে; যদি শীঘ্রতাবশতঃ প্রমাদের আশঙ্কা থাকে, তবে "সম্প্রাপ্তাস্মদ্দুরিতক্ষয় দ্বারা" অর্থাৎ পূর্বোচিত আমাদের সকল পাপক্ষয় দ্বারা এই অংশটুক সঙ্কল্পের অন্তর্ভুক্ত করিবে অথবা "পরমেশ্বরের তুষ্টির কামনা করিয়া কর্ম করিতেছি" —এইভাবে সঙ্কল্প উচ্চারণ করিবে।৫২-৫৩

স্বকীয় ফল কামনায় 'করিষ্যে' আর পরকীয় ফল

যত্র যত্রোচ্চার্য্যতে সঃ শব্দোঽয়ং পরমেশ্বরঃ।
শ্রীশব্দস্তত্র তত্র স্যাদন্যথা শুভভাঙ্ন তু ॥৫৫
শম্ভুঃ পুণ্যশিবশ্রীভিরাদ্যন্তঃ কালকীর্তনাৎ
ভবন্তি শ্রীশুভাবাসাস্তস্মাদেতাস্তদা বদেৎ ॥৫৬
অশৌচপ্রোক্তশম্ভ্বাদি শব্দানাং শ্রুতিমাত্রতঃ।
অশৌচমধ্যে যদি তান্ শ্রীশম্ভুশুভপুণ্যকান্ ॥৫৭
বুদ্ধিরেব ভবেন্নূনং তস্মাত্তানপি যত্নতঃ।
প্রসমীক্ষ্য ত্যজেন্নূনমন্যথানর্থ এব বৈ ॥৫৮
ভবেদেব ন সন্দেহঃ অতস্তানত্র সন্ত্যজেৎ।
নৈমিত্তিকেষু সর্বত্র সর্বেষ্বপি শুচির্যতন্ ॥৫৯
দেশং কালবিশেষাংস্তান্ সঙ্কল্পে প্রবদেদ্ ভৃশম্।
উক্তিরেব হি সঙ্কল্পঃ কর্মাদিষু ন মানসঃ ॥৬০
সভাভ্যনুজ্ঞা চ পরাবশ্যকী দক্ষিণা চ সা।
তিথিভেদান্মাসভেদাৎ পক্ষভেদাদৃতোস্তু বা ॥৬১
অব্দভেদাৎ কর্ম নষ্টং প্রবদেন্নাত্র সংশয়ঃ।
ভেদো নামাত্র সঙ্কল্পে তথোক্তিরিতি তৎস্মৃতম্ ॥৬২

অয়নস্য প্রভেদোক্তির্ন দোষায় ভবেৎ কিল।
যতোঽয়নস্য সততং ক্লৃপ্তির্নাস্তি ততস্তথা ॥৬৩
মেষাদীনামনেনৈব নক্ষত্রস্য চ সর্বদা।
প্রভেদোক্তৌ ন দোষোঽস্তি তেন তেষাং কদাচন ॥৬৪
উক্তিরাবশ্যকা নেতি সঙ্কল্পে শ্রুতিরাহ হি।
তস্মাদব্দমৃতুং মাসং পক্ষং তস্য তিথিং বিশাম্ ॥৬৫
সঙ্কল্পে হ্যত্যজন্ সর্বান্ প্রবদেৎ সর্বকর্মসু।
এতেষামন্যথোক্তৌ চেৎ সঙ্কল্পে তচ্চ কর্ম বৈ ॥৬৬
নষ্টমেব প্রভবতি তেন তচ্চ পুনশ্চরেৎ।
অন্যথা দোষমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬৭
শ্রুতি-স্মৃত্যাদিতং কর্ম বিহিতং বৈদিকস্য যৎ।
তদুক্তেনৈব মার্গেণ কর্তব্যং নান্যথা চরেৎ ॥৬৮
যদি প্রমাদেন কৃতমন্যথা শাস্ত্রবর্ত্মনঃ।
তস্য তদ্দোষশান্ত্যর্থং সম্যশ্চিত্তং শ্রুতীরিতম্ ॥৬৯
স্মৃত্যুক্তং বাথ সূত্রোক্তং পুরাণোক্তমথাপি বা।
সমাচরেদ্ বিধানেন ভক্তিশ্রদ্ধাপুরঃসরম্ ॥৭০

কামনায় 'করিষ্যামি' শব্দ সঙ্কল্পের অন্তে উচ্চারণ করিবে। নিত্য কর্মে কালাদির উল্লেখ না করিয়া 'অমুকগোত্রা-হমিদং কর্ম করিষ্যে' এইটুকুই মাত্র বলিবে; অথবা সঙ্কল্প করিবার প্রয়োজনই নাই—ইহাই শ্রুতি রহস্য।৫৪

যেখানেই পরমেশ্বরের বাচক কোন শব্দ উচ্চারণ করিবে, সেখানেই উহার পূর্বে শ্রী-শব্দ যোগ করিবে। নতুবা শুভ ফল হইবে না।৫৫

যে ব্যক্তি কর্ম্মকালে 'শম্ভু', 'শ্রী', 'পুণ্য', 'শিব' প্রভৃতি শব্দ আদি ও অন্তে উচ্চারণ করে, সে শ্রী ও মঙ্গলের আলয় হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ম্মকালে আদ্যন্তে ঐ সকল নাম উচ্চারণ করিবে।৫৬

অশৌচি-ব্যক্তি কোন অশৌচি-পুরুষের উচ্চারিত শিব, শম্ভু প্রভৃতি শব্দ শ্রবণ করিলে অথবা স্বয়ং উচ্চারণ করিলে তাহার অশৌচ বৃদ্ধিই পাইতে থাকে; সুতরাং সে কখনও ঐ সকল শব্দ ঐ অবস্থায় উচ্চারণ করিবে না, করিলে অনর্থ—হইবে ইহাতে কোন সংশয়নাই। নৈমিত্তিকাদি সকল কর্ম্মেই সর্বত্র শুচি হইয়া সঙ্কল্পে কালাদির প্রবেশ করাইবে। স্পষ্টতঃ উচ্চারণ করাই কর্ম্মে সঙ্কল্প নামে অভিহিত, মানস সঙ্কল্প নহে।৫৯-৬০

কর্ম্মসমূহে সভাস্থ ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পরম আবশ্যক। যদি সঙ্কল্পে বৎসর, ঋতু, মাস, পক্ষ, তিথি প্রভৃতির ভেদ হয়। তবে কর্ম্ম নষ্ট হইবে—সন্দেহ নাই; এখানে 'ভেদ' শব্দের অর্থ তথোক্তি অর্থাৎ তিথ্যাদির অনুক্তি বা বিপরীতোক্তি।৬১-৬২

কর্ম্মে অয়নের ভেদ দোষের নহে, কারণ নিয়মিত ভাবে অয়নের উল্লেখের বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায় না। এইরূপ মেষাদি রাশি ও নক্ষত্রেরও নিয়ত উল্লেখ শাস্ত্রবিহিত নহে, এইজন্য সঙ্কল্পে উহা ভেদ বা অনুক্তি হইলেও কর্ম্ম নষ্ট হইবে না—ইহাই বেদবাক্য; অতএব নিয়মিতভাবে সঙ্কল্পে তিথি প্রভৃতিরই উল্লেখ করিবে; নতুবা কর্ম্ম নষ্ট হইবে—ইহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।৬৩-৬৭

বেদজ্ঞ পুরুষ শ্রৌত ও স্মার্তকর্ম্ম যথাক্রমে শ্রুতির এবং স্মৃতির বিধি অনুসারেই যথাবৎ অনুষ্ঠান করিবে; উহার

কৃতমাত্রে তু তস্মিন্ বৈ প্রায়শ্চিত্তে তৎক্ষণাত্ততঃ।
তদ্দোষো বিলয়ং যাতি তেনায়ং স্যাৎ কৃতী শুচিঃ ॥৭১
ভবেদেব ন সন্দেহো ন চেদ্দোষোঽভিবর্ততে।
কালেন মহতা ভূয়ো দৃষৎস্থ বটবীজবৎ ॥৭২
তস্মাদ্দোষং সমুৎপন্নং সদ্য এব প্রশাময়েৎ।
বাড়বঃ প্রাতরুত্থায় স্মরেদীশ্বরমব্যয়ম্ ॥৭৩
পাদৌ প্রক্ষাল্য গণ্ডূষং কৃত্বাচম্য বিধানতঃ।
সপ্তর্ষীনপি মৈনাকং মেরুং মন্দরপর্বতম্ ॥৭৪
গন্ধমাদনসংজ্ঞঞ্চ লোকালোকং গিরীশ্বরম্।
হিমবন্তঞ্চ কৈলাসং পুনরন্যাংশ্চ ভাকরান্ ॥৭৫
পতিব্রতাঃ পার্বতীং বা অহল্যাং দ্রৌপদীং শিবাম্।
তারাং মন্দোদরীং পুণ্যাং নিত্যকল্যাণসুন্দরীম্ ॥৭৬
সীতামরুন্ধতীং লক্ষ্মীং ভারতীং পরমেশ্বরীম্।
ইন্দ্রাণীং পুনরন্যাশ্চ নিত্যকল্যাণমূর্তিকাঃ ॥৭৭
ব্রহ্মনিষ্ঠান্ মহাভাগান্ ব্রাহ্মণান্ সংশিতব্রতান্।
লোকপালান্ লোকনাথান্ ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশ্বরান্ ॥৭৮

স্মৃত্বা ব্রহ্মৈক্যসন্ধানং কৃত্বা ব্রহ্মাহমিত্যপি।
সর্বেভ্যশ্চ নমস্কুর্য্যান্নমো মহদ্ভ্য ইতি বৈ বদেৎ ॥৭৯
তত্র ধ্যান-স্মরণয়োঃ কালাদিনিয়মো নহি।
যদাবকাশো লভতে তদা নিত্যং তু শক্যতে ॥৮০
কর্তুং কিলাথ চ পুনঃ প্রাতশ্চেত্তদ্ বিশিষ্যতে।
পাদপ্রক্ষালনং নিত্যং পশ্চিমাভিমুখশ্চরেৎ ॥৮১
যদ্যন্যথাকৃতং তত্তু তদাম্ভস্তৎক্ষণে পরম্।
মূত্রমেব ভবেন্নূনং দক্ষিণাভিমুখাৎ কৃতে ॥৮২
উদগাভিমুখে চেত্তু তজ্জলং রক্তমেব হি।
প্রাক্ তু চেত্তজ্জলং মদ্যং তৎস্পৃষ্টোঽয়ং হি জায়তে॥৮৩
পাদপ্রক্ষালনং পশ্চাৎ পশ্চিমাভিমুখেন হি।
কর্তব্যং সততং যত্নান্নান্যয়া হরিতা ক্বচিৎ ॥৮৪
সার্বকালিকধর্মোঽয়ং সার্ববর্ণিক এব চ।
বৈদিকো নিখিলো ভূয়ো নূনং নিশ্চিনুতাঽধুনা ॥৮৫
শ্রাদ্ধে বিবাহে যজ্ঞে চ মৌঞ্জ্যাং স্বস্য পরস্য বা।
দিগিয়ং নিয়তা প্রোক্তা তৎকর্মণ্যাগতে সতি ॥৮৬

---

অন্যথা করিলে দোষশান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে—ইহা শ্রুতি বলিয়াছেন।৬৮-৬৯

স্মৃত্যুক্ত, কল্পসূত্রোক্ত অথবা পুরাণোক্ত সকল কর্ম্মই যথাবিধি ভক্তি-শ্রদ্ধাপূর্বক অনুষ্ঠান করিবে। যদি কোন ত্রুটিবশতঃ দোষ হয়, তবে উহার শান্তির জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিলেই সকল দোষ বিলীন হইবে। এবং কর্ম্মকর্ত্তা কৃতার্থ ও শুচি হইবে। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত না করিলে দোষ শান্ত না হইয়া উপলখণ্ডে বটবীজের মত ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইবে। সুতরাং দোষ উৎপন্ন হওয়া মাত্রই উহার শান্তি করিবে। আহিতাগ্নি পুরুষ প্রাতঃকালে উঠিয়া প্রথমতঃ অব্যয় ঈশ্বরের স্মরণ করিবে এবং পরে পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক গণ্ডূষের জল লইয়া আচমন করত সপ্তর্ষি, মৈনাক, মন্দর, সুমেরু, গন্ধমাদন, লোকালোক, গিরিরাজ হিমালয়, কৈলাস এবং অন্যান্য মঙ্গলময় পর্বতসমূহ, পার্বতী, অহল্যা, দ্রৌপদী, তারা, মন্দোদরী এবং নিত্য কল্যাণময়ী সীতা, অরুন্ধতী প্রভৃতি পতিব্রতা নারীগণকে, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি পরমেশ্বরী দেবীগণকে, ইন্দ্রাণী প্রভৃতি কল্যাণমূর্ত্তি দিক্‌পালপত্নীগণকে, ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাভাগ সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণকে, লোকপালগণকে এবং সকল লোকের প্রভু ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে স্মরণ করিয়া 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ চিন্তা করত 'সর্বেভ্যো মহদ্ভ্যো নমঃ' এই বলিয়া নমস্কার করিবে।৭০-৭৯

উক্ত ধ্যান-স্মরণের কোন কাল-নিয়ম নাই। যখন অবকাশ পাইবে তখন করিবে। তবে প্রাতঃকালই উহার প্রশস্ত কাল। সর্বদা পশ্চিমমুখ হইয়াই পাদ প্রক্ষালন করিবে। যদি দক্ষিণমুখ হইয়া পাদ প্রক্ষালন করা হয়, তবে ঐ জল সদ্যঃই মূত্রবৎ অস্পৃশ্য হইয়া যায়।৮০-৮২

উত্তরমুখে পাদ প্রক্ষালন করিলে ঐ জল রক্তে এবং পূর্বমুখে করিলে উহা মদ্যে পরিণত হয়। এজন্য সর্বদাই পশ্চিমমুখ হইয়াই পাদ প্রক্ষালন করিবে, অন্য দিকে নহে—ইহা সর্ববর্ণের পক্ষে সার্বকালিক ধর্ম্ম। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ইহা সততই মনে রাখিবেন

দক্ষিণাদিকৃতে তস্মিন্ কদাচিদ্‌যদি মোহতঃ।
অয়ং মন্ত্রো জপার্থঃ স্যাৎপবমানঃ সুবর্জনঃ ॥৮৭
প্রাচ্যা দিশস্তথামন্ত্রস্তদুত্তর ইতি শ্রুতিঃ।
উত্তরস্যাং দিশি প্রোক্তস্তস্যা অপ্যুত্তরো মহান্ ॥৮
শ্রাদ্ধকালে স্বয়ং চেত্তু তথা বিপ্রস্য বা বশাৎ।
তস্যাপ্যুচেঽনুবাকস্য দশবারজপো ভবেৎ ॥৮৯
মৌঞ্জ্যাং মোহেন চেদ্ ভূয়স্তথা কর্মাণি দিক্ষু বৈ।
অগ্নে তেজস্বিন্নমনুবাকং দ্বাদশবারকম্ ॥৯০
অগ্নেস্তু পুরতস্তিষ্ঠন্ প্রজপেৎ পাণিপীড়নে।
শ্রীসূক্তং পূর্বানুবাকং তথাপি দ্বিগুণং জপেৎ ॥৯১
যজ্ঞে তু সম্ভারযজূংষি পত্ন্যনুবাককম্।
পুরুষসূক্তং বৈষ্ণবঞ্চ ঋচং দ্বাদশবারকম্ ॥৯২
প্রজপেদেব তস্মাত্তু পাদপ্রক্ষালনং তদা।
পশ্চিমাভিমুখেনৈব কর্তব্যং নান্যথা মতম্ ॥৯৩
মুখশব্দমকুর্বন্ বৈ নিত্যং গণ্ডূষমাচরেৎ।
সর্বতো মুখ-হস্তভ্যাং শুদ্ধাভ্যাং প্রাঙ্মুখোঽথবা ৯৪
উদঙ্মুখো যথেচ্ছং বা সশুদ্ধকরতস্তদা।
তথা শুদ্ধাভিরদ্ভির্বা বিপদ্যপি ন চাচরেৎ ॥৯৫
যদি গণ্ডূষকালে তু মুখাচ্ছব্দঃ প্রজায়তে।
বাগ্‌গতং তজ্জলং তস্য শ্বমূত্রসদৃশং ভবেৎ ॥৯৬
তদ্দোষপরিহারায় গায়ত্রীং ত্রিশতং জপেৎ।
এবমাচমনে প্রোক্তং জপমানে চ ভোজনে ॥৯৭
ভক্ষণে চাপি ভক্ষ্যাণাং খাদ্যানামপি খাদনে।
ভোজ্যানাং ভোজনে চাপি তথা বৈ লেহ্য-চোষ্যয়োঃ॥৯৮
অশব্দং সর্বতো কুর্বন্ তত্তৎ কর্ম সমাচরেৎ।
যদি শব্দং তথা কুর্বন্ সদ্যো নিরয়মৃচ্ছতি ॥৯৯
তদ্দোষপরিহারায় পূর্বচিত্তং সমাচরেৎ।
বিশেষতস্তক্র-দধি-পয়ো-দধি-ঘৃতাদিষু ॥১০০
যদি শব্দঃ সমুৎপন্নঃ পানে চ ভক্ষণে যদি।
মহাননর্থো ভবেৎ সদ্যস্তদ্দ্রব্যং মদ্যমেব হি ॥১০১
ভবেদেব ন সন্দেহস্তস্য চিত্তং ততস্ত্বিদম্।
পক্ষং তু যাবকাহারো নিরাহারো দিনত্রয়ম্ ॥১০২

---

যে, শ্রাদ্ধ, বিবাহ, যজ্ঞ, উপনয়ন প্রভৃতি কর্ম্মে নিজের বা পরেরই হউক, উহা পূর্বদিকেই প্রশস্ত ।৮৩-৮৬

যদি মোহবশতঃ দক্ষিণমুখ হইয়া ঐ সকল কর্ম্ম করা হয়, তবে পবমান স্তোত্র পাঠ করিবে। কিন্তু ঐ পবমান মন্ত্র উত্তরমুখ হইয়াই পাঠ করিবে। কারণ উহার পক্ষে উত্তরদিক্‌ই প্রশস্ত। কিন্তু শ্রাদ্ধকর্ত্তা যদি স্বেচ্ছায় অথবা কোন ব্রাহ্মণের বশীভূত হইয়া উত্তর মুখে পিতৃগণের শ্রাদ্ধীয় পিণ্ড প্রদান করে, তবে অনুবাকরূপ ঋঙ্ মন্ত্র দশবার জপ করিবে; এইরূপ উপনয়নে ও পাণিপীড়নে অর্থাৎ বিবাহকালীন পাণিগ্রহণসময়ে যদি উত্তরমুখ হইয়া কর্ম্ম করে, তবে 'অগ্নে তেজস্বিন্' এই অনুবাক অগ্নির সম্মুখে দাঁড়াইয়া দ্বাদশবার পাঠ করিবে; অথবা শ্রীসূক্ত বা পূর্বানুবাক দ্বিগুণ (চব্বিশ বার) জপ করিবে।৮৭-৯১

যজ্ঞে সম্ভার-যজুর্মন্ত্র, পত্ন্যনুবাক এবং বৈষ্ণবপুরুষ-সূক্তরূপ ঋঙ্‌মন্ত্র দ্বাদশবার জপ করিবে; সুতরাং পাদ-প্রক্ষালন সর্বদাই পশ্চিমমুখ হইয়াই করিবে।৯২-৯৩

মুখ ও হস্তের সংস্পর্শে কোনরূপ শব্দ না হয়—এইভাবে গণ্ডূষ করিবে; ইহা শুদ্ধ হস্তে পূর্বমুখ বা উত্তরমুখ অথবা যথেচ্ছভাবেই করা চলে, কিন্তু গণ্ডূষ-কালে কদাপি মুখ হইতে যেন শব্দ উত্থিত না হয়। ঐরূপ হইলে শব্দ সংস্পৃষ্ট ঐ জল তৎক্ষণাৎ শ্বমূত্রের (কুকুরের মূত্রের) তুল্য হইবে।৯৪-৯৬

ঐ দোষ পরিহারেরর জন্য তিনশতবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করিবে। এইরূপ আচমন, জলপান, ভোজন, ভক্ষ্য-দ্রব্যের ভক্ষণ, এবং লেহ্য ও পেয় বস্তুর লেহন ও পানরূপ কর্ম্মানুষ্ঠানে কোনশব্দ না করাই বিধেয়; যদি কোন কারণে শব্দ করে, তবে সদ্যঃই নিরয় (নরক) গমন করিবে। উক্ত দোষ পরিহারের নিমিত্ত পূর্ববৎ গায়ত্রী জপ করিবে। বিশেষতঃ তক্র, দধি, দুগ্ধ এবং দধিযুক্ত ঘৃতাদির পানে বা ভক্ষণে যদি কোনরূপ শব্দ হয়, তবে মহান্ অনর্থ হয়, এবং সেই দ্রব্য তৎক্ষণাৎ মদ্যে পরিণত হয়—ইহাতে কোন সংশয় নাই। যদি কোন কারণ বশতঃ শব্দ হয়, তাহা হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইল—একপক্ষকাল যাবক অর্থাৎ যবের পালো আহার করিয়া

অষ্টানাং বা চতুর্ণাং বা ব্রহ্মণানাঞ্চ ভোজনম্ ।
কুর্য্যাদেব ন সন্দেহোঽথবা গায়ত্রমাচরেৎ ॥১০৩
ত্রিসহস্রজপং মাসং সংহিতাত্রয়মেব বা ।
চিত্তং তৎকথিতং তস্মান্ন তৎকুর্য্যাত্তথা দ্বিজঃ ॥১০৪
নিত্যং মূত্র-পুরীষাদিকর্মস্বেষু প্রচোদিতম্ ।
যত্র যত্র হ্যাচমনং তত্র তত্র পরো বিধিঃ ॥১০৫
অয়মেব সমাখ্যাতঃ প্রথমাচমনে খলু ।
মন্ত্রো মানসিকঃ কার্য্যঃ কদাচিন্ন তু বাচকঃ ॥১০৬
দ্বিতীয়াচমনে সম্যঙ্‌মন্ত্রোচ্চারস্তু বাচিকঃ ।
ন মানসঃ কদা কার্য্যঃ প্রথমে তু তথা চরেৎ ॥১০৭
তদ্দোষায় ভবেদেব তথা তন্ন সমাচরেৎ ।
তদ্দোষপরিহারায় তন্মন্ত্রাস্তু ততঃ পরম্ ॥১০৮
পুণ্ডরীকাক্ষদশকং জপপূর্বশতাষ্টকম্ ।
প্রজপেদন্যথা দোষঃ স তু শান্তো ভবেন্ন তু ॥১০৯
কদাচিত্তু জলাভাবে দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ।
ত্রিবারং তত্র পূর্বং বৈ তূষ্ণীমেব ততঃ পরম্ ॥১১০
ওঁকারস্তু তমুচ্চার্য্যো ন চেৎ কৃষ্ণস্মৃতিঃ পরা ।
শিবস্মৃতির্বা পরমা কর্তব্যা স্যাৎ সভক্তিতঃ ॥১১১
বিভক্ত্যৈব প্রথময়া বচনং তৎস্মৃতির্ভবেৎ ।
প্রায়শ্চিত্তেষু সর্বত্র নামস্মৃতিবিধানকে ॥১১২
উক্তিরেব সমাখ্যাতা ন তু মানস ঈরিতঃ ।
মন্ত্রাণামপ্যেবমেব সর্বত্র বিহিতো হি বৈ ॥১১৩
সর্বদাচমনং তদ্ধি সনামকং প্রশস্যতে ।
মান্ত্রিকং তু সদা কর্ত্তুং শক্যতে স তু তৎকিম্ ॥১১৪
চেত্তত্তু চ প্রবক্ষ্যামি যদি শুদ্ধস্তবাপরম্ ।
কর্ত্তুং হি মন্ত্রাচমনং শক্যতে নান্যথা ততঃ ॥১১৫
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু সর্বদেশেষু চাখিলৈঃ ।
সুলভাচমনং বিদ্ধি নামাচমনমেব বৈ ॥১১৬
কর্ত্তব্যত্বেন সৌলভ্যাদঙ্গীকৃতমিদং পরম্ ।
মাষমগ্নজলস্যৈব পানং তত্র পরং মতম্ ॥১১৭
ন্যূনাধিকাভ্যাং তচ্চেত্তু মহৎপাপং সমশ্নুতে ।
তদ্দোষপরিহারায় সন্ধ্যাবন্দনকর্মণি ॥১১৮

তিনদিন উপবাস করিবে এবং পরে চারজন বা আটজন ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবে ; অথবা তিন সহস্র গায়ত্রী জপ কিংবা একমাস যাবৎ সংহিতাত্রয়ের পাঠ করিবে। ইহাই উক্ত কর্মের প্রায়শ্চিত্ত সুতরাং দ্বিজগণ কখনও ঐরূপ করিবে না ।৯৭-১০৪

এইরূপ মূত্র, পুরীষাদি ত্যাগসময়ে যখনই আচমন করিবে, তখনই উক্ত বিধি অনুসারেই করিবে। প্রথম আচমনকালে মন্ত্র মানসিক হইবে ; কিন্তু দ্বিতীয়াদি আচমনে মন্ত্রসমূহ উচ্চৈঃস্বরেই পাঠ করিবে—ঐস্থলে মানসিক আচমন বিধেয় নহে। উহা প্রথম আচমনেই বিধেয়। উহার বিপরীতকরণে দোষশান্তির জন্য পূর্বোক্ত মন্ত্রসমূহ জপ করিবে ; অথবা একশত আটবার পুণ্ডরীকাক্ষের দশটি মন্ত্র জপ করিবে নতুবা দোষের শান্তি হইবে না ।১০৫-৯

যদি কখনও জল না থাকে, তবে তিনবার তূষ্ণীম্ভাবে দক্ষিণ কর্ণ স্পর্শ করিবে, নচেৎ ওঙ্কার উচ্চারণপূর্বক শিব ও বিষ্ণুকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করিবে। প্রথমা বিভক্তি যোগ করিয়া নাম উচ্চারণের নামই নামস্মরণ। প্রায়শ্চিত্তে নাম বা মন্ত্রের বাচিক উচ্চারণই বিহিত, মানস স্মরণ মাত্র নহে ।১১০-১৩

যখন তখন আচমন করিতে হইলে নাম সহিত আচমনই করিবে। কারণ, নামে কাল নিয়ম না থাকায় উহাই প্রশস্ত ; কিন্তু মন্ত্রাচমন করিতে হইলে উহা শুদ্ধাবস্থাতেই করিবে, অশুদ্ধাবস্থায় নহে ।১১৪-১৫

এইজন্য যে কোন সময় যে কোন দেশে আচমন করিবার জন্য নামাচমনকেই প্রশস্ত ও সুলভ বলিয়া কর্তব্যতারূপে স্বীকার করা হইয়াছে। একটি মাষ ডুবিতে পারে—এই পরিমাণ জলের দ্বারাই আচমন প্রশস্ত ; উহার ন্যূন বা অধিক জলে নহে, কারণ, তাহাতে মহাপাপ হয়। যদি কখনও প্রমাদাদিবশতঃ জলের ন্যূনাধিক্য হয়, তবে সন্ধ্যাবন্দনাকর্মে ( অন্ততঃ দশবার ) ত্রিপদা গায়ত্রীর জপ এবং সেই মন্ত্রে জল প্রক্ষেপ করিলে উক্ত দোষ প্রশমিত হইবে ।১১৬-১৯

প্রায়শ্চিত্তের জন্য বিহিত সকল মন্ত্র যদি কাহারও

ত্রিপদা নামগায়ত্রী জলপ্রক্ষেপণং বুধৈঃ।
বিহিতত্বেন কথিতং তেন তচ্ছাম্যতেঽখিলম্ ॥১১৯
প্রায়শ্চিত্তোক্তমন্ত্রাণাং সর্বেষাং সর্বদা পরম্।
কিং কার্য্যমপরিজ্ঞানে ইদং বিষ্ণুশ্চ ব্যাহৃতিঃ ॥১২০
কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতে গায়ত্রী চ তথা তদা
নৈতেভ্যস্তারকাঃ সন্তি তস্মাত্তান্ প্রবদেদ্ বুধঃ ॥১২১
নৈঋত্যামিষুনিক্ষেপে কুর্য্যান্মূত্র-পুরীষকে।
জলপাত্রেণ মৃৎপাত্রং শুচৌ নিক্ষিপ্য দূরতঃ ॥১২২
উদগহ্নি তথা রাত্রৌ এবং বৈ দক্ষিণামুখঃ।
যদ্বেতদ্ ব্যুৎক্রমাৎ কুর্য্যাৎ সূর্য্যশ্চেতি মহামনুম্ ॥১২৩
কৃত্বা শৌচং বিধানেন ততস্তু প্রজপেত্তদা।
অগ্নিশ্চেতি চ মন্ত্রঞ্চ অবদ্ধং মনুরেব চ ॥১২৪
চতুর্বিংশতিবারং বা শতমষ্টোত্তরং শতম্।
গায়ত্রীমপি জপ্ত্বা বা ততঃ শুদ্ধো ভবেদসৌ ॥১২৫
মেহনে চৈকবারং স্যাদ্ গুদে পঞ্চ তথৈব হি।
পাদয়োঃ করয়োশ্চাপি পৃথক্‌ত্বেন সমাচরেৎ ॥১২৬
এবং হি মৃত্তিকাশৌচং গৃহস্থানাং বিধীয়তে।
ত্রিগুণং স্যাদ্ বনস্থানাং যতীনাং স্যাচ্চতুর্গুণম্ ॥১২৭
বর্ণং গৃহী বনস্থো বা ন কুর্য্যান্মৃত্তিকাক্রিয়াঃ।
পয়স্তুর্য্যাংশপর্য্যাপ্তং তস্য বিত্তমিদং স্মৃতম্ ॥১২৮
মৃত্তিকেহনমন্ত্রাদি কৃত্বা তৎপরমাং গতিম্।
পর্য্যন্তং হি ত্রিবারং স্যাজ্জপং কৃত্বা শুচিঃ স্বয়ম্ ॥১২৯
এককালস্য চিত্তং স্যাদেবং তৎকালসংখ্যয়া।
সম্যক্ সমীক্ষ্য তৎকুর্য্যাদন্যথা ভ্রষ্ট এব হি ॥১৩০
ভবেদেব ন সন্দেহস্তদূর্দ্ধং চেত্তথাবিধৈঃ।
পুনঃ সংস্কারতঃ শুদ্ধো ভবিষ্যতি ন চান্যথা ॥১৩১
যদি প্রক্ষালনং ত্যক্ত্বা মেহনস্য গুদস্য বা।
চরেদ্ বিপ্রো ব্রাত্য এব ন সম্ভাষ্যোঽখিলৈরপি ॥১৩২
মেহনাক্ষালনাম্মাসমাত্রং বুদ্ধিবিপর্য্যয়াৎ।
ভ্রষ্টো ভবেত্ততো ভূয়ঃ পুনঃ সংস্কারতঃ শুচিঃ ॥১৩৩
যথার্থাকথনান্নিত্যং চিত্তে কর্তা ভবেন্ন তু।
বুদ্ধিপূর্বগুদপ্রক্ষালনশূন্যোঽভক্ষণে ॥১৩৪

জানা না থাকে এবং অন্যের নিকট হইতেও জানিবার সময় না থাকে, তবে গায়ত্রী ও "ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে" ইত্যাদি মন্ত্র জপ করিবে; এই দুইটি মন্ত্রের ন্যায় পাপনাশক মন্ত্র আর নাই।১২০-২১

নিক্ষিপ্ত বানের বিরতি-স্থানে নৈঋতকোণে মল ও মূত্র ত্যাগ করিবে ও দিবাভাগে উত্তরমুখ এবং রাত্রিতে দক্ষিণমুখ হইয়া মূত্র ও পুরীষ পরিত্যাগ করিবে। তৈজসাদি পাত্রে জল নিয়া মৃৎপাত্রে (শৌচাদি কার্য্যের জন্য) ঢালিয়া রাখিয়া পূর্ব পাত্রটি দূরে রাখিবে। ইহার অন্যথা করিলে শৌচকার্য্য সমাপনপূর্বক শুচি হইয়া "সূর্য্যশ্চ মা মন্যুশ্চ' এই মন্ত্র, 'অগ্নিশ্চ মা মন্যুশ্চ', এই অবদ্ধ মন্ত্র চতুর্বিংশতিবার পাঠ করিবে কিংবা অষ্টোত্তর শত গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে।১২২-২৫

উপস্থে একবার, গুহ্যদেশে পাঁচবার এবং হস্ত ও পদেও পাঁচবার পৃথক্‌ভাবে মৃত্তিকালেপন করিবে। এইরূপ মৃত্তিকাশৌচ গৃহস্থের জন্যই বিহিত, বানপ্রস্থী উহার তিনগুণ এবং সন্ন্যাসী উহার চতুর্গুণ আচরণ করিবে। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ অথবা বানপ্রস্থী যদি প্রমাদবশতঃ মৃত্তিকাশৌচ না করে, তবে তাহার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ চতুর্থাংশ দুগ্ধমাত্র পান করিয়া 'মৃত্তিকে হন' ইত্যাদি 'পরমাং গতিম্' ইত্যন্ত মন্ত্র তিনবার জপ করিয়া শুদ্ধ হইবে। একবার মৃত্তিকাশৌচ না করিলে উক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইবে, অধিক বার না করিলে সেই অনুপাতে প্রায়শ্চিত্তের বৃদ্ধি হইবে। যদি পুনঃ পুনঃই জ্ঞানপূর্বক শৌচ পরিত্যাগ করে, তবে সে দ্বিজ ভ্রষ্ট হইবে এবং পুনরায় উপনয়ন-সংস্কার করাইয়া তাহার শুদ্ধি-সম্পাদন করিবে।১২৬-৩১

ব্রাহ্মণ যদি মূত্র ও বিষ্ঠা পরিত্যাগের পর মেহন (উপস্থ) বা গুহ্যদ্বার প্রক্ষালন না করিয়া বিচরণ করে, তবে সে ব্রাত্য হইবে এবং সকলের অসম্ভাষ্য হইবে যদি বুদ্ধিবিপর্য্যয়বশতঃ কোন ব্রাহ্মণ এক মাস মাত্র মূত্রপরিত্যাগপূর্বক মেহনের (উপস্থের) প্রক্ষালন না করে, তবে সে অবশ্য ভ্রষ্ট হইবে এবং পুনঃসংস্কার না করিলে শুচি হইবে না।১৩২-৩৩

জাতে তু সদ্যঃ পতিতস্তদ্‌যথার্থোক্তিতঃ পরম্‌ ।
আ ষণ্মাসাচ্চিত্তকর্ম কর্ত্তুং শক্যং ততঃ পরম্‌ ॥১৩৫
পতিতো নাত্র সন্দেহশ্চিত্তং তস্য চ চোদিতম্‌ ।
পুনর্গর্ভবিধানেন পুনঃ সংস্কারতস্তরাম্‌ ॥১৩৬
শুদ্ধিঃ প্রকথিতা সদ্ভিস্তপ্তস্যৈব ন চান্যথা ।
কৃত্বা তু তাদৃশং কর্ম ন কৃতং চেতি বক্ষ্যতি ॥১৩৭
সন্ত্যাজ্য এব সততং ন যোগ্যো যস্য কস্যচিৎ ।
চরণৌ চ করৌ সম্যক্‌ প্রক্ষাল্য চ ততঃ পরম্‌ ॥১৩৮
নাচামেদ্‌ যদি তূষ্ণীকং ভবেদ্‌ ব্যর্থং ন সংশয়ঃ ।
পুনঃ প্রক্ষাল্যাচামেচ্চ তৌ পাপস্য বিশুদ্ধয়ে ॥১৩৯
অনাচম্যেব যো মোহাদ্‌ বেদবর্ণং সমুচ্চরেৎ ।
ভ্রূণহত্যামবাপ্নোতি তৎপাপবিনিবৃত্তয়ে ॥১৪০
পাহি ত্রয়োদশাখ্যমনুবাকং শতং জপেৎ ।
লৌকিকোক্তেরিদং বিষ্ণুং প্রজপেদ্দশবারকম্‌ ১৪১॥

কদাচিন্মোহতো বিপ্রঃ অকৃত্বা দন্তধাবনম্‌ ।
স্নায়াৎ কৃত্বা দন্তশুদ্ধিং পুনঃ স্নায়াদ্‌ যথাবিধি ॥১৪২
তৃণ-পর্ণৈঃ সদা কুর্য্যাদমামেকাদশীং বিনা ।
তয়োরপি চ কুর্বীত জম্বু-প্লক্ষাম্রপর্ণকৈঃ ॥১৪৩
অষ্টকাসু মৃতাহেষু অমা-মনু-যুগাদিষু ।
মহালয়েষু পুণ্যেষু সংক্রান্তিদ্বয়নদ্বয়ে ॥১৪৪
ব্যতীপাতে গজচ্ছায়া-গ্রহণাদিষু সূতকে ।
পুনরন্যাসু তিথিষু স্বজন্মনস্তিথৌ তথা ॥১৪৫
দন্তধাবনতঃ পাপং মহদাপ্নোতি কেবলম্‌ ।
তদ্দোষপরিহারায় অগ্নের্মন্ত্রনুবাককম্‌ ॥১৪৬
স্নাত্বা সঙ্কল্প্য বিধিনা প্রজপেৎ পঞ্চবারকম্‌ ।
পবিত্রপাণিরাচান্ত উপবিশ্যৈব নান্যথা ॥১৪৭
তিষ্ঠন্‌ ধাবন্‌ প্রজল্পন্‌ বা জপেদ্‌ যদি নিরর্থকম্‌ ।
ভবেদেব ন সন্দেহস্তস্মাত্তন্ন সমাচরেৎ ॥১৪৮

যে ব্যক্তি ঐরূপ নিন্দিত কর্ম করিয়া সত্য কথায় স্বীকার করে না, সে প্রায়শ্চিত্তেরও অধিকারী নহে; বুদ্ধিপূর্বক গুদ-প্রক্ষালন না করিয়া যদি ভক্ষণ করে, তবে সদ্যই পতিত হইবে এবং উহা স্বীকার করিলে ছয়মাসের পর প্রায়শ্চিত্তে অধিকারী হইবে; কিন্তু সেই ব্যক্তি পতিত হইবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তবে তাহার প্রায়শ্চিত্ত শাস্ত্রে উক্ত আছে, যথা—গর্ভাধান হইতে যেসমস্ত সংস্কার আছে পুনরায় তাহার অনুষ্ঠান করিলেই সে শুদ্ধ হইবে, নতুবা নহে। যে ব্যক্তি ঐরূপ কুৎসিত কর্ম্ম করিয়াও 'আমি করি নাই' বলিয়া অস্বীকার করে, তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কার করিবে, সে সর্বধর্মবহির্ভূত। চরণদ্বয় ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করত যদি কেহ প্রমাদবশে আচমন না করে এবং তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে, তবে তাহার সমস্ত কর্ম ব্যর্থ হইবে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। উক্ত পাপশুদ্ধির জন্য পুনরায় তাহাকে পাদপ্রক্ষালনাদিপূর্বক আচমন অনুষ্ঠান করিতে হইবে।১৩৪-৩৯

যে দ্বিজ আচমন না করিয়াই বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে, সে ভ্রূণহত্যার পাপে পাপী হয়; ঐ পাপ হইতে মুক্তির জন্য সে ত্রয়োদশাখ্য অনুবাক শতবার এবং 'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' এই মন্ত্র দশবার জপ করিবে।১৪০-৪১

যদি ব্রাহ্মণ মোহবশতঃ দন্তধাবন না করিয়াই স্নান করে, তবে দন্তধাবন করিয়া পুনরায় যথাবিধি স্নান করিবে। অমাবস্যা ও একাদশী ব্যতিরেকে অন্য তিথিতে তৃণ ও পত্রের দ্বারা দন্তধাবন করিবে এবং ঐ দুই তিথিতে জম্বু, প্লক্ষ ও আম্রবৃক্ষের পত্র দ্বারা দন্তধাবন করিবে।১৪২-৪৩

অষ্টকা, মৃতাহ, অমা ( অমাবস্যা ), মন্বন্তরাদি, যুগাদি, মহালয়, সংক্রান্তি, অয়নদ্বয়, ব্যতীপাত, গজচ্ছায়া ও গ্রহণনিমিত্তক শ্রাদ্ধের দিনে, অশৌচকালে, অন্যান্য শ্রাদ্ধনিমিত্তক তিথি এবং নিজের জন্মতিথিতে দন্তধাবন করিলে মহাপাপ হয়। ঐ পাপ হইতে মুক্তির জন্য স্নান করত উপবেশনপূর্বক আচমন করিয়া অগ্নির মন্ত্রনুবাক-মন্ত্র পাঁচ বার পাঠ করিবে। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, দৌড়াইতে দৌড়াইতে অথবা কথা বলিতে বলিতে কখনও উহা পাঠ করিবে না; কারণ তাহা হইলে উহা ব্যর্থ হইবে,—সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, অতএব তাহা করিবে না।১৪৬-৪৮

যদি দন্তধাবন না করিয়াই সন্ধ্যা করা হয়, তবে উহা ব্যর্থ হইবে; সুতরাং পুনরায় দন্তধাবন করিয়া সন্ধ্যা করিবে। দ্বাদশ গণ্ডূষ জলের দ্বারা মুখশুদ্ধি করিবে;

যদি সন্ধ্যাং প্রকুর্ব্বীত চাকৃত্বা দন্তধাবনম্ ।
ব্যর্থা ভবেত্তু সা সন্ধ্যা তস্মাত্তদ্ভূয় এব বৈ ॥১৪৯
দন্তধাবনতঃ পশ্চাৎ কুর্ব্বীতৈব যথাবিধি ।
অপাং দ্বাদশগণ্ডূষৈর্মুখশুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥১৫০
তথৈব পৈতৃকে কুর্য্যাত্তস্মিন্নেষু তথা ন তু ।
নিত্যস্নানং দ্বিজঃ কুর্য্যাৎ প্রাতরুত্থায় ধর্মতঃ ॥১৫১
দেবর্ষি-পিতৃতৃপ্ত্যর্থমন্যথা তেঽখিলাঃ পরম্ ।
শপন্ত্যেতং জীবনাশবশতঃ কোপিতা হি তে ॥১৫২
স্নাতুং প্রয়ান্তং বিবুধাঃ পিতরো মুনয়োঽখিলাঃ ।
দৃষ্ট্বা পয়োঽর্থিনঃ সন্তঃ অনুধাবন্তি পৃষ্ঠতঃ ॥১৫৩
যদি তেষাং তজ্জলং হ্রদত্বৈব কিল মৌঢ্যতঃ ।
সর্বস্বাঙ্গসমুৎসৃষ্টমন্যত্র কিল গচ্ছতি ॥১৫৪
তুষ্ণীং তিষ্ঠন্তি বা মূঢ়া ভবেত্তচ্ছাপভাজনম্ ।
তস্মাৎ স্নাত্বা প্রযত্নেন দেবাদীনাং বিধানতঃ ॥১৫৫
দেয়মেব ভবেন্নূনং সর্বস্বাঙ্গবিনির্গতম্ ।
স্নানাঙ্গতর্পণং চাপি নিত্যং কার্য্যং বিধানতঃ ॥১৫৬

অবশ্য এই নিয়ম পৈতৃক কৃত্যের জন্যই বুঝিতে হইবে, অন্য দিনের জন্য নহে। দ্বিজগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া নিত্যই স্নান করিবে; নতুবা দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ তৃপ্ত না হইয়া এবং জীবননাশ দর্শন করিয়া কুপিত হইবেন এবং শাপ প্রদান করিবেন।১৪৯-৫২

পুত্রগণ স্নান করিতে যাইতেছে দেখিয়া পিতৃগণ, ঋষি, মুনি ও দেবতাগণ জলার্থী হইয়া তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করেন। পুত্রগণ যদি প্রমাদ বা মূঢ়তাবশতঃ তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে জল প্রদান না করিয়াই স্নানান্তে নিজের সমস্ত শরীরের জল ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ গাত্র মার্জন করিয়া অন্যত্র গমন করে কিংবা তুষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে, তবে পিত্রাদিগণ তাহাদিগকে শাপ প্রদান করেন। এজন্য নিত্যই স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে সর্বাঙ্গবিনির্গত অর্থাৎ গাত্র মার্জন না করিয়া সজল গাত্রে স্নানাঙ্গ-তর্পণ অবশ্যই করিবে।১৫৩-৫৬

তর্পণ না করিলে স্নান বৃথা হয়, এজন্য স্নানাঙ্গ-তর্পণ

অকৃতে তর্পণে তস্মিন্ বৃথৈব প্রভবেত্তু তৎ ।
কুর্ব্বীত তর্পণং সর্বং স্নানেষু কিল মার্জনম্ ॥১৫৭
সঙ্কল্পং তদ্দ্বয়ং চাপি ন চেৎ স্নানং তু তদ্ভবেৎ ।
যদ্যশক্তো ভবেৎ স্নানং সলিলেষু বিধানতঃ ॥১৫৮
নদী-তটাক-কূপেষু স্নানমুষ্ণেন বা চরেৎ ।
কণ্ঠস্নানং কটিস্নানং পাদস্নানং তু বা চরেৎ ॥১৫৯
তত্রাপি যদ্যশক্যশ্চেৎ সর্বমুষ্ণেন বাচরেৎ ।
অথবা কাপিলস্নানং প্রোক্ষণস্নানমেব বা ॥১৬০
স্নাতস্নানং বা কুর্ব্বীত শুদ্ধবস্ত্রাণি বা ধরেৎ ।
কায়ানুগুণতঃ সর্বং কার্য্যমেব ন চান্যথা ॥১৬১
প্রাতঃ সংক্ষেপতঃ স্নানং হোমার্থং তু বিধীয়তে ।
মধ্যাহ্নেষু যথাশাস্ত্রং শনৈঃ সর্বং সমাচরেৎ ॥১৬২
জলস্নানং সর্বথা চেদশক্ত্যঃ কর্তুমেব বৈ ।
কায়ানুগুণতো যদ্বা স্নানমেকং সমাচরেৎ ॥১৬৩
বহুপ্রোক্তেষু সর্বেষু দিব্যস্নানং বিশেষতঃ ।
দুর্লভং সর্বমেতদ্ধি গঙ্গাস্নানং সমং হি তৎ ॥১৬৪

অবশ্য করিবে। এইরূপ স্নানে সঙ্কল্প, তর্পণ ও মার্জ্জন করিবে নতুবা উহা বৃথা হইবে। যদি শারীরিক অসুস্থতাদিবশতঃ নদী, তড়াগ ও কূপ প্রভৃতিতে স্নান করিতে অসমর্থ হয়, তবে উষ্ণজলে স্নান করিবে। উহাতে অসমর্থ হইলে কণ্ঠস্নান, কটিস্নান বা পাদস্নান করিবে। উহাতেও অসমর্থ হইলে কণ্ঠাদি স্নানও উষ্ণজলেই করিবে; অথবা কাপিলস্নান, প্রোক্ষণস্নান কিংবা স্নাতস্নান করিবে; অথবা অশুদ্ধ বস্ত্র পরিত্যাগ করত শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। উক্ত যে কোন প্রকারেই কায়শুদ্ধির অনুগুণ কোন না কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।১৫৭-৬১

হোমাদির জন্য প্রাতঃকালে সংক্ষিপ্ত স্নানই বিধেয়। মধ্যাহ্নে যথাবিধি পূর্ণস্নান করিবে। জলে স্নান করিতে অসমর্থ হইলে শরীর-শুচির অনুগুণ কোন না কোন স্নান অবশ্যই করিবে।১৬২-৬৩

বহুপ্রকার (আট প্রকার) স্নানের মধ্যে দিব্যস্নানই

ন সঙ্কল্পাদি তত্র স্যাত্তর্পণং প্রাণসংযমঃ।
তথৈবাচমনং বাপি বায়ব্যেঽপি তথৈব চ ॥১৬৫
তত্তু প্রযত্নসাধ্যং স্যাৎ সায়ং প্রাতস্তথান্তরে।
ন বায়ব্যসমং স্নানং ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ॥১৬৬
তদ্গঙ্গাস্নানতুলিতং পঞ্চপাতকনাশনম্।
উপপাতকসন্দোহনির্ম্মূলকরণক্ষমম্ ॥১৬৭
ততঃ সন্ধ্যাং প্রকুর্বীত শক্তঃ স্নানপ্রপূর্বিকাম্।
নক্ষত্রসহিতাং পূর্বাং পশ্চিমাং সূর্য্যসংযুতাম্ ॥১৬৮
অসাবাদিত্যমন্ত্রেণ ধ্যানং তৎ ক্রিয়তে সদা।
ব্রাহ্মণস্যৈব সন্ধ্যা স্যাৎ সন্ধাবহ্ন-ক্ষপামুখাৎ ॥১৬৯
সা ত্বর্ঘ্যপূর্বিকা তু স্যাদ্ গায়ত্র্যার্ঘ্যত্রয়ং চরেৎ।
সম্যগুচ্চার্য্য তাং বর্ণস্বরতঃ ক্রমতস্তথা ॥১৭০
ব্রাহ্মণ্যমূলং নৈব স্যান্নান্যদস্তি জগৎত্রয়ে।
তন্মূলং তু ততঃ স হি সন্ধ্যানাং ত্রিতয়েঽনিশম্ ॥১৭১

জপ্যাত্যন্তৈকনিয়মশতৈর্মন্ত্রশতাধিকম্।
এতন্মন্ত্রজপেনৈব ব্রাহ্মাণানাং মহাত্মনাম্ ॥১৭২
সর্বলোকৈকবন্দ্যত্বং সর্বাচার্য্যত্বমেব চ।
বশ্যাকর্ষণবিদ্বেষস্তম্ভনোচ্চাটনাদিকম্ ॥১৭৩
নিগ্রহানুগ্রহৌ সর্বমহিমাসর্বপূজ্যতা।
এতন্মূলানি সর্বাণি তস্মাদেতং মনুং পরম্ ॥১৭৪
যথাশাস্ত্রমধীত্যৈব স্বরবর্ণক্রমান্বিতম্।
সম্যগেব জপেদ্ বিদ্বান্ ত্রিসন্ধ্যাসু যথোক্তিতঃ ॥১৭৫
অস্যাস্তু ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ স্বরবর্ণাদিশূন্যতঃ।
সন্ধ্যাত্রয়ীকরণগতো ব্রাহ্মণ্যং দূষিতং তরাম্ ॥১৭৬
দোষযুক্তঞ্চ ভবতি বর্ণোচ্চারণতঃ পরম্।
সর্বস্বরাদিশূন্যে ন ব্যত্যাসঃ স্বরতস্তথা ॥১৭৭
তদ্ব্রাহ্মণ্যং তাদৃগেব ভবেদেব ন সংশয়ঃ।
এতন্মন্ত্রং সমীচীনং প্রোক্তে কর্মণি বৈকৃতে ॥১৭৮

বিশিষ্টস্নান; কারণ উহা অত্যন্ত দুর্লভ ও গঙ্গাস্নানতুল্য। দিব্যস্নানে সঙ্কল্প, তর্পণ, প্রাণসংযম অথবা আচমন কিছুরই প্রয়োজন নাই। বায়ব্য স্নানেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। এই বায়ব্য স্নান অত্যন্ত প্রযত্নসাধ্য, কারণ প্রাতঃকালে সায়ংকালে ও সন্ধিক্ষণে গোধূলিতে এই স্নান করিতে হয়। সুতরাং ইহার সমান স্নান ত্রিলোকে নাই; ইহা গঙ্গাস্নানতুল্য এবং পঞ্চমহাপাতকনাশক এবং সর্বপ্রকার উপপাতকনাশক।১৬৪-৬৭

তারপর স্নান করিতে সমর্থ হইলে স্নান করিয়া সন্ধ্যা করিবে। প্রাতঃকালে নক্ষত্রসহিত সূর্যোদয়ের পরবর্ত্তী এক-ঘটিকাকাল এবং সায়ংকালে সূর্য্যাস্তের একদণ্ড পূর্ব হইতে পরবর্ত্তী একদণ্ড পর্য্যন্ত কাল সন্ধ্যার জন্য প্রশস্ত। 'অসৌ আদিত্যঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আদিত্যের ধ্যান কর্ত্তব্য; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের দিন রাত্রির উভয় সন্ধিকালই সন্ধ্যার পক্ষে প্রশস্ত।১৬৮-৬৯

অর্ঘ্যদানপূর্বক সন্ধ্যা করিবে; গায়ত্রীদ্বারাই তিনটি অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। এই সন্ধ্যা-মন্ত্রের বর্ণগুলির যথাবিধি সস্বর উচ্চারণই ব্রাহ্মণ্যের কারণ; সন্ধ্যার ন্যায় ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধির এমন মূল আর কিছু নাই।১৭০ ৭১

যেহেতু সন্ধ্যা ব্রাহ্মণ্যের মূল, সেইহেতু ত্রিসন্ধ্যায়ই নিয়মিতভাবে সকল মন্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ এই গায়ত্রীমন্ত্র অধিকসংখ্যক জপ করিবে। এই গায়ত্রীমন্ত্রের (অধিক) জপের দ্বারাই মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ সর্বলোকের বন্দনীয়ত্ব, সকলের আচার্য্যত্ব, বশীকরণ, আকর্ষণ, বিদ্বেষণ, স্তম্ভন ও উচ্চাটন প্রভৃতি কর্ম্ম, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সামর্থ্য, সর্বমহত্ত্ব ও সর্বপূজ্যতা লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ এই সকলের মূলীভূত কারণ এই গায়ত্রীমন্ত্র অধিক সংখ্যায় জপ করিবে। যথাশাস্ত্র স্বর ও বর্ণক্রম শিক্ষা করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় এই সন্ধ্যামন্ত্রগুলি সস্বর উচ্চারণ করিবে; স্বরবর্ণ ক্রমাদি শূন্য হইয়া ইহার অনুষ্ঠান করিলে ব্রাহ্মণ্য দূষিত হয়।১৭৫-৭৬

বর্ণের যথাযথ অনুচ্চারণে এবং স্বরের ব্যতিক্রমে সন্ধ্যা ও ব্রাহ্মণ্য উভয়ই দূষিত হয়। যত যত বর্ণশুদ্ধি ও স্বরশুদ্ধিপূর্বক সন্ধ্যা করা হইবে, তত ততই ব্রাহ্মণ্য বৃদ্ধি পাইয়া পরিপূর্ণতা লাভ করিবে। এই সন্ধ্যার মন্ত্র সমীচীনভাবে উচ্চারিত হইলে কর্ম্মের বৈগুণ্য হইলেও

অর্থাঃ সর্বেঽপি শুধ্যন্তি তদ্‌ব্রাহ্মণ্যঞ্চ পুষ্কলম্‌ ।
অতিশুদ্ধং মহচ্ছ্রীমৎ প্রভবেদ্‌ বীর্য্যবত্তরম্‌ ১৭৯
চতুর্বিংশতিবর্ণানামুক্তিমাত্রেণ কেবলম্‌ ।
আভাসমাত্রব্রাহ্মণ্যং তত্র তিষ্ঠতি কেবলম্‌ ॥১৮০
তস্মাৎ সম্যক্‌স্বরযুতং তন্মন্ত্রং বেদচোদিতম্‌ ।
বিপ্রত্বসিদ্ধয়েঽধীত্য সন্ধ্যাকর্মণি সিদ্ধয়ে ॥১৮১
ব্রহ্মধ্যানার্ঘ্যমাত্রার্থাঃ পুরা পদ্মভুবাখিলাঃ ।
শ্রুতয়ো বিশদত্বেন ব্রাহ্মণানাং প্রদর্শিতাঃ ॥১৮২
তস্মাদ্‌ বেদান্‌ বিধানেন সম্যগ্‌ গুরুমুখাৎ পরম্‌ ।
অধীত্যাগ্রং তদন্তস্থাং গায়ত্রীং শিরসা সহ ॥১৮৩
নিত্যমাবর্তয়েদ্‌ ভক্ত্যা ত্রিসন্ধ্যাসু মহাশুচিঃ ।
ভূত্বা স্নাত্বা স্বরৈস্তত্তদ্বর্ণৈকৈরতিশোভনৈঃ ॥১৮৪
প্রজপেদ্‌ ব্রাহ্মণো ধীমাংস্তদর্থস্যানুচিন্তয়া ।
যো নঃ প্রচোদয়াম্নিত্যং ধিয়ঃ কর্মসু সংসু বৈ ॥১৮৫
বরেণ্যং সবিতুশ্চাপি দেবস্য পরমাত্মনঃ ।
গায়ত্র্যাখ্যঞ্চ তদ্ভর্গস্তেজো ধীমহি চিন্তয়া ॥১৮৬

সকল বিষয় বিশুদ্ধ হয় এবং পরিপূর্ণ, অতিশুদ্ধ, মহৎ, শ্রীমৎ ও বীর্য্যবত্তর ব্রাহ্মণ্য আবির্ভূত হয়।১৭৭-৭৯

গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরমাত্রের শুদ্ধ উচ্চারণে আভাস-ব্রাহ্মণ্যের সিদ্ধি হয় মাত্র—পূর্ণ ব্রাহ্মণ্যের নহে। সুতরাং ব্রাহ্মণ্যের সিদ্ধির জন্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট অধ্যয়ন করিয়া যথাযথভাবে সন্ধ্যার মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করত উহার অনুষ্ঠান করিবে; কেননা, প্রজাপতি ব্রহ্মের ধ্যান ও অর্ঘ্যপ্রদানের জন্যই ব্রাহ্মণগণকে সাঙ্গোপাঙ্গ-সহিত সকল শ্রুতি (বেদ) বিশদভাবে উপদেশ করিয়াছেন।১৮০-৮২

সুতরাং বিধিপূর্বক গুরুমুখ হইতে বেদাধ্যয়ন করত সশির গায়ত্রীমন্ত্র নিত্যই স্নানাদিপূর্বক অতিশুদ্ধ হইয়া বুদ্ধিমান্‌ ব্রাহ্মণ (নিত্যই) জপ করিবে এবং উহার অর্থেরও অনুচিন্তন করিবে। যে জগৎপ্রসবিতা পরমাত্মস্বরূপদেবতা সকল কর্ম্মে আমাদের বুদ্ধিকে প্রেরণ করিতেছেন, তাঁহার সেই বরণীয় ভর্গ অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়ী গায়ত্রীরূপা শক্তিকে আমরা ধ্যান করিতেছি,—

ইত্যেবং প্রজপেদ্‌ ভক্ত্যা ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবিত্তমঃ ।
এবং তমর্থামুস্মৃতিপূর্বকং প্রজপেদ্‌ সদা ॥১৮৭
জপং করোতি যঃ সোঽয়ং সর্বব্রহ্মবিদাং বরঃ ।
জীবন্মুক্তোঽপি সোঽয়ং স্যাদ্‌ দুর্ঘটোঽয়ং মহাত্মনাম্‌ ॥১৮৮
যোগিনামপি দিব্যানাং তদর্থস্য মহাজপঃ ।
তল্লাভো যস্য কস্য স্যাৎ স সর্বেষাং ভবেৎ কিল ॥১৮৯
তথৈবার্থানুসন্ধানং যস্য স্যাৎ স তু চোদিতম্‌ ।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং বৈ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্‌ ॥১৯০
পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পরং ধ্যেয়ং পরাৎপরম্‌ ।
জগদ্ধেতুঃ শ্রুতিপ্রোক্তং জগজ্জন্মাদিকারণম্‌ ॥১৯১
ন সন্দেহোঽত্র কথিতঃ সন্দেহী পাপভাগ্‌ ভবেৎ ।
তাদৃগর্থানুসন্ধানং কর্তা যস্তস্য কেবলম্‌ ॥১৯২
অপেক্ষ্যং নাস্তি কিমপি লোকেঽস্মিন্‌ সচরাচরে ।
স এব কৃতকৃত্যো বৈ স এব ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥১৯৩

এই অর্থচিন্তন করত বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ গায়ত্রীমন্ত্র জপ করিবে।১৮৩-৮৭

এইভাবে অর্থানুসন্ধানপূর্বক যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রী জপ করে, সে সকল ব্রহ্মবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ ও জীবন্মুক্ত এবং এরূপ ব্রাহ্মণ মহাত্মগণেরও দুর্লভ।১৮৮

যোগিগণও যদি (দ্বিজ হইলে) ঐ যোগাভ্যাসের সময় ঐরূপ অর্থানুসন্ধানপূর্বক গায়ত্রীজপ করেন, তবে তাঁহাদেরও মহালাভ হইবে। যে যোগী ঐরূপ অর্থানুসন্ধান করেন, তাঁহাকে সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ সর্ববেদৈকবেদ্য, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, সচ্চিদানন্দঘন পরাৎপর পরমধাম পরব্রহ্মস্বরূপ বলিয়াই জানিবে। যে ইহাতে সন্দেহ করিবে, সেও পাপভাগী হইবে। ঐরূপ অর্থানুসন্ধানকারী ব্রাহ্মণের এই চরাচর জগতে অপেক্ষণীয় কিছুই নাই; সে-ই সর্বপ্রাপক ব্রাহ্মণ কৃতকৃত্য ও ব্রহ্মবিত্তম।১৮৯-৯৩

বাস্তবিক তত্ত্ব যাহা এখন তাহাই বলিতেছি,—বহু ব্রাহ্মণ যে উক্তপ্রকারে জপ করত ভক্তিপূর্বক

পরং ত্বত্র প্রবক্ষ্যামি কেবলং বস্তুতো যথা।
বহবো ব্রাহ্মণা ভূমৌ মন্ত্রমাত্রং সলক্ষণম্ ॥১৯৪
সমুচ্চরন্তঃ পরমং ভক্ত্যা সন্ধ্যামুপাসতে।
তাবতৈবাত্র জগতী চোদয়াস্তময়ৌ স্মৃতৌ ॥১৯৫
এতাবতী চ তদ্বৃষ্টির্ভাবাভাবৌ শিবাশিবৌ।
সুখ-দুঃখে জন্ম-মৃতী জগৎকার্য্যং প্রবর্ত্ততে ॥১৯৬
জগৎকৃত্যং জগৎকর্ত্তা চকমে বিপ্রসন্ধ্যয়া।
যেন কেনচিদন্যেন গুহ্যমেতন্ময়োদিতম্ ॥১৯৭
সর্বেষামপি লোকানাং সর্বেষাং নাকিনামপি।
ব্রহ্ম-বিষ্ণু-মহেশানাং মখানাং বহুনা কিমু ॥১৯৮
সর্বকৃত্যং সন্ধ্যয়ৈব সম্যগেব সুসাধিতম্।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন ন চেৎ কিমপি নাস্তি বৈ ॥১৯৯
সন্ধ্যাভাবে সর্বলোকবিনাশঃ সদ্য এব বৈ।
ভবেদেব ন সন্দেহো ব্রাহ্মণাস্তাদৃশা হি বৈ ॥২০০
সর্বত্রাপি চ বর্ত্তন্তে কলৌ চৈতত্তু কেবলম্।
তিষ্ঠেৎ তিরোহিতত্বেন দেবাজ্ঞা তাদৃশা পরা ॥২০১

সন্ধ্যোপসনা করিতেছেন, ইহাতেই জগতে নিয়মিতভাবে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত হইতেছে।১৯৪-৯৫

ইহার ফলে যথাসময়ে বর্ষণ হইতেছে, শস্য উৎপন্ন হইতেছে এবং ভাবাভাব ও সুখদুঃখময় জগৎ প্রবৃত্ত হইতেছে; এজন্য জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বর যে কোন প্রকারেই হউক ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাদ্বারা জগতের মঙ্গল সাধন করিয়া থাকেন—এই পরম গুহ্য কথা আমি বলিতেছি।১৯৬-৯৭

সর্বলোক, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরপ্রমুখ সকল দেবগণের উদ্দেশ্যে বিহিত সকল কর্ম্মই সন্ধ্যানুষ্ঠান-পরায়ণ ব্রাহ্মণের প্রসাদেই প্রচলিত আছে, নচেৎ কিছুই থাকিত না।১৯৮-৯৯

যদি সকল ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা পরিত্যাগ করে, তবে এই মুহূর্তে জগতের বিনাশ হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই; সুতরাং ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য অবর্ণনীয়। সকল ব্রাহ্মণগণ সন্ধ্যানুষ্ঠান ও গায়ত্রীজপ-পরায়ণ থাকিবে; কিন্তু কেবল কলিযুগে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যাইবে—ইহা পরমেশ্বরের আজ্ঞাস্বরূপ শাস্ত্রে লিখিত আছে।২০০-২০১

ব্রাহ্মণই সকল জগতের নিদানভূত, তাহার জন্যই জগৎ নিয়মের সহিত প্রচলিত হইতেছে; ইহার কারণ

ব্রাহ্মণাঃ সর্বজগতাং নিদানং পরমং পরম্।
তদ্বিনা চেন্ন কিমপি তেনৈবৈতৎ প্রবর্ত্ততে ॥২০২
তৎকারণং হি গায়ত্রী বেদমাতা জগন্ময়ী।
তথৈতৎ সৃজ্যতে সর্বং তথৈতৎ পাল্যতে পরম্ ॥২০৩
সংহ্রিয়তে তথৈবেতি সৈষা কিল জগৎপ্রসূঃ।
স্ত্রীলিঙ্গেন শ্রুতৌ নিত্যং লোলয়া ব্যবহ্রিয়তে ॥২০৪
লিঙ্গানাং বচনানাঞ্চ হৃদয়ং তত্র ব্রহ্মণি।
সর্বলিঙ্গৈঃ সর্বশব্দৈর্বচনৈরখিলৈরপি ॥২০৫
প্রতিপাদ্যং পরং ব্রহ্ম নান্যৎ কিমপি বিদ্যতে।
স্ত্রীলিঙ্গং ব্যবহারোহয়ং যথা ভবতি তত্তথা ॥২০৬
দেবতা হৃদয়ং প্রোক্তং পুংলিঙ্গো দেব ঈরিতঃ।
নপুংসকে ব্রহ্মবিদ্যা তদেতদখিলং স্মৃতম্ ॥২০৭
গায়ত্র্যাস্তু ছন্দো বৈ গায়ত্র্যেব ন চেতরৎ।
বিশ্বামিত্রঋষিঃ প্রোক্তো দেবতা সবিতা স্মৃতা ॥২০৮
মুখমগ্নিঃ সমাখ্যাতঃ শিখা ব্রহ্ম প্রকীর্ত্তিতা।
নারায়ণস্তু হৃদয়ং শিখা রুদ্রঃ সমীরিতঃ ॥২০৯

ব্রাহ্মণগণের উপাস্যা বেদমাতা জগন্ময়ী গায়ত্রীদেবী। এই জগন্মাতা গায়ত্রীদেবী জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। তাঁহাকে স্ত্রীরূপে যে ব্যবহার করা হয়, তাহা শুধু লক্ষ্মীস্বরূপা বলিয়া, বস্তুতঃ তিনি স্ত্রীও ন'ন, পুরুষও ন'ন, সর্বলিঙ্গবহির্ভূত সর্বলিঙ্গ ও সর্বশব্দ-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মস্বরূপিণী, তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই নাই। তথাপি ইঁহাতে যে স্ত্রী লিঙ্গ ব্যবহার হয়, তাহার কারণ দেবতা তাঁহার হৃদয়, এজন্য তাঁহাকে পুংলিঙ্গ দেব-শব্দের দ্বারা ব্যবহার করা হয়, আবার তিনিই ব্রহ্মবিদ্যা-স্বরূপিণী হওয়ায় তাঁহাকে স্ত্রীশব্দেও ব্যবহার করা হয়। নপুংসক অর্থাৎ ক্লীব লিঙ্গে অখিলতত্ত্ব স্বরূপ ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়া জানিবে। গায়ত্রীমন্ত্রের গায়ত্রীই ছন্দ—অন্য ছন্দ নহে, বিশ্বামিত্র উঁহার ঋষি, সবিতা তাঁহার দেবতা পরব্রহ্ম তাঁহার শিখা, নারায়ণ ইহার হৃদয়, অগ্নি মুখ এবং রুদ্র হইতেছেন শিখা।২০২-৯

এই গায়ত্রীরূপ মহামন্ত্রের আদ্যাক্ষরগ্রহণমাত্রেই ব্রাহ্মণকে মুখ্য ও প্রথম বলা হইয়াছে। ইহার স্বরবর্ণ যদি যথাযথ উচ্চারণ করত জপ করে, তবে পরিপূর্ণ

মহামন্ত্রস্য তস্যাস্ত্যবর্ণগ্রহণমাত্রতঃ।
ব্রাহ্মণ্যং মুখ্যতঃ প্রোক্তং প্রথমং তু ততঃ পুনঃ ॥২১০
স্বরবর্ণসমীচীন-সমুচ্চারণতৎপরম্।
পৌষ্কল্যং তস্য সংপ্রোক্তং রাহিত্যাৎ সুস্বরস্য তু॥২১১
তদ্দুর্ব্রাহ্মণ্যমেব স্যাল্লুপ্তবর্ণৈঃ সুমধ্যমে।
অব্রাহ্মণ্যং প্রকথিতং তয়োর্ব্রাহ্মণ্যয়োস্ততঃ ॥২১২
পরিহারায় যত্নেন কালেন মহতা শনৈঃ।
বেদাভ্যাসমুখেনৈব গায়ত্রীং গুরুবাক্যতঃ ॥২১৩
সমীচীনাং তু কুর্ত্বেমাং প্রজপেন্নিত্যমঞ্জসা।
সংশোধনং তু গায়ত্র্যা বেদাভ্যাসঃ পরো ভবেৎ ॥২১৪
বেদাভ্যাসেন বাগ্‌দোষা দুষ্টবর্ণস্বরাদিকাঃ।
শনৈঃ শনৈর্বিনশ্যন্তি বজ্রবাচো ভবন্তি চ ॥২১৫
এতদর্থং পুরা ব্রহ্মা তন্মাধ্যাহ্নিককর্মণি।
হংসমন্ত্রেণার্ঘ্যমেকং গায়ত্র্যাকল্পয়ৎ প্রভুঃ ॥৩১
তস্মিন্ মন্ত্রে সমীচীনস্বাধীনে সতি তৎপরম্।
সম্যগ্‌ বক্তুং হি শক্যন্তে মন্ত্রাঃ সর্বত্র কর্মণি ॥২১৭

তস্মাদধ্যয়নং নিত্যং গায়ত্র্যাঃ কিল কেবলম্।
সমীচীনোচ্চারণৈকহেতবে তস্য নান্যথা ॥২১৮
তস্মাদেবং বিধিঃ খ্যাতো গায়ত্রীগ্রহণাৎ পরম্ ॥২১৯
এবং সতি তু যো মূঢ়ো গায়ত্রীগ্রহণাৎ পরম্।
অনধীত্যৈব তং বেদমসংশোধ্যৈব তামপি ২২০
গায়ত্রীং বর্ণসংযুক্তামুচ্চরেদ্ বেদবর্জ্জনাৎ।
শ্রমমন্যত্র কুরুতে শাস্ত্রজালে বৃথাশ্রমী ॥২২১
বেদারতস্তু যো লোকে সোঽস্বাধীনৈকবাগ্‌ ভবেৎ।
দেবী স্বাধীনবাক্ প্রোক্তস্তেন মন্ত্রাদিকং সদা ॥২২২
সম্যগুচ্চারণাচ্চৈব প্রভবেৎ কিল সন্ততম্।
সর্বদক্ষস্তু বেদী স্যাৎ সর্বসিদ্ধিশ্চ তেন সঃ ॥২২৩
প্রভবেদপি তেনৈব ইদং নিত্যং সমভ্যসেৎ।
বেদান্ বেদৌ ন চেদ্ বেদং শাখামাত্রং তু কেবলম্ ॥২২৪
অধ্যেতব্যং প্রযত্নেন ন চেদব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
দুর্ব্রাহ্মণো বা নো চেত্তু ব্রাহ্মণব্রুর্ন সংশয়ঃ ॥২২৫

ব্রাহ্মণ্যের আবির্ভাব হইবে। কিন্তু স্বরের ও বর্ণের অভাববশতঃ দৌর্ব্রাহ্মণ্য সমুৎপন্ন হয়, উভয়ের অভাবে একেবারে অব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ পাতিত্য উৎপন্ন হইবে। এইজন্য ঐ দোষদ্বয় পরিহারের নিমিত্ত গুরুমুখ হইতে বেদাভ্যাস করত গায়ত্রীর সমীচীন উচ্চারণ জানিয়া উহার জপ করিবে; বেদাভ্যাসের দ্বারাই গায়ত্রীর সমীচীনতা সিদ্ধ হইবে এবং বেদাভ্যাসই গায়ত্রীর সংশোধনের শ্রেষ্ঠ উপায়। বেদভ্যাসের দ্বারাই বাগ্‌দোষ দুষ্টবর্ণ ও স্বরসমূহ ধীরে ধীরে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া বজ্রবাক্যে পরিণত হয়।২১০-১৫

এইজন্য পুরাকালে ব্রহ্মা মাধ্যমিক কর্ম্মে হংসমন্ত্রের দ্বারা একটি অর্ঘ্য দিবার বিধান করিয়াছেন; ঐ সমীচীনরূপে আয়ত্ত করিতে পারিলে সকল কর্ম্মের সকল মন্ত্রই যথাযথ উচ্চারণ করিতে পারিবে।২১৬-১৭

সুতরাং বুঝিতে হইবে গায়ত্রীমন্ত্রের সমীচীন উচ্চারণ ও সংস্কারসাধন করিবার জন্যই শাস্ত্র গায়ত্রীগ্রহণের পর বেদাধ্যয়নের বিধান করিয়াছেন।২১৮-১৯

অতএব যে মূঢ় গায়ত্রীগ্রহণের পর বেদাধ্যয়নের দ্বারা গায়ত্রীর উচ্চারণ ও সংস্কারসাধন না করিয়া অন্য শাস্ত্রসমূহে পরিশ্রম করে, তাহার সকল শ্রমই ব্যর্থ হয়।২২০-২১

যে দ্বিজ বেদরতিশূন্য, সে অস্বাধীনবাক্ (নিজের ইচ্ছামত উচ্চারণে অক্ষম) হয়; কিন্তু বেদাধ্যায়ী দ্বিজ স্বাধীনবাক্ হ'ন; সেই মন্ত্রসমূহ সম্যক্ উচ্চারণ করিলেই সকল কর্ম্ম সফল হয়। বেদবিৎ পুরুষ সর্বকর্ম্মে দক্ষ হয় এবং সকল সিদ্ধি তাহার করায়ত্ত হয়; বেদই ইহার কারণ, এজন্য সর্বপ্রযত্নে নিত্যই বেদ অভ্যাস করিবে। সামর্থ্য অনুসারে কেহ কেহ চারিবেদ, তিনবেদ, কেহ দুইবেদ, কেহ একবেদ, কেহ বা নিজ নিজ শাখা-মাত্রের অভ্যাস করিবে; কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিবে না, করিলে ব্রাহ্মণ্য থাকিবে না, তখন তাহাকে অব্রাহ্মণ, দুর্ব্রাহ্মণ বা নিন্দ্যব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।২২৪-২৫

অথবা তাহারা ব্রহ্মবন্ধু (নিন্দিত বা পতিত ব্রাহ্মণ)

অথবা ব্রহ্মবন্ধুঃ স্যাত্তত্র তে ব্রহ্মযোনিজাঃ।
স্বকৃত্যতস্তু চত্বারস্তেষাং লক্ষণমুচ্যতে ॥২২৬
ব্রহ্মবীর্য্যসমুৎপন্নঃ সম্যঙ্‌মন্ত্রৈর্ন সংস্কৃতঃ।
অশ্রোত্রিয়ৈকতা তেন কর্মাভাসৈকসংস্কৃতঃ ২২৭
অব্রাহ্মণ ইতি প্রোক্তো মন্ত্রাভাসজপাদিকঃ।
গর্ভাধানাদিসংস্কারচৌলপনয়নৈর্যুতঃ ॥২২৮
বেদশূন্যেন তৎপিত্রা সুধীর্ভক্ত্যাপ্রপুজিতঃ।
সদসদৎকৃতসংস্কারো দুর্ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ ॥২২৯
মন্ত্রশূন্যকৃতৈঃ সর্বৈঃ সংস্কারৈর্নামমাত্রকৈঃ।
কৃতসংজ্ঞৈঃ প্রতিষ্ঠায়ৈ বিপ্রস্যোঙ্কারপূর্বতঃ ॥২৩০
সংস্কৃতঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণক্রুস্তূষ্ণীং নামধরস্তু সঃ।
গৃহীতমাত্রং গায়ত্রীবর্ণৈকস্বরশূন্যতঃ ॥২৩১
অকালকৃতসন্ধ্যাখ্যকৃত্যং পণ্ডিতমান্যপি।
কিং বেদেনেতি যৎকিঞ্চিদ্ যতো
বা নিখিলোঽপি বা ॥২৩৩
যৎকিঞ্চিন্নিখিলানাং স্যাদ্ যাবৎ কস্যাপি নাস্তি হি।
ইত্যেবং প্রলপন্ দুষ্টো দুষ্টাভিরতিযুক্তিভিঃ ॥২৩৩

হইবে। নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে সেই ব্রহ্মবন্ধু চারিপ্রকার; তাহাদের লক্ষণ বলা হইতেছে—যে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে বটে, কিন্তু মন্ত্রের দ্বারা সংস্কৃত না হওয়ায় অশ্রোত্রিয়ের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছে, কেবল মন্ত্রাভাসের দ্বারা সংস্কৃত, তাহাকে মন্ত্রাভাসাদি জপপরায়ণ অব্রাহ্মণনামক ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া জানিবে। যে ব্রাহ্মণ বেদশূন্য পিতার দ্বারা গর্ভাধানাদি উপনয়নান্ত সংস্কারে সংস্কৃত হইয়াছে, যে সুধী ভক্তি দর্শনে সকলে যাহাকে পূজা করে এবং সৎ ও অসৎ উভয়প্রকার ব্রাহ্মণের দ্বারাই যে সংস্কৃত, তাহাকে দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে।২৬-২৯

যে ব্রাহ্মণ নামমাত্র মন্ত্রশূন্য সংস্কারে সংস্কৃত, ব্রাহ্মণত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কেবল ওঙ্কার উচ্চারণের দ্বারাই সংস্কৃত, তাহাকে নামমাত্রধারী ব্রাহ্মণব্রুব ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া জানিবে। যে ব্রাহ্মণ গায়ত্রীগ্রহণ করিলেও বর্ণ ও স্বরহীন, অকালসন্ধ্যাকারী এবং শাস্ত্রান্তরের অধ্যয়নবশত পণ্ডিতমানী হইয়া "বেদ পড়িয়া কি হইবে? সমগ্রবেদ

দূষয়ন্ শ্রোত্রিয়ান্ বিপ্রাঞ্ছাস্ত্রমাত্রকৃতশ্রমঃ!
ব্রহ্মবন্ধুরিতিখ্যাতো ব্রহ্মবিদ্ভিস্ততঃ সদা ॥২৩৪
যস্মাদ্ বেদাধ্যয়নতো গায়ত্রীং বেদমাতরম্।
অপনীতৈঃ পরং যত্নাৎ পরৈর্দ্বাদশবৎসরৈঃ ॥২৩৫
কৃত্বা শুভাং সমীচীনাং শাস্ত্রস্বরসমন্বিতাম্।
সন্ধ্যাত্রয়ে চ প্রব্রজেত্তাদৃশেন জপেন বৈ ॥২৩৬
গায়ত্রী সিদ্ধিদা যত্নাচ্ছনৈর্ভবতি নান্যথা।
শুদ্ধস্বরযুতা দেবী হংসমন্ত্রসমন্বিতা ॥২৩৭
সম্যগ্‌ জপ্তা ব্রহ্মবিদ্যা সাযুজ্যফলদায়িনী।
সম্যগুচ্চারণং পূর্বমৃষিদেবাদিচিন্তনম্ ॥২৩৮
পশ্চান্ন্যাসস্তদর্থস্যানুসন্ধানং ততঃ পুনঃ।
উত্তরোত্তরতো মুখ্যঃ সর্বমর্থানুচিন্তনম্ ২৩৯
সিধ্যত্যেব ন সন্দেহশ্চিন্তনং তচ্চ বৈ ক্রমাৎ।
অনেকজন্মকৃতিনো ভবিষ্যন্তি ন চান্যথা ॥২৪০
অসাবাদিত্যো ব্রহ্মেতি ধ্যানরূপকৃতেঽন্তরাম্।
সন্ধ্যায়ৈ সমনুষ্ঠানযোগ্যতায়ৈ প্রচোদিতাঃ ॥২৪১

বা উহার একাংশ পড়িবার লোকই এখন দেখা যায় না" এইরূপ প্রলাপবাক্যের দ্বারা শ্রোত্রিয়গণের চিত্তকেও বেদবিমুখ করে, শাস্ত্রান্তরে পণ্ডিত হইলেও তাহাকে চতুর্থপ্রকার ব্রহ্মবন্ধু বলিয়া জানিবে।২৩০-৩৪

এইজন্য ব্রহ্মবিদ্‌গণ উপনয়নের পর গায়ত্রী গ্রহণ করত সযত্নে দ্বাদশবৎসর বেদাধ্যয়ন করত বেদমাতা গায়ত্রীকে বর্ণস্বরের সমীচীনতাপ্রযুক্ত সংস্কার করিয়া ত্রিসন্ধ্যায় জপ করিয়া থাকেন।২৩৫-৩৬

এইরূপভাবে উপাসিতা হইয়া হংসমন্ত্রসমন্বিতা শুদ্ধস্বরা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী গায়ত্রীদেবী সাধককে সাযুজ্যমুক্তিরূপা সিদ্ধি দান করেন। প্রথম ঋষি, দেবতা প্রভৃতির স্মরণপূর্বক সম্যক্ উচ্চারণ করত জপ, পরে ন্যাস, তৎপর উহার অর্থানুসন্ধান করণীয়; ইহার মধ্যে অর্থানুসন্ধানপূর্বক জপই সর্বোৎকৃষ্ট।২৩৭-৩৯

এইরূপে নিষ্ঠা সহকারে জপ করিলে অবশ্যই সাধক সিদ্ধিলাভ করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। বহু জন্মকৃত

আপো হি ষ্ঠা ত্রয়ো মন্ত্রা যং জুষ্টেন নব স্মৃতাঃ।
প্রোক্ষণে বিনিযুক্তাঃ স্যুর্দধিক্রাব্ণাঞ্চ সঙ্গতাঃ ॥২৪২
হিরণ্যাদিচতস্রশ্চ দ্বিপদা চ শিবা তথা।
স্নানমাচমনং চাপি প্রণায়ামস্ততঃ পুনঃ ॥২৪৩
সঙ্কল্পো নিখিলং চৈতৎ সন্ধ্যানুষ্ঠানহেতবে।
তৎপূজারূপমেব স্যাদর্ঘ্যদানং সমন্ত্রকম্ ॥২৪৪
রক্ষোনিরসনাদন্যদর্চনং তস্য কিং স্মৃতম্।
তেনার্চয়িত্বা তাং ধ্যায়েদ্ ব্রহ্মত্বেনাথ তৎস্বয়ম্ ॥২৪৫
অস্মীতি চৈব সন্ধ্যা হি সন্ধ্যয়োস্তাং সমাচরেৎ।
উভয়োঃ কালয়োর্মধ্যে দ্বিবারং ব্রাহ্মণঃ সদা ॥২৪৬
মধ্যসন্ধ্যা চ কর্ত্তব্যা মধ্যাহ্নে তদ্বদেব হি।
ত্রিবারমন্বহং প্রোক্তং সন্ধ্যাকর্ম্ম দ্বিজন্মনঃ ॥২৪৭
যাবজ্জীবং ভাবনা সা শক্তিঃ কর্ত্তুং ন চেদপি।
অর্ঘ্যদানাৎ পরং সম্যগসাবাদিত্যমন্ত্রকম্ ॥২৪৮
বদেদ্ বাচা কেবলং বা তাবন্মাত্রেণ কেবলম্।
ব্রাহ্মণ্যং সুস্থিরং তিষ্ঠেত্ততঃ কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণম্ ॥২৪৯

উপসনার দ্বারাই সাধক সিদ্ধ হয়—একজন্মে নহে। অসৌ আদিত্যো ব্রহ্ম' এইরূপ ধ্যানের পর 'আপো হি ষ্ঠা ময়োভুবঃ' ইত্যাদি তিনটি মন্ত্র দ্বারা মস্তকে জলপ্রোক্ষণ করিবে, হিরণ্যাদি চারিটি মন্ত্র ও মঙ্গলময়ী দ্বিপদামন্ত্র জপ করিয়া (মান্ত্র) স্নান, আচমন, প্রাণায়াম প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিবে।২৪০-৪৩

সন্ধ্যানুষ্ঠানের কারণীভূত সঙ্কল্পও করিবে এবং তাহার পূজারূপ অর্ঘ্যও সমন্ত্রক প্রদান করিবে। রাক্ষসগণের নিরসনের নিমিত্ত অন্য যে অর্চ্চনা বিহিত আছে, তাহা করিয়া নিজে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এইরূপে চিন্তা করত উভয় সন্ধ্যাকালে দুইবার ও মধ্যাহ্নে একবার—মোট তিনবার সন্ধ্যা করিবে; কেননা শাস্ত্র দ্বিজগণকে ত্রিসন্ধ্যা করিতেই বলিয়াছেন।২৪৪-৪৭

যাবজ্জীবনই ব্রাহ্মণকে সন্ধ্যা করিতে হইবে; যদি অসমর্থ হয়, তবে অর্ঘ্যদানানন্তর 'অসাবাদিত্যো ব্রহ্ম' এই মন্ত্র বলিবে অথবা কেবল এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক

ব্রাহ্মণ্যং গোপনীয়ং হি সর্বদেশেষু সর্বদা।
মন্ত্রোক্তিমাত্রতো নিত্যং তদর্থস্যানুচিন্তনম্ ॥২৫০
যোগিনামপ্যশক্যং স্যাত্তৎকর্ত্তা যশ্চ কশ্চন।
স মহাত্মা মহাভাগো ব্রহ্মনিষ্ঠো মহমনাঃ ॥২৫১
জীবন্মুক্তশ্চ ব্রহ্মৈব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
সন্ধ্যামূলমিদং ব্রাহ্মং স্নানমূলং তথৈব চ ॥২৫২
শৌচমূলং মন্ত্রমূলং জপমূলং ক্রিয়াপরম্।
বেদশাস্ত্রোক্তমূলঞ্চ সর্বং গায়ত্রিকং স্মৃতম্ ॥২৫৩
ধ্যান-প্রদক্ষিণাপশ্চাদোমিত্যেকাক্ষরাদিকম্।
সমগুচ্চার্য্য সংযম্য নাসিকাগ্রহপূর্বকম্ ॥২৫৪
দশপ্রণবগায়ত্রীং রেচকৈঃ পূরকৈস্তরাম্।
কুম্ভকৈস্তদ্‌বিধানেন প্রাণায়ামং জপংশ্চরেৎ ॥২৫৫
কৃত্বা ত্রিবারং তৎপশ্চাৎ কৃত্বা সঙ্কল্পমপ্যসৌ।
সহস্রবারং মুখ্যং হি শতবারং হি মধ্যমম্ ॥২৫৬
অধমং দশবারং স্যাৎ করিষ্যেবমিতি স্ম বৈ।
জপং কুর্য্যাদ্ বিধানেন মন্ত্রং তত্তৎস্বরান্বিতম্ ॥২৫৭

গায়ত্রীজপেই আপৎকালে ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হইবে; তারপর প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিবে।২৪৮-৪৯

সর্বদেশে সর্বদাই উক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক অর্থানুসন্ধানের সহিত গায়ত্রীজপের দ্বারা ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য; কারণ, এই ব্রাহ্মণ্য যোগিগণেরও দুর্লভ। যে কেহ এই ব্রাহ্মণ্যকে রক্ষা করিবে, তাহাকেই মহাত্মা, মহাভাগ্যবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ মহাপুরুষ বলিয়া জানিবে এবং সে যে জীবন্মুক্ত—ইহাতে সন্দেহ করিবে না। সন্ধ্যা, স্নান, শৌচ, মন্ত্র, গায়ত্রীজপ, বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং গায়ত্রীসংস্কারক বেদশাস্ত্র। এ সকলই ব্রাহ্মণ্যের মূল। ধ্যান ও প্রদক্ষিণ করিয়া 'ওঁ' এই একাক্ষর মন্ত্র সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ করিয়া সংযতভাবে নাসিকায় হস্তপ্রদানপূর্বক দশটি প্রণবসহ সশির গায়ত্রীপাঠ করিতে করিতে পূরক, কুম্ভক ও রেচক এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম করত সঙ্কল্পপূর্বক গায়ত্রীমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। সহস্রজপ উত্তম, শতজপ মধ্যম এবং দশবার জপ অধম; 'করিষ্যেবম্' এইরূপে সঙ্কল্প

তত্তদ্‌বেদী জপেদ্ভক্ত্যা তদ্‌বেদস্বরভিন্নতঃ।
বেদভ্রষ্টো ভবেৎ সদ্যস্তদ্দোষপ্রশমনায় বৈ ॥২৫৮
তদবান্তরভেদযজ্ঞস্তৎক্রমেণৈব তং মনুম্।
ত্রিমুহূর্ত্তং জপেদ্ভক্ত্যা তদ্দোষাত্তু প্রমুচ্যতে ॥২৫৯
তজ্‌জ্ঞানমাত্রে বিকলো ব্রহ্মবন্ধ্যাদিনামকঃ।
পরিতপ্তঃ সদা বিদ্বান্ নিত্যং পরিচরন্ ভিয়া ॥২৬০
উপকুর্বন্ পরং কুর্বন্ প্রদক্ষিণনমস্ক্রিয়াঃ।
দৃষ্টমাত্রাদ্ ব্রহ্মনিষ্ঠান্ শ্রোত্রিয়ান্ বেদপারগান্ ॥২৬১
সমুদ্দিশ্য প্রযত্নেন তৎপাদসলিলং তদা।
পিবন্ ধরংশ্চ শিরসা পক্ষে পক্ষে যতঃ শুচী ॥২৬২
ব্রহ্মকূর্চবিধানেন তৎপিবন্ হোমপূর্বকম্।
সমীচীনমহাসন্ধ্যারহিতস্য দুরাত্মনঃ।
নামানি তারকাণি স্যুঃ প্রজপ্তানি জগৎপতেঃ ॥২৬৪
বেদাক্ষরৈকশূন্যস্য পুরাণান্তর্গতাঃ পরাঃ।
শ্লোকাঃ কেচন সম্প্রোক্তাঃ স্নানসন্ধ্যাদিকর্ম্মসু ॥২৬৫

ন বৈদিকঃ পুরাণোক্তৈর্ম্মন্ত্রৈঃ কুর্য্যাৎ কথঞ্চন।
কিঞ্চিৎ কর্ম্মাপি তস্মাত্তৈর্বৈদিকৈরেব বাচরেৎ ॥২৬৬
সহস্রপরমাং দেবীং শতমধ্যাং দশাপরাম্।
সন্ধ্যাং নোপাসতে যে তু কথং তে ব্রাহ্মণাঃ স্মৃতাঃ ॥২৬৭
কলৌ তু কেবলং তিষ্ঠেদ্ গায়ত্রীবর্ণমাত্রতঃ।
তদেকদেশতশ্চাপি ক্রিয়ানুকরণাদপি ॥২৬৮
ব্রাহ্মণ্যং তচ্চ পূজ্যং স্যান্ন বিচার্য্য প্রযত্নতঃ।
ন নিষেধ্যং বিশেষেণ গোপনীয়তমং ভবেৎ ॥২৬৯
সন্ধ্যয়োঃ স্নানতো মৌঞ্জ্যাঃ বাহ্যৈকক্রিয়য়া পরম্।
মোদনীয়ং হি বিপ্রত্বং ন বিচার্য্যতমং ভবেৎ ॥২৭০
মূকস্যাপি চ বিপ্রত্বমস্তীত্যেবেতি কেচন।
প্রোচুর্ম্মহর্ষয়ো মৌঞ্জ্যাং গায়ত্রীজলপানতঃ ॥২৭১
জলে সংলিখ্য গায়ত্র্যা মন্ত্রৈঃ কৃত্বাখিলাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাশয়েত্তং বিধানেন মূকবিপ্রত্বসিদ্ধয়ে ॥২৭২

করিয়া জপ করিবে। জপের সময় যেন মন্ত্রের বর্ণ ও স্বরের ব্যতিক্রম না হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখিবে।২৫০-৫৭

যিনি যে বেদের অধ্যয়ন করেন, তিনি সেই বেদের স্বর অনুসারেই মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করিবেন; উহা না করিলে বেদভ্রষ্ট হইবেন; ঐ পাপ হইতে মুক্তির জন্য উক্ত বেদের প্রতিপাদ্য যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিয়া সস্বর গায়ত্রীমন্ত্র ত্রিমুহূর্ত্তকাল বসিয়া জপ করিবে; তবেই ঐ পাপ হইতে মুক্ত হইবে।২৫৮-৫৯

'তত্তদ্‌বেদের বর্ণ ও স্বরাদির জ্ঞান না থাকিলে ব্রহ্মবন্ধু হইয়া যাইব' এই ভয় মনে রাখিয়া সযত্নে স্ব স্ব বেদশাখা অধ্যয়ন করিবে এবং প্রদক্ষিণ, নমস্কার, উপাকরণ প্রভৃতি সংস্কারের দ্বারা বেদের পরিচর্য্যা করিবে। ব্রহ্মনিষ্ঠ, বেদপারঙ্গত, শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দেখামাত্রই তাঁহার পাদোদক পান করিবে ও মস্তকে ধারণ করিবে এবং পক্ষে পক্ষে শুচি হইয়া তাঁহাদের পাদোদক সংগ্রহ করিয়া রাখিবে।২৬০-৬২

ব্রহ্মকূর্চ্চবিধানে হোম করত ঐ পাদোদক পান করিয়া শুচিভাবে কালাতিপাত করিবে, কারণ ঐ পাদোদক মানুষের ভবরোগের ঔষধস্বরূপ। যে দুরাত্মা সমীচীন মহাসন্ধ্যা করে না, সে অন্ততঃ পক্ষে শ্রীভগবানের ভবতারক নাম জপ করিবে ২৬৩-৬৪

বেদাক্ষরশূন্য ব্রাহ্মণের স্নান-সন্ধ্যাদি কর্ম্মের জন্য কেহ কেহ পুরাণান্তর্গত কতকগুলি শ্লোকের বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু বৈদিক ব্রাহ্মণ পৌরাণিক মন্ত্রে কখনও কোন কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে না, সর্বদা বৈদিক-মন্ত্রেই তাহা করিবে। যাহারা সহস্রবার, শতবার অথবা দশবারও গায়ত্রীজপ করে না, তাহাদিগকে কে ব্রাহ্মণ বলে? ২৬৫-৬৭

বিশেষতঃ কলিযুগে ব্রাহ্মণ অন্ততঃ পক্ষে গায়ত্রীমন্ত্র অবলম্বন করিয়াও ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করিবে; কেননা ব্রাহ্মণ্য সদাই আদরণীয়, কোন বিচার না করিয়া সর্বপ্রযত্নে উহাকে রক্ষা করিবে। উভয় সন্ধ্যায় গায়ত্রীজপ, স্নান, উপবীতধারণ এবং ইহার উপর যদি বাহ্য শ্রাদ্ধাদি বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা যায়, তবে কলিযুগেও সানন্দে অবিচারিতভাবে ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা যায়।২৬৮-৭০

কোন কোন মহর্ষি ব্রাহ্মণের মূক সন্তানেরও মৌঞ্জীবন্ধন এবং গায়ত্রী জলপানের দ্বারা ব্রাহ্মণ্যরক্ষার

তজ্জাতানাং পরং তত্তু বিপ্রত্বং দুর্লভং তরাম্।
ব্রহ্মচিত্তৈকসম্ভূত্যা পঞ্চপূর্বাৎ পরং তরাম্ ॥২৭৩
তাবৎ ক্রিয়াভিঃ সম্যগ্ বৈ কৃতাভিস্তৎকুলেঽপি বৈ
বিপ্রত্বং প্রভবেদ্ ভূয়শ্চাস্খলদ্ বিপ্রকৃত্যতঃ ॥২৭৪
যদি মধ্যে তৎকুলীনাঃ প্রাস্খলন্ বৈ স্বকৃত্যতঃ।
নষ্টা এব ভবেয়ুর্বৈ তাবত্তত্র সমুদ্ভবাঃ ॥২৭৫
বেদশাস্ত্রপরাশ্চাপি সৎক্রিয়াভিশ্চ সংস্কৃতাঃ।
সৎকর্মিণোঽপি নিতরাং নান্যযোগ্যা ইতি
শ্রুতিঃ ॥২৭৬
তে পরেষাং হব্য-কব্য-যোগ্যা ইত্যেব তৎপরম্।
ব্রহ্মবিদ্ভিঃ প্রকথিতাঃ পরিনিষ্ঠঃ কুলোদ্ভবঃ ॥২৭৭
বিপ্রত্বপ্রকৃতিং যাতি ন চেন্মূকস্তু কেবলম্।
কো বানুমেয়ঃ সদ্ভির্বৈ সদসত্তদ্ বিলক্ষণঃ ॥১৭৮
গায়ত্রীবর্ণরহিতে ক্রিয়ামাত্রৈকভূষিতে।
কথং তিষ্ঠতি বিপ্রত্বং মূকে কিং বহুনা পুনঃ ॥২৭৯
বিপ্রঃ সন্ধ্যাকারকোঽপি স্বক্রিয়ায়ৈ মহত্তরম্।
এনো মহদবাপ্নোতি সন্ধ্যায়া রোধনেন চ ॥২৮০
বিপ্রসন্ধ্যারাধনস্য বালকস্য বিরোধিনঃ।
তৎপানসময়েঽতীব ভক্ষমত্তুং সমুদ্যতম্ ॥২৮১
বিঘ্নকর্তুঃ শ্রাদ্ধকালে বিঘ্নকর্তুর্দুরাত্মনঃ।
রতিকল্যাণমৌঞ্জ্যাদিপরতৎকালহারিণঃ ॥২৮২
একঃ স্যাচ্চৈব সঙ্কল্পো যদ্দেবাদেবজালকম্।
কুষ্মাণ্ডং কথিতং দিব্যং শতবারজপাত্তু বৈ ॥২৮৩
সর্বেষু শ্রুতিরুৎকৃষ্টা রুদ্রৈকাদশিনী শ্রুতৌ।
পঞ্চাঙ্গরুদ্রন্যাসেন সর্বকল্মষনাশিনী ॥২৮৪
বিপ্রসন্ধ্যাবিঘাতস্য কর্তা সদ্যঃ স্বয়ং তদা।
তস্য সন্ধ্যাং যতঃ কুর্য্যাদন্যথা কিল্বিষী ভবেৎ ॥২৮৫
ন সন্ধ্যাবিঘ্নকরণাদন্যৎ পাপং তু বিদ্যতে।
ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়াদেরপি শূদ্রস্য বা পুনঃ ॥২৮৬
সন্ধ্যাপরং তু হোমঃ স্যাৎ সা চ সন্ধ্যা জপোঽপি বা।

বিধান করিয়াছেন। যথাবিধি উপনয়নের সকল ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিয়া জলে গায়ত্রীমন্ত্র লিখিয়া জপ করত উহা মূককে পান করাইলেই তাহার ব্রাহ্মণত্ব সিদ্ধ হইবে। কিন্তু মূক ব্রাহ্মণের পুত্রগণের ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য। যদি মূকের পূর্ব পঞ্চ পুরুষ ও পরবর্ত্তী পঞ্চপুরুষ বৈদিককর্ম্মে রত থাকেন এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা সকল সংস্কার পুত্রগণের করান হয়, তবে ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য হইতে ভ্রষ্ট না হওয়ায় মূকের পুত্র পৌত্রাদিরও ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হইবে।২৭১-৭৪

যদি মূকের মধ্যবর্ত্তী কয়েক পুরুষ ব্রাহ্মণের কর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হয়, তবে তাহারা ব্রাহ্মণ্যচ্যুত হইবে। ঐরূপ বংশোদ্ভূত পুত্রগণ বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত, সৎকর্ম্মের দ্বারা সংস্কৃত এবং সৎকর্ম্মানুষ্ঠান-পরায়ণ হইলেও অন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত ( আহার, বিবাহাদি ) ব্যবহারের যোগ্য হইবে না।২৭৫-৭৬

কিন্তু তাহারা স্বয়ং অন্য ব্রাহ্মণগণের হব্য ও কব্যের ( যজ্ঞ ও শ্রাদ্ধাদিতে আহারাদির ) যোগ্য হইবে—ইহা ব্রহ্মবিদ্গণ বলিয়াছেন। পবিত্র ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হইলেও মূক ( বোবা ) পূর্বোক্তপ্রকারে জাতিমাত্র ব্রাহ্মণত্বের ভাগী হইবে, ব্যবহারযোগ্য হইবে না ; কারণ সৎ ও অসৎ ব্রাহ্মণ হইতে বিলক্ষণ ঐ গায়ত্রীবর্ণরহিত, ক্রিয়ামাত্রসিদ্ধ মূককে দেখিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া কে অনুমান করিতে পারে।২৭৭-৭৯

সন্ধ্যাবন্দন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ হইয়াও যদি কেহ অন্য ব্রাহ্মণের সৎকর্ম্মে বা সন্ধ্যাকরণে বাধা সৃষ্টি করে, তবে সে মহাপাপ অর্জ্জন করিবে। ( অযথা গোমাতাকে আহারের সময় বাঁধিয়া রাখিলে যেমন মহাপাপ হইয়া থাকে, সেইরূপ মহাপাপ হয়। ) ব্রাহ্মণের সন্ধ্যোপাসনা করিবার সময় যে বালক আচমনীয় জল পান ও নৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া সন্ধ্যা ও আরাধনার বিঘ্ন ঘটায়, শ্রাদ্ধকালে যে দুরাত্মা বিঘ্ন উৎপাদন করে এবং যে দুরাত্মা রতি, কল্যাণব্রত, উপনয়নাদির কালকে অতিবাহিত করাইয়া বিঘ্ন উৎপাদন করে, ইহাদের সকলেরই মহাপাপ হয় ; উহার বিনাশের জন্য একবার সঙ্কল্প করিয়া দেবাদেবজালক ও কুষ্মাণ্ডনামক বেদমন্ত্রসমূহ শতবার জপ করিবে।২৮০-৮৩

সকল প্রকার পাপনাশক মন্ত্রে রুদ্রবিষয়ক একাদশিনী শ্রুতিই উৎকৃষ্টা, উহার সহিত পঞ্চাঙ্গ রুদ্রন্যাস করিলে

মিত্রস্য চর্ষণীমন্ত্রাদুপস্থানাদিকং পরম্ ॥২৮৭
আহিতাগ্নেঃ পূর্বমেব চোদয়াদংশুমালিনঃ।
নিখিলং তদ্বিজানীয়াদগ্নেরুদ্ধরণং তথা ॥২৮৮
আহিতাগ্নেরগ্নিহোত্রং সর্বশ্রুতিসমীরিতম্।
নিখিলেভ্যশ্চ কর্ম্মভ্যঃ সততং হ্যতিরিচ্যতে ॥২৮৯
তৎকর্ম্মণঃ সর্বকর্ম্মজালং যত্তদশেষকম্।
পরং তদ্যোগ্যতামাত্রং সম্পাদকমিতি স্মৃতম্ ॥২৯০
তস্মাত্তদুদয়াৎ পূর্বং স্মার্ত্তং নির্বর্ত্য চাখিলম্।
ততঃ সঙ্কল্পনিয়তস্ত্বগ্নিহোত্রস্য কর্ম্মণঃ ॥২৯১
হোষ্যামীত্যেব সঙ্কল্প্য সায়ম্প্রাতঃ সমাচরেৎ।
সঙ্কল্পানন্তরং তস্য তদুদ্ধরণমুচ্যতে ॥২৯২
অকৃত্বৈব তু সঙ্কল্পং ন তদুদ্ধরণং চরেৎ।
কৃতে তস্মিংশ্চ সঙ্কল্পে তন্মধ্যে স্মার্ত্তকর্ম্ম তৎ ॥২৯৩
ন কিঞ্চিদপি কুর্বীত মহাবৈদিককর্ম্মণি।
কর্ম্মণোঽন্যস্য সঙ্কল্পেঽন্যকর্ম্মান্তরমুচ্যতে ॥২৯৪

প্রবলং বৈদিকং কর্ম্ম সর্বেষ্বপি চ কর্ম্মসু।
তৎকৃত্বৈব পুরা পশ্চাৎ পিত্রোঃ কুর্য্যাচ্ছবক্রিয়াম্॥২৯৫
শবে নিপতিতে গেহে পিত্রোরপি পুনঃ কিমু।
স্নাত্বাদ্রবাসসা সায়মগ্নিহোত্রং যথা পুরা ॥২৯৬
নির্বর্ত্ত্য তৎপরং সর্বং কুর্য্যাদিতি পরা শ্রুতিঃ।
তদ্ বৈদিকস্য কৃত্যস্য সঙ্কল্পেঽস্মিন্ কৃতে যদি ॥২৯৭
যস্য কস্যচিদেকস্য তদন্তঃপাতিনামপি।
মধ্যে বা ঋত্বিজাং নূনমাশৌচং সূতকন্তু বা ॥২৯৮
নাস্ত্যেবেতি ততঃ প্রাহ তস্মাদত্র তু ঋত্বিজঃ।
স্নাত্বা কর্ম্মাণি কুর্বীরন্ কর্ম্মকালে তু তৎপুনঃ ॥২৯৯
বৈতানিকস্থলং ত্যক্ত্বা দূরে তিষ্ঠতি নাত্র তৎ।
যাবৎকর্ম্ম ততো ভূয়ো বহিরন্বেতি তং পুনঃ ॥৩০০
এবং চেদৃত্বিজামন্যদ্‌গোত্রিণামপি কেবলম্।
লগ্নানাং তত্র বিপ্রাণাং কীদৃশং কর্ম তদ্ভবেৎ ॥৩০১

সকল পাপ নাশ হয়। ব্রাহ্মণের সন্ধ্যার বিঘ্নকারী—যাহাতে ব্রাহ্মণ পুনরায় নির্বিঘ্নে সন্ধ্যা করিতে পারে—স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিবে, নতুবা পাপভাগী হইবে। সন্ধ্যাকারী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র যে কেহই হউক না কেন, কাহারও সন্ধ্যার বিঘ্ন করার মত আর পাপ নাই।২৮৪-৮৬

সন্ধ্যা করার পর হোম বা সন্ধ্যাকালীন জপাদি করিতে হইবে; তৎপর চর্ষণীমন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যের উপস্থান করিবে। আহিতাগ্নি দ্বিজ সূর্য্যোদয়ের পূর্বে সন্ধ্যাদি সকল কর্ম্ম সমাপন করিয়া অগ্নির উদ্ধরণ করিবে। সকল বেদ বলিয়াছেন—আহিতাগ্নির পক্ষে অগ্নিহোত্র কর্ম্মই সকল কর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ।২৮৭-৮৯

অন্য সকল কর্ম্মই আহিতাগ্নির পক্ষে অগ্নিহোত্রের সম্পাদক বুঝিতে হইবে; সুতরাং আহিতাগ্নি দ্বিজ সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই সকল স্মার্ত্তকর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া 'হোষ্যামি' এইরূপ সঙ্কল্প করত অগ্নির উদ্ধরণপূর্বক প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করিবে।২৯০-৯২

সঙ্কল্প না করিয়া অগ্নির উদ্ধরণ করিবে না; এবং সঙ্কল্পের পর মধ্যভাগে অন্য কোন স্মার্ত্তকর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করিবে না; কারণ, মহাবৈদিক কর্ম্মমধ্যে অন্য কর্ম্মের সঙ্কল্প করিলে উহা কর্ম্মান্তরে পরিণত হয়।২৯৩-৯৪

সকল প্রকার কর্ম্মের মধ্যে বৈদিক কর্ম্মই সর্বাধিক প্রবল; এমন কি মাতাপিতার শবও যদি গৃহে বর্ত্তমান থাকে, তবে প্রথমতঃ স্নান করিয়া অগ্নিহোত্র সমাপন করিবে, পরে শবদাহাদি কর্ম্ম করিবে—ইহাই পরম বেদবিধি। বৈদিক কর্ম্মের সঙ্কল্প করার পর ঋত্বিগ্‌গণের মধ্যে কাহারও যদি অশৌচও হয়, তথাপি সে কর্ম্মে অশুচি হইবে না, স্নান করিয়া কর্ম্ম করিবে; কর্ম্মকালে ঐ ঋত্বিকের অশৌচ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিয়া দূরে অবস্থান করে। যতক্ষণ যজ্ঞকর্ম চলিবে, ততক্ষণ তাঁহার অশৌচ হইবে না; কর্মশেষ হইলে বহির্গমন অর্থাৎ যজ্ঞস্থল পরিত্যাগ করিলে সেই অশৌচ তাঁহার অনুগমন করিবে অর্থাৎ তিনি অশৌচভাগী হইবেন।২৯৫-৩০০

অন্যগোত্রীয় ঋত্বিগ্‌গণেরও অন্যের অগ্নিহোত্র-কর্ম্মকালে অশৌচ স্পর্শ করে না, ইহাতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অগ্নিহোত্রাদি বৈদিককর্মসমূহের কিরূপ অপূর্ব মাহাত্ম্য।৩০১

তত্তাদৃশং কর্ম তস্মাদুপমারহিতং পরম্।
তৎপরস্য ব্রাহ্মণস্য বৈদিকস্য মহাত্মনঃ ॥৩০২
তদ্ধর্মাঃ পৃথগেব স্যুঃ পিতৃদীক্ষাদয়োঽখিলাঃ।
গর্ভদীক্ষাদয়ঃ সর্বে তস্যাস্য চ পৃথক্ পৃথক্ ॥৩০৩
দিঙ্মাত্রমপি চোচ্যস্তে বৈদিকাস্যাস্যহং তরাম্।
উদয়াস্তময়াৎ পূর্বং সূর্য্যোপস্থানমীরিতম্ ॥৩০৪
প্রতিপক্ষেষ্টিতস্তদ্বৎ ক্ষুরকর্ম হি পর্বণি।
অতঃ সপিত্রোরব্দে যা ( দীক্ষাকেশস্থিতিঃ সদা )
কেশধারণরূপিণী ॥৩০৫
কন্যা-কুম্ভ-কুলীরেষু পত্নীগর্ভেষু সন্ততম্।
প্রত্যব্দ-মাস-পক্ষেষু চামা-মনু-যুগাদিষু ॥৩০৬
প্রোচ্যতে বেদবাক্যেন তস্মাত্তু ক্ষুরকর্ম তৎ।
আহিতাগ্নেঃ পর্বণি হি কথিতং তু বিশিষ্যতে ॥৩০৭
ইষ্ট্যন্যভাবেঽপি তৎকর্মমাত্রাদপি চ কেবলম্।
যৎকিঞ্চিৎ কর্মণা হীষ্টিকর্মৈকদেশতঃ কিল ॥৩০৮
কর্মণা হীষ্টিসিদ্ধিশ্চ ভবত্যেবেতি তৎকৃতম্ ॥৩০৯
যাবতঃ কর্মণঃ কর্ত্তুমশক্তাবপি তস্য বৈ।
অঙ্গমাত্রাস্যাত্তু কৃতৌ সমীচীনং ভবেৎ কিল ॥৩১০
সোঽয়ং তস্মাদাহিতাগ্নের্ন কালাদিনিরীক্ষণম্।
ক্ষুরস্য কার্য্যং নৈব স্যাৎ স কালঃ ক্ষুরকর্মণঃ ॥৩১১
নিত্যতঃ সমুপক্রান্তস্তস্যা ইষ্টেরুপক্রমে।
ত্যক্তনষ্টাগ্নিহোত্রস্যাহিতাগ্নেরেবমপ্যতি ॥৩১২
চোদিতং তদ্ধি চৈবং স্যাদাহিতাগ্নীতরস্য চ।
বর্ণিনো গৃহিণশ্চাপি বৈদিকস্যৈব কেবলম্ ॥৩১৩
উপাকর্মণি চোৎসর্গে ব্রতানাং সন্ততং তরাম্।
যদা তদা ক্ষুরং স্যাদ্ধি ন কালাদিনিরীক্ষণম্ ॥৩১৪
কুষ্মাণ্ডে গণহোমে চ প্রায়শ্চিত্তে হ্যুপস্থিতে।
সূতকান্তে প্রসূত্যন্তে ব্রত-চান্দ্রায়ণাদিষু ॥৩১৫
নৈমিত্তিকব্রহ্মকূর্চে ন কালাদিনিরীক্ষণম্।
দেবাসুর-নরাণাং তৎ ত্রিবিধং পরিকীর্ত্তিতম্ ॥৩১৬

সেইহেতু প্রসিদ্ধ তাদৃশ বৈদিক কার্য্যসকল উপমারহিত ও শ্রেষ্ঠ। অগ্নিহোত্র-পরায়ণ মহাত্মা বৈদিক ব্রাহ্মণের পিতৃদীক্ষা, গর্ভদীক্ষা প্রভৃতি সকল দীক্ষাদি কর্ম্মও পৃথক্ হইবে। আমি এই বৈদিক কর্ম্মের মহিমা দিঙ্‌মাত্র নির্দ্দেশ করিলাম; ইহার মহিমা অবর্ণনীয়। সূর্য্যের উদয় ও অস্তের পূর্বেই সন্ধ্যায় সূর্য্যোপস্থান এবং প্রতিপক্ষেষ্টি করণীয়; আহিতাগ্নি ক্ষৌরকর্ম্ম পর্বদিনেই করিবে। যেহেতু কন্যা, কুম্ভ, কর্কট প্রভৃতি রাশিতে সংক্রান্তি নিমিত্তক শ্রাদ্ধদিনে, এবং সাংবৎসরিক, মাসিক, পাক্ষিক এবং অমা, মন্বন্তর ও যুগাদিনিমিত্তক শ্রাদ্ধের এবং পত্নীর গর্ভাধানাদি সংস্কারের দিনে কেশধারণ করিবার জন্য বেদ বিধান করিয়াছেন, সেইহেতু অগ্নিহোত্রীর পক্ষে ক্ষৌরকর্ম্ম পর্বদিনে করাই বিধেয়।৩০২-৭

অগ্নিহোত্রী দ্বিজ যদি সাঙ্গ ইষ্টিকর্ম্মের অনুষ্ঠান নাও করিতে পারে, তথাপি কথঞ্চিৎ ইষ্টির একদেশ অনুষ্ঠান করত অগ্নিহোত্র-কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করিলেই ইষ্টিকর্ম্মও সাঙ্গই অনুষ্ঠিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।৩০৮-৯

সকল কর্ম্ম করিতে অসমর্থ হইলেও আহিতাগ্নির পক্ষে অঙ্গমাত্র অনুষ্ঠানেই কর্ম্ম সমীচীনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে।৩১০

এজন্য আহিতাগ্নির ক্ষৌরকর্ম্মের কাল-নিয়ম নাই, উক্ত পর্বকালই উহার কাল। যেহেতু আহিতাগ্নির অগ্নিহোত্র নিত্যকর্ম্ম, সেইহেতু ইষ্টিকর্ম্ম করিতে গিয়া যদি অগ্নিহোত্র-কর্ম্মের অঙ্গহানিও হয়, তাহাতেও ক্ষতি হইবে না।৩১১-১২

কিন্তু যাহারা আহিতাগ্নি নহে, সেইরূপ গৃহস্থও ব্রহ্মচারী বৈদিক হইলেও তাহাদের ক্ষৌরকর্ম্মে কালের নিয়ম আছে।৩১৩

কিন্তু তাহাদের পক্ষেও উপাকর্ম্ম, সমাবর্ত্তন প্রভৃতি সংস্কার-কর্ম্মে ক্ষৌরকর্ম্ম করিতে কাল-নিয়মের প্রয়োজন নাই। এইরূপ অশৌচান্তে, গণহোমে, কুষ্মাণ্ডহোমে, প্রায়শ্চিত্তে, প্রসবান্তে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতে এবং নৈমিত্তিক ব্রহ্মকূর্চে কালাদি নিরীক্ষণ করিবার প্রয়োজন নাই। দেবতা, অসুর ও মনুষ্যভেদে ক্ষৌরকর্ম্মও ত্রিবিধ।

শ্মশ্রূপপক্ষ-কেশানাং মানবং প্রথমং স্মৃতম্ ।
উপশ্মশ্রু-কেশবপনং তদ্দৈবতমীরিতম্ ॥৩১৭
এদর্তিন্নং তৃতীয়ং স্যাদাসুরত্বসমঞ্জসম্ ।
কেচিত্ত্বর্ঘ্যং প্রদায়াথ স্বমত্যা তৎপরং শুচিম্ ॥৩১৮
সমুদ্ধৃত্য বিধানেন চোদয়ান্তর্দশোত্তরম্ ।
জপং কুর্বন্তি গায়ত্র্যাস্তৎক্রিয়ামধ্য এব বৈ ॥৩১৯
উদয়ানন্তরং সূর্য্যোপস্থানমনন্তরম্ ।
অগ্নিহোত্রং হি কুর্বন্তি তদেতদসমঞ্জসম্ ॥৩২০
কর্মমার্গস্য কালং বৈ জ্ঞানিমার্গস্য চেৎ পুনঃ ।
ব্রহ্মার্পণধিয়া সর্বং কর্ম তৎক্রিয়তে পরম্ ॥৩২১
স্নান-সন্ধ্যাগ্নিহোত্রাদি স্মার্ত্তং বৈদিকজালকম্ ।
যৎকর্ম তদ্‌ব্রহ্মধিয়া ক্রিয়তে কিল তেন বৈ ॥৩২২
কো ভেদঃ কর্মণাং চেতি কৃৎস্নানাং ব্রহ্মরূপতঃ ।
তস্মাৎ কৃত্বাপ্যহং সন্তঃ কৃত্বৈতদ্ বাধকন্তরাম্ ॥৩২৩
ন ভবেদিতি চ প্রোচুস্তদনুষ্ঠানমেতদু ।
নোত্তমত্বেন মন্যন্তে জ্ঞানিনো বৈদিকাঃ পরম্ ॥৩২৪

ন কর্মণি তু ভিন্নস্য কর্মণঃ সমুপক্রমঃ ।
বিধির্নালমিতি প্রোচুস্তদুপর্য্যপি কেচন ॥৩২৫
ইষ্টমধ্যেঽগ্নিহোত্রং তৎ ক্রিয়তে বা ন চেৎ পুনঃ ।
অন্বাধানাৎ পরং ভূয়স্ত্যজ্যতে কিং তদুচ্যতাম্ ॥৩২৬
অতঃ স্যাৎ কর্মমধ্যেঽপি কর্মান্যৎ কার্য্যমুচ্যতে ।
বস্তুতস্তু পরং বচ্মি মধ্যেঽস্মিন্ স্মার্ত্তকর্মণঃ ॥৩২৭
কার্য্যান্তরং ন কুর্বন্তি যাবৎ কৃত্বা ততশ্চরেৎ ।
নোপাসনাৎ পরো ধর্মো ব্রাহ্মণস্যেহ বিদ্যতে ॥৩২৮
ঔপাসনে কিলাধানমর্দ্ধং যাবত্তু বা দ্বিধা ।
তেনাগ্নিহোত্রং তৎপশ্চাদ্দর্শাদিস্তদনন্তরম্ ॥৩২৯
আগ্রয়ণং চাতুর্মাস্যং নিরূঢ়পশুরেব চ ।
অগ্নিষ্টোমাদয়ঃ পশ্চাৎ ক্রতবো নিখিলাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩০
তস্মাদৌপাসনসমং ন ধর্মান্তরমস্তি হি ।
অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে ॥৩৩১
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ।
তস্মাদৌপাসনে সূর্য্যায়াহুতির্দীয়তে পরা ॥৩৩২

মানবোচিত অর্থাৎ অশৌচাদি-নিমিত্তক ক্ষৌরকর্ম্মে শ্মশ্রু, উপপক্ষ ( মোঁছ ) ও কেশের বপন করিবে। উপশ্মশ্রু ও কেশের বপন দৈব ক্ষৌর এবং এতদ্ভিন্ন সর্বপ্রকার ক্ষৌরকর্ম্মই আসুরের অন্তর্গত। কেহ কেহ নিজমতেই অর্ঘ্যপ্রদানের পরই অগ্নির উদ্ধরণ করত সূর্য্যোদয়ের পর গায়ত্রীজপ করে এবং ঐ কর্ম্মের মধ্যেই উদয়ের অনন্তর সূর্য্যোপস্থান ও অগ্নিহোত্র করে, কিন্তু এইরূপ সমীচীন নহে।৩১৪-২০

কারণ, কর্ম্মকরণে বিহিত কাল অবশ্য অপেক্ষণীয়; স্নান, সন্ধ্যা, অগ্নিহোত্রাদি সকল বৈদিক ও স্মার্ত্তকর্ম্ম ব্রহ্মার্পণ-বুদ্ধিতে অনুষ্ঠান করিলে উহা সর্বোৎকৃষ্ট কর্ম্ম হইবে।৩২১-২২

সমস্ত কর্ম্মই যখন ব্রহ্মস্বরূপ, তখন বৈদিক ও স্মার্ত্ত-কর্ম্মের ভেদ এবং কালভেদে দোষ ইত্যাদি কেন হইবে —এইরূপ মনে করিয়া যাহারা কর্ম্ম করে, তাহাদিগের ঐ বুদ্ধি ও কর্ম্মকে জ্ঞানী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ উত্তম বলিয়া মনে করেন না।৩২৩-২৪

কেহ কেহ বলেন, "এক কর্ম্মের মধ্যে অন্য কর্ম্ম আরম্ভ করা যাইবে—এরূপ কোন বিধি যুক্তিযুক্ত নহে; সুতরাং ইষ্টকর্ম্মের মধ্যস্থলে অগ্নিহোত্র করা যাইতে পারে। যদি অগ্নিহোত্র করা না হয়, তবে কি অন্বাধানের অগ্নিহোত্র-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে? সুতরাং কর্ম্মমধ্যে কর্ম্মান্তর অনুষ্ঠেয়।" এস্থলে প্রকৃত সমাধান বলিতেছি। বৈদিক কর্ম্মের মধ্যে ঔপাসনরূপ স্মার্ত্তকর্ম্ম ভিন্ন অন্য স্মার্ত্তকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে না, করিতে হইলে বৈদিক কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পরে করিবে; কারণ উপাসন-কর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মণের পক্ষে অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই।৩২৫-২৮

আধানের অগ্নির অর্দ্ধেক ঔপাসনের ও অপর অর্দ্ধ অগ্নিহোত্রের; সুতরাং ঔপাসনের পর অগ্নিহোত্র, তৎ-পশ্চাৎ দর্শাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠেয়।৩২৯

দর্শাদির অনন্তর আগ্রয়ণ, চাতুর্ম্মাস্য, নিরূঢ়পশু, অগ্নিষ্টোমাদি সোমযাগ প্রভৃতি সকল যাগ অনুষ্ঠেয়। সুতরাং ঔপাসনের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন ধর্ম্ম নাই।

তাবন্মাত্রেণ সর্বেষামন্নদানং ধরাতলে।
মহতাং বিদ্যমানানাং যোগিনাং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥৩৩৩
জঙ্গামানাঞ্চ সর্বেষাং ক্ষুধার্ত্তানাং বিশেষতঃ।
অন্নমন্নং মহাক্ষুন্নঃ কো বা তস্যা নিবৃত্তয়ে ॥৩৩৪
প্রদাস্যতি মহাভাগঃ অটতামিতি সর্বতঃ।
ভক্ষ্যভোজ্যৈশ্চ লেহ্যৈশ্চ চোষ্যৈরপি সুধাস্রবৈঃ॥৩৩৫
সূপেন পরমান্নেন নানাশাকবিশেষতঃ।
প্রভূতসর্পিষা দধ্না পয়সা মধুনা ফলৈঃ ॥৩৩৬
দাতুরন্যস্তু যৎপুণ্যং তৎকোটিগুণিতং ফলম্।
মহদাপ্নোতি পরমং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৩৩৭
ঔপাসনে পরা দেবা বেদাঃ শাস্ত্রাণি কৃৎস্নশঃ।
তীর্থানি পুণ্যক্ষেত্রাণি ব্রতানি বিবিধান্যপি ॥৩৩৮
কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদীনি দানানি বিবিধান্যপি।
তুলাভারমুখান্যেবং যানি লোকেঽধিকানি বৈ ॥৩৩৯
ফলাধিকানি বর্তন্তে তৎকর্ত্তা তানি বিন্দতি।
তস্মাদৌপাসনং সায়ং প্রাতশ্চ সুসমাচরেৎ ॥৩৪০
ধৃতোখয়া বিশেষেণ বিবাহেঽগ্নিবিশেষবিৎ।
বিভৃয়াদুখয়ৈবৈনং ন তু ভূমৌ বিনিক্ষিপেৎ ॥৩৪১
ভূমৌ তু গার্হপত্যস্য স্থাপনং স্মৃতিচোদিতম্।
ঔপাসনস্য তৎপ্রোক্তমুখাৎ কৃত্বা ততো যথা ॥৩৪২
সৌলভ্যাধারণামূলং ভবেত্তস্যাং নিধায় তম্।
নিত্যানুহরণং কুর্য্যাৎ কৃতে ত্বৈবং হি তদ্গৃহে ॥৩৪৩
ভব্যানুহরণে পূর্বং বভূবুর্যানি কৃৎস্নশঃ।
মঙ্গলানি প্রতিদিনং মহোৎসবপরম্পরাঃ ॥৩৪৪
পূর্বং তু শেষহোমস্য বিপ্রাগমবিশেষকাঃ।
তদর্চ্চনাবিশেষাচ্চ তদ্ভোজনপরম্পরাঃ ॥৩৪৫
সর্ববন্ধাগমাশ্চাপি স্বস্তিবাচনপূর্বকাঃ।
অসংখ্যকা অনন্তাঃ স্যুর্মঙ্গলধ্বনয়োঽনিশম্ ॥৩৪৬

অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি আদিত্যের নিকট উপস্থিত হয়; তাহার ফলে আদিত্য হইতে বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং অন্ন হইতে প্রজা উৎপন্ন ও বর্দ্ধিত হয়। এজন্য ঔপাসন-কর্ম্মে সূর্য্যকে (আদিত্যকে) আহুতি প্রদান করা হয়।৩৩০-৩২

ঐ আহুতির দ্বারাই ধরাতলে সকলের অন্নদান সম্পন্ন হয়। যে সকল মহাত্মা যোগী, ব্রহ্মবাদী, এবং ক্ষুধার্ত্ত জঙ্গমমাত্রই (প্রাণীমাত্রই) "কে এমন মহাভাগ্যবান্ আছে, যে আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য অক্ষয়ফলদায়ক অন্ন প্রদান করিবে" এই বলিয়া অন্তরীক্ষে ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহাদের তৃপ্তির যে ভাগ্যবান ঔপাসন অগ্নিতে ভক্ষ, ভোজ্য, লেহ্য, পেয়, সূপ, পরমান্ন, নানা শাক, প্রচুর ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, মধু ও ফল প্রভৃতির দ্বারা আহুতি প্রদান করে, তাহার পুণ্য অন্য পুণ্যের কোটিগুণ হইয়া পরম মহৎ ফল প্রদান করে—এই বিষয়ে কোন বিচার করা কর্তব্য নহে।৩৩৩-৩৭

ঔপাসনে দেবতা, বেদ, সকল শাস্ত্র, তীর্থ, পুণ্যক্ষেত্র, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ এবং অন্যান্য বিবিধদানসমূহ তুলিত হইলে ভারাধিক্যবশতঃ উহার কর্ত্তাকে অধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে; সুতরাং সায়ং ও প্রাতঃকালে ঔপাসন কর্ম্মের সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান করিবে।৩৮-৪০

বিবাহে যে অগ্নিগ্রহণ করিয়াছে, সে উখাতে (চুল্লীতে) ঔপাসক অগ্নিকে স্থাপন করিবে; কিন্তু গার্হপত্যাগ্নিকে ভূমিতে স্থাপন করিবে—ইহা স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান। উখা (চুল্লী) নির্ম্মাণ করিয়া যে ভাবে উহাতে সহজে অগ্নিধারণ করা যায়, সেইভাবে উখাতে অগ্নি রাখিয়া নিত্যই উহার অনুহরণ (উপাসনা) করিবে; তাহা হইলে ঐ গৃহ প্রতিদিন সর্বপ্রকার মঙ্গল ও মহোৎসবের আলয় হইবে।৩৪২-৪৪

শেষহোমের পূর্বে ব্রাহ্মণগণের আগমন, তাঁহাদের বিশেষ অর্চ্চনা ও ভোজন, স্বস্তিবাচনপূর্বক সকল আত্মীয় স্বজনের আগমন, প্রভৃতি অসংখ্য মাঙ্গলিক ধ্বনি ঐ গৃহে অনবরত শুনিতে পাওয়া যায়।৩৪৫-৪৬

যে গৃহে গৃহী উখাতে ঔপাসন অগ্নিকে স্থাপন করিয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে উহার অর্চ্চনা করে, সেই গৃহ সকল প্রকার মঙ্গলের আয়তন হইয়া থাকে।৩৪৭

উখ্যানুহরণং যত্তৎ ক্রিয়তে গৃহিণান্বহম্ ।
সায়ংপ্রাতশ্চ বিধিনা মঙ্গলায়তনং হি তৎ ॥৩৪৭
তস্যানুহরণং পশ্চাদ্ রথস্থোৎসবনাদিকঃ ।
গৃহপ্রবেশহোমাখ্য আগ্নেয়শ্চ তথাবিধঃ ॥৩৪৮
সপ্তর্ষি অরুন্ধতীপূজাদর্শনাদিমহোৎসবঃ ।
ঔপাসনসমারম্ভস্তদ্‌গতের্বনমর্চ্চনম্ ॥৩৪৯
তদ্দীক্ষানিয়মা দিব্যা দম্পত্যালাপনাদিকাঃ ।
মহদাশীরুৎসবশ্চ ভূষণোৎসব এব চ ॥৩৫০
দীপোৎসবো দীপশান্তিঃ কুলাচারাদয়োঽখিলাঃ ।
চৌর্য্যোৎসবো হেলনাখ্যো বন্ধুভক্তিমহোৎসবঃ ॥৩৫১
গীতোৎসবো বাদ্যরন্ধ্রভাষণোৎসবসংজ্ঞকাঃ ।
শেষহোমো নাকবলি-মহেন্দ্রাণীসমর্চ্চনম্ ॥৩৫২
ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিসংখ্যা তদ্দেবানাং সমর্চ্চনম্ ।
মহাদিশমুৎসবশ্চ তাম্বূলোৎসব এব চ ॥৩৫৩
তদ্দম্পতী মহাপ্রজা তন্নামোক্ত্যুৎসবঃ পরঃ ।
গৃহাদ্ গ্রামবিনির্য্যাণং মহাজলমহোৎসবঃ ॥৩৫৪
হারিদ্রজল-তচ্চূর্ণ-গন্ধ-কুঙ্কুমবস্তুভিঃ ।
দোলোৎসবো দেবেতোদ্বাসনসংজ্ঞোৎসবঃ পরঃ ॥৩৫৫
কঙ্কনোদ্বাসনো বন্ধোদ্বাসনাদিকমিত্যতঃ ।
যদ্দ্রব্যজাতং তৎসর্বমন্বহং তত্ততোঽধিকম্ ।
ভবত্যেব ততো যত্নাদুখ্যমগ্নিং সদা ধরেৎ ॥৩৫৬
যদি ভূমৌ নিক্ষিপেত্তু তপদ্‌ভূমিরশুচিঃ সদা ।
স শান্তিং কুরুতে তস্মাৎ পরং তণ্ডুলহোমতঃ ॥৩৫৭
গার্হপত্যাখ্যবহ্নৌ তু পুরোডাশাদিনা ন তু ।
হবিষাপাশুকেনৈব নিত্যশান্তো ভবেদহো ॥৩৫৮
ন চেদ্ গার্হপত্যাখ্যো যজমানস্য সন্ততম্ ।
তস্মিন্নতীতে বর্ষর্তৌ পললং হি তদিচ্ছতি ॥৩৫৯
বহবো বৈদিকাস্তস্মাদ্ গার্হপত্যাদিকাস্ত্রয়ঃ ।
পঞ্চপাকাস্তাপনীয়া নায়মৌপাসনঃ কদা ॥৩৬০
তথাকর্ত্তুমশক্তশ্চেৎ সমারোপণতোঽপি বা ।
অশ্মনঃ সমিধো বাপি ভর্ত্তব্যঃ সন্ততং দ্বিজৈঃ ॥৩৬১
পরিত্যজেদ্ যদি শুচিং বিরহীত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥৩৬২

ঔপসনাগ্নির উপাসনার পর রথোৎসব, গৃহপ্রবেশ হোম, আগ্নেয়, পুরোডাশাদি, সপ্তর্ষি ও অরুন্ধতী পূজা-মহোৎসবাদি এ সকলই ঔপাসনাগ্নির স্থাপনাপ্রযুক্তই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।৩৪৮-৪৯

উক্ত আহিতাগ্নি দম্পতীর দীক্ষা নিয়ম ও দিব্য, দম্পতীর পরস্পর আনন্দালাপ, মহাত্মগণের আশীর্বদোৎসব এবং ভূষণোৎসব—এ সকলই তাহাদের অপূর্ব ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।৩৫০

দীপোৎসব, দীপশান্তি, সকল কুলাচার, চৌর্য্যোৎসব, হেলনোৎসব, বন্ধুভক্তিমহোৎসব, গীতোৎসব, বাদ্যরন্ধ্র-ভাষণোৎসব, শেষহোম, নাকবলি, মহেন্দ্রাণীসমর্চ্চন, ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটি ( তেত্রিশকোটি ) দেবতার অর্চ্চন, মহাদিগুৎসব, তাম্বূলোৎসব, তদ্দম্পতীমহাপূজা, গৃহ হইতে গ্রামনির্য্যাণ, মহাজলমহোৎসব, হরিদ্রাজল, চূর্ণ, গন্ধ ও কুঙ্কুম প্রভৃতির দ্বারা দোলোৎসব, দেবতোদ্বাসনোৎসব, কঙ্কনোদ্বাসনোৎসব ও বন্ধোদ্বাস-নোৎসব—এই সকল উৎসব ঐ গৃহে অনুষ্ঠিত হয় এবং উহাদের সম্পাদনের উপযোগী দ্রব্যসমূহের ( ধন-ধান্যাদির‌ও ) প্রচুর সমাগম হয়; সুতরাং উখ্য ( উখাতে স্থাপিত ) ঔপাসন অগ্নির সততই উপাসনা করিবে। ঐ অগ্নি ভূমিতে কখনই নিক্ষেপ করিবে না, করিলে ঐ ভূমি অশুচি হইবে এবং উহার শান্তির জন্য আহিতাগ্নিকে ঐ অগ্নিতে তণ্ডুলহোম করিতে হইবে।৩৫১-৫৭

গার্হপত্যাগ্নিতে হোম করিলে পুরোডাশের দ্বারা হোম না করিয়া পশুর মাংসরূপ হবির দ্বারাই হোম করিবে, উহাতে চুল্লী অবশ্যই শান্তি হইবে। যদি উহা না করা হয়, তবে বর্ষ বা ঋতুতে গার্হপত্যাগ্নিতে মাংসের দ্বারা হোম করিবে। অনেক বৈদিক ব্রাহ্মণ আছেন, যাঁহারা গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নি এই ত্রিবিধ অগ্নিই গ্রহণ করিয়া উহাদের উপাসনা করেন এবং পঞ্চপাকের তপস্যা করিয়া থাকেন; কিন্তু ঔপাসনাগ্নি স্থাপন করেন না।৩৫৯-৬০

যদি ঐরূপভাবে অগ্নিস্থাপন করিতে সামর্থ্য না

সায়ং প্রাতস্ততো নিত্যং বহ্ন্যুপস্থানমাচরেৎ।
হোমাৎ পরমুপস্থানং কার্য্যো হোমস্ততো পুনঃ ॥৩৬৩
হোমং বিনা হ্যুপস্থানং ন কদাচিৎ সমাচরেৎ।
প্রচরেদ্ যদি তৎকালে শুচির্ভক্ত্যা সমন্বিতঃ ॥৩৬৪
সূর্য্যায়েদং নমমেতি তদ্‌গৃহাভিমুখো জপেৎ।
বুদ্ধ্বা তং হোমকালং বৈ তথাস্বিষ্টকৃতশ্চ বৈ ॥৩৬৫
চতুর্থ্যন্তেন তৎপশ্চাত্তদুপস্থানমাচরেৎ।
প্রণমেত প্রযত্নেন গোত্রাভিবাদনঞ্চ তৎ ॥৩৬৬
কুর্য্যাদেব বিধানেন ন তু তূষ্ণীং স্বয়ং শুচৌ।
লৌকিকে জুহুয়াদ্ যত্র কুত্রাপি যদি বৈ তদা ॥৩৬৭
চরেদ্ বৃথা হি তৎকর্ম তথা নষ্টং ভবেদ্ ধ্রুবম্।
যতোহয়ং বহ্নিরেব হি ভার্য্যাধীনে বভূব হি ॥৩৬৮
পুরা তু ব্রহ্মসদনে নির্ণয়স্তু তথা কৃতঃ।
উপাসনে স্থিতে গেহে ভার্য্যাধীনেন কুত্রচিৎ ॥৩৬৯

প্রবাসে যজমানস্য যদি প্রত্যব্দমাগতম্।
তদা তু লৌকিকে কুর্য্যাদগ্নৌ পাণৌ ন চাচরেৎ ॥৩৭০
দর্ভস্তম্বেঽপ্সু বা কুর্য্যাদগ্নৌকরণমাপদি।
ন কুর্য্যাদেব সহসা পাণ্যাদিষু হি যাজুষঃ ॥৩৭১
নিয়মোঽয়ং যাজুষস্য শ্রাদ্ধকর্মণি পাবকঃ।
বৈদিকঃ কথিতঃ সদ্ভির্বহ্বৃচানাং তথৈব হি ॥৩৭২
মুখ্যঃ কল্পঃ পাবকে স্যাদগ্নৌকরণকর্মণঃ।
বিকল্পাৎ পাণিহোমোঽপি তদাদিস্তদনন্তরম্ ॥৩৭৩
প্রয়তো বৈশ্বদেবান্তে ব্রাহ্মণানতিথীনপি।
ভোজয়ীত চ বালাদীন্মানুষোঽয়ং মহাসবঃ ॥৩৭৪
অজস্রং বৈশ্বদেবাদাববসানেঽথবা শুচিঃ।
ঔদুম্বর্য্যশ্চ সমিধো জুহুয়াদ্দশ বা শতম্ ॥৩৭৫
তাবৎসংখ্যান্নাহুতীশ্চ শ্রীকামঃ কালয়োর্দ্বয়োঃ।
দেবযজ্ঞোঽয়মুদিতঃ কেচিত্তু শকলাহুতিঃ ॥৩৭৬

থাকে, তবে অগ্নির সমারোপণ করিয়া অশ্ম (প্রস্তর) ও সমিধের দ্বারা ভরিয়া দিবে; কদাচ অগ্নি পরিত্যাগ করিবে না, করিলে তাহাকে বিদ্বান্‌গণ বিরহী বলিয়া থাকেন।৩৬১-৬২

সায়ং ও প্রাতঃকালে বহ্নির উপস্থান করিবে; হোম হইতে উপস্থান শ্রেষ্ঠ, এজন্য উপস্থানের পর হোম করিবে; হোম বিনা উপস্থান কখনও করিবে না। ঐরূপ করিলে শুচি হইয়া ভক্তিপূর্বক "সূর্য্যায়েদং নমমেতি" ইত্যাদি অগ্নিগৃহের অভিমুখ হইয়া জপ করিবে; পরে হোমের সময় অগ্নির স্বিষ্টকৃৎ নামকরণ করিয়া উহাতে চতুর্থবিভক্ত্যন্ত দেবতার নামের সহিত 'স্বাহা' যোগ করিয়া অগ্নির উপস্থান হোম করিবে। পরে নিজের নাম গোত্রোল্লেখ করত বিধিপূর্বক প্রণাম করিবে; কিন্তু যেখানেই থাকুক, আহিতাগ্নি দ্বিজ কখনও লৌকিকাগ্নিতে হোম করিবে না।৩৬৩-৬৭

যদি কখনও ঐরূপ করে, তবে কর্ম্ম নষ্ট হইবে যেহেতু এই অগ্নি ভার্য্যার অধীন, এজন্য পুরাকালে ব্রহ্মলোকে এইরূপ নির্ণয় হইয়াছে—ভার্য্যার অধীন ঔপাসন অগ্নি গৃহে থাকিলে অন্যত্র কোথাও যাইবে না; যদি বাধ্য হইয়া প্রবাসে যাইতে হয় এবং সেই সময় সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধের তিথি উপস্থিত হয়, তবে লৌকিক অগ্নিতে শ্রাদ্ধ করিবে, (ব্রাহ্মণের) হস্তে করিবে না। ৩৬৮-৭০

যজুর্বেদিগণ কুশময় ব্রাহ্মণে অথবা জলে আপৎকালে অগ্নৌকরণ করিবে, তথাপি সহসা (ব্রাহ্মণ) হস্তে করিবে না। শ্রাদ্ধকর্ম্মে যজুর্বেদিগণের পক্ষে বৈদিক অগ্নিই নিয়ত বিহিত; ঋগ্‌বেদিগণের পক্ষেও ঐ নিয়ম জানিবে।৩৭১-৭২

সকলের পক্ষেই বৈদক অগ্নিই অগ্নৌকরণ-কর্ম্মে মুখ্যকল্প; উহার অভাবে সামবেদিগণ পাণিহোম করিতে পারে।৩৭৩

হোমের পর বৈশ্বদেব-বলি প্রদানপূর্বক ব্রাহ্মণগণ, অতিথিগণ বা বালকগণকে ভোজন করাইবে; কারণ উহা মানুষ-মহাযজ্ঞ। বৈশ্বদেবের আদি ও অন্তে উদুম্বর-কাষ্ঠ-নির্ম্মিত সমিধের দ্বারা দশ বা শতবার আহুতি প্রদান করিবে।৩৭৪-৭৫

যে ব্যক্তি ধনৈশ্বর্য্যকামী, সে সায়ং ও প্রাতঃ উভয়

ইমং যজ্ঞং তমেবোচুর্যৎপিতৃভ্যঃ স্বধেতি বৈ।
তর্পণং ক্রিয়তে যত্তু পিতৃযজ্ঞং প্রচক্ষতে ॥৩৭৭
যেয়ং পূর্বং বলিঃ প্রোক্তা বায়সানাং শুনামপি।
এষা বৈ ভূতযজ্ঞঃ স্যাদতিথীনাং তু ভোজনম্ ॥৩৭৮
নৃযজ্ঞঃ কথিতঃ সদ্ভির্ব্রহ্মযজ্ঞস্ত্রয়ীময়ঃ।
এবং পঞ্চ মহাযজ্ঞাঃ শ্রুতিপ্রোক্তাঃ সনাতনাঃ ॥৩৭৯
নৈষামঙ্গাঙ্গীভাবোঽস্তি স্বতন্ত্র্যাস্তে পরস্পরম্।
তর্পণং ব্রহ্মযজ্ঞস্য দেবাদীনাং যদীরিতম্ ॥৩৮০
তদঙ্গমেব তস্যাঃ স্যাত্তচ্চ নিত্যমিতীরিতম্।
দেবানাং প্রথমং তত্র তর্পণং সমুদীরিতম্ ॥৩৮১
ঋষীণামথ তৎপ্রোক্তং পিতৃণাং তু ততঃ পরম্।
ব্রহ্মাদয়োঽপি যে দেবা বেদোক্তা অষ্টমে মতাঃ ॥৩৮২
নমো ব্রহ্মণে সুস্পষ্টাঃ কাণ্ডানুক্রমতো মতাঃ।
তত্তদ্‌বেদেষ্বেবমেব কাণ্ডানুক্রমতস্ত্বিমে ॥৩৮৩
জ্ঞেয়া এব ন চান্যেঽত্র ব্রহ্মবাদিভিরীরিতাঃ।
ঋষয়স্ত্বেবমেব স্যুঃ পিতরোঽপি তথা মতাঃ ॥৩৮৪
শ্রুতিসম্বন্ধিনঃ কৃৎস্নাস্তত এব হি তর্পণম্
তেষামেব প্রকর্ত্তব্যত্বেন তচ্চোদিতং পরম্ ॥৩৮৫
গণাস্ত এব কথিতা অগ্নয়ে বায়বেত্যাদিনা।
একাদশৈতে কথিতাঃ পত্ন্যানেনাদিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৩৮৬
তত্র পত্ন্যনুবাকে যাঃ পত্ন্যস্তা এব চোদিতাঃ।
এতত্ত্বনুবাকোক্তপত্নীনাং মন্ত্রমূলতঃ ॥৩৮৭
পঠনাদপ্যপত্নীকঃ সপত্নীক ইতীরিতঃ।
অপত্নীকো ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী শ্রোত্রিয়োঽপি সন্॥৩৮৮
সপত্নীকো ভবেদ্ ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী ন সংশয়ঃ।
পত্নীপুত্রাদিরাহিত্যে বৈকল্যং শ্রোত্রিয়স্য ন ॥৩৮৯
বিশেষেণ ব্রহ্মমেধাধ্যেতুস্তন্নাস্তি সন্ততম্।
পঞ্চভার্য্যো দশসুতোঽপ্যপত্নীকোঽপ্যপুত্রবান্ ॥৩৯০
যো ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী স এব কথিতস্তথা।
ভার্য্যামাত্রবিহীনেন ব্রহ্মমেধী মহামনাঃ ॥৩৯১
পত্নীমন্ত্রৈকসংলব্ধসংস্কারহোতৃসংস্কৃতঃ।
নিত্যপত্নী সমাযুক্তস্তচ্ছপত্নীবিনাশতঃ ॥৩৯২

কালেই উক্তসংখ্যক আহুতি প্রদান করিবে। কেহ কেহ শকলাহুতি প্রদানের কথা বলেন।৩৭৬

পিতৃগণের উদ্দেশ্যে 'স্বধা' উচ্চারণপূর্বক এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং পরে তর্পণ করাকেই পিতৃযজ্ঞ বলে। বায়স ও কুক্কুরাদির উদ্দেশ্যে পূর্বে যে বলিদানের কথা বলা হইয়াছে, উহাকে ভূতযজ্ঞ, এবং অতিথিগণের ভোজনকে নৃ-যজ্ঞ বলা হয়। ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিনবেদের অন্ততঃ তিনটি মন্ত্রের যে নিত্য সস্বর পাঠ, উহাকে ব্রহ্মযজ্ঞ বলে। পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবশূন্য সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এই পাঁচপ্রকার যজ্ঞই বেদে পঞ্চযজ্ঞরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মযজ্ঞের সহিত যে দেবতাগণের তর্পণ বিহিত হইয়াছে, উহা নিত্য এবং ব্রহ্মযজ্ঞের অঙ্গ; প্রথমতঃ দেবতাগণের, পরে ঋষিগণের এবং তৎপর পিতৃগণের তর্পণ বিধেয়। ব্রহ্মাদি যে সকল বেদোক্ত দেবতা, অষ্টমকাণ্ডে বলা হইয়াছে, 'নমো ব্রহ্মণে' ইত্যাদি মন্ত্রে কাণ্ডানুক্রমে সুস্পষ্ট প্রতিপাদিত হইয়াছে; উহাদিগকে তত্তদ্‌বেদে তত্তৎ কাণ্ডানুসারে বুঝিতে হইবে—ইহা বেদবিদ্‌গণ বলেন। এইরূপ ঋষিগণ ও পিতৃগণও তত্তৎ কাণ্ডানুক্রমে উল্লিখিত হইয়াছেন জানিবে।৩৭৭-৮৪

যেহেতু দেবতা, ঋষি ও পিতৃগণ সকলেই শ্রুতিপ্রাপ্ত, সুতরাং তাঁহাদের তর্পণও কর্ত্তব্যরূপে বেদেই বিহিত হইয়াছে। 'অগ্নয়ে' 'বায়বে' ইত্যাদিরূপে একাদশ গণ দেবতার কথাও বেদেই উল্লিখিত আছে এইরূপ 'পত্ন্যা অনেন' ইত্যাদি মন্ত্রে দেবর্ষিপিতৃ-পত্নীরূপ দেবতাগণের উল্লেখ আছে; এই পত্ন্যনুবাক পাঠ করিলে অপত্নীক ব্যক্তি সপত্নীক হয় এবং অপত্নীক ব্রহ্মমেধানধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ সপত্নীকও ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী হইয়া থাকেন। পত্নী-পুত্রশূন্য হইলেও ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের কর্ম্মের মধ্যে কোন বৈকল্য হয় না। পঞ্চপত্নী ও দশপুত্র-বিশিষ্ট হইয়াও যদি শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী না হয়, তবে তাহাকে অপত্নীক ও পুত্রহীনই বুঝিতে হইবে। ভার্য্যাশূন্য হইলেও ব্রহ্মমেধাধ্যায়ী

অপত্নীকঃ কথময়ং ভবতীত্যসকৃত্তরাম্ ।
মীমাংসা চাত্র কর্ত্তব্যা ধর্মব্রহ্মাদিবাদিভিঃ ॥৩৯৩
ব্রহ্ম বৈ চতুর্হোতারস্তেভ্যো যজ্ঞোঽধিনির্ম্মিতঃ ।
স হি নারায়ণো ব্রহ্মা পুরুষরূপেণ তত্র চ ॥৩৯৪
বর্ত্ততে চানুবাকেন চোত্তরেণ জগন্ময়ঃ ।
সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশানাং কর্ত্তা কারণকারণম্ ॥৩৯৫
করণস্যাপি করণং জগজ্জন্মাদিকারণম্ ।
সত্যজ্ঞানানন্দময়ং সদসচ্চিন্ময়াত্মকম্ ॥৩৯৬
তদ্রূপেণাবতীর্ণং তত্তস্যাধ্যেতা তদাত্মকঃ ।
ব্রহ্মবাদ্যুচ্যতে সদ্ভিঃ স যৈর্ন নিষিধ্যতে ॥৩৯৭
স সর্ববেদযজ্ঞৌঘসৎকর্মব্রতকৃন্মতঃ ।
স উ বৈ বৈদিকশ্রেষ্ঠঃ কর্মিষ্ঠঃ কর্মঠোঽশঠঃ ॥৩৯৮
সর্বাচার্য্যঃ সর্ববন্ধুঃ সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকঃ ।
সর্বাচারস্থাপকশ্চ সর্বলোকবিলক্ষণঃ ॥৩৯৯
সূক্ষ্মধর্মার্থতত্ত্বজ্ঞঃ সোঽয়ং কিল বিশেষবিৎ ।
বেদমার্গানুসারী চ পরং বেদোক্তমেব হি ॥৪০০
করোতি কর্মণান্যত্তু গৌণমুখ্যে তথা বলম্ ।
দেশ-কাল-মহাপাত্র-দ্রব্য-যোগাদিকেক্ষণে ॥৪০১
মুখ্যং তৎসমনুষ্ঠানং কুরুতে কিল সন্ততম্ ।
সৎকর্মভিঃ সদা পূজাং করোতি কুলসম্ভবঃ ॥৪০২
সপত্রপুষ্পাদি কৃতা দেবস্য পরমাত্মনঃ ।
ভবেন্ন তু সদা পূজা কিন্তু সাকর্মভিঃ কৃতৈঃ ॥৪০৩
যথাশাস্ত্রাদিবিহিতৈরলভ্যৈর্মহতীতি সা ।
প্রোচ্যতে তদ্ বিশেষজ্ঞৈঃ স হি সর্বোত্তমোত্তমঃ॥৪০৪
স সর্বসাধারণতো ন কর্ত্তুং শক্যতে কিল ।
সাধারণাশ্চ পুরুষাস্তাদৃশং দূষয়ন্ত্যপি ॥৪০৫

শ্রোত্রিয় পত্নীমন্ত্র- সম্বলিত ও হোতৃসংস্কৃত হইয়া তুচ্ছ-পত্নীশূন্য হইলেও নিত্যই সপত্নীক বলিয়াই ব্যবহৃত হইবে।৩৮৫-৯২

অপত্নীক হইলেও তাহাকে কেন সপত্নীক বলা হয়, এ বিষয়ে ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবাদিগণের বিচার কর্ত্তব্য। ব্রহ্ম অর্থাৎ বেদ চারজন হোতৃসমন্বিত অধ্যর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা ও ব্রহ্মা এই চারিজন ঋত্বিগের দ্বারাই যজ্ঞ সম্পন্ন হয়। সেই নারায়ণস্বরূপ ব্রহ্মা পুরুষরূপে জগন্ময় হইয়া অনুবাক্রূপে বেদ ও যজ্ঞের মধ্যেও অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। যেহেতু সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশের কারণ, কারণেরও কারণ, সচ্চিদানন্দঘন সত্য-জ্ঞানানন্দময় তিনি বেদরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেইহেতু ঐ বেদের যিনি অধ্যয়নকর্ত্তা তিনিও ব্রহ্মময় ও ব্রহ্মবাদী—ইহা সজ্জনগণ বলিয়াছেন এবং তিনি অপত্নীক হইলেও ব্রহ্মময়ত্বহেতু তাঁহার সপত্নীকত্বের নিষেধ করেন নাই। ৩৯৩-৯৭

এজন্য তিনিই সর্ববেদের সকল যজ্ঞ ও ব্রতের অনুষ্ঠাতা, কর্ম্মিষ্ঠ, অশঠ, বৈদিকশ্রেষ্ঠ, সর্বাচার্য্য, সর্ববন্ধু, সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক, সর্বাচারস্থাপক, সর্বলোক হইতে বিশিষ্ট, ও সূক্ষ্মধর্ম্মতত্ত্বের জ্ঞাতা; এই সেই বেদজ্ঞ যিনি বেদমার্গানুসারী হইয়া গৌণ ও মুখ্য সকল বেদোক্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দেশ, কাল, মহাপাত্র, দ্রব্য, যোগ প্রভৃতি বিচার করিয়া তিনি সর্বদাই মুখ্যভাবে বৈদিক কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করত সেই পরমাত্মারই পূজা করিয়া থাকেন। পত্র,-পুষ্পাদির দ্বারা যে পূজা, উহা বস্তুতঃ পূজা নহে; শাস্ত্রবিহিত দুর্লভ দ্রব্যসমূহের দ্বারা বেদোক্ত সৎকর্ম্ম-সমূহের অনুষ্ঠানে পরমাত্মার যে পূজা করা হয়, উহাই যথার্থ পূজা—ইহা বিশেষজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। সুতরাং উক্ত বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণই সর্বোত্তমোত্তম; তাঁহাকে সাধারণ মানুষ বলিয়া গণ্য করা চলে না। কিন্তু দেখা যায় সাধারণ (অবৈদিক) মনুষ্যগণ তাঁহাদের কর্ম্ম ও স্বরূপের নিন্দা করত স্বকীয় বেদবর্জ্জিত কর্ম্ম ও পূজাকেই অধিক বলিয়া প্রশংসা করিয়া থাকে।৩৯৭-৪০৬

তাহারা নিজের ভাব প্রকাশ করত শ্রুতির মহিমা না জানিয়া শ্রৌতসন্মার্গকে হেয় ও নিজ মার্গকে সন্মার্গ বলিয়া তাহাদের উপাদেয়ত্ব প্রতিপাদন করে,—এইরূপ বৈদিক মার্গের নিন্দুক ব্যক্তিগণ স্বয়ং বৈদিক হইলেও তাহাদিগকে অবৈদিক বলিয়াই জানিবে। অখণ্ড বৈদিক মার্গই সকল কর্ম্মের মার্গস্বরূপ।৪০৭-৮

তাং ক্রিয়াং তৎস্বরূপঞ্চ তন্মন্ত্রান্ বেদবর্জ্জিতান্।
মোচয়ন্তঃ স্বকাং পূজামধিকত্বেন কেবলম্ ॥৪০৬
বর্যয়ন্তঃ পরং ভাবমজানন্তঃ শ্রুতেঃ পদম্ ॥
ব্যত্যাসয়ন্তি সন্মার্গানমার্গান্ বর্ণয়ন্ত্যপি ॥৪০৭
তদীয়মার্গভাগ্যো বৈ বৈদিকোঽপি ন বৈদিকঃ।
অখণ্ডবৈদিকো মার্গঃ সর্বেষামেব কর্মণাম্ ॥৪০৮
আরম্ভকালে সঙ্কল্পে পরমেশ্বরতুষ্টয়ে।
করিষ্যামীতি সঙ্কল্প্য তত্তৎকর্ম যথাবিধি ॥৪০৯
সমনুষ্ঠায় তৎপশ্চাত্তত্তৎকর্মান্ত এব হি।
প্রীণাতু ভগবান্ দেবঃ পরমাত্মা সদা হরিঃ ॥৪১০
অনেন কর্মণা চেতি ত্যাগং কুর্য্যাজ্জলেন বৈ।
এতচ্চক্রধরস্যাস্য পূজনং মহদেককম্ ॥৪১১
সদ্ভিরুক্তং বিধানেন পরমৈর্বৈদিকোত্তমৈঃ।
পূজনং দেবদেবস্য পরং কর্মভিরেব বৈ ॥৪১২
কথিতং তৎসমাসেন তানি কর্মাণি সাম্প্রতম্।
প্রবক্ষ্যামি ক্রমেণৈব ব্রহ্মজ্ঞানৈকসাধকম্ ॥৪১৩
ঔপাসনং বৈশ্বদেবং পার্বণঞ্চ তথাষ্টকাঃ।
মাসি শ্রাদ্ধং সর্পবলিরীশানবলিরেব চ ॥৪১৪
অগ্নিষ্টোমোঽতিপূর্বশ্চ উক্থ্যঃ ষোড়শসংজ্ঞিকাঃ।
অতিরাত্র্যাপ্তোর্যামশ্চ বাজপেয়শ্চ সপ্ত বৈ ॥৪১৫
কথিতাস্তু সমাসেন হবির্যজ্ঞাস্তথৈব চ।
অগ্নিহোমঞ্চ দর্শাদি তথৈবাগ্রয়ণং মহৎ ॥৪১৬
চাতুর্মাস্যনিরূঢ়ে চ সৌত্রামণিরতঃ পরম্।
পিতৃযজ্ঞাশ্চ কথিতা একবিংশতিসংজ্ঞিকাঃ ॥৪১৭
কর্ম যদ্যপি তৎপ্রোক্তং ত্রিক্ষণস্থায়ি কেবলম্।
তানীমানি তু কর্মাণি নিত্যান্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪১৮
কথং তদিতি হি প্রোক্তে বীপ্সাবাক্যেন কেবলম্।
তেন তৎকর্ম কথিতং কেচিদত্র মহর্ষয়ঃ ॥৪১৯
চত্বারিংশৎসংস্কারাঃ প্রোচুরেবঞ্চ তদ্‌যথা।
আবশ্যকাশ্চ বক্ষ্যামি ক্রমেণ তেষু যে চ তান্ ॥৪২০
গর্ভাধানং পুংসবনং সীমন্তো জাতকর্ম চ।
নামান্নপ্রাশনং চৌলং মৌঞ্জীব্রতচতুষ্টয়ম্ ॥৪২১
স্নানং গোদানিকং চেতি বিবাহঃ পৈতৃমেধিকম্।
পরং নিক্রমণং ত্বেবং পরো বিষ্ণুবলিঃ পরঃ।
তদঙ্গভূতদিব্যানি সর্বাণ্যুক্তানি চ ক্রমাৎ ॥৪২২
যস্য বেদশ্চ বেদী চ বিচ্ছিদ্যতে ত্রিপৌরুষম্।

সকল কর্ম্মেরই আরম্ভকালে পরমেশ্বরের তুষ্টি কামনা-পূর্বক সঙ্কল্প করিয়া সেই সেই কর্ম্ম যথাবিধি অনুষ্ঠান করিবে এবং কর্ম্মের অন্তেও "পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরি আমার কর্ম্মের দ্বারা প্রীত হউন" এইরূপ প্রার্থনা করিয়া জল প্রদান করিবে। পরম বৈদিকোত্তম সাধুগণ বলিয়াছেন—এইরূপভাবে বৈদিক কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীহরির যে প্রীতি উৎপাদন করা হয়, ইহাই একচক্রধর শ্রীবিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ উপাসনা।৪০৯-১২

এখন ব্রহ্মজ্ঞানমাত্রের সাধক ঐ সকল কর্মের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি। ঔপাসন, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অষ্টকা, মাসিকশ্রাদ্ধ, সর্পবলি, ঈশানবলি, অগ্নিষ্টোম, অতিপূর্ব, উক্থ্য, ষোড়শী, অতিরাত্র্য, আপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়—এই সপ্তবিধ যাগ; হবির্যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, আগ্রয়ণ, চাতুমার্স্য, নিরূঢ়পশু, সৌত্রামণি—এই এক-বিংশতিসংখ্যক পিতৃযজ্ঞরূপ সকল কর্ম নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে ব্রহ্মজ্ঞানের সাধক হয়।৪১৩-১৭

যদিও ক্রিয়ামাত্রই ত্রিক্ষণস্থায়ী অর্থাৎ পঞ্চমক্ষণনাশ্য, তথাপি মনীষিগণ এই সকল কর্মকে নিত্য বলিয়াছেন; ইহার কারণরূপে কোন কোন মহর্ষি বলিয়াছেন,—যেহেতু শাস্ত্রে ঐগুলি অনুষ্ঠান করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ বিধান করা হইয়াছে, সেইহেতু উহারা নিত্য।৪১৮-১৯

আপৎকাল বা অনাপৎকালকে লক্ষ্য করিয়া যে চত্বারিংশৎ (চল্লিশটি) সংস্কারের কথা বলা হইয়াছে, তাহাও বলিতেছি।৪২০

গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নপ্রাশন, চৌল (চূড়াকরণ), চারিপ্রকার মৌঞ্জীব্রত, স্নান (সমাবর্ত্তন), গোদানিক, বিবাহ, পৈতৃ-

স বৈ দুর্ব্রাহ্মণো নাম সর্বকর্মবহিষ্কৃতঃ ॥৪২৩
দৌর্ব্রাহ্মণ্যবিনাশায় দ্বিজো ভক্ত্যা ধিয়া যুতঃ।
নিত্যমেব যতস্তস্মাদ্ যজ্ঞেন তান্ সদা যজেৎ ॥৪২৪
পিতৃণাং প্রজয়া পশ্চাদেতেষু ত্রিষু সর্বদা।
চেতসা ভীতিযুক্তেন তদাপাকরণহেতবে ॥৪২৫
স্বাধ্যায়োঽয়মধ্যেতব্যো মহাতন্নিয়মৈর্যুতঃ ॥৪২৬
অনধীত্যৈব যো বেদং শাস্ত্রেষু কুরুতে শ্রমম্।
স পাপীয়ানৃষিঋণান্মুক্তো নৈব ভবত্যলম্ ॥৪২৭
বিপ্রজন্ম সমাসাদ্য বেদং তমনধীত্য চ।
তেন বেদেন কিং চেতি বদন্মম মহাজড় ॥৪২৮
শাস্ত্রমাত্রশ্রমোঽতীব সপ্ততন্তূন্ বিহায় চ।
সুস্বার্থং মৈথুনং কুর্বন্নদন্নিষ্টমটন্ বনম্ ॥৪২৯
সম্পাদয়ন্ বৃথাতীব সৎক্রিয়াশ্চ বিসৃজ্য বৈ।
কুটুম্বভরণেঽতীব নিত্যজাগরসম্মুখঃ ॥৪৩০
লুঠন্মহীতলে তূষ্ণীমধোগচ্ছতি মানবঃ।
অনধীতৈকবেদোঽপি তৎক্রিয়ামন্ত্রমাত্রতঃ ॥৪৩১
কৃত্বা কর্মাণি নিত্যানি জ্যোতিষ্টোমমুখানি বৈ।
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মসাযুজ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৪৩২
ত্রিপূর্ববেদিবিচ্ছিত্তাবিন্দ্রগ্নী পশুনা যজেৎ।
ত্রিপূর্বসোমবিচ্ছিত্তৌ দৌর্ব্রাহ্মণ্যনিবৃত্তয়ে ॥৪৩৩
তদাশ্বিনাখ্য-পশুনা যজেতৈবাবিচারয়ন্।
বেদোক্তকর্মভির্নিত্যৈরেভিরেব হি জায়তে ॥৪৩৪
চিত্তশুদ্ধির্ব্রাহ্মণস্য নান্যৈঃ কর্মশতৈরপি।
বেদোক্তমার্গো যো দিব্যঃ কথিতশ্চিত্তশুদ্ধয়ে ॥৪৩৫
সুলভোঽয়ং তমেবাতঃ সেবেতৈব বিচক্ষণঃ।
চিত্তশুদ্ধির্বংশবৃদ্ধিঃ পিতৃণাং তু প্রসাদতঃ ॥৪৩৬
পিতৃপ্রসাদঃ শ্রাদ্ধেন ন চান্যেন কদাচন।
একবিংশতিযজ্ঞেষু মাসি শ্রাদ্ধং তথাষ্টকাঃ ॥৪৩৭

মেধিক, নিষ্ক্রমণ, বিষ্ণুবলি ও তদঙ্গভূতদিব্য এই (ষোড়শ) প্রকার সংস্কার অবশ্যই কর্ত্তব্য ।৪২১-২২

যে ব্যক্তির তিনপুরুষ হইতে বেদ ও বেদি বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহাকে সর্বকর্মবহিষ্কৃত দুর্ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিবে ।৪২৩

উক্ত দৌর্ব্রাহ্মণ্যনাশের জন্য দ্বিজ ভক্তিপূর্বক পূর্বোক্ত সংস্কারসমূহের এবং পূর্বোক্ত কর্ম্মগুলিরও যথাযথ অনুষ্ঠান করিবে ।৪২৪

প্রজোৎপত্তির (পুত্রোৎপত্তির) দ্বারা পিতৃঋণের পরিশোধ করত পূর্বোক্ত তিনপুরুষের বেদ ও বেদির বিচ্ছেদ-দোষের নিবৃত্তির জন্য ভীতিযুক্ত চিত্তে মৌঞ্জীব্রত পালনপূর্বক স্বাধ্যায়ের ( বেদের ) অধ্যয়ন করিবে ।৪২৫-২৬

যে দ্বিজ বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রে পরিশ্রম করে, সেই পাপিষ্ঠ, কখনও ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হয় না। ৪২৭

ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করত যে ব্যক্তি বেদ অধ্যয়ন না করিয়া অন্য শাস্ত্রমাত্রে পরিশ্রম করে এবং ‘বেদ পড়িয়া কি হইবে’ এইরূপ বলিয়া সপ্ততন্তু (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) পরিত্যাগ করত কেবল ঐহিক সুখের জন্য মৈথুন, যাদৃচ্ছিক ভ্রমণাদি করিয়া সৎক্রিয়াসমূহ পরিত্যাগ করে এবং নিত্য সতর্কভাবে কুটুম্বগণের ভরণপোষণেই ব্যাপৃত থাকে, সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর অধোগতি হয়। সম্পূর্ণ একটি বেদ অধ্যয়ন না করিয়াও যে দ্বিজ কর্মানুষ্ঠানের উপযোগী মন্ত্রগুলি সস্বর অভ্যাস করত অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস এবং জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম অনুষ্ঠান করে, সে ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করে—ইহাতে সংশয় নাই ।৪২৮-৩২

ত্রৈপুরুষিক বেদির বিচ্ছেদে পশুকরণক ইন্দ্রাগ্নি-দেবতাক যাগ করিবে এবং ত্রৈপুরুষিক সোমযাগের বিচ্ছেদে দৌর্ব্রাহ্মণ্যনিবৃত্তির জন্য অশ্বিনীদেবতাক পশু-যাগ করিবে। উক্ত বৈদিক কর্মসমূহের দ্বারাই ব্রাহ্মণের চিত্তশুদ্ধি হইবে, অন্য শতকর্মেও তাহা হইবে না। যেহেতু দিব্য ও সুলভ এই বেদমার্গ চিত্তশুদ্ধির নিমিত্তরূপে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেইহেতু বিচক্ষণ পুরুষ বেদমার্গেরই সেবা করিবে। পিতৃপুরুষগণের প্রসাদেও চিত্তশুদ্ধি ও বংশবৃদ্ধি হয় ।৪৩৩-৩৬

পিতৃপুরুষগণের প্রসন্নতা শ্রাদ্ধের দ্বারাই উৎপন্ন হয়,

মহাপিতৃযজ্ঞশ্চ পিতৃযজ্ঞস্তথৈব চ।
পৈতৃকাণি হি কর্ম্মাণি চত্বার্য্যাহুর্মনীষিণঃ ॥৪৩৮
প্রাধান্যেনৈব চোক্তানি জাতকর্ম্মমুখানি তু।
মানুষাণি তু সর্বত্র প্রসিদ্ধানি জগৎত্রয়ে ॥৪৩৯
পরাণি দৈবিকান্যাহুঃ সর্বাণ্যেতানি বৈ দ্বিজঃ।
প্রতিসংবৎসরং কুর্য্যাদেব পিত্র্যাণি শক্তিতঃ ॥৪৪০
শক্তিসাধ্যানি কার্য্যাণি কথং কুর্য্যাদকিঞ্চনঃ।
প্রভূতধনধান্যানি হ্যগ্নিহোত্রমুখানি বৈ ॥৪৪১
ইত্যাহুঃ কেচনাচার্য্যা বৈখানসমহর্ষয়ঃ।
অপরে বালখিলাস্তু বৈদিকামতয়োঽব্রুবন্ ॥৪৪২
যস্য ত্রিবার্ষিকং বিত্তং লক্ষং লক্ষার্দ্ধমেব বা।
স কথং মত্তমাতঙ্গমগ্নিহোত্রমুপাসতে ॥৪৪৩
পুনরন্যে হ্যশ্মকুট্টাঃ স্বমতং প্রাহুরুত্তমম্।
রম্ভাসম্ভোগকার্য্যায় স্বর্গোঽয়ং বিহিতঃ পুরা ॥৪৪৪
পিতামহেন দেবেন তৎকার্য্যায় মখঃ পরঃ।
রম্ভাসম্ভোগকামা যে তৈরেব হি স হি ক্রতুঃ ॥৪৪৫
সমনুষ্ঠেয় এবেতি নান্যকার্য্যায় স স্মৃতঃ।
নৈমিষাদি মহাক্ষেত্রে বিদ্যমানেশ্বরার্চ্চনাৎ ॥৪৪৬
মুক্তির্নাত্র বিরোধো হি তস্মাৎ কুর্য্যাদ্ধরেঃ সদা।
প্রতিমাসু পুরাণেষু মৃদ্দারুপ্রস্তরাত্মসু ॥৪৪৭
পত্রৈঃ পুষ্পৈঃ ফলৈরর্চ্চাং ষোড়শৈরুপচারকৈঃ।
নিত্যপূজাং বিশেষেণ তথা নৈমিত্তিকান্যপি ॥৪৪৮
কাম্যপূজাং পক্ষপূজাং মাসর্ত্ত্বব্দাদিপূজনম্।
জলাভিষেকপুষ্পাদিধূপাদ্যৈশ্চ নিবেদনৈঃ ॥৪৪৯
ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণে জাতো ন্যায়োঽথায়ং ক্রিয়ামুখৈঃ।
উচ্যতে ব্রাহ্মণশ্চেতি স তু জাতো মহাঋণী ॥৪৫০
স্বাধ্যায়াধ্যয়নাচ্চাপি ব্রহ্মচর্য্যমুখাদিনা।
ঋণং তং প্রথমং লঙ্ঘ্যং যজ্ঞৈর্দৈবং ততস্তরেৎ ॥৪৫১

অন্য উপায়ে নহে। একবিংশতি যজ্ঞের মধ্যে মাসিক-শ্রাদ্ধ, অষ্টকা, মহাপিতৃযজ্ঞ ও পিতৃযজ্ঞ—এই চারি প্রকার যজ্ঞকেই মণীষিগণ পৈতৃক কর্ম বলেন।৪৩৭-৩৮

উক্ত নির্দ্দিষ্ট চত্বারিংশৎপ্রকার সংস্কারের মধ্যে গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম প্রভৃতি ষোড়শ সংস্কারই ত্রিজগতে প্রধান বলিয়া প্রসিদ্ধ।৪৩৯

দৈবিক কর্মসমূহই শ্রেষ্ঠ; এজন্য দ্বিজগণ দৈবকর্মসমূহের এবং পিতৃগণের প্রসাদের জন্য পৈতৃক কর্মেরও যথাশক্তি অনুষ্ঠান করিবে।৪৪০

বৈখানস (বানপ্রস্থী) মহর্ষিগণ কেহ কেহ বলেন,—প্রভূত ধন ও সামর্থ্যসাধ্য এই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ কেমন করিয়া অনুষ্ঠান করিবে? অপর বালখিল্য ঋষিগণ বলেন,—যে ব্যক্তির ত্রৈবার্ষিক আর লক্ষ বা লক্ষার্দ্ধ মুদ্রা আছে, সে ব্যক্তিও কেমন করিয়া অগ্নিহোত্রের মত মত্ত মাতঙ্গকে পোষণ করিবে? ৪৪১-৪৩

অপর অশ্মকুট্ট ঋষিগণ বলেন,—দেবদেব পিতামহ রম্ভাদি অপ্সরা সম্ভোগের জন্যই স্বর্গাদি লোক সৃষ্টি করিয়া উহার প্রাপ্তির জন্যই দৈব যাগযজ্ঞাদির সৃজন করিয়াছেন সুতরাং যাহাদের রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরাগণের সম্ভোগের কামনা আছে, তাহারাই বৈদিক যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিবে; যাহাদের ঐরূপ কামনা নাই, তাহাদের জন্য ঐ কর্ম বিহিত নহে।৪৪৪-৪৫

তাহারা নৈমিষাদি মহাক্ষেত্রে গমন করিয়া যদি তত্রত্য প্রতিষ্ঠিত পরমেশ্বরের উপাসনা করে, তাহা হইলেই তাহাদের মুক্তি হইবে—ইহাতে কোন বিরোধ নাই। সুতরাং নিষ্কাম পুরুষগণ মৃত্তিকা, কাষ্ঠ ও প্রস্তরের দ্বারা শ্রীহরির মূর্ত্তি নির্মাণ করিয়া পত্র, পুষ্প, ফল, ষোড়শোপচার প্রভৃতির দ্বারা ঐ মূর্ত্তির নিত্য ও নৈমিত্তিক পূজা করিবে। এইরূপ জলাভিষেক, পুষ্প, ধূপ, দীপাদির নিবেদনের দ্বারা কাম্য পূজা, পাক্ষিক পূজা, মাস, ঋতু, বর্ষাদিতে বিশেষ তিথিনিমিত্তক বিশেষ পূজাও তাঁহারা করিবেন।৪৪৬-৪৯

ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিলেই জাতিগত ব্রাহ্মণ্য সিদ্ধ হইবে, উহার পূর্ণতার জন্যই বৈদিক কর্ম বিহিত; ব্রাহ্মণ জন্মের সহিতই ঋষিঋণ পিতৃঋণ ও দেবঋণে আবদ্ধ হয়।৪৫০

ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্বক বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা প্রথমে

সাত্বতং বিধিমাস্থায় গীত-নৃত্তার্পণেন চ।
হরের্গানঞ্চ নৃত্তঞ্চ নটনঞ্চ বিশেষতঃ ॥৪৫২
সদা ব্রাহ্মণজাতীনাং বিহিতং নিত্যকর্মবৎ।
অর্ধমাস্তমিত আদিত্যে পুনরর্দ্ধোদয়েঽনিশম্ ॥৪৫৩
দিবৈবারাধনং তস্য দৈবস্য পরমাত্মনঃ।
কৈবল্যদং সদ্য এব তথা তদবলোকনম্ ॥৪৫৪
যৎকিঞ্চিৎ ক্রিয়তে কর্ম লৌকিকং বৈদিকং তথা।
ভোজনং গমনং দানমলঙ্কারোঽথ ভূষণম্ ॥৪৫৫
সর্বং তৎপ্রীতয়ে কুর্য্যাত্তন্নির্মাল্যপরো ভবেৎ।
তেনোপভুক্তস্রগ্ গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতঃ ॥৪৫৬
উচ্ছিষ্টসম্ভোজনশ্চ তস্য মায়াং জয়ত্যসৌ।
বৈদিকানি তু কর্মাণি শক্রাদিপ্রীতয়ে খলু ॥৪৫৭
ভবন্তি বৈ মুক্তিরসা ভবত্যত্র কথং তথা।
মুখ্যং তমেব স্বীকার্য্যং বিপ্রত্বস্য হি সিদ্ধয়ে ॥৪৫৮
গার্হস্থ্যং ধর্মকার্য্যায় পরোপকৃতিহেতবে।
এবং তে বৈদিকং মার্গমশ্মকুট্টাদয়োঽখিলাঃ ॥৪৫৯

ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া পরে যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবে।৪৫১

গীত, নর্ত্তন ও আত্মসমর্পণদ্বারা সাত্বত (বৈষ্ণব) বিধি অবলম্বনে শ্রীহরির গুণগান নৃত্য, নাট্য প্রভৃতির দ্বারা শ্রীহরির অর্চ্চনা ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মবৎ কর্ত্তব্য। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তমিত ও অর্দ্ধোদয় অবস্থায় পরমাত্মা শ্রীহরির দিবাভাগে আরাধনা এবং দর্শনই প্রশস্ত,—উহাই কৈবল্য-মুক্তিদায়ক।৪৫৩-৫৪

যে কোন বৈদিক বা লৌকিক কর্ম, ভোজন, গমন, দান, অলঙ্কারাদি-ধারণ করাই হউক না কেন সকলই শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যেই করিবে এবং তাঁহার নিবেদিত বস্তুই গ্রহণ করিবে। এইভাবে নিবেদিত প্রসাদ ভক্ষণ করিয়া এবং নিবেদিত মাল্য, গন্ধ, বস্ত্র, অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া ভক্ত তাঁহার মায়াকে জয় করিতে পারে। বৈদিক কর্মসমূহ ইন্দ্রাদি দেবতার প্রীতির জন্যই বিহিত; সুতরাং উহাতে মুক্তি কেমন

বৈখানসৈকদশাপি চক্রুর্দূষণমেব বৈ।
তে তু ক্রমেণ তদ্ভক্ত্যা বৈখানসমহর্ষয়ঃ ॥৪৬০
বালখিল্যাস্তু সম্ভূত্বা পশ্চাজ্জন্মান্তরে পুনঃ।
সম্প্রক্ষালা ভবন্ত্যেব পশ্চাজ্জন্মান্তরে কিল ॥৪৬১
মরীচিপাঃ সম্ভবন্তি তস্মিঞ্জন্মনি কেবলম্।
বেদমার্গানুগাং বুদ্ধিং সম্প্রাপ্য মহতীং ততঃ ॥৪৬২
পিতৃভিঃ শিক্ষিতাঃ সম্যগ্ বেদাভ্যাসপরাস্তরাম্।
বাসং গুরুকুলে কৃত্বা ঋচঃ সামানি তানি চ ॥৪৬৩
যজূংষি লব্ধা পুণ্যেন ভবেয়ুঃ কিল কর্মণা।
সন্তঃ সৎপথগা ধীরাশ্চাঞ্চল্যৈকবিবর্জ্জিতাঃ ॥৪৬৪
সতাং যজুঃ-সামঋচঃ শ্রীর্দিব্যা মহতী পরা।
তদ্বন্তশ্চ তদর্থজ্ঞাস্তদনুষ্ঠানতৎপরাঃ ॥৪৬৫
ক্রমেণৈব লভন্তে তং পন্থানং ব্রহ্মবাদিনাম্।
সম্প্রাপ্য দিব্যজ্ঞানং তন্নিদিধ্যাসনতৎপরাঃ ॥৪৬৬
সাযুজ্যনামকাং মুক্তিং লভন্তে সদ্গুরোস্তরাম্।
প্রসাদেনৈব কৃপয়া পিতৃণামর্চ্চয়া তথা ৪৬৭

করিয়া হইবে? সুতরাং মুখ্যরূপে ব্রাহ্মণ্যসিদ্ধির জন্য শ্রীবিষ্ণুর উপাসনাই কর্ত্তব্য।৪৫৫-৫৮

গার্হস্থ্য আশ্রম ধর্মকার্য্য ও পরোপকারের নিমিত্তই বিহিত—এইরূপে অশ্মকুট্টাদি ও বৈখানস ঋষিগণ বৈদিক মার্গকে দূষিত করিয়া থাকেন। সেই বৈখানস ও বালখিল্য ঋষিগণ ক্রমে শ্রীহরির ভক্তির দ্বারা জন্মান্তরে সংপ্রক্ষাল ও মরীচিপরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই জন্মেই বেদমার্গানুসারিণী বুদ্ধি প্রাপ্ত হ'ন এবং পিতৃগণের দ্বারা শিক্ষিত ও সম্যক্‌প্রকারে বেদাভ্যাস-পরায়ণ হইয়া গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্য পালন করত অবস্থান করেন এবং বৈদিক সন্ধ্যাবন্দনাদি কর্ম করিয়া শুদ্ধচিত্ত হইয়া চাঞ্চল্যশূন্য ধৈর্য্য অবলম্বন করত ঋক্, যজুঃ ও সমবেদীয় মন্ত্রসমূহের দ্বারা কর্মানুষ্ঠান-তৎপর হইয়া ব্রহ্মবাদিগণের মার্গলাভ করেন। তৎপর ব্রহ্ম-নিদিধ্যাসনে সদ্গুরুর নিকট দিব্যজ্ঞান লাভ করত পিতৃগণের প্রসাদে সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন।৪৫৯-৬৭

বেদোক্ত অত্যন্ত সুলভ এই মার্গই হইতেছে মহা-

অয়মেব মহামার্গো বেদোক্তোঽহত্যন্তসৌলভঃ।
অন্যঃ পন্থা নায়নায় শ্রুতিরেবমুবাচ সা ॥৪৬৮
ব্রাহ্মণস্যৈব তদ্বিদ্যাশিক্ষিতস্য বিশেষতঃ।
দ্রাগেব শ্রবণাদীনাং বেদবাক্যবিচারতঃ ॥৪৬৯
সূত্রাণাং শিক্ষয়া চাপি মুক্তিঃ স্যাত্তাদৃশী পরা।
বিনা বেদান্তবাক্যানাং দিব্যোপনিষদামপি ॥৪৭০
নৈব জ্ঞানং ভবেন্মুক্তিঃ সাক্ষাত্তেষাং ন সংশয়ঃ।
তদর্থভাষাশাস্ত্রাণি চিত্তব্যামোহকানি বা ॥৪৭১
বৈদিকেন ততস্তানি ত্যাজ্যান্যেব বিপশ্চিতা।
তথা সৎকর্মকালেষু ভাষা যা লৌকিকী চ সা ॥৪৭২
বর্জ্জনীয়া প্রযত্নেন তচ্চিত্তজ্ঞানশুদ্ধয়ে।
দিব্যভাষা সদা গ্রাহ্যা বৈদিকেন মহাত্মনা ॥৪৭৩
বিশেষাৎ কর্মকালেষু ততোঽপি শ্রাদ্ধকর্মসু।
মহামৌনৈককালেষু ক্রিয়াকারাদিনা তথা ॥৪৭৩
বিলোকনাদিনা কুর্য্যাৎ পাপসন্দর্শনং নৃষু।
যদি মৌনং ত্যজেদ্ বাঽপি হঠান্মোহাচ্ছলাত্তথা ॥৪৭৫
বৈষ্ণবী নিষ্কৃতির্দিব্যা চেতসশ্চ তথা পরাঃ।
দিব্যা ব্যাহৃতয়ো যদ্ বা গায়ত্রী বাঽতিপাবনী ॥৪৭৬
বেদমন্ত্রং বিনা নান্যত্তারকমিহ বিদ্যতে।
দুরালাপাদিকালেষু নামান্যাহুর্বিপশ্চিতঃ ॥৪৭৭
পাবনানি হরেরন্যদস্তীতি পরমং স্মৃতম্।
তস্মাদ্ বৈদিককৃত্যেষু নিষ্ণাতঃ সর্বদা ভবেৎ ॥৪৭৮
নিত্যং যজেত নিখিলৈর্নিত্যৈর্নৈমিত্তিকৈরপি।
শক্তস্ত্বহীনক্রতুভিঃ শতসংবৎসরাদিভিঃ ॥৪৭৯
যজেতৈব সদা বিষ্ণোরর্চ্চনায় দ্বিজাগ্রণীঃ।
অবেদবাদিনো দুষ্টান্ ধার্মিকান্ ধর্মদূষকান্ ॥৪৮০
তথাগতাংস্ত্যক্তযজ্ঞান্ কুচিত্তান্ যজ্ঞদূষকান্।
পরিত্যজেদ্ দূরতো তদাস্যানি নালোকয়েৎ ॥৪৮১
বিশেষেণ ব্রহ্মবিদ্যা বিপথে বৈ বৃথা কলিম্।
ন কুর্য্যাদেব সহসা শক্ত্যা নিত্যঃ স বো ভবেৎ ॥৪৮২
নানাহিতাগ্নিস্তিষ্ঠেত্তু ন চ দুর্ব্রাহ্মণোঽপি বা।
যেন কেনাপ্যুপায়েন দৌর্ব্রাহ্মণ্যং সমাগতম্ ॥৪৮৩

মার্গ, ইহা ব্যতীত মুক্তিলাভের অন্য কোন পথ নাই—এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন।৪৬৮

ব্রহ্মবিদ্যায় শিক্ষিত ব্রাহ্মণেরই বেদোক্ত মহাবাক্যের শ্রবণ ও বিচারের দ্বারাই কৈবল্য-মুক্তি হইতে পারে, অন্যের নহে; দিব্যোপনিষদরূপ বেদান্তবাক্যের শ্রবণ ও বিচার-ব্যতিরেকে দিব্যজ্ঞান বা সাক্ষাৎমুক্তি হয় না—ইহাতে সংশয় নাই। ভাষাশাস্ত্র বেদান্তার্থ-প্রতিপাদক হইলেও উহা চিত্তের ব্যামোহক সুতরাং বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাষাশাস্ত্র- সমুহ সর্বদাই পরিত্যাগ করিবেন, বিশেষতঃ সৎকর্মানুষ্ঠানের সময় উহা সর্বথা বর্জনীয়; চিত্ত ও জ্ঞানের শুদ্ধির নিমিত্ত বৈদিক মহাত্মা সর্বদা দেবভাষাই গ্রহণ করিবেন।৪৬৯-৭৩

এইরূপ শ্রাদ্ধকালে ও মৌনব্রতকালেও দেবভাষাই গ্রাহ্য। মহামৌনকালে ক্রিয়া বা আকার বা দৃষ্টির দ্বারা যদি মনোভাব প্রদর্শন করা হয়, তবে তাহাতে পাপ হয়। হঠাৎ, মোহ বা ছলবশতঃও যদি মৌন পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে চিত্তের শুদ্ধির জন্য দিব্যা বৈষ্ণবী নিষ্কৃতি অবলম্বন করিবে; ব্যাহৃতির জপ বা অতিপাবনী গায়ত্রীর জপই হইল বৈষ্ণবী নিষ্কৃতি।৪৭৪-৭৬

বেদমন্ত্র-ব্যতিরেকে অন্য কোন উৎকৃষ্ট পাপনাশক মন্ত্র নাই। দুরালাপাদিকালে শ্রীহরির নামোচ্চারণেও পাপ নষ্ট হয়; এইরূপ শ্রীহরির মন্ত্রজপ, পূজা উপাসনাদিকেও পাপনাশক বলা হইয়াছে। সুতরাং সর্বদাই বৈদিক কর্মে নিষ্ণাত হইবার জন্য যত্ন করিবে এবং সমর্থ হইলে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অর্চনার জন্য নিত্য, নৈমিত্তিক, অহীনক্রতু, সত্রযাগ প্রভৃতির অনুষ্ঠান অবশ্যই করিবে।৪৭৭-৭৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু অর্চ্চনার জন্য সর্বদা যাগে নিরত থাকিবে এবং আবেদবাদী ধর্মদূষক, দুষ্টচিত্ত, যজ্ঞদূষক দুষ্ট ধার্মিকগণকে এবং তথাগতগণকে (বৌদ্ধ-গণকে) সর্বথা দূর হইতেই পরিত্যাগ করিবে এবং উহাদের মুখও দেখিবে না।৪৮০-৮১

বিশেষতঃ ব্রহ্মবিদ্যা-বিষয়ে কাহারও সহিত কলহে

অপি স্বীকৃত্য চণ্ডালান্নাশয়েত ধনং দ্বিজঃ।
দৌর্ব্রাহ্মণ্যেন নষ্টস্যাশ্রোত্রিয়ত্বেন বা তথা ॥৪৮৪
অসোমযাজিত্বেনৈবং কো লোকঃ স্যাদহং তরাম্।
নৈব জানে নৈব জানে নৈব জানে পুনঃ পুনঃ ॥৪৮৫
বেদবিদ্ভ্যস্ততো যত্নাদ্ বিচ্ছিত্তির্ন ভবেদ্ যথা।
মনুষ্যযত্নঃ কর্ত্তব্যস্তদ্‌যত্নাদপি কেবলম্ ॥৪৮৬
অদৃষ্টলাভো ভবতি বিশেষেণ ন সংশয়ঃ।
নাহীনক্রতুভিস্তিষ্যে যজেতৈব ন চান্যথা ॥৪৮৭
কলাপহীনক্রতবো দুঃসাধ্যাঃ স্যুর্হি দেহিনাম্।
সর্বক্রতূনাং প্রথমমাধানাত্তু পরন্তরাম্ ॥৪৮৮
অগ্নিষ্টোমস্ত্বনুষ্ঠেয়ঃ অতিরাত্রোঽথবা সদা।
অতিরাত্রে প্রথমতো যদি চেৎ সমনুষ্ঠিতে ॥৪৮৯
অধিকারস্তূত্তরেষু তেষু ক্রতুষু নৈব বৈ।
অগ্নিষ্টোমে প্রথমতঃ কৃতে তু কিল বচ্ম্যহম্ ॥৪৯০

কলহে প্রবৃত্ত হইবে না, নিত্যই যথাশক্তি যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে থাকিবে।৪৮২

অগ্নিশূন্য হইয়া অবস্থান করিবে না, যে কোন উপায়ে সমাগত দৌর্ব্রাহ্মণ্যকে বিদূরিত করিবে। চাণ্ডালের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিয়াও দৌর্ব্রাহ্মণ্য নাশ করিবে। দৌর্ব্রাহ্মণ্য, অশ্রোত্রিয়ত্ব অথবা অসমোযাজিত্ব-প্রযুক্ত যে ব্রাহ্মণ নষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য কোন উচ্চ লোক আছে বলিয়া আমি জানি না—ইহা তিনবার শপথ করিয়া বলিতেছি।৪৮৩-৮৫

এজন্য বেদবিদ্‌গণের নিকটে গিয়া যাহাতে দৌ-ব্র্রাহ্মণ্য দূরীভূত হয়, তাহার জন্য মনুষ্যের পক্ষে যেরূপ প্রযত্ন করা সম্ভব—তাহা অবশ্যই করিবে; এরূপ যত্নের দ্বারাও শুভ অদৃষ্ট লাভ হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই। তিষ্যে (পৌষমাসে) কখনও অহীনক্রতুর অনুষ্ঠান করিবে না, কলাপশূন্য যজ্ঞ দেহিগণের দুঃসাধ্য। সকল ক্রতুর (যজ্ঞের) প্রথমেই আধানান্তর অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। যদি প্রথমেই অতিরাত্র-সোমযাগের অনুষ্ঠান করা যায়, তবে অন্য ক্রতুর

ক্রতূনামপি সর্বেষামনুষ্ঠানায় যোগ্যতা।
উত্তরেষাং ভবেদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৪৯১
অতিরাত্রাৎ পরং তস্যানুষ্ঠানং তু বিনৈব হি।
অগ্নিষ্টোমস্য মুখ্যস্য নোত্তরক্রতুযোগ্যতা ॥৪৯২
এষ হি প্রথমো যজ্ঞো নিখিলানাং মুখং পরম্।
ততোঽপ্যত্যগ্নিষ্টোমঃ স্যাদুকথ্যঃ ষোড়শিকা-স্ততঃ ॥৪৯৩
অতিরাত্রোঽপ্তোর্যামশ্চ বাজপেয়শ্চ তৎক্রমঃ।
ত এতে সপ্তসংখ্যকাঃ সোমসংস্থাশ্চ সন্ততম্ ॥৪৯৪
অনুষ্ঠেয়া ব্রাহ্মণেন অকরণে প্রত্যবায়িকাঃ।
হবির্যজ্ঞাস্ততো ভূয়ঃ অগ্নিহোত্রং ততঃ পুনঃ ॥৪৯৫
দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চাগ্রয়ণং তৎপরং তথা।
চাতুর্মাস্যানি প্রোক্তানি নিরূঢ়পশুরেব চ ॥৪৯৬
সৌত্রামণিস্তৎপরং স্যাৎ পিতৃযজ্ঞোঽন্ত্য উচ্যতে।
এতানি কিল কর্মাণি চতুর্দ্দশ মহান্ত্যপি ॥৪৯৭

অনুষ্ঠানে অধিকার থাকে না; কিন্তু প্রথমে অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠানে সকল ক্রতুর অনুষ্ঠানেই অধিকার থাকে—ইহাতে বিচারের প্রয়োজন নাই।৪৮৬-৯১

অতিরাত্রের পর মুখ্য যাগ অগ্নিষ্টোমের অনুষ্ঠান না করিলে অন্য ক্রতুতে অধিকার হয় না।৪৯২

এই অগ্নিষ্টোমই হইতেছে প্রথম যজ্ঞ, ইহার পর অত্যগ্নিষ্টোম, তারপর ষোড়শপ্রকার উকথ্য; তারপর অতিরাত্র, অপ্তোর্যাম এবং বাজপেয়—এই সাতপ্রকার সোমসংস্থা অর্থাৎ সোমযাগ সতত অনুষ্ঠেয়; ব্রাহ্মণ ইহাদের অনুষ্ঠান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইবে।৪৯৩-৯৪

ইহার পর হবির্যজ্ঞ, তৎপর পুনরায় অগ্নিহোত্র, তৎপর দর্শপৌর্ণমাস, উহার পর আগ্রয়ণ, তারপর চাতুর্মাস্য, নিরূঢ়পশুযাগ, সৌত্রামণি এবং অন্তে পিতৃযজ্ঞ—এই চতুর্দ্দশপ্রকার মহৎ কর্মসমূহ দ্বিজাতিগণের পক্ষে নিত্য এবং চিত্তশুদ্ধি কারক বলিয়া কথিত; এই সকল কর্মও পূর্বোক্ত কর্মগুলি পূর্ণব্রাহ্মণ্যের কারণ।৪৯৫-৯৮

ঔপাসন, বৈশ্বদেব, পার্বণ, অষ্টকা, মাসিক শ্রাদ্ধ

নিত্যানি কথিতানি স্যুঃ পাবনানি দ্বিজন্মনাম্।
ব্রাহ্মণ্যপূর্ত্তিরেতৈঃ স্যাদেতৎপূর্ব্বাণি তানি হি ॥৪৯৮
ঔপাসনং বৈশ্বদেবঃ পার্ব্বণং ত্বষ্টকা তথা।
মাসি শ্রাদ্ধং সর্পবলিরীশানবলিরেব চ ॥৪৯৯
সপ্তৈতে পাকযজ্ঞাঃ স্যুরেকবিংশতিসংখ্যয়া।
কথিতানি সমস্তানি গৃহিণো ন তু বর্ণিনঃ ॥৫০০
বর্ণিনোঽধ্যয়নং ত্বেকং গুরুশুশ্রূষণং তথা।
অগ্নিকার্য্যং প্রতিদিনং ভিক্ষাচরণমেব চ ॥৫০১
বিপ্রস্য জাতমাত্রস্য জাতকর্ম প্রকীর্ত্তিতম্।
কর্ত্তব্যত্বেন বিহিতং দিনাদ্ বা দশমাত্তু তৎ ॥৫০২
নিত্যং কর্ত্তুং ভবেদ্ ভূয়স্ত্বতীতেষু দশস্বপি।
অহন্যেকাদশদিনে নামকরণাখ্যকর্ম্মণা ॥৫০৩
কর্ত্তুং তচ্চ কৃতে ভূয়স্তচ্চ নামাখ্যকং পরম্।
তৎপরস্মিন্নপি দিনে কর্ত্তুং বৈ শক্যতে দিনে ॥৫০৪
দিনেঽতীতে দ্বাদশে তু ভক্তপ্রাশনকর্ম্মণা।
সদৈব বিহিতং শাস্ত্রান্ন পৃথগ্ ভিন্নকালতঃ ॥৫০৫
মাসি ষষ্ঠে তচ্চ কর্ম কালেঽতীতে তু তস্য চ।
বর্ষে তৃতীয়ে চৌলেন নান্তরা তচ্চ বৈ স্মৃতম্ ॥৫০৬
তস্য কালেঽপ্যতীতে তু মৌঞ্জ্যা সহ বিধীয়তে।
কর্ত্তব্যত্বেন সততং জাতকাদীনি যানি বৈ ॥৫০৭
তানি তু নিখিলান্যত্র মৌঞ্জ্যা সহ বিধানতঃ।
তদানীমেব কার্য্যাণি ন তু ভিন্নেন নেহসা ॥৫০৮
কর্ম কর্মান্তরেণৈব কর্ত্তব্যং স্যাৎ প্রযত্নতঃ।
যদ্যতীতং কৃতং কর্ম ভিন্নে কালে প্রমাদতঃ ॥৫০৯
অপনীতে ব্রুবস্যাপি পুনঃ করণমর্হতি।
পৃথগ্ ভিন্নং ভিন্নকালঃ সমুহূর্ত্তাদয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৫১০
প্রাজাপত্যেন মুখ্যেন তদ্দ্বিতীয়াদিনা মুখম্।
কর্ত্তব্যং স্যাদুপাকর্ম তথা চোৎসর্জ্জনং পুনঃ ॥৫১১
প্রাজাপত্যাখ্যকাণ্ডানি ব্রতানি নব বৈ তথা।
সৌম্যান্যপি চ দিব্যানি সপ্তাগ্নেয়ানি সংবিধিঃ ॥৫১২
বৈশ্বদেবাখ্যকাণ্ডানি ষোড়শ স্যুর্হি সংখ্যয়া।
প্রাজাপত্যে তত্র কাণ্ডং পৌরডাশে বিধীয়তে ॥ ৫১৩
যাজমানং দ্বিতীয়ং স্যাদ্ধোতারশ্চ তৃতীয়কম্।
হৌত্রং চতুর্থং সম্প্রোক্তং পিতৃমেধশ্চ পঞ্চমম্ ॥৫১৪
এতেষাং ব্রাহ্মণানি স্যুরনুব্রাহ্মণমেব চ।
কাণ্ডত্রয়ং প্রকথিতং নবকাণ্ডঞ্চ চোদিতম্ ॥৫১৫

সর্পবলি ও ঈশানবলি এই সাতপ্রকার এবং একবিংশতি-সংখ্যক পাকযজ্ঞ গৃহস্থের জন্যই বিহিত, ব্রহ্মচারীর জন্য নহে। অধ্যয়ন, গুরুশুশ্রূষা, অগ্নিকার্য্য ( অগ্নিহোত্র ) এবং প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ এইগুলিই ব্রহ্মচারীর পক্ষে কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণের জন্মের দিন হইতে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত যে কোন দিন জাতকর্ম-সংস্কার করিবে ; দশদিন অতীত হইলে করা যাইতে পারে, কিন্তু নামকরণ সংস্কার একাদশ দিনে করিতে হইবে।৪৯৯-৫০৩

দ্বাদশদিনেও নামকরণ করা যাইতে পারে ; কিন্তু দ্বাদশদিন অতীত হইলে অন্নপ্রাশনরূপ সংস্কারকর্ম্মের সহিত নামকরণ অনুষ্ঠেয়, অন্যদিনে নহে। ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন কর্ত্তব্য, কিন্তু সে সময় অতীত হইলে তৃতীয় বর্ষে চৌলকর্ম্মের ( চূড়াকরণের ) সহিতই উহা অনুষ্ঠেয়, অন্য দিন নহে ৫০৪-৬

যদি চূড়াকরণেরও সময় অতীত হয়, তবে উহা উপনয়নের সহিতই অনুষ্ঠেয়। যদি যথাসময়ে জাতকর্মাদি পূর্ববর্ত্তী কোন সংস্কারই করা না হয়, তবে সবগুলি একসঙ্গে উপনয়নের সহিতই অনুষ্ঠান করিবে, অন্যদিনে নহে। কর্ম্মের স্বকাল অতীত হইলে পরবর্ত্তী কর্ম্মের সহিত উহার অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য।৫০৭-৯

ব্রতের অপনীতি ( ভ্রংশ ) হইলে পুনরায় শুভকাল মুহূর্ত্ত দেখিয়া প্রাজাপত্যানুষ্ঠানপূর্বক ব্রত করিবে। উপনয়নের উপাকর্ম এবং উহার পর উৎসর্জ্জন অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবে। প্রাজাপত্যব্রতও নয়টি এবং উহার কাণ্ডও নয়টি। এইরূপ সপ্ত আগ্নেয়কাণ্ড এবং ষোড়শ বৈশ্বদেবাখ্যকাণ্ড ; প্রাজাপত্যে যে কাণ্ড, তাহা পৌরডাশে বিহিত।৫১০-১৩

দ্বিতীয় যাজমান, তৃতীয় হোতৃকাণ্ড, চতুর্থ হৌত্রকাণ্ড,

তস্যাস্য নবকস্যাপি উপাকৃতিরথাপরম্।
উৎসর্জ্জনঞ্চ কথিতং সমারম্ভ-সমাপনে ॥৫১৬
তদূৰ্দ্ধ্বং চোদিতং সদ্ভিরেবং সৌম্যস্য তৎপরম্।
আধ্বর্য্যবং গ্রহশ্চাপি দক্ষিণা চ ততঃ পরম্ ॥৫১৭
সমিষ্টযজুংষি তৎপশ্চাদবভৃথযজূংষ্যপি।
বাজপেয়শুক্রিয়াণি সবশ্চেতি ততস্তথা ॥৫১৮
ব্রাহ্মণানি চ তেষাং বৈ সৌম্যানি সূর্মনীষিণঃ।
আপ উন্দন্তু দেবস্য প্রশ্নদ্বিতয়মধ্বরঃ ॥৫১৯
সজোষা ইন্দ্রপর্য্যন্তা আদধে প্রমুখা গ্রহঃ।
ব্রহ্মসম্পদ্যমানোনুবাকাবপ্যধ্বরৌ মতৌ ॥৫২০
উদুত্যমনুবাকাংস্ত্রীন্ দক্ষিণামূচিরে বুধাঃ।
ব্রাহ্মণত্রয়মেতেষাং ষষ্ঠকাণ্ড উদাহৃতম্ ॥৫২১
সত্রাৎপ্রাচোঽনুবাকাংস্ত্রীনপি তদ্‌ব্রাহ্মণং বিদুঃ।
উভয়ে বৈ প্রশ্ন আদ্য-পঞ্চমৌ ষষ্ঠ-সপ্তমৌ ॥৫২২
অগ্নে প্রপাঠকে তুর্য্যমন্তিমাশ্চতুরস্তথা।
অধ্বরব্রাহ্মণং প্রাহুরনুবাকানিমানপি ॥৫২৩

ত্রিবৃৎসোম ইতি প্রশ্নঃ সবাখ্যঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
নমো বাচে তদূৰ্দ্ধ্বৌ তু প্রশ্নৌ শুক্রিয়-তদ্বিধিঃ ॥৫২৪
পাকযজ্ঞমিতি প্রশ্নঃ সপ্তমাদ্যাঃ ষড়ীরিতাঃ।
অনুবাকানাজপেয়ুস্তদ্বিধীন্ প্রথমাষ্টকে ॥৫২৫
প্রশ্নে দ্বিতীয়ে দেবা বৈ যথেত্যষ্টৌ প্রচক্ষতে।
এবং নবোদিতান্ কাণ্ডান্ সৌম্যানাহুর্মনীষিণঃ ॥৫২৬
অগ্ন্যাধানং প্রথমতঃ অগ্নিহোত্রং ততঃ পরম্।
অগ্ন্যুপস্থানমিত্যেব মহাগ্নিচয়নং তথা ॥৫২৭
সাবিত্রং নাচিকেতশ্চ চাতুর্হোত্রং ততঃ পরম্।
বৈশ্বসৃজোরুণায়েতি তদ্‌ব্রাহ্মণমতঃ পরম্ ॥৫২৮
অনুব্রাহ্মণমেবঞ্চ সপ্তাগ্নেয়ানি চোচিরে।
রাজসূয়ঃ প্রথমতঃ পশবঃ স্যুস্ততঃ পরম্ ॥৫২৯
ইষ্ট্যঃ স্যুস্ততঃ সর্বা নক্ষত্রেষ্টিঃ পরাতনঃ।
দিবশ্যেনা অপাঘাশ্চ সূক্তবাকানি তানি চ ॥৫৩০
উপানুবাক্যঞ্চ তথা যাজ্যানুবাক্যাস্তথা পরাঃ।
নরমেধোঽশ্বমেধশ্চ পশুবন্ধস্তথৈব চ ॥৫৩১

পঞ্চম পিতৃমেধকাণ্ড। ইহাদের আরও তিনটি ব্রাহ্মণকাণ্ড এবং নয়টি অনু ব্রাহ্মণকাণ্ড আছে। এই নবকাণ্ডের উপাকৃতি এবং উৎসর্জ্জন নামক দুইটি ক্রিয়া আছে। যাহা সমারম্ভে ও সমাপনে প্রযোক্তব্য। এই দুই ক্রিয়া সাধুগণ কর্ত্তব্যরূপে বিধান করিয়াছেন। তৎপর সোমযাগের আধ্বর্য্যব অর্থাৎ অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় যে ক্রিয়া, গ্রহ ও দক্ষিণা—এই তিনটি ভেদ আছে। তারপর সমিস্টযজুঃ, তৎপর অবভৃথযজুঃ, বাজপেয়, শুক্রিয় এবং সব এইরূপে প্রয়োগ ভেদ আছে।৫১৪-১৮

ইহাদের আবার ব্রাহ্মণ আছে; উহাদের মধ্যে 'আপ উন্দন্তু দেবস্য' ইত্যাদিকে অধ্বর, 'আদধে' ইত্যাদি 'সজোষা ইন্দ্র' ইত্যন্ত মন্ত্র নিচয়কে গ্রহ বলে, 'ব্রহ্মসম্পদ্যমানঃ' ইত্যাদি দুইটি অনুবাকও অধ্বর বলিয়া কথিত, 'উদুত্যম্' ইত্যাদি অনুবাক তিনটি দক্ষিণা কাণ্ড। পূর্বোক্ত তিনটি ব্রাহ্মণ ষষ্ঠকাণ্ডে কথিত আছে। 'সত্রাৎ প্রাচ' এই তিন অনুবাককেও পণ্ডিতগণ ব্রাহ্মণ বলেন। পূর্বোক্ত প্রশ্নদ্বিতয় মধ্যে আদ্য ও পঞ্চম কাণ্ডে এক প্রশ্ন, এবং ষষ্ঠ-সপ্তম কাণ্ডে এক প্রশ্ন—এই দুই প্রশ্ন, 'অগ্নে প্রপাঠকে' ইত্যাদি চতুর্থ প্রশ্ন এবং অন্তিম চারিটি অনুবাককে অধ্বর ব্রাহ্মণ বলে। 'ত্রিবৃৎসোম' ইত্যাদি প্রশ্ন সবাখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত, 'নমো বাচে' এই দুইটি প্রশ্ন শুক্রিয় এবং তাহার বিধি বলিয়া কথিত।৫১৮-২৪

সপ্তম হইতে দ্বাদশ পর্য্যন্ত বেদসংহিতার ছয়টি কাণ্ড পাকযজ্ঞ প্রশ্ন বলিয়া কথিত। প্রথমাষ্টকে উক্ত অনুবাকগুলি এবং তার বিধিগুলির জপ করণীয়। দ্বিতীয় প্রশ্নে 'দেবা বৈ যথা' এই আটটি মন্ত্রের কথা বলা হইয়াছে; এইরূপ নয়টি সোমযাগোক্ত কাণ্ডের কথা মনীষিগণ বলিয়াছেন।৫২৫-২৬

প্রথম অগ্ন্যাধান, দ্বিতীয় অগ্নিহোত্র, তারপর ক্রমান্বয়ে অগ্ন্যুপস্থান, মহাগ্নিচয়ন, সাবিত্র, নাচিকেত ও চাতুর্হোত্র এই সপ্তাগ্নেয় এবং 'বৈশ্বসৃজোরুণায়' এই মন্ত্রকথিত হোত্রব্রাহ্মণ ও অনুব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। প্রথম রাজসূয়, দ্বিতীয় পশুযাগসমূহ, তৎপর যথাক্রমে সকল ইষ্টি, সকলের শেষে নক্ষত্রেষ্টি, ইহা ছাড়া দিব্যশ্যেনা, অপাঘা প্রভৃতি সূক্তবাক্যগুলি আছে। তারপর উপানুবাক্য ও তৎপরবর্ত্তী যাজ্যানুবাক্যও প্রযোক্তব্য। নরমেধ, অশ্বমেধ, পশুবন্ধ, ব্রহ্মমেধ, তারপর

ব্রহ্মমেধস্তথা কৃত্যং সৌত্রামণিরথ ক্রমঃ।
অচ্ছিদ্রমখিলং চাপি বৈশ্বদেবাখ্যকাণ্ডকম্ ॥৫৩২
সম্যক্ ষোড়শসংখ্যকং সর্বাণ্যেতানি কালতঃ।
প্রাপ্তান্যেব ভবেয়ুর্হি কার্য্যাণি ব্রাহ্মণেন হি ॥৫৩৩
আদ্যকাণ্ডাষ্টমঃ প্রশ্নঃ রাজসূয়ঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
তদ্‌ব্রাহ্মণং ত্রয়ঃ প্রশ্নাঃ ষষ্ঠাদ্যাঃ প্রথমেঽষ্টকে ॥৫৩৪
বায়ব্যং কাম্যপশবঃ পরে কাণ্ডেষ্টয়স্ত্রয়ঃ।
সোত্রামণ্যচ্ছিদ্রনক্ষত্রেষ্টয়ঃ সমুদাহৃতাঃ ॥৫৩৫
তুভ্যন্তাদ্যাস্তথা প্রোক্তা দিবশ্যেনাদয়শ্চ তাঃ।
স্বাদ্বীন্তানর্বনগ্নের্ন ইতি প্রশ্না যথাক্রমম্ ॥৫৩৬
সৌত্রামণ্যচ্ছিদ্রনক্ষত্রেষ্টয়ঃ সমুদাহৃতাঃ।
উভাবামাদয়োত্যানুবাকা দ্ব্যধিকবিংশতিঃ ॥৫৩৭
যুক্ষ্বাহীত্যনুবাকশ্চ যাজ্যা বিদ্বদ্ভিরীরিতাঃ।
দেবব্রতানি কৃত্বৈবং স্নানং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ ॥৫৩৮
বিধানেন ততো যত্নাল্লক্ষণ্যাং স্ত্রিয়মুদ্বহেৎ।
প্রধানহোমং নির্বর্ত্ত্য বাহয়েত্তাং সমন্ত্রকম্ ॥৫৩৯

সৌত্রামণি, আরম্ভ, অচ্ছিদ্র প্রভৃতি বৈশ্বদেব কাণ্ডান্তর্গত। পৌরডাশকাণ্ডে যতগুলি পৌরডাশযাগ আছে, সে সবই কালভেদে ব্রাহ্মণ অনুষ্ঠান করিবে। আদ্য কাণ্ডের অষ্টম প্রশ্ন রাজসূয়, উহার ব্রাহ্মণ এবং তিনটি প্রশ্ন প্রথম অষ্টকে ষষ্ঠাদিকাণ্ডে বর্ণিত আছে।৫২৭-৩৪

ইহার বায়ব্য, কাম্যপশু, তারপর তিনটি ইষ্টিকাণ্ড, —সৌত্রামণি, অচ্ছিদ্র এবং নক্ষত্রেষ্টি নামে অভিহিত। ইহার পর যথাক্রমে 'তুভ্যন্তাদ্যাঃ', 'দিবশ্যেনাদি', 'স্বাদ্বীন্তানর্বগ্নের' এই প্রশ্নগুলি আছে। সৌত্রামণি, অচ্ছিদ্র, নক্ষত্রেষ্টি প্রভৃতি বলা হইয়াছে, তৎপর 'উভাবামাদি' দ্বাবিংশতি যাজ্যা বলা হইয়াছে। 'যুক্ষ্বা-বাহীত্যা'দি অনুবাকও যাজ্যার কথা বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন। এই সকল বেদব্রত অনুষ্ঠান করিয়া যথাবিধি স্নান করিবে অর্থাৎ সমাবর্ত্তন করিবে।৫৩৫-৩৮

তারপর বিধিপূর্বক সুলক্ষণা স্ত্রীকে বিবাহ করিয়া প্রধান হোম সমাপনপূর্বক তাহাকে স্বগৃহে লইয়া যাইবে।৫৩৯

সম্যক্ প্রবাহয়েদ্বা বৈ বহ্নিমাহৃত্য গোপথে।
স্বধাম চ বিধানেন সমাগত্যা বিলম্বয়ন্ ॥৫৪০
গৃহপ্রবেশহোমাখ্যং কুর্য্যাদেব সমন্ত্রকম্।
স্থালীপাকং তথাগ্নেয়ং বিধানেন সমাচরেৎ ॥৫৪১
কন্যাদাতৃগৃহাত্তস্য নির্গতস্য শনৈঃ শনৈঃ।
মার্গং চংক্রমতো মন্ত্রৈঃ কুর্বাণস্য চ তৎক্রিয়া ॥৫৪২
দিনানি যানি মার্গে স্যুস্তেষু কালদ্বয়েঽন্বহম্।
গুপ্তিহোমঃ প্রকর্ত্তব্যো বিবাহাগ্নেবিশেষতঃ ॥৫৪৩
অকৃতে তু পুনস্তস্মিন্ সোঽয়মগ্নির্বিনশ্যতি।
পুনঃ প্রধানহোমস্য প্রাপ্তিরেব ভবিষ্যতি ॥৫৪৪
পুনস্তদগ্নিসিদ্ধ্যর্থমিয়ং নিষ্কৃতিরুচ্যতে।
নান্যত্র নিষ্কৃতিঃ প্রোক্তা গুপ্তিহোমং ততশ্চরেৎ ॥৫৪৫
গুপ্তিহোমং করিষ্যেতি বহ্নেঃ সংরক্ষণায় মে।
সঙ্কল্প্যৈবং বিধানেন পরিষিচ্য সমন্ত্রকম্ ॥৫৪৬
তদাহুতিদ্বয়ং কুর্য্যান্নান্যৎ কিমপি বিদ্যতে।
অয়ং হি গুপ্তিহোমে স্যান্নিত্যং কালদ্বয়ে চরেৎ ॥৫৪৭
তদগ্নিরক্ষণায়ৈব তদাদ্যেবং বিধীয়তে।
প্রধানাহুত্যাথ বিবাহাগ্নিসিদ্ধির্ভবেৎ কিল ॥৫৪৮

অথবা অগ্নি সঙ্গে লইয়া গোপথে অর্থাৎ গোযানে স্ত্রীকে লইয়া আসিবে; যদি আসিতে বিলম্ব হয়, তবে সমন্ত্রক গৃহপ্রবেশ-হোম করিবে এবং স্থালীপাক ও আগ্নেয় পুরোডাশ-যজ্ঞ বিধিপূর্বক করিবে। স্ত্রীকে লইয়া স্বগৃহে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতে যে কয়দিন অতিবাহিত হইবে, সেই কয়দিনই দুইবেলা বিবাহাগ্নিতে গুপ্তিহোম করিবে।৫৪০-৪৩

উহা না করিলে ঐ অগ্নি নষ্ট হইবে এবং পুনরায় প্রধান হোম করিতে হইবে। পুনরায় অগ্নিসিদ্ধির জন্য এই নিষ্কৃতি বলা হইল, অন্য কোন নিষ্কৃতি নাই; এজন্য গুপ্তিহোম অবশ্য করিবে। 'বহ্নির সংরক্ষণের জন্য গুপ্তিহোম করিব' এইরূপে সঙ্কল্প করিয়া সমন্ত্রক পরিষেচন করত দুইটি আহুতি প্রদান করিবে, অন্য কিছু করিতে হইবে না। ইহা কালদ্বয়ে গুপ্তিহোমে কর্ত্তব্য।৫৪৪-৪৭

অগ্নিরক্ষার জন্যই প্রাগুক্ত বিধি সকল কথিত হইয়াছে। প্রধান আহুতির দ্বারাই বিবাহাগ্নির সিদ্ধি হইবে।

স্থালীপাকাদথ পুনস্তদুপক্রম উচ্যতে।
ঔপাসনস্য কৃত্যস্য কর্মণঃ শ্রুতিবোধনাৎ ॥৫৪৯
তাবন্মাসস্তু পক্ষো বা ঋতুর্বাপ্যয়নং শরৎ।
অহ-নক্তন্দিবং বাপি মার্গমধ্যে বিধানতঃ ॥৫৫০
সায়ং প্রাতস্তস্য কালো ন গৃহে সোঽয়মুচ্যতে।
শকটারোহণাৎ পশ্চাৎ বদ্ধা কৃশানুনা সহ ॥৫৫১
হোমকালে মার্গমধ্যে গুপ্তিহোমোঽয়মুচ্যতে।
গৃহপ্রবেশহোমস্য চার্বাগেব ততঃ পরম্ ॥৫৫২
যাবজ্জীবাখ্যসঙ্কল্পঃ পত্ন্যা কার্য্যো দ্বিজন্মনাম্।
অনুজ্ঞয়া দক্ষিণতস্তেসাং স্বপ্রার্থনাদিতঃ ॥৫৫৩
ঔপাসনারম্ভ-তুর্য্যযামিন্যপরপক্ষকে।
শেষহোমং প্রকুর্বীত মঙ্গলস্নানপূর্বকম্ ॥৫৫৪
বিবাহাৎ পূর্বদিবসে নান্দীশ্রাদ্ধমুদাহৃতম্।
ততঃ পরং বিধানেন লাজহোমাৎ পরং তরাম্ ॥৫৫৫
তদীক্ষায়ামনুষ্ঠেয়া দীক্ষাধর্মাঃ সনাতনাঃ।
নাতপে সঞ্চরেদ্ বাপি ন জ্যোৎস্নায়াং হিমেঽপি বা॥৫৫৬
নৈব স্নানং প্রকুর্বীত তটাকে বা সরিত্যপি।
হ্রদেবা দেবখাতে বা কূপে বা পল্বলেঽপি বা ॥৫৫৭
বেশন্তে দীর্ঘিকায়াং বা ন মন্ত্রৈরঘমর্ষণৈঃ।
স্নানাঙ্গতর্পণং নৈব ন সঙ্কল্পোঽপি বা তথা ॥৫৫৮
নিত্যমুষ্ণেন তৎ কুর্য্যাৎ সলিলেন সুগন্ধিনা।
অলঙ্কৃতেন পাত্রেণ বেষ্টিতেনাপি পর্ণকৈঃ ॥৫৫৯
গন্ধাক্ষতাদিভিঃ সম্যক্ সংস্কৃতেন কৃতেন চ।
তথা তৈল-হরিদ্রাভ্যামুদ্বর্ত্তনমুখাদিকম্ ॥৫৬০
সর্বমঙ্গলবাদ্যৈশ্চ বিনা শীর্ষং চরেদপি।
সন্ধ্যাত্রয়ং প্রকুর্বীত ধার্য্যং চন্দনমেব বৈ ॥৫৬১
নান্যেন পুণ্ড্রং কুর্বীত কুঙ্কুমাক্তঃ সদা ভবেৎ।
সদা পুষ্পঃ সদা চূর্ণঃ সুগন্ধো দিব্যভূষণঃ ॥৫৬২
নৈকান্নাশী ভবেচ্চাপি সদা বন্ধুভিরেব চ।
সুমঙ্গলীভির্বিপ্রৈশ্চ ভোজনং তদনুজ্ঞয়া ॥৫৬৩
কালদ্বয়ং যথেচ্ছঞ্চ চরেদেব বিধানতঃ।
প্রত্যক্ষলবণং ত্যক্ত্বা ভক্ষ্যভোজ্যাদিকং তথা ॥৫৬৪

স্থালীপাক হইতে পুনঃ শ্রুতিকথিত ঔপাসন কর্মের করণীয় যাহা, তাহার উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ বলিতেছি। একমাস, একপক্ষ, দুইমাস, ছয়মাস বা একবৎসর, একদিন বা আহোরাত্র—পথে আসিতে যতদিন লাগিবে, সেই সময় পথিমধ্যেই সায়ং ও প্রাতঃ উহার কাল বলা হইয়াছে, গৃহে নহে। বধূ লইয়া অগ্নিসহ শকটারোহণের গৃহপ্রবেশের পূর্ব পর্য্যন্ত পথিমধ্যেই গুপ্তিহোমের কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু গৃহপ্রবেশহোম উহার পরে করণীয়।৫৪৮-৫২

তারপর দ্বিজগণ স্ত্রীর সহিত যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্রের সঙ্কল্প করিবে; স্বীয় প্রার্থনাবশতঃ দক্ষিণস্থ দ্বিজগণের অনুজ্ঞায় ঔপাসনের আরম্ভ হইতে অপর পক্ষের চতুর্থ দিনে মঙ্গলস্নানপূর্বক শেষহোম করিবে।৫৫৩-৫৪

বিবাহের পূর্বদিনে নান্দীশ্রাদ্ধ করিবে, তারপর বিধিপূর্বক লাজহোম করিয়া সেই দীক্ষাতে সনাতন দীক্ষাধর্ম সমূহের অনুষ্ঠান করিবে। এইগুলি দীক্ষাধর্ম —রৌদ্রে, জ্যোৎস্নায় বা হিমের মধ্যে সঞ্চরণ করিবে না, ক্ষুদ্র পুষ্করিণী, সরিৎ, হ্রদ, দেবখাত, কূপ, পল্বল (কৃত্রিম জলাশয়), বেশন্ত (অল্প সরোবর) বা দীর্ঘিকাতে স্নান করিবে না, অঘমর্ষণমন্ত্রেও স্নান করিবে না; এইরূপ স্নানাঙ্গতর্পণ বা সঙ্কল্পও করিবে না।৫৫৬-৫৮

নিত্যই পত্রের দ্বারা বেষ্টিত অলঙ্কৃত পাত্রে উষ্ণজলের দ্বারা স্নান করিবে এবং তৈল-হরিদ্রা দ্বারা শরীর লিপ্ত করিয়া মঙ্গলবাদ্য সহিত মস্তকাতিরিক্ত শরীরে জল দিবে এবং চন্দনাদি ধারণ ও নিয়মিত ত্রিসন্ধ্যা করিবে।৫৫৯-৬১

কুঙ্কুম ভিন্ন অন্য কিছুর দ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র করিবে না; সর্বদা পুষ্প, চূর্ণ (প্রসাধন), সুগন্ধ মাল্যধারণ ও দিব্য-ভূষণ পরিধান করিয়া থাকিবে। একবেলা আহার না করিয়া দুই বেলাই আহার করিবে এবং সর্বদাই বন্ধুগণ, সুমঙ্গলী নারী ও ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের অনুজ্ঞা লইয়া ভোজন করিবে। প্রত্যক্ষলবণ পরিত্যাগ করিয়া নিজের রুচিকর ভক্ষ্য, ভোজ্য প্রভৃতি বস্তু যথেষ্ট ঘৃতের সহিত ক্ষুধার অনুরূপ ভোজন করিবে।৬২-৬৫

ক্ষুত্তৃৎপত্তির্ভবেত্তীক্ষ্ণা প্রভূতাজ্যেন তচ্ছিবম্ ।
ভুঞ্জীয়াদখিলং ভব্যং দ্রব্যং বুদ্ধ্যাভিধারিতম্ ॥৫৬৫
যদ্যত্র নিখিলং দ্রব্যং সম্মুখঃ সুমুখো মুদা ।
অশ্নীয়াদেব সততং প্রসন্নঃ সন্ বসেদপি ॥৫৬৬
দিবাস্বাপী ভবেন্নৈব নাহর্ভুক্তিদ্বয়ং চরেৎ ।
বধ্বা তথা শয়ীতৈব পৃথঙ্নৈব কদাচন ॥৫৬৭
কৃত্বা দণ্ডং গন্ধলিপ্তং মধ্যে কৃত্বা চ তং যতন্ ।
অভ্যর্চ্য বিধিনা দেববুদ্ধ্যা স্পৃষ্টেব তং স্বপেৎ ॥৫৬৮
দণ্ডং ছত্রং বৈণবঞ্চ তিরস্করণিকামপি ।
বিচিত্রামূর্দ্ধগাং কৃত্বা চতুর্ভিঃ ষড়্ভিরুত্তমৈঃ ॥৫৬৯
অষ্টভির্বা দ্বিজৈর্ধীরৈর্বেদঘোষপুরঃসরম্ ।
গীত-বাদিত্রসঙ্ঘৈশ্চ সর্বমঙ্গলসংবৃতঃ ॥৫৭০
বহির্গচ্ছেত্তদাগচ্ছেৎ সায়ং প্রাতশ্চ বর্ষতি ।
ন চরেন্নৈব নির্গচ্ছেন্ন তুষারেঽতিধর্মকে ॥৫৭১
ন তপ্তায়াং ধরায়াং বা সোপানৎকোঽপি মঙ্গলে ।
নার্দ্রায়াং কর্দ্দমে বাঽপি গচ্ছেদপি চ সঙ্কটে ॥৫৭২

যত ভোজ্য দ্রব্যই সম্মুখে থাকুক না কেন, নিজের চিত্ত যাহাতে প্রসন্ন হয়, সেই পরিমাণ দ্রব্য ভোজন করিবে এবং দিবানিদ্রা ও একদিনের মধ্যে দুইবার ভোজন বর্জ্জন করিবে এবং বধূকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী শয়ন করিবে না।৫৬৬-৬৭

(স্বামী-স্ত্রী উভয়ের) মধ্যে চন্দনলিপ্ত একটি দণ্ড রাখিয়া তাহাতে দেববুদ্ধি করত উহাকে স্পর্শ করিয়াই নিদ্রিত হইবে। বংশদণ্ড ও ছত্র ধারণ করিয়া মস্তকে উষ্ণীষ বন্ধনপূর্বক চার, ছয়, বা আটজন উত্তম ব্রাহ্মণের সহিত উচ্চৈঃস্বরে বেদমন্ত্র পড়িতে পড়িতে গীতবাদ্যাদি সহকারে সর্বমঙ্গলে আবৃত হইয়া সায়ং ও প্রাতঃকালে বাহিরে গমনাগমন করিবে।৫৬৮-৭০

বর্ষণের সময় বাহির হইবে না অথবা কোথাও গমন করিবে না, তুষারাবৃত অবস্থায় বা অত্যন্ত তপ্তাবস্থায় ভূমিতে উপানৎ (পাদুকাবিশেষ) পরিধান করিয়াও বিচরণ করিবে না; সঙ্কটকালেও আদ্র বা কর্দ্দমাক্ত ভূমিতে বিচরণ করিবে না।৫৭১-৭২

অবশাদাগতং দৈবাৎ সূতকং মৃতকং ত্যজেৎ ।
ইন্দ্রাণ্যুদ্বাসনাত্তদ্বদাকঙ্কণবিমোক্ষণাৎ ॥৫৭৩
লক্ষ্মী-নারায়ণধ্যানপরত্বেন সদা ভবেৎ ।
ইন্দ্রাণীমপি গৌরীঞ্চ সায়ং প্রাতঃ সমর্চ্চয়েৎ ॥৫৭৪
যদি মোহেন তা নার্চ্চেন্নিত্যামঙ্গলভাগ্ ভবেৎ ।
নিত্যমৌপাসনং কৃত্বা বৃহৎ সামেতি মন্ত্রতঃ ॥৫৭৫
তদ্ভস্মনা প্রকুর্বীত স্বরক্ষাং তদ্বিধানতঃ ।
প্রযতানামিকাঙ্গুল্যা চেমাং ত্বমিতি মন্ত্রতঃ ॥৫৭৬
বধ্বারক্ষাং প্রকুর্বীত শুভিকে শিরমন্ত্রতঃ ।
যামাহরেতি মন্ত্রেণ মালিকামপি চ স্রজম্ ॥৫৭৭
বিভৃয়াদপি যত্নেন নীরাজনরতশ্চ বৈ ।
তদা তদা চ তন্মধ্যে বিপ্রাশীরপি সন্ততম্ ॥৫৭৮
অত্যন্তাবশ্যকী জ্ঞেয়া মঙ্গলেষু পদে পদে ।
আগতানাং বিশেষেণ বন্ধূনাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥৫৭৯
যাচকানাং দরিদ্রাণামপি পূজা বিশেষতঃ ।
বিধানেনৈব কর্ত্তব্যা বাসোঽলঙ্কারভূষণৈঃ ॥৫৮০

এইরূপ ব্রতাচরণকালে দৈবাৎ জাতাশৌচ বা মৃতাশৌচ উপস্থিত হইলেও উহা গ্রহণ করিবে না। ইন্দ্রাণীর ব্রত ধারণ করায় কঙ্কণমোচন না করা পর্য্যন্ত কোন অশৌচ ঐ দম্পতীকে স্পর্শ করিবে না; সদা লক্ষ্মীনারায়ণের ধ্যানপরায়ণ হইয়া অবস্থান করিবে; সায়ং ও প্রাতঃকালে গৌরী ও ইন্দ্রাণীর অর্চ্চনা করিবে।৫৭৩-৭৪

যদি মোহবশতঃ উহা না করে, তবে নিত্যই অমঙ্গলের ভাগী হইবে। নিত্যই ঔপাসন কর্ম সমাপন করিয়া ‘বৃহৎসাম’ এই মন্ত্রের দ্বারা হোমভস্ম সাহায্যে নিজের রক্ষা বিধান করিবে। অনামিকার দ্বারা ‘ইমং চ’ ইত্যাদি মন্ত্রে বধূর আরক্ষার বিধান করিবে, ‘শুভিকে’ এই শিরোমন্ত্র দ্বারা মস্তক রক্ষা করিবে। ‘যামাহর’ এই মন্ত্রে পুষ্পমাল্য ধারণ করিবে এবং দেবীগণের নীরাজন (আরাত্রিক) করিবে। এই ব্রতেই মধ্যে মধ্যে গৃহাগত জ্ঞাতি ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ গ্রহণ অত্যন্ত আবশ্যক। যাচক দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বস্ত্র, অলঙ্কারাদির দ্বারা যথাবিধি পূজা করিবে।৫৭৫-৮০

দূরদেশান্তরস্থানাং বন্ধূনাং সুহৃদামপি।
বিশেষেণাত্র কর্ত্তব্যং মেলনং পূজনং পরম্ ॥৫৮১
কলহো নাত্র কর্ত্তব্যো নাত্র কঞ্চন পীড়য়েৎ।
দুঃখয়েত্তাড়য়েদ্ বাঽপি নাবমেত্তোষয়েৎ পরম্ ॥৫৮২
অসদ্-বন্ধু-সুহৃদ্-বিপ্র-বৈর্য্যুদাসীনপূজনম্।
গোরী-শচী-গণাত্তোষো ভবেদেব ন চান্যথা ॥৫৮৩
বিপ্রস্য করণং লক্ষ্মী-নারায়ণগতং ভবেৎ।
শত্রবোঽপ্যত্র পূজ্যাঃ স্যুর্দুর্হৃদাঃ কলিচেতসঃ ॥৫৮৪
দুষ্টা দুরাচারবতা অপি পূজ্যা বিশযতঃ।
যথাশক্তি প্রদানৈশ্চ সান্ত্ব-সংবাদনৈরপি ॥৫৮৫
শত্রবোঽপ্যত্র বাচ্যাঃ স্যুর্দত্ত্বা দেয়মপি স্বয়ম্।
সর্বেষ্বপি চ ভব্যেষু যুগ্মশাকক্রিয়া পরা ॥৫৮৬
কর্ত্তব্যযুগকং ত্যাজ্যং তত্রাপি ত্রয়মেককম্।
ন কুর্য্যাদেব সহসা কুর্য্যাচ্চেৎ সদ্য এব বৈ ॥৫৮৭
কশ্মলং তদ্গৃহে তস্মাত্তাদৃশং বৈ পরিত্যজেৎ।
সার্ষপং তদ্দ্বয়ং কার্য্যং ন কল্কান্যত্র কারয়েৎ ॥৫৮৮
সম্যগ্ লবণ-শাকানি বিশেষেণ ভবন্তি হি।
আর্দ্রকং নালিকং ত্বাত্রং শিবমামলকং পরম্ ॥৫৮৯
দিনাষ্টকাৎ পূর্বমেব সম্পাদ্যাখিলবস্তুভিঃ।
সংস্কৃত্য সম্যগ্ লবণদ্রব্যরাশিপরিষ্কৃতম্ ॥৫৯০
পাত্রাভিধারণং কৃত্বা পরিবেষণমাদিতঃ।
প্রকুর্য্যাত্তৎসতীগানপূর্বকং ভোজনেঽন্বহম্ ॥৫৯১
বন্ধূনাং তত্র ভোক্তৄণাং দ্বিজানাঞ্চ মহাত্মনাম্।
পয়ঃস্বাজ্যেষু দিব্যেষু দধিরম্যেষু ভূরিষু ॥৫৯২
বরয়োঃ সন্নিধৌ ভুক্তৌ বৈশ্বদেবৈকবর্জ্জনাৎ।
যদত্র বৃজিনং তন্ন লক্ষ্মী-নারায়ণৌ হি তৌ ॥৫৯৩
তৎসন্নিধানাদ্ গৌর্য্যাশ্চ শচ্যাঃ শোভনগীর্বতাম্।
আসন্নিধানে বরয়োরপঙ্‌ক্তৌ ভোজনে তরাম্ ॥৫৯৪
কৃচ্ছ্রত্রয়ং প্রকুর্বীত তাভ্যাং চেদ্ভোজনে কৃতে।
নৈতৎকিমপি তৎপ্রোক্তং পায়সং কৃসরং বিনা ॥৫৯৫
নাচরেদ্ বিদুষাং ভুক্তিং ভক্ষ্যাভাবে হ্যয়ং বিধিঃ।
সংস্যু ভক্ষ্যেষু দিব্যেষু পরমান্নেষু ভূরিষু ॥৫৯৬

দূরদেশস্থ বন্ধু ও সুহৃদ্‌গণ গৃহে আসিলে তাহাদের সহিত মিলনের আনন্দ উপভোগ করিবে এবং যথারীতি তাহাদের পূজা করিবে। কাহারও সহিত কলহ করিবে না এবং (বাক্যের দ্বারাও) কাহাকে কখনও পীড়িত ও অবমানিত করিবে না।৫৮১-৮২

এই ব্রতকালে অসদ্, বন্ধু, সুহৃদ, বিপ্র, শত্রু, উদাসীন প্রভৃতি সকলের সমানভাবে পূজা করিবে; ইহাতে গৌরী, শচী ও গণপতি সন্তুষ্ট হইবেন। ব্রাহ্মণকে পূজা করিলে উহা লক্ষ্মীনরায়ণেরই পূজা হইবে। এই ব্রতকালে শত্রু, দুষ্টচিত্ত, কলিগ্রস্থ, দুরাচাররত দুষ্টগণকেও যথাশক্তি দান, সান্ত্বনা ও সংলাপ দ্বারা স্বয়ং পূজা করিবে।৫৮৩

শত্রু হইলেও তাহাদের সহিত কথা বলিবে এবং দেয় বস্তু স্বয়ং দান করিবে। সকলপ্রকার মঙ্গলকার্য্যেই যুগ্মশাকাদির দ্বারা বিপ্রগণের অর্চ্চনা করিবে, কখনও অযুগ্মশাক দিবে না, এবং কখনও তিনটি শাককে একটি শাকে পরিণত করিবে না; যদি ঐরূপ করে, তবে সদ্যঃই গৃহে অমঙ্গল হইবে, সুতরাং ঐরূপ করিবে না। কল্ক পরিত্যাগ করিয়া সার্ষপ তৈলের দ্বারা রন্ধনাদি কর্ম করিবে, সম্যক্ লবণের (সৈন্ধব) সহিত শাকাদি পাক করিবে। আট দিন পূর্ব হইতেই আর্দ্রক, নালিক অর্থাৎ ডাটা শাকাদি ও আমলক প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া উহাদের সংস্কার করত সম্যক্ লবণের (সৈন্ধব) সহিত মিশাইয়া কোন পাত্রবিশেষে কিছুক্ষণ ঢাকিয়া রাখিবে; পরে ভোজনের সময় সতীর মঙ্গলগান করিতে করিতে প্রথমেই উহা পরিবেষণ করিবে।৫৮৪-৯১

নিমন্ত্রিত বন্ধু ও মহাত্মা দ্বিজগণের ভোজনের জন্য প্রচুর দুগ্ধ ঘৃত ও দিব্য রমণীয় দধি আয়োজন করিবে। বরবধূর সন্নিধানেই বৈশ্বদেববলি না দিয়া ভোজন করিলেও কোন দোষ হইবে না; কারণ, এই বরবধূ গৌরী, শচী ও মধুরভাষী মহানুভবগণের সান্নিধ্যবশতঃ লক্ষ্মী নারায়ণতুল্য বলিয়া জানিবে।৫৯২-৯৩

বর ও বধূর অসন্নিধানে বা তাহাদের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে না বসিয়া ভোজন করিলে তিনটি প্রাজাপত্য ব্রত অনুষ্ঠান করিবে, কিন্তু ইহাদের সন্নিধানে ও

নৈব কশ্চিত্তরামত্র নিয়মো মনুরব্রবীৎ ।
বিপ্রমধ্যে সতীমধ্যে বিধবাং নৈব ভোজয়েৎ ॥৫৯৭
কল্যাণবেদিকামধ্যে তেষু সর্বদিনেষ্বপি ।
যেষু কেষু দিনেষ্বেষু সতীষু ব্রাহ্মণেষু বা ॥৫৯৮
অকেশীর্বা সকেশীর্বা তত্র নৈবোপবেশয়েৎ ।
ন গায়য়েদ্ বা চৈতাভির্গায়ন্তীর্বা নিষেধয়েৎ ॥৫৯৯
অপি তাভিঃ কৃতং পাকং যত্নেনৈব বিবর্জ্জয়েৎ ।
চৌলে চোপনয়ে চাপি তাভিরপ্যাহৃতং জলম্ ॥৬০০
কুমারভোজনেঽপ্যেবং তথা ব্রহ্মৌদনে শিবে ।
নাঙ্গীকুর্য্যাত্তু পাকায় তাভির্নাগ্নিং ন চানয়েৎ ॥৬০১
স্নানোদকায় পাকায় শাকসংবর্দ্ধনায় বা ।
নাভিসংবর্দ্ধিতাঃ শাকবিশেষা দক্ষিণামুখাৎ ॥৬০২
পশ্চিমাভিমুখাদ্ বাপি কল্যাণেষু তু পাচিতাঃ ।
যদি ভুক্তাস্তে দ্বিজৈর্বা তাভ্যাং তদ্‌বন্ধুভিস্ত বা ॥৬০৩
তদ্‌গৃহে মরণানি স্যুরশুভানি পদে পদে ।
তস্মাত্তদ্‌বর্জ্জয়েদ্ যত্নাৎ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥৬০৪
যদ্যপ্যাবশ্যকাস্তাস্ত তাদৃশঃ পুনরেব চ
পঙ্‌ক্ত্যান্তরে যত্র কুত্র ভোজয়েদ্ বন্ধুধর্মতঃ ॥৬০৫
নাবমন্যাশ্চ নাযত্নাৎ পূজনীয়াশ্চ বাগ্‌যতঃ ।
মাতৃশ্বশ্রূস্তাদৃশৈশ্চ নত্বান্যত্রৈব ভোজয়েৎ ॥৬০৬
গৃহিণো বর্ণিনো ভোজ্যাঃ সন্তো যজ্বান এব চ ।
বানপ্রস্থাশ্চ ভোজ্যাঃ স্যুরেষু কর্মসু কেবলম্ ॥৬০৭
যতয়ো ন প্রবেশ্যাঃ স্যুরস্মিন্ সদসি কর্মসু ।
ন তাম্বূলং বর্ণিনাং স্যাৎ প্রদেয়ং নাত্র সন্ততম্ ॥৬০৮
ভুক্তয়ে সর্বভক্ষ্যাদী পয়োদধ্যাজ্যপিষ্টকান্ ।
ভুক্তিযোগ্যান্‌প্রদদ্যাচ্চ স্রগ্‌গন্ধাদি বিবর্জ্জয়েৎ ॥৬০৯
নৈষু বিদ্যুতোঽর্জ্জুনস্য নামান্যুচ্চারয়েদ্ ভিয়া ।
তাম্বূলাদিপ্রদানেষু তত্তৎকালেষু কেবলম্ ॥৬১০
যোগ্যান্মন্ত্রানুচ্চরেচ্চ নরমেধং বিবর্জ্জয়েৎ ।
রক্ষোঘ্নান্ পিতৃসূক্তাংশ্চ ব্রহ্মমেধন্তথৈব চ ॥৬১১

পঙ্‌ক্তিতে ভোজন করিলে উহা করিতে হইবে না। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণকে কৃসর বিনা পায়স ভোজন করাইবে না; অবশ্য ভক্ষ্যের অভাব থাকিলেই এই বিধি বুঝিতে হইবে। যদি দিব্য পরমান্নাদি ভোজ্য দ্রব্য প্রচুর থাকে, সেস্থলে ঐ নিয়ম মানিবার প্রয়োজন নাই—এই কথা মনু বলিয়াছেন। সতী নারী ও ব্রাহ্মণের মধ্যে বিধবাকে ভোজন করাইবে না।৫৯৪-৯৭

ঐ ব্রতকালের মধ্যে কোনদিনই কল্যাণময়ী বেদিকা, ব্রাহ্মণ ও সতীর মধ্যে অকেশী বা সকেশীই হউক কোন বিধবাকে প্রবেশ করিতে দিবে না এবং গানরতা মঙ্গলময়া নারীগণের সহিত বিধবাকে গান করিতে দিবে না, গান করিতে দেখিলে নিষেধ করিবে।৫৯৭-৯৯

এই ব্রতে, চূড়াকরণে, উপনয়নে, কুমার-ভোজনে এবং মঙ্গলকর ব্রাহ্মণভোজনে বিধবার পাক ও তৎকর্ত্তৃক আনীত জল বর্জ্জন করিবে। বিধবাকে দিয়া কখনও অগ্নি আনয়ন করাইবে না। স্নানের জলের জন্য, অন্নাদি পাকের জন্য ও শাক ভর্জ্জনে বিধবাকে বরণ করিবে না। কল্যাণকর্মে বিধবা দক্ষিণমুখী বা পশ্চিমমুখী হইয়াই পাক করুক না কেন, পক্ব শাক ভোজন করিবে না, ভোজন করিলে সেই ব্রাহ্মণ ও জ্ঞাতিগণের সহিত বর বধূর সকলের পদে পদে অশুভ হইয়া থাকে এজন্য ঐরূপ অন্ন বর্জ্জন করিবে। এখানে কার্য্যের কোন বিচার করিবে না। যদি বিধবাগণকে ভোজন করাইতেই হয়, তবে অন্যত্র ভোজন করাইবে; তাহাদের অবমান না করিয়া সযত্নে অন্যত্র ভোজন করাইবে; বিশেষতঃ মাতা বা শ্বশ্রূ (শাশুরী) যদি বিধবা হয়, তবে তাহাদিগকে প্রণামের দ্বারা সন্তুষ্ট করত অন্যত্র ভোজন করাইবে।৬০২-৬

গৃহী, ব্রহ্মচারী, যাজ্ঞিক ও বানপ্রস্থীগণকেও এইসব মঙ্গলকার্য্যে যত্নের সহিত ভোজন করাইবে; কিন্তু সন্ন্যাসীগণকে এইসব মঙ্গলালয়ে প্রবেশ করিতে দিবে না। ব্রহ্মচারীকে ভোজনের জন্য দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, পিষ্টক প্রভৃতি সকল ভোজ্য বস্তুই দিবে, কিন্তু তাম্বুল, চন্দন বা মাল্য প্রদান করিবে না।৬০৭-৯

এই সকল ব্রতে ভোজনের সময় বিদ্যুৎ বা অর্জ্জুনের নাম করিবে না; তাম্বূলাদি প্রদানের যোগ্য মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিবে, কিন্তু নরমেধের মন্ত্র উচ্চারণ করিবে না। রক্ষোঘ্ন মন্ত্র, পিতৃসূক্ত, ব্রহ্মমেধ, প্রাণাদিকাণ্ড ব্যতিরেকে সকল আরণ্যক পাঠ করিবে, কিন্তু সমুদ্র,

কৃৎস্নমারণ্যকং কাণ্ডং সন্তং প্রাণাদিকং ত্যজেৎ।
সমুদ্রং গচ্ছজালঞ্চ তদোপনিষদাদিকম্ ॥৬১২
নোচ্চরেৎ তদন্যানি পুরাণাদীনি কৃৎস্নশঃ।
পিতৃক্রিয়াপ্রধানানি যামগাথাদিকানি চ ॥৬১৩
সপ্রযত্নেনোচ্চরেচ্চ পিতৃযজ্ঞাদিকং তথা।
সাকমেধং শুনাসীরীয়কং তথৈবশ্বদেবিকম্ ॥৬১৪
বারুণং তৎপ্রবাসঞ্চ কল্যাণেষু বিবর্জ্জয়েৎ।
কুষ্মাণ্ডশ্চাপি কুষ্মাণ্ডমসূরঃ কন্দসংজ্ঞকঃ ॥৬১৫
মুলানি শাকুটাদীনি কর্ণপ্রাবরণং পুনঃ।
নিম্বো নৈম্ব্যো মহাসৌম্যঃ সোমকেতুঃ শিবারুণঃ॥৬১৬
( কর্ণমূলং কর্ণদামং·········পাপ্মনঃ। )
পুণ্যো বার্তাকুজাতীয়ঃ পটোলঃ পনসঃ শিবঃ ॥৬১৭
উর্বারুঃ সরণঃ সারঃ সারণোপসরিত্তটঃ।
এতে শাকাঃ শোভনদাঃ কল্যাণেষু মহর্ষিভিঃ ॥৬১৮
মুখ্যত্বেনৈব কুর্বীত সর্বসাধারণেন বৈ।
দেহে নিপতিতাঃ স্যুশ্চেৎ প্রমাদাদ্ বর্ণবিন্দবঃ ॥৬১৯
জপেৎ পৃথিব্যৈ স্বাহেতি চানুবাকং পরাঃ শিবাঃ।
যদি কাকেন দৈবেন তাড়িতস্থানপেন বা ৬২০
পবতে সদবাক্যানি তানি সর্বাণি বৈ জপেৎ।
অবশাজ্জলসিক্তশ্চেদদ্ভ্যঃ স্বাহেতি বা জপেৎ ॥৬২১
শুনা স্পৃষ্টিরস্পৃশ্যাদিভিরেব স্পৃষ্টিরথবা।
হরিদ্রাতৈলচূর্ণানি দ্রব্যলিপ্তো যদাম্বহম্ ॥৬২২
উষ্ণোদকেন তু স্নানং পাবমানীভিরেব চ।
উত্তমাঙ্গং বিনা স্নায়াদিদং বিষ্ণুঞ্চ তু জপেৎ ॥৬২৩
ব্যহৃতীশ্চ যথাশক্তি প্রজপেত্তস্য শান্তয়ে।
আপত্তিম্বেষু চান্যেষু নিমিত্তেষু তদা যদি ॥৬২৪
সজাতেম্বখিলেম্বেবং শ্রীসূক্তং তারকং তরাম্।
ভূসূক্তঞ্চ কদাচিত্তু লক্ষ্মীসূক্তং কদাচন ॥৬২৫
ন চেত্তু সর্বশান্ত্যর্থং তৃতীয়দিবসে কিল।
গণনাথং প্রপূজ্যাদৌ ব্রহ্মাণঞ্চ সরস্বতীম্ ॥৬২৬
লোকপালাংস্তথাবাহ্য পূজয়িত্বা বিধানতঃ।
বিবাহমণ্ডপে ভক্ত্যা সদঃ কৃত্বা বহূন্ দ্বিজান্ ॥৬২৭
অভ্যর্চ্চ্য সমলঙ্কৃত্য প্রত্যেকং তৈশ্চ মান্ত্রিকম্।
বেদোক্তামাশিষং দিব্যাং গৃহ্ণীয়াদ্দক্ষিণাদিনা ॥৬২৮
সর্বপীড়াবিনির্মুক্তঃ সর্বমৃত্যুবিবর্জ্জিতঃ।
সর্বোপদ্রবসন্ত্যক্তঃ সর্বারিষ্টপরাঙ্মুখঃ ॥৬২৯

---

গচ্ছজাল ও উহাদের প্রতিপাদক উপনিষদের মন্ত্র এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত পুরাণাদির পাঠ করিবে না। পিতৃক্রিয়াপ্রধান মন্ত্র, যামগাথা ও পিতৃযজ্ঞাদির মন্ত্র পাঠ করিবে। এইরূপ সাকমেধ, শুনাসীরীয়ক ও বৈশ্বদেবিক মন্ত্রও পাঠ করিবে, কিন্তু বারুণ ও বারুণ-প্রবাসের মন্ত্র এস্থলে বর্জ্জন করিবে। কল্যাণকর্মে কুষ্মাণ্ড, কুষ্মাণ্ডমসূর, কন্দ, শাকুটাদি মূল, কর্ণপ্রাবরণ, নিম্ব, নৈম্ব্য, মহাসৌম্য, সোমকেতু, শিবারুণ, ( কর্ণমূল, কর্ণদাম, ) উত্তম বার্ত্তাকুজাতীয়, পটোল, পনস, উর্বারু, সরণ, সার, সারণোপসরিৎ তট অর্থাৎ নদীকূলস্থিত সারণ—এই সকল শাক প্রশস্ত বলিয়া মহর্ষিগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। যদি প্রমাদবশতঃ বর্ণবিন্দু শরীরে পতিত হয়, তবে 'পৃথিব্যৈ স্বাহা' এই অনুবাক জপ করিবে যদি দৈববশে কাকের দ্বারা তাড়িত হইয়া পতিত হয়, তবে পবিত্রাসম্পাদক সদবাক্যরূপ মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবে এবং দৈবাৎ জলসিক্ত হয়, 'অদভ্যঃ স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিবে।৬১১-২১

যদি কক্কুর বা অস্পৃশ্য জাতির সহিত স্পর্শ হয়, তবে হরিদ্রা-চূর্ণের সহিত তৈল মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করত পাবমানীসূক্ত পাঠপূর্বক উষ্ণোদকে মস্তক ব্যতিরেকে স্নান করিবে; অথবা উহার শান্তির জন্য'ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে' এই মন্ত্র ও ব্যাহৃতির জপ করিবে।৬২২-২৩

অন্যান্য দুর্নিমিত্তের দর্শন হইলেও শ্রীসূক্ত অথবা ভূসূক্ত জপ করিবে; অথবা সর্বশান্তির জন্য তৃতীয়দিবসে প্রথমতঃ গণেশের পূজা করত ব্রহ্মা, সরস্বতী এবং লোকপালগণকে পূজা করিয়া সভায় আমন্ত্রিত বহু বৈদিক ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে অর্চনা ও অলঙ্কৃত করত দক্ষিণা দানপূর্বক তাঁহাদের নিকট যথাবিধি মান্ত্রিক দিব্য আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।৬২৪-২৮

দীর্ঘায়ুর্দীর্ঘসম্পৎকঃ পুত্র-পৌত্রসমন্বিতঃ।
সম্প্রাপ্তকামঃ সম্প্রাপ্তব্রহ্মবিদ্যামহমনাঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং সম্প্রাপ্য ব্রহ্মসাযুজ্যমৃচ্ছতি ॥৬৩০
কিং চাস্য বক্ষ্যে মাহাত্ম্যং য এবং মহদাশিষম্।
কল্যাণমধ্যে কুরুতে কারয়ত্যপি বা উভৌ ॥৬৩১
কৃতার্থৌ সর্ববেদানাং যদ্বা পারায়ণে ফলম্।
যন্মখানাঞ্চ সর্বেষাং করণে ফলমুচ্যতে ॥৬৩১
এতে দ্বে তত্র বোক্তানাং নিত্য-নৈমিত্তিকাত্মনাম্।
কাম্যানামখিলানাঞ্চ ধ্রুবং বৈ তদুদাহৃতম্ ॥৬৩৩
মহত্তদ্দিব্যসন্দোহকৃতপ্রাপ্তমহাশিষাম্।
দৌর্ব্রাহ্মণ্যং কুলে তেষাং নাস্ত্যেবাদশপূর্বকম্ ॥৬৩৪
সর্বযাগপ্রতিনিধিঃ কল্পোঽহয়ং কশ্চন স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণানাং পুরা সৃষ্টা ব্রহ্মণৈব মহাত্মনা ॥৬৩৫
বেদক্রিয়াসু চালস্যাদ্ যেঽপি বাতীব দুর্হৃদঃ ॥৬৩৬
তেষামপি হিতার্থায় মহাশীরিয়মুত্তমা।
সৃষ্টা কিলেতি চ পলং সর্ববেদস্বসারতঃ ॥৬৩৭
সমুদ্ধৃত্য সমুদ্ধৃত্য চৈকীকৃত্য চ তাং চিরাৎ।
প্রকাশিতা জগত্যত্র তদেতত্তাদৃশং শিবম্ ॥৬৩৮
মহত্তু বৈদিকং কর্ম ব্রাহ্মণানাং সুমেধসাম্।
যদ্যত্র শোভনে তস্য বস্ত্রং যৌতুকমুত্তমম্ ॥৬৩৯
বধ্বাহৃতস্য মাঙ্গল্যং বহ্নিস্পৃষ্টং ভবেদ্ যদি।
দগ্ধমাত্তং তথার্দ্ধং বা যৎকিঞ্চিদপি বা পুনঃ ॥৬৪০
উপদীকাহতাঃ কেশাঃ মূষিকৈর্বাপি দংশিতাঃ।
দ্বেষাচ্ছত্রুভিরুৎকৃত্তা যেষাং তেষাঞ্চ কর্মণাম্ ॥৬৪১
আয়ুষ্যসূক্তপঠনং লক্ষ্মীসূক্তস্য বৈ তদা।
পুনর্বস্ত্রান্তরাদীনাং তত্তন্মন্ত্রৈঃ পরিগ্রহঃ ॥
নিষ্কৃতির্বিহিতা সদ্ভির্বেদবিদ্ভির্দ্বিজোত্তমৈঃ ।৬৪২
যদি চণ্ডালসংস্পর্শো বরয়োঃ সম্ভবেত্তদা ॥৬৪৩

তাহা হইলে সর্বপীড়াবিনির্মুক্ত, সর্বমৃত্যুবিবর্জিত, সর্বোপদ্রবশূন্য ও সর্বারিষ্টশূন্য হইয়া দীর্ঘায়ুঃ লাভ করত দীর্ঘসম্পৎ ও পুত্র-পৌত্রাদি লাভ করিয়া সকল অভীষ্ট লাভে সমর্থ হইবে এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হইবে।৬২৯-৩০

এইরূপ বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ-মাহাত্ম্যের কথা আর কি বলিব? যে ব্যক্তি কল্যাণব্রতে এইরূপ আশীর্বাদ লাভ করে, সে সকল বেদের পারায়ণে এবং নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য সকলপ্রকার যজ্ঞের যে ফল, সেই সমস্ত দিব্য ফল যুগপৎ প্রাপ্ত হয়।৬৩১-৩৩

মহাত্মগণের নিকট হইতে যে দিব্য আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়, তাহার কুলে কখনও দৌর্ব্রাহ্মণ্য আপতিত হয় না; সকল যজ্ঞের প্রতিনিধিরূপে ব্রহ্মা এই ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদকে সৃষ্টির প্রথমেই সৃষ্টি করিয়াছেন।৬৩৪-৩৫

যাঁহারা বৈদিক কর্ম আলস্যবশতঃ অনুষ্ঠান করে না, তাহাদের জন্যও এই ব্রাহ্মণাশীঃ পরমহিতকারিণী। সকল বেদ হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সার উদ্ধৃত করিয়া বিধাতা এই পরমমঙ্গলময় ব্রাহ্মণাশীর্বাদে সৃজন করিয়াছেন।৬৩৬-৩৮

যেহেতু বৈদিক ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদের ঐরূপ মাহাত্ম্য, সেইহেতু বেদোক্ত কর্ম্মসমূহই সুমেধা ব্রাহ্মণগণের পক্ষে পরম মহৎ ও মঙ্গলকর বুঝিতে হইবে। যদি কোন মাঙ্গলিক কর্মে বরের যৌতুকস্বরূপ লব্ধ উত্তম বস্ত্র এবং বধূর পরিহিত মাঙ্গল্য-বস্ত্র বা মাল্য যদি অগ্নিসংযোগে সম্পূর্ণ বা অৰ্দ্ধেক দগ্ধ হয়, অথবা উপদীক অর্থাৎ পরগাছায় আহত হইয়া বধূর কেশ ছিন্ন হয় কিংবা মূষিকের দ্বারা ভক্ষিত হয়, বা হিংসাবশতঃ শত্রুকর্তৃক ছিন্ন হয়, তবে উহার দ্বারা সূচিত পাপের প্রতীকারের জন্য আয়ুষ্যসূক্ত ও লক্ষ্মীসূক্ত পাঠ করিবে এবং সেই সেই মন্ত্র পাঠ করত পুনরায় বস্ত্রান্তর পরিধান করিবে—ইহাই উহার নিষ্কৃতিরূপে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।৬৩৯-৪২

যদি বরবধূর চাণ্ডালস্পর্শ হয়, তবে হরিদ্রামিশ্রিত উষ্ণজলে এবং যদি কুক্কুর ও কাকস্পর্শ হয়, তবে হরিদ্রা ও ঘৃতমিশ্রিত উষ্ণজলে স্নান করত তিনবার রুদ্রাধ্যায় পাঠ করিবে।৬৪৩-৪৫

তদা স্যান্মঙ্গলস্নানং হরিদ্রোষ্ণজলেন তু।
যদি শ্ব-কাকসংস্পৃষ্টিস্তদুষ্ণেনৈব বারিণা ॥৬৪৪
হরিদ্রামিশ্রিতেনৈব ঘৃতেন চ বিধীয়তে।
স্নানাৎ পরং রুদ্রজপস্ত্রিবারং নিষ্কৃতির্মতা ॥৬৪৫
আতপে ত্যাগো মূত্রস্য পুরীষস্য ভবেন্ন চেৎ।
দীক্ষায়ামত্র তু তয়োশ্ছত্রেণ সহ বৈ তদা ॥৬৪৬
ইদং বিষ্ণুর্ব্যাহৃতীশ্চ ত্র্যম্বকঞ্চ সুপাবনম্।
পশ্চাচ্চ শুদ্ধাচমনাদষ্টবারং জপেৎ ক্রমাৎ ॥৬৪৭
পুনশ্ছত্রং তত্তন্মন্ত্রাদ্ গৃহ্ণীয়াত্তদ্বিধানতঃ।
দীক্ষাসু সন্ততং তস্মাদ্ বিবাহস্য দ্বিজোত্তমঃ ॥৬৪৮
সচ্ছত্রস্ত্বাতপে কুর্য্যাত্ত্যাগং মূত্র-পুরীষয়োঃ।
শেষহোমাৎ পরং প্রাতঃ কুর্য্যান্নাকী বলিং শিবাম্ ॥৬৪৯
তদ্বিধানঞ্চ বক্ষ্যামি শচীং গৌরীং সমর্চ্চয়েৎ।
বেদিকেশানদিগ্‌ভাগে কৃশরান্ননিবেদনৈঃ ॥৬৫০
ত্রয়স্ত্রিংশৎকোটিসংখ্যদেবানামর্চ্চনং ক্রমাৎ।
নমোঽস্ত্বেনৈব কুর্বীত সম্যকং সঙ্কল্পপূর্বকম্ ॥৬৫১
অষ্টাভিঃ কলশৈঃ পূর্বভাগেস্তদ্বচ্চ সর্বতঃ।
সংস্থিতৈর্বেদিকং কৃত্বাঽলঙ্কৃত্যৈব বিধানতঃ ॥৬৫২

তন্মধ্যে পৃথুলৈঃ কুম্ভৈশ্চতুর্ভিঃ স্থাপিতৈঃ শিবৈঃ।
তন্তুভির্বেষ্টিতৈর্গন্ধৈঃ পুষ্পৈস্তাম্বূলজালকৈঃ ॥৬৫৩
হরিদ্রাজলকুম্ভেন দ্বিমুখেন সুপাথসা।
নবার্চ্চান্যাসসংসিক্তৈঃ প্রাদক্ষিণ্যক্রমেণ চ ॥৬৫৪
তৎসংখ্যকৈঃ পুষ্পদীপৈঃ পুরন্ধ্রীভিঃ সমুদ্ধৃতৈঃ।
পরিক্রমণকর্ত্রীভিস্তৎকৃত্যমখিলং যথা ॥৬৫৫
সর্বদেবপদস্পৃষ্টতদ্‌ব্রাহ্মণ্যসুঘোষতঃ।
ত্রিঃ পরিক্রম্য বিধিনা দিগ্‌জয়াদিকলাঞ্ছনম্ ॥৬৫৬
জলাক্ষতাভ্যাং সংস্কৃত্য পূজয়িত্বা স তানপি।
ঐরাবতঞ্চ সম্পূজ্য দক্ষিণে চোত্তরে তথা ॥৬৫৭
সুপ্রতীকং ধরাধারং ত্রিঃ পরিক্রম্য তৎপরম্।
প্রতি প্রতি প্রবাদাভ্যাং বিনিয়ম্য পরস্পরম্ ॥৬৫৮
(ন তৎসৌমঙ্গল্যবদ্‌যথা)
কৃষ্ণান্মণীংশ্চ তৎকণ্ঠে তদ্দেবানাঞ্চ সন্নিধৌ।
বধ্নীয়াদ্ গীত-বাদিত্র-পুরন্ধ্রীগানপূর্বকম্ ॥৬৫৯
ততঃ পুনশ্চ সংকল্প্য ফলদানানি চাচরেৎ।
তথা তাম্বূলদানানি দক্ষিণাদীনি শক্তিতঃ ॥৬৬০
ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রকুর্বীত তচ্চালঙ্কারপূর্বকম্।
সভাপূজাঞ্চ কুর্বীত তদাশীঃ প্রাপ্য তৎপরম্ ॥৬৬১

---

দীক্ষিতাবস্থায় যদি ছত্রসহ আতপে মূত্র বা পুরীষের ত্যাগ না করা হয়, তবে 'ইদং বিষ্ণুঃ', ব্যাহৃতি ও পাবন ত্র্যম্বক মন্ত্র শুদ্ধভাবে আচমন করত আটবার জপ করিবে এবং পুনরায় তত্তন্মন্ত্রে ছত্র গ্রহণ করিবে। সুতরাং বিবাহে দীক্ষিত ব্রাহ্মণ ছত্রসহিত আতপে (রৌদ্রমধ্যে) মূত্র ও পুরীষ ত্যাগ করিবে। শেষহোমের পর স্বর্গার্থী ব্রাহ্মণ শিবাবলি প্রদান করিবে। সেই শচী ও গৌরীপূজার বিধান বলিতেছি। সম্যক্‌রূপে সঙ্কল্প করত বেদির ঈশানকোণে কৃশরান্ন নিবেদনপূর্বক 'নমোঽস্তু' মন্ত্রে তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা করিবে।৬৪৬-৫১

বেদির পূর্ব হইতে সকল দিকেই আটটি কলস স্থাপন করত বেদিকে মাল্যাদির দ্বারা সাজাইবে এবং বেদির মধ্যে বৃহদাকার চারিটী কলস তন্তু, চন্দন, পুষ্প ও তাম্বুল দিয়া সাজাইয়া রাখিবে; হরিদ্রাজল-পূর্ণ দ্বিমুখ কুম্ভের দ্বারা বেদিকে অভিষিক্ত করিবে এবং দেবতার সমসংখ্যক পুষ্প, ধূপ ও দীপাদির পূজা করত পরিচারিকাগণসহ বরবধূ ব্রাহ্মণের বেদমন্ত্র-ঘোষের সহিত তিনবার দেবতাপদস্পৃষ্ট বেদি প্রদক্ষিণ করিবে। জল ও অক্ষতের দ্বারা দিগ্‌জয়াদিচিহ্ন সংস্কার করত মুখ্যদেবতাগণের পূজার পর তাহাদের দক্ষিণ ও উত্তরে ঐরাবতের পূজা করিয়া ধরাধারী শ্রীবিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিবে এবং তাঁহার কণ্ঠে দেবগণের সন্নিধানে গীতবাদিত্র ও পরিচারিকাগণের মঙ্গলগান সহ নীল মণি পরাইয়া দিবে।৬৫২-৫৯

তারপর পুনরায় সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে ফলদান করিবে এবং তাঁহাদিগকে অলঙ্কারাদির দ্বারা সজ্জিত করত যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান

দম্পতী চোপবেশ্যোভৌ দম্পতী পূজনক্রিয়াম্।
প্রকুর্য্যাতাং বিধানেন তদীয়ামাশিষং শিবাম্ ॥৬৬২
স্বীকুর্বতাং তৎপরঞ্চ দদ্যাত্তাভ্যাঞ্চ দক্ষিণাম্।
তাম্বূলঞ্চ ক্রমেণৈব সর্বেষাঞ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥৬৬৩
তত্রত্যানাঞ্চ সর্বেষাং তাম্বূলং চাপি দক্ষিণাম্।
শক্ত্যা লোভৈর্ন দদ্যাচ্চ মঞ্চারোহণমেব চ ॥৬৬৪
দোলোৎসবোঽপি কর্ত্তব্যো মহাচূর্ণোৎসবস্তদা।
বীথীপ্রদক্ষিণং চাপি পুনর্বেশ্মপ্রবেশনম্ ॥৬৬৫
জলক্রীড়াবিধানঞ্চ তাম্বূলস্য চ ভক্ষণম্।
মধ্যাহ্নে মঙ্গলস্নানং পুনশ্চ স্বস্তিবাচনম্ ॥৬৬৬
স্তম্ভপূজাং চতুর্দিক্ষু নমোঽস্ত্বেনৈব চোদিতা।
পুষ্প-ধূপাদিনৈবেদ্যং তং বৈ তাং তু সমাচরেৎ ॥৬৬৭
ব্রহ্মাদীনাং ততঃ পূজাং পঞ্চানামত্র কারয়েৎ।
নবানামত্র কল্যাণে প্রত্যক্ষান্ননিবেদনম্ ॥৬৬৮
ভক্ষ্যভোজ্যৈঃ ফলৈর্দিব্যৈস্তাম্বূলৈশ্চ সদীপকৈঃ।
নীরাজনান্তৈঃ কর্ত্তব্যমন্যথাঽল্পায়ুরেব হি ॥৬৬৯
ভবেদেব বরঃ সেব্যো বধূ পশ্চাৎ ক্রমেণ চেৎ।

করিবে এবং সভাস্থ ব্রাহ্মণগণকে পূজা করিয়া তাঁহাদের আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।৬৬০-৬১

তারপর কোন দম্পতীকে উপবেশন করাইয়া তাঁহাদের পূজাপূর্বক শুভ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করত দক্ষিণা প্রদান করিবে এবং তত্রত্য সকল ব্রাহ্মণকেই সাধ্যানুসারে তাম্বূল ও দক্ষিণা প্রদান করিবে, কোন কিছু প্রাপ্তির লোভবশতঃ তাহা দান করিবে না। তারপর মঞ্চারোহণ, দোলোৎসব, মহাচূর্ণোৎসব, বীথীপ্রদক্ষিণ, পুনর্গৃহপ্রবেশ, জলক্রীড়া, তাম্বুলভক্ষণ এবং মধ্যাহ্নে মঙ্গলস্নান ও স্বস্তিবাচন করিবে।৬৬২-৬৬

তদনন্তর চতুর্দ্দিকে পুষ্প-ধূপ-নৈবেদ্যাদির দ্বারা 'নমোঽস্ত' মন্ত্রে স্তম্ভপূজা করিয়া ব্রহ্মাদি পঞ্চদেবতার পূজা করিবে। এইরূপ কল্যাণকর্মে অন্ততঃ নয়টি দেবতাকে প্রত্যক্ষান্ন, ফল ও দিব্য তাম্বুলাদি নিবেদন করিয়া ধূপ-দীপ সহকারে নীরাজনান্ত কর্ম সমাপন করিবে; নতুবা অল্পায়ু হইবার সম্ভাবনা আছে।৬৬৭-৬৯

হরিদ্রা স্যুর্বান্ধবাশ্চ তথা তস্মাৎ সমাচরেৎ ॥৬৭০
হরিদ্রামিশ্রসলিলং দেবতা কিল চোদিতা।
বসন্তশোভনকরস্তস্য পূজা পরাঽত্র বৈ ॥৬৭১
বিশেষেণ প্রকর্ত্তব্যা ভব্যবাহুল্যসিদ্ধয়ে।
দেবতোদ্বাসনং কুর্য্যাদ্ যজ্ঞেনেতি চ মন্ত্রতঃ ॥৬৭২
মোচনং কৌতুকস্যাথ তৎসম্পূজ্যাথ তচ্চরেৎ।
পুণ্যাহং বাচয়েৎ পশ্চাদ্ ব্রাহ্মণানপি ভোজয়েৎ ॥৬৭৩
স্বীকুর্য্যাদাশিষশ্চাপি দক্ষিণাদানপূর্বকম্।
য এবং বিধিনা ভব্যং কুরুতে ব্রাহ্মণোত্তমঃ ॥৬৭৪
তস্য নন্দন্তি তে সর্বে বৃদ্ধা যে প্রপিতামহাঃ।
পিতামহা চ যে বৃদ্ধা বৃদ্ধা যে পিতরস্তথা ॥৬৭৫
ত এতে শুভদেবাঃ স্যুঃ সপ্ত এতে কুলোদ্ভবাঃ।
তেষাং তুষ্ট্যা কুলস্যাস্য প্রবৃদ্ধির্জায়তে পরা ॥৬৭৬
এতেনৈব বিধানেন তস্মাৎ কল্যাণসন্ততম্।
মর্ত্ত্যৈঃ কুর্বীত সততং নিত্যকলাণসিদ্ধয়ে ॥৬৭৭
কল্যাণং পুত্রয়োঃ কৃত্বা দ্বৌ ষণ্মাসং ততঃ পরম্।
পিত্রোর্বিনা মৃতাহং তু অন্যদ্দর্শাদিকং তু যৎ ॥৬৭৮

তারপর বরবধূ বান্ধবগণকর্ত্তৃক হরিদ্রাদির দ্বারা সেবিত হইয়া বান্ধবগণকেও স্বয়ং উহার দ্বারা সেবা করিবে।৬৭০

হরিদ্রামিশ্রিত জল দেবতা স্বরূপ এবং বসন্তের শোভাবর্দ্ধক, এজন্য অধিক মাঙ্গল্যসিদ্ধির জন্য উহারও বিশেষভাবে পূজা করিবে। অনন্তর 'যজ্ঞেন' এই মন্ত্রে দেবতার উদ্বাসন করত কৌতুকের পূজা করিয়া উহার মোচন করিবে এবং ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুণ্যাহ-বাচন করাইয়া ভোজন করাইবে এবং পরে ভোজন-দক্ষিণা দানপূর্বক তাঁহাদের শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিবে। এইভাবে যে ব্রাহ্মণোত্তম বিধিপূর্বক মাঙ্গলিক ব্রতানুষ্ঠান করেন, তাঁহার পিতা-পিতামহ ও প্রপিতামহগণ অত্যন্ত প্রীত হ'ন; কারণ, তাঁহারাই এই ব্রতকর্মে শুভদেবতা এবং পিতৃগণে প্রসাদে তাঁহার কুলের সমৃদ্ধি হয়।৬৭১-৬৭৬

এজন্য মর্ত্ত্যলোকস্থ মনুষ্যগণ নিত্য কল্যাণের সিদ্ধির নিমিত্ত উক্তবিধানে কল্যাণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।

দূর্বাক্ষতাভ্যাং তৎসর্বং কুর্য্যাদেবাবিচারয়ন্ ।
যদি দূর্বাক্ষতাংস্ত্যক্ত্বা কারুণ্যানাং পিতৃক্রিয়াম্ ॥৬৭৯
পিতৃব্য-মাতুলাদীনামপি দর্শাদিকঞ্চ যৎ ।
তদ্বাদিকং দর্ভতিলৈঃ ষণ্মাসঞ্চ শুভাৎ পরম্ ॥৬৮০
পুত্রয়োঃ স্বস্য বা মূঢ়ঃ সদা দুঃখী ভবেদয়ম্ ।
তস্মাৎ পৈতৃককৃত্যেষু স্বস্য বা পুত্রয়োঃ শুভাৎ ॥৬৮১
ষণ্মাসমধ্যপ্রাপ্তেষু দর্শনৈমিত্তিকাদিষু ।
দূর্বাক্ষতাঃ প্রশস্তাঃ স্যুর্ন দর্ভা ন তিলা অপি ॥৬৮২
পুত্রীবিবাহঃ পরমো বিবাহাত্তনয়স্য বৈ ।
যতন্ স্বগৃহে সম্যক্ ক্রিয়তেঽন্যত্র তস্য চেৎ ॥৬৮৩
তস্মাৎ পুত্রবিবাহস্য ষণ্মাসাত্তু পরং তরাম্ ।
শুভকর্মসমাচারঃ স্বনুষ্ঠেয়ো বিপশ্চিতা ॥৬৮৪
পুত্রোপনয়নং তস্মাদ্ বিবাহাত্তস্য কর্মণঃ ।
শুভাচরণনাম্না বৈ সততং হ্যতিরিচ্যতে ॥৬৮৫
যতো বিবাহঃ পুত্রস্য স্বীকৃতো হি গৃহান্তরে ।
তস্মাদত্র বিবাহস্য দৌর্বলং নিত্যমেব হি ॥৬৮৬
অত্রাপি সম্যক্ কুর্বীত বিবাহাত্তু তয়োঃ পরম্ ।
শুভাচরণকর্মাখ্যষণ্মাসঞ্চ শনৈঃ শনৈঃ ॥৬৮৭
তৎক্রমাচ্চাপি বক্ষ্যামি মন্দবারে চ সৌম্যকে ।
বরয়োরুৎসবং কুর্য্যান্মঙ্গলস্নানপূর্বকম্ ॥৬৮৮
বন্ধূনাং বান্ধবানাঞ্চ সর্বেষাং প্রীতিভোজনম্ ।
নীরাজনাশীর্বাদৌ চ কর্তব্যা চাত্র দক্ষিণা ॥৬৮৯
ভোক্ষ্য-ভোজ্যাদিকাংশ্চাপি শতবাদিত্রপূর্বকাঃ ।
যা যাঃ ক্রিয়া মঙ্গলার্থাস্তাস্তাঃ সর্ব বিচক্ষণৈঃ ॥৬৯০
অষ্টমে দিবসে চৈবং ষোড়শে দিবসে তথা ।
স্থালীপাকে তথান্বারম্ভরণ্যাং চৈবঞ্চ দর্শকে ॥৬৯১
বারেষু শুক্র-ভান্বোশ্চ কুশলোৎসবমেব চ ।
গমনাগমনে চৈব নির্গমে পারিভদ্রকে ॥৬৯২
ক্ষেমোৎসবো দ্বিতীয়েঽথ মাসে কল্যাণনামকঃ ।
শিবোৎসবস্তৃতীয়েঽথ তুর্য্যেঽন্যশ্রেয়সাত্মকঃ ॥৬৯৩
পঞ্চমে মঙ্গলাখ্যশ্চ ষষ্ঠে ভদ্রকনামকঃ ।
বরস্য কেশবৃদ্ধিস্তু তদা কিল বিধীয়তে ॥৬৯৪
ভুক্ত্যুত্সবশ্চ তন্মধ্যে যাবত্তাবত্তু চোদিতম্ ।
শুভবৃন্দং তথা তস্মাৎ প্রকর্তব্যং বিচক্ষণঃ ॥৬৯৫

এইভাবে পুত্র ও পুত্রবধূর কল্যাণব্রত সমাপন করিয়া দুইটি ষণ্মাস (একবৎসর) মৃতাহভিন্ন দর্শাদি তিথিতে দূর্বাক্ষতের দ্বারা অবিচারিতভাবে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে। যদি দূর্বাক্ষতাদির দ্বারা না করিয়া কুশ ও তিলের দ্বারা পিতৃগণ, পিতৃব্য ও মাতুলাদির শ্রাদ্ধ করা হয়, তবে ঐ মূঢ় সদাই দুঃখী হয়; সুতরাং পুত্র ও পুত্রবধূর কল্যাণব্রতের পর দ্বিষণ্মাসমধ্যপ্রাপ্ত দর্শাদি তিথিতে শ্রাদ্ধে দূর্বা ও অক্ষতই প্রশস্ত; দর্ভ ও তিল নহে। পুত্রের বিবাহ অপেক্ষা পুত্রীর বিবাহ শ্রেষ্ঠ, কেননা যত্নপূর্বক তাহা স্বীয় গৃহে অনুষ্ঠিত হয়, আর পুত্রের বিবাহ অন্যের গৃহে সম্পন্ন হয়। এজন্য পুত্রের বিবাহের ছয়মাসের পর বিপশ্চিৎ (বিদ্বান্) দ্বিজ অন্য শুভকর্ম করিবে।৬৭৯-৮৪

পুত্রের বিবাহের চেয়ে পুত্রের উপনয়ন শুভাচরণ সংজ্ঞাহেতু উৎকৃষ্ট, কেননা পুত্রের বিবাহ অন্যের গৃহে, কিন্তু উপনয়ন স্বগৃহে সম্পাদিত হয়।৬৮৫-৮৬

পুত্রের বিবাহের ছয়মাসের পর ধীরে ধীরে শুভাচরণনামক কর্ম করিবে।৬৮৭

যথাক্রমে উহার অনুষ্ঠানের কথা বলিতেছি—শনিবার ও বুধবারে মঙ্গলস্নানপূর্বক বরবধূর উৎসব করিবে।৬৮৮

জ্ঞাতি ও ব্রাহ্মণগণের প্রীতিভোজন ও নীরাজনাদি করিয়া ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণা-দান প্রভৃতি সকল মাঙ্গলিক ক্রিয়াসমূহই সম্পাদন করিবে।৬৮৯-৬৯০

অষ্টম ও ষোড়শদিবসে, স্থালীপাকে, অন্বারম্ভণীদিনে এবং অমাবস্যাদিতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিবে এবং শুক্র ও রবিবারে কুশলোৎসব, গমনাগমন, নির্গম, পরিভদ্রক ও ক্ষেমোৎসব করিবে; দ্বিতীয়মাসে কল্যাণ-নামক এবং তৃতীয়মাসে শিবোৎসব ও চতুর্থ মাসে অন্যশ্রেয়সনামক উৎসবের অনুষ্ঠান করিবে।৬৯১-৯৩

পঞ্চমে মঙ্গলাখ্য, ষষ্ঠ ভদ্রকনামক উৎসব করিবে এবং এই সময় বরের কেশবৃদ্ধির বিধান করিবে এবং বিচক্ষণ

এতাদৃশা উৎসবাস্তু কল্যাণাত্তু পরং ন তু।
পুত্রস্য তু যতস্তস্মাৎ পুত্র্যাঃ কল্যাণমুত্তমম্ ॥৬৯৬
অতএবাত্র ভূয়শ্চ লোকিকী বাঙ্নিরূপ্যতে।
পুত্রাচ্ছতগুণং পুত্রো যদি পাত্রে প্রদীয়তে ॥৬৯৭
ইতি যা সা সুমহতী কিং চাত্র পুনরেকিকা।
বৈদিকো বাক্ চ দিব্যা স্যাৎ স্পষ্টার্থা
সমুদীর্য্যতে ॥৬৯৮
পুত্রীদানং প্রশস্তং স্যাদনেককুলতারকম্।
তজ্জাতাং পুত্রতৌল্যং পিতৃকর্মণি চোদিতম্ ॥৬৯৯
এবং তু তনয়ে দত্তে ভিন্নগোত্রায় চাপদি।
তজ্জাতানাং পুনঃ স্বস্য জনকস্য কুলং প্রতি ॥৭০০
সমানয়নঞ্চ কার্য্যং তত্তাতপ্রার্থনাদিনা।
সহস্রঞ্চ পরং দত্ত্বা দায়াদানাঞ্চ তৎপিতুঃ ॥৭০১
তদ্দায়াদিঃ প্রকর্ত্তব্যো হরিদ্রাজললক্ষণম্।
পশ্চাচ্চ তৎস্বীকারোঽপি তদেতদখিলং কৃতম্ ॥৭০২
কিমাসাদিতি চালোচ্য চেতসা পশ্যতাধুনা।
গোত্র প্রবেশাদপিচ তৎসংস্পৃষ্টৌ তথা তরাম্ ॥৭০৩
জাতায়ামপি তস্যাঃ স্যাত্তদ্‌গোত্রস্য চ তাদৃশঃ।
তদ্রিকৃথসম্বন্ধকথা তৎসমত্বকথাপি বা ॥৭০৪
ক্ক জাতা তৎপরং চাস্য বংশো দুর্বল এব হি।
বভূব কিল হা তাবৎ প্রকৃতিং যাতি কেবলম্ ॥৭০৫
তাবদেব হি বিপ্রত্বং ন্যূনত্বং সমুপাগতম্।
তত্রাপি সম্যগধুনা স্পষ্টায় হি নিরূপ্যতে ॥৭০৬
অন্যগোত্রপ্রদত্তো যঃ স তু স্বপিতরং ক্রমাৎ।
পালয়িতা তস্য পিত্রা চ তৎপিত্রা দত্তকেন বা ॥৭০৭
সপিণ্ডীকরণে সম্যগ্‌যোজয়েত্তত্র বাধকম্।
ন ভবেৎ কিঞ্চিদপি বা দত্তজস্তু পুরা কিল ॥৭০৮
স্বপুত্রং ন্যস্য তাতৈকগোত্রসিদ্ধ্যর্থমাদরাৎ।
স্বতাতগোত্রমিত্যুক্তস্বপিতামহগোত্রকম্ ॥৭০৯
স্বতাত-তাতগোত্রস্য সিধ্যর্থমিতি তন্মনঃ।
সুস্পষ্টায় প্রকথিতং তদর্থো গুরুণোদিতঃ ॥৭১০
অন্যগোত্রপ্রদত্তোঽয়ং স তু স্বতনয়ং ততঃ।
জনকস্যৈব গোত্রেণ যোজয়েদিতি বৈ মনুঃ ॥৭১১

---

ব্যক্তি তন্মধ্যে বিধি অনুসারে যে কোন ভুক্ত্যুৎসব ও শুভকর্মসমূহ যথাশক্তি আচরণ করিবে।৬৯৪-৯৫

পুত্রের এতাদৃশ উৎসবের মধ্যে কল্যাণোৎসব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কোনটা নহে, অতএব পুত্রের কল্যাণ অপেক্ষা পুত্রীর ( কন্যার ) কল্যাণ উত্তম। এজন্য লৌকিক প্রবাদ আছে—পুত্র হইতে কন্যা শতগুণে অধিকা—যদি সৎপাত্রে সম্প্রদান করা হয়। এস্থলে বেদবাণীও উল্লেখ করিতেছি—কন্যাদান প্রশস্ত কেননা উহা অনেক কুলকে উদ্ধার করে এবং কন্যাগর্ভোৎপন্ন পুত্র নিজপুত্রতুল্য এবং কন্যার পিতৃকর্মে অধিকারী। ৬৯৬-৯৯

কিন্তু পুত্রকে ভিন্নগোত্রে প্রদান করিলে তাহার বা তাহার পুত্রগণের নিজকুলের কোন লাভ হয় না; এজন্য তাহা প্রদান করিলেও পুনরায় প্রার্থনাদির দ্বারা সন্তুষ্ট ও সম্মত করাইয়া নিজকুলে আনয়নকরা কর্ত্তব্য। যদি ইহাতে পুত্রের পালক পিতা ও তাহার দায়ভাগিগণকে সহস্রমুদ্রাও দিতে হয়, তাহাও দিয়া তাহাকে স্বগোত্রে প্রবেশ করাইবে; কিন্তু সেই সঙ্গে তাহার পুত্রগণকেও স্বগোত্রে আনয়ন করিবে অন্যথা তাহার পুত্রগণ ভিন্নগোত্রেই থাকিবে; তাহার ফলে ঐ পুত্রের বংশ ন্যূনতাপ্রযুক্ত দুর্বল হইবে। এখানে স্পষ্টার্থ বলিতেছি—অন্যগোত্রে প্রদত্ত দত্তক নিজের জনক পিতাকেও পিণ্ডদানের দ্বারা পালন কবিবে এবং সপিণ্ডীকরণের সময় পালক পিতা ও তাহার পিতার সহিত জনককে যোজিত করিবে—ইহাতে শাস্ত্রতঃ কোন বাধা নাই। পুরাকালে দত্তকপুত্র নিজপিতার গোত্রমাত্রের সিদ্ধির জন্য নিজ পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া আদর করিয়া তাহাকে নিজ পিতা ও মাতামহের গোত্র শিখাইয়া নিজ পিতামহের গোত্রের সিদ্ধির জন্য তাহাকে সেই গোত্রও শিখাইয়া দিত।৭০০-১০

অন্যথা তস্য গোত্রস্য সাঙ্কর্য্যং প্রভবেৎ কিল।
তেন চণ্ডালতা ভূয়াত্তদ্বংশস্য ততস্ত্যজেৎ ॥৭১২
যদি দত্তঃ স্বতনয়ং স্বগোত্রে ন প্রবেশয়েৎ।
দত্তজাবথ তজ্জো বা তদ্‌গোত্রদ্বয়জাস্তু তে ॥৭১৩
দত্তজঃ পিতরং বৃত্তং গোত্রে তৎপালকস্য বৈ।
পিতুঃ সপিণ্ডীকরণং কুর্য্যাদিতি মনোর্মতম্ ॥৭১৪
দত্তস্তু পিতরং চেদ্ বৈ স্বগোত্রাদ্ভিন্নগোত্রিণম্।
মুক্ত্বৈবং তূষ্ণীং তৎপশ্চাদ্ভোজয়েত্তত্তাতাদিভিঃ ॥৭১৫
তৎপিতা জনকো নৈব তজ্জং তৎপ্রপিতামহে।
যোজয়েদেব ধর্মেণ শাস্ত্রেণ চ সুবর্ত্মনা ॥৭১৬
এবং পন্থা মহান্ প্রোক্ত এবং সত্যত্র দত্তজঃ।
স্ববংশসাঙ্কর্য্যভিয়া যুক্তো ধর্মেণ সংযুতঃ ॥৭১৭
স্বপুত্রং স্বপিতুর্গোত্রে যোজনায় স্ববন্ধুভিঃ।
সম্যগালোচ্য তান্ জ্ঞাতিজনান্যুহ্যাখিলানপি ॥৭১৮
কৃত্বা প্রদক্ষিণং নত্বা বংশোদ্ধরণহেতবে।
ইত্যেবং প্রার্থয়েৎ সর্বান্ বরং দত্ত্বা শতং শমম্ ॥৭১৯
সহস্রং বিভবে কুর্য্যাদ্ গোত্রভ্রষ্টস্য মে সুতম্।
বংশসাঙ্কর্য্যশূন্যোঽয়ং যুষ্মদ্‌গোত্রে স্বকীয়কে ॥৭২০
অপনেষ্যামি যূয়ঞ্চ স্বীকৃত্যৈবং স্বগোত্রকে।
হরিদ্রাজলপানেন কৃতার্থং কুরুতাধুনা ॥৭২১
সম্যক্ ত্রিপূর্বপর্য্যন্ত অসৌ যদ্যপি নৈচ্যভাক্।
বংশজানামস্য পিতুস্ত্যাগ একস্য চোদিতঃ ॥৭২২
পিতামহস্য তৎপশ্চাদ্‌দ্বিতীয়স্য ততঃ পুনঃ।
তৃতীয়স্য পরিত্যাগত্রয়াণাং তু ততঃ পরম্ ॥৭২৩
তদ্বংশজানাং সুস্পষ্টং ন্যঙ্গং নৈচ্যং চ তৎকুলে।
সুস্পষ্টমেব পিত্রাদিত্যাগস্তত্র সুবর্ত্মনা ॥৭২৪
যুষ্মৎসাম্যং তৎপরং বৈ বংশজানাং ভবিষ্যতি।
তাবদেতাংস্ত্যক্তপিতৄন্ পশ্যন্তঃ কৃপয়া বত ॥৭২৫
যুষ্মাভির্ন সমাহ্যেতে পুত্র-পৌত্রাদয়স্ত্রয়ঃ।
গোত্র-প্রবর-রিক্‌থাদিব্যবহারেষু বচ্যাপি ॥৭২৬
কৃপয়া বিপ্রমাত্রত্বস্বীকারেণ মুদা যুতাঃ।
অঙ্গীকৃত্য চ মামেবমেতদ্বংশঞ্চ ধর্মতঃ ॥৭২৭

অন্যগোত্রে প্রদত্ত পুত্র নিজের পুত্রকে নিজ জনকের গোত্রেই যোজনা করিবে—ইহা মনুর উক্তি।৭১১

তাহা না হইলে ঐ গোত্রের সন্তানগণের গোত্র-সাঙ্কর্য্য উপস্থিত হইবে এবং তাহার ফলে ঐ বংশের চাণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইবে; সুতরাং গোত্র সাঙ্কর্য্যরোধের জন্য জনকগোত্রে উহাদিগকে যোজনা করিবে।৭১২

যদি দত্তক নিজপুত্রকে জনকগোত্রে প্রবেশ না করায়, তবে তাহাতে দত্তকের জনকগোত্র ও পালকপিতার গোত্র এই উভয়গোত্রই হইবে।৭১৩

দত্তক মৃতপিতাকে পালকপিতার গোত্রে তাঁহার সহিত সপিণ্ডীকরণ করিবে—ইহার মনুর মত।৭১৪

দত্তক স্বগোত্র হইতে ভিন্নগোত্রীর পিতাকে পরিত্যাগ করিয়া নিজপিতৃগণের সহিত পশ্চাৎ ভোজন করায়, তথাপি তাহার পিতা তো আর জনক হইবে না, সুতরাং নিজ পুত্রগণকে প্রপিতামহের গোত্রে ধর্মশাস্ত্রানুসারে প্রবেশ করাইবে।৭১৫-১৬

শাস্ত্রোক্ত মহান্ পন্থা এইরূপ—দত্তক স্ববংশের গোত্রসাঙ্কর্য্যের ভয়ে নিজ পুত্রকে জনকগোত্রে প্রবেশ করাইবার জন্য জ্ঞাতিবন্ধুগণের সম্মতি গ্রহণ করত 'গোত্রভ্রষ্ট আমার পুত্রগণের ধনৈশ্বর্য্যের অভাবে যেন কষ্ট না হয়' এইরূপ প্রার্থনা করত 'আমার পুত্রকে অপনাদের গোত্রেই উপনয়ন দিব' ইহা স্বীকার করিয়া 'এখন হরিদ্রাজল পানের দ্বারা ইহাকে কৃতার্থ করুন' এই বলিয়া গোত্রান্তরিত করিবে।৭১৭-২১

ত্রিপুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করায় যদিও ঐ পুত্র নীচতা প্রাপ্ত হইবে—কারণ পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই তিনপুরুষকে সে ত্যাগ করিয়াছে, এবং তাহার বংশজগণের পিতৃত্যাগবশতঃ নৈচ্য ও ন্যঙ্গ প্রাপ্তি হইবে, যদিও 'আমার এই পুত্রপৌত্রগণ তোমাদের সমান কদাপি হইতে পারে না, তথাপি তোমরা ব্রাহ্মণ মনে করিয়া ইহাদিগকে গ্রহণ করত কৃতার্থ কর; আমি তোমাদের শরণাগত হইলাম' এইভাবে জনকগোত্রীয়গণের নিকট প্রার্থনা করিবে; তখন তাঁহারাও 'ওম্' উচ্চারণ করত স্বীকার করিয়া ব্যাহৃতির দ্বারা শতাহুতি প্রদান

সমুদ্ধরত পাতাস্ম শরণং বো গতোঽস্ম্যহম্।
ইত্যুক্তাস্তেঽপি সর্বে বৈ তথা কুর্য্যুস্তহন্তসা ॥৭২৮
ওমিত্যেবেতি তত্রাগ্নৌ ব্যাহৃতীশ্চ হুনেচ্ছতম্।
ততো মৌঞ্জীং প্রকুর্বীত তৎপুত্রস্তদনন্তরম্ ॥৭২৯
ন তৈঃ সমো ভবেত্তাবদ্ গোত্র-রিকৃথক্রিয়াদিষু।
যাবত্তু ক্রমসাপিণ্ড্যসিদ্ধিঃ স্যাত্তাবদেব হি ॥৭৩০
স্বগোত্রাগতপুত্রস্য তাদৃশস্য পিতুর্মৃতৌ।
আশৌচং ত্রিদিনং প্রোক্তমেবং মাতুশ্চ তৎসমম্॥৭৩১
দর্শাদিদেবতাশ্চাপি পিতামহমুখাস্ত্রয়ঃ।
নোচ্চার্য্যশ্চ পিতা তেষু শ্রাদ্ধমাত্রং ত্রিপূর্বকম্ ॥৭৩২
তন্মার্গে নৈব কুর্বীত ততো মাতামহাশ্চ বৈ।
পিতামহস্য এতেঽস্য চৈতস্যাপি মৃতৌ পিতুঃ ॥৭৩৩
তথৈবাশৌচমিত্যুক্তং এবং কিল মহত্তরম্।
অত্যন্তবাধকং ক্রূরমন্যগোত্রসুতস্য বৈ ॥৭৩৪
পরিগ্রহে প্রকথিতং ততস্তেতন্ন চাচরেৎ।
স্বভ্রাতৃষু স্বগোত্রঞ্চ কৃতে পুত্রপরিগ্রহে ॥৭৩৫
ন কিঞ্চিদ্বাধকং তৎস্যাত্তস্মাদেতচ্ছিবং বুধঃ।
সমীক্ষ্য সম্যগালোচ্য পুত্রাভাবে প্রযত্নতঃ ॥৭৩৬
স্বীকুর্য্যাদ্ ভ্রাতৃপুত্রাদীন্ তৎসমাধানপূর্বকম্।
যদ্যত্তত্রার্থিনং দদ্যাদ্ হ্যাত্মনঃ পুত্রসংশয়ে ॥৭৩৭
সর্বস্বং বা তস্য দত্ত্বা তাদৃশী সময়ে পরম্।
গৃহ্ণীয়াত্তনয়ং বংশোদ্ধরণায় বিচক্ষণঃ ॥৭৩৮
পুত্রস্বীকারসময়ে যদ্যদুক্তং পুরা তয়োঃ।
ন তস্যাস্ত্বন্যথাভাবঃ কদাচিদপি ধর্মতঃ ॥৭৩৯
তদুক্তিলঙ্ঘনকরো ব্রহ্মঘ্ন ইতি সূরিভিঃ।
কথিতো হি ততস্তং বৈ রাজা রাষ্ট্রাৎ প্রবাসয়েৎ ॥৭৪০
তনয়গ্রহণে যো বা তৎপিত্রোঃ প্রার্থিতং তদা।
দত্ত্বা শপথপূর্বং বৈ পুনরন্যানি ভাষতে ॥৭৪১
পুনশ্চ পুত্রসঞ্জাতে চিরাদ্দেবেন দুর্মতিঃ।
তমেনং ধার্মিকো রাজা তদ্বন্ধূংস্তৎপরান্ খলান্ ॥৭৪২
তদুন্মুখাংস্তৎসহায়ান্ সন্তাড্য চ কপোলয়োঃ।
ন্যক্কৃত্য ভীষয়িত্বা চ যথাযোগ্যং যথামতি ॥৭৪৩

করিবে এবং পরে তাহার উপনয়ন-সংস্কার করিবে। কিন্তু ঐ পুত্রগণ ধন ও পৈতৃক ক্রিয়ায় ততদিন পর্য্যন্ত জনকগোত্রীয়গণের সমান হইবে না, যতদিন ক্রমসাপিণ্ড্যের সিদ্ধি না হয়।৭২২-৩০

এইরূপে স্বগোত্রাগত পুত্রের পিতা ও মাতার মৃত্যুতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে এবং পিতামহপ্রমুখ তিনপুরুষই দর্শাদি শ্রাদ্ধের দেবতা হইবে; পিতার নাম উচ্চারণ না করিয়া ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধ করিবে এবং ঐ মার্গেই মাতামহাদিরও শ্রাদ্ধ করিবে। পিতা ও পিতামহের মৃত্যুতেও পূর্ববৎ ত্রিরাত্রই অশৌচ হইবে। অন্য গোত্রের পুত্রকে দত্তকগ্রহণ করিলে এই সকল মহাবাধকের সৃষ্টি হয়, সুতরাং উহা করিবে না। নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও দত্তকগ্রহণ করিলে কোনও বাধা নাই; সুতরাং পুত্রাভাবে সম্যক্ আলোচনা করিয়া এবং পুত্রের পিতাকে প্রার্থিত প্রদান করত ও তাহার জীবিকার নিশ্চিন্ততা সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়া বংশের উদ্ধারের জন্য সগোত্র ভ্রাতুষ্পুত্রগণের মধ্যে কাহাকেও দত্তক গ্রহণ করিবে। স্বায় পুত্রলাভ প্রসঙ্গে জনকপিতা কর্তৃক প্রার্থিত ধনাদি প্রদান করত দত্তকগ্রহণ করিবে; এমন কি সর্বস্ব-দান করত বংশোদ্ধারের জন্য বিচক্ষণ ব্যক্তি দত্তক-গ্রহণ করিবে। পুত্রস্বীকারের যাহা যাহা প্রতিশ্রুতি দিবে, ধর্মতঃ তাহার অন্যথা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হইবে—ইহাই বিদ্বান্‌গণ বলিয়াছেন; সুতরাং ঐরূপ অন্যথাকারীকে রাজা স্বীয় রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবেন।৭৩১-৪০

পুত্রগ্রহণের সময় শপথপূর্বক অঙ্গীকার করিয়া পরে ঔরসপুত্র জন্মিলে যে দুর্মতি ব্যক্তি পূর্ববাক্যের অন্যথা ভাষণ করে, রাজা তাহার সহায় ও সমর্থকগণকে কপোলদেশে তাড়না করিয়া ও ভয় দেখাইয়া সেই ব্যক্তির সর্বস্ব হরণ করত এবং তাহার পূর্ব প্রতিজ্ঞাকে নিশ্চল করিয়া অর্থাৎ পূর্ব স্বীকৃত বস্তু অবশ্য দেয়—ইহা স্থির করিয়া রাষ্ট্র হইতে নির্বাসিত করিবেন।৭৪১-৪৪

সর্বস্বহরণং কৃত্বা তয়োঃ পূর্বং নিবন্ধনাম্ ।
চাঞ্চল্যরহিতাং কৃত্বা দেশাত্তস্মাৎ প্রবাসয়েৎ ॥৭৪৪
পরস্মৈ পুত্রদানে তু মহতে তাদৃশং পুনঃ ।
বাধকং শাস্ত্রতো জ্ঞেয়ং পুত্রীদানে তু সাধকম্ ॥৭৪৫
দৌহিত্রঃ তনয়শ্চাপি সর্বশাস্ত্রসমৌ মতৌ ।
বিভক্তেষু তু তদ্‌ভ্রাতৃমুখেষু কিল তৎপরম্ ॥৭৪৬
স্বর্যাতস্য হ্যপুত্রস্য কর্ত্তা দৌহিত্র উচ্যতে ।
দৌহিত্রস্য তু কর্তৃত্বং ক্ষেত্রজৌরসপুত্রয়োঃ ॥৭৪৭
অভাবে কথিতং সদ্ভিঃ স্যুশ্চেত্তে তু এব হি ।
তেষামভাবে দৌহত্রো ভ্রাতৃপুত্রেষু সৎসু চেৎ ॥৭৪৮
অবিভক্তেষু তৈঃ সর্বৈস্তন্মুখেনৈব কেবলম্ ।
সর্বং কারয়িতব্যং স্যাৎ প্রেতকৃত্যমশেষকম্ ॥৭৪৯
নায়ং তদ্ধনভাগী স্যাজ্‌জ্ঞাতয়ো ধনভাগিনঃ ।
যৎকিঞ্চিত্তৈঃ প্রীতিদত্তমস্য তদ্ভবতি ধ্রুবম্ ॥৭৫০
ন চেৎ কিমপি নাস্ত্যেব বিভক্তেষু তু তেষু বৈ ।
তদ্ধনং নিখিলং চাস্য ধর্মতঃ প্রভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৭৫১

যত এবমিতি প্রোক্তে পুত্রাভাবে তু চোদিতঃ ।
প্রীত্যাসন্নঃ সপিণ্ডো যঃ কর্ত্তা স ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৭৫২
প্রীত্যাসন্নঃ সপিণ্ডত্বং দৌহিত্রস্যেদমুচ্যতে ।
ইতি তেষাং সপিণ্ডানামমুখ্যং তেন কেবলম্ ॥৭৫৩
অঙ্গাদঙ্গাৎ সম্ভবতি পুত্রবদ্ দুহিতা যতঃ ।
তৎসম্ভূতস্তু দৌহিত্রো ভ্রাতৃপুত্রাদয়স্তথা ॥৭৫৪
ন ভবেয়ুর্ভ্রাতৃজা হি তদুৎপন্না হি কেবলম্ ।
সম্বন্ধস্তত্র নৈতস্য পিতৃসম্বন্ধযোগতঃ ॥৭৫৫
তে সপিণ্ডাঃ প্রকথিতাস্তে তৎসম্বন্ধলেখতঃ ।
অতএব চ সোঽয়ং বৈ দৌহিত্রঃ সর্বকর্মসু ॥৭৫৬
অমাদর্শাদিষু তথা শ্রাদ্ধাখ্যেষু চ সন্ততম্ ।
স্বোপাসনাগ্নৌ পিতৃভিঃ সমত্বেন নিরন্তরম্ ॥৭৫৭
মাতামহান্ শাস্ত্রবর্ত্মমহাপস্থানমাশ্রিতঃ ।
যজতে ধনভাগী বাঽধনভাগ্যেহি কেবলম্ ॥৭৫৮
তস্মাৎ সর্বসপিণ্ডানাং দৌহিত্রো মুখ্য উচ্যতে ।
নির্দ্দিষ্টং শ্রাদ্ধকৃত্যায় নান্যকৃত্যে নিযোজয়েৎ ॥৭৫৯

সুতরাং ইহা প্রমাণিত হইল যে, অন্যকে পুত্রদান করিলে নানারূপ বিপত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু কন্যাদানে উহা তো নাইই, অধিকন্তু লাভ আছে; কারণ, দৌহিত্র ও ঔরসপুত্রকে সর্বশাস্ত্রই সমান বলিয়াছেন। জ্ঞাতিগণের সহিত বিভক্ত অপুত্রক ব্যক্তির মৃত্যু হইলে দৌহিত্রই তাহার প্রেতকার্য্যে ও ধনে অধিকারী হইবে। অবশ্য মাতামহের ক্ষেত্রজ বা ঔরসপুত্রের অভাবে দৌহিত্রই ক্রিয়া ও ধনের অধিকারী হইবে এবং জ্ঞাতিগণের সহিত অবিভক্ত অপুত্রক ব্যক্তির ভ্রাতুষ্পুত্রগণ বর্ত্তমান থাকিলে তাহারাই ধনভাগী হইবে; কিন্তু তাহার প্রেতকৃত্যাদি সমস্তই দৌহিত্র করিবে। ভ্রাতুষ্পুত্রগণ স্বেচ্ছায় প্রীতিবশতঃ তাহাকে যাহা কিছু দিবে, সে তাহারই ভাগী হইবে, অন্য কিছুর নহে; কিন্তু অপুত্রক জ্ঞাতিগণের সহিত বিভক্ত হইলে দৌহিত্রই একমাত্র তাহার দায়ভাগী হইবে।৭৪৫-৫১

পুত্র না থাকিলে প্রীতির সহিত নিকটে আগত দৌহিত্রই হইবে সপিণ্ড এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার কর্ত্তা—ইহা নিশ্চিত জানিবে। এই সপিণ্ডত্ব হইল প্রীত্যাসন্ন, সেইজন্য সপিণ্ডগণের সপিণ্ডত্ব তাহার তুলনায় গৌণ, কেননা পুত্রবৎ দুহিতার অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় দৌহিত্রই ভ্রাতৃগণের তুলনায় নিকটতর আত্মীয়। পিতৃ-সম্বন্ধবশতঃই ভ্রাতুষ্পুত্রগণের সহিত সম্বন্ধ ও সপিণ্ডত্ব; অতএব পুত্রাভাবে দৌহিত্রই ক্রিয়া ও ধনবিভাগের কর্ত্তা।৭৫২-৭৫৬

অমাদর্শাদি শ্রাদ্ধে নিজের ঔপাসনাগ্নিতে যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র পিতৃগণের সহিত মাতামহাদিরও শ্রাদ্ধ করে, সে মাতামহের ধনভাগী হউক বা না হউক, সেই দৌহিত্রই সকল সপিণ্ড অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; সুতরাং তাহাকেই শ্রাদ্ধকৃত্যে নিয়োগ করিবে, অন্যকৃত্যে নহে।৭৫৭-৫৯

দেবতার জন্য যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা অন্য কার্য্যে ব্যয় করিবে না এবং যাহা এক দেবতাকে নিবেদন করা হইয়াছে, তাহা অন্য দেবতাকে দিবে না।৭৬০

অনিবেদিত বস্তুর সহিত রুচ্যর্থ বস্তু যোগ করিতে

নির্দ্দিষ্টমন্যোদ্দেশন ন দেবায় নিবেদয়েৎ।
নিবেদিতং যদ্দেবস্য ন তদন্যেন যোজয়েৎ ॥৭৬০
তথানিবেদিতেনাপি রুচ্যর্থং বাপি যোজয়েৎ।
নিবেদিতেন রুচ্যর্থং যোজয়েন্ন নিবেদিতুম্ ॥৭৬১
যথা নিবেদিতং পূর্বং স্বীকুর্য্যাচ্চ তথৈব হি।
অপক্বমতিপক্বং বা অত্যন্তোষ্ণমনুষ্ণকম্ ॥৭৬২
নিবেদয়েন্ন দেবায় কিন্তু তৎসম্যগেব হি।
সুখোষ্ণয়িত্বা তৎপক্বং সম্যগেব সমীক্ষ্য বৈ ॥৭৬৩
সূপ-শাকান্বিতং কৃত্বা ভক্ষ্যভোজ্যাদিসংযুতম্।
অভিধার্য্যাথ গায়ত্র্যা পরিষিচ্য হবিস্তথা ॥৭৬৪
আত্মানং হি ততো মন্ত্রৈঃ প্রাণাপানাদিভিশ্চরেৎ।
নান্যকার্য্যে যোজয়েত্তত্তৎকার্য্যমখিলঞ্চ যৎ ॥৭৬৫
যোজয়েত্তু ভবেদেব নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
হবিঃ স্বীকরণান্তো বৈ যাগঃ সর্বাঙ্গসংযুতঃ ॥৭৬৬
একং হবির্নান্যকার্য্যহেতবে প্রভবেৎ কিল।
স্থালীপাকাদিষু কৃতং হবিস্তদ্‌ব্রহ্মভোজনে ॥৭৬৭
প্রভূতসর্পিষান্যস্য কার্য্যস্য ন ভবেদহো।
মধুপর্কাদিষু কৃতং যদ্ধবিস্তত্তথৈব হি ॥৭৬৮
অন্যকার্য্যায় ন ভবেচ্ছ্রাদ্ধকর্মণি চেদ্ধবিঃ।
ঔপসনাগ্নৌ তৎপূর্বং কর্ত্তব্যং মুখ্যতো ন চেৎ ॥৭৬৯
লৌকিকাগ্নৌ সর্বজনসৌলভ্যায়ৈব কেবলম্।
ঔপাসনকৃতং চান্নমুদ্ধ্রিয়াদাজ্ঞয়া কৃতম্ ॥৭৭০
তন্মেক্ষণেনোদ্ধৃতঞ্চ হোতব্যমধিকোষ্ণতঃ।
যাবত্তু প্রাশনং তেষাং তাবদুষ্ণং ভবেত্তরাম্ ॥৭৭১
ততঃ পরঞ্চ পিণ্ডেষু গতোষ্ণেষু নমো মনুঃ।
নমস্কারায় কথিতস্তস্মাৎ পৈতৃককর্ম যৎ ॥৭৭২
অত্যন্তোষ্ণেন নির্বর্ত্ত্যং তস্য প্রাশনকর্মণি।
প্রোক্ষণং সেচনং চাপি যজমানস্য মুখ্যতঃ ॥৭৭৩
কর্তৃণাং গৌণতঃ প্রোক্তে কুমারস্য তু ভোজনে।
গুরোরেব হি কর্তৃত্বং ভুক্তেঃ সূনোর্মতং তরাম্ ॥৭৭৪
সেচনপ্রোক্ষণে ন স্তো ব্রাহ্মৌদনিককর্মণি।
হবির্ভক্ষণমাত্রেষু সর্বত্রৈবং বিধীয়তে ॥৭৭৫

পারিবে। কিন্তু রুচ্যর্থ বস্তুর সহিত নিবেদিতকে যোগ করিবে না; কারণ, তাহা হইলে আর নিবেদন করা যাইবে না। অপক্ব, অতিপক্ব, অত্যন্ত উষ্ণ ও অনুষ্ণ বস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে না; কিন্তু যথোপযুক্ত-ভাবে নিবেদন করিতে হইবে। ঈষদুষ্ণ অবস্থায় যথাযথভাবে দেখিয়া সূপ-শাকান্বিত করত ভক্ষ্যবস্তু গায়ত্রীমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতযুক্ত অবস্থায় প্রোক্ষণ করিবে ও প্রাণাপানাদি মন্ত্রে নিজে গ্রহণ করিবে। কিন্তু নিবেদিত বস্তু খাইতে অসুবিধা হইলে উহাকে ঈষদুষ্ণ করিয়া অন্যান্য ভক্ষ্যদ্রব্যের সহিত মিলাইয়া গায়ত্রী মন্ত্রে প্রোক্ষণ করত প্রাণাপানাদি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিবে। দেবতার উদ্দেশ্যে নির্দ্দিষ্ট বস্তু অন্যকার্য্যে ব্যবহার করিবে না, বরং অন্য বস্তুও দেবতাকে নিবেদন করিবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। যেহেতু হবির স্বীকারের দ্বারাই সর্বাঙ্গযুক্ত যাগ সম্পন্ন হয়, সেইহেতু দেবোদ্দিষ্ট হবি অন্যকার্য্যে ব্যবহার করিবে না। স্থালীপাকাদিতে কৃত হবিঃ ব্রাহ্মণভোজন ভিন্ন অন্য কার্য্যে লাগিবে না। মধুপর্কাদিতে কৃত হবিঃ শ্রাদ্ধের যোগ্য নহে; শ্রাদ্ধের হবিঃ অন্য দেবতার যোগ্য নহে। ঔপাসন-কর্ম্মের হবিঃও অন্য কর্ম্মের যোগ্য হইবে না, তবে সকলের সৌলভ্যের জন্য লৌকিকাগ্নিতে কর্ত্তব্য ঔপাসন-কর্ম্মাঙ্গীভূত হবিঃ অন্য কর্ম্মের জন্য অনুমতি লইয়া উদ্ধৃত করিয়া রাখা যাইতে পারে। ঔপাসনাগ্নিতে পিতৃকর্ম্মের অন্ন যাবৎকাল উষ্ণ থাকিবে, তাবৎকাল পিতৃপুরুষগণ আহার করিবেন; পরে পিণ্ডসমূহের উষ্ণতা নষ্ট হইলে 'নমো নমঃ' মন্ত্রে নমস্কার করিবার জন্য বলা হইয়াছে; সুতরাং পৈতৃক কর্ম্মে অত্যুষ্ণ অন্নই দেয়; পিণ্ডের প্রোক্ষণ ও সেচন যজমান স্বয়ংই করিবেন, অন্যে নহে।৭৬১-৭৩

কুমারের ভোজনে পিতারই মুখ্য ভোজনকর্ত্তৃত্ব, পুত্রের গৌণ। ব্রাহ্মণভোজনের জন্য পক্ব অন্নকে সেচন ও প্রোক্ষণ করিবে না; ভক্ষণমাত্রের জন্য প্রস্তুত হবিঃ সম্বন্ধেই এই নিয়ম বুঝিতে হইবে।৭৭৪-৭৫

এবমাগ্রয়ণস্যাত্মতণ্ডুলানাং তথা পুনঃ।
হবিষশ্চাপি তৎপ্রোক্তং ন তৈঃ কর্মান্তরং
চরেৎ ॥৭৭৬
হবিরন্তং সর্বকর্ম তস্মিন্নষ্টে পুনঃ ক্রিয়া।
হোমে জাতে বিকল্পঃ স্যাত্তস্মিন্ জাতেঽপি
কেষুচিৎ ॥৭৭৭
ইষ্যতে সম্যগান্তঞ্চ সর্বেষ্টিষু তু কেবলম্।
বিনাশে ভূয়ঃ কর্তব্যঃ প্রারম্ভ ইতি বৈ জগুঃ ॥৭৭৮
কদাচিদ্দৈবযোগেন সংঘাতমৃতিমৎসু চেৎ।
একস্মিন্নেবকালে বৈ শ্রাদ্ধে বৈ সমুপাগতে ॥৭৭৯
তদানুক্রমশস্ত্বেকপাকেনৈব সমন্ত্রকম্।
তন্ত্রেণ শ্রপণং কৃত্বা সর্বং কুর্য্যাদচিন্তিতম্ ॥৭৮০
তৎক্রমঞ্চ প্রবক্ষ্যামি পিতুঃ প্রথমতশ্চরেৎ।
বিপ্রানুদ্বাস্য ভূয়শ্চ তদ্ধবিস্তনলে পুনঃ ॥৭৮১

শাস্ত্রেণ শ্রপণং কৃত্বা চাভিধার্য্য ততঃ কিল।
মাতুঃ শ্রাদ্ধং প্রকুর্য্যাচ্চ তদ্ধবিঃ পূর্ববৎ পুনঃ ॥৭৮৩
সংস্কৃত্যাথ পিতৃব্যস্য শ্রাদ্ধং কৃত্বা ততঃ পরম্।
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য তৎপত্ন্যাঃ কনিষ্ঠস্য তথৈব বৈ ॥৭৮৩
তৎকলত্রস্য তৎপুত্রক্রমেণৈবং শনৈঃ শনৈঃ।
একেনৈব তু পাকেন সর্বং শক্যং হি শক্যতে ॥৭৮৪
শুভকর্মকৃতং চান্নং ন শ্রাদ্ধায় কদাচন।
যচ্ছ্রাদ্ধকার্য্যৈককৃতং ন তৎস্যাচ্ছুভকর্মণঃ ॥৭৮৫
দেবপূজা সর্বকালসর্বদেশশুভোত্তমা।
তাদৃগর্থং তন্নিমিত্তকৃতং সম্পাদিতং তথা ॥৭৮৬
দ্রব্যমন্নং জলং শাকং তৎসম্বন্ধি যদুচ্যতে।
ন তন্নিযোজয়েৎ পিত্রে দেব-ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৭৮৭
শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎপ্রযত্নেন শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
দেবপূজাং প্রকুর্বীত বৈশ্বদেবং ততঃ পরম্ ॥৭৮৮

এইরূপ আগ্রয়ণ-কর্ম্মের অঙ্গীভূত তণ্ডুল ও হবিঃ উভয়েরই প্রোক্ষণ ও সেচন নিষিদ্ধ এবং ঐ হবির দ্বারা অন্য কর্ম্ম করাও নিষিদ্ধ।৭৭৬

সকল কর্ম্মই হবিরন্ত (হবির্দান যাহার শেষ অঙ্গ) সুতরাং কোন প্রকারে হবিঃ (আহুতির দ্রব্য) নষ্ট হইয়া গেলে পুনরায় কর্ম্মটি প্রথম হইতে করিতে হইবে; তবে যদি হোমের পর হবিঃ নষ্ট হয়, তাহা হইলে কর্ম্ম করা বা না করা কর্ত্তার ইচ্ছাধীন অর্থাৎ পুনরায় কর্ম্ম না করিলেও কর্ম্ম পণ্ড হইবে না। কেহ কেহ বলেন—হোমের হবিঃ নষ্ট হইলে কেবল ইষ্টিযাগেই কর্ম্ম প্রথম হইতে করিতে হইবে, অন্যত্র এ নিয়ম নহে।৭৭৭-৭৮

যদি কখনও দৈববশতঃ একদিনে বহু আত্মীয়ের মৃত্যু হওয়ায় একদিনে সকলেরই শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে একবার অন্নের দ্বারাই তন্ত্রন্যায়ে (একবস্তুর অনেক কার্য্যকারিত্বন্যায়ে) শ্রপণপূর্বক নিঃসন্দেহে সকলের শ্রাদ্ধ করিবে।৭৭৯-৮০

উহার ক্রম বলিতেছি—প্রথমতঃ পিতার পিণ্ডদান করিবে; তৎপর ঐ অন্ন অগ্নিতে তাপিত করিয়া শাস্ত্রানুসারে শ্রপণ ও অভিঘারণ করত মাতার পিণ্ডপ্রদান করিবে; পুনরায় ঐ হবিঃ পূর্বোক্ত প্রকারে সংস্কার করিয়া পিতৃব্যের, তৎপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহার পত্নীর, অনন্তর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর, তারপর জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার পুত্রগণেরও একই হবিঃকে প্রতিবার সংস্কার করিয়া পিণ্ড প্রদান করিবে।৭৮১-৮৪

শুভকর্ম্মের জন্য পক্ব অন্নের দ্বারা কদাপি শ্রাদ্ধকর্ম্ম করিবে না; এবং শ্রাদ্ধের নিমিত্ত পক্কান্নের দ্বারা শুভকর্ম্ম করিবে না।৭৮৫

সর্বদেশে ও সর্বকালে দেবপূজা শুভা ও উত্তমা; সুতরাং উহার জন্য সম্পাদিত দ্রব্য, অন্ন, জল, শাক প্রভৃতি দেবপূজা-সম্বন্ধী কোন বস্তুই দেব ও ব্রাহ্মণের সন্নিধানে পিতৃপুরুষগণকে নিবেদন করিবে না।৭৮৬-৮৭

সযত্নে শ্রদ্ধানুষ্ঠান কর্ত্তব্য; শ্রাদ্ধ করিয়া পশ্চাৎ দেবপূজা এবং উহার পর বৈশ্বদেববলি কর্ত্তব্য—ইহাই বেদবিধি; কর্ম্মের অন্তে ব্রহ্মযজ্ঞ করিবে। যে ব্রাহ্মণ অতিপবিত্র বেদশাখামাত্রে প্রশ্ন-ব্রহ্মপরায়ণ এবং যে সম্পূর্ণ একটি শাখার অধ্যয়নকারী, এই উভয়প্রকার ব্রাহ্মণই পঙ্‌ক্তিপাবন।

বৈদিকোঽয়ং বিধিঃ প্রোক্তঃ কর্মান্তে ব্রহ্মযজ্ঞকম্।
প্রশ্নব্রহ্মপরো যস্তু শাখামাত্রেঽতিপাবনে ॥৭৮৯
শাখাধ্যায়ী মহাভাগঃ পঙ্ক্তিপাবনপাবনঃ।
শাখামাত্রৈকদেশস্যাধ্যয়নাচ্ছ্রোত্রিয়ত্বকম্ ॥৭৯০
ন প্রাপ্নোত্যেব বিধিনা শাখাধ্যায়ী ততো ভবেৎ।
নিত্যস্নানঃ সদাচারঃ সদাবহ্নিঃ সদাশুচিঃ ॥৭৯১
সদাতুষ্টঃ সদাশান্তঃ সদাসূয়াবিবর্জ্জিতঃ।
অগ্নিহোত্রাদ্যভাবেঽপি বেদ-বেদিবিবর্জ্জিতঃ ॥৭৯২
ব্রহ্মমেধক্রিয়াশুদ্ধঃ পূর্বতুল্যো ভবত্যপি।
ইত্যেতদুক্তং কণ্বেন মুনিনা ধর্ম্মমুত্তমম্।
শাস্ত্রাণাং প্রবরং শাস্ত্রং হিতায় জগতাম্ তরাম্ ॥৭৯৩

॥ শ্রীকণ্ব-স্মৃতিঃ সমাপ্তা ॥

সম্পূর্ণশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ যেরূপ শ্রোত্রিয়ত্ব লাভ করে, শাখার একদেশ অধ্যয়ন করিয়া সেইরূপ শ্রোত্রিয়ত্বের অধিকারী হয় না। নিত্যস্নান ও সদাচার-পরায়ণ, নিত্যই অগ্নিসেবী, সর্বদাই শুচি, সদা সন্তুষ্টচিত্ত, সদা শান্ত ও সদাই অসূয়াশূন্য যে ব্রাহ্মণ, সে অগ্নিহোত্র না করিলেও এবং বেদ ও বেদিশূন্য হইলেও ব্রহ্মমেধ ও ক্রিয়ার দ্বারা শুদ্ধ হওয়ায় পূর্বোক্ত উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণের তুল্য হইবে। মহামুনি কণ্ব সকল শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ এই ধর্ম্মশাস্ত্র জগতের হিতের নিমিত্ত উপদেশ করিয়াছেন।৭৮৮-৯৩

পণ্ডিত শ্রীমন্নিরঞ্জনস্বরূপব্রহ্মচারি-নবতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
কণ্বস্মৃতি সমাপ্ত।

দ্বিতীয় বর্ষ, আশ্বিন, ১৩৭০ ]

[ চতুর্থ সংখ্যা—বামপার্শ্বিকা যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫.০০ টাকা ]

[ প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

সহ-সম্পাদকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিকমহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই আশ্বিন, ১৩৭০।

# নিয়মাবলি

১। আর্য্যশাস্ত্র মাসিক শাস্ত্রময় পত্র। ইহা প্রতি মাসে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষ আরম্ভ।

২। এই পত্রিকায় সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমহাভারত, শ্রীবিষ্ণু-পুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। বাৎসরিক সডাক গ্রাহক মূল্য ভারতে ১৫.০০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। পাকিস্তানেও ঐ একই মূল্য। ভারতের বাহিরে অন্যত্র সডাক প্রতি সংখ্যা ২.০০ টাকা এবং বাৎসরিক ২০.০০ টাকা। গ্রাহক-মূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে পত্রিকা প্রকাশিত হইবার পর গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। পরমাসের প্রথম সপ্তাহেও পত্রিকা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ নিয়া পত্রিকা-কার্য্যালয়ে জানাইবেন নতুবা পত্রিকা-পরিচালকগণ এই জন্য দায়ী থাকিবেন না। কোন কারণে পত্রিকাপ্রকাশে বিলম্ব ঘটিলে উক্ত নিয়ম পরিবর্তিত হইতে পারে। ঠিকানা-পরিবর্তন এক মাস পূর্বে জানাইলে সুবিধা হয়।

৫। পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি ও টাকা-পয়সা "সঞ্চালক—আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইবেন।

৬। বিশেষ অনুরোধ যে মণিঅর্ডার কুপণে ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর ও নাম-ঠিকানা সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন।

৭। পত্রের উত্তরের জন্য জবাবী-পত্র অবশ্যই প্রদেয়।

সম্পূজক—**আর্য্যশাস্ত্র**
প্রধান কার্য্যালয়
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গোঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

# বৃহৎপরাশর-স্মৃতিঃ

( সুব্রতমুনি-প্রোক্তা )

**শ্রীহরকান্তকৃত্য-স্মৃতি-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিতা**

## প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

### তত্রাদৌ বর্ণাশ্রমপ্রশ্নঃ

ব্যক্তাব্যক্তায় দেবায় বেধসেঽনন্ততেজসে।
নমস্কৃত্য প্রবক্ষ্যামি ধর্ম্মান্ পরাশরোদিতান্ ॥১
অথাতো হিমশৈলাগ্রে দেবদারুবনাশ্রমে।
ব্যাসমেকাগ্রমাসীনমৃষয়ঃ প্রষ্টুমাগতাঃ ॥২
মনুষ্যাণাং হিতং ধর্ম্মং বর্তমানে কলৌ যুগে।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥৩
যুগে যুগেষু যে প্রোক্তা ধর্ম্মা মন্বাদিভির্মুনে।
বাক্যং তেনৈব তে কর্ত্তুং বর্ণৈরাশ্রমবাসিভিঃ ॥৪
স পৃষ্টো মুনিভির্ব্যাসো মুনিভিঃ পরিবেষ্টিতঃ।
প্রষ্টুং জগাম পিতরং ধর্ম্মান্ পরাশরং ততঃ ॥৫
সর্বেষামাশ্রমাণাঞ্চ বরে বদরিকাশ্রমে।
স বিবেশাশ্রমে তস্মিন্ তনুং যোগীব বেধসঃ ॥৬
নানাপুষ্পলতাকীর্ণে ফলপুষ্পৈরলঙ্কৃতে।
নদী-প্রস্রবণানেকৈঃ পুণ্যতীর্থোপশোভিতে ॥৭
মৃগ-পক্ষিভিরাকীর্ণে দেবতায়তনাবৃতে।
যক্ষ-গন্ধর্ব-সিদ্ধৈশ্চ নৃত্য-গীতসমাকুলে ॥৮
তস্মিন্নৃষিসভামধ্যে শক্তিপুত্রঃ পরাশরঃ।
সুখাসীনো মহাতেজা মুনিমুখ্যগণাবৃতঃ ॥৯
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা ব্যাসস্তু মুনিভিঃ সহ।
প্রদক্ষিণাভিবাদৈশ্চ মুনিভিঃ প্রতিপূজিতঃ ॥১০

---

## প্রথম অধ্যায়

### বর্ণাশ্রম প্রশ্ন।

যেই দেব ব্যক্ত ও অব্যক্ত, যিনি অনন্ত তেজে মহিমান্বিত, সেই বিধাতাকে নমস্কার করিয়া মহামুনি পরাশর-কথিত ধর্ম্মকার্য্যের সহায়ক উপদেশসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১

অনন্তর হিমালয়পর্বতের সম্মুখভাগে দেবদারু-তরুরাজি-সমাকীর্ণ আশ্রমে একাগ্রচিত্তে সমুপবিষ্ট ব্যাসদেবকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য ঋষিগণ সমাগত হইলেন।২

কলিযুগ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণচতুষ্টয়ের এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই আশ্রমচতুষ্টয়বাসী মনুষ্যদিগের হিতসাধক ধর্ম্মীয় উপদেশসমূহ বলুন।৩

হে মুনে! যুগে যুগে মনু আদি ধর্ম্মোপদেশকগণ যে ধর্ম্মীয় উপদেশসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বলিয়াছেন, বর্ণাশ্রমিগণ তাঁহাদের উক্ত বাক্য প্রতিপালন করিবে। ( তৎপর ) মুনিগণ-পরিবেষ্টিত সেই ব্যাসদেব মুনিবৃন্দকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পিতৃদেব পরাশরের নিকট ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশসমূহ জিজ্ঞাসা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। বিধাতা-পুরুষের ন্যায় ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন শরীরধারী সেই যোগী ব্যাসদেব সমস্ত আশ্রমের মধ্যে সর্ববিষয়ে সুসমৃদ্ধ সেই বদরিকাশ্রমে প্রবেশ করিলেন।৪-৬

নানা কুসুমলতাব্যাপ্ত, বিবিধ ফলপুষ্পশোভিত, নদী, ঝরণা, পুণ্যতীর্থ প্রভৃতির দ্বারা মনোহরশোভালব্ধ, মৃগ ও পক্ষিকুলপরিব্যাপ্ত, দেবমন্দিরপরিশোভিত, যক্ষ, গন্ধর্ব ও সিদ্ধগণের ( সাধনায় উত্তীর্ণ বা মুক্ত ) নৃত্যগীতে মুখরিত সেইস্থানে ঋষিগণের সভামধ্যে মহামান্য মুনিগণ-

ততঃ সন্তুষ্টমনসা পরাশরমহামুনিঃ।
ব্যাসস্য স্বাগতং ব্রূয়াদ্ আসীনো মুনিপুঙ্গবঃ ॥১১
বৎস ! স্বাগতং তেঽস্তু মহর্ষীণাং সমস্ততঃ।
কুশলং কুশলেত্যুক্ত্বা ব্যাসোঽপৃচ্ছদতঃপরম্ ॥১২
যদি জানাসি মাং ভক্তং স্নেহো বা যদি বৎসল !
ধর্ম্মং কথয় মে তাত ! অনুগ্রাহ্যোঽস্ম্যহং যদি ॥১৩
শ্রুতাস্তু মানবা ধর্ম্মা গার্গীয়া গৌতমাস্তথা।
বাসিষ্ঠাঃ কাশ্যপাশ্চৈব তথা গোপালকস্য চ ॥১৪
আত্রেয়া বিষ্ণু-সংবর্ত্তা দাক্ষাশ্চাঙ্গিরসাস্তথা।
শাতাতপাশ্চ হারীত-যাজ্ঞবল্ক্যকৃতাস্তথা ॥১৫
আপস্তম্বকৃতা ধর্ম্মাঃ সশঙ্খ-লিখিতাস্তথা।
কাত্যায়নকৃতাশ্চৈব প্রাচেতসকৃতাস্তথা ॥১৬
শ্রুতিরাত্মোদ্ভবা তাতঃ শ্রুত্যর্থা মানবাঃ স্মৃতাঃ।
মন্বর্থঃ সর্বধর্ম্মাণাং কৃতাদিত্রিযুগেষু চ ॥১৭
ধর্ম্মস্তু ত্রিযুগাচারঃ সুশক্যো হি কলৌ যুগে*।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ কিঞ্চিৎ সাধারণং বদ ॥১৮
ব্যাসবাক্যাবসানে তু মুনিমুখ্যঃ পরাশরঃ।
সুখাসীনো মহাতেজা ইদং বচনমব্রবীৎ ॥১৯
ক্রিয়ন্তে নৈব বেদাশ্চ নৈবাতিপ্রভবন্তি তে।
ন কশ্চিদ্ বেদকর্ত্তাঽস্তি বেদস্মর্ত্তা চতুর্ম্মুখঃ ॥২০
তথা স ধর্ম্মং স্মরতি মনুঃ কল্পান্তরান্তরে।
অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে ॥২১
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ।
তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে ॥২২
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে।
কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমস্য চ।
দ্বাপরে শাঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পারাশরাঃ স্মৃতাঃ ॥২৩
ত্যজেদ্দেশং কৃতযুগে ত্রেতায়াং গ্রামমুৎসৃজেৎ।

পরিবেষ্টিত শক্তিমুনির পুত্র মহাতেজঃসম্পন্ন মুনিবর পরাশর সুখোপবিষ্ট আছেন।৭-৯

(এমন সময়ে) ব্যাসদেব মুনিগণের সহিত মুনিগণপূজিত পরাশরমুনিকে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রদক্ষিণ-পূর্বক অভিবাদন করিলেন।১০

তৎপর সুখাসীন মুনিশ্রেষ্ঠ মহামুনি পরাশর সন্তুষ্ট-চিত্তে স্বীয় পুত্র ব্যাসদেবকে স্বাগত জানাইলেন,—আজ্ঞানুবর্ত্তি-তনয়ের সর্বাঙ্গীন কুশল ত? অতঃপর ব্যাসদেব 'কুশল, কুশল' এই কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! হে বৎসল! যদি আমাকে ভক্ত বলিয়া জানেন এবং যদি আমার প্রতি আপনার স্নেহ থাকে, তাহা হইলে আমার নিকটে ধর্ম্মবিষয়ক উপদেশ বলিয়া আমাকে অনুগৃহীত করুন।১১-১৩

মনু, গর্গ, গৌতম, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, গোপালক, অত্রি, বিষ্ণু, সংবর্ত্ত, দক্ষ, অঙ্গিরাঃ, শাতাতপ, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, আপস্তম্ব, শঙ্খ, লিখিত, কাত্যায়ন, প্রচেতাঃ প্রভৃতি মুনিগণকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি।১৪-১৬

হে তাত! শ্রুতি স্বয়ং উদ্ভূতা; মনুকৃত ধর্মশাস্ত্র শ্রুতির অর্থানুগামী বলিয়া কথিত। সত্যাদি ত্রিযুগে মনুর অর্থ ই অর্থাৎ মনুপ্রোক্ত ধর্মশাস্ত্র সর্বধর্ম্মের সার। যেহেতু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই যুগত্রয়ের আচার এবং ধর্ম্ম সুসাধ্য ছিল, সেইহেতু কলিযুগের চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমবাসি-সম্বন্ধে সাধারণভাবে কিছু বলুন।১৭-১৮

ব্যাসদেবের বাক্য সমাপ্ত হইলে সুখোপবিষ্ট মুনিশ্রেষ্ঠ মহাতেজাঃ পরাশর এই কথা বলিলেন,—বেদ কেহ রচনা করেন না এবং তিনি বস্তুরূপে উৎপন্নও হ'ন্ না। বেদের রচয়িতা কেহ নাই, কেবলমাত্র চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা বেদ স্মরণ করিয়া থাকেন।১৯-২০

পূর্বোক্ত মনু সেই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কল্পে বেদের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া থাকেন। সত্যযুগে যে ধর্ম্মের আচরণ যে প্রকার, ত্রেতাযুগে সেই ধর্ম্মাচরণ অন্যপ্রকার, দ্বাপরযুগে তাহাই আবার অন্যবিধ। যুগহ্রাসবশতঃ কলিযুগে মনুষ্যদিগের ধর্ম্ম অন্য প্রকার হইবে। সত্যযুগে তপস্যা; ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দান শ্রেষ্ঠ। কৃতযুগে (সত্যযুগে) মনুর ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতমের, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত মুনির এবং কলিযুগে পরাশরমুনির ধর্ম্মোপদেশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিবে।২১-২৩

* 'ধর্ম্মং তু ত্রিযুগাচারং সশক্যং হি কলৌ যুগে ॥' ইতি পাঠান্তরম্

দ্বাপরে কুলমেকং তু কর্ত্তারঞ্চ কলৌ যুগে ॥২৪
কৃতে সম্ভাষ্য পততি ত্রেতায়াং স্পর্শনেন চ।
দ্বাপরে ভক্ষণেঽন্নস্য কলৌ পততি কর্মণা। ॥২৫
অভিগম্য কৃতে দানং ত্রেতায়ামাহূয় দীয়তে।
দ্বাপরে যাচ্যমানস্ত সেবয়া দীয়তে কলৌ ॥২৬
অভিগম্যোত্তমং দানমাহূতঞ্চৈব মধ্যমম্।
অধমং যাচ্যমানং স্যাৎ সেবাদানঞ্চ নিষ্ফলম্ ॥২৭
কৃতে ত্বস্থিগতাঃ প্রাণাস্ত্রেতায়াং মাংসমেব চ।
দ্বাপরে রুধিরং যাবৎ কলৌ ত্বন্নাদ্যমেব চ ॥২৮
কৃতে তাৎক্ষণিকঃ শাপস্ত্রেতায়াং দশভির্দিনৈঃ।
মাসেন দ্বাপরে জ্ঞেয়ঃ কলৌ সংবৎসরেণ তু ॥২৯
যুগে যুগেষু যে ধর্মাস্তেষু ধর্মেষু যে দ্বিজাঃ।
তে দ্বিজা নাবমন্তব্যা যুগরূপা দ্বিজোত্তমাঃ ॥৩০
ধর্মশ্চ সত্যমায়ুশ্চ তুর্য্যাংশেন কলৌ যুগে।
অদনাত্তুদনাদ্ যস্য তুচ্ছমায়ুরকার্য্যতঃ ॥৩১
ধর্মশ্চ লোকদম্ভার্থং পাষণ্ডার্থং তপস্বিনঃ।
বিবিধা বাগ্বঞ্চনার্থং কলৌ সত্যানুসারিণী ॥৩২
অল্পক্ষীর-ঘৃতা গাবো হ্যল্পশস্যা চ মেদিনী।
স্ত্রীজনন্যঃ স্ত্রিয়ঃ সর্বা রত্যর্থং কৃতমৈথুনাঃ ॥৩৩
পুরুষাশ্চ জিতা স্ত্রীভী রাজানো দস্যুভির্জিতাঃ।
জিতো ধর্মশ্চ পাপেন অনৃতেন তথা ঋতম্ ॥৩৪
শূদ্রাশ্চ ব্রাহ্মণাচারাঃ শূদ্রাচারাস্তথা দ্বিজাঃ।
অন্ত্যানুয়ায়িনশ্চাঢ্যা বর্ণাস্তদুপজীবিনঃ ॥৩৫
কৃতস্ত ব্রাহ্মণযুগং ত্রেতা তু ক্ষত্রিয়ং যুগম্।

পাপী যেই দেশে বাস করে, সত্যযুগে সেই দেশ, ত্রেতাযুগে সেই গ্রাম, দ্বাপরে সেই কুল এবং কলিযুগে সেই পাপীকে ত্যাগ করিবে।২৪

সত্যযুগে পাপীর সহিত সম্ভাষণ, ত্রেতাযুগে স্পর্শন, দ্বাপরে পাপীর অন্ন ভক্ষণ করিলে পতিত হয়, আর কলিযুগে স্বয়ং পাপকর্ম্ম দ্বারা পতিত হয়।২৫

সত্যযুগে দাতা গ্রহীতার নিকট উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপূর্বক দান করিতেন, ত্রেতাযুগে গ্রহীতাকে সম্মানপূর্বক আহ্বান করিয়া দান করা হইত, দ্বাপরে গ্রহীতার প্রার্থনা অনুসারে দান করা হইত, কলিযুগে গ্রহীতা সেবাকর্ম্ম দ্বারা দাতার পবিতুষ্টিসাধন করিয়া দান গ্রহণ করিয়া থাকে।২৬

দাতা সাগ্রহে উপস্থিত হইয়া প্রার্থনাপূর্বক গ্রহীতাকে যে দান করেন, তাহা উত্তম দান। গ্রহীতাকে আহ্বানপূর্বক যে দান, তাহা মধ্যম দান। গ্রহীতা দাতার নিকট প্রার্থনা করিলে যে দান করা হয়, ঐ দান অধম দানরূপে গণ্য হয়। গ্রহীতার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিয়া যে দান করা হয়, সেই দান দ্বারা কিছুমাত্র ফল হয় না।২৭

জীবের প্রাণ সত্যযুগে অস্থিগত, ত্রেতাযুগে মাংসগত, দ্বাপরযুগে রুধিরগত এবং কলিযুগে অন্নাদিগত হইবে। সত্যযুগে কোনও ব্যক্তি ক্ষুব্ধ হইয়া কাহাকেও অভিশাপ করিলে তাহা তৎক্ষণাৎ ফলদায়ক হইত; ত্রেতাযুগে দশদিনের মধ্যে, দ্বাপর যুগে একমাসমধ্যে ফলদায়ক হয় এবং কলিযুগে একবৎসরে ফলদায়ক হইবে। যুগে যুগে বিহিত ধর্ম্মাচরণের প্রতি যে সকল দ্বিজ আন্তরিক আস্থাবান্, সেই ধর্ম্মাবলম্বি-দ্বিজগণের প্রতি অবমাননাকর ব্যবহার করা উচিত নয়; কেননা দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে যুগস্বরূপ বলিয়া জানিবে।২৮-৩০

ধর্ম্ম, সত্য ও আয়ু কলিযুগে অন্যান্য যুগের চতুর্থাংশের একাংশ হইবে এবং অভক্ষ্যভক্ষণ, পরপীড়ন ও অকর্ম্মাচরণের ফলে আয়ু অতি অল্প হইবে।৩১

কলিযুগে লোকের নিকট দম্ভ প্রকাশের জন্য ধর্ম্মীয় অনুষ্ঠান, পাষণ্ডবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য তপস্যাচরণ এবং বঞ্চনা করিবার জন্য সত্যানুসারিণী নানাবিধ উক্তি প্রযুক্ত হইবে। কলিযুগে গাভী স্বল্পদুগ্ধপ্রদায়িনী এবং তাহাদের দুগ্ধে ঘৃতের পরিমাণ অত্যল্প হইবে; পৃথিবীতে অল্পপরিমাণ শস্য জন্মিবে; স্ত্রীলোকগণ অধিকসংখ্যক কন্যা প্রসব করিবে; স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ কেবলমাত্র রতিক্রিয়া সম্পাদনের জন্যই সংঘটিত হইবে ( সত্যাদি যুগে স্ত্রীপুরুষের সংমিশ্রণ পিণ্ডপ্রদ পুত্র লাভের জন্যই সম্পন্ন হইত )।৩২-৩৩

কলিযুগে স্ত্রীলোকগণ পুরুষগণকে নানাছলে বশীভূত করিবে; পরাক্রমশালী দস্যুগণ নৃপতিবৃন্দকে পরাভূত

বৈশ্যং তু দ্বাপরযুগং কলিঃ শূদ্রযুগং স্মৃতম্ ॥৩৬
চাতুর্বর্ণিকনারীণাং তথা তুরীয়জন্মনাম্।
পতি-দ্বিজাভ্যুপাস্ত্যাদি ধর্মো হি মহতী কলৌ ॥৩৭
শতেন যা কৃতে দত্তে ফলাপ্তিঃ পুরুষস্যস্য সা।
দত্তেষু দশভির্নৃণাং ফলাপ্তিঃ স্যাৎ কলৌ যুগে ॥৩৮
কৃতে যৎ কোটিদস্য স্যাৎ ত্রেতায়াং লক্ষদস্য তৎ।
দ্বাপরেঽযুতদস্য স্যাৎ শতদস্য কলৌ ফলম্ ॥৩৯
যুগস্বরূপমাখ্যাতমন্যং নিগদতঃ শৃণু।
বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ সর্বেষাং ধর্মসাধনম্ ॥৪০
মৃগঃ কৃষ্ণশ্চরেদ্ যত্র স্বভাবেন মহীতলে।

করিবে; পাপপ্রভাবে ধর্ম্ম সঙ্কুচিত হইবে মিথ্যার প্রভাবে সত্যের স্বরূপ লুপ্তপ্রায় হইবে।৩৪

কলিযুগে শূদ্রগণ ব্রাহ্মণের আচারানুরূপ আচার গ্রহণ করিবে এবং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজগণ শূদ্রাচারের অনুরূপ আচার গ্রহণ করিবে। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ হীনজাতীয়গণের অনুগামী হইবে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় সেই হীনজাতীয়গণের নিকট হইতে জীবন-ধারণের উপায়ীভূত বৃত্তি গ্রহণ করিবে।৩৫

সত্যযুগ ব্রাহ্মণের, ত্রেতাযুগ ক্ষত্রিয়ের, দ্বাপরযুগ বৈশ্যের ও কলিযুগ শূদ্রের অধিকারভুক্ত বলিয়া কথিত অর্থাৎ সত্যযুগে সামাজিক ব্যবস্থাদিতে ব্রাহ্মণের, ত্রেতায় ক্ষত্রিয়ের, দ্বাপরে বৈশ্যের এবং কলিযুগে শূদ্রের প্রাধান্য থাকে বলিয়া জানিবে। ঘোর কলিকালে চতুর্বর্ণের নারীদিগের ও চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসিদিগের যথাক্রমে পতিত্বের এবং দ্বিজত্বের অঙ্গীকারই ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইবে। সত্যযুগে শত অর্থ দান করিলে পুরুষের যে ফল-লাভ হইত, কলিযুগে তাহার দশভাগের একভাগ দান করিলে তাদৃশ ফলপ্রাপ্তি হইবে।৩৬-৩৮

সত্যযুগে কোটি অর্থ দান করিয়া দাতা যেরূপ ফলভাগী হন, ত্রেতাযুগে লক্ষ অর্থদানে, দ্বাপরযুগে অযুতদানে (১০,০০০) এবং কলিযুগে শত অর্থ দান করিয়া দাতা তাদৃশ ফল লাভ করিবে।৩৯

যুগের স্বরূপ কথিত হইয়াছে। এক্ষণে ব্রাহ্মণাদি

বসেত্তত্র দ্বিজাতিস্তু শূদ্রো যত্র তু তত্র তু ॥৪১
হিমপর্বত-বিন্ধ্যাদ্র্যোর্বিনশন-প্রয়াগয়োঃ।
মধ্যে তু পাবনো দেশো ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরম্ ॥৪২
দেশেম্বন্যেষু যা নদ্যো ধন্যাঃ সাগরগাঃ শুভাঃ।
তীর্থানি যানি পুণ্যানি মুনিভিঃ সেবিতানি চ ॥৪৩
বসেয়ুস্তদুপান্তেঽপি শমিচ্ছন্তো দ্বিজাতয়ঃ।
মুনিভিঃ সেবিতত্বাচ্চ পুণ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ ॥৪৪
যত্র পানমপেয়স্য দেশেঽভক্ষ্যস্য ভক্ষণম্।
অগম্যাগামিতা যত্র তং দেশং পরিবর্জয়েৎ ॥৪৫
এবং দেশঃ সমাখ্যাতো যজ্ঞিয়স্তু দ্বিজন্মনাম্।

চতুর্বর্ণের ও ব্রহ্মচর্য্যাদি চতুরাশ্রমের ধর্ম্মসাধনের উপায় বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কর।৪০

মহীমণ্ডলে স্বাভাবিকভাবে যে স্থানে কৃষ্ণসার-মৃগ বিচরণ করে, সে স্থানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় বাস করিবে; আর শূদ্র যেখানে সেখানে বাস করিবে।৪১

হিমালয়পর্বত ও বিন্ধ্যপর্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে এবং বিনশন অর্থাৎ কুরুক্ষেত্র ও প্রয়াগের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে পবিত্র দেশ বলিয়া জানিবে; এতদ্ভিন্ন দেশকে ম্লেচ্ছদেশ বলিয়া জানিবে।৪২

অন্যান্য দেশের মধ্যে যে সকল নদী সাগরে গমন করিয়া ধন্য হইয়াছে, মুনিগণ-সেবিত যে সকল স্থান পুণ্যতীর্থে পরিণত হইয়াছে; মঙ্গলকামী দ্বিজগণ তাহার নিকটস্থ স্থানে বাস করিবে; কেননা মুনিগণ-সেবিত ঐ স্থানে পুণ্যস্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে।৪৩-৪৪

যে দেশে অপেয়পান, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন প্রভৃতি গর্হিত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই দেশ অবশ্যই বর্জ্জন করিবে।৪৫

(নিম্নোক্ত) এইরূপ দেশ দ্বিজগণের যজ্ঞিয় স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষিগণ এইরূপ দেশের অনুবর্ত্তন করিবে।৪৬

যে কোনও স্থানেই বাস করুক না কেন স্বীয় কুলাচার কদাচ বর্জ্জন করিবে না। যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মের

এবমেবানুবর্ত্তেরন্ দেশং ধর্মানুকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৪৬
বসন্ বা যত্র তত্রাপি স্বাচারং ন বিবর্জয়েৎ।
ষট্ কর্মাণি চ কুর্বীরন্নিতি ধর্মস্য নিশ্চয়ঃ ॥৪৭
পরাশরঃ স্বয়ং প্রাহ শাস্ত্রং পুত্রস্য বৎসলঃ।
অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজকর্মাদিকং দ্বিজাঃ ॥৪৮
ষট্কর্ম-বর্ণধর্মাশ্চ প্রশংসা গোবৃষস্য চ।
অদোহ্য-বাহ্যৌ যৌ তত্র ক্ষীরং ক্ষীরপ্রযোক্তৃণা ॥৪৯
অমাবাস্যানিষিদ্ধানি ততশ্চ পশুপালনম্।
অন্ন-তোয়প্রশংসা চ বাহ্যাহবাহ্যা বসুন্ধরা ॥৫০
অথার্থকৃষতোহপাপং তদপ্যস্যাপি শোধনম্।
বহ্নিং সীতামখঞ্চাপি বিবাহাঃ কন্যকা বরাঃ ॥৫১
স্ত্রীষু (পুং) ধর্মো মখাঃ পঞ্চ দ্বিজাতিস্বর্গসাধনাঃ ॥৫২
বিধিঃ প্রাণাহগ্নিহোত্রস্য আধানাদিকসংস্কৃতিঃ।
ব্রতচর্য্যাদি তদ্ধর্মঃ প্রশংসা পুত্রজন্মনঃ ॥৫৩
কৃৎস্নো গৃহস্থধর্মশ্চ ভক্ষ্যাহভক্ষ্যং তথৈব চ।
নিষিদ্ধবস্তু কথনং পাত্রশুদ্ধিস্ততঃ পরম্ ॥৫৪
দ্রব্যাণাঞ্চ তথা শুদ্ধিরুপাকর্মণি কর্ম চ।
অনধ্যায়াস্তথা শ্রাদ্ধং বিপ্র-কাল-হবির্যুতম্ ॥৫৫
বলির্নারায়ণীয়শ্চ সূতকাশৌচবেম চ।
পরিষৎপ্রায়শ্চিত্তানি তদ্ব্রতানি যথা দ্বিজাঃ ॥৫৬
বিধিবৎসর্বদানানি তেষাঞ্চৈব ফলানি চ।
ভূমিদানপ্রশংসা চ বিশেষো বিপ্র-কালয়োঃ ॥৫৭
ইষ্টাপূর্ত্তৌ তথা বিদ্বন্ তয়োর্ভিন্নফলানি চ।
প্রতিগ্রহবিধিস্তদ্বদ্ যথা তস্য প্রতিগ্রহঃ ॥৫৮
বিনায়কাদি শান্তীনাং বিষয়শ্চ দ্বিজোত্তমাঃ।
বানপ্রস্থস্য ধর্মোহপি তথা ধর্মো যতেরপি ॥৫৯
চতুরাশ্রমভেদোহপি বপুর্নিন্দা তথৈব চ।
যোগোহর্চির্ধূমমার্গৌ চ কালং রুদ্রান্তমেব চ ॥৬০
দৃষ্টঞ্চ তৎপরং ধ্যেয়ং সর্বমেতৎ পরাশরঃ।
প্রোক্তবান্ ব্যাসমুখ্যানাং শেষং মুনিবিভাষিতম্ ॥৬১
নিযুক্তসুব্রতঃ শেষং বিপ্রাণাং খ্যাপনায় চ ॥৬২

আচরণ অবশ্যই করিবে—ইহাই ধর্ম্মরক্ষার নিশ্চিত উপদেশ।৪৭

পুত্রবৎসল মহামুনি পরাশর স্বয়ং এই শাস্ত্রের উপদেশ করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! অনন্তর দ্বিজাতিগণের কর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকৃষ্টরূপে বলিব।৪৮

ষট্‌কর্মনিরত ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের ধর্ম এবং গোবৃষের প্রশংসা, অদোহ্য এবং অবাহ্য (যাহার দুগ্ধ দোহন করা উচিত নয় এবং যাহার দ্বারা বহন করান উচিত নয়) গোমিথুন, দুগ্ধ, দুগ্ধপ্রদায়ী, তৎপর অমাবস্যা তিথিতে নিষিদ্ধ কর্ম, পশুপালন, অন্ন এবং জলের প্রশংসা, কৃষ্য ও অকৃষ্য ভূমি, অর্থাকর্ষণকারীর পাপাভাব এবং পাপ হইলেও তাহার পরিশুদ্ধি, অগ্নি, হলচিহ্নিতস্থানে যজ্ঞ, বিবাহ, কন্যা, বর, স্ত্রীলোকের প্রতি পুরুষের ধর্ম, দ্বিজাতির স্বর্গসাধনের উপায়ীভূত পঞ্চমহাযজ্ঞ, অগ্নিহোত্রের বিধি এবং প্রাণ, অগ্ন্যাধান প্রভৃতি সংস্কার, ব্রতাচরণ এবং তাহার ধর্ম, পুত্রজন্মের প্রশংসা, সমুদায় গৃহস্থধর্ম, ভক্ষ্য এবং অভক্ষ্য, নিষিদ্ধবস্তুনিরূপণ, পাত্রসমূহের শুদ্ধি, দ্রব্যসমূহের শুদ্ধি, উপাকর্ম অর্থাৎ সংস্কারপূর্বক বেদাধ্যয়নারম্ভ, কর্ত্তব্য কর্ম, অনধ্যায় দিবস, বিপ্র, কাল এবং হবির্যুক্ত শ্রাদ্ধ (শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ, শ্রাদ্ধের কাল ও শ্রাদ্ধীয় হবিঃ) নারায়ণবলি, সূতকাশৌচ, বিদ্বৎপরিষদে প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা, চান্দ্রায়ণাদিব্রত, বিধি অনুসারে সর্বস্বদান, ঐ দানের ফল, ভূমিদানের প্রশংসা গ্রহীতৃ-বিপ্র ও দানকালের বৈশিষ্ট্য, হে বিদ্বন্! যজ্ঞানুষ্ঠান ও যজ্ঞানুষ্ঠানের পূর্ণতা—এই উভয়ের মধ্যে ফলের বিভিন্নতা, প্রতিগ্রহ ও প্রতিগ্রহবিধি; হে দ্বিজোত্তমগণ! গণেশ প্রভৃতি দেবতার শান্তিবিষয়ক বিধি, বানপ্রস্থধর্ম ও যতিধর্ম, আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে বিভিন্নতা, নিন্দিতশরীর যোগসাধন, যজ্ঞাগ্নির শিখা, যজ্ঞীয় ধূম ও উহার নির্গমন-পথ, রুদ্রান্ত কাল, দৃষ্ট এবং ধ্যেয় এই সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে পরাশর ব্যাসপ্রমুখমুনিগণের নিকট

পরাশরো ব্যাসবচো নিশম্য
যদাহ শাস্ত্রং চতুরাশ্রমার্থম্ ।
যুগানুরূপঞ্চ সমস্তবর্ণ—
হিতায় বক্ষ্যত্যথ সুব্রতস্তৎ ॥৬৩

শক্তিসূনোরনুজ্ঞাতঃ সুতপাঃ সুব্রতস্ত্বিদম্ ।
চতুর্বর্ণাশ্রমাণাঞ্চ হিতং শাস্ত্রমথাব্রবীৎ ॥৬৪

ইতি শ্রীবৃহৎপারাশরীয়ে ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাসপ্রশ্নে সুব্রতপ্রোক্তায়াং শাস্ত্রসংগ্রহোদ্দেশকথনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ।

বলিয়াছিলেন। অবশিষ্ট কথা বিপ্রদিগের নিকট বলিবার জন্য সুব্রত মুনি নিযুক্ত হন ।৪৯-৬২

পরাশর-মুনি ব্যাসদেবের কথা শুনিয়া চতুরাশ্রম-বাসিগণ সম্বন্ধে যে শাস্ত্র বলিয়াছেন, যুগোপযোগী করিয়া সমস্ত বর্ণের হিতের জন্য সুব্রতমুনি তাহা বলিবেন ।৬৩

শক্তি-পুত্রের অনুজ্ঞা অনুসারে সুতপাঃ সুব্রতমুনি চতুরাশ্রমবাসিগণের হিতকর শাস্ত্রীয় কথা বলিলেন ।৬৪

শ্রীবৃহৎপারাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যাসপ্রশ্নে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত শাস্ত্রসংগ্রহোদ্দেশ কথননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।

## দ্বিতীয়ঃ

### অথাচারধর্ম্মঃ

পরাশরমতং পুণ্যং পবিত্রং পাপনাশনম্ ।
চিন্তিতং ব্রাহ্মণর্থায় ধর্ম্মসংস্থাপনায় চ ॥১

চতুর্ণামপি বর্ণানামাচারো ধর্ম্মপালনম্ ।
আচারভ্রষ্টদেহানাং ভবেদ্ধর্ম্মঃ পরাঙ্ মুখঃ ॥২

ষট্কর্ম্মাভিরতো নিত্যং দেবতাঽতিথিপূজকঃ
হুতশেষন্তু ভুঞ্জানো ব্রাহ্মণো নাবসীদতি ॥৩

কর্ম্মাণি কানীহ কথঞ্চ তানি ।
কার্য্যাণি বর্ণৈশ্চ কিমাদ্যকানি ।
তেষামনেহাকরণে বিধিশ্চ ।
সর্ব্বং প্রসাদাৎ প্রতনুষ্ব মহ্যম্ ॥৪

( পরাশর উবাচ )

কর্ম্মষট্কং প্রবক্ষ্যামি যৎ কুর্বন্তো দ্বিজাতয়ঃ
গৃহস্থা অপি মুচ্যন্তে সংসারৈর্বন্ধহেতুভিঃ ॥৫

## দ্বিতীয় অধ্যায়

**অনন্তর আচারধর্ম্মের কথা বলা হইতেছে।**

ব্রাহ্মণ্যরক্ষা ও ধর্ম্মসংস্থাপনের নিমিত্ত পরাশরমুনির সুচিন্তিত ও পবিত্র মত পুণ্যদায়ক এবং পাপনাশক। এই মত গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মণ্য রক্ষিত হয় এবং ধর্ম্মকার্য্যে অবাধ গতি হয় ।১

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের নিমিত্ত যে আচার বিধি কথিত হইবে, তাহা পালন করিলে ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। আচার বর্জ্জিত হইলে ধর্ম্মবিমুখরূপে পরিগণিত হইবে ।২

যে ব্রাহ্মণ যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা দান ও প্রতিগ্রহ—এই ছয়টি কর্ম্মে নিরত, নিত্য অতিথি ও দেবতাপূজক, হুতাবশিষ্টভোজী সেই ব্রাহ্মণ কখনও দুঃখভোগ করেন না ।৩

ব্যাসদেব বলিলেন—ষট্কর্ম্ম কি কি এবং তাহা কি প্রকার, ব্রাহ্মণাদিবর্ণের প্রাথমিক কর্ম্ম কি কি, তাঁহাদের অন্যবিধ কার্য্যকরণেরই বা কি বিধি অনুগ্রহপূর্বক তৎসমস্ত আমার নিকটে বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করুন ।৪

পরাশর বলিলেন—কি কি ষট্কর্ম্মের আচরণ করিয়া

অথোদ্দেশক্রমং শাস্ত্রং যচ্ছ্রুতং শ্রুতিদৃষ্টিকৃৎ।
তদুক্তং কর্ম যৎ পুংসাং শৃণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥৬
সন্ধ্যা স্নানং জপশ্চৈব দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
বৈশ্বদেবং তথাতিথ্যং ষট্‌কর্মাণি দিনে দিনে ॥৭
প্রিয়ো বা যদি বা দ্বেষ্যো মূর্খঃ পণ্ডিত এব বা।
বৈশ্বদেবে তু সম্প্রাপ্তঃ সোঽতিথিঃ স্বর্গসঙ্ক্রমঃ ॥৮
সন্ধ্যামথ প্রবক্ষ্যামি দেবতা-কাল-নামভিঃ।
বর্ণর্ষি-চ্ছন্দসা যুক্তাং যদ্বিধানং যথার্চনম্ ॥৯
যাবন্মন্ত্রা যথোপাস্তিরুপস্পর্শনমেব চ।
আবাহনং বিসর্গঞ্চ যাবন্মন্ত্রক্রমেণ তু ॥১০
দিবসস্য চ রাত্রেশ্চ সন্ধিঃ সন্ধ্যেতি কীর্তিতা।
সোপাস্যা সদ্‌দ্বিজৈর্যত্নাৎ স্যাত্তৈর্বিশ্বমুপাসিতম্ ॥১১
মধ্যাহ্নেঽপি চ সন্ধিঃ স্যাৎ পূর্বস্যাহ্নঃ পরস্য চ ॥১২

পূর্বাহ্নো হ্যপরাহ্ণস্তু ক্ষপা চেতি শ্রুতিক্রমঃ।
পূর্বাসন্ধ্যা তু গায়ত্রী ব্রহ্মাণী হংসবাহনা ॥১৩
রক্তপদ্মারুণা দেবী রক্তপদ্মাসনস্থিতা।
রক্তাভরণভাসাঙ্গা রক্তমাল্যাম্বরা তথা ॥১৪
অক্ষমালা স্রগ্ধরা চ বরহস্তামরার্চিতা।
প্রাগাদিত্যোদয়াদ্ বিদ্বান্ মুহূর্তে বৈধসে সতি ॥১৫
"প্রাতঃসন্ধ্যাং সনক্ষত্রামুপাসীত যথাবিধি।
সাদিত্যাং পশ্চিমাং সন্ধ্যামর্ধাস্তমিতভাস্করাম্ ॥"
উত্থায়োপাসয়েৎ সন্ধ্যাং যাবৎ স্যাদর্কদর্শনম্।
বিশ্বমাতঃ! সুরাভ্যর্চ্যে! পুণ্যে! গায়ত্রি! বৈধসি!
আবাহয়াম্যুপাস্ত্যর্থং এহ্যেনোঘ্নি! পুনীহি মাম্ ॥১৬
সন্ধ্যা মাধ্যাহ্নিকী শ্বেতা সাবিত্রী রুদ্রদেবতা ॥১৭

দ্বিজাতি গৃহস্থগণও সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব।৫

সংবাদক্রমে অর্থাৎ পারম্পর্য্যক্রমে শ্রুতিবিষয়ক জ্ঞানজনক যে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়াছি অনন্তর সংবাদক্রমে পুরুষের পাপনাশক সেই শাস্ত্র আমা কর্তৃক উক্ত হইতেছে, তোমরা শ্রবণ কর। সন্ধ্যা, স্নান, জপ, দেবপূজা, বৈশ্বদেবক্রিয়া ও অতিথিসৎকার এই ছয়টি কর্ম প্রতিদিন করিবে। বৈশ্বদেবক্রিয়ার অনুষ্ঠানকালে কোনও অতিথি উপস্থিত হইলে সেই অতিথি প্রিয় অথবা অপ্রিয় হউক, মূর্খ অথবা পণ্ডিত হউক অর্থাৎ যেরূপই হউক না কেন, কর্মকর্তার পক্ষে সেই অতিথিলাভ স্বর্গারোহণের সোপানতুল্য জানিবে।৬ ৮

অনন্তর বর্ণ, ঋষি, ছন্দোযুক্তা সন্ধ্যার উপাস্য দেবতা ও কালের নাম, উপাসনার শাস্ত্রীয় বিধান, উপাসনার প্রকার, ক্রমানুযায়ী মন্ত্র, উপাসনারূপ স্পর্শন, আবাহন ও বিসর্জ্জন প্রকৃষ্টরূপে বলিব।৯-১০

দিন ও রাত্রির সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যানামে কথিত হইয়াছে। সেই সন্ধ্যা সদ্দ্বিজগণ কর্তৃক উপাসিত হইলে সমগ্র বিশ্বেরই উপাসনা হইয়া থাকে।১১

মধ্যাহ্নকালে দিবসের পূর্বভাগ ও পরভাগের সন্ধিক্ষণ সন্ধ্যানামে কথিত। শ্রুতিক্রমানুসারে পূর্বাহ্ণ, অপরাহ্ণ ও ক্ষপা অর্থাৎ রাত্রিনামে অভিহিতা হইয়াছে। প্রাতঃসন্ধ্যা-দেবী ব্রহ্মাণী গায়ত্রী হংসবাহনা, রক্তপদ্ম-সদৃশ অরুণবর্ণা, রক্তবর্ণপদ্মাসনস্থিতা, রক্তবর্ণাভরণে সমুজ্জ্বলদেহধারিণী, বরদানরত-হস্তা ও অমরনিকরপূজিতা। সূর্য্যোদয়ের পূর্বে ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে যথাশাস্ত্র নক্ষত্রসহিতা প্রাতঃসন্ধ্যার উপাসনা করিবে। সূর্য্যের অর্দ্ধাস্তগমনসময়ে আদিত্য-সহিতা সায়ংসন্ধ্যার উপাসনা করিবে। শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত সন্ধ্যোপাসনা করিবে। হে দেবপূজ্যে, পুণ্যে, গায়ত্রি! ব্রহ্মাণি! বিশ্বজননি! উপাসনা করিবার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আগমন কর, হে পাপঘ্নি! আমাকে পবিত্র কর।১২-১৬

মধ্যাহ্নে উপাসিতা সন্ধ্যাদেবী শ্বেতবর্ণা সাবিত্রী, রুদ্র দেবতা, বৃষশ্রেষ্ঠ ইহার বাহন; ইনি সমুজ্জ্বল ত্রিশিখধারিণী, শ্বেতবসনপরিহিতা, শ্বেতবর্ণা, নানাবিধ অলঙ্কারে বিভূষিতা শুক্লবর্ণ মাল্য ও অক্ষমালা-যুক্তা শঙ্করের প্রতি অনুরক্তা, জল ইঁহার আধার, এই দেবী

বৃষেন্দ্রবাহনা দেবী জ্বলত্রিশিখধারিণী।
শ্বেতাম্বরাধরা শ্বেতা নানাভরণভূষিতা ॥১৮
শ্বেতস্রগক্ষমালা চ কৃতানুরক্তিশঙ্করা।
জলাধারা ধরা ধাত্রী ধরেন্দ্রাঙ্গভবা তথা ॥১৯
স্বভাবিভাতভূরাদ্যা সুরৌঘনুতপাদদ্বয়া*।
মাতর্ভবানি! বিশ্বেশি! বিশ্বে বিশ্বজনার্চিতে ॥২০
শুভে! বরে! বরেণ্যেহি আহূতাসি পুনীহি মাম্ ॥২১
সন্ধ্যা সায়ন্তনী কৃষ্ণা বিষ্ণুদৈবী সরস্বতী।
খগগা কৃষ্ণবস্ত্রা তু শঙ্খ-চক্র-গদাধরা ॥২২
কৃষ্ণস্রগ্ ভূষণৈর্যুক্তা সর্বজ্ঞানময়া বরা।
সর্ববাগ্দেবতা সর্বা ব্রহ্মাদিবচসি স্থিতা ॥২৩
বীণাঽক্ষমালিকা চাপহস্তা স্মিতা বরাননা।
চতুর্দশজনাভ্যর্চ্যা কল্যাণী শুভবাক্প্রদা ॥২৪
মাতর্বাগ্দেবি! বরদে! বরেণ্যে! বচনপ্রদে।
সর্বমরুদ্দগণস্তুতে! আহূতেহি! পুনীহি মাম্ ॥২৫ (১)

ব্রহ্মেশার্ক-হরীণাং তু সঙ্গমোঽস্তু ভয়োর্ভবেৎ।
মাধ্যাহ্নিকায়াং সন্ধ্যায়াং সর্বদেবসমাগমঃ ॥২৬
পূজাভিকাঙ্ক্ষিণো যে চ যে চ কিঞ্চিজ্জলার্থিনঃ।
শ্রাদ্ধান্নভাগধেয়া যে যে চাগ্নিহুতভাগিনঃ ॥২৭
অন্ত্যান্যুচ্চাবচানীহ স্থাবরাণি চরাণি চ।
মাধ্যাহ্নিকীমপেক্ষন্তে তেষামাপ্যায়িকা হি সা ॥২৮
যস্তস্যাং নার্চয়েদ্দেবাংস্তর্পয়েন্ন পিতৃংস্তথা।
ভূতান্যুচ্চাবচানীহ সোঽন্ধতামিস্রমৃচ্ছতি ॥২৯
ঈশান্যভিমুখো ভূত্বা দ্বিজঃ পূর্বোমুখোঽপি বা।
সন্ধ্যামুপাসয়েদ্ যদ্বত্তথাবত্তন্নিবোধত ॥৩০
আ মণের্বন্ধনাদ্ধস্তৌ পাদৌ চাজানুতঃ শুচিঃ।
প্রক্ষাল্যাচমেদ্ বিদ্বানন্তর্জানুকরো দ্বিজঃ ॥৩১
নির্মলাৎ ফেনপূতাভির্মনোজ্ঞাভিঃ প্রযত্নবান্।
আচামেদ্ ব্রহ্মতীর্থেন পুনরাচমনাচ্ছুচিঃ ॥৩২

ধরণীর ধারণকর্ত্রী, বিশ্বপতি পরব্রহ্মের অঙ্গ হইতে উদ্ভূতা, আদ্যা, দেবতাবৃন্দস্তুতপাদযুগলা, স্বীয় প্রভার দ্বারা শোভিতা ভূমি।১৭-১৯

হে মাতঃ! ভবানি! বিশ্বেশ্বরি! বিশ্বে! বিশ্বজন-পূজিতে! শুভে! শ্রেষ্ঠে! তুমি পূজনীয়া, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি (কৃপাপূর্বক) আগমন করিয়া আমাকে পবিত্র কর।২০

সায়ংকালোপাস্যা সন্ধ্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণা, বিষ্ণু ইঁহার দেবতা, সরস্বতীরূপা; খগগামিনী, কৃষ্ণবস্ত্র-পরিহিতা শঙ্খ-চক্র-গদাধারিণী।২১

সায়ন্তনী সন্ধ্যাদেবী কৃষ্ণবর্ণমাল্য ও অলঙ্কার দ্বারা বিভূষিতা, সর্বজ্ঞানময়ী, শ্রেষ্ঠা, বাক্যসমূহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, ব্রহ্মাদি দেবগণের বাক্যে অবস্থিতা, বীণা-অক্ষমালা-ধনুর্হস্তা, ঈষৎহাস্যবদনা; চতর্দ্দশ ভুবনপূজ্যা, কল্যাণী ও কল্যাণবচনদায়িনী।২৩-২৪

হে মাতর্বাগ্দেবি! বরদে! বরেণ্যে! বচনপ্রদে, সর্বমরুদ্দগণস্তবনীয়ে আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আগমন কর, আমাকে পবিত্র কর।২৫

প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যার কালে ব্রহ্মা, শিব, সূর্য্য ও হরি এই দেবতাগণ সম্মিলিত হ'ন। মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার কালে সমস্ত দেবতার আগমন হয়।২৬

পূজা ও সামান্যজললাভেচ্ছু, শ্রাদ্ধীয় অন্নভাগী, অগ্নিতে প্রদত্ত হোমীয় দ্রব্যাভিলাষী, অন্ত্যজ, উচ্চ, নীচ স্থাবর জঙ্গম সকলেই স্ব স্ব অভিলষিত বস্তু লাভাকাঙ্ক্ষায় মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কালে অপেক্ষা করিয়া থাকেন, যেহেতু মধ্যাহ্নসন্ধ্যোপাসনা ইহাদের সকলের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে।২৭-২৮

যে ব্যক্তি মধ্যাহ্নসন্ধ্যার কালে দেববৃন্দের অর্চনায়, পিতৃলোকের তর্পণে, উচ্চনীচ প্রাণিগণের তৃপ্তিসাধক অনুষ্ঠানে বিরত থাকেন, সে অন্ধতামিস্রনামক (গাঢ় অন্ধকারময়) নরকে গমন করে।২৯

দ্বিজ ঈশানকোণাভিমুখ অথবা পূর্বাভিমুখ হইয়া যে প্রকারে সন্ধ্যোপাসনায় রত হইবে, তাহার প্রকৃষ্ট বিধি অবগত হও।৩০

বিদ্বান্ দ্বিজ মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তযুগল, জানুদেশ পর্য্যন্ত পাদযুগল প্রক্ষালন করতঃ পবিত্র হইয়া জানু-

* এইবচনে কেহ কেহ 'স্বভা-বিভাতভূরাদ্যৈঃ সুরৌঘৈর্নুতপাদদ্বয়া' এইরূপ পাঠ কল্পনা করিয়া "স্বীয় প্রভার দ্বারা বিভাত ভূলোকাদি লোকবাসিগণ কর্তৃক এবং দেবতাবৃন্দ কর্তৃক স্তুতপাদযুগলা" এইরূপ অর্থ করেন।

(১) এইস্থলে প্রদর্শিত সন্ধ্যাবিধি বর্তমানে প্রচলিত সন্ধ্যাবিধি হইতে ভিন্ন সুতরাং ইহা একটি মত।

বক্ত্র নির্মার্জনং কৃত্বা দ্বিস্তেনৈবাধরান্ যথা।
অদ্ভিশ্চ সংস্পৃশেৎ স্বানি সর্বাণ্যপি বিশুদ্ধয়ে ॥৩৩
অঙ্গুষ্ঠেন প্রদেশিন্যা সব্যপাণিস্থবারিণা।
ঘ্রাণং সংস্পৃশ্য নেত্রে চ তেনামিকয়া শ্রুতীঃ ॥৩৪
নাভিঞ্চ তৎকনিষ্ঠাভ্যাং বক্ষঃ করতলেন চ।
শিরঃ সর্বাভিরংসৌ চ হ্যঙ্গুল্যগ্রৈশ্চ সংস্পৃশেৎ ॥৩৫
আচম্য প্রাণসংরোধং কৃত্বা চোপস্পৃশেৎ পুনঃ।
অত্রোপস্পর্শনে মন্ত্রং প্রাতঃ কেচিৎ পঠন্তি হি ॥৩৬
সূর্য্যশ্চ মেতি মন্ত্রেণ প্রাতরাচমনং স্মৃতম্।
আপঃ পুনন্তু মধ্যাহ্নে সায়মগ্নিশ্চ মেতি চ ॥
মন্ত্রাভিমন্ত্রিতং কৃত্বা ধীমান্ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥৩৭
আচম্য বিধিবদ্ ধীমান্ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥৩৮

সোঙ্কারাং চৈব গায়ত্রীং জপ্ত্বা ব্যাহৃতিপূর্বকম্।
আপো হি ষ্ঠাদি জল্পন্তি ছন্দো-দেবর্ষিপূর্বকম্ ॥৩৯
ছন্দোভির্বিনিয়োগৈশ্চ মন্ত্র-ব্রাহ্মণসংযুতম্।
এতদ্ধীনে ন কুর্বীত কুর্য্যাদ্ হ্যেতত্তদাসুরম্ ॥৪০
মৃত্যুভীতৈঃ পুরা দেবৈরাত্মনশ্ছাদনায় চ।
ছন্দাংসি সংস্মৃতানীহ চ্ছাদিতাস্তৈরতোঽমরাঃ ॥৪১
ছাদনাচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং বাসসী কৃতিরেব বা।
ছন্দোভিরাবৃতং সর্বং বিদ্যাৎ সর্বত্র নান্যতঃ ॥৪২
যস্মিন্ মন্ত্রে তু যে দেবাস্তেন মন্ত্রেণ চিহ্নিতম্।
মন্ত্রং তদ্দৈবতং বিদ্যাৎ সৈব তস্য তু দেবতা ॥৪৩
যেন যদৃষিণা দৃষ্টং সিদ্ধিঃ প্রাপ্তা তু যেন বৈ।
মন্ত্রেণ তস্য স প্রোক্তো মুনের্ভাবস্তদাত্মকঃ ॥৪৪

দ্বয়ের মধ্যে হস্তযুগল স্থাপনানন্তর আচমন করিবে। ৩১

( কর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি ) নির্মল স্থান হইতে ফেনসমূহে পবিত্রীকৃত মনোহর জল দ্বারা ব্রাহ্মতীর্থযোগে আচমন করিবে। এইরূপে পুনরায় আচমন করিলে পবিত্র হইবে। ( পুনরায় আচমনের উপদেশ থাকায় কর্মের প্রারম্ভে দুইবার আচমনের উপযোগিতা প্রমাণিত হইতেছে )।৩২

অনন্তর দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দুইবার মুখ মার্জ্জন করিয়া শুদ্ধির জন্য স্বকীয় অধর প্রভৃতি স্থান নিম্নোক্ত বিধি অনুসারে জল দ্বারা স্পর্শ করিবে। নাসিক, নেত্র ও কর্ণযুগল অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা, নাভিদেশ কনিষ্ঠাঙ্গুলি দ্বারা, বক্ষোদেশ করতল দ্বারা, শিরোদেশ সমস্ত অঙ্গুলিযোগে ও স্কন্ধদ্বয় অঙ্গুলির অগ্রভাগযোগে স্পর্শ করিবে।৩৩-৩৫

আচমনানন্তর প্রাণবায়ু রোধ করত পুনরায় পূর্বোক্ত স্থানসমূহ স্পর্শ করিবে, এইস্থলে স্পর্শন-সময়ে কেহ কেহ মন্ত্রপাঠ করিয়া থাকেন।৩৬

"সূর্য্যশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রাতঃকালে, "আপঃ পুনন্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে মধ্যাহ্নে, "অগ্নিশ্চ মা" ইত্যাদি মন্ত্রে সায়ংকালে আচমন করিবে। পূর্বোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত কুশযোগে পবিত্রীকৃত সেই জল পান করিয়া ধীমান্ ব্যক্তি সান্ধ্যোপাসনা করিবে।৩৭-৩৮

ওঁকার সহিতা এবং ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ব্যাহৃতিপূর্বা গায়ত্রী জপ করিয়া ছন্দঃ, দেবতা ও ঋষি উচ্চারণপূর্বক "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।৩৯

ছন্দঃ ও বিনিয়োগের সহিত মন্ত্রব্রাহ্মণ যুক্ত উক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত পুর্বোক্ত ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। কার্য্যানুষ্ঠানে ছন্দঃ প্রভৃতি উচ্চারিত না হইলে তাহা আসুর কার্য্য-তুল্য হইয়া থাকে।৪০

পুরাকালে মৃত্যুভয়ে ভীত দেবগণ আত্মরক্ষার জন্য ছন্দঃসমূহ স্মরণ করিতেন বলিয়াই ছন্দঃসমূহ দ্বারা তাঁহারা রক্ষিত হইয়াছিলেন।৪১

আচ্ছাদন অর্থাৎ রক্ষা করে বলিয়া ইহা ছন্দোনামে অভিহিত, অথবা পুরুষদেহাচ্ছাদক বাসোযুগল-সদৃশ বা কৃতিতুল্য, সকল মন্ত্র, সকল বিদ্যা সমস্তই ছন্দঃসমূহ দ্বারা আচ্ছাদিত, অন্য কিছু হইতে নহে।৪২

যে মন্ত্রে যে যে দেবতা, সেই মন্ত্রচিহ্নিত মন্ত্রই সেই মন্ত্রের দেবতা বলিয়া জানিবে, সেই দেবতাই সেই মন্ত্রের দেবতা।৪৩

ঋষি যে মন্ত্রে যে তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন এবং

যত্র কর্ম্মণি চারব্ধে জপহোমার্চনাদিকে।
ক্রিয়তে যেন মন্ত্রেণ বিনিয়োগস্তু স স্মৃতঃ ॥৪৫
অস্য মন্ত্রস্য চাহর্থোঽয়ময়ং মন্ত্রোঽত্র বর্ততে।
তত্তস্য ব্রাহ্মণং জ্ঞেয়ং মন্ত্রস্যেতি শ্রুতিক্রমঃ ॥৪৬
এতদ্ধি পঞ্চকং জ্ঞাত্বা ক্রিয়তে কর্ম যদ্ দ্বিজৈঃ।
তদনন্তফলং তেষাং ভবেদ্ বেদনিদর্শনাৎ ॥৪৭
অকামেনাপি যন্ন্যূনং কুর্য্যাৎ কর্ম দ্বিজোঽপি যঃ।
তেনাসৌ হন্যতে কর্তাঽমুতো গন্তাধমুচ্ছতি ॥৪৮
কুর্বন্নজ্ঞো দ্বিজঃ কর্ম জপহোমাদি কিঞ্চন।
নাসৌ তস্য ফলং বিন্দেৎ ক্লেশমাত্রং হি তস্য তৎ ॥৪৯
আপাদ্যতে স্থানু গর্তং স্বয়ং বাপি প্রলীয়তে।
যাতযামানি চ্ছন্দাংসি ভবন্ত্যফলদান্যপি ॥৫০
সিন্ধুদ্বীপ ঋষিশ্ছন্দো গায়ত্রী ঋক্ষু তিসৃষু।
আপো হি দৈবতং প্রাহুরাপো হি ষ্ঠাদিষু দ্বিজাঃ ॥৫১
গোভিলো ( গাধিজো ) রাজপুত্রস্তু দ্রুপদায়া-
মৃষির্ভবেৎ।
অনুষ্টুভং ভবেচ্ছন্দ আপশ্চৈব তু দৈবতম্ ॥৫২
সৌত্রামণ্যবভৃথকে বিনিয়োগোঽস্য কল্পিতঃ।
উদুত্যমৃষিঃ প্রস্কণ্বো গায়ত্রং সূর্য্যদেবতা ॥৫৩
চিত্রমিত্যত্র কুৎসস্তু শক্বরী সূর্য্যদেবতা।
প্রণবো ভূবর্ভুবঃ স্বশ্চ গায়ত্র্যাপ ঋচাং ত্রয়ম্ ॥৫৪
অঘমর্ষণসূক্তস্য ঋষিরেবাঘমর্ষণঃ।
ছন্দোঽস্যানুষ্টুভং প্রাহুরাপশ্চৈব তু দৈবতম্ ॥৫৫
দ্রুপদাঘমর্ষণং সূক্তং মার্জনে ব্যাহরেদিতি।
স্মৃতিভিঃ পরিশিষ্টৈশ্চ বিশেষস্তোয়সেচনে ॥৫৬
উক্তোঽধোধর্ববিভাগেন কর্তৃভ্যঃ সোঽপি সদ্দ্বিজৈঃ।
আপো হি ষ্ঠেতি চ ঋচামষ্টাক্ষরপদেন চ ॥৫৭

যে মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাহাই ঋষির স্বরূপ বলিয়া কথিত হইয়াছে। জপ, হোম, অর্চনা প্রভৃতি যে কর্ম্মে, আরম্ভ সময়ে যে মন্ত্রে অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাই সেই মন্ত্রের বিনিয়োগ বলিয়া কথিত হইয়াছে।৪৪-৪৫

এই মন্ত্রের এই অর্থ, এই মন্ত্র এই স্থানে প্রবর্ত্তিত হয়—শ্রুতির ক্রমানুসারে ইহা অবগত হইয়া সেই মন্ত্রের সেই ব্রাহ্মণ ইহা নিশ্চয় করিবে।৪৬

যে সকল দ্বিজ এই পাঁচটি অবগত হইয়া কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়, সে সকল দ্বিজ অনন্তফললাভের অধিকারী হইয়া থাকে—ইহাই বেদে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।৪৭

দ্বিজ অনিচ্ছাপূর্বকও যদি হীনকর্ম্ম করে, তাহা হইলে সেই হীন কর্ম্ম দ্বারা ঐ দ্বিজ জীবিত অবস্থায় পতিত হয়। কিছুমাত্রও না জানিয়া যদি কোনও দ্বিজ জপ; হোম প্রভৃতি কোনও কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দ্বিজ সেই কর্ম্মের কিছুমাত্র ফললাভ ত করিবেই না, উপরন্তু কর্ম্মক্লেশ মাত্রই তাহার ফল হইবে।৪৮-৪৯

ঋষি-ছন্দাদি অবগত না হইয়া যে ব্যক্তি জপ করে, সে জড়তারূপ বিপত্তি প্রাপ্ত হয়; অবিধিপূর্বক স্বীয়কৃত জপ দ্বারা যে দুঃখরূপ গর্ত্ত সৃষ্ট হয়, সে সেই গর্ত্তে নিপতিত হয়। জীর্ণ অর্থাৎ নষ্ট ছন্দোযুক্ত মন্ত্র জপেও কোন ফল হয় না।৫০

সাম, যজুঃ, ঋক্ এই তিন বেদেই ঋষি সিন্ধুদ্বীপ ছন্দোগায়ত্রী জানিবে। দ্বিজসকল 'আপো হি ষ্ঠা'দি মন্ত্রে অপ্ই ( জল ) দেবতা বলিয়া থাকেন।৫১

"দ্রুপদাদিব" মন্ত্রে রাজপুত্র গোভিল ( গাধি-নন্দন বিশ্বামিত্র ) ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, অপ্ দেবতা।৫২

সৌত্রামণি ও অবভৃথ স্নানে এই মন্ত্রের বিনিয়োগ কল্পিত হইয়াছে। "উদুত্য" এই মন্ত্রের ঋষি প্রস্কণ্ব, ছন্দোগায়ত্রী, দেবতা সূর্য্য। "চিত্রং" এই মন্ত্রের কুৎসঋষি, শকরী ছন্দঃ, ( প্রচলিত মন্ত্রে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ দেখা যায় ) সূর্য্য দেবতা। সাম, যজুঃ, ঋক্ এই বেদত্রয়ের গায়ত্রী ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ ও আপ্ যথাক্রমে ছন্দ ও দেবতা বলিয়া জানিবে। অঘমর্ষণ-সুক্তের অঘমর্ষণই ঋষি, ছন্দঃ অনুষ্টুপ, অপ্ দেবতা বলিয়া কথিত হইয়াছে।৫৩-৫৫

"দ্রুপদাদিব" ও অঘমর্ষণ মন্ত্র মার্জ্জনকালে ব্যবহার করিবে। স্মৃতিশাস্ত্র ও অবশিষ্ট শাস্ত্র জলসেচন ক্রিয়ায় এই মন্ত্র প্রয়োগ করিবে বলিয়া বিশেষভাবে বলিয়াছেন। ঊর্দ্ধ ও অধঃ বিভাগক্রমে কর্ত্তব্য কর্ম উক্ত হইয়াছে;

পাদান্তে প্রক্ষিপেদ্ বারি পাদমধ্যে ন চ ক্ষিপেৎ।
ভূমৌ মূর্ধ্নি তথাঽকাশে মূর্ধ্ন্যাকাশে পুনর্ভুবি ॥৫৮
এবং বারি দ্বিজঃ সিঞ্চন্ তর্পয়েৎ সর্বদেবতাঃ।
ঋগন্তে মার্জনং কুর্য্যাৎ পাদান্তে বা সমাহিতঃ ॥৫৯
ঋগর্ধে বা প্রকুর্বীত শিষ্টানাং মতমীদৃশম্।
উদুত্যং চিত্রং দেবানামুপস্থানে নিয়োজয়েৎ ॥৬০
হংসঃ শুচিঃ ষদিত্যাদি কেচিদিচ্ছন্তি সূরয়ঃ।
অব্যাকৃতমিদং হ্যাসীৎ সদেবাসুর-মানুষম্ ॥৬১
সঙ্কোভায়াসৃজদ্ ব্রহ্মা, সপ্তেমা ব্যাহৃতীঃ পুরা।
ভূর্ভুবঃ স্বর্মহর্জনস্তপঃ সত্যং তথৈব চ ॥৬২
আদ্যাস্তিস্রো মহাপ্রোক্তাঃ সর্বত্রৈব নিয়োজনাৎ।
অগ্নির্বায়ুস্তথা সূর্য্যো বৃহস্পত্যাপ এব চ ॥৬৩

"আপো হি ষ্ঠা" এই মন্ত্রের অষ্টাক্ষর পদ দ্বারা সাধু দ্বিজগণ সেই কর্ত্তব্য কর্ম করিবেন।৫৬-৫৭

**জলক্ষেপণ-বিধি বর্ণিত হইতেছে।**

"আপো হি ষ্ঠা" প্রভৃতি পূর্বোক্ত মন্ত্রপাদ শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ভূমিতে, মস্তকে, আকাশে, পুনর্বার মস্তকে, আকাশে, ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে; মন্ত্রের পাদমধ্য পঠনাবস্থায় জলক্ষেপণ করিবে না।৫৮

দ্বিজ এই প্রকার জলসেচন করিয়া সর্বদেবতার তৃপ্তি সাধন করিবে। মন্ত্রপাঠ সমাপ্ত হইলে অথবা মন্ত্রের পাদ পর্য্যন্ত পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাহিতচিত্ত হইয়া মার্জ্জন করিবে; অথবা মন্ত্রার্দ্ধপাঠ হইলে মার্জ্জন করিবে— শিষ্টদিগের এইরূপ ব্যবহারও দৃষ্ট হইতেছে। "উদুত্যং" ইত্যাদি ও "চিত্রং" ইত্যাদি মন্ত্র দেবতার উপাসনায় নিয়োজিত করিবে। 'হংসঃ শুচিঃ ষদ্' ইত্যাদি মন্ত্র এই স্থলে কোনও কোনও মনীষী ইচ্ছা করিয়া থাকেন। পূর্বকালে দেবতা, অসুর ও মানুষের সহিত সমগ্র বিশ্ব অব্যক্ত ছিল। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাই ব্যক্ত করিবার জন্য "ভূঃ" "ভুবঃ" "স্বঃ" "মহঃ" "জনঃ" "তপঃ" ও "সত্যং" এই সপ্তব্যাহৃতি সৃজন করিয়াছিলেন। "ভূঃ" "ভুবঃ" "স্বঃ" এই প্রথমোক্ত ব্যাহৃতিত্রয় সকল কর্মে প্রযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়া মহাব্যাহৃতি-নামে কথিত হইয়াছে। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বৃহস্পতি, অপ্, ইন্দ্রও

ইন্দ্রশ্চ বিশ্বেদেবাশ্চ দেবতাঃ সমুদাহৃতাঃ।
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্ক্তিরেব চ ॥৬৪
ত্রিষ্টুপ্ চ জগতী চৈব ছন্দাংস্যেতান্যনুক্রমাৎ।
ভরদ্বাজঃ কশ্যপশ্চ গৌতমোঽত্রিস্তথৈব চ ॥৬৫
বিশ্বামিত্রো জমদগ্নির্বশিষ্ঠশ্চর্ষয়ঃ ক্রমাৎ।
এতাভিঃ সকলং ব্যাপ্তমেতাভ্যো নাস্তি চাপরম্ ॥৬৬
সপ্তেতে স্বর্গলোকা বৈ সত্যাদূর্দ্ধং ন বিদ্যতে।
তস্মাল্লোকাৎ পরা মুক্তিরর্বাচীনাদয়েচ্ছয়া ॥৬৭
প্রাণসংযমনেষ্বেতা অভ্যস্যাঃ পূরকাদিভিঃ।
ওমাপোজ্যোতিরিত্যেতচ্ছিরঃ পশ্চাৎ প্রযুজ্যতে ॥৬৮
প্রত্যোঙ্কারসমাযুক্তো মন্ত্রোঽয়ং তৈত্তিরীয়কে।
অত্রোঙ্কারবদার্ষাদি বিদুর্ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥৬৯

বিশ্বেদেব প্রভৃতি সপ্তদেবতা যথাক্রমে ব্যাহৃতিসপ্তকের দেবতা বলিয়া কথিত আছে। গায়ত্রী, উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, বৃহতী, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী এই সপ্তছন্দঃ যথাক্রমে ব্যাহৃতিসপ্তকের ছন্দঃ। ভরদ্বাজ, কশ্যপ, গৌতম, অত্রি, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি ও বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষিগণ ব্যাহৃতি সপ্তকের ঋষি। এই সপ্তব্যাহৃতি দ্বারা সমগ্র বিশ্ব ব্যাপ্ত-এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নাই।৫৯-৬৬

এই সপ্তব্যাহৃতিই স্বর্গলোক; সপ্তলোকের মধ্যে সত্যলোকই সকলের উর্দ্ধে, সত্যলোকের উর্দ্ধে আর কিছুই নাই। সেই সত্যলোক হইতেই পরা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। অন্য লোক হইতে মুক্তি চেষ্টা দ্বারা মুক্তিলাভ হয়। প্রাণবায়ু সংযত করিবার সময়ে পূরক, কুম্ভক ও রেচক প্রভৃতি প্রাণায়ামের বিধি অনুসারে এই সপ্তব্যাহৃতি অভ্যাস করিবে এবং প্রাণায়ামকালীন 'ওঁ আপো জ্যোতীরসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বরোম্' এই গায়ত্রী শির প্রয়োগ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।৬৭-৬৮

তৈত্তিরীয়ক উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে যে, এই মন্ত্রের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পশ্চাতেও ওঁকার যুক্ত করিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। ব্রহ্মবিদ্গণ এই মন্ত্রে ঋষি প্রভৃতির নামও ওঁকারের ন্যায় উচ্চারণ করণীয় বলিয়া জানেন।৬৯

প্রণবাদ্যন্ত-গায়ত্রী প্রাণায়ামেষ্বয়ং বিধিঃ।
গায়ত্র্যাদিক-চিত্রান্তৈর্মন্ত্রৈশ্চ প্রাগুদীরিতঃ ॥৭০
উপাসীরন্ দ্বিজাস্তাবদ্ যাবন্নোদেতি ভাস্করঃ।
গবাং বালপবিত্রেণ যস্তু সন্ধ্যামুপাসতে ॥৭১
সর্বতীর্থাভিষেকং তু লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
গোবালং দর্ভসারঞ্চ খড়্গং কনকমেব বা ॥৭২
দর্ভ-তাম্র-তিলৈর্বাপি এতৈস্তর্পণকৃদ্ দ্বিজাঃ।
স সন্তর্প্য পিতৄন্ দেবানাত্মানং ত্রিদিবং নয়েৎ ॥৭৩
ত্রিংশৎ কোট্যস্তু বিখ্যাতা মন্দেহা নাম রাক্ষসাঃ।
উদ্যন্তং তে বিবস্বন্তং বলাদিচ্ছন্তি খাদিতুম্ ॥৭৪
দিনে দিনে সহস্রাংশুরলক্ষ্যৈস্তৈরভিদ্রুতঃ।
ভানুর্হীনঃ কৃতস্তূর্ণং তদ্বশ্যত্বমিবাগতঃ ॥৭৫
অতস্তস্য চ তেষাং তু হ্যভূদ্ যুদ্ধং সুদারুণম্।
কিং ভবিষ্যতি যুদ্ধেঽস্মিন্ নিত্যভূসুরবিস্ময়ঃ ॥৭৬
অরুণস্য চ যে বাণা জ্বলন্তো যে চ ভাস্বতঃ।
বিলক্ষ্যাস্তে নিবর্তন্তে মন্দেহানামদর্শনাৎ ॥৭৭
রবেরপ্যংশবো হ্যস্মাৎ যাতায়াতা হ্যশক্তিতঃ।
অপ্রাপ্য্যা চ শরীরাণাং স্বামিনৈব লয়ং গতাঃ ॥৭৮
হ্রেষাশব্দমকুর্বাণাঃ শফস্ফুরণবর্জিতাঃ।
স্তব্ধাঙ্গা নির্জয়াজ্জাতাঃ সূর্য্যস্যন্দনবাজিনঃ ॥৭৯
ততো দেবগণাঃ সর্বে ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
যৎসন্ধ্যান্তে উপাসীত প্রক্ষিপন্তি জলং মহৎ ॥৮০
ওঁকারব্রহ্মসংযুক্তং গায়ত্র্যা চাভিমন্ত্রিতম্।
দহেয়ুরন্ তেন তে দৈত্যা বজ্রীভূতেন বারিণা ॥৮১
সহস্রাংশুরথে তিষ্ঠন্ যোঽধীয়ানশ্চতুঃ শ্রুতীঃ।
যাজ্ঞবল্ক্যঃ সমাপ্যৈতত্রিদশানুক্রবাংস্তথা ॥৮২
সত্ত্বে ত্বনুদিতাদিত্যে সন্ধ্যোপাস্তিকরো ভবেৎ।
উদিতে সতি যা সন্ধ্যা বালক্রীড়োপমা চ সা ॥৮৩

প্রাণায়াম করিবার সময় আদিতে এবং অন্তেতে প্রণব উচ্চারণ করত গায়ত্রী পাঠ করিবে—ইহাই প্রাণায়ামের বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। 'গায়ত্রী' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চিত্রম্' এই মন্ত্র পর্য্যন্ত পূর্বে বলা হইয়াছে। সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত দ্বিজগণ সন্ধ্যোপাসনা করিবে।৭০

গো-লাঙ্গুলস্পৃষ্ট পবিত্র বারি সেচন করিয়া যিনি সন্ধ্যোপাসনা করেন, তিনি সর্বতীর্থাভিষেক লাভ করেন —এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গো-লাঙ্গুল, দর্ভসার, খড়গ এবং স্বর্ণস্পৃষ্ট জল সন্ধ্যোপাসনার কার্য্যে প্রশস্ত। দর্ভ, তাম্র অথবা তিল এই সমস্ত দ্রব্য দ্বারা দ্বিজগণ তর্পণ করিবেন। যিনি পূর্বোক্ত দ্রব্যযোগে পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করেন, তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৭১-৭৩

মন্দেহানামক বিখ্যাত ত্রিশকোটি রাক্ষস আছে, সেই রাক্ষসগণ উদীয়মান সূর্য্যকে বলপূর্বক ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করিল।৭৪

অদৃশ্য সেই রাক্ষসগণ প্রতিদিন সূর্য্যকে নানাভাবে পীড়িত করায় শীঘ্রই সূর্য্য তাহাদের নিকট দুর্বল হইয়া পড়িলেন এবং যেন তাহাদের বশ্যতা স্বীকার করিলেন। সূর্য্যকে পীড়িত করায় সূর্য্য এবং রাক্ষসদিগের মধ্যে ভয়ানক যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এই মহাযুদ্ধে কি ফল হইবে, তাহা ভাবিয়া নিত্যজ্ঞানসম্পন্ন ব্রাহ্মণগণের বিস্ময় জন্মিতে লাগিল।৭৫-৭৬

সূর্য্যের তেজস্কর উজ্জ্বল বাণসমূহ মন্দেহানামক রাক্ষসদিগকে দেখিতে না পাইয়া লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া ফিরিয়া আসিল। সূর্য্যের কিরণমালা সূর্য্য হইতে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়া স্বীয় শক্তিহীনতাবশতঃ রাক্ষসদিগের শরীর লাভ করিতে না পারিয়া স্বকীয় প্রভু সূর্য্যেতেই লয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। সূর্য্য যুদ্ধে পরাজিত হওয়ায় সূর্য্যের যুদ্ধাশ্ব সমূহ হ্রেষা শব্দকরণে বিরত হইল, খুরচালনে নিবৃত্ত হইয়া স্তব্ধাঙ্গ হইয়া পড়িল।৭৭-৭৯

(সূর্য্যের এইরূপ অবস্থা দর্শন করিয়া) তৎপর দেবগণ ও তপোনিরত ঋষিগণ যে সন্ধ্যোপাসনা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে পবিত্র জল নিঃক্ষেপ করিলেন। ওঁকার-ব্রহ্মসংযুক্তা গায়ত্রী দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া বজ্রসদৃশ বারি ক্ষেপণ করত সেই দৈত্যদিগকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।৮০-৮১

সন্ধ্যা যেন ন বিজ্ঞাতা জ্ঞাত্বা নৈব হ্যুপাসিতা।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমহ্যাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ ॥৮৪
মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চেতি সপ্ত স্নানান্যনুক্রমাৎ ॥৮৫
শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালম্ভং তু পার্থিবম্।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং গোরেণুনানিলং স্মৃতম্ ॥৮৬
আতপে সতি যা বৃষ্টির্দিব্যস্নানং তদুচ্যতে।
বহির্নদ্যাদিকে স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধঃ ॥৮৭
যদ্ধ্যানং মনসা বিষ্ণোর্মানসং তৎপ্রকীর্তিতম্।
অসামর্থ্যেন কায়স্য কালশক্ত্যাদ্যপেক্ষয়া ॥৮৮
তুল্যফলানি সর্বাণি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ।
স্নানানাং মানসং স্নানং মন্বাদ্যৈঃ পরমং স্মৃতম্ ॥৮৯
কৃতেন যেন মুচ্যন্তে গৃহস্থা অপি তু দ্বিজাঃ।
দিব্যাদীনাং ত্রয়াণাং তু স্নানানামৌষসং পরম্ ॥৯০
সদ্যঃ পাপহরং প্রাহুঃ প্রাজাপত্যব্রতাধিকম্।
উষস্যুষসি যৎস্নানং ক্রিয়তেঽনুদিতে রবৌ ॥৯১
প্রাজাপত্যেন তত্তুল্যং মহাপাতকনাশনম্।
প্রাতরুত্থায় যো বিপ্রঃ প্রাতঃস্নায়ী সদা ভবেৎ ॥৯২
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি।
অস্নাতো নাচরেৎ কর্ম জপহোমাদি কিঞ্চন ॥৯৩
ক্লিদ্যন্তে চ সুগুপ্তানি ইন্দ্রিয়াণি ক্ষরন্তি চ।
অঙ্গানি সমতাং যান্তি উত্তমান্যধমৈঃ সহ ॥৯৪
অত্যন্তমলিনঃ কায়ো নবচ্ছিদ্রসমন্বিতঃ।
স্রবত্যেষ দিবারাত্রৌ প্রাতঃস্নানেন শুধ্যতি ॥৯৫

সূর্য্য রথে থাকিয়া যে চতুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, যাজ্ঞবল্ক্যঋষি তাহারই সমাপ্তির জন্য দেবতাগণের নিকট সেই প্রকার বলিতে লাগিলেন।৮২

দ্বিজগণ আদিত্য উদিত হওয়ার পূর্বে সন্ধ্যোপাসনায় প্রবৃত্ত হইবেন। আদিত্য উদিত হওয়ার পরে যে সন্ধ্যোপাসনা করা হয়, তাহা বালকগণের ক্রীড়া তুল্য হইয়া থাকে।৮৩

যে দ্বিজ সন্ধ্যা জানে না অথবা জানিয়াও সন্ধ্যা করে না, সে জীবিত অবস্থায় সবংশে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৮৪

মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ (জল) ও মানস যথাক্রমে এই সপ্তপ্রকার স্নান উক্ত হইয়াছে।৮৫

"শন্ন আপো ধন্বন্যাঃ" এই মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক স্নান করাকে মান্ত্র স্নান বলে; মৃত্তিকা দ্বারা দেহমার্জ্জন করা হইলে ঐ স্নান পার্থিব স্নানমামে অভিহিত হয়; ভস্মদ্বারা দেহমার্জন করা হইলে উহাকে আগ্নেয় স্নান বলে; গো-ক্ষুরোত্থিত ধূলি স্পর্শ হইলে উহা বায়ব্য স্নান নামে কথিত হয়; রৌদ্র থাকা সত্বেও যদি বৃষ্টি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ বৃষ্টিতে স্নান করাকে দিব্য স্নান বলিয়া জানিবে; নদী প্রভৃতি জলাশয়ে অবগাহন স্নানকে পণ্ডিতগণ বারুণ স্নান বলিয়া থাকেন, মনে মনে বিষ্ণুর চিন্তা করাই মানস স্নানরূপে কীর্ত্তিত হয়। শারীরিক সামর্থ্যের অভাব হইলে কাল এবং শক্তির প্রতি বিবেচনা করিয়া পূর্বোক্ত স্নান-মধ্যে যে কোনও প্রকার স্নানই করা হউক না কেন সকলপ্রকার স্নানেরই ফল সমান হইবে—ইহা মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন। মনু প্রভৃতি ঋষিগণ মানস স্নানকেই সমস্ত স্নানের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্নান বলিয়াছেন।৮৬-৮৯

যে স্নান দ্বারা গৃহস্থগণ এবং দ্বিজগণ মুক্তিলাভ করিয়া থাকেন, সেই দিব্য, বারুণ ও মানস এই ত্রিবিধ স্নান ঊষাকালে প্রশস্ত; কেননা দিব্যাদি ত্রিবিধ স্নান সদ্যঃ পাপহরণ করিয়া থাকে; ইহা প্রাজাপত্য ব্রত অপেক্ষাও অধিক গুণে শ্রেষ্ঠ। প্রতিদিন ঊষাকালে সূর্য্যোদয়ের পূর্বে যে স্নান করা হয়, তাহা মহাপাতকনাশক প্রজাপত্য ব্রততুল্য। যে ব্রাহ্মণ সর্বদা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া প্রাতঃস্নায়ী হ'ন, তিনি সর্বপাপমুক্ত হইয়া পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। স্নান না করিয়া জপ, হোম প্রভৃতি কোনও কর্মের অনুষ্ঠান করিবে না।৮৫-৯৩

(স্নানের উপযোগিতা কি, এই প্রশ্নের উত্তরে তাহা বলিতেছেন)—সুগুপ্ত ইন্দ্রিয়সমূহ নিত্য ক্লিন্নও ক্ষরিত হইতেছে। নিত্য ক্ষরণশীল অধম ইন্দ্রিয়সমূহের সহিত উত্তম অঙ্গ সমূহও সমতা প্রাপ্ত হইয়া যায়।৯৪

ঃস্নানং প্রশংসন্তি সর্বে চ পিতরোঽমরাঃ।
দৃষ্টাদৃষ্টকরং পুণ্যং শংসন্তি পিতরো (ঋষয়ো)
ঽপি হি ॥৯৬

প্রাতঃস্নায়ী হি যো বিপ্রঃ সোঽর্হঃ স্যাৎ সর্বকর্মসু।
তৎকৃতং কর্ম যৎকিঞ্চিত্তৎসর্বং স্যাদ্ যথার্থবৎ ॥৯৭

অবিদ্বান্ স্নানকালে তু যঃ কুর্য্যাদ্দন্তধাবনম্।
পাপীয়ান্ রৌরবং যাতি পিতৃশাপহতো ধ্রুবম্ ॥৯৮

যচ্ছ শ্মশ্রুষু কেশেষু যজ্জলং দেহলোমসু।
হস্তাভ্যাং ন তু বস্ত্রেণ জলং বিদ্বান্ হি মার্জয়েৎ ॥৯৯

মার্জিতে পিতরঃ সর্বে সর্বা অপি চ দেবতাঃ।
তথা সর্বে মনুষ্যাশ্চ ত্যজেরন্ নিয়তং দ্বিজম্ ॥১০০

স্নাতৃসঞ্চিন্তিতং সর্বে তীর্থং পিতৃদিবৌকসঃ।
ততো নদ্যাদ্যসৌ গচ্ছন্নিরাশাস্তে শপন্তি হি ॥১০১

যে তু স্নানার্থিনস্তীর্থং সঞ্চিন্তন্তি জলাশ্রয়াৎ।
তদ্দেহমুপতিষ্ঠন্তি তৃপ্ত্যৈ পিতৃদিবৌকসঃ ॥১০২

অতো ন চিন্তয়েত্তীর্থং ব্রজেদেব ত্বচিন্তিতম্।
দেবখাত-নদীস্রোতঃ সরসস্তু স্নানমাচরেৎ ॥১০৩

স্নানং নদ্যাদিবন্ধেষু সদ্ভিঃ কার্য্যং সদম্বুষু।
কৃত্রিমং তোয়কূপস্থং তোয়ং তত্র ত্বকৃত্রিমম্ ॥১০৪

ন তীর্থে স্ত্র্যাকুলে স্নায়ান্নাসজ্জনসমাবৃতো।
দর্ভহীনোঽন্যচিত্তস্তু ন নগ্নো ন শিরো বিনা ॥১০৫

কদাচিদ্ বিদুষা মিথ্যা ন স্নাতব্যং পরাম্ভসা।
অম্ভকৃদ্দুষ্কৃতাংশেন স্নানকর্তাপি লিপ্যতে ॥১০৬

পঞ্চ বা সপ্ত বা পিণ্ডান্ স্নায়াদুদ্ধৃত্য তত্র তু।
বৃথাস্নানাদিকানীহ বিশেষেণ বিবর্জয়েৎ ॥১০৭

বৃথা চোষ্ণোদকে স্নানং বৃথা জপ্যমবৈদিকম্।
বৃথা চাশ্রোত্রিয়ে দানং বৃথা ভুক্তমসাক্ষিকম্ ॥১০৮

নবছিদ্রবিশিষ্ট শরীর অত্যন্ত মলিন এই শরীর হইতে দিবারাত্র মলের ক্ষরণ হইতেছে প্রাতঃকালে স্নান দ্বারা তাহার শুদ্ধি করিবে।৯৫

উষাকালীন স্নানের বহু প্রশংসা দেবগণ ও পিতৃলোক গণ হইতে শুনা যায়। দৃষ্ট এবং অদৃষ্ট বিষয়ে পিতৃলোকগণ ও ঋষিগণ প্রশংসা করিয়া থাকেন।৯৬

যে ব্রাহ্মণ প্রাতঃকালে স্নান করেন, তিনি সর্ববিধ কর্মে যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হ'ন; তাহার কৃত কিঞ্চিন্মাত্র যে কর্ম্ম, তৎসমস্তই যথার্থ কর্মের ন্যায় হইয়া থাকে।৯৭

স্নানকালে যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি দন্তধাবন করে, সেই পাপীয়ান্ ব্যক্তি পিতৃলোকের অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়া রৌরব নামক নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা সুনিশ্চিত। শ্মশ্রু, কেশ, ও দেহস্থ লোমরাশিতে যে জল থাকে, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাহা হস্তযুগল দ্বারা মার্জ্জন করিবে, বস্ত্র দ্বারা কখনও করিবে না; যদি বস্ত্র দ্বারা মার্জ্জন করে, তাহা হইলে পিতৃগণ, দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাকে নিয়ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।৯৮-১০০

ঐ ব্যক্তি নদ্যাদিতে স্নানার্থ গমন করিলে স্নাতার সঞ্চিন্তিত তীর্থে সমস্ত পিতৃলোক ও দেবলোক আগমন করত নিরাশ হইয়া অভিশাপ প্রদান করিয়া থাকেন। যে সকল স্নানার্থী জল আশ্রয় করিয়া তীর্থচিন্তা করে, পিতৃলোক ও দেবলোকগণ তৃপ্তিলাভের জন্য তাহাদের দেহে উপস্থান (অবস্থান ?) করিয়া থাকেন।১০১-১০২

এইহেতু স্নান করিবার সময়ে তীর্থচিন্তা করিবে না, অচিন্তিতভাবেই স্নানার্থ গমন করিবে। দেবনামচিহ্নিত জলক্ষেত্রে, নদীতে, স্রোতোজলে ও সরোবরে স্নানানুষ্ঠান করিবে।১০৩

নদী, দীর্ঘিকা এবং পুষ্করিণী প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট জলে সজ্জনগণ স্নান করিবে। কূপস্থ কৃত্রিম জল প্রাপ্ত হইয়া সেই জলে স্নান করিবে না। আর যদি সেই জল অকৃত্রিম হয়, তাহা হইলে সেই জলে স্নান করিবে।১০৪

স্ত্রীলোক ও অসজ্জন-পরিবৃত তীর্থে স্নান করিবে না। কুশহীন ও অন্যচিত্ত হইয়া এবং নগ্ন অবস্থায় স্নান করিবে না; অশিরস্ক স্নান করিবে না অর্থাৎ শিরোমজ্জনপূর্বক স্নান করিবে।১০৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি পরের জল দ্বারা (অন্যস্বামিক জলাশয়ে) কখনও স্নান করিবে না; যদি করে, তাহা হইলে উহা যথার্থ স্নান হইবে না। তাহার কারণ এই

মাসে নভসি ন স্নায়াৎ কদাচিন্নিম্নগাসু চ।
রজস্বলা ভবন্ত্যেতা বর্জয়িত্বা সমুদ্রগাঃ ॥১০৯
নাপো মূত্র-পুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্ম্মণা।
ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ন বিপ্রোঽবেদকর্ম্মণা ॥১১০
ন স্নায়াৎ ক্ষোভিতাস্বপ্সু স্বয়ং ন ক্ষোভয়েচ্চ তাঃ।
নির্গতাসু চ তীর্থাচ্চ পতন্তীষ্বাহতাষু চ ॥১১১
রবি-সংক্রান্তিবারেষু গ্রহণেষু শশিক্ষয়ে।
ব্রতেষু চৈব ষষ্ঠীষু ন স্নায়াদুষ্ণবারিণা ॥১১২
ন স্নায়াচ্ছূদ্রহস্তেন নৈকহস্তেন বা তথা।
উদ্ধৃতাভিরপি স্নায়াদাহৃতাভির্দ্বিজাতিভিঃ ॥১১৩

স্বভাবাভিরনুষ্ণাভিঃ সহসাভিস্তথা দ্বিজাঃ।
নবাভির্নির্দশাহাভিরসংস্পৃষ্টাভিরন্ত্যজৈঃ ॥১১৪
যঃ স্নানমাচরেন্নিত্যং তং প্রশংসন্তি দেবতাঃ।
তস্মাদ্ বহুগুণং স্নানং সদা কার্য্যং দ্বিজাতিভিঃ ॥১১৫
উৎসাহাপ্যায়নং স্বান্ত-প্রশান্তি-শক্তি-বুদ্ধিদম্।
কীর্তি-কান্তি-বপুঃ-পুষ্টি-সৌভাগ্যায়ুঃপ্রবর্ধনম্ ॥১১৬
স্বর্গ্যঞ্চ দশভির্যুক্তং গুণৈঃ স্নানং প্রশস্যতে।
সূর্য্যাদিদিনবারোক্তং তৈলাভ্যঞ্জনপূর্বকম্ ॥১১৭
হৃত্তাপ-কীর্তি-মরণ-সুত ( লক্ষ্মী )-স্থানাপ্তি-মৃত্যবঃ।
আয়ুশ্চার্কাদিবারেষু তৈলাভ্যঙ্গে ফলং ক্রমাৎ ॥১১৮

---

যে, জলাশয়কারীর দুষ্কার্য্যের ফল স্নানকর্ত্তাও প্রাপ্ত হইয়া থাকে।১০৬

সেই জলাশয় হইতে পাঁচ বা সাতটি মৃৎপিণ্ড উত্তোলন করিয়া তৎপরে স্নান করিবে। এইরূপ স্নানে বৃথা স্নান অবশ্যই বর্জ্জন করিবে।১০৭

উষ্ণোদকে স্নান করিলে উহা বৃথা স্নান হইবে। বৈদিক মন্ত্র ভিন্ন অন্য মন্ত্রজপ বৃথা; শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য ব্রাহ্মণকে দান বৃথা, অসাক্ষিক ভোজন বৃথা। দেবতা উদ্দেশ্যে ভোজনীয় দ্রব্য নিবেদন করা শাস্ত্রবিধি, তাহা না হইলে ভোজ্যদ্রব্যে সাক্ষীর অভাব স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে।১০৮

সমুদ্রগামিনী ভিন্ন অন্য কোনও স্রোতস্বিনীতে শ্রাবণমাসে স্নান করিবে না; কেননা শ্রাবণমাসে ঐ সমস্ত স্রোতস্বিনী রজস্বলা হইয়া থাকে।১০৯

মলমূত্র দ্বারা স্রোতস্বিনীর জল অপবিত্র হয় না; দাহ-নিরোধক মণিসংযুক্ত হইয়া অগ্নি ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা সাময়িকভাবে দগ্ধ করে না; পরপুরুষসংসর্গে স্ত্রীলোকের পবিত্রতা-হানি হয় না। (এই কথাটি এই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে যে স্বেচ্ছায় কোনও স্ত্রী যদি একবারমাত্র ব্যাভিচারিণী হয় অথবা বলপূর্বক কোনও পাষণ্ড যদি তাহার উপর অত্যাচার করে, তাহা হইলে ঐ স্ত্রী চিরদিনের জন্য অপবিত্রা থাকিবে না, সাময়িক পবিত্রতার হানি হওয়ায় শাস্ত্রানুমোদিত প্রায়শ্চিত্তাদি করিয়া পবিত্রতা আনয়ন করিবে)। বেদবিহিত কর্ম্মভিন্ন অন্য কর্ম্ম করিয়াও ব্রাহ্মণ অপবিত্র হইবে না।১১০

উত্তালতরঙ্গায়িত জলে স্নান করিবে না; জলে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টিও করিবে না। তীর্থক্ষেত্র হইতে নির্গত, উচ্চস্থান হইতে নিপতিত ও অন্যস্থানে আঘাত প্রাপ্ত জলে স্নান করিবে না।১১১

রবিবারে সংক্রান্তিদিনে গ্রহণকালে কৃষ্ণপক্ষে ব্রতাচরণে ও ষষ্ঠীতিথিতে উষ্ণজল দ্বারা স্নান করিবে না।১১২

দ্বিজাতি-সংগৃহীত উদ্ধৃত জল দ্বারা বরং স্নান করিবে, তথাপি শূদ্রহস্তস্থ জল দ্বারা বা একহস্তস্থ জল দ্বারা স্নান করিবে না।১১৩

দ্বিজ স্বভাবতঃ শীতল, সহসা আনীত, দশদিন গত হয় নাই—এইরূপ জল, নূতন ও অন্ত্যজজাতি কর্তৃক অসংস্পৃষ্ট জল দ্বারা স্নান করিবে। যে নিত্য স্নান করে; দেবতাগণ তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। সেইহেতু দ্বিজগণ সদা বহুগুণজ্ঞাপক স্নান করিবে। উৎসাহ, আপ্যায়ন, চিত্তপ্রশান্তি, শক্তি এবং বুদ্ধি-প্রদায়ক, কীর্ত্তি, কান্তি, শরীরপুষ্টি, সৌভাগ্য এবং আয়ু প্রবর্দ্ধক—এই দশগুণযুক্ত স্বর্গলাভজনক স্নান প্রশস্ত। তৈলাভ্যঞ্জন পূর্বক রবি আদি বারে স্নান করিলে ঐ স্নানের ফল কিরূপ হইবে তাহা ক্রমশঃ বলা হইতেছে। রবিবারে হৃৎতাপ, সোমবারে কীর্ত্তি, মঙ্গলবারে মরণ, বুধবারে সুত, বৃহস্পতিবারে স্থান, শুক্রবারে মৃত্যু ও শনিবারে আয়ুঃলাভ হইয়া

জলাবগাহনং নিত্যং স্নানং সর্বেষু বর্ণিষু।
শক্তেরহরহঃ কার্য্যং তস্যাথ বিধিরুচ্যতে ॥১১৯
গোশকৃন্মৃৎ-কুশাংশ্চৈব পুষ্পাণি পত্রিকাং তথা।
স্নানার্থী প্রযতো নিত্যং স্নানকালে সমাহরেৎ ॥১২০
স্বমনোঽভিমতং তীর্থং গত্বা প্রক্ষাল্য পাদয়োঃ।
হস্তৌ চাচম্য বিধিবচ্ছিখাং বদ্ধৈকচেতসা ॥১২১
মৃদম্বুভিঃ স্বগাত্রাণি ক্রমাৎ প্রক্ষালয়েদ্ যথা।
পাদৌ জঙ্ঘে কটিঞ্চৈব ক্রমাৎ প্রাণং
জলৈস্ত্রিভিঃ ॥১২২
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য নমস্কৃত্য চ তজ্জলম্।
গুহ্যোপগুহ্যমিত্যেতদ্ যজুষা প্রযতাঞ্জলিঃ ॥১২৩
উরুং হীতি চ মন্ত্রেণ কুর্য্যাদাপোঽভিমন্ত্রিতাঃ।
বিধিজ্ঞাঃ কবয়ঃ কেচিন্ মন্ত্রতত্ত্বার্থবেদিনঃ ॥১২৪
যত্র স্থানে তু যত্তীর্থং নদী পুণ্যতরা তথা।
তাং ধ্যায়েন্ মনসা নিত্যমন্যতীর্থং ন চিন্তয়েৎ ॥১২৫

গঙ্গাদিপুণ্যতীর্থানি কৃত্রিমাদিষু সংস্মরেৎ।
তাং ধ্যায়ন্ মনসা বাপি অন্যতীর্থং ন চিন্তয়েৎ ॥১২৬
মহাব্যাহৃতিভিঃ পশ্চাদাচমেৎ প্রযতোঽপি সন্।
উদুত্তমমিতি হ্যপ্সু মন্ত্রেণ প্রাঙ্মুখো বিশেৎ ॥১২৭
যেঽগ্নয়ো দিবি চেত্যেতৎ কুর্য্যাদালম্ভনং ততঃ।
সূর্য্যং পশ্যন্ জলং মুক্ত্বা সমুত্তীর্য্য ততঃ স্থলম্ ॥১২৮
আচম্যাথ হরেন্মৃৎস্নাং তথা কায়ং সমালভেৎ।
অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে ॥১২৯
মৃত্তিকে হর মে পাপং যন্ময়া পূর্বসঞ্চিতম্।
মৃত্তিকাহরণে মন্ত্রমিতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥
সমালভেত্ত্রিভির্মন্ত্রৈরিদং বিষ্ণ্বাদিভির্দ্বিজঃ ॥১৩০
শিরশ্চাংসাবুরশ্চোরূ পাদৌ জঙ্ঘে ক্রমেণ তু।
ভাস্করাভিমুখো মজ্জেদাপো হ্যস্মানিতি ত্রিভিঃ ॥১৩১
উন্মৃজ্য সর্বগাত্রাণি নিমজ্জেচ্চ পুনঃ পুনঃ।
উত্তীর্য্যাচম্য গাত্রাণি গোময়েনাথ লেপয়েৎ ॥১৩২

থাকে। ব্রাহ্মণাদিসকল বর্ণই প্রতিদিন জলে অবগাহন করিয়া স্নান করিবে। সমর্থ ব্যক্তি অবশ্যই প্রত্যহ স্নান করিবে—সে সম্বন্ধে বিধি বলা হইতেছে। স্নানার্থী সংযতচিত্ত হইয়া প্রত্যহ স্নানকালে গোবর, মৃত্তিকা, কুশ, পুষ্প ও পত্র সংগ্রহ করিবেন।১১৪-২০

স্বীয় মনের অভিপ্রায়ানুরূপ তীর্থে গমন করিয়া হস্ত ও পাদদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক আচমন করত একান্তচিত্তে যথাশাস্ত্র শিখাবন্ধন করিয়া মৃত্তিকামিশ্রিত জল দ্বারা যথাক্রমে তিনবার স্বীয় গাত্র প্রক্ষালন করিবে। পাদদ্বয়, জঙ্ঘাদ্বয়, কটিদেশ, নাসিকা ও হস্তদ্বয় প্রক্ষালনপূর্বক আচমনান্তর সেই জলকে নমস্কার করিয়া "গুহ্যোপগুহ্য" এই মন্ত্র দ্বারা প্রযতাঞ্জলি হইয়া বিধিজ্ঞ, পণ্ডিত ও মন্ত্রতত্ত্বার্থবেদিগণ "উরুং হি" এই মন্ত্র দ্বারা জল অভিমন্ত্রিত করিবে।১২১-২৪

যেস্থানে যে তীর্থ ও যেই পুণ্যতরা নদী আছে, সেইস্থানে সেই তীর্থ ও সেই নদীকে মনে মনে নিত্য ধ্যান করিবে, সেখানে অন্য তীর্থের কথা চিন্তাও করিবে না।১২৫

পুণ্যতীর্থেতর কৃত্রিম স্থানে গঙ্গাদি পুণ্যতীর্থ স্মরণ করিবে। (অন্ততঃ পক্ষে) মনে মনেও গঙ্গা স্মরণ করিবে; কিন্তু অন্যতীর্থ চিন্তা করিবে না।১২৬

(প্রথমে) সংযতচিত্ত হইয়া পরে মহাব্যাহৃতি মন্ত্রপাঠপূর্বক আচমন করিয়া "উদুত্তমং" এই মন্ত্র উচ্চারণ করত জলমধ্যে পূর্বমুখ হইয়া উপবেশন করিবে।১২৭

তৎপর "যেঽগ্নয়ো দিবি চ" এই বলিয়া আলম্ভন করিবে; তৎপর জল ত্যাগ করিয়া স্থলে উত্থান করত সূর্য্যদর্শন করিয়া আচমনানন্তর উত্তম মৃত্তিকা আহরণান্তে শরীরে লেপন করিবে। "অশ্বক্রান্তে রথক্রান্তে বিষ্ণুক্রান্তে বসুন্ধরে। মৃত্তিকে হর মে পাপাপং যন্ময়া পূর্বসঞ্চিতম্"—মৃত্তিকা আহরণে মহামুনি পরাশর এই মন্ত্রটি বলিয়াছেন। দ্বিজ "বিষ্ণু" আদি মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া দেহে লেপন করিবে।১২৮-৩০

সূর্য্যাভিমুখ হইয়া "আপোহ্যস্মান্" এই মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া ক্রমে ক্রমে মস্তক, স্কন্ধদ্বয়, বক্ষঃ, উরুদ্বয়, পাদদ্বয় ও জঙ্ঘাদ্বয় নিমজ্জিত করিবে।১৩১

সর্বশরীর নিমজ্জিত করিয়া বার বার নিমজ্জিত

মানস্তোক ইতি হ্যুক্ত্বা প্রাগ্বদঙ্গক্রমেণ তু।
ইমং মে বরুণ ত্বন্নঃ, সত্যং নয় উদুত্যমম্ ॥১৩৩
মুঞ্চ ত্ববভৃথেত্যেতৈরাত্মানমভিষেচয়েৎ।
নিমজ্জ্যাচম্য চাত্মানং দর্ভৈর্ম ন্ত্রৈশ্চ পাবয়েৎ ॥১৩৪
সর্বপাপাপনোদার্থং প্রাগ্বদঙ্গক্রমেণ তু।
আপো হি ষ্ঠাদিকৈর্মন্ত্রৈস্ত্রিভিরন্যৈশ্চ পাবয়েৎ ॥১২৫
হবিষ্মতীরিমা আপ ইদমাপস্তথৈব চ
দেবীরাপ ইতি দ্বাভ্যামাপো দেবীরিতি ত্র্যৃচা ॥১৩৬
সংস্মৃত্য দ্রুপদাং দেবীং শন্নো দেবীরপাং রসম্।
প্রত্যঙ্গং মন্ত্রনবকমাপো দেবী পুনস্তু মাম্ ॥১৩৭
চিৎপতিং মাং পুনাত্বেতন্মন্ত্রেণাপি চ পাবয়েৎ।
হিরণ্যবর্ণা ইতি চ পাবমান্যস্তথাপরম্ ॥১৩৮
তরৎসমন্দী ধাবতি পবিত্রাণ্যপি শক্তিতঃ।
স্নানকর্মাত্মকৈর্ম ন্ত্রৈরন্যৈরপ্যম্বুদৈবতৈঃ ॥১৩৯
প্লাব্যাত্মানং নিমজ্জ্যাথ আচান্তস্ত্বন্যদাচরেৎ।
কাল-কায়-প্রদেশানাং তথা চৈবোদকস্য চ ॥১৪০
প্রাকৃত্যে সতি চৈবায়ং বিধিরন্যো বিপর্য্যয়ে।
সোঙ্কারাং চৈব গায়ত্রীং মাহাব্যাহৃতিভিঃ সহ ॥১৪১
ত্রি-যণ্নবৈকধাবর্ত্য স্নায়াদ্ বিদ্বানপি দ্বিজঃ।
ছন্দো-মুন্যমরৈর্যুক্তং স্বশাখাস্বরসংযুতম্ ॥১৪২
আবর্ত্য প্রণবং স্নায়াচ্ছতমর্ধশতং দশ।
চিদ্রূপং পরমং জ্যোতির্নিরালম্বমনাময়ম্ ॥১৪৩
অব্যক্তমব্যয়ং শান্তং স্নায়াদ্ বাপি হরিং স্মরন্।
গায়ত্রীবারিসংস্নাতঃ প্রণবৈর্নির্মলীকৃতঃ ॥১৪৪

হইবে। অনন্তর জল হইতে উত্থিত হইয়া আচমন পূর্বক গোময় দ্বারা সর্বাঙ্গ লেপন করিবে।১৩২

"মানস্তোকে" "ইমং মে বরুণং"; "ত্বন্নঃ", "সত্যং নয়", "উদুত্যমং", "মুঞ্চত্ববভৃথ" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্বোক্ত অঙ্গক্রমে নিজকে অভিষিঞ্চিত করিবে। পুনরায় নিমজ্জিত হইয়া আচমন করত কুশ ও পূর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা নিজকে পবিত্র করিবে।১৩৩-৩৪

সমস্ত পাপ অপনোদনের জন্য পূর্বোক্ত অঙ্গক্রমে "আপো হি ষ্ঠা" ইত্যাদি মন্ত্রত্রয় উচ্চারণ করিয়া এবং নিম্নোক্ত অন্যবিধি মন্ত্র দ্বারা নিজকে পবিত্র করিবে।১৩৫

"হবিষ্মতীরিমা আপ ইদমাপস্তথৈব চ", "দেবীরাপ" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে ও "আপোদেবীঃ" এই মন্ত্রে "দ্রুপদাং দেবীং", "শন্নোদেবীরপাং রসম" "আপো দেবী পুনস্তু মাম্" এই মন্ত্র নয়টি সম্যক্ স্মরণ করিয়া প্রত্যঙ্গ পবিত্র করিবে।১৩৬-৩৭

"চিৎপতিং মাং পুনাতু" এই মন্ত্র দ্বারাও পবিত্র করিবে। "হিরণ্যবর্ণা" এই মন্ত্র এবং "পাবমান্য" মন্ত্র পাঠ করিবে। 'তরৎসমন্দী' ইত্যাদি পাবনমন্ত্রও যথাশক্তি পাঠ করিবে। স্নানকর্ম্মাত্মক মন্ত্রে ও অম্বুদানাত্মক ব্রতে নিজকে প্লাবিত করিয়া আচমন পূর্বক অন্য কার্য্য করিবে। কাল, শরীর, প্রদেশ ও জল যদি যথার্থ অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে এই বিধি অনুসারে আচরণ করিবে। ইহার অন্যথা হইলে অন্যবিধ আচরণ করিবে। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণও ওঁকার এবং মহাব্যাহৃতির সহিত গায়ত্রী উচ্চারণ করিয়া তিনবার, ছয়বার, নয়বার, বা একবার আবর্ত্তন করিয়া স্নান করিবে। (এই গায়ত্রী উচ্চারণে) ছন্দঃ, ঋষি দেবতা ও স্বশাখোক্ত স্বর যোজনা করিবে।১৩৮-৪২

শতবার, অর্দ্ধশতবার বা দশবার প্রণব উচ্চারণ করিয়া স্নান করিবে, অথবা চিদ্রূপ, পরমজ্যোতিঃ, নিরালম্ব, অনাময়, অব্যক্ত, অব্যয় ও শান্ত হরিকে স্মরণ করিয়া স্নান করিবে। প্রণবমন্ত্রে নির্ম্মলীকৃত গায়ত্রী-মন্ত্রপুটিত বারি দ্বারা কৃতস্নানব্যক্তি বিষ্ণুস্মরণ মাত্রে পবিত্র হইয়া সকল কর্ম্মে যোগ্য হইয়া থাকে। যিনি বেদ ও বেদার্থ অধ্যয়ন করিয়াছেন, তিনি সর্ববারিতে স্নাত বলিয়া জানিবে।১৪৩-৪৫

অপবিত্র ব্যক্তি স্বীয় অন্তঃকরণ পবিত্র করিবে, যেহেতু অন্তঃকরণ পবিত্র হইলেই পূর্ণ পবিত্রতা আসে। মানসস্নান মন্ত্র দ্বারা সম্পন্ন করিবে, তাহাতে গোময়, মৃত্তিকা বা জলের আবশ্যকতা নাই। যদি গোময় মৃত্তিকা বা জলের দ্বারাই কেবল শুদ্ধি হইত, তাহা হইলে গো, খর ও মৎস্য ইহারাও স্নানের ফল প্রাপ্ত হইত।

বিষ্ণুস্মরণসংশুদ্ধো যোগ্যং সর্বেষু কর্মসু।
যোঽধীত বেদ-বেদার্থান্ স স্নাতঃ সর্ববারিষু॥১৪৫
শুধ্যেদশুচিনঃ স্বান্তস্তচ্ছুদ্ধস্তু শুচির্যতঃ।
মন্ত্রৈশ্চ মনসা স্নানং ন গোময়-মৃদম্বুভিঃ॥১৪৬
তৈশ্চেদ্ গো-খর-মৎস্যাশ্চ স্নানস্য ফলমাপ্নুয়ুঃ।
ভাবপূতঃ পবিত্রঃ স্যান্মন্ত্রপূতস্তথা নরঃ॥১৩৭
উভয়েন পবিত্রস্তু নিত্যস্নায়ী শুচির্নরঃ।
বিধিদৃষ্টং তু যৎ কর্ম করোত্যবিধিনা তু যঃ॥১৪৮
ন কিঞ্চিৎ ফলমাপ্নোতি ক্লেশমাত্রং হি তস্য তৎ।
উৎপদ্যন্তে জলে মৎস্যা বিপদ্যন্তে তু তত্র চ॥১৪৯
তিষ্ঠন্তোঽপি চ তে স্নানফলং নৈবাপ্নুয়ুর্যতঃ।
বিধিহীনং ভাবদুষ্টং কৃতমশ্রদ্ধয়াপি চ।
তদ্ধরন্ত্যসুরাস্তস্য মূঢ়ত্বাদকৃতাত্মনঃ॥১৫০
শ্রদ্ধা-বিধিসমাযুক্তং যৎ কর্ম ক্রিয়তে নৃভিঃ।
শুচিভিরেকচিত্তৈশ্চ তদানন্ত্যায় কল্পতে॥১৫১

মানুষ ভাবপূত এবং মন্ত্রপূত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকে।১৪৬-৪৭

ভাব এবং মন্ত্র দ্বারা পবিত্র হইয়া শুচি নর নিত্য-স্নায়ী হইবে। যে ব্যক্তি বিধিবোধিত কর্ম্ম বিধিহীন-ভাবে সম্পন্ন করে, তাহার কিছুমাত্র ফললাভ হয় না; অধিকন্তু ক্লেশভোগমাত্রই হইয়া থাকে। মৎস্য জলে উৎপন্ন হয় আবার সেই জলেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। জলে অবস্থান করিয়াও তাহারা ভাবশুদ্ধিহীনতার ফলে স্নান-ফললাভে বঞ্চিত হইয়া থাকে। মূঢ়তাবশতঃ যে ব্যক্তি পবিত্রতা-সম্পাদক কর্ম্মানুষ্ঠানে বিরত, সেই ব্যক্তির বিধিহীন, ভাবদুষ্ট এবং অশ্রদ্ধাপূর্বক কৃতকর্ম্মের ফল অসুরগণ হরণ করিয়া থাকে।১৪৮-৫০

(ভগবানে) একান্তচিত্ত পবিত্র যে সমস্ত মনুষ্য শ্রদ্ধা-পূর্বক বিধিবোধিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত হয়, তাহারা সেই কর্ম্মের অনন্ত ফললাভ করিয়া থাকে।১৫০-৫১

উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত ও প্লুত এই স্বরচতুষ্টয়ের মধ্যে দ্রুত উচ্চারিত স্বরকে স্বরিত, উদাত্ত ও প্লুত বলিয়া জানিবে।১৫২

উদাত্তমনুদাত্তঞ্চ স্বরিতং প্লুতমেব চ।
দ্রুতঞ্চ স্বরিতোদাত্তং স্বরং বিদ্যাত্তথা প্লুতম্॥১৫২
স্বরান্তং ব্যঞ্জনান্তঞ্চ বিসর্গান্তং তথৈব চ।
সানুস্বারং পৃথক্ত্বঞ্চ জ্ঞাতব্যমপরঞ্চ যৎ॥১৫৩
বৃত্রং শতক্রতুর্হন্তি বজ্রেণ শতপর্বণা।
যথা তথা প্রবক্তারং মন্ত্রো হীনঃ স্বরাদিভিঃ॥১৫৪
স্বরতো বর্ণতঃ সম্যক্ সন্ধ্যা-ধ্যান-জপাদিষু।
সর্বে মন্ত্রাঃ প্রযোক্তব্যা হীনাঃ স্যুরফলা নৃণাম্॥১৫৫
নাভেরধস্তাদঙ্গানি ক্ষালয়িত্বা মৃদম্ভসা।
উপরিষ্টাৎ সিক্তবস্ত্রো মন্ত্রৈঃ প্রোক্ষ্য
শুচির্ভবেৎ॥১৫৬
চতুরশ্চতুরস্তুঙ্ঘ্রেয্যার্দ্বে দ্বৌ চ জঙ্ঘয়োস্তথা।
দ্বৌ দ্বৌ চ জানুনোর্নস্য ঊর্বোঃ পঞ্চ চ পঞ্চ চ॥১৫৭
দ্বাবপ্যেবং তথা গুহ্যে দশ দশোদর-বক্ষসোঃ।
দ্বৌ দ্বৌ গলে চ বাহ্বোশ্চ দ্বৌ দ্বাবংস-মুখেষু চ॥১৫৮

স্বরান্ত, ব্যঞ্জনান্ত, বিসর্গান্ত, অনুস্বার সহিত ও তদ্ভিন্ন শব্দকে অনুদাত্ত বলিয়া জানিবে। যেরূপ শতপর্ববিশিষ্ট বজ্র দ্বারা শতক্রতু (ইন্দ্র) বৃত্রনামক অসুরকে বধ করিয়াছিলেন। সেই প্রকার উদাত্তাদি স্বরবিহীন মন্ত্র, মন্ত্রবক্তার প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে।১৫৩-৫৪

সন্ধ্যা, ধ্যান এবং জপাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মন্ত্রোচ্চারণে স্বর ও বর্ণ যথাবিধি প্রয়োগ করিবে। যদি বিধি অনুসারে উচ্চারণ করা না হয়, তাহা হইলে মানুষের ঐ উচ্চারণ কিছুমাত্র ফলদায়ক হয় না।১৫৫

নাভির নিম্নস্থিত অঙ্গসমূহ মৃত্তিকা এবং জল প্রক্ষালন করিয়া ও নাভির উপরিভাগ আর্দ্রবস্ত্রে মন্ত্র দ্বারা প্রক্ষালন করিলে পবিত্র হইবে। তারপর প্রতিচরণ চারবার, প্রতিজঙ্ঘা দুইবার, প্রতিজানু দুইবার, প্রতি উরু পাঁচবার, গুহ্য দুইবার, উদর দশবার, বক্ষঃ দশবার, কণ্ঠ দুইবার, প্রতিস্কন্ধ দুইবার, মুখ দুইবার, প্রতি চক্ষুঃ দুইবার, প্রতিকর্ণ দুইবার মস্তকে সাতবার "ওঁ"কার জপ করত প্রণতের ন্যায় সর্বাঙ্গ ন্যস্ত করিলে সর্ববারিতে স্নান করা হইবে। দ্বিজ শিরোদেশে "অকার", নেত্রমধ্যে

দ্বৌ দ্বৌ চ চক্ষুষোঃ শ্রুত্যোঃ সপ্তোঙ্কারাশ্চ মূর্ধনি।
ন্যস্তপ্রণবসর্বাঙ্গঃ স্নাতঃ স্যাৎ সর্ববারিষু ॥১৫৯
অকারং মূর্ধ্নি বিন্যস্য উকারং নেত্রমধ্যতঃ।
মকারং কণ্ঠদেশে তু ব্রহ্মী ভবতি বৈ দ্বিজঃ ॥১৬০
অব্যঙ্গাক্লিষ্টধৌতে তু বিদ্বাঞ্ছুক্লে চ বাসসী।
পরিধায় মৃদম্বুভ্যাং করৌ পাদৌ চ মার্জয়েৎ ॥১৬১
তদ্বাসসোরসম্পত্তৌ শাণ-ক্ষৌমাবিকানি চ।
কুতপং যোগপট্টং বা দ্বিবাসাস্তু যথা ভবেৎ ॥১৬২
ন জীর্ণ-নীল-কাষায়-মাঞ্জিষ্ঠৈন তু বাসসা।
মূত্রাদ্যুপগতেনৈব শুচিঃ স্যান্নৈকবাসসা ॥১৬৩
একং বাসো যথাপ্রাপ্তং পরিধায় মনঃশুচিঃ।
অন্যৎ কৃত্বোত্তরাসঙ্গমাচম্য প্রাঙ্মুখঃ স্থিতঃ ॥১৬৪
প্রত্যোঙ্কারসমাযুক্তাঃ প্রণবাদ্যন্তকাস্তথা।
মহাব্যাহৃতয়ঃ সপ্ত দৈবতার্ষাদিসংযুতাঃ ॥১৬৫
প্রণবান্তা চ গায়ত্রী শিরস্তস্যাস্তথৈব চ।
ত্রিরাবর্তনমেতস্যাঃ প্রাণায়ামো বিধীয়তে ॥১৬৬

শক্ত্যাহসুসংযমং কৃত্বা তথাচম্য বিধানতঃ।
উপাস্য বিধিবৎ সন্ধ্যামুপস্থায় চ ভাস্করম্ ॥১৬৭
গায়ত্রীং শক্তিতো জপ্ত্বা তর্পয়েদ্দেবতাঃ পিতৄন্।
অন্বারব্ধেন সব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু ॥১৬৮
তৃপ্যতামিতি সেক্তব্যং নাম্না তু প্রণবাদিনা।
ব্রহ্মেশ-কেশবান্ পূর্বং প্রজাপতিমথো শ্রুতীঃ ॥১৬৯
ছন্দো যজ্ঞানৃষীন্ সিদ্ধানাচার্য্যাংস্তনয়ানপি।
গন্ধর্ব-বৎসরর্তূংশ্চ মাসান্ দিন-নিশাস্তথা ॥১৭০
দেবান্ দেবানুগাংশ্চৈব নাগান্নাগকুলানি চ।
সরিতঃ সাগরাংস্তীর্থান্ পর্বতান্ কুলপর্বতান্ ॥১৭১
কিন্নরান্ খেচরান্ যক্ষান্ মনুষ্যানথ তর্পয়েৎ।
সনকশ্চ সনন্দশ্চ তৃতীয়শ্চ সনাতনঃ ॥১৭২
আসুরিঃ কপিলশ্চৈব বোঢ়ুঃ পঞ্চশিখস্তথা।
মানুষান্ যাতুধানাংশ্চ তেষাং চৈব কুলান্যপি ॥১৭৩
সুপর্ণাংশ্চ পিশাচাংশ্চ ভূতান্যথ পশূংস্তথা।
বনস্পতীনোষধীংশ ভূতগ্রামং চতুর্বিধম্ ॥১৭৪

---

"উকার" কণ্ঠমধ্যে "মকার" বিন্যাস করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ হইবে।১৫৬-৬০

বিদ্বান্ দ্বিজ অবিকৃত, অচ্ছিন্ন ও বিশেষরূপে ধৌত শুভ্র বাসোযুগল পরিধান করিয়া মৃত্তিকাযুক্ত জল দ্বারা হস্ত ও পাদদ্বয় মার্জ্জন করিবে।১৬১

তাদৃশ বস্ত্রলাভ অসম্ভব হইলে শণনির্ম্মিত বস্ত্র, ক্ষৌম-বস্ত্র, মেষলোমজ, কম্বল অথবা যোগীদিগের বস্ত্র পরিধান করিয়া দ্বিবস্ত্রধারী হইবে।১৬২

জীর্ণ, নীল, কষায় বর্ণরঞ্জিত, মঞ্জিষ্ঠাবর্ণখচিত, মূত্র প্রভৃতি অপবিত্র বস্তু দ্বারা দূষিত বস্ত্রে ও একবস্ত্রে পবিত্র হওয়া যায় না।১৬৩

যখন একটি মাত্র বস্ত্রসংগ্রহ সম্ভব হয়, তখন তাহাই পরিধান করিয়া অন্য কিছু উত্তরীয়রূপে ধারণ করত পবিত্র হইয়া পূর্বমুখে অবস্থানের পর আদিতে ও অন্তে সম্যগ্‌ভাবে ওঁকার উচ্চারণ করিয়া দেবতা এবং ঋষির নাম উল্লেখ করত সপ্ত মহাব্যাহৃতি পাঠ পূর্বক প্রণবান্তা গায়ত্রীর শিরোমন্ত্র পাঠ করিবে। এই বিধি অনুসারে সশিরস্ক, সপ্রণব ও সব্যাহৃতি গায়ত্রীর তিনবার পাঠ প্রাণায়ামরূপে বিহিত হইয়া থাকে। যথাশক্তি প্রাণায়াম করিয়া বিধি-বোধিতরূপে আচমন-পূর্বক যথাশাস্ত্র সন্ধ্যোপাসনা করিয়া সূর্য্যোপস্থান করিবে।১৬৪-৬৭

যথাশক্তি গায়ত্রী জপ করিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেব ও পিতৃগণের তর্পণ করিবে। আদিতে প্রণব উচ্চারণ করিয়া ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, প্রজাপতি, ইহাদের প্রত্যেকের নাম ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উল্লেখপূর্বক "তৃপ্যতাম্" এই মন্ত্রে জলসেচন করিবে—ইহাই শ্রুতির বিধান।১৬৮-৬৯

অনন্তর ছন্দঃ, যজ্ঞ, ঋষি, সিদ্ধ, আচার্য্য, তনয়, গন্ধর্ব, বৎসর, ঋতু, মাস, দিন, রাত্রি, দেব. দেবানুগ, নাগ, নাগকুল, সরিৎ, সাগর, তীর্থ, পর্বত, কুলপর্বত, কিন্নর, খেচর, যক্ষ ও মনুষ্য ইহাদিগের তর্পণ করিবে এবং সনক, সনন্দ, সনাতন, আসুরি, কপিল, বোঢ়ু ও পঞ্চশিখ ইহাদের তর্পণ করিবে। মানুষ, যাতুধান

ব্রহ্মাদয়ো ময়াহূতা আগচ্ছন্ত্বাদদন্ত্বপঃ।
অনৃণং মাং প্রকুর্বন্তু প্রসীদন্তু মমোপরি ॥১৭৫
ততঃ পূর্বাগ্রদর্ভেষু সাগ্রেষু সকুশেষু চ।
প্রাদেশিকেষু শুদ্ধেষু ব্রহ্মাদিভ্যোঽম্বু সেচয়েৎ ॥১৭৬
অন্বারব্ধাপসব্যেন পাণিনা দক্ষিণেন তু।
ভূস্থদক্ষিণজানুঃ সন্ দেবেভ্যঃ সেচয়েজ্জলম্ ॥১৭৭
দেবেভ্যশ্চ নমঃ স্বাহা পিতৃভ্যশ্চ নমঃ স্বধা।
মন্যন্তে কবয়ঃ কেচিদিত্যয়ং তর্পণক্রমঃ ॥১৭৮
তর্প্যমাণেষু কর্মত্বং ণিজন্তঞ্চ ক্রিয়াপদম্।
তর্পয়ামি পিতৃন্ দেবানিত্যাহুরপরে পুনঃ ॥১৭৯
সিচ্যমানেন তোয়েন মন্যন্তে মুনয়োঽপরে।
দেবাস্তৃপ্যন্তু পিতরস্তৃপ্যন্ত্বিতি নিদর্শনম্ ॥১৮০
উদীরতামাঙ্গিরস আয়ন্তু নোর্জমিত্যপি।
পিতৃভ্যশ্চ স্বধায়িভ্যো যে চেহ পিতরস্তথা ॥১৮১
অগ্নিষ্বাত্তোপহূতাশ্চ তথা বর্হিষদোঽপি চ।
যেন পূর্বে চ পিতরঃ সোমপানামুদীরয়েৎ ॥১৮২
আবাহ্য চ পিতৄনেতৈরপসব্যোপবীতিনা।
দক্ষিণাভিমুখো দ্বাভ্যাং করাভ্যামম্বু সেচয়েৎ ॥১৮৩
ভূলগ্নসব্যজানুশ্চ দক্ষিণাগ্রকুশেষু চ।
রুক্ম-রৌপ্য-তিলৈস্তাম্র-দর্ভ-মন্ত্রৈঃ ক্ষিপেৎ পয়ঃ॥১৮৪
বিনা রৌপ্য-সুবর্ণাভ্যাং বিনা-তাম্র-তিলৈরপি।
বিনা দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ পিতৃণাং নোপতিষ্ঠতি ॥১৮৫
দর্ভৈর্লোহিতদর্ভৈশ্চ কাশ-বীরণ-বল্বজৈঃ।
শূকধান্য-তৃণৈর্বাপি দর্ভকার্য্যং শ্রয়েদ্ দ্বিজঃ ॥১৮৬
ন তর্পয়েৎ পতন্তীভিবিদ্বানদ্ভিঃ কথঞ্চন।
পাত্রস্থাভিঃ সদর্ভাভিঃ সতিলাভিশ্চ তর্পয়েৎ ॥১৮৭
বসূন্ রুদ্রাংস্তথাদিত্যান্নমস্কারসমন্বিতান্।
এতে চ দিব্যাঃ পিতর এতদায়ত্তমানুষাঃ ॥১৮৮

(রাক্ষস) এবং তাহাদের কুল, সুপর্ণ (গরুড়), পিশাচ, ভূত, পশু, বনস্পতি, ওষধি, চতুর্বিধ প্রাণী (জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ ও উদ্ভিজ্জ) ইহাদিগের তর্পণ করিবে।১৭০-৭৪

আমি ব্রহ্মাদিকে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা আগমন করুন এবং আমার জল গ্রহণ করুন, আমাকে ঋণমুক্ত করুন, আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।১৭৫

প্রদেশানুসারে পরিশুদ্ধ সাগ্র সকুশ পূর্বাগ্র দর্ভোপরি ব্রহ্মাদি উদ্দেশ্যে জলসেচন করিবে। দক্ষিণপদ ভূমিতে রাখিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণ হস্ত দ্বারা দেবগণের উদ্দেশ্যে জলসেচন করিবে।১৭৬-৭৭

কোন কোনও পণ্ডিত "দেবেভ্যো নমঃ স্বাহা", "পিতৃভ্যো নমঃ স্বধা" এই প্রকার তর্পণক্রম চিন্তা করিয়া থাকেন।১৭৮

যাঁহাদিগের তর্পণ করা হয়, সেই তর্পণীয় দেবতা ও পিতৃগণ নিচ্‌প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদের কর্ম্ম বলিয়া "দেবান্ তর্পয়ামি" "পিতৃন্ তর্পয়ামি" এই প্রকার বাক্য উল্লেখ করিয়া তর্পণ করিবে,—কোন কোন বিদ্বান্ এইরূপ বলিয়া থাকেন।১৭৯

অপর কোন কোন মুনি মনে করেন যে, তর্পণার্থে যখন জলসেচন করা হয়, তখন "দেবাস্তৃপ্যন্তু" "পিতরস্তৃপ্যন্তু" এই প্রকার বাক্য উচ্চারণকরিয়া তর্পণ করিবে।১৮০

'উদীরতামাঙ্গিরস', 'আয়ন্তু নোর্জ্জম্', 'পিতৃভ্যশ্চ স্বধায়িভ্যো যে চেহ পিতরস্তথা', 'অগ্নিষ্বাত্তোপহূতাশ্চ', 'বর্হিষদঃ' ইত্যাদি পূর্বোক্ত মন্ত্রে পিতৃলোকদিগকে আবাহন করিয়া দক্ষিণস্কন্ধে যজ্ঞোপবীত স্থাপন করত দক্ষিণাভিমুখ হইয়া দুই হস্তে জলসেচন করিবে।১৮১-৮৩

বামজানু ভূমি সংলগ্ন করত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তিল যোগে তাম্র কুশ এবং মন্ত্রের সহিত জলক্ষেপণ করিবে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, তিল, দর্ভ এবং মন্ত্রভিন্ন পিতৃলোকদিগের তর্পণ করিলে সেখানে পিতৃলোকের উপস্থিতি হয় না।১৮৪-৮৫

দ্বিজ কর্ম্মকালে দর্ভসংগ্রহে অসমর্থ হইলে দর্ভ, লোহিত দর্ভ, কাশ, বীরণ, উলুখল, শূকধান্য বা তৃণ দর্ভরূপে ব্যবহার করিলে দর্ভব্যবহারের সমান ফল হইবে।১৮৬

বিদ্বান্ ব্যক্তি মেঘ হইতে পতিত জল দ্বারা কখনও তর্পণ করিবে না, পাত্রস্থ সতিল সদর্ভ জল দ্বারা তর্পণ করিবে।১৮৭ .

নমস্কার পূর্বক অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য

ধ্রুবো ধরশ্চ সোমশ্চ আপশ্চৈবানলোঽনিলঃ।
প্রত্যূষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৮৯
অজৈকপাদহির্বুধ্ন্যো বিরূপাক্ষোঽথ রৈবতঃ।
হরশ্চ বহুরূপশ্চ ত্র্যম্বকশ্চ সুরেশ্বরঃ ॥১৯০
সাবিত্রশ্চ জয়ন্তশ্চ পিনাকী চাপরাজিতঃ।
এতে রুদ্রাঃ সমাখ্যাতা একাদশ সুরোত্তমাঃ ॥১৯১
ইন্দ্রো ধাতা ভগঃ পূষা মিত্রোঽথ বরুণোঽর্য্যমা।
অংশুর্বিবস্বাংস্ত্বষ্টা চ সবিতা বিষ্ণুরেব চ ॥১৯২
এতে বৈ দ্বাদশাদিত্যা দেবানাং পরমাঃ স্মৃতাঃ।
এবং হি দিব্যাঃ পিতরঃ পূজ্যাঃ সর্বে প্রযত্নতঃ ॥১৯৩
কব্যবাহো নলঃ সোমো যমশ্চৈব তথার্য্যমা।
অগ্নিষ্বাত্তা সোমপাশ্চ তথা বর্হিষদোঽপি চ ॥১৯৪
এতে চান্যে চ পিতরঃ পূজ্যাঃ সর্বে প্রযত্নতঃ।
এতৈস্তু তর্পিতৈঃ সর্বৈঃ পুরুষাস্তর্পিতা নৃভিঃ ॥১৯৫

যমশ্চ ধর্মরাজশ্চ মৃত্যুশ্চৈব তথান্তকঃ।
বৈবস্বতশ্চ কালশ্চ সর্বভূতক্ষয়স্তথা ॥১৯৬
ঔডুম্বরশ্চ নীলশ্চ দধ্নশ্চ পরমেষ্ঠ্যপি।
চিত্রশ্চ চিত্রগুপ্তশ্চ বৃকোদরস্তথার্য্যমাঃ ॥১৯৭
এতৈস্তু তর্পিতৈঃ সম্যগ্বিশ্বং স্যাত্তর্পিতং নৃভিঃ।
তস্মাৎ প্রাক্ তর্পয়িত্বৈতান্ পিত্রাদীন্ তর্পয়েত্ততঃ॥১৯৮
মাতামহান্ মাতুলাংশ্চ সখি-সম্বন্ধি-বান্ধবান্।
স্বজনান্ জ্ঞাতিবর্গীয়ানুপাধ্যায়ান্ গুরূনপি ॥১৯৯
মিত্রান্ ভৃত্যানপত্যাংশ্চ যে ভবন্তি তদাশ্রিতাঃ।
তান্ সর্বাংস্তর্পয়েদ্ বিদ্বানীহন্তে তে যতো জলম্ ॥২০০
জলস্থশ্চ জলে সিঞ্চেৎ স্থলস্থশ্চ তথা স্থলে।
পাদৌ স্থাপ্যোভয়োশ্চৈব প্রক্ষাল্যোভয়তঃ শুচিঃ ॥২০১
যজ্জলে শুষ্কবস্ত্রেণ স্থলে চৈবার্দ্রবাসসা।
কুর্য্যাদ্ধোমং জপং দানং তৎসর্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥২০২

ইহাদিগের তর্পণ করিবে; কেননা ইহারা দিব্য পিতৃলোক, মনুষ্যগণ ইঁহাদিগের অধীন।১৮৮

এক্ষণে অষ্টবসু কে কে তাহাই বলা হইতেছে—ধ্রুব, ধর, সোম, অপ্, অনিল, অনল, প্রত্যূষ ও প্রভাস ইঁহারা অষ্টবসুরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছেন।১৮৯

অজৈকপাদ্, অহির্বুধ্ন্য, বিরূপাক্ষ, রৈবত, হর, বহুরূপ, ত্র্যম্বক, সাবিত্র, জয়ন্ত, পিণাকী ও অপরাজিত এই সুরোত্তমগণ একাদশ রুদ্র বলিয়া কথিত।১৯০-৯১

ইন্দ্র, ধাতা, ভগ, পূষা, মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, অংশু, বিবস্বান্, ত্বষ্টা, সবিতা ও বিষ্ণু ইঁহারা দ্বাদশ আদিত্য এবং দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত। এইরূপ দেবগণই দিব্য পিতৃলোক বলিয়া কথিত হইয়াছে; সকল ব্যক্তিই যত্নপূর্বক ইঁহাদিগের পূজা করিবে।১৯২-৯৩

কব্যবাহ, নল, সোম, যম, অর্য্যমা, অগ্নিষ্বাত্তা, সোমপা এবং বর্হিষদ—ইঁহাদের ও অন্য পিতৃলোকের যত্নপূর্বক পূজা করিবে। ইঁহারা সকল মানুষ কর্ত্তৃক তাপত হইলে সমস্ত পিতৃপুরুষগণই তর্পিত হইয়া থাকেন।১৯৪-৯৫

যম, ধর্ম্মরাজ, মৃত্যু, অন্তক, বৈবস্বত, কাল, সর্বভূতক্ষয়, ঔডুম্বর, নীল, দধ্ন, পরমেষ্ঠী, চিত্র, চিত্রগুপ্ত, বৃকোদর ও অর্য্যমা ইঁহারা সজ্জনগণ কর্ত্তৃক তর্পিত হইলে সমগ্র বিশ্বমানবগণ কর্ত্তৃক তর্পিত হন। সেইহেতু প্রথমে ইঁহাদিগের তর্পণ করিয়া পরে পিতৃলোকগণের তর্পণ করিবে।১৯৬-৯৮

মাতামহ, মাতুল, সখা, সম্বন্ধী, বান্ধব, স্বজন, জ্ঞাতিবর্গ, উপাধ্যায়, গুরু, মিত্র, ভৃত্য, অপত্য এবং আশ্রিতগণের তর্পণ করিবে, কারণ ইঁহারা মানুষের নিকট হইতে জললাভের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন।১৯৯-২০০

পাদদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া জলস্থ অবস্থায় জলে এবং স্থলস্থ অবস্থায় স্থলে পাদদ্বয় স্থাপন করত শুচি হইয়া জলে থাকিয়া তর্পণ করিবার সময়ে জলে এবং স্থলে থাকিয়া তর্পণ করিবার সময়ে স্থলে জলসেচন করিবে।২০১

শুষ্কবস্ত্রপরিহিত ব্যক্তি জলে থাকিয়া এবং আর্দ্রবস্ত্র-পরিহিত ব্যক্তি স্থলে থাকিয়া যদি জপ, হোম এবং দানক্রিয়া সম্পন্ন করে, তাহা হইলে তাহার সমস্ত কর্ম্মই নিষ্ফল হইয়া যায়।২০২

নার্দ্রবাসাঃ স্থলস্থস্তু বুধস্তর্পণমাচরেৎ।
জানুদঘ্নজলস্থো বা বিগলৎ স্নানবস্ত্রকঃ ॥২০৩
গোশৃঙ্গমাত্রমুদ্ধৃত্য করৌ বিপ্রৌ জলে স্থিতঃ।
অম্বরে তু ক্ষিপেদ্ বাপি পিতৃণাং তৃপ্তিমাবহন্ ॥২০৪
উভাভ্যাং সেচয়েদ্ বারি আকাশে দক্ষিণামুখঃ।
পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ ॥২০৫
স্থলগো নার্দ্রবাসাস্তু কুর্য্যাদ্ বৈ তর্পণাদিকম্।
প্রেতাদৃতে নার্দ্রবাসা নৈকবাসা সমাচরেৎ ॥২০৬
এবং হি তর্পণং কৃত্বা সর্বেষাং বিধিবদ্ দ্বিজাঃ।
নিষ্পীড়য়েৎ স্নানবস্ত্রং যেন স্নাতো ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥২০৭
নিষ্পীড়য়তি যঃ পূর্বং স্নানবস্ত্রমবুদ্ধিমান্।
নিরাশাঃ পিতরস্তস্য যান্তি দেবাঃ মহর্ষিভিঃ ॥২০৮
নিষ্পীড়য়েৎ স্নানবস্ত্রং তিল-দর্ভসমন্বিতম্।
ন পূর্বং তর্পণাদ্ বস্ত্রং নৈবাম্ভসি ন পাদয়োঃ ॥২০৯
এষু চেৎ পীড়য়েদ্ বস্ত্রং রাক্ষসং তদতিক্রমাৎ।
বস্ত্রনিষ্পাড়নে বিপ্র ইমং শ্লোকমুদাহরেৎ ॥২১০
যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডা পুত্র-দার-বিবর্জিতাঃ।
তেষাং প্রদত্তমক্ষয্যমিদমস্তু তিলোদকম্ ॥২১১
পিতৃবংশে মৃতা যে চ মাতৃবংশে কুমৃত্যুনা।
তেষাং তৃপ্তির্ভবত্বেষা তিলমিশ্রেণ বারিণা ॥২১২
জলমধ্যে চ যঃ কশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
নিষ্পীড়য়তি চেদ্ বস্ত্রং স্নানং তস্য বৃথা ভবেৎ ॥২১৩
যদপ্সু মলনিক্ষেপঃ শৌচ-স্নানাদি কুর্বতাম্।
তৎপাপস্য ব্যপোহার্থমিমং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২১৪
যন্ময়া দূষিতং তোয়ং মলৈঃ শারীরসম্ভবৈঃ।
তস্য পাপস্য নিষ্কৃত্যৈ যক্ষ্মণস্তব তর্পণম্ ॥২১৫
অম্বুপেভ্যোঽথ যক্ষ্মভ্যো দদামীদং জলাঞ্জলিম্।
অন্যথা ঘ্নন্তি তে সর্বং সুকৃতং পূর্বসঞ্চিতম্ ॥২১৬

জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্থলে অবস্থানপূর্বক আর্দ্রবস্ত্র-পরিহিত হইয়া, জানু-পরিমাণ জলে থাকিয়া এবং যে স্নানবস্ত্র হইতে জল বিগলিত হইতেছে সেইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তর্পণ করিবে না।২০৩

বিপ্র জলে অবস্থান করিয়া পিতৃলোকদিগের তৃপ্তি আকাঙ্ক্ষা করত করযুগল গোশৃঙ্গপরিমাণ ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্বক আকাশে জলক্ষেপণ করিবে।২০৪

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া উভয় হস্ত দ্বারা আকাশের দিকে জলসেচন করিবে, কেননা পিতৃলোকদিগের দিক্ দক্ষিণ এবং স্থান আকাশ। স্থলে অবস্থিত ব্যক্তি আর্দ্রবস্ত্রে তর্পণাদি ক্রিয়া করিবে না। আর্দ্রবস্ত্রে এবং একবস্ত্রে থাকিয়া প্রেতকার্য্য ভিন্ন অন্য কোনও কার্য্য করিবে না। দ্বিজগণ বিধি অনুসারে এই প্রকারে সকলের তর্পণ করিয়া যে বস্ত্র পরিহিত হইয়া স্নান করিয়াছে, সেই স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে।২০৫-৭

যে নির্বোধ ব্যক্তি তর্পণ করিবার পূর্বে স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহার পিতৃগণ ও ঋষিগণের সহিত দেবগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান।২০৮

তিল-দর্ভসমন্বিত স্নানবস্ত্র তর্পণের পর নিষ্পীড়িত করিবে এবং তর্পণের পূর্বে কদাপি স্নানবস্ত্র নিষ্পীড়িত করিবে না, এইরূপ পাদযুগলে ও জলমধ্যে নিষ্পীড়িত করিবে না। পাদযুগল ও জলমধ্যে বস্ত্র নিষ্পাড়ন করিলে রাক্ষস তাহা গ্রহণ করে। হে বিপ্র! বস্ত্র নিষ্পীড়ন সময়ে নিম্নলিখিত শ্লোকটি পাঠ করিবে। আমার বংশে পিণ্ডদাতার অভাবে যাহাদের পিণ্ড লুপ্ত হইয়াছে, যাহারা পুত্র ও পত্নীহীন, আমার প্রদত্ত এই তিলোদক তাহাদিগকে অক্ষয়তৃপ্তি প্রদান করুক। আমার পিতৃবংশে যাঁহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন এবং মাতামহবংশে অবৈধভাবে মৃত্যুকবলিত হইয়াছেন, তিলমিশ্রিত এই বারি দ্বারা তাহাদের তৃপ্তি সাধিত হউক। কোনও জ্ঞানদুর্বল ব্রাহ্মণ যদি জলমধ্যে বস্ত্র নিষ্পীড়ন করে, তাহা হইলে তাহার স্নান বৃথা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। জলে মলনিক্ষেপ, শৌচ এবং স্নানাদি ক্রিয়া-সম্পাদনকারী তৎকর্ম্মজনিত পাপাপনোদনের জন্য এই (নিম্নলিখিত) মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।২০৯-১৪

আমি শরীরোৎপন্ন মলাদি নিঃক্ষেপ করিয়া জল দূষিত করিয়াছি; তৎকর্মজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য যক্ষ্মের তর্পণ করিতেছি।২১৫

অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ পুমাংসো
যোষিতোঽপি বা।
অস্মদ্বংশেঽপি তেভ্যো বৈ দত্তং বস্ত্রজলং ময়া ॥২১৭
নাস্তিক্যেনাপি যো বিপ্রস্তর্পয়েৎ পিতৃদেবতাঃ।
স তত্তৃপ্তিকৃতো ধর্ম্মান্ প্রাপ্নুয়াৎ পরমাং গতিম্ ॥২১৮
নাস্তিক্যাবস্থিতো যস্তু তর্পয়েন্ন পিবন্ দ্বিজঃ।
পিবন্তি দেহনিস্রাবং পিতরস্তজ্জলার্থিনঃ ॥২১৯
পিতৃণাং পিতৃতীর্থেন দেবানাং দৈবিকেন তু।
ইতি মত্বা প্রকুর্বাণা মুচ্যতে গৃহমেধিনঃ ॥২২০
পঞ্চতীর্থানি বিপ্রস্য করে তিষ্ঠন্তি দক্ষিণে।
ব্রাহ্মং দৈবং তথা পিত্র্যং প্রাজাপত্যং
তু সৌমিকম্ ॥২২১

অম্বুপায়ি-যক্ষ্মদিগকে আমি এই জলাঞ্জলি প্রদান করিতেছি। যদি তাহাদিগকে এই জলাঞ্জলি প্রদান না করি, তাহা হইলে তাহারা আমার পূর্বসঞ্চিত সমস্ত সুকৃতি নস্ট করিয়া দিবে।২১৬

আমার বংশে বা অন্যবংশে স্ত্রী বা পুরুষ যে সকল ব্যক্তি অপুত্র অবস্থায় মৃত্যু-কবলিত হইয়াছেন, আমি তাহাদের উদ্দেশ্যে বস্ত্রনিষ্পীড়িত জল প্রদান করিতেছি।২১৭

আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন না হইয়াও যে বিপ্র পিতৃলোক ও দেবলোকের তর্পণ করে, সে তাঁহাদিগের তৃপ্তি-বিধায়ক ধর্ম্মকার্য্য করায় পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। (যে ব্যক্তি পরলোক এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, সে নাস্তিক বলিয়া কথিত হয়)।২১৮

যে নাস্তিক্য বুদ্ধিসম্পন্ন দ্বিজ পিতৃলোকের তর্পণ করে না, তাহার জলাকাঙ্ক্ষি-পিতৃগণ তাহার দেহনিঃসৃত জল পান করেন।২১৯

গৃহস্থগণ পিতৃতীর্থ দ্বারা পিতৃগণের এবং দেবতীর্থ দ্বারা দেবগণের ক্রিয়া করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবে। ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্তে পাঁচটি তীর্থ আছে, (যথা) ব্রাহ্মতীর্থ, দৈবতীর্থ, পিতৃতীর্থ, প্রাজাপত্যতীর্থ ও সৌমিক-তীর্থ।২২০-২১

ব্রাহ্মং পশ্চিমলেখায়াং দৈবং হ্যঙ্গুলিমূর্ধনি।
প্রাজাপত্যং কনিষ্ঠাদৌ মধ্যে সৌম্যং বিজানতঃ ॥২২২
অঙ্গুষ্ঠস্য প্রদেশিন্যা মধ্যে পিত্র্যং প্রতিষ্ঠিতম্।
কুর্য্যাদ্ যোঽহরহশ্চৈবং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা বিধানতঃ ॥২২৩
স প্রাপ্নুয়াদ্ গৃহস্থোঽপি ব্রহ্মণঃ পদমব্যয়ম্।
স্নাত্বা জপ্ত্বা চ হুত্বা চ দত্ত্বা চৈব তু যোঽশ্নুতে ॥২২৪
সোঽমৃতং নিত্যমশ্নাতি তস্য স্থানমনাময়ম্।
অস্নাত্বাঽশ্নন্ মলং ভুঙ্‌ক্তে অজপ্ত্বা পূয-শোণিতম্
অহুত্বাংশ্চ কৃমীন্ কীটানদত্ত্বাংশ্চ শকৃত্তথা ॥২২৫
আহ্লাদকারণং স্নানং দুঃখ-শোকাপহং তথা।
দুঃস্বপ্ননাশনং চৈব কার্য্যং স্নানমতঃ সদা ॥২২৬

হস্তের পশ্চাদ্‌ভাগ ব্রাহ্মতীর্থ, অঙ্গুলির অগ্রভাগ দৈবতীর্থ, কনিষ্ঠাঙ্গুলির অগ্রভাগ প্রাজাপত্যতীর্থ ও মধ্যভাগ সৌম্যতীর্থ।২২২

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মধ্যে পিতৃতীর্থ অবস্থিত; যিনি পূর্বোক্ত তীর্থ সম্বন্ধে সম্যক্ অবগত হইয়া বিধান অনুসারে প্রত্যহ ক্রিয়া করেন, তিনি গৃহস্থ হইয়াও অব্যয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন। স্নান, জপ, হোম ও দান করিয়া যিনি ভোজন করেন, তিনি নিত্য অমৃতভোজন করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাহার ভোগ্যদ্রব্য অমৃততুল্য হইয়া থাকে এবং অনাময় স্থান লাভ করেন। স্নান না করিয়া ভোজন করিলে ঐ ভোজ্যদ্রব্য মলতুল্য এবং জপ না করিয়া ভোজন করিলে ঐ ভোজ্যদ্রব্য পূয-শোণিততুল্য হয়। কৃমি এবং কীট উদ্দেশ্যে হোম ও দান না করিয়া ভোজন করিলে ঐ ভোজ্যদ্রব্য বিষ্ঠাতুল্য হয়।২২৩-২৫

স্নান আনন্দদায়ক, দুঃখ ও শোকাপহারক এবং দুঃস্বপ্ননাশক; সেইহেতু সর্বদা স্নান করা কর্ত্তব্য। (এক্ষণে স্নানের বহু প্রশংসা করা হইতেছে)। পুরুষ স্নান করিলে চিত্তে প্রসন্নতা লাভ করে, শরীরে বল ও সৌন্দর্য্যের বৃদ্ধি অনুভব করে, সাধন-ভজনে মনোনিবেশ হয়, মেধা, আয়ুঃ, শুচিতা, সৌভাগ্য,

চিত্তপ্রসাদ-বল-রূপতপাংসি মেধা-
মায়ুষ্য-শৌচং সুভগত্বমরোগিতাঞ্চ।
ওজস্বিতাং ত্বিষমদাৎ পুরুষস্য চীর্ণং।
স্নানং যশো-বিভব-সৌখ্যমলোলুপত্বম্ ॥২২৭
গীর্বাণবৃন্দদ্বিজসত্তমস্তুতঃ।
প্রাপ্তো ময়া যস্তু বসিষ্ঠপৌত্রতঃ
পাপপ্রণাশং বিতনোতি যঃ শ্রুতঃ
প্রোদীরিতঃ স্নানবিধিঃ স লেশতঃ ॥২২৮
উদ্দেশতো ময়া প্রোক্তঃ স্নানস্য পরমো বিধিঃ।
দ্বিজন্মনাং হিতার্থং তু জপস্যাতঃপরো বিধিঃ ॥২২৯

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রত-প্রোক্তায়াং স্মৃতায়াং স্নানবিধির্নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

অরোগিতা, ওজস্বিতা, কান্তি, যশঃ, ধন, সৌখ্যও অলোলুপতা প্রভৃতি প্রাপ্ত হয়।২২৬-২৭

অমরবৃন্দ ও শ্রেষ্ঠদ্বিজ কর্তৃক প্রশংসিত যে স্নানবিধি আমি বসিষ্ঠ-পৌত্র পরাশর হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, যাহা শ্রবণ করিলে পাপ নষ্ট হয়, সেই স্নানবিধি সম্বন্ধে আমি কিঞ্চিন্মাত্র বলিয়াছি। অভিপ্রায় অনুসারে দ্বিজগণের হিতসাধনের নিমিত্ত আমি এই শ্রেষ্ঠ স্নানবিধি বলিয়াছি; অতঃপর জপবিধি বলিব।২২৮-২৯

বৃহৎ পরাশরীয়ধর্ম্মশাস্ত্রে-সুব্রতমুনি-কথিত স্নানবিধিনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত

# তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

## ওঁকারমন্ত্রবর্ণনম্

উপস্থাথ প্রবক্ষ্যামি বিধিং পারাশরোদিতম্
যাবদ্বিধৌ জপো যস্তু যথা কার্য্যো দ্বিজাতিভিঃ ॥১
জপ্যানি ব্রহ্মসূক্তানি শিবসূক্তানি চৈব হি।
বৈষ্ণবানি চ সূক্তানি তথা সৌরাণ্যনেকধা ॥২
সারস্বতানি দৌর্গাণি বারুণান্যানিলানি চ।
পৌরাণিকানি চান্যানি তথা সিদ্ধান্তিকানি চ ॥৩
সর্বেষাং জপ্যসূক্তানামৃচাঞ্চ যজুষাং তথা।
সাম্নাং বৈকাক্ষরাদীনাং গায়ত্রী পরমো জপঃ ॥৪
তস্যাশ্চৈব তু ওঙ্কারো ব্রাহ্মণা যমুপাসতে।
আভ্যাং তু পরমং জপ্যং ত্রৈলোক্যেঽপি ন বিদ্যতে ॥৫
তয়োস্তু দেবতার্ষ্যাদিসমাসেনাভিধীয়তে।
যেন বিজ্ঞাতমাত্রেণ দ্বিজো ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥৬

আসীন্নৈব যদা কিঞ্চিৎ সদেবাঽসুর-মানুষম্।
তদৈকাক্ষর এবাসীদাত্মবিন্যস্তবিশ্বকঃ ॥৭
গতভীরদ্বিতীয়োঽপি একাকী স ন মোদতে।
চিন্তয়ামাস গায়ত্রীং প্রত্যক্ষা সাঽভবত্তদা ॥৮
গায়ত্রী সাঽভবৎ পত্নী প্রণবোঽভূৎ পতিস্তদা।
পুনরন্যৌ চ দম্পত্যাবিতি তাভ্যামভূজ্জগৎ ॥৯
প্রণবো হি পরং তত্ত্বং ত্রিবেদং ত্রিগুণাত্মকম্।
ত্রিদৈবতং ত্রিধামঞ্চ ত্রিপ্রজ্ঞং ত্রিরবস্থিতম্ ॥১০
ত্রিমাত্রঞ্চ ত্রিকালঞ্চ ত্রিলিঙ্গং কবয়ো বিদুঃ।
সর্বমেতত্ত্রিরূপেণ ব্যাপ্তং তু প্রণবেন হি ॥১১
ঋগ্ যজুঃ-সামবেদাশ্চ ত্রিবেদ ইতি কীর্তিতঃ।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈব ত্রিগুণং তেন চোচ্যতে ॥১২

# তৃতীয় অধ্যায়

## ওঁকার মন্ত্র বর্ণন।

অনন্তর মহামুনি পরাশর-কথিত জপবিধি প্রকৃষ্টরূপে বলিব। যে জপ, যে প্রকার এবং দ্বিজগণের যে প্রকারে তাহা করা উচিত, বক্ষ্যমান বাক্যে তাহাই স্পষ্টরূপে প্রকাশ করা হইবে।১

বহু জপ্য মন্ত্র আছে, যথা ব্রহ্মসূক্ত, শিবসূক্ত, বিষ্ণু-বিষয়ক সূক্ত, সূর্য্য-সম্বন্ধীয়, সরস্বতী, দুর্গা, বরুণ এবং অনিল সম্বন্ধীয়, পৌরাণিক, সিদ্ধান্তিক অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র প্রভৃতি সর্বপ্রকার জপ্য সূক্তের মধ্যে আদিতে অবস্থিত একাক্ষর-বিশিষ্ট গায়ত্রীজপই শ্রেষ্ঠ জপ।২-৪

ওঁকার সেই গায়ত্রীর অংশবিশেষ—ব্রাহ্মণগণ যাঁহার উপাসন করেন। ওঁকারযুক্তা গায়ত্রীজপের ন্যায় শ্রেষ্ঠ জপ ত্রিলোকে আর কিছুই নাই। ওঁকার এবং গায়ত্রী এই উভয়ের দেবতা ও ঋষি প্রভৃতি সংক্ষেপে বলিতেছি। যে ওঁকারযুক্তা গায়ত্রী বিজ্ঞাত হইলে দ্বিজ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে।৫-৬

মহাপ্রলয়কালে যখন সমস্ত দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য কিছুমাত্র ছিল না, তখন একমাত্র ওঁকারই সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছিলেন।৭

সেই ওঁকার ভীতিহীন, একাকী এবং অদ্বিতীয় হইয়াও আনন্দলাভ করিতে না পারায় গায়ত্রীকে চিন্তা করিলে গায়ত্রী তাঁহার প্রত্যক্ষীভূতা হইলেন।৮

তখন গায়ত্রী ও ওঁকারের মধ্যে পতি-পত্নীসম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হইল। ওঁকার পতি ও সেই গায়ত্রী পত্নী হইলেন। অতঃপর অন্যদম্পতি হইতে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হইল।প্রণব পরম তত্ত্ব, ঋক্, যজুঃ ও সাম এই ত্রিবেদ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণস্বরূপ, ত্রিদেবতা, ত্রিধাম, ত্রিপ্রজ্ঞ, ত্রয়ে অবস্থিত, ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট, ত্রিকাল ও ত্রিলিঙ্গ—এই কথা বিদ্বান্‌গণ বলিয়া থাকেন। প্রণব ত্রিরূপে সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন।৯-১১

শাস্ত্রে ঋক্, যজুঃ এবং সাম ত্রিবেদনামে কীর্ত্তিত আছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ত্রিগুণ বলিয়া কথিত হইয়াছে।১২

ব্রহ্মা বিষ্ণুস্তথেশানস্ত্রিদৈবত ইতীর্য্যতে।
অগ্নিঃ সোমশ্চ সূর্য্যশ্চ ত্রিধামেতি প্রকীর্তিতঃ ॥১৩
অন্তঃপ্রজ্ঞং বহিঃপ্রজ্ঞং ঘনপ্রজ্ঞমুদাহৃতম্।
হৃৎ-কণ্ঠ-তালুকং চেতি ত্রিস্থান ইতি কীর্ত্যতে ॥১৪
অকারোকারৌ মশ্চেতি ত্রিমাত্রঃ প্রোচ্যতে বুধৈঃ।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ ত্রিকাল ইতি স স্মৃতঃ ॥১৫
স্ত্রী-পুং-নপুংসকং চেতি ত্রিলিঙ্গ ইতি কীর্তিতঃ।
ত্রিস্বভাবঃ স্থিতো দেবো মন্তব্যো ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥১৬
পর্য্যবস্যতি যত্রৈতদ্বিশ্বমুৎপদ্যতে যতঃ।
নির্মাত্রকঃ সমাত্রোঽপি সাদিরেব নিরাদিকঃ ॥১৭
স জপ্যঃ সর্বদা সদ্ভির্ধ্যাতব্যশ্চ বিধানতঃ।
বেদেষু চৈব শাস্ত্রেষু বহুধা স ব্যবস্থিতঃ ॥১৮
তথা সত্যপি চৈকোঽয়ং ঘটাকাশ ইব স্থিতঃ।
কর্মারম্ভেষু সর্বেষু ত্রিমাত্রঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥১৯
স্থিতো যত্র যথোক্তশ্চ স্মর্তব্যং স তথৈব হি।
ঋগ্বেদে স্বরিতোদাত্ত উদাত্তস্তু যজুঃ শ্রুতৌ ॥২০
সামবেদে স বিজ্ঞেয়ো দীর্ঘঃ স প্লুত এব চ।
সনৎকুমারসিদ্ধান্তে প্রণবো বিষ্ণুরুচ্যতে ॥২১
যস্মিংস্তস্য চ বিশ্রান্তিস্তৎপরং ব্রহ্মসংজ্ঞিতম্।
উচ্চারিতস্য তস্যাথ বিশ্রান্তৌ চ যদক্ষরম্ ॥২২
তদক্ষরং সদা ধ্যায়েদ্ যস্তত্রৈব প্রলীয়তে।
ঘণ্টাস্বনিতবত্তস্য বিশ্রান্তিঃ শব্দবেধসঃ ॥২৩
কুর্বীত ব্রহ্মবিদ্ বিপ্রো যদীচ্ছেদ্ যোগমাত্মনঃ।
সর্বস্যাপি চ শব্দস্য হ্যন্ত উচ্চারিতস্য যৎ ॥২৪
তদ্ধ্যায়েদ্ যস্তু স জ্ঞানী শব্দব্রহ্মবিদুচ্যতে।
যাজ্ঞবল্ক্যে মুনীনাং প্রাগব্রবীজ্জনকস্য চ ॥২৫
বাসিষ্ঠজোঽপি তং ব্রূয়াৎ স্বভাবং শব্দবেধসঃ।
তৈলাধারামিবাচ্ছিন্নং দীর্ঘং ঘণ্টানিনাদবৎ ॥২৬
অবাগ্ জং প্রণবস্যায়ং যস্তং বেদ স বেদবিৎ।
স্থিত্বা সর্বেষু শব্দেষু সর্বং ব্যাপ্তমনেন হি।
ন তেন হি বিনা কিঞ্চিদ্ বক্তুং যাতি গিরা যতঃ ॥২৭
উদ্গীথমক্ষরং হ্যেতদুদ্গীথঞ্চ উপাসতে।
উপাস্যো মধ্যতস্তেন নাদং বিশ্রাময়েদ্ধৃদি ॥২৮

ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বর এই তিনদেবতা; অগ্নি, সোম ও সূর্য্য এই ত্রিধাম; অন্তঃপ্রজ্ঞ, বহিঃপ্রজ্ঞ ও ঘনপ্রজ্ঞ এই ত্রিপ্রজ্ঞ; হৃদয়, কণ্ঠ ও তালু এই ত্রিস্থান। অকার, উকার ও মকার এই ত্রিমাত্রা; অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকাল; স্ত্রীলিঙ্গ, পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ এই ত্রিলিঙ্গ। পূর্বোক্ত ত্রিস্বভাবে ওঁকার অবস্থিত আছেন—ব্রহ্মবাদিগণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন।১৩-১৬

যখন এই ত্রিস্বভাবের পরিসমাপ্তি ঘটে, তখনই জগৎ সৃষ্ট হয়। তিনি মাত্রাহীন হইয়াও মাত্রাযুক্ত, অনাদি হইয়াও সাদি। এইজন্য সজ্জনগণ সর্বদা বিধি অনুসারে এই ওঁকারের জপ ও ধ্যান করিবে। বেদে এবং বিভিন্ন শাস্ত্রে এই প্রণবের বহুত্বের কথা উল্লিখিত আছে। তিনি একক হইয়াও ঘটাকাশের ন্যায় বহুবিধ রূপে প্রতিভাত হন। অ, উ, ম—এই ত্রিমাত্রাত্মক প্রণব (ওঁকার) সমস্ত কর্মের প্রারম্ভে স্মর্তব্য বলিয়া বেদাদি শাস্ত্রে কথিত আছে।১৭-১৯

শাস্ত্রে যেখানে যে প্রকার উক্ত হইয়াছে, সেখানে সেই প্রকার স্মরণ করা উচিত। ঋগ্‌বেদে স্বরিত এবং উদাত্ত স্বর, যজুর্বেদে উদাত্ত স্বর, সামবেদে উদাত্ত এবং দীর্ঘ প্লুত স্বর ব্যবহার করিবে। ব্রহ্মার মানস পুত্র সনৎকুমার প্রণবকে বিষ্ণু বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যেখানে প্রণবের উচ্চারণের পরিসমাপ্তি হয়, তাহাই পরং ব্রহ্ম নামে অভিহিত হয়, সেই উচ্চারিত প্রণবের বিশ্রাম ঘটিলে যে অক্ষর থাকে; সেই অক্ষর যিনি ধ্যান করেন, তিনি তাহাতেই লীন হন। সেই শব্দব্রহ্মের বিশ্রান্তি ঘণ্টার শব্দের তুল্য ২০-২৩

ব্রহ্মজ্ঞানলব্ধ বিপ্র যদি পরব্রহ্মের সহিত নিজের সংযুক্তি ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি প্রণবের ধ্যান করিবেন। উচ্চারিত সকল শব্দের অন্তে যাহা থাকে, তাহার যিনি ধ্যান করেন, তাঁহাকে শব্দব্রহ্মবিৎ জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত করা হয়। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য পূর্বে এই কথা মুনিগণের নিকটে এবং রাজর্ষি জনকের নিকট বলিয়াছিলেন। বসিষ্ঠ-পৌত্র পরাশরও রাজর্ষি জনকের নিকট সেই শব্দব্রহ্মের স্বাভাবিক অবস্থা এইরূপ বলিয়াছিলেন যে, উহা তৈলধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্ন, দীর্ঘ, এবং ঘণ্টাধ্বনিতুল্য।২৪-২৬

শব্দব্রহ্মের ইহাই স্বভাব—যাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে

প্রণবাদ্যাঃ স্মৃতা বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ।
বাঙ্ময়ং প্রণবে সর্বং তস্মাৎ প্রণবমভ্যসেৎ ॥২৯
ব্রহ্মার্ষং তত্র বিজ্ঞেয়মগ্নিশ্চ দৈবতং মহৎ।
আদ্যং ছন্দঃ স্মরেত্তত্র নিয়োগো হ্যাদিকর্মণি ॥৩০
উৎপন্নমেতত্তু যতঃ সমস্তং
ব্যাবৃত্য তিষ্ঠেৎ প্রলয়েঽপি যত্র।
একাক্ষরেণাপি জগন্তি যেন
ব্যাপ্তানি কোঽন্যঃ পরমোঽস্তি তস্মাৎ ॥৩১
ধ্যেয়ং ন জপ্যং ন চ পূজনীয়ং
তস্মান্ন দেবাদ্ বরণীয়মন্যৎ
দুস্তারসংসারপয়োধিমগ্ন-
তারায় বিষ্ণুঃ প্রণবঃ স পূজ্যঃ ॥৩২
উক্তমুদ্দেশতো হ্যেতদ্ রূপমেকাক্ষরস্য চ।
জপ্যা চ সততং দেবী গায়ত্রী সাঽধুনোচ্যতে ॥৩৩

ইতি শ্রীবৃহৎপারাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রত-প্রোক্তায়াং স্মৃত্যাং ষট্‌কর্মনিরূপণে প্রণবস্বরূপবর্ণনং নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

শব্দব্রহ্ম বাক্যজাত নহে, উহা নিত্য পদার্থ। এই নিত্য পদার্থ শব্দব্রহ্ম যিনি জানেন—তিনি বেদজ্ঞ। সমস্ত শব্দের মধ্যে অবস্থান করিয়া এই শব্দব্রহ্মই সমস্ত ব্যাপিয়া আছেন। শব্দব্রহ্ম ভিন্ন কোনও উক্তি বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।২৭

এই শব্দব্রহ্মই প্রণব, এই প্রণবের উপাসনা করিবে। হৃদয়মধ্যে এই প্রণবের উপাসনা করিয়া নাদের পরি-সমাপ্তি করিবে। বেদের আদি প্রণব এবং সেইভাবেই বেদ স্মৃত হয়, এই প্রণবেই বেদের অবস্থিতি, বাক্যময় সমস্তই প্রণবে অবস্থিত বলিয়া সর্বদা প্রণব অভ্যাস করিবে।২৮-২৯

ব্রহ্মা, ঋষি ও অগ্নি প্রভৃতি যেসকল শ্রেষ্ঠদেবতা সমস্তই প্রণবে অবস্থিত জানিবে। এই প্রণব অভ্যাস করিবার সময়ে প্রথমে ছন্দঃ স্মরণ করিয়া প্রত্যেক কর্মের আদিতে নিয়োগ করিবে।৩০

যাঁহা হইতে এই সমগ্র বিশ্ব উৎপন্ন, প্রলয়কালেও যাঁহাকে আবৃত করিয়া অবস্থান করে, যে একাক্ষর সমগ্র জগদ্‌ব্যাপিয়া আছেন, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি আছে? প্রণব ভিন্ন অন্য কিছুই ধ্যেয়, জপ্য, পূজনীয় ও বরণীয় নাই। দুস্তরসংসারসমুদ্রমগ্ন ব্যক্তিদিগের পরিত্রাতা সেই প্রণব-বিষ্ণু পূজনীয়।৩১-৩২

প্রসঙ্গক্রমে একাক্ষরের স্বরূপ উক্ত হইল। সর্বদা গায়ত্রীদেবীর জপ করিবে। সেই গায়ত্রী কি, এক্ষণে তাহা বলা হইতেছে।৩৩

বৃহৎপারাশরীয়ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্ত স্মৃতিশাস্ত্রীয় ষট্‌কর্মনিরূপণ-বিষয়ে প্রণবস্বরূপবর্ণননামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

# চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

## গায়ত্রীমন্ত্র-পুরশ্চারণবর্ণনম্

গায়ত্র্যাঃ সংপ্রবক্ষ্যামি দেবর্ষ্যাদি ক্রমেণ তু।
অক্ষরাণাঞ্চ বিন্যাসং তেষাং চৈব তু দেবতাঃ ॥১
জপ্যে যথাবিধা কার্য্যা যথারূপা চ সাঽর্চনে।
হোমে যথা চ কর্তব্যা যথা বা চাভিচারিকে ॥২
যৎফলং জপহোমাদৌ যদর্থং জপ্যতে তু সা।
ধ্যাতব্যা চ যথা দেবী যথাবত্তন্নিবোধত ॥৩
গায়ত্রী তু পরং তত্ত্বং গায়ত্রী পরমা গতিঃ।
সর্বামরৈরিয়ং ধ্যাতা সর্বং ব্যাপ্তং তয়া জগৎ ॥৪
উৎপদ্যতে ত্রিপাদায়াঃ পুনস্তস্যাং বিশেদিদম্।
গায়ত্রী প্রকৃতির্জ্ঞেয়া ওঁকারঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ॥৫
এতয়োরেব সংযোগাজ্জগৎ সর্বং প্রবর্ততে।
পাদাস্ত্রয়স্ত্রয়ো বেদাস্তেষু তত্ত্বাক্ষরাণি চ ॥৬
চতুর্বিংশতিরেবাস্যাং তৈর্হি ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
আদায় চৈকং প্রথমং তু পাদ-
মৃগেভ্যো দ্বিতীয়ং তু তথা যজুর্ভ্যঃ।
সাম্নস্তৃতীয়ং তু ততোঽভবৎ সা
সাবিত্রি দেবী স্বয়মেব সর্গে ॥৭
দৈবত্যমস্যাং সবিতাসুরার্চ্চ্য-
শ্ছন্দোঽপি গায়ত্রমভূচ্চ তস্যাঃ।
বিশ্বস্য মিত্রো দ্বিজরাজো পূজ্যো
মুনির্নিয়োগস্তু জপাদিকেষু ॥৮
অস্যাং তু তত্ত্বাক্ষরবিংশতিস্তু
চত্বারি পাদত্রিতয়ং তু দেব্যাম্।
ভূরাদিভিস্তিসৃভিঃ সংপ্রযুক্তং
সোঙ্কারমেতদ্ বদনঞ্চ তস্যাঃ ॥৯

# চতুর্থ অধ্যায়

## গায়ত্রী-মন্ত্রের পুরশ্চরণ বর্ণন

এক্ষণে ক্রমশঃ গায়ত্রীর দেবতা, ঋষি, অক্ষরের বিন্যাস, অক্ষরের দেবতা প্রভৃতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলিব। সেই গায়ত্রীর জপে, অর্চ্চনায়, হোমে ও অভিচার ( উচ্চাটন-বশীকরণ ) কর্মে যে প্রকার বিধি অবলম্বন করা কর্ত্তব্য, জপ, হোম প্রভৃতি ক্রিয়ানুষ্ঠানে যেই প্রকার ফলপ্রাপ্তি ঘটে, যে প্রয়োজনে সেই গায়ত্রী জপ করা হয়, যে প্রকারে সেই দেবীর ধ্যান করা উচিত, তাহা যথাক্রমে অবগত হও।১-৩

গায়ত্রীদেবী পরম তত্ত্ব ও পরমা গতি। সমস্ত দেবতা এই দেবীকে ধ্যান করিয়া থাকেন, ইনি সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন। ত্রিপদা গায়ত্রী হইতে এই বিশ্ব উৎপন্ন হয়, আবার সেই গায়ত্রীতেই প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ লীন হয়। গায়ত্রী প্রকৃতি এবং ওঁকার পুরুষ বলিয়া কথিত, এই উভয়েরই সংযোগে সমগ্র জগৎ সৃষ্ট হয়। এই গায়ত্রীতে তিনটি পাদ, ঋক, যজুঃ ও সাম এই তিন বেদ, সেই বেদত্রয়ে চতুর্বিংশতি পরম অক্ষর, সেই অক্ষর সমূহ দ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত। ঋগ্‌বেদ হইতে গৃহীত একপাদ—যাহা গায়ত্রীর প্রথম পাদ, যজুর্বেদ হইতে গৃহীত একপাদ—যাহা দ্বিতীয় পাদ, সামবেদ হইতে গৃহীত একপাদ—যাহা তৃতীয় পাদ। সৃষ্টি-কালীন গায়ত্রীদেবী এই ত্রিপাদ হইতে স্বয়ং উৎপন্না হন।৪-৭

ঋষি, ছন্দঃ ও দেবতা বিনিয়োগ করত জপাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। গায়ত্রী-জপে দেবতা, ছন্দঃ ও ঋষি কি, তাহাই বলিতেছেন। গায়ত্রী-জপে দেবগণবন্দ্য সবিতা দেবতা, ছন্দঃ গায়ত্রী ও দ্বিজরাজবৃন্দবন্দ্য বিশ্বামিত্র-মুনি ঋষি। জপাদিতে ইঁহাদের বিনিয়োগ করিবে।৮

এই গায়ত্রীতে চতুর্বিংশতি পরম অক্ষর এবং তিনটি পাদ আছে। ওঁকারের সহিত ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ ত্রিমহাব্যাহৃতি সেই গায়ত্রীদেবীর বদন ( অগ্রভাগ )।৯

কোন কোনও বেদপারগ সাবিত্রীদেবীকে অগ্নি-

কেচিদ্ধুতাশং বদনং বদন্তি
সাবিত্রিদেব্যাঃ শ্রুতিতত্ত্ববিজ্ঞাঃ।
ইদঞ্চ বক্ত্রং সকলামরাণা-
মিত্যেতয়া ব্যাপ্তমশেষমেতৎ ॥১০
ভূরাদিকেন ত্রিতয়েন পাদং
পাদঞ্চ বেদত্রিতয়েন চাস্যাঃ।
প্রাণাদিকেন ত্রিতয়েন পাদং
পাদৈস্ত্রিভির্ব্যাপ্তমশেষমস্যাঃ ॥১১
যস্তুর্যমস্যা দ্বিজ! বেত্তি পাদং
স বেত্তি বিদ্বন্ পরমং পদং তু
ব্যাপ্তিঃ পরাঽস্যাঃ সকলাপি চৈষা
যো বেত্তি চৈনাং স তু বিত্তমঃ স্যাৎ ॥১২
গায়ত্রীং যো ন জানাতি জ্ঞাত্বা নৈব উপাসয়েৎ।
নামধারকমাত্রোঽসৌ ন বিপ্রো বৃষলো হি সঃ ॥১৩
কিং বেদৈঃ পঠিতৈঃ সর্বৈঃ সেতিহাস-পুরাণকৈঃ।
সাঙ্গৈঃ সাবিত্রিহীনেন ন বিপ্রত্বমবাপ্যতে ॥১৪
গায়ত্রীমেব যো জ্ঞাত্বা সম্যগভ্যসতে পুনঃ।
ইহামুত্র চ পুজ্যোঽসৌ ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫
গায়ত্রী চ তথা বেদা ব্রহ্মণা তুলিতাঃ পুরা।
বেদেভ্যোঽপি ষড়ঙ্গেভ্যো গায়ত্র্যতিগরীয়সী ॥১৬
যদক্ষরেষু দৈবত্যং চতুর্বিংশতিষূচ্যতে।
সন্ন্যাসং যদ্বিবোধেন কুর্বন্ ব্রহ্মত্বমাপ্নুয়াৎ ॥১৭
জানীয়াদক্ষরং দেব্যাঃ প্রথমং ত্বাশুশুক্ষণম্।
প্রভঞ্জনং দ্বিতীয়ং তু তৃতীয়ং শশিদৈবতম্ ॥১৮
বিদ্যুতশ্চ তুরীয়ং তু পঞ্চমং তু যমস্য চ।
ষষ্ঠং তু বারুণং তত্ত্বং সপ্তমং তু বৃহস্পতেঃ ॥১৯
পার্জন্যমষ্টমং তত্ত্বং নবমং চেন্দ্রদৈবতম্।
গান্ধর্বং দশমং বিদ্যাত্ত্বাষ্ট্রমেকাদশং তথা ॥২০
মৈত্রাবরুণমন্যদ্ বৈ তথা পৃষ্ণস্ত্রয়োদশম্।
চতুর্দশং সুরেশস্য প্রাগিদং ব্রহ্মণঃ স্মৃতম্ ॥২১
মরুদ্দৈবতকং জ্ঞেয়ং পঞ্চদশং যদক্ষরম্।
সৌম্যঞ্চ ষোড়শং তত্ত্বং তথা চাঙ্গিরসং পরম্ ॥২২

মুখ বলিয়া থাকেন। সমস্ত দেবতারও অগ্নিই মুখ এই সাবিত্রীদেবীই অখিল বিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন।১০

ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই ত্রিতয়ে একপাদ, ঋক, যজুঃ ও সাম এই বেদত্রয়ে একপাদ, প্রাণ, অপান ও ব্যান এই ত্রিতয়ে একপাদ,—সাবিত্রীদেবীর এই ত্রিপাদে সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত।১১

হে বিদ্বন্ দ্বিজ! যিনি সাবিত্রীদেবীর চতুর্থ পাদ জানিতে পারেন, তিনি পরব্রহ্মকে জানিলেন। সমগ্র বিশ্বে এই সাবিত্রীদেবী পরা-বিদ্যারূপে ব্যাপিয়া আছেন—ইহা যিনি জানিতে পারেন, তিনি জ্ঞানবান্‌গণের অন্যতম বলিয়া কথিত হন।১২

যে বিপ্র গায়ত্রী জানে না অথবা জানিয়াও উপাসনা করে না, ঐ ব্যক্তি বিপ্রনামধারীই বটে বস্তুতঃ পক্ষে সে শূদ্ররূপে গণ্য হয়।১৩

ইতিহাস, পুরাণ ও সমগ্র অঙ্গসহ বেদপাঠ করিলে সাবিত্রীহীন ব্যক্তির কি হইবে? সে বিপ্রত্ব লাভ করিতে পারে না (অর্থাৎ সাবিত্রী উপাসনায় বিরত ব্যক্তির বিপ্রত্বলাভ কখনও হয় না; ঐ ব্যক্তি যদি সমগ্র ইতিহাস, পুরাণ ও সমস্ত অঙ্গসহ পূর্ণবেদ পাঠ করে, তাহা হইলেও সে বিপ্রত্বলাভের অধিকারী হয় না)। যিনি গায়ত্রী জানিয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস করেন, তিনি ইহলোকে পূজনীয় ও পরলোকে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।১৪-১৫

পুরাকালে ব্রহ্মা তুলাদণ্ড দ্বারা বেদ ও গায়ত্রীকে পরিমাণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ষড়ঙ্গবেদ অপেক্ষা গায়ত্রী অধিক পরিমাণে গরীয়সী। এই গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরের প্রতি অক্ষরেই দেবতা কথিত হইয়াছে এবং এই গায়ত্রী সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞান জন্মিলে সন্ন্যাস করিতে করিতে অর্থাৎ সমস্ত তুচ্ছ মায়িক বস্তু পরিত্যাগ করিতে করিতে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়।১৬-১৭

সাবিত্রীদেবীর প্রথম অক্ষরের দেবতা আশুশুক্ষণ অর্থাৎ অগ্নি, দ্বিতীয় অক্ষরের প্রভঞ্জন (বায়ু বিশেষ), তৃতীয় অক্ষরের চন্দ্র, চতুর্থ অক্ষরের বিদ্যুৎ, পঞ্চম অক্ষরের যম, ষষ্ঠ অক্ষরের বরুণ, সপ্তম অক্ষরের বৃহস্পতি, অষ্টম অক্ষরের পর্জ্জন্য (আকাশাধিপতি), নবম অক্ষরের ইন্দ্র, দশম অক্ষরের গন্ধর্ব,

বিশ্বেষাং চৈব দেবানামষ্টাদশমথাক্ষরম্ ।
অশ্বিনোশ্চৈানবিংশং তু বিংশং প্রজাপতের্বিদুঃ ॥২৩
একবিংশং কুবেরস্য দ্বাবিংশং শঙ্করস্য চ ।
এয়োবিংশং তথা ব্রাহ্মং চাতুর্বিশং তু বৈষ্ণবম্ ॥২৪
ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজঃ সম্যক্ সর্বাশ্চাক্ষরদেবতাঃ ।
কুর্বন্ জপাদিকং বিপ্রঃ পরং শ্রেয়োঽধিগচ্ছতি ॥২৫
পাদাঙ্গুষ্ঠাদি মূর্দ্ধান্তমাত্মনো বপুষি ন্যসেৎ ।
অক্ষরাণি চ সর্বাণি বাঞ্ছন্ ব্রহ্মত্বমাত্মনঃ ॥২৬
পাদাঙ্গুষ্ঠযুগে ত্বেকমেকৈকং গুল্ফয়োর্দ্বয়োঃ ।
জানুনোশ্চ দ্বয়োরেকমেকমূরুকয়োর্দ্বয়োঃ ॥২৭
গুহ্যে কট্যাং তথৈকৈকমেকৈকং জঠরোরসোঃ ।
স্তনদ্বয়ে তথৈকং তু ন্যসেদেকং গলে তথা ॥২৮
বক্ত্রে তালুনি দৃক্-শ্রুত্যোশ্চ ভ্রুবোর্মধ্যে তথৈকং তু ললাটে চৈকমেব হি ॥২৯
যাম্য-পশ্চিম-সৌম্যেষু একৈকমেকমূর্ধনি ।
গায়ত্রীন্যস্তসর্বাঙ্গো গায়ত্রীবিপ্র উচ্যতে ॥৩০
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ।
প্রোক্তঃ প্রণববিন্যাসো ব্যাহৃতীনামথোচ্যতে ॥৩১
সপ্তাপি ব্যাহৃতীর্ন্যস্যাঃ সর্বদেহে জপাদিষু ।
ভূর্লোকং পাদয়োর্ন্যস্য ভুবর্লোকং তু জানুনোঃ ॥৩২
স্বর্লোকং কটিদেশে তু নাভিদেশে মহস্তথা ।
জনলোকং তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্তথা ॥৩৩
ভ্রূবোর্ললাটসন্ধ্যোস্তু সত্যলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ।
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলম্ ॥৩৪

একাদশ অক্ষরের সূর্য্য, দ্বাদশ অক্ষরের মৈত্রাবরুণ, ত্রয়োদশ অক্ষরের পূষা, চতুর্দ্দশ অক্ষরের সুরশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, পঞ্চদশ অক্ষরের বায়ু, ষোড়শ অক্ষরের সোম, সপ্তদশ অক্ষরের অঙ্গিরাঃ, অষ্টাদশ অক্ষরের বিশ্বেদেব, ঊনবিংশ অক্ষরের অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বিংশ অক্ষরের প্রজাপতি, একবিংশ অক্ষরের কুবের, দ্বাবিংশ অক্ষরের শিব, ত্রয়োবিংশ অক্ষরের ব্রহ্মা এবং চতুর্বিংশ অক্ষরের দেবতা বিষ্ণু বলিয়া জানিবে।১৮-২৪

সাবিত্রীদেবীর পূর্বোক্ত অক্ষর-দেবতাসমূহকে সম্যক্ অবগত হইয়া জপ করিলে ব্রাহ্মণ পরম শ্রেয়ঃ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।২৫

ব্রহ্মত্ব-লাভেচ্ছু পুরুষ পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় সর্বাঙ্গে এই চতুর্দ্দশ অক্ষর ন্যাস করিবে।২৬

## অঙ্গে অক্ষরন্যাস--প্রণালী উক্ত হইতেছে।

পাদদ্বয়ের দুই অঙ্গুষ্ঠে এক এক অক্ষর, গুল্ফদ্বয়ে এক এক অক্ষর, জানুদ্বয়ে এক এক অক্ষর, উরুদ্বয়ে এক এক অক্ষর, গুহ্যে এক অক্ষর, কটিদেশে এক অক্ষর, জঠরে এক অক্ষর, বক্ষোদেশে এক অক্ষর, স্তনে এক অক্ষর, গলে এক অক্ষর, মুখে এক অক্ষর, তালুদেশে এক অক্ষর, চক্ষুতে এক অক্ষর, কর্ণে এক অক্ষর, ভ্রূযুগলমধ্যে এক অক্ষর, ললাটে এক অক্ষর, ডানদিকে এক অক্ষর, পশ্চাদ্দিকে এক অক্ষর, বামদিকে এক অক্ষর ও মস্তকে এক অক্ষর ন্যাস করিবে। যে বিপ্র পূর্বোক্ত প্রকারে সর্বাঙ্গে গায়ত্রীদেবীকে ন্যস্ত করেন, তাঁহাকে গায়ত্রী-বিপ্র বলিয়া অভিহিত করা হয়।২৭-৩০

পদ্মপত্রস্থ জল যেরূপ পদ্মপত্রে থাকিয়াও তাহার সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকিতে পারে না, সেরূপ পূর্বোক্ত প্রকারে যিনি সর্বাঙ্গ গায়ত্রীর অক্ষরসমূহ ন্যাস করেন, তিনি পাপে লিপ্ত হন না। প্রণব-বিন্যাস বলা হইয়াছে। এক্ষণে ব্যাহৃতি-বিন্যাস সম্বন্ধে বলা হইতেছে।৩১

জপাদি সকল কার্য্যে সর্বদেহে সপ্তব্যাহৃতি ন্যাস করিবে। পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, জানুদ্বয়ে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক, ভ্রূ এবং ললাটের সন্ধিস্থলে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছেন। হিরণ্ময়নামক শ্রেষ্ঠ কোশে নিষ্কল বিরজব্রহ্ম আছেন। ব্রহ্মজ্ঞগণ যাহাকে 'তৎ' বলিয়া থাকেন, জ্যোতিষ্কসমূহের সেই শুদ্ধ জ্যোতিঃ সবিতৃদেবের বরণীয় তেজঃ জানিতেছি, তিনি আমাদের বুদ্ধিকে ব্রহ্মত্বে প্রেরণ করুন। ছন্দঃ, দেবতা, ঋষি, বিনিয়োগ

তচ্চক্ষুঃ জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।
দেবস্য সবিতুর্ভর্গো বরেণ্যং চৈব ধীমহি ॥৩৫
তদস্মাকং ধিয়ো যস্তু ব্রহ্মত্বে চ প্রচোদয়াৎ।
ছন্দোদৈবতমার্ষঞ্চ বিনিয়োগঞ্চ ব্রাহ্মণম্ ॥৩৬
মন্ত্রং পঞ্চবিধং জ্ঞাত্বা দ্বিজঃ কর্ম সমাচরেৎ।
স্বরতো বর্ণতশ্চৈব পরিপূর্ণং ভবেদ্ যথা ॥৩৭
হীনং ন বিনিযুঞ্জীত মন্ত্রং তু মাত্রয়াপি চ।
দেবতায়তেন কুর্য্যাজ্জপং নদ্যাদিকেষু চ ॥৩৮
আশ্রমেষু যতীনাং বা গোষ্ঠে বা স্বগৃহেঽপি বা।
চতুর্ব্বন্তিমপূর্বেষু হ্যুত্তমাদিক্রমেণ তু ॥৩৯
দশগুণং সহস্রং স্যাৎ ফলং বিষ্ণাবনন্তকম্।
অপ্‌সমীপে জপং কুর্য্যাৎ সসঙ্খ্যং তদ্ভবেদ্ যথা ॥৪০
অসংখ্যমাসুরং যস্মাত্তস্মাত্তদ্গনয়েদ্‌ধ্রুবম্।
স্ফাটিকেন্দ্রাক্ষ-রুদ্রাক্ষৈঃ পুত্রজীবসমুদ্ভবৈঃ ॥৪১
অক্ষমালা প্রকর্তব্যা প্রশস্তা চোত্তরোত্তরা।
অভাবে ত্বক্ষমালায়া কুশগ্রন্থ্যাঽথ পাণিনা ॥৪২
যথা কথঞ্চিদ্গণয়েৎ সসঙ্খ্যং তদ্ভবেদ্ যথা।
প্রণবো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ পুনঃ প্রণবসংযুতম্ ॥৪৩
অন্ত্যেঽঙ্কারসমাযুক্তাং মন্যতে মুনয়োঽপরে।
প্রণবোঽন্তে তথা চাদাবাহুরন্যে জপে ক্রমম্ ॥৪৪
আদাবেব তু চোঙ্কার আবৃত্তাবাদিকোঽন্ততঃ।
তদাদ্যঞ্চ তদন্তঞ্চ কুর্য্যাৎ প্রণবসম্পুটম্ ॥৪৫
আদ্যন্তরক্ষিতাং কুর্য্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ।
যো ন বাঞ্ছতি সন্তানং মোক্ষমিচ্ছতি কেবলম্ ॥৪৬
প্রত্যোঙ্কারমসৌ কুর্বন্নক্ষরং মোক্ষমাপ্নুয়াৎ।
অক্ষরপ্রাতিলোম্যেন সোঙ্কারেণ ক্রমেণ তু ॥৪৭
ফট্‌কারান্তঞ্চ কুর্বীত প্রেচ্ছন্নরিবধং বুধঃ।
হোমে চাপি পঠন্ কুর্য্যাৎ প্রণবাবর্তনং দ্বিজঃ।
অভিপ্রেতার্থহোমাদৌ স্বাহান্তং তামুদীরয়েৎ ॥৪৮

---

ও ব্রাহ্মণ এই পঞ্চাঙ্গবিশিষ্ট এবং স্বর ও বর্ণে পরিপূর্ণ মন্ত্র জানিয়া দ্বিজ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে।৩২-৩৭

মাত্রাবিহীন মন্ত্রও কর্ম্মে বিনিয়োগ করিবে না। দেবতার আয়তনে, নদ্যাদি তীর্থক্ষেত্রে, যতিগণের আশ্রমে, গোষ্ঠে অথবা স্বগৃহে জপ করিবে। স্থানভেদে জপফলের গুণাধিক্য দেখাইতেছেন—স্বগৃহে জপ অপেক্ষা দেবতায়তনে জপের ফল দশগুণ বেশী, নদ্যাদিতে সহস্রগুণ এবং বিষ্ণুগৃহে জপ করিলে অনন্ত ফল হইয়া থাকে। জল-সমীপে জপ করার সময়ে সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া জপ করিতে হইবে। সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট না রাখিয়া যে জপ করা হয়, তাহা আসুর জপ বলিয়া কথিত হওয়ায় জপসংখ্যা অবশ্যই গণনা করিবে। স্ফটিক, ইন্দ্রাক্ষ (কাঁটা জামির গাছ), রুদ্রাক্ষ ও পুত্রজীব (জীয়াপুত) এই কয়েকটি দ্রব্য দ্বারা জপমালা প্রস্তুত করিবে। ইহাদের মধ্যে পর পর প্রশস্ত অর্থাৎ স্ফটিক অপেক্ষা ইন্দ্রাক্ষ, তদপেক্ষা রুদ্রাক্ষ, তদপেক্ষা পুত্রজীব প্রশস্ত। জপমালার অভাব হইলে কুশের মধ্যে গ্রন্থি তৈয়ার করিয়া হস্তদ্বারা যে কোনও প্রকারে গণনা করিবে যাহাতে সংখ্যার সহিত জপ হয়। প্রথমে প্রণব, তৎপর ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎপরে প্রণব সংযুক্ত করিয়া জপ করিবে। কোনও কোনও মুনি মনে করেন যে, গায়ত্রীর অন্তে ওঁকার যুক্ত করিবে, (এই কথা দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, মধ্যে প্রণব উচ্চারণ করিবে না)। অন্যান্য অনেক মুনির মতে—জপকালে আদিতে ও অন্তেতে প্রণব উচ্চারণ করিবে।৩৮-৪৪

উচ্চারণের আদিতে ওঁকার ও অন্তে ওঁকার স্থাপন করিবে। এইভাবে প্রণব সম্পুটিত করিয়া গায়ত্রী জপ করিবে। মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, গায়ত্রীর আদিতে এবং অন্তেতে প্রণব স্থাপন করিবে। যিনি সন্তান বাঞ্ছা করেন না, কেবল মোক্ষই বাঞ্ছা করেন, তিনি ওঁকার স্থাপন করিয়া অক্ষরের ব্যতিক্রম করত ক্রমশঃ প্রত্যোঙ্কার স্থাপন করিয়া অক্ষরমোক্ষ (পুনরাবৃত্তিহীন মোক্ষ) প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৪৫-৪৭

জ্ঞানীব্যক্তি অরি-বধের জন্য গায়ত্রীর অন্তে ফট্ উচ্চারণ করিবে। হোমকার্য্যেও প্রণব আবর্ত্তিত করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে। অভিপ্রেত কার্য্যসিদ্ধির জন্য হোমাদি অনুষ্ঠানে অন্তে স্বাহা-শব্দ নিযুক্ত করিয়া গায়ত্রী উচ্চারণ করিবে।৪৮

সংকীর্ণতাং যদা পশ্যেদ্ রোগাদ্ বা দ্বিষতোঽপি বা।
তদা জপেচ্চ গায়ত্রীং সর্বদোষাপনুত্তয়ে ॥৪৯
রুদ্রজাপ্যানি কার্য্যাণি সূক্তঞ্চ পুরুষস্য চ।
শিবসংকল্পজাপ্যঞ্চ সর্বং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ ॥৫০
জপ্যানি ঘ্নন্তি পাপানি শ্রেয়ো দদ্যুস্তদর্থিনাম্।
অতো জপং সদা কুর্য্যাদ্ যদিচ্ছেচ্ছুভমাত্মনঃ ॥৫১
দ্রুপদাং বা জপেদ্দেবীমজপাং জম্বুকাং তথা।
প্রণবঞ্চ সদাভ্যস্যেদ্ যদি ব্রহ্মত্বমিচ্ছতি ॥৫২
প্রাণানামযুতাভ্যাঞ্চ তথা ষোড়শভিঃ শতৈঃ।
পুংসো গচ্ছত্যহোরাত্রং তৎসংখ্যামজপাং বিদুঃ ॥৫৩
রবিমণ্ডলমধ্যস্থে পুরুষে লোকসাক্ষিণি।
সমর্পিতং ময়া চেদং সূর্য্যাখ্যে ব্রহ্মণঃ পদে ॥৫৪
ন জপ্যং প্রসভং কুর্য্যাৎ প্রসভং ঘ্নন্তি রাক্ষসাঃ।
ব্রাহ্মণা ভাগধেয়াস্তু তেষাং দেবো বিধিক্রমঃ ॥৫৫

উপাংশু তু জপং কুর্য্যাদ্ ব্রাহ্মণো বাথ মানসম্।
বিবৃতোষ্ঠমুপাংশুঃ স্যাদচলোষ্ঠং তু মানসম্ ॥৫৬
দ্বিবিধস্তু জপঃ প্রোক্ত উপাংশুর্মানসস্তথা।
উপাংশু স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥৫৭
উপাংশুজপযুক্তস্তু মানসে চ রতস্তথা।
ইহৈব যাতি বৈধস্ত্বমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৫৮
বিধিযজ্ঞাঃ পাপযজ্ঞা যে চান্যে বহবো মখাঃ।
সর্বে তে জপযজ্ঞস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্ ॥৫৯
জপ্যেনৈকেন সিদ্ধেন কিং ন সিদ্ধং ভবেদিহ।
কুর্য্যাদন্যন্ন বা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে ॥৬০
শতেন জন্মজনিতং সহস্রেণ পুরা কৃতম্।
অযুতেন ত্রিজন্মোত্থং গায়ত্রী হন্তি পাতকম্ ॥৬১
দশভির্জন্মজনিতং শতেন তু পুরা কৃতম্।
সহস্রেণ ত্রিজন্মোত্থং গায়ত্রী হন্তি পাতকম্ ॥৬২

রোগ বা শত্রু হইতে যখন মন সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন এই সঙ্কীর্ণতারূপ সর্বদোষাপনোদনের জন্য গায়ত্রী জপ করিবে।৪৯

রুদ্রাধ্যায়, পুরুষসূক্ত ও শিবসঙ্কল্পমন্ত্র যথাবিধি জপ করিবে। জপ পাপরাশি নষ্ট করে এবং মঙ্গলার্থিগণকে মঙ্গলজনক ফল প্রদান করে। অতএব আত্ম-শুভাকাঙ্ক্ষিগণ সর্বদা জপ করিবে।৫০-৫১

ব্রহ্মত্বলাভেচ্ছু পুরুষ দ্রুপদা, অজপা ও জম্বুকা জপ করিবে এবং সর্বদা প্রণবকে জানিতে চেষ্টা করিবে।৫২

প্রতিদিন অহোরাত্র একুশহাজার ছয়শতবার পুরুষের প্রাণবায়ুর আগম ও নির্গম হয়, এই আগম-নির্গম-সংখ্যাই অজপা-নামে কথিত।৫৩

রবিমণ্ডলমধ্যস্থ লোকসাক্ষি-পুরুষ সূর্য্যনামক ব্রহ্মার পদে আমি ইহা অর্পণ করিলাম। হঠাৎ জপ করিবে না। হঠাৎ জপ করিলে রাক্ষসগণ তাহা নষ্ট করিয়া দেয়। ব্রাহ্মণগণ যে জপ করিবেন, সেই জপজনিত ফলভাগীও তাঁহারা অবশ্যই হইবেন; কিন্তু জপ করিবার সময়ে তাঁহাদিগকে শাস্ত্রীয় বিধির বিহিত ক্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।৫৪-৫৫

ব্রাহ্মণ উপাংশু অথবা মানস জপ করিবে। ওষ্ঠ বিবৃত করিয়া জপ করার নাম উপাংশু জপ এবং ওষ্ঠচালন না করিয়া জপ করার নাম মানস জপ।৫৬

জপ দ্বিবিধ—উপাংশু ও মানস। উপাংশু জপ করিলে শতগুণ ও মানস জপ করিলে সহস্রগুণ ফল হয়।৫৭

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, উপাংশু এবং মানস জপে রত ব্যক্তি ইহলোকেই ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হ'ন। বিধি-বোধিত যজ্ঞ, পাকযজ্ঞ প্রভৃতি যে সমস্ত বহুবিধ যজ্ঞ আছে, সে সমস্ত যজ্ঞ জপযজ্ঞের ষোলভাগের একভাগেরও তুল্য নহে।৫৮-৫৯

একটি মাত্র সিদ্ধমন্ত্র জপ করিলে উপকারী ব্যক্তির সমস্তই সিদ্ধ হয়, তাহার কিছুই আর অসিদ্ধ থাকে না। অন্য কোনও জপ করুন আর নাই করুন, সেই জপকৃৎ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণরূপে পরিগণিত হন।৬০

শতবার গায়ত্রী জপ করিলে ইহজন্মজনিত, সহস্রবার জপ করিলে পূর্বজন্মকৃত, অযুতসংখ্যক জপ করিলে ত্রিজন্মকৃত পাপ নষ্ট হয়।৬১

পুরাকৃত দশজন্মার্জ্জিত পাপ শতসংখ্যক গায়ত্রীজপ

অস্মিন্ কলৌ চ বিদুষা বিধিবৎ কর্ম যৎ কৃতম্।
ভবেদ্দশগুণং তদ্ধি কৃতাদের্যুগতো ধ্রুবম্ ॥৬৩
ন চ তচ্ছক্যতে কর্ত্তুং মন্ত্রাম্নায়েহস্য দূষণাৎ।
অযথার্থকৃতাৎ পাঠাৎ মন্ত্রসিদ্ধির্গরীয়সী ॥৬৪
ন চ ক্রমন্ন চ হসন্ন পার্শ্বমবলোকয়ন্।
নান্যসক্তো ন জল্পংশ্চ ন চৈবোর্ধ্বশিরস্তথা ॥৬৫
নাঙ্ঘ্রিণা পীড়য়েৎ পাদং ন চৈব হি তথা করম্।
নৈবংবিধং জপং কুর্য্যান্ন চ সঞ্চালয়েৎ করম্ ॥৬৬
প্রচ্ছন্নানি চ দানানি জ্ঞানঞ্চ নিরহংকৃতম্।
জপ্যানি চ সুগুপ্তানি তেষাং ফলমনন্তকম্ ॥৬৭
য এবমভ্যসেন্নিত্যং ব্রাহ্মণঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
স ব্রহ্মলোকমাপ্নোতি তথা ধ্যানার্চনাদপি ॥৬৮

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি যথা তাতপিতামহঃ।
লব্ধবান্ বেধসঃ পৃষ্ঠাদ্ গায়ত্রীধ্যানমুত্তমম্ ॥৬৯
যদক্ষরেষু যদ্বর্ণং যত্র যত্র চ যঃ স্মরেৎ।
যৎফলং লভতে কৃত্বা যথা তস্যাঃ সমর্চনম্ ॥৭০
তৎ প্রকৃতিঃ স স্বাতং বিকারো বুদ্ধিরেব চ।
তুরিত্যেতদহংকারং বশব্দং বিদ্ধি পাপহম্ ॥৭১
রেস্পর্শং তু ণি রূপঞ্চ য়ংরসং গন্ধমত্র ভ।
র্গো শ্রোত্রং দে ত্বচং বা ব চক্ষুঃ স্য রসনা তথা ॥৭২
ধী নাসা ম বাচা চ হি হস্তৌ ধি চ পাদদ্বয়ম্।
যো উপস্থং মুখং যো হ্যন্যো নঃ খং প্র কারমারুতম্ ॥
চো তেজো দ জলং য়াৎ ক্ষ্মা গায়ত্র্যাস্তত্ত্বচিন্তনম্।
চতুর্বিংশতিতত্ত্বানি প্রত্যেকমক্ষরেষু যঃ ॥৭৪

দ্বারা নষ্ট হয়। ত্রিজন্মার্জ্জিত পাপ সহস্র গায়ত্রীজপ দ্বারা নষ্ট হয়।৬২

এই কলিযুগে বিদ্বান্ (বেদপারগ) ব্যক্তি বিধি অনুসারে যে কর্ম্ম করেন, তাহা সত্যাদি ত্রিযুগের কৃত-কর্ম্মের দশগুণের সমান—ইহা নিশ্চিত জানিবে।৬৩

মন্ত্রাম্নায়ে (বেদে) বিধিবিহীন কর্ম্ম নিন্দিত হওয়ায় বিধিবিহীন কর্ম্ম করিতে পারা যায় না। অযথার্থ পাঠ অপেক্ষা মন্ত্রসিদ্ধির শ্রেষ্ঠত্ব শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।৬৪

চলিতে চলিতে, হাসিতে হাসিতে, পার্শ্ব অবলোকন করিতে করিতে, অন্যবিষয়ে আসক্ত হইয়া, জল্পনা করিতে করিতে, ঊর্দ্ধশির হইয়া, এক পায়ের দ্বারা অন্য পা পীড়ন করিয়া, এক হাত দ্বারা অন্য হাত পীড়ন করিয়া এবং হাত নাড়াচাড়া করিতে করিতে জপ করিবে না।৬৫-৬৬

যাঁহাদের দান প্রচ্ছন্ন, জ্ঞান অহঙ্কারশূন্য ও জপ সুগোপ্য, তাঁহারা অনন্ত ফল লাভ করেন।৬৭

যে ব্রাহ্মণ সংযতেন্দ্রিয় হইয়া নিত্য এই প্রকার জপ অভ্যাস করেন, সেই ব্রাহ্মণ ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হ'ন; আবার পরমেশ্বরের ধ্যান অর্চ্চনা করিয়াও ব্রহ্মলোক-প্রাপ্তি হয়।৬৮

অনন্তর অন্য কথা বিশেষভাবে বলিব। পিতামহ কি ভাবে গায়ত্রীর ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন? একদা পিতামহ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মা তাঁহাকে গায়ত্রীর উত্তম ধ্যান বলেন। এইভাবে পিতামহ গায়ত্রীর ধ্যান লাভ করেন। যে যে অক্ষরে যে যে বর্ণ, যেখানে যেখানে যাহা যাহা স্মরণ করা উচিত, যাহা যাহা স্মরণ করিয়া যে যে ফল লাভ হয় এবং তাহার অর্চ্চনার বিধি যে প্রকার, (তাহা বিশেষভাবে বলিব)। ৬৯-৭০

### গায়ত্রীর প্রতিটি অক্ষরের অর্থ বলা হইতেছে।

তৎ শব্দের অর্থ প্রকৃতি, স—স্বাত, বি—বুদ্ধি, তু—অহঙ্কার, ব—পাপনাশক, রে—স্পর্শ, ণি—রূপ, য়ং—রস, ভ—গন্ধ, র্গো—শ্রোত্র, দে—ত্বক্, ব—চক্ষু, স্য—রসনা, ধী—নাসা, ম—বাক্, হি—হস্ত, ধি—পাদদ্বয়, যো—উপস্থ, মুখ, যো—অন্য, নঃ—খ, প্র—মারুত, চো—তেজঃ, দ—জল, য়াৎ—পৃথিবী। কিভাবে গায়ত্রীর তত্ত্ব চিন্তা করিতে হয়, তাহাই বলা হইতেছে। যে যোগী গায়ত্রীর চতুর্বিংশতি অক্ষরের প্রত্যেকটি অক্ষরে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্মরণ করেন, সেই যোগী ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন।৭১-৭৪

ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাকৃতি শান্ত পদ্মাসনারূঢ় 'তৎ'কার পাদদ্বয়ে ন্যাস করিয়া ধ্যান করিলে পাপ নষ্ট হয়।৭৫

অতসীপুষ্পসন্নিভ পদ্মমধ্যস্থিত সৌম্য "স"কার

গায়ত্র্যাঃ সংস্মরেদ্ যোগী স যাতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ।
ভূংকারং পাদয়োর্ন্যস্য ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাকৃতিম্ ॥ ৭৪
শান্তং পদ্মাসনারূঢ়ং ধ্যানাদ্দহতি কিল্বিষম্ ॥৭৫
সকারং গুল্‌ফয়োর্ন্যস্যেদতসীপুষ্পসন্নিভম্ ।
পদ্মমধ্যস্থিতং সৌম্যং দহতে চোপপাতকম্ ॥৭৬
বিকারং জঙ্ঘয়োর্দীপ্তং ধ্যায়েদেতদ্ বিচক্ষণঃ ।
ব্রহ্মহত্যাকৃতং পাপং হন্যাত্তদ্ধি স্মৃতং ক্ষণাৎ ॥৭৭
তুর্‌কারং জানুদেশে তু ইন্দ্রনীলসমপ্রভম্
নির্দহেৎ সর্বপাপানি গ্রহরোগমুপদ্রবম্ ॥৭৮
ঊর্বোর্বং বিমলং ধ্যায়েচ্ছুদ্ধস্ফটিকবিদ্যুতিম্ ।
বিজ্ঞাতং হন্তি তৎপাপমগম্যাগমনাৎ কৃতম্ ॥৭৯
রেকারং বৃষণে প্রোক্তং বিদ্যুৎস্ফুরিততেজসম্ ।
মিত্রদ্রোহকৃতং পাপং স্মরণাদেব নাশয়েৎ ॥৮০
নিগুহ্যং শ্বেতবর্ণং তু জাতিপুষ্পসমদ্যুতিম্ ।
গুরুহত্যাকৃতং পাপং শোধয়েদ্ধ্যানচিন্তনাৎ ॥৮১
যং কট্যাং তারকাবর্ণং চন্দ্রবহ্নিধিষ্ণ্যভূষিতম্ ।
যোগিনাং বরদং প্রাহুর্ব্রহ্মহত্যাবিশোধনম্ ॥৮২
ভং ( ভকারং চালি ) নভোবলিবর্ণাভং
মেঘোন্নতিসমদ্যুতিম্ ।
ধ্যাত্বা কমলমধ্যস্থং মহদ্ দহতি পাতকম্ ॥৮৩
জঠরে রক্তবর্ণং তু মাত্রাদ্বয়বিভূষিতম্ ।
গোহত্যাদি কৃতং পাপং গোকারস্তু বিশোধয়েৎ ॥৮৪
শ্যামরক্তঞ্চ দেকারং ধ্যানং তদ্দেশয়ে হৃদি ।
হিম-কুন্দেন্দু বর্ণাভং বকারমমৃতং স্রবৎ ॥৮৫
পিতৃ-মাতৃ-বধোদ্ভূতং মিত্রাবরুণদৈবতম্ ।
গুরুহত্যাকৃতং পাপং বকারেণ প্রণশ্যতি ॥৮৬
স্যকারং বিন্যসেৎ কণ্ঠে ত্বাষ্ট্রং স্ফটিকসন্নিভম্ ।
মনসোপার্জিতং পাপং স্যকারেণ প্রণশ্যতি ॥৮৭
ধীকারং বসুদৈবত্যং বদন্তি স্বর্ণসন্নিভম্ ।
প্রতিগ্রহকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি ॥৮৮

গুল্‌ফদ্বয়ে ন্যাস করিলে উপপাতক দগ্ধ হয়। বিচক্ষণ ব্যক্তি জঙ্ঘাদ্বয়ে প্রদীপ্ত "বি"কার ধ্যান করিবেন, কারণ এই ধ্যান করিলে ক্ষণকালের মধ্যে ব্রহ্মহত্যাকৃত পাপ নষ্ট হয়।৭৬-৭৭

ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় প্রভাবশালী জানিয়া "তু"কার জানুদেশে ন্যাস করিলে সর্বপাপ দগ্ধীভূত হয় এবং গ্রহ-সূচিত রোগ ও উপদ্রব নষ্ট হয়।৭৮

শুদ্ধ স্ফটিকতুল্য বিমল, দীপ্তিসম্পন্ন মনে ভাবিয়া "ব"কার উরুদ্বয়ে ন্যাস করিলে অগম্যাগমনজনিত জ্ঞাত পাপ নষ্ট হয়।৭৫

বিদ্যুৎ স্ফুরিত হইতেছে—এই প্রকার তেজঃসম্পন্ন "রে"কার বৃষণদ্বয়ে ন্যাস করিলে স্মরণমাত্রেই মিত্রদ্রোহ-জনিত পাপ নষ্ট হয়।৮০

জাতিপুষ্পের দ্যুতির ন্যায় দ্যুতিবিশিষ্ট শ্বেতবর্ণ গোপনীয় "নি"কার ধ্যান এবং চিন্তন করিলে গুরুহত্যা-জনিত পাপ নষ্ট হয়।৮১

তারকা-শোভিত চন্দ্রের ন্যায় তারকা-বর্ণতুল্য "য"-কার কটিদেশে ন্যাস করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়। এইরূপে-ন্যাসকারীকে যোগিগণের বরদাতা বলিয়া বলা হয়।৮২

ইন্দ্রধনুতুল্য বর্ণবিশিষ্ট ও উন্নতমেঘসদৃশ দ্যুতি সম্পন্ন পদ্মাসন-মধ্যস্থ "ভ"কার ধ্যান করিলে মহাপাপ নষ্ট হয়। মাত্রাদ্বয়-বিভূষিত রক্তবর্ণ "গো"কার জঠরে ধ্যান করিলে গোহত্যাদি জনিত পাপ নষ্ট হয়।৮৩-৮৪

"দে"কারকে শ্যাম ও রক্তবর্ণরূপে ধ্যান করিয়া হৃদয়দেশে স্থাপন করিবে। মিত্রাবরুণ দৈবত হিম-কুন্দ-ইন্দুবর্ণাভ অমৃতস্রাবী "ব"কার পিতৃমাতৃবধোদ্ভূত গুরু-হত্যাজনিত পাপ নষ্ট করে।৮৫-৮৬

বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় স্ফটিক-সন্নিভ "স্য"কার কণ্ঠদেশে বিন্যাস করিলে মনে মনে যে পাপ উপার্জ্জিত হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইবে।৮৭

"ধী"কারকে বসুদৈবত বলা হয়। এই "ধী"কার স্বর্ণবর্ণসদৃশ সমুজ্জ্বলরূপে চিন্তিত হইলে অন্যের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া যে পাপ সঞ্চয় করা হয়, ঐ পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।৮৮

মকারং পদ্মরাগাভং শিরস্থং দীপ্ততেজসম্।
পূর্বজন্মকৃতং পাপং মকারেণ প্রণশ্যতি ॥৮৯
হিকারং নাসিকাগ্রে তু পূর্ণচন্দ্রসমপ্রভম্।
পূর্বাৎ পূর্বতরং পাপং স্মরণাদেব নশ্যতি ॥৯০
ধিকারং শান্তমক্ষ্ণোশ্চ পীতবর্ণং সুধাংশুবৎ।
মনো-বাক্কায়জং পাপং চিন্তনাদেব নশ্যতি ॥৯১
যো কারৌ দ্বৌ ধূম্র-নীলৌ ভ্রূললাটে চ সংস্থিতৌ
ধ্যায়ন্নিত্যং দ্বিজো নূনং সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৯২
নকারং তু মুখে পূর্বং দ্বাদশাদিত্যসন্নিভম্।
সকৃদ্ধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ প্রাপ্নোতি ব্রহ্মণঃ পদম্ ॥৯৩
প্রকারং দক্ষিণে বক্ত্রে কালাগ্নি-রুদ্রসন্নিভম্।
সকৃদ্ধ্যাত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঐশ্বরং পদমাপ্নুয়াৎ ॥৯৪
চোকারং পশ্চিমে বক্ত্রে বিদ্যুদ্দীপ্তিসমপ্রভম্।
একবারং দ্বিজো ধ্যাত্বা বৈষ্ণবং পদমাপ্নুয়াৎ ॥৯৫

"ম"কার প্রদীপ্ত তেজঃসম্পন্ন শিরোদেশস্থ পদ্মরাগ-মণির আভার ন্যায় আভাতুল্যরূপে ধ্যাত হইলে পূর্বজন্ম-কৃত পাপ নষ্ট হয়।৮৯

নাসিকার অগ্রভাগে পূর্ণচন্দ্রসদৃশরূপে "হি"কার স্মরণ করিলে পূর্ব পূর্ব জন্মের পাপ নষ্ট হয়।৯০

শান্ত পীতবর্ণ সুধাংশুতুল্য "ধি"কারকে অক্ষিযুগলে চিন্তা করিলে মানস, বাচিক ও কায়িক এই ত্রিবিধ পাপ নষ্ট হয়।৯১

"যো"কারদ্বয় যথাক্রমে ধূম্র ও নীলবর্ণ। ভ্রূ ও ললাটস্থরূপে এই "যো"কারদ্বয় নিত্য চিন্তা করিয়া দ্বিজ সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে।৯২

প্রথমে মুখে "ন"কারকে একবারমাত্র দ্বাদশাদিত্য-সন্নিভরূপে ধ্যান করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন। বক্ত্রের দক্ষিণভাগে "প্র"কারকে কালাগ্নি-রুদ্রসন্নিভ-রূপে একবারমাত্র চিন্তা করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরপদ প্রাপ্ত হ'ন।৯৩-৯৪

দ্বিজ বক্ত্রের পশ্চিমভাগে "চো"কারকে একবার-মাত্র বিদ্যুদ্দীপ্তিসমপ্রভ চিন্তা করিয়া বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন।৯৫

দকারমুত্তরে বক্ত্রে শুক্লবর্ণসমদ্যুতিম্।
সকৃদ্ধ্যানাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রাপ্নুয়াৎ পদমব্যয়ম্ ॥৯৬
য়াৎকারস্তু শিরঃ প্রোক্তং চতুর্বদনসংযুতম্।
স এষ ত্রিগুণঃ প্রোক্তশ্চতুর্বিংশতিমঃ স্মৃতঃ ॥৯৭
যং যং পশ্যতি চক্ষুর্ভ্যাং যং যং স্পৃশতি পাণিনা।
যং যঞ্চ ভাষতে কিঞ্চিত্তৎসর্বং পূতমেব চ ॥৯৮
জপ্যে তু ত্রিপদা জ্ঞেয়া পূজনে তু চতুষ্পদা।
ন্যাসে জপ্যে তথা ধ্যানে অগ্নিকার্য্যে তথার্চনে ॥৯৯
সর্বত্র ত্রিপদা জ্ঞেয়া ব্রাহ্মণৈস্তত্ত্বচিন্তকৈঃ।
জম্বুকা নাম সা দেবী যজুর্বেদে প্রতিষ্ঠিতা ॥১০০
সা দেবী দ্রুপদা নাম মন্ত্রে বাজসনেয়কে।
অন্তর্জলে ত্রিরাবর্ত্য মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যয়া ॥১০১
সোহপনীয় সমস্তানি মহেনাংসি দ্বিজোত্তমঃ।
ব্রহ্মণঃ পদমাপ্নোতি যদ্গত্বা ন নিবর্ততে ॥১০২

বক্ত্রের উত্তরভাগে "দ"কারকে একবারমাত্র শুক্ল-বর্ণ ও সমদ্যুতিসম্পন্ন ধ্যান করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠ অব্যয় পদ প্রাপ্ত হ'ন।৯৬

"য়াৎ"কার চতুর্বদনসংযুত শিরঃ বলিয়া কথিত। সেই "য়াৎ"কার ত্রিগুণবিশিষ্ট চতুর্বিংশতি অক্ষরের মান বলিয়া উক্ত আছে।৯৭

পূর্বোক্তরূপে গায়ত্রী-তত্ত্বজ্ঞ জীব নয়নযুগল দ্বারা যাহা যাহা দেখে, হস্ত দ্বারা যাহা যাহা স্পর্শ করে এবং মুখে যাহা কিছু বলে, সেই সমস্তই পবিত্র বলিয়া জানিবে।৯৮

জপকালে গায়ত্রী ত্রিপদা, পূজনে চতুষ্পদা। ন্যাস, জপ, ধ্যান ও অগ্নিকার্য্যে এবং অর্চ্চনায় সকলস্থলেই তত্ত্বচিন্তক ব্রাহ্মণগণ গায়ত্রীকে ত্রিপদা বলিয়া জানিবে। সেই গায়ত্রীদেবী যজুর্বেদে জম্বুকা নামে প্রতিষ্ঠিতা। ৯৯-১০০

সেই গায়ত্রীদেবী যজুর্বেদীয় মন্ত্রে "দ্রুপদা" নামে অভিহিতা হইয়াছেন। গায়ত্রীর অক্ষরসমূহ পুরুষের দেহে ন্যাস করিবার যে বিধি পূর্বোক্ত শ্লোকসমূহে বর্ণিত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে পুরুষ জলমধ্যে অবস্থান করত অক্ষরসমূহ তিনবার ন্যস্ত করাইয়া

বিনা শ্রদ্ধাং প্রমাদাদ্ বা জপং কুর্বংশ্চ্যবেদ্ যদি।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণং স্যাদিতি স্মৃতিঃ ॥১০৩
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রোঽয়ং স্মর্তব্যঃ সর্বকর্মসু।
আবর্ত্যঃ প্রণবো বাপি সর্বস্যাদির্যতো হি সঃ ॥১০৪
অভ্যসেৎ প্রণবং নিত্যমেকচিত্তঃ সমাহিতঃ।
গায়ত্রীঞ্চ তথা দেবীমভ্যস্যন্ মুক্তিমাপ্নুয়াৎ ॥১০৫
বৈদিকং তু জপং কুর্য্যাৎ পৌরাণং পাঞ্চরাত্রিকম্।
যো বেদস্তানি চৈতানি যান্যেতানি চ সা শ্রুতিঃ ॥১০৬
জপেন যেনেহ কৃতেন পুংসো-
দদাতি মার্গং সবিতাপি কর্তুঃ।
অয়ং হি সর্বেষ্টিকৃতাং বরিষ্ঠো-
বিধেঃ পদং যাস্যতি নির্বিকল্পম্ ॥১০৭

যদুক্তং সর্বশাস্ত্রেষু তথা সর্বশ্রুতিষ্বপি।
উপনিষন্মতং তদ্ বো বিপ্রা হ্যেতৎ প্রকীর্তিতম্॥১০৮
ন্যাসং তনুত্রং ন ববন্ধ দেহে
জগ্রাহ নোঙ্কারমসিঞ্চ তীক্ষ্ণম্।
বিপ্রো বশে যস্ত্রিপদাং ন চক্রে
লোকে স রুষ্টঃ কিমু কস্য কুর্য্যাৎ ॥১০৯
উদ্দেশেন ময়া প্রোক্তো বিধির্জপ্যস্য পাবনঃ।
দেবার্চনবিধানং তু সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥১১০
ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে জপনির্ণয়ঃ।

**অথ দেবার্চনবিধিঃ**

দেবার্চনং প্রবক্ষ্যামি যদুক্তমৃষিভিঃ পুরা।
বৈদিকৈরেব তন্মন্ত্রৈর্যস্য যে তস্য তৈরিতি ॥১১১

ব্রহ্মহত্যা দ্বারা উদ্ভূত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। সেই দ্বিজোত্তম সমস্ত মহাপাপ অপনয়ন করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হ'ন—যে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্জন্মরূপ দুঃখে নিপতিত হয় না।১০১-১০২

শ্রদ্ধাবিহীন হইয়া অথবা প্রমাদবশতঃ জপকালে যদি জপক্রিয়ার বিচ্যুতি ঘটে, তাহা হইলে "তদ্বিষ্ণোঃ" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিষ্ণুস্মরণ করিলে জপ সম্পূর্ণ হয় বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রকার উপদেশ করিয়াছেন।১০৩

আদিতে প্রণব স্থাপন করিয়া "তদ্বিষ্ণোঃ" এই মন্ত্রটি সর্বকর্মে স্মরণ করিবে। প্রণব সকল মন্ত্রের আদি বলিয়াই সকল মন্ত্রের আদিতে প্রণব স্থাপন করিবে।১০৪

একান্তভাবে সমাহিতচিত্ত হইয়া নিত্য প্রণব অভ্যাস করিবে। পূর্বোক্তভাবে গায়ত্রী অভ্যাস করিয়া জীব মুক্তিলাভের অধিকারী হয়।১০৫

বৈদিক-মন্ত্রজপাধিকারিগণ বৈদিক-মন্ত্র জপ করিবেন; তদ্ভিন্ন অন্যব্যক্তিগণ "পুরাণকথিত" বা "পঞ্চরাত্র" কথিত বিধানানুসারে জপ করিবেন। যাহা বেদমন্ত্র বলিয়া উক্ত আছে, তাহাই পৌরাণাদি মন্ত্র বলিয়া জানিবে, কারণ, ইঁহারাও বেদ বলিয়া কথিত অর্থাৎ বৈদিক-মন্ত্রভিন্ন অন্য মন্ত্রগুলি বৈদিক মন্ত্রই জানিবে।১০৬

এই জগতে ভগবান্ পুরুষোত্তমের মন্ত্রজপকারী ব্যক্তিকেও সবিতৃদেব মুক্তির পথ প্রদান করেন। সমস্ত যজ্ঞকৃৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জাপক ব্রহ্মার নির্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হ'ন।১০৭

হে বিপ্রগণ! সর্বশাস্ত্রে ও সর্ববেদে যাহা উক্ত হইয়াছে, উপনিষদেরও ইহাই মত বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে।১০৮

যে বিপ্র দেহে দেহরক্ষকরূপ ন্যাস বন্ধন করে নাই, ওঁকাররূপ তীক্ষ্ণ অসি গ্রহণ করে নাই এবং ত্রিপদা গায়ত্রীকে বশ করে নাই, এই সংসারে সেই বিপ্র ক্রুদ্ধ হইয়া কাহার কি করিতে পারে?১০৯

প্রসঙ্গক্রমে জপের পবিত্র বিধি বলিয়াছি। অতঃপর দেবার্চ্চন-বিধি সম্যক্ প্রকারে বলিব।১১০

শ্রীবৃহৎপরাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের জপনির্ণয় সমাপ্ত।

**অনন্তর দেবার্চ্চন-বিধি বর্ণিত হইতেছে।**

যে যে দেবতার অর্চ্চনায় যে যে মন্ত্র, সেই সেই দেবতার সেই সেই বৈদিক মন্ত্র দ্বারা পূজা-বিষয়ে পুরাকালে ঋষিগণ যাহা বলিয়াছেন, আমি তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১১১

অর্চয়ন্ বৈদিকৈর্মন্ত্রৈর্নানুগ্রহমপেক্ষতে।
বৈদিকোঽনুগ্রহস্তস্য বেদস্বীকরণেন তু ॥১১২
ব্রহ্মাণং বৈধসৈর্মন্ত্রৈর্বিষ্ণুং স্বৈঃ শঙ্করং স্বকৈঃ।
অন্যানপি তথা দেবা নার্চয়েৎ স্বীয়মন্ত্রকৈঃ ॥১১৩
মন্ত্রন্যাসং পুরা কৃত্বা স্বদেহে দেবতাসু চ।
গায়ত্র্যোঙ্কারন্যস্তাঙ্গঃ পূজয়েদ্ বিষ্ণুমব্যয়ম্ ॥১১৪
ন্যস্বা তু ব্যাহৃতীঃ সর্বাঃ প্রোক্তস্থানক্রমেণ তু।
ব্রহ্মভূতং শুচিঃ শান্তো দেবযাগমুপক্রমেৎ ॥১১৫
বিষ্ণুরাদিরয়ং দেবঃ সর্বামরগণার্চিতঃ।
নামগ্রহণমাত্রেণ পাপপাশং ছিনত্তি যঃ ॥১১৬
তদর্চনং প্রবক্ষ্যামি বিষ্ণোরমিততেজসঃ।
যৎ কৃত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরং সাযুজ্যমাপ্নুয়ুঃ ॥১১৭

ষট্স্বেতেষু হরেঃ সম্যগর্চনং মুনিভিঃ স্মৃতম্।
অপ্স্বগ্নৌ হৃদয়ে সূর্য্যে স্থণ্ডিলে প্রতিমাসু চ ॥১১৮
অগ্নৌ ক্রিয়াবতাং দেবো দিবি দেবো মনীষিণাম্।
প্রতিমা স্বল্পবুদ্ধীনাং যোগিনাং হৃদয়ে হরিঃ ॥১১৯
আপো হ্যায়তনং তস্য তস্মাত্তাসু সদা হরিঃ।
সর্বগত্বেন বিষ্ণোস্তু স্থণ্ডিলে ভাবিতাত্মনাম্ ॥১২০
দদ্যাৎ পুরুষসূক্তেন আপঃ পুষ্পাণি চৈব হি।
অর্চিতং স্যাদিদং তেন নিত্যং ভুবনসপ্তকম্ ॥১২১
আনুষ্টুভস্য সূক্তস্য ত্রৈষ্টুভস্য চ দৈবতম্।
পুরুষো যো জগদ্বীজমৃষির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১২২
তস্য সূক্তস্য সর্বস্য ঋচাং ন্যাসং যথাক্রমম্।
দেবে চৈবাত্মনি তথা সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পরম্ ॥১২৩

বৈদিক মন্ত্র দ্বারা দেবার্চ্চন করিলে দেবানুগ্রহের অপেক্ষা থাকে না, কেননা বেদের প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় বৈদিক মন্ত্রই অনুগ্রহ অর্থাৎ দেবগণ বেদপ্রিয়, বেদমন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিলে তাঁহারা অবশ্যই অনুগ্রহ করিয়া থাকেন; সেস্থলে আর অনুগ্রহের অপেক্ষা থাকে না।১১২

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং অন্যান্য দেবগণকে স্বীয় স্বীয় মন্ত্র দ্বারা অর্চ্চনা করিবে। প্রথমে স্বীয় অঙ্গে এবং দেবতাঙ্গে মন্ত্রন্যাস করিয়া গায়ত্রী ও ওঁকার-ন্যস্তাঙ্গ হইয়া অব্যয় বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে।১১৩-১৪

পূর্বে যে সমস্ত স্থানে ন্যাস করার কথা বলা হইয়াছে, সে সমস্ত স্থানে ক্রমানুসারে ব্যাহৃতিসমূহ ন্যাস করত পবিত্র, শান্ত ও ব্রহ্মভূত হইয়া দেবার্চ্চন আরম্ভ করিবে।১১৫

আদিদেব বিষ্ণু সকল দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। সেই বিষ্ণু তাঁহার নামগ্রহণমাত্র ভক্তের পাপবন্ধন ছেদন করিয়া দেন।১১৬

অমিততেজোরাশির আকর বিষ্ণুর অর্চ্চনার বিধি প্রকৃষ্টরূপে বলিব—যে বিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া মুনিগণ পরম সাযুজ্যলাভ করিয়াছিলেন।১১৭

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, জল, অগ্নি, হৃদয়, সূর্য্য, স্থণ্ডিল ও প্রতিমা এই ছয়টি আধারে সম্যক্‌রূপে হরির অর্চ্চনা করিবে।১১৮

যজ্ঞাদিক্রিয়ানুষ্ঠাতৃগণের অগ্নিতে, মনীষিগণের স্বর্গে, অল্পবুদ্ধিশালিগণের প্রতিমাতে এবং যোগিগণের হৃদয়ে পরমদেব শ্রীহরি পূজিত হ'ন।১১৯

জল সেই হরির আয়তন বলিয়াই হরি সর্বদা জলে অবস্থিতি করেন। সর্বত্র তাঁহার গতি থাকায় আত্ম-ভাবুকগণের নিকটে তিনি স্থণ্ডিলে অবস্থান করেন।১২০

পুরুষসূক্ত মন্ত্র দ্বারা শ্রীহরিকে পুষ্প ও জল প্রদান করিবে। শ্রীহরির অর্চ্চনা হইলে এই সপ্তভুবন নিত্য অর্চ্চিত হয়।১২১

এই পুরুষসূক্তের ছন্দঃ অনুষ্টুপ্ ও ত্রিষ্টুপ্, দেবতা জগৎকারণ পুরুষ এবং ঋষি নারায়ণ বলিয়া কথিত।১২২

দেবতাঙ্গে ও স্বীয় অঙ্গে সেই পুরুষসূক্তের মন্ত্রসমূহের ন্যাসবিধি অতঃপর যথাক্রমে প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১২৩

প্রথমে হস্তন্যাস করিয়া তৎপর অব্যয় বিষ্ণুকে স্মরণ করত স্বীয় চিত্তমধ্যে বিষ্ণুকে সম্যক্‌রূপে চিন্তা করিয়া শিখা ও দিগ্‌বন্ধন করিবে।১২৪

হস্তন্যাসং পুরা কৃত্বা স্মৃত্বা বিষ্ণুং তথাঽব্যয়ম্।
শিখাবন্ধঞ্চ দিগ্বন্ধং সঞ্চিন্ত্য বিষ্ণুমাত্মনি ॥১২৪

প্রথমাং বিন্যসেদ্ বামে দ্বিতীয়াং দক্ষিণে করে।
তৃতীয়াং বামপাদে তু চতুর্থীং দক্ষিণে ন্যসেৎ ॥১২৫

পঞ্চমীং বামজানৌ তু ষষ্ঠীঞ্চ দক্ষিণে ন্যসেৎ।
সপ্তমীং বামকট্যাঞ্চ দক্ষিণায়াং তথাষ্টমীম্ ॥১২৫

নবমীং নাভিমধ্যে তু দশমী হৃদি বিন্যসেৎ।
একাদশীং বামপাদে দ্বাদশীং দক্ষিণে ন্যসেৎ ॥১২৭

কণ্ঠে ত্রয়োদশীং ন্যস্য তথা বক্ত্রে চতুর্দশীম্।
অক্ষ্ণোঃ পঞ্চদশীং ন্যস্য ষোড়শীং মূর্দ্ধ্নি বিন্যসেৎ ॥১২৮

এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা পশ্চাদ্ যাগং সমাচরেৎ।
আসনং চিন্তয়েন্মেরুমষ্টপত্রং সকর্ণিকম্ ॥১২৯

ব্যাহৃতীনামথ ন্যাসং কুর্য্যাচ্চ বিধিবদ্ দ্বিজঃ।
ভূর্লোকং পাদয়োর্ন্যস্য ভুবর্লোকং তু জানুনোঃ ॥১৩০

স্বর্লোকং কটিদেশে তু নাভিদেশে মহস্তথা।
জনলোকং তু হৃদয়ে কণ্ঠদেশে তপস্তথা ॥১৩১

ভ্রুবোর্ললাটসন্ধ্যোস্তু সত্যলোকঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
হিরণ্ময়ে পরে কোশে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্ ॥১৩২

তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্ যদাত্মবিদো বিদুঃ।
আবাহনমথ প্রাহুর্বিষ্ণোরমিততেজসঃ ॥১৩৩

যথার্চা ক্রিয়তে তস্য স্বদেহে চিন্তয়েত্তথা।
আদ্যয়াবাহয়েদ্ দেবমৃচা তু পুরুষোত্তমম্ ॥১৩৪

যথা দেবে তথা দেহে ন্যাসং কুর্য্যাদ্ বিধানতঃ।
দ্বিতীয়য়াসনং দদ্যাৎ পাদ্যং চৈব তৃতীয়য়া ॥১৩৫

চতুর্থ্যার্ঘ্যঃ প্রদাতব্যঃ পঞ্চম্যাচমনং তথা।
ষষ্ঠ্যা স্নানং প্রকুর্বীত সপ্তম্যা বসনং তথা ॥১৩৬

যজ্ঞোপবীতং চাষ্টম্যা নবম্যা গন্ধমেব চ।
পুষ্পং দেয়ং দশম্যা তু একাদশ্যা চ ধূপকম্ ॥১৩৭

দ্বাদশ্যা দীপকং দদ্যাত্ত্রয়োদশ্যা নৈবেদ্যকম্।
চতুর্দশ্যাঞ্জলিং কুর্য্যাৎ পঞ্চদশ্যা প্রদক্ষিণম্ ॥১৩৮

ষোড়শ্যোদ্বাসনং কুর্য্যাচ্ছেষকর্ম্মণি পূর্ববৎ।
স্নানে বস্ত্রে চ নৈবেদ্যে দদ্যাদাচমনং হরেঃ।
ষণ্মাসাৎ সিদ্ধিমাপ্নোতি এবমেব হি যোঽর্চ্চয়েৎ ॥১৩৯

প্রথমা ঋক্ (মন্ত্র) বামকরে, দ্বিতীয় দক্ষিণকরে, তৃতীয় বামপাদে, চতুর্থ দক্ষিণপাদে, পঞ্চম বামজানুতে, ষষ্ঠ দক্ষিণজানুতে, সপ্তম বামকটিতে, অষ্টম দক্ষিণকটিতে, নবম নাভিমধ্যে, দশম হৃদিমধ্যে, একাদশ বামপাদে, দ্বাদশ দক্ষিণপাদে, ত্রয়োদশ কণ্ঠদেশে, চতুর্দ্দশ মুখে, পঞ্চদশ চক্ষুযুগলে ও ষোড়শ মন্ত্র মস্তকে ন্যাস করিবে।১২৫-২৮

এই প্রকারে ন্যাসকার্য্য সম্পন্ন করিয়া বক্ষ্যমান বিধি অনুসারে কার্য্য করিবে। সকর্ণিক অষ্টদল-পদ্মের মধ্যস্থিত স্থানকে শ্রীবিষ্ণুর আসনরূপে চিন্তা করিবে।১২৯

অনন্তর দ্বিজ বিধি অনুসারে বক্ষ্যমান স্থানসমূহে সপ্তব্যাহৃতির ন্যাস করিবে। পাদদ্বয়ে ভূর্লোক, জানুদ্বয়ে ভুবর্লোক, কটিদেশে স্বর্লোক, নাভিদেশে মহর্লোক, হৃদয়ে জনলোক, কণ্ঠদেশে তপোলোক, ভ্রূ এবং ললাটের সন্ধিস্থলে সত্যলোক প্রতিষ্ঠিত আছে—এরূপ চিন্তা করিয়া ন্যাসক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। হিরণ্ময়-শ্রেষ্ঠ কোশে গুণাতীত পূর্ণব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন। সেই শুভ্রজ্যোতিঃ পূর্ণব্রহ্ম জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—ইহা আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। অনন্তর অমিত তেজের আকর বিষ্ণুর আবাহন বলা হইতেছে।১৩০-৩৩

সেই পূর্ণব্রহ্মের অর্চ্চনা যেভাবে করিবে, স্বীয় দেহমধ্যে সেইভাবে তাঁহাকে চিন্তা করিবে। পুরুষসূক্তের প্রথম মন্ত্র দ্বারা পুরুষোত্তমকে আবাহন করিবে।১৩৪

বিধি অনুসারে দেবদেহে যে প্রকার ন্যাস করিবে, সেই প্রকার স্বীয় দেহেও ন্যাস করিবে। পুরুষসূক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র দ্বারা আসন, তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা পাদ্য, চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা অর্ঘ্য, পঞ্চম মন্ত্র দ্বারা আচমন, ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা স্নান, সপ্তম মন্ত্র দ্বারা বস্ত্র, অষ্টম মন্ত্র দ্বারা যজ্ঞোপবীত, নবম মন্ত্র দ্বারা গন্ধ, দশম মন্ত্র দ্বারা পুষ্প, একাদশ মন্ত্র দ্বারা ধূপ, দ্বাদশ মন্ত্র দ্বারা দীপ, ত্রয়োদশ মন্ত্র দ্বারা নৈবেদ্য, চতুর্দ্দশ মন্ত্র দ্বারা অঞ্জলি, পঞ্চদশ মন্ত্র দ্বারা প্রদক্ষিণ ও ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা উদ্বাসন করিবে এবং অবশিষ্ট কর্ম্মও পূর্ব্বের ন্যায় করিবে। স্নানীয় ও বস্ত্রদানের পর পুনরায় হরিকে আচমনীয় দিবে। যিনি পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ছয়মাস অর্চ্চনা করেন, তাঁহার অবশ্যই সিদ্ধিলাভ হইবে।১৩৫-৩৯

আদিত্যমণ্ডলে দেবং ধ্যাত্বা বিষ্ণুং মনোময়ম্ ।
স যাতি ব্রহ্মণঃ স্থানং নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥১৪০
ধ্যেয়ো দিনেশপরিমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ ।
কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরীটী
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খ-চক্রঃ ॥১৪১
সূক্তেন বিষ্ণুবিধিনা সমুদীরিতেন
যোঽনেন নিত্যমজমাদিমনন্তমূর্ত্তিম্ ।
ভক্ত্যাঽর্চয়েৎ পঠতি যশ্চ স বিষ্ণুদেহং
বিপ্রো বিশেদ্ধরিবরেণ কৃতার্থদেহঃ ॥১৪২
পঞ্চরাত্রবিধানেন স্থণ্ডিলে বাপি পূজয়েৎ ।
জলমধ্যগতো বাপি পূজয়েজ্জলমধ্যতঃ ॥১৪৩
দ্বাদশাহং নবব্যূহং পঞ্চরাত্রক্রমেণ তু ।
অভাবে ধৌতবস্ত্রস্য পত্রিকায়াস্তথা দ্বিজঃ ॥১৪৪
জলেঽপি হি জলেনৈব মন্ত্রৈরেবার্চয়েদ্ধরিম্ ।
বিষ্ণু বিষ্ণুরিত্যজস্রং চিন্তয়েদ্ধরিমেব তু ॥১৪৫
তিষ্ঠন্ ব্রজংস্তথাসীনঃ শয়ানোঽপি হরিং সদা ।
সংস্মরন্নাশুভং পশ্যেদিহামুত্র চ বৈ দ্বিজঃ ॥১৪৬
রুদ্রং রুদ্রবিধানেন ব্রহ্মাণঞ্চ বিধানতঃ ।
সূর্য্যং সংহতিমন্ত্রৈশ্চ তদীরিতবিধানতঃ ॥১৪৭
দূর্গাং কাত্যায়নীং চৈব তথা বাগ্দেবতামপি ।
স্কন্দং বিনায়কং চৈব যোগিনীং ক্ষেত্রপালকান্ ॥১৪৮
বিধিবদর্চয়েৎ সর্বান্ যো বিপ্রো ভক্তিতৎপরঃ ।
বিষ্ণুনা সুপ্রসন্নেন বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৪৯
গ্রহাংশ্চ পূজয়েদ্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণঃ শান্তিতৎপরঃ ।
আরোগ্য-পুষ্টিসংযুক্তো দীর্ঘমায়ুরবাপ্নুয়াৎ ॥১৫০
গৃহা গাবো নৃপা বিপ্রাঃ সদ্ভিঃ পূজ্যাঃ সদা নরৈঃ ।
পূজিতাঃ পূজয়ন্ত্যেতে নির্দহন্ত্যপমানিতাঃ ॥১৫১

যিনি আদিত্যমণ্ডলে মনোময় বিষ্ণুদেবকে ধ্যান করিয়া থাকেন, সেই ব্যক্তি পরব্রহ্মস্থান লাভ করেন—এই বিষয়ে আর বিচারণীয় কিছুই নাই ।১৪০

সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে অবস্থিত পদ্মাসনে সমুপবিষ্ট, কেয়ূর-মকরকুণ্ডল-হার-কিরীটধারী, সুবর্ণময়-শরীর ও শঙ্খ-চক্রধারী নারায়ণকে ধ্যান করিবে। নিত্য, অজ, আদি, অনন্তমূর্ত্তি বিষ্ণুকে বিষ্ণুসূক্ত দ্বারা যে ব্রাহ্মণ ভক্তিপূর্বক অর্চ্চনা করেন এবং পাঠ করেন, সেই ব্রাহ্মণ স্বদেহকে কৃতার্থ মনে করিয়া শ্রীহরির প্রসাদে শ্রীহরির দেহে প্রবেশ করেন অর্থাৎ শ্রীহরিতে বিলীন হ'ন ।১৪১-৪২

অথবা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্র-নামক গ্রন্থের বিধান অনুসারে স্থণ্ডিলে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে বা জল-মধ্যে অবস্থান করিয়া কিংবা জলাধারে শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবে ।১৪৩

পঞ্চরাত্র-বিধিমতে দেহীর দেহাভ্যন্তরে নবদ্বারমধ্যস্থ দ্বাদশদলপদ্মে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। ধৌত বস্ত্র ও পত্রের অভাবে জলাধারে জল দ্বারাই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবে। 'বিষ্ণু' 'বিষ্ণু' এই নাম অজস্রবার উচ্চারণ করিতে করিতে শ্রীহরিকে চিন্তা করিবে ।১৪৪-৪৫

কোথাও অবস্থিতি করার সময়ে, চলিবার সময়ে, উপবিষ্ট অবস্থায় ও শায়িত অবস্থায় শ্রীহরিকে স্মরণ করিলে দ্বিজ ইহলোকে এবং পরলোকে কিছুমাত্র অশুভ দর্শন করে না ।১৪৬

রুদ্রির বিধানানুসারে রুদ্রদেবতার, ব্রহ্মার্চ্চনের বিধি অনুসারে ব্রহ্মার, সূর্য্যসংহিতায় কথিত বিধি অনুসারে সূর্য্যের, দুর্গা, কাত্যায়নী, সরস্বতী, কার্ত্তিকেয়, গণেশ, যোগিনী ও ক্ষেত্রপাল ইঁহাদিগের বিধি অনুসারে ভক্তি-তৎপর হইয়া যে বিপ্র ইঁহাদের অর্চ্চনা করেন, শ্রীবিষ্ণু তাঁহার প্রতি সুপ্রসন্ন হ'ন ; সেই সুপ্রসন্ন বিষ্ণুর সহিত তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হ'ন ।১৪৭-৪৯

শান্তিতৎপর বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ আদিত্যাদি নবগ্রহের অর্চ্চনানন্তর আরোগ্য ও পুষ্টিলাভ করিয়া দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হ'ন। সদ্ভাবাপন্ন মানব সর্বদা গৃহদেবতা, গো, নৃপ ও বিপ্রদিগের পূজা করিবে। ইঁহারা পূজিত হইয়া সকলকে সম্মানিত করেন আর অনাদৃত হইয়া দগ্ধীভূত করিয়া ফেলেন ।১৫০-৫১

যো হিতঃ সর্বসত্ত্বেষু নৃপ-গো-ব্রাহ্মণেষু চ।
ইহামুত্র চ পূজ্যোঽসৌ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫২
উক্তো গৃহস্থস্য সুরার্চনস্য
ধন্যো বিধির্বিষ্ণুপদোপলব্ধ্যৈ।
কার্য্যো দ্বিজাতেঃ প্রতিবাসরং যো
বেদোক্তমন্ত্রৈঃ স ময়া হিতায় ॥১৫৩
দেবপূজাবিধিঃ প্রোক্ত এষ উদ্দেশতো যথা।
বৈশ্বদেবস্য বক্তব্যো বিধির্বিপ্রা ময়াধুনা ॥১৫৪
ইতি দেবপূজাবিধিঃ ॥

অথ বৈশ্বদেববিধিঃ ॥

বৈশ্বদেবং প্রবক্ষ্যামি যথাকার্য্যং দ্বিজাতিভিঃ।
স্বগৃহ্যোক্তবিধানেন জুহুয়াদ্ বৈশ্বদেবিকম্ ॥১৫৫
হবিষ্যস্য দ্বিজোঽভাবে যথালাভং শৃতং হবিঃ।
জুহুয়াদ্ বিধিবদ্ভক্ত্যা যথা স্যাচ্চিত্তনির্বৃতিঃ ॥১৫৬
যদ্ বা তদ্ বাপি হোতব্যমগ্নৌ কিঞ্চিদ্ দ্বিজাতিভিঃ।
ফলং বা যদি বা মূলং ঘাসং বা যদি বা পয়ঃ ॥১৫৭
অহুত্বা চ দ্বিজোঽশ্নীয়াদ্ যৎকিঞ্চিৎ স্বয়মশ্নুতে।
অশ্নীয়াচ্চেদহুত্বাপি নরকং স সমাবিশেৎ ॥১৫৮
জুহুয়াদ্ ব্যঞ্জন-ক্ষারবর্জ্যমন্নং হুতাশনে।
অনুজ্ঞাতো দ্বিজৈস্তৈস্তু ত্রিঃ কৃত্বা পুরুষর্ভঃ ॥১৫৯
যত্ত্বগ্নৌ হূয়তে নৈব যস্য চাগ্রং ন দীয়তে।
অভোজ্যং তদ্ দ্বিজাতীনাং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং
চরেৎ ॥১৬০
লৌকিকে বৈদিকে চৈব বৈশ্বদেবো হি নিত্যশঃ।
লৌকিকে পাপনাশায় বৈদিকে স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥১৬১

সর্বজীবের বিশেষতঃ নৃপ, গো, ব্রাহ্মণ প্রভৃতির হিতসাধনে রত ব্যক্তি ইহলোকে ও পরলোকে পূজনীয় হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হ'ন।১৫২

বিষ্ণুর পাদপদ্ম সম্বন্ধে প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভের জন্য বেদোক্ত মন্ত্র দ্বারা গৃহস্থের প্রতিদিন করণীয় দেবার্চ্চন-বিধি দ্বিজাতির হিতের জন্য আমি বলিয়াছি।১৫৩

হে বিপ্রগণ! প্রসঙ্গক্রমে আমি দেবপূজার বিধি বলিয়াছি, এক্ষণে বৈশ্বদেব-সম্বন্ধীয় বিধি বলিব।১৫৪

দেবপূজা-বিধি সমাপ্ত।

## অনন্তর বৈশ্বদেব-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

দ্বিজাতিগণ যে বিধি অবলম্বনে বৈশ্বদেব-কার্য্যানুষ্ঠান করিবে, তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব। স্বীয় গৃহ্যবিধি অনুসারে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় হোম করিবে। (সামবেদীয়-গণ গোভিল-গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে, যজুর্বেদীয়গণ পারস্কর-গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে এবং ঋগ্‌বেদীয়গণ আশ্বলায়ন-গৃহ্যোক্ত বিধি অনুসারে বৈশ্বদেব সম্বন্ধীয় হোম করিবে।)।১৫৫

দ্বিজ হোমযোগ্য যথার্থ হবিষ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিতে অক্ষম হইলে যে পক্ক হবিঃ সংগৃহীত হইবে, সেই পক্ক হবিঃ দ্বারা বিধিবোধিতভাবে ভক্তিপূর্বক হোম করিবে। যেরূপ অনুষ্ঠানের কথা উক্ত হইয়াছে, সেরূপ অনুষ্ঠান করিলে চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।১৫৬

ফল, মূল, তৃণ বা দুগ্ধ যে দ্রব্যই সংগৃহীত হয়, দ্বিজ সেই দ্রব্যই অগ্নিতে আহুতি দিবে।১৫৭

যে দ্বিজ অগ্নিতে আহুতি প্রদান না করিয়া কোন কিছু ভোজন করে বা ভোজন করায়, সেই দ্বিজ নরকে প্রবেশ করে।১৫৮

দ্বিজ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ তিন তিন বার করিয়া ক্ষারবর্জ্জিত অন্ন ও ব্যঞ্জন অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে।১৫৯

যে দ্রব্য এবং যে দ্রব্যের আগুভাগ অগ্নিতে আহুতি দেওয়া না হয়, সেই দ্রব্য দ্বিজাতিগণের অভোজ্য; উহা ভোজন করিয়া চান্দ্রায়ণব্রতের অনুষ্ঠান করিবে।১৬০

লৌকিক এবং বৈদিক-কর্ম্মানুষ্ঠানে বৈশ্বদেব-কর্ম্মানুষ্ঠান নিত্য বলিয়া জানিবে। বৈশ্বদেব-কর্ম্মানুষ্ঠান লৌকিক-কর্ম্মে পাপনাশক এবং বৈদিক-কর্ম্মে স্বর্গপ্রাপ্তির সহায়ক।১৬১

অভাবাদগ্নিহোত্রস্য আবসথ্যস্য বা তথা।
যস্মিন্নগ্নৌ পচেদন্নং তত্র হোমো বিধীয়তে ॥১৬২
অগ্নিঃ সোমঃ সমস্তৌ তৌ বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
ধন্বন্তরিঃ কুহূস্তদ্বদনুমতিঃ প্রজাপতিঃ ॥১৬৩
দ্যাবাভূম্যোঃ স্বিষ্টকৃতে হুত্বৈতেভ্যঃ পুনস্ততঃ।
কুর্য্যাদ্ বলিহৃতিং পশ্চাৎ সর্বদিক্ষু প্রদক্ষিণম্ ॥১৬৪
সূত্রাম্নে তস্য পুংভ্যশ্চ যমায় চ সহানুগৈঃ।
বরুণায় সহৈতৈশ্চ সোমায় চ সহানুগৈঃ ॥১৬৫
মরুদ্ভিশ্চ ক্ষিপেদ্ বারি অশ্বিভ্যাঞ্চ তথা হরেৎ।
বনস্পতিভ্যঃ সর্বেভ্যো মুসলোলুখলে হরেৎ ॥১৬৬
শ্রিয়ৈ চ ভদ্রকাল্যৈ চ উচ্ছীর্ষে পাদয়োঃ ক্রমাৎ।
ব্রহ্মণে সানুগায়েতি মধ্যে চৈব বলিং হরেৎ ॥১৬৭
বাস্তবে সানুগায়েতি বাস্তুমধ্যে বলিং হরেৎ।
বিশ্বেভ্যশ্চৈব দেবেভ্যো বলিমাকাশ উৎক্ষিপেৎ ॥১৬৮
দ্যুচরেভ্যশ্চ ভূতেভ্যো নক্তঞ্চারিভ্য এব চ।
বাস্তোঃ পৃষ্ঠে চ কুর্বীত বলিং সর্বানুতৃপ্তয়ে ॥১৬৯
পিতৃভ্যো বলিশেষং তু সর্বং দক্ষিণতো হরেৎ।
পতিতেভ্যঃ শ্বপাকেভ্যঃ পাপানাং পাপরোগিণাম্ ॥১৭০
কৃমি-কীট-পতঙ্গানাং সর্বেভ্যোঽপি বলিং হরেৎ।
এবং সর্বাণি ভূতানি যো বিপ্রো নিত্যমর্চয়েৎ ॥১৭১
তৎস্থানং পরমাপ্নোতি সজ্জ্যোতিঃ পরবেধসঃ।
গৃহ্যেঽগ্নৌ বৈশ্বদেবং তু প্রোক্তমেতন্ মনীষিভিঃ ॥১৭২
অনগ্নিকস্তু কুর্বীত বৈশ্বদেবং কথং স্থিতি।
মহাব্যাহৃতিভিস্তিস্রঃ সমস্তাভিস্তথাঽপরে ॥১৭৩

যথাবিধি স্থাপিত অগ্নির অভাব হইলে অথবা যজ্ঞীয় মণ্ডপের অভাব হইলে যে অগ্নিতে অন্নপাক করা হয়, সেই অগ্নিতে হোম করিবে।১৬২

সমগ্র বিশ্বাত্মক সেই অগ্নি এবং সোম, বিশ্বেদেব, ধন্বন্তরি, অমাবস্যা, শুক্লচতুর্দ্দশীযুক্তা পূর্ণিমা, প্রজাপতি স্বর্গলোক, ভূর্লোক এবং স্বিষ্টকৃৎ ইহাদের উদ্দেশ্যে হোম করিয়া বলি উৎসর্গ করিবে, পরে সর্বদিকে প্রদক্ষিণ করিবে।১৬৩-৬৪

সূত্রামন্-নামক যজ্ঞের জন্য সেই যজ্ঞনির্বাহক পুরুষদিগের উদ্দেশ্যে, অনুগামিগণের সহিত যমদেবতার উদ্দেশ্যে, ইহাদিগের সহিত বরুণ দেবতার উদ্দেশ্যে ও অনুগামিগণের সহিত সোমদেবতার উদ্দেশ্যে বলি আহরণ করিবে এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলি আহরণ করিবে ও বায়ুদেবতার উদ্দেশ্যে বারি ক্ষেপণ করিবে। বৃক্ষসমূহের উদ্দেশ্যে মুষল (অর্থাৎ খদির-কাষ্ঠনির্ম্মিত তীক্ষ্ণাগ্র দণ্ড) ও উলূখল আহরণ করিবে। শ্রী এবং ভদ্রকালী দেবতার উদ্দেশ্যে যথাক্রমে শিরোদেশে ও পাদযুগলে, অনুগামীর সহিত ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে মধ্যস্থলে এবং অনুগামীর সহিত বাস্তুদেবতার উদ্দেশ্যে বাস্তুমধ্যে বলি উৎসর্গ করিবে। বিশ্বেদেব উদ্দেশ্যে আকাশাভিমুখে ঊর্দ্ধদিকে বলি ক্ষেপণ করিবে। খেচর এবং নিশাচর প্রাণীর উদ্দেশ্যে এবং সমস্ত প্রাণীর তৃপ্ত্যর্থে বাস্তুপৃষ্ঠে বলি উৎসর্গ করিবে। পতিত, শ্বপাক, পাপী, পাপবশতঃ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণের, কৃমি, কীট ও পতঙ্গ ইহাদের সকলের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করিবে। যে বিপ্র এই প্রকারে সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে নিত্য অর্চ্চনা করেন, তিনি পরব্রহ্মের জ্যোতির্ম্ময় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করেন। মনীষিগণ গৃহ্যসূত্রে অগ্নি উদ্দেশ্যে এই প্রকার বৈশ্যদেব বিধি বলিয়াছেন। ১৬৫-৭২

**পূর্বোক্ত বিধিসমূহ সাগ্নিক সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, এক্ষণে নিরগ্নিকগণ সম্বন্ধে বলা হইতেছে।**

নিরগ্নিকগণ কি উপায়ে বৈশ্বদেব করিবেন? সমস্ত মহাব্যাহৃতি দ্বারা তিনটি আহুতি এবং অপর আরও একটি আহুতি দিবে, এই আহুতি চতুষ্টয় এবং দেবতার উদ্দেশ্যে একটি আহুতি দিবে। "ত্রিয়ম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া দুইটি আহুতি দিবে।১৭৩-৭৪

অপমৃত্যু-নিবৃত্তির জন্য, আয়ুঃ ও শারীরিক পুষ্টি বৃদ্ধির জন্য বৈশ্বদেব উদ্দেশ্যে হোম করিবে,—এ সম্বন্ধে বিশেষ-রূপে অন্যত্র উক্ত আছে।১৭৫

ইত্যাহুতীশ্চতস্রস্তু তথা দেবকৃতেঽপি চ।
ত্রিয়ম্বকং যজামহ ইত্যাদি চাহুতিদ্বয়ম্ ॥১৭৪
বৈশ্বদেবেন জুহুয়াদ্ বিশেষোঽন্যত্র বৈ পুনঃ।
অপমৃত্যুনিবৃত্যর্থমায়ুঃ-পুষ্টিবিবৃদ্ধয়ে ॥১৭৫
জুহুয়াৎ ত্র্যম্বকং দেবং বিল্বপত্রৈস্তিলৈস্তথা।
বিনায়কায় হোতব্যা ঘৃতস্যাহুতয়স্তথা ॥১৭৬
সর্ববিঘ্নোপশান্ত্যর্থং পূজয়েদ্ যত্নতস্তু তম্।
গণানাং ত্বেতি মন্ত্রেণ স্বাহাকারান্তমাদৃতঃ ॥১৭৭
চতস্রো জুহুয়াত্তস্মৈ গণেশায় তথাহুতীঃ।
তদ্বিষ্ণোরিতি জুহুয়াদ্ বিধিসম্পূর্ণতাকৃতে ॥১৭৮
প্রণবেন চ গায়ত্র্যা কেচিজ্জুহ্বতি তদ্ দ্বিজাঃ।
এতৌ বৈ সর্বদৈবত্যৌ এতৎ পরং ন কিঞ্চন ॥১৭৯
এতাভ্যাং তু হুতেনৈব সর্বেভ্যোঽপি হুতং ভবেৎ।
জুহুয়াৎ সর্পিষাঽভ্যক্তং গব্যেন পয়সাঽথ বা ॥১৮০
ক্রীতেন গোবিকারেণ তিলতৈলেন বা পুনঃ।
সম্প্রোক্ষ্য পায়সা বাঽন্নং নাভ্যক্তং চাশ্নুয়াদপি ॥১৮১
অস্নেহা যব-গোধূমাঃ শালয়ো হবনীয়কাঃ।
হবিস্তু হবিরভ্যক্তমহবিস্তু হবির্যতঃ ॥১৮২
অভ্যক্তমেব হোতব্যমতো রূক্ষং বিবর্জয়েৎ।
দারিদ্র্যং শ্বিত্রিতামেকে রূক্ষান্নহবনে বিদুঃ ॥১৮৩
জঠরাগ্নেঃ ক্ষয়ং চৈকে রূক্ষমন্নং ন হূয়তে।
ওঙ্কারপূর্বিকা সর্বাঃ স্বাহাকারান্তিকাস্তথা ॥১৮৪
জুহুয়াদগ্নিকে বিপ্রো গৃহমেধী হি নিত্যশঃ।
বলিং চোপান্তভূতেভ্যঃ সর্বেভ্যোঽপ্যবিশেষতঃ ॥১৮৫
হুত্বাঽথ কৃষ্ণবর্ত্মানং কৃতাঞ্জলিঃ প্রসাদয়েৎ।
ত্বমগ্নে দ্যুভিরেতেন মন্ত্রেণ ভক্তিমান্ দ্বিজঃ ॥১৮৬
আব্রহ্মন্নিতি মন্ত্রং তু জপেদ্ বৈ সার্বকামিকম্।
আহাব্যগ্ন ইতি হ্যেনং মন্ত্রঞ্চ প্রযতো জপেৎ ॥১৮৭

বিল্বপত্র এবং তিল দ্বারা ত্র্যম্বকদেবের হোম করিবে। ঘৃতাহুতি দিয়া গণেশের হোম করিবে। সর্ববিঘ্ন উপশমনের জন্য যত্নপূর্বক গণেশের পূজা করিবে। ঐ পূজায় "গণানাং ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করিয়া সেই গণেশদেবতার উদ্দেশ্যে চারিটি আহুতি দিয়া হোম করিবে। বিধির সম্পূর্ণতার জন্য "তদ্বিষ্ণোঃ" এই মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে।১৭৬-৭৮

কোন কোন দ্বিজ প্রণব এবং গায়ত্রী দ্বারা হোম করিয়া থাকে। এই প্রণব এবং গায়ত্রী সর্বদেবময়, ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। এই মন্ত্রদ্বয়ে হোম করিলে সকল মন্ত্রেই হোম করার তুল্য হয়। ঘৃতাভ্যক্ত, গোদুগ্ধ, ক্রীত দধি, তিলতৈল দ্বারা হোম করিবে; অথবা জল দ্বারা ঘৃতাভ্যক্ত অন্ন সম্যক্‌রূপে প্রোক্ষণ করিয়া হোম করিবে; জল দ্বারা ঘৃতাভ্যক্ত অন্ন প্রোক্ষণ না করিয়া ভোজনও করিবে না।১৭৯-৮১

স্নেহপদার্থশূন্য হবনীয় যব, গোধূম, শালিধান্য প্রভৃতি দ্রব্য হবিঃ না হইয়াও হবির্যুক্ত হইয়া হবিঃরূপে পরিণত হয়।১৮২

ঘৃতাভ্যক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে—এইরূপ বিধান থাকায় রূক্ষ অর্থাৎ অনভ্যক্ত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে না। অনভ্যক্ত দ্রব্যে হোম করিলে দারিদ্র্য ও শ্বিত্ররোগ হয়— এইরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অভ্যক্ত না করিয়া হোম করিলে জঠরাগ্নি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, অতএব রূক্ষদ্রব্য দ্বারা হোম করিবে না। সাগ্নিক ও গৃহস্থ ব্রাহ্মণ পূর্বে ওঁকার ও অন্তে স্বাহা শব্দ স্থাপন করিয়া আহুতি প্রদান করিবে। কোনও প্রকার বিশেষ ক্রিয়া না করিয়া সমীপস্থ সমস্ত প্রাণীর উদ্দেশ্যে বলি প্রদান করিবে।১৮৩-৮৫

অনন্তর ভক্তিমান্ দ্বিজ "ত্বমগ্নে দ্যুভিঃ" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিয়া কৃতাঞ্জলিপূর্বক অগ্নিদেবকে প্রসন্ন করাইবে।১৮৬

সর্বকামপ্রদ "আব্রহ্মন্" এই মন্ত্র জপ করিবে এবং "আহাব্যগ্নে" এই মন্ত্রও সংযতচিত্ত হইয়া জপ করিবে। অনন্তর অন্য হোতাশন-মন্ত্র জপ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবে। তৎপর অন্যান্য পবিত্রসূক্তও জপ করিবে এবং সর্বপ্রকার শান্তিকার্য্যের জন্য "অগ্নির্দেবতা" এই মন্ত্রে ঐরূপ জপ করিবে।১৮৭-৮৮

জ্ঞান, ধন, অরোগিতা ও গতি অর্থাৎ মুক্তি লাভেচ্ছু

অন্যং হৌতাশনং মন্ত্রং জপিত্বাঽথ ক্ষমাপয়েৎ।
অন্যানি চৈব সূক্তানি পবিত্রাণি ততো জপেৎ।
সর্বশান্তিককৃত্যর্থং তথাগ্নির্দেবতেতি চ ॥১৮৮
জ্ঞানং ধনমরোগিত্বং গতিমিচ্ছংস্তথা দ্বিজঃ।
শম্ভুমগ্নিং রবিং বিষ্ণুমর্চয়েদ্ভক্তিতঃ ক্রমাৎ ॥১৮৯
অজ্ঞানন্ যো দ্বিজো নিত্যমহুত্বাঽপি শৃতং হবিঃ।
পিতৃ-দেব-মনুষ্যাণামৃণযুক্তঃ স যাত্যধঃ ॥১৯০
শাকং বাঽপি তৃণং বাঽপি হুত্বাগ্নাবশ্নুতে দ্বিজঃ।
সর্বকামসমাযুক্তঃ সোঽত্রৈব সুখমশ্নুতে ॥১৯১
স্বরেণ বর্ণেন চ যদ্বিহীনং
তথৈব হীনং ক্রিয়য়াপি যচ্চ।
তথাতিরিক্তং মম তৎক্ষয়স্থ
তদস্তু চাগ্নে পরিপূর্ণমেতৎ ॥১৯২
সর্বপাপাপনোদায় সর্বকামায় বৈ দ্বিজাঃ।
দ্বিজম্মনাং হিতার্থায় বৈশ্বদেব উদাহৃতঃ ॥১৯৩
ইতি বৈশ্বদেববিধিঃ।

দ্বিজ শম্ভু, অগ্নি, সূর্য্য ও বিষ্ণুকে ক্রমান্বয়ে ভক্তিপূর্বক অর্চ্চনা করিবে।১৮৯

যে দ্বিজ নিত্যহোম না করিয়া এবং শৃত (পক্ব) হবিঃ না জানিয়া ভোজন করে, সেই দ্বিজ পিতৃলোক দেব ও মনুষ্যদিগের ঋণযুক্ত হইয়া অধোগামী হয়। দ্বিজ শাকই হউক আর তৃণই হউক (যে কোনও দ্রব্য) অগ্নিতে হোম করিয়া ভোজন করিবে। এইরূপ করিলে সেই দ্বিজ সর্বপ্রকার কামনায় পূর্ণতা লাভ করিয়া ইহলোকেই সুখ ভোগ করিয়া থাকেন।৯০-৯১

হে অগ্নে! এই অর্চ্চনায় স্বর ও বর্ণবিহীন, ক্রিয়াহীন এবং অতিরিক্ত যাহা কিছু করিয়াছি, তৎসমস্তই আপনার প্রসাদে পরিপূর্ণ হউক। আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। হে দ্বিজগণ! সকল পাপ অপনোদনের জন্য এবং সকল কামনা সিদ্ধির জন্য দ্বিজগণের হিতার্থে বৈশ্বদেব-বিধি কথিত হইল।১৯২-৯৩

বৈশ্বদেব-বিধি সমাপ্ত।

অথাতিথ্যবিধিঃ ॥
আতিথ্যং সম্প্রবক্ষ্যামি চাতুর্বর্ণ্যফলপ্রদম্।
চাতুর্বর্ণ্যোঽতিথিঃ প্রোক্তঃ কালে
প্রাপ্তোঽধ্বগোঽশ্রুতঃ ॥১৯৪
অদৃষ্টোঽপৃষ্টগোত্রাদিরজ্ঞাতাচার-বিদ্যকঃ।
সন্ধ্যামাত্রকৃতাচারস্তজ্‌জ্ঞৈঃ সোঽতিথিরুচ্যতে ॥১৯৫
ক্ষুত্তৃষ্ণাঽধ্ব-শ্রমশ্রান্তঃ প্রাণত্রাণান্নযাচকঃ।
গৃহীতপাত্রমাত্রঃ সন্ গৃহদ্বারমুপাগতঃ ॥১৯৬
বিষ্ণুরূপোঽতিথিঃ সোঽয়মুত্তরার্থমুপাগতঃ।
ইতি মত্বা মহাভক্ত্যা বৃণুয়াদ্ভোজনায় তম্ ॥১৯৭
এষ স্বর্গ্যঃ সমায়াতঃ সর্বদেবময়োঽতিথিঃ।
নির্দহ্য সর্বপাপানি মমায়ং সম্প্রযাস্যতি ॥১৯৮
ব্রাহ্মণৈঃ সহ ভোক্তব্যো ভক্ত্যা প্রক্ষাল্য পাদদ্বয়ম্।
আসনার্ঘ্যাদিকং দত্ত্বা কৃত্বা স্রক্-চন্দনাদিকম্ ॥১৯৯
যোগিনো বিবিধৈ রূপৈর্ভ্রমন্তি ধরণীতলে।
নরাণামুপকারায় তে চাজ্ঞাতস্বরূপিণঃ ॥২০০

**অনন্তর আতিথ্য-বিধি বর্ণিত হইতেছে।**

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের অতিথিসেবা-সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে বলিব। ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণই অতিথি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যথাকালে প্রাপ্ত যে পথচারী—যাহার সম্বন্ধে কখনও কিছু শ্রুত হয় নাই, যাহার গোত্র জানা নাই, এবং গোত্র সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হয় নাই, যাহার আচার ও বিদ্যা জানা নাই, যদি কেবলমাত্র তাহার সন্ধ্যা-বন্দনারূপ আচারপালন-সম্বন্ধে জানা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে অতিথি বলিয়া জানিবে।১৯৪ ৯৫

ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া, প্রাণরক্ষার জন্য অন্নপ্রার্থী হইয়া এবং কেবলমাত্র ভোজনপাত্র হস্তে করিয়া গৃহদ্বারে উপস্থিত সেই অতিথি যেন বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়া কিছু বলিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন—এইরূপ মনে করিয়া অতিশয় ভক্তি-সহকারে ভোজন করাইবার জন্য তাঁহাকে বরণ করিবে।১৯৬-৯৭

সর্বদেবময় স্বর্গীয় এই অতিথি সমাগত হইয়াছেন। ইনি আমার সমস্ত পাপ নষ্ট করিয়া চলিয়া যাইবেন।

তস্মাদভ্যর্চয়েৎ প্রাপ্তং শ্রাদ্ধকালেঽতিথিং দ্বিজঃ।
শ্রাদ্ধক্রিয়াফলং হন্তি তত্রৈবাপূজিতোঽতিথিঃ ॥২০১
তস্মাদপূর্বমেবাত্র পূজয়েদাগতাঽতিথিম্।
কদাচিৎ কশ্চিদাগচ্ছেত্তারয়েদ্ যস্তু পূর্বজান্ ॥২০২
যতির্ব্রত্যগ্নিহোত্রী চ তথা চ মখকৃদ্ দ্বিজঃ।
সদৈতেঽতিথয়ঃ প্রোক্তা অপূর্বাশ্চ দিনে দিনে ॥২০৩
অতিথেঽমরদেহস্ত্বং মত্তারার্থমিহাগতঃ।
সংসারপঙ্কমগ্নং মামুদ্ধরস্বাঽঘনাশন ॥২০৫
নৈকাশ্রমে বসন্ বিপ্রো মুনীন্দ্রৈরুচ্যতেঽতিথিঃ।
অন্যত্র দৃষ্টপূর্বো যো নাসাবতিথিরুচ্যতে ॥২০৫
ক্ষত্রিয়ো যদি বা গচ্ছেদতিথিত্বেন বেশ্মনি।
ভুক্তেষু সৎসু বিপ্রেষু কামতস্তু তমাশয়েৎ ॥২০৬

বৈশ্যো বা যদি বা শূদ্রো বিপ্রগেহং সমাব্রজেৎ।
তৌ ভৃত্যৈঃ সহভোক্তব্যাবিতি পরাশরোঽব্রবীৎ॥২০৭
ক্লীবো বা যদি বা কাণঃ কুষ্ঠী বা ব্যাধিতোঽপি বা।
আগতো বৈশদেবান্তে দ্রষ্টব্যঃ সর্বদেববৎ ॥২০৮
ক্ষত্রিয়েণাপি বৈশ্যেন তথৈব বৃষলেন চ।
আতিথ্যং সর্ববর্ণানাং কর্তব্যং স্যাদসংশয়ম্ ॥২০৯
যোঽতিথিং পূজয়েদ্ভক্ত্যা অন্যাভ্যাগতমেব চ।
বাল-বৃদ্ধাদিকং চৈব তস্য বিষ্ণুঃ প্রসীদতি ॥২১০
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ সর্বে
স্যুর্যেন তৃপ্তেন চ ভূরি দিষ্টম্।
তস্মান্ন দাতুস্ত্বমবাঙ্গনাভি-
স্তস্যাতিথেঃ কেন সমত্বমস্তি ॥২১১
ইতি আতিথ্যবিধিঃ।

ব্রাহ্মণ ভক্তির সহিত অতিথির পাদদ্বয় প্রক্ষালন করত আসন ও অর্ঘ্য প্রদানানন্তর মাল্য ও চন্দনাদি দ্বারা ভূষিত করিয়া তাহাকে ভোজন করাইবে।১৯৮-৯৯

যাঁহাদের স্বরূপ জনসাধারণের পরিজ্ঞাত নহে—এইরূপ যোগিগণ বিভিন্নরূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যগণের উপকারের জন্য পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেন। সেইহেতু দ্বিজ পিতৃলোকের শ্রাদ্ধকালে অতিথি প্রাপ্ত হইয়া সম্মান-সহকারে তাঁহার পূজা করিবে। যদি সেই সময়ে অতিথি অপূজিত অবস্থায় ফিরিয়া যান, তাহা হইলে শ্রাদ্ধক্রিয়া-জন্য যে ফল হইত, তাহা নষ্ট হইয়া যায়। যদি কোনও অতিথি কখনও শ্রাদ্ধকালে সমাগত হ'ন, তাহা হইলে—অতিথির আগমনে পূর্বপুরুষগণ পরিত্রাণ লাভ করেন বলিয়া সমাগত এবং পূর্বে অনাগত অতিথির অবশ্যই পূজা করিবে।২০০-২

যতি, ব্রতী, অগ্নিহোত্রী ও যজ্ঞকৃদ্ দ্বিজ ইঁহারা যদি প্রতিদিন অপূর্ব অর্থাৎ পূর্বে অনাগত হইয়া উপস্থিত হ'ন, তাহা হইলে সকল সময়েই তাঁহারা অতিথি বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছেন।২০৩

হে পাপনাশন অতিথে! আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিবার জন্য দেবদেহ-ধারণ করিয়া আমার এই গৃহে সমাগত হইয়াছেন। মায়াময়সংসাররূপ কর্দমে আমি নিমগ্ন হইয়াছি, আমাকে এই কর্দম হইতে উদ্ধার করুন।২০৪

মুনিশ্রেষ্ঠগণ বলিয়াছেন যে, একাশ্রমবাসী বিপ্র অন্য বিপ্রের গৃহে সমাগত হইলে তিনি অতিথি বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। যে বিপ্রকে পূর্বে কোথায়ও দেখা গিয়াছে, সেই বিপ্র অতিথিশ্রেণীভুক্ত নহেন।২০৫

বিপ্রগণ ভোজন করিলে তৎপর যদি ক্ষত্রিয় বিপ্রগৃহে অতিথিরূপে উপস্থিত হ'ন, তাহা হইলে বিপ্র সেই ক্ষত্রিয়কে ইচ্ছানুরূপ ভোজন করাইবে।২০৬

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, বৈশ্য এবং শূদ্র যদি বিপ্রগৃহে অতিথিরূপে সমুপস্থিত হয়, তাহা হইলে বিপ্র সেই বৈশ্য ও শূদ্রকে তাহাদের ভৃত্যের সহিত ভোজন করাইবে।২০৭

বৈশ্বদেব-ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার পর যদি ক্লীব, কাণ, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ব্যক্তি ও ব্যাধিযুক্ত ব্যক্তি গৃহে সমাগত হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্বদেবতার ন্যায় জানিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র তদ্গৃহাগত সকল বর্ণের নিঃসংশয়ে আতিথ্য করিবে। যিনি ভক্তিপূর্বক বালক-বৃদ্ধাদি যে কোনও অতিথি ও অভ্যাগত ব্যক্তির পূজা করেন, বিষ্ণু সেই ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হ'ন।২০৮-১০

ভাগ্যবশতঃ সমাগত অতিথিকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত

অথ বর্ণাশ্রমধর্মঃ ॥

বর্ণধর্মান্ প্রবক্ষ্যামি যৎকৃত্যং ব্রাহ্মণাদিভিঃ।
নিবোধধ্বং দ্বিজাস্তদ্ বৈ সংক্ষেপেণ পৃথক্ পৃথক্ ॥২১২
যজনং যাজনং বিপ্রে তথা দান-প্রতিগ্রহৌ।
অধ্যাপনমধ্যয়নং কর্মাণ্যেতানি ষট্‌তথা ॥২১৩
প্রজানাং রক্ষণং দানমরীণাং নিগ্রহস্তথা।
যজনাঽধ্যয়নে রাজ্ঞি বিষয়াসক্তিবর্জনম্ ॥২১৪
যজনাঽধ্যয়নে দানং পাশুপাল্যং তথা বিশি।
বাণিজ্যঞ্চ কুসীদঞ্চ কর্মষট্‌কং প্রকীর্তিতম্ ॥২১৫
শুশ্রূষা ব্রাহ্মণাদীনাং তদাজ্ঞাপালনং তথা।
এষ ধর্মঃ স্মৃতঃ শূদ্রে বাণিজ্যেন চ জীবনম্ ॥২১৬
সর্বেষাং জীবনং প্রোক্তং ধর্মেণৈব চ কর্ষণম্।
ভিন্নবৃত্তির্যথা ন স্যাৎ কুর্য্যাদ্ বিপ্রস্তথা চ তৎ ॥২১৭
কুর্বন্ যুক্তানি কর্মাণি বৃত্যা বা ক্ষত্রিয়স্য চ।
বৃত্ত্যভাবে দ্বিজো জীবেদ্ভিন্নবৃত্তিং বিবর্জয়েৎ ॥২১৮
প্রজানাং পালনং দানং শস্ত্রভৃত্ত্বং প্রচণ্ডতা।
নির্জয়ঃ পরসৈন্যানামেষ ধর্মঃ স্মৃতো নৃপে ॥২১৯
পুষ্পং পুষ্পং বিচিন্বয়ান্ মূলচ্ছেদং ন কারয়েৎ।
মালাকার ইবারামে প্রজাসু স্যাত্তথা নৃপঃ ॥২২০
লোহকর্মরথানাঞ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালনম্।
গোরক্ষা-কৃষি-বাণিজ্যং বৈশ্যবৃত্তিরুদাহৃতা ॥২২১

করিলে কেবল দাতাই ফলভাগী হ'ন না, দেবাঙ্গনাগণের সহিত দেবগণ, মনুষ্যগণ ও পিতৃলোকগণ পরিতৃপ্ত হ'ন। সেইহেতু সেই অতিথির সমান কে আছে? ২১১

আতিথ্য-বিধি সমাপ্ত।

**অনন্তর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বর্ণিত হইতেছে।**

হে দ্বিজগণ! আমি পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের চতুরাশ্রমে যাহা করণীয়, সেই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকৃষ্টরূপে বলিব—ইহা তোমরা বিশেষরূপে অবগত হও। ।২১২

বিপ্র যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্‌কর্ম্ম করিবে। ক্ষত্রিয় বিষয়াসক্তি-বর্জ্জন, প্রজাগণের রক্ষণ, দান, শত্রুনিগ্রহ, যজন ও অধ্যয়ন করিবে ।২১৩-১৪

বৈশ্য যজন, অধ্যয়ন, দান, পশুপালন, বাণিজ্য ও কুসীদ বৃত্তি (টাকা ধার দিয়া সুদগ্রহণ) এই ষট্‌কর্ম্ম করিবে ।২১৫

শূদ্র ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের শুশ্রূষা, তাহাদের আজ্ঞা-পালন ও বাণিজ্য দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবে—ইহাই শূদ্রের পালনীয় ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ।২১৬

সর্ববর্ণের জীবনধারণের উপায় কথিত হইল। প্রত্যেক বর্ণই স্ব স্ব বৃত্তির ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন-ধারণ করিবে। যাহাতে বৃত্ত্যন্তর গৃহীত না হয় বিপ্র সে প্রকার কার্য্য করিবে ।২১৭

বিপ্র পূর্বোক্ত কর্ম্ম করিয়া অথবা ক্ষত্রিয়বৃত্তি গ্রহণ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিবে, বৃত্তির অভাব হইলেও ভিন্ন বৃত্তি গ্রহণ করিবে না, ভিন্ন বৃত্তি অবশ্যই বর্জ্জন করিবে ।২১৮

প্রজাগণের পালন, দান, তীক্ষ্ণাস্ত্রধারণ ও শত্রুসৈন্যের পরাজয় এইগুলি ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।২১৯

মালাকার যেরূপ পুষ্পোদ্যান হইতে একটি একটি করিয়া পুষ্প চয়ন করে অথচ পুষ্পবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ করে না, সেরূপ রাজা প্রজাদিগকে পালন করিবেন, কদাচ তাহাদের কিছুমাত্র ক্ষতি করিবেন না ।২২০

লৌহ ও রথ-বিষয়ক কর্ম্ম, গোপালন, গোরক্ষা, কৃষি এবং বাণিজ্য এই সকল বৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈশ্য জীবনধারণ করিবে বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে ।২২১

দ্বিজগণের শুশ্রূষাই শূদ্রগণের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শূদ্র ইহার অন্যথাচরণ করিলে তাহার সমস্তই নিষ্ফল হইবে ।২২২

শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা পরো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ।
অন্যথা কুরুতে যত্তু তদ্ভবেত্তস্য নিষ্ফলম্ ॥২২২
লবণং মধু তৈলঞ্চ দধি তক্রং ঘৃতং পয়ঃ।
ন দুষ্যেচ্ছূদ্রজাতীনাং কুর্য্যাৎ সর্বস্য বিক্রয়ম্ ॥২২৩
বিক্রয়ং মদ্য-মাংসানামভক্ষ্যস্য চ ভক্ষণম্।
অগম্যাগামিতা চৌর্যং শূদ্রে স্যুঃ পাতহেতবঃ ॥২২৪
কপিলাক্ষীরপানেন ব্রাহ্মণীগমনেন চ।
বেদাক্ষরবিচারেণ শূদ্রস্য নরকো ধ্রুবম্ ॥২২৫
ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
সংহিতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥

শূদ্রজাতির লবণ, মধু, তৈল, দধি, ঘোল, ঘৃত ও দুগ্ধ এই সমস্ত দ্রব্য দূষিত হয় না। শূদ্র এই সমস্ত দ্রব্য সকলের নিকটে বিক্রয় করিবে।২২৩

মদ্য ও মাংসবিক্রয়, অভক্ষ্যভক্ষণ, অগম্যাগমন ও চৌর্য্য এই সমস্ত কার্য্য শূদ্রের পাতকের কারণ বলিয়া জানিবে। কপিলা-গাভীর দুগ্ধপান, ব্রাহ্মণীগমন এবং বেদাক্ষর বিচার করিলে শূদ্র নিশ্চয়ই নরকগামী হইবে।২২৪-২৫

শ্রীবৃহৎপরাশরীয়-ধর্ম্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-সংহিতার চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত

## পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ গোমহিমবর্ণনম্

অতঃপরং গৃহস্থস্য কর্মাচারং কলৌ যুগে।
বর্ণসাধারণং সাক্ষাচ্চাতুর্বর্ণ্যক্রমেণ তু ॥১
যুষ্মাকং সম্প্রবক্ষ্যামি পরাশরবচোদিতম্।
ষট্‌কর্মসহিতো বিপ্রঃ কৃষিবৃত্তিং সমাশ্রয়েৎ ॥২
হীনাঙ্গং ব্যাধিসংযুক্তং প্রাণহীনঞ্চ দুর্বলম্।
ক্ষুদ্‌যুক্তং তৃষিতং শ্রান্তমনড্বাহং ন বাহয়েৎ ॥৩
স্থিরাঙ্গং নীরুজং তৃপ্তং সাণ্ডং ষণ্ডবিবর্জিতম্।
অধৃষ্যং সবলপ্রাণমনড্বাহং তু বাহয়েৎ ॥৪
বাহয়েদ্ দিবসস্যাথ ততঃ স্নানং সমাচরেৎ।
কুগবৈর্ন কৃষিং কুর্য্যাৎ সর্বথা ধেনুসংগ্রহম্ ॥৫
বন্ধনং পালনং রক্ষাং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ গৃহী গবাম্।
বৎসাশ্চ যত্নতো রক্ষ্যা বর্ধন্তে তে যথা ক্রমাৎ ॥৬

ন দূরে তাস্তু নেতব্যাশ্চারণায় কদাচন।
দূরে গাবশ্চরন্ত্যো হি ন ভবন্তি শুভাবহাঃ ॥৭
প্রাতরেব হি দোগ্ধব্যা দুহ্যাৎ সায়ং ন তা গৃহী।
দোগ্ধৃভিঃ পয়সো নৈব বর্ধন্তে তাঃ কদাচন ॥৮
অনাদেয়তৃণান্যত্ত্বা স্রবন্ত্যনুদিতং পয়ঃ।
তুষ্টিদা দেবতাদীনাং পূজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥৯
স্পৃষ্টাশ্চ গাবঃ শময়ন্তি পাপং
সংসেবিতাশ্চোপনয়ন্তি বিত্তম্।
তা এব দত্তাস্ত্রিদিবং নয়ন্তি
গোভির্ন তুল্যং ধনমস্তি কিঞ্চিৎ ॥১০
যস্যাঃ শিরসি ব্রহ্মাস্তে স্কন্ধদেশে শিবঃ স্থিতঃ।
পৃষ্ঠে নারায়ণস্তস্থৌ শ্রুতয়শ্চরণেষু চ ॥১১

## পঞ্চম অধ্যায়

### অনন্তর গো-মহিমা বর্ণিত হইতেছে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম বর্ণনের পর কলিযুগে ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে ক্রমান্বয়ে মুনিবর পরাশর-কথিত গৃহস্থের বর্ণানুক্রমিক কর্ম্মপদ্ধতি তোমাদের নিকটে সাক্ষাৎভাবে বিশেষরূপে বলিব। যজনাদি ষট্‌কর্ম্মান্বিত বিপ্র কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করিবে।১-২

ধর্মোদ্দেশ্যে নিবেদিত যদৃচ্ছাভ্রমণরত ষণ্ডভিন্ন, হীনাঙ্গ, ব্যাধিগ্রস্ত, মুমূর্ষু, দুর্বল, ক্ষুধায় পীড়িত, তৃষ্ণার্ত্ত ও পরিশ্রান্ত বৃষকে হলবহন-কার্য্যে নিযুক্ত করিবে না। সুস্থিরাঙ্গ, নীরোগ, পরিতৃপ্ত, অণ্ডযুক্ত, অপ্রধানবৃষ, অপরাজেয় ও সবলপ্রাণ বৃষকে বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। দিবসের শেষভাগে বহন করাইবে, তৎপর সম্যকরূপে স্নান করিবে। কুৎসিৎ গরু দ্বারা কৃষিকার্য্য করিবে না। সর্বপ্রযত্নে ধেনুসংগ্রহ করিবে। গৃহস্থ দ্বিজ গো-বন্ধন, গো-পালন ও গো-রক্ষা করিবে এবং যত্নপূর্বক গোবৎসসমূহকে এরূপভাবে রক্ষা করিবে, যেন তাহারা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে পারে।৩-৬

সেই গরুগুলিকে কখনও দূরবর্ত্তি-স্থানে বিচরণ করাইতে নিবে না। দূরবর্ত্তি-স্থানে গোসমূহকে বিচরণ করাইলে তাহা শুভপ্রদ হয় না। গৃহী প্রাতঃকালে গো-দোহন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে, কখনও সায়ংকালে গো-দোহন করিবে না। দুইবার গোদুগ্ধ দোহন করিলে সেই গোসমূহ কখনও বর্দ্ধিত হয় না।৭-৮

সাধারণের আদেয় অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য নহে এইরূপ তৃণ ভোজন করিয়া যে গো-সমূহ প্রতিদিন দুগ্ধক্ষরণ ও তুষ্টিপ্রদান করিয়া থাকে, সেই গো সমূহ কেন পূজনীয়া হইবে না? গো স্পৃষ্টা হইয়া স্বীয় স্পর্শনকারীর পাপ প্রশমিত করে, সংসেবিতা হইয়া স্বীয় সেবকের ধনাগম ঘটায় এবং প্রদত্তা হইয়া স্বীয় দাতাকে স্বর্গে পৌঁছায়; সুতরাং গো-সমান ধন আর কিছুই নাই।৯-১০

গাভীর শিরোদেশে ব্রহ্মা, স্কন্ধদেশে শিব, পৃষ্ঠদেশে নারায়ণ, চরণচতুষ্টয়ে বেদসমূহ এবং লোমসমূহে

যা অন্যা দেবতাঃ কাশ্চিত্তস্যা লোমসু তাঃ স্থিতাঃ।
সর্বদেবময়া গাবস্তুষ্যেত্তদ্ভক্তিতো হরিঃ ॥১২
হরন্তি স্পর্শনাৎ পাপং পয়সা পোষয়ন্তি যাঃ।
প্রাপয়ন্তি দিবং দত্তাঃ পূজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥১৩
যৎ খুরাহতভূমের্যে উৎপদ্যন্তে রজঃকণাঃ।
প্রলীনং পাতকং তৈস্তু পূজ্যা গাবঃ কথং ন তাঃ ॥১৪
শকৃন্মূত্রং হি যস্যাস্তু পীতং দহতি পাতকম্।
কিমপূজ্যং হি তস্যা গোরিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১৫
গৌরবৎসা ন দোগ্ধব্যা ন চৈবং গর্ভসন্ধিনী।
প্রসূতা চ দশাহার্বাগ্ দোগ্ধি চেন্নরকং ব্রজেৎ ॥১৬
দুর্বলা ব্যাধিসংযুক্তা পুষ্পিতা যা দ্বিবৎসকা।
সাধুভির্ন চ দোগ্ধব্যা ধার্মিকৈর্ধনমীপ্সুভিঃ ॥১৭
কুলান্তে পুষ্পিতা গাবঃ কুলান্তে বহবস্তিলাঃ।
কুলান্তে চলচিত্তা স্ত্রী কুলান্তে বন্ধুবিগ্রহঃ ॥১৮
একত্র পৃথিবী সর্বা সশৈলং-বন-কাননা।
তস্যা গৌর্জ্যায়সী সাক্ষাদেকত্রোভয়তোমুখী ॥১৯
যথোক্তবিধিনা চৈতা বর্ণৈঃ পাল্যাঃ সুপূজিতাঃ।
পালয়ন্ পূজয়েন্ন তাঃ স প্রেত্যেহ চ মোদতে ॥২০
দক্ষিণাভিমুখা গাব উত্তরাভিমুখা অপি।
বন্ধনীয়াস্তথৈতাঃ স্যুর্ন প্রাক্-পশ্চিমতো মুখাঃ ॥২১
বাজি-গো-বৃষশালায়াং সুতীক্ষ্ণং লোহদাত্রকম্।
স্থাপ্যং তু সর্বদা তৎ স্যাদবলুপ্তবিমোক্ষকৃৎ ॥২২
গাবো দেয়াঃ সদা রক্ষ্যাঃ পাল্যাঃ পোষ্যাশ্চ সর্বদা।
তাড়য়ন্তি চ যে পাপা যে চাক্রোশন্তি তা নরাঃ ॥২৩
নরকাগ্নৌ প্রপচ্যন্তে গোনিঃশ্বাসপ্রপীড়িতাঃ।
সপলাশেন শুষ্কেণ তা দণ্ডেন নিবর্তয়েৎ ॥২৪
গচ্ছ গচ্ছেতি তাং ব্রুয়ান্ মা মা ভৈরিতি বারয়েৎ।
সংস্পৃশন্ গাং নমস্কৃত্য কুর্য্যাত্তাঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥২৫

---

অন্যান্য সকল দেবতা অবস্থিত বলিয়া গাভী সর্বদেবরূপা; এতাদৃশ গাভীকে ভগবান্ শ্রীহরি ভক্তিপূর্বক তুষ্ট করেন।১১-১২

যে গাভী স্পর্শনমাত্র স্পর্শনকারীর পাপ হরণ করে, দুগ্ধ দ্বারা পুষ্টিসম্পাদন করে, দত্তা হইয়া দাতাকে স্বর্গলোক প্রাপ্ত করায়, সেই গাভী কেন পূজনীয়া হইবে না? যে গাভীর খুরাঘাতে ভূমি হইতে উৎপন্ন ধূলিকণা পাপ বিনষ্ট করে, সেই গাভী কেন পূজনীয়া হইবে না?১৩-১৪

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, যে গাভীর পুরীষ ও মূত্র ভক্ষণ করিলে পাপ নষ্ট করে, তাঁহার আর অপূজ্য কি আছে?১৫

বৎসহীনা ও গর্ভগ্রহণের জন্য বৃষাক্রান্তা ঋতুমতী গাভীর দুগ্ধ দোহন করিবে না এবং প্রসবের দশদিনের মধ্যে গাভীর দুগ্ধ দোহন করিলে নরকে গমন করিবে।১৬

সজ্জনগণ এবং ধনলিপ্সু ধার্ম্মিকগণ দুর্বলা, ব্যাধিগ্রস্তা, ঋতুমতী, দ্বিবৎসিকা গাভী দোহন করিবে না। কুলক্ষয়কাল উপস্থিত হইলে গাভী পুষ্পিতা হয় (অর্থাৎ গাভীর শরীরে সাদা ফোট জন্মে), শরীরে বহু তিলচিহ্ন হয়, স্ত্রী চঞ্চলচিত্তা হয় এবং বন্ধুর সহিত বিবাদ হয়। সশৈলবনকাননা সমগ্র পৃথিবী একদিকে এবং উভয়মুখী অর্থাৎ আসন্নপ্রসবা গো একদিকে এতদুভয়ের মধ্যে গো পৃথিবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা।১৭-১৯

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণ যথোক্ত বিধি অনুসারে গো-পালন ও গো-পূজা করিবে। যে এই গো-সমূহের পালন ও পূজা করে, সে গো-সেবার ফল প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে আনন্দ প্রাপ্ত হয়।২০

দক্ষিণাভিমুখ ও উত্তরাভিমুখ করিয়া গো-বন্ধন করিবে। পূর্বমুখ ও পশ্চিমমুখ করিয়া কখনও গো-বন্ধন করিবে না।২১

অশ্ব, গো ও বৃষগৃহে সর্বদা সুতীক্ষ্ণ লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র স্থাপন করিবে। (অশ্বাদির) অপহরণ-সময়ে ঐ লৌহাস্ত্র অশ্বাদিকে রক্ষা করে।২২

সকল সময়ে গো-দান, রক্ষণ, পালন ও পোষণ করিবে। যে সকল পাপাশয় নর সেই গরুকে তাড়ন ও আক্রোশ করে, তাহারা গরুর বেদনা-জ্ঞাপক উত্তপ্ত নিঃশ্বাসে প্রপীড়িত হইয়া নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। শুষ্কদণ্ডে

প্রদক্ষিণীকৃতা তেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
তৃণোদকাদিসংযুক্তং যঃ প্রদদ্যাদ্ গবাহ্নিকম্ ॥২৬
সোঽশ্বমেধসমং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
গবাং কণ্ডূয়নং স্নানং গবাং দানসমং ভবেৎ ॥২৭
তুল্যং গোশতদানস্য ভয়তো গাং প্রপাতি যঃ।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি আসমুদ্রং সরাংসি চ ॥২৮
গবাং শৃঙ্গোদকস্নানকলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্।
পাতকানি কুতস্তেষাং যেষাং গৃহমলঙ্কৃতম্ ॥২৯
সততং বাল-বৎসাভির্গোভিঃ স্ত্রীভিরিব স্বয়ম্।
ব্রাহ্মণাশ্চৈব গাবশ্চ কুলমেকং দ্বিধা কৃতম্ ॥৩০
তিষ্ঠন্ত্যেকত্র মন্ত্রাস্তু হবিরেকত্র তিষ্ঠতি।
গোভির্যজ্ঞাঃ প্রবর্তন্তে গোভির্দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩১
গোভির্বেদাঃ সমুদ্গীর্ণাঃ ষড়ঙ্গাঃ সপদ-ক্রমাঃ।
সৌরভেয়াস্তু যস্যাগ্রে পৃষ্ঠতো যস্য তাঃ স্থিতাঃ ॥৩২
বসন্তি হৃদয়ে নিত্যং তাসাং মধ্যে বসন্তি যে।
তে পুণ্যপুরুষাঃ ক্ষৌণ্যাং নাকেঽপি দুর্লভাশ্চ তে॥৩৩
যে গোভক্তিকরা নিত্যং ভবন্তে যে চ গোপ্রদাঃ।
শৃঙ্গমূলে স্থিতো ব্রহ্মা শৃঙ্গমধ্যে তু কেশবঃ।
শৃঙ্গাগ্রে শঙ্করং বিদ্যাত্রয়ো দেবাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥৩৪
শৃঙ্গাগ্রে সর্বতীর্থানি স্থাবরাণি চরাণি চ।
সর্বে দেবাঃ স্থিতা দেহে সর্বদেবময়ী হি গৌঃ ॥৩৫
ললাটাগ্রে স্থিতা দেবী নাসামধ্যে তু ষণ্মুখঃ।
কম্বলাঽশ্বতরৌ নাগৌ তৎকর্ণাভ্যাং ব্যবস্থিতৌ ॥৩৬
স্থিতৌ তস্যাশ্চ সৌরভ্যাশ্চক্ষুষোঃ শশি-ভাস্করৌ।
দন্তেষু বসনশ্চাষ্টৌ জিহ্বায়াং বরুণঃ স্থিতঃ ॥৩৭
সরস্বতী চ হুংকারে যম-যক্ষৌ চ গণ্ডয়োঃ।
ঋষয়ো রোমকূপেষু প্রস্রাবে জাহ্নবীজলম্ ॥৩৮
কালিন্দী গোময়ে তস্যা অপরা দেবতাস্তথা।

পুষ্পদল নিবদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা সেই গরুদিগকে নিবৃত্ত করিবে। (পুষ্পদল স্বভাবতঃ কোমল; গরুকে নিবৃত্ত করা আবশ্যক হইলে শুষ্কদণ্ডাগ্রে নিবদ্ধ কোমল পুষ্পদল দ্বারা নিবৃত্ত করিলে গরু শরীরে আঘাত প্রাপ্ত হয় না) ।২৩-২৪

চলিয়া যাও, চলিয়া যাও, ভয় নাই, ভয় নাই,—গরুকে এইরূপ বলিবে। গরুকে স্পর্শ করত নমস্কার করিয়া প্রদক্ষিণ করিবে। যিনি গরুকে প্রদক্ষিণ করেন—তিনি সপ্তদ্বীপা পৃথিবীই প্রদক্ষিণ করেন। যে ব্যক্তি প্রতিদিন গরুকে তৃণোদকাদি-সংযুক্ত খাদ্য প্রদান করে, সেই ব্যক্তি অশ্বমেধযজ্ঞ-জন্য ফলের সমান ফললাভ করেন এই বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। গরুর শরীর চুলকাইয়া দিলে ও গরুকে স্নান করাইলে গো-দানের তুল্য ফল হয় ।২৫-২৭

যে ব্যক্তি ভীত গরুকে ভয় হইতে প্রকৃষ্টরূপে রক্ষা করে, সেই ব্যক্তি শতগোদানের সমফল প্রাপ্ত হয়। গরুর শৃঙ্গোদকরূপ তীর্থে স্নান করিলে যে ফল জন্মে, সমুদ্র হইতে সরোবর পর্য্যন্ত পৃথিবীতে যে সকল তীর্থ আছে, সে সমস্ত তীর্থে স্নান করিলে তাহার ষোড়শ-ভাগের একভাগও ফল হয় না। যাহাদের গৃহ স্বীয় শিশুসন্তানতুল্য গোবৎস ও স্ত্রীতুল্য গোসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত তাহাদের আর পাপ কোথায়? বিধাতা মন্ত্র ও হবির জন্য একটি কুলকে দুইভাগ করিয়াছেন, একভাগ ব্রাহ্মণ ও অপরভাগ গো। একস্থলে অর্থাৎ ব্রাহ্মণে মন্ত্র ও গোতে হবিঃ থাকে। গো দ্বারা অর্থাৎ গো হইতে উৎপন্ন হবির্দ্বারা যজ্ঞ প্রবর্ত্তিত হয় ও গো দ্বারা দেবগণ প্রতিষ্ঠিত হন ।২৮-৩১

গো কর্ত্তৃক পদ ও ক্রমের সহিত ষড়ঙ্গবেদ উৎগীর্ণ হইয়াছে। যে পুরুষের অগ্রে বৃষভ, পশ্চাতে গো এবং হৃদয়ে (সর্বদেবময়) গো বিরাজমান থাকে, সেই গো-সমূহের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন, যাঁহারা নিত্য গো-ভক্তি-পরায়ণ ও গো প্রদান করেন, সেই পুণ্যবান্ পুরুষগণ পৃথিবীতে, এমন কি স্বর্গেও দুর্লভ। গরুর শৃঙ্গমূলে ব্রহ্মা, শৃঙ্গমধ্যে কেশব এবং শৃঙ্গাগ্রে শঙ্কর অবস্থান করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই দেবত্রয় গো-মধ্যে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া জানিবে ।৩২-৩৪

গো-শৃঙ্গের অগ্রভাগে সকল তীর্থ, স্থাবর ও জঙ্গম সমস্ত পদার্থ এবং দেহে সমস্ত দেবতা অবস্থান করেন

অষ্টাবিংশতি দেবানাং কোট্যো লোমসুতাঃ
স্থিতাঃ ॥৩৯
উদরে গার্হপত্যোঽগ্নির্হৃদয়ে দক্ষিণস্তথা।
মুখে চাহবনীয়স্তু সভ্যাবসথ্যৌ চ কুক্ষিষু ॥৪০
এবং যো বর্ততে গোষু তাড়নক্রোধবর্জিতঃ।
মহতীং শ্রিয়মাপ্নোতি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥৪১
কুলং তস্যা ন শঙ্কেন পূতিগন্ধং ন বর্জয়েৎ।
যাবৎ পিবতি তদ্দুগ্ধং তাবৎ পুণ্যং প্রবর্ধতে ॥৪২
যো গাং পয়স্বিনীং দদ্যাত্তরুণীং বৎসসংযুতাম্।
শিবস্যায়তনে দত্ত্বা দত্তং তেন তু বিশ্বকম্ ॥৪৩
ইতি গোমহিমাবর্ণনম্ ॥

**অথ সমহত্ত্ব-বৃষভপূজনবিধিঃ**

উক্ষাণো বেধসা সৃষ্টাঃ শস্যস্যোৎপাদনায় চ।
তৈরুৎপাদিতশস্যেন সর্বমেতদ্বিধার্য্যতে ॥৪৪
যশ্চৈতান্ পালয়েদ্ যত্নাদ্ বর্ধয়েচ্চৈব যত্নতঃ।
জগন্তি তেন সর্বাণি সাক্ষাৎ স্যুঃ পালিতানি চ ॥৪৫
যাবদ্গোপালনে পুণ্যমুক্তং পূর্বমনীষিভিঃ।
উক্ষ্ণোঽপি পালনে তেষাং ফলং দশগুণং ভবেৎ ॥৪৬
জগদেতদ্ধৃতং সর্বমনড়্ভিশ্চরাচরম্ ॥৪৭
বৃষ এব ততো রক্ষ্যঃ পালনীয়শ্চ সর্বদা।
ধর্মোঽয়ং ভূতলে সাক্ষাদ্ ব্রহ্মণা হ্যবতারিতঃ ॥৪৮
ত্রৈলোক্যধারণায়ালমন্নানাঞ্চ প্রসূতয়ে।
অনাদেয়ানি ঘাসানি বিঘসন্তি স্বকামতঃ ॥৪৯
ভ্রমিত্বা ভূতলং দূরমুক্ষাণং কো ন পূজয়েৎ।
উৎপাদয়ন্তি শস্যানি মর্দয়ন্তি বহন্তি চ ॥
আনয়ন্তি দবীয়স্তদুক্ষতঃ কোঽধিকো ভুবি ॥৫০
স্কন্ধেন দূরাচ্চ বহন্তি ভার-
মাখ্যাতি পত্যুর্ন চ ভারযুক্তাঃ।

---

বলিয়া গো সর্বদেবময়ী। গরুর ললাটাগ্রে দেবী, নাসামধ্যে কার্ত্তিকেয় এবং কর্ণদ্বয়ে কম্বল ও অশ্বতর-নামে নাগদ্বয় অবস্থান করেন।৩৫-৩৬

সেই গাভীর চক্ষুদ্বয়ে চন্দ্র ও মহাদেব, দন্তরাশিতে অষ্টবসু, জিহ্বায় বরুণ, হুংকারে সরস্বতী, গণ্ডদ্বয়ে যম ও যক্ষ, রোমকূপসমূহে ঋষিগণ, প্রস্রাবে জাহ্নবীজল, গোময়ে কালিন্দী ও অন্যান্য দেবতাগণ, লোমসমূহে আটাশকোটি দেবতা, উদরে গার্হপত্যাগ্নি, হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নি, মুখে আহবনীয় অগ্নি, কুক্ষিতে সভ্য এবং আবসথ্যনামক অগ্নি অবস্থিত।৩৮-৪০

তাড়নেচ্ছা ও ক্রোধ বর্জনপূর্বক যিনি গরুকে পূর্বোক্ত প্রকারে জানিয়া তাহার সেবায় প্রবর্ত্তিত হ'ন, তিনি ইহলোকে প্রভূত শ্রীলাভ করেন এবং দেহান্তে স্বর্গলোকে পূজিত হ'ন।৪১

সেই গরুর কুল-সম্বন্ধে কোনও আশঙ্কা করিবে না, মূত্রাদির পূতিগন্ধ ক্ষালন করিবে না, যতকাল তাহার দুগ্ধ পান করিবে ততকাল পুণ্য বর্দ্ধিত হইবে।৪২

যিনি শিবায়তনে তরুণী সবৎসা দুগ্ধবতী গো দান করেন, তিনি যেন বিশ্বদান করিলেন অর্থাৎ তাঁহার এই দান বিশ্বদানের তুল্য ফলদায়ক।৪৩

গোমহিমা-বর্ণন সমাপ্ত।

**অনন্তর বৃষের মহত্ত্ব ও তাহার পূজন বিধি বর্ণিত হইতেছে।**

বিধাতা শস্য উৎপাদনের জন্য বৃষ সমূহের সৃষ্টি করিয়াছেন। সেই বৃষবৃন্দ দ্বারা কর্ষিত ভূমিতে উৎপাদিত শস্য সমগ্র জগৎকে রক্ষা করিতেছে।৪৪

যিনি এই বৃষশ্রেণীকে যত্নপূর্বক পালন ও বর্দ্ধন করেন, সাক্ষাদ্ভাবে সমগ্র জগৎ তাঁহার দ্বারা পালিত হয়। (বৃষপালন করিলে সমগ্র বিশ্বকেই যেন পালন করা হইল)।৪৫

পূর্বে মনীষিগণ গোপালনে যত পুণ্য সঞ্চিত হয় বলিয়াছেন, বৃষ-পালনে তাহার দশগুণ ফল হয়।৪৬

এই চরাচর সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া আছে বলিয়াই বৃষ সর্বদা রক্ষণীয় ও পালনীয়। ত্রিলোকের রক্ষণ এবং শস্য উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মা সাক্ষাদ্ভাবে বৃষের পূজন ও

স্বীয়েন দেহেন পরস্য জীবান্
পুষ্যন্তি রক্ষন্তি চ বর্দ্ধয়ন্তি ॥৫১
পুণ্যাস্তু গাবো বসুধাতলে যা
বিভ্রত্যমুং গোবৃষগর্ভভারম্ ।
ভারঃ পৃথিব্যা দশতাড়িতায়া-
একস্য চোক্ষ্ণো হ্যপি সাধুবাচঃ ॥৫২
একেন দত্তেন বৃষেণ যেন
ভবন্তি দত্তা দশ সৌরভেয্যঃ ।
মাহেয্যপীয়ং ধরণীসমানা
তস্মাদ্ বৃষাৎ পূজ্যতমোঽস্তি নান্যঃ ॥৫৩
উৎপাদ্য শস্যানি তৃণং চরন্তি
তদেব ভূয়ঃ সততং বহন্তি ।
ন ভারখিন্নাঃ প্রবদন্তি কিঞ্চিদ্
অহো বৃষৈর্জীবতি জীবলোকঃ ॥৫৪

তৃতীয়েঽব্দে চতুর্থে বা যদা বৎসো দৃঢ়ো ভবেৎ ।
তদা নাসাঽস্য ভেত্তব্যা নৈব প্রাগ্ দুর্বলস্য চ ॥৫৫
নানাবেধনকীলং তু খাদিরং বাথ শৈংশপম্ ।
দ্বাদশাঙ্গুলকং কার্য্যং তজ্জৈস্তৈশ্চ সমঞ্চ বা ॥৫৬
শালং দ্বিজেন্দ্রা বৃষ-গো-হয়নাং
তাং যাম্যদিগ্দ্বারবতীং বিদধ্যাৎ ।
সৌম্যাককুব্দ্বারবতীং সুশোভাং
তেষাং শমিচ্ছন্ ধ্রুবমাত্মনশ্চ ॥৫৭
গাবো বৃষা বা হয়-হস্তিনো বা
অন্যেঽপি সর্বে পশবো দ্বিজেন্দ্রাঃ ।
যাম্যামুখা বোত্তরদিঙ্মুখা বা
নান্যাশকাস্তে খলু বন্ধনীয়াঃ ॥৫৮

---

পালনরূপ ধর্ম্মের অবতারণা করিয়াছেন। বৃষ স্বেচ্ছায় পরিভ্রমণ করিয়া তুচ্ছ তৃণ খাদ্য ভক্ষণ করে।৪৭-৪৯

দূর ভূতল পরিভ্রমণ করিয়া কোন ব্যক্তি না এইরূপ বৃষের পূজা করিবে। বৃষ শস্য উৎপাদন করে, মর্দ্দনীয় ধান্যাদি শস্য মর্দন করে, একস্থান হইতে অন্যস্থানে শস্য বহন করিয়া লইয়া যায়; এমন কি দূরবর্ত্তি-স্থান হইতে শস্যাদি আনয়ন করে বলিয়া ভূলোকে বৃষ অপেক্ষা অধিক পূজনীয় কে? ৫০

বৃষ ভারযুক্ত হইয়া দূর হইতে স্কন্ধে করিয়া প্রভুর ভার বহন করে, তথাপি প্রভুর নামে কিছুমাত্র বলে (অভিযোগ করে) না। বৃষ স্বীয় দেহ দ্বারা অপরের জীবন পোষণ রক্ষণ ও বর্দ্ধিত করে। (এই কারণেই বৃষ পূজ্য ও রক্ষণীয়)।৫১

বসুধাতলে গাভীগণ পুণ্যবতী। যে গাভী গোবৃষের ঐ গর্ভভার ধারণ করে, সে অধিক পুণ্যবতী। একটি গোবৃষ-তাড়িতা গাভীর ভার পৃথিবীর ভার অপেক্ষা দশগুণ অধিক বলিয়া সেই গাভী সাধুবাদার্হা।৫২

দশটি গাভী দান করিলে যে ফল হয়, একটি বৃষ দান করিলে তাদৃশ ফল হয়। সেইহেতু গাভী ধরণীতুল্যা পূজনীয়া হইলেও বৃষ অপেক্ষা পূজ্যতম কেহই নহে।৫৩

বৃষ শস্য উৎপাদন করিয়া সেই শস্যের তৃণে বিচরণ করে, আবার তাহাই সতত বহন করে। ভারবহনে ঘর্ম্মাক্ত দেহ হইয়া কিছুমাত্রও বলে না। আহা! (অধিক কি) জীবলোক বৃষ দ্বারা জীবনধারণ করে।৫৪

তৃতীয় বা চতুর্থবর্ষে বৃষবৎসের শরীর যখন সুদৃঢ় হয়, তখন তাহার নাসা বিদীর্ণ করিবে; ইহার পূর্বে বিদীর্ণ করিবে না। দুর্বল বৃষবৎসের নাসা ও বিদীর্ণ করিবে না।৫৫

খদির বা শিংশপাবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা নাসা বিদীর্ণ করার জন্য দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত শলাকা প্রস্তুত করিবে, অথবা তজ্জাত বা তত্তুল্য শলাকা প্রস্তুত করিবে।৫৬

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! বৃষ, গো ও অশ্বদিগের নিজের মঙ্গল ইচ্ছা করিয়া তাহাদের বাসের জন্য দক্ষিণমুখী সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ দ্বারযুক্ত সুশোভন গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।৫৭

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! গো, বৃষ, অশ্ব, হস্তী, এবং অন্যান্য পশুদিগকে দক্ষিণমুখ বা উত্তরমুখ করিয়া বন্ধন করিবে, কেননা ঐ পশুসমূহ অন্যদিকের প্রতি অনুরক্ত নহে।৫৮

বিধিজ্ঞ রাজাও বৃষ, গো, অন্যান্য পশু, অশ্ব, হস্তী, প্রভৃতির গৃহে প্রবেশকালে অগ্নিতে যথাশাস্ত্র হোম ও

শালাপ্রবেশে বৃষ-গো পশূনাং
রাজাঽপি যত্নাদ্ধয়-কুঞ্জরাণাম্ ।
হোমঞ্চ সপ্তার্চিষি শাস্ত্রযুক্তং
কুর্য্যাদ্ বিধিজ্ঞো দ্বিজপূজনঞ্চ ॥৫৯

ইতি সমহত্ত্ব-বৃষভপূজনবর্ণনম্ ।

অথ হলবেধকরণবিধিঃ ॥

লাঙ্গলং সম্প্রবক্ষ্যামি যৎকাষ্ঠং যৎপ্রমাণতঃ ।
হলেষায়াস্তথোন্মানং প্রতোদস্য যুগস্য চ ॥৬০
চত্বারিংশত্তথা চাষ্টাবঙ্গুলানি কুথঃ স্মৃতঃ ।
অর্দ্ধার্দ্ধমঙ্গুলৈর্ভাজ্যো হলেষাবেধতশ্চ যঃ ॥৬১
ষোড়শৈব তু তস্যাধঃ ষড়্বিংশতি তথোপরি ।
বেধস্তস্যাশ্চ কর্তব্যঃ প্রমাণেন ষড়ঙ্গুলম্ ॥৬২
অঙ্গুলৈশ্চাষ্টভিস্তস্মাদ্ বেধঃ স্যাৎ প্রাতিহারিকঃ ।
তস্যাধস্তাচ্চ চত্বারি বেধশ্চ চতুরঙ্গুলঃ ॥৬৩
অষ্টাঙ্গুলমুরস্তস্য বেধাদূর্দ্ধং প্রকল্পয়েৎ ।
গ্রীবা দশাঙ্গুলা চোর্দ্ধং হস্তগ্রাহী ততঃ স্মৃতাঃ ॥৬৪
সাঽপি তজ্জ্ঞৈঃ শুভা কার্য্যা তদ্বেধস্ত্র্যঙ্গুলো ভবেৎ ।
পঞ্চাঙ্গুলং পরস্তস্য শিরসোঽপি বিভাবনম্ ॥৬৫
পৃথুত্বং শিরসো ধার্য্যং হস্ততলপ্রমাণকম্ ।
অঙ্গুলানি তথা চাষ্টৌ উরসঃ পৃথুতা ভবেৎ ॥৬৬
বেধাদ্ বহিঃ প্রতীকারী ষট্ত্রিংশদঙ্গুলা ভবেৎ ।
সুতীক্ষ্ণলোহফলাকা মৃৎকাষ্টাদিবিদারকৃৎ ॥৬৭
ন সৌরং ক্ষীরবৃক্ষস্য ন বিল্ব-পিচুমর্দয়োঃ ।
ইত্যাদীনাং হি কুর্বাণো ন নন্দতি চিরং গৃহী ॥৬৮
প্লক্ষাক্ষয়োর্ন তৎ কুর্য্যাৎ কীর্তিঘ্নৌ তৌ প্রকীর্তিতৌ ।
তয়োঃ কাষ্ঠস্য তৎ কুর্বন্ সশস্যে নশ্যতি ধ্রুবম্ ॥৬৯
প্রাঞ্জলা সপ্তহস্তা চ চতুরস্রাঽগ্রবর্তুলা ।
সালাদিশুভকাষ্ঠানাং হলীষা বিদুষা মতা ॥৭০

দ্বিজপূজা করিবেন। ('রাজাও করিবেন' এই উক্তি দ্বারা অন্যেরও অবশ্য করণীয় বলিয়া প্রমাণিত হইল)।৫৯

বৃষের মহত্ত্ব ও তাহার পূজন-বর্ণন সমাপ্ত।

**অনন্তর হলচ্ছিদ্রকরণবিধি বর্ণিত হইতেছে।**

হলদণ্ড যে কাষ্ঠ ও যে প্রমাণানুসারে নির্ম্মিত হইবে এবং হলদণ্ড, চাবুক ও জোয়ালের বিশেষ পরিমাণ কিরূপ হইবে, তাহা বিশেষ ভাবে বলিব।৬০

গরুর পৃষ্ঠ আবৃত করার জন্য অষ্টচত্বারিংশৎ অঙ্গুলি-পরিমিত বিচিত্র পৃষ্ঠাবরক রচনা করিবে। হলদণ্ড ছিদ্র করিবার সময়ে অর্দ্ধার্দ্ধ অঙ্গুল পরিমাণ ভাগ করিবে।৬১

সেই হলদণ্ডের উর্দ্ধভাগে ষড়ঙ্গুল-পরিমিত ষড়্বিংশতি এবং অধোভাগে ষড়ঙ্গুল-পরিমিত ষোড়শ ছিদ্র করিবে।৬২

তাহা হইতে অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত স্থানে 'প্রাতিহারিক' ছিদ্র করিবে। তাহার নিম্নভাগে চতুরঙ্গুল পরিমাণ চারটি ছিদ্র করিবে।৬৩

ছিদ্রের উর্দ্ধে অষ্টাঙ্গুল-পরিমিত স্থান বক্ষঃ বলিয়া কল্পনা করিবে। তৎপর উর্দ্ধদিকে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান হস্তগ্রাহী গ্রীবা বলিয়া কথিত।৬৪

গ্রীবা সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ অঙ্গুলিত্রয় পরিমিত ছিদ্রযুক্ত সেই সুন্দর গ্রীবা নির্ম্মাণ করিবে। তাহার অগ্র ও শিরোভাগ পঞ্চাঙ্গুল-পরিমিত জানিবে।৬৫

হস্ততল-প্রমাণানুরূপ শিরোভাগের বিস্তৃতি করিবে। সেইরূপ, বক্ষের বিস্তৃতি অষ্টাঙ্গুল পরিমাণ করিবে।৬৬

ছিদ্রের বাহিরে মৃত্তিকা ও কাষ্ঠাদি-বিদারণক্ষম প্রতীকার-সমর্থ ষট্ত্রিংশৎ অঙ্গুল-পরিমিত সুতীক্ষ্ণ লৌহ-ফলক স্থাপিত হইবে।৬৭

ক্ষীরবৃক্ষ (বট, অশ্বত্থ, উড়ুম্বর ইত্যাদি), বিল্ববৃক্ষ ও পিচুমর্দ (নিম্ব) বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিবে না। উক্ত বৃক্ষসমূহের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিলে গৃহী কোনও কালেই আনন্দ লাভ করে না।৬৮

পাকুড় ও বহেড়া-বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিবে না। কেননা ইহারা কীর্ত্তিনাশক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। এই পাকুড় ও বহেড়া-বৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা লাঙ্গল নির্ম্মাণ করাইলে গৃহী শস্যের সহিত নিশ্চিত

অস্যা বেধঃ সকর্ণায়াঃ কার্য্যো নববিতস্তিভিঃ।
নীচোচ্চবৃষমানেন তজ্‌জ্ঞা এবং বদন্তি হি ॥৭১
চতুর্হস্তং যুগং কার্য্যং স্কন্ধস্থানেঽর্দ্ধচন্দ্রবৎ।
মেষশৃঙ্গ্যাঃ কদম্বস্য সালাদ্যন্যতমস্য বা ॥৭২
শম্যা বেধাদ্ বহিঃ কার্য্যা দশাঙ্গুলপ্রমাণিকা।
তন্মানেন প্রণালী চ তদন্তরদশাঙ্গুলম্ ॥৭৩
প্রতোদশ্চ সমগ্রন্থির্বৈণবশ্চ চতুষ্করঃ।
তদগ্রে চাপি কর্তব্যো যবাকারস্তু লোহজঃ ॥৭৪
হীনাতিরিক্তং কর্তব্যং নৈব কিঞ্চিৎ প্রমাণতঃ।
কুর্য্যাদনুডুহোঽদৈন্যাদ্দৈন্যাত্তু নরকং ব্রজেৎ ॥৭৫
যথা দৃঢ়ং যথাশোভং বাহকস্য প্রমাণতঃ।
ভূমেশ্চ কর্ষণায়ালং তজ্‌জ্ঞঃ সীরং বদন্তি হি ॥৭৬

যোজনং তু হলস্যাথ প্রবক্ষ্যামি যথা তথা।
জ্যেষ্ঠানক্ষত্রসংযুক্তে পুণ্যেঽহ্নি তদ্‌বিধীয়তে ॥৭৭
অন্যত্র বা শুভে ভে চ তত্র কার্য্যং বিপশ্চিতা।
যত্তু কৃত্যং হিতং বাপি পুণ্যং বা মনসি স্ফুরেৎ ॥৭৮
মাতৃশ্রাদ্ধং দ্বিজঃ কুর্য্যাদ্ যথোক্তবিধিনা গৃহী।
দ্রব্য-কালানুসারেণ কুর্বাণো ধর্মতঃ কৃষিম্ ॥৭৯
প্রোল্লিখ্য মণ্ডলং পুষ্প-ধূপ-দীপৈঃ সমর্চ্য তৎ।
ইন্দ্রায় চ তথাঽশ্বিভ্যাং মরুদ্‌ভ্যশ্চ তথা দ্বিজঃ ॥৮০
কুর্য্যাদ্ বলিহৃতিং বিদ্বান্ উদগ্ বৈ কশ্যপায় চ।
তথা কুমার্য্যৈ সীতায়ৈ অনুমত্যৈ তথা বলিঃ ॥৮১
নমঃ স্বাহেতি মন্ত্রেণ স চেচ্ছন্নাত্মনো হিতম্।
দধি-গন্ধাঽক্ষতৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপত্রৈস্তিলৈস্তথা ॥৮২

বিনষ্ট হয়, (শস্য নষ্ট হয় এবং গৃহীও নষ্ট হয়)। সরল, সপ্তহস্ত-পরিমিত চতুষ্কোণবিশিষ্ট, অগ্রভাগ বর্ত্তুলাকার সাল প্রভৃতি সুন্দর কাষ্ঠের নির্ম্মিত হলদণ্ড প্রশস্ত—ইহাই বিদ্বান্‌গণের অভিমত।৬৯-৭০

নীচতা ও উচ্চতানুযায়ী বৃষের পরিমাণানুসারে নব-দ্বাদশাঙ্গুল খুঁটি দ্বারা এই হলদণ্ডের মধ্যবর্ত্তি-স্থানে পূর্বোক্ত ছিদ্র করিবে—তৎসম্বন্ধে জ্ঞানিগণ এইরূপ বলিয়া থাকেন। স্কন্ধস্থানে অর্দ্ধচন্দ্রাকার করিয়া চারহাত পরিমাণ জোয়াল প্রস্তুত করিবে। তিনীশ, কদম্ব অথবা সাল ইহার যে কোনও একটি বৃক্ষের কাষ্ঠ জোয়াল-প্রস্তুতির কার্য্যে ব্যবহার করিবে।৭১-৭২

ছিদ্রের বাহিরে শমীবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা দশাঙ্গুল পরিমিত একটি প্রণালী প্রস্তুত করিবে। সেই প্রণালীর পরিমাণ অনুসারে তন্মধ্যে আরও একটি দশাঙ্গুল-পরিমিত ছিদ্র করিবে।৭৩

চতুষ্কোণ, সমানগ্রন্থিবিশিষ্ট বংশদণ্ড দ্বারা প্রতোদ (চাবুক) করিবে এবং তাহার অগ্রভাগে লৌহনির্ম্মিত যবাকার একটি শলাকা স্থাপন করিবে।৭৪

হীন বা অতিরিক্ত কিছুই করিবে না, (পূর্বোক্ত বিধানানুযায়ী) সমস্তই প্রমাণানুসারে করিবে। শারীরিক দৈন্যহীন সবল বৃষ হইতে কার্য্যসম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে। শারীরিক দৈন্যযুক্ত বৃষ হইতে কার্য্য-সম্পাদনের ব্যবস্থা করিবে না! যদি কেহ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি নরকে গমন করিবে।৭৫

বাহকের প্রমাণানুসারে যথাবিধি সুদৃঢ়, সুশোভন এবং ভূমিকর্ষণের পক্ষে যথাযোগ্য হইলে লাঙ্গলাভিজ্ঞগণ, তাহাকে লাঙ্গল বলিয়া থাকেন।৭৬

অনন্তর যে প্রকারে ভূমিতে হল যোজনা করিতে হয়, তাহা বিশেষভাবে বলিব। জ্যেষ্ঠানক্ষত্র-সংযুক্ত পুণ্যদিনে ভূমিতে হল যোজনা করিবে; অথবা বিদ্বান্ ব্যক্তি কোনও শুভনক্ষত্রে হল যোজনা করিবেন। যে কার্য্য হিতকর ও পুণ্যজনক বলিয়া মনে উদিত হয়, তাহা করিবে।৭৭-৭৮

দ্রব্য ও কালের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কৃষিকর্ম্মে রত গৃহস্থাশ্রমবাসী দ্বিজ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে মাতৃশ্রাদ্ধ করিবে।৭৯

বিদ্বান্ দ্বিজ বিশেষভাবে একটি মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পুষ্প, ধূপ ও দীপ দ্বারা সেই মণ্ডল অর্চ্চনা করত ইন্দ্র, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু ও কশ্যপ ইঁহাদের উদ্দেশ্যে উত্তরমুখ হইয়া বলিপ্রদান করিবে। কুমারী সীতা ও অনুমতি ইহাদের উদ্দেশ্যেও সেই প্রকার বলি প্রদান করিবে।৮০-৮১

দদ্যাদ্ বলিং বৃষাণাঞ্চ মধ্বাজ্যপ্রাশনং তথা।
সংঘৃষ্য সীরফালাগ্রং হেম্না বা রজতেন বা ॥৮৩
প্রলিপ্য মধু-সর্পির্ভ্যাং কুর্য্যাচ্চ তৎপ্রদক্ষিণম্।
অগ্ন্যুক্ষোর্মণ্ডলং কৃত্বা কুর্য্যাৎ সীরপ্রবাহণম্ ॥৮৪
পুণ্য লাঙ্গল কল্যাণ কল্যাণায় নমোঽস্ত্বিতি।
সীতায়াঃ স্থাপনং কৃত্বা পরাশরমৃষিং স্মরন্ ॥৮৫
সীরা যুঞ্জন্তি ইত্যাদ্যৈর্মন্ত্রৈঃ সীরং প্রবাহয়েৎ।
দধি-দূর্বাঽক্ষতৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপত্রৈশ্চ পুণ্যদৈঃ ॥৮৬
সীতাং পূজ্যবৃষৌ ভক্ত্যা রক্তবস্ত্র-বিষাণকৌ।
সপ্তধান্যানি চাদায় প্রোক্ষ্য পূর্বমুখো হলী।
তানি কৃত্বোক্ষোঃ ক্ষেত্রে চ কিরন্ ভূমিং কৃষেদ্ দ্বিজঃ ॥৮৭
ন তিলৈর্ন যবৈর্হীনং দ্বিজঃ কুর্বীত কর্ষণম্।
তদ্বিহীনং তু কুর্বাণং ন প্রশংসন্তি দেবতাঃ ॥৮৮

তিলপাত্রচ্যুতং তোয়ং দক্ষিণস্যাং পতেদ্দিশি।
তেন তৃপ্যন্তি পিতরো যাবন্ন তিলবিক্রয়ঃ ॥৮৯
বিক্রীণীতে তিলান্যস্তু মুক্ত্বাঽন্যদ্ধান্যসামকান্।
বিমুচ্য পিতরস্তং তু প্রযন্তি হি তিলৈঃ সহ ॥৯০
তুষাজ্জলং যবস্থঞ্চ পাত্রেভ্যো ভূতলে পতৎ।
পয়ো-দধি-ঘৃতাদ্যৈস্তু তর্পয়েৎ সর্বদেবতাঃ ॥৯১
দৈব-পর্জন্য-ভূ-সীরযোগাৎ কৃষিঃ প্রজায়তে।
ব্যাপারাৎ পুরুষস্যাপি তস্মাত্তত্রোদ্যতো ভবেৎ ॥৯২
শালীক্ষু-শণ-কার্পাস-বার্তাকুপ্রভৃতীনি চ।
বাপয়েৎ শস্যবীজানি সর্বং বাপি ন সীদতি ॥৯৩
চন্দ্রক্ষয়েঽমতির্বিপ্রো যো যুনক্তি বৃষং ক্বচিৎ।
তং পঞ্চদশ বর্ষাণি ত্যজন্তি পিতরো হিতম্ ॥৯৪
চন্দ্রক্ষয়ে তু যো বিদ্বান্ দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে পরাশনম্।
ভোক্তুর্মাসার্জিতং পুণ্যং ভবেদশনদস্য বৈ ॥৯৫

---

সেই দ্বিজ স্বকীয় হিত ইচ্ছা করিয়া "নমঃ স্বাহা" এই মন্ত্রযোগে দধি, গন্ধ, অক্ষত, পুষ্প, শমীপত্র ও তিল দ্বারা বলিপ্রদান করিবে।৮২

বৃষবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলি, মধু ও ঘৃত ভক্ষণার্থ প্রদান করিবে। লাঙ্গল-ফলাকার অগ্রভাগ স্বর্ণ বা রজত দ্বারা বিশেষভাবে ঘর্ষণ করিয়া মধু ও ঘৃত দ্বারা প্রলিপ্ত করত তাহা প্রদক্ষিণ করিবে। অগ্নি ও বৃষের মধ্যস্থলে মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া লাঙ্গল-বহন করাইবে।৮৩-৮৪

"পুণ্য লাঙ্গল কল্যাণ কল্যাণায় নমোঽস্তু" এই মন্ত্র-পাঠপূর্বক লাঙ্গল চিহ্নিত রেখা স্থাপন করত পরাশর-মুনিকে স্মরণ করিতে করিতে "সীরা যুঞ্জন্তি" ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করত লাঙ্গল চালনা করিবে। হলধারী দ্বিজ দধি, দূর্বা, অক্ষত, পুষ্প এবং পুণ্যপ্রদ শমীপত্র দ্বারা লাঙ্গল-চিহ্নিত রেখা ও রক্তবস্ত্র-সমাচ্ছাদিতশৃঙ্গ বৃষকে ভক্তিভরে পূজা করিয়া সাতটি ধান্য গ্রহণানন্তর উহা প্রোক্ষণ করত পূর্বমুখ হইয়া সেই ধান্যগুলি হস্তে লইয়া বৃষদ্বয়ের মধ্যে এবং ক্ষেত্রে ছড়াইয়া ভূমিকর্ষণ করিবে।৮৫-৮৭

দ্বিজ তিল ও যবহীন কর্ষণ করিবে না। তিল ও যবহীন কর্ষণ করিলে দেবতাগণ সেই কর্ষক দ্বিজকে প্রশংসা করেন না।৮৮

যে পর্য্যন্ত তিল-বিক্রয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিল-পাত্রচ্যুত জল দক্ষিণদিকে পতিত হইলে সেই জল দ্বারা পিতৃলোকগণ তৃপ্তিলাভ করেন।৮৯

সামক ধান্য প্রভৃতির বিক্রয় ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি তিল বিক্রয় করে, তাহার পিতৃলোকগণ তাহাকে ত্যাগ করিয়া তিলের সহিত প্রয়াণ করেন।৯০

তুষ ও যবস্থিত জল ভূতলে পতিত হইলে দুগ্ধ, দধি ও ঘৃতাদি মিশ্রিত সেই জল দ্বারা সকল দেবতাগণের তর্পণ করিবে। দৈব, পর্জ্জন্য, ভূ ও লাঙ্গলযোগে পুরুষের প্রযত্নবশতঃ কৃষিকর্ম্মজাত শস্যাদি জন্মিয়া থাকে। সেইহেতু উক্ত কৃষিকর্ম্মে উদ্যোগী হইবে।৯১-৯২

শালি, ইক্ষু, শণ, কার্পাস, বার্ত্তাকু (বেগুণ) প্রভৃতি শস্যবীজ বপন করিবে অথবা সর্বপ্রকার শস্যবীজ বপন করিবে। কিন্তু সব বীজ সেরূপ ফলপ্রসূ হয় না।৯৩

যে বুদ্ধিহীন বিপ্র কৃষ্ণপক্ষে কোনও স্থানে হলকর্ষণ-কার্য্যে বৃষকে নিযুক্ত করে, পিতৃলোকগণ পঞ্চদশবর্ষ ব্যাপিয়া তাহার হিতসাধক কর্ম্ম ত্যাগ করেন।৯৪

যে অবিদ্বান্ বিপ্র কৃষ্ণপক্ষে পরান্নভোজন করে, সেই পরান্নভোজীর মাসার্জ্জিত পুণ্য ভোজন-দাতা লাভ করেন।৯৫

চন্দ্রার্কয়োস্তু সংযোগে কুর্য্যাদ্ যঃ স্ত্রীনিষেবণম্।
স্য রেতোভোজনাস্তস্য তন্মাসং পিতরো হতাঃ ॥৯৬
চন্দ্রক্ষয়ে তু যঃ কুর্য্যাত্তরুস্তম্ভনিকৃন্তনম্।
তৎপর্ণসংখ্যয়া তস্য ভবন্তি ভ্রূণহত্যকাঃ ॥৯৭
বনস্পতিগতে সোমে যেঽধ্বানং তু ব্রজেদ্ দ্বিজঃ।
প্রভ্রষ্টদ্বিজকর্ম্মাণং তং ত্যজন্ত্যমরাদয়ঃ ॥৯৮
বাসাংসীন্দুপ্রণাশে যো রজকস্যাগ্রতঃ ক্ষিপেৎ।
পিবন্তি পিতরস্তস্য মাসং বস্ত্রমলাম্বু তৎ ॥৯৯
সোমক্ষয়ে দ্বিজো যাতি ত্যক্ত্বা যস্তু হুতাশনম্।
স দেব-পিতৃশাপাগ্নিদগ্ধো নরকমাবিশেৎ ॥১০০
অষ্টমী কামভোগেন ষষ্ঠী তৈলোপভোগতঃ।
কুহূশ্চ দন্তকাষ্ঠেন হিনস্ত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥১০১
চন্দ্রাপ্রতীতৌ পুরুষস্তু দৈবাদ্
অদ্যাদমত্যা যদি দন্তকাষ্ঠম্।
তারাধিরাজঃ স্বাদিতস্তু তেন
ঘাতঃ কৃতঃ স্যাৎ পিতৃ-দেবতানাম্ ॥১০২
তত্রাভ্যজ্য বিষাণানি গাবশ্চৈব তথা বৃষাঃ।
চরণায় বিসৃজ্যন্তে আগতান্ নিশি ভোজয়েৎ ॥১০৩
য উৎপাদ্যেহ শস্যানি সর্বাণি তৃণচারিণঃ।
জগৎ সর্বং ধৃতং যৈস্তু পূজ্যন্তে কিং ন তে বৃষাঃ ॥১০৪
চরণায় বিসৃষ্টং তু যস্য গোদশকং ভবেৎ।
যদ্রূপেণ হি ধর্মঃ পূজ্যন্তে কিং ন তে বৃষাঃ ॥১০৫
স্যুঃ পাল্যা যত্নতস্তে বৈ বাহনীয়া যথাবিধি।
স যাতি নরকং ঘোরং যো বাহয়ত্যপালয়ন্ ॥১০৬
নাধিকাঙ্গো ন হীনাঙ্গঃ পুষ্পিতাঙ্গো ন দূষিতঃ।
বাহনীয়ো হি শূদ্রেণ বাহয়ন্ ক্ষয়মশ্নুতে ॥১০৭

চন্দ্র এবং সূর্য্যের সংযোগে অর্থাৎ অমাবস্যাতিথিতে যে ব্যক্তি পত্নীতে উপগত হয়, তাহার পিতৃলোকগণ অন্যায় কার্য্যের জন্য আঘাত প্রাপ্ত হইয়া স্খলিত রেতোরাশি ভোজন করিয়া থাকেন।৯৬

কৃষ্ণপক্ষে যে ব্যক্তি গাছের গুঁড়ি ছেদন করে, সে ব্যক্তি তদ্বৃক্ষপত্রের সংখ্যানুরূপ ভ্রূণহত্যার পাপে লিপ্ত হয়।৯৭

চন্দ্র বনস্পতিগত হইলে পর যে দ্বিজ পথে গমন করে, দ্বিজোচিত কর্ম্ম হইতে বিশেষরূপে ভ্রষ্ট সেই দ্বিজকে সকল দেবতা ত্যাগ করেন।৯৮

যে ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে রজকের নিকট বস্ত্র প্রেরণ করে, তাহার পিতৃলোকগণ একমাস ব্যাপিয়া সেই বস্ত্রের মলযুক্ত জল পান করেন।৯৯

কৃষ্ণপক্ষে যে দ্বিজ হোমাগ্নি ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়, সেই দ্বিজ দেব ও পিতৃগণের অভিশাপে দগ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করে।১০০

যে ব্যক্তি অষ্টমীতিথিতে কামভোগ, ষষ্ঠীতিথিতে তৈলমর্দ্দন এবং অমাবস্যাতিথিতে দন্তকাষ্ঠ-ব্যবহার করে, তাহার সপ্তমকুল পর্য্যন্ত বিনাশ প্রাপ্ত হয়।১০১

চন্দ্র অপরিদৃষ্ট হইলে অর্থাৎ অমাবস্যাতিথিতে অজ্ঞানপূর্বক দৈবাৎ যে পুরুষ দণ্ডকাষ্ঠ ব্যবহার করে, সে ব্যক্তি যেন তারাপতি চন্দ্রকে গ্রাস করিয়া থাকে এবং পিতৃলোক ও দেববৃন্দকে আঘাত হানিয়া থাকে।১০২

গো ও বৃষগণের শৃঙ্গসমূহ ঘৃতদ্বারা অভ্যঞ্জিত করিয়া উহাদিগকে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিবে এবং রাত্রিতে গৃহে আগমন করিলে ভোজন করাইবে।১০৩

তৃণভূমি-বিচরণকারী যে সকল বৃষ সমস্ত শস্য উৎপাদন করিয়া এই সমগ্র জগৎ ধারণ করিতেছে, তাহারা কেন পূজিত হইবে না?১০৪

যাহাতে ধর্ম রক্ষিত হয়—এমনভাবে যাহার দশটি গো-বৃষ বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার সে বৃষসমূহ কেন পূজিত হইবে না?১০৫

যত্নপূর্বক সেই বৃষগুলিকে পালন করিবে এবং যথানিয়মে তাহাদিগকে বহনকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। যে ব্যক্তি বৃষকে যত্নপূর্বক পালন না করিয়া তাহার দ্বারা বহন করায়, সে ঘোর নরকে গমন করে।১০৬

যে বৃষ অধিকাঙ্গ, হীনাঙ্গ, পুষ্পিতাঙ্গ ও দূষিত, শূদ্র

বর্জয়েদ্ দ্রষ্টৃদোষাংশ্চ বাহনে দোহনে নরঃ।
পাল্যা বৈ যত্নতঃ সর্বে পালয়ন্ শুভমাপ্নুয়াৎ ॥১০৮
অন্নার্থমেতানুক্ষাণঃ সসর্জ পরমেশ্বরঃ।
অন্নেনাপ্যায়তে সর্বং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্ ॥১০৯
অগ্নির্জ্বলন্তি চান্নার্থং বাতি চান্নায় মারুতঃ।
গৃহ্ণাতি চাম্ভসাং সূর্য্যো রসানন্নায় রশ্মিভিঃ ॥১১০
অন্নং প্রাণো বলং চান্নমন্নাজ্জীবিতমুচ্যতে।
অন্নঞ্চ জগদাধারং সর্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১১১
সর্বেষাং দেবতাদীনামন্নং জীবঃ প্রকীর্তিতঃ।
তস্মাদন্নাৎ পরং তত্ত্বং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১১২
দ্যৌঃ পুমান্ ধরণী নারী অম্ভো বীজং দিবশ্চ্যুতম্।
দ্যু-ধাত্রীতোয়সংযোগাদন্নাদীনাং হি সম্ভবঃ ॥১১৩
আপো মূলং হি সর্বস্য সর্বমপ্সু প্রতিষ্ঠিতম্।
আপোঽমৃতরসো হ্যাপ আপঃ শুক্রং বলং মহঃ ॥১১৪

সেই বৃষকে দিয়া বহন করাইবে না; যদি বহন করায়, তাহা হইলে সেই শূদ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১০৭

বৃষ দ্বারা বহন করাইতে এবং গাভী দোহন করিবার সময় কোনও দ্রষ্টার দোষদৃষ্টি বর্জ্জন করিবে। যত্নপূর্বক ইহাদের সকলকে পালন করিবে এবং পালন করিয়া শুভফল প্রাপ্ত হইবে।১০৮

জীবের জীবনধারণের প্রয়োজনীয় অন্ন উৎপাদনের জন্য পরমেশ্বর বৃষসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন। চরাচরের সহিত সমগ্র ত্রিলোক এই অন্ন দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া থাকে। অন্নের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, বায়ু প্রবাহিত হয় ও সূর্য্য কিরণমালা দ্বারা জলের রস গ্রহণ করেন।১০৯-১০

অন্ন প্রাণ, অন্ন বল, অন্ন হইতে জীবন এবং অন্ন জগতের আধার। অতএব সমস্তই অন্নে প্রতিষ্ঠিত। অন্ন সমস্ত দেবতার জীবন বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। সেইহেতু অন্ন হইতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জগতে আর হয় নাই এবং হইবেও না।১১১-১২

স্বর্গ পুরুষ, ধরিত্রী নারী ও স্বর্গ হইতে ক্ষরিত জল বীজ। স্বর্গ, ধরিত্রী ও জলের সংযোগে অন্নাদির জন্ম হইয়াছে। সকল বস্তুর মূল জল, সকল বস্তুই জলে প্রতিষ্ঠিত, জল অমৃতময় রস, জল শুক্র, বল ও মহর্লোক।১১৩-১৪

সর্বস্য বীজমাপো হি সর্বমদ্ভিঃ সমাবৃতম্।
সদ্য আপ্যায়না হ্যাপ আপো জ্যেষ্ঠতরা হ্যতঃ ॥১১৫
কিঞ্চিৎকালং বিনাঽন্নাদ্যৈর্জীবন্তি মনুজাদয়ঃ।
ন জীবন্তি বিনা তাভিস্তস্মাদাপোঽমৃতং স্মৃতাঃ ॥১১৬
দত্তাভিরদ্ভিরেতস্যাং কিং ন দত্তঃ কলৌ যুগে।
যথান্নেন প্রদত্তেন সর্বং দত্তং ভবেদিহ ॥১১৭
অতোঽপ্যন্নার্থভাবেন কর্তব্যং কর্ষণং দ্বিজৈঃ।
যথোক্তেন বিধানেন লাঙ্গলাদিপ্রয়োজনম্ ॥১১৮
সীতে সৌম্যে কুমারি ত্বং দেবি দেবার্চিতে শ্রিয়ে।
শক্তিসূনোর্যথা সিদ্ধা তথা মে সিদ্ধিদা ভব ॥১১৯
শক্তিসূনোর্বিনা নাম্না সীতায়াঃ স্থাপনং বিনা।
বিনাঽভ্যুক্ষণরক্ষার্থং সর্বং হরতি রাক্ষসঃ ॥১২০
বাপনে লবণে ক্ষেত্রে খলে গন্ত্রীপ্রবাহনে।
এষ এব বিধির্জ্জ্ঞেয়ো ধান্যানাঞ্চ প্রবেশনে ॥১২১

যেহেতু জল সকলের কারণ, যেহেতু সমস্ত বস্তু জলদ্বারা সমাবৃত এবং যেহেতু জল সদ্যঃ আপ্যায়িত করে, সেইহেতু জল সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।১১৫

মানবাদি জীবগণ অন্নাদি খাদ্য ভিন্ন কিছুকাল জীবন-ধারণ করিতে পারে, কিন্তু সেই জল ভিন্ন অল্প কালও জীবনধারণ করিতে পারে না বলিয়া জল অমৃত বলিয়া কথিত হইয়াছে। কলিযুগে এই পৃথিবীতে জলদান করিলে কি না দান করা হইল অর্থাৎ সমস্তই দান করা হইল। যেরূপ অন্নদান করিলে সমস্তই দান করা হয়, সেইরূপ জলদান করিলেও সমস্তই দান করা হয়।১১৬-১৭

এইহেতু অন্নের জন্য দ্বিজগণ ভূমিকর্ষণ করিবে। যথোক্ত বিধান অনুসারে ঐ কৃষিকর্মে লাঙ্গলাদি প্রয়োজনীয় বলিয়া জানিবে। হে সীতে, হে সৌম্যে, হে কুমারি, হে দেবগণার্চ্চিতে দেবি! তুমি শ্রীর জন্য শক্তিপুত্র পরাশর কর্ত্তৃক যেরূপ সিদ্ধা হইয়াছিলে, সেইরূপ আমার দ্বারাও সিদ্ধা হও।১১৮-১৯

শক্তিপুত্র পরাশরের নাম ভিন্ন, লাঙ্গলপদ্ধতি

দেবতায়তনোদ্যান-নিপাতস্থান-গোব্রজান্।
সীমা-শ্মশানভূমিঞ্চ বৃক্ষচ্ছায়াং ক্ষিতিং তথা ॥১২২
ভূমিং নিখাতং যূপাংশ্চ অয়নস্থানমেব চ।
অন্যামপি হি চাঽবাহ্যাং ন কৃষেৎ কৃষিকৃন্নরাম্ ॥১২৩
নোষরাং বাহয়েদ্ ভূমিং ন চাঽশ্ম-শর্করাবৃতাম্।
ন গোচরাং ন প্রদত্তাং ন নদীপুলিনাং তথা ॥১২৪
যদ্যসৌ বাহয়েল্লোভাদ্ দ্বেষাদ্ বাপি হি মানবঃ।
ক্ষীয়তেঽসৌ চিরাৎ পাপাৎ স পুত্র পশুবান্ধবঃ ॥১২৫
নরকং ঘোরতামিস্রং পাপীয়ান্ যাতি নিশ্চিতম্।
যোঽপহৃত্য পরকীয়াং কৃষিকৃদ্ বাহয়েন্নরাম্ ॥১২৬
স ভূমিস্তেয়পাপেন সুচিরং নরকে বসেৎ।
একসম্ভ্যমপি স্বর্ণং ভূমিমঙ্গুলমাত্রিকাম্ ॥১২৭
তথৈকামপি গাং হৃত্বা সৃষ্ট্যন্তং নরকং বসেৎ।
ন দূরে বাহয়েৎ ক্ষেত্রং ন চৈবাত্যন্তিকে তথা ॥১২৮
বাহয়েন্ন পথি ক্ষেত্রং বাহয়ন্ দুঃখভাগ্ ভবেৎ।
ক্ষেত্রেষ্বেবং বৃতিং কুর্য্যাদ্ যামুষ্ট্রো নাবলোকয়েৎ॥১২৯
ন লঙ্ঘয়েৎ পশুর্নাশ্বো ন ভিন্দ্যাদ্ যাঞ্চ শূকরঃ।
বন্ধাশ্চ যত্নতঃ কার্য্যা মৃগাদিত্রাসনায় চ ॥১৩০
অত্রাপ্যুপদ্রব্যং রাজ্ঞা তস্করাদিসমুদ্ভবম্।
সংরক্ষেৎ সর্বতো যত্নাদ্ যস্মাদ্
গৃহ্নাত্যসৌ করান্ ।১৩১

কৃষিকৃন্মানবস্ত্বেবং মত্বা ধর্মং কৃষেন্নরাম্।
অনবদ্যাং শুভাং স্নিগ্ধাং জলাবগাহনক্ষমাম্ ॥১৩২
নিম্নাং হি বাহয়েদ্ ভূমিং যত্র বিশ্রমতে জলম্।
বাহয়েত্তু জলাভ্যর্ণমবৃষ্টৌ সেকসম্ভবঃ ॥১৩৩
শারদ্যভূচ্চ কৈর্ভূমৌ কঙ্গ্বাদ্যং বাপয়েদ্বলী।
অধিত্যকাসু কার্পাসং বদন্ত্যন্যত্র হৈমকম্ ॥১৩৪

(লাঙ্গলচিহ্নিত রেখা) স্থাপন ভিন্ন, অভ্যুক্ষণ ও রক্ষার্থ ভিন্ন শস্য বপন করিলে রাক্ষস তাহা হরণ করিয়া লইয়া যায়। শস্য বপন ও ছেদন করার সময়ে, শস্যক্ষেত্রে, শস্য মাড়াইবার ক্ষেত্রে, গোযান চালাইবার সময়ে ও গৃহে ধান্য তুলিবার সময়ে পূর্বোক্ত বিধি জানিবে।১২০-২১

কৃষক দেবস্থান, উদ্যান, শস্যাদি নিপাতন-স্থান, গো-বিচরণস্থান, সীমারেখা, শ্মশান-ভূমি, বৃক্ষচ্ছায়া-নিপতিত ভূমি, গর্ত্তভূমি, যজ্ঞীয় পশুবন্ধন-স্থান, বিশ্রামস্থান এবং হলকর্ষণের অযোগ্যভূমি কর্ষণ করিবে না।১২২-২৩

যদি কৃষক লোভবশতঃ লবণাক্ত, প্রস্তরময়, কঙ্করাবৃত, গোচারণ, অন্যকে প্রদত্তা ও নদীতটস্থ ভূমিতে চাষ করে, তাহা হইলে পাপানুষ্ঠান-হেতু সেই ব্যক্তি চিরকাল পুত্র, পশু ও বান্ধবের সহিত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১২৪-২৫

যে কৃষক পরভূমি অপহরণ করিয়া হলকর্ষণ করে, সেই পাপী মহান্ধকারময় নরক প্রাপ্ত হয়। ভূমি অপহরণ করার অপরাধে অর্থাৎ পাপে সে ব্যক্তি চিরকাল নরকে বাস করিবে। একখণ্ড স্বর্ণ, একাঙ্গুল-পরিমিত ভূমি ও একটি মাত্র গো হরণ করিয়া সৃষ্টির অন্তকাল যাবৎ নরকে বাস করিবে। দূরে ও অত্যন্ত নিকটস্থিত ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিবে না। পথিস্থিত ক্ষেত্রে হলকর্ষণ করিবে না; যদি করা হয়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি দুঃখভাগী হইবে। ক্ষেত্রসমূহে এরূপভাবে বৃতি অর্থাৎ বেড়া দিবে, যেন উষ্ট্র শস্য দেখিতে না পায়, অন্য কোনও পশু এবং অশ্ব যেন লঙ্ঘন করিতে না পারে এবং শূকর যেন ভেদ করিতে সমর্থ না হয়। মৃগাদির ভয় উৎপাদনের জন্য যত্নপূর্বক বন্ধন করিবে।১২৬-৩০

রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে কর আদায় করেন বলিয়াই তস্করাদি হইতে উদ্ভূত সর্বপ্রকার উপদ্রব হইতে যত্নপূর্বক ভূমি রক্ষা করিবেন। (এই ভূমির রক্ষা-ব্যাপারে রাজারও যথেষ্ট দায়িত্ব আছে—ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিমত)।১৩১

নির্দ্দুষ্টা, (অভীষ্টানুরূপ) শুভফলদায়িনী, স্নিগ্ধা, জলাবগাহন-সমর্থা, নিম্না, যেখানে জল বিশ্রান্ত হয়, জলের নিকটস্থ ও অনাবৃষ্টি হইলে যেস্থানে সেচন সম্ভব হয়, এইরূপ ভূমি কর্ষণ করা ধর্মজনক মনে করিয়া কৃষক ভূমিকর্ষণ করিবে।১৩২-৩৩

বাসন্তং গ্রীষ্মকালীয়ং বাপ্যং স্নিগ্ধেষু তদ্বিদা।
কেদারেষু তথা শালীঞ্জলোপান্তেষু চেক্ষবঃ ॥১৩৫
বৃন্তাক-শাকমূলানি কন্দানি চ জলান্তিকে।
বৃষ্টিবিশ্রান্তপানীয়ক্ষেত্রেষু চ যবাদিকান্ ॥১৩৬
গোধূমাশ্চ মসূরাশ্চ খল্যাঃ খলকুশাস্তথা।
সমস্নিগ্ধেষু বাপ্যাশ্চ ভূমিজীবান্ বিজানতা ॥১৩৭
তিলা বহুবিধাশ্চোপ্যা অতসী-শাণমেব চ।
সমস্নিগ্ধেষু বাপ্যানি ধ্যান্যান্যন্যানি যোগতঃ ॥১৩৮
কুলত্থা মুদ্গ-মাষাশ্চ রাজমাষাদিকাস্তথা।
বাপ্যা ভূমিবিশেষে তু ভূমিজীবং বিজানতা ॥১৩৯
মৃদম্বু যোগজং সর্বং বাপয়েৎ কৃষিকৃন্নরঃ।
সম্পশ্যেচ্চরতঃ সর্বান্ গোবৃষাদীন্ স্বয়ং গৃহী ॥১৪০
চিন্তয়েৎ সর্বমাত্মীয়ং স্বয়মেব কৃষিং ব্রজেৎ।
প্রথমং কৃষিবাণিজ্যং দ্বিতীয়ং পশুপোষণম্ ॥১৪১
তৃতীয়ং ক্রীতবিক্রীতং চতুর্থং রাজসেবনম্।
নখৈর্বিলিখনে যস্যাঃ পাপমাহুর্মনীষিণঃ ॥১৪২
তস্যাঃ সীরবিদারেণ কিং ন পাপং ক্ষিতের্ভবেৎ।
তৃণৈকচ্ছেদমাত্রেণ প্রোচ্যতে ক্ষয় আয়ুষঃ ॥১৪৩
অসঙ্খ্যকন্দনির্নাশাদসঙ্খ্যাতং ভবেদঘম্।
যদ্ বর্ষে মৎস্যবন্ধিনাং তথা সঙ্করিণামপি ॥১৪৪
অংহঃ কুক্কুটিকানাঞ্চ তদ্দিনে কৃষিকারিণাম্।
বধকানাঞ্চ যৎ পাপং যৎ পাপং মৃগয়োরপি।
কদর্য্যাণাঞ্চ যৎ পাপং তদ্দিনে কৃষিকারিণাম্ ॥১৪৫
বর্ণানাঞ্চ গৃহস্থানাং কৃষিবৃত্ত্যুপজীবিনাম্।
তদেনসো বিশুদ্ধ্যর্থং প্রাহ সত্যবতীপতিঃ ॥১৪৬
দ্বাদশো নবমো বাপি সপ্তমঃ পঞ্চমোঽপি বা।
ধান্যভাগঃ প্রদাতব্যো সীরিণা খলকে ধ্রুবম্ ॥১৪৭
অশ্মর্যব্যূঢ়ভূমৌ চ বিংশাংশী ক্ষেত্রভুগ্ ভবেৎ।
একৈকাংশায় কর্ষঃ স্যাদ্ যাবদ্ দশম-সপ্তমৌ ॥১৪৮

---

কৃষক শরৎকালে উচ্চভূমিতে কাঙ্গনি (ধান্যবিশেষ) প্রভৃতি বপন করিবে। পর্বতোপরি সমতল ভূমিতে কার্পাস এবং অন্যত্র হৈমন্তিক-শস্য বপন করিবে। জমির মাটি নরম হইলে তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে শালিধান্য এবং বর্ষান্তে ইক্ষুদণ্ড বপন করিবে। বেগুন, শাক, মুলা, আলু প্রভৃতি এই সমস্ত দ্রব্য জলের নিকটে বপন করিবে। বৃষ্টির অবসান হইলে যে ক্ষেত্রে জল জমিয়া থাকে, সেইরূপ ক্ষেত্রে যব প্রভৃতি বপন করিবে। খামার, খামারস্থ কুশ ও ভূমির জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি সমস্নিগ্ধ ক্ষেত্রে গোধূম ও মসূর বপন করিবে।১৩৪-৩৭

সস্নিগ্ধ ক্ষেত্রে বহুবিধ তিল, অতসী ও শণ বপন করিবে এবং অন্যান্য ধান্য বিশেষ যোগ অনুসারে বপন করিবে। ভূমির জীবাণু সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি ভূমি-বিশেষে কুলত্থ কলাই, ক্ষুদ্র মাষকলাই এবং রাজমাষকলাই বপন করিবে। কৃষক মৃত্তিকা এবং জলযুক্ত করিয়া সকল বীজ বপন করিবে। গৃহী স্বয়ং বিচরণ-রত সমস্ত গো-বৃষাদিকে সম্যক্রূপে দেখিবে। সকলকেই আত্মীয়-রূপে চিন্তা করিবে এবং নিজেই কৃষিকার্য্যে গমন করিবে।

কৃষি ও বাণিজ্য প্রথম কর্ম, পশুপালন দ্বিতীয় কর্ম, ক্রয়-বিক্রয় তৃতীয় কর্ম এবং রাজসেবা চতুর্থ কর্ম। যে ভূমিতে নখদ্বারা আঁচড় দিলে পাপ হয় বলিয়া মনীষিগণ বলিয়াছেন, সেই ভূমি লাঙ্গল দ্বারা বিদীর্ণ হইলে কি পাপ হইবে না? (অবৈধভাবে) একটি মাত্র তৃণচ্ছেদন করিলে আয়ুঃক্ষয় হয়—একথা শাস্ত্রে উক্ত আছে।১৩৮-৪৩

অসংখ্য মূল নষ্ট করিলে কৃষকের অসংখ্য পাপ হয়। যে বর্ষের যে দিন ধীবর, সঙ্করজাত, কুক্কুটিক, কৃষক, ব্যাধ, ও কৃপণ ব্যক্তিগণকে বধ করিলে বধকারিদিগের যে পাপ হয়, সেই বর্ষের সেই দিনে কৃষিকর্ম করিলে কৃষকদিগেরও সেই পাপ হয়।১৪৪-৪৫

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের এবং কৃষি-বৃত্তি যাহাদের একমাত্র উপজাবিকা এইরূপ গৃহস্থদিগের সেই পাপ হইতে বিশুদ্ধির জন্য সত্যবতী-পতি অর্থাৎ মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন।১৪৬

ধান্যশস্য খামারে নিশ্চিতভাবে আসিলে কৃষক দ্বাদশ, নবম, সপ্তম বা পঞ্চমভাগের একভাগ শস্য গ্রামাধীশ এবং নৃপকে প্রদান করিবে। প্রস্তরময় ভূমি ও হলকর্ষণ করা কষ্টসাধ্য এরূপ ভূমিতে কর্ষণ করিয়া কৃষক বিংশ-

গ্রামেশস্য নৃপস্যাপি বর্ণিভিঃ কৃষিজীবিভিঃ।
শস্যভাগঃ প্রদাতব্যো যতস্তৌ কৃষিভাগিনৌ ॥১৪৯
ব্রাহ্মণস্তু কৃষিং কুর্বন্ বাহয়েদিচ্ছয়া ধরাম্ ॥১৫০
ন কিঞ্চিৎ কস্যচিদ্দদ্যাৎ স সর্বস্য প্রভুর্যতঃ।
ব্রহ্মা বৈ ব্রাহ্মণং চাস্যাৎ প্রভুস্ত্বস্‌জদাদিতঃ ॥১৫১
তদ্রক্ষণায় বাহুভ্যামস্‌জৎ ক্ষত্রিয়ানপি।
পশুপাল্যাশনোৎপত্ত্যৈ ঊরুভ্যাঞ্চ তথা বিশঃ।
দ্বিজদাস্যায় পণ্যায় পদ্ভ্যাং শূদ্রমকল্পয়ৎ ॥১৫২
যৎকিঞ্চিজ্জগতীহাত্র ভূ-গেহাশ্চ গজাদিকম্।
স্বভাবেন হি বিপ্রাণাং ব্রহ্মা স্বয়মকল্পয়ৎ ॥১৫৩
ব্রাহ্মণশ্চৈব রাজা চ দ্বাবপ্যেতৌ ধৃতব্রতৌ।
ন তয়োরন্তরং কিঞ্চিৎ প্রজাধর্মাভিরক্ষণে ॥১৫৪
তস্মান্ন ব্রাহ্মণো দদ্যাৎ কুর্বাণো ধর্মতঃ কৃষিম্।
গ্রামেশস্য নৃপস্যাপি কিয়ত্তমপ্যসৌ বলিম্ ॥১৫৫
অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি কৃষিকৃচ্ছুদ্ধিকারণম্।
সংশুদ্ধঃ কর্ষকো যেন স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫৬
সর্বসত্ত্বোপকারায় সর্বযজ্ঞোপসিদ্ধয়ে।
নৃপস্য কোশবৃদ্ধ্যর্থং জায়তে কৃষিকৃন্নরঃ ॥১৫৭
কুর্য্যাৎ কৃষিং প্রযত্নেন সর্বসত্ত্বোপজীবিনীম্।
পিতৃদেব-মনুষ্যানাং পুষ্টয়ে স্যাৎ কৃষীবলঃ ॥১৫৮
বয়াংসি চান্যসত্ত্বানি ক্ষুত্তৃষ্ণাপীড়িতাঃ প্রজাঃ।
উপযুঞ্জন্তি শস্যানি ক্ষেত্রজাতানি নিত্যশঃ ॥১৫৯
পুষ্ট্যর্থং মুষ্টিমেকাং বা দদৎ পাপং ব্যপোহতি ॥১৬০
যস্য ক্ষেত্রস্য যাবন্তি শস্যান্যদন্তি প্রাণিনঃ।
তাবন্তোঽপি বিমুচ্যন্তে পাতকাৎ কৃষিকারকাঃ ॥১৬১

---

ভাগের একভাগ ক্ষেত্রস্বামীকে প্রদান করিবে অর্থাৎ ক্ষেত্রস্বামী বিশভাগের একভাগ পাইবে। ক্ষেত্র উৎকৃষ্ট রূপে কর্ষিত হওয়া পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত ফলন অনুসারে ক্ষেত্র-স্বামীকে দেয় অংশের পরিমাণ এক এক ভাগ করিয়া বর্দ্ধিত হইবে, যে পর্য্যন্ত দশম বা সপ্তমভাগের একভাগ না হয়।১৪৭-৪৮

কৃষিজীবিগণ গ্রামাধিপতি ও নৃপকে কৃষিকার্য্যে উৎপন্ন শস্যের যথার্থ ভাগ প্রদান করিবে, কারণ তাঁহারাও কৃষিকর্মে উৎপন্ন শস্যলাভের অধিকারী।১৪৯

কৃষিকর্ম্ম-রত ব্রাহ্মণ ভূমিতে ইচ্ছানুরূপ হল-বহন করাইবেন। ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রভু বলিয়া তিনি কাহাকেও কিছু প্রদান করিবেন না অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যাংশ কাহাকেও প্রদান করিবেন না।১৫০

প্রভু ব্রহ্মা প্রথমে স্বীয় মুখ হইতে ব্রাহ্মণকে সৃজন করিয়াছিলেন। সেই ব্রাহ্মণকে রক্ষা করিবার জন্য বাহুযুগল হইতে ক্ষত্রিয়গণকে সৃজন করিয়াছেন। পশু-পালন এবং খাদ্য উৎপাদনের জন্য বৈশ্যগণকে ঊরুযুগল হইতে সৃজন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়ের সেবা এবং বাণিজ্য করিবার জন্য পদযুগল হইতে শূদ্রকে কল্পনা করিয়াছিলেন।১৫১-৫৩

এই জগতে ভূমি, গৃহ, গজাদি যাহা কিছু আছে তৎ-সমস্তই ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা স্বয়ং কল্পনা করিয়াছিলেন। ধর্মরক্ষণরূপ-ব্রতধারী ব্রাহ্মণ এবং প্রজারক্ষণরূপ-ব্রতধারী ক্ষত্রিয় এই দুইবর্ণ ধর্ম ও প্রজা রক্ষা করেন বলিয়া ইঁহাদের উভয়ের মধ্যে কোনও ভেদ নাই। ধর্মরক্ষা করেন বলিয়া ব্রাহ্মণ ধর্মানুযায়ী কৃষিকর্মলব্ধ শস্যের কিছুমাত্র অংশও গ্রামাধীশ ও নৃপকে প্রদান করিবেন না। অনন্তর কৃষিকর্মকারীর শুদ্ধির কারণরূপ অন্য বিষয় বলা হইতেছে—কৃষক যেভাবে পরিশুদ্ধ হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইবে সেই কথা বিশেষভাবে বলিব। সর্বজীবের উপকারার্থে সর্বযজ্ঞসিদ্ধির এবং নৃপের কোষবৃদ্ধির জন্য কৃষক জন্মলাভ করে বলিয়া সর্বজীবের উপজীবিকা কৃষিকর্ম যত্নপূর্বক করিবে। পিতৃলোক, দেবলোক ও মনুষ্যলোকের পুষ্টির জন্য কৃষিবল আবশ্যক ১৫৪-৫৮

ক্ষুধায় এবং তৃষ্ণায় পীড়িত প্রজাগণ বয়স ও জীব অনুযায়ী ক্ষেত্রজাত শস্য নিত্য ভোগ করিবে অথবা পুষ্টির জন্য একমুষ্টিমাত্র দান করিয়া পাপমুক্ত হইবে।১৫৯-৬০

যে ক্ষেত্রের যে পরিমাণ শস্য প্রাণিগণ ভোজন করে, কৃষক পাপ হইতে সেই পরিমাণ মুক্তিলাভ করিয়া

হুতাগ্নিকার্য্যদেহোঽপি ব্রাহ্মণোঽন্যতমোঽপি বা।
আদদানঃ পরক্ষেত্রাৎ পথি গচ্ছন্ন লিপ্যতে ॥১৬২
ক্ষেত্রী বিমুচ্যতে দোষান্নিয়তং কৃষিসম্ভবাৎ।
গৃহীতং ক্ষেত্রিণো ধান্যং নিবেদয়তি বাল্পপি ॥১৬৩
অনিবেদিতে তদর্ধং স্যাৎ পাতকং কর্ষকস্য চ।
ভাবশুদ্ধাবতো ধর্মো হ্যনেন তদ্‌বিশোধয়েৎ ॥১৬৪
মুষ্টিং তু কল্পয়ন্ ধান্যং সর্বপাপং ব্যপোহতি।
যৎকিঞ্চিদর্থিনে দদ্যাদ্ ভিক্ষামাত্রঞ্চ ভিক্ষবে ॥১৬৫
অন্নং সুসংস্কৃতং বাপি তেন সীরী বিশুধ্যতি।
সীতাযজ্ঞঞ্চ যঃ কুর্য্যাৎ সিদ্ধশস্যে খলাগতে ॥১৬৬
অনন্তকৃতপাপোঽপি ভুক্তো ভবতি কর্ষকঃ।
খলযজ্ঞং প্রবক্ষ্যামি তৎকুর্বাণা দ্বিজাতয়ঃ।
বিমুক্তাঃ সর্বপাপেভ্যঃ স্বর্গে ৈকস্ত্বমবাপ্নুয়ুঃ ॥১৬৭
চতুর্দিক্ষু খলে কুর্য্যাৎ প্রাচ্যমতিঘনাবৃতিম্।
সেকদ্বারং পিধানঞ্চ বিদধ্যাচ্চৈব সর্বতঃ ॥১৬৮
খরোষ্ট্রাজোরণাংস্তত্র বিশতস্তু নিবারয়েৎ।
শ্ব-শূকর-শৃগালাদি কাকোলুক-কপোতকম্ ॥১৬৯
ত্রিসন্ধ্যং প্রোক্ষণং কুর্য্যাদানীতাভ্যুক্ষণাম্বুভিঃ।
রক্ষাঞ্চ ভস্মনা কুর্য্যাজ্জলধারাভিরক্ষণম্ ॥১৭০
ত্রিসন্ধ্যমর্চয়েৎ সীতাং পরাশরমৃষিং স্মরন্।
প্রেত-ভূতাদিনামানি ন বদেচ্চ তদগ্রতঃ ॥১৭১
সূতিকাগৃহবত্তত্র কর্তব্যং পরিরক্ষণম্।
হরন্ত্যরক্ষিতং যস্মাদ্ রক্ষাংসি সর্বমেব হি ॥১৭২
প্রশস্তদিনপূর্বাহ্ণে নাঽপরাহ্ণে ন সন্ধ্যয়োঃ।
ধান্যোন্মানং সদা কুর্য্যাৎ সীতাপূজনপূর্বকম্ ॥১৭৩
যজেত খলভিক্ষাভিঃ কালে রোহিণ এব হি।
ভক্ত্যা সর্বং প্রদত্তং হি তৎসমস্তমিহাক্ষয়ম্ ॥১৭৪
খলযজ্ঞে দক্ষিণৈষা ব্রহ্মণা নির্মিতা পুরা।

---

থাকে। ব্রাহ্মণ বা অন্য কোনও ব্যক্তি কাহারও দেহে অগ্নিকার্য্য করিয়া পথে গমন করার সময়ে পরের ক্ষেত্র হইতে শস্য গ্রহণ করিলে পাপলিপ্ত হয় না।১৬১-৬২

নিয়ত কৃষিজ শস্য উৎপন্ন হয় বলিয়া ক্ষেত্রস্বামী দোষ হইতে মুক্ত হয়। কারণ, ক্ষেত্রীর গৃহীত ধান্য অল্পমাত্রও যদি নিবেদিত হয়।১৬৩

উৎপন্ন শস্য নিবেদন করা না হইলে কর্ষকের অর্দ্ধেক পাতক জন্মিবে। ধর্ম এই (নিম্নলিখিত) উপায়ে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিয়া উক্ত ব্যক্তির পাতক পরিশোধ করেন। মুষ্টিপরিমাণ ধান্য আন্দাজ করিয়া প্রার্থি-ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করিলে সর্বপাপ বিনষ্ট হয়।১৬৪-৬৫

পক্বশস্য খামারে আসিলে যে কৃষক লাঙ্গল-পূজা করে, সে অনন্ত পাপ করিয়াও মুক্তিলাভ করে। খামার অর্চ্চনা বলিতেছি,—খামার অর্চ্চনা করিয়া দ্বিজাতিগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত দেবত্ব লাভের অধিকারী হয়।১৬৬-৬৭

খামারের চতুর্দ্দিকের মধ্যে পূর্বদিকে অত্যন্ত ঘন করিয়া বেড়া দিবে। সকল দিকে সেচনদ্বার ও আচ্ছাদন দিবে। গর্দ্দভ, উষ্ট্র, অজ, মেষ, কুকুর, শূকর, শৃগালাদি জন্তু, কাক, পেচক ও কপোত ইহাদিগের সেখানে প্রবেশ নিবারিত করিবে।১৬৮-৬৯

আনীত অভ্যুক্ষণীয় জল দ্বারা ত্রিসন্ধ্যায় প্রোক্ষণ করিবে। ভস্ম দ্বারা এবং বিশেষভাবে জলধারা দ্বারা রক্ষা করিবে।১৭০

পরাশর-মুনিকে স্মরণ করিতে করিতে ত্রিসন্ধ্যায় লাঙ্গল অর্চ্চনা করিবে, লাঙ্গলের সম্মুখে প্রেত, ভূত প্রভৃতির নাম বলিবে না।১৭১

সূতিকাগৃহ যেরূপ যত্নপূর্বক সুরক্ষিত হয়, সেইরূপ লাঙ্গলও যত্নপূর্বক রক্ষা করিবে; যদি রক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে রাক্ষস সমস্তই হরণ করিয়া লইয়া যায়।১৭২

লাঙ্গল অর্চ্চনা করিয়া সর্বদা শাস্ত্রবিহিত প্রশস্ত দিনে পূর্বাহ্ণে ধান্যের পরিমাণ করিবে। অপরাহ্ণে এবং প্রাতঃ ও সায়ং এই উভয় সন্ধ্যায় ধান্যের পরিমাণ করিবে না।১৭৩

নবম মুহূর্ত্তকালে খামারের আহার্য্যদ্রব্য দ্বারা সমাগত-দিগের পূজা করিবে। ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত তৎসমস্তই অক্ষয় হইয়া থাকে।১৭৪

এই খামার-পূজায় ব্রহ্মা নিশ্চিতরূপে দক্ষিণার

ভাগধেয়ময়ীং কৃত্বা তাং গৃহ্ণন্তীহ মামিকাম্ ॥১৭৫
শতক্রত্বাদয়ো দেবাঃ পিতরঃ সোমপাদয়ঃ।
সনকাদি মনুষ্যাশ্চ যে চান্যে দক্ষিণাশনাঃ ॥১৭৬
এতানুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যঃ প্রদদ্যাৎ প্রথমং হলী ॥১৭৭
বিবাহে খলযজ্ঞে চ সঙ্ক্রান্তৌ গ্রহণেষু চ।
পুত্রে জাতে ব্যতীপাতে দত্তং ভবতি চাক্ষয়ম্ ॥১৭৮
অন্যেষামর্থিনাং পশ্চাৎ কারুকাণাং ততঃ পরম্।
দীনানামপ্যনাথানাং কুষ্ঠিনাং কৃশরীরিণাম্।
ক্লীবাহন্ধ-বধিরাদীনাং সর্বেষামপি দীয়তে ॥১৭৯
বর্ণানাং পতিতানাঞ্চ দদদ্ভুক্তানি তর্পয়েৎ।
চাণ্ডালংশ্চ শ্বপাকাংশ্চ প্রীণাত্যুচ্চাবচাংস্তথা ॥১৮০
যে কেচিদাগতাস্তত্র পূজ্যাস্তেহতিথিবদ্ দ্বিজাঃ ॥১৮১
স্তোকশঃ সীরিভিঃ সর্বৈর্বর্ণৈর্গৃহমেধিভিঃ।
দত্ত্বা সূনৃতয়া বাচা ক্রমেণাথ বিসর্জয়েৎ ॥১৮২

তৎকৃত্বা স্বগৃহং গত্বা শ্রাদ্ধমাভ্যুদয়ং চরেৎ।
শরদ্ধেমন্ত-বাসন্ত-নবান্নৈঃ শ্রাদ্ধমাচরেৎ।
নোহদত্বান্ন তদশ্নীয়াদশ্নংশ্চেদঘমশ্নুতে ॥১৮৩
কৃষাবুৎপাদ্য ধান্যানি খলযজ্ঞং সমাপ্য চ।
সর্বসত্বহিতে যুক্ত ইহামুত্র সুখী ভবেৎ ॥১৮৪
কৃষেরন্যত্র নো ধর্মো ন লাভঃ কৃষিতোহন্যতঃ।
সুখং ন কৃষিতোহন্যত্র যদি ধর্মেণ বর্ততে ॥১৮৫
অবস্ত্রত্বং নিরন্নত্বং কৃষিতো নৈব জায়তে।
অনাতিথ্যঞ্চ দুঃখিত্বং গোমতো ন কদাচন ॥১৮৬
নির্ধনত্বমসত্যত্বং বিদ্যাযুক্তস্য কর্হিচিৎ।
অস্থানিত্বমভাগ্যত্বং ন সুশীলস্য কর্হিচিৎ ॥১৮৭
বদন্তি মুনয়ঃ কেচিৎ কৃষ্যাদীনাং বিশুদ্ধয়ে।
লাভস্যাংশপ্রদানঞ্চ সর্বেষাং শুদ্ধিকৃদ্ভবেৎ ॥১৮৮
প্রতিগ্রহাচ্চতুর্থাংশং বণিগ্ লাভাৎ তৃতীয়কম্।

পরিমাণ করিয়াছেন। 'আমার প্রদত্ত দক্ষিণা ভাগ করত আপনারা গ্রহণ করুন'।১৭৫

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ, সোমপা প্রভৃতি পিতৃলোকগণ, সনকাদি ঋষিগণ, মনুষ্যগণ এবং অন্য যাহারা দক্ষিণাভোগী, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া কৃষক প্রথমে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবে। বিবাহে, খামার অর্চনায়, সংক্রান্তিদিনে, গ্রহণে, পুত্র জন্মিলে ও ব্যতীপাত যোগে দত্ত বস্তু অক্ষয় হয়। অতঃপর অন্যান্য প্রার্থিদিগকে দান করিয়া তৎপর শিল্পিগণকে এবং দীন, অনাথ, কুষ্ঠরোগী, বিকলাঙ্গ, ক্লীব, অন্ধ, বধির প্রভৃতি সকলকে দান করিবে। বর্ণী এবং পতিতদিগকে ভোজ্য দান করিয়া তাহাদিগের তৃপ্তি জন্মাইবে। চাণ্ডাল, শ্বপাক, উচ্চ-নীচ প্রভৃতি সকলকে দান করিয়া তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন করিবে।১৭৬-৮০

অতিথির ন্যায় যে সকল দ্বিজ সেখানে আগমন করিবেন, তাঁহাদিগকে পূজা করিবে। সর্ববর্ণীয় গৃহস্থ কৃষকগণ অল্প অল্প দান করিয়া সুমধুর বাক্যে ক্রমে ক্রমে সকলকে বিদায় করিবে।১৮১-৮২

পূর্বোক্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বগৃহে গমন করত আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। কৃষিতে উৎপন্ন সেই অন্ন দান না করিয়া ভোজন করিবে না; যদি ভোজন করে, তাহা হইলে সে পাপভাগী হইবে।১৮৩

কৃষক কৃষিকর্ম্মে ধান্য উৎপাদন করিয়া খল (খামার) —যজ্ঞানুষ্ঠান সমাপনানন্তর সর্বজীবের হিতার্থে নিজেকে যুক্ত করত ইহ ও পরলোকে সুখী হয়।১৮৪

ধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া কৃষিকর্ম করিবে। কৃষি হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মও নাই, কৃষি হইতে অধিক লাভজনক অন্য কোনও কর্ম্ম নাই। ধর্মানুসারে কৃষিকর্ম করিলে কৃষি হইতে অধিক সুখ অন্য কোনও কার্য্যে নাই।১৮৫

কৃষিকর্ম্ম করিলে কখনও বস্ত্র এবং অন্নের অভাব হয় না, অতিথি-পূজার ত্রুটি হয় না ; গো-সম্পদ-সম্পন্ন কৃষকের কখনও দুঃখ হয় না।১৮৬

সুশীল বিদ্বান্ ব্যক্তির ধন, সততা ও স্থানের অভাব হয় না এবং সে কখনও ভাগ্যহীন হয় না।১৮৭

কোন কোনও মুনি বলেন যে, সর্বপ্রকার কৃষি-কর্ম্মের বিশুদ্ধির জন্য লাভের অংশ প্রদান করিবে।

কৃষিতো বিংশতিং চৈব দদতো নাস্তি পাতকম্ ॥১৮৯
রাজ্ঞো দত্ত্বা চ ষড়্ভাগং দেবতানাঞ্চ বিংশকম্।
ত্রয়স্ত্রিংশঞ্চ বিপ্রাণাং কৃষিকর্মা ন লিপ্যতে ॥১৯০
কৃষ্যা যথোৎপাদ্যঃ যবাদিকানি
ধান্যানি ভূয়াংসি মখান্ বিধায়।
মুক্তো গৃহস্থোঽপি পরাশরঃ প্রাক্
তস্যা ময়া কশ্চিদবাদি শেষঃ ॥১৯১
দেবা মনুষ্যাঃ পিতরশ্চ সর্বে
সাধ্যাশ্চ যক্ষাশ্চ সকিন্নরাশ্চ।
গাবো দ্বিজেন্দ্রাঃ সহ সর্বসত্ত্বৈঃ
কৃষ্যন্নতৃপ্তানি মনাক্ করোতি ॥১৯২

যশ্চৈতদালোচ্য কৃষিং বিদধ্যাৎ
লিপ্যেন্ন পাপেন স ভূভবেন।
সীরেণ তস্যাতিবিদারিতাপি
স্যাদ্ ভূতধাত্রী বনদানদাত্রী ॥১৯৩
ষট্কর্মাণি কৃষিং যে তু কুর্য্যুর্জ্জাত্বা বিধিং দ্বিজাঃ।
তেঽমরাদিবরপ্রাপ্তাঃ স্বর্গলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥১৯৪
ষট্কর্মভিঃ কৃষিঃ প্রোক্তা দ্বিজানাং গৃহমেধিনাম্।
গৃহঞ্চ গৃহণীমাহুস্তদ্ বিবাহো ময়োচ্যতে ॥১৯৫

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রত-প্রোক্তায়াং স্মৃত্যাং কৃষিকর্ম-সীতাযজ্ঞোপধর্মো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

এইভাবে লাভের অংশ প্রদান করিয়া কৃষক আত্মশুদ্ধি করিবে।১৮৮

প্রতিগ্রাহী প্রতিগৃহীত দ্রব্যের এক চতুর্থাংশ, বণিক্ বাণিজ্য-জনিত লাভের এক তৃতীয়াংশ এবং কৃষক কৃষি-কর্ম্মে উৎপন্ন দ্রব্যের বিশভাগের এক ভাগ দান করিলে পাপে লিপ্ত হয় না।১৮৯

রাজাকে ছয়ভাগের একভাগ, দেবগণকে বিশভাগের একভাগ ও বিপ্রগণকে তেত্রিশভাগের একভাগ দান করিলে কৃষক পাপে লিপ্ত হয় না।১৯০

গৃহস্থ কৃষিকর্ম্ম দ্বারা বহুল পরিমাণে যবাদি ধান্য প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া খলযজ্ঞানুষ্ঠান করত পাপমুক্ত হয়—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন। আমি সে সম্বন্ধে কোনও একটি অবশিষ্ট কথা বলিয়াছি।১৯১

কৃষক কৃষিকর্ম্ম করিয়া দেব, মনুষ্য, পিতৃলোক, সাধ্য, যক্ষ, কিন্নর, গো ও সর্বজীবগণের সহিত দ্বিজশ্রেষ্ঠ-গণকে অল্পমাত্রও অতৃপ্ত রাখে না।১৯২

যিনি এই শাস্ত্রবিধি আলোচনা করিয়া কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি পার্থিব কোনও পাপে লিপ্ত হ'ন না। লাঙ্গল দ্বারা অতিশয়রূপে বিদীর্ণা হইয়াও পৃথিবী ভূতগণকে ধারণ করিতেছেন এবং বৃক্ষলতা প্রভৃতি দান করিতেছেন।১৯৩

যে সকল দ্বিজ শাস্ত্রীয় বিধি অবগত হইয়া ষট্কর্ম্ম ও কৃষিকর্ম্ম করেন, তাঁহারা দেবগণের বরলাভ করিয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।১৯৪

গৃহস্থ দ্বিজগণের উদ্দেশ্যে ষট্কর্ম্মের সহিত কৃষি কর্ম্মের বিষয় উক্ত হইয়াছে। গৃহ শব্দে গৃহিণীকে বুঝায়, বিবাহানুষ্ঠান দ্বারা গৃহিণীলাভ হয়। সেই বিবাহ সম্বন্ধে এক্ষণে বলিতেছি।১৯৫

শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ধর্ম্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-স্মৃতিগ্রন্থে কৃষিকর্ম্ম-সীতাযজ্ঞোপধর্ম্মনামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত।

## ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

### অথ বিবাহ বিধিঃ

স্বয়ঞ্চ বাহিতৈঃ ক্ষেত্রৈর্ধান্যৈশ্চ স্বয়মর্জিতৈঃ।
কুর্য্যাদ্ বিবাহযোগাদি পঞ্চযজ্ঞাংশ্চ নিত্যশঃ ॥১
অষ্টৌ বিবাহা নারীণাং সংস্কারার্থং প্রকীর্তিতাঃ
ব্রাহ্মাদিকক্রমেণৈতান্ সম্প্রবক্ষ্যাম্যতঃ পৃথক্ ॥২
জাত্যাদিগুণযুক্তায় পুংস্ত্বে সতি বরায় চ।
কন্যাহলঙ্কৃত্য দীয়েত বিবাহো বৈধসঃ স্মৃতঃ ॥৩
রেতো মজ্জতি যস্যাপ্সু মূত্রঞ্চ হ্রাদি ফেনিলম্।
স্যাৎ পুমাঁল্লক্ষণৈরেতৈর্বিপরীতস্তু ষণ্ঢকঃ ॥৪
যো যজ্ঞে বর্তমানে তু ঋত্বিজে কর্ম কুর্বতে।
কন্যাহলঙ্কৃত্য দীয়তে বিবাহঃ স তু দৈবিকঃ ॥৫
বরায় গুণযুক্তায় বিদুষে সদৃশায় চ।
কন্যা গোদ্বয়মাদায় দীয়তেহার্ষঃ স উচ্যতে ॥৬

কন্যা চৈব বরশ্চোভৌ স্বেচ্ছয়া ধর্মচারিণৌ।
স্যাতামিতি চ যত্রোক্ত্বা দানং কায়বিধিস্ত্বয়ম্ ॥৭
এতাবদ্দেহি মে দ্রব্যমিত্যুক্ত্বা প্রাগ্বরায় চ।
যত্র কন্যা প্রদীয়েত স বৈ দৈত্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥৮
যত্রান্যোন্যাভিলাষেণ উভয়োর্বর-কন্যয়োঃ।
তয়োস্তু যো বিবাহঃ স্যাদ্গান্ধর্বঃ প্রথিতঃ স তু ॥৯
যুদ্ধে হৃত্বা বলাৎ কন্যা যত্রাচ্ছিদ্যাহপহৃত্য চ।
উহ্যতে স তু বিদ্বদ্ভির্বিবাহো রাক্ষসঃ স্মৃতঃ ॥১০
সুপ্তা বাপি প্রমত্তা বা বলাৎ কন্যা প্রগৃহ্যতে।
সর্বেভ্যঃ স তু পাপিষ্ঠঃ পৈশাচঃ প্রথিতোহষ্টমঃ ॥১১
আদ্যা আদ্যস্য ষট্প্রোক্তা ধর্মাশ্চত্বার এব হি।
চত্বারোহন্যে দ্বিতীয়স্য আদ্যস্য চ দ্বয়স্য চ ॥১২

## ষষ্ঠ অধ্যায়

### অনন্তর বিবাহ বিধি বর্ণিত হইতেছে।

স্বয়ংবাহিত ক্ষেত্র অর্থাৎ স্বীয় বৃষদ্বারা স্বয়ং হল কর্ষিত ভূমি ও স্বয়ং অর্জ্জিত ধান্য দ্বারা বিবাহযোগাদি ও নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে।১

সংস্কারের জন্য নারীগণের আটপ্রকার বিবাহ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মাদি ক্রমে এই আটপ্রকার বিবাহ সম্বন্ধে অতঃপর পৃথগ্‌ভাবে বিশেষরূপে বলিব।২

পুরুষত্বসম্পন্ন হইলে জাতি প্রভৃতি গুণযুক্ত বরকে অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করিবে—ইহাই ব্রাহ্মবিবাহ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।৩

যাহার শুক্র জলমধ্যে নিপতিত হইলে ডুবিয়া যায় এবং মূত্র শব্দযুক্ত ও ফেনিল—এইরূপ লক্ষণযুক্ত ব্যক্তি পুরুষ বলিয়া আখ্যাত হয়, আর ইহার বিপরীত অর্থাৎ পূর্বোক্ত লক্ষণবর্জ্জিত ব্যক্তি ষণ্ঢক অর্থাৎ নপুংসক বলিয়া জানিবে।৪

যজ্ঞকর্ম্ম উপস্থিত হইলে যিনি যজ্ঞকর্ম্ম সম্পন্ন করেন, সেই ঋত্বিক্‌কে অলঙ্কৃতা কন্যা দান করিলে ঐ বিবাহ দৈববিবাহ নামে অভিহিত হয়।৫

বিদ্বান্, গুণবান্ ও যোগ্য বরকে গোদ্বয় (গোমিথুন) সহ কন্যাদান করা হইলে ঐ বিবাহকে আর্ষবিবাহ বলে। কন্যা ও বর এই উভয়কে স্বেচ্ছানুসারে "ধর্ম্মাচরণশীল হইবে" এই কথা বলিয়া যে বিবাহে কন্যাদান করা হয়, সেই বিবাহকে কায়বিধি বিবাহ বলে।৬-৭

"এতৎপরিমাণ দ্রব্য আমাকে দান কর" প্রথমে এইরূপ বলিয়া যে স্থলে কন্যাদান করা হয়, সেই বিবাহ-বিধি দৈত্যবিবাহ-বিধি নামে কথিত হয়।৮

যেস্থলে বর ও কন্যা এই উভয়ের মধ্যে পরস্পরের অভিলাষ অনুসারে তাহাদের দুইজনের বিবাহ সম্পন্ন হয়, সেইস্থলে ঐরূপ বিবাহ গন্ধর্ববিবাহ নামে কথিত হয়। যুদ্ধে বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া অথবা আচ্ছাদন করত অর্থাৎ গোপনে অপহরণ করিয়া যে বিবাহ করা হয়, সেইরূপ বিবাহকে বিদ্বানগণ রাক্ষসবিবাহ নামে অভিহিত করেন।৯-১০

পঞ্চমশ্চ তথা ষষ্ঠঃ স্মৃতৌ তৌ ত্রি-চতুর্থয়োঃ।
দ্বিতীয়স্যাপি যে প্রোক্তা এতয়োস্তে ন চাষ্টমঃ ॥১৩
বৈধসাম্যনুরূপেণ দ্বিতীয়ঃ পরয়োঃ স্মৃতঃ।
সর্বে সপ্তমমেকস্য দ্বিতীয়স্যৈব কীর্তিতঃ ॥১৪
অন্ত্যাবত্যধমৌ চোক্তাবুদ্বাহৌ শক্তিসূনুনা।
তথা যুগস্বরূপেণ প্রোক্তো দৈত্যস্তু মানুষঃ ॥১৫
তার্য্যন্তে প্রোক্ততোঽধস্তাচ্চতুরাদ্যবিবাহজৈঃ।
স্বাত্মনা দ্বিগুণান্ বংশ্যান্ দশ-সপ্ত-ত্রয়শ্চ ষট্ ॥১৬
স্ত্রীণামাজন্মশর্মার্থং বংশশুদ্ধৌ প্রযত্নবান্।
বরং হি বরয়েদ্ বিদ্বান্ জাত্যাদিগুণসংযুতম্ ॥১৭
জাতি-বিদ্যা-বয়ঃ-শক্তিরারোগ্যং বহুপক্ষতা।
অর্থিত্বং বিত্তসম্পত্তিরষ্টাবেতে বরে গুণাঃ ॥১৮
জাতির্বিদ্যা চ রূপঞ্চ শীলং চৈব নবং বয়ঃ।
অরোগিত্বং বিশেষেণ পুংস্তে সত্যপি লক্ষয়েৎ ॥১৯
জাতিং রূপঞ্চ শীলঞ্চ বয়ো নবমরোগিতাম্।
স্বাচারত্বং বিশেষেণ সংলক্ষ্য বরমাশ্রয়েৎ ॥২০
সজ্জাতিং রূপ-বিত্তঞ্চ তথাঽগ্রবয়সং দৃঢ়ম্।
সন্তোষজননং স্ত্রীণাং প্রজ্ঞাবানাশ্রয়েদ্ বরম্ ॥২১
ন জাতিং ন চ বিদ্যাঞ্চ বিত্তং নাঽচরণং স্ত্রিয়ঃ।
কিন্তু তাঃ প্রীতিমিচ্ছন্তি তস্মাৎ প্রীতিকরং শ্রয়েৎ॥২২
পিত্রা যত্র সগোত্রত্বং মাত্রা যত্র সপিণ্ডতা।
ন চ তামুদ্বহেৎ কন্যাং দারকর্মণ্যনাদৃতাম্ ॥২৩
কন্যায়াশ্চ বরস্যাপি যত্রোভয়োর্ভবেদ্ রতিঃ।
তথা কন্যাং বরো ধীমান্ বরয়েদ্ বংশশুদ্ধয়ে ॥২৪

---

নিদ্রিতা বা প্রমত্তা কন্যাকে ছলনা করিয়া যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, সকল গ্রহীতৃমধ্যে সে ব্যক্তি মহাপাপিষ্ঠ; এই প্রকার বিবাহ পৈশাচ বিবাহ নামে কথিত। এই অষ্টবিধ বিবাহ জগতে প্রসিদ্ধ। অষ্টপ্রকার বিবাহমধ্যে প্রথম চারিটি বিবাহ ধর্মযুক্ত বলিয়া কথিত, দ্বিতীয়ভাগের অন্য যে চারিটি বিবাহ আছে, তাহার মধ্যে প্রথম এবং দ্বিতীয় অর্থাৎ অষ্টপ্রকার বিবাহমধ্যে পঞ্চম এবং ষষ্ঠ সংখ্যক বিবাহ ধর্মযুক্ত। এইভাবে প্রথম হইতে ছয়টি বিবাহ ধর্মযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। অবশিষ্ট দ্বিতীয়ভাগের তৃতীয় ও চতুর্থ বিবাহ মধ্যে অষ্টম চতুর্থ বিবাহ ধর্মযুক্ত নহে। ব্রাহ্মাদিবিবাহের অনুরূপ সকল বিবাহ ধর্মযুক্ত বলিয়া কীর্ত্তিত। দ্বিতীয়ভাগের শেষোক্ত দুইটির মধ্যে দ্বিতীয় অর্থাৎ অষ্টম ধর্মযুক্ত নহে এবং প্রথম হইতে গণনা করিলে সপ্তমসংখ্যক বিবাহও ধর্মযুক্ত নহে।১১-১৪

আটটি বিবাহের মধ্যে শেষ দুইটি অর্থাৎ রাক্ষস ও পৈশাচ বিবাহ অত্যন্ত অধম বিবাহ বলিয়া শক্তি-পুত্র পরাশর কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। তাহাই আবার যুগের স্বরূপ অনুযায়ী দৈত্য ও মানুষের বিবাহ রূপে কথিত হইবে—ইহাও তিনি বলিয়াছেন।১৫

বিবাহজ ধর্ম পূর্ববর্ত্তী চারপুরুষ এবং পরবর্ত্তী চারপুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। নিজের সহিত দ্বিগুণিত করিয়া স্ববংশোদ্ভূতদিগকে এবং দশ, সপ্ত, ত্রি ও ষট্ পুরুষকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকদিগের সমগ্রজীবনের সুখের জন্য যত্নবান্ বিদ্বান্ ব্যক্তি পবিত্র বংশে জাত্যাদি গুণালঙ্কৃত বরকে বরণ করিবে।১৬-১৭

জাতি, বিদ্যা, বয়স, শারীরিক শক্তি, রোগশূন্যতা, বহুপক্ষতা (বহুবিষয়ে কর্মক্ষমতা), অর্থশালিত্ব ও বিত্ত-সম্পত্তি—বরের এই আটটি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে। বরের পুরুষত্ব থাকিলেও জাতি, বিদ্যা, রূপ, স্বভাব, নবীন বয়স ও রোগশূন্যতা এই কয়েকটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবে।১৮-১৯

জাতি, রূপ, স্বভাব, নূতন বয়স, রোগহীনতা এবং স্বকীয় আচারপালনের প্রতি যত্নশীলতা প্রভৃতি গুণ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বরগ্রহণ করিবে। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি সদ্‌বংশ, রূপ, বিত্ত, নবীন বয়স, সুদৃঢ় শরীর ও স্ত্রীগণের সন্তোষউৎপাদনে সামর্থ্য—এইসকল গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে বররূপে গ্রহণ করিবেন।২১

স্ত্রীগণ জাতি, বিদ্যা, বিত্ত ও আচরণ ইত্যাদি কিছু মাত্র ইচ্ছা করে না, কিন্তু তাহারা কেবলমাত্র প্রীতিই ইচ্ছা করে। সুতরাং কন্যা-সম্প্রদাতা জাত্যাদি বিচার-কালে বরের প্রীতিসম্পাদনের যোগ্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রীতিসম্পাদন-সমর্থ বরকে গ্রহণ করিবেন।২২

পিতার সহিত যে কন্যার সমান গোত্রভাগিত্ব ও মাতামহের সহিত সপিণ্ডত্ব আছে, বিবাহ স্থলে দার-

নানা মতানি সর্বেষাং সতাং সন্তি বরম্প্রতি।
সন্তানস্য বিশুদ্ধ্যর্থং জাত্যাদিষু চ নাঽন্যতঃ ॥২৫
দূরস্থানামবিদ্যানাং মোক্ষধর্মানুযায়িনাম্।
শূরাণাং নির্ধনানাঞ্চ ন দেয়া কন্যকা বুধৈঃ ॥২৬
নাঽতিদূরে ন চাঽসন্ন অত্যাঢ্যে চাঽতিদুর্বলে।
বৃত্তিহীনে চ মূর্খে চ ষট্সু কন্যা ন দীয়তে ॥২৭
বর্জয়েদতিরিক্তাঙ্গীং কন্যাং হীনাঙ্গরোগিণীম্।
অতিলোম্নীং হীনলোম্নীমবাচমতিবাগ্যুতাম্ ॥২৮
পিতা পিতামহো ভ্রাতা মাতা মাতামহোঽপি বা।
কন্যাদাঃ স্যুঃ ক্রমেণৈতে পূর্বাঽভাবে পরঃ পরঃ ॥২৯
অধিকারী যদা ন স্যাত্তদাখ্যায় নৃপস্য সা।
তদ্গিরা চ স্বয়ং গম্যং কন্যাপি বরয়েদ্ বরম্ ॥৩০

পিঙ্গলাং কপিলাং কৃষ্ণাং দুষ্টবাক্-কাকনিঃস্বনাম্।
স্থূলাঙ্গ-জঙ্ঘ-পাদাঞ্চ সদা চাঽপ্রিয়বাদিনীম্ ॥৩১
ত্যজেন্নগ-নদীনাম্নীং পক্ষি-বৃক্ষর্ক্ষনামিকাম্।
অহি-প্রেষ্যাঽন্ত্যনাম্নীঞ্চ তথা ভীষণনামিকাম্ ॥৩২
স্বজাতিমুদ্বহেৎ কন্যাং সুরূপাং লক্ষণান্বিতাম্।
অরোগিণীং সুশীলাঞ্চ তথা ভ্রাতৃমতীমপি ॥৩৩
সর্বাবয়বসম্পূর্ণামসগোত্রাং কুলোদ্ভবাম্।
হংস-মাতঙ্গগমনাং সুমৃদ্বঙ্গীং সুলোচনাম্ ॥৩৪
সলজ্জাং শুভনাসাঞ্চ পতিপ্রীতিকরীমপি।
শ্বশ্রূ-শ্বশুর-গুর্বাদি শুশ্রূষাকারিণীং প্রিয়াম্ ॥৩৫
অব্যঙ্গাং কুলজাতাং তামনভিশস্তবংশজাম্।
প্রস্বেদশুভগন্ধাঞ্চ শুভমিচ্ছন্ সমুদ্বহেৎ ॥৩৬

কর্ম্মে অনাদৃতা সে কন্যাকে বিবাহ করিবে না। যেস্থলে কন্যা ও বর এই উভয়ের মধ্যে অনুরাগ জন্মে, সেস্থলে ধীমান্ বর বংশশুদ্ধির জন্য সেইরূপ কন্যাকে বরণ করিবে।২৩-২৪

সন্তানের বিশুদ্ধির জন্য এবং জাতি প্রভৃতির বিচারে বর-সম্বন্ধে সজ্জনগণের নানাবিধ মত আছে কিন্তু অন্য মতভেদ নাই।২৫

দূরস্থ, অবিদ্যাশ্রয়ী, মোক্ষধর্ম্মানুগামী, শূর ও নির্ধন এই সকল বরকে জ্ঞানিগণ কন্যাসম্প্রদান করিবে না। অত্যন্ত দূরে ও অতি নিকটে অবস্থিত, অতিশয় ধনাঢ্য, অতি দুর্বল এবং বৃত্তিহীন মূর্খ এই ছয়প্রকার বরকে কন্যা-সম্প্রদান করিবে না।২৬-২৭

অধিকাঙ্গী, হীনাঙ্গী, রোগিণী, অধিকলোমযুক্তা, লোমহীনা, বাক্যহীনা, ও অধিকভাষিণী কন্যা বর্জ্জন করিবে অর্থাৎ বিবাহ করিবে না।২৮

পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, মাতা ও মাতামহ ইঁহারা যথাক্রমে পূর্ব পূর্ব অভাবে পর পর কন্যাদানের অধিকারী হইবেন।২৯

যে কন্যাকে সম্প্রদান করিবার কোন অধিকারী নাই, সেই কন্যা রাজার নিকটে বলিয়া জাত্যাদি দ্বারা গমনযোগ্য বরকে স্বয়ং বাক্য দ্বারা বরণ করিবে।৩০

পিঙ্গল, কপিল ও কৃষ্ণবর্ণা, যাহার বাক্য দুষ্ট, যাহার বাক্য কাকের শব্দের ন্যায়, যাহার অঙ্গ, জঙ্ঘা ও পাদ স্থূল এবং যে সর্বদা অপ্রিয়বাদিনী, যে পর্বত, নদী, পক্ষী, বৃক্ষ, ভল্লুক, সর্প, দাসী নিকৃষ্ট ও ভীষণনামিকা, সেই কন্যাকে ত্যাগ করিবে অর্থাৎ সেইরূপ কন্যাকে বিবাহ করিবে না।৩১-৩২

স্বজাতি, সুরূপা, সুলক্ষণান্বিতা, আরোগিণী, সুশীলা ও ভ্রাতৃমতী কন্যা বিবাহ করিবে।৩৩

যাহার শরীরের সমস্ত অবয়ব পরিপূর্ণভাবে আছে, যিনি সমানগোত্র-সম্ভূতা নহেন অথচ শ্রেষ্ঠবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, যাহার গতি হংস ও মাতঙ্গ-তুল্য ধীর, শরীর অতিশয় কোমল, নয়নযুগল সুশোভন, যিনি লজ্জাশীলা, যাহার নাসিকা সুন্দর, যিনি পতির প্রীতিসম্পাদনে সমর্থা, শ্বশুর, শাশুড়ী প্রভৃতি গুরুজনের শুশ্রূষাকরণযোগ্যা, প্রিয়া, অপরিহাসাস্পদা, সৎ-কুলোদ্ভূতা, সমাজে অকলঙ্কিত-বংশজাতা, প্রচুর ঘর্ম্মবিন্দু বিনির্গত হইলেও যাহার শরীরে সুন্দর গন্ধ থাকে—এই প্রকার কন্যাকে মঙ্গলকামনায় বিবাহ করিবে।৩৪-৩৬

ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকুলোৎপন্না কন্যা এবং অপর দুই কন্যা অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকুলোৎপন্না কন্যাকে বিবাহ করিবে; ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কুলোৎপন্না ও বৈশ্যকুলোৎপন্না

বিপ্রঃ স্বামপরে দ্বে তু রাজা স্বামপরে তথা।
বৈশ্যঃ স্বাঞ্চ চতুর্থীঞ্চ ক্রমেণৈবং সমুদ্বহেৎ ॥৩৭
পিতৃতঃ সপ্তমীমেকে মাতৃতঃ পঞ্চমীমপি।
উদ্বহেদিতি মন্যন্তে কুলধর্মান্ সমাশ্রিতাঃ ॥৩৮
উক্তলক্ষণকন্যায়াঃ কৃত্বা পাণিগ্রহং দ্বিজঃ।
ধর্ম্মোদ্বাহেন কেনাপি সমাদধ্যাদ্ধুতাশনম্ ॥৩৯
দায়াপ্তকালে বা দদ্যাত্তদুক্তং কর্মকৃদ্ দ্বিজৈঃ।
যদা বাপি ভবেদ্ ভক্তিঃ সম্পত্তির্বা যদা ভবেৎ ॥৪০
ঋতাবৃতৌ স্ত্রিয়ং গচ্ছেৎ স্ত্রীচ্ছয়া চ বরং স্মরন্।
সর্বং তদিচ্ছয়া কুর্য্যাদ্ যথোভয়োর্ভবেদ্ধৃতিঃ ॥৪১
ভোজ্যাহলঙ্কার-বাসোভিঃ পূজ্যাঃ স্যুঃ সর্বদা স্ত্রিয়ঃ।
যথা তা নৈব শোচন্তি নিত্যং কার্য্যং তথা নৃভিঃ ॥৪২
আয়ুর্বিত্তং যশঃ পুত্রাঃ স্ত্রীপ্রীত্যা স্যুর্নৃণাং সদা।
নশ্যন্তে তে তদপ্রীতৌ তাসাং শাপাদসংশয়ম্ ॥৪৩
স্ত্রিয়শ্চ যত্র পূজ্যন্তে সর্বদা ভূষণাদিভিঃ।
দেবাঃ পিতৃ-মনুষ্যাশ্চ মোদন্তে তত্র বেশ্মনি ॥৪৪
স্ত্রিয়স্তুষ্টাঃ শ্রিয়ঃ সাক্ষাদ্ রুষ্টাশ্চ রুষ্টদেবতাঃ।
বর্ধয়ন্তি কুলং তুষ্টা নাশয়ন্ত্যপমানিতাঃ ॥৪৫
নাহপমান্যাঃ স্ত্রিয়ঃ সদ্ভিঃ পতি-শ্বশুর-দেবরৈঃ।
ভ্রাত্রা পিত্রা চ মাত্রা চ তথা বন্ধুভিরেব চ ॥৪৬
স্ত্রিয়াশ্চ পুরুষস্যাপি যত্রোভয়োর্ভবেদ্ধৃতিঃ।
তত্র ধর্মা-হর্থ-কামাঃ স্যুস্তদধীনা যতস্ত্রমী ॥৪৭
ষট্ কর্মাণি নৃণাং তেষাং যেষাং ভার্য্যা পতিব্রতা।
পতিলোকস্তু তা যান্তি তপসা যেন যোগবিৎ ॥৪৮
পতিব্রতা তু সাধ্বী স্ত্রী অপি দুষ্কৃতকারিণম্।
পতিমুদ্ধৃত্য যাতি দ্যাং কেকীব পতিতোরুগাম্ ॥৪৯
জীবন্ বাপি মৃতো বাপি পতিরেব প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ।
নান্যচ্চ দৈবতং তাসাং তমেব প্রভুমর্চয়েৎ ॥৫০

কন্যাকে বিবাহ করিবে; এইরূপে বৈশ্য বৈশ্যকুলোৎপন্না এবং চতুর্থী অর্থাৎ শূদ্রবংশজাতা কন্যাকে বিবাহ করিবে। পিতৃগোত্র হইতে সপ্তমী এবং মাতামহ গোত্র হইতে পঞ্চমী কন্যা ত্যাগ করিয়া* কুলধর্ম আশ্রয় করত বিবাহ করিবে—ইহা কেহ কেহ বলেন।৩৭-৩৮

ধর্ম্মীয় বিবাহ দ্বারা পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্তা কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্যক্‌রূপে অগ্ন্যাধান করিবে।৩৯

কর্ম্মকুশল দ্বিজ পৈতৃকধনগ্রহণকালে তদুক্ত ধনদান করিবে, অথবা যখন ভক্তি জন্মিবে ও (দানযোগ্য) সম্পত্তি হইবে, তখন দান করিবে।৪০

উত্তম বিষয় স্মরণ করিতে করিতে প্রতি ঋতুতে স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে উপগত হইবে। সমস্তই পত্নীর ইচ্ছানুসারে করিবে—যাহাতে সর্ববিষয়ে উভয়ের মধ্যে প্রীতি বর্ত্তমান থাকে।৪১

ভোজ্য, অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি দ্বারা সর্বদা স্ত্রীগণের প্রীতিসম্পাদন করিবে। স্ত্রীগণ যাহাতে দুঃখপ্রাপ্ত না হন—পুরুষগণ নিত্যই সেইরূপ কার্য্য করিবেন।৪২

পুরুষের আয়ুঃ, বিত্ত, যশঃ ও পুত্র প্রভৃতি সম্পদ স্ত্রী-প্রীতি দ্বারা সম্ভব হইয়া থাকে স্ত্রী অনাদৃতা হইলে তাহাদের অভিশাপে পুরুষের সমস্তই নষ্ট হয়—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।৪৩

যে গৃহে স্ত্রীগণ ভূষণাদি দ্বারা পরিতুষ্টা হন, সে গৃহে দেবগণ, পিতৃগণ এবং মনুষ্যগণ আনন্দ লাভ করেন।৪৪

তুষ্টা স্ত্রীগণ সাক্ষাৎ লক্ষ্মীস্বরূপা। তাহারা তুষ্ট হইলে দেবতাগণও তুষ্ট হইয়া থাকেন এবং রুষ্ট হইলে দেবতাগণও রুষ্ট হ'ন্। স্ত্রীগণ তুষ্ট হইলে কুল বর্দ্ধিত হয়, অপমানিতা হইলে কুল ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।৪৫

সৎস্বভাবাপন্ন পতি, শ্বশুর, দেবর, ভ্রাতা, পিতা, মাতা ও বন্ধু ইহারা কখনও স্ত্রীগণকে অপমানিত করিবে না।৪৬

যে গৃহে স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে সৌখ্য থাকে, সে গৃহে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ তাহাদের উভয়ের অধীন হইয়া থাকে।৪৭

যে সকল পুরুষের ভার্য্যা পতিব্রতা, তাহাদের শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট ষট্‌কর্ম সিদ্ধ হয়। যোগী যেরূপ তপোবলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, সেইরূপ পতির প্রীতি-সম্পাদিকা

* সপ্তমীং পরিহৃত্য ইতি উদ্বাহতত্ত্বে রঘুনন্দনঃ।

মনসাপি হি দুষ্টা স্ত্রী যান্যভাবা প্রিয়ং পতিম্ ।
স যাতি নরকং ঘোরং তদ্দ্রোহাদণুতোঽপি চ ॥৫১
নিযোজ্য গৃহকৃত্যেষু সর্বদা তা নৃভিঃ স্ত্রিয়ঃ ।
গৃহার্থাসক্তচিত্তাস্তাস্তদেবার্হন্তি শোচিতুম্ ॥৫২
স্ত্রীণামষ্টগুণঃ কামো ব্যবসায়শ্চ ষড়্গুণঃ ।
লজ্জা চতুর্গুণা তাসামাহারশ্চ তদর্ধকঃ ॥৫৩
ন বিত্তং নৈব জাতিশ্চ নাঽপি রূপমপেক্ষতে ।
কিন্তু তাভিঃ পুমানেষ ইতি মত্বৈব ভুজ্যতে ॥৫৪
বিকুর্বাণাঃ স্ত্রিয়ো ভর্তুরায়ুষ্য-ধননাশকাঃ ।
অনায়াসেন তাস্তস্য পরাসক্তা ভবন্তি হি ॥৫৫
নারীণাঞ্চ নদীনাঞ্চ গতির্ন জ্ঞায়তে বুধৈঃ ।
কূলং কুলপ্রপাতে চ কালক্ষেপো ন বিদ্যতে ॥৫৬

চেষ্টা-চারিত্র-চিত্রাণি দেবা নৈব বিদুঃ স্ত্রিয়াম্ ।
কিং পুনঃ প্রাণিমাত্রাস্তু সর্বথা নষ্টবুদ্ধয়ঃ ॥৫৭
তস্মাত্তাঃ সর্বথা রক্ষ্যাঃ সর্বোপায়ৈর্নৃভিঃ সদা ।
শ্বশুরৈর্দেবরাদ্যৈস্তাং পিতৃ-ভ্রাত্রাদিভিস্তথা ॥৫৮
বিবাহাৎ প্রাক্ পিতা রক্ষেৎ যৌবনে তু পতিস্ততঃ ।
রক্ষেয়ুর্বার্ধকে পুত্রা নাস্তি স্ত্রীণাং স্বতন্ত্রতা ॥৫৯
স্বাতন্ত্র্যেণ বিনশ্যন্তি কুলজা অপি যোষিতঃ ।
অস্বাতন্ত্র্যমতঃ স্ত্রীণাং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ ॥৬০
অশৌচাশ্চ সশৌচাশ্চ অমেধ্যা অপি পাবনাঃ ।
দুর্বাচোঽপি সুবাচস্তাস্তস্মাদন্বেষয়েন্ন তাঃ ॥৬১
শৌচং বাচঞ্চ মেধ্যত্বং সোম-গন্ধর্ব-পাবকাঃ ।
দদুস্তাসাং বরানেতাংস্তস্মান্মেধ্যতরাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৬২

পতিব্রতা ভার্য্যা পতিলোকে গমন করেন। স্বামী দুষ্কৃত-কারী হইলেও পতিব্রতা সাধ্বী স্ত্রী স্বামীকে দুষ্কর্ম হইতে উদ্ধার করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকেন। কোনও ব্যক্তি সর্পের আক্রমণে পতিত হইলে ময়ূর যেমন তাহাকে সর্পের আক্রমণ হইতে উদ্ধার করে, সেইরূপ সাধ্বী স্ত্রী পতিকে সমস্ত বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন। জীবিত বা মৃত যে কোনও অবস্থায় পতিই স্ত্রীলোকের একমাত্র প্রভু। সেই স্ত্রীলোকগণের অন্য কোনও দেবতা নাই, তাহারা সেই পতিকেই একমাত্র প্রভু বলিয়া অর্চ্চনা করিবে।৮৮-৫০

যে দুষ্টা স্ত্রী প্রিয় পতির প্রতি মনে মনেও অন্য-ভাবাপন্না হইয়া প্রতিকূল আচরণ করে এবং পতির প্রতি অল্পমাত্রও দ্রোহভাব পোষণ করে, সেই স্ত্রী ঘোর নরকে গমন করিয়া থাকে। পুরুষগণ উক্ত স্ত্রীলোকদিগকে সর্বদা গৃহকর্মে নিযুক্ত করিয়া গৃহকর্মে আকৃষ্ট করিলেও তাহারা শোক করিয়া থাকে। স্ত্রীগণের কাম আটগুণ, চেষ্টা ছয়গুণ, লজ্জা চারগুণ এবং আহার তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ দ্বিগুণ।৫১-৫৩

তাহারা বিত্ত, জাতি ও রূপ কিছুমাত্র অপেক্ষা করে না; কেবলমাত্র ইনি পুরুষ—ইহা মনে করিয়া সে পুরুষমাত্রকে উপভোগ করে।৫৪

প্রতিকূলচারিণী স্ত্রীগণ সেই পতির আয়ুঃ ও ধন-নাশিনী হইয়া অনায়াসেই পরপুরুষের প্রতি আসক্তা হইয়া পড়ে।৫৫

নারী ও নদীসমূহের গতি বিজ্ঞগণও অবগত নহেন। যেমন নদী যখন তীরদেশ ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে, তখন তীরের মুহুর্মুহুঃ পতন দেখিয়াও ক্ষণ কাল অপেক্ষা করে না, সেইরূপ কুলকালিমা-লিপ্ত হইবে বুঝিয়াও কুলটা নারী ক্ষণকালের অপেক্ষা করে না।৫৬

স্ত্রীগণের চেষ্টা, চারিত্রিক অবস্থা এবং বিচিত্র কর্মরাশি দেবগণও যখন জানেন না তখন সর্বপ্রকারে নষ্টবুদ্ধি জীবমাত্র কি করিয়া জানিবে।৫৭

সেইহেতু স্ত্রীগণকে পুরুষগণ সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করত সর্বদা রক্ষা করিবে। এইরূপে শ্বশুর, দেবর, পিতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতিও সেই স্ত্রীগণকে সর্বদা রক্ষা করিবে।৫৮

নারীগণকে বিবাহের পূর্বে পিতা, যৌবনকালে পতি এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ রক্ষা করিবে। আত্মরক্ষায় স্ত্রীগণের কখনও স্বাতন্ত্র্য নাই। শ্রেষ্ঠবংশোদ্ভূতা যোষিদ্গণও (স্ত্রীগণও) আত্মরক্ষায় স্বয়ং কর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিনষ্ট হয়। এইহেতু আত্মরক্ষায় কর্তৃত্বগ্রহণ স্ত্রীগণের অনুচিত—ইহা প্রজাপতি কল্পনা করিয়াছেন।৫৯-৬০

ভর্তারো বো ভবিষ্যন্তি যুষ্মচ্ছিত্তানুসারিণঃ।
যথেচ্ছাকামিনং সর্বে তাসামিন্দ্রো বরং দদৌ ॥৬৩
তস্মাত্তদিচ্ছয়া প্রীতিং পুমানিচ্ছেত্তথা স্ত্রিয়ঃ।
রক্ষণীয়াস্ততস্তাস্তু সর্বভাবেন যোষিতঃ ॥৬৪
সামাহম্মকৃথমিত্যাদ্যৈর্দেবৈন্যস্তা নৃণাং তনৌ।
অর্ধকায়া নরাণাং তাঃ স্ত্রীণাং নাতঃ পৃথক্ ব্রতম্ ॥৬৫
ন দিবাপি স্ত্রিয়ং গচ্ছেদিচ্ছংস্তদিচ্ছয়াপি চ।
ন পর্বসু ন সন্ধ্যাসু নাদ্যর্তুচতুরাত্রিষু ॥৬৬
বন্ধ্যাষ্টমেঽধিবেত্তব্যা নবমে চ মৃতপ্রজা।
একাদশে স্ত্রী জননী সদ্যস্ত্বপ্রিয়বাদিনী ॥৬৭

যে সকল স্ত্রী স্বতন্ত্রভাবে জীবনযাপন করে, তাহারা অশুচি হউক অথবা শুচি হউক, অপবিত্র অথবা পবিত্র হউক, দুর্বাক্য প্রয়োগ করুক অথবা সুবাক্য প্রয়োগ করুক তাহাদিগের কোন খবরও লইবে না।৬১

সোম, গন্ধর্ব ও অগ্নি সেই স্ত্রীলোকদিগকে যথাক্রমে শুচিতা, প্রিয়ভাষিতা ও পবিত্রতা এই তিনটি বর প্রদান করিয়াছেন, সেইহেতু স্ত্রীগণ পবিত্রতরা হইবে।৬২

সেই স্ত্রীগণকে ইন্দ্র 'তোমাদের চিত্তের অভিপ্রায়ানুরূপ যথেচ্ছকামিগণ সকলে তোমাদের স্বামী হইবে', এইরূপ বর প্রদান করিয়া থাকেন।৬৩

এইহেতু সেই ইচ্ছানুসারে পুরুষ এবং স্ত্রীগণ পরস্পর পরস্পরের প্রীতি ইচ্ছা করিবে। সুতরাং সেই স্ত্রীগণকে সর্বপ্রকারে রক্ষা করিবে।৬৪

"সাহমৃকৃথং" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দেবগণ নরগণের শরীরে সেই স্ত্রীদেহন্যস্ত করিয়াছেন বলিয়া স্ত্রীগণ নরগণের অর্দ্ধাঙ্গিনী। এইহেতু স্ত্রীগণের পতিসেবা ভিন্ন অন্য কোনও ব্রত নাই ; পতির আরাধনা করিলেই স্ত্রীগণের সর্বপ্রকার ব্রত প্রতিপালিত হয়।৬৫

স্ত্রীর ইচ্ছানুসারে অথবা পুরুষ স্বয়ং ইচ্ছা করিয়া দিবাভাগে স্ত্রীতে উপগত হইবে না। ( চতুর্দ্দশী, অষ্টমী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও সংক্রান্তি এই সকলকে পর্ব্ব কহে ) পর্বদিনে, সন্ধ্যাকালে ও আদ্যঋতুর চাররাত্রিমধ্যে পুরুষ পত্ন্যভিগামী হইবে না।৬৬

নোদক্যাং ন দিবা গচ্ছেৎ সগর্ভাঞ্চ ব্রতস্থিতাম্।
অধিগচ্ছেদবিদ্বান্ যস্তদায়ুঃ ক্ষয়মেতি চ ॥৬৮
ন বক্ত্রেঽভিগমং কুর্য্যাৎ পাণিগ্রাহী স্বযোষিতঃ।
কুর্য্যাচ্চেৎ পিতরস্তস্য পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥৬৯
ভার্য্যাধীনং সুখং পুংসাং ভার্য্যাধীনং গৃহং ধনম্।
ভার্য্যাধীনা সুখোৎপত্তির্ভার্য্যাধীনঃ শুভোদয়ঃ ॥৭০
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাহীনং গৃহং বনম্।
ন গৃহেণ গৃহস্থঃ স্যাদ্ ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী ॥৭১
গৃহী স্যাদ্ গৃহধর্মেণ স বৈ পঞ্চমখাদিকঃ।
তদ্ধীনেন গৃহস্থঃ স্যাৎ কুর্য্যাত্তং যত্নতস্ততঃ ॥৭২

আদ্যঋতুর ষোড়শরাত্রমধ্যে অষ্টমরাত্রিতে উপগত হইলে পত্নী বন্ধ্যা, নবমরাত্রিতে উপগত হইলে সন্তানের মৃত্যু এবং একাদশ রাত্রিতে উপগত হইলে পত্নী অপ্রিয়-বাদিনী কন্যার জননী হয়।৬৭

দিবাভাগে এবং ঋতুমতী, সগর্ভা বা ব্রতরতা ভার্য্যাতে অভিগমন করিবে না। যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি পূর্বোক্ত অবস্থায় উপগত হয়, তাহার আয়ুঃ ক্ষয় হয়।৬৮

পাণিগ্রহীতা স্বীয় পত্নীর মুখে অভিগমন করিবে না। যদি কোনও ব্যক্তি এরূপ দুষ্কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহার পিতৃলোকগণ অপবিত্র নরকে গমন করেন।৬৯

পুরুষগণের সুখ, গৃহ, ধন, সুখোৎপত্তি ও শুভ অভ্যুদয় প্রভৃতি সমস্তই ভার্য্যার অধীন অর্থাৎ ভার্য্যা হইতেই পুরুষ পূর্বোক্ত বিষয়গুলি অনায়াসে লাভ করিতে পারে।৭০

যেখানে ভার্য্যার অবস্থিতি, সেখানেই পুরুষের গৃহ। যে পুরুষের গৃহে ভার্য্যা নাই, সেই পুরুষের নিকট সেই গৃহ অরণ্যসদৃশ। কেবলমাত্র গৃহ থাকিলেই পুরুষ গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ; যাহার গৃহে ভার্য্যা আছে, তিনিই গৃহী বলিয়া গণ্য হন।৭১

গৃহ-সম্বন্ধীয় ধর্মসমূহ প্রতিপালন করিলে গৃহী-নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য হন। সেই গৃহধর্ম হইল—পঞ্চমহাযজ্ঞ। পঞ্চমহাযজ্ঞহীন ব্যক্তি গৃহস্থ-

পঞ্চযজ্ঞবিধানেন কুর্য্যাৎ পঞ্চ মহামখান্ ।
শ্রৌতে বা যদি বা স্মার্ত্তে পঞ্চ যজ্ঞান্ন হাপয়েৎ ॥৭৩
কুর্য্যুঃ পঞ্চমহাযজ্ঞান্ সূনাদোষাপনুত্তয়ে ।
পঞ্চসূনা ভবন্ত্যত্র সর্বেষাং গৃহমেধিনাম্ ।
কণ্ডন্যুদককুম্ভী চ চুল্লী পেষণ্যুপস্করঃ ॥৭৪
যদাদৌ বেদমারভ্য স্নাত্বা ভক্ত্যা দ্বিজোত্তমঃ ।
অধ্যাপয়েদ্ দ্বিজান্ শিষ্যান্ স বৈ ব্রহ্মমখঃ স্মৃতঃ ॥৭৫
যৎ স্নাত্বাঽহরহঃ সর্বান্ দেবাংশ্চ মনুজান্ পিতৄন্ ।
তর্পয়েদম্ভসা ভক্ত্যা পিতৃযজ্ঞঃ স বৈ মতঃ ॥৭৬
শ্রৌতে বা যদি বা স্মার্ত্তে যজ্জুহোতি হুতাশনে ।
বিধিবন্নিত্যশো বিপ্রঃ স তু দৈবমখঃ স্মৃতঃ ॥৭৭
দশস্বাশাসু যঃ কুর্য্যাদ্ধুতশেষাদ্ বলিং দ্বিজঃ ।
ইন্দ্রাদিভ্যস্তথাঽন্যেভ্যঃ স বৈ ভূতমখো মতঃ ॥৭৮
সমায়াতাতিথিং ভক্ত্যা যস্তোজয়তি নিত্যশঃ ।
অন্যানভ্যাগতাংশ্চৈব সা মনুষ্যেষ্টিরুচ্যতে ॥৭৯
এবং পঞ্চমখান্ কুর্বন্ মধু-মাংসাজ্য-পায়সৈঃ ।
স সন্তর্প্য পিতৄন্ দেবান্ মনুষ্যান্ স্বর্গমাপ্নুয়াৎ ॥৮০
গৃহস্থা য উপাসীরন্ বাচং ধেনুং চতুস্তনীম্ ।
স্বর্গে ৈকসাং পিতৃণাঞ্চ পূজ্যাস্তেঽতিথিবদ্দিবি ॥৮১
চত্বারস্তু স্তনা এতে যে চতুর্বেদসংজ্ঞিতাঃ ।
স্বাহাকারো বষট্কারো হন্তকারস্তথা স্বধা ॥৮২
দেবানাং ভাগধেয়ো দ্বৌ অন্যে চ মনুজন্মনাম্ ।
পিতৃণাঞ্চ চতুর্থস্তু ইতি বেদনিদর্শনম্ ॥৮৩
ইতি নির্বর্ত্য বিধিবৎ সকলং কর্ম নৈত্যকম্ ।
প্রাণাগ্নিহোত্রবিধিনা ভুঞ্জীতান্নমঘাপহম্ ॥৮৪
অদত্ত্বা পোষ্যবর্গস্য হুত্বাঽধ্যাপনাদিকম্
অসাক্ষিকঞ্চ যোঽশ্নীয়াৎ সোঽশ্নীয়াৎ কিল্বিষং দ্বিজঃ॥৮৫
প্রাঙ্মুখাদিক্রমেণাঽশ্নন্নায়ুঃ কীর্তিং শ্রিয়ম্ ঋতম্ ।

নামে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নহে, সেইহেতু যত্ন-পূর্বক পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ।৭২

পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধানানুসারে পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। শ্রুতি ও স্মৃতিবিহিত কর্মে পঞ্চমহাযজ্ঞ ত্যাগ করিবে না।৭৩

সমস্ত গৃহস্থের পঞ্চসূনা-জনিত পাপ জন্মিয়া থাকে ; সুতরাং পঞ্চসূনা-জনিত পাপাপনোদনের জন্য পঞ্চমহাযজ্ঞ করিবে। উদূখল মুষল, জলকুম্ভ, চুল্লী, শিলনোড়া ও সম্মার্জ্জনী এই পাঁচটিকে পঞ্চসূনা বলে ।৭৪

দ্বিজশ্রেষ্ঠ স্নানপূর্বক ভক্তি-সহকারে অধ্যাপন আরম্ভ করিয়া আদিতেই দ্বিজ-শিষ্যদিগকে বেদ অধ্যয়ন করাইলে সেই বেদাধ্যাপন ব্রহ্মযজ্ঞ-নামে কথিত হয় ।৭৫

প্রত্যহ স্নানানন্তর সমস্ত দেব, মনুষ্য ও পিতৃলোককে ভক্তিপূর্বক জল দ্বারা তর্পণ করাকে পিতৃযজ্ঞ বলা হয়। শ্রুতি বা স্মৃতিবিহিতরূপে সংস্থাপিত অগ্নিতে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে প্রত্যহ বিপ্র যে হোম করেন, সেই হোম দেবযজ্ঞ নামে কথিত হয় ।৭৬-৭৭

যে দ্বিজ হুতাবশিষ্ট দ্রব্য ইন্দ্রাদি দেবগণ উদ্দেশ্যে এবং অন্যান্য জীবগণের উদ্দেশ্যে দশদিকে দান করেন, তাঁহার সেই দান ভূতযজ্ঞ-নামে অভিহিত হয় ।৭৮

সমাগত অতিথি ও অপর অভ্যাগতকে প্রতিদিন ভক্তি-সহকারে ভোজন করান হইলে ঐ অনুষ্ঠান মনুষ্যযজ্ঞ-নামে অভিহিত হয় ।৭৯

এইরূপে গৃহী মধু, মাংস, ঘৃত ও পায়স দ্বারা পঞ্চ-মহাযজ্ঞ করিয়া পিতৃ দেব ও মনুষ্যদিগকে সম্যক্রূপে তৃপ্ত করত স্বর্গপ্রাপ্ত হন ।৮০

যে সকল গৃহস্থ বাক্যের উপাসনা করে এবং চতুঃস্তন-বিশিষ্টা ধেনুর উপাসনা করে, তাহারা স্বর্গে স্বর্গস্থ পিতৃগণের সমীপে অতিথির ন্যায় সমাদৃত হয়। চারিবেদ-নামপ্রাপ্ত ধেনুর চারিটি স্তন—স্বাহা, বষট্, হন্ত ও স্বধাকার নামে প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে দুইভাগ দেবগণের, অন্যান্যগুলি মনুষ্যগণের এবং চতুর্থভাগ পিতৃগণের—ইহাই বেদের নিদর্শন ।৮১-৮৩

এই প্রকারে প্রতিদিন বিধি অনুসারে সকল কর্ম সম্পাদন করিয়া প্রাণাগ্নিহোত্র-বিধি অনুসারে পাপনাশক অন্ন ভোজন করিবে ।৮৪

যে দ্বিজ পোষ্যবর্গকে ভোজনীয় প্রদান না করিয়া

অবিধির্বিধিগত্যাস্ত যত্তদশ্নন্তি রাক্ষসাঃ ॥৮৬
অথ প্রাণাগ্নিহোত্রস্য শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ।
বক্ষ্যমাণো বিধিঃ পুণ্যঃ প্রেত্য চেহ চ পাবনঃ ॥৮৭
যো বিধির্দেবতাভ্যস্তঃ সংসারবন্ধ-নাশকৃৎ।
তদ্‌বিদস্তু দিবং যান্তি মুক্তা দৈবাদৃণাদপি ॥৮৮
উদ্ধরেদ্‌ যদ্‌বিদিত্বাশ্নন্‌ পুরুষানেকবিংশতিম্‌।
সর্বেষ্টিফলভাগ্‌ যায়াদ্‌ বৈধসং ক্ষয়মক্ষয়ম্‌ ॥৮৯
যঃ কালাকালবিদ্‌ বিপ্রো নৈনঃস্পর্শী স কর্হিচিৎ।
সোঽস্পৃষ্টৈনা বিশেত্তত্র যদ্গত্বা নৈতি সংসৃতৌ ॥৯
দশ পঞ্চাঙ্গুলব্যাসং নাসিকায়া বহিঃ স্থিতম্‌।

জীবো যত্র বিশুদ্ধ্যেন সা কলা ষোড়শী স্মৃতা ॥৯১
সর্বমেতত্তয়া ব্যাপ্তং ত্রৈলোক্যং সচরাচরম্‌।
ব্রহ্মবিদ্যেতি বিখ্যাতা বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতা ॥৯২
ন বেদং বেদমিত্যাহুর্বেদ্যন্নাম পরং পদম্‌।
তৎপদং বিদিতং যেন স বিপ্রো বেদপারগঃ ॥৯৩
আহুতিঃ সা পরা জ্ঞেয়া সা চ শান্তিঃ প্রকীর্তিতা।
গায়ত্রী সা চ বিজ্ঞেয়া সা চ সন্ধ্যা প্রকীর্তিতা ॥৯৪
তজ্জপ্যং তচ্চ বৈ জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রতং তদুপাসিতম্‌ ॥৯৫
তাং কলাং যো বিজানাতি স কালজ্ঞো দ্বিজঃ স্মৃতঃ।
তত্তুরীয়পদং শান্তং যস্মিঁল্লীনমিদং জগৎ।

এবং অধ্যাপনাদি পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠানে বিরত থাকিয়া সাক্ষীহীনভাবে ভোজন করে, সেই ব্যক্তি পাপ ভোজন করে, অর্থাৎ তাহার ভোজ্যদ্রব্যে পাপরাশির অধিষ্ঠান হয়। (ভোজনকালে ভোজ্যবস্তু দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে। সুতরাং ভোজন-কালে দেবতার উদ্দেশ্যে ভোজ্যবস্তু নিবেদিত হইলে ঐ দেবতাই ভোজনকালীন সাক্ষী বলিয়া গণ্য হন)।৮৫

যিনি যথাবিধি পূর্বাদি মুখে ভোজন করেন, তিনি আয়ুঃ, কীর্ত্তি, ধন ও যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। গত্যন্তরাভাবে ও অবিধিপূর্বক যথেচ্ছভোজন রাক্ষস ভোজন বলিয়া জানিবে।৮৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অনন্তর প্রাণাগ্নিহোত্র-সম্বন্ধে বক্ষ্যমান পুণ্যবিধি শ্রবণ করুন, যাহা পরলোকে ও ইহলোকে পবিত্র করে।৮৭

যে বিধি সংসারের বন্ধননাশক, দেবতাগণের পূজাতে অভ্যস্ত, সেই বিধি যাঁহারা জানেন, তাঁহারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গে গমন করেন। যিনি ইহা জানিয়া অস্মদীয় একবিংশতি পুরুষকে উদ্ধার করেন, তিনি বেধস্‌-সম্বন্ধীয় ক্ষয় ও অক্ষয় সর্বপ্রকার ইষ্টিফল-ভাগী হন। যে বিপ্র কাল ও অকাল জানেন, পাপ তাঁহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। পাপ কর্তৃক অস্পৃষ্ট সেই বিপ্র এইরূপস্থানে (শ্রীবিষ্ণুর পরমপদাদি স্থানে) গমন করেন, যেস্থানে গমন করিয়া সংসারে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না।৯০

নাসিকার বহিঃস্থিত-পঞ্চদশাঙ্গুল বিস্তৃত যে স্থান, তাহা ষোড়শীকলা-নামে কথিত হইয়াছে—যেস্থানে জীব বিশুদ্ধি লাভ করে। চরাচরের সহিত এই সমগ্র ত্রিলোক সেই ষোড়শী কলা দ্বারা ব্যাপ্ত; ইহা বেদান্ত-দর্শনে ব্রহ্মবিদ্যা-নামে বিখ্যাতা ও প্রতিষ্ঠিতা। বেদ বেদ নহে, বেদনীয় নামই পরম পদ; সেই পদ যিনি বিদিত হইয়াছেন, তিনিই বেদপারগ বিপ্র। তাহাই শ্রেষ্ঠ আহুতি, তাহাই শান্তি বলিয়া কীর্ত্তিত আছে। ৯১-৯৪

তাহাই গায়ত্রী, তাহাই সন্ধ্যা-নামে কীর্ত্তিতা। তাহাই জপ্য, তাহাই জ্ঞেয়, তাহাই ব্রত এবং তাহাই উপাসনা। যিনি সেই ষোড়শী কলা বিশেষরূপে জানেন, তিনি ষোড়শী-কলাজ্ঞ দ্বিজ নামে কথিত। তাহাই শান্ত ব্রহ্মপদ—যাহাতে এই জগৎ লীন আছে; সেই পরমতত্ত্ব জানিয়া পুরুষ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না।৯৫-৯৬

ইড়া, পিঙ্গলা, ও সুষুম্না নামে তিনটি নাড়ী প্রাণবায়ুর তিনটি পথ নামে কথিত আছে। ইড়া বৈষ্ণবী নাড়ী, পিঙ্গলা ব্রহ্মাণী নাড়ী এবং সুষুম্না ঈশ্বরী নাড়ী; এই তিনটি নাড়ী প্রাণবায়ুকে বহন করে। ইড়া-নাম্নী নাড়ীকে উত্তর, সুষুম্নাকে দক্ষিণ এবং

তজ্জ্ঞাত্বা পরমং তত্ত্বং ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥৯৬
প্রাণমার্গাস্ত্রয়ঃ প্রোক্তাস্তিস্রো নাড্যঃ প্রকীর্তিতাঃ।
ইড়া চ পিঙ্গলা চৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা ॥৯৭
ইড়া চ বৈষ্ণবী নাড়ী ব্রহ্মাণী পিঙ্গলা স্মৃতা।
সুষুম্না চেশ্বরী নাড়ী ত্রিধা প্রাণবহাঃ স্মৃতাঃ ॥৯৮
উত্তরং দক্ষিণং জ্ঞেয়ং দক্ষিণোত্তরসংজ্ঞিতম্।
মধ্যে তু বিষুবং জ্ঞেয়ং পুটদ্বয়বিনিঃসৃতম্ ॥৯৯
সংক্রান্তি-বিষুবে চৈব যো বিজানাতি বিগ্রহে।
নিত্যমুক্তঃ স যোগী চ ব্রহ্মবাদিভিরুচ্যতে ॥১০০
মধ্যাহ্নে চার্ধরাত্রে চ প্রভাতেঽস্তময়ে তথা।
বিষুবন্তং বিজানীয়াৎ পুটদ্বয়বিনিঃসৃতম্ ॥১০১
হৃৎপুণ্ডরীকমরণীং মনোমন্থানমেব চ।
প্রাণরজ্জ্বা ন্যসেদগ্নিমাত্মাধ্বর্যুঃ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥১০২
জ্বালয়েৎ পূরকেণাঽগ্নিং স্থাপয়েৎ কুম্ভকেন তু।
রেচকেণোর্ধ্ববক্ত্রেণ ততো হোমং করোতি যঃ ॥১০৩
যত্তদ্ধৃদি স্থিতং পদ্মমধোনালং ব্যবস্থিতম্।
তস্মিন্ বিকসিতে পদ্মে প্রাণো বায়ুর্বিসর্পতি ॥১০৪
বামহস্তধৃতে পাত্রে দক্ষিণে চাম্ভসি স্থিতে।
সনাদমুচ্চরেদ্ বিপ্রো অচ্ছিন্নাগ্রং তু পূরয়েৎ ॥১০৫
পূরণাৎ পূরকং প্রাহুর্নিশ্চলং কুম্ভকং ভবেৎ।
নির্গচ্ছতি শনৈর্বায়ু রেচকং তং বিনির্দিশেৎ ॥১০৬
স্বাহান্তৈঃ প্রণবাদ্যৈশ্চ স্ব-স্বনাম্না চ বায়ুভিঃ।
জীবাত্মা যোজিতঃ ষষ্ঠঃ ষড়াহুত্যা হুতং ভবেৎ ॥১০৭
জিহ্বাদত্তং গ্রসেদন্নং দন্তৈশ্চৈব ন তৎ স্পৃশেৎ।
দশনৈঃ স্পৃষ্টমাত্রেণ পুনরাচমনং চরেৎ ॥১০৮
মুখ আহবনীয়োঽগ্নির্গার্হপত্যস্তথোদরে।
হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নিশ্চ গৃহ্যাগ্নিশ্চাপি দক্ষিণে ॥১০৯
সভ্যশ্চোত্তরতশ্চিন্ত্য ইত্যগ্নিস্মরণক্রমঃ।
প্রাণাদ্যেবাগ্নিহোত্রাদি চিন্তয়েত্তদ্বদেব তু ॥১১০
হোতারং প্রাণমিত্যাহুরুদ্গাতারমপানকম্।
ব্রহ্মাণং ব্যানমিত্যেকে উদানোঽধ্বর্যুমিত্যপি ॥১১১
সমানং চেহ যজ্বানমিতি ঋত্বিক্‌ক্রমং বুধ ॥১১২।

মধ্যস্থিত পিঙ্গলা নাড়ীকে বিষুব বলিয়া জানিবে—যাহা দ্বারা নাসাপুটদ্বয়যোগে বায়ু বিনির্গত হয়।৯৭-৯৯

বিষুব-সংক্রান্তিদিনে যিনি স্বশরীরে বিষুব নাড়ীকে বিশেষরূপে জানেন, ব্রহ্মবাদিগণ তাঁহাকে নিত্যমুক্ত যোগী বলিয়া থাকেন।১০০

প্রভাতকালে, মধ্যাহ্নকালে, সায়ংকালে ও অর্দ্ধরাত্রে নাসাপুটদ্বয় বিনিঃসৃত সেই বিষুবকে জানিবে। হৃৎপদ্ম—অরণিকাষ্ঠ, মনঃ—মন্থন-দণ্ড, প্রাণবায়ু—রজ্জু ও আত্মা—অধ্বর্য্যু (প্রধান হোতা) রূপে অগ্নি নিপেক্ষ করিবে। পূরকক্রিয়া দ্বারা অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, কুম্ভক-ক্রিয়া দ্বারা স্থাপন করিবে এবং রেচক-ক্রিয়া দ্বারা ঊর্দ্ধবক্ত্র যোগে হোম করিবে।১০১-৩

হৃদয়স্থিত বিশেষরূপে অবস্থিত যে অধোনাল পদ্ম আছে, সেই পদ্ম বিকশিত হইলে প্রাণবায়ু গমন করে। পাত্র বামহস্তে থাকিলে ও দক্ষিণ হস্তে জল থাকিলে বিপ্র নাদ-সহকারে উচ্চারণ করত অচ্ছিন্ন বায়ু দ্বারা পূর্ণ করিবে। পূরণ করা হেতু ইহার নাম পূরক, নিশ্চল অবস্থার নাম কুম্ভক এবং ধীরে ধীরে বায়ু বিনির্গত হইলে তাহাকে রেচক কহে।১০৪-৬

প্রণবাদি স্বাহান্ত মন্ত্রে তাহাদের নামানুসারে প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর সহিত যোজিত ষষ্ঠ (ষষ্ঠ প্রাণস্বরূপ) জীবাত্মা ছয়টি আহুতি দ্বারা হুত হইবেন।১০৭

জিহ্বার উপর দত্ত অন্ন গ্রাস করিবে, তাহা দন্তদ্বারাও স্পর্শ করিবে না। দন্তদ্বারা স্পর্শ করিলে পুনরায় আচমন করিবে।১০৮

মুখে আহবনীয় অগ্নি, উদরে গার্হপত্য অগ্নি, হৃদয়ে দক্ষিণাগ্নি, দক্ষিণদিকে গৃহ্যাগ্নি এবং উত্তরদিকে সভ্য অগ্নি চিন্তা করিবে—ইহাই অগ্নিস্মরণের ক্রম।১০৯-১০

সেইরূপ প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান এই পঞ্চপ্রাণবায়ুকেই অগ্নিহোত্রাদি বলিয়া চিন্তা করিবে। প্রাণবায়ুকে হোতা, অপান-বায়ুকে উদ্গাতা, ব্যান-বায়ুকে ব্রহ্মা, উদানবায়ুকে অধ্বর্য্যু ও সমানবায়ুকে যজ্বা বলে; ইহাই ঋত্বিক্‌ক্রম বলিয়া জানিবে। ১১১-১২

অহঙ্কারং পশুং কৃত্বা প্রণবং যূপমিত্যপি।
বুদ্ধিরিত্যরণিঃ পৃথ্বী লোমানি চ কুশাঃ স্মৃতাঃ ॥১১৩
মনো বিভক্তা ত্বগ্‌জিহ্বা ইতি তজ্‌জ্ঞাঃ প্রচক্ষতে।
কৃত্বা ত্রিমাত্রমোঙ্কারং হুঙ্কারঞ্চ তথা পুনঃ ॥১১৪
উত্তিষ্ঠ জননাথাঽগ্নে হরিল্লোহিতপিঙ্গল।
সপ্তপরিধয়ে তুভ্যং ক্ষুদ্‌বহ্নিদৈবতঞ্চ যৎ ॥১১৫
বিজিহ্ব-জাঠরায়াঽগ্নে স্বাহাপ্রাণায় ব্যত্যয়ঃ।
ইন্দ্রগোপকবর্ণায় ত্রিজিহ্বায়াগ্নিদৈবতম্‌ ॥১১৬
ওঁ স্বাহেতি অপানায় স্বাহাকারান্তমুচ্চরেৎ।
গোক্ষীরসমবর্ণায় পর্জন্যং বহ্নিদৈবতম্‌ ॥১১৭
স্বাহোদানায় সোঙ্কারমনলায় পরার্চিষে।
তড়িৎসমানবর্ণায় বায়্বগ্নিদৈবতায় তে ॥১১৮
ওঁ স্বাহা চ সমানায় হুঁ স্বাহা চাহ বেধসে।
তর্জনী-মধ্যমাঙ্গুষ্ঠৈর্লগ্না প্রাণস্য চাহুতিঃ ॥১১৯
কনিষ্ঠাঽনামিকাঙ্গুষ্ঠৈর্ব্যানস্য পরিকীর্তিতা।
মধ্যমাঽনামিকাঙ্গুষ্ঠৈরপানায়াহুতিঃ স্মৃতা ॥১২০
মধ্যমানামিকাস্ত্বন্যামুদানে জুহুয়াদ্‌ বুধঃ।
সমানে সর্বৈরুদ্ধৃত্য আহুতিঃ স্যাৎ সমানতঃ ॥১২১
জলং পীত্বা তু তৃপ্যন্তি রেচয়েচ্চ শনৈঃ শনৈঃ।
ততোঽন্যদ্দ্রব্যমশ্নীয়াৎ পূরণায়োদরস্য চ ॥১২২
বিধিং প্রাণাগ্নিহোত্রস্য যে দ্বিজা নৈব জানতে।
অপানেন তু ভুঞ্জন্তি তেষাং মুখমপানবৎ ॥১২৩
যো জ্ঞাত্বা তু বিধিং ভুঙ্‌ক্তে যথোক্তমিদমাচরেৎ।
ইহামুত্র চ পূজ্যত্বং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১২৪
ত্রিসপ্তকুলমুদ্ধৃত্য দাতুরপ্যক্ষয়ং ভবেৎ।
দাতুরপি হি যৎ পুণ্যং ভোক্তুশ্চৈব
হি তৎ ফলম্‌ ॥১২৫

অহঙ্কার-তত্ত্বকে পশুরূপে কল্পনা করিয়া প্রণবকে যূপকাষ্ঠরূপে কল্পনা করিবে। বুদ্ধিতত্ত্বকে অরণিকাষ্ঠ এবং ক্ষিতিতত্ত্ব ও লোমসমূহকে কুশ বলিয়া জানিবে। মনস্তত্ত্ব হইতে ত্বক্‌ ও জিহ্বা বিভক্ত—ইহা তদভিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া থাকেন। ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঁকার উচ্চারণ করিয়া পুনরায় 'হুঁ' উচ্চারণপূর্বক "হে হরিল্লোহিত পিঙ্গলবর্ণ জননাথ অগ্নে! তুমি উত্থিত হও, তুমি ক্ষুদ্‌ বহ্নিদেবতার জিহ্বা-বিশেষ। হে অগ্নে! তুহি সপ্তপরিধি বিশিষ্ট" (করালী, ধূমিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীললোহিতা, পদ্মরাগা ও সুবর্ণা—ইহাই অগ্নির সপ্ত পরিধি); জঠরোদ্ভূত সেই অগ্নির উদ্দেশ্যে "প্রাণায় স্বাহা" বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে। এইরূপ ইন্দ্রগোপকবর্ণ জিহ্বাত্রয়বিশিষ্ট অগ্নিদেবতার উদ্দেশ্যে স্বাহা-শব্দ অন্তে উচ্চারণ করিয়া 'ওঁ অপানায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি প্রদান করিবে। গোক্ষীর-সমবর্ণ-পর্জ্জন্য বহ্নিদেবতাক পরার্চ্চিঃ অনল উদ্দেশ্যে 'ওঁ উদানায় স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিবে। বিদ্যুদ্বর্ণ বায়ু ও অগ্নিদেবতাদিগের উদ্দেশ্যে 'ওঁ সমানায় স্বাহা' এবং 'ওঁ বেধসে স্বাহা' বলিয়া আহুতি দিবে। তর্জ্জনী, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া প্রাণবায়ুর উদ্দেশ্যে, কনিষ্ঠা অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে ব্যানবায়ুর উদ্দেশ্যে, মধ্যমা, অনামিকা ও অঙ্গুষ্ঠযোগে অপানবায়ুর উদ্দেশ্যে, মধ্যমা, অনামিকা ও অন্য অঙ্গুলিযোগে উদান বায়ুর উদ্দেশ্যে, সমস্ত অঙ্গুলি যোগে উদ্ধৃত করিয়া সমান বায়ুর উদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান করিবে।১১৩-১২১

জলপান করিয়া তৃপ্ত হইবে এবং ধীরে ধীরে রেচন করিবে। তৎপর উদর পূরণের জন্য অন্যদ্রব্য ভোজন করিবে।১২২

যে সকল দ্বিজ প্রাণাহুতির বিধি জানে না, তাহাদের মুখ মলদ্বার সদৃশ বলিয়া তাহারা মলদ্বার যোগে ভোজন করে।১২৩

যিনি প্রাণাগ্নিহোত্র বিধি অবগত হইয়া ভোজন করেন, যথোক্ত বিধি আচরণ করেন, তিনি ইহলোকে ও পরলোকে পূজনীয় হইয়া ব্রহ্মজ্ঞরূপে কল্পিত হন। একবিংশতি কুল উদ্ধার করিয়া দাতারও অক্ষয় স্বর্গ লাভ হয়। দাতার দানদ্বারা যে পুণ্য হয়, ভোক্তার ও সেই ফললাভ হয়। দাতা এবং ভোক্তা উভয়েই স্বর্গগামী হয়। যিনি এই বিধি জানেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞ গণের অন্যতম।১২৪-১২৬

দাতা চৈব তু ভোক্তা চ তাবুভৌ স্বর্গগামিনৌ।
যো জানাতি বিধিং চেমং স ভবেদ্ ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥১২৬
একং পিবতি গণ্ডূষং ত্যজেদর্ধং ধরাতলে।
মহতঃ পিতৃদৈবত্যমাত্মানং নরকং ব্রজেৎ ॥১২৭
রহস্যং সর্বশাস্ত্রেষু সর্বশাস্ত্রেষু দুর্লভম্।
জ্ঞানানামুত্তমং জ্ঞানং ন কস্যচিৎ প্রকাশয়েৎ ॥১২৮
বিপ্রাণামগ্নিহোত্রস্য যে দ্বিজা নৈব জানতে।
জ্ঞানানি যোঽপ্রকাশ্যানি পুংসামবিদুষাং বদেৎ।
স প্রণাশ্য ফলং তেষামাত্মানং নরকং নয়েৎ ॥১২৯
যোঽজ্ঞাত্বা হ্যপ্রকাশ্যানি পুংসামবিদুষাং বদেৎ।
প্রাণায়ামফলং হত্বা আত্মানং নরকং নয়েৎ ॥১৩০
যোঽশ্নীয়াদ্ বিধিবদ্ বিপ্রঃ কৃতপাত্রপরিগ্রহঃ।
পূজিতান্নমবাগ্‌জুষ্টং সাপোশানং সসাক্ষিকম্ ॥১৩১
বাগ্‌যতো ন্যস্তপাত্রে চ বিপ্র-ক্ষত্র-বিশাং ক্রমাৎ॥১৩২
বাগ্‌যতো ন্যস্তপাত্রস্ত্রীন্ গ্রাসানষ্টাবপি দ্বিজঃ।
তস্য ত্রিরাত্রং পুণ্যাপ্তির্দানেঽপি কবয়ো বিদুঃ ॥১৩৩
চতুস্ত্রিকোণং বৃত্তঞ্চ বিপ্র-ক্ষত্র-বিশাং ক্রমাৎ।
প্রাহুঃ পরিহৃতং সন্তস্তদ্ধীনান্নং তু রাক্ষসম্ ॥১৩৪
গৃহ্ণীয়াৎ প্রাগপোশানং তথা ভুক্ত্বা সকৃত্ত্বপঃ।
অনগ্নমমৃতং তৎ স্যাদ্ ভুক্তমন্নং দ্বিজন্মনাম্ ॥১৩৫
কালে ভুক্ত্বা সমুত্থায় প্রেক্ষ্য বিপ্রং সমীক্ষ্য চ।
অহঃপতিং তত্র স্থিত্বা চিন্তয়েদ্ বহুকৃত্যকম্ ॥১৩৬
ভার্য্যাভোজনবেলায়াং ভিক্ষাং সপ্তাঽথ পঞ্চ বা।
দত্ত্বা শেষং সমশ্নীয়াৎ সাপত্য-ভৃত্যকৈঃ সহঃ ॥১৩৭
নির্বর্ত্য সকলং সাপি কিঞ্চিৎ স্থিত্বা সুখেন তু।
স্বকীয়রতিকার্য্যেষু সাপি স্যাত্তৎপরা পুনঃ ॥১৩৮
উপাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং হুত্বা চৈব হুতাশনম্।
কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ সমশ্নীয়াৎ সায়ং প্রাতরিতি
শ্রুতিঃ ॥১৩৯

যে ব্যক্তি একগণ্ডূষ জলপানকালে ভূমিতে অর্দ্ধেক ফেলিয়া দেয়, সে স্বয়ং হত হয় এবং পিতৃগণের দেবত্ব-প্রাপ্ত আত্মাকে নরকে প্রেরণ করে।১২৭

সকল শাস্ত্রেই রহস্য অর্থাৎ গোপনীয় তত্ত্ব আছে এবং সকল শাস্ত্রেই দুর্লভ জ্ঞানজনক উপদেশ আছে। জ্ঞান-সমূহের মধ্যে যাহা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না।১২৮

বিপ্রগণের মধ্যে যে অগ্নিহোত্র-বিধি জানে না, যে অপ্রকাশ্য জ্ঞানজনক উপদেশসমূহ অ-বিদ্বান্ পুরুষগণের নিকটে বলে, সে তাহাদের পুণ্যফল বিশেষভাবে নষ্ট করাইয়া নিজকে নরকগামী করে। কোন্ বিষয় প্রকাশ্য এবং কোন্ বিষয় অপ্রকাশ্য এবিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন না করিয়া যে ব্যক্তি অ-বিদ্বান্ পুরুষগণের সমীপে অপ্রকাশ্য বিষয় প্রকাশ করে, সে প্রাণায়াম-কৃত ফল নষ্ট করিয়া নিজকে নরকগামী করে।১২৯-৩০

বিপ্র দেবোদ্দেশ্যে নিবেদিত, যাহা বাক্য দ্বারাও সেবিত হয় নাই, আপোশানকর্ম-সহিত ও যে অন্ন সাক্ষীর সহিত বর্ত্তমান (অন্নের বিশুদ্ধি-সম্বন্ধে যিনি সাক্ষ্য দিতে পারেন, সেইরূপ ব্যক্তির উপস্থিতি ও যে অন্ন সমীপে আছে) তাদৃশ অন্ন সংযতবাক্ হইয়া পাত্রে স্থাপন করত বিপ্র, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ক্রমানুসারে যোগ্যপাত্র হইতে পরিগ্রহ করিয়া বিধি-অনুসারে ভোজন করিবেন। যে দ্বিজ সংযতবাক্ হইয়া পাত্রে স্থাপন করিয়া তিন বা আটগ্রাস ভোজন করেন, তাঁহার ত্রিরাত্র-মধ্যে পুণ্যলাভ হয় এবং এইরূপে দান করিলেও পুণ্যলাভ হয়—ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন।১৩১-৩৩

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের ভোজনীয় পাত্রের নিম্নস্থ ভূমিতে যথাক্রমে চতুষ্কোণ, ত্রিকোণ ও গোলাকার মণ্ডল অঙ্কিত করিবে। এই বিধি পরিত্যাগ করত পূর্বোক্ত মণ্ডলহীন স্থানে স্থাপিত অন্ন রাক্ষসসম্বন্ধীয় অন্নরূপে পরিগণিত হয়।১৩৪

প্রথমে আপোশান-কর্ম করিয়া তৎপর একবার জলপানপূর্বক ভোজন করিবে, দ্বিজগণের ভুক্ত সেই অন্ন আবৃত অমৃততুল্য হয়।১৩৫

যথাকালে ভোজন সমাপনপূর্বক আসন হইতে উঠিয়া বিপ্র-দর্শনানন্তর সূর্য্যদর্শন করিবে এবং তথায় অবস্থান করত বহু কার্য্য চিন্তা করিবে।১৩৬

ভার্য্যা ভোজনকালে সপ্ত বা পঞ্চগ্রাস ভিক্ষা

স্বাধ্যায়মভ্যসেৎ কিঞ্চিদ্ যামদ্বয়ং শয়ীত চ।
শয়ানো মধ্যমৌ যামৌ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১৪০
সুশয়নে শয়ীতাথ একান্তে চ স্ত্রিয়া সহ।
গোপনং মৈথুনাদীনাং বদন্তি মুনিপুঙ্গবাঃ ॥১৪১
ঋতুক্ষপাসু পুত্রার্থী আধানবিধিনা দ্বিজঃ।
প্রসাদ্য ভস্মনা যোনিমিতি মন্ত্রনিদর্শনাৎ ॥১৪২
কৃত্বাধানবিধানং তু স্ত্রীযোগমভ্যসেৎ পুনঃ।
মন্বেদবিকৃতো যোনৌ বিকারাদ্ বিকৃতাঃ প্রজাঃ ॥১৪৩
ব্রাহ্মে মুহূর্তে উত্থায় প্রাতঃসন্ধ্যামুপক্রমেৎ।
আ সূর্য্যদর্শনাৎ প্রাতঃ সায়ং চৈবর্ক্ষদর্শনাৎ ।১৪৪
বহিঃসন্ধ্যামুপাসীত সম্প্রাপ্তাবম্ভসঃ সদা।
উপাসিতা বহিঃসন্ধ্যা বিশিষ্টফলদা ভবেৎ ॥১৪৫

অনৃতং মদ্যগন্ধঞ্চ দিবামৈথুনমেব চ।
পুনাতি বৃষলস্যান্নং সন্ধ্যা বহিরুপাসিতা ॥১৪৬
সিন্দুরারুণভং ভাতি নভো যাবদ্ দ্বিতারকম্।
উদয়েঽস্তময়ে ভানোস্তাবৎ সন্ধ্যেতি শক্তিজঃ ॥১৪৭
আধানতো দ্বিতীয়ে তু মাসে পুংসবনং ভবেৎ।
সীমন্তোন্নয়নং ষষ্ঠে কার্য্যং মাসেঽষ্টমেঽপি চ ॥১৪৮
জাতস্য জাতকর্ম স্যাদ্ বিধিবচ্ছ্রাদ্ধপূর্বকম্।
দিনে চৈকাদশে নাম কর্ম স্যাচ্চ দ্বিজন্মনাম্ ॥১৪৯
তূর্য্যে নিষ্ক্রমণং মাসে ষষ্ঠেঽন্নপ্রাশনং তথা।
চূড়াকর্ম তৃতীয়েঽব্দে কার্য্যং বা কুলধর্মতঃ ॥১৫০
সর্বং স্ত্রিয়াং বিমন্ত্রং তু কার্য্যং কায়বিশুদ্ধয়ে।
যস্য ন স্যুর্দ্বিজস্যৈতাঃ ক্রিয়াশ্চৈব কথঞ্চন ॥১৫১

প্রদান করিয়া অবশিষ্ট অন্ন অপত্য ও ভৃত্যগণের সহিত ভোজন করিবে।১৩৭

সেই ভার্য্যাও সকল কার্য্য সম্পাদনপূর্বক কিছুকাল সুখে বিশ্রাম করিয়া স্বকীয় আসক্তির অনুরূপ কার্য্যে পুনরায় তৎপরা হইবেন।১৩৮

সায়ংকালীন সন্ধ্যোপাসনা সমাপ্ত করিয়া হুতাশনে হোম করত পরে কিঞ্চিৎ ভোজন করিবে,—সায়ং ও প্রাতঃকাল সম্বন্ধে ইহাই শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।১৩৯

প্রতিদিন কিছু কিছু করিয়া বেদাভ্যাস করিবে ও প্রহরদ্বয় শয়ন করিবে। রাত্রির মধ্যম-যামদ্বয়ে শয়ান ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে কল্পিত হয়।১৪০

অনন্তর সুখকর শয্যায় পত্নীর সহিত একপ্রান্তে শয়ন করিবে। মৈথুনাদি ক্রিয়ার গোপন তথ্য মুনিশ্রেষ্ঠ-গণ বলিতেছেন।১৪১

পুত্রার্থী দ্বিজ ঋতুকালের রাত্রিতে আধান-বিধি অনুসারে ভস্ম দ্বারা যোনি প্রসাদিত করিয়া মন্ত্রনিদর্শন অনুসারে আধান-ক্রিয়া সম্পন্ন করত স্ত্রীর সহিত পুনরায় যুক্ত হইবে। অবিকৃতচিত্ত হইয়া মৈথুন-ক্রিয়া সম্পাদন করিবে। যদি মৈথুন-ক্রিয়াকালে চিত্তে বিকৃতি উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সন্ততিসমূহ বিকলাঙ্গ হয়।১৪২-৪৩

ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা হইতে উঠিয়া প্রাতঃসন্ধ্যা আরম্ভ করিবে। সূর্য্যদর্শন পর্য্যন্ত প্রাতঃকাল, নক্ষত্রদর্শন হইতেই সায়ংকাল জানিবে।১৪৪

সকল সময়েই জল পাওয়া যাইলে বাহিরে সন্ধ্যোপাসনা করিবে। বাহিরে উপাসিতা সন্ধ্যা বিশিষ্টফলদায়িনী হয়।১৪৫

বাহিরে সন্ধ্যোপাসনা করিলে ঐ সন্ধ্যোপাসনা মিথ্যাভাষণ, মদ্যগন্ধ, দিবামৈথুন ও শূদ্রান্ন প্রভৃতির অপবিত্রতা দূর করিয়া পবিত্রতা আনয়ন করে।১৪৬

মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, সূর্য্যের উদয় ও অস্তকালে যখন গগনমণ্ডল তারকাবিহীন হইয়া সিন্দুরের ন্যায় অরুণবর্ণ আভা ধারণ করে, সেই সময়কেই সন্ধ্যা বলিয়া জানিবে।১৪৭

গর্ভাধান-ক্রিয়ার দ্বিতীয়মাসে পুংসবন করিবে। ষষ্ঠ বা অষ্টমমাসে সীমন্তোন্নয়ন করিবে। বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করিয়া জাতকের জাতকর্ম করিবে। দ্বিজ-সন্তানগণের জন্মদিন হইতে একাদশদিবসে নামকরণ করিবে। চতুর্থমাসে নিষ্ক্রমণ, ষষ্ঠমাসে অন্নপ্রাশন ও তৃতীয়বর্ষে চূড়াকরণ করিবে অথবা কুলধর্মানুসারে চূড়াকর্ম করিবে। কায়-বিশুদ্ধির জন্য স্ত্রীসন্তানগণের সকল ক্রিয়াই মন্ত্রহীনভাবে করিবে। যে

স ব্রাত্যঃ সন্ পরিত্যাজ্যো দ্বিজো যস্মাদ্ দ্বিজন্মনাম্।
মুঞ্জমৌর্ণ-শণানাং তু ত্রিবৃতা রশনা স্মৃতা ॥১৫২
কার্পাস-শণ-মেষৌর্ণান্যুপবীতানি বর্ণশঃ।
পলাশ-বট-পীলুনাং দণ্ডাশ্চ ক্রমশঃ স্মৃতাঃ ॥১৫৩
বাঞ্চ্ঞ্চ রৌরবং বাস্তমজিনানি দ্বিজন্মনাম্।
শিরো-ললাট-নাসান্তাঃ ক্রমাদ্দণ্ডাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥১৫৪
অব্রণাঃ সত্বচোঽদগ্ধা উক্তাঃ শুভকরা নৃণাম্।
গায়ত্র্যা ত্রিষ্টুপ্-জগত্যা ত্রয়াণামুপনায়নম্ ॥১৫৫
গায়ত্র্যামবিশেষো বা মুঞ্জাদিষ্বপরেষু চ।
তৎসবিতুস্তাং সবিতুর্বিশ্বা রূপাণি বা ক্রমাৎ ॥১৫৬
ঔপনায়নিকা মন্ত্রা বিপ্রাদীনামুদাহৃতাঃ।
ব্রাহ্মণো বিপ্রগেহেষু নৃপস্তেষূত্তমেষু চ ॥১৫৭
বৈশ্যো বিপ্র-নৃপেষ্বেষু কুর্য্যাদ্ ভিক্ষাং স্ববৃত্তয়ে।
একান্নং ন দ্বিজোঽশ্নীয়াদ্ ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ ॥১৫৮

ভিক্ষাব্রতং দ্বিজাতীনামুপবাসসমং স্মৃতম্।
প্রতিগ্রহো ন ভিক্ষা স্যান্ন তস্যাঃ পরপাকতা ॥১৫৯
সোমপানসমা ভিক্ষা অতোঽশ্নীত সদ্ভিক্ষয়া।
ভিক্ষয়া যস্তু ভুঞ্জীত নিরাহারঃ স উচ্যতে ॥১৬০
ভিক্ষামনভিশস্তেষু স্বাচারেষু দ্বিজেষু চ।
ভিক্ষেত নিত্যং ক্রমশো গুরোঃ কুলং বিবর্জয়েৎ॥১৬১
স্বসারং মাতরং চাপি মাতৃস্বসারমেব চ।
ভিক্ষেত প্রথমাং ভিক্ষাং যা চান্যা ন বিমানয়েৎ ॥১৬২
'ভবতি ভিক্ষাং মে দেহি' 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি মে'।
'ভিক্ষাং মে দেহি ভবতি' ক্রমেণৈবমুদাহরেৎ ॥১৬৩
দ্বাদশাব্দং ব্রতং ধার্য্যং যট্‌ত্র্যব্দং তু প্রভৃতিস্প্রতি।
আদিত্যাব্দে ত্যজেত্তদ্ বৈ দত্ত্বা তু গুরুবে বরম্ ॥১৬৪
ত্র্যয়স্তু স্নাতকাঃ প্রোক্তাঃ বিদ্যাব্রতোপসেবিনঃ।
বিদ্যাং সমাপ্য যঃ স্নায়াদ্ বিদ্যাস্নাতক উচ্যতে ॥১৬৫

---

-বালকের এই সমস্ত ক্রিয়া কোনও প্রকারেও সম্পন্ন হয় নাই, সেই দ্বিজ-বালক দ্বিজগণের সমীপে ব্রাত্যরূপে পরিগণিত হইয়া পরিত্যাজ্য হইবে। শরতৃণ, ঊর্ণাতন্তু ও শণের ত্রিবৃত রজ্জু এবং কার্পাস, শণ, মেষলোম এইগুলি বর্ণানুসারে উপবীত করিবে। বর্ণানুক্রমিক পলাশ, বট এবং পীলুবৃক্ষের দণ্ড গ্রহণ করিবে। যথাক্রমে কৃষ্ণসার-মৃগচর্ম, রুরু-মৃগচর্ম ও ছাগচর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপবীত যুক্ত করিবে। ব্রাহ্মণগণের শিরোদেশ পর্য্যন্ত, ক্ষত্রিয়গণের ললাট পর্য্যন্ত ও বৈশ্যগণের নাসাপর্য্যন্ত দণ্ডের পরিমাপ হইবে বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে।১৪৮-৫৪

অক্ষত বল্কলযুক্ত ও অদগ্ধ দণ্ড নরগণের পক্ষে শুভজনক। গায়ত্রী, ত্রিষ্টুপ্ ও জগতী ছন্দঃ পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়ন করাইবে।১৫৫

গায়ত্রী ও মুঞ্জাদি অপরগুলিতে কোনও বিশেষ নাই, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং', ক্ষত্রিয় 'তাং সবিতুঃ' ও বৈশ্য 'বিশ্বারূপাণি' এইরূপ বর্ণানুক্রমিক পাঠ করিবে।১৫৬

ব্রাহ্মণগণের উপনয়ন-সম্বন্ধীয় মন্ত্র উক্ত হইয়াছে। স্বীয় জীবিকার জন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণগৃহে, ক্ষত্রিয় তদপেক্ষা উত্তম ক্ষত্রিয়গৃহে এবং বৈশ্য ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় এই উভয়ের গৃহে ভিক্ষা করিবে। ব্রহ্মচারি-রূপে অবস্থিত দ্বিজ একজনের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া ভোজন করিবে না। (ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্মচারী একাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষা করিবে)। ১৫৭-৫৮

দ্বিজাতিগণের ভিক্ষাব্রত উপবাসতুল্য বলিয়া জানিবে। এই ভিক্ষা প্রতিগ্রহ নহে এবং তাহার পরপক্কত্ব-দোষও নাই। ভিক্ষান্ন-ভোজন সোমরস-পানতুল্য বলিয়া সেই দ্বিজ-ব্রহ্মচারী ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা সংগৃহীত অন্ন ভোজন করিবে। ভিক্ষা দ্বারা যিনি ভোজন-ক্রিয়া সম্পন্ন করেন, তাহাকে নিরাহার বলে অর্থাৎ উপবাসি-রূপে গণ্য করা হয়।১৫৯-৬০

অকলঙ্কিত ও স্বকীয় আচারে প্রতিষ্ঠিত দ্বিজের নিকটে নিত্য ক্রমে ক্রমে ভিক্ষা করিবে, কিন্তু গুরুকুল বিশেষভাবে বর্জ্জন করিবে।১৬১

মাতা, ভগিনী ও মাতৃস্বসা—ইঁহাদের নিকট প্রথম ভিক্ষা-প্রার্থনা করিবে। অন্য যে সকল রমণী ভিক্ষা-

সমাপ্য চ ব্রতং যস্তু ব্রতস্নাতক উচ্যতে।
যজ্ঞং সমাপ্য যঃ স্নাতি স দ্বিনামাহভিধীয়তে ॥১৬৬
দ্বয়ং সমাপ্য যঃ স্নায়াৎ স দ্বিনামাহভিধীয়তে।
অষ্টৈক-দ্বাদশাব্দানি সগর্ভাণি দ্বিজন্মনাম্ ॥১৬৭
মুখ্যকালো ব্রতস্যৈষ হ্যন্য উক্তো বিপর্য্যয়ে।
দ্বিগুণাব্দেষু কর্তব্যা ক্রমাদুপনতির্দ্বিজৈঃ ॥১৬৮
হীনগায়ত্রিকা ব্রাত্যা উক্তকালাদনন্তরম্।
নাধ্যাপ্যা নৈব চোদ্বাহ্যা ব্যবহারবিবর্জিতাঃ।
ন যাজ্যা নার্য্যকার্য্যেষু প্রযোজ্যাস্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥১৬৯
স্ত্রীবন্নির্লোমবক্ত্রা যে নির্লোমদেহ-বক্ষসঃ।
উচ্চোরস্কাহনপত্যাশ্চ অদেশ্যাস্তেহপি গর্হিতাঃ ॥১৭০
যেহজস্রং বিহিতং কুর্য্যুঃ প্রাপ্নুয়ুস্তে সদা শুভম্।
দীর্ঘমায়ুস্তথদারিদ্র্যং সুপ্রজাস্ত্বমরোগিতা ॥১৭১
অগর্হিতত্বং লোকেহত্র বিদুরনিষিদ্ধকারিণঃ ॥১৭২
ক্ষীণায়ুস্ত্বং দরিদ্রত্বমপ্রজাস্ত্বঞ্চ রোগিতা।
গর্হিতত্বঞ্চ লোকেষু বিদুর্নিষিদ্ধকারিণঃ ॥১৭৩
প্রাতর্বা যদি বা সায়ং নাদ্যাদন্নমনর্চিতম্।
নানাদ্যমানপোশানং শুভপ্রেপ্সুর্দ্বিজন্মনা ॥১৭৪
আপোশানং বিনা নাদ্যান্নাদ্যাদন্নমনর্চিতম্।
অনাদ্যং ন দিবা সায়ং শুভমিচ্ছন্ সমশ্নুতে ॥১৭৫
ষোড়শাব্দানি বিপ্রস্য দ্বাবিংশতির্নৃপস্য চ।
চতুর্বিংশতিরন্যস্য ব্রাত্যাস্তে স্যুরতঃপরম্ ॥১৭৬
উপনেয়া ন তে বিপ্রৈর্নাধ্যাপ্যাঃ শূদ্রধর্মিণঃ।
ব্যবহার্য্যা নৈব যাজ্যা ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥১৭৭

দান করিতে আসিবেন, তাঁহাদের সম্মান কখনও বিনষ্ট করিবে না; অর্থাৎ তাঁহাদের নিকটেও ভিক্ষা প্রার্থনা করিবে।১৬২

"ভবতি ভিক্ষাং দেহি মে", "ভিক্ষাং ভবতি দেহি মে" এবং "ভিক্ষাং মে দেহি ভবতি" ক্রমশঃ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা-প্রার্থনা করিবে।১৬৩

দ্বাদশবর্ষ যাবৎ এই ব্রত আচরণ করিবে। নয়বৎসর শ্রুতি অধ্যয়ন করিবে। দ্বাদশবর্ষ পূর্ণ হইলে গুরুকে দক্ষিণা দান করিয়া ব্রত উদ্‌যাপন করিবে।১৬৪

বিদ্যোপসেবী, ব্রতোপসেবী ও বিদ্যা-ব্রতোপসেবী এই ত্রিবিধ স্নাতক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মচারি-রূপে গুরুর নিকটে অবস্থান করিয়া বেদাধ্যয়ন সমাপনপূর্বক যিনি স্নান করেন, তাহাকে বিদ্যা-স্নাতক কহে। যিনি ব্রত সমাপন করত স্নান করেন, তাহাকে ব্রত-স্নাতক কহে। যজ্ঞ সমাপন করিয়া যিনি স্নান করেন, তিনি বিদ্যোপসেবী ও ব্রতোপসেবী এই দুই নামে অভিহিত হন।১৬৫-৬৬

বিদ্যা এবং ব্রত এই উভয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া যিনি স্নান করেন, তিনিও বিদ্যোপসেবী ও ব্রতোপসেবী এই দুই নামে অভিহিত হন। দ্বিজগণের সগর্ভ নবম এবং দ্বাদশবর্ষ হইল ব্রতগ্রহণের মুখ্য কাল; ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে অন্যবিধি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। দ্বিগুণ অর্থাৎ সগর্ভ নবম ও দ্বাদশবর্ষের দ্বিগুণ বয়স হইলেও দ্বিজগণ উপনয়ন-ক্রিয়া করিবে।১৬৭-৬৮

পূর্বোক্ত কালের পরেও গায়ত্রীহীন ব্রাত্যগণকে বেদ অধ্যয়ন ও বিবাহ করাইবে না এবং ইহাদের সহিত বিশেষরূপে ব্যবহার বর্জ্জন করিবে। তাহারা যাজন-কর্মের অযোগ্য, এবং আর্য্যগণের অনুষ্ঠেয় কার্য্যে প্রযোজ্য নহে—ইহাই বেদে উক্ত হইয়াছে।১৬৯

যাহাদের মুখমণ্ডল স্ত্রীগণের মুখমণ্ডলের ন্যায় লোম-হীন, যাহাদের দেহ ও বক্ষঃ লোমবর্জ্জিত, যাহাদের বক্ষঃস্থল উন্নত এবং যাহাদের অপত্য নাই—তাহারা এবং ক্ষুদ্র শত্রুগণ নিন্দনীয়।১৭০

যাঁহারা নিরন্তর শাস্ত্রবিহিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা সকল সময়ে কল্যাণ, দীর্ঘজীবন, দারিদ্র্যহীনতা, সুশীল অপত্য ও অনাময়তা (রোগশূন্যতা) প্রাপ্ত হন। যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্ম করেন না, এই সংসারে তাঁহারা নিন্দনীয় নহে। যাঁহারা শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিষিদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা অল্পায়ুঃ, দরিদ্র, অপত্যহীন ও নিন্দিত হয় বলিয়া শাস্ত্রবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন।১৭১-৭৩

স্ত্রীণামুদ্বাহ একো বৈ বেদোক্তপাবনো বিধিঃ।
স্ত্রী-পুংসোর্যত্র বিন্যাসস্তয়োরন্যোন্যমুচ্যতে ॥১৭৮
স্বস্মিন্ যস্মাদ্ বিভর্ত্যেষা পতিং, বিভর্তি সোঽপি তাম্
অতো ভার্য্যা চ ভর্তা চেত্যত্র বেদো নিদর্শনম্ ॥১৭৯
পতির্বিশতি যজ্জায়াং গর্ভো ভূত্বেহ মাতরম্।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা দশমে মাসি জায়তে ॥১৮০
জায়োক্তা তেন ভর্তা বৈ যদস্যাং জায়তে পুনঃ।
ইয়মাভবনং ভার্য্যা বীজমস্যাং নিষিচ্যতে ॥১৮১
দেবা উচুর্মনুষ্যাংশ্চ স্বভার্য্যা জননী তু বঃ।
আত্মনা জায়তে হ্যাত্মা সা চৈব পতিতারিণী ॥১৮২
ভার্য্যা জায়া জনন্যেষা ইতি বেদে প্রতিষ্ঠিতা।
যস্মাৎ স ত্রাতি পুন্নাম্নো নরকাৎ পুত্র উচ্যতে ॥১৮৩
সর্বাং সংসৃতিমাহৃত্য স যাতি ব্রহ্মণৈকতাম্ ॥১৮৪
পিতা জাতস্য পুত্রস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখম্।
সর্বং তেন ফলং প্রাপ্তমৈহিকামুষ্মিকঞ্চ যৎ ॥১৮৫
কিং দণ্ডৈরজিনৈস্তীর্থৈস্তপোভিঃ কিং সমাধিভিঃ।
পুমাংসঃ পুত্রমিচ্ছধ্বং স বৈ লোকে বদাবদঃ ॥১৮৬
প্রাণোঽন্নমস্মিন্ শরণং হি বাসো
রূপ্যং হিরণ্যং পশবো বিবাহাঃ।

---

শুভাকাঙ্ক্ষী দ্বিজ প্রাতঃ ও সায়ংকালে দেবোদ্দেশ্যে অনিবেদিত অন্ন ভোজন করিবে না এবং আপোশান-কর্ম না করিয়া ভোজন করিবে না।১৭৪

আপোশান-কর্ম না করিয়া ভোজন করিবে না এবং অনর্চ্চিত অন্ন ভোজন করিবে না। শুভেচ্ছু ব্যক্তি দিবাভাগে ও সায়ংকালে অনর্চ্চিত ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিবে না, অর্চ্চনা করিয়া তবে ভোজন করিবে।১৭৫

ব্রাহ্মণের ষোড়শবর্ষ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশবর্ষ ও বৈশ্যের চতুর্বিংশতিবর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়ন না হইলে অতঃপর তাহারা ব্রাত্য-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।১৭৬

ধর্মশাস্ত্রজ্ঞগণ বলেন যে, ব্রাত্যতা-বশতঃ শূদ্রধর্ম-প্রাপ্ত সেই ব্যক্তিদিগকে বিপ্রগণ উপনয়ন প্রদান করিবেন না এবং বেদাধ্যয়ন করাইবেন না, কারণ তাহারা অব্যবহার্য্য ও অযাজ্য।১৭৭

স্ত্রীগণের বেদোক্ত বিবাহই একমাত্র পবিত্র হইবার বিধি। এই বিবাহানুষ্ঠানে স্ত্রী এবং পুরুষ এই উভয়কে পরস্পরের উপর ন্যস্ত করা হয়।১৭৮

সেইহেতু ভার্য্যা নিজেতে পতিকে ভরণ করেন, পতিও স্বীয় ধনাদি দ্বারা ভার্য্যাকে ভরণ করেন বলিয়া উভয়েই ভার্য্যা ও ভর্ত্তা নামে পরিচিত—ইহাই বেদের নিদর্শন। এই সংসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে, পতি মাতৃস্বরূপা জায়া-মধ্যে গর্ভ হইয়া প্রবেশ করে এবং সেই জায়াতেই পুনরায় নবরূপ ধারণ করিয়া দশম-মাসে জন্মলাভ করে।১৭৯-৮০

পতি এই পত্নীতে পুনরায় জন্মলাভ করে বলিয়া জায়া-নামে কথিতা হইয়া থাকেন। এই ভার্য্যাই প্রকৃত গৃহ, এই ভার্য্যাতেই পতি বীজ নিষেক করেন। ১৮১

দেবগণ মনুষ্যদিগকে বলিলেন,—স্বীয় ভার্য্যা তোমাদের জননী; আত্মা (পতি) নিজেই স্বীয় ভার্য্যাতে জন্মলাভ করেন; সেই ভার্য্যাই পতির উদ্ধারকারিণী।১৮২

এই ভার্য্যা জায়া ও জননীনামে বেদে কীর্ত্তিত। পুং-নামক নরক হইতে ত্রাণ করে বলিয়া সে পুত্রনামে অভিহিত হয়।১৮৩

সমস্ত সংসৃতি আহরণ করিয়া সে ব্রহ্মার সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়। পিতা জাত জীবৎপুত্রের মুখদর্শন করিবেন। পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পিতা ঐহিক ও আমুষ্মিক (পারলৌকিক) সকল ফল প্রাপ্ত হন।১৮৪-৮৫

দণ্ডধারণ, অজিন-পরিধান, তীর্থগমন, তপস্যা ও সমাধির কি প্রয়োজন? পুরুষগণ পুত্র ইচ্ছা করুক, পুত্রই পরিত্রাণ করিবে—এসম্বন্ধে কোনও তর্ক-বিতর্কই নাই। (দণ্ডাদি ধারণ করিলে জীব পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে বটে, কিন্তু পুত্রলাভ করিলেই যদি পরিত্রাণের পথ সুগম হয়, তাহা হইলে দণ্ডাদি ধারণের প্রয়োজন কি? দণ্ডাদি ধারণ অপেক্ষা পুত্রলাভের অধিক মাহাত্ম্য শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন)।১৮৬

সখা চ যজ্বা কৃপণশ্চ পুত্রী
জ্যোতিঃ পরং পুত্র ইহাপ্যমুত্র ॥১৮৭
সপুণ্যকৃত্তমো লোকে যস্য পুত্রাশ্চিরায়ুষঃ।
বিশেষেণ হি ধর্মজ্ঞাঃ স পরং ব্রহ্ম বিন্দতি ॥১৮৮
পুত্রেণ প্রাপ্যতে স্বর্গো জাতমাত্রেণ তু ধ্রুবম্।
তস্মাদিচ্ছন্তি সর্বে হি পশবোঽপি বয়াংসি চ ॥১৮৯
জায়ায়াস্তদ্ধি জায়াত্বং যদস্যাং জায়তে পুনঃ।
পুত্রস্যাপি চ পুত্রত্বং যত্রাতি নরকার্ণবাৎ ॥১৯০
স পিতা স তু পুত্রঃ স্যাজ্জায়ৈব হি জনন্যপি।
ন পৃথক্‌ত্বং বিদুস্তজ্জ্ঞাশ্চয়োশ্চাঽপরয়োরপি ॥১৯১
অয়ং হি পন্থাঃ পুরুষস্য তস্য
ধ্রুবং ভবেৎ পুত্রজন্মেহ যস্য।
তদ্বীক্ষ্য চোর্দ্ধ্বং পশবো বয়াংসি
পুত্রার্থিনো মাতরমারুহন্তি ॥১৯২
জনিষ্যমানানিচ্ছন্তি পিতরঃ স্বকুলে সুতান্।
কশ্চিদ্‌গত্বা গয়ায়াং নোঽবশ্যং পিণ্ডান্ প্রদাস্যতি॥১৯৩
যক্ষ্যত্যন্যোঽশ্বমেধেন নীলং ভোক্ষ্যতে গোবৃষম্।
এষ্টব্যং পিতৃভিঃ সর্বং পুত্রেভ্যঃ সকলং ফলম্ ॥১৯৪
শুদ্ধঃ শৌর্য্যৈকচিত্তো বা প্রাণান্মোক্ষ্যতি সংযুগে।
দানদো বা কুরুক্ষেত্রে জ্ঞানী বাথ ভবিষ্যতি ॥১৯৫
জীবতো বাক্যকরণাৎ ক্ষয়াহে ভূরিভোজনাৎ।
গয়ায়াঃ পিণ্ডদানাচ্চ ত্রিভিঃ পুত্রস্য পুত্রতা ॥১৯৬
পুচ্ছে শিরসি যঃ শুক্লঃ শুক্লায়াল্লোহিতং বপুঃ।
দেবাদ্যভীষ্টো নীলোঽয়মুৎসৃষ্টঃ পাবনো বৃষঃ ॥১৯৭
রক্তো বা যদি বা শুক্লঃ সুবিষাণঃ শুভেক্ষণঃ।
যো ন হীনাতিরিক্তাঙ্গস্তং গোসহিতমুৎসৃজেৎ ॥১৯৮
দুহিতাপি তথা সাধ্বী শ্বশুরয়োরুপাস্তিকৃৎ।
পতিব্রতা চ ধর্মজ্ঞা পিত্রোর্দুর্গতিকৃন্তবেৎ ॥১৯৯

প্রাণবায়ু, অন্ন, আশ্রয়কেন্দ্র, বস্ত্র, রজত, হিরণ্য, পশু, বিবাহ, সখা, বেদবিহিতযজ্ঞকারী, কৃপণ ও কন্যা এই সমস্তই এই সংসারে জ্যোতির্ময় কিন্তু পুত্র ইহলোকে ও পরলোকে পরমজ্যোতিঃস্বরূপ। যাঁহার পুত্রগণ দীর্ঘজীবন লাভ করে, এই সংসারে সেই ব্যক্তি পুণ্যকৃদ্‌গণের অন্যতম। বিশেষতঃ যাঁহার পুত্রগণ ধর্ম্মপরায়ণ, সেই ব্যক্তি পরব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করেন।১৮৭-৮৮

পুত্র জন্মগ্রহণ করা-মাত্রই পিতা নিশ্চিতরূপে স্বর্গলাভ করেন। সেইহেতু পশু-পক্ষিগণও সকলে পুত্র ইচ্ছা করে।১৮৯

পতি জায়াতে পুনরায় জন্মলাভ করে বলিয়াই জায়ার জায়ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নরক-সাগর হইতে ত্রাণ করে বলিয়া পুত্রেরও পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯০

যিনি পিতা, তিনিই পুত্র এবং জায়াই জননী। পতি ও পত্নীর মধ্যে ভিন্নত্ব না থাকায় সেই দুইয়ের মধ্যে পৃথক্‌ত্বও নাই—এই কথা তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ বলেন।১৯১

এই সংসারে যাহার পুত্র জন্মে, ইহাই তাহার নিশ্চিত পন্থা। সেই পন্থা দেখিয়া পশু-পক্ষিগণও পুত্রার্থী হইয়া জায়াতে উপগত হয়।১৯২

পিতৃগণ স্বীয় বংশে পুত্রগণের জন্মলাভ আকাঙ্ক্ষা করেন। পুত্রগণের মধ্যে কেহ অবশ্যই গয়াধামে যাইয়া পিণ্ডদান করিবে, অথবা কেহ অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিবে, কিংবা কেহ নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে। পিতৃগণ পুত্রগণ হইতে সকল ফলই ইচ্ছা করিবেন।১৯৩-৯৪

কেহ শুদ্ধাচার, কেহ বা শৌর্য্যোল্লম্বিতচিত্ত হইবে, কেহ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিবে, অথবা কেহ দাতা হইবে, কিংবা কেহ কুরুক্ষেত্রে জ্ঞানী হইবে।১৯৫

জীবিত অবস্থায় পিতার বাক্যপালন, পিতার মৃতাহে প্রচুর ভোজন করান এবং গয়াধামে পিণ্ডদান এই কার্য্যত্রয় যথাবিধি সম্পন্ন করিলে পুত্রের পুত্রত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।১৯৬

যে বৃষের পুচ্ছ ও শিরোদেশ শুক্লবর্ণ, দেহ লোহিত বর্ণ, দেবাদির অভীষ্ট এবং পবিত্রতা-সম্পাদক এইরূপ নীলবৃষ উৎসর্গ করিবে।১৯৭

রক্ত বা শুক্লবর্ণ, সুন্দরশৃঙ্গ, সুন্দরনেত্র, অহীনাঙ্গ ও অনতিরিক্তাঙ্গ বৃষ গো-সহিত উৎসর্গ করিবে।

যঃ পিতা স চ বৈ পুত্রস্তৎসমা দুহিতাঽপি চ।
পুত্রশ্চ দুহিতা চোভৌ পিতুঃ সন্তানকারকৌ ॥২০০
তৎসুতঃ পাবয়েদ্ বংশান্ ত্রীন্ বৈ মাতামহাদিকান্
দৌহিত্রঃ পুত্রবৎ স্বর্গমুক্তো শাস্ত্রৈশ্চ তৌ সমৌ ॥২০১
আধানাদিকসংস্কারাঃ প্রোক্তা যে বৈ দ্বিজন্মনঃ।
কর্তব্যাশ্চ স্বশাখোক্তাঃ কেচিৎ কুলক্রমেণ চ ॥২০২
চত্বারিংশচ্চ তে সর্বে নিষেকাদ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ।
মখদীক্ষা চ বিবিধা তথৈবান্ত্যেষ্টিকর্ম চ ॥২০৩
কুলাচারোঽপি কর্তব্য ইতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ।
দেশাচারস্তথা ধর্ম ইতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২০৪
অয়ং হি পরমো ধর্মঃ সর্বেষামিতি নিশ্চয়ঃ।
হীনাচারশ্চ পুরুষো নিন্দ্যো ভবতি সর্বশঃ ॥২০৫
ক্লেশভাগী চ সততং ব্যাধিতোঽল্পায়ুরেব চ।
আচারে ব্যবহারে চ দুরাচারো বিপর্য্যয়ঃ ॥২০৬
নৃণামাচরতো ধর্মঃ স্যাদধর্মো বিপর্য্যয়াৎ।
তস্মাদাদ্যেঽনুবর্তেত ব্যত্যয়ং তু বিবর্জয়েৎ ॥২০৭
আচারবন্তো মনুজা লভন্তে
আয়ুশ্চ বিত্তঞ্চ সুতাংশ্চ সৌখ্যম্
ধর্মং তথা শাশ্বতমীশলোকম্
অত্রাপি বিদ্বজ্জনপূজ্যতাঞ্চ ॥২০৮
বেদাঃ সহাঙ্গৈঃ সপুরাণবিদ্যাঃ
শাস্ত্রাণি বেদ্যানি চ তদ্বিহীনম্।
কুর্য্যুর্ন বৈ তান্যপি সংস্মৃতানি
নরং পবিত্রং প্রবদন্তি বেদাঃ ॥২০৯
যেঽধীতবেদাঃ ক্রিয়য়া বিহীনা-
জীবন্তি বেদৈর্মনুজাধমাস্তান্।
বেদাস্ত্যজেয়ুর্নিধনস্য কালে
নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥২১০

---

সেই প্রকার শ্বশুর ও শ্বশ্রূর উপাসনাকারিণী সাধ্বী, পতিব্রতা এবং ধর্মজ্ঞা দুহিতা পিতামাতার স্বর্গগমনের জন্য এইরূপ কার্য্যে ব্রতী হইবে।১৯৮-৯৯

যিনি পিতা, তিনিই পুত্র, দুহিতাও তত্তুল্যা। পুত্র এবং দুহিতা উভয়েই পিতার সন্তানের কারক। সেই দুহিতার পুত্র-মাতামহ, প্রমাতামহ ও বৃদ্ধ প্রমাতামহ এই তিনপুরুষকে উদ্ধার করে। পুত্র যেমন পিতৃলোকগণের স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ দৌহিত্রও মাতামহাদির স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ বলিয়া শাস্ত্রকারগণ পুত্র ও দৌহিত্র এই উভয়কে সমান বলিয়াছেন।২০০-১

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহাদিগের যে সকল গর্ভাধানাদি সংস্কার উক্ত হইয়াছে, স্বীয় শাখোক্ত বিধি অনুসারে সে সকল করা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ কুল-ক্রমানুসারে করিবে।২০২

সে সমস্ত নিষেকাদি চল্লিশপ্রকার ক্রিয়ার কথা শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। বিবিধ মখদীক্ষা ও অন্ত্যেষ্টি-কর্ম এইগুলি কুলাচার অনুসারে করাই কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়াছেন। পরাশরমুনি দেশাচারকেও ধর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।২০৩-৪

দেশাচার-পালন সকলের পক্ষেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম—ইহা নিশ্চয় বলিয়া জানিবে। আচারহীন পুরুষ সকলের নিন্দনীয় হয় এবং সে সর্বদা ক্লেশভোগ করে এবং ব্যাধিগ্রস্ত ও অল্পায়ু হয়। আচারে ও ব্যবহারে দুরাচার ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তির বিপরীত। ধর্মীয় আচার হইতেই মানুষের ধর্ম্ম প্রকাশ পায়; ইহার বিপরীত আচরণকে অধর্ম বলে। সেইহেতু প্রথমে ধর্মাচরণের অনুবর্ত্তন করিবে এবং ইহার বৈপরীত্য বর্জ্জন করিবে।২০৫-৭

আচারবান্ ব্যক্তিগণ আয়ুঃ বিত্ত, বহু সুত, সৌখ্য, ধর্ম ও নিত্য-ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন এবং সংসারে বিদ্বান্‌গণের পূজার পাত্র হন।২০৮

সাঙ্গবেদ, সপুরাণ বিদ্যা, বেদ্য ও শাস্ত্রসমূহ মানুষকে আচারবিহীন করে না। যে ব্যক্তি বেদ্য শাস্ত্রসমূহ স্মরণও করেন, বেদ সেই ব্যক্তিকে পবিত্র বলিয়া থাকেন।২০৯

যেরূপ পক্ষ জন্মিলে পক্ষিগণ নীড় ত্যাগ করে, সেইরূপ

আচারহীন-নরদেহগতাশ্চ বেদাঃ
শোচন্তি কিং নু গতবন্ত ইতি স্ম চিত্তে।
যন্মোঽভবদ্ বপুষি চাস্য শুভপ্রহীণে।
স্থানং তদত্র ভগবান্ বিধিরেব শোচ্যঃ ॥২১১
কর্ত্তব্যং যত্নতঃ শৌচং শৌচমূলা দ্বিজাতয়ঃ।
শৌচাচারবিহীনানাং সর্বাঃ স্যুর্নিষ্ফলাঃ ক্রিয়াঃ ॥২১২
তৎসম্ভির্দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা।
বিণ্মূত্রশোধনং বাহ্যং চিত্তশুদ্ধিস্তথান্তরম্ ॥২১৩
মৃদ্ভিরদ্ভিরনালস্যং তৎকর্ত্তব্যং দ্বিজাতিভিঃ।
ভাবশুদ্ধিঃ পরং শৌচমাহুরাভ্যন্তরং বুধাঃ ॥২১৪
গন্ধলেপাপহং বাহ্যং শৌচমাহুর্মনীষিণঃ।
যস্য পুংসস্তু তচ্ছৌচং শৌচৈস্তস্য কিমন্যকৈঃ ॥২১৫

বাঙ্-মনো-জলশৌচানি সদা যেষাং দ্বিজন্মনাম্।
ত্রিভিঃ শৌচৈরুপেতো যঃ স স্বর্গ্যো
নাত্র সংশয়ঃ ॥২১৬
স্ত্রিয়ং রিরংসুর্দ্রবিণং জিহীর্ষুর্বধং চিকীর্ষুর্মনুজঃ পরস্য।
বিবক্ষুরত্যন্তমবাচ্যবাচং কথং স শুদ্ধিং সমুপৈতি-
শোকাৎ ॥২১৭
কিং নিষ্কামস্য নারীভিঃ কিং গতাসোশ্চ ভেষজৈঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্য কিং শৌচৈর্নিষ্ফলং মূর্খদানবৎ ॥২১৮
ন গতির্মূর্খদানেন ন তারোঽম্বুনি চাশ্মনঃ।
তস্মাত্তস্য ন দাতব্যং সহ দাত্রা স মজ্জতি ॥২১৯
যথা ভস্ম তথা মূর্খো বিদ্বান্ প্রজ্বলিতাগ্নিবৎ।
হোতব্যঞ্চ সমিদ্ধেঽগ্নৌ জুহুয়াৎ কো নু ভস্মনি ॥২২০

যে সকল নরাধম বেদ অধ্যয়ন করিয়া ক্রিয়া-হীনভাবে বেদাবলম্বনে জীবনযাপন করে, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে বেদ সে সকল নরাধমকে ত্যাগ করে।২১০

বেদসমূহ আচারহীন নরদেহ-গত হইয়া, "আহা! কি করিয়াছি? কেন এই আচারহীন ব্যক্তির দেহগত হইলাম" এইরূপ বলিয়া চিত্তে শোক করেন। 'এই ব্যক্তির আচারহীন দেহে আমাদের স্থান হইয়াছে', এবিষয়ে বিধান-কর্ত্তা ভগবান্ই একমাত্র শোকের পাত্র।২২১

যত্নপূর্বক শৌচক্রিয়া সম্পন্ন করা কর্ত্তব্য, কেননা শৌচক্রিয়াই দ্বিজাতিগণের একমাত্র মূল। শৌচ এবং আচারহীন ব্যক্তিগণের সকল ক্রিয়াই নিষ্ফল হয়।২১২

সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন যে, সেই শৌচ বাহ্য ও আভ্যন্তর-ভেদে দ্বিবিধ। মল-মূত্রশোধন বাহ্য শৌচ এবং চিত্তশুদ্ধি আন্তর শৌচ।২১৩

দ্বিজগণ মৃত্তিকা ও জল দ্বারা অনলসভাবে বাহ্যশৌচ করিবে। বুধগণ বলেন যে, ভাবশুদ্ধিই পরম আভ্যন্তর শৌচ।২১৪

মনীষিগণ বলেন,—সুগন্ধদ্রব্য লেপন করিয়া মল-মূত্রাদির দুর্গন্ধ বিনষ্ট করাই বাহ্যশৌচ। যে পুরুষের আভ্যন্তর শৌচ-ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর অন্য শৌচের প্রয়োজন কি?২১৫

যে সকল দ্বিজাতির বাক্য, মন ও জলশৌচ সর্বদা কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের মধ্যে যিনি পূর্বোক্ত ত্রিবিধশৌচপরায়ণ হন, তিনিই স্বর্গ্য অর্থাৎ স্বর্গভোগ তাঁহার করায়ত্ত—এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।২১৬

যে ব্যক্তি পরস্ত্রী রমণ করিতে, পরদ্রব্য অপহরণ করিতে, অপরকে বধ করিতে এবং অত্যন্ত অবাচ্য বলিতে ইচ্ছুক, সে শৌচ হইতে কি প্রকারে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে?২১৭

নারী দ্বারা নিষ্কাম ব্যক্তির (যাহার চিত্তে কামরিপুর তাড়না নাই) কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? যাহার দেহ হইতে প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে, ঔষধে তাহার কি প্রয়োজন? জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শৌচের প্রয়োজন কি? যেরূপ মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিলে ঐ দান নিষ্ফল হয়, সেইরূপ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির শৌচ-ক্রিয়াও নিষ্ফল হয়।২১৮

যেরূপ জলে প্রস্তরের পরিত্রাণ হয় না, সেইরূপ মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিলে দাতারও উৎকৃষ্ট গতি হয় না। সেই-হেতু মূর্খ ব্যক্তিকে দান করিবে না; যদি দান করে, তাহা

যথা শূদ্রস্তথা মূর্খঃ শূদ্রশ্চ ভস্মবত্তথা।
শূদ্রেণ সহ সংবাসং মূর্খে দানং বিবর্জয়েৎ ॥২২১
গ্রহীতা যো ন চেদ্ বিদ্বান্ তদ্দাতা গ্রাহকো যথা।
আত্মানং তারয়েন্নৈব নদীং বৈতরণীং দ্বিজঃ ॥২২২
যো মূর্খো বিশদাচারঃ ষট্কর্মাভিরতঃ সদা।
স নয়ন্ স্বর্গমাত্মানং বৃদ্ধাংশ্চৈব ন পীড়য়েৎ ॥২২৩
ন বিদ্যা ন তপো যস্য স্যাদত্তে চ প্রতিগ্রহম্।
নিপাতয়ন্ স দাতারমাত্মানমপ্যধো নয়েৎ ॥২২৪
হেম-ভূমি-তিলান্ গাশ্চ অবিদ্বানাদদাতি যঃ।
ভস্মীভবতি সোঽহ্নায় দাতুঃ স্যান্নিষ্ফলঞ্চ তৎ ॥২২৫
তস্মাদবিদ্বান্নাদদ্যাদল্পশোঽপি প্রতিগ্রহম্।
বিষতত্ত্বাপরিজ্ঞানী বিষেণাল্পেন নশ্যতি ॥২২৬
সর্বং গবাদিকং দানং পাত্রে দাতব্যমর্চিতম্।
বিদ্বদ্ভির্ন ত্বপাত্রে তু গতিমিচ্ছদ্ভিরাত্মনঃ ॥২২৭
হস্তি কৃষ্ণাজিনাদ্যাস্তু গর্হিতা যে প্রতিগ্রহাঃ।
সদ্ বিপ্রাস্তান্ন গৃহ্ণীয়ুর্গৃহ্ণানাস্তু পতন্তি তে ॥২২৮
কৃষ্ণাজিনপ্রতিগ্রাহী হয়ানাং শুক্রবিক্রয়ী।
নবশ্রাদ্ধস্য যো ভোক্তা ন ভূয়ঃ পুরুষো ভবেৎ ॥২২৯
যো গৃহ্ণাতি কুরুক্ষেত্রে গ্রামং গাং দ্বিমুখীং গজম্।
নবশ্রাদ্ধান্নভুগ্ যশ্চ বর্জ্যা নির্মাল্যবদ্ দ্বিজাঃ ॥২৩০
এতে যান্ত্যন্ধতামিস্রং যাবন্ মনুসহস্রকম্ ॥২৩১
বিষ্ণোশ্চ বহ্নেশ্চ রবেশ্চ জাতা
পৃথ্বী চ রাজ্ঞশ্চ মুনীশ গৌশ্চ।
কালে সুপাত্রে বিধিনা প্রদত্তা
প্রাপ্নোতি লোকত্রয়মেতদুক্তম্ ॥২৩২

হইলে, মূর্খ গ্রহীতাও দাতার সহিত নরকে নিমজ্জিত হয়।২১৯

ভস্মে হোম করিলে যেরূপ ফল হয় না, মূর্খকে দান করিলেও সেরূপ ফল হয় না, কেননা শাস্ত্রে উক্ত আছে যে, প্রজ্বলিত অগ্নিতে হোম করিবে, ভস্মে হোম করিবে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি প্রজ্বলিত অগ্নিস্বরূপ এবং মূর্খ ভস্মস্বরূপ। এইহেতু মূর্খকে দান করিবে না।২২০

শূদ্র যে প্রকার দানগ্রহণের উপযুক্ত পাত্র নহে, মূর্খও সেই প্রকার। শূদ্র হোমাযোগ্য ভস্মতুল্য। শূদ্রের সহিত বাস ও মূর্খকে দান বর্জন করিবে।২২১

যে গ্রহীতা সে যদি বিদ্বান্ না হয়, তবে সেই দাতা গ্রাহকের ন্যায় নিজকে বৈতরণী নদী ত্রাণ করায় না। সে ব্যক্তি মূর্খ হইয়াও শাস্ত্রবিহিত আচার পালন করে এবং সর্বদা দ্বিজোচিত ষট্কর্মে রত থাকে, সে স্বর্গে গমন করে, অধিকন্তু শ্রেষ্ঠদিগের পীড়াদায়ক হয় না।২২২-২৩

যাহার বিদ্যা নাই এবং তপস্যাও নাই, সে যদি কোনও দাতার নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করে, তাহা হইলে সে দাতাকে অধঃপতিত করিয়া নিজেও অধোগামী হয়।২২৪

যে অবিদ্বান্ ব্যক্তি স্বর্ণ, ভূমি, তিল ও গো-দান গ্রহণ করে, সে দ্রুত ভস্মীভূত হয় এবং দাতার সে দান সম্পূর্ণরূপে নিষ্ফল হয়।২২৫

সেইহেতু অবিদ্বান্ ব্যক্তি অল্পপরিমাণ প্রতিগ্রহও করিবে না, করিলে তাহার অধঃপতন সুনিশ্চিত। যেমন বিষক্রিয়া-সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সে যেরূপ অল্পবিষ দ্বারা বিনষ্ট হয়, সেইরূপ অবিদ্বান্ ব্যক্তি অল্প প্রতিগ্রহ করিলেও বিনষ্ট হইবে। মুক্তিকামী বিদ্বান্‌গণ গো আদি সমস্ত দানীয় দ্রব্য অর্চনা করিয়া যোগ্যপাত্রে দান করিবেন, কখনও অপাত্রে দান করিবেন না।২২৬-২৭

হস্তী ও কৃষ্ণসার-মৃগ প্রভৃতি যে সকল গর্হিত প্রতিগ্রহ-দ্রব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, সদ্‌বিপ্রগণ তাহা গ্রহণ করিবেন না; যদি গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহারা অধঃপতিত হইবেন।২২৮

কৃষ্ণসার-মৃগ-প্রতিগ্রাহী, অশ্বসমূহের শুক্র-বিক্রেতা এবং নবশ্রাদ্ধের ভোক্তা পুনরায় আর মনুষ্যদেহ প্রাপ্ত হয় না।২২৯

যে সকল ব্যক্তি কুরুক্ষেত্রে গ্রাম, গর্ভবতী গো ও হস্তী গ্রহণ করে এবং নবশ্রাদ্ধের অন্ন ভোজন করে, সেই সকল ব্যক্তিকে দ্বিজগণ নির্মাল্যের ন্যায় বর্জন করিবে।২৩০

বেদবিদ্বান্ সদাচারঃ সদা বসতি সন্নিধৌ।
ভোজনে চৈব দানে চ বর্জনীয়ো ন সত্তমৈঃ ॥২৩৩
অত্যাসন্নানধীয়ানান্ ব্রাহ্মণান্ যো ব্যতিক্রমেৎ।
ভোজনে চৈব দানে চ হিনস্ত্যাসপ্তমং কুলম্ ॥২৩৪
অনৃচোঽপি নিরাচারাঃ প্রতিবাসনিবাসিনঃ।
অন্যত্র হব্য-কব্যাভ্যাং ভোজ্যাঃ স্যুরুৎসবাদিষু ॥২৩৫
প্রোক্ত-প্রতিগ্রহাভাবে প্রাপ্তায়াং বৃহদাপদি।
বিপ্রোঽশ্নন্ প্রতিগৃহ্নন্ বা যতস্ততোঽপি
নাধভাক্ ॥২৩৬
গুর্বাদিপোষ্যবর্গার্থং দেবাদ্যর্থঞ্চ সর্বতঃ।
প্রত্যাদদ্যাদ্ দ্বিজাগ্রস্তু ভৃত্যর্থমাত্মনোঽপি চ ॥২৩৭
দধি-ক্ষীরাজ্য-মাংসানি গন্ধ-পুষ্পাঽম্বু-মৎস্যকান্।
শয্যাসনাশনং শাকং প্রত্যাখ্যেয়ং ন কর্হিচিৎ ॥২৩৮
অপি দুষ্কৃতকর্মভ্যঃ সমাদদ্যাদযাচিতম্।
পতিতাদিস্তদন্যেভ্যঃ প্রতিগ্রাহ্যমসংশয়ম্ ॥২৩৯
শক্তং প্রতিগ্রহীতুং যো বেদবৃত্তঃ সুসংবৃতম্।
লভ্যমানং ন গৃহ্নাতি স্বর্গস্তস্যাল্পকং ফলম্ ॥২৪০
প্রতিগ্রহমৃণং বাপি যাচিতং যো ন যচ্ছতি।
তৎকোটিগুণগ্রস্তোঽসৌ মৃতো দাসত্বমৃচ্ছতি ॥২৪১
দাতা চ ন স্মরেদ্দানং প্রতিগ্রাহী ন যাচতে।
উভৌ তৌ নরকং যাতৌ দাতা চাপি প্রতিগ্রহী ॥২৪২
অপাত্রস্য হি যদ্দত্তং দানং স্বল্পমপি দ্বিজাঃ।
গ্রহীতা তৎক্ষণাদ্ যাতি ভস্মত্বং চাপ্যবারিতঃ ॥২৪৩

সহস্র মনু (কালের পরিমাণ) যাবৎ এই সকল গ্রহীতৃগণ ও ভোক্তৃগণ অন্ধতামিস্রনামক নরকভোগ করে। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বিষ্ণু, বহ্নি ও রবি হইতে উৎপন্ন পৃথ্বী ও রাজার গো যথাকালে যোগ্যপাত্রে বিধি অনুসারে প্রদত্ত হইলে দাতা ত্রিলোক প্রাপ্ত হন,—ইহা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।২৩১-২৩২

যদি বেদবিদ্যায় বিদ্বান্ ও সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তি সর্বদা নিকটে বাস করেন, তাহা হইলে সজ্জনগণ দান ও ভোজনকালে তাঁহাকে বর্জন করিবেন না।২৩৩

বেদাধ্যয়নরত অতিসন্নিহিত ব্রাহ্মণগণকে যিনি ভোজন ও দানকালে ব্যতিক্রম করেন অর্থাৎ নিয়মিত ক্রমের অন্যথা করেন, তিনি স্বীয় সপ্তমকুল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করেন।২৩৪

যাহারা বেদ অধ্যয়ন করে নাই এবং আচারহীন, তাহারা যদি প্রতিবেশী হয়, তাহা হইলে উৎসবাদি ব্যাপারে তাহাদিগকে ভিন্নস্থানে হব্য-কব্যাদি দ্বারা ভোজন করাইবে।২৩৫

কথিত দানগ্রহণের জন্য প্রতিগ্রাহীর অভাব হইলে এবং মহাবিপৎকাল উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণ সেই দান গ্রহণ ও অন্নাদি ভোজন করিয়া অধোভাগী হইবেন না। গুরু আদি পোষ্যবর্গ, দেবতা প্রভৃতি এবং নিজের ভরণপোষণের জন্য দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সকলের নিকট হইতে প্রতিগ্রহ করিবেন।২৩৬-৩৭

দধি, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস, গন্ধ, পুষ্প, জল, মৎস্য, শয্যা, আসন, ভোজ্য ও শাক কখনও প্রত্যাখ্যান করিবে না।২৩৮

দুষ্কার্য্যকারিগণের নিকট হইতে অযাচিতভাবে প্রতিগ্রহ করিয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠও পতিত ইত্যাদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। এতদ্ভিন্ন ব্যক্তিগণের নিকট হইতে নিঃসংশয়ে প্রতিগ্রহ করিবে।২৩৯

বেদবিদ্যা-পারঙ্গত যে ব্যক্তি প্রতিগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াও লভ্যমান উৎকৃষ্টগুণাবৃত বস্তু গ্রহণ করে না, স্বর্গ তাহাকে অল্পমাত্র ফল প্রদান করে।২৪০

ঋণগ্রহণ করিয়া যে ব্যক্তি উত্তমর্ণ কর্তৃক যাচিত হইয়াও উত্তমর্ণের প্রাপ্য প্রত্যর্পণ করে না, সে গৃহীত ঋণের কোটিগুণ ঋণগ্রস্ত হইয়া দেহাবসানে দাসত্ব প্রাপ্ত হয়।২৪১

দাতা দান করিয়া দানের কথা স্মরণ করিবে না; প্রতিগ্রহীতা দানলাভের জন্য যাচ্ঞা করিবে না। যদি উভয়ে যথাক্রমে স্মরণ ও দানলাভের প্রার্থনা করে, তাহা হইলে দাতা ও প্রতিগ্রাহী উভয়েই নরকগামী হয়।২৪২

শাস্ত্র যাহাকে দানের যোগ্যপাত্র বলিয়া নিশ্চয় করেন নাই—এইরূপ ব্যক্তির নিকট হইতে অল্পমাত্রও

বদন্তি কবয়ঃ কেচিদ্দান-প্রতিগ্রহৌ প্রতি।
প্রত্যক্ষলিঙ্গমেবেহ দাতৃ-যাচকয়োরতঃ ॥২৪৪
দাতৃহস্তো ভবেদূর্ধ্বং গ্রহীতুশ্চ ভবেদধঃ।
দাতৃ-যাচকয়োর্ভেদো হস্তাভ্যামেব সূচিতঃ ॥২৪৫
সূন্যাদীনাং চতুর্ণাঞ্চ যথা নিন্দিতভূপতেঃ
ন বিদ্বান্ প্রতিগৃহ্ণীয়াৎ প্রতিগৃহ্নন্ ব্রজত্যধঃ ॥২৪৬
দুষ্টা দশগুণং পূর্বাৎ সূনী চক্র্যথ মদ্যকৃৎ।
বেশ্যা নিষিদ্ধনৃপতিঃ প্রতিগ্রহে পরঃ ক্রমাৎ ॥২৪৭
পরপাকং বৃথা মাংসং দেবানামপি দূষিতম্।
অনুপাকৃতমাংসঞ্চ নাদ্যঞ্চ লশুনাদিকম্ ॥২৪৮
ন ভোক্তব্যমভোজ্যান্নং কন্দ-মূলাদিকঞ্চ যৎ
ন পাতব্যমপেয়ঞ্চ দ্বিজৈরত্যন্তগর্হিতম্ ॥২৪৯

সত্যং যুক্তং সদা ক্রয়াচ্ছনৈর্ধর্মং সমাচরেৎ।
যমান্ সনিয়মান্ কুর্য্যাদ্ গার্হস্থ্যং ব্রতমাচরন্ ॥২৫০
মাতৃঃ পিতৃনুপাধ্যায়ান্ গুরূন্ বিপ্রান্ সদার্হর্চয়েৎ।
এতান্ শ্রেষ্ঠাংস্তথা চান্যান্নিত্যং বিপ্রাভিবন্দনম্ ॥২৫১
দমং সেবেত সততং দানং দদ্যাচ্চ সর্বদা।
দয়াঞ্চ সর্বদা কুর্য্যাৎ তদ্বিনা নরকাশ্রয়ঃ ॥২৫২
দাম্যন্ স সর্বদাত্মানং মনোদাম্যং সদা দ্বিজৈঃ।
দয়স্বমিতি চৈবৈষাং শ্রুতির্বাজসনেয়িকী ॥২৫৩
ত্রিধা কারকং কুর্য্যাৎ স্তনয়িত্নুর্ধ্বনিং দিবি।
দদেদ্ বৈতি দমং দানং দয়ামিতি চ শিক্ষয়েৎ ॥২৫৪
রসা রসৈঃ সমা গ্রাহ্যা দেয়া অপি চ নান্যথা।
ন রসৈর্লবণং গ্রাহ্যং সমতো হীনতোঽপি বা ॥২৫৫

দান গ্রহণ করিয়া দ্বিজ অবাধে তৎক্ষণাৎ ভস্মত্ব প্রাপ্ত হয়।২৪৩

এইহেতু বিজ্ঞগণ দান ও প্রতিগ্রহের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ইহাই প্রত্যক্ষ চিহ্ন যে, দাতার হস্ত ঊর্দ্ধে থাকে এবং গ্রহীতার হস্ত নিম্নে থাকে ; দাতা ও গ্রহীতার হস্ত-দ্বয়ের যথাক্রমে ঊর্দ্ধে ও নিম্নে স্থাপন দ্বারাই দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে ভেদ সূচিত হইতেছে।২৪৫

বিদ্বান্ ব্যক্তি নিন্দিত-ভূপতি হইতে দানগ্রহণ করিবে না ; যদি এই বিধি লঙ্ঘন করিয়া দানগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই বিদ্বান্ ব্যক্তি অধোগামী হয়। নিন্দিত ভূপতিসম্বন্ধে শাস্ত্রে যেরূপ নিষেধ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ সূনী আদি নিম্নোক্ত চারব্যক্তি হইতেও দান গ্রহণ করিবে না—ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।২৪৬

পূর্বোক্ত নিন্দিত দাতৃগণ অপেক্ষা সূনী, মদ্যপ্রস্তুত-কারী, চক্রী ও বেশ্যা এই চারজন এবং নিন্দিত নৃপতি প্রতিগ্রহ-কার্য্যে ক্রমান্বয়ে পর পর দশগুণ দোষপ্রাপ্ত। পরকৃত পক্বান্ন, বৃথা মাংস (যাহা দেবতোদ্দেশ্যে নিবেদিত হয় নাই), দেবতাদিগের নিকটেও দূষিত অনুপাকৃত মাংস (যে পশুকে সংস্কারপূর্বক বধ করা হয় নাই—তাদৃশ পশুমাংস) এবং রশুন প্রভৃতি ভোজন করিবে না।২৪৭-৪৮

দ্বিজগণ অভোজ্য অন্ন এবং কন্দমূল হইতে উৎপন্ন ফলাদি ভোজন করিবে না, এবং অত্যন্ত গর্হিত অপেয় বস্তু পান করিবে না।২৪৯

সর্বদা সত্য ও যুক্তিযুক্ত কথা বলিবে এবং ধীরে ধীরে ধর্মাচরণ করিবে। গার্হস্থ্যব্রত আচরণ করিয়া যম, নিয়ম প্রভৃতি অভ্যাস করিবে।২৫০

মাতা, পিতা, উপাধ্যায়, গুরু, বিপ্র প্রভৃতিকে ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণকে সর্বদা বন্দনা করিবে এবং বিপ্রগণকে নিত্য অভিবন্দন করিবে।২৫১

সর্বদা দমগুণের সেবা করিবে অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-সমূহকে দমন করিবে এবং সর্বদা দান করিবে ; সর্বদা জীবমাত্রে দয়াও করিবে। ইহার অন্যথা করিলে নরকবাস হইবে।২৫২

দ্বিজ সর্বদা আত্মা ও মনকে দমন করিয়া পূর্বোক্ত গুরুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের নিকট 'আপনি আমাকে দয়া করুন' এইরূপ প্রার্থনা করিবে, ইহা বাজসনেয়িকী শ্রুতিতে উক্ত আছে। (যজুর্বেদের অংশবিশেষের নাম বাজসনেয়ী)।২৫৩

মেঘ যেরূপ আকাশে তিনপ্রকার ধ্বনি করে,

তিলা অপি সমা দেয়া ধান্যৈরন্যৈর্দ্বিজাতিভিঃ।
প্রপীড্যা নৈব যন্ত্রেষু ক্রয়ুরেতন্মনীষিণঃ॥২৫৬
তিলবৎ সর্ববস্তূনি সস্নেহানি দ্বিজাতিভিঃ।
অপ্রপীড্যানি যন্ত্রেষু ক্রয়ুরেতন্মনীষিণঃ॥২৫৭
বিক্রয়ব্যপদেশেন দুগ্ধ-দধ্যাদিসর্পিষাম্।
শুশ্রূষ্যান্ন তিরস্কুর্য্যাদুপাস্যান্নাবধীরয়েৎ॥২৫৮
লোভাৎ কুর্য্যাদ্ দ্বিজন্মা যঃ স তু শূদ্রসমস্ত্র্যহাৎ
ন নিন্দ্যাচ্চ সমভ্যর্চ্যান্ন বিক্রীণীত গর্হিতান্॥২৫৯
অদেয়ানি ন বৈ দদ্যাদত্যাজ্যানি ন বৈ ত্যজেৎ।
অভাষ্যান্নৈব ভাষেচ্চ হীনাঙ্গাদ্যাংশ্চ ন ক্ষিপেৎ॥২৬০
ন সংবদেচ্চ পিত্রাদ্যৈঃ পতিতাদ্যৈর্ন সংবিশেৎ।
ন মতিং নীচবর্ণায় দদ্যাদুচ্ছিষ্টমেব চ॥২৬১

মতিং শূদ্রস্য যো দদ্যাদ্ যশ্চৈনং পর্য্যুপাসতে।
ন কিঞ্চিত্তস্য চাখ্যেয়ং ব্রতাদি-নিয়মাদিকম্॥২৬২
আচক্ষাণস্তু তদ্ধর্মং নরকাগ্নৌ প্রপচ্যতে।
নাদ্যাদন্নং নিষিদ্ধস্থং স্বপ্যাদ্ বা নার্দ্ধরাত্রিষু॥২৬৩
বেদবিদ্যাবিতানানি বিক্রীণীত ন কাহচিৎ।
নাপত্যানি রসাদ্যানি ভূর্বৃত্তিং চান্বয়ে সতি॥২৬৪
নাপঃ পিবেৎ স্বপাণিভ্যাং ন চ কণ্ডূতিকৃদ্ভবেৎ।
বিদিক্-প্রত্যগ্ উদগ্রস্তু শয়ীতাহ্নি ন সন্ধ্যয়োঃ॥২৬৫
পাদুকাদি চ পালাশং ন বৃক্ষাদিনিকৃন্তনম্।
নোৎসৃজ্যং ষ্ঠীবনাদ্যঞ্চ কদাচিদ্ বৈ গবাদিষু॥২৬৬
পদ্ভ্যাং স্পৃশ্যং গবাদ্যং নো নোচ্ছিষ্টং ন চ তদ্গতিঃ।
ন লঙ্ঘ্যং বৎস-তন্ত্র্যাদি বায়্বগ্ন্যোর্নান্তরা গতিঃ॥২৬৭

(মেঘ ধ্বনিদ্বারা দম, দান ও দয়ারূপ ত্রিবিধগুণের সূচনা করে) সেইরূপ দম, দান ও দয়া এই তিনটিও শিক্ষা করিবে।২৫৪

রসের পরিবর্ত্তে সমপরিমাণ রস গ্রহণ ও প্রদান করিবে। ইহার অন্যথা করিবে না। কিন্তু কখনও রসের পরিবর্ত্তে লবণ গ্রহণ করিবে না, তাহা উৎকৃষ্টই হউক আর নিকৃষ্টই হউক।২৫৫

দ্বিজাতিগণ অন্য ধান্যের সহিত সমপরিমাণ তিলও প্রদান করিবে। সেইগুলি যন্ত্রদ্বারা প্রপীড়িত করিয়া দিবে না—মনীষিগণ ইহাই বলিয়াছেন।২৫৬

মনীষিগণ ইহাও বলিয়াছেন যে, দ্বিজাতিগণ তিলের ন্যায় সকল স্নেহযুক্ত পদার্থ প্রপীড়িত অর্থাৎ চূর্ণীকৃত না করিয়াই যত্নপূর্ব্বক প্রদান করিবে।২৫৭

দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতির বিক্রয়চ্ছলে সমাগত ব্যক্তির কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক শ্রবণ করিবে, তাহাকে কখনও তিরস্কার করিবে না। উপকার প্রত্যাশায় তাহার অনুবর্ত্তন করিবে, কোনও প্রকারেই অবজ্ঞা করিবে না।২৫৮

কোনও দ্বিজ যদি লোভবশতঃ তিনদিন দুগ্ধ, দধি, ঘৃত প্রভৃতি বিক্রয় করে, তাহা হইলে সে শূদ্রতুল্য হয়, সুতরাং ব্রাহ্মণ দুগ্ধাদি বিক্রয় করিবে না। দুগ্ধাদি বিক্রয়রত গর্হিত জনগণকে নিন্দাও করিবে না, সমাদরও করিবে না।২৫৯

যে দ্রব্য দানযোগ্য নহে—তাহা দান করিবে না, যাহা পরিত্যাজ্য নহে—তাহা পরিত্যাগ করিবে না, যাহা বক্তব্য নহে—তাহা বলিবে না, এবং হীনাঙ্গদিগকে পরিত্যাগ করিবে না।২৬০

পিত্রাদি গুরুস্থানীয়গণের সহিত অবিনীতভাবে কথা বলিবে না। পতিত প্রভৃতির সহিত একাসনে উপবেশন করিবে না। নীচবর্ণ ব্যক্তিগণকে জ্ঞানদান করিবে না এবং উচ্ছিষ্টদ্রব্য প্রদান করিবে না।২৬১

যে ব্যক্তি শূদ্রের আচরণে আত্মবুদ্ধি নিবেশিত করে এবং শূদ্রের প্রতি সেবা-পরায়ণ হয়, সেই ব্যক্তি-সম্বন্ধে ব্রত-নিয়মাদি কিছুই বক্তব্য নাই। যিনি এইরূপ ব্যক্তিকে ধর্ম্মোপদেশ করেন, তিনি নরকাগ্নিতে দগ্ধীভূত হন। নিষিদ্ধ স্থানের অন্ন ভোজন করিবে না, অর্দ্ধরাত্রে নিদ্রাগত হইবে না, বেদবিদ্যাবিস্তারক গ্রন্থাদি কখনও বিক্রয় করিবে না। সন্তান থাকিলে সন্তান, রসাদ্য দ্রব্য এবং জীবিকানির্বাহের ভূমি বিক্রয় করিবে না।২৬২-৬৪

হস্তদ্বয় দ্বারা অর্থাৎ অঞ্জলি করিয়া জলপান করিবে না, সর্বদা কণ্ডূয়ন-পরায়ণ হইবে না। ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈঋতকোণের দিকে এবং পশ্চিম ও উত্তরদিকে মস্তক রাখিয়া দিবসে প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় শয়ন করিবে না।২৬৫

ন দ্বয়োর্বিপ্রয়োর্নাগ্ন্যোঃ সৌরভেয্যোঃ পতি-স্ত্রিয়োঃ।
বিপ্রাগ্ন্যোর্বিপ্রপিণ্ডানাং নোগ্রোক্ষোর্বিষ্ণু-
তার্ক্ষ্যয়োঃ ॥২৬৮
সৌরভেয্যোর্জলাগ্ন্যোশ্চ মাহেয়ী-জলয়োরপি।
ভানু-ব্যোমাদিকানাং(?) তু ন কুর্য্যাদন্তরা গতিম্॥২৬৯
ভোজনাদিষু নাসক্তাং পশ্যেন্ন বিগতাংশুকাম্।
ন গচ্ছেৎ স্ত্রীং রজোযুক্তাং ন চাশ্নীয়াত্তয়া সহ।
ন গচ্ছেৎ স্ত্রীং রোগযুক্তাং প্রস্বপ্যান্ন তয়া সহ ॥২৭০
উত্তরীয়ং বিনা নৈব ন নগ্নোঽধঃ শয়ীত চ।
ন গেহে চৈব মার্গাদৌ ন নিষিদ্ধককুব্‌মুখঃ ॥২৭১
নোপগঙ্গং সুরার্চাদি ন চ বিষ্ঠাগৃহান্তিকে।
অতিকালাতিযানে চ শুভমিচ্ছন্‌ বিবর্জয়েৎ ॥২৭২
জ্যেষ্ঠেন্দ্রচাপ-ভদ্রাখ্যা মূলনাম্না ন নির্দিশেৎ।
(ইন্দ্রচাপং ধয়ন্তী গৌর্ন খ্যাতব্যে পরস্য তে) ॥২৭৩
বর্জয়েদ্ধাবনং চৈব পাদয়োঃ কাংস্যভাজনে।
পৈশুন্যং মর্ম্মভেদঞ্চ ন বদেন্‌ ম্লেচ্ছভাষিতম্ ॥২৭৪
প্রাকৃতঞ্চ কুশাস্ত্রাণি পাষণ্ডং হৈতুকানি চ।
ন শ্রোতব্যানি বিপ্রেণ যাতনাকারণানি চ ॥২৭৫
ন করং মস্তকে দদ্যান্মস্তকং ন করে তথা।
ন জানুনোঃ শিরো ধার্য্যং নাঽপ্রাবৃতশিরা ভ্রমেৎ॥২৭৬
বৈণাশ্চ বদ্ধাশ্চ কদর্য্যচোরাঃ
ক্লীবাভিশস্তা গণিকা তু যা চ।
যো বৃদ্ধজীবী গণদীক্ষকা যে
তেষাং ন ভোজ্যং হ্যশনং দ্বিজাতৈঃ ॥২৭৭

পলাশকাষ্ঠনির্ম্মিত পাদুকা ব্যবহার ও বৃক্ষাদি ছেদন করিবে না। থুথু প্রভৃতি কখনও গো আদি পশুদেহে নিঃক্ষেপ করিবে না।২৬৬

গবাদি পশু ও উচ্ছিষ্ট পদ দ্বারা স্পর্শ করিবে না, উচ্ছিষ্ট-স্থান দিয়া গমন করিবে না। বৎস ও তন্ত্রী ( বন্ধন-রজ্জু ) প্রভৃতি লঙ্ঘন করিবে না, বায়ু ও অগ্নি-কোণের মধ্যদিয়া গমন করিবে না।২৬৭

বিপ্রদ্বয়, অগ্নিদ্বয়, গাভীদ্বয়, স্বামী-স্ত্রী, বিপ্র ও অগ্নি, বিপ্রপিণ্ডসমূহ, ভয়ঙ্কর বৃষদ্বয়, বিষ্ণু ও গরুড়, সৌরভেয়ীদ্বয়, জল ও অগ্নি, গাভী ও জল, সূর্য্য ও ব্যোমাদির মধ্যদিয়া গমন করিবে না।২৬৯

ভোজনাদি ব্যাপারে আসক্তা এবং বিবসনা স্ত্রীকে দর্শন করিবে না। রজোযুক্তা স্ত্রীতে উপগত হইবে না এবং তাহার সহিত ভোজন করিবে না ; রোগগ্রস্তা স্ত্রীতে উপগত হইবে না এবং তাহার সহিত শয়ন করিবে না।২৭০

উত্তরীয় ভিন্ন নগ্নভাবে কখনও অধঃশায়ী হইবে না, গৃহে কিংবা পথ প্রভৃতিতে চলিবার সময়ে নিষিদ্ধ দিগভিমুখে চলিবে না, গঙ্গার সমীপে অন্য দেবতার অর্চনা করিবে না ও গৃহ-সন্নিকটে মলত্যাগ করিবে না। শুভেচ্ছু ব্যক্তি কাল ও যান-অতিক্রম বর্জন করিবে।২৭১-৭২

জেষ্ঠের নাম ধরিয়া ডাকিবে না, কোন অঙ্গ বক্র দেখিয়া 'ইন্দ্রধনু' ইত্যাদি বলিয়া উপহাস করিবে না, হঠাৎ কোন গর্হিত কর্মের জন্য কাহাকেও উনি 'ভদ্র' লোক কাজেই কোন দোষ হইবে না—ইত্যাদি স্থলে 'ভদ্র' প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিবে না এবং পুত্রাদি ব্যতীত কাহাকেও তাহার প্রকৃত নাম ধরিয়া ডাকিবে না।২৭৩

কাংস্যপাত্রে পদযুগল প্রক্ষালন ও খলতা বর্জন করিবে। মর্ম-বিদারক ও ম্লেচ্ছ-কথিত ভাষা বলিবে না।২৭৪

নীচ, ধর্মবিরোধী, যুক্তি-প্রদর্শিত অশাস্ত্রীয় এবং ব্যথাদায়ক কথা বিপ্র শ্রবণ করিবে না।২৭৫

মস্তকে হস্তস্থাপন, হস্তে মস্তকস্থাপন ও জানুদ্বয়ে শিরঃস্থাপন করিবে না। বিশেষতঃ অনাবৃত মস্তকে ভ্রমণ করিবে না।২৭৬

বর্ণসঙ্কর, ( রাজদ্বারে ) অবরুদ্ধ, কৃপণ, চোর, ক্লীব, অভিশাপগ্রস্ত, বেশ্যা, সুদখোর ও সর্ববর্ণদীক্ষাদানকারিদিগের অন্ন দ্বিজগণ ভোজন করিবে না।২৭৭

ক্রূরাতুরা বৃদ্ধ-চিকিৎসকাশ্চ
যা পুংশ্চলী যৌ চ বিরোধি-শত্রু।
ব্রাত্যোগ্রমত্তা অবলাজিতাশ্চ
অগ্রাহ্যমেষামশনং দ্বিজস্য ॥২৭৮
যে দাম্ভিকা যে চ সুবর্ণকারা
উচ্ছিষ্টভোজী পতিতশ্চ যশ্চ
যে পুত্রভার্য্যা বহুযাজকা যে
বিপ্রেণ চৈষাং ন হি ভোজ্যমন্নম্ ॥২৭৯
যে সোম-শস্ত্রাস্ত্র-কৃতাম্বু-তক্র-
ক্ষীরাজ্য-মাংসং লবণাজিনানি।
ক্ষৌমাণি লাক্ষা চ তিলান্ ফলানি
বিক্রেয়ুরেষামশনং ন ভোগ্যম্ ॥২৮০
জীবন্তি বৃত্ত্যা রসদানপানাং
কর্মারকা যেহপি চ তন্তুবায়াঃ।
রাজা নৃশংসো রজকঃ কৃতঘ্নো-
ভোজ্যাশনা নৈব বিহিংসকাশ্চ ॥২৮১

যে চৈলধাবাশ্চ সুরাকৃতো যে
পৈশুন্যবাচো হ্যনৃতংবদাশ্চ।
যে বন্দিনো যেহপি চ চাক্রিকাশ্চ
বিপ্রস্য চৈতেহপি ন ভোজ্যশস্যাঃ ॥২৮২
মধ্বাসব-মধূচ্ছিষ্ট-দধি-ক্ষীর-রসৌদনান্।
মনুষ্যোপল-ধূপাংশ্চ কুশ-মৃৎ-পুষ্প-বীরুধঃ ॥২৮৩
কৌশেয়-কেশ-কুতপান্নীরং বিষরসাংস্তথা।
শাকৈকশফ-পিণ্যাকগন্ধানৌষধিমূলকাঃ ॥২৮৪
বিক্রীণন্তি য এতানি বস্তূনি মনুজাধমাঃ।
তেষামন্নং ন ভোক্তব্যং তথোপপতিবেশ্মনঃ ॥২৮৫
যোহপচস্য কদর্য্যস্য ভুঞ্জীতান্নং দ্বিজাধমঃ।
তৎক্ষণাচ্ছূদ্রবৎ স স্যান্মৃতো বিট্শূকরো ভবেৎ ॥২৮৬
যোহন্নং বার্ধুষিকস্যাদ্যাদজাপালাদিকস্য চ।
অন্যস্যাপি নিষিদ্ধস্য সোহনন্তং নরকং ব্রজেৎ ॥২৮৭

ক্রূর, আতুর, বৃদ্ধ, চিকিৎসক, পরপুরুষগামিনী নারী, বিরুদ্ধাচারী, শত্রু, ব্রাত্য (যথাকালে অনুপনীত), উগ্র, মত্ত ও অবলাজিতদিগের অন্ন দ্বিজের পক্ষে গ্রাহ্য নহে।২৭৮

দাম্ভিক, স্বর্ণকার, উচ্ছিষ্টভোজী, পতিত, পুত্রভার্য্যাগামী ও বহুযাজকদিগের অন্ন বিপ্র ভোজন করিবে না।২৭৯

যাহারা সোম (কর্পূর), শস্ত্র, অস্ত্র, স্বকৃত জলাশয়ের জল, তক্র, ক্ষীর, ঘৃত, মাংস, লবণ, চর্ম, ক্ষৌম, লাক্ষা, তিল ও ফল বিক্রয় করে, বিপ্র তাহাদের অন্ন ভোজন করিবে না।২৮০

যাহারা মদ্যাদি রসের দান ও পানবৃত্তি দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে এবং যাহারা কর্মকার ও তন্তুবায়ের বৃত্তি অবলম্বনে জীবনধারণ করে—তাহাদের অন্ন এবং নৃশংস ব্যক্তি, রাজা, রজক ও কৃতঘ্নদিগের অন্ন অহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তিগণ গ্রহণ করিবে না।২৮১

বস্ত্রধৌতকারী (ধোবা), সুরাপ্রস্তুতকারী, পৈশুন্যবাদী (কর্কশভাষী), মিথ্যাবাদী, বন্দনাকারী এবং চাক্রিক অর্থাৎ সঙ্ঘবদ্ধভাবে চক্রাকারে বন্দনাকারিদিগের (এইস্থলে 'চাক্রিক' শব্দে জাতিবিশেষকেও বুঝায়।) শস্য বিপ্রের ভোজ্য নহে। মধু, আসব, সোম, দধি, ক্ষীর, মদ্য, অন্ন, মনুষ্য, প্রস্তর, ধূপ, কুশ, মৃত্তিকা, পুষ্প, লতা, কৌশেয়, কেশ, ছাগলোমনির্ম্মিত কম্বল, জল, বিষাক্ত রস, শাক, অবিভক্তখুর পশু (অশ্বাদি), পিণ্যাক, গন্ধদ্রব্য, ওষধি ও মূল (আদা ইত্যাদি) প্রভৃতি দ্রব্য যে সমস্ত নরাধম বিক্রয় করে, ব্রাহ্মণ তাহাদের এবং উপপতির গৃহের অন্ন ভোজন করিবে না।২৮২-৮৫

যাহার পক্বান্ন গ্রাহ্য নহে—এইরূপ ব্যক্তির পক্বান্ন ও কৃপণ ব্যক্তির অন্ন যে দ্বিজাধম ভোজন করে, সে তৎক্ষণাৎ শূদ্রতুল্য হয় এবং মৃত্যুর পরে শূকর-বিষ্ঠায় পরিণত হয়।২৮৬

বার্দ্ধুষিক (সুদখোর), অজা (ছাগ)পালকাদি এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ ব্যক্তির অন্ন যে ভোজন করে, সে অনন্তকাল ধরিয়া নরকভোগ করে।২৮৭

পাণিগৃহীতভার্য্যায়াং সত্যাং যস্তু নরাধমঃ।
শূদ্রীহস্তেন ভুঞ্জীত পতিতঃ স সদৈব তু ॥২৮৮
ত্যক্তা যেনোঢ়ভার্য্যা তু ত্যক্তঃ স পিতৃদৈবতৈঃ।
ত্যক্তো দেবৈঃ স পাপীয়ান্ শূদ্রাদপ্যধমঃ স্মৃতঃ ॥২৮৯
যঃ শূদ্রীং ভজতে নিত্যং শূদ্রী তু গৃহমেধিনী।
বর্জিতঃ পিতৃদেবৈস্তু রৌরবং যাত্যসৌ দ্বিজঃ ॥২৯০
যঃ শূদ্র্যাঞ্চ স্বয়ং জাতো হ্যন্যস্যাং সোঽপি বৈ পুনঃ।
অন্যস্যাঞ্চ পুনঃ সোঽপি কিমস্য প্রেত্যচিন্তনম্ ॥২৯১
সর্বাদ্ ভুঞ্জীত নরকান্ বিংশতিং ত্বেকবর্জিতাম্।
রৌরবাদীন্ ক্রমেণৈব পাপিষ্ঠো যাবদম্বরম্ ॥২৯২
হেমন্ত-শিশিরর্ত্বোশ্চ প্রোষ্ঠপদ্যাঃ পরস্য চ।
পঞ্চস্বপরপক্ষেষু কার্য্যাঃ সাগ্নিভিরষ্টকাঃ ॥২৯৩
হেমন্তে শিশিরে চৈকা একৈকাথ তথা পরা।
প্রোষ্টপদ্যাং দ্বিজাস্তিস্রো হ্যষ্টকা ইতি কেচন ॥২৯৪

বিবাহিতা ভার্য্যা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যে নরাধম শূদ্রী-পক্ক অন্ন ভোজন করে, সে সর্বদা পতিতরূপে গণ্য হয়।২৮৮

যে ব্যক্তি বিবাহিতা ভার্য্যা বর্জন করে, পিতৃপুরুষগণ ও দেবতাগণ তাহাকে বর্জন করে; সেই পাপিষ্ঠ শূদ্রাপেক্ষাও অধম।২৮৯

যে দ্বিজ নিত্য শূদ্রী-ভজনা করে এবং শূদ্রী যাহার গৃহিণীরূপে অবস্থান করে, সেই দ্বিজ পিতৃদেবগণ কর্তৃক বর্জিত হইয়া রৌরবনামক নরকে গমন করে। ২৯০

যে স্বয়ং শূদ্রীগর্ভে জন্মলাভ করিয়াছে, সে পুনঃ পুনঃ অন্যান্য শূদ্রীগর্ভে পুত্ররূপে জন্মলাভ করিবে—সেবিষয়ে চিন্তা করিবার কি আছে? যে পর্য্যন্ত গগনমণ্ডল বর্ত্তমান আছে, সে পর্য্যন্ত সেই পাপিষ্ঠ ব্যক্তি রৌরবাদি একোনবিংশতি সমস্ত নরক ক্রমশঃ ভোগ করে।২৯১-৯২

হেমন্ত ও শীতঋতুতে, পূর্বভাদ্রপদ এবং উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে, পর এবং অপর পক্ষে এই পাঁচটি দিনে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবে।২৯৩

দর্শশ্চ পৌর্ণমাসশ্চ তথৈবাগ্রয়ণদ্বয়ম্।
চাতুর্মাস্যব্রতান্যেব কার্য্যাণি সাগ্নিকৈর্দ্বিজৈঃ ॥২৯৫
অনূচানকৃতং কুর্য্যুঃ সদৈব ব্রতচারিণঃ।
অনূচানকুলে জাতাঃ সদৈব ব্রতচারিণঃ।
অগ্নিহোত্র রতা নিত্যং মাতাপিত্রাদিপূজকাঃ ॥২৯৬
প্রতিগ্রহনিবৃত্তাশ্চ জপ-হোমপরায়ণাঃ।
বৃত্তবন্তশ্চ যে বিপ্রাঃ স্নাতকাস্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥২৯৭
সংক্রান্তিররর্কবারশ্চ ব্যতীপাতো যুগাদয়ঃ।
শুভর্ক্ষ-দিন-যোগেষু কার্য্যাঃ সাগ্নিভিরষ্টকাঃ ॥২৯৮
ন শূদ্রাদ্ভিক্ষিতেনৈতৎ কর্তব্যং মর্ম সদ্দ্বিজৈঃ।
চণ্ডালত্বমবাপ্নোতি যজ্ঞার্থং শূদ্রযাচকঃ ॥২৯৯
লব্ধং যজ্ঞায় যো বিপ্রো ন দদ্যাদ্ যজ্ঞকর্মণি।
স বায়সোঽথ বা গৃধ্রঃ কাকো বাঽথ প্রজায়তে ॥৩০০
শিলোঞ্ছবৃত্তিবিপ্রঃ স্যাদথবৈকাহিকাশনঃ।

দ্বিজগণ হেমন্ত ও শীতঋতুতে এক একটি করিয়া এবং পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রের পর একটি (মোট) এই তিনটি অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবেন—ইহা কেহ বলেন।২৯৪

সাগ্নিক দ্বিজগণ অমাবস্যা, পৌর্ণমাসী আগ্রয়ণদ্বয় এবং চাতুর্মাস্য ব্রত করিবেন।২৯৫

ব্রতচারিগণ সর্বদা অনূচান (যিনি সাঙ্গ বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহাকে অনূচান বলে)-কৃত কর্ম করিবেন। অনূচানকুলে জাতগণ সর্বদা ব্রতাচরণশীল হইয়া থাকে। যে সকল বিপ্র প্রতিগ্রহ করেন না, নিয়ত জপ ও হোম-পরায়ণ এবং বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠান-তৎপর, তাহারা স্নাতক বলিয়া কীর্ত্তিত হন।২৯৬-৯৭

সংক্রান্তি, রবিবার, ব্যতীপাত-যোগ, যুগাদি, শুভ নক্ষত্র, শুভদিন এবং শুভযোগে সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণ অষ্টকা শ্রাদ্ধ করিবেন।২৯৮

সদ্দ্বিজ শূদ্র হইতে ভিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা অষ্টকা শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কর্ম করিবে না। যজ্ঞার্থে শূদ্র হইতে যাচ্ঞা করিয়া যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞক্রিয়া সম্পন্ন করে, সে শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।২৯৯

ত্র্যাহিকাশনো বা স্যাৎ কুম্ভী কুশূলধান্যকঃ ॥৩০১
পূর্বপূর্বতরঃ শ্রেয়ান্ তেষাং সদ্ভিঃ প্রকীর্তিতঃ।
সোমপঃ স্যাৎ ত্রিবর্ষান্নস্তৎপূর্বকৃৎ সমাশনঃ ॥৩০২
সোমেষ্টিং পশুযজ্ঞঞ্চ কুর্বীত প্রতিবাসরম্।
ইষ্টির্বৈশ্বানরী যা তু কর্ত্ত বৈ্যতদসম্ভবে ॥৩০৩
সত্যামর্থস্য সম্পত্তৌ ন কুর্য্যাদ্ধীনদক্ষিণাম্।
তৎ কৃতঞ্চ ভবেদ্ ব্যর্থং প্রাপ্নুয়াৎ পশুযোনিতাম্।৩০৪
শ্রদ্ধাপূতং প্রদাতব্যং পাত্রে দানং সমর্চিতম্।
যাচিতেঽপি হি দাতব্যং পূতঞ্চ শ্রদ্ধয়া ধনম্ ॥৩০৫
শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণোঽশ্নন্ বৈ মাসং মাসার্ধমেব চ।
তদ্‌যোনাবেব জায়তে সত্যমেতদ্ বিদুর্বুধাঃ ॥৩০৬
আশূদরস্থ-শূদ্রান্নো মৃতঃ শ্বা চোপজায়তে।
দ্বাদশ দশ বাষ্টৌ চ গৃধ্র-শূকর-পুক্কসাঃ ॥৩০৭
উদরস্থিত শূদ্রান্নো হ্যধীয়ানোঽপি নিত্যশঃ
জুহ্বন্ বাপি জপন্ বাপি গতিমূর্ধ্বাং ন বিন্দতি ॥৩০৮
অমৃতং ব্রাহ্মণস্যান্নং ক্ষত্রিয়ান্নং পয়ঃ স্মৃতম্।
বৈশ্যস্য চান্নমেবান্নং শূদ্রান্নং রুধিরং স্মৃতম্ ॥৩০৯
আমং শূদ্রস্য পক্কান্নং পক্কমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে।
তস্মাদামঞ্চ পক্কঞ্চ শূদ্রস্য পরিবর্জয়েৎ।৩১০
তস্মাচ্ছূদ্রং ন ভিক্ষেরন্ যজ্ঞার্থং সদ্‌দ্বিজাতয়ঃ।
শ্মশানমেব চ যচ্ছূদ্রস্তস্মাত্তং পরিবর্জয়েৎ ॥৩১১
কমানামথ বা ভিক্ষাং কুর্য্যাচ্ছেদ্ বৃত্তিকর্শিতঃ।
সচ্ছূদ্রাণাং গৃহে কুর্বন্ন তৎ পাপেন লিপ্যতে ॥৩১২
বিশুদ্ধান্বয়সঞ্জাতো নিবৃত্তো মাংস-মদ্যতঃ।
দ্বিজভক্তির্বণিগ্‌বৃত্তিঃ সচ্ছূদ্রঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥৩১৩

যে ব্রাহ্মণ যজ্ঞার্থে লব্ধ অর্থ যজ্ঞকর্মে প্রদান করে না, সে ব্রাহ্মণ কাক, গৃধ্র অথবা খঞ্জ হইয়া জন্মলাভ করে। ব্রাহ্মণ শিলোঞ্ছ-বৃত্তিসম্পন্ন হইবে বা আহ্নিকাশন অর্থাৎ একদিনের অন্নসঞ্চয়ী হইবে কিংবা ত্র্যাহিকাশন অর্থাৎ তিনদিনের অন্নসঞ্চয়ী হইবে অথবা কুম্ভী অর্থাৎ একটি কুম্ভে (জালা প্রভৃতি) যে পরিমাণ অন্ন ধরিবে, সেই পরিমাণ অন্ন সঞ্চয় করিবে, বা কুশূলধান্যক অর্থাৎ বেড় দিয়া যে ধান্য রাখার স্থান প্রস্তুত করা হয়, (মরাই, ধানের গোলা প্রভৃতি) তাহাতে অন্ন সঞ্চয় করিবে। ইহাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব শ্রেষ্ঠ বলিয়া অর্থাৎ কুশূলধান্যক হইতে কুম্ভী, তাহা হইতে ত্র্যাহিকাশন এইরূপে শ্রেষ্ঠ বলিয়া সন্তগণ বলিয়াছেন। ত্রিবর্ষান্ন অর্থাৎ যাহার তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্নের সংস্থান আছে, সেই ব্যক্তি সোমপায়ী অর্থাৎ সোমযাগ করিবে। সমাশন অর্থাৎ যাহার একবৎসরের অন্নসংস্থান আছে, সেই ব্যক্তি সোমযাগের পূর্ববর্ত্তী ক্রিয়ানুষ্ঠানপরায়ণ হইবে। প্রতিদিন সোমযাগ ও পশুযাগ করিবে, সোমযাগ ও পশুযাগ করা অসম্ভব হইলে বৈশ্বানরযাগ করিবে। ধনসংগ্রহ থাকিলে দক্ষিণা-বিহীন যাগ করিবে না, যদি করা হয়, তাহা হইলে তৎকৃত যাগকর্ম ব্যর্থ হয় এবং সে পশুজন্ম লাভ করে।৩০০-৪

যোগ্যপাত্রে যথাবিধিসমর্চিত ও শ্রদ্ধাপূত দান করিবে। যাচিত হইয়াও শ্রদ্ধাপূর্বক পবিত্র ধন দান করিবে। বুধগণ বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণ এক মাস বা মাসার্ধকাল শূদ্রান্ন ভোজন করিলে দেহান্তে সে শূদ্র-যোনি লাভ করে ইহা নিশ্চিত সত্য।৩০৫-৬

যে ব্রাহ্মণ অতিশীঘ্র শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়াছে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া কুকুররূপে জন্মলাভ করে এবং দ্বাদশ, দশ, ও অষ্টজন্ম (যথাক্রমে) গৃধ্র, শূকর ও পুক্কস (জাতিবিশেষ) হইয়া থাকে। যে ব্রাহ্মণ শূদ্রান্ন উদরস্থ করিয়াছে, সে নিত্য বেদাধ্যয়ন, হোম এবং জপ করিলে উর্দ্ধগতি লাভ করে না। ব্রাহ্মণের অন্ন অমৃততুল্য, ক্ষত্রিয়ের অন্ন দুগ্ধতুল্য, বৈশ্যের অন্ন অন্নতুল্য, আর শূদ্রান্ন রুধিরতুল্য। শূদ্রস্বামিক আমান্ন পক্কান্নতুল্য, পক্কান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত থাকায় শূদ্রস্বামিক আমান্ন ও পক্কান্ন বিশেষরূপে বর্জন করিবে।৩০৭-১০

শূদ্রান্ন বর্জনীয় বলিয়া শাস্ত্রে নির্দেশ থাকায় সদ্‌-দ্বিজগণ যজ্ঞার্থে শূদ্রের নিকট ভিক্ষা করিবে না। শূদ্রকে শ্মশানবৎ মনে করিয়া তাহাকে বিশেষভাবে বর্জন করিবে। জীবন ধারণের আশা ক্ষীণতাপ্রাপ্ত হইলে সৎ-শূদ্রগৃহে তণ্ডুলকণা ভিক্ষা করিবে, তাহাতে শূদ্রান্নগ্রহণ জনিত পাপে লিপ্ত হইবে না। বিশুদ্ধ বংশ-সম্ভূত ভোজননিবৃত্ত দ্বিজভক্তি-পরায়ণ বণিক্, সৎশূদ্র বলিয়া শাস্ত্রে সম্যগ্‌রূপে কীর্তিত হইয়াছে।৩১১-১৩

উদক্যাস্পৃষ্ট-সঙ্ঘৃষ্টং বাঞ্ছিতং বাপ্যুদক্যয়া।
শ্বস্পৃষ্টং শকুনোৎসৃষ্টং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥৩১৪
উচ্ছিষ্টঞ্চ পদা স্পৃষ্টং শুক্লঞ্চ পতিতেক্ষিতম্।
পর্য্যুষিতং চিরস্থঞ্চ কেশ-কীটাদ্যুপাহতম্ ॥৩১৫
পঙ্‌ক্ত্যুচ্ছিষ্টং গবাঘ্রাতং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
নাশ্নীয়াদেতদশনং শমিচ্ছন্তো দ্বিজাতয়ঃ ॥৩১৬
শূদ্রাণামপি ভোজ্যান্নাঃ স্যুঃ সীরি-নাপিতাদয়ঃ।
সস্নেহমশনং ভোজ্যং চিরস্থমপি যদ্ ভবেৎ ॥৩১৭
অনাক্তা অপি ভোজ্যাঃ স্যুঃ সদ্যঃশ্রিতযবাদয়ঃ।
গর্ভিণ্যবৎসসূতিক্যা গবাদের্বর্জয়েৎ পরঃ ॥৩১৮
স্ত্রীণামেকশফোষ্ট্রীণাং তথারণ্যকমাবিকম্।
প্রসূতা ব্রাহ্মণী গৌশ্চ মহিষ্যোজাস্তথৈব চ ॥৩১৯
দশরাত্রেণ শুধ্যন্তি ভূমিশস্যং নবং পয়ঃ।
শাকাদিকঞ্চ বিড্‌জাতং করকাণি চ বর্জয়েৎ ॥৩২০
মাংসং কীটাদিভির্জুষ্টং প্রযত্নেন বিবর্জয়েৎ।
যে বয়ঃ ক্রব্যমশ্নন্তি তথা বিষ্ঠাভুজশ্চ যে ॥৩২১
শুক-টিট্টিভ-দাত্যূহাঃ কপোত-পিক-সারিকাঃ।
গোধাদ্যাংশ্চ পঞ্চনখান্ সিংহাদ্যান্ মৎস্যকাং-
স্তথা ॥৩২২
ধর্মশাস্ত্রোদিতানদ্যাৎ খর্বাকারাংশ্চ বর্জয়েৎ।
ভক্ষ্যং প্রাণাত্যয়ে মাংসং শ্রাদ্ধ-যজ্ঞোৎসবেষ্বপি ॥৩২৩
কৃত্বা চ বিধিবচ্ছ্রাদ্ধং পশ্চাত্তৎ স্বয়মশ্নুতে।
নাদ্যাদবিধিনা মাংসং মৃত্যুকালেঽপি ধর্মবিৎ ॥৩২৪
যদৈবাব্যয়সম্পত্তিস্তদৈবং মন্ত্রয়েদ্ দ্বিজান্।
যত্র বা তত্র বা কালে নাদ্যং ত্ববিধিনামিষম্ ॥৩২৫
ভক্ষয়ন্নরকে তিষ্ঠেৎ পশুলোমসমাঃ সমাঃ।
গৃহস্থোঽপি হি যো নাদ্যাৎ পিশিতং তু কদাচন ॥৩২৬
স সাক্ষান্মুনিভিঃ প্রোক্তো যোগী চ ব্রহ্মলোকগঃ।
ন স্বয়ঞ্চ পশুং হন্যাচ্ছ্রাদ্ধকালেঽপ্যুপস্থিতে ॥৩২৭

ঋতুমতী রমণী কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, বিমর্দিত ও বাঞ্ছিত-দ্রব্য, কুকুরস্পৃষ্ট এবং শকুনপরিত্যক্ত-দ্রব্য বিশেষরূপে যত্নপূর্বক পরিত্যাগ করিবে।৩১৪

উচ্ছিষ্ট, পদস্পৃষ্ট, পতিতদৃষ্ট, নবনীত, পর্য্যুসিত, বহুকালযাবৎস্থিত, কেশ-কীটাদি দ্বারা দূষিত, পঙ্‌ক্তিস্থিত উচ্ছিষ্ট ও গো-কর্ত্তৃক আঘ্রাত-দ্রব্য যত্নপূর্ব্বক বর্জন করিবে; মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দ্বিজগণ এই সমস্ত দ্রব্য ভোজন করিবে না।৩১৫-১৬

শূদ্রদিগের মধ্যে ভূমিকর্ষক ও নাপিতাদির অন্ন ভোজন করিবে এবং যে দ্রব্য বহুকালের স্নেহপদার্থযুক্ত, তাহাও ভোজন করিবে।৩১৭

সদ্যঃ আশ্রিত যবাদি স্নেহপদার্থযুক্ত না হইলে তাহা ভোজন করিবে। গর্ভিণী এবং মৃতবৎসা গাভীর দুগ্ধ বর্জন করিবে। অবিভক্তখুরবিশিষ্টা উষ্ট্রীগণের ও আরণ্যক-মেষীগণের দুগ্ধ বর্জ্জন করিবে। প্রসূতী ব্রাহ্মণী, গো, মহিষী ও তজ্জাত সন্তানগণ, ভূমিশস্য ও নবদুগ্ধ দশরাত্র অতীত হইলে শুদ্ধ হয়। বিট্ হইতে উৎপন্ন শাক ও কন্নক (বংশাঙ্কুর, ব্যাঙের ছাতা) বর্জন করিবে। কীটাদিসেবিত মাংসবিশেষ যত্ন সহকারে বর্জন করিবে। যে সকল পক্ষী মাংস ভোজন করে এবং যে সকল পক্ষী বিষ্ঠা ভোজন করে, সে সকল পক্ষী এবং শুক, টিট্টিভ, চাতক, কপোত, কোকিল ও শালিক-পক্ষিণী বর্জন করিবে। ধর্মশাস্ত্রোক্ত গোধাদি পঞ্চনখ (শশক, সজারু, গোসাপ, কূর্ম ও গণ্ডার), সিংহাদি পশু ও মৎস্য ভোজন করিবে কিন্তু খর্বাকার অর্থাৎ শিশু অবস্থায় ইহাদিগকে বর্জন করিবে। প্রাণসংশয়কাল উপস্থিত হইলে এবং শ্রাদ্ধ, যজ্ঞ, উৎসব প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কার্য্যে নিবেদিত মাংস ভক্ষণ করিবে। বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পাদন করিয়া পরে স্বয়ং ভোজন করিবে। ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলেও বিধি অনুসারে নিবেদিত মাংস ভিন্ন অন্য মাংস ভক্ষণ করিবে না।৩১৮-২৪

যখনই ধন সঞ্চিত হইবে, তখনই দ্বিজগণকে আমন্ত্রণ করিবে অর্থাৎ আমন্ত্রণ করিয়া সাধ্যমত ধনাদি প্রদান করিবে। যে কোনও সময়েই অবিধিপূর্বক আমিষ ভোজন করিবে না। যদি

ক্রব্যাদৈঃ সারমেয়াদ্যৈর্হতং মৃগাদিমাহরেৎ।
এতচ্ছাকবদিচ্ছন্তি পবিত্রং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩২৮

সমর্থো যস্য যস্তু স্যাদন্নং দত্ত্বা তু দেহিনাম্।
সত্তামিতি নিরাতঙ্কো লোকদৃষ্টং নিগদ্যতে ॥৩২৯

অন্নাদেরপি ভক্ষ্যস্য স্নেহ-মদ্যামিষস্য চ।
মহাফলা নিবৃত্তিঃ স্যাৎ প্রবৃত্তিরস্বর্গসাধনাঃ ॥৩৩০

একোঽশ্বশতমশ্বেন যজেত পশুনা দ্বিজঃ।
নান্যস্তু মাংসমশ্নাতি স্বর্গপ্রাপ্তিস্তয়োঃ সমাঃ ॥৩৩১

হেম-রজত-শঙ্খানাং পাত্রাণাং বৈণবস্য চ।
চর্মণো রজ্জুবস্ত্রাণাং শুদ্ধির্জায়েত করিণা ॥৩৩২

স্ফ্যাদীনাং যজ্ঞপাত্রাণাং ধান্যানাং বাসসামপি।
অন্যেষাং চয়রূপাণাং প্রোক্ষণাচ্ছুদ্ধিরিষ্যতে ॥৩৩৩

মার্জনাদ্ যজ্ঞপাত্রাণাং হস্তেন মখকর্মণি।
অম্ভোজপত্রকৈরুষ্ণৈঃ শুধ্যতঃ কৌশিকাবিকে ॥৩৩৪

শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং সারিষ্টৈঃ কুতপস্য চ।
মৃণ্ময়ানি পুনঃ পাকৈঃ ক্ষৌমাণি সিতসর্ষপৈঃ ॥৩৩৫

শুধ্যেত কারুহস্তস্থং পণ্যং যৎ স্যাৎ প্রসারিতম্।
ভৈক্ষ্যঞ্চ প্রোক্ষণাচ্ছুধ্যেৎ স্পৃষ্টিঃ
সাক্ষান্ন যস্য তু ॥৩৩৬

স্ত্রীমুখঞ্চ সদা শুদ্ধং ভূমির্লেপবিবর্জিতা।
অপরা দহনাদ্যৈশ্চ গৃহং মার্জন-লেপনৈঃ ॥৩৩৭

দ্রবদ্রব্যাণি শুধ্যন্তি বহ্নিনা প্লাবনেন চ।
ক্রব্যাদাদ্যৈর্হতং মাংসং সর্বদা শুচি কীর্তিতম্ ॥৩৩৮

---

অবিধিপূর্বক আমিষ ভোজন করে, তাহা হইলে পশুর গায়ে যত লোম আছে তত বৎসর নরকে অবস্থান করিতে হইবে। গৃহস্থ হইয়াও যিনি কদাচ মাংস ভোজন করেন না, মুনিগণ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত যোগী বলেন। শ্রাদ্ধকাল উপস্থিত হইলে শ্রাদ্ধার্থে স্বয়ং পশুবধ করিবে না। রাক্ষস এবং সারমেয়াদি জন্তু দ্বারা হত-মৃগাদি শ্রাদ্ধার্থে সংগ্রহ করিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে সংগৃহীত মাংসকে শাকতুল্য পবিত্র মনে করেন।৩২৫-২৮

যাহার যেরূপ সামর্থ্য, সে তৎপরিমাণ অন্ন সাধু-ব্যক্তিগণকে দান করিয়া নিজেকে অর্থ-সঞ্চয়-হেতু আতঙ্ক হইতে মুক্ত করিবে। (মনীষিগণ) ইহাকেই লোকদৃষ্ট নিরাতঙ্ক বলেন। অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য, স্নেহপদার্থ, মদ্য ও আমিষ-দ্রব্যের প্রতি প্রবৃত্তি অর্থাৎ ভোজনাসক্তি স্বর্গসাধনরহিত আর তদ্‌বস্তু হইতে নিবৃত্তিই হইল মহাফল অর্থাৎ মোক্ষসাধনের উপায়।৩২৯-৩০

একজন দ্বিজ যদি শতবৎসর অশ্বমেধ যজ্ঞ করে, আর অন্য ব্যক্তি যদি মাংসভোজন ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই দুই ব্যক্তির মধ্যে স্বর্গলাভের অধিকারে সমতাই লক্ষিত হয়, কিছুমাত্র সমতার তারতম্য হয় না।৩৩১

স্বর্ণ, রজত, তাম্র, শঙ্খ, বংশ ও চর্মনির্মিত পাত্র রজ্জু বস্ত্র ও জল দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে।৩৩২

যজ্ঞবেদিতে ব্যবহার্য্য খড়্গাকৃতি কাষ্ঠখণ্ডসমূহ, যজ্ঞীয় পাত্র, ধান্য, বস্ত্র ও চয়তুল্য অন্যান্য দ্রব্য প্রোক্ষণ দ্বারা শুদ্ধ হইবে বলিয়া শাস্ত্রকারগণ ইচ্ছা করেন। (বেড় প্রভৃতি খনন করিলে তত্তীরে স্তূপীকৃত মৃত্তিকার নাম চয়)।৩৩৩

যজ্ঞকর্মে যজ্ঞীয়-পাত্র হস্তদ্বারা মার্জন করিলেই শুদ্ধ হয়। কৌশেয় ও মেষলোমজাত বস্ত্র উষ্ণ পদ্মপত্র দ্বারা শুদ্ধ হয়।৩৩৪

পট্টবস্ত্র শ্রীফল দ্বারা, ছাগলোমজাত কম্বল রিঠা দ্বারা, মৃণ্ময়-পাত্র পুনরায় পাক দ্বারা এবং ক্ষৌমবস্ত্র শ্বেতসর্ষপ দ্বারা শুদ্ধ হয়।৩৩৫

শিল্পী-হস্তস্থিত প্রসারিত পণ্য স্বয়ং শুদ্ধ। ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য যে কোনও ব্যক্তির সাক্ষাদ্‌ভাবে স্পর্শ না হইলে প্রোক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হয়।৩৩৬

স্ত্রীমুখ সর্বদা শুদ্ধ, কোন অশুদ্ধদ্রব্যের লেপবর্জিতা ভূমি স্বয়ং শুদ্ধা, অন্য ভূমি অর্থাৎ যে ভূমি লেপযুক্তা, তাহা অগ্ন্যাদি দ্বারা এবং গৃহ মার্জন ও গোময়াদি লেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রসাল দ্রব্য অগ্নি এবং প্রক্ষালন দ্বারা শুদ্ধ হয়। রাক্ষসাদি কর্তৃক আহৃত মাংস সর্বদা শুচি বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত আছে।৩৩৭-৩৮

গাভীর তৃপ্তি-সম্পাদক ভূমিতলগত স্বাভাবিক-

তৃপ্তিকৃৎ সৌরভেয়াশ্চ স্বভাবস্থং মহীগতম্।
বদন্তি সূরয়ো বারি পবিত্রমিব সর্বদা ॥৩৩৯
গৌর্বহ্নি-ভানবচ্ছায়া জলমশ্বং বসুন্ধরা।
বিপ্রুষো মক্ষিকা বায়ুর্ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥৩৪০
শুচিঃ প্রস্থাপনে বৎসো অজাশ্বৌ মুখতস্তথা।
শুচিঃ প্রস্রবণে বৎসস্তথাজাশ্বৌ মুখে শুচী।
ন তু গৌর্মুখতো মেধ্যা ন চ গোমুখজা মলাঃ ॥৩৪১
সোম-ভাস্করয়োর্ভাভিঃ পথশুদ্ধিঃ প্রকীর্তিতা।
ওষ্ঠাধরৌ শ্মশ্রুকরৌ সস্নেহৌ ভোজনাদনু ॥৩৪২
ন দুষ্যেচ্ছক্তিজঃ প্রাহ বাল-বৃদ্ধ-স্ত্রিয়ো মুখম্ ॥৩৪৩
স্নাত্বা পীত্বা চ ভুক্ত্বা চ সুপ্ত্বা তপ্ত্বা তথৈব চ।
গত্বা রথ্যাদিকে চৈব শুদ্ধিরাচমনেন তু ॥৩৪৪
নাপো মূত্র-পুরীষাভ্যাং নাগ্নির্দহতি কর্মণা।
ন স্ত্রী দুষ্যতি জারেণ ন বিপ্রোঽবেদকর্মণা ॥৩৪৫

পদ্মাশ্ম-লোহাঃ ফল-কাষ্ঠ-চর্ম-
ভাণ্ডস্থতোয়ৈঃ স্বয়মেব শৌচাৎ।
পুংসাং নিশাস্বধ্বনি চাঽসখানাং
স্ত্রীণাঞ্চ শুদ্ধির্বিহিতা সদাপি ॥৩৪৬
নভসঃ পঞ্চদশ্যাং তু পঞ্চম্যাঞ্চ তথাঽপরে।
নভস্যস্য চতুর্দশ্যামুপাকর্ম যথোদিতম্ ॥৩৪৭
তদ্বিদঃ কেচিদিচ্ছন্তি নভসঃ শ্রবণেন তু।
হস্তেন বাথ পঞ্চম্যামধ্যায়ানাং বদন্তি তৎ ॥৩৪৮
যচ্ছাখয়োপনীতঃ স্যাদ্ ব্রহ্মচারী দ্বিজোত্তমঃ।
তচ্ছাখাবিহিতং তস্য উপাকর্মাদি কীর্ত্যতে ॥৩৪৯
অতো বেদাধিকারিত্বং বেদপাঠস্য কীর্তনে।
অনুপাকৃতবিপ্রাদের্বেদাধ্যয়নদুষ্কৃতম্ ॥৩৫০
মুঞ্জোপবীতাজিন-দণ্ডকাষ্ঠং
ত্যাজ্যং ন তৎ স্যাদ্ ব্রত- চারিণাপি

ভাবে অবস্থিত দ্রব্য জলের ন্যায় সর্বদা পবিত্র বলিয়া দেবগণ বলিয়া থাকেন।৩৩৯

গো, অগ্নি, সূর্য্যচ্ছায়া, জল, অশ্ব, বসুন্ধরা, গোলাকার জলবিন্দু, মক্ষিকা এবং বায়ু কদাচ দূষিত হয় না। গো-বৎস একস্থান হতে অন্যস্থানে স্থাপন করিলে শুচি। অজ এবং অশ্বমুখ শুচি। দুগ্ধক্ষরণকালে গো-বৎস, অজা এবং অশ্বমুখ শুচি। গোমুখ পবিত্র নহে, গোমুখজ মলও পবিত্র নহে। চন্দ্র এবং সূর্য্যকিরণে পথ শুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। শ্মশ্রুযুক্ত স্নেহপদার্থলিপ্ত ওষ্ঠ এবং অধর ভোজনের পর শুদ্ধ। শক্তিমুনির পুত্র পরাশর বলিয়াছেন যে, বালক, বৃদ্ধ এবং স্ত্রীলোকের মুখ দুষ্ট হয় না।৩৪০-৪৩

স্নান, পান ও ভোজন করিয়া, নিদ্রা যাইয়া, উত্তপ্ত (আতপাদি দ্বারা) হইয়া এবং রাস্তা প্রভৃতিতে গমন করিয়া আচমন দ্বারা শুদ্ধ হইবে।৩৪৪

মূত্র ও বিষ্ঠা দ্বারা বাহিত জল দূষিত হয় না, অগ্নি কর্ম দ্বারা দগ্ধ করে না, জার-সংসর্গে অর্থাৎ মনের দ্বারা অন্য পুরুষের সংসর্গে স্ত্রী দুষ্টা হয় না এবং বেদবহির্ভূত কর্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ দুষ্ট হয় না।৩৪৫

পদ্ম, প্রস্তর ও লৌহ, ফল, কাষ্ঠ ও চর্মভাণ্ডস্থ জল স্বয়ংই শুদ্ধ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত আছে। রাত্রিতে ও পথে সখাহীন পুরুষগণের এবং সখীহীনা স্ত্রীগণের সর্বদাই শুদ্ধি জানিবে।৩৪৬

ভাদ্রমাসের চতুর্দশীতিথিতে সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ যেরূপ কথিত হইয়াছে, শ্রাবণমাসের পঞ্চদশী ও পঞ্চমী তিথিতেও সেরূপ সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ কর্ত্তব্য বলিয়া কেহ কেহ বলেন। তদ্‌বিষয়ে অভিজ্ঞগণ বলেন যে, শ্রাবণমাসের শ্রবণা-নক্ষত্র, হস্তা-নক্ষত্র ও পঞ্চমীতিথিতে সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ কেহ কেহ ইচ্ছা করেন।৩৪৭-৪৮

দ্বিজোত্তম ব্রহ্মচারী বেদের যে শাখোক্ত বিধিতে উপবীত গ্রহণ করিয়াছেন, সেই শাখা-বিহিত সংস্কার-করণানন্তর বেদগ্রহণ তাহার কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এইহেতু বেদপাঠ ও কীর্তনে তাহার অধিকার নিশ্চিত হইয়াছে। যে সকল বিপ্র সংস্কারপূর্বক বেদগ্রহণ করে নাই, তাহাদের পক্ষে বেদাধ্যয়ন গর্হিত কর্ম।৩৪৯-৫০

উপনয়নের পর ব্রতপরায়ণগণও মুঞ্জমেখলা,

অক্লিষ্টমেকো ব্রতলোপপাপং
সংস্কারমন্যং পুনরর্হ'য়েয়ুঃ ॥৩৫১
ওষধানাং তু সদ্ভাবে স্বশাখবিহিতং তু যৎ।
রোহিণ্যাঞ্চ সহস্তস্য উপাকর্মণি কুর্বতে ॥৩৫২
ন ভবেদনুপাকর্মা ব্রাহ্মণঃ স্নাতকো ব্রতী।
কর্মচ্যুতো ভবেদ্ ব্রাত্যো ব্রাত্যো নিষ্কৃতিকৃচ্ছুচিঃ॥৩৫
অথাঽতঃ স্যাদনধ্যায়ো মৃতগুর্বাদিষু ত্র্যহম্।
মিত্রকাদিষ্বহোরাত্রমধীত্যারণ্যকৈঃ শুচিঃ ॥৩৫৪
অষ্টকাসু তথাষ্টম্যাং পৌর্ণমাস্যাং শশিক্ষয়ে।
মন্বাদৌ যুগ-পক্ষাদাবিন্দ্রচাপোচ্ছ্রয়েষু চ ॥৩৫৫
চাতুর্মাস্যে দ্বিতীয়ায়াং চতুর্দশ্যামহর্নিশম্।
অহোরাত্রে নৃপে সংস্থে ব্রতিনি শ্রোত্রিয়ে যতৌ॥৩৫৬
অত্র ত্র্যহমনধ্যায়মিচ্ছন্তি চাপরে দ্বয়ম্।
অশৌচে সূতকান্তে চ যাবচ্ছুদ্ধিস্তয়োর্ভবেৎ ॥৩৫৭
দেশান্তরগতে প্রেতে শ্রুতেঽপি স্যাদহর্নিশম্।
গুর্বাদৌ বা নৃপত্যাদৌ ইতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥৩৫৮
প্রতিগৃহ্য ত্বহোরাত্রং ভুক্ত্বা শ্রাদ্ধিকমেব চ।
তজ্জ্ঞা ব্রুয়ুরনধ্যায়ানৃতুসন্ধাবহর্নিশম্ ॥৩৫৯
পশ্বাদ্যৈরন্তরায়াতৈরহোরাত্রং বিদুর্বুধাঃ।
অকালগর্জিতে বৃষ্টাবগ্নিদাহে চ সপ্তসু ॥৩৬০
সামানি দুঃখিতানাঞ্চ খরাদীনাঞ্চ নিঃস্বনে।
পতিত-শ্যাব-শূদ্রা-হন্ত্যসন্নিধানে ন কীর্তয়েৎ ॥৩৬১
আত্মন্যশুচি দেশে তু বিদ্যুৎ-স্তনিত-রোহিতে।
মৃধে চ কলহে দেশবিপ্লবে লোকবিগ্রহে ॥৩৬২
পাংশুবর্ষেঽম্বুমধ্যে চ দিগ্দাহ-গ্রামদাহয়োঃ।
নীহারে চ ভবেদ্ বিদ্বান্ সন্ধ্যয়োরুভয়োরপি ॥৩৬৩
ধাবংশ্চ ন পঠেদ্ বিদ্বান্ পূতিগন্ধস্তথৈব চ।
বিশিষ্টে জগতে গেহে গাত্রাসৃঙ্নির্গমে তথা ॥৩৬৪

যজ্ঞোপবীত, অজিন ও দণ্ডকাষ্ঠ ত্যাগ করিবে না। যদি পূর্বোক্ত দ্রব্যগুলি ত্যাগ করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অক্লেশসাধ্য ব্রতলোপ-হেতু পাপভাগী হইয়া পুনরায় সে সংস্কারার্হ হইবে।৩৫১

ওষধি অর্থাৎ ধান্য-যবাদি দ্রব্য পাওয়া গেলে অগ্রহায়ণ-মাসে রোহিণীনক্ষত্রে স্বশাখোক্ত উপাকর্ম করিবে।৩৫২

স্নাতক, ব্রতী ও ব্রাহ্মণ কখনও উপাকর্ম-বর্জিত হইবে না। উপাকর্মচ্যুত ব্রাহ্মণ ব্রাত্যনামে অভিহিত হয়। ব্রাত্য ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা নিষ্কৃতি (পাপমুক্তি) লাভ করিয়া শুচি হয়।৩৫৩

অনন্তর অনধ্যায় সম্বন্ধে বলা হইতেছে,—গুরু প্রভৃতির মৃত্যু হইলে তিনদিন অনধ্যায়, মিত্রাদির মৃত্যু হইলে একরাত্রি অনধ্যায়। যদি অনধ্যায় দিবসে অধ্যয়ন করে, তবে আরণ্যকপাঠ দ্বারা শুদ্ধি হইবে। (বেদের উপসংহার-ভাগ ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণের উপসংহার-ভাগ আরণ্যক)।৩৫৪

অষ্টকাত্রয়ে, অষ্টমীতিথিতে, পৌর্ণমাসীতে, অমাবস্যায়, মন্বাদি, যুগাদি ও পক্ষাদিতে, পৌষমাসে, আশ্রয়স্থল নষ্ট হইলে, চতুর্মাস্য ব্রত আরম্ভ হইলে, দ্বিতীয়াতিথি ও চতুর্দশীতিথিতে অহোরাত্র অনধ্যায়। নৃপ, ব্রতী, শ্রোত্রিয় ও যতির মৃত্যু হইলে অহোরাত্র অনধ্যায়—এস্থলে কেহ কেহ তিনদিন, কেহ কেহ বা দুইদিন অনধ্যায় ইচ্ছা করেন। অশৌচ উৎপন্ন হইলে এবং অশৌচ অন্ত হইলে যে পর্য্যন্ত না উভয়ের মধ্যে শুদ্ধি জন্মে, সে পর্য্যন্ত অনধ্যায়।৩৫৫-৫৭

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, গুরু ও নৃপতি প্রভৃতি দেশান্তরে যাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়াও অহর্নিশ অনধ্যায় পালন করিবে। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্য প্রতিগ্রহ ও ভোজন করিয়া অহোরাত্র অনধ্যায় পালন করিবে। তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞগণ বলেন যে, উভয় ঋতুর সন্ধিতে দিবা রাত্রি অনধ্যায়।৩৫৮-৫৯

অধ্যয়নকালে পশু প্রভৃতি অধ্যাপক ও শিষ্যের মধ্যদিয়া গমন করিলে অহোরাত্র অনধ্যায়—ইহা জ্ঞানি-গণ বলেন। অকালে মেঘগর্জন, বৃষ্টি অথবা অগ্নিদাহ হইলে অনধ্যায়। এই সপ্ত অবস্থায় অনধ্যায় জানিবে। (১। গুরু ও ২। নৃপতির বিদেশে মৃত্যু, ৩। শ্রাদ্ধীয় দ্রব্যগ্রহণ ও ভোজন, ৪। অধ্যয়নকালে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া পশ্বাদির গমন, ৫। অকালে মেঘগর্জন, ৬। বৃষ্টি ও ৭। অগ্নিদাহ)।৩৬০

ভোজনায়োপবিষ্টস্য হ্যুত্থিতস্যাদ্র্রপাণিনঃ।
বান্তাহহচান্তে তথাহজীর্ণে মহারাত্রেহতি-
মারুতে ॥৩৬৫
রজোবৃষ্টৌ চ যানাদৌ আরূঢ়স্য তথা দ্বিজঃ।
এতানন্যাংশ্চ তৎকালাননধ্যায়ান্ বিদুর্বুধাঃ ॥৩৬৬
যো বর্জয়েদনধ্যায়ান্ বেদাধ্যয়নকৃদ্ দ্বিজঃ।
ভবন্তি তস্য সফলা বেদাঃ প্রোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ ॥৩৬৭
যে চৈতেষু পঠন্ত্যজ্ঞাঃ পাঠলোভেন লোভিতাঃ।
ন শাশ্বতা ভবেদ্ বিদ্যা নিষ্ফলা চৈব জায়তে ॥৩৬৮
যঃ পঠেদ্ বিধিবদ্ বেদান্ ব্রতী চেন্দ্রিয়সংযমী।
ব্রহ্মত্বমিহ লোকেহপি ঐশ্বর্য্য-সুখভাগ্ ভবেৎ ॥৩৬৯
জনানাং শৃণ্বতাং মার্গে গচ্ছন্ যস্তু পঠেদ্ দ্বিজঃ।
নিষ্ফলাস্তস্য বেদাশ্চ বেদবিপ্লবদোষভাক্ ॥৩৭০
যঃ পঠেৎ স্বরহীনস্তু লক্ষণেন বিবর্জিতম্।
সঙ্কীর্ণগ্রামমধ্যে তু স ভবেদ্ বেদবিপ্লবী ॥৩৭১
যে স্বাধ্যায়মধীয়ীরন্নধ্যায়েষু লোভতঃ।
বজ্ররূপেণ তে মন্ত্রাস্তেষাং দেহে ব্যবস্থিতাঃ ॥৩৭২
নাক্রামেদমরাদীনাং ছায়াঞ্চ পরযোষিতাম্।
বান্ত-ষ্ঠীবন-বিণ্মূত্র-কার্পাসা-হস্থি-কপালিকাঃ ॥৩৭৩
নাবজ্ঞেয়াঃ কদাপি স্যুর্নৃপ-বিপ্রোরগাদয়ঃ।
শ্রিয়ং কামং সমাকাঙ্ক্ষেন্ন স্পৃশেন্মর্ম কস্যচিৎ ॥৩৭৪
নিত্যং বর্তেত চাজস্রং ধর্মার্থৌ চ সদাহর্জয়েৎ।

---

সামগান করিবার সময়ে স্বর কষ্টদায়কভাবে ধ্বনিত হইলে সামগান করিবে না এবং পতিত ও শ্যাব ( নীল ও পীতবর্ণমিশ্রিত বর্ণ যাহার, তাহাকে শ্যাব বলে ) শূদ্র ও অন্ত্যজ-সন্নিধানে সামগান করিবে না।৩৬১

স্বয়ং অপবিত্র স্থানে থাকিলে, বিদ্যুৎ চমকাইলে, মেঘ গর্জন হইলে, সরলরেখাবিশিষ্ট ইন্দ্রধনু আকাশে দৃষ্ট হইলে, যুদ্ধকালে, কলহ উপস্থিত হইলে, দেশবিপ্লবে, লোকবিগ্রহে, অশুভরাশিদৃষ্ট বর্ষে, জলমধ্যে, দিগ্‌দাহ ও গ্রামদাহে, নীহারবিন্দু পতিত হইলে এবং উভয় সন্ধ্যাকালে বেদপারগ বিদ্বান্ ব্যক্তি অনধ্যায় পালন করিবে।৩৬২-৬৩

ধাবমান অবস্থায়, দুর্গন্ধযুক্ত হইয়া, বিশিষ্ট ব্যক্তি গৃহে আগত হইলে, শরীরে হইতে রক্ত নির্গত হইলে, ভোজনার্থে উপবিষ্ট, গমনার্থে উত্থিত ও আর্দ্রহস্ত ব্যক্তির সন্নিধানে, বমন ও আচমনকালে, উদরে অজীর্ণ দেখা দিলে, গভীররাত্রে প্রবলভাবে বায়ু প্রবাহিত হইলে, রজোবৃষ্টি হইলে এবং যানাদিতে আরূঢ় ব্যক্তির নিকটে বিদ্বান্ দ্বিজ বেদপাঠ করিবে না। পূর্বোক্ত এই সকল কাল এবং অন্যান্য কালকে বুধগণ অনধ্যায় বলিয়া থাকেন।৩৬৪-৬৬

যে বেদাধ্যায়ী-দ্বিজ অনধ্যায়কাল বর্জন করিয়া বেদাধ্যয়ন করে, তাহার ফলপ্রদায়ক বেদপাঠ সফল হয় —ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে।৩৬৭

যে সকল অজ্ঞব্যক্তি পূর্বোক্ত অনধ্যায়কালে বেদপাঠজনিত ফললাভের আশায় লুব্ধ হইয়া বেদপাঠ করে, তাহার শাশ্বত বিদ্যা ত হয়ই না অধিকন্তু পাঠ নিষ্ফল হয়।৩৬৮

যিনি ব্রতাচরণপূর্বক ইন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করিয়া বিধিবোধিতরূপে বেদপাঠ করেন, তিনি ইহলোকে ঐশ্বর্য্য ও সুখভাগী হইয়া দেহান্তে ব্রহ্মত্ব লাভ করেন।৩৬৯

পথে গমনকালে শ্রোতৃজনগণের নিকট যে দ্বিজ বেদপাঠ করে, তাহার বেদপাঠ নিষ্ফল হয় এবং সে বেদবিপ্লব-দোষভাগী হয়।৩৭০

যে ব্যক্তি সঙ্কীর্ণ গ্রামমধ্যে লক্ষণবর্জ্জিত ও স্বরবিহীন বেদপাঠ করে, সে বেদবিপ্লবী নামে অভিহত হয়।৩৭১

যাহারা বেদপাঠজনিত ফললাভের লোভে অনধ্যায় কালে বেদ অধ্যয়ন করে, বৈদিক মন্ত্রসমূহ তাহাদের দেহে বজ্র হইয়া বিশেষভাবে অবস্থান করেন।৩৭২

দেবগণের ও পরস্ত্রীগণের ছায়া এবং বমন, থুথু, বিষ্ঠা, মূত্র, কার্পাস, অস্থি ও মাথার খুলি পায়ের দ্বারা মাড়াইবে না।৩৭৩

নৃপ, বিপ্র ও উরগ (সর্প) ইহাদিগকে কখনও অবজ্ঞা

ন কঞ্চিত্তাড়য়েদ্ধীমান্ সুতং শিষ্যঞ্চ তাড়য়েৎ।
তাড়য়েন্নাভিতোঽধস্তান্ন তানন্যত্র তাড়য়েৎ ॥৩৭৫
আচারেণ সদা বিদ্বান্ বর্ত্তেত যো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স ব্রহ্ম পরমাপ্নোতি বরেণ্যোঽমুত্র চেহ চ ।৩৭৬
আচারমূলং শ্রুতিশাস্ত্রবিত্তম্
আচারশাখাশ্চ তদুক্তকৃত্যম্।
আচারপর্ণানি হি তন্নিয়োগ-
আচারপুষ্পাণি যশোধনানি ॥৩৭৭
আচার বৃক্ষস্য ফলং হি নাক-
স্তস্মাচ্চ সুস্বাদুরসশ্চ মুক্তিঃ।
তস্মাদনন্তং ফলদং তু তত্ত্ব-
মাচারমেবাশ্রয় যত্নপূর্বম্ ॥৩৭৮

যে ধর্মশাস্ত্রে বিহিতাশ্চ কেচিদ্
ধর্ম্মা দ্বিজাগ্ন্যোরপি তে চ সর্বে।
যত্নেন কার্য্যাঃ পিতৃ-দেবভক্তেঃ
শ্রাদ্ধানি কার্য্যাণ্যথ তানি বক্ষ্যে ॥৩৭৯
যত্নেন ধর্মো গৃহমেধিবিপ্রৈঃ
প্রীতেন বাচা বপুষা চ কার্য্যঃ।
আয়ুঃ প্রজা শ্রীর্ভুবি পূজিতত্বং
তস্মাল্লভন্তে দিবি দেবভোগান্ ॥৩৮০

* * *

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
ধর্মস্মৃত্যাং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

করিবে না। সর্বদা শ্রী ও কাম্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা করিবে, কাহারও মর্মস্থলে কখন আঘাত করিবে না।৩৭৪

ধীমান্ ব্যক্তি ধর্ম এবং অর্থলাভের জন্য নিত্য প্রবৃত্ত হইবে এবং নিরন্তর ধর্ম ও অর্থ অর্জন করিবে। কখনও কাহাকেও তাড়না করিবে না, কেবল শিষ্য ও পুত্রকে শিক্ষার জন্য তাড়না করিবে কিন্তু তাহাদের নাভির অধোদেশে তাড়না (প্রহার) করিবে, অন্যত্র তাড়না করিবে না। যে জিতেন্দ্রিয় বিদ্বান্ ব্যক্তি সর্বদা আচারপালনে প্রবৃত্ত থাকেন, তিনি ইহলোকে বরেণ্য ও পরলোকে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন।৩৭৫-৭৬

বেদশাস্ত্রবৃক্ষের আচারই মূল, বেদোক্ত কৃত্য সেই আচারের শাখা, বেদোক্ত নিয়োগ সেই আচারের পত্র এবং যশঃ ও ধন সেই আচারের পুষ্প।৩৭৭

বেদরূপ আচারবৃক্ষের ফল স্বর্গ, তাহা হইতে সুখে উত্তমরসভোগ ও মুক্তি হয়। সেইহেতু অনন্তফলদায়ক বেদবিহিততত্ত্বস্বরূপ আচারকেই যত্নপূর্বক আশ্রয় করিবে।৩৭৮

ধর্মশাস্ত্রে দ্বিজ ও অগ্নি সম্বন্ধে এবং অন্য যে কোন ধর্ম সম্বন্ধে যাহা বিহিত হইয়াছে, সে সকল ধর্ম যত্নপূর্বক পালন করিবে। পিতৃ ও দেবগণের প্রতি ভক্তিমান্ ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য—অনন্তর সেইসকল কথা বলিব। গৃহস্থ বিপ্র যত্নপূর্বক প্রীতমনে বাক্য ও শরীর দ্বারা ধর্ম্মাচরণ করিবে। এরূপ করিলে সেই বিপ্র আয়ুঃ, প্রজা, শ্রী ও জগৎপূজ্যত্ব লাভ করিয়া দেহের অবসান হইলে স্বর্গলোকে গমন করত দেবভোগ লাভ করেন।৩৭৯-৮০

শ্রীবৃহৎপরাশরীয়-ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত ধর্মসম্বন্ধীয় স্মৃতিশাস্ত্রের ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত

# সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

## অথ শ্রাদ্ধবিধিঃ

শ্রাদ্ধং বৃদ্ধাবচন্দ্রেভচ্ছায়া-গ্রহণ-সঙ্ক্রমে।
ব্যতীপাত-বিষুব-কৃষ্ণপক্ষ-পাত্রার্থলব্ধিষু ॥১
অষ্টকা হ্যয়নে দ্বে চ শ্রাদ্ধং প্রতি যদা রুচিঃ।
পুণ্যশ্রাদ্ধস্য কালোঽয়মৃষিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥২
যুগাদিষু চ কর্তব্যং মন্বন্তরাদিকেঽপি চ।
শ্রাদ্ধকালো হ্যয়ং প্রোক্তো মন্বাদ্যৈর্ধর্মকর্তৃভিঃ ॥৩
নবান্নে নবতোয়ে চ নবচ্ছন্নে তথা গৃহে।
নবৈক্ষবেষু চেহন্তে পিতরো হি মঘাস্বিব ॥৪
কানঃ পৌনর্ভবো রোগী পিশুনো বৃদ্ধিজীবিকঃ।
কৃতঘ্নো মৎসরো ক্রূরো মিত্রধ্রুক্ কুনখী গদী ॥৫
বিদ্ধপ্রজননঃ শ্বিত্রি-শ্যাবদন্তাবকীর্ণিনঃ।
হীনাঙ্গশ্চাতিরিক্তাঙ্গো বিক্লবঃ পরনিন্দকঃ ॥৬
ক্লীবা-ঽভিশস্ত-বাগ্‌দুষ্ট-ভৃতকাধ্যাপকাস্তথা।
কন্যাদূষী বণিগ্‌বৃত্তিবিনাগ্নিঃ সোমবিক্রয়ী ॥৭
ভার্য্যাজিতোঽনপত্যশ্চ কুণ্ডাশী কুণ্ড-গোলকঃ।
পিত্রাদিত্যাগকৃৎ স্তেনো বৃষলীপতি-তর্জকৌ ॥৮
অনুক্তবৃত্তিস্ত্বজ্ঞাতঃ পর-পূর্বাপতিস্তথা।
অজাপালো মাহিষিকঃ কর্মদুষ্টাশ্চ নিন্দিতাঃ ॥৯
যোঽসৎপ্রতিগ্রহগ্রাহী যশ্চ নিত্যং প্রতিগ্রহী।
গ্রহসূচক-দূতৌ চ পিতৃশ্রাদ্ধেষু বর্জিতাঃ ॥১০

## সপ্তম অধ্যায়

### অনন্তর শ্রাদ্ধবিধি বর্ণিত হইতেছে।

বৃদ্ধি (সংস্কার-কর্ম) উপস্থিত হইলে, অমাবস্যা তিথিতে, গজচ্ছায়াযোগে, গ্রহণ হইলে, সূর্য্যসংক্রমণে, ব্যতীপাতযোগে (রবিবারে অমাবস্যাতিথি, শ্রবণা, অশ্বিনী, ধনিষ্ঠা, আর্দ্রা ও অশ্লেষানক্ষত্র যুক্ত হইলে তাহাকে ব্যতীপাতযোগ কহে), বিষুব দিনে ও কৃষ্ণপক্ষে শ্রাদ্ধগ্রহণযোগ্য পাত্র অর্থপ্রাপ্তির জন্য আগমন করিলে শ্রাদ্ধ করিবে।১

পূপাষ্টকা, শাকাষ্টকা, মাংসাষ্টকা, উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন, শ্রাদ্ধকাল এবং যখনই শ্রাদ্ধ করিবার রুচি হয়, তখনই এই পুণ্যজনক শ্রাদ্ধ করিবার উপযুক্ত কাল বলিয়া ঋষিগণ কর্তৃক কীর্তিত হইয়াছে।২

যুগচতুষ্টয়ের প্রথমদিনে এবং মন্বন্তরদিনে শ্রাদ্ধ করিবার কাল বলিয়া মনু আদি ধর্মশাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন। পিতৃগণ মঘানক্ষত্রযোগে যেইরূপ শ্রাদ্ধের আকাঙ্ক্ষা করেন, সেইরূপ গৃহে নূতন ধান্য উঠিলে, নূতন জল নিপতিত হইলে, নূতনভাবে গৃহ আচ্ছাদিত হইলে এবং ইক্ষুরসোৎপন্ন নূতন গুড় বা চিনি প্রস্তুত হইলে পিতৃলোকগণ পুত্রাদির নিকট হইতে শ্রাদ্ধলাভের ইচ্ছা করেন।৩-৪

কাণচক্ষুঃ, পৌনর্ভব (বৈধব্যলাভের পর পুনর্বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলে), রোগী, খল, সুদখোর, কৃতঘ্ন, ঈর্ষ্যাপরায়ণ, ক্রূর, মিত্রদ্রোহী, কুৎসিৎ-নখধারী, বিষবান্ বিদীর্ণপ্রজননেন্দ্রিয়, শ্বিত্ররোগী, কৃষ্ণবর্ণদন্ত, ব্রতভ্রষ্ট, হীনাঙ্গ, অতিরিক্তাঙ্গ, বিহ্বলচিত্ত, পরনিন্দক, ক্লীব, অভিশস্ত, বাগ্‌দুষ্ট, ভৃতিগ্রাহী শিক্ষক, কুমারীধর্ষক, বণিকের বৃত্তিধারী, নিরগ্নি, সুরাবিক্রয়ী, পত্নী-বশীভূত, অপত্যহীন, জারজান্নভোজী, কুণ্ড (সধবার উপপতিজাত সন্তান), গোলক (বিধবা অবস্থায় জাত সন্তান), পিত্রাদিত্যাগী, চোর, শূদ্রা-বিবাহকারী ব্রাহ্মণ, ক্রোধে গর্জনকারী, শাস্ত্রানুল্লেখ্য-বৃত্তিসম্পন্ন অজ্ঞাতকুল, অপরের বিবাহিতা বা বাগ্‌দত্তা স্ত্রীর পতি, অজা-পালক, ব্যভিচারিণীর অন্নপুষ্টব্যক্তি অথবা মহিষোপজীবী, দুষ্টকর্মকারিগণ, নিন্দিতগণ, অসৎপ্রতিগ্রাহী, নিত্য-প্রতিগ্রাহী, প্রতিগ্রহ-সূচনাকারী এবং দূত ইহারা পিতৃশ্রাদ্ধ হইতে বর্জিত অর্থাৎ ইহাদের পিতৃশ্রাদ্ধের অধিকার নাই।৫-১০

একাদশাহে ভুঞ্জস্তঃ শূদ্রান্ন-রসসংযুতাঃ।
গুরুতল্পগো ব্রহ্মঘ্নো যস্য চোপপতির্গৃহে ॥১১
প্রেতস্পৃক্ তৈলনির্ণেক্তা বহুযাজক-যাচকৌ।
বক-কাক-বিড়ালাঽশ্ব-শূদ্রবৃত্তিশ্চ গর্হিতঃ ॥১২
বাগ্দুষ্ট-বালদমকৌ নিত্যমপ্রিয়বাক্ চ যঃ।
আসক্তো দ্যূতকামাদাবতিবাক্ চৈব দূষিতঃ ॥১৩
নিরাচারাশ্চ যে বিপ্রাঃ পিতৃ-মাতৃবিবর্জিতাঃ।
বিদ্বাংসোঽপি হি নাভ্যর্চ্যাঃ পিতৃশ্রাদ্ধেষু সত্তমৈঃ ॥১৪
ন বেদৈঃ কেবলৈর্বাপি তপসা কেবলেন বা।
সদ্বৃত্তৈরেব সা প্রোক্তা পাত্রতা ব্রাহ্মণস্য চ ॥১৫
যত্র বেদাস্তপো যত্র যত্র বৃত্তং দ্বিজাগ্রগে।
পিতৃশ্রাদ্ধে তং যত্নাদ্ বিদ্বান্ বিপ্রং সমর্চয়েৎ ॥১৬

মৃত্যুদিন হইতে একাদশদিনে রসসংযুক্ত শূদ্রান্নভোজী ব্রাহ্মণগণ, গুরুদারাভিগামী, ব্রহ্মহত্যাকারী, যাহার গৃহে উপপতির সমাগম হয়, প্রেতস্পর্শকারী, তৈলশোধক, বহুযাজন-পরায়ণ ব্রাহ্মণ, যাচক, বকবৃত্তি, কাকবৃত্তি, বিড়ালবৃত্তি, অশ্ববৃত্তি ও শূদ্রবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি পিত্রাদি শ্রাদ্ধে নিন্দিত হয় অর্থাৎ ইহাদের শ্রাদ্ধাধিকার নাই।১১-১২

যাহার বাক্য দুষ্ট, যে ব্যক্তি বালককে প্রহার করে, যে নিত্য অপ্রিয়ভাষী, যে দ্যূতক্রীড়ায় ও কামক্রিয়ায় আসক্ত এবং যে বহুভাষী, সে পিতৃশ্রাদ্ধে দূষিত বলিয়া অনধিকারী।১৩

আচারহীন ও পিতৃমাতৃবর্জিত ব্রাহ্মণ বেদবিদ্যায় পারদর্শী হইলেও সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ পিতৃশ্রাদ্ধে তাহাদিগের অর্চনা করিবে না।১৪

কেবল বেদাধ্যয়ন ও কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা ব্রাহ্মণ পাত্র বলিয়া গণ্য হ'ন না, বেদ অধ্যয়ন ও তপস্যা-পরায়ণ হইয়া সদ্বৃত্তিসম্পন্ন হইলে সেই ব্রাহ্মণ পাত্ররূপে পরিগণিত হ'ন।১৫

যে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বেদবিদ্যায় অভিজ্ঞ, তপস্যারত ও সদাচার-পরায়ণ, সেই বিপ্রকে বিদ্বান্ ব্যক্তি পিতৃশ্রাদ্ধে অর্চনা করিবেন।১৬

বেদশাস্ত্রার্থবিচ্ছান্তঃ শুচির্ধর্মমনাঃ সদা।
গায়ত্রী-ব্রহ্মচিন্তাকৃৎ পিতৃশ্রাদ্ধেষু পাবনঃ ॥১৭
রথন্তর-বৃহজ্জ্যেষ্ঠ-সামবিৎ-ত্রিসুপর্ণকঃ।
ত্রিমধুশ্চাপি যো বিপ্রঃ পিতৃশ্রাদ্ধেষু পূজিতঃ ॥১৮
মাতামহশ্চ দৌহিত্রো ভাগিনেয়োঽথ মাতুলঃ।
মাতৃস্বস্রেয়স্তজ্জশ্চ তথা মাতুলজোঽপি বা ॥১৯
জামাতা শ্বশুরো বন্ধুর্ভার্য্যাভ্রাতা চ তৎসুতঃ।
সুবৃত্তাশ্চ সদাচারাশ্চৈতে শ্রাদ্ধেষু পাবনাঃ ॥২০
ঋত্বিগ্ গুরুরুপাধ্যায় আচার্য্যঃ শ্রোত্রিয়োঽপরঃ।
এতে শ্রাদ্ধেষু বৈ পূজ্যা জ্ঞাতি-সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ ॥২১
অগ্নিহোত্রী চ যো বিপ্র আবসথ্যাগ্নিকোঽপি চ।
পিতৃ-মাতৃপরাবেতৌ ভোক্তব্যৌ হব্য-কব্যয়োঃ ॥২২

বেদশাস্ত্রার্থবিৎ, শান্তস্বভাব, শুচি, সর্বদা ধর্মবিষয়ে মতিমান্ এবং গায়ত্রী ও ব্রহ্মচিন্তাকারী বিপ্র পিতৃশ্রাদ্ধে পবিত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে।১৭

যে বিপ্র সামবেদের রথন্তরাদি বৃহৎ শাখার সহিত শ্রেষ্ঠ সামবেদবিৎ, ত্রিবেদের সুষ্ঠুভাবে পল্লববেত্তা, যিনি ত্রিবেদের রসরূপ ত্রিমধু আস্বাদন করিয়াছেন, তিনি পিতৃশ্রাদ্ধে পূজার্হ হ'ন।১৮

মাতামহ, দৌহিত্র, ভাগিনেয়, মাতুল, মাতার ভগিনীপুত্র, মাতার ভগিনীপুত্রের পুত্র, মাতুলপুত্র, জামাতা, শ্বশুর, বন্ধু, ভার্য্যার ভ্রাতা ও ভার্য্যার ভ্রাতৃপুত্র, উত্তমবৃত্তিগ্রাহী এবং সদাচারশীলগণ শ্রাদ্ধে পবিত্র।১৯-২০

ঋত্বিক্, গুরু, উপাধ্যায়, আচার্য্য, শ্রোত্রিয়, জ্ঞাতি, সম্বন্ধী ও বান্ধব ইঁহারা শ্রাদ্ধে পূজনীয়। পিতা ও মাতার প্রতি ভক্তিপরায়ণ অগ্নিহোত্রী ও আবসথ্যাগ্নিক এই উভয়কে হব্য ও কব্য দ্বারা ভোজন করাইবে। জীবনধারণের জন্য যাহার কৃষিই একমাত্র বৃত্তি, যিনি মাতা প্রভৃতির প্রতি ভক্তিপরায়ণ ও ষট্কর্মনিরত, সকল সময়েই তিনি শ্রাদ্ধবাসরে হব্য-কব্য দ্বারা পূজনীয়।২১-২৩

সদাচার, মাতা প্রভৃতির প্রতি ভক্তিমান্, শুচি, ষট্কর্মকৃৎ এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তিপরায়ণ বিপ্র হব্য ও কব্যদ্বারা

কৃষ্যেকবৃত্তিজীবী যো ভক্তো মাত্রাদিকেষু চ।
ক্ষত্রবৃত্তিঃ সদাচারো মাত্রাদিভক্তিতৎপরঃ ॥২৪
যুগানুরূপতো যস্তু বিদ্যাচারাদিসংযুতঃ।
স পুজ্যোঽনভিশস্তশ্চ ষট্‌কর্মনিরতো দ্বিজঃ ॥২৫
ইত্যুক্তগুণসম্পন্নান্ ব্রাহ্মণান্ পূর্ববাসরে।
নিমন্ত্রয়েত তান্ ভক্ত্যা নিয়োগাখ্যানপূর্বকম্ ॥২৬
সব্যেন দেবতার্থং তু পিত্রর্থমপসব্যবান্।
ততস্তৈশ্চরিতব্যং স্যাদুক্তং পিতৃব্রতং দ্বিজৈঃ ॥২৭
জিতেন্দ্রিয়ৈস্তু ভাবং স্যাদহোরাত্রমতন্দ্রিতৈঃ।
তস্মিন্নহনি প্রাতর্বা যত্র শ্রাদ্ধমুপস্থিতম্ ॥২৮
নিমন্ত্রয়েৎ তান্ ভক্ত্যা তৈশ্চ ভাব্যং জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিপ্রোরঃ-পার্শ্ব-পৃষ্ঠস্থাঃ পিতৃ-মাতামহাদয়ঃ ॥২৯
ভুঞ্জন্তি ক্রমশঃ শ্রাদ্ধে তথা পিণ্ডাশিনোঽপি চ।
নিমন্ত্রিতো দ্বিজঃ শ্রাদ্ধে ন শয়ীত স্ত্রিয়া সহ ॥৩০

অধ্বানং ন তু বৈ যায়ান্ন ব্রূয়াদনৃতং বচঃ।
নাধীয়ীত দিবাস্বাপং ন কুর্বীত ন সংবদেৎ ॥৩১
ন ম্লেচ্ছপতিতৈঃ সার্ধং ন বদেত্তু নিষিদ্ধকম্।
প্রাঙ্মুখৌ দৈবিকৌ বিপ্রৌ বিপ্রাস্ত্রয় উদঙ্মুখাঃ ॥৩২
একৈকো বোভয়ত্র স্যাদসম্পত্তাবিতি ক্রমঃ।
পাত্রং বা দৈবিকং কৃত্বা বিপ্র একস্তু পৈতৃকে ॥৩৩
ইতি বা নির্বপেচ্ছ্রাদ্ধং নির্ধনশ্চান্যদাচরেৎ।
গত্বারণ্য মমানুষ্যমূর্দ্ধবাহুর্বিরৌত্যদঃ ॥৩৪
নিরন্নো নির্ধনো দেবাঃ পিতরো মাঽনৃণং কৃথাঃ।
ন মেঽস্তি বিত্তং ন গৃহং ন ভার্য্যা
শ্রাদ্ধং কথং বঃ পিতরঃ! করোমি।
বনে প্রবিশ্যেহ রুতং ময়োচ্চৈ-
র্ভুজৌ কৃতৌ বর্ত্মনি মারুতস্য ॥৩৫
শ্রাদ্ধর্ণমেতদ্ভবতাং প্রদত্তং
মহ্যং দয়ধ্বং পিতৃদেবতাভ্যাঃ।

পূজনীয়। যে দ্বিজ যুগানুরূপ বিদ্যা ও আচার প্রভৃতি যুক্ত, অনভিশপ্ত এবং ষট্‌কর্মনিরত, তিনি পূজনীয়। শ্রাদ্ধের পূর্বদিনে পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন সেই ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তিসহকারে কার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়া নিমন্ত্রণ করিবে।২৪-২৬

দেবতাবিষয়ক-কার্য্যে সব্যোত্তরীয় (উপবীতী) ও পিতৃবিষয়ক কার্য্যে অপসব্যোত্তরীয় (প্রাচীনাবীতী) হইবে। তৎপর সেই দ্বিজগণ উক্ত পিতৃব্রত আচরণ করিবে। যে দিনে শ্রাদ্ধ হইবে, সেই দিনে প্রাতঃকালে অনলসভাবে জিতেন্দ্রিয় হইয়া পিতৃলোকগণের শ্রাদ্ধের বিষয় ভাবনা করিবে।২৭-২৮

সেই বিপ্রদিগকে ভক্তি সহকারে নিমন্ত্রণ করিবে; তাঁহারাও জিতেন্দ্রিয় হইয়া শ্রাদ্ধের কথা ভাবনা করিবেন। নিমন্ত্রিত বিপ্রের বক্ষঃ, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠস্থ পিতৃগণ, মাতামহগণ এবং পিণ্ডভোগিগণও ক্রমশঃ শ্রাদ্ধে ভোজন করিবেন। শ্রাদ্ধবাসরে ভোজনার্থে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ স্ত্রীর সহিত শয়ন করিবে না।২৯-৩০

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ (দুর) পথে গমন করিবে না, মিথ্যা কথা বলিবে না, অধ্যয়ন করিবে না, দিবানিদ্রা যাইবে না, অধিক কথা ও নিষিদ্ধ কথা বলিবে না এবং ম্লেচ্ছ ও পতিতের সহিত বাক্যালাপ করিবে না। দেবপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয় পূর্বমুখ ও পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণত্রয় উত্তরমুখ হইয়া বসিবে।৩১-৩২

ব্রাহ্মণের অভাব হইলে উভয়স্থলে এক একজন করিয়া ব্রাহ্মণ থাকিবে—ইহাই ক্রম; অথবা দেবপক্ষে পাত্রমাত্র স্থাপন করিয়া পিতৃপক্ষে একজন ব্রাহ্মণ রাখিবে।৩৩

এই প্রকারে শ্রাদ্ধ করিবে; নির্ধন ব্যক্তি অন্যরূপ আচরণ করিবে। নির্ধন ব্যক্তি মনুষ্যবর্জ্জিত অরণ্যে গমন করিয়া ঊর্দ্ধবাহু হইয়া উচ্চৈঃস্বরে (বিশেষভাবে শব্দ করিয়া) বলিবে, "আমি দান করিতে অক্ষম, নিরন্ন ও নির্ধন। হে দেবগণ! হে পিতৃগণ! তোমরা আমাকে ঋণমুক্ত কর। আমার বিত্ত নাই, গৃহ নাই, ভার্য্যা নাই, হে পিতৃগণ! আমি কি করিয়া শ্রাদ্ধ করিব? আমি এই বনে প্রবেশ করিয়া বায়ুর পথে ভুজদ্বয় স্থাপন করত উচ্চৈঃস্বরে রব করিতেছি। হে পিতৃদেবগণ! এই শ্রাদ্ধরূপ ঋণ আপনাদেরই প্রদত্ত; আপনারা আমাকে দয়া (ঋণমুক্ত) করুন"। এইরূপ বলিয়া

আখ্যায় চোৎক্ষিপ্য ভুজাবিতস্ততো
দিবা চ রাত্রিং সমুপোষ্য তিষ্ঠেৎ ॥৩৬
ভবেন্নরস্তেন কৃতেন তেষা-
মৃণেন মুক্তঃ পিতৃদেবতানাম্ ।
নির্বিত্ত-নির্ভাগ্য-নিরাশ্রয়াণাং
শ্রাদ্ধস্য মার্গঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ ॥৩৭
ময়াখ্যাতং রুদিত্বা বঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ ।
শ্রাদ্ধর্ণস্য বিমুক্তোঽহং মহিতাঃ পিতরো ময়া ॥৩৮
কৃতোপবাসস্তত্রাহ্নি শ্রাদ্ধর্ণান্মুচ্যতে দ্বিজঃ ।
এতচ্চাপি ন যঃ কুর্য্যাৎ পিতরস্তেন বৈ হতাঃ ॥৩৯
সম্পত্তাবর্থ-পাত্রাণামেকৈকস্য ত্রয়স্ত্রয়ঃ ।
পিত্রাদেব্রাহ্মণাঃ প্রোক্তাশ্চত্বারো বৈশ্বদৈবিকে ॥৪০
দ্বৌ বাপি দৈবিকে বিপ্রৌ চৈকৈকো বা ন দোষ-
ভাক্ ।
স্যান্মাতামহিকেঽপ্যেবমেকোঽপি বৈশ্বদৈবিকে ॥৪১

নত্বেবৈকং তু সর্বেষামাশ্বলায়নমতস্থিতঃ ।
পিতৃণামর্চয়েদ্ বিপ্রমত্র পিণ্ডা নিদর্শনম্ ॥৪২
ন মাতামহিকং শ্রাদ্ধং শ্রৌতমুক্তং তু সাগ্নিকৈঃ ।
অনগ্নিকস্তু তৎ কুর্য্যাদিতি কেচিন্মতং বিদুঃ ॥৪৩
সাগ্নিকৈরপি কার্য্যং স্যাচ্ছ্রাদ্ধং মাতামহং দ্বিজৈঃ
ষড়্‌দৈবত্যমিতি হেকে একে তু পার্বণদ্বয়ম্ ॥৪৪
অপুত্রস্য পিতৃব্যস্য তৎপুত্রৈর্ভ্রাতৃজো ভবেৎ ।
স এব তস্য কুর্বীত পিণ্ডদানোদকক্রিয়াঃ ॥৪৫
পার্বণং তেন কার্য্যঃ স্যাৎ পুত্রবদ্ ভ্রাতৃজেন তু ।
পিতৃস্থানেষু তং কৃত্বা শেষং পূর্ববদুচ্চরেৎ ॥৪৬
শ্রাদ্ধং পত্যাপি কার্য্যং স্যাদপুত্রায়াস্তু যোষিতঃ ।
তস্যাপি হি তয়া কার্য্যমেকত্বং হি তয়োর্যতঃ ॥৪৭
ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য কুর্বীত জ্যেষ্ঠো ভ্রাতাঽনুজস্য চ ।
দৈবহীনং তু তৎ কুর্য্যাদিতি ধর্মবিদো বিদুঃ ॥৪৮
পিতুঃ পুত্রেণ কর্তব্যা পিণ্ডদানোদকক্রিয়া ।
পুত্রাভাবে তু পুত্রী চ তদভাবে সহোদরঃ ॥৪৯

---

ইতস্ততঃ ভুজযুগল ঊর্দ্ধদিকে ক্ষেপণ করিয়া (উত্তোলন করিয়া) দিবারাত্রি উপবাসী থাকিবে।৩৪-৩৬

মানুষ ঐরূপ আচরণ করিলে সে সেই পিতৃদেবগণের ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। মুনিশ্রেষ্ঠগণ বিত্ত, ভাগ্য ও আশ্রয়হীন ব্যক্তিগণের জন্য পিতৃদেবতার শ্রাদ্ধবিষয়ে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন।৩৭

"হে শ্রাদ্ধদেবতা-পিতৃগণ! আমি রোদন করিয়া তোমাদের নিকটে আমার পূর্বোক্ত কথা বলিয়াছি, আমি তোমাদের পূজা করিয়াছি, এক্ষণে আমি শ্রাদ্ধ-ঋণ হইতে মুক্ত হইলাম। সেই দিন উপবাস করিয়া দ্বিজ শ্রাদ্ধ-ঋণ হইতে মুক্ত হয়। (পূর্বোক্ত) এইঅনুষ্ঠানও যে করে না, সে তাহার পিতৃগণকে নিজেই যেন বধ করে।৩৮-৩৯

শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, অর্থ এবং শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ সহজলভ্য হইলে পিতৃগণের এক এক জনের উদ্দেশ্যে তিন তিন জন করিয়া ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্বদৈবিক শ্রাদ্ধে চারজন ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধসিদ্ধির জন্য উপস্থাপিত করিবে।৪০

অথবা দৈবশ্রাদ্ধে দুইজন ব্রাহ্মণ নতুবা একজন হইলেও দোষাবহ হয় না। মাতামহ-সম্বন্ধীয় শ্রাদ্ধেও এইরূপ জানিবে। বৈশ্বদেবকি শ্রাদ্ধে একজন ব্রাহ্মণ হইলেও দোষাবহ নহে।৪১

অথবা আশ্বলায়ন-মতাবলম্বী হইয়া একজন ব্রাহ্মণকে নমস্কার করত একজন ব্রাহ্মণকেই অর্চ্চনা করিবে, সকল পিতৃলোকের পিণ্ডই শ্রাদ্ধের নিদর্শন।৪২

মাতামহাদির শ্রাদ্ধ শ্রুত্যুক্ত নহে বলিয়া সাগ্নিকগণ বলেন। অনগ্নিক ব্যক্তি মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিবে—এইরূপ মত কেহ কেহ বলেন।৪৩

কেহ কেহ বলেন—সাগ্নিকগণও ষড়্‌দেবতাক মাতামহ-শ্রাদ্ধ করিবে; আবার কেহ কেহ বলেন—পার্বণদ্বয় করিবে।৪৪

অপুত্রক-পিতৃব্যের ভ্রাতুষ্পুত্রই তাহার পুত্রতুল্য। পুত্রতুল্য সেই ভ্রাতুষ্পুত্রই পিতৃব্যের পিণ্ডদান, উদকক্রিয়া প্রভৃতি কার্য্য করিবে।৪৫

পুত্রবৎ সেই ভ্রাতুষ্পুত্রই পিতৃব্যের পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে। পিতৃস্থানে পিতৃব্যের নাম করিয়া অবশিষ্ট কার্য্য পূর্ববৎ উচ্চারণ করিবে।৪৬

মিত্রাদীনাঞ্চ কর্তব্যং সমীহন্তে যতোঽপ্যমী।
নাবজ্ঞেয়াস্ত তে সর্বে কৃতে তু স্যান্মহাফলম্ ॥৫০
পিতামহস্তদন্যো বা যস্য জীবন্ ভবেদ্ দ্বিজঃ।
প্রত্যক্ষাস্তেঽপি বৈ পূজ্যাঃ সংস্থিত্যর্থং
যতশ্চ তৎ ॥৫১
বিদ্যমানত্রয়াণাং স্যাৎ প্রত্যক্ষঃ পূজ্য এব সঃ।
গৌতমস্য মতং ত্বেতদিতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥৫২
বিদ্যমানে তু পিতরি শ্রাদ্ধং কর্তুমুপস্থিতঃ।
পিতৃবৎ পিতৃপিত্রাদেঃ কুর্য্যাচ্ছ্রাদ্ধমসংশয়ম্ ॥৫৩
পুত্রিকায়াঃ সুতঃ শ্রাদ্ধং নির্বপেন্মাতুরেব সঃ।
তৎপিতুর্নির্বপত্যস্মাৎ তৃতীয়ং তু পিতুঃ পিতুঃ ॥৫৪

অতএব দ্বিজঃ পুত্রীমুদ্বহেন্ন কথঞ্চন।
উদ্বোঢ়ুঃ পুত্রঃ পুত্রোঽহসৌ পুত্রোঽহসৌ মাতুরেব
হি ॥৫৫
পুত্রশ্চ দুহিতুঃ পুত্রঃ সমৌ তৌ ধার্মিকে পথি।
অর্থাহৃতৌ চ বিপ্রোক্তৌ তুল্যৌ তৌ
শক্তিজোঽব্রবীৎ ॥৫৬
মুখ্যং যথা পিতৃশ্রাদ্ধং তথা মাতামহস্য চ।
পুত্র-দৌহিত্রয়োর্লোকে বিশেষো নোপপদ্যতে ॥৫৭
দৌহিত্রঃ পাবনঃ শ্রাদ্ধে কালস্ত কুতপস্তথা।
তথা কৃষ্ণাস্তিলা বিদ্বন্নিতি শাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥৫৮
কাম্যমাভ্যুদয়ং চৈব দ্বিবিধং পার্বণং স্মৃতম্।
যথাকামং তু কাম্যং স্যাদ্ বৃদ্ধাবভ্যুদয়ে স্মৃতম্ ॥৫৯

---

পুত্রহীনা স্ত্রীলোকের শ্রাদ্ধ পতিও করিবে। পতি ও পত্নীর মধ্যে বিবাহ দ্বারা একত্ব স্থাপিত হইয়াছে বলিয়া পতির শ্রাদ্ধ পত্নীও করিতে পারিবে ( যদি পতি অপুত্রক হয় ) ।৪৭

ধর্মতত্ত্বজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন যে, অপুত্রক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার শ্রাদ্ধ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা করিতে পারিবেন। তবে সেই শ্রাদ্ধ দৈবহীন করিতে হইবে। পুত্র পিতার পিণ্ডোদকদানক্রিয়া করিবে। পুত্রের অভাব হইলে কন্যা এবং কন্যার অভাব হইলে সহোদর পিণ্ডোদকদান-ক্রিয়া করিবে।৪৮-৪৯

মিত্রাদির শ্রাদ্ধও মিত্রাদির করা কর্ত্তব্য, কেননা উহারা পরস্পর পরস্পরের প্রতি সম্ভ্রমযুক্ত। সুতরাং মিত্রদিগকে অবজ্ঞা করিবে না ; মিত্রাদি মিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিলে মহাফললাভ হয়।৫০

যাহার পিতামহ বা অন্য কেহ বাঁচিয়া আছেন, প্রত্যক্ষীভূত তাঁহারাও পূজনীয়,যেহেতু তোমার সংস্থিতির কারণস্বরূপ তাঁহারা আজও জীবিত আছেন।৫১

বিদ্যমানত্রয়ের মধ্যে যিনি প্রত্যক্ষ, তিনিই পূজ্য— ইহাই গৌতমের মত বলিয়া পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৫২

পিতা বিদ্যমান থাকিলে শ্রাদ্ধ করিবার জন্য সমুপস্থিত পুত্র পিতার পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৫৩

পুত্রিক-পুত্র মাতার, তাহার পিতার এবং তৃতীয়তঃ পিতার পিতার অর্থাৎ পিতামহের শ্রাদ্ধ করিবে।৫৪

এইহেতু দ্বিজ কখনও পুত্রী বিবাহ করিবে না। উদ্বাহকারীর যে পুত্র, সে মাতার পুত্রই হইয়া থাকে।৫৫

ধর্মীয়পথে স্বীয় পুত্র ও দুহিতৃপুত্র উভয়েই সমান। বিপ্রের আহৃত অর্থে পুত্র ও দৌহিত্র উভয়েই তুল্য।৫৬

পিতার শ্রাদ্ধ যেমন মুখ্য, মাতামহের শ্রাদ্ধও তেমনই মুখ্য। এই সংসারে পুত্র ও দৌহিত্রের মধ্যে কিছুই বিশেষ নাই।৫৭

হে বিদ্বন্! শাস্ত্রবিদ্গণ বলেন যে, শ্রাদ্ধে দৌহিত্রই সর্বত্র পবিত্র বলিয়া কথিত। শ্রাদ্ধে কুতপমুহূর্ত্তই প্রকৃত কাল এবং কৃষ্ণতিল বিশেষ উপচার।৫৮

পার্বণশ্রাদ্ধ দুই প্রকার বলিয়া কথিত, যথা— কাম্য ও আভ্যুদয়িক; কামনা অনুসারে করণীয় শ্রাদ্ধ কাম্য এবং বৃদ্ধিনিমিত্তক-কার্য্যে করণীয় শ্রাদ্ধ আভ্যুদয়িক।৫৯

ব্রাহ্মণ-পিতার ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাগর্ভজাত পুত্রকে দ্বিজশ্রেষ্ঠের ন্যায় নিশ্চয় করিবে।৬০

ক্ষত্রিয়ের পুত্র ও বৈশ্যের পুত্র দ্বিজপিতৃগণকে তর্পণ দ্বারা তৃপ্ত করিয়া সঘৃত পক্কান্ন দ্বারা দুইটি শ্রাদ্ধ করিবে।৬১

শূদ্র আমান্ন দ্বারা অমন্ত্রক দ্বিজপূজা করিবে।

ক্ষত্রিয়ায়াং তু যো জাতো বৈশ্যায়াঞ্চ তথা সুতঃ।
ব্রাহ্মণস্য পিতুস্তৌ তু নির্বপেতাং দ্বিজাগ্র্যবৎ ॥৬০
ক্ষত্রিয়স্য সুতশ্চৈব তথা বৈশ্যসুতোঽপি চ।
শৃতান্নেন দ্বিজাংস্তর্প্য শ্রাদ্ধদ্বয়ঞ্চ নির্বপেৎ ॥৬১
আমান্নেন তু শূদ্রস্য তূষ্ণীঞ্চ দ্বিজপূজনম্।
কৃত্বা শ্রাদ্ধং তু নির্বাপ্য সজাতীনশয়েত্তথা ॥৬২
যঃ শূদ্রো ভোজয়েদ্ বিপ্রান্ শৃতপাকাশনেন তু
স তদ্ বিপ্রকৃতৈনোভির্লিপ্যতে শক্তিজোঽব্রবীৎ ॥৬৩
শূদ্রপাকং দ্বিজেভ্যশ্চ বিভবান্ধো দদাতি যঃ।
কৃমী ভবতি পাতালে স যুগান্যেকবিংশতিম্ ॥৬৪
ভোজিতেন তু বিপ্রেণ যৎপাপং তস্য জায়তে।
তেনাসৌ লিপ্যতে মূঢ়ো যঃ শূদ্রো ভোজয়েদ্ ॥৬৫
যোঽহম্মন্যো দ্বিজাগ্র্যাংস্তু শূদ্রশ্রিতেন ভোজয়েৎ।
স গচ্ছেন্নরকং ঘোরং পুনরাবৃত্তিদুর্লভম্ ॥৬৬

যৎকিঞ্চিৎ কিল্বিষং বিপ্রে কৃতপূর্বং তু তিষ্ঠতি।
তেনাসৌ লিপ্যতে পাপী যঃ শূদ্রো ভোজয়েদ্ দ্বিজান্ ॥৬৭
শূদ্রোচ্ছিষ্টং তু যো ভুঙ্ক্তে মতিপূর্বং দ্বিজাধমঃ।
কৃমিত্বং যাতি বিষ্ঠায়াং যুগানি হ্যেকবিংশতিম্ ॥৬৮
শূদ্রোচ্ছিষ্টং তু যো ভুঙ্ক্তে পঞ্চাহানি দ্বিজাধমঃ
স তদ্ বিষ্ঠাকৃমিত্বং তু প্রাপ্নোতি হি শতং সমাঃ ॥৬৯
অতো ন ভোজয়েদ্ বিপ্রান্নির্বপেন্নৈব পূজয়েৎ
শূদ্রান্নং ভোজনাদ্যুক্তং ইতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৭০
ন ভোজয়েৎ স্ত্রিয়ং শ্রাদ্ধে যদ্যপি ব্রতচারিণীম্।
পাত্রং তস্যৈ সমর্প্যং স্যাদিতি ধর্মবিদব্রবীৎ ॥৭১
দ্বিজন্মানো ন কুর্বীরন্ শ্রাদ্ধমামাশনেন তু।
যদৈব স্যুঃ প্রবাসস্থা ভার্য্যা যত্র ন সন্নিধৌ ॥৭২
ব্যবধানেন ভার্য্যায়া গ্রহণে পুত্রজন্মনি।
কুর্য্যাদামাশনশ্রাদ্ধমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৭৩

---

শ্রাদ্ধকার্য্য সমাপন করিয়া সমানজাতীয়দিগকে ভোজন করাইবে।৬২

যে শূদ্র ব্রাহ্মণকে তাহার পাকান্ন ভোজন করায়, সেই শূদ্র ঐ ব্রাহ্মণের কৃত পাপে লিপ্ত হয়—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৬৩

বিভব-প্রাচুর্য্যে অন্ধসম হইয়া যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে শূদ্রপক্কান্ন প্রদান করে, সে একবিংশতি যুগ যাবৎ পাতালে কৃমি হইয়া অবস্থান করে।৬৪

শূদ্রপক্কান্নভোজি-দ্বিজগণ যেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়, যে শূদ্র দ্বিজগণকে পক্কান্ন ভোজন করাইয়াছে ঐ মূঢ়ও সেইরূপ পাপে লিপ্ত হয়।৬৫

যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে শূদ্রপক্কান্ন ভোজন করায়, সে ব্যক্তি ঘোরনরকে গমন করে এবং তাহার পুনঃ মনুষ্যজন্ম দুর্লভ হয়।৬৬

যে শূদ্র দ্বিজগণকে পক্কান্ন ভোজন করায়, ঐ দ্বিজগণের পূর্বকৃত কর্মের জন্য যৎকিঞ্চিন্মাত্র পাপও সেই শূদ্রে সংক্রমিত হয় অর্থাৎ শূদ্র সেই পাপে লিপ্ত হয়।৬৭

যে দ্বিজাধম স্বেচ্ছায় শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, সে একবিংশতি যুগ পর্য্যন্ত বিষ্ঠামধ্যে কৃমিজন্ম প্রাপ্ত হইয়া থাকে।৬৮

যে দ্বিজাধম পাঁচদিন যাবৎ শূদ্রোচ্ছিষ্ট ভোজন করে, সে শতবৎসর যাবৎ তাহার বিষ্ঠার কৃমি হইয়া জন্মলাভ করে।৬৯

শূদ্রান্নভোজনকারী ঐরূপ বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে না, কোনও দ্রব্য বিতরণ করিবে না এবং পূজাও করিবে না—ইহাই উচিত বলিয়া পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৭০

ধর্মজ্ঞব্যক্তি বলিয়া থাকেন যে, ব্রতচারিণী স্ত্রীলোককে শ্রাদ্ধে ভোজন করাইবে না, কারণ, তাহা হইলে তাহাকে পাত্র সমর্পণ করিতে হইবে। (শ্রাদ্ধে স্ত্রীলোকের পাত্রাধিকার নাই)।৭১

প্রবাসী হইলে এবং ভার্য্যা সন্নিকটে না থাকিলেও দ্বিজগণ আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না।৭২

পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, গ্রহণকালে এবং পুত্রের

অগ্নৌকরণ-পিণ্ডাংশ্চ কুর্য্যাদামাশনেন তু।
সতিলৈর্দধি-মধ্বাজ্যসম্পৃক্তৈঃ সকুশৈরপি ॥৭৪
যবাদ্যং সংস্কৃতান্নেন দ্রবং বাপি চ নির্বপেৎ।
জলেন পয়সা বাপি ন স্যাদশ্রাদ্ধকৃদ্ যথা ॥৭৫
আমান্নেন দ্বিজৈঃ কার্য্যং ন কদাচিদপি দ্বিজাঃ।
শ্রপয়িত্বা দ্বিজৌকস্সু তথাপি পাকমাশ্রয়েৎ ॥৭৬
ন কুর্য্যাৎ পরপাকেণ নৈকপাকেন তু স্বয়ম্।
নৈকশ্রাদ্ধে দ্বয়ং কুর্য্যান্ন চ কুর্য্যাৎ পরান্নভুক্ ॥৭৭
পিত্রাদীনাং সগোত্রা যে তথা মাতামহস্য চ।
তেষামেকেন পাকেন কার্য্যং পিণ্ডবিবর্জিতম্ ॥৭৮
কেচিৎ সাপিণ্ডমিচ্ছন্তি সমগোত্রতয়াঽনঘ।
অপি মাতামহো ন স্যাদ্ভিন্নগোত্রতয়া তথা ॥৭৯
পৃথক্ কর্ত্তুমশক্যং স্যাদর্ঘপাত্রাদ্যসম্ভবে।
অবশ্যং তত্র কর্তব্যমেকদৈবমতঃ শ্রয়েৎ ॥৮০

যেষাং নোদ্বাহসংস্কারা হ্যন্যসংস্কারসংস্কৃতাঃ
সাঙ্কল্পিকং ভবেত্তেষাং শ্রাদ্ধং কার্য্যং মৃতেঽহনি ॥৮১
কেচিৎ সাপিণ্ডমিচ্ছন্তি ব্রহ্মসংস্কারবত্তয়া।
আদ্যো হি ব্রহ্মসংস্কারস্তস্মাৎ পিণ্ডঃ প্রদীয়তে ॥৮২
পর্বস্বপি নিমিত্তেষু কর্তব্যং পিণ্ডসংযুতম্।
পিতৄণাং ত্রিবিধা যস্মাদ্ গতিঃ প্রোক্তা মুনীশ্বরৈঃ ॥৮৩
বৈশ্বদেবঃ সদা কার্য্যঃ শ্রাদ্ধে চ সমুপস্থিতে।
পাকশুদ্ধ্যর্থমেবৈতৎ পূর্বমেব বিধীয়তে ॥৮৪
বৈশ্বদেবোঽগ্রতশ্চৈব শ্রাদ্ধকালে বিশেষতঃ।
পাকশুদ্ধিস্তু বিজ্ঞেয়া ভুক্তোচ্ছিষ্টং তু বর্জয়েৎ ॥৮৫
সম্প্রাপ্তে পার্বণশ্রাদ্ধে একোদ্দিষ্টে তথৈব চ।
অগ্রতো বৈশ্বদেবঃ স্যাৎ পশ্চাদেকাদশেঽহনি ॥৮৬
একোদ্দিষ্টে বিশেষেণ প্রাগেব হ্যগ্নিপূজনম্।
কালস্তু কুতপস্তস্য রৌহিণঃ পার্বণস্য চ ॥৮৭

জন্ম হইলে ভার্য্যার ব্যবধানবশতঃ দ্বিজগণ আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।৭৩

সতিল-দধি ও মধু-ঘৃতসংযুক্ত কুশের দ্বারা এবং আমান্নের দ্বারা অগ্নৌকরণ ও পিণ্ড করিবে।৭৪

সংস্কৃত অন্নের সহিত যবাদি দ্রব্যও পিতৃলোক উদ্দেশ্যে প্রদান করিবে এবং জল ও দুগ্ধ প্রদান করিবে। শ্রাদ্ধে অদেয়-দ্রব্য যাহাতে প্রদান করা না হয়—তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে।৭৫

দ্বিজগণের গৃহে দ্বিজগণ আমান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, কখনও পাক করিয়া পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না।৭৬

পরকৃত পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে না এবং একপাকে প্রস্তুত অন্নদ্বারা দুইটি শ্রাদ্ধও করিবে না। একজনের শ্রাদ্ধে দুইটি পাক করিবে না এবং পরান্নভোজন করিয়া শ্রাদ্ধ করিবে না।৭৭

যাহারা পিত্রাদির এবং মাতামহাদির সগোত্র, তাহাদের মধ্যে যে কোন এক ব্যক্তি দ্বারা কৃত পক্বান্নে পিণ্ডবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ করিবে।৭৮

কেহ কেহ ইচ্ছা করেন—সমানগোত্র বলিয়া সপিণ্ডকৃত পক্বান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে, ভিন্নগোত্র বলিয়া মাতামহাদির দ্বারা করাইবে না।৭৯

অর্ঘ এবং শ্রাদ্ধীয় পাত্র (ব্রাহ্মণ) দুর্লভ হইলে এবং পৃথগ্ভাবে শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হইলে একদৈবিক শ্রাদ্ধ অবশ্য করিবে।৮০

যাহাদের বিবাহসংস্কার হয় নাই অথচ অন্য সংস্কারকর্ম হইয়াছে, তাহাদের মৃত্যুতিথিতে সাঙ্কল্পিক শ্রাদ্ধ করিবে।৮১

আদ্য সংস্কারই ব্রহ্মসংস্কার; সেই ব্রহ্মসংস্কার হইয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাহাদের সাপিণ্ড ইচ্ছা করেন, এইহেতু তাহাদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডপ্রদান করিবে।৮২

যেহেতু মুনিশ্রেষ্ঠগণ পিতৃলোকগণের ত্রিবিধ গতি বলিয়াছেন, সেইহেতু পর্বনিমিত্তক-শ্রাদ্ধে পিতৃলোকগণের পিণ্ডদ্বারা শ্রাদ্ধ করিবে।৮৩

শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সর্বদাই বৈশ্বদেব করিবে। পাকশুদ্ধির জন্য এই বৈশ্বদেব পূর্বেই করিবে।৮৪

বামতশ্চাসনং দদ্যাৎ পিতৃকার্য্যেষু সত্তমঃ।
দৈবিকং দক্ষিণং তদ্বদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৮৮
আসনে চাসনং দদ্যাদ্ বামে বা দক্ষিণেঽপি বা।
পিতৃকার্য্যেষু বামং তু দৈবে কর্মণি দক্ষিণম্ ॥৮৯
পিতৃশ্রাদ্ধেষু যো দদ্যাদ্দক্ষিণং দর্ভমাসনম্।
নাশ্নন্তি পিতরস্তস্য সার্ধানি বৎসরাণি ষট্ ॥৯০
তস্মাদ্ বামত এবাত্র পিতৃকর্মণি চাসনম্।
দৈবিকে দক্ষিণং তদ্বদিতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥৯১
কুত্র কালে চ কর্তব্যং শ্রাদ্ধং তৎপৈতৃকং প্রভো!
বদস্ব নিশ্চয়ং তত্র বিবদন্ত্যপরেঽত্র তু ॥৯২
পঞ্চদশমুহূর্তাহস্তৎপ্রাগর্ধদিনং স্মৃতম্।
অপরার্ধং স্মৃতা রাত্রিস্তন্মধ্যঃ কুতপো মতঃ ॥৯৩
যথা যথা চ হ্রস্বত্বং পুংসঃ স্থানেন সম্ভবেৎ।
তথা তথা পবিত্রঃ স্যাৎ কালঃ শ্রাদ্ধার্চনাদিষু ॥৯৪

ছায়েয়ং পুরুষস্যৈবং তৎপাদাধো ভবেদ্ যথা
আধান-শ্রাদ্ধ-দানাদেঃ স কালোঽক্ষয়কৃৎ স্মৃতঃ ॥৯৫
অযুতং তু মুহূর্তানামর্ধং হ্যষ্টাদশাধিকম্।
ত্রিংশদ্ভিস্তৈরহোরাত্রমিতি মাধ্যন্দিনী শ্রুতিঃ ॥৯৬
মধ্যাহ্নে তু গতে সূর্য্যে ন পূর্বে ন চ পশ্চিমে।
তুল্যাগ্রসংস্থিতে চৈব সোঽষ্টমো ভাগ উচ্যতে ॥৯৭
দিবসস্যাষ্টমে ভাগে মন্দো ভবতি ভাস্করঃ।
স কালঃ কুতপো জ্ঞেয়স্তত্র দত্তং তু চাক্ষরম্ ॥৯৮
মধ্যাহ্নচলিতো ভানুঃ কিঞ্চিন্মন্দগতির্ভবেৎ।
স কালো রোহিণো নাম পিতৄণাং দত্তমক্ষয়ম্ ॥৯৯
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন রৌহিণং তু ন লঙ্ঘয়েৎ।
অকালে বিধিনা দত্তং ন দেব-পিতৃগামি তৎ ॥১০০
অব্দবৃদ্ধির্ভবেদ্ যত্র তত্রাহব্দমুভয়াত্মকম্।
শ্রাদ্ধং তত্র চ কুর্বীত মাসয়োরুভয়োরপি ॥১০১

শ্রাদ্ধকালে অগ্রেই বিশেষরূপে বৈশ্বদেব-ক্রিয়া করিবে। অগ্রে বৈশ্বদেব-ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে পাকদ্রব্যের শুদ্ধি হয়। শ্রাদ্ধে ভুক্ত উচ্ছিষ্ট দ্রব্য বর্জ্জন করিবে। পার্বণ ও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে অগ্রেই বৈশ্বদেব-ক্রিয়া করিবে, পরে একাদশাহে করণীয় শ্রাদ্ধ করিবে।৮৫-৮৬

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে প্রথমেই বিশেষভাবে অগ্নির পূজা করিবে। অষ্টম মুহূর্ত্ত একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধের কাল এবং নবমমুহূর্ত্ত পার্বণশ্রাদ্ধের কাল বলিয়া জানিবে।৮৭

সজ্জন ব্যক্তি পিতৃকার্য্যে বামদিকে ও দৈবকার্য্যে দক্ষিণদিকে আসন দিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন। বামদিকে ও দক্ষিণদিকে আসনোপরি আসন দিবে। ঐ আসন পিতৃকার্য্যে বামদিকে ও দৈবকার্য্যে দক্ষিণদিকে দিবে। পিতৃশ্রাদ্ধে যে ব্যক্তি দক্ষিণদিকে ( ডানদিকে ) দর্ভাসন প্রদান করে, পিতৃলোকগণ তাহার প্রদত্ত শ্রাদ্ধ সার্দ্ধ ছয়বৎসর যাবৎ গ্রহণ করেন না।৮৮-৯০

সেইহেতু পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে পিতৃকার্য্যে বামদিকে আসন দিবে এবং সেইরূপে দৈবকর্ম্মে দক্ষিণদিকে আসন দিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৯১

হে প্রভো! পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ কোন্ কালে করা কর্ত্তব্য তাহা নিশ্চয় করিয়া বলুন। কারণ, এই বিষয় লইয়া কেহ কেহ বিবাদ করিয়া থাকেন। পঞ্চদশ মুহূর্ত্তে একদিন হয়। তাহার পূর্বার্দ্ধ দিন, অপরার্দ্ধ রাত্রি এবং দিবা ও রাত্রি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী মুহূর্ত্ত কুতপ নামে শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ।৯২-৯৩

স্থানানুসারে যে যে স্থানে সূর্য্যের গতি যে যে প্রকার হ্রস্বতা প্রাপ্ত হয়, শ্রাদ্ধার্চনাদি কার্য্যে সেই সেই স্থানে সেইরূপ কালই পবিত্র কাল বলিয়া জানিবে। সূর্য্যের এই ছায়া যে কালে তাহার পাদদেশের নিম্নভাগে পতিত হয়, সেই কালই আধান ( অগ্ন্যাধান প্রভৃতি ), শ্রাদ্ধ ও দানাদি ক্রিয়ার পক্ষে অক্ষয়কারী বলিয়া কথিত।৯৪-৯৫

প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে অর্দ্ধেক করিয়া তাহার সহিত আঠার পল যোগ করিলে সেই সময়কে 'অযুত' সজ্ঞায় অভিহিত করা হয় এবং সেই ত্রিশ মুহূর্ত্তে এক দিবারাত্র হয়—ইহাই মাধ্যন্দিনী শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে।৯৬

সূর্য্য মধ্যাহ্নগত হইলে এবং পূর্ব ও পশ্চিমদিকে গমন না করিয়া সমানভাবে সম্মুখস্থ হইলে সেই সময়ই দিবার অষ্টমভাগ বলিয়া জানিবে। দিবসের অষ্টমভাগে

ন বন্ধ্যং দিবসং কুর্যান্মাসয়োরুভয়োরপি।
পিণ্ডবর্জমসঙ্ক্রান্তে সঙ্ক্রান্তে পিণ্ডসংযুতঃ।
ষষ্টিভির্দিবসৈর্মাসস্ত্রিংশদ্ভিঃ পক্ষ উচ্যতে ॥১০২
সংক্রান্তিরহিতঃ পক্ষস্তত্র কার্য্যং বিপিণ্ডকম্।
সিনীবালীমতিক্রম্য যদা সংক্রমতে রবিঃ ॥
যুক্তঃ সাধারণৈর্মাসৈঃ স কাল উত্তরো ভবেৎ ॥১০৩
সঙ্ক্রান্তিবর্জিতঃ কালঃ সমলঃ পাপসম্ভবঃ।
রক্ষসাং ভাগধেয়োঽসৌ উৎসবাদিবিবর্জিতঃ ॥১০৪
তত্র নৈমিত্তিকং কার্য্যং শ্রাদ্ধং পিণ্ডবিবর্জিতম্।
নিত্যং তু সততং কার্য্যমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১০৫
অহোভির্গুণিতৈর্যৎ স্যাত্তৎ কার্য্যং যত্র সর্বদা।
তিথি-নক্ষত্র-যোগাশ্চ জাতকর্মাদিকাশ্চ যে ॥১০৬
নৈমিত্তিকাশ্চ যে চান্যে কার্য্যাস্তেঽপি মলিম্লুচে।১০৭
তীর্থস্নানং গজচ্ছায়াং দ্বিমুখী-গোপ্রদানবৎ ॥
মলিম্লুচেঽপি কর্তব্যং সপিণ্ডীকরণাদিকম্ ॥১০৮
আগ্রয়ণমমাবাস্যামষ্টকাগ্রহসঙ্ক্রমম্।
অধিমাসেঽপি কার্য্যং স্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১০৯
নিতঞ্চ নিত্যশঃ কার্য্যমিষ্টী কাম্যাশ্চ বর্জয়েৎ।
বার্ষিকং পিণ্ডবর্জং স্যাদন্যস্মিন্পিণ্ডসংযুতম্ ॥১১০
ইষ্টিরাগ্রয়ণং শ্রাদ্ধমন্বাহার্য্যঞ্চ সর্বদা।
কর্তব্যং সততং বিপ্রৈরিষ্টীঃ কাম্যাশ্চ বর্জয়েৎ ॥১১১
দৈবে কর্মণি সম্প্রাপ্তে তিথির্যত্রোদিতো রবিঃ।
সা তিথিঃ সকলা জ্ঞেয়া বিপরীতা তু পৈতৃকে ॥১১২

সূর্য্যকর (সূর্য্যরশ্মি) মন্দীভূত হয়। সেই সময়কে কুতপ-মুহূর্ত্ত বলিয়া জানিবে। কুতপ-মুহূর্ত্তে পিতৃ উদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। সূর্য্য মধ্যাহ্নকাল হইতে চলিতে আরম্ভ করিয়া যখন কিছুমাত্র মন্দগতি হইতে আরম্ভ করে, সেই কাল রোহিণ নামে খ্যাত হয়; সে সময়ে পিতৃ উদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য অক্ষয় হয়। সেইহেতু সর্বপ্রযত্নে রোহিণ-মুহূর্ত্তমধ্যে পিত্রাদির উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি দান করিবে, কিছুতেই রোহিণ-মুহূর্ত্ত লঙ্ঘন করিবে না। অকালে বিধি অনুসারে দান করিলেও তাহা দেবগামী ও পিতৃগামী হয় না।৯৭-১০০

যে বর্ষে মাস বৃদ্ধি হইবে অর্থাৎ মলমাস হইবে, সেই বর্ষ মল ও শুদ্ধ এই উভয় মাসাত্মক। সেই বর্ষে মল ও শুদ্ধ এই উভয় মাসেই শ্রাদ্ধ করিবে।১০১

বৃদ্ধিমাস এবং ক্ষয়মাস এই উভয়মাসে নিষ্ফলভাবে দিন কাটাইবে না অর্থাৎ নিত্য বৈধ-কর্ম্ম করিবে। রবি-সংক্রান্তিবর্জ্জিত-মাসে পিণ্ডহীন ও রবি- সংক্রান্তিযুক্ত মাসে সপিণ্ড শ্রাদ্ধ করিবে। ষষ্টি (ষাট্) দিবসে একমাস ও ত্রিশদিনে একপক্ষ হয়।১০২

অমাবস্যা অতিক্রম করিয়া যখন সূর্য্য-সংক্রমণ হয়, তখন সেই মাস সংক্রান্তি-রহিত-মাসনামে অভিহিত হয়; সেই সংক্রান্তি-রহিত পক্ষে পিণ্ডবর্জ্জিত শ্রাদ্ধ করিবে। সাধারণ মাসের সহিত যুক্ত পরবর্ত্তী মাস শুদ্ধ কাল। সংক্রান্তি-বর্জ্জিত কাল মলযুক্ত, তাহা পাপ হইতে উৎপন্ন। উৎসবাদি-বর্জ্জিত ঐ মলমাস রাক্ষসদিগের ভাগ ধারণ করে। সেই মলমাসে পিণ্ডবর্জ্জিত নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ করিবে। পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, নিত্যশ্রাদ্ধ সর্বদা করিবে অর্থাৎ মলমাসে তাহা বাধিত হইবে না; দিন গণনা করিয়া যে কার্য্য হয়, তাহা সর্বদা করিতে পারিবে। তিথি, নক্ষত্র ও যোগবশতঃ যে সকল নৈমিত্তিক ক্রিয়া উপস্থিত হয়, মলমাসে সে সকল কার্য্য করিবে।১০৩-৭

আসন্নপ্রসবা-গো-দানের ন্যায় তীর্থস্নান, গজচ্ছায়া-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ এবং সপিণ্ডীকরণ মলমাসেও করিবে। পরাশর মুনি বলিয়াছেন যে, নবান্ন, অমাবস্যা, অষ্টকা, গ্রহণ ও সংক্রান্তি-নিমিত্তক শ্রাদ্ধ মলমাসেও করিবে। মলমাসে নিত্যকর্ম্ম নিত্য করিবে, কিন্তু যজ্ঞ ও কাম্যকর্ম্ম বর্জ্জন করিবে। মলমাসে পিণ্ডবর্জ্জিত বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিবে এবং শুদ্ধমাসে পিণ্ডযুক্ত শ্রাদ্ধ করিবে।১০৮-১০

বিপ্রগণ নিত্য যাগ, নবান্নশ্রাদ্ধ এবং প্রতিমাসকরণীয় পিতৃশ্রাদ্ধ সর্বদা করিবে; কিন্তু কাম্য

বৃদ্ধিমদ্দিবসে কার্য্যং শ্রাদ্ধমাভ্যুদিকং দ্বিজৈঃ।
ক্ষীয়মাণে দিনে কার্য্যং শ্রাদ্ধং বিদ্বন্ ক্ষয়াহ্নিকম্॥১১৩
মিত্রে চৈবমগোত্রে চ পিতৃ-মাতৃসহোদরে।
আসনং নৈব দাতব্যং ভোক্তব্যা এবমেব হি॥১১৪
ব্রাহ্মণং ন সগোত্রঞ্চ পূজয়েৎ পিতৃকর্ম্মণি।
নোপতিষ্ঠতি তত্তেষাং কিন্তু স্যাচ্চ নিরাশতা॥১১৫
স্বগোত্রং ভোজয়েদ্ যস্তু পিতৃশ্রাদ্ধেষু বৈ দ্বিজঃ।
হতাঃ স্যুঃ পিতরস্তেন ন ভোক্তুমুপতিষ্ঠতে॥১১৬
শ্রাদ্ধং কুর্বন্ দ্বিজোঽজ্ঞানাং স্বগোত্রং যস্তু ভোজয়েৎ
স লুপ্তপিতৃদেবঃ সন্নরকং প্রতিপদ্যতে॥১১৭
তস্মান্ন গোত্রিণং বিপ্রং ভোজয়েদ্ বিধিপূর্বকম্।
জ্ঞাতিমন্ত্রেন ভোজ্যাস্তে উত্থিতৈস্তু
দ্বিজোত্তমৈঃ॥১১৮
দক্ষিণাপ্রবণে দেশে শ্রাদ্ধং কুর্য্যাত্তু পৈতৃকম্।
পিতৃণাং পাবনো দেশঃ স
প্রোক্তোঽক্ষয়তৃপ্তিকৃৎ॥১১৯

দেশে কালে চ পাত্রে চ বিধিনা হবিষা চ যৎ
তিলৈর্দর্ভৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ শ্রাদ্ধং
স্যাচ্ছ্রদ্ধয়ান্বিতম্॥১২০
তৈজসানি তু পাত্রাণি হ্যর্ঘ্যার্থং ভোজনায় চ।
মৃৎ-পাষাণময়ান্যেকে অপরাণ্যপরে বিদুঃ॥১২১
পলাশ-পদ্ম-পত্রাণি অনিষিদ্ধানি যানি চ।
তানি শ্রাদ্ধেষু কার্য্যাণি পিতৃ-দেবহিতানি চ॥১২২
বৃদ্ধিশ্রাদ্ধেষু মন্যন্তে মৃণ্ময়ানি তু কেচন।
শৌনকস্য মতং হ্যেতদ্ যথা কার্য্যং তু মৃণ্ময়ম্॥১২৩
একদ্রব্যাণি কার্য্যাণি পাত্রাণি ভোজনার্ঘয়োঃ।
ত্রীণি পৈতৃকপাত্রাণি দ্বে দৈবে বৈশ্বদৈবিকে॥১২৪
একস্য বৈশ্বদেবানি পৈতৃকাণ্যেকবস্তুনঃ।
ইতি বা তানি কার্য্যাণি ভেদমেকত্র বর্জয়েৎ॥১২৫
বটাঽশ্বত্থাঽর্কপত্রেষু কুম্ভী-তিন্দুকয়োরপি।
কোবিদার-করঞ্জেষু ন ভুঞ্জীত কদাচন॥১২৬

করিবে। দেবপূজাদি কর্ম্মে যে তিথিতে রবি উদিত হয়, সেই তিথি দেবপূজায় প্রশস্ত জানিবে; কিন্তু পিতৃকার্য্যে ইহার বিপরীত জানিবে।১১১-১২

হে বিদ্বন্! বৃদ্ধিমদ্দিবসে (সংস্কারকর্ম্ম-দিবসে) দ্বিজগণ আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ করিবে। ক্ষয়দিবসীয় (মৃত্যু-দিবসীয়) শ্রাদ্ধ ক্ষীয়মাণ (মৃত) তিথিতে করিবে।১১৩

পিত্রাদির শ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণকে যে আসন প্রদান করা হয়, মিত্র, সগোত্র এবং পিতৃমাতৃসহোদর ইহাদিগকে সে আসন প্রদান করিবে না। অর্থাৎ উপরোক্ত ব্যক্তিগণকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ করিবে না; ইহাদিগকে কেবলমাত্র ভোজন করাইবে।১১৪

পিতৃকার্য্যে সমানগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ-রূপে পূজা করিবে না। যদি সমানগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে পূজা করে, তাহা হইলে সেস্থলে পিতৃলোকের উপস্থিতি হয় না এবং পিতৃলোকের শ্রাদ্ধপ্রাপ্তির আশা নষ্ট হয়।১১৫

যে দ্বিজ পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে স্বগোত্রীয়কে ভোজন করায়, সেই দ্বিজই যেন পিতৃলোকগণকে বধ করিয়া তদ্বধজনিত পাপে লিপ্ত হয়; পিতৃলোক সেই শ্রাদ্ধে ভোজন করিবার জন্য উপস্থিত হন না।১১৬

কোনও দ্বিজ যদি অজ্ঞানতাবশতঃ পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণরূপে স্বগোত্রীয়কে ভোজন করায়, তাহা হইলে সে পিতৃদেব কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া নরকগামী হয়।১১৭

সেইহেতু শ্রাদ্ধে সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে বিধিবোধিত-ভাবে ভোজন করাইবে না; উত্থানশীল দ্বিজশ্রেষ্ঠ সগোত্রীয় ব্রাহ্মণকে জ্ঞাতিরূপে ভোজন করাইবে।১১৮

উত্তরদিক্ অপেক্ষা দক্ষিণদিক্ নিম্ন (ঢালু) এইরূপ স্থানে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। দক্ষিণপ্রবণ স্থান পিতৃলোকের শ্রাদ্ধের পক্ষে অতিশয় পবিত্র ও অক্ষয় তৃপ্তিকর।১১৯

বিধি অনুসারে যথাযোগ্য দেশ, কাল ও পাত্রে ঘৃত, তিল, দর্ভ ও মন্ত্র দ্বারা শ্রদ্ধাযুক্তভাবে যাহা করা হয়, তাহাই শ্রাদ্ধ।১২০

সুরভী-নাগকর্ণাদ্যৈঃ করবীর-করঞ্জকৈঃ।
বিল্বৈর্বস্ত্বর্চয়েদ্ বিদ্বান্ পিতৃন্ শ্রাদ্ধেষু গর্হিতৈঃ ॥১২৭
তদ্ভুঞ্জন্তেঽসুরাঃ শ্রাদ্ধং নিরাশৈঃ পিতৃভির্গতৈঃ।
সর্বাণি রক্তপুষ্পাণি নিষিদ্ধান্যপরাণি চ।
বর্জয়েৎ পিতৃকার্য্যেষু কেতকীকুসুমানি চ ॥১২৮
গো-রম্ভা-ভৃঙ্গরাজাদ্যৈর্মল্লিকা-কুব্জকৈরপি।
সমর্চয়েদ্ দ্বিজান্ শ্রাদ্ধে হব্য-কব্যোদিতৈর্দ্বিজঃ ॥১২৯
ন দদ্যাদ্ গুগ্গুলং শ্রাদ্ধে দ্বিজানাং পিতৃদৈবতে।
ধূপাভাবে গুড়ো দেয়ো ঘৃতদীপং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১৩০
কুঙ্কুমাদ্যং চন্দনঞ্চ দেয়ং গন্ধবিমিশ্রিতম্।
ঊর্ধ্বঞ্চ তিলকং কুর্য্যাদ্ দৈবে পিত্র্যে চ কর্মণি ॥১৩১
নিরাশাঃ পিতরো যান্তি যস্তু কুর্য্যাৎ ত্রিপুণ্ড্রকম্।
পবিত্রং যদি বা দর্ভং করে কৃত্বা দ্বিজান্নরঃ ॥১৩২
সমালভেদ্ দ্বিজানস্তস্য শ্রাদ্ধমাসুরং ভবেৎ।
গন্ধাশ্চ বিবিধা দেয়াঃ কর্পূরাগুরুমিশ্রিতাঃ ॥১৩৩
শক্ত্যা বস্ত্রাণি দেয়ানি তদভাবে চ নিষ্ক্রয়ম্।
দীপশ্চ সর্পিষা দেয়স্তিলতৈলেন বা পুনঃ ॥
ন কাষ্ঠতৈলৈরন্যৈস্তু কদাচিৎ সার্ষপাতসৈঃ ॥১৩৪
দেশধর্মং সমাশ্রিত্য বংশধর্মং তথাপরে।
সূরয়ঃ শ্রাদ্ধমিচ্ছন্তি পার্বণঞ্চ ক্ষয়াহ্ন্যপি ॥১৩৫
স্ত্রীণামপি পৃথক্ শ্রাদ্ধং তে মন্যন্তে স্বধর্মতঃ।
মাতামহস্য গোত্রেণ মাতুস্তেন সপিণ্ডতাম্ ॥১৩৬
মাতামহ্যা সহেচ্ছন্তি মাতুস্তেঽপি সপিণ্ডতাম্।
স্ত্রীণাং স্ত্রীগোত্রসম্বন্ধাৎ পুংগোত্রেণ নৃণাং যতঃ ॥১৩৭

শ্রাদ্ধে অর্ঘ্য ও ভোজনীয় পাত্র তৈজস-নির্ম্মিত হইবে। কেহ কেহ মৃৎ ও প্রস্তরময় পাত্র, কেহ কেহ অন্যান্য পাত্রের কথাও উল্লেখ করিয়া থাকেন।১২১

পলাশ ও পদ্মপত্র এবং যে সকল পাত্র শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধ বলিয়া কথিত হয় নাই, সেই সকল পাত্র এবং পিতৃকার্য্যে ও দেবকার্য্যে বিহিত পাত্রসকল শ্রাদ্ধে ব্যবহার করিবে।১২২

কেহ কেহ মনে করেন, বৃদ্ধিশ্রাদ্ধে মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। শৌনক মুনিরও ইহাই মত যে, মৃণ্ময় পাত্রই ব্যবহার্য্য।১২৩

ভোজনীয় পাত্র ও অর্ঘ্যপাত্র একজাতীয় পদার্থ দ্বারা নির্ম্মাণ করিবে। পিতৃপক্ষে তিনটি পাত্র এবং বিশ্বদেব সম্বন্ধীয় দেবপক্ষে দুইটি পাত্র প্রস্তুত করিবে।১২৪

বিশ্বেদেব-পাত্র এক বস্তুর দ্বারা ও পিতৃপাত্র অন্য বস্তুর দ্বারা রচনা করিবে অথবা একত্র উহাদের পারস্পরিক ভেদ বর্জ্জন করিবে।১২৫

বিশ্বেদেব ও পিতৃগণ বট, অশ্বত্থ, অর্ক, পাক, গাব, রক্তকাঞ্চন ও করঞ্জপত্রে কখনও ভোজন করে না।১২৬

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি মল্লিকা, ভেরেণ্ডা, করবীর, করঞ্জ ও বিল্ব প্রভৃতি গর্হিত দ্রব্য দ্বারা শ্রাদ্ধে পিতৃগণের অর্চনা করেন, তাঁহার পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান এবং সেই শ্রাদ্ধ অসুরগণ ভোজন করে। সকল প্রকার রক্তপুষ্প, অন্যান্য নিষিদ্ধ পুষ্প এবং কেতকীপুষ্প পিতৃকার্য্যে বর্জ্জন করিবে। দ্বিজ গো, রম্ভা, ভৃঙ্গরাজাদি, মল্লিকা, শ্বেত গোলাপ এবং হব্যকব্যোদিত দ্রব্য দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধে দ্বিজগণকে অর্চনা করিবে।১২৭-২৯

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! তোমরা পিতৃদেবতার শ্রাদ্ধে গুগ্গুল্ দিবে না (জ্বালাইবে না), ধূপ না থাকিলে গুড় দিবে এবং ঘৃত-প্রদীপ প্রজ্বালিত করিবে।১৩০

শ্রাদ্ধে গন্ধমিশ্রিত কুঙ্কুম প্রভৃতি চন্দন দিবে। দৈব ও পৈত্র্যকার্য্যে ঊর্দ্ধতিলক ধারণ করিবে। যদি কেহ ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করে, তাহা হইলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান। শ্রাদ্ধকালে মানুষ পবিত্র বা কুশ হস্তে লইয়া দ্বিজগণকে স্পর্শ করিবে। যে অজ্ঞ নর পবিত্র বা কুশ হস্তে না লইয়া দ্বিজগণকে স্পর্শ করে, তাহার কৃত সেই শ্রাদ্ধ অসুরভোগ্য হয়। শ্রাদ্ধে কর্পূর ও অগুরুমিশ্রিত বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রদান করিবে। শক্তি অনুসারে বস্ত্রও দিবে; বস্ত্র দিতে অসমর্থ হইলে তন্নিমিত্ত মূল্য দিবে। ঘৃত অথবা তিলতৈল দ্বারা দীপ দিবে। কখনও কাষ্ঠনিষ্কাসিত তৈল, অন্য কোনও তৈল বা সর্ষপজাত তৈল ও অতসজাত তৈল দ্বারা দীপ দিবে না।১৩১-৩৪

সপিণ্ডীকরণে কালে শ্রাদ্ধদ্বয়মুপস্থিতম্ ।
দেবাদ্যং প্রথমং কুর্য্যাৎ পিতৃণাং তদনন্তরম্ ॥১৩৮

দেবাদ্যং পার্বণং প্রোক্তং প্রেতশ্রাদ্ধমথাপরম্ ।
একত্বং তু ততঃ পশ্চাৎ কৃত্বা বিপ্রাংশ্চ
ভোজয়েৎ ॥১৩৯

পিতৃণামর্ঘ্যপাত্রাণি প্রেতপাত্রমথাপরম্ ।
প্রেতপাত্রং তু তৎকৃত্বা পিতৃপাত্রেষু যোজয়েৎ ॥১৪০

যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং পূর্ববচ্ছেষমাচরেৎ ॥
সপিণ্ডীকরণং যস্য কৃতং ন স্যাদ্ দ্বিজন্মনঃ ॥১৪১

অদৈবং তস্য দেয়ং স্যাৎ পিণ্ডমেকং তু নির্বপেৎ ।
সপিণ্ডীকরণং চৈতৎ স্ত্রিয়াশ্চৈব ক্ষয়াহ্নিকম্ ॥১৪২

একাদশাহ্নিকং ত্বাদ্যং মাসি মাসি চ মাসিকম্ ।
বর্ষে বর্ষে চ কর্তব্যং মৃতেঽহনি চ তৎ পুনঃ ॥১৪৩

নাঽপুত্রস্য সপিণ্ডত্বং কেচিদিচ্ছন্তি তদ্বিদঃ ।
বিশেষতোঽনপত্যস্য সত্যপ্যত্রাধিকারিণি ॥১৪৪

বিদ্যমানঃ পিতা যস্য স চেদ্ যদি বিপদ্যতে
তদনন্তরা সপিণ্ডত্বং বদন্তি শ্রাদ্ধবাদিনঃ ॥১৪৫

আভ্যুদয়িকসম্পত্তাবর্চাং প্রাগেব কারয়েৎ ।
কুর্য্যাৎ পরিজনেনৈতৎ স্বয়ং বাপি দ্বিজোত্তমঃ ॥১৪৬

সন্ন্যসন্ সর্বকর্মাণি তচ্ছ্রাদ্ধায় চ তদ্দিনম্ ।
অগ্নিদাহদিনং চৈকে কেচিন্মৃতদিনং বিদুঃ ॥১৪৭

বিদেশস্থে শ্রুতাহস্তু কৃষ্ণা বা দ্বাদশী সিতা ।
সংগ্রামে সংস্থিতানাঞ্চ প্রেতপক্ষে শশিক্ষয়ে ॥১৪৮

অগ্নি-সর্পাদিমৃত্যুনাং ষণ্মাসোপরি সৎক্রিয়া ।
তেষাং পার্বণমেবোক্তং ক্ষয়াহেঽপি চ সত্তমৈঃ ॥১৪৯

চন্দ্রক্ষয়াহনাশক-সংযুগেষু
যঃ প্রেতপক্ষে মৃতবান্ সপিণ্ডঃ ।

দেশধর্ম্ম ও বংশধর্ম আশ্রয় করিয়া মৃত্যুতিথিতে পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে—ইহা অন্যান্য পণ্ডিতগণ ইচ্ছা করেন। স্ত্রীলোকদিগেরও স্বকীয় দেশ, কুল ও ধর্ম্মানুসারে পৃথগ্-ভাবে পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে—ইহাও তাঁহারা ইচ্ছা করেন। মাতামহের যে গোত্র, সেই গোত্র দ্বারা মাতার সপিণ্ডীকরণ করিবে। (যেহেতু) তাঁহারা মাতামহীর সহিতও মাতার সপিণ্ডতা ইচ্ছা করেন। পুরুষ-গোত্রের সহিত স্ত্রী-গোত্রের সম্বন্ধহেতু স্ত্রীলোকদিগের পুরুষ-গোত্রানুসারে সপিণ্ডীকরণ করিবে।১৩৫-৩৭

সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধকালে দুইটি শ্রাদ্ধের উপস্থিতি হয়; প্রথমে বিশ্বেদেবাদির শ্রাদ্ধ করিয়া পরে পিতৃলোকের শ্রাদ্ধ করিবে। বিশ্বেদেবাদির পার্বণশ্রাদ্ধ করিয়া অনন্তর প্রেতশ্রাদ্ধ করিবে। তৎপর প্রেতের সহিত তৎপিত্রাদির একত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়া বিপ্রগণকে ভোজন করাইবে।১৩৮-৩৯

পিতৃগণের অর্ঘ্যপাত্র ও প্রেতের অর্ঘ্যপাত্র ভিন্নভাবে স্থাপন করিবে। প্রেতার্ঘ্য পিতৃগণের অর্ঘ্যের সহিত মিলিত করিবে।১৪০

"যে সমানা" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়ে পূর্বের ন্যায় অবশিষ্ট কার্য্য করিবে। যে দ্বিজের সপিণ্ডীকরণ করা হয় নাই, তদুদ্দেশ্যে দেবপক্ষবিহীন একটিমাত্র পিণ্ড প্রদান করিবে। মৃত্যুতিথিতে স্ত্রীলোকেরও সপিণ্ডীকরণ করিবে। একাদশাহে করণীয় শ্রাদ্ধ আদ্যশ্রাদ্ধ, প্রতিমাসে মৃত্যুতিথিতে করণীয় শ্রাদ্ধ মাসিক-শ্রাদ্ধ এবং পুনরায় প্রতিবৎসর মৃত্যুতিথিতে করণীয় শ্রাদ্ধ বার্ষিক-শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হয়।১৪১-৪৩

পুত্রহীন ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ করিবার বিশেষ অধিকারী থাকিলেও সপিণ্ডীকরণ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ পুত্রহীন ব্যক্তির সপিণ্ডীকরণ ইচ্ছা করেন না।১৪৪

পিতা বর্ত্তমান থাকিতে যদি কোনও পুত্রের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রের সপিণ্ডীকরণ হইবে—ইহা শ্রাদ্ধ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন।১৪৫

আভ্যুদয়িক উপস্থিত হইলে দ্বিজোত্তম পূর্বেই স্বয়ং মাতৃগণের অর্চনা করিবে অথবা পরিজন দ্বারা করাইবে। সমস্ত কর্ম সম্যগ্‌রূপে সেই শ্রাদ্ধের জন্য ন্যস্ত করিয়া সেই দিন যাপন করিবে। কেহ কেহ অগ্নিদাহ-দিনকেই মৃত্যুদিন বলিয়া

সপিণ্ডনানন্তরমাব্দিকানি
ভবন্তি তেষামিহ পার্বণানি ॥১৫০
অগ্নি-সর্পাদিমৃত্যূনাং ষণ্মাসোপরি সৎক্রিয়া।
ক্ষয়াহ্নিকানি কার্য্যাণি ক্রয়ুর্ধর্মবিদো জনাঃ ॥১৫১
অব্দাদূর্ধ্বং বদন্ত্যেকে কৃত্বা চ বৈষ্ণবং বলিম্।
বিষ্ণ্বর্চনং বিনা নার্বাক্ প্রদত্তমুপতিষ্ঠতি ॥১৫২
বিদ্যুতা বৃক্ষপাতেন সর্পেণ মহিষেণ বা।
ইত্যাদিকেন মৃত্যুঃ স্যাত্তিথৌ যত্র চ তত্র বৈ ॥১৫৩
তন্নিমিত্তস্য তৃপ্ত্যর্থং মাসি মাসি ক্ষয়াহ্নিকম্।
কর্তব্যমবধৌ যাবত্ততঃ কুর্বীত সৎক্রিয়াম্ ॥১৫৪
অনাশকমৃতানাঞ্চ ক্ষয়াহেঽপি চ পার্বণম্।
সন্ন্যাসবদ্ধি মন্যন্তে কেচিদ্ বিদুরদৈবিকম্ ॥১৫৫
একোদ্দিষ্টমদৈবং স্যাত্তথৈকার্য্যপবিত্রকম্।
আবাহনাঽগ্নৌকরণহীনং তদপসব্যবৎ ॥১৫৬
পূর্বোত্তরপ্লবে দেশে শ্রাদ্ধং স্যাম্মাতৃপূর্বকম্।
সিত-পীতাদিপিষ্টেন চার্চিতে ভূতলে চ তৎ ॥১৫৭
উদ্দিষ্টক্রতুকালস্য তৎ প্রাগেব বিধীয়তে।
আভ্যুদয়িকদৈবানি পূর্বাহ্ণে স্যুরিতি স্মৃতিঃ ॥১৫৮
তিলাক্ষতোদকৈর্যুক্তান্যাসনানি প্রদক্ষিণাৎ।
পরিহৃত্যাদি পৃষ্ঠেন কৃত্বা চ শান্তিপূর্বকম্ ॥১৫৯

থাকেন। পুত্রাদি বিদেশে অবস্থান করিলে যে দিন মৃত্যু সংবাদ শ্রুত হয়, সেই দিনই মৃত্যুদিন অথবা কৃষ্ণ বা শুক্লপক্ষের দ্বাদশীতিথি এবং মৃত্যুতিথি সংগ্রামে মৃতব্যক্তিগণের প্রেতপক্ষীয় অমাবস্যা-তিথি মৃত্যুতিথি।১৪৬-৮৮

অগ্নি ও সর্পাদি দ্বারা মৃতব্যক্তিদিগের ছয়মাসের পর শ্রাদ্ধাদি সৎক্রিয়া করিবে; তাহাদেরও মৃত্যুতিথিতে পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে,—ইহা সজ্জনগণ বলিয়া থাকেন। অমাবস্যা-তিথিতে প্রাণনাশকর-দিন ভিন্ন অন্যদিনে অর্থাৎ অপঘাতে মৃত্যু হইলে, যুদ্ধে এবং প্রেতপক্ষে মৃত সপিণ্ডের সপিণ্ডীকরণের পর আব্দিক শ্রাদ্ধ পার্বণবিধি অনুসারে করিবে।১৪৯-৫০

ধর্মশাস্ত্রার্থবিদ্‌গণ বলিয়াছেন যে, অগ্নিতে ও সর্পাদির আঘাতে মৃত ব্যক্তিগণের ছয়মাসের পর বেদাদি শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া ও মৃত্যুদিবস-সম্বন্ধীয় কার্য্যসমূহ করিবে। কেহ কেহ বলেন,—এক বৎসরের ঊর্দ্ধ হইলে পর নারায়ণবলি-যাগ করিয়া পারলৌকিক অনুষ্ঠান করিবে। কেননা পূর্বোক্ত প্রকারে মৃতগণের ঊর্দ্ধগতির জন্য বৎসরমধ্যে বিষ্ণুর অর্চনা না করিয়া যদি কোনও অনুষ্ঠান করা হয়, তাহা হইলে সে সমস্ত ক্রিয়ার ফল মৃতগণের নিকট উপস্থিত হয় না।১৫১-৫২

যে কোনও তিথিতেই হউক না কেন বিদ্যুৎ, বৃক্ষপতন, সর্প ও মহিষ ইত্যাদি দ্বারা যদি কাহারও মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির তৃপ্তির জন্য প্রতিমাসে মৃত্যুতিথিতে করণীয়-কার্য্য বর্ষাবধি করিবে, তৎপর বেদাদি-বিহিত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।১৫৩-৫৪

অস্বাভাবিকভাবে মৃতব্যক্তিদিগের মৃত্যুতিথিতে দেবপক্ষহীন পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে—ইহা কেহ কেহ বলেন এবং তাঁহারা ইহা সন্ন্যাসের ন্যায় মনে করেন।১৫৫

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে দেবপক্ষ থাকিবে না এবং একটি মাত্র অর্ঘ্য ও একটি মাত্র পবিত্র দিবে। আবাহনীয় মন্ত্রপাঠ ও অগ্নৌকরণ করিবে না এবং অপসব্যোত্তরীয় হইবে।১৫৬

শুক্ল ও পীত প্রভৃতি পিষ্টক (পিঁঠুলি) দ্বারা প্রলিপ্ত ভূমিতে পূর্ব ও উত্তরদিগস্থ ঢালু (নীচু) স্থানে মাতৃপূর্বক শ্রাদ্ধ করিবে।১৫৭

উদ্দেশপ্রাপ্ত ক্রতুকাল সম্বন্ধে পূর্বেই বিধান করা হইয়াছে। আভ্যুদয়িকে দৈবপক্ষীয় কার্য্য পূর্বাহ্ণেই হইবে—ইহাই স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান।১৫৮

প্রথমে শান্তিকর্ম করিয়া আদিতেই পৃষ্ঠদেশ পরিহার করত প্রদক্ষিণের পর তিল, অক্ষত ও উদকযুক্ত আসনগুলি এবং ব্রীহি, যব, গোধূম ও অক্ষতচূর্ণ পিণ্ডদানে প্রশস্ত বলিয়া কথিত থাকায় অক্ষত, আমলক, দধি ও বদরিকামিশ্রিত পিণ্ডগুলি নান্দীমুখ-দেবগণ ও নান্দীমুখ-পিতৃগণ উদ্দেশ্যে প্রদক্ষিণক্রমে প্রদান করিবে।১৫৯-৬১

সেই নান্দীমুখে দেবগণ ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে

ব্রীহয়ো যব-গোধূমা অক্ষতাশ্চ হুতাঃ স্মৃতাঃ।
অক্ষতামলকৈঃ পিণ্ডান্ দধি-কর্কন্ধুমিশ্রিতৈঃ ॥১৬০
নান্দীমুখেভ্যো দেবেভ্যঃ প্রদক্ষিণকুশাসনম্।
পিতৃভ্যস্তন্মুখেভ্যশ্চ প্রদক্ষিণমিতি স্মৃতিঃ ॥১৬১
কর্কন্ধুভির্যবৈঃ পুষ্পৈঃ শমীপত্রৈস্তিলৈস্তথা।
তেভ্যো হ্যর্ঘ্যঃ প্রদাতব্যঃ পিতৃভ্যো দৈবতৈঃ সহ ॥১৬২
মাতামহানামপ্যেবং ষড়্‌দৈবত্যং শ্রিয়ে দ্বিজঃ।
মাঙ্গল্যপূর্বকং সর্বং গন্ধাদ্যপি চ ধারয়েৎ ॥১৬৩
তৃপ্তিকৃৎ পিতৃ-মাতৃণাং ধূপো দেয়শ্চ গুগ্‌গুলঃ।
ঘৃতাভিঘারধূপো বা যথা স্যাৎ পরিপূর্ণতা ॥১৬৪
দীপাশ্চ বহবো দেয়াঃ বিপ্রং প্রতি ঘৃতেন চ।
তৈলেন যেন কেনাপি নবনীতেন চৈব হি ॥১৬৫
মালত্যা শতপত্র্যা বা মল্লিকা-কুন্দয়োরপি।
কেতক্যা পাটলয়া বা স্রজো দেয়া ন লোহিতাঃ ॥১৬৬
বাসাংসি চ যথাশক্ত্যা দদ্যাৎ তেভ্যোহপি নিষ্ক্রয়ম্।
পরিপূর্ণং যথা তৎ স্যাত্তথা কার্য্যং ভবেদিতি ॥১৬৭
সুবেষভূষণৈস্তত্র সালঙ্কারৈস্তথা নরৈঃ।
কুঙ্কুমাদ্যনুলিপ্তাঙ্গৈর্ভাব্যং তু ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥১৬৮
স্ত্রিয়োহপি স্যুস্তথাভূতা গীত-নৃত্যাদিহর্ষিতাঃ।
দুন্দুভিনাদহৃষ্টাঙ্গা মঙ্গলধ্বনিকারিকাঃ ॥১৬৯
সোমসদোঽগ্নিষ্বাত্তাশ্চ তথা বর্হিষদোহপি চ।
সোমপাশ্চ তথা বিদ্বংস্তথৈব চ হবির্ভুজঃ ॥১৭০
আজ্যপাশ্চ তথা বৎস তথা হ্যন্যে সুকালিনঃ।
এতে চান্যে চ পিতরঃ পূজ্যাঃ সর্বে দ্বিজাতিভিঃ ॥১৭১
বসবশ্চ তথা রুদ্রাস্তথৈবাদিতিসূনবঃ।
দেবতা অপি যজ্ঞেষু স্বায়ম্ভুবা হি কীর্তিতাঃ ॥১৭২
এতে চ পিতরো দিব্যাস্তথা বৈবস্বতাদয়ঃ।
এতৎ পৌত্র-প্রপৌত্রাশ্চ অসংখ্যাঃ পিতরঃ স্মৃতাঃ ॥১৭৩
এতে শ্রাদ্ধেষু সন্তর্প্যাঃ উৎপন্নান্নৈর্দ্বিজাতিভিঃ।
সন্তর্পিতা ইমে সর্বান্ প্রীণয়ন্তি নৃণাং পিতৄন্ ॥১৭৪
প্রাগেব কথিতান্ বিপ্রান্ স্নাতান্ কালে সমাগতান্।

বদরিকা, যব, পুষ্প, শমীপত্র ও তিলযুক্ত অর্ঘ্য প্রদান করিবে। ষড়্‌দৈবত-শ্রাদ্ধে দ্বিজ শ্রীলাভের জন্য মাতামহাদির উদ্দেশ্যেও এইরূপ দিবে। মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানপূর্বক শুভগন্ধাদি দ্রব্য ধারণ করিবে।১৬২-৬৩

পিতৃ-মাতৃগণের তৃপ্তিপ্রদ ধূপ ও গুগ্‌গুল দিবে, অথবা ঘৃতাভিঘারিত ধূপ দিবে—যাহাতে পিতৃমাতৃগণের পরিপূর্ণ তৃপ্তি হয়। প্রত্যেকটি ব্রাহ্মণ উদ্দেশ্যে ঘৃত, যে কোনও তৈল অথবা নবনীত দ্বারা বহু দীপ দিবে।১৬৪-৬৫

মালতী, পদ্ম, মল্লিকা, কুন্দ, কেতকী ও পাটলা-পুষ্পের মালা দিবে, কিন্তু লোহিতবর্ণ পুষ্প দিবে না। তাহাদের উদ্দেশ্যে যথাশক্তি বস্ত্র অথবা তন্মূল্য দিবে—যেভাবে পরিপূর্ণ হয়, সেইভাবে কার্য্য করিবে। ভূষণ ও অলঙ্কার দ্বারা সুন্দরবেশধারী মানবগণ কুঙ্কুমাদি দ্বারা অনুলিপ্তাঙ্গ হইয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত পিতৃলোকগণকে ভাবনা করিবে।১৬৬-৬৮

সেইরূপ বেশভূষণ-মণ্ডিতা স্ত্রীলোকগণও নৃত্য-গীতাদি দ্বারা হৃষ্টা ও দুন্দুভি (ঢাক) নিনাদে পুলকিতা হইয়া মঙ্গলধ্বনি করিবে।১৬৯

হে বিদ্বন্! হে বৎস! সোমসদ, অগ্নিষ্বাত্তা বর্হিষদ, সোমপ, আজ্যপ, সুকালিন প্রভৃতি পিতৃগণ ও হবির্ভুক্ অন্যান্য পিতৃগণ দ্বিজাতিগণের পূজনীয়।১৭০-৭১

অষ্টবসু, একাদশরুদ্র, অদিতি-পুত্রগণ ও স্বায়ম্ভুব যজ্ঞকর্মে দেবতা বলিয়া কীর্ত্তিত। ইঁহারা, দিব্যপিতৃগণ, বৈবস্বতাদিগণ এবং ইঁহাদিগের অসংখ্য পৌত্র ও প্রপৌত্রাদিগণ পিতৃলোক বলিয়া উক্ত হন; দ্বিজগণ শ্রাদ্ধান্ন দ্বারা ইঁহাদিগেরও সম্যগ্‌রূপে তৃপ্তিসম্পাদন করিবে। ইঁহারা সম্যগ্‌রূপে তৃপ্ত হইয়া মানবগণের পিতৃগণকে প্রীত করেন।১৭২-৭৪

পূর্বেই প্রার্থনা দ্বারা নিমন্ত্রিত, স্নাত, কৃতশৌচ ও যথাকালে সমাগত পূর্বোক্ত বিপ্রগণকে অর্ঘ্য প্রদান করিয়া উপবেশন করাইবে। যাহারা মেঘনিঃসৃত জলস্পৃষ্ট জল দ্বারা আচমন ও

দত্ত্বার্ঘ্যান্ কৃতসচ্ছৌচানাচান্তানুপবেশয়েৎ ॥১৭৫
যে স্পৃশন্তস্তু খান্যদ্ভিরাচামন্তি পিবন্তি চ।
তেষাং ন জায়তে শুদ্ধিরাচামন্ত্যসৃজা হি তে ॥১৭৬
সর্বাণি স্বানি বক্ত্রাণি কায়চ্ছিদ্রাণি চাত্মনঃ।
তৈরাচান্তৈর্ভবেচ্ছুদ্ধিরশুচিস্ত্বন্যথা ভবেৎ ॥১৭৭
ব্যাহৃত্য বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ স্মৃত্বা চ বেদমাতরম্।
শান্তস্বান্তো দ্বিজান্ পৃচ্ছেৎ করিষ্যে শ্রাদ্ধমিত্যথ ॥১৭৮
করবৈ করবাণীতি পৃষ্টা ব্রূয়ুর্দ্বিজা হ্যতঃ।
অনুজ্ঞায়ৈ বচো হ্যেতৎ কুরুষ্ব ক্রিয়তাং কুরু ॥১৭৯
ততো দর্ভাসনং দদ্যাদ্দেবেভ্যঃ সযবং পুনঃ।
দক্ষিণং জানুমন্বাস্য দক্ষিণঞ্চ তথাসনম্ ॥১৮০
পাত্রদ্বয়মতোঽর্ঘ্যার্থং তৈজসং চৈকবস্তুজম্।
সাপঞ্চ সপবিত্রং তৎ সমভ্যর্চ্য বিধানতঃ ॥১৮১
প্রাঙ্মুখোঽমরতীর্থেষু শন্নো দেব্যোদকং ক্ষিপেৎ।
যবোঽসীতি যবাংস্তত্র তূষ্ণীং পুষ্পাণি চন্দনম্ ॥১৮২
যবোঽসি পুণ্যামৃতমিশ্রিতোঽসি
সমস্তধান্যপ্রভুরস্যমুত্র।
মরুন্মনুষ্য-পিতৃবংশতৃপ্ত্যৈ
ক্ষিতাবতীর্ণোঽসি হিতোঽসি পুংসাম্ ॥১৮৩
উৎপাদ্যপূর্বকমিমানমৃতেন বেধা-
ভূয়ঃ প্রসন্নমনসা তদুপাসিতঃ সন্।
চিক্ষেপ তান্ বরুণলোকহিতায় সিক্তাং-
স্তেনামৃতা বরুণদৈবতকা বভূবুঃ ॥১৮৪
আনীতবান্ বিধিরিমান্ বরুণস্য লোকাদ্
অন্নপ্রভূন্ ভুবি যবান্ সুরলোকতৃপ্ত্যৈ।
তৎপিষ্ট-পক্ব-হবিষা পিতৃদেবতানাং
তৃপ্তা বসন্তি দিবি তে বরদানবাচঃ ॥১৮৫
ততঃ সব্যং করং ন্যস্য বিপ্রদক্ষিণজানুনি।
দেবানাবাহয়িষ্যেঽহমিতি বাচমুদীরয়েৎ ॥১৮৬
আবাহয়েত্যনুজ্ঞাতো বিশ্বেদেবাস আগতম্।
বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমমিতি মন্ত্রদ্বয়ং পঠেৎ ॥১৮৭
সোমেন সহ রাজ্ঞেতি কেচিৎ পঠন্ত্যদোঽপি চ।
ব্যাহৃত্য মন্ত্রমাবাহ্য হস্তে দত্ত্বা পবিত্রকম্ ॥১৮৮

জলপান করে, তাহাদের যেন রক্ত দ্বারা আচমন করা হয়—কোনও মতেই শুদ্ধি হয় না।১৭৫-৭৬

উক্ত মেঘস্পৃষ্ট জলে আচান্ত ব্যক্তি পুনরায় অন্য পবিত্র জলে আচমন করিয়া স্বীয় বক্ত্র (মুখ) ও অন্যান্য কায়ছিদ্র (নাসিকা, কর্ণ প্রভৃতি) জলহস্তে স্পর্শ করিলে অর্থাৎ ধৌত করিলে শুচি হইবে, অন্যথা অশুচিই থাকিবে।১৭৭

বৈষ্ণব-মন্ত্র উচ্চারণ করত এবং স্বীয় অন্তরে বেদমাতা গায়ত্রীকে স্মরণ করিয়া শান্তভাব অবলম্বন পূর্বক দ্বিজদিগকে পরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে —"শ্রাদ্ধং করিষ্যে", 'শ্রাদ্ধং করবৈ' বা 'শ্রাদ্ধং করবাণি' এইরূপ জিজ্ঞাসা করিয়া দ্বিজগণের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিবে। দ্বিজগণ জিজ্ঞাসিত হইয়া, "শ্রাদ্ধং কুরুষ্ব", "শ্রাদ্ধং ক্রিয়তাম্" বা "শ্রাদ্ধং কুরু" এইরূপে অনুজ্ঞা বাক্য বলিবে।১৭৮-৭৯

তৎপর দেবগণ উদ্দেশ্যে পুনরায় যবের সহিত দর্ভাসন দিবে। এবং দক্ষিণজানু পাতিত করিয়া পিতৃগণকে দক্ষিণাগ্র আসন দিবে। জল ও পবিত্রের সহিত একদ্রব্যজাত দুইটি তৈজস-পাত্র স্থাপন করিয়া বিধি অনুসারে অর্চনা করত পূর্বমুখ হইয়া দেবতীর্থে "শন্নোদেবী" এই মন্ত্রে জল, "যবোঽসি" এই মন্ত্রে যব এবং অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিবে।১৮০-৮২

যব! তুমি পুণ্য এবং অমৃত দ্বারা মিশ্রিত হইয়াছ। তুমি সমস্ত ধান্যগণের প্রভু অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। ইহলোকে বায়ু, মনুষ্য ও পিতৃবংশীয়গণের তৃপ্তির জন্য তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ। তুমি নরগণের হিতকারী। পূর্বে ব্রহ্মা এই যবসমূহকে অমৃতের সহিত উৎপাদন করিয়া পুনরায় তৎকর্তৃক উপাসিত হইয়া বরুণলোকের হিতের জন্য অমৃত দ্বারা আর্দ্র করত বরুণলোকে নিঃক্ষেপ করেন। সেইহেতু বরুণদেবতাক অমৃতস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন।১৮৩-৮৪

ব্রহ্মা সুরলোকের তৃপ্তির জন্য বরুণলোক হইতে ভূলোকে অন্নশ্রেষ্ঠ যব আনয়ন করিয়াছেন। পিষ্ট, পক্ব ও ঘৃতমিশ্রিত সেই যব স্বর্গলোকে বরদানবাচক

অর্চয়েত্তং দ্বিজং পুষ্পৈর্দদ্যাদর্ঘ্যং করে পুনঃ।
বিশ্বেভ্যস্ত্বেষ দেবেভ্যস্তুভ্যমর্ঘ্যঃ প্রদীয়তে ॥১৮৯
যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ পাণৌ বিপ্রস্য তৎ ক্ষিপেৎ।
অপসব্যমতঃ কৃত্বা নির্বর্ত্য বৈশ্বদৈবিকম্ ॥১৯০
আপো ভূমিগতাঃ কেচিদাদিত্যেত্যভিমন্ত্র্য চ।
পুনস্তাভিঃ করাভ্যাঞ্চ কুর্বন্তি মুখমার্জনম্ ॥১৯১
উদকং গন্ধ-ধূপাংশ্চ বাসাংসি চন্দনং স্রজঃ।
দত্ত্বাহপসব্যবদ্ ভূত্বা দদ্যাৎ পিতৃকুশাসনম্ ॥১৯২
সোদকান্ দ্বিগুণং ভুগ্নান্ সতিলান্ সকুশানপি।
গোকর্ণমাত্রকান্ সাগ্রান্ প্রদদ্যাদ্ বামপার্শ্বতঃ ॥১৯৩
চতুর্থ্যং তং সগোত্রঞ্চ পিতৃনাম চ শর্ম্মবৎ
উচ্চার্য্যং পরয়োস্তদ্বদিদং তুভ্যং কুশাসনম্ ॥১৯৪

পিত্রর্থমর্ঘ্যপাত্রাণি সম্পূজ্য দক্ষিণামুখঃ।
তিলোহসীত্যেতদুচ্চার্য্য যবস্থানে তিলান্ ক্ষিপেৎ॥১৯৫
ভূলগ্নসব্যজানুঃ সন্ পিতৃতীর্থেন চাহস্বরঃ।
পিতৃধ্যানমনাঃ কুর্য্যাৎ পিতৃকার্য্যমশেষতঃ ॥১৯৬
আবাহয়িষ্যে পিত্রাদীননুজ্ঞাহহবাহয়েতি চ।
উশন্তস্ত্বেতি প্রোদীর্য্য তথায়ন্তু ন ইত্যপি ॥১৯৭
অন্যেহপ্যপহতাসুরা ইত্যাদ্যপি পঠন্তি হি।
অন্নবিঘ্নব্যপোহার্থং বক্তব্যমিতি কেচন ॥১৯৮
প্রাগ্বদ্ বিপ্রার্চনং কার্য্যং প্রাগ্বদর্ঘ্যপ্রসেচনম্।
প্রাগ্বন্মন্ত্রং সমুচ্চার্য্য প্রাগ্বচ্চ মুখমার্জনম্ ॥১৯৯
এতে তিলাস্তু বিধিনা শশিলোকতস্তু
প্রাহৃত্য ভোজনহিতেন শুভায় ধন্যাঃ।

---

হইয়া পিতৃদেবতাগণের সমীপে তৃপ্তির সহিত বাস করে। তৎপর শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণের দক্ষিণজানুতে স্বকীয় দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিয়া "দেবানাবাহয়িষ্যে" এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিবে।১৮৫-৮৬

ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক "আবাহয়" এইপ্রকার অনুজ্ঞাত হইয়া "বিশ্বে দেবাস আগতঃ" এবং "বিশ্বেদেবাঃ শৃণুতেমং" এই মন্ত্রদ্বয় পাঠ করিবে।১৮৭

"ওষধয়ঃ সমবদন্ত সোমেন সহ রাজ্ঞা" এই মন্ত্রও কেহ কেহ পাঠ করেন। পূর্বোক্ত মন্ত্র উচ্চারণ করত বিশ্বেদেবগণকে আবাহন করিয়া ব্রাহ্মণহস্তে পবিত্র দিয়া পরে সেই ব্রাহ্মণকে পুষ্পদ্বারা অর্চনা করিবে এবং পুনরায় তাহার হস্তে অর্ঘ্যপ্রদান করিবে। "বিশ্বেদেব উদ্দেশ্যে তোমাকে এই অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি" অর্ঘ্যপ্রদান-সময়ে এইরূপ বলিবে।১৮৮-৮৯

"যা দিব্যা" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া বিপ্রহস্তে তাহা প্রদান করিবে। তৎপর বিশ্বেদেব-সম্বন্ধীয় কার্য্য শেষ করিয়া অপসব্যোত্তরীয় হইয়া "আপো ভূমিগতা" এই মন্ত্রে অথবা কাহারও কাহারও মতে "আদিত্য" এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া পুনরায় সেই জল দ্বারা এবং হস্তদ্বয় দ্বারা মুখমার্জন করিবে।১৯০-৯১

অপসব্যোত্তরীয় হইয়া পিতৃলোক উদ্দেশ্যে জল, গন্ধ, ধূপ, বস্ত্র, চন্দন, ও মাল্য প্রদান করিয়া কুশাসন দিবে। তিলোদক-মিশ্রিত দ্বিগুণভুগ্ন সাগ্র কুশ গোকর্ণ-পরিমিত করিয়া ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে দিবে।১৯২-৯৩

গোত্রের সহিত শর্ম্মন্‌শব্দযুক্ত চতুর্থ্যন্ত পিতৃনাম উচ্চারণপূর্বক "এই কুশাসন তোমাকে দিলাম" এই বলিয়া ব্রাহ্মণের করযুগলে কুশাসন দিবে।১৯৪

দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পিতৃলোকের উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য-পাত্রগুলি অর্চনা করিয়া "তিলোহসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া যবস্থানে তিল দিবে। বামজানু ভূমিসংলগ্ন করিয়া ধীরচিত্তে পিতৃলোককে মনে মনে চিন্তা করত বিশেষভাবে পিতৃকার্য্য করিবে।১৯৫-৯৬

"পিত্রাদীন্ আবাহয়িষ্যে" এই বলিয়া অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিলে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ "আবাহয়" এইরূপ অনুমতি করিবেন। "উশন্তস্ত্বা" ও "আয়ন্তু নঃ" এই মন্ত্রদ্বয় উচ্চারণ করিবে। কেহ কেহ "অপহতাসুরা রক্ষাংসি" ইত্যাদি মন্ত্রও পাঠ করেন। কেহ কেহ বলেন,—অন্নোৎসর্গে বিঘ্ন বিদূরিত করিবার জন্য এই মন্ত্র পাঠ করিবে।১৯৭-৯৮

পূর্বের ন্যায় বিপ্রার্চন, অর্ঘ্যপ্রসেচন, মন্ত্রোচ্চারণ ও মুখমার্জন করিবে।১৯৯

ক্ষিপ্তা মলানি পুরুষস্য চ তর্পণাদ্যৈ-
র্যে ঘ্নন্তি তেষু ভুবি সৎসু কুতো ভয়ং স্যাৎ ॥২০০
তিলোঽসি তারাপতি-দৈবতোঽসি
হিতোঽস্য শেষপিতৃদেবতানাম্।
কর্তাসি তৃপ্তিং পরমাং পিতৃণাং
মুক্তস্ততস্ত্বং বিধিসম্ভবোঽসি ॥২০১
অর্ঘ্যপাত্রাণি সর্বাণি কৃত্বা তান্যাদ্যপাত্রকে।
পিতৃভ্যস্থানমসীতি ন্যুব্জং কুর্য্যাদধশ্চ তৎ ॥২০২
যস্তদ্ধরেত্তদজ্ঞানাদর্ঘ্যপাত্রং তু পৈতৃকম্।
তদ্ধি শ্রাদ্ধমভোজ্যং স্যাৎ ক্রুদ্ধৈঃ
পিতৃগণৈর্গতৈঃ ॥২০৩
আশ্রিত্য প্রথমং পাত্রং তিষ্ঠন্তি পিতরো নৃণাম্।
শ্রাদ্ধে তস্মান্ন তদ্বিদ্বানুদ্ধরেৎ প্রথমং সুধীঃ ॥২০৪
বাচয়েৎ পরিপূর্ণং তু বাসো দত্ত্বা বিধানতঃ।
নত্বা সর্বান্ দ্বিজান্ পৃচ্ছেৎ করিষ্যেঽগ্নাবিতি
দ্বিজঃ ॥২০৫
অস্ত্বেতৎপরিপূর্ণং তু ব্রুয়ুরেতে দ্বিজাতয়ঃ।
সসর্পিঃ পাত্রমাদায় সপিধানং বিধানতঃ ॥২০৬
কুরুষ্বেতি হ্যনুজ্ঞাতো জুহোত্যগ্নৌ ততঃ পুনঃ।
ভোজনে পিতৃবিপ্রাণামিতি মন্ত্রমুদীরয়েৎ ॥২০৭
অগ্নিশব্দং চতুর্থ্যেকবচনান্তং সমুচ্চরেৎ।
কব্যবাহনশব্দঞ্চ সোমং পিতৃমদিত্যপি ॥২০৮
পঙ্‌ক্তিমূর্ধন্যমেবাত্র পৃচ্ছেদিতি হি কেচন।
পিতৃশ্রাদ্ধে প্রধানত্বাৎ সোমস্তেনাথ বা পুনঃ ॥২০৯
তূষ্ণীং যত্র তু হোমাদৌ প্রজাপতিস্তু তত্র তু।
তৃতীয়ং মনসা দদ্যাদ্ যমায়াস্ত্বিতি বা পুনঃ ॥২১০
অহন্যেবাস্মিংস্তস্মিন্ বা সংবাদোঽভূন্মনোগিরঃ।
অহব্যা বাগ্ যতো বাণী অভূদ্ যজ্ঞে.প্রজাপতেঃ ॥২১১

বিধি চন্দ্রলোক হইতে এই ধন্য-তিল বিশেষভাবে আহরণ করিয়া পুরুষের ভোজনহিতার্থে এবং তর্পণাদি দ্বারা লোকহিতার্থে ভূলোকে ক্ষেপণ করিয়াছেন। যে তিলসমূহ অশুভ বিনষ্ট করে, সেই তিল বিদ্যমান থাকিতে আর ভয় কি? 'চন্দ্রদৈবত তিল! তুমি পিতৃলোক ও দেবলোকের অশেষহিতকারী, তুমি পিতৃলোকের পরমতৃপ্তি-সম্পাদন করিয়া থাক, সেইহেতু তুমি মুক্ত এবং বিধিকর্তৃক উৎপন্ন হইয়াছ।' সমস্ত অর্ঘ্যপাত্রগুলি অর্থাৎ অর্ঘ্যপাত্রস্থ জলরাশি প্রথম পাত্রে স্থাপন করিয়া "পিতৃভ্যঃ স্থানমসি" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্রগুলি ভূমিতে অধোমুখ করিয়া (উপুড় করিয়া) রাখিবে।২০০-২

যে ব্যক্তি অজ্ঞানতাবশতঃ উক্ত পৈতৃক অর্ঘ্যপাত্র উত্থান করে, পুত্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ পিতৃগণের অভোজ্য হয় এবং তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া ফিরিয়া যান।২০৩

মানবগণের পিতৃগণ প্রথম পাত্র আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। সেইহেতু শ্রাদ্ধকালে বেদপারগ সুধী-পুত্র প্রথম পাত্র উত্থান করিবে না।২০৪

বিধান অনুযায়ী বস্ত্র প্রদান করিয়া "বস্ত্রদান পরিপূর্ণ হইয়াছে" এই কথা ব্রাহ্মণ দ্বারা বলাইবে। তৎপরে দ্বিজ দ্বিজগণকে প্রণাম করিয়া "অগ্নৌ করিষ্যে" এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে। দ্বিজগণ তখন "এতৎ পরিপূর্ণমস্তু" (ইহা পরিপূর্ণ হউক) এই কথা বলিবেন। বিধান অনুযায়ী আচ্ছাদিত সঘৃত অন্নপাত্র হস্তে লইয়া ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক "কুরুষ্ব" এই প্রকারে অনুজ্ঞাত হইয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিবে। পিতৃব্রাহ্মণগণের ভোজনকালে এই প্রকার মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। চতুর্থী-বিভক্তির একবচন অন্তে রাখিয়া অগ্নিশব্দ উচ্চারণ করিবে (অগ্নয়ে)। কব্যবাহন, সোম ও পিতৃমৎ-শব্দের অন্তেও চতুর্থীবিভক্তির একবচন উচ্চারণ করিবে।২০৫-৮

কেহ কেহ বলেন,—এস্থলে যিনি পঙ্‌ক্তিশ্রেষ্ঠ থাকেন, তাঁহার নিকটেই জিজ্ঞাসা করিবে। পিতৃশ্রাদ্ধে প্রধানত সোমনামেই আহুতি দিবে (ওঁ সোমায় পিতৃমতে)।২০৯

যেখানে হোমাদিতে প্রজাপতির নাম উল্লেখ আছে, সেখানে উচ্চারণ না করিয়া মনে মনে দিবে; অথবা মনে মনে চিন্তা করিয়া "যমায় অস্তু" এই বলিয়া তৃতীয় আহুতি দিবে।২১০

এইদিনে অথবা সেইদিনে পরস্পরের মধ্যে তাঁহাদের

অগ্ন্যাবাহুতয়ঃ প্রোক্তাস্তিস্র এব মনীষিভিঃ।
অগ্নিবদ্ বিপ্রপাত্রেষু পশ্চাত্তজ্জুহুয়াদ্ দ্বিজঃ ॥২১২
অগ্নৌকরণশেষং তু পিতৃপাত্রেষু দাপয়েৎ।
প্রতিপাদ্য পিতৃণাং তু দদ্যাদ্ বৈ বৈশ্বদৈবিকে ॥২১৩
যশ্চাগ্নৌকরণং দদ্যাৎ পিতৃ-বিপ্রকরেষু চ।
তেনোচ্ছেষিতমেতৎ স্যাৎ সমাপ্তিস্তাবতৈব তু ॥২১৪
পিতরঃ করবক্ত্রাশ্চ বহ্নিবক্ত্রাশ্চ দেবতাঃ।
অতঃ পাণৌ ন তদ্দেয়ং পাত্রে দেয়ং কুশান্বিতে ॥২১৫
বৈশ্বদৈবিকবিপ্রাণাং পাত্রে বা যদি বা করে।
অনগ্নিকস্তু তদ্দদ্যাৎ প্রথমং বৈশ্বদৈবিকে ॥২১৬
হুতশেষমশেষাণাং পাত্রে দদ্যাদ্ দ্বিজোত্তমঃ।
পৃচ্ছেৎ সর্বাংশ্চ যৎকৃত্যং সামান্যেন
দ্বিজোত্তমান্ ॥২১৭

দত্ত্বাঽগ্নৌকরণং চান্যৎ বিপ্রাণাং তৃপ্তিকৃদ্ধবিঃ।
পরিবেষ্যমিতি ব্রূয়ুস্ততো বিধিরনন্তরম্ ॥২১৮
প্রাগগ্নৌকরণং দদ্যাদ্দত্ত্বা চান্যত্তু তৃপ্তিকৃৎ।
একীকৃতং তু ভুঞ্জানাঃ প্রীণয়ন্তি নৃণাং পিতৄন্ ॥২১৯
পরিবেষ্য হবিঃ সর্বং তদর্থং যচ্চ বৈ শৃতম্।
অভিমন্ত্র্য ততঃ পাত্রে আপোশানপ্রদানবৎ ॥২২০
অন্নপূর্ণস্য পাত্রস্য কর্তব্যমভিষেচনম্।
আমো দত্ত্বা তু সঙ্কল্পমেষ শ্রাদ্ধবিধির্বরঃ ॥২২১
বর্জিতানি ন দেয়ানি পিতৃপ্রীতিবিজানতা।
হবিষ্যাণি প্রদেয়ানি বক্ষ্যমাণানি বর্জয়েৎ ॥২২২
নিষ্পাবান্ রাজমাষাংশ্চ কুলিত্থান্ কোরদূষকান্।
মসূরান্ শীতপাকঞ্চ পুলাকং শণ-মর্কটাঃ ॥২২৩
আঢক্যঃ সিতসিদ্ধার্থং বল্লানি স্বিন্নধান্যকম্।
পিণ্যাকং পরিদগ্ধঞ্চ মথিতঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥২২৪

আলাপ হয়—ইহা মনুর কথা। প্রজাপতির যজ্ঞে সংযতবাক্ হইয়া হব্যরহিতা বাণী উচ্চারণ করিবে।২১১

মনীষিগণ বলিয়াছেন যে, অগ্নিতে তিনটি আহুতি দিবে। পরে দ্বিজ অগ্নিতে আহুতির ন্যায় বিপ্রপাত্রেও আহুতি দিবে। অগ্নৌকরণ করিবার পর অবশিষ্ট দ্রব্য পিতৃপাত্র- সমূহে দিবে, পিতৃলোকগণের তৃপ্তিসম্পাদন করিয়া বিশ্বেদেব-পাত্রে প্রদান করিবে।২১২-১৩

যিনি পিতৃকরে এবং বিপ্রকরে অগ্নৌকরণ প্রদান করেন, তিনি উৎকৃষ্টরূপে এই ক্রিয়া-নিষ্পত্তি করিলেন এবং তাহা দ্বারাই ক্রিয়া-সমাপ্তি হয়।২১৪

পিতৃগণ করবক্ত্র অর্থাৎ করই পিতৃগণের মুখ এবং দেবগণ বহ্নিবক্ত্র অর্থাৎ বহ্নিই দেবতাদের মুখ। এইহেতু হস্তে তাহা দিবে না, কুশযুক্ত পাত্রে দিবে।২১৫

বিশ্বেদেব-সম্বন্ধীয় শ্রাদ্ধে বিশ্বেদেব-সম্বন্ধীয় বিপ্রগণের পাত্রে বা হস্তে অনগ্নিক বিপ্র প্রথমে সেই দ্রব্য দিবে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হুতাবশেষ কিছুমাত্র অবশিষ্ট না রাখিয়া পাত্রে প্রদান করিবে এবং সমস্ত দ্বিজোত্তমকে সাধারণভাবে যাহা করণীয়—তাহা জিজ্ঞাসা করিবে। অগ্নৌকরণ প্রদান করিয়া বিপ্রগণের উদ্দেশ্যে অন্য হবিঃ পরিবেষণ করিবে এবং "অনন্তর কি বিধি, তাহা বলুন" এই কথা বিপ্রগণের নিকট বলিবে।২১৬-১৮

প্রথমে অগ্নৌকরণ প্রদান করিয়া তৎপর তৃপ্তিকর অন্য দ্রব্য প্রদান করত একীকৃতভাবে ভোজন করাইয়া পিতৃগণকে প্রীত করাইবে।২১৯

শ্রাদ্ধার্থে যে সমস্ত পক্ক হবিঃ প্রস্তুত করা হয়, পাত্রে সে সমস্ত পরিবেষণ করিয়া অভিমন্ত্রিত করত আপোশান প্রদানের ন্যায় অন্নপূর্ণ পাত্রের অভিষেচন করিবে, তৎপর জলপ্রদান করিয়া সঙ্কল্প করিবে—ইহাই শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধবিধি। যে দ্রব্যে পিতৃলোকের প্রীতি জন্মে, সে সম্বন্ধে যিনি বিশেষরূপে জানেন, তিনি শ্রাদ্ধে পিতৃলোকের প্রীতি-সম্পাদক হবিষ্য-দ্রব্য প্রদান করিবেন। যে সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করা উচিত নয় বলিয়া ঋষিগণ কর্তৃক বর্জিত হইয়াছে, সে সকল দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে না। বক্ষ্যমাণ দ্রব্যগুলি শ্রাদ্ধে বর্জন করিবে।২২০-২২

বরবটী, রাজমাষ (কলাই), কুলত্থ-কলাই, কোরদূষক ( কোদনামক ধান্য ), মসূর, শীতপাক ( তুচ্ছ ধান্য বা দগ্ধ অন্ন ), শণ, মর্কট, আঢক্য, শ্বেতসর্ষপ, ভক্ষ্যদ্রব্য, স্বিন্নধান্য ( সিদ্ধধানের চাউল ), পিণ্যাক, পরিদগ্ধ ও মথিত দ্রব্য বর্জন করিবে।২২৩-২৪

দ্বিতীয় বর্ষ, কার্তিক, ১৩৭০ ] [ পঞ্চম সংখ্যা—ওঁখালী যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

## সীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

*　　　　*

যুগ্ম-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা ] [ প্রতি সংখ্যা ১৺৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্ত্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৭০।

# নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় ( জুন-জুলাই ) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা ( স্মৃতি ), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকব্যয় ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# ঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

নাপি নীরস-নির্গন্ধং করঞ্জং সর্বসক্তুকম্ ।
অপ্রোক্ষিতঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ পর্য্যুষিতং বিবর্জয়েৎ ॥২২৫
লোহিতান্ বৃক্ষনির্য্যাসান্ প্রত্যক্ষলবণানি চ ।
কৃতকৃষ্ণানি লবণং সর্বাঃ পলাণ্ডুজাতয়ঃ ॥২২৬
কৃষজীবকবংশাগ্রাস্তৃণানি চ বিবর্জয়েৎ ।
কুম্ভিকা-যূপ-পালঙ্ক্যঃ কটুফলং তণ্ডুলীয়কম্ ॥২২৭
নীলিকা চ সিতচ্ছত্রা শোভাঞ্জন-কুসুম্ভিকাঃ ।
কোবিদার-করঞ্জৌ চ সুমুখাং মূলকং তথা ॥২২৮
কুষ্মাণ্ডং গৌরবৃন্তাকং বৃহত্যাশ্চ ফলানি চ ।
করীরফল-পুষ্পাণি বিড়ঙ্গং মরিচানি চ ॥২২৯
জম্ভারিকা সুজম্বীরা সুষবী বীজপূরকাঃ ।
জম্বলাবূনি পিপ্পল্যঃ পটোলং পিণ্ডমূলকম্ ॥২৩০
মসূরাঞ্জনপুষ্পঞ্চ শ্রাদ্ধে দত্ত্বা পতত্যধঃ ।২৩১
বিষচ্ছদ্মহতং মাংসমন্যচ্চ চিরসংস্থিতম্ ॥
নিত্যং শ্রাদ্ধেঽপি বর্জ্যং স্যাদ্ বিড্‌বরাহ-
চকোরয়োঃ । ২৩২
স্বায়ম্ভুবাদিভিঃ সর্বৈর্মুনিভির্ধর্মদর্শিভিঃ ।
নিষিদ্ধানি ন দেয়ানি পিতৃণামহিতানি চ ॥২৩৩
একেন কিঞ্চিদপরেণ কিঞ্চিৎ
কিঞ্চিচ্চ পরৈর্মুনীন্দ্রৈঃ ।
শ্রাদ্ধে নিষিদ্ধং হ্যশনাদি বিদ্বন্
সর্বং পিতৃণাং ননু কিঞ্চ দেয়ম্ ॥২৩৪
সৌবীর-তিক্তৈর্লবণাদিকৈস্তৎ
পাত্রস্য শুদ্ধির্ভবতীহ যৈস্তু ।
তদ্বীজপূরান্ মরিচাদিযোগাৎ
সিদ্ধং প্রদেয়ং ননু দুষ্যতীহ ॥২৩৫
শ্রাদ্ধে তু যস্য দ্বিজ দীয়মানং
পিত্রাদিকস্যেহ ভবেন্মনুষ্যৈঃ ।
যদ্বস্তু যস্যেহ মনস্যভীষ্ট-
মাসীৎ পুরা তস্য তদেব দেয়ম্ ॥২৩৬

---

শ্রাদ্ধে নীরস ও নির্গন্ধ দ্রব্য, করঞ্জ, সর্বপ্রকার সক্তু (ছাতু), অপ্রোক্ষিত এবং যৎকিঞ্চিৎ পর্য্যুষিত (বাসি) দ্রব্য বর্জন করিবে ।২২৫

লোহিতবর্ণ দ্রব্য, বৃক্ষনির্য্যাস, ভোজনপাত্রে লবণ, যে দ্রব্য কৃষ্ণবর্ণে বর্ণান্তরিত করা হইয়াছে, লবণ, পলাণ্ডু ( পেঁয়াজ ), কৃষ্ণজীরক, বাঁশের অগ্র ও তৃণজাতীয় দ্রব্য বর্জন করিবে। শৈবাল বা জলের পানা, যূপ, পালঙ্-শাক, বার্ত্তাকী ( লুড়্‌কীবেগুণ ), শ্বেতরাখাল-শশা, নটেশাক, শ্রীফল, সৌলফা ( দেশভেদে শুলফ ), সজিনা, কুসুম্ভপুষ্প, রক্তকাঞ্চনপুষ্প, করঞ্জ, সুমুখা, মূলা, কুষ্মাণ্ড, শ্বেতবর্ণ-বেগুণ, বৃহতীফল, বংশাঙ্কুরের ফল ও পুষ্প, বিড়ঙ্গ, গোলমরিচ, জামির-নেবু, গোঁড়া-নেবু, করলা, ছোলঙ্গ-লেবু ( টাবা ), জম্বু ( জাম ), অলাবু ( লাউ ), পটোল, গোলাকার মূল যাহার ( গোল আলু ), মসুর ডাইল, অঞ্জনপুষ্প প্রভৃতি দ্রব্য শ্রাদ্ধে প্রদান করিলে শ্রাদ্ধকর্তা অধঃপতিত হয়। ছল করিয়া বিষপ্রয়োগে হত পশুর মাংস, বহুপূর্বে মৃত পশুর মাংস এবং গ্রাম্য-শূকর ও চকোরের মাংস শ্রাদ্ধে নিত্য বর্জন করিবে। মনু আদি ধর্মদর্শি-মুনিসকল বলিয়াছেন যে, নিষিদ্ধ দ্রব্যসমূহ এবং পিতৃলোকগণের অহিতকর দ্রব্যসমূহ শ্রাদ্ধে প্রদান করা উচিত নহে ।২২৬-৩৩

শ্রেষ্ঠ মুনিগণের মধ্যে এক একজন এক একপ্রকার শ্রাদ্ধে দ্রব্য বর্জনের কথা বলিয়াছেন। হে বিদ্বন্! পিতৃলোকের শ্রাদ্ধে যে সকল খাদ্যদ্রব্য নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা প্রদান করিবে না ।২৩৪

বদর, তিক্ত ও লবণাদি দ্বারা সেই পাকপাত্রের শুদ্ধি হয়। শ্রাদ্ধে মরিচাদি-যোগে সিদ্ধ বীজপূর ( টাবালেবু ) প্রদান অত্যন্ত দোষজনক ।২৩৫

হে দ্বিজ! মৃত্যুর পূর্বে পিত্রাদির মনে যে যে বস্তু অভিলষিত ছিল, মনুষ্যগণ পিত্রাদির উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধে সেই সেই বস্তু প্রদান করিবে ।২৩৬

শ্রাদ্ধে দানকালে দাতার মনে যে যে বস্তু পিত্রাদির উদ্দেশ্যে দান করিবার অভিলাষ ও শ্রদ্ধা হয়, শ্রাদ্ধে সেই সেই বস্তু বিধি অনুসারে দান করিবে। এইপ্রকার দান অক্ষয় হয় বলিয়া শাস্ত্রে প্রকৃষ্ট উক্তি আছে ।২৩৭

হে বিদ্বন্! রাত্রিতে যে কোনও প্রকারে আনাত

দাতুশ্চ যস্মিন্ মনসোঽভিলাষঃ
শ্রদ্ধা ভবেত্তত্র তু দীয়মানে।
শ্রাদ্ধেঽপি দেয়ং বিধিবত্তদেব
তদ্দত্তমক্ষয্যমিতি প্রবাদঃ ॥২৩৭
আনীতমম্ভো নিশি যৎকথঞ্চিদ্
যৎপাণিদত্তং ভবতীহ বিদ্বন্!
হেমাম্বুনিক্ষেপ-হরিস্মৃতিভ্যা-
মচ্ছিদ্রতামেতি পরাশরোক্তিঃ ॥২৩৮
যৎক্ষীরসারৈক্ষব-খণ্ডযোগা-
চ্ছাখাভিধেয়ং ভবতীহ বিদ্বন্।
প্রাণ্যঙ্গধূপান্ মরিচাদিযোগাৎ
পাকস্য সিদ্ধিং প্রবদন্তি তজ্‌জ্ঞাঃ ॥২৩৯
ব্রীহয়ো যব-গোধূমা মুদ্গা মাষাস্তিলাস্তথা।
নীবারঃ শ্যামকাদ্যঞ্চ অকৃষ্টসম্ভবানি চ ॥২৪০
আরণ্যকালশাকাদি প্রতিষিদ্ধাপরাণি চ।
মাহেয়ী-ক্ষীর-মধ্বাদি খড়্গাদিপিশিতানি চ ॥২৪১
শর্করা-গুড়খণ্ডাদি সংশুদ্ধং ক্ষৌদ্রমেব চ।
পিতৃশ্রাদ্ধে হবির্মুখ্যং যদ্ বা তদ্‌বাপ্যলাভতঃ ॥২৪২
যদ্দেহিনামত্র শরীরপুষ্ট্যৈ
ধাতা সসর্জাশননাম কিঞ্চিৎ।
তৎসর্বধান্যান্নমিতি হ্যবাদি
ত্রেধা মুনীন্দ্রেণ পরাশরেণ ॥২৪৩
শ্যামাবরাঢ্যাদিককম্বুজাতি
যৎ কিঞ্চিদস্মিংস্তুষসারভূতম্।
আরণ্যজং বা কৃষিসম্ভবং বা
সখ্যং তদুক্তং মুনিনাঽশনেষু ॥২৪৪
কাণ্ডোদ্ভবং যত্বশনেষু কিঞ্চিৎ
পঙ্কোদ্ভবং বা স্থলসম্ভবং বা।
যত্তুচ্ছসারং বহুসারমস্মিন্
সর্বাণি ধ্যানানি চ শূকবন্তি ॥২৪৫
যৎসর্বসারং সতুষঞ্চ ভক্ষ্যং
নিঃশূক-শূকান্বিতমত্র কিঞ্চিৎ।

জল, হস্ত দ্বারা প্রদত্ত জল এবং স্বর্ণস্পৃষ্ট জলও হরিস্মরণ দ্বারা অচ্ছিদ্র অর্থাৎ দোষশূন্য হয়—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।২৩৮

হে বিদ্বন্! ক্ষীরসার, ইক্ষুরস হইতে উৎপন্ন শর্করা-যোগে একপ্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার নাম শাখা। প্রাণ্যঙ্গ ধূপ ও মরিচাদি যোগে পাক-নামক একপ্রকার দ্রব্য সুনিষ্পন্ন হয় বলিয়া তদভিজ্ঞগণ বলেন।২৩৯

ব্রীহি ( ধানবিশেষ ), যব, গোধূম, মুদ্গ, মাষকলাই, তিল, নীবার ( তৃণধান্য ), শ্যামকাদি ( ধান্যবিশেষ ), বিনাকর্ষণে উৎপন্ন দ্রব্য, অরণ্যজাত কালশাকাদি, অন্যান্য অপ্রতিষিদ্ধ দ্রব্যগুলি এবং গাভীর দুগ্ধ,মধু, খড়্গাদি দ্বারা কর্তিত মাংস, শর্করা, গুড় ও খণ্ডাদি বিশুদ্ধ মধু পিতৃ-শ্রাদ্ধে দিবে। উক্ত দ্রব্যমধ্যে যে কোনও দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলেও পিতৃশ্রাদ্ধে ঘৃত মুখ্য দেয়-দ্রব্য বলিয়া জানিবে। দেহিগণের দেহপুষ্টির জন্য বিধাতা খাদ্য বলিয়া যাহা কিছু সৃজন করিয়াছেন, সেই সর্বধান্যান্ন তিন প্রকার—ইহা মুনীন্দ্র পরাশর বলিয়াছেন।২৪০-৪৩

এই জগতে শ্যামবর্ণ ও শ্বেতবর্ণাদি জলজ দ্রব্য, তুষসারভূত ( ধান্যাদি ), অরণ্যজ ও কৃষিকার্য্য দ্বারা উৎপাদিত শস্য ভোজনাদি ব্যাপারে গ্রহণ করিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।২৪৪

কাণ্ড ( গুঁড়ি ) হইতে উৎপন্ন, পঙ্ক হইতে উৎপন্ন, স্থলভূমিতে উৎপন্ন, অত্যল্পসারবিশিষ্ট ও বহুসারবিশিষ্ট তীক্ষ্ণাগ্র-শস্য ধান্য ভোজন-ব্যাপারে গ্রহণ করিবে।২৪৫

যে দ্রব্যের সর্বাংশই সার এবং সতুষ, যাহা সূক্ষ্মাগ্র নয়, যাহা সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট এবং যাহা দেহিগণের সদ্যঃপ্রীতিজনক, ভোজন-ব্যাপারে তাহাই অন্ন বলিয়া সজ্জনগণ বলিয়াছেন।২৪৬

প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া অপরের নিকট হইতে গৃহীত দ্রব্য ( গ্রহণের স্বীকৃতি বিজ্ঞাপিত করিয়া অন্যের নিকট হইতে গৃহীত দ্রব্য ), ভুক্তদ্রব্য, কটু ও তিক্ত এবং গর্ত্তমধ্যে পুনঃপ্রোথিত দ্রব্য শ্রাদ্ধে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে বলিয়া কেহ কেহ বলেন।২৪৭

সত্যবতী-পতি ( পরাশর ) বলিয়াছেন যে, তেলাকুচা,

আপ্যায়নং দেহভৃতাঞ্চ সদ্য-
স্তৎপ্রোক্তমন্নং হ্যশনেন সদ্ভিঃ ॥২৪৬
প্রতিশ্রুতঞ্চ ভুক্তঞ্চ কটুতিক্তঞ্চ যত্তথা।
কেচিদূচুরদেয়ানি যৎ খাতপ্রতিরোপিতম্ ॥২৪৭
তুণ্ডিকেরাণ্যলাবূনি লিঙ্গাখ্যানি চ যানি তু।
শ্রাদ্ধে নিত্যমদেয়ানি প্রাহ সত্যবতীপতিঃ ॥২৪৮
সোঙ্কারয়া বৈ গয়ত্র্যা দশাবর্তিতয়া জলম্।
পূতং তু তেন তৎ প্রোক্ষ্যং সর্বমন্নং বিশুদ্ধয়ে ॥২৪৯
শুদ্ধবত্যোঽথ কূষ্মাণ্ড্যঃ পাবমান্যস্তরৎসমাঃ।
পূতং তু বারিণৈতাভিরন্নশোধনমুত্তমম্ ॥২৫০
তদ্বিষ্ণোরিতি মন্ত্রেণ গায়ত্র্যা চ প্রযত্নবান্।
প্রোক্ষয়েদশনং সর্বং শূদ্রদৃষ্টাদিশুদ্ধয়ে ॥২৫১
গৃহাগ্নি-শিশু-দেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্।
তাবন্ন দীয়তে কিঞ্চিদ্ যাবৎ পিণ্ডান্ন নির্বপেৎ ॥২৫২
কাঞ্জিকং দধি তক্রঞ্চ শৃতং চাশৃতমেব যৎ।
পূর্বাহ্নে ন প্রদাতব্যঃ একোদ্দিষ্টেঽথ পার্বণে ॥২৫৩
আ পিণ্ডদানতো দদ্যাদ্ যৎ কিঞ্চিচ্ছ্রাদ্ধবাসরে।
তেনৈব পিতরো যান্তি শ্রাদ্ধং গৃহ্ণাতি তেনৈব চ ॥২৫৪
পরিবেষয়েৎ সমং সর্বং ন কার্য্যং পঙ্ক্তিভেদনম্।
পঙ্ক্তিভেদী বৃথাপাকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ।
আদেশী বেদবিক্রেতা পঞ্চৈতে ব্রহ্মঘাতকাঃ ॥২৫৫
যদ্যেকপঙ্‌ক্ত্যাং বিষমং দদাতি
স্নেহাদ্ভয়াদ্ বা যদি চার্থলোভাৎ।
বেদৈশ্চ দৃষ্টমৃষিভিশ্চ গীতং
তদ্ ব্রহ্মহত্যাং মুনয়ো বদন্তি ॥২৫৬
দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ বহ্নিমভ্যাগতাংস্তথা।
অনভ্যর্চ্য তু ভুঞ্জানো বৃথাপাক ইতি স্মৃতঃ ॥২৫৭
পৃথ্বী তে পাত্রমিত্যেতদ্ দ্যৌরপীতি পিধানকম্।
এতদ্ বৈ ব্রাহ্মণস্যাস্যে জুহোমি চামৃতেঽমৃতম্ ॥২৫৮

অলাবু এবং লিঙ্গাখ্য দ্রব্য (যদ্দ্বারা অন্য কিছুর নাম বুঝায় বা চিহ্নের প্রতীতি হয়—তাহা) নিত্যই শ্রাদ্ধে প্রদান করিবে না। ওঁকারের সহিত দশবার গায়ত্রী-আবর্ত্তিত (পঠিত) পবিত্র জল দ্বারা শ্রাদ্ধীয় সেই সমস্ত অন্ন (দ্রব্য) বিশুদ্ধির জন্য প্রোক্ষণ করিবে।২৪৮-৪৯

শুদ্ধবতী-সূক্ত, কুষ্মাণ্ডঋক্, পাবমানী-সূক্ত ও তরৎসমা মন্ত্র—এই সকল মন্ত্রযোগে জল দ্বারা পবিত্র করাই উত্তম অন্নশোধন।২৫০

শূদ্রদৃষ্টি প্রভৃতি হইতে বিশুদ্ধির জন্য "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্" এই মন্ত্র দ্বারা ও গায়ত্রী দ্বারা যত্নবান্ হইয়া শ্রাদ্ধীয় ভোজ্য দ্রব্য সকল প্রোক্ষণ করিবে।২৫১

শ্রাদ্ধদিবসে পিণ্ডদান পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থিত অগ্নি, শিশু, দেবতা, যতি ও ব্রহ্মচারিদিগকে কিছুমাত্র দিবে না।২৫২

একোদ্দিষ্ট ও পার্বণশ্রাদ্ধে কাঞ্জীক (বাসি ভিজা-ভাতের অম্লজল), দধি, তক্র, পক্বঘৃত এবং অপক্বঘৃত পূর্বাহ্নে দিবে না।২৫৩

শ্রাদ্ধবাসরে পিণ্ডদান-সমাপ্তির পূর্বে যদি কাহাকেও কিছু দান করা হয়, তাহা হইলে পিতৃগণ শ্রাদ্ধগ্রহণের জন্য সমাগত হইয়াও ফিরিয়া যান; তাঁহারা আর শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না।২৫৪

শ্রাদ্ধে সমস্ত দ্রব্য সমানভাবে পরিবেষণ করিবে, কোনও মতেই পঙ্‌ক্তিভেদ করিবে না। পঙ্‌ক্তিভেদী, বৃথাপাকী, নিত্য-ব্রাহ্মণনিন্দক, ব্রাহ্মণনিন্দার জন্য প্ররোচনাদানকারী ও বেদবিক্রেতা এই পাঁচজন ব্রহ্মঘাতক। স্নেহ, ভয় ও অর্থলোভবশতঃ যদি এক পঙ্‌ক্তিতে অসমানভাবে দ্রব্য পরিবেষিত হয়, তাহা হইলে মুনিগণ তাহাকে ব্রহ্মহত্যা বলেন; বেদ-বচনানুসারে তাহা ব্রহ্মহত্যা, ঋষিগণও তাহাকে ব্রহ্মহত্যা বলেন।২৫৫-৫৬

দেবতা, পিতৃলোকগণ, মনুষ্যগণ, অগ্নি ও অভ্যাগতগণকে বিশেষরূপে অর্চনা না করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে, শাস্ত্রকারগণ তাহাকে বৃথাপাক বলেন।২৫৭

(অন্নকে উদ্দেশ করিয়া) "পৃথিবী তোমার পাত্র, আকাশ তোমার আচ্ছাদন, ব্রাহ্মণের অমৃতময় মুখে অন্নরূপ এই অমৃত হোম করিতেছি"।২৫৮

"ইদং বিষ্ণু" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই অন্নে দ্বিজের অঙ্গুষ্ঠ নিবেশিত করাইবে—তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ এইরূপে বলিয়া থাকেন।২৫৯

ইদং বিষ্ণুরিতি হ্যেতন্ মন্ত্রমুচ্চর্য্য চাপরে।
দ্বিজাঙ্গুষ্ঠঞ্চ তত্রান্নে নিবেশয়ন্তি তদ্বিদঃ ॥২৫৯
জপ্ত্বা ব্যাহৃতিভিঃ সাগ্রাং গায়ত্রীং মধুমতীরিতি
সঙ্কল্প্যান্নমপোশানং ব্রূয়াচ্চ মধু মধ্বিতি ॥২৬০
অপোশানং প্রদেয়ান্নং ন তৎসঙ্কল্পয়েদ্ দ্বিজঃ।
সঙ্কল্পান্নরকে যাতি নিরাশৈঃ পিতৃভির্গতৈঃ ॥২৬১
অপোশানোদকে বিপ্রপাণৌ তিষ্ঠতি যো দ্বিজঃ।
সঙ্কল্পং কুরুতেঽজ্ঞানাৎ স্যুস্তস্য পিতরো হতাঃ ॥২৬২
জপ্ত্বা বৈ বৈষ্ণবান্ মন্ত্রান্ বিপ্রান্ ব্রূয়াদ্ যথাসুখম্।
ভুঞ্জীরন্ বাগ্‌যতাস্তে তু পিতৃ-দেবাহিতৈষিণঃ ॥২৬৩
অত্যুষ্ণমশনং কার্য্যং বচো বাচ্যং পিতৃপ্রদঃ।
শূদ্রঞ্চ শূকর-ধ্বাঙ্ক্ষ-কুক্কুটানপনায়য়েৎ ॥২৬৪
ভুঞ্জতে ব্রাহ্মণা যাবত্তাবৎ পুণ্যং জপেজ্জপম্।
পাবমান্যানি বাক্যানি পিতৃসূক্তানি চৈব হি ॥২৬৫
ততস্তৃপ্তান্ দ্বিজান্ পৃচ্ছেত্তৃপ্তাঃ স্থেত্যনুশাসনম্।
তৃপ্তাঃ স্মেতি দ্বিজা ব্রূয়ুস্তদন্নং বিকিরেদ্ভুবি ॥২৬৬
সকৃৎ সকৃত্ত্বপো দত্ত্বা শেষমন্নং নিবেদয়েৎ।
যথানুজ্ঞা তথা কৃত্বা পিণ্ডাংস্তদনু নির্বপেৎ ॥২৬৭
যদ্‌যদ্ভুক্তং দ্বিজৈরন্নং তত্তদাদায় বিত্তরঃ।
স্থালীপাকং তিলোপেতং দক্ষিণাশামুখস্ততঃ ॥২৬৮
অবনিজ্য তিলান্ দর্ভান্ পিণ্ডার্থমবনীতলে।
তস্মিংশ্চ নির্বপেৎ পিণ্ডান্ গোত্রনামকপূর্বকম ॥২৬৯
যে দেবলোকং পিতৃলোকমাপুঃ
প্রাপ্তাস্তথৈবং নরকং নরা যে।

ব্যাহৃতির সহিত সমগ্র গায়ত্রী-মধুমন্ত্র জপ করিয়া সঙ্কল্প করত পিতৃ উদ্দেশ্যে অন্ন নিবেদনপূর্বক "অপোশান" (কলগণ্ডূষ) দান করিবে এবং "মধু" "মধু" বলিবে।২৬০

অপোশান প্রদান করত পিতৃ উদ্দেশ্যে প্রদেয় অন্ন লক্ষ্য করিয়া সঙ্কল্প করিবে না। যদি সঙ্কল্প করে, তাহা হইলে পিতৃগণ নিরাশ হইয়া চলিয়া যান এবং তজ্জন্য শ্রাদ্ধকর্তা নরকগামী হয়।২৬১

বিপ্রপাণিতে অপোশান জল থাকা অবস্থায় যে বিপ্র অজ্ঞানতাবশতঃ সঙ্কল্প করে, তাহার পিতৃগণ তৎকর্তৃক যেন হত হইয়া থাকেন অর্থাৎ পূর্বোক্তরূপ অবৈধ অনুষ্ঠান পিতৃগণের বধতুল্য পাপজনক।২৬২

তৎপর বিষ্ণুসম্বন্ধীয় মন্ত্র জপ করত পিতৃগণ ও দেবগণের হিতৈষি-বিপ্রগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে,—"যথাসুখং বাগ্‌যতা ভুঞ্জীরন্"।২৬৩

শ্রাদ্ধে অত্যুষ্ণ অন্ন প্রস্তুত করিবে, পিতৃলোকগণের প্রীতিপ্রদ বাক্য বলিবে এবং শূদ্র, শূকর, কাক ও কুক্কুটদিগকে বিতাড়িত করিবে।২৬৪

যে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণগণ ভোজন করেন, সে পর্য্যন্ত পুণ্য-মন্ত্র জপ করিবে এবং পাবমানী-সূক্তোক্ত ও পিতৃ-সূক্তোক্ত বাক্য জপ (পাঠ) করিবে।২৬৫

তৎপর তৃপ্ত দ্বিজদিগকে জিজ্ঞাসা করিবে "তৃপ্তাঃ স্থ"? অর্থাৎ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তৃপ্ত ব্রাহ্মণগণকে জিজ্ঞাসা করিবে "আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত"? তখন ব্রাহ্মণগণ বলিবেন,—"তৃপ্তাঃ স্মঃ" অর্থাৎ "আমরা তৃপ্ত হইয়াছি"। তৎপর ভূমিতে অন্ন বিকীরণ করিবে।২৬৬

এক একবার করিয়া জল দিয়া অবশিষ্ট অন্ন নিবেদন করিবে। তৎপর অনুজ্ঞানুযায়ী পশ্চাৎ পিণ্ডপ্রদান করিবে।২৬৭

জ্ঞানিব্যক্তি (পিতৃলোক উদ্দেশ্যে)—স্থালীপক তিলযুক্ত যেই যেই অন্ন দ্বিজগণ ভক্ষণ করিয়াছেন, স্থালীপক তিলযুক্ত সেই সেই অন্ন লইয়া দক্ষিণাভিমুখ হইয়া পিণ্ডপ্রদানার্থ ভূমিতে তিল ও দর্ভযুক্ত জল দ্বারা অবনেজন করিয়া (জলসেচন দ্বারা শুদ্ধ করিয়া) গোত্র ও নাম উল্লেখ করত সেই সতিল-দর্ভোপরি পিণ্ডপ্রদান করিবে। যাঁহারা দেবলোক বা পিতৃলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন অথবা যে সকল নর সেইরূপ নরক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা পুত্রপ্রদত্ত অগ্নৌকরণ, দ্বিজভোজন এবং ভূমিতে পিণ্ডদান দ্বারা তৃপ্তিলাভ করেন।২৬৮-৭০

অবশিষ্ট যে অন্ন (পিণ্ডপ্রদানের পর) হস্তে লিপ্ত থাকে, তাহা পিণ্ডোপরি ক্রমশঃ নিঃক্ষেপ করিবে। তৎপর হস্তপ্রক্ষালন করিয়া সেই পিণ্ডোপরি অবনেজনবৎ পুনরায় জল দিবে।২৭১

অগ্নৌ হুতেন দ্বিজভোজনেন
তৃপ্যন্তি পিতৈর্ভুবি তৈঃ প্রদত্তৈ ॥২৭০
যদন্নং লেপরূপং তু ক্রমাত্তেষু চ নিক্ষিপেৎ।
প্রক্ষাল্য সলিলং তত্র অবনেজনবৎ পুনঃ ॥২৭১
নির্বর্ত্তানর্চয়েৎ পিণ্ডান্ পুষ্প-গন্ধ-বিলেপনৈঃ।
দীপ-বাসঃপ্রদানেন পিতৃনর্চ্য সমাহিতঃ ॥২৭২
বাসো বস্ত্রদশাং দদ্যাদ্ বিধিবন্মন্ত্রপূর্বকম্।
কেচিদত্রাহবিকং লোম কেচিন্মতং ন তত্ত্বিতি ॥২৭৩
পঞ্চাশদ্‌বার্ষিকো যস্তু দদ্যাল্লোমবাসোহংশুকম্।
তদবশ্যং প্রদেয়ং স্যাদ্ বিধিসম্পূর্ণতাকৃতে ॥২৭৪
পবিত্রং যদি বা দর্ভং করাত্তত্র বিনিঃক্ষিপেৎ।
প্রক্ষাল্য হস্তাবাচম্য প্রোক্ষণাদিকমাচরেৎ ॥২৭৫
নির্বপন্ত্যপরে পিণ্ডান্ প্রাগেব দ্বিজভোজনাৎ।
খাদয়েয়ুঃ শকুন্তাস্তান্ পিতৃণাং তৃপ্তিতৎপরাঃ ॥২৭৬

মাতামহানামপ্যেবং বিপ্রানাচাময়েদথ।
বাচয়েত দ্বিজান্ স্বস্তি দদ্যাচ্চৈবাক্ষয্যোদকম্ ॥২৭৭
দক্ষিণা হেম দেবানাং পিতৃণাং রজতং তথা।
তিষ্ঠন্ পিণ্ডান্তিকে ব্রূয়াদ্ বাচয়িষ্যে স্বধামিতি।
বাচ্যতামিতি বিপ্রোক্তিঃ প্রবদেদ্ গোত্রপূর্বকম্ ॥২৭৮
স্বধোচ্যতামিতি ব্রূয়াদস্তু স্বধেতি তদ্বচঃ।
ঊর্জং বহন্তীরুচ্চার্য্য জলং পিণ্ডেষু সেচয়েৎ ॥২৭৯
যাঃ কাশ্চিদ্দেবতাঃ শ্রাদ্ধে বিশ্বশব্দেন জল্পিতাঃ।
প্রীয়তামিতি চ ব্রূয়াদ্ বিপ্রৈরুক্তমিদং জপেৎ ॥২৮০
দাতারো নোহভিবর্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মা ব্যগমদ্ বহু দেয়ঞ্চ নোহস্ত্বিতি ॥২৮১
ন্যুব্জপিণ্ডার্ঘ্যপাত্রাণি কৃত্বোত্তানানি সংশ্রবাৎ।
ক্ষিপ্ত্বা পিণ্ডেষ্বতো বিপ্রান্ পিতৃপূর্বং বিসর্জয়েৎ ॥২৮২

গন্ধবিলেপিত পুষ্প দ্বারা যথাবিধি-নিষ্পন্ন-পিণ্ডের অর্চনা করিবে এবং সমাহিতচিত্ত হইয়া দীপ ও বস্ত্র প্রদান করত পিতৃগণের অর্চনা করিবে।২৭২

বিধি অনুসারে মন্ত্রপূর্বক বস্ত্রাঞ্চল হইতে বাসঃসূত্র দিবে। কেহ কেহ বলেন,—এস্থলে মেষলোম দিবে, কাহারও কাহারও আবার এই মতটি গ্রাহ্য নহে।২৭৩

ব্যক্তি লোমনির্মিত উত্তরীয়-বস্ত্র দিবে। বিধি-সম্পূর্ণতার জন্য তাহা অবশ্যই প্রদান করিবে।২৭৪

পবিত্র অথবা দর্ভ যদি হস্ত হইতে নিঃক্ষিপ্ত হয়, তাহা হইলে হস্তদ্বয় প্রক্ষালন এবং আচমন করিয়া প্রোক্ষণ প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে।২৭৫

কেহ কেহ ব্রাহ্মণভোজনের পূর্বেই পিণ্ডদান সম্পন্ন করেন। পিতৃগণের তৃপ্তিতৎপর শকুন্ত (পক্ষিবিশেষ)গণ সেই পিণ্ড ভোজন করে।২৭৬

অনন্তর মাতামহগণের শ্রাদ্ধেও বিপ্রদিগকে এইরূপ আচমন করাইবে এবং দ্বিজগণকে "স্বস্তি" বলাইবে এবং অক্ষয্যোদক দিবে।২৭৭

শ্রাদ্ধকর্ত্তা-দ্বিজ শক্তি অনুসারে দেবগণের শ্রাদ্ধে হেম (স্বর্ণ) এবং পিতৃগণের শ্রাদ্ধে রজত দক্ষিণা দিবে ও স্বধাশব্দ উচ্চারণ করিবে।২৭৮

পিণ্ড-সমীপে অবস্থান করিয়া "স্বধাং বাচয়িষ্যে" এই কথা বলিলে (তাহা শ্রবণ করিয়া) বিপ্র "বাচ্যতাম্" এই কথা বলিবেন, তৎপর গোত্র-নাম উল্লেখপূর্বক "স্বধোচ্যতাম্" বলিলে বিপ্র "অস্তু স্বধা" এইরূপ বলিবেন। "ঊর্জ্জং বহন্তীঃ" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পিণ্ডোপরি জল-সেচন করিবে।২৭৯

শ্রাদ্ধে বিশ্বশব্দের সহিত যে সকল দেবতা কথিত হইয়াছে, তাঁহাদিগের উদ্দেশ্যে "প্রীয়ন্তাম্" এই কথা বলিলে বিপ্রগণও "প্রীয়ন্তাম্" এই কথা বলিবেন।২৮০

আমার বংশে দাতৃগণের সংখ্যা বর্ধিত হউক, বংশধরগণ বেদ-পারগ হউক, সন্ততি বৃদ্ধি হউক, তাহাদের শ্রদ্ধা অক্ষয় হউক এবং বহু দেয় (দানযোগ্য বস্তু) হউক—এই মন্ত্র পাঠ করিবে।২৮১

ন্যুব্জীকৃত পিণ্ডপাত্র ও অর্ঘ্যপাত্র সংশ্রব হইতে উত্তান করিয়া পিণ্ডোপরি ক্ষেপণ করত "বাজে বাজে" মন্ত্র পাঠ করিয়া পিতৃপূর্বক বিপ্রগণকে বিসর্জন করিবে। তৎপর "আমাবাজস্য" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডের

বাজে বাজে ইতি হ্যুক্ত্বা আমাবাজস্য তান্ বহিঃ।
ব্রুয়াৎ প্রদক্ষিণী কৃত্য ক্ষমধ্বমিত্থমিত্যপি ॥২৮৩
পিণ্ডানাং মধ্যমং পিণ্ডং পিতৄন্ ধ্যায়ন্ সমাহিতঃ।
প্রাশয়েৎ পুত্রকামাং তু ভার্য্যাং তচ্ছ্রাদ্ধকৃন্নরঃ ॥২৮৪
স্নুষা বাপি সগোত্রা বা পুত্রকামা দ্বিজাজ্ঞয়া।
আধত্ত পিতরো গর্ভং ব্যাহরেয়ুর্দ্বিজাতয়ঃ ॥২৮৫
মহারোগগৃহীতো বা তদ্‌রোগোপশমায় চ।
ঘ্নন্তু মে পিতরো রোগমিত্যুক্ত্বা প্রাশয়েচ্চরুম্ ॥২৮৬
অন্যানপ্সু হুতাশে বা ক্ষিপেৎ পিণ্ডান্ দ্বিজায় বা।
অজায় বা প্রদদ্যাচ্চ পশ্চাদ্ বিপ্রবিসর্জনম্ ॥২৮৭
উদ্ধারং পৈতৃকাদেকে পাকান্ মাতামহায় চ।
একেনৈব হি চৈকেঽপি ষড়্দৈবত্যাদিতি শ্রুতিঃ ॥২৮৮

উদ্ধারং পিতৃকাদেকে পাকান্ মাতামহায় তু।
একেনৈব হি গচ্ছন্তি ভিন্নগোত্রাস্তথা দ্বিজাঃ ॥২৮৯
নিদধ্যুঃ পৃথগুদ্ধৃত্য পাত্রে পিণ্ডার্থমোদনম্।
তথা পাকমপীচ্ছন্তি ভিন্নগোত্রতয়া দ্বিজাঃ ॥২৯০
আব্দিকেঽক্ষয্যস্থানে তু বক্তব্যমুপতিষ্ঠতাম্।
অভিরম্যতাং স্বধাস্থানে বিপ্রোক্তি-
রভিরতাঃ স্ম হ ॥২৯১
ঊর্দ্ধ্বন্তু প্রোষ্ঠপদ্যাস্তু প্রতিপদাদিকাশ্চ যাঃ।
পুণ্যাস্তাস্তিথয়ঃ সর্বা দশাপি সহ পঞ্চভিঃ ॥২৯২
তেষাং চতুর্দশী প্রোক্তা যে শাস্ত্রেণ হতা নরাঃ।
পিতৃভে চ ত্রয়োদশ্যাং গয়াশ্রাদ্ধাদিকং ফলম্ ॥২৯৩
ন তত্র পাতয়েৎ পিণ্ডান্ সন্তানেপ্সুঃ কদাচন।
পিণ্ডদানেন কবয়ো বংশক্ষয়ং বদন্তি হি ॥২৯৪

বহির্দেশে প্রদক্ষিণপূর্বক "ক্ষমধ্বম্" এই প্রকার বলিবে।২৮২-৮৩

শ্রাদ্ধকর্ত্তা সমাহিত-চিত্তে পিতৃলোকের ধ্যান করিয়া পিণ্ডসমূহের মধ্যে মধ্যম পিণ্ডটি পুত্রকামা ভার্য্যাকে ভোজন করাইবে। পুত্রবধূ অথবা সগোত্রা পুত্রকামা হইয়া দ্বিজাজ্ঞানুসারে পিণ্ডভোজন করিবে; এই সময়ে দ্বিজগণ "আধত্ত পিতরো গর্ভং" এই কথা বলিবেন। ২৮৪-৮৫

অথবা মহারোগগ্রস্ত ব্যক্তি সেই রোগোপশমের জন্য "ঘ্নন্তু মে পিতরো রোগম্" (পিতৃগণ আমার রোগ নষ্ট করুন) এই কথা বলিয়া চরুপ্রাশন করিবে।২৮৬

অন্যান্য পিণ্ডগুলি জলে বা অগ্নিতে ক্ষেপণ করিবে অথবা দ্বিজ বা অজকে প্রদান করিবে। তৎপর বিপ্র বিসর্জন করিবে।২৮৭

কেহ কেহ বলেন,—পিতৃ উদ্দেশ্যে যে অন্ন পাক করা হয়, তাহা হইতে মাতামহের জন্যও একভাগ উঠাইয়া রাখিবে। ষড়্দেবতাক-শ্রাদ্ধহেতু একপক অন্ন দ্বারা পিতৃলোক ও মাতামহাদির শ্রাদ্ধ করিবে—ইহা শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া কেহ কেহ বলেন।২৮৮

কেহ কেহ বলেন,—পিতৃলোক উদ্দেশ্যে কৃত পকান্ন হইতে মাতামহের জন্য অন্ন তুলিয়া রাখিবে। ভিন্ন গোত্রীয় দ্বিজ হইলেও একপাক দ্বারাই উভয়ের প্রাপ্তি হয়। পিণ্ডের জন্য অন্ন উঠাইয়া পৃথক্ পাত্রে রাখিবে। ভিন্নগোত্র হইলেও (মাতামহ) দ্বিজগণ একপাক ইচ্ছা করেন।২৮৯-৯০

আব্দিক (বার্ষিক) শ্রাদ্ধে "অক্ষয্য"-শব্দস্থানে "উপতিষ্ঠতাম্" ও "স্বধা"স্থানে "অভিরম্যতাম্" বলিবে। বিপ্র সেইস্থলে "অভিরতোঽস্মি" বলিবেন।২৯১

পূর্বোত্তর-ভাদ্রপদ-নক্ষত্রযুক্ত তিথিভিন্ন প্রতিপদাদি পঞ্চদশ তিথি পুণ্যতিথি বলিয়া কথিত আছে। তন্মধ্যে চতুর্দশীতিথি শস্ত্রাঘাতে মৃতব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধের জন্য প্রশস্ত। পিতার মৃত্যুদিনের নক্ষত্র ত্রয়োদশীতিথিযুক্ত হইলে ঐ দিন গয়াশ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে বিশেষ ফল হয়। উপর্য্যুক্ত দিনে সন্তানেপ্সু পুত্র কখনও পিণ্ড প্রদান করিবে না। পণ্ডিতগণ বলেন যে, ঐ দিন পিণ্ডদান করিলে বংশক্ষয় হয়।২৯২-৯৪

সত্যবতী-পতি পরাশর বলিয়াছেন যে, সন্তান-লাভেচ্ছু নর ত্রয়োদশীতিথিতে পিণ্ডপ্রদান করিবে না, এমন কি ইচ্ছার বিরুদ্ধ হইলেও পিণ্ড প্রদান করিবে না। অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন যে, সন্তানবান্ দ্বিজ মঘানক্ষত্রযুক্ত ত্রয়োদশীতিথিতে শ্রাদ্ধে পিণ্ডপ্রদান করিবে না।২৯৫-৯৬

সন্তানেপ্সু্ স্ত্রয়োদশ্যাং ন পিণ্ডান্ পাতয়েন্নরঃ।
পাতয়েত্তমনিচ্ছংশ্চ প্রাহ সত্যবতীপতিঃ ॥২৯৫
মঘাযুক্তত্রয়োদশ্যাং পিণ্ডনির্বপণং দ্বিজঃ।
স সন্তানো নৈব কুর্য্যাদিত্যন্যে কবয়ো বিদুঃ ॥২৯৬
যঃ সঙ্ক্রমে ভানুদিনে চ কুর্য্যা-
দুপোষণং পারণকং দ্বিজন্মা।
পিণ্ডপ্রদানং পিতৃভে চ তদ্বজ্-
জ্যেষ্ঠো বিপদ্যেত সুতোঽনুজো বা ॥২৯৭
পুত্রদা পঞ্চমী কর্ত্তুস্তথৈবৈকাদশী তিথিঃ।
সর্বকামা ত্বমাবাস্যা পঞ্চম্যূর্ধ্বং শুভাঃ স্মৃতাঃ ॥২৯৮
অন্নং ক্ষীরং ঘৃতং ক্ষৌদ্রমৈক্ষবং কালশাকবৎ।
এতৈস্তু তর্পিতৈর্বিপ্রৈস্তর্পিতাঃ পিতরো নৃণাম্ ॥২৯৯
দেশঃ পর্ব চ কালশ্চ হবিঃপাত্রঞ্চ সৎক্রিয়াঃ।
পিতৃ-দৈবিকচিত্তত্বং যোগশ্চেৎ পিতৃভাদিভিঃ ॥৩০০
শৌচঞ্চ পাত্রশুদ্ধিশ্চ শ্রদ্ধা চ পরমা যদি।
অন্নং তত্তৃপ্তিকৃচ্ছ্রাদ্ধ এতৎ খলু ন চাঽমিষে ॥৩০১
যস্তু প্রাণিবধং কৃত্বা মাংসেন তর্পয়েৎ পিতৄন্।
সোঽবিদ্বাংশ্চন্দনং দগ্ধ্বা কুর্য্যাদঙ্গারবিক্রয়ম্ ॥৩০২
ক্ষিপ্ত্বা কূপে যথা কিঞ্চিদ্ বাল আদাতুমিচ্ছতি।
পতত্যজ্ঞানতঃ সোঽপি মাংসেন শ্রাদ্ধকৃত্তথা ॥৩০৩
সর্বথাঽন্নং যদা ন স্যাত্তদৈবামিষমাশ্রয়েৎ।
ব্রাহ্মণশ্চ স্বয়ং নাদ্যাত্তচ্চ শ্বাদিহতং যদি ॥৩০৪
অথান্যৎ পাপমৃত্যূনাং শুদ্ধ্যর্থং শ্রাদ্ধমুচ্যতে।
কৃতেন তেন যেষাং তু প্রদত্তমুপতিষ্ঠতি ॥৩০৫
দন্তি-শৃঙ্গি-গর-ব্যাল-নীরাগ্নিবন্ধনৈস্তথা।
বিদ্যুন্নির্ঘাত-বৃক্ষৈশ্চ বিপ্রৈশ্চ স্বাত্মনা হতাঃ ॥৩০৬
ব্রণসঞ্জাতকীটৈশ্চ ম্লেচ্ছৈশ্চৈব হতাস্তথা।
পাপমৃত্যব এবৈতে শুভগত্যর্থমুচ্যতে ॥৩০৭

যে দ্বিজ সংক্রান্তিদিনে ও রবিবাসরে উপবাস ও পারণ করে এবং সেইরূপ পিতার মৃত্যুনক্ষত্রযুক্ত তিথিতে শ্রাদ্ধে পিণ্ডপ্রদান করে, তাহার জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠপুত্র বিনষ্ট হয়।২৯৭

পঞ্চমী ও একাদশীতিথি শ্রাদ্ধকর্ত্তার পক্ষে পুত্রদায়িনী তিথি, অমাবস্যা সর্বকাম-প্রদায়িনী এবং পঞ্চমীর ঊর্ধ্বে অন্যান্য যে সকল তিথি আছে—সে সকল তিথি শুভদায়িনী।২৯৮

বিপ্রগণকর্ত্তৃক কালশাকের ন্যায় অন্ন, ক্ষীর, ঘৃত, মধু, ইক্ষুগুড় প্রভৃতি দ্রব্য দ্বারা তর্পিত হইয়া মনুষ্যদিগের পিতৃগণ তৃপ্ত হন।২৯৯

পিতৃনক্ষত্রের সহিত যদি দেশ, পর্ব, কাল, ঘৃত, পাত্র ও সৎক্রিয়া-যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহা পিতৃলোক ও দেবলোকের চিত্তপ্রসাদনকর হয়।৩০০

সেই পিতৃশ্রাদ্ধে শুচিতা, পাত্রশুদ্ধি, পরমা শ্রদ্ধা ও অন্ন এইগুলি তৃপ্তিকর, কিন্তু আমিষে তৃপ্তিকর নহে।৩০১

যে ব্যক্তি প্রণী-বধ করিয়া মাংস দ্বারা পিতৃলোকের তৃপ্তিসম্পাদন নিমিত্ত শ্রাদ্ধ করে, সেই মূর্খ যেন চন্দনকাষ্ঠ দগ্ধ করিয়া অঙ্গার বিক্রয় করে।৩০২

বালক যেরূপ কোনও দ্রব্য কূপে নিঃক্ষেপ করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে কিন্তু তাহা গ্রহণ করিতে ত পারেই না অধিকন্তু কূপে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সেইরূপ যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ মাংস দ্বারা শ্রাদ্ধ করে, সেও অধঃপতিত হয়।৩০৩

সর্বপ্রকার চেষ্টা করিয়াও যদি অন্নসংগ্রহ না হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধার্থে আমিষ সংগ্রহ করিবে। সেই মাংস যদি কুক্কুরাদি কর্ত্তৃক হত পশুর মাংস হয়, তাহা হইলে শ্রাদ্ধীয় ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিবেন না।৩০৪

পাপবশতঃ যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের শুদ্ধির জন্য অনন্তর অন্যপ্রকার শ্রাদ্ধ বলিতেছি। সেই বিধি অনুসারে শ্রাদ্ধ করিলে যাহাদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয়, তাহাদের সমীপে শ্রাদ্ধীয় প্রদত্তদ্রব্যাদি উপস্থিত হয়।৩০৫

দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, বিষ, সর্প, জল, অগ্নি, উদ্বন্ধন, বিদ্যুৎ, বজ্র, বৃক্ষ, বিপ্র, দুষ্টব্রণ-সঞ্জাত কীট ও ম্লেচ্ছ দ্বারা হত এবং আত্মঘাতী ব্যক্তিগণ 'পাপমৃত্যু' নামে অভিহিত হয়, (পাপবশতঃ অবৈধমৃত্যু-কবলিত হয়) ইহাদের শুভগতি বলিতেছি।৩০৬-৭

নারায়ণবলিঃ কার্য্যো বিধানং তস্য চোচ্যতে।
ঊর্ধ্বং ষণ্মাসতঃ কুর্য্যাদেকে ঊর্ধ্বং তু বৎসরাৎ ॥৩০৮
তেষাং পাপব্যপোহার্থং কার্য্যো নারায়ণো বলিঃ।
ধৌতবাসাঃ শুচিঃ স্নাতঃ একাদশ্যামুপোষিতঃ ॥৩০৯
শুক্লপক্ষে তু সম্পূজ্য বিষ্ণুমীশং যমং তথা।
নদীতীরং শুচির্গত্বা প্রদদ্যাদ্দশ পিণ্ডকান্ ॥৩১০
ক্ষৌদ্রাজ্য-তিলসংযুক্তান্ হবিষা দক্ষিণামুখঃ।
অভ্যর্চ্য পুষ্প-ধূপাদ্যৈস্তন্নাম-গোত্রপূর্বকান্ ॥৩১১
বিষ্ণুধ্যানমনাঃ কুর্য্যাত্ততস্তানম্ভসি ক্ষিপেৎ।
নিমন্ত্রয়েত বিপ্রাংশ্চ পঞ্চ সপ্তাহথ বা নব ॥৩১২
দ্বাদশ্যাং কুতপে স্নাতান্ ধৌতবস্ত্রান্ সমাগতান্।
কৃষ্ণারাধনকৃদ্ভক্ত্যা পাদপ্রক্ষালিতাঙ্ঘ্রি ভান্ ॥৩১৩
দক্ষিণাপ্রবণে দেশে শুচিস্তানুপবেশয়েৎ।
দ্বৌ দৈবে তু ত্রয়ঃ পিত্র্যে
প্রাঙ্মুখোদঙ্মুখান্ দ্বিজান্ ॥৩১৪
আসনাবাহনার্ঘ্যঞ্চ কুর্য্যাৎ পার্বণবদ্ দ্বিজঃ।
ভোজয়েদ্ভক্ষ্যং ভোজ্যৈশ্চ ক্ষৌদ্রেক্ষবাজ্য-
পায়সৈঃ ॥৩১৫
তৃপ্তান্ জ্ঞাত্বা ততো বিপ্রাংস্তৃপ্তিং পৃচ্ছেদ্ যথাবিধি।
ভোজ্যেন তিলমিশ্রেণ হবিষ্যেণ চ তান্ পুনঃ ॥৩১৬
পঞ্চ পিণ্ডান্ প্রদদ্যাদ্ বৈ দৈবং রূপমনুস্মরন্।
বিষ্ণু-ব্রহ্ম-শিবেভ্যশ্চ ত্রীন্ পিণ্ডাংশ্চ যথাক্রমম্ ॥৩১৭
যমায় সানুগায়াথ চতুর্থং পিণ্ডমুৎসৃজেৎ।
মৃতং সঞ্চিন্ত্য মনসা গোত্র-নামকপূর্বকম্ ॥৩১৮

পূর্বোক্ত পাপমৃত্যুদিগের মুক্তির জন্য নারায়ণবলি-নামক অনুষ্ঠান করিবে, তাহার বিধান বলা হইতেছে। কেহ কেহ বলেন—পূর্বোক্তরূপে মৃতব্যক্তিদিগের পাপ-মুক্তির জন্য মৃত্যুদিবস হইতে গণনা করিয়া ছয়মাসের ঊর্ধ্বে, কেহ কেহ বলেন—এক বৎসরের ঊর্ধ্বে নারায়ণ-বলির অনুষ্ঠান করিবে। স্নানানন্তর শুচি হইয়া ধৌত বস্ত্র পরিধান করত উপবাসী হইয়া শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে বিষ্ণু, ঈশ, ও যমকে পূজা করিয়া নদীতীরে গমন করত শুচিভাবে দক্ষিণাভিমুখ হইয়া ঘৃত, পুষ্প ও ধূপাদি দ্বারা অর্চনা-পূর্বক নাম ও গোত্রোচ্চারণ করত মধু, ঘৃত ও তিল-সংযুক্ত দশটি পিণ্ড প্রদান করিবে।৩০৮-১১

তৎপর শ্রীবিষ্ণুকে মনে মনে ধ্যান করিয়া সেই পিণ্ড জলে নিঃক্ষেপ করিবে। পঞ্চ, সপ্ত অথবা নব-সংখ্যক ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করিবে। শ্রীকৃষ্ণের আরাধন-পরায়ণ শুচিব্যক্তি ভক্তি-সহকারে দ্বাদশীতিথিতে কুতপমুহূর্ত্তে স্নাত ধৌতবস্ত্রপরিহিত পাদপ্রক্ষালিত সমাগত মঙ্গলপ্রদ সেই ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাপ্রবণ-স্থানে উপবেশন করাইবে। দ্বিজ দেবপক্ষে দুইজন এবং পিতৃপক্ষে তিনজন ব্রাহ্মণ রাখিবে। পূর্ব ও উত্তরমুখোপবিষ্ট দ্বিজগণকে আসন, আবাহন ও অর্ঘ্য পার্বণরীতি অনুসারে প্রদান করিবে। মধু, ইক্ষুগুড়, ঘৃত, পায়স প্রভৃতি ভক্ষ্য-ভোজ্য দ্বারা তাঁহাদিগকে ভোজন করাইবে।৩১২-১৫

তৎপর বিপ্রগণকে যথাবিধি তৃপ্তি-প্রশ্ন করিবে, যথা—"আপনারা তৃপ্ত হইয়াছেন ত"? বিপ্রগণ তৃপ্ত হইয়াছেন জানিয়া দেবরূপ স্মরণ করিতে করিতে পুনরায় তাঁহাদিগকে তিলমিশ্রিত ভোজ্য ও হবিষ্যান্ন দ্বারা পাঁচটি পিণ্ড প্রদান করিবে। বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিব উদ্দেশ্যে যথাক্রমে তিনটি পিণ্ড, এবং অনুচরের সহিত যমকে চতুর্থপিণ্ড এবং মৃতকে মনে মনে চিন্তা করিয়া গোত্র ও নাম উচ্চারণপূর্বক বিষ্ণুস্মরণ করত পঞ্চমপিণ্ড প্রদান করিবে। দক্ষিণাভিমুখ হইয়াই এই পাঁচটি পিণ্ড প্রদান করিবে।৩১৬-১৯

পরে ব্রাহ্মণ আচমন করিয়া প্রোক্ষণাদি ক্রিয়া করিবে। অতঃপর বিনয়-সহকারে মস্তক অবনত করিয়া দ্বিজগণকে প্রণাম করত হিরণ্য, বস্ত্র, গো ও ভূমি দ্বারা তাঁহাদিগের সন্তুষ্টিবিধান করিবে। বিপ্রকরে তিলযুক্ত জল দান করিয়া গোত্র উল্লেখপূর্বক প্রেতকে চিত্তে সম্যগ্‌রূপে স্মরণ করত এবং বিষ্ণুকে বুদ্ধিতে নিবেশিত করিবে। তারপর বহির্দেশে গমন করত সমাহিতচিত্তে প্রেত

বিষ্ণুং স্মৃত্বা ক্ষিপেৎপিণ্ডং পঞ্চমঞ্চ ততঃ পুনঃ।
দক্ষিণাভিমুখশ্চৈব নির্বপেৎ পঞ্চ পিণ্ডকান্ ॥৩১৯
আচম্য ব্রাহ্মণঃ পশ্চাৎ প্রোক্ষণদিকমাচরেৎ।
হিরণ্যেন চ বাসোভির্গোভির্ভূম্যা চ তান্ দ্বিজান্ ॥৩২০
প্রণম্য শিরসা পশ্চাদ্ বিনয়েন প্রসাদয়েৎ।
তিলোদকং করে দত্ত্বা প্রেতং সংস্মৃত্য চেতসি ॥
গোত্রপূর্বং ক্ষিপেৎ পাণৌ বিষ্ণুং বুদ্ধৌ
নিবেশ্য চ ॥৩২১
বহির্গত্বা তিলাম্ভস্তু তস্মৈ দদ্যাৎ সমাহিতঃ।
মিত্র-ভৃত্যৈর্নিজৈঃ সার্দ্ধং পশ্চাদ্ভুঞ্জীত বাগ্‌যতঃ ॥৩২২
এবং বিষ্ণুমতে স্থিত্বা যো দদ্যাৎ পাপমৃত্যবে।
সমুদ্ধরতি তং প্রেতং পরাশরবচো যথা ॥৩২৩
সর্বেষাং পাপমৃত্যুনাং কার্য্যো নারায়ণো বলিঃ।
তস্মাদূর্ধ্বঞ্চ তেভ্যো হি প্রদত্তমুপতিষ্ঠতি ॥৩২৪
এবং শ্রাদ্ধৈঃ সমস্তান্যঃ সন্তর্পয়তি বৈ পিতৃন্।
দদত্যনুত্তমাংস্তস্য পিতরস্তর্পিতা বরান্ ॥৩২৫

বিদ্যা-তপোমুখান্ পুত্রান্ পুজ্যত্বমথ যোষিতঃ।
সৌভাগ্যৈশ্বর্য্যতেজশ্চ বলং শ্রৈষ্ঠ্যমরোগতাম্ ॥৩২৬
যশঃ শুচিত্বং কুপ্যানি সিদ্ধিং চৈবাত্মবাঞ্ছিতাম্।
যশশ্চ দীর্ঘমায়ুশ্চ তথৈবানুত্তমাং মতিম্ ॥৩২৭
অথান্যৎ কিঞ্চিদাখ্যামি পিতৃণাং তু হিতায় বৈ।
কৃতেন স্বল্পকেনাপি প্রাপ্নুবন্তি বিধেঃ ফলম্ ॥৩২৮
উচ্ছিষ্টস্য বিসর্গার্থং বিধিস্তাৎকালিকো হি যঃ।
শ্রাদ্ধজ্ঞৈর্বিহিতং যৎপ্রাক্ পিতৃণাং
হিতকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥৩২৯
আদায় সর্বমুচ্ছিষ্টমবনেজনবদ্ বুধঃ।
তত্রৈব নিক্ষিপেদ্ ভূমৌ তিল-দর্ভসমন্বিতম্ ॥৩৩০
নরকেষু গতা যে বৈ অপমৃত্যুমৃতা মম।
এতদাপ্যায়নং তেষাং চিরায়াস্ত্বিতি চোচ্চরেৎ ॥৩৩১
করস্য মধ্যতো দেবাঃ করপৃষ্ঠে তু রাক্ষসাঃ।
পাত্রস্যালম্ভনাদৌ চ তস্মাত্তং ন প্রদর্শয়েৎ ॥৩৩২
দর্ভাশ্চ স্বয়মানেয়া দক্ষিণাপ্রবণোদ্ভবাঃ।

উদ্দেশ্যে তিলযুক্ত জল প্রদান করিবে এবং তাহাই বিপ্রপাণিতে ক্ষেপণ করিবে। তৎপর সংযতবাক্ হইয়া মিত্র, ভৃত্য ও স্বজনের সহিত ভোজন করিবে। ৩২০-২২

যিনি এইরূপে বিষ্ণুস্মরণ করিয়া পাপবশতঃ মৃত্যুমুখে পতিত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পিণ্ডপ্রদান করেন, তিনি প্রেতকে উদ্ধার করিয়া থাকেন—ইহাই পরাশর-মুনির কথা।২৩

সমস্ত 'পাপমৃত্যু'র উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত প্রকার নারায়ণ-বলি করিবে। নারায়ণবলি করার পর সেই প্রেতগণ উদ্দেশ্যে প্রদত্ত দ্রব্য তাহাদের নিকট উপস্থিত হয়।৩২৪

যিনি এই প্রকার শ্রাদ্ধ দ্বারা সমস্ত পিতৃগণকে তৃপ্ত করান এবং তাঁহাদের উদ্দেশে শ্রেষ্ঠ সর্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য দান করেন, তাঁহার পিতৃলোকগণ পরিতৃপ্ত হইয়া বিদ্যা ও তপঃপরায়ণ সেই পুত্রকে পূজ্যত্ব, স্ত্রী, সৌভাগ্য, ঐশ্বর্য্য, তেজঃ, বল, শ্রেষ্ঠত্ব, রোগহীনতা, যশঃ, শুচিতা, কুপ্য (স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিন্ন সকল প্রকার ধাতু), মনোব সিদ্ধি, যশঃ, দীর্ঘায়ুঃ ও শ্রেষ্ঠমতি প্রভৃতি বরসকল প্রদান করেন।৩২৫-২৭

অনন্তর পিতৃলোকগণের হিতের জন্য আরও কিছু বলিতেছি—যাহা স্বল্পমাত্র অনুষ্ঠান করিলেও সম্পূর্ণ বিধির ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।৩২৮

উচ্ছিষ্ট (পিতৃ উদ্দেশ্যে নিবেদিত অন্ন)—দ্রব্যের বিসর্জনের সময় যে বিধির কথা বর্ণিত হইয়াছে এবং পিতৃগণের হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রাদ্ধজ্ঞগণ পূর্বে যে বিধি বর্ণন করিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। জ্ঞানিজন অবনেজন-ক্রিয়ার ন্যায় সমস্ত উচ্ছিষ্ট অন্ন লইয়া তাহা তিল ও কুশযুক্ত করিয়া সেই ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিবে এবং "আমার বংশে যাহারা অপমৃত্যুতে মরিয়া নরকগামী হইয়াছে, তাহাদের চিরতৃপ্তি হউক" এই কথা উচ্চারণ করিবে।৩২৯-৩১

হস্তের মধ্যস্থলে দেবগণ এবং পৃষ্ঠদেশে রাক্ষসগণ অবস্থান করেন বলিয়া পাত্রালম্ভনাদি কার্য্যে হস্তের মধ্যদেশ ও পৃষ্ঠদেশ প্রদর্শন করাইবে না।৩৩২

তর্পণাদ্যুজ্মিতা যে বৈ ইত্যাদ্যাংশ্চ বিবর্জয়েৎ ॥৩৩৩
ন কুশং কুশমিত্যাহুর্দর্ভমূলং কুশঃ স্মৃতঃ।
ছিন্না দর্ভ ইতি প্রোক্তাস্তদগ্রং কুতপঃ স্মৃতঃ ॥৩৩৪
হরিতা যজ্ঞিয়া দর্ভাঃ পীতকাঃ পাকযাজ্ঞিকাঃ।
সকুশাঃ পিতৃ-দৈবত্যাচ্ছিন্না বৈ বৈশ্বদৈবিকাঃ ॥৩৩৫
দর্ভমূলে স্থিতো ব্রহ্মা দর্ভমধ্যে জনার্দনঃ।
দর্ভাগ্রে শঙ্করস্তস্মৌ দর্ভা দেবত্রয়ান্বিতাঃ ॥৩৩৬
অহন্যেকাদশে শ্রাদ্ধে প্রতিমাসং তু বৎসরম্।
প্রতিসংবৎসরং কার্য্যমেকোদ্দিষ্টং তু সর্বদা ॥৩৩৭
একস্য প্রথমং শ্রাদ্ধমর্বাগব্দাচ্চ মাসিকম্।
প্রতিসংবৎসরং চৈব শেষং ত্রিপুরুষং স্মৃতম্ ॥৩৩৮
সপিণ্ডীকরণাদূর্ধ্বং প্রতিসংবৎসরং সুতৈঃ।
মাতা-পিত্রোঃ পৃথক্কার্য্যমেকোদ্দিষ্টং ক্ষয়াহনি ॥৩৩৯
সপিণ্ডীকরণাদূর্ধ্বং প্রতিসংবৎসরং দ্বিজঃ।
একোদ্দিষ্টং প্রকুর্বীত পিত্রোরপ্যত্র পার্বণম্ ॥৩৪০

চতুর্দশ্যাং তু যচ্ছ্রাদ্ধং সপিণ্ডীকরণে কৃতে।
একোদ্দিষ্টবিধানেন তৎকুর্য্যাচ্ছস্ত্রপাতিতে ॥৩৪১
পিত্রাদয়স্ত্রয়ো যস্য শস্ত্রপাতাস্ত্বনুক্রমাৎ।
সম্ভূতৈঃ পার্বণং কুর্য্যাদষ্টকানি পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৪২
সপিণ্ডীকরণাদূর্ধ্বং পিতুর্যঃ পিতৃপিণ্ডতঃ।
স তু লেপভুগিত্যেব প্রলুপ্তঃ পিতৃপিণ্ডতঃ ॥৩৪৩
সপিণ্ডীকরণাদূর্ধ্বং কুর্য্যাৎ পার্বণবৎ সদা।
প্রতিসংবৎসরং বিদ্বচ্ছাগলেয়ো বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৩৪৪
সপিণ্ডতা তু কর্তব্যা পিতুঃ পুত্রৈঃ পৃথক্ পৃথক্।
স্বাধিকারপ্রবৃত্তত্বাদিতরঃ শ্রাদ্ধকর্তৃবৎ ॥৩৪৫
তীর্থশ্রাদ্ধং গয়াশ্রাদ্ধং শ্রাদ্ধং বাহপরপক্ষিকম্।
সপিণ্ডীকরণে কুর্য্যাদকৃতে তু নিবর্ততে ॥৩৪৬
যস্য সংবৎসরাদর্বাক্ সপিণ্ডীকরণং ভবেৎ।
প্রতিমাসং তস্য কুর্য্যাৎ প্রতি সংবৎসরং তথা ॥৩৪৭

দক্ষিণদিক্ নীচু এইরূপ স্থানে যে দর্ভ উৎপন্ন হয়, তাহা স্বয়ং আনয়ন করিবে। তর্পণাদি কার্য্যশেষে পরিত্যক্ত দর্ভ প্রভৃতি বর্জন করিবে।৩৩৩

কুশমাত্রই কুশ নহে, দর্ভমূলই কুশ বলিয়া কথিত। সমূল ছিন্ন কুশই দর্ভ, তাহার অগ্রভাগ কুতপ। যজ্ঞের দর্ভ হরিতবর্ণ, এবং পাকযজ্ঞের দর্ভ পীতবর্ণ হইবে। পিতৃকার্য্যে ও দেবকার্য্যে মূলসহিত দর্ভ এবং বিশ্বদেব-সম্বন্ধীয় কার্য্যে ছিন্ন দর্ভ ব্যবহার করিবে। ৩৩৪-৩৫

দর্ভমূলে ব্রহ্মা, দর্ভমধ্যে জনার্দন এবং দর্ভাগ্রে শঙ্কর অবস্থান করেন বলিয়া দর্ভ দেবত্রয়যুক্ত।৩৩৬

একাদশদিবসীয় শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রতিমাসে, পূর্ণবৎসরে এবং প্রতিসংবৎসরে মৃতের উদ্দেশ্যে সর্বদা একোদ্দিষ্ট করিবে।৩৩৭

সংবৎসরমধ্যে মৃতের প্রথমতঃ মাসিক শ্রাদ্ধ একোদ্দিষ্ট বিধানে করিবে এবং প্রতিসংবৎসরেও ঐরূপভাবে করিবে; অবশিষ্ট শ্রাদ্ধ ত্রৈপুরুষিক বিধানে করিবে।৩৩৮

সপিণ্ডীকরণের পর পুত্রগণ প্রতিসংবৎসরে মৃত্যু-তিথিতে পিতা ও মাতার পৃথগ্‌ভাবে একোদ্দিষ্ট করিবে।৩৩৯

দ্বিজ সপিণ্ডীকরণের পর প্রতিসংবৎসরে পিতা ও মাতার একোদ্দিষ্ট করিবে, এবং অমাবস্যা ও প্রেতপক্ষে মৃত্যু হইলে পার্বণ করিবে।৩৪০

সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইবার পরে শস্ত্রাঘাতে মৃতব্যক্তির চতুর্দশীতিথিতে বিহিত শ্রাদ্ধও একোদ্দিষ্ট বিধানানুসারে করিবে। যাহার পিত্রাদিত্রয় পর পর শস্ত্রাঘাতে মৃত হইয়াছেন, সে ব্যক্তি মিলিতভাবে পিত্রাদিত্রয়ের পার্বণশ্রাদ্ধ করিবে এবং অষ্টকা-শ্রাদ্ধ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে করিবে।৩৪১-৪২

সপিণ্ডীকরণের পর যিনি পিতার প্রপিতামহ অর্থাৎ বৃদ্ধপ্রপিতামহ, তিনি লেপভুক্ হন এবং পিতৃপিণ্ড হইতে প্রলুপ্ত অর্থাৎ বঞ্চিত হন।৩৪৩

হে বিদ্বন্! ছাগলেয়মুনির ইহাই বিধান বলিয়া কথিত যে, সপিণ্ডীকরণের পর সর্বদাই পার্বণবিধি অনুসারে প্রতিসংবৎসরীয় শ্রাদ্ধ করিবে।৩৪৪

স্বাধিকার-প্রবৃত্তত্বহেতু ভিন্নশ্রাদ্ধকর্ত্তার ন্যায় পুত্রগণ পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পিতার সপিণ্ডীকরণ করিবে।৩৪৫

অর্বাক্ সংবৎসরাদ্ বৃদ্ধৌ পূর্ণে সংবৎসরেঽপি চ।
যে সপিণ্ডীকৃতাঃ প্রেতা ন তু তেষাং পৃথক্‌ক্রিয়া ॥৩৪৮
একপিণ্ডীকৃতানাং তু পৃথক্ত্বং নোপপদ্যতে।
সপিণ্ডীকরণাদূর্ধ্বমৃতে কৃষ্ণচতুর্দশীম্ ॥৩৪৯
অর্বাক্‌সংবৎসরাদূর্ধ্বমৃতে কৃষ্ণচতুর্দশীম্।
যে সপিণ্ডীকৃতাস্তেষাং পৃথক্ত্বেনোপপদ্যতে।
পৃথক্ত্বকরণে তস্য পুনঃ কার্য্যা সপিণ্ডতা ॥৩৫০
স্ত্রিয়ং শ্বশ্র্বা পতির্মাত্রা তয়া সহ সপিণ্ডয়েৎ।
তৎসদ্ভাবে পিতামহ্যা তন্মাত্রা চাপরে বিদুঃ ॥৩৫১
নান্যথা তু পিতামহ্যা মাতামহ্যাস্তথাঽপরে।
উদকং পিণ্ডদানঞ্চ সহ ভর্ত্রা প্রদীয়তে ॥৩৫২

অপুত্রা যে মৃতাঃ কেচিৎ স্ত্রিয়ো বা পুরুষাঽপি বা।
তেষামপি চ দেয়ং স্যাদেকোদ্দিষ্টঞ্চ পার্বণম্ ॥৩৫৩
অপুত্রাশ্চ মৃতা যে চ কুমারাঃ সংস্কৃতা অপি।
তেষাং সমানতা ন স্যান্ন স্বধা নাভিরম্যতাম্ ॥৩৫৪
ভর্ত্রা সপিণ্ডতা স্ত্রীণাং কার্য্যেতি কবয়ো বিদুঃ।
শ্বশ্র্বা সহাপরে তস্যাস্তন্মাত্রা চাপরে বিদুঃ ॥৩৫৫
অনপত্যেষু প্রেতেষু ন স্বধা নাভিরম্যতাম্।
একোদ্দিষ্টেষু সর্বেষু ন স্বধা নাভিরম্যতাম্ ॥৩৫৬
মিত্র-বন্ধু-সপিণ্ডেভ্যঃ স্ত্রী-কুমারস্য চৈব হি।
দদ্যাদ্ বৈ মাসিকং শ্রাদ্ধং সংবৎসরং তু নান্যথা ॥৩৫৭
অপ্রত্যয়গতশ্চৈব কুল-দেশব্যবস্থয়া।

পিতার সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করা হইলে তৎপর তীর্থশ্রাদ্ধ, গয়াশ্রাদ্ধ ও অপরপক্ষীয় শ্রাদ্ধ করিবে; সপিণ্ডীকরণ করা না হইলে তীর্থশ্রাদ্ধাদিতে নিবৃত্ত হইবে। যে মৃতের সংবৎসরমধ্যে প্রতিমাসে করণীয় মাসিকশ্রাদ্ধ ও সপিণ্ডীকরণ-শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, তাহার প্রতিসংবৎসরীয় শ্রাদ্ধ করিবে।৩৪৬-৪৭

সংবৎসরমধ্যে বৃদ্ধি (সংস্কার-কর্ম) উপস্থিত হইলে অথবা পূর্ণ সংবৎসরে যাহাদের সপিণ্ডীকরণ করা হইয়াছে, তাহাদের আর পৃথক্ ক্রিয়া করিবে না।৩৪৮

কৃষ্ণচতুর্দশীতিথিতে মৃতব্যক্তি ভিন্ন অন্যব্যক্তির সপিণ্ডীকরণের পর সপিণ্ডীকৃতদিগের সহিত পৃথক্ত্ব জ্ঞান করিবে না।৩৪৯

কৃষ্ণচতুর্দশীতিথি-ভিন্ন তিথিতে মৃতগণের সংবৎসর-মধ্যে বা সংবৎসরের পর সপিণ্ডীকরণ করা হইলে (সপিণ্ডীকৃতদিগের) তাহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ত্ব জ্ঞান রাখিবে না; যদি তাহাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে জ্ঞান করে, তাহা হইলে পুনরায় সপিণ্ডীকরণ করিবে।৩৫০

পতি তাহার মাতার সহিত স্ত্রীর সপিণ্ডীকরণ করিবে। যদি মাতা বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে পিতামহীর সহিত এবং প্রপিতামহীর সহিত সপিণ্ডী-করণ করিবে—ইহা কেহ কেহ বলেন।৩৫১

অথবা পিতামহীর সহিত এবং মাতামহীর সহিত স্ত্রীর উদক-ক্রিয়া ও পিণ্ডদান স্বামীকর্ত্তৃক করণীয়—ইহাও কেহ কেহ বলেন।৩৫২

যে সকল স্ত্রী ও পুরুষ অপুত্রক অবস্থায় মারা যায়, তাহাদেরও একোদ্দিষ্ট এবং পার্বণ শ্রাদ্ধ করিবে।৩৫৩

অপুত্রক মৃতগণের ও সংস্কার-প্রাপ্ত মৃতকুমারগণের সপিণ্ডীকরণ হইবে না এবং শ্রাদ্ধে "স্বধা"শব্দ ও "অভিরম্যতাম্"শব্দ ব্যবহার করিবে না।৩৫৪

স্বামীর সহিত স্ত্রীগণের সপিণ্ডীকরণ করিবে—ইহা জ্ঞানিগণ বলেন; কেহ কেহ বলেন—শ্বশ্রূর সহিত করিবে; আবার কেহ কেহ বলেন—তাহার মাতার সহিত সপিণ্ডীকরণ করিবে।৩৫৫

অপত্যহীন অবস্থায় মৃতব্যক্তিগণের শ্রাদ্ধে "স্বধা"শব্দ ও "অভিরম্যতাম্"শব্দ ব্যবহার করিবে না; এমন কি সকলপ্রকার একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে "স্বধা" শব্দ ও "অভিরম্যতাম্" শব্দ ব্যবহার করিবে না।৩৫৬

মিত্র, বন্ধু, সপিণ্ড, (অপত্যহীন) স্ত্রী ও কুমারদিগকে সংবৎসরযাবৎ মাসিকশ্রাদ্ধ প্রদান করিবে - ইহার অন্যথা করিবে না।৩৫৭

যিনি কুল ও দেশব্যবস্থা অনুসারে ক্রিয়া-সম্বন্ধে কোন বিষয় অবগত নহেন, তিনি যে প্রকার ক্রিয়ার সহিত যুক্ত আছেন তদ্‌বিধানানুসারে ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন।৩৫৮

বিদ্বদ্‌গণ দৃঢ়তার জন্য রূঢ়ি অর্থ গ্রহণ করেন। মানব

যো যথা ক্রিয়য়া যুক্তঃ স তয়ৈব হি নির্বপেৎ ॥৩৫৮
দার্ঢ্যার্থং দৃশ্যতে রূঢ়ির্মানবং লিঙ্গমেব চ।
দৃঢ়ীকৃত্বা চ বিদ্বদ্ভির্লোকরূঢ়ির্গরীয়সী ॥৩৫৯
বিকল্পেষু চ সর্বেষু স্বয়মেকৈকমাদিতঃ।
অঙ্গীকরোতি যং কর্তা বিধিঃ স এব নেতরঃ ॥৩৬০
বহূন্ হি যাজয়েদ্ যস্তু বর্ণবাহ্যাংশ্চ নিত্যশঃ।
ম্লেচ্ছাংশ্চ শৌণ্ডিকাংশ্চৈব স বিপ্রো বহুযাজকঃ ॥৩৬১
যশ্চ ধৈর্য্যেণ দুষ্টাত্মা গো-সুবর্ণাপহারকঃ।
সংগৃহীতাসবর্ণস্ত্রিঃ স বিপ্রো গৌণ উচ্যতে ॥৩৬২
বর্ততে যশ্চ চৌর্য্যেণ সুবর্ণেনাপহারকঃ।
সংগৃহীতসবর্ণস্ত্রিঃ স বিপ্রো গৌণ উচ্যতে ॥৩৬৩
মৃতে ভর্তরি যা নারী রহস্যং কুরুতে পতিম্।
তস্য বৈ স্রাবয়েদ্ গর্ভং সা নারী গণিকা স্মৃতা ॥৩৬৪
অন্যদত্তা তু যা কন্যা পুনরন্যত্র দীয়তে
অপি তস্যা ন ভোক্তব্যং পুনর্ভূঃ সা প্রকীর্তিতা ॥৩৬৫

কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য যা ত্বন্যং পুরুষং শ্রিতা।
পুনঃ পত্যুর্গৃহং গচ্ছেৎ পুনর্ভূঃ সা দ্বিতীয়কা ॥৩৬৬
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায় সপিণ্ডায় সা পুনর্ভূস্তৃতীয়কা ॥৩৬৭
প্রাপ্তে দ্বাদশবর্ষেঽত্র যা রজো ন বিভর্তি হি।
ধারিতং তু তয়া রেতো রেতোধাঃ সা প্রকীর্তিতা ॥৩৬৮
যা ভর্তুর্ব্যভিচারেণ কামং চরতি নিত্যশঃ।
তস্যা অপি ন ভোক্তব্যং সা ভবেৎ কামচারিণী ॥৩৬৯
পতিং হিত্বা তু যা নারী গৃহাদন্যত্র গচ্ছতি।
বরেষু রমতে নিত্যং স্বৈরিণী সা প্রকীর্তিতা ॥৩৭০
ভর্তুঃ শাসনমুল্লঙ্ঘ্য স্বকামেন প্রবর্ততে।
দীব্যন্তী চ হসন্তী চ স ভবেৎ কামচারিণী ॥৩৭১
পতিং বিহায় যা নারী সবর্ণমন্যমাশ্রয়েৎ
বর্ততে ব্রাহ্মণত্বেন দ্বিতয়া স্বৈরিণী তু সা ॥৩৭২

ও লিঙ্গ-সম্বন্ধে দৃঢ়জ্ঞান অর্জন করিয়াও লোক রূঢ়ি অর্থই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন।৩৫৯

সকল কার্য্যে বিকল্প অবস্থা দৃষ্ট হইলে কর্তা স্বয়ং প্রথম হইতে এক একটি করিয়া যাহা অঙ্গীকার করে—তাহাই বিধিবিহিত—অন্য কিছু তাহা নহে।৩৬০

যে বিপ্র নিত্য বহুলোকের যাজন করে এবং ভিন্ন বর্ণীয়, ম্লেচ্ছ ও শৌণ্ডিকগণের যাজন করে, তাহাকে বহু-যাজক বিপ্র বলে।৩৬১

যে দুষ্টাত্মা বিপ্র ধৈর্য্য-সহকারে গো ও সুবর্ণ অপহরণ করে এবং অসবর্ণা স্ত্রী সংগ্রহ করে, সেই বিপ্রকে "গৌণ" কহে।৩৬২

যে বিপ্র চৌর্য্যবৃত্তিতে রত, সুবর্ণ অপহরণকারী এবং সবর্ণীয়া স্ত্রী সংগ্রহকারী, সেই বিপ্রকে "গৌণ" কহে।৩৬৩

পতির মৃত্যুর পরে যে নারী গোপনে অন্য পতির আশ্রয় গ্রহণ করে এবং স্বীয় গর্ভ বিনষ্ট করে, সেই নারী "গণিকা" নামে অভিহিতা হয়।৩৬৪

একব্যক্তির উদ্দেশ্যে দত্তা কন্যা যদি পুনরায় অন্য-ব্যক্তিকে প্রদান করা হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা "পুনর্ভূ" নামে কথিতা হয়; কখনও তাহার অন্ন ভোজন করিবে না। কৌমার-পতি পরিত্যাগ করিয়া যে নারী অন্যপুরুষ আশ্রয় করে এবং পুনরায় পতিগৃহে গমন করে, তাহাকে "দ্বিতীয়া পুনর্ভূ" কহে।৩৬৫-৬৬

দেবর না থাকিলে বান্ধবগণ যে স্ত্রীকে সবর্ণ বা সপিণ্ড ব্যক্তির হস্তে প্রদান করে, সেই স্ত্রীকে "তৃতীয়া পুনর্ভূ" বলে। দ্বাদশবর্ষ-বয়সে যে নারী রজোধারণ করে না কিন্তু রেতঃ ধারণ করে, সে নারীকে "রেতোধাঃ" কহে। যে নারী ভর্তার আশ্রয়ে থাকিয়া ব্যভিচার-হেতু নিত্য যথেচ্ছ বিচরণ করে, তাহার অন্ন ভোজন করিবে না; সেইরূপ নারীকে "কামচারিণী" কহে।৩৬৭-৬৯

যে নারী পতিকে বর্জন করিয়া স্বগৃহ হইতে অন্যত্র গমন করে এবং নিত্য বহুব্যক্তির সহিত রতা হয়, সেই নারীকে "স্বৈরিণী" কহে।৩৭০

যে নারী স্বামীর শাসন উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বীয় ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া ও হাস্যরঙ্গে প্রবৃত্তা হয়, সেই নারীকে "কামচারিণী" কহে।৩৭১

মৃতে ভর্তরি যা যাতি ক্ষুৎপিপাসাতুরা পরম্।
তবাহমিতি সম্ভাষ্য তৃতীয়া স্বৈরিণী তু সা ॥৩৭৩
দেশ-কালাদ্যপেক্ষ্যৈব গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসাঽন্যস্মৈ চতুর্থী স্বৈরিণী তু সা ॥৩৭৪
আসু পুত্রাসু যে জাতা বর্জ্যাস্তে হব্য-কব্যয়োঃ।
তথৈব পতয়স্তাসাং বর্জনীয়া প্রযত্নতঃ ॥৩৭৫
শ্রাদ্ধং তৈশ্চ ন কর্তব্যং প্রতিলোমবিধানতঃ।
বৈশ্বশ্রাদ্ধং পিতৃশ্রাদ্ধং প্রতিলোমবিধানতঃ ॥৩৭৬
মাতৃণাঞ্চ পিতৃণাঞ্চ স্বীয়ানাং পিণ্ডদাঃ স্মৃতাঃ।
উপপতিসুতো যস্তু যশ্চৈব দীধিষূপতিঃ ॥৩৭৭
পরপূর্বপতের্জাতাঃ সর্বে বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।
অজাপালাদিজাতাশ্চ বিশেষেণ তু বর্জয়েৎ ॥৩৭৮

মৃতানুগমনং নাস্তি ব্রাহ্মণ্যা ব্রহ্মশাসনাৎ।
ইতরেষু চ বর্ণেষু তপঃ পরমমুচ্যতে ॥৩৭৯
ভর্তুশ্চিত্যাং সমারোহেদ্ যা চ নারী পতিব্রতা।
অহন্যেকাদশে প্রাপ্তে পৃথক্‌পিণ্ডে নিয়োজয়েৎ ॥৩৮০
শ্রৌতৈশ্চ স্মার্তমন্ত্রৈশ্চ দম্পত্যাবেকতাং গতৌ।
একমৃত্যুগতৌ চৈব বহ্নাবেকত্র তৌ হুতৌ ॥৩৮১
একত্বঞ্চ তয়োর্যস্মাজ্জাতমাদ্যাবসানিকম্।
একাদশাহিকং শ্রাদ্ধমেকমেব স্মৃতং বুধৈঃ ॥৩৮২
আরুহ্য ভর্তুশ্চিতিমঙ্গনা যা
প্রাপ্নোতি মৃত্যুং বহুসত্ত্বযুক্তা।
একাদশাহে তু তয়োর্বিধেয়ং
শ্রাদ্ধং পৃথক্ স্বর্গমপেক্ষ্য সদ্ভিঃ ॥৩৮৩

যে ব্রাহ্মণী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সবর্ণকে আশ্রয় করে, সে "দ্বিতীয়া স্বৈরিণী" নামে অভিহিতা হয়।৩৭২

স্বামীর মৃত্যু হইলে যে নারী ক্ষুৎপিপাসায় অত্যধিক কাতরা হইয়া "তবাহং" (আমি তোমার) এরূপ সম্ভাষণ করিয়া অন্যপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, সেই নারীকে "তৃতীয়া স্বৈরিণী" কহে।৩৭৩

দেশ-কালাদি অপেক্ষা করিয়া উৎপন্নসাহসা যে নারীকে গুরুস্থানীয়গণ অন্যের নিকট প্রদান করে, সে নারীকে "চতুর্থী স্বৈরিণী" বলে।৩৭৪

এসকল স্ত্রীতে যে সমস্ত পুত্র জন্মলাভ করে, তাহারা হব্য ও কব্যকর্মে (দেবোদ্দেশ্যে দত্ত দ্রব্য হব্য এবং পিতৃ উদ্দেশ্যে দত্তদ্রব্য কব্য) বর্জনীয়, এবং সে সকল স্ত্রীর পতিগণকে যত্নপূর্বক বর্জন করিবে।৩৭৫

প্রতিলোমজাত বলিয়া সেই পুত্রসকল শ্রাদ্ধ করিবে না। প্রতিলোম-বিধান অনুসারে জাত পুত্রগণ বিশ্বেদেব ও পিতৃ-সম্বন্ধীয় শ্রাদ্ধ করিবে না। (এইরূপ পুত্রগণ বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তর্ভুক্ত নহে এবং ইহারা সঙ্করজাতি নামে অভিহিত)।৩৭৬

উপপতি-জাত পুত্র ও ভ্রষ্টা নারীর পতি ইহারা মাতা, পিতা ও স্বকীয় পিণ্ডদানে অধিকারী হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ব্যভিচারিতার পরে পূর্বপতি হইতে জাত সন্তানগণকে যত্নপূর্বক বর্জন করিবে। অজা-পালকাদি হইতে জাত সন্তানগণকেও বিশেষরূপে বর্জন করিবে।৩৭৭-৭৮

বেদানুশাসনবশতঃ ব্রাহ্মণী মৃতানুগমন করিবে না। অন্যবর্ণের পক্ষে মৃতানুগমন করা পরম তপস্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে।৩৭৯

যে পতিব্রতা নারী স্বামীর চিতায় আরোহণ করে, একাদশাহে তাহার উদ্দেশ্যে পৃথক্ পিণ্ড প্রদান করিবে।৩৮০

বৈদিক ও স্মৃতিশাস্ত্রের মন্ত্র দ্বারা দম্পতি একত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে; এককালে মৃত্যুগত হওয়ায় উভয়কে এক বহ্নিতে দগ্ধ করিবে।৩৮১

সেই পতি ও পত্নীর মধ্যে একত্ব উৎপন্ন হওয়ায় প্রথম হইতে অবসান-সম্বন্ধীয় কার্য্য অর্থাৎ দাহ-কার্য্য এবং একাদশাহিক শ্রাদ্ধ একটিই অর্থাৎ একত্র করিবে বলিয়া বুধগণ বলিয়াছেন।৩৮২

সজ্জনগণ বলেন যে, বহুসত্ত্বগুণযুক্তা স্ত্রী মৃতস্বামীর চিতায় আরোহণ করিয়া মৃত্যুবরণ করিলে উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ স্বর্গ অপেক্ষণীয় বলিয়া একাদশাহে তাহাদের উভয়ের পৃথক্ পৃথক্ শ্রাদ্ধ করিবে।৩৮৩

একত্বমিচ্ছন্তি পতিপ্রহীণা

একাদশাহাদিষু যে নৃনার্য্যঃ।

তে স্বর্গমার্গং বিনিহত্য কুর্য্যুঃ

স্ত্রীসত্বঘাতান্নরকেঽধিবসম্ ॥৩৮৪

সমানমৃত্যুনা যস্ত মৃতো ভর্ত্তা চ যোষিতাম্।

তস্যাঃ সপণ্ডিতা তেন পিণ্ডমেকত্র নির্বপেৎ ॥৩৮৫

স্ত্রীপাত্রং পতিপাত্রে তু সিঞ্চয়েদেকমেব হি।

শ্রাদ্ধে ত্রিপুরুষে ত্রীণি তৎপ্রত্যক্ষং

পিতৃন্ প্রতি ॥৩৮৬

পত্যা সহ পরাসুত্বাত্তেনৈবাস্যাঃ সপিণ্ডতা।

পিতামহ্যাপি চান্যত্র হ্যেতদাহ পরাশরঃ ॥৩৮৭

অন্যপ্রীতৌ ন চান্যস্য তৃপ্তিঃ কুত্রাপি দৃশ্যতে।

এবং ধীমানমুত্রাপি তস্মান্নৈকত্বমাশ্রয়েৎ ॥৩৮৮

একত্বাশ্রয়েণ ধর্ম্মো নার্য্যা লুপ্তো ভবেদ্ ধ্রুবম্।

তস্যাঃ সুকৃতসামর্থ্যাৎ পত্যুঃ স্বর্গমিহেষ্যতে ॥৩৮৯

ভর্ত্রা সহ মৃতা যা তু নাকলোকমভীপ্সতী।

সাত্মশ্রাদ্ধে পৃথক্‌পিণ্ডা নৈকত্বং তু বুধৈঃ স্মৃতম্ ॥৩৯০

পতিমৃত্যুঃ স্ত্রিয়ো মৃত্যুর্নিমিত্তমেব জায়তে।

নির্নিমিত্তো ন বৈ মৃত্যুর্মৃত্যুনা চৈকতা ভবেৎ ॥৩৯১

ভর্ত্রা সহ মৃতা ভার্য্যা ভর্ত্তারং সা সমুদ্ধরেৎ।

তস্যাঃ পতিব্রতাধর্মঃ পিণ্ডৈক্যেন হতো ভবেৎ ॥৩৯২

বলীয়স্ত্বেন ধর্মস্য তুচ্ছত্বাচ্চাগসস্তথা।

ধর্মেণ লুপ্যতে পাপমেকত্বে সমতা তয়োঃ ।৩৯৩

নৈকত্বং তু তয়োরস্মাদ্ বক্তব্যং শ্রাদ্ধকর্মণি।

পৃথগেব হি কর্তব্যং শ্রাদ্ধমেকাদশাহিকম্ ॥৩৯৪

যানি শ্রাদ্ধানি কার্য্যাণি তান্যুক্তানি পৃথক্ পৃথক্।

পতিহীনা যে নারী পতির সহিত একত্ব ইচ্ছা করিয়া তদীয় চিতায় মৃত্যুবরণ করে, সেই নারীর যদি কেহ একাদশাহাদিতে পৃথগ্‌রূপে যথোক্ত শ্রাদ্ধ না করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্ত্রীপ্রাণঘাতী ব্যক্তির স্বর্গদ্বার রুদ্ধ হয় এবং সে নরকে বাস করে ।৩৮৪

যে স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই সমকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, সেই স্বামীর সহিত স্ত্রীর সপিণ্ডতা হইবে এবং তাহাদের একস্থানে পিণ্ডপ্রদান করিবে ।৩৮৫

সপিণ্ডীকরণ-সময়ে পতির অর্ঘ্যপাত্রে একমাত্র স্ত্রীর পাত্রস্থ জলই সেচন করিবে। যদিও ত্রৈপুরুষিক শ্রাদ্ধে পিতৃগণ উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষভাবে তিনটি পাত্র থাকে, তথাপি পত্নীর অর্ঘ্যপাত্রস্থ জল পতিপাত্রেই সিঞ্চন করিবে ।৩৮৬

পতির সহিত গতপ্রাণ হওয়ায় তাহার সহিত পত্নীর সপিণ্ডীকরণ করিবে। অন্যস্থলে অর্থাৎ পতি জীবিত থাকিলে পিতামহীর সহিত তাহার সপিণ্ডীকরণ করিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন ।৩৮৭

অন্যের (একের) তৃপ্তিতে অন্যব্যক্তির তৃপ্তি—ইহা কোথায়ও দেখা যায় না। সেইহেতু ধীমান্ ব্যক্তি পরলোকেও এইরূপ একত্ব আশ্রয় করিবে না ।৩৮৮

একত্ব আশ্রয় করিলে নারীর ধর্ম নিশ্চিতভাবে লুপ্ত হয়। ইহজগতে নারী তাহার সুকৃতিবশতঃ পতির স্বর্গ ইচ্ছা করে ।৩৮৯

যে নারী স্বর্গলোকগমনাভিলাষিণী হইয়া পতির সহিত মৃতা হন, সেই নারী আত্মশ্রাদ্ধে পৃথক্ পিণ্ডভাগিনী হয়, এখানে পিণ্ডের একত্ব হইবে না—ইহা বুধগণ বলিয়াছেন ।৩৯০

পতির মৃত্যু ও পত্নীর মৃত্যু একত্ব হওয়ার প্রতি ইহা নিমিত্তমাত্র। মৃত্যু নিমিত্তহীন নহে; মৃত্যু দ্বারাই পতি ও পত্নীর মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় ।৩৯১

ভর্ত্তার সহিত মৃতা ভার্য্যা ভর্ত্তাকে উদ্ধার করে, সেই ভার্য্যার পাতিব্রত্য-ধর্ম ভর্ত্তার সহিত পিণ্ডৈক্য হওয়ায় বিনষ্ট হয় ।৩৯২

ধর্মের বলবত্ত্ব ও পাপের তুচ্ছত্বহেতু ধর্ম ও অধর্মের সমতা থাকিলে এবং পতিপত্নীর মধ্যে একত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে ধর্ম পাপকে লুপ্ত করিয়া দেয় ।৩৯৩

এইহেতু শ্রাদ্ধকর্মে পতি ও পত্নীর একত্ব বক্তব্য নহে অর্থাৎ একবাক্যে দুইজনের শ্রাদ্ধ করিবে না। একাদশাহে করণীয় শ্রাদ্ধ পৃথগ্‌ভাবেই করিবে ।৩৯৪

যে যে শ্রাদ্ধ করা উচিত—তাহা পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে

কর্ত্তব্যং যৈস্তু তেঽপ্যুক্তা বিশেষঞ্চ নিবোধত ॥৩৯৫
ঔরসাদ্যাঃ স্মৃতাঃ পুত্রা মুনিভির্দ্বাদশৈব তু।
যথা জাত্যনুসারেণ বর্ণানামনুসারতঃ ॥৩৯৬
পিণ্ডপ্রদাঃ ক্রমেণ স্যুঃ পূর্বাভাবে পরঃ পরঃ।
যস্মাদ্ যো জায়তে পুত্রঃ স ভবেত্তস্য পিণ্ডদঃ ॥৩৯৭
তস্মাত্তস্মাদপীহন্তে মৃতাঃ প্রেতত্বমাগতাঃ।
তস্মাদবশ্যমেবং হি শ্রাদ্ধং কার্য্যং বিধানতঃ ॥৩৯৮
শূদ্রস্য দাসীজঃ পুত্রঃ কামতস্তু সপিণ্ডদঃ।
জাত্যা জাতঃ সুতো মাতুঃ পিণ্ডদঃ
স্যাৎ সুতোঽপি চ ॥৩৯৯
জনকস্য ন কিঞ্চিৎ স্যাদর্থাৎ কামপ্রবর্তনাৎ।
বায়ুভূতাশ্চ পিতরো দত্তাভিকাঙ্ক্ষিণঃ সদা।
তস্মাত্তেভ্যঃ সদা দেয়ং নৃভির্ধর্মরতৈঃ সদা ॥৪০০
যে খাণ্ড-মাংস-মধু-পায়স-সর্পিরন্নৈ-
র্দেশে চ কালসহিতে চ সুপাত্রদত্তৈঃ।
প্রীণন্তি দেব-মনুজান্ পিতৃবংশজাতান্
তেষাং নৃণাং তু পিতরো বরদা ভবন্তি ॥৪০১
ময়া শ্রাদ্ধবিধিঃ প্রোক্তো বর্ণানাং পিতৃতৃপ্তিকৃৎ।
এবং দাস্যতি যঃ শ্রাদ্ধং বরান্ সর্বানবাপ্স্যতি ॥৪০২

* * *

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রত-
প্রোক্তায়াং সংহিতায়াং শ্রাদ্ধাধিকারো নাম
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ।

বলা হইয়াছে। যাহারা উক্ত শ্রাদ্ধ করিবে, তাহারা কে কে বিশেষ অধিকারী তাহা শ্রবণ কর।৩৯৫

মুনিগণ জাতি ও বর্ণানুসারে ঔরসাদি দ্বাদশপুত্রের কথা বলিয়াছেন। পূর্ব পূর্ব-পিণ্ডদাতার অভাব হইলে ক্রমশঃ পর পর ব্যক্তি পিণ্ডদানাধিকারী হইবে। যে পুত্র যাঁহার দ্বারা উৎপন্ন হইয়াছে, সে পুত্র তাঁহার পিণ্ড-দানাধিকারী হইবে।৩৯৬-৯৭

মৃতগণ প্রেতত্বপ্রাপ্ত হইয়া সেই সেই পুত্রের (পর পর অধিকারীর) নিকট হইতেও শ্রাদ্ধপ্রাপ্তি ইচ্ছা করেন। সেইহেতু অবশ্যই বিধানানুসারে শ্রাদ্ধ করিবে।৩৯৮

শূদ্রের দাসীপুত্র কামজ হইলেও পিণ্ডদাতা হয়। পুত্র মাতার জাতি অনুসারে জাত হইয়াও শূদ্র-জনকের পিণ্ডদাতা হয়। অর্থবিনিয়োগ ও কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করায় পুত্রের উপরে জনকের কোনও অধিকার নাই। সদা পুত্রপ্রদত্ত-দ্রব্যাকাঙ্ক্ষী পিতৃগণ বায়ু আশ্রয় করিয়া থাকেন। সেইহেতু ধর্মরত নরগণ ঐ পিতৃগণ উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধপ্রদান করিবে।৩৯৯-৪০০

যে সকল পুত্র উত্তমপাত্রে প্রদত্ত শর্করা, মাংস, মধু, পায়স, ঘৃত ও অন্ন দ্বারা যথাকালে যথাস্থানে দেব, মনুষ্য ও পিতৃবংশীয়গণকে প্রীত করায়, সেই নরগণের পিতৃগণ তাহাদিগকে বরপ্রদান করেন।৪০১

আমি সর্ববর্ণের পিতৃগণের তৃপ্তিকর শ্রাদ্ধবিধি বলিয়াছি। যিনি এইভাবে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবেন, তিনি সমস্ত অভীষ্ট বর প্রাপ্ত হইবেন।৪০২

বৃহৎপরাশরীয়ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-সংহিতায় শ্রাদ্ধাধিকারনামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত

# অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

## অথ শুদ্ধিবর্ণনম্

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি শুদ্ধিং পরাশরোদিতাম্।
সূতকে বাপ্যশৌচে বা যথাবত্তাং নিবোধত ॥১
প্রসবং সূতকং প্রাহুরশৌচং শাবমুচ্যতে।
যাবৎকালঞ্চ যন্মাত্রং তথা তাবন্নিগদ্যতে ॥২
কেষাঞ্চিত্তেন বৈ মাসং কেষাঞ্চিন্মরণান্তিকম্।
সদ্যঃশৌচাস্তথা চান্যে অন্যে চৈকাহিকাঃ স্মৃতাঃ ॥৩
ত্রি-ষট্ দশ-দশাভ্যাং দশাপি সহ পঞ্চভিঃ।
তান্যেব ত্রিগুণান্যাহুর্দিনান্যেব মনীষিণঃ ॥৪
বক্ষ্যমাণং নিবোধধ্বমুক্তক্রমমিদং দ্বিজঃ।
শক্তিজো যন্মুনীনাঞ্চ প্রাগ্ ব্রবীৎ কলিধর্মবিৎ ॥৫
বিষ্ণুধ্যানরতানাঞ্চ সদৈব ব্রহ্মচারিণাম্।
গৃহমেধি-দ্বিজানাস্তু তথৈব ব্রতচারিণাম্ ॥৬
বেদতত্ত্বার্থবেত্তৃণাং নিত্যস্নানকৃতাং তথা।
অতৎসংসর্গিণামেষাং নাশৌচং নাপি সূতকম্ ॥৭
সংসর্গং বর্জয়েদ্ যত্নাৎ সংসর্গো দোষকারণম্।
কুর্য্যান্নান্নাদিসংসর্গং বর্জনে স্যাদকিল্বিষী ॥৮
বদন্তি মুনয়ঃ প্রাচ্যাঃ সংসর্গো দোষকারণম্।
অসংসর্গঃ স্বকর্মস্থো দ্বিজো দোষৈর্ন লিপ্যতে ॥৯
দানোদ্বাহেষ্টিসংগ্রামে দেশবিপ্লবকাদিকে।
সদ্যঃশৌচং দ্বিজাতীনাং সূতকাশৌচয়োরপি ॥১০
দাতৃণাং ব্রতীনামেকে কবয়ঃ সত্রিণামপি।
সদ্যঃশৌচং সদোষাণামূচুর্ধর্মবিদঃ কলৌ ॥১১
সর্বমন্ত্রপবিত্রস্তু অগ্নিহোত্রী ষডঙ্গবিৎ।
রাজা চ শ্রোত্রিয়শ্চৈব সদ্যঃশৌচাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥১২

## অষ্টম অধ্যায়

### শুদ্ধি বর্ণন।

অনন্তর সূতকে (জননাশৌচে) ও মৃতাশৌচে যে প্রকারে শুদ্ধি হইবে তৎসম্বন্ধে পরাশরমুনি কথিত শুদ্ধিবিষয়ক উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে বলিব—তাহা শ্রবণ কর। সন্তানপ্রসব হইলে যে অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহাকে সূতক এবং মরণে যে অশৌচ উৎপন্ন হয়, তাহাকে মরণাশৌচ বলে। যাহার যতকালমাত্র অশৌচ হইবে—তাহা কথিত হইতেছে।১-২

সেই জনন ও মরণাশৌচ উৎপন্ন হইলে কাহারও একমাসকাল, কাহারও বা মরণান্তিক, কাহারও বা একাহ অশৌচ হইবে, আর কেহ কেহ সদ্যঃ শুদ্ধিলাভ করিবে—ইহাই শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।৩

আবার কাহারও তিন, ছয়, দশ, দ্বাদশ ও পঞ্চদশ দিন অশৌচ হয়। কাহারও আবার ঐ সকল অশৌচকে তিনগুণ করিলে যত দিন হইবে, ততদিন অশৌচ হইবে এইকথা মনীষিগণ বলেন। হে দ্বিজগণ! বক্ষ্যমাণ এই অশৌচক্রম—যাহা পূর্বে কলিধর্মজ্ঞ পরাশরমুনি সমাগত মুনিগণের নিকট বলিয়াছিলেন-তাহা শ্রবণ কর। যাহারা বিষ্ণুধ্যানরত, সর্বদা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ-দ্বিজ, ব্রতাচরণশীল, বেদতত্ত্বার্থবিৎ, নিত্যস্নায়ী ও অশৌচ-সংসর্গহীন, তাহাদের জননাশৌচ ও মরণাশৌচ হয় না।৪-৭

যত্নপূর্বক সংসর্গ বর্জন করিবে। কেননা সংসর্গ অত্যন্ত দোষের কারণ অর্থাৎ সংসর্গ দ্বারা অতিশয় দোষ জন্মায়। অন্নাদি সংসর্গ করিবে না, অন্নাদি-সংসর্গ বর্জন করিলে পাপভাগী হইতে হয় না।৮

প্রাচ্য মুনিগণ বলিয়াছেন যে, সংসর্গ দোষের কারণ; সংসর্গ করেন নাই এমন স্বকর্মনিষ্ঠ দ্বিজ দোষলিপ্ত হয় না। দান, উদ্বাহ (বিবাহ), যজ্ঞ, যুদ্ধ ও দেশবিপ্লবাদি ব্যাপারে জনন ও মরণাশৌচে দ্বিজগণের সদ্যঃশৌচ হইবে।৯-১০

কোন কোন ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বান্ ব্যক্তি বলেন যে, কলিযুগে দাতা, ব্রতী ও যজ্ঞানুষ্ঠানকারিগণ দোষযুক্ত হইলেও সদ্যঃশুদ্ধ হইবে।১১

সর্বমন্ত্রসিদ্ধ পবিত্র পুরুষ, অগ্নিহোত্রী, ষড়ঙ্গবেদবিৎ,

দেশান্তরগতে জাতে মৃতে বাঽপি সগোত্রিণি
শেষাহানি দশাহার্বাক্ সদ্যঃশৌচমতঃপরম্ ॥১৩
সত্যপ্যেকনিবাসে তু সদ্যঃশৌচং বিশোধনম্।
পিণ্ডনির্বর্তনে জাতে মৃতে বাপি সগোত্রজে ॥১৪
সদ্যঃশৌচং বিধাতব্যমর্বাক্ চ দশজন্মনঃ।
বান্ধবাদিষু বিজ্ঞেয়মন্যদূর্ধ্বং বিধীয়তে ॥১৫
নাশৌচ-সূতকে স্যাতাং নৃপতীনাং কদাচন।
যজ্ঞকর্মপ্রবৃত্তস্য ঋত্বিজো দীক্ষিতস্য চ ॥১৬
পৃথক্‌পিণ্ডমৃতে বালে নির্দেশেঽন্যত্র চ শ্রুতে।
জাতে বাপি চ শুদ্ধিঃ স্যাৎ সদ্যঃশৌচাদসংশয়ম্ ॥১৭
সবেদঃ সাগ্নিরেকাহাদ্ ব্রাহ্মণঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
তথৈকাহো নৃপে সংস্থে তথৈব ব্রহ্মচারিণি ॥১৮
দুর্ভিক্ষে রাষ্ট্রভঙ্গে চ আপৎকাল উপস্থিতে।
উপসর্গাম্মৃতে বাপি সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥১৯
গো-বিপ্রার্থবিপন্নানামাহবেষু তথৈব চ।
তে যোগিভিঃ সমা জ্ঞেয়াঃ সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥২০
বিপ্রে সংস্থে ব্রতাদর্বাক্ শ্রোত্রিয়ে চ তথা দ্বিজে।
অনূচানে গুরৌ চৈব আচার্য্যে চাপি সংস্থিতে ॥২১
অসংস্কৃত-স্ত্রিয়াং রাজ্ঞি শ্রোত্রিয়ে নিধনং গতে
ত্রিরাত্রমপ্যশৌচং স্যাত্তথৈবোদকদায়িনঃ ॥২২
বিদ্বাননগ্নিকো বিপ্রস্ত্রিরাত্রাচ্ছুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
মনীষিণঃ পরে ব্রূয়ুরসপিণ্ডে অহংমৃতে ॥২৩
প্রেতীভূতঞ্চ যঃ শূদ্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
নিয়তং হ্যনুগচ্ছেত ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥২৪
ষড়াত্রং নবরাত্রঞ্চ শবস্পৃশাং বিশুদ্ধিকৃৎ।
ত্র্যহং চৈব বিশুদ্ধ্যর্থং ধর্মশাস্ত্রবিদো বিদুঃ ॥২৫
অনাথং ব্রাহ্মণং প্রেতং যে বহন্তি দ্বিজাতয়ঃ।
পদে পদে যজ্ঞফলমনুপূর্বং লভন্তি তে ॥২৬

রাজা ও শ্রোত্রিয় ইঁহাদিগের সদ্যঃশৌচ শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।১২

স্বীয় জ্ঞাতি দেশান্তরগত হইয়া জননাশৌচ ও মৃতাশৌচ দশাহমধ্যে শ্রবণ করিলে অবশিষ্ট দিনগুলিতে অশৌচ পালন করিবে, দশাহ অতীত হইলে সদ্যঃ অশৌচ হইবে।১৩

একগৃহে অবস্থান করিলে ও পিণ্ডনির্বর্তনকালে জ্ঞাতি জন্মিলে ও মৃত হইলে সদ্যঃশৌচে তাহার বিশুদ্ধি হইবে। জন্মের দশদিনমধ্যে বান্ধবাদির সদ্যঃশৌচ বিধান করিবে এবং মরণেও সদ্যঃশৌচ জানিবে। নৃপতিগণ, যজ্ঞকর্মপ্রবৃত্ত পুরুষ, ঋত্বিক্ ও দীক্ষিতব্যক্তি ইঁহাদিগের কখনও জননাশৌচ ও মরণাশৌচ হয় না। অসপিণ্ড-বালকের জনন ও মরণের দশদিন পরে অন্যত্র তাহা শ্রবণ করিলে সদ্যঃ শুদ্ধিলাভ করিবে—ইহাতে কোনও সংশয় নাই।১৪-১৭

বেদজ্ঞ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ঐকাহে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হন। সেইরূপ রাজা ও ব্রহ্মচারী মরিলে তাহাদের অশৌচ-ভাগিগণ একাহ অশৌচ পালন করিবে।১৮

দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লব ও আপৎকাল উপস্থিত হইলে এবং আকস্মিক উৎপাতবশতঃ মৃত্যু হইলে সদ্যঃশৌচ বিধান করিবে। গো ও বিপ্ররক্ষার জন্য মৃত এবং যুদ্ধে মৃতব্যক্তিগণ যোগিগণের তুল্য বলিয়া তাহাদের অশৌচভাগিগণ সদ্যঃশৌচ গ্রহণ করিবে।১৯-২০

গৃহীত ব্রতের উদ্‌যাপন-কালমধ্যে বিপ্র, শ্রোত্রিয় ও দ্বিজ, সাঙ্গবেদাধ্যায়ী, গুরু, আচার্য্য, অসংস্কৃতা স্ত্রী, রাজা ও শ্রোত্রিয় মরিলে তাহাদের উদকদানাধিকারি-গণ ত্রিরাত্র অশৌচ গ্রহণ করিবে।২১-২২

বেদপারগ ও অনগ্নিক বিপ্র ত্রিরাত্র অশৌচ ভোগ করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অন্যান্য মনীষিগণ বলেন যে, অসপিণ্ড মরিলে ত্রিরাত্রে শুদ্ধি হইবে।২৩

যে অজ্ঞান ব্রাহ্মণ প্রেতীভূত (মৃত) শূদ্রের অর্থাৎ মৃত শূদ্রশবের নিয়ত অনুগমন করে, সে ত্রিরাত্র অশুচি থাকিবে।২৪

ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণ শবস্পর্শকারিগণের বিশুদ্ধির জন্য তাহাদিগকে ছয় রাত্র, নয় রাত্র ও ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করিতে বলিয়াছেন। ২৫

যে সকল দ্বিজ মৃত অনাথ ব্রাহ্মণকে বহন করে,

অশুচিত্বং ন তেষাং তু পাপং বাঽশুভকারণম্ ।
জলাবগাহনাত্তেষাং সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥২৭
অসগোত্রমসম্বন্ধং প্রেতীভূতং তথা দ্বিজম্ ।
ঊঢ্বা দগ্ধ্বা দ্বিজাঃ সর্বে স্নানান্তে শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৮
একরাত্রং বদন্ত্যেকে সদ্যঃস্নানং তথাঽপরে ।
গো-গ্রাহাদিমৃতানাঞ্চ মুনয়ঃ শুদ্ধিকারণম্ ॥২৯
হতঃ শূরো বিপদ্যেত শত্রুভির্যত্র কুত্রচিৎ ।
স মুক্তো যতিবৎ সদ্যঃ প্রবিশেৎ পরবেধসি ॥৩০
সন্ন্যাসো যুদ্ধসংস্থশ্চ সম্মুখং শত্রুভির্নরঃ ।
সূর্য্যমণ্ডলমেত্তারাবিতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥৩১
পরাঙ্মুখে হতে সৈন্যে যো যুদ্ধায় নিবর্ততে ।
তৎপদানীষ্টিতুল্যানি স্যুরিত্যাহ পরাশরঃ ॥৩২
বদনে প্রবিশেদ্ যেষাং লোহিতং শিরসঃ পতৎ ।
সোমপানেন তে তুল্যা বিন্দবো রুধিরস্য বৈ ॥৩৩
সন্ন্যাসেন মৃতা যে বৈ প্রধনে যে তনুত্যজঃ ।
মুক্তিভাজো নরাস্তে স্যুরিতি বেদোঽপি কীর্ত্তয়েৎ॥৩৪
সদ্যঃশৌচং বিধাতব্যং শুদ্ধিরেবং বিধীয়তে ।
নোচ্যন্তে তে মৃতা লোকে তৈ বৈ ব্রহ্মবপুর্গমাঃ ॥৩৫
সন্ধ্যাচারবিহীনানাং সূতকং ব্রাহ্মণে ধ্রুবম্ ।
অশৌচং বা দশাহং স্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৩৬
রাজ্ঞাং তু দ্বাদশাহঃ স্যাৎ পক্ষো বৈশস্য পাবনঃ ।
বৃষলস্য তথা মাসস্ত্র্যহাদিষ্বপি ধর্মতঃ ॥৩৭
ক্ষপা চ পক্ষিণী সদ্ভির্মাতুলাদিষু কীর্তিতাঃ ।
গর্ভস্রাবে চ পাতে চ রাত্রয়ো মাসসম্মিতাঃ ॥৩৮

তাহারা প্রতিপদক্ষেপে অনুপূর্ব যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়। তাহাদের অশুচি-শব-বহনহেতু পাপ এবং তজ্জন্য অশুভকর কিছুই হইবে না; জলে অবগাহন করিলেই তাহাদের শুদ্ধি হইবে।২৬-২৭

দ্বিজগণ অসগোত্র ও অসম্বন্ধীয় প্রেতীভূত দ্বিজকে বহন ও দহন করিয়া স্নানান্তে শুচি হইবেন বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।২৮

কোন কোন মুনি বলেন—গো ও হাঙ্গর প্রভৃতি দ্বারা হতগণের অশৌচভাগিদিগের একরাত্রই শুদ্ধির কারণ; আবার কোন কোন মুনি বলেন—সদ্যঃস্নানই শুদ্ধির কারণ।২৯

যে কোনও স্থানে শত্রু কর্তৃক বীর হত হইলে সে তৎক্ষণাৎ যতির ন্যায় মুক্ত হইয়া পরব্রহ্মে প্রবেশ করে। সন্ন্যাসপ্রাপ্ত এবং শত্রু কর্তৃক সম্মুখযুদ্ধে মৃতব্যক্তি এই উভয়েই সূর্য্যমণ্ডল প্রাপ্ত হন—ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন।৩০-৩১

যুদ্ধকালে সৈন্য পরাঙ্মুখ ও হত হইলেও যে যোদ্ধা যুদ্ধার্থে প্রবৃত্ত হয়, তাহার পদ ইষ্টিতুল্য হয় অর্থাৎ যোদ্ধা যুদ্ধের জন্য যত পদ অগ্রসর হইবেন, তিনি তত যজ্ঞের ফললাভ করিবেন। ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৩২

যুদ্ধকালে মস্তক হইতে পতিত রুধির যে সকল যোদ্ধার বদন-বিবরে প্রবেশ করে, তাহাদের নিকট সেই রুধির-বিন্দুসকল সোমরসতুল্য হয়।৩৩

সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে এবং যুদ্ধে যাঁহারা তনুত্যাগ করেন, তাঁহারা মুক্তিভাগী হন—এই কথা বেদও কীর্ত্তন করিয়াছেন। ইঁহাদের মৃত্যুতে অশৌচভাগিগণ সদ্যঃশৌচ পালন করিবে; তাহা দ্বারাই ইঁহাদের শুদ্ধিবিধান করা হইয়াছে। তাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন বলিয়া ইহলোকে মনুষ্যগণ তাঁহাদিগকে মৃত বলিয়া বলে না।৩৪-৩৫

পরাশর বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যা ও শাস্ত্রবিহিত আচার-বর্জ্জনকারিগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সূতকাশৌচ ও মৃতাশৌচ দশাহ, ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশাহ, বৈশ্যের পঞ্চদশাহ এবং শূদ্রের একমাস; মাতুলাদি সম্বন্ধস্থলে ত্র্যহ, একরাত্র ও পক্ষিণী হইবে—ইহা সজ্জনগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। গর্ভস্রাবে ও গর্ভপাতে গর্ভমাসসমসংখ্যক-রাত্রি অশৌচ হইবে।৩৬-৩৮

হে বিদ্বদ্গণ! গর্ভোৎপত্তির চতুর্থমাসমধ্যে গর্ভস্রাব হইলে তাহাকে গর্ভস্রাব কহে, আর চতুর্থমাসের পর তাহা হইলে তাহাকে গর্ভপাত কহে; সে স্থলে সূতকাশৌচ অধিক দিন হইবে—ইহা কেহ কেহ বলেন।৩৯

স্রাবং গর্ভস্য বিদ্বাংসো মাসাদর্বাক্ চতুর্থকাৎ।
পাতমূর্ধ্বং বদন্ত্যেকে তত্রাধিকঞ্চ সূতকম্ ॥৩৯
ঋণি-ব্যসনি-রোগার্ত-পরাধীন-কদর্য্যকাঃ।
তৃষ্ণাবন্তো নিরাচারাঃ পিতৃ-মাতৃবিবর্জিতাঃ ॥৪০
স্ত্রীজিতাশ্চানপত্যাশ্চ দেব-ব্রাহ্মণবর্জিতাঃ।
পরদ্রব্যং জিঘৃক্ষন্তঃ সদ্যঃ সূতকিনঃ সদা ॥৪১
সূতকে মৃতশৌচে বা অন্যদাপদ্যতে যদি।
পূর্বৈণৈব তু শুধ্যেত জাতে জাতং মৃতে মৃতম্ ॥৪২
একপিণ্ডাশ্চ দায়াদাঃ পৃথগ্দার-নিকেতনাঃ।
জন্মন্যপি মৃতে বাপি তেষাং বৈ সূতকং ভবেৎ ॥৪৩
ভৃগু-বহ্নি-প্রপাতে চ দেশান্তর-মৃতেষু চ।
বালে প্রেতে চ সন্নস্তে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে ॥৪৪
অজাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্ বিনির্গতাঃ।
ন তেষামগ্নিসংস্কারো নাশৌচং নোদকক্রিয়া ॥৪৫

ঋণগ্রস্ত, বিপন্ন, রোগার্ত, পরাধীন, কৃপণ, পিপাসার্ত, আচারবর্জিত, পিতৃমাতৃ-বিবর্জিত, স্ত্রীজিত, অপত্য-বর্জিত, দেব-ব্রাহ্মণবর্জিত ও পরদ্রব্য-গ্রহণেচ্ছুগণ সদ্যঃ সূতক ( অশৌচ ) ভাগী।৪০-৪১

সূতক ( জাতাশৌচ ) ও মৃতাশৌচের মধ্যে যদি অন্য অশৌচ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচকাল দ্বারা পরবর্তী জাতাশৌচ ও মৃতাশৌচের শুদ্ধি হইবে।৪২

সপিণ্ড এবং পৃথক্‌স্থানাবস্থিত কৃতদার-ব্যক্তির পুত্রের জননে ও মরণে তাহাদের সপিণ্ডাদির অশৌচ হইবে।৪৩

উচ্চদেশ হইতে ও অগ্নিতে নিপতিত এবং দেশান্তর-স্থিত ব্যক্তি, বালক ও সন্ন্যাসী মৃত হইলে সদ্যঃশুদ্ধি বিহিত হইয়াছে।৪৪

অজাতদন্ত ও গর্ভবিনির্গত বালক মরিলে তাহাদের অগ্নিসংস্কার ও উদকক্রিয়া করিবে না এবং অশৌচ গ্রহণ করিবে না।৪৫

বিবাহ, উৎসব ও যজ্ঞকর্মে জনন ও মরণাশৌচ হইলে অনুষ্ঠাতৃগণ পূর্বসঙ্কল্পিত অর্থ ভোজন করাইয়া ব্যয়

বিবাহোৎসব-যজ্ঞেষু কর্তারো মৃত-সূতকে।
পূর্বসঙ্কল্পিতানর্থান্ ভোজ্যাস্তানব্রবীন্মনুঃ ॥৪৬
শিল্পিনঃ কারুকাশ্চৈব দাসী-দাসাস্তথৈব চ।
ইত্যাদীনাং ন তে স্যাতামনুগৃহ্নন্তি যান্ দ্বিজাঃ ॥৪৭
পিতা পুত্রেণ জাতেন দদ্যাচ্ছ্রাদ্ধং যথাবিধি।
পিতৄণাং বিধিবদ্দানং দত্তং তত্রাপ্যনন্তকম্ ॥
তত্রাপ্যনন্তকং দানং কর্তব্যং পুত্রজন্মনি ॥৪৮
প্রসবে চ দ্বিজাতীনাং ন কুর্য্যাৎ সঙ্করং যদি।
দশাহাচ্ছুধ্যতে মাতা অবগাহ্য পিতা শুচিঃ ॥৪৯
অতিমানাদতিক্রোধাৎ স্নেহাদ্ বা যদি বা ভয়াৎ।
উদ্বধ্য ম্রিয়তে যস্তু ন তস্যাগ্নিঃ প্রদীয়তে ॥৫০
ন স্নায়ান্নোদকং দদ্যান্নাপি কুর্য্যাদশৌচতাম্।
সর্পেণ শৃঙ্গিণা বাপি জলেন চাগ্নিনা তথা ॥৫১
ন স্নানাদৌ বিপন্নস্য তথা চৈবাত্মঘাতিনঃ।
অর্বাগ্ দ্বিহায়নাদগ্নিং ন দদ্যান্মৃতকস্য চ ॥৫২

করিবে। শিল্পী, কারুক ( কারিকর ), দাসী ও দাস ইহাদিগের সূতক ও মৃতকাশৌচ হয় না। অশৌচ হয় না বলিয়া ইহাদিগকে দ্বিজগণ অনুগ্রহ করেন।৪৬-৪৭

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে পিতা যথাবিধি পিতৃলোক-গণের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ প্রদান করিবে; বিধি অনুসারে দত্তদ্রব্য অনন্তফলপ্রদ হয়। পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে অনন্তফলপ্রদায়ক দান করিবে।৪৮

জননাশৌচে যদি সঙ্কর না হয়, তাহা হইলে দ্বিজাতিগণের মাতা দশদিনের পর শুদ্ধিলাভ করেন এবং পিতা অবগাহন-স্নান করিয়া শুচি হন।৪৯

যদি কেহ অত্যন্ত অভিমান, অত্যন্ত ক্রোধ, স্নেহ ও ভয়বশতঃ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করে, তাহা হইলে তাহাকে অগ্নিপ্রদান করিবে না; তাহাকে স্নান করাইবে না ও উদকদান করিবে না, এবং তাহার অশৌচ গ্রহণ করিবে না। এইরূপ সর্প, শৃঙ্গী ( গরু, মহিষ প্রভৃতি ), জল ও অগ্নি দ্বারা হতব্যক্তিগণেরও পূর্বোক্ত অগ্নি-দানাদি কিছুই করিবে না।৫০-৫১

স্নানাদি ব্যাপারে মৃত ও আত্মঘাতীর দেহে দুই বর্ষমধ্যে অগ্নিপ্রদান করিবে না; তাহাদিগকে

কিন্তু তান্নিখনেদ্ভূমৌ কুর্য্যান্নৈবোদকক্রিয়াম্।
সর্পাদিপ্রাপ্তমৃত্যূনাং বহ্নিদাহাদিকাঃ ক্রিয়াঃ ॥৫৩
ষণ্মাসে তু গতে কার্য্যা মুনিঃ প্রাহ পরাশরঃ।
শাস্ত্রদৃষ্টং বুধৈঃ কার্য্যমস্থিসঞ্চয়নাদিকম্ ॥৫৪
তৎকৃত্বা তূক্তদিবসৈঃ শুদ্ধিমর্হতি ধর্মতঃ।
অন্যায়মৃতবিপ্রাণাং যে বোঢ়ারো ভবন্তি হি ॥৫৫
অগ্নিদাশ্চৈব যে তেষাং তথোদকাদিদায়িনঃ।
উদ্বন্ধনমৃতস্যাপি যশ্ছিন্দ্যাদ্ রজ্জুপাশকম্ ॥৫৬
তে সর্বে পাপসংযুক্তাঃ প্রায়শ্চিত্তস্য ভাজনাঃ ॥৫৭
যঃ সূতকাশৌচবিশুদ্ধিকৃৎ স্যাদ্
আখ্যায় কালং তমনুক্রমেণ।
পরাশরাস্যাম্বুজনিঃসৃতা যা
বাচ্যাস্ততো নিষ্কৃতয়ো দ্বিজাস্তে ॥৫৮
সূতকাশৌচয়োরুক্তঃ শুদ্ধিপন্থাঽনুপূর্বশঃ।
সর্বৈনসাং বিশুদ্ধ্যর্থং প্রায়শ্চিত্তং যথাব্রবীৎ ॥৫৯

ভূমিতে প্রোথিত করিবে কিন্তু তাহাদিগের উদকক্রিয়া করিবে না। সর্পাদি-দংশনজনিত মৃতব্যক্তিগণের অগ্নিদাহাদি ক্রিয়া ষণ্মাস অতীত হইলে করিবে,— ইহা পরাশরমুনি বলিয়াছেন। বুধগণ বলেন— শাস্ত্রানুসারে তাহাদের অস্থিসঞ্চয়নাদি করিবে; ধর্মানুসারে তাহা করিয়া তদ্দিনেই শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। অপঘাতে মৃত বিপ্রগণের দেহ যাহারা বহন করে, যাহারা তাহাদের অগ্নি ও উদকাদি দান করে এবং উদ্বন্ধন-মৃতের রজ্জু-বন্ধন যে ছেদন করে, তাহারা সকলেই পাপভাগী ও প্রায়শ্চিত্তার্হ হয়।৫২-৫৭

সূতক (জাতাশৌচ) ও (মৃত) অশৌচ-সম্বন্ধে বিশুদ্ধিকর যাহা উক্ত হইয়াছে, অনুক্রমে তৎকাল-সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া পরাশরের মুখপদ্ম হইতে যে বাণী নিঃসৃত হইয়াছে, তদনুসরণকারী দ্বিজগণ নিষ্কৃতি লাভ করে। সূতক ও অশৌচ সম্বন্ধে শুদ্ধির পন্থা আনুপূর্বিক উক্ত হইয়াছে। সমস্ত পাপের বিশুদ্ধির জন্য প্রায়শ্চিত্ত-বিষয়ক যে প্রকার বিধি বলিয়াছেন—তাহা বলিতেছি।৫৮-৫৯

মনুর্বা যাজ্ঞবল্ক্যস্তু বসিষ্ঠঃ প্রাহ নিষ্কৃতিম্।
সা কৃতাদিষু বর্ণানাং সতি ধর্মে চতুষ্পদে ॥৬০
মানসা বাচিকা দোষাস্তথা বৈ কার্য্যকারিতাঃ।
ধর্মাধীনা নৃণাং সর্বে জায়ন্তে তেঽপ্যনিচ্ছতাম্ ॥৬১
তেষামুপরতাক্ষাণাং প্রত্যহং শুভমিচ্ছতাম্।
শক্তিজো নিষ্কৃতিং প্রাহ যুগধর্মানুরূপতঃ ॥৬২
বিকৃতব্যবহারাণাং পাপো নিষ্কৃতিকৃদ্ দ্বিজঃ।
কতি বিপ্রৈঃ কথং রূপৈরিতি বাচ্যা ভবেদ্ধি সা ॥৬৩
তদ্রূপঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যাবদ্ভিঃ সা দ্বিজৈর্ভবেৎ।
যথাবিধাশ্চ বিপ্রাঃ স্যুরিতি বিদ্বন্ প্রকীর্ত্যতে ॥৬৪
পর্ষদ্দশাবরা প্রোক্তা ব্রাহ্মণৈর্বেদপারগৈঃ।
সা যদ্রূপা স ধর্মঃ স্যাৎ স্বয়ম্ভূরিত্যকল্পয়ৎ ॥৬৫
বেদশাস্ত্রবিদো বিপ্রা যং ব্রূয়ুঃ সপ্ত পঞ্চ বা।
ত্রয়ো বাঽপি স ধর্মঃ স্যাদেকো বাঽধ্যাত্মবিত্তমঃ ॥৬৬

মনু, যাজ্ঞবল্ক, ও বশিষ্ঠ পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় বলিয়াছেন। সত্যযুগে যখন ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল, তখন মন্বাদিকথিত নিষ্কৃতিলাভের উপায় ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণের পক্ষে গৃহীত হইত।৬০

সত্যাদিযুগের সেই নরগণ ধর্মাধীন হইলেও মানস, বাচিক ও কার্য্য দ্বারা উৎপাদিত দোষসমূহ অনিচ্ছাকৃত-ভাবেও তাহাদের উৎপন্ন হইত। সদা দোষদর্শনে নিবৃত্তদৃষ্টি শুভেচ্ছুগণের যুগধর্মানুসারে নিষ্কৃতিলাভের উপায় শক্তিপুত্র পরাশর বলিয়াছেন।৬১-৬২

দ্বিজ শাস্ত্রাচার-বিরুদ্ধাচরণশীলগণের পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় উপদেশ করিবেন। কিরূপ গুণসম্পন্ন কতজন বিপ্র সেই নিষ্কৃতিলাভের উপায় বলিবেন এবং যতজন দ্বিজ দ্বারা সেই নিষ্কৃতিলাভের উপায় উক্ত হইবে, তাহার স্বরূপ বলিব। হে বিদ্বন্! বিপ্রগণ যেরূপ বিদ্যা ও আচারাদিতে নিপুণতা অর্জন করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায়-সম্বন্ধে উপদেষ্টার পদাধিকারী হইবেন, তাহা কীর্তিত হইতেছে।৬৩-৬৪

সংযমং নিয়মং বাঽপি উপবাসাদিকঞ্চ যৎ।
তদ্গিরা পরিপূর্ণং স্যান্নিষ্কৃতির্ব্যাবহারিকী ॥৬৭
ন লক্ষেণাপি মূর্খাণাং ন চৈবাঽধর্মবাদিনাম্।
বিদুষাং নাপি লুব্ধানাং ন চাপি পক্ষপাতিনাম্ ॥৬৮
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সদা ধর্মরতঃ শান্ত একঃ পর্ষত্ত্বমর্হতি ॥৬৯
ন সা বৃদ্ধৈর্ন তরুণৈর্ন সুরূপৈর্ধনান্বিতৈঃ।
ত্রিভিরেকেন পর্ষৎ স্যাদ্ বিদ্বদ্ভির্বিদুষাপি চ ॥৭০
বয়সা লঘবোঽপি স্যুর্বৃদ্ধা ধর্মবিদো দ্বিজাঃ।
শিশবোঽপি হি মধ্যস্থাঃ সর্বত্র সমদর্শনাঃ ॥৭১
ন সা বৃদ্ধৈর্ভবেদ্ বিপ্রৈর্বৃদ্ধাঃ স্যুর্ধর্মবাদিনঃ।
যত্র সত্যং স ধর্মঃ স্যাচ্ছলং যত্র ন গৃহ্যতে ॥৭২

ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা-
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্।
ধর্মো বৃথা যত্র ন সত্যমস্তি
সত্যং ন তদ্ যন্ন হৃদানুবিদ্ধম্ ॥৭৩
নিষ্কৃতৌ ব্যবহারে চ ব্রতস্যাশংসনে তথা
ধর্মং বা যদি বাঽধর্মং পরিষৎ প্রাহ তদ্ভবেৎ ॥৭৪
স্ত্রীণাঞ্চ বাল-বৃদ্ধানাং ক্ষীণানাং কৃশরীরিণাম্।
উপবাসাদ্যশক্তানাং কর্তব্যোঽনুগ্রহশ্চ তৈঃ ॥৭৫
জ্ঞাত্বা দেশঞ্চ কালঞ্চ ব্যয়ং সামর্থ্যমেব চ।
কর্তব্যোঽনুগ্রহঃ সদ্ভির্মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৭৬
লোভান্মোহাদ্ভয়ান্মৈত্র্যাদ্ যদি কুর্যুরনুগ্রহম্।
নরকং যান্তি তে মূঢ়াঃ শতধা বাপ্তবাচিনঃ ॥৭৭

অন্যূন দশসংখক মিলিত বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে 'পর্ষৎ' বলিয়াছেন। সেই পর্ষৎ ও তাহার ধর্ম যেরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা কল্পনা করিয়াছেন। সপ্ত, পঞ্চ বা ত্রিসংখ্যক বেদশাস্ত্রবিৎ বিপ্র যাহাকে ধর্ম বলে, তাহাই ধর্ম। অধ্যাত্মবিদ্গণের অন্যতম ব্যক্তি যাহাকে ধর্ম বলে, তাহাই ধর্ম।৬৫-৬৬

পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায়ীভূত বাক্য দ্বারা সংযম, নিয়ম ও উপবাসাদি পূর্ণভাবে প্রতিপালিত হইলে তাহাকে ব্যবহারিকী নিষ্কৃতি বলে।৬৭

লক্ষসংখ্যক মূর্খ, অধর্মবাদী, লুব্ধ বিদ্বান্ ও পক্ষপাত-দোষদুষ্টগণের নিষ্কৃতিলাভের উপায়-সম্বন্ধে উপদেশ-দানের অধিকার নাই।৬৮

বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সদা ধর্মরত ও শান্ত একজন হইলেও তাহা 'পর্ষৎ' বলিয়া গণ্য হইবে।৬৯

বৃদ্ধ, তরুণ, রূপবান্ ও ধনান্বিত ব্যক্তিগণ দ্বারা সেই পর্ষৎ হয় না। তিনজন বেদপারগ বিদ্বান্ বা একজন বেদপারগ বিদ্বান্ দ্বারাও পর্ষৎ হয়।৭০

ধর্মতত্ত্বজ্ঞ দ্বিজগণ বয়সে ছোট হইলেও বৃদ্ধতুল্য অর্থাৎ জ্ঞানবৃদ্ধ। সর্বত্র সমদর্শনপরায়ণ শিশুগণও মধ্যস্থ বলিয়া উক্ত আছে।৭১

ধর্মহীন বৃদ্ধ বিপ্রগণ দ্বারা সেই পর্ষৎ গঠিত হয় না সুতরাং বৃদ্ধগণ ধর্মবাদী হইবেন। যেখানে সত্য সেখানেই ধর্ম, যেখানে ছলনা সেখানে ধর্ম নাই।৭২

সে সভা সভাই নহে—যে সভায় বৃদ্ধ উপস্থিত নাই, তাঁহারা বৃদ্ধই নহেন—যাঁহারা ধর্মকথা বলেন না। যেখানে সত্য নাই, সেই ধর্মাচরণ বৃথা। সেই সত্য সত্য নহে—যে সত্যে হৃদয়ের স্পর্শ নাই অর্থাৎ ছলনাহীন বলিয়া অনুভব না হয়।৭৩

পাপ হইতে নিষ্কৃতি-ব্যাপারে, ব্যবহারে, ব্রত-কামনায় পরিষৎ যাহাকে ধর্ম বলিবে, তাহাই ধর্ম, আর পরিষৎ যাহাকে অধর্ম বলিবে—তাহাই অধর্ম।৭৪

উপবাসাদি পালনে অসমর্থ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কৃশ ও বিকৃতাঙ্গগণকে পরিষৎকর্তৃগণ অনুগ্রহ করিবেন।৭৫

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, দেশ, কাল, ব্যয় ও সামর্থ্য জানিয়া পাপ হইতে নিষ্কৃতি-লাভেচ্ছুগণকে সজ্জনগণ অনুগ্রহ করিবেন।৭৬

লোভ, মোহ, ভয় বা মিত্রতাবশতঃ যদি ধর্ম-শাস্ত্রোপদেশকগণ পাপীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করে, তাহাহইলে সেই উপদেশক মূঢ়গণ শতপ্রকার নরকে গমন করে।৭৭

পাপিগণ বিদ্বৎপর্ষদে প্রবেশ করত পর্ষৎ-সভ্যগণের সম্মুখে অবস্থিতি করিবে। তৎপর পর্ষৎ-

প্রবিশ্য পর্ষদং তে বৈ সভ্যানামগ্রতঃ স্থিতাঃ
যথাকালং প্রকুর্য্যুস্তে প্রায়শ্চিত্তং তদীরিতম্ ॥৭৮
কিন্তু যং যাচতো দেবা বদন্ত্যত্র দ্বিজাতয়ঃ।
সর্বে কুর্বন্তু নিয়মং গতপাপা ন সংশয়ঃ ॥৭৯
প্রসাদো দ্বিবিধো জ্ঞেয়ো দৈবশ্চাসুর এব চ।
ক্রীড়য়াপি চ তত্রৈব দেয়াস্তথৈব তে দ্বিজাঃ ॥৮০
ব্যবহারে গোপমানো ন ব্রূয়াদ্ বাপি বৈরতঃ।
যথা কৃতঞ্চ তৎ পাপং তত্তথৈব নিবেদয়েৎ ॥৮১
যস্তেষামন্যথা ব্রূয়াৎ স পাপীয়ান্ন সংশয়ঃ।
সত্যমসত্যমেবাত্র বিপর্য্যস্তং বদেদ্ যতঃ ॥৮২
স এবানৃতবাদী স্যাৎ সোহনন্তং নরকং ব্রজেৎ।
জ্যোতিষং ব্যবহারঞ্চ প্রায়শ্চিত্তং চিকিৎসিতম্ ।৮৩
অজানন্ যো নরো ব্রূয়াৎ সাহসং কিমতঃপরম্ ?।
ব্যবহারশ্চ তৈঃ প্রোক্তো মন্বাদ্যৈর্ধর্মবাদিভিঃ ॥৮৪
প্রজাভির্ন তু সর্বাভির্মান্যৈশ্চৈব তু মানবৈঃ।
তচ্ছোধকপ্রমাণানি লিখিতাদীনি তৈর্বিনা ॥৮৫
জলাদীনি চ দিব্যানি সাংখ্যোক্তশপথানি চ।
অন্যে জনপদাচার-কুলধর্মাস্তথা পরাঃ।
পরিষদ্ব্রাহ্মণৈর্মেধ্যা নির্ণেতব্যা যথাবিধি ॥৮৬
জন্ম-জাত্যনুসারেণ দেশ-কালাদিধর্মতঃ।
কর্তব্যঃ সত্তমৈঃ সর্বৈর্মাননীয়শ্চ বাদিভিঃ ॥৮৭
গো-ব্রাহ্মণহতাদীনাং তথা দম্ভাদিকারিণাম্।
তপ্তকৃচ্ছ্রেণ শুদ্ধিঃ স্যাদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥৮৮
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ পশ্চাৎ সবৃষা গৌশ্চ দক্ষিণা
জায়ন্তে পাপনির্মুক্তাঃ শক্তিসূনোর্যথা বচঃ ॥৮৯
অনাশকান্নিবৃত্তা যে ব্রহ্মচর্য্যাত্তথা দ্বিজাঃ।
বৈড়ালিকাস্তে বিজ্ঞেয়াঃ সর্বধর্মবিবর্জিতাঃ ॥৯০

---

সভ্যগণের উপদেশানুসারে যথাকালে তাহারা প্রায়শ্চিত্ত করিবে।৭৮

দেবস্বরূপ দ্বিজাতিগণ প্রায়শ্চিত্তবিধি-প্রার্থিগণকে তদ্বিষয় সমস্ত বলিবেন। তাহারা প্রায়শ্চিত্তের নিয়ম জানিয়া তাহা পালন করিবে, তাহা দ্বারাই পাপহীন হইবে—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।৭৯

দৈব ও আসুরনামে দ্বিবিধ অনুগ্রহ জানিবে; ক্রীড়াচ্ছলেও দ্বিজগণ সেই অনুগ্রহ প্রদান করিবে। প্রায়শ্চিত্তের বিষয় গোপন করিয়া বা শক্রতাবশতঃ অন্যরূপে প্রকাশ করিয়া কখনও বলিবে না এবং পাপী যেরূপ পাপ করিয়াছে, তাহা সেইরূপই জানাইবে অর্থাৎ গোপন করিবে না।৮০-৮১

যে ব্যক্তি পাপ গোপন করিয়া অন্যপ্রকার বলে, সে পাপী,—এ বিষয়ে সংশয় নাই। সত্যকে বিপর্য্যস্ত করিয়া অসত্য কথা বলাতে নিঃসংশয়রূপে সে পাপভাগী হইল।৮২

সেই ব্যক্তি অসত্যবাদী বলিয়া গণ্য হয়। সে অনন্ত নরকে গমন করে। জ্যোতিষ, ব্যবহার, প্রায়শ্চিত্ত ও চিকিৎসা-শাস্ত্র না জানিয়া তৎসম্বন্ধে যে বলে, তাহার সাহস অপেক্ষা অধিক আর কি হইতে পারে? সেই মনু প্রভৃতি ধর্মবাদিগণ ব্যবহার-শাস্ত্র বলিয়াছেন। সমস্ত প্রজাগণ ও মান্য মানবগণ পাপশুদ্ধির জন্য সেই মন্বাদি-লিখিত প্রমাণভিন্ন অন্য প্রমাণ গ্রহণ করিবে না।৮৩-৮৫

পরিষদ্ব্রাহ্মণগণ দিব্য, জল, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত শপথ, অন্যান্য জনপদের আচার এবং কুলধর্মকে যথাশাস্ত্র পবিত্র বলিয়া নির্ণয় করিবেন।৮৬

জন্ম ও জাতি অনুসারে এবং দেশ ও কালের ধর্মানুযায়ী কিরূপ ধর্ম মাননীয়, সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ ও ধর্মোপদেশবাদিগণ তাহা নির্ণয় করিবেন।৮৭

গো ও ব্রাহ্মণহত্যাকারিগণের এবং দাম্ভিক প্রভৃতি ব্যক্তিগণের তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত দ্বারা শুদ্ধি হইবে—ইহা পরাশর-মুনি বলিয়াছেন।৮৮

তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত করিবার পর বৃষ-সহিত গাভীদক্ষিণা দিবে এবং পরে ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। শক্তিপুত্র পরাশর বলিয়াছেন যে, পূর্বোক্তরূপ আচরণ করিলে পাপিগণ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে।৮৯

যে সকল দ্বিজ নাশকর-কর্ম হইতে অনিবৃত্ত, ব্রহ্মচর্য্য-পালনে নিবৃত্ত এবং সর্বধর্ম বিবর্জিত, তাহাদিগকে

সর্বত্র প্রবিশন্তো যে যে চ বৈড়ালিকৈঃ সমাঃ।
তেষাং সর্বাণ্যপত্যানি পুক্কসৈঃ সহ পাতয়েৎ ॥৯১
স্ত্রীণাঞ্চ বাল-বৃদ্ধানাং ক্ষয়াণাং কুশরীরিণাম্।
উপবাসাদ্যশক্তানাং কর্তব্যোঽনুগ্রহশ্চ তৈঃ ॥৯২
জ্ঞাত্বা দেশঞ্চ কালঞ্চ বয়ঃ সামর্থ্যমেব চ।
কর্তব্যোঽনুগ্রহঃ সদ্ভির্মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥৯৩
ব্রহ্মঘ্নশ্চ সুরাপশ্চ স্তেয়ী গুর্বঙ্গনাগমঃ।
এতেষাং নিষ্কৃতিং ব্রূয়াদেতৎসংসর্গিণামপি॥৯৪
দ্বাদশাব্দঞ্চ বিচরেদ্ ব্রহ্মঘ্নস্তৎকপালধৃক্।
সর্বত্র খ্যাপয়ন্ কর্ম ভিক্ষাং বিপ্রেষু সঞ্চরন্ ॥৯৫
দৃষ্ট্বা সেতুং সমুদ্রস্য স্নাত্বা বৈ লবণাম্ভসি।
ব্রাহ্মণেষু চরন্ ভিক্ষাং স্বকর্ম খ্যাপয়ন্ শুচিঃ ॥৯৬
মুণ্ডিতস্তু শিখাবর্জ্যঃ সকৌপীনো নিরাশ্রয়ঃ।
চীর-চীবরবাসা বৈ ত্রিঃ স্নায়ী সন্ শুচির্ব্রতী ॥৯৭
সংযতাক্ষশ্চরেচ্ছান্তশ্ছত্ত্রোপানদ্বিবর্জিতঃ।
ব্রহ্মঘ্নোঽস্মীত্যহং বাচমিতি সর্বত্র বৈ বদেৎ ॥৯৮
গবাঞ্চ বিংশতিং দদ্যাদ্দক্ষিণাং বৃষসংযুতাম্।
ব্রাহ্মণেভ্যো নিবেদ্যৈতাঃ শুচিরাখ্যায় ভূপতেঃ ॥৯৯
পূর্বোক্তপ্রত্যবায়ানাং প্রায়শ্চিত্তমিদং স্মৃতম্।
ব্রাহ্মণানাং প্রসাদেন তীর্থেষু গমনেন চ ॥১০০
গোশতস্য প্রদানেন শুধ্যন্তি নাত্র সংশয়ঃ।
অবভৃথেঽশ্বমেধস্য স্নাত্বা শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥১০১
আখ্যায় নৃপতের্বাঽপি তেন সংশোধিতঃ শুচিঃ।
মহাপাপানি সর্বাণি কথয়িত্বা মহীপতেঃ ॥১০২

বৈড়ালিক অর্থাৎ বিড়ালতপস্বী (কপটাচরী বলিয়া) জানিবে। যাহারা সর্বত্র প্রবেশ করে এবং যাহারা বৈড়ালিকতুল্য, তাহাদের সমস্ত অপত্য পুক্কসের (নীচজাতি বিশেষ) সহিত পাতিত করিবে।৯০-৯১

উপবাসাদি নিয়মপালনে অসমর্থ স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ক্ষীণাঙ্গ ও বিকৃতাঙ্গগণকে পর্ষৎকর্তৃগণ অনুগ্রহ করিবেন।৯২

সজ্জনগণ দেশ, কাল, বয়স ও ক্ষমতা জানিয়া মুনিগণ যেরূপ অনুগ্রহ করিতে বলিয়াছেন, সেইরূপ অনুগ্রহ করিবেন।৯৩

ব্রহ্মঘ্ন, সুরাপায়ী, চৌর, গুরুদারাভিগামী এবং ইহাদের সংসর্গকারিগণের নিষ্কৃতির উপায় বলা হইতেছে।৯৪

ব্রহ্মহত্যাকারী তৎকপাল-(মস্তকের অস্থিখণ্ড)ধারী হইয়া সর্বত্র স্বীয়কর্মের কথা বিজ্ঞাপনপূর্বক বিপ্রগৃহে ভিক্ষাচরণ করত দ্বাদশবর্ষকাল অতিবাহিত করিবে।৯৫

রামেশ্বর-সেতুবন্ধের সেতু দর্শন করিয়া এবং সেই সমুদ্রের লবণাক্ত জলে স্নান করত ব্রাহ্মণগৃহে ভিক্ষাচরণপূর্বক স্বীয় দুষ্কর্মের কথা বিজ্ঞাপিত করিয়া পবিত্র হইবে।৯৬

আশ্রয়-বর্জিত, শিখাবর্জিত, মুণ্ডিতমস্তক হইয়া এবং সকৌপীন চীর-চীবরবসন (সন্ন্যাসিগণের পরিহিত জীর্ণবস্ত্র) পরিধান করিয়া তিনবেলা তিনবার স্নান করত ব্রতী হইয়া পবিত্র হইবে।৯৭

নয়নযুগল সংযত রাখিয়া শান্তভাবে ছত্র ও পাদুকা-বর্জিত হইয়া বিচরণ করিবে এবং "আমি ব্রহ্মহত্যাকারী" এই বাক্য সর্বত্র বলিবে।৯৮

বৃষ-সহিত বিংশতিসংখ্যক গো দক্ষিণা-স্বরূপ প্রদান করিবে। এই বিংশতিসংখ্যক গো ব্রাহ্মণকে নিবেদন করত রাজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া "আমি পবিত্র হইয়াছি" এই কথা বলিবে।৯৯

পূর্বোক্ত অপরাধের এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের অনুগ্রহ লাভ করিলে তীর্থগমন ও শত গোদান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে—এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। অশ্বমেধ-যজ্ঞের অবভৃথ অর্থাৎ যজ্ঞান্ত স্নান করিলে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।১০০-১

অথবা রাজার নিকটে বলিয়া তদ্দ্বারা সংশোধিত হইয়া পবিত্র হইবে। মহীপতির নিকটে সমস্ত মহাপাপের কথা বলিলে, তিনি পাপীর কথা শুনিয়া পাপানুসারে দণ্ডবিধান করিবেন, অন্যথা তিনি তত্তুল্য পাপী হইবেন। পথিমধ্যে খেদ-যুক্ত ও রোগার্তাঙ্গ

নিষ্কৃতিং তদ্দিগরা দদ্যাদন্যথা তেঽপি তৎসমাঃ।
রোগার্ত্তাঙ্গং দ্বিজং বাপি মার্গে খেদসমন্বিতম্ ॥
দৃষ্ট্বা কৃত্বা নিরাতঙ্কং ব্রহ্মঘ্নঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥১০৩
অসংখ্যাতং ধনং দত্ত্বা বিপ্রেভ্যো বাপি শুধ্যতি।
অরণ্যে নির্জ্জনে জপ্ত্বা শুধ্যেদ্ বৈ বেদসংহিতাম্ ॥১০৪
সুরাপস্য প্রবক্ষ্যামি নিষ্কৃতিং শ্রোতুমর্হথ।
সুরাপস্তু সুরাং তপ্তাং পয়ো বা জলমেব বা ॥১০৫
তপ্তং গোমূত্রমাজ্যং বা মৃতঃ পীত্বা বিশুধ্যতি।
জটী বা চৈলবাসী বা ব্রহ্মহত্যাব্রতঞ্চরেৎ ॥১০৬
যদ্যজ্ঞানাৎ পিবেদ্ বিপ্রো দ্বিজাতির্বা সুরাং পুনঃ।
পুনঃ সংস্কারকরণাচ্ছুধ্যেদাহ পরাশরঃ ॥১০৭
স্তেয়ং কৃত্বা সুবর্ণস্য শুদ্ধ্যৈ সর্ব্বং দ্বিজাতয়ে।
সমর্প্যং মুসলং রাজ্ঞে খ্যাপয়েৎ স্তেয়কর্ম্মকৃৎ ॥১০৮
শক্তিং চোভয়তস্তীক্ষ্ণামায়সং দণ্ডমেব চ।
খাদিরং লগুড়ং বাপি হন্যাদেকেন তং নৃপঃ ॥১০৯
জীবন্নপি ভবেচ্ছুদ্ধো মুক্তো বা তেন পাপ্মনা।
মৃতশ্চেৎ প্রেত্য সংশুধ্যেদিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১১০
অয়ঃপ্রতিকৃতিং কৃত্বা বহ্নিবর্ণাঞ্চ তাং ধমেৎ।
গুর্ব্বঙ্গনাগমং তস্যাং লোহময্যাং তু শায়য়েৎ ॥১১১
বৃষণৌ পুনরুৎকৃত্য নৈঋর্ত্যামুৎসৃজেত্তনুম্।
স মৃতঃ শুদ্ধিমাপ্নোতি নান্যতস্তস্য নিষ্কৃতিঃ ॥১১২
সংবৎসরঞ্চরেৎ কৃচ্ছ্রং প্রাজাপত্যমথাপি বা।
চান্দ্রায়ণং চরেদ্ বাপি ত্রীন্মাসান্ নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥১১৩
ব্রতে তু ক্রিয়মাণে বৈ বিপত্তিঃ স্যাৎ কথঞ্চন।
স মৃতোঽপি ভবেচ্ছুদ্ধ ইতি ধর্ম্মবিনির্ণয়ঃ ॥১১৪
অনির্দ্দিষ্টস্য পাপস্য তথোপপাতকস্য চ।
তচ্ছুধ্যৈ পাবনং কুর্য্যাচ্চান্দ্রং ব্রতং সমাহিতঃ ॥১১৫

দ্বিজকে দেখিয়া তাহার রোগ-যন্ত্রণার অবসান ঘটাইতে পারিলে ব্রহ্মহত্যাকারী শুদ্ধিলাভ করে।১০২-৩

অথবা বিপ্রগণকে অসংখ্য ধন দান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে। নির্জ্জন অরণ্যে বেদসংহিতা জপ করিয়াও শুদ্ধিলাভ করিবে।১০৪

সুরাপানকারীর নিষ্কৃতির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। সুরাপানকারী সুরা, দুগ্ধ, জল, গোমূত্র ও ঘৃত ইহাদের যে কোন একটি উত্তপ্ত করিয়া পান করত মৃত্যু-বরণ করিলে বিশুদ্ধ হইবে।১০৫

অজ্ঞানতাবশতঃ কোনও বিপ্র বা দ্বিজ যদি পুনরায় সুরাপান করে, তাহা হইলে সে জটাধারণপূর্ব্বক অথবা নিকৃষ্টস্থানে বসবাস করত ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তির জন্য শাস্ত্রে যে ব্রতাচরণ বিহিত আছে, তাহা করিবে এবং পুনরায় সংস্কার-কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে —ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।১০৬-৭

চোর সুবর্ণ চুরি করিয়া সেই পাপ হইতে মুক্তির জন্য ব্রাহ্মণকে তৎসমস্ত সমর্পণ করত স্বীয় দুষ্কার্য্যের কথা রাজাকে জানাইবেন। মুসল, উভয়দিক্ তীক্ষ্ণ শক্তি, লোহনির্ম্মিত দণ্ড ও খদির-কাষ্ঠনির্ম্মিত লগুড় ইহাদের যে কোনও একটি দ্বারা রাজা তাহাকে আঘাত করিবেন। পরাশর-মুনি বলিয়াছেন যে, সেই পাপী জীবিত থাকিলে পাপমুক্ত হইয়া শুদ্ধ হইবে আর তাহার মৃত্যু হইলেও স্বর্গে গমন করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।১০৮-১০

গুরুপত্নীগামীর জন্য একটি লৌহময়ী প্রতিকৃতি প্রস্তুত করিয়া তাহা অগ্নিতে উত্তপ্ত করিবে। সেই লৌহময়ী প্রতিকৃতি উত্তাপে অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ ধারণ করিলে তাহাতে গুরুপত্নীগামীকে শয়ন করাইবে এবং তাহার বৃষণদ্বয় ( অণ্ডকোষদ্বয় ) ছেদন করিয়া নৈঋর্তকোণে দগ্ধ তনু ফেলিয়া দিবে ; মৃত্যুতেই তাহার শুদ্ধি, আর অন্য-কোন উপায়ে তাহার নিষ্কৃতি নাই।১১১-১২

অথবা সংবৎসর যাবৎ কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য-ব্রত করিবে। অথবা মাসত্রয়ব্যাপী সংযতেন্দ্রিয় হইয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে। ব্রত আচরণ অবস্থায় যদি কোনও প্রকারে তাহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে সে মৃত হইয়াও শুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইবে,—ইহাই শাস্ত্রকারগণ নিশ্চয় করিয়াছেন।১১৩-১৪

অনির্দ্দিষ্ট পাপ ও উপপাতকের শুদ্ধির জন্য সমাহিত-চিত্তে পবিত্রতাসম্পাদক চান্দ্রায়ণ ব্রত করিবে। অথবা একমাসকাল দুগ্ধপান করিয়া অবস্থান করিবে। অথবা পরাক ব্রতাচরণ করিবে। অনির্দ্দিষ্ট পাপের ইহাই শুদ্ধির উপায় বলিয়া কথিত হইয়াছে।১১৫-১৬

তিষ্ঠেন্মাসং পয়োঽশিত্বা পরাকং বা চরেদ্ ব্রতম্ ।
অনির্দিষ্টস্য পাপস্য শুদ্ধিরেষা প্রকীর্তিতা ॥১১৬
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ং হত্বা গবাং দদ্যাৎ সহস্রকম্ ।
বৃষেণৈকেন সংযুক্তং পাপাদস্মাৎ প্রমুচ্যতে ॥১১৭
ত্রীণি বর্ষাণি শুদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মঘ্নস্য ব্রতঞ্চরেৎ ।
চান্দ্রায়ণানি বা ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি বাচরেৎ ॥১১৮
বৈশ্যং হত্বা দ্বিজশ্চৈবমব্দমেকং ব্রতং চরেৎ ।
গবাং হ্যেকশতং দদ্যাচ্চরেচ্চান্দ্রায়ণানি চ ॥১১৯
কৃচ্ছ্রাণি ত্রীণি বা কুর্য্যাদ্ বচনাদ্ বিদুষামসৌ ।
যে হন্যুরপ্রদুষ্টাং স্ত্রীং চাতুর্বর্ণাং দ্বিজাতয়ঃ ।
শূদ্রহত্যা-ব্রতং তে তু চরন্তঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়ুঃ ॥১২০
শূদ্রাং যে চানুলোম্যেন নিহন্ত্যব্যভিচারিণীম্ ।
মুনয়ঃ শুদ্ধিমিচ্ছন্তি চন্দ্রব্রতেন কেচন ॥১২১
ব্যভিচারাত্তু তে হত্বা যোষিতো ব্রাহ্মণাদয়ঃ ।
তিলধেনুং বস্তমবিং ক্রমাদ্দদ্যুর্বিশুদ্ধয়ে ॥১২২
সাধ্বীনাস্তু নরো দত্ত্বা গবাং চৈব সহস্রকম্ ।
চীর্ণেন শুদ্ধিমাপ্নোতি যোষাহত্যা-ব্রতঞ্চরেৎ ॥১২৩
অথ গোঘ্নস্য বক্ষ্যামি নিষ্কৃতিং শ্রোতুমর্হথ ।
যথা যথা বিপত্তিঃ স্যাদ্ গবাং তথোপপদ্যতে ॥১২৪
গোঘাতী পঞ্চগব্যাশী গোষ্ঠশায়ী চ গোঽনুগঃ ।
মাসমেকং ব্রতং চীর্ত্বা গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥১২৫
একপাদে তু লোমানি দ্বয়ে শ্মশ্রুনিকৃন্তনম্ ।
পাদত্রয়ে শিখাবর্জং সশিখং তু নিপাতনে ॥১২৬
সশিখং বপনং কৃত্বা দ্বিসন্ধ্যমবগাহনম্ ।
গবাং মধ্যে বসেদ্ রাত্রৌ দিবা গাঃ সমনুব্রজেৎ ॥১২৭
তিষ্ঠন্তীভিশ্চ তিষ্ঠেত ব্রজন্তীভিঃ সহ ব্রজেৎ ।

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কে বধ করিয়া একটি বৃষের সহিত সহস্রগোদান করত ঐ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। ব্রহ্মহত্যা পাতক হইতে মুক্তির জন্য যে ব্রত বিহিত আছে, ত্রিবর্ষই তৎপাপশুদ্ধির জন্য তাহার অনুষ্ঠান করিবে ; অথবা ত্রিচান্দ্রায়ণ-ব্রত কিংবা তিনটি প্রাজাপত্য করিবে।১১৭-১৮

বৈশ্যকে হত্যা করিয়া দ্বিজ একবর্ষব্যাপী ব্রতাচরণ করিবে এবং একশত গোদান ও তিনটি চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে, অথবা বিদ্বদ্মণ্ডলীর উপদেশানুসারে তিনটি প্রাজাপত্য করিবে। যে সকল দ্বিজাতি অপ্রদুষ্টা চতুর্বর্ণীয়া স্ত্রী বধ করে, তাহারা যে ব্রতের আচরণে শূদ্রহত্যাজনিত পাপের শুদ্ধি হয়, সেই ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধি প্রাপ্ত হইবে।১১৯-২০

অনুলোম-ক্রমে অব্যভিচারিণী শূদ্রাকে যাহারা বধ করে, তাহারা চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে—কোন কোনও মুনি এইরূপ বলেন।১২১

ব্রাহ্মণাদিগণ ব্যভিচার-দোষদুষ্টা স্ত্রীগণকে বধ করিয়া যথাক্রমে সতিল ধেনু, ছাগ ও মেষ দান করত শুদ্ধিলাভ করিবে।১২২

পুরুষ সাধ্বী-নারীহত্যা করিয়া সহস্র গোদান করত নারীহত্যা-জনিত ব্রতাচরণ করিবে। এইরূপ করিলে পুরুষ সাধ্বী-নারীহত্যা-জনিত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।১২৩

(হে ঋষিগণ!) অনন্তর গোহত্যাকারীর মুক্তির উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। যে যে প্রকারে গো-সমূহের মৃত্যু হইলে যাহা যাহা করণীয়, তাহা আমার বাক্য দ্বারা উপপন্ন হইবে।১২৪

গোঘাতী ব্যক্তি একমাস যাবৎ পঞ্চগব্য-ভোজন, গোষ্ঠে শয়ন এবং গোর পশ্চাদ্‌গমন করত গোদান করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।১২৫

পাপী একপাদ-ব্রতাচরণকালে তাহার নিজের শরীরের লোমরাশি-ছেদন, দ্বিপাদ-ব্রতাচরণে শ্মশ্রু ছেদন, পাদত্রয়ে শিখাবর্জিত মুণ্ডন এবং গো-বিনাশপাপের ক্ষয়-নিমিত্তক ব্রতাচরণে শিখা-সহিত মস্তক-মুণ্ডন করিবে। শিখা-সহিত মুণ্ডন করিয়া প্রাতঃ ও সায়ংসন্ধ্যায় অবগাহন করিবে। গো-সকলের মধ্যে রাত্রিতে বাস করিবে এবং দিবাভাগে গো-সকলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিবে। গোসকল যখন দাঁড়াইয়া থাকিবে, তখন সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিবে। আবার যখন গমন করিবে, তখন তাহাদের সহিত গমন করিবে। যখন গোসকল জলপান

পিবন্তীভিঃ পিবেত্তোয়ং সংবিশন্তীভিশ্চ সংবিশেৎ ॥১২৮
শৃঙ্গ-কর্ণাদিসংযুক্তং চর্মোৎকৃত্য তদাবৃতঃ।
বিপ্রোকঃসু চরেদ্ভিক্ষাং স্বকর্ম খ্যাপয়ন্ ব্রতী ॥১২৯
গোঘ্নস্য দেহি মে ভিক্ষামিতি বাচমুদীরয়েৎ।
মাসমেকং ব্রতং কৃত্বা গোপ্রদানেন শুধ্যতি ॥১৩০
চৌর-ব্যাঘ্রাদিকেভ্যশ্চ সহ প্রাণৈঃ সমুদ্ধরেৎ।
গর্ত-প্রপাত-পঙ্কাচ্চ তথান্যদপকারতঃ ॥১৩১
ভোজয়েদ্ ব্রাহ্মণান্ পশ্চাৎ পুষ্প-ধূপাদিপূর্বকম্।
দদ্যাদ্ গাঞ্চ বৃষঞ্চৈকং ততঃ শুধ্যতি কিল্বিষাৎ ॥১৩২
মুনয়ঃ কেচিদিচ্ছন্তি বিচিত্রাসু বিপত্তিষু।
যথাসম্ভবতস্তাসু পৃথক্ পৃথগ্ বিনিষ্কৃতিম্ ॥১৩৩
শস্ত্র-বস্ত্রাশ্ম-মৃৎপিণ্ড-যষ্টি-মুষ্টি-প্রধাবনম্।
যোক্ত্রেণ তারণং রোধো বন্ধনং বিদ্যুদগ্নয়ঃ ॥১৩৪
গ্রহ-পঙ্ক-প্রপাতশ্চ বদ্ধ-ব্যাঘ্রাদিভক্ষণম্।
ক্ষুত্তৃড্ রোগচিকিৎসা চ তথাঽতিদোহ-বাহনে ॥১৩৫
মৃত্যুস্থানানি চৈতানি গবামতিপ্রধাবনম্।
প্রব্রুয়াৎ পৃথগেতেষু প্রায়শ্চিত্তং পরাশরঃ ॥১৩৬
উপেক্ষণঞ্চ পঙ্কাদৌ তথোপবিষভক্ষণে।
বক্ষ্যমাণক্রমেণৈতচ্ছৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৩৭
শাস্ত্রেণ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি তদর্দ্ধং বা সমাচরেৎ।
অশ্মনা দ্বে চরেৎ কৃচ্ছ্রে মৃৎপিণ্ডেনাপি কৃচ্ছ্রকম্ ॥১৩৮
যষ্ট্যাঘাতে চরেৎ কৃচ্ছ্রে সাক্ষান্মুষ্ট্যা তু তচ্চরেৎ।
যোক্ত্রেণ পাদমেকন্তু তারণে পাদমেব চ ॥১৩৯
রোধনে কৃচ্ছ্রপাদে দ্বে কৃচ্ছ্রমেকন্তু বন্ধনে।
কূপপাতে চরেৎ কৃচ্ছ্রমর্দ্ধং বাপ্যাং সমাচরেৎ ॥১৪০
গোশকৃৎপিণ্ডঘাতে চ প্রাজাপত্যং চরেদ্ দ্বিজঃ।

করিবে, তখন তাহাদের সহিত জলপান করিবে। গোসকল উপবেশন করিলে উপবেশন করিবে।১২৬-২৮

ব্রতী-ব্যক্তি হত গরুর শৃঙ্গ-কর্ণাদিসংযুক্ত চর্ম কর্তিত করিয়া তাহার দ্বারা স্বীয় দেহ আবৃত করত বিপ্রগণের গৃহে স্বীয় গোহত্যারূপ দুষ্কর্মের কথা বলিয়া ভিক্ষাচরণ করিবে। "আমি গোহত্যাকারী, আমাকে ভিক্ষা দান করুন" এই কথা বলিবে। এইরূপভাবে একমাসকাল ব্রত করিয়া গো-প্রদানানন্তর বিশুদ্ধ হইবে।১২৯-৩০

চৌর ও ব্যাঘ্রাদি হইতে ভয়ে গর্তে পতিত হইলে, উচ্চস্থান হইতে নিপতিত ও পঙ্কে নিপতিত হইলে তাহা হইতে এবং অন্যবিধ অপকার হইতে গো-সকলকে জীবন্ত অবস্থায় উদ্ধার করিবে। অতঃপর ব্রাহ্মণগণকে পুষ্প-ধূপাদি দ্বারা অগ্রে অর্চনা করত ভোজন করাইবে এবং একটি গো ও একটি বৃষ দান করিয়া পাপ হইতে শুদ্ধিলাভ করিবে।১৩১-৩২

বিবিধপ্রকারে গো-নিধন হইলে সেই সেই অবস্থায় যথাসম্ভব পৃথক্ পৃথক্ মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিবে—ইহা কোনও কোনও মুনিগণ বলিয়া থাকেন।১৩৩

শস্ত্র, বস্ত্র, প্রস্তরখণ্ড, মৃৎপিণ্ড (মাটির ঢেলা), যষ্টি ও মুষ্টির দ্বারা আঘাত, বিশেষভাবে দৌড়ান, যোক্ত্র (জোয়াল-বন্ধনের রজ্জু) দ্বারা তাড়ন, গতিরোধ, বন্ধন, বিদ্যুৎ, অগ্নি, গো-গ্রহণ সময়ে পঙ্কে পতন, বদ্ধ অবস্থায় ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক ভক্ষণ, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ-চিকিৎসা, প্রচুর পরিমাণে দুগ্ধ-দোহন, ভারীদ্রব্য বহন করান ও অত্যন্ত দৌড়ান এইগুলি গোসমূহের মৃত্যুর কারণ। কথিত কারণসমূহে গোগণের মৃত্যু সংঘটিত হইলে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে প্রায়শ্চিত্ত করিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন। পঙ্কাদিতে নিপতিত গো-রক্ষায় উপেক্ষা-প্রদর্শন এবং বিষভক্ষণে প্রবৃত্ত গোকে নিবৃত্তকরণে উপেক্ষা প্রদর্শন করিলে বক্ষ্যমাণক্রমে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া বিশুদ্ধ হইবে। হে দ্বিজসত্তমগণ! সেই প্রায়শ্চিত্তবিধি শ্রবণ করুন।১৩৪-৩৭

শস্ত্রাঘাতে গরুর মৃত্যু হইলে কৃচ্ছ্রত্রয় বা তদর্দ্ধ, প্রস্তর দ্বারা মৃত্যু হইলে কৃচ্ছ্রদ্বয়, মৃৎপিণ্ড দ্বারা হইলে একটি কৃচ্ছ্র, যষ্টির আঘাতে হইলে কৃচ্ছ্রদ্বয়, সাক্ষাদ্ভাবে মুষ্ট্যাঘাতে মৃত্যু হইলে কৃচ্ছ্রদ্বয়, যোক্ত্র দ্বারা একপাদ, তাড়ন করিলে যথোক্ত প্রায়শ্চিত্তের একপাদ, গতিরোধ করিলে প্রায়শ্চিত্তের দ্বিপাদ, বন্ধনে

ক্ষুত্তৃড্-রোগচিকিৎসাসু কৃচ্ছ্রমুৎপ্রেক্ষণে চরেৎ ॥১৪১
পতিতাং পঙ্কলগ্নাং বা অবলিপ্তাঞ্চ যো নরঃ।
স্বস্য চান্যস্য চোপেক্ষ্য সার্ধং কৃচ্ছ্রং চরেচ্ছুচিঃ ॥১৪২
একা চেদ্ বহুভির্বদ্ধা ক্ষেৃড়িতা চেন্ম্রিয়েত গৌঃ।
পাদং পাদং চরেযুস্তে ইতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥১৪৩
সুবদ্ধাং যেঽবলিপ্তাঙ্গাং পশ্যন্তো নোপকুর্বতে।
ঘাতনোৎপ্রেক্ষণং প্রোক্তং চরেযুস্তে ব্রতং নরাঃ ॥১৪৪
যা গর্তাদৌ বিপদ্যেত ক্ষেৃড়িতা সম্প্রপত্য বা।
পাদ-ক্ষেৃড়িতয়োরুক্তং তৎকর্তা ব্রতমাচরেৎ ॥১৪৫
প্রবদ্ধা রজ্জুদোষেণ গোর্বিপদ্যেত যস্য সঃ।
ব্রতপাদং চরেচ্ছুদ্ধ্যৈ কিঞ্চিদ্দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্ ।১৪৬
যো গামপালয়ন্ দুহ্যাদতি বা বাহয়েদ্ বৃষম্।
যদি ম্রিয়েত তদ্দোষাত্তদা কৃচ্ছ্রার্ধমাচরেৎ ॥১৪৭
ঘাসং যো ন ক্ষুধার্তস্য তৃষার্তস্য ন বা জলম্।
স্বীকৃতস্য ন চেদ্দদ্যাৎ স তৎপাদব্রতং চরেৎ ॥১৪৮
যা তু বদ্ধা চিকিৎসার্থং বিশল্যকরণায় চ।
ঔষধাদিপ্রদানায় বিপন্নৌ নাস্তি পাতকম্ ॥১৪৯
বিদ্যুৎপাতাদি-দাহাভ্যাং কুণ্ডস্য পতনাদিভিঃ।
গোভির্বিপত্তিমাপন্নৈস্তত্র দোষো ন বিদ্যতে ॥১৫০
পালয়ন্ পশ্যতোঽরণ্যে গৌস্তু ব্যাঘ্রাদিভির্হতা।
অকুর্বতঃ প্রতীকারং কৃচ্ছ্রার্ধং তস্য পাবনম্ ॥১৫১
শৃণ্বন্ শূন্যেষু পালেষু তথান্যারণ্যগামিষু।
পালে সংভাষয়ত্যুচ্চৈর্হন্যাত্তত্র ন দোষভাক্ ॥১৫২
গর্ভিণী গর্ভশল্যা তু তদ্গর্ভং তু বিশল্যতঃ।
যত্নতো গৌর্বিপদ্যেত তত্র দোষো ন বিদ্যতে ॥১৫৩

একপাদ, কূপে নিপতিত হইলে কৃচ্ছ্র, বাপীতে পতিত হইলে কৃচ্ছ্রার্ধ এবং গোময়-পিণ্ডাঘাতে প্রাজাপত্য আচরণ করিবে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ-চিকিৎসা ও উৎপ্রেক্ষণে কৃচ্ছ্রব্রতাচরণ করিবে। যে নর নিজের বা অন্যের গরুকে পঙ্কে পতিত, পঙ্কলগ্ন বা পঙ্কাবলিপ্ত দেখিয়া উপেক্ষা করিয়া চলিয়া যায়, সে সার্ধ কৃচ্ছ্র-প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুচি হইবে।১৩৮-৪২

একটি গরু যদি বহু ব্যক্তি দ্বারা আবদ্ধ হইয়া খেলা করিতে করিতে মৃত হয়, তাহা হইলে তাহারা সকলে একপাদ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবে—ইহা পরাশর-মুনি বলিয়াছেন।১৪৩

অঙ্গ বলিষ্ঠ নয় এইরূপ গোকে (যন্ত্রণাদায়ক) দৃঢ়-বন্ধনে আবদ্ধ দেখিয়া যাহারা তাহাকে মোচন করিতে সাহায্য করে না, তাহারা ঘাতন ও উৎপ্রেক্ষণ-বিহিত ব্রতাচরণ করিবে। যদি গো ক্রীড়া করিতে করিতে অথবা গর্তাদিতে সম্যগ্‌রূপে নিপতিত হইয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে গো-স্বামী একপাদ প্রায়শ্চিত্ত ও ক্রীড়ারত অবস্থায় মৃত হইলে সেই পাপক্ষয়ের বিহিত প্রায়শ্চিত্ত আচরণ করিবে।১৪৪-৪৫

যাহার গরু রজ্জু-দোষে বদ্ধ অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি শুদ্ধির জন্য যথোক্ত ব্রতের একপাদ ব্রত আচরণ করিবে এবং কিঞ্চিৎ দক্ষিণা দিবে।১৪৬

যে ব্যক্তি গো-পালন না করিয়া দোহন করে অথবা বৃষকে অতিভার দ্রব্য বহন করায় এবং সেই দোষে যদি গরুর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে কৃচ্ছ্রার্ধ ব্রতাচরণ করিবে। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত ও 'পালন করিব' বলিয়া গৃহীত গরুকে যে তৃণ ও জল না দেয়, সে যথোক্ত ব্রতের একপাদ ব্রতাচরণ করিবে।১৪৭-৪৮

যেস্থলে চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার ও ঔষধাদি প্রদানের জন্য বদ্ধ অবস্থায় গো মৃত্যুমুখে পতিত হয়, সেইস্থলে তাহার রক্ষকের কোনও পাপ নাই।১৪৯

বিদ্যুৎপাতাদি, অগ্নিদাহ ও কুণ্ডে পতন ইত্যাদি দ্বারা গো মৃত্যুমুখে পতিত হইলে রক্ষক দোষভাগী হয় না।১৫০

অরণ্যে গোচারণ করিবার সময়ে ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক আক্রান্ত গোকে নিহত হইতে দেখিয়া যদি কেহ তাহার প্রতীকার না করে, তাহা হইলে সে কৃচ্ছ্রার্ধ ব্রত পালন করিলে ঐ পাপ হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত হইয়া পবিত্রতা লাভ করিবে।১৫১

গোকে পালকশূন্য অথবা অন্য অরণ্যগামী হইতে

গর্ভস্থ পাতনে পাদং দ্বৌ পাদৌ গাত্রসম্ভবে।
পাদোনং ব্রতমাচষ্টে হত্বা গর্ভমচেতনম্ ॥১৫৪
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গভূতেন তদ্গর্ভে চেতনান্বিতে।
দ্বিগুণং গোব্রতং কুর্য্যাদেষা গোঘ্নস্য নিষ্কৃতিঃ ॥১৫৫
বন্ত্রাদ্যুত্ত্রাসনে গৌশ্চ গলদামকদোষতঃ।
পাদয়োর্বন্ধনে চৈব পাদোনং ব্রতমাচরেৎ ॥১৫৬
ঘণ্টাভরণদোষেণ গৌশ্চেদ্ বন্ধমবাপ্নুয়াৎ।
চরেদর্ধং ব্রতং তত্র ভূষণার্থঞ্চ যৎকৃতম্ ॥১৫৭
গোবিপত্তি-বধাশঙ্কী কুর্য্যাদ্ যো নৈব নিষ্কৃতিম্।
স তদ্গোরোমতুল্যানি নরকাণ্যাবিশেৎ সমাঃ ॥১৫৮

যঃ স্নাত্বা পাপসন্ভীতো বিপ্রারাধনতৎপরঃ।
তদ্বত্তাং নিষ্কৃতিং কুর্য্যাদ্ গতৈনাঃ সোঽশ্নুতে শুভম্ ॥১৫৯
অন্যৎপ্রাণিবধস্যাথ প্রবক্ষ্যামি বিশোধনম্।
গজাদিবধশুদ্ধ্যর্থং যদ্ব্রতং যা চ দক্ষিণা ॥১৬০
হস্তিনং তুরগং হত্বা বৃষভং খরমেব চ।
বৃষান্যং বা শতগুণং ধনং দদ্যাদ্ যথাক্রমম্ ॥১৬১
ক্ষণাদ্ গোনিক্রয়ং কৃত্বা পরগোবধকৃন্নরঃ।
তস্যাথ নিষ্কৃতিং কুর্য্যাদ্ বধশুদ্ধিমপেক্ষয়া ॥১৬২
হংসং শ্যেনং কপিং গৃধ্রং জল-স্থলশিখণ্ডিনম্।
ভাসঞ্চ হত্বা স্যর্গাবঃ শুদ্ধ্যৈ দেয়াঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৬৩

দেখিয়া তাহার পালককে তৎসম্বন্ধে অবহিত করিবার পর সেই পালক গরুকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্য যদি উচ্চৈঃস্বরে ডাক দেয় এবং তাহাতেও যদি সেই গরু ফিরিয়া না আসে, তারপর কোন কারণে হত হয়, তাহা হইলে সেই পালক দোষভাগী হইবে না।১৫২

গর্ভিণী গো (গর্ভ-নিঃসরণের জন্য) অস্ত্রোপচার-যোগ্যা হইলে তাহার গর্ভে যত্নপূর্বক অস্ত্রোপচার করা সত্ত্বেও যদি গো মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে চিকিৎসক দোষভাগী হয় না।১৫৩

গর্ভিণী-গোর গর্ভপাত ঘটাইলে পাদব্রত, গর্ভস্থ শাবকের শরীর-গঠনের পর তদবস্থায় গর্ভপাত ঘটাইলে পাদদ্বয় ব্রত এবং অচেতন গর্ভ নষ্ট করিলে পাদোন-ব্রত আচরণ করিবে। গো-গর্ভস্থ শাবক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবিশিষ্ট হইয়া চেতনান্বিত হইলে দ্বিগুণ গো-ব্রতাচরণ করিবে—ইহাই গোহত্যার পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায়।১৫৪-৫৫

বস্ত্রাদি দ্বারা গরুর ত্রাস জন্মাইলে অথবা গলরজ্জু দ্বারা দুঃখ জন্মাইলে অথবা পাদদ্বয়ের বন্ধন করিলে পাদোন ব্রতাচরণ করিবে।১৫৬

গরুর গলদেশে অলঙ্কারার্থে ব্যবহৃত ঘন্টাভরণবন্ধন করিবার রজ্জু দ্বারা যদি গরু বন্ধন-দশা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অর্ধকৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ করিবে।১৫৭

গো-বিনাশী ও তদ্‌বিনাশোদ্যমকারী ব্যক্তি যদি শাস্ত্র-বিহিত নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন না করে, তাহা হইলে সেই গরুর যতগুলি লোম আছে, সে ব্যক্তি তত বৎসর নরকে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। গোবধ-জনিতপাপে সম্যগ্‌ভীত হইয়া যে ব্যক্তি স্নানান্তে ব্রাহ্মণ-পূজা করিয়া শাস্ত্রবিহিত নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি পাপমুক্ত হইয়া শুভফল লাভ করে।১৫৮-৫৯

অনন্তর অন্যপ্রাণিগণের বধ-জনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির উপায় বলিব। হস্তী প্রভৃতি প্রাণিগণের বধ-জনিত পাপ হইতে বিশুদ্ধির জন্য যেরূপ ব্রত-পালন করিতে হইবে এবং যেরূপ দক্ষিণা দিতে হইবে, তাহাই এক্ষণে বলা হইতেছে।১৬০

হস্তী, অশ্ব, বৃষ ও গর্দভ হত্যা করিয়া অন্য বৃষ বা শতগুণ ধন যথাক্রমে দান করিবে। পর-গোবধকারী নর ক্ষণকালের মধ্যে গো-ক্রয় করিয়া গো-বধজনিত পাপ হইতে শুদ্ধির জন্য নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন করিবে। হংস, শ্যেন, বানর, গৃধ্র, জলচর ও স্থলচর শিখাবিশিষ্ট পক্ষী ও ভাসপক্ষী বধ করিয়া শুদ্ধির জন্য পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে গো-দান করিবে।১৬১-৬৩

হংস, সারস ও চক্রাহ্ব-পক্ষী এবং ময়ূর, মদ্‌গু, কুক্কুট, আটী, পারাবত, ক্রৌঞ্চ ও শুকপক্ষীকে বধ করিয়া (দিবসে উপবাসী থাকিয়া) রাত্রিতে ভোজন করত শুদ্ধ হইবে।১৬৪

মেষ ও অজ বধ করিয়া প্রত্যেকের বধ-জনিত পাপ হইতে শুদ্ধির জন্য দ্বিজ বৃষ-দান করিবে।

হংস-সারস-চক্রাহ্ব-ময়ূর-মদ্‌গু-কুক্কুটান্‌ ।
আটী পারাবত-ক্রৌঞ্চ-শূকহা নক্তভোজনাৎ ॥১৬৪
মেষাঽজঘ্নো বৃষং দদ্যাৎ প্রত্যেকং শুদ্ধয়ে দ্বিজঃ ।
মনীষিণো বদন্ত্যেনাং প্রাণিনাং বধনিষ্কৃতিম্‌ ॥১৬৫
ক্রৌঞ্চ-সারস-হংসাদি-শিখি-সারস-কুক্কুটান্‌ ।
শুক-টিট্টিভসংঘঘ্নো নক্তাশী বকহা শুচিঃ ॥১৬৬
পারাবত-কপোতঘ্ন-সারি-তিত্তির-চাষহা ।
ত্রিসন্ধ্যান্তর্জলে প্রাণানায়ম্য স্যাচ্ছুচির্দ্বিজঃ ॥১৬৭
কাকং গৃধ্রঞ্চ শ্যেনঞ্চ অন্যং ক্রব্যাদপক্ষিণম্‌ ।
হত্বা স্যাদুপবাসেন শুদ্ধিমাহ পরাশরঃ ॥১৬৮
মার্জার-মূষিকং সর্পং হত্বাঽজগর-ডিণ্ডিভৌ
শর্করাভোজনং দণ্ডমায়সঞ্চ দদন্‌ শুচিঃ ॥১৬৯
মেষঞ্চ শশকং গোধাং হত্বা কূর্মঞ্চ শল্লকম্‌ ।
বার্তাকং গৃঞ্জনং জগ্ধ্বাঽহোরাত্রো-
পোষণাচ্ছুচিঃ ॥১৭০
বৃকঞ্চ জম্বুকং হত্বা তরক্ষর্ক্ষৌ তথা দ্বিজঃ ।
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ শুধ্যেত্তিলপ্রস্থপ্রদানতঃ ॥১৭১
দ্বিজঃ শাখামৃগং হত্বা সিংহং চিত্রকমেব চ ।
কৃত্বা সপ্তোপবাসান্‌ স দদ্যাদ্‌ ব্রাহ্মণভোজনম্‌ ॥১৭২
মহিষোষ্ট্র-গজাঽশ্বানাং হত্বা চান্যতমং দ্বিজঃ ।
ত্রিঃ স্নাত্বা চোপবাসেন শুদ্ধঃ স্যাদ্‌ দ্বিজপূজনাৎ ॥১৭৩
বরাহং যদি বা রোহং হত্বা মৃগমকামতঃ ।
অফালকৃষ্টভোজী সন্‌ নক্তেনৈকেন শুধ্যতি ॥১৭৪
অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি অস্পৃশ্যস্পর্শনাদিষু ।
অভক্ষ্যভক্ষণাদৌ চ নিষ্কৃতিং শ্রোতুমর্হথ ॥১৭৫
উদক্যা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা মাতঙ্গপতিতেন চ ।
চান্দ্রায়ণেন শুধ্যেত দ্বিজানাং ভোজনেন চ ॥১৭৬

প্রাণিগণের বধজনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতির জন্য মনীষিগণ এইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে বলিয়াছেন। ১৬৫

ক্রৌঞ্চ, সারস, হংস প্রভৃতি, ময়ূর, সারস, কুক্কুট, শুক, টিট্টিভসঙ্ঘ ও বকহত্যাকারী দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া রাত্রে ভোজন করত পবিত্র হইবে।১৬৬

পারাবত, কপোত, সারি, তিত্তির ও নীলকণ্ঠ-পক্ষী বধ করিয়া দ্বিজ ত্রিসন্ধ্যা ( প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং ) সেই জলে ( যে জলে বধ করা হইয়াছে ) প্রবেশপূর্বক প্রাণবায়ু সংযত রাখিয়া অর্থাৎ প্রাণায়াম করিয়া পবিত্র হইবে। মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন যে, কাক, গৃধ্র, শ্যেন ও মাংসভোজী অন্যপক্ষী বধ করিয়া একাহ উপবাস করত শুদ্ধিলাভ করিবে।১৬৭-৬৮

মার্জার, মূষিক, সর্প, অজগর ও ডিণ্ডিভ বধ করিয়া শর্করা-ভোজন ও লৌহনির্মিত দণ্ড প্রদান করত শুচি হইবে।১৬৯

মেষ, শশক, গোধা, কূর্ম ও শজারু বধ করিয়া এবং বেগুণ (শ্বেতবেগুণ) ও গাঁজর ভোজন করিয়া অহোরাত্র উপবাস করিলে শুচি হইবে।১৭০

ব্যাঘ্র, শৃগাল, নেকড়ে বাঘ ও ভল্লুক বধ করিয়া দ্বিজ ত্রিরাত্র উপবাস করত একপ্রস্থ তিল প্রদান করিলে শুচি হইবে।১৭১

বানর, সিংহ ও চিতাবাঘ-হত্যাকারী দ্বিজ সপ্তদিবস উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজনীয় দ্রব্য প্রদান করিবে।১৭২

মহিষ, উষ্ট্র, গজ ও অশ্ব ইহাদের যে কোনও একটিকে হত্যা করিয়া দ্বিজ তিনবার স্নান করত উপবাসী হইবে এবং দ্বিজগণকে অর্চনানন্তর শুদ্ধ হইবে।১৭৩

অকামতঃ যদি বরাহ বা মৃগ বধ করে, তাহা হইলে অকর্ষিত ভূমিতে যে সমস্ত শস্য উৎপন্ন হয়, একরাত্র তাহা ভোজন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে।১৭৪

( হে ঋষিগণ ! ) অনন্তর অস্পৃশ্য-স্পর্শন ও অভোজ্য-ভোজনাদি ব্যাপারে নিষ্কৃতির উপায়-সম্বন্ধে অন্য একটি কথা বলিব, তাহা শ্রবণ কর।১৭৫

যদি পতিত চণ্ডাল কর্তৃক রজস্বলা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা হয়, তাহা হইলে সে চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠান করত দ্বিজগণকে ভোজন করাইয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।১৭৬

কাপালিকাদি নারী ও অন্য অগম্যা নারীতে গমন করিয়া বিপ্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করত তদ্দিনে ভোজন করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।১৭৭

কাপালিকাদিকাং নারীং গত্বাহগম্যাং তথা পরাম্।
ভুক্ত্বা বিপ্রস্তদ্দিনং স্যাচ্ছুদ্ধিঃ চন্দ্রব্রতেন তু ॥১৭৭
কামতস্তু দ্বিজঃ কুর্য্যাদুক্তস্ত্রীগমনং যদি।
চন্দ্রব্রতদ্বয়ং শুদ্ধ্যৈ প্রাহ পরাশরো মুনিঃ ॥১৭৮
দুগ্ধং সলবণং সক্তূন্ সদুগ্ধান্নিশি সামিষান্।
দন্তচ্ছিন্নান্ সকৃদ্দন্তান্ পৃথক্ পীতজলানি চ ॥১৭৯
যোহশ্যাদুচ্ছিষ্টমাজ্যং তু পীতশেষং জলং পিবেৎ।
একৈকশো বিশুদ্ধ্যর্থং বিপ্রশ্চন্দ্রব্রতং চরেৎ ॥১৮০
বাসাংসি ধাবতো যত্র পতন্তি জলবিন্দবঃ।
তদপুণ্যং জলস্থানং নরকস্য শিলাস্তিকম্ ॥১৮১
তত্র পীত্বা জলং বিপ্রঃ শ্রান্তস্তৃট্ পরিপীড়িতঃ।
তদেনসো বিশুদ্ধ্যর্থং কুর্য্যাচ্চান্দ্রায়ণং ব্রতম্ ॥১৮২
নটীং শৈলুষিকীং চৈব রজকীং বেণুবাদিনীম্।
গত্বা চান্দ্রায়ণং কুর্য্যাত্তথা চর্মোপজীবিনীম্ ॥১৮৩

গাং নৃপশ্চৈব বৈশ্যঞ্চ শূদ্রং বাপ্যনুলোমজম্।
ক্ষত্রিয়াদিস্ত্রিয়ং গত্বা বিপ্রশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৮৪
ব্রাহ্মণান্নং দদচ্ছূদ্রঃ শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণো দদন্।
দ্বাবপ্যেতাবভোজ্যান্নৌ চরেতাং শশিনো ব্রতম্ ॥১৮৫
বিপ্রেণামন্ত্রিতোহবিপ্রঃ শূদ্রাহূতশ্চ যোহশ্নুতে।
আমন্ত্রয়িতৃ-ভোক্তারৌ শুধ্যেতামৈন্দবেন তু ॥১৮৬
সমানার্ষ্যাঞ্চ যো গচ্ছেন্ মাত্রা সহ সগোত্রজাম্।
মাতুলস্য সুতাং চৈব বিপ্রশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৮৭
পীতশেষং জলং পীত্বা ভুক্তশেষং তথা ঘৃতম্।
অত্ত্বা মূত্র-পুরীষে তু দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৮৮
সূনিহস্তাচ্চ গোমাংসমত্ত্বা মদ্যমকামতঃ।
পীত্বা চন্দ্রব্রতং কুর্য্যাৎ পাবনং শুদ্ধিদং পরম্ ॥১৮৯
সাগ্নিঃ সৎপঞ্চযজ্ঞান্যো ন কুর্বীত দ্বিজাধমঃ।
পরপাকরতো নিত্যমাত্মপাকবিবর্জিতঃ ॥১৯০

---

দ্বিজ যদি কামতঃ পূর্বোক্ত স্ত্রীগমন করে, তাহা হইলে শুদ্ধির জন্য দুইটি চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।১৭৮

সলবণ দুগ্ধ, রাত্রিকালে সদুগ্ধ সামিষ সক্তু ( ছাতু ), দন্তচ্ছিন্ন দ্রব্য, সকৃদ্দন্তস্পৃষ্ট ও উচ্ছিষ্ট ঘৃত ভোজন এবং অপর কর্তৃক পীতাবশিষ্ট জল ও পৃথগ্‌ভাবে জল পান করিয়া এক একটির বিশুদ্ধির জন্য বিপ্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে।১৭৯-৮০

ধাবমান ব্যক্তির পরিহিত বস্ত্রের জলবিন্দু যেস্থানে পতিত হয়, সেইস্থানে যদি অন্য জল থাকে, তাহা হইলে সেই জল অপবিত্র হইবে এবং তাহা নরকের সোপানাবলীসদৃশ বলিয়া জানিবে। তৃষ্ণায় প্রপীড়িত শ্রান্ত বিপ্র সেইস্থান হইতে জলপান করিয়া তৎপাপ হইতে বিশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে।১৮১-৮২

নটী, শৈলূষিকী, রজকী, বেণুবাদিনী ও চর্মোপজীবিনী-স্ত্রীগামী ব্যক্তি চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে। ১৮৩

ক্ষত্রিয়াদিস্ত্রীগামী বিপ্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে। শূদ্র ব্রাহ্মণকে অন্নদান করিয়া এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রকে অন্নদান করিয়া উভয়েই চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে ; কারণ, শূদ্রের অন্ন ব্রাহ্মণের এবং ব্রাহ্মণের অন্নশূদ্রের পক্ষে অভোজ্য। বিপ্র কর্তৃক আমন্ত্রিত শূদ্র এবং শূদ্র কর্তৃক আমন্ত্রিত বিপ্র যদি ভোজন করে, তাহা হইলে আমন্ত্রণকারী ও ভোক্তা উভয়েই চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।১৮৪-৮৬

সমগোত্রা, মাতৃসগোত্রা ও মাতুলকন্যাগামী বিপ্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে। পানাবশিষ্ট জল পান, ভুক্তাবশিষ্ট ঘৃত ভোজন এবং মূত্র ও পুরীষ ভক্ষণ করিয়া দ্বিজ চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে।১৮৭-৮৮

অজ্ঞানতাবশতঃ ঘাতক-হস্ত হইতে গোমাংস ভক্ষণ করিয়া এবং মদ্যপান করিয়া চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে, ইহাই শুদ্ধি ও পবিত্রতা প্রদান করে।১৮৯

যে দ্বিজাধম সাগ্নিক হইয়া পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করে না, স্ব-পাকভোজন বর্জন করিয়া পরপাক-ভোজনে রত হয় এবং অদাতা ও লোভ-পরায়ণ হয়, সে চণ্ডালনামে অভিহিত হয়। এইরূপ ব্যক্তির অন্ন

অদাতা চ সদা লুব্ধঃ শ্বপচঃ পরিকীর্তিতঃ
যো দ্বিজোঽস্যান্নমশ্নাতি স কুর্য্যাদৈন্দবং ব্রতম্ ॥১৯১
গণিকা-গণয়োরন্নং যদন্নং বহুযাজকম্ ।
সীমন্তোন্নয়নে ভুক্ত্বা দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৯২
অজানন্ সম্যগশ্নীয়াৎ পুত্রজন্মনি যো দ্বিজঃ ।
সোঽভক্ষ্যসমমশ্নাতি দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৯৩
মহাপাতকিনামন্নং যোঽদ্যাদজ্ঞানতো দ্বিজঃ ।
অজ্ঞানাত্তপ্তকৃচ্ছ্রং তু জ্ঞানাচ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৯৪
প্রপাত-বিষ-বহ্ন্যম্বু-প্রব্রজ্যোদ্বন্ধনাশকাৎ ।
চ্যুতো হতশ্চ হন্তা চ প্রত্যবাসনিকাঃ স্মৃতাঃ ॥১৯৫
কেচিদেতদ্ বিশুদ্ধ্যর্থমিচ্ছন্তি ব্রতমৈন্দবম্ ।
দক্ষিণাং সবৃষাং গাঞ্চ দদ্যুশ্চ দ্বিজভোজনম্ ॥১৯৬
গৃহদ্বারেঽতিথৌ প্রাপ্তে তস্যাদত্ত্বা সমশ্নুতে ।
অভোজ্যমশনং তচ্চ ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৯৭
সব্যহস্তস্থিতে দর্ভে যো দ্বিজঃ সমুপস্পৃশেৎ ।
অসৃক্পানেন তুল্যঞ্চ পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥১৯৮
ভুক্ত্বা শয্যাগতঃ পীত্বা বিপ্রশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ।
অভক্ষ্যেণ সমং তদ্ বৈ প্রায়শ্চিত্তং সমং ভবেৎ ॥১৯৯
আসনারূঢ়পাদঃ সন্ বস্ত্রস্যার্ধমধঃ কৃতম্ ।
ধরামুখেণ যো ভুঙ্ক্তে দ্বিজশ্চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২০০
উদ্ধৃত্য বামহস্তেন যৎকিঞ্চিৎ পিবতে দ্বিজঃ ।
সুরাপানেন তত্তুল্যং পীত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ ॥২০১
স্পৃষ্টেন তেন সংস্নায়াদ্ যদি তচ্ছৃতমশ্নুতে ।
চরন্ চান্দ্রায়ণং শুদ্ধ্যৈ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি বা দ্বিজঃ ॥২০২
অশ্নীয়াদ্ যেন স্পৃষ্টেন উচ্ছিষ্টং চাশ্নুতে হি সঃ ।
চরেচ্চান্দ্রায়ণং শুদ্ধ্যৈ ত্রীণি কৃচ্ছ্রাণি চ দ্বিজঃ ॥২০৩
চান্দ্রায়ণং নবশ্রাদ্ধে পরাকো মাসিকে মতঃ ।
ন্যূনাব্দে পাদকৃচ্ছ্রং স্যাদেকাহঃ পুনরাব্দিকে ।

যে দ্বিজ ভোজন করে, সে অবশ্যই চান্দ্রায়ণ-ব্রতানুষ্ঠান করিবে ।১৯০-৯১

গণিকা, সঙ্ঘ ও বহুযাজক ইহাদিগের অন্ন ভোজন করিয়া এবং সীমন্তোন্নয়ন-সংস্কারকর্মে ভোজন করিয়া দ্বিজ চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে ।১৯২

পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে যে দ্বিজ সম্যগ্‌রূপে না জানিয়া শাস্ত্রবিহিত আচরণ না করিয়া ভোজন করে, তাহার এই ভোজন অভোজ্য-ভোজনতুল্য বলিয়া সে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে ।১৯৩

দ্বিজ অজ্ঞানতাবশতঃ মহাপাতকীর অন্ন ভোজন করিলে তপ্তকৃচ্ছ্রব্রতাচরণ করিবে আর জ্ঞানতঃ ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে ।১৯৪

উচ্চস্থান হইতে পতন, বিষভক্ষণ, অগ্নি ও জলে পতন, প্রব্রজ্যাগ্রহণ, উদ্বন্ধন ও অনুরাগ-বশতঃ চ্যুত, হত ও হন্তা—এইসকল 'প্রত্যবাসনিক' নামে কথিত। কেহ কেহ ইহার বিশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রত ইচ্ছা করেন। এই ব্রতে বৃষ-সহিত গো দক্ষিণা দিবে এবং দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে ।১৯৫-৯৬

গৃহদ্বারে অতিথি উপস্থিত দেখিয়া যে গৃহস্থ দ্বিজ তাহাকে অন্নদান না করিয়া স্বয়ং ভোজন করে, তাহার সেই ভোজন অভোজ্য-ভোজন হয় বলিয়া সেই পাপ-মুক্তির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে ।১৯৭

দ্বিজ বামহস্তে দর্ভ থাকা অবস্থায় যে জল স্পর্শ করে, তাহা রক্তুতুল্য হয়, সেই জল পান করিয়া দ্বিজ চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে ।১৯৮

শয্যায় বসিয়া ভোজন ও পান করিলে সেই খাদ্য ও পানীয় অভক্ষ্যতুল্য হয় বলিয়া বিপ্র চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে, তাহাই প্রায়শ্চিত্ততুল্য ।১৯৯

যে দ্বিজ আসনে পাদস্থাপন করিয়া অধোদিকে বস্ত্রার্ধ মুক্ত করত ভূম্যভিমুখ হইয়া ভোজন করে, সেই দ্বিজ চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ করিবে ।২০০

বামহস্তে উত্তোলন করিয়া যাহা কিছু পান করা হয় তাহাই সুরাপানতুল্য হয় ; দ্বিজ সেইরূপভাবে পান করিয়া চান্দ্রায়ণ ব্রতাচরণ করিবে ।২০১

সুরাতুল্য সেই দ্রব্য স্পর্শ করিলে বিশেষভাবে স্নান করিবে। সুরাতুল্য সেই দ্রব্য দ্বারা পাক করিয়া ভোজন করিলে শুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রত ও কৃচ্ছ্রত্রয় আচরণ করিবে ।২০২

স্নানমন্যেষু কুর্বীত প্রাণায়ামং জপং তথা ॥২০৪
যঃ স্বৈরিণীনাঞ্চ পুনর্ভূবাঞ্চ
যঃ কামাচারি-দ্বিজযোষিতাঞ্চ।
রেতোধৃতাং পাকমনায় দদ্যাদ্
বিপ্রঃ স চন্দ্রব্রতকৃচ্ছ্রচিঃ স্যাৎ ॥২০৫
বেশ্মন্যজ্ঞাতচাণ্ডালে দ্বিজাতের্যদা তিষ্ঠতি।
ব্রহ্মকূর্চং চরেন্মাসং ত্রিঃ স্নায়ী নিয়তেন্দ্রিয়ঃ ॥
স্নেহাংশ্চ ঘৃততৈলাদীন্ বস্ত্রাণি চাসনানি চ।
বহিঃ কৃত্বা দহেদ্ গেহং সংশুদ্ধো ভোজয়েদ্
দ্বিজান্ ॥২০৭
গোবিংশতিং বৃষঃ চৈকং তেভ্যো দদ্যাচ্চ দক্ষিণাম্।
ইমঞ্চ নিষ্ক্রয়ং ক্রয়ুঃ কোঽপি চান্দ্রায়ণত্রয়ম্ ॥২০৮
অল্পপাপস্য শুদ্ধ্যর্থং চরেৎ সান্তপনং ব্রতম্।
ইমঞ্চ নিষ্ক্রয়ং দদ্যাদিত্যেকে মুনয়ো বিদুঃ ॥২০৯

মহাপাতক শুদ্ধ্যর্থং সর্বা নিষ্কৃতয়ো নরৈঃ।
নৃপ-গ্রামেশবিদিতৈঃ কুর্বাণৈঃ শুদ্ধিরাপ্যতে ২১০
সুরা-মূত্র-পুরীষাণাং লীঢ্বা ত্বেকমকামতঃ।
পুনঃ সংস্কারকরণাচ্ছুধ্যেদাহ পরাশরঃ ॥২১১
অভক্ষ্যভক্ষণো বিপ্রস্তথৈবাপেয়পানকৃৎ।
ব্রতমন্যৎ প্রকুর্বীত বদন্ত্যন্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥২১২
কুশাহব্জা-হশ্বত্থ-পালাশ-বিল্বোহডুম্বরবারিণা।
পীতেন জায়তে শুদ্ধিঃ ষড়াত্রেণ ন সংশয় ॥২১৩
দ্রোণ্যম্বুশীর-কুম্ভাম্ভঃ-শ্বস্পৃষ্টং কেশবারি চ।
পীত্বারণ্যে প্রপাতোঽয়ং পঞ্চগব্যং পিবচ্ছুচিঃ ॥২১৪
ভাণ্ডস্থিতমভোজ্যান্নং পয়ো-দধি-ঘৃতং পিবন্।
দ্বিজাতেরুপবাসঃ স্যাচ্ছূদ্রো দানেন শুধ্যতি ॥২১৫
ততোয়পীতজীর্ণাঙ্গঃ তপ্তকৃচ্ছ্রং চরেদ্ দ্বিজঃ।
বান্তে তু তজ্জলে সদ্যঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ ॥২১৬

যে ব্যক্তি পূর্বোক্তরূপে স্পৃষ্ট দ্রব্যের সহিত ভোজন করে, সে উচ্ছিষ্টভোজন করিল; শুদ্ধির জন্য সে চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণ ও কৃচ্ছ্র ত্রয় করিবে।২০৩

নবশ্রাদ্ধে চান্দ্রায়ণ, মাসিকে পরাকব্রত, বর্ষন্যূনে হইলে পাদকৃচ্ছ্র, এবং পূর্ণবর্ষে একাহ-ব্রত করিবে। পূর্বোক্ত স্থলভিন্ন অন্যস্থলে স্নান, প্রাণায়াম ও জপ করিবে। রেতোধারিণী, ব্যভিচারিণী, দ্বিতীয়বার বিবাহিতা স্ত্রী এবং কামচারিণী দ্বিজস্ত্রীদিগের পাক যে ব্যক্তি প্রদান করে, সে চান্দ্রায়ণব্রতাচরণ করিয়া পবিত্র হইবে।২০৫

দ্বিজাতির গৃহে যদি কোন চণ্ডাল অজ্ঞাতভাবে অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই দ্বিজ তিনবেলা স্নান করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্বক ব্রহ্মকূর্চ্চ-ব্রতাচরণ করিবে।২০৬

ঘৃত এবং তৈলাদি স্নেহপদার্থ এবং বস্ত্র ও আসন প্রভৃতি দ্রব্যসামগ্রী গৃহ হইতে বাহির করিয়া গৃহ দগ্ধ করিবে। গৃহ পরিশুদ্ধ হইলে তথায় দ্বিজগণকে ভোজন করাইবে।২০৭

বিংশতিসংখ্যক গো ও একটি বৃষ তাঁহাদিগকে দক্ষিণা দিবে। কেহ কেহ বলেন—এই চান্দ্রায়ণত্রয়ে মূল্য দিবে। অল্প পাপ হইতে বিশুদ্ধির জন্য সান্তপন ব্রতাচরণ করিবে। কোন কোনও মুনি বলেন—এই সান্তপন-ব্রতে মূল্য দিবে।২০৮-৯

মহাপাতক হইতে শুদ্ধির জন্য রাজা ও গ্রামাধিপতি প্রভৃতির জ্ঞাতসারে সর্বপ্রকার নিষ্কৃতির উপায় অবলম্বন করিলে তবে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।২১০

সুরা, মূত্র ও পুরীষ ইহাদের যে কোনও একটি অনিচ্ছাবশতঃও লেহন করিলে পুনরায় সংস্কার-কর্মানুষ্ঠান করিয়া তবে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।২১১

অভক্ষ্যভক্ষণ ও অপেয় পান করিয়া দ্বিজ অন্য প্রকার ব্রতাচরণ করিবে—ইহা অন্যান্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ বলেন। কুশ, পদ্ম, অশ্বত্থ, পলাশ, বিল্ব ও উডুম্বর-পল্লব সংযুক্ত জল ছয়রাত্র পান করিলে শুদ্ধিলাভ করিবে—এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।২১২-১৩

দ্রোণীনামক পাত্রের জল, বেণার মূলযুক্ত কুম্ভের জল, কুকুরস্পৃষ্ট জল, কেশযুক্ত জল ও অরণ্যে উচ্চস্থান হইতে পতিত জল পান করিলে পঞ্চগব্য পান করিয়া পবিত্র হইবে। ভাণ্ডস্থিত অভোজ্য অন্ন, দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত পান করিয়া দ্বিজাতি উপবাস করত এবং শূদ্র দান করত শুদ্ধিলাভ করিবে।২১৪-১৫

রজকাদ্যম্বুপানেন প্রাজাপত্যং বুধৈঃ স্মৃতম্ ।
বান্তে জলে তদর্ধং তু শূদ্রঃ স্যাৎ পাদকৃচ্ছ্রকৃৎ ॥২১৭
চাণ্ডালকূপপানেন মহদেনঃ প্রজায়তে ।
গোমূত্র-যাবকহারাঃ শুধ্যেয়ুর্দিবসৈস্ত্রিভিঃ ॥২১৮
ঘৃতং দধি তথা দুগ্ধং গোষ্ঠে বাহশৌচ-সূতকে ।
অভিচারস্য তদ্ভুক্ত্বা ভুক্ত্বা বা শূদ্রভোজনম্ ॥২১৯
দ্রুপদাং বা দ্বিজো জপ্ত্বা মানস্তোকমথাপি বা ।
ক্ষুধাতিপীড়িতঃ পশ্চাদিতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২২০
সূতকান্নং দ্বিজো ভুক্ত্বা ত্রিরাত্রোপোষণাচ্ছুচিঃ ।
তোয়পানে ত্বসৌ কুর্য্যাৎ পঞ্চগব্যস্য চাশনম্ ॥২২১
দ্রোণাঢ়কং তদর্ধং বা প্রস্থং প্রস্থার্ধমেব বা ।
ঘৃতমুচ্ছিষ্টসংস্পৃষ্টং প্রোক্ষণাচ্ছুচিতামিয়াৎ ॥২২২
চরু পক্বং শৃতং পক্বম্ অন্নং কাকাদ্যুপাহতম্ ।
তদ্গ্রাসস্থানসন্ত্যাগাৎ পূতং
হেমাম্বুসিঞ্চনাৎ ॥২২৩
কেচিদ্ বদন্তি তজ্জ্ঞাস্তু তস্যাগ্নিনাবচূড়নম্ ।
কেচিৎ প্রণবযুক্তেন বারিণা প্রোক্ষণং বিদুঃ ॥২২৪
কেশ-কীটকসংদুষ্টমন্নং মক্ষিকয়াপি চ ।
মৃদ্ভস্মবারিণা তত্র ক্ষেপ্তব্যং শুদ্ধিকারণম্ ॥২২৫
উদক্যা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা ক্ষত্রিণ্যাপি হ্যুদক্যয়া ।
অর্ধকৃচ্ছ্রং চরেৎ পূর্বা তদর্ধমপরা চরেৎ ॥২২৬
প্রাজাপত্যং বিশঃ পত্ন্যা বিট্পত্নী পাদমাচরেৎ ।
শূদ্রা স্পৃষ্টা চরেৎ কৃচ্ছ্রং শূদ্রী দানেন শুধ্যতি ॥২২৭
ব্রাহ্মণ্যা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা বোদক্যোদক্যয়া চ তে ।
চরেতাং পাদকৃচ্ছ্রে দ্বে কৃতে স্নানে বিশুধ্যতি ॥২২৮
ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়াং স্পৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণী-ব্রতমাচরেৎ ।
অপরা ক্ষত্রিয়ায়াস্তু বক্তব্যমেবমন্যয়োঃ ॥২২৯

সেই পীতজল জীর্ণ হইলে দ্বিজ তপ্তকৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণ করিবে, আর সেই জল সদ্যঃ বমন করিলে প্রাজাপত্য-ব্রতাচরণ করিবে। বুধগণ বলিয়াছেন যে, রজক প্রভৃতির জল পান করিলে দ্বিজ প্রাজাপত্য-ব্রতাচরণ করিবে, কিন্তু সেই জল বমন করিয়া ফেলিলে অর্ধপ্রাজাপত্য করিবে ; আর শূদ্র পাদকৃচ্ছ্র করিবে।২১৬-১৭

চাণ্ডালের কূপস্থ জল পান করিলে মহাপাপ জন্মে। সেই পাপ হইতে মুক্তির জন্য তিনদিন গোমূত্র ও যাবক (যবের পালো) আহার করিয়া শুদ্ধিলাভ করিবে।২১৮

ক্ষুধা-পীড়িত দ্বিজ গোষ্ঠে, মৃতকে (মৃতাশৌচে) এবং সূতকে (জননাশৌচে) অভিচার-ক্রিয়ার ঘৃত, দধি ও দুগ্ধ ভোজন করিয়া অথবা শূদ্রস্বামিক দ্রব্য ভোজন করিয়া "দ্রুপদাং" কিংবা "মানস্তোকং" মন্ত্র জপ করিলে পবিত্র হইবে।২১৯-২২০

দ্বিজ জননাশৌচীর অন্ন ভোজন করিয়া ত্রিরাত্র উপবাস করত পবিত্র হইবে আর জননাশৌচীর জল পান করিলে পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া পবিত্র হইবে।২২১

দ্রোণাঢ়ক ( পরিমাণবিশেষ ) বা তাহার অর্ধ প্রস্থ বা প্রস্থার্ধ-পরিমিত ঘৃত উচ্ছিষ্ট-সংস্পৃষ্ট হইলে প্রোক্ষণ করিলেই শুদ্ধ হইবে।২২২

পক্ব চরু, ঘৃতপক্বান্ন এবং কাকাদি দ্বারা বিনষ্ট দ্রব্য হইতে মুখস্পৃষ্ট স্থান ফেলিয়া দিয়া তাহাতে স্বর্ণযুক্ত জল সিঞ্চন করিলে পবিত্র হয়।২২৩

তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন— অগ্নিদ্বারা তাহা পরিশোধন করিবে। কেহ কেহ বলেন —প্রণব উচ্চারণপূর্বক জলদ্বারা প্রোক্ষণ করিলে পরিশুদ্ধ হইবে।২২৪

কেশ, কীট ও মক্ষিকা দ্বারা দূষিত অন্নের শুদ্ধির জন্য তাহাতে মৃত্তিকা ও ভস্মযুক্ত বারি ক্ষেপণ করিবে।২২৫

রজস্বলা-ক্ষত্রিয়-পত্নী কর্তৃক স্পৃষ্টা রজস্বলা-ব্রাহ্মণী অর্ধকৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণ করিবে আর ক্ষত্রিয়-পত্নী তদর্ধ ব্রতাচরণ করিবে। রজস্বলা-ব্রাহ্মণী রজস্বলা-বৈশ্যপত্নীকে স্পর্শ করিলে প্রাজাপত্য করিবে আর বৈশ্যপত্নী পাদ-প্রাজাপত্য করিবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী রজস্বলা-শূদ্রাকে স্পর্শ করিলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে, আর শূদ্রা দান করিয়া শুদ্ধা হইবে।২২৬-২৭

রজস্বলা-ব্রাহ্মণী রজস্বলা-ব্রাহ্মণীকে স্পর্শ করিলে তাহারা দুইজনেই পাদকৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণানন্তর স্নান করিয়া শুদ্ধা হইবে।২২৮

অপরা ব্রাহ্মণী রজস্বলা-ক্ষত্রিয়াকে স্পর্শ করিয়া

রজস্বলা তু সংস্পৃষ্টা শ্ব-বিট্-শূদ্রৈশ্চ বায়সৈঃ।
স্নানং যাবন্নিরাহারং পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি ॥২৩০
উদক্যা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা মেদ-মাতঙ্গ-ভিল্লকৈঃ।
গোমূত্র-যাবকাহারা ষড়্রাত্রেণ চ শুধ্যতি ॥২৩১
উচ্ছিষ্টো ব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্ট্বা দ্বিজাতিস্ত্রীং রজস্বলাম্।
প্রাজাপত্যেন সংশুধ্যেচ্চীর্ণকৃচ্ছ্রেণ বা পুনঃ ॥২৩২
বদন্তি কবয়ঃ কেচিদেতদ্দোষবিশুদ্ধয়ে।
প্রাণায়ামশতং চাস্য পঞ্চগব্যস্য ভক্ষণাৎ ॥২৩৩
উচ্ছিষ্টো ব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্টো ব্রাহ্মণ্যুদক্যয়া চরেৎ।
প্রাজাপত্যঞ্চ গায়ত্রীময়ুতং নিয়তঃ সকৃৎ ॥২৩৪
ক্ষত্রিণ্যাদিভিরুচ্ছিষ্টৈঃ সংস্পৃষ্টো ব্রতমাচরেৎ।
অনুচ্ছিষ্টস্তু তৎস্পর্শে স্নানকর্ম যতঃ স্মৃতম্ ॥২৩৫
রজকাদিকসংস্পর্শে দ্বিজন্মোদক্যযোষিতঃ।
প্রাজাপত্যং চরেদ্ বিপ্রা অন্যাশ্চরেয়ুরংশতঃ ॥২৩৬
উদক্যাং ব্রাহ্মণীং গত্বা ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য এব চ।
ত্রিরাত্রোপোষিতঃ প্রাশ্য গব্যমাজ্যং শুচির্ভবেৎ ॥২৩৭
ক্ষত্রিণীং চৈব বৈশ্যাঞ্চ জানন্ গত্বা তু কামতঃ।
চরেৎ সান্তপনং বিপ্রস্তৎপাপস্য বিমোক্ষকৃৎ ॥২৩৮
বৈশ্যাঞ্চ ক্ষত্রিয়ো গত্বা বৈশ্যশ্চ শূদ্রিণীং তথা।
প্রাজাপত্যং চরেতাং তাবিতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২৩৯
উচ্ছিষ্টা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা শুনা বা বৃষলেন বা।
অশুদ্ধা বা ভবেত্তাবদ্ যাবন্ন স্যাদুপোষণম্।
শুদ্ধা ভবতি সা তাবদ্ যাবৎ পশ্যতি শীতগুম্ ॥২৪০
বিপ্রোঽস্য স্বজনীং বেশ্যাং মহিষ্যুষ্ট্রীমজাং খরীম্।
প্রাজাপত্যং চরেদ্ গত্বা হ্যেকৈকস্য বিশুদ্ধয়ে ॥২৪১
শূদ্রীং তু ব্রাহ্মণো গত্বা মাসং মাসার্ধমেব বা।
গোমূত্র-যাবকাহারো মাসার্ধেন বিশুধ্যতি ॥২৪২
নৃপোঽস্য স্বজনীং গত্বা প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ।

ব্রাহ্মণী-করণীয় ব্রতাচরণ করিবে। ক্ষত্রিয়া, বৈশ্যা ও শূদ্রা-সম্বন্ধে পূর্বোক্তরূপ আচরণ জানিবে।২২৯

রজস্বলা-স্ত্রী কুকুর, বৈশ্য, শূদ্র ও বায়স (কাক) কর্তৃক স্পৃষ্টা হইয়া স্নান করা পর্য্যন্ত নিরাহারে থাকিয়া পঞ্চগব্য ভক্ষণ করত শুদ্ধা হইবে।২৩০

মেদ, চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছজাতি-স্পৃষ্টা রজস্বলা-ব্রাহ্মণী ছয়রাত্র গোমূত্র ও যাবক ভোজন করিয়া বিশুদ্ধা হইবে।২৩১

উচ্ছিষ্টযুক্ত ব্রাহ্মণ রজস্বলা-দ্বিজাতি-স্ত্রীকে স্পর্শ করিয়া প্রাজাপত্য বা চীর্ণকৃচ্ছ-ব্রতাচরণ করত শুদ্ধ হইবে। কোন কোনও বিদ্বান্ বলেন যে, পূর্বোক্ত দোষ হইতে শুদ্ধিলাভের জন্য শতবার প্রাণায়াম ও পঞ্চগব্য ভক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। রজস্বলা-ব্রাহ্মণী কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া উচ্ছিষ্ট ব্রাহ্মণ একটি প্রাজাপত্য-ব্রতের আচরণ ও সংযতচিত্তে অযুত গায়ত্রী জপ করিবে। ব্রাহ্মণ উচ্ছিষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়রমণী প্রভৃতি স্পর্শ করিয়া যথোক্ত ব্রতাচরণ করিবে, আর অনুচ্ছিষ্ট হইয়া স্পর্শ করিলে স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।২৩২-৩৫

রজস্বলা-দ্বিজাতিস্ত্রীগণ রজককে স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণী প্রাজাপত্য এবং ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যা আংশিক প্রাজাপত্য করিবে।২৩৬

ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রজস্বলা-ব্রাহ্মণীতে উপগত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করত গব্যঘৃত ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে। বিপ্র জানিয়া শুনিয়াও যদি ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা-স্ত্রীতে ইচ্ছাপূর্বক উপগত হয়, তাহা হইলে সে তৎপাপ হইতে মুক্তির উপায়স্বরূপ সান্তপন-ব্রতাচরণ করিবে।২৩৭-৩৮

ক্ষত্রিয় বৈশ্যা স্ত্রীগমন এবং বৈশ্য শূদ্রা স্ত্রীগমন করিলে উভয়েই প্রাজাপত্য ব্রতাচরণ করিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।২৩৯

উচ্ছিষ্ট-ব্রাহ্মণী কুকুর বা শূদ্র কর্তৃক স্পৃষ্টা হইয়া যে পর্য্যন্ত উপবাস না করে, সে পর্য্যন্ত সে অশুদ্ধা থাকিবে; যখন চন্দ্র দর্শন করিবে, তখন শুদ্ধা হইবে।২৪০

বিপ্র তাহার সখী এবং বেশ্যা, মহিষী, উষ্ট্রী, অজা ও স্বেচ্ছাচারিণী-স্ত্রীগমন করিয়া বিশুদ্ধির জন্য প্রত্যেক স্থলে একটি করিয়া প্রাজাপত্য করিবে।২৪১

ব্রাহ্মণ একমাস বা মাসার্ধকাল যাবৎ শূদ্রীগমন

বৈশ্যপত্নীমসৌ গত্বা কৃত্বা সান্তপনং শুচিঃ ॥২৪৩
শূদ্রীং তু ক্ষত্রিয়ো গত্বা গোমূত্র-যাবকাশনঃ।
দশভির্দিবসৈঃ শুধ্যেদ্ বৈশ্যঃ সোঽপ্যেবমেব হি ॥২৪৪
উত্তমাগমনেঽনার্য্যাঃ সর্বে তে স্যুঃ করাগ্নিনা।
মহাপথঞ্চ সংব্রাজ্যাঃ খরযানেন যোষিতঃ ॥২৪৫
চাণ্ডালীমেব ভিল্লানামভিগম্য সকৃৎ স্ত্রিয়ম্।
চাণ্ডাল-মেদ-ভিল্লানামভিগম্য স্ত্রিয়ং নরঃ।
শুদ্ধ্যৈ পয়োব্রতং কুর্য্যান্মাসার্ধমঘমর্ষণম্ ॥২৪৬
পতিতাঞ্চ দ্বিজাগ্র্যস্ত্রীং প্রাজাপত্যং চরেদ্ দ্বিজঃ।
তৈলিকস্য স্ত্রিয়ং গত্বা তথা মদ্যকৃতঃ স্ত্রিয়ম্ ॥২৪৭
অজ্ঞানাভিগতৌ স্ত্রীণাং পুংসামনুলোমজস্য চ।
ইমাং নিষ্কৃতিমিচ্ছন্তি ঘৃতযোনিঞ্চ কেচন ॥২৪৮
পিতৃব্য-ভ্রাতৃজায়াঞ্চ মাতৃস্বসারমেব চ।
ভগিনীং চৈব ধাত্রীঞ্চ গত্বা কৃচ্ছ্রং সমাচরেৎ ॥২৪৯
ষণ্মাসান্ কেচিদিচ্ছন্তি সংগম্যৈতদ্‌বিশুদ্ধয়ে।
কৃচ্ছ্রং ধর্মবিদো বিপ্রাঃ শুদ্ধিং তত্ত্বার্থবেদিনঃ ॥২৫০
গুরুপত্নীং দ্বিজো গত্বা মাতৃ-স্বসৃ-দুহিতৃষু।
ক্ষিপেচ্ছুধ্যর্থমাত্মানং সুসমিদ্ধে হুতাশনে ॥২৫১
উপাধ্যায়-নৃপাচার্য-শিষ্যযোষিদ্‌গামী নরঃ।
ষণ্মাসান্ কৃচ্ছ্রচরণাচ্ছুদ্ধিমাহ পরাশরঃ ॥২৫২
কৃতচাণ্ডালসংস্পর্শঃ শকৃন্মূত্রকরো দ্বিজঃ।
ষড্রাত্রোপোষণাচ্ছুধ্যেদ্ ভুক্ত্বাচান্তো
নবদ্যুভিঃ ॥২৫৩
ঊর্ধ্বোচ্ছিষ্টস্য সংশুদ্ধ্যৈ কেচিৎ প্রাজাপতিব্রতম্।
বরাকং পঞ্চগব্যঞ্চ কেচিদাহুর্মনীষিণঃ ॥২৫৪
উচ্ছিষ্টো ব্রাহ্মণঃ স্পৃষ্ট উচ্ছিষ্টেন দ্বিজেন তু।
আচম্যৈব তু শুধ্যেতাং বিষ্ণুনামানুকীর্তনাৎ ॥২৫৫

করিয়া মাসার্ধকাল যাবৎ গোমূত্র ও যাবক আহার করত বিশুদ্ধ হইবে।২৪২

ক্ষত্রিয় তাহার সখীগমন করিয়া প্রাজাপত্য-ব্রতাচরণ করিবে এবং বৈশ্যপত্নীগমন করিয়া সান্তপন-ব্রতানুষ্ঠান করত পবিত্র হইবে।২৪৩

ক্ষত্রিয় শূদ্রীগমন করিয়া দশদিন গোমূত্র ও যাবক ভোজন করিয়া শুদ্ধ হইবে এবং বৈশ্যও শূদ্রীগমন করিয়া এই প্রকারে শুদ্ধ হইবে।২৪৪

অনার্য্যগণ উত্তমা নারীতে উপগত হইলে তাহাদিগকে অগ্নিহস্তে রাজপথে বিচরণ করাইবে এবং নারীগণকে গর্দভযানে আরোহণ করাইয়া রাজপথে বিচরণ করাইবে।২৪৫

চাণ্ডালী ও ম্লেচ্ছ-জাতীয়া স্ত্রীতে একবার অভিগমন করিয়া শুদ্ধির জন্য পয়োব্রত ও মাসার্ধকাল অঘমর্ষণ করিবে।২৪৬

দ্বিজ পতিতা, দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের স্ত্রী, তৈলিক-স্ত্রী ও মদ্যপ্রস্তুতকারীর স্ত্রীতে অভিগমন করিয়া প্রাজাপত্য-ব্রতাচরণ করিবে।২৪৭

অজ্ঞানতাবশতঃ অভিগত হইলে স্ত্রী, পুরুষ এবং অনুলোমজগণের নিষ্কৃতির জন্য ঘৃতযোনি করিবে—ইহা কেহ কেহ ইচ্ছা করেন।২৪৮

পিতৃব্যপত্নী, ভ্রাতৃপত্নী, মাতৃভগিনী (মাসী), ভগিনী ও ধাত্রীগামী ব্যক্তি কৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণ করিবে। পূর্বোক্ত স্ত্রীগণে অভিগত হইয়া বিশুদ্ধির জন্য ছয়মাস যাবৎ কৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণ করিবে, ধর্মতত্ত্বার্থবিদ্ বিপ্রগণের মধ্যে কেহ কেহ এইরূপ ইচ্ছা করেন।২৪৯-৫০

গুরুপত্নী, মাতা, ভগিনী ও কন্যাগামী দ্বিজ আত্মশুদ্ধির জন্য সুপ্রজ্বালিত অগ্নিতে স্বীয় শরীর নিঃক্ষেপ করিবে। উপাধ্যায়, নৃপ, আচার্য্য ও শিষ্যপত্নীগামী নর ছয়-মাস যাবৎ কৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণ করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।২৫১-৫২

চাণ্ডালসংস্পর্শকারী এবং হস্তে মলমূত্রধারী (মলমূত্র-ত্যাগান্তে বিহিত-শৌচক্রিয়াহীন) দ্বিজ ছয়রাত্র উপবাস করিয়া ভোজনান্তে নবোদিত সূর্য্যকিরণে আচান্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইবে। কেহ কেহ বলেন—এতদূর্ধ্ব অর্থাৎ পূর্বোক্ত ব্যতীত অন্যত্র উচ্ছিষ্ট-বিষয়ে শুদ্ধির জন্য প্রাজাপত্য করিবে; কোন কোনও মনীষী বলেন—বরাক উৎসর্গ করিবে এবং পঞ্চগব্য পান করিবে।২৫৩-৫৪

ক্ষত্রিয়েণ তু সংস্পৃষ্টো ব্রাহ্মণো নক্তভোজনাৎ।
বৈশ্যেন চৈব সংস্পৃষ্টো নক্তাশী পঞ্চগব্যপঃ ॥২৫৬
শূদ্রেণ তু চ সংস্পৃষ্ট একরাত্রোপবাসকৃৎ।
উচ্ছিষ্টঃ শূদ্রসংস্পৃষ্টঃ শুনা বাপি দ্বিজোত্তমঃ।
উপোষ্য পঞ্চগব্যেন শুদ্ধিঃ স্যাদপরে বিদুঃ ॥২৫৮
অনুচ্ছিষ্টোঽপি যৎস্পর্শাৎ স্নাতি বর্ণী বিশুদ্ধয়ে।
উচ্ছিষ্টস্তস্য সংস্পর্শে চরেৎ প্রাজাপতিব্রতম্ ॥২৫৯
রজকাদ্যন্ত্যজৈঃ স্পৃষ্টঃ শুধ্যেত্তস্যার্ধমাচরন্।
উদক্যা ব্রাহ্মণী কৃচ্ছ্রাৎ প্রাজাপত্যাদথাপরে ॥২৬০
উদক্যা ব্রাহ্মণী স্পৃষ্টা শুনা বা বৃষলেন বা।
তাবত্তিষ্ঠেন্নিরাহারা স্নাত্বা কালেন শুধ্যতি ॥২৬১

উদক্যা-সূতিকা-ম্লেচ্ছসংস্পর্শেঽস্তমিতে রবৌ।
দিবাহৃতাম্বুনা স্নাত্বা শুধ্যেদ্ বিপ্রাগ্নিসন্নিধৌ ॥২৬২
বদন্ত্যপাং পবিত্রত্বং দিবা সূর্য্যাংশু-মারুতৈঃ।
চন্দয়িত্বা পবিত্রত্বং মন্দার্করশ্মি-বায়ুভিঃ ॥
মুনয়ো ধর্মবেত্তারো রাত্রৌ চন্দ্রাংশু-রশ্মিভিঃ ॥২৬৩
সকৃচ্ছ ব্রাহ্মণঃ প্রাশ্য ষড়হং পঞ্চগব্যকম্।
হেম্নো দদ্যাচ্চ ষণ্মাষান্ দত্ত্বা গাঞ্চ বিশুধ্যতি ॥২৬৪
পঞ্চাহেন নৃপঃ শুধ্যেৎ পঞ্চ মাষান্ দদচ্চ গাঃ।
চতুর্ভির্দিবসৈর্বৈশ্যশ্চতুর্মাষান্ গবা সহ ॥২৬৫
ত্র্যহেণ তু চতুর্থস্তু দদন্মাষত্রয়ঞ্চ গাম্।
সকৃৎ স্পার্শাত্তুবেচ্ছুদ্ধ এতদাহ পরাশরঃ ॥২৬৬

উচ্ছিষ্ট-ব্রাহ্মণ কর্তৃক উচ্ছিষ্ট-ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হইয়া আচমনানন্তর বিষ্ণুনাম কীর্তন করত উভয়ে শুদ্ধ হইবে।২৫৫

উচ্ছিষ্ট-ক্ষত্রিয় কর্তৃক উচ্ছিষ্ঠ ব্রাহ্মণ স্পৃষ্ট হইলে (দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া) রাত্রে ভোজন করিলে শুদ্ধ হইবে। (সেইরূপ) বৈশ্য কর্তৃক স্পৃষ্ট ব্রাহ্মণ দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া রাত্রিতে ভোজন ও পঞ্চগব্য পান করিবে।২৫৬

শূদ্রকর্তৃক স্পৃষ্ট ব্রাহ্মণ একরাত্র উপবাস করিবে। এইরূপ অবস্থায় পুনরায় উচ্ছিষ্ট স্পৃষ্ট হইলে পূর্বোক্ত বিধির দ্বিগুণ করিবে।২৫৭

কেহ কেহ বলেন,—দ্বিজোত্তম শূদ্রসংস্পৃষ্ট উচ্ছিন্ট বা কুকুর-সংস্পৃষ্ট উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করিয়া শুদ্ধির জন্য উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করিবে।২৫৮

উচ্ছিষ্ট না হইলেও যাহা স্পর্শ করিলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ স্নান করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, সেই দ্রব্যের সহিত উচ্ছিষ্ট স্পর্শ হইলে প্রাজাপত্য-ব্রতাচরণ করিবে।২৫৯

রজকাদি অন্ত্যজ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া শুদ্ধির জন্য অর্ধ প্রাজাপত্য করিবে। রজস্বলা ব্রাহ্মণী রজকাদি কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলে কৃচ্ছ্রব্রত ও প্রাজাপত্য করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে—ইহা কেহ কেহ বলেন।২৬০

রজস্বলা ব্রাহ্মণী শূদ্র বা কুকুর কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া স্পর্শ-সময় হইতে নিরাহারে থাকিয়া যথাকালে স্নান করিয়া শুদ্ধা হইবে।২৬১

রজস্বলা এবং সূতিকা-স্ত্রী ম্লেচ্ছ-সংস্পৃষ্টা হইয়া সূর্য্যাস্তে বিপ্র ও অগ্নি-সন্নিধানে যে জল দিবাভাগে আহৃত হইয়াছে, সেই জলদ্বারা স্নান করিয়া শুদ্ধা হইবে।২৬২

ধর্মজ্ঞ মুনিগণ বলেন যে, দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ ও বায়ু দ্বারা জলের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়, মন্দীভূত সূর্য্যকিরণ ও বায়ু আহ্লাদ জন্মাইয়া জলের পবিত্রতা সম্পাদন করে এবং রাত্রিভাগে চন্দ্রকিরণ ও বায়ু দ্বারা জলের পবিত্রতা সম্পাদিত হয়।২৬৩

ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ-সংস্পৃষ্ট হইয়া ছয়দিন যাবৎ একবার করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করিয়া ছয়মাষা-পরিমিত স্বর্ণ এবং গো দান করত শুদ্ধ হইবে।২৬৪

এইরূপ ক্ষত্রিয় পঞ্চমাষা-পরিমিত স্বর্ণ এবং গো দান করিয়া পাঁচদিনে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। বৈশ্য গো-সহিত চারিমাষা-পরিমিত স্বর্ণ দান করিয়া চারদিনে শুদ্ধি-প্রাপ্ত হইবে।২৬৫

চতুর্থবর্ণ অর্থাৎ শূদ্র তিনমাষা-পরিমিত স্বর্ণ এবং গো দান করিয়া একবার স্পর্শ হইতে শুদ্ধিলাভ করিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।২৬৬

ইচ্ছা বা অনিচ্ছাপূর্বক বিপ্রের রক্তপাত করিয়া অষ্টসহস্র গায়ত্রী জপ করত শুচি হইবে।২৬৭

রক্তং নিঃসার্য্য বিপ্রস্য কামতোঽকামতোঽপি বা।
গায়ত্র্যষ্টসহস্রেণ জপ্তেন তু ভবেচ্ছুচিঃ ॥২৬৭
যো যস্য হরতে ভূমিং হেম গামশ্বমেব বা।
স তং যত্নাৎ প্রসাদ্যাপি তদুক্তঃ শুদ্ধিমাপ্নুয়াৎ ॥২৬৮
আখ্যায় ভূভৃতে বাপি তেন সংশোধিতঃ শুচিঃ।
দ্রব্যদণ্ডাদ্ বিমুক্তির্বা তপসা বা শুচির্নরঃ ॥২৬৯
নিরাহারাজ্জায়তে চ এতদাহুর্মনীষিণঃ।
বিনির্গতা যদা শূদ্রাদুদক্যাস্তে ব্যবস্থিতাঃ ॥২৭০
তদা দ্বিজৈস্তু দ্রষ্টব্য ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ।
দুঃস্বপ্নদর্শনে চৈব বান্তে বা ক্ষুরকর্মণি।
মৈথুনে কটধূমে চ সদ্যঃ স্নানং বিধীয়তে ॥২৭১
চিতাঞ্চ চিতিকাষ্ঠঞ্চ যূপং চণ্ডালমেব চ।
স্পৃষ্ট্বা দেবলকং চৈব সবাসা জলমাবিশেৎ ॥২৭২
শ্ব-জম্বুক-বৃকাদ্যৈশ্চ যদি দষ্টো ভবেন্নরঃ
সচৈলো জলমাবিশ্য দত্ত্বাজ্যং শুদ্ধিমর্হতি ॥২৭৩

যে যাহার ভূমি, হেম ( স্বর্ণ ), গো ও অশ্ব হরণ করে, সে তাহাকে হরণের কথা বলিয়া যত্নপূর্বক তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করত শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে; অথবা রাজাকে জানাইয়া তাঁহার ব্যবস্থানুসারে সংশোধিত হইয়া শুচি হইবে; অথবা অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুযায়ী দণ্ডদান করিয়া বা তপস্যা দ্বারা শুচি হইবে।২৬৮-৬৯

মনীষিগণ বলেন যে, পূর্বোক্ত দোষগুলি প্রায়শঃ নিরাহারবশতঃ খাদ্যাভাবে জন্মিয়া থাকে। শূদ্র হইতে বিনির্গত হইয়া (?) যখন রজস্বলা স্ত্রীর গৃহে অবস্থান করে, তখন দ্বিজগণ তাহাদিগের প্রতি দৃষ্টি রাখিবেন—ইহা ধর্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন। দুঃস্বপ্নদর্শন করিলে, বমন করিলে এবং ক্ষুরকর্ম ও মৈথুন-কর্মান্তে সদ্যঃস্নান করিবে। চিতা, চিতিকাষ্ঠ, যূপ, চণ্ডাল ও দেবল-ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিয়া স্নানার্থে সবস্ত্র জলে প্রবেশ করিবে।২৭০-৭২

কুকুর, শৃগাল ও ব্যাঘ্রাদি দ্বারা দষ্ট নর স্নানার্থ সবস্ত্র জলে প্রবেশ করিয়া আজ্য প্রদান করত শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।২৭৩

শুনো ঘ্রাণাবলীঢ়স্য নখৈর্বিলিখিতস্য চ।
যতীনাং দর্শনং কার্য্যমগ্নিনা চোপচূলনম্ ॥২৭৪
অবজ্ঞাং তু গুরোঃ কৃত্বা নক্তং তস্য চ ভোজনম্।
নক্ষত্রদর্শনং ত্বন্য ইতি প্রাহ পরাশরঃ ॥২৭৫
কুমারী তু শুনা স্পৃষ্টা জম্বুকেন বৃকেণ বা।
যাং দিশং ব্রজতে সূর্য্যস্তাং দিশং সা
বিলোকয়েৎ ॥২৭৬
দিবসে তু যদা গ্রামে শুনা স্পৃষ্টো ভবেদ্ দ্বিজঃ।
বিপ্রং প্রদক্ষিণীকৃত্য ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥২৭৭
চাতুর্বর্ণ্যাস্তু যা নারী কৃতাভিগমনাপি চ।
প্রক্ষাল্য নাভিতোঽধস্তাদাচান্তস্তু শুচির্নরঃ ॥২৭৮
বিপ্রে মৈথুনিনি স্নানং কেচিদ্ রাজ্ঞি শিরোবিনা।
নাভিং যাবৎ বিশস্তদ্বল্লিঙ্গশৌচোঽন্ত্যজঃ শুচিঃ ॥২৭৯
অভিগচ্ছন্ সুতার্থঞ্চ ঋতাবৃতৌ স্ত্রিয়ং দ্বিজঃ।
ন চ কুর্বীত স স্নানং নাভেরধস্তু শোধয়েৎ ॥২৮০

যাহাকে কুকুর ঘ্রাণ, অবলেহন ও নখ দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছে, সেই ব্যক্তি যতিদর্শন করিবে এবং দূষিতস্থান অগ্নি দ্বারা শোধন করিবে।২৭৪

'গুরুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া ( দিবাভাগে উপবাসী থাকিয়া ) রাত্রিতে ভোজন করিবে অথবা নক্ষত্র দর্শন করিবে' এইরূপ একটি অন্য মত আছে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন।২৭৫

কুকুর, শৃগাল ও ব্যাঘ্র-স্পৃষ্টা কুমারী সূর্য্য যেদিকে গমন করে, সেইদিকে অবলোকন করিবে। দিবাভাগে গ্রামমধ্যে কুকুর কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া দ্বিজ বিপ্র প্রদক্ষিণ করিয়া ঘৃত ভোজন করত বিশুদ্ধ হইবে।২৭৬-৭৭

ব্রাহ্মণাদি চতুর্বর্ণীয়া নারীতে অভিগমন করিয়াও নাভির নিম্নভাগ প্রক্ষালন করত আচমন করিয়া শুচি হইবে।২৭৮

কেহ কেহ বলেন,—বিপ্র মৈথুনক্রিয়ান্তে স্নান, ক্ষত্রিয় মস্তকভিন্ন শরীরের অন্যাংশ ধৌত, বৈশ্য নিম্ন হইতে নাভি পর্য্যন্ত ধৌত এবং শূদ্র লিঙ্গশৌচ করিয়া শুচি হইবে।২৭৯

ত্বঙ্কারং তু গুরোঃ কৃত্বা হুংকারং তু গরীয়সঃ।
প্রসাদ্যৈতাবনশ্নন্ স্যাৎ স্নাত্বা শুদ্ধো দ্বিজোত্তমঃ॥২৮১
বিবাদে শাস্ত্রতো জিত্বা জয়ো যস্য ন জায়তে।
শ্মশানে জায়তে তস্য তমোভাবেন দুষ্কৃতম্ ॥২৮২
তাড়য়িত্বা তৃণেনাপি স্কন্ধে বাবধ্য রজ্জুনা।
কলহাদপি নির্জিত্য তং প্রসাদ্য বিশুধ্যতি ॥২৮৩
অবগূর্য্য চরেৎ কৃচ্ছ্রমতিকৃচ্ছ্রং নিপাতনে।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রোঽসৃক্পাতে
কৃচ্ছ্রোঽভ্যন্তরশোণিতে ॥২৮৪
প্রেতমূঢ্বা দগ্ধ্বা চ শুদ্ধিঃ স্নানাদ্ দ্বিজন্মনাম্।
উপবাসেন চৈকেন ব্রহ্মকূর্চঞ্চ পাবনম্ ॥২৮৫
প্রেতীভূতঞ্চ যঃ শূদ্রং ব্রাহ্মণো জ্ঞানদুর্বলঃ।
অনুগচ্ছেন্নীয়মানং ত্রিরাত্রমশুচির্ভবেৎ ॥২৮৬
ত্রিরাত্রে তু ততঃ পূর্ণে নদীং গত্বা সমুদ্রগাম্।
প্রাণায়ামশতং কৃত্বা ঘৃতং প্রাশ্য বিশুধ্যতি ॥২৮৭
অঙ্গুল্যা দন্তকাষ্ঠঞ্চ প্রত্যক্ষলবণং তথা।
মৃত্তিকাভক্ষণং চৈব তুল্যং গোমাংসভক্ষণম্ ॥২৮৮
কৃত্বাঽন্যতমমেতেষাং শুধ্যর্থমাত্মনো হিতম্।
চরেচ্ছশিব্রতং বিপ্র ইতি প্রাহুর্মনীষিণঃ ॥২৮৯
কেচিদ্ বদন্তি মুনয়ঃ কৃচ্ছ্রং সান্তপনং তথা।
তদর্ধং পাদকৃচ্ছ্রং বা প্রাহুরন্যে দ্বিজোত্তমাঃ ॥২৯০
অর্ধোচ্ছিষ্টো দ্বিজোঽজ্ঞানাদ্ যাত্যঘং নহি কিঞ্চন।
ভুক্ত্বাঽনাচম্য বা কুর্য্যাদ্ বিণ্মূত্রং কেহ নিষ্কৃতিঃ॥২৯১
নক্তোপবাসী বাহ্যে তু অন্যত্র দ্বিগুণং চরেৎ।
অষ্টোত্তরশতং জপ্ত্বা গায়ত্র্যাঃ শুদ্ধিমর্হতি ॥২৯২
অর্ধোচ্ছিষ্টো দ্বিজঃ স্পৃষ্টঃ শুনা বা বৃষলেন বা।
নক্ষত্রদর্শনেঽশ্নীয়াৎ পঞ্চগব্যপুরঃসরম্ ॥২৯৩

পুত্রলাভের জন্য প্রতিঋতুতে স্বীয় স্ত্রীতে অভিগমন করিয়া দ্বিজ স্নান করিবে না, কেবলমাত্র নাভির অধোভাগ শোধন করিবে।২৮০

গুরু ও গরীয়ান্ ব্যক্তির নিকটে "ত্বং" শব্দ অর্থাৎ 'তুমি কি করিতে পার?' ইত্যাদি ও "হুং" শব্দ অর্থাৎ 'হুঁ খুব শক্তি' এই প্রকার উচ্চারণ করিয়া দ্বিজোত্তম ব্যক্তি তাহাদের প্রসন্নতা (এই অন্যায় কার্য্যের জন্য তাঁহাদের যে অপ্রসন্নতা জন্মিয়াছে, তাহা বিদূরিত করত) সম্পাদন পূর্বক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইবে।২৮১

শাস্ত্র অনুসারে বিবাদে যাহার পরাজয় হয়, তাহার দুষ্কৃতকর্ম অন্ধকাররূপে শ্মশানে প্রকাশিত হয়। জয়ী পরাজিতকে তৃণ দ্বারা তাড়না করিয়া অথবা রজ্জু দ্বারা স্কন্ধে আবদ্ধ করিয়া বা কলহে পরাভূত করিয়াও তাহার প্রসন্নতা সম্পাদন করত শুদ্ধ হইবে।২৮২-৮৩

কাহাকেও বধ করিবার উদ্যম করিয়া কৃচ্ছ্র-ব্রতাচরণ করিবে, বধ করিলে অতিকৃচ্ছ্র রক্তপাত করিলে কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র এবং রক্তপাত না হইলে কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।২৮৪

দ্বিজগণের শব-শরীর বহন ও দহন করিয়া স্নান করত শুদ্ধ হইবে। একদিন উপবাস ও ব্রহ্মকূর্চ-ব্রত পবিত্রতা আনয়ন করে। যে জ্ঞানহীন ব্রাহ্মণ নীয়মান শূদ্রশবের অনুগামী হয়, সে ত্রিরাত্র অশুচি হয়। তৎপর ত্রিরাত্র পূর্ণ হইলে সমুদ্রগামিনী নদীতে (গঙ্গাদিতে) গমন করিয়া শতসংখ্যক প্রাণায়াম করত ঘৃতপ্রাশন করিয়া বিশুদ্ধ হইবে।২৮৫-৮৭

অঙ্গুলি দ্বারা দন্তধাবন, প্রত্যক্ষলবণভক্ষণ ও মৃত্তিকা-ভক্ষণ গোমাংসভক্ষণতুল্য পাপজনক। ইহাদের যে কোনও একটি কার্য্য করিয়া আত্মশুদ্ধির জন্য চান্দ্রায়ণ-ব্রত করিবে—ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন। কোন কোনও মুনিগণ বলেন—কৃচ্ছ্র সান্তপন-ব্রত করিবে। অন্যান্য দ্বিজোত্তমগণ বলেন—কৃচ্ছ্রার্ধ বা পাদকৃচ্ছ্র ব্রত করিবে।২৮৮-৯০

অজ্ঞানতাবশতঃ অর্ধোচ্ছিষ্ট দ্বিজ কিছুমাত্র পাপভাগী হয় না। ভোজন করিয়া অনাচমন অবস্থায় বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিলে সে বিষয়ে নিষ্কৃতির উপায় কি? বাহ্যবিষয়ে রাত্রিতে উপবাসী থাকিবে আর অন্তর্বিষয়ে দ্বিগুণ আচরণ করিবে। অষ্টোত্তরশতবার গায়ত্রী জপ করিয়া শুদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে।২৯১-৯২

অর্ধোচ্ছিষ্ট দ্বিজ কুকুর বা শূদ্রস্পৃষ্ট হইয়া নক্ষত্র-

অর্ধোচ্ছিষ্টাশ্চ বিপ্রাদ্যাঃ শ্বোচ্ছিষ্টৈঃ শূদ্রসংস্পৃশঃ।
উপবাসেন শুধ্যেয়ুঃ পঞ্চগব্যস্য পানতঃ ॥২৯৪
শ্ব-কাকী-কাকসংস্পৃষ্টো ভুঞ্জানো ব্রাহ্মণশ্চ যঃ।
তদন্নস্য পরিত্যাগং কৃত্বা স্নানেন শুধ্যতি ॥২৯৫
বিনা যজ্ঞোপবীতেন ভোজনং কুরুতে যদি।
অথ মূত্র-পুরীষে বা রেতঃসেচনমেব বা ॥২৯৬
ত্রিরাত্রোপোষিতো বিপ্রঃ পাদকৃচ্ছ্রং তু ভূমিপঃ।
অহোরাত্রোষিতো বৈশ্যঃ শুদ্ধিরেষা পুরাতনী ॥২৯৭
বিপ্রঃ ক্ষুৎকৃত্য নিষ্ঠীব্য কৃত্বা চানৃতভাষণম্।
বচনং পতিতৈঃ কৃত্বা দক্ষিণং শ্রবণং স্পৃশেৎ ॥২৯৮
বিপ্রস্য দক্ষিণে কর্ণে নিত্যং বসতি পাবকঃ।
অঙ্গুষ্ঠে দক্ষিণে পাণৌ তস্মাত্তেন চ সংস্পৃশেৎ ॥২৯৯
প্রেক্ষণং শশিনোহর্কস্য ব্রহ্মেশ-বিষ্ণুসংস্মৃতিম্।
গায়ত্র্যাঃ শতসাহস্রং সর্বপাপহরং স্মৃতম্ ॥৩০০
গায়ত্র্যষ্টসহস্রং তু ব্রহ্মহত্যাবিশোধনম্।
শূদ্রবধে দ্বিজাগ্র্যস্য গায়ত্র্যষ্টসহস্রকম্ ॥৩০১
রাজ্ঞঃ পঞ্চ সহস্রং তু স্যাদ্ বিশশ্চ তদর্ধকম্।
যোগেন গতশীলস্তু যদি বা স্যাৎ সদা নরঃ ॥৩০২
বিপ্রশ্চ সম্মতাচারস্তাবুভৌ সর্বদা শুচী।
মক্ষিকাং সন্ততার্ধারা বিপ্রুষো ব্রহ্মবিন্দবঃ
স্ত্রীমুখং বাল-বৃদ্ধৌ চ ন দুষ্যন্তি কদাচন ॥৩০৩
আত্মস্ত্রী হ্যাত্মবালশ্চ আত্মবৃদ্ধস্তথৈব চ।
আত্মনঃ শুচয়ঃ সর্বে পরেষামশুচীনি তু ॥৩০৪
উৎপন্ন আতুরে স্নানং দশকৃত্বস্ত্বনাতুরঃ।
স্নাত্বা স্নাত্বা স্পৃশেদেনং ততঃ শুধ্যেৎ স আতুরঃ ॥৩০৫
বিবাহোৎসব-যজ্ঞেষু সংগ্রামে জলসংপ্লবে।
পলায়নে তথারণ্যে স্পার্শদোষো ন বিদ্যতে ॥৩০৬

দর্শন করত প্রথমে পঞ্চগব্য পান করিয়া পরে ভোজন করিবে। অর্ধোচ্ছিষ্ট বিপ্রাদি কুকুরের উচ্ছিষ্টের সহিত শূদ্র দ্বারা সংস্পৃষ্ট হইলে উপবাসী থাকিয়া পঞ্চগব্য পান করত শুদ্ধ হইবে।২৯৩-৯৪

কুকুর, কাকী ও কাক কর্তৃক সংস্পৃষ্ট হইয়া ভোজনরত ব্রাহ্মণ সেই অন্ন পরিত্যাগ করিয়া স্নান দ্বারা শুদ্ধ হইবে।২৯৫

যদি দ্বিজ যজ্ঞোপবীত-বর্জিত হইয়া ভোজন করে, তাহা হইলে সেই ভোজ্য-দ্রব্য মূত্র, পুরীষ বা নিঃক্ষিপ্ত রেতঃতুল্য অপবিত্র হয়। এইরূপ অবস্থায় বিপ্র ত্রিরাত্র উপবাস করিবে, ক্ষত্রিয় পাদকৃচ্ছ্র এবং বৈশ্য অহোরাত্র উপবাস করিবে—ইহাই শুদ্ধির শ্রেষ্ঠ উপায়।২৯৬-৯৭

বিপ্র হাঁচিয়া, নিষ্ঠীবনত্যাগ করিয়া অর্থাৎ থুথু ফেলিয়া, মিথ্যাকথা বলিয়া ও পতিতের সহিত আলাপন করিয়া দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।২৯৮

অগ্নি বিপ্রের দক্ষিণকর্ণে ও দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠে নিত্য বাস করেন। সেইহেতু পূর্বোক্ত অবস্থায় দক্ষিণহস্তের অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণকর্ণ স্পর্শ করিবে।২৯৯

চন্দ্র ও সূর্য্যদর্শন, ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-স্মরণ এবং লক্ষগায়ত্রী জপ করিলে সকল পাপ নষ্ট হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।৩০০

অষ্টসহস্র গায়ত্রী জপ করিলে ব্রহ্মহত্যা-জনিত পাপ দূরীভূত হয়। দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শূদ্রকে বধ করিলে অষ্ট-সহস্র গায়ত্রী জপ করত পাপমুক্ত হইবে আর ক্ষত্রিয় পঞ্চসহস্র, বৈশ্য তদর্ধ গায়ত্রী জপ করিলে পূর্বোক্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবে। শীলবর্জিত নর যোগাভ্যাস দ্বারা শুচি হইবে।৩০১-২

বিপ্র এবং শাস্ত্রসম্মত আচারবান্ ব্যক্তি এই উভয়েই সর্বদা পবিত্র। মক্ষিকা, সন্ততি, জলবিন্দুর ধারা, ব্রহ্মবিন্দু (বেদাদি পাঠকালীন মুখ-নিঃসৃত থুথু), স্ত্রীমুখ, বালক ও বৃদ্ধ ইহারা কখনও দূষিত হয় না।৩০৩

স্বীয় স্ত্রী, বালক (পুত্র) ও বৃদ্ধ (পিতা) ইহারা অন্যের নিকট অপবিত্র হইলেও নিজের নিকট সর্বদাই পবিত্র। রোগ হইলে রোগোপশমের পর দশবার স্নান করিবে। অথবা বারবার স্নান করিয়া ইহা স্পর্শ করিবে, তৎপর আতুর শুদ্ধ হইবে। বিবাহ, উৎসব, যজ্ঞ, সংগ্রাম, জলপ্লাবন, (আত্মরক্ষার্থ) পলায়ন ও অরণ্যে স্পার্শদোষ উৎপন্ন হয় না।৩০৪-৬

আদ্যসঙ্গী সমো দোষী সঙ্গসঙ্গী তদর্ধতঃ।
তৎসঙ্গী তৃতীয়ভাগী তুরীয়স্তু ন দোষভাক্ ॥৩০৭
আদ্যস্প্রষ্টুর্ভবেৎ স্নানং দ্বিতীয়স্যাপি তৎ স্মৃতম্।
শিরঃপ্রোক্ষণমন্যেষামন্যত্রাচমনং স্মৃতম্ ॥৩০৮
পলাশ-শিংশপাকাষ্ঠদন্তধাবনকৃন্নরঃ।
দিবাকীর্তিসমস্তাবদ্ যাবদ্গাং নৈব পশ্যতি ॥৩০৯
পদ্মাশ্ম-লৌহং ফল-কাষ্ঠ-চর্ম-
ভাণ্ডস্থতোয়ৈঃ স্বয়মেব শৌচাৎ।
পুংসাং নিশাস্বধ্বনিনিঃসখানাং
স্ত্রীণাঞ্চ শুদ্ধির্বিহিতা সদৈব ॥৩১০
স্নানং স্পৃষ্টেন যেন স্যাৎ কাষ্ঠাদ্যৈর্যদি তৎ স্পৃশেৎ।
নাবারোহণবৎ স্পর্শে তত্রোপস্পার্শনাচ্ছুচিঃ ॥৩১১
ম্লেচ্ছলুতাশনাস্পর্শে ক্ষেত্রে বা যদি বা স্থলে।
উপস্পৃশেৎ শিরঃ প্রোক্ষ্য সংশুদ্ধো জায়তে দ্বিজঃ ॥৩১২
বস্ত্রসংস্পর্শনে তস্য সচৈলাঙ্গাবগাহনম্।
অঙ্গাস্পর্শনবত্তস্য বদন্তি দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩১৩
চাণ্ডালোদকসংস্পৃষ্টঃ শুদ্ধঃ স্নানেন জায়তে।
তথা তদ্ভাণ্ডসংস্পর্শে স্নানমাহুর্মনীষিণঃ ॥৩১৪
উদক্যাস্পর্শনে স্নানমংশুকেনান্তরাঽপি বা।
তৎস্পৃষ্টেঽপি ভবেৎ স্নানং তুল্যাঃ সর্বা রজস্বলাঃ ॥৩১৫
সংস্পর্শে মেদ-ভিল্লানাং তথৈব ব্রহ্মঘাতিনাম্।
পতিতানাঞ্চ সংস্পর্শে স্নানমেব বিধীয়তে ॥৩১৬
রজস্বলাদিসংস্পর্শে উপস্পর্শনমেব চ।
উদক্যায়াস্ত্রিতীয়েঽহ্নি কেচিদাচমনং বিদুঃ ॥৩১৭

দোষকারী ব্যক্তির প্রথমসঙ্গী দোষকারীর সমান দোষী, দোষীর সঙ্গকারীর সঙ্গকারী ব্যক্তি তাহার অর্ধেক দোষভাগী, তৎসঙ্গকারী ব্যক্তি তিনভাগের একভাগ দোষে দুষ্ট হয়, আর চতুর্থসঙ্গী সম্পূর্ণ নির্দোষ, সে কোনও দোষের ভাগী নহে।৩০৭

দোষভাক্ ব্যক্তিকে যে প্রথম স্পর্শ করে, স্নান দ্বারাই তাহার শুদ্ধি হয়; দ্বিতীয় ব্যক্তিরও স্নান দ্বারাই শুদ্ধি হয়। যাহারা ইহাদিগকে অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় স্পর্শকারী ব্যক্তিকে স্পর্শ করে, তাহারা মস্তকে জলস্পর্শ করিয়াই শুচি হয়, তৎপরে যাহাদের সহিত স্পর্শাদি হয়, তাহারা আচমন করিয়াই শুচি হয়। পলাশ ও শিশুবৃক্ষের কাষ্ঠ দ্বারা যে ব্যক্তি দন্তধাবন করে, সে গো-দর্শন না হওয়া পর্য্যন্ত দিবাকীর্ত্তি (চাণ্ডালবিশেষ) তুল্য হইয়া থাকে। পদ্ম, প্রস্তর, লৌহ, ফল, কাষ্ঠ ও চর্মপাত্রস্থ জল স্বয়ংই পবিত্র। নিশাকালে পথিমধ্যে নিঃসহায় স্ত্রী ও পুরুষের সর্বদাই শুদ্ধি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। যে দ্রব্য স্পর্শ করিলে স্নান করিতে হয়, সেই দ্রব্য যদি কাষ্ঠাদি দ্বারা স্পৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ কাষ্ঠের স্পর্শনে শুচিতার হানি হয় না—শুচিই থাকে। নৌকায় আরোহণের ন্যায় তাহার স্পর্শনে শুচিতার হানি হয় না।৩০৮-৩১১

কোনও শস্যক্ষেত্রে বা স্থলভূমিতে মাকড়সার সূত্র বা কাষ্ঠাদি দ্বারা দ্বিজ কর্তৃক ম্লেচ্ছ স্পৃষ্ট হইলে এই উপস্পর্শন-জনিত দোষমুক্তির জন্য দ্বিজ মস্তকে জল-প্রোক্ষণ করিয়া শুদ্ধ হইবে। অঙ্গস্পর্শ করার ন্যায় তাহার বস্ত্র স্পর্শ করিলে সবস্ত্র অবগাহন-স্নান করিবে—ইহা দ্বিজসত্তমগণ বলেন।৩১২-১৩

চাণ্ডালোদকস্পর্শী দ্বিজ যেরূপ স্নান দ্বারা শুদ্ধিলাভ করে, সেইরূপ চাণ্ডালোদকভাণ্ড স্পর্শ করিলে শুদ্ধির জন্য স্নান করিবে—ইহা মনীষিগণ বলেন।৩১৪

রজস্বলা-নারী বস্ত্র দ্বারা ব্যবহিতা হইলেও তাহার স্পর্শনে স্নান করিবে, কেননা সমস্ত রজস্বলাই তুল্য অস্পৃশ্যা।৩১৫

মেদ, ম্লেচ্ছ, ব্রহ্মঘাতী এবং পতিতগণের সংস্পর্শ হইলে স্নানমাত্র আচরণ করিবে।৩১৬

কেহ কেহ বলেন—রজস্বলা-সংস্পর্শে উদক (জল) স্পর্শই করিবে; রজস্বলার তৃতীয়দিনে স্পর্শ করিলে আচমন করিবে।৩১৭

রজস্বলা নারী প্রথম দিবসে চাণ্ডালী, দ্বিতীয় দিবসে ব্রহ্মঘাতিনী ও তৃতীয় দিবসে রজকীতুল্যা থাকে এবং চতুর্থ দিবসে সে বিশুদ্ধা হয়।৩১৮

প্রথমেঽহনি চাণ্ডালা দ্বিতীয়ে ব্রহ্মঘাতিনী।
তৃতীয়ে রজকী প্রোক্তা চতুর্থে তু বিশুধ্যতি ॥৩১৮
পুরুহূতঃ পুরা দৈত্যং ত্রিশীর্ষাখ্যং জঘান যৎ।
তদ্বধে ব্রহ্মহত্যায়াং স্ত্রীণাং স প্রদদৌ ফলম্ ॥৩১৯
আসাং তৎপ্রভৃতি স্ত্রীণামস্পৃশ্যত্বং সদা ভবেৎ।
অংশৈর্দিনত্রয়ং হ্যেতচ্ছুক্র-গুর্বাদিকল্পিতম্ ॥৩২০
শবরাশ্চ পুলিন্দাশ্চ কৈবর্ত্তাশ্চ নটাস্তথা।
এতান্ রজকসন্তুল্যান্ কেচিদাহুর্মনীষিণঃ ॥৩২১
রজক্যাদ্যভিগম্যন্তে বৈশ্যা গোমূত্র-যাবকম্।
চরন্তি ষড়্গুণাহোভিঃ কৃচ্ছ্রং বা দ্বিগুণং ভবেৎ ॥৩২২
ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয়-বিড়্জাতাঃ শূদ্রাস্তেঽনুক্রমেণ তু।
ক্রমাতিক্রমতশ্চান্যে ম্লেচ্ছান্ত্যবর্ণসম্ভবাঃ ॥৩২৩
ভোজ্যাশনাস্তু সচ্ছূদ্রা অভোজ্যান্নাঃ পরে স্মৃতাঃ
আমাশনানি ভোজ্যানি শৃতমুচ্ছিষ্টমুচ্যতে ॥৩২৪
দাস-নাপিত-গোপাল-কুলমিত্রাঽর্ধসীরিণঃ।
ভোজ্যান্না নাপিতশ্চৈব যশ্চাত্মানং নিবেদয়েৎ ॥৩২৫
পর্য্যুষিতং চিরস্থঞ্চ ভোজ্যং স্নেহসমন্বিতম্।
যব-গোধূম-মাষাণাংস্নেহ-গোরসবিক্রয়ঃ ॥৩২৬
আপদ্গতো দ্বিজোঽশ্নীয়াদ্ গৃহ্নীয়াদ্ বা যতস্ততঃ।
ন স লিপ্যেত পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥৩২৭
স্থাপিতং শূদ্রগেহেঽন্নং কটু পকঞ্চ যদ্ভবেৎ।
নীত্বা নদ্যন্তিকে তদ্ বৈ প্রোক্ষ্য ভুঞ্জন্ন দোষভাক্॥৩২৮
গায়ত্র্যোঙ্কারপূতাভিঃ কেচিদদ্ভিশ্চ প্রোক্ষণম্।
মন্যন্তে বিষ্ণুমন্ত্রেণ কলিধর্মং সমাশ্রিতাঃ ॥৩২৯
আমং মাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা হ্যেতে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ ॥৩৩০
আভীরভাণ্ডসংস্থানি পয়ো-দধি-ঘৃতানি চ।
তাবৎপূতং হি তদ্ভাণ্ডং যাবত্তত্র তু তিষ্ঠতি ॥৩৩১

পূর্বকালে পুরুহূত (ইন্দ্র) ত্রিশীর্ষনামক দৈত্যকে বধ করিয়াছিলেন। তিনি সেই দৈত্যবধে উদ্ভূত ব্রহ্মহত্যার পাপ স্ত্রীলোকদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন। সেই হইতে এই স্ত্রীলোকদিগের নিত্য অস্পৃশ্যত্ব থাকায় শুক্রাচার্য্য, বৃহস্পতি প্রভৃতি গুরুগণ আংশিক তিন দিন অশুচিত্ব কল্পনা করিয়াছেন। শবর অর্থাৎ ব্যাধ, পুলিন্দ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ, কৈবর্ত ও নট অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর-জাতিকে কেহ কেহ রজকতুল্য বলিয়া থাকেন।৩১৯-২১

রজকাদি কর্তৃক অভিগতা বৈশ্যা অভিগতদিনের ছয়গুণ দিন গোমূত্র ও যাবক ভোজন করিয়া কৃচ্ছ্রব্রত করিবে কিংবা দ্বিগুণ কৃচ্ছ্রব্রত করিবে।৩২২

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ইহারা এই অনুক্রমে জাত হইয়াছে। যেখানে এই ক্রমের অতিক্রম হইয়াছে সেইস্থলে জাত সন্তানগণকে ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যবর্ণ হইতে সমুদ্ভূত বলিয়া জানিবে।৩২৩

সৎ-শূদ্রগণের ভোজ্য ভোজন করিবে। যাহারা সৎ-শূদ্র নয়, তাহাদের ভোজ্য ভোজন করিবে না। শূদ্র-স্বামিক অপক্বান্ন ভোজ্য, পক্বান্ন উচ্ছিষ্টতুল্য বলিয়া ভোজ্য নহে। দাস, নাপিত, গোপাল; কুলমিত্র ও অর্ধসীরী অর্থাৎ অর্ধাংশভাগে যে ব্যক্তি ক্ষেত্রে চাষ করে, তাহাদের অন্ন ভোজনীয়। যে নাপিত আত্মনিবেদন করিয়াছে, তাহার অন্ন ভোজ্য।৩২৪-২৫

স্নেহ ও গোদুগ্ধ-বিক্রেতা আপদ্‌গ্রস্ত দ্বিজ যব, গোধূম ও মাষ প্রভৃতির স্নেহ-সমন্বিত পর্য্যুষিত ও চিরস্থ ভোজ্য-ভোজন ও গ্রহণ করিবে। পদ্মপত্র যেরূপ জললিপ্ত হয় না, সেইরূপ পূর্বোক্ত ভোজ্য-ভোজন ও গ্রহণজনিত পাপে সেই দ্বিজ লিপ্ত হয় না।৩২৬-২৭

শূদ্রগেহে স্থাপিত পক্ক ও কটু অন্ন নদী-সন্নিধানে লইয়া গিয়া প্রোক্ষণ করত ভোজন করিলে দোষভাগী হয় না। কেহ কেহ বলেন,—গায়ত্রী এবং ওঁকার দ্বারা পবিত্রীকৃত জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। কেহ কেহ মনে করেন—কলিযুগের ধর্মপ্রাপ্ত জীবগণ বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা পবিত্রীকৃত জলে প্রোক্ষণ করিবে।৩২৮-২৯

আম-মাংস (কাঁচামাংস), ঘৃত, মধু এবং ফলজ স্নেহপদার্থ ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থ হইলেও ভাণ্ড হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলে পবিত্র হয়। গোপভাণ্ডস্থ দুগ্ধ, দধি ও ঘৃত যতক্ষণ ভাণ্ডে থাকে, ততক্ষণ সেই ভাণ্ড পবিত্র।৩৩০-৩১

সমস্ত পণ্যদ্রব্য, কারুহস্তস্থিত দ্রব্য, ও অদত্ত

পুতানি সর্বপণ্যানি কারুহস্তস্থিতানি চ।
অদত্তানি চ ভক্ষ্যাণি যত্নতস্তু দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৩২
সর্বস্বোপস্করৈর্যুক্তা শয্যা রক্তাংশুকানি চ।
পুষ্পাণি চৈব শুধ্যন্তি প্রোক্ষিতানি ন সংশয়ঃ ॥৩৩৩
অলেপং মৃণ্ময়ং ভাণ্ডং ভাণ্ডসঞ্চয়মেব চ।
প্রোক্ষণাদেব শুধ্যেত সলেপমগ্নিতাপনাৎ ॥৩৩৪
কাংস্যঞ্চ ভস্মনা শুধ্যেন্ মদ্য-মাংসবিবর্জিতম্।
সুরা-মূত্র-পুরীষৈশ্চ শুধ্যতে তাপলেপনৈঃ ॥৩৩৫
অলিপ্তং মদ্য-মূত্রাদ্যৈস্তাম্রমম্লেন শুধ্যতি।
রজসা স্ত্রী মনোদুষ্টা নদ্যশ্চ বেগসংযুতাঃ ॥৩৩৬
অবেগমপি যদ্ভূরি সরিদ্বারি হ্রদে চ যৎ।
সকৃদস্পৃশ্যসংস্পৃষ্টং ন দুষ্যতি চ তদ্ধ্রদঃ ॥৩৩৭
সত্যেন পূয়তে বাণী ধর্মঃ সত্যেন বর্ধতে।
তস্মাৎ সত্যং হি বক্তব্যমাত্মশুদ্ধ্যৈ দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৩৮

রথ্যাকর্দমতোয়ানি নাবঃ পথি তৃণানি চ।
মারুতার্কেণ শুধ্যন্তি নিশি চন্দ্রর্ক্ষ-মারুতৈঃ ॥৩৩৯
যথাসম্ভবমুক্তানি প্রায়শ্চিত্তানি সত্তম।
উক্তানুক্তানি সর্বাণি জ্ঞাতব্যানি দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৪০
প্রায়শ্চিত্তং ন যৎ প্রোক্তং ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তৃভিঃ।
দ্বিজৈস্তত্র প্রকল্প্যং স্যাদ্ধর্মশাস্ত্রার্থচিন্তকৈঃ ॥৩৪১
উক্তা ময়া নিষ্কৃতয়ঃ সমাসাৎ
সংশুদ্ধয়ে বর্ণচতুষ্টয়স্য।
ব্রতানি তেষাং বিহিতানি যানি
বক্ষ্যাম্যতস্তানি নিবোধয়েতি ॥২৪২

*   *   *

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
স্মৃত্যাং প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়ো নাম
অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

---

ভক্ষ্যদ্রব্য দ্বিজাতিগণ যত্নপূর্বক পবিত্র করিয়া লইবেন।৩৩২

সর্বস্বোপস্করযুক্ত শয্যা, রক্তবস্ত্র এবং পুষ্প প্রোক্ষিত হইলেই শুদ্ধ হয়—ইহাতে কোনও সংশয় নাই।৩৩৩

লেপহীন মৃণ্ময়ভাণ্ড ও অন্যভাণ্ডসমূহ প্রোক্ষণ করিলেই পবিত্র হয়, আর সলেপ-মৃণ্ময়ভাণ্ড অগ্নিতাপে শুদ্ধ হয়। মদ্য ও মাংস দ্বারা অসংস্পৃষ্ট কাংস্যপাত্র ভস্ম দ্বারা শুদ্ধ হয়, আর সুরা, মূত্র ও পুরীষযুক্ত কাংস্যপাত্র অগ্নিতাপ ও চন্দনাদি লেপন দ্বারা শুদ্ধ হয়।৩৩৪-৩৫

মদ্য-মূত্রাদি দ্বারা লিপ্ত নহে এইরূপ তাম্রপাত্র অম্ল দ্বারা শুদ্ধ হয়। মনোদুষ্টা স্ত্রী রজোনির্গমে শুদ্ধ হয় এবং নদীসমূহ বেগসংযুতা হইয়া প্রবাহ দ্বারা শুদ্ধ হয়।৩৩৬

বেগহীন নদীর প্রভূত জল যে হ্রদে জমিয়া আছে, সেই হ্রদের জল একবার অস্পৃশ্য কর্তৃক স্পৃষ্ট হইলেও সেই হ্রদ দুষ্ট হয় না।৩৩৭

মানুষের উচ্চারিত বাক্য সত্য দ্বারা পবিত্র হয় এবং সত্য দ্বারা ধর্ম বর্দ্ধিত হয়। এইহেতু দ্বিজগণ আত্মশুদ্ধির জন্য সত্যকথা বলিবে।৩৩৮

পথ, কর্দমাক্ত জল, নৌকা এবং পথিস্থ-তৃণ দিবাভাগে সূর্য্যকিরণ ও বায়ুদ্বারা এবং রাত্রিকালে চন্দ্র, নক্ষত্র ও বায়ু দ্বারা শুদ্ধ হয়।৩৩৯

হে দ্বিজসত্তম! প্রায়শ্চিত্ত-সম্বন্ধে যথাসম্ভব আমা কর্তৃক উক্ত হইল। এইগ্রন্থে উক্ত ও অনুক্ত সমস্ত জ্ঞাতব্যই দ্বিজাতিগণ জানিবেন। ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তাগণ যে প্রায়শ্চিত্ত বলেন নাই, সে প্রায়শ্চিত্ত ধর্মশাস্ত্রার্থবিষয়ে চিন্তাশীল দ্বিজগণ কল্পনা করিয়া লইবেন।৩৪০-৪১

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের সংশুদ্ধির জন্য নিষ্কৃতিসমূহ আমি সংক্ষেপে বলিয়াছি। তৎসম্বন্ধে যে সকল ব্রত বিহিত হইয়াছে, অতঃপর সেইগুলি বলিব,—তাহা শ্রবণ কর।৩৪২

শ্রীবৃহৎপরাশরীয়-ধর্মশাস্ত্রে ব্যাসপ্রশ্নে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-স্মৃতিশাস্ত্রে প্রায়শ্চিত্তনির্ণয়নামক-
অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত।

## নবমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ ব্রতোপবাসবিধিঃ

ব্রতান্যথ প্রবক্ষ্যামি হৈন্দবাদিক্রমেণ তু।
পাপক্ষয়ঃ কৃতৈর্যৈঃ স্যাদ্ধর্মার্থে তু মহোদয়ঃ ॥১
চন্দ্রবৃদ্ধ্যাঽশ্নীয়াৎ গ্রাসান্ শুক্লে কৃষ্ণে চ হ্রাসয়ে
চন্দ্রক্ষয়ে ন ভোক্তব্যং যবমধ্যং শশিব্রতম্ ॥২
বিপরীতক্রমেণাশ্নন্নাদাবাদায় হ্রাসয়েৎ।
বর্ধয়েদন্যপক্ষে তু পিপীলীমধ্যমৈন্দবম্ ॥৩
অষ্টাবষ্টৌ সমশ্নীয়াৎ সব্রতী প্রতিবাসরম্।
অষ্টগ্রাসিকমিত্যেতচ্চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥৪
শতদ্বয়ং তু পিণ্ডানাং চত্বারিংশৎসমন্বিতম্।
মাসেনৈবোপভুঞ্জীত চান্দ্রায়ণমথাপরম্ ॥৫
চতুরঃ প্রাতরশ্নীয়াৎ সায়ং গ্রাসাংশ্চ তাবতা।
শিশুচান্দ্রায়ণং তজ্‌জ্ঞৈঃ প্রোক্তং পাপপ্রণোদনম্ ॥৬
মধ্যন্দিনে যদশ্নীয়াদষ্টৌ গ্রাসান্ দিনং প্রতি।
চান্দ্রায়ণং যতীনাং তু ব্রতজ্ঞৈঃ পরিকীর্তিতম্ ॥৭
শিখণ্ডসম্মিতান্ গ্রাসান্ চন্দ্রব্রতো প্রযোজয়েৎ।
দোষঃ স্যাদন্যথাভাবে তস্মাদুক্তং সমাশ্রয়েৎ ॥৮
একভুক্তৈশ্চ নক্তৈশ্চ তথৈবাযাচিতৈরপি।
উপবাসৈশ্চতুর্ভিশ্চ কৃচ্ছ্রঃ ষোড়শভির্দিনৈঃ ॥৯
উষ্ণং জলং পয়ঃ সর্পিরেকৈকঞ্চ ত্র্যহং পিবেৎ।
বায়ুভক্ষস্ত্র্যহং তিষ্ঠেত্তপ্তকৃচ্ছ্রোঽয়মুচ্যতে ॥১০

## নবম অধ্যায়

### অনন্তর ব্রতোপবাস-বিধি বর্ণিত হইতেছে।

অনন্তর ধর্মার্থে কৃত যে ব্রত দ্বারা মহাপাপ ক্ষয় হয়, চান্দ্রায়ণাদিক্রমে সেই ব্রতসমূহ প্রকৃষ্টরূপে বলিব।১

শুক্লপক্ষে চন্দ্রের বৃদ্ধি অনুসারে যে অন্নগ্রাস ভোজন করিবে, কৃষ্ণপক্ষে তাহা হ্রাস করিবে; চন্দ্রক্ষয় হইলে ভোজন করিবে না—ইহাকে যবমধ্য চান্দ্রায়ণ-ব্রত কহে। বিপরীতক্রমে অর্থাৎ কৃষ্ণপক্ষে ভোজন আরম্ভ করিলে প্রথম হইতেই হ্রাস করিবে এবং অন্যপক্ষে অর্থাৎ শুক্লপক্ষে বর্ধিত করিবে। এইরূপ ব্রত পিপীলিকা-মধ্য চান্দ্রায়ণ-ব্রত নামে অভিহিত হয়।২-৩

ব্রতী প্রতিদিন আটগ্রাস করিয়া অন্নভোজন করিবে—এইরূপ ব্রত অষ্টগ্রাসিক চান্দ্রায়ণব্রত-নামক অন্য এক প্রকার চান্দ্রায়ণ বলিয়া অভিহিত হয়।৪

একমাসে দুইশতচল্লিশ গ্রাস অন্নভোজনরূপ ব্রতকেও চান্দ্রায়ণ-ব্রত বলে—ইহা অন্য একপ্রকার চান্দ্রায়ণব্রত।৫

প্রাতঃকালে চারগ্রাস ও সায়ংকালে চারগ্রাস অন্নভোজন করিবে,—এইরূপ পাপনাশকব্রতকে শাস্ত্রজ্ঞগণ শিশু-চান্দ্রায়ণ বলেন। প্রতিদিন মধ্যাহ্নবেলায় আটগ্রাস অন্নভোজনরূপ ব্রতকে ব্রতজ্ঞগণ যতি-চান্দ্রায়ণ বলেন। চান্দ্রায়ণ-ব্রতাচরণশীল ব্যক্তি কুক্কুটডিম্ব-পরিমিত গ্রাস ভোজন করিবে। গ্রাসের পরিমাণ অন্যপ্রকার হইলে দোষভাগী হইবে বলিয়া পূর্বোক্ত কুক্কুট-ডিম্ব-পরিমিত গ্রাসই ভোজন করিবে।৬-৮

চারদিন দিবাভাগে একবার ভোজন, চারদিন রাত্রিতে একবার ভোজন, চারদিন অযাচিত ভোজন এবং চারদিন উপবাস—এইরূপ ষোড়শদিবস-সাধ্য ব্রত করিলে তাহা কৃচ্ছ্র নামে অভিহিত হয়।৯

উষ্ণজল, উষ্ণদুগ্ধ ও উষ্ণঘৃত এক একদিন এক একটি করিয়া তিনদিনে তিনটি দ্রব্য পান করিবে এবং তিনদিন বায়ু ভক্ষণ করিয়া থাকিবে—এইরূপ ব্রত তপ্তকৃচ্ছ্র ব্রত-নামে অভিহিত হয়।১০

একপল-পরিমিত জল, একপল-পরিমিত দুগ্ধ এবং একপল-পরিমিত ঘৃত পান করিবে। জল, দুগ্ধ ও ঘৃতের পরিমাণ শাস্ত্রে এইরূপ কীর্তিত হইয়াছে। ইহার অর্থাৎ তপ্তকৃচ্ছ্রের তিনগুণ মহাসান্তপনব্রতনামে কথিত।

পলমেকং জলং পীত্বা পলমেকং তথা পয়ঃ।
পলমেকং তথাজ্যস্য মানমেতৎ প্রকীর্তিতম্ ॥১১
এতত্তু ত্রিগুণং তজ্‌জ্ঞৈর্মহাসান্তপনং স্মৃতম্।
প্রাজাপত্যঞ্চ কৃচ্ছ্রঞ্চ পরাকস্ত্রিগুণো মহান্ ॥১২
পদ্মোদুম্বর-রাজীব-বিল্বপত্রং কুশোদকম্।
প্রত্যেকং প্রত্যহং প্রাশ্য পর্ণকৃচ্ছ্রঃ প্রকীর্তিতঃ ॥১৩
প্রত্যেকং প্রত্যহং গব্যং মূত্রং শকৃৎ পয়ো দধি।
ঘৃতং কুশোদকং পীত্বা উপবাসশ্চ তৎসমঃ ॥১৪
এভিঃ সপ্তাশনৈরুক্তং দিব্যং সান্তপনং দ্বিজৈঃ।
সপ্তাহেন তু কৃচ্ছ্রোঽয়ং মুনিভিঃ পরিকীর্তিতঃ ॥১৫
এতত্তু ত্রিগুণং তজ্‌জ্ঞৈর্মহাসান্তপনং স্মৃতম্।
প্রাজাপত্যঞ্চ কৃচ্ছ্রঞ্চ পরাকস্ত্রিগুণো মহান্ ॥১৬
একভুক্তঞ্চ নক্তঞ্চ অযাচিতবিশেষণে।
পাদকৃচ্ছ্রোঽয়মুদ্দিষ্টঃ, ত্রিস্বং প্রজাপতিব্রতম্ ॥১৭
অয়মেবাতিকৃচ্ছ্রঃ স্যাৎ পাণিপূরান্নভোজনঃ।
কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্রঃ পয়সা দিবসানেকবিংশতিঃ ॥১৮
দিনৈর্দ্বাদশভিঃ প্রোক্তঃ পরাকঃ সমুপোষিতৈঃ
এক-দ্ব্যহ-ত্র্যহাদীনি নক্তং চৈব যথাশ্রুতম্ ॥১৯
সম্প্রাশ্য তিলপিণ্যাকং তক্রং তোয়ং কুশোদকম্।
পঞ্চমে হ্যুপবাসঃ স্যাৎ সৌম্যকৃচ্ছ্রোঽয়মুচ্যতে ॥২০
চান্দ্রায়ণে চ কৃচ্ছ্রে চ ত্রিকালং স্নানমাচরেৎ।
স্নানদ্বয়ং তু কর্তব্যং ব্রতেষ্বেবাপরেষু চ ॥২১
শক্তিং জ্ঞাত্বা শরীরস্য স্নানং কার্য্যং তথা ব্রতম্।
অসামর্থ্যে তু কায়স্য যাচ্যঃ পর্ষদনুগ্রহঃ ॥২২
ব্রহ্মকূর্চং প্রবক্ষ্যামি ব্রতানামুত্তমং ব্রতম্।
কৃতেন যেন-মুচ্যন্তে প্রাণিনঃ সর্বকিল্বিষৈঃ ॥২৩
নীলিকায়াস্তু গোমূত্রং কৃষ্ণায়াঃ শকৃদুদ্ধরেৎ।
পয়স্তু তিসুবর্ণায়াঃ পীতায়াশ্চ তথা দধি ॥২৪
কপিলায়া ঘৃতং তদ্বন্মহাপাতকনাশনম্।
অভাবে সর্ববর্ণায়াঃ কপিলায়াঃ সমুদ্ধরেৎ ॥২৫
পলানি পঞ্চ মূত্রস্য অঙ্গুষ্ঠার্ধং তু গোময়ম্।
ক্ষীরং সপ্তপলং গ্রাহ্যং তথা দধ্নঃ পলত্রয়ম্ ॥২৬

প্রাজাপত্য, কৃচ্ছ ও মহাপরাক ইহা আবার মহা-সান্তপনের তিনগুণ জানিবে।১১-১২

স্থলপদ্ম, উদুম্বর, জলপদ্ম, বিল্বপত্র ও কুশযুক্ত জল প্রত্যহ প্রত্যেকটি ভোজন ও পান করিলে তাহাকে পর্ণকৃচ্ছ্র বলে। গোমূত্র, গোময়, দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও কুশোদক পান করিলে তাহা উপবাস-তুল্য হয়। এই দ্রব্যসকল সাতবার ভোজন করিলে দ্বিজগণ তাহাকে দিব্যসান্তপন বলে। এই ব্রত সাতদিন করিলে কৃচ্ছ্রব্রত হয়,—মুনিগণ এইরূপ বলিয়াছেন। ইহার তিনগুণ করিলে তাহা মহা-সান্তপননামে অভিহিত হয়। প্রাজাপত্য, কৃচ্ছ্র ও মহাপরাক-ব্রতেও তিনগুণ জানিবে। দিবাভাগে একবার ও রাত্রিতে একবার এবং অযাচিত ভোজনের কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহা পাদকৃচ্ছ্র ব্রতকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। পাণিতে অর্থাৎ হস্তে যাহা ধরিবে, সেরূপ অন্নভোজন করিলে 'অতিকৃচ্ছ্র'ব্রত হয়। কৃচ্ছ্রাতিকৃচ্ছ্র-ব্রতে বিংশতিদিবস দুগ্ধপান করিবে। দ্বাদশদিবস উপবাস করিলে তাহাকে পরাকব্রত কহে। যথাশ্রুতরূপে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবসে রাত্রিতে ভোজন, চতুর্থদিবসে তিলপিষ্টক-ভক্ষণ এবং ঘোল ও কুশোদক-পান এবং পঞ্চমদিবসে উপবাস করিলে তাহাকে সৌম্যকৃচ্ছ্র-ব্রত বলে।১৩-২০

চান্দ্রায়ণ ও কৃচ্ছ্রব্রতে প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে স্নান করিবে। অন্যান্য ব্রতে দুইবার স্নান করিবে।২১

শরীরের শক্তি কিরূপ আছে, তাহা জানিয়া স্নান ও ব্রত করিবে। শরীরিক সামর্থ্যের অভাব হইলে বিদ্বৎ-পর্ষদে যাইয়া তাঁহাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করিবে।২২

সমস্ত ব্রতের মধ্যে ব্রহ্মকূর্চ্চনামক শ্রেষ্ঠব্রত-সম্বন্ধে প্রকৃষ্টরূপে বলিব, যাহার আচরণ করিলে প্রাণিগণ সমস্ত পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।২৩

নীলবর্ণা গাভীর মূত্র, কৃষ্ণাবর্ণ গাভীর গোময়, স্বর্ণবর্ণা গাভীর দুগ্ধ, পীতবর্ণা গাভার দধি ও কপিলবর্ণা গাভীর ঘৃত সংগ্রহ করিবে। এই দ্রব্যগুলি মহাপাতক-নাশক। উল্লিখিত বর্ণবিশিষ্ট গাভীসমূহের সংগ্রহ না হইলে মাত্র কপিলা গাভী হইতে মূত্রাদি সংগ্রহ করিবে।

ঘৃতং চাষ্টপলং গ্রাহ্যং পলমেকং কুশাম্ভসঃ।
মন্ত্রৈঃ সর্বাণি চৈতানি অভিমন্ত্র্যাথ মিশ্রয়েৎ ॥২৭
গায়ত্র্যা চৈব গোমূত্রং গন্ধদ্বারেতি গোময়ম্।
আপ্যায়স্বেতি বৈ ক্ষীরং দধিক্রাবৃস্তথা দধি ॥২৮
তেজোঽসি শুক্রমিত্যাজ্যং দেবস্য ত্বা কুশোদকম্।
নিষ্পন্নং পঞ্চগব্যঞ্চ পাত্রেষু ক্রমতঃ পিবেৎ ॥২৯
মধ্যমেন পলাশস্য তৎপত্রেণ পিবেদ্ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়ং পদ্মপত্রেণ ব্রহ্মপত্রেণ চাপরে ॥৩০
চতুর্থং তাম্রপাত্রেণ তৎপিবেদ্ ব্রতকৃদ্দ্বিজঃ।
আলোড্য প্রণবেনৈব নির্মথ্য প্রণবেন চ ॥৩১
উদ্ধৃত্য প্রণবেনৈব প্রাশয়েৎ প্রণবেন তু।
বিষ্ণুং সংস্নাপয়েদ্ভক্ত্যা পঞ্চগব্যেন চার্চয়েৎ ॥৩২
কূষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়ান্মন্ত্রৈঃ পঞ্চগব্যং হুতাশনে।
সব্যাহৃত্যা চ গায়ত্র্যা তথৈব প্রণবেন চ ॥৩৩
ব্রহ্মকূর্চমিদং প্রোক্তং ব্রতং পঞ্চদিনাত্মকম্।
পঞ্চগব্যঞ্চ সম্প্রাশ্য পঞ্চরাত্রোপবাসকৃৎ ॥৩৪
নক্তেন বা সমশ্নীয়াদ্ যাবচ্ছক্ত্যা দিনানি চ।
পাঞ্চাহ্নিকং পারণকং ব্রতস্যাস্য প্রকীর্তিতম্ ॥৩৫
নির্দহেৎ সর্বপাপানি ব্রহ্মকূর্চমিদং স্মৃতম্।
অন্যে বদন্তি কবয় উপবাসং বিনা ব্রতম্ ॥৩৬
জপ-হোমাদি কর্তব্যং দেবতার্চনমেব বা।
পঞ্চগব্যঞ্চ হোতব্যং পঞ্চগব্যং সমশ্নীয়াৎ ॥৩৭
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তাবদ্ যাবৎ কুর্য্যাদিদং ব্রতম্।
যত্ত্বগস্থিগতং পাপং বিদ্যতে পুরুষস্য চ ॥৩৮
ব্রহ্মকূর্চো দহেৎ সর্বং সমিদ্ধোঽগ্নিরিবেন্ধনম্ ॥৩৯
যাবন্তি পাপানি ভবন্তি পুংসাং
দৈবাদকামাদপি কামতো বা

(এক্ষণে পরিমাণ বলা হইতেছে) মূত্র পাঁচপল, অঙ্গুষ্ঠার্ধ গোময়, দুগ্ধ সাতপল, দধি তিনপল, ঘৃত আটপল এবং কুশোদক একপল—এই সকল দ্রব্য মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া অনন্তর মিশ্রিত করিবে।২৪-২৭

গায়ত্রী-মন্ত্র দ্বারা গোমূত্র, "গন্ধদ্বারাং" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গোময়, "আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা দুগ্ধ, "দধিক্রাব্ন" ইত্যাদি মন্ত্রে দধি, "তেজোঽসি" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ঘৃত এবং "দেবস্য ত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে কুশোদক দ্বারা ক্রমশঃ অভিমন্ত্রিত করিবে এবং পাত্রে মিশাইয়া পঞ্চগব্য প্রস্তুত করত পান করিবে।২৮-২৯

প্রথম পলাশপত্রের মধ্যস্থান দিয়া পান করিবে। ব্রতকৃদ্ দ্বিজ দ্বিতীয়বার পদ্মপত্রের সাহায্যে, তৃতীয়বার ব্রহ্মপত্রের সাহায্যে এবং চতুর্থবার তাম্রপাত্রের সাহায্যে পান করিবে। প্রণবদ্বারা আলোড়ন ও নির্মন্থন করত উত্তোলন ও ভোজন করিবে। পঞ্চগব্য দ্বারা ভক্তিপূর্বক বিষ্ণুকে স্নান করাইবে ও পূজা করিবে। ৩০-৩২

কুষ্মাণ্ডমন্ত্র দ্বারা অগ্নিতে পঞ্চগব্য আহুতি দিবে। সব্যাহৃতিক গায়ত্রী ও প্রণব দ্বারাও আহুতি দিবে।৩৩

পঞ্চরাত্র উপবাস করিয়া পঞ্চগব্য ভোজন করত পঞ্চদিনাত্মক এই ব্রহ্মকূর্চ-ব্রত করিবে অথবা ভক্তিযুক্ত হইয়া পঞ্চদিবস রাত্রিতে ভোজন করিবে। পঞ্চদিনাত্মক ব্রতের এই প্রকার পারণ শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। এই ব্রহ্মকূর্চনামক ব্রত সমস্ত পাপ দগ্ধ করে। অন্যান্য জ্ঞানিগণ বলেন,—এই ব্রতে উপবাস করিবে না। জপ, হোম, দেবার্চন ও পঞ্চগব্য আহুতি দিবে এবং পঞ্চগব্য ভোজন করিবে। যে পর্য্যন্ত এই পাপ অস্থিগত থাকে, সেই পর্য্যন্ত এই ব্রত করিবে, এবং ব্রতকাল যাবৎ ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে। প্রজ্বলিত অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, ব্রহ্মকূর্চব্রতও সেইরূপ সকল-প্রকার পাপ দগ্ধ করে।৩৫-৩৯

দৈব, ইচ্ছা বা অনিচ্ছাবশতঃ পুরুষের যে সমস্ত পাপ জন্মে, সে সকল পাপের শুদ্ধির জন্য এই ব্রতসমূহ মুনি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে এবং এই প্রকার অন্য ব্রতও উক্ত হইয়াছে।৪০

উক্তানি তেষাং মুনিনা ব্রতানি
শুদ্ধ্যর্থমেতান্যপরাণি চৈবম্ ॥৪০

ধর্মার্থমেতানি কৃতানি পুংসাং
দদ্যুর্দিবৌকস্ত্ববিমুক্ত-সিদ্ধিঃ।
অত্রাপি পূজ্যত্বমশেষলোকৈ-
স্তেজঃ শরীরী বিচরন্ বিভাতি ॥৪১

যস্যাস্তি ভীতিঃ পুরুষস্য পাপাদ্
ইচ্ছেচ্চ কর্তুং ক্ষয়মেনসাঞ্চ।
প্রীত্যৈব তঞ্চ ব্রত-দান-জপ্যং
প্রোদ্দিশ্যমেতন্ন তদন্যতস্তু ॥৪২

বদন্তি দানং মুনয়ঃ প্রধানং
কলৌ যুগে নান্যদিহাস্তি কিঞ্চিৎ
বিশোধনং সর্বমিহাপি পূজ্যং
বদামি তস্মাদথ দানধর্মান্ ॥৪৩

* * .

ইতি বৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
সংহিতায়ামৈন্দবাদিব্রতনির্ণয়ো নাম
নবমোঽধ্যায়ঃ ।৯॥

ধর্মলাভার্থ কৃত পূর্বোক্ত ব্রতসমূহ পুরুষগণকে স্বর্গ ও অবিমুক্ত সিদ্ধি প্রদান করে—ইহলোকে তাঁহারা অশেষ-লোক কর্তৃক পূজিত হন ও তোজোময় শরীর ধারণ করত বিচরণ করিতে করিতে বিশেষ দীপ্তিলাভ করেন। যে পুরুষের পাপ হইতে ভয় আছে—পাপক্ষয়ের ইচ্ছা আছে, সে প্রীতির সহিত সেই পাপ লক্ষ্য করিয়া ব্রত, দান ও জপ করিবে। ব্রত, দান ও জপভিন্ন পাপ হইতে মুক্তির অন্য উপায় নাই।৪১ ৪২

মুনিগণ বলেন যে, কলিযুগে দানই প্রধান, তদপেক্ষা অন্য কিছুই প্রধান নহে। দান দ্বারা সমস্ত পাপের ক্ষালন হয় এবং ইহলোকে পূজনীয় হয়। সেইহেতু দানধর্ম বলিতেছি।৪৩

বৃহৎপরাশরীয় ধর্ম্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-সংহিতায় চান্দ্রায়ণাদি ব্রতনির্ণয় নামক
নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

## দশমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ সর্বদানবিধিবর্ণনম্ ।

দানানি বিধিনা সার্ধং জগৌ যানি পরাশরঃ ।
ব্যাসস্য তানি বক্ষ্যামি শ্রূয়তাং দ্বিজসত্তমাঃ ॥১
দানেন প্রাপ্যতে স্বর্গো দানেন সুখমশ্নুতে ।
ইহামুত্র চ দানেন পূজ্যো ভবতি মানবঃ ॥২
ন দানাৎ পরমো ধর্মস্ত্রিষু লোকেষু বিদ্যতে ।
তস্মাদ্দানং প্রদাতব্যং যথাশক্ত্যা সদা নরৈঃ ॥৩
মুমুক্ষবোঽপি যোগীশা ভিক্ষাদানোপজীবিনঃ ।
অন্নং তোয়-সমাযুক্তং পৃথগেতে তথৈব চ ॥৪
তোয়মন্নঞ্চ বাঞ্ছন্তি কিং পুনঃ সানুরাগিণঃ ।
সর্বোপস্করসংযুক্তং গৃহঞ্চ গৃহমাতৃকম্ ॥৫
বৃষাদিযুক্তং সীরঞ্চ বৃষমেকং তথৈব চ ।
গৃহ্যাগ্নিনা প্রদানেন গোপ্রদানং তথৈব চ ॥৬
সৌরভেয়ীং দ্বিবক্ত্রাঞ্চ তিলধেনুমতঃপরম্ ।
ঘৃতধেনুং পয়োধেনুং হেমধেনুং সুবিস্তরম্ ॥৭
কৃষ্ণাজিনপ্রদানঞ্চ বাজি-স্যন্দনমেব চ ।
একবাজিপ্রদানঞ্চ তথা তস্য পরিগ্রহঃ ॥৮
সুখাসনানি যানানি হস্তি-রথং তথা গজম্ ।
একহস্তিপ্রদানঞ্চ কন্যাদানফলং তথা ॥৯
ভূমিদানং ফলং চৈব তুলাপুরুষমেব চ ।
হেম-রূপ্যপ্রদানঞ্চ মণিকাদিসমন্বিতম্ ॥১০
ত্রপু-সীসক-তাম্রাদি সর্বধাতুপ্রদানবৎ ।
নক্ষত্র-তিথি-যোগেষু যদ্ যত্তদ্দানজং ফলম্ ॥১১
বিদ্যাদানফলং চৈব প্রাণদানং তথৈব চ ।
অভয়াদিকদানানি প্রতিগ্রহে যথা বিধিঃ ॥১২
ইষ্টা-পূর্তৌ ফলোপেতৌ সর্বং বিস্তরতো ময়া ।
শক্রসূনোঃ শ্রুতং পূর্বং ক্রমাৎ কথয়তঃ শৃণু ॥১৩
গোহিরণ্যাদিদানানাং সর্বেষামপ্যনুত্তমম্ ।
অন্নদানমপেক্ষন্তে সর্বেঽপি হি দিবৌকসঃ ॥১৪

## দশম অধ্যায়

### সর্বপ্রকার দানবিধি বর্ণিত হইতেছে ।

হে দ্বিজসত্তমগণ ! পরাশর মুনি ব্যাসদেবের নিকট বিধির সহিত যে সকল দান করিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা আমি আপনাদের নিকট বলিব, আপনারা শ্রবণ করুন ।১

দান দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্তি হয়; দান দ্বারা সুখভোগ হয়। মানুষ ইহলোকে ও পরলোকে দান দ্বারা পূজনীয় হয়। ত্রিলোকে দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠধর্ম আর কিছুই নাই। সেইহেতু মনুষ্যগণ সর্বদা যথাশক্তি দান করিবে ।২-৩

সেইরূপ মুমুক্ষু যোগিশ্রেষ্ঠগণও ভিক্ষারূপ দান গ্রহণ করিয়া জীবনধারণ করেন। জলসহ অন্নদান ঐ দান হইতে পৃথক্। অনুরাগিগণ জল ও অন্ন ইচ্ছা করেন এবং সর্বপ্রকার উপস্কর-সংযুক্ত অর্থাৎ আচ্ছাদনযুক্ত গৃহ, বৃষাদি-সংযুক্ত লাঙ্গল ও একটি বৃষ, গৃহ্যসূত্রানুসারে প্রজ্বালিত অগ্নিসাক্ষাতে দান, গোদান, আসন্নপ্রসবা গাভী, সতিল ধেনু, সঘৃত ধেনু, পয়োযুক্তা ধেনু হেমযুক্তা ধেনু ও কৃষ্ণসারমৃগ-চর্মদান, অশ্বযুক্ত রথ এবং একাশ্বদান ও তাহার গ্রহণ, সুখাসন, যান, হস্তিরথ ও হস্তিদান, একটি হস্তি প্রদান, কন্যা-দান ও তাহার ফল, ভূমিদান, তুলাপুরুষদান, মণিসংযুক্ত স্বর্ণ ও রৌপ্যদান ত্রপু ( রাঙ ) সীসক, তাম্রাদি সর্বধাতু দান, নক্ষত্র, তিথি ও যোগ অনুসারে যে যে দানে যে যে ফল, বিদ্যাদানফল, প্রাণদানফল, অভয়াদি দান ও প্রতিগ্রহবিধি, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ ও তাহার ফল এই

অন্নার্থং মাতরিশ্বায়মন্নার্থঞ্চ তথাঽনলঃ।
অন্নার্থং সবিতা দেবো বাতি জ্বলতি ভাসতে ॥১৫
অন্নকামঃ সসর্জেদং বিধিরপ্যখিলং জগৎ।
অন্নাৎ পরতরং তত্ত্বং ন ভূতং ন ভবিষ্যতি ॥১৬
দদ্যাদহরহস্তস্মাদন্নং বিপ্রায় মানবঃ।
শৃতং বা যদি বা চামং স স্বর্গে সুখমশ্নুতে ॥১৭
শোভনান্ সংভৃতান্ কুম্ভান্ পক্কান্নপরিপূরিতান্।
অপূপৈর্মোদকাদ্যৈশ্চ দত্ত্বা দিবি সুখং বসেৎ ॥১৮
মণিকং কলশান্ বাঽপি যঃ পূরয়তি শক্তিতঃ।
সুশুভাদ্ভির্দ্বিজোকস্তু সম্পূর্ণাশো দিবং ব্রজেৎ ॥১৯
দ্বিজান্ যঃ পায়য়েত্তোয়মন্যানপি পিপাসিতান্।
প্রপাং তু কারয়েদ্ গ্রীষ্মে দেবলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥২০
যদ্বা তৃণাদিকং দদ্যাদ্ বর্ষাসু চ প্রতিশ্রয়ম্।
পাদাভ্যঙ্গং তথৈধাংসি শীতে প্রাবরণানি চ ॥২১
উপানৎপাদুকে চৈব দদৎ কামানবাপ্নুয়াৎ।
সপ্তধান্যসমাযুক্তং সর্বং স্নেহসমন্বিতম্ ॥২২
সর্বোপস্করসংযুক্তং সর্বালঙ্কারভূষিতম্।
হিরণ্য-গো-বৃষা-ঽশ্বৈশ্চ তূলী-শয্যোপধানকৈঃ ॥২৩
বর-স্ত্রী ভূষণৈর্যুক্তং সকাংস্যং তাম্রভাজনম্।
কণ্ডন্যাদিসমাযুক্তং দদৎ পাত্রায় মানবঃ ॥২৪
পক্কেষ্টকচিতং কৃত্বা সর্বলক্ষণসংযুতম্।
মৃণ্ময়ং বা তথা সদ্যঃ কৃত্বা চাশ্মময়ং তথা ॥২৫
দত্ত্বা স্থানমবাপ্নোতি প্রাজাপত্যমসংশয়ম্।
প্রাকারা যত্র সৌবর্ণা গৃহাণ্যুচ্চৈস্তরাণি চ ॥২৬
মাণিক্য-গারুড়ৈর্বজ্রৈর্মৌক্তিকৈর্ভূষিতানি চ।
দেবকন্যাসহস্রেণ স বৃতো গীত-নৃত্যকৈঃ ॥২৭
সেব্যমানোঽপ্সরঃসঙ্ঘৈঃ প্রজাপতিসমং বসেৎ।
অনড্বাহৌ চ ধূর্বাহৌ বলবন্তৌ সুলক্ষণৌ ॥২৮

সমস্ত কথা পূর্বে যাহা শক্তি-পুত্র পরাশর বিস্তৃতভাবে বলিয়াছিলেন—তাহা আমি শুনিয়াছি, অতঃপর সেইসকল আপনারাও শ্রবণ করুন।৪-১৩

গো, হিরণ্যাদি দান সমস্ত দানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দান। সমস্ত স্বর্গবাসিগণও অন্নপ্রাপ্তির অপেক্ষা করেন। অন্নের জন্য বায়ু প্রবাহিত হয়, অন্নের জন্য অগ্নি প্রজ্বলিত হয়, অন্নের জন্য সূর্য্য দীপ্তি প্রদান করেন। বিধি অন্নকাম হইয়া এই অখিল জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অন্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর তত্ত্ব হয় নাই ও হইবে না। সেইহেতু মানুষ প্রতিদিন বিপ্রকে অন্নদান করিবে। পক্কান্নই হউক বা আমান্নই হউক সেই অন্নদাতা স্বর্গে যাইয়া সুখভোগ করে।১৪-১৭

শোভন- উত্তম দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ, পক্কান্ন-পরিপূরিত পিষ্টক ও মোদকদি-পরিপূরিত কুম্ভ প্রদান করত স্বর্গে যাইয়া সুখে বাস করে।১৮

অথবা যে দ্বিজ শক্তি অনুসারে মণিময়কলস মঙ্গল-জনক নির্মল জল দ্বারা পূর্ণ করত তাহা দান করেন, তিনি পূর্ণকাম হইয়া স্বর্গে গমন করেন।১৯

যিনি পিপাসিত অন্য দ্বিজগণকেও জলপান করান এবং গ্রীষ্মকালে জলসত্র স্থাপন করেন, তিনি দেবলোক প্রাপ্ত হন।২০

অথবা যিনি বর্ষাকালে আশ্রয়গ্রহণের জন্য তৃণাদি, শীতকালে পাদাভ্যঙ্গ, কাষ্ঠ, আবরণ, চর্মপাদুকা ও কাষ্ঠপাদুকা দান করেন, তিনি অভীষ্ট প্রাপ্ত হন। সপ্তধান্য-সমাযুক্ত, সর্বপ্রকার স্নেহপদার্থযুক্ত, সর্বোপস্কর-সংযুক্ত, সর্বালঙ্কারভূষিত দ্রব্য, হিরণ্য, গো, বৃষ, অশ্ব, তুলময়ী শয্যা, উপাধান, সুন্দরীস্ত্রী, ভূষণযুক্ত কাংস্যপাত্র ও তাম্রপাত্র এবং উদূখলাদিসমাযুক্ত দ্রব্য যোগ্যপাত্রে দান করিয়া মানব দেবলোক প্রাপ্ত হন।২১-২৫

সর্বলক্ষণসংযুক্ত পক্ক ইষ্টকনির্মিত মৃণ্ময় পাত্র অথবা সন্তঃকৃত প্রস্তরময় পাত্র দান করিয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় —এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। সুবর্ণময় প্রাকার-বেষ্টিত মাণিক্য, স্বর্ণ, হীরক ও মুক্তা-ভূষিত উচ্চতর গৃহ দান করিয়া দাতা নৃত্য-গীতের সহিত সহস্র দেবকন্যা কর্তৃক পরিবৃত এবং অপ্সরাগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া ব্রহ্মার সহিত বাস করেন। সুলক্ষণ-বলবান্-বহনক্ষম-

তরুণৌ সুবিষাণৌ চ ঘণ্টাভরণভূষিতৌ।
অদুষ্টাবেকবর্ণৌ তু সশিবৌ দক্ষিণান্বিতৌ ॥২৯
য আহূয় দ্বিজাগ্র্যায় দদ্যাদ্ভক্ত্যা তু মানবঃ।
সোঽনডুদ্রোমতুল্যানি স্বর্গে বর্ষাণি তিষ্ঠতি।
অপ্সরোভির্বৃতো নিত্যং সেব্যমানঃ সুরাসুরৈঃ ॥৩০
একোঽপি হি বৃষো দেয়ো ধুর্বহঃ শুভলক্ষণঃ।
অরোগশ্চাপরিক্লিষ্টো যস্মাৎ স দশগোসমঃ ॥৩১
একেন দত্তেন বৃষেণ যস্মাদ্-
ভবন্তি দত্তা দশ সৌরভেয়াঃ।
মাহেয্যতো যদ্ধরণীসমানাদ্
তস্মাদ্ বৃষাৎ পূজ্যতমোঽস্তি নান্যঃ ॥৩২
গৃষ্টিদানং প্রবক্ষ্যামি যথা দেয়ং দ্বিজাতিভিঃ।
গো বিধির্দক্ষিণায়াশ্চ তথা সর্বং নিবোধত ॥৩৩
একরাত্রোষিতঃ স্নাতো গোদাতা পঞ্চগব্যপঃ।
পঞ্চামৃতেন সংস্নাপ্য সম্পূজ্য গরুড়ধ্বজম্ ॥৩৪
সবৎসাং বস্ত্রসংযুক্তাং সিতযজ্ঞোপবীতিনীম্।
সুবিষাণাং সুরূপাঞ্চ সর্বলক্ষণসংযুতাম্ ॥৩৫
হেমকল্পিতশৃঙ্গাঞ্চ রূপ্যচরণাগ্রকাম্।
পয়স্বিনীং সুশীলাঞ্চ হিরণ্যোপরিসংস্থিতাম্ ॥৩৬
প্রত্যঙ্মুখায় বিপ্রায় গৃষ্টিং তাঞ্চ উদঙ্মুখীম্।
ত্বমিমাং প্রতিগৃহ্ণীয়াঃ প্রীতোঽস্তু কেশবোঽনয়া।
ইতি দত্ত্বোদকং হস্তে পদান্যষ্টৌ বিসর্জয়েৎ ॥৩৭
ব্যাবর্তেত ততঃ পশ্চাৎ প্রণম্য শিরসা দ্বিজম্।
অনেন বিধিনা ধেনুং যো বিপ্রায় প্রযচ্ছতি ॥৩৮
স বিষ্ণুপ্রীণনাদ্ যাতি বিষ্ণুলোকমসংশয়ম্।
আত্মনঃ পুরুষান্ সপ্ত প্রাগধস্তাচ্চ সপ্ত চ ॥
আত্মানং সপ্তজন্মোত্থাৎ পাপাদ্ বিমোচয়েন্নরঃ ॥৩৯
পদে পদে তু যজ্ঞস্য গোর্বৎসস্য চ মানবঃ।
ফলমাপ্নোতি বিপ্রেন্দ্রাঃ শুশ্রাবৈতৎ পুরা হরেঃ ॥৪০
সর্বকামসমৃদ্ধাত্মা সর্বলোকেষু পূজিতঃ।
নাম্নাপ্যঘৌঘহন্তা চ যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥৪১
ইক্ষ্বাকুণা তথা চান্যৈর্বহুধা বসুধাধিপৈঃ।
যৈর্যা নৃভিরিয়ং দত্তা জগ্মুস্তেঽপি চ বিষ্টপম্ ॥৪২

---

তরুণ, সুন্দর শৃঙ্গযুক্ত, ঘণ্টাভরণভূষিত, নির্দোষ, একবর্ণ ও শুভ লক্ষণযুক্ত বৃষযুগল যে মানব দ্বিজশ্রেষ্ঠকে আহ্বান করিয়া ভক্তির সহিত দক্ষিণাসহ দান করে, সে বৃষের শরীরে যত লোম আছে, তত বৎসর অপ্সরাগণ কর্তৃক পরিবৃত ও সুরাসুরগণ কর্তৃক নিত্য সেবিত হইয়া স্বর্গে অবস্থানকরে। শুভলক্ষণান্বিত, নীরোগ, অপরিক্লিষ্ট ও পথে বহনক্ষম একটি বৃষদান দশটি গোদানের সমান। যেহেতু একটি বৃষ দান করিলে তাহা দশটি বৃষদানের তুল্য ফলপ্রদ হয়, সেইহেতু পৃথিবীতে বৃষতুল্য পূজ্য আর কে আছে?—কেহই নাই।২৬-৩২

দ্বিজগণ যে প্রকারে একবার প্রসূতা গাভী দান করিবে—তাহা প্রকৃষ্টরূপে বলিব। এই দানে দক্ষিণা-দানের যে সমস্ত বিধি আছে, তাহাও অবগত হও।৩৩

গো-দাতা স্নান করিয়া পঞ্চগব্য পান করত একরাত্র উপবাসপূর্বক গোকে পঞ্চামৃত দ্বারা স্নান করাইয়া শ্রীবিষ্ণু-পূজা করিবে। তারপর সবৎসা, সবস্ত্রা, শুক্লযজ্ঞোপবীত-ধারিণী, সুন্দর শৃঙ্গবিশিষ্টা, সুরূপা, সর্বলক্ষণযুক্তা, সুবর্ণবেষ্টিত-শৃঙ্গধারিণী, রৌপ্যবেষ্টিতচরণাগ্রা, দুগ্ধবতী, সুশীলা ও হিরণ্যোপরিসংস্থিতা একবার প্রসূতা গাভীকে উত্তরমুখী করিয়া পশ্চিমাভিমুখ বিপ্রকে "আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন" এই বাক্য উচ্চারণপূর্বক তদীয়হস্তে জলপ্রদান করিয়া "এই গবীদ্বারা কেশব প্রীত হউন" এই কথা বলিতে বলিতে অষ্টপদপরিমিত স্থানত্যাগ করাইবে, তৎপর প্রত্যাবর্তন করিয়া দ্বিজকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিবে। এই বিধি অনুসারে যিনি বিপ্রকে গো-দান করেন, তাঁহার এই কার্য্য দ্বারা বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদিত হয়; ফলে দাতা নিঃসংশয়ে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। দাতা স্বীয় ঊর্ধ্ব ও অধস্তন সপ্তপুরুষকে পাপ হইতে মুক্ত করেন, স্বয়ং সপ্ত-জন্মসঞ্চিত পাপ হইতে মুক্ত হন। হে বিপ্রেন্দ্রগণ! দানীয় গো ও বৎসের প্রতিপদক্ষেপে মানব যজ্ঞফল প্রাপ্ত হয়—ইহা পূর্বে হরির নিকট শুনিয়াছি। ঐ দাতা সর্বকামসমৃদ্ধ ও সর্বলোকে পূজিত হন এবং চতুর্দশ ইন্দ্রের ভোগকাল পর্য্যন্ত তাহার নাম মাত্রেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়।৩৪-৪১

ইক্ষ্বাকু এবং অন্যান্য বসুধাধিপগণ পূর্বোক্ত প্রকারে গোদান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিয়াছেন।৪২

পশ্যন্তি দীয়মানাং যে যে ভবন্ত্যনুমোদকাঃ।
তেঽপি পাপাদ্ বিনির্ম্মুক্তা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥৪৩
পাদদ্বয়ং মুখং যোন্যাং প্রসবন্ত্যাঃ প্রদৃশ্যতে।
তদা চ দ্বিমুখী গৌঃ স্যাদ্দেয়া যাবন্ন সূয়তে ॥৪৪
ক্ষৌণীতুল্যা তদা সা গৌঃ সর্ব্বৈরুক্তা মুনীশ্বরৈঃ।
সাপি প্রাগ্ বিধিনা দেয়া সকাংস্যদোহনা দ্বিজাঃ ॥৪৫
একত্র পৃথিবী সর্ব্বা সশৈল-বন-কাননা।
তস্যা গৌর্জ্জ্যায়সী সাক্ষাদেকত্রোভয়তো মুখী ॥৪৬
গোর্ব্বৎসস্য চ লোমানি যাবৎসঙ্খ্যানি সত্তমাঃ।
তাবৎসঙ্খ্যানি বর্ষাণি ধ্রুবং ব্রহ্মজনে বসেৎ ॥৪৭
অরোগামপরিক্লিষ্টাং ধেনুং গামথ বাপি চ।
দত্ত্বা স্বর্গমবাপ্নোতি যাবদাভূতসংক্ষয়ম্ ॥৪৮
তিলধেনুং প্রবক্ষ্যামি প্রীণনায় হরেরিমাম্।
যথা তুষ্যতি গোবিন্দো দত্তয়া নু গবাঽনঘ ॥৪৯

ব্রহ্মাদিবর্ণহা গোঘ্নঃ পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদ্‌বধাৎ!
অগ্নিদো গুরুহা চৈব তথৈব গুরুতল্পগঃ ॥৫০
সর্ব্বপাপসমাযুক্তো যুক্তো যশ্চোপপাতকৈঃ।
সর্ব্বৈঃ পাপৈঃ প্রমুচ্যন্তে তিলধেন্বা প্রদত্তয়া ॥৫১
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে বস্ত্রাজিনসমাবৃতে।
ধর্ম্মজ্ঞাঃ কেচিদিচ্ছন্তি কুতপে চ তিলাস্তৃতে ॥৫২
আস্তীর্য্য ত্বাবিকং ভূমৌ তত্র কৃষ্ণাজিনং পুনঃ।
তিলাংস্তু প্রক্ষিপেত্তত্র কৃষ্ণাঢ়কচতুষ্টয়ম্ ॥৫৩
কুর্য্যাদুত্তরতোঽভ্যর্ণে আঢ়কেন তু বৎসকম্।
সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কুর্য্যাৎ সৌরভেয়ীং সবৎসকাম্ ॥৫৪
কার্য্যে হেমময়ে শৃঙ্গে চরণা রাজতাস্তথা।
মিষ্টান্নরসনাং কুর্য্যাদ্ গন্ধঘ্রাণবতীং শুভাম্।
আস্যং গুড়ময়ং তস্যাঃ সাস্না সূত্রময়ী তথা ॥৫৫
তাম্রপৃষ্ঠেক্ষুপাদা চ কার্য্যা মুক্তাফলেক্ষণা।
প্রশস্তপত্রশ্রবণা ফলদন্তবতী তথা ॥৫৬

এই গোকে যাঁহারা দিতে দেখেন এবং যাঁহারা এই দান অনুমোদন করেন, তাঁহারাও পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। প্রসবিনী গাভীর প্রসবকালে যখন তাহার যোনিস্থানে বৎসের পাদদ্বয় ও মুখ পরিদৃষ্ট হয়, তখনই অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না বৎস প্রসূত হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত ঐ গোকে দ্বিমুখী গো বলে।৪৩-৪৪

মুনীশ্বরগণ বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দ্বিমুখী গো তখন পৃথিবীতুল্যা হয়। হে দ্বিজগণ! পূর্ব্বোক্ত বিধি অনুসারে কাংস্যনির্ম্মিত দোহনপাত্রের সহিত সেই গো প্রদান করিবে।৪৫

সশৈলবন-কাননা পৃথিবী একদিকে আর দ্বিমুখা গো একদিকে থাকিলে যখন উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা হয়, তখন সশৈল বন-কাননা পৃথিবী অপেক্ষা সাক্ষাদ্‌ভাবে দ্বিমুখী গোর শ্রেষ্ঠত্বই প্রতিপাদিত হয়।৪৬

হে সজ্জনশ্রেষ্ঠগণ! যিনি উক্ত দ্বিমুখী গো দান করেন, সেই গো ও বৎসের যতসংখ্যক লোম থাকে, তত বৎসর উক্ত গো-দাতা ব্রহ্মলোকে নিশ্চিতভাবে বাস করেন।৪৭

রোগবিহীনা অপরিক্লিষ্টা ধেনু অথবা গো দান করিয়া দাতা যে পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণীর সম্যক্ ক্ষয় না হয় অর্থাৎ যতদিন জীবলোক থাকে, ততদিন স্বর্গলোকে বাস করেন। হে অনঘ! শ্রীহরির প্রীতিসম্পাদানের জন্য সতিল ধেনুদান-প্রসঙ্গ এবং গো-প্রদান দ্বারা যে প্রকারে গোবিন্দ প্রীত হন—তাহা বলিব।৪৮ ৪৯

ব্রাহ্মণাদি বর্ণঘাতী, গোঘাতী, পিতৃ-মাতৃ-সুহৃদ্‌ঘাতী পরগৃহে অগ্নিদাতা, গুরুঘাতী, গুরুপত্নীগামী, সর্ব্বপাপ-সমাযুক্ত ও উপপাতকযুক্ত ব্যক্তি সতিল ধেনুদান করিয়া ঐ সকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।৫০-৫১

ধর্ম্মজ্ঞগণ কেহ কেহ ইচ্ছা করেন যে, বস্ত্রাজিন-সমাবৃত ও তিলাস্তরণে অনুলিপ্ত মহীপৃষ্ঠে মেষচর্ম্ম আস্তৃত করিয়া তদুপরি কৃষ্ণসারাজিন পাতিয়া সেখানে আঢ়কচতুষ্টয়-পরিমিত কৃষ্ণতিল ক্ষেপণ করিবে। উত্তরদিকে নিকটে আঢ়কের সহিত বৎসকে স্থাপন করিবে, এবং সবৎসা গোভীকে সর্ব্বরত্নালঙ্কৃতা করিবে, তাহার শৃঙ্গদ্বয় হেম দ্বারা ও চরণচতুষ্টয় রজত দ্বারা আবৃত করিবে। তাহার জিহ্বায় মিষ্টদ্রব্য দিবে এবং শোভনা সবৎসা ঐ গাভীকে গন্ধদ্রব্য আঘ্রাণ করাইয়া তাহার মুখ গুড়ময়, গলকম্বল সূত্রময় এবং

শুভ্রস্রগ্ময়লাঙ্গূলা নবনীতস্তনান্বিতা।
নারঙ্গৈর্বীজপূরৈশ্চ জম্বীরৈর্নারিকেলকৈঃ ॥৫৭
বদরাম্র-কপিথৈশ্চ মণি-মুক্তাফলার্চিতাম্।
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নাং সিতচ্ছত্রসমন্বিতাম্ ॥৫৮
ঈদৃগ্বিধাঞ্চ তাং কুর্য্যাচ্ছ্রদ্ধয়া পরয়ান্বিতঃ।
কাংস্যোপদোহনাং দদ্যাৎ কেশবঃ প্রীয়তামিতি ॥৫৯
কুর্য্যাচ্চ গৃষ্টিবদ্ বিদ্বান্ ইমামপ্যুত্তরামুখীম্।
সম্যগুচ্চার্য্য বিধিনা দত্ত্বৈতেন দ্বিজোত্তমঃ ॥৬০
সর্বপাপৈর্বিনির্মুক্তঃ পিতরং সপিতামহম্।
প্রপিতামহং তথা পূর্বপুরুষাণাং চতুষ্টয়ম্ ॥৬১
পুত্র-পৌত্রমধস্তাচ্চেত্তথৈব চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বিজেন্দ্রাস্তারয়ন্ত্যেতান্ তিলধেনুপ্রদা নরাঃ ॥৬২
যশ্চ গৃহ্লাতি বিধিবৎ পুরুষান্ সোঽপি তাবতঃ।
চতুর্দশ তথা যে চ দদতশ্চানুমোদকাঃ ॥৬৩

দীয়মানাঞ্চ পশ্যন্তি তিলধেনুঞ্চ যে নরাঃ।
শৃণ্বন্তি যে চ তাং ভক্ত্যা দীয়মানাং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৬৪
তেঽপ্যশেষাঘনির্মুক্তাঃ প্রযান্তি বিষ্ণুলোকতাম্।
প্রশান্তায় সুশীলায় তথাঽমৎসরিণে বুধঃ।
তিলধেনুং নরো দদ্যাদ্ বেদস্নাতায় ধর্মিণে ॥৬৫
ত্রিরাত্রং সতিলাহারস্তিলধেনুং দদাতি যঃ।
একরাত্রং পুনর্ভক্ত্যা তিলানত্তি প্রযত্নতঃ ॥৬৬
দাতুর্বিশুদ্ধপাপস্য তস্য পুণ্যবতো দ্বিজাঃ।
চান্দ্রায়ণাদপ্যধিকং শস্তং তত্তিলভক্ষণম্ ॥৬৭
এবং প্রতিগ্রহীতাপি আদত্তে বিধিনা দ্বিজঃ।
স তারয়তি দাতারমাত্মানঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥৬৮
প্রতিগ্রহসুদীপ্তাগ্নিদগ্ধবিপ্রমুখেরিতাঃ।
ন স্ফুরন্তীহ মন্ত্রাশ্চ জপ-হোমাদিকেষু চ ॥৬৯

পৃষ্ঠদেশ তাম্রময় করিবে। ইক্ষুদণ্ডতুল্য পদ, মুক্তাফলতুল্য নয়নযুগল, প্রশস্তপত্রসদৃশ কর্ণযুগল, ফলদন্তবতী, শুভ্রমাল্য-ময়লাঙ্গুলযুক্তা, নবনীতবৎ কোমল স্তনান্বিতা, নারঙ্গ, বীজপুর ( নেবুবিশেষ ), জম্বীর, নারিকেল, বদর, আম্র, কপিথ, মণি ও মুক্তাফল দ্বারা পূজিতা, শুক্লবস্ত্রযুগলে সমাচ্ছাদিতা ও শুক্লছত্রসমন্বিতা সেই গাভীকে পরমশ্রদ্ধা-যুক্ত হইয়া কাংস্যময় দোহনপাত্রের সহিত দান করিবে এবং 'কেশব প্রীত হউন' এই কথা বলিবে।।২-৫৯

দ্বিজোত্তম বিদ্বান্ ব্যক্তি একবার প্রসূতা গাভীদানের ন্যায় পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে সম্যগ্রূপে বাক্য উচ্চারণ করিয়া এই গাভীদান করিবে। যিনি সতিল ধেনু প্রদান করেন, তিনি পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ ও পূর্ববর্তী পুরুষচতুষ্টয় পুত্র, পৌত্র ও অধস্তন পুরুষ-চতুষ্টয়কে পরিত্রাণ করিয়া স্বয়ং সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হন ৬০-৬২

যিনি বিধি অনুসারে ঐ গো গ্রহণ করেন, তিনি এবং যাঁহারা দাতার দানের অনুমোদন করেন, তাঁহারাও চতুর্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত পরিত্রাণ লাভ করেন।৬৩

যে সকল দ্বিজোত্তম নর সতিল ধেনু দান করিতে দেখেন এবং যাঁহারা ঐ দানের কথা শ্রবণ করেন, তাঁহারাও অশেষ পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। প্রশান্ত, সুশীল, মাৎসর্য্য-রহিত, বেদবিদ্যাপারঙ্গত এবং ধর্ম্মাচারসম্পন্ন ব্যক্তিকে সতিল ধেনুদান করিবে। যে ব্যক্তি ত্রিরাত্র তিলযুক্ত অন্য দ্রব্য আহার করিয়া তিলযুক্ত ধেনু দান করেন এবং একরাত্র যত্নপূর্বক ভক্তি-সহকারে তিলমাত্র আহার করেন, হে দ্বিজগণ! পাপ হইতে শুদ্ধিপ্রাপ্ত সেই পুণ্যবান্ দাতার তিলভক্ষণ চান্দ্রায়ণব্রত হইতেও অধিক প্রশস্ত।৬৪-৬৭

উক্ত বিধি অনুসারে প্রতিগ্রহকারী দ্বিজ নিজে পরিত্রাণ লাভ করে এবং দাতাকেও পরিত্রাণ করায় —এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।৬৮

প্রতিগ্রহরূপ সুদীপ্ত অগ্নি দ্বারা দগ্ধ বিপ্রমুখ হইতে জপ-হোমাদি কোন কার্য্যেই মন্ত্র স্ফুরিত হয় না। সেইরূপ প্রতিগ্রাহীকে কোনও দান করিবে না এবং তাহাকে কোন কর্মে নিযুক্ত করিবে না। মৃত ব্যক্তিকে

ন দানং দীয়তে তস্য ন তং কর্মণি যোজয়েৎ।
নিষ্ফলং তৎকৃতং কর্ম মৃতস্যৌষধদানবৎ ॥৭০
অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ঘৃতধেনুমপি দ্বিজাঃ।
যেন সা বিধিনা দেয়া তং প্রবক্ষ্যাম্যশেষতঃ ॥৭১
বদামি ধেনুং ঘৃতপূরকল্প্যাং
বিধিশ্চ বস্তূনি চ যৈঃ প্রকল্প্যা।
তস্যাঃ প্রদানেন ফলং হি যচ্চ
ক্রিয়া চ পাত্রং ত্বনুপর্ব যচ্চ ॥৭২
গোক্ষীর-সর্পির্মধু-খণ্ড-দধ্না
সংস্নাপ্য বিষ্ণুং শুভবারিণা চ।
সংপূজ্য পুষ্পৈশ্চ বিলেপ্য গন্ধৈ-
র্দত্ত্বা নিবেদ্যঞ্চ সধূপ-দীপম্ ॥৭৩
ঘৃতঞ্চ বহ্নির্ঘৃতমেব সোমো-
ঘৃতঞ্চ সূর্য্যো ঘৃতমেব বারি।
প্রদেহি তস্মাদ্ ঘৃতমেব বিদ্বন্!
ঘৃতে প্রদত্তে সকলং প্রদত্তম্ ॥৭৪
ঘৃতেন গব্যেন তু পূর্ণকুম্ভং
প্রকল্প্যতে গৌঃ করকেণ বৎসঃ।
হিরণ্যগর্ভাং মণি-রত্নশোভাং
কুরুষ্ব কর্পূরসুচারুনাসাম্ ॥৭৫
শৃঙ্গে চ কৃষ্ণাগুরুদারবে চ
সৌবর্ণনেত্রে পটসূত্রসাস্না।
ক্ষৌমঞ্চ পুচ্ছং গুড়-দুগ্ধবক্ত্রং
জিহ্বা চ তস্যা বরশর্করায়াঃ ॥৭৬
দ্রাক্ষোত্থৈশ্চৈব খর্জূরৈরন্যৈঃ স্বাদুফলৈরপি।
উরস্তস্যাঃ প্রকর্তব্যং পৃষ্ঠং তাম্রঞ্চ ধীমতা ॥৭৭
ইক্ষুযষ্টিময়াঃ পাদাঃ শফা রৌপ্যময়াস্তথা।
ধান্যৈশ্চ সপ্তভিঃ পার্শ্বৈর্লোমানি সিতসর্ষপৈঃ ॥৭৮
কাংস্যদোহা প্রকর্তব্যা সিতবস্ত্রাবৃতা তথা।
সিতচ্ছত্রসমাযুক্তা সিতচামরভূষিতা ॥৭৯
বৎসস্য কুর্য্যাদিতি ভূষণানি
প্রোক্তানি সর্বাণ্যপি যানি ধেনোঃ।
অঙ্গানি সর্বাণি চ তদ্বদস্য
ছত্রং সবস্ত্রঞ্চ তথৈব বিপ্রাঃ ॥৮০
গৃহাণ চৈনাং মম পাপহৃত্যৈ
দুস্তারসংসারপয়োধিপোত।
সংসারতারো ভব ভূমিদেব!
স্বর্গং প্রদেহ্যক্ষয়মঙ্গ বিদ্বন্ ॥৮১

ঔষধ দান করিলে যেমন তাহা নিষ্ফল হয়, সেইরূপ তাহার কৃত সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হয়।৬৯-৭০

হে দ্বিজগণ! অনন্তর ঘৃতধেনুদান-সম্বন্ধেও বলিব। যে বিধি অনুসারে সেই সঘৃত ধেনুদান করিতে হয়, তাহা অশেষ প্রকারে বলিব।৭১

ঘৃতপূর্ণকল্প্য ধেনু, তাহার দানের বিধি, দানীয় বস্তু, যৎকর্তৃক তাহা প্রকল্প্য, সেই ধেনুপ্রদান দ্বারা যে ফল হয় এবং তদ্বিষয়ক ক্রিয়া, দানীয় পাত্র ও পর্ব-সম্বন্ধে বলিব।৭২

গোদুগ্ধ, গব্যঘৃত, মধু, শর্করা, দধি ও পবিত্র বারি দ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইয়া পুষ্পদ্বারা পূজা এবং গন্ধদ্বারা লেপন করত ধূপের সহিত দীপ ও নৈবেদ্য প্রদান করিবে।৭৩

হে বিদ্বন্! ঘৃতই অগ্নি চন্দ্র সূর্য্য ও জল। সেইহেতু ঘৃতই প্রদান কর, কেননা ঘৃতদান করিলে সকলই দান করা হয়। গব্যঘৃত দ্বারা পূর্ণ কুম্ভকে গো এবং করক অর্থাৎ বংশাঙ্কুরকে বৎস কল্পনা করিবে এবং তাহাকে হিরণ্যগর্ভা, মণিরত্ন-শোভান্বিতা পূর্ণকুম্ভরূপা গাভীকে কর্পূররূপ সুমনোহর-নাসাযুক্তা করিবে। সেই গোর শৃঙ্গদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ অগুরুকাষ্ঠময়, নেত্রযুগল সুবর্ণময়, গলকম্বল পট্টসূত্র-বেষ্টিত, পুচ্ছ ক্ষৌমবস্ত্রাচ্ছাদিত, মুখ গুড় ও দুগ্ধময় এবং জিহ্বা উৎকৃষ্ট শর্করালিপ্ত হইবে।৭৪-৭৬

ধীমান্ ব্যক্তি দ্রাক্ষা হইতে উৎপন্ন দ্রব্য, খর্জুর ও অন্য স্বাদুফল দ্বারা তাহার বক্ষঃ, তাম্রদ্বারা পৃষ্ঠ, ইক্ষু-দণ্ডদ্বারা পাদচতুষ্টয়, রৌপ্যদ্বারা খুর, সপ্তপ্রকার ধান্য দ্বারা পার্শ্বদ্বয়, শুক্লসর্ষপ দ্বারা লোম করিবে এবং কাংস্যময়পাত্রকে দোহন-পাত্র করিবে; উহাকে শুক্লবস্ত্রাচ্ছাদিতা, শুক্লছত্র-সমাযুক্তা ও শুক্লচামরভূষিতা করিবে; ধেনুর যে প্রকার ভূষণ উক্ত হইয়াছে, বৎসেরও সেই প্রকার সমস্ত অঙ্গ অলঙ্কৃত এবং ছত্র ও বস্ত্র-শোভিত করিবে।৭৭-৮০

বিষ্ণুঃ সুরেশো ঘৃতরশ্মিরস্যাঃ
প্রীতোঽস্তু দানেন বরং দদাতু।
ব্যাহৃত্য চৈতন্নিজহস্ততোয়ং
দত্ত্বা ক্ষমস্বেতি চ বাগ্বিধেয়া ॥৮২
দাত্রা দ্বিজেনাত্র তু পূর্বমুক্তং
সংপ্রাশ্য সর্পির্ব্রতমাত্মশুদ্ধ্যৈ।
কার্য্যং প্রমুক্তোঽখিলকিল্বিষৈস্তু
প্রাপ্নোতি কামান্ ঘৃত-দুগ্ধমিশ্রান্ ॥৮৩
ঘৃত-ক্ষীরবহা নদ্যো যত্র পায়সকর্দমাঃ।
তেষু লোকেষু বিপেন্দ্র স পুণ্যেষূপজায়তে ॥৮৪
পিতুরূর্ধ্বং তু যে সপ্ত পুরুষাস্তস্য যেঽপ্যধঃ।
তেষু তান্ দ্বিজলোকেষু স নয়েদ্ গতকিল্বিষঃ ॥৮৫
সকামানাং প্রিয়ং গৃষ্টিঃ কথিতা তব সত্তম।
বিষ্ণুলোকে নরা যান্তি সকামা ঘৃতধেনুদাঃ ॥৮৬

জলধেনুং প্রবক্ষ্যামি প্রীয়তে দত্তয়া যয়া।
দেবদেবো হৃষীকেশঃ সর্বেশঃ সর্বভাবনঃ ॥৮৭
জলকুম্ভং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সুবর্ণরজতস্থিতম্।
রত্নগর্ভমশেষৈস্তু গ্রাম্যৈর্ধান্যৈঃ সমন্বিতম্ ॥৮৮
সিতবস্ত্রযুগচ্ছন্নং দূর্বাপল্লবশোভিতম্।
কুষ্ঠ-মাংসী-মুরোশীর-বালকামলকৈর্যুতম্ ॥৮৯
প্রিয়ঙ্গুপত্রসংযুক্তং সিতযজ্ঞোপবীতিনাম্।
সোপানৎকঞ্চ সচ্ছত্রং দর্ভবিষ্টরসংস্থিতম্ ॥৯০
চতুর্ভিঃ সংবৃতৈঃ পাত্রৈস্তিলপূর্ণৈশ্চতুর্দিশম্।
স্থাপিতং দধিপাত্রেণ ঘৃত-ক্ষৌদ্রবতা মুখে ॥৯১
উপোষিতঃ সমভ্যর্চ্য বাসুদেবং সুরেশ্বরম্।
পুষ্প-ধূপোপহারৈশ্চ যথাবিভবসম্ভবম্ ॥৯২
তস্মিন্ কুম্ভে লিখেদ্ ধেনুং সবৎসাং ক্ষীরকর্দমৈঃ।
প্রতিষ্ঠাং তত্র কুর্বীত মন্ত্রৈর্বেদচতুষ্টয়ৈঃ ॥৯৩

হে বিদ্বন্, ভূমিদেব! আমার পাপ-হরণের জন্য এই ধেনু গ্রহণ করুন এবং দুস্তরসংসারতারক এবং পয়োধিপোতস্বরূপ আপনি সংসার-সাগর হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন ও আমাকে অক্ষয় স্বর্গ প্রদান করুন।৮১

"এই ধেনুদান দ্বারা সুরশ্রেষ্ঠ, ঘৃতরশ্মি বিষ্ণু প্রীত হউন,—আমাকে বর প্রদান করুন" ইহা বলিয়া নিজ-হস্তস্থিত জল প্রদান পূর্বক "ক্ষমস্ব"—এই কথা বলিবে। এইস্থলেও দাতা দ্বিজ আত্মশুদ্ধির জন্য পূর্বোক্ত ঘৃতপ্রাশন ও ব্রত করিয়া অখিল পাপ হইতে মুক্তিলাভ করত ঘৃত দুগ্ধমিশ্র অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হন।৮২-৮৩

হে বিপেন্দ্র! যে স্থানে নদী ঘৃত ও ক্ষীরবাহিনী এবং পায়স যাহার কর্দম, সেই পুণ্যময় স্থানে ঐ দাতা জন্ম লাভ করে।৮৪

পাপমুক্ত সেই দাতা পিতৃকুলের ঊর্ধ্ব ও অধস্তন সপ্ত পুরুষকে উক্ত দ্বিজলোকে লইয়া যায়।৮৫

হে সত্তম! সকাম ব্যক্তিগণের প্রিয় গৃষ্টি-(সকৃৎ প্রসূতা গাভী) দানের কথা তোমার নিকটে বলিয়াছি। ঘৃতধেনুদানকারী সকাম নরগণ বিষ্ণুলোকে গমন করে।৮৬

এক্ষণে জলধেনুদানের কথা বলিব—যে দান দ্বারা সর্বেশ-সর্বভাবন-দেবদেব-হৃষীকেশ প্রীতিলাভ করেন।৮৭

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সুবর্ণ-রজতস্থিত, রত্নগর্ভ, অশেষ-গ্রাম্যধান্য-সমন্বিত, শুক্লবস্ত্রযুগলসমাচ্ছাদিত, দূর্বা-পল্লব-শোভিত, কূট, মাংসী, মুরা, উশীর, কচি আমলকীযুক্ত, প্রিয়ঙ্গু-পত্রসংযুক্ত, শুক্লযজ্ঞোপবীতসমন্বিত, চর্মপাদুকা ও ছত্রসহিত, দর্ভময়বিষ্টর-সংস্থিত, চতুর্দিক্ তিলপূর্ণ চারিটি পাত্র দ্বারা সংবৃত, দধিপাত্র ও ঘৃত-মধুপাত্রদ্বারা আচ্ছাদিতমুখ জলকুম্ভ সজ্জিত করত দাতা উপবাসী থাকিয়া স্বীয় ধনানুরূপ পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি উপহার-দ্রব্য দ্বারা সুরশ্রেষ্ঠ বাসুদেবকে সম্যগ্রূপে অর্চনা করিয়া সেই কুম্ভে ক্ষীরকর্দম দ্বারা সবৎসা ধেনু অঙ্কিত করিবে এবং বেদমন্ত্র চতুষ্টয় দ্বারা সেখানে তাহা প্রতিষ্ঠা করিবে। তৎপর সংকল্প করিয়া জনার্দন ও জল-ধেনুকে অর্চনা করত জলময়-বৎসকেও সেইরূপ অর্চনা করিবে।৮৮-৯৪

এইস্থলে অন্যান্য কেহ কেহ বলেন—কুম্ভের এক পঞ্চমাংশ সজ্জিত করিয়া ঘৃতবৎস পূজা করিবে; আবার কেহ কেহ বলেন,—কুম্ভের একচতুর্থাংশ সজ্জিত ঘৃতবৎস

সঙ্কল্প্য জলধেনুঞ্চ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্ ।
পূজয়েদ্ বৎসকং তদ্বৎ কৃতং জলময়ং বুধঃ ॥৯৪
অত্রোচুরপরে কেচিৎ পূজয়েদ্ ঘৃতবৎসকম্ ।
পঞ্চাংশেন তু কুম্ভস্য চতুর্থাংশেন চাপরে ।
এবং সম্পূজ্য গোবিন্দং জলধেনুং সবৎসকাম্ ॥৯৫
সিতবস্ত্রধরঃ শান্তো বীতরাগো বিমৎসরঃ ।
দদ্যাদ্ বিপ্রায় তাং বিপ্রঃ প্রীতয়ে জলশায়িনঃ ॥৯৬
জলশায়ী জগজ্জ্যোতিঃ প্রীয়তাং কেশবো মম ।
ইতি চোচ্চার্য্য বিপ্রেন্দ্রো বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ ॥৯৭
অপকাশনিনা স্থেয়মহোরাত্রমতঃ পরম্ ।
অনেন বিধিনা দত্ত্বা জলধেনুং দ্বিজোত্তমাঃ ॥৯৮
সর্বাহ্লাদমবাপ্নোতি যদ্‌যদ্ ধ্যায়তি মানবঃ ।
শরীরারোগ্য-দীর্ঘায়ুঃ প্রশস্তঃ সর্বকামুকঃ ॥৯৯
নৃণাং ভবতি দত্তায়াং জলধেন্বাং ন সংশয়ঃ ।
ইমামপি প্রশংসন্তি জলধেনুং দ্বিজোত্তমাঃ ॥১০০
যে নরাস্তেন বৈ যান্তি বিষ্ণুলোকমসংশয়ম্ ।
হেমাজ্যাশ্ম-তিলৈর্বিদ্বন্ ধেনুর্যদ্যপি কল্পিতা ॥১০১
ভক্ষণীয়ঞ্চ যদ্বস্তু ধেন্বঙ্গেষু প্রকল্পিতম্ ।
তৎসাদৃশ্যং তদভ্যেতি বেদমন্ত্রৈঃ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১০২
পুনঃ সংবৃতমন্ত্রেষু তদাকুঞ্চনমুদ্রয়া ।
কৃতে বিসর্জনে তেষাং বস্তুরূপং পুনর্ভবেৎ ॥১০৩
অথান্যৎ সংপ্রবক্ষ্যামি দানানামুত্তমং পরম্ ।
যদ্দত্ত্বা মানবো যাতি সাযুজ্যং পরবেধসঃ ॥১০৪
ধেনুর্দেয়া সুবর্ণস্য কারয়িত্বা দ্বিজাতয়ে ।
যাং দত্ত্বা প্রাঙ্ মহীপালা ব্রহ্মণঃ সদনং গতাঃ ॥১০৫
সা চতুর্ভিস্ত্রিভির্বাপি শুদ্ধবর্ণপলৈর্দ্বিজঃ ।
পলাভ্যামপি চ দ্বাভ্যাং পলেনৈকেন বা পুনঃ ॥১০৬
হীনং তু নৈব কর্তব্যং সত্যাং সম্পদি সদ্দ্বিজাঃ ।
হীনং তু কুর্বতো দানং দাতুস্তন্নিষ্ফলং ভবেৎ ॥১০৭
চতুর্থাংশেন ধেন্বাস্তু হৈমং বৎসং প্রকল্পয়েৎ ।

পূজা করিবে। এইরূপে-গোবিন্দ পূজা করিয়া সিতবস্ত্রধারী শান্ত, বীতরাগ ও মাৎসর্য্যরহিত বিপ্র জলশায়ী নারায়ণের প্রীতির জন্য ব্রাহ্মণকে সবৎসা জলধেনু দান করিবে। "জলশায়ী জগজ্জ্যোতি কেশব আমার প্রতি প্রীত হউন"—বিপেন্দ্র এইরূপ উচ্চারণ করিয়া বিপ্রকে দান করিবে।৯৫-৯৭

হে দ্বিজোত্তমগণ! এই বিধি অনুসারে জলধেনু দান করিয়া অহোরাত্র অপক্কদ্রব্যভোজী হইয়া অবস্থান করিবে।৯৮

সর্বকামনাপূরণাভিলাষী প্রশংসার্হ মানবগণ শারীরিক আরোগ্য, দীর্ঘায়ুঃ ও সর্বপ্রকার আনন্দ ইত্যাদি যাহা যাহা ইচ্ছা করে, তৎ সমস্তই প্রাপ্ত হয়।৯৯

হে দ্বিজোত্তমগণ! জল ধেনু দান করিলে নরগণের পূর্বোক্ত রূপ ফল প্রাপ্তি হয়। সকল মানুষ এই জলধেনুদানের প্রশংসা করেন। যাহারা হেম, আজ্য, প্রস্তর ও তিল দ্বারা ধেনু কল্পনা করিয়া দান করে, তাহারা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। শাস্ত্র সমাদৃত তাহা ভক্ষ্য হইবে।১০০-১

ধেনুর শরীরে ভক্ষণীয় যে বস্তুতে যে বস্তু কল্পিত হইয়াছে, বেদমন্ত্র দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইলে উহা সেই বস্তু সেই বস্তুর সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়।১০২

পুনরায় আকুঞ্চন-মুদ্রাদ্বারা তাহাদের বিসর্জন করিলে পর সংবরণ-মন্ত্রে তাহাদের পুনরায় স্বরূপাবির্ভাব হয়।১০৩

অনন্তর দানসমূহের মধ্যে অন্য একটি শ্রেষ্ঠ দানের কথা বলিব,—যে দান করিয়া মানব পরব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করে।১০৪

সুবর্ণময় ধেনু প্রস্তুত করাইয়া তাহা দ্বিজকে দান করিবে। পূর্বে যেই সুবর্ণময় ধেনুদান করিয়া পূর্ববর্ত্তী বহু রাজা ব্রহ্ম লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।১০৫

দ্বিজ চার পল, তিন পল, দুই পল অথবা এক পল সুবর্ণ দ্বারা সেই ধেনু নির্মাণ করাইবে। হে সদ্‌দ্বিজগণ! সম্পদ্ থাকিলে পূর্বোক্ত অপেক্ষা হীন করিবে না; যদি হীন করে, তাহা হইলে দাতার দান নিষ্ফল হয়।১০৬-৭

যে পরিমাণ সুবর্ণ দ্বারা ধেনু নির্মাণ করাইবে

সর্ব্বরত্নৈরলঙ্কুর্য্যাদ্ বক্ষ্যমাণক্রমেণ তু ॥১০৮
রাজতং বৎসকং কুর্য্যাদ্ ব্রুয়ুরন্যে চ তদ্বিদঃ।
অলঙ্কারাশ্চ সর্ব্বেঽপি গোবদ্‌রত্নৈঃ প্রকল্পয়েৎ ॥১০৯
সকাশাদ্ বাসুদেবস্য যাং শুশ্রাব যুধিষ্ঠিরঃ।
দত্ত্বা প্রাপ্তো হরের্লোকং সা ময়েয়মুদীরিতা ॥১১০
মুক্তাফলশফা কার্য্যা প্রবালৈকবিষাণিকা।
পদ্মরাগাক্ষিযুগ্মা চ ঘৃতপাত্রস্তনান্বিতা ॥১১১
কর্পূরা-ঽগুরুললাটা শর্করারদনা স্মৃতা।
মিষ্টান্নমুখসংযুক্তা শঙ্খশৃঙ্গান্তরা তথা ॥১১২
জাত্যশুক্তিললাটা চ দ্রাক্ষাদিরসনা তথা।
সপদ্মযুগ্মপার্শ্বা সা ক্ষৌমসাস্নাবতী তথা ॥১১৩
ইক্ষ্বঙ্‌ঘ্রি-গুড়জানুশ্চ পঞ্চগব্যগুদা স্মৃতা।
নারিকেলৈশ্চ কর্তব্যৌ কর্ণৌ পৃষ্ঠঞ্চ কাংস্যকম্ ॥১১৪
সৎপট্টসূত্রলাঙ্গূলা সপ্তধান্যসমাবৃতা।
ফল-পুষ্পোপসম্পন্ন-ছত্রোপানৎসমন্বিতা ॥১১৫
সুবর্ণধেনুমার্য্যায় বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ।
অশ্বমেধসহস্রস্য দত্ত্বা ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥১১৬
কুলানাং হি সহস্রং তু স্বর্গং নয়ত্যসংশয়ম্।
কিমন্যৈর্ব্বহুভির্দানৈরলং হেমগবাহনয়া ॥১১৭
হেমধেনুপ্রদানেন কৃতকৃত্যো হি বর্ত্ততে।
হিরণ্যগর্ভো ভগবান্ প্রীয়তামিতি কীর্তয়েৎ ॥১১৮
উপবাসী বিশুদ্ধাত্মা দত্ত্বা সোম-রবিগ্রহে।
দীয়মানাঞ্চ পশ্যন্তি যে নরা হেমগামিমাম্ ॥১১৯
দাশ্যমানাঞ্চ শৃণ্বন্তি তেঽপি যান্তি ত্রিবিষ্টপম্।
যত্রাস্তে লিখিতা গেহে স্বর্ণদানস্য সংস্তুতিঃ।
রক্ষোভূত-পিশাচাদ্যাস্ততো নশ্যন্তি সদ্‌দ্বিজাঃ ॥১২০
এতা ময়োক্তাস্তব বৎস! সর্বা
গৃষ্ট্যাদিকা বিস্তরতোঽত্র গাবঃ।

---

তাহার এক চতুর্থাংশ দ্বারা হেমময় বৎস প্রস্তুত করাইবে, এবং বক্ষ্যমাণ প্রকারে সর্বরত্ন দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞ অন্য কেহ কেহ বলেন যে, রজতময় বৎস নির্মাণ করাইবে। গো'কে যে সকল রত্ন দ্বারা ভূষিত করিবে, বৎসকেও সেই সকল রত্ন দ্বারা ভূষিত করিবে। পূর্বোক্ত প্রকার দান করিয়া বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিপূর্বক যুধিষ্ঠির এই দান সম্বন্ধে বাসুদেবের নিকট যাহা শুনিয়াছেন, তাহাই আমি বলিতেছি।১০৭-১০

সেই সুবর্ণময় গোর মুক্তা বেষ্টিত খুর, প্রবাল বেষ্টিত এক শৃঙ্গ, পদ্মরাগ মণিভূষিত নয়নযুগল, ঘৃতপাত্রযুক্ত স্তনযুগ্ম, কর্পূর-অগুরুলিপ্ত ললাট, শর্করাযুক্ত দন্ত, মিষ্ট দ্রব্যান্বিত মুখ, শঙ্খভূষিত অপরশৃঙ্গ এবং শ্রেষ্ঠশঙ্খ ভূষিত ললাট ও দ্রাক্ষাফল যুক্ত রসনা, সুপদ্ম শোভিত পার্শ্বযুগল, ক্ষৌম বস্ত্রশোভিত গলকম্বল, ইক্ষু দণ্ডতুল্য পাদ চতুষ্টয়, গুড়বেষ্টিত তালু, পঞ্চগব্যময় গুদদেশ, নারিকেল দ্বারা কর্ণযুগল, কাংস্য পাত্রময় পৃষ্ঠ ও সৎপট্টসূত্র দ্বারা লাঙ্গুল প্রস্তুত করিবে এবং তাহাকে সপ্ত প্রকার ধান্য দ্বারা সমাবৃত, ফলপুষ্প সমন্বিত ও ছত্রোপানদ্‌যুক্ত করিবে। পূর্বোক্ত প্রকার সুবর্ণনির্মিত ধেনু আর্য্য বিপ্রকে প্রতিগ্রহ করাইবে। এই প্রকার ধেনুদান করিয়া দাতা সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।১১১-১৬

অন্য বহুবিধ দান করিয়া কি ফল, কেবল মাত্র এই সুবর্ণময়-গো দান দ্বারা দাতা সহস্রকুলকে স্বর্গে লইয়া যায়।১১৭

হেমধেনু প্রদান করিয়া দাতা কৃতকৃত্য হয়। চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে উপবাসী থাকিয়া বিশুদ্ধচিত্তে পূর্বোক্ত হেমময় গোদান করিয়া 'ভগবান্ হিরণ্যগর্ভ প্রীত হউন' এই কথা কীর্ত্তন করিবে। যে নর দীয়মানা এই হেম নির্মিত গোদর্শন করে এবং উহা দান করা হইতেছে এই কথা শ্রবণ করে, তাহারাও স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়। হে সদ্‌দ্বিজগণ! এই স্বর্ণময় গোদানের স্তুতি যে গৃহে লিখিত আছে, সেই গৃহ হইতে রাক্ষস, ভূত, পিশাচ প্রভৃতি সমস্তই বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়।১১৮-২০

হে বৎস! ইক্ষ্বাকু নৃপতি প্রভৃতি ক্ষিতীশবৃন্দ বিধি অনুসারে যাহা দান করিয়া স্বর্গপ্রাপ্ত হইয়াছেন

ইক্ষ্বাকুভূভৃৎপ্রভৃতিক্ষিতীশা
জগ্মুর্দিবং যা বিধিবচ্চ দত্ত্বা ॥১২১
কৃষ্ণাজিনস্য দানস্য প্রবক্ষ্যামি শুভং বিধিম্ ।
প্রমাণঞ্চ বিধির্যস্য যস্মৈ বিপ্রায় দীয়তে ॥১২২
বৈশাখ্যাং পূর্ণিমায়াঞ্চ কার্তিক্যামথ বাপি চ ।
উভয়োস্তৎ প্রদাতব্যং রবি-সোমগ্রহেঽপি চ ॥১২৩
অক্লিষ্টমচ্ছিদ্রমলোমকঞ্চ
সঘ্রাণরন্ধ্রং সশফং সকেশম্ ।
সাণ্ডপ্রদেশং সবিষাণবক্ত্রং
শস্তং প্রদানে সিতকৃষ্ণচর্ম ॥১২৪
এবমেতদ্বিধং চর্ম গৃহীত্বা দ্বিজ পাবনম্ ।
কল্পয়েদ্ধেনুবত্তচ্চ হেমশৃঙ্গাদিকং তথা ॥১২৫
শৃঙ্গে হেমময়ে তস্য শফাশ্চ রজতস্য চ ।
মুক্তাফলৈশ্চ লাঙ্গূলং কুর্য্যাচ্ছাঠ্যং বিবর্জয়েৎ ॥১২৬
অনুলিপ্তে মহীপৃষ্ঠে প্রসূতে কুতপেঽংশুকে ।
তত্র প্রসারয়েন্মার্গং তিলৈস্তদপি পূরয়েৎ ॥১২৭
বদন্তি তদ্বিদঃ সর্বে চতুর্দ্রোণৈস্তু পূরয়েৎ ।
পুংসো নাভিপ্রমাণং তু অপরে কবয়ো বিদুঃ ॥১২৮
নাভিমাত্রং বদন্ত্যন্যে রাশিং কুর্য্যাদিতি দ্বিজঃ ।
তিলৈশ্চ পূরয়েৎ পশ্চাদজিনঞ্চ সমন্ততঃ ॥১২৯
হেমনাভঞ্চ তং কুর্য্যাদ্ হেম্না কর্ষেণ তু দ্বিজঃ ।
শক্ত্যা বাপি প্রকর্তব্যং মনঃ শুদ্ধির্যথা ভবেৎ ॥১৩০
সৌবর্ণং ক্ষীরপূর্ণং তু পাত্রং প্রাচ্যাং নিধাপয়েৎ ।
রাজতং দধিপূর্ণং তু তথা দক্ষিণতো দ্বিজঃ ॥১৩১
তাম্রমাজ্যভৃতং পাত্রং পশ্চিমায়াং দিশি স্মৃতম্ ।
ক্ষৌদ্রপূর্ণং তথা কাংস্যং চতুর্দিক্ষু ক্রমেণ তু ॥১৩২

সেই সকৃৎপ্রসূতা প্রভৃতি সমস্ত গোদানের কথা এস্থলে বিস্তৃতভাবে তোমার নিকটে বলিয়াছি।১২১

কৃষ্ণাজিন দানের শুভবিধি বলিব—বিধিবাক্য যাহার প্রমাণ এবং যে বিপ্রকে উহা দান করিতে হয়। বৈশাখী ও কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে অথবা উভয় তিথিতে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে সেই কৃষ্ণাজিন দাতব্য।১২২-২৩

অক্লিষ্ট, অচ্ছিদ্র, অলোমকনাসারন্ধ্র, খুর, শিশ্ন, অণ্ডস্থান, শৃঙ্গ ও মুখ সহিত শুক্ল কৃষ্ণচর্ম দানে প্রশস্ত। এই প্রকার চর্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে দ্বিজের পবিত্রতা সম্পাদকরূপে এবং পূর্বোক্ত ধেনুর ন্যায় হেমশৃঙ্গাদিরূপে কল্পনা করিবে।১২৪-২৫

তাহার শৃঙ্গযুগল হেমময়, খুর চতুষ্টয় রজতময় ও দ্বারা লাঙ্গুল করিবে, এবং শঠতা বর্জন করিবে।১২৬

সূর্য্য অষ্টমমুহূর্ত্তে উপস্থিত হইলে অনুলিপ্ত মহাপৃষ্ঠে একটি পথ প্রসারিত করিয়া তাহা তিল দ্বারা পূর্ণ করিবে। তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ বলেন যে, চার আঢ়ক দ্বারা পূর্ণ করিবে। অন্য সুধীগণ বলেন যে, পুরুষের নাভিপ্রমাণ-স্থান তিল দ্বারা পূর্ণ করিবে। অন্য কেহ কেহ বলেন—দ্বিজ নাভিমাত্র স্থান তিল দ্বারা স্তূপীকৃত করিবে, পরে চতুর্দিকে অজিন ও তিল দ্বারা পূর্ণ করিবে।১২৭-২৯

পরিমাণবিষয়ে নিশ্চিত হেম দ্বারা তাহার হেমময় নাভি করিবে, অথবা শক্তি অনুসারে করিবে—যে প্রকারে মনের পবিত্রতা উপস্থিত হয়। সুবর্ণময় ক্ষীরপূর্ণপাত্র পূর্বদিকে ও রজতময় দধিপূর্ণপাত্র দক্ষিণ দিকে, আজ্যপূর্ণ তাম্রপাত্র পশ্চিমদিকে এবং ক্ষীরপূর্ণ কাংস্য পাত্র উত্তরদিকে এই প্রকারে যথাক্রমে চতুর্দিকে স্থাপন করিবে।১৩০-৩২

অথবা শক্তি অনুসারে তাহা করিবে কিন্তু বিত্তশাঠ্য বর্জন করিবে। আহিতাগ্নি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে উহা দান করিবে। ৩৩

অন্যান্য পণ্ডিতগণ বলেন,—অচ্ছিন্ন বস্ত্রযুগল পরিধান করাইয়া এবং অলঙ্কারসমূহ দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া চারিটি সকৃৎপ্রসূতা গাভী দান করিবে। মাহাত্ম্যতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ এই ধর্মমার্গের কথা বলেন। পুরাণার্থতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণও নানাবিধ মার্গের কথা বলেন।১৩৪-৩৫

খুরসহিত, শৃঙ্গযুত, সর্বরত্নালঙ্কৃত এবং তিল ও বস্ত্রসমূহে সমাচ্ছাদিত কৃষ্ণাজিন যিনি দান করেন, তাহার পক্ষে

শক্ত্যা বাপি চ কর্তব্যং বিত্তশাঠ্যং বিবর্জয়েৎ।
দদ্যাদ্ বেদবিদে চৈব ব্রাহ্মণায়াহিতাগ্নয়ে ॥১৩৩
পরিধাপ্যাঽহতে বস্ত্রে অলঙ্কৃত্য চ ভূষণৈঃ।
চতস্রো গৃষ্টয়ঃ কার্য্যা ইত্যন্যে কবয়ো বিদুঃ ॥১৩৪
বদন্তি মুনয়ো গাথাং মার্গমাহাত্ম্যবেদিনঃ।
নানাবিধাংশ্চ বিদ্বাংসঃ পুরাণার্থবিদো বিদুঃ ॥১৩৫
যস্তু কৃষ্ণাজিনং দদ্যাৎ সখুরং শৃঙ্গসংযুতম্।
তিলৈঃ প্রচ্ছাদ্য বাসোভিঃ সর্বরত্নৈরলঙ্কৃতম্ ॥১৩৬
সসমুদ্রগুহা তেন সশৈল-বন-কাননা।
চতুরস্রা ভবেদ্দত্তা পৃথিবী নাত্র সংশয়ঃ ॥১৩৭
কৃষ্ণাজিনে তিলান্ দত্ত্বা হিরণ্য-মধু সর্পিষা।
দদাতি যস্তু বিপ্রায় সর্বং তরতি দুষ্কৃতম্ ॥১৩৮
যঃ কৃষ্ণাজিনমাস্তীর্য্য হেমরত্নযুতৈস্তিলৈঃ।
বস্ত্রাবৃতং সোপবাসো বিষ্ণোরায়তনে তথা ॥১৩৯
বৈশাখ্যাং পূর্ণিমায়াং বা কার্তিক্যাং সুসমাহিতঃ।
দদ্যাদ্ বিপ্রে তপোযুক্তে সদ্বৃত্তে চ যতেন্দ্রিয়ে ॥১৪০
আহিতাগ্নৌ সসন্তানে প্রদদ্যাদ্ ভূরিদক্ষিণম্।
যাবন্ত্যজিনলোমানি তিলা বস্ত্রস্য তন্তবঃ।
তাবন্ত্যষ্টসহস্রাণি দাতা বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥১৪১
বিশেষমপরে ত্বাহুর্বিষুবায়নয়োর্দ্বয়োঃ।
তদব্রণং বহির্লোম প্রাগ্‌গ্রীবং তু প্রসারয়েৎ ॥১৪২
চতস্‌ষু তথা দিক্ষু সুবর্ণ-রজতানি চ।
নিধায় শক্ত্যা পাত্রাণি ক্ষীরাদ্যৈঃ পূরিতানি চ ॥১৪৩
তস্য পশ্চাৎ সমিদ্ধাগ্নিং পরিসংমুহ্য তং পুনঃ।
পর্য্যুক্ষ্য চ পরস্তীর্য্য মহাব্যাহৃতিভিস্তথা ॥১৪৪
সাজ্যান্ হুত্বা তিলাংস্তত্র বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ ॥১৪৫
নাভিং স্পৃশন্নদীতোয়ং মার্গং গৃহ্লাম্যহং ত্বিদম্।
ধীমান্ দদ্যাদ্ দ্বিজেন্দ্রায় বাচয়িত্বা প্রতিগ্রহম্ ॥১৪৬
পশ্চাদ্ বস্ত্রাদিকং দদ্যাদেষা প্রতিগ্রহে স্থিতিঃ।
যমগীতামথো গাথামুদাহরন্তি তদ্বিদঃ।
দাতৃণাং সত্তমানাং তু বিশেষপ্রতিপত্তয়ে ॥১৪৭
গো-ভূ-হিরণ্যসংযুক্তং মার্গমেকং দদাতি যঃ।
স সর্বপাপকর্মাপি সাযুজ্যং ব্রহ্মণো ব্রজেৎ ॥১৪৮

সমুদ্র, গুহা, পর্বত, বন ও কাননসহিতা চতুরস্রা পৃথিবী দান করা হইল—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।১৩৬-৩৭

যিনি কৃষ্ণাজিনে তিল প্রদান করিয়া হিরণ্য, মধু ও ঘৃতের সহিত তাহা বিপ্রকে দান করেন, তিনি সকল দুষ্কৃতি হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন।১৩৮

যে ব্যক্তি সমাহিতচিত্তে উপবাসী হইয়া বিষ্ণু-মন্দিরে বস্ত্রাবৃতকৃষ্ণাজিন হেমরত্নযুত-তিলদ্বারা আস্তরণ করিয়া বৈশাখ বা কার্তিকমাসের পূর্ণিমাতিথিতে তপোযুক্ত সদাচার-পরায়ণ সংযতেন্দ্রিয় আহিতাগ্নি সন্তানবান্ বিপ্রকে দান করেন এবং প্রভূত ধন দক্ষিণা-রূপে দান করেন, সেই দাতা যত সংখ্যক অজিনলোম, তিল ও বস্ত্রসূত্র আছে, তত সংখ্যক আটহাজার বৎসর বিষ্ণুপুরে বাস করেন।১৩৯-৪১

এ সম্বন্ধে অপর সুধীগণ বলেন যে, বিষুব-সংক্রান্তি ... ণ ও দক্ষিণায়ন দিনে অক্ষত বহির্লোম সেই অজিন পূর্বদিকে গ্রীবা রাখিয়া প্রসারিত করিবে এবং চারিদিকে সুবর্ণ ও রজত স্থাপন করিবে। শক্তি অনুসারে ক্ষীরাদি দ্বারা পূরিত পাত্রসকল স্থাপনপূর্বক তাহার পশ্চাতে প্রজ্বলিতাগ্নি পরিসমূহন করিয়া পুনরায় তাহা পর্য্যুক্ষণ ও পরিস্তরণ করিবে এবং মহাব্যাহৃতি মন্ত্র দ্বারা সাজ্য (ঘৃতের সহিত) তিলহোম করত ব্রাহ্মণকে প্রতিগ্রহ করাইবে।১৪২-৪৫

ধীমান্ ব্যক্তি নাভি, নদীজল ও মার্গ (পথ) স্পর্শ করিয়া 'আমি ইহা গ্রহণ করিতেছি' প্রতিগ্রহীতাকে এই প্রকার উক্তি করাইয়া দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দান করিবে। পরে প্রতিগ্রহীতাকে বস্ত্রাদি দান করিবে, ইহাই দানের বিধি। সত্তম (শ্রেষ্ঠ) দাতাগণের বিশেষ জ্ঞানলাভের জন্য যমগাথা-সম্বন্ধে অভিজ্ঞগণ যমকর্তৃক গীত তদীয়গাথা এইস্থলে উদাহরণরূপে উপস্থাপন করেন।১৪৬-৪৭

যিনি গো, ভূ ও হিরণ্যযুক্ত একটি মাত্র পথ দান

প্রোক্তেন চৈতেন মুনীশ মার্গং
দদ্যাদ্ দ্বিজেন্দ্রে বিধিনা প্রযুক্তন্।
পাপানি হত্বা স পুরাতনানি
প্রযাতি বেধোবপুষৈব যোগী ॥১৪৯
সুখাসনঞ্চ যো দদ্যাজ্জবনাখ্যমধোত্তমম্।
দেবযানৈর্দিবং যাতি স্তূয়মানঃ সুরাসুরৈঃ ॥১৫০
যো রথং হয়সংযুক্তং হেমপুষ্পৈরলঙ্কৃতম্।
কৃতরজ্জুঞ্চ পট্টাদ্যৈর্নেত্রং পট্টকৃতৈরপি ॥১৫১
তৎসর্বং ছাদিতৈর্বস্ত্রৈঃ পট্টিপট্টালকৈঃ শুভৈঃ।
মুক্তাফলৈস্তথানেকৈর্মণিভিশ্চোপশোভিতম্ ॥১৫২
হয়ৌ চৈব শুভৈর্বস্ত্রৈর্ভূষিতাবত্যলঙ্কৃতৌ।
তৌ ভূষণৈরলঙ্কৃত্য মুখযন্ত্রসুশোভিতৌ ॥১৫৩
সপর্য্যাণৌ কশাযুক্তৌ গ্রীবাভরণভূষিতৌ।
শুভলক্ষণসংযুক্তৌ তরুণৌ তত্র যোজয়েৎ ॥১৫৪
রবি-সোমগ্রহে দদ্যাচ্ছুভে বাহন্যত্র পর্বণি।
অয়নয়োর্দ্বিজাগ্র্যায় স প্রাপ্নোত্যর্কলোকতাম্ ॥১৫৫
বসেদ্ রবিসমং তত্র সেব্যমানঃ স দৈবতৈঃ।
একং বাপি হয়ং দত্ত্বা সর্বালঙ্কারভূষিতম্।
সুলক্ষণং যুবানঞ্চ সোঽখিলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥১৫৬
দদ্যাদশ্বরথং যস্তু হেমরত্নবিভূষিতম্।
দিব্যবস্ত্রপরিচ্ছন্নং নেত্রপট্টাদিভিঃ শুভৈঃ ॥১৫৭
সৌবর্ণৈরর্ধচন্দ্রৈশ্চ রাজতৈর্বা বিভূষিতম্।
শুভৈর্মুক্তাফলৈরন্যৈর্নীলবস্ত্রাদিভিস্তথা ॥১৫৮
গজৌ সুলক্ষণোপেতৌ সুশীলৌ নীরুজাবপি ॥১৫৯
শুভদন্তৌ সুরূপৌ চ হেমালঙ্কারধারিণৌ।
দিব্যবস্ত্রৈঃ পরিচ্ছন্নৌ কর্ণশঙ্খাবলম্বিনৌ ॥১৬০
পট্ট-নেত্রাদিকক্ষৌ তৌ বিশিষ্টমণিমণ্ডিতৌ।
ঈদৃগ্ রথং চ সংযোজ্য পতাকাভির্বিভূষিতম্ ॥১৬১

করেন, তিনি সর্ব্বপাপকর্ম্মা হইয়াও ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্ত হন। হে মুনীশ! কথিত এই বিধি অনুসারে যিনি দ্বিজশ্রেষ্ঠকে পথ প্রদান করেন, সেই যোগী পুরাতন পাপসমূহ বিনষ্ট করিয়া সশরীরে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। যিনি জবননামক উত্তম সুখাসন দান করেন, তিনি সুরাসুরগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া দেবযানযোগে স্বর্গে গমন করেন।১৪৮-৫০

অনন্তর রথদানবিধি। রথকে বিশেষরূপে স্বর্ণময় পুষ্পদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া তাহাতে অশ্ব সংযুক্ত করিবে। সেই রথে পট্টসূত্রাদি নির্মিত রজ্জু থাকিবে এবং পট্টসূত্রের দ্বারা নেত্র প্রস্তুত হইবে। তারপর সেই সমস্ত দ্রব্য বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিবে এবং মুক্তাফল ও বহুবিধ মণিদ্বারা সুশোভিত করিয়া অশ্বযুগলকে বিশেষভাবে সজ্জিত করিবে। উক্ত অশ্বযুগল শুভ বস্ত্রদ্বারা এবং অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত করিবে, তাহাদের মুখে সুন্দর মুখযন্ত্র (লাগাম) পরাইবে এবং অশ্বের মুখমণ্ডল নানাবিধ ভূষণ দ্বারা ভূষিত করিবে। পৃষ্ঠদেশে অভিনব আসন স্থাপন করিবে ও সূত্রযুক্ত বেত্র স্থাপন করিবে। রথের অশ্ব শুভলক্ষণযুক্ত ও তরুণ হইবে। এতাদৃশ অশ্বযুগল উক্তরথে যোজিত করিয়া সেই রথ সূর্য্য ও চন্দ্র-গ্রহণে অথবা অন্য কোনও শুভ পর্বদিনে অথবা অয়নদ্বয়ে দ্বিজশ্রেষ্ঠকে যিনি দান করেন, তিনি অর্কলোক (সূর্য্যলোক) প্রাপ্ত হন এবং অর্কলোকে দেবগণকর্তৃক সেবিত হইয়া অর্কের ন্যায় বাস করেন। সুন্দরলক্ষণাক্রান্ত, তরুণ, সর্বালঙ্কারভূষিত একটি মাত্র অশ্বদান করিয়া অখিলোক প্রাপ্ত হয়।১৫১-৫৬

হেমরত্ন-বিভূষিত, দিব্যবস্ত্র-সমাচ্ছাদিত, সুন্দর নেত্র-পট্টাদি-শোভিত, সুবর্ণ বা রজতনির্মিত, অর্ধচন্দ্র-বিভূষিত, মুক্তাফল ও নীলবর্ণবস্ত্রাদিশোভিত অশ্বযুক্ত রথ যিনি দান করেন, তিনিও সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হন।১৫৭-৫৮

এবং সুলক্ষণযুক্ত, সুশীল, নীরোগ সুন্দরদন্ত-বিশিষ্ট, সুরূপ, স্বর্ণালঙ্কারধারী, দিব্যবস্ত্র-সমাচ্ছাদিত, শঙ্খাবলম্বিত কর্ণ, পট্টবস্ত্রদ্বারা ভূষিত নেত্রাদি কক্ষবিশিষ্ট মণিমণ্ডিত ও গজদ্বয় পতাকা-ভূষিত, পুষ্পমালাশোভিত, শঙ্খ ও দুন্দুভি-শব্দিত এই প্রকার রথে সংযোজিত করিয়া চতুর্বেদ, ত্রিবেদ বা দ্বিবেদপারগ পবিত্র যজ্ঞকৃৎ শ্রোত্রিয় বিপ্রকে দাতা সুন্দর বাসোযুগল পরিধান করিয়া মালা দ্বারা অলঙ্কৃত হইয়া স্বহস্তোদক প্রদান করিবে এবং 'কেশব

শোভিতং পুষ্পমালাভিঃ শঙ্খ-দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
চতুর্বেদায় বিপ্রায় ত্রিবেদায় তথা পুনঃ ॥১৬২
শুচয়ে চ দ্বিবেদায় শ্রোত্রিয়ায় কৃতেষ্টয়ে।
অলঙ্কৃত্য সমালাভিঃ পরিধায় সুবাসসী ॥১৬৩
তস্য হস্তোদকং দদ্যাৎ প্রীয়তাং কেশবো মম।
এবং হস্তিরথং দদ্যাৎ সমভ্যর্চ্য দ্বিজাতয়ে ॥
নিহত্য সর্বপাপানি বিষ্ণুলোকে মহীয়তে ॥১৬৪
বসেচ্চতুর্ভুজস্তত্র সেব্যমানশ্চতুর্ভুজৈঃ।
অনন্তকালমাতিষ্ঠেচ্ছঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ ॥১৬৫
পশ্যন্তীহ রথং যে তু দীয়মানং নরা দ্বিজ।
তেঽপি বিষ্ণুপুরং যান্তি বাসিষ্ঠজবচো যথা ॥১৬৬
একমপীহ যো দদ্যাদ্ধস্তিনঞ্চ সভূষণম্।
সবস্ত্রং হেমরদনং নখৈরজতকল্পিতৈঃ ॥১৬৭
মণি-মুক্তাফলৈর্যুক্তং সুবর্ণ-রজতান্বিতম্।
পূর্বোক্তায় তু বিপ্রায় চতুর্বেদায় বা দ্বিজাঃ।
যো দদ্যাদ্ বিধিবৎ সোঽপি সদা বিষ্ণুপুরং বসেৎ॥১৬৮
বিধিবদ্ যশ্চ গৃহ্লাতি সর্বমেব প্রতিগ্রহম্।
দাতৃলোকমবাপ্নোতি পরাশরবচো যথা ॥১৬৯
অলঙ্কৃত্য তু যঃ কন্যাং ব্রাহ্মোদ্বাহেন যচ্ছতি।
অন্যোদ্বাহেন কেনাপি গজদানশতং লভেৎ ॥১৭০
গজদানস্য যৎপুণ্যং তস্মাচ্ছতগুণং ফলম্।
কন্যদা বিধিবৎ সর্বং প্রাপ্নুবন্তি হ্যসংশয়ম্ ॥১৭১
পুত্রদানঞ্চ বাঞ্ছন্তি কেচিদ্ বৎস মনীষিণঃ।
কন্যাদানাৎ পরং ক্রয়ুঃ পুত্রদানং শতোত্তরম্ ॥১৭২
ভূমিং শস্যবতীং দদ্যাদ্ যস্তু বিপ্রায় মানবঃ।
স মূলশূকতুল্যানি বিষ্ণুলোকে সদা বসেৎ ॥১৭৩
ষড়্ভিস্তু সহিতান্ বিপ্রান্ বংশানুভয়তো দশ।
তানেব দ্বিগুণান্যাহুরিতি কেচিন্নিবর্তনম্ ॥১৭৪
দশহস্তৈর্ভবেদ্ বংশশ্চতুর্ভিস্তৈস্তু বিস্তরঃ।
দৈর্ঘ্যেঽপি দশভির্বংশৈর্গোচর্ম পরিকীর্তিতম্ ॥১৭৫
অপি গোচর্মমাত্রেণ ভূমিং দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কেচিদাহুর্মনীষিণঃ ॥১৭৬
পঞ্চহস্তকদণ্ডানাং চত্বারিংশদ্ দশাহতা।
পঞ্চভির্গুণিতা সা তু নিবর্তনমিতি স্মৃতম্ ॥১৭৭

আমার প্রতি প্রীত হউন' এই কথা বলিবে। এই প্রকারে দ্বিজাতিকে অর্চনা করিয়া হস্তি-রথ প্রদান করিবে। তাহা দ্বারা দাতা সর্বপাপ বিনষ্ট করিয়া বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। চতুর্ভুজ বিষ্ণু কর্তৃক সেবিত হইয়া চতুর্ভুজরূপে বিষ্ণুলোকে বাস করে ও শঙ্খ-চক্র-গদাধারী হইয়া অনন্ত কাল সেখানে অবস্থান করে।১৫৯-৬৫

হে দ্বিজ! যে সকল নর রথ দান করিতে দেখে, তাহারাও বিষ্ণুপুরে গমন করে—ইহা মহামুনি পরাশর বলিয়াছেন। যিনি অলঙ্কার ও বস্ত্রের দ্বারা সুশোভিত, সুবর্ণময়দন্তবিশিষ্ট, রজত-বেষ্টিত নখ, মণি-মুক্তাফল-সুবর্ণ ও রজতযুক্ত একটি হস্তীও পূর্বোক্ত গুণসম্পন্ন বিপ্রকে অথবা চতুর্বেদপারগ বিপ্রকে বিধি অনুসারে প্রদান করেন, তিনিও বিষ্ণুপুরে বাস করেন।১৬৬-৬৮

বিধি অনুসারে যিনি সমস্ত প্রতিগ্রহ গ্রহণ করেন, দাতা যেমন বিষ্ণুলোকে বাস করেন তিনিও সেইরূপ বিষ্ণুলোকে বাস করেন—ইহা পরাশর বলিয়াছেন।১৬৯

অলঙ্কৃতা কন্যাকে যিনি ব্রাহ্মবিবাহরূপে প্রদান করেন অথবা অন্য কোনও বিবাহরূপে প্রদান করেন, তিনি শত গজদানজন্য ফল লাভ করেন। গজ প্রদান করিলে যে পুণ্য হয়, তাহা অপেক্ষা কন্যাদাতার শতগুণ ফল হয়। কন্যাদাতৃগণ বিধি অনুসারে সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন—এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। হে বৎস! কোন কোন মনীষিগণ পুত্রদানও ইচ্ছা করেন। কন্যাদান অপেক্ষা পুত্রদান শতগুণে শ্রেষ্ঠ।১৭০-৭২

যিনি শস্যবতী ভূমি বিপ্রকে প্রদান করেন, তিনি মূল-শূকের ন্যায় সর্বদা বিষ্ণুলোকে বাস করেন। কেহ কেহ বলেন,—দ্বিপঞ্চাশৎ পুরুষ পর্য্যন্ত ইহার ফলভোগ হয়; তৎপরস্থিত পুরুষে এই ফলের নিবৃত্তি হয়।১৭৪

দশহস্ত-পরিমিত স্থানের নাম এবং 'বংশ' তাহার চতুর্গুণ অর্থাৎ চত্বারিংশৎ হস্ত-পরিমিত স্থানের নাম 'বিস্তার' প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যে দশবংশ-পরিমিত স্থানকে 'গোচর্ম' কহে। কোন কোনও মনীষিগণ বলেন,—এই গোচর্ম-পরিমিত

বাল-বৎসক-ধেনূনাং সহস্রং যত্র তিষ্ঠতি।
তদ্ বৈ নিবর্তনং জ্ঞেয়মিতি কেচিদ্ বদন্তি হি ॥১৭৮
তাম্রপট্টে পটে বাঽপি লেখয়িত্বা চ শাসনম্।
গ্রামং বিপ্রায় বা দদ্যাদ্দশসীরক্ষিতিং পুনঃ ॥১৭৯
সীরস্যৈকস্য বা দদ্যাত্তস্য পুণ্যং কিমুচ্যতে।
ভূম্যংশুকণিকাতুল্যাঃ সমা বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥১৮০
ভূমিদানাৎ পরো ধর্মস্ত্রৈলোক্যেঽপি ন বিদ্যতে।
পাদৈকমাত্রদানেন তস্য বিষ্ণুপুরে স্থিতিঃ ॥১৮১
তস্যা দানাৎ পরো ধর্মস্তদ্ধৃতেঃ পাতকং পরম্।
তস্মাৎ তাং যত্নতো দদ্যাদ্ধরণঞ্চ বিবর্জয়েৎ ॥১৮২
ইহৈব ভূমিদানস্য প্রত্যক্ষং চিহ্নমীক্ষ্যতে।
ক্ষিতিদঃ স্বর্গতো ভ্রষ্টঃ ক্ষিতিনাথঃ পুনর্ভবেৎ ॥১৮৩
ভুনক্তি চ পুনর্ভোগান্ যথা দিবি তথা ভুবি।
গজৈরশ্বৈর্নরৈর্যুক্তো হেম-রত্নবিভূষিতঃ ॥১৮৪

বরস্ত্রীগণসংসেব্যঃ স্তূয়মানঃ স্ববন্ধুভিঃ।
ছত্রালঙ্কারসংযুক্তো গীতবাদ্যোৎসবাদিভিঃ ॥১৮৫
ইত্যাদি ভূমিদানস্য চিহ্নং তে বৎস! কীর্তিতম্।
বিত্তেনাঽপি হি যঃ ক্রীত্বা ভূমিং বিপ্রায় যচ্ছতি ॥১৮৬
যাবত্তিষ্ঠতি সা ভূমিস্তাবৎ স্বর্গে মহীয়তে।
গৃহভূমিঞ্চ যো দদ্যাদ্দদ্যাদাশ্রমমাত্রকম্ ॥১৮৭
গৃহোপকরণং দত্ত্বা গৃহদানফলং লভেৎ।
হস্তমাত্রাঞ্চ যো দদ্যাদ্ ভূমিং বিপ্রায় মানবঃ ॥১৮৮
বিষ্কুমাত্রাঞ্চ যো দদ্যাদ্ ভূমিং বেদবিদে নরঃ।
তস্যাপি হি মহাপুণ্যং দদ্যাদঙ্গুলমাত্রকম্ ॥১৮৯
নৈতস্মাৎ পরমং দানং কিঞ্চিদস্তি ধরাতলে।
পুণ্যং ফলং প্রবক্ষ্যামি বিশেষেণ তু তচ্ছৃণু ॥১৯০

ভূমিও যিনি বিপ্রকে প্রদান করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। পঞ্চহস্ত-পরিমিত দণ্ডের পঞ্চাশৎ অর্থাৎ ২৫০ হস্ত-পরিমিত স্থানের নাম 'আহতা', তাহাকে পাঁচ-গুণ করিলে সেই ভূমিকে 'নিবর্ত্তন' কহে।১৭৫-৭৭

সহস্র বালক, বৎস ও ধেনু যেখানে থাকে, তাহাকে নিবর্ত্তন কহে—এই কথা কেহ কেহ বলেন।১৭৮

তাম্রপট্টে (তামারপাত) বা পটে দানপত্র লেখাইয়া বিপ্রকে গ্রাম দান করিবে অথবা দশলাঙ্গল-কর্ষণযোগ্য ভূমি দান করিবে। অথবা একসংখ্যক লাঙ্গলকর্ষণযোগ্য ভূমিদান করিবে একলাঙ্গল-কর্ষণযোগ্য ভূমি যিনি দান করেন, তাঁহার পুণ্যফল আর কি বলিব? তিনি সেই ভূমির অংশু (ধূলি) কণিকার তুল্য বৎসর বিষ্ণুপুরে বাস করেন। ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম ত্রিলোকেও নাই। একপাদ মাত্র ভূমিদান করিলেও তাহার বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি হয়।১৮০-৮১

ভূমি দান হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম আর নাই, সেই ভূমি যে ব্যক্তি হরণ করে, তাহার মহাপাতক হয়। সেইহেতু যত্নপূর্বক ভূমি দান করিবে কিন্তু কখনও তাহা হরণ করিবে না। ভূমিদানের প্রত্যক্ষ চিহ্ন ইহলোকেই দেখা যায়। ক্ষিতিদাতা স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়া পুনরায় ক্ষিতিপতি হন।১৮২-৮৩

তিনি স্বর্গলোকে যেমন স্বর্গীয় সুখভোগ করেন, সেইরূপ ভূলোকে অবতরণ করিয়া হেমরত্নবিভূষিত এবং গজ, অশ্ব ও অমাত্যাদি সহচরযুক্ত হইয়া পুনরায় ভূলোক ভোগ করেন।১৮৪

হে বৎস! ভূমিদাতা শ্রেষ্ঠ স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সেবিত হন, স্বীয় বন্ধুগণ কর্ত্তৃক স্তুত হন, ছত্র ও মণিময় অলঙ্কার সংযুক্ত হইয়া গীতবাদ্যোৎসবাদির দ্বারা সতত প্রীত হন ভূমিদানজনিত ফলের ইহাই (পূর্বোক্ত) চিহ্ন বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। ধন দ্বারা ক্রয় করিয়াও যিনি বিপ্রকে ভূমিদান করেন, সেই ভূমি যতকাল থাকে ততকাল তিনি স্বর্গে পূজিত হন। যিনি গৃহ নির্মাণের ভূমি দান করেন, কিংবা আশ্রমমাত্র স্থাপনের জন্য ভূমি দান করেন অথবা গৃহনির্মাণের উপকরণ প্রদান করেন; তিনি গৃহ-নির্মাণের ফললাভ করেন। যে মানব হস্তপরিমিত ভূমি বিপ্রকে প্রদান করেন অথবা যে নর বিষ্কু (কনুই হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত) মাত্র ভূমি বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন কিংবা অঙ্গুলমাত্র ভূমি প্রদান করেন, তাঁহারও মহাপুণ্য হয়। ভূমিদান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠদান ধরাতলে আর কিছুই নাই। দানের পুণ্য ও ফল বিশেষরূপে বলিব—তাহা শ্রবণ কর।১৮৫-৯০

যে স্থানে গৃহসমূহ স্বর্ণময় এবং সেগুলি মণিসমূহে

যত্র হৈমানি সদ্মানি মণিভির্ভূষিতানি চ।
প্রাকারা যত্র সৌবর্ণাশ্চতুর্দ্বারাঃ সতোরণাঃ ॥১৯১
দিব্যাশ্চাপ্সরসো যত্র তাসাং সংখ্যা হ্যনেকশঃ।
সুপর্বাণৌকসা যুক্তা গ্রীবাভরণভূষিতাঃ ॥১৯২
দৃষ্ট্বৈব কামদেবোঽপি ভবেৎ কামাতুরঃ ক্ষণাৎ।
সুকেশাঃ সুললাটাশ্চ বালচন্দ্রোপমভ্রুবঃ ॥১৯৩
সুনাসা-কর্ণ-গণ্ডাশ্চ শুভোষ্ঠাধরপল্লবাঃ।
সুগ্রীবা ভুজপাল্যগ্রাঃ পীনোত্তুঙ্গস্তনাস্তথা ॥১৯৪
সুমধ্যোরুনিতম্বাশ্চ সুশ্রোণ্যশ্চ শুভোরুকাঃ।
সুজানু-জঙ্ঘ-গুল্ফাশ্চ সুপাদাঃ সুনখাস্তথা ॥১৯৫
কেন রূপেণ তা বর্ণ্যা ভবন্ত্যপ্সরসো দ্বিজাঃ।
বৈষ্ণব্যো গণিকাঃ সর্বা দিব্যস্রগ্বস্ত্রভূষণাঃ ॥১৯৬
দিব্যানুলেপলিপ্তাঙ্গা দিব্যালঙ্কারভূষিতাঃ।
মন্মথোঽপি হি তা দৃষ্ট্বা ভবেৎ কামাতুরঃ স্বয়ম্ ॥১৯৭
মুনীনামপি চেতাংসি যা দৃষ্ট্বা চুক্ষুভুঃ ক্ষণাৎ।
বর্ণ্যন্তে তাঃ কথং দেব্যো যা লক্ষ্মীপ্রতিমো-
পমাঃ ॥১৯৮
বৈষ্ণবাপ্সরসাং সজ্যৈর্বৃতশ্চামরধারিভিঃ।
গীয়মানশ্চ গন্ধর্বৈঃ স্তূয়মানশ্চ দৈবতৈঃ ॥১৯৯
বসেদ্ বিষ্ণুপুরে তাবদ্ যাবদ্ বিষ্ণুরজঃ ক্ষিতৌ।
পুণ্যঞ্চ ভূমিদানস্য কথিতং তব বৎসক ॥২০০
মেরুর্ধরিত্রী কুলপর্বতাশ্চ
পাথোঽর্ণবঃ স্বর্গতলাদিকাদিঃ।
দেয়ানি সর্বাণি চ সর্বকামৈঃ
প্রোক্তানি দানানি পুরাণবিদ্ভিঃ ॥২০১
আত্মতুল্যং সুবর্ণং বা রজতং দ্রব্যমেব চ।
যো দদাতি দ্বিজাগ্র্যেভ্যস্তস্যাপ্যেতৎ ফলং ভবেৎ॥২০২
ব্রহ্মহত্যাদিপাপৈস্তু যদি যুক্তো ভবেন্নরঃ।
স তৎপাপবিনির্মুক্তঃ প্রোক্তে বিষ্ণুপুরে বসেৎ ॥২০৩
তুলাপুরুষ-ভূমী চ দীয়মানে চ যে নরাঃ।
পশ্যন্তি তেঽপি যান্তি দ্যাং যে চ স্যুরনুমোদকাঃ ॥২০৪

বিভূষিত, যেস্থানে প্রাচীরসমূহ স্বর্ণময় এবং তোরণের সহিত তাহার চতুর্দ্বার বিদ্যমান,যেস্থানে দিব্যা অপ্সরাগণ অবস্থান করে এবং তাহাদের সংখ্যাও অনেক, সেইস্থান দেবস্থানের সহিত যুক্ত ও গ্রীবাভরণভূষিত যে অপ্সরাগণকে দর্শন করিয়া কামদেবও ক্ষণকালে কামার্ত হইয়া পড়েন, সেই অপ্সরাগণ সুকেশী, সুললাটা, চন্দ্রকলাতুল্য ভ্রূ ও সুন্দর নাসিকা কর্ণ ও গণ্ড, সুন্দর ওষ্ঠ ও অধরপল্লব, সুন্দর গ্রীবা ও ভুজলতা, তাহাদের স্তন পীন ও উত্তুঙ্গ, মধ্যভাগ উরু ও নিতম্বদেশ সুন্দর এবং সুন্দর কটিদেশ,শুভ উরু, সুন্দর জানু,জঙ্ঘা ও গুল্ফ সুন্দর, তাহারা সুন্দর পদ ও সুন্দরনখবিশিষ্টা এইরূপ অপ্সরাগণের রূপ কি প্রকারে বর্ণনা করিব? হে দ্বিজগণ! বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা গণিকাসকল দিব্যমাল্য ও বস্ত্রভূষিতা। তাহারা দিব্য অনুলেপ দ্বারা লিপ্তাঙ্গা ও দিব্য অলঙ্কার ভূষিতা। তাহাদিগকে দেখিয়া স্বয়ং মন্মথও কামাতুর হন।১৯১-৯৭

যাহাদিগকে দর্শন করিয়া মুনিগণের চিত্তও ক্ষণকালের মধ্যে ক্ষুব্ধ হয়, লক্ষ্মীতুল্যা সেই দেবীগণের বিষয় কি প্রকারে বর্ণনা করিব? ভূমিদানকারী চামরধারিণী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণা উক্ত অপ্সরাগণকর্তৃক গীত ও দেবগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া ততকাল যাবৎ বিষ্ণুপুরে বাস করেন, যতকাল যাবৎ ক্ষিতিতলে বিষ্ণুরজঃ আছে। হে বৎস! তোমার সকাশে ভূমিদানের পুণ্যকথা বলিলাম।১৯৮-২০০

সর্বকামপরিপূর্ণেচ্ছু ব্যক্তি পর্বত, পৃথিবী, কুলপর্বত, জল, সমুদ্র ও স্বর্গ-তলাদি এই সমস্ত দান করিবেন। পুরাণ- বিদ্গণ দানসম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছেন।২০১

যিনি নিজের শরীরের পরিমাণ সুবর্ণ, রজত অথবা অন্যদ্রব্য দ্বিজশ্রেষ্ঠগণকে দান করেন, তিনি এই প্রকার (নিম্নোক্ত) ফললাভ করেন। দাতা যদি ব্রহ্মহত্যাদি পাপযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি সেইপাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পূর্বোক্ত বিষ্ণুপুরে বাস করেন।২০২-৩

যাহারা তুলাপুরুষ ও ভূমি দান করিতে দেখেন, তাঁহারা এবং এই দানের অনুমোদকগণ স্বর্গে গমন করেন।২০৪

গুড়ং বা যদি বা খণ্ডং লবণং চাপি তোলিতম্ ।
যো দদাত্যাত্মনা তুল্যং নারী বা পুরুষোঽপি বা ॥২০৫
পুমান্ প্রদ্যুম্নবৎ স স্যান্নারী স্যাৎ পার্বতীসমা ।
সৌভাগ্যরূপসংযুক্তো ভুঞ্জীতাঽন্তে ত্রিবিষ্টপম্ ॥২০৬
হিরণ্যং দক্ষিণাযুক্তং সবস্ত্রং ভূষণান্বিতম্ ।
অলঙ্কৃত্য দ্বিজাগ্র্যং তং পরিধাপ্য চ বাসসী ॥২০৭
খণ্ডাদি তোলিতং পশ্চাদ্ বিপ্রায় প্রতিপাদয়েৎ ।
সর্বকামসমৃদ্ধাত্মা চিরকালং বসেদ্দিবি ॥২০৮
উষ্ট্রং খরাজৌ মহিষঞ্চ মেষ-
মশ্বং করেণুং মহিষামজাঞ্চ ।
ক্রমুঃ খরোষ্ট্রীমবিকাং মুনীন্দ্রা
হেমাদিযুক্তং সকলঞ্চ দানম্ ॥২০৯
বরাণি রত্নানি চ হৈম-রূপ্যং
শুভানি বাসাংসি চ কাংস্যতাম্রে ।
উপাধিমাত্রং করভাদি কৃত্বা
হেমাদিদানং দ্বিজ দীয়তে হি ॥২১০

কেচিদ্ বদন্তি চৈতানি কৃত্বা হেমময়ানি চ ।
সর্বোপস্করযুক্তানি দেয়ানি হেমধেনুবৎ ॥২১১
অর্চয়িত্বা হৃষীকেশং পুণ্যেঽহ্নি বিধিপূর্বকম্ ।
অগ্নিশুদ্ধং সুবর্ণঞ্চ বিপ্রায়াহূয় যচ্ছতি ॥২১২
স মুক্ত্বা বিষ্ণুলোকং তু যদাগচ্ছতি সংসৃতৌ ।
তদাঽসৌ তেন পুণ্যেন ধনযুক্তো দ্বিজো ভবেৎ ।২১৩
যো রূপ্যমুত্তমং দদ্যাদর্থিনে ব্রাহ্মণায় চ ।
সোঽতীব ধনসংযুক্তো রূপযুক্তশ্চ জায়তে ॥২১৪
মাণিক্যানি বিচিত্রাণি নানা নামানি যো নরঃ ।
তথা তাম্রঞ্চ কাংস্যঞ্চ ত্রপু বা সীসকাদিকম্ ॥২১৫
যো দদ্যাদ্ভক্তিতো বিপ্রঃ সোমলোকমবাপ্নুয়াৎ ।
স সম্ভুজ্য তু তং লোকং রূপবানিহ জায়তে ॥২১৬
ঘৃতং দদাতি যো বিপ্রঃ সোঽত্যন্তং সুখমশ্নুতে ।
ভোজনাভ্যঞ্জনার্থং বা ভবেৎ সোঽপি সুখী নরঃ ॥২১৭
সততং তৈলদানেন ভোজনাভ্যঞ্জনায় চ ।
স্নিগ্ধদেহোঽতিতেজস্বী রূপযুক্তঃ প্রজায়তে ॥২১৮

যে নারী বা পুরুষ গুড়, চিনি অথবা লবণ নিজ শরীরের পরিমাণ করিয়া দান করে, সেই পুরুষ প্রদ্যুম্ন-তুল্য ও সেই নারী পার্বতীতুল্যা হয়, এবং সৌভাগ্যরূপ-সম্পন্ন হইয়া অন্তে স্বর্গীয় সুখ ভোগ করে ।২০৫-৬

দ্বিজশ্রেষ্ঠকে বস্ত্রযুগল পরিধান করাইয়া ও অলঙ্কৃত করিয়া ভূষণ, বস্ত্র ও দক্ষিণাযুক্ত হিরণ্য এবং শর্করাদি তোলিত করিয়া পশ্চাৎ বিপ্রকে প্রতিগ্রহ করাইলে, সেইব্যক্তি সর্বকামসমৃদ্ধ হইয়া চিরকাল স্বর্গে বাস করে ।২০৭-৮

উষ্ট্র, গর্দভ, অজ, মহিষ, মেষ, অশ্ব, হস্তিনী, মহিষী, অজা, গর্দভী, উষ্ট্রী, মেষী ও অন্যান্য সকল দান হেমাদি-যুক্ত করিয়া দান করা কর্তব্য ইহা মুনিন্দ্রগণ বলিয়াছেন। হে দ্বিজ ! হেমাদি দান করিয়া শ্রেষ্ঠরত্ন, হেম, রজত, উত্তমবস্ত্র, কাংস্য ও তাম্র এবং উপাধিমাত্র অর্থাৎ মানপত্র হস্তিশাবক ও উষ্ট্রশাবক দান করিবে ।২০৯-১০

কেহ কেহ বলেন—হেমময় ধেনুদানের ন্যায় পূর্বোক্ত দেয়বস্তুগুলি হেমময় দ্রব্যযুক্ত ও সর্বোপস্করযুক্ত অর্থাৎ আনুষঙ্গিক দ্রব্যযুক্ত করিয়া দান করিবে ।২১১

যিনি পুণ্যদিনে বিধি অনুসারে হৃষীকেশের অর্চনা করিয়া বিপ্রকে আহ্বান করত অগ্নিশুদ্ধ সুবর্ণ দান করেন, তিনি বিষ্ণুলোক ত্যাগ করিয়া যখন সংসারে আগমন করেন, তখন ঐ দ্বিজ সেই পুণ্যপ্রভাবে ধনবান্ হন। যিনি প্রার্থি-ব্রাহ্মণকে উত্তম রৌপ্য প্রদান করেন, তিনি রূপ ও প্রভূতধনের অধিকারী হইয়া জন্মলাভ করেন। যে বিপ্র ভক্তিপূর্বক বিবিধনামের বিচিত্র মাণিক্য, তাম্র, কাংস্য, ত্রপু ( রাং বা দস্তা ) ও সীসক দান করেন, সেই বিপ্র সোমলোক প্রাপ্ত হন এবং উক্ত সোমলোক ভোগ করত রূপবান্ হইয়া ইহলোকে জন্মলাভ করেন ।২১২-১৬

যে বিপ্র ঘৃত দান করে, সে অতিশয় সুখভোগ করে। অথবা যে বিপ্র ভোজন বা অভ্যঞ্জনের জন্য ঘৃত প্রদান করে, সেও সুখী হয় ।২১৭

মৃগনাভি চ কর্পূরং তগরং চন্দনাদিকম্।
গন্ধদ্রব্যাণি যো দদ্যাদ্ ধনী ভোগী স জায়তে ॥২১৯
তাম্বূলং পুষ্পমালাশ্চ পুষ্পস্যাভরণানি চ।
যো দদ্যাদ্ বেষবান্ ভোগী ধনযুক্তঃ স জায়তে।
সুমতির্বীর্য্যবাংশ্চৈব ধনযুক্তশ্চ সর্বদা ॥২২০
শিশিরর্ত্তৌ চ যো দদ্যাদনলং সেন্ধনং নরঃ।
স সমিদ্ধোদরাগ্নিঃ সন্ প্রজ্ঞাসূর্য্যযুতো ভবেৎ ॥২২১
যো দদ্যাদ্ দুর্লভানাঞ্চ নিত্যমেধাংসি মানবঃ।
শ্রিয়া যুক্তো ভবেদত্র সংগ্রামে চাপরাজিতঃ ॥২২২
অথ কিং বহুনোক্তেন দানধর্মবিবেচনে।
যদ্যদিষ্টতমং যস্য তত্তস্মৈ প্রতিপাদয়েৎ ॥২২৩
তিলান্ দর্ভাংশ্চ নিত্যার্থং তৃণান্যাস্তরণায় চ।
ভুক্ত্বা স তু সুখং স্বর্গে সমশ্চাত্র ভবেদ্ভুবি ॥২২৪

গুড়মিক্ষুরসং খণ্ডং দুগ্ধ-খর্জূর-খাদ্যকান্।
ফলানি দত্ত্বা সর্বাণি স্বাদূনি মধুরাণি চ ॥২২৫
সর্বাণি ফলশাকানি লবণানি তথা দ্বিজঃ।
স্থাল্যাদিগৃহপাকঞ্চ দত্ত্বা গোত্রাধিকো ভবেৎ ॥২২৬
কুষ্মাণ্ডং ত্রপুষং দত্ত্বা বৃন্তাকাদি পটোলকান্।
শুভানি কন্দমূলানি সুহৃষ্টঃ পুত্রবান্ ভবেৎ ॥২২৭
বদরাম্র-কপিত্থানি খর্জূর-দাড়িমানি চ।
চিঞ্চাশ্চামলকং দত্ত্বা পুত্রবানিহ জায়তে ॥২২৮
যা নারী দ্বিজ! চৈতানি দ্বিজে ভক্ত্যোপপাদয়েৎ।
সর্বং তস্যা ভবেত্তদ্ধি ধেনুদানসমন্বিতম্।
সুপুত্রা সুভগা পুষ্টা পার্বতীবেহ জায়তে ॥২২৯
যোঽর্থিনে তৃণ-কাষ্ঠানি ব্রাহ্মণায়োপপাদয়েৎ।
সর্বং দত্তং ভবেত্তস্য ধেনুদানসমং ফলম্ ॥২৩০

ভোজন বা অভ্যঞ্জনের জন্য সতত তৈলদান দ্বারা দাতা অতিতেজস্বী হন এবং স্নিগ্ধ দেহ ও রূপযুক্ত হইয়া জন্মলাভ করেন।২১৮

যিনি মৃগনাভি, কর্পূর, তগর (টগর) ও চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্যসমূহ দান করেন, তিনি ধনী ও ভোগী হইয়া জন্মলাভ করেন।২১৯

যিনি তাম্বুল, পুষ্পমাল্য ও পুষ্পাভরণ প্রদান করেন, তিনি বেষবান্, ভোগী ও ধনযুক্ত হইয়া জন্মলাভ করেন এবং সতত সুমতি, বীর্য্যবান্ ও ধনশালী হইয়া অবস্থান করেন। যিনি শিশির ঋতুতে কাষ্ঠের সহিত অনল প্রদান করেন, তিনি প্রদীপ্ত উদরাগ্নি, প্রজ্ঞা ও সূর্য্যসদৃশ তেজঃ সম্পন্ন হন।২২০-২১

যাহাদের কাষ্ঠ দুর্লভ, তাহাদিগকে যিনি নিত্য কাষ্ঠ দান করেন, তিনি শ্রীযুক্ত ও সংগ্রামে অপরাজেয় হন।২২২

দানধর্ম বিষয়ে বহু বলিয়া কি ফল হইবে? যাহার যাহা ইষ্টতম, সে তাহা গ্রহীতাকে গ্রহণ করাইবে।২২৩

দাতা নিত্যকর্মের জন্য তিল, দর্ভ এবং আস্তরণের জন্য তৃণ দান করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করত ইহলোকে সমদর্শী হন।২২৪

দাতা গুড়, ইক্ষুরস, শর্করা, দুগ্ধ ও খর্জুর প্রভৃতি খাদ্যদ্রব্য এবং স্বাদু মধুর সর্বপ্রকার ফল, সর্বপ্রকার শাক, লবণ, স্থাল্যাদি গৃহপাকদ্রব্য দান করিয়া বংশে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হন।২২৫-২৬

দাতা কুষ্মাণ্ড, ত্রপুষ (শশা), বেগুন, পটোল ও উৎকৃষ্ট কন্দমূল প্রদান করিয়া হর্ষবান্ ও পুত্রবান্ হন।২২৭

দাতা বদর, আম্র, কপিত্থ, খর্জুর, দাড়িম্ব, তেঁতুল ও আমলক দান করিয়া ইহলোকে জন্মলাভ করিয়া পুত্রবান্ হয়।২২৮

হে দ্বিজ! যে নারী ভক্তি-সহকারে এসকল দ্রব্য পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করায়, তাহার ধেনুদান-সমন্বিত সমস্ত ফললাভ হয় এবং সুপুত্রা সৌভাগ্যশালিনী ও পুষ্টা হইয়া ইহলোকে পার্বতীর ন্যায় হইয়া জন্মলাভ করে।২২৯

যিনি প্রার্থি-ব্রাহ্মণকে তৃণ এবং কাষ্ঠ গ্রহণ করান, তাঁহার সমস্ত দান ধেনুদানের তুল্য ফলদায়ক হয়।২৩০

ভোজনাচ্ছাদনে দত্ত্বা দত্ত্বা চোপানহৌ দ্বিজঃ।
স্বর্গলোকং তু সম্ভুজ্য পূর্ণকামোহত্র জায়তে ॥২৩১
যাঃ পণ্যনার্য্যোঽতিসকামপুংসাং
কামোপভুক্ত্যৈ নিজদত্তদেহাঃ।
গীর্বাণচেতোহররূপবত্যঃ
পৌরন্দরাস্তা গণিকা ভবন্তি ॥২৩২
গৃহং বা মঠিকং বাঽপি শয়নাসন-বিষ্টরম্।
দত্ত্বা চ কশিপুং বিদ্বান্ বিপ্রান্ যঃ পাঠয়েন্নরঃ ॥২৩৩
মহীদানাদিকং ব্যাস! বিদ্যাদানং শতাধিকম্।
বিদ্যার্থিনাঞ্চ বিপ্রাণাং পাদাভ্যঙ্গমুপানহৌ ॥২৩৪
যো দদাতি দ্বিজশ্রেষ্ঠ! ব্রহ্মলোকং স গচ্ছতি।
আদাবারভ্য বেদাংস্তু শাস্ত্রং বাঽন্যতমং দ্বিজঃ ॥২৩৫
অধ্যাপয়েদ্ দ্বিজান্ শিষ্যান্ বিদ্যাদানং তদুচ্যতে।
উপাধ্যায়ং নিবেশ্যাগ্রে তস্য কৃত্বা চ বেতনম্ ॥২৩৬

বিদ্যাং ভক্ত্যা প্রযচ্ছেদ্ যঃ পরব্রহ্মণ্যসৌ বিশেৎ।
বিদ্যার্থিনে চ বিপ্রায় যো দদ্যাদ্ভোজনং দ্বিজঃ ॥২৩৭
পাদাভ্যঙ্গং তথা স্নানং সোঽপি বিদ্যাংশভাগ্ ভবেৎ।
যঃ স্বয়ং পাঠয়েদ্ বিপ্রান্ স্নাত্বা ভক্ত্যা চ স দ্বিজঃ॥২৩৮
সাক্ষাদ্ ব্রহ্ম সমভ্যেতি ভূয়ো নায়াতি সংসৃতৌ।
ঋচং বা যদি বাঽর্দ্ধঞ্চ পাদং পাদার্দ্ধমেব চ ॥২৩৯
অধ্যাপয়তি তস্যাঽপি নাস্তি শিষ্যস্য নিষ্কৃতিঃ।
মন্ত্ররূপঞ্চ যো দদ্যাদেকং বাঽপি শুভাক্ষরম্।
তস্য দানস্য বৈ শিষ্যো নিষ্কৃতিং কর্ত্তুমক্ষমঃ ॥২৪০
যদ্ বিপ্রশিষ্যপ্রতিপাদিতেন
বিদ্যাপ্রদানেন ন তুল্যমস্তি।
দানং ধারিত্র্যামবিনাশি কিঞ্চিৎ
তস্মাৎ প্রদেয়ং সততং তদেব ॥২৪১

দ্বিজ ভোজন, আচ্ছাদন ও পাদুকাযুগল দান করিয়া স্বর্গলোক ভোগ করত পূর্ণকাম হইয়া ইহলোকে জন্মপরিগ্রহ করেন।২৩১

যে সকল পণ্যনারী (গণিকা) অত্যন্ত কামাসক্ত-পুরুষকে কামোপভোগের জন্য আত্মদেহ দান করে, তাহারা দেবতাগণের চিত্তহারী রূপ লাভ করিয়া ইন্দ্রের গণিকা হয়।২৩২

যে বিদ্বান্ ব্যক্তি, শয্যা, গৃহ, মঠ, আসন, বিষ্টর (কুশমুষ্টি বা পীঠাসন) ও কশিপু (অন্ন বা আচ্ছাদন) দান করিয়া বিপ্রগণকে অধ্যয়ন করান, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যাস! মহীদান অপেক্ষা সেই বিদ্যাদান শতগুণে শ্রেষ্ঠ। যিনি বিদ্যার্থি-বিপ্রগণের পাদাভ্যঞ্জন ও পাদুকা দান করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে গমন করেন। যে দ্বিজ প্রথমে বেদশাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করাইয়া পরে দ্বিজশিষ্যগণকে অন্যশাস্ত্রের অধ্যয়ন করান, তাঁহার সেই অধ্যাপনাকে বিদ্যাদান কহে। প্রথমে উপাধ্যায়কে অধ্যাপনায় নিবিষ্ট করাইয়া তাহার বৃত্তির ব্যবস্থা করিবে।২৩৩-৩৬

যিনি ভক্তি-সহকারে বিদ্যার্থীকে বিদ্যা প্রদান করেন, তিনি পরব্রহ্মে লীন হন। যে দ্বিজ বিদ্যার্থি-বিপ্রকে অন্নদান করেন এবং পাদাভ্যঙ্গ ও স্নানীয় দান করেন, তিনি বিদ্যাদানের অংশভাগী হন। যে দ্বিজ স্বয়ং স্নান করিয়া ভক্তি-সহকারে বিপ্রগণকে অধ্যয়ন করান, তিনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মলাভ করেন এবং পুনরায় সংসারে আগমন করেন না। যিনি বেদ, বেদার্ধ, একপাদ বা পাদার্ধ অধ্যয়ন করান, তাঁহাকে গুরুরূপে মান্য না করিয়া শিষ্যের আর কোন নিষ্কৃতি নাই। অর্থাৎ তাঁহাকে গুরুরূপে মান্য করিতেই হইবে। যিনি মন্ত্ররূপে একটি মাত্র শুভাক্ষরও প্রদান করেন, শিষ্য তাঁহাকে গুরুরূপে মান্য করিবে। তাঁহাকে গুরুরূপে মান্য না করিয়া শিষ্যের আর নিষ্কৃতি নাই।২৩৭-৪০

বিপ্র শিষ্য-প্রতিপাদিত যে বিদ্যা, সেই বিদ্যাপ্রদান তুল্য আর অন্য দান কিছুই নাই। যেহেতু এই ধরিত্রীতে কিঞ্চিৎমাত্র বিদ্যাদানও অবিনাশী, সেই হেতু সতত সেই বিদ্যাদান করিবে।২৪১

রোগার্তস্যৌষধং পথ্যং যো দদাতি নরো যদি।
অন্যস্যাপি চ কস্যাপি প্রাণদঃ স তু মানবঃ ॥২৪২
কিং রত্নৈর্ভূষণৈর্দত্তৈর্গোভির্বাসোভিরেব চ।
কিং বিত্তৈর্ভূষণৈর্বস্ত্রৈ রত্নৈর্গোভিস্তুরঙ্গমৈঃ।
আদত্তৈঃ প্রাণহীনেন প্রাণদানমতোঽধিকম্ ॥২৪৩
অন্নং প্রাণো জলং প্রাণঃ প্রাণশ্চৌষধমুচ্যতে।
তস্মাদৌষধদানেন দাতা সুরসমো দ্বিজাঃ ॥২৪৪
প্রাণদানঞ্চ যো দদ্যাৎ সর্বেষামপি দেহিনাম্।
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবশ্চতুর্ভুজঃ ॥২৪৫
যো দদ্যান্মধুরাং বাচমাশ্বাসনকরীমৃতাম্।
রোগ-ক্ষুধাদিনার্তস্য স গোমেধফলং লভেৎ ॥২৪৬
ক্লীবাঽন্ধ-বধিরাদীনাং রোগার্ত-কুশরীরিণাম্।
তেষাং যদ্দীয়তে দানং দয়াদানং তদুচ্যতে ॥২৪৭
যে যচ্ছন্তি দয়াদানং সানুকম্পেন চেতসা।
তেঽপি তদ্দানধর্মেণ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়ুঃ ॥২৪৮

যে মানব রোগার্তব্যক্তিকে ঔষধ এবং পথ্য প্রদান করে এবং অন্য ব্যক্তিকেও প্রদান করে, সে প্রাণদাতা মানব নামে গণ্য হয়।২৪২

প্রাণহীনব্যক্তিকে রত্ন, ভূষণ, গো ও বস্ত্র প্রভৃতি দান করিলে কি ফল হইবে? বিত্ত, ভূষণ, বস্ত্র, রত্ন, গো এবং চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, রথ এবং পদাতি) প্রভৃতিও প্রাণহীনকে গ্রহণ করাইলেই বা কি ফল হইবে? অর্থাৎ কিছুই ফল হয় না, এইহেতু প্রাণদানই অধিক।২৪৩

হে দ্বিজগণ! অন্ন, জল ও ঔষধ প্রাণস্বরূপ, সেই হেতু দাতা ঔষধ দান করিয়া দেবতুল্য হন। যিনি সমস্ত দেহীর প্রাণদান করেন, তিনি যেস্থানে চতুর্ভুজ নারায়ণ অবস্থান করেন, সেই পরমস্থানে গমন করেন।২৪৪-৪৫

যিনি রোগ ও ক্ষুধাদি দ্বারা পীড়িত ব্যক্তিকে আশ্বাসনকর মধুরবাক্য প্রদান করেন, তিনি গোমেধ যজ্ঞের ফললাভ করেন।২৪৬

ক্লীব, অন্ধ, বধির, রোগার্ত ও কুৎসিত শরীরিগণকে যে দান করা হয়, তাহার নাম দয়াদান। যাঁহারা অনুগৃহীত চিত্তে এই দয়া-দান করেন, তাঁহারাও সেই দানধর্মের ফলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।২৪৭-৪৮

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি তিথি-মাসগতং দ্বিজ।
যৎপ্রদানে মুনিশ্রেষ্ঠ বিশিষ্টং ফলমিষ্যতে ॥২৪৯
মাসে মার্গশিরে দানং পূর্ণচন্দ্রতিথৌ নরঃ।
বিধিনা তৎ প্রবক্ষ্যামি যৎ প্রদানং মহৎ ফলম্ ॥২৫০
কাংস্যস্য পাত্রমক্লিষ্টং লবণপ্রস্থপূরিতম্।
হিরণ্যনাভং বস্ত্রেণ কুসুম্ভেন চ ছাদিতম্ ॥২৫১
স্নাতঃ স্নাতায় বিপ্রায় সবস্ত্রং প্রতিপাদ্য চ।
সৌভাগ্য-রূপ-লাবণ্যযুক্তো ভবতি বৈ নরঃ ॥২৫২
গৌরসর্ষপকল্কেন পৌষ্যামুৎসাদিতো নরঃ।
স পুনরভিষেক্তব্যঃ কুম্ভেন গব্যসর্পিষা ॥২৫৩
সর্বগন্ধোদকৈস্তীর্থৈঃ ফল-রত্নসমন্বিতৈঃ।
সসুবর্ণমুখং কৃত্বা প্রদদ্যাত্তদ্দ্বিজন্মনে ॥২৫৪
ঘৃতেন স্নাপয়েদ্ বিষ্ণুং ভক্ত্যা সম্পূজয়েদ্ধরিম্।
ঘৃতঞ্চ জুহুয়াদ্ বহ্নৌ ঘৃতং দদ্যাদ্ দ্বিজাতয়ে ॥২৫৫

হে দ্বিজ! হে মুনিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে তিথি ও মাসগত দান-সম্বন্ধীয় অন্য কথা বলিব—যে তিথি ও মাসে দান করিলে বিশিষ্ট ফল লাভ হয়।২৪৯

মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ) মাসে পূর্ণিমাতিথিতে বিধি অনুসারে দান করার উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে বলিব। কারণ, সেই দান মহাফলপ্রদায়ক। স্নাতব্যক্তি লবণপ্রস্থপূরিত-অচ্ছিদ্র কাংস্যপাত্র, বস্ত্র ও কুসুম্ভ দ্বারা আচ্ছাদিত হিরণ্যনাভ স্নাতবিপ্রকে সবস্ত্র গ্রহণ করাইয়া সৌভাগ্য ও রূপলাবণ্যযুক্ত হয়।২৫০-৫২

যে নর শ্বেতসর্ষপ-কল্কদ্বারা পৌষমাসে নির্মলীকৃত হইয়াছে, সে পুনরায় এককুম্ভপরিমিত গব্যঘৃত দ্বারা অভিষিক্ত হইবে।২৫৩

সর্বপ্রকার গন্ধোদক, তীর্থোদক এবং ফলরত্ন-সমন্বিত উদক দ্বারা পূরিত কুম্ভমুখে সুবর্ণ স্থাপন করিয়া দ্বিজকে প্রদান করিবে।২৫৪

ঘৃতদ্বারা বিষ্ণুকে স্নান করাইবে, ভক্তি-সহকারে

ছত্রং বাসোযুগং দদ্যাৎ সোপবাসঃ সমাহিতঃ।
কর্ম্মণা তেন ধর্ম্মজ্ঞঃ পুষ্টিমাপ্নোত্যনুত্তমাম্ ॥২৫৬
মাঘ্যাং কুর্বংস্তিলৈঃ শ্রাদ্ধং মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।
শুভং শয়নমাস্তীর্য্য ফাল্গুন্যাং সদ্‌দ্বিজাতয়ে ॥২৫৭
রূপ-দ্রবিণসংযুক্তো ভার্য্যাং রূপবতীং লভেৎ।
নরঃ প্রাপ্নোতি ধর্ম্মজ্ঞঃ প্রমাণং রাজবেশ্মনি ॥২৫৮
নারী চ শুভভর্ত্তারং রূপ-সৌভাগ্যসংযুতম্।
প্রাপ্নোতি বিপুলান্ ভোগান্ নাত্র কার্য্যা বিচারণা॥২৫৯
পৌর্ণমাসীষু চৈতাসু মাসর্ক্ষসংযুতাসু চ।
এতেষামেব দানানাং ফলং দশগুণং লভেৎ ॥২৬০
মহাপূর্বাসু চৈতাসু ফলমক্ষয্যমশ্নুতে।
দ্বাদশ্যাং শুক্লপক্ষস্য চৈত্রে বস্ত্রপ্রদো নরঃ ॥২৬১
অক্ষয়ান্ লভতে ভোগান্নাকলোকেঽবিনশ্বরে।
ইত্যেতৎ কথিতং বিপ্র ফলং চৈত্রস্য সত্তম ॥২৬২

দদ্যাদ্ধেম চ বৈশাখে দ্বাদশ্যাং যো নরঃ সিতে।
শুক্লে ছত্রোপানহৌ চ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥২৬৩
আস্তীর্য্য শয়নং দত্ত্বা প্রণম্য ভোগশায়িনম্।
আষাঢ়শুক্লদ্বাদশ্যাং শ্বেতদ্বীপমবাপ্নুয়াৎ ॥২৬৪
শ্রাবণে বস্ত্রদানেন বিষ্ণুসাযুজ্যমৃচ্ছতি।
গোদঃ প্রযাতি গোলকং মাসে ভাদ্রপদে দ্বিজঃ ॥২৬৫
প্রীণয়েদশ্বশিরসং যশ্চ দত্ত্বা তথাশ্বিনে।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতে স্বকম্ ॥২৬৬
কম্বলস্য প্রদানেন কার্তিক্যাং ভোগমাপ্নুয়াৎ।
প্রদানং লবণানাং তু মার্গশীর্ষে মহাফলম্ ॥২৬৭
ধান্যানাঞ্চ তথা পৌষে দারূণামপ্যনন্তরম্।
ফাল্গুনে সর্বগন্ধানাং ভবেদ্দানং মহাফলম্ ॥২৬৮
ভগর্ক্ষসংযুতা চৈত্রে দ্বাদশী তু মহাফলা।
মাসে তু মাধবে শুক্লদ্বাদশী করসংযুতা ॥২৬৯

পূজা করিবে এবং তদুদ্দেশ্যে অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবে ও দ্বিজকে ঘৃত দান করিবে।২৫৫

ধর্ম্মজ্ঞপুরুষ উপবাস করিয়া সমাহিতচিত্তে ছত্র ও বস্ত্রযুগল দান করিবে। সেই দানকর্মের ফলে সে অনুত্তমা পুষ্টিলাভ করিবে।২৫৬

মাঘমাসে তিল দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া সর্বপাতক হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হয়। ফাল্গুনমাসে দ্বিজাতিকে উৎকৃষ্ট শয্যা ও আস্তরণ দান করিলে রূপ, ধন ও রূপবতী ভার্য্যালাভ হয়। ধর্ম্মজ্ঞ মানুষ রাজগৃহে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হয়। নারীও রূপ-সৌভাগ্যসংযুক্ত সুশোভন ভর্তা এবং বিপুল ভোগ প্রাপ্ত হয়, এই বিষয়ে আর বিচারণীয় কিছুই নাই। দাতা যে যে মাস যে যে নক্ষত্র হইতে জাত হয়, সেই সেই মাসে সেই সেই নক্ষত্রযুক্ত পৌর্ণমাসী তিথিতে এইসকল দানের দশগুণ ফল হয়।২৫৭-৬০

মহাপূর্বা তিথিতে (মহাষ্টমী প্রভৃতি) এইসকল দান করিলে অক্ষয় ফলভোগ করে। চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বস্ত্রদাতা মানব অবিনশ্বর স্বর্গলোকে অক্ষয় ফলভোগ করে। হে সত্তম! চৈত্রমাসে দানের ফল এইরূপ বলিলাম। বৈশাখমাসে শুক্লদ্বাদশী তিথিতে যে মানব স্বর্ণদান করে এবং শুক্লপক্ষে ছত্র ও পাদুকা দান করে, সে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয়।২৬১-৬৩

দাতা আষাঢ়মাসের শুক্লদ্বাদশীতে অনন্তশয্যায় শায়িত নারায়ণকে প্রণাম করিয়া শয্যা আস্তৃত করত দান করিলে শ্বেতদ্বীপ প্রাপ্ত হয়।২৬৪

দ্বিজ শ্রাবণমাসে বস্ত্র প্রদান করিলে বিষ্ণুসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, এবং ভাদ্রমাসে গোদাতা গোলোক প্রাপ্ত হয়। যিনি আশ্বিনমাসে অশ্বদান করিয়া গ্রহীতাকে প্রীত করেন, তিনি স্বকীয় কুল উদ্ধার করেন এবং বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।২৬৫-৬৬

কার্তিকমাসে কম্বল দান করিলে ভোগ প্রাপ্ত হয়। মার্গশীর্ষমাসে লবণ দান করিলে মহাফল হয়, সেইরূপ পৌষমাসে ধান্য ও কাষ্ঠদান এবং ফাল্গুনমাসে সর্বপ্রকার গন্ধদান মহাফলপ্রদ। চৈত্রমাসে পূর্বফল্গুনী নক্ষত্রযুক্তা দ্বাদশী তিথি এবং বৈশাখমাসে হস্তানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বাদশী মহাফলপ্রদায়িনী বলিয়া জানিবে।২৬৭-৬৯

বায়ব্যেন যুতা শুক্রে শুচৌ মূলেন বৈষ্ণবী।
নভস্যাশ্বিনয়োঃ পুণ্যা শ্রাবণ্যজর্ক্ষসংযুতা ॥২৭০
পৌষ্ণর্ক্ষসংযুতা চোর্জে মার্গে চ কৃত্তিকাযুতা।
সহস্যে তিষ্যকোপেতা তপস্যাদিত্যসংযুতা ॥২৭১
তপস্যে গুরুসংযুক্তা দ্বাদশী পাবনা স্মৃতা।
নক্ষত্রযুক্তাস্বেতাসু দত্তং দানাদ্যনন্তকম্ ॥২৭২
মেষঞ্চ মেষসংক্রান্তৌ গোবৃষং বৃষসংক্রমে।
শয়নাসনদানঞ্চ মিথুনোপগমে তথা ॥২৭৩
কর্কপ্রবেশে সক্তূন্ হি প্রদদ্যাচ্ছর্করাং তথা।
সিংহপ্রবেশে পাত্রাণাং তৈজসানাং তথৈব চ ॥২৭৪
কন্যাপ্রবেশে বস্ত্রাণাং সুরভীণাং তথৈব চ।
তুলাপ্রবেশে ধান্যানাং বীজানামপি চোত্তমম্ ॥২৭৫
কীটপ্রবেশে বস্ত্রাণাং বেশ্মনাং দানমেব চ।
ধনুঃপ্রবেশে শস্ত্রাণাং যানানাং তু তথৈব চ ॥২৭৬
মৃগযপ্রবেশে সর্বেষামন্নানাং দানমুত্তমম্।
কুম্ভপ্রবেশে দানং তু গবামর্থে তৃণস্য চ।
মীনপ্রবেশেঽন্নানানাং মাল্যানামপি চোত্তমম্ ॥২৭৭

দানান্যথৈতানি ময়া দ্বিজেন্দ্রাঃ
প্রোক্তানি কালেষু নরঃ প্রদায়।
প্রাপ্নোতি কামান্ মনসা বিমৃষ্টান্
তস্মাৎ প্রশংসন্তি হি কালদানম্ ॥২৭৮

অশৌচে সূতকে চৈব ন দেয়ং ন প্রতিগ্রহঃ।
সতোরপি তয়োর্দেয়া সদা চাভয়দক্ষিণা ॥২৭৯

রাত্রৌ দানং ন দাতব্যং দাতব্যমভয়ং দ্বিজৈঃ।
ইমানি ত্রীণি দেয়ানি বিদ্যা-কন্যাপ্রতিগ্রহে ॥২৮০

দেবানামতিথীনাঞ্চ গবামপি চ পূজনম্।
রাত্র্যামপি হি কর্তব্যমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥২৮১

জ্যৈষ্ঠমাসের স্বাতীনক্ষত্রযুতা শুক্লা দ্বাদশী, এইরূপ আষাঢ়ে মূলানক্ষত্রযোগে, শ্রাবণে শ্রবণাযোগে, ভাদ্রে রোহিণীযোগে, কার্তিকে রেবতীনক্ষত্রযোগে, অগ্রহায়ণে কৃত্তিকাযোগে, পৌষে পুষ্যাযোগে, মাঘে পুনর্বসুযোগে এবং ফাল্গুনে পুষ্যাযোগে দ্বাদশী তিথি অতি পবিত্রা পুণ্যদায়িনী। নির্দিষ্ট নক্ষত্রযুক্তা এই সকল দ্বাদশী তিথিতে স্নান-দানাদি অনন্তফলদায়ক। পূর্বোক্ত নক্ষত্র-যুক্ত তিথিসমূহে কার্য্য দান অনন্তফলপ্রদ।২৭০-৭২

মেষ (বৈশাখ) সংক্রান্তিদিনে মেষ, বৃষ (জ্যৈষ্ঠ) সংক্রান্তিদিনে গোবৃষ, মিথুন (আষাঢ়) সংক্রান্তিদিনে শয্যা ও আসন, কর্কট (শ্রাবণ) সংক্রান্তিদিনে সক্তু ও শর্করা, সিংহ (ভাদ্র) সংক্রান্তিদিনে তৈজসপাত্র, কন্যা (আশ্বিন) সংক্রান্তিদিনে বস্ত্র ও সুরভি, তুলা (কার্তিক) সংক্রান্তিদিনে ধান্য ও বীজ, বৃশ্চিক (অগ্রহায়ণ) সংক্রান্তিদিনে বস্ত্র ও গৃহ, ধনুঃ (পৌষ) সংক্রান্তিদিনে শস্ত্র ও যান, মকর (মাঘ) সংক্রান্তিদিনে বিপন্নদিগকে দান, কুম্ভ (ফাল্গুন) সংক্রান্তিদিনে গরুর জন্য তৃণ এবং মীন (চৈত্র) সংক্রান্তিদিনে অন্ন ও মাল্যদান :উত্তম। হে দ্বিজেন্দ্রগণ! মৎপ্রোক্ত (পূর্বোক্ত) এই দানগুলি মানুষ পূর্বোক্তকালে দান করিয়া মানসচিন্তিত অভীষ্ট-সমূহ প্রাপ্ত হয় বলিয়া পূর্বোক্তকালে দান-সম্বন্ধে তত্ত্বজ্ঞগণ প্রশংসা করেন।২৭৩-৭৮

জননাশৌচ এবং মৃতাশৌচে দান ও প্রতিগ্রহ করিবে না। জননাশৌচ এবং মৃতাশৌচ থাকিলেও অভয়-দক্ষিণা অর্থাৎ অভয়-দান সর্বদাই করিবে।২৭৯

দ্বিজগণ রাত্রিতে দান করিবে না, কিন্তু অভয়দান করিবে। অভয়, বিদ্যা ও কন্যাদান করিবে এবং বিদ্যা ও কন্যা-প্রতিগ্রহ করিবে।২৮০

দেবতা, অতিথি এবং গো পূজা রাত্রিতেও করিবে, ইহা পরাশরমুনি বলিয়াছেন। শুচি হউক আর অশুচিই হউক অভয়দান ও প্রতিগ্রহ করিবে। যখন ভয় উপস্থিত হয়, তখনই অভয়দানের প্রকৃত কাল। ২৮১-৮২

হে বিদ্বন্! হে দ্বিজ! শুচি হইয়াই অন্যদ্রব্য প্রতিগ্রহ করিবে। অশৌচ অথবা সূতক অবস্থায় প্রতিগ্রহ করিবে না।২৮৩

হে ধর্ম্মজ্ঞ! তৈলাভ্যক্ত ও মুক্তশিখ পুরুষ স্নানানন্তর

শুচিঃ সন্নশুচির্বাঽপি দদ্যাদ্ গৃহ্ণীত চোভয়ম্ ।
অভয়স্য দানকালোঽয়ং যদা ভয়মুপস্থিতম্ ॥২৮২
অন্যপ্রতিগ্রহো বিদ্বন্ গ্রাহ্যশ্চ শুচিনা দ্বিজ ।
অশৌচে সূতকে বাঽপি ন তু গ্রাহ্যা ভবন্তি তে ॥২৮৩
অভ্যক্তেন চ ধর্মজ্ঞ ! তথা মুক্তশিখেন চ ।
স্নাত্বাচম্য পয়ঃ স্পৃষ্ট্বা গৃহ্ণীত প্রযতঃ শুচিঃ ॥২৮৪
দ্রব্যস্য নাম গৃহ্ণীয়াদ্দাতা তথা নিবেদয়েৎ ।
তোয়ং দত্ত্বা তথা দাতা দানে বিধিরয়ং স্মৃতঃ ॥২৮৫
প্রতিগ্রহীতা সাবিত্রং সর্বং মন্ত্রমুদীরয়েৎ ।
সার্ধং দ্রব্যেণ তৎসর্বং তদ্দ্রব্যঞ্চ সদৈবতম্ ॥২৮৬
সমাপয্য ততঃ পশ্চাৎ কামং স্তুত্বা প্রতিগ্রহম্ ।
প্রতিগ্রহী পঠেদুচ্চৈঃ প্রতিগৃহ্য দ্বিজোত্তমাৎ ॥২৮৭
মন্দং পঠেচ্চ রাজন্যাদুপাংশু চ তথা বিশঃ ।
মনসা চ তথা শূদ্রাৎ কর্তব্যং স্বস্তিবাচনম্ ॥২৮৮

সোঙ্কারং ব্রাহ্মণো ব্রূয়ান্নিরোঙ্কারং মহীপতিঃ ।
উপাংশু চ তথা বৈশ্যঃ স্বস্তি শূদ্রে তথৈব চ ॥২৮৯
ন দানং যশসে দদ্যান্ন ভয়ান্নোপকারিণে ।
ন নৃত্য-গীতশীলেভ্যো হাসকেভ্যশ্চ ধার্মিকঃ ॥২৯০
পাত্রভূতোঽপি যো বিপ্রঃ প্রতিগৃহ্য প্রতিগ্রহম্ ।
অসৎসু বিনিযুঞ্জীত তস্মৈ দেয়ং ন তদ্ভবেৎ ॥২৯১
সঞ্চয়ং কুরুতে যস্তু সমাদায় ইতস্ততঃ ।
ধর্মার্থং নোপযুঞ্জীত ন তং তস্করমর্চয়েৎ ॥২৯২
যস্মৈ দিৎসা দ্বিজায় স্যাত্তুরবীকৃত্য তং নরঃ ।
দানঞ্চ হৃদি সঞ্চিন্ত্য জলমধ্যে জলং ক্ষিপেৎ ॥২৯৩
বদন্তি মুনয়ো গাথাং পরোক্ষে দানসৎফলম্ ।
পরোক্ষমক্ষয়ং দানং প্রত্যক্ষাৎ কোটিশো ভবেৎ ॥২৯৪
পাত্রং মনসি সঞ্চিন্ত্য গুণবন্তমভীপ্সিতম্ ।
অপ্সু ব্রাহ্মণহস্তে বা ভূমৌ বাপি জলং ক্ষিপেৎ ॥২৯৫

আচমন ও জল স্পর্শ করিয়া সংযত ও পবিত্র হইয়া দান গ্রহণ করিবে ।২৮৪

দাতা দানীয় দ্রব্যের নাম উচ্চারণ করিবে, এবং সেই প্রকারে গ্রহীতার হস্তে জল প্রদান করিয়া তাহা নিবেদন করিবে, দান-বিষয়ে এই বিধি শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। প্রতিগ্রহীতা দান গ্রহণ করিয়া সমগ্র সাবিত্র মন্ত্র ( গায়ত্রী ) উচ্চারণ করিবে। দ্রব্যের সহিত সেই সমস্ত ও সদৈবত তদ্দ্রব্য দান সমাপন করাইয়া তৎপর কামস্তুতি পাঠান্তে প্রতিগ্রহ করিবে। প্রতিগ্রহীতা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইতে প্রতিগ্রহ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে কামস্তুতি পাঠ করিবে ।২৮৫-৮৭

ক্ষত্রিয় হইতে দানগ্রহণকালে মন্দস্বরে, বৈশ্য হইতে উপাংশুভাবে ( উচ্চারিত শব্দ স্বয়ং শ্রবণ করা যায় —এইরূপে ) এবং শূদ্র হইতে মনে মনে স্বস্তিবাচন করিবে ।২৮৮

ব্রাহ্মণ ওঁকার-সহিত, ক্ষত্রিয় ওঁকার-বিহীন, এবং বৈশ্য ও শূদ্র উপাংশুভাবে স্বস্তি বলিবে। ধার্মিকব্যক্তি যশোলাভের জন্য, ভয়বশতঃ ও উপকারি-জনকে এবং নৃত্যগীতশীল ও উপহাসকারি-গণকে দান করিবে না ।২৮৯-৯০

দানের যোগ্যপাত্র হইয়াও যে বিপ্র প্রতিগ্রহ করিয়া প্রতিগৃহীত বস্তু অসৎকার্য্যে বিনিয়োগ করে, তাহাকে দান করিবে না ।২৯১

যে ব্যক্তি এদিক্ সেদিক্ হইতে দান গ্রহণ করিয়া সঞ্চয় করে, অথচ ধর্মার্থে উপভোগ করেনা, সেইরূপ তস্করকে অর্চনা করিবে না। যে দ্বিজকে দান করিবার ইচ্ছা হয়, সেই দ্বিজকে অঙ্গীকার করিয়া হৃদয়ে দানের কথা চিন্তা করত জলমধ্যে জলক্ষেপণ করিবে ।২৯২-৯৩

মুনিগণ এই বিষয়ে একটি 'গাথা'র ( প্রশংসাসূচক বাণীর) উল্লেখ করেন যে, পরোক্ষে দান সৎফলদায়ক। প্রত্যক্ষদান অপেক্ষা পরোক্ষদান কোটিগুণ অক্ষয় ফলদায়ক ।২৯৪

গুণবান্ ব্যক্তি অভীপ্সিত দানের পাত্র মনে মনে সম্যগ্রূপে চিন্তা করিয়া জলে, ব্রাহ্মণহস্তে বা ভূমিতে জলক্ষেপণ করিবে ।২৯৫

দান কাল উপস্থিত হইলে সেই সময়ে দান গ্রহণ

দানকালে তু সম্প্রাপ্তে পাত্রে চাসন্নিধৌ জলম্।
অন্যবিপ্রকরে দদ্যাদ্দানং পাত্রায় দীয়তে ॥২৯৬
বিষ্ণুর্ভূর্বরুণো যত্র গৃহ্নন্ত্বাহ করোদকম্।
তদ্দানং ব্রহ্মসম্প্রাপ্তমক্ষয্যমিতি বিষ্ণুগীঃ ॥২৯৭
লক্ষ্মীভ্রষ্টায় যদ্দত্তং দরিদ্রায়ার্থিনে দ্বিজাঃ।
তদক্ষয়ং সমুদ্দিষ্টমিতি পরাশরোঽব্রবীৎ ॥২৯৮
রাজ্যভ্রষ্টঞ্চ রাজানং ভূয়ো রাজ্যে নিবেশয়েৎ।
বিষ্ণুলোকং চিরং ভুক্ত্বা ভূয়ো ভূমিপতির্ভবেৎ ॥২৯৯
প্রতিশ্রুত্য দ্বিজায়ার্থং যো ন যচ্ছতি তং পুনঃ।
ন চ স্মারয়তে বিপ্রস্তুল্যং তদুপপাতকম্ ॥৩০০
প্রতিশ্রুত্য চ যৎকিঞ্চিদ্ দ্বিজেভ্যো ন প্রযচ্ছতি।
স বৈ দ্বাদশজন্মানি শৃগালযোনিমাপ্নুয়াৎ ॥৩০১
গৃষ্ট্যাদীনথ বক্ষ্যামি যথা লক্ষণলক্ষিতান্।
মানং ভূমি-তিলাদীনাং যথাবত্তন্নিবোধত ॥৩০২

অজাতদন্তা যা তু স্যাদ্ গর্ভদন্তসমন্বিতা।
বর্ষাদর্বাক্ চতুর্থাচ্চ বৎসিকেতি নিগদ্যতে ॥৩০৩
সুশীলা চ সুবর্ণা চ নীরোগা চ পয়স্বিনী।
সবৎসা প্রথমং সূতা গৃষ্টির্গৌরভিধীয়তে ॥৩০৪
অরোগা যাঽপরিক্লিষ্টা প্রসববত্যথ সূতিকা।
সূতা যাঽতিপয়োযুক্তা সা গৌঃ সামান্যতঃ স্মৃতা ॥৩০৫
পূর্বোক্তগুণসংযুক্তা প্রত্যগ্রপ্রসবা তথা।
সাথ গৌর্ধেনুরিত্যুক্তা বাসিষ্ঠজবচো যথা ॥৩০৬
পঞ্চগুঞ্জো ভবেন্মাষঃ কর্ষঃ ষোড়শভিশ্চ তৈঃ।
তৈশ্চতুর্ভিঃ পলং প্রোক্তং দানে মানঞ্চ পুণ্যদম্ ॥৩০৭
ভদ্রং নরৈকহস্তাভিঃ প্রসৃতীভিশ্চতসৃভিঃ।
মানকং তৈশ্চতুর্ভিশ্চ সেতিকেতি প্রকীর্তিতা ॥৩০৮
তাভিশ্চতসৃভিঃ প্রস্থশ্চতুর্ভিরাঢ়কশ্চ তৈঃ।
দ্রোণশ্চতুর্ভিস্তৈরুক্তো ধান্যমানমিতি স্মৃতম্ ॥৩০৯

করিবার পাত্র নিকটে না থাকিলে অন্যবিপ্রহস্তে জলদান করিয়া পরে দানীয়দ্রব্য অভীষ্টপাত্রকে প্রদান করিবে।২৯৬

বিষ্ণু, ভূ এবং বরুণ আমার দানীয় দ্রব্য গ্রহণ করুন, যে স্থলে এইরূপ বলা হয়, সেই স্থলে ব্রহ্মসম্প্রাপ্ত উক্ত দান অক্ষয় ফলপ্রদ—ইহাই বিষ্ণুবচন।২৯৭

হে দ্বিজগণ! লক্ষ্মীভ্রষ্ট প্রার্থি-দরিদ্রকে যে দান করা হয়, সেই দত্ত বস্তু অক্ষয় হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে, ইহা পরাশরমুনি বলিয়াছেন।২৯৮

রাজ্যভ্রষ্ট রাজাকে পুনরায় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে, তাহা হইলে এই সৎকার্য্যের জন্য বহুবর্ষ বিষ্ণুলোক-ভোগান্তে পুনরায় মহীপতি হইবে।২৯৯

যে বিপ্র দ্বিজকে অর্থদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তাহাকে প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করে না এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণও করে না, তাহার উপপাতকতুল্য পাপ হয়।৩০০

দ্বিজগণকে যে কোনও দ্রব্য দান করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া যদি তাহা দান না করা হয়, তাহা হইলে প্রতিশ্রুতি-দাতা দ্বাদশ বর্ষকাল শৃগালযোনি প্রাপ্ত হয়। যেরূপ লক্ষণান্বিত সকৃৎপ্রসূতা গাভী প্রভৃতি দান করিবে, তৎসম্বন্ধে এবং ভূমি ও তিল প্রভৃতির পরিমাণসম্বন্ধে যে প্রকার বিধি বলিব—তাহা শ্রবণ কর।৩০১-২

যে গো অজাতদন্তা বা দন্ত ও গর্ভযুতা, প্রথমবর্ষ হইতে চতুর্থ বর্ষ পর্য্যন্ত সেই গরুকে বৎসিকা বলে। সুশীলা, সুবর্ণা, রোগহীনা, দুগ্ধবতী, সবৎসা ও প্রথম-প্রসূতা গোকে গৃষ্টি বলে।৩০৩-৪

যে গো রোগহীনা, অপরিক্লিষ্টা, বৎসবতী, প্রসূতা ও অতিশয় দুগ্ধবতী, সেই গো সামান্য-গো নামে কথিত হয়।৩০৫

যে গো পূর্বোক্ত গুণসংযুক্তা ও নবপ্রসূতা, সেই গো ধেনু নামে অভিহিত হয়—ইহা পরাশর বলিয়াছেন।৩০৬

পঞ্চগুঞ্জপরিমাণের নাম একমাষা, তাহার ষোড়শগুণ এক কর্ষ, তাহার চতুর্গুণ এক পল, দানকার্য্যে ইহাই পুণ্যপ্রদ পরিমাণ।৩০৭

মানুষের একহস্ত-পরিমিত প্রসৃতীচতুষ্টয় দ্বারা যে পরিমাণ করা হয়, তাহার নাম ভদ্র পরিমাণ, তাহার

তিলপ্রস্থতিভির্ভাণ্ডং চতুর্ভির্যৎ প্রপূর্য্যতে।
তৈশ্চতুর্ভিশ্চ কর্ষো হি তৈশ্চতুর্ভিশ্চ বৈ পলম্ ॥৩১০
পলৈশ্চ তৈশ্চতুর্ভিঃ স্যাৎ শ্রীপাটী তচ্চতুষ্টয়ম্।
করকং চতস্থভিস্তাভিশ্চতুর্ভিস্তৈর্ঘটঃ স্মৃতঃ ॥৩১১
ইত্যন্যৈর্মুনিভিঃ প্রোক্তং ঘৃতগোস্তিলগোঃ সমাঃ।
কিঞ্চ বো বহুনোক্তেন দানস্য তু পুনঃ পুনঃ ॥৩১২
দীয়তে যদ্দরিদ্রায কুটুম্বিনে তদক্ষয়ম্।
সকৃদ্ বুধায় বিপ্রায় ভক্ত্যা পরময়া বসু ॥৩১৩
দীয়তে বেদবিদুষে তদুপতিষ্ঠতি যৌবনে।
অথান্যং সম্প্রবক্ষ্যামি দানানি নিষ্ফলানি তু ॥৩১৪
তথা নিষ্ফলজন্মানি যথাবত্তন্নিবোধত।
বৃথা জন্মানি চত্বারি বৃথা দানানি ষোড়শ।
পৃথক্ তানি প্রবক্ষ্যামি নিবোধ ত্বং দ্বিজোত্তম ॥৩১৫
অপুত্রস্য বৃথা জন্ম যে চ ধর্মবহিষ্কৃতাঃ ॥৩১৬
দরিদ্রস্য বৃথা জন্ম ব্যাধিতস্য তথৈব চ।
অপুণ্যস্থানে যদ্দত্তং বৃথাদানং প্রকীর্তিতম্ ॥৩১৭
( পণ্যস্থানেষু যদ্দত্তং বৃথাদানং তদুচ্যতে। )
আরূঢ়পতিতে দানমন্যায়োপার্জিতঞ্চ যৎ।
ব্যর্থমব্রাহ্মণে দানং পতিতে তস্করেঽপি চ ॥৩১৮
গুরোরপ্রীতিজনকে কৃতঘ্নে গ্রামযাজকে।
ব্রহ্মবন্ধৌ চ যদ্দানং যদ্দত্তং বৃষলীপতৌ ॥৩১৯
বেদবিক্রয়িণে চৈব যস্য চোপপতির্গৃহে।
স্ত্রীজিতে চৈবং যদ্দত্তং ব্যালগ্রাহে তথৈব চ।
পরিচারকে তু যদ্দত্তং বৃথাদানানি ষোড়শ ॥৩২০
তমোবৃত্তশ্চ যো দদ্যাদ্ভয়াৎ ক্রোধাত্তথৈব চ।
বিদ্বন্ দানং তৎ সর্বং ভুঙ্‌ক্তে গর্ভস্থ এব হি ॥৩২১
ঈর্ষ্যয়া মন্যুনা দানং যদ্দানমর্থকারণাৎ।
যো দদাতি দ্বিজাতিভ্যো বালভাবে তদশ্নুতে ॥৩২২

---

চতুর্গুণ সেতিকা নামে কীর্তিত। তাহার চতুর্গুণ হইলে তাহার নাম প্রস্থ, তাহার চতুর্গুণ আঢ়ক, তাহার চতুর্গুণ দ্রোণ—ইহাই ধান্যের পরিমাণ।৩০৮-৯

তিলপ্রস্থতিচতুষ্টয় দ্বারা যে ভাণ্ড পূর্ণ হয়, তাহার চতুর্গুণের নাম কর্ষ, তাহার চতুর্গুণের নাম পল, তাহার চতুর্গুণের নাম শ্রীপাটী, তাহার চতুর্গুণ করক এবং তাহার চতুর্গুণ ঘট বলিয়া কথিত।৩১০-১১

এই কথা অন্যান্য মুনিগণ বলিয়াছেন যে, ঘৃতগো ও তিলগো উভয়ই তুল্য। দানসম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ তোমাদের নিকট আর বহু বলিয়া কি ফল হইবে? দরিদ্রকুটুম্বকে যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয় হয়। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে পরমভক্তি-সহকারে সুকৃতিশালি-বেদপারগ জ্ঞানি-বিপ্রকে ধন দান করিলে তাহা অক্ষয় হয়। যে প্রকারে দান করিলে দাতার দান নিষ্ফল হয়, এবং জীবের জন্মলাভ নিষ্ফল হয়, সেই অন্য একটি বিষয় অনন্তর বিশেষভাবে বলিব, তাহা শ্রবণ কর। হে দ্বিজোত্তম! চারিটি বৃথা জন্ম এবং ষোড়শ প্রকার বৃথা দান সম্বন্ধে পৃথগ্‌ভাবে বিশেষরূপে বলিব—তাহা অবগত হও।৩১১-১৫

১। পুত্রহীন, ২। ধর্মবহিষ্কৃত, ৩। দরিদ্র ও ৪। ব্যাধিগ্রস্ত—এই চারপ্রকার জীবের জন্ম বৃথা জন্ম বলিয়া জানিবে। ১। যে স্থান পুণ্যময় নহে, সেইরূপ স্থানে দান বৃথা বলিয়া কীর্তিত। ( পণ্যস্থানে দত্ত দানও বৃথাদান বলিয়া কথিত )। ২। আরূঢ় বা পতিত ব্যক্তিকে দান, ৩। অন্যায়ভাবে অর্জিত অর্থদান, ৪। অব্রাহ্মণে দান, ৫। এইরূপ পতিত, ৬। তস্কর, ৭। গুরুর অপ্রীতিসম্পাদক ব্যক্তি, ৪। কৃতঘ্ন, ৯। গ্রাম-যাজক, ১০। ব্রহ্মবন্ধু ( হীন ব্রাহ্মণ ), ১১। শূদ্রাপতি, ১২। বেদবিক্রয়ী, ১৩। যাহার গৃহে উপপতি আছে তাদৃশ ব্যক্তি, ১৪। স্ত্রীবশীভূত ব্যক্তি, ১৫। সাপুড়ে এবং ১৬। পরিচারক—ইহাদিগকে যে দান করা হয়, তাহা বৃথা দান বলিয়া জানিবে ॥৩১৭-২০

তমোগুণ-পরায়ণ হইয়া যে ব্যক্তি ভয় বা ক্রোধ-বশতঃ দান করে, হে বিদ্বন্! সেই দান দান নহে, গর্ভস্থ অবস্থায় সেই দানের ফল ভোগ করে। ঈর্ষ্যা, ক্রোধবশতঃ কিংবা অর্থলাভের জন্য দ্বিজাতিগণকে যে দান করা হয়, তাহার ফল বাল্যকালে ভোগ করে।৩২১-২২

স্বয়ং নীত্বা চ যদ্দানং ভক্ত্যা পাত্রে প্রদীয়তে।
অপ্রমেয়গুণং তদ্ধি উপতিষ্ঠতি যৌবনে ॥৩২৩
যৎ সদ্বিপ্রায় বৃদ্ধায় ভক্ত্যা চ পরয়া বসু।
দীয়তে বেদবিদুষে তদুপতিষ্ঠতি বার্ধকে ॥৩২৪
তস্মাৎ সর্বাস্ববস্থাসু সর্বদানানি সত্তমাঃ।
দাতব্যানি দ্বিজাতিভ্যঃ স্বর্গমার্গমভীপ্সতা ॥৩২৫
ভূমেঃ প্রতিগ্রহং কুর্য্যাদ্ ভূমিং কৃত্বা প্রদক্ষিণম্।
করে গৃহ্য তথা কন্যাং দাস-দাস্যৌ তথা দ্বিজঃ ॥৩২৬
করং তু হৃদি বিন্যস্য ধর্ম্যো জ্ঞেয়ঃ প্রতিগ্রহঃ।
আরুহ্য চ গজস্যোক্তঃ কর্ণেঽশ্বস্য সটাসু চ ॥৩২৭
তথা চৈকশফানাঞ্চ সর্বেষামবিশেষতঃ।
প্রতিগৃহ্ণীত গাং শৃঙ্গে পুচ্ছে কৃষ্ণাজিনং তথা ॥৩২৮
কর্ণজাঃ পশবঃ সর্বে গ্রাহ্যাঃ পুচ্ছে বিচক্ষণৈঃ।
প্রতিগ্রহং তথোষ্ট্রস্য আরুহ্যৈব তু পাদুকে ॥৩২৯

ঈষায়াং তু রথোঽক্ষে বা ছত্রং দণ্ডে বিধারয়েৎ।
দ্রুমাণামথ সর্বেষাং মূলে ন্যস্তকরো ভবেৎ ॥৩৩০
আয়ুধানি সমাদায় তথালঙ্ক্যা বিভূষণম্।
ধর্মধ্বজং তথা স্পৃষ্ট্বা প্রবিশ্য চ তথা গৃহম্ ॥৩৩১
অবতীর্য্য তু সর্বাণি জলস্থানানি যানি তু।
উপবিশ্য চ শয্যায়াং স্পর্শয়িত্বা করেণ বা ॥৩৩২
দ্রব্যাণ্যন্যানি চাদায় স্পৃষ্ট্বা বা ব্রাহ্মণঃ পঠেৎ।
কন্যাদানে তু ন পঠেৎ দ্রব্যাণি তু পৃথক্ পৃথক্ ॥৩৩৩
প্রতিগ্রহাদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ তথৈবান্তর্ভবন্তি তে।
দ্রব্যাণামথ সর্বেষাং দ্রব্যসংশ্রয়ণান্নরঃ ॥৩৩৪
বাচয়েজ্জলমাদায় ওঁকারেণ প্রতিগ্রহম্।
প্রতিগ্রহস্য যো ধর্ম্যং ন জানাতি দ্বিজো বিধিম্।
স দ্রব্যস্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপদ্যতে ॥৩৩৫

---

স্বয়ং আহ্বান করিয়া আনয়নপূর্বক ভক্তি-সহকারে যোগ্যপাত্রে যে দান করা হয়, সেই দানের ফল যে কতগুণ তাহা পরিমাণ করা যায় না, যৌবনকালে সেই দানের ফল উপস্থিত হয়।৩২৩

যিনি বেদবিদ্-বৃদ্ধ-সদ্-বিপ্রকে পরমভক্তি সহকারে ধন দান করেন, তিনি সেই দানের ফল বৃদ্ধকালে প্রাপ্ত হন।৩২৪

হে সত্তমগণ! সেই হেতু সুখ ও দুঃখময় সমস্তপ্রকার অবস্থাতে স্বর্গলাভের মার্গপ্রাপ্তির ইচ্ছুক ব্যক্তি দ্বিজাতিগণকে সর্বপ্রকার দান করিবে।৩২৫

দ্বিজ ভূমি প্রদক্ষিণ করিয়া ভূমি প্রতিগ্রহ করিবে। কন্যা, দাস ও দাসী করে গ্রহণ করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে। হৃদয়দেশে কর স্থাপন করিয়া গ্রহণ করাই ধর্মীয় প্রতিগ্রহ। গজ-প্রতিগ্রহে গজোপরি আরোহণ এবং অশ্ব-প্রতিগ্রহে অশ্বের কর্ণে অথবা সটায় (স্কন্ধস্থরোমে) হস্তস্থাপন করিবে। সমস্ত একখুরবিশিষ্ট পশুগণের প্রতিগ্রহে কোন বিশেষ বিধি নাই। এইরূপ গো'র শৃঙ্গে ও কৃষ্ণাজিনের পুচ্ছে হস্তস্থাপন করিয়া প্রতিগ্রহ করিবে।৩২৬-২৮

বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ সকল কর্ণজ (?) পশুকেই পুচ্ছে হস্ত স্থাপন করিয়া গ্রহণ করিবে। পাদুকায় আরোহণ করিয়া উষ্ট্র গ্রহণ করিবে।৩২৯

রথের দীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ড বা চক্র বা চক্রের মধ্যমণ্ডল ধারণ করিয়া রথ এবং দণ্ড ধারণ করিয়া ছত্র গ্রহণ করিবে। সমস্ত বৃক্ষেরই মূলে হস্ত স্থাপন করিয়া তাহা গ্রহণ করিবে। আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, অলঙ্কার সম্যগ্‌রূপে মুক্ত করিয়া, ধর্মধ্বজ স্পর্শ করিয়া ও গৃহে প্রবেশ করিয়া গ্রহণ করিবে।৩৩০-৩১

যে সকল স্থান জলময়, সেই সকল স্থানে অবতরণ করিয়া এবং শয্যায় উপবেশন বা হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া গ্রহণ করিবে।৩৩২

অন্যান্য দ্রব্য গ্রহণ বা স্পর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ মন্ত্র পাঠ করিবে। কন্যাদানে পাঠ করিবে না। সমস্ত দ্রব্যই পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে দান ও প্রতিগ্রহ করিবে।৩৩৩

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! প্রতিগ্রহবশতঃ সেই প্রতিগ্রহীতৃগণ তদ্দ্রব্যের আশ্রয় গ্রহণ করায়, সমস্ত দ্রব্যের অন্তর্গত হয়, দাতা ওঁকার মন্ত্র দ্বারা জল লইয়া প্রতিগ্রহীতাকে স্বস্তি উচ্চারণ করাইবে।

অথাপি বক্ষ্যামি বিধেবিশেষান্
বাজিপ্রদানে চ প্রতিগ্রহে চ
দাতৃ-গ্রহীত্রোরপি যেন পুণ্যং
স্বর্গায় জায়তে শৃণুধ্বমেতৎ ॥৩৩৬
গৃহ্লীত যোঽশ্বং বিধিবদ্ দ্বিজেন্দ্রাঃ
কুর্য্যাদসৌ পঞ্চদিনানি পূর্বম্ ।
পঞ্চোপচারৈরকৃত বিষ্ণুপূজাং
কুষ্মাণ্ডমন্ত্রৈর্ঘৃত-দুগ্ধহোমম্ ॥৩৩৭
যদ্‌গ্রাম ইত্যাদি মরুত্বতীয়ং
সোঙ্কারভূরাদিভিরন্বিতঞ্চ ।
প্রত্যেকমষ্টৌ জুহুয়াদ্ দ্বিজাগ্র্যঃ
সৌর্য্যেণ মন্ত্রেণ চ তদ্বদষ্টৌ ॥৩৩৮
ষষ্ঠ্যা প্রযুক্তং ত্রিশতং জুহোতি
কুর্য্যাচ্চ গায়ত্রীজপং সহস্রম্ ।

পশ্চাৎ স গৃহ্লন্ তুরগং দ্বিজাগ্র্য-
স্তথা স্বমাত্মানমজং নয়েচ্চ ॥৩৩৯
দাতাঽপি চৈতদ্ ব্রতমাবিদধ্যাদ্
দ্বিজাগ্র্যবৎ প্রাক্তনপাপশুদ্ধ্যৈ
দ্বাবপ্যমূ সূর্য্যজনং লভেতে
সর্বত্র পূজ্যৌ দ্বিজবৃন্দমধ্যে ॥৩৪০
অশ্বপ্রতিগ্রহবিধিঞ্চ প্রতিগ্রহঞ্চ
জানাতি যোঽশ্বস্য পুরাণগাথাঃ
স এব ধন্যঃ স চ পূজনীয়
ইহৈব লোকে দ্বিজ-দেবমান্যঃ ॥৩৪১
বিশেষপূজ্যপ্রতিপাদনায়
তিথৌ চ দত্তং দ্বিজ যত্র যত্র ।
প্রাগুক্তমেতৎ পুনরুচ্যতে
যৎ তচ্ছ্রূয়তামত্র হি কথ্যমানঃ স ॥৩৪২

---

যে দ্বিজ প্রতিগ্রহ-সম্বন্ধে ধর্মযুক্ত বিধি জানে না, সে প্রতিগ্রহ করিলে দ্রব্যচৌররূপে পরিগণিত হইয়া নরক প্রাপ্ত হয় ।৩৩৪-৩৫

অনন্তর অশ্বদান ও গ্রহণবিষয়ে দাতা ও গ্রহীতার যদ্দ্বারা স্বর্গলাভজনক পুণ্য জন্মে, তৎসম্বন্ধে বিধি বিশেষ প্রকারে বলিব, ইহা শ্রবণ করুন ।৩৩৬

হে দ্বিজেন্দ্রগণ ! যিনি বিধি অনুসারে অশ্ব গ্রহণ করেন, ঐ ব্যক্তি গ্রহণের পূর্বে পাঁচ দিন যাবৎ পঞ্চোপচারে বিষ্ণুপূজা এবং কুষ্মাণ্ডমন্ত্র দ্বারা ঘৃত ও দুগ্ধাহুতি দিবে ।৩৩৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি 'যদগ্রাম' ইত্যাদি 'ওঁভূর্ভুবঃ স্বঃ' যুক্ত 'মরুত্বতীয়ং' ইত্যাদি প্রত্যেক মন্ত্রে আটবার হোম করিবে এবং সেইরূপ সূর্য্যসম্বন্ধীয় মন্ত্র দ্বারা আটবার হোম করিবে ৩৩৮

"ষষ্ঠ্যা" ইত্যাদি মন্ত্রে ত্রিশত হোম ও সহস্র গায়ত্রী জপ করিবে, তৎপর দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্ব গ্রহণ করিলে স্বকীয় আত্মার পুনর্জন্ম লাভ নিবারিত হয় ।৩৩৯

দাতাও প্রাক্তন পাপশুদ্ধির জন্য দ্বিজশ্রেষ্ঠের ন্যায় এই প্রকার (পূর্বোক্ত) ব্রতাচরণ করিবে। এই দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হয় এবং দ্বিজগণমধ্যে সর্বত্র পূজনীয় হয় ।৩৪০

অশ্বপ্রতিগ্রহবিধি, অশ্বপ্রতিগ্রহ ও অশ্বসম্বন্ধীয় পুরাণ গাথা যিনি জানেন, তিনি ধন্য, পূজনীয় এবং ইহলোকেই দ্বিজ ও দেবগণের মাননীয় হন ।৩৪১

যে যে তিথিতে বিশেষ পূজ্যপ্রতিপাদনের জন্য পূর্বোক্ত দান কথিত হইয়াছে এই কথাই পুনরায় বলিতেছি, কথ্যমান বাক্য শ্রবণ কর ।৩৪২

হে বিপেন্দ্র ! শ্রাবণমাসে শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে গো প্রদান করিলে ভগবান্ শ্রীহরি প্রীতিলাভ করেন —ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন। হে বৎস। সেইরূপ পৌষমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে শ্রীহরির প্রীতির জন্য ঘৃতার্চনাকারী ব্যক্তি ফলপ্রদায়িনী ঘৃতধেনুদান করিবে ।৩৪৩-৪৪

শ্রাবণে শুক্লপক্ষে তু দ্বাদশ্যাং প্রীয়তে হরিঃ।
গোপ্রদানেন বিপেন্দ্র বদন্ত্যেতন্মনীষিণঃ ॥৩৪৩
পৌষে শুক্লে তথা বৎস দ্বাদশ্যাং ঘৃতধেনুকাম্।
ঘৃতার্চৈঃ প্রীণনায়ালং প্রদদ্যাৎ ফলদায়িনীম্ ॥৩৪৪
তথৈব মাঘদ্বাদশ্যাং প্রদত্তা তিলগৌর্দ্বিজাঃ।
কেশবং প্রীণয়ত্যাশু সর্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি ॥৩৪৫
জ্যেষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দ্বাদশ্যাং জলধেনুকাম্।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিধিনা প্রীণয়ত্যম্বুশায়িনম্ ॥৩৪৬
যত্র বা তত্র বা কালে যদ্ বা তদ্ বা প্রদীয়তে।
বিশেষার্থমিদং প্রোক্তং নান্যৎকালে নিষেধনম্ ॥৩৪৭
বিষ্ণুমুদ্দিশ্য বিপ্রেভ্যো নিঃস্বেভ্যো যৎ প্রদীয়তে।
ভবেত্তদক্ষয়ং দানমুত্তমত্বাৎ পরৈরিদম্ ॥৩৪৮
কালে পাত্রে তথা দেশে ধনং ন্যায়ার্জিতং তথা।
যদ্দত্তং ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠে তদনন্তং প্রকীর্তিতম্ ॥৩৪৯
চন্দ্রে বা যদি বা সূর্য্যে দৃষ্টে রাহৌ মহাগ্রহে।
অক্ষয্যং কথিতং সর্বং তদপ্যর্কে বিশিষ্যতে ॥৩৫০
দ্বাদশীষু চ শুক্লাসু বিশেষাৎ শ্রবণেন চ।
যত্র যদ্দীয়তে কিঞ্চিত্তদনন্তং প্রজায়তে ॥৩৫১
বিশেষাদ্ বুধযুক্তেষু পক্ষান্তেষু চ সর্বদা।
তৃতীয়াসু চ সর্বাসু শুক্লাসু চ বিশেষতঃ ॥৩৫২
বৈশাখে শুক্লপক্ষে তু বিশেষাদপি মানবঃ।
আষাঢ়ী কার্তিকী চৈব ফাল্গুনী তু বিশেষতঃ ॥৩৫৩
তিস্রশ্চৈতাঃ পৌর্ণমাস্যো দানে বিপ্র মহাফলাঃ।
ব্যতীপাতেষু সর্বেষু সমর্ক্ষেষু দ্বিজোত্তম! ॥৩৫৪
গ্রহসঙ্ক্রমকালেষু তীব্ররশ্মের্বিশেষতঃ।
তুলা-মেষপ্রবেশেষু যোগেষু মিথুনস্য চ ॥৩৫৫
রবের্মহীফলং দানং তেভ্যোঽপি স্যান্মহাফলম্।
যদা ভানুঃ প্রবিশতি মকরং দ্বিজসত্তমাঃ ॥৩৫৬
আষাঢ়েঽশ্বযুজে চৈব পৌষে চৈত্রে তথৈব চ।
দ্বাদশীপ্রভৃতি প্রোক্তং পুণ্যং দিনচতুষ্টয়ম্ ॥৩৫৭
মিথুনঞ্চ তথা কন্যাং ধন্বিনং মীনমেব চ।
প্রবেশে ভাস্করে পুণ্যং কথিতং দ্বিজসত্তমাঃ

হে দ্বিজগণ! সেইরূপ মাঘমাসের শুক্লপক্ষীয় দ্বাদশী তিথিতে যিনি তিল-গো প্রদান করিয়া কেশবের প্রীতি সম্পাদন করেন, প্রীতকেশব তাঁহাকে সর্বাভীষ্ট প্রদান করেন।৩৪৫

জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে বিধি অনুসারে বিপ্রকে জলধেনুদান করিয়া নারায়ণের প্রীতিসম্পাদন করিবে।৩৪৬

যে কালে যাহা প্রদান করা হয়, সেই কালে তাহা বিশেষ ফলদায়ক বলিয়া উক্ত হইয়াছে কিন্তু অন্যকালেও তাদৃশদান নিষিদ্ধ নহে।৩৪৭

শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ শ্রীবিষ্ণুকে উদ্দেশ্য করিয়া নিঃস্ব বিপ্রগণকে যাহা দান করে, শ্রীবিষ্ণুর প্রীতিসম্পাদক এই দান অক্ষয়ফলপ্রদ হয়।৩৪৮

যথাযোগ্যদেশে ও কালে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণরূপপাত্রে ন্যায়ার্জিত যে ধন দান করা হয়, তাহা অনন্ত ফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে।৩৪৯

চন্দ্র বা সূর্য্য মহাগ্রহ রাহু কর্তৃক দৃষ্ট হইলে (অর্থাৎ গ্রহণকালে) সর্বপ্রকার দান অক্ষয়ফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, বিশেষতঃ সেই দান সূর্য্যগ্রহণে অধিক ফলদায়ক।৩৫০

বিশেষতঃ শ্রবণানক্ষত্রযুক্ত শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে যেখানে যাহা প্রদান করা হয়, তদ্দারাই দাতার অনন্ত ফল জন্মে।৩৫১

বিশেষতঃ সকল শুক্লপক্ষে বুধবারযুক্ত পক্ষান্ত অর্থাৎ পৌর্ণমাসী তিথিতে ও তৃতীয়া তিথিতে, এবং বৈশাখ, কার্তিক ও ফাল্গুনমাসে শুক্লপক্ষীয় তৃতীয়া তিথিতে সর্বদা দান অনন্তফলপ্রদ। হে বিপ্র দ্বিজোত্তম! দানকার্য্যে আষাঢ়, কার্তিক ও ফাল্গুনমাসের পূর্ণিমা, সমস্ত ব্যতীপাতযোগ এবং সমনক্ষত্র মহাফলপ্রদায়ক।৩৫২-৫৪

সূর্য্যের গ্রহণ এবং সংক্রমণকালে বিশেষরূপে কার্তিক, বৈশাখ এবং আষাঢ়মাসে সূর্য্যসংক্রমণকালে ও ব্যতীপাত-যোগে সূর্য্য উদ্দেশ্যে দান মহাফলপ্রদায়ক এবং সেই দান হইতেও মহাফল হয়। হে দ্বিজসত্তমগণ! যখন সূর্য্য

ষড়শীতিমুখং নাম দানে দিনচতুষ্টয়ম্ ॥৩৫৮
অচ্ছিন্ননালে যদ্দত্তং পুত্রে জাতে দ্বিজোত্তমাঃ।
সংস্কারে চৈব পুত্রস্য তদক্ষয্যং প্রকীর্তিতম্ ॥৩৫৯
ইষ্ট্যশ্চ বিবিধাঃ প্রোক্তাস্তাশ্চ কার্য্যা যথোদিতা।
সর্বা অপি হি সদ্‌বিপ্রৈরিষ্টধর্মমভীপ্সুভিঃ ॥৩৬০
সৎসদ্মমেধি-দ্বিজ-নাকলব্ধি-
সিদ্ধ্যর্থমুক্তানি কিয়ন্তি বিপ্রাঃ।
দানানি বক্ষ্যাম্যথ পূর্ত্তধর্মং
স্যাদ্ যেন পুংসাং বিহিতেন পুণ্যম্ ॥৩৬১
ব্রহ্মেশ-হরি-সূর্য্যাণাং স্কন্দেভাস্যাহশ্বিনাং তথা।
মাতৃণাঞ্চ গ্রহাণাঞ্চ গৃহাণি কারয়েন্নরঃ ॥৩৬২

ইষ্টকাদশকং বাহপি যশ্চার্পয়তি বিষ্ণবে।
অনেন বিধিনা কুর্য্যাদ্ বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৬৩
এবং যঃ সর্বদেবানাং মন্দিরং কারয়েন্নরঃ।
স যাতি বৈষ্ণবং লোকং প্রাপ্যং
যোগশতৈঃ কৃতৈঃ ॥৩৬৪
সমাচরিত যো ভগ্নসুধাভিধবলং যদি।
কুরুতে দেবহর্ম্যঞ্চ বিশিষ্টৈর্লেপচিত্রকৈঃ ॥৩৬৫
সম্মার্জয়তি যশ্চাপি যতো যশ্চানুলেপয়েৎ।
প্রদীপং তত্র যো দদ্যাৎ স যাতি বিষ্ণুলোকতাম্ ॥৩৬৬
পূজয়েদ্ বিধিনা যস্তু পঞ্চোপচারসংযুতঃ।
স বিষ্ণুলোকমভ্যেতি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥৩৬৭

মাঘ, আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্রমাসে প্রবেশ করে, তখন দ্বাদশী প্রভৃতি দিনচতুষ্টয় পুণ্যকাল বলিয়া কথিত হয়।৩৫৫-৫৭

হে দ্বিজসত্তমগণ! মিথুন (আষাঢ়), কন্যা (আশ্বিন), ধনু (পৌষ) ও মীন (চৈত্র) রাশিতে যেদিন সূর্য্য প্রবেশ করে, সেই দিন পুণ্যপ্রদায়ক বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। আষাঢ়, আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র এই চারি মাসের ষড়শীতিনামক সংক্রান্তির চারি দিনে দান করিলে মহাপুণ্য হয়।৩৫৮

হে দ্বিজোত্তমগণ! পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে নাড়ীচ্ছেদের পূর্বে এবং পুত্রের সংস্কারকর্মে যাহা দান করা হয়, তাহা অক্ষয়ফলপ্রদ হয় বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।৩৫৯

শাস্ত্রে বিবিধ যজ্ঞের কথা কথিত আছে, ধর্মলাভেচ্ছু সদ্‌বিপ্রগণ শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে সমস্ত যজ্ঞকর্ম সম্পন্ন করিবেন।৩৬০

হে দ্বিজগণ! সদ্‌গৃহস্থদ্বিজগণের স্বর্গলাভ সিদ্ধির জন্য কতগুলি দান কর্মের কথা বলিয়াছি। অনন্তর পূর্ত্তধর্মসম্বন্ধে বলিব, যাহা আচরণ করিলে মানবগণের পুণ্যলাভ হয়।৩৬১

মানুষ ব্রহ্মা, মহাদেব, হরি, সূর্য্য, কার্ত্তিক, গণেশ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মাতৃদেবতাগণ ও গ্রহদেবতাগণের গৃহ নির্মাণ করাইবে। ইষ্টকাদিদ্বারা গৃহ নির্মাণ করাইতে অসমর্থ হইলেও এই বিধি অনুসারে যিনি গৃহ নির্মাণ করাইয়া বিষ্ণুকে অর্পণ করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।৩৬২-৬৩

যিনি এইরূপে সমস্ত দেবগণের মন্দির নির্মাণ করান, তিনি শত শত যোগের আচরণ দ্বারা প্রাপ্য বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন। যিনি দেবতাগণের ভগ্নগৃহ চূণকামাদি দ্বারা ধবল অর্থাৎ শ্বেতবর্ণ করেন, এবং সেই দেবহর্ম্য বিশিষ্টলেপ দ্বারা নানা চিত্র চিত্রিত করেন, যিনি দেবগৃহ মার্জন করেন ও তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি অনুলেপন করেন এবং দেবগৃহে প্রদীপ প্রদান করেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।৩৬৪-৬৬

যিনি পঞ্চোপচারযুক্ত হইয়া অর্থাৎ পঞ্চোপচারে বিহিত বিধি অনুসারে বিষ্ণুপূজা করেন, তিনি মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।৩৬৭

নির্মিত দেবগৃহে যতগুলি ইষ্টক থাকে, নির্মাতা তত সহস্র বর্ষকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন।৩৬৮

গৃহস্থব্যক্তি সম্যগ্‌রূপে ভূমি খনন করিয়া তড়াগ (দুই শত হস্ত পরিমিত গভীর জলাশয়), পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, কূপ ও বাপী (যাহাতে পদ্মাদি বপন করা যায়) প্রভৃতি জলাশয় করিবে। অন্ততঃ পক্ষে একদিনও ভূমি খনন করিয়া জলাশয় করিবে, যে খাতভূমির জলপান করিয়া

যাবন্ত্যশ্চেষ্টকাস্তত্র চিতা দেবস্য সদ্মনি।
তাবন্ত্যব্দসহস্রাণি তৎকর্তা স্বর্গমাবিশেৎ ॥৩৬৮
সন্নিহত্য তড়াগানি পুষ্করিণ্যশ্চ দীর্ঘিকাঃ।
তথা কূপাশ্চ বাপ্যশ্চ কর্তব্যা গৃহমেধিভিঃ॥৩৬৯
খাতমাত্রং প্রকর্তব্যমেকাহিকমপি ক্ষিতৌ।
যাবৎ পীত্বা জলং গৌস্তু তৃষার্তা বিতৃষা ভবেৎ ॥৩৭০
পিবন্তি সর্বসত্ত্বানি তৃষার্তান্যম্ভসামিহ।
বর্ষাণি বিন্দুতুল্যানি তৎকর্তা দিবমাবসেৎ ॥৩৭১
উপকুর্বন্তি যাবন্তি গণ্ডূষাণি ক্রিয়াসু চ।
কুর্বন্তি স্নান-শৌচাদি তথৈবাচমনান্যপি ॥৩৭২
তাবৎসঙ্খ্যানি বর্ষাণি লক্ষাণি দিবি মোদতে।
অপাং স্রষ্টা বসেৎ স্বর্গে সেব্যমা-
নোঽপ্সরোগণৈঃ ॥৩৭৩
আরামাশ্চাপি কর্তব্যাঃ শুভবৃক্ষৈঃ সুশোভিতাঃ।
অশ্বত্থোদুম্বর-প্লক্ষ-চূত-রাজাদ-নীবরৈঃ ॥৩৭৪
জম্বূ-নিম্ব-কদম্বৈশ্চ খর্জূরৈর্নারিকেলকৈঃ।
বকুলৈশ্চম্পকৈর্হৃদ্যৈঃ পাটলা-ঽশোক-
কিংশুকৈঃ ॥৩৭৫
ক্রমৈর্নানাবিধৈরন্যৈঃ ফল-পুষ্পোপযোগিভিঃ।
জাতী-জপাদিপুষ্পৈস্তু শোভিতাশ্চ সমন্ততঃ ॥৩৭৬
ফলোপযোগিনঃ সর্বে তথা পুষ্পোপযোগিনঃ।
আরামেষু চ কর্তব্যাঃ পিতৃ-দেবোপযোগদাঃ ॥৩৭৭
গাথামুদাহরন্ত্যত্র তদ্বিদঃ কবয়োঽপরে।
বৃক্ষরোপকলোকানামুক্তা যা পুষ্পবাটিকাঃ ॥৩৭৮
অশ্বত্থমেকং পিচুমর্দমেকং
ন্যগ্রোধমেকং দশ চিঞ্চিনীশ্চ।
ষট্চম্পকং তালশতত্রয়ঞ্চ
পঞ্চাম্রবৃক্ষৈর্নরকং ন পশ্যেৎ ॥৩৭৯
কপিত্থ-বিল্বামলকীত্রয়ঞ্চ
পঞ্চাম্রবাপী নরকং ন যাতি ॥৩৮০

তৃষ্ণাকাতর ও গো মনুষ্য প্রভৃতি তৃষ্ণাবিরহিত হইতে পারে।৩৬৯-৭০

উক্ত জলাশয়ে সমস্ত জীব তৃষ্ণার্ত হইয়া জল পান করিলে জলের বিন্দুতুল্যবর্ষ পর্য্যন্ত জলাশয়কর্তা স্বর্গে বাস করেন।৩৭১

ক্রিয়ানুষ্ঠানে যত গণ্ডূষ জল ক্রিয়াকর্তার উপকার সাধন করে, যত গণ্ডূষ জল দ্বারা স্নান, শৌচ ও আচমন অনুষ্ঠিত হয়, তত সংখ্যক লক্ষ বৎসর পর্য্যন্ত জলাশয়কর্তা অপ্সরাগণ কর্তৃক সেবিত হইয়া আনন্দের সহিত স্বর্গে বাস করিয়া থাকেন।৩৭২-৭৩

সেই জলাশয়ের তীরভূমিতে অশ্বত্থ, উদুম্বর, প্লক্ষ, আম্র, ক্ষীরিকা, নীবর, জাম, নিম্ব, কদম্ব, খর্জুর, নারিকেল, বকুল, রমণীয় চম্পক, শ্বেতরক্তমিশ্রিত বৃক্ষ, অশোক ও পলাশ প্রভৃতি সুন্দর সুশোভিত বৃক্ষ এবং নানাবিধ ফল-পুষ্পোপযোগি-বৃক্ষ দ্বারা উপবন নির্মাণ করিবে, অনন্তর জাতী ও জবা প্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ দ্বারা চতুর্দিক সুশোভিত করিবে।৩৭৪-৭৬

পিতৃলোক ও দেবলোকের ভোজনানুরূপ ফল ও পুষ্পের উপযোগী বৃক্ষসমূহ জলাশয়তীরবর্তী উপবনে রোপণ করিবে। এই যে পুষ্পবাটিকার কথা বলা হইল, উক্ত পুষ্পবাটিকাসম্বন্ধে যথার্থ অভিজ্ঞ কোন কোন বিদ্বদ্‌গণ এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় গাথা ( প্রশংসাসূচক ) উদাহরণ-স্বরূপ উপস্থাপন করেন। কেহ কেহ আবার তৎস্থলে বৃক্ষরোপকগণের গুণকীর্তন করেন।৩৭৭-৭৮

অশ্বত্থ, পিচুমর্দ (নিম্ব) ও ন্যগ্রোধ (বট) বৃক্ষ প্রত্যেকটি একটি করিয়া এবং দশটি তেঁতুলবৃক্ষ, ছয়টি চম্পকবৃক্ষ, তিনশত তালবৃক্ষ ও পাঁচটি আম্রবৃক্ষ-রোপণকারী ব্যক্তি কখনও নরকদর্শন করেন না।৩৭৯

একটি কপিত্থ, একটি বিল্ব ও একটি আমলকী এবং পাঁচটি আম্রবৃক্ষ-রোপণকারী ব্যক্তি কখনও নরকভোগ করেন না। একটিও বৃক্ষরোপণকারীর রোপিতবৃক্ষের যতসংখ্যক ফল ক্ষুধারূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ-দেহধারিগণ ভক্ষণ করে, ততসংখ্যক কাল তিনি দেবতাগণকর্তৃক সেবিত হইয়া স্বর্গে বাস করেন।৩৮০-৮২

যাবন্তি খাদন্তি ফলানি বৃক্ষাৎ
ক্ষুদ্বহ্নিদগ্ধাস্তনুভৃদ্‌গণাঢ্যাঃ।
বর্ষাণি তাবন্তি বসন্তি নাকে
বৃক্ষৈকবাপাস্ত্রিদশৌঘসেব্যাঃ ॥৩৮১

যাবন্তি পুষ্পাণি মহীরুহাণাং
দিবৌকসাং মূর্দ্ধ্নি ধরাতলে বা।
পতন্তি তাবন্তি চ বৎসরাণাং
কল্পানি বৃক্ষৈর্দিবমারোহন্তি ॥৩৮২

যৎকালপক্কৈর্মধুরৈরজস্রৈঃ
শাখাচ্যুতৈঃ স্বাদুফলৈর্নগাঢ্যাঃ।
সর্বাণি সত্ত্বানি চ তর্পয়েয়ু-
স্তং শ্রাদ্ধদানেন চ বৃক্ষনাথান্ ॥৩৮৩

উদ্দিশ্য বিষ্ণুং জগতামধীশং
নারায়ণঃ যঃ সুকৃতং করোতি।
আনন্ত্যমাপ্নোতি কৃতং তু তস্মাদ্-
অনন্তরূপো ভগবান্ পুরাণঃ ॥৩৮৪

দানানি সর্বাণ্যভিধায় বিদ্বন্
ইষ্টঞ্চ পূর্তং গৃহমেধিকর্ম।
কুর্বন্তি শান্তিং মনুজাঃ শুভায়
বক্ষ্যামি তস্মাদথ সর্বশান্তিম্ ॥৩৮৫

উক্তানি সর্বদানানি ইষ্টাপূর্তঞ্চ সত্তমাঃ।
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি গণেশাদিকশান্তয়ঃ ॥৩৮৬

* * *

ইতি বৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
স্মৃত্যাং দানধর্মেষু পূর্তবিনির্ণয়ো নাম
দশমোঽধ্যায়ঃ ॥১০॥

যে সকল বৃক্ষের যতসংখ্যকপুষ্প দেবগণের মস্তকে ও ধরাতলে পতিত হয়, তাবদ্‌বর্ষকাল পর্য্যন্ত সেই বৃক্ষরোপণকর্তা স্বর্গে বাস করেন।৩৮৩

রোপিত বৃক্ষসমূহ শাখাচ্যুত সুস্বাদু ও কালপক্ক অজস্র মধুর ফলদ্বারা সমস্ত জীবকে তৃপ্ত করে, পিতৃগণকে শ্রাদ্ধদান করিয়া তৃপ্ত করে এবং বৃক্ষনাথগণকে অর্থাৎ বৃক্ষের মালিকগণকে তৃপ্ত করে। জগতের অধীশ্বর শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণকে উদ্দেশ্য করিয়া যে বৃক্ষরোপণকর্তা স্বীয় বৃক্ষের ফলপুষ্পাদির দ্বারা সুকার্য্য করেন, সেই কৃতকর্মা ব্যক্তিকে অনন্তরূপী ভগবান্ পুরাণপুরুষ অনন্তলোক প্রাপ্ত করান। হে বিদ্বন্! গৃহস্থাশ্রমীর ইষ্ট, পূর্ত প্রভৃতি কর্ম এবং সমস্ত দানের কথা বলিয়াছি। মানবগণ মঙ্গলের জন্য শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান করেন, সেই হেতু সর্বপ্রকার শান্তির কথা বলিব।৩৮৪-৮৫

হে সত্তমগণ! ইষ্টাপূর্ত এবং সমস্ত দানের কথা বলিয়াছি। অতঃপর গণেশাদিদেবতার শান্তির কথা বলিব।৩৮৬

বৃহৎপরাশরীয় ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতমুনিপ্রোক্ত-স্মৃতিশাস্ত্রে দানধর্মবিষয়ে পূর্তবিনির্ণয়-নামক
দশম অধ্যায় সমাপ্ত।

## একাদশঃ অধ্যায়ঃ

### অথ বিনায়কশান্তিবিধিঃ।

শান্তীনামথ সর্বাসাং গ্রহশান্তিঃ পরা স্মৃতা।
গ্রহেভ্যোঽপি গণেশস্তু তস্য শান্তিরথোচ্যতে॥১
যদি পুষ্কৃতকর্মাণি ভবন্তি ফলদানি হি।
তদা ধর্মোঽর্থ-কামাস্তু সংসিধ্যেরন্ সদা নৃণাম্ ॥২
তন্নৃভিঃ ক্রিয়মাণানাং সর্বেষাং কর্মণামমুম্।
বিঘ্নার্থমসৃজদ্ ব্রহ্মা শঙ্করশ্চ বিনায়কম্ ॥৩
তেনোপহতপুংসাং তু কর্ম স্যান্নিষ্ফলং কৃতম্।
স্ত্রীণামপি তথা সর্বং ক্রিয়মণং তু নিষ্ফলম্ ॥৪
জলাবগাহনং স্বপ্নে ক্রব্যাদারোহণং তথা।
খরোষ্ট্র-ম্লেচ্ছসংসর্গো মুণ্ড-কাষায়বাসসম্ ॥৫
পশ্যন্ত্যাত্মানমেবেহ সীদন্তং প্রতিবাসরম্।
যানি কুর্বন্তি কর্মাণি তানি স্যুঃ ক্লেশদানি চ ॥৬

রাজপুত্রো ন রাজ্যাপ্ত্যা বরাপ্ত্যা ন তু কন্যকা।
অন্তর্বত্নী অপত্যাপ্ত্যা আচার্য্যত্বেন চ দ্বিজঃ ॥৭
অধীয়ানাস্তু বিদ্যাপ্ত্যা কৃষিকৃৎ শস্যসম্পদা।
বনিঙ্নির্বর্তনলাভেন যুজ্যতে নিধনশ্চ সন্ ॥৮
তস্মাত্তদুপশান্ত্যর্থং সমভ্যর্চ্য গণেশ্বরম্।
স্নপনং কারয়েত্তস্য বিধিবৎ পুণ্যবাসরে ॥৯
চতুর্থ্যাং শুক্লপক্ষে তু অয়নে চোত্তরে শুভে।
পুণ্যার্থং সর্বসিদ্ধ্যর্থং কুর্য্যাচ্ছান্তিং বিনায়কীম্ ॥১০
স্বাসনাসীনং সংস্থাপ্য আরক্তার্ষভচর্মণি।
সিতসর্ষপকল্কেন সাজ্যেনাচ্ছাদিতস্য চ ॥১১
বিলিপ্তশিরসস্তস্য গন্ধৈঃ সর্বৈস্তথৌষধৈঃ।
অষ্টৌ বা চতুরো বাপি স্বস্তিবাচ্যান্ দ্বিজান্
শুভান্ ॥১২

## একাদশ অধ্যায়

### অনন্তর গণেশ-শান্তিবিধি কথিত হইতেছে।

সমস্ত শান্তির মধ্যে গ্রহশান্তি শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হইয়াছে। গ্রহগণ হইতেও গণেশ শ্রেষ্ঠ বলিয়া এক্ষণে তৎসম্বন্ধীয় শান্তি বলিতেছি।১

যদি পুরুষের কৃত কর্ম ফলদায়ক হয়, তাহা হইলে তাহাদের ধর্ম, অর্থ ও কাম সর্বদাই সিদ্ধ হয়। সেইহেতু ব্রহ্মা এবং শঙ্কর মনুষ্যগণের ক্রিয়মাণ সমস্তকর্মের বিঘ্নের জন্য গণেশকে সৃজন করিয়াছেন।২-৩

যেরূপ পুরুষের কৃত সমস্তকর্ম বিঘ্ন দ্বারা বিনষ্ট হইয়া নিষ্ফল হয়, সেইরূপ স্ত্রীগণেরও সমস্ত কৃত কর্ম বিঘ্ন দ্বারা বিনষ্ট হইয়া নিষ্ফল হয়। বিঘ্নোপহত জনগণ জলাবগাহন, রাক্ষসারোহণ, গর্দ্দভ, উষ্ট্র ও ম্লেচ্ছসংসর্গ, মুণ্ডিত-মস্তক ও কাষায়বস্ত্র প্রভৃতি স্বপ্নে দেখিতে পায়, এবং প্রতিদিন নিজেকে অবসন্ন দেখিতে পায় ও যে সকল কার্য্য করে, তৎ সমস্তই ক্লেশদায়ক হয়।৪-৬

রাজপুত্র—রাজ্য, কন্যা—বর, গর্ভবতী নারী—পুত্র, দ্বিজ—আচার্য্যত্ব, বিদ্যার্থিগণ—বিদ্যা, কৃষক— শস্যসম্পদ ও বণিকবৃত্তি লাভ করিয়াও বিঘ্নোপহত হইয়া স্ব স্ব প্রাপ্য ধনে যুক্ত হইতে পারে না। সেই হেতু বিঘ্ন উপশমনের জন্য পুণ্যবাসরে বিধি অনুসারে গণেশের অর্চনা করিয়া তাহাকে স্নান করাইবে।৭-৮

শুভ উত্তরায়ণে শুক্লপক্ষে চতুর্থী তিথিতে পুণ্য ও সিদ্ধির জন্য বিনায়কী শান্তি করিবে। স্বস্তিবাচন করিয়া আট বা চারজন দ্বিজ আরক্ত বৃষভচর্মে স্থাপিত, স্বীয় আসনে সমাসীন, সাজ্য শুক্লসর্ষপ খইল দ্বারা আচ্ছাদিত এবং গন্ধ ও সর্বপ্রকার ঔষধদ্রব্য দ্বারা বিলিপ্তমস্তক গণেশের মস্তকে একবর্ণ চারিটি কলসে করিয়া যে জল আনীত হইয়াছে, তাহা ক্ষেপণ করিবে এবং বক্ষ্যমাণ মৃত্তিকাগুলিও ক্ষেপণ করিবে। অশ্ব ও হস্তী যেখানে থাকে, সেই মৃত্তিকা, বল্মীক-মৃত্তিকা, হ্রদ ও নদীসঙ্গমস্থান-মৃত্তিকা, রোচনা, গুগ্‌গুল ও গন্ধ সেই জলে ক্ষেপণ করিবে।

একবর্ণৈশ্চতুর্ভিশ্চ পুষ্টিঃ কুম্ভৈশ্চ যজ্জলম্।
সমানীতং ক্ষিপেত্তত্র বক্ষ্যমাণমৃদস্তথা ॥১৩
অশ্বেভস্থান-বল্মীক-হ্রদসঙ্গমমৃত্তিকাঃ।
রোচনাং গুগ্‌গুলং গন্ধান্ তস্মিন্নম্ভসি তান্ ক্ষিপেৎ ॥১৪
এতদ্ বৈ পাবনং স্নানং সহস্রাক্ষমৃষিস্মৃতম্।
তেন ত্বাং শতধারেণ পাবমান্যঃ পুনন্ত্বমুম্ ॥১৫
নবভিঃ পাবমানীভিঃ কুম্ভং তমভিমন্ত্রয়েৎ।
শক্রাদিদশদিক্‌পালা ব্রহ্মেশ-কেশবাদয়ঃ ॥১৬
আপস্তে ঘ্নন্তু দৌর্ভাগ্যং শান্তিং দদতু সর্বদা।
সুমিত্রিয়ান ইত্যাদ্যৈর্মন্ত্রৈরেকেঽভিষেচনম্ ॥১৭
বদন্তি বদতাং শ্রেষ্ঠা দৌর্ভাগ্যস্যোপশান্তয়ে।
সমুদ্রা গিরয়ো নদ্যো মুনয়শ্চ পতিব্রতাঃ ॥১৮
দৌর্ভাগ্যং ঘ্নন্তু মে সর্বং শান্তিং যচ্ছন্তু সর্বদা।
পাদ-গুল্‌ফোরু-জঙ্ঘান্ত্র-নিতম্বোদর-নাভিষু ॥১৯
স্তনোরো-বাহু-হস্তাগ্র-গ্রীবা-অংসাঙ্গসন্ধিষু।
নাসা-ললাট-কর্ণ-ভ্রু-কেশান্তেষু চ যৎ স্থিতম্ ॥২০
তদাপো ঘ্নন্তু দৌর্ভাগ্যং শান্তিং যচ্ছন্তু সর্বদা।
স্নাতস্য মস্তকে দর্ভান্ সাজ্যেন পরিগৃহ্য চ ॥২১
জুহুয়াৎ সার্ষপং তৈলমৌদুম্বরস্রুবেণ তৎ।
মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা সালকটঙ্কটৌ ॥২২
কূষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহাসমন্বিতৈঃ।
নামভিশ্চ বলিং দদ্যান্মন্ত্রৈর্নমঃ স্বধান্বিতৈঃ ॥
চতুষ্পথং সমাশ্রিত্য শূর্পে কৃত্বা কুশাংস্তথা ॥২৩
নিধায় তেষু দর্ভেষু শুক্লাঽশুক্লাংশ্চ তণ্ডুলান্।
ওদনং পললোপেতং পক্কামাম্মৎস্যকানপি ॥২৪
তথা মাসঞ্চ কুল্মাষান্ তথৈব ত্রিবিধাং সুরাম্।
পূরিকাণ্ডেরকাপূপান্ ফলানি মূলকং স্রজঃ ॥২৫
গণেশমাতুঃ পার্বত্যাঃ কুর্য্যাদুপস্থিতিঃ পুনঃ।
দূর্বা-সর্ষপ-পুষ্পৈশ্চ পূর্ণমর্ঘাঞ্জলিং ক্ষিপেৎ ॥২৬

ঋষিপ্রোক্ত সহস্রাক্ষসম্বন্ধীয় পবিত্র স্নানের দ্রব্য দ্বারা সহস্রধারাযোগে পাবমানীমন্ত্রসমূহ ঐ গণেশকে পবিত্র করুক। পাবমানীসূক্তোক্ত নয়টি মন্ত্র দ্বারা পূর্বোক্ত জলকুম্ভ অভিমন্ত্রিত করিবে। ইন্দ্র প্রভৃতি দশদিক্‌পালগণ, ব্রহ্মা, শিব ও কেশব তোমার দৌর্ভাগ্য নষ্ট করুক, এবং জল সর্বদা শান্তিপ্রদান করুক। কেহ কেহ বলেন—"সুমিত্রিয়ান" ইত্যাদি মন্ত্রে অভিষেক করিবে।৯-১৭

শ্রেষ্ঠোপদেশকগণ বলেন—দৌভার্গ্য উপশমনের জন্য সমুদ্র, গিরি, নদী, মুনিগণ ও পতিব্রতাগণই সহায়।১৮

তাঁহাদের উদ্দেশ্যে বলিবে—আপনারা সকলে আমার দৌর্ভাগ্য নষ্ট করুন, এবং সর্বদা আমাকে শান্তি প্রদান করুন। পাদ, গুল্‌ফ, উরু, জঙ্ঘা, অন্ত্র (নাড়ী), নিতম্ব, উদর, নাভি, স্তন, বক্ষঃ; বাহু, হস্তাগ্র গ্রীবা, স্কন্ধ, অঙ্গসন্ধি, নাসা, ললাট, কর্ণ, ভ্রূ ও কেশান্তে যে দৌর্ভাগ্য আছে, স্নাত-গণেশের স্নানীয় জল তাহা নষ্ট করুক এবং সর্বদা শান্তি প্রদান করুক। আজ্যের (ঘৃতের) সহিত দর্ভগ্রহণ করিয়া উদুম্বর-কাষ্ঠনির্মিত স্রুব দ্বারা সর্ষপতৈল আহুতি দিবে। ঐ আহুতিদানে "মিতঃ" "সম্মিতঃ" "সালকটঙ্কটৌ" "কূষ্মাণ্ডো রাজপুত্রশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রের অন্তে 'স্বাহা' শব্দযুক্ত করিয়া মন্ত্র পাঠ করিবে। মন্ত্রান্তে 'নমঃ স্বধা' যুক্ত করিয়া প্রত্যেক নামে বলি প্রদান করিবে। শূর্পেতে (কুলাতে) কুশ স্থাপন করিয়া চতুষ্পথে গমন করত তথায় সকুশ শূর্প স্থাপনানন্তর কুশোপরি শুক্ল ও অশুক্ল তণ্ডুল, পলল (মাংস) যুক্ত অন্ন, পক্ক ও অপক্ক মৎস্য ও মাংস, কুল্মাষ (পান্তাভাতের জল), ত্রিবিধ সুরা, পূরিকা (কস্তুরী), অণ্ড (ডিম), ইরিকা (সুরা), পিষ্টক, ফল, মূল ও মালা স্থাপন করিবে।১৯-২৫

পুনরায় গণেশজননী পার্বতীকে সে স্থানে আহ্বান করত উপস্থিত করাইয়া দূর্বা, সর্ষপ ও পুষ্প দ্বারা পূর্ণ অর্ঘাঞ্জলি ক্ষেপণ করিবে।২৬

হে অম্বিকে! তুমি আমাকে সৌভাগ্য, শ্রী, রূপ, যশঃ, স্ত্রী, পুত্র, অভীষ্ট ও শৌর্য্য প্রদান কর।২৭

সৌভাগ্যমম্বিকে দেহি ভগং রূপং যশোঽপি চ।
স্ত্রিয়ং পুত্রাংশ্চ কামাংশ্চ তথা শৌর্য্যঞ্চ দেহি মে ॥২৭
গণেশমাতর্হে বালে যৎকিঞ্চিন্মদভীপ্সিতম্।
একনাম্নৈব তদ্দেবি দেহি গৌরি! বরান্ বরান্ ॥২৮
ততস্তু বাসসী শুক্লে পরিধায়াহতে শুভে।
সিতচন্দনলিপ্তাঙ্গঃ সিতস্রগ্ভূষণান্বিতঃ ॥২৯
তানন্যাংশ্চ দ্বিজান্ সর্বান্ ভোজয়েদ্ বিবিধাশনৈঃ।
বস্ত্রযুগ্মং গুরোর্দদ্যাত্তেষু তস্য বরাশিষঃ ॥৩০
এতেন সম্পূজ্য গণাধিনাথং
বিঘ্নোপশান্ত্যৈ জননীং তথাস্য।
স্মার্তোক্তসম্যগ্বিধিনা য কামান্
প্রাপ্নোতি চান্যান্মনসা যদিচ্ছেৎ ॥৩১
স্নাত্বা বিধায়ার্চনমম্বিকায়াঃ
সম্পূজ্য লোকান্-সখিবন্ধুমিশ্রান্।
আচার্য্যবৃদ্ধান্ বনিতাঃ কুমারীঃ
প্রধ্বস্তবিঘ্নঃ শ্রিয়মেতি গুর্বীম্ ॥৩২

হে গণেশমাতঃ! বালিকে! গৌরি! দেবি! আমার যাহা কিছু অভীপ্সিত, তুমি এক নামের দ্বারা তাহা প্রদান কর, আমাকে শ্রেষ্ঠ বর প্রদান কর।২৮

তৎপর শুক্ল অচ্ছিন্ন সুন্দর বস্ত্রযুগল পরিধান করিয়া শ্বেতচন্দন দ্বারা সর্বাঙ্গ লিপ্ত করত শুক্লমাল্যে বিভূষিত হইয়া আহূত সেই ব্রাহ্মণগণকে এবং অন্যান্য ব্রাহ্মণগণকে বিবিধ ভোজ্যদ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইবে। শ্রীগুরুদেবকে বস্ত্রযুগল প্রদান করিবে ও সেই ব্রাহ্মণগণ শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে বর ও আশীর্বাদ গ্রহণ করিবে।২৯-৩০

স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত এই বিধি অনুসারে বিঘ্নোপশমনের জন্য গণাধিনাথ ও ইহার জননীকে সম্যগ্রূপে অর্চনা করিয়া অভীষ্ট ফলপ্রাপ্ত হয় এবং মনে মনে অন্য যাহা ইচ্ছা করে, তাহাও প্রাপ্ত হয়।৩১

স্নানানন্তর অম্বিকার পূজাপূর্বক সম্মিলিত সখি ও বন্ধু প্রভৃতি লোকগণকে এবং আচার্য্য, বৃদ্ধ, বনিতা ও কুমারীগণকে সম্যগ্রূপে অর্চনাদ্বারা বিঘ্ন-বিরহিত হইয়া মহতী শ্রী প্রাপ্ত হয়।৩২

স্মৃত্যুক্তমন্ত্রৈর্বিধিবৎ প্রযুক্তৈ-
নিত্যং স্নানানন্দনপূজনঞ্চ।
কৃত্বান্তরায়ান্ বিনিহত্য সর্বান্
কুর্য্যাদথাতো গ্রহযাগমেনম্ ॥৩৩
ইতি বিনায়কশান্তিবিধিঃ।

অথ গ্রহশান্তিবিধিঃ।

মুনীনাং ব্যাসমুখ্যানাং শক্তিসূনুঃ পুরোঽব্রবীৎ।
শুভায় গ্রহপূজায়া বদতস্তন্নিবোধত ॥৩৪
যদ্বর্ণা যৎ সুতা বিপ্র জাতা দেশেষু যেষু চ।
তেষাং তদধিদৈবত্যং সমিধো দক্ষিণা চ যা ॥৩৫
যস্য যত্র চ দিগ্ভাগে মণ্ডলং স্যাদ্ বিবস্বতঃ।
হোমকর্মণি যে বিপ্রা যা সংখ্যা সমিধামপি ॥৩৬
অগ্নিকুণ্ডপ্রমাণং তু প্রমাণং সমিধামপি।
সর্বমেব যথোদ্দেশং বক্ষ্যামি দ্বিজসত্তম ॥৩৭
রক্তঃ কশ্যপজো ভানুঃ শুক্লো ব্রহ্মসুতঃ শশী।
রক্তো রৌদ্রসুতো ভৌমঃ পীতঃ সোমসুতো বুধঃ ॥৩৮

সমস্ত প্রতিবন্ধক বিনষ্ট করিয়া স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে প্রযুক্ত মন্ত্র দ্বারা নিত্য স্নান করাইবে এবং আনন্দদান ও পূজা করিবে, অনন্তর এই গ্রহযাগ করিবে।৩৩

বিনায়ক-শান্তিবিধি সমাপ্ত।

**অনন্তর গ্রহশান্তি-বিধি বর্ণিত হইতেছে।**

ব্যাসদেব প্রভৃতি মুখ্য মুনিগণের নিকট শক্তিপুত্র পরাশর সমস্ত কর্মের শুভের জন্য গ্রহপূজার কথা বলিয়াছিলেন, তৎকথিত বাক্য শ্রবণ কর।৩৪

হে বিদ্বন্! গ্রহগণ যে যে দেশে যে যে বর্ণ ধারণ করিয়া যে যাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের অধিদেবতা, সমিধ্ ও যাহা দক্ষিণা, তাহা বলা হইতেছে।৩৫

যে দিগ্ভাগে যেই সূর্য্যের মণ্ডল, হোমকর্মে যে বিপ্রগণ আবশ্যক, এবং সমিধের যে সংখ্যা, গ্রহহোমে অগ্নিকুণ্ডের প্রমাণ, সমিধের প্রমাণ, হে দ্বিজসত্তম! তৎসমস্তই যাহার উদ্দেশে যে প্রকার হইবে, তাহা এখন

পীতো ব্রহ্মসুরাচার্য্যঃ শুক্লঃ শুক্রোভৃগূদ্বহঃ।
কৃষ্ণঃ শনী রবেঃ পুত্রঃ কৃষ্ণো রাহুঃ প্রজাপতিঃ ॥৩৯
কৃষ্ণঃ কেতুঃ কৃশানূত্থঃ কৃষ্ণাঃ পাপাস্ত্রয়োঽপ্যমী।
কালিঙ্গোঽর্কো যামুনঃ সোম আবন্ত্যো ভৌম উচ্যতে ॥৪০

মাগধো বুধ ইত্যুক্তং সৈন্ধবস্তু বৃহস্পতিঃ।
সৈন্ধবো দানবাচার্য্যঃ সৌরিঃ সৌরাষ্ট্রদেশজঃ ॥৪১
রাহুঃ সিংহলদেশোত্থো মধ্যদেশভবোঽগ্নিজঃ।
জন্মদেশ ইমে প্রোক্তা গ্রহজাতকবেত্তৃভিঃ ॥৪২
শম্ভুং রবিমুমাং চন্দ্রং স্কন্দং ভৌমং হরিং বুধম্।
ব্রহ্মাণঞ্চ গুরুং বিদ্যাচ্ছক্রং শুক্রং যমং শনিম্ ॥৪৩
কালং রাহুং চিত্রগুপ্তং কেতুমিত্যধিদৈবতম্।
এতদ্বিজ্ঞায় যঃ কুর্য্যাত্তৎসর্বং সফলং ভবেৎ ॥৪৪
অর্কস্ত্বর্কায় হোতব্যঃ সর্বব্যাধিবিনাশনঃ।
সুধাংশবে চ সোমায় পলাশঃ সার্বকামিকঃ ॥৪৫

খদিরশ্চার্থলাভায় মঙ্গলায় বিবেকিভিঃ।
স্বরূপকৃদপামার্গো হোতব্যাশ্চ বুধায় বৈ ॥৪৬
প্রভাপ্রদস্তথাশ্বত্থো হোতব্যোঽমরমন্ত্রিণে।
ঊর্জ্জা-সৌভাগ্যকৃদ্দূর্বা দৈত্যামাত্যায় সদ্দ্বিজৈঃ ॥৪৭
শমী পাপোপশান্ত্যর্থং হোতব্যা মন্দগামিনে।
দীর্ঘায়ুর্ধর্মকৃদ্দূর্বা হোতব্যা রাহবে দ্বিজ ॥৪৮
ধর্ম-বিদ্যার্থকৃদ্দর্ভঃ সদ্বিপ্রৈর্বহ্নিসূনবে।
দধি-ক্ষীরাজ্যসংমিশ্রাঃ সমিধঃ শুভবৃদ্ধয়ে ॥৪৯

প্রাদেশমাত্রকাঃ সর্বা অষ্টাবষ্টোত্তরং শতম্।
অষ্টাবিংশতিরেকৈকং সংখ্যৈষা প্রতিদৈবতম্ ॥৫০

বৃদ্ধৌ তু ফলভূয়স্ত্বমূক্তাদন্যত্তু রাক্ষসম্ ॥
নবভবনকং লেখ্যং চতুরস্রং তু মণ্ডলম্ ॥৫১

গ্রহাস্তত্র প্রতিষ্ঠাপ্য বক্ষ্যমাণক্রমেণ তু।
মধ্যে তু ভাস্করঃ স্থাপ্যঃ পূর্বদক্ষিণতঃ শশী ॥৫২

বলিব। কশ্যপনন্দন সূর্য্য রক্তবর্ণ, ব্রহ্মনন্দন চন্দ্র শুক্লবর্ণ, রৌদ্রনন্দন মঙ্গল রক্তবর্ণ, সোমনন্দন বুধ পীতবর্ণ, ব্রহ্ম-সুরাচার্য্য বৃহস্পতি পীতবর্ণ, ভৃগূদ্বহ শুক্র শুক্লবর্ণ, সূর্য্যনন্দন শনি কৃষ্ণবর্ণ, প্রজাপতি রাহু কৃষ্ণবর্ণ, কৃশানু (অগ্নি) হইতে উত্থিত কেতু কৃষ্ণবর্ণ। কৃষ্ণবর্ণ শনি, রাহু ও কেতু এই তিনটি পাপগ্রহ। সূর্য্য—কলিঙ্গদেশোদ্ভব, চন্দ্র—যমুনাদেশোদ্ভব, মঙ্গল—অবন্তীদেশোদ্ভব, বুধ—মগধ-দশোদ্ভব, বৃহস্পতি—সিন্ধুদেশোদ্ভব, শুক্র—সিন্ধু-দেশোদ্ভব, শনি—সৌরাষ্ট্রদেশোদ্ভব।৩৬-৪১

রাহু সিংহলদেশোদ্ভব, কেতু—মধ্যদেশোদ্ভব। গ্রহগণের জন্মবৃত্তান্তবিদ্গণ পূর্বোক্ত দেশসমূহ গ্রহগণের জন্মস্থান বলিয়াছেন।৪২

রবির শম্ভু, চন্দ্রের উমা, মঙ্গলের কার্তিকেয়, বুধের বিষ্ণু, বৃহস্পতির ব্রহ্মা, শুক্রের ইন্দ্র, শনির যম, রাহুর কাল এবং কেতুর চিত্রগুপ্ত অধিদেবতা জানিবে। এই সকল বিধি জানিয়া যে গ্রহপূজা করে, সেই ব্যক্তি পূজার সম্যক্ ফললাভ করে।৪৩-৪৪

সূর্য্যগ্রহের হোমে সর্বব্যাধি-বিনাশক আকন্দশাখা দ্বারা হোম করিবে। সোমগ্রহহোমে সর্বকামনা-পরিপূরক পলাশশাখা, বিবেকিগণ অর্থলাভের জন্য মঙ্গলগ্রহহোমে খদিরকাষ্ঠ, বুধগ্রহহোমে স্বরূপপ্রকাশকারী অপামার্গ, বৃহস্পতিগ্রহহোমে প্রভাপ্রদানকারী অশ্বত্থ, শক্তি ও সৌভাগ্যলাভের জন্য সদ্দ্বিজগণ শুক্রগ্রহহোমে দূর্বা, পাপোপশমনের জন্য শনিগ্রহহোমে শমীকাষ্ঠ, রাহুগ্রহ-হোমে দীর্ঘায়ু ও ধর্মকৃৎ দূর্বা, কেতুগ্রহহোমে ধর্ম, বিদ্যা ও অর্থকৃৎ দর্ভ আহুতি দিবে। মঙ্গলবৃদ্ধির জন্য প্রত্যেক দেবতার উদ্দেশ্যে অষ্টোত্তরশত, অষ্টা-বিংশতি বা অষ্টসংখ্যক প্রাদেশ পরিমিত দধি, ক্ষীর ও ঘৃতমিশ্রিত সমিধ্ এক একটি করিয়া হোম করিবে। ৪৫-৫০

হোমকালে সমিধ্‌সংখ্যার আধিক্য হইলে ফলের আধিক্য হয়, কিন্তু সংখ্যার ন্যূনতা হইলে ঐ হোমীয় সমিধ্ দেবতা গ্রহণ করেন না; উহা রাক্ষসের প্রাপ্য হয়। চতুরস্র (চতুষ্কোণ) মণ্ডল করিয়া নব ভবন চিত্রিত করিবে। সেই স্থানে গ্রহগণকে বক্ষ্যমাণ প্রকারে স্থাপন করিবে। মণ্ডলের মধ্যস্থলে সূর্য্য,

দক্ষিণেন ধরাসূনুর্বুধঃ পূর্বোত্তরেণ তু।
উত্তরস্যাং সুরাচার্য্যঃ পূর্বস্যাং ভৃগুনন্দনঃ ॥৫৩
পশ্চিমায়াঃ শনিঃ কুর্য্যাদ্ রাহুর্দক্ষিণপশ্চিমে।
পশ্চিমোত্তরতঃ কেতুরিতি স্থাপ্যা গ্রহাঃ ক্রমাৎ ॥৫৪
পটে বা মণ্ডলে লেখ্যা ঈশান্যাং দিশি পাবকান্।
তাম্রোঽর্কঃ স্ফাটিকশ্চন্দ্রো রক্তচন্দনকোঽপরম্ ॥৫৫
সোমসূনু-সুরাচার্য্যৌ স্বর্ণশোভৌ প্রকীর্তিতৌ।
রাজতো ভৃগুপুত্রশ্চ কাষ্ণর্শ্চ স শনৈশ্চরঃ ॥৫৬
রাহুশ্চ সৈসকঃ কার্য্যঃ কার্য্যঃ কেতুশ্চ কাংস্যজঃ।
সর্বানেতন্ময়ান্ কৃত্বা সমভ্যর্চ্য সদা গৃহে ॥৫৭
লেখয়েদ্ বর্ণকৈঃ স্বৈঃ স্বৈর্বিধিবৎ পিষ্টকেন বা।
গ্রহাণাং সাধিদেবানাং প্রতিষ্ঠাপনমন্ত্রকান্ ॥৫৮
বদন্তি মন্ত্রতত্ত্বার্থবেদিনো দ্বিজসত্তমাঃ।
আদিত্যং গর্ভমিত্যুক্তমগ্নিং দূতমনেন চ ॥৫৯
এতাভ্যাং স্থাপয়েদর্কং ত্র্যম্বকমিতি চ শঙ্করম্।
অপ্স্বন্তরীতি শীতাংশুং শ্রীশ্চতে ইতি পাবনীম্ ॥৬০
স্যোনা পৃথিবীতি ভৌমঞ্চ যদক্রন্দেতি বা গুহম্।
ইদং বিষ্ণুর্বিধিং স্থাপ্য তদ্‌বিষ্ণোরিতি বৈ হরিম্ ॥৬১
ইন্দ্র আসাং সুরাচার্য্যমাব্রহ্মন্নিতি বেধসম্।
ইন্দ্রং দৈবীর্ভৃগোঃ সূনুং সজোষেত্যমরাধিপম্ ॥৬২
শন্নো দেবী রবেঃ সূনুং যমায় ত্বা তথা যমম্।
আয়ং গৌরীতি রাহুশ্চ কালং কার্ষীরসীতি চ ॥৬৩
ব্রহ্মযজ্ঞেতি কেতুঞ্চ চিত্রং চিত্রাবসোরিতি।
ক্রয়ুরেতানি মন্ত্রাণি মূলমন্ত্রস্তথাপরে ॥৬৪
আকৃষ্ণেন চ তীব্রাংশোরিমন্দেবা নিশাকরম্।
অগ্নির্মূর্ধেতি ভূসূনোরুদ্‌বুধ্যধ্বং বুধস্য চ ॥৬৫
বৃহস্পতেরিতি গুরোরন্নাৎ পরিস্রুতো ভৃগোঃ।
শন্নো দেবী শনৈর্গস্তং কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ পরস্য চ

পূর্ব-দক্ষিণদিকে চন্দ্র, দক্ষিণদিকে মঙ্গল, পূর্বোত্তরদিকে বুধ, উত্তরদিকে বৃহস্পতি, পূর্বদিকে শুক্র, পশ্চিমদিকে শনি, দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে রাহু, এবং পশ্চিমোত্তরদিকে কেতু—এইরূপে যথাক্রমে গ্রহগণকে স্থাপন করিবে।৫২-৫৪

পটে অথবা মণ্ডলে অগ্নিকোণ হইতে ঈশানকোণাভিমুখে চিত্রিত করিবে। সূর্য্য—তাম্র, চন্দ্র—স্ফটিক, মঙ্গল—রক্তচন্দন, বুধ ও বৃহস্পতি—স্বর্ণ, শুক্র—রজত, শনি—কৃষ্ণবর্ণ, রাহু—সীসক ও কেতুর মূর্তি কাংস্য দ্বারা নির্মাণ করিবে। সমস্ত গ্রহগণকে পূর্বোক্ত দ্রব্যদ্বারা নির্মাণ করিয়া সর্বদা গৃহে অর্চনা করিবে। স্বীয় স্বীয় বর্ণ বা পিষ্টকদ্বারা চিত্রিত করিবে। অধিদেবতার সহিত গ্রহগণের স্থাপনের মন্ত্র মন্ত্রার্থবিদ্ দ্বিজসত্তমগণ বলিয়াছেন। 'আদিত্যং গর্ভং' ইত্যাদি ও 'অগ্নিং দূতম্' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা যথাক্রমে সূর্য্য ও ত্র্যম্বক-শঙ্করকে স্থাপন করিবে। "অপ্স্বন্তরীতি" মন্ত্রে চন্দ্র ও "শ্রীশ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে পার্বতীকে স্থাপন করিবে।৫৫-৬০

"স্যোনা পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্রে মঙ্গল, "যদক্রন্দেতি বা" মন্ত্রে কার্তিকেয়, "ইদং বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে বিধি (বুধ), "তদ্বিষ্ণোঃ" মন্ত্রে হরি, "ইন্দ্র আসাং" মন্ত্রে বৃহস্পতি, "মা ব্রহ্মন্" মন্ত্রে ব্রহ্মা, "ইন্দ্রং দৈবীঃ" মন্ত্রে শুক্র, "সজোষ" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র, "শন্নো দেবী" মন্ত্রে শনি, "যমায় ত্বা" মন্ত্রে যম, "আয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে রাহু, "কার্ষীরসি" ইত্যাদি মন্ত্রে কাল, "ব্রহ্মযজ্ঞ" ইত্যাদি মন্ত্রে কেতু, "চিত্রাবসোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে চিত্রদেবতাকে স্থাপন করিবে। কেহ কেহ বলেন—এই মন্ত্রগুলি ও মূলমন্ত্র দ্বারা স্থাপন করিবে।৬১-৬৪

সূর্য্যের মন্ত্র "আকৃষ্ণেন" ইত্যাদি, "ইমন্দেবা" ইত্যাদি চন্দ্রের, "অগ্নির্মূর্দ্ধা" ইত্যাদি মঙ্গলের, "উদ্‌বুধ্যধ্বং" বুধের, "বৃহস্পতেঃ" ইত্যাদি বৃহস্পতির, "অন্নাৎ পরিস্রুত" ইত্যাদি শুক্রের, "শন্নো দেবী' ইত্যাদি শনির, "কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" ইত্যাদি রাহুর, এবং "কেতুং কৃণ্বন্" ইত্যাদি কেতুর মন্ত্র কথিত হইয়াছে।৬৫-৬৬

বেদমন্ত্র ভিন্ন দ্বিজগণের অন্য কোন বিধি নাই। প্রত্যেকটি গ্রহদেবতাকেই স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা এবং অধিদেবতাগণকেও স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা অর্চনা করিবে।৬৭

কেতুং কৃণ্বন্নগ্নিসূনোরিতি মন্ত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥৬৬
বেদমন্ত্রৈর্বিনা কশ্চিদ্ বিধির্নাস্তি দ্বিজন্মনাম্ ।
কর্তব্যাঃ স্বস্বমন্ত্রৈশ্চ স্বৈঃ স্বৈশ্চ প্রতিদৈবতম্ ॥৬৭
সঘৃতাঃ সযবাশ্চাপি হোতব্যাশ্চ দ্বিজৈস্তিলাঃ ।
মধ্যমানামিকামূললগ্নাঙ্গুষ্ঠচতস্‌ৃভিঃ ॥৬৮
যাবন্তোঽঙ্গুলিভির্গ্রাহ্যাস্তিলাস্তাবদ্ভিরাহুতিম্ ।
হস্তমাত্রং পৃথক্‌ত্বেন বেধোঽপি তাবতৈব তু ।৬৯
বাহুমাত্রং বদন্ত্যেকে একে চাঽরত্নিমাত্রকম্ ।
চতুরস্রং খনেৎ কুণ্ডং একযোনিসমন্বিতম্ ॥৭০
শুভমেখলয়া যুক্তং সুশান্তিকরমুত্তমম্ ।
হোমার্থং মণ্ডপং কুর্য্যাচ্চতুর্দ্বারং সতোরণম্ ॥৭১
চতুর্দিক্ষু ধ্বজাঃ কার্য্যা নানাবর্ণাঃ শুভাবহাঃ ।
তথা তত্রোদকুম্ভাশ্চ দূর্বা-পল্লবসংযুতাঃ ॥৭২
পুনর্নবীকৃতং সদ্ম মণ্ডপাভাব আশ্রয়েৎ ।
ষট্‌কর্মনিরতাঃ শান্তা যেন দগ্ধাঃ প্রতিগ্রহৈঃ ॥৭৩
নিযোজ্যাস্তেঽগ্নিকার্য্যাদৌ স্ফুরন্মন্ত্রা দ্বিজোত্তমাঃ ।
প্রতিগ্রহাগ্নিদগ্ধস্য জপ-হোমাদিকুর্বতঃ ॥৭৪
যস্য মন্ত্রাণ্যবীর্য্যাণি তৎকৃতং কর্ম নিষ্ফলম্ ।
ওদনং সগুড়ং ভানোঃ পায়সং শশিনস্তথা ॥৭৫
হবিষ্যং ভূমিপুত্রস্য ক্ষীরান্নঞ্চ বুধস্য চ ।
ষষ্ঠিক্যং ব্রহ্মপুত্রস্য দধ্না তু ভার্গবস্য চ ।
পূর্ণং হবিঃ শনৈর্গস্ত্বর্মাংসং রাহোঃ শৃতাশৃতম্ ॥৭৬
চিত্রান্নমগ্নিসূনোশ্চ ভোজ্যানামভিশস্যজাঃ ।
কৃতহোমস্তথাঽন্যেঽপি যে সদ্‌বৃত্তা দ্বিজোত্তমাঃ ॥৭৭
যথাবর্ণানি বাসাংসি দেয়ানি কুসুমানি চ ।
দেয়া গন্ধাশ্চ সর্বেষাং দেয়ো ধূপশ্চ গুগ্‌গুলঃ ॥৭৮
ধেনুঃ শঙ্খো বৃষাঃ স্বর্ণং বাসাংস্যশ্বঃ সিতা চ গৌঃ ।
অবিশ্ছাগলকশ্চৈব ক্রমশো দক্ষিণাঃ স্মৃতাঃ ॥৭৯
প্রত্যহং প্রতিমাসঞ্চ প্রত্যব্দং বা বিধানতঃ ।
বর্ণিভিশ্চ গ্রহাঃ পূজ্যা রাজভিশ্চ সদৈব হি ॥৮০

দ্বিজগণ মধ্যমা, অনামিকা, কনিষ্ঠা ও অঙ্গুষ্ঠ এই অঙ্গুলিচতুষ্টয় দ্বারা সঘৃত তিল ও সযব তিল গ্রহগণের উদ্দেশ্যে আহুতি দিবে ।৬৮

অঙ্গুলিসমূহ দ্বারা যে পরিমাণ তিল গ্রহণ করা যায়, তৎপরিমাণ তিল দ্বারা আহুতি দিবে। কেবলমাত্র হস্তকে পৃথগ্‌রূপে রাখিয়া অঙ্গুলিমধ্যে যব, তিল প্রভৃতি অঙ্গুলিপরিমিত স্থূল করিবে ।৬৯

কেহ কেহ বলেন—এই হোমকুণ্ড একহস্ত পরিমিত ; চতুরস্র (চতুষ্কোণ) এবং একযোনি-সমন্বিত, আবার কেহ কেহ বলেন—অরত্নিমাত্র পরিমিত চতুরস্র ও একযোনি-সমন্বিত হইবে ।৭০

হোমের জন্য শুভমেখলাযুক্ত, সুশান্তিকর, তোরণ-সহিত চতুর্দ্বারসমন্বিত উত্তম মণ্ডপ প্রস্তুত করিবে। এই মণ্ডপের চতুর্দিকে শুভজনক নানাবর্ণের ধ্বজা স্থাপন করিবে এবং সেস্থানে দূর্বা ও পল্লবসংযুক্ত উদককুম্ভ স্থাপন করিবে ।৭১-৭২

মণ্ডপের অভাব হইলে পুনরায় নূতন গৃহ আশ্রয় করিবে। প্রতিগ্রহরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হন নাই অর্থাৎ প্রতিগ্রহ করেন নাই—এইরূপ শান্তস্বভাব, ষট্‌কর্ম-নিরত স্ফুরিত-মন্ত্র দ্বিজোত্তমগণকে অগ্নিকার্য্যাদিতে নিযুক্ত করিবে। প্রতিগ্রহরূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধ, অথচ জপহোমাদি-কর্মনিরত যে ব্রাহ্মণের উচ্চারিত মন্ত্র নির্বীর্য্য, সেই ব্রাহ্মণকৃত কর্ম নিষ্ফল হয়। সূর্য্যগ্রহ উদ্দেশ্যে সগুড় অন্ন, চন্দ্রের পায়স, মঙ্গলের পায়সান্ন, বুধের ক্ষীরান্ন, বৃহস্পতির যবান্ন, শুক্রের দধিযুক্তান্ন, শনৈশ্চরের ঘৃতান্ন, রাহুর পক্কাপক্ক মাংস ও অগ্নিপুত্র কেতুর চিত্রান্ন প্রশস্ত ভোজনীয়দ্রব্য। যিনি হোম করিয়াছেন, তাহাকে এবং সদ্‌বৃত্তি-পরায়ণ অন্যদ্বিজগণকে হোমকার্য্যে নিযুক্ত করিবে। গ্রহগণের বর্ণানুযায়ী বস্ত্র ও পুষ্প দিবে, এবং গন্ধ, ধূপ ও গুগ্‌গুল দিবে ।৭৩-৭৮

সূর্য্যগ্রহ-পূজায় ধেনু, এইরূপ সোমগ্রহ-পূজায় শঙ্খ, মঙ্গলগ্রহ-পূজায় বৃষ, বুধগ্রহ-পূজায় স্বর্ণ, বৃহস্পতিগ্রহ-

দুঃখিতো যস্ত যস্য স্যাৎ পুজ্যস্তস্য স যত্নতঃ।
বেধসৈতে নিযুক্তাঃ প্রাক্ স্বভক্তং পুজয়িষ্যথ ॥৮১
বরং যচ্ছন্তি সংহৃষ্টা বিপ্রা বহ্নির্নৃপাস্তথা।
অসন্তুষ্টা দহন্ত্যেতে তস্মাত্তানর্চয়েৎ সদা ॥৮২
গ্রহাধীনমিদং সর্বমুৎপত্তিপ্রলয়াত্মকম্।
জগত্যভাব-ভাবৌ চ তস্মাৎ পূজ্যতমা গ্রহাঃ ॥৮৩
সানুকূলৈর্গ্রহৈর্যানি কুর্য্যাৎ কর্মাণি মানবঃ।
সফলানি ভবন্ত্যস্য নিষ্ফলানি স্যুরন্যথা ॥৮৪
কুর্বন্তি চৈতদ্ বিধিনা গ্রহাণা-
মাতিথ্যমিদং প্রতিবাসরং যে।
আরোগ্যদেহা ধন-ধান্যযুক্তা-
দীর্ঘায়ুষঃ স্ত্রীসহিতা ভবন্তি ॥৮৫

ইতি গ্রহশান্তিবিধিঃ ॥

॥ অথ গৃধ্র-কাক-তির্য্যগ্-যমলশান্তিবিধিঃ ॥

বসৎস্বকস্মাৎ সদনেষ্বতোঽদ্ভুতং
বয়ো বিশেয়ুর্যদরণ্যবাসিনঃ।
বিশেষতো গৃধ্র-কপোত-পিচ্ছলা-
স্তথৈব চোলুক-সকাক-বায়সাঃ ॥৮৬
তরক্ষু-গোমায়ু-মৃগারি-ঋক্ষকা-
দিবাপ্যকস্মাদকুতোঽপি নির্ভয়াঃ॥
বিশন্তি যত্তে তদতীব চাদ্ভুতং
গৃহে পুরে শান্তিকমেব সিদ্ধয়ে ॥৮৭
অথাদ্ভুতানি জায়ন্তে বর্ণানাং গৃহমেধিনাম্।
নানাবিধানি তেষাং তু প্রশান্ত্যৈ শান্তিরুচ্যতে ॥৮৮
যস্যাদ্ভুতানি জায়ন্তে মৃত্যুং তস্য বদেদ্ দ্বিজঃ।
ধন-ধান্যক্ষয়ং চাপি ভার্য্যা-পুত্রক্ষয়ং তথা ॥৮৯

---

পূজায় বস্ত্র, শুক্রগ্রহ-পূজায় অশ্ব, শনৈশ্চরগ্রহ-পূজায় শুক্লবর্ণা গো, রাহুগ্রহ-পূজায় মেষ, কেতুগ্রহ পূজায় ছাগল দক্ষিণা দিবে,—শাস্ত্রে এই প্রকার কথিত আছে।৭৯

বর্ণাশ্রমবাসিগণ ও রাজগণ প্রতিদিন, প্রতিমাস এবং প্রতিবৎসর যথাবিধি গ্রহগণের পূজা করিবে। যিনি যে গ্রহের কোপে নিপতিত হইয়াছেন, তিনি যত্নপূর্বক সেই গ্রহের পূজা করিবে। পুরাকাল হইতে ব্রহ্মাকর্তৃক নিযুক্ত এই গ্রহগণ স্বীয় ভোগকাল পূর্ণ করিবে।৮০-৮১

অর্চনাদির দ্বারা সন্তুষ্ট বিপ্রগণ, অগ্নি এবং নৃপগণ আনন্দিত হইয়া বরপ্রদান করেন। কিন্তু অর্চনাদি না করিলে তাঁহারা অসন্তুষ্ট হইয়া দগ্ধ করেন, সেইহেতু গ্রহগণের অর্চনা করিবে।৮২

এই জগতে উৎপত্তি-প্রলয়াত্মক সমস্ত পদার্থ এবং অভাব ও ভাবপদার্থ সমস্তই গ্রহাধীন বলিয়া গ্রহগণ পূজ্যতম।৮৩

গ্রহের আনুকূল্যের সহিত বিবেচনা করিয়া মানব যে সকল কর্ম করিবে, সেই গুলিই সফল হইবে, ইহার অন্যথা করিলে সমস্ত কর্ম নিষ্ফল হইবে।৮৪

যাহারা এই বিধি অনুসারে প্রতিদিন ও প্রতিবৎসর গ্রহগণের অর্চনা করেন, তাঁহারা সস্ত্রীক নীরোগদেহ, ধনধান্যযুক্ত ও দীর্ঘায়ুলাভ করেন।৮৫

॥ গ্রহশান্তিবিধিবর্ণন সমাপ্ত ॥

## অনন্তর গৃধ্র, কাক, তির্য্যক্ ও যমল সম্বন্ধীয় শান্তিবিধি বর্ণিত হইতেছে।

যেহেতু অরণ্যবাসি-পক্ষিগণ অকস্মাৎ বাসগৃহে প্রবেশ করিয়াছে, এই হেতু ইহার নাম অদ্ভুত। বিশেষতঃ যদি গৃধ্র, কপোত, পিচ্ছল, উলূক ( পেচক ), দাঁড়কাক, বায়স, তরক্ষু ( নেকড়ে বাঘ ) ও গোমায়ু গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তাহা অতীব অদ্ভুত, এই অশুভের প্রতীকারের জন্য শান্তিকর্ম কর্তব্য।৮৬-৮৭

বর্ণাশ্রমবাসি-গৃহস্থগণের নানাবিধ অদ্ভুত উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার প্রশান্তির জন্য শান্তিকর্মবিধি উক্ত হইতেছে। দ্বিজ বলেন, যাহার গৃহে অদ্ভুত উপদ্রব উপস্থিত হয়, তাহার মৃত্যু, ধন-ধান্যক্ষয় ও ভার্য্যা-পুত্রক্ষয় হইতে পারে।৮৮-৮৯

শত্রু বা রাজা হইতে ভয় উপস্থিত হইলে মুনি-

ভয়ং বা জায়তে শত্রো রাজ্ঞো বা জায়তে ভয়ম্ ।
শান্তিস্তত্র বিধাতব্যা যথোক্তা মুনিপুঙ্গবৈঃ ॥৯০
যদি গোধূমশাখায়াং যবশাখোপজায়তে ।
যবে গোধূমশাখা স্যাদেবং সর্বাশনেষু চ ॥৯১
সর্ষপে তিলশাখা চেত্তিলশাখাসু সর্ষপম্ ।
মাষে মুদ্গস্তু মুদ্গে স্যাদস্গ্বৃষ্টির্ভবেদ্ যদি ॥৯২
অন্তঃপ্রপূর্ণকুম্ভেষু জ্বলদগ্নিমবেক্ষতে ।
উদ্বর্তনঞ্চ কূপানাং মত্তো বা মধুজালকম্ ॥৯৩
বিধিবদ্ বায়ুলিঙ্গশ্চ নির্বাপ্য পয়সাং চরুম্ ।
মহাবাতায় সততং হৃদয়ং তু প্রশাম্যতু ॥৯৪
ত্রি-পঞ্চ-সপ্ত বা হুত্বা সর্বত্র হ্যত্র তুল্যতা ।
স্ত্রিয়ো গাবো মহিষ্যো বা সুতৌ বৎসৌ চ ষণ্ঢকৌ ।
দ্বৌ দ্বৌ যত্র প্রজায়তে শান্তিস্তত্র বিধীয়তে ॥৯৫
বৃষবদ্ গোদ্বয়ং নর্দেদ্ বড়বাহশ্বং যদারুহেৎ ।
অশ্বতরী প্রসূতেহহ্নি প্রস্বেদঃ প্রতিমাসু চ ॥৯৬
মৃদঙ্গ-পটহাদীনামকুতোহপি ধ্বনির্যদা ।
গৃধ্র-কাক-কপোতাদ্যা বিশেয়ুর্যদি বা গৃহে ॥৯৭
যবপিষ্টেন নির্বাপ্য বিধিবদ্ বারুণং চরুম্ ।
মন্ত্রৈর্বরুণদৈবত্যৈর্জুহুয়াদ্ বারুণায় তম্ ॥৯৮
মহাবরুণদেবায় জলানাং পতয়ে তথা ।
অন্যৈর্বরুণদৈবত্যৈর্মন্ত্রৈশ্চ জুহুয়াচ্চরুম্ ॥৯৯
জুহুয়াদাহুতীস্তিস্রো মন্ত্রৈশ্চ বরুণায় তম্ ।
অন্নস্য তুল্যতাং কৃত্বা স্বাহান্তৈর্বরুণদৈবতৈঃ ॥১০০
ইন্দ্রচাপেক্ষণং রাত্রৌ শস্ত্রপ্রজ্বলনং তথা ।
গজা-হশ্ব-শফ-বস্ত্রান্তর্জ্বলনঞ্চ প্রদক্ষিণম্ ॥১০১
স্থূণাপ্ররোহণং যৎ স্যাদ্ভাণ্ডস্থান্ন প্ররোহণম্ ।
বিদ্যুন্নির্ঘাতবজ্রাণাং পতনং বা ভবেদ্ যদি ॥১০২
মৃদাকু-কাকসংসর্গং বিপরীতপ্রদর্শনম্ ।
শুভায় চরুরাগ্নেয়ো নির্বাপ্যো বিধিবদ্ দ্বিজৈঃ ॥১০৩
অগ্নয়ে ত্বগ্নিরাজায় মহাবৈশ্বানরায় চ ।
হৃদয়ে মম যশ্চৈতত্তৎসর্বঞ্চ বদেদ্ বুধঃ ॥১০৪
মহাশান্তিশ্চ সর্বত্র শনৈঃ পূজা বিশেষতঃ ।

শ্রেষ্ঠগণকথিত বিধি অনুসারে শান্তিকর্মের অনুষ্ঠান করিবে ।৯০

যদি গোধূমশাখায় যবশাখা জন্মে এবং যবশাখায় গোধূমশাখা জন্মে, এইরূপ সকলপ্রকার ভোজ্যপদার্থে যদি অদ্ভুত অন্য পদার্থ জন্মে, যেমন সর্ষপশাখায় তিলশাখা এবং তিলশাখায় সর্ষপ, মাষকলায়ের শাখায় মুদ্গ ও মুদ্গশাখায় মাষকলায় জন্মে, যদি রক্তবৃষ্টি হয়, জলপূর্ণকুম্ভে যদি জ্বলন্ত অগ্নি দৃষ্ট হয়, জলকূপের উদ্বর্তন হয় অর্থাৎ উল্টাইয়া যায়, মধু মক্ষিকা যদি মত্ত হয়, তাহা হইলে বিধি অনুসারে দুগ্ধময় চরু প্রস্তুত করিয়া 'বায়ুলিঙ্গ মহাবায়ুর জন্য সতত হৃদয় প্রশান্ত করুক' এই বলিয়া তিনবার, পাঁচবার অথবা সাতবার হোম করিয়া শান্তি করিবে। নারী, গো ও মহিষীর যদি । ( যথাক্রমে ) দুই পুত্র বা দুইটি বৎস উৎপন্ন হয়, তাহা হইলেও পূর্বোক্তক্রমে শান্তি করিবে, সকল স্থলেই এই শান্তি তুল্যভাবে করিবে ।৯১-৯৫

যদি গাভীদ্বয় বৃষের ন্যায় নর্দন করে, অশ্বা অশ্বোপরি আরোহণ করে, খচ্চরী দিবাভাগে প্রসব করে, প্রতিমা-সমূহে ঘর্ম হয়, মৃদঙ্গ ও পটহ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মধ্যে কেহ ধ্বনি না করিলেও যদি ধ্বনি উত্থিত হয়, গৃধ্র, কাক, কপোত প্রভৃতি যদি গৃহে প্রবেশ করে, তাহা হইলে যবপিষ্ট দ্বারা বিধি অনুসারে বরুণ-দেবতাসম্বন্ধীয় চরু প্রস্তুত করিয়া বরুণদেবতার উদ্দেশ্যে বরুণদেবতার মন্ত্র দ্বারা চরুহোম করিবে ৯৬-৯৮

"মহাবরুণদেবায় জলানাং পতয়ে নমঃ" এই মন্ত্র ও বরুণদেবসম্বন্ধীয় অন্যান্য মন্ত্রদ্বারা চরুহোম করিবে ।৯৯

বরুণদেবোদ্দেশ্যে সেই চরু অন্নের ন্যায় প্রস্তুত করিয়া অন্তে স্বাহা শব্দ প্রয়োগ করত বরুণদেবসম্বন্ধীয় মন্ত্রদ্বারা তিনবার আহুতি দিবে ।১০০

যদি রাত্রিতে ইন্দ্রধনুদর্শন, শস্ত্রমধ্যে প্রজ্বলিত অগ্নিদর্শন, গজ ও অশ্বখুরে এবং বস্ত্রে প্রতিক্ষণ অগ্নি-দর্শন হয়, লৌহপ্রতিমায় বা গৃহস্তম্ভে অঙ্কুরোৎপত্তি, ভাণ্ডস্থ অন্নে অঙ্কুরোৎপত্তি, বিদ্যুৎ ও বায়ুর পরস্পর

দক্ষিণা সবৃষা গৌস্তু বস্ত্রযুগ্মং দ্বিজাতয়ে ॥
প্রদদ্যাদ্দোষশান্ত্যর্থং সর্বোৎপাতেষু বৈ দ্বিজঃ ॥১০৫
এতেষু চান্যেষ্বপি চাদ্ভুতেষু
জাতেষু সাবিত্রজপং সহস্রম্‌ ।
হোমং বিদধ্যাদপি বিষ্ণুমন্ত্রৈ-
র্ব্রহ্মেশ-মন্ত্রৈরপি বা দ্বিজোত্তমঃ ॥১০৬

ইতি অদ্ভুতশান্তিবর্ণনম্‌ ॥

অথ রুদ্রপূজাবিধিঃ ॥

অভিধাস্যেঽথ রুদ্রাণাং শান্তির্যা গৃহমেধিনাম্‌ ।
পঞ্চাঙ্গানাং বিধানস্তু যৎকৃতং হন্তি পাতকম্‌ ॥১০৭
ব্রাহ্মণো বিধবৎ স্নাত্বা সর্বোপদ্রবনাশনম্‌ ।
কুর্য্যাদ্‌ বিধানং রুদ্রাণাং যজুর্বিধাননির্মিতম্‌ ॥১০৮
ইষে ত্বাদিষু মন্ত্রেষু খং ব্রহ্মাণ্ডেষু যা ক্রিয়া ।
দশপ্রণবযুক্তেষু ভূর্ভুবঃস্বরিতীতি চ ॥১০৯
আর্ষং ছন্দশ্চ দৈবত্যং ন্যাসঞ্চ বিনিয়োগতঃ ।
পরাশরোদিতং বক্ষ্যে শেষং মুনিবিভাষিতম্‌ ॥১১০
মনোজ্যোতিরবোধ্যাগ্নির্মূর্ধানং চৈব মর্মাণি ।
মানস্তোকে ইতি হ্যেতৎ প্রথমং পঞ্চকং স্মরেৎ ॥১১১
যাতে রুদ্রেতি চূড়ায়াং শিরোঽস্মিন্মহত্যর্ণবে ।
অসঙ্খ্যাতাঃ সহস্রাণি ললাটে বিন্যসেদ্‌ দ্বিজঃ ॥১১২
চক্ষুষোর্বিন্যসেদ্‌ দ্বে তু ত্র্যম্বকং তু যজামহে ।
মানস্তোক ইতি হ্যেতন্নাসিকায়াং ন্যসেদ্‌ বুধঃ ॥১১৩
অবতত্যধনুর্বক্ত্রে নীলগ্রীবায় বা গলে ।
নমস্তে আয়ুধত্যেতৎ স্মরেন্মন্ত্রং প্রকোষ্ঠকে ॥১১৪
বিন্যসেদ্‌ বাহুমন্ত্রোঽয়ং যে তীর্থানীতি হস্তয়োঃ ।
নমোঽস্তু বিকিরেভ্যো বৈ হৃদয়ে মলনাশনম্‌ ॥১১৫
নাভ্যাং বিন্বাম্যসেন্মন্ত্রং নমো হিরণ্যবাহবে ।
গুহ্যে মন্ত্রস্তু সংস্মর্য্য ইমা রুদ্রায় ইত্যপি ॥১১৬

সজ্ঘাত ও বজ্রপতন, মৃদাকু ও কাকসংসর্গ এবং বিপরীত বস্তুর দর্শন হইলে বিদ্বান্‌ দ্বিজ মঙ্গলের জন্য বিধি অনুসারে অগ্নিদেবতাসম্বন্ধীয় চরুপ্রস্তুত করিয়া "অগ্নয়ে ত্বগ্নিরাজায় মহাবৈশ্বানরায় চ হৃদয়ে মম যশ্চ" এই সমস্ত বলিবে। সর্বত্র গ্রহশান্তি করিবে, বিশেষতঃ শনির পূজা অবশ্যই করিবে। শনিপূজায় বৃষসহিত একটি গো দক্ষিণা দিবে, সর্বপ্রকার উপদ্রব উপস্থিত হইলে দোষপ্রশমনের জন্য দ্বিজ দ্বিজাতিকে বস্ত্রযুগল প্রদান করিবে।১০১-৫

এই সমস্ত অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইলে এবং অন্যান্য অদ্ভুত অবস্থার সৃষ্টি হইলে দ্বিজোত্তম সহস্রবার সবিতৃদেবতা-বিষয়ক মন্ত্র জপ করিবেন, এবং বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শিবমন্ত্রে হোম করিবেন।১০৬

অদ্ভুত শান্তিবর্ণন সমাপ্ত ॥

**অনন্তর রুদ্রপূজাবিধি বর্ণিত হইতেছে।**

অনন্তর গৃহস্থগণের রুদ্রদেবতাসম্বন্ধীয় শান্তিবিধি এবং পঞ্চাঙ্গবিধানানুসারে কথিত শান্তিবিধির কথা বলিব—যাহা কৃত হইলে সমস্ত পাতক বিনষ্ট হয়।১০৭

ব্রাহ্মণ যথাবিধি স্নান করিয়া সর্বোপদ্রবনাশক যজুর্বেদবিহিত রুদ্রদেবতাসম্বন্ধীয় বিধি অবলম্বন করিবে।১০৮

"ইষেত্বা" ইত্যাদি মন্ত্রে দশপ্রণবযুক্ত "খং ব্রহ্মাণ্ডেষু" ইত্যাদি মন্ত্রে এবং 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পরাশরমুনি কথিত ও অন্য মুনিকথিত অবশিষ্টমন্ত্রাংশে যে ঋষি, ছন্দঃ, দেবতা, ন্যাস ও বিনিয়োগ উল্লিখিত হইয়াছে—তাহা আমি বলিব।১০৯-১০

"মনোজ্যোতিঃ" "অবোধ্যগ্নিঃ" "মূর্দ্ধানং" "মর্মাণি" "মানস্তোকে" ইত্যাদি এই মন্ত্র পাঁচটি প্রথম স্মরণ করিবে। দ্বিজ "যাতে রুদ্র" ইত্যাদি মন্ত্রে শিখা, "অস্মিন্‌ মহত্যর্ণবে" ইত্যাদি মন্ত্রে মস্তক, "অসঙ্খ্যাতাঃ সহস্রাণি" ইত্যাদি মন্ত্রে ললাটে ন্যাস করিবে।১১১-১২

চক্ষুর্দ্বয়ে "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি মন্ত্রে ও নাসিকায় "মানস্তোকে" ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবে। মুখে "অবতত্যধনুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে, গলে "নীলগ্রীবায়" ইত্যাদি মন্ত্রে, প্রসারিত হস্তে "নমস্তে আয়ুধত্যেতৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবে।১১৩-১৪

মানো মহান্ত ইত্যূর্বো এষ তে রুদ্র জানুনোঃ।
অব রুদ্রমিতি হ্যেতজ্জঙ্ঘয়োর্মন্ত্রমুচ্চরেৎ ॥১১৭
সব্যঞ্চ পাদয়োর্ন্যস্য বামং ন্যস্যোরুমধ্যতঃ।
অঘোরং হৃদি বিন্যস্য মুখে তৎপুরুষং ন্যসেৎ ॥১১৮
ঈশানং মূর্দ্ধি বিন্যস্য হংসং নাম সদাশিবম্।
হংস হংসেতি যো ব্রূয়াৎ হংসো নাম সদাশিবঃ ॥১১৯
এবং ন্যাসবিধিং কৃত্বা ততঃ সম্পুটমাচরেৎ।
কবচং মধ্যবোচদ্বৈ তদুপরি বিল্মিনেত্যপি!
নেত্রং তু নীলগ্রীবায় প্রমুঞ্চ ধম্বতোহস্ত্রকম্ ॥১২০
য এতাবন্ত এতেন বিদধ্যুর্দিক্প্রবন্ধনম্।
ওমোমিতি নমস্কারং ততো ভগবতে পুনঃ ॥১২১
রুদ্রায়েতি বিধানজ্ঞো দশাক্ষরং ততো ন্যসেৎ।
প্রণবং বিন্যসেদ্ মূর্দ্ধি নকারং নাসিকান্তরে ॥১২২

মোকারং তু ললাটে তু ভকারং মুখমধ্যতঃ।
গকারং কণ্ঠদেশে তু বকারং হৃদয়ে ন্যসেৎ ॥১২৩
তেকারং দক্ষিণে হস্তে রুকারং বামতো ন্যসেৎ।
দ্রাকারং নাভিদেশে তু যকারং পাদয়োর্ন্যসেৎ ॥১২৪
ত্রাতারমিন্দ্রং ত্বম্নোহগ্নে স্থগঃ পন্থামিতি হ্যপি।
তত্ত্বায়ামি বদেদ্দানে নিযুস্তিরিত্যপীরয়েৎ ॥১২৫
বয়ং সোমং তমীশানমস্মৈ রুদ্র ইতি স্মরেৎ।
স্যোনা পৃথিবীতিনা হ্যেতদ্ দ্বিজঃ কুর্বীত সম্পুটম্ ॥১২৬
সুত্রামাদি দিশাং পালান্ প্রাচ্যাদিষু স্মরেদথ।
রৌদ্রীকরণমেতদ্ বৈ কৃত্বা পাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১২৭
যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচাদ্যাঃ প্রেত-ভূত-গ্রহাদিকাঃ।
দুষ্টদৈবত-শাকিন্যো রৈবত্যো বৃদ্ধকাশ্চ যাঃ ॥১২৮
সিংহ-ব্যাঘ্রাদয়োহরণ্যা যে দুষ্টশ্বাপদা দ্বিজাঃ।

"যে তীর্থানি" ইত্যাদি বাস্তমন্ত্র হস্তদ্বয়ে বিন্যাস করিবে, "নমোহস্ত বিকিরেভ্যঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে চিত্ত নির্মল করিবে, "নমো হিরণ্যবাহবে" ইত্যাদি মন্ত্রে বিদ্বান্ ব্যক্তি নাভিতে ন্যাস করিবে। গুহ্যদেশে "ইমা রুদ্রায়" এই মন্ত্র স্মরণ করিবে। উরুদ্বয়ে "মনো মহান্ত", জানুদ্বয়ে "এষ তে রুদ্রঃ", জঙ্ঘাদ্বয়ে "অব রুদ্রম্" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে।১১৬-১৭

পাদদ্বয়ের মধ্যে উরু মধ্য হইতে প্রথমে দক্ষিণপাদে ন্যাস করিয়া পরে বামপাদে ন্যাস করিবে। হৃদয়ে "অঘোরং" ইত্যাদি, মুখে "তৎপুরুষং" ইত্যাদি, মস্তকে "ঈশানং" ইত্যাদি মন্ত্রে ন্যাস করিবে, "হংসং" ইত্যাদি এই সদা মঙ্গলময় মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। 'হংস' এই নাম সদা মঙ্গলময়, অতএব হংস হংস—এই নাম সদা বলিবে।১১৮-১৯

এই বিধি অনুসারে ন্যাস করিয়া কৃতাঞ্জলি হইবে। "মধ্যবোচদ্" মন্ত্রে কবচ এবং তদুপরি "বিল্মিন" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া "নীলগ্রীবায়" মন্ত্রে নেত্রমোচন করিয়া "ধম্বতোহস্ত্রকম্" এই মন্ত্র পাঠ করিবে। "এতাবন্ত" এই মন্ত্র দ্বারা দিগ্‌বন্ধন করিবে, "ওমোমিতি" মন্ত্রদ্বারা ভগবান্‌কে নমস্কার করিবে। বিধিজ্ঞ ব্যক্তি "রুদ্রায়" ইত্যাদি দশাক্ষর মন্ত্র ন্যাস করিবে। মস্তকে প্রণব, নাসিকামধ্যে নকার, ললাটে, মো'কার, মুখমধ্যে ভ'কার, কণ্ঠদেশে গ'কার এবং হৃদয়ে ব'কার ন্যাস করিবে, দক্ষিণহস্তে তে'কার, বামহস্তে রু'কার, নাভিদেশে দ্রা'কার ও পাদদ্বয়ে যকার ন্যাস করিবে।১২০-২৪

দানকার্য্যে "ত্রাতারমিন্দ্রং" "ত্বম্নোহগ্নে" "স্থগঃ পন্থাম্" "তত্ত্বায়ামি" ইত্যাদি মন্ত্র এবং "নিযুস্তিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রও উচ্চারণ করিবে।১২৫

অনন্তর 'বয়ং সোমং তমীশানমস্মৈ রুদ্রা' ইত্যাদি মন্ত্র স্মরণ করিবে। "স্যোনা পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্রে দ্বিজ সম্পুট অর্থাৎ অঞ্জলি বদ্ধ করিবে।১২৬

অনন্তর "সূত্রামাদি" মন্ত্রে প্রাচ্যাদি দিক্‌সমূহে দিক্‌পালগণকে স্মরণ করিবে। ইহার নাম রৌদ্রীকরণ, এই রৌদ্রীকরণ করিলে পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে।১২৭

যক্ষ, রক্ষঃ ও পিশাচ প্রভৃতি প্রেত, ভূত, গ্রহাদি দুষ্টদেবতা, শাকিনীগণ, রৈবতী ও বৃদ্ধকাগণ, আরণ্যক সিংহ-ব্যাঘ্রাদি, দুষ্ট শ্বাপদসমূহ, ম্লেচ্ছ, বন্ধক ও চৌরাদি, যমদূতগণ এবং বৃক প্রভৃতি সকল দুষ্ট দিগ্‌বন্ধকারক, রৌদ্রভূত এই দ্বিজকে শিখাদ্বারা দেদীপ্যমান অগ্নির ন্যায় অবলোকন করে।১২৮-৩০

ম্লেচ্ছা বন্ধক-চোরাস্থা যমদূতা বৃকাদয়ঃ ॥১২৯
রৌদ্রভূতমিমং সর্বে দ্বিজং পশ্যন্তি বহ্নিবৎ।
দেদীপ্যমানমর্চিভির্দ্ধিগ্দিগ্ধান্ধকারকম্ ॥১৩০
দহ্যমানা দবীয়াংসঃ সপ্তধামন্তু ধামভিঃ।
প্রণশ্যন্তি হি যে দুষ্টা দ্বিজাস্তে রুদ্ররূপিণঃ ॥১৩১
পঞ্চাস্যং সৌম্যমাত্মানং সর্বাভরণভূষিতম্।
মৃগলাঞ্ছনমূর্ধানং শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভম্ ॥১৩২
ফণাসহস্রবিস্ফূর্জদুরগেন্দ্রোপবীতিনম্।
সপ্তার্চিবজ্জ্বলদ্ভালং জটাজূটকিরীটিনম্ ॥১৩৩
সহস্রকরবদ্ভ্রাজন্ খট্বাঙ্গাঙ্গবিভূষিতম্।
ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডবক্ত্রারং নৃকপালকধারিণম্ ॥১৩৪
দেদীপ্যমানং চন্দ্রার্কজ্বলদগ্নিত্রিনেত্রিণম্।
ত্রৈলোক্যদ্যুতিকৃদ্ভাস্বৎ স্কন্ধকপালমালিনম্ ॥১৩৫
দীপ্তনক্ষত্রমালাবদক্ষমালাধরং দ্বিজঃ।
নিঃশেষবারিসম্পূর্ণং কমণ্ডলুধরং ত্বজম্ ॥১৩৬
জগদ্ব্যাধির্যকৃন্নাদং দণ্ড-ডমরুধারিণম্।
কেয়ূরবদ্ধনাগেন্দ্রমূর্ধ্বমণিবিরাজিতম্ ॥১৩৭
মেখলা-কিঙ্কিণীমালাযুক্তারাববিরাজিতম্।
ঘর্ঘরাব্যক্তনির্গচ্ছদ্গাম্ভীরারাবনূপুরম্ ॥১৩৮
সহেমপট্টনীলাভ-ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীয়কম্।
বিদ্যুল্লতাপ্রভাগঙ্গাধৃতমূর্ধ্বং সুরার্চিতম্ ॥১৩৯
সমস্তভুবনাভারধরণোক্ষাসনস্থিতম্।
ত্রৈলোক্যবনিতামৌলিনতদেহার্দ্ধপার্বতিম্ ॥১৪০
লক্ষসূর্য্যপ্রভাভাস্বত্রৈলোক্যকৃতপাণ্ডুরম্।
অমৃতপ্লুতহৃষ্টাঙ্গং দিব্যভোগসমাকুলম্ ॥১৪১
দিগ্দেবতৈঃ সমাযুক্তং সুরাসুরনমস্কৃতম্।
নিত্যং শাশ্বতমব্যক্তং ব্যাপিনং নন্দিনং ধ্রুবম্ ॥১৪২
দ্বিজো ধ্যাত্বৈবমাত্মানং সম্যগ্ রুদ্রস্বরূপিণম্।
সম্প্রধ্বস্তান্তরায়ঃ সন্ ততো যজনমারভেৎ ॥১৪৩
অনুলিপ্তে সুলিপ্তে চ দেশে গোচর্মমাত্রকে।
স্থণ্ডিলেহম্বুজমালিখ্য মন্ত্রৈঃ প্রক্ষাল্য তৎপুনঃ ॥১৪৪

যে সকল দুষ্ট দ্বিজ সুদূরাবস্থিত হইয়া সপ্তধামে সপ্তধামকর্তৃক দগ্ধ হইয়া প্রনষ্ট হয়, তাহাদিগকে রুদ্ররূপি-দ্বিজ বলে।১৩১

যাঁহার পঞ্চমুখ, সৌম্যমূর্তি, সর্বাভরণভূষিতদেহ, চন্দ্র-শোভিতমস্তক ও শুদ্ধস্ফটিকসন্নিভবর্ণ এবং যিনি সহস্রফণাবেষ্টিত-নাগরাজরূপ যজ্ঞোপবীতধারী, অগ্নির ন্যায় যাঁহার জ্বলন্ত ললাট, জটাজাল হইল যাঁহার কিরিটী, যিনি সহস্রকিরণতুল্য দীপ্তিমান্, নরকপালাস্ত্ররূপ অস্ত্র দ্বারা বিভূষিতাঙ্গ, যাঁহার ব্রহ্মাণ্ডখণ্ড হইল বক্ত্র, যিনি নরকপালধারী, দেদীপ্যমান, চন্দ্র, সূর্য্য ও জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় ত্রিনেত্রধারী, ত্রিলোকের দ্যুতিকর এবং দীপ্তিমান্ স্কন্ধ ও কপালমালাধারী, প্রোজ্জ্বল-নক্ষত্রসমূহের ন্যায় অক্ষমালাধারী, নিঃশেষবারিসম্পূর্ণ-কমণ্ডলুধারী, অজ, জগতের ব্যাধিকর (ভয়ঙ্কর) নিনাদকারী ও দণ্ডডমরুধারী, যাঁহার কেয়ূরবদ্ বদ্ধ-নাগরাজের মণি দ্বারা ঊর্ধ্বদেশ পরিশোভিত, যিনি মেখলা, কিঙ্কিনী ও মালার যুক্তরবের দ্বারা সর্বদা বিরাজিত, ঘুঙুরের ন্যায় অব্যক্ত ও গম্ভীর শব্দায়মান নূপুরধারী, সহেমপট্ট-নীলাভ-ব্যাঘ্রচর্মোত্তরীয়বান্, বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রভাশালিনী গঙ্গাদেবীকে ঊর্ধ্বদেশে ধারণকারী, সুরগণবন্দিত, সমস্ত ভুবনের সম্যগ্ ভারধারী, বৃষাসনস্থ, শিবদেহার্ধধারিণী যে পার্বতীদেবীর চরণকমলে ত্রিলোকের বনিতাগণের মস্তক নত হয়, সেই পার্বতীর দেহার্ধধারী, লক্ষসূর্য্যকিরণের ন্যায় স্বীয় প্রদীপ্ত প্রভাদ্বারা ত্রিলোকের পাণ্ডুরবর্ণকারী, অমৃত প্লাবিত হওয়ায় হর্ষান্বিতদেহী, দিব্যভোগসমাযুক্ত, দিগ্দেবতাগণ-সমন্বিত, সুরাসুরনমস্কৃত, নিত্য শাশ্বত, অব্যক্ত, সর্বব্যাপী ও সদা আনন্দময় সেই রুদ্রস্বরূপ নিজেতে ধ্যান করিয়া সর্বপ্রকার প্রতিবন্ধক সম্যগ্রূপে বিধ্বস্ত করিবার পর যজন আরম্ভ করিবে।১৩২-৪৩

গোচর্ম-প্রমাণ অনুলিপ্ত অথবা সুলিপ্ত স্থানে স্থণ্ডিল অঙ্কনপূর্বক তাহাতে পদ্ম অঙ্কিত করিয়া পুনরায় মন্ত্রদ্বারা তাহা প্রক্ষালন করত বিজ্ঞব্যক্তি সেইস্থানে "শম্ভবায় নমঃ" এই মন্ত্রে পূজা করিবে ও 'মানো মহান্তং' এই মন্ত্র এবং সিদ্ধমন্ত্র স্মরণ করিবে।১৪৪-১৪৫

দ্বিজ পুনরায় স্বীয় ললাটে তেজোরূপী শিবকে চিন্তা করত দশাক্ষরমন্ত্রে পুনরায় পাদ্যাদি প্রদান

তত্র পূজা প্রকর্তব্যা নমশ্চ শম্ভবায় চ।
মানো মহান্তমিতি চ সিদ্ধমন্ত্রং স্মরেদ্ বুধঃ ॥১৪৫
স্বললাটে পুনর্ধ্যায়েত্তেজোরূপং শিবং দ্বিজঃ।
দশাক্ষরেণ মন্ত্রেণ দদ্যাৎ পাদ্যাদিকং পুনঃ ॥১৪৬
ন্যাসমন্ত্রৈশ্চ সোঙ্কারৈর্মানস্তোক ইতীত্যপি।
শম্ভবায়েতি মন্ত্রেণ দদ্যাদ্ গন্ধোদকাদিকম্ ॥১৪৭
পুষ্প-ধূপ-প্রদীপাদি যথালাভং নিবেদ্যকম্।
দশাক্ষরেণ তেনৈব নমঃ কুর্য্যাৎ পুনর্দ্বিজঃ ॥১৪৮
শিখা তস্য তু রুদ্রস্যোত্তরনারায়ণং দ্বিজঃ।
শিরঃ পুরুষসূক্তঞ্চ শিবসঙ্কল্পকঞ্চ হৃৎ ॥১৪৯
কবচং চাপ্রতিরথং নেত্রং বিভ্রাড়্ বৃহৎ পিবন্।
শতরুদ্রীয়মন্ত্রেণ দেবস্যাস্ত্রং প্রকল্পয়েৎ ॥১৫০
পঞ্চাঙ্গানি স্মরেদষ্টপ্রণবঞ্চ জপেদ্ দ্বিজঃ।
উদ্ধৃত্য প্রণবেনেশং বিকিরিদ্রে বিসর্জয়েৎ ॥১৫১

রুদ্ররূপো দ্বিজো যশ্চ যৎ কুর্য্যাত্তদ্ধি সিধ্যতি।
অক্ষতান্ বা তিলান্ বাপি যবান্ বা
সমিধোঽপি বা ॥১৫২
শম্ভবায়েতি জুহুয়াৎ সর্বাংস্তানাজ্যসিক্তকান্।
পঞ্চ পঞ্চাথ ষট্ ষট্ বা অষ্টাবষ্টৌ তথাপি বা ॥১৫৩
দশ দশৈকাদশ বা জুহুয়াৎ সাধকো দ্বিজঃ।
দ্বিজঃ স্বদারসন্তুষ্টঃ শুচিঃ স্নাতো যতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৫৪
জপ-তর্পণ-হোমাদৌ রতো যো বৎসরং জপেৎ।
দশানামশ্বমেধানাং ফলং প্রাপ্নোতি বৈ দ্বিজঃ ॥১৫৫
সৌবর্ণ-পৃথিবীদানপুণ্যভাগ্ জায়তে নরঃ।
মহাপাপোপপাপৈশ্চ মুক্তো রুদ্রত্বমৃচ্ছতি ॥১৫৬
একাদশগুণান্ রুদ্রানাবৃত্য যাতি রুদ্রতাম্।
রুদ্রজাপী শুচিঃ পুণ্যঃ পাঙ্ক্তেয়ঃ শ্রাদ্ধভুগ্বরঃ ॥১৫৭
পূর্বজানাং শতং সৈকং তাড়য়েদ্ রুদ্রজাপ্যকৃৎ।
একতো যোগিনঃ সর্বে জ্ঞাতিভিঃ সহ তদ্‌ব্রতৈঃ ॥১৫৮

---

করিবে। ওঁকারের সহিত ন্যাসমন্ত্র দ্বারা এবং "মানস্তোকে" এই মন্ত্র দ্বারাও পাদ্যাদি দিবে। "শম্ভবায়" এই মন্ত্রে গন্ধ ও উদকাদি দিবে।১৪৬-৪৭

দ্বিজ পুষ্প, ধূপ ও প্রদীপ ইত্যাদি যেরূপ সংগ্রহ হয়, তাহাই নিবেদন করিবে এবং পুনরায় সেই দশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা নমস্কার করিবে।১৪৮

দ্বিজ সেই রুদ্রদেবের "উত্তরনারায়ণ" মন্ত্র শিখা, "পুরুষসুক্তমন্ত্র" মস্তক, "শিবসঙ্কল্পমন্ত্র" হৃদয়, "অপ্রতিরথং" কবচ ও "বিভ্রাট্ বৃহৎ পিবন্" নেত্র—এই পঞ্চাঙ্গ স্মরণ করিবে, শতরুদ্রীয়মন্ত্রে সেই রুদ্রদেবের অস্ত্র কল্পনা করিবে।১৪৯-৫০

এবং অষ্টসংখ্যক প্রণব জপ করিবে। তৎপর "প্রণব" মন্ত্রে রুদ্রদেবকে উত্তোলন করিয়া "বিকিরিদ্রে" মন্ত্রে বিসর্জন করিবে।১৫১

রুদ্ররূপী দ্বিজ যাহা করেন, তাহাই সিদ্ধ হয়। অক্ষত, তিল, যব বা সমিধ্ আজ্যসিক্ত করিয়া পাঁচ পাঁচটি অথবা ছয় ছয়টি অথবা আট আটটি "শম্ভবায়" মন্ত্রে হোম করিবে অথবা সাধক দশ দশটি কিংবা একাদশটি আহুতি দিবে। স্বকীয় পত্নীকর্তৃক তুষ্ট, শুচি, সংযতেন্দ্রিয় এবং জপ, তর্পণ ও হোমকর্মে রত দ্বিজ সংবৎসর যাবৎ রুদ্রমন্ত্র জপ করিলে দশ অশ্বমেধযজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।১৫২-৫৫

মানব সুবর্ণ ও পৃথিবীদান-জনিত পুণ্যভাগী হয় এবং মহাপাতক ও উপপাতক হইতে মুক্ত হইয়া রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়।১৫৬

একাদশগুণবিশিষ্ট রুদ্রকে আবর্তন করিয়া রুদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়। রুদ্রমন্ত্র-জপপরায়ণ ব্যক্তি শুচি, পুণ্যবান্, পাঙ্ক্তেয় এবং শ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধভোজনকৃৎ।১৫৭

রুদ্রমন্ত্রজপকারী তৎপূর্বজাত একশত একজনকে রুদ্রলোক প্রাপ্ত করায়। সেই রুদ্রমন্ত্র জপ দ্বারা এক-রুদ্র হইতে জ্ঞাতিগণের সহিত সকল যোগিগণ রুদ্র-লোক প্রাপ্ত হয়।১৫৮

রুদ্রমন্ত্র জপপরায়ণ ব্যক্তি একরুদ্র হইতে সমস্ত দেবগণ কর্তৃক মাননীয় হন। রুদ্রমন্ত্র জপপরায়ণ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক পবিত্র ব্যক্তি নাই।১৫৯

একতো রুদ্রজাপী তু মান্যঃ সর্বৈস্তু দৈবতৈঃ।
পাত্রমত্র পবিত্রং তু নাধিকং রুদ্রজাপিনঃ ॥১৫৯
তস্মৈ দত্তঞ্চ তদ্ভুক্তং সদাঽনশ্যায় কল্প্যতে।
বেদাঙ্গবেদিনামতঃ শিবভক্তঃ সদাধিকঃ ॥১৬০
ইতি রুদ্রপূজাবিধিঃ ॥

অথ রুদ্রশান্তিবিধিঃ।

অথাতঃ সিদ্ধিকামঃ সন্ কন্দ-মূলফলাশনঃ।
গোমূত্রযাবক-ক্ষীর-দধি-শাকাজ্যভোজনঃ ॥১৬১
হবিষ্যভোজনো বাঽসৌ বিপ্রো যোৎপন্নভোজনঃ।
জপহোমাদি কুর্বাণো যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥১৬২
শিরসা সহ রুদ্রাণাং জপৈর্দশশতৈর্ধ্রুবম্।
সর্বে মন্ত্রা ভবন্ত্যস্য ব্রাহ্মণস্যোক্তকারিণঃ ॥১৬৩
সিদ্ধা মন্ত্রা দ্বিজেন্দ্রস্য চিন্তিতার্থফলপ্রদাঃ।
রুদ্রৈস্ত্বেবাস্য সর্বে তে ভবন্তীশ্বরনোদিতাঃ ॥১৬৪

একাদশ শুভান্ কুম্ভান্ আহৃত্য বিধিসম্মিতান্।
সহিরণ্যান্ সবস্ত্রাংশ্চ ফলপুষ্পোপশোভিতান্ ॥১৬৫
গন্ধোদকাঽক্ষতৈর্যুক্তান্ পূজয়েদ্ রুদ্রভক্তিকৃৎ।
অথৈকাদশরুদ্রৈশ্চ একৈকমভিমন্ত্রয়েৎ ॥১৬৬
এবং সংপূজ্য তান্ কুম্ভান্ নমস্কৃত্যাভিমন্ত্র্য চ।
পূজয়েদ্ভক্তিতো রুদ্রানেকাদশ মহাগুণান্ ॥১৬৭
একাদশাহমাত্মানমন্যং বা হিতকাম্যয়া।
বিনায়কোপসৃষ্টঞ্চ স্নায়াৎ কাকপদাহতম্ ॥১৬৮
ধ্রুতবৎসাং কাকবন্ধ্যাং স্নাপয়েচ্চ তথাতুরাম্।
জপেদেতৎ সকৃদ্ বিপ্রঃ সর্বদোষৈর্বিমুচ্যতে ॥১৬৯
অনড্বাহঞ্চ বস্ত্রঞ্চ দদ্যাদ্ধেনুঞ্চ দক্ষিণাম্।
ভোজয়েদ্ বিদুষো বিপ্রান্ সমাপ্তৌ কর্মণো দ্বিজঃ ॥১৭০
ভক্ত্যৈকাদশবস্ত্রাদ্যৈর্যথাশক্ত্যা সমর্চয়েৎ।
অথবা চরুভিক্ষাশী শিরোরুদ্রসহস্রকম্ ॥১৭১

তাঁহাকে দত্ত দ্রব্য ও তাঁহার ভুক্ত দ্রব্য নাশের অযোগ্য রূপে কল্পনা করিবে। এই হেতু বেদাঙ্গবিদ্‌গণের মধ্যে শিব ভক্তই শ্রেষ্ঠ—ইহা সর্বদা জানিবে।১৬০

রুদ্রপূজাবিধি সমাপ্ত।

**অনন্তর রুদ্র-শান্তিবিধি বর্ণিত হইতেছে।**

অনন্তর সিদ্ধিলাভেচ্ছু বিপ্র কন্দমূল, ফল, গোমূত্র, যাবক, দুগ্ধ, দধি, শাক, ঘৃত, হবিষ্য এবং স্বক্ষেত্রোৎপন্ন শস্য ভোজন করিয়া জপ-হোমাদি করিলে শাস্ত্রোক্ত ফলভাগী হয়।১৬১-১৬২

যদি ব্রাহ্মণ একাদশরুদ্রের শিরের (শিরোমন্ত্রের) রুদ্রমন্ত্র সহিত সহস্রবার জপ করেন, তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রজপকারী ব্রাহ্মণের সমস্ত মন্ত্র সিদ্ধ হইবে। সিদ্ধ মন্ত্র দ্বিজশ্রেষ্ঠের চিন্তিতার্থের ফল প্রদান করে। এই রুদ্রের সেই সমস্ত মন্ত্রই ঈশ্বরস্তুতি বলিয়া কথিত হইয়াছে। রুদ্রভক্তিপরায়ণ বিপ্র হিরণ্য, বস্ত্র, ফল, পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যশোভিত, উদকপূর্ণ, অক্ষতযুক্ত এবং যথাবিধি সংগৃহীত একাদশটি সুন্দর কুম্ভে পূজা করিবে। অনন্তর একাদশরুদ্রমন্ত্র দ্বারা এক একটি কুম্ভ অভিমন্ত্রিত করিবে। এই প্রকারে সেই একাদশ কুম্ভ অভিমন্ত্রিত করিয়া পূজা ও নমস্কারপূর্বক ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাগুণযুক্ত একাদশরুদ্রকে পূজা করিবে। বিপ্র নিজের এবং অন্যের হিতকামনায় একাদশদিন যাবৎ বহুবিঘ্নের সহিত মিলিত ও কাকপদাহত নিজেকে এবং অন্যকে এইরূপ ধ্রুতবৎসা, কাকবন্ধ্যা ও আতুরাকে স্নান করাইবে। তারপর একবার রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে, তাহা হইলে সর্বদোষমুক্ত হইবে।১৬৫-৬৯

দ্বিজ দক্ষিণা-স্বরূপ বৃষ, বস্ত্র ও ধেনু দিবে, এবং কর্ম সমাপ্ত হইলে বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইবে।১৭০

ভক্তিপূর্বক শক্তি অনুসারে একাদশবস্ত্রাদি দ্বারা অর্চনা করিবে। অথবা যদি চরুভিক্ষাশী হয়, তাহা হইলে "শিরোরুদ্রসহস্রকম্" অর্থাৎ শিরের সহিত সহস্রবার রুদ্রমন্ত্র জপ করিবে।১৭১

গোষ্ঠ, অরণ্য, সিদ্ধক্ষেত্র, শিবালয়, অগ্ন্যাগার, সমুদ্র, নদী, নির্ঝর ও পর্বতে মন্ত্রজপ করিবে। অথবা

জপেদ্ গোষ্ঠে তথারণ্যে সিদ্ধক্ষেত্রে শিবালয়ে।
অগ্ন্যাগারে সমুদ্রে চ নদী-নির্ঝর-পর্বতে ॥১৭২
জপেদন্যত্র বা বিদ্বান্ শুচৌ দেশে মনোরমে।
ধীরো দৃঢ়ব্রতো মৌনী ত্যক্তক্রোধো যতেন্দ্রিয়ঃ ॥১৭৩
ধৌতবাসাস্ত্বধঃশায়ী রুদ্রলোকে মহীয়তে।
'নমো গণেভ্যো' ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রাহ্মণোঽযুতম্ ॥১৭৪
জপ্ত্বা চ শ্রীফলৈর্হুত্বা সর্বকার্য্যেষু সিদ্ধিভাক্।
নমোঽস্তু নীলগ্রীবায়েত্যেতন্মন্ত্রেণ সপ্তধা ॥১৭৫
আবর্ত্যোদকমামন্ত্র্য বিষার্তশ্রবণে ক্ষিপেৎ।
বিষেণ মুচ্যতে সদ্যঃ কালদষ্টোঽপি জীবতি ॥১৭৬
বিষস্যাভিভবো ন স্যাত্তরস্য তস্য কর্হিচিৎ।
গ্রহগ্রস্তং জ্বরগ্রস্তং রক্ষঃ-শাকিনিদূষিতম্ ॥১৭৭
ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্তঞ্চ অন্যদোষোপগূহিতম্।
প্রমুঞ্চ ধন্বন ইতি ভস্মনা সর্ষপৈস্তথা ॥১৭৮
তাড়য়েন্মুঞ্চ মুঞ্চেতি শীঘ্রমেব বিমুঞ্চতি।
নমঃ শম্ভব ইত্যস্য মন্ত্রস্য চাযুতং দ্বিজঃ ॥১৭৯
জপ্ত্বা খাদিরসমিধো হুত্বা বিপ্রঃ সহস্রকম্।
তীক্ষ্ণৈস্তৈলপ্লুতং সম্যঙ্মন্ত্রান্তে চামুকং হন ॥১৮০
ফট্‌ফট্‌কারেণ জুহুয়াৎ ক্ষয়ো রোগশ্চিরান্তবেৎ।
জলমধ্যে শতাবর্তাৎ সদ্যো বৃষ্টির্নিগদ্যতে ॥১৮১
নাভিমাত্রে জলে বিপ্রঃ প্রবিশ্য জুহুয়াজ্জলম্।
কুর্য্যাদেকার্ণবাং ধাত্রীং মন্ত্রমাহাত্ম্যতো ভৃশম্ ॥১৮২
নমঃ শ্বভ্য ইত্যমুনা মন্ত্রেণ তু সহস্রকম্।
লবণং মধ্বাহুতীনাং তু রাজা শীঘ্রং বশী ভবেৎ ॥১৮৩
দ্বিগুণাং পলাশসমিধং মহাবাণী প্রজায়তে।
ত্রিগুণাং নবপদ্মানাং পাতালে সিধ্যতি ধ্রুবম্ ॥১৮৪

---

বিদ্বান্, ধীর, দৃঢ়ব্রত, মৌনী, জিতক্রোধ, সংযতেন্দ্রিয়, ধৌতবস্ত্রপরিহিত ও অধঃশায়ী ব্যক্তি অন্য কোনও মনোরম-পবিত্রস্থানে জপ করিবেন, তাহা দ্বারা তিনি রুদ্রলোকে সমাদৃত হইবেন। ব্রাহ্মণ "নমো গণেভ্যো" এই মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিয়া ও শ্রীফল দ্বারা হোম করিয়া সমস্ত কার্য্যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হন। "নমোঽস্তু নীল-গ্রীবায়" এই মন্ত্র দ্বারা পূর্বোক্ত কুম্ভস্থ জল সাতবার আবর্তনপূর্বক অভিমন্ত্রিত করত বিষপীড়িতকর্ণে ক্ষেপণ করিবে, তাহা হইলে বিষপীড়িত ব্যক্তি কালসর্পদষ্ট হইলেও সদ্যঃ বিষমুক্ত হইয়া বাঁচিয়া উঠিবে।১৭২-১৭৬

সেই ব্যক্তির দেহে বিষের কোনও যন্ত্রণা থাকিবে না। সূর্য্যাদি গ্রহপীড়িত, জ্বররোগগ্রস্ত, রাক্ষস ও পিশাচ পীড়িত, ব্রহ্মরাক্ষসগ্রস্ত এবং অন্যদোষাপন্নকে "প্রমুঞ্চ ধন্বন" ইত্যাদি মন্ত্রে ভস্ম ও সর্ষপদ্বারা "মুঞ্চ মুঞ্চ" বলিয়া তাড়না করিবে, তাহা হইলে সত্বরই পূর্বোক্ত উপদ্রবসমূহ দূরীভূত হইবে। দ্বিজ "নমঃ শম্ভবে" এই মন্ত্র অযুতসংখ্যক জপ করিয়া সহস্র খদিরকাষ্ঠ-সমিধ্ আহুতি প্রদানের পর "তীক্ষ্ণৈস্তৈলপ্লুতং" এই মন্ত্র সম্যক্ পাঠান্তে "অমুকং হন" অর্থাৎ অমুক দোষ নাশ কর—ইহা বলিবে। দীর্ঘকাল-স্থায়ী ক্ষয়রোগ হইলে "ফট্ ফট্" এইরূপ উচ্চারণ করিয়া হোম করিবে জলমধ্যে ইহা শতবার আবর্তন করিলে সদ্যোবৃষ্টি হইবে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।১৭৭-৮১

বিপ্র নাভিমাত্র জলে প্রবেশ করিয়া জলে আহুতি দিবে, তাহা হইলে মন্ত্রমাহাত্ম্যবশতঃ ধরিত্রী পুনরায় একার্ণবা হইবে। "নমঃ শ্বভ্যঃ" এই মন্ত্র দ্বারা লবণ ও মধু আহুতি দিলে রাজা শীঘ্র বশীভূত হইবেন। দ্বিগুণা পলাশ-সমিধ্ হোম করিলে মহাবাণী জন্মে, নূতনপদ্মের ত্রিগুণা সমিধ্ হোম করিলে পাতালে সিদ্ধ হয়। চতুর্গুণ মন্ত্র দ্বারা বরদায়িনী শ্রী হয়। সমুদ্রগামিনী নদীকূলে অথবা নদীর পবিত্রপুলিনে খড়্‌গোপরি একশত ত্রিশটি শ্রীফল দ্বারা হোম করিলে বিপ্র শিবাজ্ঞানুসারে খড়্‌গ বিদ্যাধর হইয়া জন্মলাভ করে। অণিমা প্রভৃতি অষ্টগুণ হোম করিয়া সহস্র-সংখ্যক মন্ত্র জপ করিলে অণিমাদি সিদ্ধিপতি হইবে। দ্বিজগণ শতরুদ্র-মন্ত্রের যে ছন্দঃ, দেবতা ও ঋষি জ্ঞান দ্বারা কর্মের সম্যক্ ফললাভ করে, অতঃপর সেই ছন্দঃ, ঋষি ও দেবতার সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয় বলিব। আদ্য অনুবাক্ অর্থাৎ ঋগ্‌বেদে রুদ্রগণের প্রথমমন্ত্রের ছন্দঃ গায়ত্রী, অন্য তিনমন্ত্র অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ বলিয়া কথিত আছে। অন্য তিনমন্ত্রে পঙ্‌ক্তি, সপ্তমমন্ত্রে অনুষ্টুপ্ এবং অনুবাকদ্বয়ের জগতীছন্দঃ বলিয়া জানিবে।১৮২-৯০

চতুর্গুণেন মন্ত্রেণ বরদা শ্রীঃ প্রবর্ত্ততে।
সমুদ্রগানদীকূলে পুলিনে বা পবিত্রকে ॥১৮৫
খড়্‌গোপরি শ্রীফলানাং হুত্বা ত্রিংশৎ শতানি চ।
খড়্‌গবিদ্যাধরো বিপ্রঃ শিবাজ্ঞাতঃ প্রজায়তে ॥১৮৬
অণিমাদ্যষ্টগুণং হুত্বা জপেন্মন্ত্রসহস্রকম্।
অণিমাদিকসিদ্ধীনাং পতিরেব ভবেদ্ দ্বিজঃ ॥১৮৭
ছন্দো দৈবতমার্ষেয়মথাতঃ শতরুদ্রিয়ে।
জ্ঞানেন কর্মসম্যক্ত্বং দ্বিজানাং যেন জায়তে ॥১৮৮
আদ্যানুবাকে রুদ্রাণামাদ্যায়াঞ্চ ঋচি দ্বিজঃ।
ছন্দো গায়ত্রমন্যাসু অনুষ্টুপ্ তিসৃষু স্মৃতম্ ॥১৮৯
পঙ্‌ক্তিস্তিসৃষু বিজ্ঞেয়া অনুষ্টুপ্ সপ্তসু স্মৃতম্।
দ্বয়োশ্চ জগতী বিপ্রা উক্তমাদ্যানুবাকয়োঃ ॥১৯০
আদ্যানুবাকে প্রথমা বৃহতী জগতী তথা।
অনুষ্টুপ্ চ তৃতীয়ায়াং দ্বয়োস্ত্রিষ্টুপ্
স্মৃতা দ্বিজ ॥১৯১
অপরাসু তথানুষ্টুপ্ অনুবাকদ্বয়ং স্মৃতম্।
রুদ্রঃ সর্বাসু দৈবত্যং বিনিয়োগো যথোচিতঃ ॥১৯২

যজ্জাগ্রতাদিষট্‌কে চ শিবসঙ্কল্পমাত্রকম্।
রুদ্রস্তু দেবতা ষট্‌সু বিনিয়োগো জপাদিষু ॥১৯৩
সহস্রশীর্ষা ইত্যাদি দ্বিগুণাষ্টসু দেবতা।
পুরুষো যে জগদ্বীজমৃষির্নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥১৯৪
ছন্দঃ সর্বাসু বাহনুষ্টব্ বিনিয়োগো জপাদিষু।
অদ্‌ভ্যঃ সম্ভূত ইত্যাদৌ উত্তরনারায়ণস্তৃষিঃ ॥১৯৫
আশু শিশান ইত্যাদিরপ্রতিরথ উচ্যতে।
পূর্বানুবাক্যে দৈবত্যং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ
প্রকীর্তিতম্ ॥১৯৬
এতন্নাম্না মুনিস্তত্র দেবতা অমরেশ্বরঃ।
আশু শিশান ইত্যাদিরপ্রতিরথ উচ্যতে ॥
ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো জপাদৌ চ বিনিয়োগো
যথোচিতম্ ॥১৯৭
ত্র্যম্বকমিতি চৈবাত্র বসিষ্ঠস্যার্ষমুচ্যতে।
দৈবত্যোমাপতির্হ্যত্র ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্ প্রকীর্তিতম্॥১৯৮
বিভ্রাড়্‌বৃহচ্চ ইত্যাদৌ সূর্য্যো দৈবতমুচ্যতে।
এতৎ সঞ্চিন্ত্য সকলং দ্বিজাগ্র্যো রুদ্রজাপ্যকৃৎ ॥১৯৯

হে দ্বিজ! প্রথম অনুবাকের প্রথমমন্ত্রে বৃহতী ও জগতীছন্দঃ, তৃতীয়মন্ত্রে অনুষ্টপ্ ছন্দঃ, এবং দ্বিতীয় মন্ত্রদ্বয়ে ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।১৯১

অপর অনুবাকমন্ত্রসমূহের মধ্যে দুইটি অনুবাক মন্ত্রে অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ বলিয়া জানিবে। সমস্ত মন্ত্রেই রুদ্র দেবতা এবং যথোচিতরূপে তাহার বিনিয়োগও জানিবে।১৯২

"যজ্জাগ্রত" ইত্যাদি ছয়টি মন্ত্রকে শিবসঙ্কল্প মন্ত্র বলিয়া জানিবে। উক্ত ছয়টি মন্ত্রেই রুদ্র দেবতা। জপাদি-কার্য্যে এই ছয়টি মন্ত্রের বিনিয়োগ হয়।১৯৩

"সহস্রশীর্ষা" ইত্যাদি ষোলটি মন্ত্রে পুরুষদেবতা, জগদ্বীজ ছন্দঃ এবং নারায়ণ ঋষি। অথবা সমস্তমন্ত্রে অনুষ্টপ্ ছন্দঃ, এবং জপাদি কার্য্যে ইহার বিনিয়োগ হয়। "অদ্‌ভ্যঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে উত্তরনারায়ণ ঋষি। "আশু শিশান" ইত্যাদি ও "অপ্রতিরথ উচ্যতে" ইত্যাদি মন্ত্রে পূর্বানুবাকে উক্ত পুরুষগণই দেবতা এবং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ বলিয়া কথিত। অথবা "আশু শিশান", "অপ্রতিরথ উচ্যতে" ইত্যাদি মন্ত্রে অমরেশ্বর দেবতা এবং এই নামানু-সারেই মুনি জানিবে। এই মন্ত্রের ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ ও জপাদি কার্য্যে ইহার যথোচিত বিনিয়োগ জানিবে।১৯৪-৯৬

"ত্র্যম্বকং" ইত্যাদি মন্ত্রে বশিষ্ঠ ঋষি, উমাপতি দেবতা, এবং ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ।১৯৭

"বিভ্রাট্ বৃহচ্চ" ইত্যাদি মন্ত্রে সূর্য্য দেবতা জানিবে। রুদ্রমন্ত্র-জপপরায়ণ দ্বিজশ্রেষ্ঠ এই সমস্ত বিধি সম্যগ্‌রূপে চিন্তা করিয়া যে যে কর্মে আরম্ভ করে, সেই সেই কর্মে যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকে। বেদাধ্যায়দাতা অর্থাৎ তদধ্যাপক, শ্রদ্ধার সহিত ধনদানকারী ও রুদ্রমন্ত্রজপ-পরায়ণব্যক্তির সন্ততিগণের আয়ুঃ ও কীর্তি বর্ধিত হয়। এই মন্ত্র পবিত্র, গোপনীয় ও পাপনাশক।১৯৮-২০১

শিবসম্বন্ধীয় তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষজ্ঞ ও বেদ-বেদাঙ্গপারগ বিপ্র শিবকথিত বিধিসমূহের মধ্যে রুদ্র-দেবতাবিষয়ক শ্রেষ্ঠ বিধি যথাযথরূপে অনুষ্ঠান করিবে।২০২

যদ্‌যদারভতে তত্তদ্ যথোক্তফলদং ভবেৎ।
বেদাধ্যায়স্য দাতৃণাং শ্রদ্ধয়া দ্রবিণস্য চ ॥২০০
প্রজ্ঞানামায়ুষঃ কীর্ত্তের্ভূয়স্ত্বং রুদ্রজাপিনঃ।
ইমং মন্ত্রং পবিত্রঞ্চ রহস্যং পাপনাশনম্ ॥২০১
রুদ্রবিধিং বিধিশ্রেষ্ঠং কুর্য্যাদ্ বিপ্রঃ শিবেরিতম্।
শৈবাগমবিশেষজ্ঞো বেদ-বেদাঙ্গপারগঃ ॥২০২
কুর্য্যাদ্ যদেবং বিধিবদ্ বিধানং
শম্ভোরজস্রং প্রথিতং দ্বিজেন্দ্রাঃ।
প্রাপ্নোতি লোকং স শিবস্য সাক্ষাদ্
অত্রাপি স স্যাচ্ছিববৎ সুপূজ্যঃ ॥২০৩
মন্ত্রাণি সর্বাণি চ সদ্‌দ্বিজস্য
নির্দেশকর্ত্তৃণি ভবন্তি তস্য।
যঃ সাধয়েৎ প্রোক্তবিধানবিজ্ঞো
মন্ত্রাভিপূজ্যঃ স তু শম্ভুবৎ স্যাৎ ॥২০৪
মন্ত্রং ত্রিনেত্রং জুহুয়াৎ হুতাশে
যো বিল্বপত্রৈর্ঘৃত-দুগ্ধমিশ্রৈঃ।
নিহত্য মৃত্যুং শ্রিয়মেতি ধাত্র্যাং
প্রাপ্নোতি পশ্চাচ্ছিবলোকমেব ॥২০৫
পঞ্চভাগঞ্চ ষড়্‌জাতং পঞ্চেন্দ্রং পঞ্চবারুণম্।
ষড়্‌জাতিঞ্চ জপিত্বা তু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥২০৬
ইতি রুদ্রশান্তিবিধিঃ।

অথ তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ ॥

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি তড়াগাদিবিধিং শুভম্।
কৃতেন যেন তেষাং তু প্রতিষ্ঠা সম্প্রজায়তে ॥২০৭
অস্মন্নামস্য তাতেন পৃচ্ছতি রঘুপুঙ্গবে।
তড়াগাদ্যুৎসবে প্রোক্তো বিধিঃ সোঽয়ং
প্রকীর্তিতঃ ॥২০৮
দীর্ঘিকাসু তড়াগেষু সন্নিহতাসু যো বিধিঃ।
তং বসিষ্ঠোঽবদৎ সম্যগ্ দশরথস্য পৃচ্ছতঃ ॥২০৯
তস্মাচ্চ শ্রুতবান্ শক্তিঃ শুশ্রাবাতঃ পরাশরঃ।
তৎপ্রসাদেন তৎপ্রোক্তো যো বিধিঃ
সম্প্রচক্ষ্যতে ॥ ২১০

---

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! যিনি শম্ভু-কথিত ও প্রসিদ্ধ অজস্র-বিধান বিধি অনুসারে পালন করেন, তিনি সাক্ষাৎ শিবলোক প্রাপ্ত হন এবং ইহলোকেও তিনি শিবের ন্যায় সুপূজ্য হ'ন।২০৩

নির্দেশক সমস্ত মন্ত্র সেই সদ্দ্বিজের আয়ত্তাধীন হয়। কথিত বিধান-সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হইয়া যিনি সাধন করেন, তিনি শম্ভুর ন্যায় মন্ত্রাভিপূজ্য হন।২০৪

যিনি ঘৃত ও দুগ্ধমিশ্রিত বিল্বপত্র দ্বারা অগ্নিতে রুদ্রমন্ত্রে আহুতি প্রদান করেন, তিনি মৃত্যুকে নিবারিত করিয়া ধরাধামে শ্রীপ্রাপ্ত হন এবং পরে শিবলোক প্রাপ্ত হন।২০৫

পঞ্চভাগ, ষড়্‌জাত, পঞ্চেন্দ্র, পঞ্চবারুণ এবং ষড়্‌জাতি জপ করিয়া সর্বপাপমুক্ত হয়।২০৬

রুদ্রশান্তি-বিধি বর্ণন সমাপ্ত।

॥ অনন্তর তড়াগাদি প্রতিষ্ঠাবিধি বর্ণিত হইতেছে ॥

অনন্তর শুভ তড়াগাদি বিধি সম্যগ্‌রূপে বলিব—যাহা দ্বারা সেই তড়াগাদির প্রতিষ্ঠা হয়।২০৭

এইহেতু রামের পিতা রঘুপুঙ্গব দশরথ তড়াগাদি উৎসব-বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি (বশিষ্ঠদেব) সে সম্বন্ধে যে বিধি বলিয়াছেন, আমি সেই বিধি কীর্তন করিতেছি। দীর্ঘিকা, তড়াগ ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে যে বিধি গ্রহণীয়—তাহা বশিষ্ঠদেব জিজ্ঞাসু দশরথের নিকট বলিয়াছিলেন।২০৮-৯

তাঁহা হইতে (বশিষ্ঠদেব হইতে) শক্তিমুনিশ্রবণ করেন, অতঃপর মহামুনি পরাশর তাহা হইতে শ্রবণ করেন। এক্ষণে যে বিধি বলিতেছি, তাঁহা পরাশর-প্রোক্ত এবং তাঁহারই অনুগ্রহ লব্ধ।২১০

তড়াগাদি ও জলাশয়ের নিকটস্থ খাত (বা কৃত্রিম জলাশয়) সমূহের যে পর্য্যন্ত দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা না হয়, সে পর্য্যন্ত তাহা পরকীয় জলাশয় এবং তাহাতে স্নানাদি ক্রিয়ার অধিকার জন্মে না।২১১

যে জলাশয়ে দেবগণের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, নরগণ সেই জলে পূজা করিবে না। যে জলাশয়ে দেবগণের প্রতিষ্ঠা হয় নাই, সেই জল পানীয় নহে।২১২

তড়াগাদিনিপানানাং যাবন্নোৎসর্জনং কৃতম্ ।
তাবত্তৎ পরকীয়ং তু স্নানাদীনামনর্হকম্ ॥২১১
অপ্রতিষ্ঠিতদেবানাং ন কার্য্যং পূজনং নরৈঃ ।
অপ্রতিষ্ঠিতখাতানামপেয়ং তোয়মুচ্যতে ॥২১২
তদুৎসর্গঃ প্রকর্তব্যো নিজবিত্তানুসারতঃ ।
বিত্তশাঠ্যং প্রহেয়ং স্যাদিত্যুবাচ পরাশরঃ ॥২১৩
তদ্বিধিজ্ঞঃ শুচিঃ শান্তো ব্রাহ্মণো ধর্মবৃদ্ধয়ে ।
তদর্থং বরণীয়োঽসৌ চতুর্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ ॥২১৪
আচার্য্যস্তত্র কর্তব্যঃ পূর্তধর্মবিবৃদ্ধয়ে ।
বিপরীতমতির্যঃ স্যাত্তৎকৃতং কর্ম নিষ্ফলম্ ॥২১৫
তড়াগপালিপৃষ্ঠে তু মণ্ডপং তত্র কারয়েৎ ।
পূর্বোত্তরপ্লবে দেশে শুচিঃ স্বস্থঃ সমাহিতঃ ॥২১৬
চতুরস্রং চতুর্দ্বারং দশহস্তপ্রমাণকম্ ।
স্বামিহস্তপ্রমাণেন তোরণানি চ কারয়েৎ ॥২১৭
পাতকা বিবিধাঃ কার্য্যা নানাবর্ণাঃ সমন্ততঃ ।
শুভপল্লবসংযুক্তা দ্বারেষু কলসাঃ স্মৃতাঃ ॥২১৮
যথাবর্ণং যথাকাষ্ঠং যথাকার্য্যং প্রমাণতঃ ।
তথা যূপান্ প্রবক্ষ্যামি বর্ণানাং হিতকাম্যয়া ॥২১৯
পালাশো ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তো ন্যগ্রোধো ভূভুজঃ স্মৃতঃ
বৈল্বো বৈশ্যস্য যূপঃ স্যাচ্ছূদ্রস্যৌদুম্বরঃ স্মৃতঃ ॥২২০
শিরঃ প্রমাণো বিপ্রস্য আকণ্ঠং ক্ষত্রিয়স্য চ ।
উরঃপ্রমাণো বৈশ্যস্য শূদ্রস্য নাভিমাত্রকঃ ॥২২১
বেদিকাপাদমূলে তু যূপস্তত্র নিখন্যতে ।
যূপস্য দক্ষিণে ভাগে তোরণং তত্র কারয়েৎ ॥২২২
ব্রহ্মস্থানঞ্চ তন্মধ্যে অষ্টৌ ভাগাঃ প্রকীর্তিতাঃ ।
তেষামুত্তরতঃ সোমং কুবেরং কুবিদঙ্গতম্ ॥২২৩
ধনদং ধম্বনাগেতি ঈশাবাস্যেতি শঙ্করম্ ।
আকৃষ্ণেনেত্যাদিমন্ত্রৈশ্চ স্বৈঃ স্বৈঃ কল্প্যাস্তথা গ্রহাঃ ॥২২৪

---

নিজ বিত্তানুসারে সেই জলাশয় দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিবে। পরাশর বলিয়াছেন—জলাশয়ের উৎসর্গকার্য্যে বিত্তশাঠ্য বিশেষভাবে পরিত্যাগ করিবে।২১৩

ঐ জলাশয়-কর্তা ধর্মবৃদ্ধির জন্য চারিজন ব্রাহ্মণের সহিত জলাশয়োৎসর্গবিধিজ্ঞ, শুচি ও শান্ত ব্রাহ্মণকে বরণ করিবে।২১৪

পূর্তধর্মবৃদ্ধির জন্য বৃত ব্রাহ্মণগণ হইতে একজনকে আচার্য্যরূপে কল্পনা করিবে। পূর্বোক্ত বিধির বিপরীত-মতিসম্পন্ন ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্মই নিষ্ফল হয়।২১৫

সেই তড়াগাদির প্রান্তদেশে মণ্ডপ প্রস্তুত করাইবে, শুচি, স্বস্থ ও সমাহিত-চিত্ত হইয়া পূর্ব ও উত্তরদিকে ঈষন্নিম্নস্থানে সেই মণ্ডপ চতুরস্র ( চতুষ্কোণ ) ও চতুর্দ্বার সমন্বিত করিবে এবং তাহাতে ক্রিয়াকর্তার হস্তের প্রমানানুসারে দশহস্ত-প্রমাণ চারটি তোরণ করাইবে। চতুর্দিকে নানাবর্ণ-সমন্বিত বিবিধ পতাকা এবং শুভপল্লবযুক্ত কলস দ্বারসমূহে স্থাপন করিবে। যে বর্ণের, যে কাষ্ঠের, যে প্রমাণের ও যেরূপভাবে যূপকাষ্ঠ করিতে হইবে, অতঃপর চতুর্বর্ণের হিত কামনায় সেই যূপকাষ্ঠ-সম্বন্ধে বলিব। ব্রাহ্মণ পলাশকাষ্ঠ, ক্ষত্রিয় বটকাষ্ঠ, বৈশ্য বিল্বকাষ্ঠ ও শূদ্র উডুম্বরকাষ্ঠ দ্বারা যূপ নির্মাণ করাইবে। ব্রাহ্মণের মস্তক-প্রমাণ, ক্ষত্রিয়ের কণ্ঠ-প্রমাণ, বৈশ্যের বক্ষঃপ্রমাণ এবং শূদ্রের নাভিপ্রমাণ যূপকাষ্ঠ হইবে।২১৬-২২১

বেদিকার পাদমূলে যূপ প্রোথিত করিবে। যূপের দক্ষিণভাগে তোরণ করাইবে। বেদিকার মধ্যস্থলে ব্রহ্মস্থাপনের স্থান আট ভাগ করিবে, সেই আট ভাগের উত্তরদিকে "কুবিদঙ্গতম্" ইত্যাদি মন্ত্রে সোম-দেবতাকে, "ধম্বনাগা" ইত্যাদি মন্ত্রে ধনদাতা কুবেরকে, "ঈশাবাস্য" ইত্যাদি মন্ত্রে শঙ্করকে, "আকৃষ্ণেণ" ইত্যাদি স্ব স্ব মন্ত্র দ্বারা সূর্য্যাদি নবগ্রহকে, "ত্রাতারমিন্দ্রং" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র, "অগ্নিং দূতং" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি, "অগ্নিঃ পৃথুঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে যম, "তদ্বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণু, "নমঃ সূতেতি" মন্ত্রে নৈঋ‌ৃতি, "সপ্তর্ষয়স্তু" ইত্যাদি মন্ত্রে সপ্তঋষি এবং "বরুণস্যোত্তম্ভনমসি" ইত্যাদি মন্ত্রে বরুণদেবতাকে পূজা করিবে। এইরূপে মন্ত্রোক্ত দ্বাবিংশতি স্থানে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে পূজা করিবে।২২২-২২৬

"ইমং মে" ইত্যাদি "ত্বন্নঃ" ইত্যাদি, "সত্বন্" ইত্যাদি "তত্বায়ামি" ইত্যাদি, "উদুত্তমং ইত্যাদি, "সমুদ্রোঽসি" ইত্যাদি, "সমুদ্র" ইত্যাদি", "ত্রীন্" ইত্যাদি, "সমুদ্রান্" ইত্যাদি এবং "নিম্নীন্" ইত্যাদি এই দশটি বারুণমন্ত্রে

ত্রাতারমিন্দ্রমিতীন্দ্রমগ্নিং দূতঞ্চ পাবকম্।
অগ্নিঃ পৃথুরিত্যাদি ধর্ম্মরাজং দ্বিজোত্তমঃ ॥২২৫
তদ্বিষ্ণোরিতি বৈ বিষ্ণুং নমঃ সূতেতি নৈঋর্তিম্।
সপ্তর্ষয়স্তু ইত্যাদি মন্ত্রৈঃ সপ্ত ঋষীংস্তথা ॥২২৬
বরুণস্যোত্তম্ভনমসি বরুণঞ্চ প্রপূজয়েৎ।
এবং দ্বাবিংশতিস্থানানি মন্ত্রোক্তানি পৃথক্
পৃথক্ ॥২২৭
ইমং মে, ত্বন্নঃ, সত্বন্নস্তত্ত্বায়ামি হ্যদুত্তমম্।
সমুদ্রোঽসি সমুদ্রেতি ত্রীন্ সমুদ্রান্ নিমীনপি ॥২২৮
দশভির্বারুণৈর্মন্ত্রৈরাহুতীনাং শতদ্বয়ম্।
শতমর্ধং শতং বাপি বিংশত্যষ্টোত্তরং শতম্ ॥২২৯
গোসহস্রং শতং বাপি শতার্ধং বা প্রদীয়তে।
অলাভে চৈব গাং দদ্যাদেকামপি পয়স্বিনীম্ ॥২৩০
অরোগাং বৎসসংযুক্তাং সুরূপাং ভূষণান্বিতাম্।
সৌবর্ণা রাজতাস্তাম্রাঃ কাংস্যাঃ সীসাশ্চ
শক্তিতঃ ॥২৩১

মৎস্যা নক্রাদয়ঃ কার্য্যা বিবিধাবর্তবৃত্তয়ঃ।
গো-বৎসৌ বস্ত্রবদ্ধৌ চ আগ্নেয্যাং দিশি
সংস্থিতৌ ২৩২
বায়ব্যাভিমুখৌ তত্র কারয়েদ্ বারিমধ্যতঃ।
বস্ত্রযুগ্মানি বিপ্রেভ্যো মুদ্রিকা-ছত্রিকাদয়ঃ ॥২৩৩
ভক্ত্যা চৈতাঃ প্রদাতব্যাঃ প্রসাদ্য যত্নতো দ্বিজাঃ।
বিপ্রান্ সন্তোষ্য দেয়ানি দানানি বিবিধান্যপি ॥২৩৪
হেমপুরুষসংযুক্তাং শয্যাং দদ্যাচ্চ শক্তিতঃ।
আসনানি প্রশস্তানি ভাজনানি নিবেদয়েৎ ॥২৩৫
এতৎপ্রদক্ষিণীকৃত্য স্বাত্মনা চ বিপশ্চিতঃ।
প্রসাদয়েদ্ দ্বিজান্ সর্বান্ বাঞ্ছন্ পূর্তফলং নরঃ ॥২৩৬
কৃতাঞ্জলিপুটো ভূত্বা বিপ্রাণামগ্রতঃ স্থিতঃ।
ব্রুয়াদেবং, ভবন্তোঽত্র সর্বে বিপ্রবপুর্ধরাঃ ॥২৩৭
তে যূয়ং তারয়ধ্বং মাং সংসারার্ণবতো দ্বিজাঃ।
আগতাঃ সম পুণ্যেন পূর্তকর্মপ্রসাধকাঃ ॥২৩৮
কূর্মশ্চ মকরশ্চৈব সৌবর্ণস্তত্র কারয়েৎ।
মীনাশ্চ রাসভাশ্চৈব তাম্রা দর্দুরকাঃ স্মৃতাঃ ॥২৩৯

শত, অর্ধশত (পঞ্চাশৎ), বিংশতি বা অষ্টোত্তরশত আহুতি দিবে ২২৭-২৯

সহস্র, শত বা অর্ধশত গো প্রদান করিবে। গো সংগ্রহ করিতে না পারিলে (উল্লিখিতসংখ্যক) রোগশূন্যা বৎসযুক্তা, সুরূপা, ও অলঙ্কৃতা একটি পয়স্বিনী গো দান করিবে। শক্তি অনুসারে সুবর্ণ, রজত, তাম্র, কাংস্য ও সীসক দ্বারা মৎস্য, কুম্ভীর প্রভৃতি নানাপ্রকার জলচর প্রাণী নির্মাণ করাইবে। অগ্নিকোণে অবস্থিত বস্ত্রবদ্ধ গো ও বৎসকে জল-মধ্য দিয়া বায়ুকোণাভিমুখে চালনা করিবে। হে দ্বিজগণ! যত্নপূর্বক ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বস্ত্রযুগল, মুদ্রা ও ছত্রাদি ভক্তি-সহকারে দান করিবে। এবং অন্যান্য বিপ্রগণকে সন্তুষ্ট করিয়া বিবিধ দ্রব্য দান করিবে।২৩০-৩৪

শক্তি অনুসারে সুবর্ণ দ্বারা পুরুষাকৃতি মূর্তি নির্মাণ করাইয়া তৎসংযুক্ত শয্যা দান করিবে এবং আসন ও প্রশস্ত পাত্র নিবেদন করিবে। তারপর পূর্তফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি জলাশয় প্রদক্ষিণ করিয়া সকল বিদ্বদ্ব্রাহ্মণগণের প্রসন্নতা বিধান করিবে।২৩৫-৩৬

"আমার পুণ্যবশতঃ পূর্তকর্মের প্রসাধনের জন্য বিপ্র-শরীরধারী আপনারা সকলে এখানে আগমন করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! আপনারা আমাকে সংসারসমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন", বিপ্রগণের সম্মুখে অবস্থান করত কৃতাঞ্জলিপুটে এইরূপ বলিবে।২৩৭-২৩৮

সুবর্ণময় কূর্ম ও মকর এবং তাম্রময় মৎস্য, রাসভ ও ভেক প্রস্তুত করাইবে।২৩৯

সীসক দ্বারা জলহস্তী ও গোসাপ প্রস্তুত করাইবে। শক্তি অনুসারে অন্যান্য জলজন্তুও নির্মাণ করাইবে।২৪০

বিদ্বদ্ব্রাহ্মণ দ্বারা প্রতিষ্ঠাবিধানানুসারে পুণ্য ও প্রশস্ত বাপী, কূপ ও তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা কার্য্য করাইবে।২৪১

মানব স্বাভাবিক শাঠ্য বর্জনপূর্বক তড়াগাদি খনন করাইয়া চতুর্দশ ইন্দ্র যাবৎ স্বর্গে ক্রীড়া করে। তড়াগাদি সমস্ত খাত জলাশয়ে যে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই

জলকুক্কুর-গোধাশ্চ সৈসাস্তত্র প্রকল্পয়েৎ।
অন্যেঽপি জলজাস্তত্র শক্তিতস্তান্ প্রকল্পয়েৎ ॥২৪০
ইমং পুণ্যং প্রশস্তঞ্চ তড়াগাদিবিধিং নরঃ।
বাপী-কূপ-তড়াগাদৌ কারয়েৎ ব্রাহ্মণৈর্বুধৈঃ ॥২৪১
খাতয়িত্বা তড়াগাদি স্বভাবাচ্ছাঠ্যবর্জিতঃ।
মানবঃ ক্রীড়তি স্বর্গে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দশ ॥২৪২
এতদ্বিধানং বিদধাতি ভক্ত্যা
খাতেষু সর্বেষু তড়াগকেষু।
সোঽমুত্র কামৈঃ পরিপূর্ণদেহো
ভুঙ্‌ক্তে ধরিত্র্যামিহ সর্বভোগান্ ॥২৪৩
বদন্তি কেচিদ্ বরুণস্য লোকে
প্রয়াতি ভোগান্ বরুণস্য ভুঙ্‌ক্তে।
ভুক্ত্বা চিরং তত্র পুনর্ধরিত্র্যাং
নরেন্দ্রতামেতি পরাশরোক্তিঃ ॥২৪৪
ইতি তড়াগাদিপ্রতিষ্ঠাবিধিঃ ॥

বিধানানুসারে প্রতিষ্ঠা কার্য্য করে, সে এই পৃথিবীতে এবং পরলোকে সমস্ত কামনার সহিত পরিপূর্ণদেহ লাভ করিয়া সর্বপ্রকার অভীষ্ট ভোগ্যবস্তু ভোগ করে।২৪২-৪৩

কেহ কেহ বলেন,—সেই ব্যক্তি বরুণলোকে গমন করে এবং বরুণদেবতার ভোগ্য ভোজন করে। বহুকাল বরুণলোকে ভোগ করার পর ধরাধামে রাজত্ব প্রাপ্ত হয়—ইহা পরাশর বলেন।২৪৪

তড়াগাদি প্রতিষ্ঠা-বিধি সমাপ্ত।

**অনন্তর লক্ষহোমবিধি বর্ণিত হইতেছে।**

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! অনন্তর পুণ্য লক্ষহোমবিধি এবং তৎপর কোটিহোমবিধি বিশেষভাবে বলিব, আমার এই উক্তি হইতে তাহা শ্রবণ করুন।২৪৫

পূর্বে পিতামহ স্বয়ম্ভু ইহা আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন। এই পাপনাশনবিধি বিশেষভাবে বলিব, আপনারা শ্রবণ করুন।২৪৬

ইহলোকে যেখানে যে সকল ব্রাহ্মণ ভূমি বা মণ্ডপ করাইয়া থাকেন, সেখানে যে যে সমিধ্ যে যে মন্ত্র এবং অন্য যাহা প্রয়োজনীয় হয়, তৎসম্বন্ধে বলিব।২৪৭

**অথ লক্ষ-হোমবিধিঃ ॥**

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি দ্বিজেন্দ্রাঃ শ্রূয়তামিতঃ।
লক্ষহোমবিধিং পুণ্যং কোটিহোমবিধিং ততঃ ॥২৪৫
স্বয়ম্ভুর্যমুবাচ প্রাগস্মত্তাতং পিতামহঃ।
তমিমং সম্প্রবক্ষ্যামি শ্রূয়তাং পাপনাশনম্ ॥২৪৬
যে চেহ ব্রাহ্মণাঃ কার্য্যা ভূমির্বা যত্র মণ্ডপম্।
সমিধো যাশ্চ যে মন্ত্রা অন্যচ্চ তত্র যদ্ভবেৎ ॥২৪৭
লক্ষহোমমিমং বিপ্রাঃ কথ্যমানং নিবোধত।
যুগ্মাশ্চ ঋত্বিজঃ কার্য্যা ব্রাহ্মণা যে বিপশ্চিতঃ ॥২৪৮
নিয়মব্রতসম্পন্নাঃ সহিতাঃ পার্থিবেন তু।
নিত্যং জপরতা যে চ নিযোজ্যাস্তাদৃশা দ্বিজাঃ ॥২৪৯
কন্দ-মূল-ফলাহারা দধি-ক্ষীরাশিনোঽপি চ।
প্রাগুদীচ্যাং সমে দেশে স্থণ্ডিলং যত্র কারয়েৎ ॥২৫০
তত্র বেদীং প্রকুর্বীত পঞ্চহস্তপ্রমাণিকাম্।
দক্ষিণোত্তর আয়ামে ত্রিংশত্তু পূর্বপশ্চিমে ॥২৫১

হে বিপ্রগণ! আমার বক্ষ্যমান্ এই লক্ষহোম-বিধি শ্রবণ করুন—এই অনুষ্ঠানে যে সকল বিদ্বদ্‌ব্রাহ্মণ যুগ্ম যুগ্মভাবে ঋত্বিক্ হইবেন, তাহাদের গুণাবলি বলিব।২৪৮

যে সকল দ্বিজ নিয়মব্রতসম্পন্ন, জাগতিক বিধির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ও নিত্য জপরত সেই দ্বিজগণকে এই অনুষ্ঠানে নিযুক্ত করিবে এবং যাহারা কন্দ, মূল, ফল, দধি ও ক্ষীরভোজী, তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবে। পূর্বোত্তরকোণস্থ সমতল-ভূমিতে যেখানে মণ্ডপ করাইবে, সেইস্থানে পাঁচহাত পরিমিত বেদী নির্মাণ করিবে। দক্ষিণ-উত্তর দিকে দৈর্ঘ্যে ত্রিশহাত এবং পূর্ব ও পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ত্রিশহাত হইবে। একবিংশতিঅঙ্গুলি-পরিমিত কুণ্ড খনন করিবে; হিরণ্য ও বিবিধ রত্ন সেই কুণ্ডে স্থাপন করিবে। তদুপরি বালুকা স্থাপন করিয়া সেই স্থানে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে। পূর্বদিকে নক্ষত্রের সহিত গ্রহসমূহকে অর্চনা করিবে এবং অবদানবিধি অনুসারে স্থালীপাক অর্পণ করিবে। আজ্যভাগ দ্বারা আহুতি প্রদান করিয়া নিম্নলিখিত দেবগণ উদ্দেশ্য নয়টি আহুতি

কুণ্ডানি খনিতব্যানি অঙ্গুলান্যেকবিংশতিঃ।
নির্বাপয়েদ্ধিরণ্যঞ্চ রত্নানি বিবিধানি চ ॥২৫২
সিকতোপরি দাতব্যা তত্রাপ্যগ্নিং সমিদ্ধয়েৎ।
গ্রহাংশ্চৈব সনক্ষত্রান্ দিশি প্রাচ্যাং সমর্চয়েৎ ॥২৫৩
অবদানবিধানেন স্থালীপাকং সমর্পয়েৎ।
আজ্যভাগাহুতীর্হুত্বা নবাহুত্যা চ হোময়েৎ ॥২৫৪
অগ্নিং সোমং তথা সূর্য্যং বিষ্ণুং চৈব প্রজাপতিম্।
বিশ্বেদেবান্ মহেন্দ্রঞ্চ মিত্রং স্বিষ্টকৃতং তথা ॥২৫৫
দধি-মধু-ঘৃতাক্তানাং সমিধাং চৈব যাজ্ঞিকাঃ।
হোময়েচ্চ সহস্রং তু মন্ত্রৈশ্চৈব যথাক্রমম্ ॥২৫৬
চতুর্বিংশতির্গায়ত্র্যা মানস্তোকেতি ষট্ তথা।
ত্রিংশদ্ গ্রহাদিমন্ত্রৈশ্চ চত্বারশ্চৈব বৈষ্ণবৈঃ ॥২৫৭
কুষ্মাণ্ডৈর্জুহুয়াৎ পঞ্চ বিকিরেদ্ বাথ ষোড়শ।
জুহুয়াদ্দশসহস্রাণি জাতবেদস ইত্যৃচা ॥২৫৮
তথা পঞ্চসহস্রাণি জুহুয়াদিন্দ্রদৈবতৈঃ।
হুতে শতসহস্রে তু অভিষেকং বিধাপয়েৎ ॥২৫৯
পুণ্যাভিষেকে যৎপ্রোক্তং তৎপ্রদায় শুভং ভবেৎ।
অথ ষোড়শভিঃ কুম্ভৈঃ সহিরণ্যৈঃ সমঙ্গলৈঃ ॥২৬০
সর্বৌষধিসমাযুক্তৈর্নানারত্নবিভূষিতৈঃ।
অভিষেকং ততঃ কুর্য্যাৎ স্নানমন্ত্রৈর্যথোচিতৈঃ ॥২৬১
সমাপ্তে তু ততস্তস্মিন্ প্রধানা দক্ষিণাঃ স্মৃতাঃ।
গজা-হশ্বরথ-যানানি ভূমিং বস্ত্রযুগানি চ ॥২৬২
অন্নঞ্চ গোশতং হেম ঋত্বিজাং চৈব দক্ষিণা।
বৃষৈণৈকাদশেনাথ দাতব্যা দশ ধেনবঃ ॥২৬৩
স্বশক্ত্যাতঃ প্রদাতব্যং বিত্তশাঠ্যং ন কারয়েৎ।
এবং কৃতে তু যৎকিঞ্চিদ্ গ্রহপীড়াসমুদ্ভবম্ ॥২৬৪
ভৌমমাকাশগং বাপি অরিষ্টং যচ্চ জায়তে।
তৎসর্বং লক্ষহোমেন প্রশমং যাতি নিশ্চিতম্ ॥২৬৫
শান্তির্ভবতি পুষ্টিশ্চ বলং তেজঃ প্রবর্ধতে।
বৃষ্টির্ভবতি রাষ্ট্রে চ সর্বোপদ্রবসংক্ষয়ঃ ॥২৬৬

ইতি লক্ষহোমবিধিঃ।

---

দ্বারা হোম করিবে। যথা—অগ্নি, সোম, সূর্য্য, বিষ্ণু, প্রজাপতি, বিশ্বেদেব, মহেন্দ্র, মিত্র ও স্বিষ্টকৃৎ। যাজ্ঞিকগণ যথাক্রমে মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক দধি, মধু ও ঘৃতাক্ত সমিধ্ দ্বারা সহস্র হোম করিবে। "গায়ত্রী" দ্বারা চতুর্বিংশতি, "মানস্তোকে" ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা ছয়, গ্রহমন্ত্র দ্বারা ত্রিংশৎ, বিষ্ণুমন্ত্র দ্বারা চার এবং কুষ্মাণ্ড-মন্ত্র দ্বারা পাঁচবার হোম করিবে অথবা ষোড়শবার বিকীরণ (হোম) করিবে। "জাতবেদসে" ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা দশসহস্র হোম করিবে।২৪৯-৫৮

ইন্দ্রদেবতা সম্বন্ধীয়-মন্ত্রদ্বারা পঞ্চসহস্র হোম করিবে। লক্ষ হোম সমাপ্ত হইলে অভিষেক করিবে।২৫৯

পুণ্যাভিষেকে যে মন্ত্র কথিত হইয়াছে, সেই মন্ত্রে অভিষেক করিলে শুভ হয়। অনন্তর সর্বৌষধি সমাযুক্ত, নানারত্ন-বিভূষিত ও হিরণ্যসহিত ষোড়শ মাঙ্গলিক কুম্ভস্থ জল দ্বারা যথোচিত স্নানমন্ত্রে অভিষেক করিবে। ২৬০-৬১

তৎপর সেই অভিষেক-কর্ম সমাপ্ত হইলে দক্ষিণা দিবে। দক্ষিণাদানে নিম্নোক্ত দ্রব্যসমূহ প্রধান বলিয়া কথিত হইয়াছে। গজ, অশ্বযুক্ত রথ, যান, ভূমি, বস্ত্রযুগল, অন্ন, এক শত গো, হেম ও একাদশটি বৃষের সহিত দশটি ধেনু ঋত্বিগ্‌গণকে দক্ষিণা প্রদান করিবে। স্বীয় শক্তি অনুসারে দক্ষিণা প্রদান করিবে, বিত্তশাঠ্য করিবে না। এই প্রকারে হোম করিলে যাহা কিছু গ্রহপীড়া জন্মে, ভূমি ও আকাশ-সম্বন্ধীয় উপদ্রব উপস্থিত হয় এবং অশুভলক্ষণ প্রকাশ পায়, তৎসমস্তই লক্ষহোম দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রশমিত হয়, শান্তি ও পুষ্টি হয়, বল ও তেজঃ বর্দ্ধিত হয়, সর্বোপদ্রব বিনষ্ট হয় এবং রাজ্যে সুবৃষ্টি হয়।২৬২-৬৬

লক্ষহোমবিধি-বর্ণন সমাপ্ত।

## অথ কোটিহোমবিধিঃ

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি কোটিহোমবিধিং দ্বিজাঃ।
শ্রূয়তামাদরেণৈষঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥২৬৭
সানুষ্ঠানা দ্বিজাঃ প্রোক্তা ঋত্বিজো যাগকর্মণি।
বিধিজ্ঞাশ্চৈব মন্ত্রজ্ঞাঃ স্বদারনিরতাশ্চ যে ॥২৬৮
বরণীয়া বিশেষেণ গ্রহযাগক্রিয়াবিদঃ।
একাঙ্গবিকলো বিপ্রো ধন-ধান্যাপহারকঃ ॥২৬৯
সর্বাঙ্গবিকলো যস্তু যজমানং হিনস্তি সঃ।
তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নেন বেদাঙ্গবিধিকোবিদাঃ ॥২৭০
প্রকর্তব্যা বিশেষেণ গ্রহযজ্ঞবিদো দ্বিজাঃ।
কার্য্যশ্চৈব প্রযত্নেন গ্রহযজ্ঞশ্চ বৈ দ্বিজৈঃ ॥২৭১
অধ্যেতা চৈব মন্ত্রাণামৃচামষ্টোত্তরং শতম্।
স এব ঋত্বিগ্ বিজ্ঞেয়ঃ সর্বকামফলপ্রদঃ ॥২৭২
আবাহনীয়ো যত্নেন প্রণিপত্য মুহুর্মুহুঃ।
গ্রহাঃ ফলন্তু নাগাশ্চ সুরাশ্চৈব নরেশ্বরাঃ ॥২৭৩
এবং কৃতে তু যৎ কিঞ্চিৎ গ্রহপীড়াসমুদ্ভবম্।
তৎসর্বং নাশয়েদ্ দুঃখং কৃতঘ্নঃ সৌহৃদং যথা ॥২৭৪
অস্মাচ্ছতগুণঃ প্রোক্তঃ কোটিহোমঃ স্বয়ম্ভুবা।
আহুতীভিঃ প্রযত্নেন দক্ষিণাভিঃ ফলেন চ ॥২৭৫
পূর্ববদ্ গ্রহদেবানামাবাহন-বিসর্জনে।
হোমমন্ত্রাস্তু এবোক্তাঃ স্নানং দানং তথৈব চ ॥২৭৬
মণ্ডপস্য চ বেদ্যাশ্চ বিশেষঞ্চ নিবোধত।
কোটিহোমে চতুর্হস্তং চতুর্হস্তায়তং পুনঃ ॥২৭৭
যোনিবক্ত্রদ্বয়োপেতং তদপ্যাহুস্ত্রিমেখলম্।
দ্ব্যঙ্গুলেনোচ্ছ্রিতা কার্য্যা প্রথমা মেখলা বুধৈঃ ॥২৭৮
ত্র্যঙ্গুলৈরুদ্ধৃতা তদ্বদ্ দ্বিতীয়া মেখলা স্মৃতা।
উচ্ছ্রায়ে মেখলা যা তু তৃতীয়া চতুরঙ্গুলা ॥২৭৯

## অনন্তর কোটিহোমবিধি বর্ণিত হইতেছে।

হে দ্বিজগণ! অনন্তর কোটিহোমবিধি বিশেষতঃ সর্বকামফলপ্রদ এই বিধি সমাদরের সহিত শ্রবণ করুন। যাগকর্মে যে সকল দ্বিজ দ্বিজোচিত অনুষ্ঠানশীল, বিধিজ্ঞ, মন্ত্রজ্ঞ, স্বদারনিরত ও বিশেষরূপে গ্রহযাগ-ক্রিয়াভিজ্ঞ, সেইরূপ দ্বিজগণকে বরণ করিবে। একাঙ্গ-বিকল বিপ্রকে গ্রহযজ্ঞে বরণ করিলে যজ্ঞকর্তার ধনধান্য অপহৃত হয়, আর সর্বাঙ্গবিকল বিপ্র বৃত হইলে যজমানকে বিনষ্ট করে। সেই হেতু বেদাঙ্গ-বিধিজ্ঞ বিদ্বদ্গণকে ও বিশেষরূপে গ্রহযাগাভিজ্ঞগণকে সর্বপ্রযত্নে ঋত্বিগ্‌রূপে বরণ করা কর্তব্য।২৬৭-৭১

অষ্টোত্তরশতবেদমন্ত্রের যিনি অধ্যেতা, তাঁহাকেই সর্বকামফলপ্রদ ঋত্বিক্ জানিবে। মুহুর্মুহু প্রণিপাত করিয়া যত্নপূর্বক সেই ঋত্বিক্ গ্রহগণ, নাগগণ, সুরগণ ও নরেশ্বরগণকে আবাহন করিবে। যেরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তি সৌহার্দ নষ্ট করে, সেইরূপ এই প্রকারে যথাবিধি গ্রহযাগ করিলে গ্রহপীড়া-সমুদ্ভূত যে সকল দুঃখ তৎসমস্তই বিনষ্ট হয়।২৭১-৭৪

আহুতি, দক্ষিণা ও ফলদ্বারা যত্নপূর্বক কৃত কোটিহোম ইহা হইতে শতগুণশ্রেষ্ঠ—ইহা স্বয়ম্ভু বলিয়াছেন। গ্রহদেবগণের আবাহন ও বিসর্জন পূর্বের ন্যায় করিবে। হোমমন্ত্র, স্নান ও দান—সমস্তই পূর্ববৎ।২৭৫-৭৬

কোটিহোমে মণ্ডপ ও বেদীর বিশেষ বিধি অবগত হও। চতুর্হস্তপরিমিত দৈর্ঘ্য ও চতুর্হস্তপরিমিত প্রস্থ জানিবে। মণ্ডপ ও বেদী ত্রিমেখলাবিশিষ্ট ও যোনি-বক্ত্রদ্বয়যুক্ত হইবে। প্রথমা মেখলা দুই অঙ্গুলি পরিমাণ উন্নত করিবে, দ্বিতীয়া মেখলা তাহা হইতে দুই অঙ্গুলি উদ্ধৃত করিবে এবং তৃতীয়া মেখলা চতুরঙ্গুল-পরিমাণ উন্নত করিবে। পূর্ব দুইটি হইতে ইহার বিস্তার দ্ব্যঙ্গুল প্রশস্ত। ছয় ও সাত অঙ্গুলিবিস্তৃত অর্ধহস্ত-পরিমিত যোনি হইবে। মধ্যস্থলে কূর্মপৃষ্ঠ-সদৃশ উদ্ধৃত ও পার্শ্বে অঙ্গুলি-পরিমিত উন্নত হইবে। গজোষ্ঠ-সদৃশ ও দীর্ঘছিদ্রসংযুক্ত যোনি নির্মাণ করিবে। সকল কুণ্ডেই এইরূপ যোনি-লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সকলস্থলেই মেখলার উপরে অশ্বত্থপত্রতুল্য যোনি জানিবে।২৭৭-৮২

কোটিহোমে অর্ধহস্তচতুষ্টয় বেদী হইবে এবং তাহা চতুষ্কোণযুক্ত ও বিপ্রত্রয়-বেষ্টিত হইবে। পূর্বোক্ত বিপ্র-প্রমাণ বেদিকা উন্নত করিবে। তৎপর

দ্ব্যঙ্গুলস্তত্র বিস্তারঃ পূর্বয়োরেব শস্যতে।
বিতস্তিমাত্রা যোনিঃ স্যাৎ ষট-সপ্তাঙ্গুলবিস্তৃতা ॥২৮০
কূর্মপৃষ্ঠোদ্ধৃতা মধ্যে পার্শ্বতশ্চাঙ্গুলোচ্ছ্রিতা।
গজোষ্ঠসদৃশা তদ্বদায়ামচ্ছিদ্রসংযুতা ॥২৮১
এতৎসর্বেষু কুণ্ডেষু যোনিলক্ষণমীরিতম্।
মেখলোপরি সর্বত্র অশ্বত্থপত্রসন্নিভা ॥২৮২
বেদী চ কোটিহোমে স্যাদ্ বিতস্তীনাং চতুষ্টয়ম্।
চতুরস্রা সমা তদ্বৎ ত্রিভির্বিপ্রৈঃ সমাবৃতা ॥২৮৩
বিপ্রপ্রমাণং পূর্বোক্তং বেদিকায়াস্তথোচ্ছ্রয়ঃ।
ততঃ ষোড়শহস্তঃ স্যান্মণ্ডপশ্চ চতুর্মুখঃ ॥২৮৪
পূর্বদ্বারেঽপি সংস্থাপ্য বহ্বৃচং বেদপারগম্।
যজুর্বেদং তথা যাম্যে পশ্চিমে সামবেদিনম্ ॥২৮৫
অথর্ববেদিনং তদ্বদুত্তরে স্থাপয়েদ্ বুধঃ।
অষ্টৌ তু হোমকাঃ কার্য্যা বেদ-বেদাঙ্গবেদিনঃ ॥২৮৬
এবং দ্বাদশবিপ্রাণাং বস্ত্রমাল্যানুলেপনৈঃ।
পূর্ববৎ পূজনং কৃত্বা সর্বাভরণভূষণৈঃ ॥২৮৭
রাত্রিসূক্তঞ্চ সৌরঞ্চ পাবমানং তু মঙ্গলম্।
পূর্বতো বহ্বৃচঃ শান্তিং পাবমানমুদঙ্মুখম্ ॥২৮৮
সূক্তং রৌদ্রঞ্চ সৌম্যঞ্চ কূষ্মাণ্ডং শান্তিমেব চ।
পাঠয়েদ্দক্ষিণে দ্বারে যজুর্বেদিনমুত্তমম্ ॥২৮৯
সৌপর্ণমথ বৈরাজমাগ্নেয়ীং রুদ্রসংহিতাম্।
পঞ্চভিঃ সপ্তভির্বাথ হোমঃ কার্য্যশ্চ পূর্ববৎ ॥২৯০
স্নানে দানে চ যে মন্ত্রাস্ত এব দ্বিজসত্তমাঃ।
জ্যেষ্ঠসাম তথা শান্তিং ছন্দোগঃ পশ্চিমে
জপেৎ ॥২৯১
স্ববিধানং তথা শান্তিমথর্বোত্তরতো জপেৎ।
বসোর্ধারাবিধানং তু লক্ষহোমবদিষ্যতে ॥
অনেন বিধিনা যশ্চ গ্রহপূজাং সমাচরেৎ ॥২৯২
সর্বান্ কামানবাপ্নোতি ততো বিষ্ণুপুরং ব্রজেৎ।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্ বাপি গ্রহযাগমিমং নরঃ ॥২৯৩
সর্বপাপবিনির্মুক্তঃ স গচ্ছেদ্ বৈষ্ণবং পদম্।
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ দশ চাষ্টৌ চ ধর্মবি॰ ॥২৯৪

---

চতুর্দ্বার-বিশিষ্ট ষোড়শহস্ত-পরিমিত মণ্ডপ করিবে। পূর্বদ্বারে ঋগ্‌বেদজ্ঞ, দক্ষিণদ্বারে যজুর্বেদজ্ঞ, পশ্চিম-দ্বারে সামবেদজ্ঞ ও উত্তরদ্বারে অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিবে। বেদ-বেদাঙ্গপারগ আটজন ব্রাহ্মণ হোতৃপদে স্থাপন করিবে।২৮৩-৮৬

বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন ও সর্বপ্রকার ভূষণাভরণ দ্বারা দ্বাদশজন বিপ্রকে পূর্বের ন্যায় পূজা করিবে। অনন্তর পূর্বদ্বারাবস্থিত ঋগ্‌বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাত্রিসূক্ত, সৌরসূক্ত, মঙ্গলকর-পাবমানীসূক্ত ও অন্যপাবমানী শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। দক্ষিণ-দ্বারাবস্থিত উত্তম যজুর্বেদজ্ঞ রৌদ্রসূক্ত, সৌম্যসূক্ত ও কুষ্মাণ্ড-শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন।২৮৭-৮৮

সৌবর্ণ, বৈরাজ, আগ্নেয়ী ও রুদ্রসংহিতা অবলম্বন করিয়া পাঁচ বা সাতটি মন্ত্র দ্বারা পূর্বের ন্যায় হোম করিবে।২৮৯

হে দ্বিজসত্তমগণ! স্নানে ও দানে যে যে মন্ত্র উল্লিখিত আছে, সেই সেই মন্ত্র এইস্থলে পাঠ করিবে। সামবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পশ্চিমদ্বারে শ্রেষ্ঠ সামবেদোক্ত শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। উত্তরদ্বারে অথর্ববেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ অথর্ব-বেদোক্ত শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। লক্ষহোমে যেরূপ বসুধারাদানের বিধান উক্ত হইয়াছে, কোটিহোমেও সেইরূপ বসুধারা দান করিবে। এই বিধি অনুসারে যিনি গ্রহপূজা করেন, তিনি সমস্ত অভীষ্ট প্রাপ্ত হন এবং দেহান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি এই গ্রহ-যাগের কথা পাঠ করে বা শ্রবণ করে, সে সর্বপাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত হয়। ধর্মবিদ্ ব্যক্তি সহস্র, দশ বা অষ্ট অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয়, কোটিহোম হইতে সেই ফল লাভ হয়। সহস্র ব্রহ্মহত্যা, অর্বুদ ভ্রূণহত্যা-জনিত পাপ কোটিহোম করিলে বিনষ্ট হয়—ইহা স্বয়ং ব্রহ্মা বলিয়াছেন।২৯০-৯৫

যে নৃপতি কোটিহোম করে, তাহার পিতামহাদি যদি মহাপাপকর্ম-হেতু নরকবাসী হইয়া থাকে, তাহা

কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি কোটিহোমাত্তদশ্নুতে।
ব্রহ্মহত্যাসহস্রাণি ভ্রূণহত্যার্বুদানি চ।
নশ্যন্তি কোটিহোমেন স্বয়ম্ভূবচনং যথা ॥২৯৫

প্রপেদিরে যেহস্য পিতামহাদ্যাঃ
শ্বভ্রাণি পাপেন গরীয়সা তান্।
উদ্ধৃত্য নাকং স নয়েদ্ধি সর্বান্
যঃ কোটিহোমং নৃপতিঃ করোতি ॥২৯৬

রাষ্ট্রং মনোবাঞ্ছিতবৃষ্টিযুক্তং
ধান্যৈশ্চ রত্নৈঃ পশুভিঃ সমেতম্।
নির্দ্বন্দ্ব-নীরোগ-মদস্য তস্য
যো লক্ষকোটিহবনং বিদধ্যাৎ ॥২৯৭

যো লক্ষকোটিং বিদধাতি ভূভৃৎ
তদ্বন্নরো লক্ষশতং জুহোতি।
প্রত্যব্দমাপ্নোতি স দীর্ঘমায়ু-
র্ভুংক্তে সপত্নান্ বিজয়ী ধরিত্রীম্ ॥২৯৮

যো ব্রহ্মঘাতী গুরুদারগামী
গ্রামাদিদাহাদ্ ধ্রুবপাপযুক্তঃ।
পাপৈরশেষৈঃ পুরুষো বিমুক্তঃ
স কোটিহোমাদ্ বিবুধত্বমেতি ॥২৯৯

তস্মাত্তদা ভূপতয়ো বিদধ্যু-
র্বৃষ্টিং প্রজাসৌখ্যবলস্য পুষ্ট্যৈ
আয়ুঃপ্রবৃদ্ধ্যৈ বিজয়ায় কীর্ত্যৈ
লক্ষাদিহোমং গ্রহযাগমেতম্ ॥৩০০

ইতি কোটিহোমবিধিঃ।

॥ অথ পুত্রার্থং পুরুষসূক্তবিধানম্ ॥

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি বিধিং পাবনমুত্তমম্।
অস্মত্তাতপ্রতীতোহয়ং রঘুপৌত্রস্য ধীমতঃ ॥৩০১

অনপত্যস্য পুত্রার্থমকরোদ্ বৈভাণ্ডিকঃ স্বয়ম্।
সহস্রশীর্ষসূক্তস্য বিধানং চরুপাককৃৎ ॥৩০২

যৈর্যৈর্নৃপৈঃ কৃতং পূর্বমন্যৈরপি দ্বিজোত্তমৈঃ।
উপাসিতানি সম্ভক্ত্যা শ্রোত্রিয়ৈঃ
শ্রুতিপারগৈঃ ॥৩০৩

আত্মবিদ্ভির্নিরাহারৈঃ শ্রৌতিভির্মন্ত্রবিত্তমৈঃ।
সিধ্যন্তি সর্বমন্ত্রাণি বিধিবিদ্ভির্দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৩০৪

ক্রিয়মাণাঃ ক্রিয়াঃ সর্বাঃ সিধ্যন্তি ব্রতচারিভিঃ।
ন পাঠান্ন ধনাৎ স্নানাদাত্মনঃ প্রতিপাদনাৎ ॥৩০৫

---

হইলে সেই রাজা পিতামহাদিকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সকলকে স্বর্গে লইয়া যায়।২৯৬

যিনি লক্ষ বা কোটিহোম করেন, সেই নির্দ্বন্দ্ব, নীরোগ ও হর্ষান্বিত রাজার রাজ্য ধান্য, রত্ন ও পশু-সমন্বিত এবং মনোবাঞ্ছিত বৃষ্টিযুক্ত হয়।২৯৭

যে রাজা লক্ষ বা কোটিহোম করে এবং সেইরূপ যে নর শত ও লক্ষহোম করে, সে প্রতিবর্ষে দীর্ঘায়ু প্রাপ্ত হয়, শত্রুগণকে পরাজিত করে এবং পৃথিবী ভোগ করে।২৯৮

যে ব্যক্তি ব্রহ্মঘাতী, গুরুদারাভিগামী এবং গ্রামাদি দাহ করার জন্য নিশ্চিতরূপে পাপযুক্ত, সেই ব্যক্তি কোটিহোম করিলে অশেষপাপমুক্ত হইয়া দেবত্ব প্রাপ্ত হয়।২৯৯

সেইহেতু ভূপতিগণ বৃষ্টি, প্রজামণ্ডলীর সৌখ্য, বল, পুষ্টি ও আয়ু-বৃদ্ধির জন্য এবং বিজয় ও কীর্তির জন্য লক্ষাদি হোমযুক্ত এই গ্রহযাগ করিবেন।৩০০

কোটিহোম-বিধি বর্ণন সমাপ্ত।

**অনন্তর পুত্রার্থে পুরুষসূক্ত-বিধি বর্ণিত হইতেছে।**

অনন্তর অন্য একটি উত্তম পবিত্র বিধি বিশেষভাবে বলিব। এই বিধি আমার তাত রঘুপৌত্র ধীমান্ দশরথের নিকটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।৩০১

অপত্যহীন দশরথের পুত্রের জন্য বিভাণ্ডক-পুত্র ঋষ্যশৃঙ্গ স্বয়ং সহস্রশীর্ষাদিসূক্তের বিধানে চরুপাক করিয়াছিলেন।৩০২

পূর্বে নৃপগণ, দ্বিজোত্তমগণ, শ্রোত্রিয়গণ, শ্রুতি-পারগগণ, নিরাহারী আত্মতত্ত্বজ্ঞগণ, শ্রৌতিগণ, মন্ত্রবিদ্-

প্রাক্তনাৎ কর্মণঃ পুংসাং সর্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ।
শুক্লপক্ষে শুভে বারে শুভনক্ষত্রগোচরে ॥৩০৬
দ্বাদশ্যাং পুত্রকামো যশ্চরুং কুর্বীত বৈষ্ণবম্।
দম্পত্যোরুপবাসঃ স্যাদেকাদশ্যাং সুরালয়ে ॥৩০৭
ঋগ্‌ভিঃ ষোড়শভিঃ সম্যগর্চয়িত্বা জনার্দনম্।
চরুং পুরুষসূক্তেন শ্রপয়েৎ পুত্রকাম্যয়া ॥৩০৮
প্রাপ্নুয়াদ্ বৈষ্ণবং পুত্রং চিরায়ুঃ সন্ততিক্ষমম্ ॥৩০৯
দ্বাদশ্যাং দ্বাদশ চরূন্ বিধিবন্নির্বপেদ্দ্বিজঃ।
যঃ করোতি মহাযাগং বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥৩১০
হুত্বাজ্যং বিধিবৎ পূর্বমৃগ্‌ভিঃ ষোড়শভিস্তথা।
সমিধোঽশ্বত্থবৃক্ষস্য হুত্বাজ্যং জুহুয়াৎ পুনঃ ॥৩১১
উপস্থানং ততঃ কুর্য্যাদ্ ধ্যাত্বা তু মধুসূদনম্।
হবির্হোমং ততঃ কৃত্বা দদ্যাৎ পঞ্চ ঘৃতাহুতীঃ ॥৩১২
কামপ্রদং নমস্কৃত্য নারী নারায়ণং পতিম্।
সম্প্রাশ্য চ হবিঃশেষং বসেল্লঘ্বাশনী গৃহে ॥৩১৩

ততঃ কৃত্বা ইদং কর্ম কর্তব্যং দ্বিজতর্পণম্।
রজঃস্ত্রীষু নিবর্তেত যাবদ্গর্ভং ন বিন্দতি ॥৩১৪
অসূতা মৃতপুত্রা বা যা চ কন্যাঃ প্রসূয়তে।
ক্ষিপ্রং সা জনয়েৎ পুত্রং পরাশরবচো যথা ॥৩১৫
হোমান্তে দক্ষিণাং দদ্যাদ্ গৃহং বাসস্তথা তিলান্।
ভূমিং হিরণ্যং রত্নানি যথা সম্ভবমেব বা ॥৩১৬
যঃ সিদ্ধমন্ত্রঃ সততং দ্বিজেন্দ্রঃ
সম্পূজ্য বিষ্ণুং বিধিবৎ সুতার্থী।
ইমং বিধানং বিদধাতি সম্যক্
স পুত্রমাপ্নোতি হরেঃ প্রসাদাৎ ॥৩১৭

॥ ইতি পুত্রার্থং পুরুষসূক্তবিধানম্।

অথ শান্তিবিধিঃ ॥

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি গ্রহমন্ত্রাধিদৈবতম্।
আর্ষং ছন্দশ্চ যজ্জ্ঞানাৎ কর্ম স্যাৎ সফলং
কৃতম্ ॥৩১৮

গণ ও বিধিজ্ঞ দ্বিজোত্তমগণ ভক্তি-সহকারে যাহা উপাসনা করিয়াছেন এবং যাহা দ্বারা তাঁহাদের সর্বমন্ত্র সিদ্ধ হইয়াছে।৩০৩-৪

যাহা দ্বারা ব্রতাচারিগণের ক্রিয়মাণ সকল ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। তদ্‌ব্যতীত বেদপাঠ, ধন, স্নান ও আত্মপ্রতিপাদন হইতে সেই সিদ্ধি লাভ হয় না। প্রাক্তন কর্ম হইতে পুরুষের সকল ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। শুক্লপক্ষে শুভবারে শুভনক্ষত্রযোগে দ্বাদশীতিথিতে পুত্র-কামনা করিয়া যিনি বিষ্ণু-বিষয়ক চরু পাক করেন, তিনি সপত্নীক একাদশীতিথিতে দেবালয়ে উপবাস করিবেন।৩০৫-৭

পুরুষসূক্তস্থ ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা জনার্দনকে বিশেষভাবে অর্চনা করিয়া পুত্র-কামনায় পুরুষসূক্ত-মন্ত্র দ্বারা চরুপাক করিবে।৩০৮

পূর্বোক্তরূপে পুরুষসূক্ত বিধানে চরুপাক করিয়া তদ্দ্বারা শ্রীবিষ্ণুহোম করিলে সন্ততিক্ষম (সন্তানধারা রক্ষা করিতে যিনি সমর্থ—তাদৃশপুত্র), চিরায়ু ও বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ পুত্র লাভ হয়। দ্বাদশীতিথিতে বিধি অনুসারে দ্বাদশভাগ চরু প্রস্তুত করিবে। পূর্বোক্ত বিধি অনুসারে ষোড়শ মন্ত্র দ্বারা আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া যিনি মহাযাগ করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করেন। অশ্বত্থবৃক্ষের সমিধ্ আহুতি প্রদান করিয়া পুনরায় আজ্যাহুতি প্রদান করিবে। তৎপর মধুসূদনকে ধ্যান করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। ঘৃতহোম করিয়া তৎপর পাঁচটি ঘৃতাহুতি দিবে। নারীগণ অভীষ্টফলদায়ক জগৎপতি নারায়ণকে নমস্কার করিয়া হবিঃশেষ প্রাশনানন্তর গৃহে বাস করিবে। তদনন্তর দ্বিজ তর্পণ করিবে। যে সকল স্ত্রীর রজোনিবৃত্তি হইয়াছে এবং যে স্ত্রী গর্ভলাভ করে নাই, প্রসব করে নাই, মৃতপুত্রা কিংবা কন্যাপ্রসব করিয়াছে, সেই স্ত্রী শীঘ্রই পুত্রের জন্মদান করিবে—ইহা পরাশর মুনি বলিয়াছেন। হোমান্তে গৃহ, বস্ত্র, তিল, ভূমি, হিরণ্য, রত্ন, অথবা যথাসম্ভব দক্ষিণা দিবে। যে পুত্রার্থী দ্বিজ বিধি অনুসারে মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া সতত শ্রীবিষ্ণুর পূজা করত এই বিধান অনুসারে কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি শ্রীহরির প্রসাদে নিশ্চিতরূপে পুত্র লাভ করে।৩০৯-১৭

পুত্রার্থ পুরুষসূক্ত-বিধান বর্ণন সমাপ্ত।

**অনন্তর শান্তিবিধি বর্ণিত হইতেছে।**

অনন্তর গ্রহমন্ত্রের অধিদেবতা, ঋষি ও ছন্দঃ বিশেষ-

আকৃষ্ণেনেতি মন্ত্রেঽস্মিন্ দৈবত্যং সবিতা মহৎ।
ঋষির্হিরণ্যস্তূপাখ্যস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রকীর্তিতম্ ॥৩১৯
আপ্যায়স্বেতি সোমাঽত্র দৈবতং গৌতমো মুনিঃ।
গায়ত্রীচ্ছন্দ উদ্দিষ্টং বিনিয়োগো যথেপ্সিতম্ ॥৩২০
অগ্নির্মূর্ধেতি মন্ত্রোঽত্র দৈবতং ভৌম উচ্যতে।
বিরূপাক্ষো মুনির্ধীমান্ ছন্দো গায়ত্রমিষ্যতে ॥৩২১
উদ্বুধ্যস্বেতি মন্ত্রস্য বুধশ্চৈব তু দৈবতম্।
মুনির্বুধশ্চ মন্তব্যস্ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রকীর্তিতম্ ॥৩২২
বৃহস্পতে অতীত্যত্র দেবতাপি বৃহস্পতিঃ।
আর্ষং গৃৎস্মদোঽস্যেতি ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্
প্রকীর্তিতম্ ॥৩২৩
শুক্রঃ শুশুকেতি হীত্যত্র শুক্র ইত্যধিদৈবতম্।
শুক্রস্যাপি তথার্ষঞ্চ বিরাট্ ছন্দঃ প্রকীর্তিতম্ ॥৩২৪
শন্নো দেবীতি চৈত্যত্র শনির্দৈবতমুচ্যতে।
সিন্ধুর্নাম ঋষির্বিদ্বান্ ছন্দো গায়ত্রমুচ্যতে ॥৩২৫
কাণ্ডাৎ কাণ্ডাদিতি রাহুর্দৈবতং হি তদুচ্যতে।
ঋষিঃ প্রজাপতিঃ প্রোক্তোঽনুষ্টুপ্ ছন্দঃ
প্রকীর্তিতম্ ॥৩২৬

কেতুং কৃণ্বন্নিতি প্রোক্তং দৈবতং কেতুরেব হি।
মধুচ্ছন্দস আর্ষঞ্চ গায়ত্রং ছন্দ এব হি ॥৩২৭
স্যোনা পৃথিবীতি মন্ত্রস্য স্কন্দশ্চ দেবতা স্মৃতা।
আর্ষ মেধাতিথিশ্চাত্র স্বয়ম্ভূর্দৈবতং পরম্ ॥৩২৮
ভর্গাখ্যশ্চ মুনিশ্চাত্র বৃহতীচ্ছন্দ উচ্যতে।
ইন্দ্রকুৎসেতি দৈবত্যং ইন্দ্র এব স্মৃতো বুধৈঃ ॥৩২৯
আর্ষং কুৎসস্য চামুত্র ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ প্রকীর্তিতম্।
যস্মিন্ বৃক্ষেতি বা হ্যত্র যমো বৈ দেবতা পরা ॥৩৩০
ঋষিস্তু কুণ্ডলোমা চ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ স্মরেদ্ বুধঃ।
ব্রহ্মজজ্ঞানমিত্যত্র কালো বৈ দৈবতং মহৎ ॥৩৩১
মুনির্ধর্মতনুর্নাম ত্রিষ্টুপ্ ছন্দোঽভিধীয়তে।
আয়াতমিতি চ হ্যস্যাং চিত্রগুপ্তস্তু দৈবতম্ ॥৩৩২
আর্ষং তু বামদেবোঽস্য ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো বুধৈর্মতম্।
অগ্নিং দূতমিতি হ্যস্যামগ্নির্বৈ দেবতা স্মৃতা ॥৩৩৩
আর্ষং মেধাতিথির্নাম ছন্দো গায়ত্রমেব হি।
অপ্সু মে সোম ইত্যত্র সোমং বৈ দৈবতং
স্মরেৎ ॥৩৩৪
মেধাতিথিরিহাপ্যার্ষমনুষ্টুপ্ ছন্দ উচ্যতে।
পুরুষসূক্তস্য দৈবত্যং পুরুষ এব মতং বুধৈঃ ॥৩৩৫

ভাবে বলিব—যাহা জানিলে কৃত কর্ম সফল হয়। "আকৃষ্ণেন" ইত্যাদি মন্ত্রে সবিতা দেবতা, হিরণ্য উপনামক ঋষি, ও ত্রিস্টুপ্ ছন্দঃ কীর্তিত হইয়াছে।৩১৮-১৯

"আপ্যায়স্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে সোম দেবতা, গৌতম ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ যথেপ্সিত উদ্দেশ্যে ইহার বিনিয়োগ। "অগ্নির্মূর্ধা" ইত্যাদি মন্ত্রে ভৌম দেবতা, বিরূপাক্ষ ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "উদ্বুধ্যস্ব" ইত্যাদি মন্ত্রে বুধ দেবতা, বুধ ঋষি ও ত্রিস্টুপ্ ছন্দঃ। "বৃহস্পতে অতি" ইত্যাদি মন্ত্রে বৃহস্পতি দেবতা, গৃৎস্মদ ঋষি ও ত্রিস্টুপ্ ছন্দঃ। "শুক্র শুশুক" ইত্যাদি মন্ত্রে শুক্র দেবতা, শুক্র ঋষি, বিরাট্ ছন্দঃ। "শন্নো দেবীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে শনি দেবতা, সিন্ধু ঋষি, গায়ত্রী ছন্দঃ। "কাণ্ডাৎ কাণ্ডাৎ" ইত্যাদি মন্ত্রে রাহু দেবতা, প্রজাপতি ঋষি, অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ।৩২০-২৬

"কেতুং কৃণ্বন্" ইত্যাদি মন্ত্রে কেতু দেবতা, মধুচ্ছন্দা ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "স্যোনা পৃথিবী" ইত্যাদি মন্ত্রে স্কন্দ দেবতা, মেধাতিথি ঋষি, স্বয়ম্ভু দেবতা; এইমন্ত্রের ভর্গ ঋষি ও বৃহতী ছন্দঃ ইহাও উক্ত আছে। "ইন্দ্র কুৎসা" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতা, কুৎস ঋষি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। "যস্মিন্ বৃক্ষ" ইত্যাদি মন্ত্রে যম দেবতা, কুণ্ডলোমা ঋষি ও ত্রিস্টুপ্ ছন্দঃ। "ব্রহ্মজজ্ঞানম্" ইত্যাদি মন্ত্রে কাল দেবতা, ধর্মতনুনামক ঋষি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। "আয়াতং" ইত্যাদি মন্ত্রে চিত্রগুপ্ত দেবতা, বামদেব ঋষি ও ত্রিস্টুপ্ ছন্দঃ। "অগ্নিং দূতং" ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নি দেবতা, মেধাতিথি ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "অপ্সু সোম" ইত্যাদি মন্ত্রে সোম দেবতা, মেধাতিথি ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। পুরুষসূক্তমন্ত্রের পুরুষই দেবতা—ইহা পণ্ডিতগণের অভিমত। "ভূমি পৃথিব্যন্তরিক্ষম্" ইত্যাদি মন্ত্রে ক্ষিতি দেবতা, শাতাতপ ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ; এইমন্ত্রে নারায়ণ ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দও দেখা যায়। "ইন্দ্রায়েন্দ্রো

ভূমি-পৃথিব্যন্তরিক্ষমিত্যত্র দৈবতং ক্ষিতিঃ।
ঋষিঃ শাতাতপো হ্যত্র ছন্দশ্চানুষ্টুবুচ্যতে ॥৩৩৬
আর্ষং নারায়ণস্যেহ ছন্দশ্চানুষ্টুবিত্যপি।
ইন্দ্রায়েন্দ্রো মরুত্বতে মরুত্বান্ দৈবতং মহৎ ॥৩৩৭
আর্ষং তু কাশ্যপস্যেহ গায়ত্রং ছন্দ এব হি।
মরুত্বন্তমিতি হ্যত্র সুরেন্দ্রো দেবতা মতা ॥৩৩৮
অত্রাপি কশ্যপস্যার্ষং গায়ত্রং ছন্দ এব হি।
উত্তানপর্ণ ইত্যত্র ইন্দ্রো দৈবতমুচ্যতে ॥৩৩৯
আর্ষং সাঙ্খ্যস্য চাত্রোক্তমনুষ্টুপ্ ছন্দ ইত্যপি।
প্রজাপতে ইতি হ্যত্র দেবতা চ প্রজাপতিঃ ॥৩৪০
হিরণ্যগর্ভস্যার্ষং তু ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো মতং বুধৈঃ।
আয়ং গৌরিতি চৈবাত্র দেবতা ফণিনো মতা ॥৩৪১
সর্পরাজো মুনিস্তত্র গায়ত্রং ছন্দ উচ্যতে।
এষ ব্রহ্মা ঋত্বিজ ইতি ব্রহ্মাদেবোঽধিদৈবতম্।
ঋষির্বৈ বামদেবোঽত্র গায়ত্রং ছন্দ ইষ্যতে ॥৩৪২
আতূন ইন্দ্রবৃত্রহং সুরেন্দ্রঃ সগণেশ্বরঃ।
তথার্ষং বামদেবস্য গায়ত্রং ছন্দ ইত্যপি ॥৩৪৩

জাতবেদস ইত্যত্র জাতবেদাস্তু দৈবতম্
কাশ্যপস্যার্ষমত্রাপি ছন্দস্ত্রিষ্টুপ্ প্রকীর্তিতম্ ॥৩৪৪
অনোনিযুক্তিরিত্যস্মিন্ বায়ুর্দৈবতমুচ্যতে।
আর্ষমত্র বসিষ্ঠস্য অনুষ্টুপ্ ছন্দ উচ্যতে ॥৩৪৫
নমঃ প্রকাশদৈবত্যং মুনিপ্রোক্তং প্রজাপতিঃ।
ছন্দো গায়ত্রমিত্যুক্তং বিনিয়োগো যথেপ্সিতম্ ॥৩৪৬
এষো উষেতি চাপ্যত্র অশ্বিনৌ দৈবতে স্মরেৎ।
প্রস্কণ্বশ্চার্ষমত্রাপি গায়ত্রং ছন্দ উত্তমম্ ॥৩৪৭
মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে মরুদ্দৈবতমুচ্যতে।
গৌতমঞ্চ মুনিং বিদ্ধি ছন্দশ্চ প্রথমং মুনে ॥৩৪৮
ছন্দস্তথার্ষং সহ দৈবতেন
জ্ঞাত্বা দ্বিজো যঃ কুরুতে বিধানম্।
বেদোক্তমর্থং প্রদদাতি সম্যক্
সর্বং ফলং কর্তুরিহাপ্যমুত্র ॥৩৪৯
যো লক্ষহোমং যদি কোটিহোমং
রাজা বিদধ্যাৎ প্রতিবর্ষমেকম্।

---

মরুত্বতে" ইত্যাদি মন্ত্রে মরুত্বান্ দেবতা কাশ্যপ ঋষি গায়ত্রী ছন্দঃ। "মরুত্বন্তং" ইত্যাদি মন্ত্রে সুরেন্দ্র দেবতা, কাশ্যপ ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "উত্তানপর্ণ" ইত্যাদি মন্ত্রে ইন্দ্র দেবতা, সাঙ্খ্য ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। "প্রজাপতে" ইত্যাদি মন্ত্রে প্রজাপতি দেবতা, হিরণ্যগর্ভ ঋষি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। "আয়ং গৌঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে ফণী দেবতা, সর্পরাজ ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "এষ ব্রহ্মা ঋত্বিজ" ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্ম অধিদেবতা, বামদেব ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "আতূন ইন্দ্রবৃত্রহম্" ইত্যাদি মন্ত্রে সগণেশ্বর সুরেন্দ্র দেবতা, বামদেব ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "জাতবেদস" ইত্যাদি মন্ত্রে জাতবেদাঃ দেবতা, কাশ্যপ ঋষি ও ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ। "অনোনিযুক্তিঃ" ইত্যাদি মন্ত্রে বায়ু দেবতা, বশিষ্ঠ ঋষি ও অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ। "নমঃ প্রকাশ দৈবত্যং" ইত্যাদি মন্ত্রে দেবতা ও ঋষি প্রজাপতি, গায়ত্রী ছন্দঃ এবং যথেপ্সিত কর্মে ইহার বিনিয়োগ। "এষো উষেতি" ইত্যাদি মন্ত্রে অশ্বিনীকুমারদ্বয় দেবতা, প্রস্কণ্ব ঋষি ও গায়ত্রী ছন্দঃ। "মরুতো যস্য হি ক্ষয়ে" ইত্যাদি মন্ত্রে মরুৎ দেবতা, গৌতম ঋষি ও প্রথম ছন্দঃ—ইহাই হইল মন্ত্রের ঋষি, দেবতা ও ছন্দের পরিচয়।৩২৭-৪৮

যে দ্বিজ ছন্দঃ, ঋষি ও দেবতার সহিত পূর্বোক্ত বিধান জানিয়া উক্ত যাগের অনুষ্ঠান করে এবং বেদোক্ত অর্থ প্রদান করে, তাহার ইহলোকে ও পরলোকে সকল প্রকার ফললাভ হয়।৩৪৯

যে রাজা প্রতিবৎসর একবার করিয়া লক্ষ বা কোটি-হোম করে, সেই রাজার রাজ্যে সুবৃষ্টি, বিজয়, সুভিক্ষ্য,

রাষ্ট্রে সুবৃষ্টির্বিজয়ঃ সুভক্ষ্য-
মরোগতা স্যাৎ সুকৃতস্য বৃদ্ধিঃ ॥৩৫০
ভবন্তি পুত্রাঃ শুভবংশবৃদ্ধ্যৈ
দীর্ঘায়ুষো রাজহিতা ধরিত্র্যাম্।
সুকীর্তিমন্তো জয়িতোঽপি রাজ্যে
প্রতাপবন্তো রবি-চন্দ্রতুল্যাঃ ॥৩৫১

ইতি বৃহৎপরাশরীয়ে ধর্মশাস্ত্রে শান্তিবিধির্নাম
একাদশোঽধ্যায়ঃ।

আরোগ্য ও সুকার্য্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। পৃথিবীতে শুভবংশবৃদ্ধির জন্য দীর্ঘায়ুঃ, রাজ-হিতপরায়ণ, সুকীর্তিমান্, শত্রুমধ্যে বিজয়ী ও রাজ্যমধ্যে রবি এবং চন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী বহুপুত্র জন্মলাভ করে।৩৫০-৫১

বৃহৎপরাশরীয় ধর্মশাস্ত্রে শান্তিবিধিনামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত

## দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

### অথ রাজধর্মবর্ণনম্

অথাতো নৃপতের্ধর্মং বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া।
পরাশরাচ্ছ্রুতং বিপ্রা বক্ষ্যমাণং নিবোধত ॥১
ভূভৃদ্ ভূমৌ পরো দেবঃ পূজ্যোঽসৌ পরদেববৎ।
স বিধাতাপি সর্বস্য রক্ষিতা শাসিতা চ সঃ ॥২
ইন্দ্রা-ঽগ্নি-যম-বিত্তেশানলেশ-মাতরিশ্বনঃ।
শীতাংশুস্তীব্রভাসশ্চ ব্রহ্মাদয়োঽসৃজন্নৃপম্ ॥৩
নৃপো বেধা নৃপঃ শম্ভুর্নৃপোঽর্কো বিষ্টরশ্রবাঃ।
দাতা হর্তা নৃপঃ কর্তা নৃণাং কর্মানুসারতঃ ॥৪
নাস্রক্ষদ্ যদি রাজনং নাপি দণ্ডং ব্যধাস্যত।
নামংস্যত যদা চৈষা কা ভবিষ্যজ্জগৎস্থিতিঃ ॥৫
নাগ্রহীষ্যন্ পুরোডাশান্ মনুষ্য-পিতৃ-দেবতাঃ।
অভবিষ্যৎ শ্ব-কাকানাং ভাগধেয়ং হুতং হবিঃ ॥৬
নির্গুণোঽপি যথা স্ত্রীণাং সদা পূজ্যঃ পতির্ভবেৎ।
তথা রাজাপি লোকানাং পূজ্যঃ স্যাদ্
বিগুণোঽপি সন্ ॥৭
স্বকর্মস্থান্নৃপো লোকান্ পিতা পুত্রানিবৌরসান্।
শিক্ষয়েৎ ধর্মবিদ্দণ্ডৈরধর্মকারিণো জনান্ ॥৮

## দ্বাদশ অধ্যায়

### অনন্তর রাজধর্ম বর্ণিত হইতেছে।

হে বিপ্রগণ! জগতের হিত-কামনায় পরাশর হইতে শ্রুত বক্ষ্যমাণ নৃপতি-ধর্ম বলিব, তাহা শ্রবণ কর।১

রাজা পৃথিবীতে পরমদেবতাস্বরূপ এবং ঐ রাজা শ্রেষ্ঠ দেবতার ন্যায় পূজনীয়। সেই রাজা প্রজা-মণ্ডলীর বিধান, রক্ষণ ও শাসনকর্তা।২

ইন্দ্র, অগ্নি, যম, কুবের, অনলেশ, বায়ু, চন্দ্র, সূর্য্য ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ রাজাকে সৃজন করিয়াছেন। নরগণের কর্মানুসারে নৃপই নরগণের ব্রহ্মা, শম্ভু, সূর্য্য, বিষ্ণু, দাতা, সংহর্তা ও কর্তা বলিয়া জানিবে।৩-৪

যদি বিধাতা রাজাকে সৃষ্টি না করিতেন এবং দণ্ড-বিধানের ব্যবস্থা না করিতেন, এমন কি নৃপসৃষ্টি ও দণ্ডবিধানের কথা মনেও না করিতেন, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জগতের স্থিতি কিরূপে সম্ভব হইত ?৫

তাহা হইলে মনুষ্যগণ, পিতৃগণ ও দেবতাগণ যজ্ঞীয় হবিঃ গ্রহণ করিতেন না। কুকুর ও কাকগণের ভাগধেয় হুত হবিঃ হইত।৬

নরান্ দণ্ডধৃতঃ কুর্য্যাদ্ ধর্মজ্ঞানার্থসাধকান্ ।
সমর্থানশ্বপত্যাদীন্ শূরান্ স্বামিহিতোদ্যতান্ ॥৯
শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ স্বধর্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্ হিতান্
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে বিচক্ষণান্ ॥১০
অমাত্যান্ মন্ত্রিনো দূতান্ যথোদিতপুরোহিতান্ ।
প্রাঙ্‌বিবাকান্ সমস্তান্ বা হিতাংশ্চ
রক্ষকানপি ॥১১
শূরানথ শুচীন্ প্রাজ্ঞান্ পরবিশ্বাসকারিণঃ ।
সর্বস্থানেষু চাধ্যক্ষান্ সংকৃত্য বেদিনোঽপরে ॥১২
মহাযত্নঃ কুমারাণামন্তঃপুরস্য রক্ষণে ।
বৃদ্ধান্ কঞ্চুকিনো বিপ্রান্ শুচীনাঢ্যাংশ্চ
বীরকান্ ॥১৩
যথোদিতানি দুর্গাণি কুর্য্যাত্তেষ্বপি রক্ষণম্ ।
উদ্বাহমুদিতং স্ত্রীণাং যৌনসম্বন্ধকারণাৎ ॥১৪

সুগুপ্তকৃত্যবিজ্ঞানমাত্মরক্ষাপ্রযত্নতঃ ।
প্রাতঃসন্ধ্যার্চনাদূর্দ্ধ্বং গূঢ়-পুংবচনশ্রুতিঃ ॥১৫
যথোক্তকার্য্যে রাজ্যে চ নিত্যং কুর্য্যাৎ পরীক্ষণম্ ।
কোশেভাশ্ব-রথাদীনাং হেতীনাং বর্মণামপি ॥১৬
কুর্য্যাদালোকনং নিত্যমনালস্যো মহীপতিঃ ।
অমাত্য-মন্ত্রি-যোদ্ধৄণাং সম্মানং নিত্যশোঽপি
চ ॥১৭
দেবার্চনং সদা হোমঃ শান্তিশ্চ বৃদ্ধসেবনম্ ।
যজ্ঞো দানং তথোৎপাতসময়ে শান্তয়োঽপি চ ॥১৮
বর্জনং বিষয়াসক্তের্ভূমিদানং সশাসনম্ ।
প্রাণিবর্জিতদেশে চ নীতিজ্ঞো মন্ত্রকৃদ্ভবেৎ ॥১৯
নিত্যমুৎসাহযুক্তশ্চ বিজিগীষুরুদায়ুধঃ ।
সদালঙ্কারযুক্তশ্চ সদৈব প্রিয়ভাষকঃ ॥২০
সদা প্রিয়হিতে যুক্তঃ পূজ্যো নাকেঽপ্যসৌ নৃপঃ ।
সদা সাধুষু সম্মানং বিপরীতেষু ঘাতনম্ ॥২১

পতি নির্গুণ হইলেও সে যে প্রকার স্ত্রীলোকগণের সদা পূজনীয়, সে প্রকার রাজা নির্গুণ হইলেও তিনি প্রজামণ্ডলীর পূজনীয় ।৭

ধর্মজ্ঞ রাজা স্বকর্মরত প্রজাগণকে ঔরসপুত্রের ন্যায় পালন করেন এবং অধর্মরত প্রজাগণকে দণ্ডদ্বারা শিক্ষা প্রদান করেন ।৮

রাজা সন্ন্যাসী, ধর্মজ্ঞ, অর্থসাধক, সমর্থ, অশ্বপত্যাদি, বীর, রাজহিতপরায়ণ, পবিত্র, প্রাজ্ঞ, স্বধর্মজ্ঞ বিপ্র, হিতার্থী-মুদ্রাকর, লেখক, কায়স্থ, লেখ্যকার্য্যে বিচক্ষণ, অমাত্য, মন্ত্রী, দূত, যথোক্ত পুরোহিত, সমস্ত বিবেচক, হিতকারি-রক্ষক, পবিত্র, বীর, প্রাজ্ঞ, পরবিশ্বাসকারী, সর্বস্থানাবস্থিত অধ্যক্ষ, অন্যান্য সৎকার্য্যকারী, অন্তঃপুরস্থ কুমারগণের রক্ষণে অত্যন্ত যত্নবান, বৃদ্ধ, দ্বাররক্ষক, পবিত্রবিপ্র, আঢ্য ও বীরগণকে রক্ষা করিবেন ।৯-১৩

রাজা যথোক্ত দুর্গগুলিও রক্ষা করিবেন। যোনি-সম্বন্ধই স্ত্রীগণের বিবাহের কারণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে ।১৪

রাজা প্রাতঃকালীন সন্ধ্যা অর্চনার পর যত্ন-সহকারে সুগুপ্ত কার্য্যসকল জানিবেন এবং আত্মরক্ষা ও গুপ্ত পুরুষগণের কথা শ্রবণ করিবেন ।১৫

রাজা যথোক্তকার্য্যে ও রাজ্যে নিত্য ধনাগার, হস্তী, অশ্ব, রথাদি, শস্ত্র ও বর্ম প্রভৃতির পরীক্ষা করিবেন। আলস্যবর্জিত রাজা অমাত্য, মন্ত্রী ও যোদ্ধগণের সম্মানের প্রতি নিত্য দৃষ্টি রাখিবেন। সর্বদা দেবার্চন, হোম, শান্তিবিধায়ক কর্ম, বৃদ্ধসেবা, যজ্ঞ, দান এবং উৎপাত-কালীন শান্তিকর্ম করিবেন ।১৬-১৮

বিষয়াসক্তি-বর্জন ও শাসন-পত্রের সহিত ভূমিদান এইগুলি রাজার পালনীয় ধর্ম। নীতিজ্ঞ রাজা প্রাণি-বর্জিত দেশে অর্থাৎ গোপনে গুপ্তমন্ত্রসকলের মন্ত্রণা করিবেন ।১৯

রাজা নিত্য উৎসাহযুক্ত, বিজয়েচ্ছু, উন্নত আয়ুধ ও সদালঙ্কারযুক্ত এবং সর্বদা প্রিয়ভাষী হইবেন। যে রাজা প্রিয়জনের হিতকার্য্যে যুক্ত, সাধুজনের সম্মান ও অসাধুজনের বিনাশ করেন, তিনি স্বর্গলোকে পূজনীয় হন ।২০-২১

দাম্ভিকগণের দণ্ডদাতা রাজা যজ্ঞফল লাভ করেন।

দণ্ডং দন্ত্যেষু কুর্বাণো রাজা যদ্ভক্ষং লভেৎ।
বৃদ্ধান্ সাধূন্ দ্বিজান্ মৌলান্ যো ন
সম্মানয়েন্নৃপঃ ॥২২
পীড়াং করোতি চামীষাং রাজা শীঘ্রং ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
যস্তু সম্মানয়েদেতান্ দেবান্ বিপ্রাংশ্চ
পূজয়েৎ ॥২৩
পরাজয়েৎ সোপ্যরীংস্তান্ দীর্ঘায়ুরপি জায়তে।
পীড্যমানাং প্রজাং রক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চোরতস্করৈঃ ॥২৪
ধান্যেক্ষু-তৃণ-তোয়ৈশ্চ সম্পন্নং পরমণ্ডলম্।
হীনবাহনপুংস্ত্বং তু মত্বৈতৎ প্রবিশেন্নৃপঃ ॥২৫
মাসে সহসি যাত্রার্থী কৃতপুণ্যাহঘোষবান্।
বিধিবদ্ যানকং কুর্য্যাদ্ যদ্ ব্যূহৈরক্ষয়ন্ বলম্ ॥২৬
যত্রাচলসরোরক্ষা বৃক্ষরক্ষা তু যত্র চ।
বাসং তত্র বিধায়ৈব রাত্রৌ রক্ষেৎ স্বকং বলম্ ॥২৭
চতুর্দিক্ষু চ সৈন্যস্য নিশি শূরান্ ধনুর্ধরান্।
স্বয়ং রাজা নিযুঞ্জীত সমীক্ষ্য ভুবলাবলম্ ॥২৮
রাজ্যস্য ষড্ গুণান্ মত্বা সন্ধি-বিগ্রহ-যানকান্।
আসনং সংশয়ং দ্বৈধং সম্যগ্ জ্ঞাত্বা সমাচরেৎ ॥২৯
নির্ভেদং স্ববলং কুর্য্যান্নিহন্যাদ্ভিন্নচেতনম্।
দাসী কর্মকারান্ দাসান্ ভিন্নতো রক্ষয়েন্নৃপঃ ॥৩০
নিকটস্থায়িনো নিত্যং জানন্তি চেষ্টিতং প্রভোঃ।
তস্মাত্তে যত্নতো রক্ষ্যা ভেদমূলং যতসত্ত্বমী ॥৩১
এতে পরস্য যত্নেন ভেদনীয়াস্ততোঽপরে।
যথা পরো ন জানাতি তথা ভেদং সমাচরেৎ ॥৩২
পরামাত্য-প্রধানানাং ব্যলীকদূতশব্দিতম্।
উত্থাপয়েৎ স্বসেনায়াঃ স্যাদ্ যথা চিত্তভেদনা ॥৩৩
পরসৈন্যে বহু গতান্ বিবিধান্ কুহকানপি।
কারয়েদ্ গরদানাদি বহ্নিপাতাননেকশঃ ॥৩৪

---

যে রাজা বৃদ্ধ, সাধু, দ্বিজ ও সৈন্যাধ্যক্ষগণকে পীড়া প্রদান করেন, সেই রাজা শীঘ্র বিনষ্ট হয়।২২

যিনি পূর্বোক্ত ব্যক্তিগণকে সম্মান প্রদান করেন, দেবতা ও দ্বিজগণকে পূজা করেন, এবং শত্রুগণকে পরাজিত করেন, তিনি দীর্ঘজীবন প্রাপ্ত হন। কায়স্থ (রাজকার্য্যে নিযুক্ত কর্মচারী) ও চোর-পীড়িত প্রজাগণকে রাজা রক্ষা করিবেন। রাজা পররাজ্য ধান্য, ইক্ষু, তৃণ ও জলদ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া এবং বাহন ও পুরুষকার-বর্জিত মনে করিয়া ঐ রাজ্যে প্রবেশ করিবেন।২৩-২৫

অগ্রহায়ণমাসে পুণ্যদিন ঘোষণা করিয়া রাজা যাত্রা (যুদ্ধযাত্রা) করিবার জন্য যথাবিধি যানাদির ব্যবস্থা করিবেন এবং ব্যূহ রচনা করিয়া সৈন্য রক্ষা করিবেন।২৬

যেস্থানে অচঞ্চল সরোবর ও বৃক্ষ স্বীয় সৈন্যদিগকে রক্ষার উপায়ীভূতরূপে পাওয়া যায়, সেইস্থানে রাত্রিতে বাস করিয়া স্বীয় সৈন্য রক্ষা করিবেন।২৭

বাসভূমির বলাবল দেখিয়া অর্থাৎ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে স্বীয় নিরাপত্তা চিন্তা করিয়া রাজা রাত্রিকালে স্বীয় সৈন্যের চতুর্দিকে ধনুর্ধর বীরগণকে নিযুক্ত করিবেন।২৮

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশয় ও দ্বৈধ এই ছয়টি রাজ্যের গুণ মনে করিয়া এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষভাবে জ্ঞাত হইয়া রাজা যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হইবেন।২৯

রাজা স্বীয় সৈন্যকে ভেদবুদ্ধিহীন করিবেন। যে সৈন্য ভেদবুদ্ধি-পরায়ণ, তাহাকে বধ করিবেন। দাসকর্ম-রত ব্যক্তিগণকে ভেদবুদ্ধি হইতে সর্বদা রক্ষা করিবেন অর্থাৎ শত্রুপক্ষ যাহাতে ধনাদি দ্বারা বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে গুপ্তচরবৃত্তিতে নিযুক্ত করিতে না পারে, তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবেন।৩০

যাহারা রাজার নিকটে অবস্থান করে, তাহারা রাজার কার্য্য-সম্বন্ধে জ্ঞাত থাকে বলিয়া ভেদমূল সেই রক্ষিগণকে রাজা যত্নপূর্বক রক্ষা করিবেন।৩১

রাজার পার্শ্বচরগণ শত্রুর চেষ্টায় ভেদনীতি প্রকাশ করিতে পারে ; সেইহেতু অপরব্যক্তি ও রাজার শত্রু যাহাতে ভেদনীতি জানিতে না পারে, সেইরূপ সতর্কভাবে রাজা ভেদনীতির আচরণ করিবেন।৩২

রাজা শত্রুর অমাত্যপ্রধানগণের অলীক দূত-বচন স্বীয় সৈন্যগণের নিকট এইরূপভাবে উত্থাপিত করিবেন, যেন তাহাদের চিত্তে ভেদবুদ্ধি জাগরূক হয়।৩৩

স্বসৈন্যে গরদানাদি নৃপো যত্নেন রক্ষয়েৎ।
নিযুজ্য বিজ্ঞপুরুষানুক্তং সর্বং নিশাময়েৎ ॥৩৫
অন্তর্ভীরূন্ বহিঃশূরান্ সাগ্নিকান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্।
মর্মজ্ঞান্ কুলসম্পন্নান্ বিভৃয়াদাত্মসন্নিধৌ ॥৩৬
প্রবিশন্ পরদেশে চ প্রজাঃ স্বীকৃত্য সংবিশেৎ।
উৎসার্য্য মার্গতো লোকান্ দূরীকৃত্য ব্রজেন্নৃপঃ ॥৩৭
শস্যাদি দাহয়েৎ সর্বং যবসানি ধনানি চ।
ভিন্দ্যাৎ সর্বনিপানানি প্রাকারান্ পরিখাস্তথা ॥৩৮
অপসৃত্য সমাদায় ভূমিং সাধারণাং নৃপঃ।
গময়েদ্ বার্ষিকান্মাসানাসাদ্য স্বধরাং নৃপঃ ॥৩৯
ন যুদ্ধমাশ্রয়েৎ প্রাজ্ঞো ন কুর্য্যাৎ স্ববলক্ষয়ম্।
সাম্না ভেদেন দানেন ত্রিভিরেব বশং নয়েৎ ॥৪০

শত্রুসৈন্যমধ্যে নানাপ্রকার প্রতারণা, বিষদান ও অগ্নিপাতাদি অনেক প্রকার উৎপাত করাইবেন। স্বীয় সৈন্যের মধ্যে শত্রুপক্ষ কখনও যাহাতে বিষপ্রদান করিতে না পারে, রাজা এইরূপভাবে স্বীয় সৈন্য যত্ন-সহকারে রক্ষা করিবেন এবং বিজ্ঞপুরুষ নিযুক্ত করিয়া উক্ত সমস্ত কথা শ্রবণ করাইবেন।৩৪-৩৫

ভীরুমনাঃ, বাহিরে কেবল বীরত্বপ্রদর্শনকারী, সাগ্নিক ব্রাহ্মণোত্তম, মর্মজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠকুলসমুদ্ভূতগণকে রাজা নিজের সন্নিধানে রাখিয়া প্রতিপালন করিবেন।৩৬

রাজা পররাজ্যে প্রবেশ করিয়া প্রজাগণকে স্বীকার করিয়া অবস্থান করিবেন এবং পথ হইতে জনগণকে দূরীভূত করিয়া গমন করিবেন।৩৭

পররাজ্যে প্রবেশ করিয়া রাজা শস্যাদি সমস্ত পদার্থ, তৃণ ও ধন দগ্ধ করাইবেন এবং কৃত্রিম জলাশয়সমূহ, প্রাচীর ও পরিখা ভেদ করিবেন। রাজা সাধারণ ভূমি গ্রহণ করিয়া তথা হইতে অপসরণ করত বার্ষিক ও মাসিক রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া সেই ভূমি স্বীয় ভূমিরূপে পরিণত করিবেন। প্রাজ্ঞ রাজা প্রথমে যুদ্ধ করিবেন না এবং স্বীয় সৈন্যবল ধন প্রভৃতি ক্ষয় করিবেন না। সাম, ভেদ ও দান এই উপায়ত্রয় অবলম্বনে অন্য রাজাকে বশীভূত করিবেন।৩৮-৪০

বদন্তি সর্বে নীতিজ্ঞা দণ্ডস্যাগতিকা গতিঃ!
তদ্বর্জং বশমায়াতি তথা শত্রুস্তথা চরেৎ ॥৪১
আক্রান্তা দর্ভসূচ্যোঽপি ভিন্দ্যুর্ম্মৃদ্ব্যোঽপি ভূতলম্।
নাতো যতেত যুদ্ধায় যুদ্ধসিদ্ধিরসিদ্ধিবৎ ॥৪২
স্বধরাত্যন্তিকে দেশে যুদ্ধমিচ্ছেৎ স্বধর্মবিৎ।
ন তু প্রবিশ্য তদ্দূরভূমিং যুদ্ধং সমাচরেৎ ॥৪৩
কিঞ্চিৎ সুপ্তেষু লোকেষু ক্ষপায়াং যুদ্ধমাচরেৎ।
সুধীরব্যসনে চাপি যোধয়েৎ পরসৈনিকৈঃ ॥৪৪
ব্যূহৈর্ব্যূহ্য যথোক্তৈর্বা রক্ষাং কৃত্বাপি চাত্মনঃ।
সৈনিকাংস্তান্ সমস্তাংশ্চ প্রেরয়েদ্ যুদ্ধবিন্নৃপঃ ॥৪৫
সম্মানয়েৎ সমস্তাংশ্চ যোদ্ধৄন্ সেনাপতীন্নৃপঃ।
অন্বিচ্ছন্ জয়লক্ষ্মীঞ্চ নীতিজ্ঞঃ পৃথিবীপতিঃ ॥৪৬

সকল নীতিজ্ঞগণ বলেন যে, যখন অন্য কোনও উপায়ে শত্রুকে বশীভূত করিতে পারা না যায়, তখন অন্য কোনও গতি না থাকায় দণ্ডনীতি গ্রহণ করিবেন। দণ্ডনীতি বর্জন করিয়া শত্রুকে যে উপায়ে বশ করিতে পারা যায়, রাজা সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবেন।৪১

দর্ভ এবং সূচী মৃদু হইয়াও যেরূপ ভূতল ভেদ করে, সেইরূপ ক্ষুদ্র রাজা কর্তৃক রাজ্য আক্রান্ত হইলে রাজা যুদ্ধার্থে চেষ্টা করিবেন না, কেননা সেই যুদ্ধে জয়লাভও পরাজয় সদৃশ।৪২

স্বধর্ম-পরায়ণ রাজা স্বীয় রাজ্যের অত্যন্ত নিকটবর্তি-স্থানে যুদ্ধ করিবেন; স্বীয় রাজ্য হইতে দূরবর্তি-রাজ্যে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ করিবেন না।৪

রাত্রিকালে জনগণ কিছুমাত্র নিদ্রাপন্ন হইলে যুদ্ধ আরম্ভ করিবেন। কোনও বিপদ্ উপস্থিত না হইলেও সুধী রাজা পরসৈনিকের সহিত যুদ্ধ করাইবেন।৪৪

যুদ্ধাভিজ্ঞ রাজা যথোক্ত ব্যূহ দ্বারা বেষ্টন করিয়া স্বীয় সমস্ত সৈন্য রক্ষা করত তাহাদিগকে যুদ্ধার্থে প্রেরণ করিবেন। নীতিজ্ঞ রাজা বিজিগীষু হইয়া সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিগণকে সম্মানিত করিবেন।৪৫-৪৬

শয্যাস্থ মানব স্নেহবশতঃ পত্নীর সহিত পুষ্প দ্বারাও

স্নেহেনাপি সমং পত্ন্যা শয্যাস্থোঽপি হি মানবঃ।
পুষ্পৈরপি ন যুধ্যেত যুদ্ধং তত্র বিপত্তয়ে ॥৪৭
হীনং পরবলং মত্বা নিরুৎসাহমনাদরম্।
সমস্তবলসংযুক্তঃ স্বয়মুত্থাপ্য যোধয়েৎ ॥৪৮
ন হন্যান্ মুক্তকেশঞ্চ নাশয়েন্ন নিরায়ুধম্।
পরাঙ্মুখং ন পতিতং ন তবাস্মীতি বাদিনম্ ॥৪৯
অন্যানপি নিষিদ্ধাংশ্চ ন হন্যাদ্ ধর্মবিন্নৃপঃ।
হত্বা চ নরকং যান্তি ভ্রূণহত্যাসমৈনসা ॥৫০
পরাঙ্মুখীকৃতে সৈন্যে যো যুদ্ধান্ন নিবর্ততে।
তৎপাদানীষ্টিতুল্যানি ভূম্যর্থং স্বামিনোঽপি বা ॥৫১
শিরোহতস্য যে বক্ত্রে বিশন্তি রক্তবিন্দবঃ।
সোমপানেন তে তুল্যা ইতি বাসিষ্ঠজোঽব্রবীৎ ॥৫২

যুধ্যন্তে ভূভৃতো যে চ ভূম্যর্থমেকচেতসঃ।
ইষ্টৈস্তৈর্বহুভির্যোগৈরেবং যান্তি ত্রিবিষ্টপম্ ॥৫৩
এষ এব পরো ধর্মো নৃপতের্যদ্রণার্জিতম্।
বিপ্রেভ্যো দীয়তে বিত্তং প্রজাভ্যশ্চাভয়ং তথা ॥৫৪
যদা তু বশতাং যাতি স দেশো ন্যায়তোঽর্জিতঃ।
তদ্দেশব্যবহারেণ যথাবৎ পরিপালয়েৎ ॥৫৫
রণার্জিতেন বিত্তেন রাজা কুর্য্যান্ মখান্ দ্বিজান্।
অর্চয়েদ্ বিধিবদ্ রাজা সাধূন্ সম্মানয়েদপি ॥৫৬
মাতুলঃ শ্বশুরো বন্ধুরন্যো বাপি হি যো জিতঃ।
অদণ্ড্যঃ কোঽপি নাস্ত্যেব রাজনীতিবিদো বিদুঃ ॥৫৭
সুসহায়মতিপ্রৌঢ়ং শূরং প্রাজ্ঞানুরাগদম্।
সোৎসাহং বিজিগীষুঞ্চ মত্বা রাজা নিয়াময়েৎ ॥৫৮

যুদ্ধ করিবে না, কেননা এইরূপ যুদ্ধে মহাবিপত্তি ঘটিয়া থাকে। শত্রুবলকে হীন মনে করিয়া এবং যুদ্ধে স্বীয় সৈন্যদিগকে নিরুৎসাহ ও যত্নহীন দেখিয়া সর্বপ্রকার ক্ষমতাযুক্ত রাজা স্বয়ং সৈন্যগণকে উদ্বুদ্ধ করত যুদ্ধ করাইবেন।৪৭-৪৮

নিরস্ত্র যুদ্ধক্ষেত্রে মুক্তকেশ যোদ্ধাকে বধ করিবেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে পরাঙ্মুখযোদ্ধাকে, পতিত সৈনিককে এবং "আমি তোমার" এইরূপ উচ্চারণকারী শরণার্থীকে বধ করিবেন না।৪৯

ধর্মবিৎ রাজা অন্যান্য নিষিদ্ধগণকে বধ করিবেন না; যদি বধ করেন, তাহা হইলে ভ্রূণহত্যাতুল্য পাপভাগী হইয়া নরকে গমন করেন।৫০

যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে যে রাজা রাজ্যরক্ষার জন্য যুদ্ধে নিরস্ত হয় না, সে রাজার পদ ইষ্টি-তুল্য অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ করিতে করিতে যত পদ অগ্রসর হইবেন, ততপদসংখ্যক যজ্ঞের ফলভাগী হইবেন।৫১

যুদ্ধক্ষেত্রে মস্তকে আঘাতপ্রাপ্ত যোদ্ধার মুখে যে সকল রক্তবিন্দু প্রবেশ করে, যোদ্ধার পক্ষে সেই রক্তপান সোমরস-পানতুল্য বলিয়া পরাশর মুনি বলিয়াছেন।৫২

যে সকল রাজা রাজ্যরক্ষার জন্য একান্তচিত্তে যুদ্ধ করেন, তাঁহারা যেরূপ যোগিগণ বহু ইষ্ট যোগসাধন দ্বারা স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন, সেইরূপ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।৫৩

রণার্জিত বিত্ত (ধন) বিপ্রগণকে দান এবং প্রজাগণকে অভয় দান—ইহাই নৃপতির পরম ধর্ম। ন্যায়যুদ্ধে অর্জিত যে দেশ যখন নৃপতির বশীভূত হইবে, রাজা তখন সেই দেশকে নিজদেশরূপে ব্যবহার করিয়া যথারীতি প্রতিপালন করিবেন।৫৪-৫৫

রাজা রণার্জিত বিত্ত দ্বারা যজ্ঞ করিবেন এবং যথাবিধি দ্বিজগণকে অর্চনা ও সাধুগণকে সম্মানিত করিবেন।৫৬

মাতুল, শ্বশুর, বন্ধু বা অন্য কোনও ব্যক্তি যদি রাজা কর্তৃক পরাজিত হয়, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে কেহই রাজার নিকটে অদণ্ডনীয় নহে অর্থাৎ তাহারা কেহই দণ্ডভোগ হইতে মুক্তি পাওয়ার যোগ্য নহে—ইহা রাজনীতিবিদ্গণ বলিয়াছেন।৫৭

সুসহায়সম্পন্ন, অতিপ্রৌঢ়, বীর, প্রাজ্ঞগণের অনুরাগ-দাতা ও উৎসাহসম্পন্নকে বিজিগীষু মনে করিয়া রাজা ইহাদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবেন।৫৮

রাজা তাঁহার সহিত যুক্ত সকলকে অর্থবান্ মনে করিয়া স্বয়ং অর্থকৃৎ হইবেন। অর্থবান্ ব্যক্তিগণকে

মত্বা চার্থবতঃ সর্বান্ যুক্তামপ্যর্থকৃন্তবেৎ।
সার্থকাংশ্চ নিযুঞ্জীত সর্বতোঽর্থমুপার্জয়েৎ ॥৫৯
সর্বাণ্যপি চ বিত্তানি যতস্ততোঽপি রাজনি।
প্রবিশন্তীব তোয়ানি সর্বাণ্যপি হি সাগরে ॥৬০
নৃপস্যাপদি জাতায়াং দেবদ্রব্যাণি কেশবৎ।
আদায় রক্ষেদাত্মানং পুনস্তত্র চ নিঃক্ষিপেৎ ॥৬১
বিত্তং বার্ধুষিকাণাং তু কদর্য্যস্যাপি বর্ধনম্।
পাষণ্ডি-গণিকাবিত্তং হরন্নার্তো ন কিল্বিষী ॥৬২
দেব-ব্রাহ্মণ-পাষণ্ডি-গণকা-গণিকাদয়ঃ।
বণিগ্বার্ধুষিকাঃ সর্বে স্বস্থে রাজনি সুস্থিতাঃ ॥৬৩
যথা বহ্নিশ্চ গোমাংসং দহন্নপি ন পাতকী।
আদদানস্তথা রাজা ধনমার্তো ন কিল্বিষী ॥৬৪
গৃহ্নীয়াৎ সর্বদা রাজা করানপীড়য়ন্ প্রজাঃ।
স্তোকে স্তোকান্ পৃথক্ সাম্না স ভুঙ্‌ক্তে সুচিরং
ধরাম্ ॥৬৫

কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন এবং সকলের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিবেন।৫৯

নদী প্রভৃতির জলসমূহ যেরূপ সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেইরূপ রাজ্যের সমস্ত বিত্ত রাজকোষেই প্রবেশ করে। রাজার বিপদ্ উপস্থিত হইলে দেবগণের দ্রব্যগুলিও কোষাগারের ধনের ন্যায় মনে করিয়া তাহার দ্বারা রাজা আত্মরক্ষা করিবেন এবং পুনরায় দেব-দ্রব্যগুলি দেব-দ্রব্যাগারে প্রত্যর্পণ করিবেন।৬০-৬১

আর্ত রাজা বার্ধুষিকের (সুদখোরের) বিত্ত, কদর্য্য ব্যক্তির বিত্ত, পাষণ্ডীর বিত্ত ও গণিকার বিত্ত হরণ করিয়া পাপভাগী হন না। রাজা স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিলে দেব, ব্রাহ্মণ, পাষণ্ডী, গণক, গণিকা, বণিক্ ও বার্ধুষিক ইহারা সকলেই সুস্থ থাকে।৬২-৬৩

অগ্নি যেরূপ গোমাংস দগ্ধ করিয়া পাপভাগী হন না, সেইরূপ রাজাও আর্তের ধনগ্রহণ করিয়া পাপভাগী হন না।৬৪

রাজা প্রজাগণকে পীড়ন না করিয়া সর্বদা করগ্রহণ করিবেন। যিনি সাম-নীতি দ্বারা অল্পস্থলে অল্পকর গ্রহণ করেন, তিনি চিরকাল সুখে রাজ্যভোগ করেন।৬৫

সদা চোদ্যমিনা ভাব্যং নৃপেণ বিজিগীষুণা।
বিজিগীষুর্নৃপো নান্যৈঃ কদাচিদভিভূয়তে ॥৬৬
তদৈবং হৃদি সন্ধায় ধৃতোৎসাহো নৃপো ভবেৎ।
দৈব-পৌরুষসংযোগো সর্বাঃ সিধ্যন্তি সিদ্ধয়ঃ ॥৬৭
নৈকেন চক্রেণ রথঃ প্রয়াতি
ন চৈকপক্ষো দিবি যাতি পক্ষী।
এবং হি দৈবেন ন কেবলেন
পুংসোঽর্থসিদ্ধির্নরকারতো বা ॥৬৮
কেচিদ্ধি দৈবস্য তু কেবলস্য
প্রাধান্যমিচ্ছন্তি মতিপ্রবীণাঃ।
পুংস্কারযুক্তস্য নরস্য কেচি-
দপ্যত্র ইষ্টা পুরুষার্থসিদ্ধিঃ ॥৬৯
অত্যুদ্যমী ক্রিয়ত এব চ যঃ শ্রমী চ
শৌর্য্যান্বিতশ্চ গুণবাংশ্চ সুধীশ্চ বিদ্বান্।

বিজয়-লাভেচ্ছু নৃপতি সর্বদা নিজকে উদ্যমশীল ভাবিবেন। বিজয়-লাভেচ্ছু নৃপ কখনও পরের দ্বারা অভিভূত হন না। দৈব এবং পুরুষকার-সংযোগে সমস্ত অভীষ্ট সিদ্ধ হয়—এইরূপ চিন্তা করিয়া নৃপতি সর্বদা উৎসাহসম্পন্ন হইবেন।৬৬-৬৭

যেমন একটি চক্র দ্বারা রথের গতি হয় না এবং একটি পক্ষ দ্বারা পক্ষী আকাশে উড়িতে পারে না, সেইরূপ কেবলমাত্র দৈব দ্বারা পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না এবং কেবলমাত্র পুরুষকার দ্বারাও পুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না।৬৮

কোন কোন জ্ঞানবৃদ্ধ পুরুষার্থসিদ্ধি-বিষয়ে কেবল দৈবকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ আবার পুরুষকারের প্রাধান্য স্বীকার করেন।৬৯

বিধি পরাঙ্মুখ হইলে অত্যুদ্যমী, পরিশ্রমী, শৌর্য্যশালী, গুণবান, সুধী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিও কেবলমাত্র উদর পরিপূরণের জন্য অন্নলাভ করিতে পারে না।৭০

শুভ্র হর্ম্য, বরাঙ্গনা, নানাবিধ বিভব, পৃথিবী-পতিত্ব ও মনুষ্যত্ব এই সমস্তই দুর্দৈববশতঃ অতিশীঘ্র ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।৭১

প্রাপ্নোতি নৈব বিধিনা স পরাঙ্‌মুখেন
স্বীয়োদরস্য পরিপূরণমন্নমাত্রম্ ॥৭০

শুভ্রাণি হর্ম্যাণি বরাঙ্গনাশ্চ
নানাপ্রকারো বিভবো নরস্য।
উর্বীপতিত্বঞ্চ নৃকারতা চ
সর্বং হি মংক্ষু ক্ষয়মেতি দৈবাৎ ॥৭১

এষাং হি পুংসাং মহতো হি দৈবাৎ
স্থানস্থিতানামপি চার্থসিদ্ধিঃ।
কেষাং প্রভুত্বং বহুজীবিতঞ্চ
একো হি দেবো বলবানতোঽত্র ॥৭২

পুং-স্ত্রীপ্রয়োগাদথ শুক্রশোণিতাৎ
কো দেহমধ্যে বিদধাতি গর্ভম্।
স্ত্রীণাং তু তদ্বিপ্র ন চাপি পুংসাং
সর্বাণি চৈষাং ননু দৈবচেষ্টা ॥৭৩

কাসাং তু গর্ভস্য ন সম্ভবোঽস্তি
কেষাঞ্চ শুক্রং ননু বীর্য্যহীনম্।
দধাতি গর্ভং ননু কাপি দৈবাৎ
কাশ্চিত্ত, গর্ভং ন দধাতি দৈবাৎ ॥৭৪

ধাতা বিধাতা নিজকর্মযোগাদ্
বিধেস্ত্বভীষ্টং ত্বনুভাবভাব্যম্।
দেবাসুরাণাং সহ দৈত্যকাণাং
স হ্যেব কর্তা চ মনুষ্ভবানাম্ ॥৭৫

দৈবাদ্ মঘোনোঽপি সহস্রমক্ষ্ণাং
দৈবাদ্ধিমাংশোঃ ক্ষয়রোগিতাঽভূৎ।
দৈবাৎ পয়োধের্লবণোদকত্বং
দৈবাত্তবেচ্চিত্রতরা চ বৃষ্টিঃ ॥৭৬

যদপ্যমুষ্মান্ন পরোঽস্তি দৈবাৎ
কুর্য্যাত্তথাপীহ নরো নৃকারম্।
উদ্দীপয়েৎ কর্মকরো নৃকারা-
ত্বদ্দীপিতং কর্ম করোতি লক্ষ্মীম্ ॥৭৭

দৈবেন কেচিৎ প্রসভেন কেচিৎ
কেচিন্নৃকারেণ নরস্য চার্থাঃ।
সিধ্যন্তি যত্নেন বিধীয়মানা-
স্তেষাং প্রধানং নরকারমাহুঃ ॥৭৮

স্বামিঃ প্রধানং নয় দুর্গ-কোশান্
দণ্ডঞ্চ মিত্রাণি চ নীতিবিজ্ঞাঃ।

স্বস্থানাবস্থিত কোন কোন পুরুষের সৌভাগ্যবশতঃ অর্থসিদ্ধি হয়। কাহারও কাহারও প্রভুত্ব লাভ বা কাহারও কাহারও দীর্ঘজীবনলাভ—এই সমস্ত বিষয়ে একমাত্র দৈবই বলবান্।৭২

পুরুষ ও স্ত্রীর সংযোগবশতঃ শুক্র শোণিত হইতে স্ত্রীগণের দেহমধ্যে (উদরে) কে গর্ভবিধান করেন? হে বিপ্র! এসমস্ত পুরুষকার হইতেও হয় না; সুতরাং দৈব-ব্যাপারই প্রবল।৭৩

কোন কোনও স্ত্রীলোকের গর্ভোৎপত্তি হয় না, কোন কোনও পুরুষের শুক্র বীর্য্যহীন, কোনও স্ত্রী গর্ভ-ধারণ করে, আবার কোনও কোনও স্ত্রী গর্ভধারণ করে না,—এই সকল দৈববশতঃই হইয়া থাকে।৭৪

বিধাতা জীবের স্বকর্মানুযায়ী ভাগ্যের বিধান করেন, কিন্তু এস্থলেও বিধির অভীষ্টই অনুভবের বিষয়রূপে ভাবনা করা হয়। এক বিধাতাই দেব, অসুর, দৈত্য ও মানুষের সৃষ্টিকর্তা, ইহারা সকলেই স্বকর্মানুসারে দেবত্বাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন।৭৫

দৈববশতঃ ইন্দ্রের সহস্রচক্ষু, দৈববশতঃ চন্দ্রের ক্ষয়রোগিতা, দৈববশতঃ সমুদ্রের জল লবণাক্ত এবং দৈববশতঃই সৃষ্টিরও বিচিত্রতা ঘটিয়া থাকে।৭৬

ঐ দৈব হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই—যদিও ইহা পুরুষ জানে, তথাপি সে পুরুষকারের অভিমান করে। পুরুষাকার হইতে কর্মকর পুরুষ উদ্দীপিত হয়, উদ্দীপিত কর্ম লক্ষ্মী (দৈব) সম্পন্ন করে।৭৭

কেহ কেহ বলেন—দৈববশতঃ; কেহ কেহ বলেন—বল-প্রয়োগবশতঃ বা হঠাৎ; কেহ কেহ বলেন—পুরুষকার-বশতঃই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়; কেহ কেহ বলেন—যত্নপূর্বককার্য্য করিলেই পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়, সুতরাং পুরুষকারই প্রধান।৭৮

নীতিবিজ্ঞগণ বলেন—রাজা, প্রধান অমাত্য, নীতি,

অঙ্গানি রাজ্যস্য বদন্তি সপ্ত
সপ্তাঙ্গপূর্বো নৃপতির্ধরাভুক্ ॥৭৯
দুর্বৃত্তসদ্বৃত্তনরেষু দণ্ডং
রাজা বিধত্তে নিপুণোঽর্থসিদ্ধ্যৈ।
দণ্ড্যস্য মত্বোর্জ্জিতবিত্তসত্ত্বং
পুংসোঽর্থহীনস্য দমং তু হীনম্ ॥৮০
অন্যায়তো যে তু জনং নরেশাঃ
সম্পীড্য বিত্তানি হরন্তি লোভাৎ।
তৎক্রোধবহ্নৌ পরিদগ্ধদেহা-
গতায়ুষস্তে তু ভবন্তি ভূপাঃ ॥৮১
দণ্ডো মহান্ মধ্যমকাধমস্তু
মানং তু তেষাং ত্রসরেণুকাদি।
সোঽশীতিসাহস্রপণো মহান্ স্যাদ্
অর্ধার্ধকস্তস্য তদর্ধকো বা ॥৮২
সর্বার্থপাদশ্চ হরশ্চ দণ্ড্যৌ
পাত্যৌ নৃপেণেতি বদন্তি সন্তঃ।
পাণ্যাদিপচ্ছেদন-মারণঞ্চ
নির্বাসনং রাষ্ট্রত এব সদ্যঃ ॥৮৩
জ্ঞাত্বাপরাধং মনুজস্য যস্তু
দেশঞ্চ কালঞ্চ বপুর্বয়শ্চ।
দণ্ড্যেষু দণ্ডং বিদধাতি ভূভৃৎ
সাম্যং স বধ্নাতি পুরন্দরস্য ॥৮৪
যঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন পথা নরেশো-
দণ্ডং বিদধ্যাদ্ বিধিবৎ-করাংশ্চ।
সোঽতীব কীর্তিং বিতনোতি গুর্বী-
মায়ুশ্চ দীর্ঘং দিবি দেবভোগান্ ॥৮৫
যস্ত্যক্তমার্গাণি কুলানি রাজা
শ্রেণীশ্চ জাতীশ্চ গণাংশ্চ লোকান্।
আনীয় মার্গে বিদধাতি ধর্ম্যে
নাকেঽপি গীর্বাণগণৈঃ প্রশস্যতে ॥৮৬

---

দুর্গ, কোশ, দণ্ড ও মিত্র এই সাতটি রাজ্যের অঙ্গ। এই সপ্তাঙ্গসম্পন্ন নৃপতি পৃথিবীভোগ করিতে সমর্থ হন ।৭৯

সুদক্ষ রাজা পুরুষার্থ-সিদ্ধির জন্য দুর্বৃত্ত ও সদ্বৃত্ত নরের প্রতি দণ্ডবিধান করিবেন। দণ্ডার্হ ব্যক্তির প্রতি দণ্ডবিধান-কালে তাহার অর্থবলের প্রতি রাজা বিবেচনা করিবেন। অর্থহীন দণ্ডার্হের প্রতি দমননীতি-প্রয়োগ রাজার হীন আচরণ বলিয়া গণ্য হয় ।৮০

যে সকল নৃপতি অন্যায়ভাবে রাজ্যবাসিগণকে পীড়ন করিয়া লোভবশতঃ তাহাদের বিত্তহরণ করে, সেই সকল ভূপতি পীড়িতের ক্রোধবহ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া গতপ্রাণ হয় ।৮১

দণ্ড তিন প্রকার যথা,—শ্রেষ্ঠ, মধ্যম ও অধম। রাজা যে পরিমাণ বিত্ত কররূপে গ্রহণ করিবেন, সেই বিত্তের প্রত্যেকটির ছয় পরমাণু-সমষ্টি-পরিমাণ অশীতিসহস্রপণ অর্থ শ্রেষ্ঠ-দণ্ড, তাহার অর্ধের অর্ধেক মধ্যম দণ্ড আর তাহার অর্ধেক অধম-দণ্ড ।৮২

রাজা যদি প্রজার সমস্ত অর্থের পাদ-পরিমাণ (একচতুর্থাংশ) অর্থগ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই রাজা অবশ্যই দণ্ডার্হ হইবেন। সেই রাজাকে রাজ্য হইতে সদ্যঃ নির্বাসিত করিবে অথবা বধ বা তাহার হস্তপদাদি ছেদন করিবে,- এই কথা সজ্জনগণ বলেন ।৮৩

যদি রাজা মানুষের অপরাধ জানিয়া দেশ, কাল, শরীর ও বয়স বিবেচনা করিয়া দণ্ডার্হ ব্যক্তিগণকে দণ্ড প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি ইন্দ্রের সমতা প্রাপ্ত হইতে পারেন ।৮৪

যে রাজা শাস্ত্র-প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া (শাস্ত্রানুসারে) দণ্ডবিধান করেন এবং বিধি অনুসারে কর-বিধান করেন, সেই রাজা অতিশয় মহাকীর্তি বিস্তার করত দীর্ঘায়ুঃ লাভ করেন ও স্বর্গে যাইয়া দেবভোগ লাভ করেন। যদি রাজা ধর্মপথ, কুল, শ্রেণী ও জাতি-ত্যাগী লোকসমূহকে ধর্মযুক্ত পথে আনয়ন করিবার জন্য যথাবিহিত ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে তিনি স্বর্গলোকেও দেবগণ কর্তৃক প্রশংসিত হন ।৮৫-৮৬

যঃ স্বধর্মে স্থিতো রাজা প্রজাধর্মেণ পালয়েৎ
সর্বকামসমৃদ্ধাত্মা বিষ্ণুলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৮৭
হর্যশ্ব-বহ্নি-যম-বিত্তনাথ-
শীতাংশুরূপাণি হি বিভ্রতীহ
সর্বেঽপি ভূপাস্ত্বিহ পঞ্চরূপা-
স্তৎ কথ্যমানং শৃণুত দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥৮৮
যদা জিগীষুর্ধৃতশস্ত্রপাণি-
স্ত্বিষুং সমালম্ব্য স বিদ্ধসৈন্যঃ।
সর্বান্ সপত্নানিহ জেতুকাম-
স্তদা সহর্যশ্ব ইবেহ ভাতি ॥৮৯
অকারণাৎ কারণতোঽপি চৈষ
প্রজাং দহেৎ কোপ-সমিদ্ধরোচিঃ।
যদা তদেনং নৃপনীতিবিজ্ঞা-
স্তনূনপাতং প্রবদন্তি ভূপম্ ॥৯০
ধর্মাসনস্থঃ শ্রুতিশাস্ত্রদৃষ্ট্যা
শুভাশুভাচারবিচারকৃৎ স্যাৎ।
ধর্ম্মোষু দানং ত্বথকৃৎসু দণ্ডং
তদাঽবনীশস্ত্বিহ ধর্মরাজঃ ॥৯১
যদা ত্বমাত্য-দ্বিজবাচকাদীন্
প্রহৃষ্টচিত্তস্তু যথোচিতেন।
ধনপ্রদানেন করোতি হৃষ্টান্
ভূভৃত্তদাঽসৌ দ্রবিণেশবৎ স্যাৎ ॥৯২
সমস্তশীতাংশুগুণপ্রযুক্তো
যদা প্রজামেষ শুভায় পশ্যেৎ।
প্রসন্নমূর্তির্গতমৎসরঃ সন্
তদোচ্যতে সোম ইতি ক্ষিতীশঃ ॥৯৩
আজ্ঞা নৃপাণাং পরমং হি তেজো
যস্তাং ন মন্যেত স শস্ত্রবধ্যঃ।
ব্রূয়াচ্চ কুর্য্যাচ্চ বদেচ্চ ভূভৃৎ
কার্য্যং তদৈবং ভুবি সর্বলোকৈঃ ॥৯৪
দুর্ধর্ষতিগ্মাংশুসমানদীপ্তে-
র্ব্রূয়ান্ মনুষ্যঃ পরুষং নৃপস্য।

যে রাজা স্বধর্মাবস্থিত হইয়া ধর্মানুসারে প্রজাপালন করেন, সর্বাভীষ্টপূর্ণ সেই রাজা বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হন।৮৭

রাজা হর্য্যশ্ব ( হরিদ্বর্ণযুক্ত অশ্ব যাহার অর্থাৎ ইন্দ্র ), অগ্নি, যম, কুবের ও চন্দ্র ইহাদিগের প্রকৃতি ধারণ করেন। সমস্ত ভূপগণই এই পঞ্চরূপধারী বলিয়া বিদিত। হে দ্বিজগণ! তৎসম্বন্ধে কথ্যমান বিধি শ্রবণ কর।৮৮

যখন জয়লাভেচ্ছু রাজা হস্তে শস্ত্র ধারণ করিয়া ও ধনুর্দ্ধর হইয়া সৈন্যবিদ্ধ করেন এবং সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই রাজা ইন্দ্রসদৃশ প্রতিভাত হন।৮৯

যদি রাজা বিনা কারণে অথবা কোনও কারণবশতঃ ক্রোধরূপ প্রজ্বলিত হুতাশনে প্রজাগণকে দগ্ধ করেন অর্থাৎ প্রজার উপর দণ্ড বিধান করেন, তাহা হইলে রাজনীতিবিশারদগণ সেই রাজাকে অগ্নি-নামে অভিহিত করেন।৯০

যখন ধর্মাসনস্থ রাজা শ্রুতি-শাস্ত্রানুসারে শুভ ও অশুভ বিষয়ে আচার ও বিচার করেন এবং ধর্মীয় ব্যাপারে দান ও তদ্বিরুদ্ধ ব্যাপারে দণ্ডবিধান করেন, তখন সেই রাজা ধর্মরাজ ( যম ) নামে অভিহিত হন।৯১

যখন রাজা হৃষ্টচিত্ত হইয়া অমাত্য, দ্বিজ ও যাচকদিগকে যথোচিত ধনপ্রদান করিয়া তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করেন, তখন সেই রাজা কুবের-তুল্য হন।৯২

যখন রাজা চন্দ্রের সমস্ত গুণের আধার, প্রসন্নমূর্তি ও মাৎসর্য্যবিহীন হইয়া প্রজার শুভচিন্তা করেন, তখন সেই রাজা চন্দ্রতুল্য প্রতীত হন।৯৬

"রাজার আদেশ অতিশয় প্রভাবসম্পন্ন" এই কথা বলিবে এবং তদনুযায়ী কার্য্য করিবে। রাজার কার্য্য কি, তাহাও বলিবে। ( ইহা জানিয়াও ) যে ব্যক্তি রাজার আদেশকে প্রভাবশালী বলিয়া মনে করে না, সেই ব্যক্তি ভূলোকে সর্বলোককর্তৃক শস্ত্র দ্বারা বধের যোগ্য।৯৪

যস্তস্য তেজোঽপ্যবমন্যমানঃ
সদ্যঃ স পঞ্চত্বমুপৈতি পাপাৎ ॥
যোঽস্থায় সর্বং বিদধাতি পশ্যেৎ
শৃণোতি জানাতি চকাস্তি শাস্তি।
কস্তস্য চাজ্ঞাং ন বিভর্তি রাজ্ঞঃ
সমস্তদেবাংশভবো হি যস্মাৎ ॥৯৫

॥ ইতি রাজধর্মবর্ণনম্ ॥

## অথ বানপ্রস্থ-ভিক্ষুধর্ম বর্ণনম্

অথ বিপ্রো বনং গচ্ছেদ্ বিনা বা সহ ভার্য্যয়া।
জিতেন্দ্রিয়ো বসেত্তত্র নিত্যং শ্রৌতাগ্নিকর্মকৃৎ ॥৯৬
বন্যৈর্মুন্যশনৈর্মেধ্যৈঃ শ্যামা-নীবার-কঙ্গুভিঃ।
কন্দ-মূল-ফলৈঃ শাকৈঃ স্নেহৈশ্চ ফলসম্ভবৈঃ ॥৯৭
সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াত্ত্রিকালং স্নানমাচরেৎ!
চর্মচীবরবাসাঃ স্যাৎ শ্মশ্রু-লোম-জটাধরঃ ॥৯৮
পিতৃংশ্চ তর্পয়েন্নিত্যং দেবাংশ্চাজস্রমর্চয়েৎ।
অর্চয়েদতিথীন্নিত্যং তথা ভৃত্যাংশ্চ পোষয়েৎ ॥৯৯
ন কিঞ্চিৎপ্রতিগৃহ্নীয়াৎ সাধ্যায়ং নিত্যমাচরেৎ।
সর্মসত্ত্বহিতো দান্তঃ শান্তশ্চাধ্যাত্মচিন্তকঃ ॥১০০
সন্তুষ্টস্বান্তকো নিত্যং দানশীলঃ সদা দ্বিজঃ।
কঞ্চিদ্ভেদং সমাস্থায় সুবৃত্ত্যা বর্তয়েৎ সদা ॥১০১
একাহিকং তু কুর্বীত মাসিকং বাথ সঞ্চয়ম্।
ষাণ্মাসিকং চাব্দিকং বা যজ্ঞার্থঞ্চ বনে বসন্ ॥১০২
ত্যক্ত্বা তদাশ্বিনে মাসি স্থানমন্যৎ সমাশ্রয়েৎ।
যথাবদগ্নিহোত্রং তু সমিদাজ্যৈস্তু পালয়েৎ ॥১০৩
চান্দ্র-কৃচ্ছ্র-পরাকাদ্যৈঃ পক্ষ-মাসোপবাসকৈঃ।
ত্রিরাত্রৈকরাত্রৈশ্চ আশ্রমস্থঃ ক্ষিপেদ্ বুধঃ ॥১০৪

যে ব্যক্তি প্রবলপরাক্রান্ত ও সূর্য্যতুল্যপ্রভাবশালী নৃপতির কঠোরতার কথা বলে না এবং যে ব্যক্তি রাজার প্রভাবের প্রতি অবমাননা প্রদর্শন করে, সে পাপাক্রান্ত হইয়া সদ্যঃ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।৯৫

যে রাজা চিরকাল সর্ববিষয়ের বিধান, শ্রবণ ও দর্শন করেন এবং সর্ববিষয়ে অবগত ও উদ্দীপ্ত হন এবং যিনি প্রজা শাসন করেন, সেই রাজার আজ্ঞা কোন্ ব্যক্তি পালন করে না? যেহেতু রাজা সমস্ত দেবাংশ হইতে সমুদ্ভূত, সেইহেতু দেবাদেশ পালনের ন্যায় রাজাদেশ অবশ্য পালনীয়।৯৬

রাজধর্ম-বর্ণন সমাপ্ত।

## অনন্তর বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুধর্ম বর্ণিত হইতেছে।

বিপ্র ভার্য্যার সহিত অথবা ভার্য্যাহীন হইয়া বনে গমন করিবে, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তথায় বাস করিবে এবং নিত্য বেদবিহিত হোমাদি ক্রিয়া করিবে।৯৭

বানপ্রস্থাশ্রমী বিপ্র মুনিগণভোজ্য বনজাত পবিত্র শ্যামা, নীবার ও কঙ্গু (অর্থাৎ কন্দ, মূল, ফল, শাক ও ফলোদ্ভূত স্নেহপদার্থ দ্বারা জীবন ধারণ করিবে, প্রাতঃ মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্ন এই ত্রিকালে স্নান করিবে। এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে হোম করিবে। চর্ম, চীরর (সন্ন্যাসিদিগের বস্ত্র) বস্ত্রপরিধান এবং শ্মশ্রু, লোম ও জটাধারণ করিবে। নিত্য পিতৃগণের তর্পণ এবং নিরন্তর দেবগণের অর্চনা করিবে। নিত্য অতিথি পূজা ও ভৃত্যগণকে প্রতিপালন করিবে। কাহারও নিকট হইতে কিছুমাত্র গ্রহণ করিবে না। নিত্য বেদাধ্যয়ন করিবে। সমস্ত জীবের হিতচিন্তা করিবে এবং দম ও শমগুণের অধিকারী হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্বচিন্তায় রত হইবে। দ্বিজ নিত্য সন্তুষ্ট-হৃদয় ও দানশীল হইবে। কোনও একটি ভেদ সৃষ্টি করিয়া উৎকৃষ্ট বৃত্তিতে প্রবৃত্ত হইবে।৯৮-১০১

দ্বিজ বনে বাসকালে যজ্ঞের জন্য একাহিক অর্থাৎ একদিবস নির্বাহোপযোগী অন্নাদি, এইরূপ মাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক কিছু কিছু সঞ্চয় করিবে। আশ্বিন মাসে সেই স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে আশ্রয়গ্রহণ করিবে। যথাশাস্ত্র সমিধ্ ও আজ্য দ্বারা অগ্নিহোত্র পালন করিবে। চান্দ্রায়ণব্রত, কৃচ্ছ্রব্রত ও পরাকব্রত প্রভৃতি ব্রত পক্ষ, মাস, ত্রিরাত্র বা একরাত্র উপবাস করিয়া আশ্রম ধর্মানুসারে উদ্‌যাপন করিবে।১০২-৪

তিষ্ঠেন্নাব্রতিকস্তত্র স্বপ্যাদধস্তথা নিশি।
অতন্দ্রিতো ভবেন্নিত্যং বাসরং প্রপদৈর্নয়েৎ ॥১০৫
যোগাভ্যাসরতো নিত্যং স্নানাসন-বিহারবান্।
হেমন্ত-গ্রীষ্ম-বর্ষাসু জলাগ্ন্যাকাশমাশ্রয়েৎ ॥১০৬
দন্তোলুখলিকো বাপি কালপক্বভুগেব বা।
স্যাদাশ্মকুট্টকো বিপ্রঃ ফলস্নেহৈশ্চ কর্মকৃৎ ॥১০৭
শত্রৌ মিত্রে সমস্বান্তস্তথৈব সুখ-দুঃখয়োঃ।
সমদৃষ্টিশ্চ সর্বেষু ন বিশেদ্ বনগহ্বরম্ ॥১০৮
ম্লেচ্ছব্যাপ্তানি সর্বাণি বনানি স্যুঃ কলৌ যুগে।
ন ভূপাঃ শাসিতারশ্চ গ্রামোপান্তে বসেদতঃ ॥১০৯
গ্রামাশ্চ নগরা দেশাস্তথারণ্য-বনানি চ।
ক্ষিতীশরক্ষিতান্যেব সর্বেষাং ফলদানি হি ॥১১০
প্রথমং ভূপতেস্তস্মাৎ কৃত্যং শংসেদ্ দ্বিজাগ্রজাঃ।
যোগং বাহরণ্যবাসং বা কুর্বীত তদনুজ্ঞয়া ॥১১১

সুত্রামাহনল-বায়ূনাং যমস্যেন্দোর্বিবস্বতঃ।
ঈশ-বিত্তেশয়োর্ব্রহ্মমাত্রাভ্যো নির্মিতো নৃপঃ ॥১১২
পারত্রিকং তু যৎকিঞ্চিদ্ যৎকিঞ্চিদৈহিকং তথা।
নৃপাজ্ঞয়া দ্বিজাতীনাং তৎসর্বং সিধ্যতি ধ্রুবম্ ॥১১৩
নৃপতেঃ প্রথমং তস্মাৎ সাধোর্যজ্ঞাদিকং দ্বিজঃ।
রক্ষার্থং কথয়িত্বা তু যথাকার্য্যং সমাপয়েৎ ॥১১৪
ধেনুঃ পূর্বং বসিষ্ঠস্য হ্যাসীদ্ দুর্বাসসোহপি চ।
বনবাসাশ্রমস্থস্য বহ্নিকার্য্যায় তাং শ্রয়েৎ ॥১১৫
ফলস্নেহা যদা ন স্যুঃ কালবৈগুণ্যতো দ্বিজাঃ।
তদা গোদুগ্ধ-সর্পির্ভ্যামগ্নিকার্য্যং সমাপয়েৎ ॥১১৬
তথা সর্বেষু কালেষু তথা সর্বাশ্রমেষু চ।
গোদুগ্ধাদি পবিত্রং স্যাৎ সর্বকার্য্যেষু সত্তমাঃ ॥১১৭
বনবাসিষু সর্বেষু ভিক্ষাং কুর্য্যাদ্ বনাশ্রমী।
তদা সর্বং প্রকুর্বীত পিতৃ-দেবার্চনাদিকম্ ॥১১৮

ব্রতহীন হইয়া অবস্থান করিবে না, রাত্রিতে ভূমি-শয্যায় শয়ন করিবে, নিত্য তন্দ্রারহিত হইয়া থাকিবে, এবং ভগবৎপ্রপন্ন হইয়া কাল কাটাইবে।১০৫

নিত্য যোগাভ্যাস, স্নান, আসন ও পরিক্রমা করিবে। হেমন্ত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাঋতুতে জল, অগ্নি ও আকাশ আশ্রয় করিবে অর্থাৎ হেমন্তে জল, গ্রীষ্মে অগ্নি ও বর্ষাকালে আকাশ অবলম্বন করিয়া তপস্যায় রত থাকিবে।১০৬

দন্ত দ্বারা উদূখলের কার্য্য করিবে অথবা প্রস্তরোপরি খাদ্যবস্তু কুট্টন করিবে। কালপক্ব ভোজ্যদ্রব্য ভোজন করিবে, অথবা ফলের রস দ্বারা ভোজন-কর্ম সমাপন করিবে। শত্রু-মিত্রে ও সুখ-দুঃখে সমান জ্ঞান করিবে। সকলের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইবে। বনমধ্যস্থ গুহায় প্রবেশ করিবে না।১০৭-৮

কলিযুগে সমস্ত বন ম্লেচ্ছব্যাপ্ত হইবে এবং ভূপতিগণ শাসনকর্তা থাকিবেন না। এইহেতু বানপ্রস্থাবলম্বিগণ গ্রামের একপ্রান্তে বাস করিবে।১০৯

গ্রাম, নগর, দেশ, অরণ্য ও বন এইগুলি সকলের ফলপ্রদ বলিয়া রাজা রক্ষা করিবেন। সেইহেতু দ্বিজ-শ্রেষ্ঠগণ প্রথমতঃ ভূপতির নিকটে বনগমনের আকাঙ্ক্ষা জানাইবে। তৎপর তাহার অনুজ্ঞানুসারে যোগসাধন করিবে বা অরণ্যে বাস করিবে।১১০-১১

বিধাতা ইন্দ্র, অগ্নি, বায়ু, যম, চন্দ্র, সূর্য্য, শিব ও কুবের ইঁহাদের ব্রহ্মমাত্রা হইতে নৃপ সৃষ্টি করিয়াছেন। দ্বিজগণের ঐহিক ও পারত্রিক যাহা কিছু কর্ম, তৎসমস্তই নৃপগণের আজ্ঞানুসারে সিদ্ধ হয়।১১২-১৩

সেইহেতু দ্বিজ প্রথমে সাধু-নৃপতির নিকটে যজ্ঞাদি রক্ষার কথা বলিয়া পরে যথাবিধি স্বীয় কার্য্য সম্পন্ন করিবে। বনবাসাশ্রমস্থ বশিষ্ঠ ও দুর্বাসার হোমীয় ঘৃতের জন্য ধেনু ছিল, সুতরাং হোমকার্য্যের জন্য ধেনুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।১১৪-১৫

কালবৈগুণ্যবশতঃ যদি দ্বিজগণ ফলের রস সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে গোদুগ্ধ ও ঘৃত দ্বারা হোমক্রিয়া সমাপন করিবে।১১৬

হে সত্তমগণ! সেই প্রকার সর্বকালে সকল আশ্রমে সকল কার্য্যে গোদুগ্ধাদি হইল অতি পবিত্র বস্তু। বনাশ্রমী দ্বিজসকল বনবাসীর নিকট ভিক্ষা করিবে, এবং তদ্দ্বারা পিতৃ-দেবার্চনাদি সমস্ত কার্য্য করিবে।১১৭-১৮

অথবা ভিক্ষায় যত্নবান্ বনাশ্রমী দ্বিজ গ্রাম হইতে

অষ্টৌ ভুঞ্জীত বা গ্রাসান্ গ্রামাদাহৃত্য যত্নবান্।
বাসনা সংক্ষয়ং গচ্ছেদনিলাশঃ প্রাগুদীচিকঃ ॥১১৯
বিপ্রায় বিপ্রো বনবাসধর্মান্
সর্বানিমানুক্তবিধিক্রমেণ।
সংশোধ্য পাপানি বপুর্বিশোধ্য
ব্রহ্মাধিগচ্ছেৎ পরমং দ্বিজেন্দ্রাঃ ॥১২০
আশ্রমত্রয়ধর্মান্ বা চরিত্বা প্রাগ্ দ্বিজাস্ততঃ।
দ্বয়স্য বা ততঃ পশ্চাচ্চতুর্থাশ্রমমাচরেৎ ॥১২১
দ্বিজাগ্রজো যদা পশ্যেদ্ বলীপলিতমাত্মনঃ।
উপরামস্তথাক্ষাণাং ক্ষৈণ্যং কামস্য সদ্দ্বিজাঃ ॥১২২
সমীক্ষ্য পুত্রং পৌত্রং বা দৃষ্ট্বা বা দুহিতুঃ সুতম্।
অধীত্য বিধিবদ্ বেদান্ কৃত্বা যজ্ঞান্ বিধানতঃ ॥১২৩
নিশ্চয়ং মনসঃ কৃত্বা চতুর্থাশ্রমমাবিশেৎ।
প্রাজাপত্যাং বিধায়েষ্টিং বনাদ্ বা
সদ্মনোঽপি বা ॥১২৪

সমস্ত দক্ষিণাযুক্তান্ সর্ববেদাংস্ততশ্চ তান্।
অগ্নীনাত্মনি চারোপ্য দণ্ডান্ বিধিবদাহরেৎ ॥১২৫
কিঞ্চিদ্ভেদং সমাস্থায় তদ্ধর্মেণ চ বর্তয়েৎ।
বাঙ্-মনঃ-কায়দণ্ডাশ্চ তথা সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ ॥১২৬
ত্রয়োঽপি নিয়তা যস্য স ত্রিদণ্ডীতি কথ্যতে।
কমণ্ডল্বক্ষমালা চ ভিক্ষাপাত্রমথাপরম্ ॥১২৭
কাষায়বাসঃ কৌপীনং কার্য্যার্থং বস্ত্রমেব বা।
শিখা যজ্ঞোপবীতঞ্চ দণ্ডানাং ত্রিতয়ং তথা ॥১২৮
দ্বিকালং বিধিবৎ স্নানং ভিক্ষয়া চৈকভোজনম্।
শুদ্ধৈকবৃত্তিবিপ্রেষু সৎকর্মনিরতেষু চ ॥১২৯
ভিক্ষাচর্য্যা যতঃ প্রোক্তা ব্রতচর্য্যা তথৈব চ।
অসম্ভাষশ্চ শূদ্রেণ তথা চ শিল্পি-কারুভিঃ ॥১৩০
অবক্তৃত্বং তথা স্ত্রীভিঃ কৃত্যমেতদ্ যতেঃ স্মৃতম্।
ন কদম্বকসংরোধো নিত্যমেকান্তশীলতা ॥১৩১
সদৈব প্রাণসংরোধঃ সদৈবাধ্যাত্মচিন্তনম্।
মৃদ্বেণু-দার্বলাব্বশ্মময়ং পাত্রং যতেঃ স্মৃতম্ ॥১৩২

ভিক্ষা আহরণ করিয়া অষ্টগ্রাস ভোজন করিবে। পূর্ব ও উত্তরদিক্ হইয়া সেই দিকস্থ বায়ু ভক্ষণ করিলে বাসনা সম্যক্ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।১১৯

হে দ্বিজেন্দ্রগণ! বিপ্র এই বিধি অনুসারে সমস্ত বনবাস-ধর্ম পালন করিয়া পাপরাশি-শোধন দ্বারা শরীর বিশুদ্ধ করত পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়।১২০

অথবা দ্বিজগণ প্রথমে আশ্রমত্রয়ের ধর্ম আচরণ করিয়া অথবা আশ্রমদ্বয়ের ধর্ম আচরণ করিয়া তৎপর চতুর্থাশ্রম ভিক্ষু-ধর্ম আচরণ করিবে।১২১

হে সদ্দ্বিজগণ! দ্বিজ যখন বুঝিতে পারিবে যে, বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজের শরীর শিথিল ও কামনার বিরাম হইয়াছে এবং চক্ষুর ক্ষীণতা উপস্থিত হইয়াছে, তখন পুত্র, পৌত্র ও দৌহিত্র দর্শন করিয়া বিধি অনুসারে বেদাধ্যয়নের অনন্তর যথাশাস্ত্র যজ্ঞক্রিয়া সমাপনান্তে মন সুস্থির করত চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে। প্রাজাপত্য-নামক যজ্ঞ করিয়া গৃহ হইতে বা বন হইতে চতুর্থাশ্রমে প্রবেশ করিবে।১২২-২৪

তৎপর সমস্ত দক্ষিণাযুক্ত সর্ববেদতত্ত্ব ও সেই অগ্নি আত্মাতে আরোপিত করিয়া বিধি অনুসারে দণ্ড আহরণ করিবে। কিছুমাত্র ভেদদৃষ্টি রাখিয়া ভিক্ষুধর্মে প্রবর্তিত হইবে। যাহার বাক্য, মন, কায়, দণ্ড এবং সত্ত্বাদি গুণত্রয় সংযত, সে ত্রিদণ্ডীনামে কথিত হয়। যতি কমণ্ডলু, অক্ষমালা, ভিক্ষাপাত্র, কাষায়-বস্ত্র, কৌপীন, অথবা যথাবিধি কার্য্যপালনের জন্য বস্ত্র, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও দণ্ডত্রয় ধারণ করিবে এবং বিধি অনুসারে দুইবার স্নান ও ভিক্ষা দ্বারা একবার ভোজন করিবে। সৎকর্মনিরত শুদ্ধৈকবৃত্তিসম্পন্ন বিপ্রের নিকট হইতে ভিক্ষাগ্রহণ ও ব্রহ্মচর্য্যপালন যতির ধর্ম বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। যতি শূদ্র, শিল্পী ও কারুকার্য্য-পরায়ণ ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিবে না।১২৫-৩০

যতি স্ত্রীগণের সহিত আলাপ করিবে না—ইহা তাহার কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়-সমূহের সংরোধ না হইলে চিত্তের নির্মলতার আতিশয্য সুস্থির হয় না।১৩১

সর্বদা প্রাণবায়ু সংরোধ ও সর্বদা অধ্যাত্মচিন্তা

শুদ্ধিরস্তিরমীষাং তু গোবালৈশ্চাবঘর্ষণম্।
ন দণ্ডৈর্ন চ দণ্ডেন বিনা বা তেন বা তথা ॥১৩৩
মোক্ষাবাপ্তির্ভবেৎ পুংসাং কিন্ত্বস্যাধ্যাত্মচিন্তনাৎ।
সমত্বং সুখ-দুঃখেষু তথা বিদ্বেষ-রাগয়োঃ ॥১৩৪
আত্মাঽন্যয়োঃ সমানত্বমজস্রং চাত্মচিন্তনম্ ॥
যতিভিস্ত্রিভিরেকত্র দ্বাভ্যাং পঞ্চভিরেব বা।
ন স্থাতব্যং কদাচিৎ স্যাত্তিষ্ঠন্তো নাশমাপ্নুয়ুঃ ॥১৩৫
বহুত্বং যত্র ভিক্ষূণাং বার্তাস্তত্র বিচিত্রকাঃ।
স্নেহ-পৈশুন্য-মাৎসর্য্যং ভিক্ষূণাং নৃপতেরপি ॥১৩৬
তস্মাদেকান্তশীলেন ভবিতব্যং তপোঽর্থিনা।
আত্মাভ্যাসরতশ্চৈব ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যভিলাষুকঃ ॥১৩৭
ত্রিদণ্ডগ্রহণাদেব যতিত্বং নৈব জায়তে।
আধ্যাত্মযোগযুক্তস্য ব্রহ্মাবাপ্তির্ভবেদ্ যতঃ ॥১৩৮
জিতেন্দ্রিয়ো হি দণ্ডার্হো যুবা ন স্যাত্তথা সরুক্।
যুবা নীরুক্ তথা ভিক্ষুরাত্মবৃদ্ধিপ্রদূষকঃ ॥১৩৯
ভিক্ষুর্গেহে বসন্ যত্র কামার্তোঽন্যোঽভিগচ্ছতি।
তৎসদ্মনাথং বৃদ্ধান্ বৈ সহ তেনৈব পাতয়েৎ ॥১৪০
একরাত্রং তু নিবসেদ্ ভিক্ষুর্যস্য গৃহাঙ্গনে।
তস্য বৈ তারয়েৎ পূর্বান্ বিংশতিং পিতৃ-মাতৃতঃ।
ভিক্ষুর্যস্যান্নভুগ্ ব্রহ্মযোগাভ্যাসরতো ভবেৎ ॥১৪১
পরিণামশ্চ যোগেন কৃতকৃত্যো গৃহী ভবেৎ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সর্বংসহঃ প্রসন্নধীঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মনি গোমায়ৌ মুনৌ ম্লেচ্ছে চ তুল্যদৃক্ ॥১৪২
চিহ্নানি ধাত্রা কথিতানি ধত্তে
বর্ততে যো বৈ বিহিতেন ভিক্ষুঃ।
যোঽধ্যাত্মবেদী সততং জিতাক্ষঃ
স ব্রহ্মকায়ে গমনং করোতি ॥১৪৩

---

করিবে। মৃত্তিকা, বাঁশ, দারু, অলাবু ও প্রস্তরময় পাত্র যতির ভোজনপাত্র বলিয়া কথিত।১৩২

পূর্বোক্ত পাত্রসমূহ গোপুচ্ছের অবঘর্ষণ দ্বারা ও জল দ্বারা শুদ্ধ করিবে। দণ্ডসমূহ বা দণ্ড ভিন্ন শুদ্ধ করিবে না। দণ্ডসমূহ বা দণ্ড দ্বারা শুদ্ধ করিবে (?)।১৩৩

যখন সদা অধ্যাত্মচিন্তা হয় এবং সুখ, দুঃখ, বিদ্বেষ ও অনুরাগে যখন সাম্যবোধ হয়, তখন পুরুষের মোক্ষপ্রাপ্তি হয়। নিজ ও অপর ব্যক্তির মধ্যে সাম্যজ্ঞান এবং নিরন্তর আত্মচিন্তনও মোক্ষপ্রাপ্তির উপায়। একস্থানে তিনজন, দুইজন বা পাঁচজন যতি অবস্থান করিবে না, যদি কখনও অবস্থান করে, তাহা হইলে সেই যতিগণ বিনষ্ট হয়।১৩৪-৩৫

যেস্থানে বহু সন্ন্যাসী থাকে, সেস্থানে বিচিত্র কথা হয়। সন্ন্যাসিগণের স্নেহ, পৈশুন্য, (খলতা বা কর্ণদূষণতা) ও মাৎসর্য্য যেমন আছে, রাজারও সেইরূপ আছে।১৩৬

সেইহেতু আত্মাভ্যাসরত, ব্রহ্মপ্রাপ্তিকামী ও তপস্যা-করণেচ্ছু ব্যক্তি অতিশয় নির্মলচরিত্র হইবেন।১৩৭

কেবলমাত্র ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেই যতিত্ব আসে না। যেহেতু অধ্যাত্মযোগযুক্ত ব্যক্তির ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, সেইহেতু দণ্ডী যদি অধ্যাত্মযোগযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়।১৩৮

জিতেন্দ্রিয়, রোগগ্রস্থ যুবা, নীরোগ যুবা, সন্ন্যাসী ও আত্মবৃদ্ধি অর্থাৎ শরীরের স্থূলতাবৃদ্ধিপ্রদূষক ('যোগিনাং কৃশদেহঞ্চ'—এই শাস্ত্রবচনে পাওয়া যায়,—যোগিগণ কখনও শরীরের পুষ্টিবৃদ্ধি করিবে না; কারণ তাহা যোগবিঘ্নকারক।) * দণ্ডার্হ নহে। যে গৃহে সন্ন্যাসী বা অন্য কোনও ব্যক্তি কামার্ত হইয়া অভিগত হয়, বৃদ্ধ হইলেও কামার্তের সহিত সেই গৃহস্বামীকে নিপতিত করিবে। যাহার গৃহাঙ্গনে ভিক্ষু একরাত্র বাস করে, তাহার পিতামাতা হইতে পূর্ববর্তী একবিংশতি পুরুষ পরিত্রাণ লাভ করে। যাহার অন্ন ভোজন করিয়া সন্ন্যাসী ব্রহ্মযোগাভ্যাসে রত হন, তাঁহার সেই যোগের পরিণামদ্বারা গৃহস্থও কৃতকৃত্য হয়। নির্মম, নিরহঙ্কার, সর্বংসহ ও প্রসন্নচেতাঃ ব্যক্তি যখন ব্রহ্ম, আত্মা, শৃগাল, মুনি ও ম্লেচ্ছে তুল্যদ্রষ্টা হন, তখনই তাঁহার পরিপূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান

* 'আত্মবৃদ্ধি' শব্দে আত্মপ্রশংসাও বুঝায়। 'আত্মা' শব্দের অর্থ দেহও হয়, যথা অমরকোষ—'আত্মা যত্নে ধৃতৌ বুদ্ধৌ স্বভাবে পরমাত্মনি'।

বনস্থভিক্ষুধর্ম্মান্ বৈ যানুবাচ পরাশরঃ।
যথাবদভিধায়ৈতান্ বক্ষ্যাম্যাশ্রমভেদকান্ ॥১৪৪
ইতি বানপ্রস্থ-ভিক্ষুধর্ম্মবর্ণনম্।

॥ অথ চতুর্ণামাশ্রমাণাং ভেদবর্ণনম্ ॥

অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি ভেদমাশ্রমসম্ভবম্।
ব্রহ্মচর্য্যাদিকানাং তু যাথাতথ্যং নিবোধত ॥১৪৫
চতুর্ণামাশ্রমাণাং তু ভেদো দৃষ্টো মনীষিভিঃ।
প্রত্যেকশো বদাম্যেনং শৃণুধ্বং দ্বিজসত্তমাঃ ॥১৪৬
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতদ্ভেদান্ প্রবক্ষ্যামি শৃণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥১৪৭
চতুর্ধা ব্রহ্মচারী স্যাদ্ গায়ত্রো বৈধসস্তথা।
প্রাজাপত্যো বৃহচ্চেতি লক্ষণানি পৃথক্ পৃথক্ ॥১৪৮
অক্ষারলবণাশী স্যাদ্ গায়ত্র্যভ্যাসতৎপরঃ
বর্ত্ততে ভিক্ষয়া নিত্যং গায়ত্রোঽয়ং প্রকীর্ত্তিতঃ ॥১৪৯

হয়। বিধাতা ব্রহ্মজ্ঞানীর উক্ত চিহ্নগুলি বলিয়াছেন। যে ভিক্ষু বিহিতরূপে ভিক্ষুর চিহ্ন ধারণ করেন এবং বিহিত কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হন, যিনি অধ্যাত্মতত্ত্বজ্ঞ, সতত জিতাক্ষ, তিনি পরব্রহ্মে গমন করেন।১৩৯-৪৩

মহামুনি পরাশর বানপ্রস্থাবলম্বি-সন্ন্যাসিগণের ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, যথারীতি তাহা বলিয়া এক্ষণে আশ্রমভেদ-সম্বন্ধে বলিব।১৪৪

বানপ্রস্থভিক্ষুধর্ম্মবর্ণন সমাপ্ত।

### অনন্তর আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে যে কি ভেদ আছে—তাহা বলিব।

আশ্রমসমুদ্ভূত ভেদের কথা অনন্তর বলিব। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমের প্রকৃত স্বরূপ শ্রবণ কর।১৪৫

হে দ্বিজসত্তমগণ! মনীষিগণ আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে ভেদ দর্শন করিয়াছেন। প্রত্যেকটির মধ্যে এই ভেদ কি প্রকার—তাহা বলিব তোমরা শ্রবণ কর।১৪৬

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও যতি ইহাদিগের ভেদ বিশেষভাবে বলিব। আশ্রমচতুষ্টয়ের এই পাপনাশন ভেদ শ্রবণ কর।১৪৭

চতুর্ধা দ্বাদশাব্দানি যোঽধীয়ানশ্চতুঃশ্রুতীঃ।
ভিক্ষয়া ব্রহ্মচর্য্যেণ তিষ্ঠেদ্ ব্রাহ্মঃ স উচ্যতে ॥১৫০
গুরোর্বা গুরুপুত্রস্য তৎপত্ন্যা বাপি সন্নিধৌ।
যো বসেদভ্যসন্ জ্ঞানং ব্রহ্মচারী স নৈষ্ঠিকঃ ॥১৫১
ঋতুকালাভিগামী সন্ পরস্ত্রীং পর্ব বর্জয়েৎ।
বেদানধ্যেতি ভিক্ষাভুক্ প্রাজাপত্যোঽয়মুচ্যতে ॥১৫২
গৃহস্থস্তু চতুর্ভেদো বার্ত্তা-শালীনবৃত্তিকৌ।
যাযাবরস্তথা বান্যো ঘোরসন্ন্যাসিকস্তথা ॥১৫৩
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যৈঃ কুর্বন্ সর্বাঃ ক্রিয়া দ্বিজঃ।
বিহিতৈরাত্মবিদ্যৈশ্চ বার্ত্তাবৃত্তিঃ স উচ্যতে ॥১৫৪
দদাত্যধ্যেতি যজতে যাজয়েন্ন চ পাঠয়েৎ।
কুর্য্যাৎ কর্ম্মাপ্রতিগ্রাহী শালীনো ধ্যানকৃদ্ দ্বিজঃ ॥১৫৫
উক্তঃ সন্ কারয়েদন্যাং ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহম্।
পাঠয়েচ্চ তথাত্মানং যাযাবরঃ স উচ্যতে ॥১৫৬

ব্রহ্মচারী চারপ্রকার, যথা—গায়ত্র, বৈধস, প্রাজাপত্য ও বৃহৎ (নৈষ্ঠিক)। ইহাদের প্রত্যেকের লক্ষণও পৃথক্ পৃথক্। অক্ষার-লবণভোজী, গায়ত্রীজপাভ্যাস-তৎপর ও নিত্য ভিক্ষাবৃত্তিপরায়ণ ব্রহ্মচারী 'গায়ত্র'-ব্রহ্মচারী নামে কীর্ত্তিত হন। যিনি দ্বাদশবর্ষ যাবৎ চারি প্রকার বেদ অধ্যয়ন করেন, ভিক্ষাবৃত্তি-পরায়ণ হন ও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া অবস্থান করেন, তাঁহাকে 'ব্রাহ্ম' ( বৈধস )-ব্রহ্মচারী বলে। যিনি গুরু, গুরুপুত্র বা গুরুপত্নীর সন্নিধানে বাস করিয়া জ্ঞান অভ্যাস করেন, তাহাকে 'নৈষ্ঠিক'-ব্রহ্মচারী বলে। যিনি ঋতুকালাভিগামী হন, পরস্ত্রী বর্জন করেন এবং পর্বতিথিতে অভিগত হন না এবং ভিক্ষা দ্বারা জীবিকা-নির্বাহ করত বেদাধ্যয়ন করেন, তাঁহাকে 'প্রাজাপত্য'-ব্রহ্মচারী বলে।১৪৮-৫২

গৃহস্থ চার প্রকার, যথা—বার্ত্তা-বৃত্তিক, শালীন-বৃত্তিক, যাযাবর ও ঘোর সন্ন্যাসী। যে দ্বিজ কৃষিকর্ম্ম, গো-রক্ষা, বাণিজ্য ও বিহিত আত্মবিদ্যাদ্বারা সমস্ত কার্য্য করেন, তাহাকে 'বার্ত্তাবৃত্তি' গৃহস্থ বলে।১৫৩-৫৪

যিনি দান, অধ্যয়ন, যজন ও যাজন করেন, অধ্যাপনা

তিষ্ঠেদ্ যশ্চ শিলোঞ্ছাভ্যামুদ্ধৃতাগ্নিশ্চ উচ্যতে।
আত্মবিচ্চ ক্রিয়াঃ কুর্য্যাদ্ ঘোরসন্ন্যাসিকঃ স্মৃতঃ ॥১৫৭

বানপ্রস্থশ্চতুর্ভেদো বৈখানস উদুম্বরঃ।
বালখিল্যো বনেবাসী তল্লক্ষণমথোচ্যতে ॥১৫৮
ফলৈর্মূলৈরকৃষ্টান্নৈরগ্নিকর্ম বনে বসন্।
কুর্য্যাৎ পঞ্চমহাযজ্ঞান্ স বৈখানস আত্মবিৎ ॥১৫৯
প্রাতর্দৃষ্টদিগানীতৈঃ ফলাকৃষ্টাশনেন্ধনৈঃ॥
উদুম্বরো মতো জ্ঞানী পঞ্চযজ্ঞাগ্নিকর্মকৃৎ ॥১৬০
চতুরো ন্যাসকৃদগ্নিকার্য্যং কুর্বন্ বনে বসন্।
ফলম্লৈর্বনান্নৈশ্চ বহুভিঃ শ্রুতিচোদিতৈঃ ॥১৬১
উদ্ধৃত্য পরিপূতাম্ভিশ্চ তথাঽযাচিতবৃত্তিকঃ।
ফলৈর্বন্যৈর্বনান্নৈশ্চ ফেনপঃ পঞ্চযজ্ঞকৃৎ ॥১৬২

বনস্থো বালখিল্যো যো ধত্তে বল্কলচীবরম্।
অগ্নিকার্য্যকৃদাত্মজ্ঞ ঊর্জান্তে সঞ্চিতং ত্যজন্ ॥১৬৩
চতুর্ভেদঃ পরিব্রাট্ স্যাৎ কুটীচক-বহূদকৌ।
হংসাঃ পরমহংসাশ্চ বক্ষ্যন্তে তে পৃথক্ পৃথক্ ॥১৬৪
পুত্রস্য ভ্রাতৃপুত্রস্য ভ্রাতৃ-দৌহিত্রয়োরপি।
তদুপান্তকুটীস্থো যঃ স ভৈক্ষ্যবৃত্তিভুগ্ দ্বিজঃ ॥১৬৫

প্রতিচর্য্যাকৃতঃ সোঽপি যো বাসঃ পূতবারিপঃ।
তথা ত্রিদণ্ডভৃৎ শান্ত আত্মজ্ঞঃ স কুটীচকঃ ॥১৬৬
জ্ঞেয়ো বহূদকো নাম যঃ পবিত্রিতপাদুকঃ।
শিখাসনোপবীতানি ধাতুকাষায়বস্ত্রভৃৎ ॥১৬৭
সাধুবৃত্তির্দ্বিজৌকঃসু ভিক্ষাভুগাত্মচিন্তকঃ।
বহূদকস্ত্বয়ং জ্ঞেয়ো যঃ পরিব্রাট্ ত্রিদণ্ডভৃৎ ॥১৬৮

ও প্রতিগ্রহ করেন না কিন্তু কর্ম করেন, সেই ধ্যাননিষ্ঠ দ্বিজ 'শালীন বৃত্তি' গৃহস্থ নামে অভিহিত হন।১৫৫

যিনি অন্য ব্যক্তি কর্তৃক কথিত হইয়া স্বয়ং অন্য ক্রিয়ায় প্রবর্তিত হন, প্রতিগ্রহ করেন এবং অধ্যাপনা করেন, তাঁহাকে 'যাযাবর' গৃহস্থ কহে।১৫৬

যিনি শিল ও উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করেন, যিনি উদ্ধৃতাগ্নি ও আত্মবিৎ হইয়া সমস্ত ক্রিয়া করেন, তাহাকে 'ঘোর-সন্ন্যাসী' গৃহস্থ বলে। (ধান্যকর্তনের পর গাছে যে ধান্য থাকে, তাহা খুঁটিয়া লওয়া "শিল" আর ক্ষেত্রে পতিত ধান্য খুঁটিয়া লওয়া "উঞ্ছ")।১৫৭

বানপ্রস্থ চারি প্রকার—বৈখানস, উদুম্বর, বালখিল্য ও বনেবাসী। অনন্তর তাহাদের লক্ষণ উক্ত হইতেছে। যিনি বনে বাস করিয়া ফল, মূল ও অকর্ষিত ভূমিতে উৎপন্ন ধান্যের তণ্ডুল দ্বারা জীবনধারণ করেন এবং অগ্নি-কর্ম ও পঞ্চমহাযজ্ঞ করেন, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ বানপ্রস্থাশ্রমী 'বৈখানস' নামে কথিত হন। যিনি প্রাতঃকালে দৃষ্ট অর্থাৎ সন্ধ্যাবন্দনাদির পর যেদিকে প্রথম দৃষ্টি পড়িবে, সেই দিক্ হইতে আনীত ভোজ্য, ফলাকৃষ্ট অশন ও ইন্ধন দ্বারা জীবনধারণ করেন এবং পঞ্চমহাযজ্ঞ ও অগ্নিকর্ম করেন, সেই জ্ঞানীকে 'উদুম্বর' বলে। যিনি বনে বাস করিয়া ন্যাস ও অগ্নিকার্য্য করেন, শ্রুতি-কথিত বহু ফলরস ও বনান্ন দ্বারা জীবন রক্ষা করেন, যিনি যাচ্ঞা-বৃত্তিরহিত, পঞ্চমহাযজ্ঞানুষ্ঠানরত, যিনি উদ্ধৃত পরিপূত জল, বন্যফল ও বনান্ন দ্বারা জীবিকার ব্যবস্থা করেন এবং ফেন পান করেন, সেই চতুর্থ বানপ্রস্থী 'বনেবাসী' নামে কীর্তিত হন। যিনি বনে বাস করিয়া বল্কল ও সন্ন্যাসিদিগের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করেন, অগ্নিকার্য্য করেন এবং কার্তিকমাস অতীত হইলে সঞ্চিত দ্রব্য ত্যাগ করেন, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ বানপ্রস্থাবলম্বী 'বালখিল্য'-নামে অভিহিত হন।১৫৮-৬৩

পরিব্রাজক চারি প্রকার—কুটীচক, বহূদক, হংস ও পরমহংস। তাঁহাদের সম্বন্ধে পৃথক্ পৃথগ্ভাবে বলিব। পুত্র, ভ্রাতৃপুত্র, ভ্রাতা ও দৌহিত্রের নিকটে কুটীতে থাকিয়া যে দ্বিজ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবনধারণ করেন, প্রতিচর্য্যাকৃত হইয়াও যিনি বস্ত্রপূত বারি পান করেন এবং যিনি ত্রিদণ্ডধারী, শান্ত ও আত্মজ্ঞ, তিনি 'কুটীচক'-নামে খ্যাত হন।১৬৪-৬৬

যিনি পবিত্রীকৃত পাদুকা ধারণ করেন, যিনি শিখা, আসন ও উপবীতান্বিত, ধাতুকাষায়-বস্ত্রধারী, যিনি সাধুবৃত্তি দ্বিজগণের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া ভোজন

একদণ্ডধরা হংসাঃ শিখোপবীতধারিণঃ।
বার্য্যাধারকরাঃ শান্তা ভূতানামভয়ঙ্করাঃ ॥১৬৯
বসন্ত্যেকক্ষপাং গ্রামে নগরে পঞ্চশর্ব্বরীঃ।
কর্শয়ন্তো ব্রতৈর্দেহমাত্মজ্ঞানরতাঃ সদা ॥১৭০
একদণ্ডধরা মুণ্ডাঃ কন্থা-কৌপীনবাসসঃ।
অব্যক্তলিঙ্গিনোঽব্যক্তাঃ সর্বদৈব চ মৌনিনঃ ॥১৭১
শিখাদিরহিতাঃ শান্তা উন্মত্তবেষধারিণঃ।
ভগ্ন-শূন্যামরৌকঃস্থু বাসিনো ব্রহ্মচিন্তকাঃ ॥১৭২
এতে পরমহংসা বৈ নৈষ্ঠিকা ব্রহ্মভিক্ষবঃ।
উক্তাস্তদ্গতভেদজ্ঞৈরাত্মনঃ প্রার্থনাকরাঃ ॥১৭৩
যো ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারিভেদো
ভেদো গৃহস্থস্য তথৈব যশ্চ।
যোঽরণ্যবাসি-দ্বিজকর্মভেদো
যতেস্তথা নৈষ্ঠীকমুক্তিভেদাঃ ॥১৭৪

চতুর্ণামাশ্রমাণাং তু ভেদমুক্ত্বা পরাশরঃ।
অথাব্রবীদ্ দ্বিজা যোগং শৃণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥১৭৫
মুমুক্ষবো বিরজ্যন্তে দেহাদ্ গেহাদিতো যথা।
শরীরজ্ঞাস্তথা প্রাহুঃ পরব্রহ্মলয়ং গমাঃ ॥১৭৬
খ-বায়্বগ্ন্যম্বু-ধাত্রীভিরারব্ধমাশুনাশি চ।
তন্মুখ্যগুণসংযুক্তং তৎপঞ্চাখ্যালয়ং ত্যজেৎ ॥১৭৭
শুক্র-শোণিতসংযোগাৎ স্ত্রীকোষ্ঠপাকসম্ভবম্।
দুঃখেন দশভির্মাসৈর্ব্যায়তং ভূরিদোহদৈঃ ॥১৭৮
জনন্যা দোহদাভাবে গর্ভস্থস্যাপি দুঃখিতাঃ।
অত্যন্তং জায়মানস্য যোনিযন্ত্রনিপীড়নাৎ ॥১৭৯
জাতস্য বালরোগাদ্যৈর্যোগিনী-গ্রহদোষতঃ।
দেহিনঃ সর্বদা দুঃখং দন্তজন্মাদিকৈগ্র্রহৈঃ ॥১৮০
এবং বাল্যে মহদ্দুঃখং কৌমার্য্যে যৌবনেঽপি চ।
স্ত্রিয়া বিনাপি সার্ধং বা দারিদ্র্যৈশ্বর্য্যয়োরপি ॥১৮১

করেন এবং আত্মচিন্তাতৎপর ও ত্রিদণ্ডধারী, সেই পরিব্রাজককে 'বহূদক' বলে।১৬৭-৬৮

যাঁহারা একদণ্ডধারী এবং শিখা ও উপবীতধারী, হস্তই যাঁহাদের জলপাত্র, যাঁহারা শান্ত ও প্রাণিবৃন্দের অভয়দাতা, যাঁহারা গ্রামে একরাত্র ও নগরে পঞ্চরাত্র বাস করেন, যাঁহারা আত্মতত্ত্বজ্ঞ, ব্রতপালন-হেতু যাঁহাদের শরীর কৃশ, তাঁহাদিগকে 'হংস' বলে। একদণ্ডধারী, মুণ্ডিতমস্তক, কন্থা ও কৌপীনবস্ত্রধারী, অপ্রকাশিতচিহ্ন-ধারী, অব্যক্ত, সর্বদা মৌনী, শিখাদিরহিত, শান্ত, উন্মত্ত-বেশধারী, ব্রহ্মচিন্তক এবং ভগ্ন ও জনশূন্য দেবালয়ে বাস করেন, এইরূপ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মভিক্ষু আত্মপ্রার্থনাকারিগণকে পরিব্রাজক-ভেদজ্ঞগণ 'পরমহংস' বলেন।১৬৯-৭৩

ব্রহ্মচর্য্যব্রতচারি-ভেদ, গৃহস্থধর্মের ভেদ, অরণ্যবাসি-দ্বিজকর্মভেদ এবং যতির নৈষ্ঠিক মুক্তিভেদ উক্ত হইয়াছে।১৭৪

হে দ্বিজগণ! পরাশর মুনি আশ্রমচতুষ্টয়ের ভেদের কথা বলিয়া পাপনাশন যোগ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন—তাহা শ্রবণ কর।১৭৫

বিরাগ জন্মিলে যেমন গৃহিগণ গৃহ হইতে চলিয়া যায়, সেই প্রকার মুক্তিকামিগণ দেহ হইতে গমন করেন। শরীরতত্ত্বজ্ঞগণ বলেন,—মুমুক্ষুগণের দেহ হইতে গমনের অর্থ পরব্রহ্মে লীন হওয়া।১৭৬

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও ক্ষিতি এই পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত সমস্ত পদার্থ শীঘ্র বিনাশশীল বলিয়া পিতামাতার শুক্রশোণিতসংযোগে মাতৃগর্ভে শিশুরূপে মাতার স্নেহাতিশয্যে দশমাসকাল দুঃখের মধ্যে অতিবাহিত করিয়া মুখ্য গুণসংযুক্ত পঞ্চভূতাত্মক যে দেহ উৎপন্ন হয়, সেই দেহরূপ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।১৭৭-৭৮

জননীর স্নেহাভাব হইলে যোনিযন্ত্রের নিপীড়ন-হেতু জায়মান গর্ভস্থ শিশুরও অত্যন্ত দুঃখ হয়। যোগিনী ও গ্রহদোষবশতঃ এবং সূর্য্যাদি গ্রহকর্তৃক দন্তোদ্গম প্রভৃতি বালককালীন রোগাদি দ্বারা জাত-বালকের সর্বদা দুঃখ উপস্থিত হয়।১৭৯-৮০

এই প্রকার বাল্য ও কৌমার অবস্থায় এবং যৌবনকালে, সপত্নীক এবং বিপত্নীকাবস্থায় দারিদ্র্য ও ঐশ্বর্য্যের জন্য মহাদুঃখ উপস্থিত হয়।১৮১

ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং প্রথমে বিত্তরক্ষণাদ্যৈর্দ্বিতীয়কে।
বৃদ্ধত্বে চানয়োর্দুঃখং তস্মাদ্ দুঃখময়ং বপুঃ ॥১৮২
মাংসেন লেপিতং বদ্ধং স্নায়ুভিঃ কুল্যসঞ্চয়ম্।
মেদোমেহনসম্পূর্ণং কফ-পিত্ত-বসাশ্রয়ম্ ॥১৮৩
অমেধ্যপূর্ণং ভস্ত্রাবৎ সর্বং বৈ সর্বদাঽশুচি।
মৃৎস্নয়া স্নান-গন্ধাদ্যৈর্নির্গন্ধি ক্রিয়তে বহিঃ ॥১৮৪
দুর্গন্ধং সর্বরন্ধ্রেষু স্বঘ্রাণোদ্বেগকারকম্।
সততং স্রবয়েঽমেধ্যং কিং দেহস্যোচ্যতে শুভম্ ॥১৮৫
যদদগ্ধং ভবেন্মৃৎস্না দগ্ধং ভস্মত্বমাপ্নুয়াৎ।
মৃতস্য দৃশ্যতে কিঞ্চিৎ তৃষ্ণাকোপরতস্য তু ॥১৮৬
ক ইহোৎপদ্যতে বিদ্বান্ কো বেহ ম্রিয়তে পুনঃ।
যন্ত্রোপমমিদং ধীমান্ বায়ুত্যক্তং মৃতং ভবেৎ ॥১৮৭
পৃথগাত্মা পৃথক্ স্বান্তং পৃথক্ খানি দশাপি চ।
পৃথক্ পৃথক্ চ ভূতানি পৃথক্ তেষাং গুণোৎকরঃ ॥১৮৮
পৃথক্ প্রাণাদিবায়ুশ্চ তদ্গতিশ্চ পৃথক্ পৃথক্।
পৃথক্ পৃথগিতি হ্যেতৎ শরীরং কিমিহোচ্যতে ॥১৮৯
আরম্ভকাণি যান্যেব তেষু যান্তি তদংশকাঃ।
আত্মা চান্যদবাপ্নোতি যাতনীয়ং পুনর্বপুঃ ॥১৯০
যঃ পশ্যেৎ শৃণুয়াজ্জিঘ্রেৎ স্বদেদ্ বিদ্যাৎ স্মরেদ্ বদেৎ।
স্বপ্যাচ্চ জাগৃয়াদ্গচ্ছেদ্ভিন্দ্যাদ্ গায়েজ্জপেৎ পঠেৎ ॥১৯১
গৃহ্ণীয়াদর্পয়েদ্দদ্যাজ্জায়েত জনয়েদপি।
সোঽস্তি কশ্চিৎ পরো দেহাদ্ যো দেবীতি নিগদ্যতে ॥১৯২
নৈকশ্চেৎ স্যান্ন দেহেঽস্মিন্ প্রত্যভিজ্ঞা কথং ভবেৎ।
একদৃক্-দৃষ্টিরূপস্য পুনরন্যেন পশ্যতঃ ॥১৯৩
অদ্রাক্ষং যদহং বস্তু তদেবৈতৎ স্পৃশাম্যথ।
যথাঽস্প্রাক্ষঞ্চ পশ্যামি প্রতীতির্যস্য জায়তে ॥১৯৪

প্রথমে অর্থাৎ বাল্য ও কৌমার অবস্থায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণার জ্বালায় মহাদুঃখ, যৌবনাবস্থায় বিত্তরক্ষণাদি ব্যাপারে দুঃখভোগ, বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে ক্ষুৎপিপাসা ও বিত্তরক্ষণ জনিত দুঃখ উপস্থিত হয়। সেইহেতু দেহীর দেহ সর্বদা দুঃখময় বলিয়া জানিবে।১৮২

মাংসলিপ্ত, স্নায়ুবদ্ধ, অস্থি, মেদ ও মেঢসমূহ দ্বারা সম্পূর্ণ, কফ, পিত্ত ও বসার আশ্রয়স্থল ( মাংস হইতে উৎপন্ন ধাতুবিশেষের নাম বসা ), অমেধ্য ( পূতিগন্ধ ) পূর্ণ, এবং ভস্ত্রাসদৃশ এই সমস্ত শরীর সর্বদা অশুচি। মৃত্তিকা দ্বারা ও গন্ধাদি দ্বারা স্নান করিলে কেবল দেহের বহির্ভাগ গন্ধহীন হয়; কিন্তু তথাপি শরীরের সর্বরন্ধ্রে স্বীয় ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উদ্বেগকর দুর্গন্ধ সর্বদা ক্ষরিত হয়। দেহের অপবিত্র কি এবং পবিত্র কি—তাহা বলা হইতেছে। যাহা দগ্ধ হয় নাই এবং যাহা দগ্ধ হইয়া ভস্মে পরিণত হইয়াছে—এইরূপ তৃষ্ণা এবং কোপরত ব্যক্তির ও মৃতের তাহা কিঞ্চিৎ পরিদৃষ্ট হয়। কোন্ বিদ্বান্ এখানে উৎপন্ন হইয়াছেন, কেইবা এখানে মরিয়াছে? যন্ত্রতুল্য এই শরীর বায়ুত্যক্ত হইলেই মৃত বলিয়া কথিত হয়। আত্মা পৃথক্, হৃদয় পৃথক্, চিত্ত ও দশ ইন্দ্রিয়ও পৃথক্, প্রাণিগণও পৃথক্ পৃথক্ এবং তাহাদের গুণসমূহও পৃথক্। প্রাণাদি বায়ু পৃথক্ এবং তাহাদের গতিও পৃথক্ পৃথক্, এইরূপ সমস্তই পৃথক্, এক্ষণে শরীর কি—তাহা বলা হইতেছে।১৮৩-৮৯

যেই পঞ্চভূত হইতে শরীরগুলি গঠিত হইয়াছে, সেই পঞ্চভূতসমূহ পঞ্চভূতে চলিয়া যায়। তখন আত্মা আবার যাতনাভোগ্য শরীর প্রাপ্ত হয়।১৯০

কোনও পরম পুরুষ আছেন, যিনি দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ ও ভোজন করেন, জানেন, স্মরণ করেন, বলেন, নিদ্রাপন্ন ও জাগরিত হন, গমন, ভেদ, গান, জপ, পাঠ, গ্রহণ, অর্পণ ও দান করেন, যিনি জন্মলাভ ও জন্মদান করেন, তিনি দেহ হইতে ভিন্ন; এবং দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছেন। যদি এক আত্মা না হয়, তাহা হইলে এই দেহে কি প্রকারে একজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তির বা অপরকর্তৃক দৃষ্ট ব্যক্তির পুনর্জ্ঞান হয়?১৯১-৯৩

দর্শন-স্পর্শনাভ্যাঞ্চ গ্রহণাদেকবস্তুনঃ।
অস্তি হ্যাত্মা পরো দেহাত্তথা দেহ্যস্তি কশ্চন ॥১৯৫
গৃহী চ গৃহমধ্যস্থো ভগ্নং কিঞ্চিৎ সমাচরেৎ।
দেহে ক্ষতাদিসংরোহাত্তদ্দেহ্যস্তি কশ্চন ॥১৯৬
জ্ঞানযোগফলেনায়ং কর্মযোগফলেন চ।
স এব ভুজ্যতে কুর্বন্ উদ্দেশৌ তস্য তাবিতি ॥১৯৭
তার্য্যতে কর্মণা চায়ং বধ্যতে কর্মণাপি চ।
উভয়থাপি নৈবাত্র প্রত্যক্ষং দৃশ্যতে দ্বিজাঃ ॥১৯৮
মায়াবিত্বঞ্চ মূকত্বমতিরিক্তাংগতা ক্রমাৎ।
অবাক্ত্বং ধান্যহর্তৃণাং পৈশূন্যে পূতিনাসিতা ॥১৯৯
ভরতো বর্ণকৈশ্চিত্রৈঃ স্বদেহং চিত্রয়েদ্ যথা।
কুর্বন্নানাবিধং কর্ম তথাত্মা কর্মজাস্তনূঃ ॥২০০
জরায়ুজাণ্ডজাদীনি বপূংষি যোঽগ্রহীন্নিজৈঃ।
কর্মভির্বর্ণভেদৈশ্চ চিত্তদৌর্গত্যরুগ্ যতঃ ॥২০১
বধির-ক্লীব-নিঃস্বা-ন্ধা জায়ন্তে পুরুষাধমাঃ।
নিরেনসঃ পুনর্ভূত্বা বিদ্বদ্ বিপ্রকুলেষু চ ॥২০২
মহাকুলেষু চান্যেষু জায়ন্তে লক্ষণান্বিতাঃ।
ধনবন্তঃ প্রজাবন্তো বিদ্যাবন্তো যশস্বিনঃ ॥২০৩
রূপ-সৌভাগ্যসংযুক্তাঃ সর্বেষামুপকারকাঃ।
ব্রহ্মাভ্যাসরতাঃ শান্তাঃ ষট্কর্মনিরতাস্তথা ॥২০৪
পঞ্চযজ্ঞকৃতো নিত্যমগ্নিষ্টোমাদিষু স্থিতাঃ।
দ্বিজোপাস্তিকরা নিত্যং গুর্বাচার্য্যাদিপূজকাঃ ॥২০৫
চতুরাশ্রমধর্মাণাং সেবিনঃ সমদর্শিনঃ।
গুণৈঃ সর্বৈঃ সমাযুক্তাস্তেজস্বিনো জনপ্রিয়াঃ ॥২০৬
এবম্ভূতাশ্চ যে বিপ্রাস্তেষাং বিষ্ণুঃ সদান্তিকে।
বিষ্ণুশ্চ সর্বদৈবত্যস্তস্মাদ্ বিষ্ণুমনা ভবেৎ ॥২০৭
দেবতার্চাকৃতাং নিত্যং গুরূপাস্তিকৃতাং তথা।
ব্রহ্মৈবাভ্যসতাং সম্যগ্ ব্রহ্মসান্নিধ্যমিষ্যতে ॥২০৮

আমি যে বস্তু দেখিয়াছি, তাহাই এক্ষণে স্পর্শ করিতেছি; যাহা স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাই দেখিতেছি। আত্মা এক না হইলে এই প্রকার প্রতীতি জন্মে কিরূপে ?১৯৪

একই বস্তুর দর্শন, স্পর্শন দ্বারা এবং গ্রহণ হইতে ইহা বুঝা যায় যে, পরম আত্মা আছেন—যিনি এক দেহ হইতে অন্য দেহে দেহীরূপে বর্ত্তমান থাকেন।১৯৫

গৃহমধ্যস্থ গৃহী কোনও দ্রব্য ভগ্ন করিলে দেহে ক্ষত প্রভৃতি উৎপন্ন হয়, ইহাতে বুঝা যায় যে, কোনও একজন দেহী আছেন।১৯৬

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের ফল তিনিই ভোগ করেন, উদ্দেশ্য তাঁহার জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগ উভয়ই। কর্ম পরিত্রাণ করে, বধও করে। হে দ্বিজগণ ! এই উভয় প্রকারই প্রত্যক্ষতঃ পরিদৃষ্ট হয় না।১৯৭-৯৮

ধান্যহরণকারিগণের মায়াবিত্ব, মূকত্ব, অধিকাঙ্গত্ব, বাক্‌শক্তিরাহিত্য, এবং খলতাবশতঃ দুর্গন্ধময় নাসিকা হয়। ভরত যে প্রকার নানাবর্ণ চিত্র দ্বারা স্বদেহ চিত্রিত করিয়াছিল, সেই প্রকার আত্মা নানাবিধ কর্ম করিয়া কর্মজ-তনু লাভ করেন। যে ব্যক্তি নিজকর্ম ও বর্ণভেদানুসারে চিত্তের দৌর্গত্যরূপ রোগযুক্ত হইয়া জরায়ুজ বা অণ্ডজ প্রভৃতিশরীর গ্রহণ করিয়াছে, বধির, ক্লীব, নিঃস্ব, অন্ধ প্রভৃতিরূপ পুরুষাধম হইয়া জন্মলাভ করিয়াছে, সেই ব্যক্তিই পুণ্যকর্মদ্বারা নিষ্পাপ হইয়া পুনরায় বিদ্বদ্-বিপ্রকুলে অথবা অন্য কোনও শ্রেষ্ঠ কুলে ধন, প্রজা, বিদ্যা, যশঃ প্রভৃতি বিশিষ্টলক্ষণান্বিত-রূপ ও সৌভাগ্যসংযুক্ত এবং সর্বজনের হিতকারী হইয়া জন্মগ্রহণ করেন এবং ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত সাধন-কর্মের অভ্যাসে রত থাকিয়া শান্ত ও ষট্কর্মনিরত হন। নিত্য পঞ্চমহাযজ্ঞ, অগ্নিষ্টোমাদি যাগ, দ্বিজোপাসক, গুরু ও আচার্য্যাদির সেবা-পরায়ণ হন।১৯৯-২০৫

ভগবান্ বিষ্ণু আশ্রমচতুষ্টয়ের ধর্মের সেবক, সমদর্শী, সমস্ত গুণযুক্ত, তেজস্বী ও জনপ্রিয়, এই প্রকার (পূর্বোক্ত) গুণযুক্ত বিপ্রগণের নিকটে বিষ্ণু সর্বদা অবস্থান করিয়া থাকেন। সর্বদেবময়, সেইহেতু বিষ্ণুমনাঃ হইবে। শাস্ত্রদর্শিগণ দেবার্চন ও গুরূপাসনাকারিদিগের এবং ব্রহ্মধ্যানাভ্যাসরতগণের ব্রহ্মসান্নিধ্যলাভ ইচ্ছা করেন।২০৬-৮

জীব যতক্ষণ যাবৎ সাধনোপযোগি-শরীর-বহন

উপাস্যং তৎ সদা ব্রহ্ম যাবৎ সাধকতাং বহেৎ।
বহ্বায়াসাদ্ বিদিত্বা যৎ সংসরেন্নেহ মানবঃ ॥২০৯
বদন্তি ব্রহ্মবেত্তারো ব্রহ্মাভ্যাসমনেকশঃ।
ব্রহ্মাপি দ্বিবিধং ধীমন্নপরং পরমেব চ ॥২১০
সমস্তং পরমং ব্রহ্ম শব্দব্রহ্মেতি কীর্তিতম্।
প্রণবাখ্যং ত্রিরূপং তৎ প্রাগেব হি বিশেষতঃ ॥২১১
প্রাণায়ামৈস্তদভ্যস্য পূরকাদ্যৈশ্চ বায়ুভিঃ।
পূরক-কুম্ভকৌ বায়ূ রেচকস্তু তৃতীয়কঃ ॥২১২
যেন ব্যাবর্ততে বায়ুর্নাসাগ্রান্নিঃসরেদ্ বহিঃ।
পূরয়েৎ শ্বাসযোগেন পূরকং তদ্বিদো বিদুঃ ॥২১৩
আপূর্য্য নিশ্চলীকৃত্য যঃ কশ্চিদ্ বার্য্যতেঽনিলঃ।
শ্বাসযোগং বদন্ত্যেনং কবয়ঃ কুম্ভকং স্থিতি ॥২১৪
ব্রহ্মধ্যানসমাযুক্তং বায়ুং যো ন বহির্নয়েৎ।
কুম্ভকঃ পবনঃ স স্যাদ্ যো বহির্নৈব মুচ্যতে ॥২১৫
রেচকং তদ্ বিদুস্তজ্‌জ্ঞা রেচ্যতে যঃ শনৈঃ শনৈঃ।
ন বেগাদ্ রেচয়েদ্ বায়ুং সর্বথা বিঘ্নভাগ্ ভবেৎ ॥২১৬
মোচয়েন্মন্দমন্দং তু বহিঃ স্যাৎ কুম্ভিতো যথা।
নসাগ্রস্থিতপাণিস্তু সশিরশ্চালনক্ষমম্ ॥২১৭
অনিলং রেচয়েদ্ যোগী ন মন্দং নাতিবেগতঃ।
ন জ্ঞায়তেঽনিলো যস্য নিঃসরন্ নাসিকাগ্রতঃ ॥২১৮
যস্যান্তে কুম্ভিতোঽজস্রং প্রাণযোগী স উচ্যতে।
দীর্ঘায়ুস্ত্বং পরং জ্ঞানং সমস্তা যোগসিদ্ধয়ঃ ॥২১৯
দেহে তস্যাঽবতিষ্ঠন্তি প্রাণো যেন বশীকৃতঃ।
যত্র তিষ্ঠতি জীবঃ স্যান্নিঃসৃতে মৃত উচ্যতে ॥২২০
স কিন্ন ধার্য্যতে প্রাণো ব্রহ্মাপ্তিঃ সতি যত্র তু।
প্রাণ এবায়মাত্মাস্তে প্রাণো দেহস্য বাহকঃ ॥২২১
শরীরান্নিঃসৃতে প্রাণে নাত্মাবিগ্রহবাহকঃ।
দেহং ত্যক্ত্বা যদা জীবো বহিরাকাশমাস্থিতঃ ॥২২২

করিবে ততক্ষণ যাবৎ সর্বদা সেই ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, যাহাকে বহুক্লেশে জানিয়া মানব এই সংসার হইতে চলিয়া যায়, আর এখানে আগমন করে না।২০৯

হে ধীমন্! অনেক ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মাভ্যাসের কথা বলেন। এই ব্রহ্ম পর ও অপর-ভেদে দ্বিবিধ।২১০

সমস্তই পরমব্রহ্ম—যাহা শব্দব্রহ্মনামে কীর্তিত আছে। প্রণবনামক ত্রিরূপবিশিষ্ট সেই পরমব্রহ্ম-সম্বন্ধে পূর্বেই বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে।২১১

পূরক, কুম্ভক ও রেচকরূপ প্রাণায়ামের রীতি অনুসারে প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। প্রথমতঃ বায়ু দ্বারা পূরক, দ্বিতীয়তঃ কুম্ভক এবং তৃতীয়তঃ বায়ুরেচন জানিবে।২১২

বায়ু নাসাগ্র হইতে বাহিরে নিঃসৃত হয়, আবার আবর্ত্তনও করে। শ্বাসযোগে সেই বায়ু পূর্ণ করিবে। এইরূপ পূর্ণ করাকে তত্ত্বজ্ঞগণ পূরক বলেন।২১৩

নাসামধ্যে বায়ু সম্যগ্‌রূপে পূর্ণ করিয়া তাহা নির্মল করত ধারণ করিলে এই শ্বাসযোগকে জ্ঞানিগণ কুম্ভক বলেন। যে বায়ু বাহিরে নির্গত হয় না, তাহাকে কুম্ভক বলে। যে বায়ু ধীরে ধীরে বাহিরে নিঃসৃত হয়, তাহাকে রেচক বলে। বেগভরে বায়ু নিঃসরণ করিবে না; যদি করা হয়, তাহা হইলে সর্বপ্রকারে বিঘ্নভাজন হইবে।২১৪-১৬

ধীরে ধীরে বায়ু মোচন করিবে, যাহাতে সেই বায়ু বাহিরে কুম্ভিত হইতে পারে। যোগী নাসাগ্রে হস্ত স্থাপন করিয়া মস্তকের সহিত চালনক্ষম বায়ু রেচন করিবে—ধীরে ও বেগ-সহকারে নহে। স্বীয় নাসিকাগ্র হইতে বায়ু নিঃসৃত হইতেছে—ইহা যে জানে না এবং যাহার নাসামধ্যে অজস্র বায়ু কুম্ভিত আছে, তাহাকে প্রাণযোগী কহে। যিনি প্রাণবায়ু বশীকৃত করিয়াছেন, তাঁহার দেহে দীর্ঘ পরমায়ু, পরমজ্ঞান এবং সমস্ত যোগসিদ্ধি অবস্থান করে। দেহে প্রাণবায়ু থাকিলে তাহাকে জীবিত বলে এবং প্রাণবায়ু নিঃসৃত হইলে তাহাকে মৃত বলে। সেই প্রাণবায়ু—যাহা ব্রহ্মপ্রাপ্তির জনক, তাহা কে না ধারণ করে? প্রাণ থাকিলেই এই আত্মা থাকে। প্রাণ দেহের বাহক।২১৭-২১

আত্মা দেহের বাহক নহে, কেননা শরীর হইতে প্রাণবায়ু বিনির্গত হইলে আত্মা শরীর বহন করে না। দেহ পরিত্যাগ করিয়া যখন জীবাত্মা বহিরাকাশে

তদা নির্বিষয়ো বায়ুর্ভবেদত্র ন সংশয়ঃ।
তদা স সর্বদেহেষু নাসাগ্রমাস্থিতঃ শিবঃ ॥২২৩
প্রত্যক্ষঃ সর্বভূতানাং তিষ্ঠতে ন চ লক্ষ্যতে।
যদা ন শ্বসতে বায়ুস্তদা নিষ্কলমুচ্যতে ॥২২৪
নাভিসংস্থং তু বিজ্ঞায় জন্মবন্ধাদ্ বিমুচ্যতে।
দেহস্থং সর্বসত্ত্বানাং স জীবতি শৃণোতি চ ॥২২৫
ধর্মাধর্মৈরবষ্টব্ধো দেহে দেহে ব্যবস্থিতঃ।
স হৃৎপঙ্কজসংস্থস্তু অধ ঊর্ধ্বং প্রধাবতি ॥২২৬
ধর্মাধর্মৈর্মহাপাশৈর্গৃহীতঃ সন্ প্রবর্ততে।
ঊর্ধ্বমুচ্ছ্বসতে যাবৎ প্রাণাখ্যস্তু সমীরণঃ ॥২২৭
তাবৎ প্রাণস্তু বিজ্ঞেয়ো যাবন্নাসাগ্রমাস্থিতঃ।
অত্রস্থং নিষ্কলং ব্রহ্ম যাবন্ন শ্বসিতি দ্বিজ ॥২২৮
নাসারন্ধ্রসমালীনস্তদা নিষ্কলমুচ্যতে ॥২২৯
স জীব ইতি বিখ্যাতঃ স বিষ্ণুঃ স মহেশ্বরঃ।
ধ্যাতব্যা দেবতাস্তত্র ক্রমেণ পূরকাদিষু ॥২৩০

বিষ্ণু-ব্রহ্মেশ্বরাস্তেষু স্থানেষু স্থানবিদ্দ্বিজৈঃ।
নীলপঙ্কজবৎ শ্যামমাসীনং নাভিমধ্যতঃ ॥২৩১
মহাত্মানং চতুর্বাহুং পূরকে তু হরিং স্মরেৎ।
হৃৎপদ্মে কুম্ভকে ধ্যায়েদ্ ব্রহ্মাণং পঙ্কজাসনম্ ॥২৩২
রক্তেন্দীবরবর্ণাভং চতুর্বক্ত্রং পিতামহম্।
রেচকে শঙ্করং ধ্যায়েল্ললাটস্থং ত্রিশূলিনম্ ॥২৩৩
শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশং সংসারার্ণবতারকম্।
এবং শ্বসনসংরোধাদ্দেবতাত্রয়চিন্তনাৎ ॥২৩৪
অগ্নি-বায়ুসংযোগাদন্তরং শুধ্যতে ত্রিভিঃ।
নিরোধাদভবদ্ বায়ুস্তস্মাদগ্নিস্ততো জলম্ ॥২৩৫
ইতি ত্রিদেবতাযোগাৎ শুদ্ধ্যন্তেঽন্তঃ পুনর্দ্বিজাঃ।
ব্যাহৃতি-প্রণবোপেতাঃ প্রাণায়ামাস্তু ষোড়শ ॥২৩৬
অপি ভ্রূণহনং মাসাৎ পুনন্ত্যহরহঃকৃতাঃ।
প্রাতরহ্নি চ সায়ঞ্চ পূরকং ব্রহ্মণোঽন্তিকম্ ॥২৩৭

অবস্থান করে, তখন প্রাণবায়ু নির্বিষয় হয়, এসম্বন্ধে কোনও সংশয় নাই। সেই মঙ্গলময় প্রাণবায়ু সর্বদেহে নাসাগ্রে অবস্থান করে এবং সমস্তপ্রাণীর প্রত্যক্ষীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু কেহ তাহা দেখিতে পায় না। যখন বায়ু শ্বাস ত্যাগ করে না, তখন তাহাকে নিষ্কল বায়ু বলিয়া জানিবে।২২২-২৪

প্রাণবায়ুকে নাভিসংস্থ জানিয়া জন্মবন্ধন হইতে মুক্ত হয়। সেই প্রাণবায়ু সমস্ত প্রাণীর দেহস্থ হইলে প্রাণী জীবিত থাকে ও শ্রবণ করে।২২৫

ধর্ম ও অধর্মের দ্বারা স্তব্ধীভূত হইয়া সেই বায়ু দেহে অবস্থান করে, সে হৃদয়পদ্মে থাকিয়া অধঃ ও ঊর্ধ্বদিকে ধাবিত হয়।২২৬

প্রাণবায়ু যতক্ষণ যাবৎ ধর্মাধর্মরূপ মহাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই পর্য্যন্ত সে ঊর্ধ্বে নিঃশ্বসিত হয়। হে দ্বিজ! প্রাণবায়ু যে পর্য্যন্ত নাসাগ্রে অবস্থিত থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহাকে প্রাণ বলিয়া জানিবে। যখন শ্বাস ত্যাগ করে না, তখন নাসাগ্রস্থিত সেই প্রাণবায়ুকে পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।২২৭-২৮

শ্বাসযোগে প্রাণবায়ু পুনরায় আকাশ হইতে আগমন করে এবং যখন তাহা নাসারন্ধ্রে লীন থাকে, তখন তাহাকে পরব্রহ্ম বলে। সেই পুরুষ জীবনামে খ্যাত হয় এবং সে বিষ্ণু ও মহেশ্বর নামে খ্যাত হয়। ঐ অবস্থায় পূরকাদি যোগে ক্রমশঃ দেবতাগণকে ধ্যান করিবে।২২৯-৩০

স্থানজ্ঞ দ্বিজগণ সেই সকল স্থানে বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে ধ্যান করিবেন। নাভিমধ্যে সমাসীন নীল-পদ্মতুল্য শ্যামবর্ণ, চতুর্বাহুধারী মহাত্মা হরিকে পূরক-যোগে স্মরণ করিবে। হৃৎপদ্মে পদ্মাসনস্থ রক্তপদ্মবর্ণসদৃশ চতুর্মুখ পিতামহ ব্রহ্মাকে কুম্ভকযোগে ধ্যান করিবে। ললাটস্থিত ত্রিশূলধারী, শুদ্ধস্ফটিকাভ, সংসারার্ণব-তারক শঙ্করকে রেচকযোগে ধ্যান করিবে। এইরূপে শ্বাস-নিরোধ ও দেবতাত্রয়ের চিন্তা করায় অগ্নি, বায়ু ও জলসংযোগবশতঃ এই তিনটি দ্বারা অন্তর শুদ্ধ হয়। শ্বাস-নিরোধ হওয়ায় বায়ু জন্মে, তাহা হইতে অগ্নি 'এবং তাহা হইতে জল উৎপন্ন হয়। এই দেবতাত্রয়-সংযোগ হেতু

রেচকেন তৃতীয়েন প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদম্।
ন প্রাণেনাপ্যপানেন বায়ুং বেগেন রেচয়েৎ ॥২৩৮
প্রাগুক্তেন প্রয়োগেণ মোচয়েৎ প্রাণসংযমী।
শরীরঞ্চ শিরোগ্রীবা বিদ্বান্ প্রাণী চ পদ্দ্বয়ম্ ॥২৩৯
সর্বাঙ্গং নিশ্চলং ধার্য্যমাপূর্য্য সর্বনাড়িকাঃ।
সংবৃত্যাঙ্গানি সর্বাণি কূর্মবদ্ ধ্যানকৃদ্ দ্বিজঃ ॥২৪০
বদ্ধাসনোঽচলাঙ্গস্তু কুর্য্যাদসুনিরোধনম্।
কৃত্বা সুসংযমং বিদ্বান্ বিধিবৎ সমুপস্পৃশেৎ ॥২৪১
অন্তরং শুধ্যতে যস্মাত্তস্মাদাচমনং স্মৃতম্।
ইত্যুক্তঃ প্রাণসংরোধো দেবতাত্রয়সংযুতঃ ॥২৪২
ত্রিমাত্রঃ প্রণবস্তত্র ধ্যাতব্যঃ সর্বযোগিভিঃ।
স্মর্য্যমাণস্য যাতস্য বিশ্রান্তিঃ স্যাদমাতৃকে ॥২৪৩
তৎপরং নিষ্কলং জ্ঞানং তদ্বিদুর্ব্রহ্মচিন্তকাঃ।
মৃদু-মধ্যান্তসত্বাচ্চ স্থূল-সূক্ষ্মানুভাবতঃ ॥২৪৪
ত্রিবিধং প্রাণসংরোধং বিদুস্তত্ত্ববেদিনঃ।
ক্রিয়মাণো বিশেষেণ প্রত্যাহারোঽয়মুচ্যতে ॥২৪৫
সর্বং প্রাগুক্তমেবাস্য বিশেষঞ্চ নিবোধত।
বাহ্যং বায়ুং যথোত্থায় আকৃষ্য যচ্ছনৈঃ শনৈঃ ॥২৪৬
নিরুন্ধ্যাদ্ বিধিবদ্ যোগী প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।
ব্যাহৃত্যাঽভিমুখীকৃত্য খানি যত্র নিরুধ্য চ ॥২৪৭
চিন্তয়েন্নিশ্চলীকৃত্য প্রত্যাহারঃ স উচ্যতে।
প্রাণাদ্যা বায়বঃ স্থূলাঃ সঙ্কল্পাদ্যাস্তথাঽণবঃ ॥২৪৮
নিরোদ্ধব্যা দশাপ্যেতে প্রাণসংযমকারিভিঃ।
বায়ুরেকোঽপি দেহস্থঃ ক্রিয়াভেদেন ভিদ্যতে ॥২৪৯
প্রকর্ষেণাসমন্তাচ্চ নয়নাদিক্রিয়াঃ স্মৃতাঃ।
ভবিষ্যাঽতীতকালেভ্যঃ কর্মভ্যশ্চাশুসংযমী ॥২৫০
সর্বানিলাংস্তথা খানি নিরুদ্ধ্যৈকত্র ধারয়েৎ।
স ধীমান্ বেদবিদ্ বিদ্বান্ স যোগী ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥২৫১

---

দ্বিজগণ অন্তঃশুদ্ধ হয়। ব্যাহৃতি ও প্রণবযুক্ত প্রাণায়াম ষোড়শ প্রকার।২৩১-৩৬

একমাসের ঊর্ধ্বে প্রতিদিন এই ষোড়শ প্রাণায়াম করিলে ভ্রূণহত্যাকারীকেও পাপমুক্ত করিয়া পবিত্র করে। প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্নকাল ও সায়ংকালে প্রাণায়াম করিলে তাহা ব্রহ্মার সামীপ্যলাভ করায়।২০৭

তৃতীয় রেচক—তাহা পরমপদ প্রাপ্ত করায়। প্রাণ ও অপানযোগে বেগ-সহকারে বায়ুরেচন করিবে না।২৩৮

প্রাণসংযমী ব্যক্তি পূর্বোক্ত প্রয়োগবিধি অনুসারে বায়ু মোচন করিবে। প্রাণসংযমী বিদ্বান্ ব্যক্তি বায়ু দ্বারা সর্বনাড়ী পূর্ণ করিয়া মস্তক, গ্রীবা, পদদ্বয় ও শরীর প্রভৃতি সর্বাঙ্গ নিশ্চলরূপে ধারণ করিবে। ধ্যানকৃদ্ দ্বিজ কূর্মের ন্যায় সমস্ত অঙ্গ সঙ্কুচিত করিয়া (ইন্দ্রিয়নিচয়কে অন্তর্মুখী করিয়া) বদ্ধপদ্মাসনস্থ হইয়া সর্বাঙ্গ নিশ্চল করত প্রাণবায়ু নিরোধ করিবে। বিদ্বান্ ব্যক্তি উত্তমরূপে সংযত হইয়া বিধি অনুসারে অঙ্গস্পর্শ করিবে। অন্তর শুদ্ধ করে বলিয়া ইহাকে আচমন বলে। দেবতাত্রয়সংযুক্ত প্রাণসংরোধ অর্থাৎ প্রাণায়াম-বিধি উক্ত হইল।২৩৯-৪২

সমস্ত যোগিগণই ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট প্রণব ধ্যান করিবে। প্রণব সর্বদা স্মৃতিপথগত হইলে অমাতৃকে তাহার বিশ্রাম ঘটে, তখনই নিষ্কল জ্ঞানলাভ হয়—ইহা ব্রহ্মচিন্তকগণ বলেন। স্থূল এবং সূক্ষ্মানুভাব অনুসারে মৃদু, মধ্য এবং অন্ত সত্ত্ব হইতে ত্রিবিধ প্রাণসংরোধ হয়—এই কথা প্রাণসংরোধ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি বলেন। বিশেষরূপে ইহা কৃত হইলে প্রত্যাহার বলিয়া কথিত হয়। তৎসম্বন্ধে পূর্বেই সমস্ত বলা হইয়াছে। এক্ষণে এসম্বন্ধে যাহা বিশেষ—তাহা শ্রবণ কর। যোগী যথাশাস্ত্র উত্থান অর্থাৎ শরীর সোজা করিয়া ধীরে ধীরে বাহিরের বায়ু আকর্ষণপূর্বক বিধি অনুসারে নিরোধ করিবেন। এইরূপ বায়ুনিরোধকে প্রত্যাহার বলে। স্বকীয় ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ ও নিশ্চল করিয়া ধ্যেয়বস্তুকে সম্মুখীন করত ব্যাহৃতিযোগে চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তনকে প্রত্যাহার বলে। প্রাণসংযমকারিগণ প্রাণাদি পঞ্চ স্থূল বায়ু ও সঙ্কল্পাদি পঞ্চ স্থূল অণু—মোট এই দশটিকে নিরোধ করিবেন। দেহস্থিত এক বায়ু ক্রিয়াভেদে ভিন্ন হয়। প্রকৃষ্টরূপে চতুর্দিক্‌গামী নয় বলিয়া তাহাকে নয়নাদি ক্রিয়া বলিয়া জানিবে। শীঘ্র

স্থানং দ্বিজন্মা বিধিবত্ত্বজস্র-
মভ্যস্য সংযাতি বিধেঃ পরস্য।
পরাশরোক্তৈর্বহুভিঃ প্রকারৈ-
রুক্তো বিধিঃ প্রাণনিরোধনস্য ॥২৫২
প্রত্যাহারো বিশেষস্তু প্রোক্তস্তৈস্তৈব বিত্তমাঃ।
যদভ্যস্যাপ্নুয়াদ্ ব্রহ্ম সর্বদানন্দমব্যয়ম্ ॥২৫৩
এতৈস্তু পুনরাবৃত্তিঃ কদাচিদিহ দৃশ্যতে।
সংসৃতিং নাপ্নুয়াদ্ যেন শক্তিসূনুস্তদব্রবীৎ ॥২৫৪
উক্তস্তু সংযমঃ পূর্বং ত্রিবিধো মলনাশনঃ।
নিবোধত চতুর্থং তু ধ্যানং প্রণববেধসঃ ॥২৫৫
বিধিবৎ প্রণবধ্যানমেকচিত্তস্তু যোঽভ্যসেৎ।
ব্রহ্মাভ্যেতি স মুক্তাত্মা স যোগী যোগিনাং বরঃ ॥২৫৬
তদ্ধ্যানমসুসংরোধস্তুর্য্যং সম্যগিহোচ্যতে।
তদন্যথানপেক্ষঞ্চ চিত্তক্ষেপবিবর্জিতম্ ॥২৫৭
চতুর্ণামাশ্রমাণাং তু ভেদমুক্ত্বা পরাশরঃ।
অথাব্রবীদ্ দ্বিজা যোগং শৃণুধ্বং পাপনাশনম্ ॥২৫৮
তচ্ছান্তং নির্মলং শুদ্ধং ধ্যাতব্যং হৃৎসরোরুহে।
তদ্ধ্যেয়ং তদ্বরেণ্যঞ্চ বীজং মুক্তেস্তদুচ্যতে ॥২৫৯
সঞ্চিন্ত্য ব্যাহৃতীঃ সপ্ত প্রণবাদ্যাস্তদন্তকাঃ।
সম্যগুক্তমিদং ধ্যাত্বা পরব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥২৬০
হুতভুক্ পবনো জীবস্ত্রয়োঽপ্যেতে হৃদি স্থিতাঃ।
এতৎ সর্বং তু চৈকত্র সংস্মরেদ্ ধ্যানকৃদ্ দ্বিজঃ ॥২৬১
ওঁকারবর্ত্মনালেন উদ্ধৃত্যোপরি যোজয়েৎ।
যোজয়েৎ সর্বমপ্যেতৎ সিদ্ধযোগী স উচ্যতে ॥২৬২
শূন্যভূতস্তু যৎপ্রাণঃ শ্বাসং জীবেতি সংজ্ঞিতম্।
যস্মাদুৎপদ্যতে শ্বাসঃ পুনস্তত্র নিবেশয়েৎ ॥২৬৩
আদ্যং তং প্রণবং বিদ্বান্ ঘটাকাশবদভ্যসেৎ।
স পশ্যেন্নির্মলং শুদ্ধং পুরুষং তমসংশয়ম্ ॥২৬৪

সংযম করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তি ভবিষ্যৎ ও অতীতকালের কর্ম হইতে সমস্ত বায়ু (প্রাণাদি) এবং স্বকীয় ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ করিয়া একস্থানে ধারণ করিবে। যিনি এইরূপ যথাবিধি প্রত্যাহারাদি করেন, তিনি ধীমান, বেদবিৎ, বিদ্বান্, যোগী ও ব্রহ্মবিত্তম ।২৪৩-৫১

দ্বিজ বিধি অনুসারে নিরন্তর প্রাণায়াম অভ্যাস করিয়া পরমপুরুষের স্থানে গমন করে। প্রাণনিরোধ সম্বন্ধে পরাশরোক্ত বহুপ্রকার বিধি উক্ত হইয়াছে ।২৫২

বিশেষজ্ঞগণ সেই সম্বন্ধে প্রত্যাহারবিষয়ক বিশেষ বিধি বলিয়াছেন- যাহা অভ্যাস করিয়া সদানন্দময় ও অব্যয় ব্রহ্ম প্রাপ্ত হয়। প্রাণসংযম করিলে এই সংসারে তাহার পুনর্জন্ম কখনও দেখা যায় না। প্রাণসংযম করিলে আর সংসারভোগ হয় না, ইহা শক্তিপুত্র পরাশর বলিয়াছেন ।২৫৩-২৫৪

পাপনাশকর ত্রিবিধ সংযম সম্বন্ধে পূর্বে উক্ত হইয়াছে। পরমব্রহ্মের চতুর্থ প্রকার ধ্যানবিধি শ্রবণ কর ।২৫৫

যিনি একচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে প্রণবের ধ্যান অভ্যাস করেন, যোগিশ্রেষ্ঠ সেই যোগী মুক্তাত্মা হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন ।২৫৬

অন্যথা অপেক্ষা-বর্জিত ও চিত্তক্ষেপ-বর্জিতভাবে প্রাণসংরোধ করাই সেই চতুর্থ ধ্যান—তাহা এক্ষণে বিশেষভাবে বলিতেছি ।২৫৭

হে দ্বিজগণ! মহামুনি পরাশর আশ্রমচতুষ্টয়ের ভেদসম্বন্ধে বলিয়া পাপনাশকর যোগসাধনবিধি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর। হৃৎপদ্মে শান্ত, নির্মল, শুদ্ধ, ধ্যেয়, বরেণ্য ও মুক্তির কারণকে যেরূপে ধ্যান করিবে, তাহা উক্ত হইতেছে ।২৫৮-২৫৯

প্রণবাদি ও প্রণবান্ত সপ্তব্যাহৃতি চিন্তা করিয়া বিশেষভাবে উক্ত ধ্যেয়ের ধ্যান করত চিত্তকে পরব্রহ্মে যুক্ত করিবে ।২৬০

ধ্যান-পরায়ণ দ্বিজ হৃদয়ে অবস্থিত অগ্নি, বায়ু ও জীব এই ত্রিতয়কেই একস্থানে স্মরণ করিবে। ওঁকারপথ-সূত্রযোগে এই ত্রিতয়কেই উদ্ধৃত করিয়া সহস্রারে যুক্ত করিবে। যিনি এই সমস্ত যোজনা করেন, তাঁহাকে সিদ্ধযোগী বলিয়া জানিবে ।২৬১-৬২

যখন প্রাণবায়ু ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত-রহিত হইয়া শ্বাসরূপে থাকে, তখন তাহাকে জীব বলিয়া জানিবে। সেই শ্বাস যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, পুনরায় তাহাতেই সন্নিবেশিত করিবে ।২৬৩

অন্তর্বক্রো বহিঃ সম্যক্ সর্পবৎ কুণ্ডলাকৃতিঃ।
ধ্যাতব্যঃ প্রণবস্তত্র মধ্যগং ধাম সংস্মরেৎ ॥২৬৫
স মাত্রা স চ বিন্দুশ্চ তদেব পরমং পদম্।
তদভ্যস্যং হি তজ্জ্ঞাত্বা স তস্মিন্নেব লীয়তে ॥২৬৬
প্রথমং প্রণবোঽব্যক্তস্ত্র্যক্ষরঃ পরমাক্ষরঃ।
সর্বজ্ঞত্বমবাপ্নোতি প্রাপ্নোতি পরমং পদম্ ॥২৬৭
পরমং তু পদং বিদ্বন্ তৎসার্ধমবতিষ্ঠতে।
নাদ-বিন্দুসমভ্যাসাৎ প্রাপ্নুয়াৎ পরমং পদম্ ॥২৬৮
পদং প্রাপ্য নিবর্তন্তে ধাম স্বং স্বান্তমেব চ।
সর্বেঽপ্যমাতৃকা বর্ণাঃ পুনস্তত্র বিশন্তি চ ॥২৬৯
বর্ণাত্মা সন্নবর্ণস্তু সমস্তবর্ণজীবনম্।
ন দীর্ঘং নাপি হ্রস্বঞ্চ ন ঘোষং নাপ্যঘোষবৎ ॥২৭০
ন বিসর্গং ন তদ্ধীনং নানুস্বারবিপর্য্যয়ঃ।
হৃদ্ব্যাকাশনিবিষ্টং যদচলত্বং প্রযাতি চেৎ ॥২৭১
জ্ঞানযোগে ত্রিষষ্টির্বৈ বিভ্রতীত্যক্ষরাণি তু।
তৎপদং যোগিভির্ধ্যেয়ং ব্যোম যস্য তু মধ্যগম্ ॥২৭২
ব্যোমান্তং সততং ধ্যেয়মনন্তাকাশমব্যয়ম্।
চিন্তয়ামো বয়ং যদ্ বৈ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ॥২৭৩
এতদ্ ব্রহ্ম ত্রয়ীরূপমেতদ্ভর্গস্ত্রয়ীময়ম্।
এষা সা পরমা মুক্তির্গত্বা যাং ন নিবর্ততে ॥২৭৪
আদায় চাপং প্রণবঞ্চ বাণং
সন্ধ্যায় চাত্মানমবেক্ষ্য লক্ষ্যম্।
স তদ্‌বিধিং তত্র নিবেশ্য যোগী
প্রাপ্নোতি নিত্যং স তু মুক্তিকামঃ ॥২৭৫
উদ্দেশতঃ কিঞ্চিদবাদি বিদ্বন্
ধ্যানং বিধের্যদ্ধ্বনি পূর্বকস্য।
সর্বং বিধানং বিধিবচ্চ সম্যগ্
বক্তুঃ সমর্থো বিধিরেব চাস্য ॥২৭৬
ইতি প্রণবধ্যানবিধিঃ ॥

অথ ধ্যানযোগবর্ণনম্

অথান্যৎ সম্প্রবক্ষ্যামি বিধানং ধ্যানকর্মণাম্।
নানামতোদিতং কার্য্যং পরব্রহ্মাপ্তিকারকম্ ॥২৭৭

অনন্তর বিদ্বান্ ঘটাকাশের ন্যায় সেই প্রণব-সাধন অভ্যাস করিবে, তাহা দ্বারা নির্মল ও শুদ্ধ পুরুষ দর্শন করিতে পারিবে—এই বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।২৬৪

যিনি বাহিরে সম্যগ্‌রূপে সর্পবৎ কুণ্ডলাকৃতি এবং অন্তর্বক্র—সেই প্রণবের ধ্যান করিবে এবং তাঁহার মধ্যগত স্থান সম্যগ্‌রূপে স্মরণ করিবে। সেই প্রণবই মাত্রা, বিন্দু ও পরমপদ; তাহা অভ্যাস করিবে এবং তাহা জানিয়া তাহাতেই লীন হইবে। প্রণব প্রথমে অব্যক্ত, অক্ষর ও পরমাক্ষর। এই প্রণব অবগত হইলে সর্বজ্ঞত্ব ও পরমপদ প্রাপ্ত হয়।২৬৫-৬৭

হে বিদ্বন্! সেই প্রণবের সহিত পরম-পদ অবস্থান করে। নাদ এবং বিন্দু সম্যগ্‌রূপে অভ্যাস করিলে পরম পদ লাভ করিতে পারা যায়।২৬৮

স্বীয় ধাম সেই পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া চিত্তবৃত্তি নিবৃত্ত হয়। সমস্ত অমাতৃক বর্ণ পুনরায় সেখানে প্রবিষ্ট হয়।২৬৯

প্রণবই বর্ণাত্মা, অবর্ণ ও সমস্ত বর্ণের প্রাণ; সেই প্রণবব্যতীত হ্রস্ব, দীর্ঘ, ঘোষ ও অঘোষবর্ণ কিছুই নাই; এবং বিসর্গ ও বিসর্গহীনও নাই এবং সেখানে অনুস্বারের বিপর্য্যয়ও নাই। এই সকল তত্ত্ব চিন্তা করিতে করিতে হৃদয়াকাশে নিবিষ্ট হইয়া সাধক অচলত্ব প্রাপ্ত হয়। যিনি ত্রিষষ্টি (৬০) অক্ষরসমূহ ধারণ করেন, হৃদয়াকাশমধ্যস্থিত তাহার পরমপদ যোগিগণ জ্ঞানযোগে ধ্যান করিবেন।২৭০-৭২

অনন্ত আকাশই যাঁহার অন্ত, যিনি অনন্তাকাশ ও অব্যয়স্বরূপ, সেই ব্রহ্মকে আমরা চিন্তা করিয়াছি—যিনি আমাদের বুদ্ধিকে ব্রহ্মাভিমুখে প্রেরণ করেন।২৭৩

এই ব্রহ্ম বেদস্বরূপ, তাঁহার তেজঃ বেদস্বরূপ, ইনিই সেই পরমা মুক্তি, সেই মুক্তি প্রাপ্ত হইলে জীবের পুনরাবর্তন হয় না।২৭৪

তিনিই মুক্তিকাম, যিনি প্রণবরূপ ধনু ও বাণ গ্রহণ করত আত্মাকেই একমাত্র দর্শনীয় লক্ষ্যরূপে সন্ধান করিয়া সেই লক্ষ্যে মনোনিবেশপূর্বক সেই ব্রহ্মকে লাভ করেন। তিনিই যোগী, যিনি মনোনিবেশ করত নিত্য ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন।২৭৫

কর্ম্মাত্মকস্ত্বিহ প্রোক্তঃ কঃ পরাত্মাপরঞ্চ কিম্।
বক্ষ্যমাণমিদং বিপ্রাঃ শৃণুধ্বং ভক্তিতৎপরাঃ ॥২৭৮
স্বীয়েন কর্ম্মণা যেষাং শরীরগ্রহণং ভবেৎ।
কর্ম্মাত্মানস্ত উচ্যন্তে নির্গতা পরমাত্মনঃ ॥২৭৯
যং ন স্পৃশন্তি দুঃখাদ্যাস্তথা সত্ত্বাদয়ো গুণাঃ।
কাদাচিৎকং ন কর্ম্মাস্তি পরমাত্মা ততঃ পরম্ ॥২৮০
নিষ্ঠা-নাশৌ ন বিদ্যেতে গুণা যং ন স্পৃশন্তি হি।
অজঃ সন্ কথমেতস্মিংল্লোকে জাতোঽভিধীয়তে ॥২৮১
স্বাত্মানমেব চাত্মানং বেষ্টয়েৎ কোশকারবৎ।
কর্ম্মণৈব প্রজাতস্ত বাহ্যস্বার্থবিমোহিতঃ ॥২৮২
তস্মাদ্ বিবর্জয়েৎ কর্ম্ম স্বর্গাদেরপি সাধকম্।
সংস্মরেৎ স্বর্গতঃ কর্ম্মক্ষয়ে স তু পুনর্যতঃ ॥২৮৩
সীমৈষা পরমা বিদ্বন্ ব্রহ্মণঃ পাত-মোক্ষয়োঃ।
কর্ম্মস্থানমিয়ং ধাত্রী কৃতমত্রোপভুজ্যতে ॥২৮৪
বৈদিকঃ কর্ম্মযোগশ্চ দিবোঽপ্যাবর্তকঃ স তু।
যেনেহাবৃত্তিকৃত্তঞ্চ জ্ঞানযোগ মতোঽভ্যসেৎ ॥২৮৫
হৃদি নিঃসৃতনাড়ীনাং সহস্রাণাং দ্বিসপ্ততিঃ।
তন্মধ্যাবস্থিতঃ তেজঃ শশিপ্রভং বিভাতি যৎ ॥২৮৬
তন্মধ্যমণ্ডলে হ্যাত্মা বিধূমাচলদীপবৎ।
স জ্ঞাতবেগ্যা বিদিত্বা তং সংসরেন্ন পুনর্যতঃ ॥২৮৭
পুটীভূতমধোবক্ত্রং তদধ্বৎপদ্মং ব্যবস্থিতম্।
নাভ্যুত্থোদানবাতেন কৃত্বোর্দ্ধ্বাস্যং বিকাসয়েৎ ॥২৮৮
বিকাস্য তস্য মধ্যস্থমচলং দীপশিখেব তৎ।
তদূর্দ্ধ্বং নিঃসরচ্ছুভ্রং সূক্ষ্মং তন্তু বিচিন্তয়েৎ ॥২৮৯
ললনাদ্বারনির্গচ্ছন্ যোগী মূর্দ্ধ্নি তু চিন্তয়েৎ।
তাবত্তু চিন্তয়েদ্ যাবন্নিরালম্বত্বমৃচ্ছতি ॥২৯০
নিরালম্বং যদা ধ্যানং কুর্বাণো নিশ্চলো ভবেৎ।
তদা তদুচ্যতে ব্রহ্ম স যোগী ব্রহ্মবিত্তমঃ ॥২৯১

হে বিদ্বন্! প্রসঙ্গক্রমে প্রণবের ধ্যান সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। বিধি অনুসারে ইহার সমস্ত বিধান সম্যগ্‌-রূপে বলিতে একমাত্র বিধাতাই সমর্থ।২৭৬

**অনন্তর ধ্যানযোগ বর্ণিত হইতেছে।**

পরব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়ীভূত বিবিধ মতানুসারে কথিত ধ্যানবিষয়ক কর্ম্মসমূহের করণীয় বিধি অনন্তর সম্যগ্‌-রূপে বলিব।২৭৭

হে ভক্তিতৎপর বিপ্রগণ! এই স্থলে জীবাত্মার কথা উক্ত হইয়াছে। (এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতেছে) পরাত্মাই বা কি আর অপরবস্তুই বা কি? তৎসম্বন্ধে আমার এই বক্ষ্যমাণ বচন শ্রবণ কর।২৭৮

স্বীয় কর্ম্মানুসারে যাহারা শরীর গ্রহণ করে, পরমাত্মা হইতে নির্গত তাহাদিগকে কর্ম্মাত্মা বলে।২৭৯

দুঃখাদি ও সত্ত্বাদিগুণ যাঁহাকে স্পর্শ করে না এবং যাঁহার কখনও কোন কর্ম্ম থাকে না, তিনিই পরমাত্মা বলিয়া কথিত হন।২৮০

যাঁহার স্থিতিও নাই, সত্ত্বাদিগুণ যাঁহাকে স্পর্শ করে না এবং যিনি জন্মলাভও করেন না, অতএব এই সংসারে তিনি জাত বলিয়া কি প্রকারে অভিহিত হইবেন?২৮১

যিনি কোশকারের ন্যায় পরমাত্মাকে স্বীয় আত্মারূপে বেষ্টন করেন, তিনি বাহ্যস্বার্থে বিমোহিত হইয়া কর্ম্ম-বশতঃ পুনরায় জন্মলাভ করেন।২৮২

কর্ম্মক্ষয় হইলে স্বর্গ হইতে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিতে হয় বলিয়া যে কর্ম্ম স্বর্গাদির সাধক, তাহাও বর্জন করিবে।২৮৩

হে বিদ্বন্! ব্রহ্ম হইতে পতন ও এই মোক্ষের সীমা নিশ্চিত আছে। এই ধরণী কর্ম্মভূমি; জীব তৎকৃত-কর্ম্ম এইখানেই উপভোগ করে।২৮৪

বেদোক্ত যে কর্ম্মযোগ উক্ত আছে, তাহাও স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করায়। যে জ্ঞানযোগ স্বর্গ হইতে প্রত্যাবর্তন করায় না, সেই জ্ঞানযোগ অভ্যাস করিবে।২৮৫

হৃদয়ে একশতচল্লিশহাজার নিঃসৃত নাড়ীর মধ্যাব-স্থিত চন্দ্রপ্রভাতুল্য যে তেজোময় পদার্থ প্রকাশ পাইতেছে, তাহার মধ্যস্থিত মণ্ডলে ধূমবিহীন অচঞ্চল দীপের ন্যায় আত্মা বিরাজ করিতেছেন। তাঁহাকে জানিবে, যেহেতু তাঁহাকে জানিয়া মনুষ্যকে পুনরায় জীবলোকে প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না।২৮৬-৮৭

তৎপদঞ্চ পদাতীতং তৎপ্রাপ্তৌ মুক্ত উচ্যতে।
ইতি ধ্যানং বিধাতব্যং মুক্তিকৃৎ সদ্‌দ্বিজৈর্দ্বিজাঃ ॥২৯২
ভূতানামাত্মভূতস্য তানি সম্যক্‌ প্রপশ্যতঃ।
বিমুহ্যন্ত্যমরা মার্গং পদং কিমপদস্য তু ॥২৯৩
যো ন তিষ্ঠতি নো যাতি ন কিঞ্চিৎ সর্ব এব যঃ।
অবাগ্‌ যো বাঙ্‌ময়ো যশ্চ সকলশ্রুতিরশ্রুতিঃ ॥২৯৪
যোঽপ্যন্তিকো দবীয়াংশ্চ যোঽস্তি-নাস্তিস্বরূপকঃ।
যস্য তত্ত্বস্য সংবিত্তিঃ স তস্মিন্নেব লীয়তে ॥২৯৫
যস্তু সর্বাণি ভূতানি পশ্যত্যাত্মগতানি তু।
আত্মানং তেষু সর্বেষু ততো যো ন বিরজ্যতে ॥২৯৬
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা যত্র পশ্যতি ধীমতিঃ।
শোক-মোহৌ চ কিং তস্য হ্যেকত্বমনুপশ্যতঃ ॥২৯৭
সমাপ্তাবুত্তমাদির্যন্মন্ত্র-ব্রাহ্মণয়োর্দ্বিজাঃ।
ওঁ খং ব্রহ্মেতি চাম্নায়ো দর্শকস্তেষ বেধসঃ ॥২৯৮
আত্মজ্ঞানে বহূপায়া উক্তাস্তদ্ধি মনীষিভিঃ।
তৈস্তৈঃ সর্বৈঃ স মন্তব্যো জ্ঞাতব্যশ্চোপদেশতঃ ॥২৯৯
ন বেদৈর্জ্ঞেয়তা তস্য ন শাস্ত্রৈর্বহুভিঃ শ্রুতৈঃ।
ন যজ্ঞৈর্ন জপৈর্হোমৈঃ শৌচৈর্বাগ্নিতয়াপি চ ॥৩০০
গুরূপদেশতো ভক্ত্যা সম্যগভ্যাসতস্তথা।
জ্ঞাতব্যঃ পরমাত্মৈবং ভ'ক্তকৃত্তৎপরেণ চ ॥৩০১
ধ্যানজ্ঞানস্য তত্তুক্তৈর্যত্র বিশ্রমতে মনঃ।
তদেবোপাদিশেত্তস্য বস্তুজ্ঞানোপদেশকম্‌ ॥৩০২
মনো যস্য নিষণ্ণং তু জায়তে যত্র বস্তুনি।
স তু ধ্যায়েত্তদেবেতি যাবৎ স্যাদ্‌ ধ্যানসন্ততিঃ ॥৩০৩

বিশেষরূপে অবস্থিত পুটীভূত (অবিকশিত) অধোবক্ত্র সেই হৃৎপদ্মকে নাভি হইতে উত্থিত উদান বায়ু দ্বারা ঊর্ধ্বমুখ করিয়া বিকাশিত করিবে।২৮৮

সেই হৃৎপদ্ম বিকশিত করিয়া তাহার মধ্যস্থিত নিশ্চল দীপশিখার ন্যায় যাহা বিরাজিত আছে, তাহা হইতে ঊর্ধ্বদিকে নিঃসৃত শুভ্র ও সূক্ষ্ম সেই তেজঃ চিন্তা করিবে।২৮৯

জিহ্বাদ্বার হইতে নির্গত হইয়া যোগী শিরোদেশে ইহা চিন্তা করিবেন। যে পর্য্যন্ত নিরালম্বত্বপ্রাপ্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত যোগী চিন্তামগ্ন থাকিবেন।২৯০

যখন সেই ব্রহ্মবিত্তম যোগী নিরালম্ব ধ্যান করিতে করিতে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চল হইবেন, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।২৯১

সেই ব্রহ্মপদ সমস্তপদের অতীত, তাহা প্রাপ্ত হইলে মুক্তনামে অভিহিত হয়। হে দ্বিজগণ! মুক্তি-কৃৎ সদ্‌দ্বিজগণ এই প্রকারে ধ্যান করিবেন।২৯২

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতের সমস্তভূতকে যিনি আত্মভূতরূপে দর্শন করেন, সেই আত্মদর্শনকারির ব্রহ্মপদপ্রাপ্তি দর্শন করিয়া দেবগণ এই ভাবিয়া মুগ্ধ হন যে, ব্রহ্মপদ যাহার প্রাপ্য নহে, সেও ধ্যানমার্গ অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়। যিনি অবস্থান করেন না, গমন করেন না, যিনি কোন কিছুই নহেন, যিনি বাক্‌রহিত অথবা বাক্‌যুক্ত, সকল শ্রবণই যাঁহার এবং যিনি শ্রবণরহিত, যিনি নিকটে এবং দূরে আছেন, অথবা যিনি স্বরূপে আছেন এবং নাই, তাঁহার এই তত্ত্ব-সম্বন্ধে যাঁহার সম্যক্‌ জ্ঞান জন্মিয়াছে, তিনি সেই তত্ত্বেই লীন হন।২৯৩-৯৫

যিনি আত্মগত সমস্ত ভূতকে আত্মারূপে দর্শন করত সেই সমস্ত ভূতে বিরাগভাজন হন না, যে ধীমান্‌ সর্বভূতাত্ম-ভূতাত্মারূপে আত্মদর্শন করেন, সর্বত্র সমদর্শী সেই ব্যক্তির শোকই বা কি, মোহই বা কি ?২৯৬-৯৭

হে দ্বিজগণ! মন্ত্র এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে কর্মের সমাপ্তি হইলে উত্তমগণের মধ্যে যিনি প্রথম বলিয়া গণ্য হন, "ওঁ খং ব্রহ্ম" এই বেদ তাঁহার ব্রহ্মদর্শনের উপায়।২৯৮

মনীষিগণ আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে বহু উপায় বলিয়াছেন। সেই সেই উপায় অবলম্বনে পরমাত্মাকে মনন করিবে এবং উপদেশ লাভ করত তাঁহাকে অবগত হইবে।২৯৯

বেদ, বহুশাস্ত্র, পরম্পরা-শ্রুত উপদেশ, যজ্ঞ, জপ, হোম, শৌচ ও অগ্ন্যাধান ইহার কোন কিছু দ্বারাই সেই পরমাত্মজ্ঞান হয় না। গুরুর উপদেশানুযায়ী ভক্তি-সহকারে সম্যগ্‌রূপে ধ্যানাভ্যাস করিলে পরমাত্মাকে জানিতে পারা যায়, এবং ভক্তিতৎপর ব্যক্তিও জানিতে

তত্র ধ্যানে তু সংলগ্নে হরাবাত্মনি বা পুনঃ।
ধ্যানং যোজয়তে যোগী তং নিরালম্বতাং নয়েৎ ॥৩০৪
যোগশাস্ত্রেষু যৎপ্রোক্তং রহস্যারণ্যকেষু চ।
তত্তথোপদিশেদ্ধ্যানং ধ্যায়েদপি তথৈব চ ॥৩০৫
প্রবদন্ত্যন্যথা কেচিৎ শুভাদিভেদতত্ত্বতঃ।
ত্রৈবিধ্যং বিদুষো বিদ্বন্ সিদ্ধিদঞ্চ পরাপরম্ ॥৩০৬
চিত্তজং শ্রুতিজং ভাবং ভাবনাভবমেব চ।
ত্রৈবিধ্যমাত্মনা সিধ্যেদ্ যোগাভ্যাসফলপ্রদম্ ॥৩০৭
আত্মশক্তিঃ শিবশ্চেতি চৈতন্যমিতি সংজ্ঞিতম্।
উত্তরোত্তরবৈশিষ্ট্যাদ্ যোগাভ্যাসঃ প্রবর্ত্ততে ॥৩০৮
স একো নিশ্চলীভূতকর্ম্মাত্মা যমুপার্জ্জিতঃ।
ন বিভেতি স একাকী পরেষাং জায়তে ভয়ম্ ॥৩০৯
তদেবং গতিভিব্রহ্মধ্যানং যস্যাস্তি যোগিনঃ।
স বিশেত্তমজং শান্তং কদাচিৎ সংসরেন্ন তু ॥৩১০

ত্র্যম্বকশ্চ চতুর্বক্ত্রশ্চতুর্বাহুঃ পরেশ্বরঃ।
এক এব মহেশো বৈ তজ্জ্ঞৈস্ত্রিধেতি কীর্ত্যতে ॥৩১১
নাভিমধ্যস্থিতং বিদ্ধি বস্তু বিদ্বন্ সুনির্মলম্।
রবিবদ্ ভ্রাজমানং তু কাশদ্ রশ্মিগণৈর্দ্বিজ ॥৩১২
চিন্তয়েদ্ধৃদি মধ্যস্থং দীপ্তিমৎ সূর্য্যমণ্ডলম্।
তস্য মধ্যগতঃ সোমো বহ্নিশ্চন্দ্রশিখো মহান্ ॥৩১৩
তন্মধ্যে তু পরং সূক্ষ্মং তদ্ধ্যায়েদ্ যোগমাত্মনঃ।
তন্মধ্যে চিন্তয়েদেতদ্ বক্ষ্যমাণক্রমেণ তু ॥৩১৪
বিন্দুমধ্যগতো নাদো নাদমধ্যগতো ধ্বনিঃ।
ধ্বনিমধ্যগতস্তারস্তারমধ্যগতোংহংশুমান্ ॥৩১৫
তস্য মধ্যগতং ব্রহ্ম শান্তং তস্য তু মধ্যগম্।
পরং পদং তু যচ্ছান্তং সম্যগ্ ব্যাহৃত্য যোজয়েৎ ॥৩১৬
জীবাত্মা কায়মধ্যস্থস্তত্রাপি দেহবর্জিতঃ।
বক্ত্র-নাসাপুটস্থস্তু ভুঞ্জীত বিষয়ান্ প্রভুঃ ॥৩১৭

পারেন। সেই ভক্তি হইতে ধ্যেয়পদার্থের জ্ঞানসম্বন্ধে যেখানে মনের বিশ্রাম হয়, জ্ঞানোপদেশকর সেই বস্তুই তাহাকে উপদেশ করিবে।৩০০-৩০২

যে বস্তুতে যাহার মনঃ অবস্থিত হয়, সে সেই ধ্যানগম্য সম্পদ্‌লাভ পর্য্যন্ত তাহারই ধ্যান করিবে।৩০৩

ধ্যান করিতে করিতে যখন ধ্যেয় সেই হরি বা পরমাত্মাতে ধ্যাতার মনঃ সংলগ্ন হয়, তখন যোগী ধ্যান দ্বারা নিজেকে ধ্যেয়তে যোজনা করেন। এই ধ্যান করার পর ধ্যেয় হরি বা পরমাত্মা তাঁহাকে নিরালম্বতা দান করেন অর্থাৎ ধ্যাতা তখন পরমাত্মাতেই বিলীন হন।৩০৪

যোগশাস্ত্রে এবং আরণ্যকে (বেদের উপসংহার-ভাগের নাম ব্রাহ্মণ, এই ব্রাহ্মণের উপসংহার-ভাগের নাম আরণ্যক) ধ্যান-সম্বন্ধে যাহা কথিত আছে, ধ্যান-সম্বন্ধে সেই প্রকার উপদেশ করিবে এবং ধ্যানও সেই প্রকারই করিবে।৩০৫

হে বিদ্বন্! শুভাদি ভেদবশতঃ কেহ কেহ ধ্যান সম্বন্ধে অন্যপ্রকার বলেন। এইহেতু জ্ঞানীর সিদ্ধিদ, পর ও অপর এই ত্রিবিধ অবস্থা উপস্থিত হয়।৩০৬

চিত্তজাত, শ্রুতিজাত ও ভাবনাজাত যোগাভ্যাস-ফলপ্রদ ত্রিবিধা-বিষয়ক ভাব আত্মশক্তির দ্বারা সিদ্ধ করিবে। আত্মশক্তি, শিব ও চৈতন্য ইহাই হইল ভগবানের সংজ্ঞা। উত্তরোত্তর বিশিষ্টতা হেতু যোগাভ্যাস সেই চৈতন্যে প্রবর্তিত হয়।৩০৭-৮

তিনিই একমাত্র নিশ্চলীভূত কর্ম্মাত্মা (নিশ্চল অথচ কর্মলিপ্ত), যাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া যোগী নির্ভীক হয়। তিনি একাকী, তথাপি তাঁহাকে দেখিলে অপরসকলের ভয় জন্মে।৩০৯

সেই হেতু এই প্রকার উপায় অবলম্বনে যে যোগীর ব্রহ্মধ্যান সম্পাদিত হয়, সেই যোগী জন্মরহিত ও শান্ত ধামে প্রবেশ করে, এবং কখনও প্রত্যাবর্তন করে না।৩১০

পরমেশ্বর শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ণু ইঁহারা একই মহা ঈশ্বর, তত্ত্বজ্ঞগণ এই মহেশ্বরকে তিনভাবে কীর্তন করিয়া থাকেন।৩১১

হে দ্বিজ! হে বিদ্বন্! নাভিমধ্যস্থিত সুনির্মল সেই বস্তুকে সূর্য্যের ন্যায় বিকশিত ও রশ্মিজাল দ্বারা দীপ্তিমান্ বলিয়া জানিবে।৩১২

ইত্যেতদ্ ধ্যানমার্গং তু বদন্তি কবয়ো দ্বিজাঃ।
কেচিদন্যেঽন্যথা ব্রূয়ু রূপং ব্রহ্মবিদো বিধেঃ ॥৩১৮
ন নামাপি হি দুঃখস্য শর্ম যত্র নিরন্তরম্।
ব্রহ্মণো রূপমানন্দং তন্মুক্তাবুপলভ্যতে ॥৩১৯
সর্বব্যাপী য একস্তু যশ্চানন্তশ্চ ভাবুকঃ।
স মন্তব্যোঽনরো হ্যাত্মা সর্বং
ব্যাপ্য চ যঃ স্থিতঃ ॥৩২০
একং ব্যোম যথানৈকং গৃহাদ্যৈরুপলক্ষ্যতে।
একো হ্যাত্মা তথানৈকো জলাগারেষু সূর্য্যবৎ ॥৩২১
বিশ্বরূপো মণির্যদ্বদ্ বর্ণান্ গৃহ্ণাত্যনেকশঃ।
উপাধিতস্তথাত্মৈকো নানাদেহেষু কর্মতঃ ॥৩২২
কলা-কাষ্ঠাদিরূপেণ বর্তমানাদি ভেদকৃৎ।
একঃ কালো যথা নানা তথাত্মৈকোঽপ্যনেকধা ॥৩২৩
দেহমধ্যস্থিতং দেবং যো ন ধ্যায়তি মূঢ়ধীঃ।
সোঽঙ্কলব্ধং মধু ত্যক্ত্বা ক্লেশায়াজ্ঞো গিরিং
ব্রজেৎ ॥৩২৪

যস্তীর্থযানং জপ-যজ্ঞহোমান্
কুর্য্যাদ্ বপুষ্মান্ ন চ বেত্তি বিষ্ণুম্।
স মাংসপিণ্ডং পরিহৃত্য দূরাদ্
অজ্ঞঃ প্রধাবেদধিরুহ্য পৃষ্ঠম্ ॥৩২৫
সম্ভ্রাম্যতে বিধিবশাৎ করণোগ্রচক্রে
পাপেন কুম্ভ ইব ধাতৃবরেণ নূনম্।
আরোপ্য স্বার্থধৃতদণ্ডমুখেন পূর্ণং
হৃৎপদ্মসংস্থ-শিবতত্ত্বমতিপ্রহীনঃ ॥৩২৬
দ্বৌ মার্গাবাত্মনো জ্ঞেয়ৌ ব্রাহ্মণৈর্ব্রহ্মচিন্তকৈঃ।
অভিযাতি বিদিত্বা যৌ সাযুজ্যং পরবেধসঃ ॥৩২৭
বিদ্বান্ ধূমাদিরেকো বৈ দ্বিতীয়স্ত্বর্চিরাদিকঃ।
প্রত্যেতব্যো প্রযত্নেন যৎপ্রতীতির্ন জায়তে ॥৩২৮
ধূপঃ ক্ষপাঽসিতঃ পক্ষো দক্ষিণায়নমেব চ।
লোকঃ পিত্র্যশ্চ সোমশ্চ মাতরিশ্বানুকর্ষণম্ ॥৩২৯
যথা ধাতৃক্রমাদেতে সম্ভবন্তি সমাশ্রিতাঃ।
অর্চির্দিনং সিতঃ পক্ষস্তথাচৈবোত্তরায়ণম্ ॥৩৩০

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি স্বদেহমধ্যস্থিত দেবতার (পরমাত্মার) ধ্যান করে না, সেই অজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয় ক্রোড়মধ্যস্থ মধু ত্যাগ করিয়া ক্লেশভোগের জন্য পর্বতে গমন করে।৩২৪

যে দেহধারী তীর্থগমন, জপ, যজ্ঞ ও হোম করে, কিন্তু স্বদেহমধ্যস্থ বিষ্ণুকে জানে না, সে মূঢ়ধী। বক্ষঃ-স্থলস্থ মাংসপিণ্ড ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পরিভ্রমণ করে, সে মূর্খ (?)।৩২৫

বিধাতা স্বীয় বিধানানুসারে জীবের পাপহেতু তাহার কৃত কর্মরূপ উগ্রচক্রে হৃৎপদ্মসংস্থিত শিবতত্ত্ব পূর্ণভাবে আরোপিত করিয়া ভগবৎসাধনাচ্যুত ব্যক্তিকে কুম্ভসদৃশ পরিভ্রমণ করান।৩২৬

ব্রহ্মচিন্তক-ব্রাহ্মণগণ আত্মজ্ঞানের দুইটি পথ জানিবেন—সেই পথদ্বয় জানিয়া পরব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করিতে পারা যায়।৩২৭

বিদ্বান্ ব্যক্তি যত্ন-সহকারে ধূমমার্গ ও অর্চির্মার্গরূপে ব্রহ্মজ্ঞানের দুইটি পথ জানিবে; তৎসম্বন্ধে যাহার প্রতীতি জন্মে নাই, সে রৌদ্র, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, সোমলোক ও বায়ুর অনুকর্ষণ ইত্যাদি আশ্রয় করিয়া বিধাতার ক্রমানুসারে জন্মলাভ করে। প্রতীতি জন্মিয়াছে—এমন মানস-পুরুষগণ তেজঃ, দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, দেবলোক, সূর্য্য, বিদ্যুৎ ইত্যাদি ক্রমশঃ জানিয়া ব্রহ্মালোক প্রাপ্ত হন।৩২৮-৩১

হে ধীমন্! যে ব্রহ্মলোকে গমন করিলে দ্বিজগণ আর পুনরাবর্তন করেন না, সেই ব্রহ্মালোকগমনের দুইটি মার্গ তাঁহারা সর্বদা মনন করিবেন।৩৩২

গৃহবাসী, অরণ্যবাসী এবং সন্ন্যাসী এই জ্ঞানি-ত্রিতয়েরও সেই জ্ঞান দ্বারা বিজ্ঞাতার জ্ঞান এবং মোক্ষ সিদ্ধ হয়।৩৩৩

অভ্যস্যমান জ্ঞান সংসার দগ্ধ করে অর্থাৎ সংসারে যাতায়াত নিবৃত্তি করে। ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলেন,—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞান উভয়ই সমান।৩৩৪

যেরূপ অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ (যাহা দ্বারা সংসার-বীজ দগ্ধ হয় সেই) ব্রহ্মজ্ঞানের মার্গদ্বয়দ্বারা দ্বিজোত্তমগণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন।৩৩৫

দেবলোকস্তথা সূর্য্যো বিদ্যুতশ্চ ক্রমাদিমান্‌।
মানসাঃ পুরুষা যান্তি জানন্তো ব্রহ্মলোকতাম্‌ ॥৩৩১
যত্র যাতাঃ পুনর্নেহ সংসরন্তি দ্বিজাঃ কচিৎ।
মার্গদ্বয়মিদং ধীমন্‌ মন্তব্যং সততং দ্বিজৈঃ ॥৩৩২
জ্ঞানেন যেন বিজ্ঞাতুর্জ্জ্ঞান-মোক্ষৌ চ সিধ্যতঃ।
গৃহারণ্যস্থভিক্ষূণাং ত্রয়াণামপি ধীমতাম্‌ ॥৩৩৩
জ্ঞানমভ্যস্যমানং তু তথা দহতি সংস্থতিম্‌।
জ্ঞানং সমানমেতদ্ধ ইতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ ॥৩৩৪
যথা দহতি চৈধাংসি সমিদ্ধশ্চাশুশুক্ষণিঃ।
তস্মান্মার্গদ্বয়েনাপি আত্মা জ্ঞেয়ো দ্বিজোত্তমৈঃ ॥৩৩৫
যেন জানন্তি তে যান্তি দন্দশূকাদিযোনিষু।
যত্র গত্বা কৃমিত্বং বা কীটত্বমথ বাপ্নুয়ুঃ ॥৩৩৬
এতাভ্যোহপ্যধমাস্বেব জায়ন্তে তে কুযোনিষু।
বিদ্যাবিদ্যে চ মন্তব্যে তে হেতুঃ স্বর্গ-মোক্ষয়োঃ ॥৩৩৭
বিদ্যা মোক্ষপ্রদা চ স্যাদবিদ্যা মৃত্যু-জন্মকৃৎ।
জ্ঞানযোগস্তথা কর্ম বিদ্যাবিদ্যে স্মৃতে বুধৈঃ ॥৩৩৮

যে সকল জীব ব্রহ্মজ্ঞানলাভের উপায়ীভূত পূর্বোক্ত পথদ্বয় জানে না, তাহারা সর্পযোনিতে জন্মলাভ করে—যাহাতে জীবের কৃমিত্ব অথবা কীটত্ব প্রাপ্তি হয়। ইহা অপেক্ষা অধম কুযোনিতেও তাহারা জন্মলাভ করে। সেই বিদ্যা এবং অবিদ্যাকেই স্বর্গ এবং মোক্ষের হেতু বলিয়া মনে করিবে (জানিবে)। বিদ্যা মোক্ষদায়িনী, অবিদ্যা মৃত্যু এবং জন্মের কারণীভূতা। বিদ্বানগণ জ্ঞান-যোগকে বিদ্যা এবং মায়াস্জনস্বভাব কর্মকে অবিদ্যা বলিয়াছেন।৩৩৬-৩৮

জ্ঞান এবং কর্ম এতদুভয়ই সংসারবন্ধন হইতে মুক্তির উপায় হইলেও কর্ম করিয়াই তাহা পরমাত্মাকে নিবেদন করিবে, কারণ নিরপেক্ষ ক্রিয়মাণ কর্ম মোক্ষকর। কর্ম করিয়া কর্মফল বিষ্ণু বা গুরুকে নিবেদন করিবে। যে ব্যক্তি পরমাত্মার উদ্দেশ্যে কর্মফল নিবেদন করিবার ইচ্ছা করিয়া কর্ম করে, সেই ব্যক্তি উক্ত কর্মদ্বারা তাহার বাঞ্ছিত ফল প্রাপ্ত হয়; অথবা তাহার অন্য ফল জন্মে, কিংবা নরদ্বিজগণ সর্বভাবে নিত্য হরিকে ধ্যানযোগে

অপবর্গায় দ্বে চাপি কর্ম কৃত্বা নিবেদয়েৎ।
কর্মাপি ক্রিয়মাণং বৈ নিরপেক্ষং তু মোক্ষকৃৎ ॥৩৩৯

বিষ্ণবে গুরবে বাপি কর্ম কৃত্বা নিবেদয়েৎ।
আত্মনঃ ফলমিচ্ছংস্তু যৎ কর্ম কুরুতে নরঃ ॥৩৪০

তেনৈব বাঞ্ছিতপ্রাপ্তিস্তেনান্যদুপজায়তে।
হরির্বা নিত্যমভ্যস্য সর্বভাবেন সদ্দ্বিজৈঃ ॥৩৪১

তদভ্যাসাদবাপ্নোতি মৃত্যৌ দৃষ্টে হরিস্মৃতিম্‌।
এক এব হি স ধ্যেয়ো যৎ পরং নাস্তি কিঞ্চন ॥৩৪২

বিরাট্‌ সম্রাট্‌ মহানেষ সদা ধ্যেয়ো জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
মহান্তং পুরুষং দেবং রবিরূপং তমঃপরম্‌ ॥৩৪৩

ব্রহ্মবিৎ সোঽতিমৃত্যুং বৈ প্রয়াত্যেবানিবর্তকম্‌।
এষ এব নৃণাং পন্থা ব্রহ্মা বৈ যমুপাসতে ॥৩৪৪

যে যে জন্মস্বনেকেষু বিধিবচ্চৈকচেতসঃ।
ন ভক্ত্যা নাপি যোগেন নাভ্যাসেনৈকজন্মনা ॥৩৪৫

স্মরণাভ্যাস করিলে এবং সেই অভ্যাসবশতঃ তাহার মৃত্যু উপস্থিত হইলে তখন তাহার হৃদয়ে হরির স্মৃতি জাগ্রত হয়। সেই হরিই একমাত্র ধ্যেয়—যাহা হইতে আর শ্রেষ্ঠতর কেহ নাই।৩৩৯-৪২

জিতেন্দ্রিয়গণ এই বিরাট্‌ সম্রাট্‌ ও মহান্‌কে এই মন্ত্রে ধ্যান করিবে—'মহান্তং পুরুষং দেবং রবিরূপং তমঃপরম্‌'।৩৪৩

সেই ব্রহ্মবিৎ পুনরনাবর্তক অতিমৃত্যু অবশ্যই প্রাপ্ত হন। সাধারণতঃ মৃত্যু হইলে কর্মভোগের জন্য জীবের পুনরায় জন্মলাভ করিতে হয়, কিন্তু ব্রহ্মবিৎ আর জন্মপরিগ্রহ করেন না অর্থাৎ মৃত্যুর অতীত হন। মনুষ্যগণের মৃত্যুনিবারণের ইহাই একমাত্র পন্থা—ব্রহ্মাও যে পথলাভের জন্য উপাসনা করেন। যাঁহারা অনেক-জন্মব্যাপী একচিত্ত হইয়া বিধি অনুসারে ধ্যান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর অতীত হন। ভক্তি, যোগসাধন এবং অভ্যাস দ্বারা একজন্মে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না; বহুজন্ম যাবৎ ভক্তি, যোগসাধন ও অভ্যাস-সহকারে ধ্যান করিলে

ব্রহ্মাপ্তির্জায়তে পুংসাং কিন্তু স্যাত্তুরিজন্মভিঃ
যদ্দেবাঃ সন্ততাভ্যাসান্ন ব্রহ্ম প্রতিপেদিরে ॥৩৪৬
তন্মনুষ্যৈঃ কথং প্রাপ্যমনেকৈনৈব চ জন্মনা।
জ্ঞানাভ্যাসৈর্ন তদ্ব্রহ্ম কৃতৈর্দম্ভস্বরূপকৈঃ ॥৩৪৭
ন প্রাপ্যতে পরং ব্রহ্ম ন বাপ্যাসন-মুদ্রয়া।
বহুভিঃ কিমুপায়ৈস্তু প্রোক্তৈর্বা গ্রন্থিবিস্তরৈঃ ॥৩৪৮
একমেবাভ্যসেত্তত্ত্বং যেন চিত্তে বসেদ্ধরিঃ।
একৈব ভাবশুদ্ধিস্তু যথা স্যাৎ ক্রিয়তে তথা ॥৩৪৯
অন্যৎ কুর্য্যাদ্ মনঃস্বন্যবিরুদ্ধমিতি সর্বথা।
ভাবঃ স্বর্গায় মোক্ষায় নরকায়াপি স স্মৃতঃ ॥৩৫০
তস্মাত্তং শোধয়েদ্ যত্নাচ্ছুচিঃ স্যাদ্ভাবশুদ্ধিতঃ।
একস্যাঃ পুত্র-ভর্তারৌ হৃদয়োপরি যোষিতঃ ॥৩৫১
ভিন্নভাবৌ ভবেতাং তৌ ভাবমেবং বিশোধয়েৎ।
পরিষ্বক্তো নরো নার্য্যা হ্লাদমেতি যথা যুবা ॥৩৫২
তন্মস্থোঽপি সকামাং তাং ভাবহীনো ন কাময়েৎ।
একো ভাবো হরৌ কার্য্যো যথাঽসৌ
নিশ্চলো ভবেৎ ॥৩৫৩
তদ্বুধ্যা পঞ্চতাং গচ্ছন্ স্বর্গং মোক্ষমবাপ্নুয়াৎ।
ত্যক্ত্বাপি বিবিধান্ ভোগান্ তপস্তপ্ত্বাতিদুষ্করম্।
মৃত্যুকালে মতির্যা স্যাত্তাং গতিং যাতি মানবঃ ॥৩৫৪
যোগপ্রয়োগঃ কথিতঃ সমাসাদ্
ধ্যানস্য মার্গো বহুধাঽভ্যধায়ি।
যোঽভ্যস্যমানস্তু ভবেদ্ বিধানাদ্
ব্রহ্মাপ্তিকৃদ্ যশ্চ তথা দ্বিজানাম্ ॥৩৫৫
প্রত্যাহারশ্চ যোগশ্চ ধ্যানং বিস্তরতস্তথা।
উক্তং দ্বিজহিতার্থায় ব্রহ্মাবাপ্তিকরং তথা ॥৩৫৬
অঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠয়োর্নাদঃ ক্ষণঃ স্যাত্তদ্দ্বয়ং ত্রুটিঃ।
দ্বাভ্যাং চৈব লবস্তাভ্যাং নিমেষোঽপি লবদ্বয়ম্ ॥৩৫৭

---

ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। দেবগণ সর্বদা অভ্যাস-সহকারে আরাধনা করিয়া যাঁহাকে প্রাপ্ত হন না, জীবের পক্ষে সেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি যে বহুজন্মসাধ্য হইবে, এবিষয়ে আর সংশয় কি ? ৩৪৪-৪৬

(দেবগণের পক্ষে সতত অভ্যাসেও যেই ব্রহ্ম দুর্লভ) মনুষ্যগণ একজন্মে সেই ব্রহ্মকে কি প্রকারে প্রাপ্ত হইবে ? দম্ভকৃত জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা সেই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এমন কি, আসন এবং মুদ্রা প্রভৃতি দ্বারাও পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সুতরাং পূর্বোক্ত বহু উপায় অথবা গ্রন্থিভেদকারক উপায়ে কি হইবে ? যাহাতে শ্রীহরি সতত চিত্তে বাস করেন, সেইরূপ একমাত্র তত্ত্বকে অভ্যাস করিবে। যে প্রকারে ভাবশুদ্ধি হয়, একমাত্র সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবে।৩৪৭-৪৯

আরও অন্য একটি কার্য্য করিবে। মন যাহাতে পরমাত্ম-চিন্তনাতিরিক্ত চিন্তার বিরুদ্ধতা করে, সেইরূপ-ভাবে সর্বপ্রকারে মন গঠন করিবে। মনের ভাবই স্বর্গ, মোক্ষ ও নরকের হেতু বলিয়া কথিত আছে। সেইহেতু যত্নপূর্বক সেই ভাব শোধন করিবে, ভাবশুদ্ধি হইলেই মানুষ পবিত্র হয়। যেমন এক নারীর হৃদয়োপরি পুত্র এবং ভর্তা উভয়েই ভিন্ন ভাব গ্রহণ করিয়া অবস্থান করে, সেইরূপ একই মনের ভাব ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিয়া স্বর্গাদি ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হয় ; এইজন্য ভাব পরিশোধন করিবে। আসক্তিযুক্ত অবস্থায় যে যুবক স্ত্রীসঙ্গে আহ্লাদিত হয়, আসক্তিহীন অবস্থায় একশয্যায় শায়িত হইয়াও উক্ত যুবক সকামা স্ত্রীকে কামনা করে না। যাহাতে ভাব নিশ্চল হয়, সেইজন্য হরিতেই স্বীয় ভাব স্থাপন করিবে।৩৫০-৫৩

হরিবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে স্বর্গ, মোক্ষ ইত্যাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিবিধ ভোগ ত্যাগ করিয়া অতি দুষ্কর তপস্যা করিলে মৃত্যুকালে জীব যেরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন থাকে, সে তদ্রূপ গতি প্রাপ্ত হয়। সংক্ষেপে যোগসাধন-প্রয়োগ বলিয়াছি এবং ধ্যানযোগের কথাও বহুপ্রকারে বলিয়াছি। যে ব্যক্তি বিধানানুসারে উক্ত যোগসাধন অভ্যাস করেন, তিনি ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন, এবং দ্বিজগণমধ্যে যিনি উপায়স্বরূপঅভ্যাস করেন, তিনিও ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। দ্বিজগণের হিতের জন্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ প্রত্যাহার, যোগ ও ধ্যান সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলিয়াছি।৩৫৪-৫৬

তৈঃ পঞ্চদশভিঃ কাষ্ঠা তাশ্চ ত্রিংশৎ কলাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাবিংশতিত্রিভাগস্তু ঘটিকেতি প্রকীর্তিতঃ ॥৩৫৮
তদ্দ্বয়ঞ্চ মুহূর্তঃ স্যাত্তত্রিংশত্তু ক্ষপা-দিনম্।
তৎ পঞ্চদশকং পক্ষস্তদ্দ্বয়ং মাস উচ্যতে ॥৩৫৯
তদ্ দ্বয়ম্ ঋতুরিত্যুক্তং তদ্দ্বয়ং কাল উচ্যতে।
তৎসার্ধময়নং প্রোক্তং তদ্দ্বয়ং বৎসরস্তথা ॥৩৬০
পঞ্চভিস্তৈর্যুগং প্রোক্তং তদ্দ্বাদশকষষ্ঠিকম্।
ষষ্টিকঃ ষষ্টিগুণিতো বাকৃপতের্যুগমুচ্যতে ॥৩৬১
তদ্দ্বয়ং তু কলিঃ প্রোক্তস্তদ্দ্বয়ং দ্বাপরো ভবেৎ।
কলিত্রয়েণ ত্রেতা স্যাৎ কৃতঃ কলিচতুষ্টয়ম্ ॥৩৬২
ষষ্টিঘ্নঃ সোঽপি কালজ্ঞৈঃ প্রজানাথযুগঃ স্মৃতঃ ॥৩৬৩
কলিভির্দশভির্ব্রহ্মন্! চতুর্যুগমিতি স্মৃতম্।
চতুর্যুগসহস্রেণ ব্রহ্মাহঃ কল্প উচ্যতে ॥৩৬৪
অষ্টযুগা ভবেৎ সন্ধ্যা সায়ং সন্ধ্যা চ তাবতী।
তদেকসপ্ততি গুণং মন্বন্তরমিতি স্মৃতম্ ॥৩৬৫
মন্বন্তরদ্বয়েনেহ শক্রপাতঃ প্রকীর্তিতঃ।
এতন্মানেন বর্ষাণাং শতং ব্রহ্মক্ষয়ঃ স্মৃতঃ ॥৩৬৬
ব্রহ্মক্ষয়শতেনাপি বিষ্ণোরেকমহর্ভবেৎ।
এতদ্দিবসমানেন শতবর্ষেণ তৎক্ষয়ঃ ॥৩৬৭
তৎক্ষয়ত্রিগুণোষ্টাভী রুদ্রস্য ত্রুটিরুচ্যতে।
এবমাব্দিকমানেন প্রয়াতোঽব্দশতে দ্বিজাঃ॥
রুদ্রশ্চাত্মনি লীয়েত নিষ্কলঙ্কো নিরাময়ঃ ॥৩৬৮
নিষ্প্রকম্পং জগদ্ ব্যোম ব্যোমাতীতং পরং পদম্।
তন্নিদিধ্যাসসংশুদ্ধ্যা স তত্রৈব বিলীয়তে ॥৩৬৯
পরম্পরাণাং পরমং বিচিন্ত্য
পরাৎপরং দিষ্টপদাদতীতম্।
ক্ষণাদিকালং ক্রমশোঽব্দমেব
প্রয়াতি তং তৎ পদমব্যয়ঞ্চ ॥৩৭০
তমাত্মরূপং পরমব্যয়ঞ্চ
বিশ্বেশ্বরং চিত্তভরং প্রপদ্যে।
শান্তিঞ্চ গত্বা বিধিনা চ যোগী
প্রয়াতি তদ্ বৈ পদমব্যয়ঞ্চ ॥৩৭১

---

অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলিদ্বয়ের যোগে যে নাদ (অব্যক্তশব্দ) হয়, তাহার নাম ক্ষণ, সেই দুইটি ক্ষণের নাম ত্রুটি, দুই ত্রুটিতে এক লব, দুই লবে এক নিমেষ, পঞ্চদশ নিমেষে এক কাষ্ঠা ও ত্রিংশৎ (তিরিশ) কাষ্ঠায় এক কলা. সেইরূপ দ্বাবিংশতি কলার তিনভাগ ঘটিকা, ঘটিকাদ্বয়ে একমুহূর্ত্ত, তাহার ত্রিশগুণ এক দিবারাত্র, তাহার পঞ্চদশগুণ একপক্ষ, তাহার দ্বিগুণ একমাস, তাহার দ্বিগুণ এক ঋতু, ঋতুদ্বয় ও ঋতুর অর্ধের সহিত যে কাল তাহার দ্বিগুণ এক অয়ন, অয়নের দ্বিগুণ বৎসর, তাহার পঞ্চগুণীকৃত দ্বাদশক ষষ্টিককে যুগ, একষষ্টি ষষ্টি দ্বারা গুণ করিলে যে কাল পাওয়া যায়, তাহা বৃহস্পতির একযুগ, তাহাই দ্বিগুণিত হইলে যে কাল হয় তাহা কলিকাল, তাহার দ্বিগুণ দ্বাপর, কলিযুগের ত্রিগুণ ত্রেতা এবং কলিযুগের চতুর্গুণ সত্যযুগ, কালজ্ঞগণ সেই কালকে ষষ্টিঘ্ন প্রজানাথ-যুগ বলেন।৩৫৭-৬৩

হে ব্রহ্মণ! দশটি কলিকালের সংখ্যায় যতদিন পাওয়া যায়, ততদিনে একটি চতুর্যুগ হয়। চতুর্যুগ সহস্র দিনে ব্রহ্মার একদিন, তাহাকেই কল্প বলে।৩৬৪

[যু]গে এক সন্ধ্যা এবং সায়ংসন্ধ্যা ওসেইরূপ। তাহার একসপ্ততিগুণ মন্বন্তর বলিয়া কথিত। দুই মন্বন্তরে এক ইন্দ্রপাত হয় বলিয়া কথিত আছে। ইহারই শতবর্ষে ব্রহ্মার ক্ষয় হয়। ব্রহ্মক্ষয়কালের শতগুণকাল বিষ্ণুর একদিন। এই দিবসের পরিমাণানুসারে শতবর্ষে বিষ্ণুর ক্ষয় হয়। বিষ্ণুর ক্ষয়দিনের ত্রিগুণের আটগুণ রুদ্রের এক ত্রুটি। এই বর্ষপরিমাণ অনুসারে শতবর্ষ গত হইলে নিষ্কলঙ্ক নিরাময় রুদ্র পরমাত্মাতে বিলীন হন।৩৬৫-৬৮

তারপর জগৎ নিষ্প্রকম্প হইয়া ব্যোমে (আকাশে) এবং ব্যোম ব্যোমাতীত পরমপদে লয় প্রাপ্ত হয়। এইরূপে নিদিধ্যাসন দ্বারা সংশুদ্ধ ব্যক্তিও অন্তে সেই পরমপদে লয় প্রাপ্ত হয়। অশুভাশুভ পদাতীত পরাৎপর পরমকে পরম্পরা সম্বন্ধে বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া ক্ষণ ইত্যাদি কাল ক্রমশঃ বর্ষে লীন প্রাপ্ত হয় এবং সেই বর্ষ ও উক্ত অব্যয়পদে গমন করে।৩৬৯-৭০

পরম অব্যয় আত্মরূপ চিত্তের পোষণকারী সেই বিশ্বেশ্বরকে আমি আশ্রয় করিতেছি। যোগী বিধি অনুসারে ধ্যান করত শান্তিলাভ করিয়া যে স্থানে গমন করেন, তাহাই অব্যয় পদ।৩৭১

কালজ্ঞানেন যোগোঽয়ং যোগিভির্ধ্যানকারিভিঃ।
মুমুক্ষুভিঃ সদা জ্ঞেয়ং নিরালম্বং পরং পদম্ ॥৩৭২
পরাশরোদিতং শাস্ত্রং চতুর্বর্ণাশ্রমায় চ।
বেদিতব্যং প্রযত্নেন সদা ধ্যেয়ং দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৭৩
দশ দ্বাদশ চাষ্টৌ বা সপ্ত ষট্ পঞ্চ বা ত্রয়ঃ।
দৈবিকে পৈতৃকে বাপি শ্লোকাঃ
শ্রাব্যা দ্বিজাতিভিঃ ॥৩৭৪
শ্রাবয়িষ্যতি যঃ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণান্ ভক্তিতৎপরঃ।
প্রাপ্স্যন্তি পিতরস্তস্য তৃপ্তিং বৈ শাশ্বতীং দ্বিজাঃ ॥৩৭৫
য ইদং শৃণুয়াদ্ বাপি শ্রাবয়েৎ পাঠয়েদপি।
স প্রধ্বস্ততমস্তোমো ব্রহ্মলোকমবাপ্নুয়াৎ ॥৩৭৬
ত্রিভিঃ শ্লোকসহস্রৈস্তু ত্রিভির্বৃত্তশতৈরপি।
পরাশরোদিতং ধর্মশাস্ত্রং প্রোবাচ সুব্রতঃ ॥৩৭৭
নমোঽস্তু যাজ্ঞবল্ক্যায় মনবে বিষ্ণবে নমঃ।
গৌতমায় বসিষ্ঠায় নমঃ পরাশরায় চ ॥৩৭৮

* * *

ইতি শ্রীবৃহৎপরাশরে ধর্মশাস্ত্রে সুব্রতপ্রোক্তায়াং
স্মৃত্যাং যোগনিরূপণো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।
ইতি বৃহৎপরাশরস্মৃতিঃ সমাপ্তা।

ওঁ তৎসৎ ॥

---

কালজ্ঞানানুসারে ধ্যানকারি-যোগিগণ এই যোগ করিবে। নিরালম্ব পরম পদ মুমুক্ষুগণের সর্বদা জ্ঞাতব্য বলিয়া জানিবে।৩৭২

দ্বিজাতিগণ চতুর্বর্ণ ও চতুরাশ্রমের জন্য পরাশর-কথিত শাস্ত্র সর্বদা যত্নসহকারে জানিবেন ও চিন্তা করিবেন।৩৭৩

দ্বিজাতিগণ দৈবিক ও পৈতৃক কার্য্যে দশ, দ্বাদশ, অষ্ট, সপ্ত, ষট্ কিংবা পঞ্চশ্লোক বা শ্লোকত্রয় শ্রবণ করাইবে।৩৭৪

হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি ভক্তিতৎপর হইয়া শ্রাদ্ধ-কার্য্যে ব্রাহ্মণগণকে উহা শ্রবণ করায়, তাহার পিতৃগণ নিত্য তৃপ্তিলাভ করেন। যে ইহা শুনিবে, শুনাইবে বা পাঠ করাইবে, সে নির্মল ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইবে।৩৭৫-৭৬

সুব্রতমুনি পরাশর কথিত এই ধর্মশাস্ত্র তিনসহস্র শ্লোক তিনশত ছন্দোযোগে বলিয়াছেন।৩৭৭

যাজ্ঞবল্ক্য, মনু, বিষ্ণু, গৌতম, বশিষ্ঠ ও পরাশরকে আমার নমস্কার।৩৭৮

শ্রীবৃহৎ পরাশরীয় ধর্মশাস্ত্রান্তর্গত সুব্রতমুনিপ্রোক্ত স্মৃতিশাস্ত্রে যোগনিরূপণনামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পণ্ডিতশ্রীহরকান্তকৃত্য-স্মৃতি-ব্যাকরণ-তীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদ সহিতা-
বৃহৎ পরাশরস্মৃতি সমাপ্তা।

ওঁ তৎসৎ

## শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথদেবের বাণী

ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত একদিন—৬০ দণ্ড কাল সুখভোগ করিয়াছেন, এমন লোক সংসারে নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কথাটা আশ্চর্য্যজনক বটে, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আর আশ্চর্য্যবোধ হইবে না। সুখ-দুঃখ ভোগ করে মন। বাহিরে যাঁহাকে সুখী দেখিতেছ, হয় তিনি পূর্ব-দুর্দশার কথা স্মরণ করিয়া দুঃখভোগ করিতেছেন, অথবা ভবিষ্যৎ চিন্তায় আকুল হইয়া আছেন। তাহা হইলে তিনি সুখী কিসে ? অহোরাত্র বলি কেন, একদণ্ডকাল অবিচ্ছিন্ন সুখভোগ করিবার শক্তি যাহার নাই—সে সুখী কিসে ?

* * * *

'অনন্তশাস্ত্রং' বহু বেদিতব্যম্'—শাস্ত্র অনন্ত, জানিবার বিষয়ও বহু। কালও সংক্ষেপ বিঘ্ন-ও প্রচুর। এই অত্যল্প অবসরে বহু শাস্ত্র আলোচনা করিতে না যাইয়া গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রটি যাহাতে সিদ্ধ হয়—এই চেষ্টা করাই শ্রেয়স্কামী ভগবদ্‌ভক্ত মাত্রেরই সমীচীন। বর্ণাশ্রমধর্মানুষ্ঠান বাদ দিলে চলিবে না। ব্রাহ্মণ নিত্য যথাকালে সন্ধ্যা, অন্য সময় ইষ্টসম্বন্ধীয় লীলাগ্রন্থ পাঠ, নামজপ লীলাধ্যান যখন যেটি ভাল লাগিবে তাহাই করিবেন। ইহার সহিত পুরশ্চরণের অনুষ্ঠানে মন্ত্র সত্বর সিদ্ধ হয়। সিদ্ধ মন্ত্র হইলে ইষ্টসাক্ষাৎকার হইবে। মন্ত্র-সিদ্ধির অর্থ মহাভাব লাভ। তারপর আর ভাবিতে হইবে না ঠাকুরই সব ভার গ্রহণ করিবেন।

* * * *

আজকাল কর্মশূন্য-জ্ঞানের আলোচনা অত্যন্ত অধিক হইয়াছে। আহার-শুদ্ধি, সদাচারাদি কিছু নাই। সগুণ-মন্ত্রজপের দ্বারা সবিকল্প সমাধিলাভের পূর্বে নির্গুণ উপাসনা করিতে যাইয়া অনেকেই ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সাধন-ভজন ত্যাগ করত নাস্তিক হইয়া যান। শান্তি ওপথে নাই ; ক্রম ধরিয়া উপাসনা ব্যতীত শাশ্বতী শান্তিলাভ হইতে পারে না।

* * * *

বেদ, উপনিষৎ, পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতা সবই সেই একজনকে লাভ করিবার পথ নির্দেশ করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর জন্য স্বতন্ত্র পথের কথা বলিয়াছেন। সকলের লক্ষ্য সেই একে স্থিতি। এক ব্যতীত দুই কেহ চাহেন না। কেহ মিলন চাহেন, কেহ বা মিশ্রণ চাহেন—এইমাত্র প্রভেদ।

* * * *

শাস্ত্রবাণী কখনও মিথ্যা হতে পারে না। সমুদ্রের বেলাতিক্রম, মেরুর চলন, চন্দ্রসূর্য্যাদি গ্রহগণের কক্ষত্যাগ কখন সম্ভব হতেও পারে কিন্তু শাস্ত্রবাণী মিথ্যা হতে

পারেনা, পারেনা, পারেনা ! শাস্ত্রপথ প্রহরীবেষ্টিত রাজপথ। এপথ একান্তভাবে যে আশ্রয় করে, সে নির্ভয়হৃদয়ে হাসিতে হাসিতে সেই অনাম, অরূপরাজার রাজ্যে পৌঁছে যায়।

* * * *

একসাধে সব হয়, সব সাধে সব যায়। আগে দীক্ষা নিয়ে প্রাণপণে মন্ত্রসিদ্ধির চেষ্টা করিতে হয়। প্রণালীমত সাধনা করিলে মন্ত্র অবশ্যই সিদ্ধ হয়। তা নয়, আমি শাস্ত্রোপদেশ মত কিছু করব না, ভোগবিলাস, যথেচ্ছাচারিতা ত্যাগ করব না, খেয়ালমত উপাসনা করব, আর একেবারে 'সোঽহং' হ'য়ে পড়ব, তা হয় না। 'কলৌ ব্রহ্ম বদিষ্যন্তি ন করিষ্যন্তি কেচন'—কলিতে মুখে 'ব্রহ্মাস্মি' অনেকে ব'ল্‌বে কিন্তু তাহার সাধন কেহ ক'র্‌বে না।

* * * *

'অহরহঃ সন্ধ্যামুপাসীত'—এই একটি তাঁহার প্রধান আজ্ঞা। প্রতিদিন সন্ধ্যা উপাসনা করিবে। যে ব্রাহ্মণ সন্ধ্যাগায়ত্রী বর্জ্জন করিয়া তাঁহার দর্শন আকাঙ্ক্ষা করে, সে আকাঙ্ক্ষা আকাক্ষা নহে—তাঁহাকে উপহাস করা।

* * *

হিন্দুর কুল-স্ত্রী যদি আচার-ব্যবহার ত্যাগ করে, তার জন্য অহরহঃ যন্ত্রণা ভোগ ক'র্‌তে হবে। পুত্র হ'তে, কন্যা হ'তে, স্বামী হ'তে কেবল যন্ত্রণা পাবে, ইহা ধ্রুব সত্য। এ সীতা সাবিত্রীর দেশ; এদেশে যথেচ্ছাচারের বিষময় ফল অবশ্যই ফল্‌বে। সাজাও সুরু হ'য়েছে—রকম বিরকম স্ত্রীব্যাধি আক্রমণ ক'র্‌ছে, অসংযমী পুরুষের দল কতরকম রোগ ভোগ ক'র্‌ছে, মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ হবার আগেই মরে যাচ্ছে। ব'সে ব'সে চল্‌তে চল্‌তে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরে যাচ্ছে। হবে বৈকি! যাদের দেহ যে উপাদানে তৈরী তার বিপরীত আচরণ ক'র্‌লে সাজা পাবে না?

* * * *

সদাচার ও শাস্ত্র অবলম্বন করত যিনি আপনার জীবন গঠন করেন, ভগবদ্ভক্তি যাঁহাকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, তিনি জীর্ণ-কুটীর বাসী হইলেও ধন্য। জগতে কোন প্রলোভন নাই, যাহার দ্বারা ভক্তকে সত্যধর্ম হইতে চ্যুত করা যায়। যিনি অভয়-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন, তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করত কেহ আপনার স্বার্থসিদ্ধি করিতে পারে না। সত্যপথে থাকিয়া যিনি নিয়মিত উপাসনা, সর্বদা ভগবন্নাম কীর্তন-নিরত হন, ঠাকুরটি তাঁহার আকুল আকাঙ্ক্ষার অপেক্ষা না করিয়াই দর্শন-দানে তাঁহাকে ধন্য করিয়া থাকেন।

* * * *

দ্বিতীয় বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭০ ] [ ষষ্ঠ সংখ্যা—দ্বাদশী যাত্রা

# আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভ মূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

*   *   *

যুগ্ম-সম্পাদক—
মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য
শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা ] [ প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচার সঙ্ঘ
( জয়গুরু সম্প্রদায় )

সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ

শ্রীনারায়ণগোস্বামী ন্যায়াচার্য্য

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।৩, পি, ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ১৫বি, রায়বাগান ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬ ইন্দু-নারায়ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭০।

# নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে সমুদয় সংহিতা (স্মৃতি), শ্রীরামায়ণ-শ্রীমদ্ভাগবত-শ্রীমহাভারত-শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫·০০, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০, প্রতি সংখ্যা ২·০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলা মাসের তৃতায় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলা মাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিক পত্র, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্যকোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

৯। অনিবার্য্য কারণবশতঃ যে সংখ্যা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিয়াছে, তাহা যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে। তৎসম্পর্কে: উক্ত নিয়মাবলী যথাসময়ে প্রযুজ্য বলিয়া গণ্য হইবে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।৩, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, আলমবাজার।
কলিকাতা—৩৫

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌহাটি
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র পড়্‌বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্‌বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

# নারদ-স্মৃতিঃ

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-
বঙ্গভাষানুবাদসহিতা।

*　　　　*　　　　*　　　　*

## শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথমহারাজের বাণী

শাস্ত্র সত্য, শাস্ত্র মহাসত্য, শাস্ত্র ভগবান্; সাধ্যমত শাস্ত্রপথে চলতে পারলে ভক্ত পরমানন্দময় শ্রীভগবান্‌কে লাভ করবেনই করবেন। আছেন ভগবান্, তিনি দেখা দেন। শাস্ত্রপথে চললে শরণাগত ভক্ত তাঁকে লাভ করে কৃতার্থ হন্, হন্, হন্। মানুষ আসে ভগবৎসাক্ষাৎকারের জন্য। শাস্ত্রপথ ব্যতীত ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ হ'তে পারে না, পারে না, পারে না। নাম করতে করতে যথাসাধ্য যুগোচিত শাস্ত্রাচার পালন করে অগ্রসর হও। ঐ শোনো শ্রীভগবান্ তোমাকে বুকে নেবার জন্য আয় আয় করে অনুক্ষণ ডাকছেন—চল চল চল, নাম কর নাম কর নাম কর। শাস্ত্র ব্রহ্মা, শাস্ত্র বিষ্ণু, শাস্ত্র মহেশ্বর, শাস্ত্রই পরম ব্রহ্ম, শাস্ত্র চরাচর।

জয় শাস্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের জয়
জয় শাস্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের জয়
জয় শাস্ত্রমূর্ত্তি ভগবানের জয় ॥

গাও গাও অবিরাম গাও—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

—o—

# পাতনিকা

মদীয় ইষ্টদেব পরমারাধ্য শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের নির্দেশে 'নারদ-স্মৃতি'র অনুবাদে প্রবৃত্ত হ'য়ে বিচার-দর্শন ঐ স্মৃতির দুরূহতা দেখে, মনে মনে তাঁর শ্রীচরণে নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করি এবং প্রার্থনা করি—যাতে এই দুরূহ-ব্যবহারশাস্ত্রের প্রকৃত অর্থ বিশ্লেষণ পূর্বক অনুবাদকার্য্য শেষ ক'রতে পারি। দয়াময় ঠাকুর-আমার এই অযোগ্য-সেবককে দিয়ে তাঁর কার্য্য করিয়ে নিয়েছেন।

পুরাকালে ধর্মশাস্ত্রপ্রবক্তা ভগবান্ মনু লোকস্থিতির জন্য একলক্ষ শ্লোক ও একশত আশী অধ্যায় সমন্বিত ধর্মশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। দেবর্ষি নারদ সেই শাস্ত্রের ব্যবহারাংশ গ্রহণপূর্বক সংক্ষেপ করত বার হাজার শ্লোকাত্মক ব্যবহার শাস্ত্র রচনা করেন। পরে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ঐ শাস্ত্রকে আট হাজার শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া প্রচার করেন। সর্বশেষে ভৃগুপুত্র সুমতি পুনরায় চার হাজার শ্লোকে সংক্ষিপ্ত ক'রেছিলেন। বর্তমানে 'নারদ-স্মৃতি'তে এক হাজার আটশতসংখ্যক শ্লোক সংখ্যা দেখা যায়।

এই নারদ-স্মৃতির অপর একটি নাম হ'ল—নারদীয়-মনুসংহিতা। আমরা যে কয়খানি গ্রন্থ নিয়া নারদ-স্মৃতির অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই—সেই সকল গ্রন্থে বেশীর ভাগই 'নারদ-স্মৃতি'র উল্লেখ থাকায় আমরাও 'নারদ-স্মৃতি' আখ্যা দিয়াই তাহা প্রকাশ করিলাম।

টীকাকার শ্রীমদ্ভবদেবস্বামীপ্রমুখ ও ভট্টপল্লী নিবাসী প্রখ্যাত স্মার্তপ্রবর পূজ্যপাদ শ্রীনারায়ণ-চন্দ্র স্মৃতিতীর্থমহাশয়ের ভাব অবলম্বনে এই গ্রন্থের অনুবাদ করা হ'য়েছে। প্রায় স্থলে স্মার্তপাদের প্রমাণ, উদাহরণ ও তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যা সঙ্কলন ক'রেছি। তাঁর সাহায্য না নিলে হয় তো—এই দুষ্কর-কার্য্য মাদৃশ অভাজনের পক্ষে শেষ করা সম্ভব হ'ত না। আমি ভাটপাড়া গিয়ে এ বিষয়ে তাঁর নিকট সমস্ত জানাই—তিনি সানন্দে তা অনুমোদন ক'রেছেন ও বিশেষরূপে উৎসাহ দিয়েছেন। আজ তাঁর চরণে আমি ভক্তি বিনম্রচিত্তে প্রণাম নিবেদন ক'র্ছি।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁর আদেশে এই অনুবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং যাঁর শক্তিতে ও বুদ্ধিতে এই অনুবাদ কার্য্য সম্পূর্ণ ক'র্তে সামর্থ্য লাভ করি, সেই পরম কারুণিক-ভুবনমঙ্গলৈক বিগ্রহ আরাধ্যনিধি পুরুষসুন্দর শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবের শ্রীচরণপঙ্কজে কোটি কোটি দণ্ডবৎ প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা ক'রছি—হে নাথ! তোমার দেওয়া ফুল আজ তোমাকেই নিবেদন ক'রছি, তুমি প্রসন্ন হও; কলিসর্পের কবল হ'তে নিস্তার কর।

প্রসীদ করুণাধার! প্রসীদ জীবিতেশ্বর!
প্রসীদ দেবদেব! ত্বং প্রসন্নো ভব সর্বদা॥
পাপ-পুণ্যময়ং কর্ম যদ্ যজ্জন্মনি জন্মনি।
কৃতং তত্তদ্ গৃহাণেশ! সর্বতঃ রক্ষ মাং সদা॥
যন্ময়ানুষ্ঠিতং কর্ম জানতা বাপ্যজানতা।
তৎ সর্বং ত্বয়ি সন্ন্যস্তং প্রণতঃ সন্ করোম্যহম্॥
নমো নৈগমতত্ত্বায় গুরবে ব্রহ্মমূর্তয়ে।
করুণাপূর্ণনেত্রায় ওঙ্কারায় নমো নমঃ।

# নারদ-স্মৃতির সূচীপত্র

# নারদ-স্মৃতিঃ

পরমারাধ্য-পুরুষোত্তমবিগ্রহ-শ্রীশ্রীঠাকুরসীতারামদাস-ওঙ্কারনাথদেবানাং শ্রীপাদপঙ্কেরুহমধুপানাসক্ত-সেবকাধম-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ-সহিতা

## প্রথমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ বিচারদর্শনবিধিঃ

মনুঃ প্রজাপতির্যস্মিন্ কালে রাজ্যমবুভুজৎ।
ধর্মৈকতানাঃ পুরুষস্তদাসন্ (ক) সত্যবাদিনঃ (১)॥১
নষ্টে ধর্মে মনুষ্যাণাং (খ) ব্যবহারঃ প্রবর্ত্ততে (গ)।
দ্রষ্টা চ ব্যবহারাণাং রাজা দণ্ডধরঃ স্মৃতঃ (ঘ)॥২

লিখিতং সাক্ষিণশ্চৈব(ঙ) দ্বৌ বিধী পরিকীর্তিতৌ (চ)
সন্দিগ্ধার্থবিশুদ্ধ্যর্থং দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ॥৩
সোত্তরোঽনুত্তরশ্চৈব স বিজ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ।
সোত্তরোঽভ্যধিকো যত্র বিলেখাপূর্বকঃ পণঃ॥৪

## প্রথম অধ্যায়

শ্রীগুরুং দণ্ডবদ্ ভূমৌ নমাম্যোঙ্কাররূপিণম্।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুঃ শ্রদ্ধাভক্তিযুতা নরাঃ॥১॥
নিধায় গুরুনির্দ্দেশং স্বোত্তমাঙ্গে জড়োঽপি সন্।
সমুৎসাহেন যত্নেন কর্ত্তব্যে কৃতনিশ্চয়ঃ॥২॥
অনুবাদবিধাবস্মিন্ সামর্থ্যং মে ন বিদ্যতে।
হে গুরো কৃপয়া মহ্যং শক্তিং দেহি মমেপ্সিতাম্॥৩॥
কার্য্যমেতেন যন্ত্রেণ কর্ম প্রিয়তমং তব।
'মমকারমহঙ্কারং' নাথ! ত্বং মে বিলোপয়॥৪॥
নমো বেদাদিবেদ্যায় গুরবে ব্রহ্মমূর্ত্তয়ে।
করুণাপূর্ণনেত্রায় ওঙ্কারায় নমো নমঃ॥৫॥

* * *

**প্রথম 'বিচারদর্শন' বিধি বলা হইতেছে।**

যে সময়ে প্রজাপতি মনু রাজ্য পরিচালনা করিতেন, (অর্থাৎ প্রজাপতি-মন্বন্তরে) সেই সময় সকল নরনারী ধর্মকর্মৈকপরায়ণ, জিতেন্দ্রিয় ও সত্যবাদী ছিলেন। (ইহা দ্বারা বুঝা যায়,—ভগবান্ মনুর অনুশাসিতযুগে অর্থাৎ সত্যযুগে সকল মনুষ্যই ধর্মপথাবলম্বী ছিলেন। সেই হেতু কোন ব্যবহার-বিধির প্রয়োজন ছিল না)। তারপর কালক্রমে যখন মনুষ্যদিগের মধ্যে ধর্মভাব নষ্ট হইল অর্থাৎ মনুষ্যগণ একের দ্রব্য অপরে বলপূর্বক বা ছলনাপূর্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল, ঔদ্ধত্যবশতঃ সম্মাননীয়গণের সম্মান নষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইল, 'আমার অপেক্ষা কেহ যাহাতে ধনী বা বড় হইতে না পারে' এইরূপ বিদ্বেষবুদ্ধিতে নানা প্রকার কপটতা অবলম্বিত হইল, তখন মানুষ তাহার বিচারের জন্য রাজদ্বারে উপস্থিত হইতে লাগিল; এবং রাজাও সেই সময় তাহাদের ঐ বিষয় বিচার করিবার প্রয়োজন বোধ করিলেন। সেইজন্য ব্যবহার-বিধি (মোকদ্দমা) প্রবর্তিত হইল। এই ব্যবহার-বিধির অর্থাৎ ন্যায়-অন্যায় পরীক্ষার দ্রষ্টা (পরীক্ষক) হইলেন—রাজা। কারণ, কোন দ্রব্যের জন্য উভয়ের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে 'সেই দ্রব্য কাহার হইবে' এই বিষয়ের বিচার নিরপেক্ষ প্রভু-শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই করিতে পারেন। তিনিই হইলেন রাজা। এই রাজাই অন্যায়কারিগণের প্রতি দণ্ড বিধান করেন। যদি রাজকর্তৃক নির্ণীত 'রায়' কেহ

(ক) যদাসন্—পা (খ) মনুষ্যেষু—পা (গ) প্রকল্পিতঃ—পা

(ঘ) কৃতঃ—পা (ঙ) শাস্ত্র—পা (চ) সম্প্রবর্তিতৌ—পা

(১) ধর্মৈকতানাঃ পুরুষা যদাসন্ সত্যবাদিনঃ।
তদা ন ব্যবহারোঽভূন্ন দ্বেষো নাপি মৎসরঃ—পা

বিবাদে সোত্তরপণে দ্বয়োর্যস্তত্র হীয়তে।
স এব হি পণং দাপ্যো (ক) বিনয়ঞ্চ পরাজয়ে ॥৫
সারস্তু ব্যবহারাণাং প্রতিজ্ঞা সমুদাহৃতা।
তদ্ধানৌ হীয়তে বাদী তরংস্তামুত্তরো ভবেৎ ॥৬
কুলানি শ্রেণয়শ্চৈব গণাশ্চাধিকৃতো নৃপঃ (খ)।
প্রতিষ্ঠা ব্যবহারাণাং (গ) গুর্বেভ্যস্তূত্তরোত্তরম্ (ঘ) ॥৭
স চতুষ্পাচ্চতুঃস্থানশ্চতুঃসাধন এব চ।
চতুর্হিতশ্চতুর্ব্যাপী চতুষ্কারী চ কীর্ত্যতে (ঙ) ॥৮

অষ্টাঙ্গোঽষ্টাদশপদঃ শতশাখস্তথৈব চ।
ত্রিযোনির্দ্ব্যভিযোগশ্চ দ্বিদ্বারো দ্বিগতিস্তথা ॥৯
ধর্ম্মশ্চ ব্যবহারশ্চ চরিত্রং রাজশাসনম্।
চতুষ্পাদ্ ব্যবহারোঽয়মুত্তরঃ পূর্ব্ববাধকঃ ॥১০
তত্র সত্যে স্থিতো ধর্ম্মো ব্যবহারস্তু সাক্ষিষু।
চরিত্রং পুস্তকরণে রাজাজ্ঞায়াং তু শাসনম্ ॥১১
সামাদ্যুপায় (১) সাধ্যত্বাচ্চতুঃসাধন উচ্যতে।
চতুর্ণামাশ্রমাণাং চ রক্ষণাচ্চ চতুর্হিতঃ ॥১২

স্বীকার না করে, তবে রাজা তাহার প্রতি দণ্ডবিধান করেন। সেইজন্য মূলে রাজার 'দণ্ডধর' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ব্যবহার'-শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল সাধুবিচার। বাদী এবং প্রতিবাদীর বিবাদ-বিষয়ে সন্দেহ-দূরীকরণের জন্য দুইটি বিধি প্রবর্তিত হইল। প্রথম—'লিখিত' অর্থাৎ দলিল, দ্বিতীয়—'সাক্ষী'।১-৩

পূর্বোল্লিখিত ব্যবহার 'সোত্তর' ও 'অনুত্তর' ভেদে দুই প্রকার। যেস্থলে স্বেচ্ছায় বিচার্য্য বিষয়ে লিখিত পণ রাখা হয় অর্থাৎ 'আমি এই বিচার্য্য বিষয়ে যাহা বলিলাম, তাহা যদি প্রমাণ করিতে না পারি, তাহা হইলে নির্ধারিত দণ্ডস্বরূপ অর্থ হইতে আরও অধিক অর্থ আমি দিব' এইরূপ পণ যেস্থলে করা হয়, সেই স্থলে ব্যবহারকে 'সোত্তর'-ব্যবহার বলে আর যেস্থলে উল্লিখিতভাবে পণ রাখা না হয়, সেইস্থলে 'অনুত্তর'-ব্যবহার হয়—জানিবে।৪

সোত্তর ব্যবহারে বিবদমান বাদী ও প্রতিবাদীর মধ্যে যে ব্যক্তির পরাজয় ঘটিবে, তাহাকে স্বকৃত পণ দিতে হইবে এবং শাস্ত্রকথিত দণ্ডও ( অর্থদণ্ডাদি ) তাহার প্রাপ্য হইবে।৫

ব্যবহার ( মোকদ্দমা )-সকলের অভিযোগ-উপস্থাপক ভাষাপত্রে অর্থাৎ আর্জিতে লিখিত বিষয়গুলিই হইল—সার ( সর্বপ্রধান ), তাহাকেই প্রতিজ্ঞা বলে। যে ব্যবহারে সেই প্রতিজ্ঞার হানি হইবে অর্থাৎ লিখিত বিষয়ের অন্যথাভাব হইবে, সেইস্থলে বাদীর পরাজয় হইবে। আর যেস্থলে প্রমাণ দ্বারা প্রতিজ্ঞা প্রমাণিত হইবে, সেই স্থলে বাদীর জয় হইবে।৬

ব্যবহারবিষয়ে কুল—একবংশীয় কতিপয় ব্যক্তি, শ্রেণী—বণিগাদি জনসমষ্টি, গণ—ব্রাহ্মণাদি সমূহ ( ইহারা হইলেন—বেসরকারী মধ্যস্থ ) এবং রাজা কর্তৃক নিযুক্ত রাজপুরুষ বা স্বয়ং রাজা এই সকলের মধ্যে উত্তরোত্তর ( পর পর ) উত্তম প্রমাণ বলিয়া জানিবে।৭

পূর্বোক্ত ব্যবহার পুনরায় চতুষ্পাদ, চতুঃস্থান, চতুঃসাধন, চতুর্হিত, চতুর্ব্যাপী ও চতুষ্কারী এই ষড়্‌বিধরূপে কীর্তিত হয়। এই ব্যবহারের আটটি অঙ্গ, অষ্টাদশ পদ অর্থাৎ স্থান, শতশাখা, তিনটি কারণ অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান, দুইটি অভিযোগ, দুইটি দ্বার ও দুইটি গতি-রূপে প্রতীত হয়।৮-৯

চতুষ্পাদ প্রভৃতি কাহাকে বলে, মহর্ষি স্বয়ং তাহা দেখাইতেছেন। 'ধর্ম', 'ব্যবহার', 'চরিত্র' ও 'রাজশাসন' ইহাকে চতুষ্পাদ-ব্যবহার বলে। এই চতুষ্পাদের মধ্যে পূর্ব পূর্ব বিধি অপেক্ষা পর পর বিধি অতিশয় বলবান্।১০

চতুষ্পাদ-ব্যবহারের মধ্যে যাহা সত্যে স্থিত, তাহা 'ধর্ম' বলিয়া কথিত; যেমন 'এই ব্যক্তি আমার নিকট হইতে পাঁচশত টাকা ঋণ লইয়াছে' বাদীর এই অভিযোগে যদি প্রতিবাদী স্বীকার করে যে, 'হাঁ, আমি উক্ত ঋণ লইয়াছি'

(ক) স পণং স্বকৃতং দাপ্যো—পা (খ) কৃতা নৃপৈঃ—পা
(গ) ব্যবহারস্তু—পা (ঘ) গুর্বেষামুত্তরোত্তরম্—পা
(ঙ) চতুষ্কারী প্রকীর্তিতঃ—পা

(১) 'সামাদ্যুপায়'—পা

কর্তৃনথো সাক্ষিণশ্চ সভ্যান্ রাজানমেব চ।
ব্যাপ্নোতি পাদশো যস্মাচ্চতুর্ব্যাপী ততঃ স্মৃতঃ ॥১৩
ধর্মস্যার্থস্য যশসো লোকপঙ্ক্তে (১) স্তথৈব চ।
চতুর্ণাং করণাদেষাং চতুষ্কারীতি চোচ্যতে ॥১৪
রাজা সৎপুরুষঃ (২) সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণক-লেখকৌ
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ (ক) ॥১৫
ঋণাদানং হ্যুপনিধিঃ সম্ভূয়োত্থানমেব চ।
দত্তস্য পুনরাদানমশুশ্রূষাভ্যুপেত্য চ ॥১৬
বেতনস্যানপাকর্ম তথৈবাস্বামিবিক্রয়ঃ।
বিক্রিয়াসম্প্রদানঞ্চ ক্রীত্বানুশয় এব চ ॥১৭
সময়স্যানপাকর্ম (৩) বিবাদঃ ক্ষেত্রজস্তথা।
স্ত্রী-পুংসয়োশ্চ সম্বন্ধো দায়ভাগোঽথ সাহসম্ ॥১৮
বাক্‌পারুষ্যং তথৈবোক্তং দণ্ডপারুষ্যমেব চ।
দ্যূতং প্রকীর্ণকং চৈবেত্যষ্টাদশপদঃ স্মৃতঃ ॥১৯
এষামেব প্রভেদোঽন্যো দ্বাত্রিংশদধিকং শতম্।
ক্রিয়াভেদান্মনুষ্যাণাং শতশাখো নিগদ্যতে ॥২০

তাহা হইলে এই অভিযোগ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাহা 'ধর্ম' বলিয়া খ্যাত হইবে। সাক্ষিসকলের দ্বারা নিরূপিত বিষয় অর্থাৎ অভিযোগের সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব যেস্থলে সাক্ষীর দ্বারা নির্ণীত হয়, তাহাই 'ব্যবহার' পদবাচ্য। পারম্পর্য্যক্রমে যাহাদিগকে সৎপুরুষ বলিয়া লেখ্য ( দলিল ) প্রভৃতির দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহাদিগকে 'চরিত্র' বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কীর্তন করেন ; এবং যাহা রাজাজ্ঞা দ্বারা বিচারিত হয়, তাহা 'রাজশাসন' বলিয়া জানিবে। সত্য, ব্যবহার, লেখ্য ও রাজাদেশ এই চারিটি স্থানে ব্যবহার হয় বলিয়া তাহা 'চতুঃস্থান' বলিয়া কীর্তিত হয়, সেইজন্য পৃথগ্‌ভাবে চতুঃস্থানের লক্ষণ বলেন নাই।১১

যে ব্যবহারে 'সাম' অর্থাৎ প্রিয়বাক্যাদি, 'দান' অর্থাৎ অর্থাদি প্রদান, 'ভেদ' অর্থাৎ বিরোধ ও 'দণ্ড' অর্থাৎ দণ্ডভয় —এই চারপ্রকার সাধন প্রয়োগ করা হয়, তাহাকে 'চতুঃসাধন' বলে। যেস্থলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই চতুর্বর্ণের ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রমের ধর্ম রক্ষিত হয়, সেই স্থলে 'চতুর্হিত' ব্যবহার জানিবে।১২

কর্তা অর্থাৎ বাদী-প্রতিবাদী, সাক্ষী, বিচারসভার সভ্য এবং রাজা—এই চারিজন ব্যবহারকার্য্যে ধর্মাধর্ম নির্ণয়ে ব্যবহারের সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া থাকেন বলিয়া ব্যবহার 'চতুর্ব্যাপী' পদবাচ্য হয়।১৩

'ধর্ম'—কে সাধু, কে অসাধু—এই বিষয়ে সম্যগ্‌-বিচার ও শিষ্টপরিপালন, 'অর্থ'—দুষ্ট বা পরাজিত ব্যক্তির নিকট হইতে দণ্ড বা পণাদি গ্রহণ, 'যশঃ'—ন্যায্যবিচার এবং নির্লোভতানিমিত্ত লোকবিশ্রুতকীর্তি ও 'লোকপঙ্‌ক্তি'—গুণবান্ বলিয়া লোকসকলের অনুরাগ-ভাজন ; ব্যবহারে এই চারিটি কারণ বলিয়া ব্যবহারকে 'চতুষ্কারী' বলা হইয়াছে।১৪

রাজা বা সৎপুরুষ অর্থাৎ রাজনিযুক্ত সদ্‌ব্যক্তি ( প্রাড়্‌বিবাক অর্থাৎ বিচারক ), সভ্য, শাস্ত্র, গণক, লেখক এবং সুবর্ণ, অগ্নি ও উদক ( এই সুবর্ণাদি তিনটি সাক্ষাদ্ দেবতা বলিয়া ইঁহাদের সম্মুখে সত্য বলাইবার রীতি আছে ) পূর্বকথিত ব্যবহারের ইহাই অষ্ট অঙ্গ।১৫

এই যে ব্যবহার-বিধি অর্থাৎ বিচার-বিধি প্রদর্শিত হইতেছে, তাহার মূল হইল বিবাদ। বিবাদ না হইলে কেহ বিচারপ্রার্থী হয় না, সেই জন্য বিবাদের যে অষ্টাদশ (১৮) স্থান অর্থাৎ যে আঠারটি স্থান হইতে বিবাদের উৎপত্তি—দেবর্ষি সেই ১৮টি স্থান এইবার দেখাইতেছেন —১। ঋণাদান, ২। উপনিধি অর্থাৎ গচ্ছিতবস্তু, ৩। সম্ভূয়োত্থান অর্থাৎ মিলিতভাবে সমবায়-ব্যবসা, ৪। দত্তপুনরাদান অর্থাৎ দত্তবস্তুর পুনরায় গ্রহণ, ৫। অভ্যুপেত্য অশুশ্রূষা অর্থাৎ স্বীকৃত শুশ্রূষার অকরণ, ৬। বেতনানপাকর্ম অর্থাৎ বেতন-পরিশোধ না করা, ৭। অস্বামিকবিক্রয় অর্থাৎ দ্রব্যের স্বামী (মালিক) ভিন্ন অপরকর্তৃক সেই দ্রব্য বিক্রয়, ৮। বিক্রেয়াসম্প্রদান অর্থাৎ বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে তাহা না দেওয়া, ৯। ক্রীত্বানুশয় অর্থাৎ ক্রয় করিবার পর 'কেন ক্রয় করিলাম' ইত্যাদি রূপে অনুশোচনা, ১০। সময়ানপাকর্ম অর্থাৎ প্রতিজ্ঞাত

(১) 'পঙ্ক্তে'—পা (২) 'সপুরুষ'—পা (ক) স উদাহৃতঃ—পা (৩) সময়স্য নানপাকর্ম—পা

ঋণাদানং পঞ্চবিংশতিঃ ষড়ৌপনিধিকে স্মৃতাঃ।
সম্ভূয়োত্থে ত্রয়ো ভেদাশ্চতুর্দত্তাপ্রদানকে ॥২১
নবভেদা অশুশ্রূষা বেতনং স্যাচ্চতুর্বিধম্।
অস্বামিবিক্রয়ে তু দ্বৌ বিক্রিয়াদানমেকধা ॥২২
ক্রীত্বা মুক্তং চতুর্ভেদং সময়াকার্য্যমেকধা।
ক্ষেত্রবাদো দ্বাদশধা স্ত্রীপুংসোর্ভেদবিংশতিঃ ॥২৩
দায়ভাগে তু একোনা ভেদা দ্বাদশ সাহসে।
বাগ্-দণ্ডপারুষ্যয়োস্তু দ্বয়োর্ভেদাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ ॥২৪

দ্যূতাহ্বয়ং চৈকভেদং ষড়্ভেদং তু প্রকীর্ণকম্।
এবমেষাং প্রভেদানাং দ্বাত্রিংশচ্ছতমেব বৈ ॥২৫
কামাৎ ক্রোধাচ্চ লোভাচ্চ ত্রিভ্যো যস্মাৎ প্রবর্ত্ততে
ত্রিযোনিঃ কীর্ত্যতে তেন ত্রয়মেতদ্ বিবাদকৃৎ ॥২৬
দ্ব্যভিযোগস্তু বিজ্ঞেয়ঃ শঙ্কা-তত্ত্বাভিযোগতঃ।
শঙ্কা সতাং তু সংসর্গাত্তত্ত্বং হোঢ়াদিদর্শনাৎ ॥২৭
পক্ষদ্বয়াভিসম্বন্ধাদ্দ্বিদ্বারঃ সমুদাহৃতঃ।
পূর্ববাদস্তয়োঃ পক্ষঃ প্রতিপক্ষস্তদুত্তরম্ (ক) ॥২৮

কর্ম না করা, ১১। ক্ষেত্রজ-বিবাদ, ১২। স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ, ১৩। দায়ভাগ অর্থাৎ ধনস্বামীর মৃত্যু হইলে সেই ধনের অধিকারীদের মধ্যে বিভাগ, ১৪। সাহস অর্থাৎ দস্যুতা প্রভৃতি, ১৫। বাক্পারুষ্য অর্থাৎ কটুভাষণাদি, ১৬। পারুষ্য অর্থাৎ দণ্ডাদির দ্বারা আঘাত, ১৭। দ্যূত অর্থাৎ অক্ষক্রীড়া প্রভৃতি এবং ১৮। প্রকীর্ণক অর্থাৎ বিবিধ। কথিত ঋণাদানাদি অষ্টাদশ বিবাদপদের মধ্যে সর্বসমেত একশতবত্রিশ প্রকারের ভেদ দেখা যায়, মনুষ্যগণের মধ্যে ক্রিয়ার নানারূপ ভেদ থাকায় ইহা আবার 'শতশাখ' বলিয়াও অভিহিত হয়। তাহাদের মধ্যে কাহার কত প্রকার ভেদ আছে, তাহা দেখাইতেছেন। ঋণাদান হইল পঁচিশ প্রকার, যথা —১। ঋণের ভেদ, ২। শুক্ল-কৃষ্ণাদি ভেদে ধনের ভেদ, ৩। আপৎকালে ব্রাহ্মণবৃত্তি, ৪। প্রমাণভেদ, ৫। কুসীদ-ভেদ অর্থাৎ সুদের পার্থক্য, ৬। বার্দ্ধুষিকভেদ অর্থাৎ বৃদ্ধি দেওয়া—যেমন দুইমণ ধান লইলে আড়াই মণ দিয়া পরিশোধ করা ইত্যাদি, ৭। প্রতিভূভেদ অর্থাৎ 'আপনি এই ব্যক্তিকে ঋণদান করুন, আমি সেইজন্য দায়ী থাকিলাম' ইত্যাদি রূপে জামিন, ৮। আধিভেদ অর্থাৎ বন্ধক রাখা দ্রব্যের ভেদ, ৯। লেখ্যভেদ অর্থাৎ ঋণস্বীকারপত্রের ভেদ, ১০। অসাক্ষিভেদ অর্থাৎ সাক্ষী না রাখার ভেদ, ১১। বাদীর সাক্ষীর ভেদ, ১২। প্রতিবাদীর সাক্ষীর নিয়ম, ১৩। ষড়্বিবাদপদসাক্ষি-নিন্দা অর্থাৎ ছয়টি ঘটনাস্থলে সাক্ষীর অনাবশ্যকতা, ১৪। সাক্ষিপ্রত্যুদ্ধার অর্থাৎ সাক্ষী মানিয়া তাহাকে সাক্ষ্য না দেওয়াইবার ব্যবস্থা, ১৫। মিথ্যাসাক্ষী, ১৬। সাক্ষ্যধিশ্রাবণ অর্থাৎ বাদীর অতিরিক্ত সাক্ষী, ১৭। সাক্ষীর বলাবল, ১৮। লেখ্যের ও সাক্ষীর অভাববিধি অর্থাৎ ঋণগ্রহণের দলিল ও সাক্ষী না থাকায় যে ভেদ হয়—তাহা, ১৯। তুলাবিধি অর্থাৎ তুলাদণ্ডে পরীক্ষা, ২০। অগ্নিবিধি অর্থাৎ অগ্নিপ্রবেশাদি দিব্য, ২১। উদকবিধি অর্থাৎ জলদিব্য, ২২। বিষদিব্য, ২৩। কোষদিব্য, ২৪। তণ্ডুল-বিধি, ২৫। তপ্তমাষকবিধি। ঔপনিধিক অর্থাৎ গচ্ছিত-বস্তু হইল ছয় প্রকার, সম্ভূয়োত্থ অর্থাৎ মিলিতভাবে ব্যবসা —তিনপ্রকার, দত্তাপ্রদানক অর্থাৎ দত্তবস্তুর পুনর্গ্রহণের ভেদ–চার প্রকার।২৫+৬+৩+৪=৩৮।১৯-২১

অশুশ্রূষা অর্থাৎ স্বীকৃত সেবাকার্য্য না করার ভেদ —নয়প্রকার, বেতনের ভেদ (যাহা পূর্বে বেতনানপা-কর্মরূপে দেখান হইয়াছে)—চারপ্রকার, অস্বামিকবিক্রয় অর্থাৎ স্বামী ভিন্ন অপরের দ্রব্যবিক্রয়ের ভেদ—দুই প্রকার, বিক্রিয়াসম্প্রদান অর্থাৎ বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে বিক্রীত বস্তু না দেওয়ার ভেদ—একপ্রকার। ৩৮+৯+৪+২=৫৩।২১-২২

ক্রীত্বানুশয় অর্থাৎ ক্রয়ের পরে যে অনুতাপ তাহার ভেদ—চারপ্রকার, সময়ানপাকর্ম অর্থাৎ স্বীকৃত বিষয়ে চুক্তিভঙ্গ করার ভেদ—এক প্রকার, ক্ষেত্রজবিবাদ অর্থাৎ ভূমিসম্বন্ধ বিবাদের ভেদ–বারপ্রকার, স্ত্রী-পুরুষ-সম্বন্ধ বিষয়ে ভেদ—কুড়ি প্রকার।৫৩+৪+১২+২০=৮৯।২৩

দায়ভাগের ভেদ—উনিশ প্রকার, সাহস অর্থাৎ দস্যুতাদি কর্মের ভেদ—বার প্রকার, বাক্পারুষ্য অর্থাৎ কটুভাষণের ভেদ–তিন প্রকার, দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ দণ্ডাদি

(ক) প্রতিপক্ষস্তদুত্তরঃ—পা

ভূতচ্ছলানুসারিত্বাদ্দ্বিগতিঃ স উদাহৃতঃ।
ভূতং তত্ত্বার্থসংযুক্তং (ক) প্রমাদাভিহিতং ছলম্ ॥২৯
দিব্যান্যপ্যপ্রমাণানি নীয়ন্তে বাক্যবঞ্চকৈঃ।
দেশ-কাল-প্রমাণাদাবপ্রমাদো ভবেদতঃ ॥৩০
তত্রে শিষ্টং ছলং রাজা মর্ষয়েদ্ধর্মসাধনঃ।
ভূতমেব প্রপদ্যেত ধর্মমূলা যতঃ শ্রিয়ঃ ॥৩১
ধর্মেণোদ্ধরতো রাজ্ঞো ব্যবহারান্ কৃতাত্মনঃ।
সম্ভবন্তি গুণাঃ সপ্ত সপ্ত বহ্নেরিবার্চিষঃ ॥৩২

ধর্মশ্চার্থশ্চ কীর্তিশ্চ লোকপঙ্ক্তিরুপগ্রহঃ।
প্রজাভ্যো বহুমানঞ্চ স্বর্গে স্থানঞ্চ শাশ্বতম্ ॥৩৩
তস্মাদ্ধর্মাসনং প্রাপ্য রাজা বিগতমৎসরঃ।
সমঃ স্যাৎ সর্বভূতেষু বিভ্রদ্ বৈবস্বতং ব্রতম্ ॥৩৪
ধর্মশাস্ত্রং পুরস্কৃত্য প্রাড্বিবাকমতে স্থিতঃ।
সমাহিতমতিঃ পশ্যেদ্ ব্যবহারাননুক্রমাৎ ॥৩৫
আগমঃ প্রথমং কার্য্যো ব্যবহারপদং ততঃ।
চিকিৎসা (খ) নির্ণয়শ্চৈব দর্শনং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ॥৩৬

দ্বারা তাড়নের ভেদ তিন প্রকার। ৮৯+১৯+১২+৩+৩=১২৬।২৪

দ্যূত অর্থাৎ পণ রাখিয়া ক্রীড়ার ভেদ—এক প্রকার, প্রকীর্ণক অর্থাৎ বিবিধ বিষয়ের ভেদ—ছয় প্রকার। ১২৬+৬=১৩২। পূর্বে প্রদর্শিত অষ্টাদশ প্রকার ঋণাদানাদির ভেদ—মোট একশত বত্রিশ প্রকার।২৫

কাম অর্থাৎ বিষয়-বাসনা, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি হইল বিবাদের উৎস। মনুষ্যগণ কামাদির বশবর্তী হইয়া পূর্বে প্রদর্শিত অনুচিত কার্য্য করে। সেইহেতু এই বিচারশাস্ত্রকে কাম, ক্রোধ এবং লোভ এই তিনটি হইতে উদ্ভূত বলিয়া ত্রিযোনি বলে। এই তিনটিই হইল বিবাদের কারণ। অভিযোগ হইল দুই প্রকার—শঙ্কাভিযোগ ও তত্ত্বাভিযোগ। শঙ্কাভিযোগ হইল অসৎসংসর্গে থাকার জন্য কাহারও নামে যে দোষারোপ করা হয়, তাহাকে শঙ্কাভিযোগ বলে; আর যেস্থলে অপহৃত দ্রব্য প্রভৃতি দেখিয়া দোষারোপ করা হয়, তাহাকে তত্ত্বাভিযোগ অর্থাৎ বাস্তবাভিযোগ বলে।২৬-২৭

যিনি ব্যবহার-বিষয়ে প্রথমে অভিযোগ উপস্থাপিত করেন, তাহাকে পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বাদী বলা হয়, আর যিনি পরে অভিযোগের উত্তর দান করেন, তাহাকে প্রতিপক্ষ অর্থাৎ প্রতিবাদী বলা হয়। এই পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষরূপে বিবাদের দুইটি দ্বার হওয়ায় উহাকে দ্বিদ্বার বলা হয়।২৮

ব্যবহারের গতি হইল দুই প্রকার—ভূতগতি অর্থাৎ সত্যগতি ও ছলনাগতি অর্থাৎ মিথ্যাগতি। যে ব্যবহারে বাস্তব অর্থ আছে, তাহাকে সত্যগতি বলা হয়, আর যেস্থলে কপটাদি দ্বারা মিথ্যার আশ্রয় লওয়া হয়, তাহাকে মিথ্যাগতি বলে।২৯

যেহেতু মিথ্যাবাদিগণ অগ্নি, জল প্রভৃতি দিব্যকে অগ্রাহ্য করিয়া মিথ্যাবাক্যের দ্বারা ব্যবহার-কার্য্য করিয়া থাকে, সেইহেতু দেশ, কাল, প্রমাণাদি বিষয়ে সাবধান হওয়া উচিত।৩০

যেস্থলে পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বাদীর অভিযোগ মিথ্যা হয়, সেইস্থলে ধর্মসাধন রাজা নানা পথ অবলম্বন করিয়া ছলযুক্ত মিথ্যাকে পরিহার করিবেন। যেহেতু সম্পদের অর্থাৎ উন্নতির মূল হইল সৎপথ, সেইহেতু সত্যাশ্রয়ী হইবে। যেমন অগ্নি হইতে সাতপ্রকার রশ্মি বিকীর্ণ হয়, সেইরূপ ধর্মপথাবলম্বী হইয়া ন্যায় দ্বারা বিচারকারী রাজার কর্তব্যপরায়ণতার জন্য সাতপ্রকার গুণ উৎপন্ন হয়।৩১-৩২

(১) ধর্ম, (২) অর্থ, (৩) কীর্তি, (৪) লোকের অনুরাগ, (৫) প্রজাগণের প্রেমভাজনতা, (৬) প্রজাবর্গ হইতে বহু সম্মান এবং (৭) দেহান্তে চিরস্থায়ী স্বর্গলাভ।৩৩

সেইহেতু রাজা ধর্মাসনে অর্থাৎ বিচারাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বিদ্বেষ-বুদ্ধি ত্যাগ করত বৈবস্বত অর্থাৎ ধর্মরাজ যম যেরূপ লোকের পুণ্য এবং পাপ বিচার করিয়া শুভ

(ক) যুক্তং তৎ—পা।

(খ) বিধিৎসা—পা।

ধর্মশাস্ত্রাহর্থশাস্ত্রাভ্যামবিরোধেন যত্নতঃ (ক)।
সম্পশ্যমানো (খ) নিপুণং ব্যবহারগতিং নয়েৎ (গ) ॥৩৭
যথা মৃগস্য বিদ্ধস্য ব্যাধো মৃগপদং (ঘ) নয়েৎ।
কক্ষে শোণিতপাদেন (ঙ) তথা ধর্মপদং নয়েৎ ॥৩৮
যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদ্ধর্মশাস্ত্রাহর্থশাস্ত্রয়োঃ।
অর্থশাস্ত্রোক্তমুৎসৃজ্য ধর্মশাস্ত্রোক্তমাচরেৎ ॥৩৯

ধর্মশাস্ত্রবিরোধে তু যুক্তিযুক্তো (চ) বিধিঃ স্মৃতঃ।
ব্যবহারো হি বলবান্ ধর্মস্তেনাবহীয়তে (ছ) ॥৪০
সূক্ষ্মো হি ভগবান্ ধর্মঃ পরোক্ষো দুর্বিচারণঃ (জ)।
অতঃ প্রত্যক্ষমার্গেণ ব্যবহারগতিং নয়েৎ ॥৪১
যাত্যচৌরোহপি চৌরত্বং চৌরশ্চায়াত্যচৌরতাম্।
অচৌরশ্চৌরতাং প্রাপ্তো মাণ্ডব্যো ব্যবহারতঃ ॥৪২

বা অশুভ ফল দান করেন, সেইরূপ সমদর্শী হইয়া সকল প্রজার উপর সমানভাবে ব্যবহার করিবেন।৩৪

রাজা মন্বাদি-কথিত ধর্মশাস্ত্রের বিধানানুযায়ী বিচার-সভান্বিত সভ্যগণের সহিত বিচারপ্রার্থীকে প্রিয়বাক্যে প্রশ্ন করিয়া সম্যক্ জ্ঞানবান্ প্রধান বিচারক যাহা নির্ণয় করিয়াছেন, একাগ্রচিত্তে বিচারকার্য্যের নিয়মক্রমে সেই বিচার্য্য বিষয়গুলি দেখিবেন।৩৫

প্রথম—আগম (সম্বন্ধ) অর্থাৎ কোন্ বিষয়ে এই বিবাদ উপস্থাপিত হইয়াছে, দ্বিতীয়—ব্যবহারপদ অর্থাৎ পূর্বে যে অষ্টাদশপ্রকার বিবাদের পদ বলা হইয়াছে—তাহার কোন্‌টি, তৃতীয়—চিকিৎসা অর্থাৎ বিবাদ-উপস্থাপক পত্র (আর্জি) ও প্রতিবাদীর উত্তর ও সাক্ষী ইহাদের সত্যাসত্য নিরূপণ, চতুর্থ—নির্ণয় অর্থাৎ তদনুসারে নির্ণয় করা। এই চারি প্রকারকে ব্যবহারের 'দর্শন' বলা হয়।৩৬

ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ অদৃষ্টজনক শাস্ত্র, এবং অর্থশাস্ত্র অর্থাৎ লোকপ্রয়োজনসাধক শাস্ত্র—এই উভয় শাস্ত্রে যাহাতে বিরোধ না হয়, সেইরূপ বিচক্ষণতার সহিত যত্নপূর্বক বিচারকার্য্য পরিচালনা করা কর্তব্য।৩৭

ব্যাধকর্তৃক শরাদির দ্বারা বিদ্ধ মৃগ অরণ্যে পলায়ন করিলে, তাহার ক্ষতস্থান হইতে নির্গত রক্ত-চিহ্নাদি দর্শন করিয়া যেরূপ সেই মৃগকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেইরূপ বহু বিচার-বিবেচনা করিয়া ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে অবগত হওয়া যায়।৩৮

যেস্থলে ধর্মশাস্ত্র (অদৃষ্টজনক শাস্ত্র) ও অর্থশাস্ত্রে (লোকপ্রয়োজনসাধক শাস্ত্রে) বিরোধ দেখা যাইবে, সেইস্থলে অর্থশাস্ত্রপ্রদর্শিত যুক্তি ত্যাগ করিয়া ধর্মশাস্ত্র-প্রতিপাদিত যুক্তি গ্রহণ করিবে। যথা—যদি স্বত্বস্বত্ব-সম্পাদক কোন দলিল-পত্রাদি বা সাক্ষি-প্রমাণাদি না থাকে, তাহা হইলে বহুদিবস বা বহুবর্ষকাল পরের ভূমিতে বাস করিয়া নিজ স্বত্ব স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলে পরের 'ভূমিহরণ'রূপ অপরাধের জন্য রাজা তাহাকে দণ্ডদান করিবেন—ইহা হইল অর্থশাস্ত্রমত। কিন্তু পুরুষানুক্রমে তিনপুরুষ যদি কোন ভূমিতে বাস করে, তাহা হইলে পূর্বভূস্বামী তাহাকে উঠাইতে পারিবে না—ইহা ধর্মশাস্ত্রমত। এক্ষণে বিচার্য্য বিষয়ের বিরোধ সমাধান কল্পে ধর্মশাস্ত্রের প্রাধান্য দিয়া (কারণ, বিরোধস্থলে ধর্মশাস্ত্রই গ্রহণীয়—তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে) তাহার যুক্তি অনুযায়ী উপায় গ্রহণীয়। যথা- যেস্থলে বহুবর্ষ ভোগ হইলেও তিন পুরুষ ভোগ হয় নাই, সেস্থলে স্বত্ব-সম্পাদনেচ্ছু ব্যক্তির দণ্ড বিধেয়। কিন্তু যেস্থলে তিন পুরুষ ভোগ হইয়াছে, সেস্থলে উক্ত ব্যক্তির উচ্ছেদ বা দণ্ডদান করিবে না। এইভাবে বিচার করণীয়।৩৯

কিন্তু যেস্থলে ধর্মশাস্ত্রের সহিত ধর্মশাস্ত্রের বিরোধ হইবে, সেস্থলে কি করণীয় তাহাই বলিতেছেন—ধর্মশাস্ত্রের পরস্পর বিরোধ হইলে, যাহা যুক্তিযুক্ত তাহাই করণীয়। কারণ, শিষ্টব্যক্তিগণের আচরিত ধর্মই ধর্মনির্ণয়ের প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহার দ্বারা ধর্ম জ্ঞাত হওয়া যায়। যেমন স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করিবে, ব্রহ্মচর্য্য বিধি হইল—দিবানিদ্রা-ত্যাগ, তাম্বুলভক্ষণ-ত্যাগ, মৈথুন-

(ক) পার্থিবঃ—পা (খ) সমীক্ষ্যমাণো—পা
(গ) গতীর্ধনাঃ—পা (ঘ) মৃগব্যাধৎ—পা (ঙ) লেশেন—পা

(চ) যুক্তোহধর্মতঃ—পা (ছ) ধর্মস্তেনোপচীয়তে—পা
(জ) বলবান্ ধর্মো দুর্বিচারস্তবতীন্দ্রিয়ঃ—পা

স্ত্রীষু রাত্রৌ বহির্গ্রামাদন্তর্বেশ্মন্যরাতিষু।
ব্যবহারঃ কৃতোঽপ্যেষু পুনঃ কর্তব্যতামিয়াৎ ॥৪৩
গহনত্বাদ্ বিবাদানামসামর্থ্যাৎ স্মৃতেরপি।
ঋণাদিষু হরেৎ কালং কামং তত্ত্ববুভুৎসয়া ॥৪৪
গো-ভূ-হিরণ্য-স্ত্রীস্তেয়-বাগ্-দণ্ডাত্যয়িকেষু চ (ক)।
সাহসেষ্বভিশাপে চ সদ্য এব বিবাদয়েৎ ॥৪৫
অনাবেদ্য তু যো রাজ্ঞে (খ) সন্দিগ্ধেঽর্থে প্রবর্ততে।
প্রসহ্য স বিনেয়ঃ স্যাৎ স চাপ্যর্থো ন সিধ্যতি ॥৪৬

বক্তব্যেঽর্থে ন তিষ্ঠন্তমুৎক্রামন্তঞ্চ তদ্বচঃ।
আসেধয়েদ্ বিবাদার্থী যাবদাহ্বানদর্শনম্ ॥৪৭
স্থানাসেধঃ কালকৃতঃ প্রবাসাৎ কর্মণস্তথা।
চতুর্বিধঃ স্যাদাসেধো নাসিদ্ধস্তং বিলঙ্ঘয়েৎ (গ) ॥৪৮
নদীসন্তার-কান্তার-দুর্দেশোপপ্লবাদিষু।
আসিদ্ধস্তং পরাসেধমুৎক্রামন্নাপরাধ্নুয়াৎ ॥৪৯
রাজপ্রত্যক্ষদৃষ্টানি সুহৃৎ-সম্বন্ধি-বান্ধবৈঃ।
প্রাপ্তদ্বিগুণদণ্ডানি কার্য্যাণি পুনরুদ্ধরেৎ ॥৫০

ত্যাগাদি—ইহা এক শাস্ত্র। আর এক শাস্ত্র হইতে পাওয়া যায়—গুরুজনের অনুমতি অনুসারে দেবর বা সপিণ্ড বা সগোত্র কোন ব্যক্তি বিধবা স্ত্রীতে পুত্রোৎপাদন করিবে। অতএব শাস্ত্রদ্বয়ের বিরোধ হইল। এস্থলে দ্বিতীয় শাস্ত্রটি বহুলোকের আচারবিরুদ্ধ বলিয়া পরিত্যাগ করিবে। ভগবান্ ধর্ম অতিশয় সূক্ষ্ম, সেইজন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, তাহার বিচার করাও দুষ্কর। এইহেতু প্রত্যক্ষ উপায় অর্থাৎ দলিল, সাক্ষ্য, প্রমাণ প্রভৃতি দ্বারা বিচারকার্য্য পরিচালনীয়।৪০-৪১

বিচারের দ্বারা কখনও কখনও যে চোর নহে, সে চোর বলিয়া, আর যে চোর, সে চোর নহে বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যায়। যেমন, মাণ্ডব্য মুনি স্বয়ং চোর না হইয়াও বিচারে চোর বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছিলেন।৪২

স্ত্রীগণ-বিষয়ে রাত্রিকালে গ্রামের বাহিরে অর্থাৎ জনশূন্যস্থানে শত্রুমধ্যে যে সকল ঘটনা নিষ্পাদিত হয়, তাহার বিচার হইয়া যাইলেও ঐ সব স্থলে পুনর্বিচার হইতে পারে।৪৩

অর্থাদিলোভে বাদী ও প্রতিবাদী সত্যের অপলাপ করিয়া যে প্রমাণাদি উপস্থাপিত করেন, তাহা হইতে সত্য নির্ণয় করা অত্যন্ত কঠিন বলিয়া বিবাদের বিচার্য্য বিষয় অত্যন্ত জটিলতাপূর্ণ। বহুকাল পূর্বে যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাহা সঠিক স্মরণের সামর্থ্যহীনতা-বশতঃ ঋণাদি বিষয়ে অভিযোগ হইলে যথার্থ সত্য নিরূপণের জন্য কালক্ষেপে বিচার করণীয়।৪৪

গো, ভূমি, স্বর্ণ, স্ত্রী, চৌর্য্য, কটূক্তি, হত্যা, দস্যুতা এবং মিথ্যা অপবাদ-ঘটিত বিবাদস্থলে কালক্ষেপ না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বিচার করিবে। (ইহার কারণ, গো প্রভৃতি পাঁচটির সময় অতীত হইলে নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কটূক্তির সাক্ষি-বিষয় বিস্মরণ হওয়া সম্ভব। হত্যা-বিষয়েও সংশয় হইতে পারে, কারণ শবাদি দেখিয়াই ইহার বিচার হয়। দস্যুতাদির বাহুল্য হইতে পারে এবং মিথ্যাপবাদেরও বহুল প্রচার সম্ভাবনা হয়)।৪৫

'এই ব্যক্তি আমার দ্রব্য চুরি করিয়াছে'—এইরূপ অভিযোগ যতক্ষণ প্রমাণিত না হয়, ততক্ষণ তাহা সন্দেহের স্থান। এই সন্দেহাস্পদ বিষয়ে রাজাকে পূর্বে না জানাইয়াই যদি কোন ব্যক্তি বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থাপন করে, তাহা হইলে তাহার ঐ অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে এবং ঐ অভিযোগকারীকে বলপূর্বক দণ্ডদান করিবে।৪৬

যদি প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগের যথাযথ প্রত্যুত্তর না দেয় বা তাহার বাক্য লঙ্ঘন করে, তবে বাদী উক্ত প্রতিবাদীকে যে পর্য্যন্ত 'আহ্বান' অর্থাৎ শমনজারী না হয়, সে পর্য্যন্ত রাজনির্দেশে অবরোধ করাইবে।৪৭

পূর্বে যে 'রাজনির্দেশে অবরোধ' বলা হইল, উহা স্থানবিশেষ, কালবিশেষ, প্রবাসবিশেষ ও কর্মবিশেষে চারিপ্রকার। এইরূপে অবরুদ্ধ ব্যক্তি রাজাজ্ঞাকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না।৪৮

নদী পার হইবার সময়, গহনকাননে, কুৎসিত দেশে

(ক) পারুষ্যাত্যয়িকেষু চ—পা (খ) অনিবেদ্য তু যো রাজ্ঞঃ—পা
(গ) সেধস্তমাসিদ্ধো ন লঙ্ঘয়েৎ—পা

আসেধকাল আসিদ্ধ আসেধং যো ব্যতিক্রমেৎ (ক)।
স বিনেয়োঽন্যথা কুর্বন্নাসেদ্ধা দণ্ডভাগ্ ভবেৎ ॥৫১
নির্বেষ্টু (খ) কামো রোগার্তো যিযক্ষুর্ব্যসনে স্থিতঃ।
অভিযুক্তস্তথান্যেন রাজকার্য্যোদ্যতস্তথা ॥৫২
গবাং প্রচারে গোপালঃ শস্যারম্ভে (গ) কৃষীবলাঃ।
শিল্পিনশ্চাপি তৎকালমায়ুধীয়াশ্চ (ঘ) বিগ্রহে ॥৫৩
অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চ দূতো দানোন্মুখো ব্রতী।
বিষমস্থশ্চ নাসেধ্যো (ঙ) ন চৈতানাহ্বয়েন্নৃপঃ ॥৫৪
নাভিযুক্তোঽভিযুঞ্জীত তমতীত্যার্থমন্যতঃ (চ)।
ন চাভিযুক্তমন্যেন ন বিদ্ধং বেদ্ধুমর্হতি (ছ) ॥৫৫
যমর্থমভিযুঞ্জীত ন তং বিপ্রকৃতিং নয়েৎ।
নান্যৎপক্ষান্তরং গচ্ছেদ্ গচ্ছন্ পূর্বাৎ স হীয়তে ॥৫৬
ন চ মিথ্যাভিযুঞ্জীত দোষো মিথ্যাভিযোগিনঃ।
যস্তত্র বিনয়ঃ প্রোক্তঃ সোঽভিযোক্তারমাব্রজেৎ ॥৫৭
সাপদেশং হরন্ কালমব্রুবংশ্চাপি সংসদি।
উক্ত্বা বাচো বিব্রুবংশ্চ হীয়মানস্য লক্ষণম্ ॥৫৮
পলায়তে য আহূতঃ প্রাপ্তশ্চ বিবদেন্ন যঃ।
বিনেয়ঃ স (জ) ভবেদ্ রাজ্ঞা হীন এব স বাদতঃ ॥৫৯
সম্যক্প্রণিহিতং চার্থং পৃষ্টঃ সন্নভিনন্দতি।
অপদিশ্য চ যো দেশ্যং পুনস্তমনুধাবতি ॥৬০

অর্থাৎ বিপৎসঙ্কুল স্থানে, উপদ্রুত দেশে অর্থাৎ প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম উপদ্রব-পীড়িত দেশে ও আত্মীয় বিয়োগাদির জন্য শোক-পীড়াদি স্থলে উক্ত অবরুদ্ধ ব্যক্তি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে অপরাধী হইবে না।৪৯

অভিযোগে উত্থাপিত বিষয়ের যে কার্য্য রাজা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, অথবা সুহৃদ্, আত্মসম্বন্ধী বা মাতুল-পুত্রাদি বান্ধব যাহা দেখিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা পুনর্বার বিচার করাইবার ইচ্ছা করিলে অভিযোগের লিখিত বস্তুর দ্বিগুণ পণ রাখিয়া পুনরায় অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারিবে।৫০

যে ব্যক্তি রাজাজ্ঞায় অবরুদ্ধ হইয়া অবরোধ-কাল-মধ্যে পূর্ব-প্রদর্শিত নদীপারাদি ব্যতিক্রম-কারণ ভিন্ন ঐ অবরোধাদেশ লঙ্ঘন করিবে, সেই ব্যক্তি রাজাদেশ-লঙ্ঘনকারী বলিয়া দণ্ডনীয় হইবে।৫১

বিবাহ করিতে ইচ্ছুক, রোগার্ত্ত, যাগ করিতে উদ্যত, বিপদাপন্ন, অভিযুক্ত অর্থাৎ যাহার নামে রাজদ্বারে নালিশ করা হইয়াছে, রাজকার্য্য করিতে উদ্যত, গো-চারণ কার্য্যে গোপালক, কৃষিকার্য্য আরম্ভকালে কৃষিজীবী, শিল্পকার্য্যকালীন শিল্পীরা, যুদ্ধ-সময়ে শস্ত্রধারীরা, জন্ম হইতে ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত বয়স্ক বালক, রাজকার্য্য বা অন্যকার্য্য করিতে প্রেরিত দূত, পর্বাদিকালে দানেচ্ছুক, যাহারা বিশেষ নিয়মপূর্বক ব্রতাবলম্বী, রাজকার্য্য বা দৈবকার্য্য করিতে যাইয়া যাহারা বিপন্ন—তাহারা উক্ত অবরোধযোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে না এবং ইহাদিগকে রাজা কখনও রাজকার্য্যসাধনের জন্য আহ্বান করিবেন না—ইহাই নারদ-মুনির অভিপ্রায়।৫২-৫৪

রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগকারীকে অর্থাৎ বাদীকে তাবৎকাল অভিযুক্ত করিতে পারিবে না অর্থাৎ তাহার নামে নালিশ করিতে পারিবে না, যাবৎকাল না অন্য উপায় দ্বারা বাদীর অভিযোগ হইতে উদ্ধার পাইতেছেন। অপর কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে আর কেহ অভিযোগ অর্থাৎ নালিশ করিতে পারিবে না, কারণ একব্যক্তি কর্তৃক বিদ্ধ মৃগ অপর কর্তৃক পুনরায় বিদ্ধ হইলে যেমন নিষ্ফল হয়, সেইরূপ এখানেও বুঝিবে।৫৫

প্রথমে যে ভাবে অভিযোগ করা হয়, পরে তাহার বিকৃতি করা চলিবে না, যেমন—'আঘাত করিয়াছে' বলিয়া অভিযোগ করার পর 'কটূক্তি করিয়াছে' বলিয়া অভিযোগের বিকৃতি করিবে না। পক্ষান্তর স্বীকারও অকর্ত্তব্য, যেমন—'আমার নিকট হইতে এই ব্যক্তি বিংশতি মুদ্রা লইয়াছে'—এই অভিযোগে 'আমার

(ক) অতিবর্ত্ততে—পা (খ) নিবেষ্টু—পা (গ) শস্যাবন্ধে—পা
(ঘ) তৎকাল আয়ুধীয়াশ্চ—পা (ঙ) নাসেধ্যা—পা (চ)—মন্তরা—পা

(ছ) বদ্ধু মর্হতি—পা (জ) স দণ্ড্যশ্চ—পা

সন্তি জ্ঞাতার ইত্যুক্ত্বা দিশেত্যুক্তো দিশেন্ন যঃ।
এতৈস্তু কারণৈঃ সর্বৈধর্মহীনান্ বিনির্দিশেৎ ॥৬১
নির্নিক্তব্যবহারেষু (ক) প্রমাণমফলং ভবেৎ।
লিখিতং সাক্ষিণো বাপি পূর্বমাবেদিতং ন চেৎ ॥৬২
যথা পক্বেষু ধান্যেষু নিষ্ফলাঃ প্রাবৃষো গুণাঃ।
নির্নিক্তব্যবহারাণাং প্রমাণমফলং তথা ॥৬৩
অভূতমপ্যভিহিতং প্রাপ্তকালং পরীক্ষয়েৎ (খ)।
যত্তু প্রমাদান্মোচ্যেত তদ্ভূতমপি হীয়তে ॥৬৪
তীরিতং চানুশিষ্টঞ্চ যো মন্যেত বিধর্মতঃ (গ)।
দ্বিগুণং দণ্ডমাস্থায় তৎকার্য্যং পুনরুদ্ধরেৎ ॥৬৫
দুর্দৃষ্টে ব্যবহারে তু সভ্যাস্তং দণ্ডমাপ্নুয়ুঃ (ঘ)।
ন হি জাতু বিনা দণ্ডং কশ্চিন্মার্গেঽবতিষ্ঠতে ॥৬৬
রাগাদজ্ঞানতো বাপি লোভাদ্ বা যোঽন্যথা বদেৎ।
সভ্যোঽসভ্যঃ স বিজ্ঞেয়ঃ তং পাপং বিনয়েন্নৃপঃ(ঙ)॥৬৭
কিং তু রাজ্ঞা বিশেষেণ স্বধর্মমনুরক্ষতা (চ)।
মনুষ্য (ছ)-চিত্তবৈচিত্র্যাৎ পরীক্ষ্যা সাধ্বসাধুতা ॥৬৮

পুত্রকে বিংশতি মুদ্রা দিবার স্বীকার করিয়াছিল' এই-ভাবে পক্ষান্তর আশ্রয় অনুচিত। উক্তরূপে বিকৃতি প্রভৃতি দ্বারা অভিযোগে বাদী পরাজিত হইবে।৫৬

কাহাকেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করিবে না। যদি কেহ তাহা করে, তাহা হইলে সে-ই মিথ্যা অভি-যোগের জন্য দোষী হইবে। উক্তরূপে মিথ্যা অভিযোগে যে দণ্ড বিহিত আছে, তাহা অভিযোগকারীতেই বর্তাইবে অর্থাৎ মিথ্যা অভিযোগীই সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। ছলনা দ্বারা কালক্ষেপকারী, (যেমন—'আমি রোগাদি দ্বারা অসমর্থ, এখন উত্তর দিতে পারিব না, পরে দিব' এইরূপ) বিচারালয়ে বিচার-সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না বলা অথবা পূর্বে একপ্রকার বলিয়া পরে তাহার বিরুদ্ধভাবে বলা—এই সকল হইল পরাজিত হইবার লক্ষণ। যে ব্যক্তি রাজার আহ্বান অর্থাৎ শমন পাইয়াও বিচারালয়ে না যাইয়া অন্যত্র পলায়ন করে, অথবা বিচারালয়ে উপস্থিত হইলেও জিজ্ঞাসিত হইয়া যদি কিছু না বলে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যক্তিকে দণ্ডদান করিবেন, কারণ, সে নিজেই পরাজয় স্বীকার করিয়া লইতেছে।৫৭-৫৯

বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থাপনের সময় প্রথমে যাহা স্পষ্টভাবে আবেদন করা হইয়াছে, বিচার-সময় সভ্যগণ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হওয়ার পর উপস্থাপিত অভিযোগ স্বীকার না করিয়া পরে আবার সেই বক্তব্যের অনুসরণ করে অর্থাৎ ধর্মাধিকরণের সভ্যগণ যখন জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার কোন সাক্ষী, কাগজ-পত্র অর্থাৎ দলিল আছে কি'? তখন সেই ব্যক্তি 'আমার কিছুই নাই' এইরূপ বলিয়া যদি পরে বলে, 'আমার সাক্ষী আছে, দলিল-পত্রাদিও আছে'—এইরূপে পূর্ব বাক্যের অনুসরণ করে, অথবা বিচারালয়ে কাহারও বিরুদ্ধে আবেদন করিলে তাহার সেই অভিযোগের দলিল বা সাক্ষী আছে কি না—ইহা জিজ্ঞাসা করার পর সেই আবেদনকারী 'আমার দলিল বা সাক্ষী আছে' এই কথা বলিয়া পরে যদি উহা উপস্থাপিত করিতে বলিলে দলিল বা সাক্ষী উপস্থাপন না করে, তাহা হইলে সেই সকল অভিযোগ ন্যায়সঙ্গত নহে বলিয়া নির্ণয় করিবে।৬০-৬১

যে বিচারে দলিল বা সাক্ষী পূর্বে বিচারালয়ে প্রমাণের জন্য উপস্থাপিত হয় নাই, সেই বিচারের প্রমাণ-সকল বিচার-নির্ণয়ের পরে উপস্থাপন করিলে তাহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না।৬২

ধান্য পাকিবার পর প্রভূত বর্ষণ যেরূপ নিষ্ফল হয়, সেইরূপ বিচারে নির্ণয় হওয়ার পরে প্রমাণের উপস্থাপনও নিষ্ফল হয়। এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, নির্ণিক্ত ব্যবহার অর্থাৎ বিচারনিষ্পত্তি হইলে পর দলিল বা সাক্ষী প্রমাণরূপে গণ্য হইবে না, কিন্তু যদি পূর্বে 'আমার সাক্ষী বা দলিল আছে' বলিয়া আবেদন করা থাকে এবং প্রতিবন্ধকতাবশতঃ, ভ্রান্তিবশতঃ ও অন্য কোন কারণে

পাঠান্তর :—(ক) নির্ণিক্তে ব্যবহারে চ (খ) পরীক্ষ্যতে

পাঠান্তর :—(গ) বিধর্মণা (ঘ) সভ্যাস্তদ্দণ্ড মাপ্নুয়ুঃ। (ঙ) বিনয়েদ্ ভৃশম্ (চ) তিষ্ঠতা (ছ) মনুষ্যে

পুরুষাঃ সন্তি যে লোভাৎ প্রব্রূয়ুঃ সাক্ষ্যমন্যথা (ক)।
সন্তি চান্যে দুরাত্মানঃ কূটলেখ্যকৃতো জনাঃ ॥৬৯
অতঃ পরীক্ষ্যমুভয়মেতদ্ রাজ্ঞা বিশেষতঃ।
লেখ্যাচারেণ লিখিতং সাক্ষ্যাচারেণ সাক্ষিণঃ ॥৭০
অসত্যাঃ সত্যসঙ্কাশাঃ সত্যাশ্চাসত্যসন্নিভা (খ)।
দৃশ্যন্তে বিবিধা ভাবাস্তস্মাদ্ যুক্তং পরীক্ষণম্ ॥৭১
তলবদ্ দৃশ্যতে ব্যোম খদ্যোতো হব্যবাড়িব।
ন তলং বিদ্যতে ব্যোম্নি ন খদ্যোতে হুতাশনঃ ॥৭২
তস্মাৎ প্রত্যক্ষদৃষ্টোঽপি যুক্তো হ্যর্থঃ(গ) পরীক্ষিতুম্।
পরীক্ষ্য জ্ঞাপয়ন্নর্থান্ন ধর্ম্মাৎ পরিহীয়তে ॥৭৩
এবং পশ্যন্ সদা রাজা ব্যবহারান্ সমাহিতঃ।
বিতত্যেহ যশো দীপ্তং প্রেত্যাপ্নোতি ত্রিবিষ্টপম্(ঘ) ৭৪

ইতি নারদস্মৃত্যাং বিচারদর্শনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ

বিচারালয়ে তাহা উপস্থাপিত না হইয়া থাকে, তাহা বিচার নির্ণয়ের পূর্বে উপস্থাপন করিলে বিচার-সভার সদস্যগণ তাহা পরীক্ষা করিয়া প্রমাণরূপে গ্রহণ করিবেন। যথাকালে মিথ্যা কথিত হইলে তাহা প্রশ্নাদি করিয়া অর্থাৎ জেরা করিয়া পরীক্ষা করা কর্তব্য, আর অসাবধানতাবশতঃ যথাকালে সত্য কথা না বলিলে বিচারে সেই সত্য গ্রহণীয় হইবে না।৬৩-৬৪

যেস্থলে সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা বিচারক কর্তৃক বাদী বা প্রতিবাদীর জয়-পরাজয়ের নির্ণয় হইয়া গিয়াছে বা যেস্থলে সভ্যগণ সকলে অপরাধের গুরুত্ব ও লঘুত্ব বিচার করিয়া একবাক্যে দণ্ডদান করিয়াছেন, সেই স্থলে পরাজিত ব্যক্তি দ্বিগুণ দণ্ড পণ দান করিয়া পুনর্বিচারের জন্য আবেদন করিতে পারিবে।৬৫

কিন্তু যদি সভ্যগণ অন্যায়ভাবে বিচারপূর্বক দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই দণ্ড সভ্যগণের প্রাপ্য হইবে, কারণ, দণ্ড না থাকিলে কেহ সৎপথে চলে না। বাদী বা প্রতিবাদী এই উভয়ের মধ্যে কাহার প্রতি অনুরাগবশতঃ বা বিষয়াদি-নিবন্ধন বাদী বা প্রতিবাদীর মধ্যে কাহার প্রতি পূর্বসঞ্জাত ক্রোধবশতঃ, বিচার-বুদ্ধির অভাববশতঃ কিংবা অর্থপ্রাপ্তির লোভবশতঃ যদি কোন বিচারক বা সভ্যগণ অন্যায়ভাবে বিচার করিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই বিচারক বা সভ্যগণ, বিচারক বা সভ্য-পদবাচ্য নহে জানিবে। সেইস্থলে রাজা উক্ত বিচারক এবং সভ্যগণকে দণ্ডদান করিবেন। মানুষের মনোবৃত্তি বহুপ্রকার, সেইহেতু রাজধর্ম পালন-পরায়ণ রাজা তাহাদের সেই মনোবৃত্তির সৎ ও অসদ্ভাব বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন।৬৬-৬৮

এতাদৃশ অনেক ব্যক্তি আছে—যাহারা লোভবশবর্তী হইয়া সাক্ষ্যপ্রদানকালীন মিথ্যাকথা বলে, এবং এতাদৃশ অনেক দুরাত্মা ব্যক্তি আছে, যাহারা লিপি নকল (জাল) করিয়া থাকে। সেইহেতু রাজা লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিল এবং সাক্ষী এই উভয়ের পরীক্ষা করিবার নীতি অনুযায়ী বিশেষরূপে পরীক্ষা করিবেন। কোনস্থলে মিথ্যাবাদীরা সত্যবাদীর ন্যায়, আবার কোনস্থলে সত্যবাদীরা মিথ্যাবাদীর ন্যায় মত প্রকাশ করিয়া থাকে। এইরূপ নানা প্রকার ভাব সংসারে দেখা যায় বলিয়া পরীক্ষা করা যুক্তিযুক্ত।৬৯-৭১

আকাশ অনন্ত অসীম হইলেও দৃশ্যমান ঐ যে শুভ্র ধূমরাশি তাহাই যেন উহার তলদেশ এইরূপ চক্ষুগোচর হয়, বস্তুত তাহার কোন তলদেশ নাই; আর যে জোনাকিপোকাতে অগ্নি বলিয়া জ্ঞান হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অগ্নি নয়। এইহেতু প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলেও দ্রব্যকে পরীক্ষা করা কর্তব্য। যে রাজা দলিল ও সাক্ষী বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া জয়-পরাজয় জ্ঞাপন করেন, তিনি কখনও ধর্মচ্যুত হন না।৭২-৭৩

এইভাবে যে রাজা সর্বদা একাগ্রচিত্তে বিচারকার্য্য পরিচালনা করেন, তিনি অতি উজ্জ্বল যশ বিস্তার করিয়া দেহান্তে স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।৭৪

**পাঠান্তর ঃ**—(ক) যে ব্রূয়ুঃ কার্য্যমন্যথা (খ) দর্শনাঃ

**পাঠান্তর ঃ**—(গ) যুক্তমর্থঃ (ঘ) ব্রহ্মস্থাপ্নোতি বিষ্টপম্।

**ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির বিচার-দর্শননামক প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত।**

## দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

### অথ ব্যবহারবিধিঃ

মুনিশ্চিতবলাধানস্ত্বর্থী স্বার্থপ্রচোদিতঃ।
লেখয়েৎ পূর্বপক্ষং তু কৃতকার্য্যবিনিশ্চয়ঃ ॥১
পূর্বপক্ষশ্রুতার্থস্তু প্রত্যর্থী (১) তদনন্তরম্।
পূর্বপক্ষার্থসম্বন্ধং প্রতিপক্ষং নিবেশয়েৎ ॥২
শ্বো লেখনং বা স লভেৎ ত্র্যহং সপ্তাহমেব বা।
অর্থী তৃতীয়পাদে তু যুক্তং সদ্যো ধ্রুবং জয়ী ॥৩
মিথ্যা সম্প্রতিপত্তির্বা প্রত্যবস্কন্দমেব বা।
প্রাঙ্ন্যায়বিধিসাধ্যং বা উত্তরং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ॥৪

মিথ্যৈতন্নাভিজানামি মম তত্র ন সন্নিধিঃ।
অজাতশ্চাস্মি তৎকাল এবং মিথ্যা চতুর্বিধম্ ॥৫
মিথ্যা চ বিপরীতঞ্চ পুনঃ শব্দসমাগমম্।
পূর্বপক্ষার্থসমন্ধমুত্তরং স্যাচ্চতুর্বিধম্ ॥৬
ভাষায়া উত্তরং যাবৎ প্রত্যর্থী বিনিবেশয়েৎ।
অর্থী তু লেখয়েত্তাবদ্ যাবদ্ বস্তু বিবক্ষিতম্ ॥৭
অন্যার্থমর্থহীনঞ্চ প্রমাণাগমবর্জিতম্।
লেখ্যং হীনাধিকং ভ্রষ্টং ভাষাদোষাস্ত্বদাহৃতাঃ ॥৮

## দ্বিতীয় অধ্যায়

### অতঃপর 'ব্যবহার'বিধি প্রদর্শিত হইতেছে

বাদী স্বার্থসিদ্ধি-প্রেরণায় বিচার করাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বার্থসিদ্ধির উপায় দলিল ও সাক্ষী স্বীয় জয়লাভ-বিষয়ে যথেস্ট মনে করিয়া মনে বলসঞ্চারপূর্বক বিচারের প্রথমপক্ষ অর্থাৎ আর্জি লিখিতভাবে আবেদন করিবে। ধনীর অর্থাৎ উত্তমর্ণের ধন যাহার নিকট আছে, সেই প্রত্যর্থী অর্থাৎ অধমর্ণ পূর্বপক্ষীয় ( বাদীর ) অভি-যোগের যথোপযুক্ত প্রত্যুত্তর-পত্র প্রদান করিবে।১-২

বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগের বিষয় অবগত হওয়ার পরে প্রতিবাদী তৎপরদিবসে উত্তর দিবে। ঐ দিবসে উত্তর দিতে না পারিলে উক্ত অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য তিনদিন, তাহাতেও অসমর্থ হইলে সাতদিন সময় পাইবে। তৃতীয়পাদে অর্থাৎ বিচারকালে ( এই স্থলে যে তৃতীয়পাদ অর্থাৎ বিচারকাল বলা হইল, তাহা বৃহস্পতির বচনানুসারে। তাঁহার মতে ব্যবহারের পাদ চারিটি—পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বাদীর ভাষা—প্রথমপাদ, উত্তর অর্থাৎ বাদীর অভিযোগের পর প্রতিবাদী যে উত্তর দেয়, তাহা—দ্বিতীয়পাদ, ক্রিয়া অর্থাৎ বিচার করা—তৃতীয়পাদ ও নির্ণয় অর্থাৎ বিচারের রায়দান হইল চতুর্থপাদ ) বাদীর উত্তরের প্রয়োজন হইলে সেইদিনেই তাহাকে যথোপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, তাহা হইলে বাদী জয়ী হইবে।৩

উত্তর হইল চারি প্রকার, যথা—১। মিথ্যা উত্তর, ২। সম্প্রতিপত্তি, ৩। প্রত্যবস্কন্দ ও ৪। প্রাঙ্ন্যায়। (প্রত্যেকের ব্যাখ্যা দেবর্ষি স্বয়ং পর পর দেখাইতেছেন )।৪

উক্ত চারিপ্রকার উত্তরের মধ্যে 'মিথ্যা উত্তর' আবার চারিভাবে প্রকাশিত হয় বলিয়া চারিপ্রকার, যথা—১। 'বাদী যে অভিযোগ করিয়াছে—তাহা মিথ্যা', ২। 'অভিযোগের বিষয় আমার অজ্ঞাত', ৩। 'বাদী যে বিবাদের অভিযোগ করিয়াছে সেই বিবাদ সংঘটন-কালীন আমি ছিলাম না' ও ৪। 'বিবাদ যে সময়ে হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, সেই সময়ে আমার জন্ম হয় নাই'।৫

উক্ত চারিপ্রকার মিথ্যা উত্তরের যাহা বিপরীত অর্থাৎ বাদী যে অভিযোগ করিয়াছে, প্রতিবাদী যদি তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে 'সম্প্রতি-পত্তি' অর্থাৎ 'সত্য' উত্তর হয় বলিয়া জানিবে। 'বাদী পূর্বে যে অভিযোগ করিয়া পরাজিত হইয়াছে, বর্তমানে

(১) পাঠান্তর :—'ধন্যর্থী' অন্য পুস্তকে পাঠ

লব্ধব্যং যেন যদ্ যস্মাৎ স তত্তস্মাদবাপ্নুয়াৎ।
ন ত্বন্যোন্যমথান্যস্মাদিত্যন্যার্থমিদং ত্রিধা ॥৯
মনসাহমপি ধ্যাতস্ত্বন্মিত্রেণেহ শত্রুবৎ।
অতোহনয়া মহাক্ষান্ত্যা ত্বমিহাবেদিতো ময়া ॥১০
দ্রব্যপ্রমাণহীনং যৎ পুলাকাশ্রয়বর্জিতম্।
প্রমাণবর্জিতং নাম লেখ্যদোষং তদুৎসৃজেৎ ॥১১
আগমবর্জিতং দোষং পূর্ববাদে বিবর্জয়েৎ।
একস্য বহুভিঃ সার্ধং পুররাষ্ট্রবিরোধকম্ ॥১২

বিন্দুমাত্রবিহীনা বা পদ-বর্ণবিদুষ্টা বা।
হীনাধিকা ভবেদ্ ব্যর্থা তাং যত্নেন বিবর্জয়েৎ ॥১৩
ভ্রষ্টস্তু দুঃখিতং যৎ স্যাজ্জল-তৈলাদিভির্হতম্।
ভাষায়াং তদপি স্পষ্টং বিস্পষ্টার্থং বিবর্জয়েৎ ॥১৪
সত্যা ভাষা ন ভবতি যদ্যপি স্যাৎ প্রতিষ্ঠিতা।
বহিশ্চেদ্ ভ্রশ্যতে ধর্মান্নিয়তাদ্ ব্যাবহারিকাৎ ॥১৫
গন্ধমাদনসংস্থস্য ময়াস্যাসীত্তদর্পিতম্।
ব্যাবহারিকধর্মস্য বাহ্যমেতন্ন সিধ্যতি ॥১৬

---

তাহাই পুনর্বার অভিযোগ করা হইয়াছে' বলিয়া প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগ-নিরাকরণের জন্য যে উত্তর দান করে, তাহাকে 'প্রাঙ্‌ন্যায়' বলে। যেস্থলে প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগের বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া কারণ নির্দেশানন্তর উত্তর প্রদান করে, সেইস্থলে 'প্রত্যবস্কন্দ' উত্তর হয় জানিবে।৬

বাদী তাহার ইচ্ছানুযায়ী সেই পর্য্যন্ত আর্জির পরিশোধন করিতে পারিবে, যাবৎ পর্য্যন্ত না প্রতিবাদী তাহার উত্তর পেশ করে।৭

বাদীর অভিযোগ-পত্রের ভাষার অর্থাৎ আর্জির দোষ হইল সাতপ্রকার, যথা—১। অন্যার্থ, ২। অর্থহীন, ৩। প্রমাণবর্জিত, ৪। আগমবর্জিত, ৫। হীন, ৬। অধিক ও ৭। ভ্রস্ট ( 'অন্যার্থ' প্রভৃতির অর্থ দেবর্ষি স্বয়ং পর পর দেখাইতেছেন )।৮

'অন্যার্থ' আবার তিনপ্রকার, যথা—যাহার যে বস্তু যে ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্য, সেই বস্তু তাহার নিকট হইতে সেই ব্যক্তিই পাইবে, যেমন—বিষ্ণুমিত্রের নিকট হইতে দলিল করিয়া হরিদাস ২০০৲ দুইশত মুদ্রা ঋণগ্রহণ করে, পরে বিষ্ণুমিত্রের ভ্রাতা সেই দলিল লইয়া অভিযোগ করিল যে, 'হরিদাস আমার কাছে দুইশত মুদ্রা ঋণ লইয়াছে', তখন এই অভিযোগ হইবে 'অন্যার্থ'বাচক। এস্থলে অভিযোক্তা প্রকৃত ঋণদাতা হইতে অন্য হইতেছে বলিয়া ইহা হইল প্রথম অন্যার্থ, আর বিষ্ণুমিত্র লেখ্যবলে দুইশত রৌপ্যমুদ্রা স্থলে দুইশত স্বর্ণমুদ্রার অভিযোগ করিলেও তাহা 'অন্যার্থ'-বাচক হইবে, কারণ রৌপ্যমুদ্রা স্বর্ণমুদ্রা হইতে অন্য—তাহাই হইল দ্বিতীয় 'অন্যার্থ'। আর অন্য ব্যক্তি অন্যের নিকট হইতে অন্য বস্তু পাইতে পারে না, যেমন বিষ্ণুমিত্র যদি দলিলের সাহায্যে হরিদাসের আত্মীয়গণের মধ্যে কাহাকেও অভিযুক্ত করে, তখন ঐ অভিযোগ 'অন্যার্থ' হইবে, কারণ, এই স্থলে অভিযুক্তব্যক্তি ঋণগ্রহীতা হইতে অন্য হইতেছে, সুতরাং ইহাই তৃতীয় 'অন্যার্থ' অভিযোগ।৯

'অন্যার্থ' বলার পর 'অর্থহীন' কাহাকে বলে, তাহাই দেখাইতেছেন—'আমাকে তোমার মিত্র এই বিষয়ে শত্রুর মত মনে মনে চিন্তা করিয়াছে, সেইজন্য আমি তাহা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া তোমার নামে অভিযোগের আবেদন করিয়াছি',—ইহাই হইল 'অর্থহীন'।১০

'প্রমাণবর্জিত' যথা'—অভিযোগের দ্রব্য আমার ছিল' এইরূপ কোন প্রমাণ যেখানে নাই, বা তুচ্ছবস্তুও যে অভিযোগে পাওয়া যায় না, বা অভিযোগপত্র প্রমাণহীন অর্থাৎ অকারণ—কেবল প্রতিবাদীকে ক্লেশ দিবার জন্য যেখানে ছলপূর্বক অভিযোগ সৃষ্টি করা হইয়াছে – সেই অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে।১১

'আগমবর্জিত' যথা—যেস্থলে ( বাদীর অভিযোগের কোন লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিল না থাকে বা ) বহুলোকের সহিত একের অভিযোগ এবং পুররাষ্ট্র-বিরোধী অর্থাৎ নগরের এবং রাজ্যের অনিষ্টকর অভিযোগ, সেই স্থলের অভিযোগ হইল 'আগমবর্জিত', তাহা সর্বথা পরিত্যাজ্য।১২

অন্যাক্ষরনিবেশেন অন্যার্থগমনেন চ।
আকুলঞ্চ ক্রিয়াদানং ক্রিয়া চৈবাকুলা ভবেৎ ॥১৭
রাগাদীনাং যদেকেন কোপিতঃ করণং বদেৎ।
তদাদৌ তু লিখেৎ সর্বং বাদিনঃ ফলকাদিষু ॥১৮
রাজকুলাববোধায় ধর্ম স্থৈঃ সুবিচারিতম্।
তস্মাদন্যদ্ ব্যপোহ্যাং স্যাদ্ বাদিনঃ ফলকাদিষু ॥১৯
বাদিভ্যামভ্যনুজ্ঞাতং শেষঞ্চ ফলকে স্থিতম্।
সসাক্ষিকং লিখেয়ুস্তে প্রতিপত্তিঞ্চ বাদিনোঃ ॥২০
বাদিভ্যাং লিখিতাচ্ছেষং যৎ পুনর্বাদিনা স্মৃতম্।
তৎ প্রত্যাকলিতং নাম স্বপাদে তস্য লিখ্যতে ॥২১
অর্থিনা সন্নিযুক্তো বা প্রত্যর্থিপ্রহিতোঽপি বা।
যো যস্যার্থে বিবদতে তয়োর্জয়-পরাজয়ৌ ॥২২
যো ন ভ্রাতা ন চ পিতা ন পুত্রো ন নিয়োগকৃৎ।
পরার্থবাদী দণ্ড্যঃ স্যাদ্ ব্যবহারেঽপি বিব্রুবন্ ॥২৩
পূর্ববাদং পরিত্যজ্য যোঽন্যমালম্বতে পুনঃ।
বাদসংক্রমণাজ্জ্ঞেয়ো হীনবাদী স বৈ নরঃ ॥২৪

---

'হীন' ও 'অধিক' যথা—বাদীর যে লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিল যাহাতে অনুস্বার, বিসর্গ বা হ্রস্ব-দীর্ঘাদি মাত্রা নাই এবং পদ, বর্ণ বা লেখার দোষ দেখা যায়, তাহাকে 'হীনাধিক'-দোষদুষ্ট দলিল বলিয়াজানিবে, এবং তাহা নানা অর্থপ্রকাশক বলিয়া ব্যর্থ হইবে। সুতরাং ঐ প্রকার 'হীনাধিক'দোষদুষ্ট ভাষা সযত্নে পরিত্যাগ করিবে।১৩

যে অভিযোগ-পত্রে অক্ষরাদি চ্যুতির জন্য মর্মার্থ বুঝিতে ক্লেশ পাইতে হয়, এবং যে অভিযোগ-পত্র জল বা তৈল দ্বারা মলিন, সেই পত্রে অভিযোগের বিষয় বোধগম্য হইলেও তাহা ভ্রষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিবে।১৪

অভিযোগ-পত্র যদি প্রমাণাদির দ্বারা সত্য বলিয়া প্রতিষ্ঠিত না হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যবহার-নিয়মের বহির্ভূত হইবে ও সর্বথা অগ্রাহ্য হইবে।১৫

যেমন—'এই ব্যক্তি যে সময় গন্ধমাদন-পর্বতে অবস্থান করিতেছিল, সেই সময় আমি উহাকে দিয়াছিলাম' এই অভিযোগ বিচারকার্য্যের নীতিবহির্ভূত বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য হইবে।১৬

যেস্থলে অন্যপ্রকার অর্থপ্রকাশক অভিযোগ-পত্র দাখিল করায় অন্যপ্রকার ইষ্টসিদ্ধির অনুকূলে অর্থ প্রকাশিত হয়, সেইস্থলে বিচার্য্যবিষয় নির্ণয় করা যায় না, অতএব বিচারও ঠিক হইবে না বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইবে।১৭

রাগাদির অর্থাৎ কাম, ক্রোধ বা লোভের মধ্যে একটির আক্রমণে উত্তেজিত হইয়া যদি বাদী বিচারালয়ে আগমনপূর্বক মুখে অভিযোগ জ্ঞাপন করে, তাহা হইলে লেখক সেই অভিযোগ ফলকাদি লিখন-সামগ্রীর উপর লিখিয়া রাখিবে।১৮

রাজনিযুক্ত বিচারকগণের বোধের জন্য বাদীর আবেদনপত্রাদিতে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা ধর্মাধিকরণস্থ ধার্মিক ব্যক্তিরা বিচারপূর্বক অভিযোগের বিষয় নির্ণয় করিবেন। নির্ণীত হওয়ার পর যদি তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তু থাকে, তবে তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে।১৯

বাদী এবং প্রতিবাদী কর্তৃক অনুমোদিত বিষয় ও তাহাদের আবেদন-পত্রে যাহা আছে—লেখক সাক্ষীর সহিত অর্থাৎ সাক্ষী-কথিত বিষয়ের সহিত সেই সমস্ত লিখিবে, এবং বাদী ও প্রতিবাদীর যে স্বীকারোক্তি তাহাও লিখিবে।২০

বাদী এবং প্রতিবাদী নিজ নিজ আর্জি ও উত্তর-পত্র দাখিল করার পর বাদীর যদি অতিরিক্ত কোন বিষয় মনে পড়ে, তাহা হইলে বাদী তাহা যথাসময়ে নিবেশ করিতে পারিবে। ইহাকে 'প্রত্যাকলিত' বলে।২১

বাদী ও প্রতিবাদী স্বয়ংই এই ব্যবহারকার্য্য পরিচালনা করিবে। যদি অসুস্থতা বা বাক্‌পটুতাহীনত্বাদি-নিবন্ধন বাদী কিংবা প্রতিবাদী স্বয়ং ব্যবহারকার্য্য পরিচালনা করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে অপর কোন ব্যবহারকুশল-ব্যক্তির উপর কার্য্যভার ন্যস্ত করিবে এবং সে-ই ব্যবহারকার্য্য সাধন করিতে পারিবে।

সর্বেষ্বপি বিবাদেষু বাক্‌ছলেনাপহীয়তে।
পশু-স্ত্রী-ভূম্যৃণাদানে শাস্যোঽপ্যর্থান্ন হীয়তে ॥২৫
অভিযুক্তোঽভিযোগস্য যদি কুর্য্যাদপহ্নবম্।
অভিযোক্তা দিশেদ্দেশ্যং প্রত্যবস্কন্দিতো ন চেৎ ॥২৬
পূর্বপাদে হি লিখিতং যথাক্ষরমশেষতঃ।
অর্থী তৃতীয়পাদে তু ক্রিয়য়া প্রতিপাদয়েৎ ॥২৭
ক্রিয়াপি দ্বিবিধা প্রোক্তা মানুষী দৈবিকী তথা।
মানুষী লেখ্য-সাক্ষিভ্যাং ধটাদির্দৈবিকী স্মৃতা ॥২৮

দিবাকৃতে কার্য্যবিধৌ গ্রামেষু নগরেষু বা।
সম্ভবে সাক্ষিণাং চৈব দিব্যা ন ভবতি ক্রিয়া ॥২৯
অরণ্যে নির্জনে রাত্রাবন্তর্বেশ্মনি সাহসে।
ন্যাসস্যাপহ্নবে চৈব দিব্যা সম্ভবতি ক্রিয়া ॥৩০
কারণপ্রতিপত্ত্যা চ পূর্বপক্ষে বিরোধিতে।
অভিযুক্তেন বৈ ভাব্যং বিজ্ঞেয়ং পূর্বপক্ষবৎ ॥৩১
পলায়তে য আহূতো মৌনী সাক্ষিপরাজিতঃ।
স্বয়মভ্যুপপন্নশ্চ অবসন্নশ্চতুর্বিধঃ ॥৩২

যে যে যাহার যাহার পক্ষ লইয়া বিবাদের জন্য বক্তব্য পেশ করিবে, সেই সেই উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনিয়া বিচারকগণ নিপুণভাবে বিচার করিয়া তাহাদের অর্থাৎ বাদীর ও প্রতিবাদীর জয় এবং পরাজয় নির্ধারণ করিবেন। (বর্তমানে আমরা যাহাকে উকিল বলি এখানে তাহাই বুঝিতে হইবে। এই উকিলনিয়োগের কোন নির্ধারিত নিয়ম না থাকায় সর্বত্রই নিয়োগ করিতে পারা যায় ইহাই বুঝাইতেছে।)।২২

যে ব্যক্তি ব্যবহারকার্য্যে প্রবৃত্ত বাদী বা প্রতিবাদীর ভ্রাতা নয়, পিতা নয় ও পুত্র নয় কিংবা উক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ বাদী কি প্রতিবাদী কর্তৃক নিযুক্তও হয় নাই, সেই ব্যক্তি যদি বিচারকালে স্নেহ বা বিদ্বেষবশতঃ কাহারও অনুকূলে কি প্রতিকূলে কোন কথা বলে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে।২৩

বাদী যদি প্রাক্‌কথিত বা লিখিত অভিযোগাংশ প্রমাণ করিতে অক্ষম হইয়া অন্য অংশকে আবার অভিযোগে উপস্থাপন করে, তাহা হইলে সেই বাদীর অভিযোগ অন্য অংশের বিষয়ে যাওয়ায় উক্ত অভিযোক্তাকে 'হীনবাদী' বলিয়া জানিবে।২৪

সমস্ত বিবাদে অর্থাৎ মামলায় বাদী বা প্রতিবাদীর বাক্য যদি মিথ্যা হইয়া যায় অর্থাৎ সমস্ত বাক্য মিথ্যা বলিয়া সঠিক প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে মিথ্যাভাষীর পরাজয় হইবে। কেবল গো-গজাদি পশু লইয়া যে বিবাদ, স্ত্রীসম্পর্কিত যে বিবাদ, ক্ষেত্র-গৃহাদি ভূমিঘটিত যে বিবাদ এবং ঋণগ্রহণ লইয়া যে বিবাদ হয়, সেই স্থলে মিথ্যাভাষী হইলেও সেই মিথ্যাভাষণজন্য দণ্ডার্হ হইবে কিন্তু মূল দাবী নষ্ট হইয়া পরাজিত হইবে না।২৫

অভিযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ প্রতিবাদী যদি অভিযোগকে মিথ্যা বলে, তাহা হইলে অভিযোক্তা অর্থাৎ বাদী স্বীয় প্রমাণ দ্বারা সেই মিথ্যাত্ব খণ্ডন করিতে পারিবে, কিন্তু যদি প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগকে প্রকৃষ্ট প্রমাণ দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া তাহাকে পরাজিত করিয়া দেয়, তাহা হইলে আর বাদী কোন সুযোগ পাইবে না অর্থাৎ তাহার পরাজয়ই হইবে।২৬

অভিযোক্তা প্রথম অভিযোগ উপস্থাপন-কালে যাহা যাহা লিখিয়াছে, তৃতীয়পাদে অর্থাৎ বিচারকালে ভাষায় লিখিত সেই সেই বিষয়গুলি সম্পূর্ণ 'ক্রিয়া'র দ্বারা অর্থাৎ প্রমাণাদির উপস্থাপনে প্রমাণিত করিবে।২৭

পূর্বে 'ক্রিয়া' দ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে বলিয়া যে বিধি উক্ত হইয়াছে, সেই 'ক্রিয়া' হইল দুইপ্রকার—'মানুষী' ক্রিয়া ও 'দৈবী' ক্রিয়া। যাহা মানুষসাধ্য—যেমন, সাক্ষী, দলিল প্রভৃতি, তাহা মানুষীক্রিয়া বলিয়া খ্যাত, আর যাহা দৈবসাধ্য, তাহা দৈবীক্রিয়া—যেমন, তুলা, অগ্নি ও জলপরীক্ষাদি।২৮

এক্ষণে কোন্ স্থলে কোন্ ক্রিয়া প্রযোজ্য তাহা দেখাইতেছেন,—দিবসে গ্রামে কিংবা নগরে যে সময়ে যেস্থানে সাক্ষী পাওয়া যায়, সেইস্থলে কার্য্যসিদ্ধির উপায়রূপে 'দিব্য' অর্থাৎ 'দৈবী' ক্রিয়া গৃহীত হইবে না। (সেই স্থলে মানুষীক্রিয়া প্রযোজ্য)।২৯

অরণ্যে, নির্জনপ্রদেশে, রাত্রিতে, গৃহমধ্যে, দস্যুতাদি

অন্যবাদী ক্রিয়াদ্বেষী নোপস্থাতা নিরুত্তরঃ।
আহূতপ্রপলায়ী চ হীনঃ পঞ্চবিধঃ স্মৃতঃ * ॥৩৩
মণয়ঃ পদ্মরাগাদ্যা দীনারাদি হিরণ্ময়ম্।
মুক্তা-বিদ্রুম-শঙ্খাদ্যাঃ প্রদুষ্টাঃ স্বামিগামিনঃ ॥৩৪
গন্ধ-মাল্যমদত্তং তু ভূষণং বাস এব বা।
পাদুকেতি রাজোক্তং তদাক্রামন্ বধমর্হতি ॥৩৫

পণ্যমূল্যং ভৃতির্ন্যাসো দণ্ডো যচ্চাবহারকম্।
বৃথাদানাক্ষিকপণা বর্ধন্তে নাবিবক্ষিতাঃ ॥৩৬
মিথ্যাভিযোগিনো যে স্যুর্দ্বিজানাং শূদ্রযোনয়ঃ।
তেষাং জিহ্বাং সমুৎকৃত্য রাজা শূলে
নিধাপয়েৎ (১) ॥৩৭
আজ্ঞা লেখঃ পট্টকঃ শাসনং বা
আধিপত্রং বিক্রেয়ো বা ক্রয়ো বা।

সাহসকর্মে কিংবা গচ্ছিতবস্তুর অপলাপে দিব্য অর্থাৎ 'দৈবী' ক্রিয়া প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে। (এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, অরণ্যাদি স্থলে সাক্ষী পাওয়া যায় না বলিয়া এই বিধান কথিত হইয়াছে, কিন্তু যেস্থলে সাক্ষীরূপে কাহাকেও পাওয়া যাইবে, সেস্থলে 'মানুষী' ক্রিয়াও গ্রাহ্য হইবে)।৩০

যেস্থলে প্রতিবাদী পূর্বপক্ষের অর্থাৎ বাদীর ঋণাদি অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিয়া 'আমি উহা পরিশোধাদি করিয়াছি' বলিয়া উত্তরদানকালে বাদীকে নিরাকরণ করে, সেইস্থলে বাদী যেরূপ তাহার অভিযোগের কারণ সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত করে, সেইরূপ প্রতিবাদীকেও সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা তাহার উত্তরদানের সত্যতা প্রমাণ করিতে হইবে।৩১

ব্যবহারে অভিযুক্ত হইয়া তাহার প্রতিবাদের জন্য অর্থাৎ উত্তরদানের জন্য (যাহা প্রতিবাদীর কার্য্য) আহ্বান করিলে (১) যে ব্যক্তি পলাইয়া যায়, অর্থাৎ বিচারালয়ে অনুপস্থিত হয়, (২) যে উপস্থিত হইয়াও কোন কথা না বলে অর্থাৎ প্রতিবাদ না করে, (৩) যে ব্যক্তির প্রতি অভিযুক্তাংশ পূর্বপক্ষের সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা প্রমাণিত হয় কিংবা (৪) যে ব্যক্তি পীড়নাদি বা ধর্মভয়ে ভীত হইয়া বাদীর অভিযোগ স্বীকার করিয়া লয়—এই চতুর্বিধ ব্যক্তি পরাজিত।৩২

(১) যে ব্যক্তি অভিযোগের প্রকৃত উত্তর না দিয়া অন্যপ্রকার অর্থাৎ অবান্তর কথা বলে, (২) যে ব্যক্তি সাক্ষী প্রভৃতির দ্বারা বিচারবিষয়ে দ্বেষ করে অর্থাৎ পরাঙ্মুখ হয়, (৩) যে কোন কারণবশতঃ বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে পারে না, (৪) যে প্রকৃত বিষয়ের উত্তর দেয় না, বা (৫) যে ব্যক্তি অহূত হইয়া অনুপস্থিত হয়,—এই পাঁচপ্রকার প্রতিবাদীকে 'হীন' প্রতিবাদী বলে।৩৩

যদি কেহ পদ্মরাগাদি মণি, দীনার অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা, মুক্তা, বিদ্রুম বা শঙ্খ প্রভৃতি অকৃত্রিম বলিয়া বিক্রয় করে, এবং পরে তাহা দুষ্ট অর্থাৎ কৃত্রিম বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উহা বিক্রেতা ফেরত লইবে ও অকৃত্রিম বস্তু ক্রেতাকে দিবে অথবা ক্রেতার নিকট যে মূল্য গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা ফিরাইয়া দিবে।৩৪

রাজকীয় গন্ধ, মাল্য, ভূষণ, বসন বা পাদুকা—রাজা কর্তৃক প্রদত্ত না হইয়া উহা যে ব্যবহার করিবে, সেই ব্যক্তি বধদণ্ড অর্থাৎ বন্ধনাদি কায়িক দণ্ড পাইবে।৩৫

পণ্যমূল্য অর্থাৎ বিক্রেয় বস্তুর মূল্য, পারিশ্রমিক, গচ্ছিত অর্থ, রাজদণ্ডের জন্য দেয় ধন অর্থাৎ জরিমানা, উপেক্ষিতবস্তু-প্রাপ্তি, ধর্মার্থভিন্ন দান অর্থাৎ বৃথা দান ও দ্যূতক্রীড়ালব্ধ ধন—এই সকল ধনের যদি কোন বিশেষ সত্য অর্থাৎ চুক্তি না থাকে, তাহা হইলে ইহাদের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হয় না।৩৬

শূদ্রজাতীয় যে ব্যক্তিগণ দ্বিজসকলকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে, মিথ্যা অপবাদে কলঙ্কিত করে বা অহঙ্কারবশতঃ দুর্বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে অসম্মানিত করে, রাজা তাহাদিগের জিহ্বাচ্ছেদনপূর্বক শূলে দিবেন। (কারণ, রাজা হইতেছেন—দুষ্টজনের

* ইহার পরে রঘুনন্দনকৃত 'ব্যবহারতত্ত্বে' নারদস্মৃতির এই প্রাসঙ্গিক বচনটি আছে—
প্রপলায়ী ত্রিপক্ষেণ মৌনকৃৎ সপ্তভির্দিনৈঃ।
ক্রিয়াদ্বেষী তু মাসেন সাক্ষী ভিন্নস্তু তৎক্ষণাৎ ॥

(১) মূলে 'বিধাপয়েৎ' এই পাঠ দেখা যায়, কিন্তু টীকাকার-সম্মত নহে বলিয়া 'নিধাপয়েৎ' লিখিত হইল।

রাজ্ঞে কুর্য্যাৎ পূর্বমাবেদনং য-
স্তস্য জ্ঞেয়ঃ পূর্বপক্ষো বিধিজ্ঞৈঃ ॥৩৮
সাক্ষিকদূষণে কার্য্যং পূর্বসাক্ষিবিশোধনম্ ।
শুদ্ধেষু সাক্ষিষু ততঃ পশ্চাৎ সাক্ষ্যং বিশোধয়েৎ ॥৩৯
সাক্ষি-সভ্যাবসন্নানাং দূষণে দর্শনং পুনঃ ।

স্বচর্য্যাবসিতানাং তু নাস্তি পৌনর্ভবো বিধিঃ ॥৪০
স্বয়মভ্যুপপন্নোঽপি স্বচর্য্যাবসিতোঽপি সন্ ।
ক্রিয়াবসন্নোঽপ্যর্হেত পরং সভ্যাবধারণম্ ॥৪১
পক্ষানুৎসার্য্য তু সভ্যৈঃ কার্য্যো বিনিশ্চয়ঃ সদা ।
অনুৎসারিতনির্ণিক্তে বিরোধঃ প্রেত্য চেহ চ ॥৪২

দমনকারী ও শিষ্টগণের পালনকারী এবং ইহাই হইল রাজধর্ম। রাজা এই রাজধর্ম পালন না করিলে দোষভাগী হন। অতএব দ্বিজ-শুশ্রূষার জন্য সৃষ্ট শূদ্রগণ যদি তাহার কর্তব্যে পরাঙ্মুখ হইয়া বিপরীত কার্য্য করে, তাহা হইলে তাহারা রাজা কর্তৃক উপরোক্ত দণ্ড পাইবে )।৩৭

(১) এই ব্যক্তি রাজার আদেশ মান্য করিতেছে না, (২) এই ব্যক্তি লেখ্য অর্থাৎ দলিল গ্রাহ্য করিতেছে না, (৩) রাজনির্দেশপত্রে লেখা আছে যে—এই দাবী আমার, তথাপি এই ব্যক্তি উহাকে আটক করিতেছে, (৪) এই গ্রামের শাসন অর্থাৎ কর আদায়াদির ভার রাজনির্দেশে আমার উপর ন্যস্ত জানিয়াও বলপূর্বক এই ব্যক্তি আমার কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছে, (৫) এই অধমর্ণ ( ঋণী ) ব্যক্তি 'আমি শস্য উৎপাদন করিতেছি' এই বলিয়া প্রথমে আমার নিকট জমি বন্ধক রাখিয়াছিল, কিন্তু পুনরায় অপর ব্যক্তির নিকট সেই উদ্দেশ্যে বন্ধক দিয়াছে, (৬) স্বয়ং প্রতিশ্রুতি-পত্র দিয়াও তাহা আমাকে দিতেছে না, (৭) এই ব্যক্তি আমার নিকট বিক্রয় করিয়াও আমাকে বিক্রিত বস্তু দেয় নাই ও (৮) এই দ্রব্য আমি ক্রয় করিয়াছি, তাহা এই ব্যক্তি আমাকে দিতেছে না,—এই সকল বিষয়ে রাজার নিকট যে ব্যক্তি আবেদন করে, বিচারনিষ্ণাত ব্যক্তিগণ তাহাকে পূর্বপক্ষ অর্থাৎ বাদী বলিয়া জানিবেন।৩৮

পূর্বপক্ষ সাক্ষ্য দিবার পরে প্রতিবাদী যদি প্রমাণাদির দ্বারা সাক্ষীর দোষ দেখায়, তবে বাদী উক্ত সাক্ষীর দোষ বিশুদ্ধ প্রমাণাদির দ্বারা খণ্ডন করিবে। সাক্ষীর নির্দোষতা প্রমাণিত হইলে সাক্ষীর উক্তির শোধন অর্থাৎ জেরার দ্বারা সত্য-মিথ্যা নির্ণয় করিতে হইবে।৩৯

সাক্ষীর দোষে কিংবা বিচারসভার সভ্যগণের বিবেচনার দোষে পরাজিত হইলে দ্বিগুণ পণ প্রদান করিয়া পুনর্বিচার করাইতে পারে কিন্তু যদি নিজেই মিথ্যা সাক্ষী প্রভৃতি নিয়োগজন্য নিজকৃত দোষে পরাজিত হয়, তাহা হইলে পুনর্বিচার হইবে না।৪০

নিজ স্বীকারোক্তির জন্য যে ব্যক্তি পরাজিত হয়, দলিল প্রভৃতি জাল প্রমাণিত হওয়ায় বা সাক্ষ্য মিথ্যা প্রমাণিত হওয়ায় যে ব্যক্তি বিচারে পরাজিত হয় কিংবা বিচারকার্য্যে অনুসন্ধানের ফলে সাক্ষ্য প্রমাণাদির দ্বারা পরাজিত হয়, এই তিনপ্রকারে পরাজিত ব্যক্তিগণকে যে পর্য্যন্ত না বিচারকগণ রায় প্রদান করিতেছেন, সেই পর্য্যন্ত রাজা স্বেচ্ছায় দণ্ডপ্রদান করিবেন না।৪১

বিচারের যখন নির্ণয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন সাক্ষী প্রভৃতির সহিত বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষকে অন্যত্র সরাইয়া দিয়া সভ্যগণ নির্ণয় করিবেন। উভয় পক্ষের অপসারণ না করিয়া নির্ণয় করিলে দণ্ডার্হ ব্যক্তির দণ্ড না হওয়ায় রাজার অর্থক্ষতি এবং লোক-নিন্দা হয়—ইহা হইল রাজার ঐহিক ক্ষতি; আর দণ্ডার্হের দণ্ড না দেওয়ায় নির্দোষ ব্যক্তির দণ্ড হওয়ায় রাজার প্রত্যবায় হইবে—ইহা হইল রাজার পারত্রিক ক্ষতি।৪২

রাজনিযুক্ত সভ্য যাহার দণ্ডবিধান করিবেন, রাজা শাস্ত্রানুসারে তাহাকে শাসন করিবেন, আর যাহার জয় ঘোষিত হইবে, রাজা তাহাকে জয়জ্ঞাপক পত্র দিবেন।৪৩

ব্যবহার যতপ্রকার আছে, সেই সকল ব্যবহারে উল্লিখিত বিধিসমূহ প্রযোজ্য বলিয়া স্বয়ম্ভূ ইহাকে

সভ্যৈরেব জিতঃ পশ্চাদ্ রাজ্ঞা শাস্যঃ স্বশাস্ত্রতঃ
জয়ানে চাপি দেয়ং স্যাদ্ যথাবজ্জয়পত্রকম্ ॥৪৩

ব্যবহারমুখং চৈতৎ পূর্বমুক্তং স্বয়ম্ভুবা।
মুখশুদ্ধৌ হি শুদ্ধিঃ স্যাদ্ ব্যবহারস্য নান্যথা ॥৪৪

ইতি নারদ-স্মৃত্যাং ব্যবহার-বিধি নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥

'ব্যবহার-মুখ' নামে অভিহিত করিয়াছেন। ব্যবহারের মুখশুদ্ধি অর্থাৎ প্রথম কর্তব্যাংশে যদি কোন দোষ না থাকে, তবে আরম্ভ শুদ্ধ হওয়ায় ব্যবহার শুদ্ধ হইবে, তাহা না হইলে ব্যবহার নির্দোষ হইবে না।৪৪

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গানুবাদসহিত-নারদস্মৃতির ব্যবহার বিধিনামক দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

## তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ

### অথ সভালক্ষণম্

নানিযুক্তেন বক্তব্যং ব্যবহারে কথঞ্চন।
নিযুক্তেন তু বক্তব্যমপক্ষপতিতং বচঃ ॥১
অনিযুক্তো নিযুক্তো বা শাস্ত্রজ্ঞো বক্তুমর্হতি
দৈবীং স বাচং বদতি যঃ শাস্ত্রমনুজীবতি ॥২

যুক্তরূপং বদন্ সভ্যো নাপ্নুয়াদ্ দ্বেষ-কিল্বিষে।
ব্রুবাণস্ত্বন্যথা সভ্য (ক)-স্তদেবোভয়াপ্নুয়াৎ ॥৩
রাজা তু ধার্মিকান্ সভ্যান্নিযুঞ্জ্যাৎ সুপরীক্ষিতান্।
ব্যবহারধুরং বোঢ়ুং যে শক্তাঃ সদ্‌গবা ইব ॥৪

## তৃতীয় অধ্যায়

### অতঃপর ব্যবহারের (মোকদ্দমার) নিয়মের সহিত সভালক্ষণ কথিত হইতেছে।

যাঁহারা বিচারসভার কার্য্যে নিযুক্ত নহেন, বিচারকালীন তাঁহাদের কোন কথা বলা চলিবে না। কিন্তু যাঁহারা বিচারসভার কার্য্যে নিযুক্ত, তাঁহারা এইরূপ পক্ষপাতহীন ধর্মাধিকরণের উচিত বাক্য বলিবেন।১

কিন্তু যদি কোন স্থলে বুদ্ধির ভ্রমবশতঃ অথবা লোভাদিবশতঃ পক্ষপাতদুষ্ট হইয়া সভাসদ্‌গণ শাস্ত্রবিহিত ন্যায়পথ পরিত্যাগ করিয়া অন্যায়ভাবে বিচারকার্য্য পরিচালনা করেন এবং যদি সেই বিচারসভায় নিযুক্ত বা অনিযুক্ত কোন ব্যবহারশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ উপস্থিত থাকেন, তবে তিনি শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া সভাসদ্‌গণকে অন্যায়পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার জন্য বলিতে পারেন, কেননা, যে ব্যক্তি শাস্ত্রবাক্যকে আশ্রয় করিয়া কথা বলেন, তিনি দেববাক্য অর্থাৎ সত্যবাক্য বলিয়া থাকেন। যে বাক্য শাস্ত্র ও আচারের অবিরুদ্ধ হইবে, তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া জানিবে, অতএব তাদৃশ যুক্তিযুক্ত বাক্যবাদী ব্যক্তি সভাস্থ ব্যক্তিগণের বিদ্বেষের পাত্র হন না বা পাপভাগী হন না, কিন্তু যেস্থলে শাস্ত্র ও আচারের বিরুদ্ধ বাক্য কথিত হইবে, সেইস্থলে উক্ত বিরুদ্ধবাদী তৎক্ষণাৎ সভাস্থ ব্যক্তিগণের বিদ্বেষভাগী ও পাপভাগী হইয়া থাকে।২-৩

যেরূপ বলশালী বলীবর্দসমূহের উপর বহু ভার অর্পিত হইলে তাহারা সেই ভার বহন করিতে সক্ষম হয়, সেইরূপ অতিগুরু বিচারকার্য্য নিষ্পাদনের জন্য রাজা সুপরীক্ষিত অতএব ব্যবহার-পরিচালনক্ষম ধার্মিকগণকে বিচারসভার সভ্যপদে নিযুক্ত করিবেন।৪

(ক) সভ্য—পা

ধর্মশাস্ত্রার্থকুশলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
সমাঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ নৃপতেঃ স্যুঃ সভাসদঃ ॥৫
তৎপ্রতিষ্ঠঃ স্মৃতো ধর্মো ধর্মমূলশ্চ পার্থিবঃ (ক)।
সহ সদ্ভিরতো রাজা ব্যবহারান্ বিশোধয়েৎ ॥৬
শুদ্ধেষু ব্যবহারেষু শুদ্ধিং যান্তি সভাসদঃ।
শুদ্ধিশ্চ তেষাং ধর্মাদ্ধি ধর্মমেব বদেত্ততঃ ॥৭
যত্র ধর্মো হ্যধর্মেণ সত্যং যত্রানৃতেন চ।
হন্যতে প্রেক্ষমাণানাং হতাস্তত্র সভাসদঃ ॥৮
বিদ্ধো ধর্মো হ্যধর্মেণ সভাং যত্রোপতিষ্ঠতে।
ন চাস্য শল্যং কৃন্তন্তি বিদ্ধাস্তত্র সভাসদঃ ॥৯
সভায়াং ন প্রবেষ্টব্যং (খ) বক্তব্যং বা সমঞ্জসম্।
অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাপি নরো ভবতি কিল্বিষী ॥১০
যে তু সভ্যাঃ সভাং প্রাপ্য তূষ্ণীং ধ্যায়ন্ত আসতে।
যথা প্রাপ্তং ন ব্রুবতে সর্বে তেঽনৃতবাদিনঃ ॥১১
পাদোঽধর্মস্য কর্ত্তারং পাদঃ সাক্ষিণমৃচ্ছতি।
পাদঃ সভাসদঃ সর্বান্ পাদো রাজানমৃচ্ছতি ॥১২
রাজা ভবত্যনেনাস্তু মুচ্যন্তে চ সভাসদঃ।
এনো গচ্ছতি কর্তারং নিন্দার্হো যত্র নিন্দ্যতে ॥১৩
অন্ধো মৎস্যানিবাশ্নাতি নিরপেক্ষঃ সকণ্টকান্।
পরোক্ষমর্থ বৈকল্যাদ্ ভাষতে যঃ সভাং গতঃ ॥১৪
তস্মাৎ সভ্যঃ সভাং প্রাপ্য রাগ-দ্বেষবিবর্জিতঃ।
বচস্তথাবিধং ব্রুয়াদ্ যথা ন নরকং ব্রজেৎ ॥১৫
যথা শল্যং ভিষগ্ বিদ্বান্ উদ্ধরেদ্ যন্ত্রশক্তিতঃ (গ)।
প্রাড়্বিবাকস্তথা শল্যমুদ্ধরেদ্ ব্যবহারতঃ ॥১৬

**অতঃপর সভ্যগণের লক্ষণ নিরূপিত হইতেছে।**

যাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের অর্থাৎ মন্বাদি স্মৃতিশাস্ত্রের পরিভাষিতশব্দার্থ-নিষ্ণাত, কুলমর্য্যাদানাশের ভয়ে যাঁহারা অনুচিত কার্য্য করিতে পারেন না—এতাদৃশ সৎকুলসমুদ্ভূত, সত্য বলা যাঁহাদের স্বভাব অর্থাৎ যাঁহারা মিথ্যা হইতে সর্বদা ভীত বা যাঁহারা সমদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ শত্রু বা মিত্র যাঁহাদের নাই, এতাদৃশ ব্যক্তিগণকে রাজা সভাসদ্ করিবেন। এতাদৃশ সভ্যের উপর ধর্ম প্রতিষ্ঠিত এবং রাজা হইলেন ধর্মের মূল, সুতরাং ঐ সকল সদ্গুণবান্ সভ্যগণের সহিত রাজা বিচারের শুদ্ধি অর্থাৎ ধর্ম-বিচার করিবেন।৫·৬

বিচারশুদ্ধ অর্থাৎ পক্ষপাতাদি-দোষশূন্য ও যথাশাস্ত্র বিচার করা হইলে সেই বিচারসভার সভ্যগণ শুদ্ধ হন অর্থাৎ পাপশূন্য বলিয়া যশোভাগী হন; ঐরূপ ধর্মাচরণ নিমিত্ত তাঁহাদের শুদ্ধি হয় বুঝিতে হইবে সুতরাং তাঁহারা ধর্মকথাই বলিবেন।৭.

যেস্থলে বিচারকার্য্যে অধর্মকর্তৃক ধর্মের হানি হয় অর্থাৎ শাস্ত্রবিগর্হিত অন্যায় বিচার হয় এবং মিথ্যা কর্তৃক সত্যের অপলাপ হয়, সেইস্থলে ব্যবহারকার্য্যদর্শী ও সভাসদ্গণ ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন।৮

যে বিচারসভায় অধর্মকর্তৃক অর্থাৎ পক্ষপাতাদি-দোষযুক্ত হইয়া অন্যায় বিচারকর্তৃক ব্যবহারধর্ম বিদ্ধ হয় অর্থাৎ অন্যায়রূপে বিচার নির্ণয় করিয়া অধর্মের প্রশ্রয় দেওয়া হয়, সেইস্থলে—যেরূপ অস্ত্রাদির দ্বারা আহত হইয়া আরোগ্যলাভের জন্য লোকসকল চিকিৎসকের নিকট যায়, সেইরূপ অপর কর্তৃক অনুচিত আচরণে ব্যথিত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য সেই ব্যক্তি রাজসভায় উপস্থিত হয়; কিন্তু যদি সেই স্থলে অভিযোক্তার হৃদয়ের শল্য অর্থাৎ দুঃখের কারণ উচ্ছিন্ন না হয়, তাহা হইলে সভাসদ্গণ সেই শল্য দ্বারা বিদ্ধ হন অর্থাৎ অধর্মের জন্য অযশঃভাজন হইয়া মর্মপীড়াকর দুঃখ ভোগ করেন।৯

এই বিচারসভায় কাহারও প্রবেশ করা উচিত নয়, কারণ, ঐ স্থলে যাইলে যাহা সত্য ও ন্যায়সঙ্গত, তাহা বলিতে হইবে। ঐ সভায় যাইয়া অন্যায় ও অশাস্ত্রীয় হইতে দেখিয়াও কিছু না বলিলে বা বিরুদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার-বিরুদ্ধ কিছু বলিলে মানুষমাত্রেই পাপভাগী হইবে। এইজন্য সভাসদ্ ব্যক্তিগণের সত্য কথাই বলা উচিত, অন্যথা পাপভাগী হইতে হইবে।১০

কিন্তু যে সভ্যগণ সভায় উপস্থিত হইয়া অন্য কার্য্য-

**পাঠান্তর**:—(ক) ধর্মমূলাশ্চ পার্থিবাঃ (খ) সভা বা ন প্রবেষ্টব্যা (গ) যন্ত্রযুক্তিভিঃ

যত্র সভ্যো জনঃ সর্বঃ সাধ্বেতদিতি মন্যতে।
স নিঃশল্যো বিবাদঃ স্যাৎ সশল্যঃ স্যাদতোঽন্যথা ॥১৭
ন সা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা
বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্মম্।
নাসৌ ধর্মো যত্র নো সত্যমস্তি
ন তৎ সত্যং যচ্ছলেনানুবিদ্ধম্ ॥১৮

ইতি নারদ-স্মৃত্যাং সভালক্ষণং নাম
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

চিন্তার ভাব দেখাইয়া মৌনী হইয়া অবস্থান করেন বা বিচারে জয়-পরাজয়নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হইলেও কোন কথা না বলেন, তাঁহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া জানিবে।১১

যেস্থলে মিথ্যার জয় ঘোষণা করা হইয়াছে, সেই স্থলে অধর্ম ব্যবহার হওয়ায় তাহাতে যে পাপ হইয়াছে, সেই পাপের একচতুর্থাংশ মিথ্যাবিচারকারীর, এক-চতুর্থাংশ সাক্ষীর, একচতুর্থাংশ সভাসদ্‌গণের ও এক-চতুর্থাংশ রাজার হইবে।১২

কিন্তু যেস্থলে মিথ্যা অভিযোগকারী বিচারে পরাজিত হয়, সেইস্থলে রাজা ও সভাসদগণ পাপভাগী হন না—সমস্ত পাপ মিথ্যা অভিযোগকারীকেই আশ্রয় করে।১৩

যে ব্যক্তি শাস্ত্ররূপ চক্ষুর বিকলতার জন্য অর্থাৎ শাস্ত্রজ্ঞানের সম্যক্ অভাবের জন্য বিচারালয়ে যাইয়া পরোক্ষ অর্থাৎ অজ্ঞাত শাস্ত্রার্থ প্রকাশ করে, তাহাকে মুখ ও গলদেশাদিবিদ্ধকারি-কণ্টকযুক্ত মৎসভোজী অন্ধের সমান বলিয়া জানিবে।১৪

এইজন্য সভাসদ্‌গণ বিচারসভায় যাইয়া রাগ-দ্বেষ-বর্জনপূর্বক যেরূপ বাক্য প্রয়োগে পাপভাগী হইয়া নরকে যাইতে না হয়, সেইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন।১৫

যেরূপ অস্ত্রোপচার-নিপুণ কোন চিকিৎসক অস্ত্রাদির সাহায্যে শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট শল্য অর্থাৎ কণ্টকাদি বাহির করিয়া দেন, সেইরূপ বিচারক বিচার-শাস্ত্রবলে অভিযোগের মধ্যে গুপ্তভাবে অবস্থিত মিথ্যারূপ পাপকে বাহির করিবেন।১৬

যেস্থলে সকল সভ্যগণ 'ইহা অতি সাধুকার্য্য হইল' এইরূপ মনে করেন, সেইস্থলে যাবতীয় ব্যবহারের বিবাদ শল্যরহিত অর্থাৎ দোষহীন হয়; তাহা না হইলে উক্ত বিচারকে শল্যযুক্ত অর্থাৎ দোষাক্রান্ত বলিয়া জানিবে।১৭

এইজন্য কথিত আছে,—সেই সভা সভা নহে—যে সভায় বৃদ্ধগণ না থাকেন, সেই বৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ হইলেও বৃদ্ধ নহেন—যিনি ধর্মকথা না বলেন, আর সেই ধর্মই ধর্ম নহে—যেখানে সত্য নাই এবং সেই সত্য প্রকৃত সত্য নহে—যাহা ছলনার দ্বারা অর্থাৎ মিথ্যার দ্বারা আবৃত থাকে।১৮

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদস্মৃতির সভালক্ষণনামক তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

# চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ

ঋণং দেয়মদেয়ঞ্চ যেন যত্র যথা চ যৎ।
দান-গ্রহণধর্মাভ্যাম্ (ক) ঋণাদানমিতি স্মৃতম্ ॥১

পিতর্য্যুপরতে পুত্রা ঋণং দদ্যুর্যথাংশতঃ।
বিভক্তা অবিভক্তা বা যস্তামুদ্ধরেদ্ধুরম্ (খ) ॥২

পিতৃব্যেণাবিভক্তেন ভ্রাত্রা বা যদৃণং কৃতম্।
মাত্রা বা যৎকুটুম্বার্থে দদ্যুস্তদ্রিকৃথিনোঽখিলম্ ॥৩

ক্রমাদব্যাহতং প্রাপ্তং পুত্রৈর্যন্নর্ণমুদ্ধৃতম্।
দদ্যুঃ পৈতামহং পৌত্রাস্তচ্চতুর্থান্নিবর্ত্ততে ॥৪

ইচ্ছন্তি পিতরঃ পুত্রান্ স্বার্থহেতোর্যতস্ততঃ।
উত্তমর্ণাধমর্ণেভ্যো মাময়ং মোচয়িষ্যতি (গ) ॥৫

পূজনীয়াস্ত্রয়োঽতীতা উপজীব্যাস্ত্রয়োঽগ্রতঃ।
এতৎপুরুষসন্তানমৃণয়োঃ স্যাচ্চতুর্থকে *॥৬

যাচ্যমানং ন দীয়েত ঋণং বাপি প্রতিগ্রহঃ (ঘ)।
তদ্ধনং বর্দ্ধতে তাবদ্ যাবৎকোটিশতং ভবেৎ ॥৭

কোটিশতে তু সম্পূর্ণে জায়তে তস্য বেশ্মনি।
ঋণসংশোধনার্থায় দাসো জন্মনি জন্মনি ॥৮

তপস্বী চাগ্নিহোত্রী চ ঋণবান্ ম্রিয়তে যদি।
তপশ্চৈবাগ্নিহোত্রঞ্চ সর্বং তদ্ধনিনাং ধনম্ ॥৯

ন পুত্রর্ণং পিতা দদ্যাদ্দদ্যাৎ পুত্রস্তু পৈতৃকম্।
কাম-ক্রোধ-সুরা-দ্যূত-প্রাতিভাব্যকৃতং বিনা ॥১০

## চতুর্থ অধ্যায়

শাস্ত্রকথিত রীতি অনুসারে যে ব্যক্তি কর্তৃক যেস্থানে বা যে সময়ে বা যে প্রকারে যে ঋণদান ও ঋণগ্রহণ দেয় ও অদেয় হয়, তাহা ঋণাদান নামে কথিত হয়।১

পিতৃদেবের স্বর্গগমনের পর পুত্রগণ বিভক্ত বা অবিভক্ত হইয়া বাস করিলেও পিতৃকৃত ঋণ নিজ নিজ অংশ অনুসারে পরিশোধ করিবেন, কিংবা যিনি সংসারের সর্বপ্রকার ভার গ্রহণ করিবেন, তিনি উক্ত পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করিবেন।২

অবিভক্ত অবস্থায় সংসারযাত্রা-নির্বাহের জন্য পিতৃব্য, ভ্রাতা বা মাতা যে ঋণ করেন, সেই ঋণ ধনভাগিগণ সকলে সম্যগ্‌রূপে পরিশোধ করিবে। (এস্থলে ইহা জ্ঞাতব্য যে, একত্র সংসারযাত্রা-নির্বাহকালে সমগ্র পরিবারের জন্য যে ঋণ করা হইবে, রিকথ (ধন)ভাগিগণ সেই ঋণই পরিশোধ করিবেন। নিজ বিলাসাদির জন্য ব্যক্তিবিশেষকৃত ঋণ পরিশোধ্য নহে)।৩

পৈতামহ ঋণ অর্থাৎ পিতামহের পিতৃকৃত ঋণ অপরিশোধিত থাকিলে ক্রমাগত ঋণ বলিয়া তাহার পুত্র ঐ ঋণ পরিশোধ করিবেন। যদি তিনি ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে না পারেন, তাহা হইলে ঐ পিতামহের পৌত্র উক্ত ক্রমাগত ঋণ পরিশোধ করিবেন, কিন্তু তাহার পর আর ঐ ঋণ পরিশোধ্য হইবে না।৪

পিতৃগণ পুত্রগণের নিকট হইতে লৌকিক এবং অলৌকিক এই উভয় ঋণমোচনের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। দেবর্ষি নারদ অতঃপর তাহাই দেখাইতেছেন, —কোনরূপ স্বার্থসিদ্ধির জন্য পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এই পিতৃবর্গ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র এই পুত্রগণের নিকট আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন যে, উত্তম ঋণ অর্থাৎ দেব, পিতৃ ও ঋষিঋণ (যাহা পঞ্চ মহাযজ্ঞাদির দ্বারা পরিশোধ্য —ইহাই অলৌকিক ঋণ) ও অধম ঋণ অর্থাৎ ধনিকাদির নিকট হইতে ধনাদিরূপে গৃহীত ঋণ (যাহা ধনাদি রূপে পরিশোধ্য—ইহাই লৌকিক ঋণ) পরিশোধ করিয়া আমাদিগকে উক্ত ঋণ হইতে মোচন করিবে। অতীত তিনপুরুষ অর্থাৎ পিতা,

---

পাঠান্তর :—(ক) দানগ্রহণ ধর্মাশ্চ
(খ) বিভক্তা হ্যবিভক্তা বা যস্তামুদ্বহতে ধুরম্

পাঠান্তর :—(গ) মোক্ষয়িষ্যতি (ঘ) প্রতিগ্রহম্

* ৬নং শ্লোকের পর স্মৃত্যন্তরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়,—

অতঃ পুত্রেণ জাতেন স্বার্থমুৎসৃজ্য যত্নতঃ।
ঋণাৎ পিতা সমুদ্ধার্য্যো যথা ন নরকং পতেৎ ॥

পিতুরেব নিয়োগাদ্ যঃ কুটুম্বভরণায় বা।
ঋণং বা যৎ কৃতং কৃচ্ছ্রে দদ্যাৎ পুত্রস্য তৎ পিতা॥১১
শিষ্যান্তেবাসি-দাস-স্ত্রী-প্রেষ্যকৃত্যকরৈশ্চ যৎ।
কুটুম্বহেতোরুৎক্ষিপ্তং দাতব্যং তৎকুটুম্বিনা॥১২

গ্রাহকো যদি নষ্টঃ স্যাৎ কুটুম্বে চ কৃতো ব্যয়ঃ।
দাতব্যং জ্ঞাতিভিস্তস্য বিভক্তৈরপি তদৃণম্॥১৩
নার্বাক্ সংবৎসরাদ্ বিংশাৎ পিতরি প্রোষিতে সুতঃ।
ঋণং দদ্যাৎ পিতৃব্যে বা জ্যেষ্ঠে ভ্রাতর্যথাপি বা॥১৪

পিতামহ ও প্রপিতামহ ইঁহারা হইলেন নিম্ন তিনপুরুষের অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্রগণের পূজনীয়, সুতরাং পুত্রাদি নিম্ন তিনপুরুষের শ্রাদ্ধাদিরূপ পূজাগ্রহণের জন্য অতীত পিত্রাদি তিনপুরুষ অপেক্ষা করিয়া থাকেন। লৌকিক ঋণশোধও একটি বিশেষ পূজা, কারণ, উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিলে পিতৃগণের অধোগতি হয়, এই ঋণশোধরূপ পূজাগ্রহণের জন্যও তাঁহারা অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সুতরাং পুত্রাদি নিম্নতন তিনপুরুষ হইলেন—পিত্রাদি ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষের উপজীব্য। কারণ, তাঁহারাই (পুত্রাদি তিনপুরুষ) হইলেন—লৌকিক এবং অলৌকিক ঋণদাতা। এই অধস্তন পুত্রাদি তিনপুরুষ উক্ত দ্বিবিধ ঋণের পরিশোধের জন্য অপেক্ষিত বলিয়া মধ্যবর্তী এবং এইক্রমে চতুর্থপুরুষে পুরুষ-সন্তানধারা প্রতিষ্ঠিত হয়।৫-৬

যদি অধমর্ণ ঋণদাতা ঋণ চাহিলেও তাহা দেওয়া না হয়, তাহা হইলে সেই ঋণ এবং কোন ব্যক্তিকে প্রদেয় বস্তু প্রদত্ত হইলেও সেই প্রতিগ্রাহ্য বস্তু যদি সেই ব্যক্তি চায় এবং তাহা না দেওয়া হয়, তাহা হইলে ঐ বস্তু—এই উভয় বস্তু যে পর্য্যন্ত একশতকোটিগুণ বর্ধিত না হয়, সেইপর্য্যন্ত বর্ধিত হয়।৭

উক্ত দ্বিবিধ ধন বৃদ্ধি পাইয়া শতকোটি পূর্ণ হইলে ঐ ঋণী ব্যক্তি উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য বহুজন্ম তাহার গৃহে দাস হইয়া জন্মগ্রহণ করে।৮

যদি কোন তপস্বী বা অগ্নিহোত্রী অর্থাৎ স্বাগ্নিক উক্ত দ্বিবিধ ঋণে ঋণী হইয়া মারা যান, তাহা হইলে তাঁহাদের কৃত তপস্যা ও অগ্নিহোত্রজন্য সমস্ত পুণ্যই উক্ত ধনবানের ধনস্বরূপ হইবে অর্থাৎ সেই ধনী তপস্যা ও অগ্নিহোত্রের যাবতীয় ফল লাভ করিবেন, তপস্বী বা অগ্নিহোত্রীর সেই ফল লাভ হইবে না।৯

পুত্রকৃত ঋণ অর্থাৎ পুত্র যদি নিজের জন্য কোন ঋণ গ্রহণ করে, তাহা হইলে সেই ঋণ তাহার পিতা পরিশোধ করিবেন না, কিন্তু পুত্র পিতৃকৃত ঋণ পরিশোধ করিবে। তবে যদি পিতা কামবশবর্তী হইয়া বেশ্যাদি পোষণের জন্য, ক্রোধবশবর্তী হইয়া কোন অন্যায় কার্য্য করণান্তর তাহা ক্ষালনের জন্য, মদ্যপানাদির জন্য, দ্যূতক্রীড়া জন্য কিংবা কাহারও জামিন হওয়ার জন্য ঋণ করিয়া থাকেন, সেই ঋণ পুত্রের দেয় হইবে না।১০

পুত্রকৃত ঋণ পিতাকর্তৃক পরিশোধ্য নহে, কিন্তু পিতার আদেশে যদি পুত্র ঋণ করে কিংবা কুটুম্বভরণের জন্য পুত্র যদি ঋণ করে অথবা প্রাণবিপত্তিকর ক্লেশে পুত্র যদি ঋণ করে, তাহা হইলে সেই ঋণ পিতাকে পরিশোধ করিতে হইবে।১১

বিদ্যার্থী হইয়া অধ্যাপকের গৃহে বাসকারী ছাত্র, দাস অর্থাৎ ভৃত্য এবং পত্নী প্রভৃতি গৃহকর্ত্রী ইঁহারা যদি সংসারের ভার প্রাপ্ত হইয়া কুটুম্বাদি ভরণের জন্য ঋণ করে, তাহা হইলে এই পরিবারের যিনি প্রধান অর্থাৎ কর্তা, তিনি এই ঋণ পরিশোধ করিবেন।১২

অবিভক্ত অবস্থায় পরিবারবর্গের পোষণের জন্য যদি কোন ব্যক্তি ঋণ করিয়া দেশান্তরে গত হন বা মৃত হন, তাহা হইলে উক্ত ঋণগ্রহণকারীর জ্ঞাতিবর্গ পরে বিভক্ত হইলেও উক্ত ঋণ পরিশোধ করিবেন।১৩

পিতা, পিতৃব্য ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা যদি এইরূপ পরিবার-বর্গের লোকের জন্য ঋণ করিয়া দেশান্তরে যান এবং সেখানে জীবিত থাকেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি বিংশতি বৎসরের পূর্বে উক্ত ঋণ পরিশোধ না করিতেও পারেন।১৪

অসম্বন্ধী কয়েক ব্যক্তি যদি একত্র থাকিয়া সকলের প্রয়োজনবশতঃ ঋণ করে এবং সেই ঋণকারিগণ জীবিত থাকে, তাহা হইলে ঋণদাতা তাহাদের যে কোন এক ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত ঋণ আদায় করিতে পারেন;

দাপ্যঃ পরর্ণমেকোঽপি জীবৎস্ববিযুতৈঃ (ক) কৃতম্।
প্রেতেষু ন তু তৎপুত্রঃ পরর্ণং দাতুমর্হতি ॥১৫
ন স্ত্রী পতিকৃতং দদ্যাদৃণং পুত্রকৃতং তথা।
অভ্যুপেতাদৃতে যদ্ বা সহ পত্যা
কৃতং ভবেৎ (খ) ॥১৬
দদ্যাদপুত্রাবিধবা নিযুক্তা বা মুমূর্ষুণা।
যো বা তদ্‌রিক্‌থমাদত্তে যতো রিক্‌থমৃণং ততঃ ॥১৭
ন চ ভার্য্যাকৃতমৃণং পত্যুর্বাপি কথং ভবেৎ (গ)।
আপৎকৃতাদৃতে পুংসাং কুটুম্বার্থো হি দুস্তরঃ ॥১৮
অন্যত্র রজক-ব্যাধ-গোপ-শৌণ্ডিক-যোষিতাম্।
তেষাং তৎপ্রত্যয়া বৃত্তিঃ কুটুম্বঞ্চ তদাশ্রয়ম্ ॥১৯

পুত্রিণী তু সমুৎসৃজ্য পুত্রং স্ত্রী যান্যমাশ্রয়েৎ।
তস্যা দ্রব্যং হরেৎ সোঽন্যো (ঘ) নিঃস্বায়াঃ
পুত্র এব তু ॥২০
যা তু সপ্রধনৈব স্ত্রী সাপত্যা চান্যমাশ্রয়েৎ।
সোঽস্যা দদ্যাদৃণং ভর্ত্তুরুৎসৃজেদ্ বা তথৈব তাম্ ॥২১
অধনস্য-হ্যপুত্রস্য মৃতস্যোপৈতি যঃ স্ত্রিয়ম্।
স আভজেদৃণং বোঢ়ুঃ সৈব তস্য ধনং যতঃ (ঙ) ॥২২
ধন-স্ত্রীহারিপুত্রাণামৃণভাগ্ যো ধনং হরেৎ।
পুত্রোঽসতোঃ স্ত্রী-ধনিনোঃ স্ত্রীহারী
ধনি-পুত্রয়োঃ ॥২৩

তাহারা মৃত হইলে তাহাদের মধ্যে যে কোন একজনের পুত্র উক্ত ঋণ দিবে না অর্থাৎ ঐ পুত্র নিজের পিতৃকৃত ঋণ অংশমত শোধ করিবে।১৫

নারী পতিকৃত ও পুত্রকৃত ঋণ 'আমি ইহা পরিশোধ করিব' এইরূপ কোন স্বীকার করা না থাকিলে বা পতির সহিত মিলিত হইয়া ঋণ না করিলে তাহা পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে না।১৬

কিন্তু অপুত্রা বিধবা মুমূর্ষু পতি কর্তৃক উক্ত ঋণ পরিশোধের জন্য আদিষ্ট হইলে ঐ বিধবা নারী পতির ঋণ পরিশোধ করিবে, কিংবা যে ঐ মৃতব্যক্তির ধন-ভাগী হইবে, সে ঐ ঋণ পরিশোধ করিবে, কারণ মৃত-ব্যক্তির ধন যে পায়, তাহারই ঋণ দেয় হয়।১৭

ভার্য্যাকৃত ঋণ পতি কর্তৃক পরিশোধ্য হইবে না। কিন্তু যদি কুটুম্বাদি পোষণের জন্য আপৎকালে পত্নী কর্তৃক ঋণ গৃহীত হয়, তাহা হইলে উক্ত ঋণ পতি কর্তৃক পরিশোধ্য হইবে, কারণ কুটুম্বাদি পোষণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির প্রয়োজন অনতি-ক্রমণীয়।১৮

আপৎকাল-ব্যতীত অন্য সময়েও সংসারে স্ত্রী নিম্ন-লিখিত কার্য্যসকল দেখিয়া থাকেন, যথা—রজক, মাংসাদি বিক্রয়কারী ব্যাধ, দুগ্ধ-ঘৃতাদিবিক্রয়কারী গোপ, শৌণ্ডিক ও প্রসৃতি বিষয়ক স্ত্রীলোক। কারণ, স্ত্রীলোকের নিকট বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উক্ত রজক প্রভৃতির জীবিকানির্বাহ হয়, সেইজন্য উহাদের নিকট স্ত্রীকৃত ঋণ থাকিলে তাহা গৃহস্বামীর পরিশোধ্য হইবে।১৯

পতির মৃত্যুর পর পুত্রবতী নারী যদি পুত্রকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন পুরুষকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীধন উক্ত পুরুষই গ্রহণ করিবে। আর যদি নিঃস্ব হয় অর্থাৎ স্ত্রীধন বলিয়া কিছু না থাকে—কেবল পতিধন থাকে এবং সেই ধন লইয়া অন্যপুরুষকে আশ্রয় করে, তাহা হইলে তাহার মৃত্যুর পর পুত্রই সমস্ত ধনের অধিকারী হইবে, উক্ত পুরুষ সেই পতিধনের অধিকারী হইবে না।২০

কিন্তু যে স্ত্রী পুত্রের সহিত পতিধন লইয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তাহার পতির কিছু ঋণ থাকে, তাহা হইলে আশ্রয়দাতা পুরুষ সেই স্ত্রীর পূর্বপতিকৃত ঋণ পরিশোধ করিবে, অন্যথা অর্থাদির সহিত সেই নারীকে ত্যাগ করিবে।২১

নির্ধন অপুত্রক মৃতব্যক্তির স্ত্রীতে যে ব্যক্তি উপগত হইবে, সেই ব্যক্তি উক্ত নারীর পূর্বভর্তার ঋণভাগী হইবে, যেহেতু ঐ স্ত্রীই তাহার ধনস্বরূপ।২২

**পাঠান্তর** :—(ক) জীবৎস্বাধিকৃতৈঃ কৃতম্, (খ) তথা (গ) কথঞ্চিৎ পত্যুরাভবেৎ, (ঘ) তস্যা দ্রব্যং হরেৎ সর্বং

(ঙ) ঋণং বোঢ়ুঃ স ভজতে তদেতস্য ধনং স্মৃতম্।

অন্তিমা (ক) স্বৈরিণীনাং যা উত্তমা চ পুনর্ভূবাম্(খ)।
ঋণং তয়োঃ পতিকৃতং দদ্যাদ্ যস্তে সমশ্নুতে (গ) ॥২৪
ভার্য্যা স্নুষা চ ভৃত্যা চ ভার্য্যায়াশ্চ পরিগ্রহঃ।
এতাবদ্ভির্ঋণং দেয়ং ভূমিং যশ্চোপজীবতি *॥২৫
স্ত্রীকৃতান্যপ্রমাণানি কার্য্যাণ্যাহুর্মনীষিণঃ (ঘ)।
বিশেষতো গৃহ-ক্ষেত্র-দানাধমন-বিক্রয়াঃ ॥২৬
এতান্যেব প্রমাণানি ভর্ত্তা যদ্যনুমন্যতে।
পুত্রঃ পত্যুরভাবে চ রাজা চ পতি-পুত্রয়োঃ ॥২৭
ভর্ত্রা প্রীতেন যদ্দত্তং স্ত্রিয়ৈ তস্মিন্ মৃতেঽপি তৎ
সা যথাকামমশ্নীয়াদ্দদ্যাদ্ বা স্থাবরাদৃতে ॥২৮
তথা দাসকৃতং কার্য্যমকৃতং পরিচক্ষতে।
অন্যত্র স্বামিসন্দেশান্ন দাসঃ প্রভুরাত্মনঃ ॥২৯
পুত্রেণাপি কৃতং কার্য্যং যৎ স্যাদচ্ছন্দতঃ পিতুঃ।
তদপ্যকৃতমেবাহুর্দাসঃ পুত্রশ্চ তৎসমৌ (ঙ) ॥৩০

(ঋণ রাখিয়া স্বামীর মৃত্যু হইলে তাহার পত্নী এবং নাবালক পুত্র থাকিতেও অসহায় দেখিয়া জ্ঞাতিরা যদি বলপূর্বক তাহার ধন গ্রহণ করে, এবং তখন যদি সেই নির্ধন-স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য-পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে পুত্র নির্ধন এবং একাকী হইবে। এইরূপ অবস্থায় বিচারকেরা ঋণদাতার অভিযোগে প্রাপ্য ধন কাহার নিকট হইতে লইবে—ইহা এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে।) অসহায়বোধে বলপূর্বক ধনহরণকারী, স্ত্রীহরণকারী এবং পুত্র—ইহাদের মধ্যে যে ধন লইয়াছে, সেই ব্যক্তিকে ঋণ দিতে হইবে। স্ত্রীহরণকারী ও ধনহরণকারী—এই উভয়েই না থাকিলে পুত্র ঋণ পরিশোধ করিবে। এইরূপ ধনগ্রাহী ও পুত্র না থাকিলে স্ত্রীকে যিনি রাখিয়াছেন—তিনিই ঋণশোধ করিবেন। কারণ, পত্নীই মৃতব্যক্তির ধন।২৩

স্বৈরিণী (বহুপুরুষগামিনী) স্ত্রীর (১২ অধ্যায়ের ৪৯ হইতে ৫২ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ভেদ চারি প্রকার। ঐ চারপ্রকারের মধ্যে শেষোক্ত স্বৈরিণী এবং পুনর্ভূ স্ত্রীর (১২ অধ্যায়ের ৪৬ হইতে ৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ভেদ তিনপ্রকারের মধ্যে যে প্রথমা- এই উভয়ের পতিকৃত ঋণ ঐ নারীদ্বয়ের উপভোগকারী পুরুষগণ দিবে।২৪

পত্নী, পুত্রবধূ, বেতন লইয়া কার্য্য করে যে এমন ভৃত্য বা দাসী, পত্নীর আশ্রিত ব্যক্তি, অথবা তাহাদের পরিবারভুক্ত কাহারও ভূমি অবলম্বনে সংসারযাত্রা নির্বাহকারী—এই সকলের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি পরিবারবর্গের পোষণাদির জন্য যে ঋণ করে, সে-ই তাহা শোধ করিবে।২৫

**ধনভেদ।**

নারী যে স্থলে ধনের অধিকারিণী হইবেন, সেই স্থলে তাহার কৃত কার্য্যসকল বিশেষতঃ গৃহক্ষেত্রাদি স্থাবর-সম্পত্তির দান, বন্ধক ও বিক্রয় অপ্রমাণ হইবে—ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন।২৬

কিন্তু স্বামীর অনুমোদনে হইলে উক্ত ভূমি-গৃহাদির দান, বন্ধক ও বিক্রয় প্রমাণসিদ্ধ হইবে। পতির অভাবে পুত্রের অনুমতিতেও বিক্রয়াদি করিতে পারিবে। পতি ও পুত্রের অভাবে রাজার অনুমতিতেও নারী ঐ দানাদি করিলে প্রমাণসিদ্ধ হইবে।২৭

স্বামী প্রীত হইয়া স্ত্রীকে যাহা দিয়াছেন, স্বামীর মৃত্যুর পর পত্নী নিজ ইচ্ছানুসারে তাহার ভোগ বা দান-বিক্রয়াদি করিতে পারিবে; কিন্তু স্বামীপ্রদত্ত ভূমি-গৃহাদি স্থাবর-সম্পত্তির দান-বিক্রয়াদি করিতে পারিবে না ২৮

যেরূপ স্বামীর অনুমতি বিনা স্ত্রীকৃত দান-বিক্রয়াদি-কার্য্য সিদ্ধ হয় না, সেইরূপ স্বামীর অনুমতি না থাকিলে ভৃত্যকৃত কর্মও অকৃত অর্থাৎ না-করার মত হইবে—ইহা বলিয়াছেন, কারণ ঐ দাসের বা ভৃত্যেরও নিজের উপর প্রভুত্ব নাই।২৯

পিতার অনুমতি বিনা পুত্র যে কার্য্য করে, তাহাও

* গ্রন্থান্তরে অধোলিখিত শ্লোকটি ২৫নং শ্লোকের পর দেখা যায়,—
বিভক্তা ভ্রাতরো যে স্যুঃ পৃথগ্ দার-ক্রিয়া-ধনাঃ।
যো হ্যপুত্রো মৃতস্তেষাং তৎপত্নী তৎসমশ্নুতে॥

পাঠান্তর:—(ক) উত্তমা, (খ) পুনর্ভামুত্তমাতথা (গ) উপাশ্নুতে, (ঘ) কার্য্যাণাহুরনাপদি

(ঙ) তৌ সমৌ,

অপ্রাপ্তব্যবহারশ্চেৎ স্বতন্ত্রোঽপি হি নর্ণভাক্ (ক)।
স্বাতন্ত্র্যং হি স্মৃতং জ্যেষ্ঠে জ্যৈষ্ঠং গুণবয়ঃ কৃতম্ ॥৩১
ত্রয়ঃ স্বতন্ত্রা লোকেঽস্মিন্ বর্ণানাং স্বে গৃহে গৃহী ॥৩২
অস্বতন্ত্রাঃ প্রজাঃ সর্বাঃ স্বতন্ত্রঃ পৃথিবীপতিঃ।
অস্বতন্ত্রঃ স্মৃতঃ শিষ্য আচার্য্যে তু স্বতন্ত্রতা ॥৩৩
অস্বতন্ত্রাঃ স্ত্রিয়ঃ পুত্রা দাসাদিশ্চ পরিগ্রহঃ (খ)।
স্বতন্ত্রস্তত্র তু গৃহী যস্য যৎ স্যাৎ ক্রমাগতম্ (গ) ॥৩৪
গর্ভস্থসদৃশো জ্ঞেয় অষ্টমাদ্ বৎসরাচ্ছিশুঃ।
বাল আ ষোড়শাদ্ বর্ষাৎ পোগণ্ড ইতি শস্যতে ॥৩৫
পরতো ব্যবহারজ্ঞঃ স্বতন্ত্রঃ পিতরৌ বিনা।
জীবতোরস্বতন্ত্রঃ (ঘ) স্যাজ্জরয়াপি সমন্বিতঃ ॥৩৬
তয়োরপি পিতা শ্রেয়োবীজপ্রাধান্যদর্শনাৎ।
অভাবে বীজিনো মাতা তদভাবে তু পূর্বজঃ ॥৩৭
স্বতন্ত্রাঃ সর্ব এবৈতে পরতন্ত্রেষু সর্বদা।
অনুশিষ্টৌ বিসর্গে চ বিক্রয়ে চেশ্বরা মতাঃ ৩৮
যদ্‌বালঃ কুরুতে কার্য্যমস্বতন্ত্রস্তথৈব চ।
অকৃতং তদিতি প্রাহুর্ধর্মশাস্ত্রবিদো জনাঃ (ঙ) ॥৩৯

অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধের মধ্যে গণ্য হইবে—ইহা মুনিগণ বলিয়াছেন; যেহেতু পুত্র ও ভৃত্য তদ্‌বিষয়ে উভয়ে তুল্য।৩০

স্বাধীন হইয়াও ব্যবহার করিবার যোগ্যতা না আসা পর্য্যন্ত অর্থাৎ ষোড়শবর্ষ বয়স্ক না হওয়া পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি ঋণের আদান-প্রদানকার্য্য করিতে পারিবে না। ঐ সকল কার্য্যে জ্যেষ্ঠেরই স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ স্বাধীনতা থাকে, যেহেতু গুণ ও বয়স জ্যেষ্ঠের সম্পদ্।৩১

এই ভূলোকে তিনজন হইলেন স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন, প্রথম—রাজা, দ্বিতীয়—উপনয়ন-সংস্কারের পর যিনি বেদের উপদেশ দেন—এইরূপ আচার্য্য এবং তৃতীয়—সকল বর্ণের নিজ নিজ গৃহের যিনি গৃহস্বামী।৩২

প্রজাগণ সকলে অস্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন নহেন, কিন্তু রাজা হইলেন স্বাধীন। যে শিষ্য, সেও অস্বাধীন; কিন্তু আচার্য্যের স্বতন্ত্রতা আছে।৩৩

স্ত্রী, পুত্র ও দাস প্রভৃতি পরিবারবর্গ স্বাধীন নহে। কিন্তু কুলক্রমাগত অধিকার-সূত্রে যে ধন প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই ধনে ধনী গৃহস্বামী স্বতন্ত্র অর্থাৎ স্বাধীন।৩৪

অষ্টমবর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশুকে গর্ভস্থ-সদৃশ অর্থাৎ ভ্রূণতুল্য জানিবে আর ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত বয়স্ক বালককে পোগণ্ড বলিয়া জানিবে।৩৫

ষোড়শ-বর্ষ-বয়ঃক্রম অতিক্রান্ত হইলে ব্যবহারজ্ঞ অর্থাৎ আয়-ব্যয়াদি পরিদর্শনপূর্বক অভিযোগাদি কার্য্য করিতে অধিকারী হয়। পিতা-মাতা না থাকিলে সকল ব্যক্তি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে। কিন্তু পিতা-মাতা জীবিত থাকিলে পুত্র বৃদ্ধ হইলেও স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিবে না অর্থাৎ পিতা-মাতার অনুমতি লইয়া তাহাকে সকল কার্য্য করিতে হইবে।৩৬

এই যে পিতা-মাতার প্রাধান্য দেখা যাইতেছে, তন্মধ্যে বীজের প্রাধান্য আছে বলিয়া পিতা প্রধান অর্থাৎ স্বতন্ত্র; পিতার অভাবে মাতার প্রাধান্য। এইরূপ মাতার অভাবে জ্যেষ্ঠভ্রাতার প্রাধান্য বুঝিতে হইবে।৩৭

পূর্বে যে সকল ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করা হইল, তাঁহারা সকল সময়ে নিজ নিজ অধীনস্থ পরিবার-বর্গের বিষয়ে অনুশাসন অর্থাৎ আদেশ-উপদেশাদিতে, ত্যাগে অর্থাৎ দানে এবং বিক্রয়ে প্রভু হন—ইহা সর্ববাদীসম্মত।৩৮

ষোড়শবর্ষ বয়ঃক্রম হইবার পূর্বে বালক যে সকল কার্য্য করিবে, আর অস্বতন্ত্রগণ যে সকল কার্য্য করিবে, তাহা অকৃত অর্থাৎ না করার মধ্যেই গণ্য হইবে—ইহা ধর্মশাস্ত্রজ্ঞগণ বলিয়াছেন।৩৯

---

পাঠান্তর:—(ক) ন চর্ণভাক্, (খ) দাসাশ্চ সপরিগ্রহাঃ (গ) যস্য স্যাৎ তৎ ক্রমাগতম্, (ঘ) জীবতোঽপ্যস্বতন্ত্রঃ (ঙ) শাস্ত্রে শাস্ত্রবিদো জনাঃ,

স্বতন্ত্রোঽপি হি যৎ কার্য্যং কুর্য্যাদপ্রকৃতিং গতঃ।
অকৃতং তদপি প্রাহু (ক) রস্বাতন্ত্র্যস্য হেতুতঃ ॥৪০
কাম-ক্রোধাভিভূতার্ত্ত-ভয়-ব্যসনপীড়িতাঃ।
রাগ-দ্বেষপরীতাশ্চ জ্ঞেয়াস্ত্বপ্রকৃতিং গতাঃ ॥৪১
কুলে জ্যেষ্ঠস্তথা শ্রেষ্ঠঃ প্রকৃতিস্থশ্চ (খ) যো ভবেৎ
তৎকৃতং তু কৃতং প্রাহুর্বাস্বতন্ত্রকৃতং কৃতম্ ॥৪২
ধনমূলাঃ ক্রিয়াঃ সর্বা যত্নস্তৎসাধনে মতঃ।
রক্ষণং বর্ধনং ভোগ ইতি তস্য বিধিঃ ক্রমাৎ ॥৪৩

এইরূপ নিজে স্বতন্ত্র হইলেও যদি প্রকৃতিস্থ না থাকেন, অর্থাৎ উন্মাদ অথবা বার্ধক্যজন্য বিপর্য্যস্তবুদ্ধি হন, তাহা হইলে তৎকৃত দান-বিক্রয়াদি কার্য্য অকৃত অর্থাৎ না করার মধ্যে পরিগণিত হইবে। কারণ, ইঁহাদের বিবেচনাসামর্থ্য না থাকায় বালকের ন্যায় অস্বাতন্ত্র্য বলিয়া জানিবে।৪০

যাহারা কাম এবং ক্রোধের দ্বারা অভিভূত, রোগের দ্বারা আক্রান্ত, ভয় বা বিপদের দ্বারা পীড়িত, বিষয়-ভোগে অত্যন্ত আসক্ত ও বিদ্বেষপূর্ণ, তাহারাও অপ্রকৃতস্থ বলিয়া জানিবে।৪১

বংশে যে ব্যক্তি গুণে ও বয়সে বড় বলিয়া জ্যেষ্ঠ হইয়াছেন, সদ্ব্যবহারাদির জন্য জনসমাজে সাধু বলিয়া যিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছেন, এবং যাঁহার চিত্ত প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ ভয়াদি-বিহ্বল নহে, সেই ব্যক্তিরা যাহা করেন, তাহা যথার্থ করা বলিয়া জানিবে এবং তাহা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু যাহার নিজের স্বাধীনতা নাই, তাহার কৃতকর্ম না করাই বুঝিবে অর্থাৎ অসিদ্ধ হইবে।৪২

ধর্মকার্য্যাদি সমস্ত ক্রিয়া ধনব্যয়-সাধ্য বলিয়া তাহা ধনমূলক, অতএব ধনাগমের জন্য যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। এইহেতু ধনের রক্ষা, বাণিজ্যাদি দ্বারা তাহার বৃদ্ধি-সম্পাদন এবং তাহা দ্বারা ঐহিক ও পারলৌকিক সুখের ভোগ—ইহাই হইল ধনের ত্রিবিধ বিধি অর্থাৎ নির্দেশ।৪৩

পূর্বোক্ত ধন ত্রিবিধ, যথা—শুক্ল, মিশ্রিত ও কৃষ্ণ।

তৎপুনস্ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং শুক্লং শবলমেব চ।
কৃষ্ণঞ্চ তস্য বিজ্ঞেয়ঃ প্রভেদঃ সপ্তধা পৃথক্ ॥৪৪
শ্রুত-শৌর্য্য-তপঃ-কন্যা-শিষ্য-যাজ্যান্বয়াগতম্।
ধনং সপ্তবিধং শুক্লমুদ্যোগস্তস্য তদ্বিধঃ ॥৪৫
কুসীদ-কৃষি-বাণিজ্য-শুল্ক-শিল্পানুবৃত্তিভিঃ।
কৃতোপকারাদাপ্তঞ্চ শবলং সমুদাহৃতম্ ॥৪৬
উৎকোচ (গ)-দ্যূত-দৌত্যার্ত্তি-প্রতিরূপক-সাহসৈঃ।
ব্যাজেনোপার্জিতং যচ্চ কৃষ্ণং হি তদুদাহৃতম্ (ঘ)॥৪৭

এই ত্রিবিধ ধনের প্রত্যেকের আবার সাতটি করিয়া ভেদ আছে।৪৪

(১) শ্রুত—বিদ্যালব্ধ ধন, (২) শৌর্য্য—পুরুষকার-লব্ধ ধন, (৩) তপঃ—ধর্মাচরণের দ্বারা লব্ধ ধন, (৪) কন্যা—বিবাহ দ্বারা লব্ধ ধন, (৫) শিষ্য—ছাত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত ধন, (৬) যাজ্য—যজমানের কার্য্যের দ্বারা অর্জিত ধন, ও (৭) অন্বয়াগত অর্থাৎ উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ধন—এই সাতপ্রকার ধন 'শুক্ল' ধন বলিয়া জানিবে। এই ধনগুলির আগমের উপায় শুচি ও শুদ্ধ বলিয়া ইহাকে শুক্ল অর্থাৎ শুদ্ধ বলে।৪৫

(১) কুসীদ—ঋণের সুদ, (২) কৃষি—কৃষিকার্য্য দ্বারা প্রাপ্ত ধন, (৩) বাণিজ্য—বাণিজ্যলব্ধ ধন, (৪) শুল্ক - কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য তাহার পিতাকে যে ধন প্রভৃতি দেওয়া হয় এবং দায়ভাগ-প্রকরণোক্ত ঘুষ-স্বরূপ যে ধন, (৫) শিল্প—অলঙ্কার, চিত্র প্রভৃতি শিল্পকার্য্যের দ্বারা লব্ধ ধন, (৬) অনুবৃত্তি—মনস্তুষ্টি সাধন দ্বারা লব্ধ ধন, (৭) কৃতোপকারাপ্ত—পূর্বকৃত উপকারের প্রতিদানস্বরূপ প্রাপ্ত ধন—ইহাদিগকে 'শবল' অর্থাৎ মিশ্রিত ধন বলিয়া জনিবে। এই ধনগুলি ব্রাহ্মণের স্ববৃত্তি-বহির্ভূত ধন বলিয়া ইহাতে কিছু কৃষ্ণতা আছে এবং ইহার কর্তব্যতাও আছে। এই জন্য ইহাকে শবল অর্থাৎ মিশ্রিত ধন বলে।৪৬

(১) উৎকোচ—ঘুষ, (২) দ্যূত—পণ রাখিয়া পাশা-ক্রিয়া, (৩) দৌত্য—দূতকর্ম, (৪) আর্ত্তি—পরপীড়ন,

পাঠান্তর :—(ক) তদপ্যকৃতমেবাহু (খ) প্রকৃতিস্থস্তু (গ) পার্শ্বক—পা (ঘ) তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতং—পা

তেন ক্রয়ো বিক্রয়শ্চ দানং গ্রহণমেব চ।
বিবিধাশ্চ প্রবর্ত্তন্তে (ক) ক্রিয়াঃ সম্ভোগ এব চ ॥৪৮
যথাবিধেন দ্রব্যেণ যৎ কিঞ্চিৎ কুরুতে নরঃ।
তথাবিধমবাপ্নোতি স ফলং প্রেত্য চেহ চ ॥৪৯
তৎ পুনর্দ্বাদশবিধং প্রতিবর্ণাশ্রয়াৎ (খ) স্মৃতম্।
সাধারণং স্যাত্ত্রিবিধং শেষং নববিধং বিদুঃ ॥৫০
ক্রমাগতং প্রীতিদায়ঃ (গ) প্রাপ্তঞ্চ সহ ভার্য্যয়া।
অবিশেষেণ বর্ণানাং সর্ব্বেষাং ত্রিবিধং শুভম্ (ঘ) ॥৫১
বৈশেষিকং ধনং জ্ঞেয়ং ব্রাহ্মণস্য শুভং ত্রিধা (ঙ)।
প্রতিগ্রহেণ যল্লব্ধং (চ) যাজ্যতঃ শিষ্যতস্তথা ॥৫২

(৫) প্রতিরূপক—চৌর্য্য, (৬) সাহস—দস্যুতাদি ও (৭) ব্যাজোপার্জ্জিত--কপটতা,—এই সকল উপায় দ্বারা লব্ধ ধন 'কৃষ্ণ' অর্থাৎ পাপময় ধন বলিয়া জানিবে। শুদ্ধিতত্ত্বের দানপ্রকরণে এই শ্লোকের স্মার্ত রঘুনন্দনকৃত পাঠান্তর হইতেছে—

'পার্শ্বিক-দ্যূত-চৌর্য্যার্ত্তি-প্রতিরূপক-সাহসৈঃ।
ব্যাজোনোপার্জ্জিতং যদ্ যৎ তৎ কৃষ্ণং সমুদাহৃতম্' ॥৪৭

উক্ত শুক্লাদি তিনপ্রকার ধনের দ্বারা যাগ, ক্রয়, বিক্রয়, দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্যসকল সংঘটিত হইয়া থাকে এবং সদ্ভাবে বিষয়ের ভোগও হইয়া থাকে।৪৮

উক্ত তিনপ্রকার দ্রব্যের মধ্যে যে ব্যক্তি যেরূপ দ্রব্য লইয়া কর্ম করে, সেই ব্যক্তি পরকালে ও ইহকালে সেইরূপ ফললাভ করিয়া থাকে।৪৯

প্রতি বর্ণকে আশ্রয় করিয়া এই ধন পুনরায় দ্বাদশবিধ বলিয়া জানিবে। ঐ দ্বাদশপ্রকার ধনের মধ্যে তিন-প্রকার ধন প্রত্যেক বর্ণের শুদ্ধ। তদ্‌ভিন্ন নয়প্রকার ধন বিশেষ বিশেষ বর্ণের পক্ষে শুদ্ধ জানিবে।৫০

(১) কুলক্রমাগত উত্তরাধিকারি-সূত্রে প্রাপ্ত ধন, (২) প্রীতি-প্রদত্তধন ও (৩) ভার্য্যার সহিত প্রাপ্ত ধন—এই ত্রিবিধ ধন সকল বর্ণের পক্ষে সমানভাবে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে।৫১

পাঠান্তর :—(ক) প্রযুজ্যন্তে (খ) শ্রয়ং (গ) দায়ং (ঘ) ধনম্ (ঙ) ত্রিলক্ষণম্ (চ) লব্ধঞ্চ

ত্রিবিধং ক্ষত্রিয়স্যাপি শুদ্ধং (ছ) বৈশেষিকং ধনম্।
করাদ্ যুদ্ধোপলব্ধঞ্চ (জ) দণ্ডশ্চ ব্যবহারতঃ ॥৫৩
বৈশেষিকং ধনং জ্ঞেয়ং বৈশ্যস্যাপি ত্রিধা শুভম্।
কৃষি-গোরক্ষ-বাণিজ্যৈঃ শূদ্রস্ত্বেষামনুগ্রহাৎ (ঝ) ॥৫৪
সর্ব্বেষামেব বর্ণানামেষ ধর্ম্ম্যো ধনাগমঃ।
বিপর্য্যয়াদধর্ম্ম্যঃ স্যান্ন চেদাপদ্ গরীয়সী ॥৫৫
আপৎস্বনন্তরা বৃত্তির্ব্রাহ্মণস্য বিধীয়তে।
বৈশ্যবৃত্তিস্ততশ্চোক্তা ন জঘন্যা কথঞ্চন ॥৫৬
ন কথঞ্চন কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ কর্ম বার্ষলম্।
বৃষলঃ কর্ম ন ব্রাহ্মং পতনীয়ৌ হি তৌ তয়োঃ ॥৫৭

পূর্বে বর্ণবিশেষের পক্ষে যে নয়প্রকার ধন শুদ্ধ বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে ব্রাহ্মণের পক্ষে (১) প্রতিগ্রহলব্ধ ধন, (২) ঋত্বিক্‌কর্ম অর্থাৎ পৌরহিত্য কর্মলব্ধ ধন, (৩) গুরুদক্ষিণারূপে ছাত্রের নিকট হইতে লব্ধ ধন—এই তিনপ্রকার ধন শুদ্ধ অর্থাৎ ইহাই ব্রাহ্মণের পক্ষে বিশেষ বলিয়া জানিবে।৫২

(১) প্রজার নিকট হইতে রাজার প্রাপ্য কর, (২) যুদ্ধে জয়লব্ধ ধন ও (৩) বিচারকার্য্য হইতে দণ্ডলব্ধ ধন - এই তিনপ্রকার ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শুদ্ধ অর্থাৎ ইহাই তাহার পক্ষে বিশেষ।৫৩

(১) কৃষিকর্মলব্ধ ধন, (২) গো-রক্ষণাদি লব্ধ ধন ও (৩) বাণিজ্যলব্ধ ধন—এই তিন প্রকার ধন বৈশ্যের পক্ষে শুদ্ধ অর্থাৎ বিশেষ। উক্ত বর্ণত্রয়ের অনুগ্রহে শূদ্র যে ধন লাভ করিয়া থাকে, সেই ধনই তাহার পক্ষে শুদ্ধ জানিবে।৫৪

এই ধনাগম সমস্ত বর্ণেরই ধর্মানুগত বলিয়া জানিবে। যদি অত্যন্ত আপৎকাল উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে ইহার ব্যতিক্রমে যে ধনাগম হয়, তাহা ধর্মানুগত হইবে না।৫৫

## আপদ্‌বৃত্তি

ব্রাহ্মণের আপৎকাল উপস্থিত হইলে অর্থাৎ স্বীয় প্রতিগ্রহাদি বৃত্তি দ্বারা সংসারযাত্রা-নির্বাহ না হইলে

(ছ) প্রাহুঃ (জ) যুদ্ধোপলব্ধং (ঝ)

উৎকৃষ্টং চাপকৃষ্টঞ্চ তয়োঃ কর্ম ন বিদ্যতে।
মধ্যমে কর্মণী হিত্বা সর্বসাধারণে হি তে ॥৫৮

আপদং ব্রাহ্মণস্তীর্ত্বা ক্ষত্রবৃত্ত্যর্জিতৈর্ধনৈঃ (ক)।
উৎসৃজেৎ ক্ষত্রবৃত্তিং তাং কৃত্বা পাবনমাত্মনঃ ॥৫৯

তস্যামেব তু যো বৃত্তৌ ব্রাহ্মণো রমতে সদা (খ)।
কাণ্ডপৃষ্ঠশ্চ্যুতো মার্গাদপাঙ্‌ক্তেয়ঃ প্রকীর্তিতঃ(গ)।৬

বৈশ্যবৃত্ত্যা চাবিক্রেয়ং (ঘ) ব্রাহ্মণস্য পয়ো দধি।
ঘৃতং মধু মধুচ্ছিষ্টং লাক্ষা-ক্ষার-রসাসবাঃ ॥৬১

মাংসৌদন-তিল-ক্ষৌম-সোম-পুষ্প-ফলোপলাঃ।
মনুষ্য-বিষ-শস্ত্রাম্বু-লবণাপূপ-বীরুধঃ ॥৬২

চেল (ঙ)-কৌশেয়-চর্মাস্থি-কুতপৈকশফা মৃদঃ।
উদশ্বিৎ-কেশ-পিণ্যাক-শাকাদ্যৌষধয়স্তথা ॥৬৩

ব্রাহ্মণস্য তু বিক্রেয়ং শুষ্কং দারু তৃণানি চ।
গন্ধদ্রব্যৈরকা-বেত্র-(চ) তুল-মূল-কুশাদৃতে (ছ) ॥৬৪

স্বয়ং শীর্ণঞ্চ (জ) বিদলং ফলানাং বদরেঙ্গুদে।
রজ্জুঃ কার্পাসিকং সূত্রং তচ্চেদবিকৃতং ভবেৎ ॥৬৫

অবক্তৌ (ঝ) ভেষজস্যার্থে যজ্ঞহেতোস্তথৈব চ।
যদ্যবশ্যং তু বিক্রেয়াস্তিলা ধান্যেন তৎসমাঃ ॥৬৬

অবিক্রেয়াণি বিক্রীণন্ ব্রাহ্মণঃ প্রচ্যুতঃ পথঃ।
মার্গে পুনরবস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়সা ॥৬৭

ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করিবে; তাহাতেও অসম্ভব হইলে বৈশ্যবৃত্তিও অবলম্বন করিতে পারিবে, কিন্তু শূদ্রবৃত্তি কদাপি গ্রহণ করিতে পারিবে না।৫৬

ব্রাহ্মণ কদাপি শূদ্রের কর্তব্য-কর্ম করিবে না, এবং শূদ্রও ব্রাহ্মণের কর্তব্য-কর্ম করিবে না, কারণ, ব্রাহ্মণের পক্ষে শূদ্রোচিত কর্ম ও শূদ্রের পক্ষে ব্রাহ্মণোচিত কর্ম পাতিত্যজনক।৫৭

ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের যথাক্রমে বৈশ্যবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয়বৃত্তি ভিন্ন অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট বৃত্তি নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্য-বৃত্তি হইল নিকৃষ্ট বৃত্তি ও শূদ্রের ক্ষত্রিয়বৃত্তি হইল উৎকৃষ্ট বৃত্তি—ইহা ভিন্ন তাহাদের অন্য কোন বৃত্তি নাই। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যবৃত্তি ভিন্ন বলিবার কারণ হইতেছে—এই দুই বৃত্তি সর্বসাধারণ অর্থাৎ সকল বর্ণই উহা গ্রহণ করিতে পারে। কিন্তু ব্রাহ্মণ আপৎকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তির অবলম্বনে অর্জিত ধন দ্বারা আপদ্ উত্তীর্ণ হইবার পর উক্ত ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়া তাহা পরিত্যাগ করিবেন।৫৮-৫৯

ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়বৃত্তিতে সর্বদা অর্থাৎ আপৎকাল না থাকিলেও রত থাকেন, তাহা হইলে সেই শস্ত্রজীবী ব্রাহ্মণকে ব্রাহ্মণোচিত পথ হইতে ভ্রষ্ট বলিয়া অপাঙ্‌ক্তেয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণের সহিত পঙ্‌ক্তিভোজনের অযোগ্য বলিয়া জানিবে।৬০

আপৎকালে ক্ষত্রিয়বৃত্তি দ্বারাও সংসারযাত্রা-নির্বাহ না হইলে ব্রাহ্মণ যদি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত বস্তুগুলি তাহার পক্ষে বিক্রেয় নহে বলিয়া জানিবে। যথা—দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, মধু, সোম, লাক্ষা (গালা), ক্ষার অর্থাৎ গুড়, সোডা প্রভৃতি, রস অর্থাৎ তৈল প্রভৃতি, মদ্য, মাংস, ওদন অর্থাৎ ভাত, তিল, ক্ষৌম্য (বস্ত্রবিশেষ), সোম, পুষ্প, ফল, পাষাণ, মনুষ্য, বিষ, শস্ত্র, জল, লবণ, পিষ্টক, গুল্মলতা, বস্ত্র, গরদ, তসর, চর্ম, অস্থি, কম্বল, যে পশুর খুর জোড়া সেই পশু অর্থাৎ অশ্ব, গর্দভাদি, মৃৎপাত্রাদি, অর্ধভাগ-জলমিশ্রিত ঘোল, চামর প্রভৃতি, খইল, শাক, আদা, যাহা ওষধি বলিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ ফল পাকিলে যে লতাদি মরিয়া যায়—এই সকল।৬১-৬৩

বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণের পক্ষে শুষ্ককাষ্ঠ ও তৃণ বিক্রেয়, কিন্তু যে তৃণ বা কাষ্ঠে গন্ধদ্রব্য হয় (যেমন বেণার মূল ইত্যাদি)—তাহা, এরকা অর্থাৎ তৃণ-বিশেষ এবং আয়ুর্বেদে যাহা গুন্দ্রমূলা, শিম্বাগুন্দ্রা ও শরী বলিয়া খ্যাত, বেত্র, তুলা, মূল ও কুশ—এই সকল বিক্রেয় নহে।৬৪

স্বয়ং পতিত ফল, বিদল অর্থাৎ মুগ-মাসকলাই প্রভৃতি ভাঙ্গা ডাল, ফলসমূহের মধ্যে বদর ও ইঙ্গুদ (এই দুইটি

**পাঠান্তর :**—(ক) ক্ষত্রবৃত্ত্যা ভৃতে জনে (খ) রমতে ব্রাহ্মণো রসাৎ।
(গ) মার্গাৎ সোঽপাঙ্‌ক্তেয়ঃ প্রকীর্তিতঃ
(ঘ) বৈশ্যবৃত্তাববিক্রেয়ং
(ঙ) নীল (চ) গন্ধদ্রব্যৈরকালেয়
(ছ) তুষাদৃতে (জ) স্বয়ং বিশীর্ণং (ঝ) অশক্তৌ

প্রমাণানি প্রমাণস্থৈঃ পরিকল্প্যানি (ক) যত্নতঃ।
সীদন্তি হি (খ) প্রমেয়াণি (গ)
প্রমাণৈরব্যবস্থিতৈঃ ॥৬৮
লিখিতং সাক্ষিণো ভুক্তিঃ প্রমাণং ত্রিবিধং স্মৃতম্।
ধনস্বীকরণে যেন ধনী ধনমবাপ্নুয়াৎ (ঘ) ॥৬৯
নাকরিষ্যদ্ যদি ব্রহ্মা লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্।
তত্রেয়মস্য লোকস্য নাভবিষ্যচ্ছুভা গতিঃ ॥৭০

দেশ-কাল-ফল-দ্রব্যপ্রমাণাবধিনিশ্চয়ে।
সর্বসন্দেহবিচ্ছেদি লিখিতং চক্ষুরুত্তমম্ ॥৭১
গৃহীত্বাপি স্থলে দ্রব্যং যোঽপহ্নবিতুমিচ্ছতি.
স্থাপিতঃ সাক্ষিভির্মার্গে স দুঃসাধ্যোঽপি সাধ্যতে ॥৭২
লিখিতং স্যাদ্ বহুচ্ছিদ্রং সাক্ষিণো নাজরামরাঃ।
ভুক্তিস্ত্বনর্থসংবন্ধা সন্তত্যৈবার্থসাধকী ॥৭৩
তদেতত্রিবিধং জ্ঞেয়ং প্রমাণায় ন সাধিতম্।

ফলের বিশেষভাবে উল্লেখ থাকায় উহা স্বয়ং পতিত না হইলেও বিক্রেয়—ইহাই বুঝাইতেছে), রজ্জু, অবিকৃত অর্থাৎ বর্ণান্তরহীন কার্পাস-সূত্র—এই সকল দ্রব্য ব্রাহ্মণের পক্ষে বিক্রেয়। (এই স্থলে মিতাক্ষরায় অর্থাৎ যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার টীকায় ভিন্নরূপে নারদ-বচনের উল্লেখ দেখা যায়, যথা—"স্বয়ং শীর্ণানি পর্ণানি ফলানাং বদরেঙ্গুদে'। ইহার অর্থ—স্বয়ং পতিত জীর্ণপত্রসকল, ফলের মধ্যে বদর (কুল) ও ইঙ্গুদফল ব্রাহ্মণের পক্ষে বিক্রেয়)। পূর্বে যে (৬২ শ্লোকে) ব্রাহ্মণের পক্ষে তিল অবিক্রেয়—ইহা দেখান হইয়াছে, তাহা সাধারণভাবে বুঝিতে হইবে। কারণ, তিলবিক্রয় ছাড়া যেখানে অন্য উপায় নাই, সেইরূপ অশক্ত-পক্ষে, ঔষধের জন্য বা যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য যদি তিল অবশ্য বিক্রয় করিতে হয়, তাহা হইলে তিলের সমান ধান্য লইয়া অর্থাৎ তিলের পরিমাণ ধান্য পরিবর্তনের দ্বারা তিল বিক্রয় করা চলিবে, কিন্তু কোন অর্থাদি মূল্য লইয়া তিল বিক্রয় করা চলিবে না।৬৫-৬৬

ব্রাহ্মণের পক্ষে যাহা অবিক্রেয়—সেই সকল দ্রব্য যদি ব্রাহ্মণ বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই ব্রাহ্মণ কর্তব্য পথ হইতে বিচ্যুত হইবে এবং সেই সময় রাজা উক্ত ব্রাহ্মণকে গুরু-দণ্ড দান করিয়া ব্রাহ্মণোচিত কর্তব্যমার্গে পুনরায় তাহাকে স্থাপন করিবেন।৬৭

## প্রমাণভেদ

যাঁহারা প্রমাণের দ্বারা জয়-পরাজয়াদি নির্ণয় করিয়া থাকেন অর্থাৎ রাজা, বিচারসভার সভ্যগণ এবং বিচারকগণ, তাঁহারা বিচারের জন্য বাদী কিংবা প্রতিবাদী কর্তৃক উপস্থাপিত প্রমাণ অর্থাৎ যাহার দ্বারা অভিযোগের সত্যাসত্য নির্ণীত হয়—তাহা যত্নের সহিত স্থির করিয়া লইবেন। কারণ, প্রমাণ স্থির না হইলে এবং সেই অস্থির প্রমাণ দ্বারা বিচার করিলে প্রমাণসাধ্য বিষয়টির প্রকৃত নির্ণয় হয় না বলিয়া উহা নষ্ট হইবে।৬৮

উক্ত প্রমাণ হইল তিনপ্রকার, যথা—(১) লিখিত অর্থাৎ দলিল, (২) সাক্ষী ও (৩) ভোগ অর্থাৎ দখলী-স্বত্ব। উত্তমর্ণ এই প্রমাণত্রয়ের সামর্থ্যে অধমর্ণের নিকট হইতে গৃহীত ধন ফেরত পায়।৬৯

বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ যদি অতীতদর্শনের চক্ষুঃস্বরূপ এই 'লেখা' অর্থাৎ অক্ষরসৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে জগতের এই গতি অর্থাৎ নিখিলতত্ত্বসমূহের নির্ণয়োপায় শুভ হইতে পারিত না।৮০

দেশ, কাল, দ্রব্য, প্রমাণ ও সীমার নিশ্চয় করিতে 'লিপি'ই সমস্ত সন্দেহ-ভঞ্জক উৎকৃষ্ট চক্ষুঃস্বরূপ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট প্রমাণ।৭১

যে ব্যক্তি কোন স্থানে দ্রব্য গ্রহণ করিয়াও তাহার অপলাপ করিতে ইচ্ছা করে, সাক্ষিগণ সেই ব্যক্তিকে সত্যপথে উপস্থাপিত করিয়া অসাধ্যের সাধন করিয়া থাকে।৭২

লিখিত অর্থাৎ দলিলের মধ্যে বহু ভ্রমাদি দোষ থাকিতে পারে, সাক্ষিসকলও অজর এবং অমর হয় না। সেইজন্য ধারাবাহিকরূপে ভোগ অর্থাৎ দখল দলিল বা সাক্ষিগণের ন্যায় ধ্বংসশীল পার্থিব বস্তু নহে বলিয়া উহা সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত প্রমাণ।৭৩

যেস্থলে ধনীর ধন সন্দেহাস্পদ হইবে অর্থাৎ ঋণ

পাঠান্তর :—(ক) পরিপাল্যানি (খ) সীদন্তি চ
(গ) প্রমাণানি (ঘ) ধনী ধনমুপাপ্নুতে

সন্দেহমাগতমপি ধনী ধনমবাপ্নুয়াৎ ॥৭৪
লিখিতং বলবন্নিত্যং জীবস্তশ্চৈব (ক) সাক্ষিণঃ।
কালাতিহরণাদ্ ভুক্তিরিতি শাস্ত্রবিনিশ্চয়ঃ (খ) ॥৭৫
ত্রিবিধস্যাস্য দৃষ্টস্য প্রমাণস্য যথাক্রমম্।
পূর্বং পূর্বং গুরু জ্ঞেয়ং ভুক্তিস্তেভ্যো (গ)
গরীয়সী ॥৭৬
বিদ্যমানেঽপি লিখিতে জীবৎস্বপি হি সাক্ষিষু।
বিশেষতঃ স্থাবরাণাং যন্ন ভুক্তঃ ন তৎ স্থিরম্ ॥৭৭

দেওয়া হইয়াছে কিনা এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইবে, সেইস্থলে উক্ত ধন অপ্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধনী তাহা পাইবে না। এইরূপ সম্ভবনা-স্থলে উক্ত তিন প্রকার অর্থাৎ ঋণপত্র ( দলিল ), সাক্ষী বা ধারাবাহিক-ভাবে ভোগের মধ্যে যে কোন একটি প্রমাণের দ্বারা ঐ ধন প্রমাণিত হইলে ধনী তাহার ধন ফিরিয়া পাইবে। সেইজন্য এই তিনপ্রকার প্রমাণই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য জানিবে।৭৪

লিখিত অর্থাৎ দলিল-পত্র সকল সময়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণরূপে গণ্য হইবে এবং তাহার পরে জীবিত সাক্ষীর প্রমাণ প্রমাণরূপে গণ্য হইবে। আর বহুকাল ভোগের দ্বারা যে প্রমাণ, তাহাও বলবৎ প্রমাণরূপে গণ্য হইবে—ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।৭৫

এই যে তিনপ্রকার প্রমাণ প্রদর্শিত হইল, ইহাদের ক্রমানুসারে পর পর অপেক্ষা পূর্ব পূর্ব প্রমাণের প্রাধান্য হইবে। কিন্তু সকল প্রমাণ হইতে স্থলবিশেষে ভোগ অর্থাৎ দখলই প্রবল প্রমাণ—ইহা জানিবে। পূর্ব পূর্ব প্রমাণের প্রাধান্য বলিয়া পরিশেষে উক্ত ভোগরূপ প্রমাণের অধিক প্রামাণ্য বলায় দলিলপত্র থাকিলেও এবং সাক্ষিসকল জীবিত থাকিলেও বিশেষতঃ যে স্থাবর-বস্তু স্বীয় দখলে নাই, তাহা যে তাহার ইহা স্থির হইবে না।৭৬-৭৭

যে ব্যক্তি নিজের বস্তু অন্যে ভোগ করিলেও মূঢ়তা-বশতঃ তাহা উপেক্ষা করিয়া চলে, সেই ব্যক্তির জীবিতা-

ভুজ্যমানান্ পরৈরর্থান্ যঃ স্বমৌঢ্যাদুপেক্ষতে।
সমক্ষং জীবতোঽপ্যস্য তান্ ভুক্তিঃ
কুরুতে বশে (ঘ) ॥৭৮
যৎ কিঞ্চিদ্দশ বর্ষাণি সন্নিধৌ প্রেক্ষতে ধনী।
ভুজ্যমানং পরৈস্তূষ্ণীং ন স তল্লব্ধুমর্হতি * ॥৭৯
অজড় (ঙ) শ্চেদপোগণ্ডো বিষয়ে চাস্য ভুজ্যতে।
ভগ্নং (চ) তদ্ব্যবহারেণ ভোক্তা তদ্ধনমর্হতি ॥৮০
আধিঃ সীমা বালধনং নিক্ষেপোপনিধী (ছ) স্ত্রিয়ঃ।
রাজস্বং শ্রোত্রিয়দ্রব্যং ন ভোগেন প্রণশ্যতি (জ) ॥৮১

বস্থাতেই তাহার সমক্ষে ঐ অন্যের ভোগ অর্থাৎ দখল সেই দখলকারীর স্বত্ব সম্পাদন করে।৭৮

পূর্ব শ্লোকে যে দেখান হইল—ভোগের দ্বারা পূর্ব-স্বামীর স্বত্বকে নষ্ট করিয়া দখলকারীর স্বত্বের কারণ হয়, তাহা কতদিনে হইবে—ইহা দেখাইতেছেন। যে স্থলে ধনী নিকটে থাকিয়াও স্বীয় স্থাবরাদি বস্তু দশবৎসরকাল অপরে ভোগ করিতেছে দেখিয়াও চুপ করিয়া থাকে অর্থাৎ তাহার প্রতিবাদ না করে, সেই স্থলে উক্ত যে কোন বস্তুই হউক না কেন, তাহা দখলকারীর হইবে এবং ধনা আর তাহা পাইবে না।৭৯

যে ধনী প্রাপ্তবয়স্ক এবং দীর্ঘকালান রোগাদির জন্য বিকলান্তঃকরণ নহে. বোবা, অন্ধ ও বধির বলিয়া জড় নহে—এইরূপ অবস্থায় তাহার বস্তু যদি অপরে তাহার সমক্ষে দশবর্ষকাল পর্য্যন্ত ভোগ করে এবং পরে রাজদ্বারে অভিযোগ করিলেও যদি সেই ধনী পরাজিত হয়, তখন উক্ত দখলকারী ঐ ধন পাইবে।৮০

এই যে ভোগের দ্বারা পূর্বস্বামীর স্ব-স্বত্বের নাশ এবং ভোগকারীর স্ব-সত্বের জননের কথা বলা হইল, তাহাও দ্রব্যবিশেষে স্বত্বনাশ হইবে না, যথা—বন্ধকীদ্রব্য, সীমা,

পাঠান্তর :—(ক) জীবত্ত্বেব (খ) শাস্ত্রেষু নিশ্চয়ঃ (গ) (ঘ) স্বকান্
(ঙ) অজল (চ) ভুক্তং (ছ) নিক্ষেপোপ নিধিঃ
(জ) রাজস্ব শ্রোত্রিয়স্বঞ্চ নোপভোগেন জীর্য্যতি

* উপেক্ষাং কুর্বতস্তস্য তূষ্ণীভূতস্য তিষ্ঠতঃ।
কালেঽতিপন্নে পূর্বোক্তো ব্যবহারো ন বিদ্যতে—পা
৭৯নং শ্লোকের পর গ্রন্থবিশেষে এই শ্লোক অতিরিক্ত দেখা যায়

প্রত্যক্ষপরিভোগাত্তু (ক) স্বামিনো দ্বিদশাঃ সমাঃ।
আধ্যাদীন্যপি জীর্য্যন্তে স্ত্রী-নরেন্দ্রধনাদৃতে ॥৮২
স্ত্রীধনঞ্চ নরেন্দ্রাণাং ন কথঞ্চন জীর্য্যতে (খ)।
অনাগমং ভুজ্যমানং বৎসরাণাং শতৈরপি ॥৮৩
সম্ভোগো দৃশ্যতে যত্র (গ) ন দৃশ্যেতাগমঃ ক্বচিৎ।
আগমঃ কারণং তত্র ন ভোগস্তত্র কারণম্ ॥৮৪
আগমেন বিশুদ্ধেন ভোগো যাতি প্রমাণতাম্।
অবিশুদ্ধাগমো ভোগঃ প্রামাণ্যং নৈব গচ্ছতি ॥৮৫
ভোগং কেবলতো যস্তু কীর্ত্তয়েন্নাগমং ক্বচিৎ।
ভোগ-চ্ছলাপদেশেন স বিজ্ঞেয়স্তু তস্করঃ ॥৮৬
অনাগমং তু যো ভুঙ্ক্তে বহূন্যব্দশতান্যপি।
চৌরদণ্ডেন তং পাপং দণ্ডয়েৎ পৃথিবীপতিঃ ॥৮৭
ভুজ্যতেঽনাগমং যত্তু ন তদ্ভোগপদং নয়েৎ (ঘ)।
প্রেতে তু ভোক্তরি ধনং যাতি তদ্বংশ-
ভোগ্যতাম্ ॥৮৮
স্মার্ত্তে কালে ক্রিয়া ভুক্তেঃ সাগমা ভুক্তিরিষ্যতে।
অস্মার্ত্তে লিখিতাভাবে ক্রমাত্রিপুরুষাগতা ॥৮৯
আহর্ত্তৈর্বাভিযুক্তঃ স্যান্নার্থানামুদ্ধরেৎ পদম্ (ঙ)।
ভুক্তিরেব বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ প্রাপ্তা যা (চ) পিতৃতঃ
ক্রমাৎ ॥৯০

নাবালকের ধন, গচ্ছিত বস্তু, গচ্ছিত স্ত্রী, রাজার ভূমি এবং বেদ-বেদান্তশাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রাহ্মণোচিত ষট্‌কর্ম্ম-পরায়ণ ব্রাহ্মণের গবাদি ধন—ইহা ভোগ করিলেও ভোগকারীর হইবে না।৮১

কিন্তু যদি ঐ বন্ধকীদ্রব্যাদি তাহার মালিকগণের সমক্ষে কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ভোগদ্বারা পূর্ব্বস্বামীর স্বত্ব নষ্ট হইবে এবং তাহাতে ভোগকারীর স্বত্ব জন্মিবে, কিন্তু গচ্ছিত স্ত্রী ও রাজার ভূমি ভোগ করিলেও ভোগকারীর হইবে না।৮২

স্ত্রীধন অর্থাৎ যে ধনে স্ত্রীলোকের স্বেচ্ছায় দান-ভোগাদি করার অধিকার আছে—তাহাতে এবং রাজার ধনে দানাদিসূচক যদি কোন দলিলপত্র না থাকে, তাহা হইলে বহুশতবর্ষও কোনরূপ ভোগাদিতে উক্ত ধনে তাহাদের স্বত্ব নষ্ট হইবে না।৮৩

যে স্থলে দখল দেখা যায় কিন্তু তাহার দলিল দেখা যায় না, সেই স্থলে ঐ ভোগের মূলে দলিলই কারণ—ঐ ভোগ কারণ নহে।৮৪

দোষরহিত দলিলের সহিত ভোগই ভোগকারীর স্বত্বের প্রমাণ হইবে, আর দোষদুষ্ট দলিলের বলে যে ভোগ, তাহা প্রমাণরূপে গণ্য হইবে না।৮৫

যে ব্যক্তি কেবল 'আমি ইহা ভোগ করিতেছি সুতরাং ইহা আমার' এই কথা বলিয়া থাকে কিন্তু কদাপি 'দলিল আছে' এই কথা বলে না, তাহাকে ভোগরূপ ছল দ্বারা অন্যের দ্রব্য আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছুক 'চোর' বলিয়া জানিবে।৮৬

দলিল নাই অথচ বহুশতাব্দী অন্যের দ্রব্য ভোগ করিতেছে—এইরূপ অবস্থায় রাজা সেই পরদ্রব্য অপহরণে উদ্যমী পাপী ব্যক্তিকে চোরের উচিত দণ্ড প্রদান করিবেন।৮৭

দলিলহীন অবস্থায় যে ভোগ—তাহা ভোক্তার স্বত্ব-সম্পাদক হয় না। কিন্তু দলিলহীন ভোগকারীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রাদির স্বত্বসম্পাদক ভোগ হইবে। (এই বচন দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, যে ব্যক্তি ভোগ করিতেছে—তাহাকে পূর্ব্বস্বামীর উপেক্ষা করা উচিত নহে অর্থাৎ ভোগদখলস্বত্ব যাতে না জন্মায়, তার জন্য পূর্ব্বেই প্রতিবাদ বা বাধা প্রদান করিবে)।৮৮

দলিলের সহিত স্মরণীয় কালের মধ্যে যে ভোগ, তাহা ভোগকারীর স্বত্বের সম্পাদক হয়। আর যদি দলিল না থাকে, তাহা হইলে স্মরণাতীতকাল ধরিয়া তিনপুরুষ ক্রমাগত ভোগ করিলে সেই ভোগের দ্বারা স্বত্ব জন্মিবে।৮৯

যে ব্যক্তি পরের অর্থকে নিজের করিয়া লইয়াছে,

**পাঠান্তর** :—(ক) প্রত্যক্ষপরিভোগাচ্চ (খ) জীর্য্যতি (গ) নির্ভোগো যত্র দৃশ্যেত (ঘ) তদ্ভোগোঽতিবর্ত্ততে (ঙ) আহির্ত্তৈর্বাভিযুক্তঃ সন্নর্থতস্তদ্ধরেৎ পদম্ (চ) প্রাপ্তানাং

অন্যায়েনাপি যদ্‌ভুক্তং পিতুঃ পূর্বতরৈস্ত্রিভিঃ।
ন তচ্ছক্যমপাহর্ত্তুং ক্রমাৎ ত্রিপুরুষাগতম্ ॥৯১
অন্বাহিতং হৃতং ন্যস্তং বলাবষ্টব্ধযাচিতম্।
অপ্রত্যক্ষঞ্চ যদ্‌ভুক্তং ষড়েতান্যাগমং (ক) বিনা ॥৯২
তথারূঢ়বিবাদস্য প্রেতস্য ব্যবহারিণঃ।
পুত্রেণ সোঽর্থঃ সংশোধ্যো ন তং ভোগপদং নয়েৎ (খ) ॥৯৩
সন্তোঽপি ন প্রমাণং স্যুর্ম্‌তে ধনিনি সাক্ষিণঃ।
অন্যত্র শ্রাবিতাদ্ যস্মাৎ (গ) স্বয়মাসন্নমৃত্যুনা ॥৯৪

সেই ব্যক্তি পরধনের অপহরণকারী বলিয়া অভিযুক্ত হইবে। পরে সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রমাণাদি উপস্থাপন করিয়া উক্ত ধনকে নিজের বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। আর এক কথা—যে ভোগ পিতৃপুরুষ ক্রমেহইয়া আসিয়াছে, সেই ভোগই বিশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে।৯০

ধনস্বামীর বিনা অনুমতিতে অন্যায়ভাবেও যদি পিতার পূর্বতন তিনপুরুষ ক্রমাগতভাবে কোন ধন ভোগ করিয়া আসিতে থাকে, তাহা হইলে ক্রমাগত তিনপুরুষ ধরিয়া ভোগ হওয়ায় পিতার উক্ত ধনাধিকার কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না।৯১

(১) অন্বাহিত বস্তু অর্থাৎ যাহার বস্তু তাহাকে দিবার জন্য অন্যের হস্তে যে বস্তু অর্পিত হয়—সেই বস্তু (যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার টীকা মিতাক্ষরাকার এইরূপে অন্বাহিত বস্তুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন), (২) হৃত—চৌরাদি কর্তৃক অপহৃত অন্যের বস্তু, (৩) ন্যস্ত—বিশ্বস্ত বলিয়া গচ্ছিত, (৪) বলাবষ্টব্ধ—বলপূর্বক গৃহীত বস্তু, (৫) যাচিত—কোন কার্য্যের জন্য যাহা চাহিয়া লওয়া হয়—সেই বস্তু, ও (৬) অপ্রত্যক্ষ অর্থাৎ অসাক্ষাতে যে বস্তু ভোগ করা হয়—সেই বস্তু এই ছয়প্রকারে প্রাপ্ত বস্তু আগম অর্থাৎ দলিল না থাকিলেও ভুক্ত বলিয়া জানিবে।৯২

ন হি প্রত্যর্থিনি প্রেতে প্রমাণং সাক্ষিণাং বচঃ।
সাক্ষিমৎকারণং তত্র প্রমাণং তস্য জীবতঃ (ঘ) ॥৯৫
শ্রাবিতশ্চাতুরেণাপি যস্ত্বর্থো ধর্মসংহিতঃ।
মৃতেঽপি তত্র সাক্ষ্যং (ঙ) স্যাৎ ষট্‌সু চান্বাহিতাদিষু ॥৯৬
যদৃণাদিষু (চ) সর্বেষু বলবদুত্ত্যুত্তরা ক্রিয়া (ছ)।
প্রতিগ্রহাধিক্রীতেষু পূর্বা পূর্বা বলীয়সী (জ) ॥৯৭
স্থানলাভনিমিত্তং হি দানগ্রহণমিষ্যতে।
তৎকুসীদমিতি প্রোক্তং তেন বৃত্তিঃ কুসীদিনাম্ ॥৯৮

কোন অভিযোগের বিচার শেষ হইবার পূর্বে যদি কেহ মরিয়া যায়, তাহা হইলে সেই স্থলে মৃতব্যক্তির পুত্র উহা সংশোধন করিয়া অর্থাৎ পিতার নামের স্থলে নিজের নাম দিয়া বিচার কার্য্য চালাইবে। অন্যথা তাহার ভোগদখল আইনসঙ্গত হইবে না।৯৩

ধনীর মৃত্যুর পরে তাহার বাগ্‌দত্ত কোন বিষয়ে সাধুপ্রকৃতি ব্যক্তিরা সাক্ষী থাকিলেও প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না। ধনী মৃত্যু আসন্ন জানিয়া অর্থাৎ মুমূর্ষু অবস্থায় যাহাকে বলিয়া যাইবে, একমাত্র সেই ব্যক্তিই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।৯৪

প্রতিবাদী যদি মরিয়া যায়, তাহা হইলে সাক্ষীর বাক্য প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না। কারণ, সে জীবিত থাকিলে উক্ত বিষয়ে সাক্ষি-বিশিষ্ট অভিযোগই প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হয়।৯৫

প্রাগুক্ত 'অন্বাহিতা'দি ছয় প্রকার বিষয়ের মধ্যে যে কোন বিষয়ে এবং ধর্মবুদ্ধিতে দানাদি বিষয়ে রোগার্ত হইয়াও যদি কোন ব্যক্তিকে স্বীয় অভিপ্রায় শুনাইয়া পরে মারা যায়, তাহা হইলে সেই শ্রোতা-ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।৯৬

ঋণাদিরূপ বিচারণীয় বিষয়ে যে যে পরবর্তী কুসীদের অর্থাৎ সুদের বৃদ্ধি স্বীকার করা হইবে, তাহাই বলবত্তর

পাঠান্তর:—(ক) ষড়েতান্যাগমদ্ (খ) তদ্ভোগোঽতিবর্ত্ততে (গ) শ্রাবিতং যৎ স্যাৎ (ঘ) প্রমাণং স্যাদ্ বিনিশ্চয়ে (ঙ) সাক্ষী (চ) ক্রিয়র্ণাদিষু (ছ) বলবত্যুত্তরোত্তরা (জ) গরীয়সী

বশিষ্ঠবিহিতাং বৃদ্ধিং সৃজেদ্ বিত্তবিবর্ধিনীম্।
অশীতিভাগং গৃহ্ণীয়াচ্ছতে মাসস্য বার্ধুষী ॥৯৯
দ্বিকং ত্রিকং চতুষ্কঞ্চ পঞ্চকঞ্চ সমং স্মৃতম্।
মাসস্য বৃদ্ধিং গৃহ্ণীয়াদ্ বর্ণানামনুপূর্বশঃ ॥১০০
দিকং শতং তা গৃহ্ণীত সতাং বৃত্তমনুস্মরন্।
দ্বিকং শতং হি গৃহ্ণানো ন ভবত্যর্থকিল্বিষী ॥১০১
কালিকা কারিতা চৈবং কায়িকা চ তথাপরা (ক)।
চক্রবৃদ্ধিশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্ বৃদ্ধির্দৃষ্টা চতুর্বিধা (খ) ॥১০২

প্রতিমাসং স্রবন্তী যা বৃদ্ধিঃ সা কালিকা স্মৃতা।
বৃদ্ধিঃ সা কারিতা নাম যর্ণিকেন স্বয়ংকৃতা ॥১০৩
কায়াবিরোধিনী স্বস্বপণপাদাদিকা ক্রমাৎ।
বৃদ্ধেরপি পুনর্বৃদ্ধিশ্চক্রবৃদ্ধিরুদাহৃতা ॥১০৪
অর্থানাং (গ) সার্বভৌমোঽয়ং
বিধির্বৃদ্ধিকরঃ স্মৃতঃ (ঘ)
যা দেশাবস্থিতিস্ত্বন্যা যত্রর্ণমবতিষ্ঠতে ॥১০৫

---

অর্থাৎ প্রবল হইবে, ( পূর্বে ঋণগ্রস্ত হইলে তাহাকে কেহ ঋণ দিতে স্বীকার করে না, কারণ, পূর্বকৃত ঋণ সে শোধ করিতে পারে না,—এই জন্য পরে পরে যে সুদের হার বৃদ্ধি হইবে—তাহাই পরে প্রবল হইবে ) প্রতিগ্রহ, বন্ধক রাখা এবং ক্রয়স্থলে যাহা পূর্বে ঠিক হইয়াছে, তাহাই পরে প্রবল বলিয়া গৃহীত হইবে অর্থাৎ পূর্বে যাহা দান করা, বন্ধক রাখা ও ক্রয় করা হইয়াছে, যদি পরে আবার উক্ত কার্য্য সাধিত হয়, তাহা হইলে পূর্বকৃত কার্য্যই গৃহীত হইবে, যথা—কোন ব্যক্তি দাতার নিকট হইতে ভূমিলাভ করিলেও ঐ দাতার ভ্রমবশতঃ সেই ভূমিই যদি অপর ব্যক্তি লাভ করে, তাহা হইলে এই স্থলে পরে যে ভূমি লাভ করিয়াছে, তাহার সেই ভূমিলাভ সিদ্ধ হইবে না অর্থাৎ সেউক্ত ভূমি পাইবে না, পূর্বে যে ভূমিলাভ করিয়াছিল, সে-ই উক্ত ভূমি পাইবে অর্থাৎ পূর্বপ্রতিগ্রহকারীরই স্বত্ব স্থাপিত হইবে। এইভাবে যে বস্তু কোন ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখা হইয়াছে, তাহা যদি পরে আবার কোন ব্যক্তিকে বন্ধক দেওয়া হয় বা বিক্রয় করা হয়, তাহা হইলে পূর্বকৃত বন্ধকাদিই গ্রাহ্য হইবে, পরে কৃত বন্ধকাদি বৈধ বলিয়া গাহ্য হইবে না।৯৭

## কুসীদভেদে।

যে কোন বস্তুর বর্ধিত অংশ লাভের অর্থাৎ সুদের জন্য যে আদান-প্রদান হয়, তাহাকেই কুসীদ বলে। কুসীদ অর্থাৎ বৃদ্ধি উত্তমর্ণের জীবিকা বলিয়া জানিবে।৯৮

ধনবর্ধনকারিণী এই যে বৃদ্ধি অর্থাৎ কুসীদ মহর্ষি বশিষ্ঠ যে নিয়মে গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন, সেই নিয়মেই তাহা গ্রহণ করিবে। সেই নিয়ম হইল—শত টাকা ঋণ গ্রহণ করিলে, প্রতিমাসে আশীভাগের একভাগ বর্ধিত হিসাবে অর্থাৎ সুদ দিতে হইবে।৯৯

ব্রাহ্মণাদি বর্ণানুক্রমে দুইগুণ, তিনগুণ, চারিগুণ বা পাঁচগুণ যুগপৎ এককালীন প্রতিমাসের সুদ হিসাবে সুদ গ্রহণ করিবে অর্থাৎ প্রতিমাসে সুদ না দিয়া যদি দীর্ঘদিনের পর ঋণ পরিশোধের সময় এককালীন সুদ দেয়, তাহা হইলে তখন ব্রাহ্মণের নিকট হইতে দ্বিগুণ ( যেমন দুইশত মুদ্রা ঋণ থাকিলে চারিশত মুদ্রা ) গ্রহণ করিবে। এইরূপে ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে তিনগুণ, বৈশ্যের নিকট হইতে চারগুণ এবং শূদ্রের নিকট হইতে পাঁচগুণ গ্রহণ করিবে।১০০

কিংবা সজ্জনবৃন্দের আচরণ স্মরণ করিয়া সকল বর্ণের বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ দ্বিগুণ হিসাবে একশত ঋণের স্থলে দীর্ঘদিন অতিবাহিত হইলেও ( যদিও মূলে দীর্ঘদিনের কথা উল্লেখ নাই, তথাপি দ্বিগুণ সুদ গ্রহণ বহুদিন পরেই কর্তব্য —ইহা সুদের তারতম্য অনুসারে অভিব্যঞ্জিত হইতেছে ) দুইশতই গ্রহণ করিবে। দুইশতগ্রহণকারী এইরূপ সুদগ্রহণে অনুচিত অর্থগ্রহণের জন্য পাপী হইবে না।১০১

এই শাস্ত্রে বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ চারপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়াছে, যথা—১। কালিকা, ২। কারিতা, ৩। কায়িকা ও ৪। চক্রবৃদ্ধি।১০২

এই যে 'কালিকা'দি চারপ্রকার বৃদ্ধির কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে যে বৃদ্ধি প্রতিমাসে বর্ধিত হইয়া দ্বিগুণ বা ত্রিগুণাদি পর্য্যন্ত হয়, সেই বৃদ্ধিকে অর্থাৎ সুদকে

---

পাঠান্তর :—(ক) কারিকা কালিকা চৈব কারিকা চ তথা স্মৃতা
(খ) শাস্ত্রেষু তস্য বৃদ্ধিশ্চতুর্বিধা

(গ) ঋণানাং (ঘ) বৃদ্ধৌ কৃতঃ স্মৃতঃ

দ্বিগুণং ত্রিগুণং বাপি তথান্যত্র চতুর্গুণম্ (ক)।
তথাষ্টগুণমন্যস্মিন্ দেয়ং দেশেঽবতিষ্ঠতে (খ) ॥১০৬
হিরণ্য-ধান্য-বস্ত্রাণাং বৃদ্ধির্দ্বিত্রিশ্চতুর্গুণা।
রসস্যাষ্টগুণা (গ) বৃদ্ধিঃ স্ত্রীপশূনাঞ্চ সন্ততিঃ ॥১০৭
ন বৃদ্ধিঃ প্রীতি (ঘ)-দত্তানাং স্যাদনাকারিতা কচিৎ।
অনাকারিতমপ্যূর্ধ্বং বৎসরার্ধাৎ প্রবর্ধতে (ঙ) ॥১০৮
প্রীতিদত্তং তু যৎকিঞ্চিন্ন তদ্ বর্ধত্যযাচিতম্।
যাচ্যমানমদত্তং চেদ্ বর্ধতে পঞ্চকং শতম্ (চ) ॥১০৯

এষ বৃদ্ধিবিধিঃ প্রোক্তঃ প্রীতিদত্তস্য কর্মণঃ।
বৃদ্ধিস্তু যোক্তা ধান্যস্য (ছ) বার্ধুষ্যং তদুদাহৃতম্ ॥১১০
আপদং নিস্তরেদ্ বৈশ্যঃ কামং বার্ধুষি-কর্মণা (জ)।
আপৎস্বপি হি কষ্টাসু ব্রাহ্মণস্য ন বার্ধুষম্ ॥১১১
ব্রাহ্মণস্য তু যদ্দেয়ং সান্বয়স্য ন চাস্তি সঃ।
নিক্ষিপেত্তৎ স্বকুল্যেষু (ঝ) তদভাবেঽস্য বন্ধুষু ॥১১২
যদা তু ন সকুল্যাঃ স্যুর্ন চ সম্বন্ধি-বান্ধবাঃ।
তদা দদ্যাদ্ দ্বিজাতিভ্য (ঞ) স্তেম্বসৎস্বপ্সু
নিক্ষিপেৎ ॥১১৩

'কালিকা' বলিয়া জানিবে। আর ঋণগ্রহণকারী যে স্থলে বিশেষ প্রয়োজনে অধিক বৃদ্ধির অঙ্গীকার করিয়া ঋণগ্রহণ করে, সেইস্থলের বৃদ্ধিকে 'কারিতা' বলিয়া জানিবে। ধনী বা ঋণী যে কেহ ঋণ দান বা গ্রহণ কালীন 'প্রতিদিন ঋণের সুদ এই পরিমাণ লইব বা দিব' এইরূপ স্বীকৃত বৃদ্ধির আদান-প্রদান বহুদিন হইলেও ঋণের কায় অর্থাৎ প্রকৃত ঋণ পূর্ণমাত্রায় থাকে বলিয়া এই বৃদ্ধিকে 'কায়িকা' বৃদ্ধি বলিয়া জানিবে। আর যে স্থলে সুদ আসলে অর্থাৎ প্রকৃত ঋণাঙ্কে পরিণত হইয়া পুনরায় সুদ বৃদ্ধি হইতে থাকে, সেই স্থলের বৃদ্ধিকে 'চক্রবৃদ্ধি' বলিয়া জানিবে।১০৩-৪

ধনবৃদ্ধির কারণ এই নীতি সকল স্থানে দেখা যায়। যে দেশে অন্যপ্রকার যে নীতির প্রচলন আছে, তাহা সেই দেশের ঋণবিষয়ে ব্যবহাররূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।১০৫

কোন কোন দেশে ঋণপরিশোধ দ্বিগুণ, ত্রিগুণ বা চতুর্গুণ দিবারও বিধি আছে। অবার কোন দেশে আটগুণ দিবার বিধি আছে—ইহাও দেখা যায়।১০৬

## বার্ধুষিকভেদ

সুবর্ণ, শমীধান্য—মাষাদি, শুকধান্য—যবাদি এবং বস্ত্র ঋণ করিলে তাহাদের বৃদ্ধি যথাক্রমে দ্বিগুণ, ত্রিগুণ ও চতুর্গুণ পর্য্যন্ত হইবে। আর তৈল, ঘৃতাদি তরলপদার্থের বৃদ্ধি আটগুণ হইবে এবং স্ত্রী বা পশুদিগের সন্তান বৃদ্ধিরূপে গণ্য হইবে।১০৭

প্রীতিযুক্ত হইয়া কোন ঋণ দেওয়া হইলে যদি বৃদ্ধির কথা কিছু বলা না থাকে, তাহা হইলে তাহার কখনও বৃদ্ধি হইবে না। কিন্তু ছয়মাস ঊর্ধ্বে গত হইলে উক্ত ঋণের বৃদ্ধি হইবে।১০৮

ঋণরূপে প্রীতিপ্রদত্ত যে কোন বস্তু যদি অপ্রার্থিত হয়, তাহা হইলে তাহার বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইবে না, আর উহা প্রার্থিত হইলেও যদি ঐ ঋণ দেওয়া না হয়, তাহা হইলে তাহার বৃদ্ধি শতকরা পাঁচগুণ হইবে।১০৯

প্রীতিযুক্ত হইয়া ঋণরূপে প্রদত্ত হইলে স্বর্ণাদি বিষয়ে ইহাই বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদ হইবার নিয়ম। বৃদ্ধি বলিয়া যাহা ধান্য সম্বন্ধে বলা হইল, তাহার সাম্প্রতিক নাম হইল বার্ধুষিক।১১০

আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে বৈশ্য বার্ধুষিক অর্থাৎ ধান্যাদি বৃদ্ধিকারক কর্ম দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবে। কিন্তু ক্লেশকর আপদ্ উপস্থিত হইলেও ব্রাহ্মণ উক্ত বার্ধুষিক-বৃত্তি অবলম্বন করিবেন না। (ব্রাহ্মণের আপৎকালে বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বনীয় হইলেও এই বচন দ্বারা বার্ধুষিক-কর্ম তাঁহার পক্ষে নিষিদ্ধ হইল)।১১১

পুত্রাদির সহিত যে ব্রাহ্মণকে যদ্‌বস্তু দেয় বলিয়া

পাঠান্তর :—(ক) তথান্যস্মিংশ্চতুর্গুণম্
(খ) দেশে দেশেঽবতিষ্ঠতে (গ)
(ঘ) প্রতি (ঙ) বিবর্ধতে (চ) প্রবৃদ্ধস্তেহ ধর্মতঃ
(ছ) ধান্যানাং (জ) বার্ধুষকর্মণা
(ঝ) সপিণ্ডেভ্যোঽস্য নির্বপেৎ (ঞ) তদা দদ্যাৎ স্বজাতিভ্য-

গৃহীত্বোপগতং বিদ্যাদৃণিকায়োদয়ং ধনী।
অদদদ্ যাচ্যমানস্তু শেষহানিমবাপ্নুয়াৎ ॥১১৪
যদি নো লেখয়েদ্দত্তমৃণিনা চোদিতোঽপি সন্।
ঋণিকস্যাপি বর্দ্ধতে যথৈব ধনিকস্য তৎ ॥১১৫
লেখ্যং দদ্যাদ্ বিশুদ্ধর্ণে (ক) তদভাবে প্রতিশ্রয়ম্ (খ)
ধনিকর্ণিকয়োরেবং বিশুদ্ধিঃ স্যাৎ পরস্পরম্ ॥১১৬

বিশ্রম্ভহেতূ দ্বাবত্র প্রতিভূরাধিরেব চ।
লিখিতং সাক্ষিণশ্চ দ্বে প্রমাণে
ব্যক্তিকারকে (গ) ॥১১৭

উপস্থানায় দানায় প্রত্যয়ায় তথৈব চ।
ত্রিবিধঃ প্রতিভূর্দৃষ্টস্ত্রিষ্বেবার্থেষু সূরিভিঃ ॥১১৮

স্থির হইয়াছে, উক্ত ব্রাহ্মণ বা তাহার পুত্রাদি না থাকিলে তাহার সকুল্যগণকে অর্থাৎ পিতা, পিতৃব্য বা তাহার পুত্রগণকে দিবে। (এই স্থলে বক্তব্য এই যে, অধস্তন পুত্র, পৌত্র ও প্রপৌত্র ঊর্দ্ধতন পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহ এবং ইহাদের প্রত্যেকের প্রপৌত্র পর্য্যন্ত সপিণ্ড ধনগ্রহণে কথিত আছে, কিন্তু এই বচনে 'স্বান্বয়স্য' এই বিশেষণ থাকায় এবং অন্বয়-শব্দ দ্বারা বংশজ সন্তান-মাত্র উক্ত হওয়ায় 'সকুল্য' শব্দ উক্ত ধনাধিকারীর ঊর্দ্ধতন সপিণ্ডগণকে বুঝাইল)। তাহাদের অভাবে উক্ত ব্রাহ্মণের বন্ধুদিগকে সেই বস্তু দিবে। (মাতা, ভগিনী, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে দিবে—ইহা টীকাকার বলিয়াছেন, কিন্তু মনে হয়—তাহার দেয়-পিণ্ডাদিদানকারী মাতুল-পুত্র, পিতৃষ্বস্-পুত্র ও মাতৃষ্বস্-পুত্রগণকে এবং পরে ভাগিনেয়গণকে দেওয়া কর্তব্য। অন্বয়-শব্দ হইতে দৌহিত্রকেও দেয়—ইহা পাওয়া যাইতেছে, কারণ সেও তাহার কন্যার সন্তান ধরা হইয়াছে)।১১২

যখন উক্ত সকুল্যেরা থাকিবে না, সম্বন্ধী-বান্ধবগণও থাকিবে না, তখন তদুদ্দেশ্যে দত্ত বস্তু গ্রামবাসী অন্য ব্রাহ্মণকে দিবে। ঐ স্থানে দ্বিজাতি ব্রাহ্মণ যদি না থাকে, তাহা হইলে উক্ত দেয়-বস্তু জলে ফেলিয়া দিবে।১১৩

ধনী অর্থাৎ ঋণদাতার নিকট অধমর্ণ অর্থাৎ ঋণ-গ্রহণকারী ঋণ পরিশোধ করিতে উপস্থিত হইলে উক্ত ধনী সেই ঋণ লইয়া তাহাকে একটি প্রাপ্তি-স্বীকারপত্র অর্থাৎ রসিদ দিবে। ঋণ-পরিশোধের পর ঋণী কর্তৃক প্রাপ্তিস্বীকারপত্র চাহিলেও যদি ধনী তাহা না দেয়, তাহা হইলে অবশিষ্ট ঋণ সেই ধনীকে আর দিবে না।১১৪

অথবা ঋণকারীর প্রেরণা সত্ত্বেও ঋণদাতা যদি ঋণকারীর পরিশোধিত ঋণ তাহার ঋণপত্রে লিখিতে না দেয়, তাহা হইলে গৃহীত ঋণ যেমন বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ ঐ ঋণদাতার পরিশোধিত ঋণরূপ অর্থাদিও বৃদ্ধি পাইবে।১১৫

ঋণদাতা ঋণ-পরিশোধের পর ঋণগ্রহণকারীকে ঋণগ্রহণের পত্রখানি ফিরাইয়া দিবে। যদি কোন ঋণপত্র না থাকে, তাহা হইলে ঋণ-পরিশোধকালীন একটি বিশুদ্ধি-পত্র লিখিয়া দিবে অর্থাৎ 'অমুক ঋণীর নিকট হইতে ঋণবাবদ আমি সমস্ত ঋণ বা যাহা দেওয়া হইতেছে তৎপরিমিত ঋণ বুঝিয়া পাইলাম' বলিয়া ধনস্বামীর একখানি স্বীকৃতি-পত্র দেওয়া কর্তব্য। ইহা দ্বারা ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা উভয়ে বিশুদ্ধ হইবে অর্থাৎ ঋণদাতা ধর্মত ঋণপরিশোধের স্বীকারের জন্য লোভাদি-দোষ হইতে নিষ্কৃতি পাইবে এবং ঋণগ্রহীতাও দেয়-ঋণ পরিশোধ করার জন্য অর্থশুচি ধার্মিক বলিয়া কীর্তিত হইবে।১১৬

ধনের বৃদ্ধির জন্য লাভের আশায় যে ঋণ দেওয়া হয়, সেই লভ্যাংশ লাভের বিশ্বাসের কারণ হইল—দুইটি, (১) জামিন ও (২) বন্ধক-দ্রব্য। (১) ঋণরূপে গৃহীত বস্তু, (২) তাহার শোধ, (৩) সেই-বিষয়ের প্রমাণ ও (৪) জামিন বা বন্ধক-দ্রব্য—এই চারিটি বিষয়ে সন্দেহ না থাকিলে —'এই ঋণকারী কি পরিমাণ সুদ দিবে, এবং ঐ ব্যক্তি দিতে না পারিলে যে ব্যক্তি জামিন হইয়াছে বা যে

পাঠান্তর :—(ক) লেখ্যং দত্তাদৃণে শুদ্ধে (খ) প্রতিশ্রবম্ (গ) ব্যক্তিকারণে

ঋণিষ্বপ্রতিকুর্বৎসু প্রত্যয়ে বাপি দাপিতে (ক)।
প্রতিভূস্তদৃণং দদ্যাদনুপস্থাপয়ংস্তথা ॥১১৯
বহবশ্চেৎ (খ) প্রতিভুবো দদ্যুস্তেঽর্থং যথাকৃতম্।
অর্থে বিশেষিতে (গ) হেষু ধনিনশ্ছন্দতঃ ক্রিয়া ॥১২০
যমর্থং প্রতিভূর্দদ্যাদ্ধনিকেনোপপীড়িতঃ।
ঋণিকস্তং প্রতিভুবে দ্বিগুণং প্রতিদাপয়েৎ (ঘ) ॥১২১
ধর্মেণ ব্যবহারেণ ছলেনাচরিতেন চ।
প্রযুক্তং সাধয়েদর্থং পঞ্চকেন বলেন চ ॥১২২

বস্তু বন্ধক রাখিয়া লইয়াছে, ঋণপত্র বা সাক্ষীরা তাহাদের প্রকাশক হইবে অর্থাৎ ঋণপত্র বা সাক্ষীদ্বারা উক্ত বিষয় সকল বিশেষরূপে বুঝা যাইবে।১১৭

## প্রতিভূ-ভেদ।

যে ব্যক্তি বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য অপর কোন ব্যক্তির নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহাকে 'প্রতিভূ' অর্থাৎ জামিন বলিয়া জানিবে। পণ্ডিতগণ বলেন—এই 'প্রতিভূ' তিনটি বিষয়ে হয়, যথা—(১) 'উপস্থান', (২) 'দান' ও (৩) 'প্রত্যয়'। প্রথম উপস্থাপন, যথা—যদি সাহসাদি দুষ্কর্মকারী কোন ব্যক্তি রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া আত্মগোপন করে, এবং তাহার জন্য অভিযোগকার্য্য চালান অসম্ভব হয়, তাহা হইলে এই অবস্থায় অভিযোক্তা কোনরূপে তাহাকে ধরিতে পারিলে সেই সময় যে ব্যক্তি ঐ আসামীর পক্ষ হইয়া তাহার উপস্থিতির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহাকে 'উপস্থাপন'-প্রতিভূ বলে। যে স্থলে ঋণ পরিশোধ করিবার কোন সম্ভাবনা না থাকে, সেইস্থলে ঋণগ্রহণ-কালীন যে ব্যক্তি ঋণগ্রহণকারীর হইয়া ঋণদাতাকে ঋণপরিশোধ-বিষয়ে নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং ঋণগ্রহণকারী পরিশোধ না করিলে নিজেই পরিশোধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়, তাহাকে দ্বিতীয়প্রকার 'দান'-প্রতিভূ বলা হয়। আর যেস্থলে অবিশ্বাসের জন্য ঋণকারীকে কেহ ঋণ না দেয়, সেইস্থলে যে ব্যক্তি ঋণীর হইয়া "আমার উপর বিশ্বাস করিয়া ইঁহাকে ঋণদান করুন। এই ব্যক্তি সদ্বংশসম্ভূত, ইঁহার বহু বিষয়-সম্পত্তি আছে, ইনি বঞ্চনা করিবেন না" এইরূপ বাক্য দ্বারা বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ঋণ-পরিশোধের সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহাকে তৃতীয় প্রকার 'প্রত্যয়'-প্রতিভূ বলে।১১৮

ঋণী ঋণ পরিশোধ না করিলে এবং তাহাতে বিশ্বাস নষ্ট হইলে ঋণদানের সময় ঋণীকে বিশ্বাস্য বলিয়া যে ব্যক্তি নির্দেশ করিয়া থাকে এবং অভিযোগ করিলেও যে প্রতিভূ ঋণীকে রাজদ্বারে উপস্থাপিত না করে, সেই প্রতিভূ তখন উক্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য হইবে।১১৯

উক্ত স্থলে যদি বহুলোক প্রতিভূ অর্থাৎ জামিন থাকে, তাহা হইলে তাহারা সকলে নিজ নিজ অংশানুসারে ঐ ঋণের দেয় অর্থ প্রদান করিবে। কিন্তু যদি ঐরূপ অংশ অংশ করিয়া ঋণদাতার প্রাপ্য অংশ গ্রহণের অসুবিধা হয়, তাহা হইলে উক্ত জামিনদারগণের মধ্যে যাহার নিকট হইতে সহজে প্রাপ্য বলিয়া মনে হইবে, ঋণদাতা ইচ্ছা অনুসারে সেই জামিনদারের নিকট হইতে স্বীয় প্রাপ্য অর্থ প্রাপ্তির জন্য রাজদ্বারে অভিযোগ করিতে পারিবে।১২০

যেস্থলে ঋণদাতাকর্তৃক উৎপীড়িত হইয়া জামিনদার নিজের দেয় অর্থ ঋণদাতাকে দিবে, সেইস্থলে ঋণী উক্ত জামিনদারকে 'জামিনদার ঋণদাতাকে যত ধন দিয়াছে' সেই ধনের দ্বিগুণ ধন দিবে। এইস্থলে বক্তব্য এই যে, যেখানে উৎপীড়িত হইয়া জামিনদার ধন দিবে, সেই স্থলে ঋণী কর্তৃক উক্ত ধনের দ্বিগুণ ধন প্রদেয় হইবে। কিন্তু যেস্থলে জামিনদার দ্বিগুণপ্রাপ্তির লোভবশতঃ এবং ঋণদাতা কর্তৃক উৎপীড়িত না হইয়া ঋণ পরিশোধ করে, সেই স্থলে ঋণী উক্ত জামিনদারকে দ্বিগুণ ধন না দিয়া যাহা প্রকৃত ঋণ তাহাই দিবে।১২১

যেস্থলে ঋণী ঋণ পরিশোধ না করিবে, সেইস্থলে ঋণদাতা (১) ধর্ম, (২) ব্যবহার, (৩) ছল, (৪) আচরিত ও (৫) বল—এই পঞ্চবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া নিজ ঋণ আদায় করিবে। উক্ত ধর্মাদি পঞ্চবিধ উপায়ের প্রয়োগ

পাঠান্তর :—(ক) প্রত্যয়ে বা বিবাদিতে (খ) বহবঃ স্যুঃ (গ) অর্থেঽবিশেষিতে হেষু (ঘ) প্রতিপাদয়েৎ

যঃ স্বকং সাধয়েদর্থমুত্তমর্ণোঽধমর্ণকাৎ।
ন স রাজ্ঞা নিষেধব্য ঐহিকামুষ্মিকার্থতঃ ॥১২৩
অধিক্রিয়ত ইত্যাধিঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ।
কৃতকালোপনেয়শ্চ যাবদ্দেয়োদ্যতস্তথা ॥১২৪

কথিত হইতেছে। (১) ধর্ম—তুমি ধার্মিক হইয়া যদি এই ঋণ পরিশোধ না কর, তাহা হইলে জন্মান্তরে দাস্য-স্বীকারাদির দ্বারাও এই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে; এবং যে সময়ে তুমি ঋণ লইয়াছিলে, সেই সময়ে তুমি বিপন্ন ছিলে; আমি ঋণ না দিলে আরও বিপন্ন হইয়া পড়িতে; অতএব আমি তোমার উপকারী, এই উপকারের প্রত্যুপকারস্বরূপ সুদের সহিত আমার প্রাপ্য অর্থ আমাকে দিয়া তোমার ধর্ম রক্ষা কর। (২) ব্যবহার—উক্ত ধর্মোপদেশের দ্বারা যদি কোন ফল না হয়, তখন রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া ঋণদাতা স্বীয় প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবে। (৩) ছল—'এখন আমার বিশেষ প্রয়োজন পড়িয়াছে, তুমি আমাকে এই বিশেষ প্রয়োজনের সময় অর্থ দিয়া বিপদ হইতে রক্ষা কর, তারপর বিপদ কাটিয়া যাইলে এই অর্থ ফেরত দিব'—এইরূপ কপটতার আশ্রয় করিয়া ঋণদাতা তাহার প্রাপ্য অর্থ আদায় করিবে। (৪) আচরিত—কপটতার দ্বারা ঋণ আদায় না হইলে 'তুমি আমার প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত স্নান-আহারাদি করিতে দিব না এবং গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখিব'—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করত শক্তিশালী ভৃত্য নিয়োগ দ্বারা ঋণদাতা ঋণ আদায় করিবে। (৫) বল—এই উক্ত চারি প্রকারে যেস্থলে ঋণ আদায় না হইবে, সেইস্থলে ঋণদাতা বলপূর্বক প্রহারাদির দ্বারা ঋণ আদায় করিবে।১২২

যেস্থলে ঋণদাতা উক্ত পঞ্চপ্রকার উপায় দ্বারা ঋণীর নিকট হইতে ঋণ আদায় করিবেন, সেইস্থলে রাজা প্রজাগণের ঐহিক ও লৌকিক ব্যবহারস্থিতি রক্ষার জন্য ও পরলোকের হিতজনক সাধুবৃত্তি রক্ষার জন্য তাঁহাকে নিষেধ করিবেন না।১২৩

## আধিভেদ।

অধমর্ণ উত্তমর্ণের নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়া ঐ

স পুনর্দ্বিবিধঃ প্রোক্তো গোপ্যো ভোগ্যস্তথৈব চ।
উপচারস্তথৈবাস্য (ক) লাভহানির্বিপর্য্যয়ে ॥১২৫
প্রমাদাদ্ধনিনস্তদ্বদাধৌ বিকৃতিমাগতে।
বিনষ্টে মূলনাশঃ স্যাদ্দৈব-রাজকৃতাদৃতে ॥১২৬

অর্থের প্রত্যর্পণ-বিষয়ে বিশ্বাসস্থাপনের জন্য উত্তমর্ণের অধিকারে যে দ্রব্য রাখিয়া দেয়, তাহাকে "আধি" অর্থাৎ বন্ধক বলা হয়। এই আধি দুই প্রকার, প্রথম—'কৃত-কালোপনেয়' অর্থাৎ কোন বিশেষ নির্দেশে যাহা রাখিয়া ঋণগ্রহণ করা হয়, দ্বিতীয় -'যাবদ্ দেয়োদ্যত' অর্থাৎ যাহা বন্ধক রাখিবার সময়ে কোনরূপ কালনির্দেশ না করিয়া যে পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ না হইবে, সেই পর্য্যন্ত ঋণদাতার নিকটে থাকিবে।১২৪

উক্ত দুই প্রকার আধি অর্থাৎ বন্ধকের ভেদ পুনরায় দুইপ্রকার হয়। প্রথম—গোপ্য অর্থাৎ রক্ষণীয়, দ্বিতীয়—ভোগ্য। গোপ্য (রক্ষণীয়) হইল—ক্ষেত্র-স্বর্ণাদি বন্ধকের নির্দিষ্ট ও অনির্দিষ্টকালের মধ্যে যাতে ক্ষতি-জনক কিছু না হয়, তাহা দেখা, আর ভোগ্য হইল বন্ধকী স্বর্ণ-ক্ষেত্রাদির উপস্বত্ব ভোগ। ক্ষেত্রাদি বন্ধকীদ্রব্য হইতে সযত্নে ফলাদির উৎপাদন না করিলে উৎপন্ন ফলাদির লাভ না হওয়ায় তাহা ফলহানিকর হয় বলিয়া জানিবে।১২৫

ধনী বন্ধক রাখিবার পর তাহার অনবধানতাবশতঃ যদি সেই বন্ধকীদ্রব্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত ধনীর দেওয়া ঋণও নষ্ট হইবে। কিন্তু যদি রাজকৃত অথবা দৈবকৃত উপদ্রবের জন্য উক্ত বন্ধকীদ্রব্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে ধনীর প্রদত্ত ঋণ নষ্ট হইবে না।১২৬

আর বন্ধকীদ্রব্য যদি ধনী জোর করিয়া ভোগ করে, তাহা হইলে সেই গোপ্য-বন্ধকীদ্রব্য ভোগ করায় উক্ত ধনীকে ঋণের সুদ পরিত্যাগ করিতে হইবে। যে বন্ধক রাখিয়াছে, তাহাকে বন্ধকীদ্রব্যের মূল্য দিয়া স: করিতে হইবে,—ইহার অন্যথা করিলে চুরি করা হয় জানিবে।১২৭

পাঠান্তরঃ—(ক) প্রতিদানং তথৈবাস্য

ন ভোক্তব্যো বলাদাধির্ভুঞ্জানো বৃদ্ধিমুৎসৃজেৎ।
মূল্যেন তোষয়েচ্চৈনমাধিস্তেনোঽন্যথা ভবেৎ ॥১২৭
যঃ স্বামিনাভ্যনুজ্ঞাতমাধিং ভুঙ্‌ক্তেঽবিচক্ষণঃ।
তেনার্ধবৃদ্ধির্মোক্তব্যা তস্য ভোগস্য নিষ্ক্রয়ঃ ॥১২৮
ন ত্বেবাধৌ সোপকারে কৌসীদীং বৃদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
ন চাধেঃ কালসংরোধান্নিসর্গোঽস্তি ন বিক্রয়ঃ ॥১২৯
রক্ষ্যমাণোঽপি যত্রাধিঃ কালেনেয়াদসারতাম্।
তত্রাধিরন্যঃ কর্ত্তব্যো দেয়ং বা ধনিনে ধনম্ ॥১৩০
তত্র শক্তিবিহীনঃ স্যাদৃণী কালবিপর্যয়াৎ।
শক্ত্যপেক্ষমৃণং দাপ্যঃ কালে কালে যথোদয়ম্ ॥১৩১
ঋণিকঃ সধনো যস্তু দৌরাত্ম্যান্ন প্রযচ্ছতি।
রাজ্ঞা দাপয়িতব্যঃ স্যাদ্ গৃহীত্বা পঞ্চকং শতম্ (ক) ।১৩২

ঋণদাতা যদি বন্ধকীদ্রব্যের ভোগের জন্য সেই বন্ধক-দ্রব্যের মালিক ঋণগ্রাহীর নিকট হইতে তাহার (ঋণগ্রাহীর) অজ্ঞতা-নিবন্ধন অনুমতি লয় এবং সেই দ্রব্য যদি ঋণদাতা ভোগ করে, তাহা হইলে ঐ ভোগের মূল্যস্বরূপ অর্ধেক সুদ সেই ঋণদাতাকে পরিত্যাগ করিতে হইবে।১২৮

বন্ধকদ্রব্য যদি উপকার-সাধন হয় এবং সেই দ্রব্য যদি ঋণদাতা বন্ধক রাখে, তাহা হইলে ঋণদাতা সুদের বৃদ্ধি পাইবে না ও বন্ধকের নির্দিষ্টকালের মধ্যে উক্ত বন্ধকীদ্রব্য ঋণদাতার স্বভাবসিদ্ধ নিজের বস্তু হইবে না এবং সে তাহা বিক্রয় করিতে পারিবে না।১২৯

ঋণদাতা কর্তৃক যত্নসহকারে বন্ধকীদ্রব্য রক্ষিত হইলেও কালক্রমে যেস্থলে উহা নষ্ট হইয়া যায়, সেইস্থলে উক্ত ঋণগ্রাহী ঋণদাতাকে অন্য কোন দ্রব্য বন্ধকস্বরূপ দিবে অথবা তাহার দেয় ঋণ শোধ করিবে।১৩০

আর কালবিপর্য্যয়ে ঋণগ্রাহী যদি শক্তিহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সেই ঋণগ্রাহীর যখন যেরূপ ধনাগম হইবে, রাজা তখন তাহার সামর্থ্য অনুসারে সেই ঋণ তাহাকে দিতে বাধ্য করাইবেন।১৩১

স্ববাক্‌সম্প্রতিপত্তৌ তু ঋণিকং দশকং শতম্।
বিনয়ং দাপয়েদ্‌রাজা দ্বিগুণং তু পরাজিতম্ ॥১৩৩
ন স্যাদ্ দ্রব্যপরিমাণং কালেনেঽর্ণিকস্য চেৎ।
জাতি-সংজ্ঞাধিবাসানামাগমো লেখ্যতঃ স্মৃতঃ ॥১৩৪
লেখ্যং তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং স্বহস্তান্যকৃতং তথা।
অসাক্ষিমৎ সাক্ষিমচ্চ (খ) সিদ্ধির্দেশস্থিতেস্তয়োঃ ॥১৩৫
দেশাচারাবিরুদ্ধং যদ্ ব্যক্তাবধিবিলক্ষণম্ (গ)।
তৎপ্রমাণং স্মৃতং লেখ্যমবিলুপ্তক্রমাক্ষরম্ ॥১৩৬
মত্তাভিযুক্তস্ত্রী-বাল-বলাৎকারকৃতঞ্চ যৎ।
তদপ্রমাণং লিখিতং (ঘ) ভীতোপধিকৃতং তথা ॥১৩৭

আর যে ঋণগ্রাহী স্বীয় ধন থাকিতেও দুষ্টস্বভাব-বশতঃ নিজ ঋণ পরিশোধ না করে, রাজা তাহার নিকট হইতে দণ্ডস্বরূপ পাঁচশত মুদ্রা গ্রহণ করিয়া তাহাকে ঋণ পরিশোধ করাইতে বাধ্য করিবেন।১৩২

যে ঋণগ্রাহী ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া স্বীয় স্বীকারোক্তির দ্বারা অর্থাৎ 'এই যে ঋণ আমার বলিয়া অভিযোগ করা হইয়াছে, তাহা সত্য; অতএব উহা আমার পরিশোধ্য' এইভাবে ঋণগ্রহণ স্বীকার করে, সেই ঋণগ্রাহীকে দশমাংশের একাংশ দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। আর যেস্থলে ঋণগ্রাহী ঋণস্বীকার না করিয়া বিচারে প্রমাণাদির দ্বারা পরে পরাজিত হয়, সেইস্থলে উক্ত ঋণগ্রাহীকে ঐ দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে।১৩৩

পূর্বকথিত পরাজয়-স্থলে পরাজিত ঋণগ্রাহীর দ্রব্য যদি দেয়-ঋণের পরিমাণের অনুরূপ না হয়, তাহা হইলে উক্ত ঋণগ্রাহীর ও ঋণদাতার জাতি, নাম ও বাস-স্থানাদি-পরিচয়ের দলিল করিয়া রাখিবে—যাহার দ্বারা ভবিষ্যতে ঋণ-পরিশোধের উপায় হইতে পারে।১৩৪

## লেখ্যভেদ।

অতঃপর লেখ্যপত্র অর্থাৎ দলিলের কথা বলা হইতেছে। উক্ত লেখ্যপত্র দুইপ্রকার, প্রথম—স্বহস্ত-

পাঠান্তর :—(ক) গৃহীত্বাংশস্তু বিংশকম্ (খ) অসাক্ষিকং সাক্ষিকঞ্চ (গ) ব্যক্তাধিকৃতলক্ষণম্ (ঘ) তত্রপ্রমাণং করণং

মৃতাঃ স্যুঃ সাক্ষিণো যত্র ধনিকর্ণিকলেখকাঃ।
তদপ্যপার্থং লিখিতং ন চেদাধিঃ স্থিরাশ্রয়ঃ (ক) ॥১৩৮
আধিস্তু বিবিধঃ প্রোক্তো জঙ্গমঃ স্থাবরস্তথা (খ)।
সিদ্ধিরত্রোভয়স্যাস্য ভোগো যত্রাস্তি
নান্যথা (গ) ॥১৩৯

দর্শিতং প্রতিকালং যৎ প্রার্থিতং শ্রাবিতং তথা (ঘ)।
লেখ্যং সিধ্যতি সর্বত্র মৃতেষ্বপি হি সাক্ষিষু ॥১৪০
অদৃষ্টার্থমশ্রুতার্থং (ঙ) ব্যবহারার্থমাগতম্ (চ)।
ন লেখ্যং সিদ্ধিমাপ্নোতি জীবৎস্বপি হি সাক্ষিষু ॥১৪১
লেখ্যে দেশান্তরন্যস্তে দগ্ধে দুর্লিখিতে হৃতে।
সতস্তৎকালহরণমসতো (ছ) দ্রষ্টৃদর্শনম্ ॥১৪২

লিখিত, দ্বিতীয়—অপর দ্বারা লিখিত। দেশের রীতি অনুযায়ী উক্ত দলিলে সাক্ষী থাকিতেও পারে আর না থাকিতেও পারে।১৩৫

যাহা দেশাচারের বিরুদ্ধ নয়, যে পত্রে বন্ধক বা জামিন যথার্থরূপে আছে, দলিল লিখিবার রীতি যেখানে অক্ষত আছে, সেই দলিলপত্রই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।১৩৬

স্বভাবতঃ মত্ত-ব্যক্তির বা সুরাপানাদি নিমিত্ত মত্ত-ব্যক্তির লিখিত কিংবা উত্তমর্ণ স্বীয় প্রাপ্য ঋণাদির জন্য কাহারও নামে অভিযোগ উপস্থাপন করিলে সেই ঋণী ব্যক্তি নিজ ঋণের দায়ে তাহার সকল সম্পত্তি বিক্রয় হইয়া যাইবে—এই সংশয়ে যাহা কিছু লাভ হয়, এই জন্য যদি ঐ সম্পত্তি অপর কাহাকেও লিখিয়া দেয়—এইরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির লিখিত, স্ত্রীলোক দ্বারা লিখিত, ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক কর্তৃক লিখিত, বলপূর্বক কাহারও দ্বারা লিখিত, ভীতিবশতঃ লিখিত কিংবা কপটতা দ্বারা যাহা লিখিত হইয়াছে,—এইরূপ দলিল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না।১৩৭

যেস্থলে সাক্ষিগণ, ধনিক অর্থাৎ ঋণদাতা, ঋণিক অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা ও লেখক অর্থাৎ যিনি ঋণপত্র (খত বা হ্যাণ্ডনোট) লিখিয়া থাকেন—ইহারা সকলেই মারা গিয়াছে, সেইস্থলে ঋণপত্র নিষ্ফল হইবে অর্থাৎ প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু যদি স্থিরতর কোন্ বন্ধকদ্রব্য না থাকে অর্থাৎ যেস্থলে দলিলে বন্ধকদ্রব্যের উল্লেখ আছে এবং ঐ বন্ধকদ্রব্যের ভোগ আছে—ইহাদ্বারা ঋণ করার প্রমাণ সুস্পষ্ট থাকায় ঋণদাতা, ঋণগ্রহীতা, ঋণপত্র-লেখক এবং সাক্ষীরা সকলে মারা যাইলেও উক্ত ঋণপত্র অপ্রমাণ হইবে না।১৩৮

স্থাবর (ভূমি প্রভৃতি)ও জঙ্গম অর্থাৎ অস্থাবর (অলঙ্কারাদি) ভেদে বন্ধক দুই প্রকার কথিত হইয়াছে। উক্ত উভয় (স্থাবর ও অস্থাবর) দ্রব্যই বন্ধক হইবে। এই দ্রব্য যদি ঋণদাতার ভোগে থাকে অর্থাৎ তাহার তত্ত্বাবধানে থাকে, তবে ঐ দুই প্রকার দ্রব্য বন্ধক বলিয়া পরিগণিত হইবে। আর যদি ঋণদাতার তত্ত্বাবধানে অর্থাৎ আয়ত্তে না থাকে, তাহা হইলে উক্ত উভয়বিধ দ্রব্য বন্ধক বলিয়া পরিগণিত হইবে না।১৩৯

অবসরমত মধ্যে মধ্যে যে দলিল লোককে দেখান হইয়াছে, এবং উক্ত দলিলে লিখিত বস্তু ঋণগ্রাহীর নিকট তাগাদা করা হইয়াছে, এবং সেই ঋণীকে ঐ ঋণের দলিল শুনান হইয়াছে, সেই দলিল সমস্ত সাক্ষীরা মৃত হইলেও সত্যরূপে পরিগণিত হইবে এবং তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।১৪০

যেস্থলে ঋণগ্রহণকারীর সন্তানেরা পিত্রাদি-কৃত ঋণ-পত্র অর্থাৎ দলিল দেখে নাই বা পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে ঋণের কথা শুনেও নাই, সেইস্থলে ঋণপত্র বিচারের জন্য উপস্থিত হইলে সাক্ষীরা জীবিত থাকিলেও ঐ দলিল প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না।১৪১

যদি ঋণপত্র ভিন্ন দেশে থাকে অথবা দগ্ধ হইয়া যায়, অশুদ্ধ বা অস্পষ্টভাবে লিখিত হয়, কিংবা অপহৃত হয়, তাহা হইলে অভিযোগ করার পরে প্রতিবাদী যদি ঐ

**পাঠান্তর :**—(ক) তদপ্যপার্থং লিখিতমৃতে ত্বাধেঃ স্থিরাশ্রয়াৎ।
(খ) আধির্দ্বো দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ স্থাবরো জঙ্গমস্তথা।
(গ) সিদ্ধিরস্যোভয়স্যাধিভোগো যদস্তি নান্যথা।
(ঘ) যচ্ছ্রাবিতং প্রাবিতঞ্চ যৎ (ঙ) অশ্রুতার্থমদৃষ্টার্থং
(চ) ব্যবহারার্থমেষ চ (ছ) অসতোঽদৃষ্ট

যত্র (ক) স্যাৎ সংশয়ো লেখ্যে ভূতা ভূতকৃতে কচিৎ
তৎস্বহস্ত-ক্রিয়াচিহ্ন-যুক্তিপ্রাপ্তিভিরুদ্ধরেৎ (খ) ॥১৪৩
লেখ্যং যচ্চান্যনামকং হেত্বন্তরকৃতং ভবেৎ।
বিপ্রত্যয়ে পরীক্ষ্যং তৎ সম্বন্ধাগম-হেতুভিঃ ॥১৪৪

লিখিতং লিখিতেনৈব সাক্ষিমৎ সাক্ষিভির্হরেৎ।
সাক্ষিভ্যো লিখিতং শ্রেয়ো লিখিতান্ন তু সাক্ষিণঃ ॥১৪৫
ছিন্ন-ভিন্ন-হৃতোন্মৃষ্ট-নষ্ট-দুর্লিখিতে তু চ।

ঋণপত্র দেখিতে চাহে, বাদী 'সেই দলিল দেশান্তরে আছে' এই উত্তর দিলে অথবা প্রতিবাদী বাদীর অভিযোগের উত্তরে 'আমি ঋণ পরিশোধ করিয়াছি, দত্ত পরিশোধ-পত্র আমার নিকট আছে' বলে, তখন বাদী তাহা দেখিতে চাহিলে সে যদি বলে—'তাহা দেশান্তরে আছে', তখন ঐ উভয়স্থলে সেই পত্র আনয়ন করিবার জন্য সময় পাইবে; এবং নষ্ট বা হৃতাদি স্থলে বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়ই উক্ত উভয়প্রকার পত্র পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে ঐ পত্র আনিয়া দেখাইবার জন্য সময় পাইবে। আর ঐ পত্র নষ্ট হইলে যে ব্যক্তিরা উহা দেখিয়াছে অর্থাৎ যে ঐ পত্রের লেখক এবং লিখিবার সময় যে ব্যক্তি বা যাহারা উপস্থিত ছিল, সেই সকল লোককে আনিয়া প্রমাণ করিবে।১৪২

যদি কোন দলিলে এইরূপ সংশয় হয় যে, ইহা করা হইয়াছিল কিনা ইত্যাদি স্থলে নিজের হস্তচিহ্ন (টিপসহি) অথবা স্বাক্ষর দ্বারা অথবা সাক্ষী-চিহ্ন দ্বারা ও লেখকের লিপির নিরূপণ দ্বারা এবং কি কারণে ইহা ঘটিয়াছিল এই প্রকার যুক্তিপ্রাপ্তির দ্বারা উক্ত সংশয় দূর করিবে।১৪৩

যে দলিল কোন কারণবশতঃ অপরের নামে অর্থাৎ বেনামী হইয়া যাকে, তাহা অপরের নামে চিহ্নিত বলিয়া সন্দেহ-স্থল হইলে নিশ্চয় করিবার অর্থাৎ প্রকৃত ঋণদাতা বা ঋণগ্রহীতার অবধারণের জন্য সম্বন্ধ, আগম ও হেতু এই ত্রিবিধ দ্বারা পরীক্ষা করিতে হইবে। (সুধীবর কল্যাণভট্টমহোদয় সম্বন্ধ, আগম ও হেতুর অর্থ নিম্নলিখিতরূপে দেখাইয়াছেন। সম্বন্ধ—একবংশে উৎপত্তি সম্বন্ধ, একজাতি বলিয়া সম্বন্ধ, বৈবাহিক সম্বন্ধ, মিত্রতা সম্বন্ধ ও একরূপ ব্যবহার করা সম্বন্ধ। আগম—এক বংশে জন্ম বলিয়া, ক্রয়জন্য, গচ্ছিত রাখা, কুড়াইয়া পাওয়া, প্রীতি-প্রাপ্তি ও সুদ-পাওয়া এই সকল উপায়ে যাহা আসে, তাহাকে আগম বলে। হেতু—হেতু-শব্দের অর্থ বিতর্ক; কেন, কিসের জন্য ইত্যাদি কারণ, যেজন্য উহা হইয়াছে, সেইস্থলে হেতু-শব্দ প্রয়োগ হয়। এই সকল সম্বন্ধ আদি দ্বারা পূর্বোক্ত সকল সংশয় নষ্ট হইবে। অতএব অন্যের নামে কেন দলিল হইল—ইহা পরীক্ষায় স্থির হইলে ঐ দলিল প্রমাণ হইবে। কিন্তু যদি এই সকল কারণ না থাকে, তাহা হইলে ইহা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না)। এইস্থলে বক্তব্য এই যে, ঋণাদি বিষয়ে যে দলিল হয়, যে ব্যক্তি ঋণ করে ও যে ব্যক্তি ঋণ দেয়—এই উভয়েরই নাম ঐ পত্রে থাকে। এইজন্য আত্মীয়-স্থলে ঋণাদি আদায় না হইলে রাজদ্বারে যাইয়া আত্মীয়ের নামে নালিশ করিলে লোকলজ্জা-ভয় থাকে বা 'আমি ব্রাহ্মণ অথচ সুদ লইতেছি' ইহাতে লোকের নিকট অর্থলোভে অন্যায় করার জন্য লোকলজ্জা, অথবা নিজের ধর্মাচরণের হানি-প্রকাশের ভয়ে অপরের কাছে ঋণজন্য খত হইতে পারে এবং ঋণগ্রহীতার আত্মীয়স্থলে ঋণ না পাইবার সম্ভাবনায় বা দারিদ্র্য-প্রকাশে লঘুতা প্রকাশ পাইবে, এই জন্য ঋণগ্রাহী অন্যের নাম দিয়া দলিল করাইতে পারে। এই সকল কারণে অন্যের নাম-চিহ্নিত খত অর্থাৎ দলিল হইলে নিজনামে ঋণ না দিবার বা না লইবার কারণ সম্বন্ধ, আগম ও হেতু দ্বারা ভিন্ন ব্যক্তির ঋণ দিবার পত্র ও অন্যের নামে ঋণকারীর পত্র হইয়াছে—ইহা প্রমাণ হইলে, সেই খত অর্থাৎ দলিল প্রমাণ হইবে নতুবা অপ্রমাণ বলিয়া জানিবে।১৪৪

পাঠান্তর:—(ক) যস্মিন্ (খ) প্রাপ্তিযুক্তিভিরুদ্ধরেৎ (গ) লিখিতেন তু

কর্ত্তব্যমন্যল্লেখ্যং স্যাদ্ (ক) এষ লেখ্যবিধিঃ স্মৃতঃ॥১৪৬
সন্দিগ্ধেষু চ কার্য্যেষু দ্বয়োর্ব্বিবদমানয়োঃ।
শ্রুতদৃষ্টানুভূতার্থাৎ (খ)সাক্ষিভ্যো ব্যক্তিদর্শনম্ ॥১৪৭
সমক্ষদর্শনাৎ সাক্ষী বিজ্ঞেয়ঃ শ্রোত্র-চক্ষুষোঃ।
শ্রোত্রস্য যৎ পরো ব্রূতে চক্ষুষোর্দর্শনং স্বয়ম্ (গ)॥১৪৮

যদি উত্তমর্ণ ঋণপত্র দ্বারা নিজের দেয় ঋণ প্রমাণ করে, তাহা হইলে ঋণগ্রাহী উক্ত ঋণের পরিশোধ-পত্র অর্থাৎ রসিদ দেখাইয়া উহার পরিশোধ প্রমাণ করিবে। ঋণদাতা যদি ঋণপত্র অর্থাৎ খত 'হারাইয়া গিয়াছে' বা 'দগ্ধ হইয়াছে' কিংবা 'চুরি হইয়া গিয়াছে' বলে, তখন ঋণগ্রহীতাও ঋণ-পরিশোধ-পত্র ঐভাবে নষ্ট হইয়াছে বলিতে পারিবে। আর যেস্থলে আত্মীয়দ্বারা ঋণগ্রহণ প্রমাণ হইবে, সেইস্থলে ঋণপরিশোধও সাক্ষীদ্বারা প্রমাণ করিতে হইবে। এইস্থলে যদি সাক্ষী না থাকে, এবং ঋণপরিশোধকালীন ঋণদাতার দেওয়া ঋণের পরিশোধ-পত্র থাকে, তাহা হইলে সাক্ষী হইতেও তাহা বলবৎ হইবে, কিন্তু লিখিত হইতে সাক্ষীর প্রমাণ্য বলবৎ হইবে না। যদি ঋণপত্র ছিন্ন বা খণ্ড-খণ্ড বা অপহৃত বা অন্যপ্রকারে নষ্ট হয় অথবা তাহার লেখা মুছিয়া যায় কিংবা ঐ খতে উত্তমর্ণ বা অধমর্ণের নাম-ঠিকানাদির বিশেষ উল্লেখ না থাকে, তাহা হইলে উত্তমর্ণ এইস্থলে অধমর্ণকে ধরিবে; তখন সেই অধমর্ণ অন্য খত অর্থাৎ দলিল করিয়া দিবে। কিন্তু যদি অধমর্ণ বলে, 'এই ঋণ আমি গ্রহণ করি নাই, এই দলিল জাল এবং ইহা অন্যদ্বারা কৃত হইয়াছে', তাহা হইলে ধর্মাধিকরণে অভিযোগ করিয়া রাজার দ্বারা ঐ দলিল করাইয়া লইবে—ইহাই হইল লেখ্যবিধি।১৪৫

## অসাক্ষিভেদ

বাদী এবং প্রতিবাদী কোন সন্দিগ্ধ বিষয় লইয়া বিবাদ করিতে থাকিলে যে সকল ব্যক্তি উক্ত বিবাদের বিষয় শুনিয়াছে বা দেখিয়াছে বা তাহা হইতে অনুভব

একাদশবিধিঃ সাক্ষী (ঘ) শাস্ত্রদৃষ্টো মনীষিভিঃ।
কৃতঃ পঞ্চবিধস্তেষাং (ঙ)ষড়্বিধোঽকৃত উচ্যতে ॥১৪৯
লিখিতঃ স্মরিতশ্চৈব যদৃচ্ছাভিজ্ঞ এব চ।
গূঢ়শ্চোত্তরসাক্ষী চ সাক্ষী পঞ্চবিধঃ কৃতঃ (চ)॥১৫০
ষড়েতে পুনরুদ্দিষ্টাঃ সাক্ষিণস্ত্বকৃতাঃ স্বয়ম্ (ছ)।
গ্রামশ্চ প্রাড়্বিবাকশ্চ রাজা চ ব্যবহারিণাম্ ॥১৫১

করিয়াছে, সেই সাক্ষিগণ হইতে সন্দিগ্ধবিষয়ে সত্যের প্রকাশ হইবে।১৪৭

কর্ণ এবং চক্ষুদ্বারা একসঙ্গে সম্যগ্‌রূপে দর্শন অর্থাৎ কর্ণদ্বারা শ্রবণ এবং চক্ষুদ্বারা দর্শন হইতে জ্ঞান হয় বলিয়াই ঐ জ্ঞানবান্ ব্যক্তি সাক্ষী নামে অভিহিত হয়। কর্ণের যে জ্ঞান—তাহা পরের উক্তির অনুভব আর চক্ষুর যে জ্ঞান—তাহাই দর্শন।১৪৮

মনীষিগণ শাস্ত্রে উক্ত সাক্ষী একাদশপ্রকার বলিয়াছেন; তাহার মধ্যে প্রথম পাঁচপ্রকার সাক্ষীকে কৃত-সাক্ষী আর অবশিষ্ট ছয়প্রকার সাক্ষীকে অকৃতসাক্ষী বলিয়া জানিবে।১৪৯

(১) লিখিতসাক্ষী—দলিল-পাত্রাদিতে যাহার নাম লিখিত থাকে, তাহাকে লিখিতসাক্ষী বলিয়া জানিবে; (২) স্মারিতসাক্ষী—যাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, তাহাদিগকে স্মারিতসাক্ষী বলিয়া জানিবে; (৩) যদৃচ্ছাভিজ্ঞসাক্ষী-যাহারা দৈবক্রমে উপস্থিত হইয়া বিবাদ-বিষয় অবগত হয় এবং অনুরুদ্ধ হইয়া সাক্ষ্য দেয়, তাহাদিগকে যদৃচ্ছাভিজ্ঞসাক্ষী বলিয়া জানিবে; (৪) গূঢ়সাক্ষী—যাহারা অজ্ঞাতভাবে থাকিয়া বিবাদের বিষয় শুনিয়া থাকে, তাহাদিগকে গূঢ়সাক্ষী বলিয়া জানিবে; এবং (৫) উত্তরসাক্ষী—সাক্ষিদিগের নিকট হইতে বিবাদের বিষয় শুনিয়া যাহারা সাক্ষ্য দেয়, তাহাদিগকে উত্তরসাক্ষী বলিয়া জানিবে—এই পঞ্চবিধ হইল কৃতসাক্ষী।১৫০

আর অবশিষ্ট ষড়্বিধ সাক্ষী স্বয়ংই হয় বলিয়া অকৃত-সাক্ষী বলে। (১) গ্রামসাক্ষী—গ্রামে বিবাদের ঘটনা ঘটিলে গ্রামস্থ যে সমস্ত ব্যক্তিরা যেখানে সাক্ষ্য

পাঠান্তর:—(ক) লেখ্যমন্যদ্ধি কর্তব্যং (খ) দৃষ্টশ্রুতানুভূতত্বাৎ (গ) চক্ষুষঃ কায়কর্ম যৎ (ঘ) একাদশবিধঃ স তু (ঙ) কৃতঃ পঞ্চবিধস্তত্র (চ) স্মৃতঃ (ছ) অকৃতঃ ষড়্বিধো নিত্যঃ সূরিভিঃ পরিকীর্তিতঃ।

কার্য্যেষ্বভ্যন্তরো (ক) যঃ স্যাদর্থিনা প্রহিতশ্চ যঃ।
কুল্যাঃ (খ) কুলবিবাদেষু ভবেয়ুস্তেঽপি সাক্ষিণঃ॥১৫২
কুলীনা ঋজবঃ শুদ্ধা জন্মতঃ কর্মতোঽর্থতঃ।
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণোঽনিন্দ্যাঃ শুচয়ঃ শুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (গ)॥১৫৩
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যাঃ শূদ্রা যে চাপ্যনিন্দিতাঃ।
প্রতিবর্ণং ভবেয়ুস্তে সর্বে সর্বেষু বা স্মৃতাঃ (ঘ)॥১৫৪

শ্রেণীষু শ্রেণিপুরুষাঃ স্বেষু বর্গেষু বর্গিণঃ।
বহির্বাসিষু বাহ্যাঃ স্যুঃ (ঙ)
স্ত্রিয়ঃ স্ত্রীষু চ সাক্ষিণঃ॥১৫৫
শ্রেণ্যাদিষু চ সর্বেষু কশ্চিচ্চেদ্ দ্বেষ্যতামিয়াৎ।
তেভ্য এব ন সাক্ষ্যং (চ)
স্যাদ্ দেষ্টারঃ সর্ব এব তে॥১৫৬

দেয়, তাহাদিগকে গ্রামসাক্ষী বলিয়া জানিবে; (২) প্রাড়্‌বিবাকসাক্ষী—ধর্মাধিকরণে ঘটনা ঘটিলে বিচারক যে সাক্ষী হয়, তাহাকে প্রাড়্‌বিবাকসাক্ষী বলে; (৩) রাজসাক্ষী—রাজার সম্মুখে ঘটনা ঘটিলে যেস্থলে রাজাই সাক্ষী হন, সেইস্থলে তাঁহাকে রাজসাক্ষী বলিয়া জানিবে; (৪) কার্য্যাভ্যন্তর-সাক্ষী—ব্যবহারি-দিগের অর্থাৎ মোকদ্দমাকারিদিগের ব্যবহার-বিষয়ে যাহারা জড়িত আছে, তাহাদিগকে কার্য্যাভ্যন্তরসাক্ষী বলে; (৫) অর্থিপ্রহিতসাক্ষী—মোকদ্দমাকার্য্য করিবার জন্য যাহারা বাদী কর্তৃক প্রেরিত হয়, তাহাদিগকে অর্থিপ্রহিতসাক্ষী বলিয়া জানিবে; এবং (৬) তুল্যসাক্ষী—বংশগত বিবাদে সেই বংশবৃত্তান্তজ্ঞ বংশজগণ যাহারা সাক্ষী হয়, তাহাদিগকে তুল্যসাক্ষী বলিয়া জানিবে—এই ষড়্‌বিধ সাক্ষী স্বতঃসিদ্ধসাক্ষী বলিয়া ইহাদিগকে অকৃতসাক্ষী বলে।১৫১-৫২

সৎকুলোদ্ভূত ঋজু অর্থাৎ সরলস্বভাব, জন্ম হইতে যাঁহারা শুদ্ধ ও নিন্দনীয় কর্ম না করার জন্য পবিত্র, অর্থের আদান-প্রদানে যাঁহারা শুচি-প্রকৃতি, যাঁহারা অর্থগৃধ্নু নহেন, যাঁহারা শাস্ত্রজ্ঞ এবং যাঁহারা লোকনিন্দাভাজন নহেন—এইরূপ তিনজন সাক্ষী হইলেও কার্য্যসিদ্ধির হেতু হয়। দুই বা এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারেন, যদি উভয়পক্ষের অনুমোদিত হয়। অন্যত্র কার্য্যের বিস্তার অনুযায়ী সাক্ষীর বিস্তার হইবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র অনিন্দিত অর্থাৎ দোষশূন্য হইলে ইহারা নিজবর্ণের সাক্ষী হইবে। অথবা সকলবর্ণের বিবাদ বিষয়ে সকল বর্ণের অদুষ্ট সকলবর্ণই সাক্ষী হইতে পারে বলিয়া জানিবে।১৫৩-৫৪

যে ব্যক্তি যে শ্রেণীর লোক, সে ব্যক্তি সেই শ্রেণীর সাক্ষী হইবে, যে ব্যক্তি যে বর্গের সে ব্যক্তি সেই বর্গের সাক্ষী হইবে, গ্রামের বাহিরের সাক্ষিদিগের বিবাদবিষয়ে গ্রামবাহ্য-জাতি সাক্ষী হইবে। স্ত্রীজাতির বিবাদবিষয়ে স্ত্রীজাতিই সাক্ষী হইবে।১৫৫

পূর্বোক্ত শ্রেণী ও বর্গাদির মধ্যে কোন ব্যক্তির যদি কাহারও উপর দ্বেষ থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি কোন বিবাদবিষয়ে স্বশ্রেণী বা বর্গাদির কাহারও সাক্ষী হইতে পারিবে না, কারণ, সেই ব্যক্তি সকলের বিদ্বেষভাজন। অথবা কোন ব্যক্তির উপর যদি উক্ত শ্রেণীর বা বর্গীয় প্রভৃতির কোন দ্বেষ থাকে, তাহা হইলে বিদ্বিষ্ট ব্যক্তির অভিযোগে তাহারা (শ্রেণীপ্রভৃতির মধ্যে) কেহ সাক্ষী হইতে পারিবে না, কারণ, ঐ ব্যক্তির উপর তাহাদের দ্বেষ আছে।১৫৬

'বচন', 'দোষ', 'ভেদ', 'স্বয়ম্‌উক্তি' ও 'মৃতান্তর' অনুসারে অসাক্ষীরও পঞ্চবিধ ভেদ এই শাস্ত্রে আছে,—ইহা পণ্ডিতগণ দেখিয়াছেন।১৫৭

এই যে পঞ্চবিধ অসাক্ষী কথিত হইল, দেবর্ষি তাহাদের স্বরূপ দেখাইতেছেন—(১) শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, (২) তপস্বী,

পাঠান্তর:—(ক) কার্য্যেষ্বধিকৃতো (খ) কুলং
(গ) শুচয়ঃ স্যুঃ সুবুদ্ধয়ঃ (ঘ) পুনঃ
(ঙ) বাহ্যাশ্চ (চ) সাক্ষী

অসাক্ষ্যপি হি শাস্ত্রেঽস্মিন্ (ক)
দৃষ্টঃ পঞ্চবিধো বুধৈঃ
বচনাদ্দোষতো ভেদাৎ স্বয়মুক্তির্মৃতান্তরঃ (খ) ॥১৫৭
শ্রোত্রিয়াস্তাপসা বৃদ্ধা যে চ প্রব্রজিতা নরাঃ।
অসাক্ষিণস্তে বচনান্নাত্র হেতুরুদাহৃতঃ ॥১৫৮
স্তেনাঃ সাহসিকাশ্চণ্ডাঃ কিতবা বধকাশ্চ যে।
অসাক্ষিণস্তে দুষ্টত্বাত্তেষু সত্যং ন বিদ্যতে (*)॥১৫৯
রাজ্ঞা পরিগৃহীতেষু সাক্ষিম্বেকার্থনিশ্চয়ে।
বচনং যত্র ভিদ্যেত তে স্যুর্ভেদাদসাক্ষিণঃ ॥১৬০

অনির্দিষ্টস্তু সাক্ষিত্বে (গ) স্বয়মেবৈত্য যো বদেৎ।
শুচীত্যুক্তঃ স শাস্ত্রেষু ন স সাক্ষিত্বমর্হতি ॥১৬১
যোঽর্থঃ শ্রাবয়িতব্যঃ স্যাত্তস্মিন্নসতি চার্থিনি।
ক তদ্‌বদতু (ঘ) সাক্ষিত্বমিত্যসাক্ষী মৃতান্তরঃ ॥১৬২
দ্বয়োর্বিবদতোরর্থে দ্বয়োঃ সৎসু চ সাক্ষিষু।
পূর্বপক্ষো ভবেদ্ যস্য ভবেয়ুস্তস্য সাক্ষিণঃ ॥১৬৩
আধর্য্যং পূর্বপক্ষস্য যস্মিন্নর্থবশাদ্ভবেৎ (?)।
বিবাদে সাক্ষিণস্তত্র প্রষ্টব্যাঃ প্রতিবাদিনঃ ॥১৬৪
ন পরেণ সমুদ্দিষ্টমুপেয়াৎ সাক্ষিণং রহঃ।

(৩) বৃদ্ধ ও (৪) সন্ন্যাসী—এই চারিজন বচন অনুসারে সাক্ষী হইতে পারিবে না। তাহাদের সাক্ষী নাহওয়ার অন্যকোন হেতু শাস্ত্রে দেখা যায় না।১৫৮

চোর, দস্যুতাদি সাহসিক-কর্মকারী, চণ্ড অর্থাৎ অতিক্রোধী, ধূর্ত ও হত্যাকারী ইহারা দুষ্ট বলিয়া সাক্ষী হইবে না। কারণ, এই সকল ব্যক্তি সত্যাশ্রয়ী নয়।১৫৯

রাজা বিচারকালে কোন বিষয়ের নির্ণয়নিমিত্ত সাক্ষ্য-গ্রহণ করিতে থাকিলে সাক্ষীরা যদি বিভেদমূলক নানা প্রকার বাক্য বলে, তাহা হইলে সাক্ষিদিগের পরস্পরোক্তির ভেদ হওয়ায় এইস্থলে ঐ সাক্ষী প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে না; ইহাদের পারস্পরিক ভেদ জন্য সাক্ষী হওয়ায় উহা সিদ্ধ নহে।১৬০

পূর্বে সাক্ষীমধ্যে যাহার নাম উল্লিখিত হয় নাই, সেইব্যক্তি যদি স্বয়ং আসিয়া বলে—'আমি অত্যন্ত শুচিস্বভাব ব্যক্তি, অকারণ এই ব্যক্তি ঋণ দিয়া বা ঋণগ্রহণের অভিযোগে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া আমি সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি', তাহা হইলে পূর্বে তাহার নাম সাক্ষীর মধ্যে উল্লেখ না থাকায় সেই ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে না—ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহাকে 'স্বয়মুক্তি' সাক্ষী বলিয়া জানিবে।১৬১

বিচারকালে যে সাক্ষীর যাহা শুনাইবার আছে, বিচারার্থীর মৃত্যু হইলে সেই সাক্ষী কোথায় তাহা বলিবে? (যেমন—'এই প্রতিবাদী আমার সমক্ষে এত টাকা ঋণ লইয়াছিল'—এই বক্তব্য থাকিলেও যদি বাদী অর্থাৎ ঋণদাতা মরিয়া যায়, তাহা হইলে এই সাক্ষী কোথায় স্বীয় বক্তব্য বলিবে?) ইহাকে 'মৃতান্তর' সাক্ষী বলে, সুতরাং তাহা অপ্রমাণ হইবে।১৬২

## বাদীর সাক্ষি-নিয়ম।

যেস্থলে বিবাদকারী বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়েরই সাক্ষী আছে, সেইস্থলে পূর্বপক্ষের অর্থাৎ বাদীর সাক্ষীই প্রথমে গ্রাহ্য হইবে।১৬৩

## প্রতিবাদীর সাক্ষি-নিয়ম।

যেস্থলে বিচার্য্যবিষয়ে বাদী-পক্ষের সাক্ষী প্রভৃতির বাক্যাদির কোন দোষজন্য হীনতা প্রকাশ পাইবে, সেইস্থলে প্রতিবাদীর সাক্ষিদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।১৬৪

**পাঠান্তরঃ**—(ক) শাস্ত্রেষু (খ) স্বয়মুক্তের্মৃতান্তরাৎ
গ্রন্থান্তরে নিম্নলিখিত দুইটি অধিক শ্লোক দেখা যায়—
* শ্রোত্রিয়াদ্যা বচনতস্তেনাদ্যা দোষদর্শনাৎ
ভেদাদ্ বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাদ্ বিবাদে যত্র সাক্ষিণঃ ॥
স্বয়মুক্তেরনির্দিষ্টঃ স্বয়মেবৈত্য যো বদেৎ।
মৃতান্তরোঽর্থিনি প্রেতে মুমূর্ষুশ্রাবিতাদৃতে—পা

(গ) স্বয়মুক্তেরনুদ্দিষ্টঃ (ঘ) তদ্ বদতি

ভেদয়েত্তং ন চান্যেন হীয়েতৈবং সমাচরন্ ॥১৬৫
সাক্ষ্যুদ্দিষ্টো যদি প্রেয়াদ্ গচ্ছেদ্ বাপি দিগন্তরম্।
তচ্ছ্রোতারঃ প্রমাণং স্যুঃ প্রমাণং হ্যুত্তরা ক্রিয়া ॥১৬
সুদীর্ঘেণাপি কালেন লিখিতঃ সিদ্ধিমাপ্নুয়াৎ।
আত্মনৈব লিখেজ্জানন্ন চেদন্যেন লেখয়েৎ (ক) ॥১৬৭
অষ্টমাদ্ বৎসরাৎ সিদ্ধিঃ স্মারিতস্যেহ সাক্ষিণঃ।
আ পঞ্চমাত্তথা সিদ্ধির্যদৃচ্ছোপগতস্য চ ॥১৬৮
আ তৃতীয়াত্তথা বর্ষাৎ সিদ্ধির্গূঢ়স্য সাক্ষিণঃ।
আ সংবৎসরতঃ (খ) সিদ্ধির্বদস্ত্যুত্তরসাক্ষিণঃ ॥১৬৯
অথবা কালনিয়মো ন দৃষ্টঃ সাক্ষিণং প্রতি।
স্মৃত্যপেক্ষং হি সাক্ষিত্বমাহুঃ শাস্ত্রবিদো জনাঃ ॥১৭০
যস্য নোপহতা বুদ্ধিঃ (গ) স্মৃতিঃ শ্রোত্রঞ্চ সাক্ষিণঃ।
সুদীর্ঘেণাপি কালেন স সাক্ষী (ঘ) সাক্ষ্যমর্হতি ॥১৭১
অসাক্ষিপ্রত্যয়াস্ত্বন্যে ষড়্বিবাদাঃ প্রকীর্তিতাঃ।

বাদী কিংবা প্রতিবাদী কখন পরপক্ষ মানিত সাক্ষীর সহিত নির্জনে আলাপ করিবে না, বা অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা তাহার সাক্ষী ভাঙ্গাইবে না, যদি এইরূপ ঘটনা প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি পরাজিত হইবে।১৬৫

মানিতসাক্ষীর যদি মৃত্যু হয়, বা সেই ব্যক্তি যদি অতি দূরদেশ গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই মৃতব্যক্তির মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বকালীন ও দূরদেশ-গমনের পূর্বকালীন তাহার নিকট হইতে বিবাদ-বাক্য শ্রবণকারীও সাক্ষীরূপে প্রমাণ হইবে, কারণ, সাক্ষাৎ কোন প্রামাণ না থাকায় তাহারই সাক্ষ্য শেষ বিচার-সাধন ক্রিয়া হইবে অর্থাৎ তাহা গৌণ-প্রমাণরূপে গৃহীত হইয়া বিচারকার্য্য সম্পন্ন হইবে। এইস্থলে অন্য কোন উপায় না থাকায় এই গৌণ-প্রমাণকেই প্রমাণ বলিতে হইতেছে।১৬৬

বহুকাল গত হইলে লিখিতসাক্ষী বিশিষ্ট প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। এই লিখিতসাক্ষী সাধারণতঃ দুইপ্রকার, যথা—(১) যে ব্যক্তি লিখিতে জানে, সেই ব্যক্তি স্বয়ং সাক্ষী বলিয়া অভিযোগ-পত্রাদিতে লিখিয়াছে; (২) যে ব্যক্তি লিখিতে জানে না, সেই ব্যক্তি অন্য দ্বারা সাক্ষী বলিয়া লিখাইয়াছে।১৬৭

যে ব্যক্তি সাক্ষী হইবে বলিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সেই ব্যক্তিকে যদি বিবাদের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, তাহা হইলে এই সাক্ষী আটবৎসর পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে। আর প্রসঙ্গক্রমে হঠাৎ কার্য্যস্থলে উপস্থিত হওয়ার জন্য সাক্ষী হইয়াছে,—এইরূপ স্থলে যে ব্যক্তিকে স্মরণ করাইতে হয়, সেই সাক্ষী পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।১৬৮

যে ব্যক্তি গুপ্তভাবে থাকিয়া ঋণগ্রহণাদিতে সাক্ষী হয়, সেই ব্যক্তির সাক্ষ্য তিনবৎসর পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে। যে সাক্ষী মুমূর্ষু ব্যক্তি বা অতি-দূরদেশগত-ব্যক্তি হইতে শোনা কথা বলে—এতাদৃশ উত্তর-সাক্ষী একবৎসর পর্য্যন্ত প্রমাণ বলিয়া গৃহীত হইবে।১৬৯

অথবা এই যে কাল-নিয়ম দেখান হইল, উক্ত কাল-নিয়ম সাক্ষীর প্রতি দেখিতে হয় না, কারণ ব্যবহারশাস্ত্রবিদ্গণ 'স্মরণশক্তি ধরিয়াই এই সাক্ষী হইবে' বলিয়াছেন। (পূর্বে কাল-নিয়ম বলার তাৎপর্য্য হইল এই যে, উক্ত সেই সেই কাল পর্য্যন্ত মানুষের স্মরণ থাকার সম্ভবনায় কাল-নিয়ম কথিত হইয়াছে)।১৭০

যে সাক্ষীর বুদ্ধিভ্রম ঘটে নাই, স্মৃতিশক্তিও অক্ষুন্ন আছে, বধিরাদি কর্ণদোষ হয় নাই, সেই সাক্ষী সুদীর্ঘ-কালের পরেও সাক্ষ্য দিতে পারিবে।১৭১

বিবাদের যে ছয়টি বিষয় আছে, তাহাতে সাক্ষী না থাকিলেও উহা বোধগম্য হয়। সেই সকল কার্য্যের লক্ষণগুলি সাক্ষ্যের সূচক হইবে—ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন।১৭২

**পাঠান্তর :**—(ক) আত্মনৈবলিখেজ্জানন্নজানানস্তু লেখয়েৎ
(খ) আ বৎসরাৎ তথা
(গ) যস্য পুংসো·নোপহতা (ঘ) নিত্যশঃ

লক্ষণান্যেব সাক্ষিত্বে (ক) যেষামাহুর্মনীষিণঃ ॥১৭২
উল্কাহস্তোঽগ্নিদো জ্ঞেয়ঃ শস্ত্রপাণিস্তু ঘাতকঃ।
কেশাকেশি গৃহীতশ্চ যুগপৎপারদারিকঃ (খ) ॥১৭৩
কুদ্দালপাণির্বিজ্ঞেয়ঃ সেতুভেত্তা সমীপগঃ।
তথা কুঠারপাণিশ্চ নবচ্ছেত্তা (গ) প্রকীর্তিতঃ ॥১৭৪
প্রত্যক্ষ (ঘ)-চিহ্নো বিজ্ঞেয়ো দণ্ডপারুষ্যকৃন্নরঃ।
অসাক্ষিপ্রত্যয়া হ্যেতে পারুষ্যে তু পরীক্ষণম্ ॥১৭৫
কশ্চিৎ কৃত্বাত্মনশ্চিহ্নং দ্বেষাৎ পরমুপদ্রবেৎ (ঙ)।
হেত্বর্থগতিসামর্থৈস্তত্র যুক্তং পরীক্ষণম্ ॥১৭৬

নার্থসম্বন্ধিনো নাপ্তা ন সহায়া ন বৈরিণঃ।
ন দৃষ্টদোষাঃ প্রষ্টব্যাঃ সাক্ষিণঃ প্রতিদূষিতাঃ ॥১৭৭
দাস-নৈকৃতিকাশ্রদ্ধ-বৃদ্ধ-স্ত্রী-বাল-চাক্রিকাঃ।
মত্তোন্মত্ত-প্রমত্তার্ত্ত-কিতব-গ্রামযাজকাঃ ॥১৭৮
মহাপথিক-সামুদ্রবণিক্-প্রব্রজিতাতুরাঃ।
ব্যঙ্গৈক (চ) শ্রোত্রিয়াচার-হীন-ক্লীব-কুশীলবাঃ ॥১৭৯
নাস্তিক-ব্রাত্য-দারাগ্নিত্যাগিনোঽযাজ্যযাজকাঃ।
একস্থালীসহায়ারি-চর-জ্ঞাতি-সনাভয়ঃ ॥১৮০
প্রাগ্ দৃষ্টদোষ-শৈলুষ-বিষজীব্যাহিতুণ্ডিকাঃ।
গরদাগ্নিদ-কীনাশ-শূদ্রাপুত্রোপপাতকাঃ।১৮১

(১) প্রজ্বলিত গৃহের নিকটে অগ্নিসংযোগ করিতে না দেখিলেও যদি জ্বলন্তমশালহস্ত কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই যে অগ্নিদাতা ইহা নিশ্চয় করিবে। (২) অস্ত্রাঘাতাহত ব্যক্তির নিকটে অস্ত্রধারী কোন ব্যক্তিকে যদি দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই ঘাতক ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে। (৩) দুইটি ব্যক্তিকে কোন স্ত্রীলোকের গৃহে কেশাকেশি অর্থাৎ পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্বক বিবাদে রত দেখিয়া—তাহারা যে পরস্ত্রীগামী ইহা বুঝিতে হইবে। (৪) জলরক্ষার জন্য ক্ষেত্রের চতুর্দিকে আইল আকৃতি যে সেতু নির্মিত হয়, তাহা কাহাকেও কাটিতে না দেখিলেও নিকটে যদি কোদালধারী কোন ব্যক্তিকে দেখা যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই যে ঐ আইল কাটিয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। (৫) কুঠারহস্ত ব্যক্তিকে ছেদিত বৃক্ষের নিকটে দেখিলে সে-ই যে উহা ছেদন করিয়াছে—ইহা বুঝিতে হইবে। (৬) এই ব্যক্তি দণ্ডদ্বারা হত্যা করিয়াছে—ইহা দৃশ্যমান চিহ্ন হইতে বুঝা যায়। এই ষড়্‌বিধ স্থলে সাক্ষী না থাকিলেও ঐ সকল জ্ঞানের কারণ বুঝা যায়। তবে হত্যাদি কঠোর-কার্য্যে পরীক্ষা করণীয়।১৭৩-৭৫

হত্যাদি কঠোর-কার্য্যে পরীক্ষার কারণ হইল—কোন ব্যক্তি হত্যাদি পারুষ্য-কর্ম করিয়া উহার চিহ্ন অপরের উপর বিদ্বেষবশতঃ চাপাইয়া দিয়া তাহার উপদ্রব সৃষ্টি করে। এইজন্য উক্ত কার্য্যের হেতু ক্রোধাদি বা প্রয়োজন এবং সামর্থ্য ধরিয়া অর্থাৎ কেন হত্যা করিল এবং হত্যার দ্বারাই বা কি লাভ হইতে পারে, হত্যাকারী হতব্যক্তি হইতে দুর্বল কি বলবান্—এইরূপে পরীক্ষা করিয়া নির্ণয় করা উচিত।১৭৬

## ষড়্‌বিধ সাক্ষি-নিন্দা।

পূর্বে যে সকল নিন্দিত সাক্ষীর কথা বলা হইয়াছে, (১) ঐ সকল সাক্ষীর যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, (২) তাহার যাহারা আত্মীয়, (৩) যাহারা এককুলোৎপন্ন, (৪) যাহারা একত্র মিলিত হইয়া উন্নতি-কর কার্য্য করে, (৫) যাহাদের সহিত শত্রুতা আছে তাহারা, এবং (৬) যাহারা অন্য বিচারকার্য্যে সাক্ষ্য দিয়া মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে—এইরূপ দোষদুষ্ট ব্যক্তি সাক্ষী হইলে তাহাদিগকে নির্ণয়ের জন্য জিজ্ঞাসা করিবে না অর্থাৎ তাহারা সর্বদা অবিশ্বাস্য বলিয়া নির্ণয়ের যোগ্য বাক্যবাদী বলিয়া গৃহীত হইবে না।১৭৭

## সাক্ষী প্রত্যুদ্ধার।

যে ব্যক্তি গৃহদাসীর গর্ভোৎপন্ন, দাস, নৈকৃতিক অর্থাৎ শঠব্যবহারকারী বা বিপদগ্রস্ত, শ্রাদ্ধের অযোগ্য, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, ষোড়শবর্ষের ন্যূনবয়স্ক বালক, চাক্রিক

পাঠান্তর :—(ক) সাক্ষিত্বং তেষাম্ (খ) স এব পারদারিকঃ (গ) বনচ্ছেত্তা (ঘ) অভ্যগ্র (ঙ) দ্বেষাৎ স এব পরমভি দ্রবেৎ

(চ) ন্যূনৈক

ক্লান্ত-সাহসিক-শ্রান্ত-নির্ধনান্ত্যাবসায়িনঃ।
ভিন্নবৃত্ত্যসমাবৃত্ত-জড় (ক)-তৈলিক-মূলিকাঃ ॥১৮২
ভূতাবিষ্ট-নৃপদ্বিষ্ট-বর্ষ-নক্ষত্রসূচকাঃ।
অঘশংস্যাত্মবিক্রেতৃ-হীনাঙ্গ-ভগবৃত্তয়ঃ ॥১৮৩
কুনখী শ্যামদন্তশ্চ মিত্রধ্রুক্-শঠ-শৌণ্ডিকাঃ (খ)।
ঐন্দ্রজালিক-লুব্ধোগ্র-শ্রেণী-গণবিরোধিনঃ ॥১৮৪
বধকশ্চর্মকৃৎ পঙ্গুঃ (গ) পতিতঃ কূটকারকঃ।
কুহকঃ প্রত্যবসিত (ঘ) স্তস্করো রাজপুরুষঃ ॥১৮৫
মনুষ্য-পশুমাংসাস্থি-মধু-ক্ষীরাম্বুসর্পিষাম্ (ঙ)।
বিক্রেতা ব্রাহ্মণশ্চৈব দ্বিজো বার্ধুষিকশ্চ যঃ ॥১৮৬
চ্যুতঃ স্বধর্মাৎ কুলিকঃ স্তাবকো হীনসেবকঃ।
পিত্রা বিবদমানশ্চ ভেদকৃচ্চেত্যসাক্ষিণঃ ॥১৮৭

অর্থাৎ স্তুতিপাঠকবিশেষ, সুরাপানাদি জন্য মত্ত, উন্মত্ত, প্রমাদী অর্থাৎ অনবহিতচিত্তসম্পন্ন, পীড়িত, দ্যূতকর অর্থাৎ জুয়ারী, গ্রাম-যাজক অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি গ্রামের সকলের পৌরাহিত্য-কার্য্য করে—বহুলোকের যজনক্রিয়ায় নিযুক্ত থাকায় বিহিতকালে ঐ সব অনুষ্ঠান না হইলেও ঐ কার্য্য করে অর্থাৎলোভবশতঃ ধর্মভাবরহিত হইয়া ঐসব কার্য্য করে।১৭৮

মহাপথিত অর্থাৎ দীর্ঘপথচারী, সমুদ্রবণিক্ অর্থাৎ সমুদ্রগমনাগমন দ্বারা বাণিজ্যকারী, প্রব্রজিত অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমী, রোগার্ত, বিকলাঙ্গ, সংসারে যাহার কেহ নাই—এতাদৃশ একাকী, শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদশাখাধ্যায়ী দান-প্রতিগ্রহাদি ব্রাহ্মণোচিত ষট্কর্মনিরত ব্রাহ্মণ, আচারহীন অর্থাৎ স্বধর্মচ্যুত, নপুংসক, কুশীলব অর্থাৎ নৃত্য-গীতাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী।১৭৯

নাস্তিক অর্থাৎ ধর্মবিশ্বাসহীন, ব্রাত্য অর্থাৎ উপনয়ন-কাল চলিয়া যাইলেও যাহাদের উপনয়ন-সংস্কার হয় নাই, স্ত্রীত্যাগী অর্থাৎ যাহারা স্বেচ্ছায় বিবাহিত-স্ত্রী ত্যাগ করিয়াছে, অগ্নিত্যাগী অর্থাৎ সাগ্নিকব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও যিনি অগ্নির উচ্ছেদ করিয়াছেন, অযাজ্য-যাজক অর্থাৎ অর্থলোভবশতঃ নিন্দিত জাতির বা ব্যক্তির যাজনাকারী, একস্থালীসহায় অর্থাৎ একপাকে ভোজনকারী বলিয়া সাহায্যকারী, অরি, রাজনিযুক্ত চর, জ্ঞাতি, সহোদর।১৮০

পূর্বজন্মকৃতপাপসূচক কুষ্ঠাদি রোগদোষ যাহাদের পূর্ব হইতে জানা যায়, শৈলূষ অর্থাৎ নটের বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী, বিষজীবী অর্থাৎ যাহারা বিষের ক্রয়-বিক্রয় দ্বারা জীবিকানির্বাহ করে, অহিতুণ্ডিক অর্থাৎ যাহারা সর্পাদি ধরিয়া তাহা দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, গরদ অর্থাৎ ব্যাধিজনক-বিষপ্রয়োগকারী, অগ্নিদ অর্থাৎ গৃহাদিতে অগ্নিদানকারী, কীনাশ অর্থাৎ ক্ষুদ্র বা হীন-পশুহিংসাজীবী, শূদ্রা-পুত্র, গোহত্যাদি উপপাতক-পাপযুক্ত।১৮১

ক্লান্ত অর্থাৎ অত্যন্ত শারীরিক ক্লেশযুক্ত, সাহসিক অর্থাৎ বলপূর্বক অনুচিত কর্মকারী, শ্রান্ত, নির্ধন অর্থাৎ দ্যূতক্রীড়াদি দুষ্কার্য্যের জন্য সর্বস্বহীন, অন্ত্যাবসায়ী অর্থাৎ চণ্ডালাদি, ভিন্নবৃত্ত অর্থাৎ শিষ্ট-ব্যবহারবর্জিত, অলব্ধ-সমাবর্তন অর্থাৎ গুরুগৃহবাসী ব্রহ্মচারী,জড় অর্থাৎ হিতা-হিতবোধশূন্য বা বিকলান্তঃকরণ, তৈলব্যবসায়ী, মূলিক অর্থাৎ মূল পৈতৃক দ্রব্য বিক্রয় করিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করে।১৮২

ভূতাবিষ্ট, নৃপদ্বেষী, বর্ষ-নক্ষত্রসূচক* অর্থাৎ জিজ্ঞাসিত না হইয়াও যাহারা ঘরে ঘরে যাইয়া বর্ষের ও অশ্বিন্যাদি নক্ষত্রের শুভাশুভ ফল বলিয়া জীবিকা অর্জন করে—বর্ত্তমানে যাহারা দৈবজ্ঞ বলিয়া বিদিত, অঘশংসী অর্থাৎ পাপিষ্ঠ, আত্মবিক্রেতা অর্থাৎ ধনলাভের জন্য আত্মবিক্রয়কারী ক্রীতদাস, হীনাঙ্গ

* নক্ষত্রসূচকসম্বন্ধে বৃহৎসংহিতার কয়েকটি বচন এখানে উদ্ধৃত হইল—

অবিদিত্বৈব যঃ শাস্ত্রং দৈবজ্ঞত্বং প্রপদ্যতে।
স পঙ্ক্তিদূষকঃ পাপো জ্ঞেয়ো নক্ষত্রসূচকঃ॥
তিথ্যুৎপত্তিং ন জানন্তি গ্রহাণাং নৈব সাধনম্।
পরবাক্যেন বর্ত্তন্তে তে বৈ নক্ষত্রসূচকাঃ॥

পাঠান্তরঃ—(ক) ভিন্নবৃত্ত্যসমাবৃত্ত-ঋদ্ধ—
(খ) শ্যাবদন্ শ্বিত্রী মিত্রধ্রুক্-ছঠ-শৌণ্ডিকাঃ
(গ) বধকৃচ্ছিত্রকৃন্মন্ধঃ (ঘ) প্রত্যবসৃত
(ঙ) মনুষ্যাবিষ-শস্ত্রাম্বু-লবণাপূপ-বিরুধাম্

অসাক্ষিণো যে নির্দিষ্টা দাস-নৈকৃতিকাদয়ঃ।
কার্য্যগৌরবমাসাদ্য ভবেয়ুস্তেঽপি সাক্ষিণঃ ॥১৮৮
সাহসেষু চ সর্বেষু স্তেয়সংগ্রহণেষু চ।
পারুষ্যয়োশ্চাপ্যুর্ভয়োর্ন পরীক্ষেত (ক) সাক্ষিণঃ ॥১৮৯
তেযামপি ন বালঃ স্যান্ন স্ত্রী নৈকো ন কূটকৃৎ।
ন বান্ধবো ন চারাতিব্রূর্য়ুস্তে সাক্ষ্যমন্যথা (খ) ॥১৯০

বালোঽজ্ঞানাদসত্যাৎ স্ত্রী পাপাভ্যাসাচ্চ কূটকৃৎ।
বিব্রুয়াদ্ বান্ধবঃ স্নেহাদ্ বৈরনির্য্যাতনাদরিঃ ॥১৯১
উভয়ানুমতো (গ) যঃ স্যাদ্ দ্বয়োর্বিবদমানয়োঃ।
অসাক্ষিকোঽপি (ঘ) সাক্ষিত্বে প্রষ্টব্যঃ স্যাৎ স সংসদি ॥১৯২
যস্ত্বাত্মদোষভিন্নত্বাদস্বস্থ ইব লক্ষ্যতে।

অর্থাৎ হস্তপদাদিশূন্য, ভগবৃত্তি অর্থাৎ স্ত্রীলোকদ্বারা পুরুষান্তর হইতে জীবিকার্জন-কারী।১৮৩

কুনখী, শ্যাবদন্ত অর্থাৎ সম্মুখস্থ দন্তদ্বয়ের মধ্যে কৃষ্ণ-দন্ত বা ক্ষুদ্রদন্ত, মিত্রদ্রোহী, শঠ, শৌণ্ডিক অর্থাৎ মদ্য-ব্যবসায়ী জাতি, ঐন্দ্রজালিক, লুব্ধ, উগ্র অর্থাৎ ক্ষত্রিয় দ্বারা শূদ্রাগর্ভে উৎপাদিত ব্যক্তি, স্বশ্রেণীর বা স্বজাতীয়-গণের বিরোধী।১৮৪

বধক অর্থাৎ প্রাণীহিংসক, চর্মকৃৎ * অর্থাৎ চর্মের দ্রব্যাদি নির্মাতা, পঙ্গু, পতিত, কূটকারক অর্থাৎ যে ব্যক্তি দলিল জাল করে ও কৃত্রিম দলিল দ্বারা লোক-বঞ্চনা করে, কুহক অর্থাৎ মন্ত্র-ঔষধাদি দ্বারা বশীকরণাদি অভিচারণ-কর্মকারী, প্রত্যবসিত অর্থাৎ প্রব্রজ্যাদি হইতে ভ্রষ্ট, তস্কর অর্থাৎ চোর, রাজপুরুষ।১৮৫

মনুষ্য ও পশুর মাংস এবং অস্থি, মধু, দুগ্ধ, জল এবং ঘৃত-বিক্রয়কারী ব্রাহ্মণ, বার্ধুষিক অর্থাৎ সুদ গ্রহণ করিয়া জীবিকার্জনকারী ব্রাহ্মণ, স্বধর্মত্যাগী, কুলিক অর্থাৎ শিল্পীকুলপ্রধান, স্তাবক অর্থাৎ তোষামোদকারী, হীন-সেবক অর্থাৎ দাস্যকর্মকারী, পিতার সহিত বিবাদকারী, ভেদকৃৎ অর্থাৎ বিবাদসৃষ্টিকারী—এই সকল ব্যক্তি সাক্ষী হইবে না, কারণ, ইহারা সত্যাশ্রয়ী নহে, অতএব বিশ্বাসযোগ্যও নহে।১৮৬-১৮৭

গৃহদাসী-গর্ভোৎপন্ন দাস ও শঠ প্রভৃতি যাহারা সাক্ষী হইতে পারিবে না বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহারা ঘটনাবিশেষের গুরুত্ব স্থলে অর্থাৎ প্রত্যক্ষদ্রষ্টা হইলে সাক্ষী হইতে পারিবে।১৮৮

ঘটনাবিশেষের গুরুত্বস্থলে যাহারা সাক্ষ্য দিতে পারিবে বলা হইল, তাহাদের কার্য্যবিশেষ দেখাইতেছেন—দস্যুতাদি যে সকল সাহসকর্ম আছে—তাহাতে, চৌর্য্য প্রভৃতি কার্য্যে, দণ্ডপারুষ্য অর্থাৎ লাঠালাঠি করিয়া যে উগ্রকার্য্য হয়—তাহাতে ও বাক্‌পারুষ্য অর্থাৎ কটুবাক্যঘটিত বিবাদে সাক্ষীর কোনরূপ বিচার করণীয় নহে।১৮৯

এইযে দণ্ডপারুষ্যাদি স্থলে নিষিদ্ধ সাক্ষি-সকল সাক্ষী হইতে পারিবে বলিয়া উক্ত হইল, তাহাদের মধ্যে যে অপ্রাপ্তবয়স্ক অর্থাৎ ষোড়শবর্ষের হীনবয়স্ক, স্ত্রীলোক, যাহার আত্মীয় বলিতে কেহ নাই অর্থাৎ একাকী, কূটকৃৎ অর্থাৎ জালিয়াৎ, বান্ধব অর্থাৎ ভ্রাতা প্রভৃতি এবং শত্রু—ইহারা সাক্ষী হইতে পারিবে না, কারণ, এই ব্যক্তিগণ বিপরীত সাক্ষ্য দিতে পারে।১৯০

এক্ষণে কাহার দ্বারা কি প্রকার সাক্ষ্যের বৈপরিত্য হইতে পারে, তাহা দেখান হইতেছে—অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সম্যক্ জ্ঞানের বিকাশ না হওয়ায় কি বলিতে কি বলিবে, দুর্বলপ্রকৃতি বলিয়া স্ত্রীলোক সত্যকথা নাও বলিতে পারে, পুনঃ পুনঃ পাপকার্য্য করায় জালিয়াৎ কখনও সত্যভাষী নহে, ভ্রাতা প্রভৃতি বান্ধবগণ স্নেহের জন্য পাপ গোপন করে, শত্রু-নির্য্যাতনের জন্য যে ব্যক্তি সর্বদা শত্রুতা সাধন করিতে

* টীকাকার 'চর্মকৃৎ' পাঠ না ধরিয়া 'চিত্রকৃৎ' পাঠ ধরিয়া 'যাহারা চিত্রকনাদি দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী' এই অর্থ করিয়াছেন।

পাঠান্তর ঃ—(ক) —রসাক্ষী নোপপদ্যতে।
(খ) ন তত্রাপি চ বালঃ স্যান্নৈকো ন স্ত্রী ন কূটকৃৎ।
(গ) অথবানুমতো (ঘ) স সাক্ষ্যেকোঽপি

স্থানাৎ স্থানান্তরং গচ্ছেদেকৈকং
চামুধাবতি (ক) ॥১৯৩
কাসত্য-নিভৃতোঽকস্মাদভীক্ষ্ণং নিঃশ্বসিত্যপি।
ভূমিং লিখতি পাদাভ্যাং বাহু বাসো (খ)
ধুনোতি চ ॥১৯৪
ভিদ্যতে মুখবর্ণোঽস্য ললাটং স্বিদ্যতে তথা।
শোষমাগচ্ছতশ্চোষ্ঠাবূর্ধ্বং তির্য্যক্ চ বীক্ষতে ॥১৯৫
ত্বরমাণ ইবাকস্মাদপৃষ্টো (গ) বহু ভাষতে।
কূটসাক্ষী স বিজ্ঞেয়স্তং পাপং বিনয়েন্নৃপঃ (ঘ) ॥১৯৬

শ্রাবয়িত্বা তথান্যেভ্যঃ সাক্ষিত্বং যো বিনিহ্নুতে (ঙ)।
স বিনয়ো (চ) ভৃশতরং কূটসাক্ষ্যধিকো হি সঃ ॥১৯৭
আহূয় সাক্ষিণঃ পৃচ্ছেন্নিয়ম্য শপথৈর্ভৃশম্।
সমস্তান্ বিদিতাচারান্ বিজ্ঞাতার্থান্
পৃথক্ পৃথক্ ॥১৯৮
সত্যেন শাপয়েদ্ বিপ্রং ক্ষত্রিয়ং বাহনায়ুধৈঃ।
গোবীজ-কাঞ্চনৈর্বৈশ্যং শূদ্রং সর্বৈস্তু পাতকৈঃ ॥১৯৯
পুরাণৈর্ধর্মবচনৈঃ সত্যমাহাত্ম্যকীর্তনৈঃ।
অনৃতস্যাপবাদৈশ্চ ভৃশমুত্রাসয়েদিমান্ (ছ) ॥২০০

উন্মত্ত—এই সকল ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইলে প্রকৃত বিষয়ের সত্যপ্রকাশ না হইতে পারে, সেইজন্য কোন অবস্থায় ইহারা কখনও সাক্ষী হইতে পারিবে না।১৯১

কিন্তু যদি পূর্বোক্ত নিষিদ্ধসাক্ষিগণের মধ্যে কাহাকেও বাদী ও প্রতিবাদী উভয়েই সাক্ষী বলিয়া স্বীকার করে, তাহা হইলে প্রকৃত বিষয়ের সাক্ষ্য দিবার জন্য তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে অর্থাৎ এইরূপ স্থলে অসাক্ষিগণও সাক্ষ্য দিলে তাহার কথা প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে।১৯২

## মিথ্যাসাক্ষী।

সাক্ষিগণ সাক্ষ্যদিবার সময় মিথ্যা-সাক্ষ্য দিতেছে কিনা, তাহা সাক্ষিগণের লক্ষণ দেখিয়া বুঝিতে হইবে। সেই লক্ষণ হইল—যে ব্যক্তি নিজের দোষে নিজেই অন্যবিধ হইয়া অপ্রকৃতিস্থ বলিয়া লক্ষিত হয়, যে ব্যক্তি একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না, যে ব্যক্তি কোন এক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অনুসর করে, যে ব্যক্তি চঞ্চল হইয়া ইতস্ততঃ পদচারণা করে, যে ব্যক্তি বিনা কারণে পুনঃ পুনঃ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে, যে ব্যক্তি পা দিয়া মাটিতে আঁক কাটিতে থাকে, কিংবা যে ব্যক্তি হাত বা বস্ত্র কাঁপাইতে থাকে, যে ব্যক্তির মুখ বিবর্ণ হয়, কপালে ঘর্ম প্রকাশ পায়, অধর এবং ওষ্ঠ শুষ্ক হইয়া যায় এবং কখনও ঊর্ধ্বে, অধঃ বা এদিক ওদিক দেখিতে থাকে, জিজ্ঞাসিত না হইলেও বিনা কারণে যে ব্যক্তি ব্যস্ত হইয়া বহুকথা বলে—সেই সেই ব্যক্তি যে মিথ্যাসাক্ষ্য দিতেছে, তাহা এই সকল লক্ষণ দ্বারা বুঝিতে হইবে। রাজা এই পাপিষ্ঠকে দণ্ডদান করিবেন।১৯৩-৯৬

যে সাক্ষী পূর্বে অন্যলোককে বিচার্য্যবিষয় যাহা শুনাইয়াছে, তাহা বিচারকালে যদি গোপন করে অর্থাৎ না বলে, তাহা হইলে সেই সাক্ষী গুরুতর দণ্ডার্হ হইবে; যেহেতু মিথ্যাসাক্ষী হইতেও সেই ব্যক্তি অধিক অনিষ্টকারী।১৯৭

কিভাবে সাক্ষ্যগ্রহণ করিতে হয়—তাহা দেখান হইতেছে। সাক্ষিদিগকে পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে সাদরে আহ্বান করিয়া শপথ দ্বারা তাহাদিগকে সত্য বলিবার জন্য সত্যবদ্ধ করত তাহারা বিচার্য্যবিষয়ের যাহা অবগত আছে, সেই সকল জ্ঞাতবিষয়গুলি জিজ্ঞাসা করিবে।১৯৮

## সাক্ষিবিশ্রাবণ।

কোন্ ব্যক্তিকে কিভাবে শপথ করান হইবে, তাহা দেখান হইতেছে। ব্রাহ্মণকে 'আমি যাহা বলিতেছি—তাহা সত্য' এইরূপে সত্যের দ্বারা শপথ করাইতে হইবে, ক্ষত্রিয়কে বাহন ও অস্ত্র স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইতে হইবে, বৈশ্যকে গো, ধান্যাদি বীজ ও

পাঠান্তর:—(ক) চোপধাবতি (খ) বা স (গ) ত্বরমাণ ইবাপৃষ্টো বহুবদ্ধঞ্চ ভাষতে (ঘ) বিনয়েদ্ ভৃশম্

(ঙ) যোঽপি নিহ্নুতে (চ) স বিনেয়ো
(ছ) ভৃশমুত্রাস্য সাক্ষিণঃ

নগ্নো মুণ্ডঃ কপালেন ভিক্ষার্থী ক্ষুৎপিপাসিতঃ।
অন্ধঃ শত্রুগৃহং গচ্ছেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ॥২০১
নগ্নো মুণ্ডঃ কপালেন পরদ্বারে বুভুক্ষিতঃ (ক)।
অমিত্রান্ ভূয়শঃ পশ্যেদ্ যঃ সাক্ষ্যমনৃতং বদেৎ ॥২০২
যাং রাত্রিমধিবিন্না স্ত্রী যাং চৈবাক্ষপরাজিতঃ।
যাঞ্চ ভারাভিতপ্তাঙ্গো (খ) দুর্বিবক্তা স তাং বসেৎ ॥২০৩
সাক্ষী সাক্ষ্যে সমুদ্দিশন্ (গ) গোকর্ণশিথিলং বচঃ।
সহস্রং বারুণান্ পাশান্ (ঘ) ভুঙ্‌ক্তে স বন্ধনাদ্ ধ্রুবম্ ॥২০৪
তস্য বর্ষশতে পূর্ণে পাশ এব (ঙ) প্রমুচ্যতে।
তদা পাশাদ্ বিনির্মুক্তঃ স্ত্রী সম্ভবতি মানবঃ (চ) ॥২০৫
এবং সম্বন্ধনাত্তস্মান্মুচ্যতে নিয়তাচ্চ সঃ।
পশু-গোঽশ্ব-পুরুষাণাং হিরণ্যং ভূর্যথাক্রমম্ ॥২০৬
যাবতো বান্ধবাংস্তস্মিন্ (ছ) হন্তি সাক্ষ্যেঽনৃতং বদন্।
তাবতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি (জ) শৃণু সৌম্যানুপূর্বশঃ ॥২০৭
পঞ্চ পশ্বনৃতে হন্তি দশ হন্তি গবানৃতে।
শতমশ্বানৃতে হন্তি সহস্রং পুরুষানৃতে ॥২০৮
হন্তি জাতানজাতাংশ্চ হিরণ্যার্থেঽনৃতং বদন্।
সর্বং ভূম্যনৃতে হন্তি মাস্ম ভূম্যনৃতং বদীঃ ॥২০৯

স্বর্ণ স্পর্শ করাইয়া শপথ করাইতে হইবে এবং শূদ্রকে 'আমি যদি সত্য না বলি, তাহা হইলে সমস্ত পাতক আমার হইবে' এইরূপে শপথ করাইতে হইবে।১৯৯

পৌরাণিক এবং ধর্মবাক্য দ্বারা সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া ও মিথ্যাবাক্যের নিন্দাপরত্ব কীর্তন করিয়া ঐ সকল সাক্ষিদিগের মধ্যে অত্যন্ত ত্রাসের সঞ্চার করাইবে।২০০

মিথ্যাসাক্ষ্যের দোষ দেখান হইতেছে,—যে ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য দিবে, তাহাকে মুণ্ডিত মস্তক হইয়া বস্ত্রহীন অবস্থায় ক্ষুধা এবং পিপাসার জ্বালায় ভিক্ষার্থীরূপে শরাবাদি মৃৎপাত্রহস্তে দৃষ্টিশক্তিরহিত হইয়া শত্রুর গৃহে যাইতে হইবে।২০১

যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার সময় মিথ্যা কথা বলে, সেই ব্যক্তি বস্ত্রহীন এবং মুণ্ডিত মস্তক হইয়া আহারার্থী-রূপে অপরের দ্বারে যাইলে সেই স্থানে বহু বহু শত্রুকে দেখিতে পাইবে।২০২

পূর্ববিবাহিতা পত্নী পতির সহিত তাহার সপত্নীর আনন্দময় রাত্রিযাপনের বিষয় স্মরণ করিয়া নিজের ঐরূপ পূর্বাবস্থা হারাইয়াছে ভাবিয়া যেভাবে মনঃকষ্টের সহিত রাত্রিযাপন করে, অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত ব্যক্তি রাত্রিতে শয়ন করিয়া সেই পরাজয় ও অর্থক্ষতির স্মরণের জন্য উত্তপ্তমস্তিষ্ক হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত যেভাবে রাত্রিনির্বাহ করে, রোগসেবাদি বা অন্যবিধ গুরুকার্য্যভারাক্রান্ত দেহ [illegible] যেরূপ দুঃখের সহিত রাত্রি অতিবাহিত করিতে বাধ্য হয়, মিথ্যাসাক্ষ্যদাতাকেও সেইভাবে রাত্রিযাপন করিতে হয়। গরু যেরূপ এদিক ওদিক কর্ণসঞ্চালন করে, গোকর্ণ অর্থাৎ মৃগবিশেষ যেমন অস্থির হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করে, সেইরূপ সাক্ষী সাক্ষ্যপ্রদানকালে শিথিল অর্থাৎ অসামঞ্জস্য বাক্য বলে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বরুণদেবের সহস্রসংখ্যক নাগপাশে আবদ্ধ হয়।২০৩-৪

তারপর শতবর্ষ পূর্ণ হইলে তাহার ঐ পাশবন্ধন স্বয়ং ছিন্ন হইয়া যায়, তখন সেই পাশমুক্ত ব্যক্তি স্ত্রী হইয়া জন্মগ্রহণ করে।২০৫

এইরূপে স্ত্রী পর্য্যন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করার পর সেই দৃঢ় বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। পশু, গো, অশ্ব, মনুষ্য (দাসাদি), স্বর্ণ ও [illegible] স্ত্রীলোক মিথ্যাকথা বলার জন্য যতগুলি বান্ধব হত্য[illegible]পকার্য্য হে সৌম্য! সেই সকল আমি তোমাকে [illegible]ন্যায়ক্রমে বলিতেছি—তাহা শ্রবণ কর।২০৬-৭

পাঠান্তর ঃ—(ক) নগরে প্রতিরুদ্ধঃ সন্ বহির্দ্বারে৷ বুভুক্ষিতঃ।
(খ) ন তত্রাপি চ বালঃ ন্তি পাঠা ভক্তিভারতপ্তাঙ্গো। (গ) সাক্ষী সাক্ষ্যসমুদ্দেশে (ঙ) পাশ একঃ
(চ) এবং স বন্ধনাৎ তস্মান্মুচ্যতে নিয়তাঃ সমাঃ
(ছ) বান্ধবান্ যস্মিন্। (জ) সংখ্যয়া তস্মিন্ বক্ষ্যামি

একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ প্রাহুঃ পাবনমাত্মনঃ।
সত্যং স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব ॥২১০
অশ্বমেধসহস্রঞ্চ সত্যঞ্চ তুলয়া ধৃতম্।
অশ্বমেধসহস্রাত্তু সতমেব বিশিষ্যতে ॥২১১
বরং (ক) কূপশতাদ্ বাপী বরং বাপীশতাৎ ক্রতুঃ।
বরং ক্রতুশতাৎ পুত্রঃ সত্যং
পুত্রশতাদ্ পরম্ ॥২১২
ভূর্ধারয়তি সত্যেন সত্যেনোদেতি ভাস্করঃ (খ)।
সত্যেন বায়ুঃ প্লবতে (গ) সত্যেনাপঃ স্রবন্তি চ ॥২১৩
সত্যমেব পরং দানং সত্যমেব পরং তপঃ।
সত্যমেব পরো ধর্মো লোকানামিতি
নঃ শ্রুতম্ (ঘ) ॥২১৪
সত্যং দেবাঃ সমাসেন মনুষ্যাস্ত্বনৃতং স্মৃতম্ (ঙ)।
ইহৈব তস্য দেবত্বং যস্য সত্যে স্থিতা মতিঃ ॥২১৫
সত্যং ব্রূহ্যনৃতং ত্যক্ত্বা সত্যেন স্বর্গমেষ্যসি।
উক্ত্বানৃতং মহাঘোরং নরকং প্রতিপৎস্যসে (চ) ॥২১৬
নরকেষু (ছ) চ তে শশ্বজ্জিহ্বামুৎকৃত্য দারুণাঃ।
অসিভিঃ শাতয়িষ্যন্তি বলিনো যমকিঙ্করাঃ ॥২১৭

পশুবিষয়ে মিথ্যাকথা বলিলে পাঁচজন বান্ধবকে হত্যা করা হয়। এইরূপ গো-বিষয়ে দশসংখ্যক, অশ্ব-বিষয়ে শতসংখ্যক এবং পুরুষবিষয়ে মিথ্যাকথা বলিলে সহস্রসংখক বান্ধবকে হত্যা করা হয় অর্থাৎ উক্ত যে যে বিষয়ে [illegible] কথা বলিবে, সেই সেই বিষয়ে নির্দিষ্টসংখ্যক বান্ধবহত্যা জন্য পাপভাগী হইবে।২০৮

স্বর্ণের জন্য মিথ্যাকথা বলিলে উৎপন্ন এবং অনুৎপন্ন সকল বান্ধবকে বিনাশ করা হয়। আর ভূমি-সম্বন্ধে মিথ্যাকথা বলিলে সকল বান্ধবকেই নষ্ট করা হয়, অতএব ভূমি সম্বন্ধে কখনও মিথ্যাকথা বলিবে না।২০৯

নৌকা যেরূপ সমুদ্রের পরপারে যাইবার সাধন হয়, সেইরূপে নিজেকে পবিত্র করিবার অদ্বিতীয় উপায় একমাত্র সত্য এবং এই সত্যই হইলেন স্বর্গের সোপান। সহস্রসংখ্যক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ এবং সত্য এতদুভয়ের মধ্যে কাহার অধিক গুরুত্ব ইহা নিশ্চয় করিবার জন্য যদি তুলাদণ্ডে পরীক্ষা করা হয়, তাহা হইলে সহস্রসংখ্যক অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ-যজ্ঞ হইতে সত্যের গুরুত্ব সমধিক হইবে।২১০-১১

ব্যক্তি প[illegible] কূপ-প্রতিষ্ঠা হইতে একটি দীর্ঘিকার যে ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ,—এইরূপ শত দীর্ঘিকার উৎসর্গ হইতে একটি ক্রতু অর্থাৎ যাগ শ্রেষ্ঠ, শত বিশিষ্ট ক্রতু হইতে পুত্রোৎপত্তি শ্রেষ্ঠ ও শত পুত্রোৎপত্তি হইতে সত্যই শ্রেষ্ঠ বস্তু বলিয়া জানিবে।২১২

সত্যের উৎকর্ষের কারণ হইল,—সত্যের প্রভাবে পৃথিবী সকলকে ধারণ করেন, সত্যের প্রভাবে সূর্য্যদেব উদিত হন, সত্যের প্রভাবে বায়ু সদা গতিযুক্ত হন এবং সত্যের প্রভাবে জলও প্রবাহিত হইয়া থাকে।২১৩

লোকসকলের দান বলিয়া যাহা কিছু কথিত আছে, সত্যই হইলেন তাহাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট দান, আর সত্যই সর্বপ্রধান তপস্যা। ধর্ম বলিয়া যাহা কিছু আছে, সত্যই তাঁহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠধর্ম—ইহা আমাদের শোনা আছে।২১৪

দেবগণ সত্যস্বরূপ এবং মনুষ্যগণ মিথ্যাস্বরূপ। ইহা সংক্ষেপে বুঝা যায়—যাহার মতি সত্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই পৃথিবীতেই তাহার দেবত্বলাভ হইয়াছে। হে সাক্ষ্যদানাভিলাষিন্! সেইহেতু তুমি মিথ্যা পরিত্যাগ করিয়া যাহা সত্য তাহাই বল, সত্যের দ্বারা তুমি স্বর্গগামী হইবে আর মিথ্যা বলিলে মহাঘোর-নরকে পতিত হইবে।২১৫-১৬

দারুণ অর্থাৎ দুঃখব্যঞ্জক কাতরোক্তির দ্বারা যাহাদের দয়ার সঞ্চার হয় না ও যাহাদিগকে শক্তির দ্বারা পরাভূত করা যায় না—এইরূপ কঠিনপ্রকৃতি ও বলশালী যমদূতেরা তরবারি দ্বারা তোমার জিহ্বা ছেদনপূর্বক নরকে নিক্ষেপ করিবে।২১৭

যমদূতগণ উচ্চকণ্ঠে চিৎকারকারী ও উপায়ান্তর-

**পাঠান্তর ঃ**—(ক) পরং (সর্বত্র বরমিত্যত্র পরং)
(খ) সত্যেনোদয়তে রবিঃ (গ) পবতে
(ঘ) বৈ শ্রুতিঃ (ঙ) স্মৃতাঃ
(চ) সম্প্রপৎস্যতে (ছ) নিরয়েষু

শুলৈর্ভেৎস্যন্তি চাক্রম্য (ক) ক্রোশন্তমপরায়ণম্।
অবস্থিতং সমুৎক্ষিপ্য ক্ষেপ্স্যন্তি
স্বাং হুতাশনে (খ) ॥২১৮
অনুভূয় চ তাস্তীব্রা (গ) শ্চিরং নরকবেদনাঃ।
ইহ যাস্যসি পাপাসু (ঘ) গৃধ্র-কাকাদিযোনিষু ॥২১৯
ধ্যাত্বৈতাননৃতে দোষান্ ধ্যাত্বা সত্যে চ সদ্গুণান্।
সত্যং বদোদ্ধরাত্মানং (ঙ) নাত্মানং পাতয় স্বয়ম্ ॥২২০
ন বান্ধবা ন সুহৃদো ন ধনানি মহান্ত্যপি।
জলং (চ) ধারয়িতুং শক্তাস্তমস্যুগ্রে নিমজ্জতঃ ॥২২১
পিতরস্ত্বলম্বন্তে ত্বয়ি সাক্ষিত্বমাগতে।
তারয়িষ্যতি কিং তস্মাৎ (ছ) কিং চায়ং
পাতয়িষ্যতি ॥২২২

সত্যমাত্মা মনুষ্যস্য সত্যে সর্বং প্রতিষ্ঠিতম্।
সত্যমুক্ত্বাত্মনাত্মানং শ্রেয়সা সংনিয়োজয় (জ) ॥২২৩
যস্যাং রাত্রাবজনিষ্ঠা যস্যাং রাত্রৌ মরিষ্যসি।
বৃথা তদন্তরং তুভ্যং সাক্ষ্যং চেদন্যথা ব্রূথাঃ (ঝ) ॥২২৪
ব্রহ্মঘ্নস্য তু যে লোকা যে চ স্ত্রী-বালঘাতিনাম্।
যে চ লোকাঃ কৃতঘ্নস্য তে তে স্যুর্ব্রুবতো বৃথা ॥২২৫
নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মো নানৃতাৎ পাতকং পরম্।
সাক্ষিধর্মে বিশেষেণ সত্যমেব বদেদতঃ ॥২২৬

( পুরাণোক্তৌ দ্বৌ শ্লোকৌ ভবতঃ। )
যঃ পরার্থে প্রহিণুয়াৎ (ঞ) স্বাং বাচং পুরুষাধমঃ।
আত্মার্থে কিং ন কুর্য্যাৎ স পাপো (ট) নরকনির্ভয়ঃ
॥২২৭

শূন্য তোমাকে আক্রমণ করিয়া শূলের দ্বারা বিদ্ধ করিবে, তারপর ঐরূপ শূলাঘাতে বিদ্ধ অবস্থায় তোমাকে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।২১৮

বহুকাল ধরিয়া অতিশয় তীব্র ঐসকল নরকযন্ত্রণা ভোগ করিবার পর ভূলোকে শকুনি, কাক প্রভৃতি পাপময়-যোনিতে আসিতে হইবে।২১৯

মিথ্যাভাষণের এই সকল নানা দোষ এবং সত্যভাষণের নানা সদ্গুণ জ্ঞাত হইয়া সত্যকথা বল ও তাহার দ্বারা নিজেকে উন্নত কর, মিথ্যাভাষণের দ্বারা নিজেকে নিজেই অধঃপাতিত করিও না।২২০

অতিশয় তীব্র ঘোর-নরকে নিমগ্ন হইবার সময় তোমার বান্ধবেরা বা সুহৃদ্গণ অথবা তোমার প্রভূত ধন সম্পদ কেহই তোমাকে ধরিয়া রাখিতে সমর্থ হইবে না।২২১

যখন তুমি সাক্ষী বলিয়া স্থির হইবে, তখন তোমার পিতৃগণ সংশয়চিত্তে অপেক্ষা করেন—"এই সন্তান সত্য বলিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করিবে কিংবা মিথ্যা বলিয়া আমাদিগকে নরকে পাতিত করিবে"।২২২

সত্যই মানুষের আত্মা, সত্যেই সমস্ত জগৎ প্রতিষ্ঠিত, অতএব তুমি সত্যকথা বলিয়া নিজ কার্য্যদ্বারা নিজেকে মঙ্গলের সহিত যুক্ত কর।২২৩

যে রাত্রিতে ( এখানে 'রাত্রি' শব্দে দিন ও রাত্রি উভয়কেই বুঝিতে হইবে ) তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ এবং যে রাত্রিতে তুমি প্রাণত্যাগ করিবে—এই জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে মধ্যকাল তাহা তোমার নিষ্ফল হইবে—যদি তুমি যাহা জ্ঞাত আছ, তাহার বিপরীত কথা অর্থাৎ মিথ্যাকথা সাক্ষ্যদিবার সময় বল।২২৪

ব্রহ্মহত্যাকারীর যে লোক অর্থাৎ ভোগভূমি-নরক প্রাপ্তি হয়, স্ত্রীলোক ও বালকহত্যাকারিদের যে নরকে যাইতে হয় এবং কৃতঘ্নগণের যে ভোগভূমি নরক প্রাপ্তি হয়, সাক্ষ্যদিবার সময় তুমি যদি মিথ্যাকথা বল, তাহা হইলে তোমারও সেই গতি হইবে।২২৫

পাঠান্তর :—(ক) শূলে মৎস্যানিবাক্ষিপ্য
(খ) অবাক্‌শিরসমুৎক্ষিপ্য ক্ষেপ্স্যন্ত্যগ্নিহ্রদেষু চ
(গ) অনুভূয় চ দুঃখাস্তা (ঘ) ইহাযাস্যস্যভব্যাসু
(ঙ) সত্যং বদোদ্ধরাত্মানমাত্মানং পীপতশ্চিরম্ (চ) অলং
(ছ) কিন্তমানাত্মানং

(জ) সর্বথৈবাত্মনাত্মানং শ্রেয়সা যোজয়িষ্যসি
(ঝ) যাং রাত্রিমজনিষ্ঠাস্ত্বং যাঞ্চ রাত্রিং মরিষ্যসি।
বৃথা তদন্তরা তে স্যাৎ সাক্ষ্যং চেদন্যথা বদেঃ॥
(ঞ) যঃ পরার্থেঽপহরতি (ট) পাপং

বাচ্যার্থা নিয়তাঃ সর্বে বাঙ্মূলা (ক) বাগ্বিনিশ্রিতাঃ
যো হি তাং স্তেনয়েদ্ (খ) বাচং স সর্বস্তেয়কৃন্নরঃ ॥২২৮
সাক্ষিবিপ্রতিপত্তৌ তু প্রমাণং বহবো যতঃ।
তৎসাম্যে শুচয়ো গ্রাহ্যাস্ত্যৎসাম্যে স্মৃতিমত্তরাঃ ॥২২৯
স্মৃতিমৎ সাক্ষিসাম্যং তু বিবাদে যত্র দৃশ্যতে।
সূক্ষ্মত্বাৎ (গ) সাক্ষিধর্মস্য সাক্ষ্যং ব্যাবর্ততে ততঃ ॥২৩০
স্ব-সাক্ষিবর্জিতো যস্তু দৈবাদ্ বাদী কথঞ্চন।
উদ্ধারং তস্য নেচ্ছন্তি দিব্যেনাপি মনীষিণঃ ॥২৩১
নির্দিষ্টেস্বর্থজাতেষু সাক্ষী চেৎ সাক্ষ্য আগতে।
ন ব্রূয়াদক্ষরসমং ন তন্নিগদিতং ভবেৎ ॥২৩২
দেশ-কাল-বয়ো-দ্রব্য-প্রমাণাকৃতি-জাতিষু।
যত্র বিপ্রতিপত্তিঃ স্যাৎ সাক্ষ্যং তদপি চান্যথা ॥২৩৩
ঊনং বাপ্যধিকং বার্থং প্রব্রূয়ুর্যত্র সাক্ষিণঃ।
তদপ্যনুক্তং বিজ্ঞেয়মেষ সাক্ষ্যবিধিঃ স্মৃতঃ ॥২৩৪

---

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই এবং মিথ্যা হইতে মহৎ পাপ আর নাই। সেইহেতু বিশেষ করিয়া সাক্ষ্যদানকালে সর্বদা সত্যকথা বলিবে, কারণ ইহাই হইল সাক্ষীর ধর্ম।২২৬

এইস্থলে পুরাণের দুইটি বচন দেখা যায়,—যে পুরুষাধম ব্যক্তি পরের জন্য নিজের বাক্যকে কলুষিত করে, নরকভয়হীন সেই পাপিষ্ঠব্যক্তি নিজের জন্য কি না করিতে পারে ?২২৭

সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয় বাক্যে প্রতিষ্ঠিত আছে। এইজন্য বাক্য হইল ঐ সকলের মূল এবং তাহা হইতে প্রয়োজনীয় বিষয় নির্ণয় করা হয়, অতএব ঐ বাক্যরূপ সত্যকে যে ব্যক্তি গোপন করে, সেই ব্যক্তি সমস্তই চুরি করিয়া থাকে।২২৮

## সাক্ষীর বলাবল।

এই শাস্ত্রে বাদী এবং প্রতিবাদীর পক্ষে যে সকল ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারিবে বলিয়া উক্ত হইল, তাহাতে উভয়পক্ষীয় সাক্ষিগণের উক্তিতে বিরোধ উপস্থিত হইলে বহু সাক্ষী যাহা বলিবে—তাহাই গ্রহণীয় হইবে, কিন্তু যদি উভয় পক্ষীয়সাক্ষিসকল সমানসংখ্যক হয়, তাহা হইলে যে পক্ষে নির্দোষ ব্যক্তির সাক্ষী হইয়াছে, সেই সাক্ষীই গ্রাহ্য হইবে ; আর যে স্থলে নির্দোষ-সাক্ষীও সমানসংখ্যক হইবে, সেইস্থলে উক্ত সাক্ষিগণের মধ্যে যাহাদের স্মৃতিশক্তি অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছে, তাহাদেরই সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে।২২৯

আর যেস্থলে স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন সাক্ষী সমসংখ্যক হইবে, সেইস্থলে সাক্ষিদের গ্রাহ্যতা বিষয়ে যে বিশেষত্ব আছে—তাহা অতি সূক্ষ্ম বলিয়া সাক্ষীর সাক্ষ্য তুল্যতা-নিবন্ধন নির্ণয়ের কারণ হইবে না।২৩০

যে বাদী স্বীয় দুর্ভাগ্য-নিবন্ধন কোনরূপে স্বপক্ষে সাক্ষী সংগ্রহ করিতে পারে না, মনীষিগণ শপথ দ্বারাও তাহার জয়লাভ ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ তাহার অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।২৩১

সাক্ষীর সাক্ষ্য দিবার সময় উপস্থিত হইলে যে সাক্ষী উল্লিখিত অর্থবিষয়ে (বাদী এবং প্রতিবাদী উভয়পক্ষই বিবাদবিষয়ে যাহা ভাষাপত্রের দ্বারা বিজ্ঞাপিত করিয়াছে) ভাষাপত্রের অর্থাৎ আর্জির লেখার অনুরূপ না বলে, সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য না বলার মধ্যেই গণ্য হইবে।২৩২

যেস্থলে দেশ, দিবরাত্রি ও চৈত্রমাসাদি কাল, বয়স, ধান্যাদি দ্রব্য, প্রমাণ, আকার এবং কোন্ জাতীয় বিবাদ—এই সকল বিষয়ে ভাষাপত্রের সহিত সাক্ষীর উক্তির বিরোধ ঘটিবে, সেইস্থলে সাক্ষ্যও অসাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে।২৩৩

যে অভিযোগে সাক্ষীরা ভাষাপত্রে লিখিত বিষয়ের অধিক বা ন্যূন বলিবে, সেই অভিযোগের সাক্ষ্যও অসাক্ষ্য বলিয়া গণ্য হইবে। এই সকল হইল সাক্ষী সম্বন্ধে নিয়ম।২৩৪

পাঠান্তর ঃ—(ক) অর্থো বৈ বাচি নিয়তা বাঙ্মূলা
(খ) স্তেয়য়েদ্ (গ) তীক্ষ্ণত্বাৎ

প্রমাদাদ্ধনিনো যত্র ন স্যাল্লেখ্যং ন সাক্ষিণঃ।
অর্থং চাপহ্নুতে বাদী তত্রোক্তস্ত্রিবিধো বিধিঃ ॥২৩৫

চোদনা প্রতিকালঞ্চ যুক্তিলেশস্তথৈব চ।
তৃতীয়ঃ শপথঃ প্রোক্তস্তৈরেনং সাধয়েৎ ক্রমাৎ ॥২৩৬

অভীক্ষ্ণং চোদ্যমানো যঃ প্রতিহন্যান্ন তদ্বচঃ।
ত্রিশ্চতুঃ-পঞ্চকৃত্বো বা পরতোঽর্থং স দাপয়েৎ ॥২৩৭

চোদনাপ্রতিঘাতে তু যুক্তিলেশৈস্তমন্বিয়াৎ।
দেশ-কালার্থসম্বন্ধ-পরিমাণ-ক্রিয়াদিভিঃ ॥২৩৮

যুক্তিষ্বপ্যসমর্থাসু শপথৈরেনমর্দয়েৎ।
দেশ-কাল-বলাপেক্ষ্যমগ্ন্যম্বু-সুকৃতাদিভিঃ ॥২৩৯

যমন্তধারয়ন্ত্যাপো দীপ্তোঽগ্নির্ন দহত্যপি।
শায়য়ত্যভিশাপং তং কিল্বিষী স্যাদতোঽন্যথা(ক)॥২৪০

অরণ্যে নির্জনে রাত্রাবন্তর্বেশ্মনি সাহসে।
ন্যাসস্যাপহ্নবে চৈব দিব্যা সম্ভবতি ক্রিয়া ॥২৪১

স্ত্রীণাং শীলাভিযোগেষু (খ) স্তেয়-সাহসয়োরপি।
এষ এব বিধির্দৃষ্টঃ সর্বার্থাপহ্নবেষু চ ॥২৪২

শপথা হ্যপি দেবানামৃষীণামপি চ স্মৃতাঃ (গ)।
বসিষ্ঠঃ শপথং শেপে যাতুধানেন শঙ্কিতঃ (ঘ) ॥২৪৩

### লেখ্য ও সাক্ষীর অভাব

যেস্থলে ঋণদাতার অনবধানতাবশতঃ দলিল অর্থাৎ ঋণগ্রহণ-পত্র লেখা হয় নাই অথবা সাক্ষীও নাই, সেই স্থলে উক্ত ঋণদাতা অভিযোগ করিলে ঋণগ্রহীতা যদি ঐ ঋণ অস্বীকার করে, তাহা হইলে নিম্নলিখিত তিন-প্রকার নিয়ম উক্ত অভিযোগ-নির্ণয়ের জন্য কথিত আছে।২৩৫

উক্ত তিন প্রকারের নিয়ম—(১) চোদনা অর্থাৎ তাগাদা, (২) যুক্তি ও (৩) শপথ। ঋণকারীকে ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য বারংবার তাগাদা করা হইল—প্রথম প্রকার; তথাপি যদি ঋণ পরিশোধ না করে, তখন তাহাকে যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া সত্যের প্রকাশ করা হইল—দ্বিতীয় প্রকার; তৎসত্ত্বেও যদি ঋণ স্বীকার না করে, তখন তৃতীয়প্রকার শপথরূপ উপায়ের দ্বারা প্রয়োজনসাধন করিতে হইবে।২৩৬

'তুমি ঋণগ্রহণ করিয়াছ, ঐ ব্যক্তিকে তাহা পরিশোধ কর' এইরূপ বারংবার তাগাদা পাইয়াও যে ঋণী ব্যক্তি উক্ত বক্তাদিগের বাক্যের তিন, চার অথবা পাঁচবারেও যদি প্রতিবাদ না করে, তাহা হইলে উক্ত ঋণী যে ঋণগ্রহণ করিয়াছে—ইহা প্রকাশ হওয়ায় ঋণের অর্থ তাহাকে দিতে বাধ্য করাইবে।২৩৭

যেস্থলে উক্ত প্রকারে পুনঃ পুনঃ তাগাদা করিলেও যে ব্যক্তি নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার না করে, সেই স্থলে দেশ, কাল, প্রয়োজন, সম্বন্ধ, পরিমাণ ও কার্য্য-ঘটিত যুক্তি দেখাইয়া ঋণীকে ঋণস্বীকার করাইবার জন্য চেষ্টা করিবে।২৩৮

উক্তপ্রকার যুক্তি দ্বারাও যেস্থলে ঋণী তাহার ঋণ স্বীকার না করিবে, সেইস্থলে তাহাকে দেশ, কাল ও সামর্থ্য অনুসারে অগ্নি, জল, কিংবা সুকৃতাদি-ঘটিত শপথ দ্বারা ঋণ স্বীকার করাইবার চেষ্টা করিবে। ২৩৯

যে ব্যক্তি জলে প্রবেশের পর জলের উপরে ভাসিয়া না উঠে, প্রদীপ্ত অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে এবং যে ব্যক্তি নিরুপদ্রবে অভিশাপ-কাল অতিবাহিত করে—সেই ব্যক্তি শুদ্ধ; ইহার বিপরীত হইলে সেই ব্যক্তি পাপকারী—ইহাই নিশ্চয় হইবে।২৪০

'দিব্য'কে প্রমাণ বলিয়া যাহা কথিত হইল তাহার স্থল দেখান হইতেছে—বনভূমিতে, নির্জনস্থানে, নিশাকালে কিংবা গৃহাভ্যন্তরে যে ঘটনা ঘটে, সেই বিষয়ে সাক্ষী সম্ভব হয় না, এইজন্য ঐ সব স্থলে দিব্যপ্রমাণ আবশ্যক হয়; আর সাহস-কর্ম অর্থাৎ হত্যা বা দস্যুতাদিতে এবং গচ্ছিতবস্তুর অপলাপে 'দিব্য'ই

**পাঠান্তর** :—(ক) দীপ্তো যং ন দহত্যগ্নিরাপোঽন্তর্ধারয়ন্তি যম্।
স তরত্যভিশাপং তং কিল্বিষী স্যাদ্ বিপর্য্যয়ে॥
(খ) স্ত্রীণাং শীলাভিযোগে চ
(গ) শপথা হ্যৃষি-দেবানাং পুরা সৃষ্টাঃ স্বয়ম্ভুবা।
(ঘ) যাতুধানেতি শঙ্কিতঃ

সপ্তর্ষয়স্তথেন্দ্রেণ পুষ্করার্থেন শঙ্কিতাঃ (ক)।
শেপুঃ শপথমব্যগ্রাঃ পরস্পরবিশুদ্ধয়ে ॥২৪৪
অযুক্তং সাহসং কৃত্বা প্রত্যাপত্তিং ভজেত যঃ।
ব্রূয়াৎ স্বয়ং বা সদসি তস্যার্ধবিনয়ঃ স্মৃতঃ ॥২৪৫
গূহমানস্তু বৈচিত্র্যাদ্ যদি পাপঃ স জীয়তে।
সভ্যাস্তস্য ন তুষ্যন্তি তীব্রো দণ্ডশ্চ পাত্যতে (খ)॥২৪৬
যদা সাক্ষী ন বিদ্যতে বিবাদে বদতাং নৃণাম্।
তদা দিব্যৈঃ পরীক্ষেত শপথৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈঃ ॥২৪৭
সত্যং বাহনশস্ত্রাণি গো-বীজ-কণকাদি চ।
দেবতা-পিতৃপাদাশ্চ দত্তানি সুকৃতানি চ ॥২৪৮
মহাপরাধে দিব্যানি দাপয়েত্তু মহীপতিঃ।
অল্পেষু তু নৃপশ্রেষ্ঠঃ শপথৈঃ শ্রাবয়েন্নরম্ ॥২৪৯
ইত্যেতে শপথাঃ প্রোক্তা মনুনা স্বল্পকারণে।
পাতকেষ্টাভিযোগে চ বিধিদিব্যঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥২৫০

প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইবে, কারণ এই সকল স্থলে প্রায়শঃ সাক্ষীর অভাব হয়।২৪১

স্ত্রীলোকের চরিত্রগত অভিযোগে, চৌর্য্যে, মনুষ্য-মণারাদি সাহস-কর্মে ও সকলপ্রকার অর্থের অপলাপে এই দিব্যবিধি প্রমাণ দেখা যায়।২৪২

এই শপথে অর্থাৎ দিব্যবিধিতে সংশয়ের কোন কারণ নাই, ইহা বহুকাল হইতে প্রমাণরূপে চলিয়া আসিতেছে, ইহা দেবগণের মধ্যে এবং ঋষিগণের মধ্যেও প্রচলিত ছিল—তাহাও কথিত আছে। রাক্ষসগণ কর্ত্তৃক বশিষ্ঠদেব দোষী বলিয়া আশঙ্কিত হওয়ায় তিনিও 'দিব্য' করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি দিব্য দ্বারা নির্দোষ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছিলেন।২৪৩

পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক পদ্মপুষ্পের অপহরণ বিষয়ে সপ্তর্ষিগণ দোষী বলিয়া আশঙ্কিত হইয়াছিলেন। তখন সপ্তর্ষিগণ পরস্পরের নিষ্পাপভাব প্রকাশের জন্য ধীরতার সহিত শপথ করিয়াছিলেন অর্থাৎ দিব্য দ্বারা নিজদিগকে নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছিলেন।২৪৪

কাহারও বিষয়ে অনুচিত বিরুদ্ধকার্য্য করিয়া অথবা দস্যুতাদি সাহস-কার্য্য করিয়া বাদী কর্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি ধর্মাধিকরণে যদি 'কৃত অভিযোগ মিথ্যা' ইহা না বলে 'অথবা এই অভিযোগ সত্য' বলিয়া অভিযোগ স্বীকার করে, তাহা হইলে বাদী কর্তৃক উপস্থাপিত অভিযোগে যে দণ্ড উক্ত আছে, এই স্থলে তাহার অর্ধেক দণ্ড হইবে।২৪৫

আর যেস্থলে অনুচিত চৌর্য্যাদি কার্য্য করিয়া অভিযুক্ত হওয়ার পর স্বীয় অভিযোগ গোপন করিতে চেষ্টা করিলেও সাক্ষ্য বা দিব্যাদি রূপ নানা উপায়ে পাপাত্মা সেই ব্যক্তি পরাজিত হয়, সেইস্থলে বিচারক তাহার উপর তুষ্ট থাকেন না অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হন এবং তাহাকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করেন।২৪৬

বিবাদে বিরুদ্ধবাদিগণের যখন কোন সাক্ষী থাকিবে না, তখন বিভিন্নপ্রকার শপথ ও দিব্য দ্বারা পরীক্ষা করণীয়।২৪৭

শপথের কোন স্থলে সত্যপাঠ 'আমি যাহা কিছু অর্থাৎ পুণ্যার্জন করিয়াছি, তৎসমস্ত আমার নষ্ট হইবে —যদি আমি মিথ্যা বলি' এইরূপ শপথবাক্য, অশ্বাদি বাহন ও শস্ত্রস্পর্শ, গো, বীজ অর্থাৎ ধান্যাদি, স্বর্ণ, দেবতা এবং পিতার পাদস্পর্শ করিয়া যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণভেদে সত্যপাঠ করাইবে।২৪৮

যেস্থলে গুরু অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, সেইস্থলে রাজা অভিযুক্তব্যক্তিকে জল ও অনলাদির দিব্য করাইবেন, আর যেস্থলে লঘু অপরাধে অভিযুক্ত হইবে, সেইস্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির এইরূপভাবে রাজা শপথ করাইবেন—যাহাতে অপরেও তাহা জানিতে পারে। ভগবান্ মনু লঘু অপরাধ-স্থলে 'শপথ' করিবার কথা এবং গুরু অপরাধ-স্থলে 'দিব্য'বিধি বলিয়াছেন। (ইহাতে শপথ ও দিব্যের ভেদ প্রদর্শিত হইল)।২৪৯-৫০

---

পাঠান্তর :—(ক) সপ্তর্ষয়স্তথা সেন্দ্রাঃ পুষ্করার্থে তপোধনাঃ
(খ) গৃহ-মনস্থঃ দৌঃশীল্যাদ্ যদি পাপং স হীয়তে।
সভ্যাশ্চাস্য ন তুষ্যন্তি তীব্রো দণ্ডশ্চপাত্যতে ॥

সন্দিগ্ধেঽর্থেঽভিযুক্তানাং প্রচ্ছন্নেষু বিশেষতঃ।
দৈবং পঞ্চবিধং জ্ঞেয়মিত্যাহ ভগবান্ মনুঃ ॥২৫১
ধটোঽগ্নিরুদকং চৈব বিষং কোশশ্চ পঞ্চমঃ।
উক্তান্যেতানি দিব্যাণি বিশুদ্ধ্যর্থং মহাত্মনাম্ ॥২৫২
সন্দিগ্ধেঽর্থেঽভিযুক্তানাং বিশুদ্ধ্যর্থং দুরাত্মনাম্।
প্রোক্তানি নারদেনেহ সত্যানৃতবিশুদ্ধয়ে ॥২৫৩
বর্ষাসু বহ্নিরিত্যুক্তঃ শিশিরে তু ধটঃ স্মৃতঃ।
গ্রীষ্মে সলিলমিত্যুক্তং বিষং কালে তু শীতলে ॥২৫৪
নার্তানাং তোয়শুদ্ধিঃ স্যান্ন বিষং পিত্তরোগিণাম্।
শ্বিত্র্যন্ধ-কুনখিনাঞ্চ নাগ্নিশুদ্ধির্বিধীয়তে ।২৫৫
সব্রতানাং ভৃশার্তানাং ব্যাধিতানাং তপস্বিনাম্।
স্ত্রীণাঞ্চ ন ভবেদ্দিব্যং যদি ধর্মস্ত্ববেক্ষতে ॥২৫৬

সন্দেহবশতঃ কাহারও উপর অপহৃতবস্তুবিষয়ে অভিযোগ হইলে বিশেষতঃ গুপ্তস্থানস্থ দ্রব্যসকলের অপ্রাপ্তিতে কাহারও উপর অপহরণের সন্দেহ হইলে তাহার নিশ্চয়-জ্ঞানের জন্য ভগবান্ মনু পঞ্চবিধ দিব্যের কথা বলিয়াছেন।২৫১

(১) তুলাদণ্ড, (২) অগ্নি, (৩) জল, (৪) বিষ ও (৫) কোষ—এই পঞ্চবিধ দিব্য মহাত্মাগণের বিশুদ্ধি অর্থাৎ নির্দোষতা জানিবার জন্য উক্ত হইয়াছে।২৫২

রক্ষিত বস্তু না পাইলে দুষ্টস্বভাবব্যক্তিগণকে চোর বলিয়া অভিযোগ করার পর তাহার সত্যাসত্যের স্থির-নিশ্চয়ের জন্য এই আইনগ্রন্থে পঞ্চবিধ দিব্য কথিত হইয়াছে।২৫৩

পাপাদি নির্ণয়ের জন্য পূর্বে যে পঞ্চবিধ দিব্য বলা হইয়াছে, এখন উহার কাল উল্লিখিত হইতেছে—বর্ষা-কালে অগ্নিপরীক্ষা, শীতকালে ধট অর্থাৎ তুলাপরীক্ষা, গ্রীষ্মকালে জলপরীক্ষা এবং শীতকালে বিষপরীক্ষা করণীয়।২৫৪

তাহার মধ্যে পীড়িতব্যক্তিগণের পক্ষে জলপরীক্ষা, পিত্তরোগিগণের পক্ষে বিষপরীক্ষা, শ্বেতকুষ্ঠরোগী, অন্ধ এবং কুনখিগণের অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধি নিষিদ্ধ।২৫৫

শিরোবর্ত্তী যদা ন স্যাত্তদা দিব্যং ন দীয়তে।
কারণৈঃ সহিতং প্রোক্তং ন দিব্যং চার্থিনাং নৃণাম্ ॥২৫৭

তৎপ্রোক্তেন বিনীতেন ধার্মিকেণ বিজানতা।
উভয়ানুমতে দেয়ং দিব্যং সর্বং প্রযত্নতঃ ॥২৫৮

ন শীতে তোয়শুদ্ধিঃ স্যান্নোষ্ণকালেঽগ্নিশোধনম্।
ন প্রাবৃষি বিষং দদ্যাৎ প্রবাতে ন তুলাং নৃণাম্ ॥২৫৯
বিচার্য্য ধর্মনিপুণৈঃ সর্বধর্মবিশারদৈঃ।
ইদং সর্বর্তুকং প্রোক্তং পণ্ডিতৈর্ধটধারণম্ ॥২৬০
হস্তদ্বয়ং তু নিপেয়মুক্তং মুণ্ডকয়োঃ সদা।
ষড্‌ঢস্তং তু তয়োর্দৃষ্টং প্রমাণং পরিণাহতঃ ॥২৬১

যদি ধর্মের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়, তাহা হইলে যাহারা ব্রতারম্ভ করিয়াছে বা যাহারা অত্যন্তকাতর, দুর্গত বলিয়া যাহাদের শরীর অবসন্ন, যাহারা রোগগ্রস্ত এবং যাহারা তপোনিষ্ঠ, তাহাদিগের এবং স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে দিব্য হইতে পারে না। (এই বচনে সাধারণভাবে দিব্য নিষিদ্ধ হইলেও টীকাকার অগ্নিপরীক্ষারূপ দিব্য নিষিদ্ধ বলিয়াছেন)।২৫৬

যে বাদী অভিযোগ করিয়াছে, সে যদি সম্মুখে উপস্থিত না থাকে, তাহা হইলে রাজা দিব্যপরীক্ষা করাইবেন না, যেহেতু অভিযোগের কারণের সহিত দিব্য বিহিত হইয়াছে, সেইহেতু বিচারার্থিদের দিব্য হইবে না। সেইজন্য প্রাজ্ঞ বিনয়সম্পন্ন ধর্মাত্মা রাজা দিব্য-বিষয়ক বিধি জানেন বলিয়া বাদী এবং প্রতিবাদীর মতানুসারে যত্নপূর্বক সমস্ত দিব্য ব্যবস্থা করিবেন। (এই বচন দ্বারা বুঝা যায় যে, একের ইচ্ছায় দিব্য হইবে না অর্থাৎ বাদী, প্রতিবাদী ও রাজা সকলে একমত হইয়া এই দিব্যবিধির প্রয়োগ করিবেন)।২৫৭-৫৮

শীতকালে জলদিব্য হইবে না, গ্রীষ্মকালে অগ্নি-পরীক্ষা করণীয় নহে, বর্ষাকালে বিষশুদ্ধি হইবে না আর বায়ু বিশেষভাবে প্রবাহিত হইলে ধটপরীক্ষা অর্থাৎ তুলারোহণ-পরীক্ষা নিষিদ্ধ।২৫৯

চতুর্হস্তো ধটতুলা পাদৌ চাপি প্রকীর্তিতৌ।
পাদয়োরন্তরং হস্তো ভবেদর্ধ্যার্ধমেব চ ॥২৬২
ঋজ্বী ধটতুলা কার্য্যা খাদিরী তৈন্দুকাপি বা।
চতুরস্রা ত্রিভিঃ স্থানৈর্ধট-কর্কটকাদিভিঃ ॥২৬৩
খাদিরং কারয়েত্তঞ্চ নির্ব্রণং শুষ্কবর্জিতম্।
শাংশপং তদভাবে তু শালং বা কোটরৈর্বিনা ॥২৬৪
এবং বিধানি কাষ্ঠানি ধটার্থে পরিকল্পয়েৎ।
সভা-রাজকুলদ্বারে সুরায়তনচত্বরে ॥২৬৫
নিখেয়ো নিশ্চলঃ কার্য্যো গন্ধ-মাল্যানুলেপনঃ।
দধ্যক্ষত-হবির্গন্ধিকৃতপাবনমঙ্গলঃ ॥২৬৬

রক্ষার্থমাহুতৈর্লোকে লোকপালৈরধিষ্ঠিতঃ।
সর্বদা স তু দেয়ঃ স্যাৎ সর্বলোকস্য পশ্যতঃ ॥২৬৭
অহোরাত্রোষিতে স্নাতে আর্দ্রবাসসি মানবে।
পূর্বাহ্ণে সর্বদিব্যানাং প্রদানমনুকীর্তিতম্ ॥২৬৮
শিরোপস্থায়িনি নরে অভিযোক্তুর্যুপস্থিতে।
দিব্যপ্রদানং বিহিতমন্যত্র নৃপহিংসনাৎ ॥২৬৯
অশিরাংস্যপি দিব্যানি রাজা ভৃত্যেষু দাপয়েৎ।
অভিযোগাভিযুক্তানামন্যেষাং তু যথাক্রমম্ ॥২৭০
শিক্যদ্বয়ং সমাসজ্য ধট-কর্কটয়োর্দৃঢ়ম্।
একত্র শিক্যে পুরুষমন্যত্র তুলয়েচ্ছিলাম্ ॥২৭১

সকল ধর্মে যাঁহারা বিশেষ অভিজ্ঞ এবং ধর্মের নির্ণয়-বিষয়ে যাঁহারা নিপুণ, সেই বিদ্বন্মণ্ডলী বিচারপূর্বক 'তুলারোহণ-দিব্য সকল ঋতুতে হইতে পারিবে' ইহা বলিয়াছেন। (কারণ অগ্নি, জল ও বিষদিব্য-বিষয়ে দেশ ও কালাদির বহু বিরোধ দেখা যায় বলিয়া এই সার্বকালিক বিধি উক্ত হইল)।২৬০

### ধট (তুলা) বিধি

অতঃপর তুলাবিধি দেখান হইতেছে—যাহার উপর তুলাদণ্ড থাকিবে, সেই স্তম্ভদ্বয়ের পরিমাণ হইবে ছয়-হস্ত। এইরূপ ছয়হস্ত-পরিমিত দণ্ডদ্বয়ের দুইহস্ত ভূমিতে প্রোথিত করিতে হয়। (অষ্টসংখ্যক যব-তণ্ডুল পরস্পর পার্শ্ববর্তী করিয়া রাখিলে যে পরিমাণ হয়, তাহাকে এক অঙ্গুলি বলে, এইরূপে চব্বিশ অঙ্গুলি হইলে এক 'হস্ত' হইবে—এখানে 'হস্ত' শব্দ দ্বারা ইহা জানিতে হইবে)।২৬১

তুলাদণ্ড চারিহস্ত-পরিমিত হইবে এবং তুলার আধারদণ্ড দুইটিও চারিহস্ত হইবে বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। (পূর্বে যে ছয়হস্তের কথা বলা হইয়াছে—তাহা সর্বসমেত, এখানে চারিহস্ত-শব্দে দুই হস্ত প্রোথিত করার পর যে চারি হস্ত অবশিষ্ট থাকে—তাহা বুঝিতে হইবে।) আর ঐ চারিহস্ত তুলাদণ্ডের পরস্পরের দূরত্ব হইবে সার্ধৈকহস্ত অর্থাৎ দেড় হাত।২৬২

পূর্বোক্ত মানদণ্ড সরল হইবে, খদির কিংবা তিন্দুক কাষ্ঠের দ্বারা তাহা নির্মাণ করিবে, আর সেই তিনস্থান চৌকা হইবে—যে অংশ মানগ্রহণের জন্য থাকিবে ও যে অংশদ্বয় মানগ্রহণের শিকা ঝুলাইবার জন্য কর্কটে দাঁড়ার ন্যায় বক্র-লোহার কড়া এবং তুলাদণ্ডধারণ কাষ্ঠ থাকিবে।২৬৩

যে খদির-কাষ্ঠের দ্বারা মানদণ্ড প্রস্তুত হইবে,—সেই কাষ্ঠ ছিদ্রাদি শূন্য হইবে এবং স্বতঃ শুষ্ককাষ্ঠে হইবে না, ঐরূপ খদির-কাষ্ঠ পাওয়া না যাইলে শিংশপা-বৃক্ষের কাষ্ঠে প্রস্তুত করিবে এবং এই শিংশপাবৃক্ষের অভাব হইলে ছিদ্ররহিত শালবৃক্ষেরও তুলাদণ্ড প্রস্তুত করিতে পারা যায়।২৬৪

মানদণ্ডের জন্য এইভাবে কাষ্ঠ স্থির করিতে হইবে,—ধর্মাধিকরণে, রাজবাটীর দ্বারসমীপে কিংবা দেবালয়-প্রাঙ্গণে গন্ধমাল্যাদির দ্বারা যাহাকে ভূষিত করা হইয়াছে, দধি, অক্ষত, ঘৃত ও চন্দন দ্বারা যাহার পবিত্র মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে,—এইরূপ স্তম্ভকে নিশ্চলভাবে প্রোথিত করিতে হইবে।২৬৫

যে সময়ে পরীক্ষার দ্বারা লোকের শুদ্ধি জানিবার জন্য এই ধটবিধি অর্থাৎ তুলাবিধি স্থির করা হইবে, সেই সময় ধর্মরক্ষার জন্য আহ্বান করিয়া আনীত লোক-রক্ষকগণ সেইস্থানে থাকিবেন এবং শুদ্ধাশুদ্ধি নির্ণয়ের জন্য সকল লোকের সম্মুখে এই তুলাপরীক্ষা করিতে

ধারয়েদুত্তরে পার্শ্বে পুরুষং দক্ষিণে শিলাম্।
পিটিকাং পূরয়েত্তস্মিন্নিষ্টকালেহষ্ট পাংশুভিঃ ॥২৭২
প্রথমারোপণে গ্রাহ্যং প্রমাণং নিপুণৈঃ সহ।
তুলা-শিলাভ্যাং তুল্যঞ্চ তোরণং ন্যস্তলক্ষণম্ ॥২৭৩
সুবর্ণকারা বণিজঃ কুশলাঃ কাংস্যকারকাঃ।
অবেক্ষেরন্ ধটতুলাং তুলাধারণকোবিদাঃ ॥২৭৪
তুলয়িত্বা নরং পূর্ব্বং চিহ্নং কৃত্বা ধটস্য চ।
কক্ষ্যাস্থানে যদা তুল্যমবতার্য্য ততো ধটাৎ ॥২৭৫
সময়ৈঃ পরিগৃহ্যাথ পুনরারোপয়েন্নরম্।
নির্বাতে বৃষ্টিরহিতে শিরস্যারোপ্য পত্রকম্ ॥২৭৬
তস্মিন্নেব সমারূঢ়ে ধৃত্বা কক্ষাং দ্বিজো বদেৎ।
ধর্মপর্য্যায়বচনৈর্ধট ইত্যাভিধীয়সে ॥২৭৭
ত্বং বেৎসি সর্বভূতানাং পাপানি সুকৃতানি চ।
ব্যবহারাভিশস্তোহয়ং মানবস্তুল্যতে ত্বয়া ॥২৭৮
দেবাসুর-মনুষ্যাণাং সত্যে ত্বমতিরিচ্যসে।
ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরা দেবৈর্বিনির্মিতা ॥২৭৯

হইবে। পূর্বদিবসে উপবাসানন্তর পরদিবসে স্নানের পর আর্দ্রবস্ত্র পরিধান করিয়া উপস্থিতব্যক্তিকে পূর্বাহ্নে সকলপ্রকার দিব্যপরীক্ষা দিতে হয়—ইহা শাস্ত্রে কথিত আছে।২৬৭-৬৮

শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে যে উপস্থিত লোকসকলের সম্মুখে অভিযোগকারী অর্থাৎ বাদী উপস্থিত হইলে তবেই দিব্যপরীক্ষাদান হইবে কিন্তু যদি অভিযোগ-কারীর অভিযোগ রাজহিংসা হয়, তাহা হইলে সেই স্থলে উক্ত অভিযোগকারীর অগ্রে অবস্থান না হইলেও দিব্যপরীক্ষা হইতে পারিবে।২৬৯

যেস্থলে রাজকৃত অভিযোগ হইবে, সেইস্থলে বিচারে নির্ণয়াত্মক চতুর্থপাদস্বরূপ না হইলেও অর্থাৎ অভিযোগ-কারীর অগ্রবর্তীত্ব না থাকিলেও অভিযুক্তদিগের দিব্যব্যবস্থা করণীয়। অন্যের অভিযোগ-স্থলে অন্য অভিযুক্তদিগের দিব্য যেরূপ বিহিত আছে, সেইরূপ করণীয়।২৭০

তুলাদণ্ডের দুইদিকে কর্কটের শৃঙ্গের ন্যায় দুইটি বক্র লোহায় অর্থাৎ পাল্লায় দৃঢ় দুইটি শিকা লগাইয়া ঐ উভয়ের মধ্যে একটিতে পরীক্ষার্থী পুরুষকে ও অপরটিতে শিলা স্থাপন করিয়া ওজন করিবে।২৭১

ঐ তুলার উত্তরপার্শ্বে পরীক্ষার্থী পুরুষকে বসাইবে ও দক্ষিণপার্শ্বে শিলা স্থাপন করিবে। তারপর উভয়দিকের ভারসাম্য রক্ষার জন্য তুলাস্থ পেটিকাতে অর্থাৎ যে দুইদিকে পরীক্ষার্থী পুরুষ ও শিলা আছে সেই দিকে ইষ্টক বা ভগ্ন ইষ্টকাংশ অর্থাৎ ঢিল কিংবা ধূলির দ্বারা পূর্ণ করিবে অর্থাৎ শিলা এবং পরীক্ষার্থী পুরুষের মধ্যে যাহাতে ভারের তুল্য হয়, তাহা লক্ষ্য রাখিয়া ইষ্টকাদি চাপাইবে।২৭২

তুলার প্রথমারোহণের পরিমাণ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সঙ্গে মিলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, তুলা এবং শিলার উপযুক্ত যেরূপ তোরণ হওয়া উচিত সেইরূপ লক্ষণান্বিত তোরণ প্রস্তুত করিবে। (দিব্যতত্ত্বে পিতামহ-বচনে কথিত আছে যে, তুলার উভয়পার্শ্বে তোরণ করিতে হয়, ঐ তোরণ তুলা হইতে দশ অঙ্গুলি-পরিমিত উচ্চ হইবে)।২৭৩

তুলাধারণ-বিষয়ে অভিজ্ঞ স্বর্ণকারগণ, নিপুণ বণিগ্‌গণ ও কাঁসারিগণ সেই তুলাকে বিশেষভাবে পরিদর্শন করিবে।২৭৪

পরীক্ষা দিবার জন্য উপস্থিত ব্যক্তিকে তুলায় আরোহণ করাইয়া তুলাদণ্ডের মান চিহ্নিত করিবে এবং যখন তুলাদণ্ডের উভয়পার্শ্ব সমান হইবে, তখন ঐ তুলা হইতে আরোহিত ব্যক্তিকে নামাইয়া যথারীতি শপথাদি করাইবে, পরে বায়ুশূন্য ও বৃষ্টিবর্জিত স্থানে পরীক্ষা দিবার জন্য সমাগত অভিযুক্তব্যক্তির মস্তকে লিখিত-পত্র অর্থাৎ অভিযোগের সত্যাসত্য বিচারের জন্য 'হে তুলাদণ্ড! তুমি ইহার ধর্মতঃ নির্ণয়কারী হও' এইরূপ লিখিতপত্র স্থাপন করিয়া পুনরায় তুলায় আরোহণ করাইবে।২৭৫-৭৬

তং সত্যং বদ কল্যাণি সংশয়াস্মাং বিমোচয় ।
যদ্যহং পাপকর্মাস্মি তদা ত্বং মামধো নয় ॥২৮০
শুদ্ধং চৈব বিজানাসি তত ঊর্ধ্বং গৃহাণ মাম্ ।
তদেনং সংশয়ারূঢ়ং ধর্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥২৮১
ইত্যাদি কৃতশ্রাবণং লোকপালৈঃ সুরৈশ্চ বৈ ।
পুরুষং পুনরারূঢ়ং সমুদ্ধৃত্য নিরীক্ষয়েৎ ॥২৮২
তুলিতো যদি বর্ধেত স শুদ্ধঃ স্যান্ন সংশয়ঃ ।
সমো বা হীয়মানো বা অবিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ ॥২৮৩
কক্ষাচ্ছেদে তুলাভঙ্গে ধট-কর্কটয়োস্তথা ।
রজ্জুচ্ছেদেঽক্ষভঙ্গে চ মূর্তিতঃ শুদ্ধিমাদিশেৎ ॥২৮৪
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বিধিমগ্নেস্তথোত্তমম্ ।
দ্বাত্রিংশদঙ্গুলং প্রাহুর্মণ্ডলান্মণ্ডলান্তরম্ ॥২৮৫
অষ্টভির্মণ্ডলৈরেবমঙ্গুলানাং শতদ্বয়ম্ ।
ষট্পঞ্চাশৎ সমধিকং ভূমেস্তু পরিকল্পনা ॥২৮৬
সপ্তাশ্বত্থস্য পত্রাণি অভিযুক্তস্য হস্তয়োঃ ।
কৃত্বা ন্যস্যেত্তু পত্রাণি সপ্তভিঃ সূত্রতন্তুভিঃ ॥২৮৭

তুলারোহণ করিলে পর ব্রাহ্মণ ঐ তুলাদণ্ডের একদেশ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু স্পর্শ করিয়া 'ধ'কার হইতে তুমি ধর্মমূর্তি এবং 'ট'কার হইতে তুমি কুটীল মানুষকে ধরাইয়া দাও—এইজন্য তুমি 'ধট' নামে কথিত আছ—ইহা এবং পরবর্তী বাক্যগুলি পাঠ করিবে ।২৭৭

তুমি সকল ব্যক্তির পাপ ও পুণ্য সকলই জান, রাজদ্বারে নিন্দাভাজন এই ব্যক্তিকে তুমি তুলিতেছ এবং সে পাপী বা নিষ্পাপ কিনা ইহা নির্ণয় করিতেছ ।২৭৮

হে তুলে! সত্যবিষয়ে তুমি দেবতা, অসুর ও মনুষ্যগণকে অতিক্রম করিয়াছ, এবং পুরাকালে সত্যের আশ্রয়রূপে দেবগণ কর্তৃক নির্মিত হইয়াছ ।২৭৯

অতএব হে কল্যাণি! সত্য বল অর্থাৎ মদ্‌বিষয়ে সত্য প্রকাশ কর। আমি অপরাধী বলিয়া যে সংশয় হইয়াছে, সেই সংশয় হইতে আমাকে মুক্ত কর। আর যদি আমি পাপকর্ম করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমাকে অধঃ অর্থাৎ নিম্নে স্থাপিত কর ।২৮০

আর যদি তুমি আমাকে নিষ্পাপ বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে আমাকে ঊর্ধ্বে স্থাপিত কর। সেইহেতু এই সংশয়ারূঢ় ব্যক্তিকে তুমি ধর্মানুসারে রক্ষা করিয়া থাক ।২৮১

ইন্দ্রাদি লোকপাল ও দেবগণের সহিত অভিযুক্ত পুরুষকে এই সকল বাক্য শুনাইবার পরে সেই ব্যক্তিকে তুলায় আরোহণ করাইয়া তুলার পরিমাণ দেখিবে ।২৮২

যদি তুলায় আরোপিত ব্যক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঊর্ধ্বগামী হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই শুদ্ধ—ইহাতে কোন সংশয় নাই। আর যদি পূর্বানুরূপই থাকে অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকে কিংবা তাহা হইতে ওজনে কম হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি অশুদ্ধ অর্থাৎ পাপী বলিয়া জানিতে হইবে ।২৮৩

যদি তুলার পাল্লা ভাঙ্গিয়া যায় কিংবা তুলাদণ্ড ভগ্ন হয় অথবা তুলার শিকা ঝুলাইবার জন্য যে দুইটি কর্কটের দাঁড়ার ন্যায় বক্রকড়া আছে—তাহা ভগ্ন হয় এবং শিকার রজ্জু ছিন্ন হয় বা তুলার আধার-কাষ্ঠ ভগ্ন হয়,তাহা হইলে সেইব্যক্তি স্বরূপতঃ শুদ্ধ বলিয়া জানিবে ।২৮৪

তুলাদিব্য সমাপ্ত।

## অগ্নিবিধি।

অতঃপর অগ্নিপরীক্ষার উত্তম বিধি বলিতেছি। এই অগ্নিপরীক্ষায় যে সকল মণ্ডল হইবে, সেই সকল মণ্ডল বত্রিশ অঙ্গুলি পর পর হইবে অর্থাৎ ৩২ অঙ্গুলি ব্যবধানে অন্য মণ্ডল হইবে—ইহা কথিত আছে ।২৮৫

এইরূপে আটটি মণ্ডল করিতে হইবে, তাহাতে ভূমির পরিমাণ দুইশতছাপ্পান্ন অঙ্গুলি হইবে। ( মণ্ডলের পরিমাণ পরে বলিতেছেন ) ।২৮৬

অভিযুক্ত ব্যক্তি হস্তদ্বয়ে সপ্তসূত্রের সহিত সাতটি অশ্বত্থপত্র ন্যস্ত করিবে অর্থাৎ সাতটি অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিয়া সাতগাছি শ্বেত-সূত্রদ্বারা বেষ্টন করিবে ('বেষ্টয়েত সিতৈর্হস্তৌ সপ্তভিঃ সূত্রতন্তুভিঃ' ইতি দিব্যতত্ত্বধৃতবচনাৎ ) ।২৮৭

জাত্যৈব লোহকারো যঃ কুশলশ্চাগ্নিকর্ম্মণি।
দৃষ্টযোগশ্চান্যত্রাপি তেনায়োঽগ্নৌ প্রতাপয়েৎ ॥২৮৮
অগ্নিবর্ণময়ঃ পিণ্ডং সস্ফুলিঙ্গং সুরক্তিকম্।
পঞ্চাশৎ পলিকং ভূয়ঃ কৃত্বৈবং তং শুচির্দ্বিজঃ ॥২৮৯
তৃতীয়তাপতপ্তং তং ব্রূয়াৎ সত্যপুরস্কৃতঃ।
শ্রূয়তাং মানবো ধর্ম্মো লোকপালৈরধিষ্ঠিতঃ ।২৯০
ত্বমগ্নে সর্বদেবানাং পবিত্রং পরমং মুখম্।
ত্বমেতৎসর্বভূতানাং হৃদিস্থো বেৎসি চেষ্টিতম্ ॥২৯১
সত্যানৃতে চ জিহ্বায়াস্ত্বত্তঃ সমুপজায়তে।
বেদবিদ্ভিরিদং প্রোক্তং নান্যথা কর্তুমর্হসি ॥২৯২
অনেনায়মিদং প্রোক্তো মিথ্যা ত্বেদমথাব্রবীৎ।
সর্বথা চ যথা মিথ্যা তথাগ্নিং ধারয়াম্যহম্ ॥২৯৩

এষ ধারয়তে চ ত্বাং সত্যেনানেন মানবঃ।
তদস্য সত্যবাক্যস্য শীতো ভব হুতাশন ॥
মৃষাবাক্যস্য পাপস্য দহ হস্তৌ তু শাপিতঃ ॥২৯৪

অমুমর্থঞ্চ পত্রস্থমভিলিখ্য যথার্থতঃ।
শ্রাবিতস্যৈব সন্মূর্দ্ধি তস্য দেয়ং যথাক্রমম্ ॥২৯৫
স্নাতশ্চ মণ্ডলস্থশ্চ ততঃ সংগৃহ্য পাবকম্।
স্থিত্বৈকস্মিংস্ততোঽন্যানি ব্রজেৎ সপ্ত শনৈঃ শনৈঃ॥২৯৬

পাতয়েন্ন তমপ্রাপ্য যা ভূমিঃ পরিকল্পিতা।
অষ্টমং মণ্ডলং গত্বা ততোঽগ্নিং বিসৃজেন্নরঃ ॥২৯৭

যস্তু পাতয়তে ত্রাসাদ্দগ্ধো বা ন বিভাব্যতে।
পুনস্তং ধারয়েদগ্নিং স্থিতিরেব দৃঢ়ীকৃতা ॥২৯৮

যে ব্যক্তি জাতিতে লৌহকার অর্থাৎ কর্ম্মকার, অগ্নি-দিব্যকার্য্যে নিপুণ এবং অন্যত্র এই অগ্নিবিধি পূর্বে দেখিয়াছে, সেই ব্যক্তি দ্বারাই লৌহপিণ্ড অগ্নিতপ্ত করাইবে ।২৮৮

অগ্নিতে তপ্ত করিতে করিতে যখন পঞ্চাশৎপল পরিমিত অর্থাৎ কিঞ্চিন্ন্যূন সওয়াদুইসের-পরিমিত লৌহপিণ্ড অগ্নির ন্যায় রক্তবর্ণ হইয়া অগ্নিবর্ণ স্ফুলিঙ্গ বাহির হইবে, তখনও পুনঃ পুনঃ তাহাকে তপ্ত করিয়া পূত ব্রাহ্মণ তৃতীয়বার অগ্নিতাপে তপ্ত ঐ লৌহকে এই কথা বলিবেন—'সত্যপদযুক্ত অথবা সত্য যাহাকে অগ্রে করিয়াছেন এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণ যাহাতে অধিষ্ঠিত আছেন, সেই মানবধর্ম আপনি শ্রবণ করুন'।২৮৯-৯০

হে অগ্নি, তুমি সমস্ত দেবগণের পবিত্রশ্রেষ্ঠ মুখস্বরূপ এবং তুমি সকল জীবগণের হৃদয়ে অবস্থান করত সকলপ্রকার মনের অভিজ্ঞতাই অবগত আছ। তোমা হইতে জিহ্বায় সত্য ও মিথ্যা উৎপন্ন হয় - বেদাদি শাস্ত্র ইহা বলিয়াছেন; তুমি তাহার অন্যথা করিতে পার না।২৯১-৯২

এই ব্যক্তি আমাকে এইরূপ বলিয়াছে—ইহা যদি মিথ্যা বলিয়া থাকি, তাহা হইলে যেরূপে সর্বপ্রকারে ঐ বাক্য মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হয়, সেইরূপ প্রতিপাদনের জন্য আমি তোমাকে ধারণ করাইতেছি। হে হুতাশন! যেহেতু এই মনুষ্য এইভাবে সত্যবদ্ধ হইয়া তোমাকে ধারণ করিতেছে, সেইহেতু এই ব্যক্তি যদি সত্যকথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহার সম্বন্ধে তুমি শীতল হও, আর যদি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে এই পাপিষ্ঠের হস্তদ্বয়কে শাপোদ্ধত অর্থাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া দগ্ধ কর।২৯৩-৯৪

উপরি-লিখিত ঐ সকল বাক্য যথাযথভাবে পত্রে লিখিয়া তাহা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শুনাইবে এবং পরে তাহা তাহার মস্তকে স্থাপন করিবে।২৯৫

যে আটটি মণ্ডল করা হইয়াছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি স্নান করিয়া তাহার প্রথমমণ্ডলে থাকিবে, পরে অগ্নি গ্রহণপূর্বক প্রথমমণ্ডলে দাঁড়াইয়া ঐ স্থান হইতে ধীরে ধীরে অপর সাতটি মণ্ডলে যাইবে।২৯৬

অগ্নিদিব্যের অগ্নি রাখিবার স্থান পূর্বে যেস্থানে করা হইয়াছে, সেইস্থানে না যাওয়া পর্য্যন্ত অগ্নি-পরিত্যাগ কর্তব্য নহে—অষ্টম মণ্ডলে যাইয়া ঐ অগ্নি পরিত্যাগ করা কর্তব্য।২৯৭

যদি কোন ব্যক্তি ভয়বশতঃ ঐ অগ্নি পরিত্যাগ করে এবং তাহার হস্ত দগ্ধ হইয়াছে বলিয়া জানা না যায়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে পুনরায় অগ্নিধারণ

মণ্ডলস্য প্রমাণং তু কুর্য্যাত্তৎপদসম্মিতম্।
ন মণ্ডলমতিক্রামেন্নাপ্যর্বাক্ স্থাপয়েৎ পদম্ ॥২৯৯
অনেন বিধিনা কার্য্যো হুতাশঃ সময়ঃ সদা।
ঋতে গ্রীষ্মাৎ সদা যুক্তঃ কালেঽন্যত্র সুশীতলে ॥৩০০
হস্তক্ষতেষু সর্বেষু কুর্য্যাৎ কাকপদানি চ।
তান্যেব পুনরবেক্ষেদ্ধস্তৌ বিন্দুবিচিত্রিতৌ ॥৩০১
যৎ পুনর্ন বিভাব্যেতে দগ্ধাবেতৌ করৌ তদা।
ব্রীহীন্ প্রগৃহ্য যত্নেন সপ্তবারাংস্তু মর্দয়েৎ ॥৩০২
মর্দিতৈর্যদি নো দগ্ধঃ সভ্যৈরেবং বিনিশ্চিতঃ।
মোচ্যঃ স শুদ্ধঃ সৎকৃত্য দগ্ধো দণ্ড্যো যথাক্রমম্॥৩০৩
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি পানীয়বিধিমুত্তমম্।
হৈমন্তকালাদন্যত্র শিশিরাচ্চ যথাক্রমম্ ।৩০৪

করাইবে—এই স্থিতি অর্থাৎ নিয়ম দৃঢ়ভাবে শাস্ত্রে কথিত আছে।২৯৮

পূর্বে ২৮৫নং শ্লোকে একমণ্ডল হইতে অপর মণ্ডল বত্রিশ অঙ্গুলি পরে হইবে বলিয়া যে বিধি কথিত হইয়াছে, সেই বিধি-কথিত মণ্ডলের পরিমাণ হইবে—যে ব্যক্তি দিব্যকারী সেই ব্যক্তির পদের পরিমাণ। অগ্নি লইয়া যাইবার সময় ঐ মণ্ডলকে অতিক্রম করিবে না কিংবা পূর্বেও পদক্ষেপ করিবে না অর্থাৎ নিজের পদ-পরিমিত মণ্ডলেই পদক্ষেপ করত সাতটি মণ্ডল যাইয়া অগ্নি পরিত্যাগ করিবে।২৯৯

সর্বদা এই নিয়মানুসারে অগ্নিদিব্য করণীয়। গ্রীষ্ম-ঋতু ভিন্ন অন্য ঋতুতে যখন অত্যন্ত শীতল থাকিবে, তখনই এই অগ্নিদিব্য হইবে। এই বচনের দ্বারা বুঝা যায়—গ্রীষ্ম ঋতু ভিন্ন অন্য ঋতুতেও যখন উত্তাপ থাকিবে তখন অগ্নিদিব্য হইবে না।৩০০

তিলকব্রণে অর্থাৎ হস্তে তিলকের ন্যায় যে সকল ক্ষতচিহ্ন দেখা যায় তাহাতে কিংবা হাতে যে সকল কড়া আছে, তদ্‌যুক্ত হস্তে রক্তচন্দন দ্বারা কাক-পদের ন্যায় চিহ্ন করিয়া দিবে এবং পরে ঐ সকল চিহ্নগুলির দ্বারা বিন্দু-চিত্রিত হস্তদ্বয়কে পুনরায় অবলোকন করিবে।৩০১

নদীষু নাতিবেগাসু সাগরেষু বহেষু চ।
হ্রদেষু দেবখাতেষু তড়াগেষু সরঃসু চ ॥৩০৫
নাতিক্রূরেষু ধনুষা প্রেষয়িত্বা শরত্রয়ম্।
পানীয়মজ্জনং কার্য্যং কিয়ত্তচ্চ বিপশ্চিতঃ ॥৩০৬
ক্রূরং ধনুঃ সপ্তশতং মধ্যমং ষট্‌শতং স্মৃতম্।
মন্দং পঞ্চশতং জ্ঞেয়মেষ জ্ঞেয়ো ধনুর্বিধিঃ ॥৩০৭
নাভিমাত্রে জলে স্থাপ্যঃ পুরুষঃ স্তম্ভবদ্‌বলী।
তস্যোরূ সংপ্রগৃহ্যায় নিমজ্জেদভিশস্তবান্ ॥৩০৮
শরপ্রক্ষেপণস্থানাদ্ যুবা জবসমন্বিতঃ।
গচ্ছেৎ পরময়া শক্ত্যা যত্র স্যান্মধ্যমঃ শরঃ ॥৩০৯
মধ্যমং তু শরং গৃহ্য পুরুষোঽন্যস্তথাবিধঃ।
প্রত্যাগচ্ছেত বেগেন যতঃ স পুরুষো গতঃ ॥৩১০

যখন ঐ হস্তদ্বয় দগ্ধ বলিয়া মনে করা যাইবে না, তখন ব্রীহি (শরৎকালে পক্ব ধান্য) গ্রহণ করিয়া যত্ন-সহকারে সাতবার মর্দন করিবে।৩০২

ঐ ধান্যমর্দন দ্বারা যদি হস্তে ক্ষতাদি প্রকাশ না পায় অর্থাৎ ধান্যমর্দন দেখিয়া—হাতে ক্ষত থাকিলে ঐভাবে ধান্যমর্দন করিতে পারে না—সভ্যগণ এইরূপ চিন্তা করত হস্ত দগ্ধ হয় নাই বলিয়া নিশ্চয় করিবেন। অদগ্ধ নিশ্চয় হইলে সেই শুদ্ধব্যক্তিকে অভ্যর্থনা-পূর্বক মুক্ত করিবেন আর দগ্ধ নিশ্চয় হইলে সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় বলিয়া জানিবেন।৩০৩

অগ্নিদিব্য সমাপ্ত।

## উদকবিধি।

অতঃপর পানীয়বিধি অর্থাৎ জলপরীক্ষার উত্তম বিধি বলিতেছি। যথাক্রমে হেমন্ত ও শিশির ঋতু-ভিন্ন এই দিব্য সকল ঋতুতেই হইতে পারিবে।৩০৪

অতিবেগশূন্য নদীতে, সমুদ্রে, ক্ষুদ্র নদীতে, হ্রদে, দেবখাতে, বৃহৎ পুষ্করিণীতে ও সাধারণ সরোবরসকলে এই জলপরীক্ষা হয়।৩০৫

যে ধনু অতিশয় ক্রূর নহে, সেই ধনু দ্বারা তিনটি শর নিক্ষেপ করিয়া জলমজ্জনরূপ দিব্য করিবে। ঐ ধনু কি পরিমাণে হইবে, তাহা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন।৩০৬

আগতশ্চ শরগ্রাহী ন পশ্যতি যদা জলে।
অন্তর্জলং যদা সম্যক্ তদা শুদ্ধিং বিনির্দিশেৎ ॥৩১১
অন্যথা ন বিশুদ্ধঃ স্যাদেকাঙ্গস্যাপি দর্শনাৎ।
স্থানাদ্ বান্যত্র গমনাদ্ যস্মিন্ পূর্বং নিবেশিতঃ ॥৩১২
ন মজ্জনীয়ং স্ত্রীবালং ধর্মশাস্ত্রবিশারদৈঃ।
রোগিণশ্চাপি বৃদ্ধাশ্চ পুমাংসৌ যে চ দুর্বলাঃ ॥৩১৩
নিরুৎসাহান্ রুজাক্লিষ্টানার্তাংশ্চ ন নিমজ্জয়েৎ।
সদ্যো ম্রিয়ন্তে মজ্জন্তঃ স্বল্পপ্রাণা হি তে স্মৃতাঃ ॥৩১৪

সাহসেনাগতানেতান্নৈব তোয়ে নিমজ্জয়েৎ।
ন চাপি সাধয়েদগ্নিং ন বিষেণ বিশোধয়েৎ ॥৩১৫
সত্যানৃতবিভাগস্য তোয়াগ্নী স্পষ্টকৃত্তমৌ।
অদ্ভ্যশ্চাগ্নিরভূদ্ যস্মাত্তস্মাত্তোয়ে বিশেষতঃ ॥৩১৬
ক্রিয়তে ধর্মতত্ত্বজ্ঞৈর্দূষিতানাং বিশোধনম্।
তস্মাৎ সত্যেন ভগবান্ জলেশ ত্রাতুমর্হসি ॥৩১৭
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি বিষস্য বিধিমুত্তমম্।
যস্মিন্ কালে যথাপ্রোক্তং যাদৃশং পরিকীর্তিতম্ ॥৩১৮

৩০৬ নং শ্লোকে যে ক্রুরের কথা বলা হইল, ঐ 'ক্রুর' কাহাকে বলে, তাহা দেবর্ষি দেখাইতেছেন। একশতসপ্ত অঙ্গুলি-পরিমিত ধনু 'ক্রুর' ধনু, একশত-ছয় অঙ্গুলি-পরিমিত ধনু 'মধ্যম' ধনু এবং একশতপাঁচ অঙ্গুলি-পরিমিত ধনু 'মন্দ' ধনু বলিয়া জানিবে—ইহাই হইল ধনুর্বিধি।৩০৭

স্তম্ভের ন্যায় কোন বলবান্ ব্যক্তিকে নাভি পর্য্যন্ত জলে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিবে। তারপর তাহার উরুদ্বয় ধরিয়া অভিশস্ত পুরুষ অর্থাৎ যাহাকে দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করা হইয়াছে সেই পুরুষ জলে নিমগ্ন হইবে।৩০৮

অনন্তর যে স্থান হইতে শর প্রক্ষেপ করিতে বলা হইয়াছে, সেইস্থান হইতে যে কোন যুবক বেগে ধাবমান হইয়া মধ্যম শর যে স্থানে পড়িয়াছে সেই স্থানে যাইবে। পতিত স্থল হইতে তৎক্ষণাৎ ঐ শর গ্রহণ করিয়া সেইরূপ অন্য কোন যুবা-পুরুষ পূর্বের ন্যায় বেগে যে স্থান হইতে পূর্বে শর নিক্ষেপ করা হইয়াছে, সেইস্থানে আসিবে।৩০৯-১০

শরগ্রহণকারী সেই ব্যক্তি যদি ঐ স্থানে আসিয়া জলে নিমগ্ন হেতু পরীক্ষার্থীকে দেখিতে না পায়, তখন ঐ যাতায়াতের কাল পর্য্যন্ত সম্যগ্ভাবে জলমধ্যে অবস্থিতির জন্য তাহাকে শুদ্ধ অর্থাৎ নিরপরাধী বলিয়া ঘোষণা করিবে।৩১১

তাহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ শরনিক্ষেপস্থানে আসিয়া জলনিমগ্ন ব্যক্তিকে উত্থিত দেখিলে কিংবা তাহার একটি অঙ্গও দেখিতে পাইলে, অথবা যে স্থানে পূর্বে নিমগ্ন হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে সরিয়া যাইলে তাহাকে শুদ্ধ অর্থাৎ নিরপরাধী বলিতে পারিবে না।৩১২

ধর্মশাস্ত্রে নিপুণ ব্যক্তিগণ—স্ত্রীলোক, বালক, রোগিগণ, বৃদ্ধব্যক্তিগণ এবং যে সকল পুরুষ দুর্বল তাহাদিগকে জলদিব্যগ্রহণের ব্যবস্থা দিবেন না।৩১৩

মানসিক ও দৈহিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া যাহারা উৎসাহশূন্য, যাহারা রোগাক্রান্ত হইয়া দুর্বল কিংবা যাহারা শোকাদি দ্বারা পীড়িত, তাহাদিগকে জলে প্রবেশ করাইবে না। কারণ, তাহারা হীনবল বলিয়া জলে প্রবেশ করিলে তাহাদের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা থাকে।৩১৪

ঐ সকল ব্যক্তি যদি সাহস করিয়া জলদিব্য করিতে আসে, তাহা হইলে জলে নিমজ্জিত হইতে দিবে না। এইরূপ অগ্নিপরীক্ষা দ্বারা শুদ্ধ বলিয়া সাধন করিবে না বা বিষদিব্য দ্বারাও শোধিত করিবে না।৩১৫

(জলদিব্য এবং অগ্নিদিব্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য স্পষ্টকারিদিগের মধ্যে প্রধানতম)। যেহেতু জল হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছিল, সেইহেতু ধর্মতত্ত্বজ্ঞেরা জলেতেই বিশেষভাবে দূষিতদিগের শুদ্ধি করিয়া থাকেন। অতএব হে জলাধিপ বরুণদেব! আপনি সত্যপ্রকাশের দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ।৩১৬-১৭

জলদিব্য সমাপ্ত।

## বিষদিব্য

অতঃপর যে সময়ে যে প্রকার বিষদিব্য করিতে হয়,

যাবন্মাত্রং সমাদ্দিষ্টং ধর্মতত্ত্বার্থদর্শিভিঃ।
তুলয়িত্বা শরৎকালে দেয়মেতদ্ধিমাগমে ॥৩১৯
নাপরাহ্ণে ন সন্ধ্যায়াং ন মধ্যাহ্নে তু ধর্মবিৎ।
শরদ্-গ্রীষ্ম-বসন্তেষু বর্ষাষু চ বিবর্জয়েৎ ॥৩২০
ভগ্নঞ্চ চারিতং চৈব (ক) ধূপিতং মিশ্রিতং তথা।
কালকূটমলাবুঞ্চ বিষং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥৩২১
শার্ঙ্গং হৈমবতং শস্তং বর্ণ-গন্ধ-রসান্বিতম্।
অভিন্নং তৎ প্রদাতব্যং ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রযোনিষু ॥৩২২
বিষস্য পলষড়্ভাগাদ্ভাগো বিংশতিমস্তু যঃ।
তমষ্টভাগহীনং তু শোধ্যে দদ্যাদ্ ঘৃতপ্লুতম্ ॥৩২৩

বর্ষাসু ষড়্ যবা মাত্রা গ্রীষ্মে পঞ্চ যবাঃ স্মৃতাঃ।
হেমন্তে সপ্ত বাষ্টৌ বা শরদ্যস্যাপি নেষ্যতে ॥৩২৪
ত্বং বিষং ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ সত্যধর্মব্যবস্থিত।
শোধয়ৈনং নরং পাপাৎ সত্যেনাস্যামৃতীভব ॥৩২৫
ছায়ানিবেশিতো রক্ষ্যো দিনশেষমভোজনঃ।
বিষবেগক্রমাতীতঃ শুদ্ধোঽসৌ মনুরব্রবীৎ ॥৩২৬
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কোশস্য বিধিমুত্তমম্।
শাস্ত্রবিদ্ভির্যথা প্রোক্তং সর্বকালাবিরোধি যৎ ॥৩২৭
পূর্বাহ্ণে সোপবাসস্য স্নাতস্যার্দ্রপটস্য চ।
সশূকস্যাব্যসনিনঃ কোশপানং বিধীয়তে ॥৩২৮

তাহা এবং যেরূপ বিষ শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহার নিয়ম সম্যগ্রূপে বলিব।৩১৮

তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণ ধর্মানুসারে যে পরিমাণ বিষ দিবার কথা বলিয়াছেন, তাহা শরৎকালে যে সময় অত্যন্ত হিমপাত হইবে অর্থাৎ শরৎকালের শেষভাগে সূক্ষ্মমান-দণ্ডে ওজন করিয়া দিতে হইবে।৩১৯

ঐ বিষপরীক্ষা অপরাহ্ণকাল, সন্ধ্যাকাল কিংবা মধ্যাহ্ন-কালে হইবে না। ধার্মিক ব্যক্তি শরৎকাল (হিমপাত না হওয়া পর্য্যন্ত), গ্রীষ্মকাল, বসন্তকাল এবং বর্ষাকালে ঐ বিষদিব্যের ব্যবস্থা পরিত্যাগ করিবেন।৩২০

বিষদিব্যের জন্য যে বিষ দিতে হইবে, তাহা যদি নষ্ট হয় এবং বিশেষরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে সেই বিষ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণহানিকর অর্থাৎ সর্পাদির বিষ কিংবা লাউ হইতে যে বিষ উৎপন্ন হয়—সেই বিষ যত্ন-পূর্বক পরিত্যাগ করিবে।৩২১

যে শৃঙ্গবিকার বিষ হিমালয়পর্বতে উৎপন্ন হয়, তাহার যদি বর্ণ, গন্ধ ও রস স্বাভাবিক থাকে অর্থাৎ যদি পরিবর্তন না হয়, গন্ধের যদি বিপর্য্যয় না হয় ও আস্বাদনেরও যদি বৈজাত্য না ঘটে এবং সেই বিষ যদি অভিন্ন থাকে অর্থাৎ চূর্ণ না হয়, তাহা হইলে সেই বিষ প্রশস্ত হইবে। এবং তাহা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণকে দিবে। এই বচনের দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণের বিষদিব্য নাই।৩২২

পাঠান্তর ঃ—(ক) ভগ্নঞ্চ বারিতং চৈব

পলপরিমাণের ষষ্ঠভাগের একভাগকে বিংশতিভাগে বিভক্ত করিলে বিষের যে পরিমাণ হইবে, তাহার অষ্টভাগের একভাগকে পরিত্যাগ করিলে যে পরিমিত বিষ থাকিবে, সেই পরিমিত বিষকে ঘৃতপ্লুত অর্থাৎ ঘৃতযুক্ত করিয়া শুদ্ধিকামীকে দিবে।৩২৩

এই যে বিষের পরিমাণ কথিত হইল—ইহা ঋতুভেদে কিঞ্চিৎ হ্রাস-বৃদ্ধি ও সমভাগ করিয়া নারদ বলিতেছেন,—বর্ষাঋতুতে ছয়টি যবের পরিমাণানুরূপ বিষদিব্যের বিষের পরিমাণ হইবে। এইরূপ গ্রীষ্মকালে পঞ্চযব এবং হেমন্ত-কালে সপ্ত বা অষ্টযবের পরিমাণ হইবে। (পূর্বে ৩১৯ সংখ্যক-শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, অতিশয় হিমপাতের জন্য শরৎকালের শেষভাগে বিষপরীক্ষা করণীয়। এক্ষণে গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্তকালে বিষদিব্যে বিষের পরিমাণ কিরূপ হইবে, তাহা দেখান হইল। এস্থলে পূর্ববাক্যের সহিত সমাধানকল্পে ইহা জ্ঞাতব্য এই যে, গ্রীষ্মাদিকালে অত্যন্ত বর্ষাদি জন্য যখন শৈত্যভাব দেখা যাইবে, তখনই বিষদিব্য করণীয়)।৩২৪

হে বিষ! তুমি ব্রহ্মের পুত্র বলিয়া সত্যধর্মে প্রতিষ্ঠিত আছ। অতএব পাপাচরণকারী বলিয়া অভিযুক্ত এই ব্যক্তিকে তুমি শুদ্ধ কর অর্থাৎ এই ব্যক্তি পাপী নহে—ইহা প্রকাশ কর এবং এই ব্যক্তি সত্যসেবী বলিয়া অর্থাৎ এই ব্যক্তি সত্য সত্যই পাপাচরণ করে নাই বলিয়া সেই সত্যের প্রভাবে অমৃতস্বরূপ হও।৩২৫

যন্তুক্তঃ সোঽভিযুক্তঃ স্যাত্তদ্দৈবত্যং তু পায়য়েৎ।
অভ্যর্চ্য দেবতাং স্নাপ্য জলস্য প্রসৃতিত্রয়ম্ ॥৩২৯
সপ্তাহাভ্যন্তরে যস্য দ্বিসপ্তাহেন বাঽশুভম্।
প্রত্যাত্মকং তু দৃশ্যেত সৈব তস্য বিভাবনা ॥৩৩০
ঊর্দ্ধং যস্য দ্বিসপ্তাহান্মহদপ্যশুভং ভবেৎ।
নাভিযোজ্যঃ স কেনাপি কৃতকালব্যতিক্রমাৎ ॥৩৩১
মহাপরাধে নির্দ্ধর্মে কৃতঘ্নে ক্লীব-কুৎসিতে।
নাস্তিক-ব্রাত্য-দাসেষু কোশপানং বিবর্জয়েৎ ॥৩৩২
যথোক্তেন বিধানেন পঞ্চ দিব্যানি ধর্ম্মবিৎ।
দত্ত্বা রাজাভিশস্তানাং প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥৩৩৩

গ্রীষ্মে তু সলিলং প্রোক্তং বিষং কালে সুশীতলে।
ব্রাহ্মণস্য ধটো দেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্যাগ্নিরুচ্যতে ॥৩৩৪
বৈশ্যে তু সলিলং দেয়ং বিষং শূদ্রে প্রদাপয়েৎ।
ন ব্রাহ্মণে বিষং দদ্যান্ন লোহং ক্ষত্রিয়ো হরেৎ ॥৩৩৫
কোশাস্তানি তুলাদীনি গুরুম্বর্থেষু দাপয়েৎ।
শতার্দ্ধং দাপয়েচ্ছুদ্ধাবশুদ্ধো দণ্ডভাগ্ ভবেৎ ॥৩৩৬
তণ্ডুলানাং প্রবক্ষ্যামি বিধিং ভক্ষণচোদিতম্।
চৌর্য্যে তু তণ্ডুলা দেয়া নান্যত্রেতি বিনিশ্চয়ঃ ॥৩৩৭
তণ্ডুলান্ কারয়েচ্ছুক্লাঞ্ছালের্নান্যস্য কস্যচিৎ।
মৃন্ময়ে ভাজনে কৃত্বা ভাস্করস্যাগ্রতঃ শুচিঃ ॥৩৩৮

শ্রীভগবান্ মনু বলিয়াছেন—বিষভক্ষণকারীকে ছায়ায় স্থাপন করিয়া দিবসের শেষভাগ পর্য্যন্ত অনাহারে রাখিবে; তাহাতে সেই ব্যক্তির বিষভক্ষণ জন্য শারীরিক উত্তেজনা হেতু ক্লেশের অবসান হইলে সে বিষপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল বলিয়া তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে।৩২৬

বিষদিব্য সমাপ্ত।

## কোষবিধি

শাস্ত্রবিদ্‌গণ যে দিব্য অবিরোধে সকল ঋতুতে যেভাবে হইতে পারে—ইহা বলিয়াছেন। অতঃপর আমি সেই কোষদিব্যের (অপ্রসারিতাঙ্গুলি-হস্তকে 'কোষ' বলে) উত্তমবিধি বলিতেছি।৩২৭

পাপকারী বলিয়া অভিযুক্ত দয়াবান্ অর্থাৎ সদ্‌গুণ-ভূষিত ধার্মিক ব্যক্তি পূর্বদিবসে উপবাস করিয়া পরদিবসে স্নানানন্তর আর্দ্রবস্ত্রপরিহিতাবস্থায় রাজকৃত বা দেবকৃত বিপদাদি শূন্য হইয়া পূর্বাহ্নে কোষপান করিবে।৩২৮

অভিযুক্ত ব্যক্তি যে দেবতার প্রতি ভক্তিযুক্ত, সেই দেবতার স্নান-পূজাদির পর তাহার স্নানজল তিনপ্রসৃতি অর্থাৎ তিনকোষ (তিন অঞ্জলি) পরিমিত সেই জল পান করিবে।৩২৯

উক্ত-স্নানজল পানের পর একসপ্তাহ কিংবা দুই-সপ্তাহকালমধ্যে যাহার আত্মগত অশুভ ও পুত্রমরণাদি এবং গৃহদাহাদি নানা অমঙ্গল দেখা যাইবে, সেই ব্যক্তি যে পাপী—ইহা দ্বারাই তাহা বুঝা যাইবে।৩৩০

কোষপানকারীর যদি দুইসপ্তাহ পরে কোন অমঙ্গলাদি হয়, তাহা হইলে সেই বক্তির উপর কেহ অভিযোগ করিতে পারিবে না; কেননা তখন কোষ-পরীক্ষার কাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।৩৩১

মহা অপরাধকারী, অধার্মিক, কৃতঘ্ন, ক্লীব, লোকনিন্দিত, নাস্তিক, যাহার উপনয়নকাল অতীত হইলেও উপনীত নহে—এমন ব্রাত্য ও দাস এই সকল ব্যক্তিগণের কোষপান-পরীক্ষা হইবে না।৩৩২

ধর্ম্মবিদ্ রাজা শাস্ত্রকথিত বিধি অনুসারে ধট (তুলা), অগ্নি, উদকবিধি, বিষদিব্য ও কোষবিধি এই পঞ্চবিধ দিব্য নিন্দিতপাত্র-বিষয়ে ব্যবস্থা করিলে ইহলোকে ও পরলোকে আনন্দলাভ করিয়া থাকেন।৩৩৩

গ্রীষ্মকালে জলদিব্য এবং অতিশয় শীত পড়িলে বিষদিব্য করণীয়। ব্রাহ্মণের পক্ষে তুলারোহণ-পরীক্ষা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নিদিব্য-পরীক্ষা, বৈশ্যের পক্ষে জলদিব্য-পরীক্ষা, আর শূদ্রের পক্ষে বিষদিব্য-পরীক্ষা কর্তব্য। ব্রাহ্মণের বিষয়ে বিষদিব্য-পরীক্ষার ব্যবস্থা করিবে না। ক্ষত্রিয়ের বিষয়ে লৌহ হরণ অর্থাৎ স্থানান্তরিত করিবে না (ক্ষত্রিয়ের অগ্নিদিব্য বিহিত থাকায় লৌহভিন্ন অন্য উত্তপ্ত ধাতু দ্বারা অগ্নি-

স্নানোদকেন সংপৃক্তান্ রাত্রৌ তত্রৈব বাসয়েৎ।
প্রভাতায়াং রজন্যাং তু ত্রিঃ কৃত্বা প্রাঙ্মুখায় চ ॥৩৩৯
স্নাতায় সোপবাসায় দদ্যাদ্দেবার্চকঃ স্বয়ম্।
স্বয়ং কার্য্যং সমুদ্দিশ্য সত্যাসতপরীক্ষণে ॥৩৪০
তণ্ডুলান্ ভক্ষয়িত্বা তু পত্রে নিষ্ঠীবয়েত্ততঃ।
অশ্বত্থপত্রাভাবে তু ভূর্জপত্রে ততঃ স্মৃতম্ ॥৩৪১
দৃশ্যতে শোণিতং যস্য দন্তজালঞ্চ সীদতি।
গাত্রঞ্চ কম্পতে যস্য তমশুদ্ধং বিনির্দিশেৎ ॥৩৪২

অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি তপ্তমাষকলক্ষণম্।
শুভাশুভপরীক্ষার্থং ব্রহ্মণাভিহিতং স্বয়ম্ ॥৩৪৩
সৌবর্ণে রাজতে পাত্রে আয়তো মৃন্ময়েঽপি বা।
ক্ষিপ্রং ঘৃতমুপাদায় তদগ্নৌ স্থাপয়েচ্ছুচিঃ ॥৩৪৪
সৌবর্ণী রাজসীং তাম্রীমায়সীং বা সুশোভিতাম্।
সলিলে নাসকৃদ্ধৌতাং নিক্ষিপেত্তত্র মুদ্রিকাম্ ॥৩৪৫
ভ্রমৎপতিতায়ামন্তঃ স নঃ স্পার্শসুভীষণঃ।
ততস্ত্বনেন মন্ত্রেণ ঘৃতং তদভিমন্ত্রয়েৎ ॥৩৪৬

পরীক্ষা করণীয়—ইহাই হইল এই বচনের তাৎপর্য্য)। তুলারোহণ হইতে কোষপান পর্য্যন্ত এই যে পঞ্চবিধ দিব্য, তাহা অতি গুরুতর অভিযোগের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা দিবে। শুদ্ধি প্রমাণ হইলে রাজা অভিযোগকারীকে পঞ্চাশৎ পণ দেওয়াইবেন আর অশুদ্ধ প্রমাণ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধানুসারে দণ্ডভাগী হইবে।* ৩৩৪-৩৬

কোষবিধি সমাপ্ত।

তণ্ডুলভক্ষণের জন্য শাস্ত্রনির্দিস্ট বিধি বলিতেছি। যেস্থলে চৌর্য্যের অভিযোগ হইবে, সেইস্থলে তণ্ডুলভক্ষণবিধি প্রদান করিবে, অন্য কোনস্থলে এই তণ্ডুলবিধি হইবে না - ইহাই শাস্ত্রনিশ্চয়।৩৩৭

পবিত্র হইয়া শালি অর্থাৎ হৈমন্তিক ধান্যের শ্বেতবর্ণ তণ্ডুল ভক্ষণ করাইতে হইবে অন্য ধান্যের তণ্ডুলভক্ষণ হইবে না। মৃত্তিকাপাত্রে ঐ তণ্ডুল সূর্য্যদেবের অগ্রে রাখিবে।৩৩৮

তদনন্তর স্নানজল দ্বারা সম্পৃক্ত সেই তণ্ডুল রাত্রিতে সেইস্থানে রাখিবে। রাত্রি প্রভাত হইলে পূর্বমুখে অবস্থিত, পূর্বদিনে উপবাসী ও স্নাত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত তণ্ডুল সূর্য্যপূজাকারী স্বয়ংই সত্যাসত্য পরীক্ষার জন্য তিনবার করিয়া দিবে।৩৩৯-৪০

তারপর অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ তণ্ডুল চর্বণ দ্বারা ভক্ষণ করিলে তাহাকে দিয়া অশ্বত্থপত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুতু ত্যাগ করাইবে, অশ্বত্থপত্রের অভাব হইলে ভূর্জপত্রে তাহা করাইবে।৩৪১

ঐ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করাইবার পর উহাতে যাহার রক্ত দেখা যাইবে ও দন্তগুলি অবসন্ন হইবে এবং গাত্র কম্পিত হইবে, তাহাকে অশুদ্ধ অর্থাৎ চোর বলিয়া নির্দেশ করিবে।৩৪২

তণ্ডুলবিধি সমাপ্ত।

## অথ তপ্তমাষকবিধি।

অতঃপর তপ্তমাষকের লক্ষণ বলিতেছি, স্বয়ং ব্রহ্মা যাহা শুদ্ধাশুদ্ধ পরীক্ষার জন্য বলিয়াছেন। সুবর্ণ, রজত, লৌহ কিংবা মৃন্ময়পাত্রে ঘৃত রাখিয়া অতি শীঘ্রতার সহিত শুদ্ধচিত্তে অগ্নিতে স্থাপন করিতে হইবে।৩৩৪-৪৪

মাষকপরিমিত সুবর্ণময়, রজতময়, তাম্রময় কিংবা লৌহময় সুপরিষ্কৃত মুদ্রাকে জলদ্বারা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া অগ্নিতে স্থাপিত ঐ তপ্তঘৃতমধ্যে প্রক্ষেপ করিবে।৩৪৫

দীর্ঘ সময় তপ্তঘৃতমধ্যে ঘুরিতে থাকায় সেই মুদ্রারূপ অগ্নি সকলের পক্ষে স্পর্শবিষয়ে অতিশয় ভয়াবহ হইবার পর নিম্নলিখিত মন্ত্রদ্বারা সেই উত্তপ্ত ঘৃতকে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।৩৪৬

হে ঘৃত! তুমি পরম পবিত্র, সকল যজ্ঞকার্য্যে অমৃত স্বরূপ হও। অতএব যদি আমি পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাকে দগ্ধ কর; যদি

* এই পঞ্চবিধ দিব্য 'নারদীয়মনুসংহিতা' নামক গ্রন্থের টীকাকার শ্রীমদ্ ভবস্বামী উক্তগ্রন্থের শেষে 'দিব্যপ্রকরণম্' বলিয়া পৃথক্ একটি অধ্যায় ধরিয়াছেন। আমরাও সেই অধ্যায়টি পরিশেষে দিলাম। তবে বচনের প্রায়ই সামঞ্জস্য থাকায় পৃথগ্ভাবে আর অনুবাদ করা হয় নাই।

পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃতং ত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু।
দহাগ্রে যদ্যয়ং পাপো হিমশীতং শুচৌ ভব ॥৩৪৭
প্রদেশিন্যক্ষতা যস্য সংস্পৃষ্টায়াং পরীক্ষণে।

আমি শুচি হই, তাহা হইলে আমার নিকট তুমি হিমের ন্যায় শীতল হও।৩৪৭

ঐরূপে মুদ্রাকে স্পর্শ করিলেও যাহার তর্জনী অঙ্গুলি ক্ষতযুক্ত হইবে না এবং ঐ উষ্ণঘৃতস্পর্শেও

যদি বিস্ফোটকা ন স্যুঃ শুদ্ধোঽসাবন্যথা ন হি ॥৩৪৮

ইতি নারদ-স্মৃতৌ চতুর্থাধ্যায়ে ঋণাদানং নাম প্রথমং ব্যবহারপদং সমাপ্তম্।

তাহাতে স্ফোটক অর্থাৎ ফোস্কা পড়িবে না, সেই ব্যক্তি এই তপ্তমাষক-পরীক্ষায় নিষ্পাপ বলিয়া প্রমাণিত হইবে, আর তাহার বিপরীত হইলে সেই ব্যক্তি শুদ্ধ নহে বলিয়া জানিবে।৩৪৮

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ-সহিত নারদস্মৃতির চতুর্থাধ্যায়ে ঋণাদাননামক প্রথম ব্যবহারপদপ্রকরণ সমাপ্ত।

## পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ

## অথ নিক্ষেপোপনিধিনামকং দ্বিতীয়ং ব্যবহারপদম্

স্বং দ্রব্যং (ক) যত্র বিস্রম্ভান্নিক্ষিপত্যবিশঙ্কিতঃ।
নিক্ষেপো নাম তৎপ্রোক্তং ব্যবহারপদং বুধৈঃ ॥১
কুলজে বৃত্তসম্পন্নে ধর্মজ্ঞে সত্যবাদিনি।
মহাপক্ষে ধনিন্যার্য্যে নিক্ষেপং নিক্ষিপেদ্ বুধঃ ॥২
যো যথা নিক্ষিপেদ্ধস্তে যমর্থং যস্য মানবঃ।
স তথৈব গ্রহীতব্যো যথা দায়স্তথা গ্রহঃ ॥৩
ন চেদ্দদ্যাত্তু নিক্ষেপ্তুস্তদ্ দ্রব্যং তু যথাবিধি।
উপসংগৃহ্য দাপ্যোঽসৌ দিব্যাদিভির্ব্যবস্থিতঃ ॥৪
অন্যদ্রব্যব্যবহিতং দ্রব্যমব্যাহৃতঞ্চ যৎ (খ)।
নিক্ষিপ্যতে পরগৃহে তদৌপনিধিকং স্মৃতম্ ॥৫
স পুনর্দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ সাক্ষিমানিতরস্তথা।
প্রতিদানং তথৈবাস্য প্রত্যয়ঃ স্যাদ্ বিপর্য্যয়ে ॥৬
যাচ্যমানস্তু যো দাত্রা নিক্ষেপং ন প্রযচ্ছতি।
দণ্ড্যঃ স রাজ্ঞা দুষ্টাত্মা নষ্টে দাপ্যশ্চ তৎসমম্ ॥৭
যং চার্থং সাধয়েত্তেন নিক্ষেপ্তুরননুজ্ঞয়া।
তত্রাপি দণ্ড্যঃ স ভবেদ্দাপ্যস্তচ্চাপি সোদয়ম্ ॥৮

### অনন্তর দ্বিতীয় ব্যবহারপদে নিক্ষেপ ও উপনিধি প্রকরণ।

যেস্থলে নিজের দ্রব্য নষ্ট হইতে পারে না এইরূপ বিশ্বাস করিয়া নির্ভয়ে ধনাদি গচ্ছিত রাখে, সুধীগণ তাহাকে 'নিক্ষেপ'নামক ব্যবহারপদ বলেন।১

কীদৃশ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত রাখিলে তদ্‌বস্তু নষ্ট হয় না, তাহা বলা হইতেছে—সদ্‌বংশসম্ভূত, সচ্চরিত্র, ধর্মজ্ঞ, সত্যবাদী, সৎসহায়সম্পন্ন, ধনশালী ও লোকমান্য বক্তির নিকটে স্বীয় বস্তু গচ্ছিত রাখা যায় (এতাদৃশ ব্যক্তির নিকট বস্তু গচ্ছিত রাখিলে সেই বস্তু নষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকে না)।২

- যে ব্যক্তি যেভাবে যাহার নিকটে যে বস্তু গচ্ছিত রাখিবে, সেই বস্তু তাহার নিকট হইতে সেইভাবেই গ্রহণ করিবে। কারণ, যেভাবে দেওয়া হয়, সেই-ভাবেই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। এই বিধির অন্যথা হইলে অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা আছে, যেমন—লোকসমক্ষে গচ্ছিত রাখিয়া গোপনে গ্রহণ করিলে যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছে, সেই ব্যক্তি গোপনে গ্রহণ করিয়াও বলিতে পারে, 'আমি তাহা গ্রহণ করি নাই'। গচ্ছিত-প্রত্যর্পণকারী তাহার প্রত্যর্পণবিষয়ে সাক্ষী দেখাইতে পারিবে না। সুতরাং এই বিধি অবশ্যই পালনীয়।৩

যে ব্যক্তির নিকটে দ্রব্য গচ্ছিত রাখা হইয়াছে, সেই ব্যক্তি যদি লোভ-পরবশ হইয়া যথানিয়মে গচ্ছিত বস্তুটি নিক্ষেপকারীকে প্রত্যর্পণ না করে, তাহা হইলে সেই স্থলে রাজদ্বারে অভিযোগ হইলে রাজা সেই নিক্ষেপরক্ষাকারী ব্যক্তিকে আনাইয়া দিব্যাদির দ্বারা দ্বিগুণ রাজদণ্ডাদি সহ তাহা প্রত্যর্পণ করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।৪

---

পাঠান্তর :—(ক) স্বদ্রব্যং (খ) দ্রব্যমব্যাকৃতঞ্চ যৎ

গ্রহীতুঃ সহ যোহর্থেন নষ্টো নষ্টঃ স দায়িনঃ।
দৈবরাজকৃতে তদ্বন্ন চেত্তজ্জিহ্মকারিতম্ ॥৯
স্বয়মেব তু যো দদ্যান্মৃতস্য প্রত্যনন্তরে।
ন স রাজ্ঞাভিযোক্তব্যো ন নিক্ষেপ্তুশ্চ বন্ধুভিঃ ॥১০

অচ্ছলেনৈব চান্বিচ্ছেত্তমর্থং প্রীতিপূর্বকম্।
বিচার্য্য তস্য বা বৃত্তং সাম্নৈব পরিশোধয়েৎ ॥১১
চৌরৈর্হৃতং জলে মগ্নমগ্নিনা দগ্ধমেব চ।
ন দদ্যাদ্ যদি তস্মাৎ স ন সংহরতি কিঞ্চন ॥১২

'নিক্ষেপ' অর্থাৎ গচ্ছিত কাহাকে বলে, ইহা দেখাইয়া 'উপনিধি' কাহাকে বলে, তাহা দেখাইতেছেন (ইহাও গচ্ছিতবিশেষ)। পূর্বোক্ত 'নিক্ষেপ' হইতে পার্থক্য দেখাইবার জন্য পূর্বাচার্য্যগণ কর্তৃক ইহার 'ঔপনিধিক'-সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহার ঐ আচ্ছাদনের মধ্যে কি দ্রব্য থাকিল—তাহা না বলিয়া যে দ্রব্য অপরের গৃহে গচ্ছিত রাখা হয়, সেই গচ্ছিত-বস্তুকে 'ঔপনিধিক' বলিয়া জানিবে।৫

ঐ উপনিধি দ্বিবিধ। (১) সসাক্ষিক অর্থাৎ সাক্ষী রাখিয়া ও (২) অসাক্ষীক অর্থাৎ সাক্ষী না রাখিয়া বিশ্বাসবশতঃ রাখা। যেভাবে রাখা হইয়াছে অর্থাৎ সাক্ষী রাখিয়া হউক বা সাক্ষী না রাখিয়াই হউক, সেইভাবে তাহা প্রত্যর্পণ করণীয়। যথা—সাক্ষী থাকিলে সাক্ষীর সম্মুখে আর সাক্ষী না থাকিলে কাহারও সমক্ষ ছাড়াই তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে। প্রত্যর্পণ করা না হইলে সাক্ষী বা দিব্যাদির দ্বারা তাহা জানিবে।৬

নিক্ষেপকারী স্বীয় বস্তু প্রার্থনা করিলে যদি তাহার সেই গচ্ছিত বস্তু প্রত্যর্পণ করা না হয়, তাহা হইলে ঐ দুষ্টস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে রাজা দণ্ডদান করিবেন। যদি কোনওরূপে গচ্ছিত-বস্তু নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যে বস্তু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তত্তুল্য বস্তু—যে ব্যক্তি ঐ বস্তু রাখিয়াছিল, তাহাকে দিতে বাধ্য করাইবেন।৭

নিক্ষেপকারীর অনুজ্ঞা না লইয়া নিক্ষেপরক্ষাকারী অর্থাৎ যাহার নিকট গচ্ছিত বস্তু আছে, সেই ব্যক্তি যদি ঐ গচ্ছিত-বস্তু দ্বারা স্বীয় প্রয়োজন সাধন করে, তবে সেইস্থলে গচ্ছিতবস্তু-ব্যবহারকারী ঐ ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে এবং রাজা তাহাকে সুদের সহিত গচ্ছিত-বস্তু দেওয়াইবেন।৮

(৭ নং শ্লোকে গচ্ছিত বস্তু নষ্ট হইলে গচ্ছিত-বস্তুর সমান দিতে হইবে বলিয়া যে বিধান করা হইল, এক্ষণে তাহার ব্যতিক্রম দেখান হইতেছে)। যাহার নিকটে গচ্ছিত-বস্তু রাখা হইয়াছে, সেই গচ্ছিত-রক্ষাকারীর নিজস্ব বস্তুর সহিত যদি ঐ গচ্ছিত-বস্তু নষ্ট হয়, তাহা হইলে উক্ত বস্তু নষ্টের মধ্যেই পরিগণিত হইবে অর্থাৎ তাহার প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। এইরূপ দৈববশতঃ নষ্ট হইলে বা রাজা কোন কারণবশতঃ ঐ ব্যক্তির সকল বস্তু গ্রহণ বা বাজেয়াপ্ত করিলে তাহাও দিতে হইবে না। কিন্তু যদি কপটতা দ্বারা গচ্ছিত-বস্তুর অপলাপের চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে রাজার সাহায্যে ঐ গচ্ছিত-বস্তুর আদায় হইবে।৯

গচ্ছিত রাখিয়া সেই ব্যক্তি মারা যাইলে যাহার নিকট গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি যদি উক্ত গচ্ছিতবস্তু মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারীকে নিজেই প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে ঐ গচ্ছিতবস্তু সম্পূর্ণ প্রত্যর্পিত হয় নাই বলিয়া সেই ব্যক্তিকে রাজা বা যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহার অন্য বন্ধুগণ দায়ী করিতে পারিবেন না।১০

গচ্ছিত-প্রত্যর্পণকারী কোন কারণবশতঃ গচ্ছিত-বস্তু প্রত্যর্পণ করে নাই—এই নিশ্চয় হইলে সরলভাবে প্রীতিপূর্বক সেই গচ্ছিত-বস্তু পাইবার ইচ্ছা করিবে। তাহার অর্থাৎ যাহার নিকট গচ্ছিত ছিল, সেই ব্যক্তির আচরণ বিচার করিয়া প্রিয়ব্যবহারের দ্বারা প্রত্যর্পণ করাইতে হইবে।১১

চোরে চুরি করিলে, জলে ডুবিয়া নষ্ট হইলে অথবা গৃহদাহজন্য অগ্নিতে পুড়িয়া যাইলে যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে গচ্ছিত-বস্তু দিতে হইবে না; যদি ঐ গচ্ছিত-বস্তু কোন প্রকারে অন্য

যো নিক্ষেপং নার্পয়তি যশ্চানিক্ষিপ্য যাচতে।
তাবুভৌ চৌরবচ্ছাস্যৌ দণ্ড্যং দাপ্যৌ ন তৎসমম্ ॥১৩
এষ এবং বিধির্দৃষ্টো যাচিতান্বাহিতাদিষু।
শিল্পে চোপনিধৌ ন্যাসে প্রতিন্যাসে তথৈব চ ॥১৪

প্রতিগৃহ্লাতি পোগণ্ডং যশ্চঃ সপ্রধনং নরঃ।
তস্যাপ্যেষ ভবেদ্ধর্ম্মঃ ষড়েতে বিধয়ঃ সমাঃ ॥১৫
ইতি নারদ-স্মৃতৌ পঞ্চমাধ্যায়ে ঔপনিধিকং নাম
দ্বিতীয়ং ব্যবহারপদং সমাপ্তম্।

কোন কার্য্যে ব্যবহৃত না হইয়া থাকে, তবেই এই বিধি পালনীয়, আর যদি অন্য কোন কার্য্যে গচ্ছিত বস্তুর কিছু অংশও ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তবে তাহা অবশ্যই দিতে হইবে।১২

যে ব্যক্তি গচ্ছিত-বস্তু প্রত্যর্পণ করিতে চায় না আর যে ব্যক্তি গচ্ছিত না রাখিয়াও গচ্ছিত বলিয়া প্রার্থনা করে—এই উভয় ব্যক্তিই চৌরবৎ দণ্ডনীয় হইবে এবং দাবীর অনুরূপ অর্থদণ্ডও হইবে।১৩

এই যে নিক্ষেপ এবং উপনিধির নিয়ম প্রদর্শিত হইল, এই নিয়মই গচ্ছিত স্থলে অর্থাৎ 'আমি অমুক কার্য্য করিব' এই বলিয়া প্রার্থনা করার জন্য যাহা পাওয়া গিয়াছে, সেই ধনে এবং যাহা পরে পুনর্বার রাখা হইয়াছে, সেই গচ্ছিত-বিষয়ে এক ব্যক্তির গচ্ছিত-বস্তু কার্য্যকালবিশেষে প্রয়োজন হওয়ায় অন্যের হস্তে তাহা ন্যস্ত হইলে সেই বিষয়ে এই নিয়ম ব্যবহার করিতে হইবে। সেইক্ষেত্রে এবং শিল্পকার্য্য করিবার জন্য যাহা গৃহীত হইয়াছে সেই ধনবিষয়ে এবং আচ্ছাদিত করিয়া দ্রব্যবিশেষ না বলিয়া যাহা রাখা হইয়াছে, আর যে ব্যক্তি অনাথ বলিয়া অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে গ্রহণ করে, তাহার এইরূপ বিধি হইবে। এই ছয়টি বিধি অর্থাৎ নিয়ম একপ্রকার জানিবে। (১) যাচিত বিধি, (২) অন্বাহিত বিধি, (৩) শিল্পহস্তগত ধন, (৪) ন্যাস, (৫) প্রতিন্যাস, (৬) পোগণ্ডবিধি—এই ছয়টি উপনিধিভেদ বলিয়া জানিবে।১৪-১৫

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির পঞ্চমাধ্যায়ে
নিক্ষেপ ও উপনিধিনামক দ্বিতীয় ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

## ষষ্ঠঃ অধ্যায়ঃ

### অথ সম্ভূয় সমুত্থানং নাম তৃতীয়ং বিবাদপদম্

বণিক্‌প্রভৃতয়ো যত্র কর্ম সম্ভূয় কুর্বতে।
তৎ সম্ভূয় সমুত্থানং ব্যবহারপদং স্মৃতম্ ॥১
ফলহেতোরুপায়েন কর্ম সম্ভূয় কুর্বতাম্।
আধারভূতঃ প্রক্ষেপস্তেনোত্তিষ্ঠেয়ুরংশতঃ ॥২

সমোঽতিরিক্তো হীনো বা তত্রাংশো (ক) যস্য যাদৃশ
ক্ষয়-ব্যয়ৌ যথা বৃদ্ধিস্তত্র তস্য তথা বিধিঃ ॥৩
ভাণ্ড-পিণ্ড-ব্যয়োদ্ধার-ভারসারান্ববেক্ষণম্।
কুর্য্যুস্তেঽব্যভিচারেণ (খ) সময়ে স্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥৪

**অনন্তর সম্ভূয়-সমুত্থাননামক তৃতীয় ব্যবহারপদ**

যেস্থলে বণিক্ প্রভৃতিগণ একত্র মিলিত হইয়া পারস্পরিক সহযোগীতার সহিত কর্ম ( যৌথ কারবার ) করে, সেইস্থলে সম্ভূয়-সমুত্থাননামক ব্যবহারপদ হয় বলিয়া জানিবে।১

লাভের নিমিত্ত যে কোন উপায় অবলম্বনপূর্বক মিলিতভাবে কার্য্য করিবার জন্য যেস্থলে একত্রে অনেক ব্যক্তির অর্থ বা দ্রব্য রাখা হয়, তাহাকে সম্ভূয়-সমুত্থান বলে। একত্রে স্থাপিত ধন বা দ্রব্য হইতে নিজ নিজ অংশানুসারে তাহারা উন্নতি অর্থাৎ লভ্যাংশ লাভ করিবে। ( যেমন কয়েক ব্যক্তি মিলিত হইয়া কেহ

পাঠান্তর :—(ক) যত্রাংশো (খ) কুর্য্যুস্তেঽব্যবহারেণ

প্রমাদান্নাশিতং দাপ্যঃ প্রতিষিদ্ধকৃতঞ্চ যৎ।
অসন্দিষ্টশ্চ (ক) যৎ কুর্য্যাৎ সর্বসম্ভূয়কারিভিঃ ॥৫
দৈব-তস্কর-রাজভ্যো ব্যসনে সমুপস্থিতে।
যস্তৎ স্বশক্ত্যা রক্ষেত(খ) তস্যাংশো দশমঃ স্মৃতঃ ॥৬
একস্য চেৎ স্যাদ্ ব্যসনং (গ)
দায়াদোঽস্য তদাপ্নুয়াৎ।
অন্যো বা সতি দায়াদে শক্তাশ্চেৎ সর্ব এব বা ॥৭
ঋত্বিজাং ব্যসনেঽপ্যেবমন্যস্তৎকর্ম নিস্তরেৎ।
লভেত দক্ষিণাভাগং স তস্মাৎ সংপ্রকল্পিতম্ ॥৮
ঋত্বিগ্ যাজ্যমদুষ্টং যস্ত্যজেদনপকারিণম্।
অদুষ্টমৃত্বিজং যাজ্যো বিনেয়ৌ তাবুভাবপি ॥৯
ঋত্বিক্ তু ত্রিবিধো দৃষ্টঃ (ঘ) পূর্বৈর্জুষ্টঃ স্বয়ং কৃতঃ

পাঁচশত, কেহ চারিশত, কেহ তিনশত টাকা দিয়া একটি ব্যবসা আরম্ভ করিল। সেই ব্যবসায়ে যাহা লাভ হইবে, সেই লভ্যাংশ নিজ নিজ অর্থের তারতম্য অনুসারে পাইবে। সম্ভূয় অর্থাৎ একত্র মিলিত হইয়া অর্থাদি বিনিয়োগের দ্বারা যে সমুত্থান অর্থাৎ উন্নতি—ইহাই 'সম্ভূয় সমুত্থান' পদের নিষ্কৃষ্টার্থ)।২

ঐ যে সম্ভূয় সমুত্থান অর্থাৎ যৌথ কারবারে যাহার যেরূপ অংশ—কাহারও সমান অংশ, কাহারও অধিক অংশ এবং কাহারও বা অল্প অংশ এইরূপে যাহার যেরূপ অংশ আছে, তাহার ক্ষয়, ব্যয় এবং লাভও সেইরূপ হইবে অর্থাৎ নিজ নিজ অংশানুসারে ক্ষতি, বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনে ব্যয় প্রভৃতির ভাগও সেইরূপ হইবে।৩

প্রথমে কার্য্য আরম্ভকালে যাহার যেরূপ কার্য্যব্যবস্থা স্থির করিয়া নিজেরা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তাহারা সেই সেই স্বীয় স্বীকৃত বিষয়ে অবিচল থাকিয়া মূলধন, তৎকালে স্থিত দ্রব্যাদি ব্যয় বা কি পরিমাণে রক্ষিত আছে, কর্মগত গুরুত্ব, লাভ কিংবা ক্ষতি হইতেছে কিনা ও লাভাদি স্থিরাংশ যাহা হইতেছে—এই সকল নির্ধারিত নিয়মে দোষহীন হইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিবে।৪

এই যৌথ ব্যবসায়ে কাহারও অনবধানতার জন্য যাহা নষ্ট হইবে, নিষিদ্ধ কার্য্য করার জন্য যাহা ক্ষতি হইবে এবং সম্মিলিতভাবে যাহারা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহাদের অনুজ্ঞা না পাইয়া যদি কেহ ক্ষতিকর কিছু করে, তাহা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণ তাহাকেই করিতে হইবে।৫

দৈব অর্থাৎ ভূমিকম্প প্রভৃতি হইতে, চৌরাদি হইতে এবং রাজার সৈন্যাদি হইতে কোন বিপত্তি ঘটিলে যদি কেহ স্বীয় সামর্থ্য দ্বারা ঐ বিপত্তি হইতে দ্রব্যসকল রক্ষা করে, তাহা হইলে তাহাকে রক্ষিতবস্তুর দশাংশের একাংশ অধিক দিতে হইবে।৬

সম্মিলিতভাবে কার্য্যকারিদিগের মধ্যে যদি কাহারও মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে তাহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারী তাহার অংশ পাইবে। যদি তাহার উত্তরাধিকারী কেহ না থাকে, তাহা হইলে ঐ মৃতব্যক্তির ঔর্দ্ধ্বদেহিক কার্য্যে যে অধিকারী হইবে, সে-ই তাহার অংশ গ্রহণ করিবে।৭

## ঋত্বিগ্‌ভেদ

এইরূপে, ঋত্বিক্ যজ্ঞারম্ভ করার পর যদি কৃত কার্য্য শেষ না করিয়া পরলোকগত হন, তাহা হইলে অন্য ঋত্বিক্ তাহার কার্য্য করিবেন, কারণ, অপরের আরব্ধ কর্ম সমাপন করা কর্তব্য। আর মৃত ঋত্বিকের প্রাপ্য দক্ষিণার অংশও এই ঋত্বিক্ গ্রহণ করিবেন।৮

যে সকল ঋত্বিক্ যজমান কোন দোষদুষ্ট না হইলেও এবং কোন অপকার না করিলেও তাহাকে পরিত্যাগ করে, এইরূপ দোষহীন ঋত্বিককে যদি যজমান পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে ঐ উভয়েই দণ্ডনীয় হইবে।৯

ঋত্বিক্ তিনপ্রকার, যথা—(১) পিত্রাদি পূর্বপুরুষগণ যাহাকে ঋত্বিক্ বলিয়া বরণ করিয়াছেন, (২) পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক বৃত ঋত্বিক্ না থাকিলে স্বয়ং যাহাকে ঋত্বিক্ বলিয়া বরণ করিয়া লওয়া হইয়াছে এবং (৩) যে পূর্বপুরুষ কর্তৃক বৃত বা গৃহস্বামী কর্তৃক বৃত না হইয়া

পাঠান্তর ঃ—(ক) অসন্দিষ্টঞ্চ। (খ) যস্তৎ স্বশক্ত্যা সংরক্ষেৎ (গ) একস্য চেৎ তদ্ ব্যসনং (ঘ) ঋত্বিক্ তু ত্রিবিধঃ প্রোক্তঃ

যদৃচ্ছয়া চ যঃ কুর্য্যাদার্ত্বিজ্যং প্রীতিপূর্বকম্ ॥১০
ক্রমাগতেষ্বেষ ধর্মো কৃতেষু ত্বিক্ষু চ স্বয়ম্।
যাদৃচ্ছিকেষু যাজ্যস্তু (ক) তত্ত্যাগে নাস্তি কিল্বিষম্॥১১
শুল্কস্থানং বণিক্ প্রাপ্তঃ শুল্কং দদ্যাদ্ যথোদিতম্(খ)।
ন তদ্ ব্যতিহরেদ্ রাজ্ঞো (গ)
বলিরেষ প্রকীর্তিতঃ (ঘ) ॥১২
শুল্কস্থানং পরিহরন্নকালে ক্রয়-বিক্রয়ী।
মিথ্যোক্ত্যা চ পরিমাণং দাপ্যোঽষ্টগুণমত্যয়ম্ ॥১৩

অন্য ঋত্বিক্ গৃহস্বামীর গৃহে আগত হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় আসিয়া প্রীতিপূর্বক ঋত্বিক্‌কার্য্য করে।১০

পুরুষানুক্রমে যিনি ঋত্বিক্‌পদে বৃত আছেন কিংবা গৃহস্বামী স্বয়ং যাহাকে বরণ করিয়াছে—এই দ্বিবিধ ঋত্বিক্ দোষযুক্ত না হইলে বা কোন অপকার না করিলে যজমান তাহাকে এবং ঋত্বিক্ সেই যজমানকে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না। আর ঋত্বিক্ না থাকায় যে যদৃচ্ছাক্রমে স্বয়ং বৃত হয়, তাহাকে পরিত্যাগ করিলে গৃহস্বামীর কোন পাপ হইবে না।১১

### শুল্কভেদ

বাণিজ্যের উপর রাজার যে যে স্থানে শুল্ক অর্থাৎ কর নির্ধারিত আছে, বণিক্ যদি বাণিজ্যকারণে সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বণিক্ যথাবিধি উক্ত শুল্ক দিবে— তাহার অপলাপ করিবে না, যেহেতু ইহাই হইল রাজাকে পূজা করিবার উপহার।১২

যেস্থানে শুল্ক নির্ধারিত আছে, বাণিজ্য করিবার পর শুল্ক অর্থাৎ বাণিজ্য-কর না দিয়া সেই স্থান ত্যাগ করিলে কিংবা শুল্ক না দিয়া অকালে অর্থাৎ যে সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করিবার নিয়ম আছে, শুল্ক না দিবার অভিপ্রায়ে ক্রয়-বিক্রয় করিলে অথবা যে পরিমাণ দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়ে যেরূপ শুল্ক নির্ধারিত আছে, তাহা সম্পূর্ণভাবে না দিবার অভিপ্রায়ে বাণিজ্যদ্রব্যের পরিমাণ মিথ্যা বলিয়া বাণিজ্য

সদা শ্রোত্রিয়বর্জ্যানি শুল্কান্যাহুঃ প্রজানতা।
গৃহোপযোগি যচ্ছৈষাং ন তু বাণিজ্যকর্মণি ॥১৪
প্রতিগ্রহো দ্বিজাতীনাং ধনং রঙ্গোপজীবিনাম্।
স্কন্ধবাহ্যঞ্চ যদ্ দ্রব্যং ন তদ্‌যুক্তং প্রদাপয়েৎ ॥১৫
কশ্চিচ্চেৎ সঞ্চরন্ দেশান্ (ঙ)
প্রেয়াদভ্যাগতো বণিক্
রাজাস্য ভাণ্ডং রক্ষেত (চ) যাবদ্দায়াদদর্শনম্ ॥১৬

করিলে যাহা প্রকৃত শুল্ক নির্ধারিত আছে, তাহার অষ্টগুণ অধিক দণ্ডস্বরূপ দিতে হইবে।১৩

ব্রাহ্মণের কোন সময়ে শুল্ক দেয় নহে—ইহা কেহ কেহ বলিয়াছেন, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণের গৃহকার্য্যোপযোগী যে বস্তু তাহারই শুল্ক ব্রাহ্মণের দেয় হইবে না, তিনি যদি বাণিজ্য করেন, তাহা হইলে তাহার শুল্ক বর্জনীয় নহে। ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহলব্ধ ধনে শুল্ক দেয় হইবে না, কারণ উহা বাণিজ্য বলিয়া গণ্য নহে। এইরূপ যাহারা নৃত্যগীতাদির দ্বারা অর্থোপার্জন করে, তাহাদের সেই ধনার্জন বাণিজ্য নহে। যাহারা স্কন্ধে পসরা লইয়া বাণিজ্য করিয়া থাকে, তাহাদের ঐ বাণিজ্যও বাণিজ্যপদবাচ্য নহে, কারণ উহা অত্যন্ত অল্প অতএব এই সব স্থলে শুল্ক দেওয়া যুক্তিযুক্ত অর্থাৎ উচিত নহে।১৪-১৫

কোন বণিক্ যদি বাণিজ্য করিবার জন্য কোন রাজ্যে আসিয়া বাণিজ্য করিতে করিতে মারা যায়, তাহা হইলে রাজা সেই বণিকের বাণিজ্যদ্রব্য যতক্ষণ না তাহার কোন উত্তরাধিকারী না আসে, ততক্ষণ রক্ষা করিবেন।১৬

তাহার পুত্রাদি উত্তরাধিকারী অথবা পিতৃ-ভ্রাত্রাদি বন্ধুগণ কেহ না থাকিলে রাজা তাহার জ্ঞাতিবর্গকে উক্ত দ্রব্য সমর্পণ করিবেন। জ্ঞাতিগণেরও সন্ধানাদি না পাইলে রাজা দশবৎসর পর্য্যন্ত উহা রাখিয়া দিবেন,

পাঠান্তর ঃ—(ক) যদৃচ্ছিকেষু সংযাজ্যো (খ) যথোপগম্ (গ) রাজ্ঞাং (ঘ) প্রকল্পিতঃ

(ঙ) দেশাৎ (চ) রাজাস্য ভাগং সংরক্ষেৎ

দায়াদেঽসতি বন্ধুভ্যো জ্ঞাতিভ্যো বা সমর্পয়েৎ (ক)।
তদভাবে সুগুপ্তং তদ্ধারয়েদ্দশতীঃ সমাঃ ॥১৭
অস্বামিকমদায়াদং দশবর্ষস্থিতং ততঃ (খ)
রাজা তদাত্মসাৎ কুর্য্যাদেবং ধর্ম্মো ন হীয়তে ॥১৮
ইতি নারদ-স্মৃতৌ ষষ্ঠাধ্যায়ে সম্ভূয়সমুত্থানং নাম তৃতীয়ং ব্যবহারপদম্।

দশবর্ষ অতিক্রান্ত হওয়ার পর সেই ধনের কোন স্বামী বা উত্তরাধিকারী না থাকায় রাজা উহা নিজের করিয়া লইবেন, তাহার দ্বারা রাজার ধর্ম নষ্ট হইবে না।১৭-১৮

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির ষষ্ঠাধ্যায়ে সম্ভূয়-সমুত্থাননামক তৃতীয় ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

**পাঠান্তর** :—(ক) জ্ঞাতিভ্যোঽস্য সমর্পয়েৎ
(খ) দশবর্ষোষিতং ততঃ

## সপ্তমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ দত্তাপ্রদানিকং নাম চতুর্থং ব্যবহারপদম্

দত্ত্বা দ্রব্যমসম্যগ্ যঃ পুনরাদাতুমিচ্ছতি।
দত্তাপ্রদানিকং নাম তদ্ বিবাদপদং স্মৃতম্ ॥১
অদেয়মথ দেয়ঞ্চ (ক) দত্তং চাদত্তমেব চ।
ব্যবহারেষু বিজ্ঞেয়ো দানমার্গশ্চতুর্বিধঃ ॥২
তত্রেহাষ্টাবদেয়ানি দেয়মেকবিধং স্মৃতম্।
দত্তং সপ্তবিধং জ্ঞেয় (খ) মদত্তং ষোড়শাত্মকম্ ॥৩
অন্বাহিতং যাচিতকমাধিঃ সাধারণঞ্চ যৎ।
নিক্ষেপঃ পুত্রদারঞ্চ সর্বস্বং চান্বয়ে সতি ॥৪
আপৎস্বপি হি কষ্টাসু বর্তমানেন দেহিনা।
অদেয়ান্যাহুরাচার্য্যা যচ্চান্যস্মৈ প্রতিশ্রুতম্ ॥৫
কুটুম্বভরণাদ্ দ্রব্যং যৎকিঞ্চিদতিরিচ্যতে।
তদ্দেয়মপহৃত্যান্যৎ কুটুম্বো দোষমাপ্নুয়াৎ (গ) ॥৬

### চতুর্থ ব্যবহারপদে

### দত্তের অপ্রদান।

কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে দ্রব্য দান করিয়া পুনরায় তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে তাহা 'দত্তাপ্রদানিক'-সঞ্জক ব্যবহারপদ বলিয়া কথিত হয়।১

ব্যবহারবিষয়ে (১) অদেয় অর্থাৎ দানের অযোগ্য বস্তু, (২) দেয় অর্থাৎ দানের যোগ্য বস্তু, (৩) দত্ত অর্থাৎ দানসিদ্ধ বস্তু এবং (৪) অদত্ত অর্থাৎ যাহা অসিদ্ধ—এই চারিপ্রকার 'দানমার্গ' বলিয়া জানিবে।২

উক্ত চারিপ্রকার দানমার্গের মধ্যে 'অদেয়' হইল আটপ্রকার, 'দেয়' একপ্রকার, 'দত্ত' সাতপ্রকার এবং 'অদত্ত' ষোলপ্রকার।৩

এখন অষ্টবিধ 'অদেয়' প্রদর্শিত হইতেছে—(১) অন্বাহিত অর্থাৎ যে ব্যক্তি গচ্ছিত রাখিয়াছিল, তাহাকে গচ্ছিত-বস্তু দিবার জন্য অন্যের হস্তে যদি তাহা দেওয়া হয়, তবে সেই বস্তুকে অন্বাহিত-বস্তু বলে, (২) যাচিত অর্থাৎ কোনও ব্যক্তি যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, (৩) বন্ধকদ্রব্য, (৪) অবিভক্ত বস্তু অর্থাৎ যাহা সাধারণের—দাতার একার নহে, (৫) গচ্ছিত-বস্তু, (৬) স্ত্রী ও পুত্র, (৭) বংশধারা অবিচ্ছিন্ন থাকিলে স্থাবর এবং অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি এবং (৮) অপরকে প্রদান করিবার জন্য যাহা প্রতিশ্রুত করা হইয়াছে। এই অষ্টবিধ বস্তু অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত হইলেও দানের যোগ্য নহে—ইহা পূর্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন।৪-৫

স্বীয় পরিবারবর্গের ভরণপোষণের পর যাহা অতিরিক্ত থাকিবে, তাহাই দানযোগ্য বলিয়া জানিবে।

**পাঠান্তর** :—(ক) অথ দেয়মদেয়ঞ্চ (খ) দত্তং সপ্তবিধং বিদ্যাৎ

(গ) তদ্দেয়মুপহৃত্যান্যদ্ দদদাগঃ সমাপ্নুয়াৎ।

যস্য ত্রৈবার্ষিকং বিত্তং পর্য্যাপ্তং ভৃত্যবৃত্তয়ে।
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি ॥৭
পণ্যমূল্যং ভৃতিস্তুষ্ট্যা স্নেহাৎ প্রত্যুপকারতঃ (ক)
স্ত্রীভক্ত্যনুগ্রহার্থঞ্চ দত্তং সপ্তবিধং স্মৃতম্ (খ) ॥৮
আদত্তং তু ভয়-ক্রোধ-দ্বেষ-শোক-রুগন্বিতৈঃ।
তথোৎকোচ-পরীহাস-ব্যত্যাসচ্ছলযোগতঃ ॥৯
বাল-প্রমূঢ়াস্বতন্ত্র-মত্তোন্মত্তাপবর্জ্জিতম্।
কর্ত্তা মমায়ং কর্ম্মেতি প্রতিলাভেচ্ছয়া চ যৎ ॥১০
অপাত্রে পাত্রমিত্যুক্তে কার্য্যে বা ধর্ম্মসংহিতে।
যদ্দত্তং স্যাদবিজ্ঞানাদদত্তং তদপি স্মৃতম্ (গ) ॥১১
গৃহ্ণাত্যদত্তং যো লোভাদ্ যশ্চাদেয়ং প্রযচ্ছতি।
অদেয়দায়কো দণ্ড্যস্তথাদত্তপ্রতীচ্ছকঃ (ঘ) ॥১২

ইতি নারদ-স্মৃতৌ দত্তাপ্রদানিকং নাম চতুর্থং ব্যবহারপদম্ ॥

এতদ্ব্যতীত অন্য বস্তু অর্থাৎ অবশ্য প্রতিপালনীয় কুটুম্বগণের ভরণপোষণোপযোগী বস্তু দান করিলে সেই গৃহস্বামী প্রত্যবায়ভাগী হইবে।৬

যে ব্যক্তির ত্রৈবার্ষিক আয় অবশ্য প্রতিপালনীয়গণের জীবিকা সম্পাদন করিয়াও প্রভূত উদ্বৃত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সোমযাগ করিবার যোগ্যপাত্র বলিয়া জানিবে।৭

নিম্নলিখিত সপ্তবিধ ধনকে "দত্তধন" বলিয়া জানিবে। যথা—(১) কোন বস্তু ক্রয় করিয়া যে মূল্য দেওয়া হয়, (২) বেতনরূপে যাহা দেওয়া হয়, (৩) সাধুব্যবহারাদি দেখিয়া সন্তোষপ্রকাশের জন্য উপহারাদি যাহা দেওয়া হয়, (৪) স্নেহবশতঃ যাহা দেওয়া হয়, (৫) উপকারীর উপকারের জন্য যাহা দেওয়া হয়, (৬) স্বীয় স্ত্রীকে যাহা দেওয়া হয় এবং (৭) পূজ্য ব্যক্তিকে ভক্তিপ্রযুক্ত হইয়া যাহা দেওয়া হয়।৮

আর নিম্নলিখিত ষোড়শ প্রকার ধনকে "অদত্ত ধন" বলিয়া জানিবে। যথা:—(১) ভয়, (২) ক্রোধ ও (৩) দ্বেষপ্রযুক্ত দত্ত ধন, (৪) শোকাভিভূত হইয়া যে ধন দেওয়া হয়, (৫) রোগগ্রস্ত হইয়া যে ধন দেওয়া হয়, (৬) উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষরূপে যাহা দেওয়া হয়, (৭) পরিহাসচ্ছলে যাহা দেওয়া হয়, (৮) বস্তুবিপর্য্যায়ের ছলনা করিয়া যাহা দেওয়া হয়, (৯) অপ্রাপ্ত অর্থাৎ নাবালক অবস্থায় যাহা দেওয়া হয়, (১০) হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ব্যক্তির যে ধন, (১১) অস্বতন্ত্র অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বাধীন নহে—তাহার ধন, (১২) আর্ত্তব্যক্তির ধন, (১৩) সুরাদিপানজন্য মত্ত অবস্থায় যাহা দেওয়া হয়, (১৪) ক্ষিপ্ত অবস্থায় যাহা দেওয়া হয়, (১৫) 'আমার কার্য্য এই ব্যক্তি করিয়া দিবে' এই প্রতিলাভের ইচ্ছা রাখিয়া যাহা দেওয়া হয় এবং (১৬) কোন ধর্ম্মকার্য্য করিবার জন্য দানের অপাত্রব্যক্তিকে অজ্ঞানবশতঃ দানের পাত্রবোধে যাহা দান করা হয়।৯-১১

যে ব্যক্তি লোভবশতঃ উক্ত ষোড়শবিধ বস্তুকে গ্রহণ করে কিংবা ঐ অদেয় বস্তুকে দান করে,—এই উভয় ব্যক্তিই দণ্ডনীয় হইবে।১২

**পাঠান্তর:**—(ক) প্রত্যুপকারিতম্
(খ) স্ত্রীশুল্কানুগ্রহার্থঞ্চ দত্তং দানবিদো বিদুঃ।
(গ) তৎপ্রকীর্ত্তিতম্ (ঘ, অদত্তাদায়কো দণ্ড্যস্তথাদেয়স্য দায়কঃ ॥

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির সপ্তমাধ্যায়ে দত্তাপ্রদানিকনামক চতুর্থ বিবাদপদ সমাপ্ত।

## অষ্টমঃ অধ্যায়ঃ

### অথাভ্যুপেত্যাশুশ্রূষা নাম পঞ্চমং বিবাদপদম্।

অভ্যুপেত্য চ শুশ্রূষাং যস্তাং ন প্রতিপদ্যতে।
অশুশ্রূষাভ্যুপেত্যৈতদ্ বিবাদপদমুচ্যতে ॥১
শুশ্রূষকঃ পঞ্চবিধঃ শাস্ত্রে দৃষ্টো মনীষিভিঃ।
চতুর্বিধঃ কর্মকরস্তেষাং দাসাস্ত্রিপঞ্চকাঃ (ক) ॥২
শিষ্যান্তেবাসি-ভৃতকাশ্চতুর্থস্ত্বধিকর্মকৃৎ।
ব্রতে কর্মকরা জ্ঞেয়া দাসাস্তু গৃহজাদয়ঃ ॥৩
সামান্যমস্বতন্ত্রত্বমেষামাহুর্মনীষিণঃ।
জাতিকর্মকৃতশ্চোক্তো বিশেষো বৃত্তিরেব চ ॥৪

কর্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেব চ।
অশুভং দাসকর্মোক্তং শুভং কর্মকৃতাং স্মৃতম্ (খ) ॥৫
গৃহদ্বারাশুচিস্থান-রথ্যাবস্করশোধনম্।
গুহ্যাঙ্গস্পর্শনোচ্ছিষ্টবিণ্মূত্রগ্রহণোজ্ঝনম্ ॥৬
ইষ্টতঃ স্বামিনশ্চাঙ্গৈরুপস্থানমথোহন্ততঃ।
অশুভং কর্ম বিজ্ঞেয়ং শুভমন্যদতঃপরম্ ॥৭
আ বিদ্যাগ্রহণাচ্ছিষ্যঃ শুশ্রূষেৎ (গ) প্রযতো গুরুম্।
তদ্বৃত্তিগুর্রুদারেষু গুরুপুত্রে তথৈব চ ॥৮

---

### অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষানামক ব্যবহারপদ।

কোন ব্যক্তি শুশ্রূষা অর্থাৎ সেবা করিবার অঙ্গীকার করিয়া তাহা না করিলে, ইহাকে "অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষা" নামক ব্যবহারপদ বলিয়া জানিবে।১

শাস্ত্রে পঞ্চবিধ শুশ্রূষাকারী আছে—ইহা মনীষিগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। ঐ পঞ্চবিধ শুশ্রূষাকারীর মধ্যে চারিপ্রকার হইল কর্মকর অর্থাৎ যাহারা যাবতীয় কার্য্য করিয়া থাকে আর একপ্রকার হইল দাস, ঐ দাস পঞ্চদশপ্রকার।২

(১) শিষ্য অর্থাৎ ছাত্র প্রভৃতি, (২) অন্তেবাসী অর্থাৎ গৃহে থাকিয়া যাহারা শিল্পাদি শিক্ষা করে, (৩) বেতনগ্রাহী কর্মচারী এবং (৪) যে ব্যক্তি অতিরিক্ত কর্ম করে, এই চারিপ্রকার ব্যক্তিকে 'কর্মকর' বলে। আর দাসের যে পঞ্চদশপ্রকার ভেদ আছে তাহারা গৃহ-দাসীগর্ভজাত প্রভৃতি জানিবে।৩

মনীষিগণ বলিয়াছেন—পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ শুশ্রূষাকারীর স্বাতন্ত্র্যহীনতাই সাধারণ ধর্ম। জাতিবিভাগানুসারে ও কর্মানুসারে তাহাদের বিশেষত্ব প্রতিপন্ন হইবে, এবং সেই কর্মানুসারেই তাহাদের বৃত্তি অর্থাৎ জীবিকা অর্জিত হইবে।৪

কর্ম দুইপ্রকার, শুভ এবং অশুভ। সাধারণ কর্মকরদিগের কর্মকে শুভ বলে, আর দাসকর্মকে অশুভ কর্ম বলে।৫

গৃহদ্বার, অশুচিস্থান, পথ, মল প্রভৃতির শোধন, মলদ্বারস্পর্শ অর্থাৎ ক্ষালনাদি, উচ্ছিষ্টমার্জনাদি, বিষ্ঠা-মূত্রাদি গ্রহণ এবং শোধন ও প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে নিজ অঙ্গের দ্বারা একনিষ্ঠভাবে সেবা করা,—এই সকল কর্মগুলিকে অশুভ কর্ম বলিয়া জানিবে,—ইহা ছাড়া অন্য কর্মসকলকে শুভ কর্ম বলে।৬-৭

শিষ্য অর্থাৎ ছাত্র যতদিন বিদ্যাগ্রহণ করিবে, ততদিন সংযত হইয়া গুরুশুশ্রূষা করিবে। গুরুর ন্যায় গুরুর পত্নীর প্রতিও সেইরূপ আচরণ করিবে এবং গুরুপুত্রের বিষয়ে তদনুরূপ শুশ্রূষা করিবে।৮

বিদ্যাশিক্ষার জন্য গুরুগৃহে অবস্থানকালে ব্রহ্মচারী হইয়া অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় হইয়া বহু ভিক্ষা করিবে, অধঃশয্যায় শয়ন করিবে অর্থাৎ খট্টাদিতে শয়ন করিবে না, অলঙ্কার পরিধান করিবে না, সকলে শয়ন করিবার

---

পাঠান্তর :—(ক) চতুর্বিধঃ কর্মকরঃ শেষা দাসাস্ত্রিপঞ্চকাঃ

(খ) শেষং কর্মকৃতং স্মৃতম্

(গ) শুশ্রূষন

ব্রহ্মচারী চরেদ্ভৈক্ষমধঃশায্যনলঙ্কৃতঃ।
জঘন্যশায়ী সর্বেষাং পূর্বোত্থায়ী গুরোর্গৃহে ॥৯
নাসন্দিষ্টঃ প্রতিষ্ঠেত তিষ্ঠেদ্ বা গুরুণা ক্বচিৎ (ক)।
সন্দিষ্টঃ প্রতিকুর্বীত (খ) শক্তশ্চেদবিচারয়ন্ (গ) ॥১০
যথাকালমধীয়ীত যাবন্ন বিমনা গুরুঃ।
আসীনোঽধো গুরোঃ পার্শ্বে (ঘ)
ফলকে বা সমাহিতঃ ॥১১
স্রোতোবহেব সর্বত্র বিদ্যা নিম্নানুসারিণী।
নিম্নবর্তী ভবেত্তস্মাত্তদর্থী সর্বদা গুরোঃ ॥১২
অনুশাস্যশ্চ গুরুণা ন চেদনুবিধীয়তে।
অবিধিনাথবা বদ্ধা (ঙ) রজ্জ্বা বেণুদলেন বা ॥১৩
ভৃশং ন তাড়য়েদেনং নোত্তমাঙ্গেন বক্ষসি।
অনুশাস্যাথ বিশ্বাস্যঃ শাস্যো (চ)
রাজ্ঞান্যথা গুরুঃ ॥১৪

সমাবৃত্তশ্চ গুরবে প্রদায় গুরুদক্ষিণাম্।
প্রতীয়াৎ স্বগৃহানেষা শিষ্যবৃত্তিরুদাহৃতা ॥১৫
স্বশিল্পমিচ্ছন্নাহর্তুং বান্ধবানামনুজ্ঞয়া।
আচার্য্যস্য বসেদন্তে কালং কৃত্বা সুনিশ্চিতম্ ॥১৬
আচার্য্যঃ শিক্ষয়েদেনং স্বগৃহে (ছ) দত্তভোজনম্।
ন চান্যৎ কারয়েৎ কর্ম পুত্রবচ্চৈনমাচরেৎ ॥১৭
শিক্ষয়ন্তমদুষ্টঞ্চ য আচার্য্যং পরিত্যজেৎ।
বলাদ্ বাসয়িতব্যঃ স্যাদ্ বধবন্ধৌ চ সোঽর্হতি ॥১৮
শিক্ষিতোঽপি কৃতং কালমন্তেবাসী সমাপ্নুয়াৎ।
তত্র কর্ম চ যৎ কুর্য্যাদাচার্য্যস্যৈব তৎ ফলম্ ॥১৯
গৃহীতশিল্পঃ সময়ে (জ) কৃত্বাচার্য্যং প্রদক্ষিণম্।
শক্তিতশ্চানুমান্যৈনমন্তেবাসী নিবর্ততে (ঝ) ॥২০

পর শয়ন করিবে এবং তাহাদের শয্যাত্যাগের পূর্বেই নিজে শয্যাত্যাগ করিবে।৯

গুরুর অনুজ্ঞা না পাইলে কোন দূরবর্তী স্থানে যাইবে না এবং গুরুর নিকটেও থাকিবে না। গুরুপদিষ্ট কর্ম প্রতিপালন করিবে এবং তাহা ভাল-মন্দ বিচার না করিয়াই প্রতিপালন করিবে।১০

গুরু যতক্ষণ না নিষেধ করেন, ততক্ষণ গুরুর আসনের নিম্নদেশে, পার্শ্বে অথবা পীঠে অর্থাৎ পিঁড়িতে উপবেশন করিয়া পাঠের নির্দিস্টকালে একাগ্রচিত্তে অধ্যয়ন করিবে।১১

স্রোতস্বতী নদী যেরূপ নিম্নাভিগামিনী হয়, সেইরূপ বিদ্যাও নিম্নাভিগামিনী বলিয়া জানিবে। সেইজন্য বিদ্যার্থি-শিষ্য সর্বদা গুরুর নিম্নদেশে অবস্থান করিবে।১২

শিষ্য যদি গুরুর আদেশ প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে গুরু সেই শিষ্যকে তিরস্কার করিবেন অথবা অপরাধের তারতম্যানুসারে নির্দয়ভাবে বন্ধনপূর্বক রজ্জু বা বংশদণ্ডদ্বারা তাড়ন অর্থাৎ প্রহার করিবেন।১৩

এই তাড়ন করিবার উপদেশ থাকিলেও অতিশয় তাড়ন করিবেন না। মস্তক কিংবা বক্ষঃস্থলে তাড়ন করিবেন না। তাড়নাদি দ্বারা শাসন করার পর গুরু শিষ্যকে মিষ্টবাক্যে উপদেশাদি দ্বারা শান্ত করিবেন। অন্যথায় শিষ্য রাজাকে জানাইলে রাজা সেই গুরুকে শাসন করিবেন।১৪

বিদ্যাধ্যয়নের পর সমাবর্তন-সংস্কারান্তে শিষ্য আচার্য্যকে অর্থাৎ গুরুকে উত্তম দক্ষিণা প্রদান করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে—ইহাই শিষ্যের বৃত্তি অর্থাৎ আচরণ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।১৫

শিষ্যপ্রকরণ সমাপ্ত।

## অন্তেবাসী প্রকরণ আরম্ভ

পিতা এবং ভ্রাতা প্রভৃতির আদেশ গ্রহণপূর্বক স্বজাতীয় শিল্পশিক্ষা করিবার জন্য গুরুর গৃহে সময়ের সুনিশ্চিত অর্থাৎ অবধারণ করিয়া বাস করিবে। গুরু সেই অন্তবাসীকে নিজগৃহে অন্নাদি প্রদান করিয়া শিক্ষা দিবেন, তাহাকে দিয়া অন্য কোন কর্ম করাইবেন না এবং পুত্রের ন্যায় তাহার সহিত আচরণ করিবেন।১৬-১৭

পাঠান্তরঃ—(ক) তিষ্ঠেদ্ বাপি গুরুং কচিৎ। (খ) সন্দিষ্টঃ কর্ম কুর্বীত (গ) শক্তশ্চেদবিলম্বয়ন্ (ঘ) আসীনোঽধোগুরোঃ কূর্চে (ঙ) অবধেনাথবা শিষ্যান্ (চ) অনুশিষ্য চ বিশ্বাস্যো দণ্ড্যো।

(ছ) স্বগৃহাদ্ (জ) শিক্ষিত শিল্পসময়ে (ঝ) নিবর্তয়েৎ

বেতনং বা যদি কৃতং জ্ঞাত্বা শিষ্যস্য কৌশলম্ ।
অন্তেবাসী সমাদদ্যান্ন চান্যস্য গৃহে বসেৎ ॥২১
ভৃতকস্ত্রিবিধো জ্ঞেয় উত্তমো মধ্যমোঽধমঃ ।
শক্তিভক্ত্যনুরূপা স্যাদেষাং কর্মাশ্রয়া ভৃতিঃ ॥২২
উত্তমস্ত্বায়ুধীয়োঽত্র মধ্যমস্তু কৃষীবলঃ ।
অধমো ভারবাহঃ স্যাদিত্যেষ ত্রিবিধো ভৃতঃ ॥২৩
অর্থেষ্বধিকৃতো যঃ স্যাৎ কুটুম্বস্য তথোপরি ।
সোঽপি (ক) কর্মকরো জ্ঞেয়ঃ
স চ কৌটুম্বিকঃ স্মৃতঃ ॥২৪

শুভকর্মকরাস্ত্বেতে চত্বারঃ সমুদাহৃতাঃ ।
জঘন্যকর্মভাজস্তু শেষা দাসাস্ত্রিপঞ্চকাঃ ॥২৫
গৃহে জাতস্তথা ক্রীতো লব্ধো দায়াদুপাগতঃ ।
অনাকালভৃতো লোকে আহিতঃ স্বামিনা চ যঃ (খ)॥২৬
মোক্ষিতো মহতশ্চর্ণাৎ প্রাপ্তো
যুদ্ধাৎ পণে জিতঃ (গ) ।
তবাহমিত্যুপগতঃ প্রব্রজ্যাবসিতঃ কৃতঃ (ঘ) ॥২৭
ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেয়স্তথৈব বড়বাহৃতঃ (ঙ) ।
বিক্রেতা চাত্মনঃ শাস্ত্রে দাসাঃ পঞ্চদশ স্মৃতাঃ ॥২৮

যে অন্তেবাসী নিয়মিত দানে প্রবৃত্ত গুরুকে পরিত্যাগ করে, সেই অন্তেবাসীকে বলপূর্বক ঐ স্থানে থাকিতে বাধ্য করিবেন এবং সেই অন্তেবাসী আটকস্থানে বন্ধনদণ্ডও পাইবার যোগ্য ।১৮

পূর্বনির্ধারিত সময়ের মধ্যে শিক্ষালাভ করিয়া ঐ অন্তেবাসী যাহা উপার্জন করিবে, তাহার এবং সেই গুরুগৃহে যে কর্ম করিবে, তাহার ফললাভ গুরুরই হইবে। শিল্পবিষয়ে শিক্ষালাভ করিবার পর স্বগৃহে প্রত্যাগমনের কাল উপস্থিত হইলে শিক্ষককে প্রদক্ষিণ করত সামর্থ্যানুসারে ধনাদি দ্বারা সম্মানিত করিয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করিবে ।১৯-২০

অন্তেবাসীর শিল্পশিক্ষায় নিপুণতা লাভ হইয়াছে —ইহা বুঝিয়া গুরু যদি তাহার নিজগৃহেই কর্ম করিবার জন্য বেতন নির্দেশ করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই অন্তেবাসী অন্য কোথাও না যাইয়া গুরুগৃহেই কর্ম করিবে এবং গুরুদত্ত বেতন গ্রহণ করিয়া সেই নেই থাকিবে ।২১

অন্তেবাসি-প্রকরণ সমাপ্ত ।

## ভৃত্যপ্রকরণ

কর্মকর অর্থাৎ ভৃত্য তিনপ্রকার—উত্তম, মধ্যম ও । এই সকল ভৃত্যের সামর্থ্য এবং অনুরাগ কর্মানুরূপ বেতন হইবে ।২২

শস্ত্রবিদ্যায় কুশলী ব্যক্তি উত্তম ভৃত্য, কৃষিকার্য্যকুশলী মধ্যম ভৃত্য এবং যাহারা কেবল ভারবহন করে, তাহারা অধম ভৃত্য—এই ত্রিবিধ ভৃত্য শাস্ত্রে উক্ত আছে ।২৩

তদ্ব্যতীত যাহারা অন্যকার্য্যে নিযুক্ত আছে (যথা—রাজার পক্ষে কেহ কর-গ্রহণাদি কার্য্যে, কেহ যুদ্ধের উপকরণ, সৈন্য প্রভৃতি সংগ্রহকার্য্যে, কেহ প্রজাপালনকার্য্যে, কেহ বা রাজ্যরক্ষণ-কার্য্যে নিযুক্ত আছে ; আর সাধারণ গৃহীর পক্ষে কেহ শস্যক্ষেত্রে, শস্যরক্ষণনিমিত্ত জলসেচনাদি কার্য্যে এবং মোকদ্দমার তদ্বির কার্য্যে, এইরূপ অন্যান্য গৃহকার্য্যে যাহারা ব্যাপৃত আছে ) তাহারা এবং পরিবারবর্গের ভোজন, বসন-ভূষণাদির আনয়ন, গৃহদ্রব্যাদির রক্ষণ ও শোধন প্রভৃতি কার্য্যে এবং তত্ত্বাবধানকর্মে যাহারা নিযুক্ত আছে, তাহারা—এই সকল ব্যক্তিগণ কর্মকর অর্থাৎ ভৃত্য। ইহাদিগকে "কৌটুম্বিক" ভৃত্য বলিয়া জানিবে ।২৪

শিষ্য, অন্তেবাসী, বেতনগ্রাহী ও অধিক কর্মকারী —এই চতুর্বিধ শুভকর্মকর ভৃত্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। ইহা ছাড়া হীনকর্মকারী অবশিষ্ট ব্যক্তিগণ দাস বলিয়া কথিত আছে। তাহার ভেদ পঞ্চদশ প্রকার। যথা—(১) গৃহদাসীতে উৎপন্ন, (২) ক্রীতদাস,

পাঠান্তর :—
(ক) সোঽথি (খ) অশনাদিভৃতস্তদ্বদাধত্তঃ স্বামিনা চ যঃ ।
(গ) ঋণাচ্চ মোক্ষিতোঽনল্লাদ্ যুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জিতঃ ।
(ঘ) প্রব্রজ্যাপসৃতঃ কৃতঃ (ঙ) বড়বাভৃতঃ

তত্র পূর্বশ্চতুর্বর্গো দাসত্বান্ন বিমুচ্যতে।
প্রসাদাৎস্বামিনোঽন্যত্র (ক) দাস্যমেষাং ক্রমাগতম্ ॥২৯
যশ্চৈষাং স্বামিনং কশ্চিন্মোক্ষয়েৎ প্রাণসংশয়াৎ।
দাসত্বাৎ স বিমুচ্যেত পুত্রভাগং লভেত চ ॥৩০
অনাকালভৃতো দাস্যান্মুচ্যতে গোযুগং দদৎ।
সম্ভক্ষিতং যদ্দুর্ভিক্ষে ন তচ্ছুধ্যেত কর্মণা ॥৩১
আহিতোঽপি (খ) ধনং দত্ত্বা স্বামী যন্তেনমুদ্ধরেৎ
অথোপগময়েদনং স বিক্রীতাদনন্তরঃ ॥৩২
ঋণং তু সোদয়ং দত্ত্বা ঋণী (গ) দাস্যাৎ প্রমুচ্যতে
কৃতকালব্যপগমাৎ কৃতকোঽপি বিমুচ্যতে ॥৩৩
তবাহমিত্যুপগতো ধ্বজপ্রাপ্তঃ পণার্জিতঃ (ঘ)।
প্রতিশীর্ষপ্রদানেন মুচ্যতে তুল্যকর্মণা (ঙ) ॥৩৪

(৩) কোন ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত, (৪) উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত, (৫) দুর্ভিক্ষকালে অন্নাদি প্রদান করিয়া যাহাকে রাখা হইয়াছে, (৬) যাহার প্রভু স্বীয় দাসকে অন্যের নিকট বন্ধক রাখিয়াছে—সেই দাস, (৭) কোন মহাজন ব্যক্তিকে গুরুতর ঋণ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যে ব্যক্তি স্বয়ং দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে—সেই ব্যক্তি, (৮) যুদ্ধে রক্ষার জন্য যে স্বয়ং দাসত্ব স্বীকার করিয়া লইয়াছে, (৯) অক্ষক্রীড়ায় দাসত্বপণে দাসরূপে যে জিত হইয়াছে, (১০) ধনাদি লোভে বা অন্য কোন কারণে যে দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে, (১১) সন্ন্যাসী হইয়া দুঃখ-ক্লেশাদির জন্য যে দাস হইয়াছে, (১২) কালনির্ধারণ করিয়া অর্থাৎ 'আমি দুই বা তিন বৎসর কাল যাবৎ আপনার দাসত্ব করিব' এইভাবে স্বীকৃতদাস, (১৩) অন্নভোজনের জন্য যে দাসত্ব স্বাকার করিয়াছে—সেই দাস, (১৪) কোন ব্যক্তির ক্রীতদাসীর লোভের জন্য যে ব্যক্তি দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে, (১৫) নিজেকে বিক্রয় করিয়া যে দাসত্ব অস্বীকার করিয়াছে—এই পঞ্চদশপ্রকার দাস শাস্ত্রে কথিত আছে।২৫-২৮

উক্ত পঞ্চদশপ্রকার দাসের মধ্যে প্রথম চতুর্বিধ দাস অর্থাৎ গৃহদাসীতে উৎপন্ন দাস, ক্রীতদাস, লব্ধদাস, পিতৃপরম্পরায় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দাস—ইহারা প্রভুর অনুগ্রহ ব্যতীত দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে না, কারণ, এই দাসত্ব পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু যদি ঐ চতুর্বিধ দাসের মধ্যে কোন দাস প্রাণসংশয় হইতে প্রভুকে রক্ষা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে এবং পুত্রের ন্যায় সম্পত্তিভাগী হইবে।২৯-৩০

যে ব্যক্তি দুর্ভিক্ষের জন্য দাসত্ব গ্রহণ করিয়াছে, সে দুইটি গরু দিয়া ঐ দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিবে, এবং দুর্ভিক্ষকালে প্রভুর গৃহে যাহা খাইয়াছিল, তাহাও কর্মের দ্বারা পরিশোধ করিতে হইবে না।৩১

যেস্থলে প্রভু দাসরূপে বন্ধক রাখিয়াছিল, সেইস্থলে ঐ ব্যক্তিকে অর্থ দিয়া উদ্ধার করিলেই মুক্ত হইবে। কিন্তু যদি অর্থাদি দ্বারা উদ্ধার না করিয়া যাহার নিকট বন্ধক আছে, সেই প্রভুকে অর্পণ করা হয়, তবে সেই দাস বিক্রীত হওয়ায় ক্রীতদাসের তুল্য বলিয়া জানিবে।৩২

যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করিয়া দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে, সেই ব্যক্তি বৃদ্ধির অর্থাৎ সুদের সহিত ঐ ঋণ পরিশোধ করিলেই দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবে। আর যেস্থলে কালনির্ধারণ করিয়া দাসত্বগ্রহণ করিয়াছে, সেইস্থলে কাল পূর্ণ হইলেই দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিবে। যে ব্যক্তি স্বয়ং দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়াছে, দুঃখক্লেশাদির জন্য সন্ন্যাস আশ্রম হইতে চ্যুত হইয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে এবং দ্যূতক্রীড়ায় পণের দ্বারা জিত হইয়া যে দাস হইয়াছে—এই ত্রিবিধ ব্যক্তি স্বীয়তুল্য কার্য্যকারী প্রতিনিধি দিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারিবে।৩৩-৩৪

সন্ন্যাস আশ্রম হইতে চ্যুত হইয়া যে দাস হইয়াছে, সে রাজাদিগেরই দাস হইবে, অন্যের দাস হইতে পারিবে না, কারণ তাহার দাসত্বের অবসান নাই, এবং কোন প্রকারে সে শুদ্ধিলাভ করিতে পারিবে না।৩৫

অন্নভোজনের জন্য যে ব্যক্তি দাসত্ব অঙ্গীকার

পাঠান্তর :—(ক) প্রসাদাৎ স্বামিনোঽন্যত্র (খ) আধত্তোঽপি (গ) দত্ত্বা তু সোদয়মৃণমৃণী (ঘ) যুদ্ধপ্রাপ্তঃ পণে জিতঃ (ঙ) প্রতিপুরুষদানেন মুচ্যেরংস্তুল্যকর্মণা

রাজ্ঞামেব(ক) তু দাসঃ স্যাৎ প্রব্রজ্যাবসিতো নরঃ(খ)।
ন তস্য বিপ্রমোক্ষোঽস্তি ন বিশুদ্ধিঃ কথঞ্চন (গ)॥৩৫
ভক্তস্যোপেক্ষণাৎ সদ্যো ভক্তদাসঃ প্রমুচ্যতে।
নিগ্রহাদ্ বড়বানাং তু মুচ্যতে বড়বাহৃতঃ (ঘ) ॥৩৬
বিক্রীণীতে য আত্মানং স্বতন্ত্রঃ সন্নরাধমঃ।
স জঘন্যতরস্তেষাং নৈব দাস্যাৎ প্রমুচ্যতে (ঙ) ॥৩৭
চৌরাপহৃতবিক্রীতা যে চ দাসীকৃতা বলাৎ।
রাজ্ঞা মোক্ষয়িতব্যাস্তে দাসত্বং তেষু নেষ্যতে ॥৩৮
বর্ণানাং প্রাতিলোম্যেন দাসত্বং ন বিধীয়তে।
স্বধর্মত্যাগিনোঽন্যত্র দারবদ্দাসতা মতা ॥৩৯

তবাহমিতি চাত্মানং যোঽস্বতন্ত্রঃ প্রযচ্ছতি (চ)।
ন স তং প্রাপ্নুয়াৎ কামং পূর্বস্বামী লভেত তম্ ॥৪০
অধনাস্ত্রয় এবোক্তা ভার্য্যা দাসস্তথা সুতঃ।
যত্তে সমধিগচ্ছন্তি যস্য তে তস্য তদ্ধনম্ ॥৪১
স্বদাসমিচ্ছেদ্ যঃ কর্তুমদাসং প্রীতমানসঃ।
স্কন্ধাদাদায় তস্যাসৌ ভিন্দ্যাৎ কুম্ভং সহাম্ভসা ॥৪২
সাক্ষতাভিঃ সপুষ্পাভির্মূর্ধন্যদ্ভিরবাকিরেৎ।
অদাস ইতি চোক্ত্বা ত্রিঃ প্রাঙ্মুখং তমথোৎসৃজেৎ॥৪৩
ইতি নারদ-স্মৃতৌ অষ্টমাধ্যায়ে অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষা নাম পঞ্চমং ব্যবহারপদং সমাপ্তম্ ॥

করিয়াছে, সেই ব্যক্তি অন্নদাতার অন্নত্যাগ করিলেই মুক্তিলাভ করিবে। আর যেস্থলে ক্রীতদাসীকে লাভ করিবার লোভে পড়িয়া দাসত্ব স্বীকার করিয়াছে, সেই-স্থলে তাহার নিকট হইতে সেই দাসীকে কাড়িয়া লইলে সে দাসত্ব হইতে মুক্তি পাইবে। যে নরাধম ব্যক্তি স্বাধীন হইয়া নিজেকে বিক্রয় করে, সেই ব্যক্তি দাসদিগের মধ্যে অত্যন্ত জঘন্য অর্থাৎ নিকৃষ্ট বলিয়া জানিবে এবং সে দাসত্ব হইতে কখনও মুক্তি পাইবে না।৩৬-৩৭

চোরে যে ব্যক্তিগণকে চুরি করিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিয়াছে অথবা বলপূর্বক যাহাদিগকে দাস করা হইয়াছে, রাজা তাহাদিগকে মুক্ত করাইয়া দিবেন। কারণ, তাহারা দাসযোগ্য নহে।৩৮

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—ইহা হইল অনুলোম বর্ণ। ইহার বিপরীত হইল প্রতিলোম বর্ণ। যদি স্বধর্মত্যাগী না হয়, তাহা হইলে প্রতিলোমভাবে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রের এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শূদ্রের কিংবা বৈশ্য শূদ্রের দাস হইতে পারিবে না। স্বধর্মত্যাগী হইলে উচ্চবর্ণ নীচবর্ণের দাসত্ব করিতে পারিবে। যদি স্বধর্ম ত্যাগ না করিয়া কেহ দাসত্ব স্বীকার করে, তাহা হইলে স্বীয় পত্নীর ন্যায় তাহার মাত্র পরাধীনতা হইবে।৩৯

যে ব্যক্তির নিজের স্বাতন্ত্র্য নাই, সে যদি "আমি আপনার হইলাম" এই বলিয়া আত্মদান করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ইচ্ছা পূর্ণ হইবে না। সে পূর্বে যাহার অধীনে ছিল, সেই ব্যক্তিরই থাকিবে।৪০

পত্নী, দাস ও পুত্র—এই তিন ব্যক্তির যথাক্রমে স্বামী, প্রভু এবং পিতা থাকিতে নিজের বলিয়া স্বাধীন কোন ধন নাই। তাহারা যাহা অর্জন করিবে, তাহাদের সেই ধন স্বামী, প্রভু বা পিতারই হইবে অর্থাৎ স্বামী, প্রভু কিংবা পিতার অনুমতি না লইয়া সেই পত্নী, দাস কিংবা পুত্র উক্ত ধন স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিতে পারিবে না।৪১

যে প্রভু সন্তুষ্টচিত্তে স্বীয় দাসকে দাসত্ব হইতে মুক্তি-দান করিতে ইচ্ছা করে, সেই প্রভু ঐ দাসের স্কন্ধ হইতে একটি জলপূর্ণ মৃন্ময়কুম্ভ গ্রহণ করিয়া তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে এবং তণ্ডুল ও কুশমিশ্রিত জল সেই দাসের মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, 'তুমি দাস নহ'—এই কথা তিনবার বলিয়া পূর্বাভিমুখস্থিত সেই দাসকে পরিত্যাগ করিবে।৪২-৪৩

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির অষ্টমধ্যায়ে অভ্যুপেত্যাশুশ্রূষানামক পঞ্চম ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

পাঠান্তর :—(ক) রাজ্ঞ এব (খ) প্রব্রজিতাপসৃতো নরঃ
(গ) ন তস্য প্রতিমোক্ষোঽস্তি বিশুদ্ধির্বা কথঞ্চন
(ঘ) নিগ্রহাদ্ বড়বায়াশ্চ মুচ্যতে বড়বাভৃতঃ
(ঙ) সুজঘন্যতমস্তেষাং সোঽপি দাস্যান্ন মুচ্যতে।
(চ) তবাস্মীতি য আত্মানমস্বতন্ত্রঃ প্রযচ্ছতি।

## নবমঃ অধ্যায়ঃ
## অথ বেতনানপকর্ম্মনাম ষষ্ঠং বিবাদপদম্

ভৃতানাং বেতনস্যোক্তো দানাদানবিধিক্রমঃ।
বেতনস্যানপাকর্ম তদ্‌বিবাদপদং স্মৃতম্ ॥১
ভৃত্যায় বেতনং দদ্যাৎ কর্ম্মস্বামী যথাক্রমম্ (ক)।
আদৌ মধ্যেঽবসানে বা কর্মণো যদ্‌বিনিশ্চিতম্ ॥২
ভৃতাবনিশ্চিতায়াং তু দশভাগং সমাপ্নুয়ুঃ।
লাভগো-বীজ-শস্যানাং বণিগ্-গোপ-কৃষীবলাঃ ॥৩
ক্রিয়োপকরণং চৈষাং ক্রিয়াং যৎ প্রত্যুদাহৃতম্ (খ)।
তৎস্বভাবেন কুর্বীত (গ) ন জিহ্মেন সমাচরেৎ ॥৪
কর্মাকুর্বন্ প্রতিশ্রুত্য কার্য্যো দত্ত্বা ভৃতিং বলাৎ।
ভৃতিং গৃহীত্বাকুর্বাণো দ্বিগুণাং ভৃতিমাবহেৎ ॥৫

ভৃতিষড়্ ভাগমাদদ্যাৎ পণ্যং যুগ্যকৃতং ত্যজন্।
অদদৎ কারয়িত্বা তু সোদয়ং ভৃতিমাবহেৎ ॥৬
অনয়ন্ ভাটয়িত্বা তু ভাণ্ডবান্ যানবাহনে (ঘ)।
দাপ্যো ভৃতিচতুর্ভাগং সমমর্ধপথে (ঙ) ত্যজন্* ॥৭
অনয়ন্‌বাহকোঽপ্যেবং ভৃতিহানিমবাপ্নুয়াৎ।
দ্বিগুণাং তু ভৃতিং দাপ্যঃ প্রস্থানে বিঘ্নমাচরন্ ॥৮
ভাণ্ডং ব্যসনমাগচ্ছেদ্ যদি বাহকদোষতঃ।
স দাপ্যো যৎ প্রণষ্টং স্যাদ্ (চ) দৈবরাজকৃতাদৃতে ॥৯
গবাং শতাদ্ বৎসতরী ধেনুঃ স্যাদ্ দ্বিশতাদ্ ভৃতিঃ।
প্রতিসংবৎসরং গোপে সন্দোহশ্চাষ্টমেঽহনি ॥১০

### ষষ্ঠ বিবাদপদে
### বেতনের অনপাকর্ম

যে কর্মচারিগণ গৃহে কার্য্য করিয়া বেতন পাইয়া থাকে, তাহাদের সেই বেতন দেওয়া বা না দেওয়া বিষয়ে যে বিধিক্রম আছে, তাহাকে শাস্ত্রকারগণ বেতনের অনপাকর্মনামক ব্যবহারপদ বলেন। প্রভু কর্মচারীকে গৃহে কর্ম করিবার জন্য নিযুক্ত করিবার প্রথমে, মধ্যে কিংবা শেষে যে বেতন দিবার কথা স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই নিয়মক্রমেই তাহাকে বেতন দিবেন।১-২

কিন্তু যদি পূর্বে বেতন দিবার বিষয়ে কোন চুক্তি না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাণিজ্যকর্মে নিযুক্ত বণিক্-কর্মচারী লাভের দশমাংশ পাইবে, এইরূপ গোপ-কর্মচারী বৃদ্ধিপ্রাপ্ত গরুর দশমাংশ, কৃষিকর্মে নিযুক্ত কৃষক-কর্মচারী শাকাদি বীজের ও ধান্যাদি শস্যের দশমাংশ পাইবে; এবং বণিক্, গোপ ও কৃষকগণও তাহাদের স্বীয় কার্য্য-সম্পাদনের সামগ্রীরূপে যাহা বলা আছে, সরল অন্তঃকরণে তাহা সম্পাদন করিবে অর্থাৎ স্বীয়কার্য্য হইলে যেরূপ যত্ন-সহকারে তত্তৎ কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতে হয়, এইস্থলে সেইরূপ একনিষ্ঠ হইয়া কর্ম করিবে, অন্যের করিতেছি বলিয়া কোনরূপ কপটতার আশ্রয় লইবে না।৩-৪

কর্মনিষ্পাদনের জন্য অঙ্গীকার করিয়া কর্মকর্তার নিকট হইতে পূর্বেই পারিশ্রমিক বা বেতন গ্রহণ করত যদি সেই কর্ম না করে, তাহা হইলে বেতনদাতা প্রভু সেই ব্যক্তিকে বলপূর্বক কার্য্য করাইবেন। তথাপি যদি উক্ত কার্য্য না করে, তাহা হইলে যে পরিমাণ বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছিল, বেতনদাতাকে তাহার দ্বিগুণ ফেরত দিতে হইবে।৫

যদি পণ্যদ্রব্য স্থানান্তরে লইয়া যাইবার জন্য পারিশ্রমিকের চুক্তিমাত্র করিয়া গো কিংবা অশ্বযানাদি দ্বারা স্থানান্তরে লইয়া যাইবার যোগ্য সেই পণ্য অর্থাৎ বিক্রেয় দ্রব্যকে পরিত্যাগ করে, তবে যে পারিশ্রমিকের চুক্তি হইয়াছিল, ভারদ্রব্যপরিত্যাগকারী ঐ ব্যক্তি তাহার ষষ্ঠাংশ অবশ্যই দিবে। আর যেস্থলে উক্ত পণ্যদ্রব্য যথাস্থানে স্থানান্তরিত করিয়া উক্ত ভারবাহী প্রতিশ্রুত পারিশ্রমিক পায় না, সেইস্থলে ভারদ্রব্যবহনকারীর প্রাপ্য অর্থ সুদের সহিত প্রদান করিতে হইবে। (এই স্থলে বক্তব্য এই যে, মূলে যে 'আদদ্যাৎ' এই ক্রিয়াপদটি রহিয়াছে, তাহার প্রকৃত অর্থ আদান অর্থাৎ গ্রহণ করিবে। কিন্তু এই স্থানে উক্ত অর্থ তাৎপর্য্যানুগামী না হওয়ায় আ-সম্যক্ দদ্যাৎ অর্থাৎ প্রদান করিবে—এই অর্থ গৃহীত হইল)।৬

দ্রব্যস্বামী শকটাদি যান এবং অশ্বাদি বাহন ভাড়া

---

পাঠান্তর ঃ—(ক) কর্মস্বামী যথাকৃতম্
(খ) কর্মোপকরণং চৈষাং ক্রিয়াং প্রতি যদর্পিতম্
(গ) আপ্তভাবেন কুর্বীত—

(ঘ) অনয়ন্ নাদয়িত্বা তু ভাণ্ডং বা যান-বাহনে (ঙ) সর্বামর্ধপথে—
* ৭নং শ্লোকের পর নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়—
কালেঽপূর্ণে ত্যজন্ কর্ম ভৃতিনাশমবাপ্নুয়াৎ।
স্বামিদোষাদপক্রামেদ্ যাবৎ কৃতকমালভেৎ ॥
(চ) দাপ্যো যৎ তত্র নশ্যেৎ তু—

উপানয়তি যা গোপঃ (ক) প্রত্যহং রজনীক্ষয়ে।
চীর্ণাঃ প্রীতাশ্চ (খ) তা গোপঃ
সায়াহ্নে প্রত্যুপানয়েৎ ॥১১
সা চেদ্ গৌর্ব্যসনং গচ্ছেদ্ ব্যাযচ্ছেত্তত্র শক্তিতঃ (গ)
অশক্তস্তূর্ণমাগম্য (ঘ) স্বামিনে তন্নিবেদয়েৎ ॥১২
অব্যাযচ্ছন্নবিক্রোশন্ স্বামিনে চানিবেদয়ন্।
বোঢ়ুমর্হতি গোপস্তাং বিনয়ং চাপি রাজনি (ঙ) ॥১৩

নষ্টং বিনষ্টং কৃমিভিঃ শ্বহতং বিষমে মৃতম্।
হীনং পুরুষকারেণ পাল এব নিপাতয়েৎ (চ) ॥১৪
অজাবিকে তথারুদ্ধে বৃকৈঃ পালে ত্বনায়তি।
যাং (ছ) প্রসহ্য বৃকো হন্যাৎ পালে তৎ কিল্বিষং
ভবেৎ ॥১৫
বিঘুষ্যাপহৃতং (জ) চৌরৈর্ন পালো দাতুমর্হতি।

করিয়া যদি ঐ যান-বাহন গ্রহণ না করে, তাহা হইলে যে পরিমাণ অর্থে চুক্তি হইয়াছিল, তাহার একচতুর্থাংশ সেই যান-বাহনচালককে দিতে হইবে। আর অর্ধপথে যাইয়া যদি ঐ যান-বাহন পরিত্যাগ করে, তবে যাহা চুক্তি হইয়াছিল, তাহাই প্রদান করিতে হইবে।৭

যেস্থলে বাহক ভাড়া চুক্তি করিয়া ভার না লইয়া যায়, সেইস্থলে যেরূপ ভাড়ার চুক্তি হইয়াছিল, সেই ভাড়ার চতুর্থাংশ তাহার ক্ষতি হইবে অর্থাৎ বাহককে ভাড়ার চতুর্থাংশ দিতে হইবে, আর যাইবার সময়ে বিঘ্নসৃষ্টি করিলে যে ভাড়া বাহকের প্রাপ্য হইত, দ্রব্যস্বামীকে তাহার দ্বিগুণ প্রদান করিতে হইবে।৮

ভারবাহী স্বীয় দোষের জন্য যদি বাহিত দ্রব্য নষ্ট করে, তাহা হইলে সেই দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ তাহাকেই [ বাহককেই ] দিতে হইবে। কিন্তু যদি দৈব-দুর্বিপাকে বা রাজকীয় ব্যক্তির জন্য ঐ দ্রব্য নষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার ক্ষতিপূরণ ভারবাহীকে প্রদান করিতে হইবে না।৯

গো-পরিপালক যদি একশত গরু চালনাদি করে, তাহা হইলে পারিশ্রমিক হিসাবে প্রতিবৎসর একটি করিয়া বৎসতরী অর্থাৎ তিনবৎসরবয়স্কা গো পাইবে। আর এইরূপ দুইশত গরুর চারণাদির জন্য একটি ধেনু অর্থাৎ স্ববৎসা দুগ্ধবতী গো প্রতিবৎসর তাহার প্রাপ্য হইবে এবং প্রতিমাসের অষ্টমদিনে ঐ সকল গরুর যে দুগ্ধ হইবে, তাহাও উক্ত কার্য্যের জন্য তাহার প্রাপ্য হইবে।১০

গোপালক প্রতিদিন রাত্রিশেষে প্রাতঃকালে যে সকল গাভী গোচারণ স্থানে লইয়া যাইবে, সেই সকল গাভী দিবাভাগে আহার ও বিচরণ করিয়া জলপান করিলে পরে সন্ধ্যাকালে তাহাদিগকে স্বস্থানে ফিরাইয়া আনিবে।১১

যদি গোচারণ সময়ে গরু বিপন্ন হয়, তাহা হইলে সামর্থ্যানুসারে সেই গরুর শুশ্রূষাদি করিবার জন্য গ্রহণ করিবে অর্থাৎ তাহার শুশ্রূষাদি দ্বারা বিপন্নিবারণে যত্নবান্ হইবে। আর এই স্থলে বিপন্ন সেই গরুর শুশ্রূষা বা রক্ষণাদি কার্য্যে অক্ষম হইলে সত্বর গো-স্বামীকে তাহা জানাইবে।১২

গোপালক যদি বিপন্ন গরুর রক্ষাকল্পে উদ্যুক্ত না হয়, ব্যাঘ্রাদির আক্রমণে তাহাকে রক্ষা করা নিজ সামর্থ্যের বাহিরে হইলে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া অন্য লোকজনকে আহ্বান না করে কিংবা গরুর স্বামীকে তাহা না জানায়, তাহা হইলে সেই গোপালক ঐ মৃত গাভীকে বহন করিয়া আনিবে এবং রাজদণ্ডও প্রদান করিতে বাধ্য হইবে।১৩

বহু দূরদেশে গমন করায় যদি গাভীকে দেখা না যায় কিংবা সর্পাদি দংশনে মারা যায় অথবা কুকুরাদি দ্বারা হত হয় কিংবা উঁচু নীচু ভূমিতে পড়িয়া নিহত হয় বা আহত হইয়া সম্যক্ সেবার অভাবে যদি মারা যায়, তাহা হইলে পালকই দায়ী হইবে।১৪

নেকড়ে বাঘ যদি ছাগ বা মেষসমূহের মধ্যে আক্রমণ করিয়া কোন ছাগ বা মেষকে বধ করে, এবং সেই স্থলে

পাঠান্তর :—(ক) উপানয়েদ্ গা গোপায়— (খ) চীর্ণাঃ পীতাশ্চ
(গ) স্যাচ্চেদ্ গোব্যসনং গোপো ব্যাযচ্ছেৎ তত্র শক্তিতঃ
(ঘ) অশক্তাবভিপত্যারং— (ঙ) —বিনয়ং চাপি রাজতঃ
(চ) গোপয়ৈব নিপাতয়েৎ (ছ) যৎ— (জ) বিঘুষ্য তু হৃতং—

যদি দেশে চ কালে চ স্বামিনশ্চাপি শংসতি (ক) ॥১৬

অনেন (খ) সর্বপালানাং বিবাদঃ সমুদাহৃতঃ।
মৃতেষু চ বিশুদ্ধিঃ স্যাদ্ বালশৃঙ্গাদিদর্শনাৎ (গ) ॥১৭

শুল্কং গৃহীত্বা পণ্যস্ত্রী নেচ্ছন্তী দ্বিস্তদাপ্নুয়াৎ।
অপ্রযচ্ছংস্তদা শুল্কমনুভূয় পুমান্ স্ত্রিয়ম্ ॥১৮

অযোনৌ বা সমাক্রামেদ্ (ঘ) বহুভির্বাপি বাসয়েৎ।
শুল্কং সোঽষ্টগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেব তু ॥১৯

যদি পালক উপস্থিত না হয়, তাহা হইলে পালকই উক্ত বধের পাপভাগী হইবে।১৬

কতিপয় চোর যদি একযোগে চীৎকারাদিপূর্বক 'আমরা পশু লইয়া যাইতেছি'—এইরূপে ঘোষণা করিয়া পশু চুরি করে, তাহা হইলে পালক তৎক্ষণাৎ নিকটস্থ পশুস্বামীকে তাহা জানাইলে অপহৃত পশু পালককে আর দিতে হইবে না।১৬

ইহাদ্বারা পালকসকলের বিবাদের কথা বলা হইল। যে স্থলে পশু মৃত হইবে, সেই স্থলে মৃত পশুর শৃঙ্গ, পুচ্ছ প্রভৃতি দেখাইলে পালক দোষমুক্ত হইবে।১৭

বেশ্যা শুল্কগ্রহণ করিয়া যদি সেই শুল্কদাতাকে ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে শুল্কদাতা যত অর্থ অর্থাৎ শুল্ক দিয়াছিল, তাহার দ্বিগুণ শুল্ক ঐ বেশ্যার নিকট হইতে পাইবে। আর যেস্থলে কোন পুরুষ বেশ্যা-নারীকে উপভোগ করিয়া তাহার দেয় শুল্ক প্রদান না করে, সেইস্থলে ঐ বেশ্যা পুরুষের নিকট হইতে প্রাপ্য শুল্কের দ্বিগুণ পাইবে।১৮

যদি যোনিভিন্ন মুখাদি অন্যস্থান আক্রমণ অর্থাৎ উপভোগের জন্য বলপূর্বক গ্রহণ করে কিংবা কেবল নিজের জন্য চুক্তি করিয়া অনেক পুরুষের সংসর্গ করায়,

**পাঠান্তর** :—(ক) —স্বামিনঃ স্বস্যশংসতি (খ) এতেন (গ) পালস্যাঙ্কাদিদর্শনাৎ (ঘ) অযোনৌ ক্রমতে যস্ত—

পরাজিরে গৃহং কৃত্বা স্তোমং দত্ত্বা বসেত্তু যঃ।
তদ্‌গৃহীত্বা নির্গচ্ছেত্তৃণ-কাষ্ঠেষ্টকাদিকম্ ॥২০

স্তোমং বিনা বসিত্বা তু পরভূমাবনিচ্ছতঃ।
নির্গচ্ছংস্তৃণ-কাষ্ঠানি ন গৃহ্ণীয়াৎ কদাচন ॥২১

স্তোমবাহীনি ভাণ্ডানি পূর্ণকালান্যুপানয়েৎ।
গ্রহীতুরাভবেদ্ ভগ্নং নষ্টং চান্যত্র সংপ্লবাৎ ॥২২

ইতি নারদ-স্মৃতৌ নবমাধ্যায়ে বেতনস্যানপাকর্ম নাম ষষ্ঠং ব্যবহারপদম্।

তাহা হইলে রাজা সেই ব্যক্তিকে চুক্তির অষ্টগুণ অধিক দেওয়াইবেন আর সেই পরিমাণে দণ্ডবিধানও করিবেন।১৯

অন্য ব্যক্তির প্রাঙ্গণে অর্থাৎ ভূমিতে খাজনা দিয়া গৃহনির্মাণপূর্বক যদি কোন ব্যক্তি বাস করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি তৃণ অর্থাৎ খড়, কাষ্ঠ বা ইষ্টকাদি দ্বারা যে ভিত্তি প্রভৃতি করিয়াছিল, সেই সমস্ত লইয়া ঐ স্থান ত্যাগ করিতে পারে আর খাজনা না দিয়া পরভূমিতে বাস করিবার পর ঐ স্থান হইতে চলিয়া যাইবার কালে নির্মিত গৃহের যে তৃণ, কাষ্ঠ প্রভৃতি রহিয়াছে, ভূ-স্বামীর ইচ্ছা না থাকিলে তাহা সে লইয়া যাইতে পারিবে না।২০-২১

ভাড়া দিয়া নির্দিষ্টকালে শকটাদি দ্বারা দ্রব্যসকল লইয়া যাইবার যে চুক্তি হইয়াছিল, যথাসময়ে দ্রব্যসকল সেই স্থানে উপস্থিত হইলে চুক্তিকারী ব্যক্তি উহা সম্যক্ প্রকারে বুঝিয়া লইবে। শকটাদিতে লইয়া যাইবার কালে যদি বাহিত বস্তু ভগ্ন, বিকৃত কিংবা নষ্ট হইয়া যায় এবং তাহা যদি রাজকৃত বা দৈবকৃত না হয়, তাহা হইলে ভাড়া লইয়া স্থানান্তরে যাইবার অঙ্গীকার করিয়া যে বাহক দ্রব্যসকল গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাকে সেই সকল দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে।২২

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির নবম অধ্যায়ে বেতনের অনপাকর্মনামক ষষ্ঠ বিবাদপদ সমাপ্ত।

## দশমঃ অধ্যায়ঃ

### অথ অস্বামিবিক্রয়ো নাম সপ্তমং ব্যবহারপদম

নিক্ষিপ্তং বা পরদ্রব্যং নষ্টং লব্ধাপহৃত্য বা।
বিক্রীয়তেঽসমক্ষং (ক) যদ্ বিজ্ঞেয়োঽস্বামিবিক্রয়ঃ ॥১
দ্রব্যমস্বামিবিক্রীতং প্রাপ্য স্বামী সমাপ্নুয়াৎ (খ)।
প্রকাশবিক্রয়ে শুদ্ধিঃ (গ) ক্রেতুঃ স্তেয়ং রহঃ ক্রয়াৎ ॥২
অস্বাম্যনুমতাদ্দাসাদসতশ্চ জনাদ্ রহঃ।
হীনমূল্যমবেলায়াং ক্রীণংস্তদ্দোষভাগ্ ভবেৎ ॥৩

ন গূহেতাগমং ক্রেতা শুদ্ধিস্তস্য তদাগমাৎ।
বিপর্য্যয়ে তুল্যদোষঃ স্তেয়দণ্ডঞ্চ সোঽর্হতি (ঘ)॥৪
বিক্রেতা স্বামিনেঽর্থং স্বং ক্রেত্রে মূল্যঞ্চ তৎসমম্ (ঙ)।
দদ্যাদ্দণ্ডং তথা রাজ্ঞে বিধিরস্বামিবিক্রয়ে ॥৫
পরেণ নিহিতং লব্ধ্বা রাজন্যুপহরেন্নিধিম্।
রাজগামী নিধিঃ সর্বং সর্বেষাং ব্রহ্মণাদৃতে ॥৬

### সপ্তম ব্যবহারপদে অস্বামিবিক্রয়।

অপরের নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ গচ্ছিত দ্রব্য যদি গচ্ছিত-রক্ষাকারী দ্রব্যস্বামীর অসাক্ষাতে কাহাকেও বিক্রয় করে অথবা অপরের হৃতবস্তু পাইয়া যদি কেহ বিক্রয় করে কিংবা চুরি করিয়া ঐভাবে সেই অপহৃত বস্তু বিক্রয় করে, তাহা হইলে সেই বিক্রয়কে "অস্বামি-বিক্রয় বিবাদপদ" বলে।১

দ্রব্যে যে ব্যক্তিগণের স্বামিত্ব নাই, সেই সকল ব্যক্তিগণ যদি ঐভাবে বিক্রয় করে এবং পরে উক্ত বিক্রিত দ্রব্য দ্রব্যস্বামী পায়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য তাহারই (দ্রব্যস্বামীরই) হইবে। দ্রব্যস্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট হইতে যে ব্যক্তি ঐ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, সেই ক্রয় যদি কোন রাজপুরুষাদির সমীপে বাজারে প্রকাশ্য-ভাবে করিয়া থাকে, তাহা হইলে পরদ্রব্য ক্রয় করার জন্য চোরের সহযোগীতা নাই—ইহা প্রমাণ হওয়ায় তাহার কোন দোষ হইবে না। কিন্তু গোপনে যদি ক্রয় করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তি চৌর্য্যদোষে দোষী হইবে।২

দ্রব্যস্বামীর কোন অনুজ্ঞা না লইয়া তাহার দাসের অর্থাৎ চাকরের নিকট হইতে কিংবা দুষ্টস্বভাব ব্যক্তির নিকট হইতে গোপনে ঐ দ্রব্যের প্রকৃত মূল্য হইতে স্বল্প মূল্যে ক্রয়-বিক্রয়ের বহির্ভূত সময়ে যদি কেহ দ্রব্য ক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্রেতা দোষভাগী হইবে। উক্ত স্থলে ক্রেতা যাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, তাহার বিষয় গোপন করিবে না। কারণ দ্রব্যের প্রাপ্তিস্থান প্রকাশিত হইলে যদি ইহা প্রমাণ হয় যে, ক্রেতা চোর নহে এবং চোরের সহযোগীতা করে নাই, তবে তাহার দোষ নষ্ট হইবে। কিন্তু ইহার বিপরীত হইলে অর্থাৎ যাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে, তাহা না জানাইলে চোরের তুল্যই দোষী সাব্যস্ত হইবে এবং সেই ব্যক্তি চৌর্য্যদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।৩-৪

ক্রেতা বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলে সেই ব্যক্তি (বিক্রেতা) যাহার দ্রব্য বিক্রয় করিয়াছিল, তাহাকে সেই দ্রব্য সমর্পণ করিবে এবং যাহাকে যেরূপ মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল, তাহাও সেই ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণ করিবে। এইস্থলে রাজা ঐ অস্বামিদ্রব্যবিক্রয়কারী ব্যক্তিকে অপরাধের তারতম্যঅনুসারে দণ্ড দিবেন।৫

নিহিত অর্থাৎ ভূগর্ভাদিতে প্রোথিত করিয়া অপরে যাহা রাখিয়াছিল, তাহার মৃত্যুর পর ঐ বস্তু কাহার ছিল—ইহা নির্ণয় করিবার সম্ভাবনা যেখানে নাই, তাদৃশ অস্বামিকবস্তুকে 'নিধি' বলিয়া জানিবে। ঐ নিধি যদি কেহ পাইয়া থাকে, সেই নিধি রাজাকে উপহার দিতে হইবে। কারণ, সকলের ঐরূপ সকল বস্তুই নিধি বলিয়া রাজার প্রাপ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যদি ব্রাহ্মণ ঐরূপ

পাঠান্তর:—(ক) বিক্রীয়তে পরোক্ষং যৎ (খ) তদাপ্নুয়াৎ (গ) প্রকাশং ক্রয়তঃ শুদ্ধিঃ।

(ঘ) সর্বং তদ্দোষমর্হতি (ঙ) ক্রেতুর্মূল্যঞ্চ উৎকৃতম্।

ব্রাহ্মণোঽপি নিধিং লব্ধ্বা ক্ষিপ্রং রাজ্ঞে নিবেদয়েৎ ।
তেন দত্তঞ্চ ভুঞ্জীত স্তেনঃ স্যাদনিবেদয়ন্ ॥৭
স্বমপ্যর্থং তথা নষ্টং লব্ধা রাজ্ঞে নিবেদয়েৎ ।
গৃহ্ণীয়াত্তত্রে তং তং শুদ্ধমশুদ্ধং স্যাত্ততোঽন্যথা ॥৮

ইতি নারদ স্মৃতৌদশমাধ্যায়েঅস্বামিবিক্রয়ো নাম সপ্তমং ব্যবহারপদম্ ।

## একাদশঃ অধ্যায়ঃ

### বিক্রিয়াসম্প্রদানং নাম অষ্টমং ব্যবহারপদম্

বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেত্রে যন্ন প্রদীয়তে (ক)।
বিক্রীয়াসম্প্রদানং তদ্ বিবাদপদমুচ্যতে ॥১

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধং দ্রব্যং জঙ্গমং স্থাবরং তথা ।
ক্রয়-বিক্রয়ধর্ম্মেষু সর্ব্বং তৎ পণ্যমুচ্যতে ॥২
ষড়্বিধস্তস্য তু বুধৈর্দানাদানবিধিঃ স্মৃতঃ (খ) ।
গণিমং তুলিমং মেয়ং ক্রিয়য়া রূপতঃ শ্রিয়া ॥৩
বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেত্রে যো ন প্রযচ্ছতি ।
স্থাবরস্যোদয়ং দাপ্যো (গ) জঙ্গমস্য ক্রিয়া ফলম্ ॥৪
অর্ঘশ্চেদপচীয়েত (ঘ) সোদয়ং পণ্যমাবহেৎ ।
স্থায়িনামেষ (ঙ)নিয়মো দিগ্‌লাভো দিগ্‌বিচারিণাম্ ॥৫
উপহন্যেত বা দ্রব্যং দহ্যেতাপহ্রিয়েত বা ।

নিধি পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ঐ নিধি উপহাররূপে রাজাকে দিতে হইবে না ।৬

ব্রাহ্মণ যে নিধি পাইবেন, তাহা রাজাকে উপহাররূপে দেওয়া না হইলেও কালক্ষেপ না করিয়া নিধিপ্রাপ্তির কথা রাজাকে জানাইবেন। রাজা সেই নিধি ব্রাহ্মণকে দিবার পর তিনি স্বেচ্ছায় ব্যবহার করিতে পারিবেন। কিন্তু রাজাকে যদি না জানান হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণও চৌর্য্যদোষে দোষী হইবেন। নিজের কোন দ্রব্য যদি পূর্ব্বে হারাইয়া থাকে এবং তাহা যদি পরে পাওয়া যায়, তাহা হইলে উহা রাজাকে জানাইতে হইবে এবং তখনই সেই দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইবে। যদি তাহার অন্যথা হয় অর্থাৎ রাজাকে জানান না হয়, তাহা হইলে ঐ দ্রব্য শুদ্ধ বলিয়া গ্রহণযোগ্য হইবে না ।৭-৮

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গ-ভাষানুবাদসহিত নারদস্মৃতির দশমাধ্যায়ে অস্বামি-বিক্রয়নামক সপ্তম ব্যবহারপদ সমাপ্ত ।

### অষ্টম ব্যবহারপদে বিক্রীয়াসম্প্রদান ।

বিক্রেতা যদি মূল্য গ্রহণপূর্ব্বক বিক্রেয় বস্তু বিক্রয় করিয়া ক্রেতাকে তাহা অর্পণ না করে, তাহা হইলে তাহাকে 'বিক্রীয়াসম্প্রদান' অর্থাৎ বিক্রয় করিয়া না দেওয়া নামক বিবাদপদ বলিয়া জানিবে ।১

এই লোকে দ্রব্য দুইপ্রকার বলিয়া কথিত—(১) স্থাবর, (২) জঙ্গম অর্থাৎ অস্থাবর। ক্রয়-বিক্রয় বিষয়ে ঐ দ্বিবিধ বস্তুই পণ্যনামে কথিত আছে। পণ্ডিতগণ ঐ পণ্যের দান এবং আদান অর্থাৎ গ্রহণের নিয়ম ছয়প্রকার বলিয়াছেন। (১) গণিম—গণনা দ্বারা আম, সুপারি প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। (২) তুলিম—তুলাদণ্ডে পরিমাণ ওজন করিয়া তণ্ডুল, স্বর্ণ, রোপ্য প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। (৩) মেয়—অনুমান অর্থাৎ কুৎ করিয়া তৃণ প্রভৃতি দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়। (৪) ক্রিয়া—কার্য্য দেখিয়া ক্রয়-বিক্রয়—যেমন, এই গরু বা এই অশ্ব এতাদৃশ ভারবহন করিতে পারে, তাহা সমক্ষে দেখাইয়া দিয়া ক্রয়-বিক্রয়। (৫) রূপ—শরীরের বর্ণ এবং গঠনাদির লালিত্য দেখিয়া স্ত্রীপ্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয়। (৬) শ্রী—শোভা বা উজ্জ্বলতা দেখিয়া মণিমুক্তাদির ক্রয়-বিক্রয় ।৩

মূল্য গ্রহণ করিয়া স্থাবর এবং অস্থাবর বস্তু বিক্রয়ের পরে ঐ বিক্রেতা যদি ক্রেতাকে সেই সকল দ্রব্য না দেয়, তাহা হইলে স্থাবরের অর্থাৎ ক্ষেত্রাদি স্থলে 'উদয়' অর্থাৎ বিক্রীত ক্ষেত্রাদিতে যে মূল্যের দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে কিংবা উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা আছে, সেই বৃদ্ধির সহিত স্থাবররূপ ক্ষেত্রাদি সেই ক্রেতাকে দিবে। আর অস্থাবর বস্তু অর্থাৎ স্বর্ণাদি স্থলে উহাতে যে লাভ হইয়াছে, সেই লাভের সহিত ঐ অস্থাবর বস্তু ক্রেতাকে দিবে ।৪

পাঠান্তর ঃ—(ক) বিক্রীয় পণ্যং মূল্যেন ক্রেতুর্যন্ন প্রযচ্ছতি ।

(খ) —ক্রমঃ । (গ) স্থাবরস্য ক্ষয়ং দাপ্যো । (ঘ) অর্ঘশ্চেদেষ হীয়তে (ঙ) স্থানিনামেষ ।

বিক্রেতুরেব সোঽনর্থো বিক্রীয়াসম্প্রযচ্ছতঃ ॥৬
নির্দোষং দর্শয়িত্বা তু সদোষং যঃ (ক) প্রযচ্ছতি।
মূল্যং তু দ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং তাবদেব চ ॥৭
তথান্যস্মৈ তু বিক্রীতং যোঽন্যস্মৈ সম্প্রযচ্ছতি (খ)।
সোঽপি তদ্‌দ্বিগুণং দাপ্যো বিনয়ং চৈব রাজনি (গ)॥৮
দীয়মানং ন গৃহ্লাতি ক্রীতং পণ্যঞ্চ যঃ ক্রয়ী।
বিক্রীণানস্তদন্যত্র বিক্রেতা নাপরাধ্নুয়াৎ ॥৯
দত্তমূল্যস্য পণ্যস্য বিধিরেবং (ঘ) প্রকীর্তিতঃ।
অদত্তেঽন্যত্র সময়ান্ন (ঙ) বিক্রেতুরতিক্রমঃ ॥১০
লাভার্থে বণিজাং সর্বপণ্যেষু ক্রয়-বিক্রয়ঃ।
স চ লাভোঽর্ঘমাসাদ্য মহান্ ভবতি বা ন বা ॥১১
তস্মাদ্দেশে চ কালে চ বণিগর্ঘং সমাশ্রয়েৎ (চ)।
ন জিহ্মঞ্চ প্রবর্তেত শ্রেয়ানেবং বণিক্‌পথঃ (ছ)॥১২

ইতি নারদ-স্মৃতৌ দশমাধ্যায়ে বিক্রীয়াসম্প্রদানং নামাষ্টমং বিবাদপদম্।

বিক্রেতা মূল্য লইয়া কোন বস্তু বিক্রয় করার পর তাহা যদি ক্রেতাকে না দেয় এবং পরে যদি ঐ বস্তুর মূল্য হ্রাস হইয়া যায়, তাহা হইলে বিক্রয়-কালে ক্রীতদ্রব্য দিলে যেরূপ লাভ হইত, সেই লাভের সহিতই বিক্রিতপণ্য ক্রেতাকে দিবে। যাহারা ঐ স্থানে থাকিয়া ক্রয়বিক্রয় করে, এই নিয়ম তাহাদের বলিয়া জানিবে। আর যাহারা নানা দিক্ হইতে আসিয়া বাণিজ্য করে, তাহাদিগকে সেই সকল দেশের বৃদ্ধি অর্থাৎ লাভ অনুযায়ী বৃদ্ধি দিতে হইবে।৫

বিক্রেতা বিক্রয় করার পরে যে বস্তু ক্রেতাকে দেয় নাই, সেই বস্তু যদি কোন প্রকারে নষ্ট হইয়া যায়, দগ্ধ হয় অথবা চোরে চুরি করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষতি বিক্রেতারই হইবে।৬

বিক্রেতা দোষবর্জিত উত্তম বিক্রেয়বস্তু ক্রেতাকে দেখাইয়া প্রদানকালীন যদি দোষ-দুষ্ট বস্তু প্রদান করে, তাহা হইলে যে মূল্যে বিক্রয় করিয়াছিল, রাজা তাহার দ্বিগুণ মূল্য বিক্রেতাকে দিতে বাধ্য করিবেন এবং সেই পরিমাণ দণ্ডও দেওয়াইবেন।৭

এক ব্যক্তির নিকট যে বস্তু বিক্রয় করা হইয়াছে, সেই বস্তু যদি তাহাকে না দিয়া পুনরায় অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় করে, তাহা হইলে রাজা সেই বিক্রয়-কারীকেও পূর্বক্রেতা কর্তৃক দেয় মূল্যের দ্বিগুণ মূল্য দেওয়াইবেন এবং সেই পরিমাণে দণ্ডবিধানও করিবেন।৮

কিন্তু যেস্থলে বিক্রেতা বিক্রেয় বস্তু দিলেও ক্রেতা তাহা গ্রহণ না করে এবং পরে যদি সেই বস্তু অন্যের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্থলে বিক্রেতার কোন দোষ হইবে না।৯

এই যে নিয়ম কথিত হইল, তাহা যেস্থানে মূল্য দেওয়া হইয়াছে—সেই স্থানের বলিয়া জানিবে। চুক্তি ভিন্ন অন্যস্থানে বিক্রেয় দ্রব্য না দিলে বিক্রেতার নিয়মোল্লঙ্ঘন-জনিত কোন দোষ হইবে না। ব্যবসায়িদিগের লাভের জন্য যে সমস্ত বিক্রেয় বস্তুর ক্রয় এবং বিক্রয় হইয়া থাকে, সেই সমস্ত বস্তুর মূল্য ধরিয়া লাভ অধিক হয় কিংবা অল্প হয়—ইহার নির্ণয় কর্তব্য। সেইহেতু বণিক্ যেস্থানে কিংবা যে সময়ে যে মূল্য নির্ধারণ করিবে, সেইসমস্ত বিষয়ে যেন কোন কপটতা না থাকে। ইহাই হইল বণিগ্‌গণের শ্রেষ্ঠ আচরণপথ।১০-১২

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জন কাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গ-ভাষানুবাদ সহিত নারদস্মৃতির একাদশাধ্যায়ে বিক্রিয়া-সম্প্রদাননামক অষ্টমব্যবহারপদ সমাপ্ত।

পাঠান্তর :—(ক) যঃ সদোষং—।
(খ) তথান্যহস্তে বিক্রীয় যোঽন্যহস্তে প্রযচ্ছতি।
(গ) বিনয়ং তাবদেব তু ৷৷ (ঘ) বিধিরেষঃ—।
(ঙ) অদত্তমূল্যে বিক্রীতে ন—। (চ) —প্রকল্পয়েৎ।
(ছ) ন জিহ্মেন প্রবর্তেত শ্রেয়ানেষ বণিক্‌পথঃ।

## দ্বাদশঃ অধ্যায়ঃ

## অথ ক্রীত্বানুশয়ো নাম নবমং ব্যবহারপদম্

ক্রীত্বা মুল্যেন যঃ পণ্যং ক্রেতা ন বহু মন্যতে।
ক্রীত্বানুশয় ইত্যেতদ্ বিবাদপদমুচ্যতে ॥১
ক্রীত্বা মূল্যেন যৎপণ্যং দুষ্ক্রীতং মন্যতে ক্রয়ী।
বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ং তত্তস্মিন্নেবাহ্ন্যবিক্ষতম (ক) ॥২
দ্বিতীয়েঽহ্নি দদৎ ক্রেতা মূল্যাৎ ত্রিংশাংশমাহরেৎ।
দ্বিগুণং তু (খ) তৃতীয়েঽহ্নি পরতঃ ক্রেতুরেব তৎ ॥৩

### ক্রীত্বানুশয় নামক
### নবম ব্যবহারপদ।

ক্রেতা বিক্রেয় বস্তু মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার পর যদি অসন্তোষ অনুভব করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ক্রয়-জন্য যে অনুতাপ, তাহাকেই 'ক্রীত্বানুশয়' নামক বিবাদপদ বলিয়া জানিবে।১

ক্রেতা মূল্য দ্বারা বিক্রেয় বস্তু ক্রয় করিয়া পরে যদি 'ক্রয় করা অনুচিত হইয়াছে'—ইহা মনে করে, তাহা হইলে যেরূপ অবস্থায় সেই বস্তু ক্রয় করা হইয়াছিল, তাহা ঠিক সেইরূপ অক্ষত অবস্থাতেই বিক্রেতাকে সেই দিবসে প্রত্যর্পণ করিবে।২

আর যেস্থলে ক্রয়দিবসে উক্ত বস্তু প্রত্যর্পণ না করিয়া পরদিবসে তাহা প্রত্যর্পণ করা হয়, সেইস্থলে বিক্রেতা গৃহীত মুল্য হইতে ত্রিংশাংশ বাদ দিয়া ক্রেতাকে অবশিষ্ট মুল্য দিবে এবং ঐ দ্রব্য ফেরত লইবে। যদি দ্বিতীয়দিবসেও তাহা ফেরত না দেওয়া হয় এবং তৎপর দিবসে তাহা ফেরত দেওয়া হয়, তাহা হইলে বিক্রেতা গৃহীত মুল্য হইতে ত্রিংশাংশের দ্বিগুণ মূল্য লইয়া অবশিষ্ট মূল্য ফিরাইয়া দিবে এবং বিক্রীত বস্তু ফেরত লইবে। তাহার পরে অর্থাৎ তৃতীয়দিবসে ফেরত না দিলে চতুর্থদিবস হইতে উহা ক্রেতারই হইবে।৩

পাঠান্তর :—(ক) বিক্রেতুঃ প্রতিদেয়ং তৎ তত্রৈবাহন্যবিক্ষতম্।

ক্রেতা পণ্যং পরীক্ষেত প্রাক্ স্বয়ং গুণদোষতঃ।
পরীক্ষ্যাভিমতং ক্রীতং বিক্রেতুর্ন ভবেৎ পুনঃ ॥৪
ত্র্যহাদ্দোহ্যং পরীক্ষেত পঞ্চাহাদ্ বাহ্যমেব তু।
মণি-মুক্তা-প্রবালানাং সপ্তাহঃ স্যাৎ পরীক্ষণম্ (গ) ॥৫
দ্বিপদামর্ধমাসঃ স্যাৎ পুংসাং তদ্দ্বিগুণং স্ত্রিয়াঃ ॥
দশাহঃ সর্ববীজানামেকাহো লোহবাসসাম্ (ঘ) ॥৬

ক্রেতা বিক্রেয় বস্তুর দোষ বা গুণ ক্রয় করিবার পূর্বেই পরীক্ষা করিবে। ক্রেতা ঐরূপে পরীক্ষা করিয়া স্বীয় মনোমত যে বস্তু ক্রয় করিবে, সেই বস্তু আর বিক্রেতার হইবে না অর্থাৎ তাহা আর ফেরত হইবে না।৪

দোহনযোগ্য গো-মহিষাদি বস্তুর পরীক্ষা তিনদিন পর্য্যন্ত হইবে। এইরূপ ভারবাহী অশ্বাদির পাঁচদিন ও মণি-মুক্তা-প্রবালাদি রত্নের পরীক্ষা-কাল সপ্তাহব্যাপী হইবে। ক্রীতদাসাদি পুরুষের পরীক্ষা-কাল পঞ্চদশদিন (১৫দিন) ক্রীতদাসী প্রভৃতি স্ত্রীলোকের পরীক্ষাকাল একমাস, সমস্ত বীজের পরীক্ষাকাল দশদিন এবং তৈজস অর্থাৎ ধাতবাদি দ্রব্য ও বস্ত্রের পরীক্ষাকাল একদিন হইবে।৫-৬

যে বস্ত্র অপরকর্তৃক পরিহিত হইয়াছে বা তাহার সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে ও মলিন হইয়াছে—এই প্রকার দোষযুক্ত দেখিয়াও ক্রেতা যদি সেই বস্ত্র ক্রয় করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা আর বিক্রেতার হইবে না অর্থাৎ উহা ফেরত দেওয়া চলিবে না।৭

নূতন বস্ত্র ক্রয় করিবার পর যদি উহাকে একবার

(খ) দ্বিগুণং তৎ—।
(গ) মুক্তা-বজ্র-প্রবালানাং সপ্তাহং স্যাৎ পরীক্ষণম্।
(ঘ) দশাহং সর্ববীজানামেকাহং লোহবাসসাম্।

পরিভুক্তঞ্চ যদ্বাসঃ ক্লিষ্টরূপং মলীমসম্।
সদোষমপি তৎক্রীতং (ক) বিক্রেতুর্ন ভবেৎ পুনঃ ॥৭
মূল্যাষ্টভাগো হীয়েত সকৃদ্ধৌতস্য বাসসঃ।
দ্বিঃ পাদস্ত্রিস্ত্রিভাগস্তু চতুঃকৃত্বোঽর্ধমেব চ ॥৮
অর্ধক্ষয়াত্তু পরতঃ পাদাংশাপচয়ঃ ক্রমাৎ।
যাবৎ ক্ষীণদশং জীর্ণং জীর্ণস্যানিয়মঃ ক্ষয়ে ॥৯
লোহানামপি সর্বেষাং হেতুরগ্নিক্রিয়াবিধৌ।
ক্ষয়ঃ সংক্রিয়মাণানাং তেষাং দৃষ্টোঽগ্নিসংক্রমাৎ ॥১০
সুবর্ণস্য ক্ষয়ো নাস্তি রাজতে দ্বিপলং শতম্।
শতমষ্টপলং জ্ঞেয়ং ক্ষয়স্তু ত্রপু-সীসয়োঃ (খ) ॥১১
তাম্রে পঞ্চপলং বিদ্যাদ্ বিকারা যে চ তন্ময়াঃ।
তদ্ধাতুনামনেকত্বাদয়সোঽনিয়মঃ ক্ষয়ে (গ) ॥১২

ধৌত করিয়া ফেরত দেওয়া হয়, তাহা হইলে ক্রেতা যে মূল্যে ক্রয় করিয়াছিল, এইস্থলে তাহার অষ্টমাংশ কম পাইবে। এইরূপ দুইবার ধৌত করিয়া ফেরত দিলে একচতুর্থাংশ ও তিনবার ধৌত করিয়া ফেরত দিলে একতৃতীয়াংশ কম পাইবে। আর চারবার ধৌত করিয়া ফেরত দিলে অর্ধমূল্য ফেরত হইবে। এইরূপে প্রত্যর্পণীয় মূল্যের অর্ধক্ষয় হইবার পরে বস্ত্রের দশা অর্থাৎ আঁচল ছিন্ন হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অর্ধেকের পাদ অর্থাৎ সিকি হিসাবে মূল্যের হ্রাস হইবে। শাস্ত্রে পরিভুক্ত জীর্ণবস্ত্রের প্রত্যর্পণীয় মূল্যের ক্ষয়বিষয়ে কোন বিধি উল্লিখিত হয় নাই।৮-৯

সর্ববিধ ধাতুর ক্ষয়বিধান অগ্নিক্রিয়া হইতে হয় বলিয়া জানিবে। কারণ, ধাতুময়-দ্রব্যকে সংস্কার করিবার জন্য যখন অগ্নিতে দেওয়া হয়, তখনই অগ্নি-সংযোগ হেতু সকল ধাতুময়-দ্রব্যের ক্ষয় দেখা যায়। অগ্নিতে উত্তপ্ত করিলে সুবর্ণের ক্ষয় হয় না। অগ্নির তাপে শতপল-পরিমিত রজতের দুইপল ক্ষয় হয়, এইরূপ শতপল-পরিমিত রাং ও সীসকের অষ্টপল ক্ষয় হয় এবং শতপল-পরিমিত তাম্রের পঞ্চপল ক্ষয় হয়। ঐ সকল ধাতুর মিশ্রণে যে নানাবিধ মিশ্রধাতু আছে, বহুত্বের জন্য তাহার ক্ষয়বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নাই।১০-১২

শাস্ত্রে সূত্র-সম্বন্ধে যে সংস্কারবিধি উক্ত আছে,

তান্তবস্য চ সংস্কারে ক্ষয়-বৃদ্ধী উদাহৃতে।
সূত্রে কার্পাসিকোর্ণানাং বৃদ্ধির্দশপলং শতম্ (ঘ) ॥১৩
স্থূল-সূত্রবতাং তেষাং (ঙ) মধ্যানাং পঞ্চকং শতম্।
ত্রিপলং তু সুসূক্ষ্মাণামেষা বৃদ্ধিরুদাহৃতা (চ) ॥১৪
ত্রিংশাংশো রোমবদ্ধস্য (ছ) ক্ষয়ঃ কর্মকৃতস্য তু।
কৌশেয়বল্কলানাং তু নৈব বৃদ্ধির্ন চ ক্ষয়ঃ (জ) ॥১৫
ক্রীত্বা নানুশয়ং কুর্য্যাদ্ বণিক্ পণ্যবিচক্ষণঃ।
বৃদ্ধি-ক্ষয়ৌ তু জানীয়াৎ (ঝ) পণ্যানামাগমং তথা ॥১৬

ইতি নারদ-স্মৃতৌ দ্বাদশাধ্যায়ে ক্রীত্বানুশয়ো নাম নবমং ব্যবহারপদম্ ॥

তাহাতে ক্ষয় ও বৃদ্ধি উভয়ই কথিত আছে। যথা— শতপল-পরিমিত কার্পাস-সূত্র এবং মেষলোম-সূত্র সংস্কার করিলে দশপল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই যে শতপল-পরিমিত কার্পাস-সূত্র ও মেষলোম-সূত্রের দশপল বৃদ্ধি হয় বলা হইল, উহা স্থূলসূত্র অর্থাৎ মোটা সূতা সম্বন্ধে জানিবে। কিন্তু মধ্যমসূত্রের শতপলে পাঁচপল এবং অতিসূক্ষ্ম-সূত্রের শতপলে তিনপল মাত্র বৃদ্ধি হইবে—ইহাই হইল সূত্র-সম্বন্ধে বৃদ্ধির নিয়ম।১৩-১৪

রোম দ্বারা আবৃত কোন কার্য্যের জন্য প্রস্তুত দ্রব্যের শতপলের ত্রিংশাংশ (৩০ ভাগ) ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। গুটিসূত্র-নির্মিত বস্ত্রের এবং বৃক্ষত্বক্ অর্থাৎ গাছের ছালের দ্বারা নির্মিত বস্ত্রের ত্রিংশাংশ (৩০ভাগ) বৃদ্ধি হয়—ক্ষয় হয় না। অতএব বিক্রেয়-বস্তুবিষয়ে জ্ঞানবান্ বণিক্ কোন বস্তু ক্রয় করিয়া অনুতাপ করিবে না। অসাবধানতাবশতঃ ক্রয়কালে কোন বিপর্য্যয় ঘটিলে কখনও লাভ কখনও বা ক্ষতি হইয়া থাকে এবং বিক্রেয়-বস্তুর ঐরূপেই আগম হয় বলিয়া জানিবে।১৫-১৬

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গভাষানুবাদ সহিত নারদ-স্মৃতির দ্বাদশাধ্যায়ে ক্রীত্বানুশয়নামক নবম ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

পাঠান্তরঃ—(ক) সদোষমপি বিক্রীতং—
(খ) ক্ষয়ঃ স্যাৎ ত্রপু-সীসয়োঃ।
(গ) তদ্ধেতুনামনেকত্বাদয়সোঽনিয়মঃ ক্ষয়ে।
(ঘ) যত্র কার্পাসিকোর্ণানাং বৃদ্ধির্দশপলং শতে।
(ঙ) স্থূল-সূত্রবতানেষাং— (চ) ত্রিপলং তু সুসূক্ষ্মাণামস্তঃক্ষয় উদাহৃতঃ।
(ছ) ত্রিংশাংশোরোমবিদ্ধস্য—। (জ) নৈব বৃদ্ধির্ন চ ক্ষয়ঃ।
(ঝ) ক্ষয়-বৃদ্ধী চ জানীয়াৎ—।

## ত্রয়োদশঃ অধ্যায়ঃ

## অথ সময়স্থানপাকর্ম নাম দশমং বিবাদপদম্

পাষণ্ডি (ক)-নৈগমাদীনাং স্থিতিঃ সময় উচ্যতে।
সময়স্থানপাকর্ম তদ্বিবাদপদং স্মৃতম্ ॥১
পাষণ্ডি (খ)-নৈগম-শ্রেণী-পূগ-ব্রাত-গণাদিষু।
সংরক্ষেৎ সময়ং রাজা দুর্গে জনপদে তথা ॥২
যো ধর্মঃ কর্ম যচ্চৈষামুপস্থানবিধিশ্চ যঃ।
যচ্চৈষাং বৃত্ত্যুপাদানমনুমন্যেত তত্তথা ॥৩
নানুকূলঞ্চ (গ) চ যদ্রাজাপ্রকৃত্যবমতঞ্চ যৎ (ঘ)।
বাধকঞ্চ যদর্থানাং তত্তেভ্যো বিনিবর্তয়েৎ ॥৪
মিথঃ সংঘাতকরণমহিতং (ঘ) শস্ত্রধারণম্।
পরস্পরোপঘাতঞ্চ (ঙ) তেষাং রাজা ন মর্ষয়েৎ ॥৫
পৃথগ্ গণাংশ্চ যে ভিন্দ্যুস্তে (চ) বিনেয়া বিশেষতঃ
আবহেয়ুর্ভয়ং ঘোরং ব্যাধিবত্তে হ্যুপেক্ষিতাঃ ॥৬
দোষবৎ করণং যৎ স্যাদনাম্নায় প্রকল্পিতম্।
প্রবৃত্তমপি তদ্ রাজা শ্রেয়স্কামো নিবর্তয়েৎ ॥৭

ইতি নারদস্মৃতৌ ত্রয়োদশাধ্যায়ে সময়স্থানপাকর্ম-নাম দশমং বিবাদপদম্।

### দশম ব্যবহারপদ
### সময়ের অনপাকর্ম।

পাষণ্ডী অর্থাৎ যাহারা বেদবহির্ভূত আচরণকারী ও নৈগমাদি অর্থাৎ বিভিন্নপ্রকার পুরবাসিসমূহ যেরূপ ধর্মরূপে ব্যবহার সৃষ্টি করিয়া চলে, তাহাকে সময় অর্থাৎ স্থিতি বলিয়া জানিবে। সেই ব্যবহারিক ধর্মের উল্লঙ্ঘনই হইল 'সময়ের অনপাকর্ম' নামক বিবাদ-পদ। পাষণ্ডী, নৈগম, শ্রেণী—শিল্পোপজীবিগণ, পূগ—বণিক্সম্প্রদায়, ব্রাত—বিভিন্ন অস্ত্রধারিগণ, গণ—ব্রাহ্মণ-সমূহ, এইস্থানে মূলে আদিপদের দ্বারা সঙ্ঘাদিকে বুঝায়, যথা, সঙ্ঘ—জৈন এবং বৌদ্ধগণ, গুল্ম—চণ্ডাল ও শ্বপচাদিগণ ইত্যাদি প্রজাবর্গের যাহার যেরূপ আচার প্রবর্তিত আছে, রাজা দুর্গমস্থানে এবং জনপদে সর্বত্র তাহা রক্ষা করিবেন। (এইস্থলে 'পাষণ্ডী' 'নৈগম' প্রভৃতি পরিভাষাগুলির অর্থ দণ্ডবিবেকধৃত কাত্যায়ন-বচনে দেখা যায়, যথা—

"নানা পৌরসমূহস্তু নৈগমঃ পরিকীর্তিতঃ।
নানায়ুধভৃতো ব্রাতাঃ সমেতাঃ পরিকীর্তিতাঃ॥
সমূহো বণিগাদীনাং পূগঃ সম্পরিকীর্তিতঃ।
প্রব্রজ্যাবসিতা যে তু পাষণ্ডাস্তু উদাহৃতাঃ॥
ব্রাহ্মণানাং সমূহস্তু গণঃ সম্পরিকীর্তিতঃ।
শিল্পোপজীবিনো যে চ শ্রেণয়ঃ পরিকীর্তিতাঃ॥
অর্হতাং সৌগতাদীনাং সমূহঃ সঙ্ঘ উচ্যতে।
চণ্ডাল-শ্বপচাদীনাং সমূহো গুল্ম উচ্যতে॥
গণ-পাষণ্ড-পূগাশ্চ ব্রাতাশ্চ শ্রেণয়স্তথা।
সমূহস্থাশ্চ যে চান্যে বর্গাখ্যাস্তে বৃহস্পতিঃ॥"
ইতি দণ্ডবিবেকধৃত-কাত্যায়ন-বচনম্।)

ঐ সকল প্রজাবর্গের যে ধর্ম বা যে ধর্ম শাস্ত্রে নির্দিষ্ট আছে, উপাসনার নিয়ম যাহা কথিত আছে এবং ইহাদের জীবিকার উপায়রূপে যাহা অবলম্বনীয় বলিয়া প্রচলিত আছে, রাজা সেইসকল সেইরূপই অনুমোদন করিবেন।১-৩

রাজা যাহা রাজ্যের কিংবা নিজের প্রতিকূল বলিয়া জানিতে পারিবেন এবং প্রজাবর্গের যাহা অনভিপ্রেত অথবা যাহা নিজের প্রয়োজন-সাধনের বাধাস্বরূপ বলিয়া বুঝিতে পারিবেন, সেই সমস্ত ব্যবহার হইতে তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন। প্রজাবর্গের গুপ্তভাবে বিরুদ্ধদল সংগঠন, অহিতকর অস্ত্রধারণ ও পরস্পর বিরোধ তিনি কখনও সহ্য করিবেন না।৪-৫

যে ব্যক্তিগণ পৃথক্ পৃথক্ দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিবে, রাজা তাহাদিগকে বিশেষভাবে দণ্ড-প্রদান করিবেন। কারণ, প্রথম অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে তাহারা ব্যাধির ন্যায় অত্যন্ত ভয়ের হেতু হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্রে যাহা কথিত হয় নাই, প্রজাগণ নিজেরাই যদি তাহা অর্থাৎ দুষ্টকর্ম কল্পনা করিয়া (যেমন—রাজপথ জন-সাধারণের, তাহাতে সকলের অধিকার, অতএব আমরা যথেচ্ছভাবে দৌড়াইয়া বেড়াইব; বেশ্যা লইয়া সমাজে বাস করিব ইত্যাদি) প্রচলন করিয়া থাকে, তাহা হইলে কল্যাণকামী রাজা তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন।৭

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত-বঙ্গ ভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির ত্রয়োদশাধ্যায়ে সময়ের অনপাকর্মনামক দশম ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

---

**পাঠান্তর** :—(ক) পাষণ্ড— (খ) পাষণ্ড—
(গ) প্রতিকূলঞ্চ যদ্ রাজ্ঞঃ— (ঘ) পৃথক্ সংঘাতকরণমহিতে—
(ঙ) পরস্পরোপতাপঞ্চ— (চ) পৃথগ্ গণান্ যে বিভিন্দুস্তে—।

# চতুর্দ্দশঃ অধ্যায়ঃ

## অথ ক্ষেত্রজ বিবাদো নামৈকাদশং বিবাদপদম্

সেতু-কেদার-মর্যাদা-বিকৃষ্টাকৃষ্টনিশ্চয়ে (ক)।
ক্ষেত্রাধিকারো যস্তু স্যাদ্ বিবাদঃ ক্ষেত্রজস্তু সঃ (খ)॥১
ক্ষেত্র-সীমাবিবাদেষু (গ) সামন্তেভ্যো বিনিশ্চয়ঃ।
নগর-গ্রাম-গণিনো যে চ বৃদ্ধতমা নরাঃ॥২
গ্রামসীমাসু চ বহির্যে স্যুস্তৎকৃষিজীবিনঃ।
গোপ-শাকুনিক-ব্যাধা যে চান্যে বনজীবিনঃ (ঘ)॥৩
সমুন্নয়েস্তে সীমাং লক্ষণৈরুপলক্ষিতাম্।
তুষাঙ্গারকপালৈশ্চ কূপৈরায়তনৈর্দ্রুমৈঃ (ঙ)॥৪
অভিজ্ঞাতৈশ্চ (চ) বল্মীকস্থলনিম্নোন্নতাদিভিঃ।
কেদারারাম মার্গৈশ্চ (ছ) পুরাণৈঃ সেতুভিস্তথা॥৫
নিম্নগাপহৃতোৎসৃষ্ট-নষ্টচিহ্নাসু ভূমিষু।
তৎপ্রদেশানুমানাচ্চ প্রমাণৈর্ভোগদর্শনৈঃ॥৬
অথ চেদনৃতং ব্রূয়ুঃ সামন্তাস্তদ্ বিনিশ্চয়ে (জ)।
সর্বে পৃথক্ পৃথগ্ দণ্ড্যা রাজ্ঞা মধ্যমসাহসম্॥৭
গণবৃদ্ধাদয়স্ত্বন্যে দণ্ডং দাপ্যাঃ পৃথক্ পৃথক্ (ঝ)।
বিনেয়াঃ প্রথমেন স্যুঃ সাহসেনানৃতে স্থিতাঃ॥৮

### ক্ষেত্রজ বিবাদ নামক একাদশ ব্যবহারপদ।

সেতু—জলপ্রবাহের রোধকারী আইল, কেদার—কর্ষণযোগ্য ভূমি, মর্য্যাদা—সীমা, বিকৃষ্ট—চাষ করা ভূমি ও অকৃষ্ট—যে ভূমিতে চাষ করা হয় নাই সেই ভূমি—এই সকল বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য ক্ষেত্রবিষয়ে অধিকারনিষ্পাদক যে বিবাদ হয়, তাহাকে 'ক্ষেত্রজ বিবাদ' বলিয়া জানিবে।১

ক্ষেত্রবিষয়ে কিংবা ভূমির সীমাবিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে ঐ সকল ভূমির পার্শ্ববর্তী সামন্তগণের নিকট হইতে তাহার নির্ণয় হইবে। নগর কিংবা গ্রামের শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ, প্রাচীনতম ব্যক্তিগণ, গ্রামের সামান্তে অথবা তাহার বহির্দেশে যে সকল কৃষিজীবিগণ থাকে তাহারা, গোচারণকারী গোপগণ, পক্ষী ও মৃগ-শূকরাদি শিকার করিবার জন্য যাহারা গ্রামান্তে বিচরণ করিয়া থাকে—সেই ব্যাধগণ কিংবা যাহারা ঐ বন আশ্রয় করিয়া জীবিকানির্বাহ করে—তাহারা সীমান্তনির্দেশের জন্য সীমাস্থানে তুষ, কয়লা, খোলা অর্থাৎ খাবরা, কূপ, আয়তন অর্থাৎ ভূমির মাপ এবং বৃক্ষাদি দ্বারা চিহ্নিত করিয়া সীমান্ত নির্দেশ করিবে। পূর্বচিহ্নিত বল্মীক অর্থাৎ উইঢিবি, স্থানের নীচতা কিংবা উচ্চতা দ্বারা ভূমি, ক্ষেত্র, উপবন, পথ কিংবা পূর্বস্থিরীকৃত জলপ্রবাহরোধকারী আইল দ্বারা সীমাস্থান নিশ্চয় করিতে হইবে।২-৫

যেস্থানে নদীর জলস্রোতে জমির সীমা ভাঙ্গিয়া লুপ্ত হইয়াছে, কিংবা জলস্রোত হ্রাসপ্রাপ্ত হওয়ার পর ঐ জমির পরিমাণ বর্ধিত হইয়া গিয়াছে, সেইস্থানে তাদৃশ জমির পরিমাণ অনুমান করিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে ও দলিলাদি প্রমাণবলে কিংবা তাহা না থাকিলে ভোগদখল দ্বারা পুনর্নির্ধারণ করিতে হইবে।৬

যদি সমীপবর্তী ভূমির মালিকগণ মিথ্যাকথা বলিয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথগভাবে মধ্যমসাহস অর্থাৎ সামর্থ্যানুসারে ১০০ পণ হইতে ৫০০ পণ পর্য্যন্ত দণ্ডবিধান করিবেন। আর উক্ত ভূমিরমালিক ব্যতীত অন্য বয়োবৃদ্ধব্যক্তিগণ যদি ঐ বিষয়ে মিথ্যাকথা বলে, তাহা হইলে রাজা তাহাদিগকেও পৃথক্ পৃথগ্ভাবে উত্তম-সাহস অর্থাৎ ১০০০ পণ দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।৭-৮

অত্যন্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তি হইলেও কর্মে নিযুক্ত

---

**পাঠান্তর ঃ—**(ক) বিকৃষ্টাকৃষ্টনিশ্চয়ঃ।
(খ) ক্ষেত্রাধিকারা যত্র স্যুর্বিবাদঃ ক্ষেত্রজঃ স তু।
(গ) ক্ষেত্র-সীমাবিরোধে তু (ঘ) যে চান্যে বনগোচরাঃ।
(ঙ) তুষাঙ্গার-কপালানাং কুম্ভৈরায়তনৈর্দ্রুমৈঃ।
(চ) অভিজ্ঞানৈশ্চ (ছ) কেদারাগার মার্গৈশ্চ
(জ) — বিনির্ণয়ে (ঝ) —দণ্ডগত্যাঃ পৃথক্ পৃথক্।

নৈকঃ সমুন্নয়েৎ সীমাং নরঃ প্রত্যয়বানপি।
গুরুত্বাদস্য কার্য্যস্য ক্রিয়ৈষা বহুষু স্থিতা (ক) ॥৯
একশ্চেদুন্নয়েৎ সীমাং সোপবাসঃ সমাহিতঃ (খ)।
রক্তমাল্যাম্বরধরঃ ক্ষিতিমারোপ্য মূর্ধনি ॥১০
যদি চ ন স্যুর্জ্ঞাতারঃ (গ) সীমায়াশ্চ ন লক্ষণম্।
তদা রাজা দ্বয়োঃ সীমামুন্নয়েদিষ্টতঃ স্বয়ম্ (ঘ) ॥১১
এতেনৈব (ঙ) গৃহোদ্যান-নিপানায়তনাদিষু।
বিবাদবিধিরাখ্যাতস্তথা গ্রামান্তরেষু চ ॥১২
সীমামধ্যে তু জাতানাং বৃক্ষাণাং ক্ষেত্রয়োর্দ্বয়োঃ।
ফলপুষ্পঞ্চ সামান্যং ক্ষেত্রস্বামিষু নির্দিশেৎ ॥১৩

হইয়া একক কখনও সীমাচিহ্ন নিশ্চয় করিবে না। কারণ, এই সীমানির্ধারণকর্ম অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বহুব্যক্তির উপরই ভার থাকা উচিত। কিন্তু যদি একব্যক্তিই সীমানির্ধারণ করে, তবে সেই ব্যক্তি উপবাসী থাকিয়া রক্তবর্ণবস্ত্র পরিধান ও রক্তবর্ণ পুষ্পমাল্য ধারণ করত মৃত্তিকা মস্তকে স্থাপন করিয়া একাগ্রচিত্তে সীমানির্ধারণ করিবে।৯-১০

যে সীমা জানে এমন কোন ব্যক্তি যদি না থাকে কিংবা সেই সীমার কোন চিহ্ন না থাকে, তবে রাজা স্বয়ং ইচ্ছানুসারে অথবা উভয়ের হিত বিবেচনা করিয়া সীমা-নির্ধারণ করিয়া দিবেন।১১

এই যে সীমানির্ধারণবিধি উক্ত হইল, তাহাদ্বারা গৃহ, উপবন, নিপান অর্থাৎ পানীয়শালা, দেবায়তনাদি ও গ্রামান্তরের সীমাবিষয়ে বিবাদ বিধি কথিত হইল।১২

দুইক্ষেত্রের সীমার মধ্যে যদি কোন বৃক্ষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ উভয়ক্ষেত্রের মালিকগণই সেই বৃক্ষের ফল ও পুষ্পাদির সাধারণভাবে মালিক হইবে —রাজা ইহাই নির্দেশ দিবেন।১৩

কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎপন্ন বৃক্ষের শাখা যদি অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়ে অর্থাৎ লম্বা

**পাঠান্তর :** (ক) ক্রিয়ৈষা বহুষু স্মৃতা। (খ) সোপবাসঃ সমুন্নয়েৎ।
(গ) যদাত্র ন স্যুর্জ্ঞাতারঃ—।
(ঘ) ততো রাজা দ্বয়োঃ সীমামুদ্ধরেদিষ্টতঃ স্বয়ম।
(ঙ) অনেনৈব—।

অন্যক্ষেত্রোপজাতানাং শাখাস্ত্বন্যত্র সংস্থিতাঃ।
স্বামিনস্তা বিজানীয়াদন্যক্ষেত্রবিনির্গতাঃ ॥১৪
অবস্করস্থল-শ্বভ্রমার্গস্যন্দনিকাদিভিঃ।
চতুষ্পথ-সুরস্থান-রথ্যা-মার্গান্ন রোধয়েৎ (চ) ॥১৫
রোধয়ন্তি তু যে মোহাদ্ বলাদ্ বাপি কথঞ্চন।
দণ্ডয়েত্তাদৃশান্ রাজা সাহসেনোত্তমেন চ ॥১৬
পরক্ষেত্রস্য মধ্যে তু সেতুর্ন প্রতিষিধ্যতে।
মহাগুণোহল্পবাধশ্চ (ছ) বৃদ্ধিরিষ্টা ক্ষয়ে সতি ॥১৭
সেতুস্তু দ্বিবিধঃ প্রোক্তঃ খেয়ো বধ্যস্তথৈব চ।
তোয়প্রবর্তনাৎ খেয়ো বধ্যঃ স্যাত্তন্নিবর্তনাৎ (জ) ॥১৮

হইয়া সেই ক্ষেত্র পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে ক্ষেত্র-বহির্গত উক্ত শাখাগুলি অন্য ক্ষেত্রস্বামীর হইবে।১৪

বিষ্ঠাত্যাগের স্থান, বেদী, গর্ত্ত, জলনিষ্কাশন-মার্গ ও ছেঁচ প্রভৃতি দ্বারা চতুষ্পথ অর্থাৎ চৌমাথারাস্তা, প্রশস্তপথ, দেবস্থান, রাজপথ ও সাধারণ পথকে রোধ করিবে না।১৫

যাহারা স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য মোহপ্রযুক্ত অর্থাৎ কর্তব্যচ্যুত হইয়া কিংবা বলপ্রদর্শন করিয়া ঐ সকল কার্য্য করে, রাজা সেই সকল ব্যক্তিগণকে উত্তম-সাহস দণ্ডদান করিবেন।১৬

অপরের ক্ষেত্রমধ্যে জলস্রোত-নিবারক সেতু অর্থাৎ আইল দেওয়া নিষিদ্ধ নহে। কারণ, তাহাতে অপরের সামান্য ক্ষতি হইলেও উপকারই অধিক সাধিত হয়। এস্থলেই ক্ষয় অপেক্ষা বৃদ্ধি হইবার অভিপ্রায়ে আইল দেওয়া হইয়াছে বলিয়া জানিবে।১৭

সেতু দ্বিবিধ, খননসাধ্য ও বন্ধনসাধ্য। শস্যের উপযোগী জল আনয়নের জন্য বা শস্যরক্ষার জন্য যে সেতু অর্থাৎ আইল খনন করিতে হয়, তাহাকে 'খেয়' সেতু বলিয়া জানিবে। আর প্রয়োজনীয় জল যাহাতে নির্গত হইয়া চলিয়া না যায়—এইজন্য যে বাঁধ দেওয়া হয়—তাহাকে 'বন্ধ্য' সেতু বলিয়া জানিবে।১৮

(চ) ন দূষয়েৎ। (ছ) মহাগুণোহল্পদোষশ্চেৎ—
(জ) —খন্যো বধ্যঃ স্যাদ্ বিনিবর্ত্তনে

নাম্ভুরেণোদকং শস্যং নশ্যেদভ্যুদকেন তু ।
য এবানুদকে দোষঃ স এবাভ্যুদকে স্মৃতঃ (ক) ॥১৯
পূর্বপ্রবর্ত্তমুৎসন্নমপৃষ্ট্বা স্বামিনং তু যঃ ।
সেতুং প্রবর্ত্তয়েৎ কশ্চিন্ন স তৎফলভাগ্ ভবেৎ ॥২০
মৃতে তু স্বামিনি পুনস্তদ্বংশ্যে চাপি মানবে ।
রাজানমামন্ত্র্য ততঃ প্রকুর্য্যাৎ সেতুকর্ম তৎ ॥২১
অতোঽন্যথা ক্লেশভাক্ স্যান্মৃগ-ব্যাধানুদর্শনাৎ (খ) ।
ইষবস্তস্য নশ্যন্তি যো বিদ্ধমনুবিধ্যতি ॥২২
অশক্তপ্রেতনষ্টেষু ক্ষেত্রিকেষ্বনিবারিতঃ ।
ক্ষেত্রং চেদ্ বিকৃষেৎ কশ্চিদশ্নুবীত স তৎফলম্ ॥২৩
বিকৃষ্যমাণে ক্ষেত্রে চেৎ ক্ষেত্রিকঃ পুনরাব্রজেৎ ।
খিলোপচারং তৎ সর্বং দত্ত্বা স্বক্ষেত্রমাপ্নুয়াৎ ॥২৪
তদষ্টভাগোপচয়াদ্ যাবৎ সপ্ত গতাঃ সমাঃ ।
সংপ্রাপ্তে ত্বষ্টমে বর্ষে ভুক্তং ক্ষেত্রং লভেত সঃ ॥২৫
সংবৎসরেণার্ধখিলং খিলং তদ্ বৎসরৈস্ত্রিভিঃ ।
পঞ্চবর্ষাবসন্নং তু স্যাৎ ক্ষেত্রমটবীসমম্ ॥২৬
ক্ষেত্রং ত্রিপুরুষং যৎ স্যাদ্ গৃহং বা স্যাৎ ক্রমাগতম্ ।
রাজপ্রসাদাদন্যত্র ন তদ্ভোগঃ পরং নয়েৎ ॥২৭
উৎক্রম্য তু বৃতং যত্র শস্যঘাতো গবাদিভিঃ ।
পালঃ শাস্যো ভবেত্তত্র ন চেচ্ছক্ত্যা নিবারয়েৎ (গ) ॥২৮

জল না হইলে শস্য হয় না আর অধিক জলে শস্য নষ্ট হয়। জল না হইলে যে দোষ দেখা যায়, অতিশয় জলেও সেই দোষ আছে বলিয়া জানিবে।১৯

পূর্বে জল আনয়ন বা অধিক জল নির্গমনের যে পথ ছিল, তাহা যদি নষ্ট হইয়া যায় এবং ক্ষেত্রস্বামীকে না বলিয়া তাহার ক্ষেত্রে অন্য কোন ব্যক্তি যদি সেই পথ অর্থাৎ সেতু প্রস্তুত করে, তাহা হইলে সে ঐ সেতু করার জন্য কোন সুবিধা পাইবে না।২০

ভূস্বামীর যদি মৃত্যু হয়, তবে তাহার বংশধরগণ রাজার অনুমতি গ্রহণ করিয়া পুনরায় সেই সেতুর কার্য্য করিবে।২১

ব্যাধ যেমন বাণবিদ্ধ মৃগকে পুনরায় বিদ্ধ করিলে তাহার বাণ নষ্ট হইয়া থাকে, সেইরূপ এই বিধির অন্যথা করিলে কেবল ক্লেশভোগই হইয়া থাকে। মৃগ এবং ব্যাধের দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহাই বুঝা যায়।২২

ক্ষেত্রস্বামী অসমর্থ, মৃত কিংবা বিদেশগত হইলে অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক নিবারিত না হইয়া কেহ যদি তাহার ক্ষেত্রকর্ষণাদি করে, তাহা হইলে কর্ষণাদি জন্য উৎপন্ন শস্য কর্ষক-ব্যক্তি ভোগ করিবে। (এইস্থলে জ্ঞাতব্য এই যে, কৃষক ৮ ভাগের ৭ ভাগ পাইবে আর ক্ষেত্রস্বামী কেবল অষ্টমভাগরূপ ১ ভাগ পাইবে। কারণ, ২৫ নং শ্লোকে যে বিভাগ-ব্যবস্থা আছে—তাহা সর্বত্র বুঝিতে হইবে)। যদি কর্ষণ করিবার সময় ক্ষেত্র-স্বামী স্বয়ং উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে কর্ষণকারীর সমস্ত ব্যয় দিয়া স্বীয়ক্ষেত্র পাইবে।২৩-২৪

কর্ষণকারীর সাতবৎসর পর্য্যন্ত আটভাগের একভাগ নষ্ট হয় অর্থাৎ কৃষক ক্ষেত্রস্বামীকে সাতবৎসর পর্য্যন্ত আটভাগের একভাগ প্রদান করিয়া নিজে সাতভাগ গ্রহণ করিবে। আর আট বৎসর পূর্ণ হইলে কৃষক এতাবৎকাল পর্য্যন্ত সেই ক্ষেত্র ভোগ করিতেছে বলিয়া তাহারই হইয়া যাইবে। (তখন সেই ক্ষেত্রে মালিক কৃষক হওয়ায় কোন ভাগব্যবস্থা হইবে না)।২৫

একবৎসর কোন ক্ষেত্র কৃষ্ট না হইয়া যদি পড়িয়া থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রকে 'অর্ধখিল' বলিয়া জানিবে। এইরূপ তিনবৎসর পড়িয়া থাকিলে 'খিল' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। আর পাঁচবৎসর পর্য্যন্ত পড়িয়া থাকিলে অবসাদ-গ্রস্ত হয় এবং তখন বনভূমিতুল্য হয় বলিয়া জানিবে।২৬

যে ক্ষেত্র পর পর তিনপুরুষ ধরিয়া কর্ষণাদির দ্বারা দখলে থাকে এবং যে গৃহ পিতৃপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত, রাজার অনুগ্রহব্যতীত তাহাদের ঐ দখল অপরের হইতে দিবে না।২৭

যদি কোন ক্ষেত্রে বৃতি অর্থাৎ বেড়া অতিক্রম

---

পাঠান্তর :—(ক) যাবানম্বুদকে দোষস্তাবনত্যুদকে স্মৃতঃ।
(খ) মৃগ-ব্যাধানুদর্শাৎ।

(গ) পালো দণ্ড্যো ভবেৎ তত্র ন চেচ্ছক্ত্যো ন বারয়েৎ।

সমূলশস্যঘাতে (ক) তু তৎস্বামী সমমাপ্নুয়াৎ।
বধেন পালো মুচ্যেত দণ্ডং স্বামিনি পাতয়েৎ ॥২৯
গৌঃ প্রসূতা দশাহঞ্চ মহোক্ষো বাজি-কুঞ্জরৌ (খ)।
নিবার্য্যাঃ স্যুঃ প্রযত্নেন তেষাং স্বামী ন দণ্ডভাক্ ॥৩০
মাষং গাং দাপয়েদ্দণ্ডং দ্বৌ মাষৌ মহিষীং তথা।
আজাবিকে সবৎসে তু (গ)দণ্ডঃ স্যাদর্ধমাষকঃ ॥৩১
অদণ্ড্যা হস্তিনোঽশ্বাশ্চ প্রজাপালা হি তে মতাঃ।
অদণ্ড্যা গণ্ডকী গৌশ্চ (ঘ) সূতিকা বাভিসারিণী ॥৩২

নষ্টা ভগ্না চ লগ্না চ বৃষভঃ কৃতলক্ষণঃ।
প্রোক্তং তু ছিন্ননাসায়াং বসন্ত্যাং তু চতুর্গুণম্ ॥৩৩
অন্নানাং দ্বিগুণঃ প্রোক্তো বসতাং তু চতুর্গুণঃ।
প্রত্যক্ষচারকাণাং তু চৌরদণ্ডঃ স্মৃতো নৃণাম্ ॥৩৪
যা নষ্টাঃ পালদোষেণ গাবঃ ক্ষেত্রং যদাপ্নুয়ুঃ (ঙ)।
ন তত্র গোমিনাং দণ্ডঃ পালস্তং দণ্ডমর্হতি (চ) ॥৩৫
রাজগ্রাহগৃহীতো বা বজ্রাশনিহতোঽপি বা।
অথ সর্পেণ দষ্টো বা বৃক্ষাদ্ বা পতিতো ভবেৎ ॥৩৬

করিয়া গবাদি পশু শস্য নষ্ট করে এবং পশুপালক যদি তাহাদিগকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা না করে, তাহা হইলে পশুপালক দণ্ডনীয় হইবে।২৮

যেস্থলে শস্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হইবে, সেইস্থলে ক্ষেত্রস্বামী উক্ত ক্ষেত্র হইতে যাহা পাইত, পশুস্বামীর নিকট হইতে তাহার তুল্য শস্য পাইবে, আর পালক অপরাধানুসারে তাড়িত হইয়া মুক্ত হইবে কিন্তু পশুস্বামী দণ্ডভাগী হইবে।২৯

যে গরু দশদিন মাত্র প্রসব করিয়াছে—সেই গরু, অত্যন্ত বলশালী বৃষ, অশ্ব কিংবা হস্তী ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলে বিশেষ যত্নের সহিত তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবে। এইস্থলে শস্য সম্পূর্ণরূপে নস্ট হইলেও পশুস্বামী দণ্ডভাগী হইবে না।৩০

গরু যদি শস্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করে, তাহা হইলে সেই গো-স্বামীর একমাষ সুবর্ণদণ্ড হইবে। এইরূপ মহিষী হইলে দুইমাষ এবং ছাগ বা মেষ হইলে অর্ধমাষ দণ্ড হইবে।৩১

যদি হস্তী এবং অশ্ব শস্য নষ্ট করিয়া থাকে, তবে উহার স্বামী দণ্ডার্হ হইবে না। কারণ, উহারা প্রজাপালনের সহায়ক। অন্য গ্রাম হইতে পলাইয়া আসিয়াছে—এইরূপ গরুর স্বামীও দণ্ডনীয় হইবে না। এইরূপ অনধিক দশদিনের প্রসূতা গাভী এবং অন্যবৃষান্বেষণপরা গাভীর স্বামীও দণ্ডনীয় হইবে না। নষ্ট অর্থাৎ হারাইয়া যাওয়া কিংবা গরুর পাল হইতে বিচ্যুত, ভগ্নপদাদি, উদ্যানে প্রবেশহেতু লতাদির দ্বারা আবদ্ধ, পঙ্কাদিতে নিমগ্ন ও চিহ্নিত অর্থাৎ বৃষোৎসর্গাদি কার্য্যে চক্র-ত্রিশূলাদি অঙ্কিত বৃষ দণ্ডনীয় হইবে না। কিন্তু যে গরু নাসারজ্জু ছিঁড়িয়া বাগানে দীর্ঘকাল অবস্থান করে, তাহাদের পালকের চতুর্গুণ দণ্ড হইবে।৩২-৩৩

যে গরু ক্ষেত্রে প্রবেশপূর্বক শস্য নষ্ট না করিয়া উপবিষ্ট থাকে, তাহার পালকের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে, আর সেইস্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান করিলে (অধিক শস্য নষ্ট করিলে) পালকের চতুর্গুণ দণ্ড হইবে। কিন্তু যেস্থলে পালকদিগের বর্তমানে উহারা শস্যক্ষেত্রে প্রবেশপূর্বক শস্য নষ্ট করে এবং তথায় অবস্থান করে, সেইস্থলে পালকদিগের চৌরদণ্ড শাস্ত্র-সম্মত।৩৪

যেস্থলে পালকের অনবধানতাবশতঃ গো-সকল শস্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া শস্য নষ্ট করে, সেইস্থলে পালকের অর্থাৎ গোচারণকারীরই দণ্ড হইবে, মালিকের নহে।৩৫

যদি গবাদি পশুকে রাজা কোন কর্মের জন্য গ্রহণ

**পাঠান্তর**ঃ—(ক) সমূলশস্যনাশে তু—।
(খ) গৌঃ প্রসূতা দশাহাচ্চ মহোক্ষাজাবি-কুঞ্জরাঃ
(গ) অজাবিকে চ বৎসে চ—। (ঘ) অদণ্ড্যা গর্ভিণী গৌশ্চ—।
(ঙ) গাবঃ ক্ষেত্রসমাশ্রিতাঃ।
(চ) ন তত্র গোমিনো দণ্ডঃ পালস্তদ্দণ্ডমর্হতি

ব্যাঘ্রাদিভির্হতো বাপি ব্যাধিভির্বাপ্যুপদ্রুতঃ।
ন তত্র দোষঃ পালস্য ন চ দোষোঽস্তি
গোমিনাম্ (ক) ॥৩৭

গোভিস্তু ভক্ষিতং ধান্যং যো নরঃ প্রতিযাচতে (খ)।
সামন্তানুমতে দেয়ং ধান্যং যত্তত্র ভক্ষিতম্ ॥৩৮
গাবস্তু গোমিনা দেয়া ধান্যং তৎ কর্ষিকস্য তু (গ)।
এবং হি বিনয়ঃ প্রোক্তো গোপৈঃ শস্যাবপাতনাৎ ॥৩৯
গ্রামোপান্তে চ যৎক্ষেত্রং বিবীতান্তে মহাপথে।
অনাবৃতে চেত্তন্নাশে ন পালস্য ব্যতিক্রমঃ (ঘ) ॥৪০

করিয়া থাকেন, নদীতে জলপানকালীন যদি সেই পশুকে লইয়া যায়, বজ্র কিংবা বিদ্যুৎ কর্তৃক হত হয়, সর্পদষ্ট হয়, ভূমিপতিত বক্রবৃক্ষে উঠিতে যাইয়া পড়িয়া যায়, ব্যাঘ্রাদি কর্তৃক হত কিংবা কোন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাহা হইলে পশুপালক এবং পশুস্বামীর কোন দোষ হইবে না।৩৬-৩৭

যেস্থলে গো-সকল ধান্য ভক্ষণ করিলে যে ব্যক্তি গো-স্বামীর নিকট তাহার ক্ষতিপূরণ চাহিবে, সেইস্থলে নিকটস্থ ভূমির মালিকগণের মতানুযায়ী যে পরিমাণ ধান্য গরু ভক্ষণ করিয়াছিল বলিয়া স্থির হইবে, গো-স্বামী সেই পরিমাণ ধান্যই প্রদান করিবে। কর্ষক শস্য-ভক্ষণের জন্য যে গরুকে বন্ধ করিয়াছিল, তাহা গো-স্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবে এবং গো-স্বামীও উক্ত শস্য কৃষককে দিবে। অনবহিত গো-পালক কর্তৃক শস্য নষ্ট হইলে এইরূপ দণ্ড কথিত আছে।৩৮-৩৯

গ্রামের সন্নিকটে যে ক্ষেত্র, প্রচুরতৃণাদিযুক্ত ভূমির নিকটে যে ক্ষেত্র, বৃহৎপথের নিকটে কিংবা আবরণশূন্য অর্থাৎ বেড়াহীন যে ক্ষেত্র, সেই ক্ষেত্রের শস্য যদি গবাদি পশু নষ্ট করিয়া থাকে, তবে তাহা পশুপালকের চারণ-নিয়মের ব্যতিক্রমজনিত দোষ বলিয়া স্বীকৃত হইবে না।৪০

পাঠান্তর ঃ—(ক) ন তত্র পালদোষঃ স্যান্নৈব দোষোঽস্তি গোমিনাম্।
(খ) যো নরঃ প্রতিমার্গতি। (গ) ধান্যং তৎ কৃষকস্য তু।
(ঘ) অনাবৃতং চেত্তন্নাশে ন গোপস্য ব্যতিক্রমঃ।



পথি ক্ষেত্রে বৃতিঃ কার্য্যা যামুষ্ট্রো নাবালোকয়েৎ।
লঙ্ঘয়েৎ পশুর্বাশ্বো ন ভিন্দ্যাদ্ যাঞ্চ শূকরঃ ॥৪১
গৃহক্ষেত্রে চ দৃষ্টে দ্বে বাসহেতূ কুটুম্বিনাম্ *।
তস্মাত্তেনোৎক্ষিপেদ্ রাজা তদ্ধি মূলং কুটুম্বিনাম্ ॥৪২
বৃদ্ধে জনপদে রাজ্ঞো ধর্ম্মঃ কোশশ্চ বর্দ্ধতে।
হীয়তে হীয়মানে তু বৃদ্ধিহেতুমতঃ শ্রয়েৎ ॥৪৩

ইতি নারদ-স্মৃতৌ চতুর্দ্দশাধ্যায়ে সীমাবন্ধো
নামৈকাদশং ব্যবহারপদম্ ॥

পথিপার্শ্বস্থিত ক্ষেত্রে এমনভাবে উচ্চ ও ঘনভাবে বেড়া দিবে—যেন উটও সেই ক্ষেত্রের শস্য দেখিতে না পায়, গবাদি পশু ও অশ্ব যাহা লঙ্ঘন করিতে না পারে এবং বরাহ ও যাহা ভেদ করিতে সমর্থ না হয়।৪১

পরিজনবর্গের সহিত বসবাসকারিগণের গৃহ এবং ক্ষেত্র এই দুইটি বাসকরার হেতু বলিয়া কথিত, অতএব রাজা তাহাদের ঐ দুইটি কাড়িয়া লইবেন না। পরিজনপরিবৃত-ব্যক্তিগণের উহাই হইল বাসবাসের এবং জীবনধারণের মূল।৪২

জনপদ-বৃদ্ধি হইলে রাজার ধর্ম এবং অর্থবৃদ্ধি হইয়া থাকে, জনপদ হান অর্থাৎ কম হইতে থাকিলে রাজার ধর্ম এবং অর্থ-ক্ষয় হইবে। এইজন্য রাজা অভ্যুদয়ের কারণকেই সর্বদা আশ্রয় করিবেন।৪৩

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গ-
ভাষানুবাদ-সহিত নারদস্মৃতির চতুর্দশাধ্যায়ে
সীমাবন্ধনামক একাদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

৪১নং শ্লোকের পর গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি অধিক দেখা যায়—

* খাতখাতস্য কেদারমাহুঃ শল্যবতো মৃগম্।
ইষবস্তস্য নশ্যন্তি যো বিদ্ধমনুবিধ্যতি ॥
অশক্তঃপ্রত্যষ্টৈমু ক্ষেত্রিকেষ্বনিবারিতঃ।
নিকৃষ্যমাণে ক্ষেত্রে চেৎ ক্ষেত্রিকঃ পুনরাব্রজেৎ ॥
বীজাপচারং তৎ সর্বং দত্ত্বা স্বং ক্ষেত্রমাপ্নুয়াৎ।
গৃহং ক্ষেত্রঞ্চ বিজ্ঞেয়ং বাসহেতুঃ কুটুম্বিনাম্ ॥

## পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

### স্ত্রী-পুংসযোগো নাম দ্বাদশ ব্যবহারপদম্

বিবাহাদিবিধিঃ স্ত্রীণাং যত্র পুংসাঞ্চ কীর্ত্যতে।
স্ত্রী-পুংসযোগনামৈতদ্‌বিবাদপদমুচ্যতে ॥১

স্ত্রীপুংসয়োস্তু সম্বন্ধে (ক) বরণং প্রাগ্ বিধীয়তে।
বরণাদ্ গ্রহণং পাণেঃ সংস্কারোঽথ দ্বিলক্ষণঃ ॥২

তয়োরনিয়তং প্রোক্তং বরণং দোষদর্শনাৎ।
পাণিগ্রহণমন্ত্রশ্চ (খ) নিয়তং দারলক্ষণম্ ॥৩

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরিগ্রহে।
সজাতিঃ শ্রেয়সী ভার্য্যা সজাতিশ্চ পতিঃ
স্ত্রিয়াঃ (গ) ॥৪

ব্রাহ্মণস্যানুলোম্যেন স্ত্রিয়োঽন্যাস্তিস্র এব তু।
শূদ্রায়াঃ প্রাতিলোম্যেন তথান্যে পতয়স্ত্রয়ঃ ॥৫

দ্বে ভার্য্যে ক্ষত্রিয়স্যান্যে বৈশ্যস্যৈকা প্রকীর্তিতা।
বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী জ্ঞেয়াবেকোঽন্যঃ
ক্ষত্রিয়াপতিঃ (ঘ) ॥৬

আ সপ্তমাৎ পঞ্চমাদ্ বা বন্ধুভ্যঃ পিতৃ-মাতৃতঃ।
অবিবাহ্যাঃ সগোত্রাঃ স্যুঃ সমানপ্রবরাস্তথা ॥৭

পরীক্ষ্য পুরুষঃ পুংস্ত্বে নিজৈরেবাঙ্গলক্ষণৈঃ।
পুমাংশ্চেদবিকল্পেন স কন্যাং লব্ধুমর্হতি ॥৮

সুবদ্ধজত্রু-জঙ্ঘাস্থিঃ সুবদ্ধাংশশিরোরুহঃ (ঙ)।
স্থূলঘাটস্তনূরুস্ত্বগবিলগ্নগতিস্বরঃ ॥৯

রেতোঽস্যোৎপ্লবতে নাপ্সু হ্লাদি
মূত্রঞ্চ ফেনিলম্ চ)।

---

### দ্বাদশ ব্যবহারপদ।

### স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহবিধি।

এই প্রকরণে স্ত্রী ও পুরুষের বিবাহাদি সম্বন্ধে যে বিধি কথিত হইতেছে, তাহাকে স্ত্রী-পুরুষের যোগ অর্থাৎ সম্বন্ধনামক বিবাদপদ বলে।১

স্ত্রী এবং পুরুষের সম্বন্ধ বিষয়ে প্রথমে বরণ করণীয়। বরণের পর 'পাণিগ্রহণ' সংস্কার, তাহা দুই প্রকার।২

ঐ যে স্ত্রী এবং পুরুষের বরণের কথা বলা হইল, উহা সর্বত্র থাকে না—ইহা কথিত আছে; কারণ, উহাতে দোষ দেখা যায় কিন্তু পাণিগ্রহণের মন্ত্রই সকল স্থানে দারলক্ষণ অর্থাৎ ভার্য্যাত্বনিষ্পাদক হইয়া থাকে।৩

দারপরিগ্রহ-বিষয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের সজাতীয়া ভার্য্যাই প্রশস্ত বলিয়া জানিবে। এইরূপ স্ত্রীগণেরও সজাতীয় পুরুষই প্রশস্ত বলিয়া কথিত।৪

ব্রাহ্মণের সজাতীয়া স্ত্রী ভিন্ন ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই অনুলোমক্রমে আরও ত্রিবিধ ভার্য্যা হইতে পারিবে। এইরূপ শূদ্রকন্যার সজাতীয় পুরুষ ভিন্ন প্রতিলোমক্রমে বৈশ্য, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই তিনপ্রকার পতি হইতে পারিবে।৫

এইরূপ অনুলোমক্রমে ক্ষত্রিয়ের সজাতীয়া ভার্য্যা ভিন্ন বৈশ্যা ও শূদ্রা এই দ্বিবিধ ভার্য্যা হইবে, বৈশ্যের সজাতীয়া ভার্য্যা ভিন্ন শূদ্রা-স্ত্রীও ভার্য্যা হইতে পারিবে। এই বিধিক্রমে বৈশ্য-কন্যার সজাতীয় ভিন্ন ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ এই দুই জাতীয় পতি হইতে পারিবে। এইরূপ ক্ষত্রিয়-কন্যারও সজাতীয় ভিন্ন অন্যপ্রকার ব্রাহ্মণপতি হইতে পারিবে।৬

পিতা এবং পিতৃবন্ধু অর্থাৎ পিতৃষ্বসৃ-পুত্রাদি হইতে যে কন্যা সপ্তমমধ্যবর্তিনী হইবে, এইরূপ মাতা ও মাতৃবন্ধু অর্থাৎ মাতৃষ্বসৃপুত্র ও মাতুলপুত্রাদি হইতে যে কন্যা পঞ্চমমধ্যবর্তিনী হইবে—তাহারা আর সগোত্রা কন্যা অথবা ভিন্নগোত্রা হইলেও সমানপ্রবরা কন্যা বিবাহযোগ্যা হইবে না।৭

স্বীয় অবয়বের চিহ্নাদি দ্বারা পুরুষের পুরুষত্ব-বিষয়ে

---

পাঠান্তর :—(ক) স্ত্র-পুংসয়োস্ত সম্বন্ধাৎ—।
(খ) পাণিগ্রহণমন্ত্রাভ্যাং—।
(গ) স্বজাত্যা শ্রেয়সী ভার্য্যা স্বজাত্যশ্চ পতিঃ স্ত্রিয়াঃ।
(ঘ) বৈশ্যায়া দ্বৌ পতী অন্যা একোঽন্যঃ ক্ষত্রিয়াপতিঃ।
(ঙ) —সুবদ্ধাংশশিরোধরঃ।
(চ) বিট্ চাস্য প্লবতে নাপ্সু রাবি মূত্রঞ্চ ফেনিলম্।

পুমান্ স্যাল্লক্ষণৈরেতৈ বিপরীতস্তু ষণ্ডকঃ ॥১০

চতুর্দশবিধঃ শাস্ত্রে ষণ্ডো দৃষ্টো মনীষিভিঃ (ক)।
চিকিৎস্যশ্চাচিকিৎস্যশ্চ তেষামুক্তো বিধিঃ ক্রমাৎ ॥১১

নিসর্গষণ্ডো বধ্রিশ্চ (খ) পক্ষষণ্ডস্তথৈব চ।
অভিশাপাদ্ গুরো রোগাদ্দৈবক্রোধাত্তথৈব চ ॥১২

ঈর্ষ্যাষণ্ডশ্চ সেব্যশ্চ বাতরেতা মুখেভগঃ।
আক্ষিপ্তো মোঘবীজশ্চ শালীনোঽন্যাপতিস্তথা ॥১৩

তত্রাদ্যাবপ্রতীকারৌ পক্ষাখ্যো মাসমাচরেৎ।
অনুক্রমাত্ত্রয়স্যাস্য কালং সংবৎসরঃ স্মৃতঃ ॥১৪
ঈর্ষ্যাষণ্ডাদয়ো যেঽন্যেচত্বারঃ সমুদাহৃতাঃ।
ত্যক্তব্যাস্তে পতিতবৎ ক্ষতযোন্যা অপি স্ত্রিয়াঃ ॥১৫
আক্ষিপ্ত-মোঘবীজাভ্যাং কৃতেঽপি পতিকর্ম্মণি।
পতিরন্যঃ স্মৃতো নার্য্যা বৎসরার্ধং প্রতিক্ষ্য তু (গ)॥১৬
শালীনস্যাপি ধৃষ্টস্ত্রী সংযোগাদ্ ভ্রশ্যতে ধ্বজঃ।
তং হীনবেগমন্যস্ত্রী-বালাদ্যাভিরুপাচরেৎ (ঘ) ॥১৭
অন্যস্যাং যো মনুষ্যঃ স্যাদমনুষ্যঃ স্বযোষিতি।
লভেত সান্যং ভর্তারমেতৎ কার্য্যং প্রজাপতেঃ ॥১৮

পরীক্ষা কর্তব্য। পরীক্ষিত হইয়া পুংস্ত্ব-বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলে সেই পুরুষ কন্যালাভ করিবার যোগ্য হইবে। যে পুরুষের স্কন্ধ-সন্ধির অস্থি এবং জানু ও তাহার অস্থি উত্তমরূপে সুসংবদ্ধ, যাহার মস্তকের কেশ ও স্কন্ধ সুদৃঢ়, যাহার গ্রীবার পশ্চাদ্‌ভাগ স্থূল, যাহার গাত্রচর্ম লোমযুক্ত এবং যাহার গতি ও স্বর সবল অর্থাৎ যে খঞ্জ বা তোত্‌লা নয়, যে ব্যক্তির শুক্র জলে ভাসে না, অবাধগতিতে যাহার মূত্র নিঃসৃত হইয়া ফেনাযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই পুরুষত্বসম্পন্ন—ইহা স্থির জানিবে। ইহার বিপরীত লক্ষণ হইলে তাহাকে ক্লীব বলিয়া জানিবে।৮-১০

মনীষিগণ চতুর্দশপ্রকার ক্লীব শাস্ত্রে দেখিয়াছেন। এই ক্লীবদোষ কোন কোন স্থলে চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হয়, কোন কোন স্থলে হয় না। সেইহেতু ক্লীব দুই প্রকার—সে বিষয়ে ক্রমে বলা হইতেছে।১১

স্বভাবতঃ ক্লীব অর্থাৎ বীজকোষ ও লিঙ্গহীন, অণ্ডকোষহীন, একপক্ষকাল অর্থাৎ পনরদিন রতিশক্তিহীন, গুরুর অভিশাপজন্য, রোগজন্য ও দেবতার কোপজন্য রতিশক্তিহীন। যে ব্যক্তি নারীর উপরে বিদ্বেষের জন্য কোন দ্রব্যগুণে ক্লীব, সেব্য অর্থাৎ স্ত্রীর সেবাদি জন্য উদ্দীপনা-বশে যে শক্তিলাভ করে, যাহার শুক্রস্খলন হয় না—বায়ুমাত্র নির্গত হয়, 'মুখে ভগ' অর্থাৎ পুরুষত্ব-হানিকর রোগবিশেষ, শুক্রত্যাগসময়ে যাহার শুক্র ত্যাগ না হইয়া অভ্যন্তরেই থাকে, যাহার শুক্রে গর্ভোৎপত্তি হয় না, স্ত্রীসংসর্গে যাহার লিঙ্গ উত্থিত হয় না অর্থাৎ ধ্বজভঙ্গ, স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য স্ত্রীতে যাহার রতিশক্তি হয়—এই সকল ব্যক্তিগণকে ক্লীব বলিয়া জানিবে।১২-১৩

এই যেসকল ক্লীবের কথা বলা হইল, তাহার মধ্যে প্রথম দুইটির অর্থাৎ লিঙ্গ এবং কোষরহিত যে ব্যক্তি এবং অণ্ডকোষরহিত যে ব্যক্তি—এই উভয় ব্যক্তির কোন প্রতিকার নাই। একপক্ষকাল রতিহান ব্যক্তির জন্য একমাসকাল প্রতীক্ষা করিবে। এইরূপ গুরুর অভিশাপ, রোগ এবং দেবতার কোপজন্য যে ক্লীব, তাহার জন্য একবৎসর প্রতীক্ষা করিবে।১৪

নারীর উপর বিদ্বেষবশতঃ যে ক্লীব, সেব্য, বীর্য্যস্খলন-রহিত ও মুখেভগ—এই চতুর্বিধ ক্লীবের দ্বারা নারী উপভুক্তা হইলেও তাহাদিগকে পতিতের ন্যায় পরিত্যাগ করিবে। যাহার শুক্রত্যাগকালে শুক্র বহির্গত হয় না এবং যাহার শুক্রে গর্ভোৎপত্তি হয় না—এই দ্বিবিধ পুরুষ পতিকার্য্য করিলেও ছয়মাসকাল প্রতীক্ষা করিবার পর সেই নারী অন্য পতি গ্রহণ করিতে পারিবে।১৫-১৬

যে ব্যক্তির স্ত্রীসম্পর্ককালে পুংস্ত্বের ভ্রংশ অর্থাৎ

পাঠান্তর ঃ(ক) —স তু দৃষ্টো মনীষিভিঃ (খ) নিসর্গষণ্ডো বধ্রশ্চ—

(গ) আক্ষিপ্ত-মোঘবীজৌ চ পত্যাবপ্রতিকর্ম্মণি।
পতিরন্যঃ স্মৃতো নার্য্যা বৎসরং সম্প্রতীক্ষ্য তু ॥

(ঘ) তং হীন-বেগ-মন্যস্ত্রী-বালাদ্যাভিরুপাচরেৎ

অপত্যার্থং স্ত্রিয়ঃ সৃষ্টাঃ স্ত্রীক্ষেত্রং
বীজিনো নরাঃ (ক)।
ক্ষেত্রং বীজবতে দেয়ং নাবীজী ক্ষেত্রমর্হতি ॥১৯
পিতা দদ্যাৎ স্বয়ং কন্যাং ভ্রাতা বানুমতে পিতুঃ।
পিতামহো (খ) মাতুলশ্চ সকুল্যা বান্ধবাস্তথা ॥২০
মাতা ত্বভাবে সর্বেষাং (গ) প্রকৃতৌ যদি বর্ততে।
তস্যামপ্রকৃতিস্থায়াং দদ্যুঃ কন্যাং সনাভয়ঃ (ঘ) ॥২১
যদা তু নৈব কশ্চিৎ স্যাৎ কন্যা রাজানমাশ্রয়েৎ (ঙ)।
অনুজ্ঞয়া তস্য বরং প্রতীত্য বরয়েৎ স্বয়ম্ ॥২২

সবর্ণমনুরূপঞ্চ কুল-শীল-বয়ঃ-শ্রুতৈঃ (চ)।
সহ ধর্মং চরেত্তেন প্রজাং চোৎপাদয়েত্ততঃ (ছ) ॥২৩
প্রতিগৃহ্য চ যঃ কন্যাং বরো দেশান্তরং ব্রজেৎ (জ)।
ত্রীনৃতূন্ সমতিক্রম্য কন্যান্যং বরয়েদ্ বরম্ ॥২৪
কন্যা নর্তুমুপেক্ষেত বান্ধবেভ্যো নিবেদয়েৎ।
তে চেন্ন দদ্যুস্তাং ভর্ত্রে তে স্যুর্ভ্রূণহভিঃ সমাঃ ॥২৫
যাবন্তশ্চর্তবস্তস্যাঃ সমতীয়ুঃ পতিং বিনা (ঝ)।
তাবত্যো ভ্রূণহত্যাঃ স্যুস্তস্য যো ন দদাতি তাম্ ॥২৬
অতঃ প্রবৃত্তে (ঞ) রজসি কন্যাং দদ্যাৎ পিতা সকৃৎ।

ধ্বজভঙ্গ দেখা যায়, সেই ব্যক্তিকে স্ত্রীবিষয়ে হীনবেগ বলিয়া উত্তেজনা-বৃদ্ধির জন্য অন্য বালিকাদি-সংসর্গ দ্বারা তাহার শুশ্রূষা করিবে।১৭

যে ব্যক্তি অন্য স্ত্রীলোকের নিকটে পুরুষোচিত কার্য্য করে এবং স্বীয় স্ত্রীর নিকটে পুরুষত্ববর্জিত হয়, সেই ব্যক্তির স্ত্রী অন্য স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবে- ইহা প্রজাপতি নির্দেশ দিয়াছেন।১৮

সন্তানোৎপত্তির জন্যই নারীর সৃষ্টি। গর্ভধারণ-যোগ্য স্ত্রীলোক হইল "ক্ষেত্র" আর পুরুষ "বীজী"। অতএব যাহার বীজ আছে, সে-ই ক্ষেত্র পাইবার যোগ্য, যাহার নাই, সেই ব্যক্তি ক্ষেত্র পাইবার যোগ্য নহে।১৯

পিতা স্বয়ংই কন্যাকে দান করিবেন। পিতার অনুমতিক্রমে ভ্রাতা বা ভগিনীও তাহাকে দান করিতে পারিবে। তাহার অভাব হইলে পিতামহ, কন্যার মাতুল, নিকট জ্ঞাতি কিংবা বান্ধব অর্থাৎ মাতুলপুত্রাদি দান করিতে পারিবে।২০

এই সকল পুরুষপরম্পরার যদি অভাব হয় এবং কন্যার মাতা যদি প্রকৃতিস্থ থাকেন, তাহা হইলে মাতাই কন্যাদান করিবেন। মাতা প্রকৃতিস্থ না থাকিলে জ্ঞাতিবর্গ ঐ কন্যাকে দান করিবে।২১

যদি জ্ঞাতিবর্গেরও কেহ না থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যা রাজাকে আশ্রয় করিবে। তখন সেই রাজার আদেশে বরের বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কন্যা স্বয়ংই সেই বরকে বরণ করিয়া লইবে।২২

কন্যা বংশ, স্বভাব, বয়স ও শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা নিজের তুল্য স্বজাতীয় ব্যক্তিকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যা হইলে ব্রাহ্মণকে, ক্ষত্রিয়কন্যা হইলে ক্ষত্রিয়কে বিবাহ করিয়া তাহার সহিত সকল ধর্মাচরণ করিবে এবং সন্তানের জননী হইবে।২৩

যদি বর কন্যা-প্রতিগ্রহ করিবার অঙ্গীকার করিয়া দেশান্তরে চলিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কন্যা তিন ঋতু অর্থাৎ ছয়মাস অতীত হওয়ার পর অন্য পুরুষকে পতিত্বে বরণ করিয়া লইবে।২৪

কন্যা যদি বিবাহের পূর্বে ঋতুমতী হয়, তাহা হইলে ঐ কন্যা সেই বিষয় গোপন না করিয়া পিত্রাদিকে তাহা জানাইবে। পিতা প্রভৃতি যদি ঐ কন্যাকে দান না করেন, তাহা হইলে তাঁহারা গর্ভস্থশিশুহত্যাকারীর তুল্য পাপী হইবেন।২৫

ঐ কন্যার যতগুলি ঋতুকাল পতিসংযোগ না হইয়া অতীত হইবে, তাহার দানাধিকারী ব্যক্তিগণ ততগুলি ভ্রূণহত্যার পাপে পাপী হইবে।২৬

এইজন্য ঋতুদর্শন না হইতেই পিতা কন্যাকে দান করিবেন। কন্যাদান একবার মাত্র হইবে। অন্যথা পিতা

**পাঠান্তর** :—(ক) —বীজিনঃ প্রজাঃ। (খ) মাতামহো—
(গ) মাতাভাবে তু সর্বেষাং—। (ঘ) —সজাতয়ঃ।
(ঙ) —কন্যা রাজানসা ব্রজেৎ।

(চ) —কুল-রূপ-বয়ঃ-শ্রুতৈঃ। (ছ) —পুত্রাংশ্চোৎপাদয়েত্ততঃ।
(জ) —নরো ব্রজেদ্ দেশান্তরম্।
(ঝ) —সমতীতা বিনাপতিম্। (ঞ) অতোঽপ্রবৃত্তে—।

মহদেনঃ স্পৃশেদেনমন্যথৈব বিধিঃ সতাম্ ॥২৭
সকৃদংশো নিপততি সকৃৎ কন্যা প্রদীয়তে।
সকৃদাহ দদানীতি ত্রীণ্যেতানি সতাং সকৃৎ (ক) ॥২৮
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু পঞ্চস্বেষ বিধিঃ স্মৃতঃ।
গুণাপেক্ষং ভবেদ্দানমাসুরাদিষু চ ত্রিষু ॥২৯
কন্যায়াং দত্তশুল্কায়াং জ্যায়াংশ্চেদ্ বর আব্রজেৎ।
ধর্মার্থ-কামসংযুক্তো (খ) বাক্যং তত্রানৃতং ভবেৎ ॥৩০
নাদুষ্টাং দূষয়েৎ কন্যাং নাদুষ্টং দূষয়েদ্ বরম্।
দোষে তু সতি নাগঃ স্যাদন্যোন্যং ত্যজতোস্তয়োঃ ॥৩১

গুরুপাপে আক্রান্ত হইবেন-- ইহাই সাধুদিগের নিয়ম। (মূলে "অতঃ প্রবৃত্তে রজসি" এই পাঠের স্থলে "অতোঽপ্রবৃত্তে রজসি" পাঠ হইবে)।২৭

সম্পত্তিবিভাগ-হেতু অংশীদারগণের নিজ নিজ অংশের নির্ণয় একবার মাত্র হয়। সেইরূপ কন্যার সম্প্রদানও একবার হয় এবং দান-সম্বন্ধীয় সম্প্রদানবাক্যে একবার মাত্রই "দদানি" পদ ব্যবহৃত হয়, কারণ এই তিনটি একবার মাত্র হইবে—ইহা সাধুদিগের অভিমত।২৮

এই যে একবার মাত্র দানের বিধির কথা বলা হইল, তাহা ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব এই পঞ্চবিধ বিবাহ-বিষয়ে জানিবে। আর আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ এই ত্রিবিধ বিবাহে গুণ অবলোকনপূর্বক দান হইবে অর্থাৎ বাগ্‌দানাদি হইলেও এই তিনটি বিবাহেই বর উপেক্ষিত হইতে পারিবে।২৯

কন্যাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিয়া কোন ব্যক্তি ঐ কন্যাকে শুল্ক অর্থাৎ অর্থাদি দিয়া যাইলেও যদি উক্ত বর হইতে ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গবিশিষ্ট অন্য উৎকৃষ্ট পাত্র ঐ কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আসিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই পাত্রকেই কন্যাদান করিবে। সেইক্ষেত্রে পূর্ববাক্য মিথ্যা হইবে।৩০

যে কন্যার কোন দোষ দেখা যায় না, তাহার উপর মিথ্যা দোষারোপ করিয়া তাহাকে দূষিত করিবে না। এইরূপ দোষরহিত বরের উপরও দোষারোপ করণীয় নহে। যদি কোন দোষ দেখা যায়, তাহা হইলে পরস্পর পরস্পরকে ত্যাগ করার জন্য কোনরূপ অপরাধ হইবে না।৩১

দত্ত্বা ন্যায়েন যঃ কন্যাং বরায় ন দদাতি তাম্।
অদুষ্টশ্চেদ্ বরো রাজ্ঞা স দণ্ড্যস্তত্র চৌরবৎ ॥৩২
যস্তু দোষবতীং কন্যামনাখ্যায় প্রযচ্ছতি।
তস্য কুর্য্যান্নৃপো দণ্ডং পূর্বসাহসচোদিতম্ ॥৩৩
অকন্যেতি তু যঃ কন্যাং ব্রূয়াদ্ দ্বেষেণ মানবঃ।
স শতং প্রাপ্নুয়াদ্দণ্ডং তস্যা দোষমদর্শয়ন্ ॥৩৪
প্রতিগৃহ্য তু যঃ কন্যামদুষ্টামুৎসৃজেন্নরঃ (গ)।
স বিনেয়স্ত্বকামোঽপি (ঘ) কন্যাং
তামেব চোদ্বহেৎ ॥৩৫

যথানিয়মে বরকে কন্যাদান করিবার পর সেই কন্যাকে যদি বরের হস্তে অর্পণ করা না হয় এবং ঐ বর যদি কোন দোষে দোষী না হয়, তবে ঐ কন্যার অভিভাবককে রাজা চৌরদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।৩২

কন্যার দোষ থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহা না বলিয়া দান করে, রাজা তাহাকে প্রথমসাহস-দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।৩৩

যে ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ কন্যার উপর 'কন্যা নহে' ইত্যাদি বলিয়া অযথা দোষারোপ করে এবং পরে যদি সেই কন্যার কোন দোষ প্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি শতপণ দণ্ড-ভাগী হইবে।৩৪

যে ব্যক্তি কন্যাকে বিবাহ করিবার অঙ্গীকার করিয়া কোন দোষ না থাকিলেও পরিত্যাগ করে, সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে এবং ইচ্ছা না থাকিলেও সেই কন্যাকেই তাহার বিবাহ করিতে হইবে।৩৫

যে কন্যা দীর্ঘকালীন অসাধ্য কিংবা ঘৃণ্যরোগে আক্রান্তা, অঙ্গহীনা, পরপুরুষসঙ্গকারিণী, চৌর্য্যাদি

পাঠান্তর :—(ক)—ত্রীণ্যেতানি সকৃৎ সকৃৎ।
(খ) ধর্মার্থ-কামসংযুক্তং—।
(গ)—অদুষ্টামুৎসৃজেদ্ বরঃ। (ঘ) বিনেয়ঃ সোঽপ্যকামোঽপি-

দীর্ঘ-কুৎসিতরোগার্তা ব্যঙ্গাঃ সংসৃষ্টমৈথুনাঃ ।
দুষ্টান্যগতভাবাশ্চ (ক) কন্যাদোষাঃ প্রকীর্তিতা ॥৩৬

উন্মত্তঃ পতিতঃ ক্লীবো দুর্ভগস্ত্যক্তবান্ধবঃ (খ) ।
কন্যাদোষৌ চ যৌ পূর্বাবেষ দোষগণো বরে ॥৩৭

অষ্টৌ বিবাহা বর্ণানাং সংস্কারার্থং প্রকীর্তিতাঃ (গ) ।
ব্রাহ্মস্তু প্রথমস্তেষাং প্রাজাপত্যস্তথাপরঃ (ঘ) ॥৩৮

আর্ষশ্চৈব হি (ঙ) দৈবশ্চ গান্ধর্বশ্চাসুরস্তথা ।
রাক্ষসোঽন্তরস্তস্মাৎ পৈশাচস্ত্বষ্টমঃ স্মৃতঃ (চ) ॥৩৯

সৎ কৃত্যাহূয় কন্যাং তু দদ্যাদ্ ব্রাহ্মে ত্বলংকৃতাম্(ছ) ।
সহ ধর্মং চরেত্যুক্ত্বা প্রাজাপত্যো বিধিঃ স্মৃতঃ (জ) ॥৪০

বস্ত্র-গোমিথুনাভ্যাং তু (ঝ) বিবাহস্ত্বার্ষ উচ্যতে ।
অন্তর্বেদ্যাং তু দৈবঃ স্যাদৃত্বিজে কর্ম কুর্বতে ॥৪১

ইচ্ছন্তীমিচ্ছতঃ প্রাহুর্গান্ধর্বং নাম পঞ্চমম্ (ঞ) ।
বিবাহশ্চাসুরো জ্ঞেয়ঃ শুল্কসংব্যবহারতঃ ॥৪২

প্রসহ্য হরণাদুক্তো বিবাহো রাক্ষসস্তথা (ট) ।
সুপ্ত-প্রমত্তোপগমাৎ (ঠ) পৈশাচস্ত্বষ্টমোঽধমঃ ॥৪৩

এষাং তু ধর্ম্যাশ্চত্বারো ব্রাহ্মাদ্যাঃ সমুদাহৃতাঃ ।
সাধারণঃ স্যাদ্ গান্ধর্বস্ত্রয়োঽধর্ম্যাস্ততঃ পরে ॥৪৪

পরপূর্বাঃ স্ত্রিয়স্ত্বন্যাঃ সপ্ত প্রোক্তা যথাক্রমম্ ।
পুনর্ভূস্ত্রিবিধা তাসাং স্বৈরিণী তু চতুর্বিধা ॥৪৫

কন্যৈবাক্ষতযোনির্যা পাণিগ্রহণদূষিতা ।
পুনর্ভূঃ প্রথমা প্রোক্তা পুনঃ সংস্কারমর্হতি (ড) ॥৪৬

দোষদুষ্টা কিংবা পুরুষান্তরে অনুরাগিণী, সেই কন্যা বিবাহযোগ্যা নহে—এইগুলি কন্যার দোষ বলিয়া জানিবে।৩৬

উন্মাদগ্রস্ত, পতিত, ক্লীব, লোকবিদ্বিষ্ট, দোষজন্য আত্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত, দীর্ঘকালীন অসাধ্য কিংবা ঘৃণ্যরোগে আক্রান্ত এবং কোন অঙ্গরহিত—এতাদৃশ বর দোষযুক্ত বলিয়া জানিবে।৩৭

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র—এই বর্ণচতুষ্টয়ের সংস্কারের জন্য অষ্টবিধ বিবাহ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, যথা—ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ, দৈব, গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ।৩৮-৩৯

যাহাকে কন্যাদান করা হইবে, সেই বরকে সমাদরে আহ্বান করিয়া অলঙ্কৃতা কন্যা গ্রহণের উদ্দেশ্যে যে দান করা হয়, এইরূপ দানধর্মান্বিত বিবাহকে 'ব্রাহ্ম' বিবাহ বলিয়া জানিবে। "তোমরা উভয়ে মিলিত হইয়া ধর্মাচরণ কর" এই কথা বলিয়া যেস্থলে কন্যাদান করা হয়, সেইস্থলে 'প্রাজাপত্য' নামক বিবাহ হইবে।৪০

বস্ত্র ও গোমিথুন অর্থাৎ বৃষ ও গাভীর সহিত উক্তরূপে গ্রহণোদ্দেশে যে কন্যা-সম্প্রদান করা হয়, তাহাকেই 'আর্ষ'-বিবাহ বলিয়া জানিবে। ঋত্বিক্ যজ্ঞবেদীতে যজ্ঞ করিতেছে, ঐ বেদীমধ্যে কন্যার পিতা উক্ত ঋত্বিক্‌কে যদি কন্যাদান করে এবং সেই ঋত্বিক্ যদি ঐ কন্যাকে গ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ বিবাহকে 'দৈব'-বিবাহ বলিয়া জানিবে।৪১

কন্যা এবং বর পরস্পর পতি-পত্নী হইতে ইচ্ছা করিয়া যদি ঐ বর উক্ত কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে 'গান্ধর্ব'-বিবাহ বলা হইয়া থাকে। আর যেস্থলে কন্যার অভিভাবককে শুল্ক অর্থাৎ অর্থাদি দান করিয়া সেই কন্যাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে 'আসুর'-বিবাহ বলে।৪২

বলপূর্বক কন্যাকে হরণ করিয়া যেস্থলে তাহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করা হয়, তাহাকে 'রাক্ষস'-বিবাহ বলিয়া জানিবে; নিদ্রিতা কিংবা মদ্যাদি পানোন্মত্তা কন্যাতে উপগত হইয়া সেই কন্যাকে যেস্থলে ভার্য্যারূপে

পাঠান্তর :—(ক) ধৃষ্টান্যগতভাবাশ্চ— ।
(খ) উন্মত্ত-পতিত-ক্লীব-দুর্ভগ-ত্যক্তবান্ধবাঃ ।
(গ) —সংস্কারাখ্যাঃ প্রকীর্তিতাঃ । (ঘ —প্রাজাপত্যস্তথৈব চ ।
(ঙ) আর্ষশ্চৈবাপ— । (চ) —পৈশাচশ্চাষ্টমোঽধমঃ ।
(ছ) —ব্রাহ্মো দদ্যাৎ স্বলঙ্কৃতাম্ । (জ) —প্রাজাপত্যো বিধীয়তে ।

(ঝ) বস্ত্র-গোমিথুনে দত্ত্বা— ।
(ঞ) ইচ্ছতীমিচ্ছতে প্রাহুর্গান্ধর্বো নাম পঞ্চমঃ ।
(ট) —বিবাহো রাক্ষসঃ স্মৃতঃ । (ঠ) মত্তোপগমনাৎ—
(ড) পুনস্তু প্রথমা সোক্তা পুনঃ সংস্কারকর্মণা ।

কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য যা ত্বন্যং পুরুষং শ্রিতম্ ।
পুনঃ পত্যুর্গৃহমিয়াৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্তিতা (ক) ॥৪৭
অসৎসু দেবরেষু স্ত্রী বান্ধবৈর্যা প্রদীয়তে।
সবর্ণায়াসপিণ্ডায় সা তৃতীয়া প্রকীর্তিতা ॥৪৮
স্ত্রী প্রসূতাঽপ্রসূতা বা (খ) পত্যাবেব তু জীবতি।
কামাদ্ যা সংশ্রয়েদন্যং (গ) প্রথমা স্বৈরিণী তু সা ॥৪৯
মৃতে ভর্ত্তরি সংপ্রাপ্তান্ দেবরাদীনপাস্য যা (ঘ)।
উপগচ্ছেৎ পরং কামাৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্তিতা* ॥৫০
প্রাপ্তা দেশাদ্ধনক্রীতা ক্ষুৎপিপাসাতুরা চ যা।
তবাহমিত্যুপগতা সা তৃতীয়া প্রকীর্তিতা ॥৫১
দেশধর্মানপেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্যস্মৈ অন্ত্যা সা স্বৈরিণী স্মৃতা ॥৫২

গ্রহণ করা হয়, তাহাকে 'পৈশাচ'-বিবাহ বলে। এই রাক্ষস ও পৈশাচবিবাহ অসাধু উপায়ে সম্পাদিত হয় বলিয়া ইহাদিগকে নিকৃষ্ট বিবাহ বলিয়া জানিবে।৪৩

উক্ত অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, আর্ষ ও দৈব—এই চতুর্বিধ বিবাহকে ধর্মযুক্ত বিবাহ বলিয়া জানিবে। গান্ধর্ব-বিবাহ সাধারণ অর্থাৎ ধর্ম বা অধর্মযুক্ত নহে; উহা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির জন্য সম্পাদিত হয় বলিয়া এবং উহাতে উচ্ছৃঙ্খলাদি যথেচ্ছ ব্যবহার না থাকায় উহাকে সাধারণ বিবাহ বলা হইল। আসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ এই তিনটি বিবাহের মধ্যে আসুর-বিবাহে ধনলোভে কন্যা বিক্রীতা হওয়ায় এবং শাস্ত্রগত গুণবিচার না থাকায় ইহাকে আসুর-বিবাহ বলা হইল, বলপূর্বক গ্রহণে কন্যার পিতৃপক্ষের অবমাননা হয় বলিয়া এবং অনিচ্ছায় অযোগ্য পাত্রকে কন্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় বলিয়া দ্বিতীয়টি রাক্ষস-বিবাহ হইল আর পশুর মত নারীর উপর উপগত হওয়ায় তৃতীয়টি পৈশাচ-বিবাহ হইল। সুতরাং এই বিবাহত্রয় ধর্মসঙ্গত নহে।৪৪

যে পুরুষের সহিত বিবাহের সম্পর্ক হইতেছে, তাহার পূর্বে যদি অন্য পুরুষের সহিত ঐ নারীর কোন সম্পর্ক হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই নারীকে "পরপূর্বা" বলিয়া জানিবে। তাহার সাত-প্রকার ভেদ ক্রমে কথিত হইয়াছে। তিনপ্রকার "পুনর্ভূ" ও চারপ্রকার "স্বৈরিণী"।৪৫

এই যে তিনপ্রকার পুনর্ভূর কথা বলা হইল, তাহাদের মধ্যে যে কন্যার কোনরূপ পুরুষসংসর্গ হয় নাই, কেবলমাত্র পাণিগ্রহণ-সংস্কার সম্পাদিত হইয়াছে, সেই কন্যাকে প্রথম পুনর্ভূ বলে। এই কন্যার পুনর্বার বিবাহ-সংস্কার হইতে পারে।৪৬

যে বিবাহিতা নারী কৌমারকালে অর্থাৎ যৌবনের পূর্বসময়ে পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যপুরুষকে অবলম্বন করিবার পর পুনরায় স্বামীর গৃহে আসে, সেই নারীকে দ্বিতীয় পুনর্ভূ বলিয়া জানিবে।৪৭

পিতা এবং ভ্রাতৃগণ যে নারীকে তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর দেবর না থাকিলে স্বজাতীয় সপিণ্ডপুরুষকে দান করে, সেই নারীকে তৃতীয় পুনর্ভূ বলিয়া জানিবে।৪৮

যে নারী পতির জীবিতকালে সন্তানপ্রসব করিয়া বা না করিয়া কামবশীভূতা হইয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করে, সেই নারীকে প্রথমা স্বৈরিণী বলে। যে নারী স্বামী মৃত হইলে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সমাগত দেবরাদিগণকে পরিত্যাগ করিয়া কামাকুলিতচিত্তে অপর পুরুষকে আত্মদান করে, সেই নারী দ্বিতীয়া স্বৈরিণী। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় কাতর হইয়া যে নারী ধনের জন্য আত্মবিক্রয় করত স্বদেশ হইতে অন্যদেশে যাইয়া "আমি তোমার হইতেছি" এই বলিয়া পুরুষান্তরে উপগত হয়, সেই নারী তৃতীয়া স্বৈরিণী। "নারীর আশ্রয় পুরুষ" এইরূপ গ্রাম্যধর্ম দেখিয়া পিত্রাদি গুরুজন পুরুষান্তরসম্পর্কাভিলাষিণী যে নারীকে অন্য পুরুষের হস্তে প্রদান করিয়া থাকে, তাহাকে অন্ত্যা অর্থাৎ চতুর্থা স্বৈরিণী বলিয়া জানিবে।৪৯-৫২

পাঠান্তর :—(ক) দেশধর্মানবেক্ষ্য স্ত্রী গুরুভির্যা প্রদীয়তে।
উৎপন্নসাহসান্তস্মৈ দ্বিতীয়া প্রকীর্তিতা ॥
(খ) প্রসূতা বাঽপ্রসূতা বা—। (গ) কামাৎ সমাশ্রয়েদন্যং—।

(ঘ) মৃতে ভর্ত্তরি যা প্রাপ্তান্ দেবরানপ্যপাস্য চ।
* কোন গ্রন্থে ৫০ নং শ্লোকের পরিবর্তে নিম্নলিখিত শ্লোক দেখা যায়—
কৌমারং পতিমুৎসৃজ্য যা ত্বন্যপুরুষাশ্রিতা।
পুনঃ পত্যুর্গৃহং যাযাৎ সা দ্বিতীয়া প্রকীর্তিতা ॥

পুনর্ভূর্বাং বিধিস্ত্বেষ স্বৈরিণীনাং প্রকীর্তিতঃ।
পূর্বা পূর্বা জঘন্যাসাং শ্রেয়সী তূত্তরোত্তরা ॥৫৩

অপত্যমুৎপাদয়িতুস্তাসাং যা শুল্কতো হৃতা।
অশুল্কোপহৃতায়াং তু ক্ষেত্রিকস্যৈব
তৎ ফলম্ (ক) ॥৫৪

ক্ষেত্রিকস্য যদজ্ঞাতং ক্ষেত্রে বীজং প্রদীয়তে (খ)।
ন তত্র বীজিনো ভাগঃ ক্ষেত্রিকস্যৈব
তৎফলম্ (গ) ॥৫৫

ওঘবাতাহৃতং বীজং ক্ষেত্রে যস্য প্ররোহতি।
ফলভুক্তস্য তৎ ক্ষেত্রী (ঘ) ন বীজী ফলভাগ্
ভবেৎ ॥৫৬

মহোক্ষো জনয়েদ্ বৎসানস্য গোষু ব্রজে চরন্।
তস্য তে যস্য তা গাবো মোঘং
স্কন্দিতমার্ষভম্ (ঙ) ॥৫৭

ক্ষেত্রিকানুমতে বীজং যস্য ক্ষেত্রে সমুপ্যতে (চ)।
তদপত্যং দ্বয়োরেব বীজিক্ষেত্রিকয়োর্মতম্ ॥৫৮

ন স্যাৎ ক্ষেত্রং বিনা শস্যং
(ছ) ন বা বীজং বিনাস্তি তৎ।
অতোঽপত্যং দ্বয়োরিষ্টং পিতুর্মাতুশ্চ ধর্মতঃ ॥৫৯

নাপ্যপত্যং পরগৃহে (জ) সংযুক্তস্য স্ত্রিয়া সহ
দৃষ্টং সংগ্রহণং তজ্‌জ্ঞৈর্নাগতায়াঃ স্বয়ং গৃহে ॥৬০

---

এইরূপে নারীকে পুনর্ভূ বা স্বৈরিণী বলিবার নিয়ম শাস্ত্রে কথিত আছে। তাহাদের মধ্যে (পূর্বে ক্রমবর্ণীত চারিপ্রকার স্বৈরিণীর মধ্যে) পূর্বনির্দেশক্রমে জঘন্য ও পরবর্তী নির্দেশক্রমে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিবে।৫৩

পূর্বোক্ত স্ত্রীলোকের মধ্যে যে স্ত্রী অর্থপ্রদান দ্বারা সংগৃহীত হয়, সেই স্ত্রীতে জাত সন্তান শুল্কদাতারই হইবে। শুল্ক না দিয়া উপগত হইলে ঐ সন্তান যাহার ক্ষেত্র তাহারই হইবে।৫৪

ক্ষেত্রস্বামীর অজ্ঞাতসারে যদি কেহ সেই ক্ষেত্রে বীজবপন করে এবং তাহাতে ফল উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই উৎপন্ন ফল যাহার ক্ষেত্র তাহারই হইবে। যাহার বীজ সে সেই ফলের অংশ পাইবে না।৫৫

জলস্রোতে বা বায়ুর বেগে আনীত হইয়া যে বীজ যাহার ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, সেই ক্ষেত্রোৎপন্ন ফলের সে-ই ভাগী হইবে, যাহার বীজ সে ফলভাগী হইবে না।৫৬

গোষ্ঠে বিচরণ করিতে করিতে বৃষ যাহার গাভাতে বৎসের উৎপাদন করে, যাহার গাভী সেই ব্যক্তিই ঐ বৎসের অধিকারী হইয়া থাকে এবং বৃষের ঐ উৎপাদন-প্রয়াস বৃথায় পর্য্যবসিত হয়।৫৭

ক্ষেত্রস্বামীর অনুমতি গ্রহণ করিয়া ক্ষেত্রে যাহার বীজ বপন করা হয়, সেই বীজে উৎপন্ন সন্তান ক্ষেত্রী এবং বীজী উভয়েরই হইবে।৫৮

ক্ষেত্র অর্থাৎ শস্যোৎপত্তি-স্থান-ব্যতীত শস্য হয় না। ক্ষেত্র থাকিলেও যদি বীজ না থাকে, তাহা হইলেও শস্য হয় না। এইজন্য ধর্মানুসারে সন্তানলাভ পিতা ও মাতা অর্থাৎ বীজী ও ক্ষেত্রীর দুইজনেরই অভিমত।৫৯

পরগৃহে কোন স্ত্রীতে উপগত হইলেই যে নিজের সন্তান হইবে, তাহা নহে, কারণ নিজগৃহে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকাকালীন তাহার স্ত্রীর সংগ্রহণ ক্ষেত্রজাদি-বিধিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেখেন নাই।৬০

যে ব্যক্তি বিনা দোষে স্ত্রীকে ত্যাগ করে, যে ক্লীব ও ক্ষয়রোগী অর্থাৎ সহবাসে অক্ষম এবং যে ব্যক্তি নিজ স্ত্রীর নিকট স্বেচ্ছায় গমন করে না, এই সকল ব্যক্তির স্ত্রীকে যদি কেহ সংগ্রহ করে বা

---

**পাঠান্তর :**—(ক) অশুল্কোপনতায়াং তু ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্ ভবেৎ।
(খ) ক্ষেত্রিকস্য যদজ্ঞানাৎ ক্ষেত্রে বীজং প্রকীর্য্যতে।
(গ) —ক্ষেত্রিকস্যৈব তদ্ ভবেৎ। (ঘ) ফলভাগ্ যস্য তৎ ক্ষেত্রং—।
(ঙ) —স্পন্দিতমার্ষভম্।
(চ) ক্ষেত্রিকানুমতং বীজং যস্য ক্ষেত্রে প্রমুচ্যতে।
(ছ) নর্তে ক্ষেত্রং বিনা শস্যং—। (জ) নাথবত্যা—।

অতুষ্টত্যক্তদারস্য ক্লীবস্য ক্ষেত্রিকস্য চ (ক)।
স্বেচ্ছানুপেয়ুষো দারান্ন দোষঃ সাহসে ভবেৎ (খ) ॥৬১
পরস্ত্রিয়া সহাকালেঽদেশে বা ভবতো মিথঃ।
স্থান-সংভাষণামোদাস্ত্রয়ঃ সংগ্রহণক্রমাঃ ॥৬২
নদীনাং সঙ্গমে তীর্থে স্বারামেষু বচনেষু চ।
স্ত্রীপুংসৌ যৎ সমীয়াতাং তচ্চ সংগ্রহণং স্মৃতম্ (গ)॥৬৩
দূতীপ্রস্থাপনৈর্বাপি লেখসংপ্রেষণৈরপি (ঘ)।
অন্যৈশ্চ বিবিধৈর্দোষৈর্গ্রাহ্যং সংগ্রহণং বুধৈঃ(ঙ) ॥৬৪
স্ত্রিয়ং স্পৃশেদদেশে যঃ স্পৃষ্টো বা মর্ষয়েত্তথা।
পরস্পরস্যানুমতং সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্ (চ) ॥৬৫
উপকারক্রিয়া কেলিঃ স্পর্শো ভূষণবাসসাম্।
সহ খট্বাসনং ... সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্ (ছ) ॥৬৬
পাণৌ যশ্চ নিগৃহ্নীয়াদ্ বেণ্যাং বস্ত্রাঞ্চলেঽপি বা (জ)।
তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি বা ব্রূয়াৎ সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্ ॥৬৭
বস্ত্রৈরাভরণৈর্মাল্যৈঃ পানৈর্ভক্ষ্যৈস্তথৈব চ।
সংপ্রেষ্যমাণৈর্গন্ধৈশ্চ বেদ্যং সংগ্রহণং বুধৈঃ (ঝ) ॥৬৮
দর্পাদ্ বা যদি বা মোহাচ্ছ্লাঘয়া বা স্বয়ং বদেৎ।
ময়েয়ং ভুক্তপূর্বেতি তচ্চ সংগ্রহণং স্মৃতম্ (ঞ) ॥৬৯
স্বজাত্যতিশয়ে পুংসাং দণ্ড উত্তমসাহসঃ (ট)।
ধ্যমস্ত্বানুলোম্যেন প্রাতিলোম্যে প্রমাপণম্ (ঠ) ॥৭০

তাহাতে উপগত হয়, তাহা হইলে এইরূপ সাহসে কোন দোষ হইবে না।৬১

যে সময় আলাপাদি করিবার সময় নহে, সেইরূপ রাত্রি প্রভৃতি সময়ে ও যেস্থানে অন্যলোকের গমনাগমন নাই, পতিত গৃহ এবং ভগ্নদেবালয়াদি নিভৃতস্থানে পরস্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া অবস্থান, আলাপ বা পরিহাসাদি দ্বারা যে আনন্দ করা হয়, এই অবস্থানাদি তিনটি ক্রমই অনুরাগজ্ঞানের সমাক্‌সাধন বলিয়া উহাকে সংগ্রহণক্রম বলিয়া জানিবে।৬২

নদীর সঙ্গমস্থানে, তীর্থে, উপবনে কিংবা বনভূমিতে স্ত্রী এবং পুরুষের যে মিলন, তাহাকেই সংগ্রহণ বলিয়া জানিবে। দূত পাঠাইয়া বা পত্র পাঠাইয়া কিংবা এইরূপ নানাবিধ অন্যান্য উপায় দ্বারা স্ত্রীপুরুষের যে পরস্পর অনুরাগের প্রচেষ্টা তাহাকেও পণ্ডিতগণ সংগ্রহণ বলিয়া বুঝিবেন।৬৩-৬৪

যে ব্যক্তি স্ত্রীলোকের যেস্থানে স্পর্শ করা উচিত নহে, সেইরূপ স্থানে স্পর্শ করে; এইরূপ যে নারী পুরুষের অনুরূপ স্পর্শের অনুচিত স্থানে স্পর্শ করে এবং তাহা যদি পরস্পরে সহ্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা পরস্পরের অনুমত বলিয়া ঐ সকল কার্য্য সংগ্রহণ বলিয়া জানিবে।৬৫

পরস্পরের উপকার করা, পরস্পরে ক্রীড়া করা, পরস্পরের ভূষণ বা বস্ত্র স্পর্শ বা আকর্ষণ করা এবং এক-শয্যায় একত্র উপবেশন করা—এই সকল কার্য্যকেও মনীষিগণ সংগ্রহণ বলিয়া মনে করেন।৬৬

হাত ধরিয়া টানা বা মুচড়াইয়া দেওয়া, বদ্ধ লম্বমান বেণী ধরিয়া বা বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া আকর্ষণ করা, "আচ্ছা, থাক্ থাক্" এইরূপ যে কথা—সেই সকলকেও বিজ্ঞগণ সংগ্রহণ বলিয়া জানেন।৬৭

স্ত্রী, পুরুষ কিংবা উভয়ে একে অপরকে যে বস্ত্র, অলঙ্কার, মাল্য, পানীয় এবং ভক্ষ্যবস্তু কিংবা গন্ধদ্রব্য প্রেরণ করে, তাহার দ্বারাও পণ্ডিতব্যক্তিগণ সংগ্রহণ অর্থাৎ অনুরাগের কারণ অনুভব করিয়া থাকেন।৬৮

যদি কোন পুরুষ অহঙ্কারবশতঃ কিংবা অজ্ঞানতার জন্য বা আত্মপ্রশংসার অভিপ্রায়ে "এই নারীকে আমি উপভোগ করিতেছি" এই কথা বলে, তাহা হইলে মনীষিগণ তাহাকেও সংগ্রহণ বলিয়া জানেন।৬৯

পাঠান্তর :—(ক) প্রদুষ্টত্যক্তদারস্য ক্লীবস্য ক্ষমকস্য চ।
(খ) স্বেচ্ছৈরুপেয়ুষো দারৈর্ন দোষঃ সাহসো ভবেৎ।
(গ) স্ত্রী-পুংসাশ্চ সমেয়াতাং গ্রাহ্যং সংগ্রহণং ভবেৎ
(ঘ) দূতীসংপ্রেষণশ্চৈব লেখা-সংপ্রেষণৈরপি।
(ঙ) অন্যৈরপি ব্যতীচারৈঃ সর্বং সংগ্রহণং স্মৃতম্।
(চ) পরস্পরমনুমতে তচ্চ সংগ্রহণং ভবেৎ। (ছ) —ভবেৎ।
(জ) —বস্ত্রান্তরেঽপি বা।
(ঝ) ভক্ষৈর্বা যদি বা ভোগ্যৈর্বস্ত্রৈর্মাল্যৈস্তথৈব চ।
সংপ্রেষ্যমাণৈর্গন্ধৈশ্চ সর্বং সংগ্রহণং ভবেৎ॥
(ঞ) —সর্বং তৎ সংগ্রহণং স্মৃতম্।
(ট) স্বজাত্যতিক্রমে পুংসামুক্তস্তুত্তম সাহসম্।
(ঠ) বিপর্য্যয়ে মধ্যমস্তু প্রতিলোমে প্রমাপণম্।

কন্যায়ামসকামায়াং দ্ব্যঙ্গুলস্যাপকর্ত্তনম্‌।
উত্তমায়াং বধস্ত্বেব সর্বসংগ্রহণং ত[illegible](ক) ॥৭১
সকামায়াং তু কন্যায়াং সঙ্গমে (খ) নাস্ত্যতিক্রমঃ।
কিন্তুলঙ্কৃত্য সৎকৃত্য স এবৈনাং সমুদ্বহেৎ ॥৭২
মাতা মাতৃষ্বসা শ্বশ্রূর্মাতুলানী পিতৃষ্বসা।
পিতৃব্য-সখি-শিষ্যস্ত্রী ভগিনী তৎসখী স্নুষা ॥৭৩
দুহিতার্চার্য্যভার্য্যা চ সগোত্রা শরণাগতা।
রাজ্ঞী প্রব্রজিতা ধাত্রী সাধ্বী বর্ণোত্তমা চ যা ॥৭৪

আসামন্যতমাং গত্বা গুরুতল্পগ উচ্যতে।
শিশ্নস্যোৎকর্তনং তস্য নান্যো দণ্ডো বিধীয়তে (গ) ॥৭৪
পশুযোনাবতিক্রামন্ বিনেয়ঃ স দমং শতম্ (ঘ)।
মধ্যমং সাহসং গোষু তদেবান্ত্যাবসায়িষু।৭৬
অগম্যাগামিনশ্চাস্তি (ঙ) দণ্ডো রাজ্ঞা প্রচোদিতঃ।
প্রায়শ্চিত্তবিধানং তু পাপানাং
স্যাদ্ বিশোধনম্ (চ) ॥৭৭
স্বৈরিণ্যব্রাহ্মণী বেশ্যা দাসী নিষ্কাসিনী চ যা।
গম্যাঃ স্যুরানুলোম্যেন স্ত্রিয়ো ন প্রতিলোমতঃ ॥৭৮

যে পুরুষ স্বজাতীয় কোন নারীর অনুমোদন না পাইয়া অভিগমন করে, সেই ব্যক্তি উত্তমসাহস-দণ্ডে দণ্ডনীয় হইবে এবং উত্তমবর্ণ পুরুষ যদি নিম্নবর্ণা স্ত্রীতে তাহার অনুমোদন না লইয়া অভিগমন করে, তাহা হইলে সেই পুরুষের মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। আর হীনবর্ণ পুরুষ উত্তমর্ণ নারীর উপর অত্যাচার করিলে বধদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।৭০

কামনাবর্জিতা অবিবাহিতা কন্যাতে গমনকারী পুরুষের দুই অঙ্গুলিচ্ছেদনরূপ দণ্ড হইবে। উত্তমবর্ণা কন্যাগমনকারীর বধদণ্ড ও সর্বস্বহরণ হইবে।৭১

কন্যা যদি কামনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই কন্যাগমনে নারীর মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইবে না; কিন্তু কন্যাগমনকারী সেই পুরুষ আদরপূর্বক অলঙ্কৃতা সেই কন্যাকে বিবাহ করিবে।৭২

মাতা, সবর্ণা, উত্তমবর্ণা ও হীনবর্ণা বিমাতা, মাতৃষ্বসা, শ্বশ্রূ, মাতুলপত্নী, পিতৃষ্বসা, পিতৃব্যপত্নী, মিত্রপত্নী, শিষ্যপত্নী, ভগিনী, ভগিনীর সখি, স্নুষা অর্থাৎ পুত্রবধূ, কন্যা, আচার্য্যপত্নী, সপিণ্ডস্ত্রী, আত্মরক্ষার্থে আশ্রিতা স্ত্রী, অভিষিক্ত-রাজপত্নী, সন্ন্যাসিনী, উপমাতা অর্থাৎ যে স্ত্রী বাল্যকাল হইতে যত্নের সহিত বর্ধিত করিয়াছে ও উচ্চবর্ণের সাধ্বী স্ত্রী—এই সকল নারীর মধ্যে যে কোন নারীতে গমন করিলে পুরুষ গুরুতল্পগামী বলিয়া কথিত হয়। সেই পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদন হইল দণ্ড, তাহার আর অন্য দণ্ডের বিধান শাস্ত্রে দেখা যায় না। যদি কোন পুরুষ স্ত্রীপশুতে গমন করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহার শতপণ দণ্ড হইবে। গোগমনকারীর দণ্ড মধ্যম-সাহস অর্থাৎ পাঁচশত কাহন। চণ্ডালাদি সপ্ত অন্ত্যাবসায়ীর স্ত্রীগমনেও মধ্যম-সাহস দণ্ড বিধেয়।৭৩-৭৬

অগম্যাস্ত্রীগমনকারী ব্যক্তিগণ রাজাকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইবে। অগম্যাগমনের জন্য যে প্রায়শ্চিত্তবিধি শাস্ত্রে কথিত আছে, তাহার আচরণ দ্বারা ঐ পাপের ক্ষয় হইবে অর্থাৎ অগম্যাগমনজনিত পাপ কেবল রাজদণ্ড দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।৭৭

স্বৈরিণী, অব্রাহ্মণী, বেশ্যা, দাসী কিংবা ব্যভিচারাদি দোষজন্য যাহারা বহিষ্কৃতা—এই সকল নারী উচ্চবর্ণ বা সমবর্ণ পুরুষ কর্ত্তৃক ভোগ্যা হইবে। হীনবর্ণ পুরুষের দ্বারা তাহারা ভোগ্যা নহে।৭৮

অব্রাহ্মণী, স্বৈরিণী, বেশ্যা, কৃতদাসী কিংবা গৃহনির্বাসিতা—এই সকল নারীগণ কোন ব্যক্তির রক্ষিতা অবস্থায় কাহারও গৃহে দাসী হইয়া অবস্থান করিবার সময় যদি কেহ এই সকল স্ত্রীতে উপগত হয়, তাহা হইলে পরস্ত্রীগমনের ন্যায় দোষ হইবে। (পূর্বশ্লোকে এইসকল নারী গমনযোগ্যা বলা হইলেও তাহারা যখন রক্ষিতা অবস্থায় কাহারও গৃহে বাস

পাঠান্তর :—
(ক) —সর্বস্বহরণং তথা (খ) সকামায়াং তু কন্যায়াং সবর্ণে—।
(গ) শিশ্নস্যোৎকতনং দণ্ডো নান্যস্তত্র বিধীয়তে।
(ঘ) পশুযোন্যামতিক্রম্য বিনেয়ঃ সদশং শতম্।
(ঙ) অমগ্যাগামিনঃ শাস্তি—।
(চ) —বিধাবত্র প্রায়শ্চিত্তং বিশোধনম্।

আস্বেব তু ভুজিষ্যাসু দোষঃ স্যাৎ পরদারবৎ।
গম্যা অপি হি নোপেয়া যত্তাঃ পরপরিগ্রহাঃ (ক) ॥৭৯
অনুৎপন্নপ্রজায়াস্তু পতিঃ প্রেয়াদ্ যদি স্ত্রিয়াঃ।
নিযুক্তা গুরুভির্গচ্ছেদ্ দেবরং পুত্রকাম্যয়া ॥৮০
স চ তাং প্রতিপদ্যেত তথৈবা পুত্রজন্মতঃ।
পুত্রে জাতে নিবর্তেত সঙ্করঃ (খ) স্যাদতোঽন্যথা ॥৮১
ঘৃতেনাভ্যজ্য গাত্রাণি তৈলেনাবিকৃতেন বা।
মুখান্মুখং পরিহরন্ গাত্রৈর্গাত্রাণ্যসংস্পৃশন্ ॥৮২
কুলে তদবশেষে হি সন্তানার্থং ন কামতঃ।
স্ত্রিয়ং পুত্রবতীং বন্ধ্যাং নীরজস্কামনিচ্ছতীম্ (গ) ॥৮৩
ন গচ্ছেদ্ গর্ভিণীং নিন্দ্যামনিযুক্তাঞ্চ বন্ধুভিঃ।
অনিযুক্তা তু যা নারী দেবরাজ্জনয়েৎ সুতম্ ॥৮৪
জারজাতমরিক্থীয়ং তমাহুর্ধর্মবাদিনঃ।
তথা নিযুক্তো যো ভার্য্যাং (ঘ) যবীয়াঞ্জ্যায়সো
ব্রজেৎ ॥৮৫
যবীয়সো বা যো জ্যায়ানুভৌ তৌ গুরুতল্পগৌ।

করিবে, তখন তাহার সেই রক্ষক-পুরুষ ব্যতীত অন্য কাহারও অভিগমনের যোগ্যা হইবে না)।৭৯

যে স্ত্রীর সন্তানসম্ভবের পূর্বেই পতি মৃত হয়, সেই স্ত্রী গুরুজনগণের নিয়োগ অনুসারে পুত্রলাভেচ্ছায় দেবরকে বরণ করিবে। সেই দেবর পুত্রোৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ স্ত্রীকে গ্রহণ করিবে আর পুত্রোৎপত্তি হইলে তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে। যদি ইহার অন্যথা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সঙ্করদোষ জানিবে।৮০-৮১

গুরুজনের নিয়োগ অনুসারে ভ্রাতৃজায়াভিগমনকারী পুরুষ নিজের সমস্ত শরীরে ঘৃত কিংবা অবিকৃত অর্থাৎ অবাসিত গন্ধাদি-শূন্য তৈল দ্বারা আপাদমস্তক মর্দনপূর্বক নারীর মুখ হইতে স্বীয় মুখ পরিহার করত অর্থাৎ চুম্বনাদি না করিয়া এবং স্বীয় গাত্র দ্বারা নারীর অন্যগাত্র স্পর্শ না করিয়া অর্থাৎ আলিঙ্গনাদি না করিয়া উপগত হইলে নিয়োগধর্ম রক্ষিত হইয়া থাকে।৮২

যে বংশে কেবল সেই নারীই অবশিষ্ট আছে, সেই বংশের সন্তানধারা রক্ষার জন্য তাহাতে উপগত হইবে, কামজন্য উপগত হইবে না। নারী যদি পুত্রবতী হয়, তাহা হইলে সে সম্বন্ধে পূজ্যস্থানীয়া হইবে অতএব তাহাতে উপগত হইবে না। ঐ নারীর রজঃকাল নিবৃত্ত হইলে, তাহার ইচ্ছা না থাকিলে, ঐ নারী গর্ভবতী হইলে এবং নিন্দনীয়া হইলে সেই নারীতে গমন করিবে না। যে নারী বন্ধুবর্গ দ্বারা নিযুক্ত না হইয়া দেবর হইতে সন্তান উৎপাদন করে, বেদবাদরত ব্যক্তিগণ সেই গর্ভোৎপন্ন সন্তানকে জারজ ও ধনে অনধিকারী বলিয়া থাকেন। বন্ধুদ্বারা নিযুক্ত না হইয়া যে কনিষ্ঠ ভ্রাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতার ভার্য্যাতে উপগত হয় কিংবা যে জ্যেষ্ঠভ্রাতা কনিষ্ঠভ্রাতার ভার্য্যাতে উপগত হয়, এতাদৃশ কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ উভয় ভ্রাতাই বিমাতৃগমনতুল্য পাপী হইয়া থাকে। এইজন্য গুরুজন কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া গমন করিবে এবং ঐ স্ত্রীকে যথোচিত উপদেশ দিবে অর্থাৎ ঐ স্ত্রীকে বলিবে—তুমি 'পরপুরুষের নিকট গমন করিতেছি' এইরূপ বুদ্ধি করিবে না, তাহা হইলে অধর্ম হইবে। এই গমন সন্তানের জন্য, সুতরাং অধর্ম হইবে না, সন্তান হইলে ধর্মই হইবে।৮৩-৮৬

পূর্বোক্ত নিয়োগ-ধর্মবিধি অনুসারে পুত্রবধূস্বরূপ ভ্রাতার স্ত্রীতে গমন করিয়া গর্ভোৎপাদন করিবে। তারপর সেই স্ত্রী পুত্রপ্রসব করিলেই পবিত্র হইবে। নিয়োগ-ধর্মানুসারে গমন একবার মাত্র হইবে। তাহাতে যদি গর্ভসঞ্চার না হয়, তাহা হইলে গর্ভোৎপত্তিকাল পর্য্যন্ত প্রতিঋতুতে একবার মাত্র গমন করিবে। গর্ভ হইলে ঐ স্ত্রী যেরূপ ছিল সেইরূপই থাকিবে অর্থাৎ পুত্রবধূতুল্যাই থাকিবে।৮৭

---

পাঠান্তর: (ক)—নোপগম্যা স্যাচ্চেদন্য পরিগ্রহাঃ। (খ) বিপ্লবঃ।
(গ) নীরজস্কামনিচ্ছন্তীং বন্ধ্যাং পুত্রবতীং স্ত্রিয়ম্।
ন গচ্ছেদ্ গর্ভিণীং নিন্দ্যামনিযুক্তাঞ্চ বন্ধুভিঃ॥
(ঘ) তথা নিযুক্ত ভার্য্যায়াং—

নিযুক্তো গুরুভির্গচ্ছেদনুশিষ্যাৎ স্ত্রিয়ং চ সঃ (১)*॥৮৬
পূর্বোক্তেন বিধানেন স্নুষাং (ক) পুংসবনে শুচিঃ।
সকৃদাগর্ভাধানাদ্ বা কৃতে গর্ভে তথৈব সা (খ) ॥৮৭
অতোঽন্যথা বর্তমানঃ পুমান্ স্ত্রী বাপি কামতঃ।
বিনেয়ৌ সুভৃশং রাজ্ঞা বিপ্লবঃ স্যাদতোঽন্যথা (গ) ॥৮৮
ঈর্ষ্যাসূয়াসমুত্থে তু সম্বন্ধে (ঘ) রাগহেতুকে।
দম্পতী বিবদীয়াতাং (ঙ) ন জ্ঞাতিষু ন রাজনি ॥৮৯
অন্যোন্যং ত্যজতো রাগঃ স্যাদন্যোন্যবিরুদ্ধয়োঃ।
স্ত্রী-পুংসয়োর্নিগূঢ়ায়া ব্যভিচারাদৃতে স্ত্রিয়াঃ ॥৯০
ব্যভিচারে স্ত্রিয়া মৌণ্ড্যমধঃশয়নমেব চ।
কদন্নং বা কুবাসশ্চ কর্ম চাবস্করোজ্ঝনম্ ॥৯১

নিয়োগ-ধর্মবিধি অতিক্রম করিয়া পারস্পরিক কামনা-বশতঃ স্ত্রী ও পুরুষ যদি অন্যপ্রকারে উপগত হয়, তাহা হইলে রাজা সেই স্ত্রী ও পুরুষকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন, নতুবা সামাজিক বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে।৮৮

স্ত্রীপুরুষের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা ও অসূয়ামূলক মনোমালিন্য ঘটিলে ঐ স্বামী-স্ত্রী জ্ঞাতিগণের নিকট বা রাজদ্বারে অভিযোগ উপস্থাপন করিবে না।৮৯

রক্ষিতা নারীর কোন ব্যভিচার-দোষ না ঘটিলে কেবল পরস্পর-বিরোধের জন্য একে অপরকে যদি ত্যাগ করিয়া থাকে, তাহা হইলে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই দোষী সাব্যস্ত হইবে। স্ত্রীলোক যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা হইলে মস্তকমুণ্ডন করাইয়া তাহাকে নিম্নদেশে বা ভূমিতে শয়ন করাইবে, নিকৃষ্ট অন্ন ভোজন ও অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরিধান করিতে দিবে। ময়লা-পরিষ্কারাদি নিকৃষ্ট কর্ম করাই তাহার কর্ম হইবে।৯০-৯১

(১) নিযুক্তো গুরুভির্গচ্ছেদ্ ভ্রাতৃভার্য্যাং যবীয়সঃ।

* ৮৬ নং শ্লোকের পর গ্রন্থবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোক দুইটি অধিক দেখা যায়:—
জ্যেষ্ঠভার্য্যাং কনিষ্ঠো বা গচ্ছেদ্ গুরুনিয়োগতঃ।
কুলসন্তানরক্ষা তু ফলং সমধিগচ্ছতঃ॥
অবিদ্যমানে তু গুরৌ রাজ্ঞো বাচ্যঃ কুলক্ষয়ঃ।
ততস্তদ্ বচনাদ্ গচ্ছেদনুশিষ্য স্ত্রিয়ং বচঃ॥

পাঠান্তর:—(ক) পূর্বোক্তেনৈব বিধিনা স্নাতাং —।
(খ) সকৃদ্ বা গর্ভধানাদ্ বা কৃতে গর্ভে নৃথৈব সা।
(গ) কিল্বিষী স্যাদনিগ্রহে। (ঘ, সংরম্ভে—।
(ঙ বিবদেয়াতাং –।

স্ত্রীধনভ্রষ্টসর্বস্বাং গর্ভবিস্রাবিণীং তথা।
ভর্তুশ্চ বধমিচ্ছন্তীং স্ত্রিয়ং নির্বাসয়েৎ পুরাৎ (চ) ॥৯২
অনর্থশীলাং সততং তথৈবাপ্রিয়বাদিনীম্।
পূর্বাশিনীঞ্চ যা ভর্তুঃ ক্ষিপ্রং নির্বাসয়েদ্ গৃহাৎ (ছ) ॥৯৩
বন্ধ্যাং স্ত্রীজননীং নিন্দ্যাং প্রতিকূলাঞ্চ সর্বদা।
কামতো (জ) নাভিনন্দেত কুর্বন্নেবং স দোষভাক্ ॥৯৪
অনুকূলামবাগ্‌দুষ্টাং (ঝ) দক্ষাং সাধ্বীং প্রজাবতীম্।
ত্যজন্ ভার্যামবস্থাপ্যো রাজ্ঞা দণ্ডেন ভূয়সা ॥৯৫
অজ্ঞাতদোষেণোঢ়া যা নির্দোষা (ঞ) নান্যমাশ্রিতা।
বন্ধুভিঃ সাভিযোক্তব্যা (ট) নির্বন্ধুঃ স্বয়মাশ্রয়েৎ ॥৯৬

যে নারী গর্ভস্রাব করাইবে কিংবা স্বামীকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করিবে, সেই নারীকে স্ত্রীধন হইতে বঞ্চিত করিয়া গৃহ হইতে নির্বাসিত করিবে।৯২

সংসারের অনর্থ সৃষ্টি করা অর্থাৎ ক্ষতি করাই যাহার স্বভাব, যে নারী সতত অপ্রিয়বাক্য বলে, যে নারী স্বামীর ভোজনের পূর্বেই ভোজন করে, সেই নারীকে গৃহ হইতে তৎপর বহিষ্কার করিয়া দিবে।৯৩

যে নারী বন্ধ্যা কিংবা কেবল কন্যা প্রসব করিয়া থাকে, নানা দোষের জন্য নিন্দনীয়া, সর্বদা প্রতিকূল আচরণ-পরায়ণা তাদৃশ স্ত্রীকে স্বেচ্ছায় কখনও আদর করিবে না, করিলে দোষভাগী হইবে।৯৪

যে স্ত্রী স্বামীর অনুকূল আচরণকারিণী, প্রিয়বাদিনী, গৃহকর্মে নিপুণা, ব্যাভিচার-দোষরহিতা ও পুত্রপ্রসবিনী তাদৃশ স্ত্রীকে ত্যাগ করিলে ঐ স্ত্রীত্যাগী ব্যক্তিকে রাজা কঠোর দণ্ড দ্বারা উক্ত স্ত্রীর সহিত গার্হস্থ্য-ধর্ম পালন করাইতে বাধ্য করাইবেন।৯৫

(চ) —গৃহাৎ। (ছ) পূর্বাশিনী চ যা ভর্তুঃ ক্ষিপ্রং বুধঃ বিবাসয়েদ্।
(জ) কামং তাং—। (ঝ) অনুরূপামবাগ্‌দুষ্টাং—।
(ঞ) অজ্ঞাতদোষদুষ্টা যা নির্গতা—।
(ট) বন্ধুভিঃ সা নিযোক্তব্যা— ।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ (ক)।
পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যো বিধীয়তে ॥৯৭
অষ্টৌ বর্ষাণ্যুদীক্ষেত ব্রাহ্মণী প্রোষিতং পতিম্।
অপ্রসূতা তু চত্বারি পরতোঽন্যং সমাশ্রয়েৎ ॥৯৮
ক্ষত্রিয়া ষট্ সমাস্তিষ্ঠেদপ্রসূতা সমাত্রয়ম্।
বৈশ্যা প্রসূতা চত্বারি দ্বে বর্ষে ত্বিতরা বসেৎ (খ) ॥৯৯
ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কাল এষ প্রোষিতযোষিতাম্ (গ)।
জীবতি শ্রূয়মাণে তু স্যাদেষ দ্বিগুণো বিধিঃ ॥১০০

অপ্রবৃত্তৌ তু ভূতানাং দৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্যগমনে স্ত্রীণামেষ দোষো ন বিদ্যতে (ঘ) ॥১০১
আনুলোম্যেন বর্ণানাং যজ্জন্ম স বিধিঃ স্মৃতঃ।
প্রাতিলোম্যেন যজ্জন্ম স জ্ঞেয়ো বর্ণসংসঙ্করঃ ॥১০২
অনন্তরঃ স্মৃতঃ পুত্রঃ পুত্র একান্তরস্তথা।
দ্ব্যন্তরশ্চানুলোম্যেন তথৈব প্রতিলোমতঃ ॥১০৩

কন্যার দোষ না জানিয়া যদি কেহ তাহাকে বিবাহ করিয়া থাকে এবং বিবাহের পর সেই নারী যদি অন্য কোন পুরুষকে আশ্রয় না করে এবং বিবাহের পর যদি কন্যাকালের অপরিজ্ঞাত দোষ জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই নারীকে তাহার পিত্রাদি বন্ধুবর্গের সহিত মিলাইয়া দিবে অর্থাৎ নিজে গ্রহণ না করিয়া তাহাদের নিকট পাঠাইয়া দিবে। যদি কন্যার পিত্রাদি কোন বন্ধু না থাকে, তাহা হইলে কন্যা নিজের ইচ্ছানুসারে পুরুষান্তরকে আশ্রয় করিবে।৯৬

স্বামী নিরুদ্দিষ্ট, মৃত, সন্ন্যাসী, ক্লীব কিংবা পাপকর্মের জন্য পতিত হইলে—এই পঞ্চবিধ আপৎকালে নারী অন্যপতি গ্রহণ করিতে পারে। (এখানে বক্তব্য এই যে, এইস্থলে পতি শব্দ বাগ্দানে উদ্দিষ্ট পাত্রকে বুঝায়, কারণ, 'যস্যা ম্রিয়েত কন্যায়া বাচা সত্যে কৃতে পতিঃ' এই বচনে বাগ্দান হইলে সেই পাত্রকে পতি বলিয়া নির্দেশ করার বিধি আছে, তাহা না হইলে সতীত্বহানিকর ব্যাভিচারিণী-দোষ আসিয়া পড়ে)।৯৭

সন্তান হওয়ার পরে ব্রাহ্মণ-স্বামী যদি বিদেশে যাইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই স্বামীর জন্য ব্রাহ্মণী আট বৎসরকাল অপেক্ষা করিবে এবং সন্তান হইবার পূর্বে বিদেশে যাইলে চারি বৎসরকাল অপেক্ষা করিবে এবং তাহার পর সেই ব্রাহ্মণী অন্যব্যক্তিকে আশ্রয় করিতে পারিবে।৯৮

সন্তানযুক্তা ক্ষত্রিয়ার স্বামী যদি বিদেশ যাইয়া থাকে, তাহা হইলে ছয়বৎসর অপেক্ষা করিয়া এবং নিঃসন্তানা ক্ষত্রিয়া তিনবৎসর অপেক্ষা করিয়া অন্য পুরুষকে আশ্রয় করিবে। জাতসন্তানা বৈশ্যা স্বীয় প্রোষিতপতির জন্য চারিবৎসর এবং নিঃসন্তানা বৈশ্যা দুইবৎসর অপেক্ষা করত পুরুষান্তর গ্রহণ করিবে। আর শূদ্রা সম্বন্ধে এতাদৃশ অবস্থায় প্রোষিতস্বামীর জন্য অপেক্ষা করার কোন কালনির্দেশ করেন নাই। প্রোষিতভর্তৃকা নারীর সম্বন্ধে ইহাই হইল শাস্ত্রনির্দিষ্ট অপেক্ষা করিবার কাল। বিদেশস্থ স্বামী জীবিত আছেন —ইহা যদি স্ত্রী শুনিতে থাকে, তাহা হইলে ঐ সকল কালের দ্বিগুণকাল অপেক্ষা করিতে হইবে—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।৯৯-১০০

প্রাণিগণের প্রজনন-ক্ষমতা যদি ব্যাহত হয়, তাহা হইলে এই ক্ষেত্রজ সন্তানোৎপাদনবিধি প্রযোজ্য হইবে —ইহাই প্রজাপতির সৃষ্টিরক্ষার উপায়। সেইহেতু সন্তানের জন্য পতি ভিন্ন অন্যপুরুষগমনে নারীর 'স্বৈরিণী' প্রভৃতি কোন দোষ হইবে না।১০১

**পাঠান্তর :**—(ক) পত্যৌ প্রব্রজিতে নষ্টে ক্লীবেঽথ পতিতে মৃতে।
(খ) দ্বে সমে অপ্রজা বসেৎ।
(গ) ন শূদ্রায়াঃ স্মৃতঃ কালো ন চ ধর্মব্যতিক্রমঃ।
বিশেষতোঽপ্রসূতায়াঃ সংবৎসরপরা স্থিতিঃ।
অপ্রবৃত্তৌ স্মৃতো ধর্ম এব প্রোষিতযোষিতাম্॥
(ঘ) প্রতাপ্র বৃত্তৌ ভূতানাং সৃষ্টিরেষা প্রজাপতেঃ।
অতোঽন্যথাগমে স্ত্রীণামেবং দোষো ন বিদ্যতে॥

উগ্রঃ পারশবশ্চৈব নিষাদশ্চানুলোমতঃ।
অম্বষ্ঠো মাগধশ্চৈব ক্ষত্তা চ ক্ষত্রিয়াত্মজঃ ॥১০৪
আনুলোম্যেন তত্রৈকো দ্বৌ জ্ঞেয়ৌ প্রতিলোমতঃ
ক্ষত্রাদ্যাঃ প্রতিলোমাঃ স্যুরনুলোমাস্ত্রিমে স্মৃতাঃ॥১০৫
সংস্কারাশ্চরুপাকাদ্যাস্তেষাং ত্রিঃ সপ্ত বৈ মতাঃ।
সবর্ণো ব্রাহ্মণী পুত্রঃ ক্ষত্রিয়ায়ামনন্তরঃ * ॥১০৬

অম্বষ্ঠোগ্রৌ তথা পুত্রাবেবং ক্ষত্রিয়-বৈশ্যয়োঃ
একান্তরস্তু চাম্বষ্ঠো বৈশ্যায়াং
ব্রাহ্মণাৎ সুতঃ ॥১০৭
শূদ্রায়াং ক্ষত্রিয়াত্তদ্বন্নিষাদো নাম জায়তে
শূদ্রা পারশবং সূতে ব্রাহ্মণাদুত্তরং সুতম্ ॥১০৮
আনুলোম্যেন বর্ণানাং পুত্রা হ্যেতে প্রকীর্তিতাঃ।

অনুলোমক্রমে উচ্চবর্ণ পুরুষের দ্বারা নিম্নবর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তানের উৎপত্তি, তাহা বিধিসম্মত। আর প্রতিলোমক্রমে নিম্নবর্ণের পুরুষের দ্বারা উচ্চবর্ণের স্ত্রীতে যে সন্তানোৎপত্তি, তাহা বর্ণসঙ্করকারক—ইহা উক্ত আছে। পরবর্তিবর্ণের স্ত্রীতে জাত যে সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান—তাহা 'একান্তর' সন্তান বলিয়া জানিবে। তৎপরবর্ত্তি-বর্ণের স্ত্রীতে জাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বৈশ্যাজাত যে সন্তান তাহা 'দ্ব্যন্তর' বলিয়া জানিবে। তৎপরবর্তিনীস্ত্রীতে জাত অর্থাৎ ব্রাহ্মণের শূদ্রা স্ত্রীতে জাত যে সন্তান, তাহা 'ত্র্যন্তর'। এইরূপে অনুলোমক্রমে অর্থাৎ স্বাভাবিক ক্রমে সন্তান উৎপন্ন হয়। আর প্রতিলোমক্রমে অর্থাৎ বিপরীতক্রমেও ঐরূপ সন্তান হইয়া থাকে। (এখানে বক্তব্য এই যে, যদিও মূলে 'ত্র্যন্তর' এই শব্দটি নাই, তথাপি 'একান্তর', 'দ্ব্যন্তর' এইরূপ ক্রমানুসারে ঋষির অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া 'ত্র্যন্তর' এই শব্দটি ব্যবহৃত হইল)।১০২-৩

'উগ্র', 'পারশব' ও 'নিষাদ' পুত্র অনুলোমক্রমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ পুরুষের দ্বারা নিম্নবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন হয়, আর 'অম্বোষ্ঠ', 'মাগধ', ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত 'ক্ষত্তৃ' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। (পরবর্তী শ্লোকে ইহাদের উৎপত্তির ব্যাখ্যা প্রদর্শিত হইবে)।১০৪

ইহাদের মধ্যে অর্থাৎ 'অম্বোষ্ঠ', 'মাগধ' ও 'ক্ষত্তৃ'র মধ্যে প্রথম 'অম্বোষ্ঠ' অনুলোমজ সন্তান অর্থাৎ বৈশ্যার গর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত সন্তান ; অপর দুইটি অর্থাৎ 'মাগধ' ও 'ক্ষর্ত্তৃ' হীনবর্ণ দ্বারা উৎপাদিত সন্তান অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে বৈশ্য কর্তৃক উৎপাদিত 'মাগধ' সন্তান এবং ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে শূদ্রদ্বারা উৎপাদিত সন্তান 'ক্ষত্তৃ' সন্তান। এইজন্য 'ক্ষত্ত' প্রভৃতি প্রতিলোমজ সন্তান। আর নিম্নলিখিত সন্তানগণ অনুলোমজ সন্তান।১০৫

তাহাদের চরুপাকপূর্বক সপ্তসংস্কার তিনবার হইবে। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণী পত্নীতে জাত সন্তান 'সবর্ণ' সন্তান, আর ক্ষত্রিয়াতে ব্রাহ্মণের উৎপন্ন সন্তান 'অনন্তর'।১০৬

'অম্বোষ্ঠ' ও 'উগ্র' ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের এরূপ 'অনন্তর' সন্তান। বৈশ্যাতে ব্রাহ্মণ কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র "অম্বোষ্ঠ" পুত্র—ইহা ক্ষত্রিয় দ্বারা ব্যবহিত বলিয়া একান্তর পুত্র। (১০৩ নং শ্লোকে যে 'একান্তর' পুত্র বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই শ্লোকের একান্তর পুত্রের ভেদ হইল, পূর্বে বর্ণভেদ আর এইস্থলে অনুলোমক্রমস্ত্রীভেদ)।১০৭

শূদ্রাতে ক্ষত্রিয় হইতে যে সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'নিষাদ' সন্তান বলে। শূদ্রাগর্ভে ব্রাহ্মণ কর্তৃক যে সন্তান তাহাকে "পারশব" বলে।১০৮

এই সকল সন্তান বর্ণের অনুলোমক্রমে অর্থাৎ উচ্চবর্ণ পুরুষ হইতে হীনবর্ণা স্ত্রীতে জাত হয় বলিয়া কথিত আছে। "সুত" ও "মাগধ" এই পুত্রদ্বয়, "অয়োগব" পুত্র এবং 'ক্ষত্তৃ' ও 'বৈদেহক' পুত্রদ্বয় ইহারা প্রতিলোম বর্ণক্রমে

* গ্রন্থান্তরে নিম্নলিখিত শ্লোক ১০৬ নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়—

উত্তমেভ্যস্ত্রয়স্ত্রিভ্যঃ শূদ্রাপুত্রাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
ব্রাহ্মণ্যামপি চণ্ডালসূতবৈদেহকা অপি।
অপরেভ্যস্ত্রয়স্ত্রিভ্যো বিজ্ঞেয়াঃ প্রতিলোমতঃ॥
বৈশ্যাপুত্রাস্তু দৌষ্যন্ত-যবনাযোগ বা অপি।
প্রাতিলোম্যেন তত্রৈকো দ্বৌ জ্ঞেয়াবনুলোমজৌ
সূতাদ্যাঃ প্রতিলোমাস্তু জ্ঞেয়াবপ্রতিলোমজৌ।
স সঙ্করাঃ শ্বপাকাদ্যাস্তেষাং ত্রিঃ সপ্তকো গণঃ॥

সূতশ্চ মাগধশ্চৈব পুত্রাবায়োগবস্তথা ॥১০৯
প্রতিলোম্যেন বর্ণানাং ক্ষত্তৃ-বৈদেহকাবপি।
অনন্তরঃ স্মৃতঃ সূতো ব্রাহ্মণ্যাং ক্ষত্রিয়াৎ সুতঃ ॥১১০
মাগধায়োগবৌ তদ্বদ্ দ্বৌ পুত্রৌ বৈশ্যশূদ্রয়োঃ।
ব্রাহ্মণ্যেকান্তরং বৈশ্যাৎ সুতে বৈদেহকং সুতম্ ॥১১১
ক্ষত্তারং ক্ষত্রিয়া শূদ্রাৎ পুত্রমেকান্তরং তথা।
দ্ব্যন্তরঃ প্রতিলোম্যেন পাপিষ্ঠঃ সঙ্করে সতি ॥১১২
চণ্ডালো জায়তে শূদ্রাদ্ ব্রাহ্মণী যত্র মুহ্যতি।
তস্মাদ্রাজ্ঞা বিশেষেণ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাস্তু সঙ্করাৎ (ক)॥১১৩

ইতি নারদ-স্মৃতৌ স্ত্রীপুংসযোগো নাম দ্বাদশং
ব্যবহারপদং সমাপ্তম্ ॥

অর্থাৎ হীনবর্ণ পুরুষের দ্বারা উচ্চবর্ণা স্ত্রীতে উৎপাদিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণী স্ত্রীর গর্ভে ক্ষত্রিয়-পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত 'অনন্তর' পুত্র "সূত" নামে প্রসিদ্ধ। সেই "মাগধ" ও "আয়োগব" পুত্রদ্বয় বৈশ্য এবং শূদ্র হইতে অব্যবহিত পূর্ববর্ণীয়া স্ত্রীর গর্ভে জাত হয় অর্থাৎ ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভে বৈশ্য দ্বারা উৎপাদিত 'মাগধ' ও বৈশ্যা স্ত্রীর গর্ভে শূদ্র দ্বারা উৎপাদিত 'আয়োগব' পুত্র। বৈশ্য হইতে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে একান্তর পুত্র জাত হয় তাহার নাম "বৈদেহক" বলিয়া জানিবে। শূদ্র হইতে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে যে একান্তর পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহাকে "ক্ষত্তৃ" বলিয়া জানিবে। আর প্রতিলোমক্রমে সঙ্করস্থলে ব্রাহ্মণী মোহগ্রস্তা হইয়া শূদ্র হইতে যে পাপিষ্ঠ সন্তান প্রসব করে, তাহাকে "চণ্ডাল" বলিয়া জানিবে। সেইজন্য সঙ্কর হইতে স্ত্রী-সকলকে রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্তব্য।১০৯-১৩

পাঠান্তর :—
(ক) রাজ্ঞা পরীক্ষ্যং ন যথা জায়তে বর্ণসঙ্করঃ।
তস্মাদ্ রাজ্ঞা বিশেষেণ স্ত্রিয়ো রক্ষ্যাস্তু সঙ্করাৎ ॥

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির পঞ্চদশাধ্যায়ে স্ত্রী-পুং-সংযোগনামক দ্বাদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

## অথ দায়বিভাগস্ত্রয়োদশং বিবাদপদম্

বিভাগোঽর্থস্য পিত্র্যস্য পুত্রৈর্যত্র প্রকল্প্যতে।
দায়ভাগ ইতি প্রোক্তং তদ্বিবাদপদং বুধৈঃ (ক) ॥১
পিতর্য্যূর্দ্ধং গতে পুত্রা বিভজেরন্ ধনং ক্রমাৎ (খ)।
মাতুর্দুহিতরোঽভাবে দুহিতৄণাং তদন্বয়ঃ ॥২
মাতুর্নিবৃত্তে রজসি প্রত্তাসু ভগিনীষু চ।
নিবৃত্তে বাপি মরণে (গ) পিতর্য্যুপরতস্পৃহে ॥৩
পিতৈব বা স্বয়ং পুত্রান্ বিভজেদ্ বয়সি স্থিতঃ।
জ্যেষ্ঠং বা শ্রেষ্ঠভাগেন (ঘ) যথা
বাস্য মতির্ভবেৎ ॥৪
বিভৃয়াদ্বেচ্ছতঃ সর্বান্ জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা যথা পিতা।
ভ্রাতা শক্তঃ কনিষ্ঠো বা শক্ত্যপেক্ষ্যঃ
কুলে শ্রিয়ঃ (ঙ) ॥৫
শৌর্য্যভার্য্যাধনে চোভে (চ) যচ্চ বিদ্যাধনং ভবেৎ।
ত্রীণ্যেতান্যবিভাজ্যানি প্রসাদো যশ্চ পৈতৃকঃ ॥৬
মাত্রা চ স্বধনং দত্তং যস্মৈ স্যাৎ প্রীতিপূর্বকম্।
তস্যাপ্যেষ বিধির্দৃষ্টো মাতাপি (ছ) হি যথা পিতা ॥৭
অধ্যগ্ন্যধ্যাবাহনিকং ভর্ত্তুর্দায়স্তথৈব চ (জ)।
ভ্রাতৃ-মাতৃ-পিতৃপ্রাপ্তং ষড়্বিধং স্ত্রীধনং স্মৃতম্ ॥৮
স্ত্রীধনং তদপত্যানাং ভর্তৃগাম্যপ্রজাসু তু।

### দায়ভাগ নামক ত্রয়োদশ বিবাদপদ।

পুত্রগণ পিতৃধনের যে বিভাগ করিয়া থাকে, শাস্ত্রে তাহাই 'দায়ভাগ' বলিয়া কথিত আছে। বিভাজ্য-ধনকেই পণ্ডিতগণ বিবাদপদ (বিবাদের স্থান) বলিয়াছেন।১

পিতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ ক্রমানুসারে অর্থাৎ পুত্র-পৌত্র—এই ক্রমানুযায়ী পিতৃধন ভাগ করিয়া লইবে। মাতার মৃত্যুর পর কন্যাগণ মাতৃধন ভাগ করিবে। যদি কন্যা না থাকে, তাহা হইলে পুত্রগণ উক্ত মাতৃধন বিভাগ করিয়া পরস্পর গ্রহণ করিবে।২

যদি মাতার অর্থাৎ স্বীয় গর্ভধারিণী ও অন্যান্য বিমাতার রজোনিবৃত্তি হয়, ভগিনীগণের বিবাহ হইয়া যায় এবং পিতার বিষয়ভোগাকাঙ্ক্ষা ক্ষয় হওয়ায় স্ত্রী-সম্পর্ক ও বিষয়বাসনা নিবৃত্ত হয়, তাহা হইলে পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রগণ ধনবিভাগ করিতে পারিবে।৩

পরিণতবয়সে অর্থাৎ বৃদ্ধাবস্থায় পিতা স্বয়ং পুত্রগণকে সমস্ত ধন বিভাগ করিয়া দিবেন। বিভাগকালীন পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রকে শ্রেষ্ঠভাগ অর্থাৎ দুইভাগ কিংবা তাহার ইচ্ছানুরূপ ভাগ করিয়া দিতে পারেন।৪

যেরূপ পিতা সকলপুত্রগণের পালনপূর্বক সংসারের উন্নতিসাধন করিত, সেইরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতা পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠভ্রাতৃবৃন্দ তাঁহার তত্ত্বাবধানে থাকিতে ইচ্ছা করিলে তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিবে। যদি জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা অসমর্থ হয় এবং কনিষ্ঠভ্রাতা শক্তিশালী হয়, তাহা হইলে সেই শক্তিমান্ কনিষ্ঠভ্রাতাই সকল ভ্রাতৃগণকে ভরণপোষণ করিবে, কারণ সংসারের অভ্যুদয় ক্ষমতাসাপেক্ষ।৫

পিতার জীবিতাবস্থায় পুত্রদের অর্জিত ধন বিভাজ্য কি অবিভাজ্য তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। নিজ সামর্থ্য দ্বারা যে ধন অর্জিত হইয়াছে, বিবাহকালে যৌতুকরূপে শ্বশুরাদি কর্তৃক যাহা প্রদত্ত হইয়াছে এবং স্বীয় বিদ্যা দ্বারা যে ধন অর্জিত হইয়াছে—এই ত্রিবিধ ধন বিভাজ্য হইবে না। এইরূপ পিতা অনুগ্রহ করিয়া যে ধন দিয়াছেন, তাহাও বিভাগযোগ্য নহে।৬

পাঠান্তর :—(ক) —তদ্ ব্যবহারপদং বুধৈঃ।
(খ) পিতর্য্যুপগতে পুত্রা বিভজেযুর্ধনং পিতুঃ।
(গ) নিরিষ্টে বাপ্যমরণে—। (ঘ) শ্রেষ্ঠবিভাগেন
(ঙ) —শক্ত্যপেক্ষ্যং কুলে ক্রিয়া। (চ) শৌর্য্য-ভার্য্যাধনে হিত্বা—।
(ছ) মাতাপীষ্টে (জ) —ভ্রাত্রাদত্তং পিতৃভ্যাঞ্চ।

ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষ্বাহুঃ পিতৃগামীতরেষু তু ॥৯
কুটুম্বং বিভৃয়াদ্ ভ্রাতুর্যো বিদ্যামধিগচ্ছতি।
ভাগং বিদ্যাধনাত্তস্মাৎ স লভেতাশ্রুতোঽপি সন্ ॥১০
বৈদ্যোঽবৈদ্যায় নাকামো দদ্যাদংশং স্বতো ধনাৎ।
পিত্র্যং দ্রব্যং সমাশ্রিত্য (ক)ন চেত্তেন তদাহৃতম্ ॥১১

দ্বাবংশৌ প্রতিপদ্যেত বিভজন্নাত্মনঃ পিতা।
সমাংশভাগিনী মাতা পুত্রাণাং স্যান্মৃতে পতৌ(খ) ॥১২
জ্যেষ্ঠায়াংশোঽধিকো দেয়ঃ কনিষ্ঠায়াবরঃ স্মৃতঃ (গ)।
সমাংশভাজঃ শেষাঃ স্যুরপ্রত্তা ভগিনী যথা ॥১৩
ক্ষেত্রজেষ্বপি পুত্রেষু তজ্জাতেষু ধর্মতঃ।
বর্ণাবরেষ্বংশহানিরূঢ়াজাতেষ্বনুক্রমাৎ (ঘ) ॥১৪

মাতা নিজের ধন অর্থাৎ যাহা স্ত্রীধন বলিয়া কীর্তিত সেই ধন স্নেহার্দ্রচিত্তে যে পুত্রকে যাহা দিবেন, তাহার বিষয়েও এই বিধি প্রযোজ্য হইবে অর্থাৎ পিতা প্রসন্নচিত্তে ধন দিলে যেমন বিভাগ হয় না, সেইরূপ মাতাও প্রসন্ন হইয়া যে ধন দিবেন, তাহারও বিভাগ হইবে না, কারণ মাতাও পিতার তুল্য অর্থাৎ উভয়ের কোন পার্থক্য নাই।৭

মাতার কোন্ ধন নিজের, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। বিবাহকালীন অগ্নিসম্মুখে নারীকে যে ধন দেওয়া হয়, তাহাকে 'অধ্যগ্নি'-ধন বলে। বিবাহের পর পতিগৃহে গমন সময়ে সেই নারী যে ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাকে 'অধ্যাবাহনিক'-ধন বলে। ভর্তা যে ধন স্ত্রীকে দিয়া থাকে, এইরূপ ভ্রাতা, মাতা ও পিতার নিকট হইতে নারী যে ধন পাইয়া থাকে—নারীর এই ষড়্‌বিধ ধনকে স্ত্রীধন বলিয়া জানিবে।৮

এই ষড়্‌বিধ স্ত্রীধনের অধিকারিণী-স্ত্রীর অভাবে ঐ স্ত্রীধন তাঁহার অপত্যগণ অর্থাৎ প্রথম কন্যা, তদভাবে পুত্র লাভ করিবে। অপত্যের অভাবে ব্রাহ্ম আদি পঞ্চবিধ বিবাহে অর্থাৎ ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য ও গান্ধর্ব এই পঞ্চবিধ বিবাহে লব্ধ স্ত্রীধনে ভর্তা অধিকারী হইবে। আর আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ-বিবাহকালে লব্ধধন পিতৃগামী হইবে অর্থাৎ প্রথমে মাতা ও পরে পিতা পাইবে। (এইস্থলে বক্তব্য এই যে, 'ব্রাহ্মাদিষু চতুর্ষু' এই মূলের ব্যাখ্যা পূর্বে যাহা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা মহাজন কর্তৃক স্বীকৃত এবং টীকাকার কর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। 'পিতৃগামীতরেষু চ' এই মূলের ব্যাখ্যায় জীমূতবাহন পিতৃশব্দের একশেষ কল্পনা করিয়া প্রথমে মাতা, পরে পিতা পাইবেন—ইহা দেখাইয়াছেন)। যে বিদ্যা দ্বারা ধনোপার্জন হইবে, সেই বিদ্যালাভের জন্য কোন ভ্রাতা যদি স্থানান্তরে যায় এবং অন্য ভ্রাতা তাহার কুটুম্ববর্গকে স্বীয় অর্থব্যয়ে ভরণপোষণ করে, তাহা হইলে কুটুম্বভরণপোষণকারী ভ্রাতা বিদ্যাশূন্য হইলেও বিদ্বান্ ভ্রাতার বিদ্যাদ্বারা অর্জিত ধন হইতে অংশ লাভ করিবে।৯-১০

যে ভ্রাতা বিদ্বান্ নহে, বিদ্বান্ ভ্রাতা যদি পৈতৃক ধন ব্যয় করিয়া স্বীয় বিদ্যার্জন না করিয়া থাকে, তাহা হইলে বিদ্যার্জিত স্বীয় ধন হইতে ইচ্ছা না করিলে তাহাকে অংশ দিবে না। (ইহা দ্বারা অন্য বিদ্বান্ ভ্রাতা অংশ পাইবে—তাহা সূচিত হইল এবং সাধারণ ধন অর্থাৎ পৈতৃক-ধন-ব্যয়ে অর্জিত বিদ্যা হইতে ধনাগম হইলে সেই ধনের অংশ প্রত্যেককেই দিতে হইবে)।১১

পিতা যদি পুত্রগণকে সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে সেই সময়ে পিতা দুই অংশ পাইবেন। পিতার মৃত্যুর পর মাতার জীবিতাবস্থায় পুত্রগণ যদি সম্পত্তি বিভাগ করে, তাহা হইলে মাতাও পুত্রগণের সমান অংশ পাইবেন।১২

জ্যেষ্ঠভ্রাতা এক অংশ অধিক পাইবে, তৎপরবর্তী কনিষ্ঠভ্রাতা জ্যেষ্ঠভ্রাতা অপেক্ষা কিয়দংশ কম পাইবে, আর অবশিষ্ট ভ্রাতৃগণ এবং অদত্তা ভগিনী সমান অংশ পাইবে।১৩

ধর্মানুসারে উৎপন্ন ক্ষেত্রজপুত্র-বিষয়েও ঔরসপুত্রের ন্যায় বিভাগ হইবে অর্থাৎ ১৩নং শ্লোকে প্রদর্শিত বিভাগানুযায়ী বিভাগ হইবে। বিবাহিতা স্ত্রীতে উৎপন্ন

পাঠান্তর :—(ক) পিতৃদ্রব্যং তদাশ্রিত্য—।
(খ)—পুত্রাণাং স্যান্মৃতে ধবে (গ)—জ্যেষ্ঠায় তু বরঃ স্মৃতঃ।
(ঘ)—গূঢ়াজাতেষ্বনুক্রমাৎ।

পিত্রৈব তু বিভক্তা যে হীনাধিকসমৈর্ধনৈঃ।
তেষাং স এব ধর্ম্মঃ (ক) স্যাৎ সর্বস্য
হি পিতা প্রভুঃ ॥১৫
ব্যাধিতঃ কুপিতশ্চৈব বিষয়াসক্তমানসঃ।
অন্যথাশাস্ত্রকারী চ ন বিভাগে পিতা প্রভুঃ ॥১৬
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ গূঢ়ায়াং যশ্চ জায়তে।
তেষাং বোঢ়া পিতা জ্ঞেয়স্তে চ ভাগহরাঃ স্মৃতাঃ॥১৭
অজ্ঞাতপিতৃকো যশ্চ কানীনোঽনূঢ়মাতৃকঃ (খ)।
মাতামহায় দদ্যাৎ স পিণ্ডং রিক্থং হরেত চ ॥১৮

হীনবর্ণপুত্রবিষয়ে ক্রমানুসারে এক এক অংশহীন করিয়া ভাগ করিতে হইবে।১৪

পিতা পুত্রগণকে অল্প, অধিক অথবা সম যেরূপ অংশ দিয়া বিভক্ত অর্থাৎ পৃথক্ করিয়া দিবেন, সেই বিভাগই তাহাদের পক্ষে ধর্ম্মসঙ্গত হইবে, কারণ, পিতা সমস্ত ধনেরই প্রভু অর্থাৎ সর্বধনে প্রভুত্ব বলিয়াই ন্যূনাধিক দান ধর্ম্মসঙ্গত হইল।১৫

রোগগ্রস্ত, ক্রুদ্ধ বা কামাদি-বশীভূত হইয়া উপভোগ্য বস্তুতে আসক্তচিত্ত পিতা যদি জ্যেষ্ঠতাদি জন্য যে ন্যূনাধিক ভাগ শাস্ত্রে কথিত আছে তাহার অন্যথা করিয়া ন্যূন বা অধিক বিভাগ করিতে যান, তাহা হইলে সেই বিভাগে তিনি প্রভু হইবেন না।১৬

কন্যাকালে অর্থাৎ বিবাহের পূর্বে কন্যাতে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'কানীন'-পুত্র বলে। বিবাহের পূর্বে জাতগর্ভা কন্যাকে বিবাহ করার পর যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'সহোঢ়'-পুত্র বলে। আর গুপ্তভাবে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহাকে 'গূঢ়াজ'-পুত্র বলে। এই সকল পুত্রের মাতাকে যে ব্যক্তি বিবাহ করিবে, তাহাকেই ইহাদের পিতা বলিয়া জানিবে এবং ঐ সকল পুত্রও পিতার অংশভাগী হইবে।১৭

যদি অবিবাহিতা কন্যাতে উৎপন্ন সন্তানের পিতাকে না জানা যায়, তাহা হইলে সেই' কানীন'-পুত্র মাতামহকে পিণ্ডদান করিবে এবং তাহার ধনভাগী হইবে।১৮

জাতা যে ত্বনিযুক্তায়ামেকেন বহুভিস্তথা।
অরিক্থভাজঃ সর্বে স্যুর্বীজিনামেব তে সুতাঃ (গ) ॥১৯
দদ্যুস্তে বীজিনে পিণ্ডং মাতা চেচ্ছুল্কতো হৃতা।
অশুল্কোপগতায়াং তু পিণ্ডদা বোঢ়ুরেব তে ॥২০
পিতৃদ্বিট্ পতিতঃ ষণ্ঢো যশ্চ স্যাদৌপপাতিকঃ।
ঔরসা অপি নৈতেঽংশং লভেরন্ ক্ষেত্রজাঃ কুতঃ ॥২১
দীর্ঘতীব্রাময়গ্রস্তা জড়োন্মত্তান্ধপঙ্গবঃ (ঘ)।
ভর্তব্যাঃ স্যুঃ (ঙ) কুলে চৈতে
তৎপুত্রাস্ত্বংশভাগিনঃ ॥২২

যে স্ত্রী ক্ষেত্রজ-সন্তানের জন্য নিযুক্ত হয় নাই অর্থাৎ স্বৈরিণী স্ত্রী, তাহার গর্ভে এক ব্যক্তির দ্বারা কিংবা বহু ব্যক্তির দ্বারা যে সকল সন্তান উৎপন্ন হয়, সেই সকল সন্তান ক্ষেত্রীর অর্থাৎ যাহার স্ত্রীতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার ধনে অধিকারী হইবে না; তাহারা জনকেরই অর্থাৎ উৎপাদক ব্যক্তিরই সন্তান হইবে।১৯

যদি উক্ত নারীকে অর্থাদি শুল্ক দ্বারা গ্রহণ করা হইয়া থাকে, তবে তাহার সন্তানগণ বীজীকে অর্থাৎ উৎপাদককে পিণ্ড দিবে। আর যদি শুল্ক না দিয়া পরস্ত্রীতে উপগত হইবার পর পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ স্ত্রীকে যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছিল, উক্ত পুত্র তাহাকেই পিণ্ডদান করিবে অর্থাৎ তাহারই পুত্র বলিয়া স্বীকৃত হইবে।২০

পিতৃদ্বেষী অর্থাৎ যে পিতৃপোষণ করে না, পিতার ঔর্ধ্বদৈহিক কর্মে বিমুখ, পিতাকে হত্যা করিতে উদ্যত, নিষিদ্ধপানজন্য যে পুত্র পতিত, যে পুত্র ক্লীব এবং যে পুত্র গোহত্যাদি উপপাতককারী, সেই পুত্রের বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন ঔরসপুত্রও ধনাধিকারী হইবে না। সেইস্থলে ক্ষেত্রজাদি সন্তানগণের কথা কি আর বলিব অর্থাৎ তাহারাও ধনাধিকারী হইবে না।২১

যে রোগ দীর্ঘকালস্থায়ী এবং দীর্ঘকালেও যাহার উপশম হয় না যেমন রাজযক্ষ্মাদি, তীব্র অর্থাৎ অত্যন্ত ক্লেশদায়ক যে রোগ জীবনকে বিষময় করে যেমন কুষ্ঠাদি—এইরূপ রোগগ্রস্ত, বিকলান্তঃকরণ, উন্মত্ত,

পাঠান্তর :—(ক) তেষাং স এব ভাগঃ—।
(খ) —কানীনো গূঢ়মাতৃকঃ।

(গ) অবিক্থ ভাজস্তে সর্ব্বে বীজিনামেব তে স্মৃতাঃ।
(ঘ) —জড়োন্মত্তান্ধপঙ্গবঃ। (ঙ) কুটুম্ব্যাস্তে—।

দ্ব্যামুষ্যায়ণা দদ্যুর্দ্বাভ্যাং পিণ্ডোদকে পৃথক্।
রিক্থাদর্দ্ধং সমাদদ্যুর্বীজিক্ষেত্রিকয়োস্তথা (ক) ॥২৩
সংসৃষ্টানাং (খ) তু যো ভাগস্তেষামেব স ইষ্যতে।
অনপত্যোঽংশভাগ্ যোঽপি
নির্বীজেষ্বিতরানিয়াৎ (গ) ॥২৪
ভ্রাতৃণামপ্রজাঃ প্রেয়াৎ (ঘ) কশ্চিচ্চেৎ প্রব্রজেত্তু বা।
বিভজেরন্ধনং তস্য শেষাস্তু স্ত্রীধনং বিনা ॥২৫
ভরণং চাস্য কুর্বীরন্ স্ত্রীনামাজীবিতক্ষয়াৎ।
রক্ষন্তি শয্যাং ভর্ত্তুশ্চেদাচ্ছিন্দ্যুরিতরাসু চ ॥২৬

যা তস্য দুহিতা তস্যাঃ (ঙ) পিত্র্যোঽংশো
ভরণে মতঃ।
বাসংস্কারং ভজেরংস্তাং (চ) পরতো বিভূয়াৎ পতিঃ॥২৭
মৃতে ভর্ত্তর্য্যপুত্রায়াঃ পতিপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ।
বিনিযোগাত্মরক্ষাসু ভরণে চ স ঈশ্বরঃ (ছ) ॥২৮
পরিক্ষীণে পতিকুলে নির্মনুষ্যে নিরাশ্রয়ে।
তৎসপিণ্ডেষু বাসৎসু পিতৃপক্ষঃ প্রভুঃ স্ত্রিয়াঃ ॥২৯
স্বাতন্ত্র্যাদ্ বিপ্রণশ্যন্তি কুলে জাতা অপি স্ত্রিয়ঃ।
অস্বাতন্ত্র্যমতস্তাসাং প্রজাপতিরকল্পয়ৎ ॥৩০

জন্মান্ধ এবং জন্মকাল হইতেই পঙ্গু অর্থাৎ গতিশক্তিহীন ব্যক্তিকে পিতৃকুলজাত অন্যব্যক্তিগণ ভরণপোষণ করিবে এবং উক্ত রোগগ্রস্ত-ব্যক্তিদের নির্দোষ পুত্রগণ অংশভাগী হইবে।২২

'দ্ব্যামুষ্যায়ণ'-পুত্রগণ উভয় পিতাকে অর্থাৎ ক্ষেত্রী এবং বীজী পিতাকে পৃথক্ পৃথগ্‌ভাবে পিণ্ড ও উদক দান করিবে এবং বীজীর ও ক্ষেত্রীর ঔরসজাত পুত্রের অর্দ্ধাংশ পাইবে। বীজীর এবং ক্ষেত্রীর উভয়ের ইচ্ছানুসারে অর্থাৎ 'আমার ক্ষেত্রে তুমি পুত্রোৎপাদন কর এবং এই পুত্র আমাদের উভয়েরই পুত্র হইবে ও উভয়েরই পিণ্ডদাতাহইবে'—এইপ্রকার সত্যবদ্ধ হইয়া যে পুত্র উৎপাদিত হয়, তাহাকে 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ'-পুত্র বলে।২৩

সংসৃষ্টগণের অর্থাৎ ক্ষেত্রী বা বীজিগণের যে অংশ আছে, সেই অংশ ঐ 'দ্ব্যামুষ্যায়ণ'-পুত্রগণ পাইবে; আর যে অংশীদার অপুত্রক, সেই ব্যক্তি যদি পুত্রহীন অবস্থায় মারা যায়, তাহা হইলে অন্য সংসৃষ্টগণ তাহার অংশ পাইবে। (পিতা, পিতৃব্য ও ভ্রাতৃগণ পরস্পর পৃথক্ হওয়ার পর যদি পুনরায় অত্যন্ত প্রীতিবশতঃ বিভক্ত অর্থাদি মিলিত করিয়া বসবাস করে, তবে তাহাদিগকে 'সংসৃষ্ট' বলে)।২৪

সংসৃষ্ট-ভ্রাতৃগণের মধ্যে যদি কেহ অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করে কিংবা প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার ভার্য্যা থাকিলেও তাহার ধনাদি অবশিষ্ট সংসৃষ্ট-ভ্রাতৃগণ ভাগ করিয়া লইবে; কিন্তু যদি তাহার স্ত্রীর কোন স্ত্রীধন থাকে, তাহা হইলে তাহা বিভাজ্য হইবে না।২৫

যদি উক্ত স্ত্রী ব্যাভিচারিণী না হয়, তাহা হইলে মৃত বা সন্ন্যাসধর্মগৃহীত ব্যক্তির ঐ স্ত্রীগণকে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত ভরণপোষণ করিতে হইবে, ব্যভিচারিণী হইলে তাহা বন্ধ করিয়া দিবে।২৬

যদি মৃত কিংবা প্রব্রজিত ঐ ব্যক্তির পুত্র না থাকিয়া কন্যা থাকে, তাহা হইলে তাহার ভরণপোষণ-নিমিত্ত উক্ত পিতার অংশ বিবাহ-সংস্কার না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারই থাকিবে, আর বিবাহ হইলে পতিই তাহাকে ভরণপোষণ করিবে।২৭

পতির মৃত্যু হইলে পুত্রহীনা নারীর পতিপক্ষীয় ব্যক্তি অভিভাবক হইবে। তাহার অর্থের ব্যবহারে, আত্মরক্ষা-বিষয়ে কিংবা ভরণপোষণ-বিষয়ে সেই পতি-পক্ষীয় ব্যক্তি প্রভু হইবে।২৮

পতির বংশ নষ্ট হইলে, অভিভাবক হইবার যোগ্য ব্যক্তি না থাকিলে এবং সেইজন্য আশ্রয়শূন্যা হইলে, তাহার সপিণ্ড পর্য্যন্ত কেহ না থাকিলে পিতৃপক্ষ তখন সেই নারীর অভিভাবক হইবে।২৯

পাঠান্তর :—(ক) রিক্থাদর্দ্ধাংশমাদদ্যুর্বীজিক্ষেত্রিকয়োস্তথা।
(খ) সংসৃষ্টিনাং—।
(গ) অতোঽন্যস্থাংশভাজো হি নির্বীজিষ্বিতরানিয়াৎ।
(ঘ) ভ্রাতৃণামপ্রজাঃ প্রেয়াৎ—
(ঙ) স্যাদ যস্য দুহিতা তস্যাঃ— (চ) আসংস্কারাদ্ ভরেত্তেভ্যাং—।
(ছ) পক্ষদ্বয়াবসানে তু রাজা ভর্ত্তা স্মৃতঃ স্ত্রিয়াঃ।
স তস্যা ভরণং কুর্য্যাৎ নিগৃহ্নীয়াৎ পথশ্চ্যুতাম্॥

পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে।
পুত্রাস্তু স্থবিরে ভাবে (ক) ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি ॥৩১
যচ্ছিষ্টং পিতৃদায়েভ্যো দত্ত্বর্ণং পৈতৃকং চ যৎ।
ভ্রাতৃভিস্তদ্বিভক্তব্যমৃণী ন স্যাদ্যথা পিতা ॥৩২
যেষাং তু ন কৃতাঃ পিতা সংস্কারবিধয়ঃ ক্রমাৎ।
কর্তব্যা ভ্রাতৃভিস্তেষাং পৈতৃকাদেব তদ্ধনাৎ ॥৩৩
অবিদ্যমানে পিত্র্যেঽর্থে স্বাংশাদুদ্ধৃত্য বা পুনঃ।
অবশ্যকার্য্যাঃ সংস্কারা ভ্রাতৄণাং পূর্বসংস্কৃতৈঃ ॥৩৪
কুটুম্বার্থেষু যশ্চোক্তস্তৎ (খ) কার্য্যং কুরুতে চ যঃ।
ভ্রাতৃভির্ভরণী য়োঽসৌ গ্রাসাচ্ছাদন বাহনৈঃ (গ) ॥৩৫

বিভাগধর্মসন্দেহে দায়াদানাং বিনির্ণয়ঃ।
জ্ঞাতিভির্ভাগলেখ্যৈশ্চ পৃথক্ কার্য্যা
প্রবর্তনাৎ (ঘ) ॥৩৬
ভ্রাতৄণামবিভক্তানামেকো ধর্মঃ প্রবর্ত্ততে।
বিভাগে সতি ধর্মো হি তেষাং ভবেৎ
পৃথক্ পৃথক্ (ঙ) ॥৩৭.
দানগ্রহণপশ্বন্নগৃহক্ষেত্র পরিগ্রহাঃ।
বিভক্তানাং পৃথগ্ জ্ঞেয়াঃ পাকধর্মাগমব্যয়াঃ ॥৩৮
সাক্ষিত্বং প্রাতিভাব্যং চ দানং গ্রহণমেব চ।
বিভক্তা ভ্রাতরঃ কুর্য্যুর্নাবিভক্তাঃ পরস্পরম্ ॥৩৯

স্ত্রীগণ উচ্চবংশসম্ভূতা হইলেও স্বাধীনতার জন্য স্বধর্মবিচ্যুতা হইয়া থাকে অর্থাৎ ব্যভিচারাদি-দোষযুক্তা হইয়া থাকে। সেইহেতু প্রজাপতি স্ত্রীর অস্বতন্ত্রতার অর্থাৎ অভিভাবকগণের মতে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।৩০

পিতা নারীকে কুমারী অবস্থায় রক্ষা করিবেন, স্বামী যৌবনে ভরণপোষণ করিবেন এবং স্বীয় তত্ত্বাবধানে রাখিবেন। পুত্রগণ বার্ধক্যে মাতার সকল ভার বহন করিবে। অতএব কোন অবস্থায় নারীর স্বতন্ত্রতা নাই।৩১

পিতার দায় অর্থাৎ কোন প্রতিশ্রুত দ্রব্য দেওয়ার পরে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে এবং পিতৃকৃত যে ঋণ তাহা দেওয়ার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, ভ্রাতৃগণ তাহাই ভাগ করিয়া লইবে; কারণ, যাহা করিলে পিতা ঋণগ্রস্ত হইয়া না থাকেন, তাহাই পুত্রগণের কর্তব্য।৩২

সংস্কার্য্যপুত্রগণের কর্তব্য-সংস্কার ক্রমে ক্রমে যাহা বিহিত আছে, পিতা যদি তাহাদিগের সেই সংস্কার না করেন, তাহা হইলে অপর ভ্রাতৃগণ পৈতৃক ধন হইতে সেই সকল ভ্রাতৃদিগের সংস্কারগুলি সম্পাদিত করিবে। পৈতৃকধন না থাকিলে সংস্কৃত ভ্রাতৃগণ নিজ নিজ অংশ হইতে অর্থ তুলিয়া অসংস্কৃত ভ্রাতৃগণের অবশ্য সংস্কার করিবে।৩৩-৩৪

পরিবারবর্গের প্রয়োজন-সাধক কার্য্যসকল নিষ্পাদনের জন্য ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ভারপ্রাপ্ত হইয়া যে ভ্রাতা সেই সকল কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া থাকে, ভারার্পণকারী অন্য ভ্রাতৃগণ তাহাকে গ্রাসাচ্ছাদনের দ্বারা পোষণ করিবে এবং তাহার যাতায়াতের জন্য বাহনের ব্যবস্থা করিবে।৩৫

পৈতৃকধনের শাস্ত্রানুমোদিত বিভাগ-ব্যবস্থা পূর্বে যাহা কথিত হইয়াছে, সেই বিভাগ-বিষয়ে অংশীদারগণের সন্দেহ উপস্থিত হইলে জ্ঞাতিদ্বারা, বিভাগপত্রদ্বারা কিংবা পৃথগ্ভাবে অংশীদারগণের কার্য্যানুষ্ঠানের দ্বারা সেই বিভাগ নির্ণয় করিবে।৩৬

অবিভক্ত হইয়া বসবাসকারী ভ্রাতৃগণের ধর্মানুষ্ঠান একরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু পৃথক্ হইয়া যাইলে তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানও পৃথক্ পৃথক্ হইবে।৩৭

যাহারা বিভক্ত হইয়া বসবাস করে, তাহাদের ধর্ম, অর্থ, দান, ঋণাদি দান, প্রতিগ্রহ, ঋণগ্রহণ, গবাদি পশু, অন্ন, গৃহ, শস্যক্ষেত্র এবং দাসদাসী প্রভৃতি সবই পৃথক্ হইয়া থাকে। পাকক্রিয়া, ধর্মানুষ্ঠান, ধনার্জন ও ধনব্যয়—এগুলিও পৃথগ্ভাবে হইয়া থাকে।৩৮

বিভক্ত ভ্রাতৃগণ অপর ভ্রাতার ঋণাদি গ্রহণে সাক্ষী

পাঠান্তর :—(ক) রক্ষন্তি বার্দ্ধকে পুত্রা—।
(খ) কুটুম্বার্থেষু চোদ্যুক্ত—।
(গ) স ভ্রাতৃভির্ভ্রণীয়ো গ্রাসাচ্ছাদনভোজনৈঃ

(ঘ) লেখ্যৈস্তু পৃথক্ কার্য্যাপ্রকল্পনা।
(ঙ) বিভাগে সতি ধর্ম্মোঽপি ভবেদেষাং পৃথক্ পৃথক্।

যেষামেতাঃ (ক) ক্রিয়া লোকে প্রবর্ত্তন্তে স্বরিক্‌থিনাম্।
বিভক্তানবগচ্ছেয়ুর্লেখ্যমপ্যন্তরেণ তান্ ॥৪০
বসেয়ুর্যে দশাব্দানি পৃথগ্ ধর্মাঃ পৃথক্ ক্রিয়াঃ।
বিভক্তা ভ্রাতরস্তে তু বিজ্ঞেয়া ইতি নিশ্চয়ঃ ॥৪১
যদ্যেকজাতা বহবঃ পৃথগ্ ধর্মাঃ পৃথক্ ক্রিয়াঃ।
পৃথক্‌কর্মগুণোপেতা ন তে কৃত্যেষু সম্মতাঃ ॥৪২
স্বান্ ভাগান্ যদি দদ্যুস্তে বিক্রীণীরন্নথাপি বা (খ)
কুর্য্যুর্যথেষ্টং তৎসর্বমীশাস্তে স্বধনস্য তু (গ) ॥৪৩

এবং জামিন হইতে পারে, পরস্পরকে দান করিতে পারে ও একভ্রাতা অপরের নিকট হইতে সেই দান গ্রহণ করিতে পারে; অবিভক্ত অবস্থায় ঐ সকল হইবে না।৩৯

যে ব্যক্তিগণ উত্তরাধিকারি-সূত্রে একই পিতৃধনের অধিকারী হইয়া সমাজে উক্ত কার্য্যসকল করিয়া থাকে, তাহাদিগের নিকট বিভাগের কোন দলিলপত্র না থাকিলেও তাহাদিগকে বিভক্ত বলিয়াই জানিবে।৪০

যে ব্যক্তিগণ দশবর্ষ পর্য্যন্ত ধর্মাচরণ এবং অন্যান্য কার্য্য পৃথগ্‌ভাবে সম্পাদনপূর্বক বসবাস করে, সেই সকল ভ্রাতাগণকে বিভক্ত বলিয়া জানিবে—ইহা শাস্ত্রের নির্দেশ। যাহারা একজনের সন্তান হইয়াও পঞ্চ-মহাযজ্ঞাদি কার্য্য, বাণিজ্যাদি লৌকিককার্য্য এবং সংসার-নির্বাহক গৃহকার্য্য পৃথগ্‌ভাবে করে এবং একের কার্য্য অপরের ইচ্ছানুযায়ী যাহাদের না হয়, নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে যাহারা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য করিয়া থাকে এবং যাহারা নিজ নিজ অংশ দান বা বিক্রয় করে, তাহাদের ঐ সকল কার্য্য নিজ নিজ ইচ্ছানুসারে পৃথগ্‌ভাবে করিতে পারিবে, কারণ নিজ নিজ সম্পত্তিতে তাহারাই প্রভু।৪১-৪৩

পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার পর পিতার যদি পুনরায় পুত্র জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে ঐ বিভাগের পরে উৎপন্ন সন্তান পিতার যাহা অবশিষ্ট ধন থাকিবে

পাঠান্তর :—(ক) যেষাং দ্বিধা—। (খ) —বিক্রীণীয়ুরথাপি বা। (গ) কুর্য্যুর্যথেষ্টং তৎসর্ব্বমীশতে স্বধনস্য তে।

ঊর্ধ্বং বিভাগাজ্জাতস্তু পিত্র্যমেব হরেদ্ধনম্।
সংসৃষ্টাস্তেন বা যে স্যুর্বিভজেরন্নিতি স্থিতিঃ ॥৪৪
ঔরসঃ ক্ষেত্রজশ্চৈব পুত্রিকাপুত্র এব চ।
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ গূঢ়োৎপন্নস্তথৈব চ ॥৪৫
পৌনর্ভবোঽপবিদ্ধশ্চ লব্ধঃ ক্রীতঃ কৃতস্তথা।
স্বয়ং চোপগতঃ পুত্রা দ্বাদশৈত উদাহৃতাঃ ॥৪৬
এষাং ষড় বন্ধুদায়াদাঃ ষড়দায়াদবান্ধবাঃ।
পূর্বঃ পূর্বঃ স্মৃতঃ শ্রেয়াঞ্জঘন্যো (ঘ) যো য উত্তরঃ ॥৪৭

তাহাই পাইবে; আর পুত্রদিগকে বিভাগ করিয়া দিবার পরেও যদি কোন পুত্র পিতার সহিত সংসৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরবর্তিজাত পুত্র তাহার সহিত বিভাগ করিবে—ইহাই শাস্ত্রের নির্দেশ।৪৪

পুত্র দ্বাদশপ্রকার বলিয়া জানিবে, যথা—(১) ঔরস-পুত্র—বিবাহিতা সবর্ণা স্ত্রীর গর্ভে স্বীয় কর্তৃক উৎপাদিত পুত্র 'ঔরস'-পুত্র, (২) 'ক্ষেত্রজ'-পুত্র—স্বীয় অনুমতিক্রমে নিজ স্ত্রীর গর্ভে অন্য পুরুষ দ্বারা উৎপাদিত পুত্র 'ক্ষেত্রজ'-পুত্র, (৩) 'পুত্রিকাপুত্র'—'এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, তাহা আমার হইবে'—এই অভিসন্ধিতে নিজ কন্যাকে যে ব্যক্তি দান করে, সেই কন্যার গর্ভজাত পুত্রই তাহার 'পুত্রিকাপুত্র', ( বশিষ্ঠমতে অনুরূপ বচন আছে—

অভ্রাত্রিকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্।
অস্যাং যো জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি ॥

মতান্তরে, যথা—মিতাক্ষরা মতে—তদভিসন্ধিতে প্রদত্তা কন্যাই 'পুত্রিকাপুত্র' ), (৪) 'কানীন'-পুত্র—বিবাহের পূর্বে কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, সে 'কানীন'পুত্র, (৫) 'সহোঢ়'-পুত্র—গর্ভবতী কন্যাকে বিবাহ করায় যে পুত্র হয়, তাহাকে 'সহোঢ়'-পুত্র বলে, (৬) 'গূঢ়োৎপন্ন'-পুত্র—গুপ্তভাবে অন্য দ্বারা উৎপাদিত পুত্রকে 'গূঢ়োৎপন্ন'-পুত্র বলে, (৭) 'পৌনর্ভব'-পুত্র—পুনর্ভূ স্ত্রীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র 'পৌনর্ভব'-পুত্র ( পূর্বে দ্বাদশাধ্যায়ে ৪৬ নং শ্লোকে যে 'পুনর্ভূ'র কথা বিবৃত হইয়াছে, যথা—যে কন্যার কোনরূপ পুরুষসংসর্গ হয়

(ঘ) পূর্ব্বঃ পূর্ব্বঃ স্মৃতঃ শ্রেষ্ঠো জঘন্যো—।

ছিন্নভোগে গৃহে ক্ষেত্রে সন্দেহো যত্র জায়তে।
লেখ্যেন ভোগবিদ্ভির্বা সাক্ষিভির্বা সমাহরেৎ ॥৪৮

ক্রমাদ্ধ্যেতে প্রপদ্যেরন্ মৃতে পিতরি বা ধনম্ (ক)।
জ্যায়সো জ্যায়সোঽলাভে কনীয়ানৃকৃথমর্হতি (খ) ॥৪৯

পুত্রাভাবে তু দুহিতাতুল্যসন্তান কারণাৎ (গ)।
পুত্রশ্চ দুহিতা চোভৌ (ঘ)পিতুঃ সন্তানকারকৌ ॥৫০

অভাবে তু দুহিতৄণাং সকুল্যা বান্ধবাস্ততঃ।
ততঃ সজাতিঃ সর্বেষামভাবে (ঙ) রাজগামি তৎ ॥৫১

অন্যত্র ব্রাহ্মণেভ্যঃ স্যাদ্ রাজা (চ) ধর্মপরায়ণঃ।
তৎ স্ত্রীভ্যো জীবনং (ছ) দদ্যাদেষ
দায়বিধিঃ স্মৃতঃ ॥৫২

ইতি নারদস্মৃতৌ ষোড়শাধ্যায়ে দায়ভাগো নাম
বিবাদপদং সমাপ্তম্।

নাই, কেবল পাণিগ্রহণরূপ সংস্কার হইয়াছে, সেই কন্যাকে প্রথম 'পুনর্ভূ' বলে। এইস্থলে উক্ত 'পুনর্ভূ'-স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রকেই 'পৌনর্ভব'-পুত্র বলে), (৮) 'অপবিদ্ধ'-পুত্র—পিতামাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত পুত্রকে 'অপবিদ্ধ'-পুত্র বলিয়া জানিবে, (৯) 'দত্তক'-পুত্র—পিতামাতা দান করায় যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই লব্ধ পুত্রকে 'দত্তক'-পুত্র বলে, (১০) 'ক্রীত'-পুত্র—পিতামাতাকে মূল্য দিয়া যে পুত্রকে ক্রয় করা হয়, তাহাকে 'ক্রীত'-পুত্র বলে, (১১) 'কৃত'-পুত্র—স্বয়ং যাহাকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছে, সেই স্বয়ংগৃহীত পুত্রকে 'কৃত'-পুত্র বলে ও (১২) 'উপাগত'-পুত্র—যে নিজেকে পুত্ররূপে দান করিয়াছে, তাহাকে 'উপাগত'-পুত্র বলিয়া জানিবে। শাস্ত্রে এই দ্বাদশপ্রকার পুত্রের কথা কথিত আছে। এই দ্বাদশপ্রকার পুত্রের মধ্যে প্রথম ছয়প্রকার পুত্র পিতামহাদিরও ধনে অধিকারী হইবে। পরবর্তী ছয়প্রকার পুত্র কেবল পিতৃদায়হারী হইবে, মাতামহাদির ধনে তাহারা অধিকারী হইবে না। ঐ সকল পুত্রগণের মধ্যে পূর্ব পূর্ব পুত্র প্রশস্ত, আর ক্রমে ক্রমে পরবর্তী পুত্র হীন অর্থাৎ অপ্রশস্ত বলিয়া জানিবে।৪৫-৪৭

যে গৃহে বসবাস করা হয় নাই এবং যে শস্যক্ষেত্রে শস্যোৎপাদনাদি করা হয় নাই—এইজন্য উহা কাহার গৃহ বা কাহার ক্ষেত্র এইরূপ সন্দেহস্থলে দলিল দ্বারা কিংবা উহাতে কাহার দখল ছিল—ইহা যাহারা জানে সেইরূপ সাক্ষীর দ্বারা নিজের বলিয়া প্রমাণ করিতে হইবে। পিতার মৃত্যু হইলে ঐ সকল পুত্রগণ ক্রমে ধনাধিকারী হইবে অর্থাৎ প্রথম প্রশস্ত পুত্র, তাহার অভাবে হীন অর্থাৎ অপ্রশস্ত পুত্র পিতার ধনে অধিকারী হইবে। পুত্রের অভাব হইলে অর্থাৎ পুত্র না থাকিলে কন্যা পিতৃধনে অধিকারিণী হইবে, যেহেতু কন্যাও পুত্রের ন্যায় সন্তানের কারণ। পুত্র এবং কন্যা উভয়েই পিতার সন্তানকারক বলিয়া জানিবে।৪৮-৫০

কন্যাও যদি না থাকে, তাহা হইলে এককুলজাত ব্যক্তি অর্থাৎ ভ্রাতা বা ভ্রাতৃপুত্রাদি জ্ঞাতি সেই ধনে অধিকারী হইবে। তাহাদেরও অভাব হইলে বান্ধব, পিত্রাদির পিণ্ডদাতা ও পিতৃস্বস্-পুত্রাদি অধিকারী হইবে। তাহাদের অভাবে স্বজাতীয়েরা ধনাধিকারী হইবে। উক্ত অধিকারী সকলের অভাব হইলে মৃত ব্যক্তির ধন রাজা পাইবেন।৫১

ধর্মপরায়ণ রাজা ব্রাহ্মণের ধন ভিন্ন অন্য বর্ণের ধন গ্রহণ করিবেন এবং ঐ মৃত ব্যক্তির স্ত্রীগণকে জীবিকা-নির্বাহের জন্য ধন দিবেন। ইহাই হইল দায়ভাগবিধি।৫২

দায়ভাগনামক ত্রয়োদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

**পাঠান্তর** :—(ক) ক্রমাদেতে প্রপদ্যেরন্ মৃতে পিতরি তদ্ধনম্।
(খ) জ্যায়সোজ্যায়সোঽভাবে—জঘন্যস্তদবাপ্নুয়াৎ
(গ) পুত্রাভাবে তু দুহিতা তুল্যসন্তান দর্শনাৎ।
(ঘ) পুত্রশ্চ দুহিতা চোক্তৌ—
(ঙ) ততঃ সজাত্যাঃ সর্ব্বেষামভাবে—।
(চ) অন্যত্র ব্রাহ্মণাৎ তত্ত্ব—। (ছ) তৎ স্ত্রীণাং জীবনং—।

ওঙ্কারনাথ-সেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সহিত নারদস্মৃতির ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত

## সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ

### অথ সাহসংনাম চতুর্দশং বিবাদপদম্ ।

সহসা ক্রিয়তে কর্ম যৎকিঞ্চিদ্ বলদর্পিতৈঃ।
তৎ সাহসমিতি প্রোক্তং সহো বলমিহোচ্যতে ॥১
মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণম্ ।
পারুষ্যং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং সাহসঞ্চ চতুর্বিধম্ ॥২
তৎ পুনস্ত্রিবিধং জ্ঞেয়ং প্রথমং মধ্যমং তথা ।
উত্তমং চেতি শাস্ত্রেষু তস্যোক্তং লক্ষণং পৃথক্ ॥৩
ফল-মূলোদকাদীনাং ক্ষেত্রোপকরণস্য চ ।
ভঙ্গাক্ষেপোপমর্দাদ্যৈঃ (ক) প্রথমং সাহসং স্মৃতম্ ॥৪
বাসঃ পশ্বন্নপানানাং গৃহোপকরণস্য চ ।
এতেনৈব প্রকারেণ মধ্যমং সাহসং স্মৃতম্ ॥৫
ব্যাপাদো বিষশস্ত্রাদ্যৈঃ পরদারাভিমর্ষণম্ (খ)
প্রাণোপরোধি যচ্চান্যদুক্তমুত্তমসাহসম্ ॥৬
তস্য দণ্ডঃ ক্রিয়াপেক্ষঃ প্রথমস্য শতাবরঃ ।
মধ্যমস্য তু শাস্ত্রজ্ঞৈর্দৃষ্টঃ পঞ্চশতাবরঃ ॥৭
উত্তমে সাহসে দণ্ডঃ সহস্রাবর ইষ্যতে ।
বধঃ সর্বস্বহরণং পুরান্নির্বাসনাঙ্কনে ॥
তদঙ্গচ্ছেদ ইত্যুক্তো দণ্ড উত্তমসাহসে ॥৮
অবিশেষেণ সর্বেসামেব দণ্ডবিধিঃ স্মৃতঃ ।
বধাদৃতে ব্রাহ্মণস্য ন বধং ব্রাহ্মণোঽর্হতি ॥৯
শিরসো মুণ্ডনং দণ্ডস্তস্য নির্বাসনং পুরাৎ ।

### অনন্তর সাহসনামক চতুর্দশ বিবাদপদ ।

সামর্থ্য থাকায় উদ্ধত ব্যক্তি বলপূর্বক সহসা অর্থাৎ বিচার না করিয়া যে কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা 'সাহস' নামে অভিহিত। অতএব 'সাহস' এই শব্দের অর্থ বল—ইহা কথিত হইল ।১

নরহত্যা, চৌর্য্য, পরদারাভিমর্ষণ এবং দ্বিবিধ পারুষ্য—এই চতুর্বিধ 'সাহস'-কর্ম জানিবে। তাহা পুনরায় প্রথম, মধ্যম ও উত্তম এই ভেদে তিনপ্রকার জানিবে। শাস্ত্রে ঐ সকলের লক্ষণ পৃথগ্‌ভাবে উল্লিখিত আছে।২-৩

ফল, মূল এবং জল প্রভৃতি কিংবা ক্ষেত্রের উপযোগী বস্তু নষ্ট করা, তাহার নিন্দা করা অথবা বিকৃত করা প্রভৃতিকে প্রথমসাহস বলিয়া জানিবে ।৪

বস্ত্র, পশু, অন্ন, পানীয় এবং গৃহে আবশ্যকীয় দ্রব্য—ইহাদের নাশ করা, নিন্দা করা অথবা বিকৃত করা প্রভৃতিকে মধ্যমসাহস বলে ।৫

বিষপ্রয়োগে কিংবা অস্ত্রাদি দ্বারা যে হত্যাকার্য্য সাধিত হয়, পরস্ত্রীর উপর বলপূর্বক অভিগমন এবং প্রাণহানিকর অন্যবিধ যে কোন কর্ম তাহা উত্তমসাহস বলিয়া জানিবে ।৬

উক্ত অপরাধজনক কার্য্যসকলের লঘু-গুরুভেদে দণ্ডের ব্যবস্থা শাস্ত্রবিদ্‌গণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, যথা—প্রথমসাহসের দণ্ড একশত পণের অনধিক, মধ্যম-সাহসের দণ্ড পাঁচশত পণের অনধিক হইবে ।৭

উত্তমসাহস অপরাধকারী ব্যক্তির সহস্রপণের অনধিক দণ্ড, তাহার বধ, সর্বস্ব কাড়িয়া লওয়া, নগর হইতে নির্বাসন করা, তপ্তলৌহ দ্বারা চিহ্নিত করা কিংবা তাহার অঙ্গচ্ছেদ করা—এইরূপ দণ্ড শাস্ত্রকারগণ ইচ্ছা করেন ।৮

ব্রাহ্মণ ভিন্ন বর্ণনির্বিশেষে সকল ব্যক্তির বধদণ্ড বিহিত আছে, কারণ ব্রাহ্মণ বধ্য নহে। ব্রাহ্মণের দণ্ড হইতেছে—মস্তকমুণ্ডনপূর্বক ললাটে তপ্তলৌহ দ্বারা

---

পাঠান্তর :—(ক) ভঙ্গাক্ষেপাবমর্দাদ্যৈঃ—
(খ) পরদারপ্রধর্ষণম্

ললাটে চাভিশস্ত্রাঙ্কঃ প্রয়াণং গর্দ্দভেন চ (ক) ॥১০
স্যাতাং সংব্যবহার্য্যৌ তৌ ধৃতদণ্ডৌ তু পূর্বয়োঃ।
ধৃতদণ্ডোঽপ্যসম্ভাষ্যো (খ) জ্ঞেয় উত্তমসাহসে ॥১১
তস্যৈব ভেদঃ স্তেয়ং স্যাদ্ বিশেষস্তত্র দৃশ্যতে।
আধিঃ (গ) সাহসমাক্রম্য স্তেয়মাধিচ্ছলেন তু ॥১২
তদপি ত্রিবিধং প্রোক্তং দ্রব্যাপেক্ষং মনিষীভিঃ।
ক্ষুদ্র-মধ্যোত্তমানাং তু দ্রব্যাণামপকর্ষণাৎ ॥১৩
মৃদ্ভাণ্ডাসন-খট্বাস্থি-দারু-চর্ম-তৃণাদি যৎ।
শমীধান্যং কৃতান্নঞ্চ (ঘ) ক্ষুদ্রদ্রব্যমুদাহৃতম্ ॥১৪

পাপচিহ্ন অঙ্কিত করত গর্দভে চড়াইয়া এবং নগর প্রদক্ষিণ করাইয়া নির্বাসন করা।৯-১০

উক্ত ত্রিবিধ সাহসকারীর মধ্যে প্রথম দ্বিবিধ সাহসকারী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবার পরে লোকসমাজে ব্যবহার্য্য হইবে। কিন্তু উত্তমসাহসকারী ব্যক্তি দণ্ডিত হইলেও তাহার সহিত আলাপাদিরূপে ব্যবহার করা চলিবে না অর্থাৎ সমাজে সে ব্যবহার্য্য হইবে না।১১

চৌর্য্যসাহসের একপ্রকার ভেদ। তাহার এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—যেস্থলে বলপূর্বক আক্রমণজন্য কাহারও মনোকষ্ট উৎপাদিত হয়, তাহা সাহস, আর যেস্থলে ছল করিয়া দ্রব্যগ্রহণজন্য কাহারও মনোকষ্ট উৎপাদিত হয়, তাহা চৌর্য্য।১২

উক্ত সাহস ও চৌর্য্য সামান্য অর্থাৎ তুচ্ছবস্তু, মধ্যমবস্তু ও উত্তমবস্তুর অন্যায়ভাবে গ্রহণস্থলে তাহা ত্রিবিধ হইবে ইহা—মনীষিগণ বলিয়াছেন।১৩

মৃত্তিকাপাত্র, আসন, খট্টা, অস্থিনির্মিত দ্রব্য, চর্ম এবং কুশাদি, ধান্য, বৃক্ষাদি, মাষাদি ও দ্বিদল পকান্ন এই সকল দ্রব্যকে সামান্য-দ্রব্য বলিয়া জানিবে।১৪

কৌষেয়-বস্ত্র ভিন্ন অন্য কার্পাসসূত্রাদি-নির্মিত বস্ত্র, গো ভিন্ন যে পশু (টীকাকার গো-শব্দস্থলে গো, অশ্ব ও গজ এই ত্রিবিধ পশু ধরিয়াছেন), সুবর্ণভিন্ন যে ধাতু,

বাসঃ কৌশেয়বর্জঞ্চ গোবর্জং পশবস্তথা।
হিরণ্যবর্জং লোহঞ্চ মধ্যং ব্রীহিযবা অপি ॥১৫
হিরণ্য-রত্ন-কৌশেয়-স্ত্রী-পুং-গো-গজ-বাজিনঃ।
দেবব্রাহ্মণ-রাজ্ঞাঞ্চ বিজ্ঞেয়ং দ্রব্যমুত্তমম্ ॥১৬
উপায়ৈর্বিবিধৈঃ সর্বৈঃ কল্পয়িত্বাপকর্ষণম্।
সুপ্ত-প্রমত্ত-মত্তেভ্যঃ স্তেয়মাহুর্মনীষিণঃ ॥১৬
সহোঢ়গ্রহণাৎ স্তেয়ং হোঢ়মত্যুপভোগতঃ (ঙ)।
ভক্তাবকাশদাতারঃ স্তেনানাং যে প্রসর্পতাম্।
শক্তাশ্চ য(চ) উপেক্ষন্তে তেঽপি তদ্দোষভাগিনঃ॥১৯

ব্রীহি অর্থাৎ ধন্যবিশেষ ও যব (টীকাকার 'যব' শব্দস্থলে যব, গো-ধূমও মধ্যমদ্রব্যরূপে ধরিয়াছেন)—এই সকল মধ্যমবস্তু বলিয়া জানিবে।১৫

সুবর্ণ, রত্ন অর্থাৎ হীরকাদি, কৌষেয় অর্থাৎ তসরাদি-বস্ত্র, স্ত্রী, পুরুষ, গো, গজ ও অশ্ব—এই সকল দ্রব্যকে উত্তমদ্রব্য বলিয়া জানিবে। যে সকল ক্ষুদ্রদ্রব্য দেব, ব্রাহ্মণ এবং রাজার হইবে—তাহাও উত্তমদ্রব্য বলিয়া জানিবে।১৬

নিদ্রিত, অনবহিত কিংবা মদ্যাদিপানে মত্তব্যক্তি হইতে যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়া অন্যায়ভাবে গ্রহণ করা হয়—মনীষিগণ তাহাকে চৌর্য্য বলিয়া থাকেন।১৭

চোরিত অর্থাৎ অপহৃত বস্তুর সহিত ধরা পড়িলে চৌর্য্য নির্ণীত হয়। দুরবস্থা অর্থাৎ অত্যন্ত দরিদ্র হইলে বহুব্যয়সাধ্য বিলাসাদি ভোগ হইতে চোরিত অর্থ জানিতে পারা যায়। অসাধুব্যক্তির সহিত একত্র মেলামেশা এবং অনুচিত ব্যয় হইতে চৌর্য্যের আশঙ্কা হয়।১৮

যাহারা চোরগণকে অন্নাদি দ্বারা পোষণ করে, প্রকারান্তরে চুরি করিবার অবকাশ দেয় এবং ধরিবার সামর্থ্য থাকিলেও পলায়মান চোরকে উপেক্ষা করে অর্থাৎ ধরে না, তাহারাও চৌর্য্যদোষভাগী হইবে।১৯

পাঠান্তরঃ—(ক) —নির্যাণং গর্দভেন চ।
(খ) ধৃতদণ্ডোঽপ্যসম্ভোজ্যো—। (গ) আধেঃ—।
(ঘ) ফলং চান্নকৃতান্নঞ্চ—।
(ঙ) —হোঢ়েঽসত্যাতিভোগতঃ (চ) শক্তৌ

উৎক্রোশতাং জনানাঞ্চ হ্রিয়মাণে ধনে তথা।
শ্রুত্বা যে নাভিধাবন্তি তেঽপি তদ্দোষভাগিনঃ ॥২০
সাহসেষু য এবোক্তস্ত্রিষু দণ্ডো মনিষীভিঃ।
স এব দণ্ডঃ স্তেয়েঽপি দ্রব্যেষু ত্রিষ্বনুক্রমাৎ ॥২১
গবাদিষু প্রনষ্টেষু দ্রব্যেষ্বপহৃতেষু বা।
পদস্যান্বেষণং (ক) কুর্য্যুরামূলাত্তদ্বিদো জনাঃ ॥২২
গ্রামে ব্রজে বিবিক্তে বা (খ) যত্র সন্নিপতেৎ পদম্।
বোঢ়ব্যং তদ্ ভবেত্তেন ন চেৎ সোঽন্যত্র তন্নয়েৎ ॥২৩
পদে প্রমূঢ়ে ভগ্নে বা বিষমত্বাজ্জনান্তিকে।
যস্ত্বাসন্নতরো গ্রামো ব্রজো বা তত্র পাতয়েৎ ॥২৪
সমেঽধ্বনি দ্বয়োর্যত্র স্তেনপ্রায়োঽশুচির্জনঃ (গ)।
পূর্বাপবাদের্দুষ্টো বা (ঘ) সংসৃষ্টো বা দুরাত্মভিঃ ॥২৫
গ্রামেষ্বন্বেষণং কুর্য্যুশ্চণ্ডাল-বধকাদয়ঃ।
রাত্রিসঞ্চারিণো যে চ বহিষ্কুর্য্যুর্বহিশ্চরাঃ ॥২৬
স্তেনেষ্বলভ্যমানেষু রাজা দদ্যাৎ স্বকাদ্ গৃহাৎ (ঙ)।
উপেক্ষমাণো হ্যেনস্বী ধর্মাদর্থাচ্চ হীয়তে ॥২৭
ইতি নারদ-স্মৃতৌ সাহসং নাম চতুর্দশং
ব্যবহারপদং সমাপ্তম্ ॥

কোন গৃহস্থের ধনাপহরণকালে সাহায্যপ্রার্থিগণের চিৎকার শুনিয়াও যাহারা সত্বর সাহায্য করিতে না যায়, তাহারাও চৌর্য্যদোষভাগী হইবে।২০

মনীষিগণ প্রথম, মধ্যম ও উত্তম এই ত্রিবিধ সাহসে যে দণ্ডের বিধান করিয়াছেন, ক্ষুদ্র, মধ্যম ও উত্তমদ্রব্য ভেদানুসারে যে দ্রব্য চুরি হইবে, উক্ত চৌর্য্যদোষভাগী সেই দণ্ডে দণ্ডিত হইবে।২১

গবাদি পশু কিংবা অন্যদ্রব্য অপহৃত হইলে চোর ধরিবার বিষয়ে অভিজ্ঞব্যক্তিগণ প্রথম হইতে চোরের পদের অর্থাৎ পদচিহ্নের অন্বেষণ করিবেন।২২

গ্রামে, গোষ্ঠে কিংবা নির্জনস্থানে যেখানে পদচিহ্ন পড়িবে, সেই স্থানকে অর্থাৎ সেই স্থানবাসীকে তাহা (চৌর্য্যদোষ) বহন করিতে হইবে অর্থাৎ সেই স্থানবাসীই চোর—ইহা জানিতে হইবে। যদি অন্যস্থানে অর্থাৎ ভিন্ন গ্রামের দিকে ঐ পদচিহ্ন না গিয়া থাকে এবং সেই স্থানেই পদচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সেই স্থানবাসীই চোর হইবে আর যদি সেই পদচিহ্ন অন্যদিকে গিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ গ্রামাদিস্থিত লোক চোর নহে—ইহা জানিবে। যদি পদচিহ্ন বুঝা না যায় কিংবা উন্নতাবনত ভূমি বলিয়া পদচিহ্ন ভগ্ন অর্থাৎ অসম্পূর্ণ থাকে, তাহা হইলে অপ্রকাশ্যভাবে অর্থাৎ গোপনে নিকটবর্ত্তী গ্রামে কিংবা গোচারণ-ভূমিতে অন্বেষণ করিবে।২৩-২৪

যেস্থলে সমান পথে দুই ব্যক্তির পদচিহ্ন থাকিবে, সেইস্থলে তাহার দ্বারা প্রায়ই অসাধুব্যক্তিকে নির্ণয় করিতে হয় বলিয়া পূর্বে উক্ত দোষের দ্বারা নিন্দাভাগী দুষ্ট ব্যক্তিকে অর্থাৎ দাগী চোরকে কিংবা ঐরূপ ব্যক্তির সহিত সংসৃষ্ট অর্থাৎ একযোগে কার্য্যকারী ব্যক্তিকে অসাধু বলিয়া জানিবে।২৫

যখন গ্রামের ভিতর চোর আছে নিশ্চয় হইবে, তখন চণ্ডাল, পশুহত্যাকারী, রাত্রিতে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায় কিংবা গ্রামের বাহিরে যাহারা বাস করে অর্থাৎ বর্ণ-বহির্ভূত জাতি—ইহাদিগকে গ্রামে অন্বেষণ করিবে যাহাতে চোরকে বাহির করিতে পারা যায়।২৬

যদি চোরকে ধরিতে না পারা যায়, তাহা হইলে রাজা স্বীয় কোষাগার হইতে সেই ক্ষতিপূরণ দিবেন; কারণ পাপকারীকে উপেক্ষা করিলে রাজা ধর্ম এবং অর্থ হইতে চ্যুত হইবেন।২৭

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গ-ভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির সপ্তদশাধ্যায়ে সাহসনামক চতুর্দশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

পাঠান্তর :—(ক) পদেনান্বেষণং—।
(খ) গ্রামে ব্রজে বিবীতে বা—।
(গ) —স্তেয়প্রায়োঽশুচির্জনঃ। (ঘ) পূর্বাপদাষ্টৈর্দুষ্টো বা—।
(ঙ) —স্বকাদ্ধনাৎ।

# অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

## অথ বাক্‌পারুষ্য-দণ্ডপারুষ্যনামকং পঞ্চদশং ষোড়শঞ্চ ব্যবহারপদম্

দেশ-জাতি-কুলাদীনামাক্রোশ-ন্যঙ্গসংযুতম্।
যদ্বচঃ প্রতিকূলার্থং বাক্‌পারুষ্যং তদুচ্যতে ॥১
নিষ্ঠুরাশ্লীল-তীব্রত্বাত্তদপি ত্রিবিধং স্মৃতম্।
গৌরবানুক্রমাত্তস্য দণ্ডোঽপ্যত্র ক্রমাদ্ গুরুঃ (ক) ॥২
সাক্ষেপং নিষ্ঠুরং জ্ঞেয়মশ্লীলং ন্যঙ্গসংযুতম্।
পাতনীয়ৈরুপক্রোশৈস্তীব্রমাহুর্মনীষিণঃ ॥৩
পরগাত্রেষ্বভিদ্রোহো হস্ত-পাদায়ুধাদিভিঃ।
ভস্মাদীনামুপক্ষেপৈর্দণ্ডপারুষ্যমুচ্যতে (খ) ॥৪

তস্যাপি (গ) দৃষ্টং ত্রৈবিধ্যং মৃদু-মধ্যোত্তমং ক্রমাৎ
অবগোরণনিঃশঙ্কপাতন-ক্ষতদর্শনৈঃ (ঘ) ॥৫
হীন-মধ্যোত্তমানাং তু দ্রব্যাণামপকর্ষণাৎ।
ত্রীণ্যেব সাহসান্যাহুস্তত্র কণ্টকশোধনম্ (ঙ) ॥৬
বিধিঃ পঞ্চবিধস্তূক্ত এতয়োরুভয়োরপি।
বিশুদ্ধির্দণ্ডভাক্ত্বঞ্চ তত্র সংবধ্যতে যথা* ॥৭
পারুষ্যদোষাবৃতয়োর্যুগপৎ সংপ্রবৃত্তয়োঃ।
বিশেষশ্চেন্ন দৃশ্যেত বিনয়ঃ স্যাৎ সমস্তয়োঃ ॥৮

### অনন্তর বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্য নামক পঞ্চদশ এবং ষোড়শ ব্যবহারপদ

দেশ অর্থাৎ 'গৌড়দেশীয় মনুষ্যগণ অত্যন্ত কলহপ্রিয়', জাতি অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণগণ অতিশয় লোভী' এবং কুল অর্থাৎ 'গর্গকুলোৎপন্ন ব্যক্তিগণ অত্যন্ত ক্রূর' এইরূপ আক্রোশমূলক নিন্দাবাক্য—যাহা লোকের অবমাননাজন্য কথিত হয়, তাহাকে বাক্‌পারুষ্য বলে।১

উক্ত বাক্‌পারুষ্য নিষ্ঠুর, অশ্লীল, তীব্র অর্থাৎ কর্কশ এই তিনপ্রকার বলিয়া কথিত আছে। পূর্বাচার্য্যগণ বলেন—ঐ তিনপ্রকার বাক্‌পারুষ্য ক্রমে উত্তরোত্তর গুরু বলিয়া সেইস্থলে দণ্ডও ক্রমে গুরু হইবে।২

তিরস্কারের সহিত যেস্থলে বাক্যপ্রয়োগ হইবে, যথা—মূর্খ, পামর ইত্যাদি বাক্য, সেইস্থলে নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া জানিবে। নিন্দাযুক্ত যে বাক্য প্রয়োগ করা হয়, যথা—'তোমার কুলের আর প্রশংসা করিতে হইবে না—তোমার অবিবাহিতা কন্যার বা ভগিনীর গর্ভোৎপত্তি হয়' ইত্যাদি, তাহা অশ্লীল বলিয়া জানিবে। পাতিত্যজনক নিন্দা-ঘোষণার জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা হয়, যথা—'তোমাদের যে ব্রাহ্মণ্য প্রকাশমান আছে, তাহা এক একটি মণ্ডভাণ্ডবিশেষ—ইহা কে না জানে?' ইত্যাদি বাক্য তীব্র বলিয়া মনীষিগণ বলিয়া থাকেন।৩

হস্ত, পদ বা অস্ত্রাদি দ্বারা এবং ধূলি, কর্দম বা ভস্ম প্রভৃতি দ্বারা পরশরীরের উপর যে বিদ্বেষ কিংবা আক্রমণ করা হয়, তাহাকে দণ্ডপারুষ্য বলিয়া জানিবে। প্রহারের জন্য দণ্ডোত্তলনও দণ্ডপারুষ্য বলিয়া কথিত হয়। প্রহারের জন্য দণ্ডাদির উত্তোলন, নির্ভয়ে সেই দণ্ডদ্বারা আঘাত ও আঘাতজন্য ক্ষতাদি দর্শন দ্বারা ক্রমানুসারে মৃদু, মধ্যম ও উত্তমভেদে দণ্ডপারুষ্যও ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে।৪-৫

হীন, মধ্যম কিংবা উৎকৃষ্ট দ্রব্যসকলের অন্যায়ভাবে গ্রহণের জন্য যে সাহস তাহা তিনপ্রকার বলিয়া জানিবে। সেইস্থলে কণ্টকশোধন অর্থাৎ তাদৃশ অপরাধকারীর দণ্ডও শাস্ত্রে বিহিত আছে (মূলে যে 'কণ্টকশোধন' পদ রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইল অপরাধীর দণ্ড—কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও নীতিশাস্ত্রে

---

পাঠান্তর ঃ—(ক) গৌরবানুক্রমাদস্য দণ্ডোঽপি ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। (খ) ভস্মাদিভিশ্চোপঘাতো দণ্ডপারুষ্যমুচ্যতে।

(গ) তত্রাপি—। (ঘ) অবগুরণনিঃসঙ্গপাতনক্ষতদর্শনৈঃ। (ঙ) —প্রোক্তং কণ্টকশোধনম্।

* ৭নং শ্লোকের পর অন্য গ্রন্থে নিম্নলিখিত অধিক শ্লোক দেখা যায়—

পারুষ্যে সতি সংরম্ভাদুৎপন্নে ক্রুদ্ধয়োর্দ্বয়োঃ।
স মান্যতে যঃ ক্ষমতে দণ্ডভাগ্ যোঽতিবর্ত্ততে ॥

পূর্বমাক্ষারয়েদ্ যস্তু নিয়তং স্যাৎ স দোষভাক্।
পশ্চাদ্ যঃ সোঽপ্যসৎকারী পূর্বে তু বিনয়ো গুরুঃ ॥৯
দ্বয়োরাপন্নয়োস্তুল্যমনুবধ্নাতি যঃ পুনঃ।
স তয়োর্দণ্ডমাপ্নোতি পূর্বো বা যদি বোত্তরঃ (ক) ॥১০
শ্বপাক-মেদ-চণ্ডালব্যঙ্গেষু বধবৃত্তিষু।
হস্তিপ-ব্রাত্য-দাসেষু গুর্বাচার্য্যাতিগেষু চ ॥১১
মর্য্যাদাতিক্রমে সদ্যো ঘাত এবানুশাসনম্।
ন চ তদ্দণ্ডপারুষ্যে স্তেয়মাহুর্মনীষিণঃ ॥১২
যমেব হ্যতিবর্ত্তেত নীচঃ (খ) সন্তং জনং নৃষু।
স এব বিনয়ং কুর্য্যান্ন তদ্বিনয়ভাগ্ নৃপঃ ॥১৩
মলা হ্যেতে মনুষ্যেষু ধনমেষাং মলাত্মকম্।
অপি তান্ (গ) ঘাতয়েদ্ রাজা নার্থদণ্ডেন দণ্ডয়েৎ ॥১৪
শতং ব্রাহ্মণমাক্রুশ্য ক্ষত্রিয়ো দণ্ডমর্হতি।
বৈশ্যোঽধ্যর্ধং শতং দ্বে বা শূদ্রস্তু বধমর্হতি ॥১৫
পঞ্চাশদ্ ব্রাহ্মণো দণ্ড্যঃ (ঘ) ক্ষত্রিয়স্যাভিশংসনে।
বৈশ্যে স্যাদর্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রে (ঙ) দ্বাদশকো দমঃ ॥১৬

এইরূপ ব্যাখ্যা আছে। কন্টক—ক্ষুদ্র-শত্রু, এতাদৃশ সাহসকারীরা রাজ্যে বিশৃঙ্খলা আনে বলিয়া তাহাদের শোধনই হইল দণ্ড)।৬

উক্ত বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যরূপ উভয় সাহসেও পঞ্চবিধ বিধি কথিত আছে। ঐস্থলে যে প্রকারে বিশুদ্ধি, নির্দোষতা কিংবা দণ্ডার্হতা হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।৭

কোন সময়ে দুইজনে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া পারুষ্য-দোষে দুষ্ট হইলে এবং সেই দোষে যদি কাহারও বিশেষ অর্থাৎ ভেদ দেখা না যায়, তাহা হইলে উক্ত স্থলে উভয়ের তুল্য দণ্ড হইবে।৮

যে ব্যক্তি প্রথমে অপকার করিবে, সেই ব্যক্তি অবশ্যই দোষভাগী হইবে, আর পরে যে ব্যক্তি অপকার করিবে, সেও অন্যায়কারী বলিয়া গণ্য হইবে; তবে প্রথম অন্যায়কারীর দণ্ড সমধিক বলিয়া জানিবে।৯

কিন্তু যেস্থলে বিবাদকারী দুইজনের মধ্যে যে ব্যক্তি সমানভাবেই অপরাধজনক কাজ করিয়া থাকে, সেইস্থলে অন্যায়কারী উভয়ের মধ্যে অন্যায় যে কেহ পরে করুক অথবা পূর্বে করুক তাহারা সমানদণ্ডভাগী হইবে।১০

শ্বপাক অর্থাৎ ক্ষত্রিয়াস্ত্রীতে শূদ্রপুত্র হইল—'ক্ষত্তৃ' আর শূদ্রাস্ত্রীতে ক্ষত্রিয়ের কন্যা হইল উগ্রা, ঐ ক্ষত্তা কর্তৃক উগ্রার গর্ভে উৎপাদিত যে সন্তান, মেদ অর্থাৎ ঐরূপ সঙ্করজাতিবিশেষ, চণ্ডাল, বিকলাঙ্গ, ক্লীবাদি, প্রাণিবধদ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ব্যাধ কিংবা ধীবরাদি, হস্তিপ অর্থাৎ মাহুত, ব্রাত্য অর্থাৎ যাহাদের উপনয়ন-সংস্কার লোপ হইয়াছে এবং দাস—এই সকল ব্যক্তিগণ যদি গুরুর এবং আচার্য্যের অপমান করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের মর্য্যাদার অর্থাৎ সম্মানের হানি হওয়ায় তৎক্ষণাৎ তাহাদিগকে বেত্রাদির দ্বারা আঘাতই হইতেছে এইস্থলে দণ্ড—ইহাই শাস্ত্রনির্দেশ; আর দণ্ডপারুষ্যে যে চৌর্য্যদণ্ড কথিত আছে, তাহা হইবে না—ইহা মনীষিগণ বলিয়াছেন।১১-১২

কোন নীচ ব্যক্তি সাধুব্যক্তিকে অতিক্রম অর্থাৎ অবমাননা করিলে তিনিই তাহার দণ্ডবিধান করিবেন। সেই দণ্ডের অর্থ রাজা পাইবেন না। মানুষের মধ্যে ঐ সকল নীচব্যক্তি মলস্বরূপ আর তাহাদের যে ধন তাহা হইল মলাত্মক। উপর্য্যুক্ত অসদাচরণের জন্য রাজা তাহাদিগকে তাড়নাদিরূপ কায়িক দণ্ডদান করিবেন, অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করিবেন না।১৩-১৪

যদি ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করে, তাহা হইলে তাহার শতপণদণ্ড হইবে, এইরূপ বৈশ্য যদি ব্রাহ্মণকে তিরস্কার করে, তাহা হইলে তাহার দেড়শত বা দুইশত-পণ দণ্ড হইবে। ঐরূপ স্থলে শূদ্রের বন্ধনরূপ কায়িক দণ্ড হইবে।১৫

আর ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে কটূক্তি অর্থাৎ তিরস্কার করে, তাহা হইলে তাহার পঞ্চাশপণ দণ্ড হইবে। ঐরূপ বৈশ্যকে কটূক্তি করিলে পঞ্চবিংশতিপণ আর শূদ্রকে তিরস্কার করিলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে।১৬

যেস্থলে ব্রাহ্মণ দ্বারা ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয় দ্বারা ক্ষত্রিয়ের

পাঠান্তর :—(ক) —পূর্বো বা যদি বেত্তরঃ।

(খ) যমেব হ্যতিবর্তেরন্নেতে-। (গ) অতস্তান্—
(ঘ) বিপ্রঃ পঞ্চাশতং দণ্ডঃ— (ঙ) বৈশ্যং চৈবার্ধপঞ্চাশচ্ছূদ্রং—।

সমবর্ণে দ্বিজাতীনাং (ক) দ্বাদশৈব ব্যতিক্রমে।
বাদেষ্ববচনীয়েষু তদেব দ্বিগুণং ভবেৎ ॥১৭
কাণমপ্যথবা খঞ্জমন্যং বাপি তথাবিধম্।
তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দণ্ড্যো রাজ্ঞা কার্ষাপণাবরম্ (খ)॥১৮
ন কিল্বিষেণাপবদেচ্ছাস্ত্রতঃ কৃতপাবনম্।
ন রাজ্ঞা ধৃতদণ্ডঞ্চ দণ্ডভাক্ তদ্‌ব্যতিক্রমাৎ (গ) ॥১৯
লোকেঽস্মিন্ দ্বাববক্তব্যাববধ্যৌ (ঘ) চ প্রকীর্তিতৌ।
ব্রাহ্মণশ্চৈব রাজা চ তৌ হীদং বিভৃতো জগৎ ॥২০
পতিতং পতিতেত্যুক্ত্বা চৌরং চৌরেতি বা পুনঃ।
বচনাত্তুল্যদোষঃ স্যান্মিথ্যা দ্বির্দোষতাং ব্রজেৎ (ঙ)॥২১

একজাতির্দ্বিজাতীংস্তু বাচা দারুণয়া ক্ষিপন্।
জিহ্বায়াঃ প্রাপ্নুয়াচ্ছেদং জঘন্যপ্রভবো হি সঃ ॥২২
নামজাতিগ্রহং ত্বেষামভিদ্রোহেণ কুর্বতঃ।
নিখেয়োঽয়োময়ঃ শঙ্কুর্জ্বলন্নাস্যে দশাঙ্গুলঃ (চ) ॥২৩
ধর্মোপদেশং দর্পেণ দ্বিজানামস্য কুর্বতঃ।
তপ্তমাসেচয়েত্তৈলং বক্ত্রে শ্রোত্রে চ পার্থিবঃ ॥২৪
যেনাঙ্গেনাবরো বর্ণো ব্রাহ্মণস্যাপরাধ্নুয়াৎ।
তদঙ্গং তস্য ছেত্তব্যমেবং (ছ) শুদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥২৫
সহাসনমভিপ্রেপ্সুরুৎকৃষ্টস্যাপকৃষ্টজঃ।
কট্যাং কৃতাঙ্কো নির্বাস্যঃ স্ফিচৌ বাস্যাবকর্তয়েৎ (জ)

এবং বৈশ্য দ্বারা বৈশ্যের সম্মানের হানি হয়, সেইস্থলে দ্বাদশপণই দণ্ড হইবে। বিবাদকালে অকথ্য ভাষা বলিলে তাহার দ্বিগুণ অর্থাৎ চতুর্বিংশতিপণ দণ্ড হইবে। অন্ধ, খঞ্জ কিংবা বিকৃতাঙ্গ কোন ব্যক্তিকে ব্যথা দিবার জন্য সত্যকথা বলিলেও রাজা তাদৃশ সত্যভাষীর কার্ষাপণ অর্থাৎ কাহনের অন্যূন দণ্ডবিধান করিবেন।১৭-১৮

পাপকার্য্য করিবার পর যে ব্যক্তি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে কিংবা অন্যায় আচরণের জন্য রাজা যাহাকে দণ্ডদান করিয়াছেন, তাহার নিন্দা করিবে না অর্থাৎ তত্তৎ পাপকার্য্যাদি উল্লেখ করিয়া লোকসমাজে তাহা প্রকাশ করিবে না। যদি কেহ নিন্দা করে, তাহা হইলে এই শাস্ত্রবাক্যের ব্যতিক্রমজন্য সেই ব্যক্তি দণ্ডভাগী হইবে।১৯

ব্রাহ্মণ ও রাজা এই দুইজন নিন্দনীয় বা বধ্য নহে—ইহা শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। কারণ, তাঁহারাই জগতের পোষণ করিয়া থাকেন।২০

অকার্য্যকরার জন্য পতিতব্যক্তিকে 'পতিত' এবং যে ব্যক্তি চুরি করিয়াছে, তাহাকে 'চোর' বলিয়া বাক্য প্রয়োগ করিলে চোরের ন্যায় দোষভাগী হইবে। আর আর যে ব্যক্তি পতিত বা চোর নহে, মিথ্যা করিয়া তাহাকে ঐরূপ বলিলে দ্বিগুণ দোষভাগী অর্থাৎ দণ্ডনায় হইবে।২১

হীনজাতীয় কোন ব্যক্তি যদি দ্বিজাতিগণকে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে অতিতীব্রভাষায় কটূক্তি করিয়া তিরস্কার করে, তাহা হইলে তাহার জিহ্বাচ্ছেদন-রূপ দণ্ড হইবে। কারণ, সেই ব্যক্তি অতি হীন জাতিতে জন্মলাভ করায় তাদৃশ বাক্য বলিতে পারিয়াছে।২২

উক্ত হীনজাতীয় ব্যক্তি যদি অত্যন্ত বিদ্বেষবশতঃ নাম এবং জাতির উল্লেখ করিয়া অর্থাৎ 'উনি আবার ব্রাহ্মণ' এইরূপে অবজ্ঞা করে, তাহা হইলে তাহার মুখে দশ অঙ্গুলি পরিমিত উত্তপ্ত লৌহদণ্ড প্রবেশ করাইবে।২৩

যদি নিকৃষ্টজাতীয় কোন ব্যক্তি ধর্মজ্ঞ সাজিয়া অহঙ্কারবশতঃ ব্রাহ্মণাদিগণকে ধর্মোপদেশ দান করে, তাহা হইলে রাজা তাহার মুখে এবং কর্ণে উত্তপ্ত তৈল ঢালিয়া দিবেন।২৪

হীনবর্ণ ব্যক্তি যে অঙ্গ দ্বারা ব্রাহ্মণের নিকট অপরাধী হইবে, তাহার সেই অঙ্গ কাটিয়া ফেলিবে, ইহা দ্বারা সেই অপরাধীর শুদ্ধি হইবে।২৫

হীনবর্ণসম্ভূত কোন ব্যক্তি যদি উচ্চবর্ণের সহিত একাসনে উপবেশন করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহা হইলে তাহার কটিদেশ উত্তপ্ত লোহাদির দ্বারা চিহ্নিত করিয়া

**পাঠান্তর** :—(ক) সমবর্ণদ্বিজাদীনাং—।
(খ) তথ্যেনাপি ব্রুবন্ দাপ্যো দণ্ডং কার্ষাপণাৎ পরম্।
(গ) —দণ্ডয়েৎ তদ্ ব্যতিক্রমে।
(ঘ) লোকেঽস্মিন্ দ্বাববক্তব্যাবদণ্ড্যৌ—।
(ঙ) —দ্বির্দোষভাগ্ ভবেৎ।
(চ) —শঙ্কুঃ শূদ্রস্যাষ্টাদশাঙ্গুলঃ। (ছ) তদঙ্গমেব ছেত্তব্য-
(জ) কটিদেশেঽঙ্ক্য নির্বাস্যঃ স্ফিগ্দেশং বাস্য কর্তয়েৎ।

অবনিষ্ঠীবতো দর্পাদ্ দ্বাবোষ্ঠৌ ছেদয়েন্নৃপঃ।
অবমূত্রয়তঃ শিশ্নমবশব্দয়তো গুদম্ ॥২৭
কেশেষু গৃহ্ণতো হস্তৌ ছেদয়েদবিচারয়ন্।
পাদয়োর্দাঢ়িকায়াং তু গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ (ক) ॥২৮
ত্বক্‌ছেদকঃ শতং দণ্ড্যো লোহিতস্য চ দর্শকঃ।
মাংসভেত্তা তু ষন্নিষ্কান্ প্রবাস্যস্ত্বস্থিভেদকঃ ॥২৯
উপক্রুশ্য তু রাজানং কর্ম্মণি স্বে ব্যবস্থিতম্।
জিহ্বাচ্ছেদাদ্ভবেচ্ছুদ্ধঃ সর্বস্বহরণেন বা (খ) ॥৩০
রাজনি প্রহরেদ্ যস্তু কৃতাগস্যপি দুর্মতিঃ।
শূলে তমগ্নৌ বিপচেদ্ ব্রহ্মহত্যাশতাধিকম্ ॥৩১
পুত্রাপরাধে ন পিতা নাশ্বে ন শুনি দণ্ডভাক্।
ন মর্কটে চ তৎস্বামী তেনৈব প্রহিতো ন চেৎ(গ) ॥৩২

ইতি নারদ-স্মৃতৌ অষ্টদশাধ্যায়ে বাক্‌পারুষ্যং দণ্ডপারুষ্যঞ্চ নাম পঞ্চদশং ষোড়শঞ্চ ব্যবহারপদম্।

সেই ব্যক্তিকে নির্বাসিত করিবে কিংবা তাহার কটির পার্শ্বদ্বয়ের মাংস কাটিয়া ফেলিবে।২৬

হীনবর্ণজাত ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ যদি উত্তমবর্ণের প্রতি অবমাননার জন্য নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুথু দিয়া থাকে, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যক্তির ওষ্ঠ এবং অধর এই দুইটি ছেদন করিয়া দিবেন। যদি প্রস্রাব করিয়া দেয়, তাহা হইলে লিঙ্গচ্ছেদন করিয়া দিবেন এবং অপানদেশ হইতে বায়ু (অধোবায়ু) কিংবা মলত্যাগ দ্বারা অবমাননা করিলে তাহার মলদ্বার ছেদন করিয়া দিবেন।২৭

হীনবর্ণসম্ভূত ব্যক্তি যদি অবমাননা করিবার জন্য উত্তমবর্ণের কেশে ধরে, পদের দ্বারা আক্রমণ করে, শ্মশ্রু অর্থাৎ দাড়ি ধরে, গলা টিপিয়া ধরে কিংবা অণ্ডকোষ টিপিয়া ধরে, তাহা হইলে রাজা এই সব স্থলে কোন বিচার না করিয়াই ঐ অবমানকারীর হস্তদ্বয় কাটিয়া দিবেন।২৮

যে ব্যক্তি বিদ্বেষবশতঃ কাহারও গাত্রের চর্ম কাটিয়া দেয় বা শোণিত বাহির করিয়া দেয়, তাহার শতপণদণ্ড হইবে। আর যদি মাংসচ্ছেদন করিয়া দেয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির ছয়নিষ্কদণ্ড দিতে হইবে। ('পঞ্চ সৌবর্ণিকো নিষ্কঃ'। ৮০ রক্তিকা-পরিমিত স্বর্ণে সুবর্ণ হয়, তাহার ৫টিতে এক নিষ্ক হয়, সেইরূপ ছয়টি নিষ্ক অর্থাৎ ত্রিংশ সুবর্ণ)। যদি অস্থি ভঙ্গ করিয়া দেয়, তাহা হইলে রাজা সেই ব্যক্তিকে নির্বাসিত করিবেন।২৯

স্বীয় কর্তব্যকর্মে অবস্থিত অর্থাৎ কর্তব্য-পরায়ণ রাজাকে যে ব্যক্তি উচ্চকণ্ঠে কটু কথা বলে, তাহার জিহ্বাচ্ছেদন বা সর্বস্বহরণ দ্বারা শুদ্ধি হইবে অর্থাৎ কটুভাষীর জিহ্বাচ্ছেদন কিংবা সর্বস্বহরণই দণ্ড বলিয়া জানিবে। রাজা অপরাধ করিলেও যে দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে প্রহার করে, সেই ব্যক্তিকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে। কারণ, অপরাধী হইলেও রাজাকে প্রহার করা শতব্রহ্মহত্যা হইতেও অধিক পাপজনক বলিয়া জানিবে।৩০-৩১

পিতা কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া পুত্র যদি অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ দোষের জন্য পিতা দোষী হইবে না। এইরূপ স্বামী কর্তৃক প্রেরিত না হইয়া কাহারও অশ্ব, কুক্কুর কিংবা বানর যদি অপরাধ করিয়া থাকে, তাহা হইলে তত্তৎ পশুর স্বামীর কোন দোষ হইবে না।৩২

**পাঠান্তর** :—(ক) পাদয়োর্নাসিকায়াং বা গ্রীবায়াং বৃষণেষু চ
(খ) উপাক্রুশ্য চ রাজানং বর্ত্মনি স্বে ব্যবস্থিতম্।
জিহ্বাচ্ছেদাদ্ ভবেচ্ছুদ্ধিঃ সর্বস্বহরণেন বা ॥
(গ) পুত্রাপরাধে ন পিতা ন শ্ববাঞ্ শুনি দণ্ডভাক্।
ন মর্কটে চ তৎস্বামী তৈরেব প্রহিতো ন চেৎ ॥

ওঙ্কারনাথসেবক-শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির অষ্টাদশাধ্যায়ে বাক্‌পারুষ্য ও দণ্ডপারুষ্যনামক পঞ্চদশ এবং ষোড়শ ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

# ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ

## অথ দ্যূতসমাহ্বয়ো নাম সপ্তদশং ব্যবহারপদম্

অক্ষ-ব্রধ্ন-শলাকাদ্যৈর্দেবনং জিহ্মকারিতম্।
পণক্রীড়া বয়োভিশ্চ পদং দ্যূতসমাহ্বয়ম্ ॥১
সভিকঃ কারয়েদ্ দ্যূতং দেয়ং দদ্যাচ্চ তৎকৃতম্ (ক)।
দশকঞ্চ শতং বৃদ্ধিস্তস্য স্যাদ্ দ্যূতকারিণঃ (খ) ॥২
দ্বিরভ্যস্তাঃ পতন্ত্যক্ষা গ্লহে যদ্যক্ষদেবিনঃ (গ)।
জয়ং তস্যাপরস্যাহুঃ কিতবস্য পরাজয়ম্ ॥৩
কিতবেষ্বেব তিষ্ঠেরন্ (ঘ) কিতবাঃ সংশয়ং প্রতি।
ত এব তস্য দ্রষ্টারস্ত এব স্যুস্তু সাক্ষিণঃ ॥৪
অশুদ্ধঃ কিতবো নান্যদাশ্রয়েদ্ দ্যূতমণ্ডলম্ (ঙ)।
প্রতিহন্যান্ন সভিকং দাপয়েত্তৎ স্বমিষ্টতঃ (চ) ॥৫
কূটাক্ষদেবিনঃ পাপান্নির্হরেদ্ দ্যূতমণ্ডলাৎ।
কণ্ঠেঽক্ষমালামাসজ্য স হ্যেষু বিনয়ঃ স্মৃতঃ (ছ) ॥৬

### দ্যূত-সমাহ্বয়নামক সপ্তদশ ব্যবহারপদ

পাশা, ব্রধ্ন ( বীরমিত্রোদয়-মতে ব্রধ্ন-শব্দে চর্ম্মপেটিকা বুঝায় ), হস্তিদন্তকৃত কাষ্ঠিকা ( মূলের আদ্যপদ দ্বারা তাস, দাবা, সতরঞ্চ প্রভৃতি বুঝায় ) প্রভৃতি দ্বারা কপটতা নিষ্পাদিত ক্রীড়া এবং পক্ষী দ্বারা ( কুক্কুট, পারাবতাদি দ্বারা ) ও মেষাদি দ্বারা ক্রীড়া যাহা পণ রাখিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 'দ্যূত-সমাহ্বয়' নামক ব্যবহারপদ বলে। ( 'অপ্রাণিভির্যৎ ক্রীড়নং তল্লোকে দ্যূতমুচ্যতে'—এই শাস্ত্রবিধানানুসারে সাধারণতঃ প্রাণীতর দ্রব্য দ্বারা পণ রাখিয়া যে ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 'দ্যূত' বলে, আর প্রাণিদ্বারা পণ রাখিয়া যে ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয়, তাহাকে 'সমাহ্বয়' বলে )।১

অক্ষক্রীড়াকারি-ধূর্ত্তসকলের নায়ক 'সভিক' ( যাহার কর্তৃত্বে দ্যূতক্রীড়া পরিচালিত হয়, তাহাকে 'সভিক' বলে ) দ্যূতক্রীড়ার ব্যবস্থা করিবে এবং সেই ক্রীড়ায় জিতব্যক্তিকে দেয়-বস্তু প্রদান করিবে। এইভাবে দ্যূতক্রীড়ার লাভ হইতে তৎক্রীড়াপরিচালক 'সভিক' শতকরা দশভাগ পাইবে।২

পাশাক্রীড়াকারীর পাশা কল্পিতপণ-বিষয়ে যদি দুইবার পড়ে, তবে সেই ক্রীড়ায় তাহার জয় হইবে এবং অপর ধূর্ত্তের পরাজয় হইবে।৩

উক্ত ক্রীড়ায় যদি কোনরূপ সংশয় হয়, তাহা হইলে সেই ক্রীড়ায় উপস্থিত অপর ধূর্ত্তগণ তাহার নির্ণয় করিবে। কারণ, উক্ত ক্রীড়ায় তাহারাই দ্রষ্টা অর্থাৎ বিচারক এবং সাক্ষী উভয়ই হইবে।৪

অক্ষক্রীড়াকারী ধূর্ত্ত যদি ক্রীড়াতে একদলের সহিত পরাজিত হয়, তবে ঐ পরাজিত ব্যক্তি তাহার দেয় অর্থ পরিশোধ না করা পর্য্যন্ত অন্যদলকে আশ্রয় করিতে পারিবে না অর্থাৎ অন্য দলের সহিত খেলিতে পারিবে না। 'সভিককে আর দিব না' ইত্যাদি বলিয়া তাহার অর্থনাশ করিবে না, পূর্বক্রীড়ায় পরাজিত ধন নিজের সুবিধানুসারে সভিককে দিবে।৫

কপটতার সহিত অক্ষক্রীড়াকারী পাপিষ্ঠগণকে

**পাঠান্তর ঃ**—(ক) —দদ্যাদ্ দেয়ঞ্চ তৎকৃতম্।
(খ) —দশকং তু শতাদ্ বৃদ্ধিস্তস্য স্যাদ্ দ্যূতকারিতা
(গ) —গেহে যত্তাক্ষদেবিনঃ।
(ঘ) কিতবষ্বেব তিষ্ঠেয়ুঃ—।
(ঙ) অশুদ্ধং কিতবো নান্যমাশ্রয়েদ্ দ্যূতমণ্ডলম্।
(চ) প্রতিহন্যান্ন সভিকো দাপয়ন্তং স্বমিষ্টতঃ।
(ছ) কূটাক্ষদেবিনঃ পাপান্নির্জয়েদ্ দ্যূতমণ্ডলাৎ।
কণ্ঠেঽক্ষমালামাসজ্য স হ্যেষাং বিনয়ঃ স্মৃতঃ

অনির্দিষ্টস্তু যে রাজ্ঞা দ্যূতং কুর্বীত মানবঃ।
ন স তং প্রাপ্নুয়াৎ কামং বিনয়ং চৈব সোঽহর্তি ॥৭
অথবা কিতবা রাজ্ঞে দত্ত্বা ভাগং যথোদিতম্।
প্রকাশং দেবনং কুর্য্যুরেবং দোষো ন বিদ্যতে* ॥৮
ইতি নারদ-স্মৃতৌ ঊনবিংশাধ্যায়ে দ্যূত-সমাহ্বয়ো
নাম সপ্তদশং বিবাদপদম্

অক্ষের ( পাশার ) মালা গলায় পরাইয়া দ্যূতসভা হইতে বহিষ্কার করিবে। দ্যূতক্রীড়াকারিগণের ইহাই হইল দণ্ড।৬

যে ব্যক্তি রাজার নির্দেশ না পাইয়া দ্যূতক্রীড়া করিবে, সেই ব্যক্তি জয়লাভাদি জন্য কাম্যফল লাভ করিতে পারিবে না, পরন্তু সেই ব্যক্তি দণ্ডনীয় হইবে অথবা দ্যূতক্রীড়াকারী ধূর্তের দল দ্যূতলব্ধধনের যেরূপ অংশ রাজাকে প্রদান করিবার কথা বলা আছে, তাহা রাজাকে দিয়া প্রকাশ্যভাবে দ্যূতক্রীড়া করিতে পারিবে। এইভাবে দ্যূতক্রীড়ায় কোন দোষাপত্তি হইবে না।৮

* গ্রন্থবিশেষে ৭-৮ নং শ্লোক দুইটি দেখা যায় না।

ওঙ্কারনাথসেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির ঊনবিংশাধ্যায়ে 'দ্যূত-সমাহ্বয়' নামক সপ্তদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

## বিংশঃ অধ্যায়ঃ

### অথ প্রকীর্ণকমষ্টাদশ ব্যবহারপদম্

প্রকীর্ণকে পুনর্জ্ঞেয়ো ব্যবহারো নৃপাশ্রয়ঃ (ক)।
রাজ্ঞামাজ্ঞাপ্রতীঘাতস্তৎকর্মকরণং তথা ॥১
পুরপ্রদানং (খ) সংভেদঃ প্রকৃতীনাং তথৈব চ।
পাষণ্ড-নৈগম-শ্রেণী-গণধর্মবিপর্য্যয়ঃ ॥২
পিতাপুত্রবিবাদশ্চ প্রায়শ্চিত্তব্যতিক্রমঃ।
প্রতিগ্রহবিলোপশ্চ কোপ আশ্রমিণামপি ॥৩
বর্ণসঙ্করদোষশ্চ তদ্বৃত্তিনিয়মস্তথা।
ন দৃষ্টং যচ্চ পূর্বেষু তৎসর্বং স্যাৎ প্রকীর্ণকে ॥৪

**অষ্টাদশ ব্যবহারপদ**

**প্রকীর্ণক।**

এই 'প্রকীর্ণক' নামক বিবাদপদ-প্রকরণে যে বহুবিধ বিবাদ উক্ত আছে, তাহা রাজাকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ রাজসম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে। উহা বহুবিধ হইলেও সাধারণতঃ দুইপ্রকার বলিয়া কথিত আছে, যথা—রাজাজ্ঞা উল্লঙ্ঘন ও রাজাজ্ঞা প্রতিপালন।১

নগরনির্মাণের জন্য অনুমতি বা অর্থাদি দান, প্রজাবর্গের রক্ষণাবেক্ষণাদি ব্যবস্থা বিভাগ, পাষণ্ড অর্থাৎ বেদবহির্ভূত আচারপরায়ণ, নৈগম অর্থাৎ বিবিধ পৌরগণ শ্রেণী অর্থাৎ শিল্পজীবী-সম্প্রদায় এবং ব্রাহ্মণসমূহের ধর্ম-বিপর্য্যয়, পিতা-পুত্রের বিবাদ, পাপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত না করা, যে সকল আশ্রমবাসিগণকে নিয়মিতদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল—সেই প্রতিগ্রহের বিলোপ এবং তাহাদের প্রতি ক্রোধ, বর্ণসঙ্করদোষ ও বর্ণসঙ্করগণের জীবিকার নিয়ম যাহা পূর্বে উল্লিখিত হয় নাই, সেই সকল বিধি এই প্রকীর্ণক-প্রকরণে কথিত হইয়াছে।২-৪

রাজা সমাহিতচিত্তে শাস্ত্রোক্ত সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই চতুর্বিধ উপায় দ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমকে এবং প্রজাপুঞ্জকে রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা প্রতিপালন করিবেন।৫

পাঠান্তর ঃ—(ক) প্রকীর্ণকে পুনর্জ্ঞেয়া ব্যবহারা নৃপাশ্রয়াঃ।
(খ) পুরপ্রধানং —।

রাজা ত্ববহিতঃ সর্বানাশ্রমান্ পরিপালয়েৎ।
উপায়ৈঃ শাস্ত্রবিহিতৈশ্চতুর্ভিঃ প্রকৃতৈস্তথা ॥৫

যো যো বর্ণোঽপহীয়েত যো য উদ্রেকমাপ্নুয়াৎ(ক)।
তং তং দৃষ্ট্বা স্বতো মার্গাৎ প্রচ্যুতং স্থাপয়েৎ পথি ॥৬

অশাস্ত্রোক্তেষু চান্যেষু পাপযুক্তেষু কর্মসু।
প্রসমীক্ষ্যাত্মনা রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়েৎ ॥৭

শ্রুতি-স্মৃতিবিরুদ্ধং যদ্ ভূতানামহিতঞ্চ যৎ।
ন তৎ প্রবর্তয়েদ্ রাজা প্রবৃত্তঞ্চ নিবর্তয়েৎ ॥৮

ন্যায়াপেতং যদন্যেন রাজ্ঞাজ্ঞানকৃতং ভবেৎ (খ)।
তদপ্যন্যায়বিহিতং পুনর্ন্যায়ে নিবেশয়েৎ ॥৯

আয়ুধান্যায়ুধীয়ানাং শিল্পদ্রব্যাণি শিল্পিনাম্ (গ)।
বেশ্যাস্ত্রীণামলঙ্কারং বাদ্যাতোদ্যানি তদ্বিদাম্ ॥১০

যচ্চ যস্যোপকরণং যেন জীবন্তি কারবঃ (ঘ)।
সর্বস্বহরণেঽপ্যেতান্ন রাজা হর্তুমর্হতি ॥১১

অনির্দেশ্যাবনিন্দ্যৌ চ রাজা ব্রাহ্মণ এব চ (ঙ)।
দীপ্তিমত্ত্বাচ্ছুচিত্বাচ্চ যদি ন স্যাৎ পথশ্চ্যুতঃ ॥১২

রাজ্ঞা প্রবর্তিতান্ ধর্মান্ যো নরো নানুপালয়েৎ।
দণ্ড্যঃ স পাপো বধ্যশ্চ লোপয়ন্ রাজশাসনম্ ॥১৩

যদি রাজা ন সর্বেষাং বর্ণানাং দণ্ডধারণম্ (চ)।
কুর্য্যাৎ পথো ব্যপেতানাং বিনশ্যেয়ুরিমাঃ প্রজাঃ ॥১৪

যে যে উচ্চবর্ণ অশাস্ত্রীয় আচরণদ্বারা অধঃপতিত হইবে কিংবা যে যে নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণের আচার আচরণ দ্বারা উচ্চ হইবার আকাঙ্ক্ষায় অর্থাৎ শূদ্র ব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করিবার চেষ্টা করিবে, রাজা সেই সকল স্বয়ং নিরীক্ষণ করিয়া স্ব-স্ব কর্তব্যচ্যুত উক্ত ব্যক্তিগণকে গন্তব্যপথে অর্থাৎ স্ব-স্ব ধর্মপথে স্থাপন করিবেন।৬

রাজা যাহা শাস্ত্রে উক্ত হয় নাই বা শাস্ত্রবাক্য-বিরোধী তাহাতে এবং অন্যান্য পাপকর্মে লিপ্ত প্রজাগণকে দেখিয়া ( কেহ যদি অভিযোগ না করে, তাহা হইলেও ) স্বয়ং সেই সকল দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণকে দণ্ডদান করিবেন।৭

যে কর্ম শ্রুতি ও স্মৃতিবিরুদ্ধ, কিংবা প্রত্যক্ষতঃ বিরুদ্ধ না হইলেও প্রাণিগণের অমঙ্গলকর, রাজা সেই সকল কর্ম করাইবেন না। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কর্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তবে রাজা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন।৮

রাজার অজ্ঞাত অবস্থায় যদি অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা অন্যায় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে রাজা সেই অন্যায়কৃত কর্মকে পুনরায় ন্যায্যপথে স্থাপন করিবেন।৯

সর্বস্বহরণ-দণ্ডস্থলেও রাজা অস্ত্রজীবিগণের অস্ত্রসকল, শিল্পজীবিগণের শিল্পোপযোগী দ্রব্যসকল, বেশ্যা-নারীগণের বেশ ভূষার ভূষণসকল, যাহারা ঢক্কা, ভেরী, বীণাদি বাদ্যযন্ত্র দ্বারা এবং আতোদ্য অর্থাৎ মুরজাদি চতুর্বিধ বাদ্যযন্ত্র দ্বারা জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, তাহাদের ঐ বাদ্যসকল, যাহাদের যাহা উপাদান এবং শিল্পিগণের জীবিকানির্বাহোপকরণসকল কদাপি হরণ করিবেন না।১০-১১

যদি রাজা এবং ব্রাহ্মণ কর্তব্যপথ হইতে বিচ্যুত না হন, তাহা হইলে তাঁহারা তেজস্বিতা এবং পবিত্রতা-নিবন্ধন অনুচিতকার্য্যকারী বলিয়া নির্দেশযোগ্য বা নিন্দনীয় হইবেন না।১২

প্রজারক্ষণ ও রাজ্যপরিচালনাদির জন্য রাজা যে সকল নিয়ম ( আইন ) প্রবর্তন করিবেন, তাহা যদি কেহ প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে সেই পাপিষ্ঠ রাজাদেশলঙ্ঘনকারী বলিয়া দণ্ডনীয় এবং কারারুদ্ধ হইবে। এমন কি, অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী কোন কোন স্থলে বধদণ্ডভাগীও হইবে।১৩

যদি রাজা সকলবর্ণের বিপথগামী অর্থাৎ উচ্ছৃঙ্খল-পরায়ণ ব্যক্তির উপর যথোচিত দণ্ডবিধান না করেন, তাহা হইলে প্রজাপুঞ্জ বিনাশপ্রাপ্ত হইবে।১৪

পাঠান্তর :—(ক) —যো বোদ্রেকমাপ্নুয়াৎ
(খ) —রাজ্ঞাজ্ঞানকৃতঞ্চ যৎ।
(গ) —বাহাদীন্ বাহজীবিনাম্ (ঘ) —কারুকাঃ
(ঙ) অনাদিশ্চাপ্যনস্তশ্চ দ্বিপদাং পৃথিবীপতিঃ।
(চ) —নিয়তং দণ্ডধারণম্।

ব্রাহ্মণ্যং ব্রাহ্মণো জহ্যাৎ (ক) ক্ষত্রিয়ঃ
ক্ষাত্রমুৎসৃজেৎ ॥১৫
স্বকর্ম জহ্যাদ্ বৈশ্যস্তু শূদ্রঃ সর্বং বিশেষয়েৎ (খ)।
রাজানশ্চেন্নাকরিষ্যন্ প্রজানাং দণ্ডধারণম্ (গ) ॥১৬
সতামনুগ্রহো নিত্যমসতাং নিগ্রহস্তথা।
এষ ধর্মঃ স্মৃতো রাজ্ঞামর্থশ্চামিত্রপীড়নাৎ (ঘ) ॥১৭
ন লিপ্যতে যথা বহ্নির্দহন্ শশ্বদপি প্রজাঃ।
ন লিপ্যতে তথা রাজা (ঙ) দণ্ডং দণ্ড্যেষু পাতয়ন্ ॥১৮
প্রজ্ঞা তেজঃ পার্থিবানাং (চ) সা চ বাচি প্রতিষ্ঠিতা।
তে যদ্ ব্রূয়ুরসৎ সদ্ বা স ধর্মো ব্যবহারিণাম্ ॥১৯
রাজেতি সঞ্চরত্যেষ ভূমৌ সাক্ষাৎ সহস্রদৃক্।
ন তস্যাজ্ঞামতিক্রম্য সংতিষ্ঠেরন্ প্রজাঃ ক্বচিৎ ॥২০

যদি ব্রাহ্মণ তাহার ব্রাহ্মণ্য অর্থাৎ বেদপরায়ণতা পরিত্যাগ করে, এইরূপ ক্ষত্রিয় যদি বিপন্ন-রক্ষারূপ ক্ষাত্রধর্ম পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে শূলে বিদ্ধ করিয়া অগ্নিপক্ব মৎস্যের ন্যায় প্রবলব্যক্তিগণ দুর্বলব্যক্তিগণকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে।১৫

যদি রাজা প্রজাদের রক্ষার জন্য অপরাধীর উপর দণ্ডধারণ না করিতেন, তাহা হইলে বৈশ্য স্বীয় কর্ম ত্যাগ করিত এবং শূদ্রও সকলকে অতিক্রম করিত।১৬

রাজগণের ধর্ম হইল—সর্বদা সাধুগণকে অর্থাৎ সৎকর্মপরায়ণগণকে অনুগ্রহ করা, অসাধুগণকে অর্থাৎ দুষ্টদিগকে নিগ্রহ করা এবং শত্রুপীড়ন করিয়া অর্থসংগ্রহ করা। অগ্নি যেরূপ পাপী-পুণ্যবান, শুভ্র-কৃষ্ণ ও স্ত্রী-পুরুষ সকলপ্রকার লোককে সতত দগ্ধ করিলেও উহাদের কোন গুণের দ্বারা লিপ্ত হন না, সেইরূপ রাজাও দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণকে দণ্ডদান করিয়া কোন প্রকার পাপে লিপ্ত হন না।১৭-১৮

রাজগণের বুদ্ধিই হইল-তেজঃস্বরূপ এবং তাহা তাঁহাদের বাক্যের উপর সতত অবস্থিত, সেইজন্য তাঁহারা সৎ ও অসৎ অর্থাৎ ভাল-মন্দ যাহা কিছু বলেন—বিচারপ্রার্থীর তাহা অবশ্যই মান্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাজরূপে যিনি ভূলোকে অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তিনি হইলেন সাক্ষাৎ ইন্দ্র। তাঁহার আদেশ অমান্য করিয়া প্রজাগণ কখনও স্থিতিশীল হইতে অর্থাৎ বাঁচিয়া থাকিতে পারে না।১৯-২০

রক্ষাধিকারাদীশত্বাদ্ ভূতানুগ্রহদর্শনাৎ।
যদেব কুরুতে রাজা তৎপ্রমাণমিতি স্থিতিঃ ॥২১
নির্বলোঽপি যথা স্ত্রীণাং (ছ) পূজ্য এব পতিঃ সদা।
প্রজানাং বিগুণোঽপ্যেবং পূজ্য এব প্রজাপতিঃ (জ) ॥
২২
রাজ্ঞামাজ্ঞাভয়াদ্ যস্মান্ন চ্যবেরন্ পথঃ প্রজাঃ।
ব্যবহারদতো জ্ঞেয়ং সংবৃত্তং রাজশাসনম্ ॥২৩
স্থিত্যর্থং পৃথিবীপালৈশ্চরিত্রবিষয়াঃ কৃতাঃ।
চরিত্রেভ্যোঽস্য তং প্রাহুর্গরীয়োরাজশাসনম্ ॥২৪
তপঃক্রীতাঃ প্রজা রাজ্ঞা প্রভুরাসাং ততো নৃপঃ।
ততস্তদ্ বচসি স্থেয়ং বার্তা চাসাং তদাশ্রয়া ॥২৫

দুষ্টনিগ্রহাদি দ্বারা প্রজাগণের রক্ষণকার্যে রাজার অধিকার আছে বলিয়া, তিনি প্রভুশক্তিসম্পন্ন বলিয়া এবং প্রাণিগণের উপর তাঁহার অনুগ্রহ দেখা যায় বলিয়া তিনি যাহাই করেন, তাহাই প্রমাণ অর্থাৎ অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার্য্য হইবে—ইহাই শাস্ত্রকারগণের সিদ্ধান্ত। যেরূপ স্বামী দুর্বল অর্থাৎ রোগাদি বা বার্ধক্যাদিবশতঃ অক্ষম হইলেও স্ত্রীগণের পূজনীয়, সেইরূপ রাজা গুণহীন হইলেও প্রজাগণের অবশ্যই পূজনীয় বলিয়া জানিবে।২১-২২

যেহেতু রাজদণ্ডাদেশ-ভয়ে প্রজাগণ সৎপথ হইতে বিচ্যুত হয় না অর্থাৎ চৌর্য্য ও অসৎকর্ম প্রভৃতি করিতে সাহস পায় না, সেইহেতু রাজার অতীত অনুশাসন, ব্যবহার অর্থাৎ মকদ্দমার বিচার সিদ্ধান্ত হইতে জানিবে।২৩

প্রজাপালক রাজগণ প্রজাপুঞ্জ যাহাতে সুখে কালা-

---

**পাঠান্তর** :—(ক) হন্যাৎ—। (খ) সর্বান্ বিশেষয়েৎ।
(গ) রাজানশ্চেন্নাভবিষ্যন্ পৃথিব্যাং দণ্ডধারণে।
(ঘ) —রাজ্ঞামর্থশ্চাপীড়য়ন্ প্রজাঃ। (ঙ) তথা ন লিপ্যতে রাজা—
(চ) আজ্ঞাতেজঃ পার্থিবানাং—।

(ছ) বিগুণোঽপি যথা স্ত্রীণাং—। (জ) পূজ্য এব নরাধিপঃ

পঞ্চ রূপাণি রাজানো ধারয়ন্ত্যমিতৌজসঃ।
অগ্নেরিন্দ্রস্য সোমস্য যমস্য ধনদস্য চ ॥২৬
কারণাদনিমিত্তং বা (ক) যদা ক্রোধবশং গতঃ।
প্রজা দহতি ভূপালস্তদাগ্নিরভিধীয়তে ॥২৭
যদা তেজঃ সমালম্ব্য বিজিগীষুরুদায়ুধঃ।
অভিযাতি পরান্ রাজা তদেন্দ্রঃ স উদাহৃতঃ ॥২৮
বিগতক্রোধসন্তাপো হৃষ্টরূপো যদা নৃপঃ।
প্রজানাং দর্শনং যাতি সোম ইত্যুচ্যতে তদা ॥২৯
ধর্মাসনগতঃ শ্রীমান্ দণ্ডং ধত্তে যদা নৃপঃ।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু তদা বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ (খ) ॥৩০
যদা ত্বর্থি-গুরু-প্রাজ্ঞ-ভৃত্যাদীন্ পৃথিবীপতিঃ (গ)।
অনুগৃহ্ণাতি দানেন তদা স ধনদঃ স্মৃতঃ ॥৩১
তস্মাত্তং নাবজানীয়াম্নাক্রোশেচ্চ বিশেষতঃ (ঘ)।
আজ্ঞায়াং চাস্য তিষ্ঠেত মৃত্যুঃ স্যাত্তদ্
ব্যতিক্রমাৎ (ঙ) ॥৩২
তস্য ধর্মঃ প্রজারক্ষা বৃদ্ধ-প্রাজ্ঞোপসেবনম্।

তিপাত করিতে পারে, তাহার জন্য নিয়মসমূহ অর্থাৎ নানাবিধ আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। এইজন্য রাজা কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়ম হইতে উহার আদেশ শ্রেষ্ঠ—ইহা বলিয়াছেন।২৪

রাজা পূর্ব পূর্ব জন্মার্জিত তপস্যা দ্বারা প্রজাগণকে ক্রয় করিয়াছেন, সেইজন্য রাজাই হইলেন—তাহাদের প্রভু। সুতরাং প্রজাগণের অবশ্য কর্তব্য হইল—তাঁহার (রাজার) আদেশ পালন করা। প্রজাগণের বার্তা অর্থাৎ জীবনধারণপ্রণালী রাজার অবলম্বনে হইয়া থাকে।২৫

অগ্নি, চন্দ্র, যম ও কুবেরের যাদৃশ রূপ, অমিত-পরাক্রমশালী নৃপগণ তাদৃশ পঞ্চবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকেন।২৬

যখন কোন বিশেষ কারণবশতঃ কিংবা কোন কারণ-বশতঃ কিংবা কোন কারণ না থাকিলেও ক্রোধাভিভূত হইয়া রাজা প্রজাদিগকে নানা ক্লেশ দ্বারা উত্তপ্ত করেন, তখন সেই রাজাকে অগ্নিস্বরূপ বলিয়া জানিবে।২৭

যে সময়ে রাজা স্বীয় ক্ষাত্রতেজ অবলম্বনপূর্বক শত্রু-জয়াভিলাষে অস্ত্র উদ্যত করত শত্রুকে আক্রমণ করিতে যান, তখন সেই রাজাকে ইন্দ্রস্বরূপ বলিয়া জানিবে।২৮

আর যে সময় রাজা ক্রোধোষ্মা-রহিত হইয়া আনন্দ-ময়রূপে প্রজাগণের নয়নপথে সমাগত হন, সেই সময় রাজাকে সোম অর্থাৎ চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া জানিবে। যখন রাজশ্রীসম্পন্ন রাজা বিচারাসনে বসিয়া শত্রু-মিত্র সকল প্রজার প্রতি সমদর্শী হইয়া আত্মপর-নির্বিশেষে দণ্ডধারণ করেন, তখন সেই রাজা যম অর্থাৎ ধর্মরাজ-স্বরূপ বলিয়া কথিত হন।২৯-৩০

এইরূপে যে সময় রাজা প্রার্থী, গুরু ও বিদ্বান্ প্রভৃতিকে দান দ্বারা অনুগ্রহ করেন, সেই সময় তিনি ধনদানকারী কুবেরস্বরূপ বলিয়া অভিহিত হন।৩১

সেইজন্য রাজাকে কখনও অবজ্ঞা করিবে না, বিশেষতঃ উহার উপর কখনও বিদ্বেষপোষণ করিবে না। সর্বদা রাজার আদেশে থাকিবে অর্থাৎ তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিবে। তাহার বিপরীত অর্থাৎ উক্ত নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিলে মরিতে হইবে।৩২

রাজার ধর্ম হইল—প্রজাদিগকে রক্ষা করা, বৃদ্ধ এবং বিদ্বম্মণ্ডলীর উপাসনা করা অর্থাৎ বিনীতভাবে তাঁহাদের প্রতি যথোচিত কর্তব্য পালন করা, বিচার-কার্য্য স্বয়ং পরিচালনা করা ও সর্বদা উৎসাহভরে রাজকার্য্যসমূহ প্রতিপালন করা।৩৩

রাজা একাগ্রচিত্তে সর্বদা ব্রাহ্মণগণের সম্মান রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের সম্মিলিত তেজ হইল—জগতের অভ্যুদয়ের নিদান অর্থাৎ আদি কারণ।৩৪

রাজা বিচারাসনের সম্মুখভাগে ব্রাহ্মণগণকে রাখিবেন,

পাঠান্তর :—(ক) কারণান্নির্নিমিত্তং বা—।

(খ) তদা বৈবস্বতো যমঃ।
(গ) যদাতিথি-গুরু-প্রাজ্ঞান্ ভৃত্যাদীনবনীপতিঃ।
(ঘ) আক্রোশেন্ন বিশেষয়েৎ। (ঙ) মৃত্যুঃ স্যাৎ তদ্ ব্যতিক্রমে।

দর্শনং ব্যবহারাণামুত্থানঞ্চ স্বকর্মসু (ক) ॥৩৩
ব্রাহ্মণানুপসেবেত নিত্যং রাজা সমাহিতঃ।
সংযুক্তং ব্রাহ্মণৈঃ ক্ষাত্রং মূলং
লোকাভিবৃদ্ধয়ে (খ) ॥৩৪
ব্রাহ্মণস্যাপরীহারো রাজন্যাসনমগ্রতঃ (গ)।
প্রথমং দর্শনং প্রাতঃ সর্বেভ্যশ্চাভিবাদনম্ (ঘ) ॥৩৫
অগ্রং নবভ্যঃ সপ্তভ্যো মার্গদানঞ্চ গচ্ছতঃ।
ভৈক্ষহেতোঃ পরাগারে প্রবেশস্ত্বনিবারিতঃ ॥৩৬
সমিৎ-পুষ্পোদকাদীনাং হ্যস্তেয়ং স্বপরিগ্রহম্ (ঙ)।
অনপেক্ষঃ পরেভ্যশ্চ সম্ভাষশ্চ পরস্ত্রিয়া ॥৩৭

নদীষ্বেতনস্তারঃ পূর্বমুত্তারণং তথা।
তরেষ্বশুল্কদানঞ্চ বণিজ্যায়াং ভবেৎ স্থিতিঃ (চ) ॥৩৮
বর্ত্তমানোঽধ্বনি শ্রান্তো গৃহ্ণন্ননশনঃ স্বয়ম্।
ব্রাহ্মণো নাপরাধী স্যাদ্ দ্বাবিক্ষূ দ্বে চ মূলকে(ছ) ॥৩৯
নাভিশস্তান্ন পতিতান্ন দ্বিষো নাপি নাস্তিকাৎ।
নোপসন্নান্নির্নিমিত্তং দাতারং ন প্রপীড্য চ ॥৪০
অর্থিনাং (জ) ভূরিভাবাচ্চ দেয়ত্বাচ্চ মহাত্মনাম্।
শ্রেয়ান্ পরিগ্রহো রাজ্ঞাং সর্বেষাং
ব্রাহ্মণাদৃতে (ঝ) ॥৪১

---

প্রাতঃকালে ব্রাহ্মণদর্শন করিবেন এবং সকল ব্রাহ্মণকে অভিবাদন করিবেন।৩৫

কোন স্থানে গমনকারী ব্রাহ্মণকে নয় বা সাত ব্যক্তি হইতে অগ্রে পথ ছাড়িয়া দিবে। বহুভিক্ষার জন্য অর্থাৎ প্রতি গৃহ হইতে অল্পপরিমাণে ভিক্ষাগ্রহণ করিয়া প্রয়োজনীয় বস্তু-সংগ্রহের জন্য ব্রাহ্মণের পরগৃহে প্রবেশাধিকার অব্যাহত রাখিবে।৩৬

ব্রাহ্মণ স্বয়ং সমিধ, পুষ্প, জল ও কুশ-তৃণ প্রভৃতি না বলিয়া গ্রহণ করিলেও উহা চুরি করা হইবে না। আর ব্রাহ্মণ পরমুখাপেক্ষী হইবে না, তিনি পরস্ত্রীর সহিত আলাপ করিতে পারেন।৩৭

ব্রাহ্মণকে নদী পার হওয়ার জন্য মূল্য দিতে হইবে না এবং তাঁহাকে অগ্রে পার করিয়া দিতে হইবে। বাণিজ্যের জন্য পারে যাইবার সময়ে যে বাণিজ্যশুল্ক আছে—তাহা ব্রাহ্মণকে দিতে হইবে না—এইরূপ নিয়ম স্থাপন করা রাজার কর্তব্য। ব্রাহ্মণ পথে চলিবার সময়ে শ্রান্ত ও অনাহারে ক্লিষ্ট হইয়া দুইটি ইক্ষু ও দুইটি মূলক স্বয়ং গ্রহণ করিলে অপরাধী হইবে না।৩৮-৩৯

রাজা নিন্দাভাজন, পতিত, শত্রু, নাস্তিক ও অবসন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন না। এইরূপ যাহারা অকারণ দান করে, তাহাদের নিকট হইতে ও পরকে পীড়ন করিয়া রাজা ধনগ্রহণ করিবেন না।৪০

প্রার্থীর বাহুল্যের জন্য ও মহাত্মাগণকে অবশ্য ধনাদি দান করণীয় বলিয়া সকল রাজারই ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির নিকট হইতে ধন গ্রহণ করা শ্রেয় বলিয়া জানিবে।৪১

ব্রাহ্মণ এবং রাজা ইঁহারা দুইজনে স্বীয় কর্তব্য হইতে কদাচ চ্যুত হন না। সাধারণ লোকদিগকে ধর্মানুসারে অভিজ্ঞ ও কৃতজ্ঞ অর্থাৎ উপকারীর উপকার-স্মরণকারী ব্যক্তিগণের রক্ষার জন্য অশুচি এবং দুষ্ট-স্বভাবসম্পন্ন লোকদিগকে দণ্ডদানাদি দ্বারা শাসনকারী রাজা উগ্রপ্রকৃতি হইলেও তাঁহার ধন পবিত্র—এই কথা ঋষিগণ বলিয়াছেন।৪৩

কিন্তু যে রাজা লুব্ধ অর্থাৎ ধনলোলুপ ও শাস্ত্রোল্লঙ্ঘনপূর্বক কার্য্য করিয়া থাকেন, সেই রাজার নিকট হইতে যে ব্যক্তি দান গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তি শাস্ত্রোক্ত একবিংশতিপ্রকার নরক ক্রমে ক্রমে ভোগ করিয়া থাকে।
৪৪

---

**পাঠান্তর :**—(ক) —আত্মনশ্চাভিরক্ষণম্।
(খ) —মূলং লোকাভিরক্ষণে। (গ) —হজন্যাসমগ্রতঃ।
(ঘ) —সর্বেষাং চাভিবাদনম্।
(ঙ) সমিৎ-পুষ্পোদকাদানেষ্বস্তেয়ং সপরিগ্রহাৎ।
(চ) করেষশুল্কদানঞ্চ ন চেদ্ বাণিজ্যমস্তু তৎ।
(ছ) ব্রাহ্মণো নাপরাপ্নোতি দ্বাবিক্ষূ পঞ্চ মূলিকান্।
(জ) অর্থানাং—।
(ঝ) শ্রেয়ান্ প্রতিগ্রহো রাজ্ঞামন্যেভ্যো ব্রাহ্মণাদৃতে।

ব্রাহ্মণশ্চৈব রাজা চ দ্বাবপ্যেতৌ দৃঢ়ব্রতৌ (ক)।
নানয়োরন্তরং কিঞ্চিৎ প্রজা ধর্ম্মেণ
রক্ষতোঃ (খ) ॥৪২
ধর্মজ্ঞস্য কৃতজ্ঞস্য রক্ষার্থং শাসতোঽশুচীন্।
মেধ্যমেব ধনং প্রাহুস্তীক্ষ্ণস্যাপি মহীপতেঃ ॥৪৩
যো রাজ্ঞঃ প্রতিগৃহ্ণাতি লুব্ধস্যোচ্ছাস্ত্রবর্তিনঃ।
স পর্য্যায়েণ যাতীমান্নরকানেকবিংশতিম্ ॥৪৪
শুচীনামশুচীনাঞ্চ সন্নিপাতো যথাম্ভসাম্।
সমুদ্রে সমতাং যাতি তদ্বদ্ রাজ্ঞা (গ) ধনাগমঃ ॥৪৫
যথা হ্যগ্নৌ (ঘ) স্থিতং দীপ্তে শুদ্ধিমায়াতি কাঞ্চনম্।
এবং ধনাগমাঃ (ঙ) সর্বে শুদ্ধিমায়ান্তি রাজসু ॥৪৬
য এব কশ্চিৎ স্বদ্রব্যং ব্রাহ্মণেভ্যঃ প্রযচ্ছতি।
তদ্‌রাজ্ঞাপ্যনুমন্তব্যমেষ ধর্মঃ সনাতনঃ ॥৪৭

পবিত্র ও নির্ম্মল এবং কলুষিত ও জলদূষিত সমুদ্রে আসিয়া পড়িলে ঐ পবিত্র অপবিত্র, নির্ম্মল ও সমল জলরাশি যেমন একপ্রকার অর্থাৎ শুচি ও নির্ম্মল হইয়া যায়, সেইরূপ পবিত্র বা অপবিত্র সকলব্যক্তি হইতে রাজ-স্বরূপে রাজার নিকট আগত সকল ধনই শুচি ও নির্ম্মল হইয়া যায় ।৪৫

প্রদীপ্ত অগ্নিতে থাকিয়া স্বর্ণ যেরূপ শুদ্ধ অর্থাৎ খাদ-শূন্য হয়, সেইরূপ রাজার নিকট আগত সমস্ত ধনই শুদ্ধ হইয়া যায় ।৪৬

যে কোন ব্যক্তি ব্রাহ্মণকে দান করিতে ইচ্ছুক হইলে রাজার নিকট তাহার অনুমতি লইবে। কারণ, ইহাই হইল চিরন্তন ধর্ম ।৪৭

প্রকারান্তরে প্রাপ্ত ন্যায্য-ধন অর্থাৎ শুল্কাদি এবং ভূমির অর্থাৎ ভূমি-উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশরূপে প্রাপ্য ন্যায্য ধন হইতে যে ধনাগম হয়, রাজপূজার দ্রব্যস্বরূপ বিহিত সেইধন প্রজাগণের পালনকার্য্য করার জন্য রাজার বেতন বলিয়া জানিবে ।৪৮

অন্যপ্রকারাদুচিতাদ্ ভূমেঃ ষড়্‌ভাগসংজ্ঞিতাৎ।
বলিঃ স তস্য বিহিতঃ প্রজাপালনবেতনম্ ॥৪৮
শক্যং তৎ পুনরাহর্তুং যন্ন ব্রাহ্মণসাৎকৃতম্।
ব্রাহ্মণেভ্যস্তু যদ্দত্তং ন তস্য হরণং পুনঃ (চ) ॥৪৯
দানমধ্যয়নং যজ্ঞঃ কর্মাস্যোক্তং ত্রিলক্ষণম্।
যাজনাধ্যাপনে বৃত্তিস্তৃতীয়শ্চ প্রতিগ্রহঃ ॥৫০
স্বধর্মে ব্রাহ্মণস্তিষ্ঠেদ্ বৃত্তিমাহারয়েন্নৃপাৎ (ছ)।
নাসদ্ভ্যঃ পরিগৃহ্ণীয়াদ্ বর্ণেভ্যো নিয়মে সতি ॥৫১
অশুচির্বচনাদ্ যস্য শুচির্ভবতি মানবঃ (জ)।
শুচিশ্চৈবাশুচিঃ (ঝ) সম্যক্ কথং রাজা ন দৈবতম্ ॥
বিদুর্য্য এব দেবত্বং রাজ্ঞো হ্যমিততেজসঃ।
তস্য তে প্রতিগৃহ্ণন্তো ন লিপ্যন্তে কথঞ্চন (ঞ) ॥৫৩

যে ধন ব্রাহ্মণকে দান করা হয় নাই, সেইধন রাজা প্রজাদিগের জন্য ব্যয় করিলেও তাহা পুনরায় আহরণ করিতে পারেন কিন্তু যে ধন ব্রাহ্মণকে দেওয়া হইয়াছে তাহা আর আহরণ করিতে পারিবেন না ।৪৯

শাস্ত্রে ব্রাহ্মণের দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান—এই ত্রিবিধ কর্ম উক্ত আছে। আর তাঁহার ( অর্থাৎ ব্রাহ্মণের যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ—এই ত্রিবিধ জীবিকা নির্দিষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ স্বীয় ধর্মে সতত রত থাকিবে এবং পূর্বোক্ত জীবিকা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হইলে তাহার জন্য রাজার নিকট হইতে বৃত্তি আহরণ করিবে। নিয়ম থাকিলেও নিন্দিতবর্ণ অর্থাৎ হীনবর্ণ হইতে প্রতিগ্রহ করিবে না। যাঁহার বাক্য হইতেই অশুচি-ব্যক্তি শুচি এবং শুচি-ব্যক্তি বিশেষরূপে অশুচি হইয়া যায়, সেই রাজা কেন দেবতাস্বরূপ হইবেন না ?৫০-৫১

অমিততেজঃশালী রাজার দেবত্ব যাহাদের জানা আছে, তাহারা সেই রাজার দ্রব্য প্রতিগ্রহ করিয়া কোন পাপে লিপ্ত হয় না ।৫৩

**পাঠান্তর** :—(ক) —ধৃতব্রতৌ।
(খ) নৈতয়োরন্তরং কিঞ্চিৎ প্রজা ধর্মাভিরক্ষণাৎ।
(গ, স ত্বত্র সমতাং যাতি তদ্ বদ্ রাজ্ঞাং— । (ঘ) যদা চাগ্নৌ – ।
(ঙ) এবমেবাগমাঃ— ।
(চ) ব্রাহ্মণায় তু যদ্ দত্তং ন তস্যাহরণং পুনঃ।
(ছ) স্বকর্মণি দ্বিজস্তিষ্ঠন্ বৃত্তিমাহারয়েৎ কৃতাম্। (জ) —পুরুষঃ।
(ঝ) শুচিরশুচিঃ সদ্যঃ— ।
(ঞ) তস্য হি প্রতিগৃহ্ণন্তো ন লিপ্যন্তে কদাচন।

লোকেঽস্মিন্ মঙ্গলান্যষ্টৌ ব্রাহ্মণো গৌর্হুতাশনঃ।
হিরণ্যং সর্পিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥৫৪
এতানি সততং পশ্যেন্নমস্যেদর্চয়েৎ স্বয়ম্ (ক)
প্রদক্ষিণঞ্চ কুর্বীত যথাস্যায়ুঃ প্রবর্ধতে (খ) ॥৫৫
ইতি শ্রীনারদ-স্মৃতৌ ঊনবিংশাধ্যায়ে প্রকীর্ণকং নাম
অষ্টাদশং বিবাদপদম্

১। ব্রাহ্মণ, ২। গো, ৩।অগ্নি, ৪। স্বর্ণ, ৫। সর্পিঃ অর্থাৎ গব্যঘৃত, ৬। সূর্য্যদেব, ৭। জল ও ৮। রাজা—এই আটটি মঙ্গলসাধন দ্রব্য বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে। যাহাতে আয়ুঃ বর্ধিত হয়, সেইরূপে এই সকল দ্রব্যকে স্বয়ং অবলোকন করিবে, নমস্কার করিবে, পূজা করিবে ও প্রদক্ষিণ করিবে।৫৪-৫৫

পাঠান্তর :—(ক) নমস্যেদর্চয়েচ্চ তান্।
(খ) তথা হ্যায়ুর্ন হীয়তে।

ওঙ্কারনাথ-সেবক শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত নারদ-স্মৃতির বিংশাধ্যায়ে প্রকীর্ণক নামক অষ্টাদশ ব্যবহারপদ সমাপ্ত।

## একবিংশঃ অধ্যায়ঃ
## অথ চৌরপ্রতিষেধাদিবিধিঃ

দ্বিবিধাস্তস্করা জ্ঞেয়াঃ পরদ্রব্যাপহারিণঃ।
প্রকাশাশ্চাপ্রকাশাশ্চ তান্ বিদ্যাদাত্মবান্ নৃপঃ ॥
প্রকাশবঞ্চকাস্তে তু (ক) কূট-মান-তুলাশ্রিতাঃ।
উৎকোচকাঃ সাহসিকাঃ (খ) কিতবাঃ পণ্যযোষিতঃ ॥২
প্রতিরূপকরাশ্চৈব মঙ্গলাদেশবৃত্তয়ঃ।
ইত্যেবমাদয়ো জ্ঞেয়াঃ প্রকাশা লোকতস্করাঃ (গ) ॥৩
অপ্রকাশাশ্চ বিজ্ঞেয়া বহিরভ্যন্তরাশ্রিতাঃ।
মুষ্যাং প্রসক্তাশ্চ নরা মুষ্ণন্ত্যাক্রম্য চৈব তে (ঘ) ॥৪
দেশ-গ্রাম-গৃহঘ্নাশ্চ যজ্ঞঘ্না গ্রন্থিমোচকাঃ।
ইত্যেবমাদয়ো জ্ঞেয়াঃ অপ্রকাশাশ্চ তস্করাঃ ॥৫

### চৌরপ্রতিষেধ

পরদ্রব্যাপহারী তস্কর অর্থাৎ চোর দ্বিবিধ। প্রকাশ-তস্কর ও অপ্রকাশ-তস্কর। লোকের প্রত্যক্ষে যাহারা চুরি করে, তাহাদিগকে প্রকাশ-তস্কর বলে, আর যাহারা অপ্রত্যক্ষভাবে চুরি করে, তাহাদিগকে অপ্রকাশ-তস্কর বলে। জ্ঞানবান্ রাজা ইহাদিগকে বিশেষরূপে বুঝিবেন।১

প্রকাশ ও অপ্রকাশ-চোরসম্বন্ধে দেবর্ষি স্বয়ং আরও কিছু লক্ষণ দেখাইতেছেন,—যাহারা মাপে কপটতা করিয়া চুরি করে বা কপটতার আশ্রয়ে তুলাদণ্ডের ওজনে চুরি করে, যাহারা উৎকোচ অর্থাৎ ঘুষ গ্রহণ করে, যাহারা বলপূর্বক দ্রব্যাদি হরণ করে, যাহারা পণ রাখিয়া পাশা খেলা করে অর্থাৎ জুয়াড়ী, যে সকল নারী অর্থের জন্য পুরুষগ্রহণ করে অর্থাৎ বেশ্যা, যাহারা কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যের অনুরূপ দ্রব্য প্রস্তুত করে ও যাহারা 'আপনাদের মঙ্গল হউক' ইত্যাদি রূপে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী হইয়া জীবিকানির্বাহ করে —এইরূপে প্রকাশ্যে যাহারা লোকদিগকে বঞ্চনা করে, তাহাদিগকে প্রকাশ-তস্কর বলিয়া জানিবে। আর যাহারা বাহিরে থাকিয়া চুরি করে এবং ভিতরে আসিয়া গোপনে চুরি করে, যাহারা চৌর্য্যে অত্যাসক্ত হইয়া দ্রব্যস্বামীর অসতর্ক অবস্থায় অর্থাৎ হঠাৎ আক্রমণ করিয়া দ্রব্য ছিনাইয়া লয় ও যাহারা দেশ, গ্রাম এবং গৃহধ্বংসকারী, যজ্ঞ-ব্যাঘাতক গাঁটকাটা অর্থাৎ পকেটমার—ইহাদিগকে অপ্রকাশ-তস্কর বলিয়া জানিবে।২—৫

পাঠান্তর :—(ক) প্রকাশবঞ্চকাস্তত্র—।
(খ) উৎকোদকাঃ সোপধিকাঃ—
(গ) —লোকবঞ্চকাঃ।
(ঘ) মুগ্ধান্ মত্তান্ প্রমত্তাংশ্চ মুষ্ণন্ত্যাক্রম্য চৈব যে।

ন ত্বহোঢ়াম্বিতাশ্চৌরা বধ্যা রাজ্ঞা অনাগসঃ।
সহোঢ়ান্ স্তেয়করণাৎ ক্ষিপ্রং চোরান্ প্রশাসয়েৎ ॥৬
স্বদেশঘাতিনো যে স্যুস্তথা যজ্ঞাবরোধিনঃ।
তেষাং সর্বস্বমাদায় ভূয়ো নিন্দাং প্রকল্পয়েৎ ॥৭
অহোঢ়ান্ বিমৃশেচ্চৌরান্ গৃহীতান্ যদি শঙ্কয়া।
ভয়োপধাভিশ্চিন্তাভির্ব্রূয়ুস্তথা যথা কৃতম্ ॥৮
দেশং কালং দিশং জাতিং নাম বা সংপ্রতিশ্রয়ম্।
কৃত্যং কর্মকরা বা স্যুঃ প্রষ্টব্যাস্তে বিনিগ্রহে ॥৯
বর্ণস্বরাকারভেদাৎ সংসদি ত্বনিবেদনাৎ।
অদেশকালদৃষ্টত্বাদ্ বাসস্যাপ্যবিশোধনাৎ ॥১০
অসদ্ব্যয়াৎ পূর্বচৌর্যাদসৎসংসর্গকারণাৎ।
লেখ্যৈরপ্যবগন্তব্যা ন হোঢ়েনৈব কেবলম্ ॥১১
দস্যুবৃত্তে যদি নরে শঙ্কা স্যাত্তস্করোঽপি বা (ক)।
যদি স্পৃশেত লেশেন কার্য্যঃ স্যাচ্ছপথং ততঃ ॥১২
চৌরাণাং ভক্তদা যে স্যুস্তথাগ্ন্যুদকদায়কাঃ।
আবাসদা দেশিকাশ্চ তথৈবোত্তরদায়কাঃ (খ) ॥১৩
ক্রেতারশ্চৈব ভাণ্ডানাং প্রতিগ্রাহিণ এব চ।
সমদণ্ডাঃ স্মৃতাস্তে তু (গ) যে চ প্রচ্ছাদয়ন্তি তান্॥১৪
রাষ্ট্রেষু রাষ্ট্রাধিকৃতাঃ সামন্তাশ্চৈব চোদিতাঃ।
অভ্যাঘাতে তু মধ্যস্থা (ঘ) যথা চৌরাস্তথৈব তে ॥১৫

যে চোর অপহৃতদ্রব্যের সহিত ধরা পড়ে নাই, নিরপরাধ হেতু তাহাকে রাজা বন্ধন করিবেন না, যে চোর ধরা পড়ে, চুরি করার জন্য রাজা তাহাকে শাসন করিবেন।৬

যাহারা স্বীয় দেশ নষ্ট করে বা যজ্ঞকার্য্যে ব্যাঘাতক, রাজা তাহাদের সমস্ত ধন গ্রহণপূর্বক অত্যন্ত নিন্দা করিবেন।৭

যে ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অপহৃত দ্রব্য পাওয়া যায় নাই, অথচ সন্দেহবশতঃ ধরা হইয়াছে, রাজা তাহাদের বিষয়ে বিবেচনা করিবেন। ভয়াদি-প্রদর্শনের পর চিন্তান্বিত হইয়া চোর যদি যেভাবে চুরি করিয়াছে—তাহা বলিয়া ফেলে, তাহা হইলেও রাজা তাহার প্রতি বিবেচনা করিবেন।৮

দণ্ডদান করিবার নিশ্চয় হইলে দণ্ডপ্রদানকালীন দণ্ডনীয় ব্যক্তিগণকে তাহাদের দেশ, কত বয়স, কতদিন তাহারা এইস্থানে আসিয়াছে অর্থাৎ 'এইস্থান হইতে তোমাদের দেশ কোথায়, কোন্‌দিকে এবং কতকাল এইস্থানে আছ? জাতি কি? কোন গৃহ আছে কি না? তোমাদের কার্য্য কি? কি কর্ম করিয়া তোমরা জীবিকানির্বাহ কর?'—এই সকল জিজ্ঞাসা করিবেন।৯

উক্ত প্রশ্নাদি করিলে তাহাদের মুখাদির বর্ণপরিবর্তন, আকার-ভেদ বা কৃত প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া রূপ অনুত্তর হইতে কিংবা দেশ ও কালাদি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছে, তাহা যদি দেখা না যায় এবং বাসস্থানাদির বিবরণ যদি যথার্থ না দেয়—তাহা হইলে ইহা হইতে, ঐরূপ অসদ্ ব্যয় হইতে, পূর্বকৃত চুরি হইতে, অসদ্‌ব্যক্তিগণের সংসর্গের কারণ হইতে ও পূর্বকৃত-কর্মজন্য অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য 'আমি আর এইরূপ কর্ম করিব না'—এই বলিয়া যে পত্র (মোচ লেখা) লিখিয়া দেয়—সেই পত্র হইতেও নিশ্চয় করা যায়। কেবল চোরিতদ্রব্যের সহিত ধরা পড়িলেই যে চোর-সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় তাহা নহে, উপরোক্ত ব্যাপার দ্বারাও চোরের নিশ্চয় করা হয়।১০-১১

যে ব্যক্তি দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বসবাস করে, কিংবা যে ব্যক্তিকে চোর বলিয়া জানা আছে, সেই ব্যক্তির উপর যদি দস্যুতা বা চুরি করার আশঙ্কা হয় এবং অনুসন্ধানাদির দ্বারা দস্যুতাদি কার্য্যের সহিত তাহার অতি অল্পও সম্পর্ক আছে—ইহা জানা যায়, তাহা হইলে ঐ ব্যক্তিকে শপথ করাইবে।১২

যাহারা চোরগণকে অন্ন দিয়া থাকে কিংবা সাহায্যের জন্য অগ্নি, জল বা বাসস্থান দেয় এবং উহাদের একদেশই

**পাঠান্তর**:—(ক) —তস্করো ন বা।
(খ) —দৈশিকদাস্তথৈবাস্তরদায়কাঃ।
(গ) সমদণ্ডাঃ স্মৃতাঃ সর্বে—। (ঘ) অভ্যাঘাতেষু মিত্রেরা—

গোচরে যস্য মুষ্যেত তেন চৌরাঃ প্রযত্নতঃ।
মৃগ্যা(ক) দাপ্যোঽন্যথা মোষং পদং যদি ন
নির্গতম্ ॥১৬

নির্গতে তু যদা যস্মিন্নষ্টেঽন্যত্র ন পাতয়েৎ (খ)।
সামন্তান্ মার্গপালাংশ্চ দিকপালাংশ্চৈব
দাপয়েৎ ॥১৭

গৃহে বৈ মুষিতে রাজা চৌরগ্রাহাংস্তু দাপয়েৎ (গ)।
আরক্ষকান্ রাষ্ট্রিকাংশ্চ (ঘ)
যদি চৌরো ন লভ্যতে ॥১৮

যদি বা দোষকর্তৈষ (ঙ) তস্মিন্ মোষে তু সংশয়ঃ।
মুষিতঃ শপথং শাপ্যো মোষে বৈ
শুদ্ধিকারণাৎ (চ) ॥১৯

অচৌরো বোধিতো মোষং চৌরো
বৈ শুদ্ধিকারণাৎ (ছ)।
চৌরে লব্ধে লভেয়ুস্তে দ্বিগুণং
প্রতিপাদিতাঃ (জ) ॥২০

চৌরহৃতং (ঝ) প্রপদ্যৈবসরূপং প্রতিপাদয়েৎ।
তদভাবে তু মূল্যং স্যাদ্দণ্ডং দাপ্যশ্চ তৎসমম্ ॥২১

বাসী বলিয়া সম্পর্ক বজায় রাখে কিংবা চোরকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে অন্য যে ব্যক্তি উত্তর দেয় ও অপহৃত বস্তু ক্রয় করে বা তাহার দান গ্রহণ করে এবং অপহরণকারীর বিষয় সম্বন্ধে যাহারা গোপন করে, তাহারাও চোরের তুল্যই দণ্ডভাগী হইবে—ইহা শাস্ত্রে দেখা যায়।১৩-১৪

রাজ্যে চৌর্য্য ও উপদ্রব হইলে রাজ্যরক্ষাকল্পে রাজনিযুক্ত কর্মচারিগণ কিংবা ভূম্যধিকারিগণ যদি ঐ কার্য্যে উদাসীন থাকে, তাহা হইলে তাহারাও চৌরতুল্য অপরাধী বুঝিবে।১৫

যে ব্যক্তির গোচারণভূমি হইতে চুরি হইবে, সেইস্থলে ঐ গোচারণভূমি হইতে গত (পলায়িত) ব্যক্তির পদচিহ্ন যদি বাহিরে না গিয়া থাকে, তাহা হইলে গোচারণস্বামীর চৌর্য্য-সম্পর্কে যত্নের সহিত অন্বেষণ করিয়া তাহা ধরিতে হইবে; তাহা না করিলে যাহার চুরি গিয়াছে, তাহাকেই সেই বস্তু প্রদান করিতে হইবে।১৬

কিন্তু যখন যে পদচিহ্ন গোচারণভূমি হইতে বহির্গত হইয়া অন্যস্থলে নষ্ট হইতেছে দেখা যাইবে, তখন গোচারণভূস্বামীর কোন দোষ থাকিবে না। সেইস্থলে নিকটবর্তী ভূস্বামীদিগকে, পথরক্ষাকারীদিগকে এবং ঐ স্থানের রক্ষার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে তাহাদিগকে অপহৃত বস্তু দিতে বাধ্য করাইবে।১৭

যদি গৃহ হইতে চুরি হয় এবং চোরকে যদি ধরিতে না পারা যায়, তাহা হইলে যাহারা চোর ধরিবার কাজে নিযুক্ত আছে—তাহাদিগকে, চারিদিক্ রক্ষার ভার যাহাদের উপর ন্যস্ত আছে—তাহাদিগকে এবং রাজ্য-রক্ষায় নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে রাজা ঐ চুরির দ্রব্য দিতে বাধ্য করিবেন।১৮

'এই ব্যক্তি চুরি করিয়াছে'—এইরূপ অভিযোগ উপস্থাপিত হইলে সেইস্থলে যদি চৌর্য্যবিষয়ে সংশয় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে যাহার চুরি গিয়াছে, তাহাকে চৌর্য্যের সত্যতার জন্য শপথ করাইতে হইবে। ইহার দ্বারা চৌর্য্যের নিশ্চয় হইলে যে ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল, তাহার শুদ্ধির জন্য অর্থাৎ নির্দোষ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্য শপথ করাইতে হইবে।১৯

যে ব্যক্তি চোর নহে, তাহাকে অকারণ চোর বলিয়া জানাইলে সেই ব্যক্তি প্রকৃত চোর না হইলেও স্বীয় শুদ্ধির কারণ না থাকায় সেই ব্যক্তি চোর সাব্যস্ত হইবে। প্রকৃত চোরকে ধরিলে পূর্বে যাহাদিগকে চোর বলিয়া প্রতিপাদন করা হইয়াছিল, তাহারা অপহৃত বস্তুর দ্বিগুণ বস্তু প্রাপ্ত হইবে।২০

অপহৃতদ্রব্যপ্রাপ্তির পরেই যেরূপ অবস্থায় উহা পাওয়া গিয়াছে সেইরূপ অবস্থাতেই উহা দিবে। চোরিত বস্তু না পাইলে চোরকে তাহার মূল্য দিতে

**পাঠান্তর**:—(ক) গৃহ—।
(খ) নির্গতে তু পদে তস্মান্নষ্টেঽন্যত্র নিপাতিতে।
(গ) —দাপয়েদ্দণ্ডবাসিকান্। (ঘ) আরক্ষিকান্ বাহিকাংশ্চ—।
(ঙ) যদি বা দাপ্যমানানাং মোষে সশংসয়ে।
(চ) —কার্য্যো মোষং বৈ শোধ্য চ কারণাৎ।
(ছ) অচৌরে দাপিতে মোষে চোরান্বেষণকারণাৎ।
(জ) উপলব্ধে লভেরংস্তে দ্বিগুণং তত্র দাপিতাৎ।
(ঝ) চৌরৈর্হৃতং—।

কাষ্ঠ কাণ্ড তৃণাদীনাং মৃন্ময়ানাং তথৈব চ।
বেণু-বৈণবভাণ্ডানাং বেতসস্থাস্থিচর্ম্মণোঃ ॥২২
শাক-হরিত-মূলানাং হরণে তৃণ-পুষ্পয়োঃ।
গোরসেক্ষুবিকারাণাং তথা লবণ-তৈলয়োঃ ॥২৩
পক্কান্নানাং কৃতান্নানাং মদ্যানামামিষস্য চ।
সর্বেষামল্পমূল্যানাং মূল্যাৎ পঞ্চগুণো দমঃ ॥২৪
তুলা-ধরিমমেয়ানাং গণিমানাঞ্চ সর্বতঃ।
এভ্যস্তূৎকৃষ্টমূল্যানাং মূল্যাদষ্টগুণো দমঃ (ক) ॥২৫
ধান্যং দশভ্যঃ কুম্ভেভ্যো হরতোঽভ্যধিকং বধঃ।
ন্যূনং বৈকাদশগুণং (খ) দণ্ডং দাপ্যোঽব্রবীন্মনুঃ ॥২৬

সুবর্ণ-রজতাদীনামুত্তমানাঞ্চ বাসসাম্।
রত্নানাং চৈব মুখ্যানাং শতাদভ্যধিকে বধঃ ॥২৭
পুরুষং হরতঃ পাত্যো দণ্ড উত্তমসাহসঃ (গ)।
সর্বস্বং স্ত্রীং তু হরতঃ কন্যাং তু হরতো বধঃ ॥২৮
মহাপশূংস্তু নয়তো দণ্ড উত্তমসাহসঃ।
মধ্যমো মধ্যমপশুং পূর্বঃ ক্ষুদ্র-পশুং হরন্ ॥২৯
চতুর্বিংশাবরঃ পূর্বং পরঃ ষণ্ণবতির্ভবেৎ।
চতুঃশতপরো যশ্চ মধ্যমো দ্বিশতাবরঃ ॥৩০
সহস্রং তূত্তমো জ্ঞেয়ঃ পরঃ পঞ্চশতাবরঃ।
ত্রিবিধঃ সাহসেষ্বেব দণ্ডঃ প্রোক্তঃ স্বয়ম্ভুবা ॥৩১

হইবে এবং সেই মূল্যের সমান দণ্ডও দিতে হইবে। কাষ্ঠ, কাণ্ড (গুড়ি), তৃণাদি, বংশ, মৃত্তিকা ও বংশ দ্বারা নির্মিত পাত্র, বেত, অস্থি, চর্ম্ম, শাক, ঘাস, মূলদ্রব্য, তৃণ, পুষ্প, গোদুগ্ধ, ইক্ষুরস, গুড়, লবণ, পক্কান্ন (ভাত), কৃতান্ন (চিড়া, মুড়ি প্রভৃতি), খৈ, মোয়া, মদ্য ও আমিষ (মৎস্য-মাংসাদি) এইরূপ অল্পমূল্যের দ্রব্য চুরি করিলে তাহার পাঁচগুণ অর্থদণ্ড দিতে হইবে।২১ ২৪

যাহা তুলাদণ্ডে পরিমিত হয়, যাহা মানপত্রেও (কুঞ্চি, আঢ়ক প্রভৃতি) পরিমিত হয় যাহা গণনা দ্বারা পরিমিত হয়—এই সকল বস্তু কিংবা এই সকল হইতে অধিক মূল্যের বস্তু অপহৃত হইলে ঐ সকল দ্রব্যের মূল্যের আটগুণ অধিক দণ্ড দিতে হইবে।২৫

দশকুম্ভের অধিক পরিমাণ ধান্য হরণ করিলে হরণকারীর বধদণ্ড হইবে, আর দশকুম্ভের পরিমাণ হইতে কম ধান্য হরণ করিলে যে পরিমাণ ধান্য হরণ করিবে, তাহার একাদশগুণ দণ্ড হইবে—ইহা মনু বলিয়াছেন। (এইস্থলে কুম্ভশব্দে পরিমাণবিশেষ বুঝিতে হইবে। মিতাক্ষরাকার বলিয়াছেন,—অষ্টমুষ্টিতে এক-কুঞ্চি, অষ্টকুঞ্চিতে একপুষ্কল, চারপুষ্কলে একআঢ়ক, চারআঢ়কে একদ্রোণ, দশদ্রোণে একখারি, দুইখারিতে এককুম্ভমাণ হয়)।২৬

সুবর্ণ, রজত প্রভৃতি মূল্যবান্ ধাতু, উৎকৃষ্ট রত্ন ও উৎকৃষ্ট বস্ত্র একশতের অধিক অপহরণ করিলে অপহরণকারীর বধদণ্ড হইবে। (এইস্থলে একশতের অর্থ মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূকভট্টের মতে একশতপণ এবং মেধাতিথির মতে তোলক বা পল দেশানুসারে বুঝিতে হইবে। বস্ত্রের পক্ষে সংখ্যা জানিবে)।২৭

পুরুষহরণকারীর উত্তমসাহসদণ্ড এবং সর্বস্বহরণকারী, স্ত্রীহরণকারী কিংবা কন্যাহরণকারী ব্যক্তির বধদণ্ড হইবে। মহা পশু অপহরণ করিলে উত্তমসাহস, মধ্যম পশু অপহরণ করিলে মধ্যমসাহস আর নিকৃষ্ট পশু অপহরণ করিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে।২৮-২৯

চতুর্বিংশতি (২৪) পণ হইতে ষণ্ণবতি (৯৬) পণ পর্য্যন্ত যে দণ্ড, তাহাকে প্রথমদণ্ড বলে; দুইশতপণ হইতে চারশতপণ পর্য্যন্ত যে দণ্ড, তাহাকে মধ্যমদণ্ড বলে; পঞ্চশতপণের অধিক সহস্রপণ পর্য্যন্ত যে দণ্ড তাহাকে উত্তমদণ্ড বলে। উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এই ত্রিবিধ সাহসে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম এই ত্রিবিধ দণ্ডের কথা স্বায়ম্ভুব মনু বলিয়াছেন।৩০-৩১

গাঁটকাটা চোরের প্রথমে কৃত ঐ অপরাধের জন্য একটি অঙ্গুলির সহিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠচ্ছেদনরূপ দণ্ড হইবে; কিন্তু যদি দ্বিতীয়বার অর্থাৎ পুনরায় ঐ অপরাধ করিয়া

---

**পাঠান্তর** :—(ক) —মূল্যাদ্ দশগুণো দমঃ।
(খ) ঘ্নতে ত্বেকাদশগুণং—।

(গ) পুরুষং হরতো বাধ্যো দণ্ডস্তূত্তমসাহসঃ

প্রথমে গ্রন্থিভেদানামঙ্গুল্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বধঃ।
দ্বিতীয়ে চৈব তজ্জ্ছেদ্যং (ক) দণ্ডঃ পূর্বস্তু সাহসঃ ॥৩২
গোষু ব্রাহ্মণসংস্থাসু স্থুরায়াশ্ছেদনং ভবেৎ।
দাসীং তু হরতো নিত্যমর্ধপাদবিকর্তনম্ ॥৩৩
যেন যেন যথাঙ্গেন স্তেনো নৃষু বিচেষ্টতে।
তত্তদেবাস্য চ্ছেত্তব্যং (খ) তন্মনোরনুশাসনম্ ॥৩৪
গরীয়সি গরীয়াংসমগরীয়সি বা পুনঃ।
স্তেনে নিপাতয়েদ্দণ্ডং ন যথা প্রথমে তথা ॥৩৫
দশ স্থানানি দণ্ডস্য মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
ত্রিষু বর্ণেষু যানি স্যুর্ব্রাহ্মণস্ত্বক্ষতঃ সদা (গ) ॥৩৬
উপস্থমুদরং জিহ্বা হস্তৌ পাদৌ চ পঞ্চমম্।
চক্ষুর্নাসা চ কর্ণৌ চ ধনং দেহস্তথৈব চ (ঘ) ॥৩৭
অপরাধং পরিজ্ঞায় দেশ-কালৌ চ তত্ত্বতঃ।
সারানুবন্ধাবালোক্য (ঙ) দণ্ডানেতান্ প্রকল্পয়েৎ ॥৩৮
ন মিত্রকারণাদ্ রাজ্ঞা বিপুলাদ্ বা ধনাগমাৎ।
উৎস্রষ্টব্যঃ সাহসিকস্ত্যক্তাত্মা মনুরব্রবীৎ (চ) ॥৩৯
যাবানবধ্যস্য বধে তাবান্ বধ্যস্য মোক্ষণে।
ভবত্যধর্মো নৃপতের্ধর্মস্তু বিনিযচ্ছতঃ ॥৪০
ন জাতু ব্রাহ্মণং হন্যাৎ সর্বপাপেষ্বপি স্থিতম্।

থাকে, তাহা হইলে ঐ অপরাধের জন্য একটি অঙ্গুলির সহিত বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠচ্ছেদন ও পূর্ব সাহস অর্থাৎ প্রথম দণ্ড হইবে।৩২

যদি কেহ ব্রাহ্মণস্বামিক-গোবিষয়ে তাহার স্থুরা অর্থাৎ সেই গোপৃষ্ঠস্থ ছালার ছেদন করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির এবং নিত্য দাসীহরণে যে ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয়—তাহার পদতলের অর্ধচ্ছেদন দণ্ড হইবে। (দণ্ডবিবেকে ধৃত এই নারদবচনের পাঠ 'স্থুরায়াঃ' স্থলে 'স্ফুরায়া' পাঠ আছে এবং তাহা পার্ষ্ণিতে অর্থাৎ গোড়ালির উপরিভাগ এইরূপ তাৎপর্য্য প্রদর্শিত আছে, কিন্তু টীকাকার 'স্থুরায়াঃ' পাঠ ধরিয়াছেন বলিয়া আমরাও সেই পাঠ অবলম্বনে ব্যাখ্যা করিলাম)।৩৩

চোর যে যে অঙ্গ দ্বারা যেরূপে অপরের দ্রব্য চুরি করিবার চেষ্টা করিবে, তাহার সেই সেই অঙ্গসকলের ছেদন করণীয় বলিয়া ভগবান্ মনু নির্দেশ দিয়াছেন।৩৪

যে ব্যক্তি অতি গুরু দ্রব্য চুরি করে, তাহার উপর সেইরূপ গুরু দণ্ডও বিধান করিবে, এবং যে চোর তাদৃশ গুরু দ্রব্য চুরি না করে, তাহার উপর যথাবিহিত দণ্ড বিধান করিবে; কিন্তু গুরু অপরাধকারীর দণ্ড অপেক্ষা ইহার দণ্ড কিছু লঘু হইবে।৩৫

স্বায়ম্ভুব মনু অঙ্গচ্ছেদ-দণ্ডের দশটি স্থানের কথা বলিয়াছেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই বর্ণত্রয়ের উপরই সেই দণ্ড অর্থাৎ অঙ্গচ্ছেদন-দণ্ড প্রয়োজ্য হইবে; কেবল ব্রাহ্মণ সকলসময়ই অক্ষত থাকিবে অর্থাৎ তাহাদের অঙ্গচ্ছেদন-দণ্ড হইবে না।৩৬

উপস্থ, উদর, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, পদদ্বয়, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণ, ধন ও শরীর এই দশটি স্থান সায়ম্ভুবমনু-কথিত দণ্ডবিধানের স্থান।৩৭

যথার্থরূপে অপরাধ জ্ঞাত হইয়া দেশ এবং কাল বিচারপূর্বক অপরাধকারীর দৈহিক বল ও চেষ্টা অর্থাৎ সাহস বিবেচনা করিয়া এই সকল দণ্ডের বিধান করিবে।৩৮

'এই ব্যক্তি আমার মিত্র' কিংবা 'এই ব্যক্তি আমাকে বহু অর্থ দিয়া থাকে', সুতরাং তাহারা চৌর্য্য-দস্যুতাদি সাহস-কর্ম করিলে রাজার তাহাদিগকে বর্জন করা উচিত হইবে না—আত্মত্যাগী ভগবান্ মনু এই কথা বলিয়াছেন।৩৯

অবধ্যকে বধ করিলে রাজার যেরূপ অধর্ম হয়, বধার্হ ব্যক্তিকে বধ না করিয়া ত্যাগ করিলে সেইরূপ অধর্মই হয়। বধ্যকে বধদণ্ড দান করিলে রাজার ধর্ম হয়।৪০

ব্রাহ্মণ যদি সর্বপ্রকার পাপে আসক্তও হয়, তথাপি তাহার বধদণ্ড হইবে না, তাহাকে নির্বাসন-দণ্ড দান করিবে—ইহাই চিরন্তনধর্মরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে।৪১

**পাঠান্তর**:—(ক) দ্বিতীয়ে চৈব যচ্ছেদ্যং—। (খ) ছেত্তব্যং তত্তদেবাস্য—। (গ) স্যুরক্ষতো ব্রাহ্মণো ব্রজেৎ। (ঘ) —স্তনৌ দেহস্তথৈব চ। (ঙ) সারানুবন্ধাবালোচ্য—। (চ) উৎস্রষ্টব্যা সাহসিকাস্তস্করা লোকবঞ্চকাঃ।

নির্বাস্যং সংকারয়েৎ কামমিতি ধর্ম্মো
ব্যবস্থিতঃ (ক) ॥৪১
সর্বস্বং বা হরেদ্ রাজা (খ) চতুর্থং বাবশেষয়েৎ।
এতেভ্যোঽনুস্মরন্ ধর্ম্মং (গ)
প্রাজাপত্যমিতি স্থিতিঃ ॥৪২
ব্রাহ্মণস্যাপরাধেষু চতুর্ব্বঙ্কো বিধীয়তে।
গুরুতল্পে সুরাপানে স্তেয়ে ব্রাহ্মণহিংসনে ॥৪৩
গুরুতল্পে ভগঃ কার্য্যঃ সুরাপানে ধ্বজঃ স্মৃতঃ (ঘ)।
স্তেয়ে তু শ্বপদং কৃত্বা শিখিপিত্তেন পূরয়েৎ ॥৪৪
অশিরাঃ (ঙ) পুরুষঃ কার্য্যো ললাটে ব্রহ্মঘাতিনঃ।
অসম্ভাষ্যশ্চ কর্ত্তব্যস্তম্মনোরনুশাসনম্ ॥৪৫

রাজা স্তেনেন গন্তব্যো মুক্তকেশেন ধাবতা (চ)।
আচক্ষাণেন তৎস্তেয়মেবং কর্মাস্মি শাধি মাম্ ॥৪৬
অনেনা ভবতি স্তেনঃ স্বকর্মপ্রতিপাদনাৎ (ছ)।
রাজা ততঃ স্পৃশেদেনমুৎসৃজেত্তু হ্যকিল্বিষম্ (জ) ॥৪৭
রাজভির্ধৃতদণ্ডাস্তু কৃত্বা পাপানি মানবাঃ।
নির্মলাঃ স্বর্গমায়ান্তি সন্তঃ সুকৃতিনো যথা ॥৪৮
শাসনাদ্ বা বিমোক্ষাদ্ বা স্তেনো মুচ্যেত কিল্বিষাৎ।
অশাসনাত্তু তদ্‌রাজা (ঝ) স্তেনস্যাপ্নোতি
কিল্বিষম্ ॥৪৯
গুরুরাত্মবতাং শাস্তা শাস্তা রাজা দুরাত্মনাম্।
অতঃ (ঞ) প্রচ্ছন্নপাপানাং শাস্তা বৈবস্বতো যমঃ ॥৫০

রাজা প্রজাপতিবিহিত ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া বলপূর্ব্বক পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের সর্বস্ব গ্রহণ করিবেন কিংবা চারিভাগের একভাগ ব্রাহ্মণকে দিয়া অবশিষ্ট তিনভাগ গ্রহণ করিবেন—ইহাই চিরন্তন রীতি।৪২

গুরুতল্পগমন, সুরাপান, সুবর্ণাপহরণ এবং ব্রহ্মহত্যা এই চারিপ্রকার অপরাধে ব্রাহ্মণের জন্য বিশেষ চিহ্ন বিহিত আছে, যথা—বিমাতৃগমনে ভগচিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্র-চিহ্ন, সুবর্ণাপহরণে কুকুরের পদচিহ্ন করিয়া এই সকল ক্ষত ময়ূরপিত্ত দ্বারা পূরণ করিয়া দিবে; আর ব্রহ্মহত্যাকারী ব্রাহ্মণকে রাজা মস্তকহীন মনুষ্যের আকারের চিহ্ন ললাটে অঙ্কিত করিয়া দিবেন, এবং উহারা অনালাপ্য হইবে—ইহাও বিজ্ঞাপিত করা রাজার কর্ত্তব্য—ইহা ভগবান্ মনুর আদেশ।৪৩-৪৫

চোর চুরি করিবার পর অনুতপ্ত হইয়া মুক্তকেশে তীব্রগতিতে কৃত চৌর্য্যের কথা বলিতে বলিতে রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিবে,—আমি এইরূপ করিয়াছি, অতএব আমাকে শাসন করুন। এইরূপ স্বীয়কৃত চৌর্য্যের কথা স্বীকার দ্বারা সেই ব্যক্তি পাপশূন্য হইবে, তখন রাজা তাহাকে স্পর্শ করিবেন এবং ঐ পাপশূন্য ব্যক্তিকে গৃহাদি গমনের জন্য ছাড়িয়া দিবেন।৪৬-৪৭

চৌর্য্যাদি পাপকার্য্য করিয়া রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইলে মনুষ্যসকল নিষ্পাপ হয় এবং তাহারা পুণ্যকার্য্যকারী সাধুগণের ন্যায় স্বর্গে গমন করিয়া থাকে।৪৮

চৌর্য্যকারী ব্যক্তি রাজার নিকটে উপস্থিত হওয়ার পর রাজা তাহাকে দণ্ডদান করুন অথবা অবস্থাবিশেষ চিন্তা করিয়া পরিত্যাগই করুন—এই উভয় প্রকারেই সেই ব্যক্তি পাপ হইতে মুক্ত হইবে। এইস্থলে রাজা যদি দণ্ডনীয়কে দণ্ডদান না করেন, তাহা হইলে তিনি চৌর্য্যের পাপে পাপভাগী হইবেন।৪৯

শিষ্ট ব্যক্তিগণ যদি অনুচিত আচরণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে গুরু অর্থাৎ পিতা বা আচার্য্য তাহাদের শাসন করিবেন; আর রাজা দুরাত্মাগণের শাসন করিবেন। যেস্থলে গুপ্তভাবে পাপ আচরিত হয়, সেইস্থলে সূর্য্যপুত্র যম পাপকারীকে শাসন করেন।৫০

হীন বা মূঢ় শূদ্র যে দ্রব্য চুরি করিলে যেরূপ দণ্ডভাগী হয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন শূদ্রের তাহার

**পাঠান্তরঃ**—(ক) নির্বাসং কারয়েৎ কামং সমগ্রধনমক্ষতম্। (খ) সর্বং বাপি হরেদ্ রাজা—। (গ) বিপ্রেভ্যোঽনুস্মরন্ ধর্ম্মং— (ঘ) —সুরাপানে সুরাধ্বজঃ। (ঙ) বিশিরাঃ— (চ) —ধীমতা। (ছ) —স্বকর্মপ্রতিবেদনাৎ। (জ) রাজানং তৎস্পৃশেদেন উৎসৃজন্তং সকিল্বিষম্। (ঝ) অশাসৎ তমসৌ রাজা —। (ঞ) অথ—।

অষ্টাপাদ্যং তু শূদ্রস্য স্তেয়ে ভবতি কিল্বিষম্।
দ্বিরষ্টাপাদ্যং (ক) বৈশ্যস্য দ্বাত্রিংশৎ ক্ষত্রিয়স্য তু ॥৫২
ব্রাহ্মণস্য চতুঃষষ্টীত্যেবং স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ (খ)।
বিদ্যাপি চ বিশেষণ বিদ্বৎস্বভ্যধিকং ভবেৎ* ॥৫২
শারীরশ্চার্থদণ্ডশ্চ দণ্ডস্তু দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
শারীরং দশধা প্রোক্তমর্থদণ্ডস্ত্বনেকধা (গ) ॥৫৩
কাকিণ্যাদি (ঘ) স্ত্বর্থদণ্ডঃ সর্বস্বান্তস্তথৈব চ।
শারীরঃ সংনিরোধাদির্জীবিতান্তস্তথৈব চ (ঙ) ॥৫৪
কাকিণ্যাদিষু যো দণ্ডঃ স তু মাষাবরঃ স্মৃতঃ (চ)।
মাষাবরাদ্ যোঽয়ং (ছ) প্রোক্তঃ কার্ষাপণপরস্তু সঃ ॥৫৫
কার্ষাপণাবরাদ্ যস্তু চতুঃকার্ষাপণাবরঃ (জ)।
দ্ব্যবরোঽষ্টপরশ্চান্যস্ত্র্যবরো দ্বাদশোত্তরঃ * ॥৫৬
কার্ষাপণো দক্ষিণস্যাং দিশি রৌপ্যঃ প্রবর্ততে।
পণৈর্নিবদ্ধঃ পূর্বস্যাং বিংশতিস্তু পণাঃ স তু (ঝ) ॥৫৭

অষ্টগুণ পাপ হওয়ায় অষ্টগুণ দণ্ডভাগী হইবে। ঐরূপ স্থলে বৈশ্যের ষোড়শগুণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বাত্রিংশদ্গুণ পাপ হইবে এবং তদনুযায়ী তাহারা দণ্ডভাগী হইবে। আর ব্রাহ্মণের ঐরূপ স্থলে চৌষট্টী গুণ পাপ হইবে এবং সেইরূপ দণ্ডভাগী হইবে। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—যেমন জ্ঞানবান্ ব্যক্তিগণের বিদ্যা বিশেষরূপে অধিক হয়, সেইরূপ অনুচিত আচরণের জন্য জ্ঞানবান্ ব্রাহ্মণের দণ্ডও সমধিক বলিয়া জানিবে।৫১-৫২

দণ্ড দুই প্রকার। শারীরিক ও আর্থিক। শারীরিক দণ্ড দশপ্রকার আর অর্থদণ্ড বহুপ্রকার বলিয়া জানিবে। কাকিণী হইতে স্থাবর ও অস্থাবর সমস্ত ধন পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারে বলিয়া আর্থিক দণ্ড বহুপ্রকার বলা হইয়াছে আর শারীরিক দণ্ড অবরোধ হইতে প্রাণনাশ পর্য্যন্ত হয় বলিয়া দশপ্রকাশ বলা হইয়াছে। কাকিণী প্রভৃতি যে দণ্ড উহার চরম পরিমাণ মাষ পর্য্যন্ত, আর মাষ হইতে যে দণ্ড বিহিত আছে, কার্ষাপণ তাহার শেষ দণ্ড বলিয়া জানিবে। কার্ষাপণ দণ্ড হইল নিকৃষ্ট দণ্ড; তাহার চরম অর্থাৎ শেষ দণ্ড হইল চারি কার্ষাপণ। আর দ্বিকার্ষাপণ যেস্থলে নিকৃষ্ট দণ্ড হইবে, সেইস্থলে আটকার্ষাপণ চরম দণ্ড বলিয়া বুঝিতে হইবে, তিন কার্ষাপণ যেস্থলে নিকৃষ্ট দণ্ড হইবে, সেইস্থলে দ্বাদশ কার্ষাপণ চরম দণ্ড বলিয়া জানিবে।৫৩-৫৬

* পুস্তকবিশেষে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি ৫২নং শ্লোকের পর অধিক দেখা যায়,—

তান্ বিদিত্বা সুনিপুণৈশ্চৌরৈস্তৎকর্মকারিভিঃ।
অনুসৃত্য গ্রহীতব্যা গূঢ়ৈঃ প্রাণিহিতৈর্নরৈঃ ॥১
সভা-প্রপাপূপশালা-বেশ-সন্থান্নবিক্রয়াঃ।
চতুষ্পথাশ্চৈত্যবৃক্ষাঃ সমাজপ্রেক্ষণানি চ ॥২
শূন্যাগারাণ্যরণ্যানি দেবতায়তনানি চ।
চারৈর্বিচেয়ান্যেতানি চোরগ্রহণতৎপরৈঃ ॥৩
তথৈবান্যে প্রণিহিতাঃ শ্রদ্ধেয়াশ্চিত্রবাদিনঃ।
চোরা হ্যুৎসাহয়েয়ুস্তাংস্তস্করান্ পূর্বতস্করাঃ ॥৪
অন্ন-পানমহাদানৈঃ সমাজোৎসবদর্শনৈঃ।
তথা চৌর্য্যাপদেশৈশ্চ কুর্য্যুস্তেষাং প্রসর্পণম্ ॥৫
যে তত্র নোপসর্পন্তি সৃতাঃ প্রণিহিতা অপি।
তেঽভিসৃত্য গ্রহীতব্যাঃ সপুত্রপশুবান্ধবাঃ ॥৬
অচোরা অপি দৃশ্যন্তে চোরৈঃ সহ সমাগতাঃ।
যাদৃচ্ছিকান্ নৈব তু তান্ রাজা দণ্ডেন শাসয়েৎ ॥৭
যাংস্তত্র চোরান্ গৃহ্নীয়াৎ তানাতাড্য নিবধ্য চ।
অবঘুষ্য চ সর্বত্র বধ্যাশ্চিত্রবধেন তে।৮
লোপ্ত্রাদিরহিতাশ্চোরা রাজ্ঞা বধ্যা হ্যনাগমম্।
সহোঢ়ান্ সোপকরণাংশ্চোরান্ ক্ষিপ্রং বিবাসয়েৎ।৯
স্বদেশঘাতিনো যে স্যুস্তথা মার্গোপরোধিনঃ।
তেষাং সর্বস্বমাদায় ভূয়ো নিন্দাং প্রবর্তয়েৎ ॥১০
সহোঢ়ান্ বিমৃশেচ্চোরান্ গৃহীত্বা পরিশঙ্কয়া।
ভয়োপধাভিশ্চিত্রাভির্ব্রূয়ুঃ সতং যথা হি তে ॥১১
দেশং কালং তথা জাতিং নাম রূপং প্রতিশ্রয়ম্।
কৃত্যং কর্ম সহায়াংশ্চ প্রষ্টব্যাঃ স্যুর্নিগৃহ্য তে ॥১২
বর্ণস্বরাকারভেদাৎ সসন্দিগ্ধনিবেদনাৎ।
অদেশকালদৃষ্টত্বাদ্ বাসস্থাপ্যবিশোধনাৎ ॥১৩
অসদ্ব্যয়াৎ পূর্বচৌর্য্যাদসৎসংসর্গকারণাৎ।
লেশৈরপ্যবগন্তব্যা ন হোঢ়েনৈব কেবলম্ ॥১৪

**পাঠান্তর** :—(ক) দ্ব্যষ্টাপাদ্যং তু—।
(খ) ব্রাহ্মণস্য চতুষষ্টিং মনুঃ স্বায়ম্ভুবোঽব্রবীৎ।
(গ) শারীরো দ্বিবিধঃ প্রোক্তো হ্যর্থদণ্ডস্তথৈব চ।
(ঘ) কাকণ্যাদি –। (ঙ) শারীরস্ত্ববরোধাদি জীবিতান্তস্তথা স্মৃতঃ।
(চ) কাকণ্যাদিষু যো দণ্ড স তু মাষপরঃ স্মৃতঃ।
(ছ) মাষাবরার্ধো যঃ—। (জ) কার্ষাপণাপরার্ধস্তু চতুষ্কার্ষাপণোত্তরঃ
(ঝ) ষোড়শৈব পণাঃ স তু—।

* ৫৬নং শ্লোকের পর নিম্নলিখত শ্লোকটি অধিক দেখা যায়—
কার্ষাপণাদ্যা যে প্রোক্তাঃ সর্বে তে স্যুশ্চতুর্গুণাঃ।
এবমন্তেঽপি বোদ্ধব্যাঃ প্রাক্ চ তে পূর্বসাহসাৎ ॥

মাষো বিংশতিভাগস্তু জ্ঞেয়ঃ কার্ষাপণস্য তু।
কাকিণী তু চতুর্ভাগো মাষস্য চ পলস্য চ ॥৫৮
পঞ্চনদ্যাঃ প্রদেশে তু সংজ্ঞা যা ব্যবহারিকী।
কার্ষাপণপ্রমাণং তু নিবদ্ধমিহ নৈতয়া ॥৫৯
কার্ষাপণোঽণ্ডিকা (ক)জ্ঞেয়া তাশ্চতস্রস্তু ধানকাঃ।
তদ্দ্বাদশ সুবর্ণস্তু দীনারাখ্যঃ স এব চ (খ) ॥৬০

দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ দাক্ষিণাত্য দেশে কার্ষাপণ রৌপ্যরূপে গৃহীত হয়, পূর্বদিকে অর্থাৎ দেশবিশেষে কুড়িপণে এক কার্ষাপণ হয়। ঐ কার্ষাপণের কুড়ি-ভাগের একভাগ মাষ বলিয়া জানিবে আর ঐ মাষের চারভাগের একভাগ কাকিণী, উহা পলের চারভাগের একভাগ ।৫৭-৫৮

পঞ্চনদ-দেশে অর্থাৎ পাঞ্জাবে যে সংজ্ঞার ব্যবহার হয়, এই গ্রন্থে সেই কার্ষাপণের পরিমাণ নিবদ্ধ হইল না ।৫৯

কার্ষাপণকে 'অণ্ডিকা' বলে। চার অণ্ডিকায় এক ধানক হয়, তাহার দ্বাদশ পরিমাণে এক সুবর্ণ হয়, এই সুবর্ণ 'দীনার' নামেও স্থলবিশেষে উল্লিখিত হয় ।৬০

বার্তাং তু যাং চাপ্যথ দণ্ডনীতিম্।
রাজানুবর্ত্তেত সদাপ্রমত্তঃ।
হন্যাদুপায়ৈর্নিপুণৈর্গৃহীতান্
তয়ৈব শাস্তাবনিগৃহ্য পাপান্ (খ) ॥৬১

ইতি নারদপ্রোক্তায়াং সংহিতায়াং চৌরপ্রতিষেধো নাম প্রকরণং সমাপ্তম্।

ঋষিগণের অভিপ্রেত বিষয়ে সমাহিতচিত্ত হইয়া রাজা যে 'বার্তাকে' অর্থাৎ কৃষিনীতি-শাস্ত্রকে এবং দণ্ডনীতি-শাস্ত্রকে অনুসরণ করিয়া তাহার অবলম্বনে অভিভাবকের ন্যায় নিপুণচতুরতাপূর্ণ উপায়ে নিগ্রহ দ্বারা অর্থাৎ দণ্ডদান দ্বারা পাপীদিগের উচ্ছেদসাধন করিবেন ।৬১

**পাঠান্তর**ঃ—(ক) 'কার্ষাপণোঽঙ্কিকা'—।
(খ) তে দ্বাদশ সুবর্ণং স্যাদ্ দীনারাশ্চিত্রকঃ স্মৃতঃ।
(খ) বার্তাং ত্রয়ীমপ্যথ দণ্ডনীতিং
রাজানুবর্ত্তেত সদাপ্রমত্তঃ।
হন্যাদুপায়ৈর্বিবিধৈর্গৃহীত্বা
পুরে চ রাষ্ট্রে চ বিঘুষ্য চোরান্

## দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ
### অথ দিব্যপ্রকরণম্*

সংশয়স্থাস্তু যে কেচিন্মহাপাতকিনশ্চ যে।
অভিশস্তাঃ পরৈশ্চাপি তে শোধ্যাঃ সংশয়ৈরিহ ॥১
ধটোঽগ্নিরুদকং চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চমঃ।
পঞ্চৈতান্যাহ দিব্যানি দূষিতানাং বিশোধনে ॥২

**অনন্তর দিব্য প্রকরণ বলা হইতেছে।**

যাহারা অপরাধী বলিয়া সংশয়গ্রস্ত, যাহারা মহাপাতকী এবং যাহারা সংশয়ান্বিত হইয়া অপর কর্তৃক রাজদ্বারে অভিযুক্ত, তাহারা যথার্থ অপরাধী প্রভৃতি কিনা সে বিষয়ে শোধন করা অর্থাৎ সংশয়ের অবসান করা প্রয়োজন ।১

সন্দিগ্ধেঽর্থেঽভিশস্তানাং পরীক্ষার্থং মহাত্মনা।
নারদেন পুরা প্রোক্তাঃ সত্যানৃতবিভাজিকাঃ ॥৩
কারয়েত চতুর্হস্তাং সমাং লক্ষণলক্ষিতাম্।
তুলাং কাষ্ঠময়ীং রাজা শিক্যপ্রান্তাবলম্বিনীম্ ॥৪

দূষিতব্যক্তিগণের শোধনের জন্য শাস্ত্রে ৫টি দিব্যের কথা বলা হইয়াছে, যথা—১। ধট (তুলা), ২। অগ্নি, ৩। জল, ৪। বিষ এবং ৫। কোষ ।২

সন্দিগ্ধবিষয়ে রাজদ্বারে অভিযুক্ত ব্যক্তিগণের পরীক্ষার জন্য পুরাকালে, মহাত্মা নারদ সত্য ও মিথ্যা-জ্ঞাপক অর্থাৎ সত্য-মিথ্যানির্ণায়ক পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ বিধি বলিয়াছিলেন ।৩

* এই দিব্যপ্রকরণের অংশবিশেষ ঋণাদানরূপ প্রথম বিবাদপদে উক্ত হইয়াছে। টীকাকার শ্রীমদ্ভবদেবস্বামী এই অংশের পৃথগ্ভাবে প্রকরণ নির্দেশ করায় আমরাও তাঁহার মত অনুসরণ করিয়া পরিশিষ্টে সেই অধ্যায়টি যোজনা করিয়া দিলাম।

দক্ষিণোত্তরসংস্থানাবুভাবেকত্র সঙ্গতৌ।
স্তম্ভৌ কৃত্বা সমে দেশে তয়োঃ সংস্থাপয়েত্তুলাম্ ॥৫
আয়সেন তু পাশেন মধ্যে সংগৃহ্য ধর্ম্মবিৎ।
যোজয়েত সুসংযত্তাং তুলাং প্রাগপরায়তাম্ ॥৬
বাদিনোঽনুমতেনৈনাং কারয়েন্নান্যথা নৃপঃ।
তোলয়িত্বান্তরং পূর্ব্বং চিহ্নং কৃত্বা ধটস্য তু ॥৭
তুলিতো যদি বর্দ্ধেত স বিশুদ্ধো হি ধর্ম্মতঃ।
সমো বা হীয়মানো বা ন বিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ।
ধর্মপর্য্যায়বচনৈর্ধট ইত্যভিধীয়তে ॥৮
ত্বং বেৎসি সর্ব্বভূতানাং পাপানি সুকৃতানি চ।
ত্বমেব দেব! জানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ ॥৯

## ধট (তুলা) বিধি।

সমানভাবে চারিহস্তপ্রমাণ কাষ্ঠময়ী তুলা নির্মাণ করিবে। সেই তুলার দুইদিকে দুইটি শিকা লম্বমান থাকিবে।৪

তারপর সমতলপ্রদেশে দক্ষিণ ও উত্তরদিকে স্থিত দুইটি স্তম্ভ নির্মাণ করিবে, এবং তাহা দুইদিকে ঠিক সমভাবে থাকিবে। অনন্তর পূর্বোক্ত তুলা ঐ স্তম্ভে স্থাপন করিবে।৫

লৌহনির্মিত দুইটি বর্তুলাকার উপবেশনোপযোগী ভাজন (যাহাকে পাল্লা বলে) দুইদিকে লম্বমান শিকায় যোজনা করিবে। যাহাতে তুলাটি পূর্ব ও পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হয়—সেই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিবে।৬

রাজা বাদীর অনুমতি লইয়া এই ধট অর্থাৎ তুলা দিব্যের আয়োজন করিবে। অন্যথায় উহা করা প্রয়োজন হইবে না। তোলন করিবার পূর্বে তুলাকে চিহ্নিত করিবে। অনন্তর তোলন করিয়া দেখিবে—যদি তোলন করিবার পর সেই ব্যক্তি বর্ধিত হয় অর্থাৎ ভারী হইয়া নিম্নগামী হয়, তাহা হইলে ধর্মানুসারে সে নিরপরাধী বলিয়া বুঝিবে। আর যদি সমান থাকে বা কমিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—সেই ব্যক্তি যথার্থ অপরাধী। ধর্মপর্য্যায় বচন বলিয়া উহাকে 'ধট' এই শব্দ দ্বারা শাস্ত্রকারগণ অভিহিত করিয়াছেন।৭-৮

ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়ারূঢ়ং ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥১০
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি লোহস্য বিধিমুত্তমম্।
দ্বাত্রিংশদঙ্গুলাখ্যন্তু মণ্ডলান্মণ্ডলান্তরম্।
মণ্ডলস্য প্রমাণন্তু কুর্য্যাৎ তদ্ ধটসম্মিতম্ ॥১১
অষ্টাভির্মণ্ডলৈরেব মণ্ডলানাং শতদ্বয়ম্।
চতুর্বিংশৎ সমাখ্যাতং ভূমেস্তু পরিকল্পনম্ ॥১২
মণ্ডলৈস্তু ততঃ কপ্তৈঃ সোপবাসঃ শুচির্নরঃ।
সবাসা জলমাপ্লুত্য স্বার্দ্রকেশঃ সমাহিতঃ ॥১৩
সপ্তাশ্বত্থস্য পত্রাণি তথা সৌত্রাণি তন্তবঃ।
হুতাশতপ্তং লোহস্য পঞ্চাশৎ পলিকং সমম্ ॥১৪

তুমি সমস্ত জীবের পাপ এবং পুণ্যের কথা জ্ঞাত আছ। হে দেব! তুমি সেই সমস্ত বস্তু অবগত আছ—যাহা মানব সকল জানে না। এই ব্যক্তি ব্যবহারে অভিযুক্ত হইয়া নিজের শুদ্ধি কামনা করিতেছে। সেইহেতু অপরাধবিষয়ে সংশয়গ্রস্ত এই ব্যক্তিকে ধর্মানুসারে তুমি পরিত্রাণ কর।৯-১০

## অগ্নি-বিধি।

ততঃপর উত্তম লৌহ অর্থাৎ অগ্নিবিধি বিশেষরূপে বলিতেছি—তাহা বত্রিশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে এবং মণ্ডল হইতে মণ্ডলান্তরের ব্যবধান হইবে।১১

আর প্রাগুক্ত ধটের অর্থাৎ তুলার পরিমাণ অনুযায়ী মণ্ডলের প্রমাণ করিবে। এইরূপ আটটি মণ্ডলের দ্বারা দুইশতচব্বিশ অঙ্গুলি পরিমিত ভূমির পরিকল্পনা করিবে। তারপর প্রসিদ্ধ ঐ মণ্ডলসকলের দ্বারা অগ্নিবিধি নির্ণীত হইবে। উপবাসপূর্বক শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি বস্ত্রের সহিত জলে অবগাহন করিয়া এবং আর্দ্রকেশে সমাহিতচিত্ত হইয়া সাতটি অশ্বত্থপত্র এবং সাতটি সূত্রতন্তু গ্রহণ করত পঞ্চাশৎপলপরিমাণ তপ্ত অগ্নিবর্ণ লৌহপিণ্ড হস্তদ্বয় দ্বারা গ্রহণপূর্বক ধীরে ধীরে সপ্তপদ গমন করিবে।১২-১৫

ধীরে ধীরে গমনকালীন কোন মণ্ডল অতিক্রম করিবে না বা বিপরীত স্থানে পদস্থাপন করিবে না এবং

হস্তাভ্যাং পিণ্ডমাদায় ব্রজেৎ সপ্ত শনৈঃ শনৈঃ ॥১৫
ন মণ্ডলমতিক্রামেন্নাপ্যর্বাক্ স্থাপয়েৎ পদম্।
ন পাতয়েৎ তামপ্রাপ্তো যাবদ্ ভূঃ পরিকল্পিতা ॥১৬
ভয়াৎ পাতয়তে যস্তু দগ্ধো বা ন বিভাব্যতে।
পুনস্তং হারয়েল্লোহং স্থিতিরেবং দৃঢ়ীকৃতা ॥১৭
তীর্ণানেন বিধানেন মণ্ডলানি কৃতানি তু।
ন দগ্ধঃ সর্বথা যস্তু স বিশুদ্ধো ভবেদিহ ॥১৮
অনেন বিধিনা কার্য্যো হুতাশসময়ঃ সদা।
ত্বমেব সর্বভূতানামন্তশ্চরসি নিত্যশঃ ॥১৯
প্রচ্ছন্নানি মনুষ্যাণাং পাপানি সুকৃতানি চ।
ত্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ ॥২০
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি।
তদেনং সংশয়ারূঢ়ং ধর্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥২১

পরিকল্পিত ভূমির সীমা পর্য্যন্ত না যাইয়া উক্ত পিণ্ডসকল ফেলিয়া দিবে না।১৬

কিন্তু যে ব্যক্তি ভীতিবশতঃ ফেলিয়া দিবে কিংবা যাহার হস্ত দগ্ধ হইয়াছে, কি না হইয়াছে, নিশ্চয় করা যাইবে না, পুনরায় তাহাকে উক্ত প্রকারে ঐ লৌহপিণ্ড গ্রহণ করাইবে। অগ্নিবিধির ইহাই হইল স্থিরীকৃত নিয়ম।১৭

উক্ত বিধান পরিপালন দ্বারা যে ব্যক্তি কৃত মণ্ডল-সকল অতিক্রম করিতে পারিবে ও দগ্ধ হইবে না, সর্বপ্রকারে সেই ব্যক্তিকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি অপরাধী নহে। অপরাধী নিশ্চয় করিবার জন্য উক্ত বিধি দ্বারা সর্বদা অগ্নিদিব্য করণীয়। হে দেব! তুমি সমস্ত ভূতসকলের অন্তরে বিচরণ কর এবং তাহাদের অন্তরের গুপ্ত পাপ এবং পুণ্যসকল তুমিই অবগত আছ—যাহা মানবসকল জ্ঞাত নহে। ব্যবহারে অভিযুক্ত এই ব্যক্তি স্বীয় শুদ্ধি কামনা করিতেছে। সেইহেতু সংশয়ারূঢ় এই ব্যক্তিকে তুমি ধর্মানুসারে রক্ষা কর।১৮-২১

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি পানীয়বিধিমুত্তমম্।
নাতিক্রূরেণ ধনুষা প্রেরয়িত্বা শরত্রয়ম্ ॥২২
পানীয়ে মজ্জয়েদ্ যস্তু শঙ্কায়াং প্রতিবর্ত্ততে।
মধ্যমস্তু শরো যঃ স্যাৎ পুরুষেণ বলীয়সা ॥২৩
প্রত্যানীতে তু তেনাথ তস্য শুদ্ধির্ভবিষ্যতি ॥২৪
স্ত্রিয়স্তু ন বলাৎ কার্য্যা ন পুমাংসোঽতিদুর্বলাঃ।
ভীরুত্বাদ্ যোষিতো মৃত্যুর্নিরুৎসাহতয়া কৃশঃ ॥২৫
বারিমধ্যে মনুষ্যস্য অঙ্গং যদি ন দৃশ্যতে।
অতোঽন্যথা ন শুদ্ধঃ স্যাদেকাঙ্গমপি দর্শয়ন্ ॥২৬
জ্ঞানাদন্যত্র বা গচ্ছন্ যস্মিন্ পূর্বং নিবেশিতঃ।
তোয়মধ্যে মনুষ্যস্য গৃহীত্বোরুং সুসংযতঃ ॥২৭
লগ্নস্তু নিশ্চলস্তিষ্ঠেদ্ যাবৎ প্রাপ্তস্তু সায়কঃ।
( প্রাপ্তং তু সায়কং দৃষ্ট্বা জলাদুত্থায় প্রাঙ্মুখম্ )

## উদক-বিধি।

অতঃপর শ্রেষ্ঠ উদকবিধি বিশেষরূপে বলিব। যে ধনু অতি ক্রূর নহে, এমন ধনু হইতে তিনটি শর নিক্ষেপ করিয়া অপরাধবিষয়ে আশঙ্কিত পুরুষ জলে নিমগ্ন হইবে। তারপর একজন বলবান্ ব্যক্তি নিক্ষিপ্ত মধ্যম শরটি আনয়ন করিবে। এই শরনিক্ষেপকাল হইতে আনয়ন কাল পর্য্যন্ত যদি ঐ নিমজ্জিত অপরাধী পুরুষ জলে মজ্জিতই থাকিতে পারে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে শুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী নহে বলিয়া জানিবে।২২-২৪

জোর করিয়া স্ত্রীগণকে এবং অতি দুর্বল পুরুষদিগকে এই উদকদিব্য করাইবে না। কারণ, স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতঃ ভীরু বলিয়া তাহাদের ইহাতে মৃত্যু হইতে পারে এবং দুর্বলমনুষ্যগণ নিরুৎসাহ বলিয়া ইহা দ্বারা তাহাদেরও মৃত্যু ঘটিতে পারে। অতএব এই দিব্য স্ত্রীগণ ও অতি দুর্বল পুরুষগণের পক্ষে নিষিদ্ধ।২৫

জলমধ্যে নিমজ্জিত পুরুষের যদি কোন অঙ্গ দেখা না যায়, তাহা হইলে তাহাকে শুদ্ধ বলিয়া জানিবে। ইহার অন্যথা হইলে অর্থাৎ যদি এক অঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে অশুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী বলিয়া সাব্যস্ত করিবে।২৬

পূর্বে যেস্থানে মজ্জিত হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে

আনীতং তু শরং দৃষ্ট্বা জলাদুত্থায় প্রাঙ্মুখঃ।
প্রণিপত্য নৃপং গচ্ছেৎ সর্বাংশ্চৈব সভাসদঃ ॥২৮
ত্বমন্তঃ সর্বভূতানামন্তশ্চরসি নিত্যশঃ।
প্রচ্ছন্নানি মনুষ্যাণাং পাপানি সুকৃতানি চ ॥২৯
ত্বমেব দেব! জানীষে ন বিদুর্যানি মানবাঃ।
ব্যবহারাভিশস্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি ॥৩০
তদেনং সংশয়ারূঢ়ং ধর্মতস্ত্রাতুমর্হসি ॥৩১
অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি বিষস্য বিধিমুত্তমম্।
অপরাহ্নে ন মধ্যাহ্নে ন সন্ধ্যায়াং তু ধর্মবিৎ ॥৩২
শরদ্-গ্রীষ্ম-বসন্তেষু বর্ষাসু চ বিবর্জয়েৎ।
ভগ্নঞ্চ বারিতং চৈব ধূপিতং মিশ্রিতং তথা।
কালকূটং মলং চৈব বিষং যত্নেন বর্জয়েৎ ॥৩৩

শার্ঙ্গং হৈমবতং শস্তং রূপ-বর্ণ-রসান্বিতম্।
মহাদোষবতে দদ্যাদ্ রাজা তত্ত্ববুভুৎসয়া ॥৩৪
ন বৃদ্ধাতুর-বালেষু ন চ স্বল্পাপরাধিষু।৩৫
বিষস্য পলষড়্ভাগং ভাগো বিংশতিমস্তু যঃ।
তদষ্টভাগং শুদ্ধং তু শোধ্যে দদ্যাদ্ ঘৃতাপ্লুতম্ ॥৩৬
যথোক্তেন বিধানেন বিদ্বান্ স্পৃষ্ট্বানুমোদিতঃ।
সোপবাসস্তু খাদেত দেব-ব্রাহ্মণসন্নিধৌ ॥৩৭
বিষবেগক্রমাপেতং সুখেন যদি জীবতি।
বিশুদ্ধমিতি তং জ্ঞাত্বা রাজা সৎকৃত্য মোক্ষয়েৎ ॥৩৮
অতঃপরং প্রবক্ষ্যামি কোশস্য বিধিমুত্তমম্।
মধ্যাহ্নে (ক) সোপবাসস্য স্নাতস্যার্দ্রাম্বরস্য চ ॥৩৯
ন শূদ্রস্যাব্যসনিনঃ (খ) কোশপানং বিধীয়তে।

যদি জ্ঞানতঃ অন্যত্র সরিয়া যায়, তাহা হইলেও তাহাকে অপরাধী বলিয়া জানিবে। অতএব যে পর্য্যন্ত না নিক্ষিপ্ত মধ্যম-শর আনয়নকারী পুরুষ নিক্ষেপস্থানস্থিত ধনুককে প্রাপ্ত না হয়, সেই পর্য্যন্ত জলমধ্যে অবগাহন-পূর্বক কোন ব্যক্তির উরুদেশ গ্রহণ করিয়া সংযতচিত্তে তলদেশের সহিত লগ্ন হইয়া নিশ্চলভাবে অবস্থান করিবে। তারপর আনীত সেই শর দেখিয়া জল হইতে উত্থানপূর্বক পূর্বমুখে জলদেবতাকে প্রণাম করত সমস্ত সভাসদ্‌গণের সহিত যে স্থানে রাজা অবস্থান করিতেছেন, সেইস্থানে যাইবে।২৭-২৮

হে অন্তঃ (জল)! তুমি নিত্যই সমস্ত ভূতসকলের অন্তরে অবস্থান কর এবং হে দেব! তুমি তাহাদের অন্তরস্থ গুপ্ত পাপ ও পুণ্যসকল অবগত আছ—যাহা মনুষ্যসকল অবগত নহে। ব্যবহারে অভিযুক্ত এই ব্যক্তি নিজের শুদ্ধি কামনা করিতেছে। অতএব সংশয়ারূঢ় এই ব্যক্তিকে তুমি ধর্মানুসারে রক্ষা কর।২৯-৩১

## বিষ-বিধি।

অতঃপর উত্তম বিষদিব্যবিধি বিশেষরূপে বলিব। ধর্মবিদ্ ব্যক্তি অপরাহ্ণ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে এবং শরৎ, গ্রীষ্ম, বসন্ত ও বর্ষাঋতুতে এই বিষদিব্য বর্জন করিবে।৩২

ভগ্ন অর্থাৎ বিষের স্বরূপ হইতে বিচ্যুত, অন্য ব্যক্তি কর্তৃক নিবারিত, ধূপিত অর্থাৎ দ্রব্যান্তর দ্বারা সৌগন্ধীকৃত, অন্য বিষাদি দ্বারা মিশ্রিত, কালকূট ও দুর্গন্ধযুক্ত বিষ যত্নপূর্বক বর্জন করিবে।৩৩

তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু অর্থাৎ প্রকৃত অপরাধী কে? ইহা জানিতে ইচ্ছুক রাজা বধযোগ্য দোষী ব্যক্তিকে বিষের স্বীয় রূপ, বর্ণ ও রসযুক্ত শৃঙ্গী (শৃঙ্গ হইতে উৎপন্ন) বিষ এবং হৈমবত (হিমালয় হইতে উৎপন্ন) বিষ দান করিবে, কারণ, ইহাই বিষদিব্যের প্রশস্ত বিধি।৩৪

বৃদ্ধ, রোগগ্রস্ত, বালক ও স্বল্প অপরাধকারীকে বিষ প্রদান করিবে না। একপল বিষকে ছয়ভাগ করিয়া তাহার মধ্যে একভাগ গ্রহণ করত পুনরায় বিশভাগ করিবে। উক্ত বিশভাগে বিভক্ত বিষের অষ্টভাগ ত্যাগ করিয়া ঘৃত মিশ্রিত অবশিষ্ট বিষ শোধনপূর্বক প্রদান করিবে। পূর্ব দিবসে উপবাসী থাকিয়া এবং যথোক্ত বিধান অনুসারে স্নান করিয়া বিষ স্পর্শপূর্বক 'এই বিষ দাও' এইরূপে অনুমোদিত হইয়া দেবতা ও ব্রাহ্মণসমীপে তাহা ভোজন করিবে।৩৫-৩৭

বিষপান করিবার পর বিষের বিষক্রিয়ারহিত হইয়া যদি সুখে জীবিত থাকে, তাহা হইলে রাজা তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়া জানিয়া এবং তাহার যথোচিত সম্মান

পাঠান্তর :—(ক) পূর্বাহ্নে— (খ) ন শূদ্রস্যাব্যসনিনঃ—

যন্ত্রুক্তঃ সোঽভিযুক্তঃ স্যাৎ তচ্ছেবত্যং তু প্রাঙ্‌মুখঃ ॥৪০
প্রত্যুচ্চার্য্য ততোঽর্ধ্বাস্তং পায়য়েৎ প্রসৃতিত্রয়ম্‌।
দ্বিসপ্তাহান্তরাৎ তস্য ত্রিসপ্তাহেন বা শুভঃ ॥৪১
প্রত্যাত্মিকং তু দৃশ্যেত সৈব তস্য বিভাবনা।
ঊর্দ্ধং ত্রিসপ্তদিবসাদ্‌ বৈকৃতং সুমহদ্‌ যদি।
নাভিযোজ্যঃ স বিদুষা কৃতকালব্যতিক্রমাৎ
মহাপরাধে নির্দোষে কৃতঘ্নে ক্লীবকুৎসিতে।
নাস্তিক-ব্রাত্য-বালেষু কোষপানং বিবর্জিতম্‌ ॥৪৩

চরাচরস্য জগতো জলেশ ; প্রাণধারণম্‌।
মানুষোঽয়ং ত্বয়াদেব ধর্মতঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি ॥৪৪
অত্যশ্চাগ্নিরভূন্‌ যস্মাদতস্তোয়ে বিশেষতঃ।
তস্মাৎ সত্যেন ভগবন্‌! জলেশ! ত্রাতুমর্হসি ॥৪৫
যথোক্তেন বিধানেন পঞ্চ দিব্যানি ধর্মবিৎ।
দদদ্‌ রাজাভিশস্তেভ্যঃ প্রেত্য চেহ চ নন্দতি ॥৪৬
ইতি পঞ্চ দিব্যানি ॥
সমাপ্তৈষা নারদস্মৃতিঃ ॥

প্রদর্শন করিয়া ছাড়িয়া দিবেন। (এইস্থলে টীকাকার বলিয়াছেন—
ত্বং বিষ! ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ সত্য ধর্ম ব্যবস্থিতঃ।
শোধয়ৈনং নরং পাপাৎ সত্যেনাস্যামৃতং ভব' ॥
এই মন্ত্রের দ্বারা বিষ প্রদান করণীয়) ।৩৮

## কোষ-বিধি।

অতঃপর উত্তম কোষবিধি বিশেষরূপে বলিব—যাহা পূর্বদিনে উপবাসী থাকিয়া পরদিবসে স্নানপূর্বক আর্দ্র বস্ত্রে মধ্যাহ্নকালে বিধেয় বলিয়া প্রচলিত আছে।৩৯

এই কোষপান শূদ্রের এবং অনপরাধীর পক্ষে বিধেয় নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তি যে দেবতার ভক্ত সেই দেবতার সম্মুখে পূর্বমুখ হইয়া স্বীয় বিষয় জানাইবে, তারপর সেই দেবতা হইতে অনুজ্ঞা-বচন লাভ করত ঊর্ধ্বমুখে তিন অঞ্জলি তদীয় স্নান-জল পান করিবে।৪০

তারপর দুই সপ্তাহ বা তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি পুত্রাদি মরণ, গৃহদাহাদি জন্য অসাধারণ অশুভ অর্থাৎ অমঙ্গল ইত্যাদি তাহার কোন দেখা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অশুদ্ধ অর্থাৎ অপরাধী বলিয়া জানিবে। কিন্তু যদি ত্রিসপ্তাহের পর কোন সুমহৎ অমঙ্গল ঘটে, তাহা হইলে তাহাকে অভিযুক্ত করিবে না। কারণ, তাহার নির্দিষ্টকাল অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।৪১-৪২

মহাপরাধ করিলে নির্দোষ ব্যক্তি, কৃতঘ্ন, ক্লীব, কুৎসিত, নাস্তিক, যথাকালে উপনয়নহীন দ্বিজ ও বালক ইহাদিগকে কোষপান করাইবে না।৪৩

হে জলেশ! তুমি চরাচর জগতের প্রাণধারণোপায় বলিয়া বিদিত। হে দেব! এই ব্যক্তি তোমাদ্বারা ধর্মানুসারে শুদ্ধিলাভ ইচ্ছা করিতেছে।৪৪

যেহেতু জল হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সেইহেতু বিশেষরূপে এই কোষবিধি প্রযোক্তব্য। সেইজন্য হে ভগবান্‌ জলেশ! সত্যানুসারে ইহাকে ত্রাণ কর।৪৫

ধর্মবিদ্‌ রাজা যথোক্ত বিধানানুসারে এই পঞ্চবিধ দিব্য অভিযুক্তব্যক্তিগণকে প্রদান করিয়া অপরাধী নির্ণয়ান্তর যথাবিধি দণ্ডদান করিলে পরকাল ও ইহকালে সুখভোগ করিয়া থাকেন।৪৬

অখিলভারতমহামন্ত্রসংকীর্তন-মহামণ্ডলেশ্বর, 'জয়গুরু-সম্প্রদায়'-জনক, নিখিল তন্ত্র-মন্ত্রসমন্বয়সাধক, বেদাদিশাস্ত্রপ্রতিপাদ্য-সনাতন-বর্ণাশ্রমধর্মসংরক্ষক, নিখিল গুণি-জ্ঞানিসংসেব্য, সকলসাধক-পরমহংস-সমারাধ্য, বেদবিদ্‌বিপশ্চিদ্‌বৃন্দবন্দ্য, মুণিগণনুতপদারবিন্দ, যোগীন্দ্র অনন্তশ্রীসমলঙ্কৃত
শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথপাদপঙ্কেরুহমধুপ-সেবকাধম
শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃত নারদ-স্মৃতির
বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

[illegible]

[ ষষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩৭৪ ]

[ প্রথম সংখ্যা—[illegible] ]

# আর্য্যশাস্ত্র

## শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্

# শ্রীমদ্‌ভাগবতম্

পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিতম্

---

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধিকল্পে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে।

---

• • •

মুখ্য-সম্পাদক—

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য

শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

[ বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা

প্রতি সংখ্যা ১·[illegible] টাকা ]

স্বত্বাধিকারী ঃ—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
[illegible] সম্প্রদায়

## সহ-সম্পূজকসঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
শ্রীনারায়ণ গোস্বামী ন্যায়াচার্য্য
শ্রী[illegible]নাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় এম্. এ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম-বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও ৯এ, হরি পাল লেন, কলিকাতা—৬ আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে মুদ্রাপিত।
১৫ই আষাঢ়, ১৩৭৪।

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর ঃ—
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্র নাথ দে, এম্. বি., ডি. ও এম্. এস.,
ডি. পি. এইচ., ডি. টি. এম্. এণ্ড
এইচ (লণ্ডন)।
কিঙ্কর বিমলানন্দ।

কার্য্যালয় ঃ—
৩৮সি, বিধান সরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা—৬
ফোন ৩৪-৪৪০৮

## নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ ও শ্রীবিষ্ণুপুরাণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইতেছে। তারপর শ্রীমহাভারত ইত্যাদি যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। ইহার অগ্রিম বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পাকিস্তানে সডাক ১৫.০০, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ নঃ পঃ মাত্র; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০.০০, প্রতি সংখ্যা ২.০০ মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

৪। প্রতি বাংলামাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইহার একটি সংখ্যা প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রাহকগণের নিকট পাঠান হয়। বাংলামাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত সংখ্যা না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে খোঁজ লইয়া চতুর্থ সপ্তাহের মধ্যে কলিকাতা কার্য্যালয়ে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৫। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত যাবতীয় পত্রাদি এবং অর্থাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মণি-অর্ডার কুপণ ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে।

৬। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয়, কিন্তু প্রয়োজন না মনে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে গ্রাহকগণকে জবাবী-পত্র অবশ্যই দিতে হইবে।

৭। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে, কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৮। উল্লিখিত ৪-৭ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে, পত্র-পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে।

শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি. ডব্লউ. ডি. রোড, আলমবাজার
কলিকাতা—৩৫।

সম্পাদক—আর্য্যশাস্ত্র

৺৭শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

# শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী

পুষ্করমঠ
ভরতপুর-কুঞ্জ
গৌঘাট
৮।৫।৭০

যে মায়েরা বাবারা একে (ওঙ্কারকে) সত্যসত্য ভালবাসে, তারা নিত্য আর্য্যশাস্ত্র প'ড়্বে ও প্রাণপণে আর্য্যশাস্ত্র প্রচারের চেষ্টা ক'র্বে। আর্য্যশাস্ত্রের সেবায় জগতের মহাকল্যাণ সাধিত হবেই হবে।

ওঙ্কার

## বিশেষ নিবেদন—

আর্য্যশাস্ত্রের গ্রাহকগণের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে,—তাঁহারা যেন প্রত্যেকে অন্ততঃপক্ষে একটি করিয়াও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন।

বিনীত
সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

যদ্বিস্রম্ভাদহং নষ্টা হৃতাপত্যা চ দস্যুভিঃ।
যঃ শেতে নিশি সন্ত্রস্তো যথা নারী দিবা পুমান্ ॥২৯

ইতি বাক্‌শায়কৈর্বিদ্ধঃ প্রতোদৈরিব কুঞ্জরঃ।
নিশি নিস্ত্রিংশমাদায় বিবস্ত্রোঽভ্যদ্রবদ্ রুষা ॥৩০

তে বিসৃজ্যোরণৌ তত্র ব্যদ্যোতন্ত স্ম বিদ্যুতঃ।
আদায় মেষাবায়ান্তং নগ্নমৈক্ষত সা পতিম্ ॥৩১

যৎ যস্য বিস্রম্ভাৎ বীরোঽয়ং মৎপুত্রৌ রক্ষিষ্যতি ইতি বিশ্বাসাৎ দস্যুভিঃ হৃতে অপত্যে যস্যাঃ তথাভূতাঃ অহং নষ্টা এব। যঃ নাথঃ নিশি নারীবৎ ত্রস্তঃ ভীতঃ সন্ শেতে, দিবা দিবসে পুমান্ পুরুষঃ ইব আচরতি ॥২৯

ইতি এবং প্রতোদৈঃ অঙ্কুশৈঃ কুঞ্জরঃ ইব বাক্‌শায়কৈঃ বাগ্‌রূপেষুভিঃ বিদ্ধঃ পুরূরবাঃ নিস্ত্রিংশং খড়্গম্ আদায় রুষা ক্রোধেন বিবস্ত্রঃ নগ্নঃ এব নিশি রাত্রৌ অভ্যদ্রবৎ গন্ধর্ব্বান্ অনুজগাম ॥৩০

তদা তে গন্ধর্ব্বাঃ তত্র এব উরণৌ বিসৃজ্য ত্যক্ত্বা বিদ্যুতঃ তড়িতঃ ইব ব্যদ্যোতন্ত দীপ্তিম্ অকুর্ব্বত, অতঃ মেষৌ আদায় আয়ান্তং পতিং নগ্নম্ এব সা উর্ব্বশী ঐক্ষত দদর্শ ॥৩১

ইহার প্রতি বিশ্বাসবশতঃ আমি বিনষ্টা হইয়াছি এবং দস্যুগণ আমার পুত্র দুইটিকে হরণ করিল। ইনি রাত্রিতে নারীর ন্যায় সন্ত্রস্তচিত্তে শয়ন করিয়া থাকেন এবং দিবাভাগে পুরুষের ন্যায় আচরণ করেন।২৯

অনন্তর অঙ্কুশাহত হস্তীর ন্যায় উর্বশীর বাক্যবাণে আহত হইয়া রাজা সেই রাত্রিকালেই খড়্গ হাতে লইয়া উলঙ্গদশায় ক্রোধে দস্যুগণের প্রতি ধাবিত হইলেন।৩০

তখন সেই গন্ধর্বগণ মেষ দুইটিকে পরিত্যাগ-পূর্বক অতিশয় দীপ্তিমান্ হইয়া তথায় সেই দীপ্তি বিস্তার করিতেছিল এবং উর্বশী সেই আলোকের মধ্যে মেষ দুইটিকে লইয়া নগ্ন স্বামীকে আসিতে দেখিলেন।৩১

(রাজার প্রতিজ্ঞাভঙ্গহেতু উর্বশী তখনই চলিয়া

ঐলোঽপি শয়নে

তচ্চিত্তো বিহ্বলঃ শোচন্ বভ্রামোন্মত্তবন্মহীম্ ॥৩২

স তাং বীক্ষ্য কুরুক্ষেত্রে সরস্বত্যাঞ্চ তৎসখীঃ।
পঞ্চ প্রহৃষ্টবদনাঃ প্রাহ সূক্তং পুরূরবাঃ ॥৩৩

অহো জায়ে তিষ্ঠ তিষ্ঠ ঘোরে ন ত্যক্তুমর্হসি।
মাং ত্বমদ্যাপ্যনির্বৃত্য বচাংসি কৃণবাবহৈ ॥৩৪

ততঃ ঐলঃ পুরূরবাঃ শয়নে শয্যায়াম্ উর্ব্বশীম্ অপশ্যন্ তচ্চিত্তঃ রাজা বিমনাঃ জাতঃ। অতঃ তাং বিনা বিহ্বলঃ ব্যাকুলচিত্তঃ শোচন্ উন্মত্তবৎ মহীং বভ্রাম ॥৩২

এবং পর্য্যটন্ সঃ পুরূরবাঃ কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী-তীরে তাম্ উর্ব্বশীং প্রহৃষ্টানি বদনানি যাসাং তাঃ তৎসখীঃ চ পঞ্চ বীক্ষ্য সূক্তং শোভনং বচনং প্রাহ ॥৩৩

অহো জায়ে! তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! অদ্যাপি অনির্বৃত্য মৎকৃতাং নির্বৃতিম্ অনবাপ্য ঘোরে বিরহদুঃখে মাং ত্যক্তুং ত্বং ন অর্হসি। অতঃ তিষ্ঠ! তিষ্ঠ! বচাংসি কৃণবাবহৈ গোষ্ঠীং করবাবহৈ ॥৩৪

গেলে] রাজা পুরূরবা শয্যায় পত্নীকে না দেখিয়া বিমনার ন্যায় হইয়া পড়িলেন এবং সর্বদা তাঁহার চিন্তায় রত হইয়া কাতরভাবে শোক করিতে করিতে উন্মত্তের ন্যায় পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন।৩২

অনন্তর তিনি কুরুক্ষেত্রে সরস্বতী নদীর তীরভাগে পাঁচটি সখীর সহিত উর্বশীকে দেখিতে পাইয়া হৃষ্টমুখে এরূপ মনোরম বাক্য বলিয়াছিলেন।৩৩

অহো প্রিয়পত্নি! তুমি থাক, থাক। হে নিষ্ঠুরচিত্তে! তুমি এখনও আমার নিকট হইতে সুখের পরিসমাপ্তি (চরম দশা) লাভ কর নাই, অতএব আমাকে ত্যাগ করিতে পার না। আমরা নানারূপ বাক্যালাপ করিব।৩৪

সুদেহোঽয়ং পতত্যত্র দেবি দূরং হৃতস্ত্বয়া।
খাদন্ত্যেনং বৃকা গৃধ্রাস্ত্বৎপ্রসাদস্য নাস্পদম্ ॥৩৫

উর্ব্বশ্যুবাচ।

মা মৃথাঃ পুরুষোঽসি ত্বং মাস্ম ত্বাদ্যুর্বৃকা ইমে।
কাপি সখ্যং ন বৈ স্ত্রীণাং বৃকাণাং হৃদয়ং যথা ॥৩৬

স্ত্রিয়ো হ্যকরুণাঃ ক্রূরা দুর্ম্মর্ষাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ঘ্নন্ত্যল্পার্থেঽপি বিস্রব্ধং পতিং ভ্রাতরমপ্যুত ॥৩৭

বিধায়ালীকবিস্রম্ভমজ্ঞেষু ত্যক্তসৌহৃদাঃ।
নবং নবমভীপ্সন্ত্যঃ পুংশ্চল্যঃ স্বৈরবৃত্তয়ঃ ॥৩৮

সংবৎসরান্তে হি ভবানেকরাত্রং ময়েশ্বর।
রংস্যত্যপত্যানি চ তে ভবিষ্যন্ত্যপরাণি ভোঃ ॥৩৯

অন্তর্ব্বত্নীমুপালক্ষ্য দেবীং স প্রযযৌ পুরীম্।
পুনস্তত্র গতোঽব্দান্তে উর্ব্বশীং বীরমাতরম্ ॥৪০

হে দেবি! অয়ং মদীয়ঃ সুদেহঃ অত্র তস্মিন্ এব স্থানে পতিতঃ, যতঃ ত্বয়া দূরং হৃতঃ ত্যক্তঃ। ত্বৎপ্রসাদস্য আস্পদং বিষয়ং ন ভবিষ্যতি চেৎ, তর্হি এনম্ অত্র পতিতং দেহং বৃকাঃ গৃধ্রাঃ চ খাদন্তি খাদয়িষ্যন্তি ॥৩৫

উর্ব্বশী উবাচ। মা মৃথাঃ ন ম্রিয়স্ব। যতঃ ত্বং পুরুষঃ অসি। অতঃ ইমে প্রসিদ্ধাঃ বৃকাঃ ত্বাং মাস্ম অদ্যুঃ ন ভক্ষয়েয়ুঃ। যথা বৃকাণাং হৃদয়ং, তথা স্ত্রীণাং কাপি সখ্যং নৈবাস্তি ॥৩৬

অকরুণাঃ কৃপারহিতাঃ ক্রূরাঃ দুর্ম্মর্ষাঃ ক্ষমারহিতাঃ, প্রিয়সাহসাঃ (প্রিয়ে নিমিত্তে সাহসং স্বসামর্থ্যং লোকপরলোকহান্যাদিকম্ অবিচার্য্যৈব প্রবৃত্তিঃ যাসাং তাঃ) অল্পার্থে স্বল্পপ্রয়োজনে অপি নিমিত্তে সতি বিস্রব্ধং পতিং ভ্রাতরম্ অপি ঘ্নন্তি ॥৩৭

কিঞ্চ অজ্ঞেষু স্ত্রীস্বভাবানভিজ্ঞেষু অলীক-বিস্রম্ভং কপট-বিশ্বাসং বিধায় ত্যক্তসৌহৃদাঃ স্নেহরহিতাঃ পুংশ্চল্যঃ ব্যভিচারিণ্যঃ নবং নবং কান্তম্ অভীপ্সন্ত্যঃ কাময়মানাঃ স্বৈরং যথেচ্ছং বৃত্তিঃ যাসাং তথা ভবন্তি ॥৩৮

ভোঃ ঈশ্বর! সমর্থ! সংবৎসরান্তে একরাত্রং ভবান্ ময়া সহ রংসতি বৎস্যতি; তথা সতি তে তব অপরাণি অপি অপত্যানি ভবিষ্যন্তি ॥৩৯

ততঃ তাং দেবীম্ উর্ব্বশীম্ অন্তর্ব্বত্নীং গর্ভিণীম্ উপালক্ষ্য জ্ঞাত্বা সঃ পুরূরবাঃ স্বপুরীং প্রযযৌ, পুনঃ অব্দান্তে বৎসরান্তে তত্র কুরুক্ষেত্রে সঃ গতঃ সন্ বীরমাতরং পুত্রসহিতাম্ উর্ব্বশীম্ উপলভ্য দৃষ্ট্বা মুদা হর্ষেণ যুক্তঃ তয়া সহ তাং নিশাং সমুবাস

হে দেবি! তোমার আকর্ষণেই আমার এই কমনীয় দেহ দূরদেশে উপনীত হইয়াছে, (অতএব তুমি না থাকিলে) এখানেই এ দেহের পতন ঘটিবে এবং তোমার অনুগ্রহের অপাত্র এ দেহকে বৃকগণ (নেকড়ে বাঘ) ও গৃধ্রগণই ভক্ষণ করিবে।৩৫

উর্বশী বলিলেন—হে রাজন্! তুমি মরিও না, তুমি পুরুষ, অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর। এই বৃকগণ যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে, অর্থাৎ তুমি ইন্দ্রিয়পরবশ হইও না। স্ত্রীলোকগণের কাহারও প্রতি অনুরাগ জন্মে না, তাহাদের চিত্ত বৃকের চিত্তের ন্যায় নিষ্ঠুর।৩৬

স্ত্রীলোকগণ করুণাশূন্য, ক্রূর, অসহিষ্ণু এবং প্রিয় বস্তুর জন্য সর্বদাই সাহস প্রকাশ করে। তাহারা অল্প বিষয়ের জন্যও বিশ্বস্ত পতি বা ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া থাকে।৩৭

বিশেষতঃ কুলটা রমণীগণ অজ্ঞগণের মিথ্যা বিশ্বাস উৎপাদনপূর্বক বস্তুতঃ সৌহার্দ বিসর্জন দিয়া স্বেচ্ছাচারবশতঃ নিত্য নূতন পুরুষকে পাইতে ইচ্ছা করে।৩৮

হে রাজন্! তুমি সংবৎসর পরে একরাত্রি আমার সহিত রমণ করিবে এবং ইহাতে তোমার আরও সন্তান উৎপন্ন হইবে।৩৯

অনন্তর তিনি পত্নী উর্বশীকে গর্ভবতী দেখিয়া নিজ পুরীতে গমন করিলেন এবং সংবৎসরান্তে পুনরায় সেখানে আসিয়া বীরপুত্রের জননী উর্বশীকে লাভ করিয়া হৃষ্টচিত্তে তাঁহার সহিত একরাত্রি বাস

উপলভ্য মুদা যুক্তঃ সমুবাস তয়া নিশাম্।
অথৈনমুর্ব্বশী প্রাহ কৃপণং বিরহাতুরম্ ॥৪১
গন্ধর্ব্বানুপধাবেমাং স্তুভ্যং দাস্যন্তি মামিতি।
তস্য সংস্তুবতস্তুষ্টা অগ্নিস্থালীং দদুর্নৃপ।
উর্ব্বশীং মন্যমানস্তাং সোঽবুধ্যত চরন্ বনে ॥৪২
স্থালীং ন্যস্য বনে গত্বা গৃহানাধ্যায়তো নিশি।
ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং মনসি ত্রয্যবর্ত্তত ॥৪৩

অথ নিশাবসানে বিরহেণ আতুরং ব্যাকুলম্ অতঃ কৃপণং দীনম্ এনং পুরূরবসম্ উর্ব্বশী প্রাহ যথা—ত্বম্ ইমান্ গন্ধর্ব্বান্ উপধাব স্তুত্যাদিনা তান্ প্রীতান্ কুরু। তে চ তুভ্যং মাং দাস্যন্তি। তস্য পুরূরবসঃ সংস্তুবতঃ অতঃ তুষ্টাঃ প্রীতাঃ গন্ধর্ব্বাঃ তস্মৈ (অনেন অগ্নিনা উর্ব্বশীলোকপ্রাপ্তিসাধনং কর্ম্ম কৃত্বা ততঃ উর্ব্বশীং প্রাপ্স্যতি ইতি অভিপ্রায়েণ) অগ্নিস্থালীং পাত্রবিশেষং দদুঃ। ততঃ সঃ তাং স্থালীম্ এব উর্ব্বশীং মন্যমানঃ তয়া সহিতঃ বনে বিচরন্ ন ইয়ং উর্ব্বশী কিন্তু অগ্নিস্থালী ইতি অবুধ্যত ॥৪০-৪২

ততঃ চ স্থালীং বনে এব ন্যস্য নিধায় গৃহান্ গত্বা নিশি নিত্যং তাম্ এব আধ্যায়তঃ তস্য মনসি ত্রেতায়াং সংপ্রবৃত্তায়াং

---

করিয়াছিলেন। অনন্তর উর্বশী বিরহকাতর দীন-ভাবাপন্ন রাজাকে বলিলেন—হে রাজন্! তুমি এই গন্ধর্বগণের স্তুতি কর, তাহা হইলে তাঁহারা আমাকে তোমার নিকট অর্পণ করিবেন। হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! তখন পুরূরবা গন্ধর্বগণের স্তুতি করিলে তাঁহারা তুষ্ট হইয়া রাজাকে একটি অগ্নিস্থালী (যজ্ঞাদির উপযোগী অগ্নিরক্ষার পাত্র) দান করিলেন (তাঁহাদের অভিপ্রায় এই যে—রাজা এই অগ্নিদ্বারা যথোচিত ক্রিয়া করিলেই উর্বশীকে লাভ করিবে)। পরন্তু রাজা সেই অগ্নিস্থালীকেই উর্বশী মনে করিয়া তাহা লইয়াই রাত্রিকালে বনে বিচরণ করিতে করিতে প্রাতঃকালে বুঝিতে পারিলেন—ইহা অগ্নিস্থালী, পরন্তু উর্বশী নহে।৪০-৪২

ইহার পর তিনি সেই স্থালীটি বনেই রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন এবং প্রতিদিন রাত্রিকালে

স্থালীস্থানং গতোঽশ্বত্থং শমীগর্ভং বিলক্ষ্য সঃ।
তেন দ্বে অরণী কৃত্বা উর্ব্বশীলোককাম্যয়া ॥৪৪
উর্ব্বশীং মন্ত্রতো ধ্যায়ন্নধরারণিমুত্তরাম্।
আত্মানমুভয়োর্মধ্যে যত্তৎ প্রজননং প্রভুঃ ॥৪৫
তস্য নির্ম্মথনাজ্জাতো জাতবেদা বিভাবসুঃ।
ত্রয্যা স বিদ্যয়া রাজ্ঞা পুত্রত্বে কল্পিতস্ত্রিবৃৎ ॥৪৬

ত্রেতাযুগারম্ভে ত্রয়ী অবর্ত্তত কর্ম্মবোধকং বেদত্রয়ং প্রাদুরভূৎ ॥৪৩

ততঃ স্থালী-স্থাপন-স্থলং গতঃ সঃ পুরূরবাঃ শমীগর্ভে জাতম্ অশ্বত্থং বিলক্ষ্য দৃষ্ট্বা (অস্মিন্ অগ্নিঃ স্বস্তি ইতি জ্ঞাত্বা) তেন অশ্বত্থেন দ্বে অরণী মন্থন-কাষ্ঠে কৃত্বা উর্ব্বশীলোক-প্রাপ্তি-কাম্যয়া ॥৪৪

অধরারণিম্ উর্ব্বশীং ধ্যায়ন্ উত্তরাম্ অরণিং চ আত্মানং ধ্যায়ন্ উভয়োঃ মধ্যে যৎ কাষ্ঠং তৎ প্রজননং পুত্রং ধ্যায়ন্ প্রভুঃ পুরূরবাঃ মন্ত্রতঃ (অগ্নি-মন্থন-প্রকাশক-মন্ত্র-প্রয়োগ-পূর্ব্বকং) মমন্থ ॥৪৫

তস্য তেন কৃতাৎ নির্ম্মথনাৎ জাতবেদাঃ (জাতং বেদো ধনং ভোগ্যং যস্মাৎ তথাভূতঃ) বিভাবসুঃ অগ্নিঃ জাতঃ। সঃ

উর্বশীর চিন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপে ত্রেতা-যুগের প্রবর্তন হইলে তাঁহার মনে কর্মসমূহের উপদেশক বেদত্রয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল অর্থাৎ বেদজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল।৪৩

অনন্তর রাজা বনে সেই অগ্নিস্থালীর নিকট যাইয়া সেখানে শমীবৃক্ষের অভ্যন্তরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ দেখিতে পাইলেন এবং তাহা দ্বারা দুইটি অরণি (যে কাষ্ঠখণ্ডদ্বয় অপর একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপরে রাখিয়া ঘর্ষণ করিলে মধ্যবর্তী কাষ্ঠখণ্ড হইতে যজ্ঞের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়) নির্মাণ করিয়া উর্বশী-লোককামনায় নিম্নস্থিত অরণীকে উর্বশীরূপে উপরিস্থিত অরণিকে নিজ আত্মারূপে এবং মধ্যস্থিত কাষ্ঠখণ্ডকে পুত্ররূপে মন্ত্রানুসারে ধ্যান করিয়া মন্থন করিয়াছিলেন।৪৪-৪৫

অনন্তর সেই মন্থনক্রিয়া হইতে যজমানের ভোগ্য

তেনাযজত যজ্ঞেশং ভগবন্তমধোক্ষজম্ ।
উর্ব্বশীলোকমন্বিচ্ছন্ সর্ব্বদেবময়ং হরিম্ ॥৪৭

এক এব পুরা বেদঃ প্রণবঃ সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ ।
দেবো নারায়ণো নান্য একোঽগ্নির্বর্ণ এব চ ॥৪৮

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ ।
অগ্নিনা প্রজয়া রাজা লোকং গান্ধর্ব্বমেয়িবান্ ॥৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

---

চ ত্রিরূপঃ সন্ রাজ্ঞা পুরূরবসা পুত্রত্বে কল্পিতঃ ॥৪৬

ততঃ উর্ব্বশীলোকম্ অন্বিচ্ছন্ পুরূরবাঃ তেন সাধনভূতেন অগ্নিনা যজ্ঞেশং যজ্ঞফলদাতারং সর্ব্বদেবময়ম্ অধোক্ষজং ভগবন্তং হরিম্ অযজত ॥৪৭

পুরা কৃতযুগে সর্ব্ববাঙ্ময়ঃ (সর্ব্বাসাং বাচাং বীজভূতঃ) প্রণবঃ একঃ এব বেদঃ আসীৎ, তথা দেবঃ অপি একঃ নারায়ণঃ আসীৎ ন অন্যঃ । অগ্নিঃ অপি একঃ লৌকিকঃ, বর্ণশ্চ একঃ হংসাখ্যঃ আসীৎ ॥৪৮

হে নৃপ ! বেদত্রয়ং তু ত্রেতাযুগে পুরূরবসঃ সকাশাৎ এব আসীৎ। অগ্নিনা প্রজয়া পারলৌকিক-সাধনভূতেন পুত্ররূপয়া রাজা গন্ধর্ব্বং লোকম্ এয়িবান্ জগাম ॥৪৯

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ ।

সম্পত্তির প্রসবকারী অগ্নি উৎপন্ন হইলে ত্রয়ীবিদ্যা-বিহিত আধানসংস্কারের ফলে সেই অগ্নি ত্রিবৃৎ অর্থাৎ দক্ষিণাগ্নি, গার্হপত্য ও আহবনীয় এই ত্রিবিধ রূপে পরিণত হন এবং ইনি পুণ্যলোকপ্রাপক বলিয়া রাজা ইঁহাকে পুত্ররূপে কল্পনা করিয়াছিলেন।৪৬

ইহার পর রাজা পুরূরবা সেই অগ্নিদ্বারা উর্বশী লোককামনায় যজ্ঞেশ্বর সর্বদেবময় ভগবান্ অধোক্ষজ শ্রীহরির উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৪৭

হে মহারাজ! সত্যযুগে সকল বাক্যের বীজ-স্বরূপ প্রণবই একমাত্র বেদ এবং নারায়ণই একমাত্র দেবতা ছিলেন। তৎকালে অগ্নিও লৌকিক-রূপে এক এবং বর্ণও একই ছিল।৪৮

ত্রেতাযুগে পুরূরবা হইতেই বেদ ত্রয়ীময় অর্থাৎ তিনভাগে বিভক্তরূপে প্রকাশিত হন। রাজা পুরূরবা পুত্ররূপ অগ্নির সাহায্যেই অর্থাৎ তদ্দারা যথোচিত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াই গন্ধর্বলোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।৪৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণে নবমস্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র ষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
চতুর্দ্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# পঞ্চদশঃ অধ্যায়ঃ

[ ঋচীক-জমদগ্নি-পরশুরামচরিতবর্ণনম্। ]

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ।

ঐলস্য চোর্ব্বশীগর্ভাৎ ষড়াসন্নাত্মজা নৃপ।
আয়ুঃ শ্রুতায়ুঃ সত্যায়ুরয়োঽথ বিজয়ো জয়ঃ ॥১

শ্রুতায়োর্বসুমান্ পুত্রঃ সত্যায়োশ্চ শ্রুতঞ্জয়ঃ।
রয়স্য সুত একশ্চ জয়স্য তনয়োঽমিতঃ ॥২

ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ
তস্য জহ্নুঃ সুতো গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য যোঽপিবৎ।
জহ্নোস্তু পুরুস্তস্যাথ বলাকশ্চাত্মজোঽজকঃ ॥৩

ততঃ কুশঃ কুশস্যাপি কুশাম্বুস্তনয়ো বসুঃ।
কুশনাভশ্চ চত্বারো গাধিরাসীৎ কুশাম্বুজঃ ॥৪

তস্য সত্যবতীং কন্যামৃচীকোঽযাচত দ্বিজঃ।
বরং বিসদৃশং মত্বা গাধির্ভার্গবমব্রবীৎ ॥৫

একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চ্চসাম্।
সহস্রং দীয়তাং শুল্কং কন্যায়াঃ কুশিকা বয়ম্ ॥৬

ইত্যুক্তস্তন্মতং জ্ঞাত্বা গতঃ স বরুণান্তিকম্।
আনীয় দত্বা তানশ্বানুপযেমে বরাননাম্ ॥৭

### অন্বয়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। হে নৃপ! ঐলস্য পুরূরবসঃ উর্ব্বশীগর্ভাৎ ষট্ আত্মজাঃ পুত্রাঃ আসন্। তে তথা যথা— আয়ু, শ্রুতায়ুঃ, সত্যায়ু, অয়ঃ, বিজয়ঃ, জয়ঃ ইতি ॥১

তেষু শ্রুতায়োঃ পুত্রঃ বসুমান্; সত্যায়োঃ শ্রুতঞ্জয়ঃ, রয়স্য সুতঃ একাখ্যঃ, জয়স্য তনয়ঃ অমিতঃ, বিজয়স্য পুত্রঃ ভীমঃ, ভীমস্য পুত্রঃ কাঞ্চনঃ, তস্য হোত্রকঃ, তস্য সুতঃ জহ্নুঃ, যঃ জহ্নুঃ গঙ্গাং গণ্ডূষীকৃত্য অপিবৎ। জহ্নোঃ পুত্রঃ পুরুঃ, তস্য পুত্রঃ বলাকঃ, তস্য আত্মজঃ অজকঃ; ততঃ কুশঃ জাতঃ; কুশস্য কুশাম্বুঃ, তনয়ঃ, বসুঃ, কুশনাভঃ চ ইতি চত্বারঃ পুত্রাঃ জাতাঃ; কুশাম্বোঃ গাধিঃ তন্নামকঃ পুত্রঃ আসীৎ ॥২-৪

গাধেঃ সত্যবত্যাখ্যাং কন্যাম্ ঋচীকাখ্যঃ দ্বিজঃ ব্রাহ্মণঃ অযাচত। গাধিঃ তং বরং বিসদৃশং কন্যায়াঃ অননুরূপং মত্বা ভার্গবম্ ঋচীকম্ অব্রবীৎ ॥৫

একতঃ (দক্ষিণ-বাম-পার্শ্বয়োঃ মধ্যে একস্মিন্ পার্শ্বে) শ্যামঃ কর্ণঃ যেষাং শ্যামকর্ণানাং তথা সর্ব্বতঃ চন্দ্রস্য ইব বর্চ্চঃ যেষাং তাদৃশানাং হয়ানাং সহস্রং মে মহ্যং কন্যায়াঃ শুল্কং বিবাহোচিত-দেয়ং দীয়তাম্। তর্হি কন্যাং দাস্যামি। যতঃ বয়ং কুশিকাঃ অতি কুলীনাঃ ॥৬

ইতি এবং গাধিনা উক্তঃ সঃ ঋচীকঃ তস্য মতম্ অভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা বরুণান্তিকং গতঃ, তথা ততঃ যাচিত্বা তান্

## পঞ্চদশ অধ্যায়

[ ঋচীক্, জমদগ্নি ও পরশুরাম চরিতবর্ণন। ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! উর্বশীর গর্ভে রাজা পুরূরবার ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হন। তাঁহাদের নাম—আয়ু, শ্রুতায়ু, সত্যায়ু, অয়, বিজয় ও জয়।১

শ্রুতায়ুর পুত্র বসুমান্, সত্যায়ুর পুত্র শ্রুতঞ্জয়, অয়ের পুত্র এক, জয়ের পুত্র অমিত এবং বিজয়ের পুত্র ভীম। ভীমের পুত্র কাঞ্চন, কাঞ্চনের পুত্র হোত্রক। এই হোত্রকের পুত্র জহ্নু, ইনিই গণ্ডূষ করিয়া গঙ্গাকে পান করিয়াছিলেন। জহ্নুর পুত্র পুরু, পুরুর পুত্র বলাক এবং বলাকের পুত্র অজক।২-৩

অজকের পুত্র কুশ, কুশের পুত্র কুশাম্বু, তনয়, বসু ও কুশনাভ। কুশাম্বুর পুত্র গাধি।৪

ঋচীক নামক এক ব্রাহ্মণ গাধির কন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করিবার জন্য গাধির নিকট প্রার্থনা করিলে গাধি ঐ বরকে কন্যার পক্ষে বিসদৃশ মনে করিয়া ভৃগুবংশজাত ঋচীককে বলিলেন—হে ব্রাহ্মণ! যাহাদের একটি কর্ণ শ্যামবর্ণ এবং দেহের কান্তি চন্দ্রতুল্য, এরূপ এক সহস্র অশ্ব কন্যার পণরূপে দান করুন। ইহা আমার কন্যার সম্বন্ধে পর্য্যাপ্ত নহে, যেহেতু আমরা কৌশিক অর্থাৎ কুশের সন্তান।৬

গাধি এরূপ বলিলে ঋচীক তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইয়া বরুণের নিকট গমন করিলেন এবং

স ঋষিঃ প্রার্থিতঃ পত্ন্যা শ্বশ্র্বা চাপত্যকাম্যয়া।
শ্রপয়িত্বোভয়ৈর্মন্ত্রৈশ্চরুং স্নাতুং গতো মুনিঃ॥৮
তাবৎ সত্যবতী মাত্রা স্বচরুং যাচিতা সতী।
শ্রেষ্ঠং মত্বাঽনয়াযচ্ছন্মাত্রে মাতুরদৎ স্বয়ম্॥৯
তদ্ বিদিত্বা মুনিঃ প্রাহ পত্নীং কষ্টমকারষীঃ।
ঘোরো দণ্ডধরঃ পুত্রো ভ্রাতা তে ব্রহ্মবিত্তমঃ॥১০

প্রসাদিতঃ সত্যবত্যা মৈবং ভূরিতি ভার্গবঃ।
অথ তর্হি ভবেৎ পৌত্রো জমদগ্নিস্ততোঽভবৎ॥১১
স চাভূৎ সুমহৎপুণ্যা কৌশিকী লোকপাবনী।
রেণোঃ সুতাং রেণুকাং বৈ জমদগ্নিরুবাহ যাম্॥১২
তস্যাং বৈ ভার্গবঋষেঃ সুতা বসুমদাদয়ঃ।
যবীয়ান্ যজ্ঞ এতেষাং রাম ইত্যভিবিশ্রুতঃ॥১৩

অশ্বান্ আনীয় দত্ত্বা বরাননাং কন্যাম্ উপযেমে॥৭

ততঃ কদাচিৎ সঃ ঋষিঃ ঋচীকঃ অপত্যকাম্যয়া আত্মনঃ পুত্রেচ্ছয়া পত্ন্যা সত্যবত্যা শ্বশ্র্বা তন্মাত্রা চ প্রার্থিতঃ উভয়ৈঃ ব্রাহ্মৈঃ ক্ষাত্রৈঃ চ মন্ত্রৈঃ চরুং শ্রপয়িত্বা (তত্র স্বস্য ব্রাহ্মত্বাৎ পত্ন্যাঃ পুত্রার্থং ব্রাহ্মমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ একং চরুং, শ্বশ্রূশ্চ ক্ষত্রিয়াৎ তৎপুত্রার্থং ক্ষাত্রমন্ত্রাভিমন্ত্রিতম্ অপরং চরুং) স্বয়ং মুনিঃ স্নাতুং গতঃ॥৮

(যাবৎ মুনিঃ স্নাত্বা নাগতঃ) তাবৎ কন্যায়াঃ চরুঃ শ্রেষ্ঠঃ মত্বা অনয়া মাত্রা যাচিতা সতী সত্যবতী স্বচরুং মাত্রে অযচ্ছৎ, তথা মাতুঃ চরুং স্বয়ম্ অদৎ আদৎ ভক্ষিতবতী॥৯

ততঃ স্নাত্বা আগতো মুনিঃ তৎ চরুবিপর্য্যয়রূপং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা পত্নীং প্রাহ যথা—ত্বং চরু-বিপর্য্যয়রূপং জুগুপ্সিতং কর্ম্ম অকার্ষীঃ কৃতবতী অসি, ততঃ তব পুত্রঃ দণ্ডধরঃ শস্ত্রধারী ঘোরঃ ক্রূরস্বভাবঃ চ ভবিতা, তথা তব ভ্রাতা তু ব্রহ্মবিত্তমঃ ভবিতা ভবিষ্যতি॥১০

ততশ্চ এবং মাভূৎ ইতি সত্যবত্যা প্রসাদিতঃ প্রার্থিতঃ ভার্গবঃ ঋচীকঃ অথ যদি এবং পুত্রঃ ন ভবিতা, তর্হি তব পৌত্রঃ তথাবিধঃ ভবেৎ (ইতি আহ); ততঃ সত্যবত্যাং জমদগ্নিঃ শান্তস্বভাবঃ পুত্রঃ অভবৎ॥১১

সা চ সত্যবতী লোকপাবনী মহৎপুণ্যা পুণ্যাবহা কৌশিকী নদী অভূৎ। অথ জমদগ্নিঃ রেণোঃ যা রেণুকা সুতা তাম্ উবাহ॥১২

তস্যাং বৈঃ রেণুকায়াং ভার্গবঋষেঃ জমদগ্নেঃ বসুমদাদয়ঃ সুতাঃ জজ্ঞিরে; এতেষাং বসুমদাদীনাং যঃ যবীয়ান্ বলীয়ান্

তাঁহার নিকট হইতে অনুরূপ এক সহস্র অশ্ব আনিয়া তাহা শুল্করূপে প্রদানপূর্বক সুন্দরী সত্যবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।৭

ঋষি ঋচীকের নিকট নিজ স্ত্রী এবং শ্বশ্রূ উভয়েই সন্তান কামনা জানাইলে তিনি পত্নীর জন্য ব্রাহ্ম মন্ত্র এবং শ্বশ্রূর জন্য ক্ষাত্র মন্ত্রে চরু পাক করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গিয়াছিলেন।৮

এই সময়ে সত্যবতীর জননী মনে করিলেন যে জামাতা নিজ স্ত্রীর জন্য যে চরু প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই আমার চরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইবে। অনন্তর তিনি কন্যার নিকট তাহা প্রার্থনা করিলে সত্যবতী মাতাকে নিজ চরু প্রদান করিলেন এবং মাতার চরু স্বয়ং ভক্ষণ করিয়াছিলেন।৯

ঋচীক মুনি ইহা জানিতে পারিয়া পত্নী সত্যবতীকে বলিলেন—তুমি অতিশয় নিন্দিত কর্ম করিয়াছ, ইহার ফলে তোমার পুত্র উগ্র ও হিংসাপরায়ণ, এবং তোমার ভ্রাতা শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ হইবে।১০

তখন সত্যবতী মুনিকে প্রসন্ন করিয়া বলিলেন—আমার গর্ভে যেন ভৃগুবংশের এরূপ সন্তান না হয়। পত্নীর প্রার্থনায় ঋষি বলিলেন—তাহা হইলে তোমার পৌত্র ঐরূপ হইবে। অনন্তর সত্যবতীর গর্ভে জমদগ্নির জন্ম হয়।১১

সেই সত্যবতী লোকপাবনী মহাপুণ্যা কৌশিকী নদী হইয়াছিলেন। জমদগ্নি রেণুর কন্যা রেণুকাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।১২

রেণুকার গর্ভে জমদগ্নি ঋষির বসুমান্ প্রভৃতি পুত্রগণ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহাদের মধ্যে কনিষ্ঠ পুত্র 'রাম' (পরশুরাম) নামে বিখ্যাত। পণ্ডিতগণ তাঁহাকে ভগবান্ বাসুদেবের অংশজাত এবং হৈহয়

যমাহুর্বাসুদেবাংশং হৈহয়ানাং কুলান্তকম্ ।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বো য ইমাং চক্রে নিঃক্ষত্রিয়াং মহীম্ ॥১৪

দৃপ্তং ক্ষত্রং ভুবো ভারমব্রহ্মণ্যমনীনশৎ ।
রজস্তমোবৃতমহন্ ফল্গুন্যপি কৃতেঽংহসি ॥১৫

রাজোবাচ ।
কিং তদংহো ভগবতো রাজন্যৈরজিতাত্মভিঃ ।
কৃতং যেন কুলং নষ্টং ক্ষত্রিয়াণামভীক্ষ্ণশঃ ॥১৬

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ ।
হৈহয়ানামধিপতিরর্জ্জুনঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ ।
দত্তং নারায়ণাংশাংশমারাধ্য পরিকর্ম্মভিঃ ॥১৭

বাহূন্ দশশতং লেভে দুর্দ্ধর্ষত্বমরাতিষু ।
অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃ শ্রীতেজোবীর্য্যযশোবলম্ ॥১৮

যোগেশ্বরত্বমৈশ্বর্য্যং গুণা যত্রাণিমাদয়ঃ ।
চচারাব্যাহতগতির্লোকেষু পবনো যথা ॥১৯

স্ত্রীরত্নৈরাবৃতঃ ক্রীড়ন্ রেবাম্ভসি মদোৎকটঃ ।
বৈজয়ন্তীং স্রজং বিভ্রদ্ রুরোধ সরিতং ভুজৈঃ ॥২০

---

সঃ রামঃ ইতি অভিবিশ্রুতঃ প্রখ্যাতঃ ॥১৩

হৈহয়ানাং কুলস্য অন্তকং নাশকারকং যং রামং বাসুদেবস্য অংশম্ অবতারম্ ইতি আহুঃ, তথা যঃ ইমাং মহীং ত্রিঃ-সপ্তকৃত্বঃ নিঃক্ষত্রিয়াং চক্রে ॥১৪

ভুবঃ ভারং দৃপ্তং গর্বিতং, রজস্তমোভ্যাং বৃতম্ অব্রহ্মণ্যম্ অধার্ম্মিকং ক্ষত্রং ফল্গুনি অল্পে অপি অংহসি অপরাধে কৃতে সর্ব্বং ক্ষত্রম্ অনীনশৎ নাশয়ামাস ॥১৫

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। অজিতাত্মভিঃ অবশীকৃতান্তঃকরণৈঃ রাজন্যৈঃ ভগবতঃ কিম্ অংহঃ কৃতং যেন হিংসাহেতুনা অভীক্ষ্ণশঃ পুনঃ পুনঃ ক্ষত্রিয়াণাং কুলং নষ্টম্ ॥১৬

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। হৈহয়ানাম্ অধিপতিঃ ক্ষত্রিয়র্ষভঃ অর্জ্জুনঃ কার্ত্তবীর্য্যঃ পরিকর্ম্মভিঃ পরিচর্য্যাদিভিঃ দত্তং দত্তাত্রেয়ম্ আরাধ্য দশশতং সহস্রং বাহূন্ তথা অরাতিষু শত্রুষু দুর্দ্ধর্ষত্বং শত্রুভিঃ অপরাজিতত্বং লেভে লব্ধবান্। তথা অব্যাহতেন্দ্রিয়ৌজঃ (অব্যাহতম্ ইন্দ্রিয়াদিকম্ ওজ ইন্দ্রিয়বলং) শ্রীঃ ধনং, তেজঃ শরীরকান্তিঃ, বীর্যং বুদ্ধিবলং, যশঃ কীর্ত্তিঃ, বলং শরীরবলং তান্ তথা ঐশ্বর্য্যং যস্মিন্ অণিমাদয়ঃ গুণাঃ সন্তি, তৎ যোগেশ্বরত্বং চ লেভে। অতঃ যথা পবনঃ তথা অব্যাহগতিঃ লোকেষু সঃ চচার ॥১৭-১৮-১৯

সঃ কদাচিৎ মদোৎকটঃ উৎসিক্তমদঃ, স্ত্রিয়ঃ এব রত্নানি তৈঃ আবৃতঃ, বৈজয়ন্তীং নবরত্নরচিতাং স্রজং মালাং বিভ্রাণঃ রেবাম্ভসি নর্ম্মদাজলে ক্রীড়ন্ ভুজৈঃ তং সরিতং রুরোধ ॥২০

ক্ষত্রিয়কুলের সংহারকারী বলিয়া থাকেন। ইনি পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলেন। ৩-১৪

তিনি অল্প অপরাধেই পৃথিবীর ভারস্বরূপ, রজঃ ও তমোগুণাচ্ছন্ন ব্রাহ্মণবিরোধী দর্পান্ধ ক্ষত্রিয়কুলের সংহার করিয়াছিলেন।১৫

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! অজিতেন্দ্রিয় ক্ষত্রিগণ ভগবান্ রামের নিকট কি অপরাধ করিয়াছিল যাহার জন্য তিনি বারবার ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ করিয়াছিলেন ?১৬

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! হৈহয়-অধিপতি ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ অর্জুন ভগবান্ নারায়ণের অংশজাত দত্তাত্রেয় ঋষিকে পরিচর্য্যাদ্বারা আরাধনা করিয়া তাঁহার অনুগ্রহে সহস্রবাহু, শত্রুগণের দুর্ধর্ষত্ব, ইন্দ্রিয়বর্গ ও ওজঃশক্তির অনিবার্য্য প্রভাব, সম্পদ্, তেজঃ, বীর্য্য, যশঃ, বল, যোগেশ্বরত্ব এবং অণিমাদি গুণসমূহের আশ্রয়স্বরূপ ঐশ্বর্য্যলাভ করিয়াছিলেন। আর ইহারই ফলে তিনি বায়ুর ন্যায় অবাধগতিতে লোকমধ্যে সর্বত্র বিচরণ করিতেন।১৭-১৯

এক সময়ে তিনি বৈজয়ন্তী মালা ধারণপূর্বক বহুসংখ্যক রমণীরত্নে পরিবৃত ও মদমত্ত হইয়া নর্মদার জলপ্রবাহ রুদ্ধ করিয়াছিলেন।২০

বিপ্লাবিতং স্বশিবিরং প্রতিস্রোতঃসরিজ্জলৈঃ।
নামৃষ্যৎ তস্য তদ্বীর্য্যং বীরমানী দশাননঃ ॥২১
গৃহীতো লীলয়া স্ত্রীণাং সমক্ষং কৃতকিল্বিষঃ।
মাহিষ্মত্যাং সন্নিরুদ্ধো মুক্তো যেন কপির্যথা ॥২২
স একদা তু মৃগয়াং বিচরন্ বিজনে বনে।
যদৃচ্ছয়াশ্রমপদং জমদগ্নেরুপাবিশৎ ॥২৩

(ততঃ দিগ্‌বিজয়ায় নির্গতঃ) বীরমানী দশাননঃ রাবণঃ মাহিষ্মত্যাঃ সমীপতঃ নর্ম্মদাতীরে দেবপূজাং কুর্ব্বন্ তেন প্রবাহস্য অবরোধাৎ প্রতিস্রোতসঃ পরাবৃত্ত-প্রবাহায়াঃ সরিতঃ নর্ম্মদায়াঃ জলৈঃ স্বশিবিরং স্বসেনানিবাসস্থানং বিপ্লাবিতম্ আলক্ষ্য তস্য তং বীর্য্যং নগুবরোধ-সামর্থ্যং ন অমৃষৎ ন সেহে ॥২১

কৃতকিল্বিষঃ ক্রীড়ন্তম্ অর্জ্জুনম্ অভিভবিতুং প্রবৃত্তঃ রাবণঃ স্ত্রীণাং সমক্ষম্ এব যেন অর্জ্জুনেন লীলয়া অনায়াসেন এব গৃহীতঃ তথা মাহিষ্মত্যাং সন্নিরুদ্ধঃ পশ্চাৎ কপিঃ বানরঃ ইব মুক্তঃ বভূব ॥২২

এবং প্রভাবঃ সঃ অর্জুনঃ একদা বিজনে বনে মৃগয়াং বিচরন্ কুর্ব্বন্ জামদগ্নেঃ আশ্রমপদং যদৃচ্ছয়া উপাবিশৎ ॥২৩

ঐ সময়ে রাক্ষসরাজ রাবণ দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হইয়া নর্মদার তীরে শিবির স্থাপনপূর্বক সেখানে ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছিলেন, এ অবস্থায় বীরাভিমানী দশানন স্রোতের প্রতিকূলে প্রবাহিত নর্মদার জলরাশি দ্বারা নিজ শিবির প্লাবিত হইতে দেখিয়া অর্জুনের তাদৃশ বীর্য্য সহ্য করিতে পারিলেন না।২১

( অনন্তর রাবণ অর্জুনকে আক্রমণ করিলে ) অর্জুন রমণীগণের সম্মুখেই অপরাধকারী রাবণকে অনায়াসে বন্দী করিয়া মাহিষ্মতীপুরীতে বানরের ন্যায় কিয়ৎকাল আবদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং পরে স্বেচ্ছায়ই তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন।২২

সেই অর্জুন এক সময়ে মৃগয়ার জন্য নির্জন বনে ভ্রমণ করিতে করিতে অকস্মাৎ জমদগ্নির আশ্রমে প্রবেশ করিয়াছিলেন।২৩

তস্মৈ স নরদেবায় মুনিরর্হণমাহরৎ।
সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষ্মত্যা তপোধনঃ ॥২৪
স বৈ রত্নন্তু তদ্দৃষ্ট্বা আত্মৈশ্বর্য্যাতিশায়নম্।
তন্নাদ্রিয়তাগ্নিহোত্র্যাং সাভিলাষঃ সহৈহয়ঃ ॥২৫
হবির্ধানীমৃষের্দর্পান্নরান্ হর্ত্তুমচোদয়ৎ।
তে চ মাহিষ্মতীং নিন্যুঃ সবৎসাং ক্রন্দতীং বলাৎ॥২৬

সঃ মুনিঃ তপোধনঃ তস্মৈ আগতায় অর্জ্জুনায় সসৈন্যামাত্যবাহায় হবিষ্মত্যা কামধেন্বা অর্হণম্ আহরণম্ আতিথ্যং চক্রে ॥২৪

ততঃ চ সহৈহয়ঃ হৈহয়ৈঃ সহ বর্ত্তমানঃ সঃ অর্জ্জুনঃ তত্র আশ্রমে আত্মনঃ ঐশ্বর্য্যম্ অপি অতিশায়িনম্ উৎকৃষ্টং কামধেন্বা সম্পাদিতম্ ঐশ্বর্য্যং দৃষ্ট্বা অগ্নিহোত্র্যাং হোমধেনৌ সভিলাষঃ সন্ তং মুনিকৃতম্ আতিথ্যং ন আদ্রিয়ত তস্মিন্ ন অতুষ্যৎ ॥২৫

অতঃ দর্পাৎ এব ঋষেঃ সকাশাৎ হবির্ধানীং কামধেনুং হর্ত্তুং নরান্ স্বভৃত্যান্ অচোদয়ৎ। তে চ ভটাঃ সবৎসাং ক্রন্দতীং তাং কামধেনুং বলাৎ মাহিষ্মতী পুরী প্রতি নিন্যুঃ ॥২৬

তৎকালে তপোধন জমদগ্নি একটিমাত্র কামধেনুর সাহায্যেই সৈন্য, অমাত্য ও বাহনসমূহের সহিত রাজা অর্জ্জুনের যথাযথ আতিথ্য সৎকার সম্পাদন করিলেন।২৪

রাজা অর্জুন নিজ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ কামধেনুরূপ সেই রত্নটি দর্শন করিয়া উহার প্রতি অভিলাষহেতু হৈহয়গণের সহিত স্বয়ং সেই আতিথ্য সৎকারের প্রতি সমাদর প্রকাশ করেন নাই।২৫

অনন্তর রাজা অর্জুন ঋষির কামধেনুটি হরণ করিবার জন্য অনুচরগণকে আদেশ করিলে তাহারা বৎসসহ ক্রন্দনরতা ধেনুটিকে বলপূর্বক মাহিষ্মতী পুরীতে লইয়া গেল।২৬

অথ রাজনি নির্বাতে রাম আশ্রমমাগতঃ।
শ্রুত্বা তৎ তস্য দৌরাত্ম্যং চুক্রোধাহিরিবাহতঃ ॥২৭

ঘোরমাদায় পরশুং সতূণং বর্ম্ম কার্ম্মুকম্।
অন্বধাবত দুর্ম্মর্ষো মৃগেন্দ্র ইব যূথপম্ ॥২৮

তমাতপন্তং ভৃগুবর্য্যমোজসা
ধনুর্ধরং বাণপরশ্বধায়ুধম্।
ঐণেয়চর্ম্মাম্বরমর্কধামভি-
র্যুতং জটাভির্দদৃশে পুরীং বিশন্ ॥২৯

অথ অনন্তরং রাজনি অর্জ্জুনে নির্যাতে গতে সতি আশ্রমম্ আগতঃ রামঃ তস্য অর্জ্জুনস্য তং গোহরণরূপং দৌরাত্ম্যং দৌর্জন্যং শ্রুত্বা আহতঃ তাড়িতঃ অহিঃ সর্পঃ ইব চুক্রোধ ॥২৭

ততঃ চ ঘোরং ভীষণং পরশুং সতূণং কার্ম্মুকং চর্ম্ম চ আদায় গৃহীত্বা যূথপং গজেন্দ্রম্ অনুধাবিতঃ মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ ইব দুর্ম্মর্ষঃ রামঃ তম্ অন্বধাবত ॥২৮

অর্জ্জুনঃ পুরীং বিশন্ এব ধনুর্ধরং বাণ-পরশ্বধায়ুধম্, ঐণেয়ং চর্ম্ম কৃষ্ণাজিনম্ অম্বরং যস্য তম্ অর্কধামভিঃ অর্কস্য ইব ধাম তেজঃ যাসাং তাভিঃ জটাভিঃ যুতং মণ্ডিতম্ ওজসা বেগেন আপতন্তম্ আগচ্ছন্তং তং রামং দদর্শ ॥২৯

রাজার প্রস্থানের পর রাম আশ্রমে আসিয়া রাজার ঐরূপ দৌরাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া আহত সর্পের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইলেন। ২৭

অনন্তর তিনি অসহিষ্ণু হইয়া ঘোরতর কুঠার, বর্ম ও তূণসহ ধনু ধারণপূর্বক—হস্তীর প্রতি ধাবিত সিংহের ন্যায় রাজা অর্জুনের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। ২৮

রাজা অর্জুন মহিষ্মতীপুরীতে প্রবেশ করিতে করিতে—মৃগচর্মপরিহিত, জটাযুক্ত, ধনুঃ, বাণ ও কুঠারধারী এবং সূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী ভৃগুবর রামকে পরাক্রমসহকারে নিজের অভিমুখে আসিতে দেখিলেন। ২৯

অচোদয়দ্ধস্তিরথাশ্বপত্তিভি-
র্গদাসিবাণর্ষ্টিশতঘ্নিশক্তিভিঃ।
অক্ষৌহিণীঃ সপ্তদশাতিভীষণা-
স্তা রাম একো ভগবানসূদয়ৎ ॥৩০

যতো যতোঽসৌ প্রহরৎপরশ্বধো
মনোঽনিলৌজাঃ পরচক্রসূদনঃ।
ততস্ততশ্ছিন্নভুজোরুকন্ধরা
নিপেতুরুর্ব্যাং হতসূতবাহনাঃ ॥৩১

ততঃ অর্জ্জুনঃ হস্ত্যাদিভিঃ গদাদি-শস্ত্রবিশেষৈঃ চ অতিভীষণাঃ সপ্তদশ অক্ষৌহিণীঃ সেনাঃ অচোদয়ৎ প্রেরিতবান্। তাঃ তু সর্ব্বাঃ ভগবান্ রামঃ একঃ অসহায়ঃ এব অসূদয়ৎ জঘান ॥৩০

প্রহরৎপরশ্বধঃ (প্রহরন্ পরশ্বধঃ যস্য সঃ) মনোঽনিলৌজাঃ (মনঃ চ অনিলঃ চ তয়োঃ ইব ওজঃ যস্য) যত্র সৈন্যং সূদয়তি নাশয়তি ইতি অসৌ রামঃ যতঃ যতঃ যত্র যত্র সৈন্যং বিচক্রমেত তত্র তত্র হত-সূত-বাহনাঃ (হতাঃ সূতাঃ বাহনানি চ যেষাং তথা) ছিন্নাঃ ভুজাঃ উরবঃ কন্ধরাঃ চ যেষাং তথা হতাঃ তে উর্ব্যাং রণভূমৌ নিপেতুঃ ॥৩১

অনন্তর অর্জুন হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকযুক্ত এবং গদা, অসি, বাণ, ঋষ্টি, শতঘ্নী ও শক্তিধারী, অতিভয়ঙ্কর সপ্তদশ অক্ষৌহিণী সেনাকে রামের অভিমুখে প্রেরণ করিলে ভগবান্ রাম একাকীই উহাদের সকলকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ৩০

তৎকালে মন ও বায়ুর ন্যায় প্রবলবেগবান্, শত্রুপক্ষসংহারকারী রাম কুঠারের আঘাত করিতে করিতে যুদ্ধক্ষেত্রে যে যে স্থানে গমন করিতেছিলেন, সেই সেই স্থানেই শত্রুসৈন্যগণের সারথি ও বাহন নিহত এবং নিজেদের হস্ত, উরু ও গ্রীবাদেশ ছিন্ন হইলে তাহারা ভূতলে পতিত হইয়াছিল। ৩১

দৃষ্ট্বা স্বসৈন্যং রুধিরৌঘকর্দ্দমে
রণাজিরে রামকুঠারসায়কৈঃ।
বিবৃক্‌ণবর্ম্মধ্বজচাপবিগ্রহং
নিপাতিতং হৈহয় আপতদ্ রুষা ॥৩২

অথার্জ্জুনঃ পঞ্চশতেষু
ধনুঃষু বাণান্ যুগপৎ স সন্দধে।
রামায় রামোঽস্ত্রভৃতং সমগ্রণী-
স্তান্যেকধন্বেষুভিরচ্ছিনৎ সমম্ ॥৩৩

রামস্য কুঠারেণ পরশুনা সায়কৈঃ চ বিবৃক্‌ণাঃ ছিন্নাঃ বর্ম্মাদয়ঃ যস্য তথাভূতং স্বসৈন্যং রুধিরস্য ওঘেন কর্দ্দমঃ যস্মিন্ তস্মিন্ রণাজিরে নিপাতিতং দৃষ্ট্বা হৈহয়ঃ অর্জ্জুনঃ রুষা ক্রোধেন আপতৎ (স্বয়মেব যোদ্ধুমাজগাম) ॥৩২

অথ সহস্রভুজঃ অর্জ্জুনঃ পঞ্চশতেষু ধনুঃষু পঞ্চশতসংখ্যকৈঃ বাহুভিঃ পঞ্চশতসংখ্যকান্ বাণান্ রামায় ( তং হন্তুং ) যুগপৎ সন্দধে; অস্ত্রভৃতাং সমগ্রণীঃ মুখ্যঃ রামঃ একধন্বা অপি তানি ধনূংষি ইষুভিঃ ( স্বপ্রযুক্ত-বাণৈঃ ) সমম্ একদা এব অচ্ছিনৎ ॥৩৩

পুনঃ স্বহস্তৈঃ অচলান্ পর্ব্বতান্ তথা অঙ্ঘ্রিপান্ বৃক্ষান্ উৎক্ষিপ্য চ মৃধে সংগ্রামভূমৌ বেগাৎ অভিধাবতঃ তস্য

অনন্তর হৈহয়পতি অর্জ্জুন রুধিরপাতে কর্দমময় যুদ্ধক্ষেত্রে রামের কুঠার ও বাণের আঘাতে নিজ সৈন্যগণের বর্ম, ধ্বজ, ধনু ও দেহ খণ্ড বিখণ্ড এবং তাহাদিগকেও ভূতলে পতিত হইতে দেখিয়া ক্রোধে স্বয়ংই যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। ৩২

তৎকালে অর্জ্জুন সহস্র বাহুদ্বারা এককালে রামের উদ্দেশে পাঁচ শত ধনুতে পাঁচশত বাণ যোজনা করিলে অস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ রাম একটি মাত্র ধনুকে যোজিত বাণসমূহ দ্বারা এককালেই অর্জ্জুনের সকল ধনুক বাণ ছেদন করিয়াছিলেন। ৩৩

অনন্তর অর্জ্জুন নিজ সহস্র হস্তদ্বারা পর্বত ও বৃক্ষরাশি উৎপাটিত করিয়া (রামকে বধ করিবার জন্য)

পুনঃ স্বহস্তৈরচলান্ মৃধেঽঙ্ঘ্রিপান্
উৎক্ষিপ্য বেগাদভিধাবতো যুধি।
ভুজান্ কুঠারেণ কঠোরনেমিনা
চিচ্ছেদ রামঃ প্রসভং ত্বহেরিব ॥৩৪

কৃত্তবাহোঃ শিরস্তস্য গিরেঃ শৃঙ্গমিবাহরৎ।
হতে পিতরি তৎপুত্রা অযুতং দুদ্রুবুর্ভয়াৎ ॥৩৫

অগ্নিহোত্রীমুপাবর্ত্ত্য সবৎসাং পরবীরহা।
সমুপেত্যাশ্রমং পিত্রে পরিক্লিষ্টাং সমর্পয়ৎ ॥৩৬

অর্জ্জুনস্য ভুজান্ অহেঃ সর্পস্য ফণান্ কঠোরনেমিনা তীক্ষ্ণধারেণ কুঠারেণ রামঃ প্রসভং বলাৎ যুধি চিচ্ছেদ ॥৩৪

কৃত্তবাহোঃ ( কৃত্তাঃ ছিন্নাঃ বাহবঃ যস্য তস্য অর্জ্জুনস্য ) শিরঃ গিরেঃ সকাশাৎ তস্য শৃঙ্গম্ ইব আহরৎ চিচ্ছেদ। এবং পিতরি অর্জ্জুনে হতে সতি তস্য অযুতং পুত্রাঃ ভয়াৎ দুদ্রুবুঃ পলায়িতবন্তঃ ॥৩৫

ততঃ চ পরবীরহা রামঃ পরিক্লিষ্টাম্ অতিদুঃখিতাং সবৎসাম্ অগ্নিহোত্রীং ধেনুম্ উপাবর্ত্ত্য স্বাশ্রমং সমুপেত্য আগত্য পিত্রে সমর্পয়ৎ ॥৩৬

যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁহার দিকে ধাবিত হইলে রাম তীক্ষ্ণধার কুঠারদ্বারা সর্পের ফণাসমূহের ন্যায় তাঁহার সহস্র বাহু সবলে ছেদন করিয়াছিলেন। ৩৪

অনন্তর রাম ছিন্নবাহু অর্জ্জুনের গিরিশৃঙ্গসদৃশ উন্নত মস্তকটি দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াছিলেন। তখন পিতা নিহত হইলে অর্জ্জুনের দশ সহস্র পুত্র ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। ৩৫

ইহার পর শত্রুসৈন্যবিনাশক রাম বৎসসহ হোমের সহায় ধেনুটিকে লইয়া আশ্রমে প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক পরহস্তগমনে ক্লেশযুক্তা সেই ধেনুটি পিতার নিকট অর্পণ করিলেন। ৩৬

স্বকর্ম্ম তৎ কৃতং রামঃ পিত্রে ভ্রাতৃভ্য এব চ।
বর্ণয়ামাস তৎ শ্রুত্বা জমদগ্নিরভাষত ॥৩৭

রাম রাম মহাবাহো ভবান্ পাপমকারষীৎ।
অবধীন্নরদেবং যৎ সর্ব্বদেবময়ং বৃথা ॥৩৮

বয়ং হি ব্রাহ্মণাস্তাত ক্ষময়ার্হণতাং গতাঃ।
যয়া লোকগুরুর্দেবঃ পারমেষ্ঠ্যমগাৎ পদম্ ॥৩৯

রামঃ তৎ অর্জ্জুন-বধাদিকৃতং স্বকর্ম্ম পিত্রে ভ্রাতৃভ্যঃ চ বর্ণয়ামাস। অথ তং রামবর্ণিতং শ্রুত্বা জমদগ্নিঃ তং রামম্ অভাষত ॥৩৭

হে রাম! হে মহাবাহো রাম! ভবান্ পাপম্ অকার্ষীৎ; যৎ যস্মাৎ সর্ব্বদেবময়ং নরদেবং রাজানম্ অর্জ্জুনং ভবান্ বৃথা অবধীৎ ॥৩৮

হে তাত! বয়ং ব্রাহ্মণাঃ ক্ষময়া এব অর্হণতাং পূজ্যতাং গতাঃ প্রাপ্তাঃ; যয়া ক্ষময়া সর্ব্বলোকানাং গুরুঃ পূজ্যঃ দেবঃ ব্রহ্মা পারমেষ্ঠ্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং পদং স্থানম্ অগাৎ প্রাপ্তবান্ ॥৩৯

রাম নিজকৃত সকল কর্ম পিতা ও ভ্রাতৃগণের নিকট বর্ণন করিলে তাহা শ্রবণ করিয়া জমদগ্নি এরূপ বলিলেন। ৩৭

হে মহাভুজ রাম! তুমি যে সর্বদেবতাময় রাজাকে বৃথা নিহত করিয়াছ, ইহা তুমি পাপ কাজ করিয়াছ। ৩৮

হে বৎস! আমরা ব্রাহ্মণজাতি ক্ষমাগুণ হেতুই পূজ্যত্ব লাভ করিয়াছি, যে গুণের দ্বারা জগদ্গুরু ব্রহ্মা পরমেশ্বরত্ব লাভ করিয়াছেন। ৯৩

ক্ষময়া রোচতে লক্ষ্মীর্ব্রাহ্মী সৌরী যথা প্রভা।
ক্ষমিণামাশু ভগবাংস্তুষ্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥৪০

রাজ্ঞো মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য বধো ব্রহ্মবধাদ্ গুরুঃ।
তীর্থসংসেবয়া চাংহো জহ্যঙ্গাচ্যুতচেতনঃ ॥৪১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫ ॥

ক্ষময়া এব সৌরী সূর্য্যস্য প্রভা যথা তথা ব্রাহ্মী ব্রাহ্মণ-কুল-সম্বন্ধিনী লক্ষ্মীঃ শম-দমাদি তেজঃ রোচতে প্রকাশতে। ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ ক্ষমিণাং ক্ষমাবতাম্ এব আশু তুষ্যতে প্রসন্নঃ ভবতি ॥৪০

হে অঙ্গ! মূর্দ্ধাভিষিক্তস্য অভিষেক-পূর্ব্বকং রাজ্যে স্থাপিতস্য রাজ্ঞঃ বধঃ ব্রহ্মবধাৎ অপি গুরুঃ পাপজনকঃ; তস্মাৎ ভগবতি চেতনঃ চিত্তং যস্য তাদৃশঃ ত্বং তীর্থসেবয়া অংহঃ পাপং জহি অপাকুরু ॥৪১

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

ক্ষমাগুণহেতুই ব্রাহ্মণের শোভা সূর্য্যের দীপ্তির ন্যায় সমুজ্জ্বল হয় এবং ক্ষমাশীলগণের প্রতি ভগবান্ জগদীশ্বর শ্রীহরি সত্বর সন্তুষ্ট হন। ৪০

হে বৎস! ক্ষত্রিয় রাজার বধ ব্রহ্মবধ অপেক্ষাও গুরুতর। অতএব তুমি ভগবান্ শ্রীহরির চিন্তায় রত হইয়া তীর্থসেবাদ্বারা পাপ পরিহার কর। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# ষোড়শঃ অধ্যায়ঃ।

[ জমদগ্নিবধঃ, পরশুরামেণ ক্ষত্রিয়াণাং সংহারঃ, বিশ্বামিত্রবংশবর্ণনঞ্চ। ]

শ্রীশুক উবাচ।

পিত্রোপশিক্ষিতো রামস্তথেতি কুরুনন্দন।
সংবৎসরং তীর্থযাত্রাং চরিত্বাশ্রমমাব্রজৎ ॥১

কদাচিদ্ রেণুকা যাতা গঙ্গায়াং পদ্মমালিনম্।
গন্ধর্বরাজং ক্রীড়ন্তমপ্সরোভিরপশ্যত ॥২

বিলোকয়ন্তী ক্রীড়ন্তমুদকার্থং নদীং গতা।
হোমবেলাং ন সস্মার কিঞ্চিচ্চিত্ররথস্পৃহা ॥৩

কালাত্যয়ং তং বিলোক্য মুনেঃ শাপবিশঙ্কিতা।
আগত্য কলসং তস্থৌ পুরোধায় কৃতাঞ্জলিঃ ॥৪

ব্যভিচারং মুনির্জ্ঞাত্বা পত্ন্যাঃ প্রকুপিতোঽব্রবীৎ।
ঘ্নতৈনাং পুত্রকাঃ পাপামিত্যুক্তাস্তে ন চক্রিরে ॥৫

### অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে কুরুনন্দন। এবং পিত্রা উপশিক্ষিতঃ আদিষ্টঃ রামঃ 'তথা অস্তু' ইতি অঙ্গীকৃত্য সংবৎসরং যাবৎ তীর্থচর্য্যাং চরিত্বা কৃত্বা পুনঃ আশ্রমম্ আব্রজৎ আযযৌ ॥১

এবং স্থিতে কদাচিৎ রেণুকা ( উদকাহরণার্থং নদীং গতা ) তত্র গঙ্গায়াম্ অপ্সরোভিঃ সহ ক্রীড়ন্তং পদ্মমালিনং গন্ধর্বরাজং চিত্ররথাখ্যম্ অপশ্যৎ ॥২

উদকার্থং নদীং গতা সা তং ক্রীড়ন্তং বিলোকয়ন্তী সতী কিঞ্চিৎ ঈষৎ চিত্ররথে স্পৃহা যস্যাঃ সা হোমবেলাং ন সস্মার বিস্মৃতবতী ॥৩

তং কালাত্যয়ং হোমকালাতিক্রমং বিলোক্য মুনেঃ জমদগ্নেঃ শাপাৎ বিশঙ্কিতা ভীতা রেণুকা ত্বরয়া আগত্য জমদগ্নেঃ পুরঃ অগ্রে কলসং নিধায় কৃতাঞ্জলি সতী তস্থৌ ॥৪

ততঃ মুনিঃ পত্ন্যাঃ রেণুকায়াঃ ব্যভিচারং চিত্ররথেন ভোগেচ্ছাত্মকং জ্ঞাত্বা প্রকুপিতঃ সন্ অব্রবীৎ, যথা হে পুত্রকাঃ। পাপাং পরপুরুষে দত্তচিত্তাম্ এনাং ঘ্নত মারয়ত। তে পুত্রাঃ তু এবম্ উক্তাঃ অপি ন চক্রিরে ॥৫

---

## ষোড়শ অধ্যায়।

[ জমদগিবধ, পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়গণের সংহার এবং বিশ্বামিত্রবংশবর্ণন। ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে কুরুনন্দন! পিতা জমদগ্নিকর্তৃক পূর্বোক্তরূপে উপদিষ্ট হইয়া ভগবান্ পরশুরাম 'তাহাই করিব' এরূপ অঙ্গীকারপূর্বক এক বৎসর কাল নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া পুনরায় আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ১

এক সময়ে রেণুকাদেবী গঙ্গায় যাইয়া পদ্মমাল্যধারী গন্ধর্বরাজ চিত্ররথকে অপ্সরাগণের সহিত ক্রীড়ারত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। ২

রেণুকা জল আনিবার জন্য গঙ্গায় গেলেও ক্রীড়ারত চিত্ররথকে দেখিয়া কিঞ্চিৎ কৌতুকের উদয়-হেতু হোমের সময় চলিয়া যাইতেছে ইহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ৩

অনন্তর তিনি স্বয়ংই কালাতিক্রম লক্ষ্য করিয়া জমদগ্নির অভিশাপভয়ে ভীতা হইয়া আশ্রমে প্রত্যাবর্তনপূর্বক জলের কলসটি মুনির সম্মুখে রাখিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থান করিয়াছিলেন। ৪

তৎকালে মুনি পত্নীর তাদৃশ অন্যায় আচরণ জানিতে পারিয়া ক্রুদ্ধচিত্তে পুত্রগণকে বলিলেন—হে পুত্রগণ! তোমরা এই পাপীয়সীকে হত্যা কর। পরন্তু পুত্রগণ তাঁহার আদেশ পালন করিলেন না। ৫

রামঃ সঞ্চোদিতঃ পিত্রা ভ্রাতৄন্ মাত্রা সহাবধীৎ।
প্রভাবজ্ঞো মুনেঃ সম্যক্ সমাধেস্তপসশ্চ সঃ ॥৬

বরেণ চ্ছন্দয়ামাস প্রীতঃ সত্যবতীসুতঃ।
বব্রে হতানাং রামোঽপি জীবিতঞ্চাস্মৃতিং বধে ॥৭

উত্তস্থুস্তে কুশলিনো নিদ্রাপায় ইবাঞ্জসা।
পিতুর্বিদ্বাংস্তপোবীর্য্যং রামশ্চক্রে সুহৃদ্বধম্ ॥৮

মুনেঃ জমদগ্নেঃ যঃ সমাধিঃ তপশ্চ তয়োঃ সম্যক্ প্রভাবং জানাতি ইতি সঃ রামঃ পিত্রা সঞ্চোদিতঃ আজ্ঞপ্তঃ মাত্রা সহ ভ্রাতৄন্ অবধীৎ ॥৬

ততঃ প্রীতঃ সন্ সত্যবতীসুতঃ জমদগ্নিঃ তং রামং বরেণ চ্ছন্দয়ামাস বরং বৃণীষ ইতি চোদয়ামাস। তদা রামঃ অপি মৃতানাং ভ্রাত্রাদীনাং পুনর্জ্জীবনং তথা আত্মবধে তেষাম্ অস্মৃতিং চ বব্রে ॥৭

ততঃ তে ভ্রাতরঃ নিদ্রান্তে ইব অঞ্জসা অনায়াসেন কুশলিনঃ পুনঃ জীবন্তঃ সন্তঃ উত্তস্থুঃ। এবং পিতুঃ তপোবীর্য্যং বিদ্বান্ জানন রামঃ সুহৃদাং বধং চক্রে ॥৮

---

পরশুরাম পিতা জমদগ্নিমুনির সমাধি ও তপস্যার প্রভাব বিশেষভাবে জানিতেন বলিয়া পিতার আদেশ পাইয়া তিনি মাতা এবং ভ্রাতৃগণকে বধ করিয়াছিলেন। ৬

ইহাতে জমদগ্নি সন্তুষ্ট হইয়া পরশুরামকে ইচ্ছানুরূপ বর গ্রহণের কথা বলিলে পরশুরাম নিহত ব্যক্তিগণের পুনর্জ্জীবন এবং এই হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তাঁহাদের বিস্মৃতি এই দুইটি বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ৭

অনন্তর বরের প্রভাবে নিহত ব্যক্তিগণ নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রত ব্যক্তিগণের ন্যায় সত্বর গাত্রোত্থান করিলেন। বস্তুতঃ পরশুরাম পিতার তপঃপ্রভাব বিশেষরূপে জানিতেন বলিয়াই তাঁহার আদেশে নির্বিচারে সুহৃদ্গণকে বধ করিয়াছিলেন ॥৮

যেঽর্জ্জুনস্য সুতা রাজন্ স্মরন্তঃ স্বপিতুর্বধম্।
রামবীর্য্যপরাভূতা লেভিরে শর্ম্ম ন ক্বচিৎ ॥৯

একদাশ্রমতো রামে সভ্রাতরি বনং গতে।
বৈরং সিষাধয়িষবো লব্ধচ্ছিদ্রা উপাগমন্ ॥১০

দৃষ্ট্বাগ্ন্যাগার আসীনমাবেশিতধিয়ং মুনিম্।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে জঘ্নুস্তে পাপনিশ্চয়াঃ ॥১১

হে রাজন্! অর্জ্জুনস্য যে সুতাঃ রামবীর্য্যেণ পরাভূতাঃ, তে স্বপিতুঃ বধং রামকৃতং স্মরন্তঃ ক্বচিদপি শর্ম্ম সুখং ন লেভিরে ॥৯

একদা সভ্রাতরি ভ্রাতৃভিঃ সহিতে রামে আশ্রমতঃ বনং গতে সতি লব্ধচ্ছিদ্রাঃ (লব্ধং ছিদ্রং জামদগ্নিবধাবসরং যৈঃ তে) বৈরং সিষাধয়িষবঃ তদাশ্রমম্ উপাগমন্ ॥১০

পাপে জমদগ্নিহননে এব নিশ্চয়ঃ যেষাং তে তত্র অগ্ন্যাগারে হোমগৃহে আসীনম্ উত্তমঃশ্লোকে ভগবতি আবেশিতধিয়ম্ (আবেশিতা স্থিরীকৃতা ধীঃ যেন তং) মুনিং দৃষ্ট্বা তং জঘ্নুঃ হতবন্তঃ ॥১১

হে মহারাজ! কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের যে এক সহস্র পুত্র ছিল, তাহারা পরশুরামের বীর্য্যে পরাজিত পিতার বধবৃত্তান্ত স্মরণ করিতে করিতে কোথাও সুখশান্তিলাভে সমর্থ হইল না। ৯

একদা ভ্রাতৃগণের সহিত পরশুরাম আশ্রম হইতে বনে গমন করিলে কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের পুত্রগণ সুযোগ পাইয়া শত্রুতাসাধনের ইচ্ছায় জমদগ্নির আশ্রমে উপস্থিত হইল। ১০

তৎকালে জমদগ্নি মুনি ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া অগ্নিশালায় উপবিষ্ট ছিলেন, এ অবস্থায় তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া পাপকর্মে কৃতনিশ্চয় সেই অর্জ্জুনপুত্রগণ তাঁহাকে হত্যা করিয়াছিল। ১১

যাচ্যমানাঃ কৃপণয়া রামমাত্রাতিদারুণাঃ।
প্রসহ্য শির উৎকৃত্য নিন্যুস্তে ক্ষত্রবন্ধবঃ ॥১২

রেণুকা দুঃখশোকার্তা নিঘ্নন্ত্যাত্মানমাত্মনা।
রাম রামেতি তাতেতি বিচুক্রোশোচ্চকৈঃ সতী ॥১৩

তদুপশ্রুত্য দূরস্থা হা রামেত্যার্তবৎ স্বনম্।
ত্বরয়াশ্রমমাসাদ্য দদৃশুঃ পিতরং হতম্ ॥১৪

তয়া চ কৃপণয়া দীনয়া রামমাত্রা রেণুকয়া যাচ্যমানাঃ অপি দারুণাঃ ক্রূর-স্বভাবাঃ ক্ষত্রবন্ধবঃ ক্ষাত্র-ধর্ম্ম-শূন্যাঃ তে অর্জ্জুন-পুত্রাঃ প্রসহ্য বলাৎ তস্য শিরঃ উৎকৃত্য ছিত্বা নিন্যুঃ স্বপুরং নীতবন্তঃ ॥১২

দুঃখ-শোকার্তা অতএব আত্মনা আত্মানং নিঘ্নন্তী তাড়য়ন্তী সতী রেণুকা, হে রাম! হে রাম! হে তাত! এহি! শীঘ্রম্ আগচ্ছ! ইতি এবম্ উচ্চকৈঃ বিচুক্রোশ জুহাব ॥১৩

তস্যাঃ হা রামেতি আর্তবৎ স্বনম্ আর্তনাদং দূরস্থঃ রামঃ উপশ্রুত্য ত্বরয়া আশ্রমম্ আসাদ্য হতং পিতরং দদর্শ ॥১৪

তদা দুঃখ-রোষামর্ষার্তি-শোকবেগ-বিমোহিতাঃ ( দুঃখং

অসময়ে পরশুরামের জননী অতিকাতরভাবে পতির প্রাণরক্ষার প্রার্থনা জানাইলেও অতি দারুণ সেই নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়গণ বলপূর্বক মুনির মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া গিয়াছিল।১২

অনন্তর পতিব্রতা রেণুকা দুঃখ-শোকে পীড়িতা হইয়া নিজ হস্তদ্বারা বক্ষঃস্থলে আঘাত করিতে করিতে—হা রাম, হা রাম, হা বৎস—এই বলিয়া উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।১৩

জমদগ্নির পুত্রগণ দূর হইতে—হা রাম, হা রাম—এইরূপ আর্তনাদ শ্রবণ করিয়া সত্বর আশ্রমে আসিয়া পিতাকে নিহত অবস্থায় দেখিতে পাইলেন।১৪

তে দুঃখরোষামর্ষার্তিশোকবেগবিমোহিতাঃ।
হা তাত সাধো ধর্ম্মিষ্ঠ ত্যক্ত্বাস্মান্ স্বর্গতো ভবান্॥১৫

বিলপ্যৈবং পিতুর্দেহং নিধায় ভ্রাতৃষু স্বয়ম্।
প্রগৃহ্য পরশুং রামঃ ক্ষত্রান্তায় মনো দধে ॥১৬

গত্বা মাহিষ্মতীং রামো ব্রহ্মঘ্নবিহতশ্রিয়ম্।
তেষাং স শীর্ষভী রাজন্ মধ্যে চক্রে মহাগিরিম্ ॥১৭

সন্তাপঃ, রোষঃ ক্রোধঃ, অমর্ষঃ অপরাধসহিষ্ণুতা, আর্তিঃ দৈন্যং, শোকঃ ভাবিচিন্তা তেষাং বেগেন বিমোহিতাঃ ) বভূবুঃ হা তাত! হে সাধো! হে ধর্ম্মিষ্ঠ! অস্মান্ ত্যক্ত্বা ভবান্ স্বঃ স্বর্গং গতঃ ॥১৫

এবং বিলপ্য রক্ষার্থং পিতুঃ দেহং ভ্রাতৃষু নিধায় স্বয়ং পরশুং প্রগৃহ্য রামঃ ক্ষত্রান্তায় ক্ষত্রিয়-কুল-বিনাশায় মনঃ দধে সংকল্পং কৃতবান্ ॥১৬

হে রাজন্! ততঃ সঃ রামঃ ব্রহ্মঘ্নবিহিতশ্রিয়ং ( ব্রহ্মঘ্নৈঃ নিমিত্তভূতৈঃ বিহতা শ্রীঃ যস্যাঃ তাং ) মাহিষ্মতীং পুরীং গত্বা তন্মধ্যে তেষাং ক্ষত্রিয়াণাং শীর্ষভিঃ ছিন্নৈঃ শিরোভিঃ মহাগিরিং চক্রে ॥১৭

তৎকালে তাঁহারা দুঃখ, ক্রোধ, অসহিষ্ণুতা, কাতরতা ও শোকবেগে বিমোহিত হইয়া—হা পিতঃ! হা সাধো! হা ধার্মিকপ্রবর! আপনি আমাদিগকে ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গেলেন, এইরূপ বিলাপ করিয়াছিলেন। অনন্তর রাম পিতার দেহ ভ্রাতৃগণের নিকট রাখিয়া কুঠার হস্তে লইয়া ক্ষত্রিয়গণের সংহারের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।১৫-১৬

হে মহারাজ! অনন্তর রাম ব্রহ্মঘাতিগণের পাপে নষ্টশ্রী মাহিষ্মতী পুরীতে গমন করিয়া কার্তবীর্য্যার্জুনের পুত্রগণের ছিন্ন মস্তকরাশিদ্বারা সেখানে একটি বৃহৎ পর্বত রচনা করিলেন।১৭

তদ্রক্তেন নদীং ঘোরামব্রহ্মণ্যভয়াবহাম্।
হেতুং কৃত্বা পিতৃবধং ক্ষত্রেঽমঙ্গলকারিণি ॥১৮

ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ পৃথিবীং কৃত্বা নিঃক্ষত্রিয়াং প্রভুঃ।
সমন্তপঞ্চকে চক্রে শোণিতোদান্ হ্রদান্ নব ॥১৯

পিতুঃ কায়েন সন্ধায় শির আধায় বর্হিষি।
সর্ব্বদেবময়ং দেবমাত্মানমযজন্মখৈঃ ॥২০

দদৌ প্রাচীং দিশং হোত্রে ব্রহ্মাণে দক্ষিণাং দিশম্
অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং বৈ উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশম্ ॥২১

অব্রহ্মণ্যানাং ভয়াবহাং ঘোরাং ভয়ঙ্করীং নদীং তেষাং রক্তেন চক্রে। ক্ষত্রে অমঙ্গলকারিণি সতি পিতৃবধং হেতুং নিমিত্তং কৃত্বা প্রভুঃ ভগবান্ রামঃ ত্রিঃ-সপ্তকৃত্বঃ একবিংশতি-বারং পৃথিবীং নিঃক্ষত্রিয়াং কৃত্বা সমন্তপঞ্চকাখ্যে দেশে শোণিতোদান্ নব হ্রদান্ চক্রে ইতি দ্বয়োরন্বয়ঃ। ততঃ পিতুঃ শিরঃ আদায় আনীয় বর্হিষি যজ্ঞে তত্ পিতুঃ কায়েন সহ সন্ধায় সংযোজ্য মখৈঃ যজ্ঞৈঃ সর্ব্বদেবময়ম্ আত্মানং সর্বান্তর্য্যামিণং দেবং বিষ্ণুম্ অযজৎ আরাধিতবান্। তদা হোত্রে প্রাচীং দিশং, অধ্বর্য্যবে প্রতীচীং দিশং, তথা উদ্গাত্রে উত্তরাং দিশং রামঃ দদৌ ॥১৮-২১

এইরূপ তিনি তাহাদের রক্তদ্বারা ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষিগণের ভয়জনক এক ঘোরতর নদীর সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অনন্তর ক্ষত্রিয়গণ অন্যায়কারী হইলে রাম পিতার বধকেই নিমিত্ত করিয়া পৃথিবীকে একবিংশতিবার নিঃক্ষত্রিয়া করিয়া স্যমন্তপঞ্চক ক্ষেত্রে তাহাদের রক্তজলে পরিপূর্ণ নয়টি হ্রদ নির্মাণ করিয়াছিলেন।১৮-১৯

অনন্তর তিনি পিতার ছিন্নমস্তক দেহের সহিত যুক্ত করিয়া এবং ঐ দেহ কুশের উপর রাখিয়া যজ্ঞসমূহদ্বারা সর্বদেবতাময় আত্মার অর্চনা করিয়াছিলেন।২০

তিনি যজ্ঞান্তে হোতাকে পূর্বদিক্, ব্রহ্মাকে দক্ষিণ দিক্, অধ্বর্যুকে পশ্চিম দিক্, উদ্গাতাকে উত্তর দিক্, অপর ঋত্বিক্ সকলকে কোণসমূহ, কশ্যপকে ঐসকল দিকের মধ্যভাগ, উপদ্রষ্টাকে আর্যাবর্ত এবং সদস্যগণকে অবশিষ্ট ভূমিভাগ দান করিয়াছিলেন।২১-২২

অন্যেভ্যোঽবান্তরদিশঃ কশ্যপায় চ মধ্যতঃ।
আর্য্যাবর্ত্তমুপদ্রষ্ট্রে সদস্যেভ্যস্ততঃ পরম্ ॥২২

ততশ্চাবভৃথস্নান-বিধূতাশেষকিল্বিষঃ।
সরস্বত্যাং মহানদ্যাং রেজে ব্যব্ভ্র ইবাংশুমান্ ॥২৩

স্বদেহং জমদগ্নিস্তু লব্ধ্বা সংজ্ঞানলক্ষণম্।
ঋষীণাং মণ্ডলে সোঽভূৎ সপ্তমো রামপূজিতঃ ॥২৪

জামদগ্ন্যোঽপি ভগবান্ রামঃ কমললোচনঃ।
আগামিন্যন্তরে রাজন্ বর্ত্তয়িষ্যতি বৈ বৃহৎ ॥২৫

অন্যেভ্যঃ অবান্তরদিশঃ, কশ্যপায় মধ্যমাম্, উপদ্রষ্ট্রে আর্য্যাবর্ত্তং, তথা সদস্যেভ্যঃ ততঃ পরং স্থানং দদৌ ॥২২

ততঃ সরস্বত্যাম্ অবভৃথ-স্নানেন বিধূতাশেষপাতকঃ সন্ ব্যব্ভ্রঃ জলদনির্মুক্তঃ অংশুমান্ সূর্য্যঃ ইব রেজে ॥২৩

জমদগ্নিঃ তু সংজ্ঞান-লক্ষণং (সংজ্ঞানং স্মৃতিঃ চৈতন্যং তদেব লক্ষণং চিহ্নং যস্য তথাভূতং) স্বদেহং লব্ধ্বা রামেণ পূজিতঃ সন্ ঋষীণাং মণ্ডলে সপ্তর্ষিমণ্ডলে একতমঃ ঋষিঃ অভূৎ ॥২৪

হে রাজন্! জামদগ্ন্যঃ জমদগ্নিপুত্রঃ কমলোচনঃ রামঃ অপি আগামিনি অন্তরে মন্বন্তরে বৃহৎ ব্রহ্ম বেদং বর্ত্তয়িষ্যতি ॥২৫

ইহার পর তিনি সরস্বতী নদীতে যজ্ঞসমাপ্তি-কালীন স্নানাচরণদ্বারা পাপনির্মুক্ত সূর্য্যের ন্যায় বিরাজ করিয়াছিলেন।২৩

অনন্তর রামকর্তৃক পূজিত জমদগ্নি স্মৃতিযুক্ত নিজ দেহ লাভ করিয়া সপ্তর্ষিমণ্ডলে সপ্তম ঋষি হইয়াছিলেন।২৪

হে মহারাজ! জমদগ্নিতনয় কমললোচন ভগবান্ রামও আগামী মন্বন্তরে বেদপ্রবর্তক সপ্তর্ষিগণের অন্যতম হইবেন।২৫

আস্তেহদ্যাপি মহেন্দ্রাদ্রৌ ন্যস্তদণ্ডঃ প্রশান্তধীঃ।
উপগীয়মানচরিতঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বচারণৈঃ ॥২৬

এবং ভৃগুষু বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
অবতীর্য্য পরং ভারং ভুবোহহন্ বহুশো নৃপান্ ॥২৭

গাধেরভূন্মহাতেজাঃ সমিদ্ধ ইব পাবকঃ।
তপসা ক্ষাত্রমুৎসৃজ্য যো লেভে ব্রহ্মবর্চ্চসম্ ॥২৮

মহেন্দ্রাদ্রৌ মহেন্দ্র-পর্ব্বতে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-চারণৈঃ উপগীয়মানং চরিতং যস্য সঃ ন্যস্তদণ্ডঃ (ন্যস্তঃ ত্যক্তঃ দণ্ডঃ ক্ষত্রবধাদিরূপঃ যেন সঃ) যতঃ প্রশান্তধীঃ (প্রশান্তা ক্রোধাদিরহিতা ধীঃ যস্য সঃ) রামঃ অদ্যাপি আস্তে ॥২৬

এবম্ উক্তপ্রকারেণ বিশ্বাত্মা ভগবান্ ঈশ্বরঃ হরিঃ ভৃগুষু ভৃগুবংশে অবতীর্য্য ভুবঃ পরম্ উৎকটং ভারং ভারভূতান্ নৃপান্ বহুশঃ অহন্ ॥২৭

গাধেঃ সকাশাৎ সমিদ্ধঃ প্রদীপ্তঃ পাবকঃ ইব মহাতেজাঃ বিশ্বামিত্রঃ অভূৎ, যঃ বিশ্বামিত্রঃ তপসা হেতুভূতেন ক্ষাত্রং ক্ষত্রিয়জাতিম্ উৎসৃজ্য ত্যক্ত্বা ব্রহ্মবর্চ্চসং ব্রহ্মর্ষিতাং প্রাপ ॥২৮

হে নৃপ। বিশ্বামিত্রস্যাপি একশতং পুত্রাঃ আসন্ বভূবুঃ।

সেই পরশুরাম হিংসা পরিহারপূর্বক প্রশান্তচিত্ত হইয়া এখনও মহেন্দ্র পর্বতে অবস্থান করিতেছেন এবং সিদ্ধ, গন্ধর্ব ও চারণগণ তাঁহার চরিত কীর্তন করেন।২৬

এইরূপে ভগবান্ বিশ্বাত্মা শ্রীহরি ভৃগুবংশে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর মহাভারস্বরূপ ক্ষত্রিয়গণকে বহুবার সংহার করিয়াছিলেন।২৭

মহারাজ গাধি হইতে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র জন্মগ্রহণ করেন, যে বিশ্বামিত্র তপস্যাদ্বারা ক্ষত্রিয়ত্ব পরিহারপূর্বক ব্রহ্মতেজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।২৮

বিশ্বামিত্রস্য চৈবাসন্ পুত্রা একশতং নৃপ।
মধ্যমস্তু মধুচ্ছন্দা মধুচ্ছন্দস এব তে ॥২৯

পুত্রং কৃত্বা শুনঃশেফং দেবরাতং চ ভার্গবম্।
আজীগর্তং সুতানাহ জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতাম্ ॥৩০

যো বৈ হরিশ্চন্দ্রমখে বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
স্তুত্বা দেবান্ প্রজেশাদীন্ মুমুচে পাশবন্ধনাৎ ॥৩১

তত্র মধ্যমঃ এব মধুচ্ছন্দাঃ মধুচ্ছন্দনামকঃ আসীৎ; তৎ সম্বন্ধাৎ তে অন্যে অপি ভ্রাতরঃ মধুচ্ছন্দসঃ এব উচ্যন্তে ॥২৯

বিশ্বামিত্রঃ ভার্গবাৎ ভৃগুবংশোৎপন্নম্ আজীগর্ত্তম্ অজীগর্ত্তস্য সুতং শুনঃশেফং দেবরাতম্ অপরনামবিশিষ্টং পুত্রং কৃত্বা স্বপুত্রতয়া অঙ্গীকৃত্য হে পুত্রাঃ। এষঃ শুনঃশেফঃ জ্যেষ্ঠঃ ইতি যুষ্মাভিঃ প্রকল্প্যতাং জ্যেষ্ঠভ্রাতৃত্বেনাঙ্গীক্রিয়তাম্ ॥৩০

যঃ শুনঃশেফঃ বৈ প্রসিদ্ধঃ হরিশ্চন্দ্রস্য মখে নিমিত্তে পিতৃভ্যাং (স্নেহং বিহায়) বিক্রীতঃ পুরুষঃ পশুঃ হরিশ্চন্দ্র-পুত্রেণ রোহিতেন আনীতঃ যজ্ঞযূপে বদ্ধঃ বিশ্বামিত্রং শরণং গতঃ তদা (তদুপদিষ্টমন্ত্রেণ) প্রজেশাদীন্ স্তুত্বা পাশবন্ধনাৎ মুমুচে অমুচ্যত ॥৩১

হে মহারাজ। বিশ্বামিত্রের একশত পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে মধ্যম পুত্রের নাম মধুচ্ছন্দ এবং এই হেতু তাঁহাদের সকলকেই মধুচ্ছন্দস্ বলা হয়।২৯

বিশ্বামিত্র অজীগর্তের পুত্র ভৃগুবংশীয় 'দেবরাত' এই অপরনামধারী শুনঃশেফকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্রগণকে বলিলেন—তোমরা ইহাকে জ্যেষ্ঠরূপে গণ্য করিবে।৩০

হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞকালে পুত্র শুনঃশেফকে পুরুষপশুরূপে হরিশ্চন্দ্রের নিকট বিক্রয় করিলে তিনি প্রজাপতি প্রভৃতি দেবতাগণের স্তুতি করিয়া পাশবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন।৩১

যো রাতো দেবযজনে দেবৈর্গাধিষু তাপসঃ।
দেবরাত ইতি খ্যাতঃ শুনঃশেফঃ স ভার্গবঃ ॥৩২

যে মধুচ্ছন্দসো জ্যেষ্ঠাঃ কুশলং মেনিরে ন তৎ।
অশপৎ তান্মুনিঃ ক্রুদ্ধো ম্লেচ্ছা ভবত দুর্জনাঃ ॥৩৩

স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ সার্ধং পঞ্চাশতা ততঃ।
যন্নো ভবান্ সংজানীতে তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ম্ ॥৩৪

জ্যেষ্ঠং মন্ত্রদৃশং চক্রুস্ত্বামন্বঞ্চো বয়ং স্ম হি।
বিশ্বামিত্রঃ সুতানাহ বীরবন্তো ভবিষ্যথ।
যে মানং মেঽনুগৃহ্নন্তো বীরবন্তমকর্ত মাম্ ॥৩৫

এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাতস্তমন্বিত।
অন্যে চাষ্টক-হারীত-জয়-ক্রতুমদাদয়ঃ ॥৩৬

যঃ এবং দেবযজনে বরুণযজ্ঞে দেবৈঃ রাতঃ জীবন্ এব বিমুক্তঃ, অতএব গাধিষু গাধিবংশেষু দেবরাতঃ ইতি খ্যাতঃ প্রসিদ্ধঃ তাপসঃ তপোনিষ্ঠঃ সঃ এব ভার্গবঃ শুনঃশেফঃ ॥৩২

যে মধুচ্ছন্দসঃ তেষু জ্যেষ্ঠাঃ পঞ্চাশৎ, তে তৎ পিত্রা উক্তং (জ্যেষ্ঠ এষ প্রকল্প্যতামিতি) শুনঃশেফস্য জ্যেষ্ঠত্বং কুশলং ভদ্রং ন মেনিরে নাঙ্গীকৃতবন্তঃ। অতশ্চ ক্রুদ্ধঃ মুনিঃ বিশ্বামিত্রঃ তান্ 'হে দুর্জ্জনাঃ! ম্লেচ্ছাঃ ভবত' ইতি অশপৎ ॥৩৩

পঞ্চাশতা কনিষ্ঠৈঃ সার্দ্ধং সঃ মধ্যমঃ মধুচ্ছন্দাঃ ততঃ অনন্তরং পিতরম্ উবাচ যথা—ভবান্ পিতা নঃ অস্মান্ পুত্রান যৎ শুনঃশেফস্য জ্যেষ্ঠত্বাঙ্গীকরণং সংজানীতে আজ্ঞাপয়তি, তস্মিন্ আদেশে বয়ং তিষ্ঠামহে ॥৩৪

এবম্ উক্ত্বা তে মন্ত্রদৃশং দেবরাতং জ্যেষ্ঠং চক্রুঃ যথা বয়ং সর্ব্বে ত্বাং অন্বঞ্চঃ স্ম হি অনুগন্তারঃ স্ম। তব কনিষ্ঠাঃ ভবাম। ততঃ প্রসন্নঃ বিশ্বামিত্রঃ তান্ সুতান্ আহ যতঃ যে যূয়ং মে মানং পূজ্যত্বম্ অনুগৃহ্নন্তঃ অনুবর্ত্তমানাঃ সন্তঃ অস্য জ্যেষ্ঠত্বাঙ্গীকারেণ মাং বীরবন্তং পুত্রবন্তম্ অকর্ত্ত কৃতবন্তঃ, অতঃ যূয়ং বীরবন্তঃ পুত্রবন্তঃ ভবিষ্যথ ॥৩৫

হে কুশিকাঃ! এষঃ দেবরাতঃ বঃ যুষ্মদীয়ঃ কৌশিকঃ এব যতঃ বীরঃ মৎপুত্রঃ, অতঃ তম্ এনম্ অন্বিত অনুগচ্ছত। ততঃ অন্যে চাষ্টকাদয়ঃ তস্য বিশ্বামিত্রস্য পুত্রাঃ আসন্ ॥৩৬

---

তাপস শুনঃশেফ ভৃগুবংশীয় হইলেও হরিশ্চন্দ্রের দেবযজ্ঞে দেবগণকর্তৃক 'রাত' অর্থাৎ প্রদত্ত হইয়াছিলেন (অর্থাৎ দেবগণ তাঁহার জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন) বলিয়া গাধিবংশীয়গণের মধ্যে 'দেবরাত' নামে প্রসিদ্ধ হন।৩২

মধুচ্ছন্দসগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উনপঞ্চাশজন অজীগর্তের জ্যেষ্ঠত্ব সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন না, এইহেতু পিতা বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হইয়া অভিশাপ দিলেন—হে দুর্জনগণ, তোমরা ম্লেচ্ছ হও।৩৩

তখন মধুচ্ছন্দাঃ কনিষ্ঠ পঞ্চাশ ভ্রাতার সহিত বলিলেন—হে পিতঃ! আপনি আমাদের জ্যেষ্ঠত্ব বা কনিষ্ঠত্ব যাহা মনে করেন, আমরা তাহাই মান্য করিব।৩৪

অনন্তর তাঁহারা মন্ত্রদ্রষ্টা শুনঃশেফকে—'হে আর্য! আমরা আপনার অনুগামী' এইরূপ বলিয়া জ্যেষ্ঠরূপে গ্রহণ করিলেন। তখন বিশ্বামিত্র পুত্রগণকে বলিলেন—তোমরা যাহারা আমার পূজনীয়ত্ব স্বীকার করিয়া অর্থাৎ আমি পূজনীয় বলিয়া আমার আদেশ রক্ষা করিয়া আমাকে যথার্থই পুত্রবান্ করিয়াছ, সেই তোমরা (আমার বরে) পুত্রবান্ হইবে।৩৫

(তিনি আরও বলিলেন) হে কুশিকগণ! এই দেবরাত আমার পুত্র হইল, তোমরা ইহার অনুগামী হইবে। হে মহারাজ! বিশ্বামিত্রের অষ্টক, হারীত জয় ও ক্রতুমান্ প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র ছিল।৩৬

এবং কৌশিকগোত্রং তু বিশ্বামিত্রৈঃ পৃথগ্বিধম্
প্রবরান্তরমাপন্নং তদ্ধি চৈবং প্রকল্পিতম্ ॥৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
ষোড়শোঽধ্যায় ॥১৬

(একে শপ্তাঃ একে অনুগৃহীতাঃ অন্যঃ তু পুত্রত্বেন স্বীকৃতঃ ইতি) এবং বিশ্বামিত্রৈঃ কৌশিক-গোত্রং পৃথক্‌বিধং জাতং, তৎ চ প্রবরান্তরম্ আপন্নং, হি যস্মাৎ দেবরাত-জ্যেষ্ঠত্বেন তৎ প্রবরান্তরং প্রকল্পিতম্ ॥৩৭

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথ-শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

বিশ্বামিত্রের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ উনপঞ্চাশ জন অভিশপ্ত, কনিষ্ঠ পঞ্চাশ জন পিতার অনুগ্রহপ্রাপ্ত এবং অপরের পুত্র দেবরাত পুত্ররূপে স্বীকৃত। এইরূপে কৌশিক গোত্র নানাপ্রকার এবং অন্যপ্রবর প্রাপ্ত হইয়াছে। বস্তুতঃ দেবরাতের জ্যেষ্ঠত্বহেতুই এরূপ হইয়াছে।৩৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে
শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত।

## সপ্তদশঃ অধ্যায়ঃ।

[ ক্ষত্রবৃদ্ধ-রজি-রম্ভানেনসাং বংশবর্ণনম্

শ্রীশুক উবাচ

যঃ পুরূরবসঃ পুত্র আয়ুস্তস্যাভবন্ সুতাঃ।
নহুষঃ ক্ষত্রবৃদ্ধশ্চ রজী রম্ভশ্চ বীর্য্যবান্ ॥১
অনেনা ইতি রাজেন্দ্র শৃণু ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ম্।
ক্ষত্রবৃদ্ধসুতস্যাসন্ সুহোত্রস্যাত্মজাস্ত্রয়ঃ ॥২
কাশ্যঃ কুশো গৃৎসমদ ইতি গৃৎসমদাদভূৎ।
শুনকঃ শৌনকো যস্য বহ্বৃচপ্রবরো মুনিঃ ॥৩
কাশ্যস্য কাশিস্তৎপুত্রো রাষ্ট্রো দীর্ঘতমঃপিতা।
ধন্বন্তরির্দীর্ঘতমস আয়ুর্বেদপ্রবর্তকঃ।
যজ্ঞভুগ্ বাসুদেবাংশঃ স্মৃতমাত্রার্তিনাশনঃ ॥৪

### অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। যঃ পুরূরবসঃ পুত্রঃ আয়ুঃ, তস্য নহুষঃ, ক্ষত্রবৃদ্ধঃ, রজী, রম্ভঃ, বীর্য্যবান্ অনেনা চ ইতি পঞ্চসুতাঃ অভবন্ ॥১

হে রাজেন্দ্র! অত্র তাবৎ ক্ষত্রবৃধোঽন্বয়ং শৃণু। ক্ষত্রবৃদ্ধস্য যঃ সুতঃ সুহোত্রঃ, তস্য ত্রয়ঃ আত্মজাঃ আসন্ ॥২

তে যথা কাশ্যঃ, কুশঃ, গৃৎসমদঃ ইতি। গৃৎসমদাৎ শুনকঃ, যস্য শুনকস্য বহ্বৃচেষু প্রবরঃ শ্রেষ্ঠঃ মুনিঃ মননশীলঃ শৌনকঃ পুত্রঃ অভূৎ ॥৩

কাশ্যস্য পুত্রঃ কাশিঃ, তস্য পুত্রঃ রাষ্ট্রঃ, সঃ চ দীর্ঘতমসঃ পিতা, দীর্ঘতমসঃ পুত্রঃ ধন্বন্তরিঃ; যঃ বাসুদেবাংশঃ আয়ুর্বেদ-প্রবর্ত্তকঃ তথা যজ্ঞভুক্ যজ্ঞভাগভোক্তা; স্মৃতমাত্রঃ এব আর্তিনাশনঃ (আর্তিং রোগপীড়াং নাশয়তি ইতি) ॥৪

## সপ্তদশ অধ্যায়।

[ ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রম্ভ ও অনেনার বংশ বর্ণন। ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! পুরূরবার আয়ুনামক যে পুত্র ছিলেন, তাঁহার পাঁচটি পুত্র হয়। তাঁহাদের নাম নহুষ, ক্ষত্রবৃদ্ধ, রজি, রম্ভ ও বীর্যবান্ অনেনা। সম্প্রতি ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশ শ্রবণ কর। ক্ষত্রবৃদ্ধের পুত্র সুহোত্র, তাঁহার তিন পুত্র—কাশ্য, কুশ ও গৃৎসমদ। গৃৎসমদের পুত্র শুনক, শুনকের পুত্র ঋগ্‌বেদজ্ঞ-শ্রেষ্ঠ শৌনক ঋষি।১-৩

কাশ্যের পুত্র কাশি, তাঁহার পুত্র রাষ্ট্র, তাঁহার

তৎপুত্রঃ কেতুমানস্য জজ্ঞে ভীমরথস্ততঃ।
দিবোদাসো দ্যুমাংস্তস্মাৎ প্রতর্দন ইতি স্মৃতঃ ॥৫

স এব শত্রুজিদ্ বৎস ঋতধ্বজ ইতীরিতঃ।
তথা কুবলয়াশ্বেতি প্রোক্তোঽলর্কাদয়স্ততঃ ॥৬

ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিং বর্ষশতানি চ।
নালর্কাদপরো রাজন্ মেদিনীং বুভুজে যুবা ॥৭

তস্য পুত্রঃ কেতুমান্; অস্য পুত্রঃ ভীমরথঃ; ততঃ ভীমরথাৎ দিবোদাসঃ, তস্মাৎ দ্যুমান্ জাতঃ; সঃ এব প্রতর্দনঃ স্মৃতঃ। হে বৎস! সঃ এব শত্রুজিৎ ঋতধ্বজঃ ইতি ঈরিতঃ কথিতঃ। তথা কুবলয়াশ্বঃ ইতি অপি সঃ এব প্রোক্তঃ। ততঃ দ্যুমতঃ অলর্কাদয়ঃ জজ্ঞিরে ॥৫-৬

ষট্‌সহস্রাধিকষষ্টিসহস্রবর্ষাণি অলর্কঃ এব রাজা সন্ মেদিনীং ভূমিং বুভুজে; অলর্কাৎ অপরঃ তু ন তথা কৃতবান্ ॥৭

অলর্কাৎ সন্ততিঃ নাম পুত্রঃ, তস্মাৎ সুনীথঃ, তস্য সুকেতনঃ, তস্মাৎ ধর্ম্মকেতুঃ, ততঃ সত্যকেতুঃ অজায়ত ॥৮

পুত্র দীর্ঘতমা এবং দীর্ঘতমার পুত্র আয়ুর্বেদের প্রবর্তক ধন্বন্তরি। ইনি ভগবান্ বাসুদেবের অংশজাত এবং যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন। ইঁহার স্মরণমাত্রেই সকল রোগের উপশম হয়।৪

ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্, তাঁহার পুত্র ভীমরথ, তাঁহার পুত্র দিবোদাস, তাঁহার পুত্র দ্যুমান্ ইনি প্রতর্দন নামে প্রসিদ্ধ।৫

এই প্রতর্দনই শত্রুজিৎ, বৎস, ঋতধ্বজ এবং কুবলয়াশ্ব এই সকল নামেও কথিত হন। তাঁহার অলর্ক প্রভৃতি অনেক পুত্র হইয়াছিল।৬

হে মহারাজ! এই অলর্কব্যতীত অন্য কোন রাজা অক্ষুণ্ণ যৌবনের অধিকারী ষষ্টিসহস্র বর্ষ ও ষষ্টিশত বর্ষ (অর্থাৎ ছয় ষষ্টি হাজার বৎসর) পৃথিবীতে রাজত্ব ভোগ করেন নাই।৭

অলর্কাৎ সন্ততিস্তস্মাৎ সুনীথোঽথ সুকেতনঃ।
ধর্ম্মকেতুঃ সুতস্তস্মাৎ সত্যকেতুরজায়ত ॥৮
ধৃষ্টকেতু সুতস্তস্মাৎ সুকুমারঃ ক্ষিতীশ্বরঃ।
বীতিহোত্রোঽস্য ভর্গোঽতো ভার্গভূমিরভূন্নৃপ ॥৯
ইতীমে কাশয়ো ভূপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়ায়িনঃ।
রম্ভস্য রভসঃ পুত্রো গম্ভীরশ্চাক্রিয়স্ততঃ ॥১০
তস্য ক্ষেত্রে ব্রহ্ম জজ্ঞে শৃণু বংশমনেনসঃ।
শুদ্ধস্ততঃ শুচিস্তস্মাচ্চিত্রকৃধর্মসারথিঃ ॥১১

হে নৃপ! তস্য ধৃষ্টকেতুঃ, তস্মাৎ সুকুমারঃ নাম ক্ষিতীশ্বরঃ ভূমিপঃ জাতঃ। সুকুমারাৎ বীতিহোত্রঃ, তস্য পুত্রঃ ভর্গঃ। ততঃ ভর্গাৎ ভার্গভূমিঃ নাম পুত্রঃ অভূৎ ॥৯

ইতি ইমে উক্তাঃ কাশয়ঃ কাশিবংশজাঃ নৃপাঃ ক্ষত্রবৃদ্ধস্য অন্বয়িনঃ (অন্বয়ম্ অয়ন্তে যান্তি ইতি)। অতো রম্ভস্য রভসঃ গম্ভীরঃ চ দ্বৌ পুত্রৌ জাতৌ। গম্ভীরস্য চ অক্রিয়ঃ পুত্রো জাতঃ ॥১০

তস্য ক্ষেত্রে ব্রহ্ম ব্রহ্মকুলং জজ্ঞে। আয়ুপুত্রস্য অনেনসঃ বংশং শৃণু, ততঃ অনেনসঃ শুদ্ধঃ, তস্মাৎ ধর্ম্মসারথিঃ চিত্রকৃঃ ॥১১

অলর্কের পুত্র সন্ততি, তাঁহার পুত্র সুনীথ, তাঁহার পুত্র সুকেতন, তাঁহার পুত্র ধর্মকেতু, তাঁহার পুত্র সত্যকেতু।৮

সত্যকেতুর পুত্র ধৃষ্টকেতু, তাঁহার পুত্র রাজা সুকুমার, তাঁহার পুত্র বীতিহোত্র, তাঁহার পুত্র ভর্গ এবং তাঁহার পুত্র ভার্গভূমি।৯

হে মহারাজ! এই সকল রাজা সকলেই কাশির পুত্র-পৌত্রাদিরূপে উৎপন্ন এবং সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশগত। রম্ভের পুত্র রভস, তাঁহার পুত্র গম্ভীর এবং গম্ভীরের পুত্র অক্রিয়।১০

অক্রিয়ের সন্তান ব্রহ্মজ্ঞ হওয়ায় তাঁহার আর বংশবিস্তৃতি ঘটে নাই। হে মহারাজ! অনেনার বংশ শ্রবণ করুন। অনেনার পুত্র শুদ্ধ, তাঁহার

ততঃ শাস্তরজা জজ্ঞে কৃতকৃত্যঃ স আত্মবান্।
রজেঃ পঞ্চশতান্যাসন্ পুত্রাণামমিতৌজসাম্ ॥১২

দেবৈরভ্যর্থিতো দৈত্যান্ হত্বেন্দ্রায়াদদাদ্ দিবম্।
ইন্দ্রস্তস্মৈ পুনর্দত্ত্বা গৃহীত্বা চরণৌ রজেঃ।
আত্মানমর্পয়ামাস প্রহ্রাদাদ্যরিশঙ্কিতঃ ॥১৩

পিতর্য্যুপরতে পুত্রা যাচমানায় নো দদুঃ।
ত্রিবিষ্টপং মহেন্দ্রায় যজ্ঞভাগান্ সমাদদুঃ ॥১৪

গুরুণা হূয়মানেঽগ্নৌ বলভিৎ তনয়ান্ রজেঃ।
অবধীদ্ ভ্রংশিতান্ মার্গান্ন কশ্চিদবশেষিতঃ ॥১৫

কুশাৎ প্রতিঃ ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ সঞ্জয়স্তৎসুতো জয়ঃ।
ততঃ কৃতঃ কৃতস্যাপি জজ্ঞে হর্য্যবলো নৃপঃ।
সহদেবস্ততো হীনো জয়সেনস্তু তৎসুতঃ ॥১৬

ততঃ চিত্রকোঃ কৃতম্ অনুষ্ঠিতং কৃত্যং মুক্তিসাধনং যেন তথাভূতঃ সর্ব্বকর্ত্তব্যশূন্যঃ আত্মবান্ শান্তরজা জজ্ঞে। অথ আয়ু-পুত্রস্য রজেঃ অমিতৌজসাং মহাবল-পরাক্রম-যুক্তানাং পুত্রাণাং পঞ্চশতানি আসন্ ॥১২

সঃ চ রজিঃ দেবৈঃ অভ্যর্থিতঃ প্রার্থিতঃ সন্ দৈত্যান্ হত্বা তৈঃ হৃতান্ দিবং স্বর্গং পুনঃ ইন্দ্রায় অদদাৎ। ইন্দ্রঃ তু প্রহ্রাদাদিভ্যঃ অরিভ্যঃ শঙ্কিতঃ ভীতঃ এব দিবং তস্মৈ রজয়ে দত্ত্বা তস্য চরণৌ গৃহীত্বা আত্মানম্ অর্পয়ামাস (স্বরক্ষাভারং তস্মিন্ নিহিতবান্)। পিতরি রজৌ উপরতে মৃতে সতি তস্য পুত্রাঃ যাচমানায় মহেন্দ্রায় ত্রিপিষ্টপং স্বর্গং নো ন দদুঃ; কিঞ্চ যজ্ঞভাগান্ অপি সমাদদুঃ গৃহীতবন্তঃ। অথ গুরুণা বৃহস্পতিনা তেষাং মতিভ্রংশায় অভিচার-বিধিনা অগ্নৌ হূয়মানে সতি মার্গাৎ ইন্দ্রাধিপত্যানুকূল-বুদ্ধিরূপাৎ ভ্রংশিতান্ রজেঃ পুত্রান্ সর্ব্বান্ এব বলভিৎ ইন্দ্রঃ অবধীৎ। কশ্চিৎ একঃ অপি ন অবশেষিতঃ। ক্ষাত্রবৃদ্ধাৎ কুশাৎ প্রতিঃ পুত্রঃ জাতঃ। তস্য সঞ্জয়ঃ; তস্য জয়ো নাম পুত্রো জাতঃ। তস্য কৃতঃ, তস্য হর্য্যবলং; তস্য সহদেবঃ, তস্য হীনঃ, তস্য জয়সেনঃ ॥১৩-১৬

---

পুত্র শুচি এবং তাঁহার পুত্র চিত্রকু ধর্মসারথি।১১

চিত্রকুর পুত্র শান্তরজাঃ, (গোরক্ষপুর গ্রন্থে শান্তরয়) ইনি কর্মমার্গ হইতে নিবৃত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও জ্ঞানী হওয়ায় তাঁহার বংশবিস্তৃতি হয় নাই। রজির অতুলনীয় পরাক্রমশালী পাঁচশত পুত্র ছিলেন।১২

এক সময়ে মহারাজ রজি দেবতাগণের প্রার্থনায় দৈত্যগণকে সংহার করিয়া ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিলে ইন্দ্র রজির পদযুগল ধারণপূর্বক তাঁহারই হস্তে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিয়া প্রহ্লাদপ্রভৃতি শত্রু-গণের ভয়ে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া-ছিলেন।১৩

রজি পরলোক গমন করিলে ইন্দ্র তাঁহার পুত্রগণের নিকট স্বর্গরাজ্য প্রার্থনা করিলেও তাঁহারা ইন্দ্রকে তাহা না দিয়া স্বর্গের অধিপতিরূপে যজ্ঞভাগ গ্রহণ করিতেছিলেন।১৪

অনন্তর দেবগুরু বৃহস্পতি রজির পুত্রগণের সদ্‌বুদ্ধি নাশের জন্য অগ্নিতে আভিচারিক হোম করিতে আরম্ভ করিলে তাঁহারা সন্মার্গ হইতে বিচ্যুত হন এবং দেবরাজ ইন্দ্র তৎকালে তাঁহাদিগকে বধ করিলে একজনও অবশিষ্ট রহিলেন না।১৫

হে মহারাজ! ক্ষত্রবৃদ্ধের পৌত্র কুশ, তাঁহার পুত্র প্রতি, তাঁহার পুত্র সঞ্জয়, তাঁহার পুত্র জয়, তাঁহার পুত্র কৃত, তাঁহার পুত্র রাজা হর্যবল, তাঁহার পুত্র সহদেব, তাঁহার পুত্র হীন, তাঁহার পুত্র জয়সেন, তাঁহার পুত্র সংকৃতি

সংকৃতিস্তস্য চ জয়ঃ ক্ষত্রধর্ম্মা মহারথঃ।
ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়া ভূপাঃ ইমে শৃণ্বথ নাহুষান্॥১৭

তস্য সংকৃতিঃ, তস্য জয়ঃ, তস্য ক্ষত্রধর্ম্মা ইতি ইমে ক্ষত্রবৃদ্ধান্বয়াঃ ভূপাঃ আসন্। অথ নাহুষান্ শৃণু॥১৬-১৭

এবং সংকৃতির পুত্র ক্ষত্রধর্মনিষ্ঠ মহারথ জয়। এই সকল রাজা সকলেই ক্ষত্রবৃদ্ধের বংশজাত। হে মহারাজ! সম্প্রতি নহুষের সন্তানগণের কথা শ্রবণ করুন।১৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।১৭

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

## অষ্টাদশঃ অধ্যায়ঃ

[ যযাতিচরিতকথনম্। ]

শ্রীশুক উবাচ।
যতির্যযাতিঃ সংযাতিরায়তির্বিয়তিঃ কৃতিঃ।
ষড়িমে নহুষস্যাসন্নিন্দ্রিয়াণীব দেহিনঃ॥১

রাজ্যং নৈচ্ছদ্ যতিঃ পিত্রা দত্তং তৎপরিণামবিৎ।
যত্র প্রবিষ্টঃ পুরুষ আত্মানং নাববুধ্যতে॥২

**অন্বয়ঃ**

শ্রীশুকঃ উবাচ। দেহিনঃ (বশবর্ত্তিত্বাৎ কার্য্যসাধকানি) ইন্দ্রিয়াণি ইব নহুষস্য যতিঃ, যযাতিঃ, সংযাতিঃ, আয়তিঃ, বিয়তিঃ, কৃতিঃ ইতি ইমে ষট্ বশবর্ত্তিনঃ পুত্রাঃ আসন্॥১

যত্র রাজ্যাদিভোগে প্রবিষ্টঃ পুরুষঃ আত্মানং পরমাত্মানং চ ন অববুধ্যতে, তৎ তস্য রাজ্যস্য পরিণামং নরকাদি-দুঃখহেতুত্বং বেত্তি ইতি পরিণামবিৎ যতিঃ জ্যেষ্ঠঃ পুত্রঃ পিত্রা নহুষেণ দত্তম্ অপি রাজ্যং ন ঐচ্ছৎ॥২

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

[ যযাতি চরিত কথন। ]

শুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! দেহধারী পুরুষের ছয় ইন্দ্রিয়ের (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ত্বক্ ও মনঃ) তুল্য রাজা নহুষের যতি, যযাতি, সংযাতি, আয়তি, বিয়তি ও কৃতিনামক ছয়টি পুত্র হয়।১

রাজ্যে প্রবিষ্ট হইলে অর্থাৎ রাজা হইলে পুরুষের আত্মজ্ঞান লুপ্ত হয় বলিয়া, পিতা নহুষ রাজ্য দান করিলেও উহার অনর্থকারিতা বুঝিতে পারিয়া যতি রাজ্যভার গ্রহণ করিতে হইলেন না।২

পিতরি ভ্রংশিতে স্থানাদিন্দ্রাণ্যা ধর্ষণাদ্ দ্বিজৈঃ।
প্রাপিতেঽজগরত্বং বৈ যযাতিরভবন্নৃপঃ ॥৩

চতস্‌স্বাদিশদ্ দিক্ষু ভ্রাতৄন্ ভ্রাতা যবীয়সঃ।
কৃতদারো জুগোপোর্বীং কাব্যস্য বৃষপর্বণঃ ॥৪

রাজোবাচ।

ব্রহ্মর্ষির্ভগবান্ কাব্যঃ ক্ষত্রবন্ধুশ্চ নাহুষঃ।
রাজন্যবিপ্রয়োঃ কস্মাদ্ বিবাহঃ প্রাতিলোমিকঃ ॥৫

ইন্দ্রাণ্যাঃ শচ্যাঃ ধর্ষণাৎ ভোগাভিলাষ-দোষাৎ দ্বিজৈঃ অগস্ত্যাদিভিঃ পিতরি নহুষে স্থানাৎ স্বর্গাগ্যধিকারাৎ ভ্রংশিতে তথা অজগরত্বং প্রাপিতে সতি যযাতিঃ এব নৃপঃ অভবৎ ॥৩

সঃ ভ্রাতা যযাতিঃ যবীয়সঃ কনিষ্ঠান্ চতুরঃ ভ্রাতৄন্ সংযাতি-প্রভৃতীন্ চতস্‌সু দিক্ষু আদিশৎ পালনার্থং নিযুক্তবান্। স্বয়ং তু কাব্যস্য শুক্রস্য বৃষপর্ব্বণঃ দানবস্য চ কন্যাভ্যাং কৃতদারঃ সন্ উর্ব্বীং পৃথ্বীং জুগোপ পালয়ামাস ॥৪

রাজা পরীক্ষিৎ উবাচ। ভগবান্ কাব্যঃ শুক্রাচার্য্যঃ ব্রহ্মর্ষিঃ তথা নাহুষঃ যযাতিঃ ক্ষত্রবন্ধুঃ ক্ষত্রিয়বরঃ; অতঃ তয়োঃ রাজন্য-বিপ্রয়োঃ প্রাতিলোমিকঃ ( ব্রাহ্মণকন্যায়াঃ ক্ষত্রিয়েণ সহ বিপরীতত্বাৎ ) বিবাহঃ কস্মাৎ অভূৎ ॥৫

স্বর্গরাজ্যপ্রাপ্ত নহুষ শচীদেবীর প্রতি ধৃষ্টোচিত ব্যবহার করায় অগস্ত্যপ্রমুখ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে স্বর্গচ্যুত এবং অজগরত্ব লাভ করাইলে যযাতি রাজা হইয়াছিলেন।৩

যযাতি কনিষ্ঠ চারি ভ্রাতাকে চারিদিকের শাসন কার্যে আদেশ করিয়া স্বয়ং শুক্রাচার্য্য ও বৃষপর্বার কন্যা দেবযানী ও শর্মিষ্ঠাকে বিবাহ করিয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন।৪

শ্রীপরীক্ষিৎ বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! ভগবান্ শুক্রাচার্য্য ব্রহ্মর্ষি আর যযাতি ক্ষত্রিয়, এ অবস্থায় ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের এই প্রতিলোম বিবাহ কি কারণে হইয়াছিল?।৫

শ্রীশুক উবাচ।

একদা দানবেন্দ্রস্য শর্মিষ্ঠা নাম কন্যকা।
সখীসহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্র্যা চ ভামিনী ॥৬

দেবযান্যা পুরোদ্যানে পুষ্পিতদ্রুমসঙ্কুলে।
ব্যচরৎ কলগীতালিনলিনীপুলিনেঽবলা ॥৭

তা জলাশয়মাসাদ্য কন্যাঃ কমললোচনাঃ।
তীরে ন্যস্য দুকূলানি বিজহ্রুঃ সিঞ্চতীর্মিথঃ ॥৮

শ্রীশুকঃ উবাচ। দানবেন্দ্রস্য বৃষপর্ব্বণঃ কন্যা অবলা ভামিনী শর্ম্মিষ্ঠা নাম কন্যকা একদা সখীসহস্র-সংযুক্তা তথা গুরুপুত্র্যা দেবযান্যা চ সংযুক্তা সতী পুষ্পিতৈঃ দ্রুমৈঃ সঙ্কুলে ব্যাপ্তে, কলম্ অব্যক্তং মধুরং গীতং যেষাং তে অলয়ঃ ভৃঙ্গাঃ যেষু তানি নলিনী-পুলিনানি যস্মিন্ পুরোদ্যানে ব্যচরৎ ॥৬-৭

তাঃ শর্ম্মিষ্ঠাদয়ঃ কমল-লোচনাঃ কন্যা জলাশয়ম্ আসাদ্য প্রাপ্য তীরে দুকূলানি ন্যস্য নিধায় তস্মিন্ প্রবিশ্য মিথঃ সিঞ্চতীঃ সিঞ্চন্ত্যঃ বিজহ্রুঃ বিহারং চক্রুঃ ॥৮

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! এক সময়ে দানবরাজ বৃষপর্বার কন্যা সহস্র সখীদ্বারা পরিবৃতা হইয়া গুরু শুক্রাচার্য্যের কন্যা দেবযানীর সহিত পুষ্পশোভাযুক্ত বৃক্ষরাজিসঙ্কুল পুরোদ্যানে ভ্রমরগুঞ্জনমুখর পদ্ম-পুষ্প-শোভিত সরোবরের তীরে বিচরণ করিতেছিলেন।৬-৭

তৎকালে কমলনয়না সেই কন্যাগণ সরোবরের তীরে যাইয়া সেখানে নিজ নিজ পরিহিত বস্ত্র রাখিয়া জলে অবতরণপূর্বক পরস্পর জলসিঞ্চন করিয়া বিহার করিয়াছিলেন।৮

বীক্ষ্য ব্রজন্তং গিরিশং সহ দেব্যা বৃষস্থিতম্।
সহসোত্তীর্য্য বাসাংসি পর্য্যধুর্ব্রীড়িতাঃ স্ত্রিয়ঃ ॥৯

শর্মিষ্ঠা জানতী বাসো গুরুপুত্র্যাঃ সমব্যয়ৎ।
স্বীয়ং মত্বা প্রকুপিতা দেবযানীদমব্রবীৎ ॥১০

অহো নিরীক্ষ্যতামস্যা দাস্যাঃ কর্ম হ্যসাম্প্রতম্।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শুনীব হবিরধ্বরে ॥১১

যৈরিদং তপসা সৃষ্টং মুখং পুংসঃ পরস্য যে।
ধার্য্যতে যৈরিহ জ্যোতিঃ শিবঃ পন্থাঃ প্রদর্শিতঃ ॥১২

যান্ বন্দন্ত্যুপতিষ্ঠন্তে লোকনাথাঃ সুরেশ্বরাঃ।
ভগবানপি বিশ্বাত্মা পাবনঃ শ্রীনিকেতনঃ ॥১৩

বয়ং তত্রাপি ভৃগবঃ শিষ্যোঽস্যা নঃ পিতাসুরঃ।
অস্মদ্ধার্য্যং ধৃতবতী শূদ্রো বেদমিবাসতী ॥১৪

তদা দেব্যা উময়া সহ বৃষে নন্দীশ্বরে স্থিতং ব্রজন্তং গিরিশং বীক্ষ্য দৃষ্ট্বা ব্রীড়িতাঃ সত্যঃ স্ত্রিয়ঃ সহসা আশু উত্তীর্য্য তীরে উত্থায় বাসাংসি পর্য্যধুঃ ধৃতবত্যঃ ॥৯

তদা শর্ম্মিষ্ঠা অজানতী গুরুপুত্র্যাঃ দেবযান্যাঃ বাসঃ স্বীয়ং মত্বা সমব্যয়ৎ পর্য্যধাৎ। ততঃ দেবযানী শর্ম্মিষ্ঠা পরিধৃতং বাসঃ স্বীয়ং স্বকীয়ং মত্বা প্রকুপিতা সতী ইদং বক্ষ্যমাণম্ অব্রবীৎ ॥১০

অহো অস্যাঃ দাস্যাঃ অসাম্প্রতম্ অযুক্তং কর্ম্ম নিরীক্ষ্যতাম্; যৎ অস্মদ্ধার্য্যং বাসঃ তদ্ধৃতবতী। যথা অধ্বরে হবিঃ গ্রহীতুম্ অনর্হা শুনীব ॥১১

যৈঃ ব্রহ্মাদিভিঃ প্রজাপতিভিঃ ব্রাহ্মণৈঃ ইদং বিশ্বং তপসা তপোবলেন সৃষ্টম্; যে চ ব্রাহ্মণাঃ পরস্য পুংসঃ ভগবতঃ মুখং শ্রেষ্ঠাঃ এব; ইহ সংসারে যৈঃ ব্রাহ্মণৈঃ জ্যোতিঃ স্বয়ং প্রকাশরূপং পরং ব্রহ্ম উপাস্যতয়া হৃদি ধার্য্যতে, যৈঃ চ শিবঃ ক্ষেমকরঃ পন্থাঃ বৈদিকমার্গঃ প্রদর্শিতঃ প্রবর্ত্তিতঃ ইতি ॥১২

যান্ ব্রাহ্মণান্ সুরেশ্বরাঃ ইন্দ্রাদয়ঃ লোকনাথাঃ বন্দন্তি প্রণমন্তি, উপতিষ্ঠন্তি স্তুবন্তি চ; কিং বহুনা, বিশ্বাত্মা পাবনঃ পবিত্রকারকঃ শ্রীনিকেতনঃ ভগবান্ বিষ্ণুঃ অপি যান্ প্রণমতি ॥১৩

তত্র তেষু অপি বয়ং ভৃগবঃ (যস্য ভৃগোঃ পাদতাড়নম্ অপি ভগবান্ সেহে) তদ্বংশীয়াঃ সর্ব্ব-ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠাঃ। এবম্ অস্যাঃ পিতা অপি নঃ অস্মাকং শিষ্যঃ অসুরঃ এবম্ অসুরপুত্রীত্বাৎ অসতী ইয়ম্, শূদ্রঃ বেদম্ ইব অস্মদ্ধার্য্যং বাসঃ ধৃতবতী ॥১৪

এরূপ সময় ভগবান্ শঙ্করকে পার্বতীর সহিত বৃষে আরোহণ করিয়া নিকটস্থিত পথে যাইতে দেখিয়া কন্যাগণ লজ্জাবশতঃ সত্বর তীরে আসিয়া বস্ত্র পরিধান করিয়াছিলেন।৯

তৎকালে ব্যস্ততাবশতঃ শর্মিষ্ঠা না জানিয়া গুরুকন্যার বস্ত্রকেই নিজ বস্ত্র মনে করিয়া পরিধান করিলে দেবযানী ক্রুদ্ধা হইয়া এরূপ বলিয়াছিলেন।১০

অহো! তোমরা এই দাসীর অন্যায় কার্য লক্ষ্য কর। কুক্কুরী যেরূপ যজ্ঞের হবিঃ গ্রহণ করে, এই দাসীও সেরূপ আমার পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে।১১

যাঁহারা তপস্যাদ্বারা এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা পরম পুরুষ বিষ্ণুর মুখস্বরূপ, যাঁহারা জ্যোতির্ময় ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হন, যাঁহারা মঙ্গলময় বেদমার্গের প্রদর্শক এবং লোকপালকশ্রেষ্ঠ দেবতাগণ এমন কি লোকপাবন বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরিও যাঁহাদের বন্দনা করেন, সেই ব্রাহ্মণগণ সাধারণতই পূজ্য, তন্মধ্যে আমরা আবার ভৃগুবংশীয় বলিয়া বিশেষ সম্মানভাজন। এই দাসীর পিতা অসুর বৃষপর্বা আমাদের শিষ্য। এ অবস্থায় শূদ্রের বেদধারণের ন্যায় এই অসতী আমাদের পরিধেয় বস্ত্র পরিধান করিয়াছে।১২-১৪

এবং শপন্তীং শর্মিষ্ঠা গুরুপুত্রীমভাষত।
রুষা শ্বসন্ত্যুরঙ্গীব ধর্ষিতা দষ্টদচ্ছদা ॥১৫

আত্মবৃত্তমবিজ্ঞায় কত্থসে বহু ভিক্ষুকি।
কিং ন প্রতীক্ষসেঽস্মাকং গৃহান্ বলিভুজো যথা ॥১৬

এবংবিধৈঃ সুপরুষৈঃ ক্ষিপ্ত্বাচার্য্যসুতাং সতীম্।
শর্মিষ্ঠা প্রাক্ষিপৎ কূপে বাস আদায় মন্যুনা ॥১৭

এবং শপন্তীং তিরস্কুর্বন্তীং গুরুপুত্রীং দেবযানীং দষ্টঃ দচ্ছদঃ অধরোষ্ঠঃ যয়া সা রুষা ক্রোধেন ধর্ষিতা পাদাক্রান্তা উরগী সর্পিণী ইব শ্বসন্তী সতী শর্ম্মিষ্ঠা অভাষত ॥১৫

হে ভিক্ষুকি! ত্বম্ আত্মবৃত্তম্ অবিজ্ঞায় অনমুসন্ধায় বহুধা কত্থসে আত্মানং শ্লাঘসে। যথা বলিভুজং বায়সাঃ শ্বানঃ বা তথা ত্বম্ অস্মাকং গৃহান্ জীবনার্থং কিং ন প্রতীক্ষসে? ॥১৬

এবংবিধৈঃ অন্যৈঃ অপি সুপরুষৈঃ বচোভিঃ সতীং পূজ্যাম্ আচার্য্যসুতাং দেবযানীং ক্ষিপ্ত্বা উপালভ্য মন্যুনা ক্রোধেন তৎপরিহিতং বাসঃ বস্ত্রম্ আদায় কূপে তাং প্রাক্ষিপৎ পাতয়ামাস ॥১৭

অথ তস্যাং শর্ম্মিষ্ঠায়াং স্বগৃহং প্রতি গতায়াং সত্যাং

গুরুকন্যা দেবযানীর এরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলে শর্মিষ্ঠা ক্রোধভরে আহতা ভুজঙ্গীর ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে ওষ্ঠ দংশনপূর্বক দেবযানীকে এরূপ বলিয়াছিল।১৫

হে ভিক্ষুকি! তুমি নিজের বৃত্তান্ত না জানিয়াই বহুভাবে আত্মপ্রশংসা করিতেছ, পরন্তু তুমি কি কাকের ন্যায় আমাদের গৃহের প্রত্যাশা কর না?।১৬

শর্মিষ্ঠা ক্রোধবশতঃ সতী দেবযানীকে এরূপ কর্কশ বাক্যে তিরস্কার করিয়া তাহার বস্ত্র কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছিলেন।১৭

তস্যাং গতায়াং স্বগৃহং যযাতির্মৃগয়াং চরন্।
প্রাপ্তো যদৃচ্ছয়া কূপে জলার্থী তাং দদর্শ হ ॥১৮

দত্ত্বা স্বমুত্তরং বাসস্তস্যৈ রাজা বিবাসসে।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিমুজ্জহার দয়াপরঃ ॥১৯

তং বীরমাহৌশনসী প্রেমনির্ভরয়া গিরা।
রাজংস্ত্বয়া গৃহীতো মে পাণিঃ পরপুরঞ্জয়ঃ ॥২০

মৃগয়াং চরন্ জলার্থী যযাতিঃ যদৃচ্ছয়া অকস্মাৎ এব তত্র প্রাপ্তঃ সন্ কূপে তাং দেবযানীং নগ্নাং দদর্শ ॥১৮

দয়াপরঃ রাজা তস্যৈ বিবাসসে দেবযান্যৈ স্বম্ উত্তরীয়ং বাসঃ দত্ত্বা পাণিনা তৎপাণিং গৃহীত্বা তাং কূপাৎ উজ্জহার নিঃসারিতবান্ ॥১৯

তম্ আত্মানম্ উদ্ধৃতবন্তং বীরং যযাতিম্ ঔশনসী কাব্যকন্যা দেবযানী প্রেম্ণা পূর্ণয়া গিরা আহ যথা—হে রাজন্! পরপুরঞ্জয়! (পরেষাং শত্রূণাং পুরাণি জয়তীতি) হি যতঃ তে ত্বয়া মম পাণিঃ গৃহীতঃ তস্মাৎ ত্বয়া গৃহীতায়াঃ মে মম হস্তগ্রাহকঃ ত্বত্তঃ অপরঃ পুরুষঃ মা ভূৎ। হে বীর! নৌ আবয়োঃ এষঃ ভর্ত্তৃভার্য্যারূপঃ সম্বন্ধঃ ঈশকৃতঃ এব, ন পৌরুষঃ পুরুষসম্পাদিতঃ। যৎ যস্মাৎ কূপ-মগ্নায়াঃ মম

অনন্তর শর্মিষ্ঠা গৃহে চলিয়া গেলে রাজা যযাতি বনে মৃগয়া করিতে করিতে দৈবাৎ সেখানে উপস্থিত হইয়া জলের জন্যে কূপের নিকট আসিয়াই দেবযানীকে দেখিতে পাইলেন।১৮

তখন দয়ালু রাজা বিবস্ত্রা দেবযানীকে পরিধানের জন্য নিজ উত্তরীয় বস্ত্রটি দান করিয়া নিজ হস্তদ্বারা তাঁহার হস্তধারণপূর্বক কূপ হইতে উদ্ধার করিলেন।১৯

শুক্রকন্যা দেবযানী অনন্তর প্রেমপূর্ণ বাক্যে যযাতিকে বলিলেন—হে শত্রুপুরবিজয়ি মহারাজ! আপনি আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন।২০

হস্তগ্রাহোঽপরো মা ভূদ্ গৃহীতায়াস্ত্বয়া হি মে।
এষ ঈশকৃতো বীর সম্বন্ধো নৌ ন পৌরুষঃ।
যদিদং কূপমগ্নায়া ভবতো দর্শনং মম ॥২১
ন ব্রাহ্মণো মে ভবিতা হস্তগ্রাহো মহাভুজ।
কচস্য বার্হস্পত্যস্য শাপাদ্ যমশপং পুরা ॥২২
যযাতিরনভিপ্রেতং দৈবোপহৃতমাত্মনঃ।
মনস্তু তদ্গতং বুদ্ধ্বা প্রতিজগ্রাহ তদ্বচঃ ॥২৩

ইদম্ অসম্ভাবিতং ভবতঃ দর্শনং জাতম্ ইতি ॥২০-২১

হে মহাভুজ! মে মম হস্তগ্রাহঃ ভর্ত্তা ব্রাহ্মণঃ ন ভবিতা ন ভবিষ্যতি। বার্হস্পত্যস্য বৃহস্পতি-সুতস্য কচস্য শাপাৎ; যং কচম্ অহং পুরা প্রথমম্ অশপম্ ॥২২

ততঃ যযাতিঃ অনভিপ্রেতম্ অপি দৈবোপহৃতম্ ঈশ্বরেচ্ছয়া প্রাপিতং বুদ্ধা তথা তদ্গতং তস্যাম্ আসক্তম্ আত্মনঃ মনঃ চ বুদ্ধা ( ন চ অধর্ম্মে মদীয়ং মনঃ প্রবর্ত্ততে ইতি নিশ্চিত্য ) তস্য বচঃ জগ্রাহ ( পিতা দাস্যতি চেৎ যথা তর্হি ত্বাম্ অঙ্গীকরিষ্যামি ইত্যুক্তবান্ ) ॥২৩

বীরে রাজনি যযাতৌ গতে সতি সা দেবযানী তত্র ততঃ

অতএব আপনি আমাকে গ্রহণ করায় অপর কেহ যেন আমার পাণিগ্রহণ না করে। আমি কূপমগ্না হইলে আপনি যে আমাকে দেখিতে পাইলেন—ইহা দৈবেরই ঘটনা—পরন্তু মনুষ্যকৃত নহে, অতএব ( আমাদের এই প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ হইলেও) এ সম্বন্ধ ঈশ্বরেরই কৃত, মানুষের নহে। হে মহাভুজ! আমি পূর্বে যাহাকে শাপ দিয়াছিলাম, বৃহস্পতির পুত্র সেই কচের অভিশাপে কোন ব্রাহ্মণ আমার পাণিগ্রহণ করিবেন না।২১-২২

এরূপ বিবাহ অশাস্ত্রীয় বলিয়া অনভিপ্রেত হইলেও রাজা যযাতি ইহা দৈবকর্তৃক প্রাপিত বলিয়া মনে করিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার আর্যচিত্ত কখনও অধর্মমার্গে প্রবৃত্ত হয় না বলিয়া এস্থলে তিনি দেবযানীর প্রতি চিত্তের অনুরাগ উপলব্ধি করিয়া (আর্যচিত্তের সম্মতিরূপ প্রমাণবলেই) দেবযানীর প্রস্তাববাক্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।২৩

গতে রাজনি সা বীরে তত্র স্ম রুদতী পিতুঃ।
ন্যবেদয়ৎ ততঃ সর্ব্বমুক্তং শর্মিষ্ঠয়া কৃতম্ ॥২৪
দুর্মনা ভগবান্ কাব্যঃ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্।
স্তুবন্ বৃত্তিং চ কাপোতীং দুহিত্রা স যযৌ পুরাৎ ॥২৫
বৃষপর্বা তমাজ্ঞায় প্রত্যনীকবিবক্ষিতম্।
গুরুং প্রসাদয়ন্ মূর্দ্ধ্না পাদয়োঃ পতিতঃ পথি ॥২৬

রুদতী পিতুঃ সমীপম্ এত্য ততঃ শর্ম্মিষ্ঠয়া কৃতং কূপ-প্রক্ষেপাদিকং তথা উক্তং ভিক্ষুকীত্যাদি সর্ব্বং ন্যবেদয়ৎ বিজ্ঞাপিতবতী ॥২৪

তৎ শ্রুত্বা বিবেকী ভগবান্ কাব্যঃ শুক্রঃ দুর্ম্মনাঃ দুঃখিতচিত্তঃ সন্ পৌরোহিত্যং বিগর্হয়ন্ নিন্দন্ কাপোতীম্ উঞ্ছবৃত্তিং স্তুবন্ দুহিত্রা সহ বৃষপর্ব্বণঃ পুরাৎ যযৌ নিশ্চক্রাম ॥২৫

ততঃ বৃষপর্ব্বা প্রত্যনীক-বিবক্ষিতং ( প্রত্যনীকাঃ দেবাঃ বিবক্ষিতাঃ জয়ং প্রাপণীয়াঃ ইতি অভিপ্রেতং যস্য তথাভূতং ) তং গুরুম্ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বা পথি গচ্ছন্তং তং প্রসাদয়ন্ মূর্দ্ধ্না তস্য পাদয়োঃ পতিতঃ ॥২৬

অনন্তর বীর যযাতি চলিয়া গেলে দেবযানী সেখানে রোদন করিতে করিতে পিতা শুক্রাচার্যের নিকট শর্মিষ্ঠার কৃত সকল আচরণের কথা নিবেদন করিলেন।২৪

তখন শুক্রাচার্য মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পৌরোহিত্য-বৃত্তির নিন্দা এবং উঞ্ছবৃত্তির প্রশংসা করিতে করিতে দৈত্যপুরী হইতে অন্যত্র যাত্রা করিয়াছিলেন।২৫

তখন বৃষপর্বা বুঝিতে পারিলেন যে, শুক্র দেবতাগণের বিজয়সম্পাদনই সম্প্রতি গুরু শুক্রাচার্যের অভিপ্রেত হইয়াছে, এ অবস্থায় তিনি তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য পথিমধ্যে অবনত-মস্তকে শুক্রাচার্যের পদযুগলে পতিত হইলেন।২৬

ক্ষণার্ধমন্যুর্ভগবান্ শিষ্যং ব্যাচষ্ট ভার্গবঃ।
কামোঽস্যাঃ ক্রিয়তাং রাজন্ নৈনাং ত্যক্তু-
মিহোৎসহে ॥২৭
তথেত্যবস্থিতে প্রাহ দেবযানী মনোগতম্।
পিত্রা দত্তা যতো যাস্যে সানুগা যাতু মামনু ॥২৮
স্বানাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য চ গৌরবম্।
দেবযানীং পর্য্যচরৎ স্ত্রীসহস্রেণ দাসবৎ ॥২৯

ক্ষণার্দ্ধম্ এব মন্যুঃ ক্রোধঃ যস্য সঃ ভগবান্ বিবেকী সমর্থঃ ভার্গবঃ কাব্যঃ শিষ্যং বৃষপর্ব্বাণং ব্যাচষ্ট অব্রবীৎ যথা—হে রাজন্! অস্যাঃ কন্যায়াঃ কামঃ ক্রিয়তাম্ অন্যথা এনাং ত্যক্তুম্ উদাসীনাং কর্ত্তুং ন উৎসহে ॥২৭

তথৈব অস্তু ইত্যঙ্গীকৃত্য বৃষপর্বণি অবস্থিতে সতি দেবযানী স্বং মনোগতং প্রাহ যথা—পিত্রা দত্তা সতী অহং যতঃ যত্র যাস্যে গমিষ্যামি, তত্র ইয়ং শর্ম্মিষ্ঠা সানুগা স্বসখীসহিতা মাম্ অনুযাতু মদ্দাস্যং কর্ত্তুম্ অনুগচ্ছতু ॥২৮

ততঃ পিত্রা বৃষপর্বণা দেবযান্যৈ দত্তা সানুগা শর্মিষ্ঠা তদা স্বানাং পিত্রাদীনাং তৎ সঙ্কটং বীক্ষ্য তদর্থস্য তথা দেবযানী-সম্মাননাৎ চ তেষাম্ অর্থস্য কার্য্যস্য গৌরবং বীক্ষ্য স্ত্রীসহস্রেণ সহ দাসীবৎ দেবযানীং পর্য্যচরৎ ॥২৯

ভগবান্ শুক্রাচার্যের ক্রোধ অর্ধক্ষণমাত্র স্থায়ী হওয়ায় অনন্তর তিনি শিষ্য বৃষপর্বাকে বলিলেন—হে রাজন্! আমি আমার কন্যাকে ত্যাগ করিতে পারি না, অতএব তুমি ইহার অভিলাষ পূরণ কর।২৭

বৃষপর্বা তাহা স্বীকার করিলে দেবযানী নিজের মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন—আমি পিতৃকর্তৃক প্রদত্তা হইয়া যেখানে যাইব, শর্মিষ্ঠাও নিজ সহচরীগণের সহিত তথায় আমার অনুগমন করিবে।২৮

শুক্রাচার্য চলিয়া গেলে নিজেদের সঙ্কট, আর তিনি থাকিলে নিজেদের গুরুতর কার্যসিদ্ধি বিবেচনা করিয়া পিতা বৃষপর্বা সহচরীগণের সহিত শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর হস্তে অর্পণ করিলে শর্মিষ্ঠা সহস্রসংখ্যক সহচরীর সহিত স্বয়ং দাসীর ন্যায় দেবযানীর পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।২৯

নাহুষায় সুতাং দত্ত্বা সহ শর্মিষ্ঠয়োশনা।
তমাহ রাজঞ্ছর্মিষ্ঠামধাস্তল্পে ন কর্হিচিৎ ॥৩০
বিলোক্যৌশনসীং রাজঞ্ছর্মিষ্ঠা সপ্রজাং ক্বচিৎ।
তমেব বব্রে রহসি সখ্যাঃ পতিমৃতৌ সতী ॥৩১
রাজপুত্র্যার্থিতোঽপত্যে ধর্মং চাবেক্ষ্য ধর্মবিৎ।
স্মরঞ্ছুক্রবচঃ কালে দিষ্টমেবাভ্যপদ্যত ॥৩২

হে রাজন্! ততশ্চ উশনাঃ শুক্রঃ শর্মিষ্ঠয়া সহ সুতাং দেবযানীং নাহুষায় যযাতয়ে দত্ত্বা তল্পে শয্যায়াং শর্মিষ্ঠাং কর্হিচিৎ অপি ন অধাঃ নোপগচ্ছেঃ ইতি তং যযাতিম্ আহ ॥৩০

ততঃ হে রাজন্! কদাচিৎ শর্মিষ্ঠা ঔশনসীং দেবযানীং সপ্রজাং পুত্রবতীং বিলোক্য স্বয়ম্ অপি ঋতৌ সতী সখ্যাঃ দেবযান্যাঃ পতিং তং যযাতিম্ এব বব্রে (অপত্যার্থং প্রার্থিতবতী) ॥৩১

এবম্ অপত্যে অপত্যার্থং রাজপুত্র্যা শর্মিষ্ঠয়া অর্থিতঃ প্রার্থিতঃ ধর্ম্মবিৎ যযাতিঃ ধর্ম্মম্ অবেক্ষ্য (অপত্যার্থম্ ঋতুকালে প্রার্থ্যমানায়াঃ কামপূরণং ধর্ম্মঃ এব ইতি বিচার্য্য) শুক্রবচঃ স্মরন্ অপি কালে ঋতুকালে দিষ্টং দৈবপ্রাপিতং তৎসঙ্গমম্

ভগবান্ শুক্রাচার্য শর্মিষ্ঠার সহিত নিজ কন্যাকে যযাতির নিকট সম্প্রদান করিয়া বলিলেন—হে রাজন্! তুমি কখনও শর্মিষ্ঠাকে নিজ শয্যায় স্থান দিতে পারিবে না।৩০

হে মহারাজ! কিছুকাল পরে শর্মিষ্ঠা দেবযানীকে পুত্রবতী দেখিয়া নিজ ঋতুকালে সখীর পতি যযাতিকেই পুত্রোৎপাদনের জন্য নির্জনে প্রার্থনা জানাইলেন।৩১

দৈত্যরাজকন্যা শর্মিষ্ঠা সন্তানোৎপাদনের জন্য প্রার্থনা করিলে শুক্রাচার্যের নিষেধ বাক্য স্মরণ

যদুং চ তুর্বসুং চৈব দেবযানী ব্যজায়ত।
দ্রুহ্যুং চানুং চ পূরুং চ শর্মিষ্ঠা বার্ষপর্বণী ॥৩৩

গর্ভসম্ভবমাসুর্য্যা ভর্তুর্বিজ্ঞায় মানিনী।
দেবযানী পিতুর্গেহং যযৌ ক্রোধবিমূর্চ্ছিতা ॥৩৪

প্রিয়ামনুগতঃ কামী বচোভিরুপমন্ত্রয়ন্।
ন প্রসাদয়িতুং শেকে পাদসংবাহনাদিভিঃ ॥৩৫

অভ্যপদ্যত প্রাপ ॥৩২

যদুং তুর্ব্বসুং চ দ্বৌ পুত্রৌ দেবযানী ব্যজায়ত সুষুবে। তথা বার্ষপর্ব্বণী শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্যুম্ অনুং পূরুং চ ইতি ত্রীন্ সুতান্ ব্যজায়ত ॥৩৩

মানিনী দেবযানী ভর্ত্তুঃ সকাশাৎ আসুর্য্যাঃ অসুরকন্যায়াঃ শর্মিষ্ঠায়াঃ গর্ভসম্ভবং বিজ্ঞায় ক্রোধেন বিমূর্চ্ছিতা সতী পিতুঃ শুক্রস্য গেহং যযৌ ॥৩৪

কামী যযাতিঃ অপি তাং প্রিয়াং দেবযানীম্ এব অনুগতঃ সন্ মার্গে পাদসংবাহনাদিভিঃ (কায়িকব্যাপারৈঃ) বচোভিঃ চ উপমন্ত্রয়ন্ প্রসাদয়িতুং ন শেকে ॥৩৫

(দেবযান্যা নিবেদিত-বৃত্তান্তঃ) শুক্রঃ কুপিতঃ সন্ হে স্ত্রীকাম! স্ত্রীলোভিন্! হে অনৃতপ্রতিজ্ঞ! হে মন্দ! নৃণাং

করিয়াও ধর্মজ্ঞ যযাতি উক্ত প্রার্থনা পূরণ ধর্ম বলিয়া বিবেচনা করিয়া যথাকালে সেই দৈবপ্রাপ্ত ঘটনা স্বীকার করিয়াছিলেন।৩২

দেবযানী যদু ও তুর্বসু এই দুই পুত্র, এবং শর্মিষ্ঠা দ্রুহ্যু, অনু ও পূরু—এই তিন পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন।৩৩

মানিনী দেবযানী নিজস্বামী হইতে শর্মিষ্ঠার সন্তানোৎপত্তির কথা জানিতে পারিয়া ক্রোধে হত হইয়া পিতার গৃহে চলিয়া গেলেন।৩৪

কামুক যযাতি নানারূপ অনুনয় বাক্যে পত্নীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে তাঁহার অনুগমন করিলেন, পরন্তু পদসেবাদি দ্বারাও তাঁহাকে প্রসন্না করিতে পারিলেন না।৩৫

তখন শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হইয়া যযাতিকে

শুক্রস্তমাহ কুপিতঃ স্ত্রীকামানৃতপুরুষ।
ত্বাং জরা বিশতাং মন্দ বিরূপকরণী নৃণাম্ ॥৩৬

যযাতিরুবাচ।

অতৃপ্তোঽস্ম্যদ্য কামানাং ব্রহ্মন্ দুহিতরি স্ম তে।
ব্যত্যস্যতাং যথাকামং বয়সা যোঽভিধাস্যতি ॥৩৭

ইতি লব্ধব্যবস্থানঃ পুত্রং জ্যেষ্ঠমবোচত।
যদো তাত প্রতীচ্ছেমাং জরাং দেহি নিজং বয়ঃ ॥৩৮

বিরূপকারিণী জরা ত্বাং বিশতাং প্রবিশতু ইতি ॥৩৬

(এবং শুক্রশাপং শ্রুত্বা) যযাতিঃ উবাচ। হে ব্রহ্মন্! তে তব দুহিতরি কামানাং কামভোগৈঃ অহম্ অদ্যপর্য্যন্তম্ অতৃপ্তঃ অস্মি। (এবম্ উক্তঃ শুক্রঃ আহ)। যস্ত্বেবং ত্বহি যঃ কশ্চিৎ তব প্রিয়ঃ পুত্রঃ জরাম্ অভিধাস্যতি ধারয়িষ্যতি, তস্য বয়সা যৌবনেন যথাকামং যথেচ্ছং তাং জরাং ব্যত্যস্যতাং ব্যত্যসং গময় ॥৩৭

ইতি এবং লব্ধং ব্যবস্থানং জরা-ব্যবস্থিতিঃ যেন সঃ যযাতিঃ জ্যেষ্ঠং পুত্রং যদুম্ অবোচত; যথা—হে তাত বৎস! যদো! ইমাং তব মাতামহেন কৃতাং প্রাপিতাং জরাং ত্বং প্রতীচ্ছ গৃহাণ। নিজং ত্বদীয়ং বয়ঃ যৌবনং মহ্যং দেহি। তেন ভবদীয়েন এবং বয়সা অহং কতিপয়াঃ সমাঃ সংবৎসরান্

বলিলেন—হে স্ত্রী-কামুক মিথ্যাচাররত! হে মূঢ়! মানবগণের সৌন্দর্যহারিণী জরা তোমার দেহে প্রবেশ করুক।৩৬

যযাতি বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আপনার কন্যার উপভোগদ্বারা আমি এখনও কামতৃপ্ত হই নাই। তখন শুক্রাচার্য বলিলেন—হে রাজন্! যে ব্যক্তি তোমার জরা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিবে, তুমি তাহার যৌবনের সহিত যথেচ্ছরূপে নিজ জরার বিনিময় করিবে।৩৭

যযাতি জরাসম্বন্ধে এরূপ ব্যবস্থা লাভ করিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলেন—হে বৎস যদো! তুমি আমার এই জরা গ্রহণ করিয়া আমাকে নিজ যৌবন দান কর।৩৮

মাতামহকৃতাং বৎস ন তৃপ্তো বিষয়েষ্বহম্।
বয়সা ভবদীয়েন রংস্যে কতিপয়াঃ সমাঃ ॥৩৯

যদুরুবাচ।
নোৎসহে জরসা স্থাতুমন্তরা প্রাপ্তয়া তব।
অবিদিত্বা সুখং গ্রাম্যং বৈতৃষ্ণ্যং নৈতি পূরুষঃ ॥৪০

তুর্বসুশ্চোদিতঃ পিত্রা দ্রুহ্যুশ্চানুশ্চ ভারত।
প্রত্যাচখ্যুরধর্মজ্ঞা হ্যনিত্যে নিত্যবুদ্ধয়ঃ ॥৪১

রংস্যে বিষয়সুখম্ অনুভবিষ্যামি। যতঃ বিষয়ভোগেষু অহং ন তৃপ্তঃ অস্মি ॥৩৮-৩৯

যদুঃ উবাচ। তব অন্তরা বয়োমধ্যে এব প্রাপ্তয়া জরসা অহং স্থাতুং ন উৎসহে। যতঃ গ্রাম্যসুখম্ অবিদিত্বা পুরুষঃ বৈতৃষ্ণ্যং বৈরাগ্যং ন প্রাপ্নোতি ॥৪০

হে ভারত! পিত্রা যযাতিনা এবং তুর্ব্বসুঃ দ্রুহ্যুঃ অনুঃ চ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ অপি চোদিতাঃ যৌবনদানায় অনুরুদ্ধাঃ সন্তঃ যদুবৎ প্রত্যাচখ্যুঃ। যতঃ অনিত্যে দেহ-যৌবনাদৌ নিত্যবুদ্ধয়ঃ অতঃ অধর্ম্মজ্ঞাঃ এব তে ॥৪১

তদা যযাতিঃ বয়সা ঊনং কনিষ্ঠম্, অপি গুণাধিকং গুণৈঃ অধিকং তনয়ং পুরুং যৌবনদানায় অপৃচ্ছৎ, যথা—হে বৎস!

হে বৎস! তোমার মাতামহই আমার এই জরার সৃষ্টি করিয়াছেন, পরন্তু আমি এখনও বিষয়-ভোগে তৃপ্ত হইতে পারি নাই; অতএব তোমার যৌবনদ্বারা আরও কতিপয় বৎসর বিহার করিব।৩৯

যদু বলিলেন—হে পিতঃ! আমি এই যৌবনে আপনার জরা গ্রহণ করিয়া অবস্থান করিতে উৎসাহ বোধ করি না। যেহেতু বিষয়-সুখ ভোগ না করিয়া মানুষ বিষয়-বৈরাগ্য লাভ করিতে পারে না।৪০

হে মহারাজ! অনন্তর পিতা যযাতি যথাক্রমে তুর্ব্বসু, দ্রুহ্যু এবং অনুকেও জরাগ্রহণের কথা বলিলে অনিত্য যৌবনাদিতে নিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন ও ধর্মজ্ঞানরহিত সেই সকল পুত্রও পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল।৪১

অপৃচ্ছৎ তনয়ং পূরুং বয়সোনং গুণাধিকম্।
ন ত্বমগ্রজবদ্ বৎস মাং প্রত্যাখ্যাতুমর্হসি ॥৪২

পূরুরুবাচ।
কো নু লোকে মনুষ্যেন্দ্র পিতুরাত্মকৃতঃ পুমান্।
প্রতিকর্ত্তুং ক্ষমো যস্য প্রসাদাদ্ বিন্দতে পরম্ ॥৪৩

উত্তমশ্চিন্তিতং কুর্য্যাৎ প্রোক্তকারী তু মধ্যমঃ।
অধমোঽশ্রদ্ধয়া কুর্য্যাদকর্তোচ্চরিতং পিতুঃ ॥৪৪

অগ্রজবৎ যথাদিবৎ ত্বম্ অপি মাং প্রত্যাখ্যাতুং ন অর্হসি ইতি আহ ॥৪২

পূরুঃ উবাচ। হে মনুষ্যেন্দ্র! যস্য প্রসাদাৎ অনুগ্রহাৎ পরম্ ঐহিকামুষ্মিকং পুরুষার্থং বিন্দতে লভতে, তস্য আত্মকৃতঃ সর্ব্ব-পুরুষার্থ-সাধন-দেহোৎপাদকস্য পিতুঃ প্রতিকর্ত্তুং লোকে কঃ নু পুমান্ ক্ষমঃ সমর্থঃ ?৪৩

যঃ পুত্রঃ পিতুঃ চিন্তিতং মনসা অভিপ্রেতং কুর্য্যাৎ, সঃ উত্তমঃ। যঃ তু প্রোক্তকারী (পিত্রা প্রোক্তং করোতি), সঃ মধ্যমঃ। পিত্রা উক্তং কর্ম্ম অশ্রদ্ধয়া যঃ কুর্য্যাৎ, সঃ অধমঃ। যঃ তু প্রোক্তঃ অপি অকর্ত্তা, সঃ পিতুঃ উচ্চরিতং পুরীষপ্রায়ঃ ত্যাজ্যঃ এব ॥৪৪

ইহার পর যযাতি বয়সে কনিষ্ঠ অথচ অধিক গুণশালী পুত্র পূরুকে বলিলেন—হে বৎস! তুমি অগ্রজগণের ন্যায় আমাকে প্রত্যাখ্যান করিতে পার না।৪২

পূরু বলিলেন—হে মহারাজ! যাঁহার অনুগ্রহে মানব পরম পদ লাভ করে, ইহলোকে কোন্ ব্যক্তি সেই জন্মদাতা পিতার উপকারের প্রত্যুপকার করিতে পারে ?৪৩

যে পুত্র পিতার চিন্তিত কার্য নিজ হইতেই সম্পাদন করে, সে উত্তম; যে পুত্র পিতার আদেশ পাইয়া কার্য করে, সে মধ্যম; যে পুত্র অশ্রদ্ধার সহিত পিতার আদিষ্ট কার্য করে, সে অধম; আর যে পুত্র পিতার আদেশ পাইয়াও কার্য করে না,

ইতি প্রমুদিতঃ পূরুঃ প্রত্যগৃহ্লাজ্জরাং পিতুঃ।
সোঽপি তদ্বয়সা কামান্ যথাবজ্জুজুষে নৃপঃ॥৪৫

সপ্তদ্বীপপতিঃ সম্যক্ পিতৃবৎ পালয়ন্ প্রজাঃ।
যথোপজোষং বিষয়াঞ্জুজুষেঽব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ॥৪৬

দেবযান্যপ্যনুদিনং মনোবাগ্দেহবস্তুভিঃ।
প্রেয়সঃ পরমাং প্রীতিমুবাহ প্রেয়সী রহঃ॥৪৭

ইতি এবম্ উক্ত্বা প্রমুদিতঃ হর্ষযুক্তঃ পূরুঃ স্বীয়ং যৌবনং পিত্রে দত্ত্বা পিতুঃ জরাং প্রত্যগৃহ্লাৎ। ততঃ সঃ নৃপঃ যযাতিঃ অপি তদ্দত্তেন বয়সা যৌবনেন যথাবৎ যথাসুখং কামান্ বিষয়ান্ জুজুষে সেবিতবান্। অব্যাহতেন্দ্রিয়ঃ সপ্তদ্বীপপতিঃ যযাতিঃ পিতৃবৎ সম্যক্ প্রজাঃ পালয়ন্ যথোপজোষং যথাপ্রীতি বিষয়ান্ জুজুষে॥৪৫-৪৬

তৎপ্রেয়সী ভার্য্যা দেবযানী অপি অনুদিনং মনসা বাচা দেহেন পরিচর্য্যাদিনা চ রহঃ একান্তে প্রেয়সঃ ভর্ত্তুঃ তস্য পরমাং প্রীতিম্ উবাহ॥৪৭

অযজদ্ যজ্ঞপুরুষং ক্রতুভির্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
সর্ব্বদেবময়ং দেবং সর্ব্ববেদময়ং হরিম্॥৪৮

যস্মিন্নিদং বিরচিতং ব্যোম্নীব জলদাবলিঃ।
নানেব ভাতি নাভাতি স্বপ্নমায়ামনোরথঃ॥৪৯

তমেব হৃদি বিন্যস্য বাসুদেবং গুহাশয়ম্।
নারায়ণমণীয়াংসং নিরাশীরযজৎ প্রভুঃ॥৫০

ভূরিদক্ষিণৈঃ ক্রতুভিঃ যজ্ঞৈঃ সর্ব্বদেবময়ং দেবং যজ্ঞপুরুষং হরিম্ অযজৎ পূজয়ামাস॥৪৮

যস্মিন্ হরৌ ইদং বিশ্বং ব্যোম্নি আকাশে জলদাবলিঃ মেঘপটলঃ ইব বিরচিতং সৎ নানা ইব ভাতি, তথা স্বপ্নমায়ামনোরথঃ ইব কদাচিৎ ন আভাতি চ, তং গুহাশয়ম্ (সর্ব্বেষাং গুহায়াম্ অন্তঃকরণে শেতে বসতি তম্) অণীয়াংসম্ অতি সূক্ষ্মং বাসুদেবং নারায়ণং হৃদি বিন্যস্য প্রভুঃ নিরাশীঃ ফলান্তরাভিসন্ধিরহিতঃ যযাতিঃ অযজৎ আরাধয়ামাস॥৪৯-৫০

সে পিতার বিষ্ঠাতুল্য।৪৪

হে মহারাজ! এই বলিয়া পূরু হৃষ্টচিত্তে পিতার জরা গ্রহণ করিলেন এবং যযাতিও তাঁহার যৌবন-দ্বারা যথোপযুক্ত বিষয়সমূহ উপভোগ করিতে লাগিলেন।৪৫

সপ্তদ্বীপের একচ্ছত্র সম্রাট্ যযাতি পিতার ন্যায় প্রজাগণকে সম্যক্ প্রতিপালন করিয়া অক্ষুণ্ণ ইন্দ্রিয়-শক্তিসম্পন্ন হইয়া প্রীতির সহিত বিষয়সমূহ ভোগ করিতে লাগিলেন।৪৬

প্রেয়সী দেবযানীও মন, বাক্য, দেহ ও বিবিধ ভোগ্য বস্তুদ্বারা প্রতিদিন একান্তে প্রিয়তমের পরম সম্পাদন করিতেছিলেন।৪৭

মহারাজ যযাতি রাজত্বকালে প্রভূত দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহদ্বারা সর্বদেবময় ও সর্ববেদময়, পরমদেব যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির অর্চনা করিয়াছিলেন।৪৮

আকাশে মেঘরাশির ন্যায় যাঁহার মধ্যে এই বিশ্বজগৎ বিরচিত হইয়া ইন্দ্রিয়সমূহের জাগরণকালে স্বপ্ন, মায়া ও মনোরথের ন্যায় ক্ষণকাল প্রকাশ পাইতেছে এবং ইন্দ্রিয়সমূহের বিরামকালে অদৃশ্য হইতেছে, মহারাজ যযাতি নিষ্কামভাবে সেই পরম সূক্ষ্ম পরম গুহ্য বাসুদেবরূপী ভগবান্ নারায়ণকে নিজ হৃদয়ে স্থাপন করিয়া তাঁহারই অর্চনা করিয়াছিলেন।৪৯-৫০

এবং বর্ষসহস্রাণি মনঃষষ্ঠৈর্মনঃসুখম্ ।
বিদধানোঽপি নাতৃপ্যৎ সার্বভৌমঃ কদিন্দ্রিয়ৈঃ ॥৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥১৮ ॥

এবং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তৈঃ মনঃষষ্ঠৈঃ কুৎসিতৈঃ বিষয়াসক্তৈঃ ইন্দ্রিয়ৈঃ বর্ষসহস্রাণি মনঃসুখং কামভোগং বিদধানঃ প্রকুর্ব্বন্ অপি সার্ব্বভৌমঃ যযাতিঃ ন অতৃপ্যৎ ॥৫১

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥

হে মহারাজ ! এইরূপে সার্বভৌম নরপতি যযাতি মনঃ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়দ্বারা সহস্র বৎসর কাম্য-বস্তুর উপভোগ করিয়াও বহির্মুখ ইন্দ্রিয়বর্গদ্বারা তৃপ্তিবোধ করিতে পারেন নাই ।৫১

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

## ঊনবিংশঃ অধ্যায়ঃ ।

[ যযাতের্গৃহত্যাগকথনম্ । ]

শ্রীশুক উবাচ ।
স ইত্থমাচরন্ কামান্ স্ত্রৈণোঽপহ্নবমাত্মনঃ ।
বুদ্ধা প্রিয়ায়ৈ নির্বিণ্ণো গাথামেতামগায়ত ॥১

শৃণু ভার্গব্যমূং গাথাং মদ্‌বিধাচরিতাং ভুবি ।
ধীরা যস্যানুশোচন্তি বনে গ্রামনিবাসিনঃ ॥২

**অন্বয়ঃ**

শ্রীশুকঃ উবাচ । ইত্থং পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ স্ত্রৈণঃ স্ত্রীবশ্যঃ স যযাতিঃ কামান্ বিষয়ান্ আচরন্ উপভুঞ্জানঃ ভোগেন আত্মনঃ অপহ্নবং তিরস্কারম্ অন্তথাভাবং বুদ্ধা নির্ব্বিণ্ণঃ ভোগাৎ বিরক্তঃ সন্ প্রিয়ায়ৈ দেবযান্যৈ গাথাম্ অগায়ত কথয়ামাস ॥১

**অন্বয়ঃ**

হে ভার্গবি ! যস্য গ্রামনিবাসিনঃ গৃহস্থস্য চরিতম্ অনুভূয় বনে স্থিতাঃ ধীরাঃ জিতেন্দ্রিয়াঃ কথম্ অস্য ভদ্রং স্যাৎ ইতি অনুশোচন্তি তেন মদ্‌বিধেন ভুবি আচরিতাম্ অমুং

## ঊনবিংশ অধ্যায় ।

[ যযাতির গৃহত্যাগ কথন । ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ ! স্ত্রৈণ রাজা যযাতি এইরূপে বিষয়রাশি ভোগ করিতে করিতে একসময়ে ইহাতে নিজের আত্মবঞ্চনা বুঝিতে পারিয়া বৈরাগ্যের উদয়হেতু প্রিয়তমা দেবযানীর নিকট এইরূপ ইতিহাস বর্ণন করিয়াছিলেন ।১

হে ভৃগুনন্দিনি ! বনবাসী জ্ঞানী পুরুষগণ আমার ন্যায় গ্রাম্যভোগরত কামুক ব্যক্তির যে আচরণের জন্য শোক প্রকাশ করেন, তুমি সেরূপ আচরণের বর্ণনাযুক্ত এই গাথাটি শ্রবণ কর ।২

বস্ত একো বনে কশ্চিদ্ বিচিন্বন্ প্রিয়মাত্মনঃ।
দদর্শ কূপে পতিতাং স্বকর্মবশগামজাম্ ॥৩
তস্যা উদ্ধরণোপায়ং বস্তঃ কামী বিচিন্তয়ন্।
ব্যধত্ত তীর্থমুদ্ধৃত্য বিষাণাগ্রেণ রোধসি ॥৪
সোত্তীর্য্য কূপাৎ সুশ্রোণী তমেব চকমে কিল।
তয়া বৃতং সমুদ্বীক্ষ্য বহ্ব্যোঽজাঃ কান্তকামিনীঃ ॥৫

বক্ষ্যমাণাং গাথাম্ ইতিহাসং শৃণু ॥২

একঃ অসহায়ঃ কশ্চিৎ বস্তঃ ছাগঃ মেষঃ বা বনে আত্মনঃ প্রিয়ং বিচিন্বন কূপে পতিতাং কর্ম্মবশগাং কাঞ্চিদ অজাং দদর্শ ॥৩

তস্যাঃ অজায়াঃ উদ্ধরণোপায়ং বিচিন্তয়ন্ কামী বস্তঃ মেষঃ রোধসি কূপতটে বিষাণাগ্রেণ মৃদাদিকম্ উদ্ধৃত্য তীর্থং নির্গমায় মার্গং ব্যধত্ত কৃতবান্। অনেন সা সুশ্রোণী কূপাৎ উত্তীর্য্য নির্গত্য তং বস্তম্ এব কিল চকমে ॥৪

তয়া অজয়া বৃতং প্রেষ্ঠং প্রেমযুক্তং মীঢ়াংসং রেতঃসেক্তারং যাভকোবিদং (যাভে মৈথুনে কোবিদম অভিজ্ঞঃ) শ্মশ্রুলং পীবানং পুষ্টাঙ্গং বস্তং মেষং সমুদ্বীক্ষ্য ততঃ অন্যাঃ অপি বহ্ব্যঃ অজাঃ কান্তকামিনীঃ কান্তং প্রতি কামবত্যঃ জাতাঃ ॥৫

( এস্থলে রাজা নিজকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগ এবং পত্নীকে উপলক্ষ্য করিয়া ছাগী শব্দ ব্যবহার করিয়াই নিজেদের ইতিহাস বর্ণন করিতেছেন ) এক সময়ে এক ছাগ বনে অর্থাৎ সংসারে কাম্য-বিষয়ের সন্ধান করিতে করিতে নিজ কর্মের বশীভূতা ও কূপমধ্যে পতিতা এক ছাগীকে দেখিতে পাইল ।৩

অনন্তর কামুক সেই ছাগ ছাগীর উদ্ধারের উপায় চিন্তা করিতে করিতে শৃঙ্গের অগ্রভাগদ্বারা কূপের তীরভাগের মৃত্তিকাদি উত্তোলনপূর্বক ছাগীর নির্গমনের পথ নির্মাণ করিয়াছিল ।৪

সেই সুন্দরী ছাগী কূপ হইতে উপরে উঠিয়া সেই ছাগকেই পতিরূপে কামনা করিল। অনন্তর সেই ছাগী তাহাকে বরণ করিয়াছে দেখিয়া আরও

পীবানং শ্মশ্রুলং প্রেষ্ঠং মীঢ্বাংসং যাভকোবিদম্।
স একোঽজবৃষস্তাসাং বহ্বীনাং রতিবর্ধনঃ।
রেমে কামগ্রহগ্রস্ত আত্মানং নাববুধ্যত ॥৬
তমেব প্রেষ্ঠতময়া রমমাণমজান্যয়া।
বিলোক্য কূপসংবিগ্না নামৃষ্যদ্ বস্তকর্ম তৎ ॥৭
তং দুর্হৃদং সুহৃদ্রূপং কামিনং ক্ষণসৌহৃদম্।
ইন্দ্রিয়ারামমুৎসৃজ্য স্বামিনং দুঃখিতা যযৌ ॥৮

সঃ একঃ এব অজবৃষঃ বস্তশ্রেষ্ঠঃ তাসাং বহ্বীনাম্ অজানাং রতিবর্দ্ধনঃ প্রীতিজনকঃ স্বয়ং চ কামগ্রহেণ গ্রস্তঃ সন্ তাভিঃ রেমে। আত্মানং দেহাদিবিলক্ষণস্বরূপং ন অববুধ্যত ন অনুসন্ধিতবান্ ॥৬

তম্ এব প্রেষ্ঠতমং স্বপতিম্ অন্যয়া অজয়া সহ রমমাণং বিলোক্য কূপসংবিগ্না কূপপতিতা সা অজা তম্ অজান্তরেণ রমণরূপং বস্তস্য কর্ম্ম ন অমৃষ্যৎ ন অসহত ॥৭

তং দুর্হৃদং কাপট্যযুক্তান্তঃকরণং সুহৃদ্রূপং প্রেমবত্ত্বেন প্রতীয়মানং ক্ষণসৌহৃদং কামিনম্ ইন্দ্রিয়ারামম্ ইন্দ্রিয়বর্গবশ-বর্ত্তিনং স্বামিনং বস্তম উৎসৃজ্য দুঃখিতা অজা স্বামিনং স্বপালয়িতারং প্রতি যযৌ ॥৮

অনেক ছাগী পরিপুষ্ট, শ্মশ্রুযুক্ত, রেতঃসেককারী, রতিনিপুণ সেই অতিপ্রিয় ছাগটিকেই নিজ নিজ কান্তরূপে কামনা করিয়াছিল। ইহার পর সেই ষণ্ড ছাগ কামগ্রস্ত হইয়া একাকীই সেই বহু ছাগীর রতিবর্ধন করিতে করিতে নিজ আত্মাকে ভুলিয়া গেল ।৫-৬

অনন্তর যে ছাগী পূর্বে কূপে পড়িয়া কষ্ট পাইয়াছিল, সে নিজ প্রিয় ছাগকেই অপর প্রিয়তমা ছাগীর সহিত রমণ করিতে দেখিয়া ছাগের সেই অমুচিত কর্ম সহ্য করিতে পারিল না ।৭

তখন সে যাহার প্রণয় ক্ষণকাল স্থায়ী সেই সুহৃদ্-বেশী দুষ্টচিত্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত কামুক ছাগকে পরিত্যাগ-পূর্বক দুঃখিত চিত্তে নিজ প্রভুর নিকট চলিয়া গেল ।৮

সোঽপি চানুগতঃ স্ত্রৈণঃ কৃপণস্তাং প্রসাদিতুম্।
কুর্বন্নিড়বিড়াকারং নাশক্নোৎ পথি সন্ধিতুম্ ॥৯

তস্যাস্তত্র দ্বিজঃ কশ্চিদজাস্বাম্যচ্ছিনদ্ রুষা।
লম্বন্তং বৃষণং ভূয়ঃ সংদধেঽর্থায় যোগবিৎ ॥১০

সম্বদ্ধবৃষণঃ সোঽপি হ্যজয়া কূপলব্ধয়া।
কালং বহুতিথং ভদ্রে কামৈর্নাদ্যাপি তুষ্যতি ॥১১

সঃ স্ত্রৈণঃ অতঃ কৃপণঃ বস্তঃ অপি তাং প্রসাদিতুম্ ইড়াবিড়াকারং বস্তজাতিশব্দং কুর্বন্ অনুগতঃ তথাপি পথি তাং সন্ধিতুং প্রসাদয়িতুং ন অশক্নোৎ ॥৯

তত্র তস্যাঃ অজায়াঃ স্বামী প্রতিপালকঃ কশ্চন দ্বিজঃ অস্য অজস্য লম্বন্তং বৃষণম্ অণ্ডং রুষা ক্রোধেন অচ্ছিনৎ; কিন্তু যোগীবৎ সঃ ভূয়ঃ পুনঃ অর্থায় স্বপ্রয়োজনায় বৃষণং সন্দধে ॥১০

হে ভদ্রে! সংবদ্ধবৃষণঃ সঃ অজঃ অপি কূপ-লব্ধয়া অজয়া বহুতিথং কালং ভোগান্ ভুঞ্জানঃ তৈঃ কামৈঃ বিষয়ভোগৈঃ অদ্যাপি ন তুষ্যতি অলমিতি ন মন্যতে ॥১১

তৎকালে স্ত্রৈণ ও বিরহকাতর সেই ছাগও ছাগীকে প্রসন্ন করিবার জন্য জাত্যুচিত শব্দ করিতে করিতে তাহার অনুগমন করিয়াছিল, কিন্তু পথে তাহাকে কোনরূপেই প্রসন্ন করিতে পারিল না।৯

সেই ছাগীর প্রভু ছিলেন কোন এক ব্রাহ্মণ। তিনি ক্রোধে সেই ছাগের বৃহৎ অণ্ডদ্বয় ছেদ করিলেন এবং পরে নিজ কন্যারূপা ছাগীর কামোপভোগের জন্যই উপায়বিজ্ঞ সেই ব্রাহ্মণ ছাগের ছিন্ন অণ্ড পুনরায় যুক্ত করিয়া দিলেন।১০

হে ভদ্রে! এইরূপে সেই ছাগ পুনরায় অণ্ড লাভ করিয়া কূপলব্ধা ছাগীর সহিত বহুকাল ভোগাসক্ত থাকিয়াও অদ্যাবধি বিষয়ভোগে সন্তুষ্ট হইতে পারে নাই।১১

তথাহং কৃপণঃ সুভ্রু ভবত্যাঃ প্রেমযন্ত্রিতঃ।
আত্মানং নাভিজানামি মোহিতস্তব মায়য়া ॥১২

যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
ন দুহ্যন্তি মনঃপ্রীতিং পুংসং কামহতস্য তে ॥১৩

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে ॥১৪

হে সুভ্রু! তথা বস্তবৎ অহম্ অপি ভবত্যাঃ তব প্রেম্না যন্ত্রিতঃ বশীকৃতঃ তব মায়য়া বিভ্রমাদিরূপয়া মোহিতঃ অধুনা অপি আত্মানং ন অভিজানামি ॥১২

যৎ যে পৃথিব্যাং ব্রীহিযবাদয়ঃ বিষয়াঃ তে সর্ব্বে অপি কামহতস্য তৃষ্ণাগ্রস্তস্য পুংসঃ মনসঃ প্রীতিং সন্তোষং ন দুহ্যন্তি ন পূরয়ন্তি ॥১৩

জাতু কদাচিৎ অপি কামানাম্ উপভোগেন কামঃ বিষয়-ভোগাভিলাষঃ ন শাম্যতি, কিন্তু হবিষা ঘৃতেন কৃষ্ণবর্ত্মা বহ্নিঃ ইব ভূয়ঃ বর্দ্ধতে এব ॥১৪

হে সুন্দরি! আমিও সেই ছাগের ন্যায় তোমার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইয়া অতিশয় কাতর হইয়া পড়িয়াছি, তোমার মায়াদ্বারা মোহিত হওয়ায় সম্প্রতি আমার আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছে।১২

বস্তুতঃ এই পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, স্বর্ণ, পশু এবং রমণী বর্তমান রহিয়াছে, উহাদের সমষ্টিও কামনাগ্রস্ত এক ব্যক্তিরই সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ নহে।১৩

কাম্য বিষয়সমূহের উপভোগ দ্বারা কখনও কামনার উপশম হয় না, পরন্তু ঘৃত দ্বারা অগ্নি যেরূপ অত্যধিক প্রজ্বলিত হয়, সেরূপ ভোগদ্বারাও কামনার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই ঘটিয়া থাকে।১৪

যদা ন কুরুতে ভাবং সর্বভূতেষ্বমঙ্গলম্ ।
সমদৃষ্টেস্তদা পুংসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ ॥১৫
যা দুস্ত্যজা দুর্মতিভির্জীর্য্যতো যা ন জীর্য্যতি।
তাং তৃষ্ণাং দুঃখনিবহাং শর্মকামো দ্রুতং ত্যজেৎ ॥১৬
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥১৭

যদা সর্ব ভূতেষু পদার্থমাত্রেষু অমঙ্গলম্ ইদং শোভনম্, ইদম্ অশোভনম্ ইতি বৈষম্যং ন কুরুতে, তদা সমদৃষ্টেঃ প্রকৃতত্বেন সর্ব্বত্র দুঃখহেতুত্বং পশ্যতঃ পুংসঃ সর্ব্বাঃ এব দিশঃ সুখময়াঃ এব ॥১৫

যা তৃষ্ণা দুর্ম্মতিভিঃ দুস্ত্যজা ত্যক্তুমশক্যা, জীর্য্যতঃ বয়োহানিং প্রাপ্নুবতঃ অপি পুংসঃ যা তৃষ্ণা ন জীর্য্যতি জীর্ণতাং ন প্রাপ্নোতি ; দুঃখনিবহাং ( দুঃখানি নিত্যরাং বহতি ইতি তথাভূতাং ) তাং তৃষ্ণাং শর্ম্মকামঃ জনঃ দ্রুতং ত্যজেৎ ॥১৬

মাত্রা, স্বস্রা, দুহিত্রা বা মাত্রাদীনাম্ অন্যতময়া অপি অবিবিক্তং সংকীর্ণম্ আসনং যস্য তথাভূতঃ ন ভবেৎ। যতঃ বলবান্ ইন্দ্রিয়াণাং গ্রামঃ সমূহঃ বিদ্বাংসং বিবেকিনম্ অপি কর্ষতি স্ত্রীসম্ভোগাদৌ প্রবর্ত্তয়তি ॥১৭

যে সময়ে পুরুষ, সকল প্রাণীর সম্বন্ধে হিংসাদি অনিষ্ট ভাব পরিহার করে, তখনই সেই সমদর্শী ব্যক্তির নিকট নিখিল জগৎ সুখময়রূপে অনুভূত হয়।১৫

বিষয়লোলুপ দুর্মতিগণের পথে যাহা পরিত্যাগ করা দুঃসাধ্য এবং পুরুষ জরাজীর্ণ হইলেও যাহার জরা অর্থাৎ ক্ষয় দেখা যায় না, কল্যাণকামী ব্যক্তি অশেষ দুঃখের বাহন সেই বিষয়তৃষ্ণাকে সত্বর পরিত্যাগ করিবেন।১৬

মাতা, ভগিনী কিংবা কন্যার সহিত নির্জনে এক আসনে অযথা সংলগ্নভাবে অবস্থান করিবে না ; যেহেতু প্রবল ইন্দ্রিয়বর্গ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।১৭

পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়ান্ সেবতোঽসকৃৎ ।
তথাপি চানুসবনং তৃষ্ণা তেষূপজায়তে ॥১৮
তস্মাদেতামহং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণ্যাধায় মানসম্ ।
নির্দ্বন্দ্বো নিরহংকারশ্চরিষ্যামি মৃগৈঃ সহ ॥১৯
দৃষ্টং শ্রুতমসদ্ বুদ্ধ্বা নানুধ্যায়েন্ন সংবিশেৎ ।
সংসৃতিং চাত্মনাশং চ তত্র বিদ্বান্ স আত্মদৃক্ ॥২০

অসকৃৎ পুনঃ পুনঃ বিষয়ান্ অনুসেবতঃ ভুঞ্জানস্য অপি মে মম বর্ষসহস্রং পূর্ণম্ অভূৎ ; তথাপি অনুসবনং তত্তদ্ বিষয়ানুভব-সময়ম্ অনতিক্রম্য তেষু বিষয়েষু তৃষ্ণা এব উপজায়তে ॥১৮

তস্মাৎ এতাং তৃষ্ণাং ত্যক্ত্বা ব্রহ্মণি মানসম্ আধায় সমর্প্য নির্দ্বন্দ্বঃ নিরহঙ্কারঃ সন্ মৃগৈঃ সহ মৃগবৎ বনে বিচরিষ্যামি ॥১৯

দৃষ্টম্ ঐহিক-বিষয়-জাতং, শ্রুতম্ আমুষ্মিকং বিষয়জাতম্ অসৎ তুচ্ছম্ অপুরুষার্থরূপং বুদ্ধ্বা তথা তত্র বিষয়ধ্যানাদৌ জন্ম-মরণাদি-রূপাং সংসৃতিম্ আত্মনঃ স্বরূপস্য পুরুষার্থভূতস্য নাশং তিরোধানং চ বিদ্বান্ জানন্ যঃ পুমান্ ন অনুধ্যায়েৎ ন সংবিশেৎ ন চ উপভুঞ্জীত, সঃ এব আত্মদৃক্ ভবতি ॥২০

নিরন্তর বিষয়রাশি উপভোগ করিতে করিতে আমার সহস্র বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, তথাপি সর্বক্ষণ সেই সমুদয় বিষয়ের প্রতি আমার তৃষ্ণা জন্মিতেছে।১৮

অতএব আমি সম্প্রতি এই বিষয়তৃষ্ণা পরিত্যাগ-পূর্বক পরম ব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণ করিয়া শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণু ও অহঙ্কারশূন্য হইয়া মৃগগণের সহিত বনে বিচরণ করিব।১৯

ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ্যবিষয়ের চিন্তা ও উপভোগে জীবের সংসার-বন্ধন ও আত্মার অধঃপতন হয়—ইহা অবগত হইয়া ঐ সকল বিষয়কে অসৎ অর্থাৎ অনিত্য মনে করিয়া যিনি উহার চিন্তা ও উপভোগ না করেন, তিনিই বস্তুতঃ আত্মদর্শী।২০

ইত্যুক্ত্বা নাহুষো জায়াং তদীয়ং পূরবে বয়ঃ।
দত্ত্বা স্বজরসং তস্মাদাদদে বিগতস্পৃহঃ ॥২১
দিশি দক্ষিণপূর্ব্বস্যাং দ্রুহ্যুং দক্ষিণতো যদুম্।
প্রতীচ্যাং তুর্বসুং চক্র উদীচ্যামনুমীশ্বরম্ ॥২২
ভূমণ্ডলস্য সর্ব্বস্য পূরুমর্হত্তমং বিশাম্।
অভিষিচ্যাগ্রজাংস্তস্য বশে স্থাপ্য বনং যযৌ ॥২৩
আসেবিতং বর্ষপূগান্ ষড়্বর্গং বিষয়েষু সঃ।
ক্ষণেন মুমুচে নীড়ং জাতপক্ষ ইব দ্বিজঃ ॥২৪

বিগতস্পৃহঃ নাহুষঃ যযাতিঃ জায়াং দেবযানীম্ ইতি পূরবে তদীয়ং বয়ঃ যৌবনং দত্ত্বা স্বজরসং তস্মাৎ আদদে ॥২১

ততঃ দক্ষিণ-পূর্ব্বস্যাং দিশি দ্রুহ্যুং, দক্ষিণতঃ দক্ষিণস্যাং দিশি যদুং, প্রতীচ্যাং তুর্বসুং, তথা উদীচ্যাম্ অনুম্ ঈশ্বরম্ অধিপতিং চক্রে ॥২২

পূরুং কনিষ্ঠম্ অপি সর্ব্বস্য ভূমণ্ডলস্য অধিপতিম্ অভিষিচ্য অগ্রজান্ যদ্বাদীন্ তস্য বশে স্থাপ্য যযাতিঃ বনং যযৌ ॥২৩

সঃ যযাতিঃ বর্ষপূগান্ বর্ষসমূহান্ বিষয়েষ শব্দাদিষু আসেবিতম্ অনুভূতং ষড়্বর্গং ষড়িন্দ্রিয়সুখং জাতপক্ষঃ দ্বিজঃ বিহঙ্গমঃ নীড়ম্ ইব ক্ষণেন মুমুচে উপেক্ষিতবান্ ॥২৪

স তত্র নির্ম্মুক্তসমস্তসঙ্গ
আত্মানুভূত্যা বিধুতত্রিলিঙ্গঃ।
পরেঽমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে
লেভে গতিং ভাগবতীং প্রতীতঃ ॥২৫
শ্রুত্বা গাথাং দেবযানী মেনে প্রস্তোভমাত্মনঃ।
স্ত্রীপুংসোঃ স্নেহবৈক্লব্যাৎ পরিহাসমিবেরিতম্ ॥২৬
সা সন্নিবাসং সুহৃদাং প্রপায়ামিব গচ্ছতাম্।
বিজ্ঞায়েশ্বরতন্ত্রাণাং মায়াবিরচিতং প্রভোঃ ॥২৭

সঃ প্রতীতঃ প্রখ্যাতঃ যযাতিঃ তত্র বনে পরে ব্রহ্মণি অমলে বাসুদেবে আত্মানুভূত্যা (আত্মপরমাত্মস্বরূপ-সাক্ষাৎকারেণ) বিধুত-ত্রিলিঙ্গঃ (বিধুতং ত্রিলিঙ্গং ত্রিগুণকার্য্যং যস্মাৎ সঃ) তথা নির্ম্মুক্তঃ ত্যক্তঃ সমস্তঃ সঙ্গঃ সংযোগঃ যেন তাদৃশঃ সন্ পরে অমলে ব্রহ্মণি বাসুদেবে ভাগবতীং ভগবদুপাসনৈকলভ্যাং গতিং লেভে প্রাপ ॥২৫

দেবযানী তু ভর্ত্রা কথিতাং তাং গাথাং শ্রুত্বা তয়া স্নেহবৈক্লব্যাৎ স্ত্রীপুংসোঃ সম্বন্ধে ঈরিতং কথিতং পরিহাসম্ ইব আত্মনঃ প্রস্তোভং নিবৃত্তিমার্গে প্রোৎসাহনং মেনে ॥২৬

ততঃ চ সা দেবযানী ঈশ্বর-তন্ত্রাণাং সুহৃদাং পতিপুত্রাদীনাং

ভোগনিঃস্পৃহ নহুষনন্দন যযাতি পত্নী দেবযানীকে এরূপ বলিয়া, পুরুকে তাঁহার যৌবন প্রদানপূর্ব্বক তাঁহার নিকট হইতে নিজের জরা গ্রহণ করিয়াছিলেন।২১

ইহার পর তিনি দ্রুহ্যুকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে, যদুকে দক্ষিণ দিকে, তুর্বসুকে পশ্চিম দিকে এবং অনুকে উত্তর দিকে রাজা করিলেন। ২২

অনন্তর তিনি প্রজাগণের পরমমান্য ( অথবা ভূমণ্ডলস্থিত সকল ধনের যোগ্যতম অধিকারী ) পূরুকে নিখিল ভূমণ্ডলের অধিপতিরূপে অভিষিক্ত করিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণকে তাঁহার অধীনে রাখিয়া স্বয়ং বনে গমন করিয়াছিলেন।২৩

পক্ষ উদগমের পর পক্ষী যেরূপ অল্পকালমধ্যেই দীর্ঘকালের আশ্রিত নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে, সেরূপ যযাতিও বহু বৎসর বিষয়সেবায় পরিচালিত নিজ ছয়টি ইন্দ্রিয়কে ক্ষণকালমধ্যেই ত্যাগ অর্থাৎ উপেক্ষা করিয়াছিলেন।২৪

অনন্তর সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ যযাতি বনমধ্যে আত্মানুভূতি দ্বারা সমস্ত সঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া গুণত্রয়জাত উপাধি পরিহারপূর্বক পরম ব্রহ্ম বাসুদেবে ভাগবতী গতি লাভ করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভগবানের ধামে প্রেমিক পার্ষদ হইয়াছিলেন।২৫

যদিও পূর্বোক্ত গাথাটি পরিহাসের ন্যায় উক্ত হইয়াছে, তথাপি স্ত্রী-পুরুষের প্রণয়ে প্রায়শঃই এরূপ গ্লানি ঘটে বলিয়া দেবযানী ইহা শ্রবণ করিয়া ইহাকে নিজের নিবৃত্তিমার্গাবলম্বনের উৎসাহজনকই মনে করিয়াছিলেন।২৬

অনন্তর দেবযানী ঈশ্বরপরতন্ত্র জীবগণের সংসারে

সর্বত্র সঙ্গমুৎসৃজ্য স্বপ্নৌপম্যেন ভার্গবী।
কৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য ব্যধুনোল্লিঙ্গমাত্মনঃ ॥২৮

নমস্তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
সর্বভূতাধিবাসায় শান্তায় বৃহতে নমঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে একোন-বিংশোঽধ্যায়ঃ

সন্নিবাসং সহবাসং গচ্ছতাং পন্থানং প্রপায়াং পান-শালায়াম্ ইব অস্থিরম্ অতঃ প্রভোঃ মায়াবিরচিতম্ ঈশ্বরেচ্ছাধীনং বিজ্ঞায় ॥১৭

তথা স্বপ্নৌপম্যেন স্বপ্নদৃষ্ট-পদার্থ-দৃষ্টান্তেন সর্ব্বত্র দেহাদৌ সঙ্গম্ আসক্তিম্ উৎসৃজ্য শ্রীকৃষ্ণে মনঃ সমাবেশ্য স্থিরীকৃত্য ভার্গবী দেবযানী আত্মনঃ লিঙ্গং শরীরং ব্যধুনোৎ তত্যাজ ॥২৮

ভগবতে ঐশ্বর্য্যাদিগুণপূর্ণায়, বেধসে জগৎকারণায়, সর্ব্ব-ভূতাদিবাসায় সর্ব্বান্তর্য্যামিণে, সর্ব্বসাক্ষিণে শান্তায় রাগদ্বেষাদি-রহিতায় বৃহতে বাসুদেবায় শ্রীকৃষ্ণায় তুভ্যং নমো নমঃ ॥২৯

ইতি নবমেস্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে একোনবিংশোধ্যায়ঃ

সুহৃদ্‌গণের সহিত মিলন পানীয়শালায় পথিকগণের মিলনের ন্যায় অনিত্য এবং উহা ভগবান্ শ্রীহরিরই মায়ারচিত মনে করিয়া স্বপ্নতুল্য জ্ঞানে সর্ববিষয়ে আসক্তি পরিহারপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া নিজ দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।২৭-২৮

হে ভগবন্! আপনিই বাসুদেব, বিধাতা, নিখিল ভূতগণের আধার, শান্ত ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। আপনাকে প্রণাম করি।২৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণে নবমস্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র ষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ পূরুবংশবর্ণনম্, দুষ্যন্ত-ভরতচরিতকথনঞ্চ । ]

শ্রীশুক উবাচ

পূরোর্বংশং প্রবক্ষ্যামি যত্র জাতোঽসি ভারত ।
যত্র রাজর্ষয়ো বংশ্যা ব্রহ্মবংশ্যাশ্চ জজ্ঞিরে ॥১

জনমেজয়ো হ্যভূৎ পূরোঃ প্রচিন্বাংস্তৎসুতস্ততঃ ।
প্রবীরোঽথ মনস্যুর্বৈ তস্মাচ্চারুপদোঽভবৎ ॥২

তস্য সুদ্যুরভূৎ পুত্রস্তস্মাদ্ বহুগবস্ততঃ ।
সংযাতিস্তস্যাহংযাতী রৌদ্রাশ্বস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ॥৩

ঋতেয়ুস্তস্য কুক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুকঃ ।
জলেয়ুঃ সন্ততেয়ুশ্চ ধর্মসত্যব্রতেয়বঃ ॥৪

দশৈতেঽপ্সরসঃ পুত্রা বনেয়ুশ্চাবমঃ স্মৃতঃ ।
ঘৃতাচ্যামিন্দ্রিয়াণীব মুখ্যস্য জগদাত্মনঃ ॥৫

ঋতেয়ো রন্তিনাবোঽভূৎ ত্রয়স্তস্যাত্মজা নৃপ ।
সুমতির্ধ্রুবোঽপ্রতিরথঃ কণ্বোঽপ্রতিরথাত্মজঃ ॥৬

তস্য মেধাতিথিস্তস্মাৎ প্রস্কন্নাদ্যা দ্বিজাতয়ঃ ।
পুত্রোঽভূৎ সুমতে রৈভ্যো দুষ্যন্তস্তৎসুতো মতঃ ॥৭

### অন্বয়ঃ

শ্রীবাদরায়ণিঃ শুকঃ উবাচ। হে ভারত! যত্র যস্মিন্ বংশে ত্বং জাতঃ অসি, যত্র চ বংশ্যাঃ বংশে সাধবঃ বংশ-বিবর্দ্ধনাঃ রাজর্ষয়ঃ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠাঃ ব্রহ্মবংশ্যাঃ বংশবর্দ্ধনাঃ ব্রাহ্মণাঃ জজ্ঞিরে তং পুরোঃ বংশং প্রবক্ষ্যামি ॥১

পুরোঃ পুত্রঃ জনমেজয়ঃ অভূৎ, তস্য সুতঃ প্রচিন্বান্ অভূৎ, ততঃ প্রবীরঃ, ততঃ মনস্যুঃ, তস্মাৎ চারুপদঃ পুত্রঃ অভবৎ ॥২

তস্য সুদ্যুঃ পুত্রঃ অভূৎ, তস্মাৎ বহুগবঃ, ততঃ সংযাতিঃ, তস্য পুত্রঃ অহংযাতিঃ, তস্য সুতঃ রৌদ্রাশ্বঃ স্মৃতঃ ॥৩

তস্য রৌদ্রাশ্বস্য ঘৃতাচ্যাম্ অপ্সরসি জগদাত্মনঃ মুখ্যস্য প্রাণস্য বশীভূতানি ন ইন্দ্রিয়াণি ইব এতে দশপুত্রাঃ বভূবুঃ। তে চ ঋতেয়ুঃ কক্ষেয়ুঃ স্থণ্ডিলেয়ুঃ কৃতেয়ুঃ জলেয়ুঃ সন্ততেয়ুঃ ধর্মেয়ুঃ সত্যেয়ুঃ, ব্রতেয়ুঃ, বনেয়ুঃ ইতি তত্র ঋতেয়োঃ পুত্রঃ রন্তিনাবঃ অভূৎ ; হে নৃপ! তস্য ত্রয়ঃ আত্মজাঃ জাতাঃ যথা সুমতিঃ, ধ্রুবঃ, অপ্রতিরথঃ ইতি। তত্র অপ্রতিরথস্য আত্মজঃ কণ্বঃ ॥৪-৬

তস্য পুত্রঃ মেধাতিথিঃ ; তস্মাৎ প্রস্কন্নপ্রভৃতয়ঃ দ্বিজাতয়ঃ ব্রাহ্মণাঃ জজ্ঞিরে। সুমতেঃ পুত্রঃ রৈভ্যঃ অভূৎ, তস্য সুতঃ দুষ্মন্তঃ মতঃ প্রখ্যাতঃ ॥৭

## বিংশ অধ্যায়।

[পুরুবংশবর্ণন এবং দুষ্যন্ত ও ভরতচরিত কথন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভরতকুলনন্দন! আপনি যে বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং যে বংশে অনেক রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি উৎপন্ন হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সেই পুরুবংশ বর্ণন করিতেছি।১

পুরু হইতে জনমেজয়ের জন্ম হয়, তাঁহার পুত্র প্রচিন্বান্, প্রচিন্বানের পুত্র প্রবীর, তাঁহার পুত্র মনস্যু এবং মনস্যুর পুত্র চারুপদ।২

চারুপদের পুত্র সুদ্যু, সুদ্যুর পুত্র বহুগব, বহুগবের পুত্র সংযাতি, সংযাতির পুত্র অহংযাতি এবং অহংযাতির পুত্র রৌদ্রাশ্ব।৩

জগতের আত্মা মুখ্য প্রাণের বশীভূত দশটি ইন্দ্রিয়ের ন্যায় ঘৃতাচীনাম্নী অপ্সরার গর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র হইয়াছিল। তাঁহাদের নাম—ঋতেয়ু, কক্ষেয়ু, স্থণ্ডিলেয়ু, কৃতেয়ু, জলেয়ু, সন্নতেয়ু, ধর্মেয়ু, সত্যেয়ু, ব্রতেয়ু এবং সর্বকনিষ্ঠ বনেয়ু।৪-৫

হে মহারাজ! ঋতেয়ুর পুত্র রন্তিনাব, রন্তিনাবের তিন পুত্র—সুমতি, ধ্রুব ও অপ্রতিরথ। অপ্রতিরথের পুত্রের নাম কণ্ব।৬

কণ্বের পুত্র মেধাতিথি। মেধাতিথি হইতে প্রস্কন্ন-প্রভৃতি দ্বিজাতি পুত্রগণের জন্ম হয়। সুমতির পুত্র

দুষ্যন্তো মৃগয়াং যাতঃ কণ্বাশ্রমপদং গতঃ।
তত্রাসীনাং স্বপ্রভয়া মণ্ডয়ন্তীং রমামিব ॥৮
বিলোক্য সদ্যো মুমুহে দেবমায়ামিব স্ত্রিয়ম্।
বভাষে তাং বরারোহাং ভটৈঃ কতিপয়ৈর্বৃতঃ ॥৯
তদ্দর্শনপ্রমুদিতঃ সংনিবৃত্তপরিশ্রমঃ।
পপ্রচ্ছ কামসন্তপ্তঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥১০
কা ত্বং কমলপত্রাক্ষি কস্যাসি হৃদয়ঙ্গমে।
কিং বা চিকীর্ষিতং ত্বত্র ভবত্যা নির্জনে বনে ॥১১

কদাচিৎ দুষ্যন্তঃ বনে মৃগয়াং কুর্বন্ যদৃচ্ছয়া কণ্বস্য ঋষেঃ আশ্রমং স্থানং গতঃ; তত্র আশ্রমে আসীনাম্ উপবিষ্টাং স্বপ্রভয়া আশ্রমং মণ্ডয়ন্তীং শোভয়ন্তীং দেবস্য মায়াং মোহিনীশক্তিং রমাম্ ইব স্ত্রিয়ং বিলোক্য সদ্যঃ তৎক্ষণমেব মুমুহে। তস্য দর্শনেন প্রমুদিতঃ হৃষ্টঃ অতএব সন্নিবৃত্তঃ পরিশ্রমঃ যস্য সঃ দুষ্যন্তঃ কতিপয়ৈঃ ভটৈঃ বৃতঃ সন্ তাং বরারোহাং সুন্দরীং বভাষে। সঃ কামেন সন্তপ্তঃ চ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া মধুরয়া গিরা বাচা তাং পপ্রচ্ছ—যথা হে কমলপত্রাক্ষি! হে হৃদয়ঙ্গমে মনোহরে! ত্বং কা জাতিবিশিষ্টা। কস্য কন্যা ইতি। অত্র তু নির্জ্জনে ভবত্যা ত্বয়া কিং চিকীর্ষিতং কর্ত্তুম্ ইষ্টম্ অস্তি ॥৮-১১

রেভি এবং রেভির পুত্র দুষ্যন্ত।৭

এক সময়ে দুষ্যন্ত মৃগয়া করিতে যাইয়া কণ্বমুনির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তৎকালে তিনি কয়েকজন মাত্র সৈন্যদ্বারা পরিবৃত ছিলেন। তিনি সেখানে লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় নিজ কান্তি দ্বারা আশ্রমের শোভাবর্ধনকারী দেব-মায়াতুল্য এক রমণীকে দর্শন করিয়া সেই সুন্দরীর সহিত বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইলেন।৮-৯

তৎকালে সেই রমণীর দর্শনে তিনি অতিশয় হৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিশ্রম দূর হইয়াছিল। এ অবস্থায় তিনি কামপীড়িত হইয়া হাসিতে হাসিতে অতিশয় কোমল বাক্যে সেই রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন।১০

হে পদ্মপলাশলোচনে! হে মনোরমে! তুমি কে? কাহারই বা কন্যা এবং এই নির্জন বনে অভীপ্সিত কার্যই বা কি?১১

ব্যক্তং রাজন্যতনয়াং বেদ্‌ম্যহং ত্বাং সুমধ্যমে।
ন হি চেতঃ পৌরবাণামধর্মে রমতে ক্বচিৎ ॥১২

শকুন্তলোবাচ।

বিশ্বামিত্রাত্মজৈবাহং ত্যক্তা মেনকয়া বনে।
বেদৈতদ্ ভগবান্ কণ্বো বীর কিং করবাম তে ॥১৩
আস্যতাং হ্যরবিন্দাক্ষ গৃহ্যতামর্হণং চ নঃ।
ভুজ্যতাং সন্তি নীবারা উষ্যতাং যদি রোচতে ॥১৪

হে সুমধ্যমে। ত্বাম্ অহং রাজন্যতনয়াং ব্যক্তং স্পষ্টং বেদ্মি। যতঃ হি পৌরবাণাং পুরুবংশজানাং। চেতঃ অধর্ম্মে ক্বচিদপি ন রমতে ॥১২

শকুন্তলা উবাচ। বিশ্বামিত্রস্য ক্ষত্রিয়স্য আত্মজা কন্যা অহং মেনকায়াম্ অপ্সরসি জাতা; স্বর্গং গচ্ছন্ত্যা তয়া চ বনে ত্যক্তা। এতৎ বৃত্তান্তং ভগবান্ কণ্বঃ বেদ জানাতি। হে বীর! তে তব কিং করবাম ॥১৩

হে অরবিন্দাক্ষ! যথাসুখং ত্বয়া অত্র আস্যতাং স্থীয়তাম্। নঃ অস্মাকম্ অর্হণং জলাসনাদিকং গৃহ্যতাম্। অত্র নীবারাঃ আরণ্যক-ব্রীহয়ঃ সন্তি—ভুজ্যতাম্, যদি রোচতে, তর্হি উষ্যতাম্ ॥১৪

হে সুন্দরি! তুমি যে ক্ষত্রিয়-কন্যা, ইহা আমি নিশ্চিতভাবেই অনুভব করিতেছি; যেহেতু পৌরবগণের চিত্ত কখনও অধর্মমার্গে প্রবৃত্ত হয় না (অর্থাৎ তুমি ক্ষত্রিয়-কন্যা এবং আমার বিবাহযোগ্যা না হইলে আমার আর্যচিত্ত কখনও তোমার প্রতি আসক্ত হইত না)।১২

শকুন্তলা বলিলেন—হে বীর! আমি বিশ্বামিত্রের কন্যা এবং মাতা মেনকা আমাকে বনমধ্যে ত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবান্ কণ্ব এসকল বৃত্তান্ত অবগত আছেন। সম্প্রতি আমি আপনার কি করিব বলুন।১৩

হে কমললোচন! আপনি উপবেশন করুন,

দুষ্যন্ত উবাচ।

উপপন্নমিদং সুভ্রু জাতায়াঃ কুশিকান্বয়ে।
স্বয়ং হি বৃণুতে রাজ্ঞাং কন্যকাঃ সদৃশং বরম্ ॥১৫

ওমিত্যুক্তে যথাধর্ম্মমুপযেমে শকুন্তলাম্।
গান্ধর্ব বিধিনা রাজা দেশকালবিধানবিৎ ॥১৬

অমোঘবীর্য্যো রাজর্ষির্মহিষ্যাং বীর্য্যমাদধে।
শ্বোভূতে স্বপুরং যাতঃ কালেনাসূত সা সুতম্ ॥১৭

দুষ্যন্তঃ উবাচ। হে সুভ্রু! কুশিকান্বয়ে জাতায়াঃ তব ইদং কিং করবাম। ইত্যাদি বচনম্ উপপন্নং যুক্তমেব। হি যস্মাৎ রাজ্ঞাং কন্যকা স্বয়মেব সদৃশং বরং পতিং বৃণুতে ॥১৪

ততঃ তয়া দুষ্যন্তোক্তে 'ওম্' ইত্যঙ্গীকৃতে সতি দেশকাল-বিভাগবিৎ রাজা দুষ্যন্তঃ গন্ধর্ব্ববিধিনা মিথঃ সময়পূর্ব্বকেন যথাধর্ম্মং শকুন্তলাম্ উপযেমে স্বীকৃতবান্ ॥১৬

অমোঘম্ অবিতথং বীর্য্যং যস্য সঃ রাজর্ষিঃ দুষ্যন্তঃ মহিষ্যাং তস্যাং শকুন্তলায়াং বীর্য্যং রেতঃ আদধে নিহিতবান্। ততশ্চ শ্বোভূতে অহনি প্রভাতে সতি স্বপুরং যাতঃ গতঃ। কালেন সা শকুন্তলা সুতম্ অসূত সুষুবে ॥১৭

তস্য কুমারস্য সমুচিতাঃ জাতকর্ম্মাদিক্রিয়াঃ কণ্বঃ বনে

আমাদের পূজা গ্রহণ করুন, আশ্রমোচিত আহার্য প্রচুর নীবার ধান্য রহিয়াছে, তাহার অন্ন ভোজন করুন এবং যদি ইচ্ছা হয়, তবে এখানে বাস করুন।১৪

দুষ্যন্ত বলিলেন—হে সুন্দরি! তুমি কুশিকের বংশজাতা বলিয়া তোমার বাক্য যুক্তিযুক্তই হইয়াছে। রাজকন্যাগণ স্বয়ংই যোগ্য বরকে বরণ করিয়া থাকে।১৫

তখন শকুন্তলা তাঁহার বাক্যে সম্মতি দান করিলে দেশকালোচিত নিয়মজ্ঞ রাজা গান্ধর্ববিধানানুসারে শকুন্তলাকে যথাধর্ম বিবাহ করিয়াছিলেন।১৬

অনন্তর অব্যর্থবীর্য রাজর্ষি মহিষী শকুন্তলার গর্ভাধান করিয়া পর দিন নিজ পুরে চলিয়া গেলেন এবং শকুন্তলাও যথাকালে একটি পুত্র প্রসব

কণ্বঃ কুমারস্য বনে চক্রে সমুচিতাঃ ক্রিয়াঃ।
বদ্ধ্বা মৃগেন্দ্রাংস্তরসা ক্রীড়তি স্ম স বালকঃ ॥১৮

তং দুরত্যয়বিক্রান্তমাদায় প্রমদোত্তমা।
হরেরংশাংশসম্ভূতং ভর্ত্তুরন্তিকমাগমৎ ॥১৯

যদা ন জগৃহে রাজা ভার্য্যাপুত্রাবনিন্দিতৌ।
শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং খে বাগাহাশরীরিণী ॥২০

এব চক্রে। সঃ চ বালকঃ তরসা বলেন মৃগেন্দ্রান্ সিংহান্ বদ্ধা তৈঃ ক্রীড়তি স্ম ॥১৮

দুরত্যয়ম্ অপ্রতিহতং বিক্রান্তং বিক্রমণং যস্য তং হরেঃ ভগবতঃ অংশাংশেন সম্ভূতং তং কুমারম্ আদায় গৃহীত্বা সা প্রমদোত্তমা শকুন্তলা ভর্ত্তুঃ দুষ্যন্তস্য অন্তিকং সমীপম্ আগমৎ ॥১৯

অনিন্দিতৌ নির্দ্দুষ্টৌ ভার্য্যা-পুত্রৌ (জনাপবাদভয়াৎ) যদা রাজা দুষ্যন্তঃ ন জগৃহে স্বকীয়ত্বেন ন স্বীকৃতবান্, তদা শৃণ্বতাং সর্ব্বভূতানাং সতাং খে আকাশে অশরীরিণী অদৃষ্টবক্তৃকা বাক্ আহ অশ্রূয়ত ইতি ॥২০

করিলেন।১৭

মহর্ষি কণ্ব বনমধ্যেই সেই নবজাত কুমারের জাত-কর্মাদি ক্রিয়াসমূহের সম্পাদন করিয়াছিলেন। ঐ বালক শৈশবেই নিজ বলে বনের সিংহকে আবদ্ধ করিয়া খেলা করিত।১৮

কিয়ৎকাল পরে শকুন্তলা বিষ্ণুর অংশ হইতে উৎপন্ন সেই দুরন্ত বিক্রমশালী পুত্রকে লইয়া স্বামীর নিকট গমন করিলেন।১৯

রাজা দুষ্যন্ত সে সময়ে সেই অনিন্দনীয়া ভার্যা ও সন্তানকে কোনরূপেই গ্রহণ করিলেন না; তখন রাজাকে লক্ষ্য করিয়া সকলের কর্ণগোচরে আকাশে অশরীরিণী বাণী এরূপ বলিয়াছিল।২০

মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো যেন জাতঃ স এব সঃ
ভরস্ব পুত্রং দুষ্যন্ত মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥২১

রেতোধাঃ পুত্রো নয়তি নরদেব যমক্ষয়াৎ।
ত্বং চাস্য ধাতা গর্ভস্য সত্যমাহ শকুন্তলা ॥২২

পিতুর্য্যুপরতে সোঽপি চক্রবর্তী মহাযশাঃ।
মহিমা গীয়তে তস্য হরেরংশভুবো ভুবি ॥২৩

চক্রং দক্ষিণহস্তেঽস্য পদ্মকোষোঽস্য পাদয়োঃ।
ঈজে মহাভিষেকেণ সোঽভিষিক্তোঽধিরাড্ বিভুঃ ॥২৪

পঞ্চপঞ্চাশতা মেধ্যৈর্গঙ্গায়ামনু বাজিভিঃ।
মামতেয়ং পুরোধায় যমুনায়ামনু প্রভুঃ ॥২৫

অষ্টসপ্ততিমেধ্যাশ্বান্ ববন্ধ প্রদদদ্ বসু।
ভরতস্য হি দৌষ্যন্তেরগ্নিঃ সাচীগুণে চিতঃ।
সহস্রং বদ্ধশো যস্মিন্ ব্রাহ্মণা গা বিভেজিরে ॥২৬

ভস্ত্রা চর্ম্মময়ং পাত্রং তদ্বদধারমাত্রম্ এব মাতা; পুত্রঃ তু পিতুঃ এব। যেন পিত্রা জাতঃ উৎপাদিতঃ, সঃ পুত্রঃ সঃ এব পিতৃরূপঃ। অতঃ পুত্রং ভরস্ব পুষাণ। হে দুষ্যন্ত! শকুন্তলাং মা অবমংস্থাঃ ॥২১

রেতোধাঃ রেতঃসেক্তা বংশকর্ত্তা পুত্রঃ যমক্ষয়াৎ (যমস্য ক্ষয়াৎ স্থানাৎ) পিতরং নয়তি তারয়তি। তস্য গর্ভস্য ত্বম্ এব ধাতা ধারকঃ। শকুন্তলা সত্যম্ আহ ॥২২

ততশ্চ পিতরি দুষ্যন্তে উপরতে মৃতে সতি সঃ ভরতঃ অপি চক্রবর্ত্তী সপ্তদ্বীপাধিপতিঃ মহাযশাঃ বিপুলকীর্ত্তিঃ চ অভূৎ। ভুবি হরেঃ অংশভুবঃ তস্য মহিমা অধুনাপি গীয়তে ॥২৩

যতঃ অস্য ভরতস্য দক্ষিণ-হস্তে চক্রং চক্রাকারা রেখা তথা অস্য পাদয়োঃ পদ্মকোষঃ পদ্মকোষাকারা রেখা চ বর্ত্ততে ইতি সঃ চ মহাভিষেকবিধিনা রাজ্যে অভিষিক্তঃ স্থাপিতঃ অধিরাট্ সার্ব্বভৌমঃ বিভুঃ সমর্থঃ ভরতঃ মামতেয়ং মমতায়াঃ অপত্যং দীর্ঘতমসম্ ঋষিং পুরোধায় পুরোহিতং কৃত্বা গঙ্গায়াং অনু গঙ্গাতীরে পঞ্চপঞ্চশতা মেধ্যৈঃ পবিত্রৈঃ বাজিভিঃ অশ্বৈঃ অশ্বমেধৈঃ হরিম্ ঈজে আরাধিতবান্, তথা বসু ধনং প্রদদৎ প্রযচ্ছৎ। যমুনাম্ অনু যমুনাতীরে অষ্টাধিকসপ্ততি-সংখ্যকান্ মেধ্যান্ ববন্ধ বন্ধন-পূর্ব্বকম্ ঈজে। দৌষ্যন্তেঃ দুষ্যন্ত-পুত্রস্য ভরতস্য সাচীগুণে প্রকৃষ্ট-গুণবতি দেশে অগ্নিঃ চিতঃ অভূৎ; যস্মিন্ অগ্নিচয়ন-স্থলে সহস্রব্রাহ্মণাঃ ভরতেন ভূরিদানেন দত্তাঃ গাঃ বদ্ধশঃ প্রত্যেকং বদ্ধং বদ্ধং বিভেজিরে বিভজ্য জগৃহুঃ ॥২৪-২৬

হে দুষ্যন্ত! মাতা ভস্ত্রা অর্থাৎ চর্মপাত্রের ন্যায় আধারমাত্র, বস্তুতঃ পুত্র পিতারই হয়; যেহেতু পিতাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হন। অতএব তুমি এই পুত্রকে ভরণ কর, আর শকুন্তলাকে অবজ্ঞা করিও না ২১

হে মহারাজ! বংশরক্ষক পুত্রই পিতাকে যমালয় (নরক) হইতে উদ্ধার করে। তুমিই এই গর্ভের উৎপাদক, শকুন্তলা ইহা সত্যই বলিয়াছে।২২

পিতার মৃত্যুর পর মহাযশস্বী ভরতই সম্রাট্ হইয়াছিলেন। শ্রীহরির অংশের অংশজাত ভরতের মহিমা অদ্যাবধি পৃথিবীতে কীর্ত্তিত হয়।২৩

তাঁহার দক্ষিণ হস্তে চক্রচিহ্ন ও পদযুগলে পদ্মকোষের চিহ্ন ছিল। মহাসামর্থ্যশালী ভরত মহাভিষেকদ্বারা সম্রাট্ পদে অভিষিক্ত হইয়া মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে পুরোহিত পদে বরণপূর্বক গঙ্গাতীরে যজ্ঞের উপযোগী পঞ্চান্নটি অশ্বদ্বারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি যমুনার তীরেও আটাত্তরটি যজ্ঞীয় অশ্ব বন্ধন করিয়াছিলেন (অর্থাৎ উভয় স্থানেই অশ্বের সমসংখ্যক অশ্বমেধ যাগ করিয়াছিলেন)। ঐ সকল যজ্ঞে তিনি ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন দান করিয়াছিলেন। দুষ্যন্তনন্দন ভরতের যজ্ঞীয় অগ্নি উত্তম গুণযুক্ত দেশে স্থাপিত হইয়াছিল। সেই স্থানে অগ্নি স্থাপনকালে সহস্র ব্রাহ্মণ ভরতকর্ত্তৃক প্রদত্ত ধেনুগণকে ভাগ করিয়া প্রত্যেকে তের হাজার চৌরাশীটি গ্রহণ করিয়াছিলেন।২৪-২৬

ত্রয়স্ত্রিংশচ্ছতং হ্যশ্বান্ বদ্ধ্বা বিস্মাপয়ন্ নৃপান্ ।
দৌষ্যন্তিরত্যগান্মায়াং দেবানাং গুরুমাযযৌ ॥২৭

মৃগান্ শুক্লদতঃ কৃষ্ণান্ হিরণ্যেন পরীবৃতান্ ।
অদাৎ কর্মণি মষ্ণারে নিযুতানি চতুর্দ্দশ ॥২৮

ভরতস্য মহৎ কর্ম ন পূর্ব্বে নাপরে নৃপাঃ ।
নৈবাপুর্নৈব প্রাপ্স্যন্তি বাহুভ্যাং ত্রিদিবং যথা ॥২৯

ত্রয়স্ত্রিংশৎ-শত-সংখ্যাকান্ অশ্বান্ স্বারোহণার্থং বদ্ধা স্বৈশ্বর্য্যেণ নৃপান্ অন্যান্ বিস্মাপয়ন্ দৌষ্যন্তিঃ ভরতঃ দেবানাম্ অপি মায়াং বৈভবম্ অত্যগাৎ অত্যশেত ; যতঃ দেবানাং গুরুং পূজ্যং ভগবন্তম্ এব যযৌ শরণং যাতঃ ॥২৭

শুক্লদতঃ শুক্লদন্তবিশিষ্টান্ হিরণ্যেন পরিবৃতান্ ভূষিতান্ লক্ষাণি ত্রয়োদশ কৃষ্ণান্ মৃগান্ ভদ্রমন্দ্রমৃগাদি-জাতি-বিশিষ্টান্ গজশ্রেষ্ঠান্ মষ্ণারে মষ্ণারাখ্যে কর্ম্মবিশেষে চ অদদাৎ প্রাযচ্ছৎ ॥২৮

কিঞ্চ ভরতস্য মহৎ অদ্ভুতং কর্ম্ম পূর্ব্বে যে অতীতাঃ নৃপাঃ তে ন কৃতবন্তঃ, তথা যে অপরে ভাবিনঃ বর্ত্তমানাঃ চ নৃপাঃ তেঽপি ন করিষ্যন্তি ; যথা পুণ্যং বিনা কেবলং বাহুভ্যাং বাহুবলেন স্বর্গং জনাঃ ন প্রাপ্নুবন্তি ॥২৯

দুষ্যন্তপুত্র ভরত তেত্রিশ শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া পৃথিবীস্থিত নরপতিগণকে বিস্ময়ান্বিত করিয়া দেবতাগণের বৈভবকে অতিক্রম করিয়াছিলেন ; যেহেতু তিনি শ্রীহরির অংশজাত বলিয়া ( দেহত্যাগের পর ) শ্রীহরিকেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।২৭

মহারাজ ভরত কোন বিশেষ কর্ম উপলক্ষ্যে সুবর্ণমণ্ডিত শুক্লদন্ত কৃষ্ণকায় চতুর্দশ লক্ষ হস্তী দান করিয়াছিলেন ।২৮

লোক যেরূপ হাতের সাহায্যে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না, সেরূপ ভরতের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী নরপতিগণ ভরতের অনুষ্ঠিত মহৎ কর্মসমূহের অনুরূপ কর্ম করিতে পারে নাই এবং করিতে পারিবেন না । ২৯

ভরত দিগ্‌বিজয়কালে কিরাত, হূণ, যবন,

কিরাতহূণান্ যবনানন্ধ্রান্ কঙ্কান্ খশাঞ্ছকান্ ।
অব্রহ্মণ্যান্ নৃপাংশ্চাহন্ ম্লেচ্ছান্ দিগ্বিজয়েঽখিলান্ ॥৩০

জিত্বা পুরাসুরা দেবান্ যে রসৌকাংসি ভেজিরে ।
দেবস্ত্রিয়ো রসাং নীতাঃ প্রাণিভিঃ পুনরাহরৎ ॥৩১

সর্বকামান্ দুদুহতুঃ প্রজানাং তস্য রোদসী ।
সমাস্ত্রিনবসাহস্রীর্দিক্ষু চক্রমবর্ত্তয়ৎ ॥৩২

অব্রহ্মণ্যান্ বেদব্রাহ্মণাদিষু প্রতিকূলান্ কিরাতাদীন্ হীনজাতীন্ নৃপান্ অখিলান্ ম্লেচ্ছান্ চ দিগ্‌বিজয়ে ভরতঃ অহন্ ॥৩০

যে অসুরাঃ পুরা পূর্ব্বকালে দেবান্ জিত্বা রসৌকাংসি রসাতলস্থানানি ভেজিরে প্রাপুঃ, তৈঃ চ প্রাণিভিঃ যাঃ দেবস্ত্রিয়ঃ রসাতলং প্রতি নীতাঃ প্রাপিতাঃ, তাঃ পুনঃ ভরতঃ আহরৎ আনীতবান্ ॥৩১

ভরতে রাজনি সতি তস্য প্রজানাং সর্ব্বান্ কামান্ অভিলষিতান্ পদার্থান্ রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ দুদুহতুঃ পূরয়ামাসতুঃ । এবং ত্রিনবসাহস্রীঃ সমাঃ সপ্তবিংশতি-সহস্র-সংবৎসরান্ দিক্ষু সর্ব্বাসু চক্রম্ আজ্ঞাম্ অবর্ত্তয়ৎ ॥৩২

পৌণ্ড্র, কঙ্ক, খশ, শক, ম্লেচ্ছ এবং ব্রাহ্মণবিরোধী নরপতিগণকে বধ করিয়াছিলেন ।৩০

পূর্ব্বে যে সকল অসুর দেবতাগণকে পরাজিত করিয়া পাতালপুরে বাস করিতেছিল, সেই সকল বলবান্ অসুর দেবরমণীগণকেও পাতালে লইয়া গিয়াছিল ; মহারাজ ভরত সেই অসুরগণকে জয় করিয়া সেই রমণীগণকে পুনরায় দেবগণের নিকট আনয়ন করেন ।৩১

স্বর্গ ও পৃথিবী মহারাজ ভরতের প্রজাগণের সকল অভিলাষ পূরণ করিত। তিনি সাতাশ হাজার বৎসর কাল পৃথিবীর সকল দিকে নিজ সৈন্য চালনা বা আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ।৩২

স সম্রাড্‌লোকপালাখ্যমৈশ্বর্য্যমধিরাট্‌ শ্রিয়ম্‌।
চক্রং চাস্খলিতং প্রাণান্‌ মৃষেত্যুপররাম হ ॥৩৩
তস্যাসন্‌ নৃপ বৈদর্ভ্যঃ পত্ন্যস্তিস্রঃ সুসম্মতাঃ।
জঘ্নুস্ত্যাগভয়াৎ পুত্রান্‌ নানুরূপা ইতীরিতে ॥৩৪
তস্যৈবং বিতথে বংশে তদর্থং যজতঃ সুতম্‌।
মরুৎস্তোমেন মরুতো ভরদ্বাজমুপাদদুঃ ॥৩৫

ততঃ চ সম্রাট্‌ সঃ ভরতঃ লোকপালাখ্যং লোকপালেষু আ সমন্তাৎ খ্যাতি যস্মাৎ তথাভূতম্‌ ঐশ্বর্য্যং গজরথাদিকং তথা অধিরাজ্যাং শ্রিয়ং ধনম্‌, অস্খলিতম্‌ অব্যাহতং চক্রম্‌ আজ্ঞারূপং প্রাণান্‌ ইন্দ্রিয়াণি চ মৃষা পরমপুরুষার্থ-ভগবৎ-প্রাপ্তি-প্রতিবন্ধকত্বাদ্‌ দুঃখপ্রদত্বাচ্চ মিথ্যা ইতি মত্বা তেভ্যঃ উপররাম বিরক্তঃ ভূত্বা বনঞ্চ গত্বা ভক্ত্যা ভগবন্তম্‌ প্রাপ ইতি ॥৩৩

হে নৃপ! তস্য ভরতস্য সুসম্মতাঃ পত্ন্যঃ বৈদর্ভ্যঃ বিদর্ভস্য সুতাঃ তিস্রঃ আসন্‌। তাঃ চ জাতান্‌ পুত্রান্‌ ন অনুরূপাঃ মম সদৃশাঃ ইমে ন ভবন্তি ইতি ভর্ত্রা ঈরিতে অভিহিতে সতি পুনরেষাং বৈসাদৃশ্য—দর্শনেন ব্যভিচার-শঙ্কয়া অস্মান্‌ ত্যজেৎ ইতি ত্যাগভয়াৎ একৈকং জঘ্নুঃ হতবত্যঃ ॥৩৪

এবং তস্য ভরতস্য বংশে বিতথে ব্যর্থে সতি তদর্থং পুত্রার্থং মরুৎস্তোমাখ্যেন যাগেন যজতঃ আরাধনম্‌ কুর্বতঃ তস্য প্রসন্নাঃ সন্তঃ মরুতঃ ভরদ্বাজাখ্যং পুত্রম্‌ উপাদদুঃ সমর্পয়ামাসুঃ ॥৩৫

অন্তর্বত্ন্যাং ভ্রাতৃপত্ন্যাং মৈথুনায় বৃহস্পতিঃ।
প্রবৃত্তো বারিতো গর্ভং শপ্ত্বা বীর্য্যমবাসৃজৎ ॥৩৬
তং ত্যক্তুকামাং মমতাং ভর্তৃত্যাগবিশঙ্কিতাম্‌।
নামনির্বচনং তস্য শ্লোকমেনং সুরা জগুঃ ॥৩৭
মূঢ়ে ভর দ্বাজমিমং ভর দ্বাজং বৃহস্পতে।
যাতৌ যদুক্ত্বা পিতরৌ ভরদ্বাজস্ততস্ত্বয়ম্‌ ॥৩৮

কদাচিৎ বৃহস্পতিঃ অন্তর্বত্ন্যাং গর্ভিণ্যাং ভ্রাতুঃ উতথ্যস্য পত্ন্যাং মমতায়াং চৌর্য্যেণ মৈথুনায় প্রবৃত্তঃ (তদা দ্বিতীয়-গর্ভস্য অবকাশাভাবাৎ আক্রোশ-পূর্ব্বকং) বারিতঃ; ততঃ ক্রুদ্ধঃ বৃহস্পতিঃ "ত্বম্‌ অন্ধো ভব." ইতি তং গর্ভং শপ্ত্বা বলাৎ বীর্য্যম্‌ অবাসৃজৎ ন্যসিঞ্চৎ। পরবীর্য্যজং তং পুত্রং ত্যক্তুকামাং অতঃ ভর্তুঃ ত্যাগবিশঙ্কিতাং মমতাং প্রতি সুরাঃ তস্য বালস্য নামনির্ব্বচনম্‌ ( নাম নিরুচ্যতে যেন তথাভূতম্‌ ) এনম্‌ একং শ্লোকং জগুঃ উক্তবন্তঃ ॥-৩৬-৩৭

হে মূঢ়ে ইমং পুত্রং ভর! (একস্য ক্ষেত্রস্য অন্যস্য বীজাৎ ইতি দ্বাভ্যাং জাতম্‌ অতঃ তস্যাপি অয়ং পুত্রঃ। এবম্‌ উক্তা মমতা তম্‌ আহ,—) হে বৃহস্পতে! ত্বম্‌ ইমং ভর!

এইরূপে দীর্ঘকাল রাজ্যভোগের পর মহারাজ ভরত লোকপালগণ অপেক্ষাও সমধিক খ্যাতি সম্পন্ন ঐশ্বর্য, সাম্রাজ্য সম্পত্তি এবং শৌর্যপ্রভাবে প্রচারিত অলঙ্ঘনীয় রাজাদেশ সমস্তই মিথ্যা মনে করিয়া সকল বিষয় হইতেই নিবৃত্ত হইয়াছিলেন।৩৩

হে মহারাজ! ভরতের বিদর্ভদেশীয়া পত্নী ছিলেন, তাঁহারা সর্বতোভাবে মনোমতা হইলেও রাজা ভরত তাঁহাদের পুত্রগণকে নিজের অনুরূপ না বলায় তাঁহারা নিজেদের সতীত্বের প্রতি ভরতের সন্দেহ হইয়াছে, অতএব তিনি আমাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন এইরূপ ভয়বশতঃ জন্মের পর সকল সন্তানকেই হত্যা করিয়াছিলেন।৩৪

এইরূপে তাঁহার বংশ ব্যর্থ হইলে তিনি বংশ রক্ষার জন্য মরুৎস্তোম যজ্ঞ আরম্ভ করায় মরুদ্‌গণ সন্তুষ্ট হইয়া ভরদ্বাজকে পুত্ররূপে তাঁহার নিকট অর্পণ করেন।৩৫

( ভরদ্বাজের জন্ম ও সমর্পণ বৃত্তান্ত ) ভ্রাতা উতথ্যের পত্নী মমতার গর্ভাবস্থায় একদিন বৃহস্পতি গোপনে তাঁহার সহিত রতিকর্মে প্রবৃত্ত হইলে গর্ভস্থ সন্তান বারণ করায় তিনি তাহাকে 'অন্ধ হও' এরূপ শাপ দিয়া বীর্য সেচন করেন।৩৬

( ইহার পর গর্ভস্থ সন্তান পায়ের গুল্‌ফদেশের অধোভাগ দ্বারা ঐ বীর্যকে বাহির করিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ ঐ বীর্য হইতে এক পুত্র উৎপন্ন হয় ) মমতা পতি তাঁহাকে ত্যাগ করিবেন এই ভয়ে বৃহস্পতির বীর্য্যজাত পুত্রকে পরিত্যাগের ইচ্ছা করিলে দেবতাগণ

চোদ্যমানা সুরৈরেবং মত্বা বিতথমাত্মজম্।
ব্যসৃজন্ মরুতোঽবিভ্রন্ দত্তোঽয়ং বিতথেঽন্বয়ে ॥৩৯

যতঃ দ্বাভ্যাম্ আবাভ্যাম্ অস্মাভিস্তঃ জাতঃ, অতঃ নাহম্ একাকিনী ভরামি; এবম্ উক্ত্বা বিবদমানৌ তৌ পুত্রং ত্যক্ত্বা যাতৌ ততঃ হেতোঃ অয়ং ভরদ্বাজঃ জাতঃ ॥৩৮

এবং বালক-পোষণে সুরৈঃ চোদ্যমানাপি মমতা তম্ আত্মজং বিতথং ব্যভিচারজত্বেন অপবাদহেতুত্বাৎ নিরর্থকং মত্বা ব্যসৃজৎ। তাভ্যাং ত্যক্তং তং বালকং মরুতঃ অবিভ্রমন্ পালিতবন্তঃ। তৈঃ প্রাপ্তঃ অয়ং ভরদ্বাজঃ ভরতস্য অন্বয়ে বিতথে সতি দত্তঃ ॥৩৯

ঐ পুত্রের নামের অর্থ নিরূপণাত্মক একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন।৩৭

( উহা এইরূপ ) মমতা সন্তান ত্যাগে উদ্যতা হইলে বৃহস্পতি বলিয়াছিলেন—হে মূঢ়ে! এই পুত্র 'দ্বাজ' অর্থাৎ তোমার স্বামীর ক্ষেত্রে আমা হইতে উৎপন্ন বলিয়া উভয়েরই হয়, অতএব তুমি ইহার ভরণ কর। এরূপ বলিয়া পুত্রকে পরিত্যাগপূর্বক উভয়ে চলিয়া যায়। অতএব এই পুত্রের নাম ভরদ্বাজ।৩৮

দেবতাগণ এরূপ বলিতে আরম্ভ করিলে মমতা সেই পুত্রকে নিরর্থক মনে করিয়া পরিত্যাগ করেন এবং মরুদ্‌গণ তাহাকে পালন করিয়াও পরে ভরতের বংশ ব্যর্থ হয় দেখিয়া পুত্ররূপে ভরতেরই হস্তে অর্পণ করিয়াছিলেন।৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে বিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে বিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণের নবমস্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# একবিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ ভরতবংশবর্ণনম্, রন্তিদেবচরিতকথনঞ্চ । ]

শ্রীশুক উবাচ ।

বিতথস্য সুতো মন্যুর্বৃহৎক্ষত্রো জয়স্ততঃ ।
মহাবীর্য্যো নরো গর্গঃ সঙ্কৃতিস্তু নরাত্মজঃ ॥১

গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সঙ্কৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন ।
রন্তিদেবস্য হি যশ ইহামুত্র চ গীয়তে ॥২

বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ ।
নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ ॥৩

ব্যতীয়ুরষ্টচত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল ।
ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্ ॥৪

কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং জাতবেপথোঃ ।
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোক্তুকামস্য চাগমৎ ॥৫

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোঽন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
হরিং সর্বত্র সংপশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥৬

**অন্বয়ঃ**

শ্রীশুকঃ উবাচ । বিতথস্য সুতঃ মন্যুঃ, তস্য পুত্রাঃ পঞ্চ, তে চ যথা বৃহৎক্ষেত্রঃ, জয়দ্রথঃ, মহাবীর্য্যঃ, নরঃ, তথা গর্গঃ ইতি । তেষু মধ্যে নরস্য আত্মজঃ সংকৃতি বভূব ॥১

হে পাণ্ডুনন্দন ! তস্য সংকৃতেঃ সুতঃ গুরুঃ, তস্য সুতঃ রন্তিদেবঃ । রন্তিদেবস্য যশঃ মহিমা ইহ অমুত্র চ গীয়তে । বিয়দ্বিত্তস্য ( বিয়তঃ গগনাদিব উদ্যমং বিনা দৈবাদুপস্থিতং ভোগং যস্য তস্য ) বুভুক্ষতঃ দৈবাৎ লব্ধম্ অভুক্ষতঃ, নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ, লব্ধং লব্ধং দদতঃ এবং বর্ত্তমানস্য সতঃ অষ্টচত্বারিংশৎ অহানি দিনানি অপিবতঃ জলপানম্ অকুর্ব্বতঃ কিল ব্যতীয়ুঃ, তদা ঘৃতং পায়সং সংযাবং তোয়ং চ প্রাতঃ উপস্থিতং প্রারব্ধবশাৎ কুতশ্চিৎ প্রাপ্তম্ ॥২-৪

কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তৃড্ভ্যাং জাতবেপথোঃ জাতকম্পস্য ভোক্তুকামস্য তস্য ভোজনকালে কশ্চিৎ অতিথিঃ ব্রাহ্মণঃ আগমৎ ॥৫

সঃ রন্তিদেবঃ সর্ব্বত্র হরিং পশ্যন্ শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ যুক্তঃ এব তস্মৈ আদৃত্য অন্নং সংব্যভজৎ । সঃ দ্বিজঃ ভুক্ত্বা চ প্রযযৌ ॥৬

## একবিংশ অধ্যায় ।

[ ভরতবংশবর্ণন এবং রন্তিদেবের চরিত কথন । ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—( ভরতের বংশ বিতথ অর্থাৎ ব্যর্থ হইলে ভরদ্বাজকে দত্তক পুত্ররূপে প্রাপ্ত হন। এই হেতু ভরদ্বাজের নাম 'বিতথ' হয়। এ স্থলে তাঁহার বংশ বলা হইতেছে ) হে মহারাজ! বিতথের পুত্র মন্যু হইতে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর ও গর্গ এই পাঁচ পুত্র হয়। তন্মধ্যে নরের পুত্রের নাম সংকৃতি ।১

হে পাণ্ডুনন্দন! সংকৃতির পুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা পৃথিবীতে ও স্বর্গলোকে কীর্তিত হইয়া থাকে ।২

উদ্যমব্যতীতই যেন আকাশ হইতেই ভোগ্যবস্তু সমুদয় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত, অথচ তিনি যখন যাহা পাইতেন তাহাই দান করিতেন বলিয়া ক্ষুধার্ত অবস্থায় সপরিবারে অবসাদগ্রস্থ থাকিতেন। তিনি নিষ্কাম ও ধীর পুরুষ ছিলেন। একসময়ে তিনি জলমাত্র পান করিয়া আটচল্লিশ দিন অতিবাহিত করিবার পর তাঁহার নিকট ঘৃত, পায়স, সংযাব (পিষ্টকবিশেষ) এবং পানীয়জল উপস্থিত হইল ।৩-৪

তৎকালে তাঁহার পরিবারবর্গ অতিশয় পাইতেছিল এবং ক্ষুধা তৃষ্ণায় তাঁহার গাত্র কম্পিত হইতেছিল। এ অবস্থায় তিনি ঐ সকল ভোজ্যবস্তু ভোজন করিতে ইচ্ছুক হইলে এক ব্রাহ্মণ অতিথি-রূপে উপস্থিত হইলেন ।৫

তখন রন্তিদেব সর্বভূতে শ্রীহরির অবস্থান জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে সমাদরপূর্বক সেই অন্ন অতিথি ব্রাহ্মণকেই ভাগ করিয়া দিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ তাহা ভোজন করিয়া চলিয়া গেলেন ।৬

অথান্যো ভোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতে।
বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্ ॥৭

যাতে শূদ্রে তমন্যোঽগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ।
রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বুভুক্ষতে ॥৮

স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ্ বহুমানপুরস্কৃতম্।
তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ ॥৯

পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্।
পাস্যতঃ পুল্কসোঽভ্যাগাদপো দেহ্যশুভস্য মে ॥১০

হে মহীপতে! অথ অনন্তরং বিভক্তস্য দ্বিজভুক্তাবশিষ্ট-মন্নাদিকং সকুটুম্বার্থং বিভক্তবতঃ ভোক্ষ্যমাণস্য সতঃ অন্যঃ কশ্চিৎ বৃষলঃ শূদ্রঃ অতিথিঃ আগমৎ। তদা তস্মিন্ হরিং স্মরন্ পশ্যন্ কুটুম্বার্থং বিভক্তম্ অপি অন্নং তস্মৈ বৃষলায় শূদ্রায় পুনঃ ব্যভজৎ ॥৭

তস্মিন্ শূদ্রে যাতে নির্গতে সতি শ্বভিঃ আবৃতঃ কশ্চিৎ অন্যঃ অতিথিঃ অগাৎ। স চ তং রাজানং প্রত্যাহ, হে রাজন্! বুভুক্ষিতে ক্ষুধাতুরায় সগণায় শ্বযূথসহিতায় মে মহ্যম্ অন্নং দীয়তাম্ ॥৮

তদা স বিভুঃ রন্তিদেবঃ তম্ আদৃত্য বহুমান-পুরস্কৃতং যৎ অবশিষ্টম্ অন্নং তেভ্যঃ দত্ত্বা শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে চ নমঃ চক্রে ॥৯

ইহার পর অবশিষ্ট অন্ন পরিবারের জন্য ভাগ করিয়া স্বয়ং কিঞ্চিৎ আহারের উদ্যোগ করিবেন এরূপ অবস্থায় এক শূদ্র আসিয়া অতিথিরূপে উপস্থিত হইলে তিনি শ্রীহরিকে স্মরণ করিয়া সেই শূদ্রকেও অন্নভাগ দান করিলেন।৭

শূদ্র চলিয়া গেলে কুক্কুরগণের সহিত এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিল—হে রাজন্! আমি এই কুক্কুরগণের সহিত ক্ষুধায় কাতর হইয়াছি; আমাকে অন্ন দান করুন।৮

মহারাজ রন্তিদেব তৎকালে যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহার সমস্তই সম্মান ও আদরসহকারে কুক্কুরগণ ও তাহাদের পালককে দান করিয়া নমস্কার

তস্য তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্।
কৃপয়া ভৃশসন্তপ্ত ইদমাহামৃতং বচঃ ॥১১

ন কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা।
আর্ত্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥১২

ক্ষুত্তৃট্শ্রমো গাত্রপরিশ্রমশ্চ
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ।
সর্ব্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তো-
র্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে ॥১৩

ততঃ পানীয়মাত্রং জলমাত্রম্ উচ্ছেষম্ উর্ব্বরিতং, তৎ চ একপরিতর্পণম্ একপুরুষতৃপ্তিজননযোগ্যং তৎ পাস্যতঃ সতঃ কশ্চিৎ পুল্কশঃ 'অশুভায় নীচায় মে মহ্যম্ অপঃ জলং, দেহি' ইতি বদন্ অভ্যাগাৎ ॥১০

তস্য কৃপণাং দৈন্যযুক্তাং বিপুলশ্রমাং বাচং নিশম্য শ্রুত্বা কৃপয়া ভৃশম্ অত্যন্তং সন্তপ্তঃ রন্তিদেবঃ ইদং বক্ষ্যমাণম্ অমৃতং বচঃ আহ ॥১১

পরাম্ উৎকৃষ্টাম্ অণিমাদ্যষ্টৈশ্বর্য্যযুক্তাং গতিং তথা অপুনর্ভবং মোক্ষং বা ঈশ্বরাৎ অহং ন কাময়ে ন ইচ্ছামি। অখিলদেহ-ভাজাং সর্ব্বপ্রাণিনাম্ [illegible] করণে স্থিতঃ সন্ তেষাম্ আর্ত্তিং দুঃখম্ অহং প্রপদ্যে প্র[illegible] যেন মৎকর্ত্তৃকেন দুঃখভোগেন

করিলেন।৯

ইহার পর র[illegible]দেব একজনের মাত্র তৃপ্তির যোগ্য যে জল অবশিষ্ট ছিল তাহাই পান করিতে উদ্যোগী হইলে এক চণ্ডাল আসিয়া বলিল—হে মহারাজ! এই অশুভ ব্যক্তিকে জল দান করুন।১০

তখন রন্তিদেব সেই চণ্ডালের অতিকষ্টে উচ্চারিত করুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃপাবশতঃ অতিকাতর হইয়া এরূপ মধুর বাক্য উচ্চারণ করিয়া[illegible]।১১

আমি পরমেশ্বরের নিকট অষ্টৈশ্বর্য্যযুক্ত পরমগতি কিংবা নির্ব্বাণ মুক্তিও কামনা করি না; পরন্তু আমি জগতের সকলপ্রাণীর অন্তরে থাকিয়া তাহাদের সকল প্রকার দুঃখ স্বয়ংই ভোগ করিতে ইচ্ছা[illegible]

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া।
পুল্কসায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গকরুণো নৃপঃ ॥১৪
তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্।
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়াবিষ্ণুবিনির্মিতাঃ ॥১৫
স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্ ॥১৬

সর্ব্বে এব অদুঃখা দুঃখরহিতাঃ ভবন্তি ভবেয়ুঃ ॥১২

কৃপণস্য দীনস্য জীবিতুম্ ইচ্ছোঃ জীবস্য জীবনহেতোঃ জলস্য অর্পণেন মে মম ক্ষুত্তৃড়াদয়ঃ সর্ব্বে ক্লেশাঃ নিবৃত্তাঃ ভবেয়ুঃ ॥১৩

নিসর্গকরুণঃ স্বাভাবিক-কৃপাবান্, ধীরঃ বশীকৃতান্তঃকরণঃ, নৃপঃ রন্তিদেবঃ পিপাসয়া স্বয়ং ম্রিয়মাণঃ অপি এবং প্রভাষ্য পুক্কশায় পানীয়ম্ অদাৎ ॥১৪

ততশ্চ মায়য়া স্বেচ্ছয়া বিষ্ণুনা ব্যাপকেন পুরুষোত্তমেন নির্ম্মিতাঃ অতএব তত্তৎ ফলম্ ইচ্ছতাং প্রাণিনাং ফলদা ত্রিভুবনস্য অধীশাঃ নিয়ন্তারঃ ব্রহ্মাদয়ঃ তস্য রন্তিদেবস্য ধৈর্য্যাদিনা সন্তুষ্টাঃ সন্তঃ আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুঃ ॥১৫

নিঃসঙ্গঃ আসক্তিরহিতঃ, বিগতস্পৃহঃ কামশূন্যঃ, সঃ বৈ রন্তিদেবঃ তেভ্যঃ ব্রহ্মাদিভ্যঃ ভক্ত্যা নমস্কৃত্য পরং কেবলং ভগবতি বাসুদেবে মনঃ চক্রে ।১৬

— ... ... হয় ।১২

সম্নতিমানের পুত্র কৃতী, ই ও জীবনাভিলাষী, হইতে যোগোপদেশ (অথ জলদান করার ইচ্ছা করায় আমা...দের ছয়টি ...রিশ্রম, গাত্রঘূর্ণন, দৈন্য, ক্লান্তি, শোক, বিষাদ ও মোহ—সমস্তই দূরীভূত হইয়াছে ।১৩

স্বভাবতই কৃপালু বিচক্ষণ মহারাজ রন্তিদেব স্বয়ং পিপাসায় ম্রিয়মাণ হইয়াও পূর্বোক্ত বাক্য উচ্চারণ করিয়া সমাগত চণ্ডালকে নিজের পানীয় জল প্রদান করিয়াছিলেন ।১৪

... ফলপ্রার্থী ব্যক্তিগণের ফলদাতা ত্রিভুবনের অধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণই রন্তিদেবের ধৈর্য্য পরীক্ষার জন্য ভগবান্ বিষ্ণুর মায়াবলে প্রথমতঃ শূদ্রাদিরূপে উপস্থিত হইয়া পরে তাঁহাকে নিজ ... মূর্তি দর্শন করাইয়াছিলেন ।১৫

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্বতোঽনন্যরাধসঃ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত ॥১৭
তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্তিনঃ।
অভবন্ যোগিনঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥১৮
গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম হ্যবর্তত।
দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্য্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ ॥১৯

হে রাজন্! অনন্যরাধসঃ ভগবদতিরিক্ত-ফলাকাঙ্ক্ষারহিতস্য ঈশ্বরালম্বনং ভগবদেকনিষ্ঠং চিত্তং কুর্ব্বতঃ তস্য রন্তিদেবস্য গুণময়ী ত্রিগুণাত্মিকা মায়া (তথা ত্রিগুণাত্মকঃ সর্ব্বোঽপি সংসারঃ) স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত অদৃশ্যা জাতা ।১৭

তৎ তেন যঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গঃ তস্য অনুভাবেন রন্তিদেবম্ অনুবর্ত্তমানাঃ সর্ব্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ভগবদ্ধ্যাননিষ্ঠাঃ যোগিনঃ অভবন ।১৮

গর্গাৎ শিনিঃ পুত্রঃ জাতঃ। তস্মাৎ গার্গ্যঃ পুত্রঃ জাতঃ। ক্ষত্রাৎ ক্ষত্রিয়াৎ অপি তস্মাৎ ব্রহ্মকুলম্ অবর্ত্তত পুত্রাদি-পরম্পরয়া প্রবর্ত্তত। মহাবীর্য্যাৎ দুরিতক্ষয়সঙ্গকঃ, তস্য তু ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ পুষ্করারুণিঃ চ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জাতাঃ। যে ক্ষত্রিয়বংশে জাতাঃ অপি ব্রাহ্মণতাং প্রাপ্তাঃ। বৃহৎক্ষত্রস্য

পরন্তু রন্তিদেব সেই সকল দেবতাকে নমস্কার করিয়া নিঃসঙ্গ ও নিঃস্পৃহ হইয়া ভক্তিসহকারে একমাত্র ভগবান্ বাসুদেবেই চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলেন ।১৬

হে মহারাজ! রন্তিদেব ঈশ্বরাতিরিক্ত অন্য ফল আকাঙ্ক্ষা না করিয়া মনকে ইশ্বরের চিন্তায় নিযুক্ত করিলে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া তাঁহার নিকট লয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ।১৭

রন্তিদেবের অনুগত তাঁহারই সঙ্গের প্রভাবে সকলেই ভগবৎপরায়ণ যোগী হইয়াছিলেন ।১৮

মন্যুর অপর পুত্র গর্গ হইতে শিনির জন্ম হয়। তাঁহার পুত্র গার্গ্য। ইনি ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন। মন্যুর অপর পুত্র মহাবীর্য হইতে দুরিতক্ষয় এবং দুরিতক্ষয় হইতে ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণির জন্ম হয়। ত্রয্যারুণিপ্রভৃতি

পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ ।
বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোঽভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্ ॥২০
অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ ।
অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ ॥২১
অজমীঢ়াদ্ বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ ।
বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ ॥২২
তৎসুতো বিশদস্তস্য সেনজিৎ সমজায়ত ।
রুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসুতাঃ ॥২৩

হস্তী নাম পুত্রঃ অভূৎ, যং যেন হস্তিনা হস্তিনাপুরং নির্ম্মিতম্ ।১৯-২০

অজমীঢ়ঃ দ্বিমীঢ়ঃ পুরুমীঢ়ঃ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জাতাঃ। অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ বংশজাঃ প্রিয়মেধাদয়ঃ দ্বিজাঃ স্যুঃ ব্রাহ্মণাঃ বভূবুঃ। অজমীঢ়াৎ এব অস্য বৃহদিষু অভবৎ। তস্য পুত্রঃ বৃহদ্ধনুঃ। তস্য পুত্রঃ বৃহৎকায়ঃ, তস্য পুত্রঃ জয়দ্রথঃ আসীৎ ।২১-২২

তস্য সুতঃ বিশদঃ, তস্য সেনজিৎ সমজায়ত। তস্য রুচিরাশ্বঃ, দৃঢ়হনুঃ, কাশ্যঃ, বৎসঃ চ ইতি চত্বারঃ সুতাঃ। রুচিরাশ্বস্য সুতঃ পারঃ। তস্যাত্মজঃ পৃথুসেনঃ। পারস্য তনয়ঃ নীপঃ, তস্য

তিনজন ক্ষত্রবংশে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৃহৎক্ষেত্রের পুত্র হস্তি, ইনি হস্তিনাপুরের প্রতিষ্ঠাতা ।১৯-২০

অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় ও পুরুমীঢ় এই তিনজন হস্তীর পুত্র। অজমীঢ়ের বংশজাত প্রিয়মেধ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ হইয়াছিলেন ।২১

অজমীঢ়ের পুত্র বৃহদিষু, তাঁহার পুত্র বৃহদ্ধনু, তাঁহার পুত্র বৃহৎকায় এবং বৃহৎকায়ের পুত্র জয়দ্রথ ।২২

জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, তাঁহার পুত্র, সেনজিৎ এবং সেনজিতের চারিপুত্র—রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য ও বৎস ।২৩

রুচিরাশ্বের পুত্র পার, তাঁহার পুত্র পৃথুসেন।

রুচিরাশ্বসুতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ ।
পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ॥২৪
স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ ।
স যোগী গবি ভার্য্যায়াং বিষ্বক্সেনমধাৎ সুতম্ ॥২৫
জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ ।
উদক্স্বনস্ততস্তস্মাদ্ ভল্লাদো বার্হদীষবাঃ ॥২৬
যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।
নাম্না সত্যধৃতির্যস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ ॥২৭

পুত্রশতম্ অভূৎ ।২৩-২৪

সঃ নৃপঃ এব কৃত্ব্যাং কৃত্বীসংজ্ঞায়াং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তাখ্যং পুত্রম্ অজীজনৎ। সঃ চ ব্রহ্মদত্তঃ গবি ভার্য্যায়াং বিষ্বক্সেনাখ্যং সুতম্ অজীজনৎ। স চ জৈগীষব্যস্য ঋষেঃ উপদেশেন যোগতন্ত্রং যোগশাস্ত্রং চকার। ততঃ বিষ্বক্সেনাৎ উদক্সেনঃ, তস্মাৎ ভল্লাদঃ ( ভল্লাটঃ ) জাতঃ। ইমে সর্ব্বে বার্হদীষবাঃ বৃহদিষোঃ বংশজাঃ ।২৫-২৬

দ্বিমীঢ়স্য সুতঃ যবীনরঃ, তস্য কৃতিমান্ ধৃতিমান্ বা। তস্য সুতঃ নাম্না সত্যধৃতিঃ, তস্য দৃঢ়নেমিঃ, তস্য পুত্র সুপার্শ্বঃ ।২৭

করণে স্থিতঃ সন্ তেষাম্ আর্ত্তিং [illegible] যেন মৎকর্ত্তৃকেন দুঃখভোগেন

পারের অপর পুত্রের [illegible] পুত্র হইয়াছিল ।২৪

এই নীপই শুক[illegible] স্ত্রীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত-নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। ব্রহ্মদত্ত যোগী ছিলেন এবং তিনি ভার্যা-সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামে এক পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।২৫

বিষ্বক্সেন জৈগীষব্যের উপদেশে যোগশাস্ত্র রচনা করেন। তাঁহার পুত্র উদক্সেন এবং উদক্সেনের পুত্র ভল্লাট। ইহারা বৃহদিষুর বংশজাত ।২৬

দ্বিমীঢ়ের পুত্রের নাম যবীনর, তাঁহার পুত্র কৃতিমান্, কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি, তাঁহার পুত্র দৃঢ়নেমি এবং দৃঢ়নেমির পুত্র সুপার্শ্ব ।২৭

সুপার্শ্বাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ।
কৃতির্হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌ স্ম ষট্॥২৮
সংহিতাঃ প্রাচ্যসাম্নাং বৈ নীপো হ্যুগ্রায়ুধস্ততঃ।
তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোঽথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ॥২৯
ততো বহুরথো নাম পুরুমীঢ়োঽপ্রজোঽভবৎ।
নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিঃ সুতস্ততঃ॥৩০
শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোঽর্কস্ততোঽভবৎ।
ভর্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্মুদ্গলাদয়ঃ॥৩১

সুপার্শ্বাৎ সুমতিঃ, তস্য সন্নতিমান্ পুত্রঃ, ততঃ চ কৃতিঃ, সঃ হিরণ্যনাভাৎ যোগং প্রাপ্য প্রাচ্যসাম্নাং ষট্ সংহিতাঃ চ প্রাপ্য জগৌ বিভজ্য অধ্যাপিতবান্। তস্য কৃতেঃ নীপঃ পুত্রঃ, ততশ্চ উগ্রায়ুধ পুত্রঃ জাতঃ। তস্য পুত্রঃ ক্ষেম্যঃ, অথ তস্মাৎ সুবীরঃ, তস্য রিপুঞ্জয়ঃ।২৮-২৯

ততঃ বহুরথঃ নাম পুত্রঃ জাতঃ। পুরুমীঢ়ঃ তু অপ্রজঃ অভবৎ। অজমীঢ়স্য নলিন্যাং ভার্য্যায়াং নীলঃ পুত্রঃ জাতঃ, তৎসুতঃ শান্তিঃ, শান্তেঃ সুতঃ সুশান্তিঃ, তস্য পুত্রঃ পুরুজঃ, ততঃ অর্কসুতঃ অভবৎ। তস্য তনয়ঃ ভর্ম্যাশ্বঃ, তস্য মুদ্গলঃ

সুপার্শ্বের পুত্র সুমতি, তাঁহার পুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমানের পুত্র কৃতী, ইনি হিরণ্যাভের নিকট হইতে যোগোপদেশ (অথবা উপায়) লাভ করিয়া প্রাচ্য সামবেদের ছয়টি সংহিতা বিভাগপূর্বক অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। কৃতীর পুত্র উগ্রায়ুধ নীপ, তাঁহার পুত্র ক্ষেম্য, তাঁহার পুত্র সুবীর এবং সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়।২৮-২৯

রিপুঞ্জয়ের পুত্র বহুরথ। হস্তীর পুত্র পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। (অজমীঢ়ের অপর বংশ বলিতেছেন) হে মহারাজ। অজমীঢ়ের নলিনী-নাম্নী পত্নীর গর্ভে নীলনামক পুত্র হয়, নীলের পুত্র শান্তি।৩০

শান্তির পুত্র সুশান্তি, তাঁহার পুত্র পুরুজ, তাঁহার পুত্র অর্ক এবং অর্কের পুত্র ভর্ম্যাশ্ব। ভর্ম্যাশ্বের মুদ্গলপ্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মিয়াছিল।৩১

যবীনরো বৃহদিষুঃ কাম্পিল্যঃ সংজয়ঃ সুতাঃ।
ভর্ম্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি॥৩২
বিষয়াণামলমিমে ইতি পঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ।
মুদ্গলাদ্ ব্রহ্ম নির্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতম্॥৩৩
মিথুনং মুদ্গলাদ্ ভার্ম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূৎ।
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গৌতমাৎ॥৩৪

তথা যবীনরাদয়ঃ চত্বারঃ ইতি পঞ্চ সুতাঃ আসন্। ভর্ম্যাশ্বস্তান্ পুত্রান্ প্রাহ,—যথা হে পুত্রাঃ! যে মম পঞ্চানাং বিষয়াণাং শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধানাং রক্ষণায় সম্পাদনায় ইমে যূয়ম্ অলং সমর্থাঃ ইতি তে পঞ্চাল-সংজ্ঞিতাঃ জাতাঃ। তত্র মুদ্গলাৎ মৌদ্গল্য-সংজ্ঞিতং ব্রহ্মগোত্রং ব্রাহ্মণকুলং নির্বৃত্তম্ উৎপন্নম্॥৩০-৩৩

ভার্ম্যাৎ ভর্ম্যাশ্বসুতাৎ মুদ্গলাৎ মিথুনম্ অভূৎ। তত্র পুমান্ দিবোদাসঃ কন্যা তু অহল্যা জাতা। যস্যাং গৌতমাৎ ভর্ত্তুঃ শতানন্দঃ জাতঃ।৩৪

তাঁহাদের নাম মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্য ও সঞ্জয়। তৎকালে ভর্ম্যাশ্ব বলিয়াছিলেন—আমার এই পাঁচপুত্র পাঁচটি দেশ রক্ষা করিতে সমর্থ। এইহেতু তাঁহাদের 'পঞ্চাল' এই সজ্ঞা হইয়াছিল। মুদ্গল হইতে মৌদগল্যনামক ব্রাহ্মণ গোত্রের প্রবর্তন হয়।৩২-৩৩

ভার্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্গল হইতে যমজ সন্তান হয়। তন্মধ্যে দিবোদাস পুরুষ এবং অহল্যা কন্যা। এই অহল্যার গর্ভে গৌতমের ঔরসে শতানন্দের জন্ম হইয়াছিল।৩৪

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ।
শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল ॥৩৫
শরস্তম্বেঽপতদ্ রেতো মিথুনং তদভূচ্ছুভম্।
তদ্ দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাচ্ছন্তনুর্মৃগয়াং চরন্।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥৩৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২১

তস্য শতানন্দস্য পুত্রঃ সত্যধৃতিঃ, স চ ধনুর্বিদ্যায়াং নিপুণঃ। তস্য সুতঃ শরদ্বান্ জাতঃ। উর্বশ্যাঃ অপসরসঃ দর্শনাৎ হেতোঃ যস্মাৎ শরদ্বতঃ রেতঃ শরস্তম্বে অপতৎ ইতি শরদ্বান্ নাম সঃ বভূবঃ। তৎ চ পতিতং রেতঃ শুভং শুভাচারং মিথুনং স্ত্রীপুরুষম্ অভূৎ। শান্তনুঃ মৃগয়াং চরন্ তৎ মিথুনং দৃষ্ট্বা কৃপয়া অগৃহ্ণাৎ। তত্র কৃপঃ কুমারঃ, কন্যা চ কৃপী দ্রোণপত্নী অভবৎ ॥৩৫-৩৬

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শতানন্দের পুত্র ধনুর্বেদবিশারদ সত্যধৃতি এবং সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান্। একসময়ে উর্বশীর দর্শনে শরগুচ্ছের উপর শরদ্বানের বীর্য পতিত হইলে তাহা সুলক্ষণ যমজ সন্তানের উৎপত্তি হয়। শান্তনু রাজা মৃগয়া করিতে যাইয়া তাহাদিগকে দেখিতে পান এবং কৃপাবশতঃ স্বয়ং লইয়া আসেন। উহাদের মধ্যে পুত্রটির নাম হয় কৃপ এবং কন্যাটির নাম কৃপী। এই কৃপীই দ্রোণাচার্যের ভার্যা হইয়াছিলেন।৩৫-৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে
শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# দ্বাবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[ দিবোদাসাদীনাং বংশকথনম্, ঋক্ষবংশে পাণ্ডবাদীনামুৎপত্তিবর্ণনঞ্চ। ]

শ্রীশুক উবাচ।

মিত্রায়ুশ্চ দিবোদাসাচ্চ্যবনস্তৎসুতো নৃপ।
সুদাসঃ সহদেবোঽথ সোমকো জন্তুজন্মকৃৎ ॥১
তস্য পুত্রশতং তেষাং যবীয়ান্ পৃষতঃ সুতঃ।
স তস্মাদ্ দ্রুপদো জজ্ঞে সর্বসম্পৎসমন্বিতঃ।
দ্রুপদাদ্ দ্রৌপদী তস্য ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ ॥২
ধৃষ্টদ্যুম্নাদ্ ধৃষ্টকেতুর্ভার্ম্যাঃ পাঞ্চালকা ইমে।
যোঽজমীঢ়সুতো হ্যন্য ঋক্ষঃ সংবরণস্ততঃ ॥৩

তপত্যাং সূর্য্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ।
পরীক্ষিৎ সুধনুর্জহ্নু র্নিষধাশ্চ কুরোঃ সুতাঃ ॥৪
সুহোত্রোঽভূৎ সুধনুষশ্চ্যবনোঽথ ততঃ কৃতী।
বসুস্তস্যোপরিচরো বৃহদ্রথমুখাস্ততঃ ॥৫
কুশাম্বমৎস্যপ্রত্যগ্রাশ্চেদিপাদ্যাশ্চ চেদিপাঃ।
বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রোঽভূদ্ ঋষভস্তস্য তৎসুতঃ ॥৬

অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ হে নৃপ! মৌদ্গল্যাৎ দিবোদাসাৎ মিত্রায়ুঃ সুতঃ জাতঃ, তস্য তু চ্যবনঃ, তস্মাৎ সুদাসঃ, তস্মাৎ সহদেবঃ, তস্মাৎ সোমকঃ ॥১

তস্য সোমকস্য পুত্রশতং বভূব তেষু জ্যেষ্ঠঃ জন্তুঃ, কনিষ্ঠঃ পৃষতঃ। পৃষতাৎ সর্ব্বসম্পৎসমন্বিতঃ দ্রুপদঃ জজ্ঞে। দ্রুপদাৎ দ্রৌপদী কন্যা ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়ঃ সুতাঃ চ জাতাঃ ॥২

ধৃষ্টদ্যুম্নাৎ ধৃষ্টকেতুঃ পুত্রঃ অভূৎ। ইমে ভার্ম্ম্যাঃ ভর্ম্যবংশপ্রসূতাঃ সর্ব্বে পাঞ্চালসংজ্ঞকাঃ জাতাঃ। অজমীঢ়স্য অন্যো যঃ সুতঃ ঋক্ষাখ্যঃ ততঃ সংবরণাখ্যঃ সুতঃ জাতঃ ॥৩

ততশ্চ তপত্যাখ্যায়াং সূর্য্যকন্যায়াং কুরুক্ষেত্রপতিঃ কুরুঃ জাতঃ। তস্য কুরোঃ চ পরীক্ষিৎ, সুধনুঃ, জহ্নুঃ, নিষধঃ চ ইতি চত্বারঃ পুত্রাঃ জাতাঃ ॥৪

তত্র সুধনুষঃ সুহোত্রঃ অভূৎ। অথ তস্মাৎ চ্যবনঃ, ততঃ কৃতী। ততঃ কৃতিনঃ সকাশাৎ উপরিচরঃ বসুঃ পুত্রঃ অভূৎ; ততঃ বসোঃ বৃহদ্রথঃ এব মুখম্ আদিঃ যেষাং তে পুত্রাঃ জজ্ঞিরে ॥৫

তে যথা কুশাম্বঃ, মৎস্যঃ, প্রত্যগ্রঃ ইমে চেদিপাদ্যাঃ পুত্রাঃ চেদিপদসংজ্ঞকাঃ আসন্। বৃহদ্রথাৎ কুশাগ্রঃ, তস্য ঋষভঃ, তস্য

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[দিবোদাসাদির বংশ কথন এবং ঋক্ষবংশে পাণ্ডবাদির উৎপত্তি বর্ণন।]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ। দিবোদাসের পুত্রের নাম ( গোরক্ষপুর গ্রন্থে মিত্রেয়ু ) মিত্রায়ু, তাঁহার পুত্র চ্যবন, তাঁহার পুত্র সুদাস, সুদাসের পুত্র সহদেব, সহদেবের পুত্র সোমক ; এই সোমক জন্তুনামক পুত্রের জনক।১

সোমকের একশত পুত্রের মধ্যে জন্তু জ্যেষ্ঠ এবং পৃষত কনিষ্ঠ। এই পৃষত হইতে সর্বসম্পদ্‌যুক্ত দ্রুপদের জন্ম হইয়াছিল। দ্রুপদ হইতে দ্রৌপদীনামে এক কন্যা এবং ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি পুত্রগণের জন্ম হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ধৃষ্টকেতু। ইহারা ভর্ম্যাশ্বের বংশধর এবং পাঞ্চাল-সংজ্ঞায় পরিচিত।

অজমীঢ়ের অপর পুত্র ঋক্ষ, তাঁহার পুত্র সংবরণ। এই সংবরণ হইতে সূর্যকন্যা তপতীর গর্ভে কুরুক্ষেত্র-পতি কুরুর জন্ম হয়।

কুরুর পুত্র পরীক্ষিৎ, জহ্নু ও নিষধ। সুধনুর পুত্র সুহোত্র, তাঁহার পুত্র চ্যবন এবং তাঁহার পুত্র কৃতী।

কৃতীর পুত্র উপরিচর বসু। উপরিচর বসু হইতে বৃহদ্রথ, কুশাম্ব, মৎস্য, প্রত্যগ্র ও চেদিপ-

জজ্ঞে সত্যহিতোঽপত্যং পুষ্পবাংস্তৎসুতো জহ্নুঃ।
অন্যস্যাং চাপি ভার্য্যায়াং শকলে দ্বে বৃহদ্রথাৎ ॥৭
তে মাত্রা বহিরুৎসৃষ্টে জরয়া চাভিসন্ধিতে।
জীব জীবেতি ক্রীড়ন্ত্যা জরাসন্ধোঽভবৎ সুতঃ ॥৮
ততশ্চ সহদেবোঽভূৎ সোমাপির্যচ্ছ্রুতশ্রবাঃ।
পরীক্ষিদনপত্যোঽভূৎ সুরথো নাম জাহ্নবঃ ॥৯
ততো বিদূরথস্তস্মাৎ সার্বভৌমস্ততোঽভবৎ।
জয়সেনস্তত্তনয়ো রাধিকোঽতোঽযুতো হ্যভূৎ ॥১০

ততশ্চাক্রোধনস্তস্মাদ্ দেবাতিথিরমুষ্য চ।
ঋক্ষ্যস্তস্য দিলীপোঽভূৎ প্রতীপস্তস্য চাত্মজঃ ॥১১
দেবাপিঃ শান্তনুস্তস্য বাহ্লীক ইতি চাত্মজাঃ।
পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য দেবাপিস্তু বনং গতঃ ॥১২
অভবচ্ছান্তনূ রাজা প্রাঙ্মহাভিষসংজ্ঞিতঃ।
যং যং করাভ্যাং স্পৃশতি জীর্ণং যৌবনমেতি সঃ ॥১৩
শান্তিমাপ্নোতি চৈবাগ্র্যাং কর্ম্মণা তেন শান্তনুঃ।
সমা দ্বাদশ তদ্রাজ্যে ন ববর্ষ যদা বিভুঃ ॥১৪

---

পুষ্পবান্, তস্য সত্যহিতঃ, তস্য জহ্নুঃ। অথ অন্যস্যাং ভার্য্যায়াং বৃহদ্রথাৎ দ্বে শকলে একস্যৈব শরীরস্য মধ্যতঃ বিভাগে যথা দ্বিধাভূতে বভূবতুঃ। তে চ শকলে মাত্রা বহিঃ উৎসৃষ্টে পরিত্যক্তে ক্রীড়ন্ত্যা জরয়া রাক্ষস্যা জীব জীব ইতি ভাষমাণয়া অভিসন্ধিতে অতঃ সঃ সুতঃ জরাসন্ধঃ তন্নামকঃ অভবৎ ॥৬-৮

ততশ্চ সহদেবঃ অভূৎ, ততশ্চ সোমাপিঃ, যস্মাৎ সোমাপেঃ শ্রুতশ্রবাঃ; কুরুপুত্রঃ পরীক্ষিৎ অনপত্যঃ অভূৎ। কুরুপুত্রস্য জহ্নোঃ পুত্রঃ সুরথঃ নাম আসীৎ। ততঃ সুরথাৎ বিদূরথঃ, তস্মাৎ সার্ব্বভৌমাখ্যঃ, ততঃ তস্মাৎ জয়সেনঃ। তস্য তনয়ঃ রাধিকঃ, তস্য হ্যমান্ ( অযুতায়ুঃ ) অভূৎ ॥৯-১০

ততঃ চ হ্যমতঃ ক্রোধনঃ, তস্মাৎ দেবাতিথিঃ, অমুষ্য ঋক্ষঃ, তস্য দিলীপঃ অভূৎ। তস্য দিলীপস্য আত্মজঃ প্রতীপঃ অভূৎ ॥১১

তস্য প্রতীপস্য দেবাপিঃ, শান্তনুঃ, বাহ্লীকঃ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জাতাঃ। তত্র দেবাপিঃ তু পিতৃরাজ্যং পরিত্যজ্য বনং গতঃ। অতঃ অপ্রজঃ ॥১২

ততঃ প্রাক্ মহাভিষসংজ্ঞিতঃ শান্তনুঃ রাজা অভবৎ। সঃ করাভ্যাং যং যং জীর্ণং স্পৃশতি, সঃ জীর্ণঃ যৌবনং এতি প্রাপ্নোতি, তথা অগ্র্যাং মুখ্যাং শান্তিম্ আরোগ্যজনিতং সুখং চ আপ্নোতি। তেনৈব কর্ম্মণা শান্তনুঃ ( শং সুখং তনুতে ইতি নিরুক্তিঃ জ্ঞেয়া)। যঃ প্রাক্ পূর্ব্বজন্মনি মহাভিষঃ ইতি সংজ্ঞা তস্য সঞ্জাতা। তস্য রাজ্যে যদা দ্বাদশ সমাঃ বিভুঃ পর্জ্জন্যঃ ন ববর্ষ, তদা শান্তনুঃ

---

প্রভৃতি চেদিপতিগণের জন্ম হয়।

বৃহদ্রথের পুত্র কুশাগ্র, তাঁহার পুত্র ঋষভ, তাঁহার পুত্র সত্যহিত, সত্যহিতের পুত্র পুষ্পবান্ এবং তাঁহার পুত্র জহ্নু।

বৃহদ্রথের অপর ভার্যার গর্ভে দেহের দুইটি খণ্ড উৎপন্ন হইলে মাতা তাহা বাহিরে ফেলিয়া দেন এবং জরানাম্নী রাক্ষসী খেলার ছলে ঐ দুই খণ্ড সংযুক্ত করিয়া—'জীবিত হও, জীবিত হয়' এরূপ বলিলে উহা জীবিত হয়। বৃহদ্রথের ঐ পুত্রের নাম জরাসন্ধ।২-৮

জরাসন্ধ হইতে সহদেবের জন্ম হয়। সহদেবের পুত্র সোমাপি এবং সোমাপির পুত্র শ্রুতশ্রবা। পরীক্ষিৎ নিঃসন্তান ছিলেন। জহ্নুর পুত্রের নাম সুরথ।৯

সুরথের পুত্রের নাম বিদূরথ, তাঁহার পুত্র সার্বভৌম, তাঁহার পুত্র জয়সেন, তাঁহার পুত্র রাধিক এবং তাঁহার পুত্র অযুতায়ু।১০

অযুতায়ুর পুত্র অক্রোধন, তাঁহার পুত্র দেবাতিথি, তাঁহার পুত্র ঋক্ষ, তাঁহার পুত্র দিলীপ এবং দিলীপের পুত্র প্রতীপ।১১

দেবাপি, শান্তনু ও বাহ্লীক—এই তিনজন প্রতীপের পুত্র। তন্মধ্যে দেবাপি পিতৃরাজ্য ত্যাগ করিয়া বন গমন করেন।১২

অনন্তর শান্তনু রাজা হন, তাঁহার পূর্বজন্মের নাম মহাভিষ। তিনি জরাগ্রস্ত যাহাকে যাহাকে দুই হাত দিয়া স্পর্শ করিতেন, সেই সকল ব্যক্তিই

শান্তনুর্ব্রাহ্মণৈরুক্তঃ পরিবেত্তায়মগ্রভুক্।
রাজ্যং দেহ্যগ্রজায়াশু পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে ॥১৫
এবমুক্তো দ্বিজৈর্জ্যেষ্ঠং ছন্দয়ামাস সোঽব্রবীৎ।
তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈর্বিপ্রৈর্বেদাদ্ বিভ্রংশিতো গিরা ॥১৬
বেদবাদাতিবাদান্ বৈ তদা দেবো ববর্ষ হ।
দেবাপির্যোগমাস্থায় কলাপগ্রামমাশ্রিতঃ ॥১৭

তত্র অনাবৃষ্টৌ নিমিত্তং কারণং ব্রাহ্মণান্ অপৃচ্ছৎ ॥১৩-১৪

ব্রাহ্মণৈঃ তু এবম্ উক্তঃ যথা—অগ্রভুক্ ত্বং পরিবেত্তা এব। অতঃ তদ্দোষপরিহারার্থং পুররাষ্ট্রবিবৃদ্ধয়ে আশু অগ্রজায় রাজ্যং দেহি। ততঃ বৃষ্টিঃ স্যাৎ। এবং দ্বিজৈঃ উক্তঃ শান্তনুঃ বনং গত্বা জ্যেষ্ঠং ছন্দয়ামাস (রাজ্যং স্বীকুরু ইতি প্রার্থয়ামাস) ততঃ চ তন্মন্ত্রিপ্রহিতৈঃ (তস্য শান্তনোঃ মন্ত্রিণা অশ্মরাবসংজ্ঞেন প্রহিতাঃ যে তৈঃ) বিপ্রৈঃ পাষণ্ড-মতাশ্রয়য়া গিরা বেদাৎ বিভ্রংশিতঃ সঃ দেবাপিঃ বেদবাদস্য অতিবাদান্ নিন্দাবচনানি অব্রবীৎ। (ততশ্চ তস্য পাতিত্যেন রাজ্যনর্হত্বে জাতে শান্তনোঃ রাজ্যে দোষাভাবাৎ) তদা এব দেবঃ ববর্ষ। স চ দেবাপিঃ যোগম্ আস্থায় কলাপগ্রামম্ আশ্রিতঃ বর্ত্ততে ॥১৫-১৭

পুনরায় যৌবনলাভ করিত।১৩

এইরূপ তাঁহার স্পর্শে সকলেই শান্তিলাভ করিত বলিয়া তিনি ঐরূপ কর্মহেতুই শান্তনুনামে প্রসিদ্ধ হন। এক সময়ে তাঁহার রাজ্যে দ্বাদশ বৎসর বৃষ্টিপাত না হওয়ায় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে বলিলেন—হে মহারাজ! (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিবাহ করিলে সে যেরূপ পরিবেত্তা হইয়া দোষভাগী হয়, সেরূপ) তুমি জ্যেষ্ঠভ্রাতার পূর্বে স্বয়ং রাজ্য ভোগ করায় পরিবেত্তা হইয়াছ। অতএব তুমি পুর ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য সত্বর জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতাকে রাজ্য দান কর।১৪-১৫

ব্রাহ্মণগণ এরূপ বলিলে শান্তনু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেবাপিকে রাজ্য গ্রহণের জন্য বহু অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার পূর্বেই শান্তনুর মন্ত্রী অশ্ববার (অথবা অশ্মরাত) দেবাপির নিকট কয়েক জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া ছিলেন এবং তাঁহারা দেবাপিকে পাষণ্ডমত গ্রহণ করাইয়া বেদমার্গ হইতে বিচ্যুত করায় দেবাপি বৈদিক মতের নিন্দাবাদ করেন—যাহার জন্য তাঁহার রাজত্বগ্রহণের ইচ্ছা রহিল না, (সুতরাং শান্তনুর কোন দোষ না থাকায়) দেবতা রাজ্যমধ্যে জলবর্ষণ করিয়াছিলেন। সেই দেবাপি যোগ অবলম্বনপূর্বক এখনও কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন।১৬-১৭

সোমবংশে কলৌ নষ্টে কৃতাদৌ স্থাপয়িষ্যতি।
বাহ্লীকাৎ সোমদত্তোঽভূদ্ ভূরির্ভূরিশ্রবাস্ততঃ ॥১৮
শলশ্চ শান্তনোরাসীদ্ গঙ্গায়াং ভীষ্ম আত্মবান্।
সর্বধর্মবিদাং শ্রেষ্ঠো মহাভাগবতঃ কবিঃ ॥১৯
বীরযূথাগ্রণীর্যেন রামোঽপি যুধি তোষিতঃ।
শান্তনোর্দাসকন্যায়াং জজ্ঞে চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ ॥২০

কলৌ সোমবংশে নষ্টে সতি পুনঃ কৃতযুগস্য আদৌ সোমবংশং স্থাপয়িষ্যতি। বাহ্লীকাৎ সোমদত্তঃ পুত্রঃ অভূৎ, ততঃ চ ভূরিঃ, ভূরিশ্রবাঃ, শলঃ চ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জজ্ঞিরে। ব্রহ্মশাপাৎ মানুষীত্বং প্রাপ্য স্বয়ম্বরেণাগতায়াং গঙ্গায়াং ভার্য্যায়াং শান্তনোঃ আত্মবান্ ভীষ্মঃ পুত্রঃ আসীৎ। সর্ব্বেষাং ধর্ম্মবিদাং শ্রেষ্ঠঃ মহাভাগবতঃ পরমভক্তঃ কবিঃ আত্মজ্ঞঃ, বীরাণাং যোধানাং যূথস্য সৈন্যস্য অগ্রণীঃ নায়কঃ, যেন যুধি যুদ্ধে জামদগ্ন্যঃ রামঃ অপি স্ববলেন তোষিতঃ। শান্তনোঃ দাশকন্যায়াং (উপরিচরস্য বসোঃ পতিতেন বীর্য্যেণ তদ্‌ভক্ষিতবত্যাঃ মৎস্যাঃ উদরাৎ দাসৈঃ কৈবর্ত্তৈঃ উদ্ধৃতায়াং তৈঃ পালিতায়াং মৎস্যগন্ধি-যোজনগন্ধি-সত্যবত্যাখ্যায়াং) চিত্রাঙ্গদঃ সুতঃ জজ্ঞে ॥১৮-২০

কলিকালে চন্দ্রবংশ বিলুপ্ত হইলে এই দেবাপি সত্যযুগের প্রারম্ভে পুনরায় ঐ বংশের প্রবর্তন করিবেন। বাহ্লীক হইতে সোমদত্ত, সোমদত্ত হইতে ভূরি এবং ভূরি হইতে ভূরিশ্রবা ও শল এই দুই পুত্রের জন্ম হইয়া ছিল। শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে জিতেন্দ্রিয় ভীষ্মদেবের জন্ম হয়, ইনি সকল ধর্মজ্ঞগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, পরমভাগবত ও বিদ্বান্ ছিলেন।১৮-১৯

বিচিত্রবীর্য্যশ্চাবরজো নাম্না চিত্রাঙ্গদো হতঃ।
যস্যাং পরাশরাৎ সাক্ষাদবতীর্ণো হরেঃ কলা ॥২১

বেদগুপ্তো মুনিঃ কৃষ্ণো যতোঽহমিদমধ্যগাম্।
হিত্বা স্বশিষ্যান্ পৈলাদীন্ ভগবান্ বাদরায়ণঃ ॥২২

মহ্যং পুত্রায় শান্তায় পরং গুহ্যমিদং জগৌ।
বিচিত্রবীর্য্যোঽথোবাহ কাশিরাজসুতে বলাৎ ॥২৩

অবরজঃ ভ্রাতঃ কনীয়ান্ বিচিত্রবীর্য্যঃ চ জজ্ঞে। তত্র চিত্রাঙ্গদঃ নাম্না তৎসমাননামবতা চিত্রাঙ্গদাখ্যেন গন্ধর্ব্বেণ যুদ্ধে হতঃ। যস্যাং সত্যবত্যাং শান্তনুপরিগ্রহাৎ পূর্ব্বং বেদগুপ্তঃ (বেদাঃ গুপ্তাঃ বিভাগপূর্ব্বকপ্রবর্ত্তনেন লোকে সংরক্ষিতাঃ যেন) কৃষ্ণঃ দ্বৈপায়নাখ্যঃ মুনিঃ মননশীলঃ সাক্ষাৎ হরেঃ কলা ব্যাসঃ জাতঃ, যতঃ অহং জাতঃ সন্ শ্রীভাগবতম্ অধ্যগাম্ অধীতবান্। বাদরায়ণঃ ব্যাসঃ পৈলাদীন্ স্বশিষ্যান্ হিত্বা ইদং পরং গুহ্যং ভাগবতং মহ্যং শান্তায় পুত্রায় জগৌ উপদিদেশ। অথ ভীষ্মেণ কাশীরাজস্য সুতে বলাৎ স্বয়ম্বরাৎ উপানীতে উভে অম্বিকাম্বালিকে বিচিত্রবীর্য্যঃ উবাহ। তয়োঃ অম্বিকাম্বালিকয়োঃ আসক্তং

এই ভীষ্ম বীরবৃন্দের অগ্রণী ছিলেন এবং যুদ্ধে পরশুরামকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। দাসরাজের কন্যা সত্যবতীর গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যনামে রাজা শান্তনুর দুই পুত্র হয়। এই চিত্রাঙ্গদ চিত্রাঙ্গদনামক গন্ধর্বকর্তৃক নিহত হন। এই সত্যবতীর গর্ভেই (বিবাহের পূর্বে) পরাশরমুনি হইতে সাক্ষাৎ শ্রীহরির অংশরূপে বেদরক্ষক কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন,—যাঁহার নিকট হইতে আমি এই ভাগবতের উপদেশ লাভ করিয়াছি। সেই ভগবান্ বাদরায়ণ (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন) নিজ শিষ্য পৈল প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া শান্তস্বভাব নিজ পুত্র আমাকে এই ভাগবত অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন

স্বয়ংবরাদুপানীতে অম্বিকাম্বালিকে উভে
তয়োরাসক্তহৃদয়ো গৃহীতো যক্ষ্মণা মৃতঃ ॥২৪

ক্ষেত্রেঽপ্রজস্য বৈ ভ্রাতুর্মাত্রোক্তো বাদরায়ণঃ।
ধৃতরাষ্ট্রং চ পাণ্ডুং চ বিদুরং চাপ্যজীজনৎ ॥২৫

গান্ধার্য্যাং ধৃতরাষ্ট্রস্য জজ্ঞে পুত্রশতং নৃপ।
তত্র দুর্য্যোধনো জ্যেষ্ঠো দুঃশলা চাপি কন্যকা ॥২৬

হৃদয়ং যস্য সঃ বিচিত্রবীর্য্যঃ যক্ষ্মণা যক্ষ্মারোগেণ ক্ষয়েণ গৃহীতঃ সন্ মৃতঃ ॥২১-২৪

অপ্রজস্য ভ্রাতুঃ বিচিত্রবীর্য্যস্য ক্ষেত্রে কলত্রত্রয়ে মাত্রা সত্যবত্যা উক্তঃ আদিষ্টঃ বাদরায়ণঃ ব্যাসঃ ধৃতরাষ্ট্রং পাণ্ডুং বিদুরং চ অপি অজীজনৎ জনয়ামাস। তত্র অম্বিকায়াং ধৃতরাষ্ট্রম্, অম্বালিকায়াং পাণ্ডুং, দাস্যাং চ বিদুরম্ ॥২৫

গান্ধার্য্যাং ভার্য্যায়াং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রশতং জজ্ঞে। তথা দুঃশলা নাম কন্যকা চ জজ্ঞে। পুত্রশতমধ্যে দুর্য্যোধনঃ জ্যেষ্ঠঃ ॥২৬

অনন্তর বিচিত্রবীর্য স্বয়ম্বরসভা হইতে বলপূর্বক আনীতা কাশিরাজের কন্যা অম্বিকা ও অম্বালিকাকে বিবাহ করেন এবং ঐ পত্নীদ্বয়ের প্রতি একান্ত আসক্ত চিত্ত হইয়া যক্ষ্মারোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন।২০-২৪

মাতার আজ্ঞায় ভগবান্ বাদরায়ণ নিঃসন্তান কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রে অর্থাৎ অম্বিকার গর্ভে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু এবং (দাসীর গর্ভে) বিদুরের জন্মদান করেন।২৫

হে মহারাজ! গান্ধারীর গর্ভে ধৃতরাষ্ট্রের দুর্যোধন প্রভৃতি একশত পুত্র এবং দুঃশলা নামে এক কন্যার জন্ম হয়।২৬

শাপান্মৈথুনরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ কুন্ত্যাং মহারথাঃ।
জাতা ধর্মানিলেন্দ্রেভ্যো যুধিষ্ঠিরমুখাস্ত্রয়ঃ ॥২৭
নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ।
দ্রৌপদ্যাং পঞ্চ পঞ্চভ্যঃ পুত্রাস্তে পিতরোঽভবন্ ॥২৮
যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ শ্রুতসেনো বৃকোদরাৎ।
অর্জুনাচ্ছ্রুতকীর্ত্তিস্তু শতানীকস্তু নাকুলিঃ ॥২৯
সহদেবসুতো রাজন্ শ্রুতকর্মা তথাপরে।
যুধিষ্ঠিরাৎ তু পৌরব্যাং দেবকোঽথ ঘটোৎকচঃ ॥৩০
ভীমসেনাদ্ধিড়িম্বায়াং কাল্যাং সর্বগতস্ততঃ।
সহদেবাৎ সুহোত্রং তু বিজয়াসূত পার্বতী ॥৩১
করেণুমত্যাং নকুলো নরমিত্রং তথার্জুনঃ।
ইরাবন্তমুলূপ্যাং বৈ সুতায়াং বভ্রুবাহনম্ ॥
মণিপুরপতেঃ সোঽপি তৎপুত্রঃ পুত্রিকাসুতঃ ॥৩২

---

অরণ্যে মৃগরূপিণোঃ রমমাণয়োঃ ঋষ্যোঃ শাপাৎ মৈথুনে কর্ম্মণি প্রতিরুদ্ধস্য পাণ্ডোঃ ভার্য্যায়াং কুন্ত্যাং ধর্ম্মানিলেন্দ্রেভ্যঃ মহারথাঃ যুধিষ্ঠির-মুখাঃ ( যুধিষ্ঠিরঃ মুখম্ আদিঃ যেষাং তে যুধিষ্ঠির-ভীমার্জ্জুনাঃ ) ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জাতাঃ ॥২৭

তথা অন্যস্যাম্ অপি পাণ্ডোঃ ভার্য্যায়াং মাদ্র্যাং নাসত্যদস্রয়োঃ নাসত্যদস্রাভ্যাম্ অশ্বিনীকুমারাভ্যাং নকুলঃ সহদেবঃ চ ইতি দ্বৌ সুতৌ জাতৌ। তেভ্যঃ যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ দ্রৌপদ্যাম্ একস্যাং ভার্য্যায়াং পঞ্চপুত্রাঃ অভবন্। তে তব পিতরঃ পিতৃব্যাঃ অনুৎপাদিতপুত্রাঃ এব দ্রৌণিনা হতাঃ ॥২৮

( স্ব-স্বাসাধারণ ভার্য্যায়াং ) যুধিষ্ঠিরাৎ প্রতিবিন্ধ্যঃ, বৃকোদরাৎ শ্রুতসেনঃ, অর্জ্জুনাৎ শ্রুতকীর্ত্তিঃ, নাকুলিঃ নকুলস্য পুত্রঃ শতানীকঃ তথা সহদেবস্য সুতঃ শ্রুতকর্ম্মা। তথা অপরে অপি যুধিষ্ঠিরাদিভ্যঃ অন্যাসু ভার্য্যাসু জাতাঃ যথা--যুধিষ্ঠিরাৎ পৌরব্যাং ভার্য্যায়াং দেবকঃ, ভীমসেনাৎ হিড়িম্বায়াং ঘটোৎকচঃ জাতঃ ॥২৯-৩০

তথা কাল্যাং ভার্য্যায়াং সর্ব্বগতঃ নাম পুত্রঃ ততঃ ভীমসেনাৎ এব জাতঃ। পার্ব্বতী পর্ব্বতস্য তনয়া বিজয়া নাম সহদেবাৎ পত্যুঃ সকাশাৎ সুহোত্রং পুত্রম্ অসূত। করেণুমত্যাং ভার্য্যায়াং নকুলঃ নরমিত্রং সুতং জনয়ামাস। নিরমিত্রম্ ইতি পাঠান্তরম্। তথা অর্জ্জুনঃ অপি নাগকন্যায়াম্ উলূপ্যাম্ ইরাবন্তং তথা মণিপুরপতেঃ সুতায়াং বভ্রুবাহনঃ ইতি সুতদ্বয়ং জনয়ামাস। সঃ চ বভ্রুবাহনঃ তস্য অর্জ্জুনস্য পুত্রঃ সন্ অপি পুত্রিকাসুতঃ মাতামহসুতঃ এব। অভ্রাতৃকাং প্রদাস্যামি তুভ্যং কন্যামলঙ্কৃতাম্। অস্যাং যঃ জায়তে পুত্রঃ স মে পুত্রো ভবেদিতি ভাষাবদ্ধরূপপুত্রিকাধর্ম্মেণ কন্যাপ্রদানাৎ স মাতামহেন গৃহীত ইত্যর্থঃ ) ॥৩১-৩২

---

মৃগরূপে মৈথুনরত এক মুনিকে মৃগয়াকালে বধ করায় তাঁহার অভিশাপে পাণ্ডু মৈথুনক্রিয়া হইতে নিবৃত্ত হওয়ায় তাঁহার পত্নী কুন্তীর গর্ভে ধর্ম, বায়ু ও ইন্দ্রের অনুগ্রহে যথাক্রমে যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুন এবং অপর পত্নী মাদ্রীর গর্ভে অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অনুগ্রহে নকুল ও সহদেবের জন্ম হয়। ইহারা সকলেই মহারথ ছিলেন। দ্রৌপদীর গর্ভে সেই পাঁচ ভ্রাতার ঔরসে পাঁচ পুত্র হয়, তাঁহারা আপনার পিতৃব্য।২৭-২৮

সেই পাঁচ পুত্রের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের পুত্র প্রতিবিন্ধ্য, ভীমসেনের পুত্র শ্রুতসেন, অর্জুনের পুত্র শ্রুতকীর্তি, নকুলের পুত্র শতানীক এবং সহদেবের পুত্র শ্রুতকর্মা। হে মহারাজ! এতদ্ব্যতীত যুধিষ্ঠির হইতে পৌরবীর গর্ভে দেবক এবং ভীমসেন হইতে হিড়িম্বার গর্ভে ঘটোৎকচের জন্ম হয়।২৯-৩০

এইরূপ ভীমসেনের অপর ভার্যা কালীর গর্ভে সর্বগত নামক পুত্রের জন্ম হইয়াছিল। সহদেবের ঔরসে পর্বতকন্যা বিজয়ার গর্ভে সুহোত্রের জন্ম হয়।৩১

নকুল নিজ অপর পত্নী করেণুমতীর গর্ভে নরমিত্র-নামক পুত্র উৎপাদন করেন। অর্জুনও নিজ অপর নাগকন্যা উলূপীর গর্ভে ইরাবান্ এবং অপর এক মণিপুররাজকন্যা চিত্রাঙ্গদার গর্ভে বভ্রুবাহনের জন্মদান করেন। (মণিপুররাজ অর্জুনের সহিত কন্যার বিবাহকালে বলিয়াছিলেন—এই কন্যার পুত্র আমার হইবে, এই হেতু) কন্যার পুত্র বভ্রুবাহন মণিপুররাজেরই পুত্ররূপে গণ্য হইয়াছিলেন।৩২

তব তাতঃ সুভদ্রায়ামভিমন্যুরজায়ত।
সর্বাতিরথজিদ্ বীর উত্তরায়াং ততো ভবান্ ॥৩৩
পরিক্ষীণেষু কুরুষু দ্রৌণের্ব্রহ্মাস্ত্রতেজসা।
ত্বং চ কৃষ্ণানুভাবেন সজীবো মোচিতোঽন্তকাৎ ॥৩৪
তবেমে তনয়াস্তাত জনমেজয়পূর্বকাঃ।
শ্রুতসেনো ভীমসেন উগ্রসেনশ্চ বীর্য্যবান্ ॥৩৫
জনমেজয়স্ত্বাং বিদিত্বা তক্ষকান্নিধনং গতম্।
সর্পান্ বৈ সর্পযাগাগ্নৌ স হোষ্যতি রুষান্বিতঃ ॥৩৬

কাবষেয়ং পুরোধায় তুরং তুরগমেধযাট্।
সমন্তাৎ পৃথিবীং সর্বাং জিত্বা যক্ষ্যতি চাধ্বরৈঃ ॥৩৭
তস্য পুত্রঃ শতানীকো যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ীং পঠন্।
অস্ত্রজ্ঞানং ক্রিয়াজ্ঞানং শৌনকাৎ পরমেষ্যতি ॥৩৮
সহস্রানীকস্তৎ পুত্রস্ততশ্চৈবাশ্বমেধজঃ।
অসীমকৃষ্ণস্তস্যাপি নেমিচক্রস্তু তৎসুতঃ ॥৩৯
গজাহ্বয়ে হৃতে নদ্যা কৌশাম্ব্যাং সাধু বৎস্যতি।
উক্তস্ততশ্চিত্ররথস্তস্মাৎ শুচিরথঃ সুতঃ ॥৪০

তব তাতঃ পিতা সর্ব্বাতিরথজিৎ ( সর্ব্বান্ অতিরথান্ জয়তি ইতি ) বীরঃ অভিমন্যুঃ অর্জ্জুনাৎ সুভদ্রায়াং জাতঃ। ততঃ অভিমন্যোঃ সকাশাৎ উত্তরায়াং ভবান্ জাতঃ ॥৩৩

কুরুষু দুর্য্যোধনাদিষু পরিক্ষীণেষু সৎসু দ্রৌণেঃ ব্রহ্মাস্ত্র-তেজসা দগ্ধঃ অপি ত্বং কৃষ্ণস্য অনুভাবেন সজীবঃ এব অন্তকাৎ মৃত্যোঃ মোচিতঃ ॥৩৪

হে তাত। তব শ্রুতসেনঃ, ভীমসেনঃ, বীর্য্যবান্ উগ্রসেনঃ চ ইতি জনমেজয়পূর্ব্বকাঃ ইমে চত্বারঃ তনয়াঃ জাতাঃ ॥৩৫

তক্ষকাৎ নিধনং গতং মরণং প্রাপ্তং ত্বাং বিদিত্বা সঃ তব পুত্রঃ জনমেজয়ঃ রুষান্বিতঃ সন্ সর্পযাগাগ্নৌ সর্পান্ হোষ্যতি ॥৩৬

কাবষেয়ং তুরং পুরোধায় পুরোহিতং কৃত্বা সমন্তাৎ সর্ব্বতঃ পৃথিবীং সর্ব্বত্র তত্রত্য নৃপান্ জিত্বা অধ্বরৈঃ অশ্বমেধৈঃ যক্ষ্যতি। অতঃ তুরগ-মেধযাট্ ইতি প্রসিদ্ধঃ ভবিষ্যতি ॥৩৭

তস্য জনমেজয়স্য পুত্রঃ শতানীকাখ্যঃ যাজ্ঞবল্ক্যাৎ ত্রয়ী ঋগাদি-বেদত্রয়ীং পঠন্ যাগাদি-জ্ঞানং, শৌনকাৎ পরং পরমাত্মজ্ঞানম্, অস্ত্রজ্ঞানং কৃপাচার্য্যাৎ চ এষ্যতি ॥৩৮

তস্য শতানীকস্য পুত্রঃ সহস্রানীকঃ, ততঃ চ অশ্বমেধজঃ জাতঃ। তস্যাপি অসীমকৃষ্ণঃ, তস্য সুতঃ নেমিচক্রঃ ভবিতা ॥৩৯

গজাহ্বয়ে হস্তিনাপুরে নদ্যা গঙ্গয়া হৃতে প্লাবিতে সতি সঃ নেমিচক্রঃ ততঃ নিষ্ক্রম্য কৌশাম্ব্যাং পুর্য্যাং সাধু যথা ভবতি তথা বৎস্যতি নিবাসং করিষ্যতি। ততঃ জাতঃ সুতঃ চিত্ররথঃ উক্তঃ। তস্মাৎ শুচিরথঃ সুতঃ ভবিতা, তস্মাৎ বৃষ্টিমান্, তস্য পুত্রঃ সুষেণঃ মহীপতিঃ ভবিতা।

তস্য পুত্রঃ সুনীথঃ, তস্য নৃচক্ষুঃ যস্মাৎ সুখীনলঃ ভবিতা।

---

হে মহারাজ। অর্জুন হইতেই পত্নী সুভদ্রার গর্ভে সকল অধিরথগণের পরাজয়কারী ও আপনার পিতা মহাবীর অভিমন্যু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহা হইতেই উত্তরার গর্ভে আপনার জন্ম হইয়াছে।৩৩

কুরুকুল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রের তেজে আপনিও আক্রান্ত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রভাবে জীবনসহ মৃত্যুমুখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।৩৪

হে বৎস। সম্প্রতি আপনার পুত্ররূপে মহাবীর এই জনমেজয়, শ্রুতসেন, ভীমসেন ও উগ্রসেন বিরাজমান রহিয়াছেন।৩৫

জনমেজয় আপনাকে তক্ষকের দংশনে নিহত জানিয়া যথাকালে সর্পযজ্ঞের অগ্নিতে সর্পগণকে আহুতি দান করিবেন।৩৬

এই জনমেজয় চতুর্দিকে সমগ্র ভূমণ্ডল জয় করিয়া কাবষেয় তুরকে পুরোহিত পদে বরণ পূর্বক অশ্বমেধ ও অন্যান্য বহু যজ্ঞ করিবেন।৩৭

(ইহার পর ভবিষ্যৎ রাজবৃত্তান্ত বলিতেছেন) হে মহারাজ। জনমেজয়ের পুত্র শতানীক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট বেদ পাঠ করিয়া, কৃপাচার্য হইতে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনক হইতে কর্মবিদ্যা লাভ করিবেন।৩৮

শতানীক হইতে সহস্রানীক, তাঁহা হইতে অশ্বমেধজ, তাঁহা হইতে অসীমকৃষ্ণ এবং তাঁহা হইতে নেমিচক্রের জন্ম হইবে।৩৯

নেমিচক্রের রাজত্বকালে গঙ্গানদী হস্তিনাপুরী

তস্মাচ্চ বৃষ্টিমাংস্তস্য সুষেণোঽথ মহীপতিঃ।
সুনীথস্তস্য ভবিতা নৃচক্ষুর্যৎ সুখীনলঃ ॥৪১

পরিপ্লবঃ সুতস্তস্মান্মেধাবী সুনয়াত্মজঃ।
নৃপঞ্জয়স্ততো দূর্বস্তিমিস্তস্মাজ্জনিষ্যতি ॥৪২

তিমের্বৃহদ্রথস্তস্মাচ্ছতানীকঃ সুদাসজঃ।
শতানীকাদ্ দুর্দমনস্তস্যাপত্যং মহীনরঃ ॥৪৩

দণ্ডপাণির্নিমিস্তস্য ক্ষেমকো ভবিতা নৃপঃ।
ব্রহ্মক্ষত্রস্য বৈ যোনির্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ ॥৪৪

ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং সংস্থাং প্রাপ্স্যতি বৈ কলৌ।
অথ মাগধরাজানো ভবিতারো বদামি তে ॥৪৫

ভবিতা সহদেবস্য মার্জারির্যচ্ছ্রুতশ্রবাঃ।
ততোঽযুতায়ুস্তস্যাপি নিরমিত্রোঽথ তৎসুতঃ ॥৪৬

সুনক্ষত্রঃ সুনক্ষত্রাদ্ বৃহৎসেনোঽথকর্মজিৎ।
ততঃ সুতঞ্জয়াদ্ বিপ্রঃ শুচিস্তস্য ভবিষ্যতি ॥৪৭

ক্ষেমোঽথ সুব্রতস্তস্মাদ্ ধর্মসূত্রঃ সমস্ততঃ।
দ্যুমৎসেনোঽথ সুমতিঃ সুবলো জনিতা ততঃ ॥৪৮

তস্মাৎ পরিপ্লবঃ, তস্মাৎ মেধাবী, সঃ চ সুনয়ং পুত্রং জনয়িষ্যতি। ততঃ সুনয়াৎ নৃপঞ্জয়ঃ, তস্মাৎ চ দূর্ব্বঃ, ততঃ তিমিঃ জনিষ্যতি ॥৪০-৪২

তস্য বৃহদ্রথঃ, তস্য সুদাসঃ, তস্য শতানীকঃ, তস্য দুর্দমনঃ, তস্য অপত্যং মহীনরঃ। তস্য দণ্ডপাণিঃ, তস্য নিমিঃ, তস্য ক্ষেমকঃ সুতঃ ভবিতা। ব্রহ্মক্ষত্র-কুলয়োঃ যোনিঃ কারণভূতঃ, দেবৈঃ ঋষিভিঃ চ সৎকৃতঃ অয়ং বংশঃ ময়া প্রোক্তঃ। কলৌ যুগে ক্ষেমকং রাজানং প্রাপ্য বৈ নিশ্চয়ে সংস্থাং প্রাপ্স্যতি সমাপ্তিং গমিষ্যতি। অথ যে মাগধরাজানঃ ভবিতারঃ তান্ তে তুভ্যং বদামি ॥৪৩-৪৫

সহদেবস্য জরাসন্ধ-পুত্রস্য সুতঃ মার্জ্জারিঃ ভবিতা (অস্যৈব পূর্ব্বোক্তং সোমাপি ইতি নামান্তরং জ্ঞেয়ম্), তস্য শ্রুতশ্রবাঃ। তস্য অযুতায়ুঃ, তস্য নিরমিত্রঃ, তস্য সুনক্ষত্রঃ, তস্য বৃহৎসেনঃ, তস্য কর্ম্মজিৎ। তস্য সুতঞ্জয়ঃ বা সৃঞ্জয়ঃ, তস্য বিপ্রঃ, তস্য

গ্রাস করিলে তিনি কৌশাম্বীপুরীতে বাস করিবেন। তাঁহা হইতে চিত্ররথ এবং তাঁহা হইতে শুচিরথ-নামক পুত্র উৎপন্ন হইবেন।৪০

শুচিরথ হইতে বৃষ্টিমান্, বৃষ্টিমান্ হইতে সুষেণ, সুষেণ হইতে সুনীথ, সুনীথ হইতে নৃচক্ষু এবং নৃচক্ষু হইতে সুখীনলের জন্ম হইবে।৪১

সুখীনল হইতে পরিপ্লব, পরিপ্লব হইতে সুনয়, সুনয় হইতে মেধাবী, মেধাবী হইতে নৃপঞ্জয়, তাঁহা হইতে দূর্ব এবং দূর্ব হইতে তিমি নামক পুত্রের জন্ম হইবে।৪২

তিমি হইতে বৃহদ্রথ, তাঁহা হইতে সুদাস, তাঁহা হইতে শতানীক, তাঁহা হইতে দুর্দমন এবং তাঁহা হইতে মহীনর জন্মগ্রহণ করিবেন।৪৩

মহীনরের পুত্র দণ্ডপাণি, তাঁহার পুত্র নেমি এবং নেমির পুত্র ক্ষেমক। হে মহারাজ! ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি-ক্ষেত্র ও দেবর্ষিগণের সমাদর-প্রাপ্ত এই বংশ রাজা ক্ষেমকের পরেই কলিযুগে অবসানপ্রাপ্ত হইবে। অনন্তর আপনার নিকট ভাবী মগধরাজগণের কথা বলিতেছি।৪৪-৪৫

সহদেব হইতে মার্জারি, তাঁহা হইতে শ্রুতশ্রবা, তাঁহা হইতে অযুতায়ু এবং অযুতায়ু হইতে নিরমিত্রের জন্ম হইবে।৪৬

নিরমিত্রের পুত্র সুনক্ষত্র, তাঁহা হইতে বৃহৎসেন, তাঁহা হইতে হইতে কর্মজিৎ, তাঁহা হইতে সুতঞ্জয়, তাঁহা হইতে বিপ্র এবং বিপ্র হইতে শুচি জন্মগ্রহণ করিবেন।৪৭

শুচি হইতে ক্ষেম, তাঁহা হইতে সুব্রত, সুব্রত হইতে কর্মসূত্র, তাঁহা হইতে সম, সম হইতে দ্যুমৎসেন, তাঁহা হইতে সুমতি এবং সুমতি হইতে সুবলের জন্ম হইবে।৪৮

সুনীথঃ সত্যজিদথ বিশ্বজিদ্ যদ্ রিপুঞ্জয়ঃ।
বার্হদ্রথাশ্চ ভূপালা ভাব্যাঃ সাহস্রবৎসরম্ ॥৪৯

শুচিঃ, তস্য ক্ষেমঃ, তস্য সুব্রতঃ, তস্মাৎ ধর্ম্মসূত্রঃ, ততঃ সমঃ। তস্য দ্যুমৎসেনঃ বা দ্যুমৎসেনঃ, তস্য সুমতিঃ, ততঃ সুবলঃ পুত্রঃ জনিতা। সুবলস্য সুনীথঃ, তস্য সত্যজিৎ, তস্য বিশ্বজিৎ, তস্য রিপুঞ্জয়ঃ পুত্রঃ ভবিতা। এতে বার্হদ্রথাঃ ভূপালাঃ সহস্রবৎসরং ভাব্যাঃ ॥৪৬-৪৯

সুবল হইতে সুনীথ, সুনীথ হইতে সত্যজিৎ, সত্যজিৎ হইতে বিশ্বজিৎ এবং বিশ্বজিৎ হইতে রাজা রিপুঞ্জয় জন্মগ্রহণ করিবেন। হে মহারাজ! বৃহদ্রথের বংশধর এই নরপতিগণ সহস্রবৎসর রাজত্ব করিবেন। (ইহার পরবর্ত্তী রাজগণের কথা দ্বাদশ স্কন্ধে বলা হইবে) ।৪৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর-শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

## ত্রয়োবিংশঃ অধ্যায়ঃ।

[ অনুদ্রুহ্যু-তুর্ব্বসুপ্রভৃতীনাং বংশকথনম্

শ্রীশুক উবাচ।

অনোঃ সভানরশ্চক্ষুঃ পরেক্ষুশ্চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
সভানরাৎ কালনরঃ সৃঞ্জয়স্তৎসুতস্ততঃ ॥১

জনমেজয়স্তস্য পুত্রো মহাশীলো মহামনাঃ।
উশীনরস্তিতিক্ষুশ্চ মহামনস আত্মজৌ ॥২

### অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। যযাতিপুত্রস্য অনোঃ সভানরঃ, চক্ষুঃ, পরেক্ষুঃ চ ত্রয়ঃ পুত্রাঃ ইতি। তেষু সভানরাৎ কালনরঃ, তস্য সৃঞ্জয়ঃ, তস্য জনমেজয়ঃ, তস্য পুত্রঃ মহাশীলঃ, তস্য মহামনাঃ, তস্য মহামনসঃ উশীনরঃ তিতিক্ষুঃ চ ইতি দ্বৌ আত্মজৌ বভূবতুঃ ॥১-২

শিবির্বরঃ কৃমির্দক্ষশ্চত্বারোশীনরাত্মজাঃ।
বৃষাদর্ভঃ সুবীরশ্চ মদ্রঃ কেকয় আত্মবান্ ॥৩

শিবেশ্চত্বার এবাসংস্তিতিক্ষোশ্চ রুষদ্রথঃ।
ততো হোমোঽথ সুতপা বলিঃ সুতপসোঽভবৎ ॥৪

### অন্বয়ঃ

তত্র শিবিঃ, বরঃ, কৃমিঃ, দক্ষঃ ইতি চত্বারঃ উশীনরস্য আত্মজাঃ। তত্রাপি শিবেঃ বৃষাদর্ভঃ, সুবীরঃ, মদ্রঃ, আত্মবান্ কেকয়ঃ চ সুতাঃ আসন্। তিতিক্ষোঃ চ রুষদ্রথঃ (বৃষদ্রথঃ ইতি পাঠান্তরম্), রুষদ্রথস্য হোমঃ, তস্য সুতপাঃ, তস্য বলিঃ অভবৎ ॥৩-৪

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[ অনুদ্রুহ্যু তুর্ব্বসুপ্রভৃতির বংশ কথন। ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! সভানর, চক্ষু ও পরেক্ষু—এই তিনজন অনুর পুত্র। সভানর হইতে কালনর এবং তাঁহা হইতে সৃঞ্জয়ের জন্ম হয়।১

সৃঞ্জয়ের পুত্র জনমেজয়, তাঁহার পুত্র মহাশীল, তাঁহার পুত্র মহামনা, মহামনার দুই পুত্র—উশীনর ও তিতিক্ষু।২

শিবি, বর, কৃমি ও দক্ষ—এই চারিজন উশীনরের পুত্র। শিবি হইতে বৃষাদর্ভ, সুবীর, মদ্র ও কেকয়—এই চারিপুত্রের জন্ম হয়। তিতিক্ষুর পুত্র রুষদ্রথ, তাঁহার পুত্র হোম, তাঁহার পুত্র সুতপা এবং তাঁহার পুত্র বলি।৩-৪

অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গাদ্যাঃ শুহ্মপুণ্ড্রৌড্রসংজ্ঞিতাঃ।
জজ্ঞিরে দীর্ঘতমসো বলেঃ ক্ষেত্রে মহীক্ষিতঃ ॥৫
চক্রুঃ স্বনাম্না বিষয়ান্ ষড়িমান্ প্রাচ্যকাংশ্চ তে।
খলপানোঽঙ্গতো জজ্ঞে তস্মাদ্ দিবিরথস্ততঃ ॥৬
সুতো ধর্মরথো যস্য জজ্ঞে চিত্ররথোঽপ্রজাঃ।
রোমপাদ ইতি খ্যাতস্তস্মৈ দশরথঃ সখা ॥৭
শান্তাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছদৃষ্যশৃঙ্গ উবাহ তাম্।
দেবেঽবর্ষতি যং রামা আনিন্যুর্হরিণীসুতম্ ॥৮
নাট্যসঙ্গীতবাদিত্রৈর্বিভ্রমালিঙ্গনার্হণৈঃ।
স তু রাজ্ঞোঽনপত্যস্য নিরূপ্যেষ্টিং মরুত্বতঃ ॥৯
প্রজামদাদ্ দশরথো যেন লেভেঽপ্রজাঃ প্রজাঃ।
চতুরঙ্গো রোমপাদাৎ পৃথুলাক্ষস্তু তৎসুতঃ ॥১০
বৃহদ্রথো বৃহৎকর্মা বৃহদ্ভানুশ্চ তৎ সুতাঃ।
আদ্যাদ্ বৃহন্মনাস্তস্মাজ্জয়দ্রথ উদাহৃতঃ ॥১১
বিজয়স্তস্য সম্ভূত্যাং ততো ধৃতিরজায়ত।
ততো ধৃতব্রতস্তস্য সৎকর্মাধিরথস্ততঃ ॥১২

বলেঃ ক্ষেত্রে দীর্ঘতমসঃ অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গাদ্যাঃ শুহ্মপুণ্ড্রৌড্র-সংজ্ঞিতাঃ মহীক্ষিতঃ ষট্ পুত্রাঃ জজ্ঞিরে ॥৫

তে চ ইমান্ স্ব-স্ব-নাম্না প্রসিদ্ধান্ প্রাচ্যকান্ পূর্ব্বদিগ্‌বর্ত্তিনঃ বহুবিষয়ান্ দেশান্ চক্রুঃ। অঙ্গাৎ খলপানঃ জজ্ঞে, তস্মাৎ দিবিরথঃ ॥৬

তস্য ধর্ম্মরথঃ, তস্য চিত্ররথঃ, সঃ অপ্রজঃ, সঃ এব রোমপাদঃ ইতি খ্যাতঃ, তস্মৈ তস্য সখা দশরথঃ শান্তাখ্যাং স্বকন্যাং প্রাযচ্ছৎ প্রাদাৎ। যাং শান্তাম্ ঋষ্যশৃঙ্গাখ্যঃ মুনিঃ উবাহ। রোমপাদস্য দেশে দেবে পর্জ্জন্যে অবর্ষতি সতি (ঋষ্যশৃঙ্গস্য স্বদেশং প্রত্যাগমনমাত্রেণৈব বৃষ্টির্ভবিষ্যতি ইতি ব্রাহ্মণাদিভিঃ নিশ্চয়ে কৃতে) যং হরিণীসুতং (হরিণ্যাং বিভাণ্ডকাৎ ঋষেঃ উৎপন্নম্ ঋষ্যশৃঙ্গং) রামাঃ গণিকাঃ নাট্যসঙ্গীত-বাদিত্রৈঃ বিভ্রমৈঃ আলিঙ্গনার্হণৈঃ উপায়ৈঃ চ বলাৎ রোমপাদনগরং প্রতি আনীন্যুঃ। সঃ তু ঋষ্যশৃঙ্গঃ মরুত্বতঃ ইন্দ্রস্য, তদ্দেবতাকাম্ ইষ্টিং নিরূপ্য কৃত্বা অনপত্যস্য রাজ্ঞঃ রোমপাদস্য প্রজাম্ অদাৎ। যেন ঋষ্যশৃঙ্গানুষ্ঠিত-যাগ-বিশেষেণ অপ্রজঃ দশরথঃ অপি প্রজাঃ শ্রীরামাদীন্ চতুরঃ পুত্রান্ লেভে। রোমপাদাৎ চতুরঙ্গঃ, তস্য পৃথুলাক্ষঃ ॥৭-১০

তস্মাৎ বৃহদ্রথঃ, বৃহৎকর্ম্মা, বৃহদ্ভানুঃ চ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ জজ্ঞিরে। তেষু আদ্যাৎ বৃহদ্রথাৎ বৃহন্মনাঃ, তস্মাৎ জয়দ্রথঃ, তস্য বিজয়ঃ,

বলির ক্ষেত্রে (পত্নীর গর্ভে) দীর্ঘতমা হইতে অঙ্গ বঙ্গ, কলিঙ্গ, শুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র নামক মহীপতিগণের জন্ম হয়। এই ছয়জন প্রত্যেকেই যথাক্রমে পূর্ব দিক্ স্থিত ছয়টি দেশকে নিজ নিজ নামে পরিচিত করেন অর্থাৎ ঐ ছয়টি দেশের অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ শুহ্ম, পুণ্ড্র ও ওড্র (উৎকল) এই সকল নামকরণ করিয়াছিলেন। অঙ্গ হইতে খলপান এবং খলপান হইতে দিবিরথের জন্ম হয়।৫-৬

দিবিরথের পুত্র ধর্মরথের পুত্র চিত্ররথ নিঃসন্তান ছিলেন, তিনি রোমপাদ নামে বিখ্যাত। রোমপাদের সখা রাজা দশরথ তাঁহাকে দত্তকরূপে নিজ কন্যা শান্তাকে দান করিয়াছিলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ মুনি এই শান্তাকে বিবাহ করেন। একসময় রোমপাদের রাজ্যে অনাবৃষ্টি হইলে বারাঙ্গণাগণ নৃত্য, বাদ্য, বিবিধ বিলাস, আলিঙ্গন ও নানারূপ সৎকার দ্বারা মোহিত করিয়া হরিণীর গর্ভজাত মুনি ঋষ্যশৃঙ্গকে তপোবন হইতে রাজার পুরীতে আনয়ন করিলে (রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় এবং) তিনি নিঃসন্তান রাজার সন্তানলাভের জন্য মরুদ্‌যজ্ঞ করিয়া রাজাকে সন্তান দান করেন। রাজা দশরথ ও এই ঋষ্যশৃঙ্গ কর্তৃক অনুষ্ঠিত পুত্রযাগের ফলেই চারিপুত্র লাভ করিয়াছিলেন। রোমপাদের পুত্র চতুরঙ্গ এবং তাঁহার পুত্র পৃথুলাক্ষ।৭-১০

পৃথুলাক্ষের পুত্র বৃহদ্রথ, বৃহৎকর্মা ও বৃহদ্ভানু। বৃহদ্রথের পুত্র বৃহন্মনা এবং তাঁহার পুত্র জয়দ্রথ।১১

জয়দ্রথ হইতে ভার্যা সম্ভূতির গর্ভে বিজয়ের জন্ম হয়। বিজয়ের পুত্র ধৃতি, তাঁহার পুত্র ধৃতব্রত ধৃতব্রতের পুত্র সৎকর্মা এবং তাঁহার পুত্র অধিরথ।১২

যোঽসৌ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্ মঞ্জূষান্তর্গতং শিশুম্।
কুন্ত্যাপবিদ্ধং কানীনমনপত্যোঽকরোৎ সুতম্ ॥১৩

বৃষসেনঃ সুতস্তস্য কর্ণস্য জগতীপতেঃ।
দ্রুহ্যোশ্চ তনয়ো বভ্রুঃ সেতুস্তস্যাত্মজস্ততঃ ॥১৪

আরব্ধস্তস্য গান্ধারস্তস্য ধর্মস্ততো ধৃতঃ।
ধৃতস্য দুর্মনাস্তস্মাৎ প্রচেতাঃ প্রাচেতসং শতম্ ॥১৫

ম্লেচ্ছাধিপতয়োঽভূবন্নুদীচীং দিশমাশ্রিতাঃ।
তুর্বসোশ্চ সুতো বহ্নির্বহ্নের্ভর্গোঽথ ভানুমান্ ॥১৬

তস্য সম্ভূত্যাং ভার্য্যায়াং ধৃতিঃ অজায়ত। তস্য ধৃতব্রতঃ তস্য সৎকর্ম্মা, তস্য অধিরথঃ। সঃ গঙ্গাতটে ক্রীড়ন্, কুন্ত্যা ত্যক্তম অপবিদ্ধং কানীনং কন্যাবস্থায়াং জাতং মঞ্জূষান্তর্গতং পেটিকায়াং স্থিতং, কর্ণাখ্যং শিশুং লব্ধা স্বয়ম্ অনপত্যঃ তং সুতম্ অকরোৎ ॥১১-১৩

তস্য জগতীপতেঃ ভূপালস্য কর্ণস্য সুতঃ বৃষসেনঃ আসীৎ। অথ যযাতেঃ তৃতীয়-পুত্রস্য দ্রুহ্যোঃ সুতঃ বভ্রুঃ, তস্য সেতুঃ, ততঃ আরব্ধঃ, তস্য গান্ধারঃ, তস্য ধর্ম্মঃ, তস্য ধৃতঃ। তস্য দুর্ম্মদঃ, তস্য প্রচেতাঃ, তস্য শতং পুত্রাঃ উদীচীং দিশম্ আশ্রিতাঃ ম্লেচ্ছাধি-

নিঃসন্তান অধিরথ এক সময়ে গঙ্গাতীরে ক্রীড়া করিতে করিতে, কন্যা কুন্তীর গর্ভজাত এবং তৎকর্তৃক পরিত্যক্ত পেটিকার মধ্যে অবস্থিত শিশুকে প্রাপ্ত হইয়া নিজ সন্তানরূপে পালন করিয়াছিলেন।১৩

হে মহারাজ! অধিরথের সেই পালিত পুত্রের নাম কর্ণ এবং কর্ণের পুত্র বৃষসেন। দ্রুহ্যুর পুত্রের নাম বভ্রু এইং বভ্রুর পুত্র সেতু।১৪

সেতুর পুত্র আব্ধ, তাঁহার পুত্র গান্ধার, গান্ধারের পুত্র ধৃত, তাঁহার পুত্র দুর্মদ, দুর্মদের পুত্র প্রচেতাঃ। প্রচেতার একশত পুত্র উত্তরদিকে অবস্থিত হইয়া ম্লেচ্ছগণের রাজা হইয়াছিলেন। তুর্বসুর পুত্র বহ্নি, বহ্নির পুত্র ভর্গ এবং ভর্গের পুত্র ভানুমান্।১৫-১৬

ত্রিভানুস্তৎসুতোঽস্যাপি করন্ধম উদারধীঃ।
মরুতস্তৎসুতোঽপুত্রঃ পুত্রং পৌরবমন্বভূৎ ॥১৭

দুষ্মন্তঃ স পুনর্ভেজে স্বং বংশং রাজ্যকামুকঃ।
যযাতের্জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশং নরর্ষভ ॥১৮

বর্ণয়ামি মহাপুণ্যং সর্বপাপহরং নৃণাম্।
যদোর্বংশং নরঃ শ্রুত্বা সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥১৯

যত্রাবতীর্ণো ভগবান্ পরমাত্মা নরাকৃতিঃ।
যদোঃ সহস্রজিৎক্রোষ্টা নলো রিপুরিতি শ্রুতাঃ ॥২০

পতয়ঃ অভূবন্। অথ তুর্ব্বসোঃ সুতঃ বহ্নিঃ, তস্য ভর্গঃ, তস্য ভানুমান, তস্য ত্রিভানুঃ, তস্য করন্ধমঃ, তস্য মরুতঃ, সঃ অপুত্রঃ সন্ পৌরবং দুষ্মন্তং পুত্রত্বেন অন্বভূৎ ॥১৪-১৭

সঃ দুষ্মন্তঃ রাজ্যকামুকঃ সন্ পুনঃ স্বং পুরুবংশং ভেজে। হে নরর্ষভ! মহাপুণ্যং নৃণাং সর্ব্বপাপহরং যযাতেঃ জ্যেষ্ঠপুত্রস্য যদোঃ বংশম্ অহং বর্ণয়ামি। নরাকৃতিঃ পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ যত্র বংশে অবতীর্ণঃ তাদৃশং যদোঃ বংশং শ্রুত্বা নরঃ সর্ব্বপাপৈঃ, প্রমুচ্যতে। যদোঃ সহস্রজিৎ, ক্রোষ্টুঃ, নলঃ, রিপুঃ ইতি শ্রুতা বিশ্রুতাঃ, চত্বারঃ সুনবঃ জাতাঃ। তত্র প্রথমস্য সহস্রজিতঃ

ভানুমানের পুত্র ত্রিভানু, তাঁহার পুত্র উদারমতি করন্ধম, করন্ধমের পুত্র মরুত্ত অপুত্রক হইয়া পুরু-বংশীয় দুষ্মন্তকে পুত্ররূপে গ্রহণ করেন, কিন্তু সেই দুষ্মন্ত রাজ্যলোভে পুনরায় পুরুবংশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। হে নরবর! সম্প্রতি যযাতির পুত্র যদুর বংশ বর্ণনা করিব? মানবগণের সকল পাপনাশক পরম পবিত্র যদুবংশের কথা শ্রবণ করিলে মনুষ্যমাত্রই সর্বপ্রকার পাপ হইতে মুক্ত হয়।১৭-১৯

ভগবান্ পরমাত্মা শ্রীহরি নরাকারে এই যদুবংশে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যদুর সহস্রজিৎ ক্রোষ্টু, নল ও রিপুনামে চারিজন পুত্র হন। তন্মধ্যে সহস্রজিজের পুত্র শতজিৎ। শতজিতের তিন পুত্র-মহাশয়, রেণুহয় ও হৈহয়।২১-২২

চত্বারঃ সূনবস্তত্র শতজিৎ প্রথমাত্মজঃ।
মহাহয়ো বেণুহয়ো হৈহয়শ্চেতি তৎসুতাঃ ॥২১

ধর্মস্তু হৈহয়সুতো নেত্রঃ কুন্তেঃ পিতা ততঃ।
সোহঞ্জিরভবৎ কুন্তের্মহিষ্মান্ ভদ্রসেনকঃ ॥২২

দুর্মদো ভদ্রসেনস্য ধনকঃ কৃতবীর্য্যসূঃ।
কৃতাগ্নিঃ কৃতবর্মা চ কৃতৌজা ধনকাত্মজাঃ ॥২৩

অর্জুনঃ কৃতবীর্য্যস্য সপ্তদ্বীপেশ্বরোঽভবৎ।
দত্তাত্রেয়াদ্ধরেরংশাৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ ॥২৪

আত্মজঃ শতজিৎ। তস্য মহাহয়ঃ, বেণুহয়ঃ, হৈহয়ঃ চ ত্রয়ঃ সুতাঃ জাতাঃ ॥১৮-২১

তত্র হৈহয়স্য সুতঃ ধর্মঃ, তস্য নেত্রঃ, সঃ চ কুন্তেঃ পিতা। কুন্তেঃ সোহঞ্জিঃ, তস্য মহিষ্মান্, তস্য ভদ্রসেনকঃ, তস্য দুর্মদঃ, ধনকঃ চ দ্বৌ পুত্রৌ বভূবতুঃ। ধনকস্য কৃতবীর্য্যঃ, কৃতাগ্নি, কৃতবর্মা, কৃতৌজাঃ ইতি চত্বারঃ পুত্রাঃ। কৃতবীর্য্যস্য সহস্রার্জ্জুনঃ সপ্তদ্বীপেশ্বরঃ তথা হরেঃ অংশাৎ দত্তাত্রেয়াৎ প্রাপ্তযোগমহাগুণঃ অভবৎ ॥২২-২৪

নূনং নিশ্চিতং কার্ত্তবীর্য্যস্য যজ্ঞাদিভিঃ প্রাপ্তাং গতিম্ অন্যে

হৈহয়ের পুত্র ধর্ম, তাঁহার পুত্র নেত্র, তাঁহার পুত্র কুন্তি, কুন্তির পুত্র মোহঞ্জি, তাঁহার পুত্র মহিষ্মান্, এবং মহিষ্মানের পুত্র ভদ্রসেন।২২

ভদ্রসেনের দুই পুত্র—দুর্মদ ও ধনক। ধনক কৃতবীর্যের জনক। এতদ্ব্যতীত কৃষাগ্নি, কৃতবর্মা ও কৃযৌজা এই তিন জনও ধনকেরই পুত্র।২৩

কৃতবীর্যের পুত্র অর্জুন, তিনি সপ্তদ্বীপের অধিপতি হইয়াছিলেন এবং শ্রীহরির অংশজাত দত্তাত্রেয় হইতে যোগসম্পদ্ লাভ করিয়াছিলেন।২৪

পৃথিবীতে অন্য কোন রাজাই যজ্ঞ, দান, তপস্যা, যোগ, শাস্ত্রজ্ঞান, বীরত্ব ও দয়াদি দ্বারা কার্তবীর্যার্জুনের গতি (স্থান) লাভ করিতে সমর্থ হইবেন

ন নূনং কার্ত্তবীর্য্যস্য গতিং যাস্যন্তি পার্থিবাঃ।
যজ্ঞদানতপোযোগশ্রুতবীর্য্যজয়াদিভিঃ ॥২৫

পঞ্চাশীতিসহস্রাণি হ্যব্যাহতবলঃ সমাঃ।
অনষ্টবিত্তস্মরণো বুভুজেঽক্ষয্যষড্‌বসু ॥২৬

তস্য পুত্রসহস্রেষু পঞ্চৈবোর্বরিতা মৃধে।
জয়ধ্বজঃ শূরসেনো বৃষভো মধুরূর্জিতঃ ॥২৭

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ।
ক্ষত্রং যৎ তালজঙ্ঘাখ্যমৌর্বতেজোপসংহৃতম্ ॥২৮

পার্থিবাঃ ন যাস্যন্তি ন প্রাপ্স্যন্তি। অব্যাহতবলঃ (ন ব্যাহতং বলং শরীরেন্দ্রিয়াদি-সামর্থ্যং যস্য সঃ) তথা অনষ্টবিত্তস্মরণঃ (ন নষ্টবিত্তস্য স্মরণং যস্য) সঃ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনঃ পঞ্চাশীতি সহস্রাণি সমাঃ বৎসরাণি অক্ষয্য ষড়্‌বসু অক্ষয্যং ষড়িন্দ্রিয়বিষয়ং বুভুজে। তস্য অর্জ্জুনস্য পুত্রাণাং সহস্রেষু মধ্যে জয়ধ্বজাদি পঞ্চ এব মৃধে পরশুরামেণ সহ যুদ্ধে উর্বরিতাঃ অবশিষ্টাঃ অন্যে মৃতাঃ ॥২৫-২৭

জয়ধ্বজাৎ তালজঙ্ঘঃ, তস্য পুত্রশতং জজ্ঞে। তৎ ঔর্ব্বতেজসা সগরেণ উপসংহৃতম্ ॥২৮

না।২৫

কার্তবীর্যার্জুনের নাম স্মরণ করিলে কাহারও বিত্ত নষ্ট হয় না। অব্যাহত পরাক্রমে মহারাজ কার্তবীর্যার্জুন পঁচাশি হাজার বৎসর ছয় ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য অক্ষয় বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন।২৬

পরশুরামের সহিত যুদ্ধকালে কার্তবীর্যার্জুনের সহস্র পুত্রের মধ্যে পাঁচটি মাত্র পুত্রই অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁহাদের নাম—জয়ধ্বজ, শূরসেন, বৃষভ, মধু এবং উর্জিত।২৭

জয়ধ্বজের পুত্র তালজঙ্ঘ। তালজঙ্ঘের একশত পুত্র হইয়াছিল, তাঁহারা তালজঙ্ঘ ক্ষত্রিয় নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সগর রাজা ইহাদের সংহার করেন।২৮

তেষাং জ্যেষ্ঠো বীতিহোত্রো বৃষ্ণিঃ পুত্রো মধোঃ স্মৃতঃ।
তস্য পুত্রশতং ত্বাসীদ্ বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং যতঃ কুলম্ ॥২৯
মাধবা বৃষ্ণয়ো রাজন্ যাদবাশ্চেতি সংজ্ঞিতাঃ।
যদুপুত্রস্য চ ক্রোষ্টোঃ পুত্রো বৃজিনবাংস্ততঃ ॥৩০
স্বাহিতস্ততো রুশেকুর্বৈ তস্য চিত্ররথস্ততঃ।
শশবিন্দুর্মহাযোগী মহাভোজো মহানভূৎ ॥৩১
চতুর্দশমহারত্নশ্চক্রবর্ত্ত্যপরাজিতঃ।
তস্য পত্নীসহস্রাণাং দশানাং সুমহাযশাঃ ॥৩২

দশলক্ষসহস্রাণি পুত্রাণাং তাস্বজীজনৎ।
তেষাং তু ষট্‌প্রধানানাং পৃথুশ্রবস আত্মজঃ ॥৩৩
ধর্মো নামোশনা তস্য হয়মেধশতস্য যাট্।
তৎসুতো রুচকস্তস্য পঞ্চাসন্নাত্মজাঃ শৃণু ॥৩৪
পুরুজিদ্রুক্মরুক্মেষু পৃথুজ্যামঘসংজ্ঞিতাঃ।
জ্যামঘস্ত্বপ্রজোঽপ্যন্যাং ভার্য্যাং শৈব্যাপতির্ভয়াৎ ॥৩৫
নাবিন্দচ্ছত্রুভবনাদ্ ভোজ্যাং কন্যামহারষীৎ।
রথস্থাং তাং নিরীক্ষ্যাহ শৈব্যা পতিমমর্ষিতা ॥৩৬

---

তেষু বীতিহোত্রঃ জ্যেষ্ঠঃ। তস্য পুত্রঃ মধুঃ, তস্য বৃষ্ণিঃ স্মৃতঃ। অথ মধোঃ বৃষ্ণিজ্যেষ্ঠং পুত্রশতম্ আসীৎ, যতঃ মধোঃ বৃষ্ণেঃ যদোঃ চ হেতোঃ ইদং কুলং প্রবৃত্তম্ ॥২৯

হে রাজন্। মধোঃ প্রসূতাঃ মাধবাঃ, বৃষ্ণিতঃ বৃষ্ণয়ঃ, যদুপ্রসূতাঃ যাদবশ্চ ইতি সজ্ঞিতাঃ কথিতাঃ। যদুপুত্রস্য ক্রোষ্টোঃ পুত্রঃ বৃজিনবান্ অভূৎ ॥৩০

ততঃ স্বাহিতঃ, ততঃ বিশদগুঃ, তস্য চিত্ররথঃ, তস্য মহাযোগী মহাভোগী, চতুর্দশ মহারত্নঃ (চতুর্দশ মহারত্নানি তজ্জাতিশ্রেষ্ঠানি যস্য সঃ) অপরাজিতঃ চক্রবর্ত্তী সার্ব্বভৌমঃ মহান্ শশবিন্দুঃ অভূৎ। তস্য শশবিন্দোঃ সম্বন্ধিষু দশসু সপত্নী-সহস্রেষু সুমহাযশাঃ শশবিন্দুঃ, প্রত্যেকং লক্ষং লক্ষম্ ইত্যেবং পুত্রাণাং দশ লক্ষ সহস্রাণি জনয়ামাস। পৃথুশ্রবাঃ, পৃথুকীর্ত্তিঃ, পৃথুযশাঃ ইত্যাদয়ঃ ষট্ প্রধানাঃ শ্রেষ্ঠাঃ যেষাং তেষাং মধ্যে পৃথুশ্রবসঃ আত্মজঃ ধর্ম্মঃ নাম, তস্য সুতঃ উশনাঃ, সঃ চ হয়মেধশতস্য যাট্ যষ্টা, তস্য সুতঃ রুচকঃ, তস্য পঞ্চ আত্মজাঃ আসন্ জাতাঃ, তান্ শৃণু, যথা—পুরুজিৎ, রুক্মঃ রুক্মেষুঃ, পৃথুঃ, জ্যামঘঃ চ। তত্র শৈব্যাপতিঃ জ্যামঘঃ তু অপ্রজঃ অপুত্রঃ অপি ভার্য্যাভয়াৎ অন্যাং ভার্য্যাং ন অবিন্দৎ ন লেভে ন স্বীকৃতবান্। কদাচিৎ শত্রূন্ বিজিত্য তেষাং ভবনাৎ কাঞ্চিৎ ভোজ্যাং কন্যাম্ অহারষীৎ আনিন্যে। রথস্থাং তাং কন্যাং

---

তালজঙ্ঘের পুত্রগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বীতিহোত্র, তাঁহার পুত্র মধু, মধুর একশত পুত্র ছিলেন, তন্মধ্যে বৃষ্ণি জ্যেষ্ঠ। হে মহারাজ! এই মধু, বৃষ্ণি ও যদুর বংশ বলিয়াই এই বংশ মধুকুল, বৃষ্ণিকুল ও যদুকুল নামে এবং সেই বংশের সন্তানগণ মাধব, বার্ষ্ণেয় ও যাদব নামে প্রসিদ্ধ। যদুর পুত্র ক্রুষ্টু হইতে বৃজিনবান্ জন্মগ্রহণ করেন। বৃজিনবানের পুত্র খাহিত, তাঁহার পুত্র চিত্ররথ এবং চিত্ররথ হইতে মহাযোগী মহাভাগ মহাত্মা শশবিন্দুর জন্ম হইয়াছিল। তিনি চতুর্দশ মহারত্নের অধীশ্বর, অপরাজিত সার্বভৌম সম্রাট্ ছিলেন (বিভিন্ন জাতীয় বস্তুগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তুর নাম মহারথ। চতুর্দশ মহারথ—সর্বশ্রেষ্ঠ হস্তী, অশ্ব, রথ, রমণী, বাণ, নিধি, মাল্য, বস্ত্র, বৃক্ষ, শক্তি, পাশ, মণি, ছত্র ও বিমান)।২৯-৩১

মহাকীর্তি শশবিন্দু দশ সহস্র ভার্যার গর্ভে দশ লক্ষ সহস্র পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন।৩২

ঐ সকল পুত্রের মধ্যে ছয়জন প্রধান ছিলেন। তন্মধ্যে পৃথুশ্রবার পুত্র ধর্ম। ধর্মের পুত্র উশনা একশত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন।৩৩

হে মহারাজ! উশনার পুত্র রুচক, তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিলেন, তাঁহাদের নাম শ্রবণ কর—পুরুজিৎ, রুক্ম, রুক্মেষু, পৃথু ও জ্যামঘ।৩৪

শৈব্যার পতি জ্যামঘ নিঃসন্তান হইয়াও শৈব্যার ভয়ে অপর ভার্যা গ্রহণ করেন নাই। এক সময়ে তিনি শত্রুগৃহ হইতে ভোজ্যা নাম্নী এক কন্যাকে হরণ করিয়া আনিলে শৈব্যা সেই কন্যাকে রথের উপর দেখিয়াই ক্রোধে অসহিষ্ণু হইয়া স্বামীকে এরূপ বলিয়াছিলেন।৩৫

কেয়ং কুহক মৎস্থানং রথমারোপিতেতি বৈ।
স্নুষা তবেত্যভিহিতে স্ময়ন্তী পতিমব্রবীৎ ॥৩৭

অহং বন্ধ্যাসপত্নী চ স্নুষা মে যুজ্যতে কথম্।
জনয়িষ্যসি যং রাজ্ঞি তস্যেয়মুপযুজ্যতে ॥৩৮

নিরীক্ষ্য অমর্ষিতা অসহমানা শৈব্যা পতিম্ আহ ॥৩১-৩৬

—যথা হে কুহক! বঞ্চক! মৎস্থানং মদুপবেশনযোগ্যং স্থানং রথম্ আরোপিতা ইয়ং কা? ইতি শ্রুত্বা ভয়াৎ তব স্নুষা ইতি অভিহিতে উক্তে সতি স্ময়ন্তী হসন্তী সতী শৈব্যা পতিং প্রতি অব্রবীৎ, যথা অহং বন্ধ্যা অসপত্নী চ অতঃ মে মম স্নুষা কথং যুজ্যতে উপপদ্যতে। ততঃ ভীতঃ সন্ জ্যামঘঃ তাম্ আহ হে রাজ্ঞি! যং পুত্রং ত্বং জনয়িষ্যসি তস্য ভার্য্যা ইয়ম্ উপযুজ্যতে উপযুক্তা ভবিষ্যতি ॥৩৭-৩৮

হে প্রবঞ্চক! কে এই কন্যা—যাহাকে রথে করিয়া আমার নিকট লইয়া আসিয়াছ? রাজা বলিলেন—এ কন্যা তোমার পুত্রবধূ। তখন শৈব্যা বিস্ময়ের সহিত পতিকে বলিলেন—আমি বন্ধ্যা, আমার কোন সপত্নী ও নাই, এ অবস্থায় এই কন্যা কিরূপে আমার পুত্রবধূ হইতে পারে! তখন জ্যামঘ বলিলেন—হে রাজ্ঞি! তুমি যে পুত্র প্রসব করিবে, এই কন্যা তাহারই স্ত্রী হইবে।৩৬-৩৭

অন্বমোদন্ত তদ্বিশ্বেদেবাঃ পিতর এব চ।
শৈব্যা গর্ভমধাৎ কালে কুমারং সুষুবে শুভম্।
স বিদর্ভ ইতি প্রোক্ত উপযেমে স্নুষাং সতীম্ ॥৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

ইতি ভার্য্যাভয়েন প্রকম্পমানস্য খিন্নসর্ব্বাঙ্গস্য রাজ্ঞঃ প্রাণসংকটমালোক্য অনুকম্পিতাঃ তেন পূর্ব্বং বহুকালমারাধিতাঃ দেবাঃ পিতরঃ এব চ তৎ জ্যামঘবচনম্ অন্বমোদন্ত তথা অস্তু ইতি উক্তবন্তঃ। (ততশ্চ দেবাদি—প্রসাদেন নিবৃত্ত-রজস্কাপি) শৈব্যা গর্ভম্ অধাৎ। তথা কালে প্রসবকালে প্রাপ্তে শুভং কুমারং শুশুভে সঃ বিদর্ভঃ ইতি প্রোক্তঃ, তাং স্নুষাং সতীম্ উপযেমে ॥৩৯

ইতি নবমে স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রি-কৃতান্বয়ে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বেদেবগণ ও পিতৃগণ জ্যামঘের বাক্যের অনুমোদন করিলেন। অনন্তর শৈব্যা গর্ভবতী হইয়া যথাকালে এক সুলক্ষণ পুত্র প্রসব করেন। ঐ পুত্র বিদর্ভনামে খ্যাত হন এবং তিনি ঐ কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।৩৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে নবমস্কন্ধে
পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র ষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

# চতুর্বিংশঃ অধ্যায়ঃ

[ যদুবংশকথনম্, তত্র বতারসূচনঞ্চ। ]

শ্রীশুক উবাচ।
তস্যাং বিদর্ভোঽজনয়ৎ পুত্রৌ নাম্না কুশক্রথৌ।
তৃতীয়ং রোমপাদং চ বিদর্ভকুলনন্দনম্ ॥১
রোমপাদসুতো বভ্রুর্বভ্রোঃ কৃতিরজায়ত।
উশিকস্তৎসুতস্তস্মাচ্চেদিশ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ ॥২
ক্রথস্য কুন্তিঃ পুত্রোঽভূদ্ ধৃষ্টিস্তস্যাথ নির্বৃতিঃ।
ততো দশার্হো নাম্নাভূৎ তস্য ব্যোমঃ সুতস্ততঃ ॥৩
জীমূতো বিকৃতিস্তস্য যস্য ভীমরথঃ সুতঃ।
ততো নবরথঃ পুত্রো জাতো দশরথস্ততঃ ॥৪

করম্ভিঃ শকুনেঃ পুত্রো দেবরাতস্তদাত্মজঃ।
দেবক্ষত্রস্ততস্তস্য মধুঃ কুরুবশাদনুঃ ॥৫
পুরুহোত্রস্ত্বনোঃ পুত্রস্তস্যায়ুঃ সাত্বতস্ততঃ।
ভজমানো ভজির্দিব্যো বৃষ্ণির্দেবাবৃধোঽন্ধকঃ ॥৬
সাত্বতস্য সুতাঃ সপ্ত মহাভোজশ্চ মারিষ।
ভজমানস্য নিম্লোচিঃ কিঙ্কিণো ধৃষ্টিরেব চ ॥৭
একস্যামাত্মজাঃ পত্ন্যামন্যস্যাং চ ত্রয়ঃ সুতাঃ।
শতাজিচ্চ সহস্রাজিদযুতাজিদিতি প্রভো ॥৮

### অন্বয়ঃ

শ্রীশুকঃ উবাচ। বিদর্ভঃ তস্যাং ভার্য্যায়াং কুশং, ক্রথং তৃতীয়ং বিদর্ভকুলনন্দনং রোমপাদং চ ত্রীন্ পুত্রান্ অজনয়ৎ। রোমপাদস্য সুতঃ বভ্রুঃ, তস্য সুতঃ কৃতিঃ অজায়ত। কৃতেঃ উশিকঃ, তস্য চেদিঃ, তস্মাৎ চৈদ্যাদয়ঃ নৃপাঃ ॥১-২

অথ ক্রথস্য কুন্তিঃ, তস্য বৃষ্ণিঃ, অথ তস্য নির্বৃতিঃ, তস্য দশার্হঃ, তস্য ব্যোমঃ,তস্য জীমূতঃ। তস্য বিকৃতিঃ, তস্য ভীমরথঃ সুতঃ জাতঃ, তস্য নবরথঃ, তস্য দশরথঃ, তস্য শকুনিঃ, তস্য করম্ভিঃ, তস্য দেবরাতঃ, তস্য দেবক্ষত্রঃ, তস্য মধুঃ, তস্য কুরুবশঃ, তস্য পুরুহোত্রঃ, তস্য আয়ুঃ, তস্য সাত্বতঃ। তস্য ভজমানঃ, ভজিঃ, দিব্যঃ, বৃষ্ণিঃ, দেবাবৃধঃ, অন্ধকঃ, মহাভোজঃ ইতি সপ্তপুত্রাঃ আসন্। হে মারিষ আর্য্য! ভজমানাৎ একস্যাং ভার্য্যায়াং নিম্লোচিঃ, কিঙ্কিণঃ, ধৃষ্টিঃ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ তথা অন্যস্যাং শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ তথা অযুতাজিৎ ইতি ত্রয়ঃ পুত্রাঃ আসন্॥৩-৮

---

## চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[ যদুবংশ কথন ও সেই বংশে শ্রীকৃষ্ণাবতার সূচনা ]

শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে মহারাজ! বিদর্ভ সেই পত্নীর গর্ভে কুশ, ক্রথ এবং বিদর্ভকুলনন্দন রোমপাদের জন্মদান করেন।১

রোমপাদ হইতে বভ্রু, তাঁহা হইতে কৃতি, তাঁহা হইতে উশিক এবং উশিক হইতে চেদি ও দমঘোষ প্রভৃতি নরপতিগণের জন্ম হইয়াছিল।২

ক্রথের পুত্র কুন্তি, তাঁহার পুত্র বৃষ্ণি, তাঁহার পুত্র নির্বৃতি, তাঁহার পুত্র দশার্হ, তাঁহার পুত্র ব্যোম, তাঁহার পুত্র জীমূত, তাঁহার পুত্র বিকৃতি, তাঁহার পুত্র ভীমরথ, তাঁহার পুত্র নবরথ এবং নবরথের পুত্র দশরথ।৩-৪

দশরথের পুত্র শকুনি, তাঁহার পুত্র করম্ভি, তাঁহার পুত্র দেবরাত, তাঁহার পুত্র দেবক্ষত্র, তাঁহার পুত্র মধু ও কুরুবংশ এবং কুরুবংশের পুত্র অনু।৫

অনুর পুত্র পুরুহোম, তাঁহার পুত্র আয়ু, তাঁহার পুত্র সাত্বত। সাত্বতের সাত পুত্র—ভজমান, ভজি, দিব্য, বৃষ্ণি, দেববৃধ, অন্ধক ও মহাভোগ। হে আর্য! মহারাজ! ভজমানের এক ভার্যার গর্ভে নিম্লোচি, কিঙ্কিণ ও ধৃষ্টি এই তিনপুত্র এবং অপর ভার্যার গর্ভে শতাজিৎ, সহস্রাজিৎ ও অযুতাজিৎ এই তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।৬-৮

বভ্রুর্দেবাবৃধস্তুতস্তয়োঃ শ্লোকৌ পঠন্ত্যমূ।
যথৈব শৃণুমো দূরাৎ সম্পশ্যামস্তথান্তিকাৎ ॥৯
বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠো মনুষ্যাণাং দেবৈর্দেবাবৃধঃ সমঃ।
পুরুষাঃ পঞ্চষষ্টিশ্চ ষট্ সহস্রাণি চাষ্ট চ ॥১০
যেঽমৃতত্বমনুপ্রাপ্তা বভ্রোর্দেবাবৃধাদপি।
মহাভোজোঽপি ধর্মাত্মা ভোজো আসংস্তদন্বয়ে ॥১১
বৃষ্ণেঃ সুমিত্রঃ পুত্রোঽভূদ্ যুধাজিচ্চ পরন্তপ।
শিনিস্তস্যানমিত্রশ্চ নিম্নোঽভূদনমিত্রতঃ ॥১২

অথ দেবাবৃধাৎ বভ্রুঃ তয়োঃ দেবাবৃধঃ বভ্রোঃ মাহাত্ম্যসূচকৌ অমূ শ্লোকৌ বৃদ্ধাঃ পঠন্তি। যথা যাদৃশগুণ-বিশিষ্টৌ দেবাবৃধ-বভ্রূ দূরাৎ শুশ্রুমঃ শ্রুতবন্তঃ তথৈব তাদৃশৌ এব অন্তিকাৎ অপি সংপশ্যামঃ ॥৯

মনুষ্যাণাং মধ্যে বভ্রুঃ শ্রেষ্ঠঃ, দেবাবৃধঃ তু দেবৈঃ সমঃ তুল্যঃ বভ্রোঃ দেবাবৃধাৎ অপি অনুপশ্চাৎ যে তদ্বংশজাঃ পঞ্চষষ্ঠ্যাধিক-চতুর্দ্দশ-সহস্র-সংখ্যকাঃ তে সর্ব্বে তয়োঃ প্রভাবাদেব অমৃতত্বং মুক্তিং প্রাপ্তাঃ। মহাভোজঃ তু অতিধর্ম্মাত্মা, তস্য অন্বয়ে বংশে ভোজাখ্যাঃ নৃপাঃ আসন্ ॥১০-১১

হে পরন্তপ। বৃষ্ণেঃ তু পুত্রঃ সুমিত্রঃ, যুধাজিৎ চ অভূৎ।

দেবাবৃধের পুত্র বভ্রু। কবিগণ এই দেবাবৃধ ও বভ্রুর প্রশস্তিরূপে এরূপ দুইটি শ্লোক পাঠ করেন আমরা দূর হইতে দেবাবৃধ ও বভ্রুর সম্বন্ধে যেরূপ শুনিতে পাই, নিকটে আসিয়াই সেরূপই দেখিতে পাই। বভ্রু মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, আর দেবাবৃধ দেবতাগণের সমান। তাঁহাদের বংশজাত পঞ্চষষ্টি, ষট্ সংখ্যক পুরুষ বভ্রু ও দেবাবৃধের উপদেশে মোক্ষ-লাভ করিয়াছিলেন। মহাভোজ অতিশয় ধার্মিক ছিলেন। তাঁহার বংশে ভোজগণের উৎপত্তি হয় ।৯-১১

হে পরন্তপ। বৃষ্ণির দুই পুত্র—সুমিত্র ও যুধাজিৎ। যুধাজিতের পুত্র শিনি ও অনামিত্র। অনামিত্র হইতে নিম্নের জন্ম হয় ।১২

নিম্নের পুত্র সত্রাজিৎ ও প্রসেন। অনমিত্রের অপর এক পুত্র শিনি হইতে সত্যকের জন্ম হইয়াছিল ।১৩

সত্রাজিতঃ প্রসেনশ্চ নিম্নস্যাপ্যাসতুঃ সুতৌ।
অনমিত্রসুতো যোঽন্যঃ শিনিস্তস্যাথ সত্যকঃ ॥১৩
যুযুধানঃ সাত্যকির্বৈ জয়স্তস্য কুণিস্ততঃ।
যুগন্ধরোঽনমিত্রস্য বৃষ্ণিঃ পুত্রোঽপরস্ততঃ ॥১৪
শ্বফল্কশ্চিত্ররথশ্চ গান্দিন্যাং চ শ্বফল্কতঃ।
অক্রূরপ্রমুখা আসন্ পুত্রা দ্বাদশ বিশ্রুতাঃ ॥১৫
আসঙ্গঃ সারমেয়শ্চ মৃদুরো মৃদুবিদ্ গিরিঃ।
ধর্মবৃদ্ধঃ সুকর্মা চ ক্ষেত্রোপেক্ষোঽরিমর্দনঃ ॥১৬

যুধাজিতঃ শিনিঃ, অনমিত্রঃ চ ইতি দ্বৌ পুত্রৌ জাতৌ। অনমিত্রাৎ নিম্নঃ অভূৎ। নিম্নস্য তু সত্রাজিতঃ প্রসেনঃ চ ইতি দ্বৌ পুত্রৌ জাতৌ। তথা অন্যস্যাম্ অপি ভার্য্যায়াম্ অনিমিত্রস্য যঃ অন্যঃ সুতঃ শিনিঃ তস্য সত্যকঃ পুত্রঃ আসীৎ ॥১২-১৩

তস্য যুযুধানঃ, তস্য জয়ঃ, তস্য কুণিঃ, তস্য যুগন্ধরঃ, অনমিত্রস্য অপরঃ পুত্রঃ বৃষ্ণিঃ। তস্য শ্বফল্কঃ চিত্ররথঃ চ ইতি দ্বৌ পুত্রৌ জাতৌ। শ্বফল্কাৎ গান্দিন্যাং ভার্য্যায়াম্ অক্রূরপ্রমুখাঃ যথা অক্রূরঃ, আসঙ্গঃ, সারমেয়ঃ, মৃদুরঃ, মৃদুবিৎ, গিরিঃ, ধর্ম্মবৃদ্ধঃ, সুকর্ম্মা, ক্ষত্রোপেক্ষঃ, অরিমর্দনঃ, শত্রুঘ্নঃ, গন্ধমাদঃ, প্রতিবাহুঃ

সত্যকের পুত্র যুযুধান, তাঁহার পুত্র জয়, তাঁহার পুত্র কুণি এবং কুণির পুত্র যুগন্ধর। অনমিত্রের অপর পুত্র বৃষ্ণি, তাঁহা হইতে শ্বফল্ক ও চিত্ররথ নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়। শ্বফল্ক হইতে গান্দিনীর গর্ভে অক্রূর প্রভৃতি দ্বাদশ জন বিখ্যাত পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ।১৪-১৫

তাঁহাদের নাম—অক্রূর, আসঙ্গ, সারমেয়, মৃদুর, মৃদুবিৎ, গিরি, ধর্মবৃদ্ধ, সুকর্মা, ক্ষত্রোপেক্ষ, অরিমর্দন, শত্রুঘ্ন ও গন্ধমাদ। তাঁহাদের সুচীরা (সুচারা) নামে এক ভগ্নী ছিলেন। অক্রূরের দুই পুত্র—দেবমান্ ও উপদেব। চিত্ররথের পুত্র পৃথু, এতদ্ব্যতীত চিত্ররথ হইতে বিদূরথ প্রভৃতি আরও অনেক পুত্র জন্ম

শক্রঘ্নো গন্ধমাদশ্চ প্রতিবাহুশ্চ দ্বাদশ।
তেষাং স্বসা সুচীরাখ্যা দ্বাবক্রূরসুতাবপি ॥১৭
দেববানুপদেবশ্চ তথা চিত্ররথাত্মজাঃ।
পৃথুর্বিদূরথাদ্যাশ্চ বহবো বৃষ্ণিনন্দনাঃ ॥১৮
কুকুরো ভজমানশ্চ শুচিঃ কম্বলবর্হিষঃ।
কুকুরস্য সুতো বহ্নির্বিলোমা তনয়স্ততঃ ॥১৯
কপোতরোমা তস্যানুঃ সখা যস্য চ তুম্বুরুঃ।
অন্ধকো দুন্দুভিস্তস্মাদবিদ্যোতঃ পুনর্বসুঃ ॥২০
তস্যাহুকশ্চাহুকী চ কন্যা চৈবাহুকাত্মজৌ।
দেবকশ্চোগ্রসেনশ্চ চত্বারো দেবকাত্মজাঃ ॥২১

ইতি বিশ্রুতাঃ ত্রয়োদশ পুত্রাঃ আসন্; সুচীরাখ্যা স্বসা তেষাম্ আসীৎ। অক্রূরস্য অপি দ্বৌ পুত্রৌ দেববান্ উপদেবশ্চ ইতি ॥১৪-১৭

শ্বফল্কবন্ধোঃ চিত্ররথস্য পৃথুঃ একঃ তথা বিদূরথাদ্যাঃ বহবঃ পুত্রাঃ জাতাঃ। সাত্বত-পুত্রাৎ অন্ধকাৎ কুকুরঃ, ভজমানঃ, শুচিঃ, কম্বলবর্হিঃ ইতি চত্বারঃ পুত্রাঃ জাতাঃ। তেষু কুকুরস্য বহ্নিঃ, তস্য তনয়ঃ বিলোমা; তস্য কপোতরোমা, তস্য অনুঃ, যস্য অনোঃ তুম্বুরুঃ সখা অভূৎ। অনোঃ অন্ধকঃ, তস্য দুন্দুভিঃ, তস্য অবিদ্যোতঃ, তস্য পুনর্ব্বসুঃ, তস্য আহুকঃ পুত্রঃ, আহুকী কন্যা চ, আহুকস্য দেবকঃ উগ্রসেনঃ ইতি দ্বৌ পুত্রৌ।

গ্রহণ করেন। ইহারা সকলেই বৃষ্ণিবংশের সন্তান ।১৬-১৮

কুকুর, ভজমান, শুচি ও কম্বলবর্হিষ এই চারি জন অন্ধকের পুত্র। কুকুরের পুত্র বহ্নি, তাঁহার পুত্র বিলোমা ।১৯

বিলোমার পুত্র কপোতরোমা, তাঁহার পুত্র অনু। তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব অনুর সখা ছিলেন। অন্ধকের পুত্র দুন্দুভি, তাঁহার পুত্র অবিদ্য এবং অবিদ্যের পুত্র পুনর্বসু ।২০

পুনর্বসুর আহুক নামক এক পুত্র এবং আহুকী নাম্নী এক কন্যা ছিলেন। আহুকের পুত্র দেবক ও সেন। দেবকের চার ত্রত্র ।২১

দেববানুপদেবশ্চ সুদেবো দেববর্ধনঃ।
তেষাং স্বসারঃ সপ্তাসন্ ধৃতদেবাদয়ো নৃপ ॥২২
শান্তিদেবোপদেবা চ শ্রীদেবা দেবরক্ষিতা।
সহদেবা দেবকী চ বসুদেব উবাহ তাঃ ॥২৩
কংসঃ সুনামা ন্যগ্রোধঃ কঙ্কঃ শঙ্কুঃ সুহূস্তথা।
রাষ্ট্রপালোঽথ সৃষ্টিশ্চ তুষ্টিমানৌগ্রসেনয়ঃ ॥২৪
কংসা কংসবতী কঙ্কা শূরভূ রাষ্ট্রপালিকা।
উগ্রসেনদুহিতরো বসুদেবানুজস্ত্রিয়ঃ ॥২৫
শূরো বিদূরথাদাসীদ্ ভজমানঃ সুতস্ততঃ।
শিনিস্তস্মাৎ স্বয়ম্ভোজো হৃদীকস্তৎসুতো মতঃ ॥২৬

দেবকাত্মজাঃ চত্বারঃ যথা দেববান্, উপদেবঃ, সুদেবঃ, দেববর্দ্ধনঃ, ইতি। তেষাং স্বসারঃ ভাগিণ্যঃ সপ্ত আসন্। তাঃ যথা ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা, দেবকী চ ইতি। তাঃ বসুদেবঃ উবাহ উপযেমে ।১৮-২১

উগ্রসেনস্য কংসঃ, সুনামা, ন্যগ্রোধঃ, কঙ্কঃ, শঙ্কুঃ সুহূঃ, রাষ্ট্রপালঃ, বৃষ্টিঃ তুষ্টিমান্ ইতি নব পুত্রাঃ, তথা কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূঃ, রাষ্ট্রপালিকাঃ ইতি পঞ্চ দুহিতরঃ জাতাঃ। এতাঃ বসুদেবস্য অনুজানাং দেববানাদীনাং স্ত্রিয়ঃ ভার্য্যাঃ আসন্ ॥২২-২৫

অথ অন্ধকপুত্রস্য ভজমানস্য সুতঃ বিদূরথঃ, তস্য শূরঃ, তস্য

হে মহারাজ! দেবকের ঐ চারি পুত্রের নাম—দেববান্, উপদেব, সুদেব ও দেববর্ধন। তাঁহাদের ধৃতদেবা প্রভৃতি সাতভগ্নী ছিলেন ।২২

তাঁহাদের নাম—ধৃতদেব, শান্তদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, গৃহদেবা ও দেবকী। বসুদেব এই সাত ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন ।২৩

কংস, সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, ধৃষ্টি ও তুষ্টি এই নয়জন উগ্রসেনের পুত্র ।২৪

কংসা, কংসবতী, কঙ্কা, শূরভূ, রাষ্ট্রপালিকা—এই পাঁচটি উগ্রসেনের কন্যা। ইহারা বসুদেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের ভার্যা ছিলেন ।২৫

ভজমানের পুত্র বিদূরথ, বিদূরথের পুত্র শূর,

দেববাহুঃ শতধনুঃ কৃতবর্মেতি তৎসুতাঃ।
দেবমীঢ়স্য শূরস্য মারিষা নাম পত্ন্যভূৎ ॥২৭
তস্যাং স জনয়ামাস দশ পুত্রানকল্মষান্।
বসুদেবং দেবভাগং দেবশ্রবসমানকম্ ॥২৮
সৃঞ্জয়ং শ্যামকং কঙ্কং শমীকং বৎসকং বৃকম্।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুরানকা যস্য জন্মনি ॥২৯
বসুদেবং হরেঃ স্থানং বদন্ত্যানকদুন্দুভিম্।
পৃথা চ শ্রুতদেবা চ শ্রুতকীর্ত্তিঃ শ্রুতশ্রবাঃ ॥৩০

রাজাধিদেবী চৈতেষাং ভগিন্যঃ পঞ্চ কন্যকাঃ।
কুন্তেঃ সখ্যুঃ পিতা শূরো হ্যপুত্রস্য পৃথামদাৎ ॥৩১

সাঽঽপ দুর্বাসসো বিদ্যাং দেবহূতীং প্রতোষিতাৎ।
তস্যা বীর্য্যপরীক্ষার্থমাজুহাব রবিং শুচিঃ ॥৩২

তদৈবোপাগতং দেবং বীক্ষ্য বিস্মিতমানসা।
প্রত্যয়ার্থং প্রযুক্তা মে যাহি দেব ক্ষমস্ব মে ॥৩৩

ভজমানঃ, তস্য শিনিঃ, তস্য স্বয়ম্ভোজঃ, তৎসুতস্য হৃদীকস্য দেববাহুঃ, শতধনুঃ, কৃতবর্ম্মা, দেবমীঢ়ঃ ইতি চত্বারঃ সুতা জাতাঃ, দেবমীঢ়স্য পুত্রঃ শূরঃ, স মারিষায়াং ভার্য্যায়াং দশ পুত্রান্ জনয়ামাস। তে যথা, বসুদেবঃ, দেবভাগঃ, দেবশ্রবাঃ, আনকঃ, সৃঞ্জয়ঃ, শ্যামকঃ, কঙ্কঃ, শমীকঃ, বৎসকঃ, বৃকঃ ইতি; যস্য বসুদেবস্য জন্মনি দেবদুন্দুভয়ঃ আনকাঃ চ নেদুঃ ॥২৬-২৯

হরেঃ অবতরিষ্যমাণস্য শ্রীকৃষ্ণস্য অবতারযোগ্যং স্থানং বসুদেবম্ আনক-দুন্দুভিং বদন্তি। শূরস্য পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্ত্তিঃ, শ্রুতশ্রবাঃ তথা রাজাধিদেবী চ পঞ্চকন্যকাঃ এতেষাং ভগিন্যঃ। শূরঃ অপুত্রস্য সখ্যুঃ কুন্তেঃ কুন্তয়ে পৃথাং কন্যাম্ অদাৎ দদৌ ॥৩০-৩১

অতঃ পৃথায়াঃ কুন্তীতি নামান্তরম্। কদাচিৎ গৃহাগতং দুর্ব্বাসসং পরিচর্য্যাদিনা পরিতোষ্য প্রতোষিতাৎ তস্মাৎ দেবহূতিং (দেবান্ আহূয়ন্তে অনয়া ইতি তথা তাং) বিদ্যাম্ আপ। তস্যাঃ বিদ্যায়াঃ বীর্য্যস্য সামর্থ্যস্য পরীক্ষার্থং (স্নানাদিনা) শুচিঃ সতী কুন্তী রবিম্ আজুহাব ॥৩২

তদা এব উপ সমীপে আগতং দেবং সূর্য্যং বীক্ষ্য বিস্মিতং মানসং যস্যাঃ সা কুন্তী আহ যথা—হে দেব! প্রত্যয়ার্থং যথার্থত্ব-পরীক্ষার্থং মে ময়া বিদ্যা প্রযুক্তা, অত যাহি। মে মম ক্ষমস্ব ॥৩৩

শূরের পুত্র ভজমান্, ভজমানের পুত্র শিনি, শিনির পুত্র ভোজ এবং ভোজের পুত্র হৃদীক ।২৬

হৃদীকের পুত্র দেববাহু, দেবমীঢ়, শতধনু ও কৃতবর্মা। দেবমীঢ়ের পুত্র শূর, তাঁহার পত্নীর নাম মারিষা ।২৭

শূর মারিষার গর্ভে বসুদেব, দেবভাগ, দেবশ্রবা, আনক, সৃঞ্জয়, শ্যামক, কঙ্ক, শমীক, বৎসক ও বৃক—এই দশটি নিষ্পাপ পুত্র উৎপাদন করেন। বসুদেবের জন্মকালে দেবতাগণের দুন্দুভি ও আনকের ( ঢাকের ) শব্দ হইয়াছিল বলিয়া শ্রীহরির অধিষ্ঠানস্বরূপ বসু-দেবকে আনকদুন্দুভি বলা হয়। পৃথা, শ্রুতদেবা, শ্রুতকীর্তি, শ্রুতশ্রবা ও রাজাধিদেবী এই পাঁচ কন্যা বসুদেব প্রভৃতির ভগিনী। পিতা শূর কন্যা পৃথাকে অপুত্রক নিজসখা রাজা কুন্তির নিকট তাঁহার সন্তান-রূপে সমর্পণ করিয়াছিলেন ।২৮-৩১

এই পৃথা ( কুন্তী ) অতিথি সেবা দ্বারা দুর্বাসাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে দেবহূতি নামে এক বিদ্যা লাভ করেন ( ইহা দ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলে তিনি নিকটে আসেন ); এক সময়ে কুন্তী পবিত্রা হইয়া বিদ্যার প্রভাব পরীক্ষার জন্য সূর্যদেবকে আহ্বান করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উপস্থিত হইতে দেখিলেন এবং ইহাতে বিস্মিত-চিত্তা হইয়া বলিলেন—হে দেব! আমি কেবলমাত্র প্রত্যয়ের জন্য অর্থাৎ বিদ্যার প্রভাব বিষয়ে বিশ্বাসের জন্যই বিদ্যার প্রয়োগ করিয়াছিলাম; আপনি আমাকে ক্ষমা করুন এবং নিজস্থানে প্রস্থান করুন ।৩২-৩৩

অমোঘং দর্শনং দেবি আধিৎস্যে ত্বয়ি চাত্মজম্।
যোনির্যথা ন দুষ্যেত কর্তাহং তে সুমধ্যমে ॥ ৩৪

ইতি তস্যাং স আধায় গর্ভং সূর্য্যো দিবং গতঃ।
সদ্যঃ কুমারঃ সংজজ্ঞে দ্বিতীয় ইব ভাস্করঃ ॥৩৫

তং সাত্যজন্নদীতোয়ে কৃচ্ছ্রাল্লোকস্য বিভ্যতী।
প্রপিতামহস্তামুবাহ পাণ্ডুর্বৈ সত্যবিক্রমঃ ॥৩৬

শ্রুতদেবাং তু কারূষো বৃদ্ধশর্মা সমগ্রহীৎ।
যস্যামভূদ্ দন্তবক্র ঋষিশপ্তো দিতেঃ সুতঃ ॥৩৭

কৈকেয়ো ধৃষ্টকেতুশ্চ শ্রুতকীর্তিমবিন্দত।
সন্তর্দনাদয়স্তস্যাং পঞ্চাসন্ কৈকয়াঃ সুতাঃ ॥৩৮

রাজাধিদেব্যামাবন্ত্যৌ জয়সেনোঽজনিষ্ট হ।
দমঘোষশ্চেদিরাজঃ শ্রুতশ্রবসমগ্রহীৎ ॥৩৯

শিশুপালঃ সুতস্তস্যাঃ কথিতস্তস্য সম্ভবঃ।
দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতুবৃহদ্বলৌ ॥৪০

কংসবত্যাং দেবশ্রবসঃ সুবীর ইষুমাংস্তথা।
কঙ্কায়ামানকাজ্জাতঃ সত্যজিৎ পুরুজিৎ তথা ॥৪১

রবিঃ আহ, হে দেবি! দেবস্য মম সন্দর্শনম্ অমোঘং ন ব্যর্থম্। ত্বয়ি আত্মজম্ আদধে আধাস্যে। হে সুমধ্যমে! যথা তে তব যোনিঃ ন দুষ্যেত ন বিদীর্য্যেত তথা অহং কর্তা করিষ্যামি। ইতি উক্ত্বা সঃ সূর্য্যঃ তস্যাং গর্ভম্ আধায় দিবং স্বর্গং গতঃ,। ততঃ তত্র দ্বিতীয়ঃ ভাস্করঃ ইব কুমারঃ সদ্যঃ সংজজ্ঞে ॥৩৪-৩৫

লোকস্য লোকাৎ জনাপবাদাৎ বিভ্যতী সতী সা পৃথা তং বালং (পেটিকায়াং সংস্থাপ্য) কৃচ্ছাৎ কষ্টেন নদীতোয়ে অত্যজৎ চিক্ষেপ। তব প্রপিতামহঃ সত্যবিক্রমঃ বৈ পাণ্ডুঃ তাং কুন্তীম্ উবাহ উপযেমে ॥৩৬

বৃদ্ধশর্ম্মা কারূষঃ শ্রুতদেবাং সমগ্রহীৎ উপযেমে। যস্যাং পূর্ব্বম্ ঋষিভিঃ শপ্তঃ ভগবদ্দ্বারপালঃ বিজয়ঃ দিতেঃ সুতঃ হিরণ্যাক্ষো অভূৎ সঃ ইদানীং দন্তবক্রঃ অভূৎ ॥৩৭

কৈকেয়ঃ ধৃষ্টকেতুঃ শ্রুতকীর্ত্তিম্ অবিন্দত উপযেমে, যস্যাং তু কৈকেয়াঃ সন্তর্দনাদয়ঃ পঞ্চ সুতাঃ আসন্ ॥৩৮

জয়সেনঃ রাজাধিদেব্যাম্ আবন্ত্যৌ বিন্দানুবিন্দৌ দ্বৌ সুতৌ অজনিষ্ট জনয়ামাস। চেদিরাজঃ দমঘোষঃ শ্রুতশ্রবসম্ অগ্রহীৎ। তস্য সম্ভবঃ তস্যাঃ সুতঃ শিশুপালঃ কথিতঃ। দেবভাগস্য কংসায়াং চিত্রকেতু-বৃহদ্বলৌ দ্বৌ সুতৌ। দেবশ্রবসঃ কংসবত্যাং সুবীরঃ ইষুমান্ ইতি দ্বৌ পুত্রৌ। কঙ্কাৎ

সূর্যদেব বলিলেন—হে সুন্দরি! দেবদর্শন কখনও নিষ্ফল হয় না। আমি তোমার গর্ভে একটি পুত্র উৎপাদন করিব। যাহাতে তোমার যোনি দূষিত না হয়, আমি সেরূপ ব্যবস্থা করিব।৩৪

এই বলিয়া সূর্যদেব তাঁহার গর্ভাধান করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন। এদিকে সদ্যই দ্বিতীয় সূর্যের স্থায় এক কুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন।৩৫

কুন্তী লোকভয়ে ভীতা হইয়া অতি কষ্টের সহিত সেই পুত্রকে নদীর জলে ত্যাগ করিয়াছিলেন। তোমার প্রপিতামহ সত্যবিক্রম পাণ্ডু সেই কুন্তীকে বিবাহ করেন।৩৬

করূষ নরপতি বৃদ্ধশর্মা শ্রুতদেবাকে বিবাহ করেন। ঋষির অভিশাপগ্রস্ত দৈত্যপুত্র দন্তবক্র তাঁহার গর্ভজ সন্তান।৩৭

কেকয় বংশজাত ধৃষ্টকেতু শ্রুতকীর্তিকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে সন্তর্দন প্রভৃতি পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। তাঁহারা কৈকয়রূপে পরিচিত।৩৮

রাজা জয়সেন রাজাধিদেবীর গর্ভে বিন্দ ও অনুবিন্দ নামক দুই পুত্রের জন্মদান করেন। চেদিরাজ দমঘোষ শ্রুতশ্রবাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।৩৯

শ্রুতশ্রবার পুত্র শিশুপাল। তাহার জন্মবৃত্তান্ত পূর্বে বলা হইয়াছে। কংসার গর্ভে দেবভাগ হইতে চিত্রকেতু ও বৃহদ্বল নামক দুই পুত্রের জন্ম হয়।৪০

দেবশ্রবা হইতে কংসাবতীর গর্ভে সুবীর ও

সৃঞ্জয়ো রাষ্ট্রপাল্যাং চ বৃষদুর্মর্ষণাদিকান্।
হরিকেশহিরণ্যাক্ষৌ শূরভূম্যাং চ শ্যামকঃ ॥৪২
মিশ্রকেশ্যামপ্সরসি বৃকাদীন্ বৎসকস্তথা।
তক্ষপুষ্করশালাদীন্ দুর্বাক্ষ্যাং বৃক আদধে ॥৪৩
সুমিত্রার্জুনপালাদীন্ শমীকাত্তু সুদামনী।
কঙ্কশ্চ কর্ণিকায়াং বৈ ঋতধামজয়াবপি ॥৪৪
পৌরবী রোহিণী ভদ্রা মদিরা রোচনা ইলা।
দেবকীপ্রমুখা আসন্ পত্ন্য আনকদুন্দুভেঃ ॥৪৫

কঙ্কায়াং সত্যজিৎ তথা পুরুজিৎ চ জজ্ঞিরে ॥৩৯-৪১

সৃঞ্জয়ঃ রাষ্ট্রপাল্যং বৃষদুর্মর্ষণাদিকান্ উৎপাদয়ামাস। শ্যামকঃ শূরভূম্যাং হরিকেশ-হিরণ্যাক্ষৌ জনয়ামাস। বৎসকঃ তথা অপ্সরসি মিশ্রকেশ্যাং বৃকাদীন্ উৎপাদয়ামাস। বৃকঃ দুর্বাক্ষ্যাং তক্ষ-পুষ্কর-শালাদীন্ আদধে ॥৪২-৪৩

সমীকাৎ সুদামনী-সুমিত্রার্জুন-পালাদীন্ জনয়ামাস, তথা আনকঃ কর্ণিকায়াং ভার্য্যায়াম্ ঋতধামাজয়ৌ দ্বৌ সুতৌ। আনকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্য পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা,

ইষুমান্ জন্মগ্রহণ করেন। কঙ্ক হইতে নিজ পত্নী কঙ্কার গর্ভে সত্যজিৎ ও পুরুজিতের জন্ম হয় ।৪১

সঞ্জয় রাষ্ট্রপালীর গর্ভে বৃষ ও দুর্মর্ষণ প্রভৃতি পুত্রগণের জন্মদান করেন এবং শ্যামক হইতে শূরভূমির গর্ভে হরিকেশ ও হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয় ।৪২

বৎসক অপ্সরা মিশ্রকেশীর গর্ভে বৃক প্রভৃতি পুত্রগণের জন্মদান করেন। বৃক দুর্বাক্ষীর গর্ভে তক্ষ, পুষ্কর ও শাল প্রভৃতি পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন ।৪৩

সুদামনী শমীকের ঔরসে সুমিত্র, অর্জুন ও পাল প্রভৃতি পুত্র প্রসব করেন। আনক নিজ ভার্যা কর্ণিকার গর্ভে ঋতধাম ও অজয় নামক পুত্রদ্বয়

বলং গদং সারণং চ দুর্মদং বিপুলং ধ্রুবম্।
বসুদেবস্তু রোহিণ্যাং কৃতাদীনুদপাদয়ৎ ॥৪৬
সুভদ্রো ভদ্রবাহুশ্চ দুর্মদো ভদ্র এব চ।
পৌরব্যাস্তনয়া হ্যেতে ভূতাদ্যা দ্বাদশাভবন্ ॥৪৭
নন্দোপনন্দকৃতকশূরাদ্যা মদিরাত্মজাঃ।
কৌশল্যা কেশিনং ত্বেকমসূত কুলনন্দনম্ ॥৪৮

রোচনা, ইলা, দেবকীপ্রমুখাঃ পত্ন্যঃ আসন্ ॥৪৪-৪৫

বসুদেবঃ তু রোহিণ্যাং বলং, গদং, সারণং, দুর্মদং, বিপুলং, ধ্রুবং, কৃতাদীন্ চ জনয়ামাস ॥৪৫

বসুদেবস্য সুভদ্রঃ, ভদ্রবাহুঃ, দুর্মদঃ, ভদ্রঃ, ভূতাদ্যাঃ, দ্বাদশতনয়াঃ পৌরব্যাঃ ভার্য্যায়াঃ অভবন্ ॥৪৭

তথা মদিরায়াং ভার্য্যায়াং নন্দোপনন্দ-কৃতক-সুরাদ্যাঃ আত্মজাঃ অভবন্। কৌশল্যা বসুদেব-ভার্য্যা তু একং কুলনন্দনং কেশিনম্ অসূত ॥৪৮

---

উৎপাদন করিয়াছিলেন ।৪৪

দেবকীপ্রভৃতি সাত ভগ্নী এবং পৌরবী, রোহিণী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা ও ইলা ইঁহারা বসুদেবের ভার্যা ছিলেন ।৪৫

বসুদেব রোহিণীর গর্ভে বলদেব, গদ, সারণ, দুর্মদ, বিপুল ও ধ্রুব এবং কৃতপ্রভৃতি পুত্রগণের জন্মদান করেন ।৪৬

সুভদ্র, ভদ্রবাহু, দুর্মদ, ভদ্র ও ভূতপ্রভৃতি দ্বাদশ জন পৌরবীর গর্ভজাত পুত্র ।৪৭

হে কুরুনন্দন! নন্দ, উপনন্দ, কৃতক ও শূরপ্রভৃতি মদিরার পুত্র। কৌশল্যা কেশি নামক একটি পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন ।৪৮

রোচনায়ামতো জাতা হস্তহেমাঙ্গদাদয়ঃ।
ইলায়ামুরুবল্কাদীন্ যদুমুখ্যানজীজনৎ ।৪৯

বিপৃষ্ঠো ধৃতদেবায়ামেক আনকদুন্দুভেঃ।
শান্তিদেবাত্মজা রাজন্ প্রশমপ্রতিশ্রুতাদয়ঃ ॥৫০

রাজানঃ কল্পবর্ষাদ্যা উপদেবাসুতা দশ।
বসুহংসসুবংশাদ্যাঃ শ্রীদেবায়াস্তু ষট্ সুতাঃ॥৫১

দেবরক্ষিতয়া লব্ধা নব চাত্র গদাদয়ঃ।
বসুদেবঃ সুতানষ্টাবাদধে সহদেবয়া ॥৫২

পুরুবিশ্রুতমুখ্যাংস্তু সাক্ষাদ্ ধর্মো বসূনিব।
বসুদেবস্তু দেবক্যামষ্ট পুত্রানজীজনৎ ॥৫৩

কীর্তিমন্তং সুষেণং চ ভদ্রসেনমুদারধীঃ।
ঋজুং সম্মর্দনং ভদ্রং সংকর্ষণমহীশ্বরম্ ॥৫৪

অষ্টমস্তু তয়োরাসীৎ স্বয়মেব হরিঃ কিল।
সুভদ্রা চ মহাভাগ তব রাজন্ পিতামহী ॥৫৫

যদা যদেহ ধর্মস্য ক্ষয়ো বৃদ্ধিশ্চ পাপ্মনঃ।
তদা তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥৫৬

হস্তহেমাদয়ঃ রোচনায়াং জাতাঃ, তথা ইলায়াম্ উরুবল্কাদীন্ যদুমুখ্যান্ সুতান্ অজীজনৎ। ধৃতদেবায়াং বিপৃষ্ঠঃ নাম এক পুত্রঃ আনক-দুন্দুভেঃ জাতঃ। শান্তিদেবায়াং প্রশম-প্রসিতাদয়ঃ। উপদেবায়াং কল্পবর্ষাদ্যাঃ দশ তথা শ্রীদেবায়াং বসু-হংস-সুহংসাদ্যাঃ ষট্ ॥৪৯-৫১

দেবরক্ষিতায়াং গদাদয়ঃ নব। সাক্ষাৎ ধর্মঃ অষ্টৌ বসূন্ ইব বসুদেবঃ সহদেবয়া ভার্য্যয়া প্রবরশ্রুতমুখ্যান্ অষ্টৌ সুতান্ আদধে জনয়ামাস। দেবক্যামপি বসুদেবঃ কীর্তিমদাদীন্ অষ্টপুত্রান্ অজীজনৎ। তেষু ষট্ পুত্রাঃ কীর্তিমান্, সুষেণঃ, ভদ্রসেনঃ, ঋজুঃ, সম্মর্দনঃ, ভদ্রশ্চেতি সপ্তমস্তু অহীনাম্ ঈশ্বরঃ সঙ্কর্ষণঃ ভগবান্ এব। তয়োঃ অষ্টমঃ হরিঃ স্বয়ম্এব অভূৎ, ন তু কর্মাদিনা। হে রাজন্! তয়োঃ একা কন্যা চ আসীৎ, যা সুভদ্রা তব পিতামহী এব ॥৫২-৫৫

যদা যদা কালে ধর্মস্য ক্ষয়ঃ বিনাশঃ, পাপ্মনঃ চ বৃদ্ধিঃ ভবতি, তদা হি ভগবান্ ঈশঃ হরিঃ আত্মানং সৃজতে ॥৫৬

বসুদেবের ঔরসে রোচনার গর্ভে হস্ত, হেমাঙ্গদ-প্রভৃতি এবং ইলার গর্ভে যদুকুলশ্রেষ্ঠ উরুবল্কপ্রভৃতি পুত্রগণের উৎপত্তি হইয়াছিল।৪৯

হে মহারাজ! বসুদেব হইতে ধৃতদেবার গর্ভে বিপৃষ্ঠনামক একটি পুত্রের জন্ম হয়। শান্তিদেবার গর্ভে প্রশম ও প্রথিতপ্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।৫০

রাজন্য, কল্প ও বর্ষপ্রভৃতি দশজন উপদেবার পুত্র। শ্রীদেবার গর্ভে বসু, হংস ও সুবংশপ্রভৃতি ছয় জন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।৫১

দেবরক্ষিতা গদপ্রভৃতি নয় জন পুত্র লাভ করেন। ধর্ম যেরূপ অষ্টবসুর জন্মদান করেন, সেরূপ বসুদেবও সহদেবার গর্ভে প্রবর, শ্রুতমুখ্যপ্রভৃতি আটটি পুত্রের উৎপাদন করিয়াছিলেন। এইরূপ দেবকীর গর্ভেও উদারমতি বসুদেব আটটি পুত্রের জন্মদান করেন।৫২-৫৩

তাঁহাদের নাম—কীর্তিমান্, সুষেণ, ভদ্রসেন, ঋজু, সংমর্দন, ভদ্র এবং নগরাজ সঙ্কর্ষণ।৫৪

হে মহারাজ! ভগবান্ স্বয়ং শ্রীহরিই শ্রীকৃষ্ণরূপে তাঁহাদের অষ্টম পুত্র হইয়াছিলেন। আপনার পিতামহী মহাভাগা সুভদ্রাও তাঁহাদেরই কন্যা।৫৫

হে মহারাজ! যে যে সময়ে জগতে ধর্মের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি ঘটে, সেই সেই সময়েই (উহার প্রতিকারের জন্য) জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীহরি অবতার-রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।৫৬

ন হ্যস্য জন্মনো হেতুঃ কর্মণো বা মহীপতে।
আত্মমায়াং বিনেশস্য পরস্য দ্রষ্টুরাত্মনঃ ॥৫৭

যন্মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় হি।
অনুগ্রহস্তন্নিবৃত্তেরাত্মলাভায় চেষ্যতে ॥৫৮

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিরসুরৈর্নৃপলাঞ্ছনৈঃ।
ভুব আক্রম্যমাণায়া অভারায় কৃতোদ্যমঃ ॥৫৯

হে মহীপতে। আত্মনঃ ঈশস্য পরস্য দ্রষ্টুঃ সর্ব্বসাক্ষিণঃ অস্য ভগবতঃ আত্মমায়াং স্বকীয়াম্ ইচ্ছাং বিনা জন্মনঃ কর্ম্মণঃ বা হেতুঃ নাস্তি ॥৫৭

যস্য মায়াচেষ্টিতং পুংসঃ জীবস্য স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ায় (উপাধিসৃষ্ট্যাদিনা ধর্ম্মাদি-সম্পাদনেন) অনুগ্রহঃ জ্ঞেয়ঃ, তথা (তেনৈব শ্রূয়মাণেন) তস্য স্থিত্যাদেঃ নিবৃত্তেঃ আত্মলাভায় চ ইষ্যতে, তস্য জীবানুগ্রাহকস্য কুতঃ কর্ম্মাদি-পারতন্ত্র্যং জন্মাদি ॥৫৮

অক্ষৌহিণীনাং পতিভিঃ নৃপলাঞ্ছনৈঃ ( নৃপাণাং ক্ষত্রিয়াণাম্ ইব লাঞ্ছনানি চিহ্নানি যেষাং তৈঃ) অসুরৈঃ আক্রম্যমাণায়াঃ ভারায়মাণায়াঃ ভুবঃ অভারায় ভারাবতারায় কৃতঃ উদ্যমঃ যেন সঃ ॥৫৯

হে মহারাজ। ভগবান্ স্বয়ং মায়ার নিয়ন্তা, সর্ব-সঙ্গরহিত, সকলের সাক্ষী এবং সর্বব্যাপী। এ অবস্থায় একমাত্র মায়ার বিলাস ব্যতীত তাঁহার জন্ম বা কর্মের অন্য কোন কারণ থাকিতে পারে না।৫৭

হে মহারাজ! ভগবানের মায়ার বিলাস জীবের প্রতি তাঁহার অনুগ্রহরূপেই স্বীকার্য হয়; যেহেতু প্রলয়ান্তে জীবের দেহাদি সৃষ্টিদ্বারা ধর্মাদির প্রবর্তন-হেতুই মায়িক সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ঘটিয়া থাকে। আবার এই মায়ার বিলাস শ্রবণ করিলে জীবের দেহাদি সৃষ্টির চিরনিবৃত্তিহেতু আত্মলাভ অর্থাৎ মুক্তি সম্ভবপর বলিয়াও এই মায়িক বিলাস সংসারী জীবের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহই বলিতে হয়।৫৮

( ভগবানের মায়ার বিলাস পৃথিবীর প্রতিও তাঁহার অনুগ্রহস্বরূপ ইহাও বলিতেছেন ) হে মহারাজ! অসংখ্য সেনাবৃন্দের অধিপতি রাজচিহ্ন-ধারী অসুরগণের ভারে আক্রান্তা পৃথিবীর ভার লাঘবের জন্যও তাঁহার মায়িক বিলাসের প্রয়োজন হয়।৫৯

কর্মাণ্যপরিমেয়াণি মনসাপি সুরেশ্বরৈঃ।
সহসংকর্ষণশ্চক্রে ভগবান্ মধুসূদনঃ ॥৬০

কলৌ জনিষ্যমাণানাং দুঃখশোকতমোনুদম্।
অনুগ্রহায় ভক্তানাং সুপুণ্যং ব্যতনোদ্ যশঃ ॥৬১

যস্মিন্ সৎকর্ণপীযূষে যশস্তীর্থবরে সকৃৎ।
শ্রোত্রাঞ্জলিরুপস্পৃশ্য ধুনুতে কর্মবাসনাম্ ॥৬২

সহসঙ্কর্ষণঃ ভগবান্ মধুসূদনঃ সুরেশ্বরৈঃ ইন্দ্রাদিভিঃ মনসা অপি অপরিমেয়াণি কর্ম্মাণি চক্রে ॥৬০

কলৌ জনিষ্যমাণানাং ভক্তানাম্ অনুগ্রহায় দুঃখং শোকং তমঃ তৎকারণম্ অজ্ঞানং চ নুদতি অপনয়তি তথাভূতং সুপুণ্যং যশঃ ব্যতনোৎ ॥৬১

সতাং নির্ম্মলান্তঃকরণানাং কর্ণপীযূষে অমৃততুল্যে যস্মিন্ যশোরূপে তীর্থবরে শ্রোত্রম্ এব অঞ্জলিঃ পানসাধনং যস্য সঃ পুরুষঃ সকৃৎ বারমেকম্ উপস্পৃশ্য আচম্য কর্ম্মবাসনাং ধুনুতে ক্ষপয়তি ॥৬২

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত এই ধরাতলে যে সকল কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মাদিশ্রেষ্ঠ দেবতাগণের মনের দ্বারাও বিচারের অযোগ্য।৬০

কলিযুগে যে সকল ভক্ত জন্ম গ্রহণ করিবেন, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের দুঃখ, শোক ও অজ্ঞান-নাশক স্বীয় পরম পবিত্র যশোরাশি বিস্তার করিয়া গিয়াছেন ॥৬১

সজ্জনগণের কর্ণযুগলের অমৃতস্বরূপ, সেই যশোরূপ পুণ্যতীর্থে কর্ণরূপ অঞ্জলির সাহায্যে একবার মাত্র আচমন করিয়াই মানব তাহার কর্ম বাসনা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়।৬২

ভোজবৃষ্ণ্যন্ধকমধুশূরসেনদশার্হকৈঃ।
শ্লাঘনীয়েহিতঃ শশ্বৎ কুরুসৃঞ্জয়পাণ্ডুভিঃ ॥৬৩

স্নিগ্ধস্মিতেক্ষিতোদারৈর্বাক্যৈর্বিক্রমলীলয়া।
নৃলোকং রময়ামাস মূর্ত্ত্যা সর্বাঙ্গরম্যয়া ॥৬৪

যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্

নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ ॥৬৫

জাতো গতঃ পিতৃগৃহাদ্ ব্রজমেধিতার্থো
হত্বা রিপূন্ সুতশতানি কৃতোরুদারঃ।

উৎপাদ্য তেষু পুরুষঃ ক্রতুভিঃ সমীজে
আত্মানমাত্মনিগমং প্রথয়ঞ্জনেষু ॥৬৬

ভোজাদিভিঃ কুরু-প্রভৃতিভিঃ চ শ্লাঘনীয়ম্ ঈহিতং লীলা যস্য সঃ শ্রীকৃষ্ণঃ স্নিগ্ধং স্মিতম্ যত্র তথাভূতং যৎ ঈক্ষিতম্ অবলোকনং তেন উদারৈঃ বাক্যৈঃ বিক্রমঃ পরাক্রমঃ তৎ-পূর্ব্বিকয়া লীলয়া সর্ব্বৈঃ অঙ্গৈঃ রম্যয়া মূর্ত্ত্যা চ নৃলোকং রময়ামাস ॥৬৩-৬৪

যস্য শ্রীকৃষ্ণস্য মকরকুণ্ডলাভ্যাং চারু কর্ণৌ ভ্রাজন্তৌ কপোলৌ চ তৈঃ সুভগং সুন্দরং তথা সবিলাসো হাসো যস্মিন্ তৎ, নিত্যম্ উৎসবঃ শোভাতিশয়ঃ যস্মিন্ তৎ আননং তদ্দৃশিভিঃ নেত্রৈঃ পিবন্ত্যঃ অতিতৃষ্ণায় পশ্যন্ত্যঃ মুদিতাঃ নার্য্যঃ নরাঃ চ ন ততৃপুঃ তৃপ্তাঃ ন জাতাঃ, অপি তু নিমেঃ নিমেষোন্মেষকর্ত্তুঃ চ কুপিতাঃ বভূবুঃ ॥৬৫

পুরুষঃ পুরুষোত্তমঃ আদৌ নিজরূপেণ জাতঃ সন্ পিতৃগৃহাৎ ব্রজং গতঃ ; তত্র ব্রজবাসিনাম্ এধিতাঃ সংবর্দ্ধিতাঃ অর্থাঃ যেন তাদৃশঃ সন্ রিপূন্ কংসাদীন্ হত্বা কৃতোরুদারঃ (কৃতাঃ উরবঃ ষোড়শসহস্রৈকশতাষ্টসংখ্যকাঃ দারাঃ কলত্রাণি যেন সঃ) তেষু দারেষু শতশতানি উৎপাদ্য, আত্মনিগমং বেদমার্গং জনেষু প্রথয়ন্ প্রথয়িতুং ক্রতুভিঃ নানাবিধৈঃ যজ্ঞৈঃ আত্মানম্ এব সমীজে সম্যক্ আরাধিতবান্ ॥৬৬

হে মহারাজ! ভোজ, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, শূরসেন, দশার্হ, কুরু, সৃঞ্জয় ও পাণ্ডুর বংশধরগণ নিরন্তর তাঁহার চরিতাবলীর প্রশংসা করেন।৬৩

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্নিগ্ধ সহাস দৃষ্টিপাতযুক্ত উদার বাক্যালাপ, বিক্রমলীলা এবং সর্বাঙ্গসুন্দর নিজ বিগ্রহদ্বারা নরলোকে আনন্দ বিতরণ করিয়াছিলেন।৬৪

তাঁহার হাস্যবিলাসযুক্ত বদনমণ্ডল মকরাকৃতি কুণ্ডল-যুগলের শোভায় মনোহর কর্ণযুগল ও সমুজ্জ্বল গণ্ডযুগলের সমাবেশে অতিসুন্দর বলিয়া সর্বদাই উহা দর্শকমণ্ডলীর উৎসব বিস্তার করায় নর ও নারীগণ নয়নদ্বারা সানন্দে সেই বদনশোভা পান করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, পরন্তু নেত্রের নিমেষহেতু দর্শনের বিচ্ছেদ ঘটিত বলিয়া তাহারা নিমেষ-সৃষ্টি-কর্তা নিমির প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন।৬৫

(সংক্ষেপতঃ শ্রীকৃষ্ণ লীলা বলিতেছেন) হে মহারাজ! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রথমতঃ নিজ চতুর্ভুজ-রূপে আবির্ভূত হইয়া পশ্চাৎ মানবাকৃতি ধারণপূর্বক পিতৃগৃহ হইতে ব্রজে গমন করেন, পরে ব্রজবাসিগণের স্বার্থসম্পাদনপূর্বক শত্রুগণকে বধ করিয়া বহু রমণীকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাদের গর্ভে অসংখ্য পুত্র উৎপাদনপূর্বক সেই পরমপুরুষ লোকসমাজে স্বীয় বেদমার্গ বিস্তারের জন্য যজ্ঞসমূহদ্বারা যজ্ঞেশ্বর-রূপী নিজেরই অর্চনা করিয়াছিলেন।৬৬

পৃথ্ব্যাঃ স বৈ গুরুভরং ক্ষপয়ন্ কুরূণা-
মন্তঃ-সমুত্থকলিনা যুধি ভূপচম্বঃ।
দৃষ্ট্যা বিধূয় বিজয়ে জয়মুদ্বিঘোষ্য
প্রোচ্যোদ্ধবায় চ পরং সমগাৎ স্বধাম ॥৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং
সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধে
চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৪
নবমস্কন্ধঃ সমাপ্তঃ।

তথা কুরূণাম্ অন্তঃসমুত্থ-কলিনা পৃথ্ব্যাঃ পৃথিব্যাঃ গুরুম্ অধিকং ভারং ক্ষপয়ন্ যুধি সংগ্রামে ভূপানাং চম্বঃ সেনাঃ স্বদৃষ্ট্যৈব বিধূয় নিরস্য, বিজয়ে অর্জ্জুনে জয়ম্ উদ্বিঘোষ্য উদ্ধবায় পরং তত্ত্বং প্রোচ্য উপদিশ্য চ স্বধাম বৈকুণ্ঠং জগাম ॥৬৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবম-স্কন্ধে শ্রীখগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রিকৃতান্বয়ে চতুর্বিংশোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ। সমাপ্তশ্চায়ং নবমস্কন্ধঃ।

সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই পৃথিবীর গুরুতর ভার হরণের জন্য কুরুবংশীয়গণের পরস্পর সঞ্জাত বিবাদ-মূলক যুদ্ধে কালরূপী নিজের দৃষ্টিমাত্রদ্বারাই পৃথিবী-স্থিত রাজগণের সেনাসমুদয় সংহার করিয়া অর্জুনের বিজয়-বার্তা ঘোষণা করেন এবং লীলাবসানে উদ্ধবের নিকট পরম তত্ত্ব উপদেশ করিয়া নিজ ধামে বিজয় যাত্রা করিয়াছিলেন।৬৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণের নবম-স্কন্ধে
শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্রষট্‌তীর্থ-কৃত বঙ্গভাষানুবাদসহিত
চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।
নবম স্কন্ধ সমাপ্ত

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথপ্রবর্তিত-আর্য্যশাস্ত্রে

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত-শ্রীমদ্ভাগবতমহাপুরাণে

পণ্ডিতকুলতিলক-শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়সমলঙ্কৃতঃ।

শ্রীশচীনন্দনগোস্বামিভক্তিরত্ন-কৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতঃ।

# দশমঃ স্কন্ধঃ

## প্রথমঃ অধ্যায়ঃ।

[ শ্রীকৃষ্ণাবতারকথনম্, ব্রহ্মণা পৃথিব্যা আশ্বাসনম্, কংসস্য দেবকীবধোদ্যোগাদ্ বসুদেববচনেন নিবৃত্তিঃ, ষণ্ণাং দেবকীপুত্রাণাং কংসেন বধশ্চ। ]

রাজোবাচ।

কথিতো বংশবিস্তারো ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ।
রাজ্ঞাং চোভয়বংশ্যানাং চরিতং পরমাদ্ভুতম্ ॥১

যদোশ্চ ধর্ম্মশীলস্য নিতরাং মুনিসত্তম।
তত্রাংশেনাবতীর্ণস্য বিষ্ণোর্বীর্য্যাণি শংস নঃ ॥২

**অন্বয়ঃ**

রাজা উবাচ। ভবতা সোমসূর্য্যয়োঃ চন্দ্রস্য সূর্য্যস্য চ বংশবিস্তারঃ পুত্রপৌত্রাদিক্রমঃ কথিতঃ, তথা উভয়বংশ্যানাং চন্দ্রসূর্য্যবংশোদ্ভবানাং রাজ্ঞাং পরমাদ্ভুতং চরিতং চ কথিতম্ ॥১

হে মুনিসত্তম মুনিশ্রেষ্ঠ! নিতরাং ধর্ম্মশীলস্য যদোঃ বংশবিস্তারঃ চ কথিতঃ। তত্র যদুবংশে অংশেন অবতীর্ণস্য বিষ্ণোঃ বীর্য্যাণি চরিতানি নঃ অস্মান শংস কথয় ॥২

## প্রথম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণাবতারকথন, ব্রহ্মাকর্তৃক পৃথিবীকে আশ্বাস দান, বসুদেবের বাক্যে দেবকীর বধোদ্যোগ হইতে কংসের নিবৃত্তি এবং দেবকীর ছয় পুত্রের কংসকর্তৃক বধ। ]

(মহারাজ পরীক্ষিত যাবতীয় দেবাদি চরিত্রের মূল স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচরিত্র বিশদরূপে শ্রবণ করিবার নিমিত্ত বক্তা শ্রীশুকদেব গোস্বামীর প্রীতি উৎপাদনের জন্য তৎকথিত বাক্যের অভিনন্দন পূর্ব্বক কহিতেছেন—) হে মুনিসত্তম! চন্দ্র ও সূর্য্যের বংশ বিস্তার অর্থাৎ (তত্তদ্বংশীয় প্রত্যেক নরপতিগণের পুত্রপৌত্রাদির জন্মকথা) পূর্ব্বাপর সঙ্গতিক্রমে প্রায় সমস্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং এই উভয় বংশে যে সকল নৃপতিগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের দিগ্-বিজয়াদি পরমাদ্ভুত চরিত্রও বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং (চন্দ্রবংশান্তর্গতহেতু) ভগবদ্‌ভক্তিলক্ষণ ধর্ম্মশীল যদুর বংশাবলী ও তাঁহার বংশধরসকলের পরমাশ্চর্য্য চরিত্রও সম্যক্ প্রকারে বলিয়াছেন, অধুনা সেই যদুবংশে শ্রীবলদেবের সহিত অবতীর্ণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রভাবময় লীলাসমূহ কৃপা করিয়া আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করিতে আজ্ঞা হয়।১-২

অবতীর্য্য যদোর্বংশে ভগবান্ ভূতভাবনঃ।
কৃতবান্ যানি বিশ্বাত্মা তানি নো বদ বিস্তরাৎ ॥৩

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্
ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥৪

**অন্বয়ঃ**

ভূতভাবনঃ জীবপ্রতিপালকঃ বিশ্বাত্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ যদোঃ বংশে অবতীর্য্য যানি কর্ম্মাণি কৃতবান্, তানি কর্ম্মাণি নঃ অস্মান্ বিস্তরাৎ বদ ॥৩

অপশুঘ্নাৎ আত্মঘাতিনঃ অথবা পশুঘ্নাৎ পশুঘাতিনঃ বিনা কঃ পুমান্ নিবৃত্ততর্ষৈঃ বিষয়তৃষ্ণাশূন্যৈঃ উপগীয়মানাৎ ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ শ্রীকৃষ্ণগুণানু-কীর্ত্তনাৎ বিরজ্যেত বিরক্তঃ ভবেৎ ॥৪

হে মুনিবর! যদি বলেন,—"শ্রীভগবানের মহা-প্রভাবময় সমস্ত চরিত্রই পরমাশ্চর্য্য, তাহা হইলে তৎসমুদয়ই আমাদিগের নিকট কীর্ত্তন করুন" এই অভিপ্রায়ে কহিতেছেন—

যিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ (ভগবান্) হইয়াও ভূতভাবন অর্থাৎ কৃপাবলম্বন পূর্ব্বক জীবগণকে প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, কারণ তিনি বিশ্বস্থ প্রাণিমাত্রের চেতনাদিশক্তির প্রেরক হইয়া স্বভাবতই তাহাদিগের হিতকারী (বিশ্বাত্মা)

পিতামহা মে সমরেঽমরঞ্জয়ৈ-
দেবব্রতাদ্যাতিরথৈস্তিমিঙ্গিলৈঃ।
দুরত্যয়ং কৌরব-সৈন্যসাগরং
কৃত্বাতরন্ বৎসপদং স্ম যৎপ্লবাঃ ॥৫

যে মম পিতামহাঃ যুধিষ্ঠিরাদয়ঃ যৎপ্লবাঃ যং শ্রীকৃষ্ণং সমাশ্রিতাঃ অমরজয়ৈঃ তিমিঙ্গিলৈঃ তিমিঙ্গিলমৎস্যসদৃশৈঃ দেবব্রতাদ্যাতিরথৈঃ ভীষ্মাদিভিঃ মহারথৈঃ দুরত্যয়ং দুষ্পারং কৌরবসৈন্যসাগরং বৎসপদং কৃত্বা অতরন্ স্ম ॥৫

দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টমিদং মদঙ্গং
সন্তানবীজং কুরুপাণ্ডবানাম্।
জুগোপ কুক্ষিং গত আত্তচক্রো
মাতুশ্চ মে যঃ শরণং গতায়াঃ ॥৬

যঃ শ্রীকৃষ্ণঃ আত্তচক্রঃ ধৃতচক্রঃ এব শরণং গতায়াঃ শরণাপন্নায়াঃ মে মম মাতুঃ উত্তরায়াঃ কুক্ষিং গর্ভং গতঃ সন্ কুরুপাণ্ডবানাং সন্তানবীজং বংশস্য নিদানং দ্রৌণ্যস্ত্রবিপ্লুষ্টম্ অশ্বত্থামাস্ত্রৈঃ দগ্ধম্ ইদং মদঙ্গং জুগোপ রক্ষিতবান্ ॥৬

অতএব সেই শ্রীকৃষ্ণ যদুবংশের অবতীর্ণ হইয়া যে সমস্ত কর্ম্ম করিয়াছেন, তৎসমুদয় কর্ম্মের প্রয়োজনাদি নির্দ্ধারণপূর্ব্বক আমাদিগের নিকট বর্ণন করুন অর্থাৎ যাহা ইতিপূর্ব্বে নবম স্কন্ধে দুই শ্লোক দ্বারা অতি সংক্ষেপে বলিয়াছেন, তাহাই আমাদিগের মন্দমতি সহজে বোধের জন্য বহুশ্লোকে বিস্তার পূর্ব্বক কীর্ত্তন করুন।৩

হে ব্রহ্মন্! সবিস্তার শ্রীকৃষ্ণচরিত্রশ্রবণে আমাদিগের 'অলং বুদ্ধি' অর্থাৎ "এই পর্য্যন্তই শ্রবণ করিব, আর অধিক শ্রবণ করিব না" এইরূপ বিরক্ত হইবার আশঙ্কা করিবেন না; কারণ, আমরা সংসার রোগগ্রস্ত হইয়া মহাসৌভাগ্যবশতঃ ভবাদৃশ সদ্‌বৈদ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, আপনি যে রোগীর রোগ বুঝিয়া ভবরোগ নিবারক শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-মহৌষধ প্রদান করিতেছেন, তৎসেবনে ভবরোগাভিভূত আমরা কেনই বা বিরক্ত হইব? আত্মঘাতী অথবা পশুঘ্ন অর্থাৎ স্বর্গসুখাভিলাষী কর্ম্মী বা ব্যাধ বা গোঘাতক যবন ব্যতিরেকে ভবরোগাক্রান্ত কোন্ ব্যক্তি উত্তমঃ-শ্লোক ভগবানের গুণানুবাদশ্রবণে বিরত হইয়া থাকে? যেহেতু, ইহা ভবব্যাধির একমাত্র মহৌষধস্বরূপ অর্থাৎ ইহা সেবনে ভবব্যাধি সমূলে উপশমপ্রাপ্ত হইয়া থাকে; কারণ, যাঁহারা এই শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত মহৌষধ সেবন করিয়া সংসারব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেই জীবন্মুক্ত মহাত্মগণ ভবরোগগ্রস্ত মানবের প্রতি উপদেশ করিয়া থাকেন যে,—হে ভবরোগাভিভূত মানবগণ! আমরা যেমন শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত মহৌষধ সেবন করিয়া ভবরোগ-মুক্ত হইয়াছি, তদ্রূপ তোমরাও ইহা সেবন করিয়া নিরাময় হও, কোনরূপ আশঙ্কা করিও না, আমরাই ইহার সাক্ষী বা প্রমাণ জানিবে। এতাদৃশ সপ্রমাণক মহৌষধের আশ্চর্য্য মহিমা এই,—সামান্য দৈহিক রোগাক্রান্ত হইয়া তদুপদেশার্থ কটুতিক্তাদি নানাবিধ ঔষধ সেবন করিয়া থাক, কিন্তু এই ভব মহাব্যাধি-নিবারক শ্রীকৃষ্ণচরিতামৃত মহৌষধ অন্য ঔষধ সদৃশ নহে, ইহা কটুতিক্তাদি দোষ বিবর্জ্জিত ও শ্রোত্র ও মনের দ্বারা সেবন করিতে হয়। অতএব আমরা ভবরোগাক্রান্ত হইয়া তদ্‌রোগঘ্ন বিশেষতঃ সেবনে সুখকর এতাদৃশ অব্যর্থ ও দুর্ল্লভ মহৌষধ সেবনে কেনই বা বিরত হইব?৪

যদিও অন্যান্য দেবতাদির বিচিত্র লীলাসকল বিদ্যমান রহিয়াছে, তথাপি শ্রীকৃষ্ণই আমাদের কুলদেবতা অর্থাৎ মদীয় কুলের একমাত্র গতিস্বরূপ; অতএব তাঁহার লীলাকথা নিরন্তর শ্রবণ করাই আমার একান্ত কর্ত্তব্য। প্রসিদ্ধ আছে যে, আমার পিতামহ যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ পাণ্ডবগণ যাঁহাকে তরণ-সাধন ভেলারূপে অবলম্বন পূর্ব্বক দুর্য্যোধনাদির সৈন্যরূপ সাগর বৎসপদতুল্য জলাশয় মনে করিয়া অর্থাৎ বৎসপদ সদৃশ জলময় স্থল পার হইতে যেমন

বীর্য্যাণি তস্যাখিলদেহভাজা-
মন্তর্বহিঃ পূরুষকালরূপৈঃ।
প্রযচ্ছতো মৃত্যুমুতামৃতং চ
মায়ামনুষ্যস্য বদস্ব বিদ্বন্ ॥৭

হে বিদ্বন্! অন্তর্বহিঃ অন্তর্বহির্দৃষ্টীনাম্ অখিলদেহভাজাং সকলশরীরধারিণাং পূরুষকালরূপৈঃ পুরুষরূপৈঃ অমৃতং মুক্তিং, কালরূপৈঃ শমনরূপৈঃ চ মৃত্যুং সংসারং প্রযচ্ছতঃ দদতঃ তস্য শ্রীকৃষ্ণস্য বীর্য্যাণি বদস্ব ॥৭

সঙ্কর্ষণঃ রামঃ বলরামঃ রোহিণ্যাঃ তনয়ঃ ইতি ত্বয়া

রোহিণ্যাস্তনয়ঃ প্রোক্তো রামঃ সঙ্কর্ষণস্ত্বয়া।
দেবক্যা গর্ভসম্বন্ধঃ কুতো দেহান্তরং বিনা ॥৮
কস্মান্মুকুন্দো ভগবান্ পিতুর্গেহাদ্ ব্রজং গতঃ।
ক্ব বাসং জ্ঞাতিভিঃ সার্দ্ধং কৃতবান্ সাত্বতাং পতিঃ ॥৯

পূর্ব্বং কথিতঃ। দেহান্তরং বিনা দেবক্যাঃ গর্ভসম্বন্ধঃ কুতঃ ঘটতে ॥৮

ভগবান্ মুকুন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পিতুঃ বসুদেবস্য গেহাৎ কস্মাৎ ব্রজং নন্দগোপবাসস্থানং গতঃ। সাত্বতাং যাদবানাং পতিঃ ক্ব কুত্র জ্ঞাতিভিঃ সাকং সহ বাসং কৃতবান্ ॥৯

কেহ দুঃখ বিবেচনা করে না, তদ্রূপ অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। যদি বলেন প্রসিদ্ধ সাগর হাঙ্গর-কুম্ভীরাদি জলজন্তু দ্বারা সমাক্রান্ত বলিয়া দুষ্পারণীয় হইয়া থাকে, তবে এই সৈন্যরূপ সাগর কি প্রকারে দুস্তর হইল? তদুত্তরে বলিতেছি যে, এই কুরুসৈন্য-সাগরেও তিমিঙ্গিলসদৃশ ও অমরবিজয়ী মহাশৌর্য্য-শালী ভীষ্ম প্রভৃতি অতিরথগণে অতিশয় দুস্তর হইয়াছিল। অতএব পিতামহগণ যে শ্রীকৃষ্ণের চরণাশ্রয় করিয়া এতাদৃশ অসাধ্যসাধন করিয়াছেন, তাহারই কার্য্যসকল বর্ণন করুন।৫

বিশেষতঃ যিনি আমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, তাঁহার কথা শ্রবণই আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। যখন দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডববংশ সমূলে বিনাশ করিবার অভিপ্রায়ে কুরু-পাণ্ডবের সন্তান জীবস্বরূপ মাতৃগর্ভে অবস্থিত মৎপ্রতি নির্দ্দয়ভাবে অব্যর্থ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন অস্ত্রের অনিবার্য্য প্রলয়াগ্নি-সদৃশ সেই ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা প্রত্যক্ষ আমার এই অঙ্গ দগ্ধ হইলেও মদীয় জননী উত্তরাদেবী গর্ভরক্ষায় নিরুপায় দেখিয়া "হে দেবদেব হে জগন্নাথ! রক্ষা কর, রক্ষা কর—এই বিপদে রক্ষা কর, আর কাহারও সাধ্য নাই, হে প্রভো! আমার জীবনান্তক হইলেও দুঃখ নাই, কিন্তু হে ভক্তবৎসল! তোমার ভক্তবংশ সমূলে বিনাশ হইল"। এইরূপ সকাতরে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্না হইলে ভক্তাধীন ভগবান্ ভক্তবাৎসল্যে ব্যগ্র হইয়া ভক্তবংশধর আমার রক্ষার নিমিত্ত সুদর্শন চক্র ধারণ পূর্ব্বক মাতৃগর্ভে প্রবেশানন্তর মদীয় অঙ্গ ও জননীর দেহ রক্ষা করিয়াছেন। অতএব এতাদৃশ দয়াময় বিশেষতঃ জীবনপ্রদ ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ না,করা কিংবা শ্রবণে শৈথিল্য বা বিরক্ত হওয়া অকৃতজ্ঞতা ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে।৬

সেই ভগবান্ কেবল যে আমারই জীবনপ্রদ তাহাও নহে, পরন্তু সংসারস্থ জীবমাত্রের সর্ব্বগতি প্রদাতা অর্থাৎ শত্রু-মিত্র উভয়েরই সদগতি প্রদান করিয়া থাকেন, যেহেতু অখিল দেহধারিগণের মধ্যে অন্তরঙ্গ বাসুদেব প্রভৃতি ভক্তগণকে চতুর্ভুজ কখন বা দ্বিভুজ স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া পরমানন্দ প্রদান করিয়া থাকেন; এবং বহিরঙ্গ আপাতত শত্রুরূপী কংসাদি অসুরদিগকে কালরূপ দ্বারা নিধন ও মোক্ষ অর্পণ করেন, সেই মায়ামানুষ নরাকৃতি পরমপুরুষ শ্রীভগবানের অতি রহস্য লীলাসমূহ কীর্ত্তন করুন।৭

হে প্রভো! আপনি নবমস্কন্ধে শ্রীবলরামকে রোহিণীনন্দন বলিয়াছেন, পুনরায় তাঁহাকেই শ্রীদেবকীর গর্ভসম্ভূত বলিয়া বর্ণন করিলেন। এই বাক্যে আমাদের বড়ই আশঙ্কা হইল, সেইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, দেহান্ত ব্যতিরেকে অর্থাৎ এক দেহে রোহিণীতনয়ের আবার দেবকীগর্ভসম্বন্ধ

ব্রজে বসন্ কিমকরোন্মধুপুর্য্যাঞ্চ কেশবঃ।
ভ্রাতরঞ্চাবধীৎ কংসং মাতুরদ্ধাঽতদর্হণম্ ॥১০
দেহং মানুষমাশ্রিত্য কতি বর্ষাণি বৃষ্ণিভিঃ।
যদুপুর্য্যাং সহাবাৎসীৎ পত্ন্যঃ কত্যভবন্ প্রভোঃ ॥১১

কেশবঃ ব্রজে মধুপুর্য্যাং মথুরায়াং চ বসন্ কিম্ অকরোৎ। অতদর্হণং বধস্য অযোগ্যং, মাতুঃ ভ্রাতরং মাতুলং কংসং চ অদ্ধা সাক্ষাৎ (কথম্) অবধীৎ ॥১০

মানুষং দেহম্ আশ্রিত্য বৃষ্ণিভিঃ জ্ঞাতিভিঃ সহ যদুপুর্য্যাং দ্বারকায়াং কতি বর্ষাণি অবাৎসীৎ। প্রভোঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কতি পত্ন্যঃ স্ত্রিয়ঃ অভবন্ ॥১১

কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ?৮

ভগবান্ ( ষড়ৈশ্বর্য্যশালী ) ও মুকুন্দ ( মুক্তিদাতা ) হইয়াও কি কারণে পিতা বসুদেবের গৃহ হইতে ব্রজে গমন করিলেন ? যিনি ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, তিনি যে কংসভয়ে ভীত হইয়া ব্রজে গিয়াছিলেন, ইহা কখন সম্ভব হইতে পারে না, আর যিনি মুকুন্দ অর্থাৎ সর্ব্বজীবের মুক্তি দাতা, তাঁহার যদি কংসকে মুক্তিপ্রদান করিবারই অভিপ্রায় থাকিত, তাহা হইলে মথুরায় পিতৃগৃহে অবস্থান করিয়াই কংসকে মুক্তি দিতে পারিতেন। অপর জিজ্ঞাসা এই যে ভক্তজনপালক শ্রীকৃষ্ণ প্রকটাবস্থায় জ্ঞাতিগণের সহিত কিরূপে বৃন্দাবনে ও দ্বারকায় অবস্থান করিয়াছিলেন ? অর্থাৎ বৃন্দাবন ও দ্বারকার যথোচিত বৈশিষ্ট্য বর্ণন করুন ।৯

ভগবান্ কেশব প্রকটাবস্থায় ব্রজ, মধুপুরী ও দ্বারকাতে বাস করিয়া কি কার্য্য করিয়াছিলেন ? আর কেনই বা বধের অযোগ্য জননীর ভ্রাতা ( মাতুল ) কংসকে স্বয়ং বধ করিয়াছেন ?১০

অপর—সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ নরাকৃতি পরম মনোহর শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া বৃষ্ণিগণের সহিত মধুপুরীতে মনুষ্যপরিমাণে কত বৎসর বাস করিয়াছিলেন, আর প্রভুর অঙ্গীকৃত যে সকল পত্নী ছিলেন, তাহারই বা পরিমাণ কি ?১১

এতদন্যচ্চ সর্ব্বং মে মুনে কৃষ্ণবিচেষ্টিতম্।
বক্তুমর্হসি সর্ব্বজ্ঞ শ্রদ্দধানায় বিস্তৃতম্ ॥১২
নৈষাতিদুঃসহা ক্ষুন্মাং ত্যক্তোদমপি বাধতে।
পিবন্তং ত্বন্মুখাম্ভোজ-চ্যুতং হরিকথামৃতম্ ॥১৩

হে সর্বজ্ঞ মুনে! এতৎ অন্যৎ চ সর্ব্বং কৃষ্ণবিচেষ্টিতং শ্রীকৃষ্ণস্য কর্ম্ম শ্রদ্দধানায় শ্রদ্ধাবতে মে মহ্যং বিস্তৃতং বক্তুম্ অর্হসি ॥১২

অতিদুঃসহা এষা ক্ষুৎ ক্ষুধা ত্যক্তোদং পরিত্যক্তজলম্ অপি ত্বন্মুখাম্ভোজচ্যুতং তব মুখপদ্মবিনিঃসৃতং হরিকথামৃতং পিবন্তং মাং ন বাধতে ॥১৩

হে মুনিবর! আপনি সকলই বিদিত আছেন। ভগবান্ যে লীলা সম্পাদন করিয়াছেন, আমি তাহাতে অনভিজ্ঞ, অতএব আপনি তৎসমুদয় বর্ণন করুন। আমি যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম ও অন্যান্য যে যে কিছু শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র কর্ম্ম রহিয়াছে, তৎসমুদয় আমার নিকট বিস্তার পূর্বক কীর্ত্তন করুন। ভগবল্লীলাশ্রবণে শ্রদ্ধান্বিত হইয়াছি, অতএব আপনি তাহা বলিতে কোনরূপ আশঙ্কা করিবেন না।১২

হে ভগবন্! আমি ইতিপূর্বে মহানুভব বিপ্রের নিকট যে অপরাধ করিয়াছিলাম,সেই দুঃখে অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিব বলিয়া জল পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়াছি ; কিন্তু এই কথামৃত পান দ্বারাই এখনও প্রাণ রক্ষিত হইয়াছে। অধুনা যদি কথামৃত পানে বিরত হই, তাহা হইলে এক্ষণেই আমার প্রাণ বহির্গত হইবে সন্দেহ নাই। যদি বলেন "ক্ষুধা তৃষ্ণায় ব্যাকুল হইয়াছ, ক্ষণকাল বিশ্রামাদি কর, নচেৎ কথাশ্রবণে চিত্তের চাঞ্চল্য হইতে পারে", হে প্রভো! এইরূপ বাক্য আমাকে বলিবেন না, কারণ সকল অর্থের মূল যে তৃষ্ণা, যাহার প্রভাবে আমি মুনিগলে মৃতসর্প প্রদান করিয়াছিলাম, তত্তুল্য অতি দুঃসহা বিবেকহারিণী এই ক্ষুধা, জল পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেও আমাকে

সূত উবাচ।

এবং নিশম্য ভৃগুনন্দন সাধুবাদং
বৈয়াসকিঃ স ভগবানথ বিষ্ণুরাতম্।
প্রত্যর্চ্চ্য কৃষ্ণচরিতং কলিকল্মষঘ্নং
ব্যাহর্ত্তুমারভত ভাগবতপ্রধানঃ ॥১৪

শ্রীশুক উবাচ।

সম্যগ্ব্যবসিতা বুদ্ধিস্তব রাজর্ষিসত্তম।
বাসুদেবকথায়াং তে যজ্জাতা নৈষ্ঠিকী রতিঃ ॥১৫

হে ভৃগুনন্দন শৌনক! অথ ভগবান্ ভাগবতপ্রধানঃ ভগবদ্ভক্তেষু শ্রেষ্ঠঃ বৈয়াসকিঃ শুকদেবঃ এতং সাধুবাদং সাধুপ্রশ্নং নিশম্য শ্রুত্বা বিষ্ণুরাতং পরীক্ষিতং প্রত্যর্চ্চ্য সম্ভাজয়িত্বা, কলিকল্মষঘ্নং কলিপাপনাশকং কৃষ্ণচরিতং ব্যাহর্ত্তুং বক্তুম্ আরভত ॥১৪

হে রাজর্ষিসত্তম নৃপশ্রেষ্ঠ! তব বুদ্ধিঃ সম্যগ্ ব্যবসিতা কৃতনিশ্চয়া। যৎ যতঃ বুদ্ধেঃ বাসুদেবকথায়াং শ্রীকৃষ্ণচরিতে তে তব নৈষ্ঠিকী আত্যন্তিকী রতিঃ অনুরাগঃ জাতা। তৎপাদ-সলিলং যথা শ্রীকৃষ্ণপাদনিঃসৃতং সলিলং (গঙ্গা) ত্রিভুবনম্ ইব

আর পীড়া প্রদান করিতে পারিতেছে না। যেহেতু আমি ভবদীয় মুখপদ্মবিগলিত সর্ব্বদুঃখহারী শ্রীহরির কথামৃত পান করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আহা! হরি-কথামৃত পানে প্রবৃত্ত হইয়াই আমার ঐহিক ক্ষুৎপিপাসা দূর হইল, অপর যাঁহারা হরি কথামৃত পান করিয়াছেন, তাঁহাদিগের যে ভবতৃষ্ণা দূর হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ কি হইতে পারে?১৩

সূত বলিলেন,—হে ভৃগুনন্দন [শৌনক]! মহারাজ পরীক্ষিতের এতাদৃশ সমীচীন প্রশ্নসমূহ শ্রবণানন্তর সেই ভাগবতপ্রধান ভগবান্ শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিৎকে বিবিধ প্রশংসাবচনে সম্মানিত করিয়া কলি-কল্মনাশক শ্রীকৃষ্ণচরিত বর্ণন করিতে করিতে আরম্ভ করিলেন।১৪

শ্রীশুকদেব কহিলেন,—হে রাজর্ষিসত্তম! তোমার বুদ্ধি, সম্যক্ প্রকারে কৃতনিশ্চয় হইয়াছে অর্থাৎ বুদ্ধি যাহাতে স্থিরতা লাভ করা উচিত, তাহাতেই সম্যক্

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ পুরুষাংস্ত্রীন্ পুনাতি হি।
বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄংস্তৎপাদসলিলং যথা ॥১৬

ভূমির্দৃপ্তনৃপব্যাজ-দৈত্যানীকশতাযুতৈঃ।
আক্রান্তা ভূরিভারেণ ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥১৭

গৌর্ভূত্বাশ্রুমুখী খিন্না ক্রন্দন্তী করুণং বিভোঃ।
উপস্থিতান্তিকে তস্মৈ ব্যসনং সমবোচত ॥১৮

বাসুদেবকথাপ্রশ্নঃ বক্তারং প্রচ্ছকং শ্রোতৄন্ ত্রীন্ পুরুষান্ পুনাতি হি ॥১৫-১৬

ভূমিঃ পৃথিবী দৃপ্তনৃপব্যাজদৈত্যানীকশতাযুতৈঃ অহঙ্কৃত-রাজাপদেশদৈত্যসৈন্যবহুশতৈঃ ভূরিভারেণ আক্রান্তা সতী ব্রহ্মাণং শরণং যযৌ ॥১৭

খিন্না দুঃখিতা করুণং রুদন্তী অশ্রুমুখী সাশ্রু-নয়না (ভূমিঃ) গৌঃ ভূত্বা বিভোঃ ব্রহ্মণঃ অন্তিকে সমীপে উপস্থিতা সতী তস্মৈ স্বং ব্যসনং দুঃখম্ অবোচত কথয়ামাস ॥১৮

স্থিরতা লাভ করিয়াছে, কেননা এই বুদ্ধি হইতেই তোমার বাসুদেবকথায় নৈষ্ঠিকী (পরাকাষ্ঠা চরম-সীমায় উপনীত) রতির আবির্ভাব হইয়াছে।১৫

হে রাজন্! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণকথার প্রশ্ন করিলে, তদ্দ্বারা তোমার, আমার ও অন্যান্য শ্রোতৃগণের জীবনও ধন্য হইল, কেননা ভগবান্ বাসুদেবের চরণামৃত সেক্তা (যিনি সেচন করেন), সিচ্যমান (যাহাকে সেচন করা যায়) ও এতদুভয় সঙ্গী এই ত্রিবিধজনকে পবিত্র করিয়া থাকেন, কিংবা বাসুদেবের পদোদ্ভবা গঙ্গা যেমন উর্দ্ধলোক (স্বর্গ), মধ্যলোক (মর্ত্তলোক), অধোলোক (পাতাল) এই তিন লোক পবিত্র করিয়া থাকেন, তদ্রূপ বাসুদেব কথাপ্রশ্নও প্রশ্নকর্ত্তা, বক্তা ও শ্রোতৃবৃন্দ এই ত্রিবিধ জন-সকলকে পরম পবিত্র করিয়া থাকেন।১৬

সেই যাহা হউক এখন ভগবদবতারের প্রসিদ্ধ কারণ শ্রবণ কর, গর্ব্বিত নরপতিচ্ছলে দৈত্যগণ

ব্রহ্মা তদুপধার্য্যাথ সহ দেবৈস্তয়া সহ।
জগাম স-ত্রিনয়নস্তীরং ক্ষীরপয়োনিধেঃ ॥১৯
তত্র গত্বা জগন্নাথং দেবদেবং বৃষাকপিম্।
পুরুষং পুরুষসূক্তেন উপতস্থে সমাহিতঃ ॥২০
গিরং সমাধৌ গগনে সমীরিতাং
নিশম্য বেধাস্ত্রিদশানুবাচ হ।
গাং পৌরুষীং মে শৃণুতামরাঃ পুন-
র্বিধীয়তামাশু তথৈব মা চিরম্ ॥২১

পুরৈব পুংসাবধৃতো ধরাজ্বরো
ভবদ্ভিরংশৈর্যদুষূপজন্যতাম্।
স যাবদুর্ব্ব্যা ভরমীশ্বরেশ্বরঃ
স্বকালশক্ত্যা ক্ষপয়ংশ্চরেদ্ ভুবি ॥২২

বসুদেবগৃহে সাক্ষাদ্ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ ॥২৩

অথ সত্রিনয়নঃ মহাদেবসহিতঃ ব্রহ্মা তৎ দুঃখম্ অবধার্য্য জ্ঞাত্বা দেবৈঃ সহ তয়া পৃথিব্যা চ সহ ক্ষীরপয়োনিধেঃ ক্ষীরসমুদ্রস্য তীরং জগাম ॥১৯

তত্র ক্ষীরসমুদ্রতীরে গত্বা সমাহিতঃ অনন্যমনাঃ সন্ দেবদেবং বৃষাকপিং সর্ব্বকামপ্রদং সর্ব্বক্লেশাপহরং চ পুরুষং নারায়ণং পুরুষসূক্তেন সহস্রশীর্ষেত্যাদিভিঃ বেদোক্তমন্ত্রৈঃ উপতস্থে তুষ্টাব ॥২০

বেধাঃ ব্রহ্মা গগনে আকাশে সমীরিতাং ভগবতা উচ্চারিতাং গিরং বাচং সমাধৌ যোগে নিশম্য শ্রুত্বা ত্রিদশান্ দেবান্ উবাচ হ। হে অমরাঃ দেবাঃ! মে মৎসকাশাৎ পৌরুষীং মহাপুরুষকথিতাং গাং বাচম্ আশু শীঘ্রং শৃণুত মা চিরম্ অবিলম্বিতম্ এব তথা বিধীয়তাম্। পুংসা হরিণা ধরাজ্বরঃ ভূতাপঃ পুরা এব অবধৃতঃ জ্ঞাতঃ। সঃ ঈশ্বরেশ্বরঃ যাবৎ স্বকালশক্ত্যা উর্ব্ব্যাঃ পৃথিব্যা ভরং ক্ষপয়ন্ বিনাশয়ন্ ভুবি চরেৎ, তাবৎ ভবদ্ভিঃ অংশৈঃ যদুষু যদুবংশেষু উপজন্যতাম্। ভগবান্ পরঃ পুরুষঃ হরিঃ বাসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ জনিষ্যতে। অমরস্ত্রিয়ঃ তৎ প্রিয়ার্থং ভুবি সম্ভবন্তু ॥২১-২৩

---

যখন পৃথিবী সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল, তখন তাহাদিগের অসংখ্য সেনাসকলের ভূরিভারে আক্রান্ত ধরণী ব্রহ্মার শরণাপন্না হইলেন।১৭

সেই পৃথিবী গাভীরূপ ধারণ করিয়া শোকাকুলিত মানসে করুণস্বরে রোদন করিতে করিতে সুমেরুস্থ ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইয়া স্বীয় দুঃখ নিবেদন করিলেন।১৮

পৃথিবীর দুঃখবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মা মনে মনে বিচার করিলেন যে, "বিশ্বের সৃষ্টি করাই মদীয় কার্য্য এবং বিশ্বপালন করা ভগবান্ বিষ্ণুর কার্য্য। সেই ভগবান্ বিষ্ণু ক্ষীরোদসমুদ্রে অবস্থান করিতেছেন, সেই স্থলে গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে নিবেদন করাই সঙ্গত।" অনন্তর ব্রহ্মা পৃথিবী ও ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত ত্রিলোচনকে সঙ্গে লইয়া ক্ষীরোদ-সমুদ্র তীরে গমন করিলেন।১৯

সেই স্থলে উপস্থিত হইয়া দেবদেব জগন্নাথ সর্বকামনাপূর্ণকারী সর্বদুঃখহারী ভগবান্‌কে বেদোক্ত মন্ত্রদ্বারা স্তব করিতে লাগিলেন।২০

বিধাতা সমাধিকালে গগনমণ্ডলে সমুচ্চারিত বাক্য অর্থাৎ আকাশ-বাণী শ্রবণ করিয়া সহর্ষে দেবগণকে কহিলেন—হে অমরবৃন্দ! যদি অমরত্ব রক্ষা করিতে বাসনা থাকে, তাহা হইলে পরম-পুরুষ ভগবান্ যে কথা বলিলেন, তাহা শীঘ্র আমার নিকট শ্রবণ কর, আর অবিলম্বেই তদনুষ্ঠান কর।২১

ব্রহ্মা সমাধিকালে আকাশ-বাণীরূপে শ্রীবিষ্ণুর আদেশ শ্রবণ করিয়া দেবগণের প্রতি বলিতেছেন—হে দেবগণ! ক্ষীরোদনাথ বলিলেন—স্বয়ং গোলোক-নাথ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগের বিজ্ঞাপনের পূর্ব্বেই পৃথিবীর সন্তাপ বিদিত হইয়াছেন। সেই ঈশ্বরেশ্বর মর্ত্ত্যলোকে প্রকট হইয়া স্বীয় কালশক্তি দ্বারা ধরার ভার হরণ করিতে যতকাল

বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া ॥২৪
বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সংমোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুণাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥২৫
শ্রীশুক উবাচ।
ইত্যাদিশ্যামরগণান্ প্রজাপতিপতির্বিভুঃ।
আশ্বাস্য চ মহীং গীর্ভিঃ স্বধাম পরমং যযৌ ॥২৬

বাসুদেবকলা হরেঃ অংশঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ দেবঃ অনন্তঃ হরেঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া অগ্রতঃ পূর্ব্বতঃ ভবিতা ॥২৪

যয়া মায়য়া জগৎ সংমোহিতং, সা ভগবতী বিষ্ণোঃ মায়া প্রভুণা আদিষ্টা, সাপি অংশেন সম্ভবিষ্যতি ॥২৫

বিভুঃ প্রভুঃ প্রজাপতিপতিঃ ব্রহ্মা ইতি অমরগণান্ দেবগণান্ আদিশ্য গীর্ভিঃ বাগ্ভিঃ মহীম্ আশ্বাস্য চ পরমম্ উত্তমং স্বধাম ব্রহ্মলোকং যযৌ ॥২৬

পুরা যদুপতিঃ শূরসেনঃ মথুরাং পুরীম্ আবসন্ বাসং

ভূতলে প্রকটরূপে বিচরণ করিবেন, তোমরাও নিজ নিজ অশেষ অংশের সহিত তৎপার্ষদ যদু এবং পাণ্ডব প্রভৃতির পুত্র পৌত্রাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদের নিকটে অবস্থান করিবে।২২

সর্বাবতারী পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বসুদেব-গৃহে প্রাদুর্ভূত হইলেন। অতএব অমর-পত্নীগণ পরিচর্য্যা দ্বারা তদীয় প্রীত্যুৎপাদনার্থ এবং প্রিয়া শ্রীরাধাদি ও শ্রীরুক্মিণ্যাদির দাসত্ব করিতে জন্মগ্রহণ করিবে।২৩

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় কার্য্যের নিমিত্ত দ্বারকাদি প্রসিদ্ধ চতুর্ব্যূহ-প্রধান বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণের অংশ সহস্রবদন স্বরাট্ সর্বপূজ্য অনন্ত (বলদেব) অগ্রেই আবির্ভূত হইবেন।২৪

যাঁহার দ্বারা জগৎ সম্মোহিত হয়, সেই সর্বশক্তি-মান্ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর মায়াখ্যা শক্তি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক আদিষ্টা হইয়াছেন; তাঁহার ইচ্ছাশক্তিকে

শূরসেনো যদুপতির্মথুরামাবসন্ পুরীম্।
মাথুরান্ শূরসেনাংশ্চ বিষয়ান্ বুভুজে পুরা ॥২৭
রাজধানী ততঃ সাভূৎ সর্ব্বযাদবভূভুজাম্।
মথুরা ভগবান্ যত্র নিত্যং সন্নিহিতো হরিঃ ॥২৮
তস্যাং তু কর্হিচিচ্ছৌরির্বসুদেবঃ কৃতোদ্বহঃ।
দেবক্যা সূর্য্যয়া সার্দ্ধং প্রয়াণে রথমারুহৎ ॥২৯

কুর্ব্বন্ মাথুরান্ শূরসেনান্ চ বিষয়ান্ দেশান্ বুভুজে শশাস। ততঃ (আরভ্য) সা মথুরা সর্ব্বযাদবভূভুজাং সর্ব্বযদুকুলরাজানাং রাজধানী অভূৎ। যত্র মথুরায়াং হরিঃ নিত্যং সন্নিহিতঃ (অস্তি) ॥২৭-২৮

তস্যাং মথুরায়াং কর্হিচিৎ কৃতোদ্বাহঃ কৃতবিবাহঃ শৌরিঃ বসুদেবঃ সূর্য্যয়া নবোঢ়য়া দেবক্যা সার্দ্ধং সহ প্রয়াণে গৃহগমনায় রথম্ আরুহৎ ॥২৯

অবলম্বন করিয়া শ্রীদেবকীর গর্ভসঙ্কর্ষণ এবং শ্রীযশোদাদি-মোহনরূপ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত শ্রীযশোদাতে জন্মগ্রহণ করিবেন।২৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—প্রজাপতি মরীচিগণের পতি, বিভু ব্রহ্মা দেবগণের প্রতি এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুর আদেশের অনুবাদস্বরূপ আদেশ প্রদান করিয়া "ধরে! ধন্যা। শীঘ্রই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর পাদপদ্মে অলঙ্কৃতা হইবে," এইরূপ বাক্যের দ্বারা পৃথিবীকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বিদূরস্থ সত্যলোকবর্ত্তী মূর্ত্তিমান্ বেদাদি নিজ পরিবারবর্গের সাক্ষাৎ শ্রীভগবদবতার দ্বারা সন্তুষ্টিবিধান করিবার নিমিত্ত পরমধাম সত্যলোকে গমন করিলেন।২৬

শ্রীমথুরাতে শ্রীভগবদবতার বলিতে শ্রীশুকদেব প্রথমে দুই শ্লোকের দ্বারা তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন—পূর্ব্বকালে যদুকুলশ্রেষ্ঠ শূরসেন মথুরা-পুরীতে বাস করিয়া মথুরামণ্ডলসম্বন্ধি-দেশ এবং

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ স্বসুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
রশ্মীন্ হয়ানাং জগ্রাহ রৌক্মৈ রথশতৈর্বৃতঃ ॥৩০
চতুঃশতং পারিবর্হং গজানাং হেমমালিনাম্।
অশ্বানামযুতং সার্দ্ধং রথানাঞ্চ ত্রিষট্‌শতম্ ॥৩১
দাসীনাং সুকুমারীণাং দ্বে শতে সমলঙ্কৃতে।
দুহিত্রে দেবকঃ প্রাদাদ্ যানে দুহিতৃবৎসলঃ ॥৩২

শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গাশ্চ নেদুর্দুন্দুভয়ঃ সমম্।
প্রয়াণপ্রক্রমে তাবদ্ বরবধ্বোঃ সুমঙ্গলম্ ॥৩৩
পথি প্রগ্রহিণং কংসমাভাষ্যাহাশরীরবাক্।
অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেঽবুধ ॥৩৪
ইত্যুক্তঃ স খলঃ পাপো ভোজানাং কুলপাংসনঃ।
ভগিনীং হন্তুমারব্ধঃ খড়্গপাণিঃ কচেঽগ্রহীৎ ॥৩৫

উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ রৌক্মৈঃ স্বর্ণনির্ম্মিতৈঃ' রথশতৈঃ বৃতঃ সন্ স্বসুঃ ভগিন্যাঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া হয়ানাং ঘোটকানাং রশ্মীন্ প্রগ্রহান্ জগৃহে জগ্রাহ ॥৩০

দুহিতৃবৎসলঃ দেবকঃ হেমমালিনাং সুবর্ণমালাবিভূষিতানাং গজানাং হস্তিনাং চতুঃশতম্, অশ্বানাম্ অযুতং, রথানাং ত্রিষট্‌শতং, সমলঙ্কৃতে অলঙ্কারৈঃ অলঙ্কৃতে সুকুমারীণাং দাসীনাং দ্বে শতে, ইতি পারিবর্হম্ উপস্করং প্রীতিদেয়ং প্রাদাৎ ॥৩১-৩২

হে তাত বৎস পরীক্ষিৎ! বরবধ্বোঃ প্রয়াণপ্রক্রমে গমনোদ্‌যোগে শঙ্খতূর্য্যমৃদঙ্গানি দুন্দুভয়ঃ চ সুমঙ্গলং যথা তথা সমং যুগপৎ নেদুঃ ॥৩৩

পথি অশরীরবাক্ দৈববাণী প্রগ্রহিণং গৃহীতাশ্বরজ্জুং কংসম্ আভাষ্য সম্বোধ্য আহ—। হে অবুধ মূঢ়! ত্বং যাং দেবকীং বহসে, অস্যাঃ দেবক্যাঃ অষ্টমঃ গর্ভঃ গর্ভোৎপন্নঃ বালকঃ ত্বাং হন্তা হনিষ্যতি ॥৩৪

ইতি উক্তঃ দেববাণ্যা কথিতঃ খলঃ দুর্জ্জনঃ পাপঃ ভোজানাং কুলপাংসনঃ কুলকলঙ্কঃ, খড়্গপাণিঃ গৃহীতখড়্গঃ, সঃ কংসঃ ভগিনীং হন্তুম্ আরব্ধঃ সন্ কচে কেশে অগ্রহীৎ ॥৩৫

মথুরামণ্ডলভুক্ত স্বীয় "শূরসেন" নামে বিখ্যাত দেশসমূহকে উপভোগ করিয়াছিলেন। তদবধি মথুরা নিখিল যদুবংশীয় ভূপালগণের রাজধানী হইয়াছিল; যে মথুরাতে বিলক্ষণ রূপ গুণ লীলা মাধুর্য্যে মনোহর হরি সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তত্রত্য জনগণের নিকট নিত্য অবস্থিতি করেন।২৭-২৮

কংস কারাগারে শ্রীভগবানের আবির্ভাব বলিতে শ্রীশুকদেব তাহার প্রসঙ্গ আরম্ভ করিতেছেন—কয়েক দিন পরে সেই মথুরাতে শূরসেন শূরনন্দন বসুদেব দেবকীদেবীকে বিবাহ করিয়া তদনন্তর নববিবাহিতা পত্নীর সহিত নিজ গৃহে গমনার্থে রথে আরোহণ করিলেন।২৯

ইতিমধ্যে ভগিনীস্নেহপরবশ উগ্রসেন-তনয় কংস শত শত সুবর্ণ নির্ম্মিত রথে পরিবৃত হইয়া ভগিনীর প্রিয় কামনায় নিজেই অশ্বের প্রগ্রহ ( লাগাম ) ধারণ পূর্ব্বক সারথ্য কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।৩০

দুহিতৃবৎসল দেবক কন্যা-জামাতার গৃহ মনসভায় কন্যাকে সুবর্ণমালায় বিভূষিত চারিশত হস্তী পঞ্চদশ সহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ শত রথ এবং শিবিকা প্রভৃতিতে সমারূঢ় বিচিত্র উত্তম বসন ভূষণাদি দ্বারা যথাবিধি অলঙ্কৃত নবযৌবনা দুই শত দাসী যৌতুক প্রদান করিলেন।৩১-৩২

বৎস। পরীক্ষিৎ! বর-বধূর গমন আরম্ভ হইবা মাত্র শঙ্খ, তূর্য্য, ভেরী, মৃদঙ্গ এবং দুন্দভিসকল স্বয়ংই এককালে বা সমভাবে ভাবী শুভলক্ষণ শ্রবণ-তৃপ্তিকর ধ্বনি করিয়াছিল।৩৩

পরে গমনসময়ে অশ্ব-রজ্জুধারী কংসকে সম্বোধন করিয়া "রে মূর্খ! তুমি যাহাকে পতি-গৃহে লইয়া যাইতেছ, ইহার অষ্টম গর্ভ তোমাকে বধ করিবে"—এইরূপ আকাশবাণী হয়।৩৪

কংস ঐ আকাশবাণী শ্রবণমাত্রেই খড়্গহস্তে ভগিনীকে বধ করিতে উদ্যত হইয়া তাঁহার কেশপাশ

তং জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং নৃশংসং নিরপত্রপম্ ।
বসুদেবো মহাভাগ উবাচ পরিসান্ত্বয়ন্ ॥৩৬

বসুদেব উবাচ ।

শ্লাঘনীয়গুণঃ শূরৈর্ভবান্ ভোজযশস্করঃ ।
স কথং ভগিনীং হন্যাৎ স্ত্রিয়মুদ্বাহপর্ব্বণি ॥৩৭
মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে ।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ॥৩৮

মহাভাগঃ বসুদেবঃ জুগুপ্সিতকর্ম্মাণং গর্হিতকর্ম্মকারিণং নৃশংসং নিষ্ঠুরং নিরপত্রপং নির্লজ্জং তং কংসং পরিসান্ত্বয়ন্ উবাচ ॥৩৬

শূরৈঃ বীরৈঃ শ্লাঘনীয়গুণঃ ভোজযশস্করঃ ভোজবংশপ্রদীপঃ যঃ সঃ ভবান্ কংসঃ উদ্বাহপর্ব্বণি বিবাহমহোৎসবে স্ত্রিয়ং তথা ভগিনীং কথং হন্যাৎ ॥৩৭

হে বীর ! মৃত্যুঃ জন্মবতাং জীবানাং দেহেন সহ জায়তে । অদ্য বা অব্দশতান্তে শতবৎসরান্তে বা প্রাণিনাং মৃত্যুঃ বৈ ধ্রুবঃ নিশ্চিতঃ ॥৩৮

দেহে পঞ্চত্বং মৃত্যুম্ আপন্নে প্রাপ্তে সতি দেহী জীবঃ

দেহে পঞ্চত্বমাপন্নে দেহী কর্ম্মানুগোঽবশঃ ।
দেহান্তরমনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং ত্যজতে বপুঃ ॥৩৯
ব্রজংস্তিষ্ঠন্ পদৈকেন যথৈবৈকেন গচ্ছতি ।
যথা তৃণজলুকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ ॥৪০
স্বপ্নে যথা পশ্যতি দেহমীদৃশং
মনোরথেনাভিনিবিষ্টচেতনঃ ।
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং মনসানুচিন্তয়ন্
প্রপদ্যতে তৎ কিমপি হ্যপস্মৃতিঃ ॥৪১

কর্ম্মানুগঃ স্বকর্ম্মবশবর্ত্তী সন্ দেহান্তরম্ অন্যং দেহম্ অনুপ্রাপ্য প্রাক্তনং পূর্ব্বগৃহীতং বপুঃ দেহং ত্যজতে ॥৩৯

ব্রজন্ গন্তা পুরুষঃ একেন পদা তিষ্ঠন্ একেন এব যথা গচ্ছতি, এবং দেহী জীবঃ তৃণজলোকা যথা তথা কর্ম্মগতিং গতঃ সন্ বপুঃ ত্যজতি ॥৪০

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং দর্শনেন শ্রবণেন চ মনসা অচিন্তয়ন্ মনোরথেন অভিনিবিষ্টচেতনঃ আহিতচিত্তঃ পুরুষঃ যথা স্বপ্নে ঈদৃশং কিমপি অনির্বাচ্যং দেহং পশ্যতি ; দৃষ্টা চ তৎ এব অহমিতি প্রপদ্যতে মন্যতে ; তথা প্রাকৃতদেহাৎ অপস্মৃতিঃ অত্যন্ত বিস্মরণম্ এব মৃত্যুঃ ॥৪১

অপরহস্তে গ্রহণ করিল ; যেহেতু সে খল ও পাপ-মূর্ত্তি, সুতরাং ভোজকুলের কলঙ্ক স্বরূপ, অতএব তাহার এ কার্য্য বিস্ময়জনক নয় ।৩৫

তখন মহাভাগ বসুদেব ক্রূর ও নির্লজ্জ কংসকে অতিশয় নিন্দিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত দেখিয়া সাম ও যুক্তি সহকারে প্রবোধ দিতে দিতে বলিলেন ।৩৬

শূরগণ আপনার গুণের প্রশংসা করেন এবং আপনি ভোজবংশের যশোবর্দ্ধনকারী, এমন হইয়া ভগিনীকে বিশেষতঃ বিবাহোৎসবে কিরূপে বধ করিবেন ?৩৭

হে বীর ! উৎপন্ন জীবগণের দেহের সঙ্গেই মৃত্যুও নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে । সুতরাং অদ্যই হউক আর শত বৎসরান্তেই হউক প্রাণীদিগের অবশ্যই মৃত্যু হইবে—একথা প্রসিদ্ধ আছে । অতএব অপরিহার্য্য মরণের ভয়ে ভগিনীকে বধ করা সঙ্গত নহে ।৩৮

মৃত্যু উপস্থিত হইলে, দেহী স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অন্য একটী দেহ আশ্রয় করিয়া পূর্ব্ব দেহটি পরিত্যাগ করে ।৩৯

পুরুষ গমনকালে যেমন একটি পদ অগ্রে স্থাপন করিয়া,পরে পশ্চাতের পদ উত্তোলন পূর্ব্বক গমন করে, যেমন জলৌকা ( জেঁাক ) একটি তৃণ অবলম্বন করিয়া পরে আশ্রিত তৃণ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ দেহীও স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে অন্যদেহ অবলম্বনপূর্ব্বক পূর্ব্বদেহ পরিত্যাগ করিয়া থাকে ।৪০

মানব যেমন জাগ্রতকালে বিবিধ বিষয় দর্শন ও অপূর্ব্ব মনোমোহন পদার্থ শ্রবণ করিয়া এতই আকৃষ্টচিত্ত হয় যে, স্বপ্নকালে সেই সমস্ত কাল্পনিক পদার্থকে প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভব করে ; এমন কি !

যতো যতো ধাবতি দৈবচোদিতং
মনো বিকারাত্মকমাপ পঞ্চসু।
গুণেষু মায়ারচিতেষু দেহ্যসৌ
প্রপদ্যমানঃ সহ তেন জায়তে ॥৪২
জ্যোতির্যথৈবোদকপার্থিবেষ্বদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।
এবং স্বমায়ারচিতেষ্বসৌ পুমান্
গুণেষু রাগানুগতো বিমুহ্যতি ॥৪৩

দৈবচোদিতং প্রারব্ধকর্ম্মণা প্রেরিতং বিকারাত্মকং মনঃ মায়ারচিতেষু পঞ্চসু গণেষু মধ্যে যতঃ যতঃ ধাবতি যং যম্ অভিনিবেশেন আপ প্রাপ্নোতি, অসৌ দেহী প্রপদ্যমানঃ তদেবাহমিতি মন্যমানঃ তেন সহ জায়তে ॥৪২

উদকপার্থিবেষু জলযুক্তঘটাদিষু তৈলাদিষু বা ( প্রতিবিম্বত্বেন স্থিতম্ ) অদঃ জ্যোতিঃ চন্দ্রাদিকং যথা সমীরবেগানুগতং বায়ুবেগেন কম্পাদিযুক্তং বিভাব্যতে প্রতীয়তে, তথা অসৌ দেহী জীবঃ স্বমায়ারচিতেষু গুণেষু দেহেষু রাগানুগতঃ সন্ বিমুহ্যতি ॥৪৩

আয়নার স্বীয় প্রকৃত অবস্থা ও দেহাদি বিস্মৃত হইয়া আসক্তির অনুরূপ দেহ ধারণে স্বপ্নকালীন বস্তুসম্ভোগ করে, তদ্রূপ জীব ও কামনা অনুসারে পূর্ব্ব দেহ বিসর্জ্জন করিয়া দেহান্তর লাভ করে।৪১

বাসনাময় চিত্ত নানাপ্রকার সংস্কারে পরিপূর্ণ থাকিলেও পঞ্চত্বকালে ফলোন্মুখী কর্ম্মের দ্বারা অভিনিবেশ করাতে দেহী জীব তদনুরূপ জন্ম পরিগ্রহ করে।৪২

যেমন বায়ুবেগে আলোড়িত জলের কম্পন অনুসারে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রকেও কম্পিত বলিয়া প্রতীতি হয়, বস্তুতঃ চন্দ্রের কম্পনাদি কিছুই নাই, সেইরূপ জীবাত্মা স্বমায়ারচিত দেহাদিতে অনুরূপবশতঃ মুগ্ধ হইয়া অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে জীবাত্মার জন্ম মরণ প্রভৃতি কিছুই নাই।৪৩

তস্মান্ন কস্যচিদ্ দ্রোহমাচরেৎ স তথাবিধঃ।
আত্মনঃ ক্ষেমমন্বিচ্ছন্ দ্রোগ্ধুর্বৈ পরতো ভয়ম্ ॥৪৪
এষা তবানুজা বালা কৃপণা পুত্রিকোপমা।
হন্তুং নার্হসি কল্যাণীমিমাং ত্বং দীনবৎসলঃ ॥৪৫

শ্রীশুক উবাচ।

এবং স সামভির্ভেদৈর্বোধ্যমানোঽপি দারুণঃ।
ন ন্যবর্ত্তত কৌরব্য পুরুষাদাননুব্রতঃ ॥৪৬

তস্মাৎ তথাবিধঃ সঃ আত্মনঃ ক্ষেমং শুভম্ অন্বিচ্ছন্ কস্যচিৎ দ্রোহং ন আচরেৎ। (যতঃ) দ্রোগ্ধুঃ দ্রোহকারিজনস্য পরতঃ যমাদিভ্যঃ ভয়ং (বিদ্যতে) ॥৪৪

এষা তব অনুজা কনিষ্ঠা বালা কৃপণা দীনা পুত্রিকোপমা তব কন্যাসদৃশী; দীনবৎসলঃ ত্বম্ ইমাং কল্যাণীং হন্তুং ন অর্হসি ॥৪৫

শ্রীশুকঃ উবাচ। হে কৌরব্য পরীক্ষিৎ। পুরুষাদান্ দৈত্যান্ অনুব্রতঃ অনুসৃতঃ দারুণঃ সঃ কংসঃ সামভিঃ সান্ত্বনাবাক্যৈঃ ভেদৈঃ ভয়প্রদবাক্যৈঃ চ এবং চোদ্যমানঃ উপদিশ্যমানঃ অপি ন ন্যবর্ত্তত ॥৪৬

অতএব এরূপ অবস্থায় আপনার মঙ্গল কামনা করিতে হইলে, কাহারও প্রতি বিদ্রোহাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। পরাপকারী ব্যক্তির ইহলোক ও পরলোকে কোথায়ও নিস্তার নাই।৪৪

হে বৎস! তুমি দীনদিগের প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রকাশ করিয়া থাক। এই দেবকী তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী, সুতরাং কন্যাস্থানীয়া; এই নিরপরাধা বালিকাকে হত্যা করা তোমার কোন প্রকারে উচিত নহে।৪৫

শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে কৌরব্য পরীক্ষিৎ! দৈত্যমতাবলম্বী দারুণ কংস এইরূপ সামাদি ভেদ-বাক্যে উপদিষ্ট হইলেও কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না।৪৬

নির্ব্বন্ধং তস্য তং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্যানকদুন্দুভিঃ।
প্রাপ্তং কালং প্রতিবোঢ়ুমিদং তত্রান্বপদ্যত ॥৪৭

মৃত্যুর্বুদ্ধিমতাপোহ্যো যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ম্।
যদ্যসৌ ন নিবর্ত্তেত নাপরাধোঽস্তি দেহিনঃ ॥৪৮

প্রদায় মৃত্যবে পুত্রান্ মোচয়ে কৃপণামিমাম্।
সুতা মে যদি জায়েরন্ মৃত্যুর্বা ন ম্রিয়েত চেৎ ॥৪৯

বিপর্য্যয়ো বা কিং ন স্যাদ্গতির্ধাতুর্দুরত্যয়া।
উপস্থিতো নিবর্ত্তেত নিবৃত্তঃ পুনরাপতেৎ ॥৫০

আনকদুন্দুভিঃ বসুদেবঃ তস্য তং নির্ব্বন্ধম্ আগ্রহং জ্ঞাত্বা বিচিন্ত্য প্রাপ্তং কালং প্রতিবোঢ়ুং যাপয়িতুং তত্র ইদম্ অন্বপদ্যত নিশ্চিতবান্ ॥৪৭

বুদ্ধিমতা জনেন যাবদ্ বুদ্ধিবলোদয়ং বুদ্ধিবলানুরূপং মৃত্যুঃ অপোহ্যঃ নিবর্ত্তনীয়ঃ। যদি অসৌ মৃত্যুঃ ন নিবর্ত্তেত, দেহিনঃ প্রাণিনঃ অপরাধঃ ন অস্তি ॥৪৮

মৃত্যবে মৃত্যুস্বরূপায় কংসায় পুত্রান্ প্রদায় কৃপণাং দীনস্বভাবাম্ ইমাং দেবকীং মোচয়ে। যদি মে সুতাঃ জায়েরন্, মৃত্যুঃ কংসঃ চেৎ বা ন ম্রিয়তে ॥৪৯

বিপর্য্যয়ঃ বৈপরীত্যং বা অথবা কিং ন স্যাৎ। যতঃ ধাতুঃ বিধাতুঃ গতিঃ দুরত্যয়া দুরতিক্রমণীয়া! উপস্থিতঃ দেবকীমৃত্যুঃ নিবর্ত্তেত। নিবৃত্তঃ অনুপস্থিতঃ কংসস্য মৃত্যুঃ আপতেৎ ॥৫০

তখন বসুদেব তাহার নির্বন্ধাতিশয় জানিতে পারিয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবার মানসে মনে মনে এইরূপ পরামর্শ করিলেন।৪৭

বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার বুদ্ধি ও বল অনুসারে যদি মৃত্যু নিবারিত না হয়, তবে আর তাঁহার অপরাধ নাই।৪৮

এদিকে যদি আমার অনেকগুলি পুত্র জন্মে, অথচ মৃত্যুস্বরূপ কংসও জীবিত থাকে, তবে এই কংসের হস্তে পুত্রদিগকে অর্পণ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া এক্ষণে এই দীনা দেবকীর প্রাণ রক্ষা করি। পরে কি হইবে কে বলিতে পারে। হয়ত আমার পুত্রের হস্তেই এই কংসের মৃত্যু হইতে পারে। বিধাতার নির্দিষ্ট মার্গ কেহই অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে। যাহা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই, তাহাও আসিয়া উপস্থিত হয়।৪৯-৫০

অগ্নের্যথা দারুবিয়োগযোগয়ো-
রদৃষ্টতোঽন্যন্ন নিমিত্তমস্তি।
এবং হি জন্তোরপি দুর্বিভাব্যঃ
শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ ॥৫১

এবং বিমৃশ্য তং পাপং যাবদাত্মনিদর্শনম্।
পূজয়ামাস বৈ শৌরির্বহুমানপুরঃসরম্ ॥৫২

প্রসন্নবদনাম্ভোজো নৃশংসং নিরপত্রপম্।
মনসা দূয়মানেন বিহসন্নিদমব্রবীৎ ॥৫৩

অগ্নেঃ (বৃক্ষান্ দহতঃ) বহ্নেঃ দারুবিয়োগযোগয়োঃ বৃক্ষদহনাদহনয়োঃ অদৃষ্টাৎ অন্যৎ নিমিত্তঃ যথা ন অস্তি, এবং হি জন্তোঃ দেহিনঃ অপি শরীরসংযোগবিয়োগহেতুঃ জীবিতমরণকারণং দুর্ব্বিভাব্যঃ ॥৫১

শৌরিঃ বসুদেবঃ যাবৎ আত্মনিদর্শনং যথাজ্ঞানং বিমৃশ্য বিচার্য্য বহুমানপুরঃসরং যথা তথা তং পাপং কংসং পূজয়ামাস ॥৫২

বসুদেবঃ দূয়মানেন দুঃখিতেন চেতসা মনসা (যুক্তঃ বহিঃ) হসন্ অতএব প্রসন্নবদনাম্ভোজঃ প্রফুল্লমুখঃ সন্ ক্রূরং নিরপত্রপং নির্লজ্জং কংসং পুনঃ অব্রবীৎ ॥৫৩

যেমন দাবানল বনমধ্যে প্রজ্বলিত হইয়া সম্মুখস্থ কোন বৃক্ষকে স্পর্শ না করিয়াও যে দূরবর্ত্তী বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তাহা কোন অনির্দিষ্ট হেতু ব্যতীত অন্য কোন প্রত্যক্ষ কারণ প্রতীত হয় না, সেইরূপ প্রাণিসকলের জন্ম ও মৃত্যু অদৃষ্ট বলেই ঘটিয়া থাকে।৫১

শৌরি বসুদেব নিজ বুদ্ধির সামর্থ্যানুসারে এইরূপ বিচার করিয়া যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক কংসের সম্বর্দ্ধনা করিলেন।৫২

বসুদেবের হৃদয় দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছিল; তথাপি বিকশিত কমলের ন্যায় প্রফুল্লবদনে হাস্য করিতে করিতে সেই নির্লজ্জ ক্রূরমতি কংসকে পুনর্ব্বার

বসুদেব উবাচ।

ন হ্যস্যাস্তে ভয়ং সৌম্য যদ্‌বাগাহাশরীরিণী।
পুত্রান্ সমর্পয়িষ্যেঽস্যা যতস্তে ভয়মুত্থিতম্ ॥৫৪

শ্রীশুক উবাচ।

স্বসুর্বধান্নিববৃতে কংসস্তদ্‌বাক্যসারবিৎ।
বসুদেবোঽপি তং প্রীতঃ প্রশস্য প্রাবিশদ্ গৃহম্ ॥৫৫

অথ কাল উপাবৃত্তে দেবকী সর্ব্বদেবতা।
পুত্রান্ প্রসুষুবে চাষ্টৌ কন্যাঞ্চৈবানুবৎসরম্ ॥৫৬

অশরীরিণী বাক্ দৈববাণী যৎ আহ তদনুসারেণ হে সৌম ভদ্র কংস! অস্যাঃ দেবক্যাঃ তে তব ভয়ং নহি আস্তে। যতঃ যেভ্যঃ পুত্রেভ্যঃ তে ভয়ম্ উত্থিতম্, অস্যাঃ দেবক্যাঃ তান্ পুত্রান্ তে সমর্পয়িষ্যে ॥৫৪

শ্রীশুকঃ উবাচ। তদ্বাক্যসারবিৎ কংসঃ স্বসুর্বধাৎ নিববৃতে। বসুদেবঃ অপি প্রীতঃ সন্ কংসং প্রশস্য গৃহং প্রাবিশৎ ॥৫৫

অথ কালে প্রসূতিকালে উপাবৃত্তে উপস্থিতে সর্ব্বদেবতা দেবকী অষ্টৌ পুত্রান্ একাং কন্যাং চ এব অনুবৎসরং প্রসুষুবে ॥৫৬

তিনি বলিতে লাগিলেন।৫৩

হে সৌম্য! আকাশবাণী অনুসারে এই দেবকী হইতে তোমার ভয়ের কোন কারণ নাই। দেবকীর গর্ভোৎপন্ন পুত্র হইতেই যদি তোমার মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে, ইহার পুত্রদিগকে জন্মিবামাত্র তোমার করে আমি সমর্পণ করিব।৫৪

শ্রীশুকদেব বলিবেন,—কংস বসুদেবের বাক্য যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করিয়া ভগিনীবধ হইতে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও প্রীতিমনে তাহার প্রশংসা করত স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।৫৫

অনন্তর যথাকালে গর্ভধারণ করত সর্ব্বদেবতা-স্বরূপা দেবকী প্রতি বৎসরে এক একটি করিয়া আটটি তনয় ও একটি তনয়া প্রসব করিলেন। বসুদেব মিথ্যাকে অতি ভয় করিতেন। এক্ষণে পূর্ব্ব

কীর্ত্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥৫৭

কিং দুঃসহং নু সাধূনাং বিদুষাং কিমপেক্ষিতম্।
কিমকার্য্যং কদর্য্যাণাং দুস্ত্যজং কিং ধৃতাত্মনাম্ ॥৫৮

দৃষ্ট্বা সমত্বং তচ্ছৌরেঃ সত্যে চৈব ব্যবস্থিতিম্।
কংসস্তুষ্টমনা রাজন্ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ॥৫৯

প্রতিযাতু কুমারোঽয়ং নহ্যস্মাদস্তি মে ভয়ম্।
অষ্টমাদ্ যুবয়োর্গর্ভান্মৃত্যুর্মে বিহিতঃ কিল ॥৬০

অনৃতাৎ মিথ্যাবচনাৎ অতি বিহ্বলঃ অতিভীতঃ সঃ আনকদুন্দুভিঃ বসুদেবঃ প্রথমজং প্রথমজাতং কীর্ত্তিমন্তং তন্নামানং পুত্রং কৃচ্ছ্রেণ কংসায় অর্পয়ামাস ॥৫৭

সাধূনাং কিং দুঃসহম্? বিদুষাং বা কিম্ অপেক্ষিতম্? কদর্য্যাণাং কিম্ অকার্যং? ধৃতাত্মনাং ধীরাণাং বা কিং দুস্ত্যজম্ অস্তি? ॥৫৮

হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! কংসঃ শৌরেঃ বসুদেবস্য তৎ সমত্বং সত্যে ব্যবস্থিতং চ দৃষ্ট্বা এব তুষ্টমনঃ প্রহসন্ ইদম্ অব্রবীৎ ॥৫৯

অয়ং কুমারঃ প্রতিযাতু, অস্মাৎ কুমারাৎ মে ভয়ং নহি অস্তি। যুবয়োঃ অষ্টমাৎ গর্ভাৎ পুত্রাৎ মে মৃত্যুঃ কিল বিহিতঃ ॥৬০

প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া প্রথমজ পুত্র কীর্ত্তিমান্‌কে অতি-কষ্টে কংসের হস্তে সমর্পণ করিলেন।৫৬-৫৭

কারণ সাধুদিগের দুঃসহ কিছুই নাই। পণ্ডিতেরা কোন বস্তুরই অপেক্ষা করেন না। কদর্য্য মনুষ্যদিগের অকার্য্যও কিছুই নাই। আর যাঁহারা ভগবান্ হরিতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহারা সংসারে সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারেন।৫৮

হে রাজন্! কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠতা ও সাধুতা দর্শনে অতিশয় প্রীতি হইয়া সহাস্যবদনে এই কথা বলিলেন, তোমাদিগের অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যুভয় নির্দ্ধারিত হইয়াছে; এই বালক হইতে আমার ভয়ের কোন সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে এই কুমার গৃহে প্রত্যাগমন করুক।৫৯-৬০

তথেতি সুতমাদায় যযাবানকদুন্দুভিঃ।
নাভ্যনন্দত তদ্বাক্যমসতোঽবিজিতাত্মনঃ ॥৬১
নন্দাদ্যা যে ব্রজে গোপা যাশ্চামীষাঞ্চ যোষিতঃ
বৃষ্ণয়ো বসুদেবাদ্যা দেবক্যাদ্যা যদুস্ত্রিয়ঃ ॥৬২
সর্ব্বে বৈ দেবতাপ্রায়া উভয়োরপি ভারত।
জ্ঞাতয়ো বন্ধুসুহৃদো যে চ কংসমনুব্রতাঃ ॥৬৩
এতৎ কংসায় ভগবান্ শশংসাভ্যেত্য নারদঃ।
ভূমের্ভারায়মাণানাং দৈত্যানাঞ্চ বধোদ্যমম্ ॥৬৪

আনকদুন্দুভিঃ বসুদেবঃ তথা ইতি তথা অস্তু ইত্যুক্ত্বা সুতং পুত্রম্ আদায় যযৌ। অবিজিতাত্মনঃ অবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য অসতঃ কংসস্য তৎ বাক্যং ন অভ্যনন্দত ॥৬১

ব্রজে যে নন্দাদ্যাঃ নন্দপ্রভৃতয়ঃ গোপাঃ, যা অমীষাং গোপানাং যোষিতঃ স্ত্রিয়ঃ (যে চ) বসুদেবাদ্যাঃ বৃষ্ণয়ঃ বৃষ্ণিবংশসম্ভূতাঃ। যে চ দেবক্যাদ্যাঃ যদুস্ত্রিয়ঃ যদুকুলনার্য্যঃ ॥৬২

হে ভারত পরীক্ষিৎ! যে চ কংসম্ অনুব্রতাঃ অনুগতাঃ উভয়োঃ যদুগোপকুলয়োঃ অপি জ্ঞাতয়ঃ বন্ধুসুহৃদঃ সর্ব্বে বৈ নিশ্চিতং দেবতাপ্রায়াঃ ॥৬৩

ভগবান্ নারদঃ ভূমেঃ ভারায়মাণানাং ভারভূতানাং

বসুদেব তদনুসারে পুত্রটি লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু অব্যবস্থিতচেতা দুর্মতি কংসের বাক্যে তাঁহার আন্তরিক শ্রদ্ধা না হওয়ায় তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।৬১

নন্দপ্রভৃতি গোপগণ, তাহাদিগের স্ত্রীগণ, বসুদেবপ্রভৃতি যাদবগণ ও দেবকীপ্রভৃতি যদুকুলের স্ত্রীগণ, ইহারা প্রায় সকলেই দেবতা।৬২

আর নন্দ ও বসুদেবের যে সকল জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদগণ কংসের অনুগত হইয়া রহিয়াছে, তাহারাও সকলে দেবতাংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।৬৩

ভগবান্ নারদ এই সমস্ত কথা কংসকে অবগত করাইলেন এবং আরও বলিলেন যে পৃথিবীর ভারভূত দৈত্যগণের বিনাশের জন্যই দেবগণ এত উদ্‌যোগ করিতেছেন।৬৪

ঋষের্বিনির্গমে কংসো যদূন্ মত্বা সুরানিতি।
দেবক্যা গর্ভসম্ভূতং বিষ্ণুঞ্চ স্ববধং প্রতি ॥৬৫
দেবকীং বসুদেবঞ্চ নিগৃহ্য নিগড়ৈর্গৃহে।
জাতং জাতমহন্ পুত্রং তয়োরজনশঙ্কয়া ॥৬৬
মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সর্ব্বাংশ্চ সুহৃদস্তথা।
ঘ্নন্তি হ্যসুতৃপো লুব্ধা রাজানঃ প্রায়শো ভুবি ॥৬৭
আত্মানমিহ সঞ্জাতং জানন্ প্রাগ্ বিষ্ণুনা হতম্।
মহাসুরং কালনেমিং যদুভিঃ স ব্যরুধ্যত ॥৬৮

দৈত্যানাং বধোদ্যমং চ এতৎ কংসায় শংসয়ামাস কথয়ামাস।
ঋষেঃ নারদস্য বিনির্গমে প্রয়াণে সতি কংসঃ যদূন্ সুরান্ দেবান্ ইতি তথা বিষ্ণুং স্ববধং প্রতি দেবক্যাঃ গর্ভসম্ভূতম্ ইতি চ মত্বা দেবকীং বসুদেবং চ গৃহে নিগড়ৈঃ শৃঙ্খলৈঃ নিগৃহ্য বদ্ধা অজনশঙ্কয়া বিষ্ণুশঙ্কয়া তয়োঃ বসুদেবদেবক্যোঃ জাতং জাতং পুত্রম্ অহন্ হন্তি স্ম ॥৬৪-৬৬

অসুতৃপঃ স্বপ্রাণান্ তর্পয়ন্তঃ লুব্ধাঃ রাজানঃ ভুবি মাতরং পিতরং ভ্রাতৄন্ সুহৃদঃ সর্ব্বান্ সখীন্ চ প্রায়শঃ ঘ্নন্তি ॥৬৭

প্রাক্ বিষ্ণুনা হতং মহাসুরং কালনেমিম্ ইহ অস্মিন্ বংশে সঞ্জাতং স্বয়ম্ আত্মানং চ জানন্ সঃ যদুভিঃ সহ ব্যরুধ্যত বিরোধং কৃতবান্ ॥৬৮

দেবর্ষি নারদ এই বলিয়া প্রস্থান করিলে কংস যদুবংশীয় বীরগনকে দেবতা এবং স্বয়ং বিষ্ণুই তাহার বধের উদ্দেশ্যে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল।৬৫

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া কংস, বসুদেব ও দেবকীকে নিগড়বদ্ধকরত কারাগারে নিক্ষেপ করিল এবং তাহাদিগের পুত্র জন্মিবামাত্র বিষ্ণুর আশঙ্কায় বধ করিতে লাগিল।৬৬

এই পৃথিবীতে ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্র কামাত্মা রাজগণ স্বীয় সুখ-সম্ভোগার্থ মাতা, পিতা, ভ্রাতা, সুহৃদ্ এবং সখাদিগকেও বধ করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হয় না।৬৭

পূর্ব্বে বিষ্ণু কালনেমিনামক মহাসুরকে নিধন করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অসুরই কংসরূপে

উগ্রসেনঞ্চ পিতরং যদুভোজান্ধকাধিপম্।
স্বয়ং নিগৃহ্য বুভুজে শূরসেনান্ মহাবলঃ ॥৬৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দশমস্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥১

মহাবলঃ কংসঃ যদুভোজান্ধকাধিপং পিতরম্ উগ্রসেনং চ নিগৃহ্য কারাগারে বদ্ধা শূরসেনসংজ্ঞকান্ দেশান্ স্বয়ং বুভুজে শশাস ॥৬৯

ইতি শ্রীখগেন্দ্রনাথশাস্ত্রিকৃতান্বয়ে দশমস্কন্ধে প্রথমাধ্যায়ঃ ॥

জন্মগ্রহণকরত আপনার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া যদুদিগের সহিত বিরোধ করিতে আরম্ভ করিল ।৬৮

তাহার পিতা উগ্রসেন যদু, ভোজ ও অন্ধক-দিগের অধিপতি ছিলেন; কংস এক্ষণে তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করিয়া শূরসেনপ্রভৃতি প্রদেশ-সকল আপনি ভোগ করিতে আরম্ভ করিল ।৬৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্‌ভাগবতমহাপুরাণের দশম-স্কন্ধে শ্রীশচীনন্দনগোস্বামি-ভক্তিরত্নকৃত প্রথমাধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

## দ্বিতীয়ঃ অধ্যায়ঃ।

[ শ্রীভগবতো দেবকীগর্ব্ভেঽনুপ্রবেশঃ, ব্রহ্মাদিদেবৈস্তস্য স্তবনং, দেবক্যাঃ সান্ত্বনঞ্চ। ]

শ্রীশুক উবাচ।

প্রলম্ব-বক-চাণূর-তৃণাবর্ত্তমহাশনৈঃ।
মুষ্টিকারিষ্ট-দ্বিবিদ-পূতনা-কেশি-ধেনুকৈঃ ॥১
অন্যৈশ্চাসুরভূপালৈর্বাণভৌমাদিভির্যুতঃ।
যদূনাং কদনং চক্রে বলী মাগধসংশ্রয়ঃ ॥২

অন্বয়ঃ

প্রলম্ব-বক-চানূর-তৃণাবর্ত্ত-মহাশনৈঃ মুষ্টিকারিষ্ট-দ্বিবিদপূতনা-কেশিধেনুকৈঃ বাণভৌমাদিভিঃ অন্যৈঃ অসুরভূপালৈঃ চ যুতঃ বলী (কংসঃ) মাগধসংশ্রয়ঃ জরাসন্ধম্ আশ্রিতঃ সন্

তে পীড়িতা নিবিবিশুঃ কুরু-পঞ্চাল-কেকয়ান্।
শাল্বান্ বিদর্ভান্ নিষধান্ বিদেহান্ কোশলানপি ॥৩

একে তমনুরুন্ধানা জ্ঞাতয়ঃ পর্য্যুপাসতে।
হতেষু ষট্‌সু বালেষু দেবক্যা ঔগ্রসেনিনা ॥৪

অন্বয়ঃ

যদূনাং কদনং পীড়নং চক্রে। তে যাদবাঃ পীড়িতাঃ সন্তঃ কুরুপঞ্চাল-কেকয়ান্, শাল্বান্, বিদর্ভান্, নিষধান্, বিদেহান্ কোশলান্ দেশান্ অপি নিবিবিশুঃ নিবাসং চক্রুঃ ॥১-৩

### দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

[ শ্রীভগবানের দেবকীগর্ভে অনুপ্রবেশ, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক তাঁহার স্তব এবং দেবকীকে সান্ত্বনাপ্রদান ]

কংস যদুগণের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল, এই প্রথম অধ্যায়োক্ত বিরোধকেই বিস্তার রূপে শ্রীশুকদেব বর্ণন করিতেছেন—

শ্রীশুকদেব বলিলেন(—হে রাজন্) প্রলম্ব, বক, চাণূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, বৃষভাসুর, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক এবং অন্যান্য বাণ ও নরকাসুরপ্রভৃতি অসুররাজগণের সহিত মিলিত হইয়া এবং মগধরাজ জরাসন্ধের আশ্রয়ে অতি বলবান্ হওয়ায় কংস যাদবগণের সহিত বিরোধ করিতে লাগিল ।১-২

তাহারা দুষ্ট কংস হইতে পীড়িত হইয়া কুরু, পঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, মৈথিল এবং

সপ্তমো বৈষ্ণবং ধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ ॥৫
ভগবানপি বিশ্বাত্মা বিদিত্বা কংসজং ভয়ম্।
যদূনাং নিজনাথানাং যোগমায়াং সমাদিশৎ ॥৬
গচ্ছ দেবি ব্রজং ভদ্রে গোপগোভিরলঙ্কৃতম্।
রোহিণী বসুদেবস্য ভার্য্যাস্তে নন্দগোকুলে।
অন্যাশ্চ কংসসংবিগ্না বিবরেষু বসন্তি হি ॥৭

একে কতিপয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ তং কংসম্ অনুরুন্ধানাঃ অনুবর্ত্তমানাঃ পর্য্যুপাসতে। ঔগ্রসেনিনা কংসেন দেবক্যাঃ ষট্সু বালেষু পুত্রেষু হতেষু সৎসু বৈষ্ণবং ধাম বিষ্ণোঃ অংশঃ হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ দেবক্যাঃ সপ্তমঃ গর্ভঃ বভূব, যং বিষ্ণোঃ অংশম্ অনন্তং প্রচক্ষতে আহ। বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ অপি নিজনাথানাং স্বাশ্রিতানাং যদূনাং কংসজং ভয়ং বিদিত্বা যোগমায়াং সমাদিশৎ আদিষ্টবান্। হে ভদ্রে দেবি! গোপগোভিঃ অলঙ্কৃতং ব্রজং গচ্ছ। নন্দগোকুলে নন্দগোপরাজস্য গোকুলাখ্যে বাসস্থানে বসুদেবস্য ভার্য্যা রোহিণী আস্তে প্রতিবসতি। অন্যাঃ বসুদেবভার্য্যাঃ চ কংসসংবিগ্নাঃ কংসভীতাঃ সত্যঃ বিবরেষু অলক্ষ্যস্থানেষু হি বসন্তি ॥৪-৭

কোশলপ্রভৃতি দেশে প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।৩

কেবল অক্রূরপ্রভৃতি কতিপয় ভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অবতার-দর্শন-রূপ স্বার্থ অপেক্ষা করিয়া চাতুর্য্য-প্রকাশে কংসকে বশীভূতকরতঃ তাহার আজ্ঞাধীন হইয়া শ্রীমথুরাতেই বসবাস করিতে লাগিলেন।৪

(পূর্ব্বাধ্যায়ে কংস-হস্তে নিহত পুত্রগণের সংখ্যা নির্দ্দেশ না হওয়ায় এস্থানে তাহার নির্দ্দেশ করিতেছেন) উগ্রসেননন্দন কংসকর্ত্তৃক দেবকীর ছয় পুত্র নিহত হইলে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ যাঁহাকে "অনন্ত" বলিয়া থাকেন, সেই শ্রীকৃষ্ণাংশ চতুর্ব্যূহ দ্বিতীয় সঙ্কর্ষণ দেবকীর হর্ষ-শোকের বর্দ্ধনকারী সপ্তমগর্ভ রূপে আবির্ভূত হইলেন।৫

পূর্ব্বে শ্রীক্ষীরোদনাথ বিষ্ণু-ব্রহ্মাদি দেবগণকে আদেশ করিয়াছিলেন, অধুনা সর্ব্বাংশী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বসুদেব প্রভৃতি স্বীয় অনুগত ভক্তসকলের কংস হইতে ভয় অবগত হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের ও বিমোহকারিণী নিজ-শক্তি বিশেষ যোগমায়াকে বিশেষ রূপে উৎসাহ প্রদান-পূর্ব্বক আদেশ করিতেছেন।৬

হে দেবি (জগৎপূজ্যে) সর্ব্বমঙ্গল্যে! তুমি গোপ-গোপী ও গোগণে বিভূষিত ব্রজে গমন কর।৭

বসুদেবের অন্যতমা পত্নী শ্রীরোহিণীদেবী নন্দ-গোকুলে অবস্থান করিতেছেন এবং তাঁহার অন্যান্য ভার্য্যাগণও কংস-ভয়ে অগম্য স্থানে বাস করিতেছেন। তুমি আমার আদেশানুসারে শ্রীদেবকীর জঠরস্থ মদীয় অংশরূপে প্রসিদ্ধ এবং আমারই আধার শক্তিময় সংকর্ষণনামক গর্ভকে অক্লেশে আকর্ষণ করিয়া শ্রীরোহিণীর উদরে অন্যের অলক্ষিত-ভাবে স্থাপন কর।৮

দেবক্যা জঠরে গর্ভং শেষাখ্যং ধাম মামকম্।
তৎ সন্নিকৃষ্য রোহিণ্যা উদরে সন্নিবেশয় ॥৮
অথাহমংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং শুভে।
প্রাপ্স্যামি ত্বং যশোদায়াং নন্দপত্ন্যাং ভবিষ্যসি ॥৯
অর্চ্চিষ্যন্তি মনুষ্যাস্ত্বাং সর্ব্বকামবরেশ্বরীম্।
ধূপোপহারবলিভিঃ সর্ব্বকামবরপ্রদাম্ ॥১০

দেবক্যাঃ জঠরে (সন্তং) তৎ শেষাখ্যং শেষনামকং মামকং ধাম মদংশভূতং গর্ভং সংনিকৃষ্য রোহিণ্যাঃ উদরে সংনিবেশয় স্থাপয় ॥৮

হে শুভে মায়ে! অথ অহম্ অংশভাগেন দেবক্যাঃ পুত্রতাং প্রাপ্স্যামি। ত্বং নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং ভবিষ্যসি ॥৯

মনুষ্যাঃ সর্ব্বকামবরেশ্বরীং সর্ব্বকামানাং নিয়ন্ত্রীং সর্ব্বকাম-প্রদাং সর্ব্বেষাম্ অভিলাষপ্রদাত্রীং ত্বাং নানোপহারবলিভিঃ নানাবিধপূজাদ্রব্যৈঃ অর্চ্চিষ্যন্তি ॥১০

নামধেয়ানি কুর্ব্বন্তি স্থানানি চ নরা ভুবি।
দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ ॥১১
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥১২
গর্ভসঙ্কর্ষণাৎ তং বৈ প্রাহুঃ সঙ্কর্ষণং ভুবি।
রামেতি লোকরমণাদ্ বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ ॥১৩

নরাঃ ভুবি দুর্গা ইতি, বিজয়া, বৈষ্ণবী ইতি চ কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা ইতি চ, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা ইতি, অম্বিকা ইতি চ নামধেয়ানি স্থানানি কামরূপাদীনি চ কুর্ব্বন্তি ॥১১-১২

গর্ভসংকর্ষণাৎ তং শেষাখ্যং গর্ভং ভুবি সংকর্ষণং বৈ প্রাহুঃ বদন্তি। লোকরমণাৎ রামেতি। বলোচ্ছ্রয়াৎ সামর্থ্যাধিক্যাৎ বলভদ্রং প্রাহুঃ ॥১৩

ভগবতা হরিণা ইত্যেবং সংদিষ্টা মায়া ওম্ ইতি তথা

সন্দিষ্টৈবং ভগবতা তথেত্যোমিতি তদ্বচঃ।
প্রতিগৃহ্য পরিক্রম্য গাং গতা তৎ তথাকরোৎ ॥১৪
গর্ভে প্রণীতে দেবক্যা রোহিণীং যোগনিদ্রয়া।
অহো বিস্রংসিতো গর্ভ ইতি পৌরা বিচুক্রুশুঃ ॥১৫
ভগবানপি বিশ্বাত্মা ভক্তানামভয়ঙ্করঃ।
আবিবেশাংশভাগেন মন আনকদুন্দুভেঃ ॥১৬

অস্তু ইতি তদ্বচঃ প্রতিগৃহ্য স্বীকৃত্য, পরিক্রম্য গাং পৃথিবীং গতা সতী তৎ হরিবচনং তথা অকরোৎ ॥১৪

যোগনিদ্রয়া দেবক্যাঃ গর্ভে রোহিণীং প্রণীতে প্রাপিতে সতি অহো গর্ভঃ বিস্রংসিতঃ কংসেন পাতিতঃ ইতি পৌরাঃ বিচুক্রুশুঃ বিলেপুঃ ॥১৫

ভক্তানাম্ অভয়প্রদঃ বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ অপি অংশভাগেন সর্ব্বৈশ্বর্য্যেণ সহিত এব আনকদুন্দুভেঃ বসুদেবস্য মনঃ আবিবেশ মনসি আবির্বভূব ॥১৬

হে শুভে! অনন্তর আমি অংশভাগরূপে অর্থাৎ পরিপূর্ণরূপে শ্রীদেবকীর পুত্রভাব প্রাপ্ত হইব এবং তুমি শ্রীনন্দ-পত্নী যশোদাতে আবির্ভূত হইবে (নিগূঢ়ার্থ এই—হে শুভে! অনন্তর আমি প্রকাশ-ভেদে দেবকীর পুত্রভাব এবং প্রকাশান্তরে শ্রীযশোদার পুত্রভাব প্রাপ্ত হইব, তুমি যশোদার নিকটে কেবল বিদ্যমানতা প্রাপ্ত হইও)।৯

তুমি পুত্রাদিকামী যাবতীয় মানুষের শ্রেষ্ঠ নিয়ন্ত্রী হইবে এবং ত্বদীয় ভক্তগণের সমস্ত অভিলষিত বর প্রদান করিবে। অতএব সকাম মনুষ্যসকল বিবিধ উপহার ও বলিদ্বারা তোমাকে অর্চ্চনা করিবে।১০

আর পৃথিবীতে লোকসকল তোমার অনেক স্থান এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, শারদা তথা অম্বিকা এই সকল নাম প্রচার করিবে।১১-১২

আর গর্ভাকর্ষণ বশতঃই ঐ রোহিণী-নন্দনকে পৃথিবীস্থ লোকেরা সঙ্কর্ষণ বলিবে। তিনি লোক-সকলের প্রীত্যুৎপাদন করিবেন বলিয়া তাঁহাকে সকলে রাম বলিয়া সম্বোধন করিবে এবং অত্যন্ত বলশালী হইবেন, সেইজন্য লোকে বলভদ্র বলিয়াও আহ্বান করিবে।১৩

ভগবান্ শ্রীহরিকর্ত্তৃক এইরূপ আদিষ্ট হইয়া "ভাল তাহাই হউক" বলিয়া যোগমায়া শ্রীভগবানের বাক্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া মর্ত্তলোকে গমনপূর্ব্বক তদনুরূপ কার্য্য অর্থাৎ দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীতে স্থাপন করিলেন।১৪

যোগমায়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ করিয়া এমন ভাবে রোহিণী-উদরে স্থাপন করিলেন যে, গর্ভাকর্ষণ জন্য দেবকীর কোনরূপ দুঃখ, রোহিণীর উদরে গর্ভ স্থাপন জন্য বিস্ময়াদি ও গোকুল-বাসিগণের তদ্বিষয়ক কোন রূপ জ্ঞান হয় নাই, অতএব পুরবাসিগণ তদ্বৃত্তান্ত জ্ঞাত না থাকায় আর্ত্তস্বরে "হায়! হায়! এবার কংস-ভয়ে

স বিভ্রৎ পৌরুষং ধাম ভ্রাজমানো যথা রবিঃ।
দুরাসদোঽতিদুর্দ্ধর্ষো ভূতানাং সংবভূব হ ॥১৭

ততো জগন্মঙ্গলমচ্যুতাংশং
সমাহিতং শূরসুতেন দেবী।
দধার সর্ব্বাত্মকমাত্মভূতং
কাষ্ঠা যথানন্দকরং মনস্তঃ ॥১৮

সঃ বসুদেবঃ পৌরুষং ধাম বিভ্রৎ রবিঃ সূর্য্যঃ ইব ভ্রাজমানঃ শোভমানঃ সন্ ভূতানাং প্রাণিনাং দুরাধর্ষঃ দুরাসদঃ অনভিগম্যঃ অতিদুর্দ্ধর্ষঃ অনভিভবনীয়ঃ চ সংবভূব হ ॥১৭

ততঃ দেবী দেবকী শূরসুতেন বসুদেবেন সমাহিতং দীক্ষয়া অর্পিতং জগন্মঙ্গলং সর্ব্বাত্মকম্ ধাম শ্রীমূর্ত্তিম্ আত্মভূতম্ অচ্যুতাংশং কাষ্ঠা দিক্ আনন্দকরং চন্দ্রম্ ইব মনস্তঃ মনসা এব দধার ধৃতবতী ॥১৮

সর্ব্বজগন্নিবাসনিবাসভূতা সর্ব্বাশ্রয়ং হরিং গর্ভে ধারয়ন্তী

দেবকীর গর্ভপাত হইল কিংবা বোধ হয় কংসই কোনরূপ মন্ত্র বা ঔষধাদি যে কোন উপায়ে গর্ভ নষ্ট করিয়াছে” এইরূপ সন্দেহে বিবিধ বিলাপ করিতে লাগিল।১৫

এদিকে বিশ্বস্থ জীবমাত্রের আত্মা অর্থাৎ প্রভু হইলেও কেবল ভক্তগণের প্রতিই যিনি অভয় প্রদান করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যপরিপূর্ণ শ্রীভগবান্ পুরুষাদি অবতারবৃন্দের সহিত ও ষড়ৈশ্বর্য্যের সহিত পূর্ণস্বরূপে শ্রীবসুদেবের মনোমধ্যে আবির্ভূত হইলেন।১৬

বসুদেব শ্রীভগবৎ-সম্বন্ধি তেজঃ ধারণ করায় দিবাকরের ন্যায় তেজস্বী হইলেন বলিয়া কংসাদি দুষ্ট প্রাণিগণ তাঁহার নিকটে গমন করিতে কিংবা তাঁহাকে দর্শন করিতে বা পরাভব করিতে অসমর্থ হইল।১৭

অনন্তর পূর্ব্বদিক্ যেমন আনন্দকর চন্দ্রকে ধারণ করে, তদ্রূপ শুদ্ধসত্ত্বা শ্রী

সা দেবকী সর্ব্বজগন্নিবাস-
নিবাসভূতা নিতরাং ন রেজে।
ভোজেন্দ্রগেহেঽগ্নিশিখেব রুদ্ধা
সরস্বতী জ্ঞানখলে যথা সতী ॥১৯

তাং বীক্ষ্য কংসঃ প্রভয়াজিতান্তরাং
বিরোচয়ন্তীং ভবনং শুচিস্মিতাম্।
আহৈষ মে প্রাণহরো হরির্গুহাং
ধ্রুবং শ্রিতো যন্ন পুরেয়মীদৃশী ॥২০

সা দেবকী ভোজেন্দ্রগেহে কংসকারাগারে রুদ্ধা সতী (ঘটাদিরুদ্ধা অগ্নিশিখা ইব) জ্ঞানখলে জ্ঞানবঞ্চকে জনে সতী শোভনা সরস্বতী যথা নিতরাং ন শুশুভে ॥১৯

কংসঃ অজিতান্তরাং গর্ভে বিষ্ণুং ধারয়ন্তীং প্রভয়া ভবনং বিরোচয়ন্তীং দীপয়ন্তীং শুচিস্মিতাং তাং দেবকীং বীক্ষ্য আহ, মে প্রাণহরঃ এষঃ হরিঃ গুহাং গর্ভং নূনং শ্রিতঃ প্রবিষ্টঃ, যৎ যস্মাৎ ইয়ং দেবকী পুরা ঈদৃশী তেজঃসম্পন্না ন আসীৎ ॥২০

শ্রীবসুদেবকর্ত্তৃক বৈধ দীক্ষাদ্বারা অর্পিত জগন্মঙ্গল সর্ব্বমূলস্বরূপ ও সর্ব্বাংশপরিপূর্ণ শ্রীভগবান্‌কে মনোদ্বারা ধারণ করিলেন, তিনি পূর্ব্বেও দেবকীর আত্মাতে বর্ত্তমান ছিলেন।১৮

দেবকী প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সর্ব্বজগতের আশ্রয়স্বরূপ শ্রীভগবানের আধার হইয়াও সর্ব্বজনের আহ্লাদক রূপে শোভা পান নাই। কেবল স্বয়ং কিংবা বসুদেবাদি দুই এক জন অন্তরঙ্গের সহিত আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন; কারণ ভোজরাজ কংসের গৃহে অবরুদ্ধা হইয়া এমন অবস্থায় অবস্থান করিতেছিলেন যে, অগ্নিশিখা যেমন গৃহে রুদ্ধা হইলে নগরাদি বহিঃস্থিত বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না, কিন্তু গৃহস্থিত বস্তু বা সমীপবর্ত্তী দুই তিন ব্যক্তির প্রকাশ বা শীতাদি নাশ করিয়া থাকে; পরন্তু সেই অগ্নিশিখা দৈবাৎ প্রবলা হইয়া যেমন রোধকের গৃহ পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া থাকে, তদ্রূপ শ্রীদেবকীও কংসের ঐশ্বর্য্যাদি

কিমদ্য তস্মিন্ করণীয়মাশু মে
যদর্থতন্ত্রো ন বিহন্তি বিক্রমম্।
স্ত্রিয়াঃ স্বসুর্গুরুমত্যা বধোঽয়ং
যশঃ শ্রিয়ং হন্ত্যনুকালমায়ুঃ ॥২১

অদ্য তস্মিন্ ময়া আশু কিং করণীয়ম্, যতঃ অর্থতন্ত্রঃ স্বার্থপরঃ পুমান্ বিক্রমং ন বিহন্তি ন নাশয়তি। গুরুমত্যাঃ গর্ভধারিণ্যাঃ স্বসুঃ ভগিন্যাঃ স্ত্রিয়ঃ অয়ং বধঃ অনুকালং সর্ব্বদৈব যশঃ শ্রিয়ম্ আয়ুঃ চ হন্তি ॥২১

যঃ অত্যন্ত-নৃশংসিতেন ক্রূরকর্ম্মণা বর্ত্ততে, সঃ জনঃ

স এষ জীবন্ খলু সম্পরেতো
বর্ত্তেত যোঽত্যন্তনৃশংসিতেন।
দেহে মৃতে তং মনুজাঃ শপন্তি
গন্তা তমোঽন্ধং তনুমানিনো ধ্রুবম্ ॥২২

জীবন্ অপি সংপরেতঃ মৃতঃ (স্যাৎ)। মনুজাঃ তং নৃশংসং শপন্তি সাক্ষেপম্ আক্রোশন্তি। দেহে মৃতে সতি তনুমানিনঃ পাপিনঃ অথবা তনুমানিনঃ স্বতনুং পালয়তঃ অস্য দেহে মৃতে সতি ধ্রুবম্ অন্ধং তমঃ স গন্তা গমিষ্যতি ॥২২

দগ্ধ করিবেন। যাহারা শিষ্যকে জ্ঞান দান করিতে বঞ্চনা করে, তাহাদিগের অধিগত বিদ্যার ন্যায় দেবকী অতিশয় শোভা পাইলেন না।১৯

শ্রীভগবান্ কুক্ষিমধ্যে অবস্থান করায় শ্রীদেবকী স্বীয়প্রভাদ্বারা কারাগৃহ আলোকিত করিতেছেন এবং স্বাভাবিক তদানন্দ জন্য হাস্য করিতেছেন। কংস কোনদিন তদবস্থাপন্না দেবকীকে সাক্ষাৎ অবলোকন করিয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন—আমার প্রাণহর হরি নিশ্চয়ই ইঁহার গর্ভে প্রবেশ করিয়াছেন, যে হেতু ইতিপূর্ব্বে ইনি কখনই এই প্রকার প্রভাবতী ছিলেন না।২০

সম্প্রতি মদ্বৈরী হরির বধ সাধনবিষয়ে সহসা আমার কি কর্ত্তব্য? গর্ভস্থিত এই হরিকে বিনাশ করাও কর্ত্তব্য নহে, কারণ লোক স্বার্থপর হইলেও স্বপরাক্রম নষ্ট করে না, অধুনা ইহার বধে আমার বীরত্ব ও বিক্রম নাশ হইবে সন্দেহ নাই। অতএব এই গর্ভগত হরি গর্ভ হইতে বহির্গত হইয়া যথাসময়ে তরুণাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ইহার সহিত সংগ্রাম করিয়া জয় বা পরাজয় হইলেও জগতে আমার বিক্রম বিদ্যমান থাকিবে, পরন্তু গর্ভ-বধে বিক্রম কিছুই নাই। কিংবা স্বার্থপর পুরুষেও আপন বিক্রম বিনষ্ট করে না, যদিও বিষ্ণু এখন দেবকার্য সাধনার্থ গর্ভমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন সত্য, তথাপি স্বপরাক্রম প্রকাশ করিয়া অবশ্যই আমার সহিত যুদ্ধ করিবে এবং আমার নিকট নিশ্চয়ই পরাভব হইবে, অতএব অধুনা গর্ভগত হরিকে বিনাশ করিলে আমার কেবল বিক্রম-হানিত্ব হইবে এমন নহে, পরন্তু ধর্ম্মাদিহানি পর্য্যন্তও হইবে, কারণ গর্ভবধে দেবকীর বধ অবশ্যম্ভাবী এবং দেবকী স্ত্রী-জাতি তাহাতে আবার ভগিনী, বিশেষতঃ গর্ভিণী, এই অবস্থায় ইহার বধ-সাধন সদ্যই আমার যশশ্রী ও আয়ু নষ্টের কারণ হইবে, অতএব আমি স্বার্থপর হইলেও আপন পরাক্রম পরিত্যাগ করিয়া দেবকীর বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইতে পারি না।২১

যে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রূরভাব আবরণ দ্বারা জীবন ধারণ করে, সে জীবিত থাকিলেও মৃততুল্য। মনুষ্যসকল জীবদ্দশাতে বা মরণান্তে তাহাকে "রে পাপিন্! কুম্ভীপাক নরকে পতিত হও" এই বলিয়া অভিসম্পাত করিয়া থাকে। পরের অনিষ্ট করিয়া যে ব্যক্তি আপন দেহ পোষণ করে, সে দেহান্তে অন্ধতম নামক নরকে গমন করে।২২

ইতি ঘোরতমাদ্ভাবাৎ সন্নিবৃত্তঃ স্বয়ং প্রভুঃ।
আস্তে প্রতীক্ষংস্তজ্জন্ম হরেবৈর্বরানুবন্ধকৃৎ ॥২৩
আসীনঃ সংবিশংস্তিষ্ঠন্ ভুঞ্জানঃ পর্য্যটন্ মহীম্।
চিন্তয়ানো হৃষীকেশমপশ্যৎ তন্ময়ং জগৎ ॥২৪
ব্রহ্মা ভবশ্চ তত্রৈত্য মুনিভির্নারদাদিভিঃ।
দেবৈঃ সানুচরৈঃ সাকং গীর্ভির্বৃষণমৈড়য়ন্ ॥২৫

প্রভুঃ কংসঃ ইতি ঘোরতমাৎ ভাবাৎ স্বয়ং সন্নিবৃত্তঃ। বৈরানুবন্ধকৃৎ শত্রুতানির্ব্বন্ধপরঃ সন্ হরেঃ তৎ জন্ম প্রতীক্ষন্ আস্তে ॥২৩

আসীনঃ, সংবিশন্, তিষ্ঠন্, ভুঞ্জানঃ, পর্য্যটন্, পিবন্ হৃষীকেশং বিষ্ণুং চিন্তয়ানঃ কংসঃ জগৎ তন্ময়ং বিষ্ণুময়ম অপশ্যৎ ॥২৪

ব্রহ্মা, ভবঃ, রুদ্রঃ চ নারদাদিভিঃ মুনিভিঃ, সানুচরৈঃ দেবৈঃ চ সাকং সহ গীর্ভিঃ বাগ্‌ভিঃ বৃষণং কামবর্ষিণং বিষ্ণুম্ ঐড়য়ন্ তুষ্টুবুঃ ॥২৫

এই প্রকার বিচার করিয়া কংস ঐ গর্ভপাতাদি ঘোরতর সঙ্কল্প হইতে নিবৃত্ত হইল, যেহেতু সে স্বয়ংই রাজা, তাহাকে বাধা দিবার কেহ নাই, অতএব অন্যের মন্ত্রণাদি দ্বারা নিবৃত্ত না হইলেও অন্তর্যামী শ্রীভগবানের বশবর্ত্তী হইয়াই সম্প্রতি এই সাধুভাব অবলম্বন করিল বটে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি বিদ্বেষভাব রাখিয়া মূঢ়তা-বশতঃ জন্মাদি বিবর্জ্জিত ও বৈরাদি অশেষ দোষহারী বা সর্ব্বমনোহর শ্রীহরির জন্ম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।২৩

বৈরানুবন্ধ-জনিত ভয়ে সেই কংস উপবেশন, শয়ন, অবস্থান, ভোজন, ভ্রমণ এবং পানাদি সর্ব্বাবস্থাতে সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর শ্রীভগবান্‌কে চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত জগৎ বিষ্ণুময় দেখিতে লাগিল।২৪

সেই সময়ে ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর, নারদ, সনক সনন্দপ্রভৃতি মুনিগণের সহিত এবং সানুচর (সগন্ধর্ব্বাদি) দেবগণের সহিত সেই স্থানে আগমন করিয়া বিবিধ রম্য বাক্যে সর্ব্বকামবর্ষী শ্রীভগবান্‌কে স্তব করিতে লাগিলেন।২৫

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ ॥২৬

সত্যব্রতং সত্যপরং, ত্রিসত্যং কালত্রয়েঽপি সত্যং, সত্যস্য ক্ষিত্যাদীনাং যোনিং কারণং, সত্যে পৃথিব্যাদিষু নিহিতম্ অন্তর্য্যামিতয়া স্থিতং, সত্যস্য পৃথিব্যাদীনাং সত্যনাশেঽপি অবশিষ্যমানম্ ঋতসত্যনেত্রম্ ঋতসত্যয়োঃ প্রবর্ত্তকং, সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তাঃ ॥২৬

ভগবান্ প্রতিশ্রুত বাক্য সত্য করিলেন, ইহাতে আনন্দিত হইয়া দেবগণ প্রথমতঃ সত্যস্বরূপে স্তব করিতে লাগিলেন—হে ভগবন্! আপনার ব্রত অর্থাৎ সঙ্কল্প সত্য; আপনি যাহা বলিবেন, তাহা মিথ্যা হইবার নয়; সত্য দ্বারাই আপনাকে লাভ করা যায়; আপনি তিনকালেই সত্য বলিয়া ত্রিসত্য অর্থাৎ আপনি এই প্রপঞ্চ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ও পরে এবং স্থিতি সময়ে সত্যস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন; কারণ, ক্ষিতি অপ্ তেজঃ মরুৎ ও আকাশ এই পঞ্চভূতের আপনিই উৎপত্তি স্থান, আর ঐ পঞ্চভূতে লয় হইলেও আপনিই বর্ত্তমান থাকেন, সত্যবাক্য ও সর্ব্বত্র সমদর্শন এই উভয়ের আপনি প্রবর্ত্তক বা এই উভয়ই আপনার প্রাপক, আপনি সত্যস্বরূপ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম।

অথবা আপনি যে বলিয়াছেন—যে ব্যক্তি "হে প্রভো! আমি তোমার হইলাম এই বলিয়া একবার মাত্রও যদি শরণাগত হয়, তাহাকে আমি সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া থাকি" এই আমার ব্রত, অতএব আমরা শরণাগত হইয়াছিলাম বিধায় আমাদিগকে অভয় দান করিয়া আপনার ব্রত সত্য করিলেন।

একায়নোঽসৌ দ্বিফলস্ত্রিমূল-
শ্চতূরসঃ পঞ্চবিধঃ ষড়াত্মা।
সপ্তত্বগষ্টবিটপো নবাক্ষো
দশচ্ছদী দ্বিখগো হ্যাদিবৃক্ষঃ ॥২৭

ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতি-
স্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ।
ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসস্ত্বাং
পশ্যন্তি নানা ন বিপশ্চিতো যে ॥২৮

(কিঞ্চ হে কৃষ্ণ !) অসৌ (সংসারঃ) আদিবৃক্ষঃ (এব যতঃ অয়ম্) একায়নঃ (প্রকৃত্যাশ্রয়ঃ) দ্বিফলঃ (সুখদুঃখফলঃ) ত্রিমূলঃ (গুণত্রয়মূলঃ) চতূরসঃ (ধর্মার্থাদিরসঃ) পঞ্চবিধঃ পঞ্চেন্দ্রিয়-জ্ঞানপ্রকারঃ ষড়াত্মা (শোকমোহজরামৃত্যুক্ষুৎপিপাসাসমাবৃতঃ সপ্তত্বক্ (ত্বগাদিসপ্তধাতুত্বক্) অষ্টবিটপঃ (ভূতপঞ্চকমনো) বুদ্ধ্যহঙ্কারশাখঃ) নবাক্ষঃ (নবদ্বারচ্ছিদ্রঃ) দশচ্ছদী (দশপ্রাণপর্ণঃ) দ্বিখগঃ (জীবেশ্বরপক্ষিসহিতঃ) চ প্রতীয়তে ॥২৭

অস্য সতঃ (সংসারবৃক্ষস্য) ত্বম্ একঃ এব প্রসূতিঃ (জন্মকারণং) ত্বং সন্নিধানং (লয়স্থানং) ত্বম্ অনুগ্রহঃ (পালকঃ) ত্বন্মায়য়া সংবৃতচেতসঃ ত্বাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাঃ ইতি নানা পশ্যন্তি, যে বিপশ্চিতঃ তে তু তথা ন পশ্যন্তি ॥২৮

স্বভক্ত পালক অন্যান্য দেবতার ন্যায় আপনি অনিত্য অনুৎকৃষ্ট নহেন, কারণ আপনি সর্ব্বকালবর্ত্তী ও সর্ব্বদেশবর্ত্তী ও সর্ব্বকালশ্রেষ্ঠ। কিংবা "কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েন, কৃষ্ণে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, সত্য হইতেও সত্য কৃষ্ণ, অতএব কৃষ্ণের নাম সত্য" এই বাক্যানুসারে আপনি সত্যনামক পরমেশ্বর আপনি ত্রিসত্য অর্থাৎ আপনার বুদ্ধি, বল ও কার্য্য সত্য। আপনার অংশসমূহও সত্য, কারণ আপনি মৎস্য-কূর্ম্মাদ্যবতারবৃন্দের উদ্গমস্থান বা অবতারী। আপনার ধামও নিত্য অর্থাৎ মথুরা-বৈকুণ্ঠাদি লোকে আপনি সর্ব্বদা স্থিত। আপনি সত্যের সত্য, আপনার বিগ্রহ নিত্য। অতএব হে নিত্যস্বরূপ! আমরা এতাদৃশ আপনার শরণাপন্ন হইলাম।২৬

হে প্রভো! আপনি যদি বলেন, "তোমরাও লোকেশ্বর ও মৎসদৃশ, অতএব আমার শরণাপন্ন হইতেছ কেন?" এইরূপ বলিবেন না, কারণ সর্ব্ব সৃষ্ট্যাদির কারণ প্রযুক্ত আপনিই একমাত্র সর্ব্বেশ্বর, আমরা আপনার আশ্রিত, লোকাদিরূপ দ্বৈত প্রপঞ্চ সমস্ত আপনা ভিন্ন কিছুই নাই, সমষ্টি ব্যষ্টি দেহরূপ এই সংসার, অনাদিকালপ্রসূত অথচ নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল বৃক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এই সংসাররূপ বৃক্ষের মূল বা আশ্রয় একমাত্র প্রকৃতি। সুখ ও দুঃখ এই দুটী ইহার ফল। সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ ইহার মূলত্রয়, ধর্ম্ম অর্থ কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ ইহার চারি রস,—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা, নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ইহার জ্ঞান-প্রকার। জন্ম, অস্তিত্ব, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, বিনাশ এই ছয়টি অথবা শোক, মোহ, জরা, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা এই ছয়টি ইহার স্বভাব। ত্বক্, মাংস, রুধির, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটি ইহার ত্বক্ (বল্কল)। ভূমি, জল, তেজঃ বায়ু, আকাশ, মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, এই আটটি ইহার শাখা। নয়টি ইন্দ্রিয়-ছিদ্র ইহার নয় অক্ষ অর্থাৎ কোটর। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান, নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর দেবদত্ত, ধনঞ্জয় এই দশটি বায়ু ইহার দশ পত্র। জীব ও ঈশ্বর এই দুটি এই সংসার বৃক্ষের পক্ষী।২৭

এই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসিদ্ধ সংসার-বৃক্ষের আপনিই একমাত্র উৎপত্তির কারণ। আপনিই ইহার লয়ের স্থান। আপনিই ইহার পালক। (যদি বলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—ইহারা সৃষ্টি স্থিতি ও পালনের কর্ত্তা আমাকে কেন এইরূপ বলিতেছ; তদুত্তর এই—যাহাদিগের বুদ্ধি আপনার মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহারাই আপনাকে ব্রহ্মাদি স্বতন্ত্র দেবতা

বিভর্ষি রূপাণ্যববোধ আত্মা
ক্ষেমায় লোকস্য চরাচরস্য।
সত্ত্বোপপন্নানি সুখাবহানি
সতামভদ্রাণি মুহুঃ খলানাম্ ॥২৯
ত্বয্যম্বুজাক্ষাখিলসত্ত্বধাম্নি
সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে।
ত্বৎপাদপোতেন মহৎকৃতেন
কুর্ব্বন্তি গোবৎসপদং ভবাব্ধিম্ ॥৩০

(এবংভূতঃ) অববোধঃ আত্মা সচ্চিদানন্দঘনৈকমূর্ত্তিঃ ত্বং চরাচরস্য লোকস্য ক্ষেমায় সতাং সুখাবহানি খলানাম্ অভদ্রাণি (বিঘ্নকরাণি) সত্ত্বোপপন্নানি (সাত্ত্বিকানি) রূপাণি মুহুঃ বিভর্ষি ধারয়সি ॥২৯

হে অম্বুজাক্ষ পদ্মপলাশলোচন! অমলসত্ত্বধাম্নি ত্বয়ি একে আবেশিতচেতসা সমাধিনা মহৎকৃতেন ত্বৎপাদপোতেন ভবাব্ধিং গোবৎসপদং কুর্ব্বন্তি ॥৩০

স্বয়ং সমুত্তীর্য্য সুদুস্তরং দ্যুমন্
ভবার্ণবং ভীমমদভ্রসৌহৃদাঃ।
ভবৎপদাম্ভোরুহনাবমত্র তে
নিধায় যাতাঃ সদনুগ্রহো ভবান্ ॥৩১
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৩২

কিঞ্চ, হে দ্যুমন্ স্বপ্রকাশ! অদভ্রসৌহৃদাঃ তে ভীমং সুদুস্তরং ভবার্ণবং স্বয়ং সমুত্তীর্য্য ভবৎপদাম্ভোরুহ-নাবং ত্বৎ-চরণপোতম্ অত্র লোকতারণার্থং নিধায় (সংস্থাপ্য পারং) যাতাঃ। যতঃ ভবান্ হি সদনুগ্রহঃ ভক্তানুগ্রহকারী ॥৩১

হে অরবিন্দাক্ষ! ত্বয়ি (অস্তমতয়ঃ ভক্তিহীনাঃ অপি তু) বাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ (তর্কনিপুণাঃ অতএব) বিমুক্তমানিনঃ যে অন্যে ন আদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ (ত্বদ্ভক্তিশূন্যাঃ তে) কৃচ্ছ্রেণ পরং মোক্ষসন্নিহিতং পদম্ আরুহ্য ততঃ অধঃ পতন্তি ॥৩২

বলিয়া দেখে, কিন্তু যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা সেইরূপ দেখেন না, একমাত্র আপনাকেই ভক্তরূপে অবস্থিত অবলোকন করিয়া থাকেন। অথবা যাঁহাদিগের চিত্ত আপনার মায়াদ্বারা আচ্ছন্ন নয়, সেই ভক্তগণ আপনাকে একরূপেই দর্শন করিয়া থাকেন, আর যাঁহারা জ্ঞানাভিমান বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান করে, তাঁহারাই আপনাকে সন্দর্শন করিয়া থাকেন।২৮

আপনি এইরূপ বলিলেন না যে, আমি দেবকী-নন্দন আমাকে তোমরা এইরূপ বর্ণনা করিতেছে কেন? হে প্রভো! আপনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক এ-জগতের মঙ্গলার্থ ধার্ম্মিকগণের সুখকর ও অধার্ম্মিকদিগের নাশকর বিশুদ্ধ সত্ত্বময় রূপসকল ধারণ করিয়া থাকেন। অতএব আপনি কাহারও পুত্র নহেন।২৯

হে পদ্মপলাশলোচন! অখিল সত্ত্বগণের আশ্রয়-স্বরূপ আপনাতে সমাধিদ্বারা চিত্ত নিবেশবশতঃ মুখ্য বিবেকিগণ সেই চিত্তদ্বারা ভবদীয় চরণতরীকে সেব্যরূপে অঙ্গীকারপূর্ব্বক এই ভব-সাগরকে গোষ্পদ এবং তুচ্ছ মনে করিয়া অনায়াসে পার হইয়া যান।৩০

আপনি যদি বলেন, পূর্ব্বতন সাধুগণ মদীয় চরণতরী দ্বারা ভব-সাগর পার হইয়াছেন, তবে ইদানীন্তন ব্যক্তিসকলের ভব-পারের উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছি—হে দ্যুমন্! (হে স্বপ্রকাশক!) সর্ব্বভূতে প্রীতিযুক্ত ভক্তগণ আপনার চরণতরীর সামীপ্যমাত্র এই ভয়ানক দুস্তর ভবার্ণব বৎসপদতুল্য হওয়ায় অনায়াসে ভব-সাগর পার হইয়াও পরবর্ত্তী লোকের উদ্ধারার্থ সেই চরণতরী এই কূলে রাখিয়া অর্থাৎ শিষ্যপরম্পরা দ্বারা ভক্তিপথের সম্প্রদায় প্রচার করিয়া ভব-পারে গমন করেন, যেহেতু আপনি আপনার ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি একবার আপনাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার আর অন্য কিছুরই অপেক্ষা থাকে না, আপনি স্বয়ং তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া থাকেন।৩১

হে কমলনয়ন! যাহারা আপনাতে ভক্তি স্থাপন

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্-
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ॥৩৩
সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয় উপায়নং বপুঃ।

হে মাধব! ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ প্রেমযুক্তাঃ তে তাবকাঃ বৈষ্ণবাঃ তথা মার্গাৎ ক্বচিৎ ন ভ্রশ্যন্তি, (অপিতু) ত্বয়া অভিগুপ্তাঃ সমন্তাৎ পরিরক্ষিতাঃ (অতএব) নির্ভয়াঃ সন্তঃ বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু বিঘ্নগণেশ-সৈন্যপানাং মস্তকেষু পদং দত্ত্বা বিচরন্তি ॥৩৩

এবম্ভূতঃ ভবান্ (অস্য) স্থিতৌ শরীরিণাং শ্রেয়ঃ উপায়নং কর্ম্মফলপ্রদং বিশুদ্ধং সত্ত্বং বপুঃ শ্রয়তে, যেন বপুষা জনঃ

না করিয়া নিজকে বিমুক্তমানী বলিয়া অভিমান করে, আপনাতে ভক্তির অভাবপ্রযুক্ত মলিনচিত্ত সেই সকল মানব অতিকষ্টে বিষয় সুখ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক তপস্যাদি সাধনদ্বারা মোক্ষসন্নিহিত সৎকুলে জন্মাদি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়াও ভবদীয় পাদপদ্মের অনাদর করিয়া তাহা হইতে অধঃপতিত হইয়া থাকে।৩২

হে প্রভো! হে মাধব! যেমন স্বয়ং বিমুক্তমানিগণ ভবদীয় চরণ অনাদর করিয়া অধঃপতিত হয়, তদ্রূপ তোমার ভক্তগণ ভক্তিমার্গ হইতে কদাপি ভ্রষ্ট হয় না, যদিও বিশেষ কোন দুরদৃষ্টবশতঃ আত্মতত্ত্বাদির জ্ঞানের অভাব, স্বধর্ম্মের পরিত্যাগ ও কথঞ্চিৎ পাতকগ্রস্ত হইয়া জন্মান্তর স্বীকার করিয়া থাকেন সত্য, তথাপি আপনাতে বদ্ধসৌহৃদ্য থাকে বলিয়া "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যন্তি অর্থাৎ আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না" এই প্রতিজ্ঞাকারী আপনা কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া বিঘ্নকারীদিগের সেনানায়কের অর্থাৎ গুরুতর বিঘ্নসকলের মস্তকে পাদ প্রদান করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকেন।৩৩

আপনি বিশ্বপালনার্থে মানবগণের মঙ্গলপ্রদ

বেদক্রিয়াযোগতপঃ-সমাধিভি-
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে ॥৩৪
সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেৎ
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ ॥৩৫

বেদক্রিয়াযোগসমাধিভিঃ তব অর্হণং পূজাং সমীহতে করোতি ॥৩৪

হে ধাতঃ! ইদং সত্ত্বং চেৎ (তব) নিজং বপুঃ ন ভবেৎ, তর্হি অজ্ঞানভিদাপমার্জ্জনং ভ্রমপ্রমাদনিবর্ত্তকম্ বিজ্ঞানং ন ভবেৎ। যস্য চ (সম্বন্ধিতে) যেন (বা প্রমাত্রা) গুণঃ বুদ্ধ্যাদি প্রকাশতে, (সঃ) ভবান্ গুণপ্রকাশৈঃ (সর্ব্বসাক্ষী ইতি) অনুমীয়তে ॥৩৫

(কর্ম্মফলদাতৃ) বিশুদ্ধ (মায়াতীত) সত্ত্ব (চিন্ময়) শরীর ধারণ করিয়া থাকেন; যে শরীর অবলম্বন করিয়া লোক বেদাধ্যয়নরূপ ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম, ক্রিয়াযোগরূপ গৃহস্থের ধর্ম্ম, বনবাসাদিরূপ বানপ্রস্থের ধর্ম্ম, এবং সমাধিরূপ যতির ধর্ম্ম—এই চতুর্ব্বিধ স্বধর্ম্ম দ্বারা আপনার পূজা করিয়া থাকে। আপনি শরীর ধারণ না করিলে পূজার অভাবে লোকের কর্ম্মফল সিদ্ধ হইত না।৩৪

হে ধাতঃ! সর্ব্বশক্তিধারিন্! আপনার বিশুদ্ধ সত্ত্বময় এই শরীর যদি প্রকটিত না হয়, তাহা হইলে ভজনের অভাবে "অজ্ঞান ও অজ্ঞানকৃত ভেদ" এই উভয়ের নিবর্ত্তক যে ভবদীয় সাক্ষাৎকারাত্মক বিজ্ঞান তাহাও হইতে পারে না। বুদ্ধ্যাদি জড়গুণ সকল প্রকাশ দ্বারা আপনকার সাক্ষিত্বাদি গুণ প্রকাশ হইতে পারে, কিংবা যাহার বাহ্য গুণ প্রকাশ পাইতেছে, তিনি ঈশ্বর এইরূপ আপনার অনুমান করা যাইতে পারে মাত্র। অথবা আপনি শরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়াই আপনার সম্বন্ধি প্রকাশ বাহুল্য এবং দুর্দ্ধর্ষত্বাদি গুণ, শ্রীদেবকী ও বসুদেবে প্রকাশ পাইতেছে, ঐ গুণের প্রকাশ দ্বারাই আপনি সত্য সঙ্কল্প প্রভৃতি গুণে পূর্ণ বলিয়া অনুমিত হয়েন।৩৫

# সূচীপত্র

## ভাগবত

### ষষ্ঠ স্কন্ধ

## ষষ্ঠ স্কন্ধ—(খ)



ষষ্ঠ স্কন্ধ সমাপ্ত।

## সূচীপত্র—সপ্তম স্কন্ধ



সপ্তম স্কন্ধ সমাপ্ত।

## সূচীপত্র—অষ্টম স্কন্ধ

## অষ্টম স্কন্ধ—( খ )



অষ্টম স্কন্ধ সমাপ্ত।

## সূচীপত্র—নবম স্কন্ধ